বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা; শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

চতুর্দ্দশ ভাগ।

মৎস্যদ্বাদশী—মিব্।

১৪ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেসে

এ, বসু এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯ সাল।
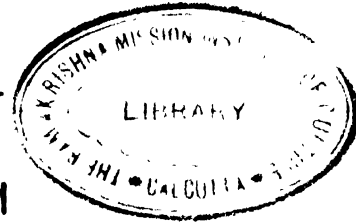
বিশ্বকোষ

চতুর্দ্দশ ভাগ।

মৎস্যদ্বাদশী (স্ত্রী) মার্গশীর্ষের শুক্লাদ্বাদশী। এই দিন মৎস্যভক্ষণ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ।

মৎস্যদ্বীপ (পুং) মৎস্যপ্রধানো দ্বীপঃ শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। দ্বীপভেদ। (বিষ্ণুপু॰)

মৎস্যধানী (স্ত্রী) মৎস্যা ধীয়ন্তে যত্রেতি মৎস্য-ধাঞ্‌-ল্যুট্‌-ঙীপ্‌। মৎস্যরক্ষার্থ পাত্র, চলিত খারী, খালুই, পর্য্যায়—কুবেণী, মৎস্যকরণ্ডিকা, খারয়িকা, মৎস্যবন্ধনী, কুবেণি, কুবেণা, কুপিনী, কুপিনি। (ভরত)

মৎস্যনাথ (পুং) মৎস্যেন্দ্রনাথ। [মৎস্যেন্দ্র দেখ]

মৎস্যনারী (স্ত্রী) ১ সত্যবতীর নামান্তর। ২ অর্দ্ধাকার মৎস্য ও অর্দ্ধাকৃতি নারীমূর্ত্তি (Mermaid)।

মৎস্যনাশক (পুং) নাশয়তীতি নশ-ণিচ্‌-ণ্বুল্‌, মৎস্যানাং নাশকঃ, সদৈব মৎস্যভক্ষকতয়াস্য তথাত্বং। কুরর পক্ষী। (ভূরিপ্র॰) (ত্রি) ২ মৎস্যনাশকর্ত্তা।

মৎস্যনাশন (পুং) নাশয়তীতি নশ-ণিচ্‌-ল্যু, মৎস্যস্য নাশনঃ কুররপক্ষী। (হেম) চলিত মাছরাঙা পাখী।

মৎস্যপিত্ত (ক্লী) মৎস্যস্য পিত্তম্‌। মীনপিত্ত, মাছের পিত্ত।

"মৎস্যাদিপিত্তং সংশুষ্কং নিম্বদ্রাবৈর্ব্বিভাবিতম্‌।
দিনান্তং শুদ্ধিমায়াতি সত্যং গুরুবচো যথা॥" (সারকৌ॰)

মৎস্যপিত্তা (স্ত্রী) কটুরোহিণী। ইহার পর্য্যায়—

"কটী তু কটুকা তিক্তা কৃষ্ণভেদা কটুম্ভরা।
অশোকা মৎস্যশকলা চক্রাঙ্গী শকুলাদনী॥
মৎস্যপিত্তা কাণ্ডরুহা রোহিণী কটুরোহিণী॥" (ভাবপ্র॰)

মৎস্যপুরাণ (ক্লী) অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পুরাণ-ভেদ। [ইহার বিশেষ বিবরণ পুরাণশব্দে দেখ।]

মৎস্যবন্ধ (পুং) মীনঘাতক, ধীবরজাতি। (বৃহৎস॰ ১৫।২২)

মৎস্যবন্ধক (ত্রি) মৎস্যান্‌ বধ্নাতি বন্ধ-ণ্বুল্‌। ১ মীনঘাতক। (পুং) ২ সঙ্করজাতিভেদ, ধীবরজাতি।

"নৃপায়ামেব তস্যৈব জাতো হি মৎস্যবন্ধকঃ।"
(উশনঃসংহিতা)

মৎস্যবন্ধিন্‌ (পুং) মৎস্যান্‌ বন্ধুং ধর্ত্তুং শীলমস্য মৎস্যবন্ধ-ইনি। ধীবরজাতি, জেলে।

"কৈবর্ত্তো ধীবরো দাসো মৎস্যবন্ধী চ জালিকঃ।" (হলায়ুধ)

মৎস্যবন্ধিনী (স্ত্রী) মৎস্যবন্ধিন্‌-স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। ১ মৎস্যধানী। ২ ধীবরপত্নী।

মৎস্যমুদ্রা (স্ত্রী) পূজাঙ্গ-মুদ্রাভেদ, সকল পূজাতেই এই মুদ্রার আবশ্যক হয়। ইহার লক্ষণ—

"দক্ষপাণিপৃষ্ঠদেশং বামপাণিতলং ন্যসেৎ।
অঙ্গুষ্ঠৌ চালয়েৎ সম্যক্‌ মুদ্রেয়ং মৎস্যরূপিণী॥
মৎস্যমুদ্রা চ কূর্ম্মাখ্যা লেলিহা মুণ্ডসংজ্ঞিকা।
মহাযোনিরিতি খ্যাতা সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধিদা॥" (তন্ত্রসার)

দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে বামপাণিতল স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিলে এই মুদ্রা হয়। ইহাকে কূর্ম্মমুদ্রাও কহে। এই মুদ্রা অভীষ্টসাধিকা।

মৎস্যরঙ্ক (পুং) মৎস্যরঙ্গ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। মৎস্যরঙ্গ পক্ষী, মাছরাঙ্গা পাখী। (ভূরিপ্র॰)

মৎস্যরঙ্গ (পুং) মৎস্যান্ রঙ্গতি ভক্ষণার্থং তৎসমীপং গচ্ছতীতি মৎস্য-রগি-অচ্। পক্ষিবিশেষ, চলিত মাছরাঙ্গা পাখী। পর্য্যায়—ঝম্পাশী, জলমদ্গু, মণীচক্র, মৎস্যাশন, মীনরঙ্কু, মৎস্যরঙ্ক, সুচিত্রক। (শব্দরত্না॰)

মৎস্যরাজ (পুং) মৎস্যেষু রাজা শ্রেষ্ঠঃ, সমাসান্তষ্টচ্। ১ রোহিত মৎস্য। (ত্রিকা॰) ২ বিরাটরাজ।

"তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মৎস্যরাজঃ প্রতাপবান্।"

(ভারত ৪।৬৯।২১)

মৎস্যবিদ্ (ত্রি) কটুকা, চলিত কট্‌কী। (রাজনি॰) (পুং) ২ মৎস্যতত্ত্ববিদ্।

মৎস্যবেধন (ক্লী) মৎস্যো বিধ্যতেঽনেনেতি মৎস্য-বিধ-করণে ল্যুট্, মৎস্যানাং বেধনমিতি বা। বড়িশ, বড়িশী, ইহা দ্বারা মাছ ধরা হয়।

মৎস্যবেধনী (স্ত্রী) মৎস্যবেধন-ঙীপ্। ১ মদ্গুপক্ষী। (জটাধর) ২ বড়িশ। (শব্দরত্না॰)

মৎস্যসগন্ধিন্ (ত্রি) মৎস্যগন্ধযুক্ত।

মৎস্যসংঘাত (পুং) ক্ষুদ্রমৎস্যের ঝাঁক।

মৎস্যসন্তানিক (পুং) মৎস্যানাং সন্তানিকোঽত্র। মৎস্যব্যঞ্জনবিশেষ।

"দগ্ধোঽঙ্গারে সলবণো বেশবারৈরুপস্কৃতঃ।

সার্দ্রকঃ কটুতৈলেন মৎস্যসন্তানিকো ভবেৎ॥" (শব্দচ॰)

•মৎস্যে লবণ, আদার রস ও বেশনাদি মিশাইয়া কটুতৈল দ্বারা অঙ্গারে পাক করিলে ইহা প্রস্তুত হয়।

মৎস্যসূক্ত (ক্লী) একখানি প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ। কাহারও কাহারও মতে এই গ্রন্থ হলায়ুধের রচিত, কিন্তু গ্রন্থে তাহার কোন আভাস নাই।

মৎস্যহন্ (পুং) মৎস্যং হন্তি হন-ক্বিপ্। মৎস্যহন্তা, মৎস্যঘাতক, ধীবর।

মৎস্যাক্ষক (পুং) সোমলতা।

মৎস্যাক্ষী (স্ত্রী) মৎস্যানাং অক্ষীণীব অক্ষীণি পুষ্পরূপাণি চক্ষূংষি যস্যাঃ। মৎস্যাক্ষি (বহুব্রীহৌ সক্‌থ্যক্ষোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্। পা ৫।৪।১১৩) ইতি ষচ্, ঙীপ্ চ। ১ ব্রাহ্মীশাক। ২ সোমলতা। ৩ গণ্ডদূর্ব্বা। (রাজনি॰) ৪ মৎস্যাদনী।

মৎস্যাঙ্গী (স্ত্রী) মৎস্যানাং অঙ্গমিব অঙ্গং যস্যাঃ। হিলমোচিকা। (ত্রিকা॰)

মৎস্যাদ (পুং) মৎস্যং অত্তি অদ-অণ্। মৎস্যভক্ষক, মৎস্যভোজনকারী।

মৎস্যাদনী (স্ত্রী) মৎস্যৈরদ্যতে ইতি মৎস্য-অদ-ল্যুট্। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ জলপিপ্পলী। (রাজনি॰) ২ মৎস্যাক্ষী।

মৎস্যাবতার (পুং) মৎস্যরূপী ভগবানের অবতারভেদ।

[মৎস্যশব্দ দেখ]

মৎস্যাশন (পুং) মৎস্যান্ অশ্নাতীতি মৎস্য-অশ-ল্যু। ১মৎস্যরঙ্গ পক্ষী। (ত্রিকা॰) (ত্রি) ২ মৎস্যভক্ষক।

মৎস্যাসন (ক্লী) রুদ্রযামলোক্ত যোগাঙ্গ আসনভেদ।

"অথ মৎস্যাসনং পৃষ্ঠে হস্তোপরি করাঙ্গুলিঃ।

পাদযুগলমানেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠস্য যোজনম্॥" (রুদ্রযামল)

মৎস্যাসুর (পুং) অসুরভেদ।

মৎস্যেন্দ্রনাথ, একজন বিখ্যাত হঠযোগী, গোরক্ষনাথের গুরু। নেপালে ইনি পদ্ম-পাণি বোধিসত্ত্বের অবতাররূপে পূজিত। প্রবাদ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে ইনি নেপালে আসেন। নেপালে ইঁহার 'রথযাত্রা' হইয়া থাকে।

মৎস্যেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

মৎস্যোদরিন্ (পুং) বিরাট, মৎস্যরাজ।

মৎস্যোদরী (স্ত্রী) মৎস্যস্য উদরং উৎপত্তিস্থানং যস্যাঃ। মৎস্যগর্ভে জাতত্বাদস্যাস্তথাত্বং। ১ ব্যাসমাতা সত্যবতী, মৎস্যগন্ধা। ২ কাশীস্থিত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থের বিষয় কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে, গণাধিপ ও গণনিচয় কৈলাস পর্ব্বত হইতে কাশীতে আসিয়া কাশীর চতুর্দ্দিকে এক শৈলদুর্গ নির্ম্মাণ করেন, এই দুর্গের চারিদিকে একটী গম্ভীর পরিখা প্রস্তুত করিয়া তাহা মৎস্যোদরীর জলে পূর্ণ করেন। এই মৎস্যোদরী তীর্থ বহিঃ ও অন্তশ্চারিত্বরূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। এই তীর্থ গঙ্গাজলের সহিত মিলিত বলিয়া পবিত্র। অন্তঃসলিলা হইয়া গঙ্গা যখন এই তীর্থে আসিয়া মিলিত হয়, তখন এই মৎস্যোদরী তীর্থ অতি পবিত্র হয়। সেই সময় তথায় শত কোটি সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ-তুল্য পুণ্যকাল উপস্থিত হয়। গঙ্গা ও মৎস্যোদরীর সহিত স্থিতিনিবন্ধন সমস্ত লিঙ্গ, সমস্ত পর্ব্ব ও সমস্ত তীর্থ তথায় উপস্থিত থাকেন। যে কোন সময়ে এই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড দান করিলে সকল পাতক বিদূরিত হয় এবং তাহার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যখন গঙ্গার বারি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়, তখন এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র মৎস্যাকার ধারণ করিয়া থাকে। দেবগণ বলিয়া থাকেন, বহুতীর্থে স্নান এবং বিপুল তপস্যা নিরর্থক, কারণ এক মৎস্যোদরীতে স্নান করিলে সকল ফললাভ হয়, এমন কি, মুক্তি পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে বহুতর তীর্থ আছে, কিন্তু তৎসমুদায় মৎস্যোদরী তীর্থের কোটি অংশেরও তুল্য নহে। কৈলাসবাসী গণপতি স্বয়ং এখানে আসিয়া এই মহাতীর্থ

নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গন্ধমাদন পর্ব্বত ভূর্ভুবঃসংজ্ঞক লিঙ্গ এখানে আগমন করিয়া গণপতির পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে পুণ্যবান্ মানবগণ ভূলোক প্রভৃতির উর্দ্ধলোকে দিব্যভোগভাগী হইয়া বহুকাল বাস করিয়া থাকে। ভোগবতীর সহিত ভগবান্ হাটকেশ্বর সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া এখানে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং শেষ ও বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ মণি, মাণিক্য ও রত্ননিচয় দ্বারা যত্নপূর্ব্বক তাঁহার বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এই লিঙ্গ স্বর্ণময় এবং রত্ন দ্বারা খচিত। এই লিঙ্গের পূজায় অশেষ ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। (কাশীখ০ ৬৯ অ০)

মৎস্যোপজীবিন্ (ত্রি) মৎস্যেন মৎস্যধারণবিক্রয়াদিনা উপজীবতি উপ-জীব-ণিনি। ধীবর, যাহারা মৎস্যবিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

মথ, ১ বিলোড়ন। ২ প্রতীঘাত। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। মথি মথধাতু—৩ হিংসা। ৪ পীড়ন। মন্থ বিলোড়ন, ক্র্যাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। ভ্বাদিপক্ষে লট্ মথতি। লোট্ মথতু। লিট্ মমাথ, মেথতুঃ। লুট্ মথিতা। লুঙ্ অমথীৎ। ক্র্যাদিপক্ষে লট্ মথ্নাতি। মথ্নাতি, মথ্নীতঃ, মথ্নন্তি। লিঙ্ মথ্নীয়াৎ। লঙ্ অমথ্নাৎ, লিট্ মমন্থ, মমন্থতুঃ, লুট্ মন্থিতা, লৃট্ মন্থিষ্যতি। লুঙ্ অমন্থীৎ, অমন্থিষ্টাং, অমন্থিষুঃ। সন্ মিমথিষতি, মিমন্থিষতি। যঙ্ মামথ্যতে, মামন্থ্যতে। যঙ্ লুক্ মামন্তি, মামন্থি। ণিচ্ মাথয়তি, লুঙ্ অমীমথৎ, অমমন্থৎ।

মথন (ক্লী) মথ্যতে ইতি মথ-ভাবে ল্যুট্। ১ বিলোড়ন, চলিত মওয়া।

"কাহং মন্দমতিঃ কেদং মথনং ক্ষীরবারিধেঃ।
কিং তত্র পরমাণুর্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ॥"
(ভাগবত ১।১।১ টীকায় স্বামী) ২ অস্ত্র বিশেষ।
"ঐষীকমস্ত্রমৈন্দ্রঞ্চ আগ্নেয়ং শৈশিরং তথা।
বায়ব্যং মথনং নাম কাপালমথ কিঙ্করম্॥"হরিব০ ২৩৬।১০।

(পুং) মথতি রোগানিতি মথ-কর্ত্তরি ল্যু। ৩গণিকারিকা বৃক্ষ। (রত্নমালা) (ত্রি) ৪ মথনকারক।

মথনাচল (পুং) পর্ব্বতভেদ, মন্দর পর্ব্বত।

মথা (স্ত্রী) বৈদিক নিধন মন্ত্রভেদ।

মথাত (ক্লী) সামভেদ।

মথিত (ক্লী) মথ-ক্ত। ১ নির্জ্জল ঘোল।

"ঘোলন্তু মথিতং তক্রমুদশ্বিচ্ছচ্ছিকাপি চ।
সসরং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতন্ত্বসরোদকম্॥" (ভাবপ্র০)
ইহার গুণ—কফ-পিত্তনাশক, রুচিকর, ধাতুপুষ্টিদায়ক। (রাজব০) (ত্রি) ২ আলোড়িত।

মথুরা (স্ত্রী) মথ্যতে পাপরাশির্যয়া ইতি মথ-(মন্দি-বাশীত্যাদি। উণ্ ১।৩৯) ইতি উরচ্। তীর্থভেদ, স্বনামখ্যাত পুরী, পর্য্যায়—মধুপঘ্ন, মধুপুরী মথুরা। (শব্দরত্না০)

নামোৎপত্তি।—সকল পুরাণেই মথুরার উল্লেখ আছে। কিন্তু মথুরার উৎপত্তির কথা কেবল রামায়ণ ও হরিবংশে পাওয়া যায়। রামায়ণে লিখিত আছে, লোলার জ্যেষ্ঠ পুত্র মধুদৈত্য মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া এক অপূর্ব্ব শূল লাভ করে। মহাদেব তাহাকে বর দিয়াছিলেন যে, এই শূল যতদিন তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততদিন চরাচর মধ্যে কেহই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। এই অদ্ভুত বর লাভ করিয়া মধু এক সুপ্রভ পুর নির্ম্মাণ করিলেন (১)। যথাকালে তাঁহার পত্নী কুম্ভনসীর গর্ভে লবণদৈত্যের জন্ম হইল। লবণ নিতান্ত দুর্ব্বিনীত ও অবাধ্য থাকায় মধু তাহাকে শিবদত্ত শূল অর্পণ করিয়া বরুণালয়ে চলিয়া গেল। ক্রমে লবণের দৌরাত্ম্যে তপোবনবাসী ঋষিগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং সকলে গিয়া রামকে সেই অত্যাচারকাহিনী জানাইলেন। শত্রুঘ্ন রামের আদেশ লইয়া লবণকে বধ করিতে আসিলেন। শত্রুঘ্নের বীরত্বে ও কৌশলে লবণ নিহত হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রীত হইয়া বর দিতে উপস্থিত হইলে শত্রুঘ্ন এই বর চাহিলেন যে, এই দেবনির্ম্মিত মধুপুরী মথুরা শীঘ্রই রাজধানী হউক। দেবগণও প্রীতমনে বর দিলেন যে, এই পুরী শূরসেনা নামে খ্যাত হইবে (২)। তখন শত্রুঘ্ন সেনা আনাইয়া পৌরজানপদ স্থাপন করিলেন। দ্বাদশবর্ষ মধ্যে এই স্থান শূরসেনাদিগের দেশ বলিয়া গণ্য হইল। এখানকার ক্ষেত্র সকল শস্যশোভিত হইল। বাসব যথাকালে বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বীরপুরুষগণ শত্রুঘ্নের বাহুবলে সুরক্ষিত হইয়া রোগরহিত হইল। এখন মধুপুর যমুনাতীরে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি তাহার সমধিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিল। নগরপ্রাঙ্গণ আপণরাজিবিরাজিত, নানাবিধ বাণিজ্যবস্তু দ্বারা সুশোভিত এবং এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের বসতি হইল। পূর্ব্বে লবণ

(১) "এবং মধুর্বরং লব্ধা দেবাৎ সুমহদদ্ভুতম্।
ভবনং সোঽসুরশ্রেষ্ঠঃ কারয়ামাস সুপ্রভম্॥"(উত্তরকাণ্ড ৭৪।১০)

(২) "প্রত্যুবাচ মহাবাহুঃ শত্রুঘ্নঃ প্রযতাত্মবান্।
ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেবনির্ম্মিতা॥
নিবেশং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রমেষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ।৯
তং দেবাঃ প্রীতমনসো বাঢ়মিত্যেব রাঘবম্॥
ভবিষ্যতি পুরী রম্যা শূরসেনা ন সংশয়ঃ।৬
তে তথোক্ত্বা মহাত্মানো দিবমারুরুহস্তদা॥" (উত্তরকাণ্ড ৮৩ অ০)

দৈত্য যে সকল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, এখন শত্রুঘ্ন সেই সকল আলয় সুধাধবলিত ও চিত্রকার্য্য দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া তাহার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিলেন। বণিক্‌গণ নানা দিগ্‌দেশ হইতে আসিয়া বিবিধ বাণিজ্য বস্ত ক্রয়-বিক্রয়পূর্ব্বক নগরের গৌরব বৃদ্ধি করিল *।

রামায়ণের উক্ত প্রমাণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, উত্তর-কাণ্ড রচনাকালেও এই স্থান মথুরা নামে খ্যাত ছিল না, তখন মধুপুরী ও মধুরা নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

মহাভারতে ও প্রায় সকল পুরাণেই মথুরা নাম পাওয়া যায়। অধিক সম্ভব, রামায়ণোক্ত মধুপুরী বা মধুরাই কালে মথুরা নামে খ্যাত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, এখানকার মথুরা সহরের দক্ষিণ পশ্চিমে 'মহোলি' নামে যে ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহাই আদিম রাজা মধুদৈত্যের মধুপুরী। পরে আর্য্যরাজ শত্রুঘ্ন যে পুরী নির্ম্মাণ করেন, তাহা বর্ত্তমান ভুতেশ্বর-মন্দির ও তন্নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান কাট্‌রা গ্রামে অবস্থিত ছিল, কালে সে সমস্ত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অবশেষে যমুনা-দুর্গ-শোভিত বর্ত্তমান সহরই মথুরা নামে খ্যাত হইয়াছে।† কিন্তু তাঁহাদের মত সমাচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ উদ্ধৃত রামায়ণের বচন হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, যেখানে মধু দৈত্য পুরনির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং যেখানে তৎপুত্র লবণ নানা ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, সেই স্থানেই রামানুজ শত্রুঘ্ন শূরসেনদিগের রাজধানী মধুরা পত্তন করিয়াছিলেন। সেই পুরী যমুনাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এরূপ স্থলে কাট্‌রা নামক স্থানের নিকট যে প্রথম আর্য্য মথুরা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। শূরসেনদিগের প্রভাববিস্তারের সহিত যাদবগণ পূর্ব্বস্থান হইতে একটু অগ্রসর হইয়া যমুনার ঠিক উপরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই পুরাণ-ইতিহাসে 'মথুরা' নামে খ্যাত। এই মথুরার সমৃদ্ধির সঙ্গে সুপ্রাচীন মধুপুরী বা মধুরা নগরী পরিত্যক্ত হয়, এবং সেই সঙ্গে এই স্থান 'মধুবন' নামে খ্যাত হইল।

যাদব-রাজধানী মধুরাপুরী কালে সুবিস্তৃত হইয়া মথুরা-মণ্ডলে পরিণত হইল। মনুসংহিতায় ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক প্লিনি আরিয়ান প্রভৃতির গ্রন্থে এই মথুরামণ্ডল শূরসেন নামে বর্ণিত এবং ইহার অধিকাংশ বর্ত্তমান মথুরা জেলার অন্তর্গত।

এই জেলা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আগ্রাবিভাগের অন্তর্গত। অক্ষা° ২৭°১৪´৩০´´ হইতে ২৭°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১৯´৩০´´ হইতে ৭৮°৩৩´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১৪৫৩ বর্গ-মাইল। যমুনার দক্ষিণকূলস্থ মথুরানগরই ইহার সদর। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকারের পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই জেলার শাসনকার্য্য আগ্রা ও সয়দাবাদ হইতে সম্পাদিত হইত। পরে অরিং, মহার, কোশী, সাদাবাদ, জলেশ্বর মাট, লোহ-ঝিল ও মহাবননামক ৮টী তহসীল লইয়া মথুরাজেলার সংগঠন হয়। তদবধি জেলার যাবতীয় রাজকীয় কার্য্য মথুরা-সদর হইতেই সম্পাদিত হইতেছে।

এই স্থান বহু প্রাচীন। পুরাণ-প্রসঙ্গে ইহাই কৃষ্ণ-বলরামের লীলাক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক-জগতে মথুরার মাহাত্ম্য বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান-প্রাধান্য সময়ে, এই স্থান নানা সমৃদ্ধিতে ভূষিত হইয়া জনসাধারণের নয়ন আকৃষ্ট করিয়াছিল। কেবল যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলিয়াই এই স্থান হিন্দুর প্রাচীনতম পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে তাহা নহে; খৃষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দে এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধ-বিহার ও সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্থানের মাহাত্ম্য তাৎকালীন বৌদ্ধজগতে বিশ্রুত হইয়াছিল। তাই আমরা প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমীর "Modoura of the gods" এবং আরিয়ান্ ও প্লিনির Methora শব্দে মথুরার উল্লেখ পাই।

ধীর-প্রবাহা যমুনা নদী এই জেলাকে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করিয়াছে। এই যমুনা ভিন্ন সমগ্র জেলায় আর দ্বিতীয় নদী নাই। বর্ষারম্ভেই যমুনার ঐশ্বর্য্য বাড়িয়া উঠে। তখন এই সূর্য্যকন্যা খরস্রোতে দশদিক্ ভাসাইয়া কুলকুল নাদে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হয়। এই সময়ে যমুনা যখন কাল-

* "স পুরা দিব্যসঙ্কাশো বর্ষে দ্বাদশমে শুভে।
নিবিষ্টঃ শূরসেনানাং বিষয়শ্চাকুতোভয়ঃ॥
ক্ষেত্রাণি শস্যযুক্তানি কালে বর্ষতি বাসবঃ।
অরোগবীরপুরুষাঃ শত্রুঘ্নভুজপালিতা॥
অর্দ্ধচন্দ্রপ্রতীকাশা যমুনাতীরশোভিতা।
শোভিতা গৃহমুখ্যৈশ্চ চত্বরাপণবীথিকৈঃ।
চাতুর্বর্ণ্যসমাযুক্তা নানাবাণিজ্যশোভিতা॥
যচ্চ তেন পুরা শুভ্রং লবণেন কৃতং মহৎ।
তচ্ছোভয়তি শত্রুঘ্নো নানাবর্ণোপশোভিতম্॥
আরামৈশ্চ বিহারৈশ্চ শোভমানাং সমন্ততঃ॥
শোভিতাং শোভনীয়ৈশ্চ তথান্যৈর্দৈবমানুষৈঃ॥
তাং পুরীং দিব্যসঙ্কাশাং নানাপণ্যোপশোভিতাম্।
নানাদেশগতৈশ্চাপি বণিগ্‌ভিরুপশোভিতাম্॥"(উত্তরকা° ৮৩ অঃ)

† Growse's Mathura, p, 216; Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. XX. p. 31.

বক্ষোবিস্তারপূর্ব্বক ধীর-সমীরণে লহরী তুলিয়া নাচিতে থাকে, তখন যমুনা-তারবর্ত্তী মথুরা ও বৃন্দাবনতীর্থধাম অপূর্ব্ব শোভায় ভূষিত হয়। সৌন্দর্য্যপ্রিয় মানব, যমুনার অতুল শোভা-সন্দর্শনার্থ তীর্থকামী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দারণ্যে আসিয়া থাকেন। মেঘমালাসদৃশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ যমুনা-বক্ষ বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত ও উচ্ছলিত হইয়া যেরূপ শোভাময়ী হয়, তাহা জয়দেব প্রভৃতি ভক্তকবির কাব্যগীতিতে সুস্পষ্ট ও সরল কথায় বর্ণিত হইয়াছে। [বৃন্দাবন দেখ।]

মথুরানগরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত যমুনাবক্ষেও ঐ দৃশ্যের অভাব নাই। সহরগাত্রের কএকটী ঘাট শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিবোধে এক একটী তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। অপর পার্শ্বের প্রান্তরভাগে স্থানে স্থানে যমুনাপ্রবাহে হ্রদাকার খাতসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র হ্রদগুলিতে প্রায় সকল সময়েই জল থাকে। স্থানীয় চাষবাসের পক্ষে উহার জল বিশেষ উপকারী। যখন বর্ষাপগমে যমুনাবক্ষ শুষ্ক হইয়া ক্ষুদ্র একটী স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করে, তখন উহার উভয় পার্শ্বেই বিস্তৃত বালুকাময় চর পড়িয়া থাকে। ঐ চর অতিক্রম করিয়া ক্ষেত্রাদিতে জলানয়ন করা অসাধ্য। শীতকালে ঐ চরভূমিতে তরমুজ প্রভৃতির চাষ হয়।

জেলার সর্ব্বত্রই প্রায় সমতল। কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণের ভরতপুর-সীমান্তপ্রদেশে চুণা পাথরের একটী গণ্ড-শৈলশ্রেণী দৃষ্ট হয়। উহা পার্শ্ববর্ত্তী সমতলভূমি হইতে ২৫০ ফিট্ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে ৫৫৬ ফিট্ হইতে উত্তর-পশ্চিমে ৬২০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়াছে।

জেলার পূর্ব্বভাগে মাট, মহাবন ও সয়দাবাদ তহসীল। গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বেদী মধ্যে অবস্থিত হওয়ায়, এই বিভাগ স্বাভাবিক উর্ব্বরতা লাভ করিয়াছে। এখানে ইন্দারা, গঙ্গা-খালের জলনালীসমূহ ও কএকটী নদীশাখা বিদ্যমান থাকায়, স্থানীয় ক্ষেত্রসমূহ জলপ্রাচুর্য্যহেতু প্রভূত শস্যশালী হইয়াছে। স্থানে স্থানে আম্রকানন ও মেওয়া-বাগানসমূহ উর্ব্বরত্বের পরিচয় দিতেছে। ভদোরার উত্তরাংশে যমুনার এক একটী প্রাচীন খাত ক্ষুদ্র হ্রদে পরিণত হইয়াছে।

যমুনার অপর পার্শ্ববর্ত্তী পশ্চিমভূভাগে জল না থাকায় শস্যাদির সেরূপ প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয় না। এখানকার কোশী, ছাতা ও মথুরা তহসীল স্বভাব-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ না হইলেও পৌরাণিক দেবমাহাত্ম্যে ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল দেবচরিত্র ও পূর্ব্বতন কীর্ত্তি সাধারণের দেখিবার জিনিস।

ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের লীলাভূমি হইলেও, এই পবিত্রক্ষেত্রে সেরূপ কোন অলৌকিক কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থানবিশেষে কএকটী জিনিস সেই প্রাচীন ক্রিয়া-কলাপসমূহের স্মৃতিমাত্র ঘোষণা করিতেছে। এখনও মথুরাধামে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, বসুদেব ও দেবকীর কারাগৃহ, কংসরাজের দুর্গ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বর্ষা ব্যতীত মথুরা বা বৃন্দাবনক্ষেত্রের শোভা বৃদ্ধি হয় না। প্রায় ৮ মাস কাল যমুনার কলেবর বিশুষ্ক হইয়া একটী স্রোতস্বিনীর ন্যায় থাকে, কিন্তু বর্ষার চারিমাস যখন যমুনাবক্ষ ঢলের জলে পরিপ্লাবিত হইয়া উঠে, তখন স্থানীয় সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। তীর্থযাত্রিগণ প্রায় এই বর্ষা ঋতুতেই এখানে আগমন করেন। অনেক যাত্রী তীর্থকামনায় ৮৪ বন পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

যমুনাবক্ষ জলপ্লাবিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় হ্রদ ও পার্ব্বতীয় স্রোতস্বিনীসমূহ পূর্ণকলেবরা হইয়া উঠে এবং মরুপ্রায় গণ্ডশৈল, বালুকাময় প্রান্তরসমূহ ও হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ শস্যাদিতে এবং ফল পুষ্পে পূর্ণ হইয়া শ্যামলা ধরিত্রীর জাগ্রদবস্থা প্রকাশ করিয়া থাকে।

কৃষিজীবি-অধিবাসি-সম্প্রদায় ক্ষুদ্রপল্লীতে বাস না করিয়া, অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত গণ্ডগ্রামসমূহে বাস করে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত বহুশত লোকের একটী গণ্ডগ্রাম মধ্যে বাস করিবার কএকটী কারণও আছে। প্রায় যমুনাপ্লাবিত সমগ্র ভূমি-ভাগের জল ঈষৎ লবণাক্ত হয়। এই নিমিত্ত সুমিষ্ট জলের লোভে তাহারা একস্থানে আসিয়া বাস করিয়াছে, অথবা শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ প্রভৃতি লীলাসমূহের সহিত সংলিপ্তবোধে পবিত্র জানিয়া তাহারা সেই পুণ্যক্ষেত্রসমূহ অধিকার করিয়া বসিয়াছে; প্রধানতঃ জাট ও মহারাষ্ট্র-বিপ্লব হইতে আত্ম-রক্ষা-করণোদ্দেশেই সেই গ্রামসমূহের সুরক্ষার কারণ বলা যাইতে পারে। মথুরা তহসীল ভিন্ন পশ্চিমবিভাগের অপর সকল স্থানেই জলের টান। আগ্রা-খাল ও তাহার শাখাগুলি বিস্তারিত হওয়ায় এখানে কৃষিকার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

একমাত্র যমুনা ও আগ্রাখালে পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকাসমূহ গমনাগমন করিতে পারে, কিন্তু মথুরা হইতে আছ্নেরা ও মথুরা-হাতরাস্ পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় এখানকার বাণিজ্যের ও তীর্থযাত্রিগণের গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। জলপথের বাণিজ্য-সুবিধার জন্য মূল আগ্রাখাল হইতে একটী ৮ মাইল বিস্তৃত বড় শাখা-খাল মথুরানগর

পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তুলা, লবণ, চাউল, চিনি, তামাকু ও মসলা প্রভৃতি এখানকার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য।

লোহ-ঝিলনামক বিস্তীর্ণ জলরাশি বর্ষাকালে হ্রদাকারে পরিণত হইয়া দীর্ঘায়তন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে উহার আয়তন লম্বে ২॥০ ও প্রস্থে ১॥ মাইল থাকে।

এই জেলার অধিকাংশ স্থান বনময় ও গোচারণভূমি। বনবিভাগে জ্বালানি কাঠ ব্যতীত অপর কোনরূপ ভাল কাঠ জন্মে না। স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র ও উপবনসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার বৃক্ষাদির ফল, পত্র, বীজ বা গাছের ছাল ঔষধ, রঙ্গ বা ভোজনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। জেলার পশ্চিমে বর্সনা ও নন্দগাঁও নামক স্থানে বেলে-পাথর ও মথুরায় কাঁকর পাওয়া যায়। এখানকার গৃহাদি প্রায় প্রস্তরনির্ম্মিত। মধ্যে মধ্যে কএকটী মৃত্তিকা-দেউলের গৃহও দেখা যায়।

মথুরার পুরাতত্ত্ব।

মথুরার আদি ইতিহাস নিতান্ত অস্পষ্ট। রামায়ণ হইতে জানা যায়, শত্রুঘ্ন লবণদৈত্যকে বধ করিয়া মধুপুরে শূরসেনদিগকে স্থাপন করিয়াছিলেন। শূরসেনদিগের বাসহেতু এখানকার বিস্তৃত জনপদ শূরসেন নামে খ্যাত হইয়াছিল। মনুসংহিতায় মধুপুর বা মথুরার কোন উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু এই শূরসেন-জনপদ ব্রহ্মর্ষিদেশের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

• শত্রুঘ্নের বংশধরগণ এখানে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বংশলোপের সহিত শূরসেনগণ প্রবল হইয়া রাজ্য অধিকার করেন। ভাগবতাদি পুরাণপাঠে জানা যায় যে, যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ এই শূরসেন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। পরে কংস কিছুকালের জন্য এই রাজ্য নিজ অধিকারে রাখিয়াছিল এবং যমুনাতীরস্থ মথুরায় তাহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই মথুরা-নগরীর নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে নিধন করিয়া তৎপিতা উগ্রসেনকে পুনরায় মথুরারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। পরে জরাসন্ধভয়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকাপুরী আশ্রয় করিলেও এই স্থান শূরসেনদিগের হস্তচ্যুত হয় নাই। মেগেস্থিনিসের বর্ণনাদৃষ্টে আরিয়ান্ লিখিয়াছেন যে,মেথোরা (Methora) ও ক্লিসোবোরা (Clisobora) শূরসেনদিগের এই দুইটী প্রধান নগরীর মধ্য দিয়া যমুনা নদী বহিতেছে। পাশ্চাত্য-বর্ণিত 'মেথোরা' ও 'ক্লিসোবোরা' মথুরা ও কৃষ্ণপুরের বৈদেশিক উচ্চারণ। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে মথুরা ও কৃষ্ণপুর জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল এবং এখানে শূরসেনগণ রাজত্ব করিতেন তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। আবার প্লিনি লিখিয়াছেন যে, ঐ দুই প্রসিদ্ধ নগরী পালিবোথ্রা অর্থাৎ পাটলিপুত্র-রাজ্যের অন্তর্গত। অধিক সম্ভব, মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্যকালে সুপ্রাচীন শূরসেনরাজ্য পাটলিপুত্রের সামীল হইয়াছিল। বাস্তবিক, মথুরামণ্ডল শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলিয়া অতি পূর্ব্বকাল হইতে কেবল যে হিন্দুগণের নিকট পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে, তাহা নহে; জৈন ও বৌদ্ধগণের নিকটও এই স্থান পুণ্যভূমি বলিয়া বহুদিন হইতে আদৃত। জৈনদিগের ১৯শ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও ২১শ তীর্থঙ্কর নমীনাথ মথুরায় জন্ম ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। সেজন্য ধার্ম্মিক জিনগণের নিকট মথুরার প্রত্যেক ধূলিকণা পর্য্যন্ত পবিত্র। প্রত্নতত্ত্ববিদ্-গণের যত্নে মথুরার নানাস্থান খুঁড়িয়া যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি বাহির হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই জৈন। তন্মধ্যে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, নানা শ্রেণীর জৈনগণ মথুরায় তীর্থ করিতে আসিতেন ও নানা দেবকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। জৈনরমণীগণেরও স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। মথুরার নবাবিষ্কৃত খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর একখানি জৈনলিপি হইতে জানা যায় যে, কুমারমিত্রা নামে একজন সাধ্বী পতির মৃত্যু হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্য কুমারভট্টির উপদেশদাত্রী হইয়াছিলেন। এরূপ প্রমাণ অন্যত্র বিরল, সেজন্য উল্লেখ করিলাম।

জৈনদিগের সহিত এখানে বৌদ্ধকীর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উপগুপ্ত সম্রাট্ অশোকের সমসাময়িক। মথুরায় বুদ্ধ-শিষ্যগণের অধিষ্ঠান হইলেও এই উপগুপ্তের সময় খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দ হইতেই মথুরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছিল। মথুরা হইতে যে প্রাচীনতম বৌদ্ধলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অনেকটা অশোকলিপির অনুরূপ। এতদ্দ্বারা সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবেশের আভাস পাওয়া যায়।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ২য় শতাব্দের শেষভাগে মথুরায় শকাধিপত্য বিস্তৃত হয়, মথুরার প্রথম শকক্ষত্রপগণ সকলেই মিত্রোপাসক বা সৌর ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে মথুরায় সৌরগণের প্রভাব ও সূর্য্যপূজা বিশেষ প্রচলিত হয়। সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন সূর্য্যমূর্ত্তি মথুরার পুরাকীর্ত্তির ধ্বংস হইতে বাহির হইয়াছে। পরবর্ত্তিকালে এই শকরাজগণের মধ্যে কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, আবার কেহ কেহ বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। মথুরার বৌদ্ধ-শকাধিপগণের মধ্যে কনিষ্কের নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

[ভারতবর্ষ শব্দ ৩৬৭-৩৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

শকপ্রভাব খর্ব্ব হইলে মথুরামণ্ডল ব্রাহ্মণভক্ত গুপ্ত-

সম্রাটগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে শূরসেনগণ আবার স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে রাজপদে বরণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের প্রথমভাগে যখন চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং মথুরায় আগমন করেন, সে সময়েও তিনি এখানে স্থানীয় স্বাধীন রাজার দর্শন পাইয়াছিলেন।

মহাবন হইতে রাজা অজয়পালদেবের ১২০৭ সংবতে (অর্থাৎ ১১৫০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সে সময়েও মথুরামণ্ডল যদুবংশীয় শূরসেনরাজেরই অধিকারে ছিল। সুদীর্ঘকাল রাজ্যভোগের পর শূরসেনরাজবংশীয়গণ মহম্মদ ঘোরীর হস্তে মথুরারাজ্য বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। মধ্যে একবার হিন্দু-অধিকার স্থাপিত হইলেও মথুরা আলাউদ্দীন্ খিলজীর সময় হইতে চিরদিনের জন্য হিন্দুকরচ্যুত হইল। তৎপরে বৃটীশাধিকারে না আসা পর্য্যন্ত মুসলমানদিগেরই শাসনাধীনে থাকে। এইরূপে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রাধান্যকল্পেই মথুরায় নানা সাম্প্রদায়িক-কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধপ্রাধান্যসময়ে, মথুরামণ্ডলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে এই পবিত্রক্ষেত্রে অসংখ্য কীর্ত্তি, ধর্ম্মপীঠ ও স্মৃতিস্তূপ (Relics)-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বৌদ্ধপ্রভাব বহুদিন হইতে অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতীয় তীর্থযাত্রিগণ ব্যতীত সুদূর চীনদেশ হইতে পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ৪০০ খৃষ্টাব্দে ভারতে পদার্পণ করেন। তিব্বত হইতে কাশ্মীর, কাবুল, কান্দাহার ও পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া বৌদ্ধতত্ত্বের লুপ্ত শাস্ত্রগুলি উদ্ধারমানসে তিনি প্রথমেই বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা মধ্যদেশান্তর্গত মথুরাধামেই আগমন করেন। এখানে তিনি মাসাবধি বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃত্তান্তপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালেও এখানে ২০টী সঙ্ঘারাম ও বিহারাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্মধ্যে তিনি অনেকগুলির প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ দাতার নির্দ্দিষ্ট তাম্রফলক দেখিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল মঠাদিতে প্রায় ৩ সহস্র বৌদ্ধযতি থাকিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ৬টী স্মৃতিস্তূপের উল্লেখ করিয়া যান, তন্মধ্যে ধর্ম্মাচার্য্য সারীপুত্র, মুদ্গলপুত্র ও আনন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্দ পরে, প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং ভারতে (৫২৯-৬৪৫ খৃঃ) আগমন করেন। তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি মথুরাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, উহার পরিধি প্রায় ২০ লি হইবে। তাঁহার আগমনকালেও ফাহিয়ান-বর্ণিত ২০টী সঙ্ঘারাম বিদ্যমান ছিল। দুঃখের বিষয়, তৎকালে বৌদ্ধপ্রাধান্যের ক্রমিক অবনতি হওয়ায় বৌদ্ধযতিদিগের সংখ্যাও কমিয়া আসিতেছিল। তিনি এখানে প্রায় ২ সহস্র যতিকে শাস্ত্রালোচনা করিতে দেখিয়া গিয়াছেন। অশোক-নির্ম্মিত ৪টী স্তূপ, পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ জন বুদ্ধের পদচিহ্ন এবং শাক্যমুনিশিষ্য সারীপুত্র, মৌদ্গলায়ন, পূর্ণমৈত্রায়ণীপুত্র, উপালি, আনন্দ, রাহুল, মঞ্জুশ্রী ও অপরাপর বোধিসত্ত্বের স্মরণার্থ নির্ম্মিত কএকটী স্তূপের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে বৌদ্ধযতিগণ প্রতি বৎসর ১ম, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম মাসের উপবাসকালে উক্ত স্তূপসমূহের নিকট সমবেত হইয়া অর্চ্চনাদি করিতেন। নগরের পূর্ব্বদিকে ৫।৬ লি দূরে উপগুপ্ত-নির্ম্মিত একটী সঙ্ঘারাম ও তন্মধ্যস্থ তথাগতের নখস্তূপ, উহারই উত্তরভাগে অবস্থিত গণ্ডশৈলের উপর একটী গুহা বুদ্ধের বিচরণভূমি। তদ্দক্ষিণে চারি বুদ্ধ ও সারীপুত্র, মুদ্গলপুত্র প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণের উপাসনাভূমির বিষয় তিনি লিখিয়াছেন। তাঁহার আগমনকালে ঐ বনমধ্যে বৌদ্ধাচার্য্যগণের স্মরণার্থ প্রতিষ্ঠিত স্তূপ তিনি নিরীক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত পরিব্রাজক মথুরাধামে ৫টী হিন্দুমন্দিরের অবস্থানও দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানকালে এখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন ও দীর্ঘকাল অবস্থান নিবন্ধন চীন-পরিব্রাজকদ্বয়বর্ণিত বৌদ্ধ-কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি নিয়তিবশে ভগ্ন, প্রোথিত ও হিন্দুর হৃদয় হইতে, ধর্ম্মান্তরের অনাস্থাপ্রযুক্ত, চিরকালের জন্য অপনোদিত হইয়াছিল। তৎপরে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ কনিংহামের যত্নে উহার এক একটী নিদর্শন হইতে বৌদ্ধপ্রাধান্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রথমে কেশবদেব-মন্দিরের কাট্‌রা মধ্যে কএকটী স্তম্ভ ও যশোবিহার হইতে বুদ্ধমূর্ত্তির নিদর্শন ও যশোবিহার নাম হইতেই অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়া উঠে।

কিন্তু কালের বিচিত্র গতি! সহস্রের পর সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া চলিল, জল ও বায়ু নিতান্ত দূষিত হইয়া লোক সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল; তদুপরি বিধাতার বিড়ম্বনা। কালের ক্ষয়শীল ক্রোড়ে রক্ষিত হইয়াও যাহা স্মৃতিচিহ্নরূপে জাগিতে ছিল, দুর্দ্দান্ত গজনীপতি মামুদ, সিকেন্দরলোদী, শাহজহান ও অরঙ্গজেব প্রভৃতি বিধর্ম্মী মুসলমানগণের অত্যাচারে তাহা লুণ্ঠিত ও বিপর্য্যস্ত হইল। প্রকৃত কথা বলিতে কি, হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী যবনগণ হিন্দুর কীর্ত্তি এককালে লোপ করিবার চেষ্টায় পূর্ব্বতন ধ্বংসাবশেষগুলি বিপর্য্যস্ত এবং

কোথাও বা ধনলাভের আশায় তাহার ভিত্তি পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছিল। তাহারা বৌদ্ধ বা জৈন প্রতিকৃতিসমূহের মুখ, নাসা বা হস্তপদাদি ছেদন করিয়া ফেলিয়াছে! এইরূপে এক স্থানের জিনিস অন্য স্থানে অন্তরিত হওয়ায় উহা সাধারণের ধারণার বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে; অর্থাৎ জৈনমূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তির সহিত একত্রীভূত হইয়া গিয়াছে, আবার কোথাও বা হিন্দু ও বৌদ্ধমূর্ত্তিসমূহ একত্র হইয়া রহিয়াছে। অধুনাতনকালে কোন কোন ধনিব্যক্তি দেবোদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া কোন কোন স্থলে ঐ উভয় প্রকার মূর্ত্তিই সংযোজনা করিয়া রাখিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের বিশেষ গোলযোগ ঘটিয়াছে। আরও দুঃখের বিষয়, কোন কোন পাশ্চাত্য-প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পূর্ব্বতন জৈন ও বৌদ্ধপ্রতিমূর্ত্তির প্রভেদ লক্ষ্য করিতে না পারিয়া ঐ সমস্ত এক একটী বৌদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখনও মথুরায় অনেক জৈনস্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কেশো (কেশব) পুরের* উপকণ্ঠস্থিত শেঠ-দিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নিকটে জৈনযুগের শিল্পকার্য্য-সম্বলিত একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ জম্বুস্বামীর ভজনাগৃহ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাঁহার স্মরণার্থ বেদীর নিম্নদেশে একখানি শিলাফলকে জম্বুস্বামীর নাম খোদিত আছে। এই জম্বুস্বামীই জৈনদিগের শেষ শ্রুতকেবলী সুধর্ম্মের শিষ্য। সুধর্ম্ম শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের শিষ্য ছিলেন। মণিরাম পূর্ব্বোক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ২য় তীর্থঙ্কর চন্দ্র-প্রভুর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তৎপরে শেঠ রঘুনাথ দাস গোয়ালিয়রের এক প্রাচীন ভগ্ন মন্দির হইতে অজিতনাথের প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মথুরা-মণ্ডলের নানাপ্রাচীন স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া বহু নিম্ন হইতে নানা সম্প্রদায়ের পুরাকীর্ত্তি বাহির হইতেছে। তদ্দ্বারা মথুরা পূর্ব্বকালে কিরূপ সমৃদ্ধিশালী ও নানা সম্প্রদায়ের কেন্দ্র বলিয়া গণ্য ছিল, তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে।

মথুরার ইতিহাস।

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, গোকুলে নন্দগৃহে অবস্থান, বৃন্দারণ্যে গোপাঙ্গনা-সঙ্গে কেলিবিহার, তাঁহার মথুরায় আগমন, কংসনিধন ও রাজপাটগ্রহণ প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি-সমূহ আজিও প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। বলিতে কি, এখনও প্রত্যেক হিন্দুর প্রাণ মথুরা-বৃন্দাবনের নামে নাচিয়া উঠে। মথুরা আর্য্যসমাজের একটী প্রাচীন কেন্দ্রস্থান। বৃন্দারণ্য তাহার উপকণ্ঠস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম মাত্র। মথুরায় এখনও কংসকারাগার, বিশ্রান্তিঘাট প্রভৃতি প্রাচীন পীঠ বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন যুগে এখানে যে সম্প্রদায় বিশেষের অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাদেরও প্রভূত স্মৃতিচিহ্ন আজিও মথুরাবক্ষে বিরাজ করিতেছে।

রাখাল-বালকরূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অংশা-বতার বলদেব লীলার সাথী হইয়া মথুরাধামে দ্বাপরলীলা শেষ করিয়া গিয়াছেন। এখনও মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, গোকুল ও মহাবন প্রভৃতি স্থানে তাহার অসংখ্য নিদর্শন পড়িয়া আছে। এ সকল দেবকীর্ত্তি দর্শন করিলে স্বতঃই মনোমধ্যে এই দেবতীর্থের পবিত্রতা উপলব্ধি হয়। কালে এই তীর্থ-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইলে, বহুলোক মথুরাধামে গমন করিয়াছিল। বৌদ্ধপ্রাধান্যসময়ে মথুরা নগরই নির্ব্বাণ-ধর্ম্মপ্রচারের মুখ্যকেন্দ্র হইয়াছিল। চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে এবং হিউএন্ সিয়াং ৭ম শতাব্দে এই স্থানের বৌদ্ধপ্রাধান্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে গজনাপতি মাহ্মুদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন হইতে মথুরা নগর একবারেই শ্রীহীন হইয়া পড়ে। এ মহাবিপ্লবে মথুরা-নগরের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেবভূমির অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংসে পরিণত হইয়াছিল। তদবধি মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্ব পর্য্যন্ত আর কেহই মথুরার নষ্টশ্রী-উদ্ধারের চেষ্টা পান নাই। মাহ্মুদ ও সুলতান সিকেন্দর লোদী (১৫০ খৃঃ) মথু-রার যে সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন, সম্রাট্ অকবর শাহ তাহারই জীর্ণসংস্কারে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাঁহারই হীনচেতা বংশধর শাহজহান ও অরঙ্গজেব উহার সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন করিয়া গিয়াছেন। মোগল-রাজবংশের অবসানে এখানে ভরতপুরের জাট-রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

মোগলপ্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিলে, জাটগণ মস্তকোত্তলন করে। সেই অরাজকতা ও শাসন-বিশৃঙ্খলতার সময় জাটগণ দস্যুবৃত্তি দ্বারা নানাস্থানে লুণ্ঠন ও বিপুল অর্থ উপার্জন করি-য়াছিল। বদনসিংহনামা জনৈক ব্যক্তির বলবীর্য্যে বশীভূত হইয়া জাটদল তাঁহাকেই দলপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে সর্দার বদনসিংহ সহরে আসিয়া বাস করেন। এখানে তাঁহার সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে বদনসিংহ স্বীয় অধিকৃত প্রদেশসমূহ পুত্র-দিগকে ভাগ করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যমল্লকে মথুরা প্রভৃতি অধিকাংশ রাজ্য এবং কনিষ্ঠ প্রতাপসিংহকে ভরত-পুরের দক্ষিণপশ্চিমাংশ দান করেন। বদনসিংহের মৃত্যুর পর, সূর্য্যমল্ল ভরতপুরে যাইয়া রাজোপাধি গ্রহণ করেন।

* অনেকে ইহাকেই সুপ্রাচীন "কৃষ্ণপুর" বলিয়া অনুমান করেন।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রোহিলা-বিদ্রোহদমনের জন্য মোগলসম্রাট্ আহ্মদ শাহ জাটসর্দ্দার সূর্য্যমল্লকে আহ্বান করেন। জাট ও হোলকর-সেনাদল উজীর সফ্‌দর জঙ্গের অধিনায়কতায় অভিযান করিয়াছিল। যুদ্ধকালে সেনানী সফ্‌দার বিদ্রোহী হন। ঐ সময়ে জাটসর্দ্দার দলবলসহ উজীরের পক্ষাবলম্বন করেন, কিন্তু মোগল-সেনাপতি গাজি উদ্দীন মহারাষ্ট্রসৈন্যের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। উভয়পক্ষের বিবাদ গুরুতর বাধিল দেখিয়া উজীর সফ্‌দর জঙ্গ অযোধ্যাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গাজি-উদ্দীন্ কাহারও কিছু করিতে না পারিয়া অবশেষে ভরতপুর অবরোধ করিয়া বসিলেন। মহারাষ্ট্র সহযোগী সেনাদলের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকায় তিনি বহু দিন অবরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি দিল্লীনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আহ্মদশাহকে সিংহাসনচ্যুত ও ২য় আলমগীরকে রাজমুকুট পরাইয়া নিজ জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আহ্মদশাহ দুরাণি যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন সর্দ্দার জহান খাঁ মথুরাবাসীর নিকট হইতে করসংগ্রহের চেষ্টা পান। কিন্তু অধিবাসিগণ বিপদ্ বুঝিয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নিরাপদ প্রজাবৃন্দের কোন ক্ষতি করিতে না পারায় তাহার ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি নগরলুণ্ঠনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। নগর মধ্যে যত ধন-রত্ন ছিল, সকলই জহান খাঁর করায়ত্ত হইল, যাহারা তাঁহার লুণ্ঠনকার্য্যে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই মুসলমানের তীক্ষ্ণ তরবারিমুখে জীবন বিসর্জ্জন করে।

ইহার ঠিক দুই বর্ষ পরে, নব সম্রাট্ ২য় আলমগীর গুপ্তচর দ্বারা নিহত হন। এই বিশৃঙ্খলতার সময়ে আফগণরাজ আহ্মদশাহ পুনরায় দিল্লী অভিমুখে আসিয়া দেখা দিলেন। বিখ্যাত চক্রী গাজি উদ্দীন্ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মথুরা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। এখানে তিনি ভরতপুরের জাটসর্দ্দার ও মহারাষ্ট্র-সেনাদল একত্র করিয়া ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথ-রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। মিলিত হিন্দুবাহিনী আহ্মদশাহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইল, কিন্তু মহারাষ্ট্র-সেনাপতির সহিত এই ঘটনার পূর্ব্বেই বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সূর্য্যমল্ল পাণিপথ-রণক্ষেত্রে অগ্রসর হন নাই। তিনি সুবিধা পাইয়া আগ্রা নগর মহারাষ্ট্র-কবল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বীয় শাসনাধীনে আনিলেন। [সদাশিব ভাউ দেখ]

আহ্মদ শাহ দুর্ভাগ্য শাহ আলমকে দিল্লীসিংহাসনে বসাইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। এই সময় সুবিধাজনক বুঝিয়া জাটসর্দ্দার সূর্য্যমল্ল রোহিলা-উজীর নাজীর-উদ্দৌলাকে আক্রমণ করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। তিনি সসৈন্যে দিল্লীর ৩ ক্রোশ অদূরে শাহদেরা নামক স্থানে উপনীত হইলেন. অকস্মাৎ রাজকীয় সেনাদল, তাঁহাকে আক্রমণ ও ধৃত করিল। ম্লেচ্ছহস্তেই তাঁহার জীবলীলা শেষ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর, প্রথম পুত্রদ্বয় এই অভিযানের অধিনায়কতা গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহারাও মোগলহস্তে নিহত হন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র জাবিতা খাঁর বিদ্রোহের সময় আগ্রা রাজ্য হারাইয়া, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার চতুর্থ পুত্র সমস্ত রাজ্য হারাইয়া অবশেষে ভরতপুরসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সিন্দে-রাজের সহিত রাজপুত রাজগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে জাটগণ সিন্দে-রাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। জাটসেনাসাহায্যে সিন্দেরাজ গোলাম কাদের কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ আগ্রা নগরী পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। এই সময়ে মথুরানগরী সহ আগ্রা পুনরায় সিন্দেরাজকবলে আসিয়াছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ভরতপুররাজ রণজিৎ সিংহ ৫ সহস্র জাট অশ্বারোহী লইয়া সিন্দেরাজবিরুদ্ধে ইংরাজসেনাপতি লর্ড লেকের সহগামী হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রসেনা পরাজিত হইলে, জাটসর্দ্দার পারিতোষিক স্বরূপ ইংরাজ-রাজের নিকট হইতে কৃষ্ণগড়, রেবারি ও মথুরার দক্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগ লাভ করেন। কিন্তু পর বৎসরেই তিনি দীগ্-যুদ্ধে পরাজিত হোলকররাজকে আশ্রয় দিয়া ইংরাজের প্রণয়সূত্র ছিন্ন করিলেন। লর্ড লেক-পরিচালিত ইংরাজ-সেনা ভরতপুর দুর্গ অবরোধ করিল, কিন্তু এবার দুর্গ অধিকৃত হইল না বটে, তথাপি ইংরাজপ্রদত্ত প্রদেশগুলি ও সমগ্র মথুরা জেলা ইংরাজ খাস করিয়া লইলেন।

ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, মথুরা অঞ্চলে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মিরাটের সিপাহিবিদ্রোহসংবাদ মথুরায় পৌছিলে এখানকার সিপাহিসৈন্যের সুবন্দোবস্ত করা হয়। উক্ত বর্ষের ১৬ মে ভরতপুর সৈন্য আসিয়া পৌছিলে সেই মিলিত সেনাদলকে ইংরাজ-সেনানী দিল্লী অভিমুখে পরিচালিত করিলেন। ২৬শে তারিখে তাহারা হোদল নামক স্থানে ছাউনী করে। ৩০ শে তারিখে মথুরা হইতে রাজকোষ আগ্রায় স্থানান্তরিত করিবার কালে সহগামী সিপাহীদল বিদ্রোহী হয়। ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া হোদালে পলাইয়া আসিলেন। এদিকে অনতিবিলম্বেই, ভরতপুরসৈন্য বিদ্রোহী হইল দেখিয়া ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ তথা হইতেও পলাইতে বাধ্য হইলেন। তৎকালীন

ইংরাজ-মেজিষ্ট্রেট্ সাহায্যলাভের প্রত্যাশায় আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু তাঁহার মনোরথ ব্যর্থ হইল দেখিয়া তিনি পুনরায় মথুরানগরে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে শেঠ উপাধিধারী ধনিগণ ১৪ই জুন তারিখে তাঁহাকে এই বিপদে আশ্রয় দিয়া বিশেষ বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। আলিগড়ে গোয়ালিয়র সেনাদলের বিদ্রোহিতা প্রশমিত হইলে, নিমারের সেনাদল মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ইংরাজগণকে তাড়াইয়া দেয়। এ সময় ইংরাজগণ আগ্রায় পলাইয়া রক্ষা পান। ক্রমে মথুরার সমগ্র পূর্ব্ববিভাগে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ৫ই অক্টোবর মেজিষ্ট্রেট্ সাহেব একদল সেনা লইয়া অগ্রসর হন। পথিমধ্যে দেবকর্ণ নামক জনৈক বিদ্রোহদলপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয় পক্ষে একটা খণ্ড যুদ্ধের পর দেবকর্ণ ইংরাজহস্তে বন্দী হন। এই সময়েই কর্ণেল কটন সসৈন্যে আগ্রা হইতে কোশী এবং তথা হইতে মথুরা-অভিমুখে আসিয়া গ্রামবাসী বিদ্রোহীদিগকে দমনপূর্ব্বক পুনরায় আগ্রা অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তদবধি মথুরায় আর কোন বিপত্তির সূচনা হয় নাই।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় হাতরাসের জাটরাজগণ ও মথুরার শেঠ বণিক্‌গণ ইংরাজরাজের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত তাঁহাদের কতক পরিচয় এইখানে প্রদত্ত হইল।

মাখন সিংহ নামা জনৈক জাট রাজপুতানা হইতে মুর্সানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র ঠাকুর নন্দরাম ফৌজদার ছিলেন। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার ১৪শ পুত্রের মধ্যে জলকরণ সিংহ মুর্সানসম্পত্তির অধিকারী হন ও জয়সিংহ ফৌজদারপদ লাভ করেন। জয়সিংহের পুত্র বদনসিংহ হাতরাসে যাইয়া বাস করিলেন। জলকরণের প্রপৌত্র রাজা ভগবন্তসিংহ ও জয়সিংহের প্রপৌত্র ঠাকুর দয়ারাম বিশেষ বলশালী হইয়াছিলেন। এই সময়ে মথুরা ও আলিগড় জেলার অধিকাংশ স্থান তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। উক্ত সামন্তদ্বয় স্বাধীনতা-অবলম্বনের চেষ্টা পাইলে ইংরাজগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। মেজর জেনারল মার্সেল সসৈন্যে যাইয়া মুর্সান্ রাজকে পরাজিত করেন। কিন্তু হাতরাস রাজ কিছুতেই ইংরাজের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে চাহেন নাই। তাঁহারা আলিগড়-দুর্গে আশ্রয় লইলে, ইংরাজসৈন্য সেই দুর্গ অবরোধ করিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ, উভয় পক্ষ হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে থাকে। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে বারুদখানায় আগুন লাগায় সমগ্র দুর্গ প্রায় ধ্বংস হইয়া যায়। দয়ারাম সকলই নষ্ট হইয়াছে জানিয়া রাত্রিযোগেই ভরতপুরে পলায়ন করেন, কিন্তু ভরতপুররাজ রণধীর সিংহ তাঁহাকে আশ্রয়দানে অস্বীকৃত হইলে তিনি তথা হইতে জয়পুর যাত্রা করেন। ইংরাজসেনা তাঁহার দুর্গ ভাঙ্গিয়া দেয় এবং তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি ইংরাজ-সরকারে আইসে। ইংরাজরাজ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার খোরপোষের জন্য মাসিক ১ হাজার টাকা ধার্য্য করিয়া দেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র ঠাকুর গোবিন্দসিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজের পক্ষ হইয়া বিদ্রোহানল মধ্যে ঝাঁপ দেন। তাঁহার বীরত্ব ও রাজভক্তি দেখিয়া ইংরাজরাজ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই সময় ইংরাজের সাহায্যকল্পে তাঁহার বহুল অর্থব্যয় ও বৃন্দাবন-প্রাসাদ বিদ্রোহীদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিনি ইংরাজের নিকট হইতে ৫০ হাজার টাকা ও লর্ড ক্যানিংএর সহিযুক্ত একখানি জমিদারী সনদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র-সন্তানাদি কিছুই ছিল না। তদীয় বিধবাপত্নী রাণী সাহেবকুমারী রাজা হরিনারায়ণ সিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনের কেশীঘাটের অদূরস্থ রাজপ্রাসাদে তাঁহারা বৎসরের অধিক দিন অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

শেঠ লছমিচাঁদ সিপাহীবিদ্রোহের সূচনা দেখিয়া পূর্ব্বাহ্নে কলেক্টার থরণহিল সাহেবকে সংবাদ দিয়াছিলেন। আগ্রায় সংবাদ যাইবার পূর্ব্বেই বিদ্রোহিগণ য়ুরোপীয়গণের বাসভূমিতে আগুন লাগাইয়া দেয়। মাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি য়ুরোপীয়গণ লছমিচাঁদের আলয়ে আশ্রয় লাভ করেন।

গোয়ালিয়ররাজের ধনাধ্যক্ষ গোকুলদাস পরিখজীর ধনেই এই বণিক্‌বংশ সমগ্র ভারতে ক্রোরীয়ান্ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গোকুলদাস বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ভ্রাতৃবর্গের সহিত মনোবিবাদ ও অপুত্রকানিবন্ধন তিনি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যুকালে স্বীয় বিষয়কার্য্যের সহকারী মণিরামকেই আপনার প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মণিরামের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র লছমিচাঁদ গদিতে উপবেশন করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লছমিচাঁদের মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র রঘুনাথ দাস সম্পত্তির অধিকারী হন, কিন্তু নাবালক পুত্রের কর্তৃপক্ষরূপে রাধাকৃষ্ণ ও গোবিন্দদাস (লছমিচাঁদের অপর ভ্রাতৃদ্বয়) কার্য্য চালাইতে থাকেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের প্রত্যেক বাণিজ্যপ্রধান নগরে মণিরাম-লছমিচাঁদ নামধেয় ধনীর হুণ্ডী চলিত। রামানুজ-মতাবলম্বী স্বামী রঙ্গাচার্য্যের নিকট তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এখনও বৃন্দাবনস্থ রঙ্গজীর মন্দির তাঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা

করিতেছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রাধাকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে, গোবিন্দদাস একক বাণিজ্য চালাইয়া ছিলেন। তিনি কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ ইংরাজরাজের নিকট হইতে C. S. I. উপাধি লাভ করেন। তাঁহার এবং তৎপরবর্ত্তী লছমিচাঁদের পুত্র রঘুনাথদাসের যত্নে মথুরাধামের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন এখানকার সয়দাবাদবাসী লালখানী নামক মুসলমান নবাববংশ উল্লেখযোগ্য। ইহারা রাজোরের বড়গুজর ঠাকুর কুমার প্রতাপসিংহ হইতেই আপনাদের বংশ-আখ্যা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। প্রতাপসিংহ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার বংশধর লালসিংহ সম্রাট্ অকবর কর্ত্তৃক খান্ উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই বংশ লালখানী আখ্যায় বিঘোষিত হয়। তাঁহার পৌত্র ইতিমাদ্ রায় সম্রাট্ অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইতিমাদের ৭ম পুরুষ অধস্তন নাহর আলী খাঁ ও ডুন্দে খাঁ বুলন্দসহরের কুমোনা দুর্গে থাকিয়া ইংরাজের বিপক্ষতাচরণ করেন। তদনুসারে তাঁহারা অপহৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজরাজ অনুকম্পা করিয়া ছতারিবাসী ঐ বংশের মর্দ্দন আলী খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি দান করেন। এই ব্যক্তি সায়দাবাদ সম্পত্তি খরিদ করিয়া বংশের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া যান। এই বংশে নবাব সর্ ফৈজ আলী খাঁ ইংরাজরাজের নিকট হইতে K. C. S. I. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

হিন্দু হইতে বংশের উৎপত্তি স্মরণ করিয়া এখনও তাহারা অনেক বিষয়ে হিন্দুত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। পুরুষগণ কুমার এবং রমণীগণ ঠাকুরাণী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপেও প্রাচীন হিন্দুপ্রথার প্রকরণসমূহ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান বংশধরগণ গোঁড়া মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এই বংশের প্রধান ব্যক্তি ছতারির নবাব বলিয়া পরিচিত। ইনি ওহাবি-মতাবলম্বী।

মথুরামণ্ডলস্থ তীর্থপ্রসঙ্গ।

মথুরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি, * এই জন্য ইহা সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর অন্তর্গত। ভাগবত ও হরিবংশাদি মতে শ্রীকৃষ্ণ যে যে লীলা করিয়াছিলেন, তাঁহার পাদস্পর্শে যে যে স্থান পবিত্র হইয়াছিল, অধুনাতন কালে সেই সেই স্থানই এক একটী তীর্থ বা পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু মথুরায় এই তীর্থ বাহুল্য দৃষ্ট হয়, ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের পর ঘটিয়াছে, কারণ মহাভারতে নানা তীর্থপ্রসঙ্গ থাকিলেও মথুরা তীর্থ বলিয়া গণ্য হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রাখিবার জন্য কৃষ্ণপুর বা কেশবপুর স্থাপিত হইয়াছিল, খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতেও সেই কৃষ্ণ বা কেশবপুরের খ্যাতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, যে সময় প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণ সঙ্কলিত হয়, সে সময়েও মথুরায় নানাতীর্থ ও নানাবনের অস্তিত্বই ছিল না।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া মথুরায় যমুনা সলিলে স্নান এবং বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। 'পিতৃদেবতাগণ অন্যান্য উন্নতিশীল পুরুষগণের সম্পদ্ অবলোকন করিয়া এই কথা বলিয়া থাকেন যে, আমাদের কুলে কি এমন কোন ব্যক্তি উৎপন্ন হইবে, যে মথুরাক্ষেত্রে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে উপবাস করিয়া যমুনা সলিলে স্নান ও বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। তাহাতে আমরা পরম গতি লাভ করিব।' এই দিন অতিশয় পুণ্যপ্রদ, যমুনায় স্নান, বিষ্ণুপূজা, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যাহা তীর্থকর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠানে ইহকালে বিবিধভোগ এবং অন্তিমে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৮ অং)

বিষ্ণুপুরাণের উক্ত বিবরণ হইতে এই মাত্র জানা যাইতেছে যে, মথুরানগরী-প্রবাহিত যমুনা নদীই হিন্দুর নিকট পূর্ব্বকালে পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য ছিল।

এমন কি, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং যখন এই মথুরাদর্শনে আইসেন, সে সময়ে তিনি নানা সম্প্রদায়ের ৫টী মাত্র (হিন্দু) দেবমন্দির দেখিয়াছিলেন। সুতরাং এ সময়েও মথুরায় বহুতীর্থস্থান, বহুবন ও বহু দেব কল্পিত হয় নাই।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের পর হইতেই ব্রহ্মণ্যধর্ম্মাভ্যুদয়ের সূত্রপাত। সম্রাট্ হর্ষদেবের মৃত্যুর সহিত বর্দ্ধনসাম্রাজ্য লোপ, মগধে হিন্দুপ্রবর গুপ্ত রাজগণের প্রাধান্যলাভ এবং তাহারই অনতিপরে কনোজে হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ যশোধর্ম্মদেবের অভ্যুদয়। প্রায় সমস্ত আর্য্যবর্ত্তে আবার কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মণপ্রভাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

অধিক সম্ভব, সেই সময়ে ধর্ম্মচেতা বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বরাহপুরাণোক্ত তীর্থ ও বনসমূহ প্রতিষ্ঠিত এবং তত্তন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে শৈব, শাক্ত ও সৌরগণও স্ব স্ব

* "অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তেতা মোক্ষদায়িকাঃ॥
অযোধ্যা রামনগরী মথুরা কৃষ্ণপালিতা।
এতাস্তু পৃথিবীমধ্যে ন গণ্যন্তে কদাচন।" (ভূতশুদ্ধিতন্ত্র)

ইষ্টদেবের মাহাত্ম্যপ্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বরাহ-পুরাণে তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

বরাহপুরাণে মথুরামাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত আছে—

"ইন্দ্রস্যেব পুরী রম্যা যথা নাকেঽমরাবতী।
জম্বুদ্বীপে তথোৎকৃষ্টা মথুরা নাম বল্লভা॥
বিংশতির্যোজনানাং হি মাথুরং মম মণ্ডলম্।
পদে পদেঽশ্বমেধানাং ফলং নাত্র বিচারণা॥
ন ময়া কথিতং দেবি ব্রহ্মণশ্চ মহাত্মনঃ।
রুদ্রস্ত ন ময়া পূর্ব্বং কথিতঞ্চ বসুন্ধরে॥
ময়া সুগোপিতং পূর্ব্বং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পরম্।
অত্র ক্ষেত্রে পুরী রম্যা সর্ব্বরত্নবিভূষিতা।
তস্যাং তিষ্ঠন্তি তীর্থানি তানি বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু।
ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ॥
তীর্থসংখ্যা চ বসুধে মথুরায়াং ময়োদিতা।
গোবর্দ্ধনং তথাক্রূরং দ্বে কোটী দক্ষিণোত্তরে॥
প্রস্কন্দনঞ্চ ভাণ্ডীরং কুরুক্ষেত্রসমানি ষট্।
পুণ্যাৎ পুণ্যতরং শ্রেষ্ঠমেতদ্ বিশ্রান্তিসংজ্ঞকম্॥
অসিকুণ্ডং সবৈকুণ্ঠং কোটিতীর্থসমং স্মৃতম্।
অবিমুক্তং সোমতীর্থং যমনস্তিন্দুকং ততঃ॥
চক্রতীর্থং তথাক্রূরং দ্বাদশাদিত্যসংজ্ঞিতম্।
এতৎ পুণ্যং পবিত্রঞ্চ মহাপাতকনাশনম্।
কুরুক্ষেত্রাচ্ছতগুণং মথুরায়াং ন সংশয়ঃ॥
যে পঠন্তি মহাভাগাঃ শৃণ্বন্তি চ সমাহিতাঃ।
মথুরায়াস্তু মাহাত্ম্যং তে যান্তি পরমং পদম্॥"

(বরাহপু° ১৫৮ অ°)

শ্রীকৃষ্ণ বসুধাকে বলিয়াছিলেন, প্রিয়ে! সমগ্র জম্বুদ্বীপের মধ্যে এই মথুরা পুরীই আমার প্রিয়। ইহা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় রমণীয়। এই মথুরামণ্ডলের বিস্তার বিংশতি যোজন। এখানে প্রতিপদক্ষেপে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। আমি এই পুরীর বিবরণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা বা রুদ্র কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। অতি গোপনে ইহাকে আমি রক্ষা করিয়াছি। এই ক্ষেত্রে একটী সর্ব্বরত্নভূষিত রমণীয় পুরী আছে। তথায় বহুসংখ্যক পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান। আমি মথুরায় ষষ্টি কোটি সহস্র ও ষষ্টি কোটি শত তীর্থসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন গোবর্দ্ধন ও অক্রূর প্রভৃতি আরও দুই কোটি তীর্থ দক্ষিণোত্তরদিকে বিদ্যমান আছে। প্রস্কন্দন ও ভাণ্ডীরাদি ছয়টী তীর্থ কুরুক্ষেত্রের তুল্য। এই তীর্থ সকল অতি পবিত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অসিকুণ্ড ও বৈকুণ্ঠ কোটিতীর্থতুল্য এবং চক্রতীর্থ ও অক্রূর, অবিমুক্ত, সোমতীর্থ, যমন, তিন্দুক ও দ্বাদশাদিত্য তীর্থ। এই তীর্থ সকল অতি পবিত্র ও মহাপাতকহর। মথুরামণ্ডলের তীর্থ কুরুক্ষেত্র হইতে সাতগুণ অধিক পুণ্যপ্রদ। এই মথুরামাহাত্ম্য যাহারা সমাহিত হইয়া পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারা পরমপদলাভের অধিকারী হয়।

উপরে নানাতীর্থের উল্লেখ থাকিলেও বরাহপুরাণে বিশেষভাবে দ্বাদশতীর্থ দ্বাদশবন ও পঞ্চস্থলের উল্লেখ আছে।

বরাহ-পুরাণে মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত যে দ্বাদশটী পবিত্র বনের উল্লেখ আছে, তদ্বিবরণ এইরূপ। প্রথম মধুবন, এই বনে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান আছে। মানবগণ ইহার দর্শনে সমস্ত অভীষ্ট লাভ করে। দ্বিতীয় তালবন, ভক্তিমান্ ব্যক্তি এই বনে আসিয়া স্নান করিলে কৃতকৃত্য লাভ করিতে পারে। তৃতীয় কুমুদ বন, এই বনে গমনমাত্রেই মানবের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। বিশেষতঃ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা একাদশীতে এখানে আসিয়া যে মানব স্নান করে, তাহার রুদ্রলোক প্রাপ্তি ঘটে। চতুর্থ কাম্যক বন, এখানে আসিলে মানবের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। এই বনে আসিয়া ইহার যে কোন স্থানে মৃত্যু ঘটিলেই বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি নিশ্চিত। পঞ্চম বকুল বন, এই বনে গমন করিলে অন্তে অগ্নিলোক লাভ ঘটে। ষষ্ঠ ভদ্রবন, এই বন যমুনার পরপারে অবস্থিত। ইহা দেবগণেরও দুর্লভ। এখানে আসিয়া মানব যদি একান্তমনে বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হয়, তবে এই বনমহিমায় তাহার নাগলোকপ্রাপ্তি ঘটে। সপ্তম খাদির বন, এই প্রসিদ্ধ বনে গিয়া নর বিষ্ণুলোকগমনে অধিকারী হয়। অষ্টম মহাবন, এই বনটী বিষ্ণুর বড়ই প্রিয়। এখানে আসিয়া স্নান করিলে ইন্দ্রলোকে গতি হয়। নবম লোহজঙ্ঘ বন, ইহা লোহজঙ্ঘ কর্তৃক রক্ষিত। এই বনমহিমায় সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। দশম বিল্ববন। এই বন দেবগণেরও পূজনীয়। এখানে গিয়া মানব ব্রহ্মলোকগমনে অধিকারী হয়। একাদশ ভাণ্ডীর বন, এই বন যোগিগণেরও স্পৃহণীয়। ইহার দর্শনমাত্রেই মানবের গর্ভবাসক্লেশ ঘুচিয়া যায়। এখানে আসিয়া বাসুদেবকে দর্শন করিলে তাহার আর জন্মমরণক্লেশ থাকে না। দ্বাদশ বন বৃন্দাবন, এখানে আসিয়া বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ-সন্দর্শনে মানবের সর্ব্বপাপ প্রশমিত ও যমভয় বিদূরিত হয়।*

---

* রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমনুত্তমম্।
তং দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি কৃতকৃত্যো হি জায়তে॥৩০
একাদশী শুক্লপক্ষে মাসি ভাদ্রপদে তথা।
তস্যাং স্নাতো নরো দেবি কৃতকৃত্যো হি জায়তে॥৩১

দ্বাদশতীর্থ যথা—১ অবিমুক্ততীর্থ,২ বিশ্রান্তিতীর্থ,৩প্রয়াগতীর্থ, ৪ কনখলতীর্থ, ৫ তিন্দুকতীর্থ, ৬ সূর্য্যতীর্থ, ৭ ধ্রুবতীর্থ, ৮ তীর্থরাজ, ৯ ঋষিতীর্থ, ১০ মোক্ষতীর্থ, ১১ কোটিতীর্থ ও ১২ বায়ুতীর্থ।

উক্ত দ্বাদশতীর্থের মধ্যে অবিমুক্ততীর্থে স্নান করিলে মুক্তি হয়। সকল তীর্থস্নানে যে ফল, এক বিশ্রান্তিতীর্থে দেবমূর্ত্তি দর্শনে সেই ফল এবং স্নান করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল ও এখানে মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠলাভ হইয়া থাকে। কনখল অতি গুহ্যতীর্থ,এখানে স্নানমাত্র স্বর্গলাভ ঘটে। তিন্দুকতীর্থ স্নানেও বৈকুণ্ঠলাভ। রবিবারে, সংক্রান্তিদিবসে ও চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে সূর্য্যতীর্থে স্নান করিলে রাজসূয়-ফললাভ হয়। ধ্রুবতীর্থে পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের মুক্তি এবং স্নানকারী বৈকুণ্ঠলাভ করিয়া থাকে। ধ্রুবতীর্থের দক্ষিণে তীর্থরাজ, এখানে স্নান করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি এবং তাহার দক্ষিণে অবস্থিত ঋষিতীর্থে স্নান করিলে ঋষিলোক প্রাপ্তি ও তথায় মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠলাভ ঘটে। ঋষিতীর্থের দক্ষিণে মোক্ষতীর্থ, সেখানে স্নান করিলেই মোক্ষ, কোটিতীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মলোক,বায়ুতীর্থে পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোকতৃপ্তি,বিশেষতঃ এখানে জ্যৈষ্ঠমাসে পিণ্ডদান করিলে গয়াপিণ্ডদানের ফললাভ হয়।* বরাহপুরাণমতে এই দ্বাদশ

বনং কুমুদকং নাম তৃতীয়ঞ্চৈবমুত্তমম্।
তত্র গত্বা নরো দেবি কৃতকৃত্যো হি জায়তে ॥৩২
একাদশী কৃষ্ণপক্ষে মাসি ভাদ্রপদে হি যা।
তত্র স্নাতো নরো দেবি রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥৩৩
চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥৩৪
বিমলস্য চ কুণ্ডে তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যস্তত্র মুচ্যতে প্রাণান্মম লোকং স গচ্ছতি ॥৩৫
পঞ্চমং বকুলবনং বনানামুত্তমং বনম্।
তত্র গত্বা নরো দেবি অগ্নিস্থানং স গচ্ছতি ॥৩৬
যমুনায়াঃ পরে পারে দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠং বনমনুত্তমম্ ॥৩৭
তত্র গত্বা তু বসুধে মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ।
তদ্বনস্য প্রভাবেণ নাগলোকং স গচ্ছতি ॥৩৮
সপ্তমন্তু বনং ভূমে খাদিরং লোকবিশ্রুতম্।
তত্র গত্বা নরো ভদ্রে মম লোকং স গচ্ছতি ॥৩৯
মহাবনঞ্চাষ্টমন্তু সদৈব তু মম প্রিয়ম্।
যত্র গত্বা তু মনুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥৪০
লোহজঙ্ঘবনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতম্।
নবমন্তু বনং নাম সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৪১
বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতম্।
তত্র গত্বা তু মনুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৪২
একাদশন্তু ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমম্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো গর্ভং ন গচ্ছতি ॥৪৩
ভাণ্ডীরং সমনুপ্রাপ্য বনানাং বনমুত্তমম্।
বাসুদেবং ততো দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥৪৪
বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্।
মম চৈব প্রিয়ং ভূমে মহাপাতকনাশনম্ ॥৪৫
বৃন্দাবনঞ্চ গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে।
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্ ॥"৪৬
(বরাহপুরাণ ১৫৩ অধ্যায়)

* "অবিমুক্তে নরঃ স্নাতো মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
তথাত্র মুচ্যতে প্রাণান্মম লোকং স গচ্ছতি ॥৩২
বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকং প্রপদ্যতে ॥৩৩
সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানং সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে দেবি দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমম্ ॥৩৪
ন চ যজ্ঞৈর্ন তপসা ন ধ্যানৈর্ন চ সংযমৈঃ।
তৎ ফলং লভতে স্নাতো যথা বিশ্রান্তিসংজ্ঞকে ॥৩৫
কালত্রয়ন্তু বসুধে যঃ পশ্যতি গতশ্রমম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণে স্বে তু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৩৬
অস্তি চান্যৎ পরং গুহ্যং সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকং প্রপদ্যতে ॥৩৭
প্রয়াগং নাম তীর্থন্তু দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৩৮
ইন্দ্রলোকং সমাসাদ্য নরোঽসৌ দেবি মোদতে।
অথাত্র মুচ্যতে প্রাণান্মম লোকং স গচ্ছতি ॥৩৯
তথা কনখলং নাম তীর্থং গুহ্যং পরং মম।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে ॥৪০
অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং নাম নামতঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥"৪১
"ততঃ পরং সূর্য্যতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্।
বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্যস্ত্বারাধিতঃ পুরা ॥৫৪
তস্মিন্ তীর্থে নরঃ স্নাতঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তত্রাথ মুচ্যতে প্রাণান্মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৫৫
আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥৫৬
ধ্রুবেণ যত্র সন্তপ্তং স্বেচ্ছয়া পরমং তপঃ।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে।
তথাত্র মুচ্যতে প্রাণান্মম লোকে মহীয়তে ॥৫৭
ধ্রুবতীর্থে তু বসুধে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
পিতৄংস্তারয়তে সর্ব্বং পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ ॥৫৮
দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্য তীর্থরাজং প্রকীর্ত্তিতম্।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকং প্রপদ্যতে ॥৫৯

তীর্থ দেবগণেরও দুর্লভ, এখানে স্নান, দান, জপ ও হোম করিলে সহস্র গুণ ফল হইয়া থাকে। এমন কি, এই সকল তীর্থনাম স্মরণ করিলেও সকল পাপ দূর হয়। *

পঞ্চস্থল যথা—১ম অর্কস্থল, ২য় বীরস্থল, ৩য় পুষ্পস্থল, ৪র্থ মহাস্থল ও ৫ম কুশস্থল।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে,—অর্কস্থল যমুনার অপর পারে ভাণ্ডহ্রদের নিকট অবস্থিত, এখানকার কুণ্ডে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে গতি হয়। অর্কস্থলের নিকট সপ্তসামুদ্রক কূপ। এখানে মরিলে মৃতব্যক্তি বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি ঘটে। বীরস্থল সলিল-সন্নিকটবর্ত্তী ও পদ্ম-কুমুদভূষিত, এখানে এক রাত্রি উপবাসী থাকিয়া স্নান করিলে বীরলোকে বিরাজিত হয়। কুশস্থলও মঙ্গলপ্রদ এবং পাপহর। এখানে স্নান করিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। পুষ্পস্থল শ্রেষ্ঠ শিবক্ষেত্র, এখানে আসিয়া স্নান করিলে শিবলোক লাভ হয়।†

তদ্দাক্ষণে মহাদেবি ঋষিতীর্থং পরং মম।
তত্র স্নাতো নরো দেবি ঋষিলোকং প্রপদ্যতে।
অথাত্র মুচ্যতে প্রাণাম্মম লোকে মহীয়তে ॥৬০
দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্ত মোক্ষতীর্থং পরং মম।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ মোক্ষমেব প্রপদ্যতে ॥৬১
তত্র বৈ কোটিতীর্থং হি দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে ॥৬২
কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।
তারিতাঃ পিতরস্তেন তত্রৈব প্রপিতামহাঃ ॥৬৩
কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৬৪
তত্রৈব বায়ুতীর্থস্ত পিতৃণামপি দুর্ল্লভম্।
পিণ্ডদানাত্তু তত্রৈব পিতৃলোকং স গচ্ছতি ॥৬৫
গয়াপিণ্ডপ্রদানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং লভতে দেবি জ্যৈষ্ঠে দানাম্মসংশয়ঃ ॥"৬৬

* "দ্বাদশৈতানি তীর্থানি দেবানাং দুর্লভানি চ।
স্নানং দানং জপং হোমং সহস্রগুণিতং ভবেৎ ॥৬৭
এষাং স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তীর্থানাঞ্চৈব মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৬৮
(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

† "অস্তি ভাণ্ডহ্রদং নাম পরপারেষু দুর্ল্লভম্।
দৃশ্যন্তেঽহরহস্তত্র আদিত্যাঃ শুভকারিণঃ ॥১০
তত্র চার্কস্থলে কুণ্ডে স্নানং যঃ কুরুতে নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যলোকং ব্রজেন্নরঃ।
তত্রাথ মুচ্যতে প্রাণাম্মম লোকং স গচ্ছতি ॥১১
অর্কস্থলসমীপে তু কূপস্ত বিমলোদকম্
সপ্তসামুদ্রকং নাম দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ॥১২
তত্র স্নানেন বসুধে স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ।
অথাত্র মুচ্যতে প্রাণাম্মম লোকং স গচ্ছতি ॥১৩

উপরোক্ত প্রধান কএকটী বন ও তীর্থস্থল ভিন্ন বরাহ-পুরাণে ধারাপতনক, গোকর্ণ, ব্রহ্ম, শিব, সোম, সরস্বতীপতন, দশাশ্বমেধ, মানস, নাগ ঘণ্টাভরণ, অনন্ত, অক্রূর, বৎসক্রীড়নক ভাণ্ডীর, কেশি, কালিকোদ, যমলার্জ্জুন, বকুল, গোপীশ্বর, বসুপত্র, ফাল্গুনক, বৃষভাঞ্জনক, সংপীঠক, পিশাচ, যমুনা, কৃষ্ণ-গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থগুলিও মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত দ্বাদশবন ভিন্ন শাম্ববন ও বহুলবনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, শাম্ব সূর্য্যকৃপায় কুষ্ঠ-রোগবিমুক্ত হইলে মথুরায় আসিয়া ভবিষ্যৎ পুরাণের বিধি-অনুসারে শাম্ববনে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন *।

মথুরা পরিক্রম।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে,—কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণা-অষ্টমীর দিন মথুরায় গিয়া বিশ্রান্তিতীর্থে স্নান করিতে হয়। স্নানান্তে পিতৃ ও দেবার্চ্চনাপূর্ব্বক দীর্ঘবিষ্ণু, কেশব ও বিশ্রান্তি-দর্শনের পর প্রদক্ষিণ করিয়া সেই দিন উপবাসী থাকিবে। অথবা যৎকিঞ্চিৎ পবিত্র বস্তু আহার করিবে। ইহার পর সায়ংকালে আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত একখানি দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। এই দিন রাত্রি ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করিতে হয়।

পর দিন নবমী তিথি। এই দিন প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃ-কৃত্য সমাধা করিতে হয়। পরে মৌনালম্বনপূর্ব্বক ধৌতবস্ত্রে স্নানাদি সমাপন করিয়া তিল, অক্ষত ও কুশাদি লইয়া পিতৃ ও দেবপূজায় নিযুক্ত হইবে। এই দিন বিশ্রান্তিতীর্থে রাত্রি জাগিতে হয়। রাত্রিকালে হস্তে একটী প্রজ্বলিত প্রদীপ লইয়া বন গমনপূর্ব্বক যাত্রিগণ, পূর্ব্বে ধ্রুবাদি ঋষিগণ যেমন

তত্র বীরস্থলং নাম ক্ষেত্রং গুহ্যং পরং মম।
আসন্নসলিলঞ্চৈব পদ্মোৎপলবিভূষিতং ॥১৪
যস্তত্র কুরুতে স্নানমেকরাত্রোষিতো নরঃ।
স মৎপ্রসাদাৎ সুশ্রোণি বীরলোকে মহীয়তে।
অথাত্র মুচ্যতে প্রাণাম্মম লোকং স গচ্ছতি ॥১৫
কুশস্থলঞ্চ তত্রৈব পুণ্যং পাপহরং শুভম্।
তত্র স্নাতো নরো দেবি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
অথাত্র মুচ্যতে প্রাণাম্মম লোকং স গচ্ছতি ॥১৬
তত্র পুণ্যফলং নাম শিবক্ষেত্রমনুত্তমম্।
এতে পঞ্চ স্থলাখ্যাতা মহাপাপবিনাশনাঃ।
তেষু স্থানেষু বসুধে ব্রহ্মণা সহ মোদতে ॥"১৮(বরাহপুরাণ ১৫৭অঃ)

* "শাম্বস্ত সহ সূর্য্যেণ রথস্থেন দিবানিশম্।
রবিং পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা পুরাণং সূর্য্যভাষিতম্ ॥
ভবিষ্যৎপুরাণমিতি খ্যাতং কৃত্বা পুনর্ণবম্।
শাম্বঃ সূর্য্যং প্রতিষ্ঠাঞ্চ কারয়ামাস তত্ত্ববিৎ ॥" (বরাহপুরাণ)

অনুক্রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপে সেই স্থানে পরিক্রমণ করিবে। এই খানে ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রদক্ষিণ করিলে সর্ব্ব কামনা, এমন কি, হয়মেধ-ফল পর্য্যন্ত লাভ হয়।

এই ভাবে রাত্রে জাগরণ করিয়া নবমী তিথি অতিবাহিত হইলে, পর দিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত তীর্থস্নানার্থ যাত্রা করিতে হয়। এই তীর্থের নাম দক্ষিণ-কোটিক। এখানে আচমনাদি শেষ করিয়া হনুমানকে প্রসন্ন করিবে।

তথায় পদ্মনাভ, দীর্ঘবিষ্ণু, দেবী বসুমতী ও দানবদলিনী অপরাজিতা দেবী দর্শন ও পরে গৃহদেবী ও বাস্তুদেবীর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপনপূর্ব্বক মৌনী হইয়া গমন করিবে। দক্ষিণ-কোটিকে আগমনানন্তর স্নান, পিতৃতর্পণ ও দেবনমস্কার করিয়া ইক্ষুবাসাদেবীদর্শনে যাইবে। পরে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের সহিত বালকরূপে যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই সেই রূপধারী কৃষ্ণের বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করিবে। ইহার পর সর্ব্বপাপ-হর বৎসপুত্র, অর্কস্থল, বীরস্থল, কুশস্থল, পুণ্যস্থল ও মহাস্থল দর্শনে আসিবে। ঐ সকল দর্শন করিলে ব্রহ্মসঙ্গ লাভ হয়। এখানে সিদ্ধমুখ শিব দেখিয়া হয়মুক্তিতে যাইবে। সেখানে শিবকুণ্ডে স্নান করিলে মহা ফললাভ হয়। কৃষ্ণের মল্লিকা দর্শন করিয়া কদম্বখণ্ডে আসিবে, এখানে আসিলেই সিদ্ধি লাভ হয়। এখানে দক্ষিণদিকে কৃষ্ণের রক্ষণার্থ যোগিনী-পরিবৃতা চর্চ্চিকা নাম্নী যোগিনী রহিয়াছেন। পরে বর্ষখাত-নামক কুণ্ডে আসিয়া স্নান ও পিতৃতর্পণ করিবে। অনন্তর ক্ষেত্রপাল দেখিয়া ভূতেশ্বর শিবদর্শনে আসিবে। এই শিব দর্শন না করিলে মথুরাপরিক্রম সফল হয় না। সেখানে কৃষ্ণক্রীড়া সেতুবন্ধ, বালহ্রদ ও কুক্কুটক্রীড়ন নামক কৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি আছে, এই সকল দর্শন করিলে অপর কোন পাপ থাকে না। এখানে কৃষ্ণপূজিত সুগন্ধিভূষিত কয়েকটী সমুচ্চ স্তম্ভ আছে। প্রদক্ষিণপূর্ব্বক এই স্তম্ভের পূজা করিলে সকল পাপ দূর হয়। এখান হইতে মুক্তিপ্রদ নারায়ণ-স্থানে যাইবে। বসুদেব দেবকীর গর্ভরক্ষার জন্য এখানে একান্ত গুহ্যা থাকিতেন। এই স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া, পরে যথাক্রমে বিঘ্নবিনায়ক, ও কৃষ্ণপালিতা কুব্জিকা ও বামনা নাম্নী ব্রাহ্মণী দর্শন করিয়া গর্ত্তেশ্বর শিব, মহাবিদ্যেশ্বরী দেবী ও প্রভামল্লী দর্শন করিবে। উক্ত শিব দর্শন করিলে তীর্থ যাত্রাফল সিদ্ধ হইবে। এখানে কৃষ্ণবলরাম গোপগণের সহিত কংসবধের মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, সে জন্য এস্থান সঙ্কেতক নামে প্রসিদ্ধ। এখানে সিদ্ধেশ্বরী নামে সঙ্কেতকেশ্বরী ও স্বচ্ছসলিল সঙ্কেতকুণ্ড আছে। তৎপরে সর্ব্বপাপহর গোকর্ণেশ্বর দর্শন করিবে। পরে সরস্বতী নদী দেখিয়া বিঘ্নরাজ গণেশ ও গঙ্গা দেখিতে আসিবে। অনন্তর রুদ্র-মহালয় ও ক্ষেত্রপ দেখিয়া উত্তর-কোটি অভিমুখে যাত্রা করিবে। তথায় গণেশ্বর গোপদিগের সহিত কৃষ্ণের দ্যূতক্রীড়াস্থান ও গোপালকৃষ্ণ দেখিয়া আসিবে।

কৃষ্ণ বাল্যকালে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, এখানে তাহার রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে। এখান হইতে যমুনার জলে মহাতীর্থে গিয়া স্নান ও পিতৃতর্পণ করিবে। পরে গাগ্যতীর্থ, ভদ্রেশ্বর, মহাতীর্থ ও সোমতীর্থে স্নান করিয়া সোমেশ্বর দেখিতে হইবে। অনন্তর সরস্বতীসঙ্গম, ঘণ্টাভরণক, গরুড়কেশব, ধারালোপনক, বৈকুণ্ঠ, খণ্ডবেল, মন্দাকিনীসঙ্গম, অসিকুণ্ড, গোপতীর্থ, মুক্তিকেশ্বর, বৈলক্ষগরুড় ও বিশ্রান্তিতীর্থে দেব ও পিতৃতর্পণ করিয়া দেবপূজা করিবে। তৎপরে সুমঙ্গলা দেবীর নিকট গিয়া তাঁহার অর্চ্চনাতে পিপ্পলাদেশ্বর সাক্ষাৎ করিতে হইবে। অনন্তর কর্কোটক নাগ এবং কৃষ্ণস্থাপিতা সিদ্ধিদা দেবীকে দেখিতে যাইবে। এই দেবী কংসবধার্থ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ইহার পর বল্লানন ও শুক্ল নবমীতে মাথুরগণের কুলেশ্বর সূর্য্যদেবকে দর্শন ও দানাদি সম্পন্ন করিয়া মথুরাযাত্রা শেষ করিবে *।

পরিক্রমকালে যেখানে যেখানে দেবতা পাইবে, সেই সেই দেবোদ্দেশে পূজা দিবে ও মঙ্গল প্রার্থনা করিবে।

(বরাহপুরাণ ১৬০০ অ০)

বরাহপুরাণে যেরূপ তীর্থপরিক্রমা বর্ণিত আছে, এখন তদনুসারে পরিক্রমা হয় না। এখন ব্রজভক্তিবিলাসমতে যেরূপ তীর্থপরিক্রমা হইয়া থাকে, তাহাই নিম্নে লিখিত হইল ;—

মথুরামণ্ডলের দ্বাদশবন পরিক্রমণ কালে, তীর্থযাত্রিগণ মথুরানগর হইতে বাহির হইয়া পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিম বর্ত্তমান মহোলি গ্রামে স্থাপিত মধুবনে যাইয়া থাকেন। তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখে তালবন-পরিদর্শনে গমন করিতে হয়। এখানে বলরাম ধেনুকাসুরকে নিহত করেন। বর্ত্তমান তাসিগ্রামে তালবন অবস্থিত। তৎপরে উন্থগাঁওএ কুমুদবন, বাথিগ্রামের বহুলাবন ও কৃষ্ণকুণ্ড দর্শন করিয়া থাকেন।

উক্ত বহুলাবন নামক পবিত্র নিকুঞ্জের প্রাচীন নাম বহুলা-বতী ছিল। সম্ভবতঃ ঐ স্থানে এক সময়ে বহুলাবতী নগরী বিরাজ করিত। কাল সহকারে অথবা সাম্প্রদায়িক বিরোধে

* "সূর্য্যং তং বরদং দেবং মাথুরাণাং কুলেশ্বরম্।
দৃষ্ট্বা তত্রৈব দানঞ্চ দত্ত্বা যাত্রাং সমাপয়েৎ ॥
এবং প্রদক্ষিণং কৃত্বা নবম্যাং শুক্লকৌমুদে।
সর্ব্বং কুলং সমাদায় বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥" (বরাহপুরাণ ১৬০অঃ)

ঐ জনস্থান অরণ্যে পর্য্যবসিত হইয়া যায়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা ও বৃন্দাবনের সমীপবর্ত্তী হওয়ায় লোকে উহাকে স্মৃতিপথের বহির্ভূত করিতে পারে নাই। প্রবাদ, এই স্থানে বহুলানামে এক পবিত্রচেতা পয়স্বিনী গাভী ছিল। একদা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সে শার্দ্দূলরাজের নিকট ক্ষণকালের জন্য প্রাণ ভিক্ষা করিল। তদনন্তর স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়া সে আপন শিশুকে স্তনপান করাইয়া পুনরায় ব্যাঘ্রসমীপে উপনীত হইল। ব্যাঘ্র আর কেহই নহেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পয়স্বিনীর সাধুতার পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন ব্যাঘ্ররূপ পরিহারপূর্ব্বক শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বঙ্কিমমোহনঠামে বহুলাকে দেখা দিলেন। এখানে কৃষ্ণকুণ্ডের পার্শ্বে বহুলা-গাই পীঠ অবস্থিত থাকিয়া অদ্যাপি সেই অতীত-স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে।

বর্ত্তমান বাথিগ্রামের পার্শ্বদেশে একটী বৃহৎ পুষ্করিণীর ব্যবধানে বহুলাবন তীর্থ। এখানে একটী ক্ষুদ্র গহ্বর মধ্যে গো-মন্দির বিদ্যমান আছে। মন্দিরের প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ একটী প্রস্তরগাত্রে বহুলাগাই, তাহার শাবক ও জীবভয়হারী শ্রীমধুসূদনমূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। উক্ত পুষ্করিণীর অপর পারে মুরলীমনোহরের প্রাচীন মন্দির এবং গোমন্দিরের সন্নিকটে রাধাকৃষ্ণ বা বিহারী-জীর মন্দির অবস্থিত। মুরলীমনোহরমন্দির প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ হইলেও ধ্বংসাবস্থায় পতিত হইয়াছে, কিন্তু বিহারী জীর মন্দিরটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নির্ম্মিত হইয়াছে। বাথি গ্রামের দুর্গসন্নিকটে ভরতপুররাজ সূর্য্যমল্লের গুরু মোহান্ত রামকৃষ্ণ দাস কর্ত্তৃক সীতারামের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌরাণিক জনশ্রুতির মাহাত্ম্য ও বিগত শতাব্দের সমৃদ্ধি এই স্থানের তীর্থত্ব সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু হায়! বহুলাবতা বনেই পর্য্যবসিত রহিল। শ্রীকৃষ্ণের বিচরণভূমি-স্মরণে এইস্থান একটী তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেল।

তৎপরে যথাক্রমে তোস, দক্ষিণগ্রাম ও মুখরাই অতিক্রমপূর্ব্বক রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডে আসিতে হয়। রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড নামক দুইটী সরোবরের নাম হইতে এইস্থান রাধাকুণ্ড নামেই বিঘোষিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্ট নামক বৃষকে হত্যা করিয়া এই সরোবরে স্নানপূর্ব্বক গো-হত্যা-পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এইস্থান প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অদূরে অবস্থিত। এখানেও বৃন্দাবনের ন্যায় গোবিন্দজী, গোপীনাথ ও মদন-মোহনের মন্দির আছে। গোবিন্দ-জী মন্দিরের পার্শ্বেই উক্ত কুণ্ডদ্বয় অবস্থিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, উহার একটীর জল কৃষ্ণরূপবৎ কাল ও অপরটীর জল শ্রীরাধিকার তপ্তকাঞ্চনাঙ্গের অনুকরণে হরিদ্রাবর্ণ; কিন্তু উভয়কুণ্ডই পরস্পরের সহিত সংযোজিত। এই দুইটী কুণ্ডেই স্নানের পর নারিকেল হস্তে লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তীর্থস্নানের ফললাভ করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত অরিষ্ট বৃষের উপাখ্যান স্মরণ করিয়া অরিষ্ট গ্রামে (মথুরা ও গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান অরিঙ্গ) তাহার বাসভূমি কল্পিত হইয়াছে।

উক্ত কুণ্ডদ্বয়ে স্নানদানের পর, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ও তৎসমীপবর্ত্তী কল্লোলকুণ্ড, মাধুরীকুণ্ড, ময়ূরবন, চন্দ্র-সরোবর, নারায়ণ-সরোবর প্রভৃতি তীর্থ পরিদর্শন করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত অরিঙ্গ-উপবন মধ্যে কল্লোল কুণ্ড অবস্থিত। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সমীপদেশে বসাইগ্রামে কৃষ্ণ ও বলরামকে সঙ্গে লইয়া গোপ-রাজ নন্দ, যশোমতী ও রোহিণীর সহিত বাস করিয়াছিলেন। এইজন্য এই স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। চন্দ্র-সরোবরে ব্রহ্মা গোপিনীগণের নৃত্য দেখিয়া এতাদৃশ পুলকিত ও আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই আমোদ উপভোগ করণার্থ এক রাত্রিকে ছয় মাসব্যাপিনী করিয়া লইয়াছিলেন। বর্ত্তমান পর্শোলি গ্রামে (মানচিত্রের মহম্মদপুর) ঐ পুণ্যসলিলা পুষ্করিণী অবস্থিত। ভরতপুররাজ নাহরসিংহ এই সরোবরের প্রস্তরসোপান নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

তৎপরে সকলেই পৈঠা দর্শনে গমন করে। প্রবাদ, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ কালে ব্রজবাসিগণ পৈঠার প্রদর্শিত গুহা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের কোপবহ্নি হইতে রক্ষা পান। এখানে চতুর্ভুজ-মন্দির অবস্থিত ছিল। সম্রাট্ অরঙ্গজেব উহা ভাঙ্গিয়া দিলে, সেই ভিত্তির উপরে আর একটী নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। অতঃপর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরি দিয়া অন্যোর গ্রামে আসিয়া পরপারস্থিত সুগন্ধি শিলা, সিন্দুরী-শিলা এবং সুন্দরশিলা ও গোবর্দ্ধন-নাথ দর্শনপূর্ব্বক গোপালপুর, বিলছু ও গাঁঠোলি গ্রামে আসিতে হয়। প্রবাদ, গাঁঠোলি গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার প্রেম-গ্রন্থি বন্ধন হইয়াছিল।

অন্যোরে গোবিন্দদেব ও বলদেবের দুইটী প্রাচান মন্দির এবং গোবিন্দকুণ্ড নামে তথায় একটী পুণ্যতোয়া পুষ্করিণী আছে। রাণী পদ্মাবতী ঐ পুষ্করিণী স্থাপন করিয়া যান। লোক-মুখে প্রকাশ, ঐ কুণ্ডের জলে স্নান করিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয় এবং ইহার তীরে শ্রাদ্ধকালে পিণ্ডদান করিলে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদানের অনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।

এখান হইতে মথুরা-সীমান্ত বাহিয়া ভরতপুররাজ্যের অন্তর্গত কামবনে যাইতে হয়। ঐ স্থান বর্ত্তমানে একটী

তহসীলের সদররূপে গণ্য এবং মথুরানগর হইতে ৩৯ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে যাত্রীরা লুক্-লুক্ গুহা ও অঘাসুর-গুহা পরিদর্শন করিয়া থাকে। প্রবাদ, এই লুক্-লুক্ গুহায় শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণকে সঙ্গে লইয়া লুকাচুরী (চোক্-ফুটুল) খেলিতেন এবং এই অঘাসুরগুহায় তিনি অসুরবরকে নিধন করিয়াছিলেন। তৎপরে কম্বারগাঁও অতিক্রমপূর্ব্বক পুনরায় উঞ্চগ্রামের বলদেব-মন্দির সন্দর্শন করিয়া পর্ব্বতোপরি বর্সানা গ্রামে উঠিয়া লাড্‌লি-জী, দোহনীকুণ্ড, প্রেম সরোবর, সাঁকরি-খোর ও গহ্বরবন পরিদর্শনে আসিয়া থাকে।

যেখানে বৃকভানু ও তৎপত্নী শ্যামমনোমোহিনী শ্রীরাধিকাকে লালনপালন করিয়াছিলেন, তথায় লর্লি বা লাড্‌লী-জীর মন্দির স্থাপিত। মন্দিরপার্শ্বস্থ একটী স্থান এখনও রাধার পালন-গৃহ বলিয়া কথিত হয়। চক্শৌলীর নিকট দোহনীকুণ্ড অবস্থিত। যশোদা স্বীয় দুগ্ধপাত্র ধুইবার সময় এইখানেই রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণকে বিচরণ করিতে দেখিয়াছিলেন। প্রেম-সরোবরে নবদম্পতির প্রেমসাগর উথলিয়া উঠে। সেই প্রেম-প্রবাহ হইতে এই সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে। উহারই অনতিদূরে দুইটী গণ্ডশৈলের মধ্যবর্ত্তী পথে সাঁকারি-ঘোর দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, গহ্বর বন হইতে দুগ্ধকাণ্ডকক্ষে আগতা গোপললনাগণের নিকট হইতে দুগ্ধ লইবার জন্য কৃষ্ণ এই স্থানে লুকাইয়া থাকিতেন।

তৎপরে সঙ্কেত গ্রামে সঙ্কেত-স্থান, এইখানে বাঁশরীসঙ্কেতে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি কৃষ্ণদর্শনে আগমন করিতেন। রিঠোরায় চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ, এখানে রাধাকে বঞ্চনা করিয়া ভগবান্ সখী চন্দ্রাবলীর মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছিলেন। নন্দগ্রামে নন্দালয় ও পান-সরোবর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাত্রিগণ 'করহেলা' দর্শন করিতে আইসেন। নন্দালয়ে এখনও শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলাক্ষেত্রসমূহ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ভগবান্ নন্দের গাভীকুল সন্তাড়ন করিয়া যখন সন্ধ্যাকালে গৃহে আসিতেন, তখন যে সরোবরে গাভী সকল জলপান করিত, তাহাই পান-সরোবর নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে কদম্ব বৃক্ষ-শাখায় হাত দুলাইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাস-লীলা করিতেন, তাহাই করহেলা নামে কথিত। অতঃপর কামই, এখানে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া জনৈক সখীর মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তৎপরে অঞ্জনপুষ্করিণী, এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নয়নে অঞ্জন দান করেন ও যেখানকার জল লইয়া রাধা শ্রীকৃষ্ণের তৃষ্ণাপনোদন করিয়াছিলেন, তাহার নাম পিয়াসা-তীর্থ। এই তীর্থ দর্শন করিয়া তাহারা উত্তরাভিমুখে যথাক্রমে খৈরার অন্তর্গত খদিরবন, কুমারবন, জাবক-বন ও কোকিলবন সন্দর্শন করিয়া চরণপাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে ঐরাবতপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনা করিয়াছিলেন। উপরি উক্ত বনগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ আছে।

অতঃপর তাহারা দধিগ্রাম অতিক্রম করিয়া পরিক্রমার উত্তরসীমা কোটবনে আসিয়া সমুপস্থিত হন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দধিগ্রামে থাকিয়া গোপিনীগণের সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিতেন এবং বলরাম তাহারই ছল-পরামর্শে বথান গ্রামে গোপাল বিচরণ করাইতেন। এখান হইতে গৃহাভিমুখে যাইতে হইলে প্রথমেই শেষই গ্রামে (বর্ত্তমান হথান) উপনীত হইতে হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এই স্থানে গোপাঙ্গনাদিগকে নারায়ণ ও অনন্তরূপে দেখা দিয়াছিলেন। তৎপরে যমুনাতীরে উপনীত হইয়া খেলবন (শেরগড়ে), বিহার-বন, চীরঘাট (শিয়ারা প্রান্তস্থিত), নন্দঘাট, বকবন, আতস, নরি-সেম্‌রি, ছটিকরা, অক্রুর ও ভাতরোধা অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবনে আসিতে হয়।

খেলবনে শ্রীকৃষ্ণ মালা গাঁথিয়া গোপিনীগণের সহিত রস-কৌতুক করিতেন। চীরঘাটের কদম্ব-বৃক্ষে তিনি ব্রজবাসিনী রমণীগণের স্নানকালীন ত্যক্তবাস লইয়া আরোহণ করিয়াছিলেন। উহা 'বস্ত্রহরণ' ঘাট নামেও প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের প্রত্যাশায় বরুণদেব একদিন স্নানকালে গোপরাজ-নন্দকে যমুনাজলে লইয়া যান। সাধারণে এই সংবাদে ভয়ে অভিভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে অবতরণপূর্ব্বক নন্দকে উদ্ধার করেন। এই ভীতির জন্য নিকটবর্ত্তী স্থান ভয়গাঁও নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বকবনে ভগবান্ বকাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী বশাই নামধেয় গ্রামদ্বয়ে ভগবান্ কর্ত্তৃক গোপাঙ্গনাগণের বশীকরণ উল্লেখিত হয়। নরিসেম্‌রিতে প্রতিবৎসর চৈত্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে নবদুর্গার মেলা হয়। এখানে শ্যামলাদেবী বিদ্যমান আছেন। ছটিকরা, অক্রুর প্রভৃতি গ্রামে কংস-নিমন্ত্রণে অক্রুর কর্ত্তৃক মথুরায় কৃষ্ণানয়ন-কালে কংসানুচরাদির নিহনন প্রসঙ্গ কথিত হইয়া থাকে। ভাতরাব্দা গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণীর নিকট দেবরূপী বালকদ্বয় মথুরা যাত্রাকালে অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে অদ্যাপি সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া ভাতমেলা নামে একটী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এখানে যমুনা অতিক্রম করিয়া জাহাঙ্গীরপুরে বেলবন, মাটনগর পার্শ্বে ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, ডাঙ্গোলি, মান-সরোবর, ও পরে পিপরোলী গ্রামের পিপ্পলকুঞ্জ দর্শন করিয়া লোহবন, রাবল ও বুড়িয়া-কা-খেরা সন্দর্শন করিতে হয়।

বেলবন শ্রীদাম-সখার আবাস বলিয়া কথিত, তাণ্ডীরবনে বলরাম প্রলম্বাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন। ডাঙ্গোলিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বংশী রাখিয়া মানসরোবর তীরে শ্রীরাধার মানভঞ্জন করেন। লোহবনে লোহাসুরের পরাজয় সূচিত হয়। রাবলে শ্রীরাধার মাতুলালয়। এখানে পিতা স্বর্ভানুর সহিত বৃকভানুপত্নী বাস করিতেন। বুড়ী-কা-খেরায় জনৈক বৃদ্ধার পুত্রের সহিত রাধা-সহচরী মানবতীর বিবাহ হয়। একদিন লালসামুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার স্বামীর রূপ ধরিয়া মানবতীর গৃহে প্রবিষ্ট হন। মানবতী সাদরে তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন এবং যাইবার কালে শাশুড়ীকে বলিয়া গেলেন, যদি কেহ তাহার স্বামীর মত পুনরায় দ্বারদেশে আইসে, তাহা হইলে বৃদ্ধা যেন দ্বার খুলিয়া না দেয়, বরং তাহাকে ইষ্টক প্রহারে তাড়াইয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণের এই ছলনায় ঐ লোকটীর মস্তক চূর্ণ হইয়াছিল।

এস্থান পরিত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রিগণ বন্দী গ্রামে বন্দি ও আনন্দি-(যশোদার বিশ্বস্তা দাসীদ্বয়) মন্দির এবং বলদেব গ্রামে রেবতীমন্দির দর্শন করিয়া হথৌরার অদূরস্থ চিন্তাহরণ ও ব্রহ্মাণ্ড-ঘাট দর্শনে আসিয়া সমুপস্থিত হন। এইখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মুখ-মধ্যে যশোদাকে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মহা-বনের শ্রীকৃষ্ণসম্বলিত নানা ঘটনাস্থল ও গোকুলের নদীতীরবর্ত্তী অসংখ্য দেবমন্দির দর্শন করিয়া তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং আপনাপনিই পরিভ্রমণে ক্ষান্ত দিয়া সর্ব্বশেষে মথুরার পরম পবিত্র তীর্থ বিশ্রান্তি-ঘাটে আসিয়া পুণ্য কার্য্যের সমাধা করেন।

উপরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলরূপে যে দ্বাদশটা বনের উল্লেখ করা গেল, সেইরূপ শ্রীরাধারও লীলাভূমি বলিয়া ২৪টী বন কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন নারায়ণভট্টকৃত ব্রজভক্তি-বিলাসে ১৩৩টী বন পরিক্রমণের কথা লিখিত আছে—

১। দ্বাদশ বন—মহাবন, কাম্যবন, কোকিলবন, তালবন, কুমুদবন, ভাণ্ডীরবন, ছত্রবন(ছাতানগর), খদিরবন, লোহবন, ভদ্রবন, বহুলাবন ও বিল্ববন বা বেলবন।

২। দ্বাদশ উপবন—ব্রহ্মবন, অপ্সরাবন, বিহ্বলবন, কদম্ব-বন, স্বর্ণবন, প্রেমবন, সুরভিবন, ময়ূরবন, মননগীতিবন, শেষশায়ীবন, নারদবন, পরমানন্দবন।

৩। দ্বাদশ প্রতিবন—রঙ্কবন, বার্ত্তাবন, করহেলা, কাম্য-বন, অঞ্জনবন, কামবন, কৃষ্ণক্ষেপণক, নন্দপ্রেক্ষণ, ইন্দ্রবন, শিক্ষাবন, চন্দ্রাবতীবন ও লোহ বা লোহজঙ্ঘবন।

৪। দ্বাদশ অধিবন—মথুরা, রাধাকুণ্ড, নন্দগ্রাম, গড়স্থান, ললিতাগ্রাম, বৃষভানুপুর, গোকুল, বলদেব, গোবর্দ্ধন, জাব-বন, বৃন্দাবন ও সঙ্কেত। এতদ্ভিন্ন ৫টী সেব্যবন, ১২টী তপোবন, ১২টী মোক্ষবন, ১২টী কামবন, ১২টী অর্থবন, ১২টী ধর্ম্মবন ও ১২টী সিদ্ধিবন। প্রত্যেক বনেই দেবলীলাঘটিত প্রসঙ্গ ও দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

বরাহপুরাণ ও ব্রজভক্তিবিলাস উভয় হইতেই তীর্থ-পরিক্রমা উদ্ধৃত হইল। দেখিলেই জানা যায় যে, বরাহপুরাণে উক্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইবার সময় যেরূপ মথুরাপ্রদক্ষিণ হইত, কালে তাহার স্মৃতি লোপ হইয়া যায়। অনেকেই জানেন, রূপসনাতন বৃন্দাবনের প্রাচীন স্থান নিরূপণ করিবার জন্য জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে তাঁহাদেরই শিষ্য নারায়ণ ভট্ট ব্রজভক্তিবিলাসে মথুরা-পরিক্রমা লিপিবদ্ধ করেন। রূপসনাতনের চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলাভূমির যতদূর সন্ধান হইয়াছিল এবং পরিক্রমা সম্বন্ধে সাধারণের যেরূপ সুবিধা বোধ করিয়াছিলেন, তাহাই ব্রজ-ভক্তিবিলাসে বর্ণিত দেখা যায় এবং তদনুসারেই ধার্ম্মিক হিন্দুগণ মথুরাপরিক্রমা করিয়া থাকেন।

সাধারণে অবগত আছেন, মথুরামণ্ডলের বিল্ববন, ভাণ্ডীর বন প্রভৃতি স্থান যমুনাতীরে সংস্থাপিত। যমুনার পূর্ব্বতন শুষ্ক খাতসমূহ পরিদর্শন করিলেও যমুনার পূর্ব্বতন গতিবিধির অনেকটা জ্ঞান জন্মিতে পারে এবং এখনও সেই কালিন্দী কূলধ্বংসিনী হইয়া স্থানবিশেষ ভাসাইয়া দিতেছে। যমুনা-বক্ষে ইন্দারাসমূহ জাগ্রত থাকিয়া অতীত স্মৃতির পরিচয় দিতেছে। পূর্ব্বে যে 'যমুনাপুলিনে' শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনা সঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে একটী বালুকাময় প্রাঙ্গণে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

তীর্থক্ষেত্ররক্ষার আরও একটী স্বতন্ত্র নিয়ম আছে। কোন প্রাচীন দেবমন্দির বা দেবতীর্থ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইলে, পাণ্ডা বা পুরোহিতগণ তাহা রক্ষায় বিশেষ যত্নবান্ হন। তাঁহারা তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিভাগে অপর একটী স্থানে সেই তীর্থের অনুরূপ করিয়া আর একটী তীর্থস্থানের ঘোষণা করিয়া থাকেন। সকল জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। কে বলিতে পারে! সেই দ্বাপরযুগের কথা; যথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। যুগবিপর্য্যয়ে একটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে আর একটী নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সুপ্রাচীন মথুরাধামে সাম্প্রদায়িক বিপ্লবহেতু নানা অনর্থও সংঘটিত হইয়াছে।

অধিবাসী।

মথুরার বিভিন্নশ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যে জাট ও চৌবে

ব্রাহ্মণগণের সংখ্যাই অধিক। চৌবেগণ সাধারণ অধিবাসী অপেক্ষা অনেকাংশে বলবান্। 'মথুরার চৌবে' বলিলেই ইহাদের বলের পরিচয়পক্ষে যথেষ্ট হয়। বৃন্দাবনে মহোৎসব (মচ্ছব) দিতে হইলে মথুরাবাসী চৌবে ব্রাহ্মণদিগকে মিঠাই ভক্ষণ করাইতে হয়। বৃন্দাবনতীর্থে এই 'মচ্ছব' দান বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সমগ্র জেলার মধ্যে মথুরানগরের জন-সংখ্যাই অধিক। তদ্ভিন্ন বৃন্দাবন, কোশী, মহাবন, খুর্সগুা, ছাতা ও সরির-নামক নগর কয়টী স্থান পায়। উক্ত নগর কয়টীর জনসংখ্যা পঞ্চ সহস্র হইতে অধিক। সাধারণ অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং অনেকে ভূম্যধিকারী। এতদ্ভিন্ন অনেকানেক ধনশালী ব্যক্তিরও বাস দেখা যায়, উহারা সাধারণতঃ 'মহাজনী' ব্যবসা করিয়া থাকে। এখানে খরীফ ও রবি নামক দুই প্রকার চাষই হয়।

জলাভাবহেতু এখানকার অধিবাসীদিগকে সময় সময় কষ্ট পাইতে হয়, কখন কখন সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষরূপ মহামারী দেখা দিয়া সাধারণ অধিবাসীকে বিপদসমুদ্রে বিলোড়িত করে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সহার পরগণায় এইরূপ বিপৎপাত হয়। এমন কি, অন্নাভাবে তথাকার নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীদিগকে মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য অল্পমূল্যে আপনার স্ত্রী-পুত্রকেও বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। ১৮২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে মহাবন ও জলেশ্বরের অধিবাসীদিগকে অন্নকষ্টে প্রপীড়িত হইতে হয়। ১৮৩৭-৩৮ খৃঃ মথুরা জেলার অন্তর্ব্বেদী প্রদেশে ও দক্ষিণ-পশ্চিম পার্ব্বত্যবিভাগে মহা অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৬০-৬১ খৃঃ জলাভাবহেতু জেলার অধিকাংশ স্থানে ফসল জন্মে নাই। তৎপরে অন্নাভাবে প্রায় অর্দ্ধেক লোক স্ব স্ব জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র যাইয়া বাস করে। ইহার পর, পুনরায় ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টিহেতু শস্যের মূল্য বাড়িয়া যায়। ঐ সময়ে অন্নাভাবে মথুরা ও পার্শ্ববর্ত্তী বহু শত লোক প্রপীড়িত হয়। মৃতের সংখ্যাও বহু গুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। গবর্মেণ্ট ১৮৭৮ খৃঃঅঃ আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রায় ২০ হাজর লোককে অন্ন দিতেন। স্থানীয় অতিথিশালায় পর বৎসর জুন মাস পর্য্যন্ত প্রায় ৪ লক্ষ খঞ্জ, অকর্ম্মণ্য, পীড়িত ও বালককে অন্নদান করা হইয়াছিল।

২ মথুরাজেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। মথুরা-পরগণার সহিত সম্পৃক্ত। মথুরানগরেই এতদুভয়ের সদর-কাছারি অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বদিকে যমুনা নদী ও উত্তরপশ্চিমে ভরতপুর-পর্ব্বতমালার পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গোবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী গিরিরাজ নাম গণ্ডশৈলই এখানকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই পর্ব্বত পার্শ্ববর্ত্তী সমতল-ক্ষেত্র হইতে প্রায় ১০০ ফিট্ উচ্চ এবং ৫ মাইল বিস্তৃত। শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক লীলা প্রসঙ্গে এই স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের উপরে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিক্রমায় তাহার কথঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে। বাস্তবিক কাশীধামে যেরূপ শিবলিঙ্গের বাহুল্য দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ এই মথুরামণ্ডলে বিষ্ণু-মূর্ত্তিরও অভাব নাই। প্রায় প্রত্যেক হিন্দুর গৃহেই ভগবন্নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন।

এই তহশীলের পূর্ব্বভাগে যমুনা নদীই চাষবাসের একমাত্র উপায়। স্থানবিশেষে ইন্দারা কাটিয়া জল সরবরাহ করা হইয়া থাকে, কিন্তু যমুনাগর্ভের নিম্নতাপ্রযুক্ত ঐরূপ ইন্দারা কাটিয়া জল আনিবার পক্ষে বহুল ব্যয়ের আবশ্যক দেখিয়া সাধারণ লোকে তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হয় না। আগ্রা খাল কর্ত্তিত হইবার পর, এখানে জলের অনেক সুবিধা হইয়াছে। জাতদ্রব্যের মধ্যে তামাকু ইক্ষু, ছোলা, তুলা, যব, গম, জুয়ার ও বজ্‌রা প্রধান।

মথুরানগরী, জেলার প্রধান নগর ও বিচারসদর। যমুনা নদীর দক্ষিণকূলে আগ্রানগর হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৩০´১৩´´ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪৩´৮৫´´ পূঃ।

এই নগর পূর্ব্বকালে মহাসমৃদ্ধিশালী রাজধানীরূপে গণ্য ছিল। রামায়ণ, পুরাণ ও বৌদ্ধশাস্ত্র ললিতবিস্তর হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এইস্থান বিশেষ সমৃদ্ধ ও কনোজাদি বিভিন্ন শ্রীসম্পন্ন রাজধানীর নিকটবর্ত্তী জানিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রচারকল্পে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিল। তাহাদেরই কেহ কেহ একের ধ্বংসাবশেষ পরিত্যাগ করিয়া সেই সুরম্য যমুনাতীরের অপর এক স্থানে বসবাস করিয়াছিল; কালক্রমে মথুরায় একের অবসানে অন্যের প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। এইরূপে মথুরামণ্ডলে ব্রাহ্মণ্যযুগের পর, প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধযুগ চলিয়া গিয়াছে। তৎপরে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ক্রমে শ্রী, নিম্বার্ক, মাধ্ব, বিষ্ণু ও বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকগণ মথুরায় প্রতিপত্তি লাভ করেন। পূর্ব্বাপর ধর্ম্মবৈরতাহেতু একের অবসানে, তাহাদের ধ্বস্তকীর্ত্তি হইতে অপরে দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই এক নগরাংশ অন্যস্থানে গিয়া পুনর্গঠিত হইয়াছিল। তাদৃশ ইতিহাসবর্ণিত গ্রীক ও মুসলমান রাজন্যগণের হস্তে মথুরার প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি যে বিশেষরূপে নিগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে কোনমাত্র সন্দেহ নাই। শত্রুঘ্ন-প্রতিষ্ঠিত মধুপুরী বা প্রকৃত মথুরা কোন স্থানে ছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। এই

জন্ত হিন্দুশাস্ত্রে মথুরামণ্ডল পরিদর্শনের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার কারণ, মথুরামণ্ডলের কোন না কোন স্থানে প্রাচীন মথুরাতীর্থ অবস্থিত আছে। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া যে সকল বনভূমির উল্লেখ আছে, তাহাও সম্ভবতঃ সেই পৌরাণিক যুগে গ্রাম বা নগর ছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই সেই সকল স্থানে পরিভ্রমণ করিতে যাইতেন। বিষবনে শ্রীদাম সখার আলয় ছিল বলিয়া কথিত। কাল সহকারে সেই সকল স্থান বনাকারে পরিণত হইয়াছে। পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএন্ সিয়াং মথুরা পরিদর্শন করিয়া কতকগুলি বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম ও হিন্দুমন্দিরের উল্লেখ করিয়া যান।

এই প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিষম গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন স্তূপ দেখিলেই বৌদ্ধকীর্ত্তি বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন, কিন্তু এক্ষণে বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত আলোচনা করায়, উহার মধ্য হইতে অনেকগুলি জৈনকীর্ত্তির নিদর্শন বাহির হইয়া পড়িয়াছে। [মথুরা জেলার পুরাতত্ত্ব দেখ]

এক্ষণে মথুরাধামে যে সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়, নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল—

পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এখানে ২০টী সঙ্ঘারাম ও ৫টী মন্দির দেখিয়া যান। কিন্তু ফা-হিয়ানের ৪০০ খৃষ্টাব্দের বৃত্তান্তের সহিত ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে হিউএন্ সিয়াংএর বিবরণীর সামঞ্জস্য করিলে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দ হইতেই এখানকার বৌদ্ধপ্রাধান্যের অবসানকাল বলিয়া কল্পনা করা যায়। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীয় উপগুপ্তের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ বিস্তৃতি কল্পনা করা যায়। বৌদ্ধসমৃদ্ধির অবসানে মথুরার সমৃদ্ধিও অস্তমিত হয়। এক্ষণে মথুরানগরের চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডপূর্ণ যে বৃহৎ স্তূপরাজি দেখা যায়, তাহা হইতে প্রাচীনতত্ত্বের কোন নিদর্শন না পাওয়া গেলেও উহাদিগকে এক একটী প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান হয়। কেহ কেহ যমুনাতীরবর্ত্তী ঐ স্তূপগুলিকে স্বভাব-জাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শীতলঘাটের অদূরে ঐরূপ একটী স্তূপের উপর মথুরার প্রাচীন দুর্গ এবং কাট্‌রার মধ্যবর্ত্তী ঐরূপ একটী স্তূপোপরি সম্রাট্ অরঙ্গজেবের মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আনন্দ টীলা ও বিনায়ক টীলা খনন করিয়া প্রাচীন কীর্ত্তি বাহির করা হইলেও উহাদের নাম এবং হিউএন্ সিয়াংএর বর্ণনা অনুসরণ করিলে আনন্দ ও উপালির কথা স্মরণ হয়।

জামালপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী কঙ্কালী বা জৈনটীলা ও কাট্‌রাস্তূপ হইতে অনেক বৌদ্ধনিদর্শন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কঙ্কালীটীলা কঙ্কালীদেবীর অধিষ্ঠান-স্থানরূপে সাধারণে পূজিত হইলেও এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধ ও জৈনকীর্ত্তির নিদর্শন এবং শকরাজ কনিষ্ক, হুবিষ্ক ও বসুদেবের লিপিযুক্ত দ্বাদশটী দিগম্বর তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি ও শ্বেতাম্বরদিগের পদ্মপ্রভানাথ মূর্ত্তি এবং মৌর্য্য-অক্ষরে লিখিত কএকখানি প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে। কঙ্কালী-টীলার অদূরস্থ কাট্‌রার নিকটে ভূতেশ্বর-মহাদেব মন্দিরের পশ্চাদ্দিগ্‌বর্ত্তী একটী গণ্ডশৈলের উপর কতকগুলি বৌদ্ধনিদর্শন বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। উক্ত মন্দিরের পার্শ্বদেশে বলভদ্র-কুণ্ড-নামক পুণ্যসলিলা পুষ্করিণী বিদ্যমান। এখানে অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পতিত থাকিলেও এই স্থানে হিন্দু-মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমায় বলভদ্রকুণ্ডে একটী মেলা হয়। এতদ্ভিন্ন উহার ১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চৌবাড়া বা চৌরাশি স্তূপ অবস্থিত। উহার একস্থান হইতে ১টী দন্তবিমণ্ডিত স্বর্ণকৌটা পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এখনও মথুরার সমস্ত স্থান বিশেষরূপে অন্বেষিত হয় নাই, তাহা হইলে মথুরাধামের নানাস্থানে প্রতিমূর্ত্তি ও ভগ্ন স্তম্ভ ব্যতীত আরও অনেকানেক কীর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িত। প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং যে সকল বৌদ্ধ-সঙ্ঘারামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ কানিংহাম্, ফুরার, বার্গেস্ প্রভৃতির যত্নে স্তূপনিহিত শিলাফলক হইতে তাহার মধ্যে যশোবিহার, উপগুপ্তবিহার, সঙ্ঘমিত্রসদবিহার, হুবিষ্কবিহার ও কুণ্ডশুকবিহারের নাম পাওয়া গিয়াছে।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ কেশবদেবের মন্দির সম্রাট্ অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। ঐ স্থান এক্ষণে কাট্‌রা নামে পরিচিত। সম্রাট্ অরঙ্গজেব কেশবদেব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লইয়া তদুপরি একটী ইদ্‌গা বা মসজিদ্ নির্ম্মাণ করান। এখনও মসজিদ্-গাত্রস্থ ১৭১৩ ও ১৭২০ সম্বতের নাগরীলিপি তাহা সপ্রমাণ করিতেছে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মথুরা হইতে বৃন্দাবনে রেলপথ-বিস্তার-কল্পে কাট্‌রার নিম্নস্তর-খননকালে কতকগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি ও মৌখরিরাজ মহাদিত্যের ভগ্ন-শিলাফলক পাওয়া গিয়াছিল। ঐ কাট্‌রার পশ্চাদ্ভাগে কেশবদেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার সন্নিকটে পোতরকুণ্ড ও কংসের কারা-গড় বা শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি। এই পোতরকুণ্ডের পশ্চাদ্ভাগে ধূলকোট-(মথুরানগরের প্রাচীন বপ্র) পরিবেষ্টিত স্থানে একটী সুবৃহৎ

স্তূপ দেখা যায়। উহা সম্ভবতঃ কোন বৌদ্ধ-মঠাদির নিদর্শন হইবে।

বলভদ্রকুণ্ডের অদূরস্থ ভূতেশ্বর-মহাদেব-মন্দির ও চতুস্পার্শ্বস্থ ভগ্নাবশেষসমূহ নিরীক্ষণ করিলে অনুমান হয় যে, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, এখানে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ঐরূপে এখানে কোন এক সময়ে কাম্যবনে কামেশ্বর, গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বর ও বৃন্দাবনে গোপেশ্বরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভূতেশ্বর-মহাদেবমন্দির-সংলগ্ন কাজীবাগ নামক উদ্যানে একটী ক্ষুদ্র মস্‌জিদ্ দেখা যায়। উহাতে হিন্দুধর্ম্মের কোন নিদর্শন না পাইলেও উহার গঠনকার্য্য দেখিয়া অনুমান হয় যে, উহা এক সময়ে হিন্দুকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার গঠনকার্য্য সম্পূর্ণরূপে হিন্দুভাবে পূর্ণ, তাহাতে আদৌ মুসলমান-মস্‌জিদের আভাস নাই।

কাট্‌রার দ্বারপথ অতিক্রম করিয়া দিল্লীরাস্তার ধারে 'কুব্জা' গৃহের প্রাচীর দৃষ্ট হয়। অম্বরীষশৈলের নিকট বৃন্দাবনদ্বার ও শাহগঞ্জ সরাই ছাড়াইয়া সম্রাট্ অকবরশাহের শাসনকর্ত্তা আলী খাঁর ছত্রির সম্মুখে উপনীত হওয়া যায়। ইহার অদূরে সরস্বতী-সঙ্গমের সেতু। উহার দক্ষিণপার্শ্বে মহাদেবমন্দির। নিকটবর্ত্তী কৈলাসপর্ব্বতে গোকর্ণেশ্বর-তীর্থ এবং ঐ সেতুর নিম্নদেশে গার্গী ও শার্গী তীর্থ। প্রবাদ, গোকর্ণ অষ্ট বীতরাগের মধ্যে একজন। ইনি মহাদেবের অবতার এবং তাঁহার গার্গী ও শার্গী নাম্নী পত্নীদ্বয় গৌরীর অংশাবতারমাত্র। এখানে কতকগুলি ভৈরবমূর্ত্তি, শীতলা-দেবী, মশানী ও মায়াবিদ্যা দেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। কৈলাসশৈলের অপর পার্শ্বস্থ রাস্তার ধারে রামলীলার মাঠ। তাহার পার্শ্বেই সরস্বতীকুণ্ড অবস্থিত।

যমুনাতীরে জয়পুররাজ বিহারীমল্লের পত্নীর সতীত্বের-নিদর্শনস্বরূপ ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র রাজা ভগবান্ দাস কর্ত্তৃক 'সতীবুরুজ' নির্ম্মিত হয়। উহা ৫৫ ফিট্ উচ্চ ও চারি তল। সম্রাট্ অরঙ্গজেব উহার চূড়াদেশ ভাঙ্গিয়া দেন।

কঙ্কালী-টিলার নিকট শিবতাল নামক পবিত্র পুষ্করিণী। বারাণসীরাজ পটনীমল্ল ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে উহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা-একাদশীতে এখানে একটী মেলা হয়। প্রাচীরের বহির্দ্দেশে কারুকার্য্যযুক্ত অচলেশ্বর মহাদেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

নগরের ঠিক মধ্যস্থলে জুম্মা-মস্‌জিদ্ স্থাপিত। ইহা সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজ্যকালে ১০৭১হিঃ আবদুন্নবি খাঁ কর্ত্তৃক কোন হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের উপর গঠিত হয়। নগরোপকণ্ঠস্থ মনোহরপুরে সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত আর একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মস্‌জিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়। যমুনার উত্তরসীমায় একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পতিত আছে, উহাকে সাধারণ লোকে 'কংস-কা-কিলা' নামে অভিহিত করে। কিন্তু অন্যত্র প্রবাদ, সম্রাট্ অকবর শাহের বিখ্যাত সেনানী জয়পুররাজ মানসিংহ ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কালবশে তাহাই ধ্বংসে পরিণত হইয়াছে। এখানে মানসিংহের বংশধর অম্বরেশ্বর সবাই জয়সিংহ স্বীয় অভ্যস্ত জ্যোতির্বিদ্যা-আলোচনার একটী মানমন্দির (observatory) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উক্ত জয়সিংহ সম্রাট্ মহম্মদ শাহ কর্ত্তৃক ১৭২১ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। তৎকালেই ঐ মানমন্দির স্থাপিত হয়, কিন্তু এক্ষণে সে গৃহের আর চিহ্নমাত্র নাই।

মথুরার কেল্লা হইতে যমুনা-বাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যমুনাবক্ষে সর্ব্বসমেত ২৪টী স্নানের ঘাট আছে। ঐ গুলির প্রত্যেকটীতে কোন না কোন তীর্থপ্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়া থাকে। উত্তরে গণেশঘাট, মানসঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, চক্রতীর্থঘাট, কৃষ্ণগঙ্গাঘাট, কালিঞ্জরেশ্বর মহাদেবমন্দির, সোমতীর্থ বা বসুদেবঘাট, ব্রহ্মলোকঘাট, ঘণ্টাভরণঘাট, ধারাপতনঘাট, সঙ্গমনতীর্থঘাট বা বৈকুণ্ঠঘাট, নবতীর্থঘাট ও অসিকুণ্ডঘাট এবং দক্ষিণভাগে অবিমুক্তঘাট, বিশ্রান্তিঘাট, প্রয়াগঘাট, কনখলঘাট, তিন্দুকঘাট, সূর্য্যঘাট, চিন্তামণিঘাট, ধ্রুবঘাট, ঋষিঘাট, মোক্ষঘাট, কোটিঘাট ও বুদ্ধঘাট। কংসাসুরকে নিহত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রান্তিঘাটেই বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। এখানে পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডদান করিলে যমুনাগর্ভস্থ কচ্ছপসমূহ আসিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই বিশ্রান্তিঘাটের সন্নিকটে কংসখাঁড়ি নামে একটী খাত আছে। প্রবাদ, কংসের মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টির নিমিত্ত এইস্থান দিয়া যমুনাতীরে আনীত হয়। যোগঘাটে নন্দকন্যা যোগনিদ্রাকে কংস শানের উপর আছড়াইয়া ছিলেন। যোগঘাট ও প্রয়াগঘাটের মধ্যস্থলে বেণীমাধবতীর্থ ও শৃঙ্গারঘাট অবস্থিত। প্রয়াগঘাটে রামেশ্বর মহাদেব এবং শৃঙ্গারঘাটে পিপ্পলেশ্বর মহাদেব ও বটুকনাথ বিদ্যমান আছেন। এতদ্ভিন্ন প্রায় প্রত্যেক ঘাটেই শৈব বা বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। মথুরার ঘাটশোভা অতুলনীয়।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ভয়ানক ভূমিকম্পে মথুরার অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বস্ত হইয়া যায়। বর্ত্তমান অট্টালিকাসমূহের মধ্যে যমুনাবাগের ছত্রি, মথুরা-প্রবেশদ্বার, যাদুঘর, অসিকুণ্ডের দ্বারকাধীশ ও বিশ্রান্তিঘাট, গতশ্রমমন্দির, খৃষ্টানদিগের গির্জ্জা, 'হার্ডিঞ্জ আর্চ্চ' বা হোলি-দরজা, তেওয়াথেরার রাধাকৃষ্ণ

মন্দির, সাতঘরার বিজয়গোবিন্দমন্দির, কংসখেরার বলদেব-মন্দির, লোহারের ভৈরবনাথমন্দির, স্বামিঘাটের মদনমোহন-মন্দির, শেঠ কুশালের গোবর্দ্ধননাথমন্দির, স্বামিঘাটের বিহারীজীর মন্দির, নিকাচির গোবিন্দদেবমন্দির, স্বামিঘাটের গোপীনাথমন্দির, 'হার্ডিঞ্জ আর্চে'র সন্নিকটস্থ বলদেবমন্দির, সাতঘরার মোহনজী, অসিকুণ্ডের মদনমোহন, কংসখাড়ের গোবর্দ্ধননাথ, দীর্ঘবিষ্ণুমন্দির, সতীবুরুজ, আবদুন্-নবি ও অরঙ্গজেবের মস্‌জিদ, লছমিচাঁদের বাসভবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মথুরাদাস, মধ্যদেশীয় সুবর্ণশেখরবাসী একজন কায়স্থপণ্ডিত, ইনি বৃষভানুজা নামে সংস্কৃত নাটিকা রচনা করেন।

মথুরানাথ, (পুং) ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্। ইনি ১৬১০ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যসিদ্ধান্তমঞ্জরী নামে একখানি সূর্য্য-সিদ্ধান্তের টীকা প্রণয়ন করেন।

মথুরানাথকবি, শ্যামাকল্পলতিকা-প্রণেতা। গুপ্তিপাড়ায় ইনি মথুরেশ কবি নামেই প্রসিদ্ধ। গুপ্তিপাড়ায় প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনা যায়, মথুরেশ রামানন্দ-আশ্রমের সমসাময়িক ছিলেন; তিনি প্রায় ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্যামাকল্পলতিকা রচনা করেন। তিনি সিদ্ধ বলিয়াও গণ্য ছিলেন। এক সময় তিনি এক কলসী মদ আনিতেছিলেন, পথে সিদ্ধ রামানন্দের সঙ্গে দেখা হয়। রামানন্দ জানিতেন যে, মথুরেশের কলসীতে মদ আছে, অথবা তিনি বন্ধুর শক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কলসী মধ্যে কি? মথুরেশ উত্তর করেন যে, গঙ্গাজল। রামানন্দ একটু গঙ্গাজল চাহিলেন, মথুরেশও অমনি কলসী হইতে জল বাহির করিয়া দিলেন। মথুরেশ সম্বন্ধে এরূপ অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

মথুরানাথচক্রবর্ত্তী, প্রশ্নরত্নাঙ্কুর ও শুদ্ধিরত্নাঙ্কুর নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

মথুরানাথতর্কবাগীশ, নবদ্বীপের একজন প্রধান নৈয়ায়িক, রামতর্কবাগীশের পুত্র, সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণির শিষ্য ও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রশিষ্য। ইঁহার রচিত 'মথুরানাথী বা মাথুরী, গুণকিরণাবলী-প্রকাশটীকা, তত্ত্বচিন্তামণি-টীকা, তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকটীকা, ন্যায়-লীলাবতীটীকা, ন্যায়-লীলাবতীপ্রকাশ-রহস্য ও সিদ্ধান্তরহস্য প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ নব্য-নৈয়ায়িকসমাজে নব্যন্যায়ের প্রধান গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। উক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে মাথুরীই মথুরানাথের অপূর্ব্ব-প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন, এখানি রঘুনাথ-শিরোমণি-রচিত তত্ত্বচিন্তামণি ও তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির টীকা হইলেও ইহাতে মথুরানাথ যে বিচার ও তর্কশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

উপরোক্ত প্রধান গ্রন্থগুলি ব্যতীত মথুরানাথ-বিরচিত নব্য ন্যায়শাস্ত্র ঘটিত বহুতর পাতড়া দেখা যায়, তন্মধ্যে কতকগুলি তাঁহার উক্ত কোন গ্রন্থের অন্তর্গত, অথবা স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়াই মনে হয়। যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

অতএবচতুষ্টয়িরহস্য, অনুপসংহারি-পূর্ব্বপক্ষরহস্য, অনুপসংহারিসিদ্ধান্তরহস্য, অনুমানপ্রামাণ্যবাদরহস্য, অনুমিতি-পরামর্শ, অনুমিতিরহস্য, অপূর্ব্ববাদরহস্য, অভিধাবিচার-রহস্য, অর্থাধ্যাহার-পূর্ব্বপক্ষালোকরহস্য, অর্থাপত্তিপূর্ব্বপক্ষ-রহস্য, অর্থাপত্তিরহস্য, অর্থাপত্তিসিদ্ধান্তরহস্য, অবচ্ছেদকত্ব-লক্ষণরহস্য, অবয়বগ্রন্থরহস্য, অসাধারণ-পূর্ব্বপক্ষরহস্য, অসাধারণরহস্য, অসিদ্ধগ্রন্থরহস্য, অসিদ্ধপূর্ব্বপক্ষরহস্য, অসিদ্ধ-সিদ্ধান্তগ্রন্থরহস্য, আকাঙ্ক্ষাগ্রন্থরহস্য, আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বপক্ষালোক-রহস্য, আকাশখণ্ডন, আকাশবাদার্থ, আখ্যাতবাদরহস্য, আসত্তি-গ্রন্থরহস্য, উদাহরণলক্ষণরহস্য, উপনয়লক্ষণরহস্য, উপাধিদূষকতাবীজ-পূর্ব্বপক্ষরহস্য, উপাধিদূষকতাবীজরহস্য, উপাধিপূর্ব্ব-পক্ষরহস্য, উপাধিবাদরহস্য, উপাধিবিভাগরহস্য, উপাধিসামান্য-লক্ষণরহস্য, উপাধিসিদ্ধান্তগ্রন্থরহস্য, উপাধ্যাভ্যাসরহস্য, কেবল-ব্যতিরেকিপূর্ব্বপক্ষরহস্য, কেবলব্যতিরেকিসিদ্ধান্তরহস্য, কেবলান্বয়িগ্রন্থরহস্য, কেবলান্বয়িপূর্ব্বপক্ষরহস্য, কেবলান্বয়িসিদ্ধান্ত-রহস্য, গুণদীধিতিনামে গুণপ্রকাশদীধিতিটীকা, জাতিপক্ষতা-বাদ, জাতিমালা, তর্কপ্রতিবন্ধকতারহস্য, তর্করহস্য, তাৎপর্য্যগ্রন্থরহস্য, দ্বিতীয়চক্রবর্ত্তিলক্ষণরহস্য, দ্বিতীয়স্বলক্ষণরহস্য, ন্যায়মূলপরিভাষা, পক্ষতাগ্রন্থরহস্য, পক্ষতাটীকা, পক্ষতাপূর্ব্ব-পক্ষগ্রন্থরহস্য, পক্ষতারহস্য, পক্ষতাসিদ্ধান্তরহস্য, পরামর্শপূর্ব্বপক্ষ-রহস্য, পরামর্শসিদ্ধান্তরহস্য, প্রতিজ্ঞালক্ষণরহস্য, প্রত্যক্ষ-পরিচ্ছেদরহস্য, প্রত্যক্ষালোকফক্কিকা, প্রত্যক্ষালোকরহস্য, প্রথমপ্রগল্ভলক্ষণরহস্য, প্রথমস্বলক্ষণরহস্য, প্রামাণ্যবাদরহস্য, বাধগ্রন্থরহস্য, বৌদ্ধাধিকাররহস্য, ভাবপ্রত্যয়বাদার্থ, যোগ্যতা-গ্রন্থরহস্য, যোগ্যতাপূর্ব্বপক্ষরহস্য, লক্ষণবাদরহস্য, লিঙ্গকারণতা-পূর্ব্বপক্ষরহস্য, লিঙ্গকারণতাসিদ্ধান্তরহস্য, লিঙ্গোপস্থিতলৈঙ্গিক-ভাবনিরাসরহস্য, লিঙ্গোপহিতলৈঙ্গিকভাববিচার, বিধিবাদ, বিধিবাদটীকা, বিরুদ্ধগ্রন্থপূর্ব্বপক্ষরহস্য, বিরুদ্ধসিদ্ধান্তগ্রন্থরহস্য, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধবিচার, বিশেষব্যাপ্তিরহস্য, ব্যতিরেকপূর্ব্বপক্ষ-রহস্য, ব্যতিরেকিরহস্য, ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবখণ্ডন, ব্যধি-করণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবরহস্য, ব্যাপ্তিগ্রহোপায়রহস্য, ব্যাপ্তিপঞ্চক-রহস্য, ব্যাপ্তিপূর্ব্বপক্ষরহস্য, ব্যাপ্তিবাদ, ব্যাপ্তিবাদরহস্য, ব্যাপ্ত্যনুগমরহস্য, শক্তিপ্রকাশবোধিনী, শক্তিবাদরহস্য, শব্দরহস্য, শব্দনিত্যতারহস্য, শব্দপ্রামাণ্যরহস্য, শব্দা-

লোকরহস্য বা শব্দমণিপরিচ্ছেদালোকটীকা, সংশয়কারণতার্থাপত্তিপূর্ব্বপক্ষরহস্য, সংশয়কারণতার্থাপত্তিরহস্য, সংশয়পক্ষতাবিচার, সংশয়বাদার্থ, সংশয়ানুমিতিরহস্য, সঙ্গত্যনুমিতিবাদ, সৎপ্রতিপক্ষগ্রন্থরহস্য, সৎপ্রতিপক্ষপূর্ব্বপক্ষরহস্য,সৎপ্রতিপক্ষসিদ্ধান্তগ্রন্থরহস্য, সন্নিকর্ষবাদার্থ, সব্যভিচাররহস্য, সব্যভিচারসিদ্ধান্তরহস্য, সাধারণপূর্ব্বপক্ষরহস্য, সাধারণরহস্য, সামান্যনিরুক্তিগ্রন্থরহস্য, সামান্যলক্ষণরহস্য, সামান্যভাবরহস্য, সিংহব্যাঘ্ররহস্য, সিদ্ধান্তলক্ষণরহস্য, স্বপ্রকাশরহস্য, হেত্বাভাসরহস্য।

উপরোক্ত ন্যায়গ্রন্থ ব্যতীত মথুরানাথ আয়ুর্দায় টীকা নামে একখানি জ্যোতির্গ্রন্থ রচনা করেন।

মথুরানাথশুক্ল, কাশীবাসী একজন মহাপণ্ডিত, মালবের অন্তর্গত পাটলিপুত্রগ্রামে ইঁহার জন্মস্থান। ইনি খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে কাশীধামে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি নানাশাস্ত্রীয় বহুগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাওয়া যায়—

অঘপঞ্চবিবেচন, অঘপঞ্চষষ্টি, আচারার্ক, আচারোল্লাস, আত্মপুরাণদীপিকা, অশৌচনির্ণয়টীকা, আশ্বলায়নসূত্রবৃত্তি, কালমাধবচন্দ্রিকা, কালীতত্ত্বটিপ্পন, কুমারীতন্ত্রবিবরণ, কুবলয়ানন্দবৃত্তি, কৃত্যসার, ক্রিয়াকৌমুদী, গণকভূষণটীকা, গণেশস্তোত্র, গুরুসূর্য্যগোচরবিচার,গোরক্ষশতকটীকা, ছন্দঃকল্পলতা, জটাপটলটিপ্পন, জাতককল্পলতা, জ্যোতিঃসিদ্ধান্তসার*, তিথিনির্ণয়, দিলীপচরিত, দিব্যতত্ত্বলঘুটীকা, দুর্গার্চ্চনামৃতরহস্য, নৈষধীয়টীকা, পঞ্চমীসুধোদয়, পাণিগ্রহাদিকৃত্যনির্ণয়, পিঙ্গলবৃত্তি, প্রবোধচন্দ্রোদয়বৃত্তি, বৃহৎসংহিতাটিপ্পন, বৃহদারণ্যকোপনিষল্লঘুবৃত্তি, ব্রহ্মসূত্রলঘুবৃত্তি, ভগবদ্গীতাপ্রকাশ, ভুবনেশ্বরীবরিবস্যারহস্য,ভৈরবসপর্য্যাবিধি, ভৈরবার্চ্চনকল্পলতা, মন্ত্ররত্নাকর, মলমাসতত্ত্বটীকা, মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্যটিপ্পন, মিতাক্ষরা নামে প্রশ্নমনোরমাটীকা, মিতাক্ষরা নামে যাজ্ঞবল্ক্যের আচারাধ্যায়টীকা, যন্ত্ররাজ, যন্ত্ররাজকল্প, যন্ত্ররাজটীকা, যন্ত্ররাজপদ্ধতি, যুদ্ধজয়োৎসবটিপ্পনী, যোগকল্পলতা, যোগবর্ণন, বৃত্তদর্পণ, বৃত্তসুধোদয়, বৈদ্যামৃতলহরী, শারদাতিলকপ্রকাশ, শিবপূজাপ্রকাশ, ষট্‌চক্রাদি সংগ্রহ, সহমচন্দ্রিকা, সাহিত্যদর্পণটিপ্পন, সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা,সুভাষিতমুক্তাবলী, সৌভাগ্যোপনিষট্টিপ্পন, হঠযোগসংগ্রহ, হনুমন্মন্ত্রোদ্ধার ও হারাবলীকোষটিপ্পনী।

মথুরাপুর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। দেওয়ানের হাট নামেও প্রসিদ্ধ। এখানকার হাট স্থানায় বাণিজ্যভাণ্ডার বলিলেও চলে।

২ যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত একটী গ্রাম।

মথুরেশ (পুং) ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ মথুরানাথ কবি।
[মথুরানাথ কবি দেখ।]

মথুরেশ বিদ্যানিধি, জ্যোতিঃসাগরসাররচয়িতা।

মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে সারসুন্দরী নামে অমরকোষটীকা প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন শব্দরত্নাবলী নামে তদ্রচিত আর একখানি অভিধান পাওয়া যায়। তদ্রচিত গ্রন্থ হইতে তাঁহার বংশাবলী সম্বন্ধে প্রকাশ যে, সর্ব্বানন্দের পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র কাশীনাথ, তৎপুত্র চন্দ্রবন্দ্য, তৎসুত শিবরাম, এই শিবরামের পুত্র খ্যাতনামা মথুরেশ। [বিশ্বকোষ কুলীনশব্দে বংশাবলী দেখ।]

মথুরা (স্ত্রী) মথ-বাহুলকাৎ উরঃ টাপ্। মথুরা। (দ্বিরূপকোষ)

মথ্ (ত্রি) আলোড়ন। (ঋক্ ১।১৮১।৫)

মথ্র (ত্রি) মথনশীল। (ঋক্ ৮।৪৬।২৩)

মথ্য (ত্রি) মথনীয়, মথনযোগ্য।

মদ্, ১ হর্ষ। ২ মত্তীভাব। দিবাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ মাদ্যতি। লোট্ মাদ্যতু। লিট্ মমাদ, মেদতুঃ। লুট্ মদিতা। লৃট্ মদিষ্যতি। লুঙ্ অমদৎ, অমদতাং। সন্-মিমদিষতি। যঙ্ মামদ্যতে। যঙ্ লুক্ মামত্তি। উৎ+মদ=উন্মাদ, চিত্তবিকার। প্র+মদ—প্রমাদ, অনবধানতা। মদ-ণিচ্° লট্, মদয়তি।

মদ, মদি, মদ ধাতু—১ স্তুতি। ২ মোদ। ৩ মদ-গর্ব্ব। ৪ স্বপ্ন, নিদ্রা। ৫ কান্তি। ৬ গতি। ৭ জড়ীভাব। ভ্বাদি° আত্মনে° অক°। স্তুতি ও গতি অর্থে সক° সেট্। লট্ মন্দতে। লিট্ মমন্দে। লুট্ মন্দিতা। লুঙ্-অমন্দিষ্ট,অমন্দিষাতাং, অমন্দিষত।

মদ, তৃপ্তিযোগ, তৃপ্তীকরণ। চুরাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লিট্ মাদয়তে। লুঙ্ অমীমদত।

মদ (পুং) মদয়তীতি মদ-অচ্। হস্তিগণ্ডস্থল। পর্য্যায়—দান।

"মদসিক্তমুখৈর্মৃগাধিপঃ করিভির্বর্ত্তয়তে স্বয়ং হতৈঃ।"
(ভারবি ২।১৮)

মদ্যতে ইতি মদ (মদোঽনুপসর্গে। পা ৩।৩।৬৭) ইতি অপ্। ২ হর্ষ। পর্য্যায়—আমোদ। "সোমপাঃ পিব গোদা ইন্দ্রেবতো মদঃ" (ঋক্ ১।৪।২) 'মদো হর্ষঃ' (সায়ণ) ৩ রেতঃ। ৪ কস্তূরী।

'মৃগনাভির্মৃগমদো মদঃ কস্তূরিকাণ্ডজঃ।' (বৈদ্যকরত্নমা°)

৫ রোগবিশেষ, উন্মাদরোগভেদ।

" স চাপ্রবৃদ্ধস্তরুণো মদসংজ্ঞাং বিভর্ত্তি চ।"
(মাধবনিদান—উন্মাদাধিকার)

[বিশেষ বিবরণ উন্মাদ ও মদাত্যয় শব্দ দেখ।]

* এই গ্রন্থখানি রাজা দালচন্দ্রের আদেশে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

৫ গর্ব্ব। (মেদিনী) ৬ মস্ত। ৭ কৈব্য, মত্ততা। (হেম)

"মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ॥"(মনু৭।৪৭)

৮ কল্যাণবস্ত। (ধরণি) মদলক্ষণ—

"অহং মহাত্মা ধনবান্ মত্তুল্যঃ কোঽস্তি ভূতলে।
ইতি যজ্জায়তে চিত্তং মদঃ প্রোক্তঃ স কোবিদৈঃ॥"
(পদ্মপু॰ ক্রিয়াযোগসা॰)

আমি অতি মহাশয় এবং ধনবান্, আমার সদৃশ কেহ ভূতলে নাই, এই প্রকার যে চিন্তাভিমান, তাহাকে মদ কহে। অহঙ্কার হইতে মদের উৎপত্তি হয়।

"বুদ্ধের্মোহঃ সমভবদহঙ্কারাদভূন্মদঃ।" (মৎস্যপু॰ ৩ অ॰)

৯ দানবভেদ। (হরিব॰ ৩৮৬)

মদকট (পুং) মদং কটতি প্রকটয়তীতি কট-অচ্। ষণ্ড, চলিত ষাঁড়। (হেম)

মদকর (পুং) ১ ধুস্তূর বৃক্ষ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ ধাতকী বৃক্ষ। ৩ সুরা। (বৈদ্যকনি॰) (ত্রি) ৪ মত্ততাজনক, মদবর্দ্ধক।

মদকরিন্ (পুং) মত্তহস্তী।

মদকল (পুং) মদেন কলোঽব্যক্তমধুরধ্বনির্যস্য মত্তহস্তী। পর্য্যায়—মদোৎকট। (অমর) ২ অব্যক্ত-প্রলাপী। (শব্দরত্না॰) (ত্রি) ৩ মদাব্যক্তবাচী।

"মদকল-ময়ূরকণ্ঠচ্ছবিভিরবকীর্ণানি।" (উত্তরচরিত ২অ॰)

মদকৃসিরা, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৪৫১ বর্গ মাইল। এখানকার দক্ষিণভাগ পর্ব্বতময়। পশ্চিমে উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্রসমূহ বিরাজিত, জলপ্রাচুর্য্যহেতু এখানে প্রভূত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা॰ ১৩° ৫৬´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৭° ১৮´ ৪০´´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে বিজয়নগররাজের জনৈক পলিগার সামন্তের রাজধানী ছিল। নগরের উত্তরস্থ পর্ব্বতোপরি পরিখা ও প্রাচীর-পরিবেষ্টিত একটী দুর্গ আছে। ঐ দুর্গে সামন্তরাজ বাস করিতেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে মুরারিরাও এবং ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলী এই স্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন।

মদকারিন্ (ত্রি) মদং মত্ততাং করোতি কৃ-ণিনি। মত্ততাজনক, মদবর্দ্ধক সুরাদি।

"বুদ্ধিং লুম্পতি যদ্দ্রব্যং মদকারি তদুচ্যতে॥"
(শার্ঙ্গধরসংহিতা)

যাহাতে বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, তাহা মদকারী নামে অভিহিত।

মদকৃত (ত্রি) মদং করোতি কৃ-কিপ্, তুক্ চ। মত্ততাকারক।

মদকূদদ্রুম (পুং) তালবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি॰)

মদকোহল (পুং) স্বেচ্ছাধীন বিচরণকারী বৃষ।

'ইট্চরো গোপতিষণ্ডো গোবৃষো মদকোহলঃ' (হেম ১২৫৯)

মদগন্ধ (পুং) মদস্য দানস্যেব গন্ধো যস্য। সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, চলিত ছেতেন গাছ। ২ মস্ত। (রাজনি॰)

মদগন্ধা (স্ত্রী) মদগন্ধ-টাপ্। ১ মদিরা। ২ অতসী। (রাজনি॰)

মদগমন (পুং) মহিষ। (বৈদ্যকনি॰)

মদঘ্নী (স্ত্রী) মদং মত্ততাং হন্তীতি মদ-হন-টক্ ঙীপ্। পুতিকা। (জটাধর)

মদচ্যুৎ (ত্রি) গর্ব্বহন্তা। (ঋকৃসংহিতা ১৷৫১৷২)

মদচ্যুত (ত্রি) মত্ততা জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ। (ঋক্ ৯৷৯৮৷৩)

মদজল (ক্লী) হস্তি দানবারি।

মদৎখান্, জনৈক পাঠানসর্দ্দার। ইনি সিন্ধু-প্রদেশের হাইদরাবাদ জেলার প্রাচীন বাদিন-নগর ধ্বংস করেন।

মদদ্বিপ (পুং) মত্তহস্তী।

মদধার (পুং) মদপ্রধানা ধারা যত্র। পর্ব্বতভেদ।(ভারত॰ ২৯অঃ)

মদন (পুং) মদয়তীতি মদ-ণিচ্ ল্যু। কামদেব।

ইঁহার উৎপত্তিবিবরণ কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—লোকপিতামহ ব্রহ্মা যে সময় দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া মরীচি প্রভৃতি মানস পুত্রগণকে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার মন হইতে এক পরম রূপবতী কামিনী আবির্ভূত হয়। এই রমণী সন্ধ্যা নামে খ্যাত। এই সন্ধ্যাই সায়ংকালে অর্চ্চিতা হইয়া থাকেন।

এই বরবর্ণিনীকে দেখিয়া ব্রহ্মা, দক্ষ প্রজাপতি ও মরীচি প্রভৃতি তাহার মানস পুত্রগণ সকলেই নিতান্ত উৎসুক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই স্ত্রী সৃষ্টিমধ্যে কি করিবেন এবং কাহারই বা হইবেন? এই সময় ব্রহ্মার মন হইতে কাঞ্চনচূর্ণবৎ পীতবর্ণ এক মনোহর চঞ্চল পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। এই পুরুষের বক্ষঃস্থল পীবর, নাসিকা সুচারু, ঊরু, কটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত, কুন্তল নীল ও কুঞ্চিত, ভ্রূ-যুগল পরস্পর-সংলগ্ন, মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রসদৃশ। এই পুরুষ কম্বুগ্রীব, মীনকেতু ও মকরবাহন। পুষ্পময় পঞ্চশরে ও কুসুমকার্ম্মুকে শোভিত হইয়া কমনীয় পুরুষ তখন স্বীয় নয়নযুগল ঘুরাইতেছিলেন। দক্ষ প্রভৃতি ইঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন।

এই পুরুষ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কোন্ কর্ম্ম করিব, আমি যখন পুরুষ, তখন কার্য্য করাই আমার উচিত,অতএব আপনি আমাকে কোন প্রশস্ত ও শ্লাঘ্য কর্ম্মে নিযুক্ত করুন এবং আমার অনুরূপ নাম, ধাম ও পত্নী

নির্দ্দেশ করিয়া দিন। ব্রহ্মা তখন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি তোমার এই মনোমোহন-মূর্ত্তি ও পুষ্পময় পঞ্চশরে স্ত্রীপুরুষদিগকে মোহিত করিয়া চিরস্থায়িনী সৃষ্টির প্রবর্ত্তক হও। দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সর্প, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রাণিমাত্রই তোমার শরণ্য হইবে। অন্য প্রাণীর কথা দূরে থাকুক, আমি, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমরাও তোমার বশবর্ত্তী হইব। তুমি স্বয়ং প্রচ্ছন্নরূপে প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সতত সুখজনক হইয়া সনাতন সৃষ্টির প্রবর্ত্তক হও। সকল প্রাণীর মনই তোমার পুষ্পবাণের লক্ষ্য হইবে। তুমি উহাদিগের সতত মত্ততা ও আনন্দ সম্পাদন করিবে। আমি তোমার এই বৃত্তি নির্দ্দেশ করিলাম।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাদিগের এবং বিধাতার চিত্ত মথিত করিয়া উৎপন্ন হইয়াছ, এইজন্য লোকে তুমি মন্মথ-নামে অভিহিত হইবে। জগতে তুমি অসাধারণ কামরূপী, তোমার সদৃশ কেহ নাই, এইজন্য তোমার নাম কাম, লোক-সমূহকে মত্ত করিবে এই জন্য মদন, মহাদেবের দর্পনাশে সমর্থ এই জন্য দর্পক ও কন্দর্প নামে খ্যাত হইবে। তোমার পঞ্চশরের যেরূপ পরাক্রম, বৈষ্ণবাস্ত্র ও রৌদ্রাস্ত্র প্রভৃতিরও তাদৃশ বিক্রম নহে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল বা সনাতন ব্রহ্ম-লোক সকল স্থানেই তুমি থাকিবে। যে হেতু তুমি সর্ব্বব্যাপী, অধিক আর কি বলিব, তোমার সমান কেহই নাই। এই প্রজাপতি দক্ষ তোমার অভিলষিতা পত্নী প্রদান করিবেন।

অনন্তর মদন রমণী-ভ্রূ-সদৃশ কুসুমনির্ম্মিত শরাসন এবং হর্ষণ, রোচন, মোহন, শোষণ ও মারণ নামে প্রসিদ্ধ মুনি-দিগেরও জ্ঞাননাশক পুষ্পময় পঞ্চশর গ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিতি করিয়া কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, ব্রহ্মা যে আমার বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, তাহা এই মুনিগণের সমক্ষে ব্রহ্মার উপরই নিয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। ইহা ভাবিয়া মদন সন্ধ্যার সাক্ষাতে ব্রহ্মার উপরই শরক্ষেপ করিলেন। ইহাতে ব্রহ্মার মনোবিকার উপস্থিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা কামমোহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সন্ধ্যাকে দেখিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার শরীর হইতে একোনপঞ্চাশৎ সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব হইল। আর কামশর-বিদ্ধা সন্ধ্যা হইতে বিব্বোকাদি হাব সকল এবং চতুঃষষ্টিকলা উৎপন্ন হইল।

ব্রহ্মার এরূপ কামভাব দেখিয়া মহাদেব তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—ব্রহ্মন্! নিজ তনয়াকে দেখিয়া তোমার কি কামভাব উপস্থিত হইল? তুমি বেদশাস্ত্রসমূহের নিয়ামক, তোমার পক্ষে এই বেদবিগর্হিত কার্য্য নিতান্ত অযোগ্য। আর পুত্রবধূ ও কন্যা মাতৃতুল্যা, ইহাদিগের প্রতি কামাসক্ত হওয়া অতীব পাপের কার্য্য, ইহা বেদের সিদ্ধান্ত। তুমি সামান্য কামের প্রভাবে তাহা বিস্মৃত হইলে কিরূপে? অনন্তর পিতামহ শঙ্করের কথায় লজ্জিত হইয়া মদনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন তিনি মদনকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমাকে যখন এরূপ লজ্জা দিয়াছ, তখন তুমি এই অপরাধে মহাদেবের নয়নানলে দগ্ধ হইবে।" ব্রহ্মা এই অভিশাপ প্রদান করিলেন।

এই নিদারুণ অভিশাপ শুনিয়া মদন ব্রহ্মাকে কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি যে বলিয়াছিলেন, আমি, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আমরা সকলেই তোমার বশবর্ত্তী, আমি তাহারই পরীক্ষা করিয়াছি মাত্র, আমি নিরপরাধ, অতএব আমার এই শাপ মোচন করুন। ব্রহ্মা তখন সুস্থ হইয়া তাহাকে কহিলেন, যেরূপে তোমার শাপ মোচন হইবে, তাহার উপদেশ দিতেছি, তুমি মহাদেবের নয়নানলে ভস্মীভূত হইয়া পশ্চাৎ তাঁহারই অনুগ্রহে আবার শরীর পাইবে। মহাদেব যখন দারপরিগ্রহ করিবেন, তখন তিনিই তোমাকে শরীরী করিবেন। এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন।

পরে দক্ষ মদনের পত্নী নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে কহিলেন, মদন! এই আমার দেহজাত কন্যা, ইহার নাম রতি। তুমি ইহাকে বিবাহ করিয়া সুখে কালাতিপাত কর। মদন ইহাকে বিবাহ করিয়া অনুরাগে মুগ্ধ হইলেন।

অনন্তর মদন দেবগণের প্ররোচনায় মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইয়া মহাদেবের নয়নানলে ভস্মীভূত হন। মহা-দেবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ হইলে পরে মদন পুনরায় শাপবিমুক্ত হইয়া শরীর পরিগ্রহ করেন। (কালিকাপু° ১ অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ৩৫ অধ্যায়ে মদনের উৎপত্তিবিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

২ যোগাচার্য্যরূপ শিবের অবতার বিশেষ।

"যুগাবর্ত্তেষু সর্ব্বেষু যোগাচার্য্যচ্ছলেন তু।
অবতারাণি সর্ব্বস্ত শিষ্যাংশ্চ ভগবন্ বদ॥"

উপমন্যুরুবাচ।

"শ্বেতঃ সুতারো মদনো সুহোত্রঃ কঙ্ক এব চ।"

(শিবপুরাণ বায়ুস° ২।১০।১-২)

মদয়তি ভক্তানাং মন ইতি মদ-ল্যু, মনসি আনন্দজনকত্বা-দস্য তথাত্বং। ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৬৯) ৪ মত্ততা, বরারোহা কামিনীদিগের ভাববিশেষ।

"সীধুপানেন চান্নেন তুষ্টাব মদনেন চ।
বিলাসনৈশ্চ বিবিধৈঃ প্রেক্ষণীয়তরাভবৎ ॥"
(ভারত ৩।৪৬।১৩)

৫ বসন্ত। ৬ ধুস্তুর। ৭ সিক্‌থ। (মেদিনী) ৮ বৃক্ষভেদ, চলিত ময়না গাছ, পর্য্যায়—পিচুক, মুচুকুন্দ, কণ্টকী, পিণ্ডীতক, শল্য, কৈটর্য্য, পিণ্ড, ধারাফল, তগর, করহাট, শ্বসন, মরুবক। ইহার গুণ—বমিকারক, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, লঘু, রুক্ষ, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোফ, গুল্ম ও ব্রণনাশক।

৯ ভ্রমর। (জটাধর) ১০ মাষ। (হেম) ১১ খদিরবৃক্ষ। ১২ মস্কোট বৃক্ষ। ১৩ বকুলবৃক্ষ। ১৪ মণ্ডলিসর্পভেদ।
(সুশ্রুতকল্পস্থা০ ৪ অ০)

১৫ আলিঙ্গনবিশেষ। "নায়কো নায়িকায়াঃ কণ্ঠে হস্তং দত্ত্বা দ্বিতীয়হস্তং তস্যা মধ্যদেশে দত্ত্বা বদালিঙ্গতি" (কামশাস্ত্র)

মদন, ১ জনৈক প্রাচীন কবি। ভোজপ্রবন্ধে ইহাঁর উল্লেখ আছে। ২ বালসরস্বতী নামক গ্রন্থরচয়িতা। উক্ত গ্রন্থের দ্বারা তিনি বালসরস্বতী নামে পরিচিত হন। অর্জ্জুনবর্ম্মদেব অমরুশতক গ্রন্থে ইহাঁর নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৩ কৃষ্ণলীলা-কাব্যপ্রণেতা।

মদন আচার্য্য, জনৈক বৈদ্যকগ্রন্থকার।

মদনক (পুং) মদয়তীতি মদ-ণিচ্‌ ল্যু, স্বার্থে ক। দমনকবৃক্ষ। (রত্নমালা) (ক্লী) ২ সিক্‌থ।

"মদনন্তু মধূচ্ছিষ্টং মধুশেষঞ্চ সিক্‌থকম্।
মধ্বাধারো মদনকং মধূখিতমপি স্মৃতম্॥" (ভাবপ্র০)

মদনকণ্টক (পুং) মদননিমিত্তঃ কণ্টক ইব। সাত্বিকরোমাঞ্চ। (ত্রিকা০)

মদনকাকুরব (পুং) মদনেন হেতুনা কাকুঃ কামজন্তো বিকৃতো রবঃ অস্ফুটধ্বনির্যস্য। পারাবত। (রাজনি০)

মদনকীর্ত্তি, জনৈক প্রাচীন কবি। রাজশেখরকৃত প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে ইহাঁর নামোল্লেখ আছে।

মদনগঞ্জ, বাঙ্গালার ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। লাখ্যিয়া (লাক্ষা) নদীতীরে নারায়ণগঞ্জের অপর পারে অবস্থিত। এখানে পাট ও স্থানীয় নানাদ্রব্যের বিস্তৃত কারবার আছে। [নারায়ণগঞ্জ দেখ।]

মদনগৃহ (ক্লী) মদনস্য গৃহং। ১ স্ত্রীচিহ্ন, স্মরতগৃহ। ২ জ্যোতিষোক্ত লগ্নাবধিক সপ্তম স্থান।

মদনগোপাল (পুং) মদনশ্চাসৌ গোপালশ্চেতি। ভক্তচিত্তোন্মাদকত্বাদস্য তথাত্বং। শ্রীকৃষ্ণ।

"বন্দে মদনগোপালং কৈশোরাকারমদ্ভুতম্।"
(পদ্মপু০ ক্রিয়াযোগসা০ ৯ অ০)

মদনগোপাল, জনৈক প্রসিদ্ধ যোগী। গোপালপুরিনামেও খ্যাত। বৈকুণ্ঠপুরির গুরু। ইনি দ্বাদশমহাবাক্য-বিবরণ প্রণয়ন করেন।

মদনচতুর্দ্দশী (স্ত্রী) মদনোৎসবাত্মিকা চতুর্দ্দশী। চৈত্রশুক্লা চতুর্দ্দশী, এই চতুর্দ্দশীতে মদনদেবের পূজা করিতে হয়। যাহারা পূজা করে, তাহাদের পরমগতি লাভ এবং পুত্রপৌত্র ও সুখসমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।*

রঘুনন্দন ইহাই 'মদনমহোৎসব' বলিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু ভবিষ্যোত্তরপুরাণে 'মদনমহোৎসব'-বিবরণ পাঠ করিলে এরূপ বোধ হয় না। ভবিষ্যোত্তরে মদনদ্বাদশী, মদনচতুর্দ্দশী এই সমস্ত পৃথক্ ব্রত বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।
[মদনমহোৎসব দেখ।]

মদনচোর, স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ।

মদনত্রয়োদশী (স্ত্রী) মদনপূজায়াং ত্রয়োদশী। চৈত্রমাসের শুক্লাত্রয়োদশী। এই দিন মদনব্রত করিতে হয়। এই ত্রয়োদশী তিথিতে যথাবিধি মদনের পূজা করিলে বিপদসমূহ বিনষ্ট হয়।†

মদনের ধ্যান—

"চাপেষুধৃক্ কামদেবো রূপবান্ বিশ্বমোহনঃ।"

এই ধ্যান পূজাবিধি অনুসারে পূজা করিতে হয়।

স্তুতি যথা—

"পুষ্পধন্বন্! নমস্তেঽস্তু নমস্তে মীনকেতন।
মুনীনাং লোকপালানাং ধৈর্য্যচ্যুতিকৃতে নমঃ ॥
মাধবাত্মজ কন্দর্প শম্বরারে রতিপ্রিয়।
নমস্তভ্যং জিতাশেষভুবনায় মনোভুবে ॥
আধয়ো মম নশ্যন্তু ব্যাধয়শ্চ শরীরজাঃ।
সম্পাদ্যতামভীষ্টং মে সম্পদঃ সন্তু মে স্থিরাঃ ॥

---

* "মধুমাসে তু সংপ্রাপ্তে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী।
প্রোক্তা মদনভঞ্জীতি সিদ্ধিদা তু মহোৎসবে ॥
পূজয়িষ্যন্তি যে মর্ত্ত্যাস্তদঙ্গভবপঙ্কজৈঃ।
তে যান্তি পরমং স্থানং মদনস্য প্রভাবতঃ ॥
চৈত্রে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং মদনস্য মহোৎসবঃ।
কুঙ্কুমস্তোকিভিস্তত্র গীতবাদ্যাদিভির্ণাং :
ভগবাংস্তুষ্যতে কামঃ পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধিদঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

† "চৈত্রশুক্লত্রয়োদশ্যাং মদনং দমনাত্মকম্।
কৃত্বা সংপূজ্য বিধিবদ্ বীজবদ্ ব্যজনে ন তু ॥
তত্র সম্পূজিতঃ কামঃ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনঃ।
কামদেবত্রয়োদশ্যাং পূজনীয়ো যথাবিধি।
রতিপ্রীতিসমাযুক্তো হ্যশোকমণিভূষিতঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

নমো মারায় কামায় দেবদেবস্ত মূর্ত্তয়ে।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেন্দ্রাণাং মনঃক্ষোভকরায় চ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই ব্রত মানবের আধিব্যাধিনাশক। অতএব ইহা সকলেরই করা আবশ্যক।

মদনদমন (পুং) শিব-মহাদেব।

মদনদহন (পুং) মদনভস্মকারক শিব।

মদনদেব, দাক্ষিণাত্যের গঞ্জাম জেলার কিমেড়ী সামন্ত-রাজ্যের জনৈক রাজা।

মদনদ্বাদশী (স্ত্রী) মদনপূজাবিষয়িণী দ্বাদশী। চৈত্রমাসের শুক্লাদ্বাদশী। এই দ্বাদশী তিথিতে মদনব্রত করিতে হয়।

"শ্রোতুমিচ্ছামহে সূত ! মদনদ্বাদশীব্রতম্।
সুতানেকোনপঞ্চাশৎ যেন লেভে দিতিঃ পুনঃ॥"
(মৎস্যপুরাণ ৭ অধ্যায়)

বশিষ্ঠ দিতিকে এই ব্রতের উপদেশ দেন, দিতি এই ব্রত করিয়া একোনপঞ্চাশৎ পুত্র লাভ করেন। এইরূপে ক্রমে এই ব্রতের প্রচার হয়। যিনি বিধিপূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিখিলপাপবিমুক্ত হইয়া ইহলোকে নানাবিধ সৌভাগ্য এবং অন্তিমে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মৎস্যপুরাণ ৭ অধ্যায়ে এই ব্রতের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

মদননালিকা (স্ত্রী) ভ্রষ্টা-স্ত্রী, অবিশ্বাসিনী রমণী।

মদননৃপ (পুং) মদনপাল, মদনরাজ।

মদনপক্ষিন্ (পুং) খঞ্জন খগ, খঞ্জনপাখী। (শব্দচ°)

মদনপঞ্চানন প্রক্রিয়ার্ণব নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

মদনপল্লী, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫৯৩ বর্গ মাইল। এই তালুকের সর্ব্বত্রই প্রায় পর্ব্বতময়, কেবল দক্ষিণ-পশ্চিমের মহিসুর-অধিত্যকা-সংলগ্ন স্থান সমধিক উর্ব্বরা। ১৮৭৬-৭৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে এখানকার অধিবাসিবৃন্দ বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিল।

২ উক্ত কড়াপা জেলার একটী নগর, সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২॥° হাজার ফিট্ উচ্চ একটী মনোরম স্থান। অক্ষা° ১৩°৩৩´৩৭´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩২´৪৫´´ পূঃ। মদন-পল্লিগিড্ড, মদনপল্লী ও বটলমুত্তিগিড্ড নামক তিনটী ক্ষুদ্র পল্লি লইয়া এই নগর গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় বসনিকোণ্ড-শৈলে একটী বহুপ্রাচীন দেবমন্দির দৃষ্ট হয়।

মদনপাঠক (পুং) মদনং তদুদ্দীপকং পঠতীতি পঠ-ণ্বুল্, স্বরেণ কামোদ্দীপনাত্তথাত্বং। কোকিল। (রাজনি°)

মদনপাল (পুং) ১ মদনরাজ। ২ রতিপতি মদন।

মদনপাল, পালবংশীয় জনৈক বঙ্গেশ্বর। [পালরাজবংশ দেখ।]

মদনপাল, বুদাউনের রাঠোরবংশীয় জনৈক রাজা। গোপালদেবের পুত্র, গাধিপুরে ইঁহার রাজধানী ছিল। শিলা-লিপিতে ইঁহার বীরত্বের বিশেষ পরিচয় আছে।

মদনপাল, কনোজের গহরবার (রাঠোর)-বংশীয় জনৈক রাজা। চন্দ্রদেবের পুত্র। ইনি ১১৬১ সম্বতে বিদ্যমান থাকিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

মদনপাল, টাকবংশীয় জনৈক হিন্দুরাজ। দিল্লীর উত্তর-দিক্‌স্থিত যমুনাতীরবর্ত্তী কাষ্ঠা (কাঢ়া) নগরে তিনি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পিতা হরিশ্চন্দ্র, পিতামহ ভরতপাল ও প্রপিতামহের রত্নপাল নাম পাওয়া যায়। মদন-পারিজাত-প্রণেতা বিশ্বেশ্বর ভট্ট তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। মদন-বিনোদনিঘণ্টু হইতে তাঁহার রাজ্যকাল ১৪৩১ সম্বৎ (১৩৭৫ খৃঃ অঃ) স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাঁহার উৎসাহে তাঁহার রাজ্যকালে আনন্দসঞ্জীবন, তিথিনির্ণয়সার, মদন-পারিজাত, মদনপালবিনোদ, চন্দ্রপ্রকাশ, শূদ্রধর্ম্মবোধিনী, সিদ্ধান্তগর্ভ ও স্মৃতিকৌমুদ নামক গ্রন্থগুলি রচিত হইয়া তন্নামেই প্রচারিত হয়।

মদনপাল, বোদামযুতার রাষ্ট্রকূটবংশীয় জনৈক রাজা।

মদনপাল মহারাজ, করৌলীর জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি স্বীয় সদ্গুণের জন্য ইংরাজরাজের নিকট হইতে G. C. S. I উপাধি লাভ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বিসূচিকারোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মণপাল সিংহাসন লাভ করেন।

মদনপুর, উঃ পঃ প্রদেশের ললিতপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। তন্নামীয় প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষপার্শ্বে স্থাপিত। এখানে ধ্বংসপ্রায় ৬টী প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন আছে। তন্মধ্যে উত্তরদিকে প্রাচীন নগরের নিকটে স্থাপিত ৩টী জৈনমন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহার ১টীর গাত্রে ১২০৬ সম্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে এই স্থানের মদনপুর নাম পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় 'বারদ্বারী' নামক ক্ষুদ্র গৃহের স্তম্ভে চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের ঘটনাসম্বলিত দুই-খানি শিলালিপি আছে। উহার একখানিতে পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক পরমর্দ্দি (পরমাল) দেবের পরাজয় ও অপরখানিতে ১২৩৯ সম্বতে জেজাক-ভুক্তিরাজ্যের অধিকারপ্রসঙ্গ উল্লি-খিত হইয়াছে। আর একটী স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে, এই গৃহ পূর্ব্বে স্থানীয় একটী শিবমন্দিরের দালান ছিল। বর্ত্তমান বড় ও ছোট কাছারির নিকটস্থ দীর্ঘিকার উত্তর-পশ্চিমে দুইটী এবং উক্ত হ্রদের উত্তর-পূর্ব্বে একটী নানা-প্রকার কারুকার্য্যযুক্ত শিবমন্দির স্থাপিত আছে।

মদনপুর, চন্দেলারাজ মদনবর্ম্মের (১১২৯-১১৬৫) প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন নগর। উঃ পঃ প্রদেশের হামীরপুর জেলার কুলপাহাড় তহসীলের অন্তর্গত। সেট্ মহেট্ গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত। এক্ষণে এই নগর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসে পরিণত হইয়াছে।

মদনপুর, নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী একটী গণ্ডগ্রাম। কালীগঞ্জের অদূরে অবস্থিত। এখানে ই, বি, এস্ রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে।

মদনপুর, মধ্য প্রদেশের বিলাসপুর জেলার মুঙ্গেলী তহসীলের অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ২৫ বর্গ মাইল। এখানকার ভূম্যধিকারী রাজগোঁড়বংশীয়। ধান্ত, গম, ছোলা প্রভৃতি এখানকার প্রধান জাতদ্রব্য।

মদনভট্ট, কল্যাণরাজচরিত প্রণেতা। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র।

মদনভবন (ক্লী) মদনস্থ ভবনং। ১ মদনগৃহ, স্ত্রীচিহ্ন, ভগ। ২ জন্মলগ্নাবধি সপ্তম স্থান, জায়াস্থান।

"অংশানেতান্ বদতি যবনশ্চান্যভূপান্ মৃতুল্যান্।
তানেবাংশান্ মদনভবনেম্বাহ নীচান্ সুনীচান্॥"
(জ্যোতিষার্থদীপিকা)

মদনভাবি (মদনভাবী), বোম্বাই প্রদেশের ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে রামলিঙ্গদেব ও কল্লপদেবের দুইটী প্রাচীন মন্দির আছে। উভয়েরই গাত্রে প্রতিষ্ঠাকালজ্ঞাপক শিলালিপি দেখা যায়।

মদনমঞ্জুকা (স্ত্রী) মদনবেগের ঔরসে কলিঙ্গসেনার গর্ভজাতা কন্যা। (কথাসরিৎসা°)

মদনমঞ্জরী (স্ত্রী) ১ বাসবদত্তা-বর্ণিত নারিকাভেদ। ২ যক্ষরাজ দুন্দুভির কন্যা। ৩ কাকভেদ।

মদনমনোহর, পলপীযূষলতা ও শ্রাদ্ধপ্রদীপপ্রণেতা। ইনি মধুসূদন পণ্ডিতরাজের পুত্র ছিলেন।

মদনমহোৎসব (পুং) ভবিষ্যপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির-সংবাদে এক মদন-পূজা বা মদনোৎসবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এই উৎসব উল্লেখের উপক্রমে প্রকাশ,—ভগবান্ পশুপতি শৈলসুতার পাণিপীড়নের পূর্ব্বে পাশুপত ব্রত অবলম্বন করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। মহাযোগীর যোগে বিঘ্ন ঘটাইয়া আপনাদিগের ও ভগবতী গৌরীর মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া বিশ্বজয়ী কামকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। আপন দলবল সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে রতিপতি পশুপতির তপোবনে যাত্রা করিলেন। এই সময় নিতান্ত-সুহৃৎ বসন্ত আসিয়া বনান্তে তাঁহার সহায় হইলেন।

তখন মৃদঙ্গের নিনাদে, ভৃঙ্গের গুঞ্জনে, বীণার ঝঙ্কারে, সঙ্গীতের বিমোহন তানে, কলকণ্ঠকুলের কলকলালাপে, মলয়ানিলের মৃদু মন্দ সঞ্চরণে, মন্দ মন্দ গন্ধবহান্দোলিত প্রসূনপুঞ্জের পরিমল-হিল্লোলে ও বিমোহনী কামিনীকুলের মোহন-কটাক্ষে জগৎ মাতাইয়া বসন্তসহায় রতিকান্ত গৌরীকান্তের আশ্রমপ্রান্তে উপনীত হইলেন; যেন মহারাজাধিরাজ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া সসৈন্যে পররাষ্ট্র আক্রমণ করিলেন।

তখন বিশ্ববিজয়ী ফুলধনু আপন ফুল-ধনুতে ফুলশর জুড়িয়া দিয়া ফুলমনে আকর্ণ আকর্ষণ করিলেন। অবিলম্বে ফুলশর সেই কঠোরসংযমী ত্রিপুরহর হরের সমাধিহরণের জন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু হায় বিধির বিধি বিপরীত! মন্মথের মত্ততা এইবার ফুরাইয়া গেল। আপন অমোঘ ফুলশর বিফল হইল। যোগিবরের যোগমগ্ন অটল মন টলিল না। দেখিতে দেখিতে অবিলম্বে সেই কোপকষায়িত প্রলয়ঙ্কর রুদ্রমূর্ত্তির ললাটফলকের তৃতীয়-নয়ননিঃসৃত নিদারুণ কোপবহ্নি আসিয়া অনঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে পতিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে মদনের মোহনবপু পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল!

গৌরী রতিপতির দেহ দগ্ধ হইতে দেখিয়া স্নিগ্ধহৃদয়ে রতির প্রীতি-কামনায় বহু বিলাপান্তে ভবের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া মদনকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিলেন। মহাদেব উত্তর দিলেন, প্রিয়ে! আমার কোপে যাহার দেহ দগ্ধ হয়, তাহার আর পুনর্জ্জীবন সম্ভবিতে পারে না। যাহা হউক, আমি বৎসরের মধ্যে একটী দিন মাত্র নিরূপণ করিয়া দিতেছি। এই দিন অনঙ্গ সশরীরে আবির্ভূত হইবে। সেই দিনটী,—বসন্তকালের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী।

ভগবান্ ভবের অভিপ্রায়ে সেই দিন ভুবনে মনোভবের আবির্ভাব হইল। তদবধি শুক্লপক্ষীয় বাসন্তী ত্রয়োদশীতে সকলেই মদনের পূজা বা উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই দিন প্রভাত হইতে মনোরম মন্মথায়তনে গিয়া বরাঙ্গনাগণের সানন্দে সঙ্গীত ও বহুবিধ বিলাসসামগ্রী দ্বারা বিবিধ বিনোদলীলায় কেলি করিতে হয়। পরে মধ্যাহ্নে মদনের পূজা। পূজায় ভক্তির সহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া নানাবিধ প্রিয়বস্তু উপহার দিতে হয়। *

---

* কৃষ্ণ উবাচ।—
"গৌরীবিবাহাজ্জগ্রাহ হরঃ পাশুপতং ব্রতম্।
উমাপতিঃ পশুপতির্ধ্যানাসক্তো বভূব হ॥
ব্রহ্মাদিভিস্ত সম্মন্ত্র্য বিবুধৈঃ পুত্রলব্ধয়ে।
গৌর্য্যা মনোভিলষিতপূর্ণায় চ প্রহর্ষিতৈঃ॥

পূজার মন্ত্রটী এই,—

"নমো মারায় কামায় দেবদেবায় মূর্ত্তয়ে।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেন্দ্রাণাং মনঃক্ষোভকরায় বৈ ॥"

পূজার পর মদনকে মোদক দিবার বিধি আছে; মোদক-দানান্তে দক্ষিণা। দক্ষিণায় ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিয়া হৃষ্টমনে বিদায় দিতে হয়। ইহার পর ব্রতনিষ্ঠা রমণীকে স্বয়ং সেই মন্মথায়তনে গমন করিয়া মনে মনে মদনের অধিষ্ঠানচিন্তা ও পরে তাহার স্নান এবং বসন-ভূষণ-মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা পূজা বিধান করিতে হয়। পূজার পর নিশাসমাগমে আবার উৎসবের আয়োজন। এই মহোৎসবে রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হয়। রাত্রি যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হয়, এজন্য কর্পূর, কুঙ্কুম, গন্ধ, তাম্বূল ও মদ্যাদি বিবিধ বিলাস-সামগ্রী ও মনোরম দীপমালা প্রভৃতি দান করা কর্ত্তব্য।

প্রতিবর্ষে এই ভাবে যে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহার রোগশোকাদি কিছুই থাকে না। আয়ু, আরোগ্য, সৌভাগ্য, কীর্ত্তি ও শ্রী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় এবং দেশে সুভিক্ষ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শুভলক্ষণ প্রাদুর্ভূত হয়।

মদনোৎসব ভারতবর্ষের একটী বহু প্রাচীন জাতীয় মহোৎসব। এক সময়ে ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই এই মহোৎসবে যোগদান করিত। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, নাগর নাগরী—এ মহোৎসবের দিন সকলেই সকল অশান্তি ভুলিয়া গিয়া অবাধ আমোদ-প্রমোদে ভাসিত। একদিকে শাস্ত্রানুশাসন, অন্যদিকে প্রকৃতির নবীন ভূষণ, সুতরাং ধর্ম্মপ্রাণ মানব-মন এ মহামোদে সহজেই গলিয়া যাইত—সকল ভুলিয়া বিপুল পুলকে আকুল হইত।

যখন বসন্ত-সমাগমে ভারতীয় প্রকৃতি দেবী পুরাণ ভূষণ ফেলিয়া দিয়া নবীন সাজে সাজিতে বসিতেন, কুসুমসৌরভময়ী বাসন্তী বনরাজি যখন ধীরগতি-মলয়ানিল-হিল্লোলের মৃদু-মন্দ আন্দোলনে নাচিয়া উঠিত, কোকিলকুল পুলকে পঞ্চমে তান ধরিত, মধুলোভী মধুপেরা ঝঙ্কার তুলিয়া নবোদ্ভিন্ন কিশলয়দল দুলাইয়া অন্ধের ন্যায় চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইত, নাগর-নাগরীরা তখন হইতেই চুতাঙ্কুরের নবোদ্গম-প্রতীক্ষায় ঔৎসুক্যের সহিত উৎসবের দিন গণনা করিত। উৎসবের দিন সঙ্গীত, সুরা, আবীর, কুঙ্কুম ও অন্যান্য বিলাসসামগ্রীর প্রভাবে,—সহৃদয় ঋতুরাজের সহিত রতিপতি যেন সত্য সত্যই উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেন, নাগরনাগরীগণের বসন্ত-বিজয়ঘোষণায় হর্ষকোলাহল গগনপ্রাঙ্গণে ধ্বনিত হইত।

এখন এ উৎসব একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। ইহার স্থানে

প্রহিতঃ ক্ষোভণার্থায় সমর্থ ইতি মন্মথঃ।
ততো মারঃ স্মরঃ কামো ব্যাজগাম তদাশ্রমম্ ॥
রতিপ্রীতিমদোন্মাদবসন্তস্ত্রীসহায়বান্।
বিধানবারুণীদীর্ঘ-শৃঙ্গারৈঃ পরিবারিতঃ ॥
আম্রপুন্নাগকমল-মালতীকৃতশেখরঃ।
বীণামৃদঙ্গসঙ্গীত-কোকিলাভৃঙ্গগীতিকম্ ॥
দক্ষিণানিলধূতস্ত্রীকটাক্ষেক্ষিতবীর্য্যবান্।
মহারাজাধিরাজো বা স্মরঃ প্রাপ্তো হরান্তিকম্।
সুমনশ্চাপমাসজ্য মদনোন্মাদকং শরম্।
চিক্ষেপ ত্রিপুরঘ্নায় সমাধিভঙ্গহেতবে ॥
বুদ্ধা তস্য স সঙ্কল্পং রুদ্রঃ ক্রুদ্ধোঽজ্জ্বলদ্রুষা ॥
ললাটাদগ্নিমসৃজত্তৃতীয়নয়নাঙ্কুরঃ।
কামোঽবলোকিতস্তেন ভস্মভূতস্ততঃ ক্ষণাৎ ॥
দগ্ধং দৃষ্ট্বা স্মরং শোকে রতিপ্রীতিহিতে তদা।
করুণং বিললাপাথ সর্ব্বমস্তদিশো গতম্ ॥
ততঃ শোকার্দ্রহৃদয়া গৌরী রুদ্রমুবাচ হ।
কুরু প্রসাদং দেবেশ রতিপ্রীত্যা বৃষধ্বজ।
সঞ্জীবয়েশ্বর শম্ভো মদনং কৃপয়া প্রভো।
তচ্ছ্রুত্বা তু মহাদেবো হৃষ্যন্ প্রোবাচ পার্ব্বতীম্ ॥
উপপন্নং জগৎ সর্ব্বং মন্মথেন সমীরিণা ॥
ময়া দগ্ধস্য কামস্য পুনরাগমনং কুতঃ।
অস্মিন্ বসন্তসময়ে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী।
অস্যাং মনোভবো দেবি ভবিষ্যতি শরীরবান্।
এবং বরমসৌ দত্ত্বা মন্মথায় যুধিষ্ঠির ॥
জগাম হিমবৎ-শৃঙ্গং কৈলাসং পার্ব্বতীপ্রিয়ঃ।
পূজাবিধানমপরং কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ।
লীলাবিলাসগমনং গর্ব্বিতৈবামরাঙ্গনা ॥
গান্ধর্ব্বগীতবাদিত্র প্রেক্ষণীয় সমাকুলম্।
নন্দ্যাবর্ত্তরতিক্রীড়া প্রীতি বিদ্যাধরীযুতম্ ॥
****

মধ্যাহ্নে পূজয়েদ্ভক্ত্যা * *
মদ্যপানেন কৌন্তেয় নরো নারীসমন্বিতঃ।
নমো দেবায় মারায় দেবদেবায় মূর্ত্তয়ে।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশিবেন্দ্রাণাং মনঃক্ষোভকরায় চ।
উক্ত্বৈবমর্চ্চয়িত্বা তু দেবদেবং মনোভবম্।
ততস্তস্যাগ্রতো দেয়া মোদকা সুখমোদকা।
নানাপ্রকারান্ ভক্ষ্যাংশ্চ কামোঽয়ং প্রীয়তামিতি।
ততো বিসর্জ্জয়েদবিপ্রান্ দত্ত্বা যুগ্মং সদক্ষিণং।
স্নাপিতং পূজয়েন্নারী বস্ত্রমল্যাদিভূষণৈঃ।
কামোঽয়মিতি সঞ্চিন্ত্য প্রকৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥
মন্মথায়তনে তস্মিন্ যজমানঃ প্রকৃষ্টবাক।
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ সুখরাত্রির্যথা ভবেৎ ॥
কর্পূরকুঙ্কুমক্ষোদগন্ধতাম্বূলসর্জ্জনৈঃ।
স্রগ্ধারা মদ্যদানৈশ্চ কুর্য্যাৎ রাজন্ মহোৎসবম্ ॥
(ভবিষ্যোত্তরপুরাণ

এখন বর্ত্তমান প্রচলিত হোলী বসিয়া আবীর-কুঙ্কুমাদির মর্য্যাদা রাখিয়া চলিতেছে। হোলী শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসবের অঙ্গ। কতদিন হইতে এই দোলোৎসব মদনোৎসবের স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে, সে ঐতিহাসিক-রহস্য সহজে ভেদ হইবার উপায় নাই।

পূর্ব্বে এই মদনোৎসব যে একটী প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য ছিল,প্রাচীন পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, নাটকাদিতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণে মধুমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে যে মদন ব্রতের উল্লেখ আছে, তাহার নাম মদনোৎসব। বসন্তসমাগমে ইহার অনুষ্ঠান হইত বলিয়া ইহা বসন্তোৎসব নামেও কীর্ত্তিত। পুরাণে মদনব্রত বা মদনোৎসবের বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, কাব্য-নাটকাদিতে তাহার লৌকিক চিত্র প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। অন্যান্য ব্রতের ন্যায় ইহাতেও কঠোরতা ছিল, ত্যাগ স্বীকার ছিল ও দক্ষিণা ছিল, আমোদ প্রমোদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ভোজনাদিও বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। ইহার আভাস রত্নাবলী-নাটিকায় রাজা ও বিদুষকের কথায় সুব্যক্ত।

রাজা বলিলেন—'সেই মনোভব নামে মাত্র তুষ্টি অনুভব করেন, এ উৎসব তার নয়—ইহা আমরাই মহান্ উৎসব।' বিদূষক সহর্ষে উত্তর করিলেন,—

"মহারাজ! এ উৎসব আপনারও নয়, কামদেবেরও নয়, ইহা শুধু এই ব্রাহ্মণ বটুরই উৎসব।" ব্রতান্তে রাজা পাদ্য, অর্ঘ্য, মাল্যচন্দন ও প্রণামমাত্র লাভ করিবার সময় বিদূষক বসন্তঠাকুর রাণীর নিকট হাতভরা স্বস্তিবাচনের ডালি দক্ষিণা পান।

এই উৎসবে রাজা প্রজা সকলেই হিন্দোলায় দোল খাইতে খাইতে বসন্তোৎসবের মাধুর্য্য বিস্তার করিতেন। মহাকবি কালিদাস ইহার আভাস অনেক স্থানে দিয়াছেন,—রঘুবংশে উল্লিখিত হইয়াছে, দশরথ কামিনীভুজলতাশ্লেষ-কণ্টকিত-কণ্ঠে হিন্দোলায় দুলিতেন। যথা,—

"অনুভবন্নবদোলমৃতূৎসবং
পটুরপি প্রিয়কণ্ঠজিঘৃক্ষয়া।
অনয়দাসনরজ্জুপরিগ্রহে
ভুজলতাং জলতামবলাজনঃ॥" (রঘু ৯।৪৬)

এই দোল খাইবার কথা মালবিকাগ্নিমিত্রে রাণী ইরাবতীর মুখেও বিবৃত হইয়াছে।

রত্নাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়, রাণী বাসবদত্তা অশোকতরুমূলে কামদেবের অর্চ্চনা করিতেছেন। পূজান্তে সৌভাগ্যবতী সধবাগণ যে পতিপাদপদ্ম পূজা করিতেন, রাণী বাসবদত্তা তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। অশোকবৃক্ষই মদনপূজার প্রশস্তক্ষেত্র, সিদ্ধিদায়ক বলিয়া অশোক পঞ্চবটীর অন্তর্গত। ভগবান্ মন্মথের সঙ্গে ইহার আর একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এই যে, তাঁহার সুবিখ্যাত পুষ্পময় পঞ্চবাণের মধ্যে অশোকপুষ্প একটী। বসন্তসমাগমে অশোকের কুসুমোদ্গমের বিলম্ব ঘটিলে, প্রমদাকুল প্রমাদ গণিয়া তাহার ফুল ফুটাইবার জন্য মন্ত্রতন্ত্রের আশ্রয় লইতেন এবং অশোকবৃক্ষে চরণাঘাত করিতেন। অশোককে এইরূপ দোহদ দান করা শাস্ত্রে কবিপ্রসিদ্ধি বলিয়া উল্লেখিত। যথা,—

"পাদাঘাতাদশোকং বিকশতি বকুলং যোষিতামাস্যমদ্যৈঃ।"
(সাহিত্যদ০ ৩য় প০)

শাস্ত্রকারগণ বসন্তসমাগমে অশোকতরুমূলে মদনপূজার ব্যবস্থা করায় কৌশলে নরনারীগণের স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যকগ্রন্থে অশোকের অনেক গুণ উল্লিখিত হইয়াছে।

মদনপূজায় অশোকতরু প্রশস্ত হইলেও অঞ্জলিদানে চূত মঞ্জরীরই প্রাধান্য। মদনোৎসবের উল্লেখের সহিত ইহার আভাস আমরা শকুন্তলার ৬ষ্ঠ অঙ্কে দেখিতে পাই। পশ্চাত্তাপতপ্ত দুষ্মন্ত মদনোৎসব নিবারণ করিবার জন্য চূতমঞ্জরীচয়ন নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পরভৃতিকা ও মধুকরিকা এ রহস্য না জানিয়া নবচূতাঙ্কুরোদ্গম দেখিবামাত্র আনন্দিতমনে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক মদনকে চূতাঙ্কুর দান করিয়াছিলেন। তাহাদিগের চূতাঙ্কুরদানের প্রাকৃত মন্ত্রটী এই;—

"ণমো ভঅবদে মঅরধ্বজাঅ।
অরিহসি মে চূঅঙ্কুর! দিণ্ণো কামস্স গহিদচাবস্স
পাহিঅজণজুঅইলক্খো পঞ্চব্ভহিও সরো হোদুং। (শকুন্তলা৬অঃ)

এতদ্ভিন্ন মালতীমাধব, বাসবদত্তা প্রভৃতি গ্রন্থেও মদনোৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মদনোৎসবের বাহ্যাড়ম্বর বড়ই হৃদয়োন্মাদক, তাই নরনারী ইহাতে সহজে অনুরক্ত হইত। ভারতের ন্যায় সুখসেব্যদেশের বসন্তসমাগম স্বভাবতঃই মনোরম। মনে হয়, ঋতুরাজ আত্মপ্রভাবেই ভারতীয়গণকে প্রথমে বনজাত লতাকুসুমে সুশোভিত করিয়া উৎসবময় করিয়াছিলেন। কালে তাহাই জাতীয় মহোৎসবে পরিণত হইয়াছিল। ক্রমে তাহার সহিত নৃত্য, গীত, আবীর, কুঙ্কুম, হিন্দোলা ও সুরা প্রভৃতি সম্মিলিত হইয়া মধুমাসকে প্রকৃতই মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল! মধুসমাগম সময়ে প্রিয়জনসম্মুখে সম্ভ্রমসঙ্কোচ ঘুচিয়া গিয়া কত নিভৃত হৃদয়ভাব সঙ্গীতচ্ছলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। বৎসরের সেই একদিন!

এই মহোৎসবের উদ্দামদৃশ্য যে কি সুকৌশলে চিত্রিত হইয়াছে, যেন এখনও তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান। রথ্যামুখ প্রতিশব্দিত—মাদলের উদ্দাম বাদ্যনিনাদ চারিদিকে প্রধাবিত—বিকীর্ণ আবীরচূর্ণে দিগন্ত আচ্ছন্ন,—যন্ত্রধারানিঃসৃত সুরঞ্জিত বারিধারায় গৃহাঙ্গণ প্লাবিত ও অঙ্গনাগণের সুরঞ্জিত পদবিমর্দ্দনে কর্দ্দমিত। নাচিয়া নাচিয়া নাগরীদল পরিশ্রান্ত হইলে প্রণয়ীর কণ্ঠাশ্লেষে বিশ্রামলাভ ;—পুনরায় নৃত্য,—এ দৃশ্য যে কি হৃদয়োন্মাদক, তাহা রত্নাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে।

এই মদনোৎসব উপলক্ষে নৃত্য-গীতাদির ন্যায় নাটকাভিনয়েরও দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই মদনোৎসব উপলক্ষেই শ্রীহর্ষদেবের সভায় রত্নাবলী-নাটিকার প্রথম অভিনয় সুসমাহিত হয়। শ্রীহর্ষদেব সুপ্রসিদ্ধ বর্দ্ধনবংশীয়, শিলাদিত্য নামে পরিচিত। ৬১০ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হিউএন সিয়াং ইঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই সময় শ্রীহর্ষদেব সমগ্র উত্তর-ভারতের সার্ব্বভৌমিক সম্রাট্। রত্নাবলীর প্রস্তাবনায় প্রকাশ,—এই মদনোৎসবে যোগদান করিবার জন্যই তাঁহার রাজধানীতে বহুসংখ্যক সামন্ত নরপতি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কত দিন হইতে এই ভারতীয় জাতীয় মহোৎসব হোলীতে পরিণত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া দুর্ঘট। তবে এপর্য্যন্ত জানা যায় যে, যখন ভারতের অতুল প্রতাপে সমগ্র এসিয়াখণ্ডের জল-স্থল সমুজ্জ্বল ছিল ;—স্থল-পথে গান্ধার বাহ্লীক, তিব্বত, তাতার ও মহাচীন এবং জলপথে লঙ্কা, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও জাপান পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-প্রভাব লক্ষিত হইত, ভারতীয় বাণিজ্যদক্ষ বণিককুল ভারত ও প্রশান্ত-মহাসাগরবক্ষে অর্ণবপোতে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে গমনাগমন করিত ; নালন্দার সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-বিদ্যালয়ে নানা-দেশীয় নানাজাতীয় অধ্যয়নশীল ছাত্রবৃন্দ বিবিধ বিদ্যার অনু-শীলনপূর্ব্বক ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার দেশ-দেশান্তরে বহন করিয়া ভারতগৌরব সর্ব্বত্র সুপ্রসারিত করিত; তখনও সেই গৌরবের দিনেও এই মদনোৎসবের অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ ছিল।

অনেকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের—

"চন্দনাগুরুকস্তূরী কুঙ্কুমদ্রবসংযুতম্।
আবীরচূর্ণং রুচিরং গৃহ্যতাং পরমেশ্বর।"

এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে আবীরপ্রদানের কথা উল্লিখিত দেখিয়া হোলীর সূত্র টানিয়া আনিতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মদনোৎসবে আবীরচূর্ণ প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই তখনকার দোল ছিল। এখন মদনোৎসবের পরিবর্ত্তনের ন্যায় আবীরেরও বর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে। বিলাতী-রঙের প্রভাবে নাগরিকগণের উত্তরীয় ও পরিধেয় নীল বেগুনি প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত হইতেছে। তখন মদনোৎসবে বস্ত্র-রঞ্জনে কৌসুম্ভ ব্যবহৃত হইত। আবীরের লাল ও কুঙ্কুমের পীতবর্ণের প্রাধান্য ছিল। তখন কাশ্মীর, বাহ্লীক ও পারসীক দেশ হইতে উত্তম, মধ্যম ও অধম-ভেদে ত্রিবিধ কুঙ্কুমের আমদানি হইত।

যখন ইস্‌লামের নবোত্থিত মহাশক্তি ধীরে ধীরে পশ্চিম সাগর-তীরে পুঞ্জীভূত হইয়া ভারতসীমান্তে প্রসারিত হয়, তখনও ভারতবর্ষে মদনোৎসবের প্রাধান্য ছিল। অল্ বেরুণী-কৃত ভারত-বিবরণীতে তাহার পরিচয় পরিব্যক্ত। বিখ্যাত পুরুষোত্তমদেব তদ্রচিত 'হারাবলী' শব্দকোষে হোলকাকে বসন্তোৎসব নামে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'কবিচরিত্রক' নামক মরাঠী গ্রন্থে এই পুরুষোত্তমদেব শালিবাহন শকাব্দের চতুর্দ্দশ শতকের কলিঙ্গাধিপতি বলিয়া উল্লিখিত। দায়ভাগের টীকায় হোলকাশব্দ 'হোলা ইতি ভাষা' বলিয়া ব্যাখ্যাত। অতএব মুসলমানশাসনসময়েই যে পুরাতন বসন্তোৎসব বা হোলকা ইদানীন্তন হোলী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

মদনোৎসব পরাধীন জাতির মর্য্যাদা রাখিতে অক্ষম। অবরোধপ্রথা ইহার সম্পূর্ণ অননুকূল। তাই মুসলমান-শাসনের প্রারম্ভে ও অবসানে এ উৎসবের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে মদনপূজার সঙ্গে বিষ্ণুপূজাও ছিল ; এখন মদন পূজা গিয়া বিষ্ণুপূজা আছে। উভয় পূজারই বাহ্য অঙ্গ একরূপ ছিল ; তাই আবীর-কুঙ্কুম-নৃত্য গীত সমান আছে কেবল যে উৎসব মহিলাকুলেরই আয়ত্ত ছিল, তাহা পুরুষ-সমাজে সংক্রামিত হইয়া নৃত্য-গীত-দোলারোহণ হইতে রমণী-দিগকে শনৈঃ শনৈঃ সরাইয়া দিয়াও এখন আবীরকুঙ্কুমের তরঙ্গহিল্লোল সমাহিত হইতেছে।

মদনোৎসব হোলীতে পর্য্যবসিত হইবার পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান পর্ব্ব বলিয়া মুসলমানদিগের নিকট পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে কোম্পানী বাহাদুরের কলিকাতা গেজেটে যে ছুটির তালিকা প্রকাশ পায়, তাহাতেও হোলীর ছুটিই হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা বড় ছুটী ছিল। কাল ও অবস্থার বিপর্য্যয়ে সমাজের আচারব্যবহারের ন্যায় উৎসব-আনন্দের প্রকৃতিরও যে কত বৈলক্ষণ্য ঘটে, ভারতীয় ইতিহাসে তাহার প্রমাণ যথেষ্ট। পূর্ব্বে পুষ্প, মাল্য ও চন্দনাদি মদনোৎসবে সমাদরে গৃহীত হইত। নাগরনাগরীরা পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া হিন্দোলায় দোল খাইত, এখন তাহা সমস্তই শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণারবিন্দে সমর্পিত।

মদনোৎসব এখন বিখ্যাত হোলীপর্ব্বে রূপান্তরিত হইয়াছে। বৃন্দাবনে ভগবন্নারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উদ্দেশে এই হোলী উৎসব হইয়া থাকে। পুরীধামেও জগন্নাথের পূজা উপলক্ষেও হোলীর আয়োজন হয়। উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই ভগবানের উদ্দেশে ফাল্গুন শুক্লপক্ষে প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এক পক্ষ পর্য্যন্ত ফল্গু-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। মদন-ভস্মের অনুক্রমণিকা অবলম্বনেই হউক, আর হিমানীনিষিক্ত শীতসমীরণাত্যয়েই হউক, উৎফুল্ল মানবজাতি এককালে সমগ্র জগৎ জুড়িয়া এই উৎসবে মত্ত হইয়াছিল। নববসন্তে স্বভাবশোভাসন্দর্শনে মানবপ্রাণে যে নবীন বিধান প্রকল্পিত উৎসাহ জাগাইয়া দেয়, তাহারই অনুকল্পে এই বসন্তোৎসবের হইয়াছে। ভগবন্নারায়ণ সর্ব্ব জগতের পালনকর্ত্তা, তাঁহারই কৃপায় ধরা নবকলেবর ধারণ করিয়া জগদ্বাসীর পালনের উপযোগী হয় বলিয়াই মদনের বিকল্পে নারায়ণেরই পূজা বিধান প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। সতীপতি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলে সৃষ্টিকার্য্যের ব্যত্যয় ঘটে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ বসন্তসখা মদনের সাহায্যে দেবাদিদেব মহাদেবের তপোভঙ্গ করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিয়াছিলেন। শিবকোপে মদন ভস্মীভূত হয়। বসন্ত মদনের সহচর ছিলেন বলিয়া বসন্তকালেই মদনের পূজা বিহিত হয়। এক্ষণে তাহাই রূপকভাবে নারায়ণোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হোলিপর্ব্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শুধু আমাদের বাসভূমি ভারতবর্ষে নয়, সুদূর ইংলণ্ড প্রভৃতি ইংরাজরাজ্যেও এই বসন্তপূজার বিধান দেখা যায়। পুরাতন ইংরাজদিগের মে দিনে (Merry-makings on May Day) আনন্দোৎসবের বিধান ছিল, এখনও অনেক য়ুরোপীয়ের মধ্যে “May Fool” বানাইয়া আমোদ প্রমোদ করিবার রীতি আছে। মথুরার বাথেন গ্রামে যেরূপ বাদ্যো-দ্যমের সহিত হোলি-উৎসব সমাহিত হয়, ঠিক তদনুরূপ প্রক্রিয়াতে রোম-রাজধানীর ফালিক্ অর্গি (Phallic orgies) সম্পাদিত হইত। জুভিনেল (Juvenal) ও ক্যাটালাস্ (Catullus) কৃত গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ভারতীয় হোলিপর্ব্বে গোঁসাইদের ক্রিয়াপরম্পরা এবং কৌতুককারীদিগের খোল করতালাদি বাদ্যোদ্যমের সহিত উন্মাদ নর্ত্তনাদি ভীষণ ক্রীড়াপ্রদর্শনী দেখিলে স্বতঃই সিবিলির কেরিবেণ্টিস্ বা ফ্রিজিয়ান্ পুরোহিত (Cory-bantes or Phrygian priests of Cybele) দিগের কথা মনে পড়ে। গ্রীস্-রাজ্যেও ডিওনিসিয়ায় ভারতীয় হোলি-উৎসবের প্রতিরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানেও শস্য-শ্যামলাপ্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি ফেলাসের (Phallus) উৎসবে দোলযাত্রার ন্যায় একটী যাত্রা ও উৎসব সংঘটিত হইত এবং বর্ত্তমান ব্রজবাসীদিগের ন্যায় তাহারাও মদ্যপানে বিভোর হইয়া চিত্তসুখ উপলব্ধি করিত। ফেলাসের উৎসবে মদ্য-পান না করা উৎসবকারীর পক্ষে ঘৃণার বিষয় ছিল।

মদনমালিনী (স্ত্রী) বাসবদত্তায় বর্ণিত নায়িকাভেদ।

মদনমোদক (পুং) বাজীকরণাধিকারে মোদক ঔষধবিশেষ। এই মোদক স্বল্প ও বৃহৎ ভেদে দুই প্রকার। প্রস্তুতপ্রণালী— ত্রিকটু, ত্রিফলা, কুড়, শটী, সৈন্ধবলবণ, ধনিয়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, কট্‌ফল, নাগেশ্বর, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, মেথি, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, ঈষদ্ ভর্জ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ, সমবেত চূর্ণের সমান, সর্ব্বসমষ্টি সমান চিনি এবং এই পরিমাণে ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুতের নিয়মা-নুসারে এই মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা ঐ স্বল্প মদনমোদক।

মহামদনমোদক-প্রস্তুতপ্রণালী—শতাবরীচূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ড-চূর্ণ, বেড়েলার মূলচূর্ণ, গোরক্ষচাকুলিয়ার ছালচূর্ণ, গোক্ষুর-বীজচূর্ণ, কুলেখাড়ার বীজচূর্ণ, আলকুশীবীজচূর্ণ, প্রত্যেকে সমভাগ মিলিত ২ পল ; ঘৃতভর্জ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ ৮ পল, শর্করা ৩২ পল, পাকার্থ শতমূলিরস, ভূমিকুষ্মাণ্ডরস এবং দুগ্ধ প্রত্যেকে ৮ পল (মতান্তরে দুগ্ধ ১৬ পল), এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যথানিয়মে পাক করিবে, পরে পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া তাহাতে কৃষ্ণতিলচূর্ণ ২ পল, প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, সৈন্ধব, ধনিয়া, জায়ফল, জয়িত্রী, বালা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, কুন্দরুখোটী, মুতা, মউরী, মুরামাংসী, জটামাংসী, তালীশপত্র, তেজপত্র, বারেন্দ্র (পচাপাতা), গেঁটেলা, হরী-তকী, শুল্‌ফা, চই, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ ও শৈলজ এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে সকল দ্রব্য ভর্জ্জনযোগ্য, গন্ধ-বৃদ্ধির জন্য তাহা ভাজিয়া চূর্ণ করিবে, এই সকল চূর্ণ দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে মিলাইয়া ২ পল, সৈন্ধব ও ত্রিকটুচূর্ণ যে পরিমাণে দিলে স্বাদু হয়, সেই পরিমাণ বিবেচনা করিয়া দিতে হইবে। মোদক প্রস্তুত হইলে এই মোদক ত্রিকটু ও ত্রিজাতকচূর্ণে আলোড়িত করিয়া ভাণ্ডে তুলিতে হইবে।

এই মোদক বাজীকরণাধিকারে প্রধান মোদক। ইহা সেবন করিলে অধিক রমণীসংসর্গে ক্ষমতা জন্মে। (রসরত্না°)

মদনমোদনী (স্ত্রী) গণিকারিকা। (বৈদ্যকনি°)

মদনমোহন (পুং) মদন উন্মাদকশ্চাসৌ মোহনশ্চেতি কর্ম্মধা°, মুহ-ণিচ্-ল্যু। শ্রীকৃষ্ণ।

“বন্দে মদনগোপালং কৈশোরাকারমদ্ভুতম্।
যমাহুর্বৈনোত্তীয়ে শ্রীমন্মদনমোহনম্॥”(পদ্মপু° পাতালখ°)

মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ১৭৩৮ শকে (১৮১৫ খৃঃ অঃ) নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ৺রামধন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজের একজন পুস্তকলেখক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় ভ্রাতা ৺রামরত্ন চট্টোপাধ্যায় ঐ কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। ইনি প্রথমে পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র মদনমোহনকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া সংস্কৃত-কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিছুদিন এখানে থাকিয়া মদনমোহনের পীড়া জন্মে, কাজেই তাঁহাকে পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হয়। দেশে একটী চতুষ্পাঠী ছিল, সেইস্থানে তিনি ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পরে পুনর্ব্বার সংস্কৃত-কলেজে প্রবেশপূর্ব্বক তিনি ১৭৬৪ শক [১৮৪২ খৃঃ অঃ] পর্য্যন্ত ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন করিলেন। এই সঙ্গে তাঁহার ইংরাজীতেও কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছিল।

পঠদ্দশাতেই ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। দুই জনেই সংস্কৃত-কলেজের সমুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ হইয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় মদনমোহন রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা নামে দুইখানি পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি দেখিয়া সুকবি ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও পণ্ডিতপ্রবর ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতি সংস্কৃত-কলেজের তাৎকালিক অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কবিত্বের অনুরূপ কাব্যরত্নাকর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। পরে তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্তৃক তর্কালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

পাঠসমাপনান্তে তর্কালঙ্কার মহাশয় যথাক্রমে কলিকাতার বাঙ্গালা পাঠশালা, বারাসতবিদ্যালয়, কলিকাতা-ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও কৃষ্ণনগর-কলেজে অধ্যাপনা করিয়া পরিশেষে ১৭৬৯ শকে (১৮৪৭ খৃঃ) কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার অধ্যাপনা ও সদালাপে ছাত্রগণ বিশেষ পরিতৃপ্ত হইতেন। তিনি যে কেবল নামেই মদন ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার রমণীয়রূপ, সর্ব্বজনহৃদয়াহ্লাদক রসিকতা ও সহাস্যবদন-বিনির্গত সুধারসবর্ষী বাক্যালাপে তাঁহাকে প্রকৃতই 'মদন' করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ৩ বৎসর কালমাত্র সংস্কৃত-কলেজে ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অনেকগুলি দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান। তিনি কলিকাতা মহানগরীতে 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। এই সময়ে শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ জে, ই, ডি, বেথুন সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উক্ত বেথুন সাহেব এতদ্দেশীয় কামিনীকুলের বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রধান উদ্যোগী হইয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর তীরে বালিকাবিদ্যালয়সংস্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি মহানির্ব্বাণতন্ত্রের 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' বচন উদ্ধৃত করিয়া সাধারণকে বালিকাবিদ্যানুরাগী করিতে চেষ্টা পান এবং যাহাতে এতদ্বিষয়ে সাধারণের উৎসাহ জন্মে, এজন্য সমাজচ্যুতির ভয়কেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বীয় দুইটী কন্যাকে ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন।

এই সময়ে বালক-বালিকাগণের পাঠোপযোগী শিশুবোধক ও নীতিশিক্ষা ভিন্ন অপর পুস্তকের অভাব দেখিয়া তিনি শিশুশিক্ষা প্রণয়ন করেন। সেই সময়েই 'সর্ব্বশুভকরী' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা তাঁহারই যত্নে প্রচারিত হয়। এই পত্রিকায় তদ্রচিত স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সাধারণে তাঁহার ওজস্বিতার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন। মহাত্মা বেথুন, তর্কালঙ্কারের এই অসীম অধ্যবসায়ের পুরস্কার দিতে বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তেজস্বী ব্রাহ্মণ তাঁহার উপকারপ্রাপ্তির প্রত্যাশা রাখেন নাই।

১৭৭২ শকে (১৮৫০ খৃঃ অঃ) তিনি মুর্শিদাবাদের জজপণ্ডিত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং ক্রমাগত ৬ বৎসর কাল ঐ কার্য্য করিয়া সেই স্থানেই ডেপুটি মেজিষ্ট্রেটপদে নিযুক্ত হয়েন। দুঃখের বিষয়, মুর্শিদাবাদে কার্য্যভারপ্রাপ্তির পর, তিনি এককালে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বহরমপুর ত্যাগ করিয়া তিনি উক্ত জেলার কান্দীনামক স্থানে ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট্ হইয়া গমন করেন। এখানে বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইয়া ১৭৭৯ শকে (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গবাসীর এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

তাঁহার অনেকগুলি পুত্র ও কন্যা জন্মিয়া ছিল। তন্মধ্যে মাত্র কএকটী কন্যা জীবিতা আছেন। কন্যাগণের মধ্যে কেহ কেহ পৈত্রিক কবিত্বশক্তির কিঞ্চিৎ উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। দেশীয় কামিনীগণের উন্নতিবিধানার্থ তর্কালঙ্কারকে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। স্বীয় কন্যাদিগকে বালিকাবিদ্যালয়ে প্রেরণ ও বিধবাবিবাহের সহায়তাকরণ অপরাধে তাঁহাকে নিজ বাসগ্রামে ৮।৯ বৎসর সমাজ-বহিষ্কৃত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে রসতরঙ্গিণীই প্রথম রচনা। ইহাতে

কএকটী সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কৃত কবিতার এরূপ সরল ও মধুর অনুবাদ ভারতচন্দ্র ভিন্ন আর কেহই করিতে পারেন নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে (১৭৫৮ শকে) যশোর জেলার নওয়াপাড়া-নিবাসী জমিদার ৺কালীকান্ত রায়ের প্ররোচনায় তিনি সুবন্ধু কবির সংস্কৃত বাসবদত্তাকে পয়ারাদি ছন্দে প্রণয়ন করেন। ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ। অতঃপর তিনি বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষা সঙ্কলন করেন। তাঁহার এই তিনখানি গ্রন্থ বালক-বালিকাদিগের বর্ণমালাশিক্ষা ও প্রাথমিক পাঠের বিশেষ উপযোগী। প্রথম ভাগের শেষে অসংযুক্ত হলবর্ণে সরল ও মধুর যে কবিতা তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অসামান্য-প্রতিভাপ্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। ৺বিদ্যাসাগরপ্রণীত ১ম ও ২য় ভাগ বর্ণপরিচয় তাঁহার ১ম ও ২য় ভাগ শিশুশিক্ষার স্থান অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষার ন্যায় সুকুমারমতি শিশুদিগের পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পুস্তক বোধ হয় এপর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। নিম্নে কয়খানি গ্রন্থ হইতে তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার পরিচয় প্রদত্ত হইল—

বাসবদত্তায়—কামিনীর সজ্জা।

হৃদিবিলাসে পটুবসনা। কুচ-কলসে কৃতকসনা॥
স্মর অলসে মৃদুহসনা। তনু উলসে মদলসনা॥
জঘনতটে ধৃতরসনা। অধরপুটে স্মিত-দশনা॥
জিতবরটা গজগমনা। অরুণঘটা সমচরণা॥
কনকছটা-জিনি বরণা। চমরসটা কচরচনা॥
ভণতি যথাগতমতিনা। কবি মদন দ্রুতগতিনা॥

কামিনীর রূপবর্ণন।

কুটিল কুন্তলে কিবা বান্ধিয়াছে বেণী।
কুণ্ডলী করিয়া যেন কালকুণ্ডলিনী॥
রমণী স্বরূপমণি সদা রক্ষা করে।
তার চোরে অপাঙ্গভঙ্গীর বিষে জারে॥
ভালে ভাল বিলসিত অলকা বিলাসে।
মুখপদ্ম-মধু-আশে অলি আসে পাশে॥
শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখ-সুষমা।
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা॥
ফুলধনু ছাড়ি ধনু দেখিয়া ভ্রূধনু।
অভিমানে হর হুতাশনে ত্যজে তনু॥
নাসাবংশ নয়নযুগল মাঝে শোভে।
যেন বৈসে শুকপক্ষী ওষ্ঠবিম্বলোভে॥
কিংবা নেত্র-সুধাসিন্ধুবিভাগের হেতু।
তার মধ্যে বুঝি বিধি বাঁধিয়াছে সেতু॥
সুদীর্ঘ নয়ন তাতে রঞ্জিত-অঞ্জন।
সে চাঞ্চল্য শিখিবারে চঞ্চল খঞ্জন॥
একেত অসহ্য শর কটাক্ষ বিষম।
তাহাতে অঞ্জন কটু কালকুট সম॥
কি কহিব অধর অধর করে বিম্ব।
অনুমানি ত্রিভুবনে নাহি প্রতিবিম্ব॥
কুন্দ-সুকুসুমসম দশনের শোভা।
ঈর্ষায় দাড়িম্ব বীজ বুঝি শোণ-আভা॥
হাস্যমুখী সে যখন মৃদু মৃদু-হাসে।
পদ্মরাগোপরি কত মুক্তা পরকাশে॥
শোভে ভুজমৃণাল লাবণ্য-সরোবরে।
পাণিপদ্মপ্রকাশে নখর-রবিকরে॥

* * * *

সুবলনী মধ্যখানি কি বাখানি তার।
আছে কিনা আছে অনুমান করা ভার॥

* * * *

নিজ নিপুণতা ধাতা জ্ঞাপন করিতে।
অপরূপ রূপ তার সৃজিল জগতে॥
তার নিদর্শন দেখ এই বিপরীত।
নখচন্দ্রের করে পাদপদ্ম বিকশিত॥
বুঝি মণি নূপুরের করি কলধ্বনি।
পঞ্চস্বরে পঞ্চশরে জাগায় সে ধনী॥
সপ্তস্বরাস্বরসম শুনি তার স্বর।
বুঝি পিক উহু উহু করে নিরন্তর॥
হেরি হরে হেন মন পুনঃ পাওয়া ভার।
মদনের মোহ হয় ভাবি রূপ তার॥

রসতরঙ্গিণীর একটী সংস্কৃতশ্লোকের অনুবাদ,—

কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে,
ইতি বিধিবিরধে রমণীমুখং ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥

নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে।
দ্বিজরাজ হীনসাজ দিবসের ভাগে॥
ইহা দেখি বিধি কৈল রমণীর মুখ।
দিবারাতি সমভাতি দৃষ্টিমাত্রে সুখ॥
অতএব একবারে বিজ্ঞ হওয়া ভার।
দেখিয়া শুনিয়া হয় নৈপুণ্য সবার॥ ইত্যাদি।

মদনরাজ (পুং) মদনপাল।

মদনরিপু (পুং) মদনস্য রিপুঃ। ১ শিব। ২ মদনফল।

মদনরেখা (স্ত্রী) বিক্রমাদিত্যের মাতা।

মদনললিতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৬টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"বেদাঙ্গাশ্বৈর্মদনললিতা মোভৌ নমলসাঃ।" (বৃত্তরত্না॰)

এই ছন্দের, ১, ২, ৩, ৪, ১০, ১১, ১২, ১৬ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু।

মদনলেখ (পুং) মদন-জ্ঞাপনার্থং লেখঃ। স্বকীয় অনুরাগ-জ্ঞাপনের জন্ম নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি প্রেরিত পত্র।

মদনলেখা (স্ত্রী) বারাণসীরাজ প্রতাপমুখের কন্যা। (কথাসরিৎসা॰)

মদন বনারস, উঃ পঃ প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে মদন নামধেয় জনৈক রাজার আলয় ও মদনেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। আইন্-ই-অকবরিতে এই স্থানের নামোল্লেখ আছে। পরে সম্রাট্ অকবরশাহের জৌনপুরের শাসনকর্তা খাঁ জমান্ ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে এই প্রাচীন নগরভাগে নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার জমানিয়া নামকরণ করেন।

মদনবর্ম্মদেব, চন্দেল্লবংশীয় জনৈক রাজা। পৃথ্বীবর্ম্মার পুত্র। ইনি স্বীয় ভুজবলে চেদি ও মালবরাজ্য জয় এবং কাশীরাজকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। শিলালিপি হইতে ১১২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিদ্যমানকাল সূচিত হয়।

মদনবেগ (পুং) বিদ্যাধরদিগের রাজভেদ।

মদনশলাকা (স্ত্রী) মদনোদ্দীপিকা শলাকেব অস্যাঃ কামোদ্দীপকত্বাৎ তথাত্বং। ১ কামোদ্দীপক ঔষধ। ২ সারিকাপক্ষী। (মেদিনী) ৩ কোকিলা। (শব্দরত্না॰)

মদনসদন (ক্লী) ১ স্ত্রীচিহ্নভেদ। ২ লগ্নাবধিক সপ্তম স্থান।

মদনসারিকা (স্ত্রী) মদনোদ্দীপনায় সারিকা। ১ পক্ষিভেদ, চলিত শালিক পাখী, পর্য্যায়—শলাকা, সারিকা, চিত্রলোচনা, কুণপী। (জটাধর)

মদনসিংহ, ১ যোগশতক নামে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্ররচয়িতা। ২ শক্তিসিংহের পুত্র। ইনি মদনরত্নপ্রদীপ নামক গ্রন্থপ্রণেতা বলিয়া প্রকাশ।

মদনসুন্দর ভানুদেব, কিমেড়ির জনৈক সামন্তরাজ।

মদনসেনা (স্ত্রী) তাম্রলিপ্তরাজ বীরভদ্রের কন্যা।

মদনহরা (স্ত্রী) প্রাকৃত ছন্দোভেদ।

মদনা, স্বনামপ্রসিদ্ধ পক্ষিবিশেষ। ইহারা দেখিতে অনেকাংশে টিয়া পাখীর মত। কেবল ঠোঁট ও বক্ষদেশ লাল। অপর চারি পার্শ্ব গোলাপী ও পাঁশুটে, গাত্রে সবুজবর্ণ। ইহারা সুন্দর বুলি কাটিয়া দেবকথা কহিতে পারে।

মদনাগড়, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। পীরজাগড় শৈলমালার পশ্চিম ঢালুদেশে একটী স্বভাবসুন্দর বাঁধের সমীপে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২০°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৯°৩২´ পূঃ। পর্ব্বতগাত্রবাহী একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর জলরাশি সুদীর্ঘ বাঁধ দ্বারা এই জলাশয়ে আনীত হইয়াছে। বাঁধের শেষসীমায় একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। নগরভাগ পরিত্যক্ত হইলেও, উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে এখনও চাসবাস চলিতেছে।

মদনাগ্রক (পুং) মদনং উন্মাদকং অগ্রং শিরোভাগো যস্য। কোদ্রব। (রাজনি॰)

মদনাঙ্কুশ (পুং) মদনস্য অঙ্কুশ ইব। পুরুষচিহ্ন, লিঙ্গ, উপস্থ। (ত্রিকা॰) ২ মৈথুনকালে নখাঘাত।

মদনাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

মদনাদিত্য (পুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজা। (রাজত॰৬।১৩৩)

মদনান্তক (পুং) মদনস্য অন্তকঃ। শিব।

মদনায়ুধ (পুং) মদনস্য আয়ুধঃ। ১ ভগ। (শব্দচ॰) ২ মদনের অস্ত্র।

মদনায়ুষ (পুং) মদনস্য আয়ুর্জীবনং ইব সমাসান্তোঽচ্ নিপাতনাৎ সাধুঃ কামবর্দ্ধকত্বাত্তথাত্বং। কামবৃদ্ধিক্ষুপ। (রাজনি॰)

মদনালয় (পুং) আলীয়তেঽস্মিন্নিতি আ-লী-অধিকরণে অচ্, মদনস্য আলয়ঃ। ১ ভগ, স্ত্রীচিহ্ন। ২ লগ্নাবধি সপ্তমস্থান, জায়াস্থান।

মদনাবস্থা (স্ত্রী) মদনস্যাবস্থা। কামাবস্থা, এই অবস্থা উদ্বেগরূপা, অর্থাৎ বিরহ। "ততঃ প্রবিশতি সমদনাবস্থো রাজা নিঃশ্বস্য—

জানে তপসো বীর্য্যং সা বালা পরবতীতি মে বিদিতং।
ন চ নিম্নাদিব সলিলং নিবর্ত্ততে মে ততো হৃদয়ম্ ॥"

(শকুন্তলা ৩অ॰)

মদনিকা (স্ত্রী) মৃচ্ছকটিক-বর্ণিত একজন নায়িকা।

মদনী (স্ত্রী) মাদ্যতি অনয়া ইতি মদ-করণে ল্যুট্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ সুরা। (হারাবলী) ২ কস্তুরী। ৩ অতিমুক্তক। (রাজনি॰) ৪ মেথিকা। ৫ মদ্য। ৬ ধাতকীবৃক্ষ।

মদনীয় (ত্রি) ১ মদ্য। ২ মদনোদ্দীপক বস্তু।

মদনীয়হেতু (পুং) ১ ধাতকীবৃক্ষ, ধাঁইফুলের গাছ। (বাভট সূত্রস্থা॰ ২৫ অ॰)

মদনীয়া (স্ত্রী) মল্লিকাবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি॰)

মদনেচ্ছাফল (পুং) মদনেচ্ছাং ফলতি জনয়তীতি অচ্। বঙ্করসাল, আম্রবৃক্ষ। (রাজনি॰)

মদনোৎসব (পুং) মদনায় উৎসবঃ। উৎসববিশেষ।

চলিত হোলাকা-উৎসব। পর্য্যায়—সুবসন্তক। (হারাবলী)
[মদনমহোৎসব দেখ।]

মদনোৎসবা (স্ত্রী) মদনায় উৎসবো যস্যাঃ। স্বর্গবেশ্যা।

মদনোদ্যান (ক্লী) ১ সুরম্য উদ্যান। ২ মালতীমাধব-বর্ণিত উদ্যানভেদ।

মদপতি (পুং) ১ সোমরসের কর্ত্তা। ২ ইন্দ্র ও বিষ্ণুর নামান্তর।

মদপোল্লম্‌, (মেধবায়পলেম্‌) মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার নর্শাপুর নগরের উপকণ্ঠস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১৬°২৬´উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°৪৪´২°´´পূঃ। এখানে মাদাপালাম্‌ নামক উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্রবয়নের কারবার আছে, ইংরাজবণিক্‌ সম্প্রদায়ের মছলিপত্তন-কুঠী হইতে এখানকার বস্ত্রের বাণিজ্য চালিত হইয়া থাকে।

মদপ্রয়োগ (পুং) মদস্য প্রয়োগঃ। করিদিগের মদোদ্গম। পর্য্যায়—ব্যস্তার। (ত্রিকা°)

মদভঞ্জিনী (স্ত্রী) মদং উন্মত্ততাং ভনক্তি, দূরীকরোতীতি মদ-ভন্‌জ (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩।১।১৩৪) ইতি ণিনি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। শতমূলী। (শব্দচ°)

মদমত্ত (ত্রি) মদেন মত্তঃ। ১ মদদ্বারা উন্মত্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ২ ছন্দোভেদ।

মদমুচ্‌ (ত্রি) মদ্‌-মুচ্‌-ক্বিপ্‌। মদস্রাবী।

মদয়ন্তিকা (স্ত্রী) মদয়ন্তী ততঃ কন্‌ টাপ্‌, পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। মল্লিকা। (শব্দরত্না°)

"ত্রিফলাত্বক্‌ ত্রিকটুকা সুরসা মদয়ন্তিকা।"
(সুশ্রুত চিকিৎসিতস্থা° ৯অ°)

মদয়ন্তী (স্ত্রী) মদ-ঝচ্‌, ঙীপ্‌। বনমল্লিকা, চলিত কাটমল্লিকা। (রত্নমালা) ২ মল্লিকা।

মদয়ন্তী, সূর্য্যবংশীয় কল্মাষপাদ-রাজপত্নী। [কল্মাষপাদ শব্দ দেখ] ব্রাহ্মণীর শাপে পুত্রোৎপাদনে অক্ষম হইয়া রাজা স্বীয় পত্নী মদয়ন্তীকে বশিষ্ঠহস্তে প্রদান করেন। বশিষ্ঠ দ্বারা মদয়ন্তীর গর্ভসঞ্চার হয়। সাতবৎসর কাল কিছুই সন্তানাদি প্রসূত হইল না দেখিয়া প্রস্তর দ্বারা তাঁহার গর্ভ বিদারণ করা হইল। জাতপুত্র অশ্মক নামে বিদিত হইলেন।

মদয়িতৃ (ত্রি) মদ-ণিচ্‌ তৃচ্‌। মত্ততা-জনক।

"কিসলয়প্রসবোঽপি বিলাসিনাং মদয়িতা দয়িতাশ্রবণার্পিতঃ।"
(রঘু ৯।৩১)

মদয়িত্নু (ক্লী) মদয়তীতি মদ-ণিচ্‌ (স্তনিহৃষিপুষিগদিমদিভ্যোণেরিত্নুচ্‌। উণ্‌ ৩।২৯) ইতি মদি-ইত্নুচ্‌, (অয়ামন্তাল্বায্যেত্ন্বিষ্ণুষু। পা ৬।৪।৫৫) ইতি ণেরয়াদেশঃ। ১ মদ্য। (পুং) ৩ কামদেব। ৩ শৌণ্ডিক। (শব্দরত্না°) ৪ মদযুক্ত। (মেদিনী) ৫ মেঘ। (ত্রিকা°)

মদরাগ (পুং) ১ মদন। ২ মত্ততাজনিত ক্রোধযুক্ত ব্যক্তি। ৩ মত্ত কুক্কুট।

মদর্পিতপুর (ক্লী) কাশ্মীরের একটী নগর। (রাজত° ৭।৯৬৭)

মদলেখা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ৭টী করিয়া অক্ষর হইবে। ইহার লক্ষণ—

"ম্সৌ গঃ স্যাৎ মদলেখা" (বৃত্তরত্না°) ১, ২, ৩, ৬ ও ৭ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। ২ গজের দানবারিপঙ্‌ক্তি।

মদবরবিলগম্‌, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৯°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৮´২°´´পূঃ। শ্রীবিল্লিপত্তুর নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। এখানে একটী সুন্দর মন্দির ও শিবধ্বজ বিদ্যমান আছে।

মদবারি (ক্লী) হস্তীর মদজল।

মদবিক্ষিপ্ত (পুং) মদেন বিক্ষিপ্তশ্চলিতমনাঃ। মত্তহস্তী।

মদবৃদ্ধ (ত্রি) সোমপানে হৃষ্ট।

মদবৃন্দ (পুং) ১ হস্তী। ২ মদসমূহ।

মদশাক (পুং) মদকরঃ শাকোঽস্য। উপোদকী, চলিত পুঁই। (রাজনি°)

মদশৌণ্ডক (পুং) জায়ফল।

মদসার (পুং) মদং সারয়তি দূরীকরোতি ইতি মদ-সৃ-ণিচ্‌, অণ্‌। তুলবৃক্ষ। (রাজনি°)

মদস্থল (ক্লী) মদস্য স্থলং। ১ মদস্থান, সুরাপানস্থান। ২ সুরাপান।

'অবদংশঃ সুরাপানং শুণ্ডাপানং মদস্থলম্‌॥' (শব্দরত্না°)

মদস্থান (ক্লী) মদস্য স্থানং। মদ্যপানস্থান, পর্য্যায়—শুণ্ডাপান।

মদহস্তিনী (স্ত্রী) মদেন হস্তিনীব। মহাকরঞ্জ। (রাজনি°)

মদহি, আসাম-প্রদেশবাসী পার্ব্বতীয় বন্যজাতিবিশেষ। মণিপুর সীমান্তেই ইহাদের বসবাস দেখা যায়।

মদহেতু (পুং) মদস্য হেতুঃ। ১ ধাতকী। ২ মত্ততাকারক।

মদাঘ (পুং) ঋষিভেদ।

মদাঢ্য (পুং) মদেন মদজনকরসেন তাড়ীতি খ্যাতেন আঢ্যঃ যুক্তঃ। ১ তালবৃক্ষ। (ত্রি) ২ মদযুক্ত।

মদাঢ্যা (স্ত্রী) মদেন আঢ্যা। লোহিতঝিণ্টী। (শব্দচ°)

মদাতঙ্ক (পুং) মদজনিতঃ আতঙ্কঃ রোগঃ। মদাত্যয় রোগ। (রাজনি°) [মদাত্যয় দেখ]

মদাত্যয় (পুং) মদেন অত্যয়ো নাশোন্মুখতা অত্র। মদ্যপানজনিত রোগবিশেষ, পর্য্যায়—মদাতঙ্ক, পানাত্যয়, মদব্যাধি, মদ। (রাজনি°)

এই রোগের নিদান—

"বিষস্য যে গুণা দৃষ্টাঃ সন্নিপাতপ্রকোপণাঃ।
ত এব মদ্যে দৃশ্যন্তে বিষে তু বলবত্তরাঃ॥
তস্মাদবিধিপীতেন তথা মাত্রাধিকেন চ।
যুক্তেন চাহিতৈরন্নৈরকালে সেবিতেন চ॥
মদ্যেন খলু জায়ন্তে মদাত্যয়মুখাগদাঃ।" (মাধবনি°)

বিষে যেরূপ সন্নিপাত-প্রকোপণাদি গুণ আছে, মদ্যেও সেই সকল গুণ অবস্থিতি করে, কিন্তু বিষে আধিক্যরূপে থাকে, এ কারণ অনিয়মে, অধিকমাত্রায় বা অহিতজনক দ্রব্যসহযোগে অকালে মদ্যপান করিলে এই মদাত্যয় রোগ উৎপন্ন হয়। অবৈধ মদ্যপানে নানাপ্রকার বিকার উপস্থিত হয়। আহারীয় দ্রব্য ব্যতিরেকে অনবরত মদ্যপান করিলে অত্যন্ত ক্লেশকর মদাত্যয়াদিরোগ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই শরীর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

এই রোগের অন্যবিধ কারণ—ক্রোধযুক্ত, ভীত, পিপাসার্ত্ত, শোকাভিভূত, ক্ষুধিত, ব্যায়ামকারী, ভারবাহী ও পর্য্যটন-প্রবৃত্ত, ক্ষীণ, মলমূত্রাদির বেগরোধকারী এবং অভিঘাতাদি দ্বারা আহত ব্যক্তি মদ্যপান করিলে তাহার নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। অত্যন্ত জলপান অথবা অতিশয় রুক্ষদ্রব্য সেবন-হেতু উদর স্ফীত হইলে ভুক্তদ্রব্যের অজীর্ণাবস্থায় এবং দুর্ব্বল অবস্থায়ও মদ্যপান করিলে মদাত্যয় রোগ উৎপন্ন হয়।

এই রোগের সামান্য লক্ষণ—অত্যন্ত শারীরিক ক্লেশ, মোহ, হৃদয়ে বেদনা, অরুচি, সর্ব্বদা পিপাসা, জ্বর, কখন শীত, কখনও বা উষ্ণবোধ, শিরঃপীড়া, পার্শ্ব ও ত্রিকস্থানে বেদনা, অস্থিসন্ধিসমূহে বেদনা, অতিশয় জৃম্ভণ, স্ফুরণ, কম্পন, শ্রান্তিবোধ, হৃদয়ের অবরোধ, কাস, হিক্কা, শ্বাস, নিদ্রাক্ষয়, শরীরকম্প, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, মুখরোগ, বাতজ বমি, পিত্তজ মলভেদ, কফজ বমনোদ্বেগ, ভ্রম, প্রলাপ ও অসাধুতার লক্ষণ প্রকাশ হয়। রোগী চিত্তভ্রংশ হইয়া তৃণ, ভস্ম, লতা, পত্র ও ধূলিপূর্ণ বা পক্ষিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত বোধ করে এবং ব্যাকুলতার সহিত অলীক স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে।

এই মদাত্যয় রোগ বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ এবং ত্রিদোষজ। বাতজ মদাত্যয়ের নিদান—স্ত্রীপ্রসঙ্গ, শোক, ভয়, ভারবহন ও পথপর্য্যটন দ্বারা দেহক্লেশ। রুক্ষদ্রব্য বা অল্প ভোজন-কারী ও পরিমিতাশনকারী ব্যক্তি যদি রুক্ষ ও পরিণত মদ্য রাত্রিজাগরণ করিয়া অধিকমাত্রায় পান করে, তবে তাহার শীঘ্রই এই বাতজন্য মদাত্যয় রোগ উপস্থিত হয়। এই বাতিক মদাত্যয় রোগে হিক্কা, শ্বাস, শিরোঘূর্ণন, পার্শ্বশূল, অনিদ্রা, এবং অত্যন্ত প্রলাপ উপস্থিত হয়।

পিত্তজ মদাত্যয়ের নিদান—অত্যন্ত অম্ল, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য ভোজন। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি যদি তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ও অম্ল মদ্য অধিকমাত্রায় পান করে, তাহা হইলেও এই তীব্রতর পৈত্তিক মদাত্যয় রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে পিপাসা, দাহ, জ্বর ঘর্ম্মোদগম, মোহ, অতীসার, বিভ্রম এবং দেহ হরিদ্বর্ণ হয়।

শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ের নিদান—যে ব্যক্তি কোন প্রকার পরিশ্রম করে না, অথচ দিবানিদ্রা, শয়ন ও উপবেশন-সুখে রত এবং মধুর, স্নিগ্ধ ও গুরু দ্রব্য ভোজন করে, সেই ব্যক্তি অধিকমাত্রায় মদ্য পান করিলে তাহার শীঘ্রই শ্লৈষ্মিক মদাত্যয় রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে বমি, অরুচি, হৃল্লাস, তন্দ্রা ও যেন শরীর আর্দ্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং দেহের গুরুত্ব ও শীত-লতা বোধ হয়।

ত্রৈদোষিক মদাত্যয় রোগে উক্ত সকল প্রকার লক্ষণ হয়, এবং উপরি উক্ত মিলিত সমস্ত হেতু দ্বারাই এই রোগ উপ-স্থিত হইয়া থাকে।

এই মদাত্যয়রোগ পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পান-বিভ্রমভেদে বহু প্রকার। কফাধিক্য, দেহের গুরুতা, মুখের বিরসতা, মলমূত্ররোধ, তন্দ্রা, অরুচি, পিপাসা, শিরঃপীড়া এবং সন্ধিসমূহে ভেদনবৎ বেদনা হইলে পরমদ নামক মদাত্যয় জানিতে হইবে। পানাজীর্ণরোগে উদরাধ্মান, উদ্গার এবং দাহ উপস্থিত হয়। পৈত্তিক মদাত্যয় যে সকল কারণে উৎপন্ন হয়, এই পানাজীর্ণরোগ সেই সকল কারণে হইয়া থাকে। পানবিভ্রমরোগে হৃদয় ও শরীরে বেদনা, কফস্রাব, কণ্ঠ হইতে ধূমবৎ নির্গম, মূর্চ্ছা, বমি, মত্ততা, শিরঃপীড়া ও মুখ কফে লিপ্তপ্রায় জ্ঞান এবং নানাপ্রকার সুরা, মৈরেয়, পিষ্টক-লড্ডুকাদি সুরাবিকৃতি ও অন্নবিকৃতিতে বিদ্বেষ জন্মে।

অসাধ্য-মদাত্যয়রোগের লক্ষণ—যে মদাত্যয়-রোগীর ওষ্ঠদেশ লম্বমান হইয়া নিম্নাভিমুখী হয়, দেহের বহির্ভাগ অত্যন্ত শীতল, অভ্যন্তরে দাহ, মুখ তৈলাক্ত, জিহ্বা ও দন্ত কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় পীত বা লোহিতবর্ণ হয়, তাহাকে বৈদ্যগণ পরিত্যাগ করিবেন। হিক্কা, জ্বর, কম্প, পার্শ্বশূল, কাস ও ভ্রমপরিপীড়িত পানাহত রোগীকেও পরিত্যাগ করা বিধেয়।

এই রোগের চিকিৎসা—যে প্রকার অগ্নিদগ্ধ স্থানে অগ্নি দ্বারা স্বেদ দেওয়া হিতকর, তদ্রূপ মদ্যসমুদ্ভূত রোগে মদ্যপান করা হিতজনক। অনিয়মে বা অতিমাত্রায় মদ্যপান দ্বারা যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা নিবারণার্থ উপযুক্ত অথচ সম-পরিমাণে মদ্যপান করিবে।

ছোলঙ্গ, থৈকল, বদরী, দাড়িম্ব-রস, ও ঘৃত দ্বারা শক্ত্রক্ষণ করিবে, পরে উহার সহিত যমানী, হবুষা, জীরা ও

শুঁঠচূর্ণ এবং সৈন্ধব যথাসম্ভব সংযুক্ত করিয়া চাটনি প্রস্তুত করিয়া তৎসহযোগে মদ্যপান করিলে বহুকালোৎপন্ন বাত-পৈত্তিক-মদাত্যয়রোগও প্রশমিত হয়। মদ্য ৪ পল, সৌবর্চ্চল ২ মাষা, ত্রিকটুচূর্ণ ৪ মাষা এবং জল ২ কর্ষ একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে বাতিক পানাত্যয় প্রশমিত হয়। চই, সৌবর্চ্চল, হিঙ্গু, ছোলঙ্গ লেবুর ত্বক্‌, শুঁঠ এবং যমানীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মদ্যপান করিলে পানাত্যয় রোগ উপশম হয়। লাব, তিত্তিড়ি, কুকুড়া ও ময়ুর এই সকল পক্ষী, মৃগ, মৎস্য ও আনূপ মাংসের রস অন্নের সহিত, নুখপ্রিয় স্নিগ্ধ উষ্ণ লবণ অম্লদ্রব্য ও বেশবারের সহিত এবং গোধুম-নির্ম্মিত স্নিগ্ধ দ্রব্যের (লুচি আদি) সহিত মদ্যপান করিলে বাতিক মদাত্যয় নষ্ট হয়। যৌবন-মদোন্মত্তা কামিনীগণের গাঢ় আলিঙ্গন, সুখজনক উষ্ণশয্যা, উষ্ণ আচ্ছাদন প্রভৃতিতেও প্রবল বাতিক মদাত্যয় প্রশমিত হয়। পৈত্তিক মদাত্যয়-রোগে সর্ব্বপ্রকার শীতল ক্রিয়া হিতকর এবং চিনি ও মধু-সংযুক্ত অর্দ্ধ জলমিশ্রিত মদ্য সেবন বিধেয়। খর্জ্জুর, দ্রাক্ষা, পরুষ ফল ও দাড়িমের রস দ্বারা শীতল মদ্য কিংবা চিনিযুক্ত মাধ্বীকমদ্য অথবা অন্য কোন মদ্য বহু পরিমাণে জলমিশ্রিত করিয়া পান করিলে পৈত্তিক মদাত্যয় আশু উপশম হয়।

শশক, কপিঞ্জল, এণ, অসিতপুচ্ছ লাব ও ছাগমাংসের রস, অম্লরসযুক্ত দ্রব্য, পলতার যূষ, বর্ত্তুলকলায়, মুগের যূষ এবং দাড়িম-আমলকী-সম্বলিত শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন অথবা দ্রাক্ষা, আমলকী, খর্জ্জুর ও পরুষ ফলের যূষ ও মাংসরস প্রভৃতি নানাপ্রকার তর্পণ প্রয়োগ, শীতল অন্ন, পানীয়, শীতল স্থানে শয়ন ও উপবেশন, শীতল বায়ু সেবন, শীতল জল সংস্পর্শন, পট্টবস্ত্র, পদ্ম, উৎপল, মণি,মুক্তা ও চন্দন-সিক্ত শীতল জল স্পর্শ এবং চন্দ্রকিরণ-সেবন পৈত্তিক মদাত্যয়-রোগে বিশেষ উপকারী।

শ্লৈষ্মিক মদাত্যয় রোগে যমানী ও ত্রিকটুচূর্ণ সংযুক্ত রুক্ষতর্পণ এবং যব ও গোধুমজাতীয় অন্ন রুক্ষযূষের সহিত ভোজন করাইবে। কিংবা অত্যধিক কটুদ্রব্য (মরিচাদি) চূর্ণসংযুক্ত যবকৃত অন্ন প্রদান করিবে। ছাগমাংস রস বা জাঙ্গল-মাংসরস, রুক্ষ অথচ অল্প অম্ল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে এবং ত্রিকটু দ্বারা যূষ প্রস্তুত করিয়া অল্প অল্প মিলিত করিয়া পান করিলে শ্লৈষ্মিক মদাত্যয় রোগ প্রশমিত হয়। হাঁড়ীতে অথবা খাপরায় করিয়া কটু, অম্ল ও লবণমিশ্রিত নীরস মাংস ভাজিয়া ভোজন করিলেও শ্লৈষ্মিক মদাত্যয় নষ্ট হয়। শ্লৈষ্মিক মদাত্যয় রোগে রোগীকে বমনকারক দ্রব্যসংযুক্ত মদ্য পান করাইয়া বমন এবং রোগীর বলানুসারে উপবাস করাইবে।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়রোগে যে সকল ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সান্নিপাতিক মদাত্যয়রোগেও ঐ সকল মিশ্রিতভাবে প্রয়োগ করিবে।

কুমড়ার রস গুড়ের সহিত সেবন করিলে কোদ্রব-জন্য মত্ততা সত্বর প্রশমিত হয়। সুপারী ফলভক্ষণে মত্ততা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তৃপ্তিপূর্ব্বক জলপান করিবে, তাহা হইলে বমি, মূর্চ্ছা ও অতীসারসংযুক্ত সুপারী ফলজাত মত্ততা সদ্য বিদূরিত হইবে। মদ্যপান করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ ঘৃত-সংযুক্ত চিনি লেহন করে, তাহা হইলে ঐ পীত মদ্যে কিছু মাত্রও মত্ততা জন্মে না।

(ভাবপ্র০ মদাত্যয়রোগাধিকা০)

সুশ্রুতে লিখিত আছে—অজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষ্যদ্রব্য ব্যতিরেকে অপরিমিত মাত্রায় মদ্য পান করিলে তাহা শরীরস্থ অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া মত্ততা জন্মায়। মত্ততাবশতঃ ইন্দ্রিয়ের ভাব অন্যথা হইলে তাহার ইন্দ্রিয়নিচয় অবশ হইয়া অপ্রকাশ্য নিগূঢ় ভাব প্রকাশ করে। মত্ততার তিন অবস্থা পূর্ব্ব, মধ্য এবং পশ্চিম। পূর্ব্বাবস্থায় বীর্য্য, রতি, প্রীতি, হর্ষ এবং বাক্‌শক্তি বৃদ্ধি হয়। মধ্যমাবস্থায় প্রলাপ, হর্ষ এবং ন্যায্যান্যায্য উভয়প্রকার ক্রিয়াই সম্পাদিত হয়। পশ্চিম অবস্থায় ক্রিয়াশক্তি ও চেতনা-রহিত হওয়ায় শয্যাগত হইতে হয়। অনাহারে অতিশয় মদ্যপান করিলে বিবিধ প্রকার কষ্টসাধ্য রোগ হয় এবং শরীরভেদ হয়। ক্রুদ্ধ, ভীত, পিপাসিত, শোকাভিভূত ও ক্ষুধার্ত্ত, পরিশ্রম, ভারবহন ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইলে, বেগের অবরোধ করিলে বা বেগাভিহত হইলে, অতিশয় অম্লভক্ষণে উদর পূর্ণ হইলে, অজীর্ণ ভোজন করিলে, দুর্ব্বল হইলে অথবা কোনরূপে উষ্ণ-তার দ্বারা তাপিত হইলে মদ্যপান কর্ত্তৃক বিবিধ বিকার-ব্যাধি জন্মে। এই পান জন্য বিকার চারিপ্রকার—পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ এবং পানবিভ্রম। (সুশ্রুত চিকি০ ৪৭ অ০)

[মদ্য দেখ।]

মদান্ধ (ত্রি) মদেন অন্ধঃ। মদমত্ত, মত্ততার দ্বারা অন্ধ।

মদামদ (ত্রি) সদামদোন্মত্ত।

মদাম্নাত (পুং) মদায় মত্ততোদ্রেকায় আম্নায়তে বাদ্যতে স্মেতি আ-ম্না-কর্ম্মণি ক্ত। গজঢক্কা, চলিত—হাতীর উপরের ডঙ্কা। (হারাবলী)

মদাম্বর (পুং) মদো দানবারিঅম্বরমিবাস্যাচ্ছাদকত্বাৎ। মত্তহস্তী। (ত্রিকা০)

মদার (পুং) মাদ্যতি মত্তো ভবতীতি মদ (অঙ্গি-মদি-মন্দিভ্য আরন্‌। উণ্‌ ৩।১৩৪) ১ হস্তী। ২ ধূর্ত্ত। (বিশ্ব) ৩ শূকর। ৪ কামুক। ৫ গন্ধভেদ। ৬ মত্তহস্তী। ৭ নৃপভেদ। (উণাদি)

মদারপুর, অযোধ্যা-প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার তণ্ডা তহ-শীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ধ্বংসাবশিষ্ট অনেকগুলি ইষ্টকস্তূপ পড়িয়া আছে। স্থানীয় লোকে ঐ গুলিকে ভররাজগণের কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করে।

মদারি (মদারিয়া) উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী মুসলমান-ফকির-সম্প্রদায়বিশেষ। জিন্দশাহ 'মদার' এই মত প্রবর্ত্তন করেন। কাণপুর জেলার মাখনপুরে তাঁহার আস্তানা ছিল। মাখন-পুরের শাহ মদার-মস্‌জিদে রক্ষিত বিবরণীতে প্রকাশ;—তাঁহার বহুশত শিষ্য ও প্রশিষ্য ছিল। তাহারা উত্তর-ভারতের প্রধান নগরে থাকিয়া তাঁহার মত বিস্তার করে। ৮৩৮ হিজিরায় ১৭ জমাদিউল আওবলে তাঁহার মৃত্যু হয়। মাখন-পুরে তাঁহার সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান আছে।

মদারিগণ হিন্দুযোগী বা সন্ন্যাসিগণের অনুকরণে গাত্রে বিভূতি মাখিয়া থাকে। গলদেশে ও মস্তকে তাহারা লৌহ-শৃঙ্খল বাঁধে এবং মাথায় টুপী ও কাল নিশান ধারণ করিয়া বেড়ায়। তাহারা কখনও ভজনা করে না বা কোন পর্ব্বে উপবাসীও থাকে না, প্রায় সর্ব্বদাই ভাঙ্গ (ভাং) পানে বিভোর হইয়া থাকে।

ঐতিহাসিক আলোচনায় জানা যায় যে,শাহ মদার জৌন-পুররাজ ইব্রাহিম শাহ সকির রাজত্বকালে মাখনপুরে আসিয়া বাস করেন। স্থানীয় প্রবাদ মতে, ইনি চৌহানরাজ পৃথ্বী-রাজের সমসাময়িক। ইঁহার প্রদর্শিত অনেক বুজরুকির কথা শুনা যায়। প্রবাদ, তিনি প্রায় ৩৮৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে শ্বাসরোধপূর্ব্বক যোগাবলম্বন করায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই। তিনি দম্ রোধ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়া-ছিলেন বলিয়া তাঁহারই মৃত্যুর পর, 'দম্‌মদার' নামে তদুদ্দেশ্যে একটী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এখনও প্রায় সকল মুসলমান প্রধান স্থানেই 'দম্‌মদারপরব' দেখা যায়। এই সাম্প্রদায়িক-গণের কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, তিনি অদ্যাপিও জীবিত থাকিয়া, স্থানবিশেষে কোন কোন ভক্তকে দেখা দিয়া থাকেন। তিনি রমণীজাতির উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। প্রবাদ, রমণীগণ তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেই হৃদয় মধ্যে দাহ ও বেদনা অনুভব করে।

কানুন্-ই-ইসলাম্ নামক গ্রন্থে 'ধম্মাল কুদনা' নামে ইহা-দের একটী উৎসব দেখা যায়। ঐদিন ইহারা একটী অগ্নি-কুণ্ড করিয়া শাহ মদার ফকিরদিগকে সমবেত করে। ফকির-গণ 'ফতিহা' সমাপনান্তে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে চন্দনকাষ্ঠ নিক্ষেপ করে এবং সর্ব্বপ্রথমে প্রধান ফকির দম্-মদার শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক অগ্নিতে ঝাপাইয়া পড়িলে পর, তৎপশ্চাৎ অপর সকলে অগ্নিতে পড়িয়া চলিয়া বেড়ায়। ফকিরগণের অগ্নিবিচরণ শেষ হইলে, সকলে আসিয়া দুগ্ধ ও চন্দন দ্বারা তাহাদের পা ধুয়াইয়া দেয়। তৎপরে তাহাদের গলায় মাল্যদান করিয়া শরবত পান ও ভোজনাদি করান হয়।

মদারিদিগের মধ্যে দুইটী শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে তকাদার বা গৃহী মদারিগণ বিবাহাদি করিয়া সর্ব্বতোভাবে গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকে এবং মদেঙ্গগণ সন্ন্যাসীর মত ইত-স্ততঃ বিচরণ করিয়া দিন যাপন করে। মদার শাহের সমাধিক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া শিবপণ্ডিত এইরূপ গীতি রচনা করিয়াছেন।

নাহীঁ সলোন, কাড়ে, হিল্‌সে,
নাহীঁ যাত বিহার, নাহীঁ যাত বুখারে
আজমীড়ে, মুনের কো কোন্ গণে ?
আলি ঔর হেঁ পীর অনেক বড়ারে।
জোত অখণ্ডিত, মঙ্গলমণ্ডিত,
শিউ পণ্ডিত কবিরাজ ফুকারে।
জাপর রীঝত হেঁ কর্ত্তার
সো আনত দুয়ার মদার, তিহারে।

মদার্ম্মদ (পুং) মদাম্মং মদজন্যং অম্মং নেত্ররোগবিশেষং দদাতীতি দা-ক। ফলকমৎস্য। (ত্রিকা০)

মদালস (ত্রি) মদেন অলসঃ। মত্ততা দ্বারা অলস।

মদালসা (স্ত্রী) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বকেতুর কন্যা। ইহার বিষয় মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে;—

শত্রুজিৎ রাজার পুত্র ঋতধ্বজ গালবের তপোরক্ষার জন্য তদীয় আশ্রমে গমন করেন। একদিন গালব সন্ধ্যাবন্দ-নায় নিবিষ্ট আছেন, এই সময় এক দানব শূকররূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল, ইহা দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলে, রাজকুমার ঋতধ্বজ তৎ-ক্ষণাৎ শরাসন গ্রহণ করিয়া শূকরের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন, পরে তাহাকে নারাচে বিদ্ধ করিলে, ঐ শূকর মহাবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল। ঋতধ্বজ গালব-প্রদত্ত কুবলয়নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। সেই শূকর সবেগে সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া অবশেষে ভূপৃষ্ঠে এক গর্ত্ত মধ্যে দ্রুতপদে প্রবেশ করিল। রাজকুমারও অশ্বারোহণে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই মহাগর্ত্তে নিপতিত হইলেন; কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি আলোক ও পাতাল দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কোনরূপে আর শূকরের সন্ধান পাইলেন না।

অনন্তর তিনি পাতালে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শত শত প্রাসাদ-

পরিবেষ্টিত প্রাকারশোভিত পুর দর্শন করিলেন। সেখানেও প্রবেশ করিয়া শূকর দেখিতে পাইলেন না। পরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক ক্ষীণাঙ্গী ললনাকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়া রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি জন্ত কাহার নিকট যাইতেছ? কিন্তু সেই ললনা কোন কথা না বলিয়াই প্রাসাদে আরোহণ করিল। কুমারও একস্থানে অশ্ব বন্ধন করিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। কুমার প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পরমসুন্দরী এক কুমারী কামসহচারিণী রতির ন্যায় সুবিস্তার্ণ পর্য্যঙ্কে আসীনা রহিয়াছেন। কামিনী ইহাকে দেখিয়া যেমন পর্য্যঙ্ক হইতে ভূতলে উপবিষ্টা হইলেন, অমনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

রাজকুমার ঋতধ্বজও তাঁহাকে ভয় নাই বলিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বে যে রমণীকে দর্শন করেন, তৎকালে সেই কামিনী ব্যজন গ্রহণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে সেই সুন্দরীকে বাতাস করিতে লাগিলেন। পরে তাহার চেতনা হইলে, রাজকুমার তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। অনন্তর তাহার সখী কহিল, দেবলোকে বিশ্বাবসু নামে বিখ্যাত যে গন্ধর্ব্বরাজ আছেন, ইনি তাঁহারই আত্মজা। ইহার নাম মদালসা। আমি ইঁহার সখী। ইনি একদিন উদ্যান-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। এই সময়ে বজ্রকেতু দানবের পুত্র দুরাত্মা পাতালকেতু তমোময়ী মায়া আবিষ্কার করিয়া ইঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে এবং আগামী ত্রয়োদশীর দিন ইঁহাকে বিবাহ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। এই ব্যাপারে ইনি আত্মহত্যা করিতে উদ্যতা হন, কিন্তু সুরভী প্রতিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,—দুরাত্মা কখনই তোমাকে লাভ করিতে পারিবে না। দানব মর্ত্ত্যলোকে গমন করিলে, যিনি শরপ্রহারে তাহাকে বিদ্ধ করিবেন, তিনিই অচিরাৎ তোমার স্বামী হইবেন। ইনি আমার সখী, আমার নাম কুণ্ডলা, আমি বিন্ধ্যবানের কন্যা এবং পুষ্করমালীর পত্নী। শুম্ভ আমার স্বামীকে সংহার করিয়াছে, তদবধি আমি ব্রত-ধারণ করিয়া এইখানে আছি। এই আমার সখীর পরিচয় দিলাম, এখন আপনার যথার্থ পরিচয় দিয়া আমাদের কৌতূহলনিবৃত্তি করুন। অনন্তর কুমার কহিলেন, আমি রাজা শত্রুজিতের পুত্র, নাম ঋতধ্বজ। পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মুনিগণের রক্ষাসাধন-উদ্দেশে গালবের আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম। তথায় আসিয়া মুনিগণের রক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, কোন এক ব্যক্তি শূকররূপ ধারণ করিয়া বিঘ্ন করিতে উদ্যত হইল। তখন আমি তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শর-প্রহারে বিদ্ধ করিলাম এবং সে যেমন অতিবেগে তথা হইতে অবতরণ করিল, আমিও তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলাম। পরে এক গর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়া আমি অশ্বারোহণে একাকী অন্ধকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। তদনন্তর আলোক প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে দেখিতে পাইলাম। এই আমার যথার্থ পরিচয় জানিবেন।

তখন কুণ্ডলা অতিশয় ঈর্ষান্বিতা হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমার এই সখী আপনাকে দেখিয়া আপনার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন এবং আপনি নিশ্চয়ই সেই দানবকে বিদ্ধ করিয়াছেন, অতএব আপনি এই রমণী-ললামভূতা কামিনীকে গ্রহণ করুন। তখন রাজকুমার কহিলেন, আমি পরাধীন, পিতার আদেশ ব্যতিরেকে কিরূপে ইহাকে বিবাহ করিতে পারি। ইহাতে কুণ্ডলা কহিলেন, আপনি এরূপ বলিবেন না, কেন না ইনি দেবকন্যা, ইহাকে বিবাহ করিলে কোন দোষ হইবে না। রাজকুমার তাহাতে সম্মত হইলে ইঁহাদের কুলগুরু তুম্বুরু তথায় উপস্থিত হইয়া বৈবাহিক বিধি যথারীতি সম্পাদন করাইলেন।

পরে ঋতধ্বজ মদালসাকে অশ্বে আরোপিত করিয়া পাতাল হইতে বহির্গমনে অভিলাষী হইলেন। ইহা জানিতে পারিয়া সমবেত দৈত্যগণ রাজকুমার ঋতধ্বজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কুমারের অস্ত্রাঘাতে যুদ্ধে সকল দৈত্যই প্রাণত্যাগ করে।

পরে ঋতধ্বজ অশ্বারোহণে পিতৃপুরে আগমন ও পিতৃদেবকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সমুদয় ঘটনা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন। অতিশয় প্রীত হইয়া পিতা পুত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বহুকাল পরে রাজা পুনরায় পুত্রকে কহিলেন,—তুমি পুনরায় ব্রাহ্মণগণের রক্ষার জন্য পৃথিবী পর্য্যটন কর। ঋতধ্বজ পিতার আজ্ঞানুসারে সেইরূপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা ঋতধ্বজ বিচরণ করিতে করিতে যমুনাতটে গমন করিলেন, তথায় পাতালকেতু দানবের অনুজ তালকেতু মায়াবলে মুনিরূপ ধারণপূর্ব্বক একটী আশ্রম করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ঋতধ্বজকে দেখিবামাত্র তালকেতু পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া রাজপুত্রকে কহিল, কুমার! আপনি ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য ভ্রমণ করিতেছেন। আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু দক্ষিণা দিবার ক্ষমতা নাই, আপনি যদি আপনার কণ্ঠস্থিত হার আমায় প্রদান করিয়া আমার এই আশ্রম রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমি জল মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বরুণের স্তব করিয়া শীঘ্রই তোমার নিকট

আগমন করি। রাজকুমার তাহার এই কথায় সম্মত হইয়া তাহাকে কণ্ঠহার প্রদানপূর্ব্বক তাহার পুনরাগমন পর্য্যন্ত আশ্রমরক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। এদিকে তালকেতু জলাশয় হইতে উঠিয়া শত্রুজিৎ নৃপতি প্রভৃতির সমক্ষে গিয়া কহিল,—বীর ঋতধ্বজ আমার আশ্রমসকাশে তপস্বিগণের রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে যজ্ঞদ্বেষী দৈত্যগণের সহিত যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। শুদ্র তাপসগণ বনমধ্যে তাঁহাকে দহন করিয়াছে। মদালসা স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিহার করিলেন।

এদিকে তালকেতুও যমুনাজল হইতে বিনির্গত হইয়া প্রণয়-প্রকাশানন্তর রাজপুত্রকে কহিল, তুমি আমার বহুদিনের মনোরথ পূর্ণ করিলে, তোমার মঙ্গল হউক, এখন তুমি গৃহে গমন করিতে পার। তখন রাজকুমার তাহাকে প্রণাম করিয়া পিতৃ-পুরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

রাজা ও পুরবাসিবর্গ কুমারকে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। কুমার পিতার চরণবন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতঃ! কি হইয়াছে? পিতা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা কহিলেন। রাজকুমার মদালসাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, সুতরাং তাহার মৃত্যুবার্ত্তা শুনিয়া একেবারে শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু পিতামাতার সম্মুখে শোকপ্রকাশে লজ্জিত হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হায়! সেই সাধ্বী বালা আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু আমি এখনও তাহার বিরহে জীবিত রহিয়াছি, সুতরাং আমার ন্যায় নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি জগতে আর নাই।

রাজকুমার এইরূপ সবিলাপ বহু চিন্তার পর মতি স্থির করিয়া পত্নীর উদ্দেশে জলদান ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন বটে, কিন্তু প্রাণপ্রতিমার বিরহে সমস্ত সুখশান্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া গভীর বিষাদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার পূর্ব্বসুহৃদ্ নাগরাজ অশ্বতরের পুত্রদ্বয় কুমারের মনের অবস্থা জানিতে পারিয়া পিতার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিল, পিতঃ! আমাদিগের প্রিয়সখা ঋতধ্বজ এখন মদালসার বিরহে সমুদয় ভোগ সুখ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই বিষণ্ণ মনে কালযাপন করেন। মদালসাকে যদি পুনরায় তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেই তাঁহার প্রকৃত উপকার করা হয়। কিন্তু তাহা কাহার সাধ্য? স্বয়ং ঈশ্বরও পারেন কিনা সন্দেহ, অন্যের কথা আর কি বলিব।

নাগরাজ পুত্রদ্বয়ের কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, লোকে যদি অসাধ্য জানিয়া কোন কার্য্যে উদ্যম না করে, তাহা হইলে উদ্যমহানিবশতঃ বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব স্বকীয় পুরুষকার পরিহার না করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। দৈব ও পুরুষকার এই উভয় বলেই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অতএব আমি তপোবলে অচিরে এই অসাধ্য কার্য্য সাধন করিব। এই বলিয়া নাগরাজ হিমালয়স্থিত প্লক্ষাবতরণতীর্থে গমন করিয়া সুদুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

নাগরাজ তপস্যায় সরস্বতী ও মহাদেবকে প্রীত করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যে, কুবলয়াশ্বের পত্নী মদালসা যে বয়সে মরিয়াছেন, তিনি সেই বয়সেই আমার দুহিতা হইয়া জন্মগ্রহণ করুন। পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ কান্তি ছিল, সেইরূপ কান্তি হউক। তিনি যেন জাতিস্মরা এবং পূর্ব্বের ন্যায় যোগিনী ও যোগমাতা হইয়া আমার গেহে জন্মগ্রহণ করেন।

মহাদেব ইহাতে কহিলেন, আমার প্রসাদে তাহাই হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তুমিও প্রযতচিত্ত হইয়া নিজেই মধ্যমপিণ্ড ভক্ষণ করিবে। মধ্যমপিণ্ড ভক্ষণ করিলে, কল্যাণী মদালসা যে অবস্থায় মরিয়াছে সেই অবস্থাতেই তোমার দক্ষিণ কর্ণ হইতে সমুদ্ভূতা হইবে।

অনন্তর নাগরাজ ঐরূপে যথাবিধানে শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া মধ্যমপিণ্ড ভক্ষণ করিলেন। পরে আপনার অভিলষিত ধ্যান করিতে করিতে নিশ্বাস ত্যাগ করিবামাত্র তাহার মধ্যমকর্ণ হইতে ক্ষাণাঙ্গী মদালসা সমুদ্ভূতা হইলেন। নাগরাজ এই ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। আপনার গৃহমধ্যে সেই সুদতীকে স্ত্রীগণসাহায্যে অতিগোপনে রাখিয়া দিলেন।

একদা নাগরাজ পুত্রদ্বয়কে কহিলেন,—তোমরা যত্নপূর্ব্বক রাজকুমার ঋতধ্বজকে নিমন্ত্রণ করিয়া এই নাগলোকে আনয়ন কর। পুত্রদ্বয় রাজকুমারের নিকট যাইয়া পিতার অনুমতি জ্ঞাপন করিলে, ঋতধ্বজ আনন্দসহকারে নাগলোকে আগমন করিলেন। নাগরাজ অতি যত্নসহকারে কুমারকে আহারাদি করাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্র! তুমি আমার গৃহে অভ্যাগত, অতএব তোমার কি প্রিয় সম্পাদন করিব, তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বল। ঋতধ্বজ উত্তর করিলেন, আমার স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি কিছুই প্রার্থনীয় নাই। এই কথা বলিয়া বন্ধুদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

অতঃপর নাগপুত্রদ্বয় পিতার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন, ইঁহার পত্নী কোন দুরাত্মা দৈত্য কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া স্বামীর মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইঁহার পত্নীর নাম

মদালসা, তিনি গন্ধর্ব্বরাজের দুহিতা। অধুনা তাঁহাকে দেখিবার জন্য ইঁহার মন নিতান্ত উৎসুক রহিয়াছে, আপনি যদি তাহাকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেই ইঁহার প্রকৃত উপকার করা হয়।

নাগরাজ কহিলেন, পঞ্চভূতের সহিত একবার বিয়োগ হইলে পুনরায় তাহাদের সহিত সেইরূপে সংযোগ হওয়া স্বপ্ন বা আসুরা মায়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই সম্ভাবিত নহে।

তখন ঋতধ্বজ প্রণাম করিয়া লজ্জাসহকারে তাঁহাকে কহিলেন, তাত! আপনি অধুনা সেই মদালসাকে যদি মায়া করিয়াও দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি পরম অনুগৃহীত হইব।

নাগরাজ কহিলেন,—বৎস! যদি মায়াদর্শনে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহা দর্শন কর। এই বলিয়া তিনি গৃহগুপ্তা মদালসাকে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং তাঁহাদের সকলকে ভুলাইবার জন্য কতিপয় অস্ফুট মন্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক রাজপুত্রকে মদালসা সন্দর্শন করাইয়া কহিলেন, বৎস! দেখ দেখি এই সেই তোমার ভার্য্যা মদালসা কি না? রাজকুমার মদালসাকে দেখিয়া শোকে মূর্চ্ছিত হইলেন। মদালসা তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার প্রতি কুমারের ভালবাসা পূর্ব্বের ন্যায় অবিচলিত আছে। এখন আমাকে মায়া বলিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে, বাস্তবিকই আমি মিথ্যা, মায়াস্বরূপ। বায়ু আকাশ, তেজ, জল ও পৃথিবীসমবায়ে যাহার জন্ম, তাহা মায়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

অনন্তর নাগরাজ অশ্বতর রাজপুত্রকে আশ্বাসিত করিয়া যেরূপে মৃত মদালসাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন, তৎসমুদয় বর্ণন করিলেন। তখন ঋতধ্বজ ভার্য্যাকে লাভ করিয়া অতমাত্র আহ্লাদিতচিত্তে নিজ অশ্বকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র অশ্ব তথায় সমাগত হইল। তখন তিনি নাগরাজকে প্রণাম করিয়া সপত্নীক সেই অশ্বে নিজগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

ঋতধ্বজ স্বপুরে সমাগত হইয়া পরলোকপ্রাপ্তা মদালসাকে পুনরায় যেরূপে লাভ করিয়াছেন, তৎসমস্ত পিতার নিকট আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। মদালসাও শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণে প্রণাম করিয়া স্বজনদিগকে যথাযোগ্য বন্দনাদি করিলেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে রাজা শত্রুজিৎ কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলেন। পৌরগণ ঋতধ্বজকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। তিনি প্রজাদিগকে ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে মদালসার প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, পিতা পুত্রের নাম বিক্রান্ত রাখিলেন; মদালসা পুত্রের নাম শুনিয়া হাস্য করিলেন। একদিন ঐ পুত্র অব্যক্তস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে মদালসা তাহাকে সান্ত্বনা করিবার ছলে বলিলেন,—পুত্র। তুমি সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত, তোমার কোনরূপ নাম নাই, এখন কেবল কল্পনাবলে তোমার নামকরণ হইয়াছে। তোমার এই দেহ পঞ্চভূত-বিনির্ম্মিত, সুতরাং ইহা যেমন তোমার নহে, তুমিও তেমনি ইহার নহ, তবে তুমি কি হেতু রোদন করিতেছ! অথবা তুমি রোদন করিতেছ না, এই রাজপুত্রকেই আশ্রয় করিয়া ঐরূপ শব্দ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইতেছে। তোমার ইন্দ্রিয়নিচয়েও বিবিধ ভৌতিক গুণ ও অগুণ সকল কল্পিত হইয়াছে। ভূত সকল যেরূপ ভূতসহায়ে অন্ন ও জলদানাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়, তোমার সেরূপ বৃদ্ধি নাই, ক্ষয়ও নাই। তোমার এই দেহ আবরণমাত্র। ইহা শীর্ণ হইবে, ইহাতে তুমি মোহে আচ্ছন্ন হইও না। শুভাশুভ কর্ম্মবলেই তোমার দেহে এই আবরণ সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। পিতা, মাতা ও স্ত্রী এবং আত্মীয় অনাত্মীয় কেহই কিছু নহে, তুমি তাহাদিগকে বহু মাননা করিও না। যাহারা মোহাচ্ছন্ন চিত্ত, তাহারাই দুঃখকে দুঃখের উপশমের কারণ ও ভোগ সকলকে সুখলাভের হেতু বলিয়া জানে। বিক্রান্ত জননীর নিকট জন্মাবধি এইরূপ বিবিধ আত্মজ্ঞান শিক্ষা করিয়া জ্ঞানা ও বাসনাত্যাগা হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মে একেবারেই প্রবৃত্তিশূন্য হইল।

তদনন্তর মদালসার দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে পিতা তাহার নাম সুবাহু রাখিলেন। ইহাতেও মদালসা হাস্য করিলেন এবং এই কুমারকেও পূর্ব্বমত আত্মবোধ শিক্ষা দিলেন। শিক্ষার ফলে এই পুত্রও জ্ঞান লাভ করিয়া কামনা ও ক্রিয়াবিহীন হইল।

পরে তৃতীয় পুত্র জন্মিলে রাজা তাহার নাম শত্রুমর্দ্দন রাখিলেন। ইহাতেও মদালসা হাস্য করিলেন, পরে তাহাকে আত্মবোধ প্রদান করিলে, এই পুত্রও সংসারে প্রবৃত্তিশূন্য হইল।

অনন্তর চতুর্থ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, রাজা মদালসাকে কহিলেন,—তুমি প্রতিবারই আমার নামকরণ করিবার সময় হাস্য করিয়া থাক, এইবার এই পুত্রের তুমিই নামকরণ কর। মদালসা তখন এই পুত্রের নাম অলর্ক (খেপা কুকুর) রাখিলেন। রাজা এই নাম শুনিয়া কহিলেন, তুমি নিতান্ত অসম্বদ্ধ নাম রাখিয়াছ। ইহাতে মদালসা কহিলেন, রাজন্! লোকাচারে একটা নাম রাখিতে হয় বলিয়া একটা রাখিয়া দিলাম। আপনার কৃত নাম সকলেরও কোনরূপ অর্থই নাই।

প্রাজ্ঞপুরুষগণ আত্মাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া থাকেন। ক্রান্তি শব্দে একদেশ হইতে অন্যদেশ গতি বুঝাইয়া থাকে, আত্মা সর্ব্বগ ও সর্ব্বব্যাপী এবং দেহের ঈশ্বর, তাঁহার আবার গতি কোথায়! সুতরাং আপনি যে বিক্রান্ত নাম রাখিয়াছেন, তাহার কোন অর্থ হয় না। আত্মার কোনরূপ মূর্ত্তি নাই, সুতরাং অপর পুত্রের নাম যে সুবাহু রাখিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বথা অর্থশূন্য।

তৃতীয় পুত্রের যে অরিমর্দ্দন নাম রাখিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত অসম্বদ্ধ, ইহার কারণ একাকী আত্মা সকল শরীরেই বিরাজমান আছেন, তখন আর তাঁহার শত্রুই বা কে, আর মিত্রই বা কে? ভূত দ্বারা ভূতেরই লয় সাধিত হয়। যাহার মূর্ত্তি নাই, তাহার আবার লয় কিরূপে হইতে পারে। আত্মা ক্রোধাদি সর্ব্ববিধ দোষ-বিবর্জ্জিত, তিনি আবার শত্রুমর্দ্দন করিবেন কিরূপে? যদি কেবল ব্যবহারের জন্যই ঐরূপ নিরর্থক নাম কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহা হইলে আমি অলর্ক নাম নিরূপণ করিয়াছি, তাহা কি জন্য নিরর্থক হইবে?

রাজা তখন মদালসাকে কহিলেন, তুমি যাহা কহিলে তাহা প্রকৃত, কিন্তু এখন তোমার নিকট আমার এই অনুরোধ যে, তুমি তিন পুত্রকে নিবৃত্তিমার্গে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছ, তাহাতে তাহারা সকলেই কামনাশূন্য। এখন তুমি এই পুত্রকে প্রবৃত্তিমার্গের বিষয় উপদেশ দাও। মদালসা তাহাই হইবে বলিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে বিবিধ প্রকারে গার্হস্থ্যমার্গে রাজধর্ম্ম প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে ও বিশদরূপে উপদেশ দেন, এই উপদেশ গুণে অলর্ক অশেষ গুণান্বিত হইয়াছিলেন।

মদালসা পুত্রগণের শিক্ষাচ্ছলে যে সকল উপদেশ দেন, তাহা অমূল্য রত্নস্বরূপ এবং বেদান্ত ও নীতিশাস্ত্রের সারভূত। বিশেষ বিবরণ মার্কণ্ডেয়পুরাণের মদালসোপাখ্যানে দ্রষ্টব্য।

অলর্ক উপযুক্ত হইলে রাজা ঋতধ্বজ তাহার উপরই রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া সস্ত্রীক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। মদালসা যাইবার সময় পুত্রকে কহিলেন, বৎস! গৃহী স্বভাবতঃই মমতাপরায়ণ, সেইজন্য দুঃখের আস্পদীভূত হইয়া থাকে। অতএব গৃহ-ধর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক রাজ্য করিতে করিতে যখন অসহ্য দুঃখ উপস্থিত হইবে, তখন তুমি আমার প্রদত্ত এই মণিময় অঙ্গুরীয় হস্ত হইতে বাহির করিয়া পত্রমধ্যে সূক্ষ্মাক্ষরে সন্নিবেশিত শাসন পাঠ করিবে। এই বলিয়া তাহারা প্রস্থান করেন।

পরে অলর্ক অঙ্গুরীয়-লিখিত শাসনানুসারে দত্তাত্রেয়ের নিকট যোগ শিক্ষা করেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ২০-৪০ অ°)

মদালাপিন্ (পুং) মদেন মত্ততয়া আলপতীতি আ-লপ্-ণিনি। কোকিল। (শব্দমালা)

মদাবর, উঃ পঃ প্রদেশের রোহিলখণ্ড বিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান মন্দাবর নামে খ্যাত। চীন-পরিব্রাজক এই স্থানকে মদিপুর নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১১১৪ খৃষ্টাব্দে এই নগর শ্রীহীন হইয়া পড়ে। পৃথ্বীরাজের শাসনকালে ঘোরীবংশীয় আফগান্ সুলতানগণের অত্যাচারে এইস্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। পরে সেই ধ্বস্তকীর্ত্তির উপকরণ লইয়া জুম্মামস্‌জিদ, হিদায়ত শাহ-মস্‌জিদ ও ফকির-তাকিয়া প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। হিউএন্‌সিয়াং স্থানীয় গুণপ্রভ-সঙ্ঘারাম ও সঙ্ঘভদ্রবিহারের উল্লেখ করিয়াছেন।

মদাবস্থা (স্ত্রী) ১ উন্মত্তাবস্থা। ২ ক্রোধাবস্থা।

মদাহ্ব (পুং) মদো মৃগমদ-আহ্বা আখ্যা যস্য-হ্রস্বঃ। কস্তূরী।

মদি (স্ত্রী) মৃদ্গাতি কৃষ্টক্ষেত্র-লোষ্ট্রং মৃদ-ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কৃষিসাধন কর্ষণযন্ত্রভেদ, চলিত মই, ধান্যক্ষেত্রে কর্ষিত ভূমি সমান করিবার নিমিত্ত মই দেওয়া হইয়া থাকে।

মদিন্ (ত্রি) মদয়তীতি মদ-ণিনি। তর্পক। (শুক্লযজু° ৬।২৭)

মদিন্তম (ত্রি) অতিশয়েন মদী তমপ্, বেদে নুমাগমঃ। অতিশয় তর্পক। (শুক্লযজু° ৬।২৭)

মদির (পুং) মদ-কিরচ্। রক্তখদির। (শব্দচ°)

(ত্রি) ২ মদকর। "আশুভিঃ পিবন্তো মদিরং মধু" (ঋক্ ৫।৬১।১১) 'মদিরং মদকরং' (সায়ণ)

মদিরা (স্ত্রী) মাদ্যতীতি মদ-কিরচ্, অজাদিত্বাৎ টাপ্। ১ মত্তখঞ্জন। (শব্দরত্না°)

"যদি মদিরায়তনয়নাং তামধিকৃত্য প্রহরতীতি" (শকুন্তলা ৩৫)

মাদ্যত্যনয়েতি মদ্ (ইষিমদীতি। উণ্ ১।৫২) ইতি কিরচ্। ২ মাদকদ্রব্যবিশেষ, চলিত মদ। পর্য্যায়—সুরা, হলিপ্রিয়া, হালা, পরিস্রুৎ, বরুণাত্মজা, গন্ধোত্তমা, প্রসন্না, ইরা, কাদম্বরী, পরিস্রুতা, কশ্য, মদ্য, মানিকা, কপিশী, গন্ধমাদনী, মাধবী, কত্তোয়, মদ, কাপিশায়ন, বারুণী, মত্তা, সীতা, চপলা, কামিনী, প্রিয়া, মদগন্ধা, মাধ্বীক, মধু, সন্ধান, আসব, অমৃতা, বীরা, মেধাবী, মদনী, সুপ্রতিভা, মনোজ্ঞা, বিধাতা, মোদিনী, হলা, গুণারিষ্ট, সরক, মধ্বাসব, মদোৎকটা, মহানন্দা, সীধু, মৈরেয়, বলবল্লভা, কারণ, তত্ত্ব, কৈবল্যতত্ত্ব, মদিষ্ঠা, পরিপ্লুতা, কল্প, স্বাদুরসা, শুণ্ডা, হারহূর, মাধ্বীক, মদনা, দেবসৃষ্টা, কাপিশ, অব্ধিজা। (হেম)

"মাধ্বীকং পানসং দ্রাক্ষং খর্জ্জুরং তালমৈক্ষবম্।
মৈরেয়ং মাক্ষিকং টাঙ্কং মধূকং নারিকেলজম্॥
মুখ্যমন্নবিকারোত্থং মদ্যানি দ্বাদশৈব চ।" (জটাধর)

মাধ্বীক, পানস, দ্রাক্ষ, খর্জ্জুর, তাল, ঐক্ষব, মৈরেয়, মাক্ষিক, টাঙ্ক, মধূক, নারিকেলজ ও অন্নবিকারজ এই দ্বাদশ প্রকার মদ্য। ইহার সামান্য গুণ—সুমধুরাম্ল, কফ ও বায়ুনাশক, লঘু, পুষ্টিকর, হৃদ্য, সারক, মদবর্দ্ধক।

ধাতকীরস ও গুড়াদি দ্বারা কৃত মদিরার নাম গৌড়ী, ইহার গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মধুর, বাতনাশক, পিত্ত ও বলকারক, দীপন, পথ্য, কান্তি ও তৃপ্তিকারক।

পুষ্পদ্রবাদি মধুসারযুক্ত মদিরা মাধ্বী, ইহার গুণ—মধুর, নাত্যুষ্ণ, পিত্ত, বাত, পাণ্ডু, কামলা, গুল্ম, অর্শ ও প্রমেহনাশক। বিবিধ প্রকার ধান্যজাত মদিরা পৈষ্টী, ইহার গুণ—কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, বাতহর, কফকর, ঈষৎ পিত্তকর, মোহন। তালাদিরস-নির্য্যাসকৃত মদিরা সৈন্ধী ও হালা, ইহার গুণ—শীতল, কষায়, অম্ল, পিত্তহর, বাতবর্দ্ধক। সর্ব্বপ্রকার তৃণবৃক্ষনির্য্যাসকৃত মদিরার গুণ—শীতল, গুরু, মোহন, বলবর্দ্ধক, হৃদ্য, তৃষ্ণা ও সন্তাপনাশক। নানাদ্রব্যসমূহ দ্বারা কৃত মদিরা কাদম্বরী, ইহার গুণ—সুমধুর, পিত্তভ্রমনাশক, মদবর্দ্ধক। ঐক্ষব-মদিরাগুণ—শীতল, ও মদবর্দ্ধক। যব ও ধান্যকৃত-মদিরাগুণ—গুরু ও বিষ্টম্ভদায়ক। শর্করা ও ধাতকীতোয়কৃত মদিরাগুণ—শীতল ও মনোহর। (রাজনি০)

ঋতুবিশেষে পেয় মদিরা—

"গৌড়ী তু শিশিরে পেয়া পৈষ্টী হেমন্তবর্ষয়োঃ।
শরদ্গ্রীষ্মবসন্তেষু মাধ্বী গ্রাহ্যা ন চান্যথা॥" (রাজনি০)

গৌড়ীমদ্য শিশিরকালে, পৈষ্টীমদ্য হেমন্ত ও বর্ষাকালে, এবং মাধ্বী মদ্য শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে পান করিবে।

সুশ্রুতে মদের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

মদ্য—উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, বিশদ, রুক্ষ, আশুকারী, ব্যবায়ী এবং বিকাশী। উষ্ণতাপ্রযুক্ত শৈত্য, এবং তীক্ষ্ণতাপ্রযুক্ত মনের গতি নাশ করে, সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত সকল অবয়বে প্রবেশ করে, বিশদপ্রযুক্ত কফ ও শুক্রনাশ করে, রুক্ষ বলিয়া বায়ু কুপিত করে, আশুকারিতা বলিয়া দেহে শীঘ্র কার্য্য করে, ব্যবায়ী বলিয়া হর্ষোৎপাদন এবং বিকাশিত্বপ্রযুক্ত শরীরে সঞ্চরণ করে। ইহা অম্লরসবিশিষ্ট, লঘু, রুচি ও অগ্নি-দীপ্তিকর। কাহারও কাহারও মতে লবণ ব্যতীত অপর আর সকল রসই ইহাতে আছে। স্নিগ্ধ অন্ন, মাংস ও অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত মদ্যপান করিলে আয়ু ও বল বৃদ্ধি হয়। বিধিপূর্ব্বক পানে কামনা, মনের তুষ্টি, ধৈর্য্য, তেজঃ ও অতিবিক্রম প্রভৃতি গুণ জন্মে। অজ্ঞ ব্যক্তি ভক্ষ্যদ্রব্য ব্যতিরেকে অপরিমিত মাত্রায় পান করিলে শরীরস্থিত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া মত্ততা জন্মায়। মত্ততা দ্বারা ইন্দ্রিয় ভাবের অন্যথা হইলে অবশ হইয়া অপ্রকাশ্য নিগূঢ়ভাব প্রকাশ করে। মদ্য সেবন করিয়া মত্ততা উপস্থিত হইলে তাহার তিনটী অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্যম। মত্ততার পূর্ব্বাবস্থায় বীর্য্য, প্রীতি, রতি, হর্ষ এবং বাক্‌শক্তি বৃদ্ধি হয়। মধ্যম অবস্থায় হর্ষ, প্রলাপ এবং ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকার ক্রিয়াই সম্পাদিত হয়। পশ্চিম অবস্থায় ক্রিয়াশক্তি ও চেতনারহিত হয়, তখন অজ্ঞান হইয়া শুইয়া থাকে। অপরিমিত মদ্য পান করিলে বিবিধ পীড়া জন্মে। [ইহার বিষয় পানাত্যয় শব্দে দেখ]

অম্লরসবিশিষ্ট মদ্যমাত্রই—পিত্তকর, অগ্নিকর, রুচিকর, ভেদক, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, মুখপ্রিয়, বস্তিশোধক, লঘুপাক, বিদাহী, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, উত্তেজক, প্রফুল্লকর ও মলমূত্রবর্দ্ধক।

মার্দ্বীক (দ্রাক্ষা বা অঙ্গুরজাত) মদ্য—অবিদাহী, মধুর, রুক্ষ, পশ্চাৎ কষায়, লঘু, সারক, শোষ ও বিষমজ্বরনাশক, ইহা মধুর বলিয়া রক্ত-পিত্ত-রোগেও ব্যবহার করা যায়। খর্জ্জুরমদ্য—দ্রাক্ষামদ্যের সহিত ইহার অল্পই প্রভেদ, বায়ুপ্রকোপকর, বিশদ, রুচিকর, কফঘ্ন, কৃশকারী, লঘু, কষায়, মধুর, মুখপ্রিয়, সুগন্ধি এবং ইন্দ্রিয়-উত্তেজক।

সুরা—সুরা সামান্যতঃ কাস, অর্শ, গ্রহণীদোষ, মূত্রাঘাত ও বায়ু-শান্তিকর, স্তন্য, ক্ষয়, পুষ্টি এবং অগ্নিদীপ্তিকারী। শ্বেতা অর্থাৎ শর্করাজাত সুরা—কাস, অর্শ, গ্রহণী, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, ছর্দ্দি, অরুচি, হৃদয়, কুক্ষিদেশের বেদনা এবং শূলনাশক এবং মূত্র, কফজন্য রক্ত ও মাংসবর্দ্ধক। সুরা যবসংযোগে প্রস্তুত হইলে দোষঘ্ন, কফ বাত, অর্শ ও কোষ্ঠরোগের শান্তিকর, পিত্ত ও অম্ল কফকর এবং রুক্ষ। মধুলিকা—অর্থাৎ মউরি জাত সুরা পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত, মলমূত্ররোধক, গুরু ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক।

আক্ষিকী (তিনিশবৃক্ষজাত) সুরাসামান্যের গুণ-বিশিষ্ট, রুক্ষ, অল্পকফকর, তেজোবৃদ্ধি ও পরিপাককারক।

কোহল (তীক্ষ্ণমদ্যবিশেষ) বায়ু, পিত্ত ও কফবৃদ্ধিকর, ভেদক, তেজস্কর ও মুখপ্রিয়।

জগল (দ্রাক্ষাপ্রবিশ্রুত মদ্য) মলমূত্ররোধক, উষ্ণ, পরিপাককর, রুক্ষ এবং তৃষ্ণা, কফ ও শোফের শান্তিকর।

বক্কস (মদ্যবিশেষ) হর্ষজনক, প্রবাহিকা, আটোপ, অর্শ ও বায়ুজন্য শোফের শান্তিকর এবং সারক, শক্তিরোধকর বলিয়া সংগ্রাহক ও বায়ুর প্রকোপকর, অগ্নিকর, মলমূত্রজনক, বিশদ, অল্পমাদক ও গুরুপাক।

গৌড়সীধু (গুড়জাত তীক্ষ্ণ মদ্য) কষায়, মধুর, পাচক ও অগ্নিকর।

শার্করশীধু (শর্করাজাত তীক্ষ্মমদ) মধুর, রুচিকর, অগ্নিকর, বস্তিশোধনকর, বাতঘ্ন, পরিপাকে মধুর, হৃদ্য ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। পক্বরসজাত শীধু (ইক্ষুরস, গুড়, চিনি প্রভৃতি কোন দ্রব্যের রস অগ্নিতে চোয়াইয়া যে মাদক রস জন্মে; তাহাকে পক্বরসজাত শীধু কহে) ইহা পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট, বলকারী, বর্ণকর, সারক, শোফনাশক, অগ্নিকর, হৃদ্য, রুচিকর, শ্লেষ্মা এবং অর্শের হিতকর।

মাক্ষিকশীধু শরীরকৃশকারী, শীতলরসবিশিষ্ট, শোথ ও উদররোগনাশক, বর্ণকর, স্বর ও ব্রণের পক্ষে হিতকর, কোষ্ঠরোগ ও অর্শরোগের শান্তিকর, পাণ্ডুরোগনাশক, মল ও মূত্রের কঠিনতাসম্পাদক, লঘু, কষায়, মধুর, পিত্তঘ্ন ও রক্তপ্রসাদনকর।

জাম্ববশীধু (জামফলের মদ্য) মলমূত্ররোধক, কষায় ও বায়ুপ্রকোপকর। সুরাসব (তাল খর্জ্জুর প্রভৃতির রস মাতিয়া উঠিলে সুরাসব হয়) ইহা তীক্ষ্ণ, হৃদ্য, মূত্রবৃদ্ধিকর, কফ ও বায়ুর শান্তিকর, মুখপ্রিয়। স্থিরমদ, অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী মদ মত্ততাকর ও বায়ুনাশক, মধ্বাসব (মধুজাত আসব) লঘু, ছেদক, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষের শান্তিকর, তিক্ত, কষায়, শোফঘ্ন তীক্ষ্ণ, স্বাদু, অথচ বায়ুবৃদ্ধিকর নহে।

মৈরেয় আসব (ধাতকী পুষ্প, গুড় ও আমানীসংযোগে যে মাদক রস প্রস্তুত হয়, তাহাকে মৈরেয় আসব কহে) ইহা তীক্ষ্ণ, কষায়, মাদক, অর্শ, কফ ও গুল্মনাশক, কৃমি, মেদ ও বায়ুর শান্তিকর এবং গুরুপাক।

মৃদ্বীক ইক্ষুরসাসব (আঙ্গুর ও ইক্ষুরসসংযোগে যে মাদক রস প্রস্তুত হয়,) বলকর, পিত্তনাশক ও বর্ণকর। মধুপুষ্পজাত শীধু—বিদাহী, অগ্নিকর, বলকর, রুক্ষ, কষায়, কফনাশক ও বাতপিত্তের প্রকোপকর।

অন্যান্য কন্দমূল ও ফলজাত আসবের গুণ তাহাদিগের রস দ্বারা নির্ণয় করিবে। নূতন মদ্য—চক্ষুরোগকারী, গুরুপাক, বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপকর, অনিষ্টগন্ধযুক্ত, বিরস ও বিদাহী। পুরাতন মদ্য সুগন্ধি, অগ্নিকর, মুখপ্রিয়, রুচিকর, কৃমিনাশক, নাড়ীপথের শোধনকর, লঘু ও বায়ুপিত্তের শান্তিকর।

অরিষ্ট দ্রব্যসংযোগে সংস্কৃত হওয়াতে অধিক গুণকারী হয়। এই কারণ বহুদোষের নাশক, কফ-বাতঘ্ন, সারক, পিত্তবিরোধকারী, শূল, আধ্মান, উদররোগ, প্লীহা, জ্বর, অজীর্ণ ও অর্শের হিতকর।

অরিষ্ট, আসব এবং শীধু ইহাদিগের দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া এবং প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিবে। ইহা গাঢ় হইলে বিদাহী, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, বিরস, কৃমিকর ও গুরুপাক হইয়া থাকে। তরুণ হইলে অপ্রিয় ও তীক্ষ্ণ এবং মন্দপাত্রে থাকিলে উষ্ণ হয়। যে মদ্য অল্প ওষধিবিশিষ্ট, পর্য্যুষিত, নির্ম্মল ও পিচ্ছিল, অথবা যাহা পাত্রে অবশিষ্ট থাকে, তাহা গ্রহণ করিতে নাই। যে মদ্যের উপকরণদ্রব্য অল্প ও যাহা তরুণ এবং পিচ্ছিল, সেই মদ্য গুরুপাক, কফপ্রকোপকর এবং দুর্জর। উপকরণ দ্রব্য অতিরিক্ত হইলে মদ্য পিত্ত-প্রকোপকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী, অপ্রিয়, ফেনিল, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, কৃমিকর, বিরস ও গুরুপাক হইয়া থাকে। পর্য্যুষিত হইলে বায়ুর প্রকোপকর ও সকল প্রকার দোষজনক। যে মদ্য অধিককাল থাকাতে জাতরস হয়, তাহা বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, রুচিকর, নির্দ্দোষ, সুগন্ধি, সেবনযোগ্য ও মাদক।

রস ও বীর্য্যভেদে মদ্য নানা প্রকার। মদ্য বীর্য্যকর, সূক্ষ্ম, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও প্রফুল্লকর বলিয়া জঠরাগ্নির সহিত হৃদয়দেশস্থ ধমনীপথে প্রবেশপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গমন করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সঞ্চালিত ও উন্মাদিত করে। মদ্যপান করিলে শ্লেষ্মাপ্রকৃতির লোক অধিক বিলম্বে মত্ত হয়, বায়ুপ্রকৃতির লোক অনতিবিলম্বে মত্ত হয় এবং পিত্তপ্রকৃতির লোক শীঘ্রই মত্ত হয়। মদ্যপানে মত্ত হইলে সাত্ত্বিকপ্রকৃতি পুরুষের শৌচ, দাক্ষিণ্য, হর্ষ, সৌন্দর্য্যাভিলাষ, গীত, অধ্যয়ন ও সুরতক্রীড়াতে উৎসাহ জন্মিয়া থাকে। রাজসিক প্রকৃতিলোকের দুঃখশীলতা, সাহসপূর্ব্বক আত্মত্যাগ ও কলহেচ্ছা জন্মিয়া থাকে। তামসিকপ্রকৃতিলোকের অশৌচ, নিদ্রা, মাৎসর্য্য, অগম্যাগমনাভিলাষ এবং অসত্যভাষণ এই সকল ঘটিয়া থাকে। কোন ফল বা মূল লবণযুক্ত তৈলে মগ্ন করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে, পরে জলে ফেলিয়া রাখিবার পর, মাতিয়া উঠিলে তাহা শুক্ত হয়। ইহা মদ্যের ন্যায় মাদক। গুণ—রক্তপিত্তকর, ছেদক, পাচক, স্বরের বিকৃতিকর, জারক, শ্লেষ্মা, পাণ্ডু ও কৃমিনাশক এবং লঘুপাক। এই শুক্ত চোঁয়াইয়া যে রস জন্মে, তাহা তীক্ষ্ণোষ্ণ, মূত্রল, হৃদ্য, কফঘ্ন, কটুপাক ও বিশেষরূপে রুচিকর। গুড়রস কিংবা মধুসংযোগে যে সকল শুক্ত প্রস্তুত হয়, তাহা চক্ষুরোগকর ও লঘু।

(সুশ্রুত শারীরস্থা° মদ্যবর্গ ৪৫ অ° ও উত্তরতন্ত্র ৪৭অ°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, মদ্য, শীধু, মৈরেয়, মিরা, মদিরা, সুরা, কাদম্বরী, বারুণী, হালা ও বলবল্লভা এই কএকটী মদ্যের নাম। সামান্যতঃ লোকে মাদকার্থ যে সকল বস্তু ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাকেই মদ্য কহে। এই মদ্য অরিষ্ট, সুরা, শীধু ও আসব প্রভৃতি ভেদে নানা প্রকার।

সকল প্রকার মদ্যই উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, ভেদক, রুক্ষ, অতিশয় কফকারক, অম্লরস, অগ্নিদীপ্তিকারক, রুচিজনক, পাচক, আশুকারী, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্মমার্গানুসারী এবং বিশদ। ঔষধ ও জল একত্র সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে অরিষ্ট কহে। অরিষ্ট সকল প্রকার মদ্য অপেক্ষা গুণাধিক্যজনক, বিশেষতঃ লঘুপাক। অরিষ্টসমূহের গুণ উহার উপাদান-দ্রব্যের গুণের ন্যায় জানিতে হইবে।

শালি ও ষষ্টিক পিষ্ট প্রভৃতি দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে সুরা কহে। সুরা গুরু, বলজনক, স্তন্যবর্দ্ধক, শরীরের পুষ্টিসম্পাদক, মেদোজনক, কফপ্রদায়ক, ধারক এবং শোথ, গুল্ম, অর্শ, গ্রহণী ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

বারুণী সুরার প্রভেদমাত্র। পুনর্ণবা শিলাতে পেষণ করিয়া যে সুরা প্রস্তুত হয়, তাহাকে বারুণী কহে। তাল অথবা খেজুরের রস মিশ্রিণে যে সুরা প্রস্তুত হয়, তাহাও বারুণী নামে অভিহিত। বারুণী সুরার ন্যায় গুণদায়ক, বিশেষতঃ লঘু, এবং পীনশ, আধ্মান ও শূলনাশক।

ইক্ষুরস সিদ্ধ করিয়া যে শীধু প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে পক্করসশীধু এবং অপক্ক ইক্ষুরস দ্বারা যে শীধু প্রস্তুত হয়, তাহাকে শীতরসশীধু বলা যায়। পক্করসশীধু শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক, স্বর ও বর্ণপ্রসাধক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, বলকারক, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, সদ্যঃস্নিগ্ধকারক, রুচিজনক এবং মেদ, শোষ, অর্শ, শোথ, উদর ও কফরোগনাশক। শীতরসশীধু পক্করসশীধু হইতে অল্পগুণদায়ক, বিশেষতঃ লেখনগুণযুক্ত।

অপক্ক ঔষধ ও জল দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে আসব কহে। আসবের গুণ উপাদানসামগ্রীর ন্যায় জানিতে হইবে।

নূতন মদ্য—অভিষ্যন্দী, ত্রিদোষজনক, সারক, অহৃদ্য, শরীরের উপচয়কারক, দাহজনক, দুর্গন্ধযুক্ত, বিশদগুণান্বিত এবং গুরু। পুরাতন মদ্য—রুচিজনক, কৃমিনাশক, কফঘ্ন, বাতাপহারক, হৃদয়গ্রাহী, সুগন্ধি, লঘু ও রেতঃশোধক; ইহাই বিশেষ গুণকারী।

মদ্যপানের বিধানানুসারে যথাকালে উপযুক্তমাত্রায় হিতকর-দ্রব্যের সহিত হৃষ্টচিত্তে যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, তাহার ঐ পীত মদ্য অমৃতের ন্যায় গুণকারী হয়। কিন্তু মদ্য স্বভাবতঃ অন্নের ন্যায় জানিতে হইবে, অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক সেবন করিলে অন্নপানাদি যেরূপ দেহের হিতকর এবং অবিধিপূর্ব্বক সেবন করিলে যেরূপ অহিতকর, মদ্যও তদ্রূপ জানিবে, সুতরাং যথানিয়মে পান করিলে অমৃততুল্য এবং নিয়মাতিক্রমে পান করিলে রোগের হেতুভূত হইয়া থাকে।

মদ্য পান করিয়া মুথা, এলবালুকা, কুড়, জীরা, ধনে ও এলাচ একত্র চর্ব্বণ করিলে মদ্যজনিত মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

(ভাবপ্র০ মদ্যবর্গ)

চরক প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে মদ্যের বিষয় এইরূপই লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ব্রাহ্মণের মদ্য পান করিতে নাই। মদ্যপানে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়। মহানুভব শুক্রাচার্য্য সুরার প্রতি এই অভিশাপবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন,—

"যো ব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিৎ
মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ।
অপেতধর্ম্মো ব্রহ্মহা চৈব স স্যা-
দস্মিল্লোঁকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ॥
ময়া চেমাং বিপ্রধর্ম্মোক্তসীমাং
মর্য্যাদাং বৈ স্থাপিতাং সর্ব্বলোকে।
সন্তো বিপ্রাঃ শুশ্রুবাংসো গুরূণাং
দেবা লোকাশ্চোপশৃণ্বন্তু সর্ব্বে॥" (মহাভারত ১৩৯ অ০)

আজ হইতে যে ব্রাহ্মণ মোহহেতু সুরাপান করিবে, সেই মন্দবুদ্ধি ধর্ম্মচ্যুত, ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত এবং ইহ ও পরলোকে গর্হিত হইবে। আমি ব্রাহ্মণের ধর্ম্মবিষয়ে এই সীমা ও মর্য্যাদা জগতে স্থাপন করিলাম। ইহা সাধুগণ, ব্রাহ্মণগণ, দেবগণ প্রভৃতি শ্রবণ করুন।

রাজনির্ঘণ্টে লিখিত আছে,—দ্বিজ ঔষধার্থেও মদ্যপান করিবেন না। এই স্থলে দ্বিজ শব্দ দ্বারা কেবল ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে। এই শ্রেষ্ঠ বর্ণেরই মদ্যপান নিষিদ্ধ। মৃতব্যক্তি যদি জীবন পায়, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণকে মদ্যপান করাইবে না।

"মদ্যপ্রয়োগং কুর্ব্বন্তি শূদ্রাদিষু মহার্ত্তিষু।
দ্বিজৈস্ত্রিভিস্তু ন গ্রাহ্যং যদ্যপ্যুজ্জীবয়েন্মৃতম্॥" (রাজনি০)

পুরাণাদিতেও ব্রাহ্মণের মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"অদেয়ঞ্চাপ্যপেয়ঞ্চ তথৈবাস্পৃশ্যমেব চ।
দ্বিজাতীনামনালোচ্যং নিত্যং মদ্যমিতি স্থিতম্॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মদ্যং নিত্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
পীত্বা পততি কর্ম্মভ্যস্ত্বসম্ভাষ্যো দ্বিজোত্তমঃ॥"

(কূর্ম্মপু০ ১৬ অ০)

দ্বিজাতিদিগের মদ্য অদেয়, অপেয়, অস্পৃশ্য, অতএব দ্বিজাতিগণ অতিশয় যত্নসহকারে মদ্য পরিত্যাগ করিবেন, যদি কোন শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণও মদ্যপান করেন, তবে তিনিও কর্ম্ম

হইতে পতিত হন এবং তাঁহার সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিতে নাই।

গরুড়পুরাণের ২২ অধ্যায়েও দ্বিজাতির মদ্যপানের বিষয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তৎপ্রমাণাদি প্রদর্শিত হইল না।

তন্ত্র-মতেও মদ্যপান নিষিদ্ধ—

"নারিকেলঞ্চ খার্জ্জুরং পানসঞ্চ তথৈব চ।
ঐক্ষবং মধুকং টাঙ্কং তালঞ্চৈব চ মাক্ষিকম্॥
দ্রাক্ষন্ত দশমং জ্ঞেয়ং গৌড়ং চৈকাদশং স্মৃতম্।
পৈষ্টঞ্চ দ্বাদশং প্রোক্তং সর্ব্বেষামধমং স্মৃতম্॥
মধ্যমং মধুজং গৌড়ং শেষঞ্চোত্তমমিষ্যতে।
এতদ্দ্বাদশকং মদ্যং ন পাতব্যং দ্বিজৈঃ ক্বচিৎ।
ক্ষত্রিয়াদিঃ পিবেৎ সর্ব্বং পৈষ্টীমেকান্ত বর্জ্জয়েৎ॥
সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাৎ কামাৎ তক্রাদিমিশ্রিতাম্।
ত্রৈবার্ষিকং ব্রতং কুর্য্যাদীষন্মিশ্রে তু বার্ষিকম্॥
তক্রাদিমিশ্রিতাং কিঞ্চিৎ সুরাং পীত্বা হ্যকামতঃ।
কৃচ্ছ্রাব্দপাদমুচ্চার্য্য পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥
মুখপ্রবেশমাত্রন্তু প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমাচরেৎ।
অনুপনীতো দেবেশি! ব্রতং ত্রৈবার্ষিকঞ্চরেৎ॥"

(শ্রীমৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্র চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রে ৩৬ পটল)

নারিকেল, খর্জ্জুর, পানস, ঐক্ষব, মধুক, টাঙ্ক, তাল, মাক্ষিক, দ্রাক্ষ, গৌড়, পৈষ্ট ও মধুজ এই দ্বাদশ প্রকার মদ্য। এই দ্বাদশ প্রকার মদ্যই ব্রাহ্মণের অপেয়। এই সকল মদ্যের মধ্যে পৈষ্টমদ্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, মধুজ ও গৌড় মদ্য মধ্যম, ইহা ভিন্ন আর সকল প্রকার মদ্য উৎকৃষ্ট। ক্ষত্রিয়াদি পৈষ্ট মদ্য ভিন্ন অপর একাদশবিধ মদ্য পান করিতে পারিবে। অনুপনীত ব্যক্তি মদ্য পান করিলে ত্রৈবার্ষিক ব্রত আচরণ করিবে।

"পৈষ্টীপানে ব্রাহ্মণস্য মরণান্তিকমুচ্যতে।
মাধ্বী-গৌড়া-সুরাপানে দ্বাদশাব্দং বিধীয়তে॥
ইতরেষান্ত পানেন শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণেন তু।
রাজন্যবৈশ্যয়োশ্চাপি গৌড়ী মাধ্বী ন শস্যতে॥
মোহাৎ ক্ষত্রশ্চ বৈশ্যশ্চ পীত্বা কৃচ্ছ্রদ্বয়ং চরেৎ।
শূদ্রোঽপি গৌড়ীং পৈষ্টীঞ্চ ন পীবেদ্দীনসংস্কৃতাম্॥
কামাৎ পীত্বা সুরাং বিপ্রো মরণান্তিকমাচরেৎ॥
চরেচ্চান্দ্রায়ণং জ্ঞানাৎ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব চ।
পৈষ্টীপানে তু শূদ্রস্য প্রাজাপত্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥
জ্ঞানাদভ্যাসযোগে তু চান্দ্রায়ণত্রয়ং স্মৃতম্॥"

(মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্র চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রে ৩৬ পটল)

ব্রাহ্মণ পৈষ্টীমদ্য পান করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। মাধ্বী ও গৌড়ীসুরাপানে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত এবং অন্য মদ্য-সেবনে চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গৌড়ী ও মাধ্বীমদ্য পান করিলে কৃচ্ছ্র-ব্রতাচরণে শুদ্ধিলাভ করিবে।

মদ্যপান শূদ্রেরও নিষিদ্ধ। শূদ্র পৈষ্টী-মদ্যপানে প্রাজাপত্য-ব্রতানুষ্ঠান করিবে। এই সকল প্রায়শ্চিত্ত অজ্ঞানতঃ ও একবারের পক্ষে জানিতে হইবে। জ্ঞানপূর্ব্বক সেবনে এবং অভ্যাসে চান্দ্রায়ণত্রয় আচরণ করিতে হয়।

উৎপত্তিতন্ত্রে লিখিত আছে—

"সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।
কলৌ তু ভারতে বর্ষে লোকা ভারতবাসিনঃ।
গৃহে গৃহে সুরাং পীত্বা বর্ণভ্রষ্টা ভবন্তি হি॥"

(উৎপত্তিতন্ত্র ৬৪ পটল)

যাহাদের মন্ত্র সিদ্ধ হয়, তাহারাই বীর, কেবল মদ্যপানে বীর হয় না। কলিকালে ভারতবর্ষে মদ্যপান করিলে বর্ণ-ভ্রষ্ট হইতে হয়। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে—

"দিব্যবীরময়ো ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।
কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্॥" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

কলিকালে দিব্য ও বীরভাব নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেবল পশুভাবেই মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। ভৈরবতন্ত্রে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণ মহাদেবীকে মদ্য নিবেদন অথবা নিজে ভক্ষণও করিবেন না।

"ন দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন।
ক্ষেমকামো ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ॥"(ভৈরবত)
"নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রে গব্যং তথা মধু।
রাজন্যবৈশ্যয়োর্দেয়ং ন দ্বিজস্য কদাচন॥
এবং প্রদানমাত্রেণ হীনায়ুর্ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥" (আগমতত্ত্ববিলাস)

কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক, তাম্রপাত্রে গব্য ও মধু, এই সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে দেয়। কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে নহে।

স্মৃতি,তন্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছে। মনুতে লিখিত আছে—

"সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাৎ ততঃ॥
সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে।
তস্মাদ্ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥
গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়াস্ত্রিবিধাঃ সুরাঃ।
যথৈবৈকা তথা সর্ব্বা ন পাতব্যা দ্বিজোত্তমৈঃ॥

যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ॥" (মনু ১১ অ০)

ব্রাহ্মণ মোহপ্রযুক্ত সুরাপান করিলে, অগ্নিবর্ণ সুরাপানে দেহত্যাগ করিয়া পাপমুক্ত হইবেন। সুরা অন্নের মল, এইজন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেরই মদ্য অপেয়। গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী এই তিন প্রকার সুরা। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন সুরাই পান করা বিধেয় নহে।

"মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং" (উশনাঃ)

মদ্য দান, পান ও গ্রহণ করিতে নাই।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—দেবতার উদ্দেশে মদ্য নিবেদন করিলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হন।

"স্বগাত্ররুধিরং দত্বা আত্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ।
মদ্যং দত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥" (কালিকাপু০)

সকল শাস্ত্রেই মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মদ্যপান বিশেষ নিন্দিত।

মদ্য দ্বাদশবিধ, তাহা পূর্ব্বেই অভিহিত হইয়াছে, ইহা সেবনে মত্ততা উপস্থিত হয়, এই জন্য ঐ সকলের নামই মদ্য। প্রায়শ্চিত্তের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"গৌড়ীং মাধ্বীং সুরাং পৈষ্টীং পীত্বা বিপ্রঃ সমাচরেৎ।
তপ্তকৃচ্ছ্রং পরাকঞ্চ চান্দ্রায়ণমনুক্রমাৎ॥" (প্রায়শ্চিত্তবি০)

গৌড়া, মাধ্বা, ও পৈষ্টীমদ্য পান করিয়া ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্র, পরাক ও চান্দ্রায়ণ অনুষ্ঠান করিবেন। এই ত্রিবিধ সুরাপান করিলে ব্রাহ্মণের মহাপাতক হয়। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গৌড়ী ও মাধ্বী এই দ্বিবিধ মদ্যপানে মহাপাতক হইবে না। কিন্তু পৈষ্টী সুরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই পান করা নিষিদ্ধ।

"একা মাধ্বী চ গৌড়া চ পৈষ্টী চ ত্রিবিধাঃ সুরাঃ।
দ্বিজাতিভির্ন পাতব্যাঃ কদাচিদপি কর্হিচিৎ॥"

ইতি যমবচনে দ্বিজাতিপদং ব্রাহ্মণপরমেব, অতএব দ্বিবিধ-সুরাপানে ন ক্ষত্রিয়াদীনাং মহাপাতকং। তাবদস্তু দোষাভাব-মেবাহ বৃদ্ধযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"কামাদপি হি রাজন্যো বৈশ্যো বাপি কথঞ্চন।
মদ্যমেব সুরাং পীত্বা ন দোষং প্রতিপদ্যতে॥
তদেবং পৈষ্টীনিষেধস্ত্রৈবর্ণিকানাং, গৌড়ীমাধ্বীনিষেধস্তু ব্রাহ্মণানামেব।" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

এই বচন দ্বারা বুঝা যায় যে, গৌড়ী ও মাধ্বীসুরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে পান করিলে দোষাবহ হইবে না। কিন্তু পৈষ্টীমদ্য-পানে মহাপাতক হইবে। উপরি-উক্ত বচনে যে "দ্বিজাভির্ন-পাতব্যা" এইরূপ অভিহিত হইয়াছে, তাহাতে দ্বিজাতিপদে ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে। কারণ, অন্যান্য বচনে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মদ্যপানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং বচনসকলের সঙ্গতির জন্য দ্বিজাতিপদ ব্রাহ্মণপর, ইহাই সুসঙ্গত।

ব্রাহ্মণের স্ত্রীগণও মদ্যপান করিতে পারিবে না। যে ব্রাহ্মণী মদ্যপান করে, তাহার পতিলোকগমনে অধিকার থাকে না।

"তজ্জাতেঃ স্ত্রীণামপি সুরাপাননিষেধঃ, যথা ভবিষ্যে,—
"তস্মাৎ ন পেয়ং বিপ্রেণ সুরামদ্যং কথঞ্চন।
ব্রাহ্মণ্যাপি ন পেয়া বৈ সুরা পাপভয়াবহা॥"
"যা ব্রাহ্মণী সুরাপী স্যান্নৈতাং দেবাঃ পতিলোকং নয়ন্তি। শ্রুতি।
ন চৈবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যস্ত্রীণামনিষেধঃ॥" (প্রায়শ্চিত্তবি০)

মনুতে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিয়া মরণান্ত যে প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে, তাহা জ্ঞানতঃ এবং অভ্যাসতঃ, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ পান করিলে ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

"এতচ্চ মরণপ্রায়শ্চিত্তং কামকৃতে যথাহ বৃহস্পতিঃ—
"সুরাপানে কামকৃতে জ্বলন্তীং তাং বিনিঃক্ষিপেৎ।
মুখে স হি বিনির্দগ্ধো মৃতঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥"প্রায়শ্চিত্তবি০

এই যে সকল প্রায়শ্চিত্তের বিধান লিখিত হইল, তাহা গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী সম্বন্ধে জানিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ পানস, দ্রাক্ষ প্রভৃতি মদ্যপান করিলে ত্রৈরাত্রিক ব্রতাচরণ দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

"অপর্য্যুষিত-পানসাদ্যেকাদশবিধমদ্যপানে ত্রিরাত্রং। পানসং দ্রাক্ষমাধূকমিত্যাদ্যভিধায়, পুলস্ত্যঃ,—

"দ্রাক্ষেক্ষুটঙ্কখর্জ্জূর-পনসাদেশ্চ যো রসঃ।
সদ্যোজাতন্তু তং পীত্বা ত্র্যহাৎ শুদ্ধ্যেৎ দ্বিজোত্তমঃ॥"
(প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীর প্রায়শ্চিত্ত অর্দ্ধেক।

[অন্যান্য বিষয় মদ্য ও সুরাসার শব্দে দেখ।]

তন্ত্রে কৌলাচারীদিগের মদ্যপানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"কুলাচাররতো বীরঃ কুলসঙ্গী সদা ভবেৎ।
সম্বিদাসেবনং কুর্য্যাৎ সোমপানং মহেশ্বরি॥
সুরাপানরতো নিত্যং বলিপূজাপরায়ণঃ।
নরশ্ছাগশ্চ মহিষো মেষঃ শূকর এব চ॥
ইত্যাদেস্তু বলের্দ্দানৈঃ পূজয়েৎ স্বেষ্টদেবতাম্।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রকুর্য্যাচ্চ দিনে দিনে॥
কুলবারে কুলর্ক্ষে চ তিথৌ চ কুলকে তথা।
ভৈরব্যাঃ কল্পিতং চক্রং সংস্থাপ্য পূর্ব্ববৎ প্রিয়ে॥

সুরাণাং শোধনং কুর্য্যাৎ যথাবৎ পরমেশ্বরি।
প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ॥
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্।
বিজয়াঞ্চানুকল্পঞ্চ দ্বিজো দদ্যাদ্ যুগে যুগে॥"

(উৎপত্তিতন্ত্র ৬৩ পটল)

কুলাচারিগণ সর্ব্বদা কুলসঙ্গী হইয়া সোমপান করিবেন। শক্তির উদ্দেশে বলি ও পূজা দিয়া নিত্য সুরাপানে রত থাকিবেন। কুলবার, কুলতিথি ও কুলনক্ষত্রে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ভৈরবীচক্রের কল্পনা করিবেন, ভৈরবীচক্র কল্পিত হইলে সুরাশোধন করিতে হয়। এই চক্রে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন। ইহার অবসান হইলে পুনরায় যে যে বর্ণ, সে সেই বর্ণই থাকে। ইহাতে বিজয়া (সিদ্ধি) ও অনুকল্প-দ্রব্য দেওয়া আবশ্যক। সুরার অভাবে গোক্ষীর অনুকল্প হইতে পারে।

"দ্রব্যাভাবে চানুকল্পৈঃ পূজয়েৎ পরদেবতাম্।
সুরাভাবে চ গোক্ষীরং দ্বিজো দদ্যাদ্ যুগে যুগে॥"

(নিরুত্তরতন্ত্র ৫ পটল)

তন্ত্রমতে, শোধন না করিয়া ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে ব্রহ্মঘাতী এবং শোধিত সুরা পান করিলে ব্রাহ্মণ জলদগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া থাকেন।

"অসংস্কৃতাং সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মহা ভবেৎ।
সংস্কৃতাস্তু সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো জলদগ্নিবৎ॥"

(উৎপত্তিতন্ত্র)

আবার মাতৃকাভেদতন্ত্রে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণ মদ্যপান করিলে মহামোক্ষ এবং তৎক্ষণাৎ শিবরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ক্ষত্রিয়াদি সাযুজ্য প্রভৃতি মহামোক্ষ লাভ করেন। যেরূপ জলে জল লীন হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ মদ্যপান দ্বারা ব্রহ্মে লীন হন। মদ্যপান ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান হয় না। গায়ত্রী জপ করিলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তাহা নহে, যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তখনই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞান শব্দের অর্থ এইরূপ,—দেবতাদিগের অমৃত ব্রহ্ম, তাহাই লৌকিক সুরা এবং এই সুরত্বভোগমাত্রই সুরা নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মশাপাদি মোচনরূপ মন্ত্রপাঠ করিলে সুরা ব্রহ্মময়ী হইয়া থাকে। মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত-সুরায় পাপ দূর হয় ও মুক্তি ঘটিয়া থাকে। এইরূপ সুরাপান করিলে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণপদবাচ্য, বেদজ্ঞ, অগ্নিহোত্রী ও দীক্ষাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন।

"ব্রাহ্মণস্য মহামোক্ষো মদ্যপানে প্রিয়ংবদে।
ব্রাহ্মণঃ পরমেশানি বহ্নি পানাদিকং চরেৎ॥
তৎক্ষণাৎ শিবরূপোঽসৌ সত্যং সত্যং হি শৈলজে॥
তোয়ে তোয়ং যথা লীনং তৈজসং তৈজসে যথা।
ঘটে ভগ্নে যথাকাশং বায়ৌ বায়ুর্যথা প্রিয়ে॥
তথৈব মদ্যপানেন ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণি প্রিয়ে।
লীয়তে নাত্র সন্দেহঃ পরমাত্মনি শৈলজে॥
সাযুজ্যাদিমহামোক্ষং নিযুক্তং ক্ষত্রিয়াদিষু।
মদ্যপানং বিনা দেবি তত্ত্বজ্ঞানং ন লভ্যতে॥
অতএব হি বিপ্রস্তু মদ্যপানং সমাচরেৎ।
বেদমাতৃজপেনৈব ব্রাহ্মণো ন হি শৈলজে॥
ব্রহ্মজ্ঞানং যদা দেবি! তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
দেবানামমৃতং ব্রহ্ম তদেব লৌকিকী সুরা॥
সুরত্বং ভোগমাত্রেণ সুরা তেন প্রকীর্ত্তিতা।
মন্ত্রত্রয়ং সদা পাঠ্যং ব্রহ্মশাপাদিমোচনম্॥
প্রকুর্য্যাত্তু হি যেনৈব তদা ব্রহ্মময়ী সুরা।
হবিরারোপমাত্রেণ বহ্নির্দীপ্তো যদা ভবেৎ॥
শাপমোচনমাত্রেণ সুরা মুক্তিপ্রদায়িনী।
অতএব হি দেবেশি! ব্রাহ্মণঃ পানমাচরেৎ॥
স ব্রাহ্মণঃ স বেদজ্ঞঃ সোঽগ্নিহোত্রী স দীক্ষিতঃ।
বহু কিং কথ্যতে দেবি স এব নির্গুণাত্মকঃ॥
মুক্তিমার্গমিদং দেবি! গোপ্তব্যং পশুসঙ্কটে।
প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ নিন্দনীয়ো ন চান্যথা॥"

(মাতৃকাভেদতন্ত্র ৩ পটল)

সুরা শোধন করিয়া পান করিতে হয়। সুরাশোধনবিধির বিষয় তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—

পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বামে গুরুগণকে এবং দক্ষিণে গণপতিকে নমস্কারপূর্ব্বক মধ্যদেশে দেবীকে প্রণাম করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিতে হইবে। তদনন্তর সমস্ত শরীরে মাতৃকাবর্ণন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস, ও স্বকল্পবিধানানুসারে ষড়ঙ্গন্যাস করা বিধেয়। অনন্তর ভূমিতে ত্রিকোণ বা ষট্‌কোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপর মদ্যপাত্র রাখিতে হইবে। 'ফট্' এই মন্ত্র দ্বারা পাত্র প্রোক্ষণপূর্ব্বক মূল মন্ত্র দ্বারা ঐ ঘটে মদ পূরিয়া চতুর্দ্দশ স্বরান্বিত শক্তিবীজ, নাদবিন্দুসংযোগে তদুপরি একশত বার জপ করিতে হইবে। পরে ধেনু, যোনি, গালিনী ও মৎস্যমুদ্রা দেখাইবে।

"শিব উবাচ।—
শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি তেষাং বৈ শোধনক্রিয়াম্।
পদ্মাসনেন সংবিশ্য করপুটং সমাচরেৎ॥
বামে গুরূন্নমস্কৃত্য দক্ষিণে গণপতিং স্মরেৎ।
মধ্যে দেবীং নমস্কৃত্য প্রাণায়ামত্রয়ঞ্চরেৎ॥

শরীরে মাতৃকাং ন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসমাচরেৎ।
স্বকল্লোক্তবিধানেন ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥
পশ্চাদ্ ভূমৌ ত্রিকোণং বা ষট্‌কোণং বা মহেশ্বরি।
বিলিখ্য মণ্ডলং শুদ্ধং তস্যোপরি ঘটং ন্যসেৎ ॥
বহুধা প্রোক্ষণং কৃত্বা ফট্‌কারেণ পুনঃ পুনঃ।
ততস্তস্মিন্ কারণন্তু মূলেনৈব চ স্থাপয়েৎ ॥
মাতৃবর্ণেন দেবেশি! বিপরীতেন চৈব হি।
পুনঃ ফট্‌কারমন্ত্রেণ প্রোক্ষণং কারয়েৎ সুধীঃ ॥
ততো বিয়চ্ছক্তিবীজং চতুর্দ্দশস্বরান্বিতম্।
নাদবিন্দুযুতং কৃত্বা তস্যোপরি শতং জপেৎ ॥
ততো মূলং জপেন্মন্ত্রং মায়াবীজং ততঃ পরম্।
ধেনুং যোনিং গালিনীঞ্চ ত্রিখণ্ডং মীনসংজ্ঞকম্।
দর্শয়িত্বা বরারোহে ঘটং ধৃত্বা পঠেন্মনুম্ ॥"

(কৈবল্যতন্ত্র ২ পটল)

পরে এই মদ্যপূর্ণ ঘট ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্ ॥
ওঁ সূর্য্যমণ্ডলসম্ভূতে বরুণালয়সম্ভবে।
অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্ ॥
ওঁ বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি।
তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে আনন্দভৈরবকে ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান যথা,—

"রক্তবর্ণং চতুর্ব্বাহুং ত্রিনেত্রং বরদং শিবম্ ॥
জটাজূটধরং দেবং বাসুকিকণ্ঠভূষিতম্ ॥
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ মুদ্গরং পাশমুত্তমম্।
ধারিণং তং যজেদ্দেবং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং শিবম্ ॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হইবে। পরে নিম্নোক্ত ধ্যানে আনন্দ-ভৈরবীর পূজা করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"আনন্দভৈরবীং দেবীং বরাভয়লসৎকরাম্।
ঘোররূপাং বরারোহাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসম্ ॥
রক্তবর্ণাং মহারৌদ্রীং সহস্রভৈরবান্বিতাম্।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যৈঃ স্তূয়মানাং শিবাং ভজে ॥"

পরে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ঐক্য ভাবনা করিয়া সুধাগায়ত্রী স্মরণ করিতে হইবে। গায়ত্রী যথা—'ওঁ সুধাদেব্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।'

এই গায়ত্রী পাঠ করিলে পরে মদ্যশুদ্ধি হয়। এই সুধা মধ্যে বিল্বদণ্ড দ্বারা মূল মন্ত্র লিখিয়া রক্তবস্ত্রে পূজা করিয়া ইহা আচ্ছাদন করিতে হইবে। পরে এই মদ্য নির্ব্বিকারচিত্তে পান করিবে, এইরূপে মদ্য পান করিলে ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই হইয়া থাকে।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বিষয়াণাঞ্চ পার্ব্বতি!
সর্ব্বেষাং কারণং যস্মাৎ কারণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
অস্মাকঞ্চ মহেশানি শরীরকারণং হি তৎ।
মৃত্যুঞ্জয়োঽহং বীরেশি বীরকার্য্যপ্রসাদতঃ ॥
নির্ব্বিকারেণ দেবেশি নির্ব্বিকল্পেন চেতসা।
সেব্যমানং কুলং ভদ্রে ভক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥
নির্ব্বিকল্পো মহেশানি মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ।
সবিকল্পো বরারোহে রৌরবং যাতি নিশ্চিতম্ ॥"

(কৈবল্যতন্ত্র ২ পটল)

প্রাণতোষিণী প্রভৃতিতেও মদ্যশোধনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

[সুরা দেখ]

২ বাসুদেবপত্নী। (ভাগবত ৯।২৪।৪৫) ৩ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ২২টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"সপ্তভকারকৃতাবসিতৌ চ গুরুঃ কবিভিঃ কথিতা মদিরা"

(বৃত্তরত্না০ টীকা)

এই ছন্দের ১, ৪, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ১৯, ২২ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু।

মদিরাক্ষ (ত্রি) মদিরে ইব অক্ষিণী যস্য ইতি (অক্ষোঽদর্শনাৎ। পা ৫।৪।৭৬) ইতি অচ্। ১ খঞ্জনতুল্যনেত্র। (পুং) ২ বিরাটরাজের ভ্রাতা। (ভারত ৪।২০।) স্ত্রিয়াং ঙীপ্, মদিরাক্ষী—মত্তলোচনা।

"অবিদিতসুখদুঃখং নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ
জড়মতিরিহ কশ্চিন্মোক্ষ ইত্যাচচক্ষে।
মম তু মতমনঙ্গস্মেরতারুণ্যঘূর্ণ-
ন্মদকলমদিরাক্ষীনীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ ॥" (অমরু-শ০)

মদিরাগৃহ (ক্লী) মদিরায়া গৃহম্। মদ্যের গৃহ, মদ্যসন্ধান-গৃহ। পর্য্যায়—গঞ্জা।

"ভাণ্ডাগারে বিদুর্গঞ্জং খনৌ গঞ্জা সুরাগৃহে।
মদ্যভাণ্ডে স্মৃতা গুঞ্জা গুঞ্জা স্যাৎ কাককুঞ্চিকা ॥"

(ভরতধৃত হড্ডচন্দ্র)

মদিরাশ্ব (পুং) ১ বিরাট নৃপতির সেনাপতিভেদ। (ভারত উদ্যোগপ০) ২ হিরণ্যহস্তের শ্বশুর প্রাচীন নৃপভেদ।

(ভারত অনুশা০ ১৪৮ অ০)

মদিষ্ঠা (স্ত্রী) মদোঽস্ত্যা অস্তীতি মদ-ইনি ইষ্ঠমতিশয়েন মদিনীতি ইষ্ঠন্, ইনো লোপঃ, টাপ্। মদিরা। (হেম)

মদিষ্ণু (ত্রি) মত্ততাযুক্ত প্রফুল্ল। (নিরুক্ত ৪।১২)

মদী (স্ত্রী) মৃদ্নাতি চূর্ণীকরোতি কৃষ্টক্ষেত্রলোষ্টাদিকমিতি মৃদ্ ইন্; কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীষ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ চষক বস্ত্ত। (নানার্থে হেম) ২ কৃষক বস্ত্ত। (বৈশ্যবর্গে জটাধর)

মদীয় (ত্রি) মম ইদং অস্মচ্ছব্দাদীয়। মৎসম্বন্ধীয়, চলিত আমার।

"হে দেবতাস্তপোহংশেন মদীয়েনৈষ ভূপতিঃ।"

(কথাসরিৎসা° ২৮।৯০)

মদুরা, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণস্থ একটী জেলা। প্রাচীন হিন্দুরাজগণের অধিকারে ইহা মধুরা বা মধুরাপুরী নামে খ্যাত ছিল। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, এই মধুরারাজ্য একটী জেলারূপে পরিণত হয়। ভূপরিমাণ ৮৪০১ বর্গ মাইল। অক্ষা° ৯°৪´ হইতে ১০°৫৫´ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৪´ হইতে ৭৯° ২০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই জেলা ৬টী তালুকে বিভক্ত। তন্মধ্যে রামানন্দ ও শিবগঙ্গা প্রধান। মদুরা-নগরে জেলার বিচার-সদর স্থাপিত।

এই জেলার পশ্চিম ও উত্তরভাগে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা বিস্তৃত। দক্ষিণপশ্চিমের ত্রিবাঙ্কোড় শৈল উহার অংশমাত্র। শেষোক্ত শৈলের পলনীশাখা এই জেলার অন্তর্গত। স্থানীয় লোকে উহাকে বরাহপর্ব্বত বলে। অদূরে উহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কয়টী ৮ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ। এই শৃঙ্গাবলীর মধ্যস্থলে একটী ৭ হাজার ফিট্ বিস্তীর্ণ অধিত্যকা ভূমি। উহার পরিমাণ প্রায় ১ শত মাইল। এখানকার কোদৈকাজল নামক স্থানে য়ুরোপীয়গণের স্বাস্থ্যাবাস প্রতিষ্ঠিত। এই-স্থানে য়ুরোপীয়গণের যত্নে দিন দিন কাফিচাসের উন্নতি হইতেছে। ইহার পূর্ব্বভাগে নাট্টমগ্রামের সন্নিকটে শিরুমলয়, করুণ্ঠমলয়, নাট্টম্ ও অলগড় গিরিশ্রেণী। ইহাদের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ ৪৪০০ ফিট্। ঐ সকল পর্ব্বতে বহু পূর্ব্বকালে জনমানবের বসবাস ছিল। এখন জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে স্থানীয় স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে এবং সেই সকল স্বাস্থ্যাবাস পরিত্যক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মদুরানগরের সন্নিকটে কএকটী গণ্ডশৈল দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে গিরিদুর্গ-শোভিত দিণ্ডিগল এবং অনমলয় (হস্তিপর্ব্বত) ও মুসল-মানদিগের পরম পবিত্র স্কন্দমলয় পর্ব্বত উল্লেখযোগ্য। স্কন্দাচলে জনৈক মুসলমান-সাধুর সমাধিমন্দির অবস্থিত।

দক্ষিণপূর্ব্বে প্রবাহিত বৈগাই নদী এখানকার প্রধান। মদুরানগর এই নদীতীরে অবস্থিত। সুরুলি, বরাহনদী ও বটিলগুণ্ডু বৈগাইনদীর কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। এতদ্ভিন্ন গুণ্ডু ও বর্ষলাই নামে আরও দুইটী নদী আছে। নদীগুলি পার্ব্বতীয় বর্ষার বন্যায় পরিপ্লাবিত হইয়া ভীষণবেগে সমুদ্র-সঙ্গমে গমন করে এবং বৎসরের অপর সকল সময়েই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর ন্যায় বহিয়া যায়। এই সময় নদীবক্ষে আলি বাঁধিয়া জলরোধপূর্ব্বক শস্যক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করা হইয়া থাকে।

সমগ্র জেলার মধ্যে প্রায় ১০৯৮ বর্গ মাইল স্থান পর্ব্বত ও বনে সমাচ্ছন্ন। ঐ বনের প্রায় একতৃতীয়াংশ ইংরাজ-গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। পলনীপর্ব্বতে শালবৃক্ষ ব্যতীত, সুপারি, এলাচ, দারুচিনি ও মরিচাদি জন্মে। পার্ব্বত্য-বিভাগে নানাবর্ণের প্রস্তর পাওয়া যায়। উহার মধ্যে নানা প্রকার ওপাল, স্ফটিক, ক্যালসিডোনী, জেস্পার ও গার্ণেট প্রধান। খনিজ পদার্থের মধ্যে সোরা, লবণ, চূণ ও লৌহের কারবারই অধিক। পলনীপর্ব্বতগাত্র-বিধৌতকারিণী স্রোত-স্বিনাসমূহ হইতে স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়া থাকে।

মদুরারাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস পাণ্ড্যরাজবংশের সহিত জড়িত। মধুরাপুরে পাণ্ড্যরাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রীক্ ভৌগোলিক টলেমী ও পেরিপ্লাসের বর্ণনা হইতে পাণ্ড্য-রাজবংশের সমৃদ্ধির কথা শুনা যায়। মধুরাপুরীর স্থলপুরাণে পাণ্ড্যরাজবংশের উল্লেখ আছে। উহার অধিকাংশস্থল পৌরাণিক উপাখ্যানে গ্রথিত হওয়ায় সাধারণের বিশ্বাসের অযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্ম্ম-প্রচার ও শিবলিঙ্গাদি প্রতিষ্ঠা হইবার আভাস পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের অনুসন্ধানে শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদির সাহায্যে মধুরার পাণ্ড্যরাজকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দ পর্য্যন্ত এখানে পাণ্ড্যরাজ-শাসন বিস্তৃত ছিল। দাক্ষিণাত্যে রাজা রাজেন্দ্রচোলের অভ্যুদয়ে পাণ্ড্যরাজ নিস্তেজ হইয়া পড়েন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষভাগে পাণ্ড্যবংশের শেষ রাজা সুন্দরপাণ্ড্য পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহারই রাজত্ব-কালে মালিক নাএব কাফুর মদুরা অধিকার করেন। অতঃপর মদুরায় ৮ জন মুসলমান রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমান-শক্তির অবসান হইলে ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে কম্পন উদৈয়ার বলপূর্ব্বক মদুরাসিংহাসন অধিকার করেন। ১৪০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মদুরা উক্ত উদৈয়ার-বংশের হস্তে থাকে। ১৪০৪-১৪৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে দুইজন নায়করাজ এবং ১৪৫১-১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুনরায় ৪ জন পাণ্ড্যরাজ ও তৎপরে ১৪৯৯—১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নায়কবংশের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। [বিস্তৃত বিবরণ পাণ্ড্যশব্দে দেখ।]

চোল ও পাণ্ড্যরাজবংশধরদিগকে পরাভূত ও মুসলমান-প্রতিপত্তি অবসন্নপ্রায় দেখিয়া বিজয়নগরের অধিপতিগণ মস্তকোত্তোলন করিয়াছিলেন। ক্রমে এই মহাপ্রভাবশালী রাজবংশ দাক্ষিণাত্যে একটী হিন্দুসাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের প্রারম্ভে বিজয়নগরাধিপ এখানকার নায়কবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ নায়ককে মদুরা-শাসনে নিয়োগ করেন। বিশ্বনাথ স্বীয় বীর্য্যবলে কেবল যে মদুরাসিংহাসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি নিজ রাজ্যাংশ ৭২ জন সর্দ্দারের মধ্যে বিভাগ করিয়া রাজ্যের বল-ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছিলেন। ঐ ৭২ জন পলিগার বা পালৈয়করগণ মদুরা নগরের ৭২টী বুরুজে অবস্থিত থাকিয়া নগর রক্ষা করিতেন। ১৫৫৯—১৫৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশ্বনাথ মদুরাসিংহাসনে আসীন থাকিয়া যে বিস্তীর্ণ রাজ্য অধিকার করিয়া যান; তাহাই তাঁহার বংশধরগণ অবাধে ভোগ করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা তিরুমল (১৬২৩-১৬৫৯ খৃঃ অঃ) স্বীয় ভুজ-বলে দাক্ষিণাত্যের তিন্নেবল্লী, ত্রিবাঙ্কোড়, কোয়ম্বাতুর, সালেম ও ত্রিচীনপল্লী প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া আপনার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। জেসুইট্ ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহার বলবীর্য্য ও মহত্বের কথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

রাজা তিরুমল যে ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার রাজস্ব হইতে তিনি সেনাবিভাগের সংস্কার করিয়া বল বৃদ্ধি করেন। তাঁহার দ্বারা মদুরানগর নানা রাজকীয় সৌধমালায় বিভূষিত হইয়াছিল। ঐ সকল অট্টালিকার অধিকাংশই এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত।

ক্রমে জয়োল্লাসে স্পর্দ্ধিত হইয়া মদুরারাজ অবশেষে বিজয়-নগরাধিপের অধীনতা-পাশ উচ্ছেদ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। এই সূত্রে বিজাপুরের মুসলমান-রাজগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। মুসলমান সুলতানের হস্তে পরাজিত হইয়া তিনি রাজকর প্রদানপূর্ব্বক অব্যাহতি পান। তাঁহার জীবনের শেষসময়ে মহিসুরসৈন্যের আক্রমণে তিনি বিশেষ উত্যক্ত হইয়াছিলেন। ভেদমন্ত্রকুশল রাজা তিরুমল দাক্ষি-ণাত্যের হিন্দুরাজগণের মধ্যে এরূপ বৈরভাব স্থাপন করিয়া যান যে, তাহারই ফলে পরবর্ত্তিকালে সমগ্র দক্ষিণভারতে মুসলমানপ্রাধান্য সংস্থাপিত হয়।

তিরুমলের মৃত্যুর পর, মদুরারাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর ভ্রাতা একোজীর তাঞ্জোর-আক্রমণ, মহিসুরে উদৈয়ার-রাজবংশের ও মুসলমানরাজ হায়দার আলার আধিপত্য এবং কর্ণাটক নবাবগণের দক্ষিণাপথোন্মুখী রাজ্যপ্রবৃত্তি মদুরারাজ্যের অবনতির প্রধান কারণ। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে চাঁদ সাহেব মদুরা অধিকার করেন। তদবধি মদুরায় নায়কবংশের আধিপত্যের অবসান হয়। অতঃপর ২০ বৎসর ধরিয়া মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়গণের উপর্য্যুপরি আক্রমণে মদুরারাজ্য ছারখার হইয়া যায়। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটক-রাজ বালাজার প্রতিনিধিস্বরূপে ইংরাজকোম্পানী এই জেলার পরিদর্শনভার গ্রহণ করেন। কর্ণাটকের উক্ত শেষ স্বাধীন নবাব ১৮০১ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রদেশের শাসনভার সর্ব্বতো-ভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে নানা যুদ্ধবিগ্রহের পর দিণ্ডিগল তালুক মহিসুর-রাজশাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

রামনাদ ও শিবগঙ্গা সামন্তরাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস থাকায় উহা স্বতন্ত্রভাবেই আলোচিত হইবে। রামনাদের সেতুপতি-বংশীয় সর্দ্দারগণ রামেশ্বরমন্দিরের সেবাইত। ইঁহারা বলেন, অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষকে এই দেবমন্দি-রের অধ্যক্ষতা প্রদান করেন। ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, সেতুপতি-রাজগণ পাণ্ড্যরাজবংশের সহিত মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন। নায়করাজগণের অধিকারকালে এই সেতুপতি-সর্দ্দারগণ ৭২ জন পলিগার সর্দ্দারের প্রধানতম বলিয়া গণ্য হইতেন। মরবর নামক রামনাদের দুর্দ্ধর্ষ অধিবাসীর সাহায্যে নায়কবংশ আপনাদের রাজমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এরূপ সুদীর্ঘ কাল দাক্ষিণাত্যে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে তিরুমলরাজের মৃত্যু ঘটিলে রাজ্য মধ্যে মহাবিশৃঙ্খলতা ঘটে। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যেও সেতুপতি স্বীয় বংশানুচরিত সরল ও সহৃদয় ব্যবহার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের প্রারম্ভে কএকটী দুর্ভিক্ষে রামনাদ জনশূন্য হইয়া পড়ে। কৃষিকার্য্যের অভাবে ও রাজনৈতিক অন্তর্বিপ্লবে রামনাদের রাজতন্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

১৭২৯ খৃষ্টাব্দে ইহার তৃতীয়-পঞ্চমাংশ রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণের ও অপর দ্বি-পঞ্চমাংশ জনৈক বিদ্রোহি-সামন্তের অধিকারভুক্ত হয়। এই সামন্তের বংশধরগণ শিব-গঙ্গার রাজা নামে খ্যাত।

ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভে এই সামন্তবংশদ্বয়ের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ চলিতে থাকে। নানা যুদ্ধবিগ্রহে উভয় সামন্তরাজ্যেরই বিস্তর ক্ষতি হয়। ঐ সময়ের বিশৃঙ্খল শাসনে রাজ্যের শস্যহানিপ্রযুক্ত রাজকোষও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া রামনাদ-রাজসং-সারের অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু শিবগঙ্গা-রাজের রাজ-কার্য্য এখনও অনেকাংশে বিশৃঙ্খল রহিয়াছে।

মদুরায় খৃষ্টধর্ম্মপ্রচার, দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে একটী প্রধান ঘটনা। এই সুপ্রাচীন ধর্ম্মপ্রচারকালের লিখিত বিবরণীতে আমরা মদুরার প্রকৃত ইতিবৃত্তের কতকগুলি ধারাবাহিক ঘটনার সমাবেশ দেখিতে পাই। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের প্রারম্ভে মদুরায় জেসুইট্‌ খৃষ্টানসম্প্রদায়ের একটী গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একজন পর্ত্তুগীজ-ধর্ম্মযাজক কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর জালিককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আপনার জাতীয় কার্য্য সমাধা করিতেছিলেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ডি নোবিলি মদুরাপরিদর্শনে আগমন করেন। মদুরা-বাসী জনসাধারণের ধর্ম্মভক্তি নিরীক্ষণ করিয়া তিনি আপনাকে হিন্দু-ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া পরিচিত করিতে মনে মনে কল্পনা করিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্রঙ্গানুরের ধর্ম্মাধ্যক্ষের (Arch-bishop of Cranganore) অনুমতিক্রমে, সন্ন্যাসীর বেশ ধারণপূর্ব্বক তিনি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি কেবল স্বল্পমাত্র তণ্ডুলকণা, দুগ্ধ ও তিক্ত শাকাদি দিবসে একবার ভোজন করিয়া উদর-পূর্ত্তি করিতেন এবং নিরন্তর একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া যোগে মগ্ন হইতেন। তাঁহার এই যোগা-বলম্বনের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল, তিনি এইরূপ নির্জ্জন অন্তরালে থাকিয়া তামিলভাষা অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

ক্রমে তাঁহার এই পবিত্র ভাবান্তরের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত জানিতে ব্যাকুল হইল। তিনি আপনাকে রোমের কুলীন ব্রাহ্মণ-বংশীয় বলিয়া সাধারণে পরিচয় দিলেন এবং জাতিতে ফরাসী হইলেও তিনি ঈশ্বরারাধনার নিমিত্ত গুরুরূপে রোম হইতে ভারতে প্রেরিত হইয়াছেন, ইহাই সাধারণ্যে প্রকাশ করিলেন। ভক্ত হিন্দুগণ তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞানগভীরতা, পরিষ্কাররূপে তামিলশাস্ত্রবাক্যের উচ্চারণ, বুদ্ধিবৃত্তির পরিস্ফুটতা দর্শন করিয়া তাঁহার এই প্রবঞ্চনাবাক্যে মুগ্ধ হইল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অবধূতের ন্যায় বেশভূষা দেখিয়াও তাঁহার প্রতি তাহাদের বিশেষ ভক্তি ও বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মের নিদর্শনস্বরূপ তিনি তিনখানি স্বর্ণের ও দুইখানি রৌপ্যের ক্রুশচিহ্ন ধারণ করিতেন।

তাঁহার মোহনবাক্যে মোহিত হইয়া তদ্দেশবাসী বহু লোকে তৎপ্রবর্ত্তিত খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। চতুর নোবিলি হিন্দুদিগের চিরপ্রচলিত ক্রিয়াপদ্ধতির কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এইরূপে সাধারণের মনোরঞ্জন-পূর্ব্বক তিনি দাক্ষিণাত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। স্বয়ং রাজা তিরুমল তাঁহার মনোহর-বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি জানাইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মপ্রচারকল্পে জেসুইটপ্রবর 'কুন্দন' নামে তামিলভাষায় একখানি খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রচার করেন। এমন কি, তিনি 'বাইবেল' গ্রন্থ সংস্কৃতে অনুবাদ করাইয়া, উহাকে যজুর্ব্বেদের অংশীভূত করিতে চেষ্টা পান। প্রায় ৪০ বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রমের পর, তিনি ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রামে জীব-লীলা সম্বরণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি অতি দীনভাবেই কালযাপন করিয়াছিলেন। তামিলভাষায় তদ্রচিত কএকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচলিত আছে।

তাঁহার মৃত্যুর পর জন্ ডি ব্রিটো নামা জনৈক পর্ত্তুগীজ দাক্ষিণাত্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি অসভ্য মরাবর জাতিকে সভ্যতালোকে আনয়নের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশতঃ তিনি, সেতুপতি-রাজের আদেশে, ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। এই জেসুইট্‌ সম্প্রদায়ের শেষ ধর্ম্মযাজক বেস্‌চি (Beschi) মদুরায় থাকিয়া তামিল-ব্যাকরণ ও কএকখানি সাহিত্য প্রণয়ন করেন।

রাজা তিরুমলের রাজত্বসময়ে, অনেকগুলি পথ ও ছত্র নির্ম্মিত হয়। তাঁহার রাজ্যের উত্তরসীমা উক্কাতুর হইতে দক্ষিণসীমা সেতুপতি পর্য্যন্ত একটী সুদীর্ঘ পথ প্রস্তুত করাইয়া তিনি যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য মধ্যে মধ্যে একএকটী ছত্র স্থাপন করেন। স্থানীয় লোকের সুবিধার জন্য তিনি অনেক-গুলি পুষ্করিণীর সংস্কার ও কতকগুলি নূতন কূপ খনন করাইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন মধুরার রাজভবন, বসন্তমণ্ডপ, তেপ্পাকুলম্ বৃহৎ বাঁধা পুষ্করিণী, মীনাক্ষীদেবীর মন্দির ও কএকটী গোপুর তাঁহার কীর্ত্তির নিদর্শন।

মধুরাপুরী সুন্দরলিঙ্গের মন্দির ও তিরুমল নায়কের প্রাসাদের জন্য প্রসিদ্ধ। সুন্দরলিঙ্গের উৎপত্তিবিষয়ে স্থল-পুরাণে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

ত্রেতাযুগে এক দিবস ইন্দ্রালয়ে দেবনর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে, ইন্দ্র মনোনিবেশপূর্ব্বক তাহা দেখিতেছিলেন, দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় আসিলে ভ্রমবশতঃ ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অভিবাদন ও সম্ভাষণাদি করেন নাই। এই ব্যাপারে দেবগুরু বৃহস্পতি আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া দেবসভা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক নিজ গুরুত্বপদ ত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ গমন করেন। ইন্দ্র এই বৃত্তান্ত ব্রহ্মাকে জানাইলে পিতামহের আদেশানুসারে তিনি বিশ্বরূপ নামে ত্রিশিরাকে গুরুত্বে বরণ করেন ও বৃহস্পতিকে অন্বেষণ করিতে কয়েকটী দূত পাঠান। ত্রিশিরা ত্বষ্টার পুত্র, কিন্তু দৈত্যকুলের দৌহিত্র; দেবগুরুত্বপদ পাইয়া যজ্ঞে

আহুতি দিবার সময় প্রকাশ্যে দেবতাদিগের এবং গোপনে আপন মাতামহকুলের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। দেবরাজ ক্রমে ইহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। ত্রিশিরা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন। পরে দেবতাদিগের সাহায্যে ঐ পাপকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, উদ্ভিদ্, স্ত্রী, জল ও পৃথিবীতে নিক্ষেপপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হন। সেই অবধি উদ্ভিদ্ হইতে নির্য্যাস, স্ত্রী হইতে রজ, জল হইতে ফেন ও পৃথিবী হইতে ক্ষারমৃত্তিকা (সাজিমাটি) উৎপন্ন হইল। ইন্দ্র পাপ হইতে মুক্ত হইলেও তাঁহার আর একটী বিপদ্ উপস্থিত হইল। ত্বষ্টা পুত্রনিধনে দুঃখিত হইয়া অপর বলিষ্ঠ পুত্রলাভের উদ্দেশে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া বৃত্র নামে অসীম পরাক্রমশালী পুত্র লাভ করেন। বৃত্র ক্রমে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া ত্রিলোকে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। ইন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া চতুরাননের উপদেশে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। পদ্মনাভ সহস্রাক্ষকে দধীচি মুনির অস্থিতে বজ্রায়ুধ নির্ম্মাণ করিয়া বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। ইন্দ্র উক্ত উপায়ে বৃত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৃত্রে ব্রাহ্মণত্ব থাকায় ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে পুনর্ব্বার লিপ্ত হইয়া মহাকষ্ট পাইতে লাগিলেন; নিরুপায় ইন্দ্র তখন স্বর্গত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক পদ্মকর্ণিকার মধ্যে লুক্কায়িত হন। শাসনকর্ত্তা অভাবে স্বর্গের অরাজকতা দেখিয়া দেবগণ বৃহস্পতির শরণাগত হইলে তিনি পূর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া ইন্দ্রের অন্বেষণে বহির্গত হন। বৃহস্পতি তাঁহাকে পদ্মবনে দেখিতে পাইয়া পাপক্ষয়ের জন্য ভূলোকে তীর্থপর্য্যটন করিতে আদেশ দেন। তদনন্তর তীর্থপর্য্যটন, দর্শন ও স্নান করিতে করিতে ক্রমে কল্যাণপুরের সন্নিকট কদম্ববনে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। ইন্দ্র পাপ-মুক্তির কারণ অবগত হইবার মানসে কদম্ববন অন্বেষণ করিতে করিতে এক অনাদিলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন; বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া উক্ত লিঙ্গের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। লিঙ্গের নাম সুন্দর রাখিয়া বৃহস্পতি দ্বারা বৈদিক মতে তাঁহার পূজা করাইলেন।

তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া সুন্দরলিঙ্গ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখা দিলেন, ইন্দ্রও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তব করিয়া 'প্রত্যহ তাঁহাকে পূজা করিতে পান' এইরূপ প্রার্থনা করেন। মহাদেব আদেশ করেন যে, স্বর্গে অনেক দিন হইতে অরাজকতা হইয়াছে, পূজা করিবার নিমিত্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া এখানে থাকিবার আবশ্যকতা নাই; বৎসরান্তে বৈশাখী পূর্ণিমাতে স্বর্গ হইতে আসিয়া পূজা করিলে সম্বৎসরের পূজাফল লাভ হইবে, এখন স্বরাজ্যে প্রতিগমন কর।

মহাদেব ইন্দ্রকে এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলে, ইন্দ্র গুরু সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করেন। তদবধি ইন্দ্র বৎসরান্তে বৈশাখী পূর্ণিমাতে কদম্ববনে আসিয়া মহাদেব সুন্দরেশ্বরের পূজা করিয়া যাইতেন; এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। কদম্ববনের নিকটে কল্যাণপুরে কুলশেখর পাণ্ড্যরাজের রাজত্বকালে ধনঞ্জয় নামে কোন বণিক্ পথভ্রমে খুঁজিতে খুঁজিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে কদম্ববনে পূর্ব্বোক্ত মন্দিরস্থ লিঙ্গ দেখিতে পায়, তথায় রাত্রিযাপন করিয়া পর দিবস সেই সংবাদ রাজাকে জ্ঞাপন করে; রাজা উক্ত বনে রাজধানী স্থাপন ও মহালিঙ্গের পূজাপদ্ধতি মর্ত্ত্যলোকে প্রচার করেন। ঋষিরূপে মহাদেব সেই রাত্রিতে রাজাকে প্রত্যাদেশ করেন, রাজা জঙ্গল কাটাইয়া তথায় রাজধানী নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক দেবালয়ের সংস্কার করিলেন। কাশী হইতে ঋত্বিক্ আনাইয়া মহালিঙ্গের পূজার নিয়ম করিয়া দিলেন। রাজধানীর নাম কি রাখিবেন মনে মনে ইহা ভাবিতেছেন, এই সময়ে মহাদেব প্রত্যক্ষ হইয়া নূতন পুরীতে আপন মস্তকস্থিত অমৃত ছড়াইয়া দেন, তদ্দর্শনে রাজা রাজধানীর নাম মধুরা-পুরী রাখিলেন। এইরূপে রাজা কুলশেখর কর্ত্তৃক সুন্দরলিঙ্গের পূজা মর্ত্ত্যলোকে প্রচারিত, মধুরাপুরী নির্ম্মিত এবং তাহা পাণ্ড্যরাজাদিগের রাজধানীরূপে পরিণত হইল। ইহা কোন্ সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

স্থলপুরাণের মতে যখন অযোধ্যাপতি দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর বনে আসেন এবং যখন লঙ্কাধিপতি রাবণ পঞ্চবটীবনে সীতাকে অপহরণ করে, তখন রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে লঙ্কার উদ্দেশে আসিবার সময়ে অগস্ত্য মুনির আদেশানুসারে মধুরাপুরীতে আসিয়া সুন্দরদেবের পূজা ও আরাধনা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রাজা অনন্তগুণপাণ্ড্য মধুরাপুরীতে রাজত্ব করেন; ইনি কুলশেখর হইতে ১১ পুরুষ অন্তর ছিলেন। অতএব স্থলপুরাণের মতে মধুরাপুরী ত্রেতাযুগে স্থাপিত হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজা কুলশেখর পুরী নির্ম্মাণ করিয়া কাশী হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক সুন্দরদেবের পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, কুলশেখর পাণ্ড্যরাজার সময়ে দক্ষিণদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তাঁহারই সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়া দক্ষিণদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

অতি পুরাকাল হইতে দক্ষিণদেশে শিবলিঙ্গের যেরূপ বহুলপ্রচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে আমরা ইহাও মনে করিতে পারি যে, উহা দ্রাবিড় অর্থাৎ তামিলদিগের দেবতা ছিল। আর্য্য-ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণদেশে আসিয়া সর্ব্বত্র উহার বহুলপ্রচার দেখিতে পান ও উহা আপনাদিগের দেবতা করিয়া লয়েন। চিদম্বরমাহাত্ম্যমতেও পঞ্চম মনুর পুত্র শ্বেতবর্ণ চিদম্বরতীর্থে স্নানান্তে হিরণ্যবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া কাশী হইতে তিন হাজার ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন; ইহাও পূর্ব্বানুমানের পোষক বলিয়া অনুমিত হয়।

ইহাতে ৯টি গোপুর আছে, তন্মধ্যে ১টি ১৫২ ফিট্ উচ্চ। এই দেবালয়ের প্রাকার পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৭৪৪ ফিট্ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৮৩৭ ফিট্। কথিত আছে যে, বিশ্বনাথীবংশীয় রাজগণ বাহিরের বৃহৎ প্রাকার ও চারিটী গোপুর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ নায়ক নূতন করিয়া কয়েকটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, অরিয়নায়ক সহস্র স্তম্ভ-মণ্ডপ প্রস্তুত করেন। মৃত্যুঞ্জয় নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, তিরুমল নায়ক গর্ভগৃহ হইতে কপালী দেবীর মন্দিরের দেওয়াল পর্য্যন্ত নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও তাঁহারই সময়ে এই দেবালয় উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল।

প্রথমে শিবগঙ্গাতীর্থের জলস্পর্শ করণানন্তর বিশ্বেশ্বর সুন্দরলিঙ্গের ও মীনাক্ষী দেবীর দর্শন ও অর্চ্চনাদি করিতে হয়। তৎপরে সাধারণে সহস্র স্তম্ভ-মণ্ডপ ও বসন্তমণ্ডপনামে বৃহৎ মণ্ডপদ্বয় পরিদর্শন করিতে গমন করে। ইহা তিরুমল নায়ক ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০০ গজ ও প্রস্থে ২০ গজ। ইহার ছাদ ১২০ এক শত কুড়িটি প্রস্তরস্তম্ভের উপর নির্ম্মিত, প্রত্যেক স্তম্ভ ২০ ফিট্ উচ্চ।

ইহার মধ্যে জল প্রবাহিত হইবার পয়ঃপ্রণালী আছে। এই মণ্ডপে সুন্দরলিঙ্গদেবের বসন্তক্রীড়া উৎসব হইয়া থাকে। ইহা বৈশাখী শুক্লাপঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত দশদিন ব্যাপিয়া মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয়। তৎকালে উক্ত জলপ্রণালী জলে পরিপূর্ণ থাকে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তথাকার উত্তপ্ত বায়ু জলসংযোগে শীতল হইবে। এই বসন্ত-উৎসব-মণ্ডপের থামে দশ প্রকার মূর্ত্তি খোদিত। তাহাতে তিরুমলের ও তাঁহার পূর্ব্ব নয় পুরুষের এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মপত্নীগণের মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ১৬২৪-২৬ খৃঃ অঃ মধ্যে আরম্ভ হইয়া ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে শেষ হইয়াছিল, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

দেবালয়ের বাসন ও অলঙ্কারাদি দেখিবার জিনিস। বাসনের মূল্য ৫০,০০০ হাজার ও মণিমুক্তাদির মূল্য অনুমান দেড়লক্ষ টাকার অধিক হইবে। তথা হইতে তিরুমল নায়কের রাজভবন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজভবনের একাংশমাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, অপরাংশ তাঁহার পৌত্র শোক্যনাথ ভাঙ্গিয়া সেই মশলা দ্বারা ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গমধ্যে রাজভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পুরাতন রাজভবন সম্প্রতি মেরামত হইয়া সেশন জজের কোর্টরূপে পরিণত হইয়াছে। এই ভবনটী দুই অংশে বিভক্ত এবং দেখিবার উপযুক্ত।

অতঃপর তথা হইতে তেপ্পনকুলম্ নামক বৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা রাজভবন হইতে পূর্ব্ব-উত্তর দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার প্রত্যেক দিক্ ১২০০ গজ লম্বা, চারি দিকে উত্তম গ্রেনাইট প্রস্তরের সোপান এবং সর্ব্ব উপরে এক গ্রেনাইট প্রস্তরের কলস। স্থানে স্থানে দেবঘোটক, ময়ূর ও অন্যান্য পশুমূর্ত্তি সুশোভিত। কলসের মধ্যদিকে বেড়াইবার একটী প্রশস্ত রাস্তা আছে, তথায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনেকেই বায়ু সেবন করিতে গমন করে। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটী উপদ্বীপ আছে, সেই উপদ্বীপের চতুর্দ্দিক্ প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। ইহার উপর মধ্যস্থলে দ্বিমহল দেবালয় ও চারি কোণে ৪ চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট দেবমন্দির। মধ্যস্থলে রাস্তা ও রাস্তার পার্শ্ব নানাবর্ণের লতাগুল্ম দ্বারা সুশোভিত।

উৎসবের সময় এক দিবস দেবালয় ও পুষ্করিণীর চারিদিকে এক লক্ষ বাতি দেওয়া হয়। সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুন্দরলিঙ্গ মীনাক্ষীদেবীর সহিত আগমনপূর্ব্বক তেপ্পনের উপর চড়িয়া উপদ্বীপের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

তথা হইতে ৫ মাইল দূরে তিরুপরঙ্কুন্রম্ সেকন্দমলয়ের পার্শ্বদেশে এক শৈবমন্দির আছে, এই শিবমন্দিরও দেখিবার জিনিষ।

মধুরার প্রধান উৎসব বৈশাখী শুক্লপঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র উক্ত পৌর্ণমাসীতে ঈশ্বরের পূজা করিতেন, তদনুসারে দ্বাদশদিবস পর্য্যন্ত উৎসব হইয়া থাকে। এখানকার লোকের মনে ধারণা আছে যে, উক্ত পৌর্ণমাসীতে সুন্দরলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে সম্বৎসর-অর্চ্চনার ফললাভ হয়। এই কারণে সেই সময় ৩০।৪০ হাজার লোক একত্র সমবেত হইয়া থাকে।

মধুরাপুরী এখন জেলার প্রধান নগর হইয়াছে। এখানে জেলার মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, জেলার শেসনজজ, সবডিনেট জজ, মুন্সেফ, হেড্ আসিস্টাণ্ট কলেক্টর, পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলার মেডিকেল অফিসার আদি প্রধান প্রধান কর্ম্ম-

চারীর হেড্-কোয়ার্টর হইয়াছে। পুরাতন দুর্গ এখন নাই; নগরটি বহু প্রজাবিশিষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী এবং প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপাল নগর। এখান হইতে গোরুর গাড়ীতে পাঁচ দিনে রামেশ্বর যাওয়া যায়। পথে থাকিবার উত্তম উত্তম ছত্র আছে, পূর্ব্বের ন্যায় দস্যুভয় নাই।

মধুরাপুরীতে অনেকগুলি সুবিস্তৃত বর্ত্ম হইয়াছে, নূতন ভবনের মধ্যে নূতন জেলখানা, সিবিল এবং লাইয়িং-ইন্ হাসপাতাল, জেলার স্কুল, ও আমেরিকান প্রোটেষ্টেণ্টমিসন বোর্ডিং স্কুল দেখিবার উপযুক্ত। প্রাইমারি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ৮টী মিউনিসিপাল স্কুল আছে। এখানকার ভাষা তামিল হইলেও অনেকেই ইংরাজি বলিতে পারেন।

এখানকার বায়ু শুষ্ক, উষ্ণ ও সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। এখানে শীতঋতু নাই বলিলেও চলে, এমন কি পৌষমাসে সাদা লংক্লথের কামিজ ব্যবহারও অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। স্থান স্বাস্থ্যকর নহে। বর্ষা অধিক পরিমাণে হয়। সময়ে সময়ে অতিশয় জ্বরের প্রাদুর্ভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। রামেশ্বরের যাত্রীর ভিড়ে সময়ে সময়ে বিসূচিকা আসিয়া উপস্থিত হয়।

এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে বেল্লালর, মরাবর ও কল্লরজাতিই প্রধান। বেল্লালরগণ সাধারণতঃই কৃষিজীবী। প্রবাদ, পাণ্ড্যরাজগণ কর্ত্তৃক ইহারা এদেশে আনীত হইয়াছে। ইহারা সকলেই বিশুদ্ধ তামিলভাষায় কথা কয়। অনেকে ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় জাতির শাখা বলিয়া অনুমান করেন। মরাবর ও কল্লরগণ বন্নিয়ান্ নামে খ্যাত। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী রামনাদ ও শিবগঙ্গা-বিষয়ের মধ্যে মরাবরজাতির বাস দেখা যায়। ইহাদের শারীরিক গঠন ও উপধর্ম্মসেবিত্ব অনুধাবন করিলে ইহাদিগকে স্থানীয় আদিম অধিবাসী বলিয়া মনে হয়। ইহারা রামনাদ ও শিবগঙ্গার রাজাদিগকেই আপনাদের সর্দ্দার বলিয়া জানে। ইংরাজ-অধিকারের পূর্ব্বে, ইহারা যুদ্ধকৌশল দ্বারা বীরত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়াছে। অন্যান্য দ্রাবিড়ীয় জাতির ন্যায় ইহারা শব প্রোথিত করে এবং বিধবার বিবাহ দেয়।

কল্লরগণ দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পদুকোটা সামন্তরাজ্যে ইহাদের প্রধান আড্ডা। ইহারা এরূপ উদ্ধত ও দুর্দ্ধর্ষ যে, সময় সময় ইংরাজরাজের বিদ্রোহিতাচরণ করিয়া ইংরাজসেনানীদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছে। ইহারা কোন্ জাতি হইতে সমুদ্ভূত, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতির ন্যায় ভূতপ্রেতাদি উপদেবতার উপাসনা করাই ইহাদের ধর্ম্ম। এতদ্ভিন্ন মুসলমানের ন্যায় ত্বক্‌চ্ছেদ ও স্ত্রীলোকদিগের বহুস্বামিকত্ব-ব্যবহারও তাহাদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। বাস্তবিক ইহারা অপরাপর অসভ্য জাতির মত কর্ণ বিদ্ধ করিয়া বাড়াইয়া রাখে।

মধুরায় ইংরাজ-শাসন বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে, এখানকার অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে 'হস্তের' প্রতিপক্ষতা লইয়া মধ্যে মধ্যে বড়ই বিরোধ উপস্থিত হইত। কোথা হইতে এই বিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; কিন্তু কালে কএকটী জাতি রাজা কর্ত্তৃক 'দক্ষিণহস্ত' ও 'বামহস্ত' বলিয়া বিঘোষিত হওয়ায় পরস্পরের বিদ্বেষিতাবশতঃ তাৎকালিক রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ হইয়া পড়ে। এখানকার যাবতীয় সম্ভ্রান্তবর্ণের লোকে পরিয়াদিগের দ্বারা 'বলাঙ্কেই' (দক্ষিণহস্ত) নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং কর্ম্মকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি পঞ্চশিল্পী ও চর্ম্মকারাদি নিম্নশ্রেণীর লোক 'বামহস্ত' বলিয়া অভিহিত। এই কথার উত্থাপনেই উভয় পক্ষে ঘোর বিবাদ বাধে, কিন্তু পরিয়াগণ 'দক্ষিণহস্ত' জাতির পক্ষে থাকায় শেষোক্ত জাতিরা কিছুই করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ ও মুসলমানগণ এই হস্তবিভাগের সময় স্বতন্ত্র ছিলেন, সুতরাং তাহাদিগকে এই বিদ্বেষবহ্নির মধ্যে পতিত হইতে হয় নাই। ঐ দুই প্রতিপক্ষদলে পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া রাজ্যের মহা অনর্থ সাধিত করে। মধুরাবাসী চক্লিলি (চর্ম্মকার) জাতির পুরুষগণ ও তাহাদের রমণীরা বামহস্তের বিভাগে পতিত হইয়াছে। যখনই দক্ষিণ ও বামহস্তবিভাগের সূত্রপাত হয়, তখন ইহাদের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীতে কথা থাকে না। এই বিবাদসূত্রে কখন কখন একএকটী খণ্ডযুদ্ধে বহু লোকের প্রাণ হানি হইয়াছে।

মধুরাপুরী, দিণ্ডিগল, পলনি, কিলকরই, রামনাদ, অরুপ্পকোটই, পেরিয়কুলম্, দেবীকোটা, পার্ম্মাগুড়ি, তিরুমঙ্গলম্ ও শিবগঙ্গা এখানকার প্রধান নগর। মধুরানগরে রেলপথ বিস্তৃত হওয়া অবধি এখানকার বাণিজ্য সমগ্র দক্ষিণভারত ও সিংহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন কীলাকরই, দেবীপাটম্, পম্বম্ ও টোণ্ডী নামক সমুদ্রবন্দরেও জেলার আমদানী রপ্তানী সমাধা হইয়া থাকে। চাউল, তামাকু, কার্পাসবস্ত্র, সোরা, লবণ, নোনামাছ, নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য ও মসলা এখানকার প্রধান পণ্য দ্রব্য।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী তালুক (উপবিভাগ)। ভূপরিমাণ ৩৩৫ বর্গ মাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। বৈগাই নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৯°৫৫´১৬″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°

৯´৪৪´´ পূঃ। এখানে খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের বহু পূর্ব্ব হইতে পাণ্ড্যরাজগণের রাজধানী ছিল। সেই সময় হইতে এই নগর রাজনৈতিক উন্নতির ও ধর্ম্মবিস্তারের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। রাজা তিরুমলের অধিকারে এখানে নানা কারুকার্য্যযুক্ত যে সৌধমালা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার শিল্পনৈপুণ্য সাধারণের আলোচনার যোগ্য।

মধুরা-স্থলপুরাণে এইস্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা দাক্ষিণাত্যের মথুরা বা মধুরাপুরী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহা বিষ্ণুক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে শৈবক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এখানকার রামেশ্বর, সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষীদেবীর মাহাত্ম্যই প্রসিদ্ধ। স্থলপুরাণে মধুরানগরের প্রতিষ্ঠা ও দেবক্ষেত্রের পবিত্রতা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে মদুরানগর মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। মুসলমানগণ এখানকার হিন্দু-অধিবাসীদিগকে কঠোর পীড়নে উৎপীড়িত করে এবং তাহারা সুন্দরলিঙ্গ-মন্দিরের বহির্ভাগ ধ্বংস করিয়া তাহাদের দেবদ্বেষিতা চরিতার্থ করে। তাহারা এই সুবৃহৎ মন্দিরের ১৪টী চূড়া, গোপুর ও মন্দির-বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ গৃহ ও অন্যান্য মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া যায়। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে, সুন্দরেশ্বরের ও মীনাক্ষীদেবীর গর্ভগৃহ তাহাদের নিষ্ঠুর হস্তে পতিত হয় নাই।

মুসলমানগণ এস্থান হইতে বিতাড়িত হইলে, মন্দিরের সেবাইত পূজকগণ দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে বর্ত্তমান ৪টী গোপুর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আলোচনা করিয়া মিঃ ফার্গুসান্ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ চমৎকৃত হইয়াছেন। এখনও ইহা উত্তর-দক্ষিণে ৮৪৭ ফিট্ লম্বা ও প্রস্থে ৭৪৪ ফিট্ হইবে। উহার চতুর্দ্দিকস্থ ৯টী গোপুরের একটী প্রায় ১৫২ ফিট্ উচ্চ। মদুরার নায়কবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ নায়কের সহকারী ও সেনাপতি আর্য্য নায়ক বা নায়ক মুধলির প্রতিষ্ঠিত সহস্রস্তম্ভমণ্ডপের ভাস্করশিল্প ও চিত্রচাতুর্য্য লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। যিনি একবার স্বচক্ষে ইহা না দেখিয়াছেন, তিনি উহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। এখন ঐ মণ্ডপে ৯৯৭ টী স্তম্ভ বিরাজিত।

উপরি উক্ত মন্দির ব্যতীত, রাজা তিরুমলের প্রাসাদ, বসন্তমণ্ডপ, তমকম্ প্রাসাদ ও তেপ্পাকুলম্ নামক দীর্ঘিকা উল্লেখযোগ্য। সুন্দরেশ্বর দেবকে গ্রীষ্মের সময় স্থানান্তরিত করিবার জন্য বসন্ত (পুথু) মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তেপ্পাকুলম্ নামক হ্রদ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ২৪০০ হস্ত। ইহার চতুষ্পার্শ্ব দানাদার প্রস্তরে মণ্ডিত। বৎসরে একদিন এই পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে প্রদীপ জ্বালাইয়া সুন্দরেশ্বরমন্দিরের প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে নৌকায় উত্তোলনপূর্ব্বক জলবিহার করান হয়।

ইংরাজশাসনে মদুরানগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। ইংরাজরাজ নিজব্যয়ে তিরুমল-প্রাসাদের সংস্কার করিয়া তন্মধ্যে রাজকীয় কাছারি প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন।

মদুরা, আসাম-প্রদেশের কাছাড় জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। বরাকনদীর দক্ষিণবাহিনী একটী শাখামাত্র। উত্তর-কাছাড়-পর্ব্বতমালা হইতে এই নদী বোঙ্গপাই নামে প্রবাহিত হইয়া পরে মদুরা নামে আখ্যাত হইয়াছে।

এই নদীর পুণ্যসলিলতা সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী প্রচার আছে;—জনৈক কাছাড়রাজ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলে, নিদ্রাযোগে স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হন যে, কল্য প্রত্যুষে মদুরা-নদীতে স্নানকালে নদীস্রোতে যাহা ভাসিতে দেখিবে, তাহাই তুলিয়া লইবে। তাহা দ্বারা তোমার মহামঙ্গল সাধিত হইবে। স্বপ্নাদিষ্ট রাজা প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া মদুরা-সলিলে স্নানার্থ গমন করেন। স্নানান্তে সম্মুখে একটী সর্পকে ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি উহার পুচ্ছাগ্র ধরিয়া ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে সর্পবর তীক্ষ্ণ তরবারিতে রূপান্তরিত হইল। ঐ তরবারি-প্রভাবে রাজা পুনরায় তাঁহার নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিলেন। পরে তিনি ঐ তরবারি একটী মন্দিরে স্থাপনপূর্ব্বক রণচণ্ডীনামে অভিহিত ও পূজা করিয়াছিলেন। ক্রমে ঐ রণচণ্ডীদেবী সমগ্র কাছাড়বাসীর কুলদেবতা হইয়াছেন। ঐ দেবীপীঠ কাছাড় নগরে স্থাপিত ছিল। কাছাড়রাজ্য ইংরাজশাসন-ভুক্ত হইলে রাণীরা ঐ তরবারি ও দেবীমূর্ত্তি বড়খোলায় লইয়া যান। পরে তথা হইতে ঐ তরবারি চুরি যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কাছাড়-বিদ্রোহ এই দেবী অপহরণের জন্য ঘটিয়াছিল।

মদুরা, যবদ্বীপের পশ্চিমসংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। দ্বীপদ্বয়ের ব্যবধানে এক ক্রোশ বিস্তীর্ণ একটী প্রণালী আছে। ভূতত্ত্বের আলোচনা ও এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থান দ্বারা এই দ্বীপকে যবদ্বীপের অংশ বলিয়া বোধ হয়। তদ্দেশবাসী লোকের মুখে প্রকাশ,—ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের জন্মভূমি, মথুরানগরীর নাম হইতে এই স্থানের মদুরা (মথুরা) নামকরণ হইয়াছে। যব ও বালিদ্বীপে হিন্দুপ্রাধান্য বিস্তারিত হইবার সময়, এরূপ হিন্দুতীর্থের মাহাত্ম্য জ্ঞাপনার্থ নামকরণ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

[যব ও বালিদ্বীপ দেখ।]

এখানকার অধিবাসিগণ সর্ব্বাংশে যববাসীর অনুরূপ, কিন্তু

তাহাদের ভাষা যবভাষা হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। ঐ দ্বীপের পূর্ব্বভাগের কথিত ভাষার নাম সুমনপ, উহা কতকাংশে স্পেনীয় ভাষার সহিত সংমিশ্রিত। পশ্চিমাংশ-বাসীর ভাষা পর্ত্তুগীজমিশ্রিত, উহা মদুরা নামে খ্যাত। মদুরা ভাষায় এক হাজার কথা কহিতে হইলে মদুরী কথা ২৫০টি, যব ১৭০, মলয় ১৪৫, যব ও মলয়মিশ্রিত ৩৮০, সংস্কৃত ৪০ ও ৩৫৩ আরবী কথা কহিতে হয়।

মদু(ধু)রান্তকম্‌, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গলপট জেলার অন্তর্গত একটী তালুক বা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৫৯৬ বর্গ মাইল। এখানকার খেদকৈনাড় নামক ভূভাগে উৎকৃষ্ট নারিকেল জন্মে। কালীয়ার ও পালার নদী এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

২ উক্ত উপবিভাগের একটী গণ্ডগ্রাম ও বিচার সদর। এখানে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যের হাট আছে।

মদোৎকট (পুং) মদেন দানবারিণা উৎকটঃ। মত্তহস্তী।

"তে তান্ গ্রাম্যগজান্ দৃষ্ট্বা সর্ব্বে বনগজাস্তদা।
সমাদ্রবন্ত বেগেন জিঘাংসন্তো মদোৎকটাঃ॥" (ভারত ৩।৬৫।৮)

(ত্রি) মদেন গর্ব্বাদিনা উৎকটঃ। ২ মদোন্মত্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্‌, মদোৎকটা, মদিরা। (রাজনি°)

মদোদগ্র (পুং) মদেন হর্ষেণ দর্পেণ, উদগ্রঃ উগ্রঃ। ১ মত্ত, মদোদ্ধত।"মদোদগ্রাঃ ককুদ্মন্তঃ সরিতাং কূলমুদ্রুজাঃ।"(রঘু৪।২২) স্ত্রিয়াং টাপ্‌, নারী। (শব্দমা°)

মদোদ্ধত (ত্রি) মদেন মত্ততয়া উদ্ধতঃ। মত্ত।

মদোন্মত্ত (ত্রি) মদেন উন্মত্তঃ। ১ মদ দ্বারা উন্মত্ত। (পুং) ২ তন্ত্রসারোক্ত মন্ত্রভেদ।

"মন্ত্রো বাপ্যথবা বিদ্যা সপ্তাধিকদশাক্ষরঃ।
ফট্‌কারপঞ্চকাদির্যো মদোন্মত্ত উদাহৃতঃ॥" (তন্ত্রসার)

মদোল্লাপিন্‌ (পুং) কোকিল। স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌।

মদ্গু (পুং) মজ্জতীতি মস্‌জ (ভৃ-মৃ-শী-তৃ-চরিরিতি। উণ্‌ ১।৭) ইতি উ। ১ পক্ষিবিশেষ। চলিত পানকৌড়ি। ইহার মাংসগুণ—বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, ভেদক, শুক্রকারক, শীতল ও রক্তপিত্তনাশক। (রাজব°) ২ পর্ণমৃগভেদ।

"মদ্গুমূষিকবৃক্ষশায়িকা বকুশপূতিঘাসবানরপ্রভৃতয়ঃ পর্ণমৃগাঃ" (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°)

৩ মদ্গুর মৎস্য। (নীলকণ্ঠ)

মদ্গুর (পুং) মাদ্যতি জলং প্রাপ্য হৃষ্যতীতি মদ (মদ্গুরা-দয়শ্চ। উণ্‌ ১।৪২) ইতি উরচ্‌, নিপাতনাৎ সিদ্ধঃ। মৎস্য-বিশেষ, চলিত মাগুর মাছ।

"শ্রমণো গৌতমঃ শ্যামকো বত ভো শ্রমণো গৌতমো মদ্গুরচ্ছবিঃ॥" (ললিতবিস্তর ৩২।৭)

ইহার গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, সংগ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক ও গুরু।

ভাবপ্রকাশমতে বাতনাশক, বলকর, বৃষ্য, কফবর্দ্ধক ও লঘু। মৎস্যের মধ্যে মদ্গুর শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক।

"কফপিত্তকরা মৎস্যা রোহিতং মদ্গুরং বিনা।"(বৈদ্যকনি°)

রোহিত ও মদ্গুর ভিন্ন সকল মৎস্যই কফকর। ২ বর্ণ-সঙ্করজাতিবিশেষ।

"নিষাদঃ মদ্গুরং সূতে দাশং নাবোপজীবিনম্।"
(ভারত ১৩।৪৮।৮৩)

মদ্গূন্ মীনবিশেষান্ রাতি আদত্তে রা-ক, তং। (নীলকণ্ঠ) ৩ ডুবুরি।

"তস্মাদেতে জলে মগ্না মদ্গুরা নাম বিশ্রুতাঃ।
যে হরন্তি সদাঽসংখ্যান্ সমুদ্রোদরচারিণঃ॥" (হরিবংশ)

মদ্গুরক (পুং) মদ্গুরঃ স্বার্থে কন্‌। মদ্গুর মৎস্য। (শব্দরত্না°)

মদ্গুরসী (স্ত্রী) মদ্গৌ পক্ষিবিশেষে রসো যস্যাঃ ঙীপ্‌। শৃঙ্গিমৎস্য, চলিত শিঙ্গিমাছ। (শব্দরত্না°)

মদ্দিখেরা, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর কর্নুল জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৫°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°২৭´ পূঃ। হিন্দ্রি নদীর তীরে অবস্থিত।

মদ্দূর, মহিসুর রাজ্যের মহিসুর জেলার একটী প্রাচীন উপ-বিভাগ। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া মাণ্ড্য ও মলবল্লী তালুকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সিমসা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ৩৫´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫´২০´´ পূঃ। ইহা পূর্ব্বে একটী প্রাচীন নগর মধ্যে গণ্য ছিল। স্থানীয় অসংখ্য প্রাচীন মন্দির ও পুষ্করিণ্যাদি তাহার পরিচয় দিতেছে। পাণ্ডবরাজ অর্জ্জুন তীর্থপরি-দর্শনে আসিয়া এই স্থানের অর্জ্জুনপুর নাম রাখিয়া যান। হোয়শাল বল্লালবংশীয় জনৈক নরপতি এই নগর এক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দিয়া যান। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে টিপুসুলতানের সহিত যুদ্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিসকর্ত্তৃক দুর্গ ও অন্যান্য অনেক কীর্ত্তি ধ্বংসে পরিণত হয়। তদবধি আর এখানকার কোন সংস্কার সাধিত হয় নাই। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে মদ্দূর তালুকের বিচার-সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে সিমসা নদীর উপর সেতু বাঁধিয়া বঙ্গলূর-মহিসুর-রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। মদ্দূরে ঐ রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে।

মদ্য (ক্লী) মাদ্যতি জনোঽনেন মদ (গদ-মদ-যমশ্চানুপসর্গে। পা ৩।১।১০০) ইতি করণে যৎ। সুরা।

"ভিক্ষো ! মাংসনিষেবণং প্রকুরুষে কিং তেন মদ্যং বিনা
মদ্যঞ্চাপি তব প্রিয়ং প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।
বেশ্যাপ্যর্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা
এতাবানপি সংগ্রহোঽস্তি ভবতো নষ্টস্য কান্যা গতিঃ॥"
(সাহিত্যদর্পণ)

ভারতে মদ্য।

মদ কি সভ্য কি অসভ্য সকল সমাজেরই আপাতরম্য বিলাসের সামগ্রী। সকল সভ্যসমাজের মনীষিগণই বহু পূর্ব্ব-কাল হইতেই ইহার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া মুক্তকণ্ঠে ইহা পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই নিষেধ সত্ত্বেও সভ্যসমাজ হইতে মদ্যের অনুরক্তি কিছুতেই বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। আজকাল ভারতে মদের প্রবাহ দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈদেশিক প্রভাবেই বুঝি মদের এত প্রসার হইয়াছে। খোলা ভাঁটী উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখন নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আবগারি বা সরাপের দোকান বিলাতী প্রভাব ঘোষণা করিতেছে।

আজকাল যেমন বিলাতী মদের সর্ব্বত্র প্রচার দেখিতেছি, পূর্ব্বে ভারতেও সেইরূপ নানাবিধ দেশী মদ প্রচলিত ছিল, এখন বরং অনেকে দোষাবহ ও সমাজনিন্দিত মনে করিয়া পান করা দূরের কথা, অনেকে মদ্যস্পর্শও করেন না, কিন্তু এমন একদিন গিয়াছে যে, ভারতীয় উচ্চ সমাজভুক্ত নরনারী সকলেই অবাধে মদ্যপান করিতেন ও আমোদের সামগ্রী ভাবিতেন। এখন যেমন য়ুরোপীয় সভ্য স্ত্রীপুরুষ একত্র মদ্যপান করিয়া বিহ্বল হইয়া থাকেন, ভারতেও একদিন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না।

আমরা বেদসংহিতা হইতেই ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে মদ্যপানের আভাস পাই। ঋক্‌সংহিতায় (১।১১৬।৭) বহু সুরা-কুম্ভের উল্লেখ আছে।* তৎকালে শুঁড়িরা সুরালয়ে দৃতি বা চামড়ার বোতলে সুরা রাখিত এবং সাধারণে মনে করিত যে, তাহা পান করিলে আর মরিতে হইবে না। (১।১৯১।১০) বৈদিক সৌত্রামণি ও বাজপেয় যাগের সুরা একটী প্রধান অঙ্গ ; সুরা না হইলে ঐ দুই যাগ হইতেই পারিত না। তা ছাড়া বৈদিক ঋষিগণ সোমরসপান জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। সোমরসের প্রস্তুতপ্রণালী, তাহার অভিযুত অবস্থা, তাহার পানবিধি ও রক্ষাপ্রণালী আলোচনা করিলে সোমরসও তীব্র মাদক দ্রব্য বলিয়া মনে হয়। দেবগণও এই সোমরসপানে বিভোর থাকিতেন, সোমরস পান করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন, ঋগ্বেদ হইতে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। [সোম দেখ।]

বৈদিক যুগে আর্য্যগণ শীতপ্রধান স্থানেই বাস করিতেন, সুতরাং সুরা বা সোমরস তাঁহাদের মধ্যে জীবনীশক্তিবিবর্দ্ধক বলিয়াই গণ্য হইত। সে জন্য বেদে সুরাপানের নিষেধ নাই। ক্রমে যখন আর্য্যগণ গ্রীষ্মপ্রধান ভারতক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন, অনিষ্টকারিতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে "মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যং" অর্থাৎ মদ্য পানের অযোগ্য, দিবার অযোগ্য ও গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া প্রচার করিলেন। এই সময়ে সুরাপান মহাপাতক মধ্যে গণ্য হইল।

কেন সুরাপান নিষিদ্ধ হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে মহাভারতে আদিপর্ব্বে একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, —

'দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করিবার জন্য শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। অসুরেরা তাহা জানিতে পারিয়াছিল, পাছে তিনি ঐ বিদ্যা শিখিয়া পরে দেবগণকে দান করেন, এই আশঙ্কায় এক দিন তাহারা কচকে মারিয়া ফেলিল, তাঁহার অস্থ্যবশেষ সুরায় মিশ্রিত করিয়া শুক্রাচার্য্যের উদরস্থ করাইল। শুক্রকন্যা দেবযানি কচের প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছিল। সে পিতার নিকট গিয়া জানাইল, 'যদি কচকে বাঁচাইয়া না দেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ রাখিব না।' প্রিয়দুহিতার অনুরোধে শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কচ শুক্রের উদরে সেই মন্ত্রপ্রভাবে জীবন পাইলেন এবং উদর হইতে গুরুকে উত্তর দিলেন। এখন শুক্রাচার্য্য বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কি করিয়া কচকে উদর মধ্য হইতে বাহির করিয়া আনেন ? উদর বিদীর্ণ করা ভিন্ন আর উপায় নাই। তখন শুক্রাচার্য্য কচকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দান করিলেন। কচও গুরুর উদর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিলেন ও মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা আবার গুরুর প্রাণদান করিলেন। এখন শুক্রাচার্য্য বুঝিলেন যে, সুরাপ্রভাবেই তিনি ব্রাহ্মণের দেহাবশেষ উদরস্থ করিয়াছেন। আর সেই ব্রাহ্মণ অপর কেহ নহেন, তাঁহারই শিষ্য। তখন অসুরগুরু সুরাপান বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া ব্যবস্থা করিলেন।' [মদিরা দেখ।]

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েই ঘোষণা করিলেন যে, সুরাপায়ীর আর প্রায়শ্চিত্ত নাই, উষ্ণ সুরাম্বু, উষ্ণ ঘৃত বা উষ্ণ গোমূত্র পান দ্বারা মরণই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত *। অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ,

* "কারোতরাচ্ছফাদশ্বস্য বৃষ্ণঃ শতং কুম্ভাঁ অসিঞ্চতং সুরায়াঃ॥" (ঋক্ ১।১১৬।৭)
† "দৃধ্যে বিবস্ম সজামি দৃতিং সুরাবতো গৃহে।" (১।১৯১।১০)

* "সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দ্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাৎ ততঃ॥"

পৈঠীনসী প্রভৃতি কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকার কেবল উত্তপ্ত সুরাপানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু দেবল ইহাতেও রাজি নহেন, তিনি আবার বলেন যে, রৌপ্য, তাম্র বা সীসক গলাইয়া তাহাই গরম গরম খাইয়া দেহত্যাগই সুরাপায়ীর উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত †।

এমন কি, না জানিয়া শুনিয়া সুরাপান করিলেও দ্বিজাতিত্রয়ের পুনঃসংস্কার আবশ্যক ‡। ভগবান্ মনুও ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সুরা অন্নমল, মলই পাপ, অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কেহই সুরাপান করিবে না। গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী এই ত্রিবিধ সুরা, একবিধই হউক বা সর্ব্ববিধই হউক কোন প্রকার মদ্যই ব্রাহ্মণের পানযোগ্য নহে §। অধিক কি, যে ব্রাহ্মণী সুরাপান করে, সে পতিলোকে যাইতে পারে না এবং ইহলোকে কুকুরী, গৃধিনী বা শূকরী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ উক্তিও দেখা যায়। ** মনু স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, রাজা গুরুতল্পগমনে ললাটে ভগচিহ্ন, সুরাপানে সুরাধ্বজ, সুবর্ণহরণে কুকুরপদ এবং ব্রহ্মহত্যায় কবন্ধচিহ্ন ললাটে অঙ্কিত করিয়া দোষীকে ছাড়িয়া দিবেন। তাহাদের সহিত কাহারও ভোজন, যজন, যাজন, পঠন পাঠন ও বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন উচিত নহে, তাহারা সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত হইয়া দীনভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। তাহাদের ললাটাঙ্কিত চিহ্ন দেখিয়া তাহার জ্ঞাতিকুটুম্ব সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, কেহই তাহার সম্মান করিবে না, ইহাই মনুর আদেশ। ††

গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা।
পয়ো ঘৃতং বা মরণাদ্গোশকৃদ্রসমেব বা॥" (মনু ১১।৯১-৯২)
যাজ্ঞবল্ক্য ৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

† "সুরাপানে ব্রাহ্মণো রূপ্যতাম্রসীসকানামন্যতমমগ্নিকল্পং পীত্বা শরীরত্যাগাৎ পূয়তে।" (দেবল)

‡ "অজ্ঞানাত্তু সুরাং পীত্বা রেতো বিণ্মূত্রমেব বা।
পুনঃসংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।"

§ "সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে।
তস্মাদ্ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥
গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধাঃ সুরাঃ।
যথৈবৈকা তথা সর্ব্বা ন পাতব্যা দ্বিজোত্তমৈঃ॥" (মনু ১১।৯৪-৯৫)

** "পতিলোকং ন সা যাতি ব্রাহ্মণী যা সুরাং পিবেৎ।
ইহৈব সা শুনী গৃধ্রী শূকরী চোপজায়তে॥"

†† "গুরুতল্পে ভগঃ কার্য্যঃ সুরাপানে সুরাধ্বজঃ।
স্তেয়ে চ শ্বপদং কার্য্যং ব্রহ্মহণ্যশিরাঃ পুমান্॥
অসম্ভোজ্যা হ্যসংযাজ্যা অসংপাঠ্যাবিবাহিতাঃ।
চরেয়ুঃ পৃথিবীং দীনাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥
জ্ঞাতিসম্বন্ধিভিস্ত্বেতে ত্যক্তব্যাঃ কৃতলক্ষণাঃ।
নির্দয়া নির্নমস্কারাস্তন্মনোরনুশাসনম্॥" (মনু ৯।২৩৭-২৩৯)

ধর্ম্মশাস্ত্রের কঠোর অনুশাসনেও সর্ব্বসাধারণের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। মুনি, ঋষি, যতি, সন্ন্যাসী, তপস্বী অথবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ অবশ্য ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ মানিয়া চলিতেন, ধার্ম্মিক ও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থগণও অনেকটা তাহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন; কিন্তু ভারতবাসী বহুসংখ্যক জন সাধারণের তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়। বাস্তবিক বেদ স্মৃতি ছাড়িয়া দিয়া প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা অনায়াসেই জানিতে পারি, ভারতবর্ষে রাজাধিরাজ হইতে দরিদ্রের কুটীরে পর্য্যন্ত মদের কিরূপ বহুলপ্রচার ও সমাদর ছিল।

মনু মদ্যপান সম্বন্ধে এরূপ কঠোর অনুশাসন করিলেও তিনি জন সাধারণের অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রেষ্ঠ বর্ণ তাঁহার বিধি অনুসারে চলিলেও সাধারণে অনুবর্ত্তী হইবে না। সেই জন্য আবার ইহাও ব্যবস্থা করিলেন যে, মাংসভক্ষণে, মদ্যপানে অথবা মৈথুনে দোষ নাই, ইহাই সাধারণের প্রবৃত্তি; কিন্তু ইহা হইতে নিবৃত্তি হইলে মহাফল হয়। * অবশেষে ব্যবস্থা হইল যে, ব্রাহ্মণের পক্ষেই সকল প্রকার মদ্যপান নিষিদ্ধ। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কেবল পৈষ্টী মদ্য নিষেধ, কিন্তু গৌড়ী প্রভৃতি নিষেধ নাই। শূদ্র পৈষ্টী প্রভৃতি সকল প্রকার মদ্যই গ্রহণ করিতে পারে। †

মনু প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া নহে, শ্রৌতসূত্র মধ্যেও মাধ্বীক বা মউয়া মদ, গৌড়ী বা রম, তাল বা তাড়ী প্রভৃতি মদ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ভারতের আদিকাব্য বাল্মীকীয় রামায়ণে সুরা ও সুরাপানের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। এই রামায়ণের একস্থানে দেখিতে পাই, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠ মৈরেয় ও উৎকৃষ্ট আসব দ্বারা বিশ্বামিত্রের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।‡ ভরত যখন রামচন্দ্রের দর্শনলাভাশায় তপোবনে উপস্থিত হন, পথে এক রাত্রি তিনি ভরদ্বাজের আশ্রমে সসৈন্য আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ সুপেয় সুরা ও বিবিধ মাংসাদি দ্বারা তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিয়া-

* "ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

† "ত্রৈবর্ণিকানামুৎপত্তিপ্রভৃতিপৈষ্টীপ্রতিষেধঃ। ব্রাহ্মণস্য তু মদ্যমাত্রপ্রতিষেধোঽপ্যুৎপত্তিপ্রভৃত্যেব। রাজন্যবৈশ্যয়োস্তু ন কদাচিদপি গৌড়্যাদিমদ্যনিষেধঃ। শূদ্রস্য তু ন সুরাপ্রতিষেধো নাপি মদ্যপ্রতিষেধঃ।" (মিতাক্ষরা)

‡ "ইক্ষূন্ মধূংস্তথা লাজান্ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্।
পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাংশ্চোচ্চাবচানপি॥" (রামায়ণ ১।৫৩।২)

ছিলেন।* এই অযোধ্যাকাণ্ড মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে জানা যায় যে, সুরা এক সময়ে সাধারণের নিকট উৎকৃষ্ট পেয় বলিয়া আদৃত হইত।

সতী সাধ্বী—সীতাদেবী রামের সহিত বনগমনকালে গঙ্গার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন,—

"সা ত্বাং দেবি নমস্যামি প্রার্থয়ামি চ শোভনে।
প্রাপ্তরাজ্যে নরব্যাঘ্রে শিবেন পুনরাগতে॥
গবাং শতসহস্রঞ্চ বস্ত্রাণ্যন্নঞ্চ পেশলম্।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তব প্রিয়চিকীর্ষয়া॥
সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা॥"
(রামায়ণ ২।৫২।৮৯)

হে দেবি! আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি ও স্তব করিতেছি, নরব্যাঘ্র (রাম) সুস্থশরীরে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় রাজ্যলাভ করিলে, আমি তোমার উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে উৎকৃষ্ট শত সহস্র গো, বস্ত্র ও অন্ন দান করিব। আর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তোমার প্রীতির জন্য হাজার ঘড়া মদ ও মহাবলি দিয়া মাংসোদন অর্পণ করিব।

তৎপরে সীতা যখন যমুনা পার হইতেছেন, তখনও যমুনার উদ্দেশে পূর্ব্ববৎ মদ্যপ্রদানের কথা পাওয়া যায়।† কেবল প্রার্থনা বলিয়া নহে, উত্তরকাণ্ডে লিখিত আছে,—অযোধ্যায় অশোকোদ্যানে কুশাস্তরণে রামচন্দ্র উপবিষ্ট, অঙ্কে সীতা। পুরন্দর যেমন শচীকে অমৃত পান করাইয়া থাকেন, সেইরূপ রামচন্দ্র সীতাকে হাতে ধরিয়া উৎকৃষ্ট মৈরেয়ক মদ্য পান করাইতেছেন। রামের ব্যবহারের জন্য কিঙ্করগণ বিবিধ ফল ও নানাপ্রকার সুমিষ্ট মাংস যোগাইতেছে। নৃত্যগীতবিশারদ কিন্নরীপরিবৃতা অপ্সরোগণ ও কুশলা রূপবতী রমণীগণ মদ্যপানে বিভোর হইয়া রাজা রামচন্দ্রের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে।‡

এত গেল আর্য্যরাজ রামচন্দ্রের ঘরের কথা। রাবণ ও সুগ্রীবের প্রাসাদেও সুরার যথেষ্ট সমাদর দৃষ্ট হয়। বাল্মীকি কিষ্কিন্ধ্যার রাজপথ-বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন ;—

"চন্দনাগুরুপদ্মানাং গন্ধৈঃ সুরভিগন্ধিতাম্।
মৈরেয়াণাং মধূনাঞ্চ সম্মোদিতমহাপথাম্॥" (রামা° ৪) ৩৩।৭।

কিষ্কিন্ধ্যার মহাপথ সকল চন্দন, অগুরু ও পদ্মগন্ধে সুরভিত এবং মৈরেয় মদ্যসমূহে সম্যক্ আমোদিত। এই বর্ণনা হইতেই মদের উপর বানরগণের কিরূপ আসক্তি ছিল, তাহার কতক আভাস পাওয়া যাইতেছে।

রাবণের অন্তঃপুর ও পানভূমির বর্ণনা যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন রাবণগৃহে স্ত্রীপুরুষ মধ্যে কিরূপ সুরাস্রোত প্রবাহিত হইত। তৎসম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"মাংসৈঃ কুশলসংযুক্তৈঃ পানভূমিগতৈঃ পৃথক্।
দিব্যাঃ প্রসন্না বিবিধাঃ সুরাঃ কৃতসুরা অপি॥
শর্করাসবমাধ্বীকাঃ পুষ্পাসবফলাসবাঃ।
বাসচূর্ণৈশ্চ বিবিধৈর্মৃষ্টাস্তৈস্তৈঃ পৃথক্ পৃথক্॥"
(রামায়ণ সুন্দরকাণ্ড ১১।২২-২৩)

সুনিপুণ পাচক কর্ত্তৃক সুপক্ক মাংস, বৃক্ষ হইতে স্বয়ং ক্ষরিত নানাজাতীয় সুনির্ম্মল সুরা এবং শৌণ্ডিক কর্ত্তৃক প্রস্তুত বহুবিধ মদ্য সকল স্থানে স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। শর্করাসব, মাধ্বীক, পুষ্পাসব ও ফলাসব বিবিধ গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত হইয়া স্থানে স্থানে পৃথগ্‌ভাবে সুসজ্জিত আছে।

"হিরণ্ময়ৈশ্চ কলশৈর্ভাজনৈঃ স্ফাটিকৈরপি॥
জাম্বূনদময়ৈশ্চান্যৈঃ করকৈরভিসংবৃতা।
রাজতেষু চ কুম্ভেষু জাম্বূনদময়েষু চ॥
পানশ্রেষ্ঠাং তথা ভূমিং কপিস্তত্র দদর্শ হ।
সোঽপশ্যচ্ছাতকুম্ভানি সাধোর্ম্মণিময়ানি চ॥
তানি তানি চ পূর্ণানি ভাজনানি মহাকপিঃ।
ক্বচিদর্দ্ধাবশেষাণি ক্বচিৎ পীতান্যশেষতঃ॥
ক্বচিন্নৈব প্রপীতানি পানানি স দদর্শ হ।
ক্বচিদ্ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ ক্বচিৎ পানং বিভাগতঃ॥"
(রামায়ণ ৫।১১।২৮-২৪)

স্বর্ণ, রজত, জাম্বুনদ প্রভৃতি নানাজাতীয় ধাতুনির্ম্মিত মদ্যপূর্ণ কলস কমণ্ডলু দ্বারা আচ্ছন্ন সেই পানভূমির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। স্বর্ণ, রজত ও মণিময়পানপাত্র সকল

* "সুরাদীনি চ পেয়ানি মাংসানি বিবিধানি চ।২১
সুরাং সুরাপাঃ পিবত পায়সঞ্চ বুভুক্ষিতাঃ।
মাংসানি চ সুমেধ্যানি ভক্ষ্যন্তাং যো যদিচ্ছতি॥"৫২
(রামায়ণ অযোধ্যা ৯১ সর্গ)

† "স্বস্তি দেবি তরামি ত্বাং পারয়েন্মে পতিব্রতম্।
যক্ষ্যে ত্বাং গোসহস্রেণ সুরাঘটশতেন চ॥"

‡ "কুশাস্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিষসাদ হ।
সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি॥
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ।
মাংসানি চ সুমৃষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ॥
রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্।
উপানৃত্যংশ্চ রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ॥
অপ্সরোগণসঙ্ঘাশ্চ কিন্নরীপরিবারিতাঃ।
দক্ষিণা-রূপবত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশঙ্গতাঃ॥" (রামা° উত্তর ৫২।১৮-২১)

মদ্যে পরিপূর্ণ হইয়া পানশালার স্থানে স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। কোন স্থানে পাত্রস্থ সুরা অর্দ্ধপীত, কোথাও পানপাত্র মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কোন স্থানের পানীয় মদ্য কিছুমাত্র পীত হয় নাই। কোথাও নানাপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় মদ্য পান-ভূমির স্থানে স্থানে বিভাগক্রমে বিন্যস্ত আছে।

রামায়ণে যেরূপ প্রমাণ বিদ্যমান, মহাভারতে আবার তদপেক্ষা বহু প্রমাণ রহিয়াছে। মহাভারতের সকল প্রধান-চরিত্রই অল্পাধিক মদ্যসেবী ছিলেন, মহাভারতের নানা স্থানেই তাহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এমন কি, তৎকালে সকল উৎসবেই মদ চলিত। শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে মদ্যপায়ী বলিয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিতেন বটে, কিন্তু নিজেও আসবগ্রহণে এককালে বিরত ছিলেন না। মহাভারতে মদ্যপান সম্বন্ধে স্পষ্ট লিখিত আছে।

"ভারতানাং যাদবানাং মদ্যপানন্ত বর্ণ্যতে।
উভৌ মধ্বাসবো ক্ষীবৌ উভৌ চন্দনচর্চ্চিতৌ।
উভৌ পর্য্যঙ্করথিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবার্জ্জুনৌ॥"

ভারত ও যাদবগণের মদ্যপানের কথা বলিতেছি :—

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই মদ্য ও আসবপানে রক্তনেত্র, উভয়ে চন্দনচর্চ্চিত ও উভয়েই পর্য্যাঙ্ক আরূঢ় দেখিয়াছি। সে সময়ে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণও মদ্যপানে সুখবোধ করিতেন। বিরাটপর্ব্বে লিখিত আছে, বিরাট-রাজমহিষী সুদেষ্ণা সৈরিন্ধ্রীকে বলিতেছেন,—

"পর্ব্বাণি ত্বং সমুদ্দিশ্য সুরামন্নং চ কারয়।
তত্রৈনাং প্রেষয়িষ্যামি সুরাহারী তবান্তিকম্॥
উত্তিষ্ঠ গচ্ছ সৌরন্ধ্রি, কীচকস্য নিবেশনম্।
পানমানয় কল্যাণি পিপাসা মাং প্রবাধতে॥"

অর্থাৎ হে সৈরিন্ধ্রি! আমার পিপাসা হইয়াছে, যাও, কীচকের গৃহে গিয়া আমার পানার্থ সুরা আনয়ন কর।

মহাভারতে মৌষলপর্ব্বে যাদবগণের মদ্যপ্রিয়তা ও মদ্যপানহেতু যদুবংশধ্বংস-প্রসঙ্গ সবিস্তার বর্ণিত আছে।

হরিবংশ ১৪৬ ও ১৪৭ অধ্যায় হইতে উচ্চ ক্ষত্রিয়সমাজে কিরূপ সুরা সমাদৃত হইত, তাহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে বলদেবাদি যাদবগণ সমভিব্যাহারে পিণ্ডারকতীর্থে আসিয়া জলক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ের বর্ণনা পাঠ করিলে জানা যায় যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজ পত্নীগণের সহিত, কাদম্বরীপ্রিয় বলদেব রেবতীর সহিত, অর্জ্জুন সুভদ্রার সহিত ও অপরাপর যাদব কুমারগণ স্ব স্ব প্রেয়সীর সহিত মদ্যপানে বিভোর হইয়াছিলেন। সেই আমোদ-তরঙ্গে যাদবরমণীগণের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া হরিবংশকার লিখিয়াছেন,—

"হস্তপ্রমুক্তৈর্জলযন্ত্রকৈশ্চ প্রহৃষ্টরূপাঃ সিষিচুস্তদানীং।
রাগোদ্ধতা বারুণিমণ্ডমত্তা সঙ্কর্ষণাধোক্ষজদেবপত্ন্যঃ॥
আরক্তনেত্রা জলমুক্তিসক্তাঃ স্ত্রীণাং সমক্ষং পুরুষায়মাণাঃ।
তেনোপরেমুঃ সুচিরঞ্চ ভৈমা মানং বহন্তো মদনং মদঞ্চ॥"
(হরিবংশ ১৪৮।৫০-৫১)

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ বারুণীসেবনে মত্ত হইয়া অনুরাগভরে পরস্পরের গাত্রে জলযন্ত্র-মুক্ত সলিল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে আরক্তনেত্র, জলকেলিতে মত্ত ও অভিমানে রত হইয়া সেই নারীগণ পুরুষের মত মদনমদে আসক্ত হইয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মদ্যপানের দোষে যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। ভাগবতকার কি বলিতেছেন, শুনুন—

"বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাং।
অজানতামিবান্যোন্যং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ॥" (১।১৫ অঃ)

তাঁহাদের মনোবৃত্তি বারুণী মদ্যপানে মাতিয়া উঠায় পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে না পারিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এখন তাঁহাদের মধ্যে চারি পাঁচ জন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছেন।

দেবী চণ্ডিকা অতিশয় সুরাপান করিতেন। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে লিখিত আছে যে, কুবের নিজে তাঁহাকে অক্ষয়সুরা-পরিপূর্ণ পানপাত্র যোগাইতেন।* মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধকালে ভগবতী বলিতেছেন, 'রে মূঢ়! তুই ক্ষণকাল গর্জ্জন কর, যে পর্য্যন্ত না আমি মধুপান করি।'†

অপরাপর পুরাণেও যেমন মদ্যপানের নিষেধ বিধি আছে, সেইরূপ মদ্যপায়ী ও মদ্যপানের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

মোটের উপর কি শ্রুতি, কি স্মৃতি কি তন্ত্র, সর্ব্বত্রই মদ্য-পানের নিষেধবিধি দৃষ্ট হয়।

[মদিরাশব্দে এতৎসম্বন্ধে বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে শাক্ততান্ত্রিক-দিগের যথেষ্ট প্রভাব হইয়াছিল। তৎকালে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে অধিকাংশ লোকেই এক প্রকার সুরাতরঙ্গে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। এই সময়েই—

* "দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা।" (চণ্ডী)
ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্॥

† "গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং।" (চণ্ডী)

"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুপাত ধরণীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"
(কালীবিলাসতন্ত্র)

ইত্যাদি শ্লোকের সৃষ্টি হয়। চৈতন্ত মহাপ্রভুও তাঁহার শিষ্যগণের চেষ্টায় মদ্যপান অনেকটা হ্রাস হইলেও বহুসংখ্যক শাক্তগণের অনুরাগে বিশেষতঃ শাক্ত-তন্ত্রের অনুশাসনবলে মদ্যপান নিবারিত হইতে পারে নাই। সুরার বিষবৎ অপকারিতা ও ধ্বংসোন্মুখতা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ায় ক্রমে সাধারণের হৃদয়ে সুরাবিদ্বেষ জন্মিয়াছে। ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভে ও বিলাতী মদের প্রথম প্রচলনে এদেশে কিছুকাল মদ্যপায়ীর সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে প্রত্যেক সমাজের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা যায় না। এই সুরার প্রভাবে একদিন বঙ্গের ঘরে ঘরে ক্রন্দনধ্বনি ও মহানর্থ সংঘটিত হইয়াছিল। এখন সে দিন গিয়াছে, এখন শিক্ষাপ্রভাবেই হউক, অথবা ঘৃণা বিদ্বেষ প্রযুক্তই হউক, সুরাব্যাধি অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে সুরা পান নিবারণের যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ এককালে সুরাপান নিবারণ করিতে পারেন নাই। বৌদ্ধজাতক ও অবদানসমূহে সুরাপানের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাঞ্চিস্তূপ হইতে যে ৩টী প্রেমিকপ্রেমিকার চিত্র বাহির হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায়, প্রেমিকপ্রেমিকার বদনকমলে সুরাপাত্র রহিয়াছে। নাগানন্দ নাটকে মাতালের চরিত্র বেশ চিত্রিত হইয়াছে। কালিদাসের সকল কাব্য ও নাটকেই উচ্চ ক্ষত্রিয়সমাজের সুরাপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শকুন্তলা নাটকে দেখিতে পাই, ধীবর নষ্ট অঙ্গুরীয় বাহির করিলে রাজশ্যালক নগরপাল নিকটবর্ত্তী শৌণ্ডিকালয়ে গিয়া সেই অঙ্গুরীয় বিনিময়ে সুরাপানের ব্যবস্থা করিতেছেন। রঘু দিগ্বিজয় উপলক্ষে যখন কলিঙ্গে আসিয়া উপনীত হন, তৎকালে তাঁহার সৈন্যগণ এখানে পানভূমি প্রস্তুত করিয়া নারিকেলাসব পান করিয়াছিল। (রঘু ৪।৪২) আবার যখন রঘু পারস্য জয় করিয়া আসেন, তাঁহার সৈন্যগণ তখন দ্রাক্ষা-সুরাপানে ব্যস্ত হইয়াছিল। (রঘু ৪।৬৫) মহারাজ অজ ইন্দুমতীর জন্য বিলাপ করিতেছেন, 'হে মদিরাক্ষি! তুমি আমার মুখার্পিত সুরা রসবৎ পান করিতে, এখন কেমন করিয়া তুমি পরলোকোদ্দেশে দত্ত বাষ্প-দূষিত জলাঞ্জলি পান করিবে।'* অগ্নিবর্ণ নিজ কুলস্ত্রীগণের সহিত মদ্যপান করিতেন, রঘুবংশে তাহা বিবৃত হইয়াছে। (১৯।১২) কুমারসম্ভবে লিখিত আছে, শিব যখন হিমালয়-প্রাসাদে যাইতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে সকল কুলাঙ্গনা ছুটাছুটি আসিয়া গবাক্ষপথে দেখিতেছিল, তাহাদের মুখ হইতে আসবগন্ধ বাহির হইতেছিল। †

নানাতন্ত্রেই সংস্কৃত মদ্যপানের ব্যবহার ও অসংস্কৃত মদ্যপানের নিষেধ আছে। শাক্ততন্ত্রসমূহই কিছু মদের অনুকূল। কিন্তু অপরাপর তন্ত্রে সেরূপ ব্যবস্থা নাই।

মোটের উপর মদ্য নানাপ্রকার, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। [মদিরা শব্দ দেখ।]

ইহার মধ্যে কোন্ মদ্য কি উপায়ে প্রস্তুত হইত, তদ্বিষয়ে মৎস্যসূক্ততন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

পানস।—"অপক্বং পনসঞ্চৈব আম্রঞ্চ বদরং তথা।
স্থাপয়িত্বা ঘটে নিত্যং দদ্যাদামপয়ঃফলম্ ॥
ত্রৈলোক্যবিজয়াঞ্চৈব মাতুলঙ্গং তথৈব চ।
সমেহহনি ততো দদ্যাৎ সন্ধানাৎ সম্মীরিতম্ ॥"

কাঁচা কাঁটাল, আম ও কুল ঘটে রাখিয়া প্রত্যহ তাহাতে কাঁচাজল ঢালিবে, পরে তাহাতে কএক দিন কতকগুলি গাঁজার পাতা ও মাতুলুঙ্গ লেবুর রস দিবে, তাহাতে গাঁজলা হইলে বুঝিবে যে পানস মদ্য হইয়াছে।

দ্রাক্ষ।—"দধি মধু ঘৃতঞ্চাপি মঞ্জিষ্ঠং তিক্তকং তথা।
অনুপানে তু দেবেশি দ্রাক্ষমদ্যং সুনিশ্চিতং ॥"

দধি, মধু ও ঘৃত আঙ্গুরের রসে মিশাইলে তাহা মাতিয়া উঠিবে, তাহাতে মঞ্জিষ্ঠা ও চিরাতার অনুপান দিবে, তাহা হইলে দ্রাক্ষমদ হইবে।

মাধুক।—"বিড়ঙ্গং শালবং মূলং—
মধুনা সহ সংস্থাপ্য শেষে পাকং সমাচরেৎ।
পিপ্পলী লবণং দত্বা মধুনা মদ্যমীরিতং ॥"

মধুর সঙ্গে শালব মূল রাখিয়া পরে পাক করিবে, অবশেষে তাহাতে পিপুল ও লবণ ছড়াইয়া দিবে।

খার্জ্জূর।—"পানসং পক্বখর্জ্জূরং আর্দ্রং সোমলতারসম্।
একাকৃত্যাগ্নিসন্ধানাৎ খর্জ্জূরং মদ্যমীরিতম্ ॥"

পাকা খেজুরের সঙ্গে কাঁঠাল, আদা ও সোমলতার রস একত্র মিশাইয়া আগুনে সাঁতলে লইয়া রাখিবে, তাহাতে খর্জ্জূর মদ্য হয়।

তাল।—"পক্বতালং দন্তিশাকং ককুভঞ্চ তথৈব চ।
এতৈরেব তু সন্ধানাৎ তালমদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥"

* "মদিরাক্ষি মদাননার্পিতং মধু পীত্বা রসবৎ কথং নু মে।
অনুপাস্যসি বাষ্পদূষিতং পরলোকোপনতং জলাঞ্জলিম্ ॥" (৮।৬৮)

† "তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্।
বিলোল নেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্ ॥" (কুমার ৭।৭)

পাকা তালের সঙ্গে দন্তিশাক ও ককুভের পাতা মিশাইয়া রাখিয়া দিলে তালমদ্য হয়।

ঐক্ষব। "ইক্ষুদণ্ডং মরীচঞ্চ বদরঞ্চ তথা দধি।
শেষে তু লবণং দত্বা ইক্ষুমদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

মাধ্বীক।—"নবং মধু তথা বিল্বং পক্বং শর্করয়া সহ।
সন্ধানাজ্জায়তে মদ্যং মাধ্বীকং শরতো রসম্॥"

নূতন মধু ও পক্ব বিল্ব শর্করার সহিত মিশাইলে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার নাম মাধ্বীক।

টঙ্কমাধ্বীক।—"শতাবরী টঙ্কমূলং লক্ষণং পদ্মমেব চ।
মধুনা সহ সন্ধানাৎ টঙ্কমাধ্বীকমীরিতম্।"

শতাবরী, টঙ্কমূল, লক্ষণ ও পদ্ম এই সকল মধুর সহিত মিলাইলে টঙ্কমাধ্বাক প্রস্তুত হয়।

মৈরেয়।—"মালূরমূলং বদরী শর্করা চ তথৈব চ।
এষামেকত্র সন্ধানাৎ মৈরেয়ং মদ্যমীরিতং॥"

বিল্বমূল, বদরী ও শর্করা এই সকল বস্তু এক সঙ্গে মিশাইয়া মৈরেয় মদ্য প্রস্তুত করিতে হয়।

গৌড়ী।—"দধি ত্রৈলোক্যবিজয়া তথৈব চ করীকণা।
গুড়েন সহ সন্ধানাৎ গৌড়ীমদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

দধি, ত্রৈলোক্যবিজয়া ও করীকণা গুড়ের সহিত মিশাইয়া গৌড়ীমদ্য তৈয়ার করিতে হয়।

নারিকেলজ।—"ইন্দ্রজিহ্বা পঙ্কধাত্রী নারিকেলজলং তথা॥
কদলীফলসন্ধানাৎ মদ্যং তন্নারিকেলজম্॥"

ইন্দ্রজিহ্বা, পঙ্কধাত্রী ও নারিকেল জল এই সকল কলার সহিত মিশাইয়া নারিকেলজ মদ্য হয়।

পৈষ্টী।—"শষ্কুলীমর্দ্ধসিদ্ধান্নমুষ্ণোদকসমন্বিতম্।
বহ্নৌ সন্তাপয়েৎ কিঞ্চিৎ স্থাপয়িত্বা দিনদ্বয়ম্।
শেষেহহনি তু সম্প্রাপ্তে জীবনং তত্র নিঃক্ষিপেৎ।
শৃঙ্গবেরং মরীচঞ্চ মাতুলঙ্গং তথৈব চ।
এতেষামেব সন্ধানাৎ পৈষ্টীমদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

গরম জলে অৰ্দ্ধসিদ্ধ অন্ন ও শষ্কুলী অগ্নিতে কিঞ্চিৎ জ্বাল দিতে হয়। দুই দিন পর্য্যন্ত এইভাবে রাখিয়া তৎপর দিবস তাহাতে জল নিক্ষেপ করিবে। ইহার পর উহাতে শৃঙ্গবের, মরীচ ও মাতুলঙ্গ মিশাইয়া লইলে পৈষ্টীমদ্য তৈয়ার হয়।

এতদ্ভিন্ন মৃতসঞ্জীবনী সুরানামেও শুক্রাচার্য্য-উদ্ভাবিত এক প্রকার স্বাস্থ্যকর মদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ :—

নূতন গুড় /২॥ সের, বাবলাছাল, কুলছাল ও গুপারি প্রত্যেক /২ সের, লোধ /॥ সের, আদা /।০ পোয়া সমুদয়ের অষ্ট গুণ জল। প্রথমে গুড় গুলিয়া পরে যথাক্রমে আদা, বাবলার ছাল ও কুলের ছাল উহাতে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে মিলাইবে। অনন্তর সুপারি ও লোধ প্রক্ষেপ দিয়া সরাব দ্বারা পাত্রের মুখ আচ্ছাদন ও উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া ২০ দিন সেই অবস্থায় রাখিবে। তৎপরে মৃণ্ময় মোচিকা যন্ত্রে ও ময়ূরাক্ষেপি যন্ত্রে মন্দ মন্দ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। পরে পাত্র মধ্যে সুপারি, এলবালুক, দেবদারু, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, সলুফা, যমানী, মরীচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, এলাইচ্, জায়ফল, মুথা, গেঁটেলা, শুঁঠ, মেথি, মেষশৃঙ্গী ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৪ তোলা কুটিয়া প্রক্ষেপ দিবে। পরে যথাবিধ চুয়াইয়া সুরা উদ্ধৃত করিয়া লইবে। ধাতু অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, বা কফপ্রধান বিবেচনা করিয়া ও বয়স-অনুসারে ইহার মাত্রা ব্যবস্থা করিবে।

বৈদেশিক সুরা।

এবার অপর দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বে সুসভ্য মিসরবাসীদিগের মধ্যে ধান্ত ও যবোৎপন্ন মদ্যব্যবহারের উল্লেখ আছে। হেরোদোতস্ (৪৫০ খৃঃ পূঃ), প্লিনি ও হেলেনিকাস প্রভৃতির বর্ণনা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। গ্রীকগণ মিসরবাসীদিগের নিকট হইতে কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজক মদ্য-প্রস্তুতকরণোপায় শিক্ষা করিয়াছিল। বিখ্যাত কবি আর্কিলোকাস্ (Archilochus ৭০০ খৃঃ পূঃ), এস্কাইলাস্ (Æschylus ৪৭০ খৃঃ পূঃ), সফোক্লিস্ (Sophocles ৪২০ খৃঃ পূঃ) ও থিওফ্রাষ্টাস্ (Theophrastus ৩০০ খৃঃ পূঃ) যব প্রভৃতি হইতে মদ্যপ্রস্তুতের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। মিসরের ধান্যমদ্যের 'জিথাম্' নাম হইতে গ্রীকগণ স্বদেশজাত মদ্যের জিথোনামকরণ করেন। এই মদ্য তত্তদ্দেশবাসীরা নিত্য ও উৎসবসময়ে ব্যবহার করিত। জেনোফন কর্তৃক ৪০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রচিত 'দশ সহস্রের পলায়নবিবৃতি'তে আর্মেনিয়াবাসীর মদ্যপানের উল্লেখ আছে। দিওদোরাস্ সিকুলাস্ গালাসিয়াবাসীর (Galatians) জিথো মদ্যসেবনের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে টাসিটাস জর্ম্মাণবাসীর সামাজিক আচার-ব্যবহার-বর্ণনাকালে বিয়ার (Beer) মদ্যপ্রচলনের উল্লেখ করিয়াছেন। প্লিনির বর্ণনানুসারে স্পেনদেশের Ceria ও প্রাচীন গলরাজ্যের Cerversia নামক উত্তেজক মদ্য ধান্য হইতে প্রস্তুত বলিয়া জানা যায়। ধান্যলক্ষ্মী (Ceres)এর নাম হইতে উক্ত মদ্যদ্বয়ের নামকরণ হইয়া থাকিবেক। উক্ত দেবীর উৎসব উপলক্ষে এই মদ্যপানের বহুলপ্রচার ছিল। সুবিখ্যাত রোমকসম্রাট্ জুলিয়াস সিজর স্বীয় সেনাগণকে বিয়ার মদ্য পান করিতে দিতেন।

প্রথমে প্রাচীন বৃটেন রাজ্যে গলাধিপত্য বিস্তারিত হইলে, বৃটনগণ মদ্যচোলাইপ্রথা শিক্ষা করে। অতঃপর রোমকগণ বৃটন রাজ্য হইতে অপসৃত হইলে সাক্সনগণ বৃটন জয় করিয়া তদ্দেশবাসীর নিকট হইতে ঐ প্রথা অবগত হয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকার কাফ্রি জাতি, নিউবিয়া ও আবিসিনিয়াবাসী অসভ্যজাতির মধ্যে ধান্য, জনার, যব, রাই প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ হইতে মদ্য প্রস্তুত করিবার প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। রুষিয়ার Quass মদ্য অনেকাংশে আবিসিনিয়ার তেজস্কর bunsa মদ্যের অনুরূপ। চীনদেশের সাম্‌শি মদ্য চাউল হইতে প্রস্তুত। তাতার জাতির কৌমিশ-সুরা ঘোটকীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হয়। আপানিদ্বীপের সকে, অঙ্গামি নাগাদিগের জু ও সমগ্র ভারতের নিকৃষ্ট জাতির পেয় পচাই মদ্য একরূপ। কখিয়ান্‌দিগের ধান্য হইতে প্রস্তুত শেরু অনেকাংশে লেপ্‌চা, লুসাই, নাগা, খ্যান্‌, করেন ও সিমলাশৈলের অধিবাসিগণের পেয় মদ্য ধান্য-গমাদি হইতে প্রস্তুত দেশী মদ্যের ন্যায়। ভাত পচাইয়া সেই আমানি মধ্যে সোমাদি মাদক লতা পচাইয়া যে হাড়িয়া বা পচাই মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাই প্রায় নিকৃষ্ট জনসাধারণের সেবনীয়।

বর্ত্তমান মদ্য-প্রস্তুতপ্রণালী।

ইংরাজ-গবর্মেণ্টের চোলাই-খানা (Distillery) মধ্যে চাউল চোলাই করিয়া যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা বঙ্গদেশে 'খাঁটি' ধেনো মদ নামে প্রসিদ্ধ। গুড়, ইক্ষুরস, মধু প্রভৃতি মিষ্ট পদার্থ এবং খর্জ্জুররস ও তালের রস (তাড়ি), প্রভৃতি হইতেও মদিরা প্রস্তুত হয়। মাদকপ্রধান সিদ্ধি, গাঁজা, ধুস্তুরবীজ প্রভৃতি হইতে অথবা তৎপদার্থ মিশ্রণে অন্য পদার্থে মাদক উৎপন্ন করিয়া তাহা হইতে মদ্য চোলাই করা যাইতে পারে। মদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে উৎকৃষ্ট রসপূর্ণ ধান্যাদি বীজ বাছিয়া লইয়া তাহাকে কোন পাত্রে পচাইয়া গাঁজলা তুলিবে। পরে নিয়মমত বকযন্ত্রে চোলাই করিয়া সেই দ্রব্যের সার পদার্থ গ্রহণ করিতে হয়। সুরাসার (Alcohol) ব্যতীত মদ্য জন্মিতে পারে না। মদ্যপ্রস্তুতকরণোপযোগী পদার্থের শর্করা-গুণবিশিষ্ট অংশের (Saccharine matters) গাঁজান এবং চোলাই কালে অঙ্গারাদি পার্থিব-পদার্থের নাশ হেতু সুরাসার উৎপন্ন হয়। দ্রাক্ষাদি পচাইয়া সুরামণ্ড (Yeast) প্রস্তুত হইলে গাঁজালা হইবার সময়, দ্রাক্ষার শার্করপদার্থসমূহ সুরাসার ও অঙ্গারায়ে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

$$C_{12} H_{12} O_{12} = 2C_4 H_6 O_2 + 4CO_2$$

দ্রাক্ষশর্করা সুরাসার অঙ্গারায়
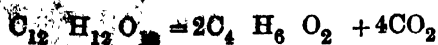
প্রায় সকল প্রকার মদ্য বা অরিষ্টাদিতে এই সুরাসার আছে, কিন্তু জল ও অন্যান্য পদার্থের মিশ্রণহেতু উহা তেজোহীন থাকে। পুনঃ পুনঃ চোলাই করিলে ভিন্ন পদার্থসমূহ বিয়োজিত হয় বটে, তথাপি তাহাতে জলীয় অংশ বর্ত্তমান থাকে। M. Sœmmering গো-পট্‌কা (Ox's bladder) মধ্যে মদ্য পুরিয়া, তদুপরে মাছের পটপটি (Isinglass) আচ্ছাদন দিয়া ১০৫° হইতে ১২০° উত্তাপে শুষ্ক করিলে, অথবা বড়মুখ বোতল মধ্যে সুরা রাখিয়া তাহার মুখ পট্‌কার সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া আবদ্ধ করিয়া রৌদ্রে দিলে জলীয় ভাগ উপিয়া যায়। এই সুরাসারই মাদকতার বীজ। ইংলণ্ড হইতে যে পরিষ্কৃত সুরাসার (Rectified Spirits of wine) ভেষজার্থ আনীত হয়, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) ০·৮৩৫।

[সুরাসার দেখ।

মদ্যের মধ্যে দ্রাক্ষাফলজাত মদ্যই (Vinum gallicii) প্রধান। ইহা বলকারক, উত্তেজক ও বিরেচক। এই কারণে বহু পূর্ব্বকাল হইতে ইহা সেবনের বিধি দেখা যায়।

এই দ্রাক্ষাজাত মদিরাই প্রাচীন গ্রন্থসমূহে প্রকৃত মদ্য (Wine) নামে অভিহিত হইয়াছে। কি হিন্দুপ্রধান ভারতে, কি খৃষ্টপ্রধান সুদূর য়ুরোপখণ্ডে বহু পূর্ব্বতন যুগ হইতে এই মদ্যপানের বহুলপ্রচার ছিল। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ও নাটকাদি হইতে তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলেও ইহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। নোয়ার মদ্যোন্মত্ততা (Genesis IX. 21), মহাত্মা পলের পানানুজ্ঞা (Timothy V. 23 ; Judges IX. 13) প্রভৃতি পাঠ করিলে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। স্বয়ং কবি হোমার ও মাসাল মদ্যের প্রফুল্লকারিতা ও বলোত্তেজকতার বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

য়ুরোপে যে সকল উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার অধিকাংশই সুপক্ব দ্রাক্ষাফলের নির্য্যাস হইতে সমুদ্ভূত। প্রথমে সুপক্ব দ্রাক্ষাগুলিকে চৌবাচ্ছা (Vat) মধ্যে গোরু অথবা মনুষ্যের পদদলিত করিয়া যে রস নির্গত হয়, তাহাকে টাটকা-সরাপ (must) বলে। পরে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটী বৃহদাকার হৌজ্‌ মধ্যে ঐ টাট্‌কা সরাপ ও দ্রাক্ষার বাকী সিকৃথ (Marc) ফেলিয়া পচাইতে দেওয়া হয়। অনতিবিলম্বে ঐ পাত্র হইতে গাঁজলা ফুটিতে থাকে। তখন রসও অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হয় এবং তাহা হইতে অঙ্গারায় বাষ্প নির্গত হইতে থাকে। ঐ সময়ে সিকৃথগুলি রসের উপর ভাসিয়া উঠে। ক্রমে যখন বুদ্বুদ্‌গুলি থামিয়া আইসে, তখন তলস্থিত

মদ্য নলে করিয়া অন্যপাত্রে টানিয়া লওয়া হয় এবং সেই দ্রাক্ষা-সিকৃথগুলিকে উত্তমরূপে নিষ্পেষিত করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যদি গাঁজলা থামিবার পূর্ব্বে মদ্য বোতল মধ্যে পূরিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সেই মদ্য গ্লাসে ঢালিবার সময়, অঙ্গারাম্লের অলক্ষিত-নির্গমনহেতু ফেনপুঞ্জ উত্তোলিত করে। শ্যাম্পেন্ (Champagne) প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মদ্য এইরূপে পূর্ব্বাহ্নেই চোলাই করা হয়। সুরামণ্ডের রস নিঃসৃত করিয়া, গাঁজলা উঠিবার পূর্ব্বে সিকৃথগুলি উঠাইয়া লইলেই মদ্যের বর্ণ সাদা হয়। মদ্য রঙ্গ করিবার জন্য পূর্ব্বে লাক্‌ডাইর (Lac-dye) ও পরে গালার (Sellac) ব্যবহার দেখা যায়। দ্রাক্ষাজাত মদ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। আরব—ইমুব্, খামার; ব্রহ্ম—ৎস-প্যিৎ-য়, চান—ৎসিউ, ফরাসী—Vin, জর্ম্মাণ—Wine, গ্রীস্—oinos, হিন্দি—দারু-কা-মদ্, অঙ্গুর-কা-সরাব, ইতালী ও স্পেন—Vens, লাটিন—Vinum, মলয়—বু-আঙ্গুর, পারস্য—মেই, পর্ত্তুগীজ ও রুষ—Wine, Wino-graduse; সংস্কৃত—দ্রাক্ষা-মদিরা; তামিল—সরয়ম, তেলগু—সরই।

বৈজ্ঞানিক হাম্বোল্টের (Mr Humbolt) মতে বাণিজ্যের উপযোগী উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে ৪৭° হইতে ৬২° পর্য্যন্ত বার্ষিক তাপ হইলে যথেষ্ট হয়। যেন স্থানবিশেষের শীতকালের তাপ ৩৮° কম, অথবা দারুণ গ্রীষ্মের উত্তাপ ৬৮° ডিগ্রীর অধিক না হয়, কারণ তাপ অধিক হইলে গাঁজলা উঠিতে উঠিতেই রস অম্লাস্বাদযুক্ত হইয়া যায়। এই হেতু ভারতবর্ষের সমতলক্ষেত্রে কখনও উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত হয় না। গ্রীষ্মের পর বর্ষার সমাগমও ইহার আর একটা কারণ। আঙ্গুর পাকিবার পরই বৃষ্টিপাত হওয়ায় এখানে সেই সময়ে দ্রাক্ষাফল রৌদ্রে শুকাইয়া কিস্‌মিস্ প্রস্তুত করিবার উপায় থাকে না। ডাঃ রয়িল বলেন, দাক্ষিণাত্যের কুনাবর অধিত্যকায় ৯ হইতে ১০ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থানে সুস্বাদু আঙ্গুর উৎপন্ন হয়। ঐ স্থানের জলবায়ু মদ্যপ্রস্তুতকরণের প্রকৃত উপযোগী। কাশ্মীর, কান্দাহার, কাবুল ও বোখারা প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমদেশের জলবায়ুর সাম্যতাহেতু দ্রাক্ষামদ্য প্রস্তুত করিতে কষ্ট হয় না। পারস্য-রাজ্যের খোল্লর জেলায় প্রস্তুত সিরাজ নামক মদ্য এসিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা সাধারণতঃ লাল ও সাদা বর্ণের হইয়া থাকে। লাল সিরাজে শতকরা ১৫॥ ভাগ ও সাদা মদ্যে ২০ ভাগ সুরাসার মিশ্রিত আছে।

মুসাপ্রবর্ত্তিত খৃষ্টীয়শাস্ত্রে ধর্ম্মযাজকদিগের দীক্ষার সময়, হৈমন্তিক উৎসবে ও অন্যান্য মহাপর্ব্বে দেবোদ্দেশে মদ্য দান বা পানের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদিগের পূজাপর্ব্বেও দ্রাক্ষামদ্য ভিন্ন অন্য প্রকার মাদক-দ্রব্য ব্যবহারেরও রীতি ছিল। তাহারা প্রত্যেক দেবতার পূজায় অপরাপর ভোজ্য ও পুষ্পাদি উপহারের সহিত দেবতাকে মদ্য দান করিয়া তৃপ্তি বোধ করিত। দেবপূজায় বলিদানের পূর্ব্বে তাহারা ছাগলাদি শৃঙ্গধারী পশুর শৃঙ্গগুলি মদ্য দ্বারা ধৌত করিয়া দিত। এতদ্ভিন্ন দেবতার উপভোগার্থ বেদীর উপর স্থাপিত পিষ্টকগুলির উপরে মদ্য ঢালিয়া দিবার বিধি ছিল। এমন কি, দৈনিক তাহারা যে মদ্য ব্যবহার করিত, তাহাও তাহারা দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া সেবন করিত না। খৃষ্টান ও য়িহুদীদিগের মধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয় নাই।

মাদকদ্রব্যমাত্রই মুসলমানধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইজন্য কোরাণে মদ্য 'খামার' নামে অভিহিত। কিন্তু বর্ত্তমান ইস্‌লামধর্ম্মসেবিগণ কোরাণের বচনকে উপেক্ষা করিয়া পানাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাষ্টিল-রাজদূত Ruy Gonzolez de Clavijo ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে তুর্করাজ তৈমুরবেগের সভায় আসিয়া উপনীত হন। এখানে হোজাদা পর্ব্বোপলক্ষে সকল নরনারী মদ্যপানে উন্মত্ত হইত। ক্লাভিজো স্বয়ং ঐ উৎসবে নিমন্ত্রিত হন। তৈমুরের পত্নী কানোবেগম তাঁহাকে মদ্যপান করিতে অনুরোধ করেন।

পারস্যের সিয়াসম্প্রদায়ের লোকেরা মদ্যপানে বিরত হইলেও অপর সকলে মদ্যকে প্রিয় পেয় মধ্যে গণ্য করে। অনেকে অহিফেন হইতে প্রস্তুত আরক সেবন করিয়া থাকে। বলিতে কি, পারস্যবাসিগণ মাদকপ্রিয়। তাহারা দ্রব্যের উপকারিতা-বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখে না। সর্ব্বদা নেশায় বিভোর থাকাই যেন তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কারণ পারস্যে একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে—'যিনি সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে চান, তিনি যেন সিরাজ-মদ্য এবং বেগ্‌দেকাদেকাস্তের রুটী খান ও যেস্তবাসিনী গোলাপ-কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন।'

সিরাজের মদ্য ও দ্রাক্ষাকানন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। শীত-প্রধান জাগ্রোস্ পর্ব্বতের পাদপ্রান্তে অবস্থিত থাকায়, এই দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রচুর সুমিষ্ট রসবাহী ফলসমূহে পরিপূর্ণ থাকে। জলবায়ুর শৈত্যতা প্রযুক্ত এই স্থান উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুতকরণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। জনৈক জর্ম্মাণ মদ্য-পরীক্ষক সিরাজ মদ্যের গুণ পরীক্ষা করিয়া উহাকে বার্গাণ্ডী মদ্যের অনুরূপ বলিয়াছেন। সিরাজ মদ্যের পর, তেহারান্, য়েজদ্, কশ্‌বিন্, তাব্রিজ, ইস্‌পাহান্ প্রভৃতি দেশজাত মদ্য নির্ম্মাসন লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান পারস্যবাসিগণ পার্সী, য়িহুদী ও

আর্মাণী মদ্য-ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে তেজস্কর মদ্য ক্রয় করিয়া থাকে। উক্ত বণিক্‌সম্প্রদায় স্ব স্ব বাণিজ্যোপযোগী মদ্য প্রস্তুতের জন্য দ্রাক্ষা চাস করিলেও লাভের আশায়, অথবা মাদকতা বৃদ্ধির জন্য উহাতে দেশী মস্ত (Arrack) জাফরান্ অথবা সিদ্ধি, গাঁজা বা দোক্তার আরক মিশ্রিত করে। সিয়াপোষ নামক লাল মদ্য প্রচুর পরিমাণে চর্ম্ম-থলিতে রপ্তানী হইয়া থাকে।

কাবুলের প্রায় প্রত্যেক আমীরের গৃহেই মদ্য প্রস্তুত করিবার কল আছে। কাবুলীরা প্রথমে আঙ্গুরগুলিকে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত বৃহৎ গামলায় অথবা চৌবাচ্ছা মধ্যে পদ-দলিত করিয়া রস বাহির করে। পরে সেই চৌবাচ্ছার নিম্নস্থিত গর্ত্ত দিয়া ঐ রস বাহির করিয়া নলপথে অপর একটী ক্ষুদ্র-মুখ মৃৎপাত্রের (জালাবিশেষের) মধ্যে লইয়া যায়। নিষ্কাসিত সমগ্র রস এইরূপে পাত্রমধ্যস্থ হইলে, উহার মুখ বন্ধ করিয়া এবং প্রায় ৪০ দিন তদবস্থায় রাখিয়া দিলে রস পচিতে থাকে। তৎপরে সচ্ছিদ্রকর্দ্দমনির্ম্মিত কুঁজার ন্যায় পাত্রবিশেষ তন্মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া মুখবিবর উত্তমরূপে সুজির আটা দিয়া আবদ্ধ করা হয়। ইহাতে রস পক্বতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন আফগান রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কিস্‌মিস্ ও আঙ্গুর হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়। উক্ত কিস্‌মিসি বা আঙ্গুরী মদ্য প্রায়ই বিশুদ্ধ বিক্রীত হয়। উহা দুর্ব্বল-দেহের বিশেষ উপকারী। কখন বা ব্যবসায়ীরা উক্ত উভয় প্রকার মদ্যে দোলা চিনির সুরাসার মিশাইয়া উহার মাদকতা বৃদ্ধি করিয়া বাজারে বিক্রয় করে।

চীনবাসিগণ ধান্য, জনার, যব প্রভৃতি মিষ্টরসাত্মক মাদক শস্যসমূহ হইতে মদ্য প্রস্তুত করিতে জানে। ঐ মদ্য মাদক-গুণবিশিষ্ট হইলেও বিশেষরূপে পরিস্কৃত নহে। কেবল বক-যন্ত্র দ্বারা চোঁয়াইয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র। শীতের আধিক্য হইলে তাহারা অল্পমাত্রায় মদ্য পান করে। তাহাদের বিশ্বাস, আগ্নেয়-গিরিপ্রধান তর্ফান্ রাজ্য হইতে দ্রাক্ষা মদ্য চীনে আনীত হয়। অগ্ন্যুৎপাদক দেশসম্ভব বলিয়া দ্রাক্ষামদ্য এরূপ অগ্ন্যুদ্দীপক গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে। পানে শরীরে দাহ ও উষ্ণতা হয় দেখিয়া চীনবাসিগণ অধিক পরিমাণে দ্রাক্ষামদ্য পান করে না। মোগল-রাজবংশের অধিকারকালে তাহারা অন্যান্য দ্রব্য চোলাই করিয়া মদ্য প্রস্তুত-প্রথা শিক্ষা করে। পূর্ব্বে চীনবাসীর পক্ষে শ্যামদেশোৎপন্ন চন্দনীমদ্য বিশেষ আদরের ছিল। এক্ষণে তাহারা লাল, সাদা, হরিদ্রা প্রভৃতি বর্ণের নানারূপ মদ্যের আবিষ্কার করিয়াছে। ঐ মদ্য তাহারা উত্তপ্ত করিয়া পান করে। উহার মাদকতাশক্তি ক্ষণস্থায়ী।

এক্ষণে ভারতে যে সকল উৎকৃষ্ট মদ্য বিক্রয় হয়, তৎ সমুদায় য়ুরোপ হইতে আনীত; তন্মধ্যে শেরি, শ্যাম্পিন্, হুয়িস্কি, ক্লারেট ও বার্গাণ্ডী মদ্যই প্রধান। অনেকে ইতালী, হাঙ্গেরী ও গ্রীক্ মদ্যপানে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। রেণিশ মদ্য একমাত্র ধনীরই পেয়।

এতদ্দেশে যব হইতে যে প্রকার সরাপ (Malt liquors বা Beers) প্রস্তুত হয়, তাহাতে সরাপ-প্রস্তুতকারীকে কএকটী বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রথমে সুপুষ্ট ও রসযুক্ত বীজগুলিকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া অথবা ১২০° F তাপে ভাঁটিতে সেকিয়া লইবে। পরে জলে পচাই-বার পূর্ব্বে হপ্ (Hop বা *Humulus Lupulus*) নামক গুল্মবিশেষের সহিত মিশ্রিত করিবে। মদ্যপ্রস্তুতের জন্য সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জলে লবণাক্ত পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে মদ্যের বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ঐ জলে ক্লোরাইড্ অব সোডিয়াম, সালফেট্ অব্ পটাশ, সালফেট্ অব্ লাইম, সাল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়া, কার্ব-নেট অব্ লাইম, ম্যাগ্নেসিয়া, কার্বনেট অব্ আয়রণ, সাইলিসিক্ এসিড্ ও ক্লোরাইড্ অব্ কাল্‌সিয়ম্ প্রভৃতি পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে মদ্য উৎকৃষ্ট হয়। ইংরাজ-চোলাইকারগণ কার্বনেট্ ও সালফেট অব্ লাইম্ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঝরণার জল ব্যবহারে সমধিক উপকারিতা পাওয়া যায়।

মদ্য চোলাই করিতে হইলে প্রথমে যবাদি শস্যকে চূর্ণ ও মর্দ্দিত করিয়া জলে ফুটাইবে। তৎপরে তাহাতে হপ্ নামক মাদকতোৎপাদক তিক্ত গুল্ম মিশ্রিত করিয়া শীতল করিবে। পরে গাঁজলা উঠিলে সেই মণ্ডকে পরিষ্কার করিয়া বোতলে পূরিয়া লইবে। বোতলে অথবা পিপায় পুরিবার পূর্ব্বে সেই শীতল মদ্যকে ১৪০° তাপযুক্ত বাষ্প দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া লইতে হয়। ইহাতে গাঁজনকালে উৎপন্ন কীটাদি নষ্ট হইয়া যায়। উত্তপ্ত মদ্যকে শীতল করিবার জন্য এক্ষণে নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মাদকতাশক্তিবিশিষ্ট কতকগুলি উদ্ভিদের রস, ফল, ফুল, শিকড় অথবা ছাল হইতে মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই মাদক-গুণবিশিষ্ট উদ্ভিদ্ মাত্রই Narcotics নামে অভি-হিত। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি গাছড়া মদ্য গাঁজাইবার অথবা তত্তৎকার্য্যের সহযোগিত্ব হেতু উল্লিখিত হইয়াছে।

মদ্যকীট (পুং) মদ্যজাতঃ কীটঃ। সুরাজাত কীটভেদ।

মদ্যদ্রুম (পুং) মদ্যোৎপাদকো দ্রুমঃ। মাড়বৃক্ষ। (রাজনি॰)

মদ্যপ (ত্রি) মদ্যং পিবতি পা-ক। ১ মদ্যপায়ী, যে মদ্য পান করে। (পুং) ২ দানবভেদ। (হরিব॰ ২৪॰ অ॰)

মদ্যপঙ্ক (পুং) মদ্যানাং পঙ্ক ইব। সুরাকল্ক। চলিত—মেয়া। পর্য্যায়—মেদক, জগল। (হেম)

মদ্যপান (ক্লী) মদ্যস্য পানং। মদ খাওয়া।

"ততঃ সহ তয়া নার্য্যা মদ্যপানমথাপিবৎ।"(মার্কণ্ডপু॰১৭।২২)

মদ্যপাশন (ক্লী) মদ্যপৈরশ্যতে ভুজ্যতে ইতি অশ-কর্ম্মণি ল্যুট্। পানরুচক ভক্ষ্য, মদ্যপানরোচক ভক্ষ্যদ্রব্য, চাট্নি। পর্য্যায়—উপদংশ, অবদংশ, চক্ষ। (হেম)

মদ্যপীত (ত্রি) পীতং মদ্যং যেন, আহিতাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। সুরাপানকর্ত্তা, যিনি মদ্যপান করিয়াছেন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

মদ্যপুষ্পা (স্ত্রী) মদ্যানি মদসাধনানি পুষ্পাণ্যস্যাঃ। ধাতকী।

মদ্যবীজ (ক্লী) মদ্যস্য বীজং। নানাদ্রব্যকৃত সুরাবীজ। পর্য্যায়—কিণ্ব, নগ্নহু, নগ্নহ। (হেম)

মদ্যভাজন (ক্লী) মদ্যস্য ভাজনং। মদ্য রাখিবার পাত্র, মদ্যভাণ্ড, মদ্যপাত্র।

মদ্যমণ্ড (পুং) মদ্যস্য মণ্ডঃ। মদ্যফেন, পর্য্যায়—কারোত্তম, কারোত্তর, সুরামণ্ড। (অমর)

মদ্যবাসিনী (স্ত্রী) মদ্যানামিব বাসো গন্ধোঽস্যা অস্তীতি ইনি ঙীপ্। ধাতকীবৃক্ষ। (রত্নমালা)

মদ্যসন্ধান (ক্লী) মদ্যস্য সন্ধানং উৎপাদনার্থং আয়োজনং। সুরাসজ্জীকরণ, মদ্যোৎপাদন-ব্যাপার, পর্য্যায়—অসুতি, আসব, অভিষব।

মদ্যামোদ (পুং) মদ্যস্যেবামোদো গন্ধো যস্য। ১ বকুলবৃক্ষ। (রাজনি॰) ২ মদ্যের গন্ধ।

মদ্র (পুং) মন্দতে ইতি মদি মোদাদৌ (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২১৩) ইতি রক্। ১ দেশবিশেষ, মদ্রদেশ।

"বৈরাটপাণ্ডয়োর্ম্মধ্যে পূর্ব্বদক্ষক্রমেণ তু।
মদ্রদেশঃ সমাখ্যাতো মাদ্রীহা তত্র তিষ্ঠতি ॥"
(শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৭ পটল)

বিরাট এবং পাণ্ড্য এই উভয় দেশের মধ্যে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-ক্রমে এই দেশ অবস্থিত। ২ হর্ষ। (ক্লী) ৩ মঙ্গল, ভদ্র, শুভ।

মদ্র, প্রাচীন জনপদ ভেদ। বর্ত্তমান রাবী ও ঝিলম্ নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। [আর্য্যাবর্ত্ত দেখ।]

২ উত্তর মদ্র নামক জনপদ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। প্রাচীন মিডিয়া রাজ্য (Media) উত্তর মদ্র বলিয়া কথিত। [মিডিয়া দেখ]

মদ্রক (ত্রি) মদ্রেষু জাত ইতি মদ্র (মদ্রবৃজ্যোঃ কন্। পা ৪।২।১৩১) ইতি কন্। ১ মদ্রদেশভব। ২ দেশভেদ।

"গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধুসৌবীরমদ্রকাঃ।"(মৎস্যপু॰১১৩।৪১)

৩ জনৈক প্রাচীন কবি।

মদ্রকার (ত্রি) মদ্রং ভদ্রং করোতীতি (ক্ষেমপ্রিয়মদ্রেঽণ্চ। পা ৩।২।৪৪) ইতি পক্ষে অণ্। ক্ষেমঙ্কর, মঙ্গলকারক।

মদ্রঙ্কর (ত্রি) মদ্রং করোতীতি কৃ-খচ্, মুমাগমঃ। ক্ষেমঙ্কর, মঙ্গলকারক।

'ক্ষেমঙ্করোঽরিষ্টতাতিঃ শিবতাতিঃ শ্বস্তন্ত্রঙ্করশঙ্করৌ।' (ত্রিকা॰)

মদ্রনগর (ক্লী) মদ্রস্য নগরং। মদ্রদেশ, উত্তরদেশ।

মদ্রনাভ (পুং) নিষাদ-ঔরসে উৎপন্ন জাতিবিশেষ।

মদ্রপ (পুং) মদ্রং মদ্রদেশং পাতি রক্ষতি পা-ক। মদ্রপতি, মদ্রদেশের রাজা।

মদ্রসুতা (স্ত্রী) মদ্রস্য সুতা। মদ্ররাজকন্যা মাদ্রী, ইনি পাণ্ডুর দ্বিতীয়া ভার্য্যা এবং নকুল-সহদেবের জননী।

মদ্রুকস্থলী (স্ত্রী) পাণিন্যুক্ত দেশভেদ। (পা॰ ৪।২।১২৭)

মদ্বন্ (পুং) মাদ্যতীতি মদ (স্না-মদি-পদ্যর্ত্তি-পৃশকিভ্যো বনিপ্। উণ্ ৪।১১২) ইতি বনিপ্। ১ শিব। (ত্রি) ২ মদনশীল।

"ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং" (ঋক্ ৮।৮১।১৯)'মদ্বনে মদনশীলায়'(সায়ণ)

মদ্বর্গীণ, মদ্বর্গীয়, মদ্বর্গ্য (ত্রি) মদ্বর্গস্যায়মিতি (অ-শব্দে যৎখাবন্যতরস্যাং। পা ৪।৩।৬৪) ইতি ক্রমেণ খচ্ছযৎ-প্রত্যয়াঃ। মদ্বর্গসম্বন্ধী। (সিদ্ধান্তকৌ॰)

মদ্বিধ (ত্রি) মম ইব বিধা যস্য। আমার তুল্য, মৎসদৃশ।

"ন মদ্বিধো ন্যস্যতি ভারমগ্র্যং।" (ভট্টি ১স)

মধব্য (ত্রি) সোমপানযোগ্য। (ক্লী) ২ সোমযুক্ত, মিষ্ট। (পুং) ৩ মধুমাস।

মধু (ক্লী) মন্যন্তে বিশেষেণ জানন্তি জনা যস্মিন্ মন্ (ফলিপাটিনমিমনিজনাং গুক্পটি-নাকিধতশ্চ। উণ্ ১।১৯) ইতি উ, ঘশ্চান্তাদেশঃ। ১ মদ্য।

"মধুবদবীতব্রীড়া যথা যথা লপতি সম্মুখং বালা।"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৪২৫)

২ ক্ষীর। ৩ জল। (বিশ্ব) ৪ রসভেদ, মধুররস। (শব্দরত্না॰) ৫ পুষ্পরস, চলিত ফুলের মৌ। পর্য্যায়—মকরন্দ, মরন্দ, মরন্দক। (শব্দরত্না॰) ৬ ক্ষুদ্র মক্ষিকা দ্বারা কৃত, চলিত মৌ, (Honey) হিন্দী—সহদ, তামিল—মধ, তৈলঙ্গ—তেনে। পর্য্যায়—ক্ষৌদ্র, মাক্ষিক, কুসুমাসব, পুষ্পাসব, পবিত্র, পিত্র্য, পুষ্পরসাহ্বয়, মাধ্বীক, সারঘ, মক্ষিকাবান্ত, করটীবান্ত, ভৃঙ্গ-বান্ত, পুষ্পরসোদ্ভব।

ইহার গুণ—শীতবীর্য্য, লঘু, ঈষৎ-কষায়সংযুক্ত, মধুররস, রুক্ষ, ধারক, কৃশতাকারক, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নিদীপ্তি-কারক, স্বরবর্দ্ধক, ব্রণের শোধন ও রোপণকারক, শরীরের কোমলতা-সম্পাদক, সূক্ষ্মমার্গানুসারী, স্রোতঃসমূহের বিশোধক, আহ্লাদজনক, অত্যন্ত প্রসন্নতাকারী, বর্ণপ্রসাদক, মেধা

ও শুক্রকারী, বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, যোগবাহী, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক এবং কুষ্ঠ, অর্শ,কাস, রক্তপিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্লান্তি, মেদ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতীসার, মলরুদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগনাশক।

মক্ষিকার জাতিভেদে মধু ৮ প্রকার।যথা—মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দাল। পিঙ্গলবর্ণ বৃহৎ মধুমক্ষিকাকে মাক্ষিক কহে। এই মক্ষিকা দ্বারা যে মধু হয়, তাহার নাম মাক্ষিক মধু। এই মধুর বর্ণ তৈলের ন্যায়। এই মাক্ষিক মধু সকল মধু হইতে শ্রেষ্ঠ, লঘু এবং নেত্ররোগ, কামলা, অর্শ, ক্ষত, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়বিনাশক।

ভ্রামর মধু—কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম, প্রসিদ্ধ ষট্পদযুক্ত ভ্রমর দ্বারা সঞ্চিত স্ফটিকতুল্য নির্ম্মল মধুকে ভ্রামর মধু কহে। এই মধু রক্ত-পিত্তনাশক,মূত্ররোধক, গুরু, মধুর, বিপাক, অভিষ্যন্দী, অত্যন্ত পিচ্ছিল ও শীতবীর্য্য।

ক্ষৌদ্র মধু—কপিলবর্ণ সূক্ষ্ম মক্ষিকার নাম ক্ষুদ্রা, তৎকৃত মধুর নাম ক্ষৌদ্র। এই মধুর বর্ণ কপিল। ইহার গুণ পূর্ব্বোক্ত মাক্ষিক মধুর ন্যায় এবং প্রমেহনাশক।

পৌত্তিক মধু—কৃষ্ণবর্ণ মশকের ন্যায় ক্ষুদ্রকায় ও অত্যন্ত পীড়াদায়ক এক প্রকার মধুমক্ষিকা আছে, তাহার নাম পুত্তিকা। এই মক্ষিকা বৃহৎ বৃক্ষের কোটরাভ্যন্তরে যে মধু সঞ্চয় করে, তাহাকে পৌত্তিক মধু কহে। ইহার বর্ণ ঘৃতের ন্যায়। গুণ—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, দাহজনক, রক্তদূষক, বাতবর্দ্ধক, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক এবং গ্রন্থি প্রভৃতি ক্ষতশোধক।

ছাত্রমধু—কপিল ও পীতবর্ণ একপ্রকার মক্ষিকা আছে, ইহারা প্রায়ই হিমালয়প্রদেশের বনে মৌচাক প্রস্তুত করে। ঐ চাক হইতে উৎপন্ন মধুকে ছাত্রমধু বলা যায়। এই মধু কপিল ও পীতবর্ণ। গুণ—পিচ্ছিল, শীতবীর্য্য, গুরু, মধুর, বিপাক, তৃপ্তিকারক, কৃমি, শ্বিত্র, রক্তপিত্ত, প্রমেহ, ভ্রম, পিপাসা, মোহ ও বিষদোষনাশক।

আর্ঘ্য মধু—জরৎকারু মুনির আশ্রমজাত মধুকবৃক্ষের নির্য্যাসকে আর্ঘ্য মধু বলা যায়। মালবদেশে উহা শ্বেতক নামে খ্যাত। কাহারও কাহারও মতে তীক্ষ্ণতুণ্ডবিশিষ্ট পীত-বর্ণ ষট্পদান্বিত এক প্রকার মক্ষিকা আছে, তাহাকে আর্ঘ্য কহে। তৎকৃত মধুই আর্ঘ্য নামে অভিহিত হয়। এই মধু অত্যন্ত হিতকর, কফ ও পিত্তবিনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ, কষায়, তিক্তরস, কটু, বিপাক এবং বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

ঔদ্দালক মধু—কপিলবর্ণ ক্ষুদ্রকায় এক প্রকার মক্ষিকা আছে, উহারা প্রায়ই বল্মীক (উইয়ের ঢিপী) মধ্যে বাস করে। এই মক্ষিকা দ্বারা কপিল বর্ণ অথচ অল্প পরিমাণে যে মধু প্রস্তুত হয়, তাহাকে ঔদ্দালক মধু কহে। এই মধু রুচি-কারক, স্বরবর্দ্ধক, কুষ্ঠ ও বিষদোষনাশক, কষায়, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, কটু, বিপাক এবং পিত্তবর্দ্ধক।

দালমধু—পুষ্প হইতে মধু ক্ষরিত হইয়া পত্রোপরি পতিত হইলে তাহাকে দালমধু কহে। এই মধু অম্ল-কষায়রস, কিন্তু কষায় রস অল্প, মধুর রস অধিক, লঘুপাক, অগ্নিদীপ্তি-কারক, কফঘ্ন, রুক্ষ, রুচিকর, বমি ও প্রমেহনাশক, স্নিগ্ধ, শরীরের উপচয়কর এবং ওজনে গুরু।

নূতন ও পুরাতন মধুর গুণ—নূতন মধু পুষ্টিকারক, সারক এবং অতিশয় কফনাশক নহে। পুরাতন মধু ধারক, রুক্ষ, মেদোনাশক এবং অত্যন্ত কৃশতাকারক। মধু, চিনি ও গুড় ইহা সম্বৎসর অতীত হইলে পুরাতন হইয়া থাকে।

সবিষ-মক্ষিকাগণ বিষাক্ত পুষ্প হইতে আহরণ করিয়া মধু প্রস্তুত করে, এ কারণ শীতল মধুই ব্যবহার্য্য ও গুণকারী। বিষাক্তপ্রযুক্ত উষ্ণ মধু অথবা উষ্ণ-দ্রব্যের সহিত মধু সেবন করিতে নাই। উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষেও উষ্ণকালে মধুসেবন নিষিদ্ধ, কারণ উহা বিষের ন্যায় অপকার করে।
(ভাবপ্রকাশ মধুবর্গ)

সুশ্রুতে ইহার গুণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, মধু—মধুর, পশ্চাৎ কষায়, রুক্ষ, শীতল; অগ্নি, বর্ণ, বল, লেখন ও কান্তিকর; লঘু, মুখপ্রিয়; সন্ধান, রোপণ, শোধন এবং সংসর্গশক্তির বৃদ্ধিকারক, সংগ্রাহী, দৃষ্টির হিতকর, সূক্ষ্মপথ-গামী; পিত্ত, শ্লেষ্মা, মেহ, মেদ, হিক্কা, শ্বাস, অতীসার, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, কৃমি ও বিষনাশক, প্রফুল্লতাজনক এবং ত্রিদোষ-শান্তিকর। মধু লঘুতাপ্রযুক্ত কফঘ্ন এবং পিচ্ছিলতা, মাধুর্য্য ও কষায়ভাবপ্রযুক্ত বাতপিত্তঘ্ন। এই মতেও পূর্ব্বোক্ত রূপ মধু ৮ প্রকার।

নূতন মধু—পুষ্টিকর, সারক। পুরাতন মধু মেদ, স্থূলতা-হারী, সংগ্রাহী ও লেখনকর। মধু পক্ব হইলে ত্রিদোষ শান্তি করে এবং অপক্ব থাকিলে ত্রিদোষ বৃদ্ধি হয়। মধু বিবিধ প্রকার দ্রব্যের সংযোগে বহুবিধ রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। নানাবিধ দ্রব্যের সারাংশ থাকা প্রযুক্ত ইহার যোগবাহী (সংযোগ-জনিত) গুণ অতি উৎকৃষ্ট; দ্রব্য, রস, গুণ, ও বিপাকে পরস্পর বিরুদ্ধ।

মক্ষিকার বিষ সংযুক্ত থাকে বলিয়া সকল প্রকার মধুই উষ্ণসংযোগে বিরুদ্ধ হয়। স্বয়ং উষ্ণ হইলে বা উষ্ণ-সংযুক্ত হইলে ইহা বিষতুল্য হয়। ইহা বৃষ্টির জলের সহিত সংযুক্ত হইলে অধিকতর বিরুদ্ধ হয়। উষ্ণ দ্রব্যসংযুক্ত মধু বমন

কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা পরিপাক হয় না এবং উদরেও থাকে না; এই কারণে বমনের স্থলে পূর্ব্বের ন্যায় বিরুদ্ধ গুণ হয় না। অপক্ব মধু অতিশয় কষ্টদায়ক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৫ অ°)

মধুমক্ষিকা প্রভৃতি পতঙ্গজাতি সন্তানোৎপাদনের জন্য যে বাড় নির্ম্মাণ করে, তাহাই সাধারণতঃ মধুচক্র বা মৌচাক্ নামে প্রসিদ্ধ। উহা প্রায়ই চক্রাকার নির্ম্মিত হয় এবং মৌমাছিগণ পুষ্পমধু আহরণ করিয়া তাহাতে রাখে বলিয়া উহার মধুচক্র নাম হইয়াছে। পুষ্পের সুমিষ্ট রস গ্রহণ করিয়া মৌমাছিগণ, যখন তাহা আপনাদের ভরণ-পোষণের জন্য চক্রমধ্যে নিহিত করে, তখন ঐ মধু তরল থাকে, ক্রমে তাহা গাঢ় হইয়া মধুর আকারে রূপান্তরিত হয়। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা নানা উপায়ে মধু সঞ্চয় করে। শুক্ল অথবা কৃষ্ণপক্ষে মৌমাছিগণ চাক ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করে, ঐ সময়ে আহরণকারীরা চাক অন্বেষণে যাইয়া বনমধ্যস্থ মৌচাকগুলি ভাঙ্গিয়া আনে। পরে তাহা নিষ্পেষিত করিয়া মধু বাহির করিয়া লয়। সিক্থগুলি 'মম' নামে অভিহিত।

এই মধু পুষ্পরসের তারতম্যানুসারে গুণাগুণ লাভ করে। কমলাবনে উৎপন্ন মৌচাকের মধু কমলামধু নামে খ্যাত। ইহা ঠিক কমলানেবুর মত সুগন্ধযুক্ত হয়। ইহা ঔষধাদির সহিত সেবনেও বিশেষ উপকারী। পদ্মবন হইতে আহৃত চক্রের মধু সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণপ্রদ। ইহা চক্ষুরোগে বিশেষ ফলদায়ক। সাধারণ পুষ্প হইতে আহৃত মধু—মধুনামেই উল্লিখিত হইয়া থাকে। ঔষধাদির অনুপান ও ভক্ষ্যরূপে ইহা ব্যবহৃত হয়। মধুর আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা দ্রব্যমাত্রকেই সতেজ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ। চুতাদি ফলগুলি মধুভাণ্ডে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে কখনই নষ্ট হয় না এবং স্বাদ পূর্ব্বরূপ থাকে। সেবনকালে পাত্রমধ্যস্থ ফল উঠাইয়া জলে ধৌতকরণান্তর সেবন করিলে যথাসময়ের উৎপন্ন ফলের মিষ্টরসাস্বাদ অনুভব করা যায়। এতদ্ভিন্ন বিষাক্ত পুষ্প হইতে উৎপন্ন মধু—বিষমধু নামেই পরিচিত। উহা পান করিলে মস্তিষ্কের মাদকতা সমুপস্থিত হয়। মক্ষিকাগণ এরূপ বৃক্ষের পুষ্পমধু পান করিয়া পাগল হইয়া যায়। জেনোফন কৃত 'দশ সহস্রের পলায়ন'-বিবৃতিতে রোমকসেনাগণের বিষমধুপানের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশে মধুর বিভিন্ন নাম প্রচলিত আছে। আরব—আসল-উল্-নহল্, ইহুদীন্; ব্রহ্ম—প্য-য়, চীন—ফুং-মিচ, ওলন্দাজ—Honig, Honing, মিসর—দিব্‌স্ আসল; ফরাসী ও স্পেন—Miel, হিব্রু—দেবাস্, হিন্দি—মধু,মহু,ইতালী—Mele, Miele; লাটিন্—Mel, মলয়—মদু, আয়ের-মদ্দু, মনিসন্ লাবা; পারস্য—সহাদ্, রুষ—Med, সংস্কৃত—মধু, বাঙ্গালা—মধু, মউ, সিংহল—সিপরী, সুইস্—Hauing; তামিল ও তেলগু—তম্বন্ তেনা।

সাধারণ লোকে চাক হইতে মধু খাইবার বা লইবার সময় পাকাটী বা তদ্বৎ নলাকার পদার্থের মুখে তুলসীপত্রের রস লাগাইয়া সেই দীর্ঘনল চক্রমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। তৎপরে সেই নলমধ্য দিয়া রস নিঃসৃত হইতে থাকিলে নিম্নে একটী পাত্র দিয়া থাকে। কখন কখন আহরণকারী সর্ব্বাঙ্গে তুলসীপত্রের রস মাখিয়া চাক ভাঙ্গিয়া আনে। তুলসীপত্র-রসের তীব্র গন্ধে মক্ষিকাগণ আর নিকটে আসিতে পারে না। চক্রের নিম্নে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে ধূম ও তাপে মক্ষিকারা পলায়ন করে।

(পুং) ৭ মধুদ্রুম। চলিত মউল গাছ। ৮ বসন্ত ঋতু।

"নিবেশয়ামাস মধুর্দ্বিরেফান্ নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য॥"

(কুমারসম্ভব ৩।২৭)

৯ দৈত্যভেদ। ভগবান্ বিষ্ণু এই দৈত্যকে বিনাশ করায় মধুসূদন নামে খ্যাত হন। ১০ চৈত্রমাস। (মেদিনী)

"রেজতুর্গতিবশাৎ প্রবর্ত্তিনৌ ভাস্করস্য মধুমাধবাবিব।"

(রঘু ১১।৭)

১১ অশোকবৃক্ষ। (হেম) ১২ যষ্টিমধু। (শব্দরত্না°) ১৩ অসুরবিশেষ।

"শত্রুঘ্নশ্চ মধোঃ পুত্রং লবণং নাম রাক্ষসম্।
হত্বা মধুবনে চক্রে মথুরাং নাম বৈ পুরীম্॥"

(ভাগবত ৯।১১।১৪)

মধু, জনৈক প্রসিদ্ধ কবি। ইনি ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য করিতেন বলিয়া 'ধর্ম্মাধিকরণ মধু' নামে খ্যাত ছিলেন।

মধুক (ক্লী) মধ্বিবেতি মধু (সংজ্ঞায়াং চ। পা ৫।৩।৯৭) ইতি কন্, যদ্বা মধু মধুরং কায়তীতি কৈ-ক। ১ যষ্টিমধু।

"যষ্ট্যাহ্বং মধুকং যষ্টি ক্লীতকং মধুযষ্টিকা।
যষ্টিমধুস্থলে জাতা জলজাতিরসা পুরী॥" (বৈদ্যকরত্ন°)

২ ত্রপু। (হেম) ৩ বন্দিভেদ। ৪ যষ্ট্যাহ্ব। ৫ বিহগান্তর।

মধুক, স্বনাম-প্রসিদ্ধ মহুয়া বা মৌয়া বৃক্ষ। ইহার পুষ্প হইতে মাধ্বীক সুরা প্রস্তুত হয়। [মউয়া দেখ।]

মধুকণ্ঠ (পুং) মধুর্ম্মধুরঃ কণ্ঠঃ কণ্ঠস্বরো যস্য। কোকিল।

মধুকণ্ঠ, জনৈক সুপ্রাচীন কবি।

মধুকর (পুং) করোতি সঞ্চিনোতীতি কৃ-অচ্, মধুনঃ করঃ। ভ্রমর।

"সর্ব্বতঃ সারমাদত্তে যথা মধুকরো বুধঃ।" (ভাগ° ৪।১৮।২)
২ কামী। (ধরণি) ৩ ভৃঙ্গরাজ বৃক্ষ। (শব্দমালা)

মধুকরগড়, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। শিলালিপি হইতে জানা যায়, রাজা উদয়াদিত্যের পর মালবের পরমাররাজ নরবর্ম্মন্ এখানে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন।

মধুকরসাহ, ওড়ছা গ্রামনিবাসী জনৈক ভক্ত বৈষ্ণব। তিনি সর্ব্বদা বিষ্ণুনাম কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবচরণ সেবা করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। একদিন কতকগুলি বিষ্ণুদ্বেষী পাষণ্ড গাধার গলায় তুলসীর মালা ও নাসায় তিলক দিয়া তাহাকে বাটী মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ মধুকর তাহা কোন ভক্তের ভেথ মনে করিয়া গাধার চরণবন্দনাদি করিয়াছিলেন। (ভক্তমাল) তাঁহার আশ্রয়ে বহু বৈষ্ণব কবি কাব্য রচনা করেন।

মধুকরসাহ (পুং) রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র।

মধুকরসাহী, মধুকরসাহ সম্বন্ধীয়।

মধুকরিন্ (পুং) মক্ষিকাবিশেষ।

মধুকরিকা (স্ত্রী) মালবিকাগ্নিমিত্র-বর্ণিত সখীভেদ।

মধুকর্কটিকা (স্ত্রী) মধুর্ম্মধুরা কর্কটিকেব। মধুর জম্বীর বিশেষ। চলিত মউকুট্টি। পর্য্যায়—কুশা, বীজপুর, মধুর, মধুকর্কটী। ইহার গুণ—স্বাদু,রোচন, শীতল, গুরু, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও ভ্রমনাশক। (ভাবপ্র°)

মধুকর্কটী (স্ত্রী) মধুর্ম্মধুরা কর্কটী। মধুবীজপুর। (রাজনি°)

মধুকলোচন (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।৭২)

মধুকাণ্ড (ক্লী) বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমকাণ্ড।

মধুকাদি (পুং) বিষমজ্বরে কষায় ভেদ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুতা, আমলা, ধনে, বেণার মুল, শুলঞ্চ, ও পটোলপত্র এই সকল দ্রব্য একত্র ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইতে হইবে। পরে ইহাতে পিপুলচূর্ণ ২ মাষা ও মধু ২ মাষা প্রক্ষেপ দিতে হইবে। এই কষায় সেবনে বিষমজ্বর প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধি°)

মধুকাদিঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বিশুদ্ধ গব্যঘৃত ৪ শরাব, কাথার্থ যষ্টিমধু ৮ পল, দ্রাক্ষা ১৬ পল, পাকার্থ জল ১৬ শরাব, শেষ ৪ শরাব। এই ঘৃত কল্কার্থ পিপুল ৮ পল, ঘৃতপাক করিবার প্রণালীর অনুসারে পাক করিয়া নামাইতে হইবে, পরে ইহাতে মধু ৮ পল ও শর্করা ৮ পল প্রক্ষেপ দিতে হইবে। এই ঘৃত সেবনে কাসরোগ নিবারিত হয়। (বৈদ্যক)

মধুকাদ্যলোহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—যষ্টিমধু, ও ত্রিফলা প্রত্যেকে ১ তোলা, জারিত লৌহ ৪ তোলা, এই সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয়া শয়নকালে ঘৃত ও মধুর সহিত ২ মাষা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাতে নানাবিধ নেত্ররোগের উপশম হয়। (ভৈষজ্যরত্না° নেত্ররোগাধি°)

মধুকাদ্যবলেহ (পুং) অবলেহ ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—চিনি ৫২ তোলা ও শতমূলীর রস ২ সের একত্র পাক করিতে হইবে। পাক ঘনীভূত হইলে যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, লাহা, রক্তোৎপলমূল, রসাঞ্জন, কুশমূল, বেণার মূল, বেড়েলামূল, বাসকমূল, কুল আটির শাঁস, মুতা, বেলশুঁঠ, মোচারস, দারুহরিদ্রা, ধাইফুল, অশোকছাল, দ্রাক্ষা, জবাফুলের কুঁড়ি, কচি আমপাতা, কচি জামপাতা, পদ্ম, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, রৌপ্য, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। ইহা শীতল হইলে ১ পল মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল ও রক্তাতিসার প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না° স্ত্রীরোগাধি°)

মধুকার (পুং) মধুকর, মধুমক্ষিকা।

মধুকাশ্রয় (পুং) মধুচ্ছিষ্ট, চলিত মম্। (বৈদ্যকনি°)

মধুকাষ্ঠ (পুং) মধুক বৃক্ষ, মউল গাছ। (বৈদ্যকনি°)

মধুকুক্কুটিকা, মধুকুক্কুটী (স্ত্রী) মধুঃ মধুরা কুক্কুটীব মধুকুক্কুট-স্ত্রিয়াং ঙীষ্, স্বার্থে কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্। পূর্ব্বস্য হ্রস্বত্বঞ্চ। জম্বীর বিশেষ, চলিত মথুর বা মহুর। পর্য্যায়—মাতুলুঙ্গা, সুগন্ধা, সিরিজা, পূতিপুষ্পিকা, অত্যম্লা,দেবদূতী। ইহার গুণ—শীতল, স্বাদু, গুরু, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তনাশক। (রাজনি°)

মধুকুম্ভা (স্ত্রী) স্কন্দানুচর মাতৃভেদ।

মধুকুল্যা (স্ত্রী) ১ মধুর স্রোতস্বতী। ২ কুশদ্বীপস্থ নদীভেদ।

মধুকুট, একজন প্রাচীন কবি।

মধুকৃৎ (পুং) মধু করোতি সঞ্চিনোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ভ্রমর। "অথ যেহস্য দক্ষিণা রশ্ময়স্তা এবাস্য দক্ষিণা মধুনাড্যো যজূংষ্যেব মধুকৃতো যজুর্ব্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ" (ছান্দোগ্যোপনি° ৩।১।২)

মধুকেশট (পুং) মধুনঃ পুষ্পরসস্য কে শিরসি অগ্রভাগে শটতি গচ্ছতীতি শট্ কর্ত্তরি অচ্। ভ্রমর। (ত্রিকা°)

মধুকেশ্বর, বনবাসীর অন্তর্গত শিবলিঙ্গভেদ।

মধুকৈটভ (পুং) মধুশ্চ কৈটভশ্চ, ইতরেতরদ্বন্দ্বঃ। মধু ও কৈটভ নামে দুইজন অসুর। এই শব্দ দ্বিবচনান্ত।

"দৈনন্দিনে তু প্রলয়ে প্রসুপ্তে গরুড়ধ্বজে।
তস্য শ্রবণবিড়্জাতাবসুরৌ মধুকৈটভৌ॥" ইত্যাদি।
(কালিকাপু° ৬১ অ°)

এই অসুরদ্বয়ের উৎপত্তি-বিবরণ কালিকাপুরাণে এইরূপ

লিখিত আছে, দৈনন্দিন প্রলয়কালে ভগবানের নিদ্রাবস্থায় একদিন তাঁহার কর্ণবিবর হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব নির্গত হয়। এই সময় কূর্ম্মপৃষ্ঠস্থিতা পৃথিবী প্রলয়জলে নিমগ্না। পৃথিবীর এই অবস্থার পরিবর্ত্তনে সৃষ্টিকালে প্রজাগণ যাহাতে তদুপরি সুখস্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারে, তাহারই উপায় উদ্ভাবনের জন্য ভগবতী যোগনিদ্রা ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। কিন্তু তখন তিনি প্রসুপ্ত; সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া যোগমায়া বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করাইলেন এবং নখের অগ্রভাগ দ্বারা বিষ্ণুর কর্ণমল চূর্ণ করিয়া দিলেন। সেই বামকর্ণের মল হইতে এক অসুর উৎপন্ন হয়। তাহার পর দেবী দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগ বিষ্ণুর দক্ষিণ কর্ণে প্রবেশ করাইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এই কর্ণমল বিঘূর্ণিত হওয়ায় তাহা হইতেও এক অসুর উৎপন্ন হইল। প্রথম অসুর উৎপন্ন হইয়াই মধুপান করিবার জন্য প্রার্থনা করে, এই নিমিত্ত মহাদেবী তাহার নাম রাখিলেন মধু, আর শেষোক্ত অসুর উৎপন্ন হইয়াই মহামায়ার হস্তে কীটের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল, তাই দেবী তাহার নাম রাখিলেন কৈটভ। তখন মহামায়া সেই অসুরদ্বয়কে কহিলেন,—তোমরা বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ কর। তাহা হইলেই বিষ্ণু তোমাদিগের প্রাণসংহার করিবেন। যদি তোমরা নিজের প্রার্থনায় বিষ্ণুর হস্তে নিহত হও, তাহা হইলেই তিনি তোমাদিগকে বধ করিতে পারিবেন, নচেৎ তিনিও বধ করিতে সমর্থ হইবেন না।

এইরূপে মহামায়া কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া সেই অসুরদ্বয় বারংবার বিষ্ণুর শরীরে ভ্রমণ করিতে করিতে নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইল। তখন তাহারা ব্রহ্মাকে বলিল, অদ্য আমরা তোমাকে এই স্থানেই বধ করিব। অতএব যদি তুমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গ কর। অনন্তর ব্রহ্মা ভীত হইয়া বহুবিধ স্তব দ্বারা যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূ মহামায়াকে প্রসন্না করেন। যোগমায়া স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, মহাভাগ! কি নিমিত্ত আমার স্তব করিলে, তোমার কোন্ প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমাকে বল, আমি অদ্যই তোমার সেই প্রিয়কার্য্য করিব। তখন বিধাতা মহামায়াকে কহিলেন, যে পর্য্যন্ত এই মধুকৈটভ আমাকে না মারিয়া ফেলে, সেই সময় মধ্যে আপনি বিষ্ণুকে প্রবোধিত এবং এই মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয়কে সম্মোহিত করুন। তখন মহামায়া বিষ্ণুকে প্রবোধিত এবং মধু ও কৈটভকে মোহিত করিলেন।

ভগবান্ বিষ্ণু প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে ভীত এবং ঘোররূপ মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি অসুরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি মধু ও কৈটভকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তও ফণার অগ্রভাগ দ্বারা যুধ্যমান মধু, কৈটভ এবং নারায়ণ এই তিন বীরকে বহন করিতে অসমর্থ হইলেন। তখন ব্রহ্মা অর্দ্ধযোজন বিস্তৃত এবং অর্দ্ধযোজন আয়ত একটী শিলারূপা স্থিতিশক্তি ধারণ করিলেন। বিষ্ণু সেই শিলার উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই শক্তি জলে মগ্ন হইলে ভগবান্ বিষ্ণু পাঁচ হাজার বৎসর জলের মধ্যে থাকিয়া সেই অসুরদ্বয়ের সহিত নিরন্তর বাহুযুদ্ধ করেন। তখন জগৎপতি বিষ্ণু সেই উভয় অসুরকে বধ করিতে অসমর্থ হইলেন এবং তাহাতে ব্রহ্মার সাতিশয় ভয় হইল।

তখন সেই বলদর্পিত অসুরদ্বয় বার বার মহামায়ায় বিমোহিত হইয়া নিজ হইতেই বিষ্ণুকে কহিল,—হে মাধব! তোমার যুদ্ধনৈপুণ্যে আমরা তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। এক্ষণে আমরা সত্য বলিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিবে, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব। তাহাদের সেই বাক্য শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন,—'হে মহাবলদ্বয়! যদি তোমাদের আমাকে কিছু দিবার থাকে, তবে তোমরা আমার বধ্য হও, এই বর প্রদান কর।' অসুরদ্বয় এই কথায় অসম্মত হইল না। তাহারা কহিল, তোমার নিকট হইতেই আমাদের বধ শোভা পায়। তবে যেখানে জল নাই, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ স্থানে বধ কর। তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ইঙ্গিতে ব্রহ্মাকে কহিলেন,—তোমার শক্তিরূপিণী শিলাকে শীঘ্র উদ্ধৃত করিয়া এইরূপে ধারণ কর, যাহাতে আমি তাহার উপর অবস্থান করিয়া এই মহাবল অসুরদ্বয়কে বধ করিতে সমর্থ হই। ব্রহ্মা শিলাকে উদ্ধৃত করিয়া ঈশানকোণে কূর্ম্মপর্ব্বতরূপে ধারণ করেন। বায়ুকোণে অনন্ত এবং নৈর্ঋতকোণে জগদীশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্বয়ং শৈলরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অগ্নিকোণে বিষ্ণু স্বয়ং অপর একরূপে অবস্থিত হইয়া সেই ব্রহ্মশক্তিশিলাকে ধারণ করিলেন, মধ্যে ব্রহ্মা এবং আর একটী বরাহ অবস্থান করিতে লাগিল। বিষ্ণু বরাহের পৃষ্ঠোপরি অবস্থিত হইয়া অধোগত শিলাকে অবষ্টম্ভন করিয়া রাখিলেন। পরে বিষ্ণু চক্র দ্বারা মধু ও কৈটভের মস্তক নিজ জঘনে রাখিয়া ছেদন করিলেন। সেই ব্রহ্মশক্তি শিলা মুহুর্মুহুঃ যত্নপূর্ব্বক ধৃত হইলেও অধোগত হইল। অনন্তর

বিষ্ণু ব্রহ্মশক্তি শিলাকে যত্নপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়া সেই মৃত মধু ও কৈটভের শরীরে স্থাপিত করিলেন। পৃথিবী উদ্ধৃত হইলে তোয়রাশি দ্বারা ক্লেদিত পৃথিবী এই অসুর-দ্বয়ের মেদ-বিলেপনে দৃঢ়া হইলেন, এই জন্য তদবধি পৃথিবীর নাম মেদিনী হইল। (কালিকাপুরাণ ৬১ অধ্যায়)

মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে এই অসুরদ্বয়ের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে;—কল্পান্তে সমুদয় জগৎ একার্ণবীকৃত করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রার আশ্রয়প্রসঙ্গে অনন্তের ফণামণ্ডলে শয়ন করেন। তৎকালে মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত অতীব ভয়ঙ্করপ্রকৃতি দুই অসুর তদীয় কর্ণমল হইতে সমুদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল আশ্রয় করিয়াছিলেন। অসুরদ্বয়কে অবলোকন ও বিষ্ণুকে প্রসুপ্ত দেখিয়া বিষ্ণুর প্রবোধের জন্য যোগমায়ার স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা যোগমায়ার স্তব করিলে, যোগমায়া বিষ্ণুকে প্রবোধিত করিয়া অসুরদ্বয়ের সংহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মার নয়নগোচরে আবির্ভূতা হইলেন। বিষ্ণু অহিশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সেই দুরাত্মা অসুরদ্বয়কে অবলোকন করিলেন। অসুরদ্বয় অতিবীর্য্য ও পরাক্রমসম্পন্ন। তাহারা রোষারুণলোচনে ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ হরি তখন বাহুমাত্র আয়ুধসহায়ে তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে পাঁচ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহারা মহামায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত ও অতি বলোন্মাদে অভিভূত হইয়াছিল, সেইজন্য ভগবান্‌কে কহিল, আমাদের নিকট বরগ্রহণ কর। ভগবান্ কহিলেন, তোমরা যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে এই বর দান কর, যেন তোমাদিগকে আমি বধ করিতে পারি।

এই অসুরদ্বয় তখন সমুদায় জগৎ জলময় দর্শন করিয়া ভগবান্‌কে বঞ্চনা করিবার জন্য কহিল, আমরা তোমার যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমারই হস্তে আমাদের মৃত্যু হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত। অতএব যেখানে জল নাই, সেইখানেই আমাদিগকে সংহার কর। তখন বিষ্ণু তাহাতে সম্মত হইয়া নিজ জঘনোপরি স্থাপনপূর্ব্বক চক্র দ্বারা তাহাদের মস্তক ছেদন করিলেন। (মার্কণ্ডেয়চণ্ডী মধুকৈটভবধ ১ম অধ্যায়)

মধুকোষ (পুং) মধ্বর্থং কৃতঃ কোষঃ মধ্বাধারঃ কোষো বা। মধুমক্ষিকাকৃত কোষ, চলিত মৌচাক্, পর্য্যায়—মধুক্রম।

মধুকোষ (দেশজ) ছাগলের অণ্ডকোষ।

মধুক্রম (পুং) মধুনঃ ক্রমঃ পুনঃপুনর্মধুপানক্রমঃ। মধুকোষ, মৌচাক্, পর্য্যায়—মধুবার। (অমর)

মধুক্রোড়া (স্ত্রী) ঘৃত বা তৈল দ্বারা ভর্জ্জিত সমধু-পিষ্টক-ভেদ, ইহা গুরু ও পুষ্টিকর। (চরক সূত্রস্থা° ২৭ অ°)

মধুক্ষীর (পুং) মধুবৎ ক্ষীরং নির্য্যাসোঽস্য। খর্জ্জুরবৃক্ষ।

মধুখর্জ্জুরিকা (স্ত্রী) মধুর্ম্মধুরা খর্জ্জুরী, ততঃ কন্ টাপ্, পূর্ব্বস্য হ্রস্বত্বং। অতি মিষ্ট খর্জ্জুরবিশেষ, পর্য্যায়—মধুকর্কটিকা, কোলকর্কটিকা, কণ্টকিনী, মধুকলিকা, মাধ্বী, মধুরা, মধুর-খর্জ্জুরী, মধুখর্জ্জুরী। ইহার গুণ—মধুর, বৃষ্য, সন্তাপ ও পিত্তশান্তিকর, শীতল এবং বীর্য্যবর্দ্ধক। (রাজনি°)

মধুগঙ্গা, নদীভেদ।

মধুগড়, উঃ পঃ প্রদেশের জলৌন জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। যমুনা ও পাহুজ নদীর সংযোগস্থানে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৮২ বর্গ মাইল। এখানকার রামপুর, জগমোহন-পুর ও গোপালপুরের ভূম্যধিকারিগণ ইংরাজ-গবর্মেণ্টকে রাজকর প্রদান করেন না। ঐ সকল সামন্তরাজ্যের শাসন ও বিচারভার রাজগণের হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও, জেলার ডেপুটী কমিসনরের মতানুসারে তাঁহাদিগকে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে হয়।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও তন্নামক তহসীলের বিচার সদর। এই নগরের অপর নাম রাণীজু।

মধুগন্ধ (পুং) ১ বকুলবৃক্ষ। ২ অর্জ্জুনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৩ মধুর গন্ধ।

মধুগন্ধপ্রসূনক (পুং) অর্জ্জুনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

মধুগান্ধিক (ত্রি) মধুগন্ধযুক্ত।

মধুগায়ন (পুং) মধু গায়তীতি গৈ (ল্যুট্ চ। পা ৩।১।১৪৭) ইতি ল্যুট্ বা মধো বসন্তে গায়নঃ ৭তৎ। কোকিল। (রাজনি°)

মধুগিরি, মহিসুর-রাজ্যের তুমকূড় জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৪৩৭ বর্গ মাইল। এই স্থান বিশেষ উর্ব্বরা। এখানকার ছিন্নদ-শলাকিনামক ধান্যের চাউল মহিসুরবাসীর বিশেষ আদরের সামগ্রী। পিনাকিনী, জয়মঙ্গলী ও কুমুদ্বতী নদী এই স্থান দিয়া প্রবাহিত। মদগিরি নগরে ইহার বিচার সদর স্থাপিত।

২ উক্ত তুমকূড় জেলার অন্তর্গত একটী নগর। মদ-গিরি-দুর্গের উত্তর সীমায় অবস্থিত, অক্ষা° ১৩°৩৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১৬´ পূঃ। এই নগরের চতুর্দ্দিক্ই পর্ব্বত-পরি-বেষ্টিত। দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ায়, এই স্থান মহিসুরপতি হায়দার আলী ও টিপুসুলতানের রাজত্বকালে বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৭৭৪ ও ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য

কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় এই নগর অনেকাংশে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় বেঙ্কটরমণস্বামী ও মল্লেশ্বরমন্দির সাধারণের দেখিবার জিনিস। লোহ, ইস্পাত, কার্পাস বস্ত্র, কম্বল এবং তাম্র, পিত্তল ও রৌপ্য-বাসনাদি এখানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন এখানে চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে।

মধুগিরিদুর্গ, মহিসুর রাজ্যের তুমকুড় জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৯৩৫ ফিট্ উচ্চ। মদগিরি নগররক্ষণার্থ শৈলোপরি একটী প্রাচীন দুর্গ স্থাপিত। অক্ষা০ ১৩°৩৯´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৭°১৪´৪০´´ পূঃ। পর্ব্বতোপরি কএকটা প্রস্রবণ আছে। এখানকার পর্ব্বতগাত্রখোদিত শস্যভাণ্ডার সাধারণের দেখিবার জিনিস। পলিগার সর্দ্দারগণের নির্ম্মিত মৃৎপ্রাচারের পরিবর্ত্তে হায়দার আলী প্রস্তর-প্রাচীর দিয়া এই দুর্গের অনেক সংস্কার করেন।

মধুগুঞ্জন (পুং) মধুরং গুঞ্জনমস্য, পবনেরিত-শুষ্কফলশব্দস্য মধুরত্বাৎ তথাত্বং। শোভাঞ্জনবৃক্ষ, সজিনা গাছ। (শব্দমা০)

মধুগ্রহ (পুং) বাজপেয় যাগে মধু দ্বারা হোমভেদ।

মধুঘোষ (পুং) মধুর্মধুরো ঘোষো যস্য। কোকিল। (শব্দমা০)

মধুচক্র (ক্লী) মৌচাক।

মধুচ্ছদা (স্ত্রী) মধুঃ মধুরশ্ছদঃ পর্ণমস্যাঃ, যদ্বা মধু ছাদয়তি রসাধিক্যেন পরাভবতীতি ছদ-ণিচ্‌-ঘ, ঘে হ্রস্বশ্চ। ময়ূরশিখা। ইহার গুণ—লঘু, পিত্তশ্লেষ্মা ও অতিসারনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

মধুচ্ছন্দস্ (পুং) ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিভেদ। ইনি মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের তনয়। ইহার সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে ঋষিসমাজে জ্যোতিষাদি বিজ্ঞান বিষয়ের কতকটা উন্নতি হইয়াছিল, ঋগ্বেদের নানা স্থান হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধুচ্যুৎ (ত্রি) ১ মধুক্ষরিত। (পুং) ২ বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ।

মধুজ (ক্লী) মধুনো জাতং জন ড। শিক্থ, মোম্। (রাজনি০)

মধুজম্বীর (পুং) মধুর্ম্মধুরঃ জম্বীরঃ। (Citrus limetta, the sweet lime of India) মধুর-জম্বীরবৃক্ষ, মিঠা লেবুগাছ।

মধুজা (স্ত্রী) মধোঃ মধুদৈত্যমেদসো জাতা প্রাদুর্ভূতা ইতি জন-ড, টাপ্‌। পৃথিবী, মধু ও কৈটভদৈত্যের মেদে পৃথিবী গঠিত হয়। [মধুকৈটভ দেখ] মধুনো জায়তে স্ম ইতি। ২ সিতা, পর্য্যায়—মহাশ্বেতা। (ত্রিকা°)

মধুজিৎ (পুং) মধুং মধুনামানং দৈত্যং জিতবান্ ইতি জি-ক্বিপ্‌ তুগাগমশ্চ। বিষ্ণু। (দেবীভাগ০ ১।৫।৭২)

মধুজিহ্ব (ত্রি) মধুরভাষিজিহ্বোপেত, মাধুর্য্যরসাস্বাদক জিহ্বাযুক্ত। "উপহ্বয়ে মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতম্" (ঋক্ ১।১৩।৩) 'মধুজিহ্বং মধুরভাষিজিহ্বোপেতং মাধুর্য্যরসাস্বাদকজিহ্বোপেতং বা' (সায়ণ)

মধুজীরক (পুং) জীরকভেদ, মিঠাজীরা। (Pimpinella anisum, Common anise) হিন্দী—সোঁফ্‌, তৈলঙ্গ—পেদ্দজিলকর, তামিল—সোম্বু। বম্বে—আনিসুন।

মধুজীবন (পুং) বিভীতকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

মধুতাল (পুং) শ্রীতালবৃক্ষ। (রাজনি০)

মধুতৃণ (পুং ক্লী) মধুরং তৃণং। ইক্ষু। (ত্রিকা০)

মধুতৈলবস্তি (পুং) নিরুহবস্তিভেদ। এরণ্ডক্বাথ ৮ পল, মধু ও তৈলমিলিত ৮ পল, শলুফা অর্দ্ধ ফল এবং সৈন্ধব অর্দ্ধপল, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া একটী কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিয়া যে বস্তি প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে মধুতৈলবস্তি কহে। এই বস্তি দ্বারা মেদ, গুল্ম, কৃমি, প্লীহা, মল ও উদাবর্ত্ত নষ্ট হয়। শরীরোপচয়, বল, বর্ণ, শুক্র এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (ভাবপ্র০)

মধুত্রয় (ক্লী) মধুনাং মধুরদ্রব্যাণাং ত্রয়ম্। মধুরদ্রব্যত্রয়, মধু, ঘৃত ও চিনি এই তিনটী দ্রব্য। (রাজনি০)

মধুত্ব (ক্লী) মধুনো ভাবঃ ত্ব। মধুর ভাব বা ধর্ম্ম, মধুরত্ব।

মধুদীপ (পুং) মধৌ বসন্তে দীপ্যতে ইতি দীপ-ক। কামদেব।

মধুদূত (পুং) মধোর্বসন্তস্য দূত ইব, বসন্তাগমনাৎ প্রাগস্য মুকুলোদ্গমদর্শনাৎ তথাত্বং। আম্রবৃক্ষ।

"আম্রঃ প্রোক্তো রসালশ্চ সহকারোঽতিসৌরভঃ।
কামাঙ্গো মধুদূতশ্চ মাকন্দঃ পিকবল্লভঃ॥" (ভাবপ্র০)

মধুদূতী (স্ত্রী) মধোর্বসন্তস্য দূতীব। পাটলাবৃক্ষ (ভাবপ্র০)

মধুদোঘ (পুং) উদকদোহক, বৃষ্টিজলের কর্ত্তা।

"এতদ্দ্বহে মধুদোঘ মূধঃ" (ঋক্ ৭।১০১।১) 'মধুদোঘং মধুন উদকস্য দোহকং বৃষ্ট্যুদকস্য কর্ত্তারং' (সায়ণ)

মধুদোহ (পুং) মধুদোহন, মধু বাহির করণ।

মধুদ্রু (পুং) মধুনে দ্রাতি পুষ্পাৎ পুষ্পং গচ্ছতীতি দ্রা-ক। ভ্রমর। (ত্রিকা০)

মধুদ্রব (পুং) মধুর্ম্মধুরো দ্রবো নির্যাসোঽস্য। রক্তশিগ্রুবৃক্ষ, লাল সজিনা গাছ। (শব্দরত্না০)

মধুদ্রুম (পুং) মধ্বর্থং মদ্যার্থং মধুৎপাদকো বা দ্রুমঃ তৎপুষ্পেভ্যো মদ্যসম্ভবাদস্য তথাত্বং। বৃক্ষবিশেষ, চলিত মৌলগাছ, পর্য্যায়,—মধুক, গুড়পুষ্প। (অমর)

মধুদ্বিষ্ (পুং) মধুং দ্বেষ্টি দ্বিষ্-ক্বিপ্। বিষ্ণু। (ভাগ০৩।৭।১৯)

মধুধা (ত্রি) স্তুতিলক্ষণ-বাক্যধারক। সোমধারক। বা আদিত্যধাত্রী।

"ঊর্দ্ধং মধুধা দিবি" (ঋক্ ৩।৬১।৫) 'মধুধা মধুরাণি স্তুতিলক্ষণানি বাক্যানি দধাতীতি, মধুসোমঃ তং ধারয়তীতি বা, যদ্বা মধ্বাদিত্যাধাত্রী।' (সায়ণ)

মধুধাতু (পুং) মধুনা তৎপর্য্যায়-নাম্না প্রসিদ্ধো ধাতুঃ। মাক্ষিক।
"স্বর্ণমাক্ষিকমাখ্যাতং তাপীজং মধুমাক্ষিকম্।
তাপ্যং মাক্ষিকধাতুশ্চ মধুধাতুশ্চ স স্মৃতঃ॥" (ভাবপ্র°)

মধুধার (ত্রি) উদকধারাযুক্ত মেঘ। "ব্রহ্মণস্পতি মধুধার-মভিষমোজসা তৃণৎ" (ঋক্ ২।২৪।৪) 'মধুধারং মধুর্মাদয়িত্রী উদকধারা তাদৃশং' (সায়ণ)

মধুধারা (স্ত্রী) মধুনো ধারা ৬তৎ। মধুর ধারা, মধুবর্ষণ।
"অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্"।

মধুধূলি (স্ত্রী) মধুর্মধুরা ধূলিরিব। খণ্ড, চলিত খাঁড় গুড়।

মধুধেনু (স্ত্রী) মধুরচিতা ধেনুঃ। দানার্থ মধ্বাদি-নির্ম্মিত সবৎসা ধেনু। এই ধেনুদানের বিষয় বরাহপুরাণে সবিস্তার লিখিত আছে, এখানে অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইল,—

গোময়োপলিপ্ত ভূমিতে কৃষ্ণাজিনের উপর ১৬ কলসী মধু দ্বারা ধেনু এবং ইহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৪ কলস মধু দ্বারা বৎস কল্পনা করিতে হইবে। এই ধেনুর স্বর্ণ দ্বারা মুখ, অগুরুচন্দনে শৃঙ্গ, তাম্রময় পৃষ্ঠ, পট্টময়ী সাম্না অর্থাৎ গলকম্বল, গুড় দ্বারা মুখ, শর্করা দ্বারা জিহ্বা, পুষ্পে ওষ্ঠদ্বয়, ফলে দন্ত, কুশা দ্বারা রোম, রৌপ্যের ক্ষুর এবং প্রশস্ত পত্র দ্বারা শ্রবণ কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপে ধেনু ও বৎস প্রস্তুত করিয়া ইহার চারিদিকে তিল পাত্র রাখিয়া ঐ ধেনুকে বস্ত্রযুগ্ম দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে। কাংস্যপাত্রের দোহনপাত্র রাখিয়া যথা নিয়মে এই ধেনু পূজা করিতে হইবে। সংক্রান্তি, চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণ প্রভৃতি পুণ্য দিনে আর্য্যাবর্ত্তোৎপন্ন বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণকে এই ধেনু দান করিতে হয়। যিনি এই ধেনু দান করেন, যে স্থলে নদী সকল মধুবাহিনী, কর্দ্দমসকল পায়সময় এবং সিদ্ধ, মুনি ও ঋষি বাস করেন, তথায় তাঁহার গতি হয়। নানাবিধ ভোগ করিয়া তথায় শেষে ব্রহ্মলোক গমন করেন।

মধুনদী, ভোজকটরাজ্যের অন্তর্গত একটী নদী।

মধুনাড়ী (স্ত্রী) ১ মধুচক্রের গর্ত্ত। ২ ঋগ্বেদের মন্ত্রভেদ।

মধুনাপন্ত, জনৈক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ। ইনি হায়দরাবাদ-রাজ আবুহোসেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আমন্ত্রণে মহারাষ্ট্র-কেশরী শিবাজী ৭০ হাজার সেনা লইয়া হায়দরাবাদ নগরে প্রবেশ করেন। গোলকোণ্ডা নগরে তাঁহার অভ্যর্থনা হয়। আবুহোসেনের সহিত সন্ধি-সূত্রে বিজাপুররাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। মধুনা-পন্ত মুসলমান সুলতানকে পরাজিত করিয়াছিলেন। রাষ্ট্র-বিপ্লবে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। [হায়দরাবাদ দেখ।]

মধুনাপিত, বাঙ্গালা-প্রদেশবাসী ময়রা বা মোদকজাতির একটী শাখা। মিষ্টান্নপ্রস্তুত ও বিক্রয় ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মস্তক মুণ্ডন করায়, তাঁহার ভৃত্যদ্বয় এরূপ উচ্চশ্রেণীভুক্ত হয়। একদা ক্ষৌরকর্ম্মের পর, তাহারা মহাপ্রভুকে এবংবিধ কর্ম্মের জন্য জাতিচ্যুতিভয় জানাইলে মহাপ্রভু তাহাদিগকে মিষ্টান্নবিক্রয়ের আদেশ দেন। তদ-বধি এই বংশ ময়রা-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। অপর একটী আখ্যান হইতে জানা যায় যে, মধু নামে এক নাপিত নিমাই-এর সন্ন্যাসগ্রহণকালে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিল। তৎকালে সেই ব্যক্তি মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করে যে, মহাপ্রভুর মস্তক মুণ্ডন করিয়া সে কিরূপে ব্যক্তিসাধারণের নখকেশ কর্ত্তন করিবে? তদবধি মহাপ্রভুর কৃপায় সেই মধুনাপিতের বংশধরগণ মোদকের কার্য্য করিয়া মধুনাপিত আখ্যায় বিভূ-ষিত হয়।

ইহাদের মধ্যে বিশ্বাসমোদক, জাতিমোদক, মধুমোদক ও রেলাতি মোদক নামে চারিটী থাক এবং আলম্যান, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, পরাশর ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি গোত্র প্রচ-লিত আছে।

সগোত্র ও সমানোদক বাদ দিয়া ইহারা বিবাহাদি করে। বালিকাবিবাহই ইহাদের মধ্যে প্রশস্ত। বিধবাবিবাহ সাধা-রণতঃ নিষিদ্ধ। নবশাখের অন্তর্গত না হইলেও ইহারা নব-শাখ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের হস্তে জলগ্রহণ করিতে পারে। ইহারা সকলেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী।

মধুনালিকেরক (পুং) মধুর্মধুরো নারিকেলঃ স্বার্থে কন্, রলয়োরৈক্যাৎ রস্য লত্বং। মধু নারিকেল, এই নারিকেল কোঙ্কণে প্রসিদ্ধ, বম্বে মোহানারল। চলিত বামন নারিকেল। পর্য্যায়—মাধ্বীক ফল, মধুফল, অসিতজফল, মাক্ষিকফল, মৃদুফল, বহুকূর্চ্চ, হ্রস্বফল। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, দাহ, তৃষ্ণা ও পিত্তনাশক। বল, পুষ্টি, কান্তি ও বীর্য্যবর্দ্ধক এবং রুচিকর। (রাজনি°)

মধুনিসূদন (পুং) বিষ্ণু।

মধুনিহন্তৃ (পুং) বিষ্ণু।

মধুনিষ্পাব (পুং) মুকুটশিম্বী, চলিত মুকুট শীম। ইহার গুণ—রুচিকর, মধুর, ঈষৎ কষায়, শীতল, বলকর, আধ্মানকর, গুরু ও পুষ্টিদায়ক। (রাজনি°)

মধুনী (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ, চলিত মাকড়হাতা, মাকড় হাউলী। পর্য্যায়—ঘৃতমণ্ডা, বায়সোলী, সুমঙ্গলা। (রত্নাবলী)

মধুনেতৃ (পুং) মধু নয়তি পুষ্পেভ্যঃ সংগৃহ্লাতীতি না-তৃচ্। ভ্রমর। (শব্দচ°)

মধুপ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা° ৩৩।৫৪)

মধুপ (পুং) মধু পিবতীতি পা-ক। ১ ভ্রমর। (অমর) (ত্রি) মধু জলং পাতীতি পা-ক। ২ বারিরক্ষক। "চিদর্ণং মধুপং শয়ান মসি ত্বং" (ঋক্ ৫।৩২।৮) 'মধুপং মধুনোহস্তসঃ পাতারং পালয়িতারং (সায়ণ) ৩ মধুপানকর্ত্তা। "বাজারেষ্টে মধুপাবিষে চ" (ঋক্ ১।১৮০।২)

'মধুপৌ মধুরস্য সোমরসস্য পাতারৌ' (সায়ণ)

মধুপটল (পুং) মধুচক্র।

মধুপতি (পুং) কৃষ্ণ।

মধুপর্ক (পুং) মধুনো পর্কঃ সম্পর্কো যত্র পৃচ-ঘঞ্, মধুনা সংযোজনাৎ তথাত্বং। পূজোপচারভেদ, ষোড়শোপচারের মধ্যে ষষ্ঠোপচার।

"দধি সর্পির্জ্জলং ক্ষৌদ্রং সিতৈতাভিস্তু পঞ্চভিঃ।
প্রোচ্যতে মধুপর্কস্তু সর্ব্বদেবৌঘতুষ্টয়ে॥
জলন্তু সর্ব্বতঃ স্বল্পং সিতা দধি ঘৃতং সমম্।
সর্ব্বেষামধিকং ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে প্রযোজয়েৎ॥
তদ্দদ্যাৎ কাংস্যপাত্রেণ রৌপ্যশ্বেতভবেন বা।
জ্যোতিষ্টোমাশ্বমেধাদৌ পূর্ত্তে চেষ্টে প্রপূজনে॥
মধুপর্কঃ প্রতিষ্ঠোঽয়ং সর্ব্বদেবৌঘতুষ্টিদঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
মধুপর্কঃ সৌখ্যভোগ্য-তুষ্টিপুষ্টিপ্রদায়কঃ॥"
(কালিকাপু° ৭১ অ°)

দধি, ঘৃত, জল, মধু এবং চিনি এই পাঁচটী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে মধুপর্ক হয়। ইহা দেবতাগণের তুষ্টিপ্রদ হইয়া থাকে। মধুপর্কে জল অতি অল্পমাত্রায় দিতে হইবে। চিনি, দধি এবং ঘৃত তুল্য পরিমাণে এবং মধু অধিক পরিমাণে দিতে হইবে। এই মধুপর্ক জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, পূর্ত্ত, ইষ্ট বা পূজায় কাংস্যপাত্রে রৌপ্য অথবা শ্বেতময় পাত্রে দান করিতে হয়। মধুপর্ক সমুদয় দেবতাগণের তুষ্টিপ্রদ এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক। মধুপর্ক দান করিলে সৌখ্য, ভাগ্য, তুষ্টি ও পুষ্টি লাভ হয়।

তন্ত্রমতে ঘৃত, দধি ও মধুমিশ্রিত করিয়া মধুপর্ক দিতে হয়।

"আজ্যং দধিমধুমিশ্রং মধুপর্কং বিদুর্বুধাঃ।" (তন্ত্রসার)

"সংযুক্তানামিকাঙ্গুষ্ঠা ত্রিস্রোঽন্যাঃ সংপ্রসারিতাঃ।
মধুপর্কে চ সা মুদ্রা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥"
(হরিভক্তিবিলাস)

অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া এবং অপর তিনটী অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া মধুপর্ক দিতে হয়। পারস্করগৃহ্যসূত্রের মতেও দধি, মধু ও ঘৃত একত্র করিয়া কাংস্যপাত্রে মধুপর্ক দিতে হয়।

"মধুপর্কং দধিমধুঘৃতমপিহিতং কাংস্যে কাংস্যেন"
(পারস্করগৃহ্যসূত্র ১।১।৫)

দাক্ষিণাত্যের চিৎপাবন ব্রাহ্মণগণ বিবাহের পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে মধুপর্ক-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। উহা কতকাংশে অস্মদ্দেশের পঞ্চামৃতপানের ন্যায়। জামাতাকে সম্মুখে কাষ্ঠাসনে বসাইয়া শাশুড়ী পায়ে জল ঢালিতে থাকে এবং শ্বশুর গামছা দিয়া জামাতার পা মুছাইয়া দেয়। তৎপরে শ্বশুর একখানি কোশীতে দধি, দুগ্ধ, মধু ও মাখন একত্র করিয়া জামাতার দক্ষিণহস্তের তালুতে ঢালিয়া দেয়। জামাতা উহাকে গণ্ডূষ করিলে পর, তাহাকে যথাযোগ্য বেশ-ভূষাপ্রদানপূর্ব্বক গৃহে লইয়া যায় এবং সম্প্রদানকার্য্যে ব্রতী হয়।

মধুপর্কিক (ত্রি) মধুপর্কদানকালে স্তুতিপাঠক, মাঙ্গল্যোপস্থাপক।

"পঠন্তি পাণিস্বণিকা মাগধা মধুপর্কিকাঃ।
বৈতালিকাশ্চ সূতাশ্চ তুষ্টুবুঃ পুরুষর্ষভম্॥" (ভারত ৭ অ°)

মধুপর্ক্য (ত্রি) মধুপর্কমর্হতি (দণ্ডাদিভ্যো যঃ। পা ৫।১।৬৬) ইতি য। মধুপর্কার্হ, মধুপর্কের যোগ্য।

মধুপর্ণিকা (স্ত্রী) মধ্বিব হিতং পর্ণমস্যাঃ ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্, অত ইত্বঞ্চ। ১ গাম্ভারীবৃক্ষ। ২ নীলীবৃক্ষ। ৩ বরাহক্রান্তা। (শব্দচ°) ৪ গুড়ূচী। ৫ সুদর্শনা।

"সুদর্শনা সোমবল্লী চক্রাহ্বা মধুপর্ণিকা।" (ভাবপ্র°)

মধুপর্ণী (স্ত্রী) মধু ইব হিতং পর্ণং যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ গুড়ূচী। ২ গম্ভারীবৃক্ষ। ৩ নীলীবৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ মধুবীজপুর। (রাজনি°) ৫ বিকঙ্কতবৃক্ষ। (বৈদ্যকরত্নমা°)

মধুপাকা (স্ত্রী) পাকেন মধুর্মধুরা, রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ টাপ্। ষড়্ভুজা। (রাজনি°)

মধুপাণি (ত্রি) ১যাহার হাত মিষ্ট। ২যাহার হাতে মধু আছে।

মধুপায়িন্ (পুং) মধু পিবতীতি পা-ণিনি, ততঃ (আতোযুক্ নিচ্কৃতোঃ। পা ৭।৩।৩৩) ইতি যুক্। ১ ভ্রমর। (ত্রি) ২ মধুপানকর্ত্তা।

মধুপাল (পুং) মধুরক্ষক। (রামা° ৫।৬০।১০)

মধুপালিকা (স্ত্রী) মধু পালয়তীতি পালি-ণ্বুল্ টাপ্, অত ইত্বং। গম্ভারী। (শব্দমালা)

মধুপিঙ্গ, মুনিবিশেষ। (লিঙ্গপু° ৭।৪৮)

মধুপিঙ্গাক্ষ (ত্রি) ১মধুর ন্যায় পীতবর্ণ চক্ষুযুক্ত। ২মুনিভেদ।

মধুপীলু (পুং) মধুর্মধুরঃ পীলুঃ। মহাপীলু, চলিত আখরোট।

মধুপুর, বাঙ্গালার ভাগলপুর জেলার উত্তরে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর। মধুপুর-উপবিভাগের সদর। পর্ব্বাণ নদীর

দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৫° ৫৫´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৬° ৪৯´ ৫১´´ পূঃ। এই স্থান দুর্গাদেবীর কৃপাপাত্র সুরিকের লীলাক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ভূগর্ভনিহিত পূর্ব্বতন হিন্দু ও মুসলমান রাজগণের মুদ্রা এই স্থানের প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিতেছে।

মধুপুর, বাঙ্গালার সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। এক্ষণে স্বাস্থ্যাবাসরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ড লাইনের একটী ষ্টেসন থাকায় গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা আছে। স্থানীয় পার্ব্বত্য দৃশ্য অতীব মনোহর।

মধুপুর, পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ৩২° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫°৩৯´ পূঃ।

মধুপুর, বাঙ্গালা প্রদেশের ঢাকা জেলার উত্তর হইতে ময়মনসিংহ জেলার মধ্য ও ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ একটী জঙ্গল। গড়গুজালি নামেও প্রসিদ্ধ। এই স্থান পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৪০ ফিট্ উচ্চ। মধ্যে মধ্যে ১০০ ফিট্ উচ্চ কএকটী গণ্ড শৈলও দৃষ্ট হয়। এক্ষণে ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদারদিগের যত্নে ইহার কতকাংশে আবাদ হইয়াছে।

মধুপুর, বা সবাই মধুপুর, রাজপুতানার জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। জয়পুররাজধানী হইতে ২১॥০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে দুইটী মেলা হয়। প্রত্যেক মেলাতেই বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

মধুপুর, বাঙ্গালার দরভঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৬° ১০´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৬° ২৫´ ১´´ পূঃ। বহ্রামপুর, হরসিংহপুর, গোপালঘাট ও দরভঙ্গা নগর গমনের প্রধান পথ এই নগরে মিলিত হওয়ায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ত্রিহুত ও পূর্ণিয়া জেলার সহিত বাণিজ্যপরিচালনার জন্যও সুবিস্তৃত পথ আছে। নবাদার নীলকুঠী ইহার সন্নিকটে অবস্থিত।

মধুপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের পোরবন্দররাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। এই প্রাচীন নগরে শ্রীকৃষ্ণের একটা মন্দির বিদ্যমান আছে। প্রবাদ, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীকে হরণ করিয়া এখানে বিবাহ করিয়াছিলেন।

মধুপুর বা মধুপুরী, মথুরার নামান্তর। [মথুরা দেখ।]

মধুপুরী (স্ত্রী) মধোস্তন্নাম্নো দৈত্যস্য পুরী। মথুরা।

"নৈমিষং ফাল্গুনং সেতুঃ প্রভাসোহথ কুশস্থলী।

বারাণসী মধুপুরী পম্পা বিন্দুসরস্তথা ॥" (ভাগবত ৭।১৪।২১)

মধুপুষ্প (পুং) মধু প্রচুরাণি পুষ্পাণ্যস্য। ১ মধুক্রম। (শব্দমালা) ২ শিরীষবৃক্ষ। ৩ অশোকবৃক্ষ। ৪ বকুলবৃক্ষ। (রাজনি০)

মধুপুষ্পা (স্ত্রী) মধুপুষ্প-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ দন্তীবৃক্ষ, নাগদন্তীবৃক্ষ। ২ ধাতকী বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

মধুপৃক্ (ত্রি) কর্ম্মফল দ্বারা সংযোজনকারী (অগ্নি)। "বচস্যা মধুপৃচং ধনসা জোহবীমি" (ঋক্ ২।১০।৬) 'মধুপৃচং মধুনা কর্ম্মফলেন যজমানং সংযোজয়ন্তমগ্নিং' (সায়ণ)

মধুপৃষ্ঠ (ত্রি) মধুর পৃষ্ঠভাগ, মনোহর পৃষ্ঠদেশ। "মধুপৃষ্ঠং ঘোরময়াসমশ্বং"(ঋক্ ৯।৮৯।৪। 'মধুপৃষ্ঠং মধুরপৃষ্ঠভাগং' (সায়ণ)

মধুপেয় (ত্রি) মধুবৎ পাতব্য, মধুতুল্য পানযোগ্য।

"স্বাদুরসো মধুপেয়ো বরায়" (ঋক্ ৬।৪৪।২১) 'মধুপেয়ো মধুবৎ পাতব্যঃ' (সায়ণ)

মধুপ্রতীক (ত্রি) ঘৃতপ্রযুক্তাবয়ব, ঘৃত দ্বারা অবয়বযুক্ত। "ঘৃতেনাগ্নিঃ সমজ্যতে-মধুপ্রতীক আহুতঃ।"(ঋক্ ১০।১১৮।৪) 'মধুপ্রতীকো ঘৃতপ্রযুক্তাবয়বঃ' (সায়ণ)

মধুপ্রিয় (পুং) মধু মদ্যং প্রিয়মস্য। ১ বলরাম। ২ ভূমিজম্বু। 'নাদেয়ী স্ত্রী নাগরঙ্গস্তকসুগন্ধো মধুপ্রিয়ঃ।' (জটাধর)

(ত্রি) ৩ মদ্যপ্রিয়।

মধুফল (পুং) মধু মধুরং ফলমস্য বা মধু মস্তং ফলাৎ বস্য। ১ মধুনারিকেল। (রাজনি০) ২ বিকঙ্কত বৃক্ষ। (শব্দচ০)

মধুফলিকা (স্ত্রী) মধু মধুরং ফলং যস্যাঃ, মধুফলসংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্ অত ইত্বং। মধুখর্জ্জুরিকা। (রাজনি০)

মধুবহুল (স্ত্রী) মধুনা মধৌ বা বহুলা। ১ বাসন্তীলতা। (রাজনি০) ২ শুক্লযূথিকা। (বৈদ্যকনি০)

মধুবিন্ধী (স্ত্রী) কুন্দুরুলতা, চলিত কুঁদরুকী। (বৈদ্যকনি০)

মধুবীজ (পুং) মধুর্ম্মধুরং বীজং যস্য। দাড়িম। (রাজনি০)

মধুবীজপূর (পুং) মধুনাং মধুপূর্ণানাং বীজানাং পূরঃ সমূহো যত্র। মধুকর্কটিকা, হিন্দী মিঠাবিজৌরা। পর্য্যায়—মধুপর্ণী, মধুরকর্কটী, মধুবল্লী, মধুকর্কটী, মধুরফলা, মহাফলা, বর্দ্ধমানা। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, দাহনাশক, ত্রিদোষশান্তিকর, রুচিকর, পথ্য, গুরু ও দুর্জ্জর। (রাজনি০)

মধুভাগ (ত্রি) যাহার অংশে মধু আছে।

মধুভাব (পুং) প্রাকৃত ছন্দোভেদ।

মধুভিদ্ (পুং) মধুং তন্নামানং দৈত্যং ভিনত্তি নাশয়তীতি ভিদ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। বিষ্ণু।

"তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-

পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি ॥" (ভাগবত ৪।২৯।৪০)

মধুভুজ্ (ত্রি) মধু-ভুজ্-ক্বিপ্। ক্ষুদ্র সুখভোক্তা।

"স এব পূর্ব্যাং মধুভুক্ পঞ্চালেষু স্বপার্ষদৈঃ।

উপনীতং বলিং গৃহ্নন্ স্ত্রীজিতোনাবিদন্মমম্ ॥"(ভাগ৪।২৭।১৮)

'মধুভুক্ ক্ষুদ্রসুখভোক্তা' (স্বামী) ২ মধুভোজী।

মধুমক্ষ (পুং) পুং মৌমাছি।

মধুমক্ষিকা (স্ত্রী) মধুসঞ্চায়িকা মক্ষিকা। কীটবিশেষ। মৌমাছি, পর্য্যায় সরঘা। (অমর) [মৌমাছি দেখ।]

মধুমজ্জন্ (পুং) মধুর্মধুরো মজ্জা যস্য। আখোট বৃক্ষ। (রাজনি০)

মধুমৎ (ত্রি) মধুর্মধুররসোঽস্ত্যস্য মতুপ্। ১ মাধুর্য্যযুক্ত, মধুররসবিশিষ্ট। "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ" (মৎস্যসূক্ত) ২ কাশ্মীরবৃক্ষ।

মধুমত, কাশ্মীর সন্নিকটস্থ দেশভেদ। (ভারত ভীষ্ম ৯।৫২)

মধুমতিগণেশ, কাব্যদর্শন নামে কাব্যপ্রকাশটীকারচয়িতা।

মধুমতী (স্ত্রী) মধুমৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ নদীবিশেষ। এই নদীর জল অগ্নিদীপক।

"চন্দ্রভাগাগুণসাম্যবং জলং কিঞ্চ মাধুমতমগ্নিদীপনম্।"
(রাজনি০)

২ উপাস্য নায়িকাবিশেষ। ইহার উপাসনায় সিদ্ধি লাভ হয়, যাহার এই সিদ্ধি হয়, তাহার শত শত দেবচেটী বশীভূত হয়। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা পাতাল যেখানে যাইতে ইচ্ছা করেন, এই চেটিকাগণ সেই স্থলে তাহাকে লইয়া যায়।

"তথা মধুমতীসিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
দেবচেটী শতশতং তস্য বশ্যা ভবন্তি হি॥
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে স যত্র গন্তুমিচ্ছতি।
তত্রৈব চেটিকাঃ সর্ব্বা নয়ন্তি নাত্র সংশয়ঃ॥"
(কৃকলাশদীপিকা ৩ পটল)

৩ পাতঞ্জল দর্শনোক্ত সমাধিসিদ্ধিভেদ। "তত্র মধুমতীনামাভ্যাসবৈরাগ্যাদিবশাদপাস্ত-রজস্তমোলেশসুখপ্রকাশময়সত্ত্বভাবনয়ানন্দবৈশারদ্যবিদ্যোতনরূপঋতম্ভরপ্রজ্ঞাখ্যা সমাধিসিদ্ধিঃ।" (সর্ব্বদর্শনস০ পাতঞ্জলদ০) যে সময় অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা রজঃ ও তমোমল একেবারে দূরীভূত হয়, তখন সত্ত্বগুণের প্রকাশ দ্বারা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা হইয়া থাকে, এইরূপ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইলে মধুমতী নাম্নী সমাধি সিদ্ধি হয়।
[বিশেষ বিবরণ সমাধি শব্দে দেখ]

৪ গঙ্গা। (কাশীখ০ ২৯।১৩৩) ৫ ইক্ষ্বাকুপুত্র হর্য্যশ্বের ভার্য্যা, ইনি মধু দৈত্যের কন্যা।

"আসীদ্রাজা মনোর্বংশে শ্রীমান্ ইক্ষ্বাকুসম্ভবঃ।
হর্য্যশ্ব ইতি বিখ্যাতো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ॥
তস্যাসীদ্দয়িতা ভার্য্যা মধোর্দৈত্যস্য বৈ সুতা।
দেবী মধুমতী নাম যথেন্দ্রস্য শচী যথা॥"(হরিব০ ৯৩।১২১৩)

৬ ছন্দোভেদ। (ছন্দোম০)

মধুমতী, বাঙ্গালার ফরিদপুর ও যশোর জেলার মধ্যে প্রবাহিত একটী নদী। ইহা পুণ্যসলিলা গঙ্গানদীর একটী শাখা। স্থানবিশেষে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া নগরের সন্নিকটে মূল নদীগাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গড়াই নামে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে মধুমতী নাম গ্রহণ করিয়াছে। পরে বাখরগঞ্জ জেলায় প্রবেশকালে গোপালগঞ্জ থানা হইতে বলেশ্বর নামে সুন্দরবনের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগর মুখে হরিণঘাটা নামে পতিত হইয়াছে। খুলনা হইতে ভৈরবনদ ও আঠারবাঁকী অতিক্রম করিয়া মধুমতীতে গিয়া পড়িয়াছে। ফরিদপুর জেলার বারাশিয়া ও মধুমতীর সঙ্গমস্থল কীর্ত্তনখোলা নামে অভিহিত। যখন গড়াই নদী খরস্রোতে প্রবাহিত ছিল, তখন বর্ষাকালে বারাশে ও মধুমতীর স্রোতোজলে প্রবলবেগে ঘাতপ্রতিঘাত হইয়া কীর্ত্তনের ন্যায় ঝন ঝন শব্দ উত্থিত হইত।

১ যোগিনীতন্ত্রোক্ত একটী নদী।

২ নর্ম্মদানদীর শাখাভেদ। (রেবাখণ্ড)

মধুমতী, প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত স্থানভেদ। (প্রভাসখ০)

মধুমত্ত (ত্রি) ১ মধুপানে মত্ত। ২বসন্তাগমে উৎফুল্ল। ৩ মহাকরঞ্জ।

মধুমথন (পুং) মধুং তন্নামানং দৈত্যং মথ্নাতীতি মন্থ-ল্যু। বিষ্ণু। (ভাগ০ ৩।৯।৩৯)

মধুমদ (পুং) মদ্যের মাদকতাশক্তি।

মধুমন্ত (ক্লী) নগরভেদ।

মধুমন্থ (পুং) মধুমিশ্রণজাত মন্থভেদ।

মধুময় (ত্রি) মধু স্বরূপে ময়ট্। মধু, মধুতুল্য।

মধুমর্কটী (স্ত্রী) মধুজাতা মর্কটী, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা০। মধুজাত খণ্ড, সিতাখণ্ড।

মধুমল্লী (স্ত্রী) মধুপ্রধানা মল্লী। মালতী। (শব্দমা০)

মধুমস্তক (ক্লী) মধুম ধুরসঃ মস্তকে উপরিভাগে যস্য। পিষ্টকবিশেষ।

"মধুতৈলঘৃতৈর্মধ্যে বেষ্টিতাঃ সমিতাশ্চ যাঃ।
মধুমস্তকমুদ্দিষ্টং তস্যাখ্যা পারিমার্জ্জনম্॥" (শব্দচ০)
"সমিতা বেষ্টিতা মধ্যে মধু দত্ত্বা ঘৃতে শৃতা।
মধুমস্তকমুদ্দিষ্টং তদ্‌বৃষ্যং গুরু দুর্জ্জরম্॥" (রাজনি০)

ময়দা ঘৃতে ভাজিয়া উপরে মধু দিলে এই পিষ্টক হয়, ইহা বলকর, গুরু ও দুর্জ্জর।

মধুমাধব (পুং) বসন্তকাল। (ভাগবত ৮।৮।১১)

মধুমাধব, মধুমাধবী নাম্নী অমরকোষ-টীকারচয়িতা। রায়মুকুট, রামানন্দ, ভরতসেন প্রভৃতি ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মধুমাধবসহায়, আনন্দতীর্থকৃত তন্ত্রসারের টীকাপ্রণেতা।

মধুমাধবী (স্ত্রী) মধুযুক্ত মাধবী। বাসন্তী লতা।

"অন্তর্জলেষু বিকসন্মধুমাধবীনাং
গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ।" (ভাগ০ ৩।১৫।১৭)

'অনুবিকসন্ত্যঃ মধু মকরন্দঃ তদ্যুক্তাঃ মাধব্যো বাসন্ত্যো লতাঃ, যদ্বা অনুবিকসন্মধবঃ প্রসরন্মকরন্দাঃ মাধব্যঃ মধুকালীনাঃ সুমনসঃ' (স্বামী)

২ রাগিণীভেদ। ৩ মন্ত্রবিশেষ। (মহাভা০) ৪ ছন্দোভেদ।

মধুমাধ্বীক (ক্লী) মধুমাধুর্য্যযুক্তং মাধ্বীকং। মদ্য।

মধুমান, সৌরাষ্ট্র জনপদের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। সিভোদের পশ্চিমে অবস্থিত। পাণিনির কচ্ছাদিগণে এই নগরের উল্লেখ আছে।

মধুমারক (পুং) মধূনাং মারকঃ ভক্ষকত্বাৎ তথাত্বমস্ত। ভ্রমর। (রাজনি০)

মধুমালতী (স্ত্রী) মালতীপুষ্প বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

মধুমালপত্রিকা (স্ত্রী) চিবিল্লিকা। (রাজনি০)

মধুমিশ্র (ত্রি) ১ মধুযুক্ত। (পুং) ২ জনৈক গ্রন্থকার। ইনি ভাবচন্দ্রের পুত্র।

মধুমুরনরকবিনাশন (পুং) বিষ্ণু, কৃষ্ণ, ইনি মধু, মুর এবং নরকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। (গীতগো০ ১।২০)

মধুমূল (ক্লী) মধু মধুরং মূলং। রক্তালুক, চলিত মৌআলু।

মধুমেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ।

"সর্ব্ব এব প্রমেহাস্তু কালেনাপ্রতিকারিণঃ।
মধুমেহত্বমায়ান্তি তদসাধ্যা ভবন্তি হি॥"
(চরক সূত্রস্থা০ ১৭ অ০)

উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা না করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহরোগই কালবিলম্বে মধুমেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—মধুমেহরোগ দুঃসাধ্য। মধুমেহে মূত্র মধুর ন্যায় হয়। মধুমেহ দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়, যথা—এক প্রকার ধাতুক্ষয়প্রযুক্ত বায়ু কুপিত হইয়া,অন্যপ্রকার অপর দোষ কর্ত্তৃক বায়ু অবরুদ্ধ হইয়া শেষোক্ত রূপে যে মধুমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে দোষসমূহের লক্ষণ সকল অকস্মাৎ উপস্থিত হয়, এবং কখন ক্ষীণ কখনও বা পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কষ্টসাধ্য হয়। ধাতুক্ষয়হেতু কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক যে মধুমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে মাত্র কুপিত বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শরীরাবয়বের মধুরতাপ্রযুক্ত সর্ব্ব প্রকার মেহরোগেই প্রায় মধুর ন্যায় মধুরসযুক্ত মূত্র ত্যাগ হয়, এ কারণ সমস্ত মেহরোগকেই মধুমেহ বলা যাইতে পারে। (ভাবপ্র০ প্রমেহাধি০)[প্রমেহ দেখ] সুশ্রুতে লিখিত আছে,—

দিবাস্বপ্ন, অপরিশ্রম ও শীতল, স্নিগ্ধ, ও মধুর দ্রব অন্ন সেবন করিলে প্রমেহ রোগ জন্মে। এইরূপ অহিতাচারী পুরুষের বাত পিত্ত শ্লেষ্মা পরিপাক না হইয়াই মেদ ধাতুর সহিত একত্র হইয়া মূত্রবাহিনী নাড়ীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অধোভাগে গমন করে, তথায় বস্তিমুখ আশ্রয় করিয়া ভেদকরণের ন্যায় যন্ত্রণা হয়। করতল ও পদতলে দাহ, দেহ স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও ভার, মূত্র শুক্লবর্ণ ও মধুর, তন্দ্রা, অবসাদ, পিপাসা, দুর্গন্ধ, শ্বাস, তালু, গলদেশ, জিহ্বা ও দন্তে মলের উৎপত্তি, কেশের জটিলভাব এবং নখবৃদ্ধি এই সকল পূর্ব্ব লক্ষণ হইয়া থাকে এবং মূত্র আবিল ও পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। কিছু দিন অতীত হইলে মেহরোগে পীড়কা সকল উৎপন্ন হয়।

এই সকল লক্ষণ এবং পীড়কাতে অতিশয় পীড়িত ও উপদ্রববিশিষ্ট হইলে মধুমেহ বলা যায়। মধুমেহ অসাধ্য। মধুমেহরোগী কোন স্থানে গমন করিলে শ্রান্তিপ্রযুক্ত উপবেশন করিতে ইচ্ছা করে, উপবেশন করিলেই নিদ্রিত হয়। সকল প্রকার মেহরোগই কালগত হইলে যখন অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠে, তখন তাহাকে মধুমেহ কহে। মধুমেহরোগীকে বৈদ্য পরিত্যাগ করিলে নিম্নলিখিত যোগ দ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। জ্যৈষ্ঠমাসের সূর্য্যকিরণে পার্ব্বতীয় শিলা তাপিত হইলে তাহা হইতে জতুর ন্যায় রস পাওয়া যায়। তাহাকে শিলাজতু কহে। ইহা সকল ব্যাধিনাশক। ইহাতে রূপ্য, লৌহ প্রভৃতি ৬প্রকার ধাতুর সারভাগ আছে, তাহা এই সকল ধাতুর স্ব স্ব গন্ধ দ্বারা জানা যায়, এইজন্য ইহাকে ষড়্‌যোনি বলে। জতুর ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এই শিলাজতু লোহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার রস ও বীর্য্য লোহের ন্যায়। যে শিলাজতু তিক্ত, কটু, কষায়, সারক, কটুপাক, উষ্ণবীর্য্য, শোষণ ও ছেদনকর, তাহাদিগের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ শর্করাহীন শিলাজতুই উৎকৃষ্ট এবং যে শিলাজতু গোমূত্রগন্ধবিশিষ্ট, তাহাও শ্রেষ্ঠ।

এইরূপ শিলাজতু প্রাতঃকালে সারগণের দ্বারা (আরগ্বধাদি, বরুণাদি, বীরতর্বাদি, সালসারাদি ও ন্যগ্রোধাদিগণে যে সকল বৃক্ষ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদিগের সারই সারগণ নামে অভিহিত) ভাবিত করিয়া সারজলে নির্ম্মলরূপে পিষিয়া উপযুক্তমাত্রায় সেবন করাইবে। জীর্ণ হইলে জাঙ্গলরসযোগে অন্ন ভোজন করাইতে হইবে। এই অমৃততুল্য গিরিজাত ঔষধ তুল্য পরিমাণে সেবন করা হইলে দেহের বর্ণ ও বল জন্মে এবং মধুমেহ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত ও শত বৎসর পরমায়ু হয়।

গিরিজাত অমৃততুল্য মাক্ষিকধাতুও এই প্রণালীতে

সেবন করা যায়। মাক্ষিক দুই প্রকার, স্বর্ণপ্রভা ও রজতপ্রভা। স্বর্ণপ্রভা মধুর ও রজতপ্রভা অম্ল। মাক্ষিক সেবন করিয়া কপোতমাংস ও স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন করিতে হইবে। রোগী শ্রদ্ধাবান্ ও আরোগ্যবিষয়ে যত্নপরায়ণ হইলে পিতৃদোষজাত মধুমেহ ও কুষ্ঠাদিরোগ নিরাকৃত হয়।

পশ্চিম সমুদ্রের তীরে যে সকল আঢ়কী বৃক্ষ (অড়হর) জন্মে, সাগর-তরঙ্গবিক্ষেপে ও সমীরণ-হিল্লোলে তাহাদিগের পল্লব সর্ব্বদা কম্পিত হয়। বর্ষাগমে তাহাদিগের সুপক্কফল সংগ্রহ করিয়া মজ্জা বাহির করিতে হইবে। এই মজ্জা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে। এই চূর্ণ তিলের ন্যায় দ্রোণীতে পীড়ন করিয়া তৈল বাহির করিতে হইবে। এই তৈল অগ্নিপক্ক করিয়া নির্জ্জল হইলে অগ্নি হইতে নামাইয়া শুষ্ক গোময়ের মধ্যে একপক্ষ কাল রাখিতে হইবে। শুক্লপক্ষে শুভদিনে এই তৈল যথাসাধ্য পরিমাণে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পান করিবে। মন্ত্র—

"মজ্জসার মহাবীর্য্য সর্ব্বান্ ধাতূন্ বিশোধয়।
শঙ্খচক্রগদাপাণি স্ত্বামাজ্ঞাপয়তেঽচ্যুতঃ॥"

এই তৈলসেবনে রোগীর অধঃ ও ঊর্দ্ধদোষ সংশোধিত হয়। প্রাতঃকালে এই তৈল পান করিয়া অপরাহ্নে স্নেহ ও লবণবর্জ্জিত শীতল যবাগু পান করিবে। এই বিধি অনুসারে ৫ দিন তৈল পান করিয়া পরে মুদ্গযূষ ও অন্ন আহারে একপক্ষকাল যাপন করিবে। ইহাতে মধুমেহ আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত-মধুমেহ চি॰)

এই রোগে পথ্যাপথ্য—

দিবসে সূক্ষ্ম পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ, মসুর ও ছোলার ডাইলের যূষ, ছাগ, হরিণ ও কপোতমাংস, পটোল, ডুমুর, যজ্ঞডুমুর, থোড়, ঝিঙ্গে, মোচা, কাঁচকলা, সজিনাশাক ও ডাঁটা প্রভৃতি তরকারী খাওয়া উচিত। রাত্রিকালে গম বা যবের আটার রুটি, ঐ সকল তরকারী এবং মাখনতোলা দুগ্ধ আহার করিবে। আমলকী, জাম, কেসুর, পাকা কলা, পাতি বা কাগচী লেবু খাওয়া যাইতে পারে। রুক্ষক্রিয়া, অশ্বযানে ও হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ, পর্য্যটন ও ব্যায়াম প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ উপকারক। পীড়ার প্রবলাবস্থায় দিবসে অন্ন বন্ধ করিয়া গম বা যবের আটার রুটি, অথবা কেবলমাত্র মাখনতোলা দুগ্ধ পান করিয়া থাকা আবশ্যক। গরম জল শীতল করিয়া পান এবং ঐ জলেই সহ্য মত স্নান করা বিধেয়।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম—কফজনক ও গুরুপাক দ্রব্য, জলাভূমিজাত মাংস, দধি, অধিক দুগ্ধ, মিষ্ট দ্রব্য, কুষ্মাণ্ড, লাউ, কলায়ের ডাইল, লঙ্কার ঝাল ও অধিক জলপান, সুরাপান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক নিদ্রা, মৈথুন ও আলস্য এই রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক।

মধুমেহিন্ (ত্রি) মধুমেহঃ অস্ত্যস্যেতি ইনি। মধুমেহরোগযুক্ত।

মধুযষ্টি (স্ত্রী) মধুর্ম্মধুরা যষ্টিঃ। ইক্ষু। (শব্দচ॰)

মধুযষ্টিকা (স্ত্রী) মধুর্ম্মধুরা যষ্টিঃ ততঃ কন্ টাপ্। যষ্টিমধু; পর্য্যায়—মধুক, ক্লীতক, যষ্টিমধুকা, মধুযষ্টী। (ভরত)

"যষ্ট্যাহ্বং মধুকং যষ্টিক্লীতকঃ মধুযষ্টিকা।
যষ্টিমধুস্থলে জাতা জলজাতিরসা পুরা॥" (বৈদ্যকরত্নমা॰)

মধুযষ্টী (স্ত্রী) মধুযষ্টিকৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীষ্। মধুযষ্টিকা। (শব্দমালা)

মধুর (পুং) মধু মাধুর্য্যং রাতাতি রা-ক, যদ্বা (মধু মাধুর্য্যমস্ত্যস্যেতি উষমুষিমুষ্কমধো রঃ। পা ৫।২।১০৭) ইতি র। মিঠরস। পর্য্যায়—গৌল্য, রসজ্যেষ্ঠ, গুল্য, স্বাদু, মধুলক। (হেম) ইহার গুণ প্রীণন, বলকর, বৃংহণ, বায়ুপিত্তনাশক, রসায়ন, গুরু, স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকর ও তর্পণ। (রাজব॰)

"মধুরো হি রসঃ শীতো ধাতুস্তন্যবলপ্রদঃ।
চক্ষুষ্যো বাতপিত্তঘ্নঃ কুর্য্যাৎ স্থৌল্যকফক্রিমীন্॥
বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণবর্ণকেশেন্দ্রিয়ৌজসাম্।
প্রশস্তো বৃংহণঃ কণ্ঠ্যো গুরুঃ সন্ধানকৃন্মতঃ।
বিষঘ্নঃ পিচ্ছিলশ্চাপি স্নিগ্ধঃ প্রীত্যায়ুষো হিতঃ॥"(ভাবপ্র॰)

মধুররস শীতবীর্য্য, ধাতুপোষক, স্তন্যদুগ্ধবর্দ্ধক, বলকারক, প্রসন্নতাকারক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, স্থূলতাকারক, মলবর্দ্ধক, কৃমিজনক এবং বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ, বর্ণ, কেশ, ইন্দ্রিয় ও ওজোধাতুর পক্ষে প্রশস্ত, মাংসবর্দ্ধক, গুরু, ভগ্ন ও ক্ষতসন্ধানকারক, বিষদোষনাশক, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, প্রীতিজনক ও আয়ুর হিতকর।

অতিরিক্ত মধুর রস সেবন করিলে জ্বর, শ্বাস, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, কৃমি, স্থূলতা, অগ্নিমান্দ্য, মেহ, মেদ, ও কফরোগ উৎপন্ন হয়। মধুর রস প্রায়ই কফকারক, কেবল পুরাতন শালি, যব, মুগ, গোধূম, মধু, চিনি এবং জাঙ্গলমাংস কফকারক নহে। (ভাবপ্র॰)

২ জীবক। ৩ রক্তসিগ্রু। ৪ রাজাম্র। ৫ রক্তেক্ষু। ৬ গুড়। ৭ শালি। (রাজনি॰) ৮ বীজপুরবিশেষ।

"বীজপুরোঽপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধুকর্কটী।"(ভাবপ্র॰)

৯ স্কন্দের সৈনিক ভেদ।

"মধুরঃ সুপ্রসাদশ্চ কিরীটী চ মহাবলঃ।"

(ভারত ৯।৪৫।৬৩)

(ত্রি) ১০ মধুররসবিশিষ্ট, স্বাদু।

"ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।
স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ॥"
(হিতোপ০ ১৭৭) ১১ প্রিয়। (মেদিনী)

কবিকল্পলতার মতে পারিভাষিক মধুর-বিদগ্ধোক্তি, প্রিয়াধরকুচাদি, শশী, স্ত্রী ও বালোক্তি। (ক্লী) ১২ বঙ্গ। (রাজনি০) ১৩ বিষ। (মেদিনী) ১৪ মাধুর্য্যগুণ। ১৫ মাধুর্য্যযুক্ত। ১৬ শান্ত। ১৭ প্রীতিজনক। ১৮ মনোহর। ১৯ মজ্জর তৃণ। ২০ মাতুলুঙ্গবৃক্ষ। ২১ বাতামবৃক্ষ। ২২ কাকোলি। ২৩ বস্তবদর। ২৪ মধুকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০) ২৫ কাকোল্যাদিগণ। (চক্রদ০ স্বরভেদবি০) ২৬ শ্বেত নিষ্পাব, চলিত বরবটী। ২৭ রাজমাষ, মটর। (রাজনি০)

মধুরক (পুং) মধুরসংজ্ঞায়াং কন্। জীবকবৃক্ষ। (অমর) মধুর-স্বার্থে ক। মধুরশব্দার্থ।

মধুরকণ্টক (পুং) মধুরঃ কণ্টকো যস্য। মৎস্যবিশেষ। স্ত্রিয়াং টাপ্। মৎস্যবিশেষ। পর্য্যায়—কজ্জলী, কজ্জলা, অনন্তা, মাধ্বী। (শব্দরত্না০)

মধুরকর্কটী (স্ত্রী) মধুরবীজপূর, চলিত মিষ্টলেবু। রাজনি০)

মধুরকুষ্মাণ্ড (ক্লী) কুষ্মাণ্ডভেদ, ছাচি কুমড়া।

মধুর খর্জ্জুরী (স্ত্রী) মধুখর্জ্জূরী বৃক্ষ। (রাজনি০)

মধুরগণ (পুং) কাকোল্যাদিগণোক্ত দশবিধ দ্রব্য। যথা—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, ও কাঁকড়াশৃঙ্গী। (সুশ্রুত)

মধুরজম্বীর (পুং) মধুরো জম্বীরঃ নিত্যকর্ম্মধা০। জম্বীরবিশেষ, মিঠা জামীর, পর্য্যায়—মধুজম্বীর, মধুজম্ভ, মধুজম্ভল, রসদ্রাবী, শর্করক, পিত্তদ্রাবী। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, কফ, পিত্ত, শোফ ও শ্রমনাশক। (রাজনি০)

মধুরজম্ভল (পুং) মধুরজম্বীর বৃক্ষ। (রাজনি০)

মধুরজীবকাদি (পুং) জীবন্তী ও মধুকযুক্ত জীবকাদিগণ। এই গণ যথা—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শূর্পপর্ণীদ্বয়। (রাজনি০)

মধুরজ্বর (পুং) মন্থরনামক জ্বরবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"জ্বরো দাহো ভ্রমো মোহো হ্যতীসারো বমিস্তথা।
অনিদ্রা চ মুখং রক্তং তালুজিহ্বা চ শুষ্যতি॥
গ্রীবায়াং পরিদৃশ্যন্তে স্ফোটকাঃ সর্ষপোপমাঃ।
ঘৃতাশনাৎ স্বেদরোধাৎ মধুরো জায়তে নৃণাম্॥"(বৈদ্যকনি০)

অতিরিক্ত ঘৃতভোজন বা স্বেদরোধ হইলে মানবদিগের মধুরনামক জ্বর হয়। ইহাতে দাহ, ভ্রম, মোহ, অতীসার, বমি, তৃষ্ণা, অনিদ্রা, মুখ রক্তবর্ণ, তালু ও জিহ্বা শুষ্ক, গ্রীবাদেশে সর্ষপের ন্যায় স্ফোটক এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে।

মধুর আচার্য্য, পুষ্পাঞ্জলিটীকা, ভগবদ্গুণদর্পণ ও সুন্দরমণিসন্দর্ভ নামক গ্রন্থত্রয়প্রণেতা।

মধুরতা (স্ত্রী) মধুরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। মধুরত্ব, মাধুর্য্য।
"যত্রার্পিতো মধুরতাং ন জহাতি হীঙ্গুঃ" (উদ্ভট)

মধুরত্রয় (ক্লী) মধুরাণাং ত্রয়ম্। মিলিত সমভাগ মধু, ঘৃত ও চিনি।

"সিতা মাক্ষিকসর্পীংষি মিলিতানি যদা তদা।
মধুরত্রয়ং……" (রাজনি০)

মধুরত্রিফলা (স্ত্রী) মধুরা ত্রিফলা। সমভাগ দ্রাক্ষা, গাম্ভারী ও খর্জ্জূর, অর্থাৎ কিস্‌মিস্, গামারফল ও খেজুর এই তিন একত্র।

"দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যখর্জ্জূরীফলানি মিলিতানি তু।
মধুরা ত্রিফলা জ্ঞেয়া……" (রাজনি০)

মধুরত্ব (ক্লী) মধুরস্য ভাবঃ ত্ব। মধুরতা, মাধুর্য্য।
"ন নিম্ববৃক্ষো মধুরত্বমেতি" (উদ্ভট)

মধুরত্বচ (পুং) মধুরা ত্বচা যস্য। ধববৃক্ষ, চলিত ধাওয়া গাছ।

মধুরনিস্বন (ত্রি) মধুরো নিস্বনো যস্য। মধুরস্বরযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। মধুরস্বরযুক্তা নারী। (ত্রিকা০)

মধুরফল (পুং) মধুরং ফলমস্য। ১ রাজবদর, চলিত নারকুলে কুলের গাছ। (রাজনি০) ২ তরম্বুজ (তরমুজ)। (বৈদ্যকনি০)

মধুরফলা (স্ত্রী) মধুরবীজপূরকবৃক্ষ, মিঠালেবু। (রাজনি০) ২ চির্ভটিকা। (বৈদ্যকনি০)

মধুরবিম্বী (স্ত্রী) কুন্দুরুলতা, চলিত কুন্দরুকী। (বৈদ্যকনি০)

মধুরলতা (স্ত্রী) বল্লীযষ্টিমধু। (বৈদ্যকনি০)

মধুরবর্গ (পুং) মধুরাণাং মধুরদ্রব্যাণাং বর্গঃ সমূহঃ। দুগ্ধাদি-কুষ্মাণ্ডান্ত দ্রব্যগণ, কাকোল্যাদিগণ, দুগ্ধ, ঘৃত, বসা, মজ্জা, শালিধান্য, ষাটধান্য, যব, গোধূম, মাষকলায়, পাণিফল, কেসুর, সসা, গোমুক, কর্কটী, অলাবু, তরমুজ, কতকফল, গিলোড্য (জম্বীরবিশেষ), পিয়াল, পদ্মবীজ, গাম্ভারীফল, মৌল, দ্রাক্ষা, খর্জ্জূর, ক্ষীরই, তাল, নারিকেল, ইক্ষুবিকার, পীতবেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা, আলকুশী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পয়স্যা, গোক্ষুরী, মূর্ব্বালতা, মহুরি ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি সংক্ষেপতঃ মধুরবর্গ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৪২ অ০)

মধুরবল্লী (স্ত্রী) মধুরা বল্লীতি নিত্যকর্ম্মধা০। মধুবীজপূর।

মধুরবাচ্ (ত্রি) মধুরা বাক্ যস্য। মিষ্টভাষী, মধুরবাক্যযুক্ত।

মধুরবাতাম, মিষ্ট বাতাম, মিঠা বাদাম। (Dulcis.)

মধুরবীজপূর (পুং) মিষ্ট মাতুলঙ্গবৃক্ষ, মিষ্ট লেবুগাছ। (রাজনি০)

মধুরশীল, জনৈক প্রাচীন কবি। ২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা।

মধুরস (পুং) মধুর্মধুরো রসো যস্য। ১ ইক্ষু। (শব্দমা০) ২ তাল। (রাজনি০)

মধুরসা (স্ত্রী) মধুর্মধুরো রসো যস্যাঃ। মূর্ব্বা।
"তেজনী পিলুনী দেবী তিক্তবল্লী পৃথক্‌ত্বচা।
মধুশ্রেণী মধুরসা মূর্ব্বা নির্দ্দহনীতি চ॥" (বৈদ্যকরত্নমা০)
২ দ্রাক্ষা। ৩ গাম্ভারী। (ভাবপ্র০) ৪ দুগ্ধিকা। (মেদিনী) ৫ প্রসারণী। ৬ শতপুষ্পী, চলিত শুল্‌ফা। (বৈদ্যকনি০)

মধুরস্রবা (স্ত্রী) মধুরস্য মধুররসস্য স্রবো যস্যাঃ। পিণ্ড-খর্জ্জূরী। (রাজনি০)

মধুরস্বর (ত্রি) মধুরঃ স্বরো যস্য। গন্ধর্ব্ব।

মধুরা (স্ত্রী) মধুর-টাপ্। ১ শতপুষ্পা। ২ মিশ্রেয়া। ৩ মধুরা-নগরী। ৪ মধুকর্কটিকা। ৫ মেদা। ৬ মধুলী। ৭ মধু-যষ্টিকা। (মেদিনী) ৮ কাকোলী। ৯ শতাবরী। ১০ বৃহজ্জীবন্তী। ১১ পালক্যশাক। (রাজনি০) ১২ মহাশিম্বী। ১৩ কদলী-বৃক্ষ। (পর্য্যায়মু০) ১৪ ঋষভক। ১৫ মসূর। ১৬ মহামেদা। (বৈদ্যকনি০) ১৭ মধুখর্জ্জূরীবৃক্ষ। ১৮ মাতুলুঙ্গ। ১৯ যষ্টিমধু। ২০ মধুরিকা। (মেদিনী) ২১ কাঞ্জিক। (ত্রিকা০)

মধুরাকর (পুং) ইক্ষু। (পর্য্যায়মু০)

মধুরাক্ষর (ত্রি) মধুরাণি অক্ষরাণি যস্য। মধুর-অক্ষরযুক্ত বাক্য, সুমধুর বাক্য। (ক্লী) মধুর এইরূপ অক্ষর।

মধুরালুক (ক্লী) মিষ্টরসালুকভেদ, চলিত মৌআলু, ইহার গুণ—শীতল, মধুর, বায়ুকারক, পাকে কটু, রুচিকর, দাহ ও পিত্তনাশক, শোষ, তৃষ্ণা ও কফনাশক, অগ্নিমান্দ্য, মল, স্তম্ভ ও কফকারক। (বৈদ্যকনি০)

মধুরান্তক, চোলরাজবংশের জনৈক রাজা। মহারাজ গণ্ড-রাদিত্যের পুত্র। [চোলরাজবংশ দেখ]

মধুরাম্লক (পুং) মধুরশ্চাসৌ অম্লশ্চেতি নিত্যকর্ম্মধা০। ততঃ স্বার্থে কন্। আম্রাতক। (শব্দচ০)

মধুরাম্রফল (পুং) মধুরং মিষ্টং আম্রবৎ ফলং যস্য। রেফল, পর্য্যায়,—আম। পিয়ালবৃক্ষ। (রত্নমালা)

মধুরাম্লরস (পুং) নাগরঙ্গবৃক্ষ, নারঙ্গীলেবুর গাছ। (বৈদ্যকনি০) ২ মধুর ও অম্লরসযুক্ত।

মধুরালাপা (স্ত্রী) মধুরঃ শ্রুতিসুখকরঃ আলাপঃ শব্দো যস্যাঃ। সারিকা। (রাজনি০) (ত্রি) ২ মধুর আলাপযুক্ত।

মধুরালাবুনী (স্ত্রী) অলাবু বাহুলকাৎ নক্, পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ ঙীষ্, চ, ততঃ মধুরা চাসৌ অলাবুনী চেতি নিত্যকর্ম্মধা০। রাজালাবু, মিষ্টালাবু, মিঠা লাউ। (রাজনি০)

মধুরালিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ, চলিত মউরলা মাছ।

মধুরাবট্ট (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত জনৈক রাজা। (রাজত০ ৭।১৭৭)

মধুরাষ্টক (ক্লী) বল্লভাচার্য্যকৃত কৃষ্ণাষ্টকভেদ।

মধুরিকা (স্ত্রী) মধুর-স্বার্থে কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। ক্ষুপবিশেষ, চলিত মৌরী, পর্য্যায়—শালের, শীতশিব, ছত্রা, মিশী, মিশ্রেয়া, সালেয়, মিসি, মিসী, মিশি, অবাকৃপুষ্পী, মঙ্গল্যা, মধুরা, মধুরী। ইহার গুণ—রোচক, শুক্রকারক, দাহ, রক্ত ও পিত্তনাশক। (রাজব০)

মধুরিত (ত্রি) মধুযুক্ত।

মধুরিপু (পুং) মধোরসুরবিশেষস্য রিপুর্নাশকত্বাৎ। বিষ্ণু।
"শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দরমোহনমধুরিপুরূপম্।"
(গীতগোবিন্দ ২।৯)

মধুরিমন্ (পুং) অয়মেষামতিশয়েন মধুরঃ দৃঢ়াদিত্বাৎ ইমনিচ্। অতিশয় মধুর।

মধুরুহ (পুং) ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্র।
"আম্মা মধুরুহো মেরুপৃষ্ঠঃ সুধামাভ্রাজিষ্ঠো লোহিতার্ণো বনস্পতিরিতি ঘৃতপৃষ্ঠসুতাঃ।" (ভাগ০ ৫।২০।২১)

মধুরেণু (পুং) মধুর্ম্মধুরো রেণুরস্য। ১ কটভীবৃক্ষ। (রাজনি০) ২ শুক্লপুষ্পপাটলা। (বৈদ্যকনি০)

মধুরোদক (পুং) মধুরাণি উদকানি যস্য। জলসমুদ্র। এই সমুদ্র স্বাদুজলযুক্ত, পুষ্করদ্বীপবেষ্টিত এবং সপ্তসমুদ্রের শেষ সমুদ্র। (জটাধর)

মধুরৌষধ (ক্লী) মধুরগণ। (ভাবপ্রকাশ)

মধুল (ক্লী) মধুপুষ্পরসাদিকং লাতি স্বকারণত্বেন গৃহ্লাতীতি-লা-ক। ১ মদ্য। (শব্দচ০) স্ত্রিয়াং টাপ্। মধুলা নির্বিষী-কর্ত্রী মধুবিদ্যা। "অস্য যোজনং হরিষ্ঠা মধুত্বা মধুলা চকার" (ঋক্ ১।১৯১।১০) 'হে বিষ! ত্বা ত্বাং মধু অমৃতং চকার বিষস্য বিষভাবং দূরেঽপনোদ্য অমৃতীচকারেতি এবৈষা মধুলা মধু-দাত্রী নির্বিষীকর্ত্রী মধুবিদ্যা যদেতদাদিত্যস্য মণ্ডলে বিষ-যোজনং তেন চামৃতীকরণং যদস্তি এষা মধুবিদ্যা' (সায়ণ)

মধুল, প্রাচীন বিশালরাজ্যের অন্তর্গত স্থানভেদ। (দিগ্বি০)

মধুলী, বিন্ধ্যপর্ব্বতপার্শ্বস্থ নগরভেদ। (দিগ্বি০ ৪৮।৫১)

মধুলগ্ন (পুং) মধুর্ম্মধুররসো লগ্নোঽত্র। রক্তশোভাঞ্জন। (রত্নমা০)

মধুলতা (স্ত্রী) মধুপ্রধানা লতেতি মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা০। শূলীতৃণ। (রাজনি০)

মধুলিকা (স্ত্রী) মধুল-সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। ১ রাজিকা। (রাজনি০) ২ স্কন্দানুচর মাতৃভেদ।
"পৃথুবক্ত্রা মধুলিকা মধুকুম্ভা তথৈব চ।" (ভারত ৯।৪৬।১৯)
৩ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, চলিত মধুলী। ৪ কপিলদ্রাক্ষা। ৫ পুষ্পপরাগ। (বৈদ্যকনি০) ৬ শমীধান্যভেদ। (চরক সূত্র০)

মধুলিহ্ (পুং) মধু লেঢ়ি আস্বাদয়তীতি লিহ-ক্বিপ্। ভ্রমর।

মধুলেহিন্ (পুং) মধু লেঢ়ীতি মধু-লিহ-ণিনি। ভ্রমর।

"দত্তাবধানং মধুলেহিগীতৌ প্রশান্তচেষ্টং হরিণং জিঘাংসুঃ।" (ভট্টি ২।৭)

মধুলোলুপ (পুং) মধুনি লোলুপঃ। ভ্রমর। (রাজনি°)

মধুবচস্ (ত্রি) মধুরভাষী। (ঋক্ ৪।৬।৫)

মধুবটী (স্ত্রী) মহাভারতোক্ত প্রাচীন জনপদভেদ।

মধুবন (ক্লী) মধুনা তন্নাম্না দৈত্যেন কৃতং বনং, মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা°। মথুরাস্থ যমুনাতীরবর্ত্তী বনবিশেষ। এইখানে শত্রুঘ্ন লবণ দৈত্যকে নিহত করিয়া মধুপুরী নির্ম্মাণ করেন।

"তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ॥"
(ভাগবত ৪।৮।৪২) [মথুরা দেখ।]

মধুপ্রধানং বনং। ২ কিষ্কিন্ধ্যার অদূরবর্ত্তী সুগ্রীবের বনবিশেষ। হনুমান্ প্রভৃতি লঙ্কা হইতে সীতার সংবাদ লইয়া আসিয়া এই বনে মধুপানপূর্ব্বক আমোদ করিয়াছিল।

"বালিনা রক্ষিতং যত্তৎ স্ফীতং মধুবনং মহৎ।
ত্বয়া চ প্লবগশ্রেষ্ঠ তদ্ভুক্তং পবনাত্মজঃ॥" (রামা° ৩।২৮১।২৭)

মধৌ বনতি শব্দায়তে ইতি বন-অচ্। ৩ কোকিল। (শব্দচ°)

মধুবন, বারাণসী-বিভাগের আজমগড় জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এই স্থান খৃষ্টীয় ৬৩১ অব্দে স্থাণ্বীশ্বরপতি হর্ষবর্দ্ধনের অধিকারভুক্ত ছিল। [মথুরা দেখ।]

মধুবন (ক্লী) প্রমোদোদ্যান। যে উপবন বা নিকুঞ্জ মধ্যে নায়ক নায়িকা প্রেমালাপ করিয়া থাকেন।

মধুবন, আদিপুরাণবর্ণিত স্থানভেদ। (আদিপু° ১ অ°)

মধুবনী, (মধুবাণী) প্রাচীন তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটী জনপদ। একণে বাঙ্গালার দরভঙ্গাজেলার একটী উপবিভাগ মধ্যে গণ্য। ভূপরিমাণ ১৩৪৯ বর্গ মাইল। মধুবাণী, বেণিপতি, খজৌলা ও ফুলপাড়া থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তহসীলের বিচার সদর। অক্ষা° ২৬° ২১´ ২০´´ উঃ এবং ৮৬° ৭´ পূঃ। এখানকার বাজারে বহুবিধ পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য হইয়া থাকে। এখান হইতে নেপালরাজ্যে যাইবার একটী পথ আছে।

মধুবর্ণ (ত্রি) মধুসদৃশরূপ। "ঘৃতমুক্ষতা মধুবর্ণমর্চ্চতে" (ঋক্ ১।৮৭।২) 'মধুবর্ণং মধুসদৃশবর্ণং' (সায়ণ) ২ স্কন্দানুচরভেদ।

মধুবল্লী (স্ত্রী) মধুপ্রধানা বল্লী। ১ যষ্টিমধু। ২ ক্লীতনক, কারবেল্লক।

"তোয়বল্লী রাজবল্লী মধুবল্লী কারবেল্লকম্।"(বৈদ্যকরত্নমালা)

মধুবার (পুং) মধুনো মদ্যস্য বারঃ, সময়ঃ পর্য্যায়ো বা। মধুক্রম, পুনঃ পুনঃ মদ্যপানপরিপাটী। অবিশ্রান্ত মদ্যপান।

মধুবাহন (পুং) নানাবিধ খাদ্যাদি-বহনে যুক্ত।

"ত্রয়ঃ পবয়ো মধুবাহনে রথে" (ঋক্ ১।৩৪।২) 'মধুবাহনে মধুরদ্রব্যাণাং নানাবিধখাদ্যাদীনাং বহনেন যুক্তে' (সায়ণ)

মধুবাহিন্ (ত্রি) মধু-বহ-ণিনি। ১ মিষ্টদ্রব্যবাহী ব্যক্তি। ২ নদীভেদ। (মহাভারত ৬°)

মধুবিদ্যা (স্ত্রী) গুপ্তবিদ্যাভেদ।

মধুবিদ্বিষ্ (পুং) বিষ্ণু।

মধুবিলা (স্ত্রী) নদীভেদ।

মধুবীজ (পুং) দাড়িম। (রাজনি°)

মধুবীজপূর (পুং) মধুকর্কটিকা। (রাজনি°)

মধুবৃধ্ (ত্রি) মধু-বৃধ-ক্বিপ্। মধুবর্দ্ধক। "বস্ত্রে সুভগা মধুবৃধং" (ঋক্ ১০।৭৫।৮) 'মধুবৃধং মধুবর্দ্ধকং' (সায়ণ)

মধুবৃষ (ত্রি) মধুবর্ষী।

মধুবেণী, প্রাচীন নদীভেদ। এই নদীতীরে ৯৬০ বিক্রমসম্বতে মহাসামন্তাধিপতি গুণরাজের সহিত কনোজরাজ মহেন্দ্রপালের সামন্ত উন্দভট্টের যুদ্ধ ঘটে।

মধুব্রত (পুং) মধু মধুসঞ্চয়ো এতং ব্রতমিব সততানুশীলনীয়ং যস্য, যদ্বা মধুব্রতয়তি নিয়তং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ব্রতি-অণ্। ভ্রমর।

"মালাং মধুব্রতবরূথগিরোপঘুষ্টাং" (ভাগবত ৩।২৮।২৮)

(ত্রি) মধ্বর্থং এতং কর্ম্ম যস্য। ২ উদকাথকর্ম্ম।

"মধুনো দ্যাবা পৃথিবী মিমিক্ষতাং মধুশ্চুতা মধুদুঘে মধুব্রতে' (ঋক্ ৬।৭০।৫) 'মধুব্রতে উদকাথকর্ম্মাণো' (সায়ণ)

মধুব্রতবোধনাথ, পরস্বরত্নাকর ও রামরত্নাকর নামক দুইখানি গ্রন্থরচয়িতা।

মধুশর্করা (স্ত্রী) মধুজাতা শর্করা। মধুজাতশর্করা, চালত সিতাখণ্ড, পাটালী।

"মাধ্বী সিতা মধূৎপন্না মধুজা মধুশর্করা।
মাধ্বীকশর্করা চৈষা ক্ষৌদ্রজা ক্ষৌদ্রশর্করা॥
যদ্গুণং যন্মধু প্রোক্তং তদ্গুণা তস্য শর্করা।
বিশেষাদ্বলবৃষ্যা চ তর্পণং ক্ষীণদেহিনাম্॥" (রাজনি°)

পর্য্যায়—মাধ্বী, সিতা, মধূৎপন্না, মধুজা, মাধ্বীকশর্করা, ক্ষৌদ্রজা, ক্ষৌদ্রশর্করা। মধুর যে গুণ, ইহারও সেই গুণ, বিশেষ ক্ষীণশরীরের পক্ষে বল, বৃষ্য এবং তর্পণকর। ২ শ্বেতনিষ্পাব। (রাজনি°)

মধুশাক (পুং) মধুমাধুর্য্যযুক্তা শাখা যস্য। মধুষ্ঠীল, মধুকবৃক্ষ, মউলগাছ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ মধুরশাখাবিশিষ্ট। "মধুশাখঃ সুপিপ্পলঃ" (শুক্লযজু° ২৮।২০) 'মধুরা রসবতী শাখা যস্য।'(মহী)

মধুশিগ্রু (পুং) মধুপ্রধানঃ শিগ্রুঃ। রক্তশোভাঞ্জন বৃক্ষ, লাল সজিনা গাছ। (সুশ্রুত) ২ শ্বেতশিগ্রু। (রাজনি°)

মধুশিতা (স্ত্রী) শ্বেতনিষ্পাব। (রাজনি°)

মধুশিষ্ট (ক্লী) মধূচ্ছিষ্ট, মোম।

মধুশেষ (ক্লী) মধুনঃ শেষো যত্র। সিক্থ, চলিত মোম্।

মধুশ্চুৎ (ত্রি) মধুস্রাবী। "মধুশ্চ্যুতং ঘৃতমিবসুপূতং" (ঋক্ ৪।৫৭।২) 'মধুশ্চুতং মধুস্রাবি' (সায়ণ)

মধুশ্চ্যুত (ত্রি) মধুস্রাবী।

মধুশ্রী (স্ত্রী) বাসন্তীশোভা। (কুমার° ৩।৩০)

মধুশ্রেণী (স্ত্রী) মধূনাং মধুররসানাং শ্রেণির্যত্র। মূর্ব্বা।
"মূর্ব্বা মধুরসা দেবী মোরটা তেজনী স্রুবা।
মধূলিকা মধুশ্রেণী গোকর্ণী পীলুপর্ণ্যপি॥" (ভাবপ্র°)

মধুশ্বাসা (স্ত্রী) মধুর্ম্মধুরো শ্বাসোঽস্যাৎ। জীবন্তীবৃক্ষ। (রাজনি°)

মধুষুৎ (ত্রি) ১ মিষ্টস্বাদী। ২ সোমরস-চোঁয়ান।

মধুষ্ঠীল (পুং) মধু মকরন্দং ষ্ঠীবতি নিঃক্ষিপতীতি ষ্ঠীব ইগুপ-ধত্বাৎ ক। পৃষোদরাদিত্বাৎ বস্য লত্বং। মধুকবৃক্ষ, মউল-গাছ। (ভাবপ্র°)

মধুসখ (পুং) মধোর্বসন্তস্য সখা ইতি (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্। কামদেব। (হলায়ুধ)

মধুসংকাশ (ত্রি) দেখিতে মিষ্ট, সুদর্শন।

মধুসংক্রান্তিব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ। এই ব্রত মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে লইতে হয়।

মধুসন্দৃশ (ত্রি) দেখিতে সকলের প্রীতিকর। (অথর্ব্ব ১।৩৪।৩)

মধুসম্ভব (ক্লী) সিক্থ, মম। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ কপিলদ্রাক্ষা। (বৈদ্যকনি°)

মধুসহায় (পুং) কামদেব।

মধুসারথি (পুং) মধুর্ব্বসন্তঃ সারথির্যস্য। কামদেব। (ত্রিকা°)

মধুসিক্থক (পুং) সিঞ্চতীতি সিচেঃ থক্, স্বার্থে কন্, মধু মধুময়ং সিক্থকং যস্য। ১ স্থাবর বিষভেদ। (হেম) ২ মধূচ্ছিষ্ট, মোম। (ভাবপ্র°)

মধুসু(শু)ক্ত (ক্লী) পিপ্পলীমূল ও জম্বীররসকৃত সন্ধানবিশেষ।
"জম্বীরস্য ফলরসং পিপ্পলীমূলসংযুতম্।
মধুভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
ত্র্যহেণ তজ্জাতরসং মধুসুক্তমুদাহৃতম্॥" (শার্ঙ্গধরস°)
জম্বীরফলের রস এবং পিপ্পলীমূল একত্র মধুরভাণ্ডে করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে রাখিতে হইবে, তিন দিন পরে ঐ ভাণ্ড বাহির করিয়া যে রস হয়, তাহা মধুসুক্ত নামে অভিহিত।

মধুসুহৃদ্ (পুং) মধোর্বসন্তস্য সুহৃদ্। কামদেব।

মধুসূক্ত (ক্লী) বৈদিকসূক্তভেদ। 'মধুবাতা ঋতায়তে' ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রকে মধুসূক্ত কহে।

মধুসূদন (পুং) মধু পুষ্পরসং সূদয়তি ভক্ষয়তীতি সূদ-ণিচ্-ল্যু। ১ ভ্রমর। (জটাধর) মধুং তন্নামানং অসুরং সূদয়তি নাশয়তীতি। ২ শ্রীকৃষ্ণ।
"বনেষু কৃত্বা সুরভিপ্রচারং প্রকামীমুগ্ধো মধুবাসরেষু।
গায়ন্ কলং ক্রীড়তি পদ্মিনীষু মধুনি পীত্বা মধুসূদনোঽসৌ॥"
(ছন্দোম° ১১।৩)
এই শ্লোকে মধুসূদন পদটী শ্লিষ্ট, ভ্রমর ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয় অর্থই বুঝাইয়াছে।
মধুসূদনশব্দের ব্যুৎপত্তি—
"সূদনং মধুদৈত্যস্য যস্মাৎ স মধুসূদনঃ।
ইতি শস্তো বদন্তীশং বেদৈর্ভিন্নার্থমীপ্সিতম্॥
মধুক্লীবঞ্চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্ম শুভাশুভে।
ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব সূদনং মধুসূদনঃ।
পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু।
করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১১০ অ°)
ভগবান্ বিষ্ণু মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি মধুসূদন নামে খ্যাত। যিনি ভক্তদিগের কৃত শুভাশুভ-কর্ম্মের নাশ করেন, তিনি মধুসূদন। ভ্রান্তদিগের পরিণামে যে অশুভ কর্ম্ম তাহার নাম মধু, এই অশুভকর্ম্মরূপ মধুকে নাশ করেন বলিয়া তাঁহাকে মধুসূদন কহে।
যে ব্যক্তি মহাবিপদে পড়িয়া মধুসূদননাম স্মরণ করেন, তাঁহার বিপত্তি দূর এবং সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে।
"মহাবিপত্তৌ সংসারে যঃ স্মরন্মধুসূদনম্।
বিপত্তৌ তস্য সম্পত্তির্ভবেদিত্যাহ শঙ্করঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৩৪ অ°)
বিপদে পড়িলে সকলেরই মধুসূদন নাম স্মরণ করা উচিত, তাহা হইলে সকল বিপদ দূরে যায়।

মধুসূদন, কএকজন প্রাচীন গ্রন্থকার। ১ উপসর্গবিচার-টীকা, চিত্ররূপবাদটীকা, তর্কসূত্র-ভাষ্যটীকা, নিগ্রহস্থানসূত্র-টীকা ও প্রতিজ্ঞাসূত্রটীকাপ্রণেতা। ২ চন্দ্রোন্মীলনতন্ত্ররচয়িতা। ৩ জ্যোতিঃপ্রদীপাঙ্কুরপ্রণেতা। ৪ নীতিসারসংগ্রহ-রচনাকর্ত্তা। ৫ লঘুগ্রহমঞ্জরী-সঙ্কলয়িতা। ৬ শ্রাদ্ধদর্পণপ্রণেতা। ৭ মঞ্জুভাষিণী নাম্নী বিদ্বদ্ভূষণটীকাপ্রণেতা। বালকৃষ্ণের ছাত্র গোকুলনিবাসী নরসিংহের পৌত্র ও মাধবের পুত্র। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মধুসূদন, গোয়ালিয়রের জনৈক রাজা। ভুবনপালের পুত্র। মহীপালের পর তিনি সিংহাসনাধিকার প্রাপ্ত হন। ১১৬১ সংবতে উৎকীর্ণ তাঁহার শিলালিপি পাওয়া যায়।

মধুসূদনগোস্বামিন্, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ব্রজরাজ গোস্বামীর পুত্র। ইনি মহারাজ রণজিৎ সিংহের দানের অধ্যক্ষ ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ ও দেবীদত্ত প্রসাদ নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দেবীদত্তের মৃত্যু হয়। মধুসূদন স্বীয় জীবৎকালে গোদানবিধিসংগ্রহ, জীবৎপিতৃকবিভাগব্যবস্থা, জীবৎপিতৃকবিভাগ-ব্যবস্থাসার, তড়াগাদিপ্রতিষ্ঠাবিধি, নির্ণয়সংগ্রহ, পঞ্চকশান্তিবিধি, মহাপ্রভা নামে সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা, মিতাক্ষরাসার, মূলশান্তিবিধি, বৃষোৎসর্গবিধি, ব্যবহারসারোদ্ধার, ব্যবহারার্থসার ও সপ্রাসাদরাধাকৃষ্ণপ্রতিষ্ঠাবিধি নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

মধুসূদনঠক্কুর, তত্ত্বচিন্তামণ্যালোককণ্টকোদ্ধার, দ্বৈতনির্ণয় বা দ্বৈতনির্ণয়প্রকাশ ও সময়প্রদীপজীর্ণোদ্ধার প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা।

মধুসূদনদত্ত, বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ কবি।

[মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেখ]

মধুসূদনদীক্ষিত, স্মৃতিরত্নাবলীপ্রণেতা। ইনি মহেশ্বর দীক্ষিতের পুত্র।

মধুসূদনদুজন্তী, অন্যাপদেশশতকপ্রণেতা।

মধুসূদন নাপিত, নাপিত জাতীয় একজন বাঙ্গালা কবি। ইনি 'নলদময়ন্তী' লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই গ্রন্থে কবি আপনার পরিচয় দিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণের দাস নাপিত কুলেতে উদ্ভব।
যাহার কবিত্ব কীর্ত্তি লোকেতে সম্ভব॥
তাহার তনয় বাণীনাথ মহাশয়।
পৃথিবী ভরিয়া যার কীর্ত্তির বিজয়॥
তাহান তনয় শিষ্য শ্রীমধুসূদন।
শুনিয়া প্রভুর কীর্ত্তি উল্লাসিত মন॥"

উক্ত পরিচয় হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কবির পিতামহও একজন কবি ছিলেন।

মধুসূদনপণ্ডিত, আর্য্যাশতকপ্রণেতা।

মধুসূদনবাচস্পতি, অদ্বৈতমঙ্গল, অশৌচসংক্ষেপ ও মধুমতী নাম্নী মুক্তাবোধটীকারচয়িতা।

মধুসূদন সরস্বতী, বঙ্গদেশীয় পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। কাশ্যপগোত্রীয় পুরন্দরাচার্য্যের তৃতীয় পুত্র। ইনি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। একদিন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা যাদবের সঙ্গে মধুসূদন বাকলা গমন করেন, তথায় বাকলাধিপতি মধুসূদনের কাব্য সকল শুনিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করেন, এবং তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলেন,—আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, স্বস্থান ভিন্ন আপনি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি আপনাকে তাহাই দিব।

মধুসূদন নৃপতি কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, মানুষের প্রশংসা নিষ্ফল, অতএব আমি ভগবদারাধনায় জীবন অতিবাহিত করিব। এইরূপ স্থির করিয়া শঙ্করের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া প্রথমে কাশীপুরে যাত্রা করিলেন; পথে মধুমতী নামে নদী ছিল। মধুসূদন এই নদীতীরে গমন করিয়া তাহার উপাসনা করেন। পরে নদী মূর্ত্তিমতী হইয়া মধুসূদনের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বর দিলেন। এইরূপ প্রবাদে অদ্যাপিও তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়গণ নদীবক্ষে নির্ভীকচিত্তে যাতায়াত করিতেছেন।

মধুসূদন ২০ বৎসরের সময় বারাণসীপুরী গমন করিয়া তথায় বিশ্বেশ্বর সরস্বতী নামক এক দণ্ডীর নিকট হইতে দণ্ডগ্রহণ করেন। বিশ্বেশ্বর ভিন্ন শ্রীধরসরস্বতীর নিকটও তিনি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দণ্ডগ্রহণের পর শ্রীক্ষেত্রের সমীপে নদীতীরস্থ কোন বনে ১৭ বৎসর তপস্যা করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান কালে উৎকলে অজন্মাহেতু দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। উৎকলপতি মুকুন্দদেব দৈব শান্তির জন্য শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন। এখানে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হইল। রাজার স্তবে ও সৎকারে মুগ্ধ হইয়া মধুসূদন শস্য বৃদ্ধি হইবে বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করেন। তাহার আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছিল।

দিল্লীশ্বর মধুসূদনের পাণ্ডিত্য ও প্রভাবের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। বীরসিংহ নামে এক রাজার পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনি একদিন স্বপ্নে জানিলেন যে, মধুসূদন নামে এক যতি আছেন, তাঁহার সেবা করিলে নিশ্চয়ই পুত্র হইবে। তদনুসারে রাজা মধুসূদনের অন্বেষণে বাহির হইলেন। সে সময়ে মধুসূদন এক নদীতীরে মৃত্তিকা মধ্যে ধ্যানস্থ ছিলেন। ঘটনাক্রমে রাজা সদলে সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হন। শিবিরের স্তম্ভরোপণার্থ মৃত্তিকা খননকালে সকলে মধুসূদনকে দেখিতে পাইল। রাজাও নিশ্চয় করিলেন যে, "ইনিই মধুসূদন।" তথায় রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন এবং মধুসূদনের সেবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই ঘটনার তৃতীয় বর্ষে মধুসূদন নেত্র উন্মীলন করিলেন। অনেকেই তাঁহার এই অলৌকিক ক্ষমতা দৃষ্টে বিস্মিত হইল। মধুসূদন রাজভোগ ও রাজদত্ত মন্দির পরিত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন।

কোন সময়ে পরিব্রাজক মধুসূদন দ্বারবঙ্গাধিপের পণ্ডিত-সভায় আগমন করেন। মধুসূদনের সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শিতা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হয়। তাহাতে দ্বারবঙ্গাধিপ হস্তচালনা দ্বারা নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রবাদ প্রচলিত আছে,—

"মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী।
পারং বেত্তি সরস্বত্যাঃ মধুসূদনসরস্বতী॥"

পরিব্রাজক মধুসূদন বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শিতার যথার্থই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিরচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাওয়া যায়—

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি, অদ্বৈতরত্নলক্ষণ, আত্মবোধটীকা, আনন্দমন্দাকিনী, ঋগ্বেদজটাদ্যষ্টবিকৃতবিবরণ, কৃষ্ণকুতূহলনাটক, প্রস্থানভেদ, ভক্তিসামান্যনিরূপণ, ভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থদীপিকা, ভগবদ্ভক্তিরসায়ন,ভাগবতপুরাণপ্রথমশ্লোকব্যাখ্যা,মাহিম্নস্তোত্র-টীকা, যজুর্ব্বেদভাষ্য, রাজপ্রতিবোধ, বেদস্তুতিটীকা, বেদান্তকল্পলতিকা, শাণ্ডিল্যসূত্রটীকা, শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশটীকা, সংক্ষেপশারীরকসারসংগ্রহ, সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দু, হরিলীলাব্যাখ্যা।

মধুসূদনী (স্ত্রী) মধু সূদয়তীতি মধু সূদ-ণিচ্ ল্যু, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পালঙ্ক্যশাক। চলিত পালম্ শাক। (হেম)

মধুসেন (পুং) মধুপুরের জনৈক রাজা।

মধুস্কন্দ (ক্লী) তীর্থভেদ।

মধুস্থান (ক্লী) মধুচক্র। মৌচাক।

মধুস্যন্দ (পুং) ১ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। ২ মধুক্ষরণ।

মধুস্রব (পুং) মধুনাং মকরন্দানাং স্রবঃ ক্ষরণং যস্মাদিতি। মধুকবৃক্ষ। ২ মোরটলতা, চলিত ক্ষীর কড়ার। ৩ পিণ্ডীখেজুরগাছ।

মধুস্রবস্ (পুং) মধূনি স্রবতি নিঃক্ষিপতীতি স্রু কর্ত্তরি অসুন্।° মধূক বৃক্ষ। (জটাধর)

মধুস্রবা (স্ত্রী) মধুস্রব-টাপ্। ১ মধুযষ্টিকা, যষ্টিমধু। ২ জীবন্তী। ৩ রক্ত লজ্জালুকা। (বৈদ্যকনি°) ৪ মূর্ব্বা। ৫ ক্ষীরমূর্ব্বা। ৬ হংসপদী, চলিত গোয়ালিয়া লতা। (রত্নমালা)

মধুস্রাব (পুং) ১ মোরটলতা। (রাজনি°) ২ মধুকবৃক্ষ।

মধুস্বর (পুং) মধুর্মনোহরঃ স্বরো যস্য। কোকিল। (শব্দরত্না°)

মধুহন্ (পুং) মধুং তন্নামানমসুরং হন্তীতি হন ক্বিপ্। বিষ্ণু। (হেম) (ত্রি) ২ মধুনাশক।

"সর্ব্বথা সংহতৈরেব দুর্ব্বলৈর্বলবানপি।
অমিত্রং শক্যতে হন্তুং মধুহা ভ্রমরৈরিব॥" (ভারত ৩।৩৩।৬৮)

৩ প্রসহজাতীয় পক্ষিভেদ। (চরক সূত্রস্থা° ২৭ অ°)

মধুহন্তৃ (পুং) মধুদৈত্যহন্তা বিষ্ণু।

মধূক (পুং) মহতীতি মহ (উলূকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৪১) ইতি উক-নিপাতিতশ্চ বৃক্ষবিশেষ, চলিত মউলগাছ। (Bassia latifolia) হিন্দী—মহুয়া, বনমহুয়া, তামিল—কট-ইল্লুবি, তৈলঙ্গ—পিপ্পা, বম্বে—মোহা। পর্য্যায়—গুড়পুষ্প, মধুদ্রুম, বানপ্রস্থ, মধুষ্ঠীল, মধুক, মধু, মধুপুষ্প, মধুস্রব, মধুবৃক্ষ, রোধপুষ্প, মাধব। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, পিত্তদাহ ও শ্রমনাশক, বাতবর্দ্ধক, বীর্য্য ও পুষ্টিবর্দ্ধক। ইহার পুষ্পগুণ—মধুর, হৃদ্য, হিম, পিত্তবিদাহকারক। ইহার ফলগুণ—বাতাময় ও পিত্তনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে মধুর, শীতল, গুরু, বৃংহণ, বল-শুক্রকর, ও বাতপিত্তনাশক। ইহার ফল শীতল, গুরু, স্বাদু, শুক্রবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক, অরুচি, তৃষ্ণা, অস্র, দাহ, শ্বাস, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক। (ভাবপ্র°)

ইহার তৈলগুণ গান্ডারীতৈলের ন্যায়, অহৃদ্য, তর্পণ এবং বৃংহণ। ইহার ত্বক্‌গুণ—রক্তপিত্তঘ্ন এবং ব্রণের শোধন ও রোপণকর। (রাজব°) (ক্লী) ২ যষ্টিমধু। (রাজনি°)

মধূকপর্ণসাহস্ত্রী (স্ত্রী) তুলসীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

মধূকপর্ণী (স্ত্রী) অশ্বত্থা, চলিত আমড়া গাছ। (বৈদ্যকনি°)

মধূকফাণিত (ক্লী) মধূক পুষ্পোত্থ শর্করা, মউলফুলের চিনি। গুণ—রুক্ষ, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক, ও বাস্তিদোষকর। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৫ অ°)

মধূকশর্করা (স্ত্রী) মধূকস্য শর্করা। মউলফুলের চিনি।

মধূকসার (পুং) মধূকরস, মউলের সার আটা।

মধূচ্ছিষ্ট (ক্লী) মধুনঃ উচ্ছিষ্টমবশিষ্টং। (Cera, Alba, wax.) মধুর অবশিষ্ট, চলিত মম, হিন্দী মম, তৈলঙ্গ মৈনম, তামিল মযুক্ষু। পর্য্যায়—সিক্থক, শিক্থক, শিক্থ। (শব্দরত্না°) গুণ—ক্ষতরোগে স্নিগ্ধ ও হিতকর।

মধূত্থ (ক্লী) মধু-উৎ-স্থা-ক। মধূচ্ছিষ্ট, মম্।

মধূত্থিত (ক্লী) মধুনঃ উত্থিতং। শিক্থ, মম। (রাজনি°)

মধূৎপন্না (স্ত্রী) মধুকৃত শর্করা। (রাজনি°)

মধূৎসব (পুং) মধোশ্চৈত্রস্য উৎসবো যত্র। চৈত্রী পূর্ণিমা।

"কঞ্চুকী। (প্রবিশ্য সক্রোধং) মা তাবদনাত্মজ্ঞে! দেবেন প্রতিষিদ্ধেঽপি মধূৎসবে চূতকলিকাভঙ্গমারভসে।"

(শকুন্তলা ৬ অ°) ২ বসন্তোৎসব।

মধূদক (ক্লী) মধুমিশ্রিতং উদকং। জল মিশান মধু।

"সুরা কৃশানাং স্থূলানামনুপানমধূদকম্।" (সুশ্রুত)

মধূদ্যান (ক্লী) বাসন্তিক উদ্যান।

মধূপঘ্ন (ক্লী) মধোস্তন্নাম্নো দৈত্যস্য উপঘ্ন আশ্রয়ঃ অভিধানাৎ ক্লীবত্বং। মথুরা। (হেম) (পুং) মথুরা। (জটাধর)

মধুল (পুং) মধু-উরতি প্রাপ্নোতীতি মধু-উর-গতৌ ক, রস্য লত্বং। জলজ ও গিরিজ মধুকবৃক্ষ, চলিত জলমহুয়া, গিরিমহুয়া। (জটাধর)

মধুলক (পুং) মধুল-স্বার্থে কন্। জলজ মধুকবৃক্ষ। পর্য্যায়—দীর্ঘপত্রক, গৌরশাক, মধুল, স্বল্পপত্রক। (রত্নমালা) স্থলজ মধুকবৃক্ষ। (ক্লী) ২ মদ্য।

মধুলিকা (স্ত্রী) মধুল-কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্বঞ্চ। ১ মূর্ব্বা। ২ যষ্টিমধু। ৩ জলবস্ত্র। (ভাবপ্র°) ৪ কুধান্যভেদ। ৫ স্বল্পগোধূম। ৬ মধ্যদেশজ গোধূম। ৭ স্বল্প গোধূমোত্থসুরা। ৮ মক্ষিকাবিশেষ, ইহার দংশনে শ্বয়থু, অগ্নিস্পর্শের ন্যায় দাহ ও শোক এই সকল উপদ্রব হয়। সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°) ৯ মর্কটহস্তিতৃণ, চলিত মাকড়হাতা। (চক্রদ°)

মধুলী (স্ত্রী) মধুল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ ক্রীতনক। ২ মধুকর্কটী। ৩ আম্র। (রাজনি°) ৪ জলজ মধুযষ্টি। ৫ মধ্যদেশজ গোধূম। (ভাবপ্র°)

মধূবক (ক্লী) মধুচ্ছিষ্ট, মম্। (বৈদ্যকনি°)

মধ্য (ক্লী) মন্যতে ইতি-মন্ (অঘ্ন্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১১১) ইতি যক্ প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ১ সংখ্যাবিশেষ, দশান্ত্য সংখ্যা, শতসাগর সংখ্যা। (হেম)

"মধ্যঞ্চৈব পরার্দ্ধঞ্চ সপরঞ্চাত্র পণ্যতাম্।" (ভারত ২।৬১।৪)

২ অবসান, পর্য্যায়—বিরাম। (ত্রিকা°) ৩ মন্দ ও শীঘ্রগতি ভিন্ন নৃত্যবিষয়ক গমনবিশেষ। (ভরত) ৪ লয়বিশেষ। ৫ মধ্যমাবৃত্তি।

"বিলম্বিতং দ্রুতং মধ্যং তত্ত্বমোঘো ঘনং ক্রমাৎ" (অমর) (পুং) ৬ দেহমধ্যভাগ, চলিত মাজা, পর্য্যায়—মধ্যম, অবলগ্ন, বিলগ্ন। (মেদিনী) ৭ মধ্যভাগমাত্র।

"নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং নাস্তং যান্তং কদাচন।
নোপসৃষ্টং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসো গতম্॥" (মনু ৪।৩৭)

৮ আয়ুষ্কালের মধ্যমাবস্থাবিশেষ। সুশ্রুতের মতে, ১৬ বৎসরের পর ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যকাল। "ষোড়শসপ্তত্যোরন্তরে মধ্যং বয়স্তস্য বিকল্পো বৃদ্ধিযৌবনং" (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৩৫ অঃ) ৯ গ্রহস্ফুটসাধক অঙ্কবিশেষ। গ্রহদিগের স্ফুট স্থির করিতে হইলে শীঘ্র ও মধ্য আনয়ন করিয়া পরে স্ফুট নির্ণয় করিতে হয়। [স্ফুট দেখ] (ত্রি) ১০ উপযুক্ত, ন্যায্য। ১১ অন্তর। ১২ অধম। (শব্দরত্না°) ১৩ পশ্চিম দিক্। ১৪ মধ্যম।

"উত্তমাধমমধ্যানি বুদ্ধা কার্য্যাণি পার্থিবঃ।
উত্তমাধমমধ্যেষু পুরুষেষু নিযোজয়েৎ॥" (মৎস্যপু° ৮৯ অঃ)

মধ্যকুরু (পুং) জনপদভেদ।

মধ্যক্ষামা (স্ত্রী) ১ ক্ষীণকটীতটশালিনী স্ত্রী। ২ ছন্দোভেদ।

মধ্যখণ্ড (ক্লী) সূর্য্য প্রতিবর্ষে আষাঢ়মাসের শেষে গগনমণ্ডলের উত্তরদিকে যে কাল পর্য্যন্ত গমন করেন, সেই সীমার নাম উত্তরক্রান্তি এবং উত্তরক্রান্তি হইতে যে পর্য্যন্ত দক্ষিণদিকে গমন করেন, তাহার নাম দক্ষিণক্রান্তি। এই দুই গতির অপর নাম দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। এই দুইটী সীমা বা রেখার মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ পতিত হয়, তাহার নাম মধ্যখণ্ড। এই মধ্যখণ্ডে ১২ রাশি ও তাহার অন্তর্গত ১০১৬টী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গগনমণ্ডলে মধ্যখণ্ডের উত্তরে যে অংশ, তাহাকে উত্তরখণ্ড কহে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ইহার মধ্যে ৩৫ রাশি ও তদন্তর্গত ১৪৫৬ নক্ষত্র এবং দক্ষিণ দিকে যে খণ্ড, তাহার নাম উত্তর খণ্ড। ইহার মধ্যে ৪৬ রাশি ও তদন্তর্গত ৯৯৫টি নক্ষত্র অবস্থিত। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঐ মধ্যখণ্ডে অবস্থিত যে সকল অচল নক্ষত্রসমূহ আছে, তাহাদিগের কতকগুলির এক একটী আকৃতি কল্পনাপূর্ব্বক দ্বাদশভাগে বিভাগ করিয়া রাশিচক্রের নাম ও সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ দ্বাদশটী রাশির নাম মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। মেষরাশির প্রথমাংশেই ক্রান্তিপাত হয়, যে দুইদিন সূর্য্য ঐ রেখায় থাকেন, সেই দুইদিন দিবা ও রাত্রি সমান হয়।

বিষুবরেখার উত্তরদিকে ৬টী রাশি অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্যা এবং দক্ষিণদিকে আর ৬টী রাশি অর্থাৎ তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

[পৃথিবী দেখ।]

মধ্যগত (ত্রি) মধ্যং গতঃ। মধ্যস্থিত, মধ্যম।

"ভোগযোগেন মালিন্যং নেতুং মধ্যগতোঽপি সঃ।
ন শক্যতে স্ম পঙ্কেন প্রতিমেন্দুরিবামলঃ॥" (রাজতর° ১।২৭৯)

মধ্যগন্ধ (পুং) মধ্যে ফলাভ্যন্তরে গন্ধোঽস্য। আম্রবৃক্ষ। (শব্দচ°)

মধ্যচারিন্ (ত্রি) মধ্য-চর-ণিনি। মধ্যস্থলে বিচরণকারী।

মধ্যজিহ্ব (ক্লী) জিহ্বার মধ্যস্থান।

মধ্যজ্যা (স্ত্রী) বিষুবরেখায় জ্যাভেদ।

মধ্যতস্ (অব্য°) মধ্য-তসিল্। মধ্য হইতে অথবা মধ্যে।

মধ্যতা (স্ত্রী) মধ্য-ভাবে-তল্ টাপ্। মধ্যত্ব, মধ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

মধ্যতাপিনী (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ।

মধ্যদিন (ক্লী) মধ্যাহ্ন, দিবসের মধ্যভাগ।

মধ্যদেশ (পুং) মধ্যশ্চাসৌ দেশশ্চেতি। দেশবিশেষ। পর্য্যায়—মধ্যম।

"হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাক্ বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (মনু ২।২১)

প্রয়াগের পশ্চিমস্থিত দেশ, এই দেশের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র এবং পূর্ব্বে প্রয়াগ।

মধ্যদেশভবা (স্ত্রী) রক্তকশালি, শালিধান্যবিশেষ। (রাজনি°)

মধ্যদেশ্য (ত্রি) মধ্যদেশে ভবঃ যৎ, মধ্যদেশোদ্ভব। মধ্যদেশজাত।

মধ্যদেহ (পুং) দেহের মধ্য, উদর।

মধ্যনিহিত (ত্রি) মধ্যস্থানে স্থাপিত বা রক্ষিত।

মধ্যন্দিন (পুং) দিনস্য মধ্যং রাজদন্তাদিত্বাৎ মধ্যশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ নকারাগমঃ, মধ্যন্দিনং পুষ্পবিকাশকত্বেনাস্ত্যস্তীতি অচ্। বন্ধূকবৃক্ষ। (রাজনি°) (ক্লী) ২ মধ্যাহ্ন।

"মধ্যন্দিনেঽৰ্দ্ধরাত্রে চ শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চ সামিষম্॥" (মনু ৪।১৩১)

মধ্যন্দিনীয় (ত্রি) মধ্যাহ্ন সম্বন্ধীয়।

মধ্যপঞ্চমূলক (ক্লী) মধ্যং মধ্যমং পঞ্চমূলকম্। পঞ্চমূল পাচনবিশেষ।

"বলাপুনর্নবৈরণ্ডশূর্পপর্ণী দ্বয়েন তু।
একত্র যোজিতে নৈব স্যান্মধ্যং পঞ্চমূলকম্॥" (রাজনি°)

বলা, পুনর্নবা, এরণ্ড, শূর্পপর্ণীদ্বয় অর্থাৎ শালপর্ণী ও পৃশ্নিপর্ণী একত্র যোগ করিলে এই পাচন হয়।

মধ্যপদলোপিন্ (পুং) মধ্যপদস্য লোপোঽস্ত্যস্য ইনি। ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ শাকপার্থিবাদিক মধ্যপদলোপযুক্ত সমাসভেদ। সমাসবাক্যের মধ্যস্থিত পদের লোপ হয়, এই জন্য উহার নাম মধ্যপদলোপী। কর্ম্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে মধ্যপদ লোপ হয়।

মধ্যপতিত (ত্রি) মধ্যভাগে পতিত, অবস্থিত।

মধ্যপাক (পুং) তৈলাদির নাতিমৃদু খরপাকবিশেষ। (চক্রদ°)

মধ্যপাত (পুং) ১ মধ্যভাগে পতন। ২ আলাপ পরিচয়, সম্বন্ধ। ৩ জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত পাতভেদ।

মধ্যপুষ্প (পুং) জলবেতস।

মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটী ভূমিভাগ। জনৈক চিফ্ কমিসনরের কর্তৃত্বাধীনে শাসিত। অক্ষা° ১৭°৫০´ হইতে ২৪°২৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° হইতে ৮৫°১৫´ পূঃ মধ্য। প্রাচীন গোণ্ডবানা রাজ্য এবং মালব ও হিন্দুস্থানের কতকাংশ লইয়া এই প্রদেশ গঠিত। ইহা উত্তর সীমায় বুন্দেলখণ্ড হইতে দক্ষিণে মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সী এবং পূর্ব্ববঙ্গ-সীমান্ত হইতে পশ্চিমে মালব ও দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ উত্তর-দক্ষিণে ৫০০ মাইল ও পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ৬০০ মাইল। সর্ব্বশুদ্ধ ১১৩২৭৯ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১ কোটী ১৫ লক্ষেরও অধিক।

ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য সকল স্থানে একরূপ নহে। উত্তরাংশে বিন্ধ্য-অধিত্যকা হইতে নির্গত স্রোতঃসমূহ উত্তরাভিমুখে গিয়া গঙ্গার প্রান্তভাগে বিস্তৃত হইয়াছে। এই অংশই বিন্ধ্যস্তর, এই স্তর মধ্যে আগ্নেয় প্রস্তর নিহিত। সাগর ও দামো জেলার দক্ষিণে নর্ম্মদার উপত্যকায় মণ্ডলা, জবলপুর, নরসিংহপুর, হোসঙ্গাবাদ ও নিমারের কতকাংশ অবস্থিত এবং নিমারের বাকী অংশ তাপ্তী উপত্যকায় অবস্থিত। এই অংশে নরম মাটীর স্তর ও দক্ষিণাংশে অতি পুরাতন পাহাড়ের ছোট ছোট চাপ দেখা যায়। তাহারও দক্ষিণে বেতুল, ছিন্দবাড়া, সেওনি, ও বালাঘাট অঞ্চলে সাতপুরার অধিত্যকায় দানাদার ও বালুপাথরের জমি দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত জেলার মধ্য অধিত্যকা প্রায় ২০০০ ফিট্ উচ্চ হইবে। তাহারও দক্ষিণে বরধা ও বেণগঙ্গার উপত্যকায় অবস্থিত নাগপুরের সমতল ক্ষেত্র, ইহার মধ্যে নাগপুর, বরধা, ভাণ্ডারা ও চন্দা জেলা অবস্থিত। ঘাটসমূহের নিম্নে ছত্রিশগড়ের সমতল ক্ষেত্র, ইহার মধ্যে রায়পুর ও বিলাসপুর জেলা। এই বিভাগে জঙ্গল ও সানুময় সম্বলপুর জেলাও অবস্থিত। সর্ব্বশেষ দক্ষিণে চান্দা জেলার সংলগ্ন বনভূমি ও অসভ্যজাতির নিবাস অর্দ্ধস্বাধীন রাজ্যসমূহ।

এখানকার সাতপুরা শৈলমালার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিসুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। কোথাও সমুন্নত শৈলমালা, কোথাও সুজলা সুফলা নদীপ্রবাহসঙ্কুলা উর্ব্বরা ভূমি। বউলমালাপাথরের অধিত্যকা মধ্যেও এখানে ইক্ষু ও অহিফেন-ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সমুচ্চ অমরকণ্টকের জলপ্রপাতমালা হইতে নর্ম্মদা বাহির হইয়া মর্ম্মরপ্রস্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বরধা, বেণগঙ্গা ও গোদাবরী নিয়তই যেন উত্তালতরঙ্গে নৃত্য করিতেছে।

এই প্রদেশে হ্রদেরও অভাব নাই। নবর্গাও হ্রদই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহার পরিমাণ প্রায় ১৭ মাইল, স্থানে স্থানে ৯০ ফিট্ পর্য্যন্ত গভীরতা দৃষ্ট হয়। ভেরাঘাট ও মুক্তাগিরিতে স্বভাবের শোভা দেখিলে কখনই ভুলিতে পারা যায় না। মুক্তগিরি যেন প্রকৃত সংসারমুক্ত সাধুর জন্যই হইয়াছে। এখানে হিন্দুর তীর্থস্থানেরও অভাব নাই।

এই প্রদেশের এক তৃতীয়াংশের অধিকস্থানে কৃষিকর্ম্ম হইতেছে, তেমন গভীর জঙ্গল নাই, অথবা বনভূমি হইতে সেরূপ উপযোগী মূল্যবান্ কাষ্ঠও অধিক পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে এখানকার অসভ্যজাতিগণ 'দহিয়া' প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চালাইত, তাহাতে এক এক সময় বন-জঙ্গল পুড়িয়া নিঃশেষ হইত, ইহাতেও সুপ্রাচীন মূল্যবান্ কাষ্ঠ হইবার
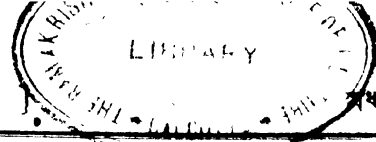
সুবিধা হয় নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বনভাগ রক্ষার আইন হইলে ধ্বংসের হস্ত হইতে অনেক মূল্যবান্ বৃক্ষ রক্ষা পাইয়াছে। এখন গবর্মেণ্টের বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি বন রক্ষিত, সেই সকলের পরিমাণ প্রায় ২৫৮৮ বর্গমাইল।

এখানে নানাস্থানে নিকৃষ্ট কয়লা ও উৎকৃষ্ট আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। বরোরায় কয়লা তুলিবার এবং চান্দায় লৌহপ্রস্তরের বৃহৎ কারখানা আছে। চান্দার কারখানায় কাজ চলিলে প্রতিবর্ষে প্রায় ২৬০০০০ টন লোহা বা ইস্পাত উৎপন্ন হইতে পারে। ১৮৮১-২ খৃষ্টাব্দে রিটারবোন সোয়ার্জ নামে একজন অষ্ট্রিয়াবাসী লৌহপরীক্ষক এখানকার লৌহ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, এখানকার লৌহ ইংলণ্ডের বাজারে যে কোন উৎকৃষ্ট লৌহের সমকক্ষতা করিতে পারে।

এই প্রদেশ ৪টী বিভাগ, ১৮টী জেলা ও ১৫টী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত।

নাগপুর-বিভাগে—নাগপুর, ভাণ্ডারা, চান্দা, বরধা ও বালাঘাট এই ৫টী জেলা, এই বিভাগের পরিমাণ ২৪০৪০ বর্গ মাইল। জবলপুর-বিভাগে—জবলপুর, সাগর, দামো, সেওনি ও মণ্ডলা এই ৫টী জেলা, পরিমাণ ১৮৬৮৮ বর্গমাইল। নর্ম্মদা-বিভাগে—হোসঙ্গাবাদ, নরসিংহপুর, বেতুল, ছিন্দবাড়া ও নিমার এই ৫টী জেলা, পরিমাণ ১৭৫১৩ বর্গমাইল। ছত্তিশগড়বিভাগে—রায়পুর, বিলাসপুর ও সম্বলপুর এই ৩টী জেলা, পরিমাণ ২৪২০৪ বর্গ মাইল।

এই প্রদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগুলির নাম ও ভূপরিমাণ এইরূপ—

রাজ্যের নাম।	বর্গ মাইল।	রাজ্যের নাম।	বর্গ মাইল।
কালাহান্দী	৩৭৪৫	কবর্দ্ধা	৮৮৭
রায়গড়	১৪৮৬	ছুইকদান(কোন্দকা)	১৭৪
সারঙ্গড়	৫৪০	কাঙ্কের	৬৩৯
পটনা	২৩৯৯	খয়রাগড়	৯৪০
শোনপুর	৯০৬	নন্দগাঁও	৯০৫
রাইরাখোল	৮৩৩	মকরাই	২১৫
বামড়া	১৯৮৮	বস্তার	১৩০৬২
শক্তি	১১৫	রাজ্যসমূহের মোট পরিমাণ	২৮৮৩৪

ভিন্ন ভিন্ন রাজার নিজ কর্ত্তৃত্বাধীন হইলেও উক্ত ১৫টী রাজ্য বৃটিশাধীন ৫টী জেলার সহিত সংলিপ্ত। তন্মধ্যে মকরাই হোসঙ্গাবাদের সহিত, বস্তার চান্দার সহিত, নন্দগাঁও রায়পুরের সহিত, কবর্দ্ধা ও শক্তি বিলাসপুরের সহিত এবং কালাহান্দী, রায়গড়, সারঙ্গড়, পটনা, শোণপুর, রাইরাখোল ও বামড়ারাজ্য সম্বলপুর জেলার সহিত সংযুক্ত।

এখানে নানাজাতি, ও নানাসম্প্রদায়ের বাস। অসভ্য আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে গোণ্ড, মারিয়া, ভীল, হলবা প্রভৃতির বাস। ইহাদের কাল রঙ্, চেপ্টা নাক ও মোটা ঠোঁট দেখিলে ইহাদিগকে আর আর্য্যজাতি বলিয়া মনে হয় না। [তত্তৎ শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এখানে সৎনামী, কবীরপন্থী, কুম্ভপাতিয়া, নানকপন্থী, সিংহপন্থী, ধামি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বাস।

হিন্দুদিগের মধ্যে এখানে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, চামার, কুন্মি ও তেলার সংখ্যাই বেশী।

এখানে হিন্দুর সংখ্যা ৮৮ লক্ষেরও অধিক হইবে।

এতদ্ভিন্ন প্রায় অর্দ্ধলক্ষ জৈনের বাস, ইহারা ব্যবসা উপলক্ষে এখানে আসিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা সাগর জেলাতেই ইহাদের সংখ্যা অধিক।

এখানে আড়াই লক্ষের অধিক মুসলমানের বাস, তন্মধ্যে সুন্নীর সংখ্যাই শতকরা ৯৪ জন। এতদ্ভিন্ন শিয়া, ওহাবী ও কএকজন ফরাজীও দৃষ্ট হয়। মিসনরীদিগের চেষ্টায় এখানে খৃষ্টানও হইয়াছে। খৃষ্টানদিগের মধ্যে রোমানকাথলিকের সংখ্যাই কিছু বেশী। সকল প্রকার খৃষ্টানের সংখ্যা ১২ হাজারের অধিক হইবে না।

সহর।—এই প্রদেশে ৫২টী সহর। যথা—নাগপুর, জবলপুর, কাম্‌তি, সাগর, বুর্হানপুর, রায়পুর, চান্দা, হোসঙ্গাবাদ, খাণ্ডবা, উম্‌রের, সম্বলপুর, গড়াকোটা, হর্দা, ভাণ্ডারা, নরসিংহপুর, সেওনি, পউনা, হিঙ্গনঘাট, দামো, মুর্তারা, খাপা, ছিন্দবাড়া, গাদরবাড়া, অর্বী, বরোরা, শোণপুর, রামটেক, বিলাসপুর, পান্ধুর্ণা, দেওরী, তুম্‌সর, নরথের, সোহাগপুর, ধম্‌তারী, হট্ট, নন্দগাঁও, বরধা, সেহোরী, কবর্দ্ধা, রতনপুর, অরমোরী, ডুঙ্গরপুর, মোহপা, খুরই, খল্‌মেশ্বর, অস্তি, রেহ্‌লী, মোহগাঁও, মোহারী, দেওলী, সাওনের। এই সকল নগরের মধ্যে নাগপুর ও জবলপুরের লোকসংখ্যাই অধিক।

কৃষি।—এখানে ধান্য, যব, গোধূমাদি সকল প্রকার শস্য, কার্পাস ও নানাবিধ তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। রায়পুর অঞ্চলেই কেবল তামাকের চাষ হইয়া থাকে।

বাণিজ্য।—এখানে লৌহ-আকরের ও লোহা-গালাই-এর কাজই প্রধান। বুর্হানপুরের জরির কাজ এবং নাগপুর ও ভাণ্ডারার বুটিদার পরিধেয় বস্ত্র ভারতের সর্ব্বত্রই আদৃত হইয়া থাকে। এখানে প্রধানতঃ নানা প্রকার কাটা কাপড়, লোহার জিনিস, লবণ, নারিকেল, বিলাতী মদ, তামাক ইত্যাদি আমদানী এবং তুলা, শস্য, ঘৃত, সর্ষপাদি তৈলকর বীজ ও দেশীয় দ্রব্যজাত রপ্তানী হইয়া থাকে। মধ্যভারত,

বোম্বাই ও কলিকাতার সহিত এখানকার বাণিজ্য সম্বন্ধ। এখন এই প্রদেশ হইয়া বেঙ্গল-নাগপুর-রেলওয়ে যাওয়ায় আমদানী রপ্তানীর যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। বর্ষাকালে নদী-পথেও বাণিজ্য চলে।

জলবায়ু।—এইস্থান পার্ব্বত্য ও এখানকার ভূগর্ভে প্রস্তর নিহিত, বৃষ্টিপাতে শীঘ্রই এইস্থান ধুইয়া যায় এবং সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী ; এই সকল কারণে এইস্থান স্বভাবতঃই শুষ্ক ও উষ্ণ। আষাঢ় হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত এখানে মসুম-বায়ু বহিতে থাকে, তাহাতে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়, তথাপি নয় মাস এখানে যথেষ্ট গরম থাকে, কিন্তু আর্দ্রতা অনেক কমই দেখা যায়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে দারুণ গ্রীষ্ম হয়, সেরূপ গ্রীষ্ম বাঙ্গালা কি উত্তরপশ্চিম প্রদেশেও অনুভূত হয় না। শীতকালে নাগপুর ও কলিকাতার শৈত্য প্রায় একরূপ। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড়পড়তা ৪৫ ইঞ্চ। এ প্রদেশে কোন ঋতুতেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব বায়ু প্রায়ই পাওয়া যায় না, শীতকালে উত্তরপূর্ব্ব ও পূর্ব্বীয় বায়ু বহিতে থাকে। কিন্তু ফাল্গুন মাস আসিতে না আসিতেই পূর্ব্ব-বায়ু বন্ধ হইয়া যায়।

ইতিহাস।—অতি পূর্ব্বকালে এখানে মুনিঋষিগণের বাস ছিল ; তাহাদের বাসভূমি নানা তীর্থে পরিগণিত হইয়াছে। এ প্রদেশের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, এখানে নানা স্থানে হৈহয় বা চেদিরাজবংশ ও শবররাজগণ রাজত্ব করিতেন। তৎপরে সোমবংশী রাজগণ প্রবল হইয়াছিলেন। [চেদি, হৈহয়, শবর ও সোমবংশী দেখ।] খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দ পর্য্যন্ত জবলপুর অঞ্চলে সোমবংশীয়দিগের অধিকার ছিল এবং সাতপুরার দাক্ষিণাংশে মালবের পরমার-রাজগণ অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। চান্দার গোঁড় বা গোড়বংশ হৈহয়-বংশের নিকট হইতেই অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতাব্দে তাহাদের প্রভাব সুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। সাতপুরা অধিত্যকায় নিমার ও সাগর জেলা প্রায় ৭শত বর্ষ গৌলি নামক ভীল সর্দ্দার-গণের শাসনাধীন ছিল, এখনও এ অঞ্চলে গৌলিগণের প্রভাব ও কীর্ত্তিকলাপের কথা সর্ব্বত্র শুনা যায়। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে এই বংশের আশা নামে আহীর খান্দেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রবল প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা তাহার প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহার দশ সহস্র গোধন, বিংশতি সহস্র মেষ এবং সহস্র ঘোটকী ছিল। তাহারই নাম অনুসারে আশীরগড়ের নামকরণ হইয়াছে।

ফেরিস্তা হইতে আরও জানা যায়, প্রায় ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দেও খেরলায় স্বাধীন হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন। ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে খেরলা বাহ্মণি-রাজের অধিকারভুক্ত হইলে এখানকার স্বাধীন রাজবংশ বিলুপ্ত হয়। মালবে মুসলমান-শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়িলে গড়মণ্ডলা হইতে গোঁড়রাজ সংগ্রাম সা বাহির হইয়া ৫২টী গড় অধিকার করিয়া বসেন। [মণ্ডলা দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে সুপ্রাচীন হৈহয়-বংশের পুনরায় প্রভাব দৃষ্ট হয়। গোঁড়দিগের অভ্যুদয় হইতে মহারাষ্ট্রদিগের সমাগম পর্য্যন্ত এখানকার গোণ্ডবানা প্রদেশ প্রকৃতই স্বাধীন ছিল। গোঁড়রাজগণ নাম মাত্র দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতেন। এখানে সর্ব্বত্র সামন্তশাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। মহারাষ্ট্রদিগের আগমনে গোণ্ডবানার সুখশান্তি বিলুপ্ত হয়। ১৭৪১ হইতে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভোন্‌স্লে-বংশ দেওগড়, চান্দা ও ছত্তিশগড়ে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। গড়মণ্ডলার রাজবংশ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের হস্তে রাজ্য-বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্র-শাসননীতিতে দোষগুণ উভয়ই ছিল। প্রথমতঃ দেশবাসিগণ মহারাষ্ট্রাধিকারে তেমন কষ্ট অনুভব করিতে পারে নাই, কিন্তু খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে যখন মরাঠা-শাসনকর্তৃগণের নানা কারণে অর্থের প্রয়োজন হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে তাঁহারাও বহুবিধ কর স্থাপন করিয়া অধিবাসী-দিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। নিরীহ কৃষকগণের আর গৃহে বাস সুবিধা হইল না, তাহারা স্ব স্ব কৃষিক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। ক্রমে ক্রমে সহস্র সহস্র কৃষক মিলিত হইয়া ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহাদের সঙ্গে তাঁবু অথবা কোনপ্রকার মোট ছিল না, তাহারা কেবল অস্ত্র ও অগ্নির সাহায্যে গ্রাম ও নগরবাসীর সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। তাহাদের ভীষণ অত্যাচারে দেশ জনশূন্য, কোষ অর্থশূন্য ও সর্ব্বত্র হাহাকার উঠিয়াছিল। এই সময়ে (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে) বৃটীশ গবর্মেণ্ট অপা সাহেবকে পদচ্যুত করিলেন। প্রথমে সাগর ও নর্ম্মদারাজ্য বৃটীশ-শাসনভুক্ত হইল এবং ভোন্‌স্লেবংশীয় ৩য় রঘুজী নাবালক ছিলেন বলিয়া তাঁহারও রাজ্য বৃটীশ তত্ত্বাবধানে আসিল। রঘুজী ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সাবালক হন, কিন্তু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার রাজ্যও বৃটীশ শাসনাধীন হইল।

বৃটীশাধিকারে প্রথম প্রথম সামান্য কর ধার্য্য হওয়ায় প্রজাগণ অনেকটা শান্ত হইল। এখন গবর্মেণ্ট অল্পে অল্পে করবৃদ্ধি করিতেছেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নিজাম গোদাবরীর বামকূলে অবস্থিত

শিরোঞ্চ, নওগাঁ, অলবকা, চেরলা, ভদ্রাচলম্ ও রাকপল্লী এই ৬টী তালুক বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দেন।" শেষোক্ত দুইটী তালুক ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সামীল হইয়াছে। অপর চারিটী এখনও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত আছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সাগর, নাগপুর ও নর্ম্মদাভূভাগ লইয়া মধ্যপ্রদেশ গঠিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নিমার জেলা ও তৎপর বর্ষে আরও ৭০০ বর্গমাইল মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত হইয়াছে। শেষোক্ত ভূভাগ বিজয়রাঘবগড় নামে গণ্য ছিল, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়।

শাসন।—বর্ত্তমানকালে মধ্যপ্রদেশ ভারত-গবর্মেণ্টের খাস তত্ত্বাবধানে একজন চিফ্ কমিসনর দ্বারা শাসিত হয়,তাঁহার সাহায্যার্থ একজন সেক্রেটারী ও একজন জুনিয়ার সেক্রেটারী আছেন। এখানকার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সমূহ ভিন্নভাবে এক একজন প্রধান বিচারপতির অধীন, এই বিচারপতি "জুডিসিয়াল কমিসনর" নামে খ্যাত। শাসনবিভাগে ৪ জন কমিসনর, ১৮ ডেপুটী কমিসনর, ১৩ আসিষ্টাণ্ট কমিসনর, ৩৩ একষ্ট্রা-আসিষ্টাণ্ট কমিসনর ও ১৮টী জেলায় ৪৯ জন তহশীলদার আছেন।

মধ্যভক্ত (ত্রি) কোন খাদ্য ভোজন করিবার মধ্যভাগে খাওয়া।

মধ্যভাগ (পুং) দেহের মধ্যদেশ, কটিভাগ।

মধ্যভাব (পুং) ১ মধ্যাবস্থা। ২ যাহা দূরে নয়, নিকটেও নয়।

মধ্যভারত, ভারতের মধ্যাংশ। এক্ষণে বৃটীশ গবর্মেণ্টের শাসনাধীন নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ভূভাগ লইয়া "মধ্যভারত" কল্পিত হইয়া থাকে। এই বিস্তৃত ভূভাগ বড়লাটের এজেণ্টের অধীন। ইন্দোর, ভীল বা ভোপাবর, ডেপুটি ভীল, পশ্চিম মালব, ভূপাল, গোয়ালিয়ার, গুণা, বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ড এজেন্সি লইয়া মধ্যভারত এজেন্সি গঠিত। ইহার উত্তর পূর্ব্বসীমায় উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, উত্তরপশ্চিমে রাজপুতানা, পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে খান্দেশ ও রেবাকান্তা, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ এবং পূর্ব্বে ছোটনাগপুরের চঙ্গবখার নামক গড়জাত। ইহার একদিকে গাঙ্গ্যপ্রদেশ ও অপরদিকে চম্বল ও চিতোর-গিরিমালা। অক্ষা° ২১° ২৪´ হইতে ২৬° ৫২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪° হইতে ৮৩° পূঃ পর্য্যন্ত। ভূপরিমাণ ৭৫০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৯৩ লক্ষ।

এই মধ্যভারতের মধ্যে অনেকগুলি রাজ্য আছে। তন্মধ্যে ইন্দোর, দেবাস, বাগলি, ও ১৫টী ঠাকুরাত ইন্দোর এজেন্সির অধীন। ধারা, ঝাবুয়া, আলী রাজপুর, জোবৎ ও ১৩টী ঠাকুরাত ভীল বা ভোপাবর এজেন্সির অধীন। পন্নগণা মানপুর, বরবাণী, ও ১০টী ঠাকুরাত ডেপুটি ভীল এজেন্সির অধীন। জাওরা, রতলাম, সীতামউ, মৈলানা, ভূপাল, রাজগড়, নরসিংহগড়, খিল্‌চিপুর, কুর্বাই, মকসুদনগড়, মুহম্মদগড়, পথারী, বসোদা ও ১৭টী ঠাকুরাত ভূপাল এজেন্সির অধীন। গোয়ালিয়ার ও তদধীন ১৫টী সর্দ্দারের ক্ষুদ্র রাজ্য গোয়ালিয়ার এজেন্সীর ও গুণা সব্‌এজেন্সীর অন্তর্গত। ওড়্ছা বা তেহরী দতিয়া, সম্পথর, পন্না, চর্খারি, অজয়গড়, বিজাবর, ছত্রপুর, বাওনি, আলিপুরা, বিরোন্দা, জসো, কালিঞ্জর, গৌরীহর, খনিয়া ধানা ও ১৭টী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য বুন্দেলখণ্ড এজেন্সির এবং রেবা, নাগোদ, মৈহর, সোহাবল, কোঠী, সিন্দপুরা ও রায়গাঁও বাঘেলখণ্ড-এজেন্সির অধীন।

গবর্ণর জেনারলের এখানকার এজেণ্টই মধ্যভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি ইন্দোরে অবস্থান করেন এবং দেশীয় সকল রাজা ও সামন্তবর্গকে পরামর্শ দিয়া থাকেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় মধ্যভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্টের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

মধ্যম (পুং) মধ্যে ভবঃ মধ্য-ম। সপ্তস্বরের মধ্যে পঞ্চমস্বর। (অমর) সঙ্গীতশাস্ত্র মতে চতুর্থ স্বর, ইহা ক্রৌঞ্চস্বর তুল্য, ইহার উচ্চারণস্থান বক্ষ, ব্যাকরণ মতে অধর। ইহা বিপ্রবর্ণ, ইহার সংজ্ঞা অম্বর অর্থাৎ চতুঃস্বর মিলিত, ইহার তান চতুর্বিংশতি, এই সকল তান আবার প্রত্যেকে দ্বাত্রিংশৎরূপে ভিন্ন, সমুদয়ে ৭৬৮।

এই স্বরের চিহ্ন (ম) এই স্বর তীব্ররূপে ব্যবহৃত হয়। তাহার চিহ্ন (ম) মধ্যমকে সুর (ষড়্জ) করিলে সপ্তগ্রাম নিম্নলিখিত রূপ হয়। যথা—

ম=স, প=ঋ, ধ=গ, নি=ম, সঁ=প,
ঋ=ধ, গ=নি।

গান্ধার ও মধ্যমের মধ্যে দুইটী এবং পঞ্চম ও নবমের মধ্যে চারিটী শ্রুতি আছে। গান্ধার ও মধ্যমের মধ্যস্থিত দুইটী শ্রুতির নাম ধী রৌদ্রী ও ক্রোধী এবং মধ্যম পঞ্চমের মধ্যস্থিত শ্রুতি চারিটির নাম বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি ও মার্জ্জনী।

২ মধ্যম নামে একটী রাগ আছে, উহার নামান্তর মধ্যমা বা মধ্যমাদি, উহা ভৈরবরাগের স্ত্রী। (সঙ্গীত-দামো°) ৩ উপপতিভেদ। ইহার লক্ষণ—প্রিয়ার ক্রোধের সময় যিনি অনুরাগপ্রকাশ করেন না অথচ চেষ্টা দ্বারা মনোভাব জানেন, তিনি মধ্যম। উদাহরণ—

"আস্যং যদ্যপি হাস্যবর্জ্জিতমিদং লাস্যেন হীনং বচো-
নেত্রে শোণসরোজকান্তিরুচিরে কাপি ক্ষণং স্থীয়তে ॥"

মানায়াঃ করণোদ্যমে মকরিকারস্তঃ কুচাম্ভোজয়ো-
র্ধূপঃ কুন্তলঘোরণীষু সুতনোঃ সায়স্তনো দৃশ্যতে ॥"

৪ নায়কভেদ, উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে নায়ক তিন প্রকার।

"উত্তম মধ্যম আর অধম নিয়মে।
নায়িকার যেই ক্রম নায়ক সে ক্রমে॥" (রসমঞ্জরী)

৫ মধ্যদেশ। (অমর) ৬ গ্রহদিগের সাময়িক সংজ্ঞাবিশেষ।
"দ্যুচরচক্রহতো দিনসঞ্চয়ঃ কহ হতো ভগণাদি ফলং গ্রহং।
দশশিরঃ পুরমধ্যমভাস্করে ক্ষিতিজসন্নিধিগে সতি মধ্যমঃ॥"
(সিদ্ধান্তশিরোমণি)

৭ মৃগভেদ। ৮ রাগভেদ। (ধরণি) (ত্রি) ৯ মধ্যভব। পর্য্যায়—মাধ্যম, মধ্যমায়, মাধ্যন্দিন। (হেম) মানবের মধ্যমবয়সে পিত্তবর্দ্ধিত হয়।

"বাল্যে বিবর্দ্ধতে শ্লেষ্মা মধ্যমে পিত্তমেব তু।
ভূয়িষ্ঠং বর্দ্ধতে বায়ু বৃর্দ্ধে তদ্বীক্ষ্য যোজয়েৎ॥"
(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৩৫ অ°)

মধ্যমখণ্ড (ক্লী) ১ বীজগণিতোক্ত সংজ্ঞাভেদ। ২ মধ্যভাগ।

মধ্যমজাত (ত্রি) মধ্যম উৎপন্ন, মেঝো।

মধ্যমন্দির (পুং) একজন পণ্ডিত। ইনি মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণয় প্রণয়ন করেন। [মধ্বাচার্য্য দেখ।] ২ মধ্যস্থিত মন্দির।

মধ্যমদশমূলতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—কটুতৈল ৪ সের, কাথের জন্য দশমূল, করঞ্জবীজ, নিসিন্দাপত্র, জয়ন্তাপত্র প্রত্যেকে ৬ পল, জল ৬৪ সের। কল্কার্থে কাথোক্ত দ্রব্য সকল প্রত্যেকে ৬ তোলা, তৈলপাকের বিধানানুসারে যথানিয়মে এই তৈল পাক করিতে হইবে। যথানিয়মে এই তৈল মাখিলে শিরোরোগ, বাতশ্লেষ্মোদ্ভব পীড়া, কাস, শোথ, জীর্ণজ্বর, কর্ণ ও চক্ষুরোগ, মন্যাস্তম্ভ, অন্ত্রবৃদ্ধি, শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ আশু নিরাকৃত হয়। শিরোরোগাধিকারে একটী শ্রেষ্ঠ তৈল। (ভৈষজ্যরত্না° শিরোরোগাধি°)

মধ্যমনায়িকাচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ৩ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেকে ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, সিদ্ধিপত্র ১৯ তোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিলে এই চূর্ণ হইবে। মাত্রা ১ মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত।

এই ঔষধের অর্দ্ধ পরিমাণে স্বল্পনায়িকাচূর্ণ হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধিকারক। এতদ্ভিন্ন কাস, শ্বাস, শূল ও জ্বর প্রভৃতি রোগেও বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্য°গ্রহণীরোগাধি°)

মধ্যমনারায়ণতৈল (ক্লী) বাতব্যাধি রোগাধিকারে তৈলৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—কাথের জন্য বেলছাল, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শ্যোণাক, শ্বেতবেড়েলা, পারিভদ্র, কণ্টিকারী, পুনর্ণবা, গোরক্ষচাকুলিয়া, গণিয়ারি, গন্ধভাদুলিয়া ও পারুল, ইহাদের মূল প্রত্যেকে ২০ পল, পাকের জন্য জল ৫১২ সের, শেষ ১২৮ সের। ছাগদুগ্ধ বা গব্য দুগ্ধ ৩২ সের, শতমূলীর রস ৩২ সের, তিলতৈল ৩২ সের। কল্কের জন্য রাস্না, অশ্বগন্ধা, মউরি, দেবদারু, কুড়, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুথা, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবক, ঋষভক, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁঠেলা, শ্বেত পুনর্ণবা, ও চোরহুলী, (মেদা ও মহামেদার অভাবে অশ্বগন্ধা ও অনন্তমূল, জীবক ও ঋষভকের অভাবে গুলঞ্চ ও বংশলোচন, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির অভাবে বেড়েলা ও গোরক্ষ চাকুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে।) এই সকল দ্রব্য ২ পল। এই তৈল তৈলপাকের বিধানানুসারে পাক করিয়া কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি একত্র ৩ পল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইতে হইবে।

এই তৈল বাতব্যাধি-রোগাধিকারে অতিশয় শ্রেষ্ঠ তৈল। যথানিয়মে এই তৈল মর্দ্দনে সকল প্রকার বাতব্যাধি, পঙ্গুতা, শিরোরোগ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, শুক্রহ্রাস, বধিরতা, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়।
(ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধিরোগাধি°)

মধ্যমপাণ্ডব (পুং) মধ্যমশ্চাসৌ পাণ্ডবশ্চেতি তস্য পুত্রা-পরয়োর্দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যবর্ত্তিত্বাৎ তথাত্বং। অর্জ্জুন।

"নেতা মধ্যমপাণ্ডবো ভগবতো নারায়ণস্যাংশজঃ।"
(ভারবিটীকা ১।৪৬ মল্লিনাথ)

মধ্যমভৃতক (পুং) মধ্যমশ্চাসৌ ভৃতকশ্চেতি। কৃষীবল-ভৃতক, চলিত কৃষাণ।

"উত্তমশ্চায়ুধীয়োঽত্র মধ্যমস্তু কৃষীবলঃ।
অধমো ভারবাহ স্যাদিত্যেষ ত্রিবিধো ভৃতঃ॥" (মিতাক্ষরা)

মধ্যমযান (ক্লী) বৌদ্ধমতসিদ্ধ নির্ব্বাণের মধ্যবর্ত্তী উপায়ভেদ।

মধ্যমরাত্র (পুং) মধ্যরাত্র, নিশীথ, অর্দ্ধরাত্র।

মধ্যমলোক (পুং) মধ্যমশ্চাসৌ লোকশ্চেতি কর্ম্মধা°। পৃথিবী। "তাং দেবতাপিত্রতিথিক্রিয়ার্থা-
মন্বক্‌-যযৌ মধ্যমলোকপালঃ।" (রঘু ২।১৬)
'মধ্যমলোকপালঃ ভূপালঃ' (মল্লিনাথ)

পৃথিবী স্বর্গ ও পাতালের মধ্যে বলিয়া ইহার নাম মধ্যমলোক।

মধ্যমবয়স (ক্লী) ১৬ বৎসর হইতে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিতকাল।

মধ্যমবয়স্ক (ত্রি) মধ্যমং বয়ো যস্য কপ্। মধ্যবয়সযুক্ত।

মধ্যমবাহ্ (ত্রি) মন্দগমন দ্বারা বাহক। "মাবো রথো মধ্যমবাড়ৃতে" (ঋক্ ২।২৯।৪) 'মধমবাট্ মাভূৎ মধ্যমেন মন্দগমনেন বাহকো মাভূৎ' (সায়ণ)

মধ্যমবিষ্ণুতৈল (ক্লী) বাতব্যাধি-রোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ-বিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল /৪ সের, ক্বাথের জন্য শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, ঝাটীমূল প্রত্যেকে ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ পুনর্ণবা, বচ, দেবদারু, শুল্ফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচি, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব-লবণ, ও রাস্না প্রত্যেকে ৪ তোলা, গব্যদুগ্ধ ৮ সের। শতমূলীর রস ৪ সের। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। যথানিয়মে এই তৈল মর্দ্দন করিলে—সকল প্রকার বাত, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, অর্দ্দিত, গলগণ্ড, বক্ষঃশূল, পার্শ্বশূল, অন্ত্রবৃদ্ধি, রতিশক্তি-হীনতা, অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালিয়া), কামলা, পাণ্ডু, অশ্মরী প্রভৃতি বিবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না॰ বাতব্যাধি-রোগাধি॰)

মধ্যমশী (পুং) ১ মধ্যমস্থানে বর্ত্তমান। "ততো যক্ষ্মং বিবাধধ্ব উগ্রো মধ্যমশীরিব" (ঋক্ ১০।৯৭।১২) 'মধ্যমশী-র্মধ্যমস্থানে বর্ত্তমানঃ' (সায়ণ) ২ দেহমধ্যস্থিত মর্ম্মভাগ-হিংসক, অথবা ত্রিশূলমধ্যভাগ দ্বারা হিংসাকারী।

"ততো যক্ষ্মং বিবাধধ্ব উগ্রো মধ্যমশীরিব" (শুক্লযজুঃ ১২।৮৬) 'উগ্রো মধ্যমশীরিব মধ্যে দেহমধ্যে ভবং মধ্যমং মর্ম্মভাগং শৃণাতি হিনস্তি মধ্যমশী শৄ হিংসায়াং ক্বিপ্, যদ্বা উগ্রো রুদ্রো মধ্যমেন ত্রিশূলমধ্যভাগেন শৃণাতীতি মধ্যমশীঃ' (বেদদীপ॰)

মধ্যমসংগ্রহ (পুং) মধ্যমশ্চাসৌ সংগ্রহশ্চেতি। স্ত্রীসংগ্রহ-রূপ বিবাদবিশেষ। এই বিবাদ গন্ধমাল্য ও বস্ত্র-ভূষণাদি প্রেরণ এবং নানাবিধ প্রলোভন দ্বারা হয়।

"ত্রিবিধং তৎ সমাখ্যাতং প্রথমং মধ্যমোত্তমম্।
আদেশকালভাষাভির্নির্জনে চ পরস্ত্রিয়ঃ॥
প্রেষণং গন্ধমাল্যানাং ধূপভূষণবাসসাম্।
প্রলোভনং চান্নপানৈর্ম্মধ্যমং সমুদাহৃতম্॥
সহাসনং বিবিক্তেষু পরস্পরমপাশ্রয়ঃ।
কেশাকেশিগ্রহশ্চৈব সম্যক্ সংগ্রহণং স্মৃতম্॥"

(মিতাক্ষরা স্ত্রীসংগ্রহপ্রকরণ)

মধ্যমসাহস (ক্লী) সহসা ক্রিয়মাণং কৃতং বা সহসা—অণ্, মধ্যমঞ্চ তৎ সাহসঞ্চেতি। ১ বলদর্পিত-ব্যক্তির বস্ত্র, পশু ও অন্নপানাদির ভঙ্গ, আক্ষেপ ও উপমর্দ্দাদিরূপ সহসা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম।

"ফলমূলোদকাদীনাং ক্ষেত্রোপকরণস্য চ।
ভঙ্গাক্ষেপোপমর্দ্দাদ্যৈঃ প্রথমং সাহসং স্মৃতম্।
বাসঃপশ্বন্নপানানাং গৃহোপকরণস্য চ।
এতেনৈব প্রকারেণ মধ্যমং সাহসং স্মৃতম্॥" (মিতাক্ষরা)

(পুং) ২ দণ্ডবিশেষ, এই দণ্ড পঞ্চশতপণরূপ।

"পণানাং দ্বে শতে সার্দ্ধে প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃতঃ।
মধ্যমং পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রন্ত্বেব চোত্তমঃ॥
লোভাৎ সহস্রং দণ্ড্যস্তু মোহাৎ পূর্ব্বন্তু সাহসম্।
ভয়াদ্বা মধ্যমৌ দণ্ডৌ মৈত্রাৎ পূর্ব্বং চতুর্গুণম্॥"

(মনু ৮ অ॰ সাক্ষিপ্রকরণ)

মধ্যমস্থ (ত্রি) মধ্যমে মধ্যমস্থানে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। মধ্য-স্থিত, মধ্যবর্ত্তী।

মধ্যমস্থেয় (ক্লী) মধ্যভাগে অবস্থানশীলতা।

মধ্যমা (স্ত্রী) মধ্যম-টাপ্। ১ অঙ্গুলিভেদ। ২ ত্র্যক্ষর-চ্ছন্দঃ। ৩ দৃষ্টরজস্কা নারী। ৪ কর্ণিকা। (মেদিনী) ৫ হৃদয়োত্থিত বুদ্ধিযুত নাদরূপ বর্ণ।

"পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্ মধ্যমাখ্যঃ।"(অলঙ্কারকৌ॰)

৬ স্বীয়াদির অন্তর্গত নায়িকাভেদ। প্রিয়তম হিত বা অহিত আচরণ করিলে যিনি হিত বা অহিত আচরণ করেন, তিনি মধ্যমা অর্থাৎ ইহার চেষ্টা ব্যবহারানুসারিণী হইয়া থাকে। (রসমঞ্জরী) ৭ ক্ষুদ্রজম্বুবৃক্ষ, ছোট জামগাছ। ৮ কাকোলী। (মেদিনী)

মধ্যমাগম (পুং) বৌদ্ধদিগের আগমচতুষ্টয়ের মধ্যে এক-খানি আগম।

মধ্যমাঙ্গিরস (পুং) ঋষিভেদ।

মধ্যমাগ্নি (পুং) অর্কার্থ অগ্নিতাপবিশেষ। মুষ্টিমের কাষ্ঠের চতুরংশের দ্বারা যে অগ্নি, তাহার দ্বিগুণ অগ্নির নাম মধ্য-মাগ্নি। (অর্কচি॰)

মধ্যমাঙ্গুলি (স্ত্রী) মধ্যমা অঙ্গুলিঃ। অঙ্গুলিভেদ, তর্জ্জনী ও অনামিকার মধ্যস্থিত অঙ্গুলি।

মধ্যমাত্রেয় (পুং) ঋষিভেদ।

মধ্যমাদি (পুং) সঙ্গীতের মাত্রাভেদ।

মধ্যমাহরণ (ক্লী) বীজগণিত-প্রসিদ্ধ অব্যক্তমানজ্ঞাপক গণনাভেদ।

মধ্যমিক (পুং) মধ্যম-ইকন্। মধ্যম।

মধ্যমিকা (স্ত্রী) মধ্যমৈব কন্, টাপ্, অত ইত্বং। দৃষ্টরজস্কা নারী। (রত্নাবলী)

মধ্যমীয় (ত্রি) মধ্যমে ভবং মধ্যমস্তেদং বেতি (গহাদিভ্যশ্চ পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। মধ্যম। (হেম)

মধ্যমেশ্বর (পুং) মধ্যমস্য স্থানস্য ঈশ্বরঃ। কাশীস্থিত শিবলিঙ্গবিশেষ। গঙ্গায় স্নান করিয়া এই শিবলিঙ্গপূজনে ইহকালে পুণ্য ও পরকালে শিবলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"ধন্যাস্তু খলু তে বিপ্রা মন্দাকিন্যাং কৃতোদকাঃ।
অর্চ্চয়ন্তি মহাদেবং মধ্যমেশ্বরমীশ্বরম্॥"
(কূর্ম্মপুরাণ ৩১ অ০)

২ কুমাওনের অন্তর্গত হিমালয়স্থ একটী পুণ্যস্থান। শিব-উপপুরাণে ও হিমবৎখণ্ডে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

মধ্যযব (পুং) মধ্যো মধ্যমো যবঃ। ষট্‌শ্বেতসর্ষপপরিমাণ।

মধ্যযোগিন্ (ত্রি) মধ্যযুজ্-ণিনি। মধ্যবর্ত্তী।

"ষড়নাগতানিপৌষ্ণাদ্ দ্বাদশরৌদ্রাচ্চমধ্যযোগিনি।"
(বৃহৎসংহিতা ৪।৭)

মধ্যরাত্র (পুং) মধ্যং রাত্রেঃ (পূর্ব্বাপরাধরেতি। পা ২।২।১) ইতি সমাসঃ, ততঃ (অহস্ সর্ব্বৈকেতি। পা ৫।৪।৮৭) ইতি সমাসান্তোঽচ্, পুংস্বঞ্চ। নিশীথ, অৰ্দ্ধরাত্র।

"উদকে মধ্যরাত্রে চ বিন্মূত্রস্য বিসর্জ্জনে।
উচ্ছিষ্টঃ শ্রাদ্ধভুক্ চৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ॥" (মনু ৪।১০৯)

মধ্যরেখা (স্ত্রী) পৃথিবীর মধ্যভাগস্থিত কল্পিত রেখা। দেশান্তর স্থির করিতে হইলে এই রেখা হইতে স্থির করা আবশ্যক।

"সুমেরুলঙ্কান্তবভূমি-মধ্যরেখা স্বদেশান্তরযোজনং যৎ।"
(দিনপঞ্জিকা)

সুমেরুপর্ব্বত ও লঙ্কার মধ্যগত ভূমির উপর দিয়া উত্তর-দক্ষিণাবস্তীর্ণ যে একটী রেখা কল্পিত হইয়াছে, তাহার নাম মধ্যরেখা। এই মধ্যরেখা হইতে দেশান্তর নিরূপণ করিতে হয়। আমাদের দেশ অর্থাৎ কলিকাতা মধ্যরেখার দুই শত যোজন পূর্ব্বে অবস্থিত।

মধ্যলগ্ন (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত দশলগ্ন-সাধন প্রণালী বিশেষ। প্রথমে প্রাক্‌নাড়ী, পশ্চাৎ নাড়ী ও উন্নত নাড়ী স্থির করিয়া লঙ্কোদয়ে যে সকল খণ্ড লিখিত আছে, সেই সকল খণ্ড গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নাড়ী দ্বারা তাৎকালিক রবির যে স্ফুট হইবে, তাহাতে ঋণ ও ধন সংযোগ এবং বিয়োগ করিলে মধ্যলগ্ন স্থির হইবে। ইহাতে বিশেষ এই যে, পূর্ব্বদিকের মধ্যলগ্ন স্থির করিতে হইলে লঙ্কোদয়খণ্ড যোগ এবং পশ্চিম দিকে বিভাগ করিতে হয়।

"প্রাক্ পশ্চান্নতনাড়ীভিস্তস্মাল্লঙ্কোদয়াসুভিঃ।
ভানৌ ক্ষয়ধনে কৃত্বা মধ্যলগ্নং তদা ভবেৎ॥" (সূর্য্যসি০ ৩।৪৮)

মধ্যলোক (পুং) মধ্যশ্চাসৌ লোকশ্চেতি। পৃথিবী।

মধ্যলোকেশ (পুং) মধ্যলোকানামীশঃ। রাজা। (হেম)

মধ্যবয়স্ (ত্রি) মধ্যং বয়ঃ। জীবনের মধ্যভাগ, চলিত আধাবয়স্।

মধ্যবর্ত্তিন্ (ত্রি) মধ্যে বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। মধ্যস্থ।

মধ্যবিদরণ (ক্লী) চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণের পর মোক্ষবিশেষ।

"মধ্যে যদি প্রকাশঃ প্রথমং তন্মধ্যবিদরণং নাম।
অন্তঃকোপকরং স্যাৎ সুভিক্ষদং নাতিবৃষ্টিকরম্॥"
(বৃহৎসংহিতা ৫।৮৯)

মধ্যস্থল প্রথমে প্রকাশিত হইলে তাহাকে মধ্যবিদরণ নামক মোক্ষ কহে। ইহা প্রাণিগণের মানসিক কোপকারক ও সুভিক্ষপ্রদ হইলেও সুচারু বৃষ্টিপ্রদ নহে।

মধ্যবৃত্ত (ক্লী) নাভি।

মধ্যশরীর (ত্রি) মধ্যং শরীরং। মধ্যদেহ, চলিত মাজারী শরীর।

মধ্যশায়িন্ (ত্রি) মধ্যে শেতে শী-ণিনি। ১ মধ্যভাগে শয়নকারী। ২ মধ্যবর্ত্তী।

মধ্যশ্রেণীকায়স্থ, মেদিনীপুর-জেলাবাসী একশ্রেণীর কায়স্থ। এই শ্রেণীর কায়স্থগণ আদি বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের সন্তান। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রাজা বল্লালসেন যে সময়ে কুল বন্ধন করেন, তৎকালে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারী কতকগুলি কায়স্থ বল্লালের কুলবিধি স্বীকার না করিয়া বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায় আসিয়া বাস করেন। এই জেলা তৎকালে রাজা বল্লালসেনের রাজ্যের বহির্ভূত ও উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। তাঁহারা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তিস্থানে বাসহেতু ব্রাহ্মণগণ মধ্যশ্রেণী-ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ মধ্যশ্রেণী-কায়স্থ নাম গ্রহণ করেন, ও আজ পর্য্যন্ত এই নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। তাহার পর অন্যান্য বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ আসিয়া উক্ত কায়স্থগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

মধ্যশ্রেণী-কায়স্থগণের কুলজ্ঞ হইতে জানা যায় যে, কোতরঙ্গ হইতে কাশ্যপগোত্রীয় গুহ, বালী হইতে কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রীয় দত্তবংশ, সাঁকরাইল্ হইতে কাশ্যপগোত্রীয় দাসবংশ, মুরশিদাবাদ হইতে বিশ্বামিত্রগোত্রীয় মিত্রবংশ, এ ছাড়া সৌকালীনগোত্রীয় ঘোষ, কাশ্যপগোত্রীয় দে, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় দে ও মৌদ্গল্যগোত্রীয় দাসবংশ বঙ্গের নানা স্থান হইতে আসিয়া মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে বাস করেন।

গত ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের সহিত এই শ্রেণীর কায়স্থগণের কতকগুলি আদানপ্রদান হইয়াছে, তাহাও জানা যায়। এই জেলার জকপুরগ্রামবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয়

কায়স্থ পদ্মপলাশ মিত্র কাঁথীর গড়-কিশোরনিবাসী মধ্যশ্রেণী-কায়স্থ রাজা যাদবরাম রায়ের দৌহিত্র রাজা স্বরূপ নারায়ণ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। উক্ত রাজা যাদবরাম রায়ের দৌহিত্রের পুত্র ৺ রাজা মুকুন্দলাল রায়ের পুত্র রাজা উপেন্দ্র লাল রায় থানাকুল কৃষ্ণনগরের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ গৌর বসু ও হরি বসুর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

এইরূপ সম্বন্ধের অভাব নাই। এই সকল কারণে মধ্য-শ্রেণী-কায়স্থগণকে বঙ্গের অন্যান্য কায়স্থগণের এক শাখা বলিয়াই মনে হয়।

এই শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে কাঁথীর গড়কিশোর-গ্রামবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় স্বর্গীয় রাজা যাদবরাম রায় ভাট-পাড়া ইত্যাদি স্থানের বহুতর ব্রাহ্মণগণকে নিষ্করে জমি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত জমি নানা দেশীয় ব্রাহ্মণগণ এ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

মেদিনীপুর জেলায় কাস্থ নামে এক নিম্ন জাতির বাস আছে, তাহাদের সহিত এই মধ্যশ্রেণী-কায়স্থগণের কোন সম্বন্ধ নাই।

মধ্যশ্রেণী-ব্রাহ্মণ, মেদিনীপুর-জেলাবাসী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। উৎকল ও বঙ্গের মধ্যস্থলে বাসহেতু ইঁহারা মধ্যশ্রেণী নামে গণ্য। কেহ কেহ মনে করেন যে, উৎকল (বৈদিক) ও রাঢ়ী-শ্রেণীর মিশ্রণে এই শ্রেণীর উৎপত্তি, এজন্য ইঁহারা মধ্যশ্রেণীনামে খ্যাত হইয়াছেন। মধ্যশ্রেণীর কুলজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ বলেন, যে সময় গৌড়াধিপ বল্লালসেন কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন, সে সময় লক্ষ্মীপতি প্রভৃতি যে সকল ব্রাহ্মণ অশাস্ত্রীয় বলিয়া বল্লালের কুলমর্য্যাদা স্বীকার করেন নাই, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ং অথবা তাঁহাদের বংশধরগণ বল্লাল-রাজ্যসীমার বাহিরে মেদিনীপুরে আসিয়া বাস করেন, ও পূর্ব্বোক্ত কারণে মধ্যশ্রেণী নামে খ্যাত হন।

মধ্যশ্রেণী নাম হইবার সম্বন্ধে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আরও দুইটী কারণ দেখাইয়া থাকেন। ১ম দেবীবরের সঙ্গে বিবাদ, ২য় গঙ্গাধরের বহু স্ত্রী মধ্যে এক স্ত্রীকে ভ্রমক্রমে মাতৃসম্বোধনহেতু মধ্যশ্রেণী নামে পৃথক্ থাক গঠন।

দেবীবরের সঙ্গে কেন বিবাদ হইল, এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ শুনা যায়,—

দেবীবর সমগ্র রাঢ়-বঙ্গে রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ মধ্যে মেল বন্ধন করিয়া বাঙ্গালার প্রান্তসীমা মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে ভামুয়াগ্রামবাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ মেলবন্ধনের আবশ্যকতা অবধারণ করিবার জন্য এক মহাসভা আহ্বান করিলেন। ভামুয়ার নিকটবর্ত্তী পিণ্ডরুই-গ্রামবাসী ভরদ্বাজগোত্র গঙ্গাধরভট্ট সভাপতি হইলেন। তিনি উপ-স্থিত সভ্যগণের অভিপ্রায়ে মেলবন্ধনে আপত্তি করেন। তাহাতে দেবীবর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—

'ক্রোধে বলে দেবীবর, কুল গেল রে গঙ্গাধর।
রোষে বলে গঙ্গাধর, নির্ব্বংশ যা দেবীবর॥'

যাহা হউক, দেবীবর ব্যর্থমনোরথ হইয়া চলিয়া আসিলেন এবং তদবধি মেদিনীপুর জেলার তখনকার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া মধ্যশ্রেণী বলিয়া গণ্য হইলেন।

মধ্যশ্রেণীর মধ্যে ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, সাবর্ণ, ঘৃতকৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয়, পরাশর ও গৌতম গোত্রই প্রধান। প্রথম পঞ্চগোত্রের গাঞী আছে এবং কাহার সন্তান তাহা বলিতে পারেন। গাঞী যথা—মুখটী, বাঁড়রী, চাটুতি, গাঙ্গোলী, ডিণ্ডিসাই, মাষচটক, চৌৎখণ্ডী, কাঞ্জিলাল, সাঁটেশ্বরী, পাব-হাল, পুতিতুণ্ড (টইয়া) ও অম্বুলি। শেষোক্ত গোত্রগুলির গাঞী নাই এবং কাহার সন্তান, তাহাও বলিতে পারেন না। শেষোক্তগুলি বৈদিক।

ইঁহাদের সমাজ ছয়টী—১ ভামুয়া (ময়না-রাজবাটীর নিকট), ২ চাঁপাডালি (কাশীজোড়া-রাজবাটীর নিকট), ৩ গোকুলনগর (নাড়াজোল-রাজবাটীর নিকট), ৪ ভোগদণ্ড (কেদার পরগণায়), ৫ পীতপুর (চাঁপাডালির নিকট), ৬ মহারাজপুর (বাঁটালের নিকট)।

উপসমাজ দুইটী—শ্যামাট ও মুয়াড়।

ভামুয়া সমাজের আদি নৃসিংহ। এই সমাজের প্রধানগণ ময়নারাজের সভাপণ্ডিত, চাঁপাডালি সমাজের প্রধান কাশী-জোড়া রাজের গুরু এবং পীতপুর সমাজের প্রধান কাশী-জোড়ার সভাপণ্ডিত।

গঙ্গাধর ভট্ট (মুখুটী গাঞি) মধ্যশ্রেণীর সমাজ গঠন করেন, এ কারণ তাঁহার সন্তানবর্গের সমাজে সমধিক সম্মান। বাসিবিবাহের দিন গঙ্গাধরের পদে তৈল দিবার জন্য তৈল-হরিদ্রা পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। চাঁপাডালির কামদেব ভট্টাচার্য্য দাশু বাঁড়ুয্যের (দাশরথি বন্দ্যোর) সন্তান। ইনি বালিয়া গ্রাম হইতে চাঁপাডালি আগমন করেন। এখন ইঁহার বংশে ১৩শ পুরুষ হইয়াছে।

গোকুলনগরের সামাজিকেরা তিকড় চট্টের সন্তান। অবসথীর সন্তান বলিয়াও পরিচিত। প্রথমে ইঁহাদের আদি পুরুষ ধনঞ্জয় পাটুলি হইতে রাণ্যা, পরে রাণ্যা হইতে গোকুলনগরে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের এক শাখা মহারাজপুরে গিয়া বাস করিয়াছেন।

ভোগদণ্ড-সমাজের ব্রাহ্মণেরাও দাশু বাঁড়ুয্যের সন্তান।

ইঁহাদের আদিপুরুষ অনুকূল। এই সমাজে দৈবজ্ঞদোষ ঘটে, গোকুলনগরের ভট্টাচার্য্যেরা ইঁহাদিগকে সমাজে তুলিয়া লয়েন।

পীতপুর-সমাজের প্রধানেরা পারিয়াল গাঞি, ভট্টনারায়ণের সন্তান, ইঁহারা সমাজে প্রধান। আদিপুরুষের নাম শ্রীপতি তর্কবাচস্পতি।

মুরাড়ে গঙ্গাধরের সন্তানগণ বাস করেন। ইঁহারা সমাজে বিশেষ সম্মানিত।

তমলুকের বর্গভীমার অধিকারীরা মধ্যশ্রেণী হইলেও আপনাদিগকে রাঢ়ীয়ের সন্তান বলিয়াই পরিচয় দেন। ইঁহাদের আদিবাস ত্রিবেণী। আদিপুরুষ কৃষ্ণদেব ও বিষ্ণুদেব দুই ভাই।

উক্ত সকল সমাজেই অনেক সুপণ্ডিত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সংক্ষিপ্তসারের টীকাকার গোয়ীচন্দ্র (উখাসনী), সংক্ষিপ্তসারের টিপ্পনীকার কবিচন্দ্র (শাণ্ডিল্য) এবং অপর টিপ্পনীকার কবিরত্ন চক্রবর্ত্তী (ভরদ্বাজ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মধ্যসূত্র (স্ত্রী) মধ্যরেখা।

"রাক্ষসালয়দেবৌকঃ শৈলয়োর্মধ্যসূত্রগাঃ।
রোহীতকমবন্তীঞ্চ যথা সন্নিহিতং সরঃ॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১।৬২)

মধ্যস্থ (ত্রি) মধ্যে বাদি-প্রতিবাদিনোরন্তরে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। মধ্যস্থায়ী, পর্য্যায়—নিস্থষ্ট।

"বন্ধুজ্ঞাত্যরিমধ্যস্থমিত্রোদাসীনবিদ্বিষঃ।
সর্ব্ব এব হি সর্ব্বেষাং ভবন্তি ক্রমশো মিথঃ॥"
(ভাগবত ৬।১৬।৫)

২ উভয়পক্ষহীন, যিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না।

"শ্রুত্বা যুদ্ধোদ্যমং রামঃ কুরূণাং সহ পাণ্ডবৈঃ।
তীর্থাভিষেকব্যাজেন মধ্যস্থঃ প্রযযৌ কিল॥"
(ভাগবত ১০।৭৮ অ০)

৩ স্বার্থরক্ষাপূর্ব্বক পরার্থসাধক, যিনি নিজের অনিষ্ট না হয়, এরূপভাবে পরের কার্য্য সাধন করেন, তাঁহাকে মধ্যস্থ কহে।

"তে বৈ সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থস্য বাধেন যে
মধ্যস্থাঃ পরকীয়কার্য্যকুশলাঃ স্বার্থাবিরোধেন যে।
তেঽমী মানুষরাক্ষসাঃ পরহিতং যৈঃ স্বার্থতো হন্যতে
যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে॥" (প্রাচীনঃ)

মধ্যস্থতা (স্ত্রী) মধ্যস্থস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। মধ্যস্থের ভাব বা ধর্ম্ম, মধ্যস্থের কার্য্য।

"সর্ব্বঃ স্বার্থপরো লোকঃ কুতো মধ্যস্থতা কচিৎ।"
(কামন্দকী নীতি ৮।৭১)

মধ্যস্থল (স্ত্রী) মধ্যং স্থলং, শরীরমধ্যবর্ত্তিত্বাৎ তথাত্বং। ১ কটিদেশ। ২ মাঝখান।

"কুচৌ মরিচসন্নিভৌ সুরজমধ্যমধ্যস্থলী।
অহো তিমিরমঞ্জরী সহচরী নরীনৃত্যতে॥" (উদ্ভট)

মধ্যস্থান (স্ত্রী) মধ্যং স্থানং। মধ্যভাগ।

মধ্যস্থিত (ত্রি) মধ্যে স্থিতঃ। মধ্যস্থ, মধ্যবর্ত্তী।

মধ্যস্বরিত (ত্রি) শব্দের মধ্যস্থিত বর্ণের স্বরিতোচ্চারণভেদ।
(বাজসনেয়প্রাতি০ ২।১)

মধ্যা (স্ত্রী) মধ্য-টাপ্। ১ মধ্যমাঙ্গুলি। ২ নায়িকাবিশেষ। যাহার লজ্জা ও মদনেচ্ছা উভয়ই সমান, তাহাকে মধ্যানায়িকা কহে। ইহার চেষ্টা—প্রিয়তম কৃতাপরাধ হইলে ধৈর্য্য এবং অধৈর্য্য হইলে বক্রোক্তি ও পরুষ-বাক্যপ্রয়োগ—

"স্বাপে প্রিয়াননবিলোকনহানিরেব
স্বাপচ্যুতৌ প্রিয়করগ্রহণপ্রসঙ্গঃ।
ইত্থং সরোরুহমুখী পরিচিন্তয়ন্তী
স্বাপং বিধাতুমপি হাতুমপি প্রপেদে॥" (রসমঞ্জরী)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে মধ্যার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"লজ্জা আর রতি-আশা সমান যাহার।
রসিক পণ্ডিতে কহে মধ্যা নাম তার॥
রতিরসে কৃতী পতি, মোরে ভাল বাসে অতি,
দেয় নিজাঙ্গুরী কণ্ঠমালা।
আঁখি আড়ে নাহি রাখে, সদা কাছে কাছে থাকে,
সুখ বটে কিন্তু এক জ্বালা॥
নখাঘাত দেখি বুকে, দন্তচিহ্ন দেখি মুখে,
সখী হাসে কর্ণে লাগে তালা।
শয্যা ঠেকি এই দোষে, না হইলে পতি রোষে,
শরীর হইল ঝালা পালা॥"

এই মধ্যানায়িকা ধীরাদিভেদে তিন প্রকার, মধ্যাধীরা, মধ্যা-অধীরা ও মধ্যাধীরাধীরা। ইহাদের লক্ষণ—

"মানকালে মধ্যা প্রাগল্ভার তিন ভেদ।
ধীরা অধীরা আর ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ॥
প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যে জন সে ধীরা।
সোজাসুজী যায় ক্রোধ সে হয় অধীরা॥
কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় ক্রোধ।
ধীরাধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ॥"

মধ্যাধীরার উদাহরণ—

"আজি প্রভু দড় দড়, বেশ বানায়াছ বড়,
শ্বেত-রক্ত-চন্দনের চাঁদ ভালে ধ'রেছ।
মন দেখি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, নয়ন হ'য়েছে রাঙ্গা,
বুঝি কোন দোষ দেখি মোরে রোষ ক'রেছে॥

তোমা বিনা প্রভু নাই, যাইবার নাহি ঠাঁই,
কামদেব চাঁদ যেন তেন মন হ'য়েছে।
অপরাধ ক্ষমা কর, নূতন চন্দন পর,
এই লও নবমালা বাসীমালা পরেছ।"

মধ্যা অধীরা—

"সোহাগ করিয়া নিত্য, বলহ আমার ভৃত্য
আজি দেখি একীকৃত্য দর্পণেতে চাও হে।
অধরে কজ্জল-দাগ, নয়নে তাম্বুলরাগ,
অলক্তাক্ত ভালভাগ কার কাছে পাও হে ॥
মোরে প্রাণ ব'লে ডাক, অন্যের নিকটে থাক,
বুঝিলাম মনোরাগ মনকলা খাও হে।
তোমা দেখে হয় ভীতি, কঠিন তোমার রীতি,
বুঝিনু তোমার প্রীতি যাও যাও যাও হে ॥"

মধ্যা ধীরাধীরা—

"তুমি মোর প্রাণপতি, কখন করিল রতি,
বুঝি সুখে ভুলেছিনু তেই নাই মনে হে।
বুকে দেখি নখচিহ্ন, অধর দশনে ভিন্ন,
ভালে আলতার দাগ রক্তিমা নয়নে হে ॥
শ্রম-বাক্ মুখ ধোও, ক্ষণেক শয্যায় শোও,
ছুঁয়্যা শুদ্ধ কর মালা তাম্বুল চন্দনে হে।
কত জান ভারি ভুরি, দেখিতে দেখিতে চুরি,
পরিহার নমস্কার তোমা হেন জনে হে ॥"

(ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী)

মধ্যাঙ্গুলি (স্ত্রী) মধ্যমা অঙ্গুলিঃ। তর্জ্জনী ও অনামিকার মধ্যস্থিত অঙ্গুলি।

মধ্যানয়ন (ক্লী) গ্রহদিগের স্ফুট-গণনার প্রণালীবিশেষ। রবি প্রভৃতি গ্রহের স্ফুট গণনা করিতে হইলে শীঘ্র, মধ্য, কেন্দ্র প্রভৃতি স্থির করা আবশ্যক, নচেৎ গ্রহদিগের স্ফুট-রাশ্যাদির জ্ঞান হয় না। সূর্য্য মেষে আছে, মেষরাশি ৩০ ডিগ্রী অর্থাৎ ত্রিশ অংশ। এই ত্রিশ অংশের মধ্যে রবি কোথায় আছে, কত অংশ, কত কলা এবং কত বিকলায় আছে, তাহার নির্দ্ধারণের নামই স্ফুট। এই স্ফুট স্থির করিতে হইলে মধ্যানয়ন করিতে হয়। রবি প্রভৃতি সকল গ্রহেরই মধ্যানয়ন করা আবশ্যক। কেবল কেতুর মধ্যানয়নের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ রাহুগ্রহ যে রাশির যত অংশে অবস্থিত আছেন, তাহার সপ্তম রাশির তত অংশে কেতুগ্রহ থাকিবে; সুতরাং রাহুর মধ্যানয়ন করিলে কেতুর আর মধ্যানয়নের প্রয়োজন হয় না।

জ্যোতিষশাস্ত্রে মধ্যানয়নের নিয়ম লিখিত আছে। অধুনা সিদ্ধান্তরহস্যের মতেই প্রায় স্ফুটগণনা হইয়া থাকে। সূর্য্য-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থের মতেও স্ফুট গণনা করিতে পারা যায়।

রবি, বুধ ও শুক্রের মধ্যানয়নের নিয়ম—

প্রথমে অব্দপিণ্ড ও দিনবৃন্দ স্থির করা আবশ্যক, অব্দ-পিণ্ড ও দিনবৃন্দ নিম্নোক্তরূপে স্থির করিতে হয়। প্রথমে কত শকাব্দ চলিতেছে, তাহা স্থির করিয়া ঐ শকাব্দের অঙ্ক হইতে ১৫১৩ অঙ্ক বিয়োগ করিলে অব্দপিণ্ড হইবে। এই অব্দপিণ্ড দুই স্থলে রাখিয়া একটীকে ৩৬৪ ও অপরটীকে ৭ দিয়া গুণ করিবে। এই দুই অঙ্কও পৃথক্ স্থানে রাখা আবশ্যক। ঐ সপ্তগুণিত অব্দপিণ্ডকে পুনরায় আর এক স্থানে রাখিয়া ১৩৫০ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাগফল অন্যস্থানস্থিত অব্দপিণ্ডে যোগ করিয়া, অন্যত্র অব্দপিণ্ডকে ১০০০ দিয়া গুণ করিবে। অতঃপর উহাতে ১৩৩২ যোগ করা আবশ্যক। তদনন্তর ঐ সপ্তপুরিত অব্দ-পিণ্ডে ঐ অঙ্ক যোগ করিয়া ৮০০ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাগফল যাহা থাকিবে, তাহাকে ৩৬৪ দিয়া গুণ করিবে, গুণফল অঙ্ক অব্দপিণ্ডে যোগ করিলে দিনবৃন্দ হয়।

"বিশ্বেষুচন্দ্রোন (১৫১৩) শকাব্দপিণ্ডঃ
কৃতাঙ্গরামৈ-(৩৬৪) র্গুণিতো নগ-(৭) ঘ্নাৎ।
অব্দাৎ খবাণাগ্নিধরাংশ-(১৩৫০) যুক্তাৎ
সহস্র-(১০০০) নিঘ্নাদ্দ্বযমাগ্নিবিশ্বৈঃ (১৩৩২)।
যুক্তাৎ খখাষ্টৌ-(৮০০) হৃতযুক্ ক্রিয়াদি
গতাহযুক্তঃ শশিতো দিনৌঘঃ।" (সিদ্ধান্তরহস্য)

এইরূপে অব্দপিণ্ড ও দিনবৃন্দ স্থির করিয়া তাহার পর মধ্য স্থির করিতে হইবে। দিনবৃন্দ দুই স্থলে রাখিয়া একটীকে ৭০ দিয়া ভাগ করিতে হইবে, ভাগফল যাহা লব্ধ হইবে, তাহা অপর ঐ লব্ধাঙ্ক অপর দিনবৃন্দে হীন করিবে। পুনরায় দিনবৃন্দকে ৯০০০ দিয়া হরণ করিলে যে ভাগফল থাকিবে, তাহাই অংশাদি। তৎপরে অব্দপিণ্ডকে ৮ দিয়া গুণ, পরে ৭০২ দিয়া ভাগ দিলে কলাদি নিরূপিত হয়। এই কলাদি পূর্ব্বস্থাপিত অংশাদিতে হীন করিবে। তাহার পর উহাতে দেশান্তর-কলা হীন করিলে শুদ্ধদিনাদি হইবে। ঐ দিনকে ৩০ দিয়া ভাগ করিয়া, উহার ভাগশেষ অঙ্ক দ্বারা অংশাদি সংস্থাপন করিবে। তৎপরে ঐ লব্ধাঙ্ককে ১২ দিয়া হরণ করিয়া লব্ধাঙ্ক পরিত্যাগ করিবে। ইহার শেষ অঙ্ক দ্বারা রাশি নির্ণয় হয়। তদনন্তর রাশি প্রভৃতিতে রবির ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিলে রবি, বুধ ও শুক্রের মধ্যরাশ্যাদি স্থির হইবে। রবি, বুধ ও শুক্র এই তিন গ্রহের পূর্ব্বোক্তরূপে মধ্য স্থির করিতে হয়।

"দিনং খসপ্তাংশ-(৭০) বিযুক্‌ দিনস্থ
খখাভ্রগোহংশো-(৯০০০) নিতমংশকাদ্যম্‌।
গজা-(৮) হতাব্দাদ্দ্বিখসপ্ত (৭০২) লব্ধ-
লিপ্তো নিত্যং সূর্য্যভৃগুজ্ঞমধ্যম্‌ ॥
রবিক্ষেপঃ ১১।২৭।৫৬।৪০।৩৭, রবিশুক্রবুধানাং মধ্যানি।"
(সিদ্ধান্তরহস্য)

চন্দ্রগ্রহের মধ্যানয়নপ্রণালী—

দিনবৃন্দকে তিন দিয়া পুরণ করিয়া দুই স্থলে রাখিবে। একটীকে ১৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, ঐ লব্ধাঙ্ক পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণিত দিনবৃন্দে যোগ করিতে হইবে। পুনরায় ঐ দিনবৃন্দকে ১০ দিয়া গুণ করিয়া যোগ করিলে অংশাদি হইবে। পুনরায় দিনবৃন্দকে ১৪০ দ্বারা ভাগ দিলে কলা প্রভৃতি স্থির করা যাইবে। উহা পূর্ব্বস্থাপিত অংশাদিতে হীন করিবে। তৎপরে অব্দপিণ্ডকে ৮০ দিয়া গুণ, ও ৬১০০ দ্বারা ভাগ করিলে যে কলাদি লাভ হয়, তাহা যোগ করিয়া শুদ্ধ দিনাদি জানা যাইবে। ঐ দিনকে ৩০ ভাগ দিলে যাহা শেষ থাকিবে, তাহা দিন এবং লব্ধাঙ্ক ১২ দিয়া হরণ করিলে যাহা শেষ থাকিবে, তাহা রাশি। ঐ রাশ্যাদিতে দেশান্তর কলা ৩৩।৪৭।৮ হীন ও তাহাতে চন্দ্রের ক্ষেপাঙ্ক যোগ দিলে চন্দ্রগ্রহের মধ্যরাশ্যাদি স্থির হইবে।

"দিনং ত্রি-(৩) নিঘ্নং ঘন-(১৭) ভাগযুক্তং
সাশা-(১০) স্ববপ্রং বিধুরংশকাদি।
বিঘস্রখেন্দ্রাংশ (১৪০) কলঃ সলিপ্তঃ
কৃষ্টা-(৮১) হতাব্দাৎ খখভূরসা-(৬১০০) প্তৈঃ ॥
চন্দ্রক্ষেপঃ ৫।১৬।৫৩।৫২।২৩। চন্দ্রমধ্যম্‌।" (সিদ্ধান্তরহস্য)

মঙ্গলগ্রহের মধ্যানয়নপ্রণালী—

দিনবৃন্দকে দুই দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল লাভ হয়, তাহা এবং দিনবৃন্দকে ২০ দ্বারা হরণ করিয়া যাহা লাভ হয়, তাহাও একত্র যোগ করিবে। পুনর্ব্বার দিনবৃন্দকে ১০২০ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগফল যাহা হইবে, তাহা হইতে বিয়োগ করিলে অবশিষ্টকে কুজাংশাদি জানিবে। পরে অব্দপিণ্ডকে ১০ দিয়া পুরণ ও ১৯৯২ দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহা স্থাপিত কুজাংশে কলাদি হীন করিবে, পরে তাহা হইতে দেশান্তর ১।২১ কলা পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর দিনসমূহকে ৩০ দিয়া হরণ করিয়া লব্ধাঙ্ক দ্বাদশ দ্বারা ভাগাবশিষ্ট রাশি প্রভৃতিতে ক্ষেপ রাশ্যাদি ৭।১০। ১৩।৮।৫০ যোগ করিলে মঙ্গলগ্রহের মধ্যরাশ্যাদি স্থির হইবে।

"দিনং যমা-(২)প্তং নখ-(২০) ভাগযুক্তং
দিনাদ্রখাশাংশ-(১০২০) বিযুক্‌ কুজঃ স্যাৎ।
অংশাদিরব্দাদ্‌ গুণিতাৎ খচন্দ্রৈ-(১০)
র্নেত্রাঙ্কগোভূ-(১৯৯২) হৃতলিপ্তিকো নঃ ॥
মঙ্গলক্ষেপঃ—৭।১০।১৩।৮।৫০, মঙ্গলমধ্যং।" (সিদ্ধান্তরহস্য)

বৃহস্পতিগ্রহের মধ্যানয়নের নিয়ম—

দিনবৃন্দকে দুই দিয়া গুণ করিয়া ৭০৩ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হয়, ঐ ফল দ্বিপূরিত দিনবৃন্দে হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধাঙ্ক হইবে, তাহা বৃহস্পতির অংশাদি, তৎপরে অব্দ-পিণ্ডকে ৪ দিয়া পুরণ করিয়া ২০৭০ দিয়া ভাগ দিতে হইবে। ইহা দ্বারা কলাদি লাভ হইবে। ইহা পূর্ব্বস্থাপিত অংশাদির কলাদিতে যোগ করিয়া দেশান্তর পল১৩০, হীন করিলে বৃহস্পতির শুদ্ধ অংশাদি হয়। পরে দিনগণকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা শেষ থাকিবে, তাহা অংশ এবং লব্ধাঙ্ককে ১২ দিয়া হরণ করিলে যাহা অবশেষ থাকিবে, তাহা রাশি। এই প্রকারে রাশ্যাদি সংস্থাপন করিয়া তাহাতে ক্ষেপাঙ্ক ৬।২৯।৫০।৪৮।৯ যোগ করিলে বৃহস্পতির মধ্যরাশ্যাদি হইবে।

"দ্বিনিঘ্নঘস্রং ত্রিখসপ্ত (৭০৩) লব্ধ-
হীনাদ্দিনাদ্দ্বাদশলব্ধমিজ্যঃ।
অংশাদিরব্দাদ্দ্বিগমেন (৪) নিঘ্নাৎ
খাগাভ্রনেত্রা-(২০৭০) প্তকলান্বিতশ্চ ॥
বৃহস্পতিক্ষেপঃ ৬।২৯।৫০।৪৮।৯। বৃহস্পতিমধ্যম্‌।"(সিদ্ধান্তরহস্য)

শনিগ্রহের মধ্যানয়নপ্রণালী—

দিনবৃন্দকে ৩০ দিয়া হরণ করিয়া লব্ধাঙ্ক দুই স্থলে রাখিয়া দিবে। পরে একটীকে ৩১৫ দিয়া ভাগ করিলে যে অঙ্ক লব্ধ হইবে, তাহা পূর্ব্বস্থাপিত অঙ্কে যোগ করিলে যে ফল হইবে, ঐ অঙ্ক শনিমধ্যের অংশাদি। অনন্তর দ্বিগুণিত অব্দপিণ্ডকে ৫৯১ দিয়া ভাগ করিয়া লব্ধকলাদি হইবে, উহা তাহাতে যোগ করিয়া পরে দেশান্তর পল হীন করিলে শুদ্ধ দিনাদি হইবে। তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় দিনাদি ৩০ এবং দ্বাদশ দ্বারা হরণ ও শেষে রাশ্যাদি সংস্থাপন করিয়া ক্ষেপাঙ্ক ২।৮।১।৫।৪৫ যোগ করিলে শনিমধ্যের রাশ্যাদি স্থির হইবে।

"মন্দোহ্যবৃন্দাৎ খগুণৈ-(৩০) র্বিভক্তঃ
সবাণচন্দ্রাগ্নিবলেন (৩১৫) যুক্তঃ।
অংশাদিরব্দাদ্দ্বয়নেন (২) নিঘ্নাৎ
ভূনন্দবাণোদ্ধৃত-(৫৯১) লিপ্তিকাঢ্যঃ॥
শনিক্ষেপঃ ২।৮।১।৫।৪৫, শনিমধ্যম্‌।" (সিদ্ধান্তরহস্য)

রাহুগ্রহের মধ্যানয়নপ্রণালী—

দিনবৃন্দকে ২০ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে, তাহা একস্থানে রাখিয়া পুনরায় দিনবৃন্দকে ৩ দিয়া পুরণ

করিবে। পরে ১০০৫ দিয়া হরণ করিয়া লব্ধাঙ্ক পূর্ব্বস্থাপিত অঙ্কে যোগ করিলে রাহুমধ্যের অংশাদি হইবে। তৎপরে অব্দপিণ্ডকে ৬ দিয়া পূরণ করিয়া ৪২১ দিয়া ভাগ দিলে যে কলাদি লব্ধ হইবে, তাহা পূর্ব্বাঙ্কে যোগ করিয়া দেশান্তর পল বিপল ৮।৯ হান করিলে রাহুর শুদ্ধদিনাদি নিশ্চয় হইবে। পরে দিনসমূহকে ৩০ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা শেষ থাকিবে, তাহা অংশ এবং লব্ধাঙ্ক ১২ দ্বারা ভাগ দিলে যাহা শেষ, তাহা রাশি। ইহা সংস্থাপিত করিয়া রাহুর ক্ষেপাঙ্ক ৮।২৬।৩০। ৪১।১৫, যোগ করিলে রাহুগ্রহের মধ্যরাশ্যাদি স্থির হইবে।

"দিনং নথাপ্ত (২০) ত্রি-(৩) হতদ্যুবৃন্দাৎ
বাণাভ্রদিক্ (১০০৫) লব্ধযুগং শকাপ্তম্।
রসাহতাব্দাৎ কুযমাব্ধি (৪২১) লব্ধ-
লিপ্তাযুতোঽগুর্ব্বিপরীতগত্যা॥
রাহুক্ষেপঃ—৮।২৬।৩০।৪১।১৫।" (সিদ্ধান্তরহস্য)

এইরূপ প্রণালী অনুসারে রবি প্রভৃতি গ্রহের মধ্যানয়ন করিতে হয়।

সহজে মধ্যানয়ন করিবার জন্য সিদ্ধান্তরহস্যে রবি প্রভৃতি গ্রহের কতকগুলি খণ্ডা লিখিত আছে। ঐ সকল খণ্ডা দ্বারা অতি সহজেই রবি প্রভৃতি গ্রহদিগের মধ্যানয়ন করিতে পারা যায়। ঐ সকল খণ্ডা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অঙ্কমাত্র। ঐ খণ্ডায় অব্দপিণ্ড ও দিনবৃন্দ যোগ করিলে ফলভাগ প্রভৃতি না করিয়াই উহা স্থির করা যায়। বাহুল্য ভয়ে ঐ সকল খণ্ডা লিখিত হইল না। কিন্তু কি উপায়ে খণ্ডা দ্বারা মধ্য স্থির হয়, সেই নিয়ম প্রদর্শিত হইল। কেবল সিদ্ধান্তরহস্যে এই খণ্ডা দেখিয়া লইলে এই নিয়মানুসারে স্থির হইবে। ঐ সকল প্রত্যেক গ্রহের ছয় ছয়টী কোষ্ঠা লিখিত আছে, প্রত্যেক কোষ্ঠায় নয় শ্রেণী অঙ্ক আছে। ইহার প্রথম কোষ্ঠা এককের সংখ্যা, দ্বিতীয় কোষ্ঠা দশকের, তৃতীয় কোষ্ঠা শতকের, চতুর্থ কোষ্ঠা সহস্রের, পঞ্চম-কোষ্ঠা অযুতের, ও ষষ্ঠ কোষ্ঠা লক্ষের সংখ্যা জানিতে হইবে।

দিনবৃন্দের এককাদি সংখ্যায় যত অঙ্ক থাকিবে, এককাদি কোষ্ঠার সেই সংখ্যার শ্রেণীর রাশি, অংশ, কলা, বিকলা, অনুকলাক্রমে গ্রহণ করিয়া একত্র যোগ করিতে হইবে। পরে তাহাতে ক্ষেপ যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহা সেই গ্রহের দিনবৃন্দ দিবসের দুইপ্রহর এবং রাত্রির মধ্য ও শীঘ্রাদি হইবে।

সমস্ত অঙ্ক যোগ করিলে যদি বার রাশির অধিক হয়, তাহা হইলে বার বাদ দিয়া লইতে হইবে। দিনবৃন্দাঙ্কের একক দশক করিয়া গণনার সময় শূন্য প্রাপ্ত হইলে সেই সংখ্যার কোষ্ঠার অঙ্ক গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই।

মধ্যান্তিক (পুং) তৃতীয় বৌদ্ধ স্থবির।

মধ্যাম্লকেসর (পুং) লিম্বুভেদ, নেবু।

মধ্যায়ুস্ (ক্লী) মধ্যং আয়ুঃ। মধ্যমরূপ আয়ুঃ। সাধারণতঃ জীবগণ দীর্ঘায়ুঃ, মধ্যায়ুঃ ও অল্পায়ুঃ এই ত্রিবিধ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৩ বৎসর হইতে ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যমায়ুঃ বলা যায়। জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারা এই আয়ু স্থির করা যায়। জ্যোতিষে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"বলহীনে বিলগ্নেশে জীবে কেন্দ্রত্রিকোণগে।
ষষ্ঠাষ্টমব্যয়ে পাপে মধ্যমায়ুরুদাহৃতম্॥
শুভে কেন্দ্রে ত্রিকোণস্থে শনৌ বলসমন্বিতে।
ষষ্ঠে বাপ্যষ্টমে পাপে মধ্যমায়ুরুদাহৃতম্॥
লগ্নে ত্রিকোণে কেন্দ্রে বা মধ্যমায়ুশ্চ মিশ্রিতে॥"
(সর্ব্বার্থচিন্তা০)

লগ্নাধিপতি বলবান্ বৃহস্পতি কেন্দ্র বা কোণস্থিত, (লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশমের নাম কেন্দ্র এবং নবম ও পঞ্চমের নাম কোণ) হইলে এবং ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশে পাপগ্রহ থাকিলে জাতকের মধ্যায়ুঃ হইয়া থাকে। কেন্দ্র ও কোণে শুভগ্রহ শনি বলবান্ এবং ষষ্ঠাষ্টমে পাপগ্রহ হইলেও মধ্যায়ুঃ হয়। ইহা ভিন্ন লগ্ন ও কেন্দ্র কোণে তুল্য পরিমাণ শুভাশুভ যোগ হইলেও মধ্যায়ুঃ হয়।

"জন্মলগ্নেশ্বরঃ খেটো ভানোরধিসুহৃৎ সুহৃদ্।
বা চেদ্দীর্ঘায়ুরথবা সমে মধ্যায়ুরুচ্যতে॥" (সর্ব্বার্থচিন্তা০)

যদি রবি লগ্নাধিপতি হয়, আর জন্ম-রাশ্যধিপতির সহিত যদি রবির সমভাব হয়, তাহা হইলে মধ্যায়ুঃ। যদি রবি লগ্ন ও রাশি উভয়েরই অধিপতি হয়, তাহা হইলে রবি যে রাশিতে থাকে, সেই রাশির অধিপতির সহিত সমভাবাপন্ন হইলেও মধ্যায়ুঃ হয়। [আয়ুর্দায় ও মৃত্যু দেখ।]

মধ্যার্জ্জুন—১ কাবেরী ও কোলরুণনদীর মধ্যস্থিত পুণ্যক্ষেত্র। এখানকার স্থলপুরাণে মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ২ বটারণ্যের ২ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত ক্ষেত্রভেদ। (দেশাবলী)

মধ্যাবর্ষ (ক্লী) বর্ষার মধ্যভাগ।

মধ্যাস্থি, লতাভেদ (Grewia Asiatica)

মধ্যাহারিণীলিপি (স্ত্রী) ললিতবিস্তরবর্ণিত ৬৪ প্রকার লিপির মধ্যে একপ্রকার লিপি।

মধ্যাহ্ন (পুং) মধ্যং অহঃ, সমাসান্তঃ টচ্, (অহ্নোঽহ্ন এতেভ্যঃ। পা ৫।৪।৮৮) ইত্যহ্নাদেশঃ, পুংস্বঞ্চ। দিবসের অষ্টমুহূর্ত্তাত্মক মধ্যভাগ, ইহার অপর নাম কুতপ-কাল।

"অহ্নো মুহূর্ত্তা বিখ্যাতো দশ পঞ্চ চ সর্ব্বদা।
তত্রাষ্টমো মুহূর্ত্তো যঃ সঃ কালঃ কুতপঃ স্মৃতঃ॥

মধ্যাহ্নে সর্ব্বদা যস্মাম্মন্দী ভবতি ভাস্করঃ।
তস্মাদনন্তফলদস্তত্রারম্ভো বিশিষ্যতে॥"
(মৎস্যপু• শ্রাদ্ধক• ২২ অ•)

মধ্যাহ্নকালে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সাধারণ বিধি, যদি কোন তিথি উভয় দিনই মধ্যাহ্নব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে কোন্ দিন হইবে, ইত্যাদির মীমাংসার জন্য কুতব-রোহিণ ও সঙ্গব প্রভৃতি মধ্যাহ্নের বিভাগ আছে।
[ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রাদ্ধ দেখ।]

২ ত্রিধা বিভক্ত দিনের মধ্যভাগ, মধ্যাহ্নের ইহাই সাধারণ অর্থ। দিবামান ৩০ দণ্ড হইলে প্রথম দশদণ্ড বাদ দিয়া যে দশ দণ্ড তাহাই মধ্যাহ্ন। দিনমানের কমি বেশী স্থলে ভাগহার দ্বারা মধ্যাহ্নকাল নির্ণয় করিতে হয়। পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ এইরূপে দিনমানের তিনটী ভাগ কল্পিত হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণকাল দেবপূজার জন্য, মধ্যাহ্নকাল পিতৃকৃত্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি এবং অপরাহ্ণকালে কেবল সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধের জন্য বিহিত হইয়াছে।

৩ পঞ্চধা বিভক্তদিনের তৃতীয় ভাগ। দিবামানকে পাঁচ ভাগে বিভাগ করিয়া প্রথম দুইভাগ বাদ দিয়া তৃতীয়ভাগের নাম মধ্যাহ্ন। এই কাল ১২ দণ্ডের পর ৬ দণ্ড।

"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেবতু।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ" (দক্ষস•)

মধ্যেগঙ্গ (অব্য•) গঙ্গায়াঃ মধ্যং (পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বা। পা ২।১।১৮) ইত্যব্যয়ীভাবসমাসঃ। গঙ্গার মধ্য। অব্যয়ীভাবসমাস হইলে অব্যয় হয়, এই জন্য এই শব্দ অব্যয়।

মধ্যেগুরু (ত্রি) মধ্যে গুরুঃ, (মধ্যাদ্গুরৌ। পা ৬।৩।১১) ইতি সপ্তম্যা অলুক্। মধ্যদেশে গুরুশব্দযুক্ত।

মধ্যেজ্যোতিস্ (স্ত্রী) ত্রিষ্টুভ্ ছন্দের নামান্তর।

মধ্যেনগর (অব্য•) নগরস্য মধ্যং। নগরের মধ্যভাগ।

মধ্যেনদি (অব্য•) নদ্যাঃ মধ্যং। নদীর মধ্যভাগ।

মধ্যেপৃষ্ঠ (অব্য•) পৃষ্ঠস্য মধ্যং। পৃষ্ঠের মধ্যভাগ।

মধ্যেমার্গ (অব্য•) মার্গস্য মধ্যং। মার্গের মধ্যভাগ, পথের মধ্য।

মধ্যেবারি (অব্য•) বারিণো মধ্যং। জলের মধ্যভাগ।

মধ্যেসভ (অব্য•) সভায়াঃ মধ্যং। সভার মধ্যভাগ।

মধ্যোদাত্ত (ত্রি) মধ্যবর্ণে উদাত্তযুক্ত।

মধ্ব (পুং) ইহার প্রকৃত নাম মধু। মধ্বসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।
[মধ্বাচার্য্য দেখ।]

মধ্বক (পুং) মৌমাছি।

মধ্বক্ষ (ত্রি) মধুর ন্যায় অক্ষিযুক্ত।

মধ্বদ্ (ত্রি) মধু-অদ্-ক্বিপ্। উদকপায়ী। "যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণা নিবিশন্তে" (ঋক্ ১।১৬৪।২২) 'মধ্বদঃ উদকস্যাত্তারঃ' (সায়ণ) ২ মধুপানকারী।

মধ্বমুখভঙ্গ (পুং) } অপ্পয়দীক্ষিত-রচিত মধ্বাচার্য্যের
মধ্বমুখমর্দ্দন (স্ত্রী) } মতখণ্ডনবিষয়ক গ্রন্থ।

মধ্বর্ণস্ (ত্রি) মধুরজলযুক্ত। "অপিন্বন্ মধ্বর্ণসো নদ্যশ্চতস্রঃ" (ঋক্ ১৬২।৬) 'মধ্বর্ণসো মধুরোদকাশ্চতস্রো নদ্যঃ'।

মধ্বরিষ্ঠ (স্ত্রী) গ্রহণীরোগোক্ত অরিষ্টভেদ।
(চক্রদত্ত চি• ১৯ অ•)

মধ্বল (পুং) মধু অলতীতি অল্-অণ্, সংখ্যাপূর্ব্বকত্বাৎ বৃদ্ধ্যভাবঃ। মধুবার, অতিপান, পুনঃপুনঃ সুরাপানপরিপাটী।

মধ্বষ্ঠীলা (স্ত্রী) মধুগুচ্ছ।

মধ্বাচারী, মধ্বাচার্য্যের মতাবলম্বি-সম্প্রদায়ভেদ। [মাধ্ব দেখ]

মধ্বাচার্য্য, মাধ্ব বা মধ্বাচারি-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক একজন মহাত্মা। ইনি দক্ষিণাপথের অন্তর্গত তুলুবনিবাসী মধিজীভট্টের পুত্র। প্রথমে তাঁহার নাম হইয়াছিল বসুদেবাচার্য্য। নারায়ণ-পণ্ডিতরচিত মধ্বাচার্য্যবিজয় প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে লিখিত আছে;—স্বয়ং বায়ু নারায়ণের আদেশে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আবির্ভূত হইয়া মধ্বাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার আবির্ভাবকাল ১১২১ শক। তিনি বাল্যকালে অনন্তেশ্বরের মঠে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। ৯ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সনককুলোদ্ভব অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্যের (অপর নাম শুদ্ধানন্দ) নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার পর তিনি গুরুদত্ত পূর্ণপ্রজ্ঞ নাম লইলেন। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইয়াছিল। সংসারপরিত্যাগের পর তিনি আনন্দতীর্থ, আনন্দজ্ঞান, জ্ঞানানন্দ, আনন্দগিরি প্রভৃতি নামেও পরিচিত হইলেন।

মধ্ববিজয়ে লিখিত আছে,—তিনি গীতাভাষ্য প্রণয়ন করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করেন এবং তথায় ব্যাসদেবকে ঐ গ্রন্থ উপহার দিয়াছিলেন। ব্যাসদেবও প্রীত হইয়া তাঁহাকে তিনটী শালগ্রাম শিলা অর্পণ করেন। এই শিলাত্রয় মধ্বাচার্য্যের যত্নে সুব্রহ্মণ্য, উদিপি, মধ্যতল এই তিন স্থানের মঠে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত শালগ্রাম ব্যতীত তিনি উদিপিতে এক কৃষ্ণমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও এইরূপ উপাখ্যান আছে,—

কোন বণিকের একখানি অর্ণবপোত দ্বারকা হইতে মলবারে গমনকালে তুলুবের নিকট গিয়া অকস্মাৎ ডুবিয়া যায়। সেই জলযানে এক কৃষ্ণবিগ্রহ গোপীচন্দন মৃত্তিকায় ঢাকা ছিল। মধ্বাচার্য্য দৈবজ্ঞানবলে তাহা জানিতে পারিয়া

জল হইতে বিগ্রহকে উত্তোলনপূর্ব্বক উদিপিতে প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি উদিপি মধ্বাচারীদিগের প্রধান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইল। মধ্বাচার্য্য উদিপিতে কিছুকাল থাকিয়া ৩৭ খানি মূলগ্রন্থ ও কতকগুলি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। গ্রন্থমালিকা-স্তোত্রে ঐ ৩৭ খানির উল্লেখ আছে, যথা—

১ ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য, ২ উপাধিখণ্ডন, ৩ শ্লোকময়-ঋগ্বেদভাষ্য, ৪ ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্য ও তট্টিপ্পনী, ৫ কথালক্ষণ, ৬ কৃষ্ণাকর্ণামৃতমহার্ণব, ৭ কর্ম্মনির্ণয়, ৮ কাঠকোপনিষদ্ভাষ্য ও তৎটিপ্পনী, ৯ কেনোপনিষদ্ভাষ্য ও তট্টিপ্পনী, ১০ ছান্দোগ্যো-পনিষদ্ভাষ্য ও তাহার টিপ্পনী, ১১ জয়ন্তীকল্প, ১২ তত্ত্ববিবেক, ১৩ তত্ত্বসংখ্যান, ১৪ তত্ত্বোদ্যোত, ১৫তন্ত্রসার, ১৬ তৈত্তিরীয়ো-পনিষদ্ভাষ্য ও তাহার টিপ্পনী, ১৭ দ্বাদশস্তোত্র, ১৮ নরসিংহ-নখস্তোত্র, ১৯ প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্বানুমানখণ্ডন, ২০ প্রমাণলক্ষণ, ২১ প্রশ্নোপনিষদ্‌ভাষ্য ও তাহার টিপ্পনী, ২২ বৃহদারণ্যকভাষ্য ও তাহার টিপ্পনী, ২৩ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও তাহার টীকা, ২৪ ব্রহ্ম-সূত্রানুভাষ্য, ২৫ ব্রহ্মসূত্রানুব্যাখ্যান (ন্যায়বিবরণ), ২৬ ভগবদ্গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়, ২৭ভগবদ্গীতাভাষ্য, ২৮ভাগবত-পুরাণতাৎপর্য্যনির্ণয়, ২৯ মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়, ৩০ মাণ্ডু-ক্যোপনিষদ্ভাষ্য ও তাহার টিপ্পনী, ৩১ মায়াবাদখণ্ডন, ৩২মুণ্ড-কোপনিষদ্‌ভাষ্য ও তাহার টিপ্পনী, ৩৩যতিপ্রণবকল্প, ৩৪ যমক-ভারত, ৩৫ বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়, ৩৬ সদাচারস্মৃতি, ৩৭সন্ন্যাসপদ্ধতি।

উপরোক্ত গ্রন্থ ব্যতীত আত্মজ্ঞানোপদেশটীকা, আর্য্যা-স্তোত্র, উপদেশসাহস্রীটীকা, উপনিষৎপ্রস্থান, কৈবল্যোপনিষ-দ্ভাষ্য ও তাহার টিপ্পনী, কৌষীতক্যুপনিষদ্ভাষ্যটিপ্পনী, খপুষ্প-টীকা, গুরুস্তুতি, গোবিন্দভাষ্যপীঠক, গোবিন্দাষ্টকটীকা, গৌড়পাদীয়ভাষ্যটীকা, তৈত্তিরীয়শ্রুতিবার্ত্তিকটীকা, ত্রিপুটী-প্রকরণটীকা, নারায়ণোপনিষদ্ভাষ্যটিপ্পনী, ন্যায়বিবরণ, পঞ্চী-করণপ্রক্রিয়াবিবরণ, বৃহজ্জাবালোপনিষদ্ভাষ্য, বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিকটীকা, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যনির্ণয়, ব্রহ্মানন্দ, ভক্তিরসায়ন, ভগব-দ্গীতাপ্রস্থান, ভগবদ্গীতাভাষ্যবিবেচন, মিতভাষিণী, রামোত্তর-তাপনীয়ভাষ্য, বাক্যবৃত্তিবিবরণ, বাক্যসুধাটীকা, বিষ্ণুসহস্র-নামভাষ্য, বেদান্তবার্ত্তিক, শতশ্লোকীটীকা, সংহিতোপনিষ-দ্ভাষ্যটিপ্পনী, সত্তত্ত্ব, সদাচারস্তুতিস্তোত্র, সূত্রপ্রস্থান, স্মৃতিবিবরণ, স্মৃতিসারসমুচ্চয়, স্বরূপনির্ণয়টীকা, হরিমীড়েস্তোত্রটীকা ইত্যাদি কতকগুলি গ্রন্থ পাওয়া যায়। উপরোক্ত সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে মাধ্বভাষ্য অর্থাৎ দ্বৈতপক্ষে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যই সর্ব্ব-প্রধান ও মধ্বাচার্য্যের যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপরিচায়ক।

কিছুদিন পরে মধ্বাচার্য্য দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া দাক্ষি-ণাত্যের শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া অবশেষে বদরিকাশ্রমে গমন করেন। মধ্বাচারী-দিগের বিশ্বাস, আজও তিনি তথায় অবস্থান করিতেছেন। ১১২১ শকে (১১৯৯ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার তিরোধান ঘটে।

মধ্বাচার্য্যের পাণ্ডিত্যগুণে বিমুগ্ধ হইয়া অল্পদিন মধ্যেই বহুসংখ্যক শিষ্য হইয়াছিল। তিনিও শিষ্যগণের সুবিধার জন্য উদিপির মন্দির ব্যতীত স্থানে স্থানে আরও আটটা মন্দির স্থাপন করিয়া তাহাতে যথাক্রমে রামসীতা, লক্ষ্মণসীতা, দ্বিভুজ-কালীয়দমন, চতুর্ভুজকালীয়দমন, সুবিট্‌ঠল এইরূপ অষ্ট মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ ভ্রাতা ও গোদাবরীতীরস্থ ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব আটজন সন্ন্যাসীকে ঐ সকল মন্দিরের অধ্যক্ষপদ প্রদান করেন। সেই সকল মন্দির এখনও রহিয়াছে ও শিষ্যপরম্পরা অধ্যক্ষতা করিয়া আসিতেছেন। আটটী মন্দিরই তুলুবের অন্তর্গত।

মধ্বাচার্য্য প্রিয়শিষ্য পদ্মনাভতীর্থকে রামচন্দ্রমূর্ত্তি ও ব্যাসপ্রদত্ত শালগ্রাম শিলা প্রদান করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, 'আমার মত প্রচার কর আর উদিপির মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ধনরত্ন সংগ্রহ কর।' গুরুর উপদেশক্রমে পদ্মনাভ চারিটী মঠ স্থাপন করেন। তাঁহার পরম্পরাগত শিষ্যেরা তথাকার অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন।

মধ্বাচার্য্যের মতে,—সর্ব্বাগ্রে একমাত্র অদ্বিতীয় আনন্দ-স্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ ছিলেন, তখন কি ব্রহ্মা কি শঙ্কর কেহই ছিলেন না।* সেই বিষ্ণুর দেহ হইতেই সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।† তিনি জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করায় তাঁহার মত দ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার মতে, একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই অশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন, নির্দোষ ও স্বতন্ত্র, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই অস্বতন্ত্র অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন। মহোপনিষদের এই উক্তি হইতে মধ্বাচার্য্যের মতের প্রকৃত আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"যথা পক্ষী চ সূত্রঞ্চ নানাবৃক্ষরসা যথা।
যথা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ শুদ্ধোদলবণে যথা॥
চৌরাপহার্য্যৌ চ যথা যথা পুংবিষয়াবপি।
তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্ব্বদেববিলক্ষণৌ॥"

পক্ষী ও সূত্রে, বৃক্ষ ও রসে, নদী ও সমুদ্রে, শুদ্ধ জল ও লবণে, চৌর ও অপহৃত দ্রব্যে এবং পুরুষ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে যেমন পার্থক্য, ঈশ্বর ও জীব সেইরূপ পরস্পর ভিন্ন ও বিল-

* "একো নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।
আনন্দ এক এবাগ্র আসীন্নারায়ণঃ প্রভুঃ।"

† "বিষ্ণোর্দেহাজ্জগৎ সর্ব্বমাবিরাসীৎ।"

ক্ষণ। জীবেশ্বরের প্রভেদ ভিন্ন মধ্বাচার্য্য আরও পঞ্চপ্রকার ভেদজ্ঞান স্বীকার করেন। যথা—

জীবেশ্বরভেদ, জড়েশ্বরভেদ, জড়জীবভেদ এবং জীবগণের ও জড়পদার্থের পরস্পরভেদ। এই পঞ্চভেদই মধ্বাচার্য্যকর্ত্তৃক 'প্রপঞ্চ' নামে বর্ণিত হইয়াছে।* তাঁহার প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানখণ্ডনগ্রন্থে এই প্রপঞ্চের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

তিনি পরমাত্মায় জীবের লয় বা নির্ব্বাণমুক্তি অথবা পাশুপতদিগের যোগ ও পঞ্চরাত্রদিগের সাযুজ্যও স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, নারায়ণ বৈকুণ্ঠধামে লক্ষ্মী, ভূমি ও নীলাদেবী এই তিন পত্নীর সঙ্গে স্বর্গীয় বেশভূষায় সুশোভিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্যসুখ ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি স্বরূপাবস্থায় গুণাতীত, কিন্তু যখন মায়ার সহিত সংযুক্ত হন, তখন সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবরূপে আবির্ভূত হইয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। মায়া হইতে তাঁহাদিগের উদ্ভব ও মায়ার যোগেই তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করেন। বিশ্বকারণ বিষ্ণু হৃদয়, ললাট ও পার্শ্বদেশ এবং অন্যান্য অঙ্গ হইতে শিব-ব্রহ্মাদি দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

তিনি আপন শিষ্যমণ্ডলীকে এইরূপ সাধনপ্রণালী উপদেশ করিয়াছেন—

"সাধনার অঙ্গ প্রধানতঃ তিনটী। প্রথমে অঙ্কন বা বিভিন্ন অঙ্গে বিষ্ণুর শঙ্খচক্রাদি চিহ্নধারণ। দ্বিতীয় অঙ্গ—নামকরণ অর্থাৎ বিষ্ণুর নামানুসারে পুত্রাদির নাম রাখা। তৃতীয় অঙ্গ—ভজন, কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ ভজন। দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ এই ত্রিবিধ কায়িক ভজন; সত্য, হিত ও প্রিয়কথন এবং শাস্ত্রানুশীলন এই চারিটী বাচিক ভজন; দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা এই ত্রিবিধ মানসিক ভজন। ইহার এক একটী সম্পাদনপূর্ব্বক নারায়ণে আত্মসমর্পণ করাকেই ভজন বলে।† তাঁহার মতে, বিষ্ণুর প্রসাদে চরমসুখপ্রাপ্তিই মনুষ্যের একমাত্র কামনার বিষয় ও সাধনের মুখ্য প্রয়োজন। শিব ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ অনিত্য ও ক্ষরশব্দবাচ্য, কেবল লক্ষ্মীই অক্ষর। বিষ্ণু ঐ ক্ষরাক্ষর হইতে প্রধান ও স্বতন্ত্র।* বিষ্ণুর গুণোৎকর্ষের জ্ঞান হইলেই তাঁহার প্রসাদপ্রাপ্তি ঘটে, জীবেশ্বরের অভেদ মানিলে যে তিনি অনুকূল হন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।† বিষ্ণুর প্রতি যাঁহার প্রীতি জন্মে, তাঁহার আর জন্মান্তর হয় না। তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া সারূপ্য, সালোক্য, সান্নিধ্য ও সার্ষ্টি এই চতুর্বিধ মুক্তি লাভ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখভোগ করিয়া থাকেন।

অনেকেই মনে করেন যে, মধ্বাচার্য্য প্রথমে শৈবব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং শৈব ও বৈষ্ণবের পরস্পর বিবাদভঞ্জনের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার আদিনাম 'বসুদেব' ছিল, এই নাম হইতেই তিনি আজন্ম বৈষ্ণব ছিলেন, বোধ হইতেছে। বৈষ্ণবগৃহে জন্ম হইলেও আদিবৈষ্ণবদিগের ন্যায় পাঞ্চরাত্র-মতে তাঁহার আস্থা ছিল না। পাঞ্চরাত্রদিগের 'বাসুদেব'ই উপাস্য, কিন্তু তিনি বাসুদেবের স্থানে 'বিষ্ণু'কে স্থাপন করিয়াছিলেন। পুরাবিদ্‌গণ মনে করেন, তাঁহারই বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারপ্রভাবে সুপ্রাচীন পাঞ্চরাত্রধর্ম্ম লোকের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

ভারততাৎপর্য্যনির্ণয়ে তিনি লিখিয়াছেন যে, ঋগাদি চতুর্ব্বেদ, পঞ্চরাত্র, ভারত, রামায়ণ, ব্রহ্মসূত্র ও বৈষ্ণবপুরাণসমূহ হইতে তিনি আপন মত সঙ্কলন করিয়াছেন। বিষ্ণুর প্রাধান্যস্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাহার পরিপোষক গ্রন্থই তাঁহার গ্রাহ্য, অপর অগ্রাহ্য।

বাস্তবিক তাঁহার দ্বৈতবাদপ্রচারে অদ্বৈতবাদিগণের হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিয়াছিল। এমন কি, শঙ্করমতাবলম্বী কোন অদ্বৈতবাদী আদিত্যপুরাণ মধ্যে মধ্বাচার্য্যের যথেষ্ট নিন্দা করিতে ত্রুটি করেন নাই। সাধারণের কৌতূহল নিবারণের জন্য এখানে আদিত্যপুরাণের উপন্যাসটী উদ্ধৃত হইল :—

'যখন সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইবে, ম্লেচ্ছেরা ব্রাহ্মণধেনু বধ করিতে থাকিবে, বেদপাঠ উঠিয়া যাইবে, জৈন-বৌদ্ধাদির যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব হইবে, ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছাচারী ও শূদ্র ব্রাহ্মণঘাতী হইবে, সেই সময় ঋতুরাজ বসন্ত ব্রাহ্মণের ঔরসে বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম লইয়া মধু নামে খ্যাত হইবে। তাহা হইতে কর্ণাট তিলঙ্গাদিদেশ

* "জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদা তথা।
জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তথা॥
মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ।
সোঽয়ং সত্যোঽপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেন্নাশমাপ্নুয়াৎ॥" (সর্ব্বদর্শন ধৃত)

† "ভজনং দশবিধং বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ কায়েন দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি। অত্রৈকৈকং নিষ্পাদ্য নারায়ণে সমর্পণং ভজনং।" (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পূর্ণপ্রজ্ঞ)

* "মোক্ষস্তু বিষ্ণুপ্রসাদমন্তরেণ ন লভ্যতে প্রসাদশ্চ গুণোৎকর্ষজ্ঞানাদেব নাভেদজ্ঞানাৎ।"

† "ব্রহ্মা শিবঃ সুরাদ্যাশ্চ শরীরক্ষরণাৎ ক্ষরাঃ।
লক্ষ্মীরক্ষরদেহত্বাদক্ষরাতঃ পরো হরিঃ॥" (মহোপনিষৎ)

দূষিত হইবে। সেই বিধবাপুত্র পদ্মপাদুকের নিকট শিষ্য-ভাবে বেদান্ত অধ্যয়ন করিবে। তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার মনে কুতর্ক উপস্থিত হইবে। তাহাতে গুরু নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন। পরে যখন গুরু বুঝিবেন যে, কপটতা অবলম্বন করিয়া সে শাস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে, তখন মধুকে এই বলিবেন, 'তোর কোন সিদ্ধান্তই স্ফূর্ত্তি পাইবে না।' তখন মধু বলিবে, 'আপনার কথা অন্যথা হইবার নহে। আমার প্রার্থনা, পূর্ব্বপক্ষ যেন আমার হৃদয়ে দৃঢ় থাকে।' গুরু বলিবেন, সিদ্ধান্তে অন্ধতা ও পূর্ব্বপক্ষে পটুতা তোর হইবে বটে, কিন্তু তোর শিষ্যগণ পাপিষ্ঠ হইবে। তাহারা মোহ-বশে সিদ্ধান্তজ্ঞানহীন, লোভবশে রাজসেবক, ক্রোধবশে পরুষভাষী, দম্ভপ্রভাবে ধার্ম্মিকবেশধারী ও হেতুবাদবশতঃ সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম হইবে; স্বল্পকাল মধ্যেই তাহারা চিরদিনের জন্য ঘোর নরকে গমন করিবে। অভিশপ্ত হইবার পর মধু বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিবে, তজ্জন্য মধু দাক্ষিণাত্যে মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত হইবে। কলিযুগে তাহার প্রভাবও যথেষ্ট থাকিবে। আর্য্যাবর্ত্ত, উৎকল, গৌড়, গঙ্গাতীর, গোদাবরীতীর ও অর্ব্বুদারণ্য ব্যতীত অন্যস্থানে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ বিস্তৃত হইবে। মহারাষ্ট্রেই তাহাদের মত বিরলপ্রচার হইবে। তাহারা হেতুবাদী হইবে, তাহারা এই হেতুবাদ করিবে যে, এই জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা এবং মায়াকল্পিত এইরূপ মায়াবাদী যাহারা তাহারাই বস্তুতঃ তত্ত্ববাদী। সেই মিথ্যাবাদীরা কর্ম্মকাণ্ডপ্রবর্ত্তক জৈমিনীর মীমাংসা, ঈশ্বর-প্রতিপাদক গৌতমপ্রণীত ন্যায়দর্শন, পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক-বোধক কপিলপ্রণীত সাংখ্য, ঈশ্বরপ্রতিপাদক বৈশেষিক-দর্শন ও যোগশাস্ত্র পাতঞ্জল এ সকলকেই শৈবশাস্ত্র বলিয়া থাকে। এমন কি, অদ্বৈতপোষক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদান্তশাস্ত্র, ষড়ঙ্গসমন্বিত বেদ, পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি ও উপস্মৃতি তাহাদের মতে শৈবশাস্ত্র। সেই হেতুবাদীরা বলিবে, 'লোক মহেশ্বরকে পরাৎপর মনে করে, কিন্তু বেদমার্গবহিষ্কৃত পাপিষ্ঠেরা মধ্বাচার্য্যকে মানে না। বস্তুতঃ তাহারা তাঁহাকে বিধবাপুত্র বলিয়া থাকে।' মহাদুষ্ট মধু প্রচ্ছন্নচার্ব্বাক, কলি-কালে এই মধু শিবনিন্দাপ্রবর্ত্তন করিবে।'*

সৌরপুরাণে মধ্বাচার্য্য শৈবদ্বেষী বলিয়া বর্ণিত হইলেও এরূপ অযথাআক্রমণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার অনন্তেশ্বর নামক শিবমন্দিরে দীক্ষা, শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত তীর্থ উপাধিগ্রহণ, তাঁহার ও তন্মতাবলম্বিগণ-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদিতে বিষ্ণুর সহিত একত্র শিবপার্ব্বতীর পূজা ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাকে কখনই শিবদ্বেষী বলিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ শাঙ্কর ও মাধ্ব-গুরুদিগের শিষ্যেরা পরস্পর উভয়পক্ষীয় গুরুদিগকেই নমস্কার ও শ্রদ্ধা ভক্তি

---

* "ততঃ কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে।
ম্লেচ্ছৈর্ব্রাহ্মণধেনূনাং বিধ্বংসনকরে খরে॥
অস্বাধ্যায়বষট্‌কারে জৈনবৌদ্ধাদিসঙ্কুলে।
ব্রাহ্মণে ম্লেচ্ছমার্গস্থে শূদ্রে ব্রাহ্মণঘাতিনি॥
তদা বসন্তঃ কর্ণাটতৈলঙ্গাদিকদূষকঃ।
মধুনামা চ বিধবাক্ষেত্রে বিপ্রাদ্ভবিষ্যতি॥
গোলকঃ স তু পাপিষ্ঠঃ পদ্মপাদুকমীশ্বরম্।
বেদান্তব্যাখ্যানিরতং শিষ্যত্বেনার্চ্চয়িষ্যতি॥
শাস্ত্রং পূর্ণং ততোঽধীত্য স্থিত আহ্নিকবর্জ্জিতঃ।
কিমগ্নিহোত্রং কো যাগো হেতুমেবং করিষ্যতি॥
গুরুরাকর্ণ্য তদ্বাক্যং ব্রাহ্মণো ন ভবেদয়ম্।......
গুরুরুবাচ—ত্বন্মাতা কেন দত্তা রে কস্য পুত্রী কদা কথম্।
কস্মৈ দত্তা চ বিধিনা কেন তদ্ব্রুহি মা চিরম্॥
মধুরুবাচ—বিধবা জননী নাথ ব্রাহ্মণেন তপস্বিনা।
গর্ভিণী সমভূৎ তস্মাদয়ং দেহস্ততোঽভবৎ॥
গুরুরুবাচ—কপটেন যতঃ শাস্ত্রং মত্তোঽধীতং দুরাত্মনা।
তেন সিদ্ধান্তমর্য্যাদা কদাচিন্না স্ফুরত্বিয়ম্॥......
অন্ধতা তব সিদ্ধান্তে পূর্ব্বপক্ষে চ পাটবম্।
ভবত্বেব পরন্ত্বেকং পাপাঃ শিষ্যা ভবন্তু তে॥
মোহাৎ সিদ্ধান্তরহিতা লোভাৎ তে নৃপসেবকাঃ।
ক্রোধাৎ কঠিনবক্তারো দম্ভদ্বেষেণ সুন্দরাঃ॥
হেতুবাদেন শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ন বিদন্তি তে।
নিরয়েষ্বঘোরেষু গমিষ্যন্ত্যচিরাচ্চিরম্॥
মধুনামা ততঃ প্রাপ্য শাপং তং দুষ্টবুদ্ধিমান্।
বাদরায়ণসূত্রাণাং ব্যাখ্যানং স করিষ্যতি॥
মধ্বাচার্য্যস্ততো ভাবাদ্দাক্ষিণাত্যো মহান্ কলৌ।
তচ্ছিষ্যাঃ প্রতিশিষ্যাশ্চ নার্য্যাবর্ত্তে ন চোৎকলে॥
ন গৌড়ে ন চ গঙ্গায়াস্তীরে গোদাবরীতটে।
নার্ব্বুদারণ্যমধ্যে চ তৎপ্রচারো ভবিষ্যতি॥
যথা যথা কলের্ঘোরঃ প্রচারো হি ভবিষ্যতি।
তথা তথা মহারাষ্ট্রে হৈতুকাঃ বিরলাঃ ক্বচিৎ॥
পঞ্চ বর্ষস্তু সন্ন্যাসী পঠিতো দুষ্টবুদ্ধিমান্।
শিষ্যোপশিষ্যসংযুক্তো হেতুবাদং করিষ্যতি॥......
মন্যন্তে শ্রীমহেশানং সর্ব্বাণ্যেব পরাৎপরম্।
পাপিষ্ঠা নৈব মন্যন্তে বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ।
আচার্য্যং মধুনামানং বদন্তো বিধবাসুতম্॥
প্রচ্ছন্নোঽসৌ মহাদুষ্টশ্চার্ব্বাকো মধুসংজ্ঞকঃ।
ভবিষ্যতি কলৌ বিপ্রাঃ শিবনিন্দাপ্রবর্ত্তকঃ॥" (সৌরপুরাণ ॰॰ অ॰)

করেন। এমন কি, শৃঙ্গেরিমঠের শঙ্করাচার্য্য উদিপিনগরের কৃষ্ণমন্দিরে পূজা করিতে আসেন। এই সকল দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে বরং মনে হয় যে, মধ্বাচার্য্য একজন প্রকৃত বৈষ্ণব, তিনি বৈষ্ণব ও শৈবসম্প্রদায় মধ্যে সদ্ভাবস্থাপনে বিরত ছিলেন না। তিনি যে দার্শনিক মত প্রচার করেন, তাহা পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন নামে খ্যাত। [পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন দেখ।] তাঁহার মতানুবর্ত্তী ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্বাচারী বা মাধ্ব নামে সর্ব্বত্র পরিচিত।

[মাধ্ব দেখ।]

মধ্বাধার (পুং) মধুনঃ আধারঃ। মধুক্রম, মৌচাক্।(বৈদ্যকনি॰)

মধ্বাম্র (পুং) বদ্ধ রসাল।

মধ্বালু (ক্লী) মধু মধুরং আলু, মধুবৎ মিষ্টত্ব তথাত্বং। মূল। চলিত মোআলু, অতিশয় সুমিষ্ট। গুণ—রক্তপিত্তনাশক, গুরু, স্বাদু, শীতল, স্তন্য ও শুক্রকর। (রাজব॰)

মধ্বালুক (ক্লী) মধ্বালু-স্বার্থে কন্। কন্দবিশেষ, মৌআলু। মধ্বালুক এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

মধ্বাবাস (পু) আম্রবৃক্ষ। (রাজনি॰)

মধ্বাশিন্ (ত্রি) মধুপানকারী।

মধ্বাসব (পুং) মধু মধূকপুষ্পরসস্তেন কৃত আসবঃ। মধুকপুষ্পকৃত মদ্য, পর্য্যায়—মাধ্বক, মধু, মাধ্বীক। মোউয়া ফুলের মদ।

"সুখপ্রিয়ঃ স্থিরমদো বিজ্ঞেয়োঽনিলনাশনঃ।
মধুমধ্বাসবচ্ছেদী মেহকুষ্ঠবিষাপহঃ॥"

(সুশ্রুত ও সূত্রস্থা॰ ৪৫ অ॰) [মদিরা মদ্য দেখ]

মধ্বাসবনিক (পুং) মধ্বাসবনমুৎপাদ্যত্বেনাস্ত্যস্যেতি মধ্বাসবন-ঠন্। শৌণ্ডিক। (শব্দমালা)

মধ্বাহুতি (স্ত্রী) মধু দ্বারা আহুতি।

মধ্বিজা (স্ত্রী) মধু ঈজতে প্রাপ্নোতি কারণত্বেনেতি ঈজ-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। মদিরা। (হেম)

মন্, ১ জ্ঞান, অববোধন। ২ বিবেচন। দিবাদি॰ আত্মনে॰ সক॰ অনিট্। লট্ মন্যতে। লিট্ মেনে। লুট্ মন্তা। লৃট্ মংস্যতে। লৃঙ্ অমংস্যত। লুঙ্ অমংস্ত, অমংসাতাং অমংসত। সন্ মিমংসতে। যঙ্ মম্মন্যতে, যঙ্ লুক্ মম্মন্তি। ণিচ্ মানয়তি। লুঙ্ অমীমনৎ। মন—১ গর্ব্ব। ২ অর্চ্চ, পূজা। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ গর্ব্বার্থে অক॰ অর্চ্চার্থে সক॰ সেট্। লট্ মনতি। লুঙ্ অমানীৎ। মন—ধৃতি। এই ধাতু অদন্ত চুরাদি। পরস্মৈ॰ অক॰ সেট্। লট্ মনয়তি। লুঙ্ অমীমনৎ। মন—বোধ। তনাদি॰ আত্মনে॰ সক॰ সেট্। লট্ মনুতে। অনু+মন=অনুমতি, অনুজ্ঞা, আদেশ।

"দেবরায় প্রদাতব্যা যদি কন্যানুমীয়তে॥" (মনু ৯।৯৭)
অভি+মন=সম্মতি, সম্যক্ বোধ। অব+মন=অবজ্ঞা। সম্+মন্=সম্মতি, পূজা, সম্মান। অপ, অব+মন=অপমান, অবমান।

মন (পুং) মন্যতে সুরভিত্বাদিগুণেন আদ্রিয়তে ইতি মন্-ঘ। ১ জটামাংসী। (শব্দচ॰) (দেশজ) ২ পরিমাণবিশেষ, ৪০ সেরে এক মণ। ৩ মন, চিত্ত। [মনস্ দেখ]

মন আপ (ত্রি) আপ্নোতীতি আপ-অচ্, মনসো আপঃ। মনোজ্ঞ। (ত্রিকা॰)

মনশ্চঙ্গ (ত্রি) মনঃ দ্বারা প্রসাধন। "মনশ্চঙ্গা মনস্তান" (ঋক্ ১০।১০৩।৮) 'মনশ্চঙ্গা মনসা প্রসাধনং যয়োস্তৌ শ্চঙ্গতি প্রসাধনকর্ত্তা অশ্মাভাবে ঘঞ্' (সায়ণ)

মনঃক্ষেপ (পুং) মনের উদ্বেগ, মনের গোলমাল।

মনঃপতি (পুং) বিষ্ণু।

মনঃপর্য্যায় (পুং) জৈনদিগের মতে, নির্ব্বাণমুক্তি হইবার শেষাবস্থার পূর্ব্বাবস্থা। [জৈন দেখ।]

মনঃপ্রসাদ (পুং) চিত্তপ্রসাদ, মনের শান্তি।

মনঃপ্রীতি (স্ত্রী) মনের প্রীতি। মনের আনন্দ।

মনঃশিল (পুং) মনো মানসং শিলতি আকর্ষতি স্বগন্ধেনেতি শিল্-ক। মনঃশিলা।

'টঙ্কৈর্ম্মনঃশিলগুহেব বিদার্য্যমাণা' (অমরটীকা ভরত)

মনঃশিলা (স্ত্রী) মনঃশিল স্ত্রিয়াং টাপ্, যদ্বা মনঃপ্রসাদিকা শিলা ধাতুবিশেষঃ। রক্তবর্ণ ধাতুবিশেষ, (Realgar) খনিজ উপরসভেদ, চলিত মন্‌ছাল।

"মনঃশিলা বিচ্ছুরিতা নিষেদুঃ শৈলেয়নদ্ধেষু শিলাতলেষু।"

(কুমার ১।৫৫)

ইহার পর্য্যায়—কুনটী, মনোজ্ঞা, নাগজিহ্বা, নৈপালী, শিলা, মনোগুপ্তা, কল্যাণিকা, রোগশিলা, গোলা, দিব্যৌষধি। ইহার গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, লেখন, বিষ, ভূতাবেশ, ভয় ও উন্মাদনাশক; বশ্যকারক, তিক্ত, কফনাশক, সারক, ছর্দ্দিকারক, কুষ্ঠ, জ্বর, পাণ্ডু, কাস ও শ্বাসনাশক এবং শুক্র ও মঙ্গলকারক। (রাজনি॰)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে লিখিত আছে, যে মনঃশিলার বর্ণ জবাফুলের ন্যায়, তাহাই উৎকৃষ্ট, এইরূপ মনঃশিলাই ঔষধার্থ ব্যবহার করা উচিত। মনঃশিলা শোধন করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিতে হয়। অবিশোধিত মনঃশিলা বলহ্রাস, মলবদ্ধ, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ ও অগ্নিমান্দ্যকর এবং শোধিত হইলে সর্ব্বরোগঘ্ন।

মনঃশিলা-শোধনপ্রণালী।—মনঃশিলা জয়ন্তীর পাতা ভৃঙ্গ-

রাজ ও রক্তবর্ণ বকপুষ্পের রসে ভাবনা দিয়া, দোলা যন্ত্রে একদিন ও ছাগমূত্রে এক প্রহর পাক করিবার পর কাজিতে ধুইয়া লইতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে মনঃশিলা বিশুদ্ধ হয়।

মতান্তরে—টাবালেবু, জয়ন্তী, বটপত্র ও আদার রসে পুনঃপুনঃ ভাবনা দিলে মনঃশিলা বিশুদ্ধ হয়। ইহার গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, কফঘ্ন, লেখন ও সারক। ভূতাবেশ, ভয়, কাস ও শ্বাসনিবারক। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

ভাবপ্রকাশমতে—অবিশোধিত মনঃশিলা সেবনে বলহানি এবং নিশ্চয়ই, কৃমি, মলমূত্ররোধ ও শর্করার সহিত মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শোধিত মনঃশিলা—গুরু, বর্ণকর, সারক, উষ্ণবীর্য্য, লেখনগুণযুক্ত, কটু তিক্তরস, স্নিগ্ধ এবং বিষ, শ্বাস, কাস, ভূত, কফ ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্র০)

যুনান, কেইচাউ ও কন্সাট নামক স্থানে মনঃশিলা স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়। কুমাউন, চিত্রল ও কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমাংশে, হরিতালের সহিত কোথাও বা কেবল মনঃশিলার চাপ পাওয়া যায়। স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইলে ইহার বর্ণ ও আকার কতকটা চুণী পাথরের মত দেখায়।

কোন একটী আবৃত পাত্রে মনঃশিলা গরম করিলে গলিয়া যায়। বেশী উত্তাপ পাইলে ইহার মৌলিক অংশ পৃথক্ হয় না, বরং ইহার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। উজ্জ্বল মনঃশিলার চাপ স্বভাবতঃই কঠিন, ভঙ্গপ্রবণ, স্বচ্ছ ও নয়ন-রঞ্জন, রক্তবর্ণ। ১৯৮ ভাগ এন্ হাইড্রাইড্ (Arsenious an hydride) ও ১১২ ভাগ গন্ধক একত্র মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে কৃত্রিম উপায়ে মনঃশিলা প্রস্তুত হইতে পারে।

ঔষধে ব্যবহার করিবার জন্য নেবু অথবা আদার রস দিয়া মনঃশিলা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। জ্বরে সাধারণতঃ পারদ ও হরিতালের সহিত একত্র ব্যবহৃত হয়। সোণায় পাইন দিবার সময় মনঃশিলার আবশ্যক। ঔষধের পেয়ালা এবং নানা প্রকার কাজ করা বাসনের ব্যবসাতেও মনঃশিলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মনপাড়, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লি জেলার অন্তর্গত একটী অন্তরীপ। অক্ষা০ ৮° ২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮.৩´ পূঃ। সমুদ্রগর্ভস্থ এই গিরিদেশ বালুকাময় চরে পরিপূর্ণ। নিরন্তর সমুদ্রসলিল কল্লোলে প্রতিঘাত হওয়ায় ইহা বিভিন্ন স্তরবদ্ধ হইয়াছে। এই শৈলশিখরে একটি ক্ষুদ্র গির্জ্জা উন্নত মস্তকে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার কামনা করিতেছে। পরিচ্ছন্নাকাশে প্রায় ১৩ মাইল দূর হইতে ইহার সৌধচূড় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মনপাড় পয়েন্টের উত্তরস্থ উপসাগর মুখে একটি ক্ষুদ্র নদীর মোহানায় বালুকা প্রোথিত একটি সুবৃহৎ গির্জ্জা প্রাচীন কুলশেখরপত্তন বন্দরের পরিচয় দিতেছে।

মনমাড়, নাসিকজেলার চাঁদর মহকুমাস্থ একটী নগর। অক্ষা০ ২০°১৪´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৪°২৮´৪০´´ পূঃ। নাসিক সহর হইতে ৪৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলা রেলওয়ের জব্বলপুর লাইনের ধারে অবস্থিত। এখানে ধোন্দ ও মনমাড় ষ্টেট্ রেলওয়ে মিলিত হইয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তি চূড়াকারগিরি ও তাহার পশ্চাৎবর্ত্তি অংকাই ও সংকাই নামক শৃঙ্গদ্বয় দেখিবার জিনিষ। খান্দেশ ও মালেগাঁও হইতে এখানে বহুত তুলা রপ্তানি হইয়া থাকে।

মনবান, অযোধ্যাপ্রদেশের সীতাপুরজেলার একটী পরগণা। ইহার উত্তরসীমায় বারী পরগণা, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে লক্ষ্ণৌজেলা এবং পশ্চিমে গোমতী ও সরায়ন নদী। ভূপরিমাণ ৬৯ বর্গ মাইল। ইহার অধিকাংশ স্থানেই এখন চাষ হইতেছে। এই পরগণায় ৬৯ খানি গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ৩৯ খানি তালুকদারী ও ৩০ খানি জমীদারী বলিয়া পরিগণিত। ঐ সকলের মধ্যে ৬৫ খানি পনবার ক্ষত্রিয়গণের অধিকারভুক্ত। প্রবাদ অকবর বাদশাহের রাজ্যকালে পনবার জাতীয় তিন সহোদর গোয়ালিয়র হইতে আসিয়া লক্ষ্ণৌজেলাস্থ ইতৌঞ্জা ও মহনা এবং সীতাপুরজেলাস্থ সরৌরা নীলগাঁও আক্রমণ ও অধিকার করেন। তাহাদের বংশধরগণ এখন ঐ সকল সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, কেবল মহনা অধিকারী ১৮৫৭ খৃঃ অঃ সিপাহি-বিদ্রোহে যোগদান করায় উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

২ উক্ত মনবান পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম ও পরগণার সদর। লক্ষ্ণৌ ও সীতাপুর রাস্তার ১ মাইল পশ্চিমে ও বারী সহরের ৪ মাইল দক্ষিণ সরায়ন নদীকূলে অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ, সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতা এখানে নগর পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ স্থান জঙ্গলে পূর্ণ হয়। পরবর্ত্তিকালে ইহার পূর্ব্বাংশে একজন আহীর, পশ্চিমে মুস্তাফা খাঁ নামে একজন মুসলমান আসিয়া বাস করে। মুস্তাফা সেই প্রাচীন নগর পুনঃ নির্ম্মাণ করেন,তাহার নামানুসারে এই স্থান মানপুর-মুস্তাফাবাদ নামে খ্যাত হয়। রাজা মান্ধাতার গড়ের ধ্বংশাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। উচ্চ ভূমির উপর নদী-মুখী গড়ের সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় গঠন বিস্ময়োদ্দীপক। উহার প্রাচীন ইষ্টকরাশি গ্রামবাসীর গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মনবিক্রম, কালীকটের একজন প্রসিদ্ধ রাজা।

[সামরী রাজবংশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মনঃসযোগ (পুং) মনসঃ সংযোগঃ। মনোযোগ।

"ত্বঙ্‌মনঃসংযোগ এব জ্ঞানসামান্যে কারণম্" (মুক্তাবলী)

মনঃস্থৈর্য্য (ক্লী) মনসঃ স্থৈর্য্যং। মনের স্থিরতা।

মনশ্চিৎ (ত্রি) মানসে প্রতিফলিত।

মনন (ক্লী) মন্যত ইতি মন-ল্যুট্। অনবরত অনুচিন্তন। বেদান্তার্থের অনুগুণ যুক্তি দ্বারা অদ্বিতীয় বস্তুর অনবরত অনুচিন্তন। শ্রুতিতে লিখিত আছে, আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য। শ্রুতিবাক্যানুসারে শ্রবণ, তৎপরে ঐ শ্রুতিবাক্যের পুনঃপুনঃ চিন্তনের নাম মনন।

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।"
(সাংখ্যদ° বিজ্ঞানভিক্ষু)

শ্রুতিবাক্যানুসারে শ্রবণ, তৎপরে উৎপত্তি প্রভৃতি দ্বারা উহা মনন এবং পরে নিদিধ্যাসন করিতে হয়। ২ বোধন।

"মননাৎ পাপতস্ত্রাতি মননাৎ স্বর্গমশ্নুতে।
মননাৎ মোক্ষমাপ্নোতি চতুর্ব্বর্গময়ো ভবেৎ॥"(গায়ত্রীতন্ত্র ১।৪)

৩ ধারণ। ৪ বুদ্ধি। ৫ অনুমান।

মনস (ক্লী) মন্যতে বুধ্যতেঽনেনেতি মন্ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪। ১৮৮) ইতি অসুন্। লিঙ্গশরীরাবয়ববিশেষ। সপ্তদশ অবয়বযুক্ত সূক্ষ্মশরীর, ইহার অপর নাম লিঙ্গশরীর। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব। বেদান্তমতে সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ, ইহা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মনোময়কোশ হয়।

"মনো নাম সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ, মনস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং সৎ মনোময়কোশো ভবতি।"(বেদান্তসার)

গর্ভস্থিত বালকের সপ্তম মাসে মন জন্মে। (সুখবোধ) সুশ্রুতের মতে পঞ্চম মাসে ইহা প্রতিবুদ্ধ হয়।

"পঞ্চমে মনঃ প্রতিবুদ্ধতরং ভবতি" (সুশ্রুতশারীরস্থা° ৩ অ°)

পর্য্যায়—চিত্ত, চেতস্, হৃদয়, স্বান্ত, হৃদ্, মানস, অনঙ্গক, অঙ্গ। (শব্দরত্না°) ন্যায়মতে ইহার গুণ—পরত্ব, অপরত্ব, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বেগ। মনোগ্রাহ্য সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, মতি ও যত্ন। ইহা পরমাণু স্বরূপ। শিরোমণিমতে বায়ুবায়ু পরমাণু।

"পরাপরত্বং সংখ্যাদ্যাঃ পঞ্চবেগশ্চ মানসে।
মনোগ্রাহ্যং সুখং দুঃখমিচ্ছাদ্বেষৌ মতিঃ কৃতিঃ॥
অযৌগপদ্যাজ্জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহেষ্যতে॥"
(ভাষাপরিচ্ছেদ)

সাংখ্যকারিকা মতে ইহার লক্ষণ—

"উভয়াত্মকমত্র মনঃ সংকল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণপরিণামবিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ॥"
(সাংখ্যকা° ২৭)

মনে ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম আছে, এই জন্য ইহা উভয়াত্মক, অর্থাৎ মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ই বলা যায়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আরূঢ় হইয়া কার্য্য করে বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ হয় বলিয়া উহাকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়। মন সংকল্পাত্মক, সংকল্প অর্থাৎ বিবেচনা করা মনেরই অসাধারণ ধর্ম্ম। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বস্তুর সামান্য আকারমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, পরে মন তাহার বিশেষাকার নির্দ্ধারণ করে। সত্ত্বগুণের পরিণাম নানা প্রকার। সত্ত্বগুণের কোন এক বিশেষ পরিণামে মনের জন্ম। "মহদাখ্যং আদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ।" (সাংখ্যসূ° ১। ৭১) প্রকৃতির যাহা আদ্যকার্য্য, প্রথম বিকাশ বা প্রথম পরিণাম তাহারই নাম মহত্তত্ত্ব। ইহারই কার্য্য মন, অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতেই মনের উৎপত্তি। ইহা মননবৃত্তিক, অর্থাৎ ইহার কার্য্য মনন বলিয়াই মন নাম হইয়াছে। মনন শব্দের অর্থ নিশ্চয়। "তদন্নময়ত্বশ্রুতেশ্চ।" (সাংখ্যদ° ৩। ১৫) লিঙ্গশরীরের একাবয়ব মন, ইহা অন্নময়, অর্থাৎ ভক্ষ্যদ্রব্যের পরিণামে উৎপন্ন।

সাংখ্যদর্শনমতে মন জন্মপ্রবণ, সেই জন্য ইহা ভাববিকারবিশিষ্ট। ভাবশব্দের অর্থ জায়মান বস্তু। যে যে বস্তু জন্মে, সেই সেই বস্তুরই বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিবর্ত্তন ও বিনাশ হয়। বস্তুর এবংবিধ পরিণামকে, দার্শনিক পণ্ডিতেরা ভাববিকার শব্দে উল্লেখ করেন। আত্মা ব্যতীত, ভাববিকারগ্রস্ত নহে, এমন জন্যবস্তু অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ নাই।

প্রাকৃতিক কার্য্য নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। মনই জাগতিক সমুদায় পদার্থের কেবল একমাত্র পরীক্ষক, কিন্তু মনের পরীক্ষক কে? চিন্তা করিতে গেলে মোহ উপস্থিত হয়। যদি বল, মন আপনিই আপনার পরীক্ষক, একথাও সঙ্গত নহে, কারণ আপনি আপনার প্রমাণ, আপনি আপনার পরীক্ষক বলা আর আপনি আপনার স্কন্ধে আরোহণ করিতেছি বলা তুল্য কথা। মন কি? তাহার স্বরূপ কি? শক্তি কি এবং সংস্থানই বা কিরূপ? মনের উপর এ সকল নির্ণয়ের ভারার্পণ করিতে গেলে আপনি আপনার স্কন্ধারোহণ করার দোষ মনের উপর নিক্ষেপ করিতে হইবে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বুদ্ধি, যাহার যেরূপ আকার, যাহার যেরূপ গুণ, তত্তাবতের সুস্পষ্ট জ্ঞান জন্মায় না, একমাত্র মনই বিশিষ্ট বুদ্ধির জনক। এই কথা স্থির থাকিলে মনের পরীক্ষক দুর্লভ হইয়া পড়ে।

ইহাতে কপিল বলেন,—সামান্য প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। যখন আত্মার ও মনের বিষয় চিন্তা করা যায়, তখনই দেখা যায়, মন ও আত্মার স্পষ্ট ভিন্ন ভাব দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা বলেন, মন ও আত্মা

একই বস্তু, তাঁহারাও আত্মা ও মনের বিচারকালে আত্মাকে ভিন্ন না করিয়া বিচারনিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যখনই মনের অনুসন্ধান করেন, তখনই তাহাদের মন আত্মা হইতে পৃথক্ হয় এবং পৃথক্ হইয়া আত্মার স্বরূপ পরীক্ষা করে; কিন্তু বিচারশক্তির অভাব বা ভ্রমবশতঃ তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারেন না। সেই জন্যই মুখে বলেন, মনের নামান্তর আত্মা, আত্মার নামান্তর মন।

কেহ কেহ বলেন, দীপের ন্যায় মনের স্বরূপপ্রকাশকত্ব শক্তি আছে। দীপ যেমন আপনাকে ও আপনার প্রকাশ্য-বস্তুকে প্রকাশ করে, সেইরূপ মনও আপনার ও আপনার স্বরূপ-সত্তার অবধারণ করিয়া থাকে।

মন কি? কিরূপ পদার্থের নাম মন—এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কপিল বলেন যে, মন একটী দেহাশ্রিত বস্তু। মন দেহাশ্রিত পদার্থ বটে, কিন্তু তাহা অস্থিমাংসাদির ন্যায় নহে। মন অহং দ্রব্যের পরিণাম বিশেষে উৎপন্ন হইলেও তাহা ক্ষণধ্বংসী নহে। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত উহার স্থায়িত্ব থাকে। প্রাণের সংযোগবিনষ্ট হইলে যখন স্থূল শরীর নিপতিত থাকে, তখন মন অস্থিমাংসাদির ন্যায় তন্মধ্যে অবস্থিত থাকে না। শরীর বিনাশ নামক বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মন শীঘ্র সেরূপ বিকারপ্রাপ্ত হয় না।

নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্তে মন নিত্য ও নিরবয়ব। মনের অবয়ব নাই, সুতরাং উপাধিও নাই। অবয়ব না থাকায় মনের উপচয়-অপচয়ও নাই। তবে যে আহারাদিজনিত মনের হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে, তাহা মনের নহে, মনের গোলকের অর্থাৎ অবস্থিতি স্থানের। গোলকের উপচয় মনের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বাল্যে ইন্দ্রিয়ের অপুষ্টতাবশতঃ ইন্দ্রিয়শক্তির অল্পতা থাকে, যৌবনে সেই সেই স্থান পুষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়শক্তিও পূর্ণ হয়। আবার বার্দ্ধক্যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহাই পূর্ব্বোক্ত নিরবয়বের নিদর্শন। নিরবয়বপদার্থের আবার বিনাশ কি? অবয়বের বিভাগ হওয়াই ধ্বংস, এইজন্য নিরবয়ব মনের ধ্বংস নাই।

মন একপ্রকার নিরবয়ব দ্রব্য। দ্রব্য বলিলে আমাদের সহজ জ্ঞানে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলভাবের উদয় হয়, দ্রব্যের স্বরূপ বস্তুতঃ তাহা নহে। যাহাতে যাহার গুণ বা ধর্ম্ম থাকে, তাহা দ্রব্য। এ লক্ষণ সাবয়ব ও নিরবয়ব উভয়েই বিদ্যমান।

মন সূক্ষ্ম। এমন কি, মন বায়বীয় পরমাণু তুল্য। তাদৃশ সূক্ষ্মতানিবন্ধন যুগপৎ অর্থাৎ এককালে দুই বা ততোধিক বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। সেই কারণে এক সময়ে দুই বস্তুর জ্ঞান হয় না। 'অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষং' আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, তজ্জন্য শুনিতে পাই নাই। একদিকে মন থাকিলে যে অন্যদিকে তাহার ঔদাস্য থাকে, তৎপ্রতি কারণ মনের পরমাণু তুল্যতা। মন যখন এক ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হইয়া তদিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ে নিমগ্ন থাকে,তখন আর তাহার এমন কোন প্রদেশ (অংশ) থাকে না যে, সে অন্য প্রদেশে বা বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া তদ্বস্তুর ভাল মন্দ বিবেচনা করিবে। স্থূল বা সাবয়ব বস্তুই দুই বা ততোধিক বস্তুতে সংযুক্ত হইতে পারে। কারণ তাহার অনেক প্রদেশ (স্থান) আছে। কিন্তু মন এত সূক্ষ্ম, যে একের সহিত সংযুক্ত হইবার কালে সে তন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়। সেই কারণেই মানবের এককালে দুই বা ততোধিক জ্ঞান জন্মে না। তবে যে ভোজনাদিকালে আমরা যুগপৎ স্পর্শন ও রাসন জ্ঞান জন্মে বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা আমাদের ভ্রম। বস্তুতঃ তাহা ক্রমশঃ হয়, যুগপদ্ হয় না। যেমন একশত পদ্মপত্র একটা সূচীর দ্বারা একযোগে বিদ্ধ করিলে তাহা যুগপদ্ বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ ভ্রম।

ইহাই নৈয়ায়িকদিগের মত। কিন্তু সাংখ্যের মত অন্যবিধ। সাংখ্য বলেন, মন অনিত্য, মন উৎপন্ন বস্তু সেই কারণে ইহা অনিত্য। অনিত্য বলিয়া মন ঘটপটাদির ন্যায় ক্ষণবিনাশী নহে। মন জীবের জীবত্ব লোপ অর্থাৎ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

মন সাবয়ব। মন যদি নিরবয়ব হইত তাহা হইলে সে কাহার সহিত সংযুক্ত থাকিতে পারিত না। মনের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, তদীয় আধার স্থানেরই হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সেই হ্রাস বৃদ্ধি মনে আরোপিত হইয়া থাকে। মন সূক্ষ্ম বটে, তাই বলিয়া পরমাণু তুল্য নহে। ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেই যে পরমাণুর ন্যায় পরিমাণে সূক্ষ্ম ও নিরবয়ব হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। বায়ু যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু, তাই বলিয়া কি বায়ুর অবয়ব নাই? বায়ুও সাবয়ব, তাহাও পুঞ্জীভূত পরমাণুপ্রবাহ।

এককালে দুই বা ততোধিক জ্ঞান হইবে না এমন কোন নিয়ম নাই।

'ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ' ইন্দ্রিয়বৃত্তি অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞান স্থলবিশেষে ক্রমে হয়, স্থলবিশেষে অক্রমে অর্থাৎ এককালে হয়।

মন সাবয়ব কি নিরবয়ব? নশ্বর কি অনশ্বর? এককালে বহু জ্ঞান হয় কি না? ইত্যাদি কথা লইয়া দর্শনশাস্ত্রে বিস্তর বাদ-প্রতিবাদ আছে, এই স্থলে কেবল তাহার সিদ্ধান্ত-মাত্র প্রদর্শিত হইল। অধিকন্তু নৈয়ায়িকদিগের যুক্তির উপর

অধিক নির্ভর ; কিন্তু সাংখ্যাচার্য্যদিগের নির্ভর আপ্তবাক্য, যুক্তি তাহার সাহায্যকারী মাত্র। প্রধান আপ্তবাক্য বেদও বলিয়াছেন, মন সাবয়ব, সেইজন্য অনেকেই মনের সাবয়বত্ব স্বীকার করেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে এ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে, তাহা এইরূপ। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মবিদ্ করিবার মানসে প্রতিদিন সোদাহরণ প্রশ্নের অবতারণা করিতেন। একদিন বলিলেন, "ন নাস্য কশ্চনামতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতি" বৎস! আমাদের বংশের কোন ব্যক্তি অদ্বৃত ও অবিজ্ঞাত পদার্থের উদ্ঘোষণ করেন নাই। অর্থাৎ সকলেই সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। তাহাতে শ্বেতকেতু বলেন ইহা কিপ্রকারে সম্ভব হয়। শ্বেতকেতুর এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে উদ্দালক বাহ্যভুতের রহস্য উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ অধ্যাত্মভুতের তত্ত্ব কথনকালে বলিলেন, "অন্নময়ং হি সৌম্য! মন আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্,' হে সৌম্য! শ্বেতকেতো! মন অন্নময় অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের পরিণামবিশেষ। প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময়ী। শ্বেতকেতু এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, 'ভূয় এব মাং ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু' আবার বলুন, আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তখন উদ্দালক শ্বেতকেতুর বোধের জন্য বলিতে লাগিলেন, পৃথিবীধাতু, অপ্‌ধাতু ও তেজোধাতু। ধাতুর নামান্তর ভুত এবং পৃথিবীধাতুর নামান্তর অন্ন। আকাশ, বায়ু ও ঐ ত্রিবিধ ভুত পরস্পর অনুবিদ্ধ হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত ত্রি-ধাতু বা পঞ্চধাতু আত্মা ভিন্ন সমস্ত পদার্থের উপাদান ও পোষক। বহিঃস্থ অন্নাদি ধাতু আধ্যাত্মিক ধাতুতে সংযুক্ত বা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সে সকলের স্থিতি ও পুষ্টিসাধন করিতেছে। তাহার প্রণালী এইরূপ—

ভুক্তান্ন জঠরাগ্নিতে পরিপাক হইয়া প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যাহা স্থূলতমভাগ (অন্নমল) তাহা পুরীষ, যাহা মধ্যম তাহা মাংস, যাহা সূক্ষ্ম তাহা ইন্দ্রিয় ও মন। যেমন দধি মন্থন করিলে তাহার মধ্য হইতে তাহার সার বা সূক্ষ্ম ধাতু মিশ্রিতভাবে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ তেজ, অপ্ ও অন্ন এই ভুক্ত ত্রিবিধ দ্রব্য জঠরানল ও বায়ু দ্বারা মথিত হইলে তাহাদের সারাংশ ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। পরে তাহা নাড়ীপথে শিরা প্রশিরা দিয়া চালিত হইয়া সেই সেই পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও পুষ্টি করিতে থাকে। উদানবায়ু সার উদ্গত, অপানবায়ু অসার নিঃসারিত এবং ব্যানবায়ু সমুত্থিতসার সমুদায়কে রস-রক্তাদি-আকারে পরিণামিত করিয়া শরীরের সর্ব্বদিকে লইয়া যায়। এইজন্য বলিয়াছি, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় ও বাক্য তেজোময়। ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে কি অন্ন, কি জল, কি তেজ কিছুই উপযোগ করিও না, ষোড়শ দিনে আমার নিকট আসিও।

শ্বেতকেতু পঞ্চদশ দিন অনাহারের পর পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পিতা কহিলেন, 'ঋচঃ সৌম্য! যজূংষি সামানি চাধ্যেসি' হে সৌম্য! তোমার ঋক্ যজুঃ ও সাম অধ্যয়ন করা হইয়াছে। শ্বেতকেতু বলিলেন, 'ন চৈমাঃ প্রতিভান্তি ভোঃ' হে পিতঃ! আজ আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না। তখন ঋষি কহিলেম, যেমন কাষ্ঠাভাবে মহৎপরিমাণ অগ্নিও নিবিয়া যায়, আবার খদ্যোতপরিমিত জলদঙ্গারে কাষ্ঠযোগ করিলে তাহা হইতে সুমহান্ প্রজ্বলন উপস্থিত হয়। সেইরূপ আহারাভাবে তোমার ইন্দ্রিয় ও মন ক্ষীণ হইয়া, নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছে, কিছু উপযোগকর, তাহা হইলে পুনঃ প্রজ্বলিত হইবে। তখন সমুদয় আবার তোমার স্মরণপথে আসিবে। ঋষি উদ্দালক এইরূপে আহারের হ্রাসবৃদ্ধিতে মনের হ্রাসবৃদ্ধি হওয়া দেখাইয়া সাবয়বত্বনিবন্ধন জন্যত্ব অবধারণ করাইয়া ছিলেন। সাংখ্য এই মতের অনুগামী, সুতরাং সাংখ্যমতে মন সাবয়ব ও নশ্বর। নশ্বর হইলেও ইহা ক্ষণভঙ্গুর নহে। সাংখ্য বলেন, মন সাক্ষাৎ মূলপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রতিদেহে বিরাজ করিতেছে। আমার আত্মায়, তোমার আত্মায় ও অন্যের আত্মায় অবস্থান করিতেছে। মোক্ষ অথবা মহাপ্রলয় ব্যতীত তাহার বিনাশ নামক বিকারের কাল আসিবে না।

কেহ কেহ মনকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতি সংক্ষেপে তাহাদের মত আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

মন যে আত্মা নহে তাহার প্রমাণ কি? জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি যে কিছু চেতন, গুণ, সংকল্প, বিকল্প, অবধারণ প্রভৃতি চেতন কার্য্য, সমস্তই সমনস্ক পদার্থে দৃষ্ট হয়, অন্যত্র নহে। ইন্দ্রিয় নির্ব্ব্যাপার হইলে প্রাণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেও মন নিবৃত্ত থাকে না, স্বপ্ন, স্মৃতি ও অনুধ্যানাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। মন যদি প্রসুপ্ত বিলীন বা ধ্বস্ত হয়, তাহা হইলে সমুদয় ব্যাপার লুপ্ত হইয়া যায়। এই অন্বয়ব্যতিরেকপ্রমাণে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, মনই আত্মা। আত্মা তদতিরিক্ত নহে। আলোক যেমন আপনার সত্তাস্ফূর্ত্তি বজায় রাখিয়া অন্যের সত্তাস্ফূর্ত্তি উপলব্ধি করায়, তেমনি মনও আপনার সত্তাস্ফূর্ত্তি স্থির রাখিয়া ইন্দ্রিয়দৃষ্ট বাহ্যপদার্থের সত্তাস্ফূর্ত্তি অবধারণ করে। অসংখ্যশক্তিসম্পন্ন মন বিশেষ বিশেষ শক্তি বা গুণ অনুসারে বিশেষ বিশেষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংকল্প-বিকল্প-শক্তি লইয়া মন, কর্ত্রী

ও ভোক্ত্রী শক্তি লইয়া বুদ্ধি, স্বীয় সত্তাস্ফূর্ত্তি শক্তি লইয়া আত্মা। যাহারই মস্তক আছে, তাহারই মন বা আত্মা আছে। যাহার মস্তক নাই, তাহার মন বা আত্মা নাই। মনোগোলোকের তারতম্য থাকাতে সকলের মন বা আত্মা সমান ক্ষমতাধারী নহে। পশু, পক্ষী প্রভৃতির মানসগোলক অপূর্ণ, সেইজন্য তাহাদের মন বা আত্মা অপূর্ণ। কীট-পতঙ্গাদির তদপেক্ষাও অপূর্ণ। অতএব আত্মা মন নামে ভিন্ন, বস্তুতঃ উহা এক। সকল দর্শনশাস্ত্রেই এক বাক্যে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। মন জড়বস্তু, জড় স্বয়ং প্রেরিত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে কপিল বলেন,—মনকে আত্মা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মুমুক্ষুদিগের সঙ্গত নহে। ঋষিরা ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও প্রজ্ঞা উৎপাদন দ্বারা জানিয়াছিলেন যে, আত্মা, নিত্য, শুদ্ধস্বভাব ও চিৎস্বরূপ। আত্মা যে মন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র,তাহা মননশীল জ্ঞানিমনুষ্যের অনুভবসিদ্ধ, এই অনুভবের প্রণালী এইরূপ—

মন যখন স্থিরভাবে আপনাকে দর্শন করে, তখন সে উপলব্ধি করে যে, আমি আত্মা নহি, আত্মার অধীন। আমি আত্মার ভোগোপকরণমাত্র। আমি সক্রিয় ও সবিকার, আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার। কোনও কালে বা কোন অবস্থায় আত্মার বিকার দৃষ্ট হয় না। সংশয়, নিশ্চয়, বিপর্য্যয়, সন্ধান, নির্ব্বাচন এই সকল মনেই হয়, আত্মা ঐ সকলের দর্শক বা সাক্ষিমাত্র।

মন যখন আপনার নির্ণয়ে বা নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে উক্ত প্রকারে আত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায়। মন আত্মা হইতে পৃথক্ না হইয়া আপনাকে নির্ব্বাচন করিতে পারে না। একটু প্রণিধান করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জ্ঞান-ব্যবহার কিরূপ প্রণালী দ্বারা সম্পন্ন হয়। 'আমার মন' ব্যতীত 'আমি মন' একথা কেহ কখন বলে না, তদাকার জ্ঞানও হয় না। 'আমার মন' এই স্বতঃ উৎপন্ন জ্ঞানের ব্যবহারপরম্পরা লক্ষ্য করিলে আত্মার সহিত মনের দ্রষ্টৃদৃশ্যভাব ব্যতীত ঐক্য সম্বন্ধ প্রকাশ পাইবে না। আত্মা দ্রষ্টা, মন দৃশ্য। আত্মার সহিত মনের যদি ঐরূপ স্থিরতর সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে মানুষ অবশ্য কখন না কখন 'আমার মন' ইহার পরিবর্ত্তে 'আমি মন' এইরূপ বলিত। কিন্তু কেহ তাহা ভ্রমেও বলে না। এইজন্য বিশ্বাস করা উচিত যে, আত্মা মন নহে।

আরও বিবেচনা করিয়া দেখিলে, 'আমার' ইত্যাকার সাকাঙ্ক্ষপ্রত্যয় মানুষমনে চির বিদ্যমান আছে এবং তাহার সম্পূরণ নিমিত্ত অনেকগুলি বিশেষণ বা সম্বন্ধপূরক বস্তু তন্নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণে সেই সাকাঙ্ক্ষবিজ্ঞান এক সময়ে একরূপ থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন সময়েও একরূপ থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। কখন আমার মন, কখন আমার জ্ঞান, আমার বুদ্ধি, আমার হস্ত, আমার পদ ইত্যাকার একটী একটী জ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞান প্রসব করে। কিন্তু যখন 'আমি জ্ঞান' জন্মে, তখন তাহাতে কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সেইজন্য আমি এই আত্মসত্তাবোধক জ্ঞান নিরাকাঙ্ক্ষ এবং তাহাতে কোন বিশেষণ বা সম্বন্ধপূরক বস্তুর অন্বয় থাকে না। অতএব 'আমি' স্বয়ং স্বতঃসিদ্ধ। অথচ আমি এই বোধটী মনের চির নিরূঢ় ও স্বতঃ সিদ্ধ ভাববিশেষ। এইজন্য উহা বৃত্তি।

আত্মা চৈতন্যরূপী, মন জড়রূপী। চৈতন্যের স্বভাব প্রকাশ, জড়ের স্বভাব অপ্রকাশ। মন যে জড় বা অপ্রকাশস্বভাব তাহা অনুভব ও যুক্তিসিদ্ধ। মন যদি আত্মার ন্যায় প্রকাশস্বভাব হইত, তাহা হইলে মানব সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মুগ্ধাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইত না। কেননা স্বভাবের কদাচ অন্যথা হয় না। উষ্ণতা নাই, অথচ অগ্নি আছে, এরূপ হয় না। অতএব সুপ্তি-মূর্চ্ছাদি মানস-অপ্রকাশ অবস্থা দেখিয়া মনের জড়ত্ব অবাধে নির্ণীত হইতে পারে।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে এই যে, আত্মাকে প্রকাশরূপী বলিলেও সেই ফল। সুপ্তি মূর্চ্ছা প্রভৃতি অপ্রকাশ অবস্থা দেখিয়া যেমন মনের অপ্রকাশত্ব অবধারণ কর, তেমনি আত্মারও জড়ত্ব অবধারণ করিতে পার।

ইহার উত্তরে কপিল বলেন, একথা সঙ্গত নহে, কারণ আত্মার প্রকাশস্বভাব কোনও সময়ে তিরোহিত হয় না। ইহাতে বিশেষ এই যে, সংযুক্ত-আত্মায় মনের প্রকাশ দ্বিগুণিত। যেমন দিবসে গৃহভিত্তিতে যে আলোক থাকে, স্বচ্ছকাচ দ্বারা যখন বাহিরের আলোক তাহাতে প্রতিক্ষেপ করা যায়, তখন সেই ভিত্তিস্থ সাধারণ আলোক দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। এই দ্বিগুণিত আলোক অতি তীব্র ও অত্যধিক উজ্জ্বল। তদ্রূপ মনঃসংযোগকালের প্রকাশ দ্বিগুণিত।

দ্বিগুণিত বলিয়া জাগ্রৎকালের চৈতন্য অধিক বিস্পষ্ট, অর্থাৎ জাজ্বল্যমান। কাচস্থানীয় মন যখন তমোগুণোদ্রেকবশতঃ মলিন থাকে, তখন আত্মপ্রকাশের প্রতিবিম্বগ্রহণে অক্ষম। তখন আত্মার প্রকাশ বিলুপ্ত প্রায় বা অল্পতা প্রাপ্ত হয়। তাহাই সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি কালের এক গুণ প্রকাশ। জাগ্রৎকালের দ্বিগুণিত প্রকাশ তখন কমিয়া গিয়া একগুণিত হয়, সুতরাং আমরা বলিয়া থাকি মূর্চ্ছা ও সুপ্তিকালে জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তখনও আত্মা একগুণিতপ্রকাশে বিরাজিত থাকেন।

ইহাতে যদি বল সে অবস্থাতেও আত্মার প্রকাশ বা সত্তা-স্ফূর্ত্তি থাকে, এ সিদ্ধান্তের প্রমাণ কি? প্রমাণ—সুপ্তোত্থিত ও মূর্চ্ছিত ব্যক্তির সুপ্তিভঙ্গ ও মূর্চ্ছাভঙ্গের অব্যবহিত পরেই অনুভব হয়, আমি মূর্চ্ছিত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই। এই অনুভবের একদেশে যে 'আমি' ও 'ছিলাম' অংশ আছে, তাহাই তাৎকালিক আত্মসত্তার বা আত্মপ্রকাশ থাকার অনুমানক। তৎকালে যদি কোন প্রকার সত্তাস্ফূর্ত্তি না থাকিত, তাহা হইলে কদাচ জীবের ঐরূপ স্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থিত হইত না। পূর্ব্বানুভব জন্য সংস্কারের বলেই স্মরণাত্মক জ্ঞান উদিত হয়। এ নিয়ম স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তখন আমি স্বাভাবিক প্রকাশে অবস্থিত ছিলাম।

বিষয়ের অস্ফূরণ,মনের অপ্রকাশ ও অজ্ঞান এ সকল তুল্য কথা। মন যে তৎকালে আত্মপ্রতিবিম্বগ্রহণে অক্ষম ছিল, বিষয়গ্রহণে বিরত ছিল, তাহা আর কেহ দেখে নাই, কেবল আত্মাই তাহা দেখিয়াছিল। মন এখন তমসাচ্ছন্ন,আত্মা তাদৃশ মনকে অর্থাৎ তমসাচ্ছন্ন মনকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই সুপ্তি বা মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তাহা স্মরণ করিতে তিনি সমর্থ হন।

মন আপনার সত্তাস্ফূর্ত্তি বজায় রাখিয়া অন্যকে প্রকাশ করে, একমাত্র মনের বলেই জীব সব্যাপার, মনের অভাবে নির্ব্যাপার, সুতরাং মনই আত্মা এ সকল কথা নিতান্ত হেয়। আত্মা মনঃ দ্বারাই বিষয় গ্রহণ করেন, এইজন্য মনকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়। (সাংখ্যদ•)

মন কোথায় অবস্থিত? মনের এই অবস্থিতিস্থান লইয়া শাস্ত্রকারদিগের বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কোন কোন পুরাণ ও তন্ত্রমতে—মনের স্থান ভ্রূযুগলের অভ্যন্তর। দেহব্যাপিনী ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটী প্রধানা নাড়ী আছে। এই নাড়ী তিনটী নাভি, মতান্তরে হৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া মূলাধারে গিয়াছে। তথা হইতে ত্রিধারাক্রমে তিন দিকে উভয় পার্শ্ব ও মধ্যাস্থি বা মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত আবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ তিন প্রধান নাড়ীর অনেক শাখানাড়ী আছে। তাহারও আবার অনেক প্রশাখা আছে, ফল সমস্ত শরীরটা প্রায় শিরাব্যাপ্ত। অশ্বত্থপত্র জীর্ণ হইলে যেমন তাহা তন্তুময় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ শরীরও তন্তুময়, অর্থাৎ শিরাময়।

উক্ত নাড়ীত্রয়ের মধ্যে মৃণালতন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম স্নেহময় তন্তু গুচ্ছাকারে আছে। আশ্রয়ীভূত শিরার সহিত সেই সকল স্নেহতন্তু ব্রহ্মরন্ধ্রের নিম্নে গিয়া শেষ হইয়াছে। যে স্থানটীতে স্নেহময় তন্তুগুচ্ছ শেষ হইয়াছে, সেই স্থানটী গ্রন্থিল অর্থাৎ গাঁইটযুক্ত। এই তন্তুগ্রন্থির বৃন্তভাগ আজ্ঞা চক্র ও ঊর্দ্ধভাগ সহস্রার চক্র। মন এই আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত, এবং এইখানে থাকিয়াই আপনার কার্য্য করিয়া থাকে। মন যখন চিন্তাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন মস্তকস্থিত সমুদয় স্নায়ুমণ্ডল স্পন্দিত হইতে থাকে এবং চোক, মুখ, ভ্রূ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থান বিকৃত ও কুঞ্চিত হইয়া থাকে।

এ বিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন, মনের স্থান মস্তক নহে, মনের স্থান হৃদয়। হৃদয়াভ্যন্তরে যে অপূপাকার মাংস খণ্ড আছে, অর্থাৎ যাহাকে হৃদপদ্ম বলে, সেই মাংস খণ্ডের উদরাকাশেই মনের বাসভূমি। তাঁহাদের অনুভব এই যে, মনুষ্য যে কিছু ধ্যান বা চিন্তা করে, তাহা হৃদয়ে রাখিয়াই করে এবং তাহাদের ধ্যেয় বস্তু সকল হৃদয়াকাশেই প্রতিবিম্বিত হয়। এই কারণে মন মস্তকে নহে, হৃদয়ে।

নৈয়ায়িকদিগের মতে মন দ্রব্যপদার্থ।

"দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথা ভাবাঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥"
ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্ব্যোম কালা দিক্ দেহিনৌ মনঃ।
দ্রব্যাণি······ ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

নব্য-নৈয়ায়িকগণ প্রথমে জাগতিক পদার্থকে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সপ্তভাগে বিভাগ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ক্ষিতি,অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, দেহ ও মন এই নয়টী দ্রব্য পদার্থ।

সাংখ্যমতেও মন দ্রব্যপদার্থ। কেহ কেহ বলেন, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে মনের উৎপত্তি, সুতরাং মন দ্রব্যপদার্থ হইতে পারে না। মন যখন গুণোৎপন্ন, তখন উহা দ্রব্যপদার্থ নহে, গুণপদার্থ। সাংখ্য ইহার উত্তরে বলেন, প্রকৃতি গুণপদার্থ নহে, দ্রব্যপদার্থ। প্রকৃতি পুরুষরূপ পশুকে বদ্ধ করে, এইজন্য উহা গুণ নামে অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক উহা গুণপদার্থ নহে, প্রকৃতি দ্রব্যপদার্থ, সুতরাং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মনও গুণপদার্থ নহে দ্রব্যপদার্থ।

[সাংখ্যদর্শন দেখ।]

আত্মার মনঃসংযোগ হইতেই জ্ঞান হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শব্দস্পর্শাদি যে কিছু উপলব্ধি হয়, মনই তাহার প্রধান সহায়। মনঃসংযোগে নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে জ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে জ্ঞান হয়।

"ত্বঙ্‌মনঃসংযোগ এব জ্ঞানসামান্যে কারণম্।" (মুক্তাবলী)

জ্ঞানসামান্যের প্রতি ত্বক্ এবং মনঃসংযোগই প্রধান কারণ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের, এবং সর্ব্বশেষে মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ এত দ্রুত হয় যে,তাহা

বলিয়া শেষ করা যায় না। এক সূচিকা আঘাতে শতপত্র ছিদ্র করিলে প্রত্যেক পত্রের ছিদ্র পর পর হয়, কিন্তু তাহা কালের সূক্ষ্মতা হেতু অনুভব করা মানববুদ্ধির অসাধ্য।

মন অতিশয় সূক্ষ্ম, এইজন্য এক কালে দুইটী বিষয়ের জ্ঞান হয় না।

"অযৌগপদ্যাজ্ জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহেষ্যতে।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

মন অণু, অর্থাৎ সূক্ষ্ম, এইজন্য জ্ঞানের অযোগপদ্য, এককালে কোন জ্ঞানই হয় না। চক্ষুঃসংযোগ হইলেই যে জ্ঞান হয়, তাহা নহে। মনে কর, মন একটী বিষয় চিন্তা করিতেছে, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু একটী পদার্থ দেখিল, দেখিবামাত্র কি তাহার জ্ঞান হইবে? না, তাহা হইবে না। কারণ দর্শনেন্দ্রিয়ের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সে পদার্থের জ্ঞান জন্মাইতে পারে, তবে দর্শনেন্দ্রি। চক্ষু এবং মন উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া আত্মা হইতে জ্ঞান হয়।

"আত্মা মনসা যুজ্যতে মন ইন্দ্রিয়েণ ইন্দ্রিয়ং বিষয়েণ তস্মাদধ্যক্ষং ইত্যুক্ত দিশা জ্ঞানং জায়তে।" (ন্যায়দর্শন)

মন সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত এককালে সংযুক্ত হইতে পারে না, ক্রমশঃ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত বিভিন্নকালে সংযুক্ত হইয়া জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। নিখিল বিষয়ের সহিত এককালে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয় না বলিয়া এককালে সমুদয় জ্ঞান হয় না।

মন আত্মগুণ ও জ্ঞান সুখাদি প্রত্যক্ষকরণ। অর্থাৎ মনঃ দ্বারা আত্মারই জ্ঞানসুখাদির প্রত্যক্ষ হয়।

"যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গং" (গৌতমসূ° ১।১।১৬)

গৌতম-সূত্রানুসারে এক কালান জ্ঞানের অনুৎপত্তিই মনের লক্ষণ। মন এককালীন বহুজ্ঞান জন্মাইতে পারে না। মন এককালে এক বিষয়ের জ্ঞানই জন্মাইয়া থাকে।

ন্যায়বৃত্তিকার বলেন, 'সুখাদ্যুপলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং।' মনসুখাদি উপলব্ধি সাধন হইয়া থাকে, মন ব্যতীত সুখাদির জ্ঞান হইতে পারে না, এইজন্যই 'সুখাদ্যুপলব্ধিসাধনং ইন্দ্রিয়ং মনঃ' এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বাৎস্যায়ণ বলিয়াছেন—'যুগপচ্চ খলু ঘ্রাণাদীনাং গন্ধাদীনাঞ্চ সন্নিকর্ষেষু সৎসু যুগপজ্জ্ঞানানি নোৎপদ্যন্তে তেনানুমীয়তে অস্তি তত্তদিন্দ্রিয়সংযোগিসহকারিনিমিত্তান্তরমব্যাপি যস্যাসন্নিধের্নোৎপদ্যতে জ্ঞানং সন্নিধেশ্চোৎপদ্যত ইতি মনঃ।'

এককালে ঘ্রাণাদি ও গন্ধাদির সন্নিকর্ষে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, অতএব ইহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, যে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হইবে, সেই সেই ইন্দ্রিয়যুক্ত সহকারি ও অব্যাপি অন্য একটী কারণ আছে, যাহার অসন্নিধানে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, এবং সন্নিধানে জ্ঞান হয়। যাহার সাহায্যে জ্ঞান জন্মে, সেই ইন্দ্রিয়ের নামই মন।

নৈয়ায়িকদিগের মতে মনের ৮টী গুণ, সংখ্যাদি পঞ্চক, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ। 'মনোবিভূতি মীংসাংসকাঃ মনোনেন্দ্রিয়মিতি মায়াবাদি-প্রভৃতয়ো বদন্তি।'

মীমাংসকেরা বলেন মন বিভু। মায়াবাদী বৈদান্তিকগণ মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না।

সাংখ্য ও নৈয়ায়িক ইহারা উভয়েই মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পাতঞ্জল-দর্শনে লিখিত আছে, 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।' পাতঞ্জল সূ° ১।২) চিত্ত অর্থাৎ মনোবৃত্তি সমূহকে রুদ্ধ করার নাম যোগ। মনের বৃত্তিসমূহকে নিরোধ করিতে না পারিলে যোগ অসম্ভব। [যোগ দেখ।]

মনের বৃত্তির বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, মনোবৃত্তি অসংখ্য, সুতরাং এক একটী করিয়া গণিতে গেলে শেষ হয় না, মনস্তত্ত্ববিদ্ যোগীদিগের মতে মনোবৃত্তি অসংখ্য হইলেও তাহার অবস্থাবিভাগ অসংখ্য নহে। মানবদিগের মানসিক অবস্থা পাঁচ প্রকারের অধিক নহে—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার মনের বৃত্তি বা অবস্থা।

মনের ক্ষিপ্তাবস্থা—ক্ষিপ্ত অর্থে পাগল নহে, মনের অস্থিরতা অর্থাৎ চঞ্চলাবস্থার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা। মন যে, স্থির থাকে না, এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, ইহা হউক, উহা হউক করিয়া সর্ব্বদাই অস্থির হয়, জলৌকার ন্যায় একটী ছাড়িয়া অন্য একটী, সেটী ছাড়িয়া আর একটী গ্রহণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়, তাহাই তাহার ক্ষিপ্তাবস্থা। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় অস্থির থাকাই মনের চিত্তাবস্থা।

মনের মূঢ়াবস্থা—মন যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হয় এবং নিদ্রাতন্দ্রাদির অধীন হয়, আলস্যাদি বিবিধ তমোময় বা অজ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে, তখন তাহাকে মূঢ়াবস্থা কহে।

মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা—বিক্ষিপ্ত অবস্থার সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থার অত্যল্পই প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই যে,—চিত্তের পূর্ব্বোক্ত প্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষণিক স্থিরতা, অর্থাৎ মন চঞ্চলস্বভাব হইলেও সে যে মধ্যে মধ্যে স্থির হয়, সেই স্থির হওয়ার নামই বিক্ষিপ্তাবস্থা। মন যখন দুঃখজনক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সুখজনক বস্তুতে স্থির হয়, চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের জন্য নিরবলম্বতুল্য হয়, অথবা

কেবলমাত্র সুখাস্বাদে নিমগ্ন থাকে, তখন তাহাকে মনের ক্ষিপ্তাবস্থা বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

মনের একাগ্র অবস্থা—একাগ্র ও একতান এই দুই শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। মন যখন কোন এক বাহ্য বস্তু অথবা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাতস্থ নিশ্চল নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির বা অবিকম্পিতভাবে বর্ত্তমান থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি অভিভূত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র সাত্বিক-বৃত্তি উদিত থাকে, অর্থাৎ প্রকাশময় ও সুখময় সাত্বিকবৃত্তিমাত্র প্রবাহিত থাকে, তখন জানিতে হইবে যে, মনের একাগ্র অবস্থা হইয়াছে।

মনের নিরুদ্ধাবস্থা—পূর্ব্বোক্ত একাগ্র অবস্থা অপেক্ষা নিরুদ্ধাবস্থায় অনেক প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই,—একাগ্র অবস্থায় চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থায় তাহা থাকে না, মন তখন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে। দগ্ধ সূত্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তৎকালে তাহার কোনও প্রকার বিসদৃশ পরিণাম থাকে না। তখনই নিরুদ্ধাবস্থা বলিয়া জানিতে হইবে।

মনের নিরুদ্ধাবস্থা আর মনের লয় বা বিনাশ প্রায় তুল্য কথা। নিরুদ্ধাবস্থায় মনের লয় হইলে কিছুই থাকে না। ইহাতে কেহ কেহ বলেন মনের লয় ও আত্মার অভাব প্রায় তুল্য কথা। ইহাতে পাতঞ্জলদর্শনের মত এই যে, উহা তুল্য কথা নহে, অনেক প্রভেদ আছে। অজ্ঞ মানবদিগের ঐরূপ ভ্রম হয় বটে, কিন্তু মন ও আত্মা যে পৃথক্ পদার্থ, তাহা যোগীদিগের সমাধিকালেই প্রমাণীকৃত হয়। মন ও আত্মা এক হইলে সমাধি অর্থাৎ মনোবৃত্তি লয় হইবামাত্র অবশ্যই দেহ পতন হইত, যখন তাহা হয় না, তাহাদের শরীর যখন যেমন তেমনিই থাকে, তখন আর তৎকালে তাহাদের মনোলয় হইয়াছে বলিয়া আত্মারও লয় হইয়াছে বলিতে পার না; বরং তৎকালে তাহাদের আত্মার যথার্থরূপ ও পার্থক্য অনুভূত হয়, এইরূপ বলাই বিধেয়। অতএব মনোবৃত্তির নিরোধকালেই পুরুষ বা আত্মা আপনার প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, অন্য সময়ে সেরূপ থাকেন না। অন্যান্য সময়ে তিনি চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া বিবিধভাবে দৃশ্য হন।

মনের বৃত্তিও প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তি আবার দুই প্রকার। তন্মধ্যে ক্লেশদায়ক বলিয়া এক প্রকারের নাম ক্লিষ্ট এবং ক্লেশের (সংসারদুঃখের) নাশক বলিয়া অন্য প্রকারের নাম অক্লিষ্ট। বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইবামাত্র চিত্ত যে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই বিষয়াকার প্রাপ্তি হওয়ার নাম বৃত্তি। অর্থাৎ দেহস্থ ইন্দ্রিয় ও বহিস্থ বিষয় এই দুইয়ের সম্বন্ধবশতঃ মনের বিবিধ অবস্থা বা পরিণাম হইতেছে। সেই সকল মনঃপরিণামের নাম বৃত্তি, তাহাকে আমরা জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করি। বিষয় অসংখ্য, সুতরাং বৃত্তিও অসংখ্য। বৃত্তি অসংখ্য হইলেও শ্রেণী বা প্রকারগত ভেদ অসংখ্য নহে। প্রকারগত বিভাগ প্রধানকল্পে পাঁচ এবং অন্য একভাবে তাহা দুই। সেই দুইয়ের নাম ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্লেশের অর্থাৎ সংসারদুঃখের কারণ বলিয়া ক্লিষ্ট। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য, মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি তাহার বিপরীত অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কারণ বলিয়া অক্লিষ্ট। মনের এই ক্লিষ্টবৃত্তিগুলি হেয় এবং অক্লিষ্ট বৃত্তিগুলি উপাদেয়।

পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তি যথা,—প্রমাণবৃত্তি, বিপর্য্যয়বৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি ও স্মৃতিবৃত্তি। অতিসংক্ষিপ্তভাবে ইহাদের লক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মনোবৃত্তি সকল অবলম্বিত বস্তুর অবিকল সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইলেই তাহা প্রমাণ বা সত্যজ্ঞান নামে গণনীয়। আর বিপরীতভাবে উৎপন্ন হইলে তাহা বিপর্য্যয় ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া স্বীকার্য্য। প্রমাণবৃত্তি সকল তিন প্রকার কারণে উদিত হয় বলিয়া তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। [বিশেষ বিবরণ প্রমাণ শব্দে দেখ।]

যে জ্ঞান মিথ্যা, যাহা তদ্রূপে স্থায়ী হয় না, অর্থাৎ যাহা বিষয়দর্শনের পর অন্যথা হইয়া যায়, সেই জ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। এই বিপর্য্যয় জ্ঞানকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় যে, বস্তু এক প্রকার, কিন্তু মনোবৃত্তি অন্য প্রকার, এইরূপ হইলেই তাহা বিপর্য্যয় বা ভ্রম হয়। এই বিপর্য্যয় নামক ভ্রমের রজ্জু সর্প, শুক্তিরজত ও মরুমরীচিকা প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

মনের বিকল্প নামক বৃত্তি,—বস্তু নাই, অথচ শব্দ জন্য এক প্রকার মনোবৃত্তি জন্মে, তাদৃশ মনোবৃত্তির নাম বিকল্প। বস্তু নাই অথচ শব্দের প্রভাবে মনোবৃত্তি জন্মে, ইহার দৃষ্টান্ত আকাশকুসুম। বস্তুতঃ আকাশকুসুম নাই; অথচ উহা শুনিবামাত্র মনোমধ্যে এক প্রকার বৃত্তি জন্মে। পদার্থ দুইটী কিন্তু শব্দের প্রভাবে একটী মাত্র বৃত্তি জন্মিলে তাহাও বিকল্প বৃত্তি।

মনের নিদ্রা নামক বৃত্তি, মনোবৃত্তি যাহাতে সমুদয় লীন হয়, সেই অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যখন মনোবৃত্তি উদিত থাকে, তখন তাহা নিদ্রা বা সুষুপ্তি নামে অভিহিত হয়। বস্তুতঃ নিদ্রাও এক প্রকার মনোবৃত্তি। প্রকাশস্বভাব সত্ত্ব-

গুণের আচ্ছাদক তমোগুণের উদ্রেক অবস্থাকেই আমরা নিদ্রা বলি। তমঃ বা অজ্ঞান পদার্থই নিদ্রাবৃত্তির আলম্বন। যখন তমোময় অর্থাৎ অজ্ঞানময় নিদ্রাবৃত্তির উদয় হয়, তখন সর্ব্বপ্রকাশক সত্ত্ব গুণটী অভিভূত থাকে। সুতরাং তৎকালে কোনও প্রকার প্রকাশ্য বস্তুর প্রকাশ থাকে না। সেই জন্যই লোকে বলে, 'আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার জ্ঞান ছিল না। বস্তুতঃ তাহার কোনও জ্ঞান ছিল না, এরূপ নহে, অজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ছিল। সেই জন্যই সে নিদ্রা ভঙ্গের পর, তৎকালে অজ্ঞান বৃত্তিকে স্মরণ করিয়া থাকে। নিদ্রাকালে অজ্ঞানময় বা তমোময় বৃত্তি অনুভূত হইয়াছিল বলিয়াই নিদ্রাভঙ্গের পর তাহা তাহার স্মরণ হয়, এবং সেই স্মরণের দ্বারাই নিদ্রার বৃত্তিত্ব নির্ণয় হয়।

মনের স্মৃতি নামক বৃত্তি।—বস্তু একবার অনুভূত অর্থাৎ প্রমাণ বৃত্তিতে আরূঢ় হইলে তাহা আর যায় না, সংস্কাররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেই থাকারই নাম স্মৃতি। তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখা, শুনা বা অনুভব করা যায়, চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। উদ্বোধক উপস্থিত হইলেই সেই সংস্কার বা শক্তি বিশেষ প্রবল হইয়া চিত্তে সেই পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্বরূপ পুনরুদিত করিয়া দেয়। সেই সকল সমুদিত মনোবৃত্তির নাম স্মৃতি বা স্মরণ।

এই পাঁচ প্রকার ভিন্ন, মনের আর কোন প্রকার বৃত্তি নাই। এই পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তিকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই সংসার-দুঃখের অবসান হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা এই মনোবৃত্তি নিরোধ করা যায়। নচেৎ মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ হইবে না। (পাতঞ্জলদর্শন)

বৈদ্যকশাস্ত্রে মনের উৎপত্তি ও ধর্ম্মাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—ত্রিগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণান্বিত অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কারও তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক। রাজস অহঙ্কারের সহিত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হয়। এই ইন্দ্রিয় একাদশ,—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন।

মন আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, এই জন্য মনকে বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয়ই কহে। মনের বিষয় জ্ঞান। মনকে আশ্রয় না করিয়া কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্য করিতে পারে না। চক্ষুঃ কর্ণাদি যে কোন ইন্দ্রিয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মনই তাহাদের প্রধান সহায়।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে যখন মন উৎপন্ন, তখন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে মনও তিন প্রকার। সাত্ত্বিক মনের লক্ষণ—

"আস্তিক্যং প্রবিভজ্য ভোজনমনুত্তাপশ্চ তথ্যং বচো
মেধাবুদ্ধিধৃতিক্ষমাশ্চ করুণা জ্ঞানঞ্চ নির্দ্দম্ভতা।
কর্ম্মানিন্দিতমস্পৃহঞ্চ বিনয়ো ধর্ম্মঃ সদৈবাদরা-
দেতে সত্ত্বগুণান্বিতস্য মনসো গীতা গুণা জ্ঞানিভিঃ॥"
(ভাবপ্র° প্রথমখ°)

আস্তিক্য, মোক্ষ ও পরলোকাদিতে শ্রদ্ধা, সদসদ্ বিবেচনাপূর্ব্বক ভোজন, অক্রোধ, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, মেধা, বুদ্ধি, ধৃতি, কাম, ক্রোধ ও লোভাদিতে অপ্রবৃত্তি, ক্ষমা, করুণা, আত্মতত্ত্বজ্ঞান, কপটাভাব, অনিন্দিত কর্ম্মাচরণ, অস্পৃহা, বিনয় এবং যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান, এই সকল সাত্ত্বিক-মনের কার্য্য। যাঁহাদের মন সত্ত্বগুণান্বিত, তাঁহারা এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। রাজসিক মনের লক্ষণ—

"ক্রোধস্তাড়নশীলতা চ বহুলং দুঃখসুখেচ্ছাধিকা
দম্ভঃ কামুকতাপ্যলীকবচনং চাধীরতা হুঙ্কৃতিঃ।
ঐশ্বর্য্যাদভিমানিতাতিশয়িতানন্দোঽধিকাশ্চাটনম্
প্রখ্যাতা হি রজোগুণেন সহিতস্যৈতে গুণাশ্চেতসঃ॥"
(ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

ক্রোধ, তাড়নশীলতা, অত্যন্ত দুঃখ ও সুখেচ্ছা, দম্ভ, কপটতা, কামুকতা, মিথ্যাবাক্যকথন, অধীরতা, অহঙ্কার, ঐশ্বর্য্যে অতিশয় অভিমানিতা, অধিক আনন্দ ও পরিভ্রমণ, এই সকল রাজসিক মনের লক্ষণ। যাহাদের মন রজোগুণান্বিত, তাহারা এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তামসিক মনের লক্ষণ—

"নাস্তিক্যং সুবিষণ্ণতাতিশয়িতালস্যঞ্চ দুষ্টা মতিঃ
প্রীতির্নিন্দিতকর্ম্মশর্ম্মণি সদা নিদ্রালুতাহর্নিশম্।
অজ্ঞানং কিল সর্ব্বতোঽপি সততং ক্রোধান্ধতা মূঢ়তা
প্রখ্যাতা হি তমোগুণেন সহিতস্যৈতে গুণাশ্চেতসঃ॥"
(ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

নাস্তিকতা, অতিশয় বিষণ্ণভাব, অধিক আলস্য, দুষ্টবুদ্ধি, সর্ব্বদা নিন্দিতকর্ম্মজনিত সুখে প্রীতি, দিবানিশি নিদ্রালুতা, সর্ব্বথা অজ্ঞানতা, সর্ব্বদা ক্রোধ ও মূর্খতা এই সকল তামসিক মনের লক্ষণ। যে সকল ব্যক্তির মন তমোগুণান্বিত, তাহারা এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে।

জীবাত্মা মনোযুক্ত হইয়াই পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনুভব করিয়া থাকে। ইচ্ছা, দ্বেষ, দুঃখ, সুখ, বিষয়জ্ঞান, প্রযত্ন, সংকল্প, বিচারণা, স্মৃতি, বুদ্ধি, কলাবিজ্ঞতা, প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধ নয়ন, অপান বায়ুর অধঃপ্রেরণ, নয়নের উন্মীলন ও নির্মীলন এবং কৃত্যাকরণোৎসাহ এই সকল গুণ মনোযুক্ত জীবে অবস্থিতি করে। (ভাবপ্র°)

অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক

ইন্দ্রিয়েরই এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রমা। (সুশ্রুত শারীরস্থা° ১ অ°)

জ্যোতিষের মতেও চন্দ্রমাই মন। মনের শুভাশুভের বিষয় চন্দ্র দিয়াই স্থির করিতে হয়।

"কালাত্মা দিনকৃন্মনস্ত হিমগুঃ সত্বং কুজো জ্ঞো বচঃ।"(বৃহজ্জা°)

আত্মা সূর্য্য, মন চন্দ্র, বল মঙ্গল ইত্যাদি।

বৈদ্যক গ্রন্থে পূর্ব্বোক্তরূপ যে মনের উৎপত্তি প্রভৃতির বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রানুরূপ। গর্ভস্থিত ভ্রূণের পঞ্চম মাসে মন জন্মিলে গুর্ব্বিণীর দেহ অশুচি হয়। যতদিন প্রসব না হয়, ততদিন গর্ভিণী অশুচি থাকে। এই জন্য ঐ স্ত্রী কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকারিণী নহে। মন জন্মিলেই জীবপদবাচ্য হয়, কারণ জীব মনের সাহায্যেই সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। মহাভারতে লিখিত আছে—

"ধৈর্য্যোপপত্তির্ব্যক্তিশ্চ বিসর্গঃ কল্পনা ক্ষমা।
সদসচ্চাশুতা চৈব মনসো নব বৈ গুণাঃ॥"
(ভারত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব ৯০ অধ্যায়)

মনের নয়টী গুণ। ধৈর্য্য, উপপত্তি, স্মরণ, ভ্রান্তি, কল্পনা, মনোরথবৃত্তি, ক্ষমা, সৎ অর্থাৎ বৈরাগ্যাদি, অসৎ অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি এবং অস্থিরতা এই ৯টী গুণ। মন অধ্যাত্মতত্ত্ব।

"অধ্যাত্মং মন ইত্যাহুঃ পঞ্চভূতাত্মধারকম্।
অধিভূতঞ্চ সঙ্কল্পশ্চন্দ্রমাশ্চাধিদৈবতম্।"
(ভারত অশ্বমেধপ° ৪২ অ°)

ইহার স্বরূপ—

"অনিরূপ্যমদৃশ্যঞ্চ জ্ঞানভেদং মনঃ স্মৃতম্॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২৩ অ°)

অনিরূপণীয় অদৃশ্যজ্ঞানভেদই মন নামে অভিহিত। ইহাকে দেখা বা নিরূপণ করা যায় না, কেবল জ্ঞান দ্বারাই অনুমিত হয়।

মনসব (দেশজ) বিচারবিভাগীয় কর্ম্মচারী ভেদ (Munsiff)।

মনসবদার (পারসী) উপাধিবিশেষ। প্রধান সুবাদারের অধীনে শত-সৈন্যের নেতা মাত্রই উক্ত সম্মানের যোগ্য।

"ফরমানী মহারাজ মনসবদার।
সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার॥" (অন্নদামঙ্গল)

মনসহরা, পঞ্জাবের হাজারা জেলাস্থ একটী নগর ও মনসহরা তহসীলের প্রধান সদর। অক্ষা° ৩৪°২০´২১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১৪´°৩০´´ পূঃ। আবটাবাদের উত্তরে শিরহন নদীর সঙ্গমে কালুকা-সরাই হইতে কাশ্মীর যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। এখানে তহসীলের কাছারী, ডাকঘর ও থানা আছে। অধিবাসী ক্ষত্রিবণিকেরা শস্য ও দেশজাত দ্রব্যের বিস্তৃত বাণিজ্য চালাইয়া থাকে। এখানকার লোক সংখ্যা প্রায় ৪০০০ হাজার।

মনসা (স্ত্রী) মনঃ ভক্তাভীষ্টপূরণায় মননং অস্ত্যস্যা ইতি মনস্-অর্শ-আদিত্বাদচ্, ততষ্টাপ্, যদ্বা মননমহঙ্কারমিতি স্থতি নাশয়তীতি সো-ক। দেবীবিশেষ। পর্য্যায়—কদ্রু, মনসাদেবী, বিষহরী। (জটাধর)

এই দেবীর প্রভাব এক সময়ে বঙ্গের সর্ব্বত্র বিদিত ছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গবাসী মহাসমারোহে এই দেবীর পূজা করিতেন। তাঁহার মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ বঙ্গভাষায় শত শত মনসা-মঙ্গল প্রচারিত হইয়াছিল। মনসা পূজার সেরূপ ধূমধাম না থাকিলেও এখন জ্যৈষ্ঠমাসে দশহরার দিন বঙ্গের ঘরে ঘরে মনসার পূজা হইয়া থাকে। এখনও অনুসন্ধান করিলে বিভিন্ন গ্রন্থকার রচিত ৪০৫০ প্রকার মনসা-মঙ্গলের গানের পুঁথি পাওয়া যায়।

এই দেবী জরৎকারু মুনির পত্নী, আস্তিকের মাতা এবং বাসুকির ভগিনী। ইঁহার নামের ব্যুৎপত্তি—

"শ্রূয়তাং মনসাখ্যানং যৎ শ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রতঃ।
কন্যা সা চ ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী॥
তেনেয়ং মনসা দেবী মনসা যা চ দীব্যতি।
মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মানমীশ্বরী॥
তেন সা মনসা দেবী যোগেন তেন দীব্যতি।
আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° মনসোপাখ্যান ৪৫ অ°)

এই দেবী কশ্যপ মুনির মানসী কন্যা, এইজন্য ইঁহার নাম মনসা, অথবা ইনি পরমাত্মাকে মনে মনে ধ্যান করেন বলিয়া মনসা নামে খ্যাতা। এই দেবী আত্মারামা, বৈষ্ণবী ও সিদ্ধযোগিনী।

"ভৃশং জগৎসু গৌরী সা সুন্দরী চ মনোহরা।
জগদ্গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী॥
শিবশিষ্যা চ সা দেবী তেন শৈবীতি কীর্ত্তিতা।
বিষ্ণুভক্তাততো শশ্বদ্বৈষ্ণবী তেন নারদ॥
নাগানাং প্রাণরক্ষিত্রী যজ্ঞে জন্মেজয়স্য চ।
নাগেশ্বরীতি বিখ্যাতা সা নাগভগিনীতি চ॥
বিষং সংহর্ত্তুমীশা সা তেন বিষহরীতি সা।
সিদ্ধং যোগং হরাৎ প্রাপ তেনাতিসিদ্ধযোগিনী॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৪৫ অ°)

এই দেবী জগতে অতিশয় গৌরবর্ণা, সুন্দরী ও মনোহরা, এই জন্য ইঁহার এক নাম জগদ্গৌরী, শিবের শিষ্যা বলিয়া

শৈবী, অতিশয় বিষ্ণুভক্ত এইজন্য বৈষ্ণবী। জন্মেজয়ের যজ্ঞে নাগদিগের প্রাণরক্ষা করিয়া ছিলেন বলিয়া নাগেশ্বরী, বিষসংহারে সমর্থ বলিয়া বিষহরী এবং মহাদেবের নিকট সিদ্ধযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এই জন্য ইঁহার সিদ্ধযোগিনী নাম হইয়াছে।

"জরৎকারুর্জগদ্‌গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী।
বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা॥
জরৎকারুপ্রিয়াস্তিকমাতা বিষহরীতি চ।
মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা॥
দ্বাদশৈতানি নামানি পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ।
তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্য চ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৪৫)

মনসাদেবীর দ্বাদশ নাম যথা—জরৎকারু, জগদ্‌গৌরী, মনসা, সিদ্ধযোগিনী, বৈষ্ণবী, নাগভগিনী, শৈবী, নাগেশ্বরী, জরৎকারুপ্রিয়া, আস্তিকমাতা, বিষহরী ও মহাজ্ঞানযুতা। এই দ্বাদশ নাম যিনি পূজাকালে পাঠ করেন, তাঁহার বা তদ্বংশীয়ের সর্পভয় থাকে না। সর্পভয় উপস্থিত হইলেও এই দ্বাদশ নাম স্মরণ করা আবশ্যক, তাহাতে সর্পভয় বিদূরিত হয়।

মনসাদেবীর উৎপত্তিকারণ—

"পুরা নাগভয়াক্রান্তা বভূবুর্মানবা ভুবি।
যান্ যান্ খাদন্তি নাগাশ্চ তে ন জীবন্তি নারদ॥
মন্ত্রাংশ্চ সসৃজে ভীতঃ কশ্যপঃ ব্রহ্মণার্থিতঃ।
বেদবীজানুসারেণ চোপদেশেন ব্রহ্মণঃ॥
মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবীন্তাং মনসাং সসৃজে ততঃ।
তপসা মনসা তেন বভূব মনসা চ সা॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৪৬ অ°)

পুরাকালে মানবগণ অতিশয় সর্পভয়ে আক্রান্ত হইয়াছিল, নাগগণ যাহাকে দংশন করিত, তৎক্ষণাৎ সে প্রাণত্যাগ করিত। ব্রহ্মা কশ্যপকে এই কথা বলিলে, কশ্যপ অত্যন্ত ভীত হইয়া ব্রহ্মার উপদেশ ও বেদবীজের অনুসারে মন্ত্র সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই সকল মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীরূপে তিনি মনসাকে সৃষ্টি করেন। এই দেবী তপোবলে মন দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিলেন, এইজন্য ইঁহার নাম মনসা হয়।

এই দেবী কুমারী অবস্থায় মহাদেবের আলয়ে গমন করেন, তথায় বহুকাল তপস্যা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। মহাদেব প্রীত হইয়া ইঁহাকে মহাজ্ঞান দেন এবং সাম অধ্যয়ন করণানন্তর কল্পতরুস্বরূপ অষ্টাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা, স্তব, পূজা, পুরশ্চরণ প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষা দেন। মনসা এইরূপে জ্ঞানলাভ করিয়া মহাদেবের আজ্ঞানুসারে পুষ্করে তপস্যা করিতে গমন করেন। তথায় ত্রিযুগপরিমিত কাল ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তপস্যা করেন। এই দীর্ঘকাল তপস্যার পর তিনি সিদ্ধ হন। ভগবান্ বিষ্ণু ইঁহাকে তপঃক্ষীণা দেখিয়া প্রথমে ইঁহার পূজা করেন এবং এই বর প্রদান করেন যে, 'অদ্যাবধি তুমি পৃথিবীতে পূজিতা হও।' পরে মহাদেব ইঁহার পূজা করেন। তৎপরে কশ্যপ এবং দেবতা সকল, তদনন্তর মনু, মুনি ও নাগগণ, ক্রমে মানবগণ তাঁহার পূজা করেন। এইরূপে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে মনসাপূজার প্রচার হয়।

"কুমারী সা চ সম্ভূয় জগাম শঙ্করালয়ম্।
ভক্ত্যা সংপূজ্য কৈলাসে তুষ্টাব চন্দ্রশেখরম্॥
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ তং সিষেবে মুনেঃ সুতা।
আশুতোষো মহেশশ্চ তাঞ্চ তুষ্টো বভূব হ॥
মহাজ্ঞানং দদৌ তস্যৈ পাঠয়ামাস সাম চ।
কৃষ্ণমন্ত্রং কল্পতরুং দদাবষ্টাক্ষরং মুনে॥
লক্ষ্মীমায়াকামবীজং ঙেহন্তং কৃষ্ণপদন্তথা।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং পূজনক্রমম্॥
সর্ব্বপূজ্যঞ্চ স্তবনং ধ্যানং ভুবনপাবনম্।
পুরশ্চর্য্যাক্রমঞ্চাপি বেদোক্তং সর্ব্বসম্মতম্॥
প্রাপ্য মৃত্যুঞ্জয়াজ্ জ্ঞানং পরং মৃত্যুঞ্জয়ং সতী।
জগাম তপসে সাধ্বী পুষ্করং শঙ্করাজ্ঞয়া॥
ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
সিদ্ধা বভূব সা দেবী দদর্শ পুরতঃ প্রভুম্॥
দৃষ্ট্বা কৃশাঙ্গীং বালাঞ্চ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ।
পূজাঞ্চ কারয়ামাস চকার চ স্বয়ং হরিঃ॥
বরঞ্চ প্রদদৌ তস্যৈ পূজিতা ত্বং ভবে ভব।
বরং দত্ত্বা চ কল্যাণ্যৈ সদ্যশ্চান্তর্দধে বিভুঃ॥
প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
দ্বিতীয়ে শঙ্করেণৈব কশ্যপেন সুরেণ চ॥
মনুনা মুনিনা চৈব নাগেন মানবাদিনা।
বভূব পূজিতা সা চ ত্রিষু লোকেষু সুব্রতা॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৪৬ অ°)

কশ্যপ জরৎকারু নামে মহাতেজস্বী তপস্বীর সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। একদা জরৎকারু পুষ্করতীর্থে বটবৃক্ষমূলে মনসার উরুতে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যান; এমন সময়ে দিনমণি অস্তমিত হন। মনসা সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া স্বামীর ধর্ম্মলোপভয়ে নিতান্ত ভীত হন, স্বামীরও নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারেন না, এ দিকে সন্ধ্যার কালও অতীত হয়। তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া ধীরে ধীরে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিলেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর জরৎকারু মনসার প্রতি কুপিত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কেন আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলে। তুমি জান,—যে স্ত্রী স্বামীর অপ্রিয়কারিণী হয়, তাহার কুম্ভীপাক নরক এবং ইহ ও পরলোকে দুর্গতির সীমা থাকে না।

তখন মনসা স্বামীকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত চিত্তে তাঁহার চরণপ্রান্তে পড়িয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি জানি,—যে ব্যক্তি শৃঙ্গার, আহার ও নিদ্রাভঙ্গ করে, তাহার দুর্গতির শেষ থাকে না, তথাচ আপনার সন্ধ্যালোপ হয়, এই ভয়ে নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি; কারণ যদি কোন ব্রাহ্মণ সায়ংকাল অতীত হইলে সন্ধ্যার উপাসনা না করে, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। আমি ধর্ম্মলোপভয়ে এই নিদ্রাভঙ্গ করিয়া যদি অপরাধিনী হইয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন।

জরৎকারু মনসার এই কথা শুনিয়া সূর্য্যদেবকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হন। ভগবান্ সূর্য্য তাহা জানিতে পারিয়া সন্ধ্যার সহিত তৎসমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলেন, আপনার নিদ্রাভঙ্গ না হইলে আমি অস্তমিত হইতাম না, আমার অস্তের সময় দেখিয়া মনসা আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছে। অতএব আমাকে আপনার শাপ দেওয়া উচিত নহে, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সূর্য্যের এই কথায় জরৎকারু সূর্য্যের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আর শাপ দিলেন না। তখন সূর্য্যদেব হৃষ্টমনে স্বস্থানে গমন করিলেন।

জরৎকারু পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে মনসাকে পরিত্যাগ করেন। তখন মনসা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ইষ্টগুরু মহাদেব ও জন্মদাতা কশ্যপকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। মহাদেব ও কশ্যপ তথায় সমাগত হইলে জরৎকারু তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আপনারা কিজন্য এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন, আমি তদনুসারে কার্য্য করিব।

ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি ধর্ম্মপত্নী মনসা তোমার ত্যজ্যা হয়, তাহা হইলে স্বধর্ম্মপালনের জন্য ইঁহাতে পুত্রোৎপত্তি করিয়া ত্যাগ করাই বিধেয়। কারণ যদি কেহ ধর্ম্মপত্নীতে পুত্রোৎপত্তি না করিয়া তাহাকে ত্যাগ করে, তবে তাহার তপস্যার ফল হয় না, বরং তপোভঙ্গ হইয়া থাকে।

জরৎকারু ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক মনসার নাভিস্পর্শ করিয়া কহিলেন, মনসে! আমার এই করস্পর্শে তোমার গর্ভ হইল, এই গর্ভে ধার্ম্মিকপ্রবর এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে। এই পুত্র বৈষ্ণবাগ্রণী, তেজস্বী, তপস্বী ও যশস্বী প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণশালী হইবে। পরে জরৎকারু মনসাকে নানাপ্রকার উপদেশ বাক্যে প্রবোধ দিয়া তপস্যার্থ গমন করিলেন।

পরে মনসা মহাদেবের আলয়ে গমন করিলেন যথাকালে তথায় তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। মহাদেব স্বয়ং এই পুত্রকে বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করাইলেন। এই পুত্র অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিল বলিয়া ইহার নাম আস্তিক হয়। 'অস্তি' অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে বলিয়া আস্তিক নাম হইয়াছিল। তদনন্তর মনসা গুরু মহাদেবকে প্রণাম করিয়া পিতা কশ্যপের আশ্রয়ে আগমন করেন।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ৪৬ অধ্যায়)

মহাভারতে 'আস্তিক মুনির মাতা জরৎকারুর পত্নীর' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি মনসাদেবী কি না, তাহা স্থিররূপে বলা যায় না। কারণ মনসা বলিয়া তাঁহার নামের কোন উল্লেখ নাই। মনসার দ্বাদশ নামের মধ্যে জরৎকারু একটী নাম, মহাভারতে জরৎকারু নামেরই উল্লেখ আছে। মহাভারতোক্ত উপাখ্যান এইরূপ—

বাসুকির জরৎকারু নামে এক ভগিনী ছিল। জরৎকারু বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নাগরাজ বাসুকি অলঙ্কৃতা ভগিনীকে লইয়া অরণ্য মধ্যে জরৎকারু মুনির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! তপস্বিনী এই কন্যা আমার ভগিনী ও আপনার স্বনাম্নী, ইহাকে ভার্য্যার্থে পরিগ্রহ করুন, যথাশক্তি আমি ইহার ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। আমি আপনার নিমিত্তই এতদিন এই কন্যা রাখিয়াছি। ঋষি কহিলেন, আমার এই নিয়ম থাকিল যে, আমি ইহার ভরণপোষণ করিব না এবং এই কন্যা কখন আমার অপ্রিয়কর্ম্ম করিবে না, করিলে আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব। এই প্রতিজ্ঞায় জরৎকারু যথাবিধি জরৎকারুর পাণিগ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে বাসুকিভগিনী জরৎকারু ঋতুস্নাতা হইয়া মহামুনি ভর্ত্তার নিকট যথাবিধানে গমন করাতে হুতাশনসদৃশ দীপ্তিযুক্ত এক গর্ভ ধারণ করিলেন। শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় ঐ গর্ভ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদিন মহাযশা জরৎকারু নাগভগিনীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রিত হন। এদিকে ভগবান্ সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, তথাপি তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন মনস্বিনী বাসুকিভগিনী দিবাবসান হওয়াতে ধর্ম্মলোপভয়ে ভীতা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, স্বামীর নিদ্রা

ভঙ্গ করিব কি না ? নিদ্রা ভঙ্গ করিলে এই ধর্ম্মশীল ভর্তার নিকট অপরাধী হইতে হইবে এবং নিদ্রাভঙ্গ না করিলে ধর্ম্মলোপ হইবার সম্ভাবনা, এই বিষয় আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যাহাতে স্বামীর ধর্ম্মলোপ না হয়, তাহাই করা আবশ্যক। তখন তিনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! দিবাকর অস্তমিত হইয়াছেন, গাত্রোত্থান করিয়া জলস্পর্শপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করুন, দেখুন, অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

জরৎকারু নিদ্রোত্থিত হইয়া সহধর্ম্মিণীকে কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে! তুমি আমাকে ঈদৃশ অবজ্ঞা করিলে, আমি তোমার নিকটে আর থাকিব না, এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করিব। আমি নিদ্রিত থাকিলে দিবাকর কখনই অস্তমিত হইতে পারিতেন না, ইহা আমি নিশ্চিত জানি। আমি তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা কখনই মিথ্যা হইবে না।

সাধ্বী জরৎকারু কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পগদগদলোচনে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! এই নিরপরাধিনী পত্নীকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নহে, যেহেতু আপনি ধর্ম্মজ্ঞ। বিশেষতঃ আমি সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে থাকিয়া আপনার সুশ্রূষা, হিতানুষ্ঠান ও প্রিয়সাধন করিতেছি। যে উদ্দেশে আমার ভ্রাতা আপনার সহিত আমার পরিণয় সম্পাদন করিয়াছেন, মন্দভাগ্যা আমি, তাহাও লাভ করিতে পারি নাই। অতএব তিনিই বা আমাকে কি বলিবেন। আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন যে, আপনার ঔরসে আমার গর্ভে এক সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই। আপনার ঔরসে পুত্র জন্মিলে আমার জ্ঞাতিগণের মঙ্গল হইবে। হে ভগবন্! আমি জ্ঞাতিদিগের হিতাভিলাষিণী হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রসন্ন হউন। আপনার সহিত আমার এ সম্বন্ধ নিষ্ফল করিবেন না। আপনি মহাত্মা হইয়া এই অব্যক্তরূপ গর্ভাধান করিয়া কিরূপে নিরপরাধিনা ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। পত্নীর এই বাক্যে জরৎকারু তৎকালোপযুক্ত বাক্যে কহিলেন, হে সুভগে! বৈশ্বানরতুল্য পরমধাম্মিক এক ঋষি তোমার গর্ভে আছে। জরৎকারু ভার্য্যাকে এই কথা বলিয়া উগ্রতপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া বনগমন করিলেন।

ভর্তা গমন করিবামাত্র জরৎকারু ভ্রাতার সমীপে গমন করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বাসুকি সেই অপ্রিয় বার্ত্তা শুনিয়া ভগিনীকে কহিলেন, ভদ্রে! আমাদের যাহা উদ্দেশ্য ও যে অভিপ্রায়ে তোমাকে সম্প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। পিতামহ দেবগণের সহিত বলিয়াছিলেন যে, নাগগণের হিতের নিমিত্ত তোমার গর্ভে সেই ঋষির ঔরসে যদি এক পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র সর্পগণকে সর্পযজ্ঞ হইতে মুক্ত করিবে, সেই মুনিসত্তম হইতে তোমার গর্ভ হইয়াছে কি না? আমার ইচ্ছা যে, তোমাকে যে উদ্দেশে দান করিয়াছি, তাহা নিষ্ফল না হয়। যদিও আমার এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অন্যায়, তথাপি ইহা আমাদের গুরুতর কার্য্য বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। তোমার ভর্তা মহাতপস্বী, কোন মতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারা যাইবে না।

জরৎকারু বাসুকির এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি সেই মহাত্মাকে যাইবার সময় সন্তানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে 'অস্তি' অর্থাৎ সন্তান গর্ভে আছে এই কথা বলিয়া বনগমন করিয়াছেন। আমার স্মরণ হয়, তিনি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা কথা কহেন না, তবে এই আপৎকালে কি নিমিত্ত মিথ্যা বলিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী তোমার এক পুত্র হইবে।

পরে সময় উপস্থিত হইলে, জরৎকারু দেবতুল্য এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র নাগরাজগৃহে প্রতিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি যখন গর্ভস্থ ছিলেন, তখন তাঁহার পিতা 'অস্তি' এই কথা বলিয়া বনগমন করেন, তন্নিমিত্ত ইঁহার নাম আস্তিক হয়। ইনি ভগবান্ চ্যবনের নিকট সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করেন। এই আস্তিক মুনিই জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের সময় সর্পদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন। (ভারত ১।৩৪-৫০ অ০)

[জরৎকারু দেখ।]

মহাভারতোক্ত বিবরণ এইরূপ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও লিখিত আছে,—আস্তিক জনমেজয়ের সর্পসত্রের সময় সর্পদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, কিন্তু মহাভারতে এইরূপ কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ইঁহার পূজার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুরাণের মতে মহাদেব ও নারায়ণ প্রভৃতি সকলেই ইঁহার পূজা করিয়াছিলেন এবং মর্ত্ত্যলোকেও ইনি পূজনীয়া। ইঁহার পূজনে সর্পভয় বিদূরিত হয়, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

দেবীভাগবতের ২য় স্কন্ধে আস্তিকমাতা জরৎকারুর উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, এই উপাখ্যানও মহাভারতোক্ত উপাখ্যানের ন্যায়। ইহাতেও মনসা নামের উল্লেখ ও পূজা-

বিধান দৃষ্ট হয় না। অতএব আস্তীক মাতা জরৎকারু মনসা দেবী কি না, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইঁহার পূজাদির বিধান এইরূপ লিখিত আছে।

"পূজাবিধানং স্তোত্রঞ্চ শ্রূয়তাং মুনিপুঙ্গব।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং দেবীপূজাবিধানকম্॥"

ধ্যান—

"শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
মহাজ্ঞানযুতাঞ্চৈব প্রবরাং জ্ঞানিনাং সতীম্।
সিদ্ধাধিষ্ঠাত্রীদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ ৪৬ অ॰)

এই ধ্যানে নানাবিধ উপচার দ্বারা মনসাদেবীর পূজা করিতে হয়। এই দেবীর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র যথা—'ওঁ হ্রীঁং শ্রীঁং ক্লীং ঐং মনসাদেব্যৈ স্বাহা' এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র কল্পতরু-স্বরূপ। এই মন্ত্র ৫ লক্ষ জপ করিলে মানবের মন্ত্রসিদ্ধি হয়। যাঁহার মন্ত্র সিদ্ধি হয় তিনি সিদ্ধপুরুষ। তাঁহার নিকট বিষ অমৃত তুল্য। আষাঢ় মাসের সংক্রান্তিতে অথবা পঞ্চমী তিথিতে সুহীশাখায় এই দেবীর আবাহন করিয়া পূজা করিতে হয়। যিনি এইরূপে পূজাদি করেন, তিনি ধনবান্, পুত্রবান্ ও কীর্ত্তিমান্ হইয়া থাকেন।*

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইন্দ্র কর্ত্তৃক মনসাপূজাস্থলে ইঁহার দশাক্ষর মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

"গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্।
সংপূজ্যাদৌ দেবষট্কং পূজয়ামাস তাং সতীম্॥

* "ইতি ধ্যাত্বা তু তাং দেবীং মূলেনৈব প্রপূজয়েৎ।
নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈর্দীপৈঃ পুষ্পধূপানুলেপনৈঃ॥
মূলমন্ত্রশ্চ বেদোক্তো ভক্তানাং বাঞ্ছিতপ্রদঃ।
মুনে! কল্পতরুর্নাম সুসিদ্ধো দ্বাদশাক্ষরঃ॥
ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীং ঐং মনসাদেব্যৈ স্বাহেতি কীর্ত্তিতঃ।
পঞ্চলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ নৃণাম্।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্‌যস্য স সিদ্ধো জগতীতলে।
সুধাসমং বিষং তস্য ধন্বন্তরিসমো ভবেৎ॥
ব্রহ্মন্নাষাঢ়সংক্রান্ত্যাং সুহীশাখাসু যত্নতঃ।
আবাহ্য দেবীমীশানাং পূজয়েদ্ যো হি ভক্তিতঃ॥
পঞ্চম্যাং মনসাখ্যায়াং দেব্যৈ দদ্যাচ্চ যো বলিম্।
ধনবান্ পুত্রবাংশ্চৈব কীর্ত্তিমাংশ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্॥
পূজাবিধানং কথিতং তদাখ্যানং নিশাময়।
কথয়ামি মহাভাগ যৎ শ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রতঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতখ॰ ৪৬ অ॰)

ওঁ হ্রীঁং শ্রীঁং মনসাদেব্যৈ স্বাহেত্যেবঞ্চ মন্ত্রতঃ।
দশাক্ষরেণ মূলেন দদৌ সর্ব্বং যথোচিতম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ ৪৬ অ॰)

পূজার বিধানানুসারে প্রথমে গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা ইঁহাদিগকে পূজা করিয়া 'ওঁ হ্রীঁং শ্রীঁং মনসা-দেব্যৈ স্বাহা' এই দশাক্ষর মন্ত্রে মনসাদেবীর পূজা করিতে হইবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে ৫১ অধ্যায়ে ধ্যান ও পূজাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

মনসার ধ্যান—

"চারুচম্পকবর্ণাভাং সর্ব্বাঙ্গসুমনোহরাম্।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং শোভিতাং সূক্ষ্মবাসসা॥
কবরীভারশোভাঢ্যাং রত্নাভরণভূষিতাম্।
সর্ব্বাভয়প্রদাং দেবীং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্॥
সর্ব্ববিদ্যাপ্রদাং শান্তাং সর্ব্ববিদ্যাবিশারদাম্।
নাগেন্দ্রবাহিনীং দেবীং ভজে নাগেশ্বরীং পরাম্॥"

এই ধ্যানে পূজার পদ্ধতি অনুসারে মনসা পূজা করিতে হয়।

মনসার স্তব—

"নমঃ সিদ্ধিস্বরূপায়ৈ সিদ্ধিদায়ৈ নমোনমঃ।
নমঃ কশ্যপকন্যায়ৈ বরদায়ৈ নমোনমঃ॥
নমঃ শঙ্করকন্যায়ৈ শঙ্করায়ৈ নমোনমঃ।
নমস্তে নাগবাহিন্যৈ নাগেশ্বর্য্যৈ নমোনমঃ॥
নমো নাগভগিন্যৈ চ যোগিন্যৈ চ নমোনমঃ।
নমোঽস্তিকজনন্যৈ চ জনন্যৈ জগতাং নমঃ॥
নমো জরৎকারুনাম্নে জরৎকারুস্ত্রিয়ৈ নমঃ।
নমশ্চিরং তপস্বিন্যৈ সুখদায়ৈ নমোনমঃ॥
নমস্তপঃস্বরূপায়ৈ ফলদায়ৈ নমোনমঃ।
সুশীলায়ৈ চ সাধ্ব্যৈ চ শান্তায়ৈ চ নমোনমঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ শ্রীকৃষ্ণজন্মখ॰ ৫১ অ॰)

এইরূপ মনসা পূজা ও স্তবাদি করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে মনসাপূজার বিধানাদি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত পূজার সহিত কোন মিল নাই। বর্ত্তমানে যে মনসার পূজা হইয়া থাকে, রঘুনন্দনের মতানুসারেঅতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় লিখিত হইল।

"সুপ্তে জনার্দ্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে।
পূজয়েন্মনসাদেবীং সুহীবিটপসংস্থিতাম্॥
পদ্মনাভে গতে শয্যাং দেবৈঃ সর্ব্বৈরনন্তরম্।
পঞ্চম্যামসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পন্নগী॥
মনসাং দেবীং বিষহরীং সুহী সিজ বৃক্ষ—

দেবীং সংপূজ্য নত্বা চ ন সর্পভয়মাপ্নুয়াৎ।
পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগান্ অনন্তাদ্যান্মহোরগান্।
ক্ষীরং সর্পিস্তু নৈবেদ্যং দেয়ং সর্পবিষাপহম্ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

আষাঢ়মাসে ভগবান্ বিষ্ণু নিদ্রিত হইলে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে ভবনাঙ্গনে সিজবৃক্ষে মনসাদেবীর পূজা করিতে হয়।

গৃহের অঙ্গনে (দাওয়া) সিজগাছ পুতিয়া পূজার বিধানানুসারে ঐ দেবীর পূজা করিতে হয়। এই দিন পন্নগী জাগরিত হয়, যথাবিধানে মনসাদেবীকে পূজা করিলে সর্পভয় থাকে না। পূজায় ক্ষীর ও সর্পিঃ নৈবেদ্য দিতে হয়। এই তিথিতে মনসাপূজার পর নাগদিগেরও পূজা করা আবশ্যক, এ জন্য ঐ তিথিকে নাগপঞ্চমীও কহে।

মনসাধ্যানং যথা—
"দেবীমম্বা মহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং
হংসারূঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সর্ব্বদাং সর্ব্বদৈব।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ-
র্বন্দেঽহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্ ॥"
(পদ্মপুরাণং)

এই ধ্যানে মনসার পূজা করিতে হয়, পরে অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ এই অষ্ট নাগ পূজা করা আবশ্যক।

২ কামরূপস্থিত নদীবিশেষ।
"ততস্তু মনসা নাম নদী পুণ্যতমা পরা।
সরিৎ সা মনসাখ্যা তু তুণবিন্দ্ববতারিতা ॥
বৈশাখং সকলং মাসং যস্যাং স্নাত্বা নরোত্তমঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যৈব ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥"
(কালিকাপু০ ৭৪ অ০)

সমস্ত বৈশাখ মাস ধরিয়া এই নদীতে অবগাহন স্নান করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি, তদনন্তর মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

মনসাদেবী (স্ত্রী) মনসা চাসৌ দেবী চেতি যদ্বা মনসা দীব্যতীতি দিব্ অচ্, ঙীপ্ (মনসঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৬।৩।৪) ইতি বিভক্ত্যলুক্। মনসা।
"সম্পূজ্য মনসাদেবীং প্রযযুঃ স্বালয়ঞ্চ তে।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ প্রকৃতখ০ ৪৬।১১৮)

মনসাপঞ্চমী (স্ত্রী) নাগপঞ্চমী। আষাঢ়ী কৃষ্ণাপঞ্চমীতে মনসাদেবীর উৎসব হয়।

মনসাবৃক্ষ (দেশজ) মনসা, সিজগাছ, সংস্কৃত নাম স্নুহী (Euphorbia Ligularia)

মনসিকার (পুং) মনে নয়ন, মনোযোগ।

মনসিজ (পুং) মনসি জায়তে ইতি জন-ড (হলদন্তাৎ সপ্তম্যাঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৬।৩।৯) ইতি সপ্তম্যা অলুক্। কামদেব।
"কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনাশ্বাসি।
অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে ॥"
(শকুন্তলা ২ অ০) (ত্রি) ২ মনোজাত মাত্র।

মনসিন্ (ত্রি) মনযুক্ত। (তৈত্তিরীয় সং ৭।৫।১২।১)

মনসিশয় (পুং) মনসি শেতে ইতি শী (অধিকরণে শেতে। পা ৩।২।১৫) ইতি অচ্, ততঃ সপ্তম্যা অলুক্। কামদেব।
(হলায়ুধ)

মনসূর ইবন্ জমহুর, খলিফা ২য় মর্বানের অধীনস্থ সিন্ধুপ্রদেশের একজন শাসনকর্ত্তা। অল্ মসুদীর মতে ইনি মনসুরিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বলাজিরের মতে মহম্মদই বিন কাসিমই মনসুরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি সিন্ধু শাসন করিতেন। খলিফা আবু মস্লিম্ ইঁহার উপর বিরক্ত হইয়া আবদুর রহমনকে সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। কিন্তু সিন্ধুসীমান্তে মনসুর তাঁহাকে বিনাশ করেন। তৎপরে কাবুৎ তামিমি সিন্ধুর শাসনভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার হস্তে মনসুর পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। অবশেষে তিনি মরুভূমে তৃষ্ণায় জীবন বিসর্জ্জন করেন।

মনসূরকোট, গঞ্জাম জেলার বহ্রামপুর তালুকের একটী গ্রাম। অক্ষা০ ১৯°১৭´ উঃ, দ্রাঘি০ ৮৪°৫৮´ পূঃ। গোপালপুরের ৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এক সময়ে এইস্থানে মুসলমানদের শাসনকেন্দ্র ছিল।

মনসূর নগর, অযোধ্যাপ্রদেশের হরদোই জেলার অন্তর্গত সাহাবাদ তহসীলের একটী পরগণা। উত্তরসীমায় আলম নগর ও পিহানি, পূর্ব্বে গোপামউ, দক্ষিণ ও পশ্চিমে সারা। ভূ-পরিমাণ ২৬ বর্গ মাইল। এখানকার জমি মন্দ নয়, এখানকার জঙ্গলে শূকর, নীলগাই ও বন্য গোমহিষ দৃষ্ট হয়। ইহারা মধ্যে মধ্যে শস্য সকল নষ্ট করিয়া থাকে। এখানকার চৌহানদিগের অধিকারভুক্ত গ্রামসমূহের জমি উর্ব্বরা। এখানে প্রধানতঃ যব, গম ও বজ্‌রার চাষ হইয়া থাকে। ছোলা, বজ্‌রা, মাষ, নীল, তামাক, ইক্ষু ও অহিফেনেরও চাষ আছে। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদীর চাকলাদার সারা ও গোপামউ হইতে কতকগুলি গ্রাম লইয়া এই নূতন পরগণা গঠন করেন। এখানকার প্রধান গ্রাম মনসুর নগর। তথায় একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আছে।

মনস্ক (স্ত্রী) মনোযোগ।

মনস্কান্ত (ত্রি) মনোমত। প্রিয়।

মনস্কাম (পুং) মনসঃ কামঃ কামনা। মনস্কামনা, মনোরথ, মনের অভিলাষ।

মনস্কার (পুং) মনসি মনসো বা কারো নিশ্চয় ইতি, বা কৃ ভাবে ঘঞ্, মনসঃ কারো বিকারঃ করণমিতি বা। মনের সুখাদি, মনের সুখাভিলাষ, পর্য্যায়—চিত্তভোগ। (অমর)

মনস্তাপ (পুং) মনসঃ তাপঃ, মনঃপীড়া।

"মনস্তাপং ন কুর্ব্বীত আপদং প্রাপ্য পার্থিবঃ।
সমবুদ্ধিঃ প্রসন্নাত্মা সুখদুঃখে সমো ভবেৎ॥"

(গরুড়পু০ ১১১ অ০) ২ অনুতাপ।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যদি দৈবাৎ যজ্ঞোপবীত ছিন্ন হয়, তাহা হইলে মনস্তাপ দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয়।

"ব্রাহ্মণেন যদা দৈবাৎ ছিন্নং যজ্ঞোপবীতকম্।
মনস্তাপেন শুদ্ধিঃ স্যাদাপস্তম্বো হ্যব্রবীন্মুনিঃ॥
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

মনস্তাপিন্ (ত্রি) মনস্তাপযুক্ত, মানসিক-ক্লেশবিশিষ্ট।

মনস্তাল (পুং) তল্যত ইতি তল প্রতিষ্ঠায়াং ঘঞ্, মনসি তালঃ প্রতিষ্ঠা যস্য। ১ দুর্গাদেবীর সিংহ। (ত্রিকা০) (ক্লী) ২ হরিতাল।

"হরিতালং মনস্তালং বর্ণকং নটভূষণম্।" (বৈদ্যকরত্নমা০)

মনস্তোকা (স্ত্রী) দুর্গার নামান্তর।

মনস্থ (ত্রি) মনে মনসি বা তিষ্ঠতীতি স্থা-ক, পক্ষে বিসর্গস্য লোপঃ। মনোঽবচ্ছিন্ন, অন্তঃকরণস্থিত।

"আজন্মং মন্মনস্থং যদপি মম মনো মধ্যতঃ ক্বাপি নাভূৎ।
তত্তে পুণ্যপ্রতাপাদিহ শরদি সতঃ সিদ্ধমাভূৎ সুখেন॥"(উদ্ভট)

মনস্বিন্ (পুং) প্রশস্তং মনোঽস্ত্যস্যেতি মনস্-বিনি। শরভ। (রাজনি০) (ত্রি) ২ প্রশস্তমনোযুক্ত।

"মনস্বিগর্হিতঃ পন্থাঃ সমারোঢ়ুমসাম্প্রতম্।"
(কারকটীকায় দুর্গাদাস)

মনস্বিনী (স্ত্রী) মনস্বিন্-ঙীপ্। প্রশস্তমনাঃ স্ত্রী।

"মনস্বিনীমানবিঘাতদক্ষং তদেব জাতং বচনং স্মরস্য।"

('কুমারসং ৩.৩২) ২ মৃকণ্ডুর পত্নী। (মার্কণ্ডেয়পু০ ৫২।১৭) ৩ প্রজাপতিপত্নী, ইনি সোমবসুর জননী।

"ধুম্রায়াস্ত বরঃ পুত্রো ব্রহ্মবিচ্চো ধ্রুবস্তথা।
চন্দ্রমাস্ত মনস্বিন্যাঃ শ্বসায়াঃ শ্বসনস্তথা॥" (ভারত ১৬৬।১৯)

মনঃসংকল্প (পুং) মনসঃ সংকল্পঃ। মনের সংকল্প, ইচ্ছা।

মনঃসঙ্গ (পুং) মনোযোগ।

মনঃসদ্ (ত্রি) মনে অবস্থানকারী। "ধ্রুবসদং ত্বা নৃষদং মনঃসদং" (শুক্ল যজু০ ৯।২) 'মনঃসদং মনসি সীদতীতি মনঃসদ্ তং' (বেদদীপ০)

মনঃসন্তাপ (পুং) মনসঃ সন্তাপঃ। মনঃপীড়া, মনস্তাপ।

মনঃসারময় (ত্রি) হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর ভাবযুক্ত।

মনঃসিলা (স্ত্রী) মনঃশিলা।

মনঃসুখ (ক্লী) মনসঃ সুখং। মনের সুখ, মনের আনন্দ। (ত্রি) মনসি সুখং যস্য। ২ মনঃসুখযুক্ত, যাহার মনে সুখ আছে।

মনঃস্থ (ত্রি) মনসি তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। অন্তঃকরণস্থিত।

মনঃস্থিরীকরণ (ক্লী) মনসঃ স্থিরীকরণং। মনের একাগ্রতাকরণ।

মনহংস, ছন্দোভেদ।

মনা, (স্ত্রী) মনন, স্তোত্র। "প্রমন্দয়ুর্মনাং গূর্ত্তহোতা" (ঋক্ ১।১৭৩।২) 'মনাং মননং স্তোত্রং' (সায়ণ) ২ মনঃ। "চিদসি মনাসি ধীরসি" (শুক্লযজু০ ৪।১৯) 'ত্বং চিদসি মনাসি ধীরসি, অন্তঃকরণস্য চিত্তমনোবুদ্ধয়ঃ ইতি তিস্রো বৃত্তয়ঃ, তল্লক্ষণানি' (বেদদীপ০)

মনাক্ (অব্য০) মন্যতে ইতি মন জ্ঞানে বাহুলকাৎ আক্-প্রত্যয়ঃ। ১ অল্প।

"মরুধন্বমতিক্রম্য সৌবীরাভীরয়োঃ পরান্।
আনর্ত্তান্ ভার্গবোপাগাচ্ছ্রান্তবাহো মনাগ্ বিভুঃ॥"

(ভাগ০ ১।১০।৩৫) ২ মন্দ। (মেদিনী)

মনাকা (স্ত্রী) মন্যতে ইতি মন-(বলাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৪) হস্তিনী। (উজ্জ্বল)

মনাক্কর (ক্লী) মনাক্ যথা তথা করোতীতি কৃ-অচ্। ১ মঙ্গল্যা, মল্লিকাগন্ধযুক্ত অগুরু। (শব্দচ০) (ত্রি) মনাক্ অল্পস্য করঃ। ২ ঈষৎ কারক, অল্পকারক।

মনাগোলি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বিজাপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ১৬°৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫°৫৪´ পূঃ।

মনাজ (ক্লী) সামভেদ।

মনানক্ (অব্য০) অল্প, ঈষৎ। "মনানগ্রেতো জহতু বিয়ন্তা।" (ঋক্ ১০।৬১।৬) 'মনানক্ অল্পং রেতঃ জহতু' (সায়ণ)

মনায়ী (স্ত্রী) মনোঃ স্ত্রী মনু (মনোরৌক। পা ৪।১।৩৮) ইতি ঙীপ্ উদাত্তৈকারশ্চ। মনুর পত্নী। (জটাধর)

মনায়ু (ত্রি) মনঃ দ্বারা যুক্ত। "বিশ্বস্য বাচমবিদন্ মনায়োঃ" (ঋক্ ১।৯২।৯) 'মনায়োঃ মনসা যুক্তস্য বাগ্ব্যবহারসমর্থস্য প্রাণিজাতস্য' (সায়ণ)

মনাবসু (ত্রি) মনা মননং স্তোত্রং বসু ধনং যস্য। স্তুতিধন স্তবই যাহাদের একমাত্র ধনস্বরূপ। "দেবাববশ্বিন্যাত্মা মনা বসূ" (ঋক্ ৫।৭৪।১) 'হে দেবৌ হে মনাবসূ স্তুতিধনৌ'

(সায়ণ)। এইস্থলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিশেষণ হইয়াছে বলিয়া 'মনাবসূ' দ্বিবচন হইয়াছে।

মনাবী (স্ত্রী) মনোঃ স্ত্রী মনু (মনোরৌ ক। পা ৪।১।৩৮) ইতি ঙীপ্, ঐকারশ্চান্তাদেশঃ। মনুপত্নী। "সা মনোরেব জায়াং মনাবীং প্রবিবেশ" (শতপথব্রা০ ১।১।৪।১৬)

মনিঙ্গা (স্ত্রী) নদীভেদ। (মহাভারত)

মনিত (ত্রি) মন-বোধে ক্ত। জ্ঞাত। (অমর)

মনীক (ক্লী) মন্যতে শোভার্থমাদ্রিয়তে ইতি মন্ (অলীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২৪) ইতি কীকন্‌প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। অঞ্জন। (উজ্জ্বল)

মনীষা (স্ত্রী) ঈষ-অ টাপ্, মনস ঈষা গমনং (শকন্ধ্বাদিষু পররূপং বাচ্যং। পা ১।১।৬৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা সাধুঃ। বুদ্ধি। "উত প্রজাভ্যোঽবিদো মনীষাং" (ঋক্ ৫।৮৩।১০) 'মনীষাং বুদ্ধিং' (সায়ণ)

২ স্তুতি। "আমনীষামন্তরীক্ষস্য নৃভ্যঃ" (ঋক্ ১।১১০।৬) 'মনীষাং স্তুতিং' (সায়ণ)

মনীষিকা (স্ত্রী) মনীষা। (ভাগ০ ৫।১৩।২৬)

মনীষিত (ত্রি) মনীষা সঞ্জাতার্থে তারকাদিত্বাদিতচ্, যদ্বা মনস্-ঈষ-ক্ত। মনোঽভিলষিত, বাঞ্ছিত।

"মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতাঃ।" (কুমার ৫)

মনীষিতা (স্ত্রী) মনীষিণো ভাবঃ 'ত্বতলৌ ভাবে' ইতি তল্-টাপ্। বুদ্ধিমত্তা, মনীষিত্ব।

মনীষিন্ (পুং) মনীষাঽস্ত্যস্যেতি ব্রীহ্যাদিত্বাদিনি। পণ্ডিত।

"যন্মূর্ত্ত্যবয়বা সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্।
তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ॥" (মনু ১।১৭)

(ত্রি) ২ বুদ্ধিযুক্ত। মেধাবী।

"চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ" (ঋক্ ১।১৬৪।৪৫) 'মনীষিণঃ মেধাবিনঃ' (সায়ণ)

মনু (স্ত্রী) মন্ (শৄ স্বৃ স্নি হীতি। উণ্ ১।১১) ইতি উ। ১ পৃক্কা। (রাজনি০) ২ মনুপত্নী। "মনোঃপত্নীতি মনু (মনোরৌবা। পা ৪।১।৩৮) ইত্যত্র বা গ্রহণেন দ্বাবপি বিকল্পৌতে, তেন ত্রৈরূপ্যং ভবতি মনোঃ স্ত্রী—মনায়ী, মনাবী, মনু, পক্ষে ঙীবভাবঃ' (কাশিকা)

দুইটী বিকল্প হইলে তিনটী পদ হয়, এই জন্য স্ত্রীলিঙ্গে 'মনু' শব্দের উত্তর ঙীপ্ না হইয়া মনু এইরূপ পদ রহিল। (পুং) মন্যতে ইতি মন-উ। ৩ মনুষ্য। (শব্দরত্না০) "মনোর্বিশ্বস্য ঘেদিম আদিত্যারায় ঈশতে" (ঋক্ ৮।৪৭।৮) 'মনোঃ মনুষ্যস্য' (সায়ণ) ৪ জিনভেদ। (ত্রিকা০) ৫ মন্ত্র। (জটাধর)

"গোহিরণ্যকবস্ত্রাদ্যৈস্তোষয়েদ্‌গুরুমাত্মনঃ।
যদা দদাতি সন্তুষ্টঃ প্রসন্নবদনো মনুম্॥"

(গৌতমীয় তন্ত্র ৭।৫)

৬ ব্রহ্মার পুত্র, মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ, ইনি প্রজাপতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা। প্রতিকল্পে চতুর্দ্দশ মনু হইয়া থাকেন, তাঁহাদের নাম স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ এই সকল মনু গত হইয়াছেন, বর্ত্তমান বৈবস্বত মনু। সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি। দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি এই সকল মনু পরে হইবে।

(ভাগ০ ৮।১ অ০)

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—১ স্বায়ম্ভুব মনু, ইনি ব্রহ্মা ও গায়ত্রী হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার দশপুত্র, অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, রিফ্‌ফ, সবল, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, মেধস্, মেধাতিথি, বসু। স্বারোচিষ মনু দ্বিতীয়,ইঁহার চারিপুত্র—নভ, নভস্য, প্রসৃতি, ভাবন। ঔত্তমি মনু তৃতীয়, ইঁহার দশপুত্র,—ঈষ, উর্জ্জ, ভূর্জ্জ, শুচি, শুক্র, মধু, মাধব, নভস্য, নভ ও সহ। চতুর্থ তামস মনুর দশপুত্র,—অকল্মষ, তপোধন্বী, তপোমূল, তপোধন, তপোরতি, তপস্য, তপোদ্যুতি, পরন্তপ, তপোভাগী ও তপোযোগী। পঞ্চম রৈবত মনুর দশপুত্র যথা—অরুণ, তত্ত্বদর্শী,বিত্তবান্, হব্যপ, কপি,মুক্ত, নিরুৎসুক, সত্ত, নির্ম্মোহ, প্রকাশক। ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষ, ইনি ধ্রুবপৌত্র রিপুঞ্জয় হইতে ব্রহ্মদৌহিত্রী বীরণকন্যা বীরণার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার ভার্য্যা নড্বলা। উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টুপ্, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন, ও অভিমন্যু এই দশটী ইঁহার পুত্র।

সপ্তম বৈবস্বত মনু—এই মনু সূর্য্য হইতে সংজ্ঞাতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারও দশপুত্র,—ইল, ইক্ষ্বাকু, কুশনাভ, অরিষ্ট, রিষ্ঠ, নরিষ্যন্ত, করূষ, শর্য্যাতি, পৃষধ্র ও নাভাগ।

অষ্টম সাবর্ণি মনু—এই মনু সূর্য্য হইতে ছায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারও দশপুত্র,—ধৃতি, বরীয়ান্, ঋবস, সুবর্ণ বৃষ্টি, চরিষ্ণু, ঈড্য, সুমতি, বসু ও শুভ্র। নবম রৌচ্য, ইনি রুচিপ্রজাপতির পুত্র। দশম মনু ভৌত্য, ইনি ভূতি মনু নামক প্রজাপতির পুত্র। একাদশ মনু,—মেরু সাবর্ণি ইনি ব্রহ্মার পুত্র। দ্বাদশ মনু ঋভু। ত্রয়োদশ ঋতুধামা। চতুর্দ্দশ বিষ্বক্‌সেন।

মৎস্যপুরাণে নবমাধ্যায় হইতে একবিংশতি অধ্যায় পর্য্যন্ত এই সকল মনুর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে—

"স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং মনুঃ স্বারোচিষস্তথা।
ঔত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা॥
ষড়েতে মনবোঽতীতাস্তথা বৈবস্বতোঽধুনা।
সাবর্ণিঃ পঞ্চ রৌচ্যাশ্চ ভৌত্যাশ্চাগামিনস্বমী॥" ইত্যাদি
(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৩ অ°)

প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু, পরে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ এই ৬ মনু অতীত হইয়াছেন, এইক্ষণ বৈবস্বত মনুর অধিকার। ইহার পর যথাক্রমে পঞ্চসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য এই তিন মনুর আবির্ভাব হইবে।

স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্র। ইহারা সকলেই পিতৃতুল্য এই সকল পুত্র সপ্তদ্বীপ ও পর্ব্বতাদির অধিপতি ছিলেন।
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৩ অধ্যায়)

ভাগবতে লিখিত আছে—

"অহো অদ্ভুতমেতন্মে ব্যাপৃতস্যাপি নিত্যদা।
নহ্যেধন্তে প্রজা নূনং দৈবমত্র বিঘাতকম্॥
এবং যুক্তকৃতস্তস্য দৈবঞ্চাবেক্ষতস্তদা।
কস্য রূপমভূদ্দ্বেধা যৎকায়মভিচক্ষতে॥
তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত।
যস্তু তত্র পুমান্ সোঽভূন্মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্।
স্ত্রী চাসীচ্ছতরূপাখ্যা মহিষ্যস্য মহাত্মনঃ॥
তদা মিথুনধর্ম্মেণ প্রজা হ্যেধাংবভূবিরে।
স চাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যান্যজীজনৎ॥"
(ভাগবত ৩।১২।৩৩—৫৬)

স্বায়ম্ভুব—প্রথম মনু। পূর্ব্বে ব্রহ্মা যখন দেখিলেন,—মহাবীর্য্য সপ্তর্ষি প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্টি বিস্তৃত হইল না, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া আপনিই আপনার হৃদয় মধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কি আশ্চর্য্য! আমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছি, তথাচ আমার প্রজা নিত্য বৃদ্ধি পাইতেছে না। ইহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দৈবই ইহার একমাত্র প্রতিকূল কারণ। তিনি যখন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন, তখন তাঁহার সেই মূর্ত্তি আপনা হইতে অতি আশ্চর্য্য প্রকারে দ্বিধা বিভক্ত হইল। এইজন্য উহা অদ্যাপিও কায়নামে অভিহিত হয়। এই দুই অংশ দ্বারা তিনি মিথুন অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ হইলেন। তন্মধ্যে যিনি পুরুষ, তাঁহার নাম স্বায়ম্ভুব মনু এবং যিনি স্ত্রী তাঁহার নাম শতরূপা, ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী হইলেন। এই সময় হইতেই মিথুন ধর্ম্ম দ্বারা প্রজা সকল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

স্বায়ম্ভুব মনুর শতরূপা পত্নীতে পাঁচটী অপত্য হয়, তাহার মধ্যে দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, এবং কন্যাত্রয়ের নাম—আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। মনু আকূতিকে রুচির হস্তে সম্প্রদান করেন, মধ্যমা দেবহূতি কর্দ্দমের পত্নী এবং তৃতীয়া প্রসূতি দক্ষের বনিতা হন। ইঁহার সন্তান সন্ততি দ্বারা জগৎ পূর্ণ হয়।
(ভাগবত ৩।১২-১৩ অ°)

স্বারোচিষ—দ্বিতীয় মনু। এই মনু অগ্নির পুত্র। দ্যুমৎ, সুষেণ এবং রোচিষ্মৎ প্রভৃতি ইঁহার পুত্র। এই মন্বন্তরে তুষিতাদি দেবতা এবং তাঁহাদের ইন্দ্র রোচন ও উর্দ্ধ স্তম্ভাদি করিয়া সপ্তর্ষি ছিলেন। এই মন্বন্তরে বেদশিরা নামক ঋষি হইতে তৎপত্নী তুষিতার গর্ভে বিভু নামে বিখ্যাত এক দেব উৎপন্ন হন। ইনি কৌমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। অষ্টাশীতি সহস্র মুনি ইঁহার নিকট ব্রতশিক্ষা করেন।

উত্তম—তৃতীয় মনু। এই মনু প্রিয়ব্রতের পুত্র। পবন, সৃঞ্জয় এবং যজ্ঞহোত্রাদি ইঁহার পুত্র। এই মনুর সময়ে প্রমদাদি সপ্তর্ষি হন। ইঁহারা সকলেই বশিষ্ঠের পুত্র। সত্য, বেদশ্রুত, ভদ্র প্রভৃতি দেবতা, ও সত্যজিৎ তাহাদের ইন্দ্র। এই মন্বন্তরে ধর্ম্মের সুনৃতা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে ভগবান্ পুরুষোত্তম সত্যব্রতগণের সহিত উৎপন্ন হইয়া সত্যসেন নামে খ্যাত হন। সত্যসেন ইন্দ্রের সখা ছিলেন। ইঁহারই হস্তে দুর্ব্বৃত্ত যক্ষ রাক্ষসাদি ভূতদ্রোহী ভূতসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

তামস—চতুর্থ মনু। ইনি তৃতীয় মনু উত্তমের ভ্রাতা। পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু প্রভৃতি ইঁহার দশ পুত্র। এই মন্বন্তরে সত্যক, হরি ও বীর নামে দেবগণ, ত্রিশিখ নামক ইন্দ্র এবং জ্যোতির্ধামাদি সপ্তর্ষি ছিলেন। এই মন্বন্তরে উল্লিখিত সত্যকাদি ব্যতীত বিশিষ্ট পরাক্রমশালী বৈধৃতিগণও দেবতা হইয়াছিলেন। এই বৈধৃতিগণ বিধৃতির পুত্র। কালবশে বেদ সকল যখন বিনষ্ট হইতেছিল, তখন ঐ সকল দেবতা স্ব স্ব তেজে তৎসমস্ত ধারণ করিয়াছিলেন। এই মনুর সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু হরিণীর গর্ভে হরিমেধস্ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া হরি নামে বিখ্যাত হন। ভগবান্ হরি গ্রাহের মুখ হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াছিলেন।
(ভাগবত ৮।১-৫ অ°)

রৈবত—পঞ্চম মনু। ইনি চতুর্থ তামস মনুর সহোদর ভ্রাতা। রৈবত মনুর পুত্র অর্জ্জুন, বলি ও বিন্ধ্যাদি। এই মন্বন্তরে বিভু ইন্দ্র, ভূতরয়াদি দেবগণ ও হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, উর্দ্ধবাহু প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ছিলেন।

চাক্ষুষ—ষষ্ঠ মনু। ইনি চক্ষুষের পুত্র। পুরু, পুরুষ,

সুদ্যুম্ন প্রভৃতি তাহার পুত্র। ঐ মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম ইন্দ্র, আপ্যাদি-গণ দেবতা এবং হ্যাস্মং ও কারকাদি ঋষি ছিলেন। এই মনুর সময়ে বৈরাজের ঔরসে এবং দেবসম্ভূতির গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অজিত নামে বিখ্যাত হন।
(ভাগবত ৮।৫ অ০)

বৈবস্বত—সপ্তম মনু। বিবস্বান্ পুত্র শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু নামে বিখ্যাত হন। বর্ত্তমানে এই মনুর অধিকার চলিতেছে। ইক্ষ্বাকু, নভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র এবং বসুমান্ এই দশটী বৈবস্বত মনুর পুত্র। ঐ মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বেদেব, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ঋভুগণ দেবতা। পুরন্দর ঐ সকল দেবতার ইন্দ্র। কাশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি, এবং ভরদ্বাজ এই সপ্ত ঋষি। এই মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

বিবস্বানের দুই পত্নী, ইঁহারা দুইজনেই বিশ্বকর্ম্মার তনয়া, নাম সংজ্ঞা ও ছায়া। কোন কোন ঋষির মতে তাহার বড়বা নামে তৃতীয়া বনিতা ছিল। ঐ সকল পত্নীর মধ্যে সংজ্ঞার তিন অপত্য,—যম, যমী (যমুনা) এবং শ্রাদ্ধদেব। ছায়ার একপুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম সবর্ণ এবং কন্যার নাম তপতী। এই কন্যা শম্বরণের বনিতা। বড়বা নাম্নী পত্নীর গর্ভে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় উৎপন্ন হন।

সাবর্ণি—অষ্টম মনু। নির্ম্মোক ও বিরজস্ক প্রভৃতি ঐ মনুর পুত্র। এই মনুর সময়ে সুতপা, বিরজা এবং অমৃত-প্রভা এই সকল দেবতা এবং বিরোচনাত্মজ বলি ইঁহাদের ইন্দ্র। গালব, দীপ্তিমান্, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং বাদরায়ণাদি সপ্তর্ষি। এই মন্বন্তরে দেবগুহ্য হইতে সরস্বতীর গর্ভে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সার্ব্বভৌম নামে খ্যাত হইবেন।

দক্ষ সাবর্ণি—নবম মনু। বরুণ হইতে ইঁহার উদ্ভব। ভূতকেতু, দীপ্তকেতু ইত্যাদি তাহার তনয়। এই মন্বন্তরে মরীচি গর্ভ প্রভৃতি দেবতা, অদ্ভুত ইন্দ্র এবং দ্যুতিমান্ প্রভৃতি সপ্তর্ষি হইবেন। এই মনুর সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ঋষভ নামে বিখ্যাত হইবেন।

ব্রহ্ম সাবর্ণি—দশম মনু। ইনি উপশ্লোকের পুত্র। ভূরিষেণ প্রভৃতি ইঁহার সন্তান। এই মন্বন্তরে হবিষ্মান্, সুকৃত, সত্য, জয়, মূর্ত্তি প্রভৃতি সপ্তর্ষি। সুবাসন ও অবিরুদ্ধাদি দেবতা এবং শম্ভু ইন্দ্র। এই মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু বিশ্বসৃক্ বিপ্রের গৃহে বিষূচির গর্ভে স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, পরে বিশ্বক্সেন নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। তৎকালে দেবরাজ শম্ভুর সহিত ইঁহার বিশেষ সখ্যতা হইবে।

ধর্ম্মসাবর্ণি—একাদশ মনু। ইঁহার সত্যধর্ম্মাদি দশপুত্র হইবে। ঐ মন্বন্তরে বিহঙ্গম, কালগম নির্ব্বাণ ও রুচি প্রভৃতি দেবতা, বৈধৃত ইন্দ্র, এবং অরুণাদি সপ্তর্ষি হইবেন। ভগবান্ বিষ্ণু আর্য্যকের ঔরসে বৈধৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মসেতু নামে প্রসিদ্ধ হইবেন।

রুদ্র সাবর্ণি—দ্বাদশ মনু। দেববান, উপদেব এবং শ্রেষ্ঠাদি ইঁহার পুত্র। এই মন্বন্তরে হরিতাদি দেবতা। গন্ধধামা ইন্দ্র। তপোমূর্ত্তি, তপস্বী ও অগ্নীধ্র প্রভৃতি সপ্তর্ষি। ভগবান্ বিষ্ণু সত্যবহা বিপ্রের সুনৃতা নাম্নী বনিতার গর্ভে অংশরূপে উৎপন্ন হইয়া সুধামা নামে খ্যাত হইবেন।

দেব সাবর্ণি—ত্রয়োদশ মনু। চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। এই মন্বন্তরে সুকর্ম্মা, সুত্রামাদি দেবতা। দিবস্পতি ইন্দ্র এবং নির্ম্মোক ও তত্ত্বদর্শাদি সপ্তর্ষি হইবেন। এই মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু দেবহোত্র হইতে বৃহতীর গর্ভে অংশরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া যোগেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইবেন।

ইন্দ্র সাবর্ণি—চতুর্দ্দশ মনু। উরু, গম্ভীর, ব্রধ্ন প্রভৃতি ইঁহার পুত্র। এই মন্বন্তরে চাক্ষুষ প্রভৃতি দেবতা ও শুচি তাঁহাদের ইন্দ্র এবং অগ্নিবাহু, শুচি, শুদ্ধ ও মাগধ প্রভৃতি সপ্তর্ষি। ভগবান্ বিষ্ণু সত্রায়ণ হইতে বিনতার গর্ভে অংশরূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন। ইঁহার নাম হইবে বৃহদ্ভানু।

এই চতুর্দ্দশ মনুর কাল প্রমাণ সহস্রযুগ।—(ভাগবত ৮।১৪)

এই সকল মনু, মনুপুত্র, সপ্তর্ষি ও ইন্দ্র প্রভৃতি ইঁহারা সকলেই পরম পুরুষ ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তত্তন্মন্বন্তরে যজ্ঞ প্রভৃতি যে সকল পুরুষ-মূর্ত্তি ঈশ্বরাবতারের কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল মূর্ত্তি কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াই মনু সকল জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। চতুর্যুগান্তে শ্রুতি সকল কালগ্রস্ত হইয়াছিল। তত্তন্মন্বন্তরে ঋষিগণ স্ব স্ব তপোযোগে যে সকল দর্শন করেন। পরে সেই সমস্ত শ্রুতি হইতেই সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় প্রকটিত হয়। তদনন্তর ভগবান্ হরির আদেশে মনুগণ স্ব স্ব কালে সংযত হইয়া অবনী মণ্ডলে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম প্রচার করেন। প্রজাপাল মনুপুত্র সকল তত্তন্মন্বন্তরাবসান পর্য্যন্ত পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐ ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। (ভাগবত ৮।১৫ অ০)

দেবী ভাগবতে লিখিত আছে—

"স চতুর্মুখ আসাদ্য প্রাদুর্ভাবং মহামতে !
মনুং স্বায়ম্ভুবং নাম জনয়ামাস মানসাৎ ॥
স মানসো মনুপুত্রো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
শতরূপাঞ্চ তৎপত্নীং জজ্ঞে ধর্ম্মস্বরূপিণীম্ ॥" ইত্যাদি।
(দেবীভাগ০ ১০।১।৬-৭)

ভগবান্ বিষ্ণুর নাভি পদ্ম হইতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া নিজ অন্তঃকরণ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু ও ধর্ম্মস্বরূপিণী তদীয় পত্নী শতরূপাকে উৎপাদন করেন। এইজন্য স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়া বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে আদেশ করেন।

স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রজাসৃষ্টির ভার প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীরসমুদ্রতীরে দেবী ভগবতীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। দেবী ভগবতী তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন। স্বায়ম্ভুব মনু দেবী ভগবতীর বরে প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। (দেবীভাগ০ ১০।১—৭)

স্বায়ম্ভুব মনু পিতার আজ্ঞানুসারে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে মহাপ্রভাবসম্পন্ন দুই পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা জন্মে। মনু আকূতিকে মহর্ষি রুচিসহ, দেবহূতিকে প্রজাপতি কর্দ্দমসহ এবং প্রসূতিকে প্রজাপতি দক্ষের সহিত বিবাহ দেন। মহর্ষি রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্র ভগবান্ আদিপুরুষ বিষ্ণুর অংশ। কর্দ্দমের ঔরসে দেবহূতির গর্ভে সাংখ্যাচার্য্য কপিল দেব জন্ম গ্রহণ করেন। প্রজাপতি দক্ষের ঔরসে প্রসূতি গর্ভে কতকগুলি কন্যা সন্তান উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন দেব, দানব, পশু ও পক্ষী প্রভৃতিও দক্ষ হইতে উৎপন্ন। এই সকল প্রজাগণই বিশ্বসৃষ্টির প্রবর্ত্তক। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভগবান্ যজ্ঞ যামনামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া নিজ মাতামহ মনুকে রাক্ষসাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কপিল কিছুদিন আশ্রমে থাকিয়া নিজ গর্ভধারিণী দেবহূতিকে তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ কাপিল শাস্ত্র (সাংখ্য শাস্ত্র) ধ্যানযোগাদির উপদেশ দিয়া পুলহাশ্রমে গমন করিয়া যোগাবলম্বন করেন। মনুর পুত্রগণ সমস্ত প্রাণিজগতের সুখাদি প্রাপ্তি ও লোকব্যবহার প্রসিদ্ধির নিমিত্ত দ্বীপবর্ষ ও সমুদ্রাদির ব্যবস্থা স্থাপন করেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত বিশ্বকর্ম্মদুহিতা বর্হিষ্মতীর পাণি গ্রহণ করেন। ইঁহার দশপুত্র ও এক কন্যা। কন্যাই সর্ব্বকনিষ্ঠা। অগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, রুক্মশুক্র, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র ও কবি ইঁহার এই দশপুত্র। এই পুত্রগণের মধ্যে কবি, সবন ও মহাবীর এই তিন জন সংসারবিরাগী হইয়াছিলেন।

প্রিয়ব্রতের অপর ভার্য্যাতে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিন পুত্র হয়। ইঁহারা সকলেই বিশ্ববিখ্যাত। এই পুত্রত্রয়ই কালে মহাপ্রভাবসম্পন্ন হইয়া এক একটী মন্বন্তরের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। প্রিয়ব্রত এই সকল পুত্রগণের সহিত একাদশ অর্ব্বুদ বর্ষ পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করেন। কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে, এত দীর্ঘকালেও তাঁহার কোন প্রকার ঐন্দ্রিয়িক বা শারীরিক বলের হ্রাস হয় নাই।

প্রিয়ব্রত এক সময়ে দেখিলেন যে, দেব দিবাকর পৃথিবীর একভাগে প্রকাশিত হইলে অপর ভাগ অন্ধকারময় থাকে, এইরূপ ব্যতিক্রম দেখিয়া তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—আমার রাজ্য-শাসনকালে এইরূপ ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না, আমি যোগপ্রভাবে ইহা নিবারণ করিব। প্রিয়ব্রত মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জগৎ আলোকময় করিবার জন্য একখানি সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান রথে আরোহণ করিলেন, এবং প্রতিদিন সাতবার করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই পর্য্যটনে চক্রনেমি দ্বারা যে সকল ভূভাগ ক্ষত হইয়াছিল, তাহাতেই সপ্ত সাগরের উৎপত্তি হয়। ঐ সপ্ত সাগরের মধ্যে যে সকল ভূভাগ ছিল, তাহা সপ্তদ্বীপ নামে বিখ্যাত এবং সাতটী সাগর সপ্তদ্বীপের পরিখাস্বরূপ হইল। প্রিয়ব্রতের সাত পুত্র জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপের অধিপতি হন। (দেবীভাগ০ ৮।৩-৪ অ০)

দ্বিতীয় মনু—স্বারোচিষ। এই মনু প্রিয়ব্রতের পুত্র। স্বারোচিষ কালিন্দীতটে দেবী ভগবতীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। ভগবতী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে মন্বন্তরাধিপত্য প্রদান করেন। এই মনু স্বীয় অধিকার কাল পর্য্যন্ত যথাবিধি ধর্ম্ম সংস্থাপনপূর্ব্বক পুত্রগণের সহিত রাজ্য ভোগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন।

তৃতীয় মনু প্রিয়ব্রতের উত্তম নামক পুত্র। রাজর্ষি উত্তম বিজন গঙ্গাতীরে থাকিয়া তিন বৎসর কাল বাগ্ভববীজ জপ করেন এবং তাহারই ফলে তিনি দেবীর অনুগ্রহভাজন হন। ইনি নিষ্কণ্টক রাজ্য ও অনবচ্ছিন্ন সন্ততি লাভ করিয়া অনন্তর যাবতীয় রাজ্যসুখ ও যুগধর্ম্মভোগপূর্ব্বক অন্তে রাজর্ষিগণপ্রাপ্য উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হন।

চতুর্থ মনু—প্রিয়ব্রতের তামস নামক অপর পুত্র। রাজর্ষি তামস নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে কামবীজ জপপূর্ব্বক জগন্ময়ী মাহেশ্বরীর আরাধনা এবং শরৎ ও বসন্তকালে

নবরাত্র ব্রতানুষ্ঠান করেন। প্রসন্নরূপিণী দেবীর বরে মনু নিষ্কণ্টকরাজ্য ভোগ করিয়া ভোগাবসানে স্বর্গ গমন করেন। এই মনুর দশপুত্র ছিল।

পঞ্চম মনু—তামসের কনিষ্ঠ প্রিয়ব্রতের পুত্র রৈবত। রাজর্ষি রৈবত কালিন্দীতীরে পরম সিদ্ধিদায়ক কামবীজ জপ করিয়া দেবীর আরাধনা করেন। দেবীর বরে ইনি মন্বন্তরাধিপত্য প্রাপ্ত হন। রৈবত মনু ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্ম বিভাগ করিয়া সমস্ত বিষয় উপভোগপূর্ব্বক অন্তে সর্ব্বোত্তম ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

ষষ্ঠ মনু—চাক্ষুষ। ইনি অঙ্গরাজের পুত্র। এই মনু একদিন পুলহাশ্রমে গমন করিয়া তাঁহাকে বলেন,—আমি আপনার শরণাগত হইলাম। কোন্ উপায়ে আমি পৃথিবীর একাধিপত্য লাভ করিয়া আমার বংশের চিরস্থায়িত্ব ও আমার স্থির যৌবনত্ব প্রাপ্ত হইব, এবং কেমন করিয়াই বা অন্তে মুক্তি লাভ করিতে পারিব, তাহা আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। পুলহ মনুর প্রার্থনায় তাহাকে দেবীর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন।

চাক্ষুষ মনু মহর্ষি পুলহের আদেশে তপস্যার্থ বিরজা নদীতীরে উপস্থিত হন। মনু এইখানে বাগ্‌ভব মন্ত্র জপ করিয়া দেবী ভগবতীর উপাসনা করেন। দেবী তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মন্বন্তরীয় নিষ্কণ্টক রাজ্য, প্রভূত বলশালী কতকগুলি পুত্র এবং বিষয়ভোগান্তে অন্তে মুক্তি-লাভের বর দান করিয়া তিরোহিত হইলেন। চাক্ষুষ নৃপতি ভগবতীর বরে মনুশ্রেষ্ঠ হইয়া সকল প্রকার সুখভোগে সমর্থ হইলেন এবং তাঁহার পুত্রগণও প্রভূত বলশালী হইয়া দেবীর পরম ভক্ত ও সর্ব্বত্র মাননীয় হইল। এই মনু রাজ্য-ভোগাবসানে দেবী-পদে লীন হইয়াছিলেন।

সপ্তম মনু—বৈবস্বত। বৈবস্বত মনুও দেবী ভগবতীর তপস্যা করিয়া মন্বন্তরাধিপত্য লাভ করেন।

অষ্টম মনু—সূর্য্য-পুত্র সাবর্ণি। নরপতি সাবর্ণি পূর্ব্ব জন্মে দেবীর আরাধনা করিয়া, তাঁহারই বরে মনু হইয়াছিলেন। ইনি স্বারোচিষ-মন্বন্তরে চৈত্রবংশোৎপন্ন সুরথ নামে রাজা ছিলেন ও পরে শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অরণ্য গমন করেন, তথায় মেধসঋষির সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার উপদেশে দেবী ভগবতীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া কঠোর তপোঽনুষ্ঠান করেন। দেবী ভগবতী ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করেন। দেবীর বরে ইহজন্মে বিবিধ সুখভোগ করিয়া পরজন্মে ইনি সাবর্ণি মনু হইয়াছিলেন।

নবমাদি চতুর্দ্দশ মনু—পূর্ব্বকালে বৈবস্বত মনুর করূষ, পৃষধ্র, নাভাগ, দিষ্ট, শর্য্যাতি এবং ত্রিশঙ্কু নামে মহাবল-পরাক্রান্ত ছয়টী পুত্র হয়। এই পুত্রগণ সকলেই কালিন্দী নদীর পবিত্র তীরে গমন করিয়া প্রত্যেকেই দেবী ভগবতীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তথায় চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত দেবীর আরাধনা করেন। দেবী তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অভিলষিত বর দান করেন।

মহাবল রাজপুত্রগণ পৃথিবীমণ্ডলে সাম্রাজ্যলাভ ও বিবিধ বিষয়ের উপভোগ করিয়া জন্মান্তরে মন্বন্তরাধিপতি হইয়াছিলেন। দেবীর অনুগ্রহে তাঁহাদের মধ্যে প্রথম করূষ নরপতি দক্ষ সাবর্ণি নামে নবম মনু, দ্বিতীয় পৃষধ্ররাজ মেরুসাবর্ণিনামে দশম মনু, তৃতীয় নাভাগ নৃপতি সূর্য্য সাবর্ণি নামে একাদশ মনু, চতুর্থ দিষ্ট নরপতি চন্দ্রসাবর্ণি-নামে দ্বাদশ মনু, পঞ্চম শর্য্যাতি রুদ্রসাবর্ণিনামে ত্রয়োদশ মনু এবং ষষ্ঠ ত্রিশঙ্কু বিষ্ণুসাবর্ণিনামে চতুর্দ্দশ মনু হইয়াছিলেন। ভগবতী ভ্রামরী দেবীর অনুগ্রহে এই চতুর্দ্দশ মনুই ত্রিভুবনে মহাপ্রতাপশালী, পরাক্রান্ত ও সর্ব্বলোকের পূজ্য হইয়াছিলেন।

(দেবীভাগবত ১০।১-১৩ অ০)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ, তৃতীয় ঔত্তমি, চতুর্থ তামস, পঞ্চম রৈবত, এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ এই ছয় মনু অতীত হইয়াছেন। এক্ষণে সূর্য্যতনয় বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুর অধিকার। স্বায়ম্ভুব মনুর বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ, এই মন্বন্তরে পারাবতগণ ও তুষিতগণ দেবতা, বিপশ্চিৎ ইঁহাদের ইন্দ্র; উর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর ও উর্ব্বরীবান্ সপ্তর্ষি ছিলেন। চৈত্র ও কিম্পুরুষাদি স্বারোচিষের পুত্র। তৃতীয় মনু ঔত্তমি,—এই মন্বন্তরে ইন্দ্র সুশান্তি, এবং বশিষ্ঠের সাত পুত্র সপ্তর্ষি ছিলেন। অজ, পরশু ও দিব্য প্রভৃতি ঔত্তমির পুত্র। চতুর্থ মনু তামস,—সুরূপগণ, হরিগণ, সত্যগণ ও সুধীগণ এই মন্বন্তরের দেবতা। ইঁহারা প্রত্যেকেই সপ্তবিংশতিসংখ্যক ছিলেন। রাজা শিবি শত যজ্ঞ করিয়া ইঁহাদের ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। জ্যোতির্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর ইঁহারা সপ্তর্ষি। নর, খ্যাতি, শান্ত, হয়, জানুজঙ্ঘ প্রভৃতি তামস মনুর পুত্র।

পঞ্চম মনু রৈবত,—এই মন্বন্তরে অমিতাভ, ভূতরজস্ ও সুমেধস্‌গণ দেবতা এবং ইঁহাদের ইন্দ্র বিভু। হিরণ্যরোমা, দেবশ্রী, উর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্য্যন্য ও মহামুনি ইঁহারা

সপ্তর্ষি, বলবন্ধু, সুসম্ভাব্য ও সত্যক প্রভৃতি রৈবত মনুর পুত্র।

স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস ও রৈবত এই চারি জন মনুই প্রিয়ব্রতের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজর্ষি প্রিয়ব্রত তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন। তদীয় তপোবলেই ইঁহারা মন্বন্তরাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

চাক্ষুষ—ষষ্ঠ মনু। এই মন্বন্তরে আপ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুগ ও লেখগণ দেবতা, এই গণ প্রত্যেকে ৮টী করিয়া। মনোজব ইঁহাদের ইন্দ্র। সুমেধা, বিরাজ, হবিষ্মান্, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, প্রমুখ, সুমহাবল প্রভৃতি চাক্ষুষ মনুর পুত্র।

সূর্য্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু। এই বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ দেবতা, পুরন্দর ইঁহাদের ইন্দ্র। বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ ইঁহারা সপ্তর্ষি। ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভ, করূষ, পৃষধ্র ও বসুমান্ এই ৯টী বৈবস্বত মনুর পুত্র।

প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর কালে আকূতির গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু অংশরূপে মানসদেব যজ্ঞনামে উৎপন্ন হন। স্বারোচিষ মনুর সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু অজিতমানস দেব তুষিতগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে উত্তম মনুর সময়ে ঐ তুষিত সুরোত্তম সত্যগণের সহিত সত্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া সত্যনামে বিখ্যাত হন; তামস মনুর সময় ঐ সত্য হরিগণের সহিত হর্য্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন;—তাঁহার নাম হয় হরি। রৈবতমনুর সময় হরি রাজসগণের সহিত সম্ভূতির গর্ভে জন্মিয়া মানস নামে বিখ্যাত হন। চাক্ষুষ মনুর সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু বৈকুণ্ঠনামক দেবগণের সহিত বৈকুণ্ঠার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। বৈবস্বত মনুর সময় ভগবান্ বিষ্ণু কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। পূর্ব্বোক্ত মনু, সপ্তর্ষি, দেবতা, দেবরাজ ও মনুপুত্র, ইঁহারা সকলই ভগবান্ বিষ্ণুর বিভূতি।

অপর সপ্ত মনুর বিবরণ এইরূপ;—সাবর্ণি অষ্টম মনু। বিশ্বকর্ম্মার সংজ্ঞা নামে এক কন্যা হয়, সূর্য্য সংজ্ঞাকে বিবাহ করেন। সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে মনু, যম ও যমী নামে তিনটী সন্তান হয়। কিছু দিন পরে সংজ্ঞা ভর্ত্তার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়ানাম্নী একটী কন্যাকে স্বামিশুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং তপস্যা করিতে গমন করেন। ছায়া সংজ্ঞার অনুরূপা ছিল। দিবাকর ছায়াকে সংজ্ঞা বিবেচনা করিয়া তাহার গর্ভে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করেন। প্রথম পুত্রের নাম শনৈশ্চর, দ্বিতীয় পুত্র সাবর্ণি মনু ও কন্যার নাম তপতী। ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের যে মনু নামে পুত্র হইয়াছিল, এই পুত্র তাঁহার সমানবর্ণ বলিয়া সাবর্ণি মনুনামে বিখ্যাত হন। এই মন্বন্তরে সুতপ, অমিতাভ ও মুখ্যগণ দেবতা, বিরোচন বলি ইঁহাদের ইন্দ্র, এই দেবগণ আবার প্রত্যেকে একবিংশতি ছিলেন। গালব, রাম, কৃপ, অশ্বত্থামা, ব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি সপ্তর্ষি এবং বিরজা, অম্বরীবান্ ও নির্ম্মোহাদি এই মনুর পুত্র।

দক্ষসাবর্ণি—নবম মনু। এই মনুর সময়ে পার, মরীচি, গর্ভ ও সুধর্ম্ম এই ত্রিবিধ দেবগণ,ইঁহাদের প্রত্যেক গণে দ্বাদশ করিয়া দেবতা এবং অদ্ভুত ইঁহাদের ইন্দ্র। দ্যুতিমান্, ভব্য, বসু, মেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান্ ও সত্য ইঁহারা সপ্তর্ষি। ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা প্রভৃতি এই মনুর পুত্র।

ব্রহ্মসাবর্ণি—দশম মনু। এই মনুর সময় সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা, এই দুইগণে দশশত দেবতা এবং শান্তি ইঁহাদের ইন্দ্র। হবিষ্মান্,সুকৃতি,সত্য, অপাঙমূর্ত্তি, নাভাগ,অপ্রতিমৌজা ও সত্যকেতু ইঁহারা সপ্তর্ষি এবং সুক্ষেত্র,উত্তমৌজা ও হরিসেন আদি করিয়া এই মনুর দশপুত্র। ইঁহারা সকলই পৃথিবী শাসন করেন।

ধর্ম্মসাবর্ণি—একাদশ মনু। ইঁহার সময় বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ ও নির্ম্মাণরতিগণ দেবতা; এই সকল দেবগণের প্রত্যেকগণে ত্রিশ জন করিয়া দেবতা। বৃষ ইঁহাদের ইন্দ্র। নিশ্চর, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান্, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান্ ও অনস ইঁহারা সপ্তর্ষি। সর্ব্বগ, সর্ব্বধর্ম্মা ও দেবানীক প্রভৃতি এই মনুর পুত্র।

রুদ্রপুত্র সাবর্ণি—দ্বাদশ মনু। এই মনুর সময় হরিতগণ, লোহিতগণ, সুমনোগণ, সুকর্ম্মগণ ও তারগণ দেবতা ছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেক গণেই দশজন করিয়া দেবতা। ঋতধামা ইঁহাদের ইন্দ্র। তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন ইঁহারা সপ্তর্ষি এবং দেববান্, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি উক্ত মনুর পুত্র।

রৌচ্য—ত্রয়োদশ মনু। এই মন্বন্তরে সুত্রামগণ, সুকর্ম্মগণ ও সুধর্ম্মগণ দেবতা, ইঁহাদের প্রত্যেক গণে ৩৩ জন করিয়া দেবতা ছিলেন; দিবস্পতি ইঁহাদের ইন্দ্র। নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী, নিষ্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও সুতপা ইঁহারা সপ্তর্ষি, চিত্রসেন ও বিচিত্রাদি উক্ত মনুর পুত্র।

ভৌত্য—চতুর্দ্দশ মনু। এই মন্বন্তরে চাক্ষুষগণ, পবিত্রগণ, কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বচোবৃদ্ধগণ দেবতা এবং শুচি ইঁহাদের ইন্দ্র। অগ্নিবাহু, শুচি, মাগধ, অগ্নীধ্র, যুক্ত ও

অজিতাদি সপ্তর্ষি। উরু, গভীর, ব্রহ্ম প্রভৃতি উক্ত মনুর পুত্র। এই মনুপুত্রগণ সকলেই পৃথিবীপাল।

প্রতি চতুর্থ যুগাবসানে বেদ-বিপ্লব হয়। সেই কারণ সপ্তর্ষিগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বেদের উদ্ধার করেন। মনু প্রত্যেক সত্যযুগে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা হন। মনুর অধিকার কাল পয্যন্ত দেবগণ যজ্ঞভুক্ হইয়া থাকেন। মনুপুত্র ও তদ্বংশীয়েরা এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীপালন করেন। মনু, সপ্তর্ষি, দেবরাজ ইন্দ্র, দেবগণ এবং মনুপুত্র ভূপালগণ, ইঁহারা প্রতি মন্বন্তরে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপ চতুর্দ্দশ মনু অতীত হইলে এক কল্প হয়। মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেব ও সপ্তর্ষিগণ ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর ভুবনস্থিতিকারক সাত্ত্বিক অংশ। (বিষ্ণুপুরাণ ৩।১-৩ অ০)

সকল পুরাণেই মনু ও মনুপুত্রগণের বিষয় লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায় প্রদর্শিত হইল না। মনুগণই আদি রাজা। ভগবান্ মনু হইতেই এই সৃষ্টি পালিত হইয়া থাকে।

হরিবংশে এই মনুর বিষয় যাহা লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহা বিবৃত হইল—

স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, ভৌত্য, রৌচ্য, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, মেরুসাবর্ণি ও দক্ষসাবর্ণি এই চতুর্দ্দশ মনু।

এই চতুর্দ্দশ মনুই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মনুনামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে ; সুতরাং ইঁহার পূর্ব্বে ছয় মনু অতীত হইয়াছেন ও সাবর্ণি প্রভৃতি সপ্ত মনু অবশিষ্ট আছেন। এক এক মনুর অধিকার শেষ হইলে যথাক্রমে সাবর্ণি প্রভৃতি মনু আবির্ভূত হইবেন।

প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু। এই মনুর সময়ে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ, ব্রহ্মার এই সপ্ত পুত্র সপ্তর্ষি এবং যামনামা দেবগণ ছিলেন, এই মনুর অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, .জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্ ও হব্য প্রভৃতি করিয়া দশপুত্র।

স্বারোচিষ মনুর সময় বশিষ্ঠপুত্র ঔর্ব্ব, কশ্যপ, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত ও চ্যবন ইঁহারা সপ্তর্ষি। তুষিত নামে দেবগণ। হবিধ্র, সুকৃতি, জ্যোতিঃ, আপ, মূর্ত্তি, অয়স্ময়, প্রথিত, নভস্য, নভ ও ঊর্জ্জ ইঁহারা মনুর পুত্র। তৃতীয়—ঔত্তমি মনু। এই মনুর সময় বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র এবং হিরণ্যগর্ভের ঊর্জ্জ প্রভৃতি পুত্র সপ্তর্ষি, ভানুগণ দেবতা এবং ঈশ, ঊর্জ্জ, তনূর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য ও নভ, ইঁহারা মনুপুত্র। চতুর্থ তামস মনুর সময় কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধামা, কপীবান্ ও অকপীবান্ ইঁহারা সপ্তর্ষি ; সত্যগণ দেবতা ; দ্যুতি, তপস্য, সুতপা, তপোমূল, তপোশন, তপোরতি, অকল্মাষ, তন্বী, ধন্বী ও পরন্তপ ইঁহারা উক্ত মনুর পুত্র। পঞ্চম রৈবত মনুর সময় বেদবাহু, বেদশিরা, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, সোমতনয়, ঊর্দ্ধবাহু অত্রিনন্দন, ও সত্যনেত্র ইঁহারা সপ্তর্ষি, অভূতরজস, প্রকৃতি, পারিপ্লব ও রৈভ্য ইঁহারা দেবতা। ধৃতিমান্, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্ম্মোহ, কৃতী ও সত্যবান্ এই সকলে উক্ত মনুর পুত্র।

চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মনুর সময়—ভৃগু, নভ, বিবস্বান্, সুধামা, বিরজা, অতিনামা, ও সহিষ্ণু ইঁহারা সপ্তর্ষি এবং আপ্য, প্রভূত, ঋভু, ত্রিদিববাসী, পৃথুক ও লেখা এই পঞ্চবিধ দেবগণ ছিলেন।

সপ্তম বৈবস্বত মনুর সময়—অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, ও ঋচীকপুত্র জমদগ্নি ইঁহারা সপ্তর্ষি, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, মরুদ্গণ, আদিত্যগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতা এবং ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি করিয়া এই মনুর দশ পুত্র।

সকল মনুর প্রারম্ভেই লোক সকলের ব্যবস্থা ও রক্ষার জন্য সপ্তর্ষিগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অতীত ছয় মনু ও বর্ত্তমান মনুর বিষয় বিবৃত হইল। অনাগত মনুর সংখ্যা ছয়টী। ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে সাবর্ণিনামা পাঁচ জন মনু আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন সূর্য্যতনয় বলিয়া বৈবস্বত সাবর্ণি নামে অভিহিত, অপর চারিজন প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র, ইঁহারা সুমেরু পর্ব্বতে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মেরুসাবর্ণি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই দক্ষদুহিতা প্রিয়ার গর্ভসম্ভূত। সুতরাং দক্ষের দৌহিত্র। রুচিনামক প্রজাপতির রৌচ্য ও ভৌত্য নামে দুই পুত্র হয়, পরে এই দুই পুত্র মনু হইয়াছিলেন। শেষোক্ত মনু রুচি-ভার্য্যা ভূতিদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উঁহার নাম ভৌত্য হইয়াছে।

সাবর্ণি মনুর সময়—রাম, ব্যাস, দীপ্তিমান্, ভরদ্বাজ, অশ্বত্থামা, গৌতম, শরদ্বান্, গালব ও রুরু ইঁহারা সপ্তর্ষি। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মবিদ্ ছিলেন। এই সপ্তর্ষিগণ ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের প্রবর্ত্তক। ইঁহারা কৃতাদি যুগচতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমসমূহের বিধান করিয়াছেন। বরীয়ান্, অবরীয়ান্, সংযত, ধৃতিমান্, বসু, চরিষ্ণু, আর্য্য, বিষ্ণু, রাজ ও সুমতি এই দশটী সাবর্ণি মনুর পুত্র। [মন্বন্তর দেখ]

চতুর্দ্দশ মনুর অধিকার শেষ হইলেই এক কল্প পূর্ণ হয়। মানবীয় এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিন, উত্তরায়ণ

দেবগণের দিবা এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। দেবতাদিগের দশ বৎসরে মনুর এক অহোরাত্র, উহার দশগুণে মনুর এক পক্ষ, উহার দশগুণে এক মাস, ঐরূপ দ্বাদশ মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন, দুই অয়নে এক বৎসর হয়। ইহার চারি সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ, চারিশত বৎসর সন্ধ্যা, ও চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ, তিন হাজারবৎসর ত্রেতা, ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ তিন শত বৎসর, দ্বাপর যুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর, কলিযুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর, ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ শত বৎসর। ইহারই একসপ্ততি যুগ এক এক মনুর ভোগকাল। এই মনুর ভোগকালই মন্বন্তর নামে অভিহিত। এইরূপে এক মনুর কাল অতীত হইলে অপর মনু হইয়া থাকে। এইরূপে যখন চতুর্দ্দশ মনুর ভোগকাল শেষ হয়, তখনই এক কল্প শেষ হইয়া থাকে। (হরিবংশ ৭-৯ অ°)

[অন্যান্য বিবরণ মন্বন্তর দেখ]

হিন্দুশাস্ত্রে মানবজাতির আদিপুরুষ বলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশ মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রত্যেকে এক এক মন্বন্তর অর্থাৎ ৪৩২০০০০ তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি সহস্র বৎসর কাল পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। উপরে স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনুর নামোল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে সপ্তম বৈবস্বত মনুর বর্ত্তমান অধিকার। ইনি স্বীয় ধার্ম্মিকতার জন্য পুরাকালে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। ঐ সময়ে জগদ্বাসী সকলে অধর্ম্মাচরণে লিপ্ত হইয়াছিল। শতপথ-ব্রাহ্মণে মহাপ্রলয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে, তৎপ্রসঙ্গে মনুরও উপাখ্যান কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রলয়ের বিষয় তিনি পূর্ব্বেই মৎস্য কর্ত্তৃক অবগত হইয়াছিলেন। মৎস্যরূপী ভগবান্ তাঁহাকে একখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দেন। পূর্ব্বাদেশ মত সেই মৎস্য আসিয়া জাহাজ চালনা করে। এই মহাপ্রলয় হইতে মনু পরিত্রাণ লাভ করেন; পরে তাঁহা হইতে পুনরায় জগতে মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হয়। [মৎস্যাবতার দেখ।]

হিব্রুদিগের নিকট ইনিই নোয়া (Noah) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

খৃষ্টধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলগ্রন্থে নোয়ার উপাখ্যান আছে। মানব-সৃষ্টি ও তদ্রক্ষাকল্পে ভগবান্ কএকজন পেট্রিয়ার্ক (প্রজাপতি) নিযুক্ত করেন। নোয়া তন্মধ্যে একজন। ইনি লামেকের্ (Lamech) পুত্র। ৯৫০ বৎসর ইহাঁর জীবন-কাল বলিয়া কথিত আছে।

৫ শত বৎসর জীবন-যাপনের পর, নোয়া শ্যাম, হাম ও জাফেথ্ নামে তিন পুত্র লাভ করেন। এই সময়ে প্রজাবৃদ্ধি-বশতঃ ধরা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। নরনারীগণের প্রেমোন্মাদ, কামুকতা, পরস্পরে ঈর্ষা ও ঈশ্বরে অননুরক্তি-প্রযুক্ত সমগ্র ধরাবাসী আসুরিক-ভাব ধারণ করিয়াছিল। জগদীশ্বর এই বৈলক্ষণ্য দেখিয়া পাপপ্রবাহ প্রশমনের জন্য জগদ্বিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি একমাত্র কৃপাপাত্র ও ভক্ত নোয়াকে জীবধ্বংসের সূচনা জানাইয়া তাঁহাকে নৌকা (Ark) নির্ম্মাণ দ্বারা আত্মরক্ষার উপদেশ দিলেন। নোয়া তাঁহার আদেশক্রমে জাহাজমধ্যে জগতের যাবতীয় পদার্থ সংস্থাপনপূর্ব্বক সপরিবারে আরোহণ করিলেন। ক্রমে প্রলয়প্লাবনে ধরা পরিপ্লুত হইয়া গেল। নোয়ার জাহাজ ধীরে ধীরে ঈশ্বর-কৃপায় আরারাট্ গিরিশৃঙ্গে আসিয়া সংলগ্ন হইল। এখানে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সপরিবারে ঈশ্বরের তৃপ্তির জন্য যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন। জগদীশ্বর তাঁহার পূজায় তৃপ্ত হইয়া আশ্বাসবাক্যে তাঁহাকে অভয়দান করেন। মহাপ্লাবনের পর, তিনি প্রায় ৩৫০বৎসর জীবিত থাকিয়া ধরাধামে প্রজাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। (Genesis v-ix)

বিভিন্ন প্রাচীন জাতির নিকট নোয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঐ সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থই তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। বালবেক-বাসীদিগের মতে কেরাক (Kerak) গ্রামের দক্ষিণাংশে বেকায়া অথবা সিলো-সিরিয়ার সমতলক্ষেত্রে নোয়ার সমাধি-মন্দির বিদ্যমান আছে। তাঁহার সমাধি-স্থানের উপর ১০ ফিট লম্বা, ৩ ফিট প্রশস্ত এবং ২ ফিট উচ্চ একটী প্রস্তর-স্তম্ভ গ্রথিত রহিয়াছে। উক্ত সমাধি-মন্দিরটী প্রায় ৬০ ফিট উচ্চ। এই সুবৃহৎ অট্টালিকার গঠনকার্য্যও নিতান্ত মন্দ নহে। ইহা সাধারণের নিকট একটী তীর্থ-ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। নোয়ার সমাধির ৪ মাইল অদূরে হার্মিস্ নিকার (Hermes Nicha) ভগ্ন-মন্দির দৃষ্ট হয়। হার্মিস্ নিকা গ্রীক এবং রোমকদিগের নিকট জলদেবতা (Mercury) বলিয়া পূজিত। বাইবেল গ্রন্থের নোয়া, মুসলমানদিগের নিকট 'নূ' (Nuh) নামে পরিচিত। বাবিলন বা কাল্দিয়ার অধিবাসিগণের বেরোসাসবাসী জিশুথ্রস্ (Xisuthros) অথবা শিশুথ্রসের (Sisuthros) সহিত খৃষ্টধর্ম্মশাস্ত্রোল্লিখিত নোয়া হিন্দুশাস্ত্রোক্ত মনুর অনেকটা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইনিই লিডিয়ানদের নিকট মৌস্ (Maues), ফ্রিজিয়ানদের নিকট' নোএ' (Noe), এবং গ্রীকদের নিকট দেউকলীয়ন্ (Deucalion) নামে প্রসিদ্ধ।

মহাপ্রলয় সম্বন্ধে কাল্দীয়ান (Chaldaean) জাতির যে উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সহিত হিব্রু বাইবেলের

জেনেসিস্ গ্রন্থে লিখিত ঘটনার সহিত অনেক ঐক্য দেখা যায়। কালদীয়দিগের শিশুথুস্ ও আকাডিয়াবাসীর নোয়া স্বীয় অসাধারণ পবিত্র চরিত্রগুণে মহাপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু অবশিষ্ট মনুষ্যগণ তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জলে মগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। উক্ত মহাপ্লাবনের সময় যে নিজির (Land of Nizir) নামক স্থানে শিশুথুসের জাহাজ আশ্রয় লাভ করে, তাহাও বাবিলনের উত্তরপূর্ব্বাংশে পীর-মাম্ নামক পর্বতের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

৪ বিষ্ণু। "বিশ্বকর্ম্মা মনুস্তষ্টা স্থবিষ্ঠো স্থবিরো ধ্রুবঃ।"

(ভারত ১৩।১৪৯।১৯)

৫ মননপ্রধান বিদ্বান্। "তস্মিন্নহং নিদধে নাগেহস্মিং যমাহুর্ম্নবস্তীর্ণবর্হিষং" (শুক্লযজুঃ ১৫।৪৯) 'মনবঃ মনন-প্রধানাঃ বিদ্বাংসঃ' (বেদদীপ) ৬ অন্তঃকরণ।

"দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভূতমাত্রা-

নাত্মানমন্যঞ্চ বিদুঃ পরং যৎ॥" (ভাগ০ ৬।৪।২৫)

'মনবো অন্তঃকরণানি' (স্বামী) ৭ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা। মনুর রচিত মানবশ্রৌতসূত্র ও মানবগৃহ্যসূত্রও দৃষ্ট হয়।

৮ কৃশাশ্বের পুত্রভেদ।

"কৃশাশ্বোঽর্চ্চিষি ভার্য্যায়াং ধূমকেতুমজীজনৎ।

ধিষণায়াং বেদশিরং দেবলং বয়ুনং মনুম্॥" (ভাগবত ৬।৬।২০)

মনু (মনুসংহিতা), মানবধর্ম্মশাস্ত্র। হিন্দু ধর্ম্মের অবশ্যপালনীয় প্রধান কর্ত্তব্য সমূহ এবং হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতি মাত্রেরই আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া কলাপের যথা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া যে মনু সংহিতা নামক ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকটিত রহিয়াছে, মনুই তাহার সঙ্কলয়িতা বলিয়া সাধারণ্যে প্রসিদ্ধি।

মনুবিরচিত এই সংহিতা গ্রন্থের কাল নির্ণয় করিতে যাইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মিঃ হাণ্টার প্রভৃতির মতে ইহা খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীতে সঙ্কলিত হয়। ডাঃ কল্ডওয়েল, এলফিন্‌ষ্টোন্ প্রভৃতির বিবেচনায় ইহার সঙ্কলন খৃষ্ট পূর্ব্ব ৯ম শতাব্দের কোন সময়ে হইয়াছিল। সার উললিয়ম জোন্স ও অধ্যাপক উইলসনের মতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দের পূর্ব্বে ইহার কোন কোন অংশ সংগৃহীত হইয়াছিল, বৌদ্ধ যুগের সমসাময়িক কালে অথবা তাহার পরবর্ত্তি সময়েও কোন কোন অংশ গঠিত হয়। উক্ত অধ্যাপকের মতে খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দ হইতে মনুসংহিতা গ্রন্থ বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। উইলসন সাহেব আরও বলেন উক্ত সংহিতা পাঠ করিলে অনুমান হয়, যে উহার স্মৃতিনিবন্ধগুলি প্রাচীনতম স্মৃতিপুঞ্জের অংশোদ্ধার মাত্র। মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনের পরবর্ত্তী সময়েও ইহার কতকাংশ সংযোজিত হয়। শিব ও কৃষ্ণচরিত্রের কোন উল্লেখ না থাকায় উহার কতকাংশ রামায়ণ ও মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ রামায়ণ ও মহাভারতেও ইহার শ্লোকনিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে। আবার অনেক স্থলে বৈদিক যুগের উন্নতির প্রকৃষ্ট নিদর্শনসমূহ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মহর্ষি ভৃগু বর্ত্তমান মনুসংহিতা প্রচার করেন, তজ্জন্য ইহা ভৃগুসংহিতা নামেও খ্যাত। অনেকের বিশ্বাস, মানবগৃহ্যসূত্র ও মানবধর্ম্ম-সূত্র অবলম্বনে বর্ত্তমান সংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার সহিত মানবগৃহ্যসূত্রের অনেক বিষয়ে মিল থাকিলেও মনুসংহিতার সহিত অনেক বিষয়েই মিল নাই।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে সৃষ্টির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে—

"আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।

অপ্রত্যর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥" (মনু ১।৫)

এই শ্লোকটী মনুষ্য মাত্রকে জগৎ সৃষ্টির সূচনা জানাইয়া দেয়। অতঃপর মনুষ্য জাতি বা সমাজ বিশেষের সমূহ অনিষ্ট পাতাদির উল্লেখ আছে। রাজার এবং লোক সাধারণের ধর্ম্ম, সমাজ, গার্হস্থ্যজীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতাও সবিস্তার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্ উইলিয়ম জোনস্ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরে মহামতি হটন্, লুসেলিয়ো দেলাং কাঁমস, বুল্‌হর প্রভৃতির অনুবাদ য়ুরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।

মনুকুলাদিত্য, জনৈক রাজার উপাধি। ইহাঁর আদেশানুসারে সর্ব্বজ্ঞাত্মা সংক্ষেপশারীরক রচনা করেন।

মনুচেহর, পারস্যের পিস্‌দাদীয়বংশীয় জনৈক প্রাচীন রাজা। ইনি ফরাদুনের পরে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি অতিশয় সচ্চরিত্র এবং ধার্ম্মিক ছিলেন। ইহাঁর প্রধান সচিব শামের সাহস ও বুদ্ধিকৌশলে পারস্যরাজ্যের সমধিক উন্নতি সাধিত হয়। ১২০ বৎসর কাল রাজত্বের পর মনুচেহর পরলোক গমন করেন। তদীয় পুত্র নৌজার রাজত্বকালে তুরাণরাজ পশদে পারস্যদেশ আক্রমণ করেন।

মনুগ (পুং) মনুর পৌত্র, প্রিয়ব্রতের পুত্র দ্যুতিমান্, দ্যুতিমানের পুত্র মনুগ। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৩।২৩)

মনুজ, জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার। ইনি বৈদ্যসর্ব্বস্ব নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

মনুজ (পুং) মনোর্জাত ইতি জন-ড। মনুষ্য, মানব। মনু হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনুজ কহে।

"স্বর্গাপবর্গৌ মানুষ্যাৎ প্রাপ্নুবন্তি নরা মুনে!।

যথাভিরুচিতং স্থানং তদ্‌যান্তি মনুজা দ্বিজ॥" (বিষ্ণুপু০ ১।৬।১০)

মনুজপতি (পুং) মনুজানাং পতিঃ। মনুষ্যদিগের অধিপতি, রাজা। "প্রীতিশ্চ নির্নিমিত্তং মনুজপতীনাং সুভিক্ষঞ্চ।" (বৃহৎসংহিতা ৪।৯)

মনুজলোক (পুং) মনুষ্য লোক।

মনুজাত (ত্রি) মনু বা মানব হইতে উৎপন্ন।

মনুজাত্মজ (পুং) মানব। স্ত্রিয়াং টাপ্ নারী।

মনুজাধিপ (পুং) মনুজানাং অধিপঃ ৬তৎ। মনুজদিগের অধিপতি, রাজা, মনুজেন্দ্র। মনুজাধিপতি।

"কুর্য্যাৎ পঞ্চদশ্যাং পীড়াং মনুজাধিপস্যৈব।" (বৃহৎস০ ৩৪।২১)

মনুজী (স্ত্রী) মনুজ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মানুষী। (জটাধর) কাহারও কাহারও মতে ঙীষ্ না হইয়া টাপ্ হইবে। টাপ্ করিয়া মনুজা।

"বিদ্যাধরাণাং নারীষু সাধ্বীষু মনুজাসু চ।" (হরিব০ ১৭৬।২৩)

মনুজেন্দ্র (পুং) মনুজানাং ইন্দ্রঃ। মনুষ্যদিগের রাজা।

মনুজ্যেষ্ঠ (পুং) ১ অসি, তরবারি। ২ বৃদ্ধ। ৩ দণ্ডভেদ।

মনুত্ব (ক্লী) মনোর্ভাবঃ ত্ব। মনুর ভাব বা ধর্ম্ম।

"যোঽসাবস্মিন্ মহাকল্পে তনয়ঃ স বিবস্বতঃ।
শ্রাদ্ধদেবইতি খ্যাতো মনুত্বে হরিণার্পিতঃ॥" (ভাগ০৮।২৪।১১)

মনুপ্রীত (ত্রি) মনু কর্ত্তৃক প্রীত। মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রীত। "আপ্যং মনু প্রীতাসঃ জনিম বিবস্বতঃ" (ঋক্ ১০।৬৩।১) 'মনুপ্রীতাসঃ মনুষ্যৈঃ প্রীতাঃ' (সায়ণ)

মনুভূ (পুং) মনোর্ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্, মনুর্ভূরুৎপত্তিস্থানং যস্যেতি বা। মনুষ্য। (শব্দচ০)

মনুযুগ (ক্লী) মন্বন্তর, মহাযুগ, মনুপরিমিত কালবিশেষ। [মনু ও মন্বন্তর দেখ।]

মনুরাজ (পুং) মনু মানব ইব রাজতে ইতি রাজ-ক্বিপ্, মনুষ্যবদাচারবত্ত্বাদস্য তথাত্বং। কুবের। (ত্রিকা০)

মনুর্হিত (ত্রি) মনুনা হিতং, মনেরৌণাদিক উসিন্ প্রত্যয়ঃ, তৃতীয়া কর্ম্মাণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ১ মনু অর্থাৎ ব্রহ্ম দ্বারা হিত, ব্রহ্মে অবস্থাপিত। ২ মনুষ্যদিগের হিত। "শং যোযত্তে মনুর্হিতং তদীমহে" (ঋক্ ১।১০৬।৫) 'মনুর্হিতং মনুনা ব্রহ্মণা হিতং স্বয়বস্থাপিতং যদ্বা মনুষ্যাণামনুকূলং' (সায়ণ)

মনুবৎ (অব্য০) মনুরিব ইবার্থে বতি। মনুর ন্যায়।

"ত্বা দূতাসো মনুবদ্বদেম" (ঋক্ ২।১০।৬) 'মনুবৎ মনুরিব বদেম' (সায়ণ)

মনুবৃত (ত্রি) মনুষ্যকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত।

মনুশ্রেষ্ঠ (পুং) বিষ্ণু।

মনুষস্ (পুং) মন-উসিন্। "মনুষস্য শাসনীঃ পিতুর্যৎ পুত্রো মম কস্য জায়তে" (ঋক্ ১।৩১।১১) 'মনুষ্যস্য মনোঃ' (সায়ণ)

মনুষী (স্ত্রী) মনুষ্যস্য স্ত্রী, মনুষ্য (হয়গবযমুকয়মনুষ্যমৎস্যানামপ্রতিষেধঃ। পা ৪।১।৬৩) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঙীষ্, (হলস্তদ্ধিতস্য। পা ৬।৪।১৫০) ইতি যলোপঃ। মানুষী, মনুষ্যপত্নী। (শব্দরত্না০)

মনুষেন্দ্র (পুং) মনুজেন্দ্র। (কথাসরিৎসা০ ২৯।১৯৮)

মনুষ্য (পুং) মনোরপত্যমিতি মনু (মনোর্জাতাবঞ্যতৌ যুক্‌চ। পা ৪।১।১৬১) ইতি যৎ যুগাগমশ্চ। মনুর অপত্য, পর্য্যায়,—মানুষ, মর্ত্ত্য, মনুজ, মানব, নর, ভূমিজ, দ্বিপদ, চেতন, ভূস্থ, মনু, পঞ্চজন, পুরুষ, পূরুষ, পুমান্, না, মর্ণ, বিট্। (জটা০)

ব্রহ্মার নববিধ সৃষ্টির মধ্যে এক প্রকার সৃষ্টি।

"অর্ব্বাক্‌স্রোতস্তু নবমঃ ক্ষত্তরেকবিধো নৃণাম্।
রজোঽধিকাঃ কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ॥"
(ভাগবত ৩।১০।২৪)

সৃষ্টি চারি প্রকার, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। মনুষ্য জরায়ুজ। মনুষ্যজন্ম ব্যতীত জীবের মুক্তি হইতে পারে না। মনুষ্য জন্ম হইলে তাহাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে বহু লক্ষ জন্মের পর মনুষ্যজন্ম হয়।

"বিমুক্তিহেতুকাম্যা তু নরযোনিঃ কৃতাত্মতাম্।
না মুঞ্চন্তি হি সংসারে বিভ্রান্তমনসো গতাঃ॥
জীবা মনুষ্যতাং মন্যে জন্ম নামযুতৈরপি।
তদীদৃক্ দুর্লভং প্রাপ্য মুক্তিদ্বারং বিচেতসঃ॥" ইত্যাদি
(অগ্নিপু০ সর্গকথন নামাধ্যায়)

পুণ্যাত্মাদিগের মুক্তির জন্যই মনুষ্য জন্ম হইয়া থাকে। যাহারা মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া মুক্তির জন্য চেষ্টা করেনা, মহামায়াভিভূত হইয়া সংসারে বিচরণ করে, তাহাদের জন্মই নিষ্ফল। মনুষ্যদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই ভগবান্ শ্রীহরি।

"মনুষ্যাণাং পিতা মাতা ভ্রাতা চ শ্রীহরির্যথা।
বিশেষতো মনুষ্যাণাং পিতা মাতা জনার্দ্দনঃ।
ভ্রাতা চ সর্ব্বলোকানাং বাৎসল্যগুণসাগরঃ॥"
(পাদ্মোত্তরখণ্ড ৭৮ অ০)

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মনুষ্য তিন প্রকার। যে সকল মনুষ্যের প্রকৃতি সত্ত্ববহুলা, তাহারা সাত্ত্বিক, রজগুণাধিক্যে রাজসিক এবং তমোগুণাধিক্যে তামসিক মনুষ্য হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ সম্মিলিত হইয়াই কার্য্য করে, তথাচ যাহার যে গুণ প্রবল হয়, তাহার অন্য গুণদ্বয় অপ্রবল ভাবে ঐ প্রবল গুণেরই সহায়তা করে।

যেরূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনই শরীর ধারণের উপ-

যোগী, তথাচ ইহাদের মধ্যে যখন কোন একটী প্রবল হয়, তখন অন্য দুইটীও প্রবলের সহায়তা করে, তদ্রূপ মনুষ্যের গুণ সম্বন্ধেও জানিতে হইবে।

"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥" (গীতা ১৪ অ°)

[মানবশব্দ দেখ।]

(ত্রি) ২স্তুতিকারক। "হোতা মনুষ্যো ন দক্ষঃ"(ঋক্ ১।৫৯৪) 'মনুষ্যঃ লৌকিকো বন্দী দাতারং প্রভুং বহুবিধয়া স্তুত্যা স্তৌতি' (সায়ণ) ৩ মনুষ্য সম্বন্ধী। "প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি" (ঋক্ ১।৯২।১১) 'মনুষ্যা মনুষ্যাণাং সম্বন্ধীনি যুগানি কৃতত্রেতাদীনি' (সায়ণ) ৪ মনুষ্যদিগের হিত। "দশারিত্রো মনুষ্যঃ স্বর্ষা" (ঋক্ ২।১৮।১) 'মনুষ্যো মনুষ্যাণাং হিতঃ' (সায়ণ)

মনুষ্যকার (পুং) মনুষ্যকারঃ। পুরুষকার, পুরুষের কৃতিসাধ্য চেষ্টা।

মনুষ্যকিল্বিষ (ক্লী) মনুষ্যস্য কিল্বিষং। মানবদিগের পাপ।

মনুষ্যকৃত (ত্রি) মনুষ্যৈঃ কৃতঃ। মনুষ্য কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শুভাশুভ। "মনুষ্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি" (শুক্ল যজু° ৮।১৩) 'মনুষ্যকৃতস্য মনুষ্যেষু কৃতস্য দ্রোহনিন্দাদেরেনসঃ' (বেদদীপ°)

মনুষ্যগন্ধর্ব্ব (পুং) মানবরূপী গন্ধর্ব্ব।

মনুষ্যচর (ত্রি) মনুষ্যের সহিত ব্যবহারশীল। (তৈত্তিস° ৬।৪।৯)

মনুষ্যচ্ছন্দস্ (ক্লী) মনুষ্যচ্ছন্দঃভেদ। (তৈত্তিসং ৫।৪।৮।৬।১)

মনুষ্যজ (ত্রি) মনুষ্যাৎ জায়তে জন-ড। মনুষ্য হইতে জাত। "পতিস্বরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ" (ঋক্ ১০।৮৫।৪০)

মনুষ্যতা (স্ত্রী) মনুষ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। মনুষ্যত্ব, মনুষ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

"স্বতন্ত্রতা মনুষ্যাণাং পরতন্ত্রা সদা বলা।
নরোঽপি পরতন্ত্রো যস্তস্য কীদৃক্ মনুষ্যতা॥"

(রামায়ণ ১।১২৫।২৯)

মনুষ্যত্রা (অব্য°) মনুষ্য মধ্যে।

মনুষ্যত্ব (ক্লী) মনুষ্যস্য ভাবঃ ত্ব। মনুষ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

মনুষ্যদেব (পুং) মনুষ্যেষু দেব ইব। নরদেব, রাজা।

মনুষ্যধর্ম্মন্ (পুং) মনুষ্যস্যেব ধর্ম্ম আচারো যস্য (ধর্ম্মাদনিচ্ কেবলাৎ। পা ৫।৪।১২৪) ইতি সমাসান্তো অনিচ্। কুবের।

মনুষ্যযজ্ঞ (পুং) মনুষ্যেভ্যো মনুষ্যার্থং যো যজ্ঞঃ। পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত যজ্ঞভেদ। অতিথিপূজন, নৃযজ্ঞ, অতিথিসংকারের নামই মনুষ্যযজ্ঞ।

"তান্যেব মহাসত্রাণি ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি" (শতপথব্রা° ১১।৫।৬।১)

গৃহস্থ প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে পঞ্চসূনাকৃত পাপ বিনষ্ট হয়।

[পঞ্চ মহাযজ্ঞ দেখ।]

মনুষ্যরথ (পুং) মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী রথবিশেষ।

মনুষ্যরাজ (পুং) মনুষ্যাণাং রাজা, 'রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্' ইতি টচ্। মনুষ্যদিগের রাজা, মনুজেন্দ্র।

"মেষো যমায় কৃষ্ণো মনুষ্য রাজায়" (শুক্লযজু° ২৪।৩০)

মনুষ্যলোক (পুং) নৃলোক, মানবলোক, পৃথিবী।

"দেবলোকায় পেশিতারং মনুষ্যলোকায় প্রকরিতারং"

(শুক্লযজু° ৩০।১২)

মনুষ্যবিশ্ (স্ত্রী) মনুষ্যলোক। (ঐতরেয়ব্রা° ১৯)

মনুষ্যসভা (স্ত্রী) মনুষ্যসমূহ।

মনুষ্যসব (পুং) ১ নরমেধযজ্ঞ। ২ মনুষ্যকৃত যজ্ঞ।

"যো বৈ সোমেন সূয়তে স দেবসবঃ। যঃ পশুনা সূয়তে স দেবসবঃ। য ইষ্ট্যা সূয়তে স মনুষ্যসবঃ।"(তৈত্তি°ব্রা°২।৭।৫।১)

মনুষ্যেন্দ্র (পুং) মনুষ্যাণামিন্দ্রঃ ৬তৎ। মানবদিগের ইন্দ্র, মনুষ্যদিগের রাজা, মনুষ্যেশ্বর।

মনুষ্বৎ (অব্য°) মনুর যজ্ঞ সদৃশ। "মনুষ্বদিন্দ্র সবনং জুষাণঃ" (ঋক্ ৩।৩২।৫) 'হে ইন্দ্র মনুষ্বৎ মনোর্যজ্ঞমিব মমেদং সবনং' (সায়ণ)

মনুস্ (পুং) মন্যতে জানাতীতি মন-জ্ঞানে উসি-নিৎ চ। মনু, প্রজাপতি। "বরুণো মিত্রো অর্য্যমা সীদন্তু মনুষো যথা" (ঋক্ ১।২৬।৪) 'মনুষঃ প্রজাপতেঃ' (সায়ণ)

মনুসব (পুং) মনু বা মনুষ্যকৃত যজ্ঞ। (তৈত্তি°সং ৭।৫।১৫।৩)

মনের, হাসানপুর পরগণার অন্তঃপাতী খুড়িয়ানালা নামক একটী ক্ষুদ্রনদীর তীরে এই স্থান অবস্থিত। আধুনিক মানচিত্রে এইস্থান মিনিয়া নামে অঙ্কিত। ইহা ভুইলা দী হইতে ৩৪ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত।

যুবরাজ সিদ্ধার্থ (বুদ্ধ) তদীয় অনুচর ছন্দকের সঙ্গে মনের নামক স্থানে অশ্বারোহণে অবনী নদী অতিক্রম করেন। মনেরকোরা নদী বর্ত্তমান রামগ্রাম হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। পুরাতন মনের সহর বর্ত্তমান মনের নামক গ্রাম হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। ঐ স্থানে এখন স্তূপাকার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তথাকার লোকেরা ইহাকে 'তমেশ্বর দী' বলিয়া থাকে; যেহেতু ঐ উচ্চ স্থানোপরি তমেশ্বরনাথ নামক শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। এই স্থানে 'তমেশ্বর সাগর' নামক একটী চতুষ্কোণ পুষ্করিণী আছে। উক্ত শিবলিঙ্গের একটী নাম মন, সম্ভবতঃ উক্ত মনেশ্বর শিবলিঙ্গের নামানুসারে মনের নাম হইয়াছে।

মনোক, জনৈক প্রাচীন কবি।

মনোগত (ত্রি) মনো গতঃ। মনঃস্থিত, মনে যাহা আছে।

মনোগতি (স্ত্রী) মনসঃ গতিঃ ৬তৎ। মনের গতি, অবস্থা, মনের বৃত্তি।

"পরিত্যজামি ত্বাং কাম ! হিত্বা সর্ব্বমনোগতীঃ।"

(ভারত ১২।৬৬২৭)

মনোগবী (স্ত্রী) ইচ্ছা।

মনোগুপ্তা (স্ত্রী) মনসা মনঃ শব্দেন গুপ্তেব। মনঃশিলা।

মনোগ্রহণ (ক্লী) মনসঃ গ্রহণম্। মনের গ্রহণ, মনকে লওয়া। ২ মনঃ দ্বারা গ্রহণ, যথা—সুখ দুঃখাদি।

মনোগ্রাহিন্ (ত্রি) মনসা গৃহ্লাতীতি গ্রহ-ণিনি। মনঃ দ্বারা গ্রহণকারী।

মনোগ্রাহ্য (ত্রি) মনসা গ্রাহ্যঃ। সুখ দুঃখাদি, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মনেই অনুভব হয়, এইজন্য ইহা মনোগ্রাহ্য।

মনোজ (পুং) মনসি জাতঃ জন-ড। মনসিজ, কাম।

মনোজন্মন্ (পুং) মনসো জন্ম যস্য। কন্দর্প। (ত্রিকা০)

মনোজব (পুং) মনস ইব জবোহস্য, একদৈব সর্ব্বগামিত্বাৎ তথাত্বং। ১ বিষ্ণু।

"মনোজবস্তীর্থকরো বসুরেতা বসুপ্রদঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৮৭)

মনসশ্চিত্তস্য জবঃ। ২ মনের বেগ। ৩ অনিলপত্নী শিবার পুত্র।

"অনিলস্য শিবাভার্য্যা যস্যাঃ পুত্রো মনোজবঃ।" (হরি ৩।৪২)

৪ রুদ্রের পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু০ ৫২।১১) ৫ তীর্থভেদ। এই তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়।

"মনোজবে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ।"

(ভারত ৩।৮৩।৮৫) ৬ ষষ্ঠ মন্বন্তরের ইন্দ্র।

"মনোজব স্তথৈবেন্দ্রঃ সংখ্যাতো যজ্ঞভাগভুক্।"

(মার্কণ্ডেয়পু০ ৭৬।৫৩)

৭ মেধাতিথির পুত্রভেদ। (ভাগবত ৫।২০।২৫) মনো জবং বেগবদ্ যস্মিন্, যদ্বা মনো জবতি পিতারমিতি কৃত্বা ধাবত্যস্মিন্ জু-সৌত্রধাতুঃ অচ্। ৮ পিতৃতুল্য। পর্য্যায়—পিতৃসন্নিভ। (অমর) ৯ অতিশয় বেগবান্।

"তমন্বধাবন্ বেগেন তুরগোহসৌ মনোজবঃ।"

(মার্কণ্ডেয়পু০ ২১।৮)

মনোজবস্ (ত্রি) মনের ন্যায় বেগযুক্ত, মনের ন্যায় বেগশালী।

"মনোজবা ত্বা পিতৃভির্দক্ষিণতঃ পাতু" (শুক্লযজু০ ৫।১১)

'মনোজবাঃ মনোবদ্ বেগযুক্তঃ যমো দেবঃ' (বেদদীপ০)

মনোজবস (ত্রি) মনোজবত্যস্মিন্, জু—বাহুলকাৎ অসচ্। পিতৃসন্নিভ। (অমরটীকায় স্বামী)

মনোজবা (স্ত্রী) মনো জবত্যত্রেতি, জু-অচ্, টাপ্। ১ অগ্নিজিহ্বাবৃক্ষ। (জটাধর) ২ বহ্নিজিহ্বা বিশেষ।

"মনোজবা চ যা জিহ্বা লঘিমা গুণলক্ষণা।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্যো ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু০ ৯৯।৫৪)

৩ স্কন্দের মাতৃগণভেদ।

"মনোজবা কণ্টকিনী প্রথমা পূতনা তথা॥" (ভারত ৯।৪৬।১৬)

৪ ক্রৌঞ্চদ্বীপের নদী বিশেষ। (ভারত ১।৫৬।১৮) মন ইব জবো যস্যাঃ। বেগবিশিষ্টা স্ত্রী।

"অহঃ সু বিরহানেন যথাকামং মনোজবা।" (ভারত১।১৫৩।১৮)

মনোজবিন্ (ত্রি) মন ইব জবো হস্যাস্তীতি ইনি। মনোজব, মনের ন্যায় বেগযুক্ত।

মনোজবৃদ্ধি (স্ত্রী) মনোজস্য কামস্য বৃদ্ধির্যস্মাৎ। ১ কামবৃদ্ধি ক্ষুপ। (রাজনি০) মনোভবস্য বৃদ্ধিঃ। ২ কামবৃদ্ধি।

মনোজাত (ত্রি) মনসি জাতঃ। মনোৎপন্ন, মনে যাহা হয়। দর্শন, শ্রবণাদি ইচ্ছারূপ, মন হইতে যাহা উৎপন্ন।

"যে দেবা মনোজাতা মনোযুজো দক্ষক্রতবস্তেনোঽবন্তু"

(শুক্লযজু০ ৪।১১) 'মনোজাতাঃ, দর্শনশ্রবণাদীচ্ছারূপান্মনসঃ উৎপন্না—ইচ্ছোৎপত্তৌ তেষাং প্রবর্ত্তমানত্বাৎ' (বেদদীপ০)

মনোজিঘ্র (ত্রি) অনুমানলব্ধ।

মনোজু (ত্রি) মন ইব জবতে জু-কিপ্। মনের ন্যায় বেগযুক্ত। "ইন্দ্রবায়ূ মনোজুবা বিপ্রা হবন্ত উতয়ে"(ঋক১।২৩।৩)

'মনোজুবা জবতি গতিকর্ম্মা, মনোবজ্জবত ইতি মনোজুবা মনইব বেগযুক্তৌ' (সায়ণ)

মনোজ্ঞ (ক্লী) মনো জানাতি জ্ঞাপয়তি তোষয়তীতি অন্তর্ভূতণ্যর্থে-জ্ঞা-ক। ১ সরল কাষ্ঠ। (রত্নমালা) (ত্রি) মনসা জানাতীতি, যদ্বা মনঃ জ্ঞাপয়তি তোষয়তীতি জ্ঞা-ক। ২ মনোহর, পর্য্যায়—সুন্দর, রুচির, চারু, সুষম, সাধু, শোভন, কান্ত, মনোরম, রুচ্য, মঞ্জু, মঞ্জুল, বন্ধুর, বন্ধূর, পেশল, পেষল, সুমনস্, বাম, অভিরাম, নন্দিত। (শব্দরত্না০)

"মনোজ্ঞং শুচি নাত্যুষ্ণং প্রত্যগ্রমশনং হিতম্।
পূর্ব্বং মধুরমশ্নীয়াৎ মধ্যেঽম্ললবণৌ রসৌ॥" (সুশ্রুত ১।৪৬)

৩ কুন্দপুষ্প। (রাজনি০)

মনোজ্ঞতা (স্ত্রী) মনোজ্ঞস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। মনোজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম, মনোহরত্ব।

মনোজ্ঞশব্দাভিবর্জ্জিত (পুং) কংসভেদ।

মনোজ্ঞস্বর (পুং) গন্ধর্ব্বভেদ। সুন্দর স্বর।

মনোজ্ঞা (স্ত্রী) মনোজ্ঞ-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ মনোহরা। ২ মনঃশিলা। (রত্নমালা) ৩ রাজপুত্রী। (জটাধর) ৪ বন্ধ্যা-

কর্কোটকী। ৫ আবর্ত্তকী। ৬ স্থূলজীরক। ৭ জাতীপুষ্প। ৮ মদিরা। (রাজনি॰)

মনোতৃ (ত্রি) প্রজ্ঞাতা, উত্তমরূপে যিনি জানেন। ২ মানয়িতা। "ত্বং শুক্রস্য বচসো মনোতা" (ঋক্ ২।৯।৪) 'মনোতা প্রজ্ঞাতা ভবসি, যদ্বা মানয়িতা' (সায়ণ) ২ দাতা। "পুরূবসু মনোতরা রয়ীণাং" (ঋক্ ৮।৮।১২) 'রয়ীণাং ধনানাং মনোতরা মন্তারৌ দাতারৌ মন্যতে স্তুচি পৃষোদরাদিত্বাদ্ রূপসিদ্ধিঃ' সায়ণ)

মনোদণ্ড (ক্লী) মানসিকবৃত্তিনিরোধশক্তি। (মনু ১২।১০)

মনোদত্ত (ত্রি) চিন্তায় অভিনিবিষ্ট।

মনোদত্ত, কলাদীক্ষা নামক গ্রন্থরচয়িতা।

মনোধর, কাব্যদর্পণ নামে কাব্যপ্রকাশটীকাপ্রণেতা।

মনোদাহিন্ (পুং) মন-দহ-ণিনি। মনঃপীড়াদায়ক, যিনি মনকে দহন করেন।

মনোদুষ্ট (ত্রি) মনসা দুষ্টঃ। মনঃ দ্বারা কলুষিত। মন যাহাদের পাপযুক্ত।

"মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।
রজসা স্ত্রীমনোদুষ্টা সন্ন্যাসেন দ্বিজোত্তমঃ॥" (মনু ৫।১০৮)
'মনোদুষ্টা পরপুরুষমৈথুনসঙ্কল্পাদিদূষিতমানসা' (কুল্লূক)

মনোঽধিনাথ (পুং) প্রাণপতি, স্বামী।

মনোধৃত (ত্রি) সংযতমনস্ক, জিতেন্দ্রিয়। "কবীনাং মনোধৃতঃসু কৃতস্তক্ষত স্তাং" (ঋক্ ৩।৩৮।২) 'মনোধৃতঃ সংযতমনস্কাঃ' (সায়ণ)

মনোঽনবস্থান (ক্লী) মনসঃ অনবস্থানং। চিত্তের অনবধানতা।

মনোনাশ (পুং) মনসো নাশঃ। মনের নাশ, মনোলয়। যখন জীবের মুক্তি হয়, তখন মন অহঙ্কারে লীন হয়।

মনোঽনুগ (ত্রি) মনসা অনুগচ্ছতি মনস্-অনু-গম-ড। হৃদয়ানুগ, মনের অনুগামী।

"প্রিয়মাবেদয়িষ্যামি ভবতো যন্মনোঽনুগং।" (হরিব॰)

মনোঽপহারিন্ (ত্রি) মনঃ অপহরতি হৃ-ণিনি। মনোহারী।

মনোভব (পুং) মনসঃ মনসি বা ভবতীতি ভূ-অচ্, মনসঃ ভব, উৎপত্তির্যস্যেতি বা। ১ কন্দর্প। (হলায়ুধ) (ত্রি) ২ মনে উৎপন্ন।

"দৃশ্যমানা বিনার্থেন ন দৃশ্যন্তে মনোভবাঃ।
কর্ম্মভির্ধ্যায়তো নানাকর্ম্মাণি মনসো ভবান্।"(ভাগ॰৬।১৫।২৪)

মনোঽভিপ্রায় (পুং) মনসঃ অভিপ্রায়ঃ। মনের অভিপ্রায়, ইচ্ছা।

মনোঽভিরাম (পুং) মনসঃ অভিরামঃ। মনোজ্ঞ, সুন্দর।

"মনোঽভিরামাঃ শৃণ্বন্তৌ রথনেমিস্বনোন্মুখৌ।" (রঘু॰ ১ সর্গ)

মনোভিরাম, জন্মপদ্ধতিপ্রণেতা।

মনোভূ (পুং) মনসঃ মনসি বা ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্। কামদেব। (শব্দরত্না॰)

"শ্যামা শুশুভে শাশনা তয়া মনোভূর্মধুৎসবস্তেন।
মদমুদিতমানসানাং তেনাপি মৃগীদৃশাং লীলা॥"
(কলাবিলাস ১।৩৩)

মনোভৃৎ (ত্রি) মনের পোষণকারী। (শতপথব্রা॰ ৮।১।৩।৬)

মনোমথন (পুং) মদন।

মনোময় (ত্রি) মনস্-স্বরূপার্থে ময়ট্। মনোরূপ।

"স ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষং মনোময়ং দেবময়ং বিকার্য্যম্।
সংসাদ্য গত্যা সহ তেন যাতি বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসন্নিরোধম্॥"
(ভাগ॰ ২।২।৩০)

মনোমুষি (ত্রি) আধ্যাত্মিকাদি তাপক্লিষ্ট মন।

মনোমুহ্ (ত্রি) উন্মাদকারী, মনোমোহনকারী।

মনোযায়িন্ (ত্রি) ১ ইচ্ছামত গমনকারী। ২ শীঘ্রগামী।

মনোযুজ্ (ত্রি) মনসা যুজ্যতে যুজ্-ক্বিপ্। মনের দ্বারা যুক্ত। "যে দেবা মনোজাতা মনোযুজো দক্ষক্রতবস্তে নোঽবন্তু" (শুক্লযজু॰ ৪।১১) 'মনোযুজঃ রূপাদিদর্শনকালেঽপি মনসা যুক্তা এব বর্ত্তন্তে' (বেদদীপ॰)

মনোযোনি (পুং) মন এব যোনিরুৎপত্তিস্থানং যস্য। মনোভূ, কন্দর্প। (হেম)

মনোরঞ্জন (ক্লী) মনসঃ রঞ্জনং। মনের তুষ্টিসম্পাদন।

মনোরথ (পুং) মনসঃ রথ ইব, মন এব রথোঽত্রেতি বা ইচ্ছা।

"ইতস্ততশ্চ বৈদেহীমন্বেষ্টুং ভর্তৃচোদিতাঃ।
কপয়শ্চেরুরার্ত্তস্য রামস্যেব মনোরথাঃ॥" (রঘু ১১।৫৯)

মনোরথ, কাশ্মীরপতি জয়াপীড়ের প্রতিপালিত জনৈক কবি।

"মনোরথঃ শঙ্খদত্তশ্চটকঃ সন্ধিমাংস্তথা।
বভূবুঃ কবয়স্তস্য বামনাদ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ॥" (রাজত॰ ৪।৪৯৬)

২ একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধস্থবির।

মনোরথ-তৃতীয়া (স্ত্রী) ১ চৈত্রমাসের শুক্লতৃতীয়া। ২ উক্ত তিথিতে কর্ত্তব্য ব্রতভেদ। এই ব্রত করিলে মনোরথ সিদ্ধি হয়।

মনোরথদায়ক (ত্রি) ১ মনোভীষ্ট-সফলকারী। (পুং) ২ কল্পবৃক্ষ।

মনোরথ-দ্বাদশী, ১ চৈত্রশুক্লত্রয়োদশী। ২ ঐ তিথিতে অনুষ্ঠেয় ব্রতভেদ।

মনোরথদ্রুম (পুং) কামদেব।

মনোরথসিদ্ধি (স্ত্রী) মনোরথস্য সিদ্ধিঃ। মনোরথের সিদ্ধি, অভিলাষপূরণ।

মনোরথসৃষ্টি (স্ত্রী) কাল্পনিক সৃষ্টি, মনগড়া।

মনোরম (ত্রি) মনো রময়তীতি রম-ণিচ্-অণ। মনোজ্ঞ, মনোহর।

"পুরস্তাদ্বিমলে পাত্রে সুবিস্তীর্ণে মনোরমে।
সূদঃ সূপৌদনং দদ্যাৎ প্রদেহাংশ্চ সুসংস্কৃতান্॥"
(সুশ্রুত ১৪৬ অ০)

মনোরমা (স্ত্রী) মনোরম-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ গোরোচনা। (রাজনি০) ২ বুদ্ধিশক্তিবিশেষ, পর্য্যায়—তারা, মহাশ্রী, ওঁকারা, স্বাহা, শ্রী, তারিণী, জয়া অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরাত্মজা, খদুরবাসিনী, ভদ্রা, বৈশ্যা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বসুধারা, ধনন্দদা, ত্রিলোচনা, লোচনা। (ত্রিকা০) ৩ ইন্দাবর নামক বিদ্যাধরের কন্যা।

"অহমিন্দীবরাখ্যস্য সুতা বিদ্যাধরস্য বৈ।
নাম্না মনোরমা জাতা সুতায়াং মরুধন্বনঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু০ ৬২।১৩)

৪ সপ্ত সরস্বতীর মধ্যে একজন।

"সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ বিশালা চ মনোরমা।
সরস্বতী চৌঘবতী সুরেণুর্বিমলোদকা॥" (ভারত ৯।৩৮।৪)

পূর্ব্বে মুনিগণ মনের দ্বারা সরস্বতীর পূজা করিয়াছিলেন, এইজন্য ইনি মনোরমা নামে খ্যাত হন।

"উদ্দালকেন যজতা পূর্ব্বং ধ্যাত্বা সরস্বতী।
আজগাম সরিৎশ্রেষ্ঠা তং দেশমৃষিকারণাৎ॥
পূজ্যমানা মুনিগণৈর্ব্বল্কলাজিনসংবৃতৈঃ।
মনোরমেতি বিখ্যাতা সা হি তৈর্মনসা কৃতা॥"
(ভারত ৯।৩৮।২৪-২৫)

৫ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে দশটী অক্ষর থাকিবে, ইহার মধ্যে ১, ২, ৩, ৭, ৯ বর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

ইহার লক্ষণ ও উদাহরণ—"নরগজৈর্জবৈর্মনোরমা"

"তরণিজাতটে বিহারিণী ব্রজবিলাসিনী বিলাসতঃ।
মুররিপোস্তনুঃ পুনাতু বঃ সুকৃতশালিনাং মনোরমা॥"
(ছন্দোমঞ্জরী) ৬ মনোহরা।

মনোরা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত করাচী জেলার একটী অন্তরীপ। এই স্থানে ১২০ ফিট্ উচ্চে একটী আলোকগৃহ আছে। এই আলোক প্রায় ১৭ মাইল দূর হইতে দৃষ্ট হয়। অক্ষা০ ২৪° ৪৭´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৬৭° ১´ পূঃ। মনোরায় ইংরাজ ও ফিরিঙ্গিদিগের বিদ্যালয় আছে। এতদ্ভিন্ন গির্জ্জা, পুস্তকালয় ও বিলিয়ার্ড খেলিবার স্থান আছে। প্রতি বর্ষে কোন একজন পীরের সম্মানার্থ এইখানে মেলা হইয়া থাকে। এই পাহাড় অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। মনোরা বন্দরের জেটী হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে, রেলওয়ে লাইনের দক্ষিণদিকে একটা দ্বীপ আছে। উক্ত দ্বীপে জলবায়ুনিরূপক একটা মানমন্দির রহিয়াছে।

মনোরি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর থানা-জেলার অন্তঃপাতী একটী বন্দর। অক্ষা° ১৯° ১২´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২°৫০´ পূঃ। এই নগরে পর্ত্তুগীজদিগের একটী প্রাচীন গির্জ্জা আছে। ঘোড়বন্দর বাণিজ্যবিভাগের ৬টী বন্দরের মধ্যে মনোরি একটী।

মনোলয় (পুং) মনসঃ লয়ঃ। মনের লয়, মনের নাশ। প্রকৃতি-পুরুষের সাক্ষাৎকার হইলে মন অহঙ্কারে লীন হয়।

মনোলি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগামজেলার একটী নগর। হাবেলী হইতে ৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা০ ১৫° ১৬´ উঃ, দ্রাঘি০ ৭৪° ৪০´ পূঃ। এই স্থান পশমীসূতার কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ। এইখানে জেনারল্ ওয়েলেস্‌লি (অনন্তর ডিউক) বিখ্যাত দস্যু বিন্দদেব বাগকে মহিসুর হইতে সুদীর্ঘ পথ অনুসরণপূর্ব্বক ধৃত করেন। এই নগরে পঞ্চলিঙ্গদেবের ৮ টী মন্দির আছে।

মনোলৌল্য (ক্লী) খামখেয়ালী।

মনোবতী (স্ত্রী) ১ অপ্সরোভেদ। ২ চিত্রাঙ্গদ বিদ্যাধরের কন্যা। ৩ অসুরপতি সুমায়ের কন্যা। ৪ মেরুশেখরস্থ পুরভেদ।

মনোবাত (ত্রি) মনের বেগ, চিত্তের বেগ। "প্রণ্যো বর্দ্ধমানা মনোবাতা" (ঋক্ ৩।৩৮।২) 'মনোবাতা মনোবেগা' (সায়ণ)

মনোবিকার (পুং) মনের বিকৃতি।

মনোবিদ্ (পুং) মনোজ্ঞ, যাহারা মনোভাব জানিতে পারে।

মনোবিনয়ন (ক্লী) মনঃশিক্ষা।

মনোবিরুদ্ধ (ত্রি) মনে যাহা ধারণা করা যায় না। (পুং) ২ দৈবপুরুষগণভেদ।

মনোবৃত্তি (স্ত্রী) মনসঃ বৃত্তিঃ। মনের ব্যাপার, মনের কার্য্য।

"অহো চেষ্টাপ্রতিরূপিকা কামিনো মনোবৃত্তিঃ" (শকুন্তলা)

মনোবেদশিরস্ (ক্লী) মন্ত্রবিশেষ।

"সুদেবা ইতি চৈকেন দেয়া গাবশ্চ দক্ষিণাঃ।
জপেচ্ছাকুনসূক্তং বা মনোবেদশিরাংসি চ॥"(বৃহৎস০ ৪৮।৭৩)

মৃগ ও পক্ষীদিগের পীড়া উপস্থিত হইলে 'শাকুনসূক্ত' বা 'মনোবেদশিরাংসি' মন্ত্র জপ করিবে।

মনোহত (ত্রি) মনসা মনসি বা হতঃ। প্রতিহত। (অমর)

মনোহন্ (পুং) ১ অগ্নি। ২ অসুরভেদ।

মনোহর (ত্রি) হরতীতি হৃ-অচ্, মনসো হরঃ। মনোজ্ঞ।
"স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরম্।"
(মনুসংহিতা ২।৩৩)
(পুং) ২ কুন্দবৃক্ষ। (ক্লী) ৩ সুবর্ণ। (রাজনি°) ৪ কর্ম্মমাসের ৩য় দিন।

মনোহর, ১ পদ্যাবলীধৃত জনৈক কবি। ২ ব্রহ্মজীবনির্ণয়-প্রণেতা।

মনোহরকৃষ্ণ, পিঙ্গলচ্ছন্দসূত্রের টীকাকর্ত্তা।

মনোহরখাঁ, জনৈক ইতিহাসরচয়িতা।

মনোহরগড়, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ পলিটিকাল এজেন্টের অধীন সাবন্তবাড়ী রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। অক্ষা° ১৬°২´ ৪৫´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৪°১´ পূ:। সাবন্তবাড়ী নগর হইতে ১৪ চৌদ্দ মাইল উত্তরপূর্ব্বে রাংনা পার্ব্বত্য-পথের দক্ষিণে অবস্থিত। মনোহর-দুর্গ নিরেট প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং প্রায় ২৫০০ ফিট্ উচ্চ। প্রবাদ, পাণ্ডবদিগের রাজ্যকালে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ-সময়ে এই দুর্গের সৈন্যেরা কোলাপুর-বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। ১৮৪৫ খৃ: অব্দের প্রথমেই জেনারল ডেলামটী এই দুর্গ অধিকার করেন। উক্ত বিদ্রোহদমন হইলে মনোহরগড় এবং ইহার রাজস্ব সাবন্তবাড়ীরাজের হস্তগত হয়।

মনোহরদাস, জনৈক হিন্দু রাজা (১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ)। ইনি দানমনোহরপ্রণেতা সদাশিবের প্রতিপালক ছিলেন।

মনোহরদাস, জনৈক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। ইনি কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতা-মাতার নাম কি, তাহার কিছুই জানিবার উপায় নাই। পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস তাঁহার বন্ধু ছিলেন, সুতরাং তিনি জ্ঞানদাসের সম-সাময়িক কবি। চরিতামৃতে নিত্যানন্দ-শাখায় মনোহর দাসের নামোল্লেখ আছে, যথা—

"শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর।"

অতএব মনোহর "নিত্যানন্দ পরিবার"ভুক্ত প্রাচীনভক্ত। সারাবলিগ্রন্থে লিখিত আছে, তাঁহার আর একটী নাম ছিল চৈতন্য এবং লোকে তাঁহাকে আউলিয়া বলিত। যথা—

"আদি নাম মনোহর চৈতন্য নাম শেষ।
আউলিয়া হইয়া বুলে স্বদেশ বিদেশ॥"

মনোহর নিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতমা পত্নী জাহ্নবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মনোহর কৃষ্ণপ্রেমে পাগলের ন্যায় ভ্রমণ করিতেন বলিয়া সাধারণ লোকে তাঁহাকে "আউলিয়া মনোহর" বলিত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে—

"মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য মনোহরদাস।
আউলিয়া বলি তাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ॥"

এই মনোহর দাস একদা বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে মনোহর উত্তর করেন।

"বিষ্ণুপুরে মোর ঘর হয় বারক্রোশ।
রাজার দেশে বাস করি হইয়া সন্তোষ॥
আচার্য্যের সেবক রাজা শ্রীবীরহাম্বির।" ইত্যাদি।

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, বিষ্ণুপুরের নিকট কোন এক গ্রামে তাঁহার বাস ছিল।

মনোহর দাস দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন, খেতরীর প্রসিদ্ধ মহোৎসবে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। নরোত্তমবিলাসে ঐ মহোৎসববিবরণে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। কথিত আছে, ১৬৫৭ শকের ২৯এ পৌষ তারিখে হুগলীর বদনগঞ্জ নামক স্থানে মনোহর দাসের মৃত্যু হয়। এই গ্রামের কৃপারাম সিংহ মহাশয়কে তিনি অতি স্নেহ করিতেন বলিয়া শেষাবস্থায় প্রায়ই ঐ স্থানে থাকিতেন।

তাঁহার কবিত্বের প্রভূতপরিচয় পদকল্পতরু প্রভৃতিতে উদ্ধৃত পদাবলী হইতে উপলব্ধি করা যায়।

মনোহরদাস, অনুরাগবল্লীনামক একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থপ্রণেতা। উক্ত গ্রন্থখানি বাঙ্গালা পয়ারচ্ছন্দে ১৬১৮ শকে রচিত হয়। কাঁটোয়ার নিকটবর্ত্তী 'বেগুণকোলা' গ্রামে তাঁহার বাস ছিল।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্যালক রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর শিষ্য রামশরণ চট্টরাজ; মনোহর দাস এই রামশরণের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। মনোহর দাস তাঁহার গুরুদত্ত নাম। যথা—

"তিঁহো মোর গুরু তাঁর পদপ্রাপ্তি আশ।
তাঁর দত্ত নাম মোর মনোহর দাস॥
কাঠোঙা নিকট বাইগণকোলা পাটবাড়ী।
সেথানে বসতি আর ছাড়ি সর্ব্ব বাড়ী॥" (অনুরাগবল্লী)

মনোহর রায়, যশোর জেলার অন্তঃপাতী চাঁচড়ার উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয় জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে মনোহর রায় যুসুফ্‌পুর (যশোহর জমিদারী) প্রথম প্রাপ্ত হন বলিয়া কথিত। এই জমিদারীতে ২৩টী পরগণা ও রাজস্ব ১৮৭৭৫৪৲ টাকা আয় নির্দ্দিষ্ট ছিল।

মনোহরবীরেশ্বর (পুং) একজন প্রসিদ্ধ আচার্য্য।

মনোহর শর্ম্মা, একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি ও টীকাকার। ইনি রাজা মাণিক্যমল্লের আদেশে সুবোধিনী নাম্নী শ্রুতবোধ-টীকা ও সুভাষিণী নাম্নী কিরাতার্জ্জুনীয় টীকা রচনা করেন।

মনোহর শাহী, মুর্শিদাবাদ চাকলার অন্তর্গত একটী পরগণা।

মনোহর সিংহ, গৌড়দেশীয় একজন রাজা। রাজা হৃদয়েশ যে তাম্রফলক দান করেন, তাহাতে ইহাঁর নাম দৃষ্ট হয়।

মনোহরা (স্ত্রী) মনোহর-টাপ্। ১ মনোহারিণী। ২ জাতী। ৩ স্বর্ণযূথী। ৪ ধরনামক বসুর পত্নী ও শিশিরের মাতা।

"মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোহথ বরুণস্তথা।"(বিষ্ণুপু ১।১৫।১১৪)

৫ অপ্সরোবিশেষ। (ভারত ১৩।১৯।৪৫)

মনোহর্তৃ (ত্রি) মনো হরতীতি হৃ-তৃচ্। মনোহরণকর্তা, মনোহারক, যিনি মন হরণ করেন।

"ব্যসনং তেঽপমেষ্যামি ত্রিলোক্যাং যদি ভাব্যতে।
তমানেষ্যে বয়ং যস্তে মনোহর্তা তমাদিশ॥"
(ভাগবত ১০।৬২ অ০)

মনোহারিন্ (ত্রি) মনো হরতীতি হৃ-তৃচ্। মনোহর।
(অমরটীকায় স্বামী)

"গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতম্।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥"
(বাল্মীকিকৃত গঙ্গাস্তব)

মনোহারী (স্ত্রী) ১ অবিশ্বাসী নারী। ২ মনোহরকারিণী।

মনোহ্লাদ (পুং) মনসঃ হ্লাদঃ। মনের আমোদ, মনস্তুষ্টি।

মনোহ্লাদিন্ (ত্রি) সুন্দর, মনের সুখকর।

মনোহ্বা (স্ত্রী) মনঃ হ্বয়তি আহ্বয়তীবেতি হ্বে (আতো হনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি ক, টাপ্। মনঃশিলা।

"মনঃশিলা মনোগুপ্তা মনোহ্বা নাগজিহ্বিকা॥" (ভাবপ্র০)

মন্তব্য (ত্রি) মন্যতে ইতি মন-তব্য। মাননীয়, ভাব্য।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"

মন্তি (স্ত্রী) মন-ক্তিচ্ (নক্তিচি দীর্ঘশ্চ। পা ৬।৪।৩৯) ইতি বিশেষসূত্রাৎ ন অনুনাসিকলোপঃ। মতি।

মন্তু (পুং) মন্যতে ইতি মন (কমি মনি জনি গাভায়াহিভ্যশ্চ। উণ্ ১।৭৬) ইতি তুন্। ১ অপরাধ।

"সতীব্রতৈস্তীব্রমিমন্তু মন্তুমন্তর্বরং বজ্রিণি মার্জ্জিতাস্মি।"
(নৈষধচরিত ৬।১১০) ২ মনুষ্য। ৩ প্রজাপতি (মেদিনী)

আহ্নিকতত্ত্বে দ্বাত্রিংশৎ মন্তু অর্থাৎ অপরাধের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

ভগবদ্ভক্তদিগের ক্ষত্রিয়ের সিদ্ধান্ন ভোজন, অনিষিদ্ধদিনে দন্তধাবন না করিয়া অথবা মৈথুনের পর স্নান না করিয়া বিষ্ণুগৃহে গমন, শবস্পর্শের পর স্নান না করিয়া রজস্বলা স্ত্রীসংস্পর্শ, স্নান না করিয়া বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ, শবস্পর্শের পর স্নান না করিয়া বিষ্ণুর নিকটে অবস্থান, বিষ্ণুকে স্পর্শ করিয়া বাতকর্ম্ম, বিষ্ণুর কার্য্য করিতে করিতে পুরীষত্যাগ, বৈষ্ণবশাস্ত্রের নিন্দা করিয়া শাস্ত্রান্তরের প্রশংসা, অত্যন্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কর্ম্মাচরণ, অবিধিপূর্ব্বক আচমন করিয়া বিষ্ণুর মন্দিরের নিকট গমন, পাপাচরণ করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ক্রুদ্ধাবস্থায় বিষ্ণুস্পর্শ, নিষিদ্ধপুষ্প দ্বারা বিষ্ণুপূজা, রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন, অন্ধকারে দীপ ব্যতীত বিষ্ণুস্পর্শ, কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কর্ম্মাচরণ, কাকস্পৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কর্ম্মাচরণ, বিষ্ণুকে কুকুরোচ্ছিষ্ট দান, বরাহমাংস ভোজন করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, জালপাদ ও শরারিমাংস ভোজন করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, প্রদীপ স্পর্শ করার পর হস্ত প্রক্ষালন না করিয়া বিষ্ণুস্পর্শ ও তাঁহার কর্ম্মাচরণ, শ্মশান গমনের পর স্নান না করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, পিণ্যাক ভোজন করিয়া বিষ্ণুর সেবা, বিষ্ণুকে বরাহমাংস নিবেদন, মদ্য স্পর্শ বা পান করিয়া বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ, অপরের বস্ত্র বা অশুচি বস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কর্ম্মাচরণ, বিষ্ণুকে নবান্ন নিবেদন না করিয়া নবান্নভোজন, বিষ্ণুকে গন্ধপুষ্প না দিয়া ধূপদীপদান, জুতা বা খড়ম পায় দিয়া বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ, ভেরীশব্দ ব্যতীত বিষ্ণুর প্রবোধন, অজীর্ণাবস্থায় বিষ্ণুগৃহপ্রবেশ, এই দ্বাত্রিংশৎ মন্তু।
(আহ্নিকতত্ত্ব চতুর্থ যামার্দ্ধ কৃত্য।

বরাহপুরাণেও এই দ্বাত্রিংশৎ মন্তুর বিষয় বর্ণিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না।

৪ জ্ঞাতা। "য ঈশিরে ভুবনস্য প্রচেতসো বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতশ্চ মন্তবঃ"(ঋক্ ১০।৬৩।৮) 'মন্তবঃ সর্ব্বস্য বেদিতারঃ' (সায়ণ) ৫ মদনীয়। "যুবোরচ্ছিদ্রা মন্তবোহসর্গাঃ" (ঋক্ ১।১৫২।১) 'মন্তবঃ মদনীয়াঃ' (সায়ণ)

মন্তুমৎ (ত্রি) জ্ঞানযুক্ত, জ্ঞানী। "আতত্বে দস্র মন্তুমঃ পূষন্নবো বৃণীমহে" (ঋক্ ১।৪২।৫) 'মন্তুমঃ মন জ্ঞানে কমিমনিজনীত্যাদিনা। উণ্ ১।৭৩ ভাবে তুপ্রত্যয়ঃ, মন্তুর্জ্ঞানং অস্যাস্তীতি মন্তুমান্ তৎসংবুদ্ধৌ' (সায়ণ)

মন্তৃ (ত্রি) মন্যতে জানাতীতি মন (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৯৫) ইতি তৃচ্। ১ বিদ্বান্। (উজ্জ্বল) ২ মননকর্ত্তা।

"স হি কর্ত্তা মন্তা বেদিতা বোদ্ধা দ্রষ্টা ধাতা বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বরূপঃ" (চরক শারীরস্থা০ ৪ অ০)

মন্ত্র (পুং) মন্ত্র্যতে গুপ্তং পরিভাষ্যতে ইতি মন্ত্রি-গুপ্তভাষণে ঘঞ্, যদ্বা মন্ত্রয়তে গুপ্তং ভাষতে অচ্। ১ বেদভেদ, মন্ত্রস্বরূপভাগ, বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে বিভক্ত।

"প্রনূনং ব্রহ্মণস্পতির্মন্ত্রং বদত্যুক্থ্যং" (ঋক্ ১।৪০।৫)

২ তন্ত্রাদ্যুক্ত মন্ত্রভাগ।

"নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ।
তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়ো নান্যস্য কস্যচিৎ॥"(মনু২।১৬)

৩ গুপ্তিবাদ,গোপনে কর্ত্তব্যাবধারণ, চলিত মন্ত্রণা,পরামর্শ। বিকৃতাঙ্গ প্রভৃতি ব্যক্তির নিকট মন্ত্রণা গ্রহণ করিতে নাই।

"ব্যঙ্গাঙ্গহীনা বধিরাঃ কুযোনিষু রতাশ্চ যে।
তেষাং মন্ত্রো ন সুখদঃ প্রোক্তঃ কবিভিরেব চ॥
কামুকানাং জড়ানাঞ্চ স্ত্রীজিতানাং তথৈব চ।
শ্বশুরস্ত গৃহে নিত্যং জামাতা কর্ম্মকারকঃ।
তস্যাপি ন ভবেন্মন্ত্রঃ কার্য্যসিদ্ধৌ কদাচন॥"

(জৈমিনিভারত অশ্বমেধপর্ব্ব ২ অধ্যায়)

বিকৃতাঙ্গ, অঙ্গহীন, বধির, কুযোনিতে রত, কামুক, জড়, স্ত্রৈণ ও শ্বশুরগৃহে কর্ম্মকারক জামাতা এই সকল ব্যক্তির মন্ত্রণায় কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। [বিশেষ বিবরণ মন্ত্রণা শব্দে দেখ।] ৪ দেবাদির সাধন। মন্ত্র দ্বারাই দেবাদির আরাধনা করা হইয়া থাকে।

মীমাংসাদর্শন-প্রতিপাদিত মন্ত্রাত্মকই দেবতা। দেবতাই মন্ত্রস্বরূপ। মীমাংসায় লিখিত আছে, দেবগণ শরীরী বা সচেতন নহেন। যে দেবতার যে মন্ত্র বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই দেবতা সেই মন্ত্রস্বরূপ। মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতার সত্তা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। বরং তদ্বিরোধী প্রমাণই বহুতর আছে। যদি মন্ত্র ভিন্ন একজন শরীরী দেবতা থাকেন, এবং সেই দেবতার পূজা সময়ে তিনি আবাহনাদি দ্বারা করুণাপূর্ব্বক ঘটে কিংবা প্রতিমাদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজাদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সে ঘটে বা সে মৃণ্ময় প্রতিমাদিতে তাঁহার সমাবেশ সম্ভবে না। কারণ, ইন্দ্রের পূজায় তাঁহাকে ঘটে বা মৃণ্ময় প্রতিমায় আবাহন করিলে ঐরাবতের সহিত তিনি যদি তাহাতে প্রবেশ করেন, তবে ঐ ঘট বা মৃৎপ্রতিমা ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের ভারবহনে অশক্ত হইয়া নিঃসন্দেহে চূর্ণ হইয়া যায়। আর কি প্রকারেই বা অল্প পরিমিত ঘটে তাদৃশ বৃহদাকার ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের অধিষ্ঠান সম্ভবে? এই সকল দোষ পরিহারের জন্য দেবতাকে মন্ত্রাত্মক বলিলে আর কোন গোল থাকে না।

এইজন্য মীমাংসা-দর্শনে প্রতিপাদিত হইয়াছে,মন্ত্রই দেবতা, যে দেবতার পূজাদি করিতে হয়, মন্ত্র পাঠ করিয়া করিলেই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। মন্ত্র ভিন্ন পূজাদি হইবে না। দেবতাদিগের স্তুতিবাচক শব্দ প্রয়োগ করিলেই যে মন্ত্র হইবে, তাহা নহে। কারণ বেদে প্রত্যেক দেবতার বিভিন্ন মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই সেই মন্ত্রই তত্তদ্ দেবতার স্বরূপবোধক। ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রে পূজাদি করিতে হইবে। (মীমাংসাদর্শন)

মন্ত্রশব্দের ব্যুৎপত্তি—

'মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।' (আহ্নিকতত্ত্ব)

মনন হইতে ত্রাণ করে, এইজন্য মন্ত্র নামে অভিহিত হয়। যাহারা মন্ত্রদীক্ষিত নহে, শাস্ত্রে তাহাদের নিন্দা আছে।

"অদীক্ষিতানাং মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু বরাননে।
অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্।
তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতি হ্যধোগতিম্॥"(মৎস্যসূ॰)

যে সকল ব্যক্তি মন্ত্রদীক্ষিত নহে, তাহাদের অন্ন বিষ্ঠার ন্যায়, জল মূত্রতুল্য এবং তাহাদের কৃত সমুদয় কার্য্যই নিষ্ফল।

জীব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নিয়ত সংসারদুঃখ ভোগ করিতেছে, জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম, ইহা জীবের অবশ্যম্ভাবী, ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ জীবের এই ভবদুঃখমোচনের জন্য ভগবদুপাসনার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। একমাত্র ভগবদারাধনা দ্বারাই জীবের সকল দুঃখ নিবৃত্তি হয়।

বেদান্তাদি নানা শাস্ত্রে এই সকল উপাসনাপ্রণালী প্রকটিত হইয়াছে। এই উপাসনা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ। কিন্তু শ্রবণ-মননাদি দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য, এই জন্য তাহাদিগের পক্ষে সগুণোপাসনাই একান্ত বিধেয়।

দুর্ব্বলাধিকারীর পক্ষে সগুণোপাসনা ব্যতীত আর কিছু মাত্র দুঃখনিবৃত্তির উপায় নাই। এইজন্য সগুণোপাসনা শাস্ত্রে প্রশংসিত হইয়াছে। এই সগুণোপাসনা মন্ত্রসাধ্য অর্থাৎ মন্ত্র দ্বারাই এই উপাসনা হইয়া থাকে, এইজন্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে মন্ত্র সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল মন্ত্রে দেবতাদিগের পূজা জপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে জীবের চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে অনায়াসেই জীব সংসারসাগর পার হইতে সমর্থ হইয়া থাকে।

অতএব মন্ত্রই সাধারণ মানবের উদ্ধারের উপায়। বৈদিকোপাসনা এক্ষণ বিলুপ্তপ্রায়। কাজেই বৈদিক মন্ত্রের দুর্দ্দশাও তদনুরূপ। অনেক বৈদিক মন্ত্র যথাযথ উচ্চারিতই হয় না, তাহার অর্থবোধ ত দূরের কথা।

এক্ষণে তান্ত্রিক ও পৌরাণিক উপাসনাপ্রণালী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইজন্য তন্ত্রোক্ত মন্ত্রাদির বিষয় একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা হইল।

"অথ যদ্যপি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোপপুরাণসংহিতাদাবখণ্ডপ্রকাণ্ডো বিহিতানেকবিতণ্ডো বিবিধোপাসনাকাণ্ডো বিদ্যতে তথাপি কলাবাশুফলদায়কত্বাৎ সুগমোপায়ত্বাচ্চ, আগমোক্তবিধিনা উপাসনং নিরূপ্যতে।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে দ্বিতীয়োল্লাসে—

'বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে ॥
আগমোক্তেন বিধিনা কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।
কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥
নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব ॥
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা ॥
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্।
কলাবন্যোদিতৈর্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ ॥
নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ ॥"
(হরতত্ত্বদীধিতিধৃত মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, সংহিতা প্রভৃতিতে বিবিধ উপাসনাপদ্ধতি বিহিত হইয়াছে, তথাচ একমাত্র আগমোক্ত উপাসনাই আশু ফলদায়ক ও সুগম। এইজন্য সকলেরই এই তন্ত্রোক্তপ্রণালী অনুসারে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ কলিকালে আগমোক্ত বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান নাই। যদি কোন ব্যক্তি আগমবিহিত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য মার্গে প্রবর্ত্তিত হন, তাহা হইলে তাহার কার্য্যসিদ্ধি হয় না। কলিতে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সকলই সিদ্ধ ও আশুফলপ্রদ। বৈদিক মন্ত্র সকল বিষহীন সর্পের ন্যায় নির্ব্বীর্য্য। সত্যাদি যুগে ঐ সকল বৈদিক মন্ত্রই সফল ছিল, এখন ঐ সকল মন্ত্র মৃত। অতএব মৃত মন্ত্র দ্বারা যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করা যায়, তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। একমাত্র আগমোক্ত মন্ত্রই ইহ ও পরলোকে সুখপ্রাপ্তি ও মোক্ষের কারণ।

বৈদিকমন্ত্র নিষ্ফল কি তান্ত্রিক মন্ত্র নিষ্ফল এই বিষয়ের মীমাংসা অতি দুরূহ, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, বৈদিকোপাসনা বিশেষ কষ্টসাধ্য, তান্ত্রিক উপাসনা সুখসাধ্য এবং পূর্ব্বেও বলিয়াছি, অধিকারিভেদে এই সকল উপাসনা-প্রণালী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দুর্ব্বল অধিকারীর পক্ষে তান্ত্রিক উপাসনা সুগম। ব্রাহ্মণ যেরূপ উপনীত না হইলে কোন পূজাদির অধিকারী হয় না, তদ্রূপ উপযুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ না করিলে মানব তন্ত্রোক্ত কোন কার্য্যই করিতে পারে না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় উপনীত হইতে পারে, কিন্তু তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণে চারিবর্ণের সমান অধিকার।

উপযুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। গুরু কি প্রকার গুণসম্পন্ন হইলে তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"চতুর্ণাং বর্ণানাং মন্ত্রদানে ব্রাহ্মণ এবাধিকারী, তদুক্তং বিশ্বসারতন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে—
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ।
আশ্রমী দেশস্থায়ী চ গুরুরেব বিধীয়তে ॥" (হরতত্ত্বদীধিতি)

ব্রাহ্মণ চারি বর্ণকেই মন্ত্র দিবেন। জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, প্রশান্তচিত্ত, ও পিতৃমাতৃহিতে রত এই সকল গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ গুরু হইবেন।

তন্ত্রসারে লিখিত আছে—
"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্ ॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥" (তন্ত্রসার)

শান্ত অর্থাৎ স্রকচন্দনবনিতাদিরূপবিষয়ে উৎকট অনুরাগ রহিত ও শমাদিগুণযুক্ত, দান্ত, কুলীন অর্থাৎ কৌলাচাররত, বিনয়শীল, অপ্রমত্ত, পবিত্রবেশধারী, স্ববেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে নিরত, সুপ্রতিষ্ঠ,আশ্রমী অর্থাৎ গৃহস্থাদি-আশ্রমে স্থিত, উদাসীন নহেন, ঈশ্বরারাধনায় তৎপর, তন্ত্র ও মন্ত্র-বিশারদ, নিগ্রহানুগ্রহে শক্ত, স্তুতিনিন্দায় সমজ্ঞান ইত্যাদি গুণশালী ব্যক্তিই প্রকৃত গুরুবাচ্য। আরও লিখিত আছে, যিনি মন্ত্র প্রদান করিয়া উদ্ধার করিতে পারেন এবং অভিশাপ দ্বারা বিনাশ করিতে সমর্থ হন, এইরূপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, সত্যবাদী গৃহস্থ ব্যক্তিকেই গুরু করিবে।

যদি কোন ব্যক্তির গুরু স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে গুরুকার্য্যে বরণ করিলেই তাহার কার্য্যের সফলতা হয়। পূর্ব্বোক্ত রূপ গুরুর নিকট হইতেই মন্ত্র গ্রহণ করা বিধেয়।

যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য, মন্ত্রকে অক্ষর ও দেবপ্রতিমূর্ত্তিকে শিলাজ্ঞানে গুরু প্রভৃতির সহিত মনুষ্যাদিবৎ ব্যবহার করে, তাহার ঘোরতর নরক হয়। পিতা ও মাতা জন্মের কারণ, অতএব যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা করা আবশ্যক। কিন্তু মন্ত্রদাতা গুরু ধর্ম্মাধর্ম্মপথপ্রদর্শক, অতএব তাঁহাদিগকে দেবতাজ্ঞানে অর্চ্চনা করিবে। গুরু পিতামাতা ও অভীষ্ট দেবতাস্বরূপ এবং একমাত্র গুরুই অন্তিমে নিস্তার-কারণ। যাহার প্রতি মহাদেব রুষ্ট হন, তাহাকে গুরুদেব ত্রাণ

করিতে পারেন, কিন্তু যাহার প্রতি গুরু কুপিত হন, তাহার নিস্তারকর্ত্তা কেহ নাই। বাক্য, মন, শরীর ও কার্য্য দ্বারা সর্ব্বদা গুরুর হিতানুষ্ঠান করিবে। পিতা শরীর উৎপাদন করেন বটে, কিন্তু গুরু জ্ঞানদাতা, অতএব দুঃখ-সাগরস্বরূপ এই ভবসংসারে গুরু ভিন্ন আর পরিত্রাতা কেহ নাই। যাহার বক্ত্র হইতে বর্ণ ব্রহ্মময় শরীর বিনির্গত হয়, তিনি অবশ্যই নরকার্ণব হইতে উদ্ধার করেন।

গৃহীত মন্ত্র পরিত্যাগ করিলে মৃত্যু হয় এবং গুরু পরিত্যাগ করিলে দরিদ্রতা এবং গুরু ও মন্ত্র উভয় পরিত্যাগে ঘোরতর নরক হয়। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট অন্য দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহার নরকে গতি ও পূজাদি নিষ্ফল হয়।*

নিন্দিত গুরুর লক্ষণ—

"শ্বিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ।
কুনখঃ শ্যাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতোঽধিকাঙ্গকঃ॥
হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ।
এতৈর্দোষৈর্বিমুক্তো যঃ স গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ॥
অভিশপ্তমপুত্রঞ্চ কদর্য্যং কিতবং তথা।
ক্রিয়াহীনং শঠঞ্চাপি বামনং গুরুনিন্দকম্॥
জলরক্তবিকারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা।
সদা মৎসরসংযুক্তং গুরুং তন্ত্রেণ বর্জ্জয়েৎ॥" (তন্ত্রসার)

ধবল ও কুষ্ঠরোগী, বামন, কুনখী, শ্যাবদন্ত, স্ত্রীবশীভূত, অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, কপটাচারী, বহুজল্পক, অভিশাপগ্রস্ত, পুত্রহীন, কুৎসিতাকার, ধূর্ত্ত, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকার্য্য-রহিত, শঠ, গুরুনিন্দক, জলদোষী, রক্তবিকারী ও সদা গর্ব্বিত এই সকল দোষযুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই।

গুরু শিষ্যকে প্রথমে যথাবিধি পরীক্ষা করিয়া মন্ত্র প্রদান করিবেন। শিষ্য গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে মন্ত্র প্রদান করা গুরুর উচিত নহে।

শিষ্যলক্ষণ—

"শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা॥" ইত্যাদি (তন্ত্রসার)

শমাদি-গুণযুক্ত, বিনয়ী, বিশুদ্ধস্বভাব, শ্রদ্ধাবান্, ধৈর্য্য-শীল, সকলকর্ম্মসমর্থ, সদ্বংশজন্মা, অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র ও জিতে-ন্দ্রিয় এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তি শিষ্যের উপযুক্ত অর্থাৎ এইরূপ গুণযুক্ত ব্যক্তিকেই গুরু মন্ত্র প্রদান করিবেন।

পাপাত্মা, ক্রূরকর্ম্মা, বঞ্চক, কৃপণ, অতি দরিদ্র, আচার-ভ্রষ্ট, মন্ত্রভ্রষ্ট, মন্ত্রদ্বেষী, নিন্দক, মূর্খ, তীর্থদ্বেষী, গুরুভক্তি-বিহীন, অলস, মাননবেশী, অতিশয় কাতর, দাম্ভিক, দরিদ্র, রোগী, সদা অসন্তুষ্ট চিত্ত, ক্রোধী, লোভপরতন্ত্র, হিংসা ও মাৎসর্য্যযুক্ত, কর্কশভাষী, অন্যায় উপার্জ্জনে ধনবান্, পর-স্ত্রীরত, পণ্ডিতদ্বেষী, পণ্ডিতাভিমানী, সূচক, খল, বহুভোক্তা, দুশ্চরিত্র ও নিন্দিত ব্যক্তিকে গুরু কখন মন্ত্রপ্রদান করিবেন না। এই সকল দোষবিশিষ্ট ব্যক্তি শিষ্যের অনুপযুক্ত।

গুরু যাহাকে মন্ত্র দিবেন, প্রথমে তাহাকে এক বৎসর কাল আপনার নিকট রাখিয়া তাহার দোষগুণ পরীক্ষা করি-বেন। শিষ্যের দোষগুণ পরীক্ষা না করিয়া গুরু তাহাকে মন্ত্র দিলে শিষ্যকৃত পাপ গুরুরই হইয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, মন্ত্রীর পাপ রাজাতে, স্ত্রীকৃত পাপ স্বামী ভর্ত্তাতে এবং শিষ্যার্জ্জিত পাপ গুরুতে সংক্রামিত হয়। অতএব গুরু শিষ্যের স্বভাবাদি না জানিয়া তাহাকে মন্ত্র দিবেন না। গুরুর নিকট গুণবান্ ব্রাহ্মণ এক বৎসর, ক্ষত্রিয় দুই বৎসর, বৈশ্য তিন বৎসর এবং শূদ্র চারি বৎসর থাকিবেন। শিষ্য এইরূপে গুরুর নিকট দীর্ঘকাল থাকিলে গুরু তাহার দোষ গুণ সমস্তই বুঝিতে পারিবেন, পরে তিনি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মন্ত্র দিবেন।

"সদ্গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ।
রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি॥
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
বর্ষৈকেন ভবেদ্যোগ্যো বিপ্রো গুণসমন্বিতঃ।

* "গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥
জন্মহেতু হি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ।
গুরুর্বিশেষতঃ পূজ্যো ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শকঃ॥
গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতিঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥
গুরোর্হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ।
অহিতাচরণাদ্দেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥
শরীরদো পিতা দেবি জ্ঞানদো গুরুরেব চ।
গুরোর্গুরুতরো নাস্তি সংসারে দুঃখসাগরে॥
যস্য বক্ত্রাদ্বিনির্জাতং বর্ণব্রহ্মময়ং বপুঃ।
তারয়েন্নাত্র সন্দেহো নরকার্ণবতো ধ্রুবম্॥
মন্ত্রত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যুর্গুরুত্যাগাদ্দরিদ্রতা।
গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যদেবতাঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ॥
উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্॥
গুরুবদ্ গুরুপুত্রেষু গুরুবৎ তৎসুতাদিষু॥" ইত্যাদি (তন্ত্রসার)

বর্ষদ্বয়েন রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ ॥
চতুর্ভির্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা ॥” (তন্ত্রসার)

ইহার মধ্যে একটু বিশেষ এই যে, স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে কোন নিয়ম নাই। অর্থাৎ গুরু যদি শিষ্যকে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার আবশ্যক নাই।

“স্বপ্নে তু ন কালনিয়মঃ, স্বপ্নে তু নিয়মো ন হি।” (তন্ত্রসার)

মন্ত্র, দেবতা ও গুরু এই তিনের ভেদজ্ঞান করিতে নাই। কলিকালে তন্ত্রোক্ত বিধানক্রমে দেবতার আরাধনা করিবে, কারণ সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাযুগে স্মৃত্যুক্ত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত ও কলিকালে তন্ত্রোক্ত কার্য্যই বিহিত হইয়াছে। কলিযুগের ব্রাহ্মণগণ অপবিত্র ও শূদ্রাচারতৎপর, সুতরাং তন্ত্র ভিন্ন বেদাদি কার্য্যে তাঁহাদের সিদ্ধি নাই। এইজন্য গুরু তন্ত্রোক্ত মন্ত্র শিষ্যকে প্রদান করিবেন।

“আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।
ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ ॥
কৃতে শ্রুত্যুক্ত মার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ ॥
অশুদ্ধাঃ শূদ্রকর্ম্মাণঃ ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ সিদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা ॥
মন্ত্রার্থো দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী।
তেষাং ভিদা ন কর্ত্তব্যা যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ॥” (তন্ত্রসার)

মন্ত্রগ্রহণে একটু বিশেষত্ব এই, উদাসীন ব্যক্তি উদাসীনের নিকট, বনস্থ বনবাসীর নিকট, যতি যতির নিকট, গৃহস্থ গৃহস্থের নিকট ও বৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবে। গৃহস্থ কখন উদাসীন ও সন্ন্যাসী প্রভৃতির নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবেন না। আজকাল কেহ কেহ সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার মধ্যে আরও একটু বিশেষত্ব এই যে, শাক্তের নিকট শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব এই তিন জনই মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারিবেন।

“উদাসিনোঽপ্যুদাসিনাং বনস্থো বনবাসিনঃ।
যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তা গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী ॥
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈবস্তথা পুনঃ।
শাক্তিকে ত্রিতয়ং বিপ্রাদীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ ॥
গুরুরপি গৃহস্থ এব কুলার্ণবে—
সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে।
কলত্রপুত্রবান্ বিপ্রো দয়ালুঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
দৈবে পিত্রেঽরিমিত্রে চ গৃহস্থো দেশিকো ভবেৎ ॥”(তন্ত্রসার)

কল্পশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, স্ত্রীপুত্রবান্, দয়ালু, ও সর্ব্বপ্রিয়, জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে গুরু করিয়া তাঁহার নিকটই মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

পিত্রাদির নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে,—পিতা, মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর ও শত্রুপক্ষাশ্রিত এই সকল ব্যক্তির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না, কারণ গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্রের বচনানুসারে যতি, পিতা, বনবাসী ও উদাসীন ইঁহাদিগের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে তাহাদের অকল্যাণ হয়। রুদ্রযামলে কথিত আছে,—পতি স্বীয় ভার্য্যাকে; পিতা পুত্র ও কন্যাকে এবং ভ্রাতা সহোদরকে মন্ত্র দিবেন না। পতি যদি সিদ্ধমন্ত্র হন, তবেই তিনি পত্নীকে মন্ত্র দিবেন। পিত্রাদির নিকট যে মন্ত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সিদ্ধমন্ত্র ভিন্ন অন্য স্থলে বুঝিতে হইবে। পিত্রাদি যদি সিদ্ধমন্ত্র হন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে। যতি প্রভৃতির নিকট যদি সিদ্ধমন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনায়াসেই তাঁহাদিগের নিকট মন্ত্র লওয়া যাইতে পারে।

“পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্লীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ ॥
তথাচ গণেশবিমর্ষিণ্যাং—
যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা ॥
রুদ্রযামলে—
ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ ॥
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ।
ইত্যাদি নিষেধবচনাদেভ্যো মন্ত্রং ন গৃহ্লীয়াৎ,
ইদন্তু সিদ্ধেতরবিষয়ং, সিদ্ধমন্ত্রে ন দুষ্যতীতি বচনাৎ,
যতেরপি দীক্ষোক্তা শক্তিযামলে—
“তীর্থাচারযুতো মন্ত্রী জ্ঞানবান্ সুসমাহিতঃ।
নিত্যনিষ্ঠো যতিঃ খ্যাতো গুরুঃ স্যাদ্ভৌতিকোঽপি চ ॥
যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে।
তদৈব তাস্তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরুবিচারণম্ ॥” (তন্ত্রসার)

সিদ্ধমন্ত্রাতিরিক্ত মন্ত্র যদি পিত্রাদির নিকট লওয়া হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। দশ হাজার গায়ত্রী জপ করিলে উহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

মৎস্যসূক্তে লিখিত আছে,—পিতার মন্ত্র নির্বীর্য্য, অর্থাৎ তাহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া ঐ মন্ত্র জপাদি করিলে কোন ফল হয় না। আর একটু বিশেষ আছে যে, শৈব ও শাক্ত

মন্ত্রবিষয়ে কোন দোষ নাই। ইহা কৌলদীক্ষাপর, অর্থাৎ কৌলাচারবিহিত দীক্ষাতে পিতার নিকটেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। মন্ত্রবিবেচনায় পিতা জ্ঞানী জ্যেষ্ঠপুত্রকে মন্ত্রপ্রদান করিতে পারেন। গঙ্গা, কাশী প্রভৃতি মহাতীর্থে এবং চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণকালে মন্ত্রগ্রহণে কোন দোষবিচার নাই।

"নির্বীর্য্যঞ্চ পিতুর্মন্ত্রং শৈবে শাক্তে ন দুষ্যতি।

ইতি বচনং কৌলিকমন্ত্রদীক্ষাপরা, অত্র হেতুঃ যোগিনী-তন্ত্রে,—শক্ত্যাদিবিদ্যামধিকৃত্য দীক্ষানিষেধাৎ, যথা শাক্তে তারাদিবিদ্যায়াং মৎস্যসূক্তে তথা প্রতিপাদনাৎ, তথাচ নিজকুলতিলকায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় দদ্যাদিত্যাদি।"

"মন্ত্রোবিমৃষ্য দাতব্যো জ্যেষ্ঠপুত্রায় ধীমতে।
মহাতীর্থে উপরাগে সতি সর্ব্বত্র ন দোষঃ॥" (তন্ত্রসার)

স্বপ্নলব্ধ ও স্ত্রীপ্রদত্ত মন্ত্র পুনর্ব্বার সংস্কার করিলেই শুদ্ধ হয়। সাধ্বী, সদাচারতৎপরা, গুরুভক্তা, জিতেন্দ্রিয়া, সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা ও সুশীলা, এই সকল গুণযুক্তা স্ত্রীর নিকটও মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বিধবা স্ত্রী উক্ত গুণ-শালিনী হইলেও তাহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই। স্ত্রী-গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণে শুভ ফল হয়, বিশেষতঃ মাতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে অষ্টগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। যে স্থলে স্ত্রীগুরু নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বিধবাপর বুঝিতে হইবে, নচেৎ স্ত্রীমাত্রই মন্ত্রগ্রহণে নিষিদ্ধ নহে।

"স্বপ্নলব্ধং স্ত্রিয়া দত্তং সংস্কারেণৈব শুধ্যতি।
সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।
সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা॥
গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা পরিবর্জ্জিতা।
স্ত্রিয়া দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ॥
বস্তুতস্তু স্ত্রীপদং বিধবাপরং" (তন্ত্রসার)

যত্নপূর্ব্বক গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।—মন্ত্র গ্রহণ না করিলে জপ-পূজাদি সকলই বিফল হয়, অতএব প্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। দীক্ষায় মানবের দিব্য জ্ঞান জন্মে এবং পাপরাশি ক্ষয় হয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি সকল আশ্রমেই দীক্ষার আবশ্যক, এই বিশ্বসংসার সমস্তই দীক্ষামূল, দীক্ষা ব্যতীত এই জগতের কোন কার্য্যই হয় না। জপ, তপস্যা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই দীক্ষার উপর নির্ভর করে। মন্ত্রদীক্ষিত হইয়া যে কোন আশ্রমেই থাকুন না কেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে। অদীক্ষিত ব্যক্তি মরণের পর ঘোরতর নরকে গমন করে। মন্ত্রদীক্ষাবিহীন ব্যক্তির পিশাচত্ব দূর হয় না।

যদি কেহ গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ না করিয়া পুস্তকাদি-দৃষ্টে মন্ত্রগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার নরক হয় এবং সহস্র মন্বন্তরেও তাহার মুক্তি হয় না। অতএব সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করাই অবশ্যকর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণকেই মন্ত্র দিবেন। দ্বিজাতিকে মন্ত্র দিলে ব্রাহ্মণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

"যো দদাতি দ্বিজাতিভ্যো মহামন্ত্রং মহেশ্বরি।
স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মোদতে ব্রহ্মসন্নিধৌ॥" (রুদ্রযামল)

ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়, যদি উপযুক্ত ব্রাহ্মণ গুরু না পান, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারেন। বৈশ্য এবং শূদ্র বৈশ্য সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্র লইতে পারেন। কিন্তু শূদ্র কখন শূদ্রকে মন্ত্র দিবেন না। শূদ্র শূদ্রকে মন্ত্র দিলে উভয়েরই নরক হয়। এই নিয়ম কলিকাল ভিন্ন অন্য যুগের জন্য। কলিতে একমাত্র ব্রাহ্মণই চারি বর্ণের মন্ত্রদাতা; ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও মন্ত্র দিবার অধিকার নাই।

"চতুর্ণাং বর্ণানাং মন্ত্রদানে ব্রাহ্মণ এবাধিকারী।
অত্রানুলোম্যেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরপি গুরুত্বং, তথাচ
ভুবনেশ্বরীতন্ত্রে প্রথমপটলে—
ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহম্।
তদভাবে দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ॥
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি।
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ শূদ্রে নিত্যমনুগ্রহঃ॥
শূদ্রঃ শূদ্রমুখাৎ শ্রুত্বা বিদ্যাং বা মন্ত্রমুত্তমম্।
গৃহীত্বা নরকং যাতি দুঃখং প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ॥"

কুলার্ণব মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে মন্ত্রও চারি প্রকার। গুরু মন্ত্র দিবার সময়, অনুলোমক্রমে দিবেন, কখন প্রতিলোমক্রমে দিবেন না। মায়াবীজ মন্ত্র ব্রাহ্মণজাতীয়, শ্রীবীজ ক্ষত্রিয়, কামবীজ বৈশ্য, এবং বাগ্‌ভববীজ শূদ্রজাতীয়। এই চতুর্বীজশূন্য যে মন্ত্র তাহার নাম পৌলস্ত্য। গুরু মন্ত্র দান-কালে ব্রাহ্মণকে চতুর্বীজযুক্ত, ক্ষত্রিয়কে ত্রিবীজ, বৈশ্যকে দ্বিবীজ এবং শূদ্রকে এক বীজযুক্তমন্ত্র প্রদান করিবেন।

"অথ মন্ত্রাণাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিভেদঃ, কুলার্ণবে—
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো ভবতি বৈ মনুঃ।
অনুলোমেন দেয়ঃ স্যাৎ প্রতিলোমেন ন কচিৎ॥
মায়াবীজং ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ শ্রীবীজং ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতম্।
কামবীজং ভবেদ্বৈশ্যো বাগ্‌ভবং শূদ্র ঈরিতম্॥
চতুর্বীজপরিত্যক্তো মন্ত্রঃ পৌলস্ত্যসংজ্ঞকঃ।
চতুর্বীজং ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং ত্রিবীজকম্।
বীজদ্বয়ন্তু বৈশ্যানাং শূদ্রাণামেকবীজকম্॥"

শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ মন্ত্র—ব্রাহ্মণ শূদ্রকে কখন প্রণব বা প্রণবঘটিত মন্ত্র প্রদান করিবেন না। যদি কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রকে আত্মমন্ত্র, গুরুর মন্ত্র, অজপামন্ত্র (হংস) স্বাহা ও স্বাহাপ্রণবসংযুক্ত প্রভৃতি মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে মন্ত্রদাতা ও মন্ত্রগৃহীতা উভয়েরই নরক হয়। সাবিত্রী, প্রণব, লক্ষ্মীবীজ (শ্রীঁ), এই সকল যদি স্ত্রী কিংবা শূদ্র উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহাদের নরক হয়। গোপাল, শিব, দুর্গা, সূর্য্য ও গণেশ ইহাদেরই মন্ত্রগ্রহণে শূদ্র অধিকারী। অন্য দেবতার মন্ত্রগ্রহণে শূদ্র পাপভাগী হয়।

"প্রণবাদ্যং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায় সর্ব্বথা।
আত্মমন্ত্রং গুরোর্ম্মন্ত্রং মন্ত্রঞ্চাজপসংজ্ঞকং॥
স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ।
শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্॥

শ্রুতিরাপি, সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রো যদি জানীয়াৎ স মৃতোঽধো গচ্ছতি।

গোপালস্য মনুর্দেয়ো মহেশস্য চ পাদজে।
তৎপত্ন্যাশ্চাপি সূর্য্যস্য গণেশস্য মনুস্তথা।
এবাং দীক্ষাধিকারী স্যাদন্যথা পাপভাগ্ ভবেৎ॥"(তন্ত্রসার)

সকলেরই অনুকূল মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত। তারাচক্র ও রাশিচক্র প্রভৃতি চক্রবিচারে যে মন্ত্র অনুকূল হইবে, সেই মন্ত্রই গ্রহণ করিতে হইবে।

সিদ্ধসারস্বত তন্ত্রের মতানুসারে নৃসিংহ, সূর্য্য ও বরাহ, ইহাদিগের মন্ত্র, প্রাসাদবীজ (হৌঁ) প্রণব ও কূটমন্ত্র ইহাদিগের সিদ্ধাদি শোধনের আবশ্যকতা নাই।

তারাচক্র,১০টা রাশিচক্র, নামচক্র এই সকল চক্র বিচারে সগুণ হইলেই মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে। অন্য চক্রবিচারের আবশ্যকতা থাকে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তারাচক্র, রাশিচক্র ও নামচক্র বিচার অবশ্যকর্ত্তব্য, অন্য ঋণিধনী প্রভৃতি চক্র দ্বারা যে বিচার করিবে না, তাহা নহে, কারণ বচনান্তরে লিখিত আছে, ধনী মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই, ইত্যাদি বচন নিষ্ফল হয়। ইহাতে এইরূপ মীমাংসা করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত বচন তারাচক্রাদির প্রশংসাপর। মন্ত্রগ্রহণে সকল চক্র দ্বারা মন্ত্র উদ্ধার করিয়া মন্ত্র লইতে হইবে।

স্বপ্নলব্ধ, স্ত্রীগুরুপ্রদত্ত, মালামন্ত্র, ত্র্যক্ষরী মন্ত্র ও বেদোক্ত মন্ত্র এই সকল মন্ত্রগ্রহণে সিদ্ধাদি শোধন প্রয়োজন নাই। বিংশতি অক্ষরের অধিক বর্ণঘটিত যে মন্ত্র তাহাকে মালামন্ত্র, নপুংসক মন্ত্র, সূর্য্যের অষ্টাক্ষরী ও পঞ্চাক্ষরী প্রভৃতি মন্ত্রে এবং সর্ব্বপ্রকার বৈদিক মন্ত্রে সিদ্ধ্যাদি শোধন করিতে হইবে না। যে মন্ত্রের অন্তে 'হুং ফট্' আছে, তাহাকে পুংমন্ত্র, যাহার অন্তে স্বাহা আছে তাহাকে স্ত্রীমন্ত্র, এবং যে মন্ত্রের পর নম আছে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র বলে।

"তারাচক্রং রাশিচক্রং নামচক্রং তথৈব চ।
অত্র চেৎ সগুণো মন্ত্রো নান্যচ্চক্রং বিচিন্তয়েৎ॥"

ইতি তু প্রধানতয়া বোদ্ধব্যং—

তথাচ 'ধনিমন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াদকুলঞ্চ তথৈব চ।'

ইত্যাদি তথা দর্শনাৎ তত্তচ্চক্রবিচারস্য আবশ্যকত্বাৎ প্রথমং তন্নিরূপ্যতে।

স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে।
বৈদিকেষু চ সর্ব্বেষু সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ॥
হংসস্যাষ্টাক্ষরস্যাপি তথা পঞ্চাক্ষরস্য চ।
একদ্বিত্র্যাদিবীজস্য সিদ্ধ্যাদীন্নৈব শোধয়েৎ॥" ইত্যাদি।

কালী, তারা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী, শৈলবাসিনী এবং কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, ও কমলা এই দশমহাবিদ্যা ইহাদিগের মন্ত্রগ্রহণে সিদ্ধাদি শোধন, নক্ষত্রাদিবিচার, কালাদি শুদ্ধি ও অরিমিত্রাদি বিচার করিতে হয় না। এই সকল দেবতা সিদ্ধবিদ্যা, এই জন্য কোন বিচার করিতে হইবে না।

তন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত বচনানুসারে জানা যায় যে, কালী তারাদি মহাবিদ্যার মন্ত্রগ্রহণে কোন বিচার করিতে হইবে না। বাস্তবিক তাহা নহে, এই সকল বচন প্রশংসাপর। কিন্তু সকল মন্ত্রগ্রহণেই বিচারের আবশ্যক, কারণ কোন স্থলে দেখা যায়, স্বপ্নেও বৈরিমন্ত্র লাভ হয়, এবং তাহা দ্বারাও অনিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া মন্ত্র সকল বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হয়।

"কালী তারা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তিকা।
বাগ্বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ॥
কামাক্ষাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা দেব্যঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদা।
সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ॥
কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা॥
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নক্ষত্রাদিবিচারণা॥
কালাদিশোধনং নাস্তি নারিমিত্রাদি দূষণম্।
সিদ্ধবিদ্যা তয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ।
নাস্তি কিঞ্চিন্মহাদেবি দুঃখসাধ্যং কদাচন॥

ইত্যাদি বচনাদিষু বিচারো নাস্তি, বস্তুতস্ত ইদং প্রশংসাপরং, সর্ব্বত্র বিচারস্যাবশ্যকত্বাং দুরদৃষ্টবশাৎ কদাচিদ্বৈরিমন্ত্রস্য স্বপ্নাদৌ প্রাপ্ত্যা তদ্দোষস্য দৃষ্টত্বাৎ" (তন্ত্রসার)

অতএব এই সকল বচন দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, সিদ্ধবিদ্যা বা মহাবিদ্যা যাহারই কেন মন্ত্র হউক না, মন্ত্র সকল বিচার করিয়া তবে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমে কুলাকুল চক্র বিচার করিতে হইবে।

কুলাকুল চক্র।

বায়ু,	অগ্নি,	ভূ,	জল,	আকাশ,
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ
এ	ঐ	ও	ঔ	অং
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	ক্ষ	ল	স	হ

বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ এই পঞ্চভূতময় পঞ্চাশৎ বর্ণ ক্রমশঃ রাখিয়া কুলাকুল নির্ণয় করিতে হইবে। মন্ত্রগৃহীতার নামের আদ্যক্ষর ও যে মন্ত্রগ্রহণ করিবে, সেই মন্ত্রের আদি অক্ষর এই দুই অক্ষর যদি একভূত বা একদৈবত হয়, তাহা হইলে এই মন্ত্র স্বকুল, অন্যথা অকুল হইবে। স্বকুল মন্ত্রগ্রহণ করাই শাস্ত্রসঙ্গত, অকুল মন্ত্রগ্রহণ করিবে না।

এই কুলাকুল বিচারের সুবিধার জন্য একটী চক্র অঙ্কিত করা গেল। এই চক্র দেখিলে সহজেই মন্ত্র স্থির করা যাইবে। এই চক্র পঞ্চ কোষ্ঠায় বিভক্ত, ঐ সকল কোষ্ঠার উপরিভাগে বায়ু, অগ্নি, ভূ, জল ও আকাশ এই পাঁচটী নাম লিখিত হইয়াছে। ইহাদের নীচে এক একটী কোষ্ঠাতে যে যে বর্ণ আছে, তাহারা একভূত বা একদৈবত। নামাদ্যক্ষর, মন্ত্রাদ্যক্ষর এক কোষ্ঠাস্থিত হইলে মন্ত্রগ্রহণে শুভ। আর যদি সাধক নামাদি বর্ণ ও মন্ত্রাদি বর্ণ একভূত বা একদৈবত না হয়, তবে উক্ত বর্ণদ্বয়ের পরস্পর মিত্রতা থাকিলেও মন্ত্র গ্রহণ চলিতে পারে। নামাদি বর্ণের সহিত যে যে বর্ণের মিত্রতা বা শত্রুতা আছে, তাহা এইরূপ স্থির করিতে হইবে। বারুণ বর্ণ ভৌমবর্ণের এবং মারুত বর্ণ আগ্নেয় বর্ণের মিত্র। মারুতবর্ণ পার্থিব বর্ণের এবং আগ্নেয় বর্ণ বারুণ বর্ণের ও পার্থিব বর্ণের রিপু। আকাশ সর্ব্ববর্ণের মিত্র। এইরূপে বর্ণ সকলের শত্রুমিত্রতা নিরূপণ করিয়া মিত্র মন্ত্র গ্রহণ করিবে, শত্রু মন্ত্রগ্রহণ করিবে না। এইরূপ কুলাকুল চক্র বিচার করিয়া পরে রাশিচক্র দ্বারা বিচার করিতে হইবে।

রাশিচক্র।

বৃষ উ ঊ ঋ | মেষ অ আ ই ঈ | মীন য র ল ব

রাশি চক্র

এইরূপে রাশিচক্র স্থির করিয়া পরে বিচার করিতে হইবে। স্বীয় জন্মরাশি হইতে মন্ত্ররাশি অর্থাৎ যে রাশিতে মন্ত্রের আদি বর্ণ দৃষ্ট হইবে, সেই রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিলে যদি মন্ত্ররাশি হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ হয়, তবে মন্ত্রগ্রহণ করিবে না। যদি জন্মরাশি জানা না থাকে, তবে নামের আদি অক্ষরসম্বন্ধীয় রাশি গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে। এইরূপ গণনাতেও ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশিস্থিত মন্ত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। এক, পঞ্চম ও নবম রাশিগত মন্ত্র বন্ধুর ন্যায় হিতকারী। দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও দশম রাশিস্থিত মন্ত্রসিদ্ধি, তৃতীয়, একাদশ ও সপ্তম মন্ত্র পুষ্টিকর, দ্বাদশ, অষ্টম ও চতুর্থ মন্ত্র ঘাতক। ইহাতে একটু বিশেষ এই, বিষ্ণুমন্ত্র বিষয়ে চতুর্থ মন্ত্র ঘাতক। দ্বাদশ রাশি লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয় এই দ্বাদশ রাশির দ্বাদশ সংজ্ঞা। জন্ম রাশিগত মন্ত্রগ্রহণে মন্ত্রসিদ্ধি, ধনস্থানস্থিত মন্ত্রে ধনলাভ, ভ্রাতৃস্থানে ভ্রাতার উন্নতি, বন্ধুপ্রিয়তা, পুত্রস্থানে পুত্রলাভ, শত্রু স্থানে শত্রুবৃদ্ধি, কলত্র স্থানে মধ্যবিধ ফল, মৃত্যুস্থানে মৃত্যু, ধর্ম্মস্থানে কার্য্যসিদ্ধি, কর্ম্মস্থানে ধনসম্পত্তি ও ব্যয় স্থানে সঞ্চিত ধন ব্যয় হয়। রাশিচক্রে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিবে।

পরে নক্ষত্রচক্র স্থির করিয়া মন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

নক্ষত্রচক্রের গণনা সহজে বোধগম্য হইবে, এইজন্ত একটী চক্র অঙ্কিত করা গেল, এই চক্র দেখিলে সহজেই মন্ত্র স্থির করা যাইবে। এই চক্রটী সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় বিভক্ত। ইহার প্রথম হইতে সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও বচনানুসারে যে যে কোষ্ঠায় যে যে বর্ণ ও গণ লিখিত আছে, তাহা দ্বারা মন্ত্র স্থির করিবে।

নক্ষত্রানুসারে গণ স্থির করিয়া মন্ত্র বিচার করিবে। স্বজাতিতে পরম প্রীতি, অন্য জাতিতে মধ্যম প্রীতি, রাক্ষস ও মানুষে বিনাশ, রাক্ষস ও দেবগণে শত্রুতা জানিতে হইবে। জন্ম নক্ষত্র ও মন্ত্রের আদি অক্ষর যে গৃহে পড়িবে, সেই গৃহগত নক্ষত্র লইয়া গণনা করিতে হইবে। যদি মন্ত্র ও মন্ত্রগৃহীতার এক গণ হয়, তাহা হইলে মন্ত্র শুভ, এবং যাহার নরগণ, সে দেবগণ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। মনুষ্যগণ ও রাক্ষসগণে মৃত্যু এবং রাক্ষসগণ ও দেবগণে শত্রুতা হয়, সুতরাং এইরূপ মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

নক্ষত্রচক্র।

অশ্বিনী অ আ দেব	ভরণী ই মানুষ	কৃত্তিকা ঈ উ ঊ রাক্ষস	রোহিণী ঋ ৠ ঌ ৡ নর	মৃগশিরা এ দেব	আর্দ্রা ঐ নর	পুনর্ব্বসু ও ঔ দেব	পুষ্যা ক দেব	অশ্লেষা খ গ রাক্ষস
মঘা ঘ ঙ রাক্ষস	পূর্ব্বফল্গুনী চ নর	উত্তরফল্গুনী ছ জ নর	হস্তা ঝ ঞ দেব	চিত্রা ট ঠ রাক্ষস	স্বাতি ড দেব	বিশাখা ঢ ণ রাক্ষস	অনুরাধা ত থ দ দেব	জ্যেষ্ঠা ধ রাক্ষস
মূলা ন প ফ রাক্ষস	পূর্ব্বাষাঢ়া ব নর	উত্তরাষাঢ়া ভ নর	শ্রবণা ম দেব	ধনিষ্ঠা য র রাক্ষস	শতভিষা ল রাক্ষস	পূর্ব্বভাদ্রপদ ব শ নর	উত্তরভাদ্রপদ ষ স হ নর	রেবতী ল ক্ষ অং অঃ দেব

জন্ম, সম্পৎ, বিপদ্, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরম মিত্র এইরূপে জন্ম নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র নক্ষত্র পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে, যদি জন্ম নক্ষত্র হইতে মন্ত্র নক্ষত্র তৃতীয়, পঞ্চম বা সপ্তম হয়, তবে সেই মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বিতীয়, নবম কিংবা চতুর্থ মন্ত্র শুভ, অন্য মন্ত্র অশুভ। এই মন্ত্র স্বীয় জন্ম নক্ষত্র হইতে গণনা করিতে হইবে। যাহার জন্মনক্ষত্র জানা না থাকে, তাহার স্বনামাক্ষরসম্বন্ধি নক্ষত্র গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে।

এই নক্ষত্রচক্রানুসারে মন্ত্র স্থির হইলে অকথহ, অকড়ম এবং ঋণিধনিচক্রে মন্ত্র বিচার করিবে।

[অকথহ, অকড়ম ও ঋণিধনিচক্রের বিষয় তত্তৎ শব্দে দেখ।]

গুরু বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক এই সকল চক্রে মন্ত্র উদ্ধার করিয়া শিষ্যকে প্রদান করিবে।

মন্ত্রের কালনির্ণয়।—চৈত্র মাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধি, বৈশাখে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠে মরণ, আষাঢ়ে, বন্ধুনাশ, শ্রাবণে দীর্ঘায়ুঃ, ভাদ্রমাসে সন্তাননাশ, আশ্বিনে রত্নলাভ, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষ মাসে শত্রুবৃদ্ধি ও পীড়া, মাঘে মেধাবৃদ্ধি ও ফাল্গুনে মন্ত্র গ্রহণে সকল মনোরথ পূর্ণ হয়।

এইরূপে মাসের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু মন্ত্রগ্রহণে যদি বিহিত মাস মলমাস হয়, তাহা হইলে ঐ মাসে মন্ত্রগ্রহণ করিবে না। কারণ মলমাসে সকল কার্য্যই নিন্দিত। চৈত্রমাসে যে দীক্ষা উক্ত হইল, তাহা গোপাল বিষয়ে জানিতে হইবে। কারণ বচনান্তরে লিখিত আছে, চৈত্রমাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে দুঃখ ভোগ ও মরণ হইয়া থাকে। অতএব চৈত্রমাসে গোপাল মন্ত্রই গ্রহণ করা যাইতে পারে। আষাঢ় মাসে মন্ত্রগ্রহণে যে বন্ধু নাশ হয়, তাহা সকল দেবতার পক্ষে নহে, কেবল শ্রীবিদ্যা মন্ত্র বিষয়েই জানিতে হইবে।

মন্ত্র সম্বন্ধে এই যে মাসের বিষয় অভিহিত হইল, ইহা সৌর মাসই জানিতে হইবে। কারণ মন্ত্রগ্রহণে চান্দ্রমাসের কোন আবশ্যকতা নাই। সৌরমাসই প্রশস্ত।

মন্ত্রগ্রহণে বার নিয়ম।—রবিবারে মন্ত্রগ্রহণ করিলে বিত্তলাভ, সোমবারে শান্তি ও মঙ্গলবারে আয়ুঃক্ষয় হয়, অতএব মঙ্গলবারে মন্ত্রগ্রহণ করিবে না। বুধবারে সৌন্দর্য্য লাভ, বৃহস্পতিবারে জ্ঞানবৃদ্ধি, শুক্রবারে সৌভাগ্য এবং শনিবারে যশোহানি হয়। অতএব রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই সকল বারে মন্ত্রগ্রহণ চলিতে পারে। কেবল শনি ও মঙ্গল এই দুই বার মন্ত্রগ্রহণে নিষিদ্ধ।

মন্ত্রগ্রহণে তিথি-নিয়ম।—প্রতিপদ্ তিথিতে মন্ত্রগ্রহণে জ্ঞান নাশ, দ্বিতীয়াতে জ্ঞানবৃদ্ধি, তৃতীয়ায় শুচিতা, চতুর্থীতে বিত্তনাশ, পঞ্চমীতে বুদ্ধি, ষষ্ঠীতে জ্ঞানক্ষয়, সপ্তমীতে সুখ-লাভ, অষ্টমীতে বুদ্ধিনাশ, নবমীতে শরীরক্ষয়, দশমীতে রাজ-সৌভাগ্য, একাদশীতে শুচিতা, দ্বাদশীতে সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি, ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা, চতুর্দ্দশীতে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম, অমাবস্যায় কার্য্যহানি এবং পূর্ণিমাতে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়।

মন্ত্রগ্রহণে অস্বাধ্যায় অর্থাৎ যে যে দিনে বেদ পাঠ নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সেই দিন বর্জ্জন করিবে। সন্ধ্যাগর্জ্জন, ভূমি-কম্প ও উল্কাপাতের দিন অস্বাধ্যায়। অন্যান্য তন্ত্রে যে ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশীর বিধান দেখা যায়, তাহা বিষ্ণু বিষয়ে জানিতে হইবে। পঞ্চমী, সপ্তমী, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া, পূর্ণিমা, ত্রয়োদশী ও দশমী তিথি মন্ত্রগ্রহণে প্রশস্ত। ষষ্ঠী তিথিতে শিবমন্ত্রগ্রহণে দোষ নাই।

মন্ত্রগ্রহণে নক্ষত্র।—অশ্বিনী নক্ষত্রে মন্ত্রগ্রহণ করিলে শুভ, ভরণীতে মরণ, কৃত্তিকাতে দুঃখ, রোহিণীতে জ্ঞানলাভ, মৃগশিরায় সুখ, আর্দ্রাতে বন্ধুনাশ, পুনর্ব্বসুতে ধন, পুষ্যাতে শত্রুনাশ, অশ্লেষায় মৃত্যু, মঘাতে দুঃখমোচন, পূর্ব্বফল্গুনীতে সৌন্দর্য্য, উত্তরফল্গুনীতে জ্ঞান, হস্তায় ধন, চিত্রায় জ্ঞানবৃদ্ধি, স্বাতিতে শত্রুবিনাশ, বিশাখায় দুঃখ, অনুরাধাতে বন্ধুবৃদ্ধি, জ্যেষ্ঠাতে সুতহানি, মূলায় কীর্ত্তিবৃদ্ধি, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ায় যশোবৃদ্ধি, শ্রবণাতে দুঃখ, ধনিষ্ঠাতে দারিদ্র্য, শতভিষায় বুদ্ধি-বৃদ্ধি, পূর্ব্বভাদ্রপদে সুখ এবং রেবতী নক্ষত্রে কীর্ত্তিবৃদ্ধি হয়।

আর্দ্রা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের যে নিষেধ উক্ত হইয়াছে, তাহা শিবমন্ত্র ও বহ্নিবিষয়ে। জ্যেষ্ঠা ও ভরণী নক্ষত্র রাম-মন্ত্রবিষয়ে জানিতে হইবে।

মন্ত্রগ্রহণে যোগ-নিয়ম।—শুভ, সিদ্ধ, আয়ুষ্মান্, ধ্রুব, প্রীতি, সৌভাগ্য, বৃদ্ধি ও হর্ষণ এই সকল যোগ সর্ব্ব মন্ত্রগ্রহণে প্রশস্ত। রত্নাবলীতন্ত্রে লিখিত আছে,—প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বৃদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্ম্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান্, শিব, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র এই ষোড়শ যোগ মন্ত্রগ্রহণে বিশেষ প্রশস্ত।

মন্ত্রগ্রহণে করণ-নির্ণয়।—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, ও বণিজ এই সকল করণ মন্ত্রগ্রহণে শুভ।

মন্ত্রগ্রহণে লগ্ননির্ণয়।—বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনুঃ ও মীন এই সকল লগ্নে এবং চন্দ্র-তারা শুদ্ধিতে মন্ত্রগ্রহণ কর্ত্তব্য। বিষ্ণু-মন্ত্রগ্রহণে স্থিরলগ্ন অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ এই সকল লগ্ন প্রশস্ত। শিবমন্ত্রগ্রহণে চরলগ্ন ও শক্তিমন্ত্রগ্রহণে দ্ব্যাত্মক লগ্ন শুভকর। মন্ত্রগ্রহণকালে তৎকালীন লগ্নাপেক্ষা তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে পাপগ্রহ এবং লগ্ন ও চতুর্থ, সপ্তম, দশম, নবম ও পঞ্চম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে মন্ত্রগ্রহণ করিবে। মন্ত্রগ্রহণে বক্রীগ্রহ অনিষ্টকারী।

মন্ত্রগ্রহণে পক্ষ-নির্ণয়।—শুক্লপক্ষে মন্ত্রগ্রহণ করিলে শুভফল হয়। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে। অগস্ত্যসংহিতার মতে শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষই মন্ত্রগ্রহণে প্রশস্ত। কালোত্তরে লিখিত আছে,—সম্পৎকামী ব্যক্তি শুক্লপক্ষে এবং মোক্ষকামী কৃষ্ণপক্ষে মন্ত্রগ্রহণ করিবে।

নিষিদ্ধ মাসেও তিথিবিশেষে মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারা যায়। রত্নাবলীতে লিখিত আছে,—ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, কার্ত্তিকী শুক্লা নবমী, চৈত্রের কামচতুর্দ্দশী (কোন মতে ত্রয়োদশী), বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠমাসের দশহরা, আষাঢ়ের শুক্লাপঞ্চমী ও শ্রাবণের কৃষ্ণাপঞ্চমী এই সকল দিনে নক্ষত্রাদি নিন্দিত হইলেও মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে।

ইহা ভিন্ন চৈত্রের শুক্লা ত্রয়োদশী, বৈশাখের শুক্লা একা-দশী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, আষাঢ়ের নাগপঞ্চমী, শ্রাবণের একাদশী, ভাদ্রের জন্মাষ্টমী, আশ্বিনের মহাষ্টমী, কার্ত্তিকের শুক্লানবমী, অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী, পৌষের চতুর্দ্দশী, মাঘের শুক্লা একাদশী, ফাল্গুনের শুক্লা ষষ্ঠী, এই সকল তিথি মন্ত্রগ্রহণে প্রশস্ত।

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাদি সংক্রান্তি দিনে, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে, যুগাদ্যা তিথি ও মন্বন্তরা তিথিতে মন্ত্রগ্রহণ প্রশস্ত। মন্ত্র-গ্রহণে সূর্য্যগ্রহণ কালের সমান আর শুভকাল নাই। সূর্য্য ও চন্দ্র উভয় গ্রহণকালেই মন্ত্রগ্রহণ প্রশস্ত।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শুভ লগ্নে, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে এবং মিত্র-তারাতে তারামন্ত্রগ্রহণ করিবে। তারামন্ত্রদীক্ষায় অনু-রাধা ও রেবতী নক্ষত্র এবং আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস প্রশস্ত।

সোমবারে অমাবস্যা, মঙ্গলবারে চতুর্দ্দশী, রবিবারে সপ্তমী তিথি হইলে শত পর্ব্বের সমান হয়, এই পর্ব্বে মন্ত্রগ্রহণ করিলে বিশেষ শুভ হয়।

যামলে লিখিত আছে,—গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থে, কুরুক্ষেত্রে, প্রয়াগে, কাশীক্ষেত্রে অথবা কোন পীঠস্থানে, মন্ত্রগ্রহণে কালা-কাল শুদ্ধির প্রয়োজন নাই। এতদ্ভিন্ন অন্য স্থানে মন্ত্রগ্রহণ করিতে হইলেই বিশুদ্ধ কাল দেখা আবশ্যক।

বিষ্ণুযামলে লিখিত আছে,—দেবীর বোধন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত যত তিথি আছে, তাহার প্রতি তিথিতেই মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে। দুর্গাদেবীর বোধনে, অশোকাষ্টমীতে, রামনবমী দিনে এবং গুরুর আজ্ঞাক্রমে যে কোন সময়ে মন্ত্রগ্রহণ করা যায়, তাহাতে কালাকালাদি বিচারের আবশ্যক নাই।

গুরু কৃপাপূর্ব্বক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া যদি মন্ত্র দেন, তাহা হইলে লগ্নাদি বিচার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ এই সময়ে সকল বার, সকল তিথি এবং সকল নক্ষত্রই শুভ ফল প্রদান করে।

মন্ত্রস্থাননির্ণয়।—গোশালা, গুরুগৃহ, দেবালয়, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর, আমলকীবৃক্ষের সমীপ, পর্ব্বতাগ্র, পর্ব্বতগুহা ও গঙ্গাতট এই সকল স্থানে দীক্ষাগ্রহণ করিলে কোটিগুণ ফল হয়।

মন্ত্রগ্রহণে নিন্দিত স্থান।—গয়া, ভাস্করক্ষেত্র, বিরজাতীর্থ, চন্দ্রপর্ব্বত, চট্টগ্রাম, মাতঙ্গদেশ এবং কন্যাগৃহ এই সকল স্থানে মন্ত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ। *

যদি গুরু অস্তগত কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় থাকেন, অথবা গুরু ও রবি এক গৃহস্থিত হন, তাহা হইলে মেষ, বৃশ্চিক ও সিংহে মন্ত্রগ্রহণে কোন দোষ হয় না।

মন্ত্রগ্রহণের পূর্ব্বদিন গুরু শিষ্যকে আহ্বান করিয়া পবিত্র কুশশয্যায় উপবেশন করাইয়া নিদ্রামন্ত্রে তাহার শিখা বন্ধন করিবেন, শিষ্য শয়নকালে ঐ মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া শ্রীগুরুর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইবেন।

নিদ্রামন্ত্র—'ওঁ হিলি হিলি শূলপাণয়ে স্বাহা'

মন্ত্রান্তর—

"নমো জয় ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে।
রামায় বিশ্বরূপায় স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ॥
স্বপ্নে কথয় মে তথ্যং সর্ব্বকার্য্যেষ্বশেষতঃ।
ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাস্যামি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর॥"

পরদিন প্রাতঃকালে গুরু শিষ্যের নিকট স্বপ্নের শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিবেন। শিষ্য সমস্ত স্বপ্নবিবরণ গুরুর নিকট নিবেদন করিবেন। কন্যা, ছত্র, রথ, প্রদীপ, অট্টালিকা, পদ্ম, নদী, হস্তী, বৃষ, মাল্য, সমুদ্র, সর্প, বৃষ, পর্ব্বত, ঘোটক, যজ্ঞিয় মাংস ও মদ্য এই সকল স্বপ্ন দেখিলে শিষ্যের মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। †

* "গয়ায়াং ভাস্করক্ষেত্রে বিরজে চন্দ্রপর্ব্বতে।
চট্টলে চ মতঙ্গে চ তথা কন্যাশ্রমেষু চ।
ন গৃহ্লীয়াৎ ততো দীক্ষাং তীর্থেষ্বেতেষু পার্ব্বতি॥" (তন্ত্রসার)

† "গুরুদীক্ষাপূর্ব্বদিনে স্বশিষ্যমভিমন্ত্রয়েৎ।
দর্ভশয্যাং পরিষ্কৃত্য শিষ্যং তত্র নিবেশয়েৎ।
স্বাপমন্ত্রেণ মন্ত্রজ্ঞঃ শিশোঃ শিখাং প্রবন্ধয়েৎ॥
তন্মন্ত্রং স্বাপসময়ে পঠেত্বারত্রয়ং শিশুঃ।
শ্রীগুরোঃ পাদুকাং ধ্যাত্বা উপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তারো হিলিদ্বয়ং শূলপাণয়ে দ্বিঠ ঈরিতঃ।
স্বপমানস্য মন্ত্রোঽয়ং শম্ভুনা পরিকীর্ত্তিতঃ॥
ইতি মন্ত্রেণ সাচ্ছয্যো দেবং প্রার্থ্য স্বপেচ্চ বা।
স্বপ্নে শুভাশুভং দৃষ্টং পৃচ্ছেৎ প্রাতঃ শিশুং গুরুঃ॥
কন্যাং ছত্রং রথং দীপং প্রাসাদং কমলং নদীম্।
কুঞ্জরং বৃষভং মাল্যং সমুদ্রং ফণিনং দ্রুমম্॥
পর্ব্বতং তুরগং মেধ্যামমাংসং সুরাসবম্।
এবমাদীনি সর্ব্বাণি দৃষ্ট্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥" (তন্ত্রসার)

মন্ত্রের আট প্রকার দোষ আছে, যথা,—অভক্তি, অক্ষরভ্রান্তি, লুপ্ত, ছিন্ন, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কথন ও স্বপ্নে কথন।

১ মন্ত্রকে অক্ষরজ্ঞান করার নাম অভক্তি, মন্ত্রই দেবতার স্বরূপ, ইহা বিবেচনা করিয়া মন্ত্র দ্বারা উপাসনা করিলে সেই দেবতা প্রসন্ন হইয়া অভিলাষিত ফল প্রদান করিবেন। এই মন্ত্র কতকগুলি অক্ষরসমষ্টি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া পূজাদি করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না, বরং নিরয়গামী হইতে হইবে। অন্য মন্ত্রের প্রশংসা করিয়া নিজের মন্ত্র অফল এইরূপ বিবেচনা করাও অভক্তি নামে অভিহিত। ২ অক্ষরভ্রান্তি, গুরু বা শিষ্যের ভ্রমবশতঃ মন্ত্রের বর্ণবৈপরীত্য, অথবা বর্ণাধিক্য। ৩ লুপ্তমন্ত্রে বর্ণের ন্যূনত্ব। ৪ ছিন্ন মন্ত্রান্তর্গত যুক্তবর্ণের একদেশ ন্যূনত্ব। ৫ হ্রস্ব, মন্ত্রের দীর্ঘবর্ণস্থানে হ্রস্ব শব্দপ্রয়োগ। ৬ দীর্ঘ, মন্ত্রের হ্রস্বস্থানে দীর্ঘপ্রয়োগ। ৭ কথন, অন্যের নিকট স্বীয় মন্ত্র প্রকাশ। ৮ স্বপ্নে কথন, নিদ্রাকালে মন্ত্র অন্যের নিকট বলা। মন্ত্রের এই আট প্রকার দোষ। *

"অক্ষরে ভ্রান্তিঃ গুরোঃ শিষ্যস্য বা ভ্রান্ত্যা মন্ত্রেষু বর্ণবৈপরীত্যং বর্ণাধিক্যঞ্চ। লুপ্তঃ, মন্ত্রেষু বর্ণন্যূনত্বং। ছিন্নঃ, মন্ত্রান্তর্গতযুক্তবর্ণৈকদেশন্যূনত্বং। হ্রস্বঃ, দীর্ঘস্থানে হ্রস্বপ্রয়োগঃ। যদ্যপ্যেতদ্দোষয়োরক্ষরভ্রান্ত্যন্তর্ভূতত্বেন পৌনরুক্ত্যং স্যাৎ, তথাপি এতদ্দোষয়োঃ পৃথক্প্রায়শ্চিত্তস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ অক্ষরভ্রান্তিস্তুদিতরবিষয়া, কথনমন্ত্রেষু স্বীয়মন্ত্রপ্রকাশঃ, স্বপ্নোত্থিত

* অভক্তিঃ মন্ত্রেষু অক্ষরবুদ্ধ্যাদিরূপা, তদুক্তং কুলার্ণবে দ্বাদশোল্লাসে—
গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরভাবনা।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিঃ কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥
দেবতান্তরমন্ত্রপ্রশংসয়া স্বমন্ত্রস্য অফলত্ববুদ্ধ্যাদিরূপা চ।
অভক্ত্যা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাৎ কল্পকোটিশতৈরপি।
এবং মন্ত্রশ্চান্যথা বা চেতি ভ্রান্ত্যা হি বাতুলঃ॥
লুপ্তবর্ণে বুদ্ধিনাশশ্ছিন্নে নাশোঃ ভবেৎ কিল।
হ্রস্বোচ্চারে ব্যাধিযুক্তো দীর্ঘজাপে বপুঃক্ষয়ঃ॥
কথনে মৃত্যুমাপ্নোতি স্বপ্নে তু শৃণু শৈলজে।
কালিকায়াশ্চ তারায়া মন্ত্রোঽপি জ্বলদগ্নিবৎ॥" (হরতত্ত্বদীধিতি)

স্বপ্নে ব্রাহ্মণরূপিদেবেন স্বীয়মন্ত্রস্য প্রহরণং তস্মিন্ স্বীয় মন্ত্রপ্রকাশ ইতি যাবং।" (হরতত্ত্বদীধিতি)

মন্ত্র উক্ত প্রকার দোষদুষ্ট হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই মন্ত্র শুভময় হইয়া থাকে, নচেৎ প্রতিপদে বিঘ্ন হয়। যাহাতে মন্ত্রের এইরূপ দোষ না ঘটে, শিষ্য সেজন্য সতত সচেষ্ট থাকিবেন।

মন্ত্রে অভক্তিদোষ ঘটিলে বহুজপ, হোম এবং বহু কায়ক্লেশ দ্বারা উহা দূর করিতে হয়। এইরূপে অভক্তি গিয়া যদি ভক্তির উদ্রেক ঘটে, তবে তাহার সিদ্ধিলাভ হইতে আর বেশী বিলম্ব হয় না।

"বহুজপাৎ তথা হোমাৎ কায়ক্লেশাদিবিস্তরাৎ।
যদি ভক্তির্ভবেৎ দেবি তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥"(হরতত্ত্বদীধিতি)

মন্ত্রে অক্ষরভ্রান্তিদোষ ঘটিলে গুরু, তদভাবে তৎপুত্র, তাঁহার অভাবে গুরুলক্ষণবিশিষ্ট কোন সাধকের দ্বারা মন্ত্রের দোষ পরিহার করাইয়া তাঁহার নিকট পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

"গুরুণা তৎস্মৃতেনৈব সাধকেন বরাননে।
অক্ষরে দূষণং হিত্বা পুনর্মন্ত্রং প্রকাশয়েৎ॥" (হরতত্ত্বদী॰)

মন্ত্রের লুপ্ত দোষ ঘটিলে গুরু, গুরুপুত্র বা কোন সাধক সমাহিত চিত্তে লুপ্তবর্ণ নির্ণয় করিয়া শিষ্যকে মন্ত্র দিবেন।

মন্ত্রের ছিন্ন দোষ ঘটিলে গুরু প্রভৃতি উহা নিরাকরণ করিয়া শিষ্যকে দিবেন, এবং উহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ লক্ষ জপ করিবেন। ইত্যাদি।

সকল প্রকার দোষই গুরু স্থির হইয়া নিরাকরণ করিবেন। মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার।—

"জননং জীবনং পশ্চাৎ তাড়নং বোধনং তথা।
অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ॥
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়া॥" (তন্ত্রসার)

জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি এই দশ প্রকার মন্ত্রের সংস্কার। এই দশবিধ সংস্কার করিয়া গ্রহণ মন্ত্র করা আবশ্যক।

নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার করিতে হয়। কুঙ্কুম, রক্তচন্দন অথবা ভস্ম দ্বারা সুবর্ণাদি পাত্রে মাতৃকাযন্ত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। পরে শক্তিমন্ত্রে রক্তচন্দন, ও শিবমন্ত্রে ভস্ম দ্বারা মাতৃকা যন্ত্র লিখিয়া মন্ত্র সংস্কার করিতে হয়। মাতৃকাযন্ত্র ভিন্ন মন্ত্রের সংস্কার হইবে না। নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে মাতৃকা যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইবে।

[মাতৃকাযন্ত্র শব্দ দেখ]

'হংসো' এই মন্ত্রকে কর্ণিকা করিয়া দুহ দুইটী স্বর দ্বারা কেশর অঙ্কিত করিবে। তৎপরে অষ্ট দল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া ঐ পদ্মের অষ্ট পত্র মধ্যে অষ্টবর্গ লিখিবে। পদ্মের বহির্ভাগে চতুর্দ্বার ও চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিয়া পদ্ম বেষ্টন করিবে। যন্ত্রের চতুর্দ্দিকে বং এবং চতুষ্কোণে ঠং লিখিবে এবং ককারাদি ম পর্য্যন্ত পঞ্চ বর্গ এবং য হইতে ব পর্য্যন্ত, শ হইতে হ পর্য্যন্ত ও ল ক্ষ এই অষ্টবর্গপদ্মের পূর্ব্বাদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশাণকোণ পর্য্যন্ত অষ্ট দলে লিখিতে হইবে। তৎপরে চতুরস্র ও চতুর্দ্বার লিখিয়া চতুর্দ্বারে বং এবং চতুষ্কোণে ঠং লিখিয়া যন্ত্র অঙ্কিত করিবে।

মন্ত্রের জননসংস্কার।—মাতৃকা যন্ত্র হইতে যে মন্ত্রবর্ণ সকল উদ্ধার করা যায়, তাহাকে জনন-সংস্কার কহে।

জীবন উদ্ধৃত বর্ণ সকলের পঙ্‌ক্তিক্রমে প্রত্যেক বর্ণ প্রণব দ্বারা পুটিত করিয়া এক এক বর্ণ একশত জপ করিতে হইবে, ইহাকেই মন্ত্রের জীবন বলা যায়। মতান্তরে দশবার জপ করিলেও হয়।

তাড়ন—মন্ত্রের বর্ণ সকল পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়া বং এই মন্ত্রে চন্দনোদক দ্বারা তাড়ন করিবে, ইহা শতবার করিতে হয়। মতান্তরে দশবার করিলেও হইতে পারে।

বোধন—মন্ত্রের বর্ণ সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে লিখিয়া মন্ত্রবর্ণসংখ্যক রক্তকরবী পুষ্প দ্বারা রং এই মন্ত্রে মন্ত্রবর্ণ সকলকে হনন করিবে, ইহাকে মন্ত্রের বোধন কহে।

অভিষেক—মন্ত্রের বর্ণ সকল লিখিয়া মন্ত্রাক্ষর সংখ্যক রক্ত করবী পুষ্প দ্বারা রং এই মন্ত্রে এক একবার বর্ণ সকল অভিমন্ত্রিত করিয়া তন্তন্ত্রোক্ত বিধানে অশ্বত্থ পল্লব দ্বারা মন্ত্রের বর্ণ সংখ্যানুসারে অভিসিঞ্চন করিবে।

বিমলীকরণ—সুষুম্নার মূল ও মধ্যভাগে দেয় মন্ত্র চিন্তা করিয়া জ্যোতির্ময় অর্থাৎ ওঁ হ্রৌঁ এই মন্ত্রে মলত্রয় দগ্ধ করিবে। ইহার নাম মন্ত্রের বিমলীকরণ। আনব্য, মায়িক ও কার্ম্মণ এই ত্রিবিধ মল। যোষা অর্থাৎ স্ত্রী হইতে যে মল উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মায়িক মল, পুরুষ হইতে উৎপন্ন মলকে কার্ম্মণ মল এবং এই উভয়বিধ মলকে আনব্য মল বলা যায়। এই ত্রিবিধ মল সর্ব্বশাস্ত্রনিন্দিত। মন্ত্রের বিমলীকরণ করিলে এই ত্রিবিধ মল নষ্ট হয়।

আপ্যায়ন—স্বর্ণ ও কুশ অথবা পুষ্পোদক দ্বারা পূর্ব্বলিখিত জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্র আপ্যায়ন করিবে।

তর্পণ—পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির্মন্ত্রে দেয় মন্ত্রের বর্ণসংখ্যায় জল দ্বারা তর্পণ করিতে হইবে। ইহাতে বিশেষ এই, শক্তিমন্ত্রবিষয়ে মধু দ্বারা, বিষ্ণু মন্ত্রে কর্পূরমিশ্রিত জল দ্বারা এবং

শিবমন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা তর্পণ করিতে হইবে। অভিষেকও এই-রূপ প্রণালীতে করিতে হয়।

দীপন—“ওঁ হ্রাঁ শ্রীঁ” মন্ত্রে মন্ত্রের দীপ্তি সাধন করিতে হইবে।

গুপ্তি—যে মন্ত্র জপ করিবে, তাহা প্রকাশ করিবে না, সর্ব্বদা গোপন ভাবে রাখিতে হইবে। এইরূপে মন্ত্রের প্রণালীতে মন্ত্রের সংস্কার করিয়া গ্রহণ করিলে সাধক অভীষ্ট লাভ করে।*

মন্ত্রগ্রহণের পূর্ব্ব দিন গুরু ও শিষ্য উভয়েই সংযত হইয়া থাকিবেন। পরে মন্ত্র লইবার দিন গুরু দীক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে শিষ্যকে মন্ত্র দিবেন।

বংশপরম্পরায় এক এক দেবতার উপাসক দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ কোন বংশ কালীমন্ত্র উপাসক, কেহ বা তারামন্ত্র, ইত্যাদি রূপে বিভিন্ন বংশে মহাবিদ্যাদি বিভিন্ন দেবতার উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত আছে। বোধ হয়, ঐ বংশের কোন মহাপুরুষ ঐ দেবতার উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তদবধি তাহার বংশপরম্পরাক্রমে ঐ দেবতার উপাসনা চলিয়া আসিতেছে। এক একটী দেবতার অনেক-গুলি বীজ মন্ত্র আছে, গুরু পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে বীজমন্ত্রের মধ্যে কোন্ বীজমন্ত্র তাহার অনুকূল মন্ত্র হইবে, তাহা স্থির করিয়া শিষ্যকে দিবেন। কিন্তু কুল-দেবতা ঠিক রাখিবেন। কুলদেবতা পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার মন্ত্রগ্রহণ করিলে সিদ্ধি হয় না। এইজন্য সর্ব্বদাই কুলদেবতার প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়া বিধেয়।

মন্ত্রগ্রহণে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতির ভেদবুদ্ধি বিবেচনা করা সঙ্গত নহে। ইহার মধ্যে যে কোন দেবতার মন্ত্রগ্রহণ করা যাউক না কেন, ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিলে তাহাতেই সিদ্ধি হইবে। কালী তারাদিনামে পৃথক্ হইলেও উহা বস্তুতঃ পৃথক্ নহে, এক; কেবল সাধকদিগের হিতের জন্য মহামায়া নানারূপ ধারণ করিয়াছেন।

“ধ্যায়ন্তি তং বৈষ্ণবাশ্চ কৃষ্ণং শ্যামলসুন্দরম্।
কেচিচ্চতুর্ভুজং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং মনোহরম্॥
ত্রিশূলধারিণং কেচিৎ পঞ্চবক্ত্রং দিগম্বরম্।
নানারূপঞ্চ পশ্যন্তি ধ্যানানুসারতশ্চ যাম্॥
সা দেবী প্রকৃতির্ব্রহ্ম তেজোমণ্ডলবাসিনী।
কেবলং প্রকৃতিশ্চৈকা দৃশ্যতে ভক্তিযোগতঃ॥
ভিদ্যতে সা কতিবিধা সূর্য্যো দর্পণসন্নিধৌ।
আকাশো ভিদ্যতে যাদৃক্ ঘটস্থাদিস্তথা চ সা॥
একৈব সা মহাবিদ্যা নামমাত্রং পৃথক্ পৃথক্।
চিতিরূপা মহামায়া পরব্রহ্মস্বরূপিণী॥
সেবকানুগ্রহার্থায় নানারূপং দধার সা।” ইত্যাদি।

(হরতত্ত্বদীধিতিধৃত তন্ত্রবচন)

অমুক ‘কালীমন্ত্র’ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, আমি ঐ মন্ত্রগ্রহণ করিলে সিদ্ধ হইতে পারিতাম, সাধকের এইরূপ ভাবনা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। যাহার যে কুল-দেবতা আছে, সেই দেবতার মন্ত্রগ্রহণই তাহার পক্ষে শুভকর।

সাধক যদি দৈববশতঃ অনেকগুলি মন্ত্র লাভ করে, তাহা হইলে সেই সকল দেবতারই পূজাদি করিতে হইবে এবং ঐ সকল দেবতার মধ্যে যে দেবতার প্রতি তাহার ভয় হইবে, তাহার মন্ত্রাদি জপ করাই বিধি।

“অথ দৈবাৎ গৃহীতবহুমন্ত্রসাধকস্য ইতি কর্ত্তব্যতামাহ, সময়াচারতন্ত্রে অষ্টমপটলে—

বহুমন্ত্রী যদা দেবি সাধকো দৈবযোগতঃ।
তস্য কস্য জপং কুর্য্যাৎ পূজনাদিকমেব চ॥
সর্ব্বদেবনমস্কারং নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।
জপাদিকন্তু তস্যৈব যত্র শঙ্কা প্রজায়তে॥” (হরতত্ত্বদীধিতি)

গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিয়া যদি দেশান্তর গমন করেন, বা তাঁহার মৃত্যু হয় এবং শিষ্য যদি দুরদৃষ্টবশতঃ নিজমন্ত্র বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে শিষ্য প্রথমে গুরুপুত্রকে ডাকাইয়া মন্ত্রবিস্মৃতির কথা নিবেদন করিবে এবং গুরুপুত্রও সেই দেব-তার সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন; সমস্ত মন্ত্র শুনিয়া শিষ্যের

* “মন্ত্রাণাং মাত্রিকাযন্ত্রাদুদ্ধারো জননং স্মৃতম্।
পঙ্‌ক্তিক্রমেণ বিধিনা মুনিভিস্তত্র নিশ্চিতম্॥
প্রণবাস্তবিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ।
প্রত্যেকং শতবারন্তু জীবনং তদুদাহৃতম্॥
মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা।
প্রত্যেকং বায়ুবীজেন পূর্ব্ববত্তাড়নং মতম্॥
দশধা শৃণু দেবেশি তাড়নং পরিকীর্ত্তিতম।
বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণাংস্তু প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ॥
তন্মন্ত্রবর্ণসংখ্যাকৈর্হন্যাদ্রেফেণ বোধনম্।
বিলিখ্যাক্ষরসংখ্যাতৈঃ পুষ্পৈরক্তহবাদিভিঃ॥
মন্ত্রবর্ণান্ বহ্নিনৈকমভিমন্ত্র্য সকৃৎ সকৃৎ।
তত্তন্মন্ত্রোক্তবিধিনা অভিষেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
অশ্বত্থপল্লবৈঃ সিঞ্চেৎ মন্ত্রী বর্ণার্ণসংখ্যয়া।
সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং সুষুম্নামূলমধ্যতঃ॥
জ্যোতির্মন্ত্রেণ বিধিবদ্দেহন্মলত্রয়ং যতিঃ।
স্বর্ণেন কুশতোয়েন পুষ্পতোয়েন বা থবা॥
তেন মন্ত্রেণ বিধিবদাপ্যায়নবিধিঃ স্মৃতঃ।
মন্ত্রেণ বারিণা যন্ত্রে তর্পণং তর্পণং মতম্॥
মধুনা শক্তিমন্ত্রেষু বৈষ্ণবে চেন্দুমজ্জলৈঃ।
শৈবে ঘৃতেন দুগ্ধেন তর্পণং সম্যগীরিতম্॥” ইত্যাদি। (তন্ত্রসার)

যদি ঐ মন্ত্র স্মরণ হয়, তাহা হইলে শিষ্য সেই মন্ত্রেরই উপাসনা করিবে। যদি গুরুপুত্রও না থাকে, তাহা হইলে সেই বংশে যে কেহ মন্ত্রাভিজ্ঞ থাকিবেন, তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিবে। যদি গুরুবংশীয় কেহ না থাকে, তাহা হইলে মন্ত্রতন্ত্রাভিজ্ঞ কোন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে মন্ত্র স্থির করিবে। শিষ্য যদি অতিশয় দুরদৃষ্টবশতঃ কুলদেবতাও বিস্মৃত হন, তাহা হইলে গুরুপুত্রগণ শিষ্য সমীপে সকল দেবতার নাম উচ্চারণ করিবেন, ঐ সকল দেবতার নাম শুনিয়া যদি দেবতা স্মরণ হয়, তাহা হইলে ঐ দেবতার মন্ত্রগ্রহণ করাই বিধেয়। যদি কোন ক্রমে দেবতার নাম স্মৃতিপথে না আসে এবং অন্যরূপে জানিবার উপায় না থাকে, তাহা হইলে শিষ্যের যে দেবতার প্রতি অধিক ভক্তি থাকে, শিষ্য সেই দেবতার মন্ত্রগ্রহণ করিবেন।

"অথ দুরদৃষ্টবশাৎ মন্ত্রবিস্মৃতৌ গুরৌ দেশান্তরগতে মৃতে বা উপায়মাহ কালীবিলাসতন্ত্রে তৃতীয়পটলে—

দত্বা মন্ত্রং তথা বিদ্যাং গুরুর্দ্দেশান্তরং গতঃ।
শিষ্যেণ্ গুরুমুখাচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রো বিদ্যা চ বিস্মৃতা।
কিং কর্ত্তব্যং তদা দেবি শিষ্যেণ বদ সাম্প্রতম্॥
শ্রুত্বা চান্যতরস্যাস্যা তান্ত্রিকস্য সুরার্চ্চিতে।
পূর্ব্ববিদ্যাং তথা শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥

তথা গুরুপুত্রাদিনা তদভাবে তদ্বংশজাতে নান্যেনাখিলেষু মন্ত্রজাতে সচ্চরিতেষু স্বমন্ত্রস্য শ্রবণাদবশ্যং স্মৃতির্জায়তে, প্রচুরদুরদৃষ্টবশেন তত্রাপ্যনিশ্চয়ে তদ্দেবতামন্ত্রান্তরং গৃহ্লীয়াৎ তত্রাপ্যতিদুরদৃষ্টবশাৎ দেবতাবিস্মৃতৌ বহুষু দেবেষু উচ্চরিতেষু যদি স্মৃতির্জায়তে, তদা তন্মন্ত্রং গৃহ্লীয়াৎ। তত্রাপি দেবতাস্মৃতেরভাবে যত্র প্রচুরতরভক্তিঃ সৈবোপাস্যা।

"স্বান্তঃকরণবৃত্ত্যৈব যত্র শ্রদ্ধা গরীয়সী।
সৈবোপাস্যা প্রযত্নেন বিচারস্তত্র নিষ্ফলঃ॥"

(হরতত্ত্বদীধিতি)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গুরু কিংবা গুরুদত্ত মন্ত্র ত্যাগ করিতে নাই। কিন্তু গুরু যদি মহাপাতকী বা দেবনিন্দক প্রভৃতি দোষদুষ্ট হন, তবে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপ মন্ত্রও যদি অনুচ্ছার্য্য, শত্রুগৃহগত, কিংবা অসংস্কৃত ও অবৈধভাবে গৃহীত হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করা চলে এবং তাহাতে কোন প্রত্যবায়েরও আশঙ্কা নাই।

"গৃহীতমন্ত্রস্ত্যক্তব্যো গুরুশ্চেদ্দোষসংযুতঃ।
মহাপাতকযুক্তো বা গুরুশ্চেদ্দেবনিন্দকঃ॥
অনুচ্চার্য্যশ্চ যো মন্ত্রঃ শত্রুগেহগতস্তথা।
অসংস্কৃতগৃহীতশ্চাবিধিদীক্ষাপুরঃসরঃ।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বপ্রযত্নেন পুনর্গ্রাহ্যং যথাবিধি॥
ইতি বচনাদ্গুর্ব্বন্তরং গৃহ্লীয়াৎ" (হরতত্ত্বদীধিতি)

অকারণে গুরু ও মন্ত্রত্যাগ করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল হইয়া থাকে, নচেৎ নহে। মন্ত্রদাতা গুরুর মৃত্যুতে শিষ্যের তিন দিন অশৌচ হয়।

"গৃহীতো দেবতামন্ত্রঃ সাবিত্রীগ্রহণং কৃতম্।
যস্মাত্তস্য ত্রিরাত্রস্তু রক্ষেদ্বিপ্রাগ্রহো যতঃ॥"(হরতত্ত্বদীধিতি)

শিষ্য গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া যাহাতে মন্ত্র সিদ্ধি হয়, তাহার প্রতি বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

মন্ত্রসিদ্ধির উপায়—

"সম্যগনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবম্॥
পুনরনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ন সংশয়ঃ॥
পুনঃ সোঽনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধো ন জায়তে।
উপায়াস্তত্র কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত শঙ্করভাষিতাঃ॥
ভ্রামণং রোধনং বশ্যং পীড়নং শোষপোষণে।
দহনান্তং ক্রমাৎ কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ॥"

ইত্যাদি। (তন্ত্রসার)

যথাবিধি পুরশ্চরণাদির অনুষ্ঠানে মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে। সম্যক্‌রূপে পুরশ্চরণাদি অনুষ্ঠান করিলেও যদি মন্ত্র সিদ্ধি না হয়, তবে পূর্ব্বের ন্যায় পুরশ্চরণাদি আবার করিতে হইবে। তাহাতেও যদি মন্ত্র সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পুনরায় পুরশ্চরণাদির অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে তিনবার যথোক্ত বিধানে কার্য্যানুষ্ঠান করিলেও যদি মন্ত্র সিদ্ধি না ঘটে, তবে শঙ্করোক্ত সপ্তবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ভ্রমণ, রোধন, বশীকরণ, পীড়ন, শোষণ, পোষণ ও দাহন এই সপ্তবিধ উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে।

মন্ত্রের ভ্রমণ যথা,—বং এই বায়ুবীজ দ্বারা মন্ত্রবর্ণ সকল গ্রন্থন করিবে, অর্থাৎ মন্ত্রের অন্তর্গত বর্ণ সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া একটী বায়ুবীজ এবং একটী মন্ত্রাক্ষরযন্ত্রেতে সমস্ত যন্ত্রবর্ণ লিখিয়া শিলারস, কর্পূর, কুঙ্কুম, উশীর ও চন্দন এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তাহা দ্বারা যন্ত্রোপরি মন্ত্র সকল লিখিতে হইবে। পরে ঐ লিখিত মন্ত্র দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও জল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। যথাবিধানে পূজা, জপ ও হোম করিতে হইবে। ইহাই মন্ত্রের ভ্রমণ। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে অচিরে

মন্ত্র সিদ্ধি হয়। ইহাতেও যদি মন্ত্রের সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের রোধন করিবে। মন্ত্রের রোধন,—ঐঁ এই বীজ দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া যথাসাধ্য জপ করিবে। যদি রোধনক্রিয়াতেও মন্ত্র সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের বশীকরণ করিতে হইবে। মন্ত্রের বশীকরণ,—অলক্তক, রক্তচন্দন, কুড়, ধুস্তুরবীজ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য দ্বারা ভূর্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিবে। ইহাকে মন্ত্রের বশীকরণ কহে। এই রূপ বশীকরণ করিলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের পীড়ন করিতে হইবে। মন্ত্রের পীড়ন,—অধরোত্তরযোগে মন্ত্র জপ করিয়া অধরোত্তররূপিণী দেবতার পূজা করিবে। পরে আকন্দের দুগ্ধ দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া পদ দ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক প্রতিদিন হোম করিবে। ইহাই মন্ত্রের পীড়ন। ইহাতেও যদি মন্ত্র সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের পোষণ করিতে হইবে। মন্ত্রের পোষণ,—মূল মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে ত্রিবিধ বালাবীজ যোগ করিয়া জপ করিবে এবং গোদুগ্ধ দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া হস্তে ধারণ করিতে হইবে। ইহাতে মন্ত্রের সিদ্ধ না হইলে মন্ত্রের শোষণ করিতে হইবে। মন্ত্রের শোষণ,—বং এই বায়ুবীজ দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে এবং ঐ মন্ত্র যজ্ঞীয় ভস্ম দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখিয়া গলে ধারণ করিবে। উক্ত প্রকারেও মন্ত্র সিদ্ধ না হইলে মন্ত্রের দাহন করিতে হইবে। মন্ত্রের দাহন,—মন্ত্রের এক একটী অক্ষরের আদি, মধ্যে ও অন্তে রং এই অগ্নিবীজ যোগ করিয়া জপ করিবে এবং পলাশবীজের তৈল দ্বারা সেই মন্ত্র লিখিয়া স্কন্ধদেশে ধারণ করিবে।

এই সকল প্রক্রিয়ার এক একটী করিলেই মন্ত্র সিদ্ধি হয়, বহু প্রক্রিয়া অনাবশ্যক। একটা প্রক্রিয়া দ্বারা যদি মন্ত্র সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলেই পরবর্ত্তী প্রক্রিয়া করা প্রয়োজন।

মন্ত্রসিদ্ধির অন্যবিধ উপায়—অনুলোম ও বিলোমে মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পুটিত করিয়া শতবার মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে কেবল মন্ত্র জপ করিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে জপ করিতে করিতে যখন লক্ষ জপ পূর্ণ হইবে, তখন নিশ্চয়ই মন্ত্র সিদ্ধি হইবে।

"ভ্রামণং বায়ুবীজেন গ্রথনং ক্রমযোগতঃ।
তন্মন্ত্রং যন্ত্রে ত্বালিখ্য শিহ্লকর্পূরকুঙ্কুমৈঃ ॥
উশীরচন্দনাভ্যাস্তু মন্ত্রং সংগ্রথিতং লিখেৎ।
ক্ষীরাজ্যমধুতোয়ানাং মধ্যে তল্লিখিতং ভবেৎ ॥
পূজনাৎ জপনাদ্ধোমাৎ ভ্রামিতঃ সিদ্ধিদো ভবেৎ।
ভ্রামিতো নৈব সিদ্ধিঃ স্যাদ্রোধনং তস্য কারয়েৎ ॥
সারস্বতেন বীজেন সংপুটীকৃত্য সংজপেৎ।
এবং রুদ্ধো ভবেৎ সিদ্ধো নচেদেতদ্বশীকুরু ॥
অলক্তং চন্দনং কুষ্ঠং হরিদ্রামাদনং শিলা।
এতৈস্তু মন্ত্রমালিখ্য ভূর্জপত্রে সুশোভনে ॥
ধার্য্যঃ কণ্ঠে ভবেৎ সিদ্ধঃ পীড়নং বাস্য কারয়েৎ।
অধরোত্তরযোগেন পদানি পরিজপ্য বৈ ॥
ধ্যায়েচ্চ দেবতাং তদ্বদধরোত্তররূপিণীম্।
বিম্বামাদিত্যদুগ্ধেন লিখিত্বাক্রম্য চাঙ্ঘ্রিণা।
তথা ভূতেন মন্ত্রেণ হোমঃ কার্য্যো দিনে দিনে ॥
পীড়িতো লজ্জয়াবিষ্টঃ সিদ্ধঃ স্যাদথ পোষয়েৎ।
বালাত্রিতয়ং বীজমাদ্যন্তে তস্য যোজয়েৎ ॥
গোক্ষীরমধুনালিখ্য বিম্বাং পাণৌ বিধারয়েৎ।
পোষিতোহয়ং ভবেৎ সিদ্ধো নচেৎ কুর্ব্বীত শোষণম্ ॥
দ্বাভ্যাস্তু বায়ুবীজাভ্যাং মন্ত্রং কুর্য্যাৎ বিদর্ভিতম্।
এষা বিম্বা গলে ধার্য্যা লিখিত্বা বরভস্মনা ॥
শোষিতশ্চাপ্যসিদ্ধশ্চেদ্দহনীয়োঽগ্নিবীজতঃ।
আগ্নেয়েন তু বীজেন মন্ত্রেষ্বেকৈকমক্ষরম্ ॥
আদ্যন্তমধ উর্দ্ধঞ্চ যোজয়েদ্দাহকর্ম্মণি।
ব্রহ্মবৃক্ষস্য তৈলেন মন্ত্রমালিখ্য ধারয়েৎ ॥
স্কন্ধদেশে ততো মন্ত্রঃ সিদ্ধঃ স্যাচ্ছঙ্করোদিতঃ।
ইত্যেবং কথিতং সম্যক্ কেবলং ভক্তিযোগতঃ ॥
এতেন তু কৃতার্থঃ স্যাদ্ বহুভিঃ কিমু সুব্রত।
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসিদ্ধেস্তু কারণম্ ॥
মাতৃকাপুটিতং কৃত্বা স্বমন্ত্রং প্রজপেৎ সুধীঃ।
ক্রমোৎক্রমাচ্ছতাবৃত্যাতদন্তে কেবলং মনুম্ ॥
এবন্তু প্রত্যহং কুর্য্যাদ্ যাবল্লক্ষং সমাপ্যতে।
নিশ্চিতং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যুক্তং কর্ম্মবেদিভিঃ ॥" (তন্ত্রসার)

মন্ত্র সিদ্ধ হইল কি না? তাহা নিম্নোক্ত লক্ষণ দ্বারা জানা যাইবে।

মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ,—মনোরথসিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। সাধক যখন যে অভিলাষ করেন, তখন অক্লেশে সেই অভিলাষ পূর্ণ হয়। মৃত্যুহরণ, দেবতাদর্শন প্রভৃতিও মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ। যাঁহার তপোযোগাদি দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হইবে, তিনি দেবতাকে দেখিতে পান, মৃত্যু নিবারণ করিতে পারেন, পরকায়ে প্রবেশ অর্থাৎ অন্যের মনোগত ভাব জানিতে পান, এবং তাঁহার অদৃষ্টবশে পরপুরে প্রবেশ, শূন্যমার্গে বিচরণ ও সর্ব্বত্র গমনের শক্তি হয়। এতদ্ভিন্ন খেচরী দেবীগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি তাহাদিগের কথা শ্রবণ করিতে পারেন। ভূচ্ছিদ্রদর্শন, পার্থিবতত্ত্বজ্ঞান, দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি, বাহন ভূষণাদি বহু দ্রব্যলাভ এবং দীর্ঘজীবনপ্রাপ্তি এ সকলও তাঁহার ঘটিয়া থাকে। মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তি রাজা বা রাজপরিবার-

বর্গের বশীকরণ এবং সর্ব্বস্থানে চমৎকারজনক কার্য্য প্রদর্শন করিয়া সুখে কাল যাপন তাঁহার দৃষ্টিমাত্রই রোগোপশম এবং সর্ব্বপ্রকার বিষ নিবারণ হইয়া থাকে ও সর্ব্বশাস্ত্রে অযত্নসুলভ পাণ্ডিত্য লাভ হয়। তিনি সর্ব্বত্র বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, মুক্তি-কামনা, সর্ব্বপরিত্যাগশক্তি, সর্ব্ববশীকরণক্ষমতা, অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস, সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া এবং সর্ব্বজ্ঞতা গুণের অধি-কারী হন। এই প্রকার গুণ মধ্যবিধ সিদ্ধির লক্ষণ।

কীর্ত্তি ও বাহনভূষণাদি লাভ, দীর্ঘজীবন, রাজপ্রিয়তা, রাজপরিবারাদি সর্ব্বজনবাৎসল্য, লোকবশীকরণ, বিপুল ঐশ্বর্য্য, অতুল ধনসম্পত্তি, পুত্রদারাদি সম্পদ্, এই সকল গুণ অধম মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ। মন্ত্রসিদ্ধির প্রথম অবস্থায় এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। বাস্তবিক যাঁহারা প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহারা সাক্ষাৎ শিবতুল্য।

মন্ত্রের দোষ।—পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র ভুবনেশ্বরীর একা-ক্ষর মন্ত্রের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, তাহাতে তিনি এই মন্ত্রের প্রতি অভিশাপ দেন, সেই অভি-শাপে উক্ত মন্ত্র তেজোহীন হয়, যদি কেহ ভুবনেশ্বরীর একা-ক্ষর মন্ত্রের উপাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সিদ্ধি হয় না। পরে এই মন্ত্রের শাপোদ্ধার হয়। তৎপরে এই মন্ত্রকে বাগ্-বীজ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া আরাধনা করিলে ঐ দোষ নিরাকৃত হয়। এইরূপে ভুবনেশ্বরীর কামরাজাখ্য অভিমন্ত্রিত মন্ত্র কামবীজ দ্বারা পুটিত করিলেও উহার দোষ নষ্ট হয়।

তারাবিদ্যার মন্ত্রে সকার যোগ করিলে শাপদোষ বিদূরিত হয়। ভৈরবী প্রভৃতি বিদ্যার মন্ত্র সুষুপ্তাদি দোষযুক্ত হইলে জপ করিবে না। সুপ্ত, দগ্ধ, ও কীলিত মন্ত্র জপ করিলে মৃত্যু হয়। মদোন্মত্ত, মূর্চ্ছিত, বীর্য্যহীন, স্তম্ভিত, ছিন্ন, বৃদ্ধ, বৃদ্ধ ও নির্বীর্য্য মন্ত্র জপে কোন ফল হয় না।

বিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে,—ছিন্ন, বৃদ্ধ, শক্তিহীন, পরা-ঙ্মুখ, বধির, নেত্রহীন, কীলিত, স্তম্ভিত, দগ্ধ, ত্রস্ত, ভীত, মলিন, তিরস্কৃত, ভেদিত, সুষুপ্ত, মদোন্মত্ত, মূর্চ্ছিত, হৃতবীর্য্য, হীন, প্রধ্বস্ত, বালক, কুমার, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, নিস্ত্রিংশক, নির্বীর্য্য, সিদ্ধিহীন, মন্দ, কূট, নিরংশক, সত্বহীন, কেকর, জীবহীন, ধূমিত, আলিঙ্গিত, মোহিত, ক্ষুধার্ত্ত, অতিদৃপ্ত, অঙ্গহীন, অতি ক্রূর, সব্রীড়, শান্তমানস, স্থানভ্রষ্ট, বিকল, নিঃস্নেহ, অতিবৃদ্ধ ও পীড়িত এই সকল মন্ত্র দূষিত।

ছিন্ন প্রভৃতির লক্ষণ তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অবসানে বায়ুবীজ (যং) বা বরুণ বীজ (বং) সংযুক্ত থাকে, অথবা যাহা ত্রিধা, চতুর্ধা বা পঞ্চধা স্বর বিশিষ্ট হয়; তাহাকে ছিন্নমন্ত্র কহে।

যে মন্ত্রের আদি, মধ্য অথবা অন্তে দুইটা পৃথ্বীবীজ (লং) যুক্ত আছে, তাহার নাম রুদ্ধমন্ত্র, এই মন্ত্র ভুক্তি ও মুক্তি-প্রদানে অযোগ্য। যে মন্ত্রের মধ্যে কামবীজ (ক্লীঁ) নাই এবং আদিতে মায়াবীজ (হ্রীঁ) এবং অঙ্কুশবীজ (ক্রোঁ) আছে, তাহার নাম পরাঙ্মুখমন্ত্র, যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অবসানে হং অথবা সং এই বীজ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম বধির। যে মন্ত্র পঞ্চাক্ষর এবং র, শ ও স বর্জ্জিত, সেই মন্ত্র নেত্রহীন, উক্ত মন্ত্রের আরাধনা করিলে দুঃখ, শোক ও রোগ হইয়া থাকে। যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্তে 'হংসঃ' 'হৌ', ঐঁ, হং ফট্,ক্রোঁ, হ্রীঁ ও নমামি' এই সকল বীজ থাকে, তাহাকে কীলিত মন্ত্র কহে। উক্ত মন্ত্রে আরাধনা করিলে কোনপ্রকার সিদ্ধি হয় না। যে মন্ত্রের মধ্যে লং ও ফট্ ইহার কোন একটী বীজ এবং অন্তে দুইটী বীজ না থাকে, সেই মন্ত্রকে স্তম্ভিত বলে। উক্ত মন্ত্রেও কোনরূপ সিদ্ধি হয় না। যে সপ্তাক্ষর মন্ত্র র ও য এই বর্ণদ্বয় সংযুক্ত, তাহাকে দগ্ধমন্ত্র, যে মন্ত্র দ্ব্যক্ষর, ত্র্যক্ষর, ষড়ক্ষর, অথবা অষ্টাক্ষর ও ফট্ এই বীজসংযুক্ত, সেই মন্ত্রকে ত্রস্ত কহে। এই সকল মন্ত্রও সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক নহে। যে মন্ত্রের আদিতে হ্রীং বা ওঁ এই বীজদ্বয়ের একটিও নাই, সেই মন্ত্রকে ভীতমন্ত্র, যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অবসানে চারিটী করিয়া বর্ণ আছে, সেই মন্ত্রকে মলিন মন্ত্র বলা যায়, এই মন্ত্রের আরাধনা করিলে সকল প্রকার বিঘ্ন হয়। যে মন্ত্রের মধ্যে দকার, আদিতে হুঁ, এবং অন্তে ফট্ এই ত্রিবিধ বীজ থাকে, সেই মন্ত্র তিরস্কৃত, যে মন্ত্রের হৃদয়ে হকারদ্বয়, শীর্ষে বষট্ এবং মধ্যে বৌষট্ আছে, সেই মন্ত্রকে ভেদিত কহে, উক্ত মন্ত্রের উপাসনা বিশেষ নিষিদ্ধ। 'হংসঃ' এই বীজবিহীন ত্র্যক্ষর-মন্ত্রকে সুষুপ্ত মন্ত্র বলে। বিদ্যা অথবা মন্ত্র অর্থাৎ স্ত্রীদৈবত বা পুংদৈবত মন্ত্র যদি সপ্তদশাক্ষর ও ফট্কার পঞ্চকাদি যুক্ত হয়, তাহাকে মদোন্মত্ত মন্ত্র কহে। যে সপ্তদশাক্ষরমন্ত্রের মধ্যে ফট্কার থাকে, সেই মন্ত্র মূর্চ্ছিত, এই মন্ত্রের আরাধনায় কোন প্রকারই সিদ্ধিলাভ হয় না। যে মন্ত্রের অবসানে পঞ্চ ফট্কার আছে, সেই মন্ত্র হৃতবীর্য্য। যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্তে ফট্কার চতুষ্টয় বিদ্যমান আছে এবং ঐ মন্ত্র যদি অষ্টাদশাক্ষর হয়, তাহা হইলে উহা হীন মন্ত্র। যে একবিংশাক্ষর মন্ত্রের 'ওঁ হ্রীঁ ক্রোঁ'এই বীজত্রয় সংযুক্ত আছে, তাহাকে প্রধ্বস্ত মন্ত্র, যে মন্ত্র সপ্তাক্ষর, তাহা বালক, অষ্টাক্ষর মন্ত্র কুমার, ষোড়শাক্ষর মন্ত্র যুবা, এই সকল মন্ত্রের উপাসনা করিলে কোন প্রকার সিদ্ধি হয় না। যে মন্ত্রে চতুর্বিংশতি বর্ণ আছে, তাহাকে প্রৌঢ়, যে মন্ত্র ত্রিংশদক্ষর, চতুঃষষ্টিবর্ণ, শতাক্ষর অথবা চতুঃশতাক্ষর, তাহাকে বৃদ্ধমন্ত্র,

যে মন্ত্র নবাক্ষর তাহার নাম নিস্ত্রিংশ, যে মন্ত্রের অন্তে 'নমঃ' ও মধ্যে স্বাহা শব্দ থাকে এবং বষট্ ও হুঁ এই দুই শব্দ বিদ্যমান নাই, বৌষট্ এবং ফট্কারযুক্ত, অথচ শিবশক্তিবর্ণবিহীন সেই মন্ত্র নির্বীর্য্য, যে মন্ত্রের আদি মধ্যাদিতে ষট্ প্রকার ফট্কার থাকে, সেই মন্ত্র সিদ্ধিহীন, যে মন্ত্রে পংক্ত্যক্ষর বর্ত্তমান আছে, সেই মন্ত্রের নাম মন্দ, একাক্ষর মন্ত্রকে কুণ্ঠ এবং দ্ব্যক্ষর মন্ত্রকে নিরংশক কহে। ষড়ক্ষর মন্ত্র কেকর, সার্দ্ধদ্বাবিংশাক্ষর মন্ত্র ধূমিত। এই সকল মন্ত্রই নিন্দিত। সার্দ্ধবীজদ্বয়যুক্ত এক বিংশাক্ষর কিংবা ত্রিংশাক্ষর মন্ত্রকে আলিঙ্গিত, যে মন্ত্র দ্বাবিংশাক্ষরযুক্ত, তাহাকে মোহিত, যে মন্ত্র চতুর্বিংশতিবর্ণ কিংবা সপ্তবিংশতি বর্ণ, তাহাকে ক্ষুধার্ত্ত, যে মন্ত্র দ্বাবিংশতিবর্ণ, একাদশাক্ষর, পঞ্চবিংশতিবর্ণ, বা ত্রয়োবিংশতিবর্ণ তাহা অতি দৃপ্ত, যে মন্ত্র ষড়্বিংশতি বর্ণ, ষট্ত্রিংশাক্ষর বা একোনত্রিংশদক্ষর, তাহা অঙ্গহীন, যে মন্ত্র অষ্টাবিংশাক্ষর অথবা একবিংশতি বর্ণযুক্ত এই মন্ত্র অতিক্রূর, এই মন্ত্র সকল কার্য্যেই নিন্দনীয়। যে মন্ত্র বিংশাক্ষর, অথবা ত্রিংশাক্ষর, তাহা অতিক্রূর, চত্বারিংশৎ হইতে ত্রিষষ্টি পর্য্যন্ত বর্ণবিশিষ্ট মন্ত্র সব্রীড়, যে সকল মন্ত্র পঞ্চষষ্টি বর্ণযুক্ত, তাহা শান্তমানস, পঞ্চষষ্টি হইতে একোনশত পর্য্যন্ত বর্ণবিশিষ্ট মন্ত্র স্থানভ্রষ্ট, যে সকল মন্ত্র ত্রয়োদশাক্ষর বা পঞ্চবিংশতিবর্ণবিশিষ্ট, তাহা বিকল, যে যে মন্ত্র শতাক্ষর, সার্দ্ধশতাক্ষর, দ্বিশতাক্ষর, একনবতিবর্ণ, দ্বিনবতিবর্ণ, অথবা দুইশত সংখ্যক বর্ণবিশিষ্ট, মন্ত্র সকল নিঃস্নেহ। চারি শত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত যাবতীয় কবর্ণ সংখ্যাবিশিষ্ট মন্ত্রকে অতিবৃদ্ধ কহে। এই মন্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রে নিন্দিত। যে যে মন্ত্রে সহস্রাধিক বর্ণ আছে, সেই সেই মন্ত্রকে পীড়িত, যে সকল মন্ত্রে দুই সহস্রের অধিক বর্ণ আছে, সেই সকল মন্ত্র স্তোত্র নামে অভিহিত, এই স্তোত্ররূপ মন্ত্র হইলে তাহাকে সপ্তভাগে বিভাগ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে।

মন্ত্র কিংবা বিদ্যার আরাধনা করিতে হইলে অবশ্য উক্ত দোষ সকল বিচার করিয়া কার্য্য করিবে। যে ব্যক্তি কথিত দোষ সকলের বিচার না করিয়া মন্ত্রাদিগ্রহণ ও তাহার জপাদি করে, শতকোটিকল্পেও তাহার সিদ্ধি হয় না। অতএব সুবিজ্ঞ সাধক বিশেষ বিবেচনার সহিত মন্ত্রের দোষ সকল বিচার ও বিধানক্রমে শান্তি করিয়া মন্ত্রের জপাদি করিবেন।

মন্ত্রের দোষশান্তি—

"তত্রৈব ছিন্নাদিদুষ্টা মন্ত্রাস্তন্ত্রে নিরূপিতাঃ।
তে সর্ব্বে সিদ্ধিমায়ান্তি মাতৃকার্ণপ্রভাবতঃ॥
মাতৃকার্ণৈঃ পুটীকৃত্য মন্ত্রং বিদ্যাং বিশেষতঃ।
শতমষ্টোত্তরং পূর্ব্বং প্রজপেৎ ফলসিদ্ধয়ে॥
তদা মন্ত্রো মহাবিদ্যা যথোক্তফলদো ভবেৎ।
মাতৃকাপুটিতং কৃত্বা মধ্যে বর্ণং বিধায় চ॥
মন্ত্রবর্ণাংস্ততঃ কুর্য্যাৎ শোধনং তন্ত্রবেদিভিঃ।
বদ্ধা তু যোনিমুদ্রাং তাং সঙ্কোচ্যাধারপঙ্কজম্॥
তদুৎপন্নান্ মন্ত্রবর্ণান্ কুর্ব্বতশ্চ গতাগতান্।
ব্রহ্মরন্ধ্রাবধি ধ্যাত্বা বায়ুমাপূর্য্য কুম্ভয়েৎ॥
সহস্রং প্রজপেৎ মন্ত্রী মন্ত্রদোষপ্রশান্তয়ে।
এষু দোষেষু প্রাপ্তেষু মায়াং কামমথাপি বা॥
শ্রিয়ং চাদৌ প্রিয়ঞ্চৈব তদ্দূষণবিমুক্তয়ে।
তারসংপুটিতো বাপি দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি॥
যস্য যত্র ভবেদ্ভক্তিঃ সোঽপি মন্ত্রঃ প্রসিধ্যতি।
প্রণবো মাতৃকাদেবী হৃল্লেখেত্যমৃতত্রয়ম্।
অমৃতত্রয়সংযোগাদ্ দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি॥" (তন্ত্রসার)

মন্ত্রের যে ছিন্নাদি দোষের বিষয় কথিত হইয়াছে, নিম্নোক্ত প্রণালীতে তাহার শান্তি হইয়া থাকে। মাতৃকাবর্ণ দ্বারা মন্ত্র বা বিদ্যাকে পুটিত করিয়া অর্থাৎ মন্ত্রের পূর্ব্বে অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণের এক একটী বর্ণ পূর্ব্বে এবং এক একটী বর্ণ পরে যোগ করিয়া অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে, তাহা হইলে মন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত ছিন্নাদিদোষের শান্তি হয় এবং সেই মন্ত্র যথোক্ত রূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

মাতৃকাবর্ণ দ্বারা মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে পুটিত করিয়া অর্থাৎ মন্ত্র মধ্যে যে যে বর্ণ আছে, তাহাদিগের প্রত্যেক বর্ণের পূর্ব্বে অকারাদি ক্ষকারান্ত মাতৃকা বর্ণ সকলের এক একটী বর্ণ পূর্ব্বে এবং এক একটী বর্ণ পরে যোগ করিয়া জপ করিবে। পরে যোনিমুদ্রা বন্ধনপূর্ব্বক আধারপদ্ম সঙ্কোচিত করিয়া মূলাধার হইতে উৎপন্ন বর্ণ সকলকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গতাগতরূপে চিন্তা করিবে। তদনন্তর বায়ু পূরণ করিয়া কুম্ভক এবং সহস্রবার জপ করিলে মন্ত্রদোষের শান্তি হয়।

অন্য প্রকার মন্ত্র সকল পূর্ব্বোক্ত ছিন্নাদিদোষগ্রস্ত হইলে মন্ত্রের আদিতে হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ এই বীজত্রয়যুক্ত করিয়া জপ করিলে মন্ত্রের দোষ শান্তি হইয়া থাকে। তন্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, ওঁ বীজ দ্বারা মন্ত্রকে পুটিত করিয়া জপ করিলে দুষ্ট মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। মন্ত্রশুদ্ধির নানা প্রকার প্রণালী কথিত হইল। যাহার যে প্রণালীতে ভক্তি হয়, সে সেই প্রণালী মতে মন্ত্র শোধন করিবে।

তন্ত্র হইতে আরও জানা যায় যে, প্রণব, মাতৃকাবর্ণ ও মায়াবীজ এই তিনটী অমৃত স্বরূপ, এই অমৃতত্রয়যুক্ত করিয়া মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রদোষ শান্তি হইয়া থাকে। মন্ত্রের পূর্ব্বে এবং পরে ওঁ এই মাতৃকা বর্ণ এবং হ্রীঁ এই বীজ-

অন্বযুক্ত করিয়া জপ করিলে মন্ত্রের দোষ সকল বিনষ্ট হইয়া মন্ত্র বিশুদ্ধ হয়। (তন্ত্রসার)

শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ কুলদেবতানুসারে স্ব স্ব শুভজনক মন্ত্র গ্রহণ করিবেন।

[কালী তারা প্রভৃতি শব্দে তত্তদ্দেবতার মন্ত্র ও বীজ দ্রষ্টব্য।]

তন্ত্রশাস্ত্রে বৈষ্ণবমন্ত্রেরও যথাযথ বিধান আছে, অধুনা অনেকেরই মনের এইরূপ ধারণা যে, তন্ত্রে কেবল শৈব ও শাক্তমন্ত্রই বিহিত, বাস্তবিক তাহা নহে, তন্ত্রে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সকল মন্ত্রেরই বিধান দেখিতে পাওয়া যায় এবং দীক্ষাগ্রহণকালে তদনুসারেই মন্ত্র গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু গোস্বামীরা যেথানে মন্ত্র প্রদান করেন, সেই খানেই কেবল এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতির মতে মন্ত্র দিয়া থাকেন। বর্ত্তমানকালে অনেক বংশে পুরুষেরা বৈষ্ণব এবং তাঁহাদের স্ত্রীগণ শক্ত্যুপাসক, ইহারা তন্ত্রের মতানুসারেই মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকেন।

মানব উপযুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া তাঁহার উপাসনায় ত্রিতাপরহিত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হন। মন্ত্র সিদ্ধি হইলে পরমপুরুষার্থ লাভ হয়।

মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যোগাবলম্বন করিয়া যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ। যোগ ব্যতিরেকে মন্ত্র দ্বারা কিংবা মন্ত্র ব্যতিরেকে কেবল যোগ দ্বারা কিছুই ফল হয় না। মন্ত্র ও যোগ উভয় সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। অন্ধকারাবৃত গৃহে যেরূপ প্রদীপের সহায়তায় ঘট লক্ষিত হয়, সেইরূপ মায়াসমাবৃত আত্মা যোগসহকৃত মন্ত্র বলেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। যাহারা বিষয়াসক্ত তাহাদিগের পক্ষে আত্মসাক্ষাৎকার দুর্লভ। যাঁহারা নির্লিপ্তভাবে মন্ত্রযোগের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেই এই আত্মদর্শন সুলভ।

"মন্ত্রাভ্যাসেন যোগেন জ্ঞানং জ্ঞানায় কল্প্যতে।
ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ॥
দ্বয়োরভ্যাসসংযোগো ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারণম্।
তমঃপরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে॥
এবং মায়াবৃতো হ্যাত্মা মনুনা গোচরীকৃতঃ।
এবং তে কথিতং ব্রহ্মন্ মন্ত্রযোগমনুত্তমম্।
দুর্লভং বিষয়াসক্তৈঃ সুলভং তাদৃশামপি॥" (তন্ত্রসার)

মন্ত্রযোগ অভ্যাস করিয়া সাধক কিরূপে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহার বিষয় তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে।

"ইদানীং কথয়ে তেঽহং মন্ত্রযোগমনুত্তমম্।
বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং মুনে॥
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিতেজোভির্জীবব্রহ্মৈক্যরূপকম্।
তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

এই পঞ্চভূতময় শরীর ব্রহ্মাণ্ড নামে অভিহিত, ইহাতে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির তেজোদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্পাদিত হয়। এই শরীরে সার্দ্ধত্রিকোটী নাড়ী আছে, তাহার মধ্যে দশটী নাড়ী প্রধান, এই দশটীর মধ্যে তিনটী নাড়ী প্রধানতমা। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপে এই তিন নাড়ী মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। যে নাড়ী বামভাগে অবস্থিতা, তাহা চন্দ্ররূপিণী, শুক্লবর্ণা, শক্তিরূপা এবং অমৃতময়ী, ইহার নাম ইড়া। দক্ষিণদিকে অবস্থিতা সূর্য্যরূপিণী দাড়িম্বকুসুমবর্ণা, পুরুষরূপ এবং বিষময়-নাড়ীর নাম পিঙ্গলা। যে নাড়ী মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করিয়াছে, তাহার নাম সুষুম্না। এই নাড়ী সর্ব্বতেজোরূপিণী ও বহ্নিরূপিণী। এই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বিচিত্রা নামে এক নাড়ী আছে, এই নাড়ী অমৃতস্রাবিণী ও সর্ব্বদেবময়ী। এই বিচিত্রা নাড়ী বিসগস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বিন্দু স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। মূলাধার পদ্মে একটী ত্রিকোণ আছে, ইহার তিন দিকে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি। এই ত্রিকোণের মধ্য স্থলে কোটি সূর্য্যসদৃশ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন এবং ত্রিকোণের ঊর্দ্ধ দেশে ক্লীঁ এই কামবীজ রহিয়াছে। স্বয়ম্ভু লিঙ্গের ঊর্দ্ধ দেশে অগ্নিশিখাকারা, ব্রহ্মরূপিণী কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থান করিতেছেন, ইহার বহির্দ্দেশে চতুর্দ্দলে ব, শ, ষ, স, এই বর্ণচতুষ্টয় রহিয়াছে, মূল চক্রের ঊর্দ্ধ দেশে অগ্নির ন্যায় তেজোময় ও হীরকের ন্যায় নির্ম্মল ষড়্‌দল পদ্ম আছে, ইহার নাম অধিষ্ঠানচক্র। ব, ভ, ম, য, র, ল এই ৬টী বর্ণ ষড়্‌দলে আছে।

চতুর্দ্দলপদ্ম আধার-ষট্‌কের মূল বলিয়া উহা মূলাধার নামে খ্যাত। তাহার উপরি অধিষ্ঠিত বলিয়া দ্বিতীয় চক্রের নাম স্বাধিষ্ঠানচক্র। ইহার ঊর্দ্ধ নাভিদেশে মণিপুর; তথায় অতীব প্রভাসম্পন্ন দশদল পদ্ম আছে। ইহার বর্ণ মেঘের ন্যায় এবং তেজোময়। এই পদ্মের দশদলে ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ এই দশটী বর্ণ রহিয়াছে। এই পদ্ম শিবের অধিষ্ঠান। সুতরাং ইহা বিশ্বের কারণ। এই মণিপুরের ঊর্দ্ধে হৃদয় মধ্যে উদ্যৎপ্রভাকরসদৃশ অনাহত পদ্ম রহিয়াছে, এই পদ্মের দ্বাদশ দলে ক অবধি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ বিরাজিত, এই পদ্মের মধ্যে দশ সহস্র দিবাকরসদৃশ তেজঃপুঞ্জ বাণলিঙ্গ অবস্থান করিতেছেন। এই বাণলিঙ্গ শব্দ ব্রহ্মময়। এই স্থানে অনাহত শব্দ প্রত্যক্ষ হয়। এইজন্য মুনিগণ ইহাকে অনাহত পদ্ম বলেন। এই পদ্ম পরম পুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত

ও আনন্দধাম। ইহার উপরি দেশে বিশুদ্ধ চক্র নামে ষোড়শ পদ্ম রহিয়াছে। এই ষোড়শ দলে ধূম্র বর্ণ ষোড়শ স্বরবর্ণ বিদ্যমান আছে, এই পদ্ম মহাপ্রভায় সমুজ্জ্বল। এই পদ্ম জীবের হং সঃ মন্ত্র জপকে বিশুদ্ধ করিয়া দেয়, অর্থাৎ হংসঃ হইতে সোঽহং; সোঽহং হইতে ওঁ, এইরূপে পরিণত করে। এই নিমিত্তই ইহার নাম বিশুদ্ধ পদ্ম; ইহাকে আকাশচক্রও কহে। ইহার উপরি দেশে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত আজ্ঞাচক্র রহিয়াছে। এই স্থানে গুরুর আজ্ঞা সংক্রামিত হয় বলিয়া ইহাকে আজ্ঞাচক্র কহে। ইহার ঊর্দ্ধ-দেশে কৈলাসপুরী ও বোধনী চক্র বিদ্যমান।

প্রথমে মন্ত্রের পূরক দ্বারা মূলাধারে মনঃ সংস্থাপিত করিতে হইবে। গুহ্যদেশে ও মেঢ্রদেশের মধ্য স্থলে মূলাধারে যে কুণ্ডলিনী শক্তি রহিয়াছেন, ঐস্থান আকুঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে জাগারত করিতে হয়। পরে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদসহকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও অন্যান্য লিঙ্গ ভেদপূর্ব্বক ঐ কুণ্ডলিনী দেবীকে বিন্দুচক্রে লইয়া যাইতে হইবে। পরে তাহা হইতে উত্থিত লাক্ষারসসদৃশ যে অমৃত রস উৎপন্ন হইবে, তদ্দ্বারা কৃষ্ণা নাম্নী যোগসিদ্ধিদায়িনী দেবীর তর্পণ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, পরশিব, সাবিত্রী, মহালক্ষ্মী, ভদ্রকালী, ভুবনেশ্বরী, ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, কাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি ষট্‌চক্রাস্থিত দেবতার তর্পণ করিতে হইবে। অনন্তর মন্ত্রসাধক সেই সুষুম্নাপথ দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে পুনর্ব্বার মূলাধারে আনয়ন করিবে। এইরূপ প্রতিদিন মন্ত্রযোগ অভ্যাস করিলে জরা-মরণ প্রভৃতি কোন ভয়ই থাকে না। এইরূপে উপযুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্রযোগ অভ্যাস করিলে দূষিত মন্ত্র সকলও সিদ্ধ হয়, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইহাই মন্ত্রযোগ। এইরূপ মন্ত্রযোগ সিদ্ধ হইলে সাধক মহাদেবের ন্যায় গুণসম্পন্ন হন।

এই মন্ত্রযোগ অবলম্বন করিয়া নিম্নোক্তরূপে ধারণা করিতে হইবে। যিনি যে দেবতার মন্ত্রের সাধনা করিবেন, তিনি দিক্‌কালাদির অনবচ্ছিন্ন সেই দেবে চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক জীব ব্রহ্মের ঐক্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তন্ময় হইয়া যাইবেন। যদি সাধকের চিত্ত নির্ম্মল না হয়, তাহা হইলে শীঘ্র সিদ্ধ হইতে পারিবে না। এইরূপ স্থলে মন্ত্রযোগী অবয়বযোগ দ্বারা অর্থাৎ যে কোন অবয়বে চিত্তসমাধান দ্বারা যোগ অভ্যাস করিবে। সাধক নিজ নিজ ইষ্টদেবতার শরীরে এইরূপে মনোনিবেশ করিয়া ধারণা অভ্যাস করিবে। মন্ত্রযোগী যে কোন ইষ্ট মন্ত্র অবলম্বন করিয়া জপ, হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবেন। ইহা ভিন্ন তাহার আর অন্য কিছুই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই। যে সময় সাধক পরম তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিবেন, তখন আর তাঁহার পক্ষে কোন বিধিনিষেধই থাকিবে না।

মন্ত্রযোগের প্রকারান্তর শারদাতিলকে লিখিত আছে,—

"ষণ্ণবত্যঙ্গুলায়ামং শরীরং উভয়াত্মকম্।
গুদধ্বজান্তরে কন্দমুৎসেধাদ্‌দ্ব্যঙ্গুলং বিদুঃ॥" (তন্ত্রসার)

শিব ও শক্তি এই উভয়াত্মক শরীর ষণ্ণবতি অঙ্গুল দীর্ঘ। গুহ্যদেশ ও ধ্বজের মধ্যস্থলে দুই অঙ্গুলি উন্নত একটী পথ আছে। ইহার বিস্তার তাহার দ্বিগুণ, এই পথ গোলাকার। এই মূলাধার হইতে যে সমুদায় নাড়ী উদ্গত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটী নাড়ী প্রধান। ইহার মধ্যে বামদিকে যে নাড়ী আছে, তাহার নাম ইড়া, দক্ষিণদিকে যে নাড়ী আছে তাহার নাম পিঙ্গলা, মধ্যস্থলে যে নাড়ী আছে তাহার নাম সুষুম্না। এই সুষুম্না মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সুষুম্না নাড়ী শিখা দ্বারা পাদাঙ্গুষ্ঠযুগলে এবং শিরা দ্বারা ঊর্দ্ধ ব্রহ্ম-স্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। এই নাড়ী চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ। এই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে চিত্রা নামে এক নাড়ী আছে, ইহার মধ্যে পদ্মসূত্রসদৃশ ব্রহ্মরন্ধ্র রহিয়াছে। এই নাড়ীতে সমুদয় আধার বিদ্যমান। ইহাই দিব্যমার্গ, ইহা দ্বারা অমৃতানন্দ ভোগ করা যায়।

আধারপদ্মের মধ্যস্থলে একটী অতি সুন্দর ত্রিকোণ মণ্ডল আছে, এই ত্রিকোণমণ্ডল দিব্য ও জ্যোতির্ময়। উহাতে সকলের আত্মস্বরূপা বিদ্যুল্লতাসদৃশী পরমদেবতা কুণ্ডলিনী অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার আকার নিদ্রিত সর্পের ন্যায়। এই কুণ্ডলিনী শক্তি হংসঃ আশ্রয়পূর্ব্বক জীবাত্মাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হংসঃও প্রাণকে আশ্রয় করিয়া আছে। পূর্ব্বোক্ত নাড়ীপথও প্রাণবায়ুর আশ্রয়। সমুদায় ব্যক্তির মূলাধার হইতে যথাবিধানে বায়ু উদ্গত হইয়া নাড়ীপথে গমন-পূর্ব্বক শরীর হইতে বহির্দেশে গমন করে। এই প্রাণবায়ুর পরিমাণ সচরাচর দ্বাদশাঙ্গুল মাত্র।

সাধক সুরম্য মৃদু আসনে বিশুদ্ধ বস্ত্র ও কুশাদি বিস্তার করিয়া মন্ত্রযোগ অভ্যাস করিবেন। আরম্ভের সময় তিনি প্রাণবায়ু দ্বারা যথাবিধানে দেহে ভূতোদয় পরিজ্ঞাত হইবেন। পরে দৃঢ়তার নিমিত্ত দেহে সেই সেই ভূতের অর্চ্চনা করিবেন।

মন্ত্রযোগাভ্যাসের সময় সমাহিতহৃদয়ে অঙ্গুলি দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদয় দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় কর্ণ, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা উভয় লোচন, মধ্যমাদ্বয় দ্বারা উভয় নাসারন্ধ্র, ও অবশিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা বদন দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয় সমুদয় প্রাণ ও মনের একতা অনুধ্যানপূর্ব্বক বায়ু ধারণ করিবে। ইহা

অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ বহুবিধ নাদ শুনিতে পাইবে। প্রথমে মত্ত ভৃঙ্গীনাদ, পরে বীণাধ্বনি, বংশীধ্বনি প্রভৃতি বহুবিধ ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপ অভ্যাস করিলে সংসারের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় এবং 'হংসঃ'লক্ষণ অব্যয় জ্ঞান প্রকাশমান হইয়া থাকে। বিন্দু ও বিসর্গ পুরুষ ও প্রকৃতস্বরূপ। এই পুরুষপ্রকৃতি হইতে 'হংসঃ' উৎপন্ন হইয়াছে। 'হং' এই বর্ণটা পুরুষ, এবং 'সঃ' এই বর্ণটী প্রকৃতি। 'হংসঃ' ইহার নাম অজপা, বীজমন্ত্রাদি দ্বারা সর্ব্বদা ইহার উপাসনা করেন। যে সময় সাধক প্রকৃতিপুরুষকে আপনার নিত্য আশ্রয় মনে করিয়া একাভাবাপন্ন হন, তখন ঐ 'হংসঃ' সোঽহং রূপে পরিণত হয়। পরে মুক্তিস্বরূপ সকার ও হকার লোপ করিয়া পূর্ব্বরূপ সন্ধি করিলে 'ওঁ' এই পদ হয়। এই সময় সাধক পরমানন্দময়, নিত্যচৈতন্যস্বরূপ সেই প্রণবকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপে ভাবনা করিবেন। এই সময় যোগিগণ আত্মনিষ্ঠ হইয়া আম্নায়বাক্যের অগোচর, আদ্য, আত্মস্বরূপ, ও আনন্দরসসাগর প্রণব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তখন তাঁহাদের অকার, উকার, মকার, নাদ ও বিন্দু এই পঞ্চরশ্মিসমন্বিত, সন্মিন্ময়, অচ্যুত, মন্ত্রসুধাসাগর স্বরূপ পরম পুরুষ প্রত্যক্ষীভূত হন। ইহাই মন্ত্রযোগীর চরম লক্ষণ।

মন্ত্রযোগ অভ্যাসকালে সাধক এইরূপ ভাবনা করিবেন যে, মূলাধার পদ্মে উন্নিদ্র ভুজঙ্গরাজসদৃশ বিদ্যুৎসমকান্তি কুণ্ডলিনী শক্তি চক্র সমুদয় ভেদ করিয়া সুষুম্নাপথে গমন-পূর্ব্বক সহস্রদল কমলান্তর্গত চন্দ্রমণ্ডল হইতে বিগলিত দিব্য অমৃতধারায় পরিপ্লুতা হইতেছেন এবং পরিশেষে পুনর্ব্বার নিজস্থানে আসিতেছেন। কোটিসূর্য্যসন্নিভা সমস্ত জননী জগন্মোহিনী কুণ্ডলিনী শক্তি অনন্ত অব্যয় গুণসম্পন্ন নিত্য 'হংসঃ'কে হস্তে লইয়া আধার কমল হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক শিবনিকেতনে গমন করিতেছেন। পরে তাঁহার সহিত পরম সুখ অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার নিজস্থানে প্রত্যাগমন করিতে-ছেন। মন্ত্রযোগী এইরূপ ধ্যান করিবেন। (তন্ত্রসার)

পূর্ব্বোক্তরূপ মন্ত্রযোগ অবলম্বন করিয়াই সাধক সিদ্ধ হইতে পারিবেন। কেবল মন্ত্রগ্রহণ করিলেই যে সিদ্ধি হয় তাহা নহে, মন্ত্রগ্রহণ করিয়া যথাবিধানে পূর্ব্বোক্তরূপে মন্ত্রযোগের অনুষ্ঠান করিলেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

তন্ত্রমতে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে একমাত্র সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

তন্ত্র-মতে উচ্চাটন, বশীকরণ, শান্তি প্রভৃতির মন্ত্রও অভিহিত হইয়াছে। [ঐ সকল বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

পুরাণাদিতে প্রত্যেক দেবতার পূজাকথনে তাঁহাদিগের মন্ত্র অভিহিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রে তাঁহাদিগের পূজা করিতে হয়।

হারীতে চিকিৎসিত স্থানে জ্বরনাশক মন্ত্র এইরূপ লিখিত আছে—

"ওঁ হ্রাং হ্রাং শ্রীং সুগ্রীবায় মহাবলপরাক্রমায় সূর্য্যপুত্রায় অমিততেজসে ঐকাহিকদ্ব্যাহিকত্র্যাহিকচাতুর্থিকমহাজ্বর-ভূতজ্বর-ভয়জ্বর-শোকজ্বর-ক্রোধজ্বর-বেলাজ্বর প্রভৃতি জ্বরাণাং দহ দহ হন হন পচ পচ অবতর অবতর, কিলি কিলি বানর-রাজজ্বরাণাং বন্ধ বন্ধ হ্রাং হ্রীং হুঃ ফট্ স্বাহা"

(হারীত চিকিৎসিতস্থা০ ২ অ০)

তিব্বত,চীন ও জাপান দেশে বৌদ্ধসম্প্রদায়েও মন্ত্র প্রচলিত আছে। ঈশ্বরের উপাসনায় মূল মন্ত্রোচ্চারণ। সেখানেও মন্ত্র সমুদায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত। আরাধ্য দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া মন্ত্র পাঠ করা হয়। উপাসক অনেক সময়ে মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারে না। বিভিন্ন দেবতার আরাধনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। খৃষ্টজন্মের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে পতঞ্জলি হিন্দুধর্ম্মে "জীবের ঈশ্বরে লয়" তত্ত্ব প্রকাশ করেন। গান্ধার দেশের জনৈক সন্ন্যাসী অসঙ্গ প্রথমে এই মত প্রকাশ করেন। পরে ৭০০ খৃঃ অব্দে যোগাচার্য্যের সহিত মন্ত্রযুক্ত হয় এবং এই উভয়ের নাম মন্ত্রযান হয়।

মন্ত্রের তিনটী প্রধান বিষয়ঃ—

১। আরাধ্য দেবতার নাম।

২। উচ্চারণীয় মন্ত্র।

৩। মন্ত্রের উচ্চারণসংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য মালা।

মন্ত্রের ক্ষমতা অসাধারণ। মন্ত্রপাঠকালে প্রায় গীতযোগে উচ্চারিত হয় এবং অঙ্গুলির মুদ্রা করা হয়।

মন্ত্রকার (পুং) মন্ত্রং করোতি কৃ (ন শব্দশ্লোককলহগাথা-বৈরচাটুসূত্রমন্ত্রপদেষু। পা ৩।২।২৩) ইতি অণ্। মন্ত্রকৃৎ, মন্ত্রকারক।

মন্ত্রকুশল (ত্রি) মন্ত্রায় কুশলঃ। ১ মন্ত্রণাবিষয়ে দক্ষ। ২ মন্ত্রজ্ঞ, তন্ত্রমন্ত্রে পারদর্শী।

মন্ত্রকৃৎ (পুং) মন্ত্রং কৃতবান্ মন্ত্র-কৃ-ক্বিপ্, তুগাগমশ্চ। ১মন্ত্রী, মন্ত্রণাকারক। ২ দৌত্যকারী।

"যদ্বা অয়ং মন্ত্রকৃদ্বো ভগবানখিলেশ্বরঃ।
পৌরবেন্দ্রগৃহং গত্বা প্রবিবেশাত্মসাংকৃতম্॥" (ভাগবত৩।১।২)

'মন্ত্রকৃৎ দৌত্যকর্ত্তা সন্' (স্বামী) (ত্রি) ৩ মন্ত্রপ্রয়োগকারী, অথবা মন্ত্রদ্রষ্টা।

"তব মন্ত্রকৃতো মন্ত্রৈর্দূরাৎ প্রশমিতারিভিঃ।
প্রত্যাদিশ্যন্ত ইব মে দৃষ্টলক্ষ্যভিদঃ শরাঃ॥" (রঘুবংশ ১।৬১)

'মন্ত্রকৃতঃ মন্ত্রণাং স্রষ্টুঃ প্রয়োক্তুর্বা' (মল্লিনাথ),

ঋগ্‌বেদানুক্রমণিকায় মন্ত্রকৃৎ ঋষিদিগের নাম পাওয়া গিয়াছে,অকারাদি ক্রমে তাঁহাদের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

অংহোমুগ্‌ বামদেব্য, অক্ষমৌজবান্‌, অগস্ত্য, অগ্নি, অগ্নিযুত স্থৌর, অগ্নিযুপস্থৌর, অঘমর্ষণ মাধুচ্ছন্দস, অঙ্গ ঔরব, অঙ্গিরা, অজমাঢ় সৌহোত্র, অত্রি ভৌম,অত্রি সাংখ্য,অনামতপারুচ্ছেপি, অনিল বাতায়ন, অন্ধীগুশ্যাবাশ্বি, অপ্রতিরথ ঐন্দ্র, অভিতপা সৌর্য্য, অভিবর্ত্ত আঙ্গিরস, অমহীয়ু আঙ্গিরস, অম্বরীষ বার্ষাগির, অযাস্য আঙ্গিরস, অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য, অরুণ বৈতহব্য, অর্চ্চন্‌ হিরণ্যস্তূপ, অর্চ্চনানা আত্রেয়, অর্ব্বুদ কাদ্রবেয়, অবৎসার কাশ্যপ, অবস্যু আত্রেয়, অশ্বমেধ ভারত, অশ্বসূক্তিকাণ্বায়ন, অষ্টকবৈশ্বামিত্র, অষ্ট্রাদংষ্ট্র বৈরূপ, অসিতকাশ্যপ, আয়ুঃকাণ্ব, আসঙ্গপ্লায়োগি, ইটভার্গব, ইধ্মবাহ দার্ঢ্যচ্যুত, ইন্দ্র, ইন্দ্রমুষ্কবান্‌, ইন্দ্রবৈকুণ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমতিবাসিষ্ঠ, ইরিম্বিঠিকাণ্ব, ইষ আত্রেয়, উচথ্য আঙ্গিরস, উৎকীলকাত্য, উপমন্যুবাসিষ্ঠ, উপস্তুতবার্ষ্টিহব্য, উরুক্ষয় আমহীযব, উরুচক্রি আত্রেয়, উলবাতায়ন, উশনাকাব্য, উরু আঙ্গিরস, উর্দ্ধকৃশণ যামায়ন, উর্দ্ধগ্রীবা, আর্ব্বুদি, উর্দ্ধনাভা ব্রাহ্ম, উর্দ্ধসদ্মা আঙ্গিরস, ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ঋজ্রাশ্ব বার্ষাগির, ঋণঞ্চয়, ঋষভবৈরাজ, (শাক্বর) ঋষভ বৈশ্বামিত্র, ঋষ্যশৃঙ্গ বাতরশন, একদ্যূ নৌধস, এতশবাতরশন, এবয়ামরুদ্‌ আত্রেয়, কক্ষিবান্‌ দৈর্ঘ্যতমস (ঔশিজ), কণ্বঘৌর, কতবিশ্বামিত্র, কপোতনৈর্ঋত, করিক্রতবাতরশন, কর্ণশ্রুদ্‌বাসিষ্ঠ, কলিপ্রগাথ, কবষঐলুষ, কবিভার্গব, কশ্যপমারীচ, কুৎস আঙ্গিরস, কুমার আগ্নেয়, কুমার আত্রেয়, কুমার যামায়ন, কুরুসুতি কাণ্ব, কুল্মলবর্হিষ শৈলুষি, কুশিকঐশীরথি, কুশিকসৌভর, কুসীদী কাণ্ব,কূর্ম্ম গার্ৎসমদ, কৃতযশা আঙ্গিরস,কৃত্নু ভার্গব, কৃশকাণ্ব, কৃষ্ণ আঙ্গিরস কেতু আগ্নেয়, গয় আত্রেয়,গয়প্লাত,গর্গভারদ্বাজ, গবিষ্ঠির আত্রেয়, গাথীকৌশিক, গৃৎসমদ আঙ্গিরস শৌনহোত্র, গৃৎসমদভার্গব শৌনক, গোতমরহুগণ, গোধা, গোপবন আত্রেয়, গোষূক্তী কাণ্বায়ন, গৌরিবীতি শাক্ত্য, ঘর্ম্মসৌর্য্য, ঘর্ম্মতাপস, ঘোর আঙ্গিরস, চক্ষুর্ম্মানব, চক্ষুঃসৌর্য্য, চিত্রমহাবাসিষ্ঠ, চ্যবনভার্গব, জমদগ্নিভার্গব, জয় ঐন্দ্র, জরৎকর্ণসর্প ঐরাবত, জরিতাশার্ঙ্গ, জূতিবাতরসন, জেতা মাধুচ্ছন্দস, তপুর্মূর্ধা বার্হস্পত্য, তান্ব পার্থ্য, তিরশ্চী আঙ্গিরস,ত্রসদস্যু পৌরুকুৎস্য, ত্রিত আপ্ত্য, ত্রিশিরা ত্বাষ্ট্র, ত্রিশোক কাণ্ব, ত্র্যরুণ ত্রৈবৃষ্ণ, ত্বষ্টা গর্ভকর্ত্তা, দমন যামায়ন, দিব্য আঙ্গিরস, দীর্ঘতমা ঔচথ্য, দুর্মিত্র কৌৎস, দুবস্যু বান্দন,দৃঢ়চ্যুত আগস্ত্য,দেবমুনি ঐরম্মদ,দেবরাত বৈশ্বামিত্র, দেবলকাশ্যপ, দেববাত ভারত দেবশ্রবা ভারত, দেবশ্রবা যামায়ন, দেবাতিথি কাণ্ব, দেবাপি আর্ষ্টিষেণ, দ্যুতান মারুতি, দ্যুম্নি বিশ্বচর্ষণি আত্রেয়, দ্যুম্নিকবাসিষ্ঠ, দ্রোণশার্ঙ্গ, দ্বিত আপ্ত্য, ধরুণ আঙ্গিরস,ধ্রুব আঙ্গিরস,নভঃপ্রভেদন বৈরূপ,নর ভারদ্বাজ, নহুষমানব, নাভাককাণ্ব,নাভানেদিষ্ঠ মানব,নারদকাণ্ব, নিধ্রুবিকাশ্যপ, নিপাতিথিকাণ্ব, নৃমেধ আঙ্গিরস, নেমভার্গব, নোধা গৌতম, পতঙ্গপ্রাজাপত্য, পরাশরশাক্ত্য, পুরুচ্ছেপদৈবদাসি, পর্ব্বতকাণ্ব,পবিত্র আঙ্গিরস,পায়ু ভারদ্বাজ,পুনর্বৎস কাণ্ব,পুরুমীঢ় সৌহোত্র, পুরুমেধ আঙ্গিরস, পুরুহন্মা আঙ্গিরস, পুরূরবা ঐল, পুষ্টিগু কাণ্ব, পূতদক্ষ আঙ্গিরস, পূরণ বৈশ্বামিত্র, পূরুআত্রেয়, পৃথুবৈণ্য, পৃষধ্রকাণ্ব, পৌর আত্রেয়, প্রগাথকাণ্ব, প্রচেতা আঙ্গিরস, প্রজাপতি পরমেষ্ঠী, প্রজাপতি বাচ্য, প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র, প্রজাবান্‌ প্রাজাপত্য, প্রতর্দ্দন কাশীরাজদৈবদাসি, প্রতিক্ষত্র আত্রেয়, প্রতিপ্রভ আত্রেয়, প্রতিভানু আত্রেয়, প্রতিরথ আত্রেয়, প্রথ বাসিষ্ঠ, প্রভূবসু আঙ্গিরস, প্রযস্বান্‌ আত্রেয়, প্রয়োগভার্গব, প্রস্কণ্বকাণ্ব, প্রিয়মেধ আঙ্গিরস,বন্ধু গোপায়ন, বভ্রুআত্রেয়, বাহুবৃক্তআত্রেয়, বুধআত্রেয়, বুধসৌম্য, বৃহদুকৃথ বামদেব্য, বৃহদ্দিব আথর্ব্বণ, বৃহস্মতি আঙ্গিরস, বৃহস্পতি লৌক্য,ব্রহ্মাতিথি কাণ্ব,ভয়মান বার্ষাগির, ভরদ্বাজবার্হস্পত্য, ভর্গপ্রাগাথ, ভাবযব্য, ভিক্ষু আঙ্গিরস, ভিষগ্‌ আথর্ব্বণ, ভুবন আপ্ত্য, ভূতাংশ কাশ্যপ, ভৃগু বারুণি, মৎস্য সামদ, মথিত যামায়ন, মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, মনু আপ্সব, মনু বৈবস্বত, মনু সাম্বরণ, মন্যুতাপস, মন্যুবাসিষ্ঠ, মরুত, মাতরিশ্বা কাণ্ব, মান্ধাতা যৌবনাশ্ব, মান্য মৈত্রাবরুণি, মুদ্‌গলভার্ম্যশ্ব, মূর্ধন্বান্‌ আঙ্গিরস(বামদেব্য), মৃক্তবাহা দ্বিত আত্রেয়, মৃড়ীকবাসিষ্ঠ, মেধাতিথিকাণ্ব, মেধ্যকাণ্ব, মেধ্যাতিথি কাণ্ব, যক্ষ্মনাশন প্রাজাপত্য, যজত আত্রেয়, যজ্ঞ প্রাজাপত্য, যমবৈবস্বত, যযাতি নাহুষ, রক্ষোহা ব্রহ্ম, রহূগণ আঙ্গিরস, রাতহব্য আত্রেয়, রামজামদগ্ন্য, রেণুবৈশ্বামিত্র, রেভ কাশ্যপ, লবঐন্দ্র, লুশধানাক, বৎস আগ্নেয়, বৎসকাণ্ব, বৎসপ্রি ভালন্দন, বভ্র বৈখানস, বরু আঙ্গিরস, বরুণ, বব্রিআত্রেয়, বশ অশ্ব্য, বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, বসু ভারদ্বাজ, বসুকর্ণ বাসুক্র, বসুক্রুদ্‌ বাসুক্র, বসুক্র ঐন্দ্র, বসুক্রবাসিষ্ঠ, বসুমনা, রৌহিদশ্ব, বসুরোচিষ আঙ্গিরস, বসুশ্রুত আত্রেয়, বস্যুযব আত্রেয়, বাগ্‌ আম্ভৃণী, বাতজূতিবাতরসন, বামদেবগৌতম, বিন্দু-আঙ্গিরস, বিপ্রজূতিবাতরশন, বিপ্রবন্ধুগোপায়ন, বিভ্রাট্‌সৌর্য্য, বিমদ ঐন্দ্র, বিরূপ-আঙ্গিরস, বিবস্বান্‌ আদিত্য, বিবৃহাকাশ্যপ, বিশ্বককার্ষ্ণি, বিশ্বকর্ম্মা ভৌবন, বিশ্বমনা বৈযশ্ব, বিশ্বসামা আত্রেয়, বিশ্বামিত্র গাথিন, বিশ্বাবসু দেবগন্ধর্ব্ব, বিষ্ণু প্রাজাপত্য, বিহব্য আঙ্গিরস, বীতহব্য আঙ্গিরস, বৃশজার, বৃষগণ

বাসিষ্ঠ, বৃষাকপি, ঐন্দ্র, বৃষাণক, বাতরশন, বেণভার্গব, ব্যশ্ব আঙ্গিরস, ব্যাঘ্রপাদ্-বাসিষ্ঠ, শংম্যুবার্হস্পত্য, শকপূত নার্মেধ, শক্তিবাসিষ্ঠ, শঙ্খ যামায়ন, শতপ্রভেদনবৈরূপ, শবরকাক্ষীবত, শশকর্ণ কাণ্ব, শার্য্যাত মানব, শাস ভারদ্বাজ, শিখণ্ডী কাশ্যপ, শিবি ঔশীনর, শিরিম্বিঠ ভারদ্বাজ, শিশু আঙ্গিরস, শুনঃশেপ আজিগর্ত্তি, শুনহোত্র ভারদ্বাজ, শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, শ্যেন আগ্নেয়, শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস, শ্রুতবন্ধু গৌপায়ন, শ্রুতবিদ্ আত্রেয়, শ্রুষ্টিগু কাণ্ব, সম্বনন আঙ্গিরস, সম্বরণ প্রাজাপত্য, সংবর্ত্ত আঙ্গিরস, সঙ্কুসুক যামায়ন, সত্যধৃতি বারুণি, সত্যশ্রবা আত্রেয়, সদাপৃণ আত্রেয়, সধ্রিবৈরূপ, সধ্বংসকাণ্ব, সপ্তর্ষি, সপ্তগু আঙ্গিরস, সপ্তবধ্রি আত্রেয়, সপ্তিবাজম্ভর, সপ্রথ ভারদ্বাজ, সর্ব্বহরি ঐন্দ্র, সব্য আঙ্গিরস, সস আত্রেয়, সহদেব বার্ষাগির, সাধনভৌবন, সারিসৃক্কশার্ঙ্গ, সিন্ধুক্ষিৎ প্রৈয়মেধ, সিন্ধুদ্বীপ আম্বরীষ, সুকক্ষ আঙ্গিরস, সুকীর্ত্তিকাক্ষীবত, সুতম্ভর আত্রেয়, সুদা পৈজবন, সুদীতি আঙ্গিরস, সুপর্ণকাণ্ব, সুপর্ণ তার্ক্ষ্যপুত্র, সুবন্ধু গৌপায়ন, সুমিত্র কৌৎস, সুমিত্রবাধ্র্যশ্ব, সুরাধা বার্ষাগির, সুবেদা শৈরীষি, সুহস্ত্য ঘৌষেয়, সুহোত্রভারদ্বাজ, সোভরি কাণ্ব, সোম, সোমাহুতি ভার্গব, স্তম্বমিত্র শার্ঙ্গ, স্যূমরশ্মি ভার্গব, স্বস্ত্যাত্রেয়, হরিমন্ত আঙ্গিরস, হর্য্যত প্রাগাথ, হবির্ধান আঙ্গিরস, হিরণ্যগর্ভ-প্রাজাপত্য ও হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস।

এই সকল মন্ত্রকৃৎ ঋষিদিগের নামেই ব্রাহ্মণদিগের গোত্র প্রচলিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন মৎস্যপুরাণে ৯২ জন মন্ত্রকৃৎ ঋষির নাম পাওয়া যায় ;—ভৃগু, কাশ্যপ, প্রচেতা, দধীচ, আত্মবান্, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি, বেদ, সারস্বত, আর্ষ্টিষেণ, চ্যবন, বীতহব্য, সুবেধস, বৈণ্য, পৃথু, দিবোদাস, ব্রহ্মবান্, গৃৎস, শৌনক, অঙ্গিরা, ত্রিত, ভরদ্বাজ, লক্ষ্মণ, কৃতবাচ, গর্গ, সিতি, সাঙ্কৃতি, গৌরবীতি, মান্ধাতা, অম্বরীষ, যুবনাশ্ব, পুরুকুৎস, সুমদ্দ, সদস্যবান্, অজমীঢ়, অশ্বহার্য্য, উৎকিল, কবি, পৃষদশ্ব, বিরূপ, কাব্য, মুদ্গল, উতথ্য, শরদ্বান্, বাজশ্রবা, আয়াস্য, সুচিত্তি, বামদেব, উশিজ, বৃহদুক্থ, দীর্ঘতমা, কাক্ষীবান্, কশ্যপ, সহ, আবৎসার, নিধ্রুব, বিগু, অসিত, দেবল, অত্রি, অর্চ্চনানা, শ্যাবাশ্ব, গবিষ্ঠির, কর্ণশ্রুত, পূর্ব্বাতিথি, বশিষ্ঠ, শক্ত্রি, পরাশর, ইন্দ্রপ্রমতি, ভবদ্বসু, মিত্রাবরুণ, কুণ্ডিন, বিশ্বামিত্র, গাধেয়, দেবরাত, মধুচ্ছন্দা, অঘমর্ষণ, অষ্টক, লোহিত, ভূতকীল, মারুতি, দেবশ্রবা, দেবরাত, পুরাণ, ধনঞ্জয়, শিশির, শালঙ্কায়ন, অগস্ত্য, দৃঢ়দ্যুম্ন, ইধ্মবাহ, অগস্তি, ভলন্দন, বৎস ও সঙ্কীল। *

মৎস্যপুরাণোক্ত এই মন্ত্রকৃৎ ঋষিদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই ছিল।

মন্ত্রগণ্ডক (পুং) মন্ত্রপ্রধানো গণ্ডকঃ, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা০। বিদ্যা। (হারাবলী)

* "এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কৃৎস্নশস্তু নিবোধত।
ভৃগুঃ কাব্যঃ প্রচেতাশ্চ দধীচো হ্যাত্মবানপি।
ঔর্ব্বোঽথ জমদগ্নিশ্চ বেদঃ সারস্বতস্তথা।
আর্ষ্টিষেণশ্চ্যবনশ্চ বীতহব্যঃ সুবেধসঃ॥
বৈণ্যঃ পৃথুর্দিবোদাসো ব্রহ্মবান্ গৃৎসশৌনকৌ।
একোনবিংশতিহ্যেতে ভৃগবো মন্ত্রকৃত্তমাঃ॥
অঙ্গিরাশ্চৈব ত্রিতশ্চ ভরদ্বাজোঽথ লক্ষ্মণঃ।
কৃতবাচস্তথা গর্গঃ সিতিসাঙ্কৃতিরেব চ॥
গৌরবীতিশ্চ মান্ধাতা অম্বরীষস্তথৈব চ।
যুবনাশ্বঃ পুরুকুৎসঃ সুমদশ্চ সদস্যবান্।
অজমীঢো হ্যশ্বহার্য্যশ্চ হ্যুৎকিলঃ কবিরেব চ
পৃষদশ্বো বিরূপশ্চ কাব্যশ্চৈবাথ মুদ্গলঃ॥
উতথ্যশ্চ শরদ্বাংশ্চ তথা বাজিশ্রবা অপি।
আয়াস্যাথ সুচিত্তিশ্চ বামদেবস্তথৈব চ॥
উশিজো বৃহদুক্থশ্চ ঋষির্দীর্ঘতমা অপি।
কাক্ষীবাংশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্মৃতা হ্যাঙ্গিরসাং বরাঃ॥
এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কাশ্যপাংশ্চ নিবোধত।
কাশ্যপঃ সহাবৎসারো নিধ্রুবো বিদ্য এব চ॥
অসিতো দেবলশ্চৈব ষড়েতে ব্রহ্মবাদিনঃ।
অত্রিরর্চ্চনানাশ্চৈব শ্যাবাশ্বোঽথ গবিষ্ঠিরঃ॥
কর্ণশ্রুতো ঋষিঃ সিদ্ধস্তথা পূর্ব্বাতিথিশ্চ যঃ।
ইত্যেতে হ্যত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ মন্ত্রকৃৎসু মহর্ষয়ঃ॥
বশিষ্ঠশ্চৈব শক্তিশ্চ তৃতীয়শ্চ পরাশরঃ।
ততস্তু ইন্দ্রপ্রমতিঃ পঞ্চমস্তু ভবদ্বসুঃ॥
ষষ্ঠস্তু মিত্রাবরুণঃ সপ্তমঃ কুণ্ডিনস্তথা।
ইত্যেতে সপ্ত বিজ্ঞেয়া বাসিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ।
বিশ্বামিত্রশ্চ গাধেয়ো দেবরাতস্তথা বলঃ।
তথা বিদ্বান মধুচ্ছন্দো ঋষিশ্চান্যোঽঘমর্ষণঃ॥
অষ্টকো লোহিতশ্চৈব ভূতকীলশ্চ মারুতিঃ।
দেবশ্রবা দেবরাতিঃ পুরাণশ্চ ধনঞ্জয়ঃ॥
শিশিরশ্চ মহাতেজাঃ শালঙ্কায়ন এব চ।
ত্রয়োদশৈতে বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মিষ্ঠাঃ কৌশিকা বরাঃ॥
অগস্ত্যোশ্চথ দৃঢ়দ্যুম্ন ইধ্মবাহস্তথৈব চ।
ব্রহ্মিষ্ঠাগস্ত্যয়ো হ্যেতে প্রায়ঃ পরমকীর্ত্তয়ঃ॥
মনুর্বৈবস্বতশ্চৈব হলো রাজা পুরূরবাঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং বরা হ্যেতে বিজ্ঞেয়া মন্ত্রবাদিনঃ॥
ভলন্দনশ্চ বৎসশ্চ সঙ্কীলশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
এতে মন্ত্রকৃতো জ্ঞেয়া বৈশ্যানাং প্রবরাঃ স্মৃতাঃ॥
ইতি দ্বিনবতিঃ প্রোক্তো মন্ত্রা যৈশ্চ বহিষ্কৃতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ঋষিপুত্রাস্তথা স্মৃতাঃ॥
ঋষীণাস্তু সুতা হ্যেতে ঋষিপুত্রাঃ শ্রুতর্ষয়ঃ॥" (মৎস্যপু০ ১২১অ০)

মন্ত্রগুপ্ত (পুং) দশকুমারচরিতের একজন কুমার।

মন্ত্রগুপ্তি (স্ত্রী) মন্ত্রণাগোপন।

মন্ত্রগূঢ় (পুং) মন্ত্রে মন্ত্রণাবিষয়ে গূঢ়ঃ। গুপ্তচর। (শব্দরত্না০)

মন্ত্রগৃহ (ক্লী) মন্ত্রস্য মন্ত্রণায়া গৃহম্। মন্ত্রণাগার। যে গৃহে মন্ত্রণা করা হয়।

"সুসংবৃতং মন্ত্রগৃহং স্থলং চারুহ্য মন্ত্রয়েৎ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা ন চ রাত্রৌ কথঞ্চন॥"
(ভারত ১৫।৫।২২)

মন্ত্রজল (ক্লী) মন্ত্রপূতং জলম্। মন্ত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত জল, মন্ত্রোদক।

"দৃষ্ট্বা শয়ানান্ বিপ্রাংস্তান্ পপৌ মন্ত্রজলং স্বয়ম্॥"
(ভাগবত ৯।৬।২৭)

মন্ত্রজা (স্ত্রী) মন্ত্রাৎ জায়তে ইতি মন্ত্র-জন-ড, টাপ্। মন্ত্রশক্তি।

মন্ত্রজিহ্ব (পুং) মন্ত্র এব জিহ্বা যস্য। ১ অগ্নি। (হেম)

"অমৃতং নাম যৎসন্তো মন্ত্রজিহ্বেষু জুহ্বতি।
শোভৈব মন্দরক্ষুব্ধক্ষুভিতাম্ভোধিবর্ণনা॥" (মাঘ ২।১০৭)

মন্ত্রজ্ঞ (পুং) মন্ত্রং জানাতীতি জ্ঞা-ক। ১ চর। (ত্রি) ২ মন্ত্রজ্ঞাতা, যিনি উত্তমরূপ মন্ত্রণা জানেন।

"ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈর্ম্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাম্॥" (মনু ৮।৪)

মন্ত্রণ (ক্লী) মন্ত্র-ল্যুট্। মন্ত্রণা।

"অবস্করে মন্ত্রণঞ্চ যশ্চৈতদুপকুর্ব্বত।" (মার্কণ্ডেয়পু০ ৫০।৮৭)

মন্ত্রণা (স্ত্রী) মন্ত্র-ভাবে যুচ্, টাপ্। নির্জ্জনে কর্ত্তব্যাবধারণ।

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে, কাব্যাদিতে মন্ত্রণা-বিষয়-বর্ণনকালে নিম্নোক্ত বিষয়ের বর্ণনা করা আবশ্যক।

পঞ্চাঙ্গ, শক্তি, ষাড়্গুণ্য, উপায়, সিদ্ধি, উদয় ও স্থৈর্য্যোন্নতি প্রভৃতি মন্ত্রণা বিষয়ে আলোচনা করিতে হয়।

"মন্ত্রে পঞ্চাঙ্গতাশক্তিষাড়্গুণ্যোপায়সিদ্ধয়ঃ।
উদয়াশ্চিন্তনীয়াশ্চ স্থৈর্য্যোন্নত্যাদিসূক্তয়ঃ॥" (কবিকল্পলতা)

তিন জনের সহিত মন্ত্রণা করিলে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে; অতএব দুইজনে মিলিয়া মন্ত্রণা করিবে।

"ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রশ্চতুষ্কর্ণশ্চ ধার্য্যতে।
দ্বিকর্ণস্য তু মন্ত্রস্য ব্রহ্মাপ্যেকো ন বুধ্যতে॥"
(গরুড়পু০ ১১৪ অ০)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, রাজা বহুবিদ্যাবিশারদ, বিনীত, সৎকুলোদ্ভব, ধর্ম্মার্থকুশল ও সরলচিত্ত ব্রাহ্মণদিগকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবেন। মন্ত্রণার উপযুক্ত সময়বোধে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত মন্ত্রণা করিবেন। অনেকের সহিত মন্ত্রণা এবং সর্ব্বদা মন্ত্রণা করা নিষিদ্ধ। বিশেষ আবশ্যক হইলে একবার একজনের সহিত আর একবার অপর জনের সহিত এইরূপে সকল মন্ত্রীর সহিতই মন্ত্রণা করিবেন। অন্যের ছল করিয়া একবারে সকলের সহিত মন্ত্রণাও করিতে পারেন। অত্যন্ত গোপনীয় এবং সুরক্ষিত গৃহে অথবা উপদ্রবশূন্য নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া মন্ত্রণা করা উচিত। রাত্রিকালে মন্ত্রণা করিতে নাই। মন্ত্রণাস্থলে বালক, বানর, নপুংসক, শুক, সারিকা এবং বিকৃতাবয়ব মনুষ্যদিগকেও আসিতে দেওয়া বিধেয় নহে। রাজাদিগের গূঢ়-মন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে যে দোষ হয়, তাহার প্রতীকার করা সুদক্ষ শত শত রাজারও সাধ্য নহে।* মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ও রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে মন্ত্রি-মন্ত্রণার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

রাজ্যের মূল মন্ত্রণা, এইজন্য রাজা উপযুক্ত মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। রাজা সুপরীক্ষিত, সৎকুলসম্ভূত, উৎকোচগ্রহণে বিরত, ব্যভিচারদোষবিহীন, সুবিশ্বস্ত, বেদজ্ঞ, অহঙ্কারশূন্য, বিনয়বুদ্ধিসম্পন্ন, সংস্বভাবান্বিত, তেজস্বী, ধীর, ক্ষমাবান্, শুচি, অনুরক্ত, কার্য্যদক্ষ, গম্ভীর, অকপট, মিতভাষী, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেক-বিশারদ, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়াশীল, দেশকালজ্ঞ ও প্রভুকার্য্যপরায়ণ এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবেন। তেজোবিহীন, বন্ধুবান্ধবপরিত্যক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলে সমুদয় কার্য্যই সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। যেমন অল্পজ্ঞানসম্পন্ন মন্ত্রী সৎকুলোদ্ভব ও ধর্ম্মার্থকামযুক্ত হইলেও মন্ত্র পরীক্ষা করিতে পারেন না, তদ্রূপ অসৎকুলসম্ভূত ব্যক্তি বিলক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন হইলেও নায়কবিহীন সৈন্যের ন্যায় সূক্ষ্মকার্য্যদর্শনে অসমর্থ হন। অস্থিরসঙ্কল্প ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও উপায়জ্ঞ হইলেও কার্য্যসাধনে সমর্থ হন না। দুর্ম্মতি মূর্খব্যক্তি কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে, কিন্তু কোন্ কার্য্যের কি বিশেষ ফল,

* "মন্ত্রিণস্তু নৃপঃ কুর্য্যাৎ বিপ্রান্ বিদ্যাবিশারদান্।
বিশুদ্ধাংশ্চ কুলীনাংশ্চ ধর্ম্মার্থকুশলানৃজুন্॥
মন্ত্রয়েত্তৈঃ সমং কালে নাত্যর্থং বহুভিশ্চরেৎ।
একৈকেন তু কর্ত্তব্যং মন্ত্রস্তু তু বিনিশ্চয়ম্॥
ব্যস্তেনৈব সমস্তৈস্তু ব্যস্তস্য ব্যপদেশতঃ।
স্বয়ং বৃত্তং মন্ত্রগৃহং স্থূল আরোহ্য মন্ত্রয়েৎ॥
অরণ্যে নিঃশলাকে বা ন যামিন্যাং কদাচন।
শিশূন্ শাখামৃগান্ ষণ্ডান্ শুকান্ বৈ সারিকাংস্তথা॥
বর্জ্জয়েন্মন্ত্রগেহেষু মনুষ্যান্ বিকৃতাংস্তথা।
দূষণং মন্ত্রভেদেষু নৃপাণাং যত্র জায়তে।
ন তৎ সম্যক্ সমাধাতুং দক্ষৈর্নৃপশতৈরপি॥"
(কালিকাপুরাণ ৮৫ অ০)

তাহা জানিতে পারে না। অনুরাগবিহীন মন্ত্রী কখনই বিশ্বাসের পাত্র হয় না। অতএব তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা রাজার অকর্ত্তব্য। অগ্নি যেমন সমীরণের-সহায়তায় মহাপাদপ ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ অনুরক্ত মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদিগের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া রাজাকে উৎসন্ন করিতে পারে। প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া কখন অনুগতকে পদচ্যুত এবং কখন বা তিরস্কৃত করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। অনুগত ব্যক্তিরাই প্রভুর ঈদৃশ ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন। মন্ত্রিগণও অনেক সময় ভূপতির উপর সাতিশয় কোপান্বিত হন, কিন্তু যে মন্ত্রী রাজার প্রিয়কার্য্য করিতে অভিলাষী হইয়া সেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন, বুদ্ধিমান্ ভূপতি সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয়াজয় সমজ্ঞান করিয়া তাঁহারই সহিত সকল বিষয়ের মন্ত্রণা করিবেন। কুটিল ব্যক্তি বিবিধগুণসম্পন্ন ও অনুরক্ত হইলেও তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি শক্রদিগের সহিত মিলিত হয় এবং পুরবাসীদিগের সম্মান না করে, সে শক্রতুল্য, তাহার নিকট মন্ত্র প্রকাশ করা নিতান্ত দুর্ব্বোধের কার্য্য। অশুচি, অহঙ্কারী, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, অসুহৃদ্, ক্রোধপরতন্ত্র ও লুব্ধ ব্যক্তিরা মন্ত্রণাশ্রবণের উপযুক্ত নহে।

আগন্তুক ব্যক্তি যদি জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রভুভক্ত হন, পূর্ব্বে যাহার পিতা অন্যায়রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি তাহার পিতৃপদে সংস্থাপিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক সংকৃতও হয় এবং কোন কারণবশতঃ কোন ব্যক্তিকে যদি নির্দ্ধন করা হয়, তবে সেই ব্যক্তি অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইলেও, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার নিকট বা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন না। যিনি প্রজ্ঞাবান্, মেধাবী, বিশুদ্ধস্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, আত্মতুল্য, প্রিয়সুহৃদ্, সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, গম্ভীরস্বভাব, লজ্জাশীল, মৃদু, পাপদ্বেষী, প্রগল্‌ভ, সন্তোষপরায়ণ, মন্ত্রজ্ঞ, কালদর্শী, শৌর্য্যসম্পন্ন, যুদ্ধনিপুণ ও নীতিবিশারদ এবং যিনি সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা লোক সকলকে বশীভূত করিতে পারেন, পুরগ্রামবাসী ধার্ম্মিক লোকেরা যাঁহাকে বিশ্বাস করেন এবং আপনার ও শক্র প্রভৃতির বিষয় যিনি বিলক্ষণ বিদিত, তিনিই মন্ত্রণা-শ্রবণের উপযুক্ত। মন্ত্রী ঐরূপ গুণসম্পন্ন ও সংকৃত হইলে নিশ্চয়ই রাজার মঙ্গলবিধানে যত্নবান্ হন।

স্বীয় প্রভু, প্রজাগণ ও শক্রপক্ষের ছিদ্রান্বেষণে সচেষ্ট হওয়া মন্ত্রীর অবশ্যকর্ত্তব্য। মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণাবলেই রাজার রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞতম মন্ত্রিগণ অরাতির দোষ দর্শন করিবামাত্র তাহাকে আক্রমণ করিবেন এবং এই-রূপ সাবধান হইয়া চলিবেন যে, যেন শক্রপক্ষ তাঁহার কোন ছিদ্র নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়। কূর্ম্ম যেরূপ আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদয় গোপন করিয়া রাখে, তদ্রূপ মন্ত্রীরাও মন্ত্রণা সকল গোপন করিয়া রাখিবেন।

মন্ত্রণা ও চর রাজ্যরক্ষার মূল কারণ। মন্ত্রী সকল বৃত্তি-লাভার্থ রাজার অনুসরণ করিয়া থাকেন। রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে অহঙ্কার, ক্রোধ, অভিমান ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করিবেন। রাজা অকপট মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিবেন। অন্ততঃ তিন জন মন্ত্রী নিযুক্ত করা রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য। রাজা তিন জন মন্ত্রীর মত গ্রহণ করিয়া এবং উহা সবিশেষ অনুধাবন-পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকামজ্ঞ গুরুর সমীপে যাইবেন এবং তাঁহার নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। গুরু ঐ চারি জনের মত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে একটী সিদ্ধান্ত করিয়া দিলে যদি সেই সিদ্ধান্ত সাধারণের মতানুযায়ী হয়, তাহা হইলে তদনুসারে কার্য্য করাই ভূপতির কর্ত্তব্য।

মন্ত্রনির্ণয়কুশল মহাত্মারা মন্ত্রণা করিবার এইরূপ রীতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উত্তমরূপে মন্ত্রণা করিতে পারিলে প্রজাগণকে অনায়াসে বশীভূত করা যায়। মহীপাল যেস্থানে মন্ত্রণা করিবেন, তথায় যেন বামন, কুব্জ, কৃশ, খঞ্জ, অন্ধ, জড়, নপুংসক বা তির্য্যক্‌যোনি, অবস্থান না করে। নৌকায় বা কুশকাশবিহীন, অনাবৃত জনশূন্যপ্রদেশে অবস্থান করিয়া বাক্যদোষ ও অঙ্গদোষ সকল পরিহারপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবেন।

আরও লিখিত আছে, চারিজন পবিত্র ব্রাহ্মণ, আটজন অস্ত্রধারী মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়, অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এক বিংশতি বৈশ্য, বিনীতস্বভাব অতিপবিত্র তিন জন শূদ্র এবং এক জন শুশ্রূষাদি অষ্টগুণসম্পন্ন পুরাণবেত্তা সূতকে অমাত্য-পদে নিযুক্ত করা রাজার কর্ত্তব্য। অমাত্যগণ সকলেই যেন পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্ক, বিনীত, বুদ্ধিবান্, অপক্ষপাতী, বিচারক্ষম, লোভবিহীন ও মৃগয়াদি সপ্তবিধ দোষবিবর্জ্জিত হন।

এই সকল অমাত্যের মধ্যে চারি জন ব্রাহ্মণ, তিন জন ক্ষত্রিয় ও এক জন সূত এই আট জনকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবেন। রাজা এই ৮ জনের সহিত মন্ত্রণা করিবেন।

(ভারত শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্ব, ৮৪, ৮৫ অ০)

যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে, রাজ্যের মূল মন্ত্রণা, এই জন্য রাজা যতক্ষণ নিঃসন্দেহে ফলপ্রাপ্ত না হন, ততক্ষণ মন্ত্রণা করিবেন। অর্থ ও অনর্থ এই দুয়ের সংশয় যাহাতে পরীক্ষিত হয়, তাহাকে মন্ত্র কহে। অতিগোপনে এই মন্ত্রণা করিতে হয়। মন্ত্রণাকালে জড়, মূক, বধির, তির্য্যক্‌যোনি, স্ত্রী, ম্লেচ্ছ, ব্যাধিগ্রস্ত, বিকৃতাঙ্গ প্রভৃতিকে বর্জ্জন করা বিধেয়। বিষ অথবা শস্ত্রে এক জনই প্রাণ ত্যাগ করে, কিন্তু মন্ত্রবিপ্লবে

রাষ্ট্রসম্পদ্ সকলই বিনষ্ট হয়। এইজন্য মন্ত্রণা গোপন করাই বিধেয়। মন্ত্রণা কার্য্য দ্বারাই প্রকাশ পাওয়া উচিত।*

মন্ত্রতস্ (অব্য০) মন্ত্রাদিতি মন্ত্র (পঞ্চম্যাস্তসিল্। পা ৫।৩।২৭) ইতি পঞ্চমীস্থানে তসিল্। মন্ত্র হইতে।

মন্ত্রতোয় (ক্লী) মন্ত্রপূতং তোয়ং। মন্ত্রজল, মন্ত্র পড়িয়া যে জল দেওয়া যায়। (দেশজ) জল পড়া।

মন্ত্রদ (পুং) মন্ত্রং দদাতীতি মন্ত্রদা-ক। শিষ্যের কর্ণে শিষ্যাদিগের কুলদেবতানুসারে ইষ্টমন্ত্রদাতা, মন্ত্রদাতা গুরু।

"পরাপরগুরূণাঞ্চ নির্ণয়ং শৃণু পার্ব্বতি।
আদৌ সর্ব্বত্র দেবশি মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ।
পরাপরগুরুস্ত্বং হি পরমেষ্ঠী ত্বহং গুরুঃ॥"
(বৃহন্নীলতন্ত্র ২ পটল)

মন্ত্রদাতা গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, মন্ত্রদাতা গুরুর পিতা পরম গুরু এবং বিষ্ণুস্বরূপ, তৎপিতা পরাপর গুরু ও সাক্ষাৎ মহেশ্বর তুল্য।

"মানবস্য মহেশানি সংক্ষেপান্নিগদামি তে।
গুরুঃ পরমগুরুশ্চ পরাপরগুরুস্তথা।
স্বগুরুঃ পরমেশানি সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ন সংশয়ঃ॥
তৎপিতা পরমগুরুঃ স্বয়ং বিষ্ণুঃ ক্ষিতৌ সদা।
তৎপিতা পরাপরগুরুর্মহেশ্বরসমঃ সদা॥
(শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্র)

মন্ত্রদর্শিন্ (ত্রি) মন্ত্র-দৃশ-গিন্। বেদবিৎ।

"অন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণাবেবোপপাদয়েৎ।
যো হ্যগ্নিঃ স দ্বিজো বিপ্রৈর্মন্ত্রদর্শিভিরুচ্যতে॥" (মনু ৩।২১২)
'মন্ত্রদর্শিভির্বেদবিদ্ভিঃ' (কুল্লূক)

২ মন্ত্রদর্শনকারিমাত্র, মন্ত্রদ্রষ্টা।

মন্ত্রদাতৃ (ত্রি) মন্ত্রং দদাতীতি মন্ত্রদা-তৃচ্। মন্ত্রদানকর্ত্তা; গুরু, যিনি মন্ত্র দেন। মন্ত্রদাতা গুরু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গুরুদিগের মধ্যে প্রথমে জন্মদাতা পিতা, তদপেক্ষা শত গুণ মাতা এবং তদধিক বিদ্যাদাতা, তাহা হইতেও মন্ত্রদাতা গুরু পূজনীয় ও শ্রেষ্ঠ। গুরুর নিকট মন্ত্রলাভ করিয়া সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এইজন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়। মাতা ও পিতা প্রভৃতি গুরুজন সংসারসমুদ্র পার করিতে কেহই সমর্থ নহেন, এক গুরুই তাহা করিতে পারেন, অতএব সত্য, তপস্যা ও পুণ্য প্রভৃতি সকলই গুরু। শিষ্য মন্ত্রদাতা গুরুর নিকট ইষ্টমন্ত্র লাভ করিয়া সেই মন্ত্রপ্রভাবে অনায়াসেই ভবদুঃখের মোচন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।*

[গুরু ও মন্ত্র শব্দ দেখ]

---

* "মন্ত্রমূলং যতো রাজ্যং ততো মন্ত্রং সুরক্ষিতম্।
কুর্য্যাদ্রাজা সদা মন্ত্রান্ কর্ম্মণা আ ফলোদয়াৎ॥
অর্থানর্থৌ হি যত্রোভৌ সংশয়শ্চ পরীক্ষ্যতে।
স মন্ত্র ইতি বিজ্ঞেয়ঃ শেষাশ্চ খলু বিভ্রমাঃ॥
একমেব বিষং হন্তি শস্ত্রেণৈকশ্চ বধ্যতে।
সরাষ্ট্রং সম্পদং হন্তি রাজানং মন্ত্রবিপ্লবঃ॥
করিষ্যন্ ন প্রভাষেত কৃতান্যেব তু দর্শয়েৎ।
ধর্ম্মার্থকামকার্য্যাণি কৃতো মন্ত্রো ন ভিদ্যতে॥
গিরিপৃষ্ঠমুপারোহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
স্বপথে নিঃশলাকে বা তত্র মন্ত্রো বিধীয়তে॥
তত্র সাম প্রয়োক্তব্যং কার্য্যেষু গুণবৎস্বপি।
দানং লুব্ধেঽপি ভেদশ্চ শঙ্কিতেষ্বপি নিশ্চয়ঃ॥
জড়মূকান্ধবধিরান্ তির্য্যগ্‌যোনীন্ বয়োঽধিকান্।
স্ত্রীম্লেচ্ছব্যাধিতব্যঙ্গান্ মন্ত্রকালে নিষেধয়েৎ॥
ইতি সম্পততঃ প্রোক্তো রাজনীতিরিয়ং ময়া।
যন্ত্রিবর্গা বিরুদ্ধং স্যাদ্রাজনীতিস্তদুচ্যতে।"
(যুক্তিকল্পতরু—নীতিযুক্তি)

* "সর্ব্বেষাঞ্চ গুরূণাঞ্চ জন্মদাতা পরো গুরুঃ।
পিতুঃ শতগুণৈর্মাতা পূজ্যা বন্দ্যা গরীয়সী॥
বিদ্যাদাতা মন্ত্রদাতা জ্ঞানদো হরিভক্তিদঃ।
পূজ্যো বন্দ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যশ্চ মাতুঃ শতগুণৈর্গুরুঃ॥
মন্ত্রমুদ্দীরণেনৈব গুরুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
অন্যো বন্দ্যো গুরুরয়মন্ত্রশ্চারোপিতো গুরুঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অদীক্ষিতস্য মূর্খস্য নিষ্কৃতির্নাস্তি নিশ্চিতম্।
সর্ব্বকর্ম্মস্বনর্হস্য নরকে তৎপশোঃ স্থিতিঃ॥
জন্মদাতান্নদাতা বা মাতান্যে গুরবস্তথা।
পারং কর্ত্তুং ন শক্তাস্তে ঘোরে সংসারসাগরে॥
বিদ্যামন্ত্রজ্ঞানদাতা নিপুণঃ পারকর্ম্মণি।
ন শক্তঃ শিষ্যমুদ্ধর্ত্তুমীশ্বরশ্চেশ্বরোঽপরঃ॥
গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুর্ধর্ম্মো গুরুঃ শেষঃ সর্ব্বাত্মা নির্গুণো গুরুঃ॥
সর্ব্বতীর্থাশ্রমশ্চৈব সর্ব্বদেবাশ্রয়ো গুরুঃ।
সর্ব্ববেদস্বরূপশ্চ সর্ব্বরূপী হরিঃ স্বয়ম্॥
অভীষ্টদেবে রুষ্টে চ গুরুঃ শক্তো হি রক্ষিতুম্।
গুরৌ রুষ্টেঽভীষ্টদেবো ন হি শক্তো হি রক্ষিতুম্॥
সর্ব্বে গ্রহাশ্চ যং রুষ্টা দৃষ্টা যং দেবব্রাহ্মণাঃ।
তমেব রুষ্টো ভবতি গুরুরেব হি দৈবতঃ॥
ন গুরোশ্চ প্রিয়শ্চাত্মা ন গুরোশ্চ প্রিয়ঃ সুতঃ।
ধনং প্রিয়ো ন চ গুরোর্ন চ ভার্য্যা প্রিয়া তথা॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ শ্রীকৃষ্ণজন্ম খ০ ৫৯)

মন্ত্রদীধিতি (পুং) মন্ত্রেণ দীধিতির্দীপ্তির্যস্য। অগ্নি।

মন্ত্রদৃশ্ (ত্রি) মন্ত্রদৃশ্-ক্বিপ্। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, মন্ত্রকৃৎ ঋষি।

"কিং জায়মান উত জাত উপৈতি মর্ত্ত্য-
ইত্যাহ মন্ত্রদৃগৃষিঃ পুরুষস্য যস্য॥" (ভাগবত ৮।২৩।২৯)

'মন্ত্রদৃগৃষিঃ বশিষ্ঠঃ' (স্বামী)

মন্ত্রদেবতা (স্ত্রী) মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

মন্ত্রদ্রুম (পুং) চাক্ষুষমন্বন্তরের ইন্দ্র।

"ইন্দ্রো মন্ত্রদ্রুমস্তত্র দেবা আপ্যাদয়ো গণাঃ।
মুনয়স্তত্র বৈ রাজন্ হর্য্যস্মদ্বীরকাদয়ঃ॥" (ভাগবত ৮।৫।৮)

মন্ত্রধর (পুং) ১ মন্ত্রী। ২ মন্ত্রণাকুশল।

মন্ত্রধারিন্ (পুং) ১ সচিব। ২ মন্ত্রণাভিজ্ঞ।

মন্ত্রপতি (পুং) মন্ত্রাধিষ্ঠিত দেববিশেষ।

মন্ত্রপত্র (ক্লী) মন্ত্রলিখিত পত্র। যাহাতে মন্ত্রণাবিষয় লিখিত হয়।

মন্ত্রপূত (ত্রি) মন্ত্রেণ পূতঃ। মন্ত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত।

"ব্রহ্মাণী মন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ।"
(দেবীমাহাত্ম্য ৮।৯।৩৬)

মন্ত্রপূতাত্মন্ (পুং) মন্ত্রেণ পূতঃ আত্মা যস্য। গরুড়। (ধরণি)

মন্ত্রপ্রয়োগ (পুং) মন্ত্রস্য প্রয়োগঃ। মন্ত্রের প্রয়োগ।

মন্ত্রফল (ক্লী) মন্ত্রণায়াঃ ফলং। মন্ত্রের উদ্দেশ্য।

মন্ত্রবীজ (ক্লী) মূলমন্ত্র।

মন্ত্রভেদ (পুং) মন্ত্রণা-ব্যর্থকরণ।

মন্ত্রময় (ত্রি) মন্ত্র স্বরূপার্থে ময়ট্। মন্ত্রাত্মক, মন্ত্রস্বরূপ।

মন্ত্রমূর্ত্তি (পুং) শিবের নামান্তর।

মন্ত্রমূল (ত্রি) মন্ত্র এব মূলং যস্য। রাজ্য, রাজ্যরক্ষার মন্ত্রণাই মূল। মন্ত্রণাই যাহার প্রধান কারণ, তাহাই মন্ত্রমূল।

মন্ত্রযান, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে তিব্বতে প্রচলিত মন্ত্রাত্মক মতভেদ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের মধ্যভাগে (হিউ এন্ সিয়াঙ্গের ভারত-বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে), বৌদ্ধধর্ম্মে নানাপ্রকার কাল্পনিক গল্প ও উৎসব প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এতাদৃশ বৌদ্ধধর্ম্মই ৬৪০ খৃঃ-অব্দে তিব্বতদেশে প্রচলিত হয়। অনন্তর আরও ৩।৪ শতাব্দ কাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের অধিকতর অবনতি দেখা যায়। এই সময় উক্ত ধর্ম্মের রহস্য কেবলমাত্র কতকগুলি অর্থহীন ভাষায় সমাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রযান নামে অভিহিত হয়। নাগার্জ্জুন এই মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট মন্ত্রযান বিশেষ আদৃত হইয়াছিল।

১০ম শতাব্দীতে উত্তরভারতে অর্থাৎ কাশ্মীর এবং নেপালে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এই তান্ত্রিক ধর্ম্ম কালচক্র নামে খ্যাত। এই শ্রেণীর বৌদ্ধেরা মন্ত্রযানপ্রথা অবলম্বন করেন। এই মন্ত্রযানের অন্য নাম বজ্রযান। উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত লোক-দিগকে বজ্রাচার্য্য বলা হইত।

মন্ত্রযুক্তি (স্ত্রী) মন্ত্রের প্রয়োগ।

মন্ত্রযোগ (পুং) মন্ত্রস্য যোগঃ। মন্ত্রপ্রয়োগ, মন্ত্র পাঠ করা।

"স্তোতব্যা মন্ত্রযোগেন সত্যা দেবী সরস্বতী।
দর্শয়িষ্যসি যৎ সত্যং সত্যে সত্যব্রতা হ্যসি॥"(বৃহৎ সং ২৬।২)

মন্ত্রলা কানামা, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে কারনুল জেলার অন্তঃপাতী নল্লমলয় পাহাড়ের গিরিপথ বিশেষ। অক্ষা০ ১৫° ৫৪´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮° ৫৮´ পূঃ।

মন্ত্রবৎ (অব্য০) মন্ত্র ইবার্থে বতু। মন্ত্র সদৃশ, মন্ত্রের ন্যায়।

"মেখলামজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুম্।
অপ্সু প্রাস্য বিনষ্টানি গৃহীতান্যানি মন্ত্রবৎ॥" (মনু ২।৬৪)

(ত্রি) মন্ত্র-অস্ত্যর্থে মতুপ্। ২ মন্ত্রযুক্ত।

"প্রাঙ্ নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।
মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্যমধুসর্পিষাম্॥" (মনু ২।২৯)

মন্ত্রসংস্কার (পুং) মন্ত্রস্য সংস্কারঃ। মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার। মন্ত্রের দশটী সংস্কার আছে, যেরূপ জীব গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করে, সেইরূপ মন্ত্রও ঐ সকল সংস্কারে বিশুদ্ধ হয়। একমাত্র গুরুই মন্ত্রের সংস্কর্ত্তা। তিনিই মন্ত্র সংস্কার করিয়া শিষ্যকে দিবেন। অসংস্কৃত মন্ত্র নিষ্ফল। [মন্ত্র দেখ] ২ বিবাহ।

"অনৃতাবৃতুকালে চ মন্ত্রসংস্কারকৃৎ পতিঃ।
সুখস্য নিত্যং দাতেহ পরলোকে চ যোষিতঃ॥"(মনু ৫।১৫৩)

কুল্লুক ও মেধাতিথি উভয়েই মন্ত্রসংস্কারের অর্থ বিবাহবিধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'মন্ত্রসংস্কারো বিবাহঃ তস্য কর্ত্তা ভর্ত্তা' (কুল্লূক)
'মন্ত্রসংস্কারো বিবাহবিধিঃ তস্য কর্ত্তা' (মেধাতিথি)

মন্ত্রসংস্কারকৃৎ (পুং) সংস্কারং করোতি কৃ-ক্বিপ্। পতি, স্বামী।

মন্ত্রসংক্রিয়া (স্ত্রী) মন্ত্রস্য সংক্রিয়া। মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার।

মন্ত্রসংহিতা (স্ত্রী) বৈদিক মন্ত্রসংগ্রহ।

মন্ত্রসাধন (ক্লী) মন্ত্রস্য সাধনং। মন্ত্রণার সাধন, মন্ত্রের সাধন, অভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধি।

মন্ত্রবাদিন্ (পুং) ১ মন্ত্রোচ্চারণকারী। ২ মন্ত্রজ্ঞ।

মন্ত্রবিদ্ (পুং) মন্ত্রং পঞ্চাঙ্গমন্ত্রান্ বেত্তীতি বিদ্-ক্বিপ্। চর।

"এতৎ শ্রুত্বা দ্রুপদো যজ্ঞসেনঃ সর্ব্বং তত্ত্বং মন্ত্রবিদ্ভ্যো নিবেদ্য। মন্ত্রং রাজা মন্ত্রয়ামাস রাজন্ যথাযুক্তং রক্ষণে বৈ প্রজানাম্॥" (ভারত ৫।১৯৩।৫) (ত্রি) ২ মন্ত্রজ্ঞাতা। "সোঽহং ভগবতো মন্ত্রবিদেবাস্মি" (ছান্দোগ্যোপ০ ৭।১।৩) মন্ত্রং বেদার্থং বেত্তীতি বিদ্-ক্বিপ্। ৩ বেদার্থবিদ্, বেদার্থবেত্তা।

"সহস্রং হি সহস্রাণামনৃচাং যত্র ভুঞ্জতে।
একস্তান্ মন্ত্রবিদ্‌ভীতঃ সর্ব্বানর্হসি ধর্ম্মতঃ॥" (মনু ৩।১৩১)

মন্ত্রবিদ্যা (স্ত্রী) ভোজবিদ্যা।

মন্ত্রশ্রুতি (স্ত্রী) গুপ্তমন্ত্র শ্রবণ।

মন্ত্রশ্রুত্য (ক্লী) মন্ত্র দ্বারা স্মরণীয়। "মন্ত্রশ্রুত্যং চরামসি। (ঋক্ ১০।১৩৪।৭) 'মন্ত্রশ্রুত্যং মন্ত্রেণ স্মার্য্যং' (সায়ণ)

মন্ত্রবর্ণ (পুং) ১ মন্ত্রোল্লিখিত বিষয়। ২ মন্ত্রের এক একটী অক্ষর।

মন্ত্রবাড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ক্ষুদ্র গ্রাম। শিগর্গা হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এই স্থানে ৩ খানি শিলালিপি আছে। একখানি হনুমান-মন্দিরের সম্মুখে, দ্বিতীয়খানি গ্রামের পূর্ব্বফটকের নিকটে এবং তৃতীয়খানি বামণ ভাঁহুড়ীর রাজসভায় স্থাপিত। উহার মধ্যে একখানির তারিখ ৮৬৫ খৃষ্টাব্দ এবং ৪র্থখানি রাষ্ট্রকূটরাজ ১ম অমোঘবর্ষের সময়ে উৎকীর্ণ।

মন্ত্রসাধ্য (ত্রি) মন্ত্রেণ সাধ্যঃ। যাহা মন্ত্র দ্বারা সাধন করা যায়।

মন্ত্রসিদ্ধ (ত্রি) মন্ত্রেণ সিদ্ধঃ। মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধ, যাহার মন্ত্র সফল হইয়াছে।

মন্ত্রসিদ্ধি (স্ত্রী) মন্ত্রস্য সিদ্ধিঃ। মন্ত্রের সফলতা।

মন্ত্রসূত্র (ক্লী) সূত্রগ্রথিত মন্ত্র। (কবচাদি)

মন্ত্রস্পৃশ্ (ত্রি) মন্ত্রেণ স্পৃশতীতি (স্পৃশোঽনুদকে ক্বিন্। পা ৩।২।৫৮) ইতি ক্বিন্। মন্ত্রকরণক স্পর্শকর্ত্তা, মন্ত্রদ্বারা স্পর্শকারী।

মন্ত্রারাধন (ক্লী) মন্ত্রস্য আরাধনং। মন্ত্রের আরাধন।

মন্ত্রার্ষাধ্যায় (পুং) যজুর্ব্বেদোক্ত কাঠকোপনিষদের ঋষি-অনুক্রমণি নামক অধ্যায়।

মন্ত্রাবলী (স্ত্রী) মন্ত্রণাসমূহ।

মন্ত্রিক (পুং) মন্ত্রিন্ স্বার্থে কন্। মন্ত্রী।

মন্ত্রিকা (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ, মন্ত্রিকোপনিষদ্।

মন্ত্রিত (ত্রি) মন্ত্রোঽস্য জাতঃ, ইতচ্ বা মন্ত্র-ক্ত। মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত, অভিমন্ত্রিত।

"শিষ্যং স্বলঙ্কৃতং বেদ্যামুপাগ্নিমুপবেশয়েৎ।
মন্ত্রিতং প্রোক্ষণীতোয়ৈঃ শান্তিকুম্ভজলৈস্তথা॥
মূলমন্ত্রেণাষ্টশতং মন্ত্রিতৈরভিষেচয়েৎ॥" (নিবন্ধ)

মন্ত্রিতা (স্ত্রী) মন্ত্রিণো ভাবঃ তল্-টাপ্। মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রীর ভাব বা ধর্ম্ম, মন্ত্রীর কার্য্য।

মন্ত্রিন্ (পুং) মন্ত্রো গুপ্তভাষণমস্যাস্তীতি মন্ত্র-ইনি, যদ্বা মন্ত্রয়তে ইতি মন্ত্র (নন্দিগ্রহাদি। পা ৩।১।১৩৪) ইতি ণিনি। কর্ত্তব্যানিশ্চয়কর্ত্তা, যিনি মন্ত্রণার অবধারণ করেন। পর্য্যায়—ধীসচিব, অমাত্য, সচিব, ধীসখ, সামবায়িক। (হেম)

ইহার লক্ষণ—

"মন্ত্রী ভক্তঃ শুচিঃ শূরোঽনুরক্তো বুদ্ধিমান্ ক্ষমী।
আন্বীক্ষিক্যাদিকুশলঃ পরিচ্ছেদী সুদেশজঃ॥"
(কবিকল্পলতা)

শুচি, বীর, অনুরক্ত, বুদ্ধিমান্, ক্ষমাশীল, ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী, পরিচ্ছেদযুক্ত ও সুদেশোৎপন্ন ব্যক্তি মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত।

"বহুভির্মন্ত্রয়েৎ কামং রাজা মন্ত্রং পৃথক্ পৃথক্।
মন্ত্রিণামপি নো কুর্য্যাৎ মন্ত্রী মন্ত্রপ্রকাশনম্॥
ন কচিৎ কস্য বিশ্বাসো ভবতীহ সদা নৃণাম্।
নিশ্চয়শ্চ সদা মন্ত্রে কার্য্য একেন সূরিণা॥"
(মৎস্যপু° ১৮৯ অ°)

রাজা প্রত্যেক মন্ত্রীর সহিত বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণা করিবেন। মন্ত্রিগণও অপর মন্ত্রীর নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন না। মন্ত্র প্রকাশ হইলে বিষম অনর্থ ঘটে। [মন্ত্রণা দেখ।]

মন্ত্রিপতি (পুং) মন্ত্রিবর। শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী।

মন্ত্রিপ্রধান (পুং) মন্ত্রিণাং প্রধানঃ। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ, সচিবশ্রেষ্ঠ।

মন্ত্রিমুখ্য (পুং) প্রধান মন্ত্রী।

মন্ত্রিবংশ, নারোরাম রঙ্গরাও মন্ত্রিবংশের আদি পুরুষ। ইনি রতনগিরির অন্তঃপাতী কোচরে নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৬৯১ খৃঃ অব্দে ইনি মরাঠা সেনাপতি ধনাজিরাও যাদবের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন।

যখন মহারাষ্ট্ররাজ শাহু সাতারায় ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন তারাবাই তাহার গতিরোধ করিতে আদেশ করেন। এই নিমিত্ত ধনাজি তাহাকে বাধা প্রদান করেন। এই বিদ্রোহ সময় হইতেই নারোরাম বরাবর রাজার বিশ্বাসভাজন ছিলেন, এই নিমিত্ত রাজা তাহাকে 'রাজাজ্ঞা' উপাধি এবং পারিতোষিক স্বরূপ ৪০০০৲ টাকা প্রদান করেন। ৪ বৎসর পর অর্থাৎ ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে তিনি 'মন্ত্রী' খেতাব প্রাপ্ত হন এবং কয়েকটী জেলার শাসনভার গ্রহণ করেন।

ইনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ইঁহার যত্নে সিদ্ধপুরে ও আশান গ্রামে একটী ধর্ম্মশালা স্থাপিত হয়। ইনি নিজ গ্রামেও অনেক মন্দিরাদি নির্ম্মাণ এবং ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

১৭৪৭ খৃঃ অব্দে নারোরাম পরলোক গমন করিলে তদীয় পুত্র ঘনশ্যাম "মন্ত্রী" খ্যাতি প্রাপ্ত হন। ঘনশ্যাম যে কয়েকখানি গ্রাম ইনাম পাইয়াছিলেন, পেশবা বালাজি-বাজীরাও তাহার সনন্দ দিয়াছিলেন।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ঘনশ্যাম ভিলাড়াতে (তাজগাঁয়) একটী

মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কাশীক্ষেত্রে যাইয়া অনেক সৎকার্য্য ও দানধ্যানাদি করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি কয়েকটী মন্দির ও বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করেন। অতঃপর সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি কাশীধামেই বাস করেন এবং ১৭৮০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মানবলীলা শেষ হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পর ঘনশ্যামের পুত্র রঘুনাথ রাও সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। রঘুনাথ রাও অনেক সৎকার্য্য করিয়া ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অনন্তর তদীয় পুত্র জয়বন্ত রাও তাঁহার স্থান অধিকার করেন এবং ১৮৩২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। শেষ পেশবা বাজিরাও অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহার অধিকৃত কয়েকটী স্থান কাড়িয়া লয়েন।

রঘুনাথ রাও জয়বন্ত, ১৮০৬ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে মহারাজ প্রতাপ সিংহ কর্তৃক ইনি মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার অধিকৃত স্থান মধ্যে তিন খানি গ্রাম বাদে আর সমস্তই ছাড়াইয়া লন। তিনি ন্যায়পরায়ণতা ও সাহসিকতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। মন্ত্রী হইয়া তিনি সুচারুরূপে রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ইসলামপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তৎপরে মন্ত্রিবংশের প্রতিনিধি তৎপুত্র আনন্দরাও রঘুনাথ। মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ইনি একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর সরদার হন। ইহার বার্ষিক আয় প্রায় ১৮১০০০ টাকা।

মন্ত্রিবর (পুং) মন্ত্রিণাং বরঃ। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ।

মন্ত্রিবিক (পুং) বিন্ধ্যপর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী দেশভেদ।

"দ্রবিড়বিদেহান্ধ্রাশ্মকভাসাকোঙ্কণাঃ সমন্ত্রিবিকা।"বৃহৎসঃ১৬।১১।

মন্ত্রেশ্বর, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী গ্রামের নাম, এখানে একটী থানা আছে। অক্ষা০ ২৩° ২৫´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৮°৯´ পূঃ।

মন্ত্রোদক (ক্লী) মন্ত্রপূতং উদকং। মন্ত্রপূত জল।

মন্থ, ১ বিলোড়ন। ২ প্রতীঘাত। ৩ হিংসা। ৪ পীড়ন। ভ্বাদি০ পক্ষে ক্র্যাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। ভ্বাদিপক্ষে লট্ মথতি মথতু। লিট্ মমাথ, মেথতুঃ। লুট্ মথিতা। লুঙ্ অমথাৎ। ক্র্যাদিপক্ষে লট্ মম্থতি,মথ্নাতি, মথ্নীতঃ মথ্নন্তি, লিট্ মন্থীয়াৎ, লঙ্ অমথ্নাৎ। লিট্ মমন্থ, মমন্থতুঃ। লুট্ মন্থিতা। লৃট্ মন্থিষ্যতি। লুঙ্ অমন্থিৎ,অমন্থিষ্টাং অমন্থিষুঃ। সন্ মিমথিষতি, মিমন্থিষতি। যঙ্ মামথ্যতে। যঙ্লুক্ মামন্তি। মামন্থ্যতে, মামন্থি নিচ্ মাথয়তি, মন্থয়তি। লুঙ্ অমীমথৎ, অমমন্থৎ।

মন্থ (পুং) মথ্যতে হনেন মন্থ করণে ঘঞ্। মন্থদণ্ডক।

"আমথ্যমতিমন্থেন জ্ঞানোদধিমনুত্তমম্।
নবনীতং তথা দধ্নো মলয়াচ্চন্দনং যথা ॥" (ভারত ১২।৩৪৩।১১)

২ শাক্তব। ঘৃতাভ্যক্ত শক্তু শীতল জলে পরিপ্লুত করিয়া নাতিসান্দ্র ও নাত্যচ্ছ অর্থাৎ খুব পাতলাও নহে খুব ঘনও নহে, মাঝামাঝি রূপ করিলে মন্থ হয়, ইহার নামান্তর শাক্তব।

"শক্তুভিঃ সর্পিষাভ্যক্তৈঃ শীতবারিপরিপ্লুতৈঃ।
নাত্যচ্ছো নাতিসান্দ্রশ্চ মন্থ ইত্যভিধীয়তে॥" (রাজনি০)

ইহার চলিত নাম পেয়া। শক্তু দ্রব্য দ্বারা আলোড়িত হইলেই মন্থ হয়। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

"জলে চতুঃপলে শীতে ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে মন্থয়েৎ সম্যক্ তস্মাচ্চ দ্বিপলং পিবেৎ॥"(ভাবপ্র০)

চারি পল শীতল জলে এক পল চূর্ণ দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে সম্যক্ মন্থন করিলে তাহাকে মন্থ কহে। এই মন্থপানের মাত্রা দুই পল।

বৈদ্যক শাস্ত্রে বহু প্রকার মন্থের উল্লেখ আছে। ঘৃত, শক্তু, দাড়িম ও গুড় দ্বারা এক প্রকার মন্থ হয়। ঘৃত, শক্তু ও জল দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার ও দ্রাক্ষা, শর্করা ও ইক্ষুরস দ্বারা তৃতীয় প্রকার মন্থ প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ সদ্যোবলকর, পিপাসা ও শ্রমনাশক।

৩ ফাণ্টভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—এক পল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া এক কুড়ব অর্থাৎ অর্দ্ধসেরপরিমিত জলে নিঃক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে স্থাপন করিবে, পরে উহাকে উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। ইহারও সেবনমাত্রা দুই পল। ইহাতে মধু, চিনি ও গুড় প্রভৃতি দিতে হইলে এক কর্ষ পরিমাণে প্রক্ষেপ দিতে হইবে।

৪ মারণ। ৫ মদন। ৬ কম্পন। (ত্রিকা০) ৭ নেত্রমল। (ধরণি) ৮ নেত্ররোগ। (বিশ্ব) ৯ অংশু। (শব্দরত্না০) ১০ কুম্বন। ১১ বিলোড়ন।

"আতিষ্ঠৎ প্রত্যয়াপেক্ষসন্ততিঃ স চিরং নৃপঃ।
প্রাঙ্ মন্থাদনভিব্যক্তরত্নোৎপত্তিরিবার্ণবঃ॥" (রঘু ১০।৩০)

মন্থক (পুং) ১ মন্থনকারী। ২ মুনিভেদ। ৩ তদ্বংশধরগণ।

মন্থজ (ক্লী) মন্থেন মন্থনেন জায়তে ইতি জন-ড। নবনীত।

মন্থদণ্ডক (পুং) মন্থায় মন্থনায় যো দণ্ডঃ, ততঃ স্বার্থে কন্। মন্থানদণ্ড, চলিত ছাঁচুনি, ঘোলমৌনী, ঘড়েন। পর্য্যায়—বৈশাখ, মন্থ, মন্থান, মন্থা, কর্হর্ষক, মন্থন, ভক্রাট, তক্রাট।

মন্থন (ক্লী) মন্থ-ল্যুট্। ১ বিলোড়ন। ২ কুম্বন।

"চিরারব্ধমিদঞ্চাপি সাগরস্যাপি মন্থনম্।" (ভারত ১।১৮।১০)

(পুং) মথ্নাত্যনেনেতি মন্থ করণে ল্যুট্। ৩ মন্থানদণ্ড।

"গোভিশ্চ সমকীর্ণাসু ব্রজ নির্য্যাণভূমিষু।

মন্থনাবর্ত্তপূর্ণেষু গর্গরেষু নদৎসু চ॥" (হরিবংশ ৮২।৩৬)

মন্থনঘটী (স্ত্রী) অল্পো ঘটঃ অল্পার্থে ঙীষ্, মন্থনার্থং মন্থনস্য বা। ঘটী। দধিমন্থনপাত্র।

'কলসী মন্থনঘটী মন্থনী চাপি গর্গরী।' (জটাধর)

মন্থপর্ব্বত (পুং) মন্থশৈল, মন্দর পর্ব্বত।

মন্থনোদ্ভব (ক্লী) নবনীত, মাখন। (বৈদ্যকনি॰)

মন্থর (ক্লী) ক্লেশয়তীতি মন্থ-বাহুলকাৎ অরন্। ১ কুসুম্ভী। (মেদিনী) (পুং) ২ কোষ। ৩ ফল। ৪ বাধ। ৫ মন্থানদণ্ড। ৬ সূচক। (বিশ্ব) ৭ মন্দগামী যোদ্ধা। ৮ কোপ। (অজয়) (ত্রি) ৯ মন্দ।

"ধত্তে সালসমন্থরং ভুবি পদং নির্য্যাতি নান্তঃপুরাৎ"।

(সাহিত্যদ॰ ১৬৮) ১০ পৃথু। ১১ বক্র। ১২ নিশ্চল।

"রাজ্যাভিষেকসলিলক্ষালিতমৌলেঃ কথাসু কৃষ্ণস্য।

গর্ব্বভবমন্থরাক্ষী পশ্যতি পদপঙ্কজং রাজা॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৪৮৮)

১৩ জড়। (শব্দরত্না॰) ১৪ নীচ। ১৫ মন্দগামী। (হেম) ১৬ বৈশাখ মাস। ১৭ হরিণ।

মন্থনজ্বর (পুং) জ্বরবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"জ্বরো দাহো ভ্রমো মোহো হ্যতীসারো বমিস্তথা।

অনিদ্রা মুখশোষশ্চ তালুজিহ্বে চ শুষ্যতি॥

গ্রীবায়াং পরিদৃশ্যন্তে স্ফোটকাঃ সর্ষপোপমাঃ।

ঘৃতাশনাৎ স্বেদরোধাৎ মন্থরো জায়তে নৃণাম্॥"

(যোগরত্নাকর)

অতিরিক্ত ঘৃতভোজন বা স্বেদরোধে এই জ্বর হয়। জ্বর, দাহ, ভ্রম, মোহ, অতীসার, বমি, অনিদ্রা, মুখশোষ, তালু ও জিহ্বা শুষ্ক এবং গ্রীবাদেশে সর্ষপসদৃশ স্ফোটক প্রভৃতি লক্ষণ মন্থনজ্বরে প্রকাশ পায়।

মন্থরা (স্ত্রী) মন্থর-স্ত্রিয়াং টাপ্। কৈকেয়ীর দাসী। রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া মন্থরা কৈকেয়ীকে রামের বনবাস দিবার জন্য মন্ত্রণা দেয়। কৈকেয়ী মন্থরার কথায় রাজা দশরথের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে বর প্রার্থনা করিয়া রামচন্দ্রকে বনে পাঠান। এই দাসী কৈকেয়ীর পিত্রালয় হইতে আসিয়াছিল। (রামায়ণ)

"রামাভিষেকে বিঘ্নার্থং যতস্ব ব্রহ্মবাক্যতঃ।

মন্থরাং প্রবিশস্বাদৌ কৈকেয়ীঞ্চ ততঃ পরম্॥"

(অধ্যাত্মরামা॰ অযোধ্যাকা॰ ২ অ॰)

মন্থরু (পুং) মন্থ বাহুলকাৎ অরু। চামরবাত, চামর বায়ু। পর্য্যায়—কুঠেরু। (ত্রিকা॰)

মন্থশৈল (পুং) মন্থাচল, মন্দর পর্ব্বত।

মন্থা (স্ত্রী) মথনহেতু। "যত্র মন্থাং নিবধ্নতে" (ঋক্ ১।২৮।৪)

'মন্থাং মথনহেতুং, মথ্যতেঽনেতি মন্থা, মথি বিলোড়নে করণে ঘঞ্, ততষ্টাপ্' (সায়ণ) ২ মেথিকা।

"বল্লরী চন্দ্রিকা মন্থা মিত্রপুষ্পা চ কৈরতী।" (ভাবপ্র॰)

মন্থা (থিন্) (পুং) মন্থ-ইনি, স চ কিৎ। মন্থানদণ্ড।

মন্থাচল (পুং) মন্থাদ্রি, মন্দরপর্ব্বত।

মন্থান (পুং) মথ্যতেঽনেনেতি মন্থ-বাহুলকাৎ আনচ্। মন্থদণ্ডক।

"মন্থানারণিসংযোগাৎ মন্থনাচ্চ সমুদ্ভবঃ।

পাবকস্য যথা তদ্বৎ কথং মে স্যাৎ সুতোদ্ভবঃ॥"

(দেবীভাগবত ১।১০।২৫)

২ আরগ্বধ। (রাজনি॰) ৩ মন্দর পর্ব্বত। সমুদ্রমন্থন সময়ে এই পর্ব্বত মন্থনদণ্ড হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম মন্থান হইয়াছে।

"প্রবিবেশাথ পাতালং মন্থানঃ পর্ব্বতোত্তমঃ।"(রামা॰১।৪৫।২৭১)

৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১২৮)

মন্থানক (পুং) মন্থান ইবেতি (ইবেপ্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) ইতি কন্। তৃণভেদ, এক প্রকার ঘাস। মহারাষ্ট্রে—মারবেল্লি, কলিঙ্গ—মারবল্লী। পর্য্যায়—হরিত, দৃঢ়মূল, তৃণাজ্ঘ্রিপ। ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, প্রিয়, মধুর এবং দোগ্ধ্রীদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। (রাজনি॰)

মন্থানভৈরব (পুং) অম্লপিত্ত-রোগাধিকারে রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শোধিত পারদ, তাম্র, হিঙ্গু, পুষ্করমূল, সৈন্ধব, গন্ধক, হরিতাল ও কটুকী এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিবে। পরে এই চূর্ণ পুনর্ণবা, দেবদারু, নিশুণ্ডী, তণ্ডুলীয়ক, ও তিক্ত কোশাতকীর রসে একদিন মর্দ্দন করিতে হইবে। এইরূপে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার পরিমাণ এক মাষা। এই ঔষধ মধু দ্বারা লেহন করিলে অম্লপিত্ত-রোগ আশু প্রশমিত হয়।

"মৃতং সূতং মৃতং তাম্রং হিঙ্গুপুষ্করমূলকম্।

সৈন্ধবং গন্ধকং তালং কটুকীং চূর্ণয়েৎ সমম্॥

পুনর্ণবা দেবদারুনিশুণ্ডী তণ্ডুলীয়কৈঃ।

তিক্তাকোশাতকীদ্রাবৈর্দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্॥

মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈঃ রসো মন্থানভৈরবঃ।"

(রসচিকিৎসা ৯ অ॰)

২ একজন প্রসিদ্ধ হঠযোগী। হঠযোগপ্রদীপিকায় ইঁহার উল্লেখ আছে।

মন্থাবল (পুং) বেদবর্ণিত সর্পভেদ। ইহারা গাছে দেহ জড়াইয়া মাথা নিম্ন করিয়া ঝুলিয়া থাকে। (ঐতরেয়ব্রা॰ ৩।২৬)

মন্থিতৃ (পুং) মথনকারী।

মন্থিন্ (ত্রি) মন্থ-অস্ত্যর্থে ইনি। পীড়াকারক।

"পরিভাবীণি তারাণাং পশ্য মন্থীনি চেতসাম্।"

(ভট্টি ৬।৭৪) 'চেতসাং মন্থীনি পীড়াকারীণি' (জয়ম•) ২ মন্থনযুক্ত। (ক্লী) ৩ সোম। (ঋক্ ৩।৩২।২)

মন্থিনী (স্ত্রী) মন্থো মন্থনং অস্ত্যস্যাং মন্থ-ইনি ঙীপ্। দধিমন্থনপাত্র, পর্য্যায়—গর্গরী, কলসী। (হেম)

মন্থিপ (ত্রি) মথিত সোমপানকারী।

মন্থিবৎ (ত্রি) মথিত-সোমযুক্ত।

মন্থিশোচিস্ (ত্রি) মথিত সোমদীপ্তিশীল।

মন্থু (পুং) বীরব্রতের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৫।১৫।১৫)

মন্থোদক (পুং) দুগ্ধসমুদ্র, মণ্ডোদক।

মন্থোদধি (পুং) মথ্যতে হসৌ মন্থ-কর্ম্মণি ঘঞ্, মন্থশ্চাসৌ উদধিশ্চেতি, মন্থায় উদধিরিতি বা। ক্ষীরসমুদ্র।

মন্দ (পুং) মন্দতে ইতি মদি-অচ্। ১ শনি।

"শুক্রেন্দুবুধজীবানাং বারাঃ সর্ব্বত্র শোভনাঃ।

ভানুভূসুতমন্দানাং শুভকর্ম্মসু কেষপি॥"(জ্যোতিঃসারস•)

২ হস্তিজাতিবিশেষ। (মেদিনী) ৩ যম। (ত্রিকা•)

"তত্র মন্দমিবালোক্য সাভিপ্রায়ঃ স মাং নৃপঃ।

পপ্রচ্ছ রে কিমীদৃক্ ত্বং সঞ্জাতঃ কথ্যতামিতি॥"

(কথাসরিৎসা০ ৩২।১৫৫) ৪ প্রলয়। (অজয়)

৫ জঠরানল বিশেষ।

"তীক্ষ্ণঃ পিত্তাধিকত্বেন জায়তে জঠরাগ্নিকঃ।

বাতশ্লেষ্মাধিকত্বেন জায়তে মন্দসংজ্ঞকঃ॥"

(হারীত চিকিৎসিতস্থা০ ৬ অ০)

বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্যে অগ্নির মন্দতা হয়। (ত্রি) ৬ অতীক্ষ্ণ। ৭ মূর্খ, মূঢ়।

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।" (রঘু ১।৩)

৮ স্বৈর। ৯ অভাগ্য। ১০ রোগী। ১১ অল্প। (মেদিনী)

"মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং"(মেঘদূত ১।৪)

১২ অলস।

"প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্যাঃ কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।

মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ॥"(ভারত১।১।১০)

'মন্দাঃ অলসাঃ' (স্বামী) ১৩ মদরত। ১৪ খল। (হেম)

মন্দক (ত্রি) ১ নির্ব্বোধ। ২ মন্দকারী, মূঢ়। ৩ বুদ্ধিশূন্য সরল। ৪ মহাভারতোক্ত জাতিবিশেষ। (মহা• ভীষ্মপর্ব্ব)

মন্দকর্ণি (পুং) জনৈক প্রাচীন মুনি।

মন্দকর্ম্মন্ (ক্লী) ১ গ্রহগণের মন্দ স্পষ্টগতির ফলানয়নরূপ ক্রিয়াবিশেষ।

"গ্রহভুক্তেঃ ফলং কার্য্যং গ্রহবন্মন্দকর্ম্মণি।" (সূর্য্যসি• ২।৪৮)

'মন্দকর্ম্মণি গতিমন্দফলক্রিয়ানিমিত্তমিত্যর্থম্॥' (টীকা)

(ত্রি) ২ নিশ্চেষ্ট, কার্য্যহীন, জড়বৎ।

মন্দকারিন্ (ত্রি) মন্দং করোতি কৃ-ণিনি। অপকারকারক।

"পাতালে তু প্রবেষ্টব্যং ন ত্বয়া মন্দকারিণা।"

(কথাসরিৎসা০ ২২।২০৬)

মন্দগ (ত্রি) মন্দং অল্পং গচ্ছতীতি গম-ড। মৃদুগামী।

"মন্দগাশ্চ শনিজ্ঞানিবৃষহংসগজস্ত্রিয়ঃ।" (কবিকল্পলতা)

২ শাকদ্বীপস্থিত শূদ্র জনপদবিশেষ।

"তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ।

মগাশ্চ মশকাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা॥" (ভারত ৬।১১।৩৩)

মন্দগতি (ত্রি) মন্দা গতির্যস্য। ১ মন্দগতিবিশিষ্ট গ্রহ। গ্রহদিগের মন্দ শীঘ্র প্রভৃতি গতি আছে। রবির সমীপে গ্রহদিগের গতি শীঘ্র এবং দূরে মন্দগতি হইয়া থাকে। ২ মৃদু গতিবিশিষ্ট। মৃদুগতি।

মন্দগামিন্ (ত্রি) মন্দং গচ্ছতীতি গম্-ণিনি। মৃদুগমনশীল। পর্য্যায়—মন্থর, স্বৈরগামী, মন্দ। (শব্দরত্নাবলী)

মন্দচেতস্ (ত্রি) মন্দং চেতো যস্য। দুরাত্মা, পাপাশয়।

মন্দজননী (স্ত্রী) মন্দস্য শনৈশ্চরস্য জননী। শনৈশ্চরের মাতা, সূর্য্যপত্নী। (ত্রিকা°)

মন্দজরস্ (ত্রি) যিনি ধীরে ধীরে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতেছেন।

মন্দজাত (ত্রি) ধীরে ধীরে উৎপন্ন।

মন্দট (পুং) মন্দমটতীতি অট-অচ্, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধুঃ। পারিভদ্রবৃক্ষ। (শব্দরত্না০)

মন্দতা (স্ত্রী) মন্দস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। আলস্য।

"দুর্মেধস্ত্বং মন্দতা চ স্বপ্নে মৈথুননিত্যতা।

নিরাকরিষ্ণুতা চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পাশবা গুণাঃ॥"(সুশ্রুত শারীরস্থা০)

২ মন্দত্ব, মন্দের ভাব বা ধর্ম্ম। ৩ ক্ষীণতা।

"মধ্যস্য প্রথিমানমেতি জঘনং বক্ষোজয়োর্মন্দতাং।

দূরং যাত্যুদরঞ্চ রোমলতিকা নেত্রার্জ্জবং ধাবতি॥"

(সাহিত্যদ০ ৩।৬৮)

মন্দধী (ত্রি) মন্দা ধীর্যস্য। অল্পবুদ্ধি।

মন্দন (ক্লী) মন্দতে স্তৌতি অনেন মন্দ-(কৃপৃবৃজিমন্দিনিধাঞঃ ক্যুঃ। উণ্ ২।৮১) ইতি করণে ক্যু। স্তোত্র।

মন্দনাগ (পুং) প্রাচীন জনভেদ। ইঁহার অন্য নাম মল্লনাগ।

[মল্লনাগ দেখ]

মন্দপরিধি (পুং) গ্রহদিগের কক্ষপথে পরিভ্রমণকালীন মন্দোচ্চ বা নীচোচ্চগতির পরিমাণবিশেষ। "সূর্য্যস্য পরমাকর্ষণোৎপন্ন-পরমপূর্ব্বাপরগমনরূপ-পরমমন্দফলাংশানাং জ্যা

পরমফলজ্যা তত্ত্ন্যোব্যাসার্দ্ধেনোৎপন্নবৃত্তে কক্ষাবৃত্তস্থিতাংশ-প্রমাণেন যোহংশাস্তে মন্দপরিধ্যংশাঃ কেন্দ্রযুগ্মপদান্তে নীচোচ্চ-সমেহর্কে চতুর্দ্দশচন্দ্রস্য তত্র তে দ্বাত্রিংশৎকেন্দ্রবিষমপদান্তে নীচোচ্চাভ্যাং ত্রিভান্তরিতে চকারাহুক্তা মন্দপরিধ্যংশা বিংশতি-কলোনাঃ সন্তঃ সূর্য্যচন্দ্রয়োর্মন্দপরিধ্যংশা ভবন্তি"

(সূর্য্যসি° ২।৩৪ টীকা)

মন্দপাল (পুং) ঋষিভেদ। (মনু ৯।২৩)

মন্দপ্রজ্ঞ (ত্রি) মন্দা প্রজ্ঞা যস্য। অল্পজ্ঞান।

"মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ যঃ।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা.চ ব্যর্থকর্ম্মভিঃ॥"

(ভাগবত ১।১৬।১০)

মন্দফল (ক্লী) স্ফুটসাধিত গ্রহগতিভেদ। Equation of the apsis or the anomalistic equation of the planet.

মন্দবুদ্ধি (ত্রি) মন্দা বুদ্ধির্যস্য। মূঢ়বুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি, মন্দধী। (স্ত্রী) মন্দা বুদ্ধি। অল্পা বুদ্ধি।

মন্দভাগিন্ (ত্রি) মন্দভাগ্য-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। হতভাগিনী। ইহার প্রাকৃত—'মন্দভাইনী' (শকুন্তলা)

মন্দভাগ্য (ত্রি) মন্দং ভাগ্যং যস্য। হতভাগ্য।

মন্দভাজ্ (ত্রি) মন্দ-ভজ-ণ্বি। মন্দভাগ্য।

মন্দভাষিণী (স্ত্রী) মৃদুভাষিণী, মঞ্জুবাদিনী।

মন্দমতি (ত্রি) মন্দা মতির্যস্য। মূঢ়বুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি।

"মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ॥"

(ভাগবত ১।১।১০)

মন্দমেধস্ (ত্রি) মন্দা মেধা যস্য। মন্দবুদ্ধি।

মন্দমন্দ (অব্য) অল্প অল্প।

"মন্দমন্দমুদিতঃ খং প্রযযৌ
ভীতভীত ইব শীতময়ূখঃ॥" (ভারবি)

মন্দয়ৎসখ (ত্রি) যজমানাদিগের প্রীতিবিধায়ক ইন্দ্রের সখা সোম। (ঋক্ ১।৪।৭)

মন্দয়ন্তী (স্ত্রী) দুর্গা।

মন্দয়ু (ত্রি স্তুতিযুক্ত। (ঋক্ ১।১৭৩।২)

মন্দর (পুং) মন্দ-বাহুলকাৎ অরঃ। মন্থশৈল, মন্থনপর্ব্বত। দেব ও অসুরগণ মিলিত হইয়া যখন সমুদ্রমন্থন করেন, তখন এই পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়াছিলেন।

"মন্থানং মন্দরং কৃত্বা তথা নেত্রঞ্চ বাসুকিম্।"

(ভারত ১।১৮।১৩)

মহাভারতে লিখিত আছে, এই পর্ব্বত একাদশ সহস্র যোজন প্রোথিত ছিল। সর্ব্বদেবগণ মিলিত হইয়া এই পর্ব্বতকে উত্তোলিত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট জানাইলে তিনি বাসুকিকে এই পর্ব্বত উন্মূলিত করিতে বলেন। বাসুকি বলপূর্ব্বক ইহাকে উন্মূলিত করিয়া সমুদ্র-তীরে লইয়া যান। পরে দেবাসুরগণ ইহাকে মন্থানদণ্ড করিয়া সমুদ্র মন্থন করেন। [সমুদ্রমন্থন শব্দ দেখ]

(ভারত ১।১৭,১৮অ°)

২ মন্দার পাদপ। (মেদিনী) ৩ স্বর্গ। ৪ হারভেদ। (হেম) ৫ মুকুর। ৬ কুশদ্বীপস্থিত পর্ব্বতবিশেষ।

"মন্দরঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধাতুময়ঃ শুভঃ।
মন্দ ইত্যেব যো ধাতুরপামর্থে প্রকাশকঃ।
অপাং বিদারণাৎ চৈব মন্দরঃ স নিগদ্যতে॥"

(মৎস্যপুরাণ ১২১।৬১)

৬ তন্নামক লূতাদিকীটবিষ-নাশক অগদবিশেষ। (বাভট উত্তরতন্ত্র° ৩৭ অ°) (ত্রি) ৭ বহুল। ৮ মন্দ।

মন্দরগিরি, বাঙ্গালা-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত। অক্ষা° ২৪° ৫০´ ২৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪´ ৪১´´ পূঃ। সাতশত ফুটের অধিক উচ্চ। হিন্দুর নিকট মন্দরগিরি অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য। এই পাহাড়ের উপরে প্রায়ই বৃক্ষ ও তৃণাদি নাই। ইহার গায়ে অনেকগুলি পুষ্করিণী এবং ইহার চারি ধার ঘুরাইয়া একটা সর্পের মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। পুরাণে কথিত আছে, বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে বৃহদাকার এক দৈত্য উৎপন্ন হয়। এই দৈত্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ভগবান্ বিষ্ণু দশ সহস্র বৎসর কাল যুদ্ধ করিয়া ইহার মস্তক ছেদন করেন; কিন্তু মস্তকহীন দেহ পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করে দেখিয়া বিষ্ণু মন্দরগিরির দেহোপরি নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় হাঁটু দ্বারা দৈত্যকে চাপিয়া রাখেন। তদবধি বিষ্ণু সকল সময়েই এখানে অধিষ্ঠিত আছেন, বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে বধ করেন বলিয়া ভগবান্ এখানে মধুসূদন নামে খ্যাত। "মন্দরে মধুসূদনঃ" (পুরাণ)

আরও প্রবাদ আছে যে, সুরাসুরগণ এই মন্দরগিরি লইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী কোন মুনির অভিশাপে সমুদ্রগর্ভে পতিত হন; তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত এবং অমৃতলাভের আশায় সমুদ্রমন্থন করা হয়। এই মন্থন-ব্যাপারে সহস্রফণাধারী বাসুকি মন্থনরজ্জু এবং এই মন্দর গিরি মন্থনদণ্ড হইয়াছিল। ভাগলপুরের এই মন্দরগিরি যে পুরাণোক্ত মন্দরপর্ব্বত এ বিষয়ে অনেক শিক্ষিত হিন্দু সন্দেহ করেন; কিন্তু এখানকার জনসমাজের এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

এতদ্ভিন্ন এই পাহাড়ে অনেক স্বাভাবিক ও মনুষ্য-কৃত কৌতূহলজনক পুরাকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। ইহার পাদদেশে ২।১ মাইল ব্যাপিয়া কয়েকটী পুষ্করিণী আছে, এতদ্ভিন্ন অট্টালিকা ও প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তিও অনেক দেখা যায়। ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে, বহুকাল পূর্ব্বে এখানে একটী নগর ছিল। এই নগর সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তীও আছে যে, এই নগরে ৫২টী বাজার ও ৫৩টী গলি ছিল। ইহা ব্যতীত ৮৮টী পুকুর ছিল। মন্দরগিরির পদপ্রান্তে ভগ্নাবস্থায় একটী মন্দির আছে। ইহার দেয়ালের গায়ে অসংখ্য চতুষ্কোণ গর্ত্ত রহিয়াছে। প্রবাদ, দেওয়ালি উৎসবের সময় প্রত্যেক গৃহস্থই গর্ত্তে এক একটী দীপ দান করিত। ইহার অনতিদূরে আর একটী ভগ্ন অট্টালিকা বর্ত্তমান। কেহ কেহ বলেন, ইহা চোলরাজের প্রাসাদ।

এই অট্টালিকা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী বারেন্দা আছে। ইহার উপর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একখণ্ড শিলালিপি দৃষ্ট হয়। উক্ত শিলালিপি পাঠে জানা যায়, ২৭৭ বৎসর পূর্ব্বে এই নগরের সমৃদ্ধি বর্ত্তমান ছিল। বর্ত্তমান কালে পৌষসংক্রান্তির দিন মধুসূদনের প্রতিমূর্ত্তি নগর হইতে পাহাড়ের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। এই সময়ে প্রায় ৩০।৪০ হাজার লোক নানা দেশ হইতে এই স্থানে সমবেত হইয়া এই উৎসবে যোগদান করে। এই উৎসব উপলক্ষে এখানে ১৫ দিন পর্য্যন্ত মেলা হইয়া থাকে। কাঞ্চীপুরের চোলরাজ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সকল তীর্থ পর্য্যটন করেন; কিন্তু কিছুতেই আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই; অবশেষে ইহার নিকটবর্ত্তী কোন পুষ্করিণীর জলে স্নান করিয়া ব্যাধিমুক্ত হন, এই জন্য সেই পুষ্করিণী পাপহারিণী নামে খ্যাত হইয়াছে। প্রবাদ, ব্রহ্মা এখানে লক্ষ লক্ষ বৎসর ভগবানের তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যান্তে একটী শুপারি ও অন্যান্য জিনিস যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। ঐ শুপারি গড়াইয়া নিম্নস্থ হ্রদ মধ্যে পতিত হয়। ঐ যজ্ঞিয় শুপারিপ্রভাবে হ্রদ পুণ্যতোয়া হয় ও তাহাতে স্নান করিয়াই রাজার ব্যাধি দূর হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা স্বগ্রাম হইতে মৃতদেহ আনিয়া পাপহারিণীর জলে নিক্ষেপ করে।

মন্দরশৃঙ্গের নিকট একটী বৌদ্ধ-মন্দির আছে। জৈনেরা ইহাকে বিশেষ পবিত্র মনে করেন। এখানে সীতাকুণ্ড নামে ১০০ ফিট্ দীর্ঘ ও ৫০ ফিট্ বিস্তৃত একটী দীর্ঘিকা আছে। প্রবাদ, সীতা ও রাম অরণ্যবাসকালে এইখানে ছিলেন এবং সীতা উহাতে অবগাহন করায় উহার সীতাকুণ্ড নাম হয়।

অনেক পণ্ডিত বলেন, কালাপাহাড় সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি ধ্বংস করিতে করিতে মন্দরগিরিতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মধুসূদন সীতাকুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করেন এবং মাটীর ভিতর দিয়া ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী কাজরাণী হ্রদে গিয়া উপস্থিত হন। অবশেষে একজন পাণ্ডার প্রতি স্বপ্নাদেশ হওয়ায়, পাণ্ডা পুনরায় মধুসূদনকে মন্দরে আনিয়া নূতন মন্দিরে স্থাপিত করেন।

সীতাকুণ্ড হইতে কয়েক ফিট্ উর্দ্ধে শঙ্খকুণ্ড নামে আর একটী প্রস্রবণ আছে। শঙ্খ নামে এক রাক্ষস এই জল মধ্যে বাস করিত বলিয়া ইহার নাম শঙ্খকুণ্ড হয়। এই শঙ্খের দৈর্ঘ্য ৩ ফিট্ এবং বিস্তার ১ ফুট্। মহাভারতে কথিত আছে, এই শঙ্খাসুরের দেহ হইতেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন এখানে আকাশগঙ্গা নামে আর একটী প্রস্রবণ আছে।

মন্দরগিরির গহ্বরে প্রস্তরখোদিত অনেক প্রতিমূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে নরসিংহরূপধারী বিষ্ণুমূর্ত্তিই শ্রেষ্ঠ।

বরাহপুরাণ হইতে জানা যায়, ভগবান্ বিষ্ণু শিবের পুত্র স্কন্দের নিকট বলিয়াছিলেন যে,মন্দর সমস্ত তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। এই স্থানে লক্ষ্মী বিষ্ণুর সহিত সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেক যোগী ঋষি এখানে বাস করিয়া থাকেন।

[অপর বিবরণ মন্দর শব্দে দ্রষ্টব্য]

মন্দরহরিণ (পুং) জম্বুদ্বীপের আটটি উপদ্বীপের অন্তর্গত একটী দ্বীপ।

মন্দরায়, মোগল-রণতরীর জনৈক অধ্যক্ষ। খৃষ্টীয় ১৬০২ অব্দে বাঙ্গালার অন্তর্গত শণদ্বীপ লইয়া পর্ত্তুগীজদিগের সহিত মোগলদের যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে মন্দরায় নিহত হন।

মন্দবিষ (ত্রি) ১ বিষহীন। ২ অত্যল্প বিষবিশিষ্ট।

মন্দবিসর্পিন্ (ত্রি) মন্দ মন্দ গমনশীল।

মন্দশোর, মধ্যভারতের অন্তঃপাতী গোয়ালিয়ার রাজ্যের একটী নগর। চম্বল নদীর একটী শাখার তীরে অবস্থিত। উজ্জয়িনী হইতে উত্তরপশ্চিমদিকে প্রায় ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী। মহারাষ্ট্র-পিণ্ডারি যুদ্ধের পর মন্দশোরে হোলকর ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হয় (১৮১৮ খৃঃ অব্দ)। মন্দশোরে একটী রেলওয়ে ষ্টেসন ও মুসলমান রাজাদের আমলের একটী প্রস্তরময় দুর্ভেদ্য দুর্গ আছে। সাধারণ লোকে মন্দশোরকে 'দশোর' বলিয়া থাকে। ইহাই রন্তিদেবের রাজধানী সুপ্রাচীন দশপুর।

এই নগরে কুমারগুপ্ত এবং বন্ধুবর্ম্মার একখণ্ড শিলালিপি আছে। ইহাতে বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন রেশমবস্ত্রনির্ম্মিতা কি প্রকারে লাটবিষয় হইতে স্থানান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। পরে কুমারগুপ্তের

রাজ্যশাসনের উল্লেখ আছে। তাঁহার অধীনে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বভ্রুবর্ম্মা দশপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

মন্দসান (পুং) মন্দতে স্তুত্যাদিকং প্রাপ্নোতীতি মন্দ-(ঋজিবৃধিমন্দিসহিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ২।৮৭) ইতি সানচ্। ১ অগ্নি। ২ প্রাণ। ৩ নিদ্রা। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ৪ মোদমান।

"মন্দসানো মরুত্বান্" (ঋক্ ১।১০০।১৪) 'মন্দসানো মোদমানঃ' (সায়ণ)

মন্দসানু (পুং) মন্দং মন্দতাং সনোতি দদাতীতি মন্দ-সন্ বাহুলকাৎ উন্। ১ স্বপ্ন। ২ জীব। (উজ্জ্বল)

মন্দহার, রাজপুতদিগের একটী সম্প্রদায়। মুজাফরনগর এবং সাহরাণপুর জেলায় এই সম্প্রদায়ের অনেক রাজপুত দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী স্থানেও ইহাদের অনেকের বাস আছে। কথিত আছে, ইহারা অযোধ্যা হইতে আসিয়া চন্দেল এবং বর রাজপুতদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, ছিন্দে আসিয়া বাস করে। পরে ইহাদের দ্বারা পাতিয়ালার অন্তঃপাতী কলায়েৎ রাজধানী স্থাপিত হয়। এখন ইহারা যমুনানদীর তীরে চৌহানের দক্ষিণে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহারা ফিরোজশা কর্ত্তৃক পাতিয়ালার অন্তর্বর্ত্তী সমান নামক স্থানে অতিশয় নিপীড়িত হইয়াছিল। মন্দহার, কন্দহার, বরগুজার, শম্বরাল এবং পাণিহার রাজপুতদিগের মতে তাহারা রামচন্দ্রের পুত্র লব হইতে উৎপন্ন। সুতরাং সূর্য্যবংশীয় রাজপুত বলিয়া ইহারা গৌরব করিয়া থাকেন। কর্ণালে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হয় না।

মন্দা (স্ত্রী) মন্দ-স্ত্রিয়াং টাপ্। সংক্রান্তিবিশেষ। যদি উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী নক্ষত্রে রবি সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে মন্দাসংক্রান্তি কহে। এই সংক্রান্তির সংক্রমণের অব্যবহিত পরেই তিন দণ্ডকাল পুণ্যতম।

"মন্দা মন্দাকিনী ধ্বাঙ্ক্ষা ঘোরা চৈব মহোদরী।
রাক্ষসী মিশ্রিতা প্রোক্তা সংক্রান্তিঃ সপ্তধা নৃপ॥
'মন্দা ধ্রুবেষু বিজ্ঞেয়া মৃদৌ মন্দাকিনী তথা।
ক্ষিপ্রে ধ্বাঙ্ক্ষাং বিজানীয়াদুগ্রে ঘোরা প্রকীর্ত্তিতা॥" (তিথিতত্ত্ব)

২ বল্লীকরঞ্জ, লতাকরঞ্জ। (বৈদ্যকনি॰)

মন্দাক (ক্লী) মন্দ্যতে স্তূয়তে ইতি মন্দ-বাহুলকাৎ আক। ১ স্তবন। ২ স্রোতঃ। (উজ্জ্বল)

মন্দাকিনী (স্ত্রী) মন্দাকানি স্রোতাংসি সন্ত্যস্যাঃ ইতি মন্দাক-ণিনি, যদ্বা মন্দমকিতুং শীলমস্যাঃ ণিনি, মন্দনাম্নঃ সরসঃ অকতি গচ্ছতীতি। স্বর্গগঙ্গা, পর্য্যায়—বিয়দ্গঙ্গা, স্বর্ণদী, সুরদীর্ঘিকা, স্বর্গঙ্গা, দেবভূতি, স্বর্ণপদ্মা, সুরেশ্বরী। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-মতে—

"প্রধানধারা যা স্বর্গে সা চ মন্দাকিনী স্মৃতা।
যোজনাযুতবিস্তীর্ণা প্রস্থেন যোজনা স্মৃতা॥
ক্ষীরতুল্যজলা শশ্বদত্যুত্তুঙ্গতরঙ্গিণী।
বৈকুণ্ঠাদ্ ব্রহ্মলোকঞ্চ ততঃ স্বর্গে সমাগতাঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ জন্মখণ্ড ৩৪অ॰)

গঙ্গার যে প্রধানধারা স্বর্গে গমন করে, তাহার নাম মন্দাকিনী, ইহার বিস্তার অযুত যোজন, প্রস্থ এক যোজন, ইহার জল দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং অত্যুত্তাল তরঙ্গযুক্ত, এই ধারা বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রহ্মলোক হইয়া স্বর্গে আসিয়াছে।

বর্ত্তমান বদরিকাশ্রমের উত্তরে গঙ্গার এক শাখা মন্দাকিনী নামে খ্যাত। স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

২ সংক্রান্তিবিশেষ। মৃদুগণ নক্ষত্রে সংক্রমণ হইলে এই সংক্রান্তি হয়। ৩ চিত্রকূটস্থ নদীবিশেষ।

"ততো গিরিবরশ্রেষ্ঠে চিত্রকূটে বিশাম্পতে।
মন্দাকিনীং সমাসাদ্য সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্॥"
(ভারত ৩।৩৫।৫৮)

এই নদী চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহা সর্ব্বপাপনাশিনী। ৪ দ্বারকাস্থিত নদীবিশেষ। (হরিবংশ ১৫৫।২২) ৫ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—

"ন ন র র ঘটিতা তু মন্দাকিনী" (ছন্দোম॰) এই ছন্দে ১,২,৩,৪,৫,৬,৮,১১ অক্ষর লঘু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

মন্দাক্রান্তা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৭টী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ছন্দের ১,২,৩,৪,১০,১৩, ১৪,১৬, ১৭ অক্ষর গুরু, ইহা ভিন্ন বর্ণ লঘু। ইহার লক্ষণ—

"চত্বারঃ প্রাক্ সুতনু গুরবো দ্বৌ দশৈকাদশৌ চ
মুখ্যৌ বর্ণৌ তদনু কুমুদামোদিনি দ্বাদশান্তৌ।
তদ্বচ্চান্ত্যৌ যুগরসহয়ৈর্যত্র কান্তে বিরামো
মন্দাক্রান্তাং প্রবরকবয়স্তন্বি তাং সংগিরন্তে॥" (শ্রুতবোধ)

২ অল্প আক্রান্ত।

"মন্দাক্রান্তা বিসৃজতি রসং নেক্ষুযষ্টিঃ সমগ্রম্" (শৃঙ্গারতিলক)

মন্দাক্ষ (ক্লী) মন্দে সঙ্কুচিতে অক্ষিণী নেত্রে যস্মাৎ। (অক্ষ্ণোঽদর্শনাৎ। পা ৪।৪৭৬) ইতি সমাসান্তঃ অচ্। লজ্জা।

"মন্দাক্ষমন্দাক্ষরমুদ্রমুক্ত্বা তস্যাং সমাকুঞ্চিতবাচি হংসঃ।"
(নৈষধ ৩।৬১)

মন্দাগ্নি (পুং) মন্দঃ পাচনাসমর্থশ্চাসাবগ্নিশ্চেতি। ১ অগ্নিমান্দ্যরোগ, কফ দ্বারা মন্দীকৃত জঠরানল। মাধবকরের নিদানে লিখিত আছে—

"মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্বিধঃ।
কফপিত্তানিলাধিক্যাত্তৎ সাম্যাজ্জাঠরোঽনলঃ॥
বিষমো বাতজান্ রোগাংস্তীক্ষ্ণঃ পিত্তসমুদ্ভবান্।
করোত্যগ্নিস্তথা মন্দো বিকারান্ কফসম্ভবান্॥
সমা সমাগ্নেরশিতা মাত্রা সম্যগ্বিপচ্যতে।
অল্পাপি নৈব মন্দাগ্নের্বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ।
কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিচ্চ ন পচ্যতে॥"

মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম ও সম এই চারি প্রকার জঠরানল। ইহার মধ্যে কফের আধিক্যে মন্দাগ্নি, পিত্তাধিক্যে তীক্ষ্ণাগ্নি, বাতাধিক্যে বিষমাগ্নি এবং সমতা ঘটিলে সমাগ্নি হইয়া থাকে। বিষমাগ্নি বাতজ রোগ, তীক্ষ্ণাগ্নি পিত্তবৃদ্ধি,মন্দাগ্নি কফজ রোগ ও সমাগ্নি পরিমিত ভুক্ত দ্রব্যপাক করিয়া থাকে। দেহের মন্দাগ্নিতে কখন অল্পও পাক হইয়া থাকে, কিন্তু বিষমাগ্নিতে কখন সম্যক্ পরিপাক হয় কখন বা আদৌ পরিপাক হয় না। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

"স্বল্পাপি নৈব মন্দাগ্নের্মাত্রা ভুক্তাপি পচ্যতে।
ছর্দিঃ সাদঃ প্রসেকঃ স্যাচ্ছিরোজঠরগৌরবম্॥"

মন্দাগ্নিতে অল্পমাত্রায়ও আহারীয় দ্রব্য সম্যক্ পরিপাক করিতে পারে না; পরিপাক না হইলে বমি, শরীরের অবসন্নতা, প্রসেক এবং মস্তক ও উদরের গুরুত্ব হইয়া থাকে।

হারীতের মতে, বাত, পিত্ত ও কফের সমতা হইলে জঠরাগ্নিও সমতাপ্রাপ্ত হয়। ঐ তিনের বৈষম্য ঘটিলে বিষমাগ্নি জন্মে। পিত্তাধিক্যে জঠরাগ্নি তীক্ষ্ণ এবং বাতশ্লেষ্মাধিক্যে মন্দ হয়। (হারীত চিকিৎসিত ৬ অধ্যায়)

চিকিৎসা।—গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—চিত্রক ৮ভাগ, শূরণ ১৬ ভাগ, শুণ্ঠী ৪ ভাগ, পিপ্পলী ২ ভাগ, পিপ্পলীমূল ও বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ, মুষলি ৮ ভাগ, ত্রিফলা ৪ ভাগ, এই সকলের দ্বিগুণমাত্রায় গুড় দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ভক্ষণ করিলে মন্দাগ্নি প্রভৃতি অজীর্ণ রোগ নিবারিত হয়।

বৈদ্যক-হারীতের মতে, উষ্ণ অন্নমণ্ড হিঙ্গু ও সৌবর্চ্চল দিয়া সেবন করিলে বিষমাগ্নিও সমতাপ্রাপ্ত হয়। মন্দও অগ্নিদীপক হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—হরীতকী ও শুঁঠ, গুড় অথবা সৈন্ধবের সঙ্গে সর্ব্বদা আহার করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। গুড়ের সহিত শুঁঠ, বা কৃষ্ণজীরা, হরীতকী অথবা দাড়িম প্রত্যহ ভক্ষণেরও ব্যবস্থা আছে। ভাবপ্রকাশমতে, গুড়াষ্টক, হিঙ্গ্বষ্টক, বৃহদগ্নিমুখচূর্ণ, বৈশ্বানরক্ষার, ভাস্করলবণ, শমশর্করচূর্ণ, বড়বানলচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ মন্দাগ্নিনিবারক। [অগ্নিমান্দ্য দেখ]

২ মন্দঃ অগ্নির্যস্য। অল্পাগ্নিবিশিষ্ট।

"সোঽজীর্ণব্যাধিদুঃখার্তো মন্দাগ্নিঃ সংপ্রজায়তে॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।৩৯)

মন্দাত্মন্ (ত্রি) মন্দ আত্মা যস্য। মূঢ়,নির্বোধ। (রামা° ৩।৪৬।২০)

মন্দাদর (পুং) ১ অল্পাদর, উপযুক্ত আদর বা যত্ন না করা। (ত্রি) ২ অল্প সম্মানযুক্ত, যে উচিত মত আদর বা যত্ন পায় নাই।

মন্দানল (ত্রি) মন্দাগ্নি। [মন্দাগ্নি দেখ।]

মন্দানিল (পুং) মন্দ মন্দ বায়ু, মলয় পর্ব্বতের মৃদু মন্দ বায়ু।

মন্দায়ুস্ (ত্রি) মন্দমায়ুর্যস্য। অল্পায়ু। (ভাগবত ১।১৬।১০)

মন্দার (পুং ক্লী) মন্দ্যতে স্তূয়তে প্রশস্যতে বেতি। মদি-আরন্ (অঙ্গিমদিমন্দিভ্য আরন্। উণ্ ৩।১৩৪।) ১ স্বর্গীয় পঞ্চ বৃক্ষান্তর্গত দেববৃক্ষ বিশেষ (Erythrina Indica) পারিভদ্র।

'পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্॥' (অমর)

মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন এই পঞ্চ দেববৃক্ষ। ইহার মধ্যে মন্দারই প্রথম।

"মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ" (মেঘদূ° উ°৫)

ভারতে নানা স্থানে এই গাছ বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা, হিন্দী—পঙ্গিকা, পাঁজরা, ফরাদ, মন্দার; বাঙ্গালা—পালিতা মাদার,কাছাড়ী—মাদার,উড়িয়া—পালদুয়া, চালদুয়া, মরাঠী—পাঙ্গারা, ফন্দরা, পঙ্গরু; গুজরাতী—পনরবো, তেলগু—মহামেদ, বারিজমু, মোদগু; তামিল—মুরুক্কা, কল্যাণ-মুরুক্কু, সাঁওতাল—মরারবাহা।

এই বৃক্ষ অতি অল্পদিন মধ্যে বড় হইয়া উঠে; কিন্তু আকার মধ্যম রকমের অর্থাৎ বেশী বড়ও নয় এবং নিতান্ত কমও নহে। ইহার স্কন্ধদেশ সরল ও প্রথম অবস্থায় কণ্টকময় থাকে, পরে বড় হইলে কাঁটা পড়িয়া যায়। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতে এবং ব্রহ্মদেশে মন্দার বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষ হইতে গাঢ় ধূসরবর্ণ এক প্রকার আঠা প্রস্তুত হয়। রক্তিম বর্ণ পুষ্পগুলি দেখিতে অতি মনোহর। এই ফুলগুলি সিদ্ধ করিয়া লাল রং প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন ইহার ছাল হইতেও রং প্রস্তুত হয়, এরূপ শুনা যায়।

রেভারেণ্ড এ ক্যাম্বেল সাহেব বলিয়াছেন যে, ইহার ছাল হইতে এক প্রকার রজ্জু নির্ম্মাণের উপযোগী সূত্র প্রস্তুত হয়। মন্দারের কঁচি পাতাগুলি চড়চড়ি করিয়া আহার করিতে দেখা যায়। ইহার কাষ্ঠ অতি হাল্কা এবং অতি সহজেই চিরিতে পারা যায়। সূর্য্যের উত্তাপ লাগিলে ইহা ফাটিয়া যায় না। ইহার

উপর অতি উৎকৃষ্ট বার্ণিস লাগান যায়। ইহা দ্বারা বাক্স খেলনা ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অপরন্তু ইহা জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। মন্দার কাঠ দিয়া ব্যবহারোপযোগী অনেক বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালায় এবং দক্ষিণভারতে পাণের গাছ এবং মরিচ গাছে ঠেকো দিবার নিমিত্ত ইহা রোপিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা বাহিরের বেড়া দেওয়া হয়।

গুণ—ইহার ছাল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহা পিত্তনিবারক ও জ্বরনাশক। চক্ষু উঠিলে ইহার কজ্জল-ব্যবহার উপকারক। ইহার রস কৃমিনাশক ও বিরেচক। ডাক্তার কানাইলাল দে মহোদয় বলিয়াছেন যে, ইহার পাতা বাঘাতে দিলে ফাটিয়া যায় এবং সন্ধিস্থলের বেদনা নাশ করে।

ছালের ভিতরের দিকে রস পরিপূর্ণ থাকে, ইহা অগ্নিশিখার উপর ধরিলে এক প্রকার কজ্জল প্রস্তুত হয়, তাহা চক্ষুতে লাগাইলে জলপড়া ভাল হইয়া থাকে। ইহার টাট্‌কা রস কাণ-কামড়ানি এবং দাঁতের গোড়া-ব্যথায় বিশেষ ফলপ্রদ। এতদ্ভিন্ন আরও অন্যান্য রোগে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

২ হস্ত। ৩ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ। ৪ ধূর্ত্ত, ধুতরাগাছ। ৫ হস্তী। ৬ স্বর্গ। ৭ হিরণ্যকশিপুর পুত্রভেদ। ৮ একজন বিদ্যাধর। ৯ পর্ব্বতভেদ, মন্দরগিরি। ১০ বিন্ধ্যশৈলস্থ পুণ্যক্ষেত্রভেদ, এখানে একাদশটী কুণ্ড আছে। বরাহপুরাণে এই পুণ্যাশ্রমের মাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে,—তাহার সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি—

বিন্ধ্যশৈলে মন্দারের ফুল ফুটিলে ভগবান্ আসিয়া খেলা করিতেন। তাহার প্রভাবে গিরিক্রোড়ে একাদশটী কুণ্ড বাহির হইয়াছিল। এখানে মনোহর শিলাতলে মন্দরমূলে ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান্ অবস্থান করেন। তথায় দেখিতে পাইবে, দ্বাদশী ও চতুর্দ্দশীর দিন মধ্যাহ্নকালে মন্দারকুসুম ফুটিয়াছে, আর কোন দিন এমন পুষ্পোদ্গম দেখিতে পাইবে না। এখানে মন্দারকুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া একাহারে থাকিলে পরমাগতি লাভ হয়। এখানে মরণ ঘটিলেও লোক বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে। এই কুণ্ডের উত্তর পার্শ্বে প্রাপণ নামক গিরি, তাহা হইতে তিনটী ধারা দক্ষিণমুখে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে ধারা দক্ষিণে পতিত হইয়া উত্তরমুখে প্রবাহিত, তাহার নাম স্নানকুণ্ড, তাহার দক্ষিণে সমস্রোতঃ একটী মহাহ্রদ। মন্দারের পূর্ব্বে এক গুহ্যকোটর অবস্থিত, তাহা হইতে মুসলধারে একটী ধারা পতিত হইতেছে। তাহার দক্ষিণদিকে শিলোচ্চয় হইতে পাঁচটী ধারা বাহির হইয়াছে। তাহার পশ্চিম পার্শ্বে চক্রাবর্ত্ত নামক মহাহ্রদ, তাহার বায়ুকোণে আবার তিনটী ধারা বাহির হইয়াছে। ইহার দক্ষিণদিকে তিন ক্রোশের ভিতর গম্ভীরক নামে একটী অগাধ মহাহ্রদ অবস্থিত। পশ্চিম পার্শ্বেও সপ্তধারা বাহির হইয়া একস্থানে পড়িয়া হ্রদাকার ধারণ করিয়াছে। যে যে ধারার উল্লেখ করা হইল, তাহার প্রত্যেকটীতেই স্নান করিলে অশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, বিন্ধ্যশৈলোপরি মন্দারই আমার স্যমন্তপঞ্চক। এখানে আমি অবস্থান করিয়া থাকি। ইহার দক্ষিণে আমার চক্র, বামভাগে আমার গদা, এবং অগ্রভাগে যথাক্রমে লাঙ্গল, মুসল, ও শঙ্খ রহিয়াছে।*

মন্দারপুষ্প (ক্লী) মন্দারের ফুল, মাদার ফুল।

মন্দারমালা (স্ত্রী) ১ মন্দার ফুলের মালা।

"আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা
মন্দারমালা হরিণা পিনদ্ধা॥" (শকুন্তলা ৭ অঙ্ক)

২ বসুর কন্যা এক বিদ্যাধরভার্য্যা।

মন্দারষষ্ঠী (স্ত্রী) মাঘমাসের শুক্লাষষ্ঠী।

মন্দারসপ্তমী (স্ত্রী) মাঘমাসের শুক্লাসপ্তমী। এই দিন মন্দারসপ্তমী ব্রত করিতে হয়, তদ্বিবরণ ভবিষ্যোত্তরপুরাণে বিবৃত হইয়াছে।

মন্দারিতা (স্ত্রী) ১ মন্দের প্রতি ঘৃণা। ২ মন্দার-বৃক্ষশালতা।

মন্দারিন্ (ত্রি) মন্দারবৃক্ষযুক্ত।

মন্দারিন্, চীনদেশীয় কর্ম্মচারিবিশেষের উপাধি। মন্দারিন্ শব্দটী পর্ত্তুগীজ ভাষার 'মন্দর' (Mandar) শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'মন্দর' শব্দের অর্থ শাসন করা। বাস্তবিক পক্ষে মন্দারিন্ শব্দ সংস্কৃত মন্ত্রিন্ শব্দের অপভ্রংশমাত্র। মানয়ে মন্দারিন্ শব্দে উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী বুঝায়।

ব্রহ্মদেশের প্রত্যেক নগরে একজন করিয়া ডেপুটী আছে, তাহাকে মন্দারিন্ বলা হইয়া থাকে।

'মন্দারিন্ ভাষা' চীনদেশে প্রচলিত। চীনদেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা এই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তথায় এই ভাষা কুয়ান হুয়া (Kuan hua) নামে অভিহিত হয়। অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা ইহার অক্ষর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প।

---

* "স্যমন্তপঞ্চকঞ্চৈব মন্দারস্য গিরৌ মম॥
তত্র তিষ্ঠামি সুশ্রোণি! বিন্ধ্যস্য গিরিমূর্দ্ধনি।
মন্দারে পরমং গুহ্যং তস্মিন্ গুহ্যশিলোচ্চয়ে॥
দক্ষিণে সংস্থিতং চক্রং বামে স্থানে চ বৈ গদা।
লাঙ্গলং মুসলঞ্চৈব শঙ্খং তিষ্ঠতি চাগ্রতঃ॥" (বরাহপুরাণ)

মন্দারু (পুং) মন্দার। (উজ্জ্বল ৩।১০৪)

মন্দার্কীয়, অযোধ্যার রাজপুত-সম্প্রদায়বিশেষ। কাহারও মতে, ইহাদের আদিপুরুষ কৃষ্ণসিংহের অধিকৃত মণ্ডলগ্রাম হইতে এবং কাহারও মতে, আদি পুরুষের মধ্যে মন্দর শা নামক কোন এক ব্যক্তির নামানুসারে মন্দার্কীয় নাম হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতক হিন্দু আছে এবং কতক শেরশার সময় মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

মন্দাস্য (ক্লী) মন্দমাস্যম্ যস্মাৎ। লজ্জা।

মন্দিকুকুর (পুং) মৎস্যবিশেষ। মল্লিকুকুড় পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

মন্দিন্ (ত্রি) ১ মদকর। "হরিং যণ্ডে মন্দিনং দুক্ষন্ বৃধে" (ঋক্ ৯।১২১।৮) 'মন্দিনং মদকরং' (সায়ণ) ২ হর্ষযুক্ত। "এমেনং স্বজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে।" (ঋক্ ১।৯।২) 'মন্দিনে হর্ষযুক্তায়' (সায়ণ)

মন্দিনিস্পৃশ্ (ত্রি) হর্ষজনক সোমস্পর্শকারী।

মন্দির (ক্লী) মন্দ্যতে স্বপ্যতে বা স্তূয়তেহত্র মদিঙ্ স্বপনে স্তুতৌ ইতি মদিঙ্-কিরচ্ (ইষিমদিমুদীতি। উণ্ ১।১৫২) গৃহ। কেহ কেহ স্বপন, জাড্য, মদ, স্তুতি, গতি বা নামার্থে মদিঙ্ উত্তর ইর প্রত্যয় করিয়া মন্দির শব্দের সাধনপ্রণালী নিরূপণ করিয়াছেন। অমরটীকায় ভরত উল্লেখ করিয়াছেন;—অরুণের মতে নগর, পুর ও মন্দির তিন শব্দই পুং ও ক্লীবলিঙ্গ মধ্যে গণ্য। ইহার স্ত্রীলিঙ্গের রূপ মন্দিরা। যথা—"মন্দিরায়াস্বরাধানতি মধুমুকুটাদয়ঃ।"

মন্দির শব্দে সাধারণতঃ কোন দেব বা দেবীর আয়তন বুঝা যায়। প্রাচীন বহু পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে এই দেবমন্দিরের নিম্মাণ, প্রতিষ্ঠা, ও তজ্জন্য অশেষ ফলের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবানের মন্দির-নিম্মাতার যে কত ফল ও কত পুণ্য উপার্জ্জিত হয়, তাহা অনেক পুরাণেই কীর্ত্তিত। বামনপুরাণ বলেন,—যিনি বিষ্ণুর মন্দির নিম্মাণ করান, তাহার পবিত্র নিত্য লোক সকল নিত্যই করায়ত্ত। তিনি ইচ্ছানুসারে বিবিধ ভোগসুখের অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহার আপনার সহিত সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নিজ পিতৃ ও মাতৃকুল উদ্ধার হয়। পিতৃগণ সর্ব্বদা ভগবান্ হরি ও মহাপুরুষগণের নিকট এই বিষাদগান গাহিয়া থাকেন,—হায়! আমাদিগের কুলে কখন কি কোন বিষ্ণুভক্ত পুরুষ জন্মিবে অথবা কেহ কি কখন শুদ্ধাচারে থাকিয়া হরির মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিবে?

"যঃ কারয়েন্মন্দিরং কেশবস্য
পুণ্যান্ লোকান্ স জয়েচ্ছাশ্বতান্ বৈ।
দত্ত্বাবাসান্ পুষ্পফলাভিপন্নান্
ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে কামতঃ শ্লাঘনীয়াং॥
আসপ্তমং পিতৃকুলং তথা মাতৃকুলং নরঃ।
তারয়েদাত্মনা সার্দ্ধং বিষ্ণুমন্দিরকারকঃ॥
ইমাশ্চ পিতরো দৈন্য-গাথা গায়ন্তি যোগিনঃ।
পুরতো যদুসিংহস্য হুনঘস্য তপস্বিনঃ॥
অপি নঃ স্বকুলে কশ্চিদ্বিষ্ণুভক্তো ভবিষ্যতি।
হরিমন্দিরকর্ত্তা যো ভবিষ্যতি শুচিব্রতঃ॥"

অগ্নিপুরাণ বলেন,—যাঁহারা হরির মন্দির নির্ম্মাণ করিব বলিয়া মনে মনে সতত ধারণা করেন, তাঁহারা পূর্ব্বতন শত জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হন, আর যিনি মন্দির নিম্মাণ করাইয়া দেন, তাঁহার সম্বন্ধে ত কথাই নাই। তিনি ভূত ও ভবিষ্যতেরও অযুত কুল পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে উপনীত করিয়া থাকেন।

এইরূপ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের তৃতীয় কাণ্ডেও ভগবানের মন্দির-নির্ম্মাতার রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য ফলপ্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়া পরে কিরূপ মন্দির করিলে কি পরিমাণ পুণ্য লাভ হয়,তদ্বিষয়ে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। মন্দির—মৃত্তিকা, দারু, প্রস্তর, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও অন্যান্য চিত্র বিচিত্র রত্ন দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে যিনি মৃত্তিকা দ্বারা নিম্মাণ করান, তাহার পুণ্যফল অপেক্ষা দারু দ্বারা মন্দির-নিম্মাতার শতগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয়। এইরূপে উপাদানের উৎকর্ষানুসারে উত্তরোত্তর শত গুণ করিয়া অধিক পুণ্য লাভের উল্লেখ আছে।

স্কান্দ, নারসিংহ, হয়শীর্ষ ও বিষ্ণুরহস্য প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মগ্রন্থে বিষ্ণু-মন্দিরনির্ম্মাণে এইরূপ বহুবিধ ফলপ্রাপ্তির বিষয় উল্লিখিত আছে।

মন্দির নির্ম্মাণের কাল।

দেবমন্দির নিম্মাণ করিতে হইলে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট শুভাশুভ কাল বিবেচনা করিয়া সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। শুভ কাল না দেখিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অনেকের ভাগ্যে এই শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে বিলম্ব ঘটে এবং কাহারও বা একেবারেই উদ্দেশ্য সফল হয় না; অধিকন্তু ফলে ইহার আরম্ভে ও অবসানে নানারূপ বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়।

মাস।—মৎস্যপুরাণের মতে বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন এই কয়টী মাসই মন্দির-নিম্মাণের প্রশস্ত কাল এবং এই উল্লিখিত কয়েকটী মাসের যে কোন মাসে মন্দিরনিম্মাণকার্য্য সমাধা করিলেই মন্দির-নির্ম্মাতা একটী না একটী শুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বৈশাখে ধনরত্ন, আষাঢ়ে ভৃত্যরত্নাদি, শ্রাবণে মিত্রলাভ, কার্ত্তিকে ধন ধান্য এবং ফাল্গুনে পুত্র ও রত্নলাভ এবং মাঘে মন্দিরনির্ম্মাণে লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট; কিন্তু ইহাতে অগ্নি-ভয়ের আশঙ্কা আছে। এতদ্ব্যতীত অনুল্লিখিত মাসাদিতে মন্দির নির্ম্মাণ করিলে ব্যাধি প্রভৃতি নানা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

নক্ষত্র।—মাসের ন্যায় নক্ষত্র বারাদিও দেখিয়া লইতে হয়। নক্ষত্রের মধ্যে অশ্বিনী, রোহিণী, মূলা, উত্তরাষাঢ়া, স্বাতী, হস্তা ও অনুরাধা এই সকল নক্ষত্র মন্দিরনির্ম্মাণে প্রশস্ত।

বার।—রবি ও মঙ্গলবার ব্যতীত অন্য সমস্ত বারই এই কার্য্যে শুভ ফলদায়ক।

যোগ।—বজ্র, ব্যাঘাত, শূল, ব্যতীপাত, অতিগণ্ড, বিষ্কুম্ভ, গণ্ড ও পরিঘ যোগ ভিন্ন অন্য সমস্ত শুভযোগই ইহাতে মঙ্গলজনক।

এতদ্ভিন্ন শুভ তিথি ও করণ এবং শ্বেত, মৈত্র, মাহেন্দ্র ও গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি শুভ মুহূর্ত্ত দেখিয়া এই কার্য্যের স্তম্ভারোপণ ও ভিত্তিস্থাপনাদি কর্ত্তব্য।*

হয়শীর্ষের মতে বর্ষার সময় কোনরূপ বাস্তুকার্য্য করা নিষিদ্ধ। ইহাতে চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথি, মঙ্গলবার, বিষ্টিকরণ এবং অশুভ নক্ষত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের চন্দ্রতারা শুদ্ধ ও সৌম্যগ্রহের কেন্দ্রস্থানস্থিতি প্রভৃতি ভাল রূপ দেখিয়া শুনিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।+

* "চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্নোতি যো গৃহং কারয়েন্নরঃ।
বৈশাখে ধনরত্নানি জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুং তথৈব চ॥
আষাঢ়ে ভৃত্যরত্নানি পশুবর্গমবাপ্নুযাৎ।
শ্রাবণে মিত্রলাভন্ত হানিং ভাদ্রপদে তথা॥
পত্নীনাশকাশ্বযুগে কার্ত্তিকে ধনধান্যকং।
মার্গশীর্ষে তথা ভক্তং পৌষে তস্করজং ভয়ং॥
লাভন্ত বাহুল্যো বিদ্যাদগ্নিং মাঘে বিনির্দ্দিশেৎ।
কাঞ্চনং ফাল্গুনে পুত্রানিতি কালবলং কৃতং॥
অশ্বিনীরোহিণীমূলমুত্তরাত্রয়মৈন্দবম্॥
স্বাতী হস্তানুরাধা চ গৃহারম্ভে প্রশস্যতে।
আদিত্যভৌমবর্জ্জন্ত সর্ব্বে বারাঃ শুভাবহাঃ।
বজ্রব্যাঘাতশূলানি ব্যতীপাতাতিগণ্ডকে।
বিষ্কম্ভগণ্ডপরিঘান্ বর্জ্যযোগেষু কারয়েৎ।
শ্বেতমৈত্রে চ মাহেন্দ্রে গান্ধর্ব্বাভিজিদ্রৌহিণে।
তথা বৈরাজসাবিত্রে মুহূর্ত্তে গৃহমারভেৎ।
চন্দ্রাদিত্যবলং লব্ধা লগ্নং শুভনিরীক্ষিতং।
স্তম্ভোচ্ছ্রায়াদি প্রকর্ত্তব্যমন্যত্র পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

\+ "বাস্তুকর্ম্ম ন চারভ্যং বর্ষাকালে বিজানতা।
কৃষ্ণপক্ষে ত্রিভাগান্তে শুক্লপাদৌ দ্বিতীয়কে॥
চতুর্থী নবমী বর্জ্যা তিথিশ্চাপি চতুর্দ্দশী।
ভৌমস্য তু দিনং বর্জ্জ্যং করণং বিষ্টিসংজ্ঞিতং॥
ক্ষিত্যন্তরীক্ষদিব্যোত্থৈরুৎপাতৈর্ভয়পীড়িতম্।
উপপ্লুষ্টং গ্রহৈর্বজ্ঞ ব্যতীপাতহতং তথা।
চন্দ্রতারানুকূলে চ কার্য্যং কর্ম্ম বিজানতা॥
ধ্রুবাণি চাত্র শস্তানি নৈঋতং শক্রদৈবতম্।
পুষ্যং পৌষ্ণঞ্চ সাবিত্রং বায়ব্যং বৈষ্ণবং তথা॥
স্থিরাংশে চ স্থিরে লগ্নে কর্ত্ত শ্চোপচয়াত্মকে।
কেন্দ্রে সৌম্যগ্রহো যস্য ত্রিকোণে তু সুরোত্তম।
পাপশ্চোপচয়স্থানে তদা কার্য্যং সমারভেৎ।" (হয়শীর্ষ)

মন্দিরের স্থাননির্ণয়।

সাধারণতঃ উত্তম পরিষ্কৃত স্থানেই দেবমন্দির নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। কোন্ স্থান ভাল, কোন্ স্থান মন্দ প্রথমে তাহার পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। পরীক্ষা না করিয়া যেখানে সেখানে দেবমন্দির নির্ম্মাণ ও দেবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা করিলে ফল বিপরীত ঘটে। কিরূপ স্থানে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দিরনির্ম্মাতা শুভ ফল পাইবার অধিকারী হন, তৎসম্বন্ধে দেবীপুরাণের মত এই,—যে স্থানের মৃত্তিকা গন্ধ, স্বাদ, বর্ণ ও গর্ত্তাদি দ্বারা উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইবে, মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে সেই স্থানই শ্রেষ্ঠ এবং সেইরূপ শুভ স্থানেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতি সুরশ্রেষ্ঠগণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। ইহার বিপরীতে ভয়েরই সম্ভাবনা অধিক।

"দেবোবিষ্ণুস্তথা রুদ্রো ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ।
প্রতিষ্ঠাপ্যাঃ শুভে স্থানে অন্যথা তে ভয়াবহাঃ॥
গর্ত্তাদিলক্ষণা ধাত্রী গন্ধস্বাদেন যা ভবেৎ।
বর্ণেন চ সুরশ্রেষ্ঠ সা মহী সর্ব্বকামদা॥" (দেবীপু°)

মৎস্যপুরাণে মন্দিরস্থান পরীক্ষা করিবার আর এক রকম প্রণালী দেখিতে পাই। তাঁহার মতেও মন্দির-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে তাহার স্থান পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের চারি প্রকার বর্ণের স্থান বা ভূমি প্রশস্ত। যথা—ব্রাহ্মণের শ্বেত, ক্ষত্রিয়ের রক্ত, বৈশ্যের পীত ও শূদ্রের কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে মন্দিরভূমির উক্ত প্রকার বর্ণপার্থক্যনির্ণয়ের ন্যায় সেই স্থানের মৃত্তিকার মধুর, কষায়, কটু প্রভৃতি স্বাদেরও পরীক্ষা করা প্রয়োজন। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে বর্ণের যেরূপ স্বাদযুক্ত ভূমির উপর মন্দির নির্ম্মাণ করা বিহিত হইয়াছে, তাহার তদনুসারেই কার্য্য করা বিধি।

"পূর্ব্বং ভূমিং পরীক্ষেত পশ্চাৎ বাস্তুং প্রকল্পয়েৎ।
শ্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা চৈবানুপূর্ব্বশঃ॥

বিপ্রাদেঃ শস্যতে ভূমিরতঃ কার্য্যং পরীক্ষণম্।
বিপ্রাণাং মধুরাস্বাদা কষায়া ক্ষত্রিয়স্য চ।
কষায়ে কটুতা তদ্বদ্বৈশ্যশূদ্রেষু শস্যতে॥" (মৎস্যপু°)

মন্দিরনির্ম্মাণের স্থান মনোনীত করিয়া তাহার আর একটী পরীক্ষা করা দরকার। পরীক্ষাটী এই—মনোনীত স্থানে প্রথমে একটী গর্ত্ত কাটিতে হইবে, এই গর্ত্তের পরিমাণ অরত্নি মাত্র। ইহার চারিদিক্ বেশ করিয়া লেপিয়া পুছিয়া রাখিবে, পরে ইহার মধ্যস্থানে একটী কাঁচা শরাব রাখিয়া তাহার উপর ঘৃত দিয়া চারিদিকে চারিটী বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিবে। বর্ত্তিকার চারিদিকের শিখাগুলি যখন জ্বলিয়া উঠিবে এবং তাহাদের দীপ্তিরাশি যখন সমানভাবে পূর্ব্বাদি দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে, তখন সেই ভূমির উৎকৃষ্টতা বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে এইরূপ পরীক্ষিত বাস্তু সমূহিকনামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমূহিক বাস্তুই গৃহ-প্রাসাদাদি নির্ম্মাণবিষয়ে ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণের পক্ষে মঙ্গলাবহ।

এইরূপ পরীক্ষার পর গর্ত্তপূরণ করিতে হয়। তখনও আর একটী পরীক্ষা আছে,—গর্ত্ত হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকাগুলি দ্বারা গর্ত্তপূরণ করিবার সময় যদি সেই মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলেই সেই স্থানের উৎকৃষ্টতা, আর যদি কমিয়া যায়, অর্থাৎ উত্তোলিত মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পরিপূরণ হইতে কিঞ্চিৎ বাকী থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানের নিকৃষ্টতা এবং যদি সমান সমান হইয়া যায়, তাহা হইলে সমত্ব বুঝিতে হইবে। মোট কথা,—গর্ত্তপূরণ সম্বন্ধে উল্লিখিত তিন প্রকার অবস্থার প্রথম অবস্থায় মঙ্গলপ্রাপ্তি, দ্বিতীয়ে ক্ষতি এবং তৃতীয়ে লাভ বা ক্ষতি ইহার কিছুরই সম্ভাবনা নাই। *

মন্দিরভূমির পরীক্ষা সম্বন্ধে আর এক নিয়মও উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাপ্রণালী না করিতে পারিয়া মন্দিরকর্ত্তা এরূপ পরীক্ষা দ্বারাও স্থানের উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টতাদি বুঝিয়া লইয়া কার্য্য করিতে পারেন। সে পরীক্ষা এই ;—কোন স্থান মনোনীত করিয়া অগ্রে তাহা লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করিতে হয়, পরে সেই কৃষ্ট স্থানে নানা প্রকার বীজ রোপণান্তে যদি তিন রাত, পাঁচ রাত অথবা সপ্তরাত্রি মধ্যে তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম দেখিতে পাওয়া যায়, তবে উক্ত অঙ্কুরোদ্গমের ক্রমিক কালানুসারে সেই স্থান জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ বলিয়া নির্ণয় করিতে হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম যেখানে লক্ষ্য হইবে, সে স্থান পরিত্যাজ্য ; সে স্থানে মন্দির-নির্ম্মাণের সঙ্কল্প না করাই মঙ্গল।

হয়শীর্ষের মতে যে স্থানে সবৎসা সুরভিগণ বৃষের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করে, যেখানে সুন্দরীগণ পুরুষের সহিত কেলি ক্রীড়ায় নিরত হয়, যাহা পূর্ব্বে নরপতিগণের আবাসস্থান, অগ্নির আবার ভূমি ও যাজ্ঞিকগণের পবিত্র স্থান ছিল এবং যে স্থানের গন্ধ কাশ্মীর, চন্দন, কর্পূর, অগুরু, কমল, উৎপল, জাতী, চম্পক, পাটল, মল্লিকা, নাগকেশর, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, মদিরা, আসব অথবা ব্রীহির ন্যায় প্রতীত হয়, এবং যেখানে মাঙ্গলিক দ্রব্যের ধ্বনি হইয়া থাকে, মন্দির বা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার পক্ষে ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণেরই সেই সেই স্থান প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন দুর্গন্ধ, দুঃশব্দ, নানাবর্ণ, বিবর্ণ, বর্ণহীন, বক্র, সূচিমুখ, শূর্পসদৃশ, গোমুখ, ত্রিকোণাকৃতি, হস্তিপৃষ্ঠতুল্য ও শকটাকার প্রভৃতি দুর্লক্ষণান্বিত নিকৃষ্ট স্থান সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। *

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে সুপদ্মা, ভদ্রিকা, পূর্ণা ও ধূম্রানামক চারিপ্রকার ভূমির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই চারি প্রকার ভূমির মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার ভূমি প্রাসাদ বা মন্দিরনির্ম্মাণবিষয়ে প্রশস্ত এবং শেষোক্ত ভূমি তদ্বিষয়ে পরিত্যাজ্য। যে স্থান তিলক, নারিকেল, কুশা, কাশ, পদ্ম

* "অরত্নিমাত্রে যে গর্ত্তে স্বনুলিপ্তে চ সর্ব্বতঃ।
ঘৃতমামশরাবস্থং কৃত্বা বর্ত্তিচতুষ্টয়ম্॥
জ্বালয়েদ্ভূপরীক্ষার্থং পূর্ণং তৎ সর্ব্বদিঙ্মুখং।
দীপ্ত্যা পূর্ব্বাদি গৃহ্লাযাদ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ।
বাস্তুঃ সমূহিকো নাম দীপ্যতে সর্ব্বতস্তু যঃ॥
শুভদঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রাসাদেষু গৃহেষু চ।
অরত্নিমাত্রকং গর্ত্তং পরীক্ষ্যং খাতপূরণে॥
অধিকে শ্রিয়মাপ্নোতি ন্যূনে হানিং সমে সমম্।
ফালকৃষ্টেঽথবা দেশে সর্ব্ববীজানি রোপয়েৎ॥
ত্রিপঞ্চসপ্তরাত্রেণ যত্র রোহন্তি তাস্বপি।
জ্যেষ্ঠা মধ্যা কনিষ্ঠা ভূর্ব্বর্জ্জনীয়েতরা সদা॥" (মৎস্যপুরাণ)

* "সুরভীণাং বতি যত্র সবৎসানাং বৃষৈঃ সহ।
সুন্দরীণাং রতির্যত্র পুরুষৈঃ সহ সঙ্গমঃ॥
রাজ্ঞাং পূর্ব্বং গৃহং যত্র যাজ্ঞিকানাং বাসিনাং তথা।
কাশ্মীরচন্দনামোদা কর্পূরাগুরুগন্ধিনী॥
কমলোৎপলগন্ধা চ জাতীচম্পকগন্ধিনী।
পাটলা মল্লিকাগন্ধা নাগকেশরগন্ধিনী॥
দধিক্ষীরাজ্যগন্ধা চ মদিরাসবগন্ধিনী।
সুগন্ধিব্রীহিগন্ধা চ শুভদ্রব্যস্বনা চ যা॥
সর্ব্বেষাং বর্ণানাং ভূমিঃ সাধারণা মতা।
দুর্গন্ধা দুঃস্বনা যা চ নানাবর্ণা চ দুর্ভগা॥
বৃত্তার্দ্ধচন্দ্রসদৃশা বিস্তারাদ্দ্বিগুণায়তা।
বিবর্ণা বর্ণহীনা চ বক্রা সূচিমুখী তথা॥
বিবর্ণা শূর্পসদৃশী গোমুখী চ ত্রিকোণিকা।
ষড়স্রা শূলসদৃশী দন্তিপৃষ্ঠোপমা চ যা॥
সরীসৃপসমা যা চ দিঙ্মুখা শকটাকৃতিঃ।
এবং প্রকারা যা ভূমির্বর্জ্জ্যা যত্নেন দেশিকৈঃ॥" (হয়শীর্ষ)

ও ইন্দাবর প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত, তাহার নাম সুপদ্মা। নদী, সমুদ্র, তীর্থসান্নিধ্য, পুষ্পবৃক্ষ, ক্ষীরবৃক্ষ, বন, উদ্যান, লতা, গুল্ম ও অন্যান্য যজ্ঞিয় বিবিধ বৃক্ষ দ্বারা যে স্থান পরিশোভিত, তাদৃশ পবিত্র ক্ষেত্রের নাম ভদ্রা। বকুল, অশোক, প্লক্ষ, আম্র, লোহিতক, মাধবী, মুদ্গা, শুকধান্য, পুন্নাগ, অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত, ও অল্প পরিমিত জলাদি দ্বারা যে স্থান উপলক্ষিত, উহার নাম পূর্ণা। এতদ্ব্যতীত যে স্থান বিল্ব, অর্ক, স্নুহি, ও পীলুবন দ্বারা পরিবৃত, যেখানে গৃধ্র, গোমায়ু, কাক ও বারবিলাসিনীগণ বসবাস করিতেছে, যেখানকার মৃত্তিকা কঙ্কর ও কাঠিন্যপূর্ণ এবং যথায় কণ্টকময় নানাজাতীয় তরুর উৎপত্তি দেখা যায়, তাহারই নাম ধূম্রা। এই ধূম্রা ভূমিই প্রাসাদাদি নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

এতদ্ভিন্ন মন্দির নির্ম্মাণ করিবার আয়োজন করিয়া তাহার ভিত্তি স্থির করিবার জন্য কিরূপ ভূমি পরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য এবং সেই পরিগৃহীত ভূমিখণ্ডের পরীক্ষাদিই বা কিরূপভাবে করা উচিত, তাহার যথাযথ বিবরণ মৎস্যপুরাণ ও হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে আরও কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে তৎসমস্ত প্রদত্ত হইল না।

মন্দিরনির্ম্মাণের পূর্ব্বে চারিদিকে এক একটী চতুরস্র শিলা বা ইষ্টক নিবেশিত করিয়া মন্দিরের সূত্র নির্ম্মাণ করিবে। এই সূত্র চিহ্ন দ্বারা মন্দিরস্থান চিহ্নিত করিয়া পরে সেইখানে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণভোজন ব্যতীত উত্তম পায়স প্রস্তুত করিয়া একাগ্রমনে দ্বাদশটী বৈষ্ণবকেও সেই স্থানে ভোজন করান প্রয়োজন।

"চতুরস্রাং শিলাং গৃহ্য ইষ্টকাং বা সুশোভনাম্।
চতুর্দিক্ষু নিবেশ্যাথ সূত্রচিহ্নন্তু কারয়েৎ ॥
এবং কৃত্বা সূত্রচিহ্নং ব্রাহ্মণাংস্তত্র ভোজয়েৎ।
বৈষ্ণবান্ পায়সেনাগ্র্যান্ দ্বাদশৈব সমাহিতাঃ ॥"(মৎস্যপু০)

কর্ম্মকর্ত্তা মন্দিরনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া যদি নিজ গাত্রে চুলকনা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ দেখিতে পান, তবে যে স্থানে মন্দির, প্রাসাদ বা ভবনের ভিত্তিস্থাপন করা হইয়াছে, তাহার অভ্যন্তর ভূমির কোন না কোন স্থানে নিশ্চয়ই যে একটা শল্য রহিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিবেন এবং বুঝিয়া সেই শল্য উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন। শল্য উদ্ধার করিয়াই মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইবেন, কারণ সশল্য স্থান ভীতিপ্রদ এবং শল্যশূন্য স্থান মঙ্গলাবহ।

"গৃহারম্ভেঽতিকণ্ডূতিঃ স্বাম্যঙ্গে যত্র জায়তে।
শল্যন্ত্বপনয়েত্তত্র প্রাসাদে ভবনেঽথবা।
সশল্যং ভয়দং যস্মাদশূন্যং ভয়নাশনম্ ॥" (মৎস্যপু০)

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে আছে,—গৃহকর্ত্তার নিজের কোন অঙ্গ বিকৃত হইলে, বাস্তু মধ্যে শল্য আছে, ইহাই জানিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন যদি কোন দুর্লক্ষণান্বিত শকুন দৃষ্ট হয়, অথবা তাহার শব্দ শুনা যায়, তবে সেই কুলক্ষণ শকুন শব্দে যাহার নাম উচ্চারিত হইবে, বাস্তুমধ্যস্থিত সেই শল্য তাহার বলিয়াই জানিবে।

"আদিশেদ্বাস্তুনঃ শল্যং গৃহিণোঽঙ্গবিকারতঃ।
শকুনো দৃশ্যতে বাপি যস্য বা শ্রূয়তে ধ্বনিঃ ॥
কীর্ত্যতে যস্য বৈ নাম শল্যং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ ॥"(হয়শীর্ষ)

অতঃপর বিহিত বিধান মতে বাস্তুমণ্ডল ঠিক করিয়া লইয়া পরে তৎ তৎ স্থানস্থিত দেবতাদিগকে পূজা করিতে হয়। এই পূজার্হ ব্যক্তিগণের নামসংখ্যার বাহুল্য হেতু এই স্থানে উল্লিখিত হইল না।*

এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ, বাস্তুপূজাবিধি, কোন্ কোন্ দেবতাকে কি কি প্রকার ভূত বলিপ্রদান এবং মন্দির বা প্রাসাদের ভিত্তিখনন করিবার সময় যে সকল পূজা প্রক্রিয়া ও কুম্ভস্থাপনের প্রণালী প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে, হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র ও মৎস্যপুরাণে তাহার সবিস্তার প্রক্রিয়াপদ্ধতি দ্রষ্টব্য।

মন্দির বা প্রাসাদনির্ম্মাণ কার্য্য যদি শিলা বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়, তবে তাহাতে কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত শিলা ব্যবহার করা উচিত, তৎসম্বন্ধে মৎস্যপুরাণের উল্লেখ এইরূপ;—শিলাই হউক, অথবা ইষ্টকই হউক, উভয়ই চতুষ্কোণ, দেখিতে সুন্দর, চারিদিকে সমান অথবা সকল দিক্ গোলাকার হওয়া বিধি। চারিদিকে সম্পূর্ণ সমতল, স্নিগ্ধাকৃতি ও অনতোন্নত শিলাই সুলক্ষণান্বিত; সুতরাং এইরূপ শিলাই ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। শিলাগাত্রে যদি কুশ, দূর্ব্বা, ধ্বজ, ছত্র, চামর, অঙ্কুশ, তোরণ, কূর্ম্ম, মৎস্য, মাঙ্গলিক মৃগ, পক্ষী, হস্তী, বজ্র, বৃষ অথবা অন্য কোনরূপ প্রশস্ত দ্রব্যের

---

* "পঞ্চগব্যৌষধিজলৈঃ পরীক্ষিত্বাবসেচয়েৎ।
একাশীতিপদং কুর্য্যাদ্রেখাভিঃ কনকেন তু ॥
পশ্চাল্লেপ্যেন চালিপ্য সূত্রেনালোড্য সর্ব্বতঃ।
দশপূর্ণায়তা রেখা দশঃচৈবোত্তরায়তাঃ ॥
সর্ব্ববাস্তুবিভাগেষু বিজ্ঞেয়া নবকা নব।
একাশীতিপদং কৃত্বা বাস্তুবিৎ সর্ব্ববাস্তুষু ॥
পদস্থান্ পূজয়েদ্দেবান্ ত্রিংশৎপঞ্চদশৈব চ।
দ্বাত্রিংশদ্বাহ্যতঃ পূজ্যাঃ পূজ্যাশ্চান্তে ত্রয়োদশ ॥
নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি স্থানানি চ নিবোধ মে।
ঈশকোণাদিষু সুরান্ পূজয়েচ্চ বিধানতঃ।
শিখী চৈবাথ পর্জ্জন্যো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ ॥" ইত্যাদি (মৎস্যপু০)

চিহ্ন থাকে, তবে সেই শিলা গৃহনির্ম্মাতার পক্ষে মঙ্গলাবহ হয়। এতদ্ব্যতীত যে শিলা শুক্লবর্ণ, যাহার গাত্রে গো ও অশ্বখুরের চিহ্ন, যাহা পদ্মাদি লক্ষণ এবং স্বস্তিক, বেদিক ও নন্দ্যাবর্ত্তক চিহ্নে চিহ্নিত, সেইরূপ শিলাও প্রশস্ত এবং তাহাই সর্ব্বপ্রকার অর্থসম্প্রদানপূর্ব্বক গৃহকর্ত্তার সুখাবহ বলিয়া কথিত।*

শিলার ন্যায় ইষ্টকেরও লক্ষণাদি ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া লইতে হয়। ইষ্টক দ্বারা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে ইষ্টকগুলি যাহাতে কোনরূপ দোষদুষ্ট না হয়, সর্ব্বাগ্রে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। মৎস্যপুরাণের মতে মন্দিরাদির নির্ম্মাণকার্য্যে যে সকল ইষ্টকের প্রয়োজন হইবে; সেগুলি সমস্তই একবর্ণ, সুপক্ক, সুপ্রমাণ, দেখিতে সুন্দর ও চতুষ্কোণ হওয়া আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন যে সকল ইষ্টক কৃষ্ণবর্ণ, কঙ্করময়, ভগ্ন, অল্পপক্ক অথবা অধিকমাত্রায় পক্ক হইয়া যায় এবং যে সকল ইষ্টকের মধ্যে মধ্যে খণ্ড খণ্ড অস্থি ও অঙ্গার দৃষ্ট হয়, মন্দির কিংবা প্রাসাদনির্ম্মাণে সেই সকল ইষ্টক একেবারেই অগ্রাহ্য।†

ইষ্টকের লক্ষণ সম্বন্ধে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—মন্দির বা প্রাসাদাদি তৈয়ারি করিতে যে সকল ইষ্টক লাগিবে, সে গুলি সমস্তই সুন্দর পরিপাটীরূপে প্রস্তুত হওয়া বিধি। ইষ্টকগুলির প্রমাণ ন্যূনাধিক দ্বাদশাঙ্গুল হইবে এবং সমস্তই একবর্ণ, সুপক্ক, সুপ্রমাণ, দেখিতে সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইষ্টকের কোন না কোন স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যেগুলির দৈর্ঘ্য সম্ভবমত থাকিলেও প্রশস্ততায় কম আছে, যেগুলির গাত্র সম্পূর্ণ অভগ্ন অবস্থায় নাই এবং যে সকল ইষ্টক কদাকার, কৃষ্ণবর্ণ, কঙ্করময়, মন্দগন্ধ, গোলাকৃতি, স্থূল, ভগ্ন, জর্জ্জরিত, ক্ষুদ্রাকৃতি, অস্থি ও অঙ্গারখণ্ডে মিশ্রিত, সেই সকল ইষ্টক একেবারেই নিষিদ্ধ।*

প্রস্তর বা ইষ্টক উভয়ের মধ্যে যাহা দ্বারাই দেবমন্দির বা প্রাসাদ নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করিতে মনস্থ করা হয়, শাস্ত্রবাক্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহাই যথাযথভাবে বিন্যাস করা উচিত। মন্দির হউক বা প্রাসাদই হউক, যদি তাহা ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তবে কেবল ইষ্টক দিয়াই সে কার্য্য সমাধা করিবে। শিলা বা প্রস্তরখণ্ডের সাহায্য লওয়া তাহাতে সম্পূর্ণ গর্হিত। এইরূপ শিলা বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে গিয়া কেবল তাহারই সাহায্যে নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিবে। ফল কথা, ইষ্টক ও প্রস্তর উভয় দ্বারা একযোগে মন্দির বা প্রাসাদপ্রস্তুতকরণ প্রশস্ত নহে, ইহাই হয়শীর্ষ ও মৎস্যপুরাণের মত।

সাধারণতঃ প্রাসাদ বা মন্দির নির্ম্মাণ করিতে গিয়া কিরূপ পরিমাণে তাহার কোন্ স্থান তৈয়ারি করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে;—প্রথমে যথোক্তরূপ বাস্তবলি সমাধা করিয়া মন্দিরনির্ম্মাণের পরিমিত ভূমি ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। এই ষোড়শ ভাগের চারিভাগ মন্দিরের গর্ভভূমি ও অবশিষ্ট দ্বাদশ ভাগ তাহার ভিত্তিস্থানরূপে নির্দ্দেশ করিবে। চারি ভাগের প্রমাণ অনুসারে ভিত্তির উচ্ছ্রায় ঠিক করিতে হইবে এবং ভিত্তির উচ্ছ্রায় যত পরিমাণ হইবে, তাহার শিখরের উচ্ছ্রায় তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে স্থির করিয়া লইবে। শিখরের পরিমাণের চারিভাগের একভাগ পরিমাণে তাহার প্রদক্ষিণা দিয়া চারিদিকে নির্গমমার্গ রাখিবে। গর্ভভূমির পরিমাণ যত হইবে, মন্দির বা মণ্ডপের বিস্তার তাহার দ্বিগুণ ও আয়াম তাহার তিন ভাগে নিষ্পন্ন হইবে। এইরূপে গর্ভপরিমিত স্থান পাঁচ ভাগ করিয়া এক ভাগ দ্বারা আরব্ধ মন্দির বা প্রাসাদের পুরগ্রীবা নিরূপণ করিবে এবং গর্ভসূত্রের সমান পরিমাণে

* "শিলা বাথেষ্টকা বাপি চতুস্রো লক্ষণান্বিতাঃ।
প্রাসাদাদৌ বিধানেন স্থাপ্তব্যাঃ সুমনোহরাঃ॥
চতুরস্রাঃ সমাঃ কৃষ্ণা সমন্তাদথ বেষ্টকাঃ।
শিলারূপাঃ স্মৃতা বিদ্যা নন্দাদ্যাবেষ্টকান্বিকাঃ॥
সম্পূর্ণাঃ সুতলাঃ স্নিগ্ধাঃ সুষমা লক্ষণান্বিতাঃ।
কুশদূর্ব্বাঙ্কিতা ধন্যাঃ সধ্বজচ্ছত্রচামরাঃ॥
সাঙ্কুশাস্তোরণোপেতাঃ কূর্ম্মমৎস্যফলান্বিতাঃ।
দর্পণা হস্তিবজ্রাঙ্কাঃ প্রশস্তদ্রব্যলাঞ্ছিতাঃ॥
শস্তপক্ষিমৃগাঙ্কাশ্চ বৃষাঙ্কাঃ সর্ব্বদা হিতাঃ॥"

† "ইষ্টকানাং সমাসেন লক্ষণং শৃণু সাম্প্রতম্।
একবর্ণা সুপক্কাশ্চ সুপ্রমাণা মনোরমাঃ॥
নন্দাদ্যাশ্চেষ্টকাঃ কার্য্যাশ্চতুরস্রাঃ সুসম্মিতাঃ।
অস্থ্যাঙ্গরান্বিতা নেষ্টাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ সশর্করাঃ॥
মন্দপক্কা বিপক্কাশ্চ বহুদিগ্ধাশ্চ বর্জ্জিতাঃ।
ভগ্নাশ্চ বিষমা হীনা বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥" (মৎস্যপুঃ)

* "সুতলা লক্ষণোপেতা দ্বাদশাঙ্গুলসম্মিতাঃ।
সুবস্তানবিভাগেন নৈপুণ্যেন চ সম্মিতাঃ॥
সুপক্কাঃ সুপ্রমাণাস্তা একবর্ণা মনোহরাঃ।
বিমলা ইষ্টকাঃ কার্য্যাশ্চতুরস্রাঃ সুসম্মিতাঃ॥
ছিন্নকর্ণাশ্চাপ্রশস্তাঃ পাণিপাদবিবর্জ্জিতাঃ।
সশর্করাঃ কৃষ্ণবর্ণা অস্থ্যাঙ্গারান্বিতাশ্চ যাঃ॥
বিবর্ণা মন্দগন্ধাশ্চ যাঃ পীনাঃ পিণ্ডিকাশ্চ যাঃ॥
হীনাশ্চ বিষমা ভগ্না জর্জ্জরাশ্চ বিবর্জ্জিতাঃ॥" (হয়শীর্ষপ০)

তাহার মুখমণ্ডপ স্থির করিবে। মন্দিরাদির নির্ম্মাণবিষয়ে ইহাই হইল মৎস্যপুরাণের সামান্য বিধি।*

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রের মতেও চতুষ্কোণ ক্ষেত্রভূমি ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার চারিভাগে মধ্য এবং দ্বাদশভাগে ভিত্তি স্থির করিতে হয়। এইরূপে চারিভাগে তাহার জঙ্ঘোচ্ছ্রায়, জঙ্ঘোচ্ছ্রায়ের দ্বিগুণ মঞ্জরী, মঞ্জরীর চারিভাগে প্রদক্ষিণা এবং প্রদক্ষিণার পরিমাণ অনুসারে উভয় পার্শ্বে নির্গমমার্গ নির্ম্মাণ করিবে। এই প্রকার বিধান মত অন্যান্য সমস্ত প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্য স্থান স্তম্ভ দ্বারা বিভূষিত করিবে এবং গর্ভভূমির প্রমাণ মত মুখমণ্ডপ স্থির করিয়া লইবে। সর্ব্ব স্থলেই একাশীতি পদপরিমিত ভূমে বাস্তু-পূজা সমাধা করিয়া পরে মণ্ডপাদির নির্ম্মাণকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে এবং প্রত্যেক পাদান্তরিত ভূমিস্থিত দেবগণকে যথাযথ অর্চ্চনা করিয়া প্রাকারবিন্যাসের সময়ও তাঁহাদিগের বিধিমত পূজা করিবে। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এইরূপ লক্ষণেরই নিয়ম করিয়াছেন।

উক্ত প্রকার লক্ষণ ব্যতীত হয়শীর্ষে ও মাৎস্যে মন্দিরমণ্ডপাদির আরও লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে সমস্ত প্রদত্ত হইল না। [প্রাসাদ ও মণ্ডপ দেখ।]

মৎস্যপুরাণের এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে,—নির্ম্মাণ-প্রণালীর পার্থক্য অনুসারে প্রাসাদাদি নানা নামে পরিচিত হইয়া থাকে। যে প্রাসাদের চারিটী দ্বার, এক শত শৃঙ্গ, ষোড়শটী উপরিতন গৃহ এবং শিখরগুলি নানা রকম চিত্রিত তাহার নাম—মেরুপ্রাসাদ। এইরূপ দ্বাদশভূমিক প্রাসাদের নাম মন্দার ও দশভূমিকের নাম কৈলাস। এইপ্রকার নির্ম্মাণপার্থক্যে ক্রমশঃ কুম্ভ, সিংহ, মৃগ, বিমান, ছন্দক, শ্রীবৃক্ষ, মৃগারি, বলভিং, চান্দক, সর্ব্বভদ্রক, গজ, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, হংস, বৃষ, সুপর্ণ, পদ্মক ও সমুদ্গক প্রভৃতি নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। বাহুল্যভয়ে প্রত্যেকের নির্ম্মাণপার্থক্য প্রদর্শিত হইল না।

এইরূপে যথাবিধি নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়া পরে তাহার চারিদিকে প্রাকার তৈয়ার করিয়া দিতে হয়। হয়শীর্ষের মতে প্রাকারের উচ্ছ্রাস পরিমাণ হইবে প্রাসাদের চারি ভাগের এক ভাগ। পঞ্চহস্ত দেবতার পীঠ হইবে এক হাত পীঠ এবং তাহার দ্বিগুণ হইবে গরুড়মণ্ডপ।*

মৎস্যপুরাণে উক্ত আছে,—মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অদূরে চারিদিকে বৃক্ষাদি রোপণ ও জলাশয়াদি খনন করিতে হয়। ইহার পূর্ব্বদিকে ফলবান্ বৃক্ষ, দক্ষিণে ক্ষীর-বৃক্ষ, পশ্চিমে কমলকুমুদাদি-পরিশোভিত জলাশয় এবং উত্তরে তাল নল প্রভৃতি তরু ও সুরম্য পুষ্পবাটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। সকল দিকেই স্থির বা অস্থিরভাবে জল রাখা প্রশস্ত এবং পরিখাবলয় দ্বারা সমস্ত দিক্‌ই বেষ্টন করা বিধেয়। যাম্যদিকে তপোবনস্থান, উত্তরে মাতৃকাগৃহ, অগ্নিকোণে অগ্নিস্থান, নৈঋতে বিনায়ক, বারুণে শ্রীনিবাস, বায়ব্যে গ্রহমালিকা এবং উত্তরে যজ্ঞশালা ও নির্ম্মাল্যস্থান নির্দ্দেশ করিবে। এতদ্ভিন্ন বারুণে বলিনির্ব্বপণস্থান এবং অগ্রদিকে গরুড়স্থান প্রস্তুত করিবে। এইরূপে অন্যান্য আবশ্যকীয় স্থানও যথাযথ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া শুভ মণ্ডপ-সংলগ্ন দেবায়তন নির্ম্মাণ করিবে।†

জীর্ণোদ্ধার।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, রাজ্য মধ্যে দেবালয় ভঙ্গ হইলে, সে রাজার রাজ্যেরও নানাস্থান ভঙ্গ হইয়া থাকে।

* "এবং বাস্তুবলিং দত্বা ভজেৎ ষোড়শভাগিকং।
তস্য মধ্যে চতুর্ভিস্তু ভাগৈর্গর্ভন্তু কারয়েৎ॥
ভাগদ্বাদশকং তত্র ভিত্ত্যর্থং পরিকল্পয়েৎ।
চতুর্ভাগেন ভিত্তীনামুচ্ছ্রায়ঃ স্যাৎ প্রমাণতঃ॥
দ্বিগুণঃ শিখরোচ্ছ্রায়ো ভিত্ত্যুচ্ছ্রায়াৎ প্রমাণতঃ।
শিখরার্দ্ধস্য চার্দ্ধেন বিধেয়া তু প্রদক্ষিণা॥
চতুর্দিক্ষু তথা জ্ঞেয়ো নির্গমস্তু তথা বুধৈঃ।
গর্ভসূত্রদ্বয়ং ভাগো বিস্তারো মণ্ডপস্য তু॥
আয়াতঃ স্যাৎ ত্রিভিভাগৈর্ভদ্রযুক্তঃ সুশোভনঃ।
পঞ্চভাগেন সংভজ্য গর্ভমানং বিচক্ষণঃ॥
ভাগমেকং গৃহীত্বা তু প্রাগ্‌গ্রীবং কল্পয়েদ্‌বুধঃ।
গর্ভসূত্রসমৌ ভাগাদগ্রতো মুখমণ্ডপঃ॥
তত্তৎ সামান্যমুদ্দিষ্টং প্রাসাদস্যেহ লক্ষণং॥" (মৎস্যপুঃ)

* "প্রাসাদস্য চতুর্ভাগৈঃ প্রাকারস্যোচ্ছ্রয়ো ভবেৎ।
পঞ্চহস্তস্য দেবস্য একহস্তা তু পীঠিকা।
তস্মাত্তু দ্বিগুণঃ প্রোক্তস্তস্য গরুড়মণ্ডপঃ।
একহস্তাদি কুর্ব্বীত ত্রিংশদ্ধস্তান্তমেব চ॥" (হয়শীর্ষ)

† "পূর্ব্বেণ ফলিনো বৃক্ষাঃ ক্ষীরবৃক্ষাস্তু দক্ষিণে।
পশ্চিমেন জলং শ্রেষ্ঠং পদ্মোৎপলবিভূষিতম্॥
উত্তরেণ নলৈস্তালৈঃ শুভা স্যাৎ পুষ্পবাটিকা।
সর্ব্বতস্তু জলং শ্রেষ্ঠং স্থিরমস্থিরমেব চ॥
সর্ব্বতশ্চাপি কর্ত্তব্যং পরিখাবলয়াদিকম্।
যাম্যে তপোবনস্থানমুত্তরে মাতৃকাগৃহম্॥
মহানসং তথাগ্নেয়ে নৈঋতে তু বিনায়কঃ।
বারুণে শ্রীনিবাসশ্চ বায়ব্যে গ্রহমালিকা॥
উত্তরে যজ্ঞশালাস্তু নির্ম্মাল্যস্থানমুত্তরে।
বারুণে সোমদৈবত্যে বলিনিরূপণং স্মৃতম্॥
পরতো গরুড়স্থানং তথান্যেষাং যথোচিতম্।
এবমায়তনং কুর্য্যাচ্ছুভমণ্ডপসংযুতম্॥" (মৎস্যপুরাণ)

আবার সেই দেবালয়ের জীর্ণসংস্কার করিয়া দিলে ভয়বিপ্লব উপশমিত হয় এবং পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে,তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবীপুরাণের মতে, মূল দেবগৃহনির্ম্মাণ অপেক্ষা জীর্ণোদ্ধারে শতগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

হরিভক্তিবিলাসের মতে, দেব বা দেবালয় প্রতিষ্ঠা যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের বিধানুসারেই সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

(ক্লী পুং) মন্দন্তে মোদন্তে লোকা যত্র। ২ নগর। ৩ অশ্বজানুর পশ্চিম বা পশ্চাদ্ ভাগ। (হেম ৩।২৭৮)

"অধরে চ ততো জানু নির্দ্দিষ্টং শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
মন্দিরং পশ্চিমো ভাগঃ কলাচী জানুনোঽগ্রিমঃ॥"
(অশ্ববৈদ্যক ২।২১)

(পুং) ৪ সমুদ্র। ৪ গৃহ। ৬ শিবির। ৭ গন্ধর্ব্বভেদ।

মন্দিরপশু (পুং) মন্দিরচরঃ মন্দিরপালিতো বা পশুঃ, মধ্যপদলো°। বিড়াল।

মন্দিরমণি (পুং) শিব। (হেম)

মন্দিরা (স্ত্রী) মন্দির-টাপ্। ১ মন্দুরা, অশ্বশালা। ২ মন্দির। ৩ বাদ্যবিশেষ।

মন্দিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় মোহনকর,'মাদয়িতৃতম।' (ঋক্ ৮।২।৯)

মন্দীর (পুং) ঋষিভেদ। (কাত্যা°শ্রৌ°১৩।৩।২৪।) (ক্লী) ২ মঞ্জীর।

মন্দু (মান্দুগড়) মালবের প্রাচীন রাজধানী। ঘোরীবংশীয় হোসঙ্গ এই স্থানে অনেকগুলি কারুকার্য্যসম্পন্ন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার রাজত্বকালেই ইহার বিশেষ উন্নতি হয়। এখানে একটী অত্যুৎকৃষ্ট মস্‌জিদ্ আছে। এই মস্‌জিদ্ অপেক্ষাও মন্দুর রাজপ্রাসাদ সকল অধিকতর মনোরম। এই সকল প্রাসাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাসাদটী জাহাজমহল নামে খ্যাত; জাহাজ যেরূপ সলিলোপরি ভাসমান থাকে, তদ্রূপ এই প্রাসাদও দুইটী বিশাল সরোবর মধ্যে অবস্থিত। মালবের অন্য একজন রাজা বাজ বাহাদুরের প্রাসাদও অতি সুন্দর।

এখন ইহা মধ্যভারতের অন্তঃপাতী ধাররাজ্যের একটী পরিত্যক্ত সহর বলিয়া গণ্য। অক্ষা°২২° ২১´ উঃ,দ্রাঘি ৭৫° ২৬´ পূঃ। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণতীরে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ৩১৩ অব্দে মন্দোগড় স্থাপিত হইয়াছিল।

১৫শ শতাব্দীতে হোসঙ্গ ঘোরী মন্দোগড় নির্ম্মাণ করেন। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে গুজরাতের শাসনকর্ত্তা বাহাদুর শা এই গড় জয় করিয়া স্বীয় রাজ্য ভুক্ত করেন। অবশেষে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে এই স্থান আকবর বাদশার অধিকারভুক্ত হয়।

মন্দুমহল শিরগিরা, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সম্বলপুর জেলার একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। সম্বলপুর নগর হইতে ৪২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়। মন্দুমহলের রাজা ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহে যোগদান করেন। কিন্তু অবশেষে পরাভূত হইয়া ১৮৬২ খৃঃ অব্দে পুনরায় রাজ্যে স্থাপিত হন। জমিদারের বাসস্থান শিরগিরা গ্রাম, এইস্থান উতালী নদীর তীরে অবস্থিত।

মন্দুর (ত্রি) মন্দি-উন্। মাদকর, আমোদজনক।

"ইন্দ্রেণ স হি দৃক্ষমে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা।
মন্দূ সমানবর্চসা।" (ঋক্ ১।৬।৭)

মন্দুরা (স্ত্রী) মন্দন্তে স্বপন্তি মোদন্তে বা অশ্বা যত্র। মন্দ-উরচ্ (মন্দিবাশিমথীতি। উণ্ ১।৩৯) ততষ্টাপ্। বাজিশালা, আস্তাবোল।

"উপাহরন্নশ্বমজস্রচঞ্চলৈঃ
ক্ষুরাঞ্চলৈঃ ক্ষোদিতমন্দুরোদরম্।" (নৈষধ ১।৫৭)

২ শয্যার দ্রব্যভেদ, চলিত মাদুর।

মন্দেহ (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। (রামা° ৪।৪০।৪২) ২ কুশদ্বীপবাসী শূদ্রজাতি। (বিষ্ণুপু° ২।৪।১৫)

মন্দোচ্চ (পুং) গ্রহগণের গতিভেদ। (Apsis) সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে—

"অদৃশ্যরূপাঃ কালস্য মূর্ত্তয়ো ভগণাশ্রিতাঃ।
শীঘ্রমন্দোচ্চপাতাখ্যা গ্রহাণাং গতিহেতবঃ॥" (২।১)

কালবশে গ্রহগণের গতিকরণ অদৃশ্যরূপ ও ভগণাশ্রিত শীঘ্রোচ্চ, মন্দোচ্চ ও পাতনামা মূর্ত্তি হইয়া থাকে।

"বক্রানুবক্রা কুটিলা মন্দা মন্দতরা সমা।
তথা শীঘ্রতরা শীঘ্রা গ্রহাণামষ্টধা গতিঃ॥" (২।১২)

বক্র, অনুবক্র, কুটিল, মন্দ, মন্দতর সম, শীঘ্রতর ও শীঘ্র-গ্রহগণের এই আট প্রকার গতি।

"গ্রহং সংশোধ্য মন্দোচ্চাৎ" মন্দোচ্চভোগ হইতে রাশ্যাদির সংশোধন করা যায়।

মথুরানাথ দৈবজ্ঞ রচিত গ্রহার্ণবে গ্রহগণের মন্দোচ্চ এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে,—

"রবের্মন্দোচ্চকং নেত্রং মৈত্রমদ্রির্গজার্ণবৌ।
কুজস্য শ্রুতয়ো নন্দা নগেষু রসবহ্নয়ঃ॥
বুধস্য সপ্ত কুকুভো নবেন্দুর্দ্বাদশক্রমাৎ।
গুরোর্বাণশ্চন্দ্রযমৌ খং খং রাশ্যাদিকঃ ক্রমাৎ॥
ভৃগোর্যমৌ নবেন্দুশ্চ গোহম্মীথং মন্দতুঙ্গকম্।
শনেঃ শৈলারসযমৌ রসাগ্নী রসবহ্নয়ঃ।
দ্বাপরান্তে গুরোর্বারে নিশীথে চ গতা ইমে॥"

২ রাশি, ১৭ অংশ, ৭ কলা ও ৮ বিকলা রবির মন্দোচ্চ বলিয়া কথিত। এইরূপ ৪ রাশি ৯ অংশ, ৫৭ কলা ও ৩৬ বিকলা মঙ্গলের; ৭ রাশি, ১০ অংশ, ১৯ কলা ও ১২ বিকলা বুধের; ৫ রাশি ও ২১ অংশ বৃহস্পতির; ৪ রাশি, ১৯ অংশ ও ৩৯ কলা শুক্রের এবং ৭ রাশি, ২৬ অংশ, ৩৬ কলা ও ৩৬ বিকলা শনির মন্দোচ্চ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কল্যব্দপিণ্ডকে ৩৮৭ দিয়া পূরণ করিয়া দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লাভ হইবে, তাহাই হইল কলাদি। পূর্ব্বে যে ২ রাশি, ১৭ অংশ, ৭ কলা ও ৪৮ বিকলা রবির মন্দোচ্চ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহার কলাদির সহিত এই ভাগলব্ধ কলাদি যোগ করিয়া দিলে রবির মন্দোচ্চ হইবে। এইরূপ কল্যব্দপিণ্ডকে ২০৪ দিয়া পূরণ করিয়া যদি দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করা যায়, তবে যে অঙ্ক লব্ধ হইবে, সেই লব্ধ অঙ্ক কলাদি হইবে এবং এই কলাদি পূর্ব্বকথিত মঙ্গলের মন্দোচ্চের সহিত যোগ করিলে মঙ্গলের মন্দোচ্চ হইবে। এই প্রকারে ৩৬৮ দিয়া কল্যব্দকে পূরণ করিয়া দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যে কলাদি লব্ধ হইবে, উহা পূর্ব্বোক্ত বুধের মন্দোচ্চে যোগ করিলে বুধের মন্দোচ্চ স্থির হইবে। কল্যব্দকে ৯০০ দিয়া পূরণ করিয়া দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যে কলাদি লব্ধ হইবে, উহা পূর্ব্বোক্ত বৃহস্পতির মন্দোচ্চে যোগ করিলে বৃহস্পতির মন্দোচ্চ হইবে। কল্যব্দপিণ্ডকে ৫৩৫ দিয়া পূরণ করিয়া দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যে কলাদি লব্ধ হইবে, উহা শুক্রের পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দোচ্চে যোগ করিয়া দিলে শুক্রের মন্দোচ্চ নির্ণীত হইবে। এইরূপ ৩৯ দিয়া কল্যব্দপিণ্ডকে পূরণ করিয়া যদি দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করা যায়, তবে তাহাতে যে কলাদি লব্ধ হইবে, তাহা পূর্ব্বকথিত শনির মন্দোচ্চের সহিত যোগ করিলে শনির মন্দোচ্চ নির্দ্ধারিত হইবে।

"কল্যব্দপিণ্ডং নগরামরাগ্নৈ-
বেদাভ্রনেত্রৈর্গজতর্করামৈঃ।
খগগ্রহৈঃ সায়করামবাণৈ-
ন ব্যাগ্নিভিঃ স্বষ্টকুজাদিকানাম্॥
হত্বা দ্বিলক্ষৈর্বিভজেৎ কলাদ্যং
মন্দোচ্চকে যোজ্যমিদং ক্রমেণ॥"

রবি প্রভৃতি গ্রহগণের মন্দোচ্চ স্ফুটের নিমিত্ত আনয়ন করা প্রয়োজন। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই পাঁচটী গ্রহের মন্দোচ্চে যদি ২৪ অংশ যোগ করা যায়, তবে সিদ্ধান্তরহস্যের মন্দোচ্চের সহিত ঐক্য হয়। চন্দ্রকেন্দ্রের পাঁচ কলা ত্যাগ করিলে সিদ্ধান্তরহস্যের চন্দ্রকেন্দ্রের সমান হইবে। এইরূপ হইলেই সমস্ত গ্রহের মধ্য, শীঘ্র, ও মন্দোচ্চ ইত্যাদি সিদ্ধান্তরহস্যের সমান করিয়া লওয়া যায়। এই উভয় মতই বর্ত্তমানে প্রচলিত।

মন্দোদরী (স্ত্রী) লঙ্কাধিপ রাবণ রাক্ষসের মহিষী, ময়দানবের কন্যা। ইন্দ্রজিতের মাতা। (রামায়ণ, মহাভারত)
[রাবণ দেখ।] ২ কুমারানুচর মাতৃভেদ।

মন্দোদরীশ (পুং) রাবণ।

মন্দোদরীসুত (পুং) ইন্দ্রজিৎ, মেঘনাদ।

মন্দোর, রাজপুতনার মধ্যে যোধপুর রাজ্যের একটী বিধ্বস্ত নগর। অক্ষা° ২৬° ২১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৫´ পূঃ।

খৃষ্টীয় ১৩৮১ অব্দে চণ্ড নামধারী জনৈক রাঠোর রাজপুত পরিহাররাজের নিকট হইতে এই স্থান অধিকার করেন। ১৪৫৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইহা রাঠোর রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নগরের চতুঃপার্শ্ব দুর্ভেদ্য প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং ইহা এরূপ উচ্চ স্থানে নির্ম্মিত যে, এস্থান হইতে নিকটবর্ত্তী সমুদয় স্থানই দৃষ্টিগোচর হয়। ভগ্নাবশেষ যাহা আছে, তন্মধ্যে দেব-দেবীর মূর্ত্তি এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন বীরপুরুষগণের মূর্ত্তি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। এতদ্ভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের অনেক কীর্ত্তি রহিয়াছে। এখানে অজিৎ সিংহের একটী পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ ও পরলোকগত অন্যান্য অনেক নৃপতির স্মরণার্থ বহু মন্দির পড়িয়া আছে।

মন্দোরে পুরাকালে জুনাগড় নামে একটী দুর্গ ছিল। এই স্থানে পঞ্চকুণ্ড নামে একটী তীর্থস্থান আছে। পঞ্চ-ধারায় জলস্রোত আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে বলিয়া 'পঞ্চকুণ্ড' নাম হইয়াছে। রায়গঙ্গার কীর্ত্তিস্তম্ভের নিকট একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তন্মধ্যে ২ খানি শিলালিপি ছিল। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকখান শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

মন্দোরে ২টী মাত্র ক্ষুদ্র মস্‌জিদ্ ছিল, তন্মধ্যে একটী ধূলি-সাৎ হইয়াছে।

মন্দোরের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই মালী। বাগানের কাজই ইহাদের উপজীবিকা। এই নিমিত্তই বোধ হয় মন্দোরে অনেক বাগান আছে। এখানকার বাগানগুলি অন্যান্য স্থানের বাগান হইতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর, তন্মধ্যে লালসাগরবাগ এবং 'উজিরের বাগ'ই প্রধান।

মন্দোষ্ণ (ক্লী) ঈষদুষ্ণ। (ত্রি) ঈষদুষ্ণবান্।

মন্দ্র (পুং) মন্দ্যতে বুধ্যতে অনেন, মদি-রক্ (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ১ গম্ভীরধ্বনি।

"মন্দস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি।"(মেঘদূ° ১০০)

২ বাদ্যবিশেষ। পর্য্যায়—মড্ড, মৃদঙ্গক। (ত্রি) ৩ হৃষ্ট। "হোতা মন্দ্রো বরেণ্যঃ।" (ঋক্ ১।৫।৭) 'মন্দ্রো হৃষ্টঃ' (সায়ণ)

৪ মাদনশীল। "অগ্নে জুষস্ব প্রতিহর্য্য তদ্বচো মন্দ্র স্বধাব ঋতজাত সুক্রতো॥" (ঋক্ ১।১৪৪।৭)'মন্দ্র মাদনশীল' (সায়ণ) ৫ গভীর। "মন্দ্রয়া বাচা প্রাতঃসবনং শংসেৎ।" (ঐতরেয়ব্রা° ৩।৪৪) (ক্লী) ধ্বনিভেদ।

"তালীষু তারং বিটপেষু মন্দ্রং শিলাসু রুক্ষং সলিলেষু চণ্ডম্।
সঙ্গীতবীণা ইব তাড্যমানাস্তালানুসারেণ পতন্তি ধারাঃ॥"

মন্নারগুড়ি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলাস্থ একটী নগর। অক্ষা ১০° ১৪´ ১০´´ উঃ দ্রাঘিঃ ৭৯ঃ ২৯´ ৩০´´ পূঃ। তঞ্জোর নগর হইতে ২০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

এইস্থান দেশী কাপড় ও ধাতব বাসনের কারবারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই নগরে ৯টী পুরাতন মন্দির আছে, তন্মধ্যে ৪টী বিষ্ণুমন্দির ও ৬৫টী শিবমন্দির। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরটী বিজয়রাঘব নায়ক নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরে তামিলী ভাষায় লিখিত কয়েকখানি শিলালিপি আছে। ইহা ছাড়া একটী পুরাতন জৈনমন্দির দৃষ্ট হয়।

মন্নি (দেশজ) অভিশাপ। মনস্তাপ।

মন্নুরাম, অর্থবৎসূত্রবাদরচয়িতা।

মন্দ্রজিহ্ব (ত্রি) মাদকজিহ্বাযুক্ত। "ত্বামগ্নে প্রথমং দেবয়ন্তো দেবং মর্ত্তা অমৃত মন্দ্রজিহ্বং।" (ঋক্ ৪।১১।৫) 'মন্দ্রজিহ্বং দেবানাং মাদয়িত্রী জিহ্বা যস্য তং' (সায়ণ)

মন্দ্রযু (ত্রি) মদকর শব্দকামনাকারী। "প্র বো ধিয়ো মন্দ্রযুবো"(ঋক্৯।১৮৬।১৭)'মন্দ্রযুবো মদকরং শব্দং কাময়মানাঃ'(সায়ণ)

মন্দ্রাজনী (স্ত্রী) মন্দ্র-অজ্-ল্যুট্ ঙীপ্। মদকর রসের প্রেরয়িত্রী।

"উপো মতিঃ পৃচ্যতে সিচ্যতে মধু
মন্দ্রাজনা চোদতে অন্তরাসনি।" (ঋক্ ৯।৬৯।২)
'মন্দ্রাজনী মদকরস্য রসস্য প্রেরয়িত্রী' (সায়ণ)

মন্ধ (পুং) মন্থ, মথন। (ষড়্বিংশব্রা° ৬।৮)

মন্ধাতৃ (পুং) ১ মেধাবী। (নিঘণ্টু) ২ যুবনাশ্বের পুত্র, মান্ধাতা।

"তমাগন্ম ত্রিপস্ত্যং মন্ধাতুর্দস্যুহন্তমমগ্নিং" (ঋক্ ৮।৩৯।৮)
'মন্ধাতুর্যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ' (সায়ণ)

মন্নুলাল, একজন ঐতিহাসিক, বাহাদুর সিংহ মুন্সীর পুত্র। ইনি 'তারিখ-ই-শাহআলম্ নামে' দিল্লীশ্বর শাহআলমের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন।

মন্মথ (পুং) মন্থ পচাদ্যচ্, পৃষো°। কামদেব। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে,—

"মনো মথ্নাতি সর্ব্বেষাং পঞ্চবাণেন কামিনাম্।
তন্নাম মন্মথস্তেন প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

পঞ্চবাণ কামিগণের মন মথন করে বলিয়া মনীষিগণ তাহার 'মন্মথ' নাম রাখিয়াছেন। নৈষধচরিতে লিখিত আছে—"ন মন্মথস্ত্বং স হি নাস্তি মূর্ত্তিঃ" (৮।২৯) অর্থাৎ তুমি মন্মথ নও, কারণ তাহার ত মূর্ত্তি নাই।

[কামদেব ও মদনমহোৎসব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ কপিত্থ বৃক্ষ। ৩ কামচিন্তা। ৪ ষষ্টি সংবৎসরের অন্তর্গত ২৯শ বর্ষ।

মন্মথকর (পুং) কুমারানুচরভেদ।

মন্মথলেখ (পুং) প্রেমপত্র।

"কান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনী-পত্রে নখৈরর্পিতঃ" (শকু ৩অ)

মন্মথা (স্ত্রী) মন্মথ-টাপ্। হেমকূটের দাক্ষায়ণী।

মন্মথানন্দ (পুং) মন্মথং আনন্দয়তীতি আ-নন্দ-ণিচ্ পচাদ্যচ্। মহারাজচূত, আম্রভেদ। (রাজনি°)

মন্মথালয় (পুং) ১ আম্রবৃক্ষ। ২ কামিজনের অভীষ্ট পূরণের স্থান।

মন্মথিন্ (ত্রি) কামী।

মন্মন (ক্লী) ১ মননীয় ধন। "তন্নো রাস্ব সুমহো ভূরি মন্ম।" (ঋক্ ৪।১১।২) 'মন্ম মননীয়ং তদ্ধনং' (সায়ণ) ২ অভিমত কাম। "নিচেতারো হি মরুতো গৃণন্তং প্রণেতারো যজমানস্য মন্ম।" (ঋক্ ৭।৫৭।২) 'মন্মাভিমতং কামং' (সায়ণ) ৩ মননীয় স্তোত্র। "অগ্নে স্তোমং জুষস্ব মে বর্দ্ধস্বানেন মন্মনা।" (ঋক্ ৮।৪৪।২) 'মন্মনা মননীয়েন স্তোত্রেণ' (সায়ণ)

মন্মন (পুং) ১ গদ্গদ আলাপ। ২ দম্পতীর কথনবিশেষ, কর্ণমূলে গুপ্তালাপ।

"সুরতে কর্ণমূলে তু নিজদেশীয়ভাষয়া।
দম্পত্যোঃ কথনং যত্তু মন্মনং তং বিদুর্বুধাঃ॥" (চিন্তামণি)

মন্ময় (ত্রি) আমাতে অবস্থিত। "বীতরাগ ভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ॥" (গীতা ৪।১০)

মন্মশস্ (অব্য) মন্মনস্তোত্র দ্বারা।

"যদিন্দ্র মন্মশস্ত্বা নানা হবন্ত ঊতয়ে।" (ঋক্ ৮।১৫।১২)
'মন্মশো মন্মনা স্তোত্রেণ' (সায়ণ)

মন্মসাধন (ত্রি) অভীষ্টপূরণকারী।

"রায়ো বুধ্নঃ সঙ্গমনো বসূনাং
যজ্ঞস্য কেতুর্মন্মসাধনো বেঃ।" (ঋক্ ১।৯৬।৬)
"মন্মসাধনো মননীয়স্যাভিলষিতস্য সাধয়িতা।" (সায়ণ)

মন্মোক, একজন প্রাচীন কবি। সদুক্তিকর্ণামৃতে ইঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

মন্য (ত্রি) মন-যৎ। মননীয়। এই শব্দ অপর শব্দের যোগে প্রযুক্ত হয়, যেমন পণ্ডিতমন্য, শ্রীমন্মন্য ইত্যাদি।

মন্যকা (স্ত্রী) মন্যা, গ্রীবা।

মন্যন্তী (স্ত্রী) অগ্নিমন্থুর কন্যা। (মহাভারত বন)

মন্যা (স্ত্রী) মন্যতে জ্ঞায়তে শুম্ভদুঃখাদিকমনয়া, মন্-করণে ক্যপ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। গ্রীবার পশ্চদ্ভাগের শিরা, ঘাড়ের শির।

"মন্যা পার্শ্বশিরো গলাং।" (চক্রদত্ত)

মন্যাচালী (স্ত্রী) অশ্বের বাতব্যাধিভেদ, ইহাতে স্তব্ধগ্রীবার স্ফুরণ হয়। (জয়দত্ত)

মন্যার (মণিআর), মণিবণিক, কংসকার জাতি হইতে উদ্ভূত। আহ্মদনগর, ধারবাড় এবং বেলগাঁ প্রভৃতি স্থানে এই জাতির বাস। ইহারা অরঙ্গজেবের সময় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। আহ্মদ নগরের মন্যারের মধ্যে কতক অংশ আরঙ্গাবাদ হইতে আসিয়াছিল, এবং অবশিষ্টাংশ কাসার জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা দক্ষিণী হিন্দুস্থানী এবং বিশুদ্ধ কানাড়ী অথবা মিশ্রিত-মরাঠী। ইহাদের গঠন মধ্যমাকার এবং বর্ণ কৃষ্ণ ও ধূসর। ইহারা মাথা কামাইয়া ফেলে, কিন্তু দাড়ি রাখে। মস্তকে মহারাষ্ট্রীয় পাগড়ি এবং গায়ে জামা পরে। স্ত্রীলোকেরা হিন্দুদিগের ন্যায় বেশভূষা করিয়া থাকে। তাহারা সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হয় না এবং পুরুষের কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ইহারা কাঁচের চুড়ী, গালার চুড়ী এবং লৌহের বাসন ইত্যাদির ব্যবসা করে। এতদ্ভিন্ন ইহারা সূচ, পিন, তালা, চাবি ও অন্যান্য জিনিষ বিক্রয় করিয়া থাকে। কাহারও বা স্থায়ী দোকান আছে, কেহ বা ফেরী করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। ইহাদের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে, স্বজাতীয় সমিতি দ্বারা মীমাংসিত হয়। কোন ধনবান্ ব্যক্তি সমিতির কর্ত্তা হন। তাঁহার অর্থদণ্ড করিবার ক্ষমতা আছে। ইহারা সুন্নিসম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—

১। বঙ্গরহার অর্থাৎ চুড়ী-ব্যবসায়ী ও ২য় মন্যার অর্থাৎ চুড়ী ও বাসন-ব্যবসায়ী। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক পার্থক্য কিছুই নাই, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি হয় এবং নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগের সহিতও ইহাদের বিবাহ হইতে কোন বাধা নাই।

মন্যাস্তম্ভ (পুং) বাতব্যাধিবিশেষ। মাধবকরের নিদানে লিখিত আছে—

"দিবাস্বপ্নাশনস্নান-বিকৃতোর্দ্ধনিরীক্ষণৈঃ।
মন্যাস্তম্ভং প্রকুরুতে স এব শ্লেষ্মণা যুতঃ॥"

দিবানিদ্রা, আহার ও স্নানের বিকৃতি এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টিপ্রযুক্ত মন্যাস্তম্ভ জন্মে, ইহা শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়।

দশমূলীকাথ, পঞ্চমূলী, রুক্ষ স্বেদ, ও নস্য মন্যাস্তম্ভে প্রযোজ্য। ২ অশ্বের বাতব্যাধিবিশেষ। [বাতব্যাধি দেখ।]

"নমত্যুন্নমতি গ্রীবা স্তব্ধা চ যস্য বাজিনঃ।
মন্যাস্তম্ভং বিজানীয়াদ্রোগং তস্য সুদারুণম্॥" (জয়দত্ত)

মন্যু (পুংস্ত্রী) মন্-যুচ্। (যজিমনিশুন্ধিদসিজনিভ্যো যুচ্। উণ্ ৩।২০) ১ স্তোত্র। ২ কর্ম্ম। ৩ শোক।

"অভি যো বিশ্বা ভুবনানি চষ্টে স মন্যুং মর্ত্ত্যেষ্বাচিকেত।" (ঋক্ ৭।৬১।১) 'মন্যুং স্তোত্রং কর্ম্ম বা' (সায়ণ) ৪ যাগ।

"অরং বহন্তি মন্যবে" (ঋক্ ৬।১৬।৪৩) 'মন্যুর্যাগঃ' (সায়ণ) ৫ কোপ, ক্রোধ। (অমর)

"নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্যুস্তং মন্যুমৃচ্ছতি॥"(মনু ৮।৩৫১)

৬ শোক। ৭ দৈন্য। ৮ অহঙ্কার। ৯ শিব। ১০ অগ্নি।

"যঃ প্রশান্তেষু ভূতেষু মন্যুর্ভবতি পাবকঃ।" (ভারত বন)

১১ বিতথের পুত্র রাজভেদ। (ভাগবত ৯।২১।১)

মন্যুদেব (পুং) ১ ক্রোধাভিমানী দেবতা। (মনু ৮।৩৫১) ২ ঋষিভেদ।

মন্যুদেব (মনুদেব ওরফে গোপাল দেব)—একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। কৃষ্ণদেবের অনুজ ও শম্ভুদেবের পুত্র। ইনি পরিভাষেন্দুশেখরোদ্ধার নামে পরিভাষেন্দুশেখরের টীকা, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তভূষণসারের টীকা, শব্দেন্দুশেখর ও লঘু শব্দেন্দুশেখরের টীকা প্রণয়ন করেন।

মন্যুমণা (স্ত্রী) ভেকপর্ণী, থুলকুড়ি।

"শিলাতলে মন্যুমণীদলস্য।" (ভৈষজ্যরত্না°)

মন্যুমৎ (ত্রি) মন্যু-মতুপ্। ১ ক্রোধযুক্ত।

"তদ্বামস্য সহসে মন্যুমচ্ছবঃ।" (ঋক্ ৭।১০৪।৩) 'মন্যুমৎ ক্রোধযুক্তং' (সায়ণ) (পুং) ২ অগ্নির নামান্তর।

"যঃ প্রশান্তেষু ভূতেষু মন্যুর্ভবতি দারুণঃ।
অগ্নির্মন্যুমান্নাম দ্বিতীয়ো ভানুতঃ সুতঃ॥"(ভারত বনপ°)

মন্যুময় (ত্রি) ১ ক্রোধময়। ২ অতিদারুণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"এবং মন্যুময়ীঃ মূর্ত্তিং কৃতান্তমিব বিভ্রতম্।"(ভাগবত ৪।১৭।২৮)

মন্যুমী (ত্রি) মন্যুং মিনাতীতি, 'মীঞ্ হিংসায়াং ক্বিপ্'। ১ কোপকারী। ২ অভিমন্যমান শত্রুর হিংসাকারী।

"স মন্যুমীঃ সমদনস্য কর্ত্তা" (ঋক্ ১।১০০।৬)
'মন্যুমীর্মন্যোঃ কোপস্য নির্ম্মাতা' (সায়ণ)

মন্যুশমন (ত্রি) ক্রোধনিবারণের উপায়।

"অয়ং দর্ভো বিমন্যুকঃ স্বায়চারণায় চ।

মন্যো বিমন্যুকস্যায়ং মন্যুশমন উচ্যতে॥" (অথর্ব্ব ৬।৪৩।১)

'মন্যুশমনঃ ক্রোধনিবারণোপায়ঃ' (সায়ণ)

মন্যুষাবিন্‌ (ত্রি) ক্রোধপূর্ব্বক সোমসবনকারী।

"অতাহি মন্যুষাবিনং সুষুবাংসমুপারণে।" (ঋক্‌ ৮।৩২।১)

'মন্যুষাবিনং ক্রোধেন সোমং সুবন্তং' (সায়ণ)

মন্যুসূক্ত (ক্লী) ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৩ম ও ৮৪ম সূক্ত।

মন্‌রো (সর্‌ হেক্টর মন্‌রো)—জনৈক ইংরেজসেনাপতি। মেজর কার্ণাকের মৃত্যুর পর মেজর হেক্টর মন্‌রো তাঁহার পদ লাভ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি অসীম সাহস ও অদম্য উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বক্সারে বিশেষ রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন। খৃষ্টীয় ১৭৬৪ অব্দে ২২ অক্টোবর তারিখ সর্ব্বশুদ্ধ ৭০৭২ জন সৈন্য লইয়া মন্‌রো বক্সারে উপস্থিত হন। তথায় উজীর সুজা উদ্দৌলা এবং মীর কাসিম ৪০ হাজারের অনধিক সৈন্যে বেষ্টিত শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহাদের বামপার্শ্বে গঙ্গা নদী এবং পশ্চাদ্ভাগে বক্সার নগর থাকায় সৈন্যশিবির অতিশয় দুর্ভেদ্য হইয়াছিল। এই নিমিত্তই ইঁহারা আত্মরক্ষার্থ কিঞ্চিৎ শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২৩ শে তারিখ প্রাতঃকালে মন্‌রোর সৈন্যসমূহ আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল। ৩ ঘণ্টা কাল যুদ্ধের পর উজীরের সৈন্যেরা পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ফরাসাদের সঙ্গে ইংরাজদিগের যুদ্ধারম্ভের সংবাদ ভারতবর্ষে পঁহুছিলে তাহাদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানসমূহ ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে জেনারল সার্‌ হেক্টর মন্‌রো মান্দ্রাজসৈন্যদলের অধিনেতা হইয়া পুঁদিচেরী দখল করিতে অগ্রসর হন। তখন সার্‌ এডোয়ার্ড ভার্‌নন্‌ ইংরাজপক্ষ হইতে কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হন। ফরাসীসেনাপতি মঃ ত্রোঁজোলি তথানি যুদ্ধজাহাজ লইয়া তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। উভয় পক্ষে সম্মুখসমর উপস্থিত হয় এবং ইংরাজেরা জয়লাভ করেন।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে হায়দার আলী যখন নবো-বন্দর প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন মন্‌রো তাঁহার গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া কাঞ্চীপুরাভিমুখে প্রত্যাগমন করেন।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে মন্‌রো নাগপট্টন অবরোধার্থ গমন করেন। তিনি বিশেষ কৌশল ও সাহসের সহিত এই অবরোধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মন্‌রোর সৈন্যসংখ্যা চারি সহস্রের অধিক নহে। কিন্তু অবরুদ্ধ নগরের সৈন্যসংখ্যা ৮ সহস্রেরও অধিক। এইরূপ অল্প সৈন্য দ্বারা নগর জয় করিয়া তিনি অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন।

১৮১৮ খৃঃ অব্দে জেনারল মন্‌রো জেনারল প্রিজলার (Pritzler) সহ শোলাপুরে পেশ্‌বার সৈন্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ইংরাজপক্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৭ জন হত ও আহত হয়, কিন্তু পেশবার পক্ষে ৮০০ জনেরও অধিক নিহত হইয়াছিল।

মন্‌রো (সার টমাস্‌) জনৈক ইংরাজসেনাপতি, গ্লাস্‌গোর একজন বণিকের পুত্র। ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজ পদাতিক সৈন্যদলে নিযুক্ত হন এবং মহিসুর ও অন্যান্য যুদ্ধে বিশেষ রণকৌশল দেখাইয়া সেনাপতিত্ব লাভ করেন। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে কর্ণাটক প্রদেশে শান্তিস্থাপন করিবার জন্য মান্দ্রাজ হইতে তথায় আগমন করেন। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মন্বন্তর (ক্লী) মনোরন্তরমস্মিন্‌ অথবা মনোরন্তরমবকাশোঽবধির্ব্বাস্মানতি। দিব্যযুগের একসপ্ততি যুগ।

"মন্বন্তরন্তু দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ" (অমর)

দিব্য পরিমাণে একসপ্ততি যুগের নাম মন্বন্তর। এই একসপ্ততি যুগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগের সাধক এবং ইহা মন্বন্তর বলিয়া কথিত।

"এবং চতুর্যুগাখ্যানাং সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।

কৃতত্রেতাদিযুক্তানাং মনোরন্তরমুচ্যতে॥" (লিঙ্গপু০)

'মনূনাং স্বায়ম্ভুবাদীনামন্তরমবকাশোঽবধির্ব্বা মন্বন্তরম্‌'

মন্বন্তর শব্দের এইরূপও ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণের মতে দৈবযুগের সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন। এই এক দিনমানের নাম মন্বন্তর। ইহা চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত।

"দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং ব্রহ্মণো দিনং।

মন্বন্তরং তথৈবৈকং তস্য ভাগাশ্চতুর্দ্দশ॥"

এক এক মন্বন্তর কত বর্ষকাল স্থায়ী হয়, তাহার সংখ্যা লিঙ্গপুরাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার মানুষ মান,—৩০৬,৭২০,০০০ এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন নিরূপিত হইয়াছে *।

* "ত্রিংশৎ কোট্যস্তু বর্ষাণাং মানুষেণ দ্বিজোত্তমাঃ।
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতান্যধিকানি তু॥
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালো যঃ সাধিকাং বিনা।
মন্বন্তরস্য সংখ্যৈষা লিঙ্গেঽস্মিন্‌ কথিতা দ্বিজাঃ॥" (লিঙ্গপু০)

যুগ চারিটী,—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। এই চারি যুগের সমুদায়ে মান, দৈব পরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসর। প্রথমে সত্যযুগ, ইহার মান—৪০০০ হাজার বৎসর এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ মান ৪০০ শত বৎসর; সমুদায়ে মান ৪০০০ হাজার ৮ শত বর্ষ; দ্বিতীয় ত্রেতাযুগ, ইহার মান—২ হাজার ৬ শত বর্ষ। তৃতীয় দ্বাপর যুগ, ইহার মান—২৪০০ বর্ষ। চতুর্থ কলি-যুগ, ইহার মান,—এক হাজার ২ শত বর্ষ। এই যুগচতুষ্টয়ের যে মান নির্দ্দিষ্ট হইল, এই সমস্ত মানই দৈবপরিমাণে জানিতে হইবে। জ্যোতিষবচনে মানুষমানে সত্যত্রেতাদির মান এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে,—

"বস্বশ্বিমৈত্রা ঋতুরন্ধ্রমাসা
বেদা রসাষ্টৌ ভুজবহ্নিবেদাঃ।
এতানি শূন্যত্রয়তাড়িতানি
যুগাব্দসংখ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতানি॥" (জ্যোতিঃশাস্ত্র)

অর্থাৎ মানুষমানে সত্যের মান ১,৭২৮,০০০ বর্ষ, ত্রেতার ১,২৯৬,০০০ বর্ষ, দ্বাপরের ৮৬৪,০০০ বর্ষ এবং কলির ৪,৩২০০০০ বর্ষ। সমষ্টিতে ৪,৩২০,০০০ বর্ষ।

এই যুগচতুষ্টয়ের মানুষমান সম্বন্ধে এতদপেক্ষা অগ্নিপুরাণে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। তাঁহার মতে কলিযুগের মান—৪ লক্ষ ২২ হাজার, দ্বাপরের ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার, ত্রেতার ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার এবং সত্যযুগের মান ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বৎসর। চারিযুগের মোট মানুষমান—৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বর্ষ। এই চারি যুগের একসপ্ততিবার আবর্ত্তনের নাম একটী মন্বন্তর। এই মন্বন্তরের মোট মান হইল ৩০ কোটী ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর। এইরূপ চতুর্দ্দশটী মন্বন্তরে এক কল্প কাল হয়।*

* "বর্ষলক্ষাণি চত্বারি ভবেৎ কলিযুগং ক্রমে।
দ্বাত্রিংশত্যা সহস্রৈশ্চ সহিতান্যপি সংখ্যয়া॥
চতুঃষষ্টিসহস্রাণি লক্ষাণ্যষ্টৌ চ সংখ্যয়া।
বর্ষাণাং দ্বাপরং প্রোক্তং যুগং পূর্ব্বনিদর্শনাৎ॥
ত্রেতা দ্বাদশলক্ষাণি বর্ষাণাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ষণ্ণবত্যা সহস্রৈশ্চ সংযুক্তানি ভবন্তি হি॥
দশ সপ্ত চ লক্ষাণাং বর্ষাণান্তু কৃতং যুগম্।
সহস্রৈরষ্টবিংশত্যা সংযুতান্যপি সংখ্যয়া॥
ত্রিচত্বারিংশল্লক্ষাণি সহস্রাণি চ বিংশতিঃ।
মানুষেণ প্রমাণেন ভবেৎ চতুর্যুগং ক্রমাৎ॥
সপ্তষষ্টিশ্চ লক্ষাণি ত্রিংশৎ কোট্যস্তথৈব চ।
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি মন্বন্তরমিহোচ্যতে॥
চতুর্যুগৈকসপ্তত্যা মন্বন্তরমিতি শ্রুতিঃ।
কল্পো মন্বন্তরৈরেভিশ্চতুর্দ্দশভিরুচ্যতে॥" (অগ্নিপু০)

কালিকাপুরাণের মতে মন্বন্তর অর্থে মনুর কাল অর্থাৎ মনু যত কাল পর্য্যন্ত প্রজা পালন করেন। একটী মনুর অবস্থিতি কালই মন্বন্তর। এই মন্বন্তরের দৈবমানে যে এক-সপ্ততি যুগ, তাহাই এক মন্বন্তরের পরিমাণ কাল বলিয়া কথিত। এইরূপ চতুর্দ্দশটী মন্বন্তরে এক কল্প হয় এবং এই এক কল্পকালই ব্রহ্মার একটী মাত্র দিন।

"মন্বন্তরং মনোঃ কালো যাবৎ পালয়তে প্রজাঃ।
একো মনুঃ স কালস্তু মন্বন্তরমিতি শ্রুতম্॥
তদেকসপ্ততিযুগৈর্দেবানামিহ জায়তে।
তৈশ্চতুর্দ্দশভিঃ কল্পো দিনমেকন্তু বেধসঃ॥"
(কালিকাপুরাণ ২৭ অ০)

এক কল্পকাল ব্রহ্মার এক দিন। এই দিনমানের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে চতুর্দ্দশ মনুর অধিকারকাল শেষ হইয়া যায়। এক মনুর অধিকারকাল শেষ হইলে অন্য মনুর অধিকারকাল উপস্থিত হয়। এইরূপে চতুর্দ্দশ জন মনু পর পর যথারীতি পৃথিবীতে রাজা হইয়া স্ব স্ব ভোগ্য কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে থাকেন। এই সকল মনুর মধ্যে একজন মনুর রাজত্ব বা অধিকারকাল যতদিন পর্য্যন্ত থাকে, তাহারই নাম মন্বন্তর। মনুগণের স্ব স্ব নামানুসারেই চতুর্দ্দশটী মন্বন্তরের চতুর্দ্দশটী ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে।

ভাগবতে লিখিত আছে,—ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যেই চতুর্দ্দশ মনুর অধিকারকাল হয়। এক মনুর অধিকারকাল যত কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসে, সেই কালেরই নাম মন্বন্তর। মনুগণের নাম ও কোন্ কোন্ মনুর পর কোন্ কোন্ মনুর অধিকারকাল চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে,—প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় উত্তম, চতুর্থ তামস, পঞ্চম রৈবত, ষষ্ঠ চাক্ষুষ, সপ্তম বৈবস্বত। বর্ত্তমান কালে এই বৈবস্বত মনুরই অধিকার চলিতেছে। অতঃপর অষ্টম মনু সাবর্ণি, নবম দক্ষ সাবর্ণি, দশম ব্রহ্ম-সাবর্ণি, একাদশ ধর্ম্মসাবর্ণি, দ্বাদশ রুদ্রসাবর্ণি, ত্রয়োদশ দেবসাবর্ণি, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রসাবর্ণি।

এই চতুর্দ্দশটী মন্বন্তরের প্রত্যেক মন্বন্তরেই ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতার, এক এক জন ইন্দ্র ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেবগণ, সপ্তর্ষি, মনু ও মনুপুত্রগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এক এক মন্বন্তরে এক এক জন মনু পৃথিবীতে রাজা হইয়া প্রজাগণের উপর ও এক এক জন ইন্দ্র স্বর্গে থাকিয়া দেব-গণের উপর আধিপত্য করেন। দেবগণের উপর আধিপত্য ব্যতীত যথাকালে বারিবর্ষণ করাও তাঁহার একটী কাজ। ইন্দ্র যথাকালে বর্ষণ করিলেই প্রজাগণের সর্ব্ববিধ সুখ শান্তি

সংঘটিত হয়। দেবগণ প্রজাগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া সেই সেই কর্ম্মের যথোপযুক্ত ফল বিতরণ করেন। সপ্তর্ষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ করেন এবং মন্বন্তর-ভেদে ভগবান্ বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করেন ও তাঁহারই হস্তে ধর্ম্মদ্রোহী দৈত্য রাক্ষস প্রভৃতির উচ্ছেদ সাধন হইয়া সর্ব্বত্র শান্তিবিধান হয়। প্রথমতঃ পৃথিবীতে মনু রাজা হন, পরে তাঁহার অবসানে তদীয় পুত্র-পৌত্রাদিগণ মন্বন্তরকালের শেষ সময় পর্য্যন্ত যথাক্রমে রাজাসনে উপবেশ করিতে থাকেন। যে মনু রাজা হন, তাঁহার আমলেই যে এই সুদীর্ঘ মন্বন্তর কাল অতিবাহিত হয়, তাহা নহে। তাঁহার অভাবে তদীয় বংশধরগণের রাজত্ব ব্যাপারও মন্বন্তরের শেষ সময় পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। এই রূপে যখন যখন মন্বন্তরের নিয়মিত সময় ফুরাইয়া যায়, তখনই অন্য ইন্দ্র মনু এবং দেব ঋষি প্রভৃতি সমস্তই অন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে থাকেন।

কোন্ মনুর অধিকারকালে ভগবানের কোন্ অবতার কে ইন্দ্র, কাঁহারা কাঁহারা দেবগণ ও সপ্তর্ষি এবং মনুর পুত্র পৌত্রাদিই বা কে কে, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ মনু শব্দে লিখিত হইয়াছে। [মনু দেখ]

মার্কণ্ডেয়পুরাণের মন্বন্তরানুবর্ণন অধ্যায়ে মন্বন্তরবিবরণ-শ্রবণে বিবিধ ফলপ্রাপ্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন মন্বন্তরগুলি শ্রবণ করিলে মানব বিবিধ ফললাভের অধিকারী হইতে পারে। স্বারোচিষ মন্বন্তরের বিবরণশ্রবণে মানবের সকল কামনা পূর্ণ হয়, ঔত্তম মনুর উপাখ্যান শ্রবণে ধনপ্রাপ্তি ঘটে। এইরূপ তামসে জ্ঞান, রৈবতে বুদ্ধি ও সুরূপা স্ত্রী, চাক্ষুষে আরোগ্য, বৈবস্বতে বল, সূর্য্যসাবর্ণিকে গুণবান্ পৌত্র, ব্রহ্মসাবর্ণিতে মাহাত্ম্য, ধর্ম্মসাবর্ণিতে শুভ মতি, রুদ্র-সাবর্ণিতে জয়, দক্ষসাবর্ণিতে শ্রেষ্ঠজাতি ও সদ্গুণ, রৌচ্যে শত্রুনাশক্ষমতা, এবং ভৌত্যে দেবপ্রসাদ, অগ্নির ন্যায় তেজস্বিতা ও গুণবান্ বহুপুত্র লাভ হয়। প্রত্যেক মন্বন্তরের দেব, ঋষি ও ইন্দ্র প্রভৃতির নাম শুনিয়া মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। দেবর্ষিগণও প্রীত হন, তাঁহারা প্রীত হইয়াই মানবদিগকে শুভমতি দান করেন। শুভমতি হইলেই মানব সুপথে চলিয়া শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই মানবের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সঙ্ঘটিত হয়।

[বিস্তৃত বিবরণ বিষ্ণুপুরাণের ৩।১-২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

পুরাণাদি গ্রন্থে মন্বন্তরের উল্লেখ থাকিলেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুপ্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে মন্বন্তরের উল্লেখ নাই।

২ (চলিত) দুর্ভিক্ষ।

মন্বন্তরা (স্ত্রী) কালভেদ, আষাঢ়মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টাহ ও ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের তিন দিন মন্বন্তরা বলিয়া খ্যাত।

মন্বীশ (পুং) জ্ঞানেশ। (শ্বেতাশ্বতরভাষ্যে শঙ্কর)

মন্বাদ্য (স্ত্রী) ধান্য

মন্‌সব্ (আরব্য) ১ কার্য্য। ২ পদমর্য্যাদা। ৩ মন্ত্রিত্ব।

মন্‌সবদার (পারস্য) ১ রাজকর্ম্মচারী। ২ মাণ্ডলিক, ম্যাজিস্ট্রেট্। ৩ যে ব্যক্তি রাজকীয় কর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত।

মন্‌সব্‌দারী, ১ বিশ্বস্তের কর্ম্ম। ২ মনসব্‌দারের কর্ম্ম।

মন্‌সুব্ (আরব্য) প্রতিষ্ঠিত, নিযুক্ত।

মন্‌সুবা (আরব্য) ১ প্রতিষ্ঠা। ২ কৌশল।

মন্‌সেফ্ (আরব্য) ১ ন্যায়পর। (পুং) ২ বিচারকর্ত্তা, ন্যায়স্থাপনকারী, চলিত কথায় মুন্‌সেফ্। এখন মুন্‌সেফ বলিলে দেওয়ানী বিভাগের নিম্নশ্রেণীর বিচারপতি বুঝায়।

মপষ্ট, মপুষ্ট (পুং) মকুষ্ট, বনমুদ্গ।

মপষ্টক, মপুষ্টক (পুং) বনমুদ্গ।

মফসল্ (আরব্য) ১ স্পষ্ট, বিস্তৃত, পূর্ণ, বিস্তৃত ভাবে। ৩ পল্লীগ্রাম, নগর নহে।

মফৎখোরা (পারস্য) ১ বৃত্তিভোগী, যে বিনা কাজ করিয়া অর্থ লাভ করিয়া থাকে।

মফির (স্ত্রী) জনপদভেদ।

মবারক (পারস্য) ১ ভাগ্যবান্। ২ পবিত্র, পুণ্যপ্রদ। ৩ সুখী।

মবলক (আরব্য) ১ গন্তব্য স্থান। ২ মুদ্রার মোট সংখ্যা। ৩ বহু, অনেক।

মভ্র—গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। মভ্রতি।

মম (অব্য) মদীয়, আমার।

মমকার (পুং) একজনের নিজস্ব, নিজের কোন বিষয়।
মমকৃত্য (স্ত্রী) হিতকর বা সুবিধাজনক।

"মমকারো মৃগাক্ষীষু ক ইবায়ং সচেতসাম্।
স্বদেহেঽপ্যনুপপন্নেঽপি যঃ সোঽন্যত্র কথং মতঃ॥" (কুসুমাঞ্জলি)

মমতা (স্ত্রী) মম ভাবে তল্ টাপ্। ১ আমারই ইত্যাকার জ্ঞান, মমত্ব।

"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।" (মার্ক° চণ্ডী)

২ দর্প। ৩ অভিমান। 'দর্পোঽভিমানো মমতা' (হেম ২।২৩১) উতথ্যের পত্নী, ঋষি দীর্ঘতমার মাতা, ইনি ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া গণ্য ছিলেন।

"ত্বোমং যমস্মৈ মমতেব শূষং" (ঋক্ ৬।১০।২)
'মমতা নাম ব্রহ্মবাদিনী দীর্ঘতমসো মাতা' (সায়ণ)

মমতাযুক্ত (পুং) মমতয়া যুক্তঃ। ১ কৃপণ। ২ অভিমানাদি-বিশিষ্ট।

মমত্ব (ক্লী) মম ভাবে ত্ব। মদায়ত্ব, এই বস্তু আমার ইত্যাকার ভাব। "দুঃখায়তনভূতো হি মমত্বালম্বনো গৃহী।"(মার্ক°) ২ স্নেহ। "সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ।" (চণ্ডী) ৩ গর্ব্ব, অহঙ্কার।

মমসত্য (ক্লী) সংগ্রাম, স্বামিত্বলাভের জন্য যুদ্ধ।

"ত্বাং জনা মম সত্যেম্বিন্দ্র" (ঋক্ ১০।৪২।৪)

'মমসত্যেষু সংগ্রামেষু' (সায়ণ)

মমক (ত্রি) মদীয়। "পিতুর্যৎপুত্রো মমকস্য জায়তে।" (ঋক্ ১।৩১।১১)

মমাথ (ক্লী) নামভেদ।

মমাপতাল (পুং) মব্যবন্ধনে আল (মব্যতের্যলোপো মশ্চাপতুট্ চালঃ। উণ্ ৫।৫০) ইতি ধাতুযলোপঃ মকারশ্চান্তস্য আপতুড়াগমশ্চ। বিষয়। (উজ্জ্বল দত্ত)

মম্মট, প্রসিদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থকার। অনেকের বিশ্বাস, মহিমভট্ট সংক্ষেপে মম্মট হইয়াছে। ইনি কাব্যপ্রকাশ, শব্দব্যাপারবিচার, কাব্যামৃততরঙ্গিণী ও সঙ্গীতরত্নমালা রচনা করেন।

মম্মভট্ট, সূর্য্যসিদ্ধান্তটীকা প্রণেতা।

মম্মা, মিসরদেশ-প্রসিদ্ধ রক্ষিত মৃতমনুষ্য (Mummy)।

ময়—গতি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ময়তে।

ময় (পুং) একজন প্রসিদ্ধ দানব। দেবশিল্পী যেমন বিশ্বকর্ম্মা, দানবগণের মধ্যে ময় সেইরূপ অদ্বিতীয় শিল্পী। রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে (১২ সর্গে) লিখিত আছে, ময় দিতির সুত। তিনি হেমানাম্নী অপ্সরার রূপে মুগ্ধ হইয়া দৈববলে তাহার পাণিগ্রহণ করেন। হেমা রূপে গুণে শচীর সদৃশা। তাহার গর্ভে মায়াবী ও দুন্দুভি নামে দুইটী পুত্র ও মন্দোদরী নামে একমাত্র কন্যা জন্মে। হেমা দেবকার্য্যে ত্রয়োদশ বর্ষের জন্য স্বর্গ গমন করেন। তাহার বিরহক্লেশনিবারণ জন্য ময়দানব বিচিত্র নির্ম্মাণশক্তিপ্রভাবে হীরক-বৈদূর্য্য-ইন্দ্রনীল-খচিত এক স্বর্ণময় পুর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কিছুকাল বাস করেন। কিছু দিন পরে সেই পুরী হইতে বাহির হইয়া হেমা গর্ভজাতা মন্দোদরীকে সঙ্গে লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে থাকেন। সেই বনে ঘটনাক্রমে রাবণের সহিত ময়দানবের দেখা হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে উভয়ে উভয়ের পরিচয় জানিতে পারেন। ময়দানব কন্যার পাত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন, এখন রাবণকে ঋষিকুলোৎপন্ন জানিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন।' রাবণ ময়ের বাক্যে সম্মত হইয়া সেই বন মধ্যে অগ্নি সাক্ষী করিয়া মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করেন। এই সময় যৌতুকস্বরূপ তপোবললব্ধ এক অমোঘ শক্তি রাবণকে দিয়াছিলেন। এই শক্তির আঘাতেই লক্ষ্মণ সংজ্ঞাহীন হন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (৫০।৫১ সর্গে) লিখিত আছে, যখন বানরগণ সীতান্বেষণে চারিদিক্ পর্য্যটন করিতেছিল, তখন তাহারা দক্ষিণদিকে ময়দানব-রক্ষিত ঋক্ষবিল নামে এক সুদুর্গম বিল দেখিতে পায়। এই অপরিচিত স্থানে আসিয়া তাহারা পথহারা হইয়াছিল। এই ঋক্ষবিল মধ্যে ময়দানবের শিল্প নিদর্শন স্বর্ণ-রৌপ্য বৈদূর্য্যাদি-নির্ম্মিত স্বর্ণময় গবাক্ষ-শোভিত সপ্ততল গৃহ, স্বর্ণময় বৃক্ষ ও স্বর্ণময় পদ্মমৎস্যাদি-শোভিত অপূর্ব্ব উপবন ছিল। হেমার সহচরী ও মেরুসাবর্ণির কন্যা স্বয়ংপ্রভা নামে এক তাপসী এই গৃহরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। হনুমান্ তাহার নিকট জানিতে পারেন যে,এ সমস্ত ময়দানবের কাণ্ড। তিনি হেমাকে লইয়া এখানে বাস করিতেন। হেমার প্রেমেই শেষে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটে।

রামায়ণ, মহাভারত ও নানাপুরাণে ময়দানবের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৪৩ সর্গে লিখিত আছে, ময়দানব মৈনাকগিরির উপর এক অপূর্ব্ব নানা মণিরত্ন-খচিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় অশ্বমুখা নারীগণ অবস্থান করিত।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় কালে যে অভূতপূর্ব্ব সভা নির্ম্মিত হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া দুর্য্যোধনের হৃদয়ে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠে, সেই মহাসভাও এই ময়দানবের কীর্ত্তি।

ময়দানব শিল্পশাস্ত্রও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ময়শিল্প নামে এক খানি ক্ষুদ্র-সংস্কৃত শিল্পগ্রন্থ পাওয়া যায়, অনেকের বিশ্বাস, তাহা ময়দানবের রচিত।

ময়তে দ্রুতং গচ্ছতীতি ময়-পচাদ্যচ্। ২ উষ্ট্র। ৩ অশ্বতর। ৪ অশ্ব। ৫ চিকিৎসক। (ক্লী) ৬ সুখ। ৭ দেশভেদ। (ত্রি) গন্তা।

"হয়োঽস্য ত্যোঽসি ময়োঽস্যর্ব্বাসি" (বাজসনেয়সং ২২।১৯)

'ময়োঽসি ময়তে গচ্ছতি ময়ঃ, যদ্বা ময় ইতি সুখনাম সুখরূপোঽসি।' (মহীধর)

ময়, সূর্য্যসিদ্ধান্ত-বর্ণিত একজন প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে, ইনি সূর্য্যের নিকট জ্যোতির্বিদ্যা লাভ করেন। কেহ কেহ ইহাঁকেই মিসরীয় প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ তলেমি (তুরময়) মনে করেন; কিন্তু তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই।

ময়ক্ষেত্র দক্ষিণাপথের অন্তর্গত একটী পুণ্যস্থান।

ময়গ্রাম কাশ্মীরের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। (রাজ° ৮৩)

ময়চা (দেশজ) গুল্মলতাভেদ।

ময়ট (পুং) ময়-অটন্ (শকাদিভ্যোঽটন্। উণ্ ৪।৮১) তৃণযুক্ত হর্ম্ম্য, প্রাসাদ। ২ পর্ণকুটীর।

ময়দা (পারস্য) গোধূমচূর্ণ, গম-গুঁড়া।

গোধূম-(গম) চূর্ণ আমাদের দেশে ময়দা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা সমগ্র জগদ্বাসীর একটী আহার্য্য মধ্যে গণ্য। আকারভেদে ইহা চারি প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—১ অতি সূক্ষ্ম চূর্ণগুলি ময়দা, ২ অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের চূর্ণ আটা, ৩ মোটা দানাযুক্তগুলি সুজি এবং ৪ নিকৃষ্ট প্রকার ভুষি-মিশ্রিত আটা। এই চারি প্রকার ময়দাই আহার্য্যের তারতম্যানুসারে ব্যবহৃত হয়। দেশীয় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যত প্রকার উৎকৃষ্ট পক্বান্ন (মিঠাই) আছে, তাহার সকলগুলিই ময়দা ও মিষ্টের সহযোগে উৎপন্ন। আটায় একমাত্র রুটী প্রস্তুতই প্রশস্ত। সুজি 'হালুয়া' নামক মিষ্ট দ্রব্যের জন্য, কখন বা রুটীতেও ব্যবহৃত হয়। ভুষিকাটা আটা একমাত্র দুর্ব্বলদেহ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহাতেও রুটী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গোধূম পেষণ করিবার জন্য আমাদের দেশে জাঁতা নামক যন্ত্রের ব্যবহার হয়। ঐ জাঁতা সাধারণতঃ থালার ন্যায় চেপ্টা গোলাকৃতি প্রস্তরখণ্ড দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিম্নচক্রের কেন্দ্রস্থলে একটী দণ্ড উত্তোলন করিয়া উপরিস্থ চক্রের কেন্দ্র বিদ্ধ করিয়া উহার উপরে বসাইয়া দেওয়া হয় এবং উপরিস্থ চক্রের একদেশে অবস্থিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ছিদ্রপথ দিয়া গোধূম প্রবেশ করাইয়া সেই উপরিস্থ অর্দ্ধ খণ্ড প্রস্তরভাগ কাষ্ঠ দ্বারা ঘুরাণ হয়। এইরূপে ঘুরাইলে নিম্নস্থ স্থিরচক্রের সহিত উপরিস্থ ভ্রাম্যমাণচক্রের নিষ্পেষণহেতু ছিদ্রপথপ্রবিষ্ট গোধূমগুলি ক্রমে চূর্ণ হইয়া যায়। পরে চালুনী নামক যন্ত্রের দ্বারা সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর অংশগুলি বিশ্লিষ্ট করিয়া ময়দা, আটা ও সুজি প্রভৃতি বিভাগ করিয়া লওয়া হয় এবং অবশিষ্ট গোধূমের খোসাগুলি গমের ভুষি নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। কখন কখন এই গমের ভুষি উত্তমরূপে নিষ্পেষিত ও চূর্ণ করিয়া আটার সহযোগে ভুষির আটা নামে বিক্রীত হয়।

জাঁতায় নিষ্পেষিত ময়দা বা আটা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম খাদ্য ও ইহা অধিক পুষ্টিকর, কিন্তু এখন এই জাঁতাভাঙ্গা আটার বহুলপ্রচার দেখা যায় না। য়ুরোপীয় বণিক্‌সমিতির বাণিজ্যসৌকার্য্যার্থ বর্ত্তমান যুগে গোধূমনিষ্পেষক যন্ত্র (Flour-Mill) আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা দ্বারা গোধূম চূর্ণ করিতে মনুষ্যের সাহায্য অনেক কম লাগে।

ময়দা সাধারণতঃ তিন প্রকার হইয়া থাকে। উহা ১, ২ ও ৩ নং নামে অভিহিত। ময়দাব্যবসায়িগণ নিষ্পেষক যন্ত্রে গোধূম চূর্ণ করিবার পূর্ব্বে গোধূমবীজের বলকারিত্ব ও ভেদ নিরীক্ষণ করিয়া তারতম্য নিরূপণ করেন। এইরূপে পুষ্ট, মধ্যম ও অপুষ্ট বীজ হইতে ময়দার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হইয়া থাকে।

গোধূমবীজ যন্ত্রে নিষ্পেষিত করিবার পূর্ব্বে, বিশেষরূপে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। প্রথমে কুলা অথবা চালুনী দ্বারা উহাতে সংশ্লিষ্ট ভিন্নজাতীয় বীজগুলি বিশ্লিষ্ট করা আবশ্যক, তদন্তে গাত্রসংলগ্ন মৃত্তিকারাশি বিদূরিত করিবার জন্য উক্ত বীজগুলি উত্তমরূপে বিধৌত করিয়া শুকাইতে হয়। স্থানবিশেষে রৌদ্রের পরিবর্ত্তে যন্ত্রোত্থিত উষ্ণ বাষ্প দ্বারা বীজগুলিকে শুকাইয়া দৃঢ় করিয়া লওয়া হয়।

পূর্ব্বে য়ুরোপখণ্ডের বিভিন্ন দেশেও আমাদের দেশের ন্যায় জাঁতার বহুলপ্রচার ছিল। উন্নতিশীল জাতিমাত্রই উন্নতির পথে লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত যন্ত্রের প্রকৃষ্টতা-সাধনে যত্নবান্ হইয়াছিল। তাহারা প্রথমে মনুষ্যপরিশ্রমের লাঘবতার জন্য বায়ুযন্ত্রের (Wind-Mill) সাহায্যে জাঁতা ঘুরাইত। এইরূপে প্রতি মিনিটে ১০০ হইতে ১২০ পাক জাঁতার ঘূর্ণনহেতু মধ্যস্থিত নিষ্পেষক স্থানে দাঁতকাটা থাকায় বীজচূর্ণের বিশেষ সুবিধা হইল বটে, কিন্তু ঘর্ষণ জন্য দারুণ তাপবৃদ্ধি হেতু ময়দার বিশেষ হানি হইবার আশঙ্কা ছিল। কারণ ঐরূপে উত্তরোত্তর তাপতপ্ত হইলে ময়দা জড়াইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

ক্রমে এই অসুবিধা দুরীকরণের জন্য ময়দার কলের অধ্যক্ষগণের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা জাঁতার অভ্যন্তরস্থ নিষ্পেষিত ময়দার জমাট দূরীকরণ জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, এতদর্থে বদ্ধপরিকর হইয়া কর্কোরণ, গর্ডন, টেলার, বডিল, পিসেল, মালেলান্, বাক্স্, গুডিয়ার, ওয়েষ্ট্রাপ, স্‌গাইলার, ডক, সিইলি, হারউড্ হোয়াইট প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্গণ বিজ্ঞানতত্ত্বের আবিষ্কারে ময়দার কলের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। বডিল সাহেব উত্তপ্ত বাষ্প অথবা বায়ু দ্বারা বীজ তপ্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। মহাত্মা হোয়াইট্ দেশীয় চর্কার প্রথায় গোলাকার লম্বমান প্রস্তর রোলার দ্বারা গম গুঁড়াইতে প্রয়াস পান। তিনি রোলারের ঘর্ষণকালে উত্তাপনিবারণের জন্য বায়ুপ্রবেশকল্পে ৫।৬টী ছিদ্র করিয়া দেন। পেষণীর নিম্নদেশে স্থাপিত ভেরিমুখ বায়ুনল দ্বারা উক্ত ছিদ্রপথে বায়ুপ্রবেশের সুবিধা হইয়া থাকে। ওয়েষ্ট্রাপ্ সাহেবের কোণাকার পেষণযন্ত্র প্রকৃষ্ট প্রথাবলম্বনে প্রস্তুত হইয়াছিল। উহার উপরের কোণাকার প্রস্তরখণ্ডের অভ্যন্তরভাগ নিম্নস্থ কোণাকার স্তম্ভের অনুরূপ খাতকাটা। গম-ভাঙ্গাই কালে উপরের কোণাকার খাতযুক্ত প্রস্তরস্তম্ভটী স্থির ও দৃঢ় সংলগ্ন

থাকে এবং নিম্নের কোণাকার স্তম্ভটী তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঘুরিতে থাকে। ঘূর্ণনকালে তাপ অধিক হইলেও, গমচূর্ণ নির্গমনের জন্য জাঁতার নিম্নমুখ প্রসারিত থাকায়,ময়দা সহজে নিম্নে আসিয়া পড়ে। উহা কোন ক্রমেই সমতল জাঁতার ন্যায় জমাট বাঁধিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন উহাতে গোধূমগুলি এরূপভাবে পিষ্ট হইয়া যায় যে, তাহার খোসা বা ভূষির গায়ে আদৌ শাঁস থাকে না। যাহা থাকে, তাহাও ময়দা ছাঁকিয়া লইবার পর পুনরায় অন্য জাঁতায় ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই কলে প্রতি কোয়ার্টার পরিমিত গম হইতে অন্যান্য কলের অপেক্ষা, প্রায় ১ সিলিং অধিক মূল্যের ময়দা পাওয়া যায়। সাইলির এণ্টিফ্রিক্সান কর্ণ্ মিল (Schicle's Anti-friction corn-mill) একখানি ন্যুব্জপৃষ্ঠ (convex) ও অপরখানি কুব্জপৃষ্ঠ প্রস্তরফলকে গঠিত। এতদ্ভিন্ন ফ্রান্সদেশবাসী M. Falguiere ও M. D Arblay স্বতন্ত্র প্রথায় ময়দার পেষণ-যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত ক্রীমিয়যুদ্ধের ব্লাক্লাভা সমরে ইংরাজগবর্মেণ্ট ক্রুইজার ও এবাস্তান্স নামক দুইখানি ষ্টীমারে ময়দার কল সংযুক্ত করিয়া পাঠান। উক্ত কল-ইঞ্জিনিয়ার-প্রবর মিঃ ফেয়ার-বেয়ারেণের যত্নে ষ্টীমারমধ্যস্থ এঞ্জিন্ দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। উহাতে প্রতি ঘণ্টায় ২০ বুশেল এবং সমস্ত দিনে ২৪ হাজার পাউণ্ড ময়দা প্রস্তুত হইত।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমে ব্লাক্লাভার সন্নিকটে আসিয়া ক্রুইজার ময়দা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। উহা হইতে প্রত্যহ ১৮ হাজার পাউণ্ড ময়দা ইংরাজসেনাবৃন্দের ভোজনার্থ প্রস্তুত হইত। যে তিন মাস কাল ঐ রণতরি ব্লাক্লাভায় ছিল, তাহাতে সে সর্ব্বসমেত ১৮ লক্ষ পাউণ্ড গম ভাঙ্গিয়া ১৩৩০ হাজার পাউণ্ড ময়দা বাহির করে। অবশিষ্টাংশ ভূষি ও ঝাড়নরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। গমের দাম ও গুঁড়াইবার খরচা একত্র করিলে দেখা যায় যে, প্রতি পাউণ্ড (অর্দ্ধসের) ময়দায় গবর্মেণ্টের ১ পেনি মাত্র ব্যয় পড়িয়াছিল। ক্রুইজার প্রত্যহ যে পরিমাণে ময়দা ভাঙ্গিয়াছিল, এবাওান্স তাহারই অনুরূপ রুটী প্রস্তুত করিয়া সেনাদিগের খাদ্য যোগাইয়াছিল।

বর্ত্তমান জগতের প্রায় সকল দেশেই ময়দা প্রস্তুত করিবার কল স্থাপিত। ঐ কল যন্ত্রীর মতানুসারে বিভিন্ন ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ দুই প্রকার কলেরই বিশেষ সমাদর দেখা যায়,— ১ জাঁতাভাঙ্গা (Grind-stone) ও অপরে রোলার-মিলের (Roller-Mill) ময়দা।

এই ময়দা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত; ফরাসী— Fleur de farine, জর্ম্মন্—Feines mehl, Sammel mehl হিন্দি—ময়দা, আটা; মলয়—তপুঙ্গ, পুলুর, লুমৎ; পর্ত্তুগীজ— Florde farine সংস্কৃত—গোধূমপিষ্ট,সমিতা, সমীদ; সিংহল— ত্রিঙ্গুপিট্টে, তামিল—গোদম মবু; তেলগু—গোধূমপিণ্ডি, ইতালি—সেমোলিনা। বাঙ্গালার গোধূমপিষ্ট জাত দ্রব্য ময়দা, আটা ও সুজি ময়দা নামে প্রসিদ্ধ। চালুনী দ্বারা পরিষ্কৃত সূক্ষ্মাংশ ময়দা এবং বড় দানাযুক্ত সুজি নামে অভিহিত। গমের শাস ভাঙ্গিয়া যেরূপ খাদ্যোপযোগী ময়দা প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ ধান্যের চাউল হইতেও সফেদা প্রস্তুত হইয়া থাকে, কোথাও কোথাও ময়দার পরিবর্ত্তে সফেদার ব্যবহার দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন দুর্ব্বল ব্যক্তির খাদ্যার্থ সাগু, যব, আরারুট, শঠী, পানিফল প্রভৃতি দ্রব্য হইতেও ময়দার ন্যায় এক প্রকার পালো প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভারতীয় চাউলের ন্যায়, গম (wheat) ও ময়দা (Meal of wheat-flour) বাণিজ্যের একটী উপকরণ মধ্যে গণ্য। বহুপ্রাচীন কাল হইতে গম ও ময়দার বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে। য়ুরোপ, আমেরিকা, ভারত, চীন, ব্রহ্ম, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই গোধূমের চাস ও বাণিজ্য অপ্রতিহত রহিয়াছে। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ও অনেকানেক প্রাচীন গ্রন্থে ভারতীয় গোধূমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবপ্রকাশে গোধূমের উৎপত্তিস্থান ও বীজাদির বিশেষত্ব নির্ণীত হইয়াছে। [গোধূম দেখ]

প্রাচীন হিন্দুগণ এই গোধূম চূর্ণ করিয়া ময়দা প্রস্তুত করিতে জানিতেন। ভাবপ্রকাশ, অভিধান-চিন্তামণি, রাজনির্ঘণ্ট প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে 'সমিতা' শব্দে ময়দার উল্লেখ আছে,—

"গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতাঃ শোষিতাস্ততঃ।
প্রোক্ষিতা যন্ত্রনিষ্পিষ্টাশ্চালিতাঃ সমিতাঃ স্মৃতাঃ ॥"
(রাজনির্ঘণ্ট)

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, তৎকালের জনগণ গম কুটিয়া, ধুইয়া, শুকাইয়া নিষ্পেষণ-যন্ত্র দ্বারা চূর্ণ করিয়া চালিয়া লইয়া ময়দা প্রস্তুত করিবার পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা যে ময়দা কুটিয়া বিভিন্ন দেশবাসীর সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ইংলণ্ড প্রভৃতি সুদূর য়ুরোপখণ্ডের গম রপ্তানী হইত তাহা সপ্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই গমের বাণিজ্যরক্ষার জন্য ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম ৩য় এডওয়ার্ড ১৩৬০-১ খৃষ্টাব্দে (34 th Edw. 111

C. 20) আইন বিধিবদ্ধ করিয়া যান। উহার পরবর্ত্তী শতাব্দসমূহেও ঐরূপ বিভিন্ন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। উহা য়ুরোপে Corn-law and Corn Trade নামে কথিত হইয়া থাকে।

ময়দান (পারসী), ক্ষেত্র, মাঠ।

ময়ন (পুং) ১ মদন বৃক্ষ। (স্ত্রী) ২ মধুচ্ছিষ্ট মৌচাক।

ময়না, স্বনাম-প্রসিদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষ (Gracula religiosa। ইহাদের সর্ব্বগাত্র চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ পালকে আবৃত, কেবল পদদ্বয়, ঠোঁট, চক্ষুপক্ষ্ম ও কর্ণরন্ধ্রের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি হরিদ্রা বর্ণ চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। পক্ষীগুলির বিশেষরূপ সৌন্দর্য্য না থাকিলেও, স্বরমাধুর্য্যে ইহারা জন সাধারণের মন হরণ করিতে পারে। কেনেরি, বুলবুলবোস্তা প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায় তাল-লহরী তুলিয়া মানবমন মোহিত করিতে না পারিলেও, ইহারা আপনাপন স্বভাবজাত গুণে ও শিক্ষাকৌশলে এরূপ সুমধুরস্বরে মানব-মুখোচ্চারিত শব্দ বা গানগুলি অভ্যাস করিয়া লয়, যে তাহা শ্রবণ করিলে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় উপস্থিত হইয়া থাকে। এক একটী পক্ষী স্বীয় স্বাভাবিক শক্তিবলে এরূপ অসাধারণ ভাবে কথা কহিয়া থাকে, যেন সেইরূপ বাক্যধারী কোন মনুষ্য কথা কহিতেছে। রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি দেব নাম, শীষ ও গৃহস্থ ব্যক্তিবর্গের নাম যাহার মুখে যেরূপ ভাবে শুনিতে পায়, স্বীয় অভ্যাসবলে, ঠিক সেইরূপ গলার স্বর নিঃসৃত করিয়া ইহারা এরূপ ভাবে ডাকে, ভ্রম হয় যেন উপরি তল হইতে ঐরূপ স্বরধারী কোন গুরু জন ডাকিতেছেন।

ইংলণ্ডে এই জাতীয় পক্ষী Mino Bird নামে প্রসিদ্ধ। যবদ্বীপে বিত্ত ও মেক্কো এবং সুমাত্রায় টিওঙ্গ নামে আখ্যাত। পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ এই জাতীয় পক্ষীদিগকে শাখাচারী (insessorial) পক্ষিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া Coracias থাক মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

স্থানভেদে ময়না-পাখীর আকৃতিগত নানা বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। যব, সুমাত্রা এবং পূর্ব্বসমুদ্রস্থ যাবতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে সকল ময়না দেখা যায়, তাহাদের আকৃতি ভারতীয় পার্ব্বত্য-প্রদেশজাত ময়না অপেক্ষা অনেকাংশে স্বতন্ত্র।

পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জজাত ময়নাগুলির ঠোঁট স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র ও দৃঢ়। যেন দীর্ঘ মস্তকে ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় সংলগ্ন। পদদ্বয় ক্ষুদ্রাকার হইলেও ভারতীয় ময়নার মত। পুচ্ছ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মস্তকের উপর ঝুঁট আছে, কর্ণপার্শ্বে ও ঘাড়ে হরিদ্রা চর্ম্মের দাগ এবং পক্ষদ্বয়ের অগ্রবর্ত্তী দুইটী পালক হরিদ্রারঞ্জিত দৃষ্ট হয়।

ভারতীয় পক্ষীগুলির পদদ্বয় ও পুচ্ছদেশ অপেক্ষাকৃত লম্বা। কোন কোন পক্ষিতত্ত্ববিদ্ ইহাদিগের স্বল্প স্বাতন্ত্রতা লক্ষ্য করিয়া Eulabes Indicus, Mino Dumontii, Gracula, calva, Sturnus Indicus, প্রভৃতি নামে শ্রেণী বিভাগ করিয়া গিয়াছেন।

ইহারা সাধারণতঃ পোকা, ছাতু ও পাকা ফল খাইতে ভাল বাসে। কোন কোন পাহাড়ী ময়নাকে ছাগমাংস খাওয়াইয়া তাহার দেহপুষ্টি করিতে দেখা গিয়াছে। ইহারা সহজেই পোষ মানে। হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ ও আসাম হইতে ছানা ধরিয়া আনিয়া পক্ষিব্যবসায়িগণ সহরে বিক্রয় করে। ঐ সকল পক্ষিশাবক পালন করা সুকঠিন। কারণ স্বচ্ছন্দে পিতা মাতা কর্ত্তৃক পালিত হইয়া তাহারা যেরূপ স্ফূর্ত্তি পাইয়া সবল হয়, গৃহস্থের পিঞ্জরাবাসে আবদ্ধ থাকিয়া তাহারা সেরূপ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে না; কাজেই তাহাদের গোডিম ভাঙ্গিবার সময় অথবা কাণের গ্যাজ ফুটিবার সময় শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু মরিয়া যায়।

পোষ মানিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা শীষ দিতে ও বক্তার স্বর অনুকরণ করিয়া কথা কহিতে অভ্যাস করে। মার্সডেন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, ময়নার ন্যায় অপর কোন পক্ষিজাতি এরূপ স্পষ্টরূপে মনুষ্যের স্বর অনুকরণ করিতে পারে না *। Bontius সাহেব যবদ্বীপে এক মুসলমানরমণীর পালিত ময়না দেখিয়া চমৎকৃত হন। ঐ পক্ষী নিরন্তর "আওরঙ্গ নসরণি কাটজোর মকান্ বিবি।" অর্থাৎ খৃষ্টান কুকুর, শূয়ারখেকো বলিয়া ডাকিত। M. Lesson ঐরূপ আর একটী পক্ষীকে মলয়-ভাষায় যাবতীয় পদ আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছিলেন।

ময়নাগড়, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ড-গ্রাম। তমলুকের পশ্চিমে সুবর্ণরেখা-নদীতীরে অবস্থিত। ময়নারাজবংশের অধিকারকালে এই স্থান গড়বাটিকা ও নানা দেবমন্দিরে পরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল। ঘনরামকৃত ধর্ম্মমঙ্গল পাঠ করিয়া এই রাজবংশের প্রতাপ ও প্রতিপত্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়।

রাজা গোবর্দ্ধন বাহুবলীন্দ্র এই প্রাচীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি প্রথমে উক্ত জেলার সবঙ্গ পরগণার ভূম্যধিকারী ছিলেন। যুদ্ধ ও সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতাহেতু এবং ইঁহার বীরত্ব-দর্শনে প্রীত হইয়া মেদিনীপুরের তখনকার স্বাধীন মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার মহারাজদেও রাজা বাহাদুর

* "It has the faculty of imitating human speech in greater perfection than any other of the feathered tribe." Eng. Cy. Nat. Vol II p. 139.

ইঁহাকে রাজা ও বাহুবলীন্দ্র উপাধি এবং ময়না (ময়না-চৌঙ্গরা) পরগণা পারিতোষিক দিয়া সম্মানিত করিয়া যান।

গোবর্দ্ধনের পুত্র রাজা পরমানন্দ বাহুবলীন্দ্র পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়া সবঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ময়নায় আসিয়া বাস করেন। এখানে তাঁহার নির্ম্মিত ময়নাগড় প্রাসাদ অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা পরমানন্দের পর যথাক্রমে মাধবানন্দ, গোকুলানন্দ, কৃপানন্দ, জগদানন্দ, ব্রজানন্দ, আনন্দানন্দ, ও রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলীন্দ্র প্রভৃতি ময়নাগড় রাজপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

রাজা রাধাশ্যামানন্দের পিতামহ ব্রজানন্দ বাহুবলীন্দ্র হইতে ময়নারাজবংশের সমৃদ্ধির হ্রাস হইতে থাকে। তাঁহার শাসনকালে মেদিনীপুর জেলায় ভীষণ বন্যা ও দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় ময়নাগড়ে হাহাকার পড়িয়া যায়। রাজা দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত প্রজাবর্গের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া ঋণ জালে জড়িত হইয়া পড়েন। এদিকে প্রজাগণও জীবিকার্জ্জনে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার রাজ্য হইতে পলায়ন করিল। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে অর্থাভাবহেতু তিনি সবঙ্গ ও ময়না সম্পত্তির কতকাংশ বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যগণ দেবমন্দিরস্থাপন, পুষ্করিণীখনন ও ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া ময়নাগড়-রাজবংশের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এই পূর্ব্বপুরুষগণের কোন এক ব্যক্তি তাম্রলিপ্তরাজকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শ্রীরামপুর প্রভৃতি নয়খানি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন রাজগণের মধ্যে লাউসেনের নাম প্রসিদ্ধ। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধাশ্যাম বাহুবলীন্দ্রের ময়নাগড় ও তমলুক ভূসম্পত্তির আয় ২০ হাজার টাকা মাত্র ছিল। বৃদ্ধ রাজা দয়াদাক্ষিণ্যে তদ্দেশবাসী জনগণকে বিশেষরূপে বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার তিনটী কুমারই 'ছত্রপতিরাজ'-নামে অভিহিত।

ময়নামতী, ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিমালা। ইহা পূর্ব্বে ত্রিপুরারাজ্যের সম্পত্তি মধ্যে গণ্য ছিল।

ময়নামতী, বঙ্গরাজ মাণিকচাঁদের মহিষী। ইঁহার ধর্ম্মচর্য্যার বিশেষ খ্যাতি আছে। (মাণিকচাঁদের গান)

ময়মনসিংহ, বাঙ্গালাপ্রদেশের ঢাকা-বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। বাঙ্গালার ছোট লাট বাহাদুরের শাসনাধীন। অক্ষা০ ২৩° ৫৮´ হইতে ২৫° ২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৯° ৪৩´ হইতে ৯১° ১৮´ পূঃ। ইহার উত্তরে গারো পর্ব্বতমালা, পূর্ব্বে শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা, দক্ষিণে ঢাকা এবং পশ্চিমে যমুনা নদী। ভূপরিমাণ ৬২৮৭ বর্গ মাইল। ময়মনসিংহ নগর বা নশিরাবাদ এই জেলার সদর।

এই জেলার অধিকাংশ স্থান সমতল। প্রায় সর্ব্বত্রই শ্যামল শস্যক্ষেত্র বিরাজমান। বহুসংখ্যক নদী ও খাল প্রায় সর্ব্বত্র প্রবাহিত হওয়ায় ক্ষেত্র সমুদয় উর্ব্বরা-শক্তিসম্পন্ন। এই প্রদেশের একমাত্র মধুপুর-জঙ্গল বা গড়-গুজালিস্ কর্ষণোপযোগী নহে। এই জঙ্গল ঢাকা জেলার উত্তরাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ময়মনসিংহের মধ্যদেশে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। ইহার তলদেশ সাধারণ ক্ষেত্র হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ। উচ্চতা সর্ব্বত্র সমান নহে, তবে কোন স্থান ১০০ ফিটের অধিক নহে। অসংখ্য শালবৃক্ষ এই জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ মাইল ও প্রস্থ ৬ হইতে ১৬ মাইল। ভূপরিমাণ ৪২০ বর্গ মাইল। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এই জঙ্গলময় স্থান অতিশয় অস্বাস্থ্যকর; অন্যান্য ঋতুতেও ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে।

যমুনানদী দাওকোবা নামক স্থান দিয়া এই জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, পরে উত্তর-দক্ষিণাভিমুখে প্রায় ৯৪ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া সেলিমাবাদ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকা-সমূহ সকল সময়েই যমুনাবক্ষে যাতায়াত করিতে পারে। বর্ষাঋতুতে ইহার পরিসর এত অধিক হয়, যে কোন কোন স্থানে ৫।৬ মাইলের অধিক বিস্তৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। যমুনাস্রোত অত্যন্ত বেগবান্ বলিয়া প্রত্যেক বৎসর নূতন নূতন চর জাগিয়া থাকে। ব্রহ্মপুত্র নদ এই জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে করাইবাড়ার নিকট দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে তোক পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। মেঘনা নদী ময়মনসিংহের অতি অল্প স্থান ব্যাপিয়া প্রবাহিত।

ময়মনসিংহের জমি সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—১ বালুয়া, ২ দোরস, ৩ মতিয়ার। ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর জমি নদীর তীরে অবস্থিত এবং বালুকাপূর্ণ। ইহাতে নীল ও বহু পরিমাণে পাট জন্মিয়া থাকে। ২য় শ্রেণী জলাভূমি। এই জমিতে বোরোধান জন্মে। ৩য় শ্রেণীর জমি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার উর্ব্বরাশক্তি অত্যন্ত অধিক। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। মধুপুর জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে লৌহমিশ্রিত লাল মাটি দেখিতে পাওয়া যায়।

এই জেলার পূর্ব্বভাগে অনেক জলামগ্ন স্থান আছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে হাওড়া-বিল উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত জঙ্গল থাকায় এই জেলায় নানাবিধ বন্য জন্তুর বাস দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে নদীর তীরবর্ত্তী চরের উপর বহু বাঘ ভালুক বাস করিত। সম্প্রতি বাঘের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। চিতা বাঘ, হরিণ, বন্য মহিষ, শূকর প্রভৃতি বহু

পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গারো এবং সুসঙ্গ পাহাড়ে হস্তীর বাস আছে। তথা হইতে প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনেক হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কেবল মাত্র রাজারই হস্তী ধরিবার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু এখন উক্ত ক্ষমতা রাজা গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, কিশোরীগঞ্জ ও শের-পুর সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটী প্রধান নগর। এতদ্ভিন্ন মুক্তাগাছা ও বাজিতপুর নামে দুইটী ক্ষুদ্র মিউনিসিপালিটী আছে। পূর্ব্বে জামালপুরে সৈন্যদিগের আড্ডা ছিল। কিশোরীগঞ্জে প্রতি বৎসর মহাসমারোহের সহিত মেলা হইয়া থাকে। ছোট ছোট সহরগুলির মধ্যে উলাকান্দি অথবা ভৈরববাজার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। এই স্থানে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। অনেক গৃহপালিত পশু এই গঞ্জে বিক্রয় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ফটিকা, বিরু অথবা দত্তের বাজার, মাদার পুর, নলিতাবাড়ী, শম্ভুগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, কালিয় চাপরা এবং মুক্তাগাছা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলি বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। চরগড়-জরিফা নামক সামান্য পল্লীগ্রামে মৃত্তিকানির্ম্মিত পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, বঙ্গদেশীয় কোন স্বাধীন মুসলমান রাজা এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪৬ মাইল উৎকৃষ্ট রাস্তা আছে। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ঢাকা ও ময়মনসিংহ রেলপথ খোলা হয়।

এই জেলায় চাউল ও পাট অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানকারে কলেক্টর সাহেবের রিপোর্টে অবগত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বে যে সমস্ত জমি একেবারে পতিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, এখন তাহাতে প্রভূত পাট উৎপন্ন হওয়ায় শত সহস্র গরীব লোক স্বল্পকাল মধ্যেই সঙ্গতিপন্ন হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তিল, সরিষা, তামাক, ইক্ষু ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তুলা, গুপারি, নারিকেল, চিনি, গম প্রভৃতি অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী হয়। চাউল, পাট, নীল, চামড়া, পিত্তল ও তামার বাসন, ঘৃত ইত্যাদি এখান হইতে দেশদেশান্তরে রপ্তানি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে কিশোরীগঞ্জ ও বাজিতপুরের মল্‌মল্‌ বস্ত্র অতি বিখ্যাত ছিল। এই দুই স্থানেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠী ছিল। বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন স্থানে মল্‌মল্‌ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অতি সূক্ষ্ম শীতলপাটী ও মাদুর অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয়। এখানে "ঢাকাই ক্ষীর" নামে উৎকৃষ্ট ক্ষীর ও মোটা রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। অক্ষা° ২৪° ২১´ হইতে ২৫° ১১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ২ হইতে ৯১° ৯´ পূঃ। ভূপরিমাণ ১৮৪৯ বর্গ মাইল। এখানে দুইটী প্রধান নগর ও ৩৩৩৭টী গ্রাম আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২৪° ২৫´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ২৬´ ৫৪´´ পূঃ। এইস্থান ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এখানকার ক্ষেত্রফল ৯৬০ একার। বর্ষার সময় ব্রহ্মপুত্র নদের খরতর স্রোতে পণ্য লইয়া নৌকা সকল যাতায়াত করিতে পারে না বলিয়াই নশিরাবাদ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তত বিখ্যাত নহে। এই স্থানে ২টী প্রাচীন হিন্দু-দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। সহরে উচ্চ ইংরাজি ও বঙ্গবিদ্যালয় আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে দাতব্য চিকিৎসালয় ও মিউনিসিপালিটির পুলিশ সৈন্য আছে।

ময়রা, বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ হালুইকর জাতি। পক্কান্ন মিঠাই ও সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসায়। ইহারা কোথাও মোদক বা কুড়ি নামেও প্রসিদ্ধ। মধুনাপিতগণ ময়রার কার্য্য করিলেও জাতিতে তাহারা ময়রা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঢাকায় ময়রাদিগের মধ্যে এক-পাটিয়া ও দোপাটিয়া নামে দুইটী থাক দৃষ্ট হয়, কিন্তু মধ্য-বাঙ্গালার ময়রাদিগের মধ্যে ৪টী স্বতন্ত্র থাক আছে, যথা;—রাঢ়াশ্রম, ময়ূরাশ্রম, অজাশ্রম ও ধর্ম্মাশ্রম বা ধর্ম্মসুত।

বিবাহেও উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। ময়রাদিগের বিবাহে বরের চতুর্দ্দিকে কন্যাকে সাতবার ঘুরাণ হয়, কিন্তু মধুনাপিতদিগের মধ্যে বরকেও কন্যার সহিত চক্র করিয়া ঘুরিতে হয়। সগোত্র-বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু কোথাও কোথাও পিণ্ড-প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করিয়াও বিবাহাদি চলিতেছে। বিবাহ-ব্যাপারে ইহারা হিন্দুর শাস্ত্রবিহিত প্রথাসমূহের অনুসরণ না করিলেও কতকাংশে তাহাদের আচরণাদির অনুকরণ করে। ইহাদের মধ্যে আশ, চন্দ্র, দত্ত, বরাট, দে, দানা, গুই, ইন্দু, লাহা, নাগ, নন্দী, রক্ষিত ও রাজ পদবী দৃষ্ট হয় এবং আলম্যান ভরদ্বাজ, চন্দ্রঋষি, মধুঋষি, কাশ্যপ, গৌতম ময়ূরঋষি, গণেশঋষি, শাণ্ডিল্য ও সোমঋষি প্রভৃতি গোত্র প্রচলিত আছে। আশ, বরাট, দাস, ও নন্দী উপাধিধারিগণ কুলীন ও অপর সকলে মৌলিক। মৌলিকগণকে কুলীনকন্যা গ্রহণ করিতে হইলে কুলমর্য্যাদা দিতে হয়। এমন কি, মৌলিকের গৃহে কোন কার্য্য উপলক্ষে উপস্থিত কুলীনমণ্ডলী মর্য্যাদাস্বরূপ বস্ত্র লাভ করিয়া থাকেন।

বালিকা বিবাহই প্রশস্ত, কিন্তু কোথাও কোথাও বয়স্থা কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাতে সমাজে কোনরূপ দোষ স্পর্শে না। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত সম্প্রদান ও সিন্দুর-দানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ।

ইহারা গোঁড়া হিন্দু। অনেকেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দুর সকল দেবতার প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। কালী, দুর্গা প্রভৃতি শক্তিপূজায়ও ইহাদের কোনরূপ দ্বিধা নাই। শীতাবসানে ইহারা গণেশের পূজা না করিয়া কখনও ইক্ষুজাত শর্করায় মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে না। মানভূমের ময়রারা মোহনগিরি, সাহেবসিয়া, ষষ্ঠী ও ভাদু পূজায় ছাগবলি ও মিষ্টান্নাদি উৎসর্গ করে। এই সকল পূজায় ব্রাহ্মণের যাজকতা করিবার আবশ্যকতা নাই।

মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে কেহ কেহ ভস্ম বা নাভি লইয়া গঙ্গায় দেয়। ৩০ দিনে অশৌচান্ত হইয়া ৩১দিনে শ্রাদ্ধ এবং তদন্তে ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া থাকে।

ইহারা নবশাখ মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণেরাও ইহাদের হস্তে মিষ্টান্ন ও জলগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

ময়ষ্টক (পুং) মধুষ্টকং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বনমুদ্গ।

ময়স্ (ক্লী) সুখ। "জরিতৃভ্য ইন্দ্রময় ইবাপো ন তৃষ্যতে" (ঋক্ ১।১৭৫।৬) 'ময়ঃ সুখং' (সায়ণ)

ময়সরস্ (ক্লী) ময়-নির্ম্মিত সরোবরভেদ।

ময়স্কর (ত্রি) ময়স্করোতীতি কৃ-ট। মোক্ষসুখকারক।
"শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায়" (শুক্লযজুঃ ১৬।৪১)
'ময়ো মোক্ষসুখং করোতি ময়স্করঃ তং' (বেদদীপ)

ময়া (স্ত্রী) ময়তে গচ্ছতি রোগো হনয়া ময়্-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ চিকিৎসা। (শব্দচ০) (ত্রি) ২ অস্মদ্ শব্দের তৃতীয়ায় এক বচনে ময়া হয়। ইহার অর্থ আমা কর্ত্তৃক।
"ইহৈব দৃষ্টানি ময়ৈব যানি জন্মান্তরাণীব দশান্তরাণি ॥"
(হিতোপদেশ ১।২২১)

ময়ারাম মিশ্র, ব্যবহারনির্ণয়প্রণেতা।

ময়ালগুণ্ডিকা, আসামের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

ময়িবসু (ত্রি) মন্ত্রভেদ। (ঐতরেয়ব্রা০ ২।২৬)

ময়ী (স্ত্রী) ময় (পুংযোগাদাখ্যা। পা ৪।১।৪৮) ইতি ঙীষ্। ময়স্ত্রীজাতি, উষ্ট্রী। (ব্যাকরণ)

ময়ু (পুং) ময়ঙ্ গতৌ মৃগয্বাদিত্বাৎ কু, যদ্বা মিনোতি স্বশব্দং করোতীতি মি (ভৃমৃশীতৃচরিৎসরিতনিধনিমিমস্জি ভ্য উঃ। উণ্ ১।৭) ইতি উ। ১ কিন্নর। (অমর) ২ মৃগ। (মেদিনী)
"ময়ুং পশুং মেধমগ্নে জুষস্ব তেন চিন্বানস্তন্বো নিষীদ"
(শুক্লযজুঃ ১৩।৪৭)
"ময়ুং পশুং তুরঙ্গবদনং কিম্পুরুষং পশুং ময়ুং কৃষ্ণমৃগং বা'
(মহীধর)

ময়ূরাজ (পুং) ময়ূনাং কিন্নরাণাং রাজা (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্। কুবের। (শব্দরত্না০)

ময়ূষ্টক (পুং) ময়ূন্ মৃগান্ স্তকতি প্রীণয়তীতি স্তক-অচ ষত্বং। বনমুদ্গ, মুগান। (অমরটীকা)

ময়ূক (পুং) ময়ূর। (হেম)

ময়ূখ (পুং) মাপয়ন্ গগনং প্রমাণয়ন্ ওখতি গচ্ছতীতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ ইত্যমরটীকায়াং রঘুনাথঃ, যদ্বা মাতি পরিমাতীব মা (মাঙ উখো ময় চ। উণ্ ৫।২৫) ইতি উখঃ ময়াদেশশ্চ। ১ কিরণ, দীপ্তি। ২ জ্বালা।
"অথান্ধকারং গিরিগহ্বরাণাং দংষ্ট্রাময়ূখৈঃ শকলানি কুর্ব্বন্।
ভূয়ঃ স ভূতেশ্বরপার্শ্ববর্ত্তী কিঞ্চিদ্বিহস্যার্থপতিং বভাষে ॥"
(রঘু ২।৪৬) ৩ শোভা। (মেদিনী) ৪ কীল। (অজয়) ৫ পর্ব্বত। "পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ" (ঋক্ ৭।৯৯।৩ 'ময়ূখৈঃ পর্ব্বতৈঃ' (সায়ণ)

ময়ূখমালা (স্ত্রী) ময়ূখানাং মালা। কিরণমালা।

ময়ূখবৎ (ত্রি) ময়ূখ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। কিরণযুক্ত, ময়ূখবিশিষ্ট।
"মধ্যে চেন্দুবতি হি মধ্যদেশপীড়া রুক্ষৈস্তৈর্ন তু রুচিরৈর্ময়ূখবদ্ভিঃ"
(বৃহৎস০ ৪৭।৭)

ময়ূখাদিত্য (পুং) আদিত্যভেদ।

ময়ূখিন্ (ত্রি) ময়ূখ অস্ত্যর্থে ইনি। ময়ূখবিশিষ্ট।

ময়ূখী, ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যগণের যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদগ্রন্থে ইহার আকৃতি ও কার্য্যের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে ;—
"ময়ূখী কৃতযষ্টিঃ স্যাৎ মুষ্টিযুক্তা নরোন্নতা।
কিঙ্কিণীসংবৃতা চিত্রা কলিকাসহকারিণী ॥
আঘাতঞ্চ প্রতীঘাতং বিঘাতং পরিমোচনম্।
অভিদ্রবণমিত্যেতে ময়ূখীং পঞ্চ সংশ্রিতাঃ ॥" (ধনুর্ব্বেদ)

ময়ূনগরী, জৈনপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম।

ময়ূর (পুং) ময়ূরিব রৌতি শব্দায়তে ইতি রা-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। অথবা মীনাতি হন্তি সর্পানিতি মী-উরন্ (মীনাতেরূরন্ উণ্ ১।৬৮) স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ। ইহার পর্য্যায়—বর্হিণ, বর্হিন্, নীলকণ্ঠ, ভুজঙ্গভুজ্, শিখাবল, শিখিন্, কেকিন্, মেঘনাদানুলাসিন্, প্রচলাকিন্, চন্দ্রকিন্, সিতাপাঙ্গ, ধ্বজিন্, মেঘানন্দিন্, কলাপিন্, শিখণ্ডিন্, চিত্রপিচ্ছক, ভুজগভোগিন্ মেঘনাদানুলাসক।
"যদা তু জানকীপতির্ভুজেন খণ্ডিতং ধনু-
স্তদা নগাঃ প্রকম্পিতাঃ সুমেরুমন্দরাদয়ঃ।
ভয়াদ্ভবাম্বুজোদ্ভবদ্ভবাঙ্কযুক্ সবাহন-
স্তদা ময়ূরমস্তকে জগর্জ্জ পন্নগঃ স্বয়ম্ ॥" (উদ্ভট)

ময়ূর বড় সুন্দর পক্ষী। ইহার মত অপূর্ব্ব সুন্দর পক্ষী

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পক্ষিজাতি যখন আপন মনে নিভৃতে বসিয়া থাকে, তখন ইহাদের সৌন্দর্য্যরাশি ততদূর বিকাশ পায় না; কিন্তু ইহারা যখন মেঘের ধীর-গম্ভীর ডাক শুনিয়া অথবা অন্য কোনরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আপন আপন পেখম ধরিয়া কখন ধীরমন্থরগমনে এবং কখন বা নাচিয়া নাচিয়া নানা ভঙ্গিমায় বেড়ায়, তখন ইহাদের সেই নীল-পীতলোহিতাদি নানা বর্ণের চিত্রবিচিত্র সৌন্দর্য্যময় পেখমের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলে সেই বিশ্বশিল্পী বিধাতার যে কতদূর নির্ম্মাণকৌশল, সতত কেবল তাহাই ভাবিতে ইচ্ছা হয়।

ময়ূরের পক্ষ বা পিচ্ছগুলি কোন্ সময় কি জন্য, কিরূপে এইরূপ চিত্রবিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইল, তাহার উপাখ্যান বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—

দুর্দ্দান্ত রাবণ ব্রহ্মার বরপ্রভাবে গর্ব্বিত হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত ব্যক্তিকেই তৃণের ন্যায় তুচ্ছবোধে কাহাকে অবমানিত কাহাকে তিরস্কৃত, কাহাকেও বা লাঞ্ছিত বিধ্বস্ত ও করিতে লাগিল। দেবগণ তাহার ভয়ে সতত ভীত ও সশঙ্কিত। এই সময়ে রাজা মরুত্তের যজ্ঞ আরম্ভ হয়। যজ্ঞে দেবগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার জন্য সমাগত হন। বৃহস্পতির ভ্রাতা ব্রহ্মর্ষি সম্বর্ত্ত যজ্ঞের হোতৃপদ গ্রহণ করেন। মহাধুমধামের সহিত যজ্ঞ আরম্ভ হইল; কিন্তু অদূরে পুষ্পকারোহণে রাবণ আসিয়া দেখা দিল। হর্ষ গেল—বিষাদ আসিল। দেবগণ ভীত হইলেন। তাহারা রাবণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেকে তির্য্যগ্‌দেহে প্রবেশ করিলেন।

যাঁহারা তির্য্যগ্‌দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্র ময়ূর, ধর্ম্মরাজ বায়স, কুবের কৃকলাশ এবং বরুণ হংস হইয়াছিলেন। এইরূপে সমস্ত দেবগণই দেহপরিবর্ত্তন করিয়া সে যাত্রা রাবণের হস্ত হইতে রক্ষা পান। রাবণ চলিয়া গেলে, দেবগণ আবার নিজ নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তখন দেবগণ প্রীত হইয়া যিনি যাহার দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে এক একটী বর প্রদান করেন। এই বরদাতৃগণের মধ্যে ইন্দ্র ময়ূরকে বরদানে আপ্যায়িত করিলেন। ইন্দ্রের বরে ময়ূরের গাত্রে সহস্র সহস্র বিচিত্র নেত্র উদ্ভাসিত হইল, সর্পভয় বিদূরিত হইয়া গেল এবং ইন্দ্র যখন বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাহার অপূর্ব্ব প্রীতির নিদর্শন প্রকাশ পাইল। ময়ূরের কণ্ঠদেশ পূর্ব্ব হইতেই নীল-বর্ণে রঞ্জিত ছিল, এখন সুরেশ্বর সমীপে বর পাইয়া বিবিধ চিত্রবিচিত্রতায় চারু অঙ্গে চমৎকার শোভা ধারণ করিল *।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ময়ূরকে পাবোনিনি (Pavoninæ) নামক পক্ষিশ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন। উক্ত শ্রেণীর পক্ষিবর্গের সাধারণ লক্ষণ;—চঞ্চু সুকঠিন ও সুক্ষ্ম এবং অগ্রভাগ বক্রাকার। গণ্ডস্থলে অন্যান্য অবয়ব অপেক্ষা পালক কম, মস্তক পালকাবৃত এবং তদুপরি চূড়া। ডানার পাখার মধ্যে ছয়খানি সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা পাখা। পুচ্ছের পালক ১৮টী। লেজের পালকগুলি অত্যন্ত লম্বা ও বড় বড়। ময়ূরী অপেক্ষা ময়ূর-গুলির পুচ্ছ অধিকতর দীর্ঘ।

উল্লিখিত পক্ষিশ্রেণীর মধ্যে দুই প্রকার ময়ূর বর্ণনাযোগ্য। ১ম সাধারণ ময়ূর ও ২য় জাপানী ময়ূর।

প্রথম জাতীয় ময়ূরের মস্তকে ২৪ খানি পালক থাকে। পুচ্ছাবরক পালক সমস্ত অসমান। সর্ব্বাপেক্ষা উপরের খানি অধিক ক্ষুদ্র। এই সমস্ত পালকে চাকচিক্যশালী নেত্র আছে। ময়ূরেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক পুচ্ছকে চক্রাকার করিয়া তুলিতে পারে। তাহাকেই 'পেখম ধরা' বলে। এই সময় সূর্য্যের কিরণ পুচ্ছোপরি পতিত হইলে যে অপূর্ব্ব শোভা হয়, তাহা বর্ণনা করা কবির অসাধ্য। ময়ূরীর পুচ্ছ এতাদৃশ লম্বা ও চাকচিক্যবিশিষ্ট নহে।

ভারতবর্ষের উত্তরাংশে অসংখ্য ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অতি সহজেই পোষ মানিয়া থাকে। অনেক হিন্দু-দেবালয়ে পালে পালে পালিত ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়।

বাফুন সাহেব ও অন্যান্য পণ্ডিতের মতে আলেকসান্দারের সময়ে ময়ূর ভারত হইতে গ্রীস্ রাজ্যে নীত হয়; অনন্তর তথা হইতে য়ুরোপের সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক নির্ণয় করিয়াছেন যে, পেরিক্লিসের পূর্ব্বে গ্রীসে ময়ূর আনীত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ময়ূরের (P. japonensis) বর্ণ নীল ও সবুজ মিশ্রিত। ইহাদের গাত্রে সূর্য্যের কিরণ পড়িলে উপরি উক্ত বর্ণ অধিকতর গাঢ় দেখায় এবং কিরণের তারতম্য অনুসারে এক বর্ণ অন্য বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়।

---

* "দৃষ্টা দেবাস্তু তদক্ষো বরদানেন দুর্জয়ম্।
তির্য্যগ্‌যোনিং সমাবিষ্টাস্তদা ধর্ষণভীরবঃ॥
ইন্দ্রো ময়ূরঃ সম্বৃত্তো ধর্ম্মরাজস্তু বায়সঃ।
কৃকলাশো ধনাধ্যক্ষো হংসশ্চ বরুণোঽভবৎ॥
হর্ষাত্তদাব্রবীদিন্দ্রো ময়ূরং নীলবর্হিণম্।
প্রীতোঽস্মি তব ধর্ম্মজ্ঞ ভুজগাদ্ধি ন তে ভয়ম্।
ইদং নেত্রসহস্রন্তু যত্তদ্বর্হে ভবিষ্যতি।
বর্ষমাণে ময়ি মুদং প্রাপ্স্যসে প্রীতিলক্ষণং॥" (রামা- উঃ ১৮ স)

এই উভয় জাতীয় ময়ূরেরই আকার ও গঠন এক প্রকার। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ময়ূরের চূড়া ১ম শ্রেণীর ময়ূরের চূড়া অপেক্ষা দ্বিগুণ লম্বা এবং চূড়ার পালক গোড়া হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সমভাগে কাটা। গণ্ডদেশে চক্ষু ও কাণের নিকট দিয়া পালক নাই। গ্রীবা ও বক্ষঃস্থলের পালক ক্ষুদ্র ও গোলাকার। ডানার পালকের রং অধিকতর নীলবর্ণ। পুচ্ছের পালক সাধারণতঃ ধূসরবর্ণ, কিন্তু সূর্য্যালোকে সবুজবর্ণে পরিণত হয়। পুচ্ছের অগ্রভাগ অত্যন্ত লম্বা ও রেশমের ন্যায় মসৃণ। ইহার উপরে সুন্দর সুন্দর চক্ষু আছে। ইহাদের চঞ্চু শ্বেতবর্ণের আভাবিশিষ্ট। সাধারণ ময়ূরের চঞ্চু অপেক্ষাকৃত লম্বা ও সরু।

এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়। "জাবা ময়ূর" নামে এক জাতীয় ময়ূর মলয়-উপদ্বীপে দৃষ্ট হয়। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের বর্ণ সাধারণ ময়ূরের বর্ণ অপেক্ষা পৃথক্ এবং ইহাদের চূড়ায়ও বিশেষ পার্থক্য আছে।

"আসামী ময়ূর" (P. Assamicus) আসাম, মলাকা, ব্রহ্মদেশ এবং ভারতীয় অনুদ্বীপসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় ময়ূরের প্রতোদকণ্টক আছে। ইহার ১০।১২ খানি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পালক থাকে। ইহাদের রং সাধারণ ময়ূরের রং অপেক্ষা অধিকতর সবুজ ও স্বর্ণবর্ণ; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প নীলের আভাবিশিষ্ট।

"জাপানী ময়ূর" নামে এক প্রকার ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের গ্রীবার রং কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের নাম জাপান-ময়ূর হইলেও জাপানদেশে পাওয়া যায় না। কোচিন চীনে ইহারা বনে চরিয়া বেড়ায়।

রাজপুত রাজন্যবর্গের মধ্যে ময়ূরাকৃতি কৌলীন্যপদসূচক চিহ্ন অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ময়ূর হিন্দু দেবতা কার্ত্তিকেয়ের বাহন; এই নিমিত্ত ইহাকে পবিত্র পক্ষী বলিয়া হিন্দুগণ মনে করিয়া থাকেন। শুদ্ধ এদেশে নহে, য়ুরোপেও ময়ূর জুনোর (Juno) প্রিয় পক্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রাজপুতগণ শিখিপুচ্ছ দ্বারা উষ্ণীষ সুশোভিত করেন, ইহার অনুকরণ করিয়া বিলাতের ধর্ম্মযোদ্ধৃগণও টুপির উপর ময়ূরের পালক পরিধান করিয়া থাকেন। ভারতবাসী অশিক্ষিত লোকদিগের বিশ্বাস, ময়ূরপুচ্ছের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আছে, এই নিমিত্ত যাদুকরগণ অনেক সময়ে একতাড়া ময়ূর-পুচ্ছ হাতে করিয়া লইয়া বেড়ায়। বিশেষতঃ জৈন-সন্ন্যাসিগণ ময়ূরপালক প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পুরাণে অনেক স্থলে ময়ূর সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, একদিন শিব স্বীয় সহধর্ম্মিণী ভগবতীর মনস্তুষ্টির জন্য মনোহর নৃত্য আরম্ভ করেন; তাঁহার ভৃত্য নন্দী তালে তালে মৃদঙ্গ বাজাইতে থাকে। গজানন ও ময়ূরোপরি উপবিষ্ট কার্ত্তিকেয় উৎসব দর্শন করিতে লাগিলেন। বিষধর ফণী শিবের গলদেশ বেষ্টন করিয়া মস্তকের উপর শোভা পাইতেছিল। মেঘ দেখিলে ময়ূরেরা অত্যন্ত পুলকিত হয়; কার্ত্তিকেয়ের বাহন মৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনি মেঘগর্জ্জন মনে করিয়া আহ্লাদে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। চিরশত্রু ময়ূরের ডাক শুনিয়া শিবকণ্ঠস্থ সর্প ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। নিকটে গণেশের শুঁড় দেখিতে পাইয়া সর্প বিবর-ভ্রমে শশব্যস্তে তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। তাহা দেখিয়া হস্তীর ললাটোপরি উপবিষ্ট মদগন্ধাকৃষ্ট মধু-মক্ষিকাগণ ভয়ে উড়িয়া পলায়ন করিল।

য়ুরোপে প্রচলিত নীতিগল্প 'ময়ূরপুচ্ছে শোভিত দাঁড়কাক' বর্ত্তমান সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন। লঙ্কাদ্বীপেও ঠিক এইরূপ একটী উপন্যাস প্রচলিত আছে।

দিল্লীর সম্রাট্ শাহ জাহানের ময়ূরাসন ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। পেখমধারী ময়ূরাকৃতিতে উক্ত আসন প্রস্তুত হইয়াছিল। নীলবর্ণের মণিমাণিক্য পুচ্ছোপরি সুশোভিত হওয়ায় যেন স্বাভাবিক ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় শোভা পাইত। টাবারনিয়ার নামক জনৈক জহুরী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ময়ূরাসন নির্ম্মাণ করিতে ৬ কোটী টাকা ব্যয় হয়; কিন্তু নাদিরনামার গ্রন্থকর্ত্তা বলেন ২ কোটী টাকা খরচ হইয়াছিল; স্কট সাহেবের মতে ১ কোটী মাত্র।

ময়ূরের মাংস সেবন করিলে দৈহিক অনেক উপকার হয়। ইহার গুণ—শ্রোত্র, নেত্র, অগ্নি, মেধা, বর্ণ, স্বর ও আয়ুর হিতজনক, বলকর, উষ্ণ, বাতঘ্ন, এবং শুক্র ও মাংস-বর্দ্ধক। হেমন্তে, শিশিরে কিংবা বসন্তে এই ময়ূরমাংস সেবন করিতে হয় এবং এই সকল সময়েই ময়ূরমাংসর ব্যবহার করিলে সমধিক উপকার দর্শে। এতদ্ভিন্ন বর্ষা, শরৎ কিংবা গ্রীষ্মে ময়ূরমাংস কুপথ্য। কারণ ঐ সকল সময়ে ময়ূর বিষভোজন করে, তাই তাহার দেহমাংস অত্যন্ত গরম হইয়া উঠে; সুতরাং তৎসেবনে বিলক্ষণ অনিষ্টই সংঘটিত হয়।

"ময়ূরঃ শ্রোত্রনেত্রাগ্নিমেধাবর্ণস্বরায়ুষাম্।
হিতো বল্যো গুরুশ্চোষ্ণো বাতঘ্নঃ শুক্রমাংসদঃ॥
হেমন্তকালে শিশিরে বসন্তে সেব্যং হি মায়ূরমুশন্তি মাংসম্।
উষ্ণো হি বর্হী বিষভোজনৈশ্চ
বর্ষাশরদ্গ্রীষ্মমুখেষ্বপথ্যঃ॥" (রাজনির্ঘণ্ট)

রাজবল্লভের মতে ময়ূরমাংস যদি এরণ্ডতৈল দিয়া ভাজিয়া লওয়া যায়, তবে তাহা বিষের ন্যায় কাজ করে।

২ ময়ূর-শিখাক্ষুপ। পর্য্যায়—খরাখা, কারবী, দীপ, লোচমস্তক, অপামার্গ। "পিপ্পলীপিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রকময়ূর-বর্ষাভূসিদ্ধং বা ক্ষীরং পিবেৎ" (সুশ্রুত চিকিস্থা০ ২৩ অঃ)

৩ অসুরবিশেষ।

"ময়ূর ইতি বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ যস্ত মহাসুরঃ।" (মহাভারত)

৪ সুমেরুশৈলের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বতবিশেষ।

"স্বর্ণশৃঙ্গী শতশৃঙ্গী পুষ্পকো মেঘপর্ব্বতঃ।
বিরজাক্ষো বরাহাদ্রির্ময়ূরো দারুধিস্তথা॥"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৪।১৩)

৫ একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি ময়ূরভট্ট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মানতুঙ্গাচার্য্য প্রণীত ভক্তামরাখ্য স্তোত্রের টীকার প্রারম্ভে ও মেরুতুঙ্গপ্রণীত প্রবন্ধচিন্তামণি-গ্রন্থপাঠে জানা যায়, ইনি প্রসিদ্ধ কবি বাণভট্টের শ্বশুর এবং উজ্জয়িনীপতি বৃদ্ধ ভোজ মহাপতির একজন সভাসদ্ ছিলেন। প্রবন্ধচিন্তা-মণিতে ইনি আবার বাণভট্টের শ্যালক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বাণভট্ট ও ময়ূরভট্ট উভয়েই কবি ও সমসাময়িক তাহা শার্ঙ্গধরপদ্ধতি প্রভৃতি ও প্রসিদ্ধ কবিরাজশেখর হইতে জানিতে পারা যায়। যথা ;—

"অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যা যন্মাতঙ্গদিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমো বাণময়ূরয়োঃ॥"

প্রবাদ, কবি ময়ূরভট্ট কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া সূর্য্যের আরাধনার্থ সূর্য্যশতক নামক স্তোত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরে সূর্য্যপ্রসন্নতায় তিনি সেই রোগ হইতে মুক্ত হন। ময়ূরভট্ট-প্রণীত সূর্য্যশতকের শেষ শ্লোকটী এই ;—

"শ্লোকাঃ শ্লোকস্য ভূত্যৈ শতমিতি রচিতাঃ শ্রীময়ূরেণ ভক্ত্যা
যুক্তশ্চৈতান্ পঠেদ্ যঃ সকৃদপি পুরুষঃ সর্ব্বপাপৈর্বিমুক্তঃ॥
আরোগ্যং সৎকবিত্বং মতিমতুলবলং কান্তিমায়ুঃপ্রকর্ষং।
বিদ্যামৈশ্বর্য্যমর্থং সুখমপি লভতে সোঽত্র সূর্য্যপ্রসাদাৎ॥"

ময়ূর, পদচন্দ্রিকা নামক অভিধানপ্রণেতা।

ময়ূরক (ক্লী) ময়ূরগ্রীবেব প্রতিকৃতিরিতি ময়ূর-(ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) ইতি কন্ অস্য ময়ূরকণ্ঠ-কান্তি-তুল্যদ্যুতিত্বাৎ তথাত্বং। অঞ্জনবিশেষ। চলিত তুতিয়া। পর্য্যায়—তুত্থাঞ্জন, শিখিগ্রীব, বিতুন্নক।

"তুত্থং বিতুন্নকঞ্চাপি শিখিগ্রীবং ময়ূরকম্।" (ভাবপ্র০)

২ অপামার্গ। স্বার্থে কন্। ৩ ময়ূর। (বিশ্ব) ৪ ময়ূর-শিখা। (জটাধর) ৫ গন্ধক। (চক্রদত্ত) ৫ বিষভেদ।

ময়ূরকেতু (পুং) স্কন্দভেদ।

ময়ূরগাত্ত (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ২৪টী করিয়া অক্ষর থাকে। তন্মধ্যে ১,৪,৭,১০,১৩,১৯,২৩,২৪ বর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

ময়ূরগ্রীবক (ক্লী) ময়ূরস্য গ্রীবায়াঃ কন্ধরস্য বর্ণ ইব বর্ণো যস্য, বহুব্রীহৌ কন্, হ্রস্বশ্চ। তুত্থ। (রাজনি০)

ময়ূরচটক (পুং) ময়ূর ইব চটকঃ। গৃহকুক্কুট। (হারাবলী)

ময়ূরচূড় (ক্লী) ময়ূরস্যেব চূড়া অগ্রভাগো যস্য। স্থৌণেয়ক নামক গন্ধদ্রব্য, চলিত গেঁটেলা। (রাজনি০)

ময়ূরচূড়া (স্ত্রী) ময়ূরস্য চূড়েব চূড়া শিখা যস্যাঃ। ময়ূরশিখা।

ময়ূরজঙ্ঘ (পুং) ময়ূরস্য জঙ্ঘেব জঙ্ঘা যস্য। শ্যোনাক।

ময়ূরতুত্থ (ক্লী) ময়ূর ইব তুত্থং, ময়ূরবর্ণত্বাদস্য তথাত্বং। তুত্থ। (রাজনি০)

ময়ূরধ্বজ, পুরাণবর্ণিত জনৈক প্রাচীন হিন্দু রাজা। রত্ন-পুরে তাহার রাজধানী ছিল। একদা তিনি নর্ম্মদানদীতটে এক মহাযজ্ঞে ব্রতী হন। তিনি জিতক্রোধ, জিতকাম, অসূয়াবিহীন ও শূর ছিলেন। দেবদ্বিজে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। ময়ূরধ্বজ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া স্বীয় পুত্র তাম্র-ধ্বজকে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করেন।

এদিকে হস্তিনাপুরে রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধের আয়োজন করিয়া স্বীয় যজ্ঞিয়-অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় সেই অশ্বের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাম্রধ্বজ পাণ্ডবগণের যজ্ঞিয় অশ্ব নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গতিরোধ করিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর পাণ্ডবীয় সেনা পরাভূত হইল। তাম্রধ্বজ নরনারায়ণকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া অশ্বদ্বয় লইয়া যজ্ঞমণ্ডপে প্রত্যাবৃত্ত হইল। পিতা ময়ূরধ্বজ পুত্রমুখে যুদ্ধসংবাদ অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী পুত্রকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন।

চতুরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয়ের কার্য্যোদ্ধারের জন্য স্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক পার্থকে বালকশিষ্যরূপে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা ও রাণীর সম্মুখে উপনীত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা ময়ূরধ্বজ নমস্কার করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের স্বস্তিবাচনপ্রয়োগে কথঞ্চিৎক্ষুব্ধ হইয়া পরম ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণের চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এক কালরূপী সিংহ আমার পুত্রকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে, সে রাজার অর্দ্ধদেহ পাইলে, আমার পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে।" এই কথা শুনিয়া রাজা স্বীয় অর্দ্ধ দেহ ছেদন করিতে প্রস্তুত হইলেন। রাজাজ্ঞায় মহিষী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজ করপত্র লইয়া

রাজার মস্তক ছেদন করিতে প্রস্তুত হইলেন। এমন সময়ে রাজার বামনেত্র হইতে বারিবিন্দু পতিত হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মনঃক্লেশপ্রদত্ত শরীর গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। তদুত্তরে রাজা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি দ্বিখণ্ড হইবার যন্ত্রণায় কাঁদিতেছি না। আমার একমাত্র বামাঙ্গেরই দুঃখ রহিয়া যাইতেছে, যেহেতু আমার দক্ষিণাঙ্গ ব্রাহ্মণকার্য্যে ব্যয়িত হইল, আর বামপার্শ্ব ভূমিতে বৃথা পতিত রহিয়া গেল, সেইজন্য কেবলমাত্র বামাক্ষিতেই বারিবর্ষণ হইতেছে। রাজার এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে ভগবান্ বাসুদেব প্রসন্নচিত্তে রাজসমক্ষে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর রাজাকে প্রীতিসহকারে আলিঙ্গন করিয়া পত্নীপুত্র-সমভিব্যাহারে যজ্ঞ করিতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন যে, তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের এই অশ্বও গ্রহণ কর এবং যথাকালে দুই অশ্ব আহুতি দিয়া চিরস্থায়িনী-কীর্ত্তি স্থাপন কর।

ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিয়া রাজা ময়ূরধ্বজ ভক্তি-মধুরস্বরে নারায়ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ভক্তের আরাধনায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ রাজার প্রার্থনা-মতে তাঁহারই যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞসম্পন্ন করাইলেন। অনন্তর অর্জ্জুন ত্রিরাত্র রাজভবনে অতিবাহিত করিলেন। তদনন্তর রাজা ময়ূরধ্বজ অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার অশ্বপালনে নিযুক্ত হইলেন। (জৈমিনীয় ভারত)

ময়ূরধ্বজ, উঃ পঃ প্রদেশের বিজনৌর জেলার অন্তর্গত দুর্গ-সুরক্ষিত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমানে মুনাবার জুর বা মোরধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে প্রবাদ আছে, পাণ্ডবগণের সমসাময়িক রতনপুররাজ ময়ূরধ্বজই এই দুর্গ ও নগর স্থাপন করেন। আবার অনেকে অনুমান করেন যে, সৈয়দ সালর মসাউদ গাজির জৈনশত্রু ময়ূরধ্বজই এই দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা। তাহা হইলে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দের প্রারম্ভেই এই দুর্গের নির্ম্মাণকাল স্থির করা যায়। এক্ষণে দুর্গের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। অধিকাংশ স্থানই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উহার পূর্ব্বভাগের ঠিক মধ্যস্থলে 'শেরগড় বা শ্রীগড়' নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষসমূহ অনুধাবন করিলে, উহাকে একটী প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ বলিয়া মনে হয়। এই স্থানের প্রতিমূর্ত্তি ও শিল্পকার্য্যযুক্ত প্রস্তরাবলী লইয়া নাজিবাবাদ ও পাথরগড়ের দেবমন্দিরাদি গঠিত হইয়াছে।

ময়ূরপদক (ক্লী) ময়ূরস্যেব পদকং স্থানং। নখাঘাত।

'তথা বকেরকোলী চ নখাঘাতে তু মুণ্ডনম্।
ময়ূরপদকং ব্যাঘ্রনখকোৎপলপত্রকে॥' (শব্দমালা)

ময়ূরপন্ত, কেকাবলীপ্রণেতা একজন মহারাষ্ট্র কবি।

ময়ূরপুচ্ছ (পুং) ময়ূরের পুচ্ছ, ময়ূরের লেজ্।

ময়ূরপুর, মহুরার অদূরবর্ত্তী একটী শৈল। এখানে কার্ত্তিকেয় এক দানবকে নিহত করিয়া তাহাকে ময়ূররূপে পরিবর্ত্তিত করেন, সেই ময়ূরই তদবধি তাঁহার বাহনরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। এখানে কার্ত্তিকেয়ের পবিত্র তীর্থ অবস্থিত। ময়ূরপুরমাহাত্ম্যে দেবতীর্থের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। (শিবপুরাণ)

ময়ূরবিদলা (স্ত্রী) ময়ূরান্ বিশেষেণ দলতি স্বপুষ্পাদি-শোভয়া তিরস্করোতীতি বি-দল-অচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। অম্বষ্ঠা। (বৈদ্যকনি০)

ময়ূরভঞ্জ, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্ত রাজ্য। অক্ষা০ ২১° ১৭´ হইতে ২২°৩৩´৪৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৫° ৪২´ ৩০´´ হইতে ৮৭° ১৩´৫৫´´ পূঃ মধ্যে। ইহার উত্তরসীমায় সিংহভূম, মানভূম ও মেদিনীপুর জেলা, পূর্ব্বে বালেশ্বর জেলা, দক্ষিণে পুরী জেলা ও নীলগিরি সামন্তরাজ্য এবং পশ্চিমে কেঁউঝর সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ৪২৪৩ বর্গ মাইল।

এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। কোথাও শস্যপূর্ণা শ্যামলা ধরিত্রী, কোথাও নীলিমময়ী বিস্তীর্ণা বনরাজি, কোথাও জলময় সুন্দর উপত্যকাপ্রদেশ, কোথাও বা হরিদ্বর্ণ তৃণক্ষেত্রসমূহ বিরাজিত। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণে মেঘাশনি পর্ব্বতমালা উন্নতমস্তকে অবস্থিত থাকিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছে। ঐ সকল নিবিড় বনমালা ও পর্ব্বতবক্ষে মদমত্ত মাতঙ্গযূথ স্বেচ্ছায় বিচরণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল হস্তী ধরিবার জন্য নানাস্থানে খেদা স্থাপিত হইয়াছে।

ময়ূরভঞ্জ সামন্তরাজ্য প্রধানতঃ তিনটী বিভাগে বিভক্ত ;— ১ আসল ময়ূরভঞ্জ, ২ উপের বাঘ ও ৩ বামনঘাটী। শেষোক্ত স্থান দুইটী পূর্ব্বে ইংরাজ গবর্মেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইত, কিন্তু এখন তাহা রাজসরকারের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। বারিপদা (অক্ষা০ ২১° ৫৬´ ৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৬° ৪৫´ ৪১´´ পূঃ) এবং দাসপুর (অক্ষা০ ২১° ৫৭´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৬°৭´১১´´ পূঃ) নামক গ্রামদ্বয় ইহার প্রধান সদর।

এই রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কোন্ সময়ে ময়ূরভঞ্জ-রাজ এখানে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করেন, তাহার কোন প্রকৃত আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ নাই। পূর্ব্বে ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার গড়জাত মহল ও মধ্যপ্রদেশের কতকাংশ জঙ্গলে আবৃত ছিল। বলা বাহুল্য যে, এই ময়ূরভঞ্জ রাজ্যেরও অধিকাংশ স্থান বন্যজাতির নিভৃত নিকেতনে পর্য্যবসিত ছিল, তখনও এখানে সভ্যতার আলোক বিকশিত হয় নাই। মুসলমান রাজগণের অধিকারকালে ময়ূরভঞ্জ

ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলভাগ ঝারখণ্ড নামে পরিচিত ছিল এবং ময়ূরভঞ্জের রাজা 'ঝারখণ্ড-কি-বৎস' নামে গণ্য হইতেন।

এখানে ভঞ্জ, পুরাণ, বাথুরী, ভূঁইয়া ও জুয়াঙ্গা প্রভৃতি আদিম জাতির বাস ছিল। প্রবাদ, একসময়ে ঐ সকল অসভ্যজাতির জনৈক সর্দ্দার এই বন্যভূমে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

ভাটমুখে (কাহারও মতে ২ সহস্র, কাহারও মতে ১৩ শত বর্ষাধিক পূর্ব্বে) শুনা যায় যে, রাজপুতানার জয়পুর-রাজ-সম্পর্কীয় জয়সিংহনামা জনৈক কেচুয়াবংশীয় রাজপুত তীর্থযাত্রা-ব্যপদেশে পুরীধামে আগমন করেন। তথা হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি ময়ূরভঞ্জ ও কেঁউঝরে সামন্তরাজ্য স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার আদিসিংহ ও জ্যোতিঃসিংহ নামে দুই পুত্র ছিল। যুবরাজদ্বয় উক্ত রাজ্যদ্বয়ের অধিপতি-পদে অভিষিক্ত হইলেন। বৈতরণী নদীর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী আদিপুর ও জ্যোতিঃপুরে তাঁহাদের রাজপাট স্থাপিত হইল। এখনও ঐ নগরদ্বয় বিদ্যমান আছে। আদিপুরের চতুষ্পার্শ্বে এখনও বহুশত ধ্বংসাবশিষ্ট দেবমন্দির, নানা কারুকার্য্যযুক্ত প্রতিমূর্ত্তি, প্রস্তরখণ্ড ও পুষ্করিণী প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। স্থানীয় রাজকুলদেবী কীচকেশ্বরীর ভগ্ন-মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। প্রবাদ, ইনি মহাভারতোক্ত কীচকের ইষ্টদেবী ছিলেন।

সাধারণের বিশ্বাস, যখন হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী কালাপাহাড় উড়িষ্যায় আগমন করে, তখন সে আদিপুরের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংস করিয়াছিল।

স্থানীয় আদিম অধিবাসিবৃন্দের মনস্তুপ্তির জন্য এই রাজবংশের স্বতন্ত্র উৎপত্তিকথা পরিকল্পিত হইয়াছে। কিংবদন্তী আছে যে, এই রাজবংশ প্রথমে ময়ূরের ডিম্ব ফাটিয়া (ভঞ্জনপূর্ব্বক) তাহার কুসুম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই হেতু ময়ূর এই রাজবংশের কুলচিহ্ন। এইজন্য পূর্ব্বে কেহই এখানে ময়ূরহত্যা করিতে পারিত না। যদি কেহ ময়ূরভঞ্জরাজ্য মধ্যে ময়ূর বধ করিত, তাহা হইলে সে রাজাদেশে দণ্ডিত হইত। অনেকে এই কিংবদন্তীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ময়ূরভঞ্জ নামের কল্পনা করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আদিম ভঞ্জজাতির বাসভূমি বলিয়া এইস্থান পূর্ব্বে 'ভঞ্জভূমি' নামে খ্যাত হইত। অনার্য্য ভঞ্জসর্দ্দারদিগের প্রভাব খর্ব্ব (ভঞ্জন) করিয়া এখানে আর্য্যজাতির প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইলে বিজেতা সুসভ্য আর্য্যগণ এই স্থানের ময়ূরভঞ্জ আখ্যা প্রদান করেন, অথবা ময়ূরভঞ্জ নামক জনৈক ভঞ্জসর্দ্দারকে পরাভূত করিয়া, ইহার ময়ূরভঞ্জ নাম রাখেন।

বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জরাজবংশ ভঞ্জজাতির গোষ্ঠীপতি। কেঁউঝর, বোদা, দশপল্লা, কণিকা ও ঘুমসর প্রভৃতি সামন্ত-রাজবংশ এই ময়ূরভঞ্জবংশ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন। ময়ূরভঞ্জরাজবংশের প্রাচীনতম কীর্ত্তির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পূর্ব্বতন রাজন্যগণের কীর্ত্তিকলাপ হয় কালের অতল কবলে নিপতিত, না হয় তাহা সংস্কারসম্পন্ন হইয়া অপরের নামে বিঘোষিত হইতেছে। রাজকীয় ইতিহাস না থাকাই ইহার একমাত্র কারণ। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ দেব বারিপদায় জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মুসলমানগণের উড়িষ্যা-আক্রমণ কালে ময়ূরভঞ্জরাজ রাজঘাটে থাকিয়া ভীমবিক্রমে মুসলমানবাহিনীর মনোরথ ব্যর্থ করিয়াছিলেন। একটী মাত্রও মুসলমানসেনা সুবর্ণরেখা পার হইয়া কটক নগরীতে পদার্পণ করিতে পারে নাই। মুসলমানদিগকে বিমুখ ও ছত্রভঙ্গ দেখিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মুসলমানগণ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ এবং তদ্রাজ্য লুণ্ঠন করে। এমন কি, মুসলমানের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে নানাস্থানে লুকাইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণকালেও ময়ূরভঞ্জ-রাজকে বিশেষ নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। লুণ্ঠনপ্রিয় মহারাষ্ট্র-জাতি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া রাজা দামোদরভঞ্জ দেব ও তাঁহার পিতৃপিতামহগণ হরিহরপুর ছাড়িয়া পলায়ন করেন এবং বিভিন্ন গিরিদুর্গে আশ্রয় লইয়া কালাতিপাত করিতে থাকেন। অবশেষে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রসর্দ্দারের সহিত ভঞ্জরাজের মিত্রতা স্থাপিত হয়। তদবধি ইংরাজাধিকার পর্য্যন্ত তাঁহারা মহারাষ্ট্রীদিগের অধীন ছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজা যদুনাথ ভঞ্জের সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের সন্ধি হয়, তদনুসারে তিনি ইংরাজরাজকে যথাযোগ্য রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যদুনাথের মৃত্যুর পর রাজা শ্রীনাথভঞ্জ দেব ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। তৎপরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জদেব ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয় নাবালক পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব ময়ূরভঞ্জের রাজপদে অভিষিক্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ স্বীয় বদান্যতা ও উচ্চ অন্তঃকরণের জন্য ইংরাজরাজের নিকট হইতে 'মহারাজ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান রাজা শ্রীরামচন্দ্র বারিপদায় জন্ম গ্রহণ করেন। কটকস্থ রাভেনসা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের নিকট হইতে

স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইংরাজরাজের অনুকরণে তিনি একটী ব্যবস্থাপক সভা লইয়া রাজ্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাঁহার রাজস্বের আয় ১০ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ১০৬৭ টাকা ১০ আনা ৬ পাই মাত্র ইংরাজসরকারে কর দিতে হয়। রাজ্যের শান্তিবিধান জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে ৪৮৩ জন পুলিসপ্রহরী ও ৯৭২ জন সেনা রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে সর্ব্বসমেত ৩১৫টী বিদ্যালয় আছে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১লা ও ২রা জানুয়ারী ভারত-প্রতিনিধি লর্ড কুর্জ্জন বাহাদুর দিল্লী মহানগরীতে সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ডের সিংহাসনারোহণ-ঘোষণাকল্পে যে দরবার আহ্বান করেন, তাহাতে ময়ূরভঞ্জরাজ বঙ্গীয় সামন্তরাজগণের মধ্যে বিশেষ-রূপে সম্মানিত ও মহারাজোপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

ময়ূরভঞ্জের রাজবংশ।

১ মহারাজ জয়সিংহ।
২ আদিভঞ্জদেব।
৩ মহারাজ নীলাম্বর ভঞ্জদেব
৪ " লক্ষণাগ্রজ "
৫ " বিশ্বেশ্বর "
৬ " ভরত "
৭ " দিলীপেশ্বর "
৮ " বামদেব "
৯ " বসুদেব "
১০ " কিশোরি "
১১ " নারায়ণ "
১২ " নীলকণ্ঠ "
১৩ " বীরকেশরী "
১৪ " কপিলেশ্বর "
১৫ " ত্রিলোচন "
১৬ " দাশরথি "
১৭ " শ্রীকৃষ্ণ "
১৮ " গদাধর "
১৯ " অরণ্যেশ্বর "
২০ " গোপীনাথ "
২১ " রাধাকৃষ্ণ "
২২ " পৃথ্বীনাথ "
২৩ " বৈকুণ্ঠনাথ "
২৪ " বীরেশ্বর "
২৫ " রামচন্দ্র "
২৬ " বলভদ্র " ১৪২৩—১৪৬৪ খৃষ্টাব্দ।
২৭ " হরিকৃষ্ণ " ১৪৬৪-১৪৯১ খৃষ্টাব্দ।
২৮ " নীলকান্ত " ১৪৯২-১৫২০
২৯ " শান্তি " ১৫২০-১৫৫৬
৩০ " বৈদ্যনাথ " ১৫৫৬-১৬০০
৩১ " জগন্নাথ " ১৬০০-১৬৪৩
৩২ " হরিহর " ১৬৪৩-১৬৮৮
৩৩ " সর্ব্বেশ্বর " ১৬৮৮-১৭১১
৩৪ " বীর বিক্রমাদিত্য ১৭১১-১৭২৮
৩৫ " রঘুনাথ " ১৭২৮-১৭৫০
৩৬ " চক্রধর " ১৭৫০-১৭৬১
৩৭ " দামোদর " ১৭৬১-১৭৯৫
৩৮ " সুমিত্রদেব " ১৭৯৬-১৮১০
৩৯ " যমুনাদেব " ১৮১০-১৮১৩
৪০ " ত্রিবিক্রম " ১৮১৩-১৮২৮
৪১ " যদুনাথ " ১৮২৮-১৮৬৩
৪২ " শ্রীনাথ " ১৮৬৩-১৮৬৮
৪৩ " কৃষ্ণচন্দ্র " ১৮৬৮-১৮৮২
৪৪ " শ্রীরামচন্দ্র (বর্ত্তমান) ১৮৮২

ময়ূরভঞ্জের উৎপত্তিকথা ও রাজবংশের তালিকা ময়ূর-ভঞ্জরাজ হইতে যেরূপ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই প্রকাশিত হইল। কিন্তু ভঞ্জরাজগণের যে চারিখানি প্রাচীন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে ময়ূরভঞ্জের উৎপত্তিকথা ভিন্নরূপ বলিয়াই বোধ হয় এবং রাজবংশের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও যথাযথ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ রাজা রণভঞ্জদেব ও তৎপুত্র রাজভঞ্জদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"আসীৎ কোট্টাশ্রমমহাতপোবনাধিষ্ঠানে মায়ূরাণ্ডং ভিত্বা শূলদণ্ডবীরভদ্রাখ্যঃ প্রতিপক্ষনিধনদক্ষো বশিষ্ঠমুনিপালিতো নৃপতিঃ।"

অর্থাৎ কোটি-আশ্রম নামক শ্রেষ্ঠ তপোবন প্রদেশে শূলধারী, বিপক্ষবিনাশে দক্ষ, বশিষ্ঠ-মুনিপালিত বীরভদ্র ময়ূরাণ্ড ভেদ করিয়া নৃপতি হইয়াছিলেন।

উক্ত বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে, বীরভদ্রই ভঞ্জবংশের আদি রাজা। ময়ূরাণ্ড ভঞ্জনহেতুই সম্ভবতঃ বীরভদ্রশাসিত স্থান ময়ূরভঞ্জ নামে খ্যাত হয়। বীরভদ্র কোট্যাশ্রমে রাজা হন, সেই জন্য তাঁহার বংশধর কোট্যভঞ্জ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কোট্যভঞ্জের পুত্র দিগ্‌ভঞ্জ, তৎপুত্র রণভঞ্জদেব এবং তৎপুত্র রাজভঞ্জদেব। এই বংশীয় নেত্রভঞ্জ দেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম রণভঞ্জ-

দেব। এতদ্ব্যতীত ভঞ্জবংশীয় রাজা বিদ্যাধরভঞ্জের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, তাঁহার পিতা শিলীভঞ্জদেব, পিতামহ দিব্‌ভঞ্জদেব এবং প্রপিতামহের নাম রণভঞ্জ দেব। ইঁহারা সকলেই খ্যাতনামা নৃপতি ও বহুসংখ্যক শাসন দান করিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল রাজন্যের কাহারও নাম তালিকায় পাওয়া যাইতেছে না। এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

ময়ূররথ (পুং) স্কন্দ, কার্ত্তিকেয়।

ময়ূররোমন্ (ত্রি) ময়ূরস্য রোম ইব রোমো যস্য। ময়ূরের রোম সদৃশ রোমযুক্ত।

"হরিভির্যা হি ময়ূররোমভিঃ" (ঋক্ ৩।৪৫।১)

'ময়ূররোমভিঃ ময়ূররোমসদৃশরোমযুক্তঃ'। (সায়ণ)

ময়ূরবর্ম্মন্, কাদম্ববংশীয় জনৈক রাজা। কণাড়া উপকূলবর্ত্তী জয়ন্তী বা বনবাসী নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। কদম্ববৃক্ষে দেবাদিদেব মহাদেবের ঘর্ম্ম পতিত হওয়ায় তাঁহার জন্ম হয়। এই কিংবদন্তী অনুসরণ করিয়া তাঁহার বংশধরগণ কাদম্ব নামে বিঘোষিত হন।

২ উক্ত বংশীয় রাজা চন্দ্রবর্ম্মার পুত্র। বলভীপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি উত্তরভারতের পঞ্চগৌড় হইতে বহু ব্রাহ্মণ আনাইয়া দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের বাসযোগ্য ভূমিদান করেন। ইঁহারই যত্নে বাসরগোদি, বর্কুর, মদ্দলুর ও কড়ব নগর স্থাপিত হয়। তৎকর্ত্তৃক প্রত্যেক নগরেই এক এক জন ব্রাহ্মণ গ্রামপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

[কাদম্ববংশ দেখ]

ময়ূরবাহন, (পুং) ১ কার্ত্তিকেয়। ২ কল্পকারিকাসারপ্রণেতা।

ময়ূরব্যংসক (পুং) ১ ধূর্ত্তময়ূর। ২ ময়ূরো ব্যংসকঃ ইতি নিপাতনাৎ সমাসঃ। পাণিনীয় সমাস প্রকরণোক্ত নিপাতনিষ্পন্ন শব্দ ভেদ। (ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ। পা ২।১।৭২) এতে নিপাত্যন্তে। (বৃত্তি) ময়ূর ব্যংসকাদি শব্দের নিপাতনে সমাস হইয়া থাকে। আদি পদে উচ্চাবচ, নিশ্চপ্রচ, অকিঞ্চন এবং ক্রিয়া সাতত্যে অশ্নীতপিবতা, পচতভৃজ্জতা ও স্বাদমোদতা প্রভৃতি অন্যান্য অনেক শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে।

ময়ূরশর্ম্মন্ (পুং) কবিভেদ। অনেকে ময়ূরভট্ট বলিয়া মনে করেন।

ময়ূরশিখা (স্ত্রী) ময়ূরস্য শিখেব শিখা অগ্রং যস্যাঃ। স্বনামখ্যাত ক্ষুপবিশেষ (Celosia cristata)। পর্য্যায়—বর্হিচূড়া, শিখিনী, শিখালু, সুশিখী, শিখা, শিখাবলা, কোকশিখা। ইহার গুণ—রসে স্বাদু, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বালগ্রহাদিদোষনাশক, এবং বশ্যকর্ম্মে প্রশস্ত।

"ময়ূরাহ্বা শিখা প্রোক্তা সহস্রাঙ্ঘ্রির্মধুচ্ছদা।
নীলকণ্ঠশিখা লঘ্বী পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ॥" (ভাবপ্র০)

ময়ূরশেপ্য (ত্রি) ময়ূরবর্ণশেপযুক্ত ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়।

"হিরণ্যয়ে হরী ইতি ময়ূরশেপ্যা" (ঋক্ ৮।১।২৫) 'ময়ূরশেপ্যা ময়ূরশেপৌ ময়ূরবর্ণশেপো যয়োস্তৌ সুপাংসু লুগিতি বিভক্তের্ড্যাদেশঃ' (সায়ণ)

ময়ূরসারিণী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহা চারিটী চরণে পূর্ণ। প্রত্যেক চরণে ১০টী করিয়া অক্ষর থাকে। তন্মধ্যে ১, ২, ৫, ৭, ৯ ও ১০ লঘু, তদ্ভিন্ন সকলই গুরু।

ময়ূরসারিন্ (ত্রি) ১ ময়ূরের ন্যায় পুচ্ছবিস্তারকারী। ২ গর্ব্বিত।

ময়ূরাসন, ১ আসনভেদ। (সুতসং ৫৬।৪।২)

২ মোগল-সম্রাট্ শাহজহান-নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ ময়ূরাকার সিংহাসন। হীরকাদি মণিমুক্তা ও স্বর্ণাদিখচিত, এমন কি, ইহা জগতে একটী দুর্লভ বস্তু বলিয়া গণ্য। উহার ময়ূরের পেখম ভাগ জহরতাদি দ্বারা এরূপ সুকৌশলে সুবিন্যস্ত, যে কিছুতেই তাহা সুচিকণ ময়ূরপুচ্ছাপেক্ষা হীনসৌন্দর্য্যের নহে। ইংরাজ-ইতিহাসে ইহা "Peacock Throne" নামে পরিচিত। পারস্যরাজ নাদির শাহ দিল্লীলুণ্ঠনকালে অন্যান্য মহামূল্য রত্নাদির সহিত এই জহরতাদি-মণ্ডিত সিংহাসন লইয়া যান। ইহার মূল্য আনুমানিক ৬ কোটী টাকা।

ময়ূরস্থল, প্রাচীন তীর্থভেদ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত ময়ূরস্থলমাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

ময়ূরাঙ্কক, রাজা বিশ্ববর্ম্মার মন্ত্রী। ইনি অনেক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ময়ূরাক্ষী, বাঙ্গালার বীরভূমি জেলার সিউড়িনগরের উত্তরে প্রবাহিত একটী নদী। বৈদ্যনাথতীর্থের পূর্ব্ববর্ত্তী সাঁওতাল পরগণার তিওর নামক পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া হারপুরের নিকট বীরভূমি জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এখানে ইহা ময়ূর বা কানা নামেও পরিচিত। এই নদী দিয়া পণ্যবাহী নৌকা সকল অজয় ও ভাগীরথীসঙ্গম পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে।

ময়ূরাদ্যঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত ৪ সের, ক্বাথার্থ দশমূল প্রত্যেকে ৩ পল এবং বেড়েলা, রাস্না, যষ্টিমধু ও তরুণ ময়ূরমাংস ৩ পল। কেহ কেহ বলেন, তরুণ ময়ূর একটাতে যত মাংস থাকে, তাহাই গ্রাহ্য। ময়ূরের পক্ষ, পিত্ত, অন্ত্র, বিষ্ঠা, যকৃৎ, চরণ ও মুখ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট মাংস লইতে হইবে। পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানি, মাষাণি ও জীবনীয়গণোক্ত দশবিধ দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা;

পরে ঘৃতপাকের বিধানানুসারে এই ঘৃত পাক করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে শিরোরোগ ও অর্দ্দিত প্রভৃতি ব্যাধি নিরাকৃত হয়।

অন্যবিধ—ঘৃত ১৬ সের, কাথার্থ তরুণ ময়ূরমাংস ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বেড়েলা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ প্রপৌণ্ডরীক, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানি ও মাষাণি মিলিত ৪ সের। ঘৃত-পাকের নিয়মানুসারে এই ঘৃত পাক করিতে হইবে। ইহা পান করিলে শিরোরোগ, নেত্ররোগ, অপস্মার, বিষদোষ, শ্বাস, কাস ও বিষমজ্বর প্রভৃতি আশু নিরাকৃত হয়। শিরো-রোগাধিকারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(ভৈষজ্যরত্না০ শিরোরোগাধি০)

ময়ূরারি (পুং) জেঠি, টিক্‌টিকী।

ময়ূরিকা (স্ত্রী) ময়ূরবদ্ বর্ণোঽস্ত্যস্যাঃ ময়ূর-ঠন্ টাপ্। ১ অম্বষ্ঠা। (রাজনি০) ২ বিষাক্ত কীটভেদ।

ময়ূরিকাবন্ধ (পুং) রতিবন্ধভেদ।

ময়ূরী (স্ত্রী) ময়ূর-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ময়ূর-স্ত্রীজাতি।

"কিমব্যক্তেঽসি নিনদে কৃতস্ত্যেঽপি ত্বমীদৃশী।
স্তনয়িত্নোর্ময়ূরীব চকিতোৎকণ্ঠিতা স্থিতা॥"

(উত্তররামচরিত ৩।৮)

ময়ূরেশ (পুং) কার্ত্তিকেয়। গণেশপুরাণে ময়ূরেশকথা লিখিত আছে।

ময়ূরেশ্বর, বীরভূমি জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম; মুর্শিদা-বাদ হইতে সিউড়ি আসিবার পথে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৩° ৫৯´ ৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৭° ৪৮´ ২০´´ পূঃ। এখানে রেশম-সূত্র প্রস্তুত ও গুটী উৎপাদন করিবার বিস্তৃত কারবার আছে।

ময়ূরেশ্বর (ক্লী) লিঙ্গভেদ।

ময়েশ্বর (পুং) ময়দানবের নামান্তর।

ময়োভব (ত্রি) সংসারসুখপ্রদ, সংসারের সুখ যিনি দেন।

"নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ" (শুক্লযজু০ ১৬।৪১)

'ময়োভবায় ময়ঃ সুখং ভবত্যস্মাম্ময়োভবঃ সংসারসুখপ্রদঃ তং' (বেদদীপ০)

ময়োভূ (ত্রি) যজ্ঞফল-সম্ভূত সুখের জনয়িতা।

"সোমসুতো ময়োভুবস্তদখিনা শৃণুতং" (ঋক্ ১।৮৯।৪)

'ময়োভুবঃ ময়সঃ যাগফলভূতস্য সুখস্য ভাবয়িতারঃ'(সায়ণ)

মর (পুং) ১ মৃত্যু। ২ জগৎ।

মরক (পুং) ম্রিয়ন্তে জনা যস্মাৎ মৃ-অপাদানে অপ্ ততঃ স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্ যদ্বা মৃ ভাবে অপ্, মরো মরণমিতি শব্দেন কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক। মারি। চলিত মড়ক, পর্য্যায়—মারী, মারক। (জটাধর)

"হুতাশনো জলং ব্যাধিদুর্ভিক্ষো মরণস্তথা।
ইতি পঞ্চবিধং দৈবং ব্যসনং মানুষং পরম্॥"(কাম০নীতি০১৩।২০)

২ দৈব ব্যসন।

জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে—

"যাবন্মার্ত্তণ্ডসূনুর্গবি ধনুষি ঝসে মন্মথে বাস্তিনার্য্যাং
তাবদ্ দুর্ভিক্ষপীড়া ভবতি চ মরকং সংশয়ং যান্তি লোকাঃ।
হাহাকারা তথোর্ব্বী মনুজভয়করী ফেরুরাবৈশ্চ ভীমৈঃ
শূন্যগ্রামা ভবেয়ুর্নরপতিরহিতা ভূরিকঙ্কালমালা॥
বক্রং করোতি রবিজো ধরণীসুতো বা
মূলর্ক্ষহস্তমঘরেবতিমৈত্রভেষু।
ছত্রোপভঙ্গপতনানি চ সৈনিকানাং
সর্ব্বত্র লোকমরণং জলধৌতদেশঃ॥
মাংসাস্থীনি সমাদায় শ্মশানাদ্ গৃধ্রবায়সঃ।
শ্বা শৃগালোঽথবা মধ্যে পুরস্য প্রবিশন্তি চেৎ॥
বিকরন্তি গৃহাদৌ চ শ্মশানং সা মহী ভবেৎ।
চৌরেণ হন্যতে লোকঃ পরচক্রসমাগতঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

যে সময় সূর্য্যপুত্র বৃষ ধনু, মীন ও মিথুন রাশিতে অব-স্থান করেন, সেই সময় দুর্ভিক্ষ ও মরক হয়। পৃথিবীর চারি-দিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয় এবং শৃগালগণ ভয়ানক রব করিতে থাকে, নগর ও গ্রাম সকল জনশূন্য, রাজার মৃত্যু এবং চারিদিকে কেবল কঙ্কালমালা দৃষ্ট হয়। রবিপুত্র বা মঙ্গল যদি মূলা, হস্তা, মঘা, রেবতী এবং মৈত্রগণোক্ত নক্ষত্রে বক্রী হন, তাহা হইলে মরক হয়। গৃধ্র, বায়স, শৃগাল ও কুকুরাদি যদি শ্মশান হইতে মাংস বা অস্থি গ্রহণ করিয়া নগরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে অচিরে সেই স্থানে মরক হয় এবং উহা শ্মশানে পরিণত হইয়া থাকে।

ভগবতী দুর্গাদেবী যে বৎসর দোলায় আগমন করেন, সেই বৎসর মরক হয়।

"নৌকায়াং শস্যবৃদ্ধিঃ স্যাৎ দোলায়াং মরকং ভবেৎ।"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

যে স্থলে মরক উপস্থিত হয়, অচিরে সেই স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয় এবং মরকভয়নিবারণের জন্য শান্তি করা আব-শ্যক। দেবীমাহাত্ম্যপাঠ, বটুকভৈরবস্তবপাঠ, তুলসী দ্বারা বিষ্ণুপূজন প্রভৃতিতে ইহার শান্তি হয়।* ইহা ভিন্ন মারীভয়

* "উপসর্গানশেষাংস্ত মহামারীসমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম॥" (চণ্ডী)

উপস্থিত হইলে রক্ষাকালীপূজা, নগরকীর্ত্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। [মারী ও মহামারী দেখ]

২ প্রাচীন জাতিবিশেষ।

"দার্ব্বাদা মরকাশ্চৈব কুরটাশ্চান্নদারকাঃ।
একপাদাঃ খশা ঘোষাঃ স্বর্গভৌমানবস্তকাঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু০ ৫৮।৫১)

মরকত (ক্লী) মরকাৎ মারিভয়াৎ তরন্ত্যনেন তৃ-ত, যদ্বা মরকং মরণং তনোতীতি লোভান্মরণমনাদৃত্য তস্মিন্ রত্নে প্রবর্ত্ততে ইতি মরকতং, অমরটীকায়াং ভরতঃ। হরিদ্বর্ণ মণিবিশেষ (Emerald)। চলিত পান্না। পর্য্যায়—গারুত্মত, অশ্মগর্ভ, হরিন্মণি, মরক্ত, রাজনীল, গরুড়াঙ্কিত, রোহিণেয়, সৌপর্ণ, গরুড়োদ্গীর্ণ, বুধরত্ন, অশ্মগর্ভজ, গরলারি, বাপবোল, গারুড়। ইহার গুণ—বিষঘ্ন, অশীতল, রসে মধুর, আম ও পিত্তনাশক, রুচিকর, পুষ্টিপ্রদ, ভূতনাশক।

"স্বচ্ছঞ্চ গুরু স্বচ্ছায়ং স্নিগ্ধং গাত্রঞ্চ মার্দ্দবসমেতম্।
অব্যঙ্গং বহুরঙ্গং শৃঙ্গরীমরকতং শুভং বিভৃয়াৎ॥
শর্করিলকপিলরুক্ষং মলিনং লঘু হীনকান্তিকল্মষং।
ত্রাসযুতং বিকৃতাঙ্গং মরকতমমরোঽপি নোপভুঞ্জীত॥"
(রাজনি০)

স্বচ্ছ, অর্থাৎ সুনির্ম্মল, ওজনে ভারি, ছায়াযুক্ত, স্নিগ্ধগাত্র, অতীক্ষ্ণকান্তি, অব্যঙ্গ, অঙ্গহীন নহে অথচ সুগঠন, শৃঙ্গার-গুণবর্দ্ধক, এইরূপ গুণযুক্ত মরকত শুভ, এবং ইহাই ধারণ করা কর্ত্তব্য। শর্করিল অর্থাৎ কাঁকরদার, কলিল অর্থাৎ আবিল, রুক্ষ, অস্নিগ্ধ, মলিন, ওজনে হালকা, হীনকান্তি, কল্মাষবর্ণ, ত্রাস দোষযুক্ত, বিকৃতাঙ্গ, এইরূপ লক্ষণযুক্ত মরকত অশুভ। দেবগণেরও ঈদৃশ মরকত ধারণ করা বিধেয় নহে। এই মণির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুধ। বুধগ্রহ বিরূপ হইলে এই রত্নধারণে শুভ হয়।

ইহার লক্ষণ—

"শুকপক্ষনিভঃ স্নিগ্ধঃ কান্তিমান্ বিমলস্তথা।
স্বর্ণচূর্ণনিভৈঃ সূক্ষ্মৈর্মরক্তশ্চৈব বিন্দুভিঃ॥" (অগ্নিপু০)

মরক্ত অর্থাৎ মরকত মণির বর্ণ শুকপক্ষীর পক্ষের সদৃশ, স্নিগ্ধ, লাবণ্যযুক্ত এবং সুনির্ম্মল। ইহার অভ্যন্তর যেন সূক্ষ্ম স্বর্ণচূর্ণপরিপুরিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

"ইন্দ্রায়ুধঃসগর্ভেন হরিতেন সমপ্রভম্।
কীরপক্ষসমচ্ছায়ং গরুড়োরঃ সমুদ্ভবম্।
শ্লক্ষং মরকতং কান্তং নলিকাগ্রদলপ্রভম্॥" (মানসোল্লাস)

ইন্দ্রধনুর গর্ভস্থ হরিদ্বর্ণের ন্যায় বর্ণ, নীলকণ্ঠ বা ময়ূর পক্ষীর ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, মনোহর ও কমনীয় কান্তি, এই মণি গরুড়ের বক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহা নলিকা নামক তৃণের অগ্রভাগের প্রভার ন্যায় সূক্ষ্ম ও প্রভাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণের ৭১ অধ্যায়ে এই মণির উৎপত্তি, আকর, ছায়া, দোষ, পরীক্ষা ও মূল্যাদির বিষয় নির্ণীত হইয়াছে।

[বিস্তৃত বিবরণ পান্না শব্দে দেখ]

মরকতপত্রী (স্ত্রী) মরকতমিব পত্রং যস্যাঃ ঙীষ্, তদ্বর্ণ-সাদৃশ্যাদেবাস্তাস্তথাত্বং। পাচী নামক পত্রশাক (রাজনি০)

মরকতময় (ত্রি) পান্নাযুক্ত।

মরকান্তার, একটী প্রাচীন নগর। (অযোধ্যা-মাহাত্ম্য)

মরক্ত (ক্লী) মরকত পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মরকতমণি।

মরগ্রাম, বীরভূম-জেলার রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৪° ৮′ ৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৭° ৫৩′ ৩০″ পূঃ। রামপুরহাট হইতে ৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এবং বহরমপুরের ২০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই নগরপার্শ্ব দিয়া দ্বারকা নদী প্রবাহিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হয় এবং রেশমের ধুতী ও সাঁড়ী প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইয়া থাকে।

মরখোরা, উঃ পঃ প্রদেশের ললিতপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। যামিনী নদীর তীরে অবস্থিত।

মরঙ্গবরু, (বরাগাই) বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত একটী পাহাড়। অক্ষা০ ২৩ ৩২′ ৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৫০ ২৯′ ২৫″ পূঃ। হাজারিবাগ ও লোহারডাগা জেলার সীমান্ত দেশে অবস্থিত। এই পর্ব্বত দামোদরনদীর উপত্যকা হইতে ২৪০০ ফিট্ ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৪৪৫ ফিট্ উচ্চ।

মরণ (ক্লী) ম্রিয়তেঽনেনেতি মৃ-করণে ল্যুট্। ১ বৎসনাভ নামক বিষ। (রাজনি০) ভাবে ল্যুট্। ২ বিজাতীয় আত্ম-মনঃসংযোগধ্বংস, পর্য্যায়—পঞ্চত্ব, কালধর্ম্ম, দৃষ্টান্ত, প্রলয়, অত্যয়, অন্ত, নাশ, মৃত্যু, নিধন, ভূমিলাভ, নিপাত, আত্যয়িক, মৃতি, কীর্ত্তিশেষ, মহানিদ্রা, মহাপথগম, সংস্থান। (জটাধর)

মরণের বিষয় দর্শনশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—আত্মা অজর ও অমর, শাস্ত্রসিদ্ধান্তবাক্যে কাহারও মতদ্বৈধ

মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে।
ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
বন্ধনে চ তথা ঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ।
(বিশ্বসারোদ্ধারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্প)

গ্রহযজ্ঞেঃ শান্তিকৈশ্চ কিং ক্রিয়ন্তি নরা দ্বিজ।
মহাশান্তিকরঃ শ্রীমানস্তেনস্যা পূজিতো হরিঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

নাই। ইহা যদি স্থির হয়, তাহা হইলে মরে কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিলে জন্ম, জীবন ও মরণ এই তিনেরই মীমাংসা হইয়া যায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'নায়ং হন্তি ন হন্যতে' আত্মা কাহাকেও মারেন না এবং নিজেও মরেন না। কারণ 'মরণ' নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। যে ঘটনাকে আমরা মরণ নামে অভিহিত করিয়া থাকি, তাহার প্রতি একটু বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, মরণ কি? কতকগুলি তৃণ, কাষ্ঠ ও রজ্জু প্রভৃতি অবয়ব একত্র করিয়া একটী অবয়বী (গৃহাদি) নির্ম্মাণ করিলে, জল বায়ু ও মৃত্তিকা আহরণ করিয়া অন্য একটী অবয়বী (ঘটাদি) প্রস্তুত করিলে, ক্ষিতি, জল ও বীজ একত্র হইল, তাহাতে অঙ্কুর জন্মিল, এতদ্দ্বারা জন্মের সূচনাই করা হইল। কারণ পূর্ব্বে গৃহের জন্ম ছিল না। তৃণ, কাষ্ঠ বা রজ্জু সহযোগেই তাহার উৎপত্তি বা বিকাশ ঘটিল স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে মরণ যে কি? তাহা অনুধাবন করিতে গেলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে ঐ সকল পদার্থের স্বজাতীয় সংযোগের পর বিজাতীয় ধ্বংসের নাম মরণ। যে কতকগুলি তৃণ, কাষ্ঠ ও রজ্জু প্রভৃতি অবয়ব একত্র করিয়া একটী অবয়বী (গৃহাদি), নির্ম্মাণ করিলে, জল, বায়ু ও মৃত্তিকা আহরণ করিয়া অন্য একটী অবয়বী (ঘটাদি) প্রস্তুত করিলে, ক্ষিতি, জল ও বীজ একত্র হইল, তাহাতে অঙ্কুর জন্মিল, তাহা হইতে শাখাপল্লবাদি উৎপন্ন হইল, বলিলে,—বৃক্ষ জন্মিয়াছে। কিছু দিন পরে সে সকলের যে সকল অবয়ববিশিষ্ট হইল, অথবা সে সকল অবয়বের সংযোগ বিধ্বস্ত হইল, বলিলে কি না,—গৃহভগ্ন হইয়াছে, এবং বৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে। ভাবিয়া দেখ, কিরূপ ঘটনার উপর তোমরা ভগ্ন, ধ্বংস ও মরণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছ। বলিতে কি, অবয়বের শৈথিল্য, বিকার অথবা সংযোগধ্বংস, এই অন্যতমের উপরেই মরণাদি শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তবে উহা নির্জ্জীব পদার্থ হইতে উঠাইয়া সজীব পদার্থে আনয়ন কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, জীবন্ত পদার্থের মরণ কি? জন্ম, মরণ আর কিছুই নহে, অবয়বের অপূর্ব্ব সংযোগভাব জন্ম এবং তাহার বিয়োগভাব মরণ। 'মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ' মরণ ও আত্যন্তিক বিস্মরণ সমান কথা। যে কারণকূট জীবকে দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, সেই কারণকূট বা সংযোগবিশেষ বিনষ্ট হইলে অত্যন্তবিস্মরণ বা মহাবিস্মরণ নামক মরণ হয়।

মরণ হইলে দেহাদির অন্য প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। অতএব অবয়বসকলের অপূর্ব্বসংযোগের নাম জন্ম এবং বিয়োগবিশেষের নাম মরণ। এইজন্য সাংখ্যাচার্য্যেরা ইহার লক্ষণ নিম্নোক্তরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

"অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতবিশেষেণ সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ" ইহাতে অবধারণ করা যাইতে পারে যে, মরণ সাবয়ব বস্তুরই হয়, নিরবয়ব বস্তুর নহে। নিরবয়বের অবয়ব নাই, সুতরাং মরণও নাই। আত্মা নিরবয়ব; সেজন্য আত্মার মরণ নাই। নিতান্ত সূক্ষ্ম ও নিরবয়ব ইন্দ্রিয়গণেরও মরণ নাই।

আত্মা মরে না, ইন্দ্রিয় মরে না, এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অমুক মরিয়াছে, আমি মরিব, আমি মরিলাম, এইরূপ না বলিয়া দেহ মরিয়াছে, দেহ মরিবে, এইরূপ বলাই ত উচিত! কিন্তু, কৈ কেহই ত সেরূপ বলে না! না বলিবার কারণ কি? কারণ,—লোকে এই দৃশ্যমান সংঘাতের অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এই সকলের সম্মিলন ভাবের বিনাশ লক্ষ্য করিয়াই মরণ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রাণসংযোগের ধ্বংসই উক্ত শব্দের প্রধান লক্ষ্য। প্রাণব্যাপার নিবৃত্ত না হইলে অন্যগুলির সম্বন্ধ নিবৃত্ত হয় না। 'জীবন' 'মরণ' এই শব্দদ্বয়ের ধাতব অর্থ অন্বেষণ করিলেও কথিত অর্থ প্রতীত হয়। জীব ধাতু হইতে জীবন ও মৃ ধাতু হইতে মরণ। জীব ধাতুর অর্থ প্রাণধারণ ও মৃ ধাতুর অর্থ প্রাণপরিত্যাগ; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, প্রাণ যতক্ষণ দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতে সম্মিলিত থাকে, ততক্ষণই তাহার জীবন এবং তাহার বিচ্ছেদ হইলেই মরণ। কাজেই বলিতে হইবে, মরণে আত্মার বিনাশ হয় না, দেহের সহিত তাহার বিচ্ছেদ হয় মাত্র। জন্মতেও নূতন আত্মা হয় না, নূতন শরীর উৎপন্ন হয় মাত্র। আমি মরিলাম বা অমুক মরিল এ সকল শব্দের অর্থ ঔপচারিক। আত্মার অধ্যাস থাকাতেই দেহাদিসংঘাত অহংপ্রত্যয়গম্য হয় এবং সেই কারণে সেই সেই প্রকারের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণসংযোগের ধ্বংস যথার্থ মরণ।

জীব জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার কার্য্যে আসক্ত হইতেছে, অসংখ্য প্রকার জ্ঞান মাথায় করিয়াছে। সে সকলের সংস্কার সূক্ষ্মশরীরে পর পর উপলিপ্ত হইয়াছে। জরা উপস্থিত হইয়াছে, জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় বা সর্পের নির্ম্মোকত্যাগের ন্যায় পুনরায় জরাজীর্ণদেহের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আর আয়ু নাই, মরণকাল উপস্থিত, যে বাহ্য বায়ু এতদিন শারীরবায়ুকে অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, যে বাহ্য-তেজ দৈহিক তাপ সমান রাখিয়া আসিয়াছে, সে বায়ু ও সে তেজ এখন শারীরবায়ুর ও শারীরতেজের প্রতিকূল।

এই কারণে এখন ভুক্তদ্রব্যের যথাযথ পাক ও রসরক্তাদির উৎপত্তি ও সঞ্চরণ অবরুদ্ধ হইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া লোকে স্থির করিল, মুমূর্ষুকাল উপস্থিত। অবিলম্বে শারীর ও বাহ্যতেজ উভয়ের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল। অমনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়িল। এই সময় মুখ্য প্রাণ আপনার বৃত্তি গুটাইয়া লইলেন ও বলবৎ বেগধারণ করিলেন। শ্বাসোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইল, তখন শ্বাস বা টান চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে টানিতে লাগিল, তাহারাও আপন আপন স্থান ত্যাগ করিয়া প্রাণে আসিয়া মিশিল। তখন মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয়-ময় সূক্ষ্মশরীর সঙ্কোচ করিয়া লইয়া স্বস্থান নাভি পরিত্যাগ করিয়া কণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাণ এই স্থানে থাকিয়া চিত্তকে আকর্ষণ করিল, চিত্তও স্থানচ্যুত হইল এবং প্রাণে আসিয়া মিশিল। এই অবকাশে মুখ্য প্রাণ স্বীয় উদ্গমন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চৈতন্যাধিষ্ঠিত সূক্ষ্মশরীর লইয়া বহির্গত হইল; তখন ষাট্‌কৌশিক বা স্থূল শরীর পড়িয়া রহিল। ইহাই মৃত্যু।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, নাভি, মলদ্বার, প্রস্রাবদ্বার, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও ব্রহ্মরন্ধ্র এই কএকটী স্থান প্রাণনির্গমনের দ্বার। যে স্থান দিয়া জীবের প্রাণ নির্গত হয়, সে স্থান কোন এক বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হয়। চক্ষু দিয়া নির্গত হইলে চক্ষু শিথিল হইয়া থাকে, মুখ দিয়া নির্গত হইলে মুখ ফাঁক হইয়া যায়। লিঙ্গ দিয়া নির্গত হইলে লিঙ্গচ্ছিদ্র বিস্ফারিত হয়। উত্তম জন্ম হইবার হইলে ঊর্দ্ধচ্ছিদ্র এবং অধম জন্ম হইবার হইলে অধম ছিদ্র দিয়া প্রাণবায়ু নির্গত হয়। ঊর্দ্ধ-চ্ছিদ্রের মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রই শ্রেষ্ঠ এবং অধশ্ছিদ্রের মধ্যে পাদাঙ্গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধম। ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া প্রাণত্যাগ হওয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি এবং পদাঙ্গুল দিয়া প্রাণবহির্গত হওয়া নরকগমনের লক্ষণ।* শিরশ্ছেদ ও বজ্রপতনাদি দ্বারা হঠাৎ মরণ হইলেও কথিত প্রকার নিয়ম প্রতিপালিত হয়। কিন্তু ইহা অতি শীঘ্র নির্ব্বাহ হইয়া যায়। এরূপ শীঘ্র, যেন সমস্ত ক্রিয়াগুলি একযোগেই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

মরণকালে স্থূলদেহ পতিত থাকে, কিন্তু তদ্দেহের অর্জ্জিত সংস্কার সূক্ষ্মশরীর অবলম্বনে বিদ্যমান থাকিয়া যায়, বৃথা বিনষ্ট হয় না; সেই জন্যই মরণের পর তদ্দেহের অর্জ্জিত জ্ঞানকর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি তাহার অভিনব অবস্থা উপস্থাপিত করিয়া থাকে। মৃত্যুযন্ত্রণা তদ্দেহের পরিচিত সমুদয় বস্তু ভুলাইয়া দেয় এবং ভবিষ্যদ্দেহ ও ভবিষ্যদ্ দেহের ভোগ্য ও ভোগসম্বন্ধীয় ভাবনা বিজ্ঞানে পর্য্যবসিত করে। যত প্রকার যাতনা থাকুক, মরণযন্ত্রণা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। কোন প্রকার উৎকট রোগ হইলে, কি মূর্চ্ছাদি দুরন্ত অবস্থা ভোগ হইলে তদ্দ্বারা যেমন পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানের অন্যথা হয় এবং পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয় ভুলিয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যুযন্ত্রণাও মুমূর্ষুর বিদ্যমান সমুদয় ভাব বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন করাইয়া অভিনব ভাবনার উত্থাপন করিয়া থাকে।

জীব সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে, যে-রূপ ধ্যান করিয়াছে, যেরূপ অভিনিবেশে নিমগ্ন থাকিয়া কাল যাপন করিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই অনুরূপ নূতন এক পরিবর্ত্তন, নূতন এক ভাবনা উপস্থিত হয়, ইহার নাম ভাবনা-ময় শরীর। মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহার যেরূপ দেহ হইবে, তদনুরূপ তাহার ভাবনাময় শরীর হয়। এই ভাবনাময় শরীর স্বাপ্ন-শরীরের অনুরূপ। ভাবনাময় শরীর হইলে পরে মৃত্যু হইয়া থাকে। কারণ, ভাবনাময় শরীরে জীব অন্য দেহান্তর আশ্রয় করিলে পর এই স্থূল দেহ পড়িয়া থাকে, এইরূপ অবস্থার নাম মরণ।

এই ভাবনাময় দেহের নাম কেহ কেহ আতিবাহিক দেহ বলিয়া থাকেন। এই আতিবাহিক দেহ অতি অল্পকালস্থায়ী। মরণকালীন দুঃখের বিষয় বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

"মরণে যানি দুঃখানি প্রাপ্নোতি শৃণু তান্যপি।
শ্লথগ্রীবাঙ্ঘ্রিহস্তোঽথ ব্যাপ্তো বেপথুনা নরঃ॥
মুহুর্গ্লানিপরবশো মুহুর্জ্ঞানবলান্বিতঃ।
হিরণ্যধান্যতনয়ভার্য্যাভৃত্যগৃহাদিষু॥

* মরণের পূর্ব্বে অন্তর্জ্জলী করিয়া তাহাতে পাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি টিপিয়া রাখি-বার এবং ভগবানের নাম শুনাইবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, মৃত্যুর সময় প্রাণ পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া বাহির হইলে জীবের অধোগতি হয়, এই জন্যই বোধ হয়, ঐরূপ পাদাঙ্গুষ্ঠ টিপিয়া রাখা হয়, কিন্তু পাদাঙ্গুষ্ঠ টিপিয়া রাখিয়া কি হইবে? যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তদনুসারে তাহার প্রাণ তত্তৎ স্থান দিয়া নির্গত হইবেই, শত চেষ্টাতেও তাহার অন্যথা হইবে না।

মুমূর্ষুর উত্তরাধিকারীরা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ঈশ্বরের নাম মুমূর্ষুর কর্ণ-গোচর করিতে চেষ্টা পায়। ঈশ্বরের নাম শুনাইলে যদি মুমূর্ষুর চিত্তে ঈশ্বর ভাবের উদয় হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় কৃতার্থ হইবে। তাহার ভাবনাশরীর হয় ত ঈশ্বরভাবে রচিত হইবে। এ দেশে যে অন্তর্জ্জলী করিবার ও নাম শুনাইবার রীতি আছে, তাহার মূল আর কিছুই নহে, যদি তাহার সদ্গতি হয়। যদিও আশায় আশায় মুমূর্ষুর জ্ঞাতিরা মুমূর্ষুকে ঈশ্বরের নাম শুনায় ও অন্তর্জ্জলী করিয়া তাহার পাদাঙ্গুলি চাপিয়া রাখে, কিন্তু রাখিলে কি হইবে? পূর্ব্বের ধ্যান, পূর্ব্বের অভিনিবেশ, পূর্ব্বের অভ্যাস না থাকিলে তৎকালে ঈশ্বরবিষয়ক ভাব শরীর ও আশানুরূপ প্রাণ বিনির্গত হইবার সম্ভাবনা নাই। যেরূপ কর্ম্ম তদনুসারে প্রাণ নির্গত হইবে।

এতে কথং ভবিষ্যন্তীত্যতীব মমতাকুলঃ ॥
মর্ম্মভিদ্ভির্মহারোগৈঃ ক্রকচৈরিব দারুণৈঃ।
শরৈরিবান্তকস্তোগ্রৈশ্ছিদ্যমানাস্থিবন্ধনঃ ॥
বিবর্ত্তমানতারাক্ষিহস্তপাদং মুহুঃ ক্ষিপন্।
সংশুষ্যমাণতাল্বোষ্ঠপুটো ধুর্ধুরায়তে ॥
নিরুদ্ধকণ্ঠো দোষৌঘৈরুদানশ্বাসপীড়িতঃ।
তাপেন মহতা ব্যাপ্তস্তৃষয়ার্ত্তস্তথা ক্ষুধা ॥
ক্লেশাদুৎক্রান্তিমাপ্নোতি যাম্যকিঙ্করপীড়িতঃ।
ততশ্চ যাতনা দেহং ক্লেশেন প্রতিপদ্যতে।
এতান্যন্যানি চোগ্রাণি দুঃখানি মরণে নৃণাম্ ॥"(বিষ্ণুপু৽৬।৫অ৽)

জীব মৃত্যুকালে নিম্নোক্তরূপ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। গ্রীবা, হাটু ও হস্ত ভাঙ্গিয়া যায়, শরীর অত্যন্ত কাঁপে, বারংবার মূর্চ্ছা এবং কখন কখন অল্প অল্প জ্ঞানের সঞ্চার হয়। সেই সময় আমার এই ঐশ্বর্য্য, ধনধান্য, পুত্র ভার্য্যা,ভৃত্য, গৃহ প্রভৃতি আমার অভাবে কি প্রকারে থাকিবে এইরূপ মমতায় জীব আকুল হইতে থাকে। কঠোর করাতভুল্য মর্ম্মভেদী মহারোগরূপ যমের নিদারুণ শরসমূহ দ্বারা দেহের অস্থিবন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন এবং নয়নদ্বয় ঘুরিতে থাকে। তালু কণ্ঠ, ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন জীব যাতনায় কেবল বারংবার হাত পা ছুড়িতে থাকে। ক্রমে দোষসমূহে নিরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসের ন্যায় নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়ে এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যাতনায় নিতান্ত ক্লেশ পাইতে থাকে। মরণকালে প্রাণিগণের এই সমস্ত এবং আরও অনেক প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয়।

পুণ্যবান্‌দিগের সুখে এবং পাপীদিগের নানা প্রকার ক্লেশে মরণ হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে সুমনোপাখ্যানে পুণ্যাত্মা ও পাপীদিগের মৃত্যুবিষয়ে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

৩ মরণজনক বস্তু।

"অগ্নিরাপঃ স্ত্রিয়ো মূর্খঃ সর্পা রাজকুলানি চ।
নিত্যং পরোপসেব্যানি সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্ ॥"
(গরুড়পু৽ ১১৪ অ৽)

অগ্নি, জল, স্ত্রী, মূর্খ, সর্প ও রাজকুল এই সকল সতত পরোপসেব্য হইলে মরণের কারণ হয়।

"অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানস্ত কর্ষতি।
শঙ্খিনা তু যদা ভিন্না তদৈব মরণং ধ্রুবম্ ॥" (বৈদ্যকনি৽)

অপান বায়ু প্রাণবায়ুকে এবং প্রাণবায়ুও অপান বায়ুকে কর্ষণ করে; এইরূপ উভয়ে পরস্পর কর্ষণ করিতে থাকিলে যে সময় শঙ্খিনী ভিন্না হয়, তৎক্ষণাৎ মরণ হইয়া থাকে।

মরণধর্ম্মন্ (ত্রি) মরণং ধর্ম্ম যস্য। জীব, যাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, মরণস্বভাব।

মরণান্ত (ত্রি) মরণং অন্তো যস্য। মরণ পর্য্যন্ত, মরণাবধি। মরণান্ত-কপ্। মরণান্তক, মরণ পর্য্যন্ত।

মরণোত্তর (ত্রি) মরণাদুত্তরঃ। মরণের পর।

মরত (পুং) মৃ-গতৌ (ভৃমৃদৃশিযজীতি। উণ্ ৩।১১০) ইতি অতচ্। মরণ। (উজ্জ্বল)

মরন্দ (পুং) মরং মরণং ত্যতি খণ্ডয়তি ভ্রমরাণাং জীবনহেতুত্বাৎ, দো-ক, যদ্বা মকরন্দ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মকরন্দ। (শব্দরত্না৽)

"মাকন্দমুকুলস্যন্দিমরন্দস্যন্দিমন্দিরে।
কেলিতল্পে মুকুন্দেন কুন্দবৃন্দেন মণ্ডিতা ॥" (স্তবাবলী)

মরন্দক (পুং) মরন্দ স্বার্থে কন্। মকরন্দ।

মরন্দৌকস্ (ক্লী) মকরন্দ স্থান, মৌচাক।

মরম (দেশজ মর্ম্ম শব্দজ,) হৃদয়ের সন্ধিস্থান।

মরমর্ (আরবী) প্রস্তরভেদ (Marble)। (দেশজ) ২ মরণের জন্য গালাগালি।

মরবার, ভারতবর্ষের প্রাচীন অনার্য্য-জাতিবিশেষ।

মরহরা, উঃ পঃ প্রদেশের ইটা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা৽ ২৭° ৪৪´ এবং দ্রাঘি৽ ৭৮° ৩৬´ ৪৫´´ পূঃ। ইটা-সহর হইতে ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। মরহরা নগরে মুসলমান বাসিন্দা অধিক। নগরমধ্যে তাহাদেরই বিশেষ প্রতিপত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। নগরের ভিতর দিয়া একটী প্রশস্ত পাকা রাস্তা উত্তরদক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে। নগরের দুই স্থানে দুইটী বাজার আছে। সহরের সন্নিকটে সৈয়দদিগের বাসভূমি 'মিয়ান্-কি-বস্তী'; ইহার চতুষ্পার্শ্ব উচ্চ প্রাচীরপরিবেষ্টিত এবং প্রকাণ্ড ফটক পরিশোভিত। এখন সৈয়দ শাহ বর্‌কৎ উল্লার সন্তানসন্ততিগণ উহা ভোগদখল করিতেছেন। উল্লিখিত সৈয়দ শাহের সমাধিমন্দির নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। তূলা ও নীলের কারবার জন্য এই নগর প্রসিদ্ধ। এখানে মিউনিসিপালটী আছে।

মরহম্ (আরবী) প্রলেপৌষধ।

মরা (দেশজ) মৃত, গতায়ু, মড়া। ২ হৃদয়াদি জীবস্থান।

মরাই (দেশজ) ধান্যের গোলা।

মরাকালী (স্ত্রী) মরং মরণদুঃখং অকতি প্রাপ্নোত্যনেনেতি অক্ করণে ঘঙ্, স ইব অলতি প্রাপ্নোতীতি অল্ অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বৃশ্চিকালী, চলিত বিছুটী। (রত্নমালা)

মরাঙ্ক্রিয়া (দেশজ) মরাঞ্চে। যাহার পুত্র জন্মিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মরাঠা, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ধারবাড় জেলার কৃষিজীবি-জাতিবিশেষ। মহারাষ্ট্রকেশরী প্রবলপ্রতাপান্বিত শিবাজী ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় রাজন্যগণের সময় যখন মহারাষ্ট্র বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডান থাকে, তখন শত সহস্র মরাঠা ও ব্রাহ্মণ সেই রাজগণের অনুগমন করিয়া ধারবাড়ে বসবাস করিয়াছিল। ধারবাড়ের বর্ত্তমান মরাঠা জাতি সেই রাজ অনুচরদিগের সন্তানসন্ততি।

ইহাদের মাতৃভাষা মরাঠী, কিন্তু ইহারা দেশস্থ অন্যান্য লোকের সহিত কণাড়ী ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত পুরুষের নামে, প্রত্যেক দেবনামীয় শব্দের পর জী ও রাম শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। স্ত্রীলোকদিগের নামে প্রায় ঐরূপে 'বাঈ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সাধারণতঃ তাহারা ভোঁন্‌সলে, চবান, দাফলে প্রভৃতি বংশাভিধানেও অভিহিত হয়। জেজুরির খাণ্ডোবা, পণ্ঢরপুরের বিঠোবা প্রভৃতি ইহাদের প্রধান আরাধ্য দেবতা।

মরাঠাজাতি অত্যন্ত সাহসী, বলবান্, শ্রমশীল, সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান, দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। সাধারণতঃ ইহারা একতালা কাঁচা ঘরে বাস করে। ইহারা মিতাহারী, রুটী, ডাল, শাক সবুজী, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি ইহাদের আহার্য্য। এতদ্ভিন্ন পুজাপর্ব্বোপলক্ষে মিষ্টান্ন, মাংস প্রভৃতিও ভোজন করে। ইহাদের মধ্যে মাদকদ্রব্যপান প্রচলিত আছে।

ইহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদ তত সুদৃশ্য নহে। পুরুষেরা হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত পায়জামা পরিধান করে, গায়ে জামা ও চাদর এবং মস্তকে পাগড়ি ব্যবহারই প্রচলিত। স্ত্রীলোকে গায়ে কাঁচুলী ধারণ করে বটে, কিন্তু কাপড় পরিয়া পুরুষের ন্যায় কাছা দেয় ও আঁচলে অঙ্গ ঢাকিয়া রাখে। স্ত্রীপুরুষ সকলেই বিশেষরূপ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। মনোহর নানা রঙ্গের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতে ভাল বাসে। ধনশালী মরাঠাপত্নীরা কখনও সাধারণের সম্মুখে বাহির হয় না এবং যখন বাহির হয়, তখন হস্ত ও মুখ উত্তমরূপে আবৃত করিয়া বহির্গত হয়। মরাঠা রমণীগণ পুরুষের সংস্পর্শে পথে ঘাটে ভ্রমণ করিতে লজ্জা বোধ করে না।

মরাঠাগণ চাষ বাস এবং মজুরের কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। কেহ ব্যবসা বাণিজ্যে এবং কেহ বা গবর্ণমেণ্টর অধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজকার্য্য করিতেছে।

ইহাদের সাংসারিক ব্যয় তত অধিক নহে। এক শত টাকায় বিবাহব্যয় সম্পন্ন হয়। এই জাতি অত্যন্ত ধর্ম্মশীল। ব্রাহ্মণের প্রতি ইহাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি আছে। হিন্দুর পালনীয় সমস্ত ব্রত-নিয়ম ও উপবাসাদি প্রতিপালন ইহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করে। ইহারা শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। মন্ত্রতন্ত্রে ইহাদের বিশ্বাস আছে। ষোড়শ সংস্কারের সমুদয়গুলি ইহারা অনুষ্ঠান করে না। বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ, মহালয়া-পার্ব্বণ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রতিপালন করিতে দেখা যায়। বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ এবং বহু-বিবাহ প্রচলিত আছে। জাতীয় সৌহার্দ্দ ইহাদের মধ্যে বিশেষরূপ বিদ্যমান। সামাজিক বিবাদবিসম্বাদ জাতীয়পঞ্চায়ত দ্বারা মীমাংসিত হইয়া থাকে।

মরাঠানালা, বর্গী নামক মহারাষ্ট্র দস্যুদিগের উপদ্রব-নিবারণার্থ কলিকাতার দক্ষিণ ও পূর্ব্বসীমায় কাটাখাল। ইংরাজ ইতিহাসে ইহা মরাট্টা-ডিচ্ (Maratta Ditch) নামে প্রসিদ্ধ। আলীপুরের জেলের সম্মুখে আদিগঙ্গায় মরাঠানালার মোহানা এবং সাঁকারিপাড়া প্রভৃতি ভবানীপুরের পল্লীবিশেষে এখনও খাত দৃষ্ট হয়। শ্যামবাজার প্রভৃতি উত্তর-কলকাতাংশে খাত বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতাকে একটী পৃথক্ প্রেসিডেন্সী বলিয়া ঘোষণা করেন। কলিকাতার অধিষ্ঠানে যত্নপর কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ, প্রকারান্তরে কলিকাতার কর্ত্তা হইলেও লণ্ডনের কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরের নিকট আপনাপন কৃতকার্য্যের হিসাব দিতে বাধ্য ছিলেন। ১৭১৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তা কর্তৃক নানারূপ নিপীড়িত হইয়া কলিকাতা কাউন্সিল দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে তাহাদের অধিকার ও ক্ষমতা সকল পুনর্ব্বার বদ্ধমূল করিয়া লইলেন। এতদ্ভিন্ন হুগলি নদীর উভয় পার্শ্বে ৩৮ খানি গ্রাম খরিদ করিবার অনুমতিও এই সঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মরাঠাগণ দক্ষিণবঙ্গে এরূপ অত্যাচার, উৎপাত ও লুণ্ঠনাদি করিয়াছিল যে, গ্রামবাসিগণের বসবাস করা একেবারে সুকঠিন হইয়া উঠিল। এই জন্য স্থানীয় বাসিন্দাগণ অশ্বারোহী মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য কোম্পানির সীমানার চতুঃপার্শ্বে নিজ নিজ ব্যয়ে একটা খাল খনন করিবার অনুমতি পাইয়াছিল। এই খাল অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে সুতানটী হইতে দক্ষিণে গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত ৭ মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। ইহার ৩ মাইল খনন করিতে প্রায় ৬ মাস কাটিয়া যায়; এ সময় মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভয় দূরীভূত হওয়ায় আর এ খালের প্রয়োজন হইল না, সুতরাং মরাঠানালা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। অদ্যাপি সেই অবস্থায় আছে।

মরাতিস্তা, বঙ্গদেশের মধ্যবর্ত্তী তিস্তানদীর শুষ্ক খাত।

মরাতেব (আরবী) সম্মান।

মরাধার (দেশজ) যাহার ধার নাই। ভোঁতা।

মরামর্ণাই, আসামে প্রবাহিত একটী নদী। মরামর্ণাই শব্দের অর্থ মরা অর্থাৎ শুষ্কময় নদী। দাফ্লা পাহাড় হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের লোহিতশাখার উপনদী পিচোলার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদী দরঙ্গ ও লক্ষ্মীপুর জেলার সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে।

মরামাস (দেশজ) শুষ্ক মাংস। রোগাদির পর মস্তকের উপর চুলের গোড়া হইতে যে সকল মাস উঠিয়া থাকে।

মরাম্মৎ (আরবী) জীর্ণসংস্কার। (মেরামত)

মরাম্মতী (আরবী) জীর্ণ সংস্কারের কার্য্য।

মরায় (পুং) একাহ যাগভেদ। (স্ত্রী) সামভেদ।

মরায়িন্ (ত্রি) শক্রদিগের মারক।

"উপ রতে রেবান্ মরায়ী এধতে" (ঋক্ ১০।৩০।৪)

'মরায়ী শক্রূণাং মারকঃ' (সায়ণ)

মরায়ু (ত্রি) মরণশীল।

"তামে জরায়জরং মরায়ু" (ঋক্ ১০।১০৬।৬) 'মরায়ু মরণশীলং শরীরং' (সায়ণ)

মরার (পুং) মরং মরণমলতি নিবারয়তীতি অল-অণ্, লস্য রত্বং। শস্যরক্ষণস্থান। চলিত মরাই। (জটাধর)

মরারাম (পুং) দৈত্যভেদ। (কথাসরিৎসা০ ৪৭।২০)

মরাল (পুং) মৃ-আলচ্। রাজহংস। (জটাধর)

"ভৈমীসমীপে স নিরীক্ষ্য যত্র তাম্বূলজাম্বূনদহংসলক্ষ্মীম্।
কৃতপ্রিয়াদূত্যমহোপকারমরালমোহদ্রঢ়িমানমূহে॥
(নৈষধচরিত ৬।৭২)

২ কজ্জল। ৩ কারণ্ডব। ৪ তুরঙ্গম। ৫ বারিবাহ। ৬ দাড়িমীবিপিন। ৭ খল। (সারস্বত) (ত্রি) ৮ মসৃণ।

মরাল, মৎস্যবিশেষ।

মরালক (পুং) মরাল ইব প্রতিকৃতিরিতি মরাল-কন্। কলহংস। (রাজনি০)

মরালিকা (স্ত্রী) সপ্তলা। মনসাবিশেষ।
(বৈদ্যকনিঘণ্টু)

মরাবর (মরব), ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তবাসী আদিম জাতিবিশেষ। মদুরা, তিনেবেল্লী, রামনাদ ও শিবগঙ্গা জেলায় ইহাদের বাস। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জাতির সহিত ইহাদের আচার-ব্যবহার কিংবা আকৃতিপ্রকৃতির কোনরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় না। ইহারা অত্যন্ত হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ এবং অতিশয় সাহসী ও শ্রমশীল। শরীরের রং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। আকৃতি মধ্যম রকম অর্থাৎ বেশী লম্বাও নয় এবং বেশী খর্ব্বও নহে। ললাট খাট, চক্ষু বড় বড় এবং কোটরগত। ইহারা স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় দীর্ঘ-কেশ রাখিয়া থাকে। রামনাদ ও শিবগঙ্গা জেলার স্ত্রীলোকেরা ২৫।৩০ হাত লম্বা বস্ত্র পরিধান করে। এরূপ সুদীর্ঘ বস্ত্র জড়াইতে জড়াইতে পশ্চাদ্‌ভাগে আনিয়া বন্ধন করে।

ইহারা কাক ব্যতীত অন্যান্য সকল জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহপ্রথা বিস্ময়জনক। বর-কন্যার বয়সের পার্থক্য সম্বন্ধে কোনরূপ লক্ষ্য রাখে না। এতদ্ভিন্ন বিবাহসময়ে বরের সম্মতি অথবা উপস্থিতিরও আবশ্যক নাই। প্রতিনিধি স্বরূপ তাহার কাষ্ঠাসন আনিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

ইহারা স্থানীয় দেবদেবীর পূজায় মদ, মাংস ও ফলমূলাদি উপকরণ দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ভূত-প্রেতাদির পূজায় ছাগাদি পশুও বলি দেয়। ওলাউঠা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারী উপস্থিত হইলে গ্রামস্থ সমস্ত লোক একত্র হইয়া নৃত্য-গীতাদি উৎসব করিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে অনেকেই চৌকিদারের কার্য্য করে। ইহারা অতিশয় বিশ্বস্তভাবে প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ডাকাতি করিয়াও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। 'মরব' শব্দের প্রকৃত অর্থ বীর। রামনাদ ও তিনেবল্লাতে ইহারা সাধারণতঃ "দেবর" ও "ঠবন" উপাধিতে অভিহিত, ইহার অর্থ ঈশ্বর। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসিযুদ্ধের সময় মরাবরগণ ইংরেজ অথবা ফরাসিপক্ষ অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশ্বস্ততার সহিত যুদ্ধকার্য্য চালাইয়াছিল।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন, যে "মরাবর" সিংহলদ্বীপের সন্নিহিত মহাদেশবাসী মরুলো জাতি। ইহারা শঙ্খ প্রস্তুত করিত। ইহাদের বিস্তৃত ইতিহাস জানা যায় না। খৃষ্ট-জন্মের ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের রাজা কিরাত কুলভূষণ পাণ্ড্যরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিষম দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছিলেন।

রামায়ণে দণ্ডকারণ্যবাসী আদিম অসভ্যগণই রাক্ষস নামে বর্ণিত হইয়াছে। টেলর সাহেব বলেন, ভারতের দক্ষিণ-প্রাচ্যবাসী এই অসভ্যজাতিদিগকেই বাল্মীকি রাক্ষস ও বানর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; মরাবরদিগের আকৃতি, প্রকৃতি ও আহার্য্যাদির উপর লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাল্মীকোক্ত রাক্ষস হইতে ইহাদের প্রকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য নাই। কিন্তু সাহেবের উক্ত মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ মহাভারতে মরাবরগণ 'দাশেরক' নামে খ্যাত।

মরি, পঞ্জাবের অন্তঃপাতী রাবলপিণ্ডী জেলার উত্তর-তহসীল। অক্ষা০ ৩৩° ৪১´ ৩০´´ হইতে ৩৪° ৫´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০

৭৩° ১৫´ হইতে ৭৩° ৩৮´ পূঃ। এখানকার জঙ্গলাবৃত শৈল-শিখরোপরি মরির স্বাস্থ্যনিবাস অবস্থিত।

মরি শৈলশৃঙ্গের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ অতিশয় মনোহর। পাহাড়ের চারিধার শাল, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত; তলদেশ শস্যপূর্ণ ও পশ্চাদ্ভাগে তুষারাবৃত কাশ্মীরের পর্ব্বতমালা। দক্ষিণাংশের শৈলগুলি তত উচ্চ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে; কিন্তু ইহাদের উপরিস্থিত বৃক্ষ সমুদয় অতীব মনোরম। পাহাড়ের পার্শ্বদেশস্থ পল্লী ও কুটীরগুলি অতিসুন্দর।

মার্গালা নামক গিরিসঙ্কটে একটী মনোহর স্তম্ভ ও ঝরণা আছে। দিল্লী-অধিকারসময়ে সেনাপতি জন নিকলসনের মৃত্যু উপলক্ষে উল্লিখিত স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত ঝরণা-বারি পিপাসাতুর পথিকগণের তৃষ্ণা দূর করিয়া থাকে। মার্গা-লার নিকটে মরিপাহাড় চিত্রাপাহাড়ের সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই তহসীলের ভূ-পরিমাণ ২১০ বর্গ মাইল। এই স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৪টী নগর ও গ্রাম আছে। গম ও ধান্যাদিই এখান-কার প্রধান শস্য।

তহসীলের রাজস্ব ৭৬৯০৲ টাকা। একজন সহকারী কমি-শনর ও একজন তহসীলদারের প্রতি শাসনভার অর্পিত। ২টী দেওয়ানী ও ২টী ফৌজদারী আদালত এবং ২টী থানা এই তহসীলে বর্ত্তমান।

মরিচ (ক্লী) ম্রিয়তে নশ্যতি শ্লেষ্মাদিকমনেনেতি মৃ-বাহুল-কাৎ ইচ্। স্বনামখ্যাত বর্ত্তুলাকার কটু দ্রব্যবিশেষ (Piper nigram, Black Pepper)। চলিত গোলমরিচ। হিন্দী—মিরী,কালমরিচ; তৈলঙ্গ—মিমিয়লু, তামিল—মিলগু, মহারাষ্ট্র—মরিচ, কলিঙ্গ—মেণসু। সংস্কৃত পর্য্যায়—পবিত, শ্যাম,কোল, বল্লজ, উষণ, যবনেষ্ট, বৃত্তফল, শাকাঙ্গ, ধর্ম্মপত্তন, কটুক, শিরোবৃত্ত, বীর, কফবিরোধি, মৃষ, সর্ব্বহিত, কৃষ্ণ, বেল্লজ, কোলক, বরিষ্ঠ। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, লঘু, শ্লেষ্মনাশক, বাত, কৃমি ও হৃদ্রোগনাশক। (রাজনি॰) পাকে স্বাদু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ ও শুক্রনাশক। (রাজব॰)

ভাবপ্রকাশ-মতে—

"মরিচং বেল্লজং কৃষ্ণমূষণং ধর্ম্মপত্তনম্।
মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিৎ॥
উষ্ণং পিত্তহরং রুক্ষং শ্বাসশূলকৃমীন্ হরেৎ।
তদার্দ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণং কটুকং গুরু।
কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণগুণং শ্লেষ্মপ্রসেকি স্যাদপিত্তলম্॥" (ভাবপ্র॰)

২ কক্কোল। (রাজনি॰) ৩ কতকফল। ৪ কুমরিচ, লঙ্কামরিচ। (বৈদ্যকান॰) (পুং) ৫ মরুবকবৃক্ষ, চলিত গন্ধতুলসী। (রাজনি॰)

মরিচ ঝাল-মসলা মধ্যে গণ্য। ইংরাজিতে ইহাকে Pepper বলে। বাঙ্গালায় ইহা গোল মরিচ, কালমরিচ প্রভৃতি নামে পরিচিত। সাদা মরিচকে সফেদ্ মরিচ বা সা-মরিচ বলা হইয়া থাকে। হিন্দী—বেল্লজ, মরিচাও, কলুকুঙ্গ, কালা মরিচ, গোল মরিচ।

ইহার সাধারণ গুণ—কটু, উগ্র, উষ্ণ, শুষ্ক, বায়ুনাশক। কবিরাজী মতে মরিচ সবিরাম জ্বরে, অজীর্ণ রোগে ও অর্শ রোগে বিশেষ উপকারী। ইহা পিপুল ও আদার সহিত একত্র ত্রিকটু নামে ব্যবহৃত হয়। কেশহীনতা এবং চর্ম্মরোগে মরিচচূর্ণ মালিশ করিলে ফল দর্শে। হেকিমী মতে মরিচ বল-কারক ঔষধ। কুষ্ঠরোগে ইহা বাহিরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দন্তরোগে মরিচচূর্ণ দ্বারা দন্তধাবন করিলে উপকার দর্শে। সর্পদষ্টস্থানে ইহার প্রলেপ উত্তেজক ও বিষনাশক বলিয়া ব্যাখ্যাত। জ্বরজনিত দৌর্ব্বল্যে, ওলাউঠায় এবং মাথা-ধরা রোগে ইহা উত্তেজক বলিয়া গণ্য। গলার ভিতর ঘা, অর্শ ও চর্ম্মরোগে মরিচ বাহিরে ব্যবহৃত করা যায়। বিস্ফোটকে মরিচ ঘসিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ—মরিচে রজন, চর্ব্বিতৈল এবং তৈল এই তিনটী পদার্থ আছে। তন্মধ্যে রজন আছে বলিয়াই ইহার এরূপ উগ্র (ঝাল) আস্বাদ।

য়ুরোপে অতি প্রাচীন কাল হইতে মরিচ মসলা ও ঔষধ-স্বরূপে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানে মরিচ মসলারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য অনাবশ্যক।

মরিচের চাস।—মরিচ গাছ লতার ন্যায়। অনেকসময় জঙ্গল-ভূমে আপনা হইতে এই গাছ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। গঞ্জাম ও মান্দ্রাজ প্রদেশে বিনা চাসে প্রচুর পরি-মাণে মরিচ জন্মিয়া থাকে। আসাম ও মলবার-জঙ্গলে মরিচ জন্মে। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ-ভারতের উষ্ণপ্রধান জলসিক্ত জমিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কাল হইতে য়ুরোপের সহিত ভারতের মরিচের ব্যবসা চলিয়া আসিতেছে। এই বাণিজ্য রক্ষাকল্পে বহুকালাবধি দক্ষিণভারতের পশ্চিমাংশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মরিচ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুমাত্রা, শ্যাম, এবং মলয়-উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও মরিচের চাস আছে; কিন্তু ইহার মধ্যে মলবারের মরিচ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার অনতিপূর্ব্বে মরিচ গাছের কলম বা কাটা ডাল রোপিত হয়। যে সমস্ত বৃক্ষের বল্কল

অসমান অথবা কণ্টকপূর্ণ সেই সকল গাছের তলদেশে প্রায়ই চারা বসাইয়া থাকে। কারণ তাহা হইলে মরিচলতা বৃক্ষগাত্রে দৃঢ় সংলগ্ন থাকিতে পারে। গাছ ২০।৩০ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা দেখা যায়, কিন্তু কাটিয়া ও ছাটিয়া দেওয়ায় এত লম্বা হইতে পারে না। গাছের চতুর্দ্দিক্ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক, যেন অন্য কোন ঝোপসা গাছ না জন্মিতে পারে। ৩ বৎসর পরে মরিচ জন্মিতে আরম্ভ করে। এক এক ডালে প্রায় ২০ হইতে ৫০ গুচ্ছ পর্য্যন্ত মরিচ হইয়া থাকে। ৩ বৎসর পর্য্যন্ত গাছ বাড়ে, ৩।৪ বৎসর কাল সমভাবে থাকে, ইহার পর গাছ মরিতে আরম্ভ করে। অনন্তর পুরাতন গাছ কাটিয়া নূতন গাছ লাগান হয়। সবুজবর্ণ মরিচ লালবর্ণ হইতে আরম্ভ করিলেই সংগ্রহ করিয়া তাহার পরদিনই হস্তে মর্দ্দন করিয়া শীষ হইতে ফল বিচ্যুত করিয়া সূর্য্যের কিরণে অথবা সামান্য অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করা হয়। সুপক্ব মরিচ জলে ধৌত করিয়া খোসা ছাড়াইয়া সাদা মরিচ প্রস্তুত হয়। সময় সময় ইহা ক্লোরিণ গ্যাস দ্বারা পরিষ্কার করা হইয়া থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ডাক্তার রক্সবার্গ (Roxburgh) সমুলকোটার উত্তরে পার্ব্বত্যপ্রদেশে বন্য মরিচ-গাছ দেখিয়া তথায় উহার চাস আরম্ভ করেন এবং ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে তাঁহারা প্রশস্ত মরিচ-বাগানে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার চারা উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

মরিচের দুই প্রকার ফুল হইয়া থাকে; যথা—স্ত্রীজাতীয় ও পুরুষজাতীয়। স্ত্রীজাতীয় ফুল হইতে যে মরিচ উৎপন্ন হয়, তাহার ঝাল তত উগ্র নহে।

বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীতে কেবল কণাড়া জেলায় মরিচের চাস হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে গুপারি বাগানে মরিচের চারা লাগান হয়; এক একটা গুপারি গাছের নিকট ৪টী করিয়া প্রোথিত হইয়া থাকে। চারাগুলির মূল মাটিতে পুতিয়া অগ্রভাগ গাছের গায়ে হেলাইয়া দেওয়া হয়। পরে বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র গাছের ডাল বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক।

সচরাচর তিন প্রকার বিভিন্ন জাতীয় মরিচ দেখা যায়, যথা, করিমলীসরু, শাম্বর এবং আখিন-মার্তিগ। এই তিন প্রকার মরিচের মধ্যে গুণের কোন পার্থক্য দেখা যায় না; কিন্তু প্রকারভেদে মরিচ অল্পবিস্তর জন্মিয়া থাকে। প্রথমোল্লিখিত মরিচ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জন্মে, কিন্তু এই মরিচ উৎপন্ন করা সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য। ক্ষেত্রে রীতিমত চাস না হইলে ফসলের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায় এবং মরিচের গুণও উর্ব্বরাক্ষেত্রজ মরিচ হইতে কম হইতে থাকে।

পুরাকাল হইতে য়ুরোপের সহিত পূর্ব্বদেশের মরিচের বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে মধ্যযুগে ইহার অতিশয় সমুন্নতি হইয়াছিল। ফ্লুকিজার ও হনবুরীর ভৈষজ্যতত্ত্ব নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, খৃষ্টজন্মের ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে মরিচ জন-সমাজের ব্যবহার্য্য জিনিস মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ইহার ব্যবসা সম্বন্ধে কৌতূহলজনক বিবরণও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এরিয়ান্ কৃত পেরিপ্লাস-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, নীলকুণ্ডা (বর্ত্তমান মলবারতীরস্থ অন্তরীপ) হইতে মরিচ রপ্তানি হইত। যাহা হউক, মধ্যকালে মরিচের ব্যবসা যে অন্যান্য মসলার অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক ছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালে রোম ও ইংলণ্ডে মরিচের উপর শুল্ক আদায় করা হইত। ২য় হেন্‌রীর রাজত্বকালে মরিচব্যবসায়ীদের একটী সমিতি সংস্থাপিত হয়। পরে ঐ সমিতি 'গ্রোসারস্ কোম্পানি' নামে অভিহিত হয়। মধ্যকালে মরিচের দর অত্যন্ত অধিক ছিল; কারণ ইজিপ্তের মধ্য দিয়া তখন মরিচ লইয়া যাইতে হইত, এতন্নিবন্ধন ব্যবসায়ীদিগের অধিক শুল্ক ও খরচা পড়িত। ইংলণ্ডে ১ পাউণ্ড মরিচের মূল্য ১ শিলিং ছিল। এই নিমিত্ত ও অন্যান্য কারণে পর্ত্তুগীজেরা ভারতবর্ষে আসিবার জন্য অন্য পথ আবিষ্কার করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন। তৎপরে ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে তাহারা এ বিষয়ে সফল-মনোরথ হইলে মরিচের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া যায় এবং মলয়-দ্বীপপুঞ্জে ইহার চাস আরম্ভ হয়। অতঃপর মরিচের ব্যবসা পর্ত্তুগীজদিগের একরকম একচেটিয়া হইয়া উঠে। লিংসোটেনের বর্ণনা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ সময় পর্ত্তুগীজরাজ মলবার-উপকূলস্থিত প্রত্যেক দুর্গের লোকের সঙ্গে সুদৃঢ় নিয়মাধীন চুক্তিতে মরিচের কারবার করিতেন। এরূপ চুক্তিতে দুর্গের লোকদিগকে কঠিন নিয়মাবদ্ধ থাকিতে হইলেও তাহাদের এই সুযোগ ছিল যে, অন্য কেহ মরিচের চাস করিতে পারিত না। এমন কি, করিলে তাহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত।

বর্ত্তমান সময়ে মলবারের একচেটিয়া ব্যবসা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ মলয়দ্বীপপুঞ্জ ও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানসমূহে মরিচ জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি দেখা যায় যে, এ বিষয় ভারতবর্ষ অন্যান্য অনেক স্থানের নিম্নে পড়িয়া আছে। মিলবরণ বলিয়াছেন যে, ১৮২৯ খৃঃ অব্দে সুমাত্রায় ১৬৮০০০ পিকাল (১ পিকাল ১৩৩ পাউণ্ড।) মলয়-উপদ্বীপে ২৮০০০ পিকাল। শ্যামোপসাগরকূলে ৬০০০০ পিকাল। বর্ণিও দ্বীপে ২০০০০ পিকাল এবং ভারতের

পশ্চিম তীরে কেবল মাত্র ৩০০০০ পিকাল মরিচ জন্মিয়াছিল। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে এদেশে মোট ২৭৫৭৮৭১০ পাউণ্ড মরিচ রপ্তানি হয়; তন্মধ্যে ষ্ট্রেট-সেটল্‌মেণ্ট হইতে ২৫০০০০০০ এবং ভারতবর্ষ হইতে ২৫৬০০০ পাউণ্ড প্রেরিত হয়। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে এ অঞ্চল হইতে রপ্তানি মোট ২৮৫৫৫৩৯৪ পাউণ্ড, তন্মধ্যে ষ্ট্রেট সেটল্‌মেণ্ট হইতে ২৮০৪১০৯৬ পাউণ্ড।

মরিচপত্রক (পুং) মরিচস্য পত্রাণীব পত্রাণি যস্তেতি বহুব্রীহৌ ক। সরলবৃক্ষ। (রাজনি০)

মরিচসদৃশ (পুং) কক্কোলবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

মরিচাদ্যচূর্ণ, চূর্ণৌষধ ভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা, দাড়িম্ববীজচূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন গুড় ১৬ তোলা এবং যবক্ষার ১ তোলা মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অতি দুঃসাধ্য কাস এবং যে কাসে পূয়াদি পর্য্যন্ত নির্গত হয়, তাহাও উপশমিত হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না০ কাসাধিকার)

মরিচাদ্যতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। এই তৈল স্বল্প ও বৃহদ্ভেদে দুই প্রকার। প্রস্তুতপ্রণালী—স্বল্প মরিচাদ্যতৈলে কটুতৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ মরিচ, হরিতাল, মনছাল, মুথা, আকন্দের আটা, করবীমূল, তেউড়ীমূল, গোময়রস, রাখালশসার মূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, রক্তচন্দন প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং বিষ ৮ তোলা লাগে। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিতে হয়। এই তৈল ব্যবহার করিলে দদ্রু ও শ্বিত্র প্রভৃতি সকল প্রকার কুষ্ঠরোগ আশু নিরাকৃত হয়।

বৃহন্মরিচাদ্যতৈল—কটু তৈল ১৬ সের, গোমূত্র ৬৪ সের, কল্কার্থ মরিচ, তেউড়ীমূল, দন্তিমূল, আকন্দের আটা, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশসার মূল, করবীমূল, হরিতাল, মনছাল, চিতামূল, ঈশলাঙ্গলামূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, শিরীষছাল, নিমছাল, ছাতিমছাল, সিজের আটা, গুলঞ্চ, সোঁদালপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, মুথা, খদিরসার, পিপুল, বচ, লতাকটকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ পল, বিষ ২ পল। মৃতপাত্রে বা লৌহপাত্রে তৈলপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত এবং দেহের কমনীয়তা বর্দ্ধিত হয়। কুষ্ঠাধিকারে ইহা একটী অত্যুৎকৃষ্ট তৈল। প্রথম যৌবনে যে রমণীকে এই তৈলের নস্য প্রদান করা যায়, বৃদ্ধাবস্থাতেও তাহার স্তনযুগল শিথিল না হইয়া পীনোন্নত অবস্থায় থাকে। এই তৈল দ্বারা গো অশ্বাদিরও বাতরোগ দূরীকৃত হয়। (ভৈষজ্যরত্না০ কুষ্ঠরোগাধি০)

মরিমন্ (পুং) ম্রিয়তে ইতি মৃ-(জনিমৃঙ্‌ভ্যামিমনিন্। উণ্ ৪।১৪৮) ইতি ইমনিন্। মৃত্যু। (উজ্জ্বল)

মরিয়া, আসামবাসী মুসলমানজাতির শাখাবিশেষ।

মরিয়াডিহি, মধ্যপ্রদেশের দামোজেলার হট্টা তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা০ ২৪° ১৬´ উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৭৮° ৪২´ পূঃ। হট্টা নগরের ১০ মাইল উত্তরে যোগিদার-নালার তীরে অবস্থিত। এখানে বারদ্বারী নামক প্রাসাদ ও দুর্গ আছে। চক্রহারীর বুন্দেলারাজগণ মরিয়াডিহি দর্শনকালে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। এই গ্রামের নিকটে তাঁহাদের একটী রঙ্গালয় ছিল। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে হামিরপুর জেলার মধ্যবর্ত্তী কিয়দংশ স্থানের পরিবর্ত্তে তাঁহারা এই পল্লী ইংরাজহস্তে সমর্পণ করেন। এই স্থান দেশীয় মোটা কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন এখানে একটী থানা ও বিদ্যালয় আছে।

মরিয়াম্ উজ্ জমানী, মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের প্রধানা মহিষী ও সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের মাতা। কচ্ছবহ-সর্দ্দার-রাজা বিহারী মল্লের এই রূপবতী কন্যার রূপলালসায় আসক্ত হইয়া সম্রাট্ তাঁহার পাণিপীড়ন করেন। জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে আগ্রা-নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। জাহাঙ্গীর পিতার বিখ্যাত সিকেন্দরার সমাধিমন্দিরের পার্শ্বে আপনার পুণ্যবতী জননীর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কেহ কেহ বলেন, অকবরশাহ প্রাণপ্রিয়া সহধর্ম্মিণীকে স্বীয় অভিলষিত সমাধিমন্দিরের পার্শ্বে কবর দিয়াছিলেন। ঐ সমাধিমন্দির 'রৌজা মরিয়াম্' নামে খ্যাত। সাধারণের নিকট ঐ "রৌজা মরিয়াম্" অকবর শাহের Maria or Mary নাম্নী খৃষ্টান্ মহিষীর কবর বলিয়া পরিচিত।

মরিয়াম্ মকানী, সম্রাট্ অকবর শাহের মাতা, হুমায়ুনের পত্নী এবং সেখ আহ্মদ জামের প্রপৌত্রী। তাঁহার প্রকৃত নাম হামিদাবানো বেগম, মৃত্যুর পর মরিয়াম্ মকানী নামে বিখ্যাত হন। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অকবরের জন্মের পর তিনি মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন এবং তথা হইতে ৩ শত বলবান্ আরবী খোজা লইয়া দিল্লী রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাহাদিগের বাসের জন্য জন্য তিনি প্রাচীন দিল্লী-নগরাংশে হুমায়ুন-মস্‌জিদের পার্শ্বে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে আরবসরাই প্রস্তুত করাইয়া দেন। ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে ৭৮ বর্ষ বয়সে আগ্রা-নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। হুমায়ুন-মস্‌জিদে তাঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে।

মরিয়াহু, উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের জৌনপুর জেলার দক্ষিণ-

তহসীল। মরিয়াহু পরগণাও যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এই তহসীলও ততদূর ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহার প্রায় সমুদয় স্থানই সমতল, মধ্যে মধ্যে কতকগুলি সামান্ত জলবিশিষ্ট ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। উত্তর-পশ্চিমকোণ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিতা বিশাহী নদী এই তহসীলকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উত্তর-পূর্ব্বদিকে শাই নদী অবস্থিত। জৌনপুর হইতে মির্জাপুর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা এই তহসীলের উত্তরদক্ষিণ দিক্ দিয়া গিয়াছে। এখান হইতে কাশী ও প্রতাপগড় যাইবার জন্য একটী কাঁচা রাস্তা আছে। ভূপরিমাণ ৩২৯ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ২১৫ মাইল মাত্র ভূমিতে আবাদ হইয়াছে। কৃষকদিগের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কোএরি, আহীরী এবং চামার।

২ উক্ত তহসীলের একটী প্রধান সদর। অক্ষা॰ ২৫° ৩৮´ ৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮২° ৩৮´ ৪০´´ পূঃ। মির্জাপুরের রাস্তার উপর, জৌনপুর সহর হইতে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। মরিয়াহু সহরে একটী সুদীর্ঘ প্রধান রাস্তা আছে। এখানে জমির এত অভাব যে, গৃহের সন্নিকটস্থ স্থান পর্য্যন্ত চাস করা হইয়া থাকে। পুরাকালে এই স্থান তন্তুবায়দিগের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহারা অপরাপর স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। এই নগরে একটী তহসীল-কাছারী, দেওয়ানী আদালত, ইংরাজি বিদ্যালয়, ডাকঘর, থানা ও সৈন্যদিগের আড্ডা আছে। মঙ্গলবার ও শুক্রবারে এখানে হাট বসিয়া থাকে।

মরিসস্, ভারত-মহাসাগরস্থ একটী দ্বীপ (Mauritius), পূর্ব্বে ইহা ফরাসীদিগের অধিকারে ছিল এবং মরিসস্ নামের পরিবর্ত্তে আইল্-ডি-ফ্রান্স নামে অভিহিত হইত। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর এই স্থান ভারতীয় ঔপনিবেশিকদিগের বসবাস হওয়ায় অনেক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। জলবায়ুর প্রভাব ও মৃত্তিকার আর্দ্রতা হেতু এই স্থানে মরণকর নানা রোগের প্রভাব দেখা যায়। যে সকল দীন দুঃখী অন্নক্লিষ্ট ভারতীয় কুলি মরিসস্ দ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই অকালে জীবন হারাইয়াছে। রামায়ণোক্ত রাবণানুচর মারীচ রাক্ষসের নামানুসরণ করিয়া এই দ্বীপ বাঙ্গালায় 'মারীচসহর' নামে ঘোষিত হইয়াছে।

এই দ্বীপে ভারতমহাসাগরের অক্ষা॰ ২০° হইতে ২০°৩৪´ দঃ এবং দ্রাঘি॰ ৫৭°২০´ হইতে ৫৭° ৪৬´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা উত্তরদক্ষিণে ৩৮ মাইল এবং পূর্ব্বপশ্চিমে ২৭ মাইল। ভূপরিমাণ ৭ শত বর্গ মাইল।

এখানকার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত। ১ ভারতীয় ঔপনিবেশিক, ২ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বা মুক্ত ক্রীতদাস-সম্প্রদায়, ৩ ফরাসী ঔপনিবেশিক এবং ৪ তদ্দেশের আদিম অধিবাসী।

এই দ্বীপের চতুষ্পার্শ্বে সমান্তরাল মালাকারে বেষ্টিত উন্মুখপ্রায় দ্বীপাবলী দৃষ্টিগোচর হয়। ভাঁটার সময় উহাদিগের চূড়া সম্পূর্ণরূপে পরিশুষ্ক ভূমির ন্যায় সমুদ্রবক্ষে জাগিয়া থাকে; কিন্তু জোয়ারের জলে তাহা সম্যক্‌রূপে ডুবিয়া যায়। উক্ত প্রবালশৃঙ্গের কএকটী বর্ত্তমানে দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছে। মূলদ্বীপে উপস্থিত হইলে এই প্রবালশৃঙ্গের মধ্য দিয়া ১০।১২ বাঁক ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়।

মরিসস্ দ্বীপে কএকটী উচ্চশৃঙ্গ গিরিমালা দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলের গ্রাবাণ্ট অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী শৈলমালার শৃঙ্গ ৩ হাজার ফিট্ এবং উত্তর-পূর্ব্বের লুই-বন্দরস্থ 'পিটার বোট্' নামক পর্ব্বতের শৃঙ্গ ২৭ শত ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বতগুলির প্রস্তরসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীতি হয়, আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুদ্গীরণ জন্যই ঐ সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। ভূমিভাগ সমধিক উর্ব্বরা হইলেও জলাময় খাতে পরিপূর্ণ।

পার্ব্বতীয় ভূভাগে জাহাজ-প্রস্তুতকরণোপযোগী কোনকাষ্ঠাদি পাওয়া যায় না। বন্যবিভাগে একমাত্র ইবনি লৌহকাষ্ঠ ও লালকাষ্ঠ হইতে কতক পরিমাণ আয় হইয়া থাকে, কিন্তু তেঁতুল, নারিকেল, বাঁশ ও তুঁথফলের গাছ প্রভৃতি গৃহকর্ম্মে ও জ্বালানি কাষ্ঠরূপেই ব্যবহৃত হয়।

কার্ত্তিক হইতে প্রায় বৈশাখ পর্য্যন্ত এখানে নিরন্তর বৃষ্টিপাত হয়। এজন্য বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময় সমগ্র দ্বীপভাগ জলময় থাকে। এইরূপ জলসিক্ত থাকায় তথাকার বায়ু স্বাস্থ্যের বিশেষ হানিকর হয়। এখানকার দারুণ গ্রীষ্মের উষ্ণতা ৮৭°F এবং অত্যধিক শৈত্যতা ৬০°F কম হয় না। বায়ু সাধারণতঃই দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখী।

খাদ্যের জন্য তথাকার অধিবাসিগণ ধান্য, গম, ছোলা, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য, বীটাদ রসাস্বাদক মূল এবং নানাপ্রকার শাক সব্‌জি উৎপাদন করিতে শিখিয়াছে। উৎকৃষ্ট ফলের মধ্যে আম্র, আতা, পেয়ারা প্রভৃতি প্রধান। এতদ্ভিন্ন এখানে প্রভূত পরিমাণে ইক্ষুর চাস হইয়া থাকে। ঐ ইক্ষুজাত চিনি ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের নানা স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। এই চিনি আমাদের দেশে মারীচসহরের চিনি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অশ্বগবাদি নাই বলিলেও চলে। তৃণাদির অভাবহেতু অন্যস্থান হইতে আনিয়া পালন করিবার উপায়ও নাই। দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য কতকগুলি খচ্চর ও গর্দ্দভ দেখা যায়।

ছাগ, ভেড়া ও শূকর যথেষ্ট আছে, উহা সাধারণের আহার্য্য-মধ্যে পরিগণিত।

লুই বন্দর (Port Louis) ইহার প্রধান নগর। অক্ষা° ২০° ৯´ দঃ এবং দ্রাঘি° ৫৭° ২৯´ পূঃ। দ্বীপের উত্তরপশ্চিম কোণের উপসাগর একটি ক্ষুদ্র সমুদ্র-খাঁড়ির মুখে অবস্থিত। খাঁড়ির মোহানার অদূরে টোনেলিয়ার দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী প্রবালশৈল আছে। ঝটিকার সময় পোতাদি উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভীষণ বায়ুর আন্দোলন হইতে রক্ষা পায়। ফরাসী ও ইংরাজের ন্যায় সুসভ্য জাতির শাসনে থাকিয়া এই নগর সর্ব্ববিষয়ে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই নগরের দুর্গ, সেনানিবাস, আদালত, বাজার, বিশ্ববিদ্যালয়, থিয়েটার, হাসপাতাল, ডক, ও পুস্তকাগার উল্লেখযোগ্য, এতদ্ভিন্ন মহে-বার্গ ও গ্রাণ্ডপোর্ট নামক ক্ষুদ্র নগরদ্বয়ে নানা দ্রব্যের বাণিজ্য চলিয়া থাকে। একজন গবর্ণর ব্যবস্থাপক-সমিতির মতানুবর্ত্তী হইয়া সিচিলিস্ দ্বীপপুঞ্জ সহ এই দ্বীপ শাসন করিয়া থাকেন।

বটেভিয়া, বোম্বাই, সুরাত, মস্কট, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, পারস্য ও আরব্যোপসাগর-তীরবর্ত্তী নগরসমূহ, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল, উত্তমাশা অন্তরীপ, মাদাগাস্কার এবং সুদূর ইংলণ্ডেও মারাচ সহরের চিনি প্রভৃতি নানা দ্রব্যের রপ্তানি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এখানকার নীল, লবঙ্গ ও নানা প্রকার কাষ্ঠ বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। ভারত হইতে তুলা ও রেশম এবং ইংলণ্ড হইতে কার্পাসবস্ত্র, মদ্য, তৈল, টুপি, লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহারযোগ্য পাত্রাদি এখানে আনীত হইতেছে। আরব ও পারস্যোপকূলবর্ত্তী নগরে মরিসস্-চিনির কারবার আছে। চিনির পরিবর্ত্তে এখান হইতে তাহারা মেওয়া (শুষ্ক আঙ্গুর, পেস্তা প্রভৃতি) দ্রব্য লইয়া যাইত। মাদাগাস্কার দ্বীপের সহিত একমাত্র ধান্য ও গবাদি পশুর কারবার আছে।

১৫০৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ নাবিকদিগের দ্বারা মরিসস্ ও বোর্বোঁ দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা এই দ্বীপ অধিকার করিলেও, প্রকৃতপক্ষে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ বণিক্-সম্প্রদায় এই দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা আপনাদিগের প্রজাতন্ত্রের সম্পাদক মরিস্ (Maurice) সাহেবের নামানুসারে এই দ্বীপের মরিসস্ নাম রাখেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম গ্রাণ্ডপোর্ট নামক নগরে বাস করেন, কিন্তু স্থানীয় অস্বাস্থ্যতা-নিবন্ধন তাহারা ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজ এই দ্বীপ অধিকারপূর্ব্বক লুই বন্দরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ফরাসীঅধিকারে এই দ্বীপ (Isle de France) নামে অভিহিত ছিল। ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসীগণ এই দ্বীপের বাণিজ্যাধিকার অপ্রতিহতভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধি সর্ত্তে জামিন স্বরূপ এই স্থান ইংরাজকরে সমর্পিত হয়। (বৃহৎস° ১৪।২৩)

মরীচ (ক্লী) মৃ-বাহুলকাৎ ঈচঃ। স্বনামখ্যাত কটুদ্রব্যবিশেষ, গোলমরিচ। [মরিচ দেখ।]

মরীচি (পুং) ম্রিয়ন্তে পাপরাশির্যস্মিন্নিতি মৃ (মৃকনিভ্যা-মীচিঃ। উণ্ ৪।৩০) ইতি ঈচি, তপঃপ্রভাবাদস্য তথাত্বং। মুনিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ মানস পুত্র। ইহার ভার্য্যা কর্দ্দমমুনিকন্যা কলা, পুত্র কশ্যপ ও পূর্ণিমাস। (ভাগবত)

প্রতিদিন ইঁহার উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। সপ্তর্ষিদিগের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রধান।

২ দনুপুত্র। (হরিবংশ ৩।৮২) ৩ মরুদ্গণের অন্যতম।

"মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী।" (গীতা ১০।২১)

৪ প্রিয়ব্রতবংশীয় সম্রাজের পুত্র।

"চিত্ররথাদূর্ণায়াং সম্রাড়জনিষ্ট। ততঃ উৎকলায়াং মরীচির্মরীচের্ব্বিন্দুমত্যাং বিন্দুমানুদপদ্যত॥"

৫ ষট্-ত্র্যসরেণু-পরিমাণ। (ভাগবত ৫।১৫।১৪-১৫)

(পুং স্ত্রী) ৬ কিরণ। ৭ মহর্ষিভেদ। ৮ দৈত্যভেদ।

"গর্ভং দধত্যর্কমরীচয়োঽস্মাদ্বিবৃদ্ধিমত্রাশ্নুবতে বসূনি।" (রঘু ১৩।৪)

(স্ত্রী) ম্রিয়ন্তে ইব দেবা যদ্দর্শনাদিতি মৃ-ঈচি। ৯ অপ্সরোবিশেষ।

"মরীচিঃ শুচিকা চৈব বিদ্যুদ্বর্ণা তিলোত্তমা।
অম্বিকা লক্ষণা ক্ষেমা দেবী রম্ভা মনোরমা॥"
(ভারত ১।১২৩।৬৩)

ম্রিয়ন্তে বারিভ্রমেণ জীবা যস্যাঃ, মৃ-অপাদানে ঈচি। ১০ মরীচিকা।

"বেশ্যা প্রেমণি সদ্ভাবো যদস্মিন্ বুধ্যতে স্বয়া।
সত্যং ভবতি কিং জাতু জলং মরুমরীচিষু॥"
(কথাসরিৎসা° ৫৭।৯১)

মরীচি, ১ শঙ্করাচার্য্যের জনৈক শিষ্য। ২ জনৈক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। নারদীয়সংহিতায় ইহার উল্লেখ আছে। ৩ জৈন পুরাণোক্ত প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পৌত্র। ৪ পুরাণোক্ত মুনিবিশেষ। ইহাঁর ঔরসে সম্ভূতীর গর্ভে পৌর্ণমাস নামে এক পুত্র জন্মে। ৫ জনৈক সংহিতাকার। ৬ উপপুরাণভেদ।

মরীচিকা (স্ত্রী) মরীচিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্। মৃগতৃষ্ণা, সূর্য্যকিরণে জল-ভ্রম। অতি দূরে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণদর্শনে পিপাসার্ত্ত মৃগ জলভ্রমে তদভিমুখে ধাবমান হয়, মৃগের এই-

রূপ ভ্রমকে মরীচিকা কহে। গ্রীষ্মকালে উৎকট রবিরশ্মি সিকতামূলে পতিত হইলে বালুকা উত্তপ্ত হইয়া দূর হইতে জলবৎ প্রতীয়মান হয়। যে ভ্রমে মৃগগণ জলভ্রমে ধাবিত হইয়া ভগ্নমনোরথ হয়, এইরূপ ভ্রান্তির নাম মরীচিকা। কেহ কেহ তীক্ষ্ণ সূর্য্যকিরণোত্তপ্ত বালুকাসংস্পৃষ্ট বায়ু হইতে উদ্ভূত বাষ্পরাশিকে মৃগতৃষ্ণা (Mirage) কহেন।

'গ্রীষ্মে মরুদেশসিকতাদাবর্ককরাঃ প্রতিফলিতা দূরস্থানাং জলত্বেনাভান্তি তন্মরীচিকা মৃগতৃষ্ণা, উৎকট-রবিরশ্মি-জনক্ষিতিবাষ্পজালং মরীচিকা, দূরস্থংতে যন্মরুথৈর্জলমিব দৃশ্যতে ইত্যপরে' (ভরত) মৃগের যেরূপ মরুভূমিতে জলভ্রম হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ জীবের ব্রহ্মে এই জগদ্ভ্রান্তি হইতেছে। [মৃগতৃষ্ণা দেখ।]

২ বৌদ্ধমতে জগদন্তরভেদ।

মরীচিগর্ভ (ত্রি) মরীচি আলোককণা গর্ভে যস্য। ১ সূর্য্য। ২ জগদ্ভেদ। ৩ দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে দেবগণভেদ।

মরীচিতোয় (ক্লী) মরীচিকা, মৃগতৃষ্ণা।

"স্বয়ং পরাভিধ্যানেন বিভ্রংশিতস্মৃতিস্তয়ৈব মরীচিতোয়প্রায়াংস্তানেবাভিধাবতি" (ভাগবত ৫।১৪।১০)

মরীচিন্ (ত্রি) মরীচি অস্ত্যর্থে ইনি। ১ কিরণযুক্ত। (পুং) ২ সূর্য্য ও চন্দ্র।

মরীচিপ (ত্রি) ১ সূর্য্যরশ্মিপানে দেহধারী। ২ মরীচিপালক দেবতা।

"দেবেভ্যস্ত্বা মরীচিপেভ্যঃ" (শুক্লযজু° ৭।৩)

'মরীচিপেভ্যঃ মরীচিপালকেভ্যঃ' (বেদদীপ°)

৩ ঋষিকুলবিশেষ।

মরীচিপত্তন (ক্লী) নগরভেদ।

মরীচিমৎ (ত্রি) মরীচি অস্ত্যর্থে মতুপ্। মরীচিযুক্ত। কিরণযুক্ত। (পুং) ২ সূর্য্য।

মরীচিমালিন্ (ত্রি) মরীচিমালা অস্ত্যস্যেতি ইনি। মরীচিমালাযুক্ত, চন্দ্র ও সূর্য্য। ২ কিরণমালাবিশিষ্ট।

মরীমৃজ (ক্লী) পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন দ্বারা পরিষ্কার করণ।

মরীমৃশ (ত্রি) অনুভব-করণ।

মরীয়মি (স্ত্রী) ইংরাজী Mary শব্দের অপভ্রংশ। রোমকসিদ্ধান্তে যে মরীয়মিপুত্রের উল্লেখ আছে, তাহা মেরিপুত্র খৃষ্টের নামান্তর বলিয়া অনুমিত হয়।

মরু (পুং) ম্রিয়তেঽস্মিন্নিতি মৃ (ভৃমৃশীতি। উণ্ ১।৭) ইতি উ। ১ নির্জ্জলদেশ, মরুভূমি।

"অদৃশ্যা গচ্ছ ভীরু ত্বং সরস্বতী মরূন্ প্রতি।"

(ভারত ১৩।১৫৪।২১)

২ পর্ব্বত।

"তত্রাপশ্যাম বৈ সর্ব্বে মধু পীতমমাক্ষিকম্।
মরুপ্রপাতে বিষমে নিবিষ্টং কুম্ভসম্মিতম্॥"(ভারত ৫।৬৪।১৮)

৩ দাশেরক দেশ। পর্য্যায় ধন্বা।

'শাল্বাস্তু কারকুক্ষীয়া মরবস্তু দশেরকাঃ' (হেম)

৪ মরুবক বৃক্ষ। (ভাবপ্র°) ৫ নিমিবংশীয় হর্য্যশ্বপুত্র।

(ভাগবত ৯।১৩।১৫)

৬ সূর্য্যবংশীয় ভাবীরাজবিশেষ। ভগবান্ কল্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া ম্লেচ্ছদিগকে নিধন ও মরুকে অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করেন। পরে বিশাখযূপ রাজার কন্যার সহিত ইহার বিবাহ হয়*।

৭ বসুদিগের অন্যতম। [কল্কি দেখ।]

"বাসবানুগতা দেবী জনয়ামাস বৈ সুতান।
মরুং বৈ প্রথমং দেবং দ্বিতীয়ং ধ্রুবমব্যয়ম্॥"

(হরিবংশ ১২৬।৪৭)

৮ নরকাসুরের সহচর অসুরভেদ। ৯ শীঘ্ররাজের পুত্রভেদ। ১০ মারবার রাজ্য ও তদ্দেশবাসী।

মরুক (পুং) ১ ময়ূরভেদ। ২ মৃগবিশেষ।

মরুকচ্ছ (পুং) দেশবিশেষ।

"নেপাল-ভৃঙ্গি-মরুকচ্ছ-সুরাষ্ট্র-মদ্রান্।" (বৃহৎস° ৪।২২)

মরুকুচ্ছ (পুং) দেশবিশেষ। ইহার পাঠান্তর মরুকুৎস এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

"বেণুমতী ফল্গুলুকা গুরুহা মরুকুৎসচর্ম্মরঙ্গাখ্যাঃ।"

(বৃহৎসংহিতা ১৪।২৩)

মরুকেশ্বর, শিবলিঙ্গভেদ। (স্কন্দপু° নাগর° ১০২।১৩)

মরুকোট, দেশভেদ। (স্কান্দে নাগর ১০২।৪)

মরুচীপট্টন (ক্লী) দেশভেদ।

"কাঞ্চীমরুচীপট্টনচের্য্যাযাব্যকসিংহলা ঋষভাঃ।"(বৃহৎস° ১৪।১৫)

---

* "খগণাধিধৃতসস্থাদ্ধিরণ্যো নাভসংজ্ঞিতঃ।
ততঃ পুষ্পার্ণবস্তস্মান্মুদ্গলোঽথাগ্নিবর্ণকঃ।
তস্মাৎ শীঘ্রোঽভবৎ পুত্রঃ পিত্রা মেঽতুলবিক্রমঃ।
তস্মান্মরুং মাং কেঽপীহ বুধশ্চাপি সুমিত্রকম্।
কলাপগ্রামমাসাদ্য সিদ্ধ সত্তপসি স্থিতম্।
তবাবতারং বিজ্ঞায় ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ।
প্রতীক্ষ্য কালং লক্ষাব্দং কালপ্রাপ্তস্তবান্তিকম্।
মরো। ত্বামভিষেক্ষ্যামি নিজাযোধ্যাপুরেঽধুনা।
হত্বা ম্লেচ্ছানধর্ম্মিষ্ঠান্ প্রজাভূতবিহিংসকান্।
বিশাখযূপভূপালতনয়াং বিনয়ান্বিতাম্।
বিবাহে রুচিরাপাঙ্গীং সুন্দরীং তাং প্রদাস্যতি।" (কল্কিপু° ১৮অ°)

মরুজ (পুং) মরৌ নির্জ্জনদেশে জায়তে ইতি জন-ড। ১ নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ০) (স্ত্রী) ২ বংশাঙ্কুর। (বৈদ্যকর০) (ত্রি) ৩ মরুদেশজাত।

মরুজা (স্ত্রী) মরুজ স্ত্রিয়াং টাপ্। মৃগের্ব্বারু। (রাজনি০)

মরুজাতা (স্ত্রী) ১ কপিকচ্ছুলতা, আলকুশী। ২ লবুকুহিরী।

মরুটা (স্ত্রী) উচ্চ-ললাটযুক্ত স্ত্রী। (শব্দরত্না০)

মরুণ্ডা (স্ত্রী) উচ্চললাটা নারী। (ত্রিকা০)

মরুত (পুং) ম্রিয়তে প্রাণিনো যদভাবাদিতি মৃ-বাহুলকাৎ উত। ১ বায়ু।

"তদেনাং মুখমরুতেন বিশদাং করবাণি" (শকুন্তলা)

২ দেব। (ভরতধৃত ব্যাড়ি) ৩ ঘণ্টাপারুলিবৃক্ষ। (শব্দচ০) ৪ যদুবংশীয় রাজভেদ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ রাজর্ষি ছিলেন। সিতেষুর পুত্র ও উশনার পৌত্র। ইঁহার কম্বলবর্হি নামে এক পুত্র জন্মে। (লিঙ্গপুরাণ)

মরুৎ (পুং) ম্রিয়তে প্রাণী যস্মাভাবাদিতি মৃ (মৃগ্রোরুতি। উণ্ ১।৯৪) ইতি উৎ। ১ বায়ু।

"ভূশতাপভৃতা ময়া ভবান্ মরুদাসাদিতুষারসাধকান্।"

(নৈষধচরিত ২।৫৩)

হিন্দুশাস্ত্রে মরুৎ শব্দের অর্থ বায়ু। সর্ব্বশুদ্ধ উনপঞ্চাশটী মরুদ্ দেবতা। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, দিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে তাঁহাদের জন্ম হয়। মতান্তরে দিতিপুত্র পবনকে ইন্দ্রদেব উনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। অনন্তর "মা রোদীঃ" অর্থাৎ "ক্রন্দন করিও না" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন, এই নিমিত্তই মরুৎ নাম হইল। [পবন দেখ।]

২ মরুবক বৃক্ষ। (ভাবপ্র০) ৩ দেব। ৪ সাধ্যবিশেষ।

"ধর্ম্মাল্লক্ষ্ম্যুস্তবঃ কামঃ সাধ্যাসাধ্যান্ ব্যজায়ত।
প্রভবং চ্যবনঞ্চৈবমীশানং সুরভীং তথা।
অরণ্যং মরুতঞ্চৈব বিশ্বাবসু বলধ্রুবৌ॥"(হরিবংশ ১৯৬।৪৫)

৫ ভ্রাতৃবৎসল দেবতাবিশেষ।

"ভ্রাতৃণাং প্রায়ণং ভ্রাতা যোঽনুতিষ্ঠতি ধর্ম্মবিৎ।
স পুণ্যবন্ধুঃ পুরুষো মরুদ্ভিঃ সহ মোদতে॥" (ভাগবত৬।৫অ০)

'মরুদ্ভিঃ ভ্রাতৃবৎসলৈঃ দেবৈঃ' (স্বামী)

৬ হিরণ্য। ৭ ঋত্বিক্। (নিঘণ্টু) ৮ গ্রন্থিপূর্ণ বৃক্ষ। (মেদিনী) (স্ত্রী) ৯ পৃক্কা। (শব্দরত্না০)

মরুৎ, মুসলমানদিগের স্বর্গীয় দূতভেদ। কোরাণে লিখিত আছে,—আদমের পুত্রগণ পৃথিবীতে নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করে। ধরাধামে এই অত্যাচার দর্শনে স্বর্গীয় দূতগণ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া জগৎ-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিকট তৎসমুদায় জ্ঞাপন করিলেন। জগৎপিতা তদনুসারে মরুৎ ও হারুৎ নামক দেবদূতদ্বয়কে মনোনিত করিয়া ধরাধামে প্রেরণ করেন। তাঁহারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সাতিশয় নৈপুণ্যের সহিত স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। অবশেষে জোহ্রা (শুক্রগ্রহ) রমণীদেহ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে, তাহারা তাঁহার রূপলাবণ্য সন্দর্শনে মুগ্ধ ও প্রেম-পীড়িত হইয়া প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর উক্ত রমণী স্বর্গে গমন করিলে পর, মরুৎ ও হারুৎ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু স্বর্গরক্ষক রিদওয়ান্ তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহারা শেষবিচারের দিন পর্য্যন্ত বাবিলনে আবদ্ধ থাকিলেন।

মরুৎকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্, মরুতো অপান-বায়োঃ করঃ। ১ রাজমাষ। (শব্দচ০) (ত্রি)
২ মরুৎকারী।

"কষায়মধুরাঃ শীতাঃ কটুপাকা মরুৎকরাঃ।
বদ্ধমূত্রপুরীষাশ্চ পিত্তশ্লেষ্মহরাস্তথা॥"

(সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৪৬ অ০)

মরুৎকর্ম্মন্ (পুং) ১ উদরাধ্মান। ২ বায়ুনিঃসরণ।

মরুৎক্রিয়া (স্ত্রী) মরুতঃ ক্রিয়া। অপানোৎসর্গ, বাতকর্ম্ম।

মরুত্ত (পুং) মরুদস্ত্যস্যেতি মরুৎ-(তপ্‌পর্ব্বমরুদ্ভ্যাং। পা ৫।২।১২২) ইত্যত্র কাশিকোক্ত্যা তপ্। চন্দ্রবংশীয় রাজ-বিশেষ। ইনি অবীক্ষিতরাজের পুত্র। মরুত্ত চক্রবর্ত্তী নরপতি ছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—চন্দ্রবংশীয় রাজশ্রেষ্ঠ করন্ধমের অবীক্ষিত নামে এক পুত্র হয়। অবীক্ষিত বীরপুরুষগণের অগ্রণী ছিলেন। ইনি বিদিশাধিপতি বিশালের কন্যাকে স্বয়ং-বর-সভায় হরণ করিলে, সমবেত নরপতি সকল সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধস্থলে ইঁহাকে বন্ধন করেন। ইহার পিতা এই সংবাদ অবগত হইয়া রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্রের বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন।

পরে বিদিশাধিপতি রাজা বিশাল ঐ কন্যাকে অবীক্ষিতের সহিত বিবাহ দিবার জন্য বলেন, কিন্তু রাজগণের নিকট পরাজিত অবীক্ষিত দৈন্যপ্রাপ্ত হন। এই কারণে ঐ কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হন নাই। এদিকে বিশালতনয়া অবীক্ষিত ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। ইহার পিতা কন্যাকে অনেক বুঝাইয়া অপর রাজকুমারকে পতিত্বে বরণ করিতে বলেন। ইহাতে তিনি বলেন,—পিতঃ! যদি ইনি আমাকে পরিগ্রহ না করেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, তপস্যা ভিন্ন অন্য কেহই এ জন্মে আমার ভর্ত্তা হইতে পারিবে না। রাজা বিশাল

অনন্যোপায় হইয়া আর কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ঐ কন্যা তপস্যার্থ বন গমন করিলেন। রাজকুমারী কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া শরীরক্ষয় করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহাকে আত্মত্যাগে স্থিরসঙ্কল্প জানিয়া দেবদূতকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দূত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—আমি দেবদূত, দেবতারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, 'এই শরীর অতীব দুর্লভ। ইহা তুমি ত্যাগ করিও না। তুমি চক্রবর্ত্তীর জননী হইবে তোমার পুত্র অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া সপ্তদ্বীপ-পৃথিবী ভোগ করিবেন। রাজকুমারী এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "স্বামী ব্যতিরেকে আমার তাদৃশ পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইবে? অবীক্ষিত ভিন্ন অন্য কেহই এ জন্মে আমার ভর্ত্তা হইবেন না; ইহাই আমি পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমার পিতা ও স্বামীর জনক করন্ধম বারংবার অনুরোধ করিলেন এবং আমিও তাঁহাকে বহুবিধ বিনয় ও যাজ্ঞা করিয়াছিলাম, তথাপি তিনি আমাকে পরিগ্রহ করিলেন না।'

ইহাতে দেবদূত কহিলেন, তোমার আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তোমার নিশ্চয়ই পুত্র জন্মিবে। অতএব তুমি অধর্ম্ম করিয়া আত্মাকে ত্যাগ করিও না। এই কাননেই অবস্থিতি করিয়া এই ক্ষীণশরীরকে পোষণ কর।

কালক্রমে অবীক্ষিতজননী বীরা পুত্রকে কহিলেন, 'আমি কিমিচ্ছক ব্রতের অনুষ্ঠান করিব, তুমি ইহার সহায়তা কর।' ইহাতে অবীক্ষিত কহিলেন, 'ধন আমার পিতার আয়ত্ত, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তবে আমার শরীর দ্বারা যাহা হইতে পারে, তাহা আমি সম্পন্ন করিব, ইহা প্রতিজ্ঞা করিলাম।'

অবাক্ষিত এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে রাজা করন্ধম তাহার সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, 'বৎস! আমি এক বিষয়ে তোমার নিকট প্রার্থী। আমাকে অভিলষিত বস্তু প্রদান কর, তখন অবীক্ষিত কহিলেন, তাত! আপনাকে যাহা দান করিতে হইবে, তাহা বলুন, সাধ্যই হউক, আর অসাধ্যই হউক, অবশ্যই সম্পাদন করিব। রাজা কহিলেন 'আমাকে আমার ক্রোড়ে পৌত্রের মুখ দর্শন করাও।' অবীক্ষিত কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার একমাত্র পুত্র। তাহাতে আবার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি। আমার স্ত্রীপুত্র কিছুই নাই, তবে আমি কিরূপে পৌত্রের মুখ দর্শন করাইব। রাজা কহিলেন, তুমি অন্যায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ। সম্প্রতি প্রতিজ্ঞা অনুসারে পুনরায় দারপরিগ্রহ কর। ইহাই আমার প্রার্থনা। অবীক্ষিত তাহাতে সম্মত হইলেন।

অতঃপর একদা রাজনন্দন অবীক্ষিত মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন, তথায় বিচরণ করিতে করিতে, শুনিতে পাইলেন, কোন রমণী চীৎকার করিয়া কহিতেছে, আমি রাজা করন্ধমের পুত্র পৃথিবীশ্বর ধীমান্ অবীক্ষিতের ভার্য্যা। দুরাত্মা অসুর আমাকে হরণ করিতেছে। অবীক্ষিত এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই কি আমার ভার্য্যা? অথবা ইহা কাননবাসী দুষ্ট-প্রকৃতি মায়াবী রাক্ষসগণেরই মায়া; যাহা হউক, আমি যখন আসিয়াছি, তখন যথার্থতত্ত্ব জানিয়া ইহার প্রতীকার করিব। অবীক্ষিত স্থিরচিত্তে শরলক্ষ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দনুর পুত্র দৃঢ়কেশ দণ্ডহস্তে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা এক কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছে। তিনি তন্নিবন্ধন "ত্রাহি ত্রাহি," রবে চীৎকার করিতেছেন। অবীক্ষিত তখন কালবিলম্ব না করিয়া দানবকে যুদ্ধে আহ্বানপূর্ব্বক তাহাকে সংহার করিলেন।

দুরাত্মা দানব নিহত হইলে, দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন,—'তুমি বর প্রার্থনা কর, তিনি পিতার প্রিয় কামনায় মহাবীর্য্য পুত্র প্রার্থনা করিলেন। দেবগণ বলিলেন, তুমি যে এই কন্যাকে মোচন করিলে, ইহারই গর্ভে তোমার মহাবল চক্রবর্ত্তী পুত্র হইবে।

এই সময় তুলর নামক গন্ধর্ব্ব অন্যান্য সহচরগণে পরিবৃত হইয়া তথায় সমাগত হইল এবং বলিতে লাগিল, এই মালিনী আমারই নন্দিনী, ইহার নাম ভামিনী। অগস্ত্যের অভিশাপে বিশালের তনয়া হইয়াছে। তুমি এই নৃপাত্মজাকে গ্রহণ কর, ইহার গর্ভে তোমার চক্রবর্ত্তী পুত্র হইবে। রাজপুত্র অবীক্ষিত এই কথায় সম্মত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

কিছু দিন অতিবাহিত হইলে তাঁহার এক পুত্র হইল। তুম্বুরু এই জাতবালকের জাতকর্ম্মাদি সমাধান করিয়া এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন,—"মরুৎ তোমার মঙ্গল করুন, পূর্ব্ব-মরুৎ ধূলিরাশি উত্থিত না করিয়া তোমার কল্যাণকল্পে প্রবাহিত হউন, দক্ষিণমরুৎ অক্ষীণ ও নির্ম্মল হইয়া তোমার অনুকূলে অবস্থিতি করুন, পশ্চিম-মরুৎ তোমাকে উৎকৃষ্ট বীর্য্য প্রদান এবং উত্তর-মরুৎ তোমার বিশিষ্টরূপ বলাধান করুন।" এইরূপে স্বস্ত্যয়ন সমাহিত হইলে, অশরীরিণী বাণী বলিতে লাগিলেন, তোমার গুরু বারংবার তোমার উদ্দেশে মরুৎ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, অতএব এই বালক পৃথিবীতে 'মরুত্ত' নামে অভিহিত হইবে। পৃথিবীস্থ সকল রাজাই ইহার আজ্ঞার বশীভূত হইবেন।

অনন্তর রাজপুত্র অবীক্ষিত আপনার পুত্র মরুত্ত ও কলত্রের সহিত নিজ ভবনে গমন করিলেন। রাজা পৌত্র

মুখাবলোকন করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদা রাজা অবীক্ষিতকে কহিলেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, বনে যাইব, অতএব তুমি রাজ্য গ্রহণ কর।

অবীক্ষিতও তপশ্চরণার্থ অরণ্যগমনে অভিলাষী হইয়াছিলেন। এইজন্য পিতা এইরূপ আদেশ করিলে তিনি অনুনয় বিনয়সহকারে কহিতে লাগিলেন,—পিতঃ! আমি পৃথিবী পালন করিব না, আমার মন হইতে লজ্জা এখনও যায় নাই, অতএব আপনি অন্য কাহাকে রাজ্যে নিয়োজিত করুন। দেখুন আমি বন্দী হইয়াছিলাম, আপনিই আমাকে মোচন করিয়াছেন, আমি স্বীয় বীর্য্যে উদ্ধার পাই নাই। সুতরাং আমার আবার পৌরুষ কি? যদি পৌরুষ না রহিল, তাহা হইলে কিরূপে পৃথিবী শাসন করিব।

পিতা কহিলেন,—পিতা যেরূপ পুত্র হইতে ভিন্ন নহেন, পুত্রও তেমনি পিতা হইতে অভিন্ন। তোমাকে অন্য কেহ মুক্ত করে নাই, স্বয়ং পিতাই তোমাকে মোচন করিয়াছেন। পুত্র কহিলেন,—নরেশ্বর! আমি আর মনের গতি কিছুতেই ফিরাইতে পারিতেছি না। অন্যের সাহায্যে মুক্ত হইয়া আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। বলিতে কি, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যাহারা পিতার উপার্জ্জিত অর্থভোগ করে অথবা পিতৃকৃত চেষ্টায় কৃচ্ছ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়, তাহাদের যে গতি হইয়া থাকে, আমারও যেন সেই গতি হয়।

পিতা বারংবার বলিলেও অবীক্ষিত তাহাতে সম্মত হইলেন না; তখন তাঁহার পুত্র মরুত্ত রাজা হইলেন।

মরুত্ত পিতার আজ্ঞানুসারে পিতামহের নিকট রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ঔরসপুত্রের ন্যায় প্রজাদিগকে পালন এবং যথাবিধানে ভূরি ভূরি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীদেবী মহাত্মা মরুত্ত কর্ত্তৃক পরিপালিতা হইয়া সতত দেবসমাজে মরুত্তের গুণানুকীর্ত্তন করিতেন। রাজা মরুত্ত যজ্ঞ করিয়া কেবল রাজগণকে অতিক্রম করেন নাই; শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবরাজকেও পরাভূত করিয়াছিলেন। অঙ্গিরার পুত্র সম্বর্ত্ত ইঁহার যজ্ঞে ঋত্বিক্ ছিলেন। রাজা মরুত্ত সুরগণ-সেবিত সুবর্ণময় মুঞ্জবান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গ যজ্ঞার্থ আহরণ করেন। ইঁহার যজ্ঞীয় প্রাসাদ সকল সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত ছিল।

এইরূপে রাজা মরুত্ত রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে, একদা এক তপস্বী তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, 'রাজন্! তাপসমণ্ডলী সম্প্রতি মদোন্মত্ত উরগগণ কর্ত্তৃক বিষাভিভূত হইয়াছেন, তদ্দর্শনে ভবদীয় পিতামহী বলিয়া দিয়াছেন,—"তোমার পিতামহ সম্যক্রূপে পৃথিবী পালন করিয়াছেন, তিনি তপশ্চরণে নিযুক্ত হইয়া ঔর্ব্বের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি যে রাজ্যপালনে সমর্থ নহ, তাহা তিনি দেখিতে পাইতেছেন, কেন না তোমার পিতামহের ও পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকারে যাহা ঘটে নাই, তোমার শাসনে তাহা ঘটিতেছে। তুমি নিশ্চয়ই ভোগসুখে আসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়াছ। তুমি প্রজাগণের ভদ্রাভদ্র অবগত নহ। দংশনশীল ভুজঙ্গগণ পাতাল হইতে সমাগত হইয়া সপ্ত মুনিপুত্রকে দংশন, জলাশয়াদিতে স্বেদ, মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিয়া জল সকল দূষিত করিয়াছে। তাহাদের দৌরাত্ম্যে অনলে আহুত ঘৃত সমিধাদিও ঐরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঋষিগণ অনায়াসেই সর্পকুল ভস্ম করিতে পারেন, কিন্তু এই বিষয়ে তাহাদের অধিকার নাই, তুমিই একমাত্র অধিকারী।"

রাজা মরুত্ত তাপসের এই কথা শুনিয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদে ঔর্ব্বের আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তিনি সর্পদষ্ট সপ্ত ঋষিকুমারকে দর্শন করিয়া মুনিগণের সমক্ষে বারবার আপনার নিন্দা করিয়া বলিলেন,—'রে দুষ্ট ভুজঙ্গগণ! মদীয় বীর্য্যের অবমাননা করিয়া তোমরা ব্রাহ্মণগণের শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিয়াছ। আজ আমি তোমাদিগের প্রতি যে কঠোর দণ্ডবিধান করি, দেবাসুর, মানুষ ও সমুদয় সংসার তাহা দর্শন করুক।

মরুত্ত এইরূপ কহিয়া পাতাল ও ভূতলস্থ সমস্ত নাগগণের বিনাশের জন্য সম্বর্ত্তক অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। অস্ত্রের তেজে সমস্ত নাগলোক দগ্ধ হইতে লাগিল। নাগগণ অনন্যোপায় হইয়া মরুত্তজননী ভামিনীর শরণাগত হইল। ভামিনী স্বামী অবীক্ষিতকে নাগগণের রক্ষার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। অবীক্ষিত উত্তর করিলেন, নাগগণ গুরুতর অপরাধ করিয়াছে বলিয়াই মরুত্ত ক্রোধের সহিত এই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বশীভূত হইয়াছে, সুতরাং তাহার এই ক্রোধের শান্তি করা সহজ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তখন নাগগণও অবীক্ষিতের শরণাপন্ন হইল। অবীক্ষিত শরণার্থী নাগগণের এবং স্বীয় পত্নী ভাবিনীর বিশেষ অনুরোধ শুনিয়া বলিলেন, ভদ্রে! আমি সত্বর তথায় যাইয়া অবীক্ষিতকে এই উদ্যম হইতে নিবারণের চেষ্টা করিব, ক্ষত্রিয়ের শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করা বিধেয় নহে। যদি মরুত্ত আমার কথায় অস্ত্র-সংহার না করে, তাহা হইলে অস্ত্র দ্বারা তাহার অস্ত্রের প্রতিরোধ করিব।

অবীক্ষিত এই কথা বলিয়া পুত্রের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, মরুত্ত! অস্ত্র সংহরণ কর, ক্রোধের বশীভূত হইও না। মরুত্ত পিতার এই কথা শ্রবণ ও বারংবার তাহাকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, তাত! এই পন্নগেরা আমার নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছে। দেখুন, আমি এই পৃথিবী শাসন করিতেছি, আমার শাসন অবজ্ঞা করিয়া ইহারা আশ্রমবাসী নিরপরাধ সাত জন ঋষি-বালককে দংশন করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহারা যজ্ঞীয় ঘৃত সমুদয় ও জল দূষিত করিয়াছে। এই কারণেই আমি ইহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আপনি আমাকে এ বিষয়ে কোনরূপ অনুরোধ করিবেন না।

অবীক্ষিত এইকথা শুনিয়া কহিলেন, এই ভুজঙ্গেরা যতই অপরাধ করিয়া থাকুক, তোমাকে আমার অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইবে। তুমি অস্ত্রপ্রয়োগে নিবৃত্ত হও। ইহাতে মরুত্ত কহিলেন, যদি আমি এই পাপী সকলের নিগ্রহে যত্ন না করি, তাহা হইলে আমাকেই নরকে গমন করিতে হইবে। অতএব আমাকে নিবারণ করিবেন না। অবীক্ষিত কহিলেন, এই পন্নগসকল আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, শরণাপন্নকে আশ্রয় প্রদান করা ক্ষত্রিয়ের একান্ত ধর্ম্ম; অতএব আমার প্রতি গৌরববশতঃ অস্ত্র উপসংহার কর। মরুত্ত কহিলেন, ইহারা দুষ্ট ও অপরাধী, ইহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারিব না। আমি নিজের ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে আপনার কথা রক্ষা করিব। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা না করিলে নরকে গমন করিতে হয়।

এইরূপে পিতা বারংবার অনুরোধ করিলেও পুত্র যখন অস্ত্র উপসংহার করিলেন না, তখন তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—এই পন্নগ সকল ভীত ও আমার শরণাগত হইয়াছে, এই কারণে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তথাপি তুমি ইহাদিগকে হত্যাকরণে উদ্যত হইয়াছ। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়াও ইহার প্রতিরোধ করিব। কেবল তুমিই অস্ত্রবিদ্ নহ, আমিও অস্ত্র সকল অবগত আছি। আমার সমক্ষে তোমার আবার পুরুষত্ব কি? তুমি অতি দুর্ব্বৃত্ত হইয়াছ!

অনন্তর রাজা অবীক্ষিত কালাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পুত্রের উদ্দেশে প্রয়োগ করিলেন। তখন মরুত্ত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—আমি দুষ্টের শাসন জন্য এই সংবর্ত্তক অস্ত্র যোজনা করিয়াছি, আপনার বধের জন্য নহে। তবে আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রতি কালাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন। দেখুন! আমি আপনার পুত্র, তাহাতে আবার সৎপথে থাকিয়া সর্ব্বদা আপনার আজ্ঞা পালন করিতেছি, প্রজাগণের পরিপালন করাই আমার কার্য্য।

এই কথা শুনিয়া অবীক্ষিত কহিলেন,—আমিও শরণাগতকে রক্ষা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তুমি তাহার ব্যাঘাত করিতেছ। অতএব জীবন থাকিতে আমার নিকটে পার পাইবে না। হয় তুমি আমাকে অস্ত্রে বধ করিয়া এই সকল দুষ্ট সর্পকে সংহার কর, না হয় আমি তোমাকে অস্ত্রবলে নিহত করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিব। বিপদে পড়িয়া শরণাগত শত্রুকেও যে ব্যক্তি অনুগ্রহ না করে, তাহার জীবনে ধিক্। আমি ক্ষত্রিয়, ইহারা ভীত হইয়া আমার শরণ লইয়াছে, কিন্তু তুমি ইহাদের অপকার করিতেছ; অতএব তুমি কিরূপে আমার বধ্য নহ?

ইহাতে মরুত্ত কহিলেন, মিত্র, বান্ধব, পিতা বা গুরু ইহাদিগের মধ্যে যে কেহ হউক না কেন, প্রজাপালনে বিঘ্ন করিলে রাজা অবশ্যই তাহাকে বধ করিবেন। অতএব আমি আপনাকে প্রহার করিব, আপনার কোপ করা অনুচিত।

পিতা ও পুত্র উভয়কে পরস্পর-সংহারে কৃত-নিশ্চয় দেখিয়া, ভার্গবাদি মুনিগণ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং মরুত্তকে কহিলেন,—পিতার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। পরে তাহারা অবীক্ষিতকেও বলিতে লাগিলেন, তোমার এই পুত্র বিখ্যাতবিক্রম, ইহাকে সংহার করা তোমার উচিত নহে। তখন মরুত্ত কহিলেন, আমি রাজা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভুজগগণ দোষ করিয়াছে, আমি তাহার দণ্ডবিধান করিব। অবীক্ষিত কহিলেন, শরণাগতের রক্ষা করাই আমার একমাত্র কার্য্য। আমার এই পুত্র শরণাগতের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অতএব সর্ব্বথা অপরাধী।

তখন ঋষিগণ কহিলেন, ভুজগগণ যে ব্রাহ্মণদিগকে দংশন করিয়াছে, তাহারা ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারগণকে বাঁচাইয়া দিবে, অতএব পিতাপুত্রের বিবাদে প্রয়োজন নাই। তোমরা দুই জনেই রাজশ্রেষ্ঠ। ঐ সময় অবীক্ষিতজননী বীরা সমাগত হইয়া পুত্রকে কহিলেন,—তোমার পুত্র মরুত্ত আমারই কথানুসারে এই সকল পন্নগকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমার মতে মৃত ব্রাহ্মণেরা যদি জীবন পান, তবে তোমার শরণাগত সর্পগণও উদ্ধার পাইবে।

তদনন্তর ভুজঙ্গম সকল ব্রাহ্মণতনয়দিগকে দিব্য ওষধি

দ্বারা বিষ সংহরণপূর্ব্বক জীবিত করিল। তখন মরুত্ত পিতার চরণ বন্দনা করিলে, অবীক্ষিতও তাঁহাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাজাধিরাজ মরুত্ত অরিষড়্বর্গ জয় ও ধর্ম্মতঃ পৃথিবী পরিপালন করিয়া ভোগ সকল সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। বিদর্ভতনয়া প্রভাবতা, সুবারতনয়া সৌবীরা, মগধপতি কেতুতনয়া সুকেশী, মদ্রতনয়া কেকয়ী, কেকয়তনয়া সৈরিন্ধ্রী, সিন্ধুতনয়া বসুমতী এবং চেদিতনয়া সুশোভনা মরুত্তের এই সকল পত্নীর গর্ভে তাঁহার অষ্টাদশ পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রগণের মধ্যে নরিষ্যন্ত সর্ব্ব প্রধান।

এই মরুত্তচরিত শ্রবণ করিলে সকল লোকের পাপ নষ্ট এবং পরলোকে শুভ হইয়া থাকে। (মার্কণ্ডেয় পু° ১২৮-১৩২)

২ যদুবংশীয় করন্ধমপুত্র। (ভাগবত ৯।২৩।১৭)

৩ শিনেয়ুরাজপুত্র। (হরিবংশ ৩৬।৭)

মরুত্তক (পুং) মরুদিব তকতি হসতীতি তক-হাসে অচ্। মরুবক বৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

মরুত্তম (ত্রি) মরুৎ-তুল্য বেগগামী।

"ইন্দ্রতমা হি ধিষ্ণা মরুত্তমা দস্রা" (ঋক্ ১।১৮২।২)

'মরুত্তমা মরুদ্বেগগামিনো' (সায়ণ)

মরুৎপতি (পুং) মরুতাং পতিঃ ৬তৎ। ইন্দ্র।

"আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
ভ্রাতা মরুৎপতের্মূর্ত্তির্মাতা সাক্ষাৎ ক্ষিতেস্তনুঃ॥ (ভাগ° ৬।৭।২৯)

মরুৎপথ (পুং) মরুতাং পন্থা (ঋক্পূরব্ধূঃপথামানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪) ইতি অসমাসান্তঃ। আকাশ।

মরুৎপাল (পুং) মরুতো দেবান্ পালয়তীতি পালি-অচ্, দেবরাজত্বাদস্য তথাত্বং। ইন্দ্র।

মরুৎপুত্র (পুং) মরুতো বায়োঃ পুত্রঃ। ভীমসেন।

মরুৎপ্লব (পুং) মরুদিব প্লবতে দ্রুতং গচ্ছতীতি প্লু-অচ্। সিংহ। (ত্রিকা°)

মরুৎফল (ক্লী) মরুতাং বায়ুনাং ফলমিব। ঘনোপল। (শব্দমা°)

মরুত্বৎ (পুং) মরুতো দেবাঃ পালনীয়ত্বেন সন্ত্যস্য ইতি মরুৎ (মধ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৮৬) ইতি মতুপ্ মস্য ব, সংজ্ঞায়াং প্রত্যয়বকারে পরে ন তস্য দ। ১ ইন্দ্র। (অমর) ২ ধর্ম্মপুত্র দেবগণভেদ।

"ধর্ম্মস্য বসবঃ পুত্রা রুদ্রাশ্চামিততেজসঃ।
বিশ্বেদেবাশ্চ সাধ্যাশ্চ মরুত্বন্তশ্চ ভারত॥"
(ভারত ১২।২০৭।২৩)

মরুজ্জনকত্বেনাস্ত্যস্যেতি মতুপ্ মস্য ব। ৩ হনুমান্। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ৪ বায়ুবিশিষ্ট।

"বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ।
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ॥"
(ভট্টি ১০।২৯)

ভট্টির এই এক শ্লোকেই সকল অর্থেরই উদাহরণ আছে।

(স্ত্রী) মরুত্বতী,—দক্ষ, প্রজাপতির কন্যা। ইনি ধর্ম্মের পত্নী।

"ভানুর্লম্বা ককুদ্‌যামির্বিশ্বা সাধ্যা মরুত্বতী।
বসুর্মুহূর্ত্তা সংকল্পা ধর্ম্মপত্ন্যঃ সুতান্ শৃণু॥" (ভাগ° ৬।৬।৪)

মরুত্বতীয় (ত্রি) মরুত্বৎ ইন্দ্রসম্বন্ধীয় মাধ্যন্দিন যাগভেদ.

মরুৎসখ (পুং) মরুতাং দেবানাং সখা (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্। ১ ইন্দ্র। (ধরণি) মরুতো বায়োঃ সখা। ২ অগ্নি।

"তাবদাশু বিদধে মরুৎসখৈঃ সা স পুষ্পজলবর্ষিভির্ঘনৈঃ।"
(রঘু ১১।৩)

মরুৎসখি (ত্রি) ১ সরস্বতী। ২ ইন্দ্র।

মরুৎসহায় (ত্রি) মরুৎ সহায়ো যস্য। অগ্নি।

"বিচরতি মরুৎসহায়ঃ সপ্তার্প্তিঃ সপ্তদিবসান্তঃ।"(বৃহৎস°৩২।১৩)

মরুৎসুত (পুং) বায়ুপুত্র, হনুমান্, ভীম। (ভাগ° ৯।১০।১৯)

মরুৎস্তোত্র (ত্রি) মরুদ্‌গণের সহিত স্তত।

"মরুৎস্তোত্রস্য বৃজনস্য গোপাঃ" (ঋক্ ১।১০১।১১)

'মরুৎস্তোত্রস্য মরুদ্ভিঃ সহ স্তোত্রং যস্য' (সায়ণ)

মরুৎস্তোম (পুং) ১ মরুৎসম্বন্ধীয় স্তোম। ২ একাহযাগভেদ।

মরুদান্দোল (পুং) মরুৎ বায়ুরান্দোল্যতেঽনেনেতি আন্দোলি করণে ঘঞ্। ১ ধবিত্র। ২ হরিণ বা মহিষচর্ম্মে বিনির্ম্মিত পাখাবিশেষ। (শব্দমালা)

মরুদিষ্ট (পুং) মরুতাং দেবানামিষ্টঃ। গুগ্‌গুলু। (রাজনি°)

মরুদেব (পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজভেদ। ঋষভ নামক অর্হতের পিতা। (স্ত্রী) মরুদেবী—ঋষভের মাতা।

"ভবিতা মরুদেবোঽথ সুনক্ষত্রোঽথ পুষ্করঃ।
তস্যান্তরাক্ষস্তৎপুত্রঃ সুতপাস্তদমিত্রজিৎ॥"(ভাগবত ৯।১২।১১)

মরুদেশ (পুং) ১ মরুভূমি। ২ মাড়বার নামক জনপদ।

মরুদ্গণ (পুং) মরুৎসমূহ।

মরুদ্ধ্বজ (ক্লী) মরুৎসু বায়ুষু ধ্বজঃ পতাকেব, নভসি বায়ুবশাচ্চলিতত্বাদস্য তথাত্বং। বাততূল, চলিত বুড়ীর সুতা।

'গ্রীষ্মহাসং বংশকথং বাততূলং মরুদ্ধ্বজম্।' (হারাবলী)

মরুদ্বৃদ্ধ (পুং) ১ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ। ২ সামবেদের শাখাভেদ। ৩ বিষ্ণু।

মরুদ্ভবা (স্ত্রী) মরুৎ বায়ুর্ভব উৎপত্তিকারণং যস্যাঃ। তাম্রমূলাক্ষুপ, চলিত খিরাই। (রত্নমালা)

মরুদ্রথ (পুং) মরুৎ বায়ুরথো যানমিবাস্য, উর্দ্ধ্যাং স্তোকং

বিয়তি বহুতরং গচ্ছতীতি তথাত্বং। ১ অশ্ব। (ত্রিকা॰)
২ দেবরথ। (হেম)

মরুদ্রুম (পুং) মরোর্নির্জ্জলদেশস্থ দ্রুমঃ, মরুজাতো দ্রুমো বা। বিট্‌খদির। (রত্নমালা)

মরুৎবর্ত্মন্ (ক্লী) মরুতাং বায়ুনাং দেবানাং বা বর্ত্ম পন্থাঃ। আকাশ। (ত্রিকা॰)

মরুদ্বাহ (পুং) মরুতা বায়ুনা উহ্যতেঽসৌ ইতি কর্ম্মণি ঘঞ্, যদ্বা মরুদ্বায়ু র্বাহ ইব যস্য। ১ ধূম। ২ অগ্নি। (শব্দমালা)

মরুদ্বিধা (স্ত্রী) নদীভেদ, মরুদ্বৃধা।

মরুদ্বিপ (পুং) মরৌ নির্জ্জলদেশে দ্বিপো হস্তীব। উষ্ট্র।

মরুদ্বীপ (পুং) মরুভূমির মধ্যস্থিত মনুষ্যের বাসযোগ্যস্থান। ইংরাজিতে ইহাকে Oasis বলে।

মরুদ্বতা (স্ত্রী) নদীভেদ, কাবেরী নদী।

মরুদ্বৃধা (স্ত্রী) পুণ্যা-নদীভেদ। "শতদ্রুশ্চন্দ্রভাগা মরুদ্বৃধা বিতস্তা অসিক্নী বিশেতি মহানদ্যঃ" (ভাগ॰ ৫।১৯।১৭)

মরুদ্বৃধ (ত্রি) ১ মরুৎ কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান।

"শং নঃ শোচা মরুদ্বৃধঃ" (ঋক্ ৩।১৩।৬)

'মরুদ্বৃধঃ মরুদ্ভিঃ বর্দ্ধমানঃ' (সায়ণ)

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী নদী। ৩ নদীমাত্র। (নিরুক্ত)

মরুদ্বেগ (পুং) মরুতো বেগঃ। ১ বায়ুবেগ। ২ দৈত্যভেদ।

মরুধন্বন্ (পুং) নিরুদকদেশ, জলশূন্য প্রদেশ।

"ইমাং বিদ্যাং পুরা কশ্চিৎ কৌশিকো ধারয়ন্ দ্বিজঃ।
যোগধারণয়া স্বাঙ্গং জহৌ স মরুধন্বনি॥" (ভাগ॰ ৬।৮।৩৮)

'মরুধন্বনি নিরুদকে দেশে' (স্বামী)

২ বিদ্যাধর ইন্দীবরের শ্বশুর।

মরুন্ধ (ক্লী) নগরভেদ।

মরুন্নাম (ত্রি) (মার্ক॰পু॰ ৬৩।১৩)। মরুদ্গণের নাম।

মরুন্মালা (স্ত্রী) মরুদ্ভির্ম্মাল্যতে ধার্য্যতে ইতি মল-ধারণে কর্ম্মণি ঘঞ্, টাপ্। পৃক্কা। চলিত পিড়িংশাক (Trigonella Corniculata)।

"স্পৃক্কাসৃক্ ব্রাহ্মী দেবী মরুন্মালা লতা লঘু।" (ভাবপ্র॰)

মরুপথ (পুং) দেশভেদ।

"প্রাদুর্ভবন্তি সুস্বাদা নদ্যো মরুপথেষ্বপি।"

(রাজতর॰ ৪।২৮৮)

মরুপ্রিয় (পুং) মরুনির্জ্জলদেশঃ প্রিয়োঽস্য। উষ্ট্র। (হেম)

মরুফগঞ্জ, বঙ্গদেশস্থ পাটনা জেলার অন্তর্গত একটী গঞ্জ। পাটনা সহরের এই হাটে বিস্তৃত কারবার আছে। দেশ-দেশান্তর হইতে জলপথে বহু পণ্যদ্রব্য এখানে আমদানী রপ্তানি হইয়া থাকে। লবণ, চাউল, তুলা, কাঠ ও চিনি যথেষ্ট পরিমাণে এখানে আনীত হয় এবং গম, বার্লি, সরিষা, ঘৃত এবং লৌহ প্রভৃতি দ্রব্য এখান হইতে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

মরুভব (পুং) দেশভেদ।

"সৌয়ে মরুভবপুষ্করসৌরাষ্ট্রা ধাবতো হর্ব্বুদাস্ত্যজনাঃ।"

(বৃহৎস॰ ৫।৬৮)

মরুভূ (স্ত্রী) মরু নির্জ্জলা ভূ-র্ভূমিঃ। ১ দাসেরক দেশ, চলিত মারবাড়। ২ তদ্দেশ ও তজ্জনপদবাসীমাত্র। ৩ নির্জ্জলভূমি।

মরুভূতি (স্ত্রী) যৌগন্ধরায়ণের পুত্র।

মরুভূমি, বৃক্ষ-লতাদি-পরিশূন্য বালুকাময় বিস্তীর্ণ পতিত ভূখণ্ডই সাধারণতঃ মরুভূমি-পদবাচ্য। জলের অভাবহেতু, এই স্থানের অনুর্ব্বরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ প্রশস্ত বালুকাময় প্রান্তর মধ্যেও স্থানে স্থানে বৃক্ষলতাদি ও জলাশয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। ঐ সকল স্থান 'ওয়েসিস্'নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন জনমানবশূন্য তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর প্রভৃতিকেও মরুভূমি বলা হইয়া থাকে। রুষিয়া ও আমেরিকায় ঐরূপ জনশূন্য মরুপ্রান্তর পরিলক্ষিত হয়। বালুকাময় প্রান্তরের মধ্যে আরবদেশের মরুভূমি এবং আবার আফ্রিকার 'শাহারা' নামক মরুভূমি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বিখ্যাত; উভয়েরই পূর্ব্বাংশ উর্ব্বর। আফ্রিকার লিবিয়া নামক মরু-অংশ বিশেষ বিখ্যাত। তেগাজ্জার নিকটস্থ মরুদেশে ইতস্ততঃ সৈন্ধবলবণের স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। নান্ অন্তরীপ হইতে নীল-নদ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এরূপ একটী বালুকাময় ভূভাগ লবণাবমিশ্রিত ও জলশূন্য হওয়ায় তথাকার মৃত্তিকার আদৌ উৎপাদিকা শক্তি নাই। কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে ২।১টী স্থানে জল দেখিতে পাওয়া যায়; তথায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাতর বণিক্‌গণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রান্তি দূর করিয়া থাকে। একমাত্র উষ্ট্রে আরোহণ করিয়াই মরুভূমি দিয়া গমনাগমন করা যায়। মরুভূমির মধ্যস্থিত এরূপ ক্ষুদ্র উর্ব্বরা-ক্ষেত্রকে মরুদ্বীপ (Oasis) কহে।

উষ্ট্র ভিন্ন অন্য কোন যানারোহণে মরুবক্ষে বিচরণ করা অসম্ভব। যে হেতু উষ্ট্র ব্যতীত অপর কোন প্রাণীই প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণোত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া জলপান ব্যতিরেকে গমনাগমন করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন সময় সময় মরুভূমিতে এক প্রকার প্রাণনাশকর দূষিত বায়ু সমুত্থিত হইয়া থাকে, উষ্ট্রেরা দূর হইতে আঘ্রাণ দ্বারা উক্ত বায়ুর আগমন বুঝিতে পারে এবং সেই বিষাক্ত বায়ু হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য গুড়ি মারিয়া মৃত্তিকার উপর শুইয়া পড়ে। বণিকেরা এত-দ্বিষয় অবগত থাকায়, উষ্ট্রের শয়নের অব্যবহিত পরেই আপ-

নারাও মুক্তি দিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে শুইয়া পড়ে। বায়ু বহিয়া গেলে যথা সময়ে উষ্ট্র উত্থিত হয়। তখন সেই বায়ুসঞ্চালিত বালুকা-স্তূপও উষ্ট্রের পৃষ্ঠ হইতে অপসারিত হইয়া যায়। এইজন্য উষ্ট্র মরুসমুদ্রের পোতরূপে উক্ত হইয়া থাকে।

প্রাচীন লোকদিগের বিশ্বাস ছিল যে, মরুভূমিবক্ষে ভূতযোনি প্রভৃতি অপদেবতা বাস করে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিত প্লিনি লিখিয়াছেন যে, আফ্রিকার মরুক্ষেত্রে অপদেবতাগণ মনুষ্যাকৃতি ধারণপূর্ব্বক পথিকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়; আবার পরক্ষণেই বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ে। মধ্যএসিয়ার লোকসমাজেও এইরূপ বিশ্বাস প্রবল। তাহারা বলে যে, কোন কোন স্থান হইতে এই ভূতগণ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পথিকদিগকে আকাশমার্গে উঠাইয়া লইয়া যায়।

আফগানদিগের বিশ্বাস, পর্ব্বতোপরি নির্জ্জন স্থানে এবং মরুভূমিতে নির্জ্জনপ্রিয় ভূতগণ বাস করিয়া থাকে। আফগান ভাষায় ইহারা "ঘোল-আই-বিবর্ণ" নামে প্রসিদ্ধ। তাহারা আরও বলে যে, উল্লিখিত ভয়ঙ্কর দানবগণ সজীব মনুষ্য ধরিয়া আহার করিয়া থাকে।

মরুভূমি বলিলে সাধারণতঃ আমরা বালুকাপূর্ণ জনহীন স্থানই বুঝিয়া থাকি; কিন্তু মরু শব্দের প্রকৃত অর্থ ধরিলে, মরুভূমি শব্দে অনুর্ব্বর শস্যহীন পতিত জমিও বুঝায়। উত্তর-আমেরিকায় এরূপ জঙ্গলপূর্ণ অকর্ষিত স্থানকে প্রেরীজ (Prairies) এবং রুষিয়ায় ইহাকে ষ্টেপিজ্ (Steppes) কহিয়া থাকে। ভারতবর্ষেও মরুভূমি আছে। তাহা সিন্ধু নদের পূর্ব্ব হইতে রাজপুতনার মধ্য-পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থান বালুকাময় হইলেও স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ্‌সা জঙ্গল ও বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন কোথাও কোথাও অধিবাসিগণের গৃহপালিত গো, মহিষ, ছাগ, মেষপ্রভৃতি জন্তু পরিবৃত ক্ষুদ্রপল্লীসমূহ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। নদী না থাকায় জলাভাবপ্রযুক্ত সময় সময় শস্যাদির অজন্মা হইয়া থাকে। বৃষ্টির জলই তত্তদ্ গ্রামবাসীর একমাত্র অবলম্বন। প্রচুর শস্য উৎপন্ন না হইলে কেবল দুগ্ধাদি পানই গ্রামবাসিগণের একমাত্র আহার্য্য। নিয়মিতরূপে বৃষ্টিপাত হইলে বজ্‌রা শস্য ও শাক সবুজি জন্মে।

প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে রাজপুতনার মরুদেশ 'মরুস্থলী' নামে উক্ত হইয়াছে। এখন উহা রাজপুতনার মরুভূমি নামেও কথিত হইয়া থাকে। ইহার ভূ-পরিমাণ ৬০০ বর্গ মাইল।

সমস্ত বিকানীর রাজ্য বালুকাপূর্ণ। এই স্থানের অধিকাংশ অধিবাসীই নীচজাতি। জাটগণ এই স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিবার পূর্ব্বে পরমারবংশীয় রাজগণ এই মরু প্রদেশে শাসন করিতেন। ইহারা শান্তিপ্রিয় শ্রমজীবী।

একই অক্ষোপরিস্থাপিত ভারতবর্ষের ও আফ্রিকার মরুভূমির পার্থক্য লক্ষ করিয়া ভূতত্ত্ববিদগণ বিশেষ বিস্ময়পর হইয়াছেন। আজিও কেহ ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে সমর্থ হন নাই। বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকাখনন করিয়া তাঁহারা যে পরীক্ষা করেন, তদ্দ্বারা জানা গিয়াছে যে, মৌরয়াক মরুভূমিতে ২০ কুড়ি ফিট্ নিম্নে জল পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু ভারতের কোন মরুতেই এরূপ কথা শুনা যায় না। ডেস্‌মথ নামক স্থানে প্রায় দুই তিন শত ফিট্ না খুঁড়িলে জল দেখা যায় না; এতদ্ভিন্ন ৬০ ফিটের কম কোন গর্ত্তেই পানোপযোগী জল উঠে না।

স্বচ্ছ শৈলমালার (Crystalline rocks) স্খলিত অংশগুলির অগ্নি-প্রস্তরসম্বন্ধীয় বালুকাকণায় (Siliceous Sand) পরিণতি হইতে মরুভূমির উৎপত্তি স্বীকার করা যায়। এতদ্ভিন্ন অগ্নি-প্রস্তর অর্থাৎ চকমকি-পাথর কালবশে চূর্ণ হইয়াও উল্লিখিতরূপে বালুকায় পরিণত হইয়া থাকে। এই জগতে পরিবর্ত্তনশীল পার্থিব পদার্থমাত্রই কালবশে নিরন্তর রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। প্রকৃতির এই নিয়মানুসারে উপরি উক্ত চূর্ণগুলি পুনরায় একত্র হইয়া বালুকা-প্রস্তরে পরিণত হয়। অনন্তর এই বালুকা-প্রস্তর, সচরাচর যাহাকে বেলেপাথর বলা হয়, ভূ-মধ্য নিহিত তাপে উত্তপ্ত হইয়া স্ফটিক-মণি (quartz) শৈলে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায় এবং পরে সেই স্ফটিকমণি ক্রমিক তাপযোগে বিশ্লিষ্ট ও বিচূর্ণ হইয়া বালুকারূপে পুনরায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এইরূপে পরিবর্ত্তিত বালুকাময় বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড কালে মরুভূমি নামে আখ্যাত হয়। যে সকল স্থানে উপরি উক্ত শৈলশ্রেণী বিদ্যমান ছিল, সেই সমুদয় দেশই দীর্ঘ কাল পরে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন মরুভূমির উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও একটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে;—সমুদ্রাংশ অনেক সময় পৃথিবীবক্ষে উপসাগরাকারে বা সুবিস্তীর্ণ হ্রদাকারে প্রবেশ করিতে দেখা যায়, সেই লবণাক্ত জলরাশি কালে শুষ্ক হইয়া অনুর্ব্বর বালুকগর্ভ উত্তোলিত করে। সেই বালুকাময় হ্রদ বা উপসাগর খাত বহুকাল ধরিয়া বৃক্ষলতাদি পরিশূন্য হইয়া মরুবৎ পড়িয়া থাকে। উহার বালুকাকণা সময় সময় সূর্য্য-কিরণের উত্তাপে বিষাক্ত হইয়া দাঁড়ায়। বহু পূর্ব্বকালে পৃথিবীবক্ষে এরূপ অনেক সমুদ্রাদি বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে। কে বলিতে পারে, কোন না কোন অভাবনীয়

কারণে এই সমুদায় ভূ-মধ্যস্থ সাগরগর্ভ কালক্রমে শুষ্ক হইয়া বালুকাময় তৃণহীন ক্ষেত্ররূপে পর্য্যবসিত না হইবে? উল্লিখিত বালুকাপূর্ণ ক্ষেত্রই মরুভূমি নামে অভিহিত।

পৃথিবীর অনেক স্থলেই বিস্তীর্ণ মরুভূমি দৃষ্ট হয়। এতাদৃশ বিশাল বালুকাময় স্থান দেখিলেই সাধারণতঃ আমরা মনে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকি। তাহার কারণ, আমরা মনে করি, যদি এই স্থানগুলি বালুকাময় মরুভূমি না হইয়া উর্ব্বরা শস্যক্ষেত্রে পূর্ণ হইত, তাহা হইলে জগদ্বাসীর অনেক উপকার সাধিত হইতে পারিত। কিন্তু এরূপ চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইবার পূর্ব্বে আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আপন ইচ্ছায় চালিত হয় না। সেই মঙ্গলময় সর্ব্ব-নিয়ন্তা বিশ্বপিতার ইচ্ছাধীনে জগৎ পরিচালিত হইতেছে। তিনি জীবের অমঙ্গলের জন্য কিছুই করেন না। ভূ-পৃষ্ঠ নিয়তই রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। এই হেতু পৃথিবীর উপরিভাগ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থা ধারণ করিয়া থাকে। ভূ-তত্ত্ব পাঠে অবগত হওয়া যায় যে "মরুভূমি" ঐ সমস্ত অবস্থান্তরের মধ্যে একটী, অর্থাৎ ভূ-তলদেশ এই-রূপে মরুভূমিতে পর্য্যবসিত না হইলে যেন জগদীশ্বরের নিয়ম অপূর্ণ রহিয়া যাইত; তাই জগতের সৃষ্টিবৈচিত্র্যরক্ষার জন্য বিধাতার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। তাহা না হইলে কখনই সেই অনুর্ব্বরা ভূখণ্ড হইতে শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর আবির্ভাব হইতে পারিত না।

সচরাচর দেখা যায়, মরুভূমির বালুকারাশি সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হইয়া অসহনীয় হইয়া পড়ে। ইহার কারণ কি? তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া গিয়াছে, তাহাই নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হইল। প্রোফেসর টিণ্ডাল সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, বালুকার তাপসঞ্চালন-শক্তি অন্যান্য ধাতু অপেক্ষাও অধিক। ইহা সপ্রমাণ করিতে গিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, কাঠের তাপসঞ্চালনশক্তি ১২° কিন্তু বালির উক্ত শক্তি ৯০° ডিগ্রী। এই নিমিত্ত দেখা যায় যে, বৃক্ষাদি-পূর্ণ ক্ষেত্রোপরি সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে অতি আস্তে আস্তে সামান্য উষ্ণ হইতে দেখা যায় এবং আবার সূর্য্যকিরণের প্রখরতা হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইতে থাকে; কিন্তু বালুকাময় ক্ষেত্রে সূর্য্য-কিরণ পতিত হইলে অতি শীঘ্রই অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং সূর্য্যাস্তের পর অতি অল্পকাল মধ্যেই শীতল হইতে দেখা যায়।

সাহারা মরুভূমি—এই মরুক্ষেত্রের স্থানে স্থানে বালুকা-রাশি স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সমুদয় বালুকাস্তূপ স্থিতিশীল নহে। প্রবল পবন বেগে নিয়ত একস্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে ২।১টী পাহাড় দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন স্থানে জলবিশিষ্ট গর্ত্ত বা জলাশয় আছে। এই সকল জলাভূমিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ-গাছড়াও জন্মিয়া থাকে।

অনেক সময় এখানকার জলীয়-বাষ্পহীন উত্তপ্ত বায়ু লোহিত বর্ণ বাষ্পের ন্যায় দৃষ্ট হয়। ইহার লাল আভা দিগ্‌বলয়ে পতিত হওয়ায় বোধ হয়, যেন অসংখ্যক আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে অগ্নিশিখা বিক্ষিপ্ত হইতেছে। সাহারা মরু-ভূমিতে ২।১টী খর্জ্জুর ও অন্যান্য বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। বানর ও মৃগগণ এই সকল ফল লইয়া মধ্যে মধ্যে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এখানে অসংখ্যক উষ্ট্রপক্ষী (Ostrich) বিচরণ করিতে দেখা যায়। ইহারা টিক্‌টিকি ও শম্বুকাদি খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। এই মরুস্থলে কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই। এই নিমিত্ত পথিকদিগকে ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়াই গন্তব্য স্থানে যাইতে হয়। এখানকার "সামুন" নামক অগ্নিবৎ উত্তপ্ত বায়ু এরূপ ভয়ঙ্কর যে, উষ্ট্র-পৃষ্ঠস্থিত পানীয় জলসমূহ ক্ষণকাল মধ্যেই শুষ্ক করিয়া ফেলে। কথিত আছে যে,১৮০৫ খৃঃ অব্দে একদল যাত্রীমধ্যে দুই সহস্র লোক ও ১৮০০ উষ্ট্র জল পিপাসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এই শাহারার মরুভূমিতে পথিকগণ মরীচিকার কুহকে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে।

আফ্রিকার উত্তরপূর্ব্ব এবং পূর্ব্বদিকের মরুবিভাগের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশে তিব্বু নামক বর্ব্বর জাতির বাস আছে। উত্তর-পূর্ব্ব "বার্কা" মরু ভাগ (প্রাচীন "সিরেনাইকা") ভূ-মধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই উভয়ের সহিতই 'লিবিয়া' নামক মরুভাগ সংযুক্ত। লিবিয়া-মরু মিসর রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা দক্ষিণে নিউবিয়া ও আবিসিনিয়ার অনুর্ব্বর-ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অতঃপর ইহা নীলনদ পার হইয়া পুনরায় লোহিত-সাগরের উপকূল বহিয়া সুয়েজ-যোজক পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পরে সুয়েজ (এক্ষণে কাটা খাল) যোজক অতিক্রম করিয়া আরবদেশে পালেস্তিন পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

আরবদেশের মরুবিভাগের মধ্যবর্ত্তী স্থলে প্রসিদ্ধ সিনাই শৈলের পাদদেশে কয়েকটী উর্ব্বরা উপত্যকা আছে, তথায় আঙ্গুর, পেয়ারা ও অন্যান্য উপাদেয় ফল জন্মিয়া থাকে।

মিসোপোটেমিয়ার মরু ইউ-ফ্রেটিস্‌ ও টাইগ্রীস্‌ নদীর মধ্যবর্ত্তী। গ্রীক ভাষায় মিসোপোটেমিয়া শব্দের অর্থ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান; এই নিমিত্তই উক্ত মরু ও দেশের নাম মিসো-

পোটেমিয়া হইয়াছে, আফ্রিকা ও আরবের মরুক্ষেত্র অপেক্ষা এই স্থান অতি ভয়ঙ্কর। এখানকার জল লবণাক্ত এবং গন্ধকপূর্ণ।

পারস্য-রাজ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৫টী মরু আছে। সমগ্র রাজ্যের ১০ ভাগ স্থানের প্রায় ৩ ভাগই মরুভূমি। এখানকার সর্ব্বপ্রধান মরুস্থল খোরাসান ও ইরাক-অজেমীর মধ্যবর্ত্তী। ইহার দক্ষিণে কারমানিয়া মরু। অপর ৩টীর নাম কিয়ার, মেক্রান ও করকোমা।

তাতার দেশের মরুভূমির পরিমাণ প্রায় ৫৪০ হাজার বর্গমাইল। ইহার অর্দ্ধেক স্থান বালুকাময়। উল্লিখিত বালুকাপূর্ণ ক্ষেত্র কাস্পিয়ান্ হ্রদের উত্তরাংশ দিয়া ডন-নদী পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং ইউরাল নদীর পূর্ব্বদিকে ইসিমের জঙ্গলের (Steppe of Isim) সহিত মিলিত হইয়াছে। আরল-হ্রদের দক্ষিণস্থিত খারাজেম্ প্রদেশের মরুভূমিতে একটী উর্ব্বরা ক্ষেত্র আছে। ইহা খিবা প্রদেশের একটা ক্ষুদ্র জেলা বলিয়া গণ্য। ইহা এরূপ ক্ষুদ্রায়তন যে, অশ্বারোহণে ৩ দিবস মধ্যেই চতুর্দ্দিক্ ঘুরিয়া আসা যায়।

আফগানি-স্থানের বিস্তৃত মরুভূমি আফগান-রাজ্যের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। উহার সর্ব্বত্রই বালুকাময় মরুক্ষেত্র; কেবলমাত্র পূর্ব্ব ও উত্তর সীমান্তবর্ত্তী পর্ব্বতগুলির তলদেশ এবং লোরা ও হেল্মন্দ নামক নদীদ্বয়ের তীরস্থ প্রদেশসমূহে তথাকার অধিবাসিগণের জীবিকোপযোগী শষ্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপরে যে মরুভূমিসমূহের কথা লেখা হইল, তাহা প্রায় সমসূত্রপাতে পৃথিবীপৃষ্ঠের একদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে কোথাও কোথাও বক্ররেখা পাত করিলেও উহাকে এক শৃঙ্খলে গ্রথিত বলা যায়। আফ্রিকা মহা-দেশের শাহারা মরুক্ষেত্রের পশ্চিমদেশবর্ত্তীআট্‌লান্টিক মহাসাগরস্থ বোজাডর অন্তরীপ হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে শাহারা, মিসর, আরব, তাতার, পারস্য, আফগানস্থান ও ভারতের সিন্ধুপ্রদেশস্থ মরুভূমিসমূহ একসূত্রগ্রথিত বলিয়া অনুমান হয়। মধ্যে সিন্ধুনদ ব্যবধান না থাকিলে রাজপুতনার অনুর্ব্বর 'মরুস্থলী'কেও আমরা ঐ বিস্তীর্ণ মরুরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারি। অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, এই বিশাল মরুভূ-বক্ষে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রাকার উর্ব্বরক্ষেত্র বা গ্রামসমূহ বিরাজিত আছে। পশ্চিম-আফ্রিকা হইতে পশ্চিম-ভারত পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ মরুরাজ্য প্রায় ১৪ শত ভৌগোলিক মাইল ব্যাপিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। হাম্বোল্ট সাহেবের মতে উহা ভূপৃষ্ঠস্থ ২১ লক্ষ বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই বিস্তীর্ণ মরুরাজ্য বোধ হয় কোন অভাবনীয় কারণে জগদীশ্বর কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যেন অনন্তকাল অনুর্ব্বর পড়িয়া রহিয়াছে। যেন জগৎপিতার নির্দ্দেশ মতে তাহার বিশালবক্ষ আতপ-তাপক্লিষ্ট হইয়া অনন্তযন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। শস্যশূন্য এই মরুরাজ্যের অন্তরালে আরও অনেকগুলি মরুভূমি দৃষ্ট হয়। উপরি উক্ত মরু-সাম্রাজ্যের এসিয়া-বিভাগের উত্তরাংশে মধ্যএসিয়ার অধিত্যকাভূমির বিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্র নয়নগোচর হইয়া থাকে।

এসিয়ার মধ্য-মালভূমির মরুক্ষেত্রের পূর্ব্বাংশে সর্ব্বপ্রথমে ছোট-বুকারিয়া নামক উর্ব্বরক্ষেত্র মরুভূমির মধ্যগত হইলেও সম্পূর্ণরূপে অনুর্ব্বরা নহে। ইহার উত্তর-সীমাস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী হইতে বহুসংখ্যক নদী বহির্গত হওয়ায়, তথাকার অধিকাংশ স্থান অপেক্ষাকৃত শস্যোৎপাদক হইয়াছে। সোঙ্গরিয়া হইতে মঙ্গোলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আর একটী মরুক্ষেত্র চীনদেশের বিখ্যাত প্রাচীর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। চীন রাজ্যে ইহা শামো নামে অভিহিত। ইহার দৈর্ঘ্যে অন্যূন ১৫০০ মাইল।

তাপের সাতিশয় প্রাখর্য্য হেতু অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে একটু বিশেষত্ব পরিদৃষ্ট হয়। আফ্রিকার শাহারা ব্যতীত এরূপ বিশেষত্ব অপর কুত্রাপি দৃষ্টিপথারূঢ় হয় না। এখানে সময়ে সময়ে অদ্ভুতদৃশ্য মরীচিকাসমূহ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, বৎসরের মধ্যে ৬ মাস কাল সূর্য্যদেব অষ্ট্রেলিয়ার অধিকতর নিকটবর্ত্তী থাকেন এবং এই ৬ মাস কাল পৃথিবীর গতি অপেক্ষাকৃত বেগবতী থাকে। এই সময় পৃথিবী সূর্য্যের নিকটস্থ বলিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক তাপগ্রহণ করেন, কিন্তু ইহার গতি অপেক্ষাকৃত বেগবতী হওয়ায় অন্য ৬ মাস কাল অপেক্ষা কম তাপ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু এই উভয়কালেই সমভাবে তাপ বিতরিত হইয়া থাকে।

উত্তরায়ণকালে বিষুবক্রান্তিবিন্দুতে সূর্য্যের আগমন হেতু পৃথিবী সূর্য্যের অধিক নিকটস্থিত হন। ঐ সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সূর্য্যকিরণ ভূমণ্ডলে পতিত হইয়া থাকে। এই হেতু গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যভাগে দক্ষিণ-গোলার্দ্ধে রবির উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হইয়া থাকে। তাপের প্রখরতা হেতু অষ্ট্রেলিয়ার মরুক্ষেত্র সাধারণতঃ ইটের পাঁজার ন্যায় দেখায়।*

দক্ষিণ-আফ্রিকার নমকোয়াল্যাণ্ড নামক ভূমিতে এতাদৃশ তাপ ও উত্তাপের তারতম্যবশতঃ উপরোক্ত ঘটনা ঘটিয়া

* ইহার দৃশ্যাবলীর বিষয় Capt. Stokes R. N. কৃত Discoveries in Australia ও Sturt's Narrative of Central Australia দ্রষ্টব্য।

থাকে। শাহারা প্রভৃতি মরুভূমিতে পথিকগণ অনেক সময় মায়াবিনী মরীচিকার কুহকে পড়িয়া প্রাণ হারায়। এই মরীচিকা একটী দৃষ্টিভ্রম মাত্র। উত্তাপ জন্য বায়ুচাপের তারতম্য হেতু মরুভূবক্ষঃস্থ বায়ুস্তর এরূপ বিভিন্ন চাপযুক্ত হয় যে, উহার একটী স্তরাভ্যন্তর দিয়া দিগলয়স্থিত বৃক্ষাদি অপর স্তরে নিম্নাভিমুখে প্রতিভাত হয়। দূরস্থিত ঐরূপ উল্টা প্রতিমূর্ত্তি পথিকের নয়নপথে পতিত হইলে, তাহার মনে হয়, যেন জল মধ্যে উক্ত দ্রব্যের বিপরীত ছায়া পড়িয়াছে। এই ছায়াদর্শনে জলভ্রম উপস্থিত হওয়ায় পথিকেরা সতৃষ্ণ-অবস্থায় দ্রুতগতিতে কল্পিত জল-ক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্তু অবশেষে তাহাদের আশা উত্তপ্ত বায়ুপূর্ণ বালুকাময় স্থান দর্শনে একেবারে ভগ্ন হইয়া যায়। এরূপ শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থায় ভগ্নাশ হইয়া পথিকগণ পিপাসায় প্রাণ ত্যাগ কিরিয়া থাকে। কিরূপে এই মরীচিকার উৎপত্তি হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

মরুভূমিস্থ বায়ুর ঘনত্ব সর্ব্বত্র সমান নহে। ভূ-তলস্থ বালুকারাশি প্রখর রবির তাপে উত্তপ্ত হওয়ায়, তৎসংলগ্নে সর্ব্বনিম্ন বায়ুস্তর উপরি উপরি বায়ুস্তর হইতে অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা ও পাতলা হইয়া থাকে, এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বায়ুস্তর বিভিন্ন ঘনত্ব বা চাপবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ উপরিস্থ বায়ুস্তরের ঘনত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক আলোচনাদ্বারা জানা গিয়াছে যে, বায়বীয় পদার্থের ঘনত্ব কম হইলে কিরণের বক্রীকরণশক্তিও (Refracting power) হ্রাস পাইয়া থাকে। সুতরাং আলোকরশ্মিও ক্রমশঃ অধিকতর বক্রগতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে।
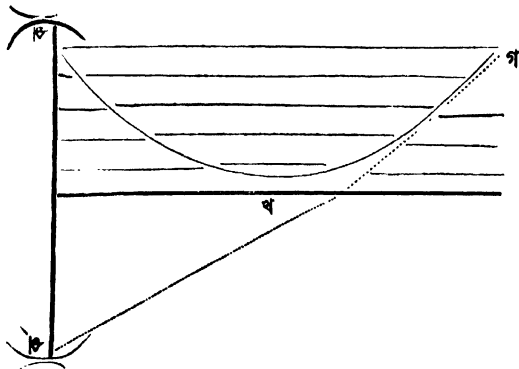
মরুভূ-বক্ষঃস্থ বায়ুস্তরসমূহের চাপবৈলক্ষণ্যহেতু যে অত্যাশ্চর্য্য মরীচিকার নৈসর্গিক চিত্র দিগলয়ে পরিদৃশ্য হয়, তাহার বিশেষ কারণ উপরিস্থিত চিত্রে পরিস্ফুট করা গেল। চিত্রস্থিত ক একটী বৃক্ষ, খ ভূপৃষ্ঠস্থ সমতল ভূমি এবং গ একজন দর্শক। এতদ্ভিন্ন ক, খ ও গ'র মধ্যবর্ত্তী সরল রেখাগুলি বিভিন্ন বায়ুস্তর।

এক্ষণে মরুভূমিস্থ ক চিহ্নিত বৃক্ষের কিরণপুঞ্জজনিত ছায়াপাত যথাক্রমে বিভিন্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া খ' তে আসিয়া উপস্থিত হয়। ক হইতে খ' তে আসিবার কালে আলোকরশ্মি এক স্তর হইতে অন্য স্তরে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃই বক্রভাব ধারণ করে। এইরূপে অবশেষে এমন স্তরে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সেখান হইতে আলোকরশ্মি আর বক্রগতি না পাইয়া একেবারে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। খ যেন এতাদৃশ বায়ুস্তর। অতএব খ স্তরে প্রতিবিম্বিত চিত্র আলোকরশ্মি দ্বারা পুনরায় ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন স্তর দিয়া বক্রগতিতে গ' তে পৌঁছিয়া থাকে। খ হইতে গ'তে যাইবার কালে কিরণপুঞ্জের বক্রগতি ক হইতে খ পর্য্যন্ত গতির বিপরীত দিকে হইবে, তাহার কারণ এক্ষণে আলোকমালা হাল্‌কা বায়ুস্তর হইতে ক্রমশঃ ঘন বায়ুস্তরে প্রবেশ করিতেছে। অতএব গ-স্থিত দর্শকের চক্ষে ক-স্থিত বৃক্ষরশ্মি যেন বালুকাপূর্ণ ক্ষেত্রের নিম্ন হইতে ক গ পথে না আসিয়া খ গ পথে আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়।

এইজন্য বৃক্ষের উল্টা-প্রতিকৃতি সাধারণতঃই পথিকের নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন খ স্থানে জল থাকায় বায়ু-মধ্যস্থ ক বৃক্ষ খ জলে প্রবেশ করিতেছে। সুতরাং মরুভূমিপৃষ্ঠে বিচরণকারী তৃষ্ণাতুর পথিকের পক্ষে উহা যে জলাশয়স্থ চিত্র বলিয়া জ্ঞান হইবে, তাহাতে আর আর আশ্চর্য্য কি! তাপ ও তৃষ্ণাক্লিষ্ট পথিক অদূরে জলাশয়ভ্রমে তৃষ্ণাপনোদনের জন্য বেগে ধাবিত হয়। অবশেষে জল না পাইয়া তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ ও হতাশ্বাস হইয়া অকালে প্রাণ হারায়। দৃষ্টিবিভ্রম জন্য ঘটে বলিয়া ইহাই মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণা নামে উক্ত হইয়াছে।

আমেরিকা মহাদেশে আরও একপ্রকার সমতল মরুক্ষেত্র আছে, তাহা বালুকাময় মরুর মত নহে। উহাতে জঙ্গলাদি দৃষ্ট হয়। তাহা পম্পস্, সাভেনাস্ প্রভৃতি নামে খ্যাত।

মরুভূরুহ (পুং) মরুভুবি রোহতি জায়তে ইতি রুহ (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ইতি ক। করীর বৃক্ষ। (ভাবপ্র°) (ত্রি) মরুভূমিজাত।

"সংপুংসো মরুভূরুহ ইব জীবনমাত্রমাশাস্যম্।"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৬৭৬)

মরুমহী (স্ত্রী) মরুভূমি। (রাজতর° ৪।২৯৪)

মরুল (পুং) ম্রিয়তে অলং বিনেতি মৃ-উল। কারণ্ডব পক্ষী।

মরুব (পুং) মরুং নির্জ্জলদেশং বাতি প্রাপ্নোতীতি বা-ক।

বৃক্ষবিশেষ। চলিত মরুয়া বা নাগদানা, পর্য্যায়—স্বরপত্র, গন্ধপত্র, ফণিজ্ঝক, বহুবীর্য্য, শীতলক, সুরাহ্ব, সমীরণ, জম্বীর, প্রস্থকুসুম, মরুবক, আজন্ম-সুরভিপত্র, মরিচ। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিড়্বন্ধ, আধ্মান, শূল ও ত্বগ্দোষনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে ইহার পর্য্যায়—মরুত্তক মরুবক,মরুৎ, মরু,ফণী,ফণিজ্ঝক, প্রস্থপুষ্প, সমীরণ। গুণ—অগ্নিপ্রদ, হৃদ্য, তিক্ত, উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, লঘু,বৃশ্চিকাদির বিষহর, শ্লেষ্ম, বাত, কুষ্ঠ এবং ক্রিমিদোষনাশক; কটুপাক, রুচিকর, রুক্ষ এবং সুগন্ধযুক্ত।

মরুবক (পুং) মরুব স্বার্থে ইবার্থে বা কন্। কণ্টকিবৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—পিণ্ডীতক, শ্বসন, করহাটক, শল্য, মদন। ২ স্বল্পপত্রতুলসী, পর্য্যায়—সমীরণ, প্রস্থপুচ্ছ, ফণিজ্ঝক, জম্বীর। (অমর) ৩ জম্বীরভেদ। (ভরত) ৪ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, মরুয়াফুল। পর্য্যায়—শুক্রপুষ্প, তিলক, কুলক। ৫ ক্ষুপবিশেষ, চলিত নাগদানা। পর্য্যায়—স্বরপত্র, গন্ধপত্র। ৬ ব্যাঘ্র। ৭ রাহু। (ত্রি) ৮ ভয়ানক। (জটাধর)

মরুবত্তুর, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

মরুসম্ভব (ক্লী) মরুঃ সম্ভব উৎপত্তিস্থানমস্য। চাণক্যমূলক।
"মূলকং দ্বিবিধং প্রোক্তং তত্রৈকং লঘুমূলকম্।
শালমর্কটকং বিপ্রঃ শালয়ং মরুসম্ভবম্॥" (ভাবপ্র°)

মরুসম্ভবা (স্ত্রী) মরৌ সম্ভবো যস্যাঃ টাপ্। ১ মহেন্দ্রবারুণী, চলিত—মাকাল ফল। ২ ক্ষুদ্র দুরালভা। ৩ হ্রস্ব খদির। ৪ কার্পাস। (রাজনি°)

মরুস্থল (ক্লী) মরুভূমি।

মরুস্থলী, রাজপুতনার অন্তর্গত বর্ত্তমান মাড়বার-প্রদেশের প্রাচীন সংস্কৃত নাম।

মরুস্থা (স্ত্রী) মরৌ তিষ্ঠতীতি স্থা-ক স্ত্রিয়াং টাপ্। ক্ষুদ্রদুরালভা। (রাজনি°)

মরূক (পুং) ম্রিয়তে ইবেতি মৃ-(মৃকণিভ্যামূকোকণৌ। উণ্ ৪।৩৯) ইতি উক, ভয়শীলত্বাদস্য তথাত্বং। ১ মৃগবিশেষ। ২ ময়ূর। ৩ শঠী। (উজ্জ্বল)

মরূদ্ভবা (স্ত্রী) মরৌ ধন্বপ্রদেশে উদ্ভবতীতি উৎ-ভূ-অচ্, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ কার্পাসী। ২ যবাস। ৩ হ্রস্ব খদির। ৪ দুরালভা। (রাজনি°)

মরূভূ (স্ত্রী) মরুভূমি।

মরোলিক (পুং) মরোলি স্বার্থে কন্। মকর। (শব্দরত্না°)

মরোলিন্ (পুং) মরৌ নির্জ্জলদেশে লীয়তে ম্রিয়তে মরুলী-ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মকর।

'জলরূপস্ত মকরো মরোলিরসিদংষ্ট্রকঃ।' (ত্রিকা°)

মরোলী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর অন্তঃপাতী ঠানাজেলার একটী বন্দর। অক্ষা° ২০° ১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪৭´ পূঃ।

মরৌরী, উঃ পঃ প্রদেশের পিলিভীৎ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। বিলাসপুর সহর হইতে ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে খনাউত নদীর দক্ষিণ-কূলে একটী সমৃদ্ধিশালী নগরের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

মর্ক, সৌত্রিক ধাতু। ১ সর্পণ, ভ্বাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মর্কতি। লোট্ মর্কতু। লুঙ্ অমর্কীৎ।

মর্ক (পুং) মর্চ্চতি চেষ্টতে ইতি মর্চ্চ (ইন্-ভী-কা-পা-শল্যতি মর্চিভ্যঃ কন্। উণ্ ৩।৪৩) ইতি কন্, যদ্বা মর্কতি সর্পতীতি মর্ক-অচ্। ১ দেহ। ২ বায়ু। (উজ্জ্বল) ৩ শুক্রপুত্র।
"উপযামগৃহীতোঽসি মর্কায় ত্বা" (শুক্লযজু° ৭।১৬)
'মর্কঃ শুক্রপুত্রোঽসুরঃপুরোহিতঃ' (বেদদীপ°)
৪ বানর।
"মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি।"
(ভাগবত ১০।৮।২৯)
'মর্কান্ মর্কটান্' (স্বামী)
(ত্রি) ৪ মার্জ্জয়িতা।
"সূরশ্চ মর্ক উপরো বভূবান্" (ঋক্ ১০।২৭।২০)
'মর্কো মার্জ্জয়িতা' (সায়ণ)

মর্কক (পুং) মর্ক ইবার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। গলগণ্ডপক্ষী, চলিত হাড়্গিলা পাখী। ২ উর্ণনাভ, চলিত মাকড়সা।

মর্কট (পুং) মর্কতি গচ্ছতীতি মর্ক-(শকাদিভ্যোঽটন্। উণ্ ৪।৮১) ইতি অটন্। বানর।
"যমায় কৃষ্ণঃ মনুষ্যরাজায় মর্কট" (শুক্লযজু° ২৪।৩০)
২ উর্ণনাভ।
"অয়মুদগৃহীতবড়িশঃ কর্কট ইব মর্কটঃ পুরতঃ।"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৩২২)
৩ স্থাবর-বিষভেদ। (হেম) ৪ গলগণ্ডপক্ষী, হাড়্গিলাপাখী। (ত্রিকা°)

মর্কটক (পুং) মর্কট স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ বানর। ২ লূতা। ৩ শস্যভেদ। (মেদিনী)
"শ্যামাকাস্ত্বথ নীবারা জর্তিলাঃ সগবেধুকাঃ।
তথা বেণুযবাঃ প্রোক্তাস্তদ্বৎ মর্কটকা মুনে॥"(বিষ্ণুপু° ১।৬।২৫)
৪ মৎস্যভেদ। ৫ দৈত্য। (শব্দরত্না°)

মর্কটতিন্দুক (পুং) মর্কটপ্রিয়স্তিন্দুকঃ, মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা°। কুপীলু। (ভাবপ্র°)

মর্কটপিপ্পলী (স্ত্রী) মর্কটস্য পিপ্পলীব। অপামার্গ। (রাজনি°)

মর্কটপ্রিয় (পুং) মর্কটস্য প্রিয়ঃ। ক্ষীরবৃক্ষ। (শব্দমালা)

মর্কটবাস (পুং) মর্কট উর্ণনাভস্তস্য বাসঃ আবাসস্থানং। লূতাতন্তু, চলিত মাকড়্সার জাল। পর্য্যায় আশাবন্ধ।

মর্কটশীর্ষ (ক্লী) মর্কটস্য শীর্ষমিব তদ্বর্ণত্বাদেবাস্য তথাত্বং। হিঙ্গুল।

"রক্তং মর্কটশীর্ষঞ্চ হিঙ্গুলং দরদো রসঃ।" (বৈদ্যকরত্ন°)

মর্কটহ্রদ (ক্লী) বৈশালীর অন্তর্গত হ্রদভেদ।

মর্কটাস্য (ক্লী) মর্কটস্য আস্যমিব তদ্বর্ণত্বাদেবাস্য তথাত্বং। বানরমুখ। মর্কটস্য আস্যমিব আস্যং যস্য। (ত্রি) ২ বানরমুখ।

মর্কটী (স্ত্রী) মর্কতি বায়ুবেগেন ইতস্ততো গচ্ছতীতি মর্ক-অটন্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ কপিকচ্ছু।

"কপিকচ্ছুরাত্মগুপ্তা বৃষ্যা প্রোক্তা চ মর্কটী।
অজরা কণ্ডুরা ব্যঙ্গা দুঃস্পর্শা প্রাবৃষায়ণী॥" (ভাবপ্র°)

২ অপামার্গ। ৩ অজমোদা। ৪ করঞ্জভেদ, চলিত মাকড়া করঞ্জ। ৫ বানরী।

মর্কটীব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

মর্কটেন্দু (পুং) মর্কটে খগবিশেষে ইন্দুরিব। কাকতিন্দুক বৃক্ষ, চলিত কুচিলা।

'কাকেন্দুঃ কুলকঃ কাকপীলুকঃ কাকতিন্দুকে।
মর্কটেন্দুঃ সিন্ধুপুত্রো দ্বাবেতৌ তত্র কীর্ত্তিতৌ॥' (শব্দচ°)

মর্থামাউ, উঃ পঃ প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার সোরাওন উপবিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এই নগরের চতুষ্পার্শ্বে বিভিন্ন প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি ও ইষ্টকখণ্ডপূর্ণ স্তূপ সকল দেখিলে অনুমান হয় যে, পূর্ব্বকালে এই নগরে হিন্দুপ্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল; পরে মুসলমানগণ সেই সমস্ত প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া তাহারই মাল-মসলা হইতে মুসলমানদিগের উপযোগী সৌধমালা গঠিত করিয়া লইয়াছে।

মর্গাও, পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত গোয়ারাজ্যের সালসেট্ (গাঢ়াপুরী) জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৫° ১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ১´ পূঃ। পঞ্জীম হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে শাল-নদীর তীরে উক্ত জেলার ঠিক মধ্যস্থলে মনোরম সমতল ক্ষেত্রোপরি অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে এই নগরে বহুপূর্ব্বকাল হইতে আর্য্যজাতির উপনিবেশ ছিল এবং এখানে তাঁহাদের একটী প্রধান মঠ বা ধর্ম্মমন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। এই মঠ হইতে ইহার নাম মঠগ্রাম হয়। বর্ত্তমানে মঠগ্রামের অপভ্রংশে মর্গাও নামে ঘোষিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমান সৈন্যগণ কিছুকাল পর্য্যন্ত এই নগর লুণ্ঠন করিতে থাকে; কিন্তু এই স্থানে এত সমৃদ্ধিশালী লোক বাস করিতেন যে, এরূপ লুণ্ঠনের পরও তথায় অনেক ধনী লোকের বাস ছিল। এইস্থানে অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে এইস্থানে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারিত হয় এবং ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে এখানকার প্রথম গির্জ্জা প্রস্তুত হইয়াছিল। মরগাঁয়ে টাউনহল, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়, থিয়েটার এবং দরিদ্রাশ্রম আছে। ১৮১১ খৃঃ অব্দে এইখানে একটী সৈন্যাবাস নির্ম্মিত হয় এবং তথায় একদল সেনা রক্ষিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে ঐ বারিকে পুলিশ-কর্ম্মচারী ও সামান্য কয়েক জন মাত্র সৈন্যের আড্ডা আছে।

মর্কর (পুং) মর্কতি গচ্ছতীতি মর্ক-বাহুলকাৎ অর। ভৃঙ্গরাজ। (শব্দরত্না°)

মর্করা (স্ত্রী) মর্কর স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ দরী। ২ ভাণ্ড। ৩ সুরঙ্গা। ৪ নিষ্ফলা স্ত্রী। (বিশ্ব)

মর্‌গোল (পারসী) ১ কুলুপ। ২ নিপীড়ন। ৩ সঙ্গীতকালে স্বরকম্পন, গিট্‌কিরী।

মর্চ, সৌত্র ধাতু। ১ গ্রহণ, চুরাদি, পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মর্চয়তি। লোট্ মর্চয়তু। লুঙ্ অমমর্চং।

মর্চ্যা (দেশজ) ময়লা, লৌহাদি কোন দ্রব্যে ময়লা বা জঙ্গ্ পড়িলে তাহাকে মর্চ্চ্যা কহে।

মর্জ (স্ত্রী) মৃজ্যতে ইতি মৃজ্ শুদ্ধৌ (মৃজেগুর্ণশ্চ। উণ্ ১।৮১) ইতি উ, গুণশ্চ। ১ শুদ্ধি। (মেদিনী) মাষ্টি শোধয়তি বসনমিতি মজ্-উ। ২ রজক। ৩ পীঠমর্দ্দ। (শব্দরত্না°)

মর্জ্জা, পঞ্জাব-প্রদেশের বশহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য পথ। অক্ষা° ৩১° ১৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২৭´ পূঃ। ইহার উচ্চতা ১৬০০০ হইতে ১৭০০০ ফিট্। কেবলমাত্র জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত এই পথে যাতায়াত করা যায়। অপর সকল সময়েই তুষারপাতনিবন্ধন পথ আবৃত থাকে।

মর্জ্জাত (কাণা), বঙ্গদেশে খুলনা জেলার মধ্যে প্রবাহিত একটী নদী। ইহার সমুদ্রসঙ্গমস্থানও মর্জ্জাত নামে খ্যাত। অক্ষা° ২১° ৪৪´ উচ্চ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৩২´ পূঃ। পাটনী দ্বীপ হইতে ৮৯ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার মুখ অতিশয় বিস্তীর্ণ। নদীর মোহনা হইতে প্রায় ৪।৫ মাইল দূরে পারভাঙ্গা নামক দুইটী দ্বীপ আছে।

মর্জ্জাদপট্টি, উঃ পঃ প্রদেশের বারাণসী বিভাগের মীর্জাপুর জেলার একটী গণ্ডগ্রাম। প্রাচীন ভদোহি নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। এখানকার সৈয়দ সালর গাজির দরগা অতি প্রাচীন। প্রতি বৎসর এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

মর্ত্ত (পুং) ম্রিয়তেঽসৌ ইতি মৃ (হসিমৃগ্রিণিতি। উণ্ ৩।৮৬) ইতি তন্। ১ মনুষ্য।

"পৌর্ণমাস্যামমাবস্যাং পর্ব্বস্বন্যেষু প্রস্তরঃ।
মমৈষ সংশ্রুতো মর্ত্ত্যৈর্ভবিতা পাপনাশনঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু০ ১০০।১৮)

২ মাণবক। ম্রিয়তেঽস্মেতি। ৩ ভূলোক। (উজ্জ্বল)

মর্ত্তবান, ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মের তেনাসেরিম-প্রদেশের আমহার্ষ্ট জেলার অন্তর্গত একটী বিভাগ। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী শৈলশ্রেণী বিরাজিত। এই শৈলশ্রেণীর পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানসমূহ জঙ্গলে আবৃত এবং কর্ষণের অনুপযুক্ত। পশ্চিমভাগে সুবিস্তীর্ণ উর্ব্বরা ক্ষেত্র। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খাল বিদ্যমান থাকায় স্থানীয় শস্যাদি স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। বন্যার সময় সমুদ্রজল নদীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পশ্চিমকূলজাত শস্যাদি নষ্ট করিয়া থাকে। উহার দক্ষিণাংশে বাঁধ আছে বলিয়া সমুদ্র-জলের গতি রুদ্ধ হওয়ায় ভূমিভাগে প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং ঐ স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শস্য জন্মে।

এখানকার অধিবাসিগণ তলৈঙ্গ, তাহাদের কথিত ভাষাও তলৈঙ্গ নামে খ্যাত। উহা উত্তর-ব্রহ্মের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

২ উক্ত স্থানের প্রধান নগর। শালুএন্ নদীর দক্ষিণ-তীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ১৬° ৩২´ উঃ; দ্রাঘি০ ৯৭° ৩৮´ পূঃ। এখানে শালুএন্ নদীর তীরভূমে একটী দেবালয় আছে।

কিংবদন্তী এইরূপ যে, পেগুর প্রথম রাজা থ-ম-ল ৫৭৬ খৃঃ অব্দে মর্ত্তবান নগর নির্ম্মাণ করেন, অতঃপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মরাজ ইহার আয়তন বৃদ্ধি করেন। পূর্ব্বে মর্ত্তবানে রাজধানী ছিল, পরে ১৩২৩ খৃঃ অব্দে পেগু নগরীতে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হয়। পেগু ও শ্যামের লোক-দিগের সহিত ব্রহ্মদেশবাসীর যুদ্ধকালে এই নগরী পুনঃ পুনঃ অবরুদ্ধ ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে শ্যামের রাজা মর্ত্তবান অধিকার করিয়া তথায় জনৈক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। অনন্তর ইহার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দে ব্রহ্মদেশের রাজার নিযুক্ত শাসনকর্ত্তাদিগের আবাস এই নগরীতে ছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে ইংরাজ কর্ত্তৃক এই নগরী অবরুদ্ধ ও অধিকৃত হয়। পুনরায় ১৮৫২ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় যুদ্ধে ব্রহ্মদেশবাসীরা কয়েক সপ্তাহ পরে ইহার উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

মর্ত্তোলি, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ৩০° ২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৩´ পূঃ। জুহার পার্ব্বত্য-পথের নিকট দিয়া যে রাস্তা হূণদেশে (চীনাধিকৃত তিব্বৎ) গিয়াছে, তাহারই উপরে এই গ্রাম অবস্থিত। উত্তরাংশের শীতপ্রধান পর্ব্বতমধ্যে অবস্থিত বলিয়া শীতকালে এখানকার অধিবাসিগণ নিম্নস্থ উপত্যকায় নামিয়া আসিয়া অবস্থান করে। এই গ্রামটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১৩৫২ ফিট্ উচ্চে স্থাপিত।

মর্ত্ত্য (পুং) ম্রিয়তেঽস্মেতি মর্ত্তো ভূলোকস্তত্র ভবঃ মর্ত্ত-যৎ, যদ্বা মর্ত্ত এব যৎ। ১ মনুষ্য। ২ মধ্যমলোক। (জটাধর) (ক্লী) ৩ শরীর।

"তস্যাস্তদ্‌যোগবিধুতমার্ত্ত্যং মর্ত্ত্যমভূৎ সরিৎ।
(ভাগবত ৩।৩৩।৩২)

মর্ত্ত্যকৃত (ত্রি) মনুষ্য কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত।
'মর্ত্ত্যকৃতং পুরুরাবণো দেব রিষস্পাহি" (শুক্লযজু০ ৮।২৭)
"মর্ত্ত্যকৃতং মর্ত্ত্যেষু যজ্ঞদর্শনার্থমাগতেষু কৃতমবজ্ঞারূপং'
(বেদদীপ০)

মর্ত্ত্যতা (স্ত্রী) মর্ত্ত্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। মনুষ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, মর্ত্ত্যত্ব।

মর্ত্ত্যত্রা (অব্য০) মর্ত্ত্যদিগের পালয়ত্রী।
"নূভ্য উষো দেবি মর্ত্ত্যত্রা সুজাতে" (ঋক্ ১।১২৩।৩)
'মর্ত্ত্যত্রা মনুষ্যাণাং পালয়ত্রী' (সায়ণ)

মর্ত্ত্যত্ব (ক্লী) মর্ত্ত্য ভাবে ত্ব। মনুষ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

মর্ত্ত্যত্বন (ক্লী) মনুষ্যের অবলম্বনীয় পন্থা।

মর্ত্ত্যধর্ম্ম (পুং) মর্ত্তস্য ধর্ম্মঃ। মনুষ্যের ধর্ম্ম।

মর্ত্ত্যধর্ম্মন্ (পুং) মনুষ্য-ধর্ম্মযুক্ত।

মর্ত্ত্যভাব (পুং) মর্ত্ত্যস্য ভাবঃ। মনুষ্যস্বভাব, মনুষ্যত্ব।

মর্ত্ত্যভুবন (ক্লী) মর্ত্ত্যলোক, মনুষ্যলোক।

মর্ত্ত্যমহিত (ত্রি) মর্ত্ত্যে মহিতঃ। ১ মনুষ্য কর্ত্তৃক পূজিত। (পুং) ২ দেবতা।

মর্ত্ত্যমুখ (পুং) ১ মনুষ্যের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ২ কিন্নর, যক্ষ প্রভৃতি।

মর্ত্ত্যলোক (পুং) মনুষ্যলোক, পৃথিবী।

মর্ত্ত্যেষিত (ত্রি) মারক বা অন্য কর্ত্তৃক প্রেরিত।
"যুষ্মেষিতো মরুতো মর্ত্ত্যেষিত আ যোনো" (ঋক্ ১।৩৯।৮)
'মর্ত্ত্যেষিতঃ মারকৈরন্যৈর্বা প্রেষিতঃ' (সায়ণ)

মর্দ, [মৃদ দেখ]

মর্দ (পুং) মৃদ্-ঘঞ্। ১ মর্দ্দন। ২ মর্দ্দনশীল।

মর্দ (দেশজ) মরদ্, বলবান্ ব্যক্তি।

মর্দ্দক (পুং) মর্দ্দনকারক।

মর্দ্দন (ক্লী) মৃদ ভাবে ল্যুট্। অঙ্গমর্দ্দন, চলিত গা-টেপা। পর্য্যায়—সংবাহন, সম্বল। (শব্দরত্না০) ইহার গুণ—শ্রমহর,

নিদ্রা, শুক্র ও সুখপ্রদ, মাংস, রক্ত ও ত্বক্‌প্রসন্নকারক; বায়ু ও কফনাশক। (রাজব০) ২ চূর্ণন। ৩ কদন।

"তেষাং মৈরেয়দোষেণ বিষমীকৃতচেতসাম্।
নিম্লোচতি রবাবাসীদ্বেণূনামিব মর্দ্দনম্॥"

(ভাগবত ৩।৪।২)

(ত্রি) মৃদ্-ল্যু। ৩ মর্দ্দনকারক।

"দ্রক্ষ্যে ক্ষিতিজসত্মানাং মর্দ্দনং ত্রিদশেশ্বরম্।"

(মহাভারত ১৩।১৪।৭২)

মর্দ্দনসিংহ, মধ্যপ্রদেশস্থ ভানপুরের জনৈক হিন্দু রাজা। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের সময় শাহ-গড়ের রাজগণ বিদ্রোহী হইলে, সুযোগ দেখিয়া তিনি কুবাই মহকুমা অধিকার করিয়া বসেন। অতঃপর ইনি শাহগড়-রাজ ও গড়-অমাপানীর নবাব আদিল মহম্মদের সহযোগে ইংরাজাধিকৃত সমগ্র সাগর জেলা অধিকারপূর্ব্বক ভাগ করিয়া লইলেন। ৮ মাস কাল পর্য্যন্ত ঘটনাস্রোত এই ভাবে প্রবাহিত থাকে। সাগরনগর ও দুর্গ ইংরাজরাজের শাসনাধীনে থাকিলেও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ বিদ্রোহীদিগের করতলগত হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে সার হিউগ্ রোজ প্রথমে আদিল মহম্মদকে পরাভূত করেন, তদনন্তর তিনি মর্দ্দন সিংহকে পরাস্ত করিয়া সাগর জেলা বিদ্রোহ-হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

মর্দ্দান, পঞ্জাবপ্রদেশের পেশাবর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। পেশাবরের মধ্যস্থলে স্বাত এবং কাবুল নদীর পূর্ব্বে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৬৩২ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে প্রায় ১১০টী নগর ও গ্রাম আছে। গম, যব, তুলা, ইক্ষু, জোয়ার প্রভৃতি শস্য এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে এক জন আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ও একজন তহসীলদার আছেন।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রাধান নগর ও বিচার সদর।

মর্দ্দল (পুং) মর্দ্দং মর্দ্দনং লাতীতি লা-ক। বাদ্যবিশেষ, চলিত মাদল। পর্য্যায় শুক্ক (শব্দরত্না০)

"মৃদঙ্গানকশঙ্খানাং মর্দ্দলানাঞ্চ নিস্বনৈঃ।
খরোষ্ট্রাশ্বতরৈশ্চৈব মত্তা যাস্যামহে সুখম্॥"

(ভারত ৮।৪৪।১৯)

মর্দ্দিত (ত্রি) মৃদ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ গ্রথিত। ২ চূর্ণিত।

"তিন্তিড়ীফলরসেন মর্দ্দিতো রামবাণ ইতি বিশ্রুতো রসঃ।"

(ভাবপ্র০)

মর্ব, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মর্ব্বতি। লোট্ মর্ব্বতু। লুঙ্ অমর্বীৎ।

মর্দা (পারসী) পুরুষ।

মর্দানা (পারসী) ১ পুরুষ। ২ পুরুষসম্বন্ধীয়। ৩ মনুষ্যোচিত। ৪ সাহস। (দেশজ) ৫ হস্তালঙ্কারবিশেষ।

মর্দাদমী (পারসী) ১ পুরুষমানুষ। ২ ভদ্রলোক।

মর্ফা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ বান্দাজেলার একটী প্রাচীন নগর। এখানকার ধ্বংসপ্রায় দুর্গভাগ সেই পুর্ব্বসমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। এই নগর পান্না-রাজবংশীয় জনৈক বাঘেল রাজার রাজধানী ছিল। এই বংশের শেষ রাজা চাচরীয়ার যুদ্ধে ১৭৮০ খৃঃ অব্দে নিহত হইয়াছিলেন; তদবধি ঐ দুর্গ ধ্বংসাবস্থায় পতিত হইয়াছে। এই দুর্গে ৪টী ফটক আছে। তন্মধ্যে কয়েকখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

মর্ম্মকীল (পুং) মর্ম্ম কীলতি বিধ্যতীতি কীল-ক যদ্বা মর্ম্মণি গূঢ়বিষয়ে কীলশঙ্কুরিব। ভর্ত্তা। (জটাধর)

মর্ম্মগ (ত্রি) মর্ম্ম তত্ত্বং গচ্ছতীতি মর্ম্ম-ড। মর্ম্মজ্ঞ।

মর্ম্মগাঁও পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত সালসেটী জেলার অন্তর্গত একটী উপদ্বীপ, নগর ও বন্দর। মর্ম্মগাঁও উপদ্বীপ গোয়া-বন্দরের দক্ষিণে জুয়ারি নদীর বামতীরে অবস্থিত। এই উপদ্বীপের অগ্রভাগ ২০০ ফিট্ উচ্চ একটী সমতল ক্ষেত্র।

মর্ম্মগাঁও নগর ও বন্দর উক্ত উপদ্বীপের পূর্ব্ব-সীমানায় পঞ্জীমের ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার প্রায় সমস্ত লোকই খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী। গত সপ্তদশ শতাব্দের শেষভাগে পর্ত্তুগীজ-রাজপ্রতিনিধি গোয়া হইতে মর্ম্মাগাঁওয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে মনস্থ করেন। ১৬৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে নূতন রাজপ্রাসাদের ভিত্তি আরম্ভ হয়; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা অট্টালিকা নির্ম্মাণ বন্ধ করিয়া দেন। যাহা-হউক, তৎপরবর্ত্তী রাজপ্রতিনিধি নিটানো ডি মেলো ক্যাষ্ট্রোর শাসনকালে ঐ রাজপ্রাসাদের সমস্ত গঠনকার্য্য সম্পন্ন হয় এবং শাসনকর্ত্তা তথায় কিছুকাল অবস্থান করেন। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে গোয়া নগর মহারাষ্ট্র-করকবলে পতিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তথাকার নিরাশ্রয় অধিবাসিগণ এবং মঠ-বাসিনী খৃষ্টান-সন্ন্যাসিনীগণ এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এখানে একটী পুরাতন গির্জ্জার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার গঠনকার্য্য অতি মনোহর। মর্ম্মাগাঁও দুর্গে কয়েদীদিগের গারদখানা হইয়াছে।

মর্ম্মজ্ঞ (ত্রি) মর্ম্ম তত্ত্বং জানাতীতি জ্ঞা-ক। ১ মর্ম্মবিদ্। ২ তত্ত্বজ্ঞ।

"তেষামাপততাং বীর শীঘ্রং পূর্ব্বমথো দৃঢ়ম্।
ক্ষিপ্রাস্ত্রো ন্যবধীদ্ ভ্রাতা মর্ম্মজ্ঞো মর্ম্মবেদিভিঃ॥"

(ভারত ৭।৩৪।২০)

মর্ম্মঘ্ন (ত্রি) মর্ম্ম হন্তি হন্‌-টক্‌। মর্ম্মঘাতক।

মর্ম্মচর (ক্লী) হৃদয়।

মর্ম্মচ্ছিদ্ (ত্রি) মর্ম্ম ছিনত্তি ছিদ্‌-ক্বিপ্‌। মর্ম্মচ্ছেদকারক।

মর্ম্মত্র (ক্লী) হৃদয়াচ্ছাদক বর্ম্মবিশেষ।

মর্ম্মন্ (ক্লী) মৃ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্‌। উণ্‌ ৪।১৪৪) ইতি মণিন্‌। ১ স্বরূপ। ২ তত্ত্ব।

"মৃগয়া ন বিগীয়তে নৃপৈরপি ধর্ম্মাগমমর্ম্মপারগৈঃ।
স্মরসুন্দর! মাং যদত্যজস্তবধর্ম্মঃ সদয়ো দয়োজ্জ্বলঃ॥"
(নৈষধ ২।৯)

৩ সন্ধিস্থান। ৪ জীবস্থান।

"সন্নিপাতঃ শিরাস্নায়ুসন্ধিমাংসাস্থিসম্ভবঃ।
মর্ম্মাণি তেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণাঃ খলু বিশেষতঃ॥" (ভাবপ্র০)

শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, মাংস এবং অস্থি ইহাদের একত্র সন্নিবেশকে মর্ম্ম কহে। মর্ম্মস্থানে প্রাণ বিশেষরূপে অবস্থিতি করে। সুশ্রুতে লিখিত আছে, মর্ম্মস্থান ১০৭টী। এই মর্ম্ম সকল পাঁচ ভাগে বিভক্ত,—মাংসমর্ম্ম, শিরামর্ম্ম, স্নায়ুমর্ম্ম, সন্ধিমর্ম্ম ও অস্থিমর্ম্ম। ইহার মধ্যে আবার মাংসমর্ম্ম ১১, শিরামর্ম্ম ৪১, স্নায়ুমর্ম্ম ২৭। ইহার মধ্যে প্রত্যেক পাদে ও হস্তে ১১, উদরে ও বক্ষঃস্থলে ১২, পৃষ্ঠে ১৪ এবং গ্রীবা ও তাহার উর্দ্ধদেশে ৩৭। ক্ষিপ্র, তলহৃদয়, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশির, গুল্ফ, জানু, ইন্দ্রবস্তি, উরু, আণি লোহিতাক্ষ ও বিটপ, এই একাদশ করিয়া মর্ম্ম প্রত্যেক পাদে অবস্থিত।

উদর ও বক্ষোদেশস্থিত মর্ম্ম—গুদ, বস্তি, নাভি, হৃদয়, স্তনমূল, স্তনরোহিত, অপলাপ, অবস্তম্ভ। পৃষ্ঠদেশস্থিত মর্ম্ম—কটীকতরুণ, কুকুন্দর, নিতম্ব, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী, অংশফলক এবং অংশদ্বয়। বাহুস্থিত মর্ম্ম—ক্ষিপ্র, তলহৃদয়, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশির, মণিবন্ধ, ইন্দ্রবস্তি, কূর্পর, আণি, উর্ব্বী, লোহিতাক্ষ এবং কক্ষধর।

স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থিত মর্ম্ম—ধমনী ৪টী, মাতৃকা ৮, কৃকাটিকা, ২, বিধুর ২, ফণ ২, অপাঙ্গ ২, আবর্ত্ত ২, উৎক্ষেপ ২, শঙ্খ ২, স্থপনী ১, সীমন্ত ৫, শৃঙ্গাটক ৪ এবং অধিপতি নামক এক। এই ৩৭ টী মর্ম্মস্থান স্কন্ধসন্ধির উপরিভাগে স্থিত।

এই সকল মর্ম্মের মধ্যে তলহৃদয়, ইন্দ্রবস্তি, গুহ্যমণ্ডল এবং স্তনরোহিত এই সকল মাংসমর্ম্ম। নীলা, ধমনী, মাতৃকা, শৃঙ্গাটক, অপাঙ্গ, স্থপনী, ফণ, স্তনমূল, অপলাপ,অপস্তম্ভ, হৃদয়নাভি, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী, লোহিতাক্ষ এবং উর্ব্বী এই সকল শিরামর্ম্ম। আণি, বিটপ, কক্ষধর, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশির, বস্তি, ক্ষিপ্র, অংশ, বিধুর এবং উৎক্ষেপ এই সকল স্নায়ুমর্ম্ম, কটীকতরুণ, নিতম্ব, অংশফলক এবং শঙ্খ, এই সকল, অস্থিমর্ম্ম। জানু, কূর্পর, সীমন্ত, অধিপতি, গুল্ফ, মণিবন্ধ, কুকুন্দর, আবর্ত্ত এবং কৃকাটিকা, এই সকল সন্ধিমর্ম্ম। এই সকল মর্ম্মের পাঁচ প্রকার কার্য্য; যথা—সদ্যঃপ্রাণনাশক, কালান্তরে প্রাণনাশক, বিশল্যঘ্ন, (যে স্থানের শল্য বাহির করিলে মৃত্যু হয়) বৈকল্যকর, (যাহা দ্বারা কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের বিকৃতি হয়) এবং পীড়াকর। ১৯ টী মর্ম্ম সদ্যঃপ্রাণনাশক, ৩৩টী কালান্তরে প্রাণনাশক,৩ বিশল্যঘ্ন, ৪৪ বৈকল্যকর এবং ৮টী পীড়াকর।

হৃদয়, বস্তি, নাভি, শৃঙ্গাটক, অধিপতি, শঙ্খ, শির ও গুদ, এই সকল মর্ম্ম আহত হইলে সদ্যঃ প্রাণনাশ হয়। বক্ষমর্ম্ম, সীমন্ত, তল, ক্ষিপ্র, ইন্দ্রবস্তি, কটীকতরুণ, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী এবং নিতম্ব এই সকল মর্ম্ম আহত হইলে কালান্তরে প্রাণনাশ হয়। উৎক্ষেপ এবং স্থপনী এই দুই মর্ম্ম বিশল্যঘ্ন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। লোহিতাক্ষ, জানু, উর্ব্বী, কূর্চ্চ, বিটপ, কূর্পর, কুকুন্দরদ্বয়, কক্ষধরদ্বয়, বিধুরদ্বয়, কৃকাটিকদ্বয়, অংশ, অংশফলক, অপাঙ্গ, নীলাদ্বয়, মন্যাদ্বয়, ফণদ্বয় এবং আবর্ত্তদ্বয় এই সকল মর্ম্ম আহত হইলে অঙ্গ বৈকল্য হয়। গুল্ফদ্বয়, মণিবন্ধদ্বয় ও কূর্চ্চশির চারিটী, এই ৮ টী মর্ম্ম আহত হইলে যাতনা হয়। ক্ষিপ্র মর্ম্ম সকল বিদ্ধ মাত্রেই অথবা কিছুকাল পরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

এই সকল মর্ম্মের মধ্যে সদ্য প্রাণনাশক মর্ম্ম অগ্নিগুণবিশিষ্ট। এই অগ্নিগুণের অল্পতা হইলে শীঘ্র প্রাণ বিনষ্ট হয়। যে সকল মর্ম্ম কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে, তাহারা সৌম্য ও আগ্নেয় এই উভয়গুণবিশিষ্ট হয়। যে সমস্ত মর্ম্ম বিশল্য প্রাণনাশক, তাহাতে বায়ুগুণ অধিক। যতকাল শল্যের মুখ বদ্ধ থাকিয়া অভ্যন্তরে বায়ু অবস্থান করে, ততকাল রোগী জীবিত থাকে, শল্য বাহির করিলেই বায়ু নিঃসৃত হয়। অতএব যাবৎ শল্য থাকে, তাবৎ জীবিত থাকে। শল্য বাহির করিলেই মৃত্যুই হয়। যে সকল মর্ম্ম বৈকল্য, তাহারা সৌম্য। সোমগুণের স্থিরতা ও শীতলতাহেতু সেই সকল মর্ম্মে প্রাণ আশ্রয় করিয়া থাকে। যে সকল মর্ম্ম পীড়াকর, তাহারা অগ্নি ও বায়ুগুণবিশিষ্ট, কারণ অগ্নি ও বায়ু উভয়ে যন্ত্রণাদায়ক। কেহ কেহ বলেন, পীড়াকর মর্ম্ম কেবল অগ্নি ও বায়ুগুণবিশিষ্ট নহে, উহা পাঞ্চভৌতিক।

কাহার কাহারও মতে মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই পাঁচটী ধাতুই যে মর্ম্মে বর্দ্ধিত ও মিলিত হয়,তাহাই সদ্যঃপ্রাণনাশক হইয়া উঠে। উক্ত ধাতুসমূহের সংযোগ থাকা প্রযুক্ত ঐ মর্ম্ম আহত হইলে সদ্যঃপ্রাণবিনাশ করে। যে মর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত ধাতু সকলের মধ্যে চারিটী ধাতুর সংযোগ

থাকে, তাহা আহত হইলে কালান্তরে মৃত্যু হয়। তিনটী ধাতুর সংযোগ থাকিলে মর্ম্মস্থান হইতে শল্য বাহির করিলে মৃত্যু হয়। যে মর্ম্মে দুইটী ধাতুর সংযোগ থাকে, তাহা আহত হইলে অঙ্গের বৈকল্য এবং যে মর্ম্মে একটী মাত্র ধাতু মিশ্রিত থাকে, তাহা আহত হইলে শোণিত-নিঃসরণ হইয়া থাকে।

শরীরে প্রধানতঃ চারি প্রকার শিরা আছে, তৎসমুদায়ই মর্ম্মস্থানে সন্নিবদ্ধ। তাহারা স্নায়ু, অস্থি, মাংস ও সন্ধি সকল পোষণ করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে। মর্ম্মস্থান ক্ষত হইলে, বায়ুবৃদ্ধি জন্ম শিরা সকল আহত স্থানের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় এবং দেহে তীব্র যাতনা জন্মায়। সেই যাতনায় শরীর অভিভূত হইয়া নাশ পায় বা সংজ্ঞারহিত হয়। অতএব যে ব্যক্তি শল্য বাহির করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি মর্ম্মস্থান যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া শল্য বাহির করিবেন।

যে সকল মর্ম্ম সদ্যঃপ্রাণহর, তাহারা অন্তর্ভাগে বিদ্ধ হইলে কালান্তরে প্রাণনাশক হয়। যে সকল মর্ম্ম কালান্তরে প্রাণহর, তাহারা অন্তর্ভাগে বিদ্ধ হইলে অঙ্গের বৈকল্য জন্মায়। যে সকল মর্ম্ম বিশল্য-প্রাণহর, তাহারা অন্তর্ভাগে বিদ্ধ হইলে বেদনা উৎপন্ন করে। সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্ম আহত হইলে সাত দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। যে সকল মর্ম্ম কালান্তরে প্রাণহর, তাহারা আহত হইলে পক্ষান্তে বা মাসান্তে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ক্ষিপ্রনামক মর্ম্ম আহত হইলে কোন কোন সময়ে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণ বিনষ্ট হয়। যে সকল মর্ম্ম বিশল্য-প্রাণহর বা অঙ্গবৈকল্যকর, তাহারা বিশেষরূপে আহত হইলে প্রাণনাশ হইয়া থাকে।

পাদাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যস্থ ক্ষিপ্রনামক মর্ম্ম আহত হইলে আক্ষেপে (খেঁচুনিতে) মৃত্যু ঘটে। মধ্যমাঙ্গুলির সমসূত্রস্থ পাদতল-মধ্যস্থিত তলহৃদয় মর্ম্ম আহত হইলে উৎকট পীড়ায় প্রাণবিয়োগ হয়। ক্ষিপ্র মর্ম্মের উপরিভাগের উভয়পার্শ্বে কূর্চ্চ নামক মর্ম্মদ্বয় অবস্থিত, ইহা আহত হইলে ভ্রমণকালে পা কাঁপিতে থাকে। গুল্ফসন্ধির অধোভাগস্থ উভয়দিকের কূর্চ্চশির নামক মর্ম্মদ্বয় আহত হইলে পীড়া ও ফুলা জন্মে। পা ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থানে গুল্ফ নামক মর্ম্ম, আহত হইলে পা স্তব্ধ ও খঞ্জ হয়। জঙ্ঘার মধ্যস্থানে পশ্চাদ্দিকে ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম্ম আহত হইলে শোণিতক্ষয়ে মৃত্যু ঘটে। জঙ্ঘা এবং উরুর সন্ধিস্থানের জানুনামক মর্ম্ম আহত হইলে খঞ্জ হইয়া থাকে। জানুর তিন অঙ্গুলি উর্দ্ধে উভয়পার্শ্বে আণি নামক মর্ম্মদ্বয় অবস্থিত, উহা আহত হইলে পা অতিশয় ফুলিয়া চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া যায়। উরুর মধ্যস্থিত উর্ব্বী মর্ম্ম আহত হইলে শোণিতক্ষয় হইয়া পা শুষ্ক হয়। উরুমূলস্থিত লোহিতাক্ষ মর্ম্ম আহত হইলে পক্ষাঘাত হইয়া থাকে। বঙ্ক্ষণ এবং মুষ্কদ্বয়ের মধ্যে বিটপ নামক মর্ম্ম, ইহা আহত হইলে ষণ্ডতা, বা শুক্রের অল্পতা হয়। দুই পায়ে ও দুই হাতে এই একাদশ মর্ম্ম স্থান সন্নিবিষ্ট আছে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, পাদের গুল্ফ, জানু ও বিটপ নামক মর্ম্ম, হস্তদ্বয়ের মণিবন্ধ, কূর্পর ও কক্ষধর নামক তিন মর্ম্মের নামান্তর মাত্র। বঙ্ক্ষণ ও মুষ্কদ্বয়ের মধ্যস্থিত বিটপ মর্ম্ম বক্ষঃ ও কক্ষার মধ্যস্থিত কক্ষধর মর্ম্মের সদৃশ। ইহা বিদ্ধ হইলে একই রূপ উপদ্রব হয়। মণিবন্ধ নামক মর্ম্ম আহত হইলে কুণ্ঠতা (অঙ্গুলি কুঁকড়ে যাওয়া), কূর্পর মর্ম্ম আহত হইলে কুণি (ছোট হইয়া যাওয়া) এবং কক্ষধর মর্ম্ম আহত হইলে পক্ষাঘাত হয়।

স্থূলান্ত্র-সংলগ্ন বায়ু ও পুরীষের নিঃসরণ-পথকে গুদমর্ম্ম কহে। ইহা আহত হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়। কটি দেশের অভ্যন্তরে অল্প মাংসরক্তবিশিষ্ট মূত্রাশয় আছে, তাহাই বস্তি নামে কথিত মর্ম্ম। অশ্মরীরোগ ভিন্ন ইহার উভয়পার্শ্ব ভেদ করিলে জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়, এবং পার্শ্বভেদে মূত্রস্রাবি-ব্রণ জন্মিবার সম্ভাবনা। যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে এই ব্রণ আরোগ্য হয়। পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে নাভি নামক মর্ম্ম অবস্থিত। ইহা শিরাসকলের উৎপত্তি স্থান, এই স্থানে আঘাত লাগিলে সদ্যো মৃত্যু হয়। স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে আমাশয়ের দ্বার—বক্ষঃ, ইহাই হৃদয় নামক মর্ম্ম এবং রজঃ ও তমোগুণের আশ্রয়। ইহা আহত হইলে সদ্যোমৃত্যু ঘটে। স্তনদ্বয়ের অধোভাগে প্রত্যেক দিকে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে স্তনমূল নামক মর্ম্মদ্বয়, এই মর্ম্ম কফপূর্ণ, সুতরাং ইহা আহত হইলে কাস ও শ্বাসের দ্বারা প্রাণবিয়োগ হয়। স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগের উর্দ্ধে প্রত্যেকদিকে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে স্তনরোহিত নামক মর্ম্মদ্বয়, ইহা শোণিতপূর্ণ, এইজন্ম ইহা আহত হইলে শোণিতস্রাব বা কাসরোগে প্রাণবিনষ্ট হইয়া থাকে। অংশকূটের অধোভাগস্থ উভয়পার্শ্বের উপরিভাগে অপলাপ নামক মর্ম্মদ্বয়, ইহা আহত হইলে ক্ষতস্থান হইতে রক্তনির্গম হইয়া থাকে এবং ঐ রক্ত পূয়ে পরিণত হইলে মৃত্যু ঘটে।

বক্ষের উভয়পার্শ্বে বায়ুবাহিনী নাড়ীদ্বয় অবস্থিত। এই নাড়ীদ্বয়ে অপস্তম্ভ নামক মর্ম্মদ্বয় আছে। ইহারা সর্ব্বদা বায়ুপূর্ণ, সুতরাং আহত হইলে কাস বা শ্বাসরোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

পৃষ্ঠদেশে—মেরুদণ্ডের উভয়দিকে শ্রোণিস্থানে যে অস্থিময় কটীকতরুণ নামক মর্ম্মদ্বয় আছে, ইহা আহত হইলে রক্তক্ষয় জন্ম পাণ্ডু, বিবর্ণ ও রূপের বিকৃতি হইয়া মৃত্যু হয়। জঙ্ঘাদ্বয়ের বাহিরপার্শ্বে পৃষ্ঠবংশের অল্প নিম্নভাগের উভয়দিকের

কুকুন্দ নামক মর্ম্মদ্বয়, ইহা বিদ্ধ হইলে শরীরের অধোভাগে স্পর্শজ্ঞান থাকে না এবং ক্রিয়াশক্তির ব্যাঘাত জন্মে। শ্রোণি-মধ্যস্থিত অস্থিকাণ্ডদ্বয়ের উপরিভাগে যে স্থান আশয়ের আচ্ছাদন ও অধোভাগের পার্শ্বদেশে সংলগ্ন, শরীরের উভয়পার্শ্বস্থিত সেই নিতম্ব নামক মর্ম্মদ্বয় আহত হইলে শরীরের অধোভাগ শুষ্ক হইয়া যায় এবং দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত পরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। জঘনদ্বয় হইতে বক্রভাবে ঊর্দ্ধদিকে এবং জঘনদ্বয় ও পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যস্থলে, অধোভাগের পার্শ্বদ্বয়ে সংলগ্ন পার্শ্বসন্ধি নামক রক্তপূর্ণ মর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হইলে মৃত্যু হয়। স্তনমূলের সহিত সমান রেখাস্থিত পৃষ্ঠদেশের উভয়-পার্শ্বের বৃহতী নামক মর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হইলে সাতিশয় শোণিত-স্রাবহেতু মৃত্যু ঘটে। পৃষ্ঠের উপরিভাগে পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়-পার্শ্বে ত্রিক-সন্ধি (তিন অস্থির সন্ধি)-সংলগ্ন অংশফলক নামক মর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হইলে বাহুদ্বয় নিস্পন্দ ও শুষ্ক হয়। বাহুদ্বয়ের ঊর্দ্ধদেশে গ্রীবার মধ্যস্থলে স্কন্ধ-নিবন্ধনার্থ সন্ধি-স্থানের অংশ নামক মর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হইলে বাহু স্তব্ধ হয়।

স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থিত মর্ম্ম সকল কণ্ঠনালীর উভয়দিকে চারিটী ধমনী, দুইটী নীলা ও দুইটী মন্যা মধ্যে সন্নিবদ্ধ। ইহারা বিদ্ধ হইলে মূকতা, শরীরের বিকৃতি এবং রসজ্ঞানের অভাব হয়। গ্রীবার উভয়পার্শ্বের শিরামাতৃকা নামক মর্ম্ম-দ্বয় বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। মস্তক এবং গ্রীবার সন্ধিস্থানস্থিত কৃকাটিকা নামক মর্ম্মদ্বয় আহত হইলে চল-মূর্দ্ধতা (মাথাচালা) নামক উপদ্রব জন্মে। কর্ণদ্বয়ের পার্শ্ব-দেশের অধোভাগস্থ বিধুর নামক মর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হইলে গন্ধ-জ্ঞানের অভাব ঘটে। ভ্রু-যুগের অন্তর্ভাগে চক্ষুর বাহিরের অধোভাগে অপাঙ্গ নামক মর্ম্মদ্বয়, ইহা আহত হইলে অন্ধ বা দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত জন্মে। ভ্রূর উপরিভাগের নিম্নদেশে আবর্ত্ত নামক মর্ম্মদ্বয় আছে। ইহা বিদ্ধ হইলে অন্ধ বা দৃষ্টি-হীনতা হইয়া থাকে। ভ্রূপুচ্ছের অন্তর্ভাগের উপরে কর্ণ ও ললাট-মধ্যস্থ শঙ্খনামক মর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়। শঙ্খ-দ্বয়ের উপরিভাগে কেশমূলের অন্ত পর্য্যন্ত উৎক্ষেপ নামক মর্ম্মদ্বয় অবস্থিত, ইহা যে পদার্থ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হয়, সেইটী সেই স্থানে যতক্ষণ সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ, অথবা পাকিয়া সেইটী আপনা হইতে স্খলিত হইলে রোগী জীবনলাভ করে, শল্য বাহির করিলে মৃত্যু নিশ্চয়। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থপনী নামক মর্ম্ম অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মবিদ্ধের ন্যায় ফল হয়। মস্তকের অস্থির পাঁচটী সন্ধিস্থান সীমন্ত নামে কথিত, এই স্থান বিদ্ধ হইলে উন্মাদ, ভয় ও চিত্তনাশের দ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ও জিহ্বা এই চারিটী ইন্দ্রিয় যে সকল শিরা দ্বারা সন্তর্পিত হয়, অর্থাৎ গন্ধবাহী, শব্দবাহী, রসবাহী ও রূপবাহী যে সমস্ত শিরা আছে, তাহাদিগের সন্ধিস্থানকে শৃঙ্গাটক মর্ম্ম কহে। শৃঙ্গাটক চারিটী, ইহা বিদ্ধ হইলে সদ্যো-মৃত্যু হয়। মস্তকের অভ্যন্তরের উপরিভাগে শিরা সকলের সন্ধিস্থানের বাহিরে রোমের আবর্ত্ত আছে, তথাকার অধি-পতি নামক মর্ম্ম আহত হইলে সদ্যোমৃত্যু ঘটে।

উর্ব্বীদ্বয়, সকল শিরা, বিটপ, কক্ষপার্শ্ব ও স্তনদ্বয়ের উপরিদিকের মূল প্রভৃতি স্থানে শস্ত্রপাত করিতে হইলে মর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত একাঙ্গুলি পরিমিত স্থানের অন্তরে বিদ্ধ করিবে। মণিবন্ধ ও গুল্ফ-স্থানে দুই অঙ্গুলি এবং জানু ও কূর্পর-দ্বয়ে তিন অঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া শস্ত্রপাত করা আবশ্যক। হৃদয়, বস্তি, কূর্চ্চ, স্তন, নাভি ও মূর্দ্ধা এই সকল স্থানে চারি অঙ্গুল, গলদেশে এবং কণ্ঠনালীর উভয়দিকে শস্ত্রপাত করিতে হইলে পঞ্চাঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে। রোগী অঙ্গুলি সংযত করিলে করতলে যে পরিমাণ হয়, সেইটীই পঞ্চাঙ্গুলির পরিমাণ জানিবে।

অবশিষ্ট মর্ম্মস্থান সকল রক্ষা করিতে হইলে মর্ম্মস্থানের অর্দ্ধাঙ্গুলি অন্তরে শস্ত্রপাত করা বিধেয়। মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, শস্ত্রক্রিয়ার এই প্রকার পরিমাণে ত্যাগ করা আবশ্যক। মর্ম্মের পার্শ্বদেশ অভিহত হইলেও মর্ম্মনাশ হয়, অতএব শস্ত্রপাতকালে মর্ম্মের স্থান পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। হস্ত, পদ ও শিরা ছিন্ন হইলে উহা সঙ্কুচিত হয় এবং সেই স্থান হইতে অল্পরক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহাতে মনুষ্য ছিন্নশাখ তরুর ন্যায় একবারে বিনষ্ট হয় না। ক্ষিপ্র ও তল নামক মর্ম্ম আহত হইলে অতিশয় রক্ত নিঃসরণ হয় এবং বায়ুজন্য পীড়া জন্মে।

মর্ম্মস্থান আহত হইলে যদিও চিকিৎসার গুণে মনুষ্য জীবিত থাকতে পারে, তথাপি তাহার অঙ্গের বিকলতা বিদূ-রিত হয় না।

মর্ম্মস্থানে সোম, বায়ু, তেজ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও ভূতাত্মা সকল অবস্থিতি করে। এইজন্য মর্ম্ম অভিহত হইলে শরীর জীবিত থাকে না। যে সকল মর্ম্ম আশু প্রাণনাশক, তাহারা আহত হইলে ইন্দ্রিয়জ্ঞান, মনোবুদ্ধির বৈপরীত্য ও বিবিধ প্রকার তীব্র বেদনা জন্মে। যে সকল মর্ম্ম কালান্তরে প্রাণনাশক, তাহারা আহত হইলে ক্রমশঃ ধাতুক্ষয় হয় এবং তজ্জন্য বিবিধ বেদনা দ্বারা প্রাণ নাশ হইয়া থাকে। যে সকল মর্ম্ম আহত হইলে শরীরের বিকলতা জন্মে, সুনিপুণ বৈদ্য কর্ত্তৃক সেই আহত স্থান চিকিৎসিত হইলে কেবল মাত্র

অঙ্গহীন হইয়া রোগী জীবিত থাকে। যে সকল মর্ম্মস্থান হইতে শল্য বাহির করিলে মৃত্যু হয়, কুবৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসা করাইলে অতিশয় পীড়া ভোগ করিয়া তাহাতে অবশেষে বিকলাঙ্গ হইতে হয়। ছেদ, ভেদ, আঘাত, দহন, বা বিদারণ প্রভৃতি যে কোন কারণে মর্ম্মস্থান আহত হউক, তাহার ফল সমান হয়।

অধিক হউক বা অল্পই হউক মর্ম্ম আহত হইলে নানাপীড়া জন্মে। প্রায়ই অঙ্গের বিকলতা বা মৃত্যু উপস্থিত হয়। মর্ম্ম আহত হইলে শরীরে যে সকল বিকার জন্মে, তাহারা প্রায়ই কষ্টসাধ্য, অতিশয় যত্নের সহিত চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত শারীরস্থান ৬ অঃ।)

এই সকল মর্ম্ম সহজে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া গেল। ইহাতে মর্ম্মের নাম, অবস্থিতিস্থান এবং আহত হইলে কিরূপ ফল হইতে পারে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

মর্ম্মস্থানের তালিকা।

মর্ম্মের নাম	অবস্থিতি-স্থান	আহত হইলে যে ফল হয়।
১ ক্ষিপ্র স্নায়ুমর্ম্ম,	বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যে,	আক্ষেপক-উপদ্রবে মৃত্যু হয়।
২ তলহৃদয় মাংসমর্ম্ম,	মধ্যমাঙ্গুলির মূল হইতে সরলরেখাস্থিত পাদতলের মধ্যস্থল,	পাদস্ফুট রোগ হইয়া মৃত্যু হয়।
৩ কূর্চ্চ স্নায়ুমর্ম্ম,	ক্ষিপ্রের উপরিভাগে উভয়পার্শ্বে,	সঞ্চরণকালে পা কাঁপিতে থাকে।
৪ কূর্চ্চশির স্নায়ুমর্ম্ম,	গুল্ফসন্ধির অধোভাগে উভয়পার্শ্বে,	রোগ ও ফুলা হয়।
৫ গুল্ফ-সন্ধিমর্ম্ম,	পদ ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থান,	পদ স্তব্ধ বা খঞ্জ হয়।
৬ ইন্দ্রবস্তি সন্ধিমর্ম্ম,	প্রত্যেক পার্ষ্ণি ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থান,	শোণিত ক্ষয় হইয়া মৃত্যু হয়।
৭ জানুসন্ধি সন্ধিমর্ম্ম,	জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধিস্থান,	খঞ্জ হয়।
৮ আণি স্নায়ুমর্ম্ম,	জানুর ঊর্দ্ধ উভয়দিকে তিন অঙ্গুলি পরিমিত,	ফুলিয়া উঠে ও চলিবার শক্তি থাকেনা।
৯ উর্ব্বী শিরামর্ম্ম,	উরুদেশের মধ্যস্থল,	রক্ত ক্ষয় হইয়া পা সরু হয়।
১০ লোহিতাক্ষ শিরামর্ম্ম,	উর্ব্বীর ঊর্দ্ধে কুঁচকির অধোভাগে ঊর্দ্ধমূলে,	শোণিত ক্ষয় হইয়া পক্ষাঘাত হয়।
১১ বিটপ শিরামর্ম্ম,	কুঁচকি ও কোষের মধ্যস্থল,	ষণ্ডতা বা শুক্রের অল্পতা হয়।
১২ গুদ মাংসমর্ম্ম,	স্থূল-অন্ত্রিতে সংলগ্ন বায়ু ও পুরীষনিঃসারি,	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।
১৩ বস্তি স্নায়ুমর্ম্ম,	কটিদেশাভ্যন্তরে অল্প মাংস ও রক্তবিশিষ্ট মূত্রাশয় বা বস্তি,	অশ্মরীরোগ ভিন্ন তাহার উভয়দিক্ ভেদ করিলে বাঁচে না, একদিক্ ভেদ করিলে মূত্রস্রাবী ব্রণ জন্মে।
১৪ নাভি শিরামর্ম্ম,	পক্ক ও আমাশয়ের মধ্যস্থিত শিরা-মূল,	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।
১৫ হৃদয় শিরামর্ম্ম,	স্তনদ্বয়ের মধ্যে আমাশয়ের দ্বার,	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।
১৬ স্তনমূল শিরামর্ম্ম,	প্রত্যেক স্তনের অধোভাগের উভয়পার্শ্ব,	কফসঞ্চয় জন্য শ্বাস ও কাসরোগে মৃত্যু।
১৭ স্তনরোহিত মাংসমর্ম্ম,	স্তনাগ্রভাগে উভয়পার্শ্বে	রক্তসঞ্চয় জন্য শ্বাস ও কাসরোগে মৃত্যু।
১৮ অপলাপ শিরামর্ম্ম,	অংসকূটের অধোভাগে ও পার্শ্বের উপরিভাগে,	রক্ত পূয়ভাব প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু হয়।
১৯ অপস্তম্ভ শিরামর্ম্ম,	বক্ষঃস্থলের দুইদিকে বায়ুবাহিনী নাড়ী,	বায়ু হেতু কাস ও শ্বাসরোগে মৃত্যু।
২০ কটীকতরুণ অস্থিমর্ম্ম,	কটীর নিম্নে পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়দিকে শ্রোণিদেশের অস্থিদ্বয়ের সংলগ্ন স্থান।	শোণিতক্ষয়প্রযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ ও বিরূপ হইয়া মৃত্যু হয়।
২১ কুকুন্দর সন্ধিমর্ম্ম	পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়দিকে জঘনের পার্শ্বে ও বহির্ভাগে অল্পনীচে।	শরীরের অধোভাগ স্পন্দহীন ও ক্রিয়াহীন হয়।
২২ নিতম্ব অস্থিমর্ম্ম,	শ্রোণিকাণ্ডের উপর-পার্শ্বদ্বয়ের প্রান্তভাগে পক্কাশয়ের উপরিস্থ আবরণ সংলগ্ন স্থানে,	শরীরের অধোভাগ শুষ্ক এবং দুর্ব্বলতা জন্য মৃত্যু হয়।
২৩ পার্শ্বসন্ধি শিরামর্ম্ম,	অধোভাগে পার্শ্বের অভ্যন্তরে সংলগ্ন, জঘন ও পার্শ্বের মধ্যস্থলে জঘন হইতে বক্রভাবে ঊর্দ্ধদিকে,	রক্তপূর্ণ হইয়া মৃত্যু হয়।
২৪ বৃহতী শিরামর্ম্ম,	পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়দিকে স্তনমূল হইতে সরল রেখায় স্থিত।	অতিশয় শোণিত-নিঃসরণ জন্য উপদ্রবে মৃত্যু হয়।

মর্ম্মের নাম	অবস্থিতি-স্থান	আহত হইলে যে ফল হয়।
২৫ অংশফলক শিরামর্ম্ম,	পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়দিকে পৃষ্ঠের উপরিভাগে ত্রিক-স্থানে সংলগ্ন,	বাহুদ্বয় স্পন্দহীন ও শুষ্ক হয়।
২৬ অংশ, স্নায়ুমর্ম্ম,	বাহুদ্বয়ের উর্দ্ধে গ্রীবার উভয় দিকে স্কন্ধসংলগ্ন স্থানে,	বাহুদ্বয় ক্রিয়াশক্তি-হীন হয়।
২৭ নীলা ও মন্যা,	কণ্ঠনালীর উভয়পার্শ্বে চারিটী ধমনীর দুইটী নীলা ও দুইটী মন্যা,	মূকতা, স্বরের বিকৃতি ও রসগ্রহণে পারগতা।
২৮ শিরা মাতৃকা,	গ্রীবার উভয়পার্শ্বে দুইটী করিয়া ৪টী শিরা,	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।
২৯ কৃকাটিকা,	মস্তক ও গ্রীবার সন্ধি-স্থানে উভয়পার্শ্বে,	মস্তক সঞ্চালন করিতে থাকে।
৩০ বিধুর,	কর্ণের পশ্চাদ্দেশের অধোভাগে,	বধিরতা।
৩১ ফণা,	উভয় নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরে সংলগ্ন,	গন্ধজ্ঞানের নাশ হয়।
৩২ অপাঙ্গদ্বয়,	ভ্রূপুচ্ছ-প্রান্তভাগের নিম্নদেশে চক্ষুর বাহিরে,	অন্ধ অথবা দৃষ্টি-শক্তির ব্যাঘাত।
৩৩ আবর্ত্তদ্বয়,	ভ্রূদ্বয়ের উপরিভাগে ও নিম্নদেশে,	অন্ধ অথবা দৃষ্টির ব্যাঘাত হয়।
৩৪ শঙ্খদ্বয়,	ভ্রূপুচ্ছ প্রান্তে উপরিভাগে কর্ণ ও ললাটের মধ্যে,	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।
৩৫ উৎক্ষেপদ্বয়,	শঙ্খদ্বয়ের উপরি কেশের প্রান্তভাগ,	বিদ্ধশল্য বাহির করিলে মৃত্যু হয়, কিন্তু সেই স্থান পাকিয়া আপনা হইতে শল্য বাহির হইলে মরে না।
৩৬ স্থপনীদ্বয়	ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে,	পূর্ব্বোক্তরূপ ফল।
৩৭ সীমন্তপঞ্চ	মস্তকবিভাজিনী ৫টী সন্ধি,	উন্মাদ, ভয় বা চিত্ত-নাশ দ্বারা মৃত্যু।
৩৮ শৃঙ্গাটক ৪টী,	চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বার সন্তর্পণী শিরা সকলের সম্মিলন-স্থানে।	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।
৩৯ অধিপতি,	মস্তকের অভ্যন্তরে উপরিভাগস্থ শিরা-সম্মিলিত স্থানে এবং বহিঃস্থ রোমাবর্ত্ত স্থানে	তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদ্গণ এই সকল মর্ম্মস্থানের বিষয়ে এক মত নহেন। কোথাও সম্পূর্ণরূপে ও কোথাও বা কিয়দংশ-মাত্র ঐক্য দৃষ্ট হয়। শিরামর্ম্ম সকল প্রায়ই একরূপ।

ভাবপ্রকাশ ও চরক প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থেও মর্ম্মের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, ঐ সকল ইহারই অনুরূপ, তজ্জন্য সে সমস্ত আর লিখিত হইল না।

মর্ম্ম স্পর্শ করিতে নাই।

"পরক্ষেত্রে গাং চরন্তীং ন চাচক্ষীত কস্যচিৎ।
ন সংবসেৎ সূতকে চ ন কং বৈ মর্ম্মণি স্পৃশেৎ॥"

(কূর্ম্মপু॰ উপবি॰ ১৫ অ॰)

মর্ম্মপারগ (পুং) মর্ম্মপারং গচ্ছতীতি গম-ড। মর্ম্মজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ।

মর্ম্মপীড়া (স্ত্রী) মর্ম্মণঃ পীড়া। মনঃপীড়া, মনঃক্লেশ।

মর্ম্মভেদ (পুং) মর্ম্মণঃ ভেদঃ। মর্ম্মচ্ছেদ।

মর্ম্মভেদন (পুং) ১ মর্ম্মভেদক অস্ত্র। (ত্রি) ২ মর্ম্মভেদকারী।

মর্ম্মভেদিন্ (ত্রি) মর্ম্ম ভিনত্তি ভিদ্-ণিনি। মর্ম্মভেদকারী, যিনি মর্ম্ম ভেদ করেন।

মর্ম্মময় (ত্রি) মর্ম্ম-স্বরূপে ময়ট্। ১ মর্ম্মস্বরূপ। ২ গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধীয়।

মর্ম্মর (পুং) মর্ম্ম তত্ত্বং মর্ম্মেত্যব্যক্ত শব্দ বা রাতীতি রা-ক। বস্ত্র বা পত্রের ধ্বনি, মর্মর ধ্বনি, শুষ্ক পত্রাদির অব্যক্ত ধ্বনি।

"অভ্যভূয়ত বাহানাং চরতাং গাত্রশিঞ্জিতৈঃ।
মর্ম্মরঃ পবনোদ্ধূতরাজতালীবনধ্বনিঃ॥" (রঘু ৪।৫৬)

(ত্রি) মর্ম্মরধ্বনিকারক। (দেশজ) ৩ প্রস্তরভেদ, মারবেল্ পাথর (Marble)।

মর্ম্মরপর্ব্বত, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত বিন্ধ্যগিরির একটী শাখা। জব্বলপুর হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এবং মীরগঞ্জ রেলষ্টেসন হইতে ৩ মাইল দূরে নর্ম্মদানদী-তীরে অবস্থিত। মর্ম্মর পর্ব্বত ম্যাগনেসিয়া নামক খনিজ পদার্থ-যুক্ত চুণের পাথরে পূর্ণ। উচ্চতা ১২০ ফিট্। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। শুক্লারজনীতে চন্দ্রের আলোক উহার চাকচিক্যময় শ্বেতধবল বক্ষে পতিত হইলে পার্ব্বতীয় সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পায়। সেই তুষার ধবল পর্ব্বতবক্ষ, সেই নীলিমময়ী বনমালা, সেই প্রশান্তপ্রবাহা নর্ম্মদার রজতধারা চন্দ্রালোকসিক্ত হইয়া একটী অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশকে বিভূষিত করিয়াছে। প্রকৃতির ক্রোড়ে এই শান্তিময়ী শোভা সন্দর্শনার্থ নানাস্থান হইতে বহুলোক জব্বলপুরে সমাগত হয়। আর্য্য-

জাতির রঙ্গভূমি এই ভারতভূমে, যত প্রকার কৃত্রিম ও অকৃত্রিম শোভনীয় কীর্ত্তি স্থাপিত আছে, তন্মধ্যে নর্ম্মদা-তীর-বর্ত্তী এই মর্ম্মরশৈলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠতম।

কথিত আছে, দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় বজ্র দ্বারা এই পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া স্রোতস্বিনী নর্ম্মদার রুদ্ধ গতি মুক্ত করিয়াছেন। এখনও স্থানীয় লোকে সেই ঐরাবতের পদচিহ্ন সর্ব্বসাধারণকে দেখাইয়া থাকে। অনেকে ইন্দ্রের বিচরণভূমিবোধে সেই হস্তিপাদেরও পূজা করে। উক্ত পাহাড়ের একটী উচ্চ শৃঙ্গে শিবমন্দির আছে। এই মন্দির মধ্যে অনেক দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি মুসলমানেরা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। শুনা যায় যে, সংগ্রামপুরে অবস্থিতিকালে অরঙ্গজেবের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক এই মন্দির বিধ্বস্ত হয়।

মর্ম্মরপ্রস্তর, স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রস্তরভেদ (Marble)। পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণের মতে ইহা এক প্রকার দানাবিশিষ্ট চূণাপাথর। কালবশে ও জলবায়ুর গুণে মর্ম্মর-প্রস্তর অতিশয় দৃঢ় ও কঠিন হয় এবং অতি সহজেই উহা মসৃণ বা পালিশ করা যাইতে পারে। কোন কোন মর্ম্মর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, কোন কোন মর্ম্মর আবার বরফের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। এতদ্ভিন্ন সবুজ, ধূসর, লাল, নীল এবং হরিদ্রাবর্ণের প্রস্তরও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন মর্ম্মরপ্রস্তর একাধিক বর্ণবিশিষ্ট।

চীন, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে মর্ম্মর-প্রস্তর পাওয়া যায়। চীনদেশের এক ফুট চতুষ্কোণ নীলবর্ণের মর্ম্মর ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-আমেরিকা ইত্যাদি স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা গৃহাদির মেজে করা হয়। ক্যাণ্টন-নগরে লালবর্ণের অতি সুন্দর মর্ম্মর পাথর পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা টেবিল ও টুল প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সির মর্ম্মর অতি উৎকৃষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রদর্শনীতে ইহা নমুনা-স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল। উক্ত নমুনা দৃষ্টে জানা যায় যে, ইহা দ্বারা মূল্যবান্ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। জব্বলপুরের নিকটে শ্বেত মর্ম্মর অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। তথায় ইহা চূণ প্রস্তুত এবং পূর্ত্তসংস্কার কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মর্ম্মরাই, বাঙ্গালার সিংহভূম জেলার অন্তর্গত গণ্ডশৈলভেদ।

মর্ম্মরী (স্ত্রী) মর্ম্মর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ পীতদারু, দারুহরিদ্রা। (মেদিনী) ২ সরলকাষ্ঠ। (বৈদ্যকনি°) ৩ কর্ণস্থিত শিরাবিশেষ। (বাভট উ° ১ অ°)

মর্ম্মরীক (পুং) ম্রিয়ত ইবাসাবিতি-(ফর্ফরীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ইতি ঈকন্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। দীন।

মর্ম্মবিদ্ (পুং) মর্ম্ম বেত্তীতি বিদ-ক্বিপ্। মর্ম্মজ্ঞ, পর্য্যায়—কার্পটিক, মর্ম্মিক, মর্ম্মবেদী। (জটাধর)

"বক্রনাসস্ততোঽবাদীদ্রক্ষ্যোঽয়ং পরমর্ম্মবিৎ"(কথাস°সা°৬২।৯০)

মর্ম্মবিদারণ (ত্রি) ১ মর্ম্মচ্ছেদকারক। (ক্লী) ২ মর্ম্মচ্ছেদ।

মর্ম্মবিভেদিন্ (ত্রি) মর্ম্মবি-ভিদ্-ণিনি। মর্ম্মভেদকারক।

মর্ম্মবেদিন্ (পুং) মর্ম্ম বেত্তীতি বিদ্-ণিনি। মর্ম্মবিদ, মর্ম্মজ্ঞ।

মর্ম্মবেধিন্ (ত্রি) মর্ম্ম বিধ্যতি বিধ-ণিনি। মর্ম্মবেধকারক, মর্ম্মবেধক।

মর্ম্মস্পৃশ্ (ত্রি) মর্ম্ম স্পৃশতীতি মর্ম্ম স্পৃশ্ (স্পৃশোঽনুদকে ক্বিন্। পা ৩।২।৫৮) ইতি ক্বিন্। মর্ম্মপীড়ক, পর্য্যায়—অরুন্তুদ, ব্যথক। (হেম)

মর্ম্মান্তিক (পুং) ১ মর্ম্ম পর্য্যন্ত। ২ মর্ম্মস্পর্শী ক্লেশ।

মর্ম্মাতিগ (ত্রি) মর্ম্ম-অতি-গম-ড। মর্ম্মভেদী।

মর্ম্মান্বেষণ (ক্লী) তত্ত্বানুসন্ধান।

মর্ম্মান্বেষিন্ (ত্রি) তত্ত্বানুসন্ধানকারী।

মর্ম্মাবরণ (ক্লী) বর্ম্ম চর্ম্ম।

মর্ম্মাবিদ্ } (ত্রি) মর্ম্ম বিধ্যতীতি মর্ম্ম-ব্যধ্-ক্বিপ্।
মর্ম্মাবিধ্ } (গ্রহিজ্যোতি। পা ৬।১।১৬) ইতি সম্প্রসারণং, (নহি বৃতি-বৃষি-ব্যধি-রুচিসহিতনিষু কৌ। পা ৬।৩।১১৬) ইতি দীর্ঘত্বং। সন্ধিস্থানবেধকর্ত্তা, মর্ম্মজ্ঞ।

"চিরং ক্লিশিত্বা মর্ম্মাবিদ্রামো বিলুভিতপ্লবম্।
শব্দায়মানমব্যাৎসীদ্ধয়দং ক্ষণদাচরম্॥" (ভট্টি ৫।৫২)

মর্ম্মিক (ত্রি) মর্ম্ম বেত্তীতি মর্ম্ম-ঠক্। মর্ম্মবিদ্। (জটাধর)

মর্মৃজেন্য (ত্রি) সকল লোক কর্ত্তৃক পরিচরণীয়।

"প্রিয়ং বসানো অমৃতো বিচেতা মর্মৃজেন্যঃ" (ঋক্ ২।১০।১)

'মর্মৃজেন্যঃ সর্ব্বৈ পরিচরণীয়ঃ' (সায়ণ)

মর্য্য (পুং) মৃ যৎ। মনুষ্য।

"পীপ্যানেব যোষা মর্য্যায়েব কন্যা" (ঋক্ ৩।৩৩।১০)

'মর্য্যায়েব মনুষ্যায়েব' (সায়ণ)

মর্য্যক (পুং) মর্ত্ত্যসংজ্ঞ, মর্ত্ত্যসমূহ, রাষ্ট্র।

"কে মে মর্য্যকং বি যবন্ত" (ঋক্ ৫।২।৫)

'মর্য্যকং মর্ত্ত্যসঙ্ঘং রাষ্ট্রং' (সায়ণ)

মর্য্যশ্রী (ত্রি) মনুষ্য কর্ত্তৃক ভজনীয়।

"মর্য্যশ্রীঃ স্পৃহয়দ্বর্ণো অগ্নির্নাভিমৃশে" (ঋক্ ২।১০।৫)

'মর্য্যশ্রীঃ মর্য্যৈঃ মর্ত্ত্যৈঃ শ্রয়ণীয়ঃ ভজনীয়ঃ' (সায়ণ)

মর্য্যা (অব্য°) ম্রিয়তেঽবশিষ্যতে ইত্র মৃ-যৎ, টাপ্। সীমা।

মর্য্যাদক (ত্রি) মর্য্যাদাকর্ত্তা।

মর্য্যাদা (স্ত্রী) মর্য্যা-দা-অঙ্। ১ ন্যায্যপথস্থিতি।

"মর্য্যাদায়াং স্থিতো ধর্ম্মো শমশ্চৈবাস্ত লক্ষণম্।"
(ভারত ১৫।২৯।২৫)

পর্য্যায়—সংস্থা, ধারণা, স্থিতি। অমরটীকায় ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ; লিখিত আছে, 'পর্য্যাদীয়তে মর্য্যাদা পর্য্যাঙ পূর্ব্বাৎ দাঞো ডঃ নিপাতনাৎ পস্য মঃ' (ভরত) মর্য্যেতি সীমার্থে অব্যয়ং তত্র দীয়তে মর্য্যাদেতি স্বামী (রায়মুকুট) 'ম্রিয়স্তে হত্রেতি মর্য্যা তাং দদাতীতি মর্য্যাদা' (সারসুন্দরী) ২ সীমা। (জটাধর) ৩ কূল। (হেম)

"কল্পান্তবাতসংক্ষোভলঙ্ঘিতাশেষভূভৃতঃ।
স্থৈর্য্যপ্রসাদমর্য্যাদাস্তা এব হি মহোদধেঃ॥"
(প্রবোধচন্দ্রোদয় ১। ৬)

৪ দেবাতিথির পুত্র। (ভারত ১।৯৫।২৩) ৫ নিয়ম। ৬ সদাচার। ৭ মান, সম্ভ্রম, গৌরব, সম্মান।

মর্য্যাদাগিরি (পুং) মর্য্যাদা সীমা তজ্জ্ঞাপকো গিরিঃ। কুলাচল, বর্ষসীমা পর্ব্বত। 'উত্তরোত্তরেণ ইলাবৃতং নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবানিতি ত্রয়ো রম্যকহিরণ্ময়কুরূণাং বর্ষাণাং মর্য্যাদাগিরয়ঃ প্রাগায়াতাঃ' (ভাগবত ৫।১৬ অ০)

ইলাবৃতবর্ষের উত্তরভাগে উত্তরাদি দিকক্রমে ক্রমশঃ নীলগিরি, শ্বেতগিরি ও শৃঙ্গবান্ গিরি এই তিন পর্ব্বত যথাক্রমে রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ ও কুরুবর্ষের সীমাপর্ব্বতস্বরূপ আছে। ঐ পর্ব্বতত্রয় পূর্ব্বদিকে আয়ত এবং প্রত্যেকটী অযুত যোজন উচ্চ।

মর্য্যাদাচল (পুং) মর্য্যাদা-পর্ব্বত, সীমা-পর্ব্বত।

মর্য্যাদান্বিত (ত্রি) মর্য্যাদাযুক্ত, সম্ভ্রান্ত।

মর্য্যাদাবৎ (ত্রি) মর্য্যাদা অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। মর্য্যাদান্বিত, মর্য্যাদাযুক্ত।

মর্য্যাদাবন্ধ (ত্রি) ১ অধিকারে রক্ষণ। (দিব্যা° ২৯।২৬) ২ সম্মানের সহিত আবদ্ধ করণ। ৩ নজরবন্দী।

মর্য্যাদাসাগর, কলচুরী-বংশীয় রাজভেদ। মহারাজাধিরাজ সোড়দেবের বংশধর।

মর্য্যাদাসিন্ধু (ত্রি) মর্য্যাদাসাগর, বিশেষরূপে সম্মানিত।

মর্য্যাদাহানি (পুং) মর্য্যাদায়া হানিঃ। মর্য্যাদার হানি, সম্ভ্রমের হানি।

মর্য্যাদিন্ (ত্রি) ১ সীমাযুক্ত। ২ অঙ্কগত। (স্ত্রী)

মর্ব্ব, ১ পূর্ত্তি। ২ গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মর্ব্বতি। লোট্ মর্ব্বতু। লিট্ মমর্ব্ব। লুঙ্ অমর্ব্বীৎ। ণিচ্ মর্ব্বয়তি। লুঙ্ অমমর্ব্বৎ। সন্ মিমর্ব্বিষতি।

মর্ষ (পুং) মৃষ-ঘঞ্। ক্ষান্তি।

"অমর্ষশূন্যেন জনস্য জন্তুনা ন জাতহার্দ্দেন ন বিদ্বিষাদরঃ।"
(কিরাতার্জ্জুনীয় ১।৩৩)

মর্ষণ (ক্লী) মৃষ-ল্যুট্। ১ ক্ষমা। ২ ধর্ষণ।

"ন চাপ্যধর্ম্মে ন সুহৃদ্বিভেদনে পরস্বহারে পরদারমর্ষণে।
কদর্য্যভাবে চ রমেন্মনঃ সদা নৃণাং সদাখ্যানমিদং বিজানতাম্॥"
(ভারত ৩।৩১।২৯)

মর্ষয়তীতি মৃষ-ণিচ্-ল্যু। (ত্রি) ৩ মর্ষক।

"ইদং পবিত্রং পরমীশচেষ্টিতং যশস্যমায়ুষ্যমঘৌঘমর্ষণম্।"
(ভাগবত ৪।৭।৫৮)

মর্ষণীয় (ত্রি) মৃষ-অনীয়র্। মর্ষণার্হ, ক্ষমার যোগ্য।

মর্ষিত (ত্রি) মৃষ্-ক্ত। ১ ক্ষমাযুক্ত। ২ ক্ষান্তিবিশিষ্ট।

"তত্রাহামর্ষিতো ভীমস্তস্য শ্রেয়ান্ বধঃ স্মৃতঃ।
ন ভর্ত্তুর্নাত্মনশ্চার্থে যোঽহন্ সুপ্তান্ শিশূন্ বৃথা॥"
(ভাগবত ১।৭।৫১)

ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ মর্ষণ।

মর্ষিতবৎ (ত্রি) মৃষ-ক্তবতু। ক্ষান্ত।

মর্ষিন্ (ত্রি) মৃষ-ণিনি। মর্ষযুক্ত।

মর্ষীকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

মরুসিদ্ (আরবী) উপদেশক। আচার্য্য। গুরু। যিনি ধর্ম্মকর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেন।

মরুসিয়া (আরবী) সমাধিস্তম্ভগাত্রস্থ লিপি।

মরুহাট্টা (দেশজ) মহারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ। [মরাঠা দেখ।]

মল, ধৃতি। ভ্বাদি আত্মনে° সক° সেট্। লট্ মলতে। লোট্ মলতাং। লিট্ মেলে, মেলাতে, মেলিরে। লুঙ্ অমলিষ্ট। ণিচ্ মলয়তে। লুঙ্ অমীমলত। সন্ মিমালষতে। যঙ্ মামল্যতে।

মল (পুং ক্লী) মৃজ্যতে শোধ্যতে মৃজ-(মৃজেষ্টিলোপশ্চ। উণ্ ১।১০৯) ইতি অলচ্ টিলোপশ্চ, যদ্বা মলতে ধারয়তি ব্যাধ্যাদি-দৌর্গন্ধ্যমিতি মল-অচ্। ১ পাপ।

"পশ্চিমাস্তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতম্।" (মনু ২।১০২)
'দিবাকৃতং মলং দিবার্জ্জিতং পাপং' (কুল্লূক)

২ বিষ্ঠা। ৩ কিট্ট। (অমর) অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, 'পাপং কিল্বিষং, বিট্ বিষ্ঠা, কিট্টং কলঙ্কো মণ্ডূরাদি স্বেদাদিচ এষু মলঃ'

"বসা শুক্রমসৃঙ্মজ্জা মূত্রং বিট্ কর্ণবিণ্নখাঃ।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥" (ভরত)

মনুষ্যমাত্রেরই দ্বাদশটী মল আছে;—যথা বসা, শুক্র, অসৃক্, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, অশ্রু, গাত্রমল ও স্বেদ। ৪ কর্পূর। ৫ বাতপিত্ত কফ। (শব্দচ°)

"সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।
তৎপ্রকোপস্য তু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনম্॥" (নিদান)

মলশব্দের টীকায় ইহার অর্থ বায়ু পিত্ত ও কফ বলিয়া

খ্যাত হইয়াছে। বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়াই সকল রোগ উৎপন্ন হয়।

পারিভাষিক মল—

"ক্ষত্রিয়স্ত মলং ভৈক্ষ্যং ব্রাহ্মণস্যাব্রতং মলম্।

মলং পৃথিব্যা বাহীকাঃ স্ত্রীণাং মদপ্রিয়ো মলম্॥"

(ভারত ৮।৪৫।২৩)

ক্ষত্রিয়ের মল ভিক্ষাকার্য্য, ব্রাহ্মণের মল অব্রত, অর্থাৎ অধর্ম্মাচরণ,পৃথিবীর মল বাহীক এবং স্ত্রীদিগের রূপগর্ব্বই মল।

৬ মলিন।

"মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশঙ্গা বসতে মলাঃ।"

(ঋক্ ১০।১৩৬।২)

'মলাঃ মলিনানি' (সায়ণ)

মলিন পদার্থমাত্রই মল শব্দে অভিহিত।

মলক (পুং) মধ্যদেশীয় জনপদভেদ। (মার্ক০পু০ ৫৭।৩৩)

মলকর্ষণ (ত্রি) ময়লা পরিষ্কারকরণ।

মলকানগিরি, বিশাখপত্তন জেলার অন্তঃপাতী একটী তালুক ও নগর। এই তালুকের অন্তর্গত অনন্তপল্লি, গরিশপল্লী, কন্দ-কাম্বেরু, মলকানগিরি ও নর্ম্মকোট নামক পাঁচ খানি গণ্ড-গ্রামই প্রসিদ্ধ। অনন্তপল্লি ও মলকানগিরিতে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গ আছে।

২ উক্ত তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। স্থানীয় দুর্গ এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

মলকাপুর, কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। নন্দীগ্রাম হইতে ১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে মুনিয়ারু নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে একটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার চতুঃপার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর এবং মন্দিরস্থ প্রতিমূর্ত্তি গুলি ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে। স্থানীয় অধিবাসিগণ এই স্থানকে জৈনালপাড়ু নামে অভিহিত করে। ধ্বংসাবশেষসমূহ আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে, সম্ভবতঃ পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ এই গ্রামে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, পরে শৈব-সম্প্রদায় এখানে প্রসার বৃদ্ধি করে। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গণেশের সুবৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।

মলকাপুর, মান্দ্রাজের কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। বেজবাড় হইতে ৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখান-কার একটী মসজিদের স্তম্ভগাত্রে একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। উক্ত শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কোণ্ডাপল্লির শৈলদুর্গবিজেতা মশানদয় অলীকুদুপন মলকু ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে এখানে একটী সরাই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মলকূট, দক্ষিণ-ভারতের কুমারিকা সন্নিকটস্থ একটী প্রদেশ। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং কাঞ্চীপুর হইতে ৫০০ মাইল দক্ষিণে আসিয়া এইস্থানে উপনীত হন। মলকূট প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে মলয়পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে প্রচুর পরিমাণে চন্দন কাষ্ঠ পাওয়া যায়। চীনভাষায় মলকূট "মলয়কূট" বলিয়া অভিহিত। এই প্রদেশের দক্ষিণ সমুদ্র-বেষ্টিত, উত্তরে দ্রাবিড় রাজ্য। ইহার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত তঞ্জোর ও মদুরা এবং পশ্চিমাংশে অবস্থিত কোয়ম্বাত্তোর, কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুর মলয়কূট প্রদেশের অন্তর্গত।

মলয়কূটের রাজধানী কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, টলেমীর সময় প্রাচীন মদুরা নগরে ছিল। অথবা কুইল নগরে ইহার রাজধানী ছিল। এতদ্ভিন্ন চরিত্রপুর বন্দরকেও উহার রাজধানী-রূপে গণ্য করা যায়।

লঙ্কাদ্বীপে যাইতে হইলে এই সহর হইতে জাহাজে আরো-হণ করিতে হইত। আবুরিহান্ এবং রসিদুদ্দীন্ বলিয়াছেন যে "মলয়" এবং "কুন্তল" নামে ভারতবর্ষের দক্ষিণে ২টী প্রদেশ ছিল। এই দুইটী নিকটবর্ত্তী জেলা একত্র হইয়া মলয়কূট হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, "মলয়" পাণ্ড্য নামে এবং "কুন্তল" ত্রিবাঙ্কোড় নামে অভিহিত হইয়াছে।

মলকোষ্ঠক (পুং) রাজপুরুষভেদ। (রাজতর০ ৮।৫১১)

মলক্কা (মালক), মলয়-উপদ্বীপের সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরবিশেষ। এখানকার আলোকমঞ্চ অক্ষাং২°১৪´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ১০২°১২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। মলক্কাজেলার দৈর্ঘ্য ৪০ মাইল এবং পরিসর গড় ২৫ মাইল; ভূপরিমাণ ১০০০ বর্গ মাইল। মলয়-ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মলকা নামে এক প্রকার বৃক্ষ হইতে মলক্কা নগরের নাম হইয়াছে। মলক্কা জেলার মধ্যবর্ত্তী কতক অংশ শৈলশ্রেণিপূর্ণ।

গোয়া ব্যতীত মলক্কার পূর্ব্বে এদেশে অন্য কোন স্থানে য়ুরোপবাসিগণ উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই। তৎকালীন বাণিজ্যবন্দরমধ্যে ইহা একটী বিখ্যাত বলিয়া পরিগণিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৫১১ অঃ পর্ত্তুগীজগণ মহম্মদ শাহের হস্ত হইতে মলক্কা গ্রহণ করেন। ১৩০ বৎসরকাল নির্ব্বিঘ্নে পর্ত্তুগীজের অধিকারে থাকিয়া পরে ওলন্দাজদিগের হস্তে পতিত হয়। ওলন্দাজগণ ৭৪ বৎসর শাসন করিলে পর ইংরাজেরা এই স্থান অধি-কার করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ সর্ব্বপ্রথমেই পর্ত্তুগীজদিগের বহুমূল্য দুর্গবাটিকা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ১৮১৮ খৃঃ অঃ মলক্কা পুনর্ব্বার ওলন্দাজগণের হস্তগত হয়; কিন্তু তাঁহারা ইংরাজদিগের নিকট হইতে বেনকুলেন ও সুমাত্রার অন্যান্য

নিবেশের পরিবর্ত্তে দান করিয়াছেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে স্থির হইয়াছে যে, দ্বীপপুঞ্জে বিষুবরেখার দক্ষিণস্থ স্থান ওলন্দাজগণের এবং উত্তরস্থ স্থান ইংরাজদিগের অধিকারে থাকিবে।

এখানকার খনিজ দ্রব্যের মধ্যে টিন সর্ব্বপ্রধান। শত সহস্র চীনবাসী টিনখনিতে কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। বিলাতে যে দরে টিন বিক্রয় হয়, এই স্থানে তাহার অর্দ্ধেক দর। মলক্কা নগরের নিকটে ৬টী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। এই ঝরণার জলের উষ্ণতা ১৩৭° ডিগ্রী। নিরন্তর ইহা হইতে উষ্ণ জল বহির্গত হইতেছে।

মলক্কা-প্রণালী, মলয়োপদ্বীপ ও সুমাত্রার মধ্যবর্ত্তী জলপথ। বঙ্গোপসাগর হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসিতে হইলে এই জল-প্রণালীর মধ্য দিয়া আসিতে হয়। ইহার উত্তরসীমায় সিঙ্গাপুর দ্বীপ। মলক্কাপ্রণালীর স্রোত তত প্রবল নহে, কিন্তু প্রণালীমধ্যে প্রবাহমাণ জলরাশি আন্দোলিত না হইলেও দূর হইতে ইহার জলপ্রবাহের আগমন-শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। রাত্রিকালে অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এই শব্দ বিশেষ ভয়ের কারণ হয়। তরঙ্গসমূহ গুরুতরবেগে আসিয়া জাহাজের গাত্রে আঘাত করে এবং কখন কখন ফেনরাশিসমুৎপন্ন তরঙ্গাভিঘাতগুলি বেগে পাটাতনের উপর আসিয়া পড়ে। সময় সময় ক্ষুদ্রতরণী ইহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সমুদ্রগর্ভে লীন হইয়া থাকে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০০ মাইল এবং প্রস্থে স্থানবিশেষে ৩০ হইতে ৩৮০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পশ্চিমসীমায় পিনাং প্রভৃতি এবং পূর্ব্বসীমায় সিঙ্গাপুর প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্স্থিত রাজ্যসমূহের জলপথ-বাণিজ্য এই প্রণালী দিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানে চোরা-বালি এবং বহু শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় সময়ে সময়ে বাণিজ্যপোতের যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা ঘটিত। ইংরাজ-গবর্মেণ্ট ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যোন্নতিকল্পে পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে বোলোনাবাসী লুডোভিকো বার্থেমা নামক জনৈক ব্যক্তি নদীর মোহানা-বোধে এই প্রণালীতে প্রবেশ করেন। পাশ্চত্য বণিক্সম্প্রদায় তৎপরবর্ত্তিকাল হইতে এই পথে গমনাগমন করেন।

মলগ (পুং) রজক।

মলঙ্গ, সুন্দরবনবাসী লবণপ্রস্তুতকারী জাতি বিশেষ। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সুন্দরবনের জমি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,— মধুর অর্থাৎ কর্ষণযোগ্য ভূমি এবং নিমকীন্ অর্থাৎ লবণযুক্ত ভূমি। শেষোক্ত নিমকীন জমিতে সমুদ্রজল উঠিলে লবণাক্ত কর্দ্দম বালি একত্র করিয়া মলঙ্গগণ যথানিয়মে লবণ উৎপন্ন করিয়া থাকে। মলঙ্গগণ কার্ত্তিক মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত লবণের খালাড়িতে (কারখানা) কার্য্য করে; তদনন্তর ইহারা চাস করিতে যায়। পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে তাহাদের কমিবেশী বেতন আছে, ইহারা স্ব স্ব জমির জন্য অতি অল্প মাত্র কর দেয়। তাহার অধিকাংশই নিষ্কর চাকরান্।

মলঘ্ন (পুং) মলং হন্তীতি হন-টক্। ১ শাল্মলীকন্দ। (রাজনি০) (ত্রি) ২ মলনাশক।

মলঘ্নী (স্ত্রী) মলঘ্ন-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। নাগদমনী। (রাজনি০)

মলজ (ক্লী) মলাজ্জায়তে ইতি জন-ড। ১ পুয়। (শব্দচ০) (ত্রি) ২ মলোদ্ভব।

মলত্ব (ক্লী) মলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। মলতা, মলের ভাব বা ধর্ম্ম।

মলদ (পুং) ১ দেশভেদ। কালিন্দী ও মহানন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম মালদা বা মালদহ। মেগেস্থেনিস্ এই স্থানকে Malindai শব্দে উল্লেখ করিয়াছিলেন। ২ তদ্দেশবাসী লোক। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ রুদ্রাশ্বের কন্যা। ইঁহার অপর নাম মলন্দা।

মলদিগ্ধাঙ্গ (ত্রি) মলেন দিগ্ধং অঙ্গং যস্য। মলযুক্তদেহ।

মলদূষিত (ত্রি) মলেন দূষিতঃ। মলিন। (অমর)

মলদ্রাবিন্ (পুং) মলং বিষ্ঠাং দ্রাবয়তি চালয়তীতি দ্রুণিচ্-ণিনি। জয়পাল। (রাজনি০)

মলধাত্রী (স্ত্রী) ধাত্রীভেদ, যে ধাত্রী মল পরিষ্কার করে।

মলধারিন্ (পুং) জৈন সন্ন্যাসিভেদ।

মলধারিনরচন্দ্রসূরি, জনৈক জৈন কবি।

মলধারি নরেন্দ্রসূরি, জৈন সূরিভেদ। ইনি একজন কবি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

মলন (ক্লী) মল্যতে মর্দ্দ্যতে ইতি মল-ল্যুট্। ১ মর্দ্দন। মলতে ধারয়তি বৃষ্টিতাপৌ মল ধৃতৌ ল্যু। ২ পটবাস, চলিত তাঁবু।

মলপঙ্কিন্ (ত্রি) ১ মলযুক্ত। ২ পঙ্কলিপ্ত।

মলপূ (স্ত্রী) মলাৎ পাপাৎ পুনাতীতি পূ-ক্বিপ্। কাকোড়ুম্বরিকা। (অমর)

"বিভীতকত্বং মলপূজটানাং কাথেন কৃত্বা গুড়সংযুতেন।"
(ভাবপ্রকাশ)

মলপ্রালদেশ (পুং) দেশভেদ।

মলবার, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বৃটীশ রাজ্যভুক্ত একটী জেলা। অক্ষা০ ১০° ১৫´ ও ১২° ১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি০

৭৫° ১৪´ ও ৭৬° ৫২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরসীমায় দক্ষিণ-কাণাড়া, পূর্ব্বসীমায় কুর্গ, মহিসুর রাজ্য, নীলগিরি এবং কোয়ম্বাতোর জেলা, দক্ষিণে কোচিন রাজ্য এবং পশ্চিম-দিকে আরব-সাগর। ভূপরিমাণ ৫৭১৫ বর্গ মাইল। কালিকট নগর এই জেলার সদর।

মলয়ালম্ (মলবার)দেশের প্রাচীন নাম চের এবং কেরল। আধুনিক গ্রীকদিগের 'মলী' (Mali) শব্দে বর্ত্তমান মলবার নামের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ 'মলবার' নাম আরব-বাসিকর্তৃক প্রদত্ত হয়। [কেরল ও চের দেখ।]

লাসেন্‌সাহেব বলেন যে, 'বার' প্রত্যয়টী সংস্কৃত 'বাড়' (অর্থাৎ প্রদেশ) হইতে উৎপন্ন। কিন্তু বিশপ ক্যালডোয়েল বলেন, পারস্ত 'বার' হইতে উৎপন্ন। যাহা হউক 'মলবার' শব্দটী 'ধারবার' 'মারবার' শব্দের সমতুল্য; অর্থাৎ প্রদেশ অথবা সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান-বোধক।

১৭৯২ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধিতে মলবার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত ও বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে ৪ জন অধ্যক্ষের হাতে শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছিল। পরে ১৮০০ খৃঃ অব্দে দুইজন অধ্যক্ষের পদ উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন কালেক্টর নিযুক্ত হয়। পর বৎসর মলবার মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হইল।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে তেলিচেরী এবং কালিকটে ২টী জেলা স্থাপিত হয়। অনন্তর ঐ দুইটী জেলা উঠাইয়া দিয়া বর্ত্তমান উত্তর-মলবার ও দক্ষিণ-মলবার জেলাদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দক্ষিণভারতের এই জেলা সমুদ্রোপকূলে দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে প্রায় ১৪৫ মাইল বিস্তীর্ণ; ইহার বিস্তার উত্তরাংশে ২৫ মাইল এবং দক্ষিণাংশে ৭০ মাইল। উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে একটা দ্বীপ ও ডিল্লী পাহাড়। এতদ্ভিন্ন পশ্চিমঘাট পর্ব্বত সমুদ্রতীর হইতে সমান্তরভাবে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পালঘাট-খাদ ইহার একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। এখানে অন্যূন ২৫ মাইল ব্যাপিয়া পশ্চিমঘাটপর্ব্বত মধ্যে খাদ রহিয়াছে। এই গর্ত্তের পশ্চাদ্‌ভাগে পর্ব্বত যেন স্তূপাকার হইয়া শূন্তে উঠিয়াছে। নীলগিরি ও অনমলয় পাহাড় এই খাদের পার্শ্বদেশে অবাস্থত। ইহার ভিতর দিয়া মলয় পবন কোয়ম্বাতোরে প্রবাহিত হইতেছে। এতদ্‌ব্যতীত মহিসুর, কুর্গ, কোচিন প্রভৃতি স্থানের নিকটে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য পথ আছে।

মলবারে অনেকগুলি নদী আছে, তন্মধ্যে বিষপত্তন ধর্ম্মপট্টন, কোটা, মহী, কদলবন্দী প্রভৃতি প্রধান বলিয়া গণ্য। তাম্বুর ও ত্রিচূড় নামক ২টী স্বচ্ছসলিল হ্রদ মলবারের সৌন্দর্য্য ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতেছে। নদীর সংখ্যা অধিক বলিয়া বাণিজ্যকার্য্য প্রায়ই জলপথে চলিয়া থাকে। চাউল, মরিচ, মসলা, কাঠ ইত্যাদি এখানকার প্রধান পণ্য দ্রব্য। শিশু ও অন্যান্য বড় বড় কাঠ নদীর স্রোতে ভাসাইয়া আনা হয়। এই স্থানে মৎস্যজীবী বহু সংখ্যক জাতি বাস করে। মাছ ধরিবার জন্য তাহাদিগকে কোনরূপ রাজস্ব দিতে হয় না; তীরস্থ বন্দরসমূহে মৎস্যের ব্যবসা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, প্রতি বৎসর লঙ্কাদ্বীপে প্রায় ১৭০০০০৲ টাকা মূল্যের মৎস্য রপ্তানি হইয়া থাকে। মলবারের জলভাগ যেরূপ বিস্তীর্ণ, জঙ্গলময় স্থানও তদ্রূপ সুবিশাল। হস্তী, মহিষ, হরিণ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানারূপ জন্তু ইহার ভিতরে বাস করিয়া থাকে।

মলবারের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই উভয় স্থানের লোক, ভাষা, আইনকানুন, রীতিনীতি সমস্তই একরূপ। কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে, বিভিন্ন শাসনকর্ত্তা দুই স্থানে শাসন করিয়া থাকেন। পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, চেরর রাজ্যে শেষ রাজা চেরুমান্ পেরুমাল ইচ্ছাপূর্ব্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণাভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন। ইনি কোন্ সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু সম্প্রতি এরূপ জানা যায় যে, আরবোপকূলবর্ত্তী সফ্‌হাইনামক স্থানে তাঁহার কবর বর্ত্তমান আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, তিনি ৮২৭ খৃঃ অব্দে মক্কায় উপস্থিত হন এবং ৮৩১ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। ইহার পর মলবার কয়েক জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার শাসনাধীন হয়, তন্মধ্যে উত্তরে কোলত্তিরী বা চেরাকল এবং দক্ষিণে জামোরিন্ (সামরীরাজ) প্রসিদ্ধ। ইহাদের এবং কোচিনরাজের সহিতই পর্ত্তুগীজদিগের প্রথম সংস্রব ঘটে।

১৪৯৮ খৃঃ অব্দে ভাস্কোদাগামা মলবারে উপস্থিত হন। অনন্তর তৎপরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা কোচিন, কালিকট এবং কনানুরে আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজগণ পর্ত্তুগীজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে উপনীত হন। ইহাঁরা প্রথমে কনানুর জয় করিয়া পরে কোচিন সহর ও দুর্গ এবং তঙ্গচেরী অধিকার করিয়া লন এবং ১৭১৭ খৃঃঅব্দে চেৎবাই দ্বীপ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু ইহার পর হইতেই তাঁহাদের ক্ষমতা হ্রাস হইতে লাগিল। ইহাঁরা কনানুর-রাজবংশের নিকট কনানুর নগর বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কোচিন, চেৎবাই প্রভৃতি স্থান তাঁহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল। ফরাসীরা ১৭২০ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথমে মহীতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৭৫২

খৃঃ অব্দে কালিকট এবং ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ডিল্লীপাহাড় তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের হাত হইতে কোচিন ছাড়াইয়া লন। ইংরাজের সহিত ফরাসীদিগের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধবিগ্রহেই তাঁহাদের বাণিজ্যের বিশেষ হানি হয়। ইংরাজগণ ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে কালিকটে, ১৬৮৩ খৃঃ অব্দে তেলিচেরীতে এবং ১৭১৪ খৃঃ অব্দে আঞ্জেঙ্গো ও চেৎবাই প্রভৃতি স্থানে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করেন।

প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া মহারাষ্ট্রীয় জলদস্যুগণ মলবার-উপকূলের বন্দর ও নগরগুলি লুটপাট করিতেছিল, কিন্তু ইংরাজগণ ইহাদিগকে পরাভূত করিয়া এদেশে শান্তি স্থাপন করেন। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের বিবাদ প্রশমিত হইলে হায়দর আলীর পুত্র টিপু সুলতান এইস্থানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম-বিস্তার ও নরহত্যা আরম্ভ করেন। এই নিমিত্ত মহাবিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এবং তাহার সহিত ইংরাজগণ যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নিরাশ্রয় রাজগণ ইংরাজপক্ষে যোগদান করিলেন। প্রায় সমস্ত মলবার ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। বোম্বাই-গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত কমিশনর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশীয় রাজাদিগকে স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃ স্থাপিত করিলেন। এই প্রকারে দেশমধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলেও মধ্যে মধ্যে মাপিল্লারা আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল। টিপু সুলতান ও তাঁহার নায়র-সহকারিগণ মঞ্জেরি-ওয়াট্‌সন্ নামক স্থান অধিকার করিলেন, কিন্তু পরে সেখানেও সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন।

আরবীয় ঔরসে মলবারী রমণীর গর্ভজাত সন্তানেরা মাপিল্লা নামে অভিহিত। ইহাদের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। কেবলমাত্র তহফৎ-উল-মুজাউদ্দীনে যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। উল্লিখিত গ্রন্থে চেরমান পেরুমালের মুসলমানধর্ম্মগ্রহণ ও মক্কাযাত্রা প্রভৃতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন কোদঙ্গ লুর, কোল্লম্, ডিল্লী প্রভৃতি স্থানে ৯টী মস্‌জিদের কথা বর্ণিত আছে। মাপিল্লা ও নায়রদিগের সঙ্গে বরাবর বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। নায়র-জাতি অতিশয় ধর্ম্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ। ধর্ম্মান্ধ অজ্ঞ মাপিল্লাগণ সর্ব্বদা ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত এবং সময় সময় অত্যাচার ও প্রাণনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নায়রদিগের বিবাহপ্রথা অতি কৌতূহল-জনক। পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে বহুস্বামিগ্রহণ প্রচলিত ছিল; সম্প্রতি শুনা যায়, এ কুপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

এক আদিপুরুষ হইতে যে সমস্ত কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিত, তাহারা সকলেই একত্র বাস করিত। ঐ বাসগৃহকে 'তরবাদ' বলে। ইহাদের মধ্যে বহুভর্ত্তা প্রচলিত থাকিলেও দুই ভ্রাতা এক স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারিত না। দক্ষিণ-মলবারে সাধারণ লোকের মধ্যে স্ত্রীলোকে স্বামীর বাটীতে বাস করে বটে, কিন্তু রাজা ও জমিদারগণের স্ত্রী কখনও 'তারবদ' পরিত্যাগ করিয়া যায় না।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বাবিলন হইতে মিশনারীগণ মলবারে উপস্থিত হইয়া প্রথম গির্জ্জা স্থাপিত করেন। এই স্থানে ৪ শ্রেণীর খৃষ্টান দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

(১) জাকোবাইট্‌স্, (২) সিরিয়ান্-প্রথাবলম্বী রোমান্ ক্যাথলিক (৩) লাটিন-প্রথাবলম্বী রোমান ক্যাথলিক ও (৪) প্রোটেষ্টাণ্ট। কনানুর, কালিকট ও কোচিনে ৩টী ধর্ম্মশালা আছে।

মলবারে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। ১৮৮৩-৮৪ খৃঃ অব্দের সরকারী বিবরণী হইতে জানা যায় যে, এখানে ৯৩৮০২৬ একার জমি কর্ষিত হইয়াছিল এবং ঐ সময়ে ২,৮৫৬, ৩৬২ একার জমি কর্ষণোপযোগী ছিল। উক্ত বৎসর ১৮১,৭১৬০ রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউল,ছোলা, কাফি, চা, মরিচ, দারুচিনি, শুপারি, নারিকেল প্রভৃতি বিশেষ আবশ্যকীয়। এই স্থানে অসংখ্য নারিকেলবাগান আছে। প্রতিবর্ষে প্রায় ২ কোটী টাকার নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে কনানুর ও তেলিচেরীর মধ্যবর্ত্তী রন্দত্তরা নামক স্থানে কাফি, মরিচ, দারুচিনি ইত্যাদির চাস আরম্ভ হয়। সম্প্রতি এইস্থানে চা'র চাস প্রচলিত হইয়াছে এবং অপর্য্যাপ্ত কাফি ও চা উৎপন্ন হইয়াছে। মলবারে অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দৈব দুর্বিপাক প্রায়ই দেখা যায় না, এজন্য এইস্থানে অন্যান্য স্থানের ন্যায় দুর্ভিক্ষাদি খুব কম।

এখানে কাপড়, টালি, ইট্ ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পালঘাটের মোটা কাপড় ও মাদুর উল্লেখযোগ্য। কালিকটে প্রস্তুত 'কালিকো' নামক বস্ত্র এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বেপুরে কেম্‌বিস, এবং পালিঘাটে রেশম প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বন্দোবস্তে এখানকার রাজস্ব আদায় হইত। তামাকের ব্যবসা গবর্মেণ্টের একচেটিয়া ছিল, মরিচের উপর শুল্ক গ্রহণ করা হইত। এতদ্ভিন্ন এলাচের কারবার এবং স্বর্ণসংগ্রহও গবর্মেণ্টেরই একচেটিয়া ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এরূপ বন্দোবস্ত উঠিয়া গিয়াছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সমস্ত জেলার খাজনা সর্ব্বশুদ্ধ ২৮২৭০২০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। এই সমস্ত রাজস্বই জমির উপর আদায় হইয়া থাকে।

মলবারে ২টী জজ আদালত ৩টী সবজজ-আদালত, ১৮টী মুন্সেফ-আদালত,১টী ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট, ৪টী ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট এবং ৩২টী সবডেপুটী ও ৫টী বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেট কোর্ট আছে।

এখানে অপর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে। এখানকার বায়ু আর্দ্র, এবং বৈশাখ মাসে দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে মলয়পবন প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিতে থাকে। মালবার নাতিশীতোষ্ণ স্থান। বাস্তবিক স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যকর।

মলভুজ্ (পুং) মলং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজ-কিপ্। কাক। (ত্রি) ২ মলভোজিমাত্র, কৃমি, শূকর প্রভৃতি।

মলভেদিনী (স্ত্রী) মলং ভিনত্তীতি ভিদ-ণিনি, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। কটুকা। (রাজনি°)

মলমল্লক (ক্লী) কৌপীন।

মলমাস (পুং) মলঃ মলিনশ্চাসৌ মাসশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। অধিক মাস। পর্য্যায়—মলিম্লুচ, অধিমাস, অসংক্রান্তমাস, নপুংসক। ইহার লক্ষণ—"রবিসংক্রান্তভাববিশিষ্টচান্দ্রমাসত্বং মলমাসত্বং" (শ্রাদ্ধবিবেকটীকায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কলঙ্কার)

রবি-সংক্রান্তির অভাববিশিষ্ট চান্দ্রমাসত্বই মলমাসত্ব। মলমাসতত্ত্বে মলমাসের বিষয় বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহার স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হইল,—

"দ্বাদশমাসাঃ সংবৎসরঃ কচিৎ ত্রয়োদশমাসাঃ সংবৎসরঃ।"

বার মাসে বৎসর হয়, কখন কখন তের মাসেও বৎসর হইয়া থাকে। মাসশব্দের প্রকৃত অর্থ চান্দ্রমাস, সৌর মাস নহে। বারটী চান্দ্রমাসে এক চান্দ্রবৎসর। শাস্ত্রের এই উক্তি দ্বারা মলমাসের অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। মলমাস হইলে তের মাসে বৎসর হয়।

"অমাবস্যাদ্বয়ং যত্র রবিসংক্রান্তিবর্জ্জিতম্।
মলমাসঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ স্বপিতি কর্কটে॥"(মলমাসতত্ত্ব)

দুইটী অমাবস্যার শেষক্ষণ যদি এক সৌরমাসের মধ্যে পড়ে, তাহা হইলে মলমাস হয়। মলমাস হইলে দুটী চন্দ্রমাস হয়, তন্মধ্যে প্রথমটী মল বা মলিম্লুচ, দ্বিতীয়টী শুদ্ধ। দুইটী চন্দ্রমাস হইবার তাৎপর্য্য এই যে, শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব্ব-অমাবস্যার শেষ সময় যে সৌরমাসের মধ্যে পড়িবে,সেই শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিংশৎ তিথিস্বরূপ মাস, ইহা সৌরমাস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা সৌর বৈশাখমাসে একটী অমাবস্যার শেষ হইলে পরবর্ত্তী শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে মাস, তাহা মুখ্য চান্দ্র বৈশাখ। মলমাসের বিষয় স্থির করিতে হইলে প্রথমে মাস কয় প্রকার, তাহাদের লক্ষণ কি? ইত্যাদি বিষয় জানা আবশ্যক। মাস চারি প্রকার—সৌরমাস, চান্দ্রমাস, নাক্ষত্রমাস এবং সাবনমাস। চান্দ্রমাসের হিসাবে মলমাস হয়, এইজন্য চান্দ্রমাসের বিষয় জানা আবশ্যক।

তিথিঘটিত মাসই চান্দ্রমাস। চান্দ্রমাস দ্বিবিধ, মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত এই ত্রিংশৎ তিথিতে যে চান্দ্রমাস হয়, তাহাই মুখ্যচান্দ্র। আর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ত্রিংশৎ তিথিতে যে মাস হয়, তাহা গৌণচান্দ্র, কর্ম্মবিশেষে কোন স্থলে মুখ্যচান্দ্র, আবার কোন স্থলে গৌণচান্দ্রের উল্লেখ করিতে হয়। [মাস শব্দ দেখ]

দুইটী শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদের পূর্ব্বক্ষণ অর্থাৎ দুইটী অমাবস্যার শেষ সময়ই এক সৌরমাসে পড়িলে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ লক্ষণানুসারে দুই মাসের এক রূপই নাম হয়। শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিংশত্তিথিস্বরূপ মাস একটী নহে, দুটী। তন্মধ্যে প্রথমটী মল, দ্বিতীয়টী শুদ্ধ। এই জন্যই তের মাসে বৎসর হয়। কর্ম্মযোগ্য কালনির্ণয়ের জন্যই মলমাসের এইরূপ সংজ্ঞা করা হইয়াছে।

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীতে মনসা-পূজা করিতে হয়, আষাঢ় মাসে দুটী শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী হইলে কোন্ শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীতে পূজা করিবে, এইরূপ সংশয় হয়। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা কাহারও পিতার মৃততিথি হইলে কোন্ পূর্ণিমাতে সে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। ইত্যাদি সন্দেহ দূর করিবার জন্যই মলমাস পরিভাষা।

"ইন্দ্রাগ্নী যত্র হূয়েতে মাসাদিঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ।
অগ্নীষোমৌ স্মৃতৌ মধ্যে সমাপ্তৌ পিতৃসোমকৌ॥
তমতিক্রম্য তু রবির্যদাগচ্ছেৎ কথঞ্চন।
আদ্যো মলিম্লুচো জ্ঞেয়ো দ্বিতীয়ঃ প্রকৃতঃ স্মৃতঃ।
তস্মিংস্তু প্রকৃতে মাসি কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং যথাবিধি॥"

(লঘুহারীত)

শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে মাসের মধ্যে রবি সংক্রমণ না হয়, সেই মাস পূর্ব্বোক্তরূপে এক সংজ্ঞাপ্রাপ্ত মাসদ্বয়রূপে পরিণত হয়। তন্মধ্যে প্রথমটী মলিম্লুচ, আর দ্বিতীয়টী শুদ্ধ। শুদ্ধ মাসে শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে। আশ্বলায়ন ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে,—

"অর্দ্ধমাসা বৈ অধস্তাৎ সন্তোহকমারস্ত মাসাশ্চ তাম ইতি তে দ্বাদশাহং ক্রতুমুপায়ন্ ত্রয়োদশং ব্রাহ্মণং কৃত্বা তস্মিন্ মুষ্টৌদতিষ্ঠন্ তস্মাসোহনায়তন ইতরামসুগৌবতি।"

ইহার তাৎপর্য্য,—অর্দ্ধমাস সকল মাস হইবার জন্ম ত্রয়োদশ অর্থাৎ মলমাসকে ব্রাহ্মণ করিয়া দ্বাদশাহসাধ্য যজ্ঞ করেন, তার পর তাঁহারা সেই মলমাসে আত্মপাপসমূহ বিসর্জ্জন করিয়া অভিলষিত উন্নতি প্রাপ্ত হন।

মলমাসের নিয়ম নাই। চৈত্র প্রভৃতির ন্যায় মলমাস অমুক মাসের পরে এবং অমুকমাসের পূর্ব্বে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। মলমাস অন্য মাসকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করে।

সকল মাসের পাপ এই মাসে প্রক্ষিপ্ত হয়, শাস্ত্রে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, এইজন্য মলমাসে কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম করা উচিত নহে। নিত্যকর্ম্ম না করা অসাধ্য, আর কতকগুলি নৈমিত্তিক কর্ম্মও যাহা মলমাসে কর্ত্তব্য, তাহাও না করা অসাধ্য। কাজেই সেগুলি মলমাসে করিতে হয়।

দিবা ও রাত্রির পরিমাণ ৬০ দণ্ড, তিথির মান কিন্তু গড়ে ৫৮ দণ্ড। সুতরাং গড়ে ৩০ দিনে ৩১টী তিথি হয়, এইরূপে বৎসরে ১২টী তিথি অধিক পাওয়া যায়। সার্দ্ধ-দ্বি (আড়াই) বৎসরে ৩০টী তিথি বৃদ্ধি হয়, তবেই দেখ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি ক্রমে মাসসংজ্ঞা ধরিয়া লইলে আড়াই বৎসরের পরে যে চান্দ্র-কার্ত্তিকমাস হইবে, তাহার সঙ্গে সৌরকার্ত্তিক মাসের ৩০ দিন অন্তর ঘটিয়া যাইবে। ৫ বৎসর পরে দেখা যায় যে, সৌর ও চান্দ্রমাসে ৬০ দিন অন্তর হইয়াছে, এইরূপে কখন সৌর-আশ্বিন মাসেও চান্দ্র বৈশাখ মাস হইতে পারে। এরূপ হইলে মাসের যে সাধারণ লক্ষণ আছে, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এখন দেখ, ৩০টী তিথি বৃদ্ধি হইলেই অমনি মলমাস হইবে। মলমাস হইলে একই সংজ্ঞার দুটী চান্দ্রমাস হয়, তাহাতে আর ৩০ দিনের অধিক অন্তর ঘটিতে পারে না। আমাদের যত কিছু চান্দ্রমাস ঘটিত ক্রিয়া, তাহা চিরকালই অন্ততঃ ৩০ দিনের মধ্যে হইবে। মুখ্যচান্দ্র-আশ্বিনের কার্য্য হয় সৌর আশ্বিনে, না হয় সৌর কার্ত্তিকে হইবে, ইহার ব্যতিক্রম হয় না।

যে বৎসরে মলমাস হয়, তাহা হইতে তৃতীয় বৎসরে পুনরায় মলমাস হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে আড়াই বৎসরের কথা কথিত হইয়াছে, তাহা প্রায়িক অভিপ্রায়ে। ফাল্গুন হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত দশমাসই মলমাস হইতে পারে। মাঘমাস কদাচিৎ মলমাস হয়, পৌষমাস কখনই মলমাস হয় না।

মলমাস ৩ বৎসর অন্তর হয়, ইহা বলা গিয়াছে বটে, কিন্তু অন্ধুক ভট্ট ৯৫৫ শকাব্দে এইরূপ দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, অমাবস্যায় তুলাসংক্রান্তি, (সৌর কার্ত্তিক মাস আরম্ভ) তার পরবর্ত্তী অমাবস্যার পর দিন অর্থাৎ শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদে বৃশ্চিক-সংক্রান্তি (সৌর অগ্রহায়ণ মাস আরম্ভ) তার পর অমাবস্যায় ধনুঃসংক্রান্তি (সৌর পৌষমাস আরম্ভ) হইয়াছে, ইহাতে কার্ত্তিক মাস মলমাসলক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে অথচ ইহার পরেই আবার বৈশাখ মাসে মলমাস। এইরূপ এক বৎসরের মধ্যে দুটী মলমাস কিরূপে সম্ভব হইল? ইহার উত্তরে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে,—এরূপ হইতে পারে না, দুটী মলমাস এক বৎসরে কখনই হইবে না। এরূপ স্থলে মাসের ত্রিবিধ পরিভাষা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা ভানুলঙ্ঘিত, ক্ষয় এবং মলমাস। উক্ত স্থলে কার্ত্তিক মাস ভানুলঙ্ঘিত, অগ্রহায়ণ ক্ষয় এবং বৈশাখ মল।

ভানুলঙ্ঘিত এবং মলমাসের লক্ষণ একই প্রকার। তবে মলমাসে মাস বৃদ্ধি হয়, ভানুলঙ্ঘিতে তাহা হয় না, তবে এস্থলের একটী নিয়ম এই যে, বৈশাখ প্রভৃতি ছয় মাসের মধ্যে কোন মাসে, আর কার্ত্তিক প্রভৃতি ছয় মাসের মধ্যে কোন মাসে যদি মলমাস দেখা যায়, তাহা হইলে বৈশাখ প্রভৃতির মধ্যেই মলমাস হইবে, কার্ত্তিকাদি ছয় মাসের মধ্যে যদি দুটী মাস মলমাসলক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে যে মাস প্রথমে তাহাই মলমাস হইবে। আশ্বিন এবং বৈশাখ যদি মলমাস লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে বৈশাখ মাসই মলমাস হইবে, আশ্বিন মাস হইবে ভানুলঙ্ঘিত।

যে বৎসর একটী মলমাস ও একটী ভানুলঙ্ঘিত মাস হয়, সেই বৎসর একটী ক্ষয় মাসও হইয়া থাকে। যে সৌর মাসের মধ্যে একটী অমাবস্যারও অন্ত্যক্ষণ পাওয়া যায়, তাহাই ক্ষয়মাস। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ এবং পৌষ ভিন্ন অন্য মাসে ক্ষয়মাস হয় না।

মলমাস, ভানুলঙ্ঘিত মাস এবং ক্ষয়মাস এই তিনই বিবাহাদি কার্য্যে অনুপযুক্ত। তবে মলমাসে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, তিথিবিশেষবিহিত দেবপূজা এ সব কার্য্যও নাই, ভানুলঙ্ঘিত এবং ক্ষয়মাসে তাহা আছে।

মুখ্যকালাসম্ভবে প্রেতশ্রাদ্ধ, গর্ভাধান, পুংসবনাদি অন্নপ্রাশনান্ত-সংস্কার, এবং সকল সংস্কারান্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, মঘা-ত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, মলমাস-মৃতব্যক্তির বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, এই কতিপয় কার্য্য মলমাসে করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মমাত্রই মলমাসে নিষিদ্ধ।

"প্রায়শো ন শুভঃ সৌম্যো জ্যৈষ্ঠশ্চাষাঢ়কস্তথা।
মধ্যমৌ চৈত্রবৈশাখাববধিকোঽন্যঃ সুভিক্ষকৃৎ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মলমাস হইলে প্রায় অশুভ হইয়া থাকে, চৈত্র ও বৈশাখ মধ্যম, ইহা ভিন্ন অন্য মাস মলমাস হইলে সুভিক্ষ হয়।

মলম্ (আরবী) প্রলেপ ঔষধবিশেষ। (ointment)

মলম্বা (আরবী) তাম্রপত্রকে স্বর্ণপত্র দ্বারা আবৃতকরণ, গিল্‌টী কার্য্য।

মলয় (পুং) মলতে ধরতি চন্দনাদিকমিতি মল (বলি-মলি-তনিভ্যঃ কয়ন্। উণ্ ৪।৯৯) ইতি কয়ন্। স্বনামখ্যাত পর্ব্বত। পর্য্যায়—আষাঢ়, দক্ষিণাচল, চন্দনাদ্রি, মলয়াচল। এই পর্ব্বত সপ্ত কুলপর্ব্বতের অন্তর্গত এবং মলবারে প্রসারিত।

"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈবাত্র কুলাচলাঃ॥"
(মার্কণ্ডেয় পু॰ ৫৭।১০)

২ শৈলাঙ্গ। ৩ দেশবিশেষ।

"অঙ্গা বঙ্গা মদ্‌গুরকা অন্তর্গিরিবহির্গিরী।
ততঃ প্রবঙ্গমাতঙ্গ-মলয়ামলবর্ত্তিকাঃ॥" (মৎস্যপু॰ ১১৩।৪৪)

৪ আরাম। ৫ নন্দনবন। ৬ অষ্টাদশ উপদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপবিশেষ। (শব্দমালা) [উপনিবেশ শব্দ দেখ।]

৭ ঋষভদেবের শতপুত্রের মধ্যে পঞ্চম পুত্র। (ভাগ॰৫।৪।১০)
৮ গরুড়বংশীয়দিগের অন্যতম। (ভারত ১।১০১।১৪)

মলয়, ১ মলয়-উপদ্বীপবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা মলয়ভাষায় কথা কয়। মাদাগাস্কারবাসী "হোবা" জাতির সহিত ইহাদের আকৃতিতে অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। পেস্কল সাহেব লিখিয়াছেন যে, মরিলম্ ও বোঁবেঁা আবিষ্কার-কালে মাদাগাস্কারে মলয়জাতির বাস দেখা গিয়াছিল। শব্দতত্ত্ববিদ্ ক্রফোর্ড উক্ত দ্বীপের প্রচলিত ভাষার মধ্যে মলয়ভাষাগত শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অপরাপর পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের বিবরণ-পাঠে জানা যায় যে, মলয়জাতি এক সময়ে সুদূর মাদাগাস্কার দ্বীপেও বাস করিত।

মলয় উপদ্বীপ এবং তাহার পশ্চিমস্থ দ্বীপপুঞ্জে মলয়-জাতির বাস আছে। ইহারা বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত; সুতরাং ইহাদের কথিত মলয় ভাষায়তেও নানাপ্রকার পার্থক্য দেখা যায়। প্রোফেসর এ, এইচ্ কীন্ মলয়জাতি ও মলয়-ভাষার বিস্তৃত তালিকা দিয়া গিয়াছেন।

জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ গাত্রবর্ণ লক্ষ্য করিয়া এই বিস্তীর্ণ মলয়-জাতিকে দুইটী প্রধান শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর বর্ণ তাম্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও মস্তকের চুল পাতলা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মলয়দিগের আকৃতি অবিকল নিগ্রিটো-জাতির অনুরূপ।

এই তুল্যতা-দর্শনে অনেকে ইহাদিগকেও নিগ্রো বলিয়া অভিহিত করেন। আন্দামান দ্বীপ হইতে প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপবাসিগণ নিগ্রো বা নিগ্রিটো নামে অভিহিত হইলেও তাহাদের মধ্যে অন্যূন দ্বাদশ প্রকার বিভিন্ন থাক দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে কোন শ্রেণীর কলেবর অতিশয় খর্ব্ব অর্থাৎ ৫ ফিটেরও কম, আবার কোন কোন জাতির শরীর প্রায় ৬ ফিট্ লম্বা।

মিঃ পেস্কল মলয়দিগকে মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মরিজ ওয়াগনর পেস্কলের মতানুসরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, মলয় ও মোঙ্গলীয় জাতির মস্তিষ্কের খুলির আকৃতি, শরীরের গঠন ও গাত্রের রং এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক একরূপ। এমন কি, ইহারা যদি উভয়েই এক প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করে, তবে কে মলয় ও কে মোঙ্গলীয় তাহা চিনিয়া লওয়া কঠিন।

নিউগিনীবাসী মলয়জাতির একটা শাখা 'পাপুয়ান্' নামে প্রসিদ্ধ। ওয়ালেস্ সাহেবের বিশ্বাস, পাপুয়ান্ ও মলয়জাতির মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠতা বা নিকট সম্বন্ধ নাই।

সুমাত্রাদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী মেনাঙ্‌কাবুর সমতলক্ষেত্রই মলয়-জাতির আদি বাসস্থান। তথা হইতে ইহারা ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে মলয়-উপদ্বীপ এবং বর্ণিয়ো দ্বীপে আদিম অসভ্য-জাতির বাস ছিল; মলয়গণ এখানে আসিয়া নির্ব্বিবাদে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তদ্দেশবাসিগণ কোনরূপে মলয়-গণকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় নাই। অল্পায়াসলব্ধ স্থান-দ্বয়ে ক্রমশঃই মলয়জাতির আধিপত্য বিস্তৃত হইল। এখান হইতে দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে বাসার্থ তাহারা সেই সেই দেশ অধিকারে কৃতনিশ্চয় হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু তথায় অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী সুসভ্য জাতির বাস থাকায় মলয়গণ কৃতকার্য্য হয় নাই। তাহারা সেই সেই দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে উপনিবেশ মাত্র স্থাপন করিয়া বসবাস করিয়াছিল। মলয়-উপদ্বীপের অধিবাসিগণ সমস্তই মলয়জাতি। এতদ্ভিন্ন অতি অল্পসংখ্যক পার্ব্বত্য নিগ্রো এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। অসংখ্য মলয়জাতির বাসনিবন্ধন এই স্থান মলয়-উপদ্বীপ নামে খ্যাত হইয়াছে।

প্রাচীনতম মলয়-রাজ্যগুলির রাজোপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, পালেমবঙ্গ নামক স্থানে মলয়জাতির আদি বাস-স্থান ছিল। জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে যাইয়া এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে এবং ঐ সকল সম্প্রদায়ের অধিনায়কগণ রাজা বলিয়া খ্যাত হইতেন। এইরূপে স্থানান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিলেও তাহাদের পরস্পরের রাজবংশকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক আখ্যান পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থসমূহ যবদ্বীপের

সহিত পালেমবঙ্গের বহু পূর্ব্বকাল হইতে যে সংস্রব ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন মজপহিত কর্ত্তৃক পালেমবঙ্গ-বিজয়ের বহুপূর্ব্বে, যবদ্বীপবাসী কর্ত্তৃক পালেমবঙ্গ জয় ও তথায় উপনিবেশ স্থাপনের উল্লেখ আছে। মেনাঙ্-কাবু, মলক্কা প্রভৃতি মলয়রাজ্যের রাজবংশধরগণ আপনাদিগকে পালেমবঙ্গ-রাজবংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। আদিবাসভূমি পালেমবঙ্গে থাকিয়াই প্রাচীন মলয়জাতি ভারতীয় হিন্দুর ও যবদ্বীপবাসীর আচারাদির অনেক বিষয় অনুকরণ করিয়াছিল। এমন কি, সেই প্রাচীন যুগে মলয়গণ আপনাদিগের কথিত ভাষা মধ্যেও সংস্কৃত ও কবি-ভাষার অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। সেই সময় হইতেই তাহারা ভারতীয় রাজতন্ত্রের অনুকরণে রাজ্যশাসন-প্রণালী সংগঠিত করিয়া সুমাত্রাদ্বীপে একটী ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল।

মলয়জাতির মধ্যে ৪টী প্রধান ও কয়েকটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র থাক দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন অপরাপর শ্রেণীগুলি 'অসভ্য' নামে পরিচিত। প্রধান ৪টীর নাম বিশুদ্ধ "মলয়" "যব" বাসী, "বুগি" এবং "তগল"। ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ মলয়গণ মলয়-উপদ্বীপ, সুমাত্রা ও বর্ণিও দ্বীপে বাস করে। ইহাদের ভাষা মলয়। আরবী বর্ণমালা ইহাদের মধ্যে বিশেষরূপ প্রচলিত আছে। ইহারা সকলেই মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী। যববাসী মলয়জাতির বাসস্থান যবদ্বীপ, সুমাত্রার কিয়দংশ, মদুরা, বালি এবং লম্বকের কিয়দংশ। যববাসিগণ মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু বালি ও লম্বকবাসী মলয়গণ হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী। কবি ও যবনভাষা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত, কিন্তু সকলেই দেশীয় বর্ণমালায় লেখাপড়া শিক্ষা করে। বুগি-জাতির বাসস্থান সেলিবিস্ দ্বীপ। ইহারা বুগি এবং মাকেসরের ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী। তগলজাতির বাসস্থান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের মাতৃভাষা তগল, কিন্তু স্পেনীয় ভাষায় ইহারাও কথোপকথন করিয়া থাকে।

বট্টকবাসী অসভ্য মলয়জাতি, সুমাত্রাবাসী বিভিন্ন মলয়-জাতি, বর্ণিও-দ্বীপের যক (যক্ষ), মলয়-উপদ্বীপের জকুল এবং উত্তরসেলিবিসের সুলু, বৌরু প্রভৃতি দ্বীপবাসী অনার্য্য মলয়জাতি মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আকৃতিতে মোঙ্গলীয় জাতির সহিত মলয়জাতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। শুদ্ধ আকৃতিতে নহে, প্রকৃতিতেও তাহার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই উভয় জাতির রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার সমস্তই এক প্রকার। মলয়দিগের রং লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও খোচাখোচা। ইহারা দাড়ি কামাইয়া কেবলমাত্র গোঁপ রাখে। ইহাদের শরীর য়ুরোপবাসী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ থর্ব্ব। দেহ হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু গঠন তেমন সুচারু নহে। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত তুলনায় হস্ত ও পদ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, পদ ক্ষুদ্র, মস্তক গোলাকার, ললাট প্রশস্ত, ভ্রূদ্বয় আকুঞ্চিত। বদনমণ্ডল বৃহৎ, ওষ্ঠ প্রশস্ত। চক্ষু লম্বা ও সরু। কর্ণ খুব বড় ও কুৎসিত; দন্তগুলি বড় বড় এবং শুভ্র বর্ণ। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মলয়-বালক-বালিকা দেখিতে মন্দ নহে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক বয়স হইলে অতি কুৎসিত দেখায়। মলয়-যুবতীগণ ২।১টী সন্তান-প্রসবের পরই অল্পবয়সে বৃদ্ধার ন্যায় হইয়া পড়ে।

মলয়জাতি স্বভাবতঃ লজ্জাশীল, কিন্তু ততদূর ধৈর্য্যশীল নহে। অনেক সময়ই ইহারা পরস্পরে দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া থাকে। ইহাদের মনোগত ভাব বাহ্য চেহারা বা হাবভাবে বুঝিবার উপায় নাই। ইহারা ধীরভাবে অন্যের সহিত আলাপ ও আহার ব্যবহার করে। বালকেরা প্রবীণের সম্মুখে কখনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না। উচ্চশ্রেণীর মলয়জাতি অতিশয় ভদ্র। গর্ব্বিত ও অসদ্ব্যবহারীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসা লইয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে ইহারা উদারতা ও দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহারা বৃদ্ধ পিতা, মাতা ও আত্মীয়গণের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে।

মলয়জাতির অধিকাংশই মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে দ্বীপপুঞ্জের একিনিস্ জাতি ১২০৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে। পরে মলকার মলয়জাতি ১২৭৬ খৃঃ অব্দে, মলক্কাবাসিগণ ১৪৭৮ খৃঃ অব্দে এবং সেলিবিস্-বাসিগণ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। বলপ্রকাশ কিংবা কোনরূপ অত্যাচার করিয়া ইহাদিগকে ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয় নাই। আরবদেশীয় বণিকগণ এবং অন্যান্য মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রচারকগণ মলয়জাতির সহিত সুহৃদের ন্যায় মিশিয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও সভ্যতা দেখাইয়া তাহাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি হইতে লাগিল। এইরূপ নানাকারণে মলয়েরা নিজ নিজ ইচ্ছায় মহম্মদের উপদেশ অনুসরণ করিতে লাগিল। মলয় উপদ্বীপের অধিবাসিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ এখনও পৌত্তলিক ধর্ম্মে আস্থাবান্ আছে। যবদ্বীপের পার্ব্বত্যজাতি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী; ইহাদের মধ্যেও নানারূপ কুসংস্কার দেখা যায়। ইহারা বৃক্ষ, নদী, বায়ু প্রভৃতিকেও দেবতা বলিয়া পূজা করে।

মলয়দিগের দেশীয় কোন সাহিত্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পারস্ত, আরব, শ্যাম প্রভৃতি দেশীয় গ্রন্থাদি ইহারা পাঠ করিয়া থাকে। ইহাদের কেবলমাত্র "হ্যাংতুয়া" নামক একখানি উপন্যাসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মলয়দিগের মধ্যে প্রচলিত প্রথা,—যুরোপবাসিগণ সাদর সম্ভাষণ কালে মুখচুম্বন করিয়া থাকেন, মলয়গণ ইহার পরিবর্ত্তে নাসাগ্রভাগ মর্দ্দন করে। অধিকাংশ লোকই জুয়াখেলা ভাল বাসে। মুরগীর লড়াই ইহাদের মধ্যে একটী বিশেষ আমোদের জিনিস। সুমাত্রাবাসীদের মধ্যে ফুটবল খেলা প্রচলিত আছে। মলয়বাসীরা অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়। দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে জয়ঢাক ভিন্ন অন্য কিছুই দেখা যায় না; তবে বেহালা যন্ত্রও ইহারা বাজাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে "ম্যোর্দিং" নাম্নীয় নাটক অভিনয় করিতে দেখা যায়।

ইহারা নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। তরবারি, বর্শা, কামান প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র ইহাদের ব্যবহার্য্য।

মলয়বাসীর পরিচ্ছদ।—স্ত্রীপুরুষ সকলেই সারোং পরিধান করে। ৪ ফিট্ পরিসর ও ৬ ফিট্ লম্বা বস্ত্র দ্বারা কটিদেশ হইতে পদ পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রাখে, ইহাই সারোং নামে অভিহিত। যখন বাড়ীতে থাকে, তখন সারোংই তাহাদের একমাত্র পোষাক। কিন্তু যখন বাটী হইতে বাহিরে যায়, তখন মলুয়ার (পায়জামা) পরিধান করিয়া বহির্গত হয়। শিঙ্গাপুরী মলুয়া, চীন মলুয়া ইত্যাদি নানারকমের পায়জামা ইহারা পরিধান করে। এতদ্ভিন্ন বাজু অর্থাৎ জ্যাকেট মলয়-পরিচ্ছদের আর একটী প্রধান অঙ্গ। ইহারা বংকং অর্থাৎ কটীবস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহারা মক্কাভ্রমণ করিয়া আইসে, তাহারা সকলেই পাগড়ী পরিধান করে।

মলয় দ্বীপপুঞ্জ, (Malay Archipelago) মলক্কাপ্রণালীর পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বীপসমূহ। বঙ্গোপসাগরস্থ তেনসেরিম তীরবর্ত্তী মারগুই দ্বীপপুঞ্জও সময় সময় এই নামে অভিহিত হয়।

মলয়, (উপদ্বীপ বা তন্ন-মলয়) তেনসেরিমের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত অনূ্যন ৫০০ শত মাইল বিস্তৃত একটী দেশভাগ। ইহার পরিসর ৫০ মাইল হইতে ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত। ভূ-পরিমাণ ৮৩০০০ বর্গ মাইল। জঙ্গলময় পর্ব্বতমালা ইহার মধ্যদেশ দিয়া বহুদূর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

বর্ত্তমান সময় মলয়-উপদ্বীপের অধিকাংশ স্থান শ্যাম ও ইংরাজ-অধিকৃত। ইষ্টইণ্ডিয়া-কোম্পানি ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে পেনাং,১৭৯৮ খৃঃ অব্দে ওয়েলিসলি প্রদেশ,১৮২৩ খৃঃ শিঙ্গাপুর এবং ১৮২৪ খৃঃ অব্দে মলক্কা অধিকার করেন। এই সমস্ত স্থান ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানির হস্তে থাকে। অনন্তর ইংরাজরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে একজন শাসনকর্ত্তার হস্তে ন্যস্ত হইয়া 'ষ্ট্রেট্ সেটল্‌মেণ্ট' নামে আখ্যাত হয়।

মলয়ের অধিকাংশ স্থানেই মলয় জাতির বাস। এতদ্ভিন্ন সোমাং, যকুন্ প্রভৃতি জাতিও এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সোমাং মলয়দিগের মত উচ্চ জাতি; কিন্তু সোমাঙ্গের বর্ণ অপেক্ষাকৃত কালো বলিলেও দোষ হয় না। নাসিকা খাঁদা,ওষ্ঠ পুরু এবং কেশ ছোট ছোট ও কোঁকড়ান। রাইয়ৎ অথবা ওরাঙ্গ-লৌং নামে সমুদ্রবাসী এক শ্রেণীর লোক এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। ইহারা প্রায় মৎস্য আহার করিয়াই জীবন ধারণ করে। ইহারা নিতান্ত দুর্দ্দান্ত, অসহিষ্ণু, সঙ্গীতপ্রিয় ও শিল্পকার্য্যে নিপুণ।

কেদা, পেরাক, সেলঙ্গোর, নেগ্রী-সেম্বিলার এবং শুঙ্গাই-উজাঙ্গ্ নামক কয়েকটী রাজ্য মলয় উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী। কেদা রাজ্য (মুয়াঙ্গশাই) ত্রাং নদী হইতে ক্রিয়ান্ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত; অর্থাৎ ৭° ২০´ উঃ হইতে ৫° ১০´ উঃ পর্য্যন্ত। কেদার রাজা ২০০০০্ টাকা বার্ষিক কর নিরূপিত করিয়া পেনাং ইংরাজদিগের নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত রাজস্ব বর্ত্তমান সময়ে তদীয় উত্তরাধিকারীকে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

পেরাক অক্ষা ৪° ও ৬° উঃ মধ্য। এই স্থান স্বর্ণখনির জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার প্রায় সমুদয় নদীতেই স্বর্ণ পাওয়া যায়। উপদ্বীপস্থ সমস্ত রাজ্যের মধ্যে পেরাক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে এখানে অতি অধিক পরিমাণে টিন পাওয়া যায়।

সলঙ্গোর রাজ্য—অক্ষা° ২° ৩৪´ ও ৩° ৪২´ উঃ মধ্যবর্ত্তী। সমুদ্রতীর দিয়া এই স্থান প্রায় ১২০ মাইল বিস্তৃত। পূর্ব্বে এখানকার নদীগুলি জলদস্যুদিগের আশ্রয়-স্থান ছিল।

শুঙ্গাই উজোঙ্গ্ ক্ষেত্রফল ৭০০০ বর্গ মাইল; মলয়জাতি এখানকার আদিম অসভ্য জাতিদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের স্থানাধিকার করিয়াছে। টিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ, নীলকান্ত মণি ও চুণি প্রভৃতিও স্থানে স্থানে উৎপন্ন হয়।

মলয়কেতু (পুং) মুদ্রারাক্ষস-বর্ণিত অনেক নায়ক। পর্ব্বতকের পুত্র।

মলয়গন্ধিনী (স্ত্রী) মলয়স্য গন্ধঃ অস্ত্যস্যাঃ মলয়গন্ধ-ইনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। উমাসখীবিশেষ। (শব্দমালা)

মলয়গিরি, পাল-লহরা-প্রদেশের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোরম। উচ্চতা প্রায় ৩৮৯৫ ফিট্। অক্ষা°২১° ২২´২০´´ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১৮´ ৪১´´।

মলয়গিরি, জনৈক প্রসিদ্ধ জৈনটীকাকার। উপদেশ-পদ-রচয়িতা হরিভদ্রের শিষ্য। শব্দানুশাসন ও তাহার বৃত্তি, নন্দ্যধ্যয়নটীকা, কর্ম্মপ্রকৃতিবৃত্তি, রাজপ্রশ্নীয়োপাঙ্গবৃত্তি প্রভৃতি ইঁহার কৃত কএকখানি টীকা পাওয়া যায়।

মলয়গিরি, পুরাণপ্রসিদ্ধ সপ্তকুলাচলের মধ্যে একটী। এই পর্ব্বত মলয়াচল নামেও প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের মলবার-উপকূলস্থ মলয়ালম্ প্রদেশের পশ্চিমঘাট-পর্ব্বতাংশ 'মলয়' নামে কথিত। আবার কেহ কেহ নীলগিরি পর্ব্বতকেও মলয়াচল বলিয়া থাকেন। সূর্য্যদেব উত্তরায়ণে পদার্পণ করিলে, যখন উত্তর-ভারত মলয়-মরুত-সঞ্চালনে সুখসিক্ত হইতে থাকে; তখন আমরা বলিয়া থাকি দক্ষিণ বায়ু মলয়গিরি দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এদেশে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, নিম্ব অথবা পিয়রা বৃক্ষে মলয়বাতাস লাগিলে উক্ত বৃক্ষ চন্দনবৃক্ষে পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিক মতে উহা দক্ষিণপূর্ব্ব মসুম বায়ু মাত্র। [বায়ু দেখ]

মলয়জ (পুং ক্লী) মলয়াৎ জায়তে জন-ড। চন্দন।

"হৃদি বিষলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ! ক্রুধা কিমুধাবসি॥"
(গীতগোবিন্দ ৩।১১)

(ত্রি) ২ মলয়জাত মাত্র। ৩ মলয়-দেশজাত বায়ু। ৪ রাহু।

"রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠীনং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েৎ॥" (গ্রহযজ্ঞতত্ত্ব)

মলয়জ, জনৈক প্রাচীন কবি।

মলয়জরজস্ (ক্লী) মলয়জস্য রজঃ। চন্দনের গুড়া।

মলয়দেশ (পুং) দেশভেদ।

মলয়দ্রুম (পুং) ১ মদন বৃক্ষ। চলিত ময়না গাছ। (দ্বিরূপকো॰) ২ চন্দনবৃক্ষ।

মলয়ধ্বজ (পুং) রাজভেদ।

"উপযেমে বীর্য্যপণাং বৈদর্ভীং মলয়ধ্বজঃ।"
(ভাগবত ৪।২৮।২৯)

মলয়পবন (পুং) মলয়োদ্ভব বায়ু, দক্ষিণদিকের বায়ু। বসন্তের প্রারম্ভেই এই বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। দক্ষিণে নীলগিরির উপর দিয়া চন্দনাদি বৃক্ষের সুগন্ধ লইয়া আইসে বলিয়া ইহাকে মলয়পবন কহে। নীলগিরির অন্যতর নাম মলয়-পর্ব্বত। কেহ কেহ পশ্চিম ঘাটপর্ব্বতকেও মলয়াচল কহে।

মলয়পর্ব্বত (পুং) মলয়াচল, কুলপর্ব্বতভেদ।

মলয়প্রভ (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসা॰ ৭২।২১৮)

মলয়প্রভসূরি, জনৈক জৈন সূরি। ইনি মানতুঙ্গসূরিকৃত সিদ্ধজয়ন্তচরিত্রের টীকা প্রণয়ন করেন। উক্ত টীকাখানি ১২৬০ বিক্রমাব্দে রচিত হয়।

মলয়ভূভৃৎ (পুং) মলয়পর্ব্বত।

মলয়ভূমি (স্ত্রী) হিমালয়-পর্ব্বতস্থ স্থানভেদ।

মলয়রাজ, জনৈক প্রাচীন কবি।

মলয়বাট (পুং) মলয়ানিল।

মলয়বাসিনী (স্ত্রী) দুর্গা। (হরিবংশ ১০।২৪৫)

মলয়া (স্ত্রী) মল-কয়ন্-টাপ্। ১ ত্রিবৃতা। ২ সোমরাজী।

মলয়াচল, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সহ্যাদ্রি-পর্ব্বতের একটী অংশমাত্র। স্কন্দপুরাণের মলয়াচলখণ্ডে এখানকার দেবতীর্থাদির বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

মলয়াচল (পুং) মলয়শ্চাসাবচলশ্চেতি। মলয়পর্ব্বত।

"পুন্নাগনাগকরবীরকৃতোপকারে
তস্মিন্ গৃহে কমলরেণুরুণে শয়ীত।
যত্রাহতানিলবিকম্পিতপুষ্পদাম্নি
হেমন্তবিন্ধ্যহিমবন্মলয়াচলানাম্॥" (সুশ্রুত উত্তরত॰৪১অ॰)

মলয়াদ্রি (পুং) মলয়পর্ব্বত।

মলয়ানন্দসরস্বতী, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি শঙ্করাচার্য্যের মতপোষক ছিলেন এবং আচার্য্যরূপে উক্ত মত প্রচার করিয়া যান।

মলয়ানিল (পুং) মলয়স্য অনিলঃ। বসন্তকালীন বায়ু, পর্য্যায়—বাসন্ত। (ত্রিকা॰)

"স এব সুরভিঃ কালঃ স এব মলয়ানিলঃ।
সৈবেয়মবলা কিন্তু মনোঽন্যদিব দৃশ্যতে॥"
(সাহিত্যদর্পণ ৩।১২৬)

মলয়ালম্, ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটী প্রদেশ। মলয়ালম চন্দ্রগিরি (অক্ষা॰ ১২° ২৯´ উঃ) হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত (অক্ষা॰ ৮° ৪´ ২০´´ উঃ) বিস্তৃত। ইহার প্রাচীন নাম কেরল। [কেরল দেখ।]

হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে, পরশুরাম সমুদ্র হইতে এইস্থান প্রথম উদ্ধার করেন; তদনন্তর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নরপতি কর্তৃক উক্ত প্রদেশ শাসিত ও উত্তরভারতবাসী ব্রাহ্মণ-সমাগমে পবিত্র হইয়া আসিতেছে। কালিকটের অধিপতি, কনানুরের বেগম, ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজা, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং টিপু সুলতান্ প্রভৃতি, যথাক্রমে কেরলের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজরাজই ইহার একমাত্র অধিপতি। মলয়ালমের সকল স্থানই শৈল-মালায় পরিপূর্ণ; কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে উপত্যকা দেখিতে

পাওয়া যায়। তামিল ভাষায় মলয় শব্দের অর্থ পর্ব্বত এবং আলম্ শব্দের অর্থ উপত্যকা। এই নিমিত্তই ইহার তামিল-নাম 'মলয়ালম্' হইয়াছে। ইহার অন্য নাম কেরল। কেরল নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; তবে কোন কোন মতে "কেরম্" অর্থাৎ নারিকেল শব্দ হইতে কেরল নামের উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ বলেন, কেরল নামে জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি এই খানে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নামানুসারেই এই প্রদেশের নামকরণ হইয়া থাকিবেক।

এখানকার প্রধান অধিবাসী নায়র জাতি। ইহারা মলয়াল-শূদ্র নামেও পরিচিত। এই স্থানের দেশজ ভাষা মলয়ালম অথবা মলয়ালম্। কিন্তু তামিল ভাষাও মধ্যে মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও আর্য্য ও অনার্য্য জাতির নানা সম্প্রদায় এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ কণাড়ী, গুজরাতী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভাষায় কথা কয়। এতদ্ভিন্ন এখানে মাপিল্লা নামে একশ্রেণীর মুসলমান বাস করে। আরব দেশ হইতে যে সকল মুসলমান পূর্ব্বকালে মলবারে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদেরই ঔরসে মলবারী রমণীর গর্ভজাত সন্তানগণ "মাপিল্লা" নামে অভিহিত। যেহেতু মা অর্থ মাতা আর "পিলা" অর্থ পুত্র; "মাপিলা" অর্থাৎ মার পুত্র।

মাপিল্লা জাতি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অসংসাহসিক। নায়র জাতির মত ইহারা অনেকেই ভূসম্পত্তিশালী।

মলয়ালি, দাক্ষিণাত্যবাসী পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ। কৃষিকার্য্য ও গো-মহিষাদি পালন ইহাদের জীবিকা অর্জ্জনের প্রধান উপায়। শেবারয় পাহাড়ের উপত্যকাস্থিত গ্রামসমূহে এই জাতির অধিকাংশের বাস। শুনা যায়, খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে ইহারা কাঞ্চীপুর হইতে এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহাদের গৃহ মৃত্তিকা নির্ম্মিত গোলাকার। সকলেই হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা তামিল ভাষায় কথা কয়।

মলয়ূ (স্ত্রী) মলপূ-পৃষোদরাদিত্বাৎ পস্য যত্বং। মলপূ, কাকোড়ুম্বরিকা। (শব্দরত্না॰)

মলয়েন্দুসূরি, জনৈক জৈন সূরি। ইনি মহেন্দ্রসূরি-বিরচিত যন্ত্ররাজ নামক গ্রন্থের টীকা ও যন্ত্ররাজরচনা নামে অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

মলয়োদ্ভব (ক্লী) মলয়ঃ উদ্ভব উৎপত্তিকারণং যস্য। চন্দন।

মলর (পুং) বৌদ্ধ মতে অত্যূর্দ্ধ সংখ্যা।

মলরোধন (ক্লী) বিষ্টম্ভ, আনাহরোগ।

মলবদেশ (পুং) মালবদেশ। [মালব দেখ।]

মলবৎ (ত্রি) মল অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। মলযুক্ত।

মলবদ্বাসস্ (ত্রি) মলবদ্‌বাসো যস্য। মলিনবস্ত্রবিশিষ্ট। (স্ত্রী) ২ ঋতুমতী স্ত্রী।

মলবল্লী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী গ্রাম। এই স্থানে প্রাচীর-বেষ্টিত একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ ছিল। ইংরাজদিগের সহিত টিপু সুলতানের যুদ্ধকালে এই স্থানে টিপুর সেনাদল রক্ষিত হইয়াছিল।

মলবর্ত্তিকা, প্রাচ্য জনপদভেদ। বিভিন্ন পুরাণে ইহার বল-বস্তিকা, মানবর্ত্তিকা, নবদন্তিকা প্রভৃতি পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

মলবাসিক, দক্ষিণ-ভারতের অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। বর্ত্তমান কাটলাই নামক স্থানের সন্নিকটে অবস্থিত।

মলবাহিন্ (ত্রি) মল-বহ-ণিনি। বলবহনকারী।

মলবিনাশিনী (স্ত্রী) মলং বিনাশয়তীতি বি-নশ-ণিচ্-ণিনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ শঙ্খপুষ্পী। (রাজনি॰) ২ ক্ষার দ্রব্যমাত্র।

মলবিশোধন (ত্রি) ১ মল-পরিষ্কারকরণ। ২ স্বর্ণাদির খাদ বাদ দেওন।

মলবিসর্জ্জন (ক্লী) মলস্য বিসর্জ্জনং। মলত্যাগ।

মলবেগ (পুং) অতীসার রোগ। (রাজনি॰)

মলহন্তৃ (পুং) মলং হন্তীতি হন-তৃচ্। শাল্মলীকন্দ। (রাজনি॰) (Salmalica malabarica)

মলশৈত্য (ক্লী) তন্নামক শ্লেষ্মজ রোগ। (ভাবপ্র॰)

মলশুদ্ধি (স্ত্রী) মলশোধন, পেট পরিষ্কার করা।

মলহন্ (পুং) রুদ্রাশ্বের কন্যা। (হরিব॰ ১৬৬১ শ্লো॰)

মলহর (পুং) জৈপাল বৃক্ষ। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

মলহারক (ত্রি) পাপহারক, পাপহরণকারী।

"অরক্ষিতারং রাজানং বলিষড়্‌ভাগহারিণম্।
তমাহুঃ সর্ব্বলোকস্য সমগ্রমলহারকম্॥" (মনু ৮।৩০৮)
'মলাপহারকং মলং পাপং তস্য হারকং' (মেধাতিথি)
২ মেথর, হাড়ি।

মলা (স্ত্রী) মল-অচ্ টাপ্। ১ ভূম্যামলকী। ২ আম্রহরিদ্রা, চলিত আঁবাদা। (বৈদ্যকনি॰) ৩ নাভিনাল। (ত্রিকা॰) (দেশজ) ৪ ময়লা।

মলাকর্ষিন্ (পুং) মলং বিষ্ঠাং আকর্ষতি স্থানাৎ স্থানান্তরং নয়তি আ-কৃষ-ণিনি। হাড়িক, চলিত হাড়ি, মেথর। (শব্দমালা)

মলাকা (স্ত্রী) মলেন মনোমালিন্যেন অকতি কুটিলং গচ্ছতীতি অক-অচ্, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ কামিনী। ২ বেশ্যা, অধমা স্ত্রী। ৩ হস্তিনী। ৪ দূতী। (উজ্জ্বল)

মলাকাজামরুল (দেশজ) মলাকা দেশজাত জামরুল বৃক্ষভেদ।

মলাকাঝাঁজি (দেশজ) গুল্মভেদ। (Aldovranda verticillata)

মলাকাটা (দেশজ) ময়লা পরিষ্কৃত করণ।

মলাখা (পারসী) মলক্কা নামক বাণিজ্য-বন্দর।

মলাট (দেশজ) পুস্তকাচ্ছাদন, পুথির পাটা।

মলাধরা (দেশজ) ময়লা ধরা। ময়লাসংযুক্ত (দ্রব্যাদি)।

মলাপকলণ (ক্লী) অপ-কৃষ ভাবে ল্যুট্, মলস্য অপকর্ষণং। ১ পাপমোচন। ২ মলদূরীকরণ, ময়লা পরিষ্কার করা।

মলাপহা (স্ত্রী) মলং অপহন্তীতি অপ-হন-ড, স্ত্রিয়াং টাপ্। নদীবিশেষ।

"মলাপহা ভীমরথী চ ঘট্টগা যথা চ কৃষ্ণা জলসাম্যগা গুণৈঃ" (রাজনি০)

মলাম্ (আরবী) কোমল, নরম। মোলাএম্।

মলাভ (ত্রি) কুৎসিত, কদর্য্য।

মলাবহ (ক্লী) মলং আবহতীতি আ-বহ-অচ্। নববিধ পাপের অন্তর্গত পাপবিশেষ।

"কৃমিকীটবয়োহত্যামদ্যানুগতভোজনম্।
ফলৈধঃকুসুমস্তেয়মধৈর্য্যঞ্চ মলাবহম্॥" (মনু ১১।৭১)

মলারি (পুং) মলস্য অরির্নাশকো রেচকত্বাৎ। সর্জ্জক্ষার।

মলাশয় (পুং) উদর, মলস্থান।

মলি (স্ত্রী) ১ অধিকার। ২ অধীনতা।

মলিক (আরবী) ১ রাজা। ২ স্বত্বাধিকারিত্ব।

মলিন (ক্লী) মলতে ধারয়তীতি মল (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্। ২।৪৯) ইতি ইনচ্, যদ্বা (জ্যোৎস্না তমিস্রেতি। পা ৫।২।১১৪) ইত্যত্র মলশব্দাদিনজীমসচৌ প্রত্যয়ৌ নিপাত্যেতে ইতি কাশিকোক্ত্যা ইনচ্। ১ মলযুক্ত বস্ত্র। পর্য্যায়—মলীমস, কচ্চর, মলদূষিত।

"পরস্ত্রীহরণে পাপ-শঙ্কাভয়বিবর্জ্জিতাঃ।
নির্ধনা মলিনা দীনা দরিদ্রাশ্চিররোগিণঃ।"(মহানির্ব্বাণ ১।৪৩)

২ দূষিত। ৩ কৃষ্ণবর্ণ। ৪ ময়লা। ৫ পাপযুক্ত, পাপিষ্ঠ। ৬ ম্লান, বিষণ্ণ। ৭ নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়াত্যাগী নিকৃষ্ট।

"দ্যুতিমগ্রহীৎ গ্রহগণো লঘবঃ।
প্রকটীভবন্তি মলিনাশ্রয়তঃ॥" (মাঘ ৯।২৩)

'মলিনাশ্রয়তঃ নিকৃষ্টাশ্রয়ণাৎ' (মল্লিনাথ)

(ক্লী) ৭ ঘোল। (শব্দচ০) ৮ দোষ। (হেম) ৯ টঙ্কণ। (রাজনি০) ১০ কৃষ্ণাগুরুকাষ্ঠ। ১১ সদ্যঃপ্রসূত-গোদুগ্ধ। ১২ দন্তা। ১৩ হংস। (বৈদ্যকনি০)

মলিনত্ব (ক্লী) মলিনস্য ভাবঃ ত্ব। মলিনতা, মালিন্য।

"অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" (চাণক্যশতক)

মলিনমুখ (পুং) মলিনং মুখং অগ্রভাগো যস্য। ১ অগ্নি। ২ গোলাঙ্গুল। ৩ প্রেত। (ত্রি) মলিনং দূষিতং মুখং যস্য। ৪ ক্রূর। ৫ খল। ৬ ম্লানবদন।

মলিনা (স্ত্রী) মলিন-টাপ্। ১ রজস্বলা স্ত্রী। ২ শর্করা। ৩ বৃহতী। (বৈদ্যকনি০)

মলিনাম্বু (ক্লী) মলিনং কৃষ্ণবর্ণং অম্বু। ১ মসী। (হেম) ২ ময়লাজল।

মলিনাস্য (ত্রি) মলিনং দূষিতং আস্যং যস্য। ১ খল। ২ ম্লানবদন।

মলিনিমন্ (ত্রি) মলিন-ইমনিচ্। ১ অতিশয় মলিন। ২ মলিনতা।

মলিনী (স্ত্রী) মলমস্যা অস্তীতি মল-ইনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। রজস্বলা নারী। (অমর) ২ ম্লান, সঙ্কুচিতা।

"নলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতিবিধির্বিদধে বনিতামুখং ভবতিবি জতমঃ ক্রমশো জনঃ॥" (উদ্ভট)

মলিনীকরণ (ক্লী) অমলিনং মলিনং করণং অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ ততো দীর্ঘঃ। নির্ম্মল বস্তুর মলিন-করণ, পূর্ব্বে যাহা মলিন ছিল না, তাহার মলিনতা সম্পাদন।

মলিম্লুচ (পুং) মলী সন্ ম্লোচতীতি ম্লুচ্ গত্যাং ক। মলমাস।

"তমতিক্রম্য তু রবির্যদা গচ্ছেৎ কথঞ্চন।
আদ্যো মলিম্লুচো জ্ঞেয়ো দ্বিতীয়ঃ প্রকৃতঃ স্মৃতঃ॥
যদা তং দর্শান্তমাসং অতিক্রম্য তৎপূর্ব্বমাসাদ্যক্ষণ বৃত্তিরাশিস্থঃ সন্ সূর্য্যোঽতিবাহ্য গচ্ছেৎ মাসান্তরে রাশ্যন্তরসংযোগং গচ্ছেৎ তদা আদ্যো অতিক্রান্তমাসো মলিম্লুচো জ্ঞেয়ঃ। মলী সন্ ম্লোচতি গচ্ছেভতীতি মলিম্লুচঃ, দ্বিতীয়স্তু প্রকৃতঃ শুদ্ধ কর্ম্মার্হত্বাৎ।" (মলমাসতত্ত্ব)

যে সময় রবি দর্শান্তমাস অতিক্রম করিয়া (অমাবস্যাদ্বয় যে মাসে গিয়াছে) মাসান্তরে রাশ্যন্তরসংযোগ প্রাপ্ত হন, তাহাকে মলিম্লুচ বা মলমাস কহে। এই দুই মাসের মধ্যে পূর্ব্ব মাস অশুদ্ধ এবং পরমাস শুদ্ধ। [মলমাস দেখ]

২ অগ্নি। ৩ চৌর।

"দংষ্ট্রাভ্যাং মলিম্লুচংজম্ভৈস্তস্করা উত" (শুক্লযজু০ ১১।৭৮)

'গুপ্তাঃ প্রকটাশ্চেতি দ্বিবিধাশ্চৌরাঃ প্রকটা অপি পুনর্দ্বিবিধাঃ অরণ্যে মার্গে চ প্রহৃত্য প্রত্যহমেব পলায়মানাঃ প্রকটাঃ ততোঽপি অতিপ্রকটা নির্ভয়া গ্রামেম্বেবাগত্য বন্দীকারাঃ তে অত্র মলিম্লুচ উচ্যন্তে, মলং পাপাধিক্যমেষামস্তীতি মলিনঃ তথাবিধা ভূত্বা ম্লোচতি জনে বনে বা অদৃশ্যা ভবন্তীতি মলিম্লুচঃ' (বেদদীপ০)

পাপের অতিশয় আধিক্যবশতঃ ইহাদিগের মলিম্লুচ্‌ কহে। ইহারা অতি ভয়ানক প্রকৃতি, গ্রাম বা অরণ্য হইতে আসিয়া প্রহার করিয়া পলায়ন করে।

৪ বায়ু। (শব্দমালা) ৫ পঞ্চযজ্ঞপরিভ্রষ্ট। (হেম)

মলিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন মলিনঃ মল-ইষ্ঠন্‌। ১ অতিশয় মলিন। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ২ রজস্বলা নারী।

মলীমস (ক্লী) মলমস্ত্যস্তীতি মল (জ্যোৎস্নাতমিস্রেতি। পা· ৫।২।১৪৪) ইতি ঈমসচ্‌ প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ১ লৌহ। ২ পুষ্পকাসীস। (ত্রি) ৩ মলিন। ৪ পাপ।

"উপপ্লুতং পাতুমদো মদোদ্ধতৈস্ত্বমেব বিশ্বম্ভর বিশ্বমীশিষে। ঋতে রবেঃ ক্ষালয়িতুং ক্ষমেত কঃ ক্ষপাতমস্কাণ্ডমলীমসং নভঃ।" (মাঘ ১।৩৮)

৫ কৃষ্ণবর্ণ। ৬ মলযুক্ত।

মলীয়স্‌ (ত্রী) অতিশয়েন মলিনঃ মল-ঈয়সুন্‌। অত্যন্ত মলিন।

মলুক (পুং) বৌদ্ধমতে অত্যূর্দ্ধ সংখ্যা।

মলক (পুং) মল বাহুলকাৎ উক। কৃমিবিশেষ, চলিত উকুন।

মল্‌কুসেন (মল্লনারায়ণ), কোচবিহারের জনৈক রাজা। মোগল সম্রাট্‌ অকবর শাহের সমসাময়িক। ইনি মোগল-সেনাপতি খান্‌জহান্‌ হোসেন কুলি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দিল্লীশ্বরকে ৫৪টী হস্তী ও রাজকর প্রদান করিয়াছিলেন।

মল্ল, ধৃতি। ভ্বাদি· আত্মনে· সক· সেট্‌। লট্‌ মল্লতে। লোট্‌ মল্লতাং। লিট্‌ মমল্লে। লুঙ্‌ অমল্লিষ্ট। সন্‌ মিমল্লিষতে। ণিচ্‌ মল্লয়তে। লুঙ্‌ অমমল্লৎ।

মল্ল (পুং) মল্লতে ধরতি বলমিতি মল্ল-অচ্‌। বাহুযোধী, চলিত পলোয়ান, মাল।

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্‌" (ভাগবত ১০।৪৩।১৭)

২ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। মনুর মতে এই জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে জাত।

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ। নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥" (মনু ১০।২২)

'ক্ষত্রিয়াদ্‌ব্রাত্যাৎ সবর্ণায়াং ঝল্লমল্লনিচ্ছিবিনটকরণখসদ্রবিড়াখ্যা জায়ন্তে' (কুল্লুক)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের মতে লেট হইতে তীবর-কন্যাতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। পরাশর-পদ্ধতির মতে তন্তুবায়স্ত্রীর গর্ভে এবং কুম্ভকারের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি।

৩ পাত্র। ৪ কপোল। ৫ মৎস্যভেদ। (মেদিনী)
৬ দেশ-বিশেষ। (ভারত বিরাট প· ১অ·)

মল্ল, দেশভেদ। মল্লজাতির বাসভূমি। মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বে এই প্রাচীন জনপদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুপ্রাচীন মল্লরাজ্য বর্ত্তমানে মালভূমি নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বিরাট্‌ রাজ্যকে মল্লরাজ্য বলিয়া থাকেন।

মল্ল, জাতিবিশেষ। ইহারা বহু প্রাচীন কাল হইতে আপনাদের বলবীর্য্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়া মল্ল নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এখনও কুস্তিগীর পালোয়নগণ অসীম বলশালিত্বহেতু মল্ল নামে এবং তাহাদের বল-প্রদর্শনীও মল্লক্রীড়া নামে উক্ত হইয়া থাকে। মহাভারতোক্ত প্রাচীন মল্লজাতীয়গণ স্থানবিশেষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অথবা কোন কোন উন্নত জাতি বলপূর্ব্বক পররাষ্ট্র অধিকার করিয়া আপনাদিগকে গৌরবজনক মল্ল উপাধিতে ভূষিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। নেপালে এবং বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর রাজ্যে ঐরূপ এক সময়ে মহাবীর্য্যশালী মল্লরাজগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। মথুরাধিপতি কংসের সভায়ও বহুশত মল্ল ছিল। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আসিয়া এই দেশবিখ্যাত মল্লগণের বলগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। [নেপাল, বিষ্ণুপুর ও মল্লযুদ্ধ দেখ।]

মল্লক, জনৈক প্রাচীন কবি।

মল্লক, বিন্ধ্যপর্ব্বতের সন্নিকটস্থ প্রাচীন জাতিবিশেষ। (মহাভারত ভীষ্ম ৯।৪৩)

মল্লক (পুং) মল্ল ইব মল্ল-কন্‌, দৃঢ়ত্বাদস্য তথাত্বং, যদ্বা মল্ল ধারণে ণ্বুল্‌। ১ দন্ত। (হেম) ২ ব্রাহ্মণবিশেষ।

"বিলোক্য বৈকল্যহতৌ বদ্ধৌ তৌ স্বামিনৌ তথা। কৃষ্টাসি ধেনুকস্তস্থৌ দ্বিজন্মা মল্লকাবিধঃ॥" (রাজতর· ৮।২৩২·)

(পুং স্ত্রী) মল্লতে ধারয়তি প্রদীপমিতি মল্ল-ণ্বুল্‌। ৪ নারিকেলফলাবয়বজ পাত্রবিশেষ, চলিত নারিকেলমালা। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ৩ দীপাধার। ৪মল্লিকা (অমর) ৫ প্রদীপ। (মথুরেশ)

মল্লকূট, প্রাচীন গ্রাম। (শ্রীহর্ষ ৩৯)

মল্লক্রীড়া (স্ত্রী) মল্লানাং ক্রীড়া। মল্লদিগের খেলা, মল্লযুদ্ধ।

মল্লখণ্ড (পুং) গুড়, শর্করা। (বৈদ্যকনি·)

মল্লঘটী (স্ত্রী) ১ নৃত্যের প্রক্রিয়াভেদ। ২ নাট্যরঙ্গবিশেষ।

মল্লচন্দ্র, জনৈক প্রাচীন রাজা।

মল্লজ (ক্লী) মল্লে তদাখ্য দেশে জায়তে ইতি জন-ড। মরিচ।

মল্লজীঘোড়পড়ে, জনৈক মহারাষ্ট্র সর্দ্দার।

মল্লজীভোঁস্‌লে, (মালোজী) মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর পিতামহ। ইহার পিতা বাবাজী ভোঁশ্‌লে পাটেলদারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দৌলতাবাদের নিকটবর্ত্তী বেরুল (ইলোরা) গ্রামে ইঁহার পৈত্রিক ভদ্রাসন ছিল।

বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিও বিশেষ পরিমার্জ্জিত হইতে থাকে। পিতাপুত্রের কার্য্যোপযোগিতা-সন্দর্শনে প্রীত হইয়া ফলতনের দেশমুখ জগপাল রাও নায়ক নিম্বলকরের ভগিনী দীপা বাঈর সহিত তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করেন। বিবাহের পর, তাঁহার জীবনে নূতন ভাবের সঞ্চার হয়। তদবধি তিনি কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকেন। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্চবিংশ বর্ষে তিনি মূর্ত্তজা নিজাম-শাহের অধীনে অশ্বারোহী সেনাদলের অধ্যক্ষ নিয়োজিত হন।

তিনি একজন গোঁড়াহিন্দু ছিলেন। বহুকাল পুত্রসন্তানাদি কিছুই হইল না দেখিয়া তিনি মহাদেব ও কুলদেবীর আরাধনা করিয়া পুত্রার্থী হইলেন। অবশেষে আহ্মদনগরবাসী শাহ সরিফ্ নামক জনৈক মুসলমান ফকির তাঁহার পুত্রের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দীপাবাঈ পুত্রবতী হইলেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে পুত্র প্রসূত হইলে মল্লজী উক্ত ফকিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ ফকিরের নামানুসারে পুত্রের শাহজী নাম রাখিলেন।

এই সময়ে শিলেদার পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি বিশেষ উদ্যমের সহিত বিবিধ রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ক্রমেই তাঁহার সম্মান, ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তদীয় প্রতিপালক লাখজী যাদব রাও ভিন্ন অপর কেহই তাঁহার সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয় নাই।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্চম বর্ষীয় শাহজীকে লইয়া যাদব রাওর আলয়ে হোলি পর্ব্বের নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ গমন করেন। যাদবরাও শাহজীর রূপ-লাবণ্য ও সুলক্ষণাদি লক্ষ করিয়াছিলেন এবং দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে স্বীয় কন্যাকে বালক শাহজীর পার্শ্বে বসাইয়া বলিয়াছিলেন, বালিকা তুমি ইহাকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা কর কি? তদনুসারে মল্লজী তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু যাদব রাও তাঁহার এই প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ইহাতেও তিনি নিরুদ্যম হন নাই। যাদব রাওর কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেওয়া তাঁহার কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। এই সময়ে নিজামশাহী রাজ্যের শাসনবিশৃঙ্খলতা হেতু তিনি বিপুল অর্থসংগ্রহ করেন। পাছে লোকে তাঁহার প্রতি সন্দেহ করে, এই ভয়ে তিনি লব্ধ ধনরত্ন লইয়া স্বদেশ গমনপূর্ব্বক ভবানীর কৃপালব্ধ ধন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এইরূপে অর্থবান্ হইয়া তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতি খনন এবং দেবালয়াদি স্থাপন প্রভৃতি অনেকানেক সংকার্য্যে তাঁহার বিপুল অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল; কিন্তু এরূপ সদনুষ্ঠান করিয়াও তিনি আপনার অভীষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। অশ্বারোহী সেনাদল বৃদ্ধি ও পুত্রের বিবাহ তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

নিজাম শাহীর ন্যায় ঋণগ্রস্ত রাজসরকারে অর্থবানের প্রাধান্য হওয়াই সম্ভব। সুতরাং ৫ হাজারী অশ্বারোহীধ্যক্ষ পদ ও রাজোপাধি লাভ মল্লজীর পক্ষে বিশেষ আয়াসসাধ্য হয় নাই। ক্রমে তিনি সবনেরী, চাকন, পুণা, সুবা প্রভৃতি জেলা জায়গীর ও তত্তৎ দুর্গের অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হইলেন। যাদব রাওর আর বাক্যান্তরের অপেক্ষা রহিল না। সুলতানের অনুরোধে তিনি কন্যার বিবাহপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং সুলতান উপস্থিত থাকিয়া শাহজীর বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করেন। মল্লজী বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দাক্ষিণাত্যে যে সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি রাখিয়া যান, তাহারই ফলে তদ্বংশধর শিবাজী ভবিষ্যতে বিশাল মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। [শিবাজী দেখ।]

মল্লট, মেবার-রাজ্যের গুহিলবংশীয় জনৈক রাজা।

মল্লণগুব্বি, বীরশৈবামৃতপুরাণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মল্লতরু (পুং) পিয়ালবৃক্ষ। (রাজনি°)

মল্লতূর্য্য (ক্লী) মল্লৈর্বাদ্যমানং তূর্য্যং মল্লায় তূর্য্যমিতি বা। বাদ্যবিশেষ। পর্য্যায়—মহাস্বন। (ত্রিকা°)

মল্লদেব (পুং) কালজ্ঞান নামক বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা।

মল্লদেব, দাক্ষিণাত্যের চেররাজ্যের জনৈক রাজা।

মল্লদেব, জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজা। উমাঙ্গাধিপতি রাজা অভয়দেবের পুত্র। ইঁহারা চন্দ্রবংশীয় ছিলেন।

মল্লদেব, কোচবিহারের জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি প্রয়োগ-রত্নমালাপ্রণেতা পুরুষোত্তমের প্রতিপালক ছিলেন।

মল্লদেব, মল্লপ্রকাশ নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। এতদ্ভিন্ন কালজ্ঞান ও তৃতীয়জ্বরাষ্টক নামে তৎকৃত অপর দুইখানি খণ্ড-গ্রন্থ পাওয়া যায়।

মল্লদ্বাদশী (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ।

মল্লনাগ (পুং) নাগো হস্তীব মল্লঃ, পূর্ব্বনিপাতঃ। ১ কামসূত্রপ্রণেতা বাৎস্যায়ন মুনি। মল্লো বলীয়ান্ নাগঃ। ২ অভ্রমাতঙ্গ। (মেদিনী) মল্লো নাগ ইব। ৩ লেখহার। (শব্দরত্না°) ৪ কামশাস্ত্রবিশেষ। (ধরণি)

মল্লপুর (ক্লী) নগরভেদ। মল্লপুর।

মল্লপুর (মল্লাপুর), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর-সরকারের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানকার দেবতীর্থাদির সবিশেষ পরিচয় ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণান্তর্গত মল্লাপুর মাহাত্ম্যে বিবৃত হইয়াছে।

মল্লভট্ট, ১ জনৈক প্রাচীন বৈয়াকরণ। মল্লিনাথ নৈষধচরিতে ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। [ভট্টমল্ল দেখ।]
২ আনন্দলহরী-টীকাপ্রণেতা।

মল্লভূ (স্ত্রী) মল্লানাং ভূর্ভূমিঃ। মল্লভূমি।

মল্লভূপতি, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা। প্রোলন নায়কের পুত্র। তাঁহার উৎকীর্ণ ১০৯৭ শকাব্দের শিলালিপিতে তাঁহার দানশীলতার পরিচয় আছে।

মল্লভূম, বাঁকুড়া জেলাস্থ বিষ্ণুপুররাজ। এক সময়ে এইস্থান বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণের অধিকারে ছিল। [বিষ্ণুপুর দেখ।]

মল্লভূমি (স্ত্রী) মল্লানাং ভূমিঃ স্থানং। মল্লক্রীড়াস্থান। পর্য্যায়—অক্ষবাট, রঙ্গভূমি, রণস্থলী, মল্লভূ, অক্ষপাট। (জটাধর)
২ দেশবিশেষ মল্লভূম।

"অয়ঃ পাত্রে পয়ঃ পানং শালপত্রে চ ভোজনম্।
শয়নং তালপত্রে চ মল্লভূমেরিয়ং গতিঃ॥" (উদ্ভট)

মল্লমল্ল, উদার-রাঘব ও অব্যয়সংগ্রহনির্ঘণ্টুপ্রণেতা। ইনি শাকল্যপদাঙ্কিত-রচয়িতা মাধবসুধীর পুত্র।

মল্লমাররাজ, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা। ইঁহার আজ্ঞানুসারে জগন্নাথপ্রসাদ একটী হিন্দুমন্দিরে বৃত্তি দান করিয়াছিলেন।

মল্লয়, কৃষ্ণাজেলার নরশরবপেট্ট গ্রাম হইতে ১১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটী গ্রাম। এই স্থানে একটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরগাত্রে একখানি প্রাচীন শিলালিপি আছে।

মল্লযাত্রা (স্ত্রী) মল্লানাং যাত্রা, মল্লদিগের যুদ্ধযাত্রা। পর্য্যায়—মাল্লবী। (হারাবলী)

মল্লয়ার্য্য, দৈবজ্ঞবিলাস-রচয়িতা।

মল্লযুদ্ধ (ক্লী) মল্লানাং যুদ্ধং ৬তৎ। মল্লগণের পরস্পর যুদ্ধ। ইহার পর্য্যায়,—নিযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ। (শব্দরত্না০)

পূর্ব্বে মল্লগণ রাজভবনাদিতে আসিয়া বিবিধ কৌশলের সহিত মল্লযুদ্ধ প্রদর্শন করিত। স্বয়ং রাজা এবং অন্যান্য দর্শকগণ আগ্রহের সহিত এই যুদ্ধ সন্দর্শন করিতেন। মল্লগণ পরস্পর যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া কখন কখন উভয়েই তুল্যবল, তুল্যপরাক্রম ও তুল্যকৌশল হইয়া কেহই কাহাকে পরাভূত করিতে পারিত না এবং কখন বা একের হস্তে অন্যে হীনবল হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিত।

মহাভারতের বিরাটপর্ব্বে দেখিতে পাই,—যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব যখন অজ্ঞাতবাসের শেষ বৎসর বিরাটভবনে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন বেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে ভীম বল্লব নামে আত্মপরিচয় দিয়া পাচকবেশে বিরাটের রন্ধনশালার ভারগ্রহণ করেন। ভীমসেন যে মল্লযুদ্ধ বিষয়ে পটু, একথা বিরাটের কর্ণগোচর হইয়াছিল। কিয়দ্দিন পরে এক পর্ব্ব উপলক্ষে জীমূত নামক এক মল্ল আসিয়া রাজভবনে উপস্থিত হয়। জীমূত মল্লের সহিত আরও কয়েকজন মল্ল আসিয়াছিল। রাজা বিরাট্ এই মল্লের সহিত ভীমসেনকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। ভীমসেন পাছে আত্মপ্রকাশ পায়, এই ভয়ে অতি কষ্টে রাজাজ্ঞা পালন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন উভয় বীর যুদ্ধভূমে অবতরণ করিলেন। চারিদিকে দর্শকমণ্ডলী উভয়ের যুদ্ধ দেখিবার জন্য স্থিরনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। জীমূতমল্ল অসীম বলবিক্রম-সম্পন্ন বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। উভয় বীর রাজাকে অভিবাদন করিয়া যখন স্বীয় কটীতট সুদৃঢ়রূপে বান্ধিয়া ভীমবিক্রমে মহারঙ্গে দাঁড়াইলেন, তখন দর্শকমণ্ডলী হর্ষোৎসাহে পুলকিত হইয়া উঠিল। কত রকমে কত রঙ্গভঙ্গে অথচ অতি সুকৌশলে ও অসীম অদম্য সাহসবিক্রমে উভয় মল্ল কখন হস্তে হস্তে, কখন পদে পদে, কখন মস্তকে মস্তকে, কখন বক্ষে বক্ষে, কখন সুদৃঢ় বজ্র মুষ্টিপাতে, কখন প্রবলবেগে ভীষণ পদাঘাতে এবং কখন বা আকর্ষণ বিকর্ষণ অভ্যাকর্ষণ ও প্রকর্ষণাদি লোমহর্ষণ ভীষণ অথচ কৌতুকোদ্দীপক বহু বিচিত্র শৌর্য্যক্রীড়ায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর জীমূতমল্ল ভীমবিক্রম ভীমের হস্তে পরাস্ত হইল। বৃকোদর তাহাকে হস্ত দ্বারা উত্তোলিত করিয়া বহু শতবার শূন্য পথে ঘুরাইয়া শেষে তীব্র নিষ্পেষণে তাহার প্রাণবিনাশ করিলেন। স্বয়ং রাজা এবং অন্যান্য দর্শকশ্রেণী প্রসিদ্ধ জীমূতমল্লের বিনাশে ভীমকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

(মহাভারত বিরাটপর্ব্ব ১২ অঃ)

এই মল্লযুদ্ধে সন্নিপাত, অবধূত, প্রমাথ, উন্মথন, ক্ষেপণ, মুষ্টি, প্রকর্ষণ, বিকর্ষণ, অভ্যাকর্ষণ ও আকর্ষণ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় ভালরূপে শিক্ষা করিয়া লইতে হয়। এই সকল বিষয়ে বিশেষরূপ শিক্ষা না হইলে মল্লযুদ্ধে পারদর্শী বা দক্ষ হওয়া যায় না।

ভাগবতের দশমস্কন্ধে লিখিত আছে—কংসের সেনাদলের মধ্যে চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল নামে পাঁচজন মহা পরাক্রান্ত মল্ল ছিল। যখন কংস গুপ্তঘাতক প্রেরণ ও অন্যান্য বহু চক্রান্ত করিয়াও কৃষ্ণ বলরামের ধ্বংস সাধন করিতে পারিল না, তখন আপন ভবনে কৃষ্ণবলরামকে ছলক্রমে আহ্বান করিয়া নিজের প্রধান মল্ল চাণূরমুষ্টিকাদি দ্বারা মল্লযুদ্ধে তাহাদিগের বিনাশ করাই কংসের সংকল্প হইল। তখন কংসের আজ্ঞায় এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণের চারিদিকে বহুতর

সুন্দর সুন্দর মঞ্চ প্রস্তুত হইল। পুষ্পমালা, তোরণ ও পতাকাদি দ্বারা সেই মঞ্চগুলি অতি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হইয়া রহিল। রাজা কংস দূত দ্বারা দূরদেশান্তরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। যথাকালে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসিয়া মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণবলরামও কংসদূত অক্রূর কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া গোকুল হইতে কংসালয়ে আগমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নন্দগোপাদিও নিমন্ত্রিত হইয়া মথুরায় আসিলেন। ভৃত্যামাত্য ও সামন্তরাজগণে পরিবৃত হইয়া স্বয়ং রাজা কংস এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দর্শকগণ মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য সুরম্য সুসজ্জিত মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন।

যথাসময়ে মল্লদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। রণরঙ্গে রণভেরীর নিনাদে মল্লগণের হৃদয় বীররসে উদ্দীপিত হইল। সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বলদৃপ্ত মল্লগণ বিপুল উৎসাহে রঙ্গভূমে প্রবেশ করিল। এই সময় কৃষ্ণবলরামও মল্লদুন্দুভি শুনিয়া যুদ্ধ দেখিবার জন্য সত্বর তথায় উপনীত হইলেন। পথে আসিবার সময় তাঁহাদিগের বিনাশের জন্য কংসের আদেশে যে মদমত্ত হস্তী রক্ষিত হইয়াছিল, তাহাকে নিহত করিয়া তাহার দুই বিশাল দন্ত স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক কৃষ্ণবলরাম দুই ভাই যুদ্ধ দেখিতে আসিলেন। তখন মল্লরঙ্গভূমে সেই অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয় সর্ব্বজাতীয় দর্শকের নিকট যে কিরূপ অভূত-পূর্ব্ব দৃশ্যে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা ভাগবতে অতি সুন্দরভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার একটী শ্লোক এই—

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ
মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।"

(ভাগ০ ১০।৪৩।১৭)

কৃষ্ণবলরাম দর্শক হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কংসের চক্রান্তে তাঁহাদিগকে চাণূর-মুষ্টিকাদির সহিত মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইল। আবার মল্লদুন্দুভি বাজিল। মল্লগণের হুহুঙ্কারে রঙ্গভূমি কাঁপিল। দর্শকমণ্ডলী স্থিরনেত্রে রহিল। তখন চাণূরের সহিত কৃষ্ণ আর মুষ্টিকের সহিত বলরাম মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হস্তে হস্তে, পদে পদে, বক্ষে বক্ষে, উরুতে উরুতে, মস্তকে মস্তকে পরস্পর পরস্পরের ঘাতপ্রতীঘাত আরম্ভ হইল। পরিভ্রমণ, বিক্ষেপ, পরিরম্ভ, অবপাতন, উৎসর্পণ, অপসর্পণ, উত্থাপন, উন্নয়ন, চালন, স্থাপন প্রভৃতি বহুবিধ প্রকারে সেই মল্লগণ পরস্পর জিগীষু হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ মল্লযুদ্ধের পর চাণূর, মুষ্টিক প্রভৃতি কংসের প্রধান মল্লগণ কৃষ্ণবলরামের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। নিজকৃত কর্ম্ম-ফলে অবশেষে কংস এবং তদীয় ভ্রাতৃগণও কৃষ্ণ বলরামের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল না। তাহারাও এই উপলক্ষে স্ব স্ব জীবন বিসর্জ্জন করিল।

মহাভারতে উল্লিখিত আছে,—যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিতে মনস্থ করেন, তখন প্রসিদ্ধ মগধবীর রাজা জরাসন্ধকে তাহার প্রধান অন্তরায় মনে করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই নিধন করিবার সঙ্কল্প হয়। এই সঙ্কল্পানুসারে তখন অন্য কোনরূপ যুদ্ধোপকরণ সঙ্গে না লইয়া ভীম, শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন এই তিন বীর ব্রাহ্মণবেশে মগধে যাত্রা করেন। তাঁহারা কৌশলে জরাসন্ধপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট যুদ্ধের প্রস্তাব করেন। জরাসন্ধ উপবাসী থাকিয়াও যুদ্ধে সম্মতিদানপূর্ব্বক স্বয়ং ভীমের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিন ত্রয়োদশী তিথি সমস্ত দিন অনাহার। এই দিন দিবারাত্র অবিশ্রান্ত ঘোরতর ভাবে যুদ্ধ চলিল। পরদিন জরাসন্ধ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তথাপি কৃষ্ণের উত্তেজনায় যুদ্ধ থামিল না। শেষে এই যুদ্ধে ভীম জরাসন্ধকে বিপরীতভাবে নিহত করিলেন। এই যুদ্ধে কোন অস্ত্রাদি গৃহীত হয় নাই। এই জন্য ইহাও মল্লযুদ্ধ মধ্যে গণ্য। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর তদীয় কারারুদ্ধ বহুসংখ্যক নরপতি মুক্তি লাভ করেন।

প্রাচীন পুরাণাদিতে এইরূপ আরও অনেক মল্লযুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে মল্লযুদ্ধ একটী প্রধান যুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। বর্ত্তমান কালেও ভারতবর্ষের নানাস্থানে মল্লগণ এই মল্লযুদ্ধ বা মল্লক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে, ভারত ভিন্ন এসিয়া, যুরোপ ও আমেরিকাদি বিভিন্ন দেশেও এই মল্লযুদ্ধ বা মল্লক্রীড়ার অভাব নাই।

যুরোপের প্রাচীন সমৃদ্ধ রোমরাজ্যেও মল্লক্রীড়ার বিশেষ আদর ছিল। তথাকার 'কলোসিয়াম্' নামক প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চে নানাপ্রকারের ক্রীড়াপ্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তথাকার বিভিন্ন সহরেও এম্পিথিয়েটার রচনা করিয়া তন্মধ্যে মল্লক্রীড়া হইবে। [রোম দেখ।]

সুদূর ইংলণ্ডেও মল্লক্রীড়ার অভাব ছিল না। তথায় প্রণয়-প্রতিদ্বন্দী নায়ক যুগল স্ব স্ব বাহুবলে পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্মুখসমরে বিমুখ করিয়া প্রণয়িনীর প্রেমাস্পদ হইতেন। ইহা তথায় ডুয়েল-যুদ্ধ নামে খ্যাত। ইংলণ্ডের ফরাসী-বিজেতা উইলিয়ম্ দি কঙ্করার স্বীয় শাসনপ্রণালী মধ্যে রণ-পরীক্ষা বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ (Trial by battle or duel) নাম দিয়া একটী স্বতন্ত্র শাসনবিধি লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

এই রাজাজ্ঞা প্রণোদিত যুদ্ধ বিধিতে অনেক বলহীন নির্দ্দোষ ব্যক্তি 'জোর যার মুলুক তার' এর হস্তে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে আরও একটী প্রবাদ আছে যে, মাকিদনপতি মহাবীর আলেক্সন্দার ক্ষত্রিয়কুলতিলকে পুরুরাজের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন।

মল্লরমড়ী, দক্ষিণ-কণাড়া জেলার অন্তঃপাতী একটী গ্রাম। উপিনাঙ্গড়ী হইতে ১৩ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রামের ১॥ মাইল দক্ষিণে ধর্ম্মস্থল মন্দির। উক্ত মন্দির ১০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া খ্যাত। মন্দিরস্থিত লিঙ্গ মঙ্গালুরের মধ্যবর্ত্তী কদিরি-মন্দির হইতে আনীত হয়।

মল্লরাজ, রসরত্নদীপিকা নাম্নী অলঙ্কার-গ্রন্থপ্রণেতা।

মল্লরাজবংশ, বিষ্ণুপুর ও নেপালের প্রাচীন রাজবংশ। [নেপাল ও বিষ্ণুপুর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মল্লরাষ্ট্র (ক্লী) মল্লরাজ্য। মহী ও নর্ম্মদা নদীর মোহানাস্থিত একটী জনপদ। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি 'Maleo' শব্দে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

মল্লর (পুং) জাতিবিশেষ।

মল্লবরম্, কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। তমরিকোটের ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে ৬টী রাক্ষস-কীর্ত্তিচিহ্ন এবং ২টা প্রস্তরস্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন ময়দানের মৃত্তিকা স্তূপ হইতে শ্বেতবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরের দুইটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটী সপ্তস্কন্ধ নাগমূর্ত্তি ও তাহার চারিদিকে অনুচরগণ পরিবৃত।

মল্লবরম্, উত্তর আর্কাড় জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। নিম্ন তিরুপতির উত্তরভাগে ১০ মাইল পূর্ব্বে এবং তিরুপতি রেল আফিস্ হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তর-পূর্ব্বাংশে দুইখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

মল্লবাস্তু (ক্লী) স্থানভেদ।

মল্লবিদ্যা (স্ত্রী) মল্লদিগের অভ্যস্ত বিদ্যাভেদ।

মল্লবেন, বাল-মল্লবেনসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রণেতা।

মল্লশালা (স্ত্রী) মল্লদিগের ক্রীড়াস্থান, চলিত কুস্তীর আখ্ড়া।

মল্লসেন, জনৈক জৈন-পণ্ডিত। তিনি সাধারণে হস্তিমল্ল সেন নামে পরিচিত। তাঁহার এই হস্তী উপাধি, সম্ভবতঃ তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও স্থূলদেহের পরিচায়ক। তৎকৃত অর্জ্জুনরাজ নাটক, উদয়নরাজকাব্য, ভরতরাজনাটক, মেঘেশ্বর নাটক, মৈথিলীপরিণয় নাটক প্রভৃতি অনেকগুলি কাব্য ও নাটক অধুনা প্রচলিত দেখা যায়।

মল্লা (স্ত্রী) মল্লতে ধারয়তি বিলাসাদিকমিতি মল্ল-ধারণে অচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ নারী। ২ পত্রবল্লী। ৩ মল্লিকা। ৪ লোঠনরাজপত্নী। (রাজতর° ৮।১৯১৭)

মল্লানকগ্রাম (পুং) প্রাচীন গ্রামভেদ।

মল্লাপুর (ক্লী) নগরভেদ।

মল্লার (পুং) মল্লং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি ঋ-অণ্। রাগবিশেষ। ষড়্রাগের মধ্যে দ্বিতীয় রাগ।

"আদৌ মালবরাগেন্দ্রস্ততো মল্লারসংজ্ঞিতঃ।
শ্রীরাগস্তস্য পশ্চাদ্বৈ বসন্তস্তদনন্তরম্॥" (সঙ্গীত দামো°)

এই রাগের ছয়টী রাগিণী,যথা—বেলাবলী, পূরবী,কানড়া, মাধবী, কোড়া ও কেদারিকা। এই রাগের আলোচনার সময় বর্ষাকাল।

"বেলাবতী পূরবী চ কানড়া মাধবী তথা।
কোড়া কেদারিকা চৈব মল্লারস্য প্রিয়া ইমাঃ॥"

ইহার গানসময় :—

"মেঘমল্লাররাগস্য গানং বর্ষাসু সর্ব্বদা।" (সঙ্গীতদামো°)

ইহার স্বরূপ—

"শঙ্খাবদাতং পলিতং দধানঃ প্রলম্বকর্ণঃ কুমুদেন্দুবর্ণঃ।
কৌপীনবাসাঃ সবিহারচারী মল্লাররাগঃ শুচিশান্তমূর্ত্তিঃ॥"

সঙ্গীতদর্পণে রাগাধ্যায়ে লিখিত আছে, এই রাগ ষড়্রাগের মধ্যে চতুর্থ।

"ভৈরবঃ পঞ্চমো নাটো মল্লারো গৌড়মালবঃ।
দেশাখ্যশ্চেতে ষড়্রাগাঃ প্রোচ্যন্তে লোকবিশ্রুতাঃ॥"

মেঘমল্লারিকা, মালকৌশিক, পটমঞ্জরী ও আশাবরী এই সকল রাগ মল্লারসংশ্রয়।

"মেঘমল্লারিকা মালকৌশিকঃ পটমঞ্জরী।
আশাবরীতি বিজ্ঞেয়া রাগা মল্লারসংশ্রয়া॥" (রাগার্ণব)

মল্লারি (স্ত্রী) রাগিণীভেদ, বসন্তরাগের পত্নী, মতান্তরে মেঘরাগের পত্নী। (পুং) ২ কৃষ্ণ। ৩ শিব। ৪ গ্রহলাঘবের জনৈক টীকাকার।

মল্লারি, বৃত্তমুক্তাবলী ও বৃত্তমুক্তাবলীতরল নামক দুইখানি গ্রন্থপ্রণেতা।

২ দিবাকর দৈবজ্ঞের পুত্র। ইনিও পিতার ন্যায় বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। ইহার রচিত গণেশকৃত গ্রহলাঘবের টীকা ও সর্ব্বার্থচিন্তামণি অদ্যাপি লোকসমাজে বিশেষ পরিচিত।

মল্লারী (স্ত্রী) মল্লার ঙীপ্। বসন্তরাগের রাগিণী।

"আন্দোলিতা চ দেশাখ্যা লোলা প্রথমমঞ্জরী।
মল্লারী চেতি রাগিণ্যো বসন্তস্য সদানুগাঃ॥"
(সঙ্গীতদামো°)

হলায়ুধমতে মেঘরাগের রাগিণী। ইহার গান-সময় বর্ষাকাল। স্বরগ্রাম—

ধ, নি, রি, গ, ম, ধ।

ইহার ধ্যান—

"গৌরী কৃশা কোকিলকণ্ঠনাদা গীতচ্ছলেনাত্মপতিং স্মরন্তী।
আদায় বীণাং মলিনা রুদন্তী মল্লারিকা যৌবনদুনচিত্তা॥"

(সঙ্গীতদর্পণ)

মল্লার্জ্জুন (পুং) রাজভেদ।

মল্লাসুর, অসুরভেদ। ইনি দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

[মল্লারিমাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মল্লাসুর (পুং) অসুরভেদ। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে বধ করেন, এই জন্য তিনি মল্লারি নামে খ্যাত হন।

মল্লাসোমযাজিন্, জীবন্মুক্তি-কল্যাণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মল্লি (পুং) মল্লতে ধারয়তি বিজ্ঞানমিতি মল্ল (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। চতুর্ব্বিংশতি বৃত্তার্হতের মধ্যে উনবিংশ জিন। [জৈন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(স্ত্রী) ২ মল্লিকা। (শব্দরত্না০)

মল্লি, বর্ত্তমান বালজাতি, পুরাণে মালব নামে খ্যাত। আলেক্সান্দরের সময় "মল্লি" নাম অভিহিত হইত।

মল্লি, তীর্থভেদ।

মল্লিক (পুং) মল্লাতে ধার্য্যতেঽসৌ মল্ল-ইন্ স্বার্থে কন্। ১ মলিন চঞ্চুচরণযুক্ত হংস। (অমর)

২ ভূম্যাধিকারীর উপাধিবিশেষ। পারসী মালিক শব্দজ।

"নত্বা শঙ্করমম্বষ্ঠগৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজঃ।
ভট্টিটীকাং প্রকুরুতে ভরতো মুগ্ধবোধিনীম্॥"

(ভট্টিকাব্য-টীকার মঙ্গলাচরণ)

মল্লিকা (স্ত্রী) মল্লিরেবেতি—মল্লি-স্বার্থে কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্। যদ্বা মল্লির্হংস ইব শুক্লত্বাৎ মল্লি-ইবার্থে কন্। স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষভেদ (Jasminum Zamac)। মহারাষ্ট্র—বেলিমোগরা, কলিঙ্গ—বল্লিমল্লিগে, তৈলঙ্গ—মল্লিচেট্টু। সংস্কৃত পর্য্যায়—তৃণশূন্য, ভূপদা, শতভীরু, তৃণশূন্যা, শীতভীরু,ভদ্রবল্লী, গৌরী, বনভদ্রিকা, প্রিয়া, সৌম্যা, নারীষ্টা, গিরিজা, সিতা, মল্লী, মদয়ন্তী, চন্দ্রিকা, মোদিনী। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত,চক্ষুষ্যান্, মুখপাক, কুষ্ঠ, বিস্ফোটক, কণ্ডূতি, বিষ ও ব্রণনাশক। কফনাশক। উষ্ণ, বৃষ্য, বাতপিত্ত, অসৃক্‌ব্যাধি ও অরুচিনাশক। (ভাবপ্র০)

বামনপুরাণে এই পুষ্পোৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—কামদেব যখন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইয়া তাহার নয়ন-বহ্নিতে ভস্মীভূত হন, তখন তাহার হস্তভ্রষ্ট ধনু ভূতলে পতিত হইয়া পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত হয়। ঐ ধনুর মুষ্টিবন্ধ স্থান হইতে মল্লিকা প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পবৃক্ষের উৎপত্তি হইল। (বামনপুরাণ ৬ অধ্যায়)

এই পুষ্প যুঁই জাতীয় এবং শ্বেতবর্ণ। আকৃতি ও গন্ধের তারতম্যানুসারে ইহার মধ্যেও মল্লিকা, কাটমল্লিকা, বেলমল্লিকা প্রভৃতি ভেদ দৃষ্ট হয়। অন্যান্য পুষ্পের ন্যায় ইহাতেও উৎকৃষ্ট আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২ মৎস্যবিশেষ। ৩ মৃৎপাত্রভেদ। (হেম)

মল্লিকাক্ষ (পুং) মল্লিকা পুষ্পমিব অক্ষিণী যস্যেতি (অক্ষোঽদর্শনাৎ। পা ৫।৪।৭৬) ইতি অচ্। ১ মলিনচঞ্চুচরণযুক্ত হংস। (হেম) ২ শুক্লবর্ণবেষ্টিত চক্ষুর্দ্বয়যুক্ত অশ্ব। (হলায়ুধ)

"মল্লিকাক্ষান্ বিরূপাক্ষান্ ক্রৌঞ্চবর্ণান্ মনোজবান্।
অশ্বসৈন্যং মহাবাহুস্তদপ্রতিমপৌরুষঃ॥" (হরিব০১৪১।২৫)

ঈষদ্ ধূসর বর্ণ এবং অল্পলোহিত চঞ্চুচরণবিশিষ্ট হংস।

মল্লিকাক্ষি (স্ত্রী) শ্বেতবিন্দু চক্ষুঃযুক্ত অশ্ব।

মল্লিকাখ্যা (স্ত্রী) মল্লিকেতি আখ্যা যস্যাঃ। ত্রিপুরমালী পুষ্প। পর্য্যায়—মোহিনী, বটপত্রা, মোহনা। (রত্নমালা)

মল্লিকাগন্ধ (ক্লী) মল্লিকায়া ইব গন্ধো যস্য। মঙ্গলাগুরু।

মল্লিকাচ্ছদন (ক্লী) আলোকরশ্মি হইতে চক্ষুঃ শীতল রাখিবার জন্য যে আচ্ছাদন দেওয়া হয়।

মল্লিকাপুষ্প (পুং) মল্লিকায়া পুষ্পমিব পুষ্পং যস্য। ১ কুটজবৃক্ষ। চলিত কুড়চি। (রাজনি০) ২ করুণবৃক্ষ, করুণালেবুর গাছ। (ক্লী) ৩ স্বনামখ্যাত মল্লিকাপুষ্প। চলিত বেল ফুল।

মল্লিকার্জ্জুন (ক্লী) শ্রীশৈলস্থিত শিবলিঙ্গ।

মল্লিকার্জ্জুন, (মল্লিকার্জ্জুন দুর্গ) মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর সালেমজেলার অন্তঃপাতী একটী গণ্ডগ্রাম। হোশুর হইতে ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন দুর্গ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় প্রাচীন শিবমন্দিরগাত্রে অনেকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, কিন্তু সকলগুলিই অস্পষ্ট। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গে গ্রন্থ-অক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপি এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও নন্দী প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত শিলাফলক দেখা যায়।

মল্লিকার্জ্জুন (গণপতি), জনৈক প্রধান হিন্দুরাজা। মল্লোর জেলার অন্তর্গত কোচরলকোট নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। উক্ত গ্রামে একটী পুরাতন দুর্গ আছে। শুনা যায় যে, মল্লিকার্জ্জুন গণপতির পুত্র গজপতি মহারাজ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

মল্লিকার্জ্জুন, বিজয়নগরের জনৈক রাজা। মদুরা ও

ত্রিচিনপল্লী জেলায় প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি দেবসেবার জন্ম কয়েকখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।
[বিজয়নগর দেখ।]

মল্লিকার্জ্জুন, ১ হিমালয়পর্ব্বতস্থিত শিবলিঙ্গভেদ। (শিবপু॰)

মল্লিকার্জ্জুনযোগীন্দ্র, গন্ধবল্লরী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি শঙ্করাচার্য্যের ধর্ম্মমতবিস্তারের জন্ম আচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

মল্লিকার্জ্জুনশৃঙ্গ (ক্লী) স্থানভেদ।

মল্লিগন্ধি (ক্লী) মল্লেরিব গন্ধো যস্য (উপমানাচ্চ। পা ৫।৪।১৩৮) ইতি ইকারাদেশঃ। অগুরু। (শব্দচ॰)

মল্লিগাঁও, খান্দেশের অন্তর্গত একটী নগর। নারুশঙ্কর নামা জনৈক মহারাষ্ট্রসর্দ্দার এখানকার দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার অধীনে এখানে আরবী সৈন্য রক্ষিত ছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এখানকার সৈন্যগণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ইংরাজ-করে দুর্গ সমর্পণ করে।

মল্লিতীর্থ, তীর্থভেদ।

মল্লিদেব, চোলবংশীয় জনৈক রাজা। ১১৬৮ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলালিপিতে মল্লিদেবের নাম অঙ্কিত দেখা যায়।

মল্লিনাথ, একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইঁহার প্রকৃত নাম কোলাচল মল্লিনাথ। ডাকনাম—পেড্ড ভট্ট। পেড্ডভট্ট নাম দেখিয়া মনে হয় ইনি দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। ইঁহার টীকায় ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ছন্দ, অভিধান, নীতি, জ্যোতিষ, স্মৃতি, দর্শন, বেদ, উপনিষদ্, এক কথায় সর্ব্বশাস্ত্রেই ইঁহার অভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও কথায় কথায় কোন কোন বৈচিত্র ছটাময় কথার উত্তরে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন যে, অমুকের কথা যেন মল্লিনাথের টীকা।

অমরপদপারিজাত নামক অমরকোষটীকা, উদারকাব্য, একাবলীটীকাতরল, কিরাতার্জ্জুনীয় গ্রন্থের ঘণ্টাপথ নামক টীকা, কুমারসম্ভবের সঞ্জীবনীটীকা, তার্কিকরক্ষাটীকা, জীবাতু নাম্নী নৈষধীয় টীকা, সঞ্জীবনী নাম্নী মেঘদূত ও রঘুবংশটীকা, রঘুবীরচরিত ও সর্ব্বঙ্কষা নাম্নী শিশুপালবধটীকা, প্রভৃতি তাহার রচিত কয়খানি কাব্য, মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যের টীকা পাওয়া যায়।

২ জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজা। ৩ কল্পতরু ও বৈদ্যরত্নমালাপ্রণেতা। ৪ শব্দেন্দুশেখর ও লঘুশব্দেন্দুশেখর নামক গ্রন্থের টীকা-রচয়িতা। ৪ জনৈক জৈন-তীর্থঙ্কর। মল্লিনাথপুরাণে ইঁহার বিষয় লিখিত আছে।
[জৈন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

মল্লিনী (স্ত্রী) অতিমুক্তক পুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি॰)

মল্লিপত্র (ক্লী) মল্লেঃ পত্রমিব পত্রং যস্য। ছত্রক। (ত্রিকা॰)

মল্লিবার (ক্লী) স্থানভেদ। মলবার দেশ।

মল্লিরাও হোলকার, মল্হররাও হোলকরের পৌত্র। ইনি পিতামহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও অধিক দিন রাজ্যসুখভোগ করেন নাই। তাহার মৃত্যুর পর রাজমাতা অহল্যা বাঈর সহিত দেওয়ান গঙ্গাধর যশোবন্তের বিবাদ উপস্থিত হয়।

মল্লী (স্ত্রী) মল্লি কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীষ্। মল্লিকা।
"কিং রাকেন্দুকরচ্ছটাভিরুদিতং কিং মৌক্তিকৈরুদ্গতম্।
কিং মল্লীমুকুলৈঃ স্মিতং বিকশিতং কিং মালতীকুড্মলৈঃ॥"
(রাজেন্দ্রকর্ণপুর ৪৯)

মল্লীকর (ত্রি) অমল্লমপি আত্মানং মল্লমিব করোতীতি কৃ-অচ্। চৌর। (শব্দরত্না॰)

মল্লীনগর, প্রাচীন নগরভেদ। (পূর্ণচন্দ্রোদয়পু॰ ১২ অ॰)

মল্লু (পুং) মল্লুতে ভয়ং ধারয়তীতি মল্লু-বাহুলকাৎ উ। ভালুক।

মল্লুর (পুং) মণ্ডুর, লৌহকিট্ট, লৌহমল। (উজ্জ্বল)

মল্লেশ্বর, গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। তনকু হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। রেড্ডীবংশীয় রাজগণের রাজত্ব সময়ে (১৩১৮ হইতে ১৪২৭ খৃষ্টাব্দ) এখানে একটী পুরাতন বেদীর উপরে মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরগাত্রে একখণ্ড শিলালিপি আছে।

মল্লোত, হিমালয়শ্রেণীর লবণশৈলস্থিত একটী প্রাচীন নগর। রাবলপিণ্ডি মাণিক্যাল ঘুরিয়া এই নগরে উপনীত হওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ কানিংহাম ইহাকে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং-বর্ণিত সিংহপুর-রাজধানী বলিয়া অনুমান করেন।

কালর-কহারের ৪॥ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এবং কেতাস নামক স্থানের ৯ মাইল পশ্চিমে একটী গিরিশৃঙ্গের উপর মল্লোত দুর্গ স্থাপিত। শুনা যায়, মল্লুরাজ নামক জনৈক জজুহা-সর্দ্দার এই দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ সময়ে এখানে জজুহা জাতির আধিপত্য বিস্তৃত হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। গজনীপতি মাহ্মুদের ভারতাক্রমণ সময়ে জজুহাজাতি ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। সুতরাং মাহ্মুদের পূর্ব্বে মল্লুর রাজত্ব ও মল্লোত নগরীর শ্রীবৃদ্ধি কল্পনা করা যায়।

প্রায় আট শতাব্দ কাল বিধর্ম্মী মুসলমান-রাজগণের হস্তে পড়িয়া মল্লোত নগরীর শ্রীসৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনও এখানে হিন্দু-প্রাধান্যের নিদর্শন স্বরূপ একটী দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। উহার গঠনকার্য্য কাশ্মীরদেশীয়

মন্দিরাদির শিল্পকার্য্যের অনুরূপ। মন্দিরগাত্রস্থ প্রতিমূর্ত্তি-সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাকে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের বিস্তারভূমি বলিয়া মনে হয়। শুনা যায়, এই মন্দিরে একটী মহাদেব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এখানে বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক-নির্ম্মিত একটী স্তূপের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মল্ব (ত্রি) শক্র। (অথর্ব্ব° ৪।৩৬।১০।)

মল্হ (ত্রি) গো-স্তন।

মল্হণ (পুং) ১ দামোদরের পুত্র। ২ কবিভেদ।

মল্হন্, চ্যবন ঋষির গোত্রসম্ভূত ছিন্দবংশীয় জনৈক রাজা। ইঁহার পিতার নাম বৈরবর্ম্মণ। রাজা মল্হণ চুলুকীশ্বরবংশীয় অণহিলদেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহার পুত্র মল্ল, পিতার ন্যায় ঔদার্য্যাদি সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন।

মল্হররাও গাইকোবাড়, বড়োদার জনৈক নরপতি। তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ ২৯শে নবেম্বর স্বীয় ভ্রাতা খণ্ডেরাওর মৃত্যুর পর পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম মহারাজ ক্ষীরোদ রাও গাইকোবাড় সেনখাসখেল শমশের বাহাদুর, জি, সি, এস্, আই। তিনি দ্বিতীয় গাইকোবাড় পীলাজী হইতে পঞ্চম পুরুষ অধস্তন ছিলেন।

রাজ-দেওয়ানের কার্য্যে অকর্ম্মণ্যতা দেখিয়া ইংরাজ-কর্ম্মচারী সর্ সেমুর ফিট্সজিরাল্ড রাজা খণ্ডেরাওকে তাঁহার পদচ্যুতির জন্য অনুরোধ করেন। ইহাতে রাজার সহিত ইংরাজ-সেনানীর বিরোধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে খণ্ডেরাও প্রাণ হারান। এই সময়ে মল্হর রাও কারারুদ্ধ ছিলেন। রাজা খণ্ডেরাও ভ্রাতা মল্হরের প্রতি সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাকেই রাজবংশের উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া কারামোচনপূর্ব্বক সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

মল্হররাও হোলকর, জনৈক মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার। তিনি স্বীয় ভুজবলে হোলকর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া মহারাষ্ট্র-নেতৃসমাজে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। হোল-গ্রামবাসী বলিয়া তাঁহাদের বংশোপাধি 'হোলকর' হইয়াছিল। তাঁহার পিতা উক্ত গ্রামে সামান্য চৌগুলের (পাটেলের সহকারী) কার্য্য করিতেন। তাঁহারা জাতিতে মহারাষ্ট্রী ধাঙ্গড় বা রাখাল (শূদ্র) ছিলেন।

মহারাষ্ট্র পেশ্বা ১ম বাজীরাওর শাসনকালে মল্হরজী সিলাদার পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকিয়া তিনি একটী অশ্বারোহি-সেনাদল রক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্য, চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। বাজীরাও তাঁহাকে একজন উপযুক্ত সর্দ্দার জ্ঞান করিয়া উত্তরদিকস্থ দেশসমূহ জয়ের নিমিত্ত সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মালবের সুবাদার গিরিধর বাহাদুরকে রণ-ক্ষেত্রে নিহত করেন। তদনন্তর আগ্রার সমীপবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহ জয় করিয়া তিনি মহারাষ্ট্রগৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই তাঁহার উপর রাজানুগ্রহ। উত্তরোত্তর পদোন্নতি হেতু রাজসরকারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি সরদেশমুখী ও চৌথকরসংগ্রহে নিযুক্ত হন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে পেশবা তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ইন্দোরপ্রদেশের জায়গীরদার নিযুক্ত করেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় উপরিতন কর্ম্মচারী কান্তজী কদম ভাণ্ডের অনুরোধে নিজামরাজ্যে চৌথসংগ্রহের জন্য উপদ্রব আরম্ভ করেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজাম-সেনানী সফ্দর-জঙ্গকে সদলে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি কৃতকার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ মালব-রাজ্যের কিয়দংশ জায়গীর প্রাপ্ত হন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের জগদ্বিখ্যাত পানিপথযুদ্ধে তিনি মহারাষ্ট্র-বাহিনী লইয়া গমন করেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপূর্ব্বে তাঁহার পুত্র খণ্ডেরাওর মৃত্যু হওয়ায়, রাজবধূ অহল্যা বাঈ স্বীয় পুত্র মল্লিরাওকে শ্বশুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন এবং স্বয়ং বালকরাজের অভিভাবিকারূপে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন; কিন্তু অকালে বালক মল্লিরাওর মৃত্যু হওয়ায় অহল্যা বাঈ দেওয়ান গঙ্গাধর যশোবন্তের অনভিমতে তুকাজি হোলকর নামক মল্হর রাওর জনৈক প্রিয় সিলাদারকে রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। কাজেই রাজসিংহাসন মূল হোলকর-রাজবংশ হইতে স্খলিত হইয়া স্বতন্ত্র ধরে যাইয়া পড়িল। তুকোজীর কাশীরাও, মলহররাও, যশোবন্ত ও ইতোজী নামে চারি পুত্র ছিল।

হোলকর-রাজবংশ।

১ মলহররাও হোলকর।

২ মল্লিরাও।

৩ তুকোজী হোলকর।

৪ কাশীরাও।

৫ যশোবন্ত রাও।

৬ মল্হররাও ২য়। ৭ হরিরাও হোলকর।

মল্হর রাও হোলকর, ইন্দোররাজ তুকোজী হোলকরের পুত্র। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

মল্‌হর রাও হোলকর ২য়, ইন্দোরের জনৈক রাজা। রাজা যশোবন্ত রাও হোলকরের পুত্র। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতা যশোবন্তের মৃত্যুর পর ইন্দোর-রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহদপুরের যুদ্ধাবসানে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সহিত তাহার ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধি হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাহার দত্তকপুত্র মার্ত্তণ্ডরাও রাজপদে অভিষিক্ত হন; কিন্তু হরিরাও হোলকর ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। হরিরাওর পর খণ্ডেরাও ইন্দোর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাহার কোন পুত্রসন্তান না থাকায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী মুলকরজী রাওকে সিংহাসনে বসান।

মব, নহ, বন্ধন। ভ্বাদিং পরস্মৈং সকং সেট্। লট্ মবতি। লোট্ মবতু। লিট্ মমাব। লুঙ্ অমবীং। নিচ্ মবয়তি। লুঙ্ অমামবং। সন্ মিমবিষতি। যঙ্ মামব্যতে, যঙ্-লুক্ মামবীতি।

মবর (ক্লী) বৌদ্ধমতে অত্যূর্দ্ধ সংখ্যা।

মবারক খাঁ, আহ্মদ শাহের পুত্র। মালব-রাজ সুলতান মহম্মদের সভাসদ্। সুলতান মহম্মদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র কুতব্-উদ্দীন্ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এই সময় মালবের রাজা সুলতান মহম্মদ খিলজি গুজরাত আক্রমণার্থ সসৈন্যে আগমন করেন। সুলতানপুরে উপস্থিত হইলে মালিক আলা-উদ্দীন্ সুলতানপুর দুর্গের ফটক বন্ধ করিয়া দিয়া খিলজির সৈন্যোপরি গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহম্মদ খিলিজি ৭দিন পর্য্যন্ত এই স্থান অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; অনন্তর কুতব-উদ্দীনের খুল্লতাত মবারক খাঁ মধ্যস্থ হইয়া খৃষ্টীয় ১৪৫১ অব্দে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপন করিয়া দেন।

মবারক খাঁ, সুলতান মহম্মদ শাহের ভ্রাতা। মহম্মদের মৃত্যু-সংবাদ গুজরাতে পৌছিলে তথাকার সামন্তগণ ও মন্ত্রিবর্গ ভ্রাতুষ্পুত্র মামুদখাঁ এবং মবারক খাঁকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী জানিয়া উভয়কেই খান্দেশের অন্তর্গত বাবল নগরে কারারুদ্ধ করিলেন।

কেহ কেহ বলেন, বাহাদুর খাঁ রাজসিংহাসন লাভের আশায় এই সময় স্বীয় ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের বধ-সাধন করিয়াছিলেন। কেবল মাহ্মুদ খাঁ পরিত্রাণ পায়।

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর, অমাত্যগণ তাঁহার নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু মবারক খাঁকে বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ জানিয়া অমাত্যগণ তাঁহাকে বিনাশ করিবার মানসে আরব খাঁ নামক জনৈক ভূম্যধিকারীর হস্তে এক রাত্রির জন্য সমর্পণ করিলেন; পরদিন প্রাতঃকালেই তাঁহার জীবন নাশ হইবে, ইহাই স্থির ছিল। কিন্তু আরব খাঁ অমাত্যবর্গের অভিপ্রায় মবারক খাঁর নিকট ব্যক্ত করিলেন এবং উক্ত রাত্রির জন্য স্বীয় ইচ্ছামত কার্য্য করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। মবারক খাঁ সজলনয়নে বন্ধনমোচনের প্রার্থনা করিলেন এবং আরব খাঁকে যথোচিত পারিতোষিক দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। দয়াপরবশ হইয়াই হউক, আর পারিতোষিকের লোভেই হউক, আরব খাঁ তাঁহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মবারক ও আরব কএকজন বন্ধু ও অনুচর সঙ্গে লইয়া নিষ্কোষিত-তরবারিহস্তে রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে সমস্ত কুচক্রকগণই স্ব স্ব বাস-ভবনে চলিয়া গিয়াছিল, কেবলমাত্র কএকজন রাজ-পরিবারস্থ ভৃত্য তথায় উপস্থিত ছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিহত হইল, কেহ কেহ ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিল। মবারক খাঁ কর্ত্তৃক তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রও কারারুদ্ধ হইল।

তদনন্তর মবারক খাঁ রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া সামন্তগণের নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাবালক অবস্থায় আমিই রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিব, যাঁহারা আমার নিকট অধীনতা স্বীকার-পূর্ব্বক শরণ লইবেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। সামন্তগণ দেখিলেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছে। অতএব এখন বশ্যতা স্বীকার ভিন্ন অন্য উপায় নাই ভাবিয়া সমস্ত সামন্তগণ একে একে উপস্থিত হইয়া সেলাম করিয়া করজোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্রমে তাঁহার নামে মুদ্রা প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিল। মবারক খাঁ এখন মবারক শাহ নাম গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

মবারকশাহ (সৈয়দ), সৈয়দবংশীয় দিল্লী সম্রাট্। খিজির খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মবারক মৈজুদ্দীন্ আবদুল ফতে মবারক শাহ উপাধি ধারণপূর্ব্বক ১৪২১ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই লাহোর ও দিপালপুরের শাসনভার মালিক রজবের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন। এই সময় পঞ্জাবে গক্কর জাতি অত্যন্ত প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে। ইহাদের নেতা যশোরাজ ঠট্ঠ প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করিয়া জম্বুতে উপস্থিত হন। এখানে কাশ্মীররাজ আলি শাহকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া তিনি সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইবার আশায় দিল্লী-আক্রমণার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর লাহোর অবরোধ করিয়া মোগল-শাসনকর্ত্তা জিরাকখাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। ইহার পর গক্করগণ সরহিন্দ আক্রমণ করিয়াছিল।

তদনন্তর সম্রাট্ মবারক শাহ সসৈন্যে দিল্লী হইতে সর্হিন্দে আগমন করেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তাশ্রবণে যশরথ নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক লুধিয়ানায় পলায়ন করিলেন। এই অবসরে জিরাক খাঁও কারাগার হইতে পলাইয়া মবারক শাহের সহিত মিলিত হন। ১৪২১ খৃঃ অব্দে ৮ই অক্টোবর তারিখে সম্রাট্‌সৈন্যের সহিত গক্করদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং এই যুদ্ধে গক্করগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিল। যশরথ শতদ্রু নদী পার হইয়া পর্ব্বত মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। মবারক শাহ মহরম উৎসব নিকটবর্ত্তী দেখিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

মবারক শাহ দিল্লীতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই যশরথ লাহোর নগর পুনরায় অবরোধ করেন; কিন্তু উক্ত নগরী সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত এবং সুরক্ষিত হওয়ায়, ৬ মাস অবরোধেও তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে তিনি নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক কালানৌরে পলায়ন করিলেন। অতঃপর তথা হইতে যশরথ জম্বু আক্রমণ করেন এবং তথায় কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া বিপাশা নদীর তীরে পুনরায় সৈন্যসংগ্রহার্থ গমন করিলেন। ইত্যবসরে অন্যান্য স্থানের শাসনকর্ত্তৃগণ লাহোরে আসিয়া মবারকশাহের সৈন্যদলসহ যোগদান করিল। এই সমস্ত বীরপুরুষগণ একত্র হইয়া যশরথের পশ্চাৎ ধাবিত হইলে, তিনি ভীত হইয়া পূর্ব্ববৎ পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইলেন। এইবার গক্করগণ নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল এবং উজির মালিক সেকন্দর কালানৌরে উপস্থিত হইয়া শত সহস্র নেতৃহীন গক্করকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু যশরথ এমনই উদ্যমশালী বীর ছিলেন যে, সম্রাটের সৈন্য ফিরিয়া আসিতে না আসিতে তিনি আবার সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অন্যূন বার হাজার সেনা সঙ্গে লইয়া তিনি জম্বুর রাজা ভীমরায়কে নিহত এবং লাহোর ও দিপালপুর প্রদেশ উৎসাদিত করিলেন। মালিক সেকন্দর তাঁহার অত্যাচারের প্রতিবিধান হেতু অগ্রসর হইতেছেন, জানিতে পারিয়াই পুনরায় তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া গিরিগহ্বরে আশ্রয় লইলেন।

মবারকশাহের রাজত্বসময়ে যশরথ পুনঃ পুনঃ অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিল। ১৪২৭ খৃঃ অব্দে যশরথ গক্কর পুনরায় কালানৌর অবরোধপূর্ব্বক মালিক সেকন্দরকে পরাভূত করিয়া লাহোরে দূরীভূত করেন। সম্রাট্ মবারক শাহ তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্যপ্রেরণ করিলেন বটে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই মালিক সেকন্দর যশরথ পরাভূত করিয়া তাঁহার সঞ্চিত ধন-রত্নাদি কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

১৪২৯ খৃঃ অব্দে কাবুলের শাসনকর্ত্তা আমীর শেখ আলি পঞ্জাব আক্রমণ করেন। এই সুযোগে গক্করগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া পঞ্জাবে নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। ফিরিস্তা পাঠে জানা যায়, এই ঘটনায় ৪০ সহস্র হিন্দু বিনষ্ট হইয়াছিল। শেখ আলি মোগলসৈন্য লইয়া ইরাবতী নদীর তীর দিয়া মূলতান আক্রমণে অগ্রসর হইল। এখানে মোগল ও সম্রাট্ পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পঞ্জাববাসিগণ এতাদৃশ অটল উদ্যমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, মোগলেরা সম্পূর্ণরূপ পরাভূত হইল। বিজেতৃগণ তাহাদের অধিকাংশেরই নিধনসাধন করিলেন; পলায়নের পর যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা বিতস্তা (Jhelum) নদী পার হইতে গিয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইল। আমীর সেখ আলি অতি অল্পমাত্র অনুচরবর্গের সহিত স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

১৪৩২ খৃঃ অব্দে মালিক যশরথ এবং আমীর সেখ আলি পুনরায় পঞ্জাব আক্রমণ করেন। এবারও কিন্তু সম্রাট্‌সৈন্যের রণকৌশলে তাহাদিগকে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হয়। মবারকশাহ ১৪৩৫ খৃঃ অব্দে মসজিদে উপাসনাকালে কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারী গুপ্তচর কর্ত্তৃক নিহত হন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ১৩ বৎসর ৩ মাস কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মবারিজউল মুলুক, ইদরের জনৈক শাসনকর্ত্তা। ইহার আদি নাম মালিক হোসেন্ বামণী, সাধারণতঃ নিজাম-উল্-মুলুক নামে খ্যাত। ২য় সুলতান মুজাফর ইহাকে ইদরের শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োজিত করেন। ইনি অত্যন্ত সাহসী বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। সুলতান মুজাফর নিজাম-উল্-মুলুককে ইদরের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করায় তাঁহার উজীরগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত নিয়ত তাহারা ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

একদিন নিজাম-উল্-মুলুকের সম্মুখে কোন এক ব্যক্তি রাণার বলবিক্রমের প্রশংসা করায় নিজাম একটী কুকুরকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে, যদি রাণা ইদরে না আইসে, তবে তাঁহাকে এই কুকুর বলিয়া গণ্য করি। উক্ত ঘটনা রাণার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া সসৈন্যে ইদরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাণার আগমনসংবাদ পাইয়া নিজাম্-উল্ মুলুক সুলতান মুজাফরকে জানাইলেন, চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ রাণা ইদর আক্রমণার্থ বাগরে অপেক্ষা করিতেছেন। এই সময়ে ইদরের সৈন্যসংখ্যা ৫ সহস্র অশ্বারোহীর অধিক নহে,

ইহার মধ্যে আবার অধিকাংশই আহ্মদনগরে অবস্থিতি করিতেছিল। সুলতানের মন্ত্রিবর্গ কিছুকাল এই সংবাদ গোপন রাখিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, এরূপ সংবাদ গোপন করিলে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা আছে, তখন সুলতানের নিকট প্রকাশ করিলেন। সুলতান মুজাফর নিজামের সাহায্যার্থ তাহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা উত্তর করিলেন যে, নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক অনেক সময় বৃথা যুদ্ধ আশঙ্কা করিয়া থাকেন; অতএব বাদশাহের গুপ্তচর কর্তৃক কোন সংবাদ প্রেরিত না হওয়া পর্য্যন্ত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

সুলতান উজীরবর্গের পরামর্শ মত তৎকালে কোন সৈন্যই প্রেরণ করিলেন না। এদিকে রাণা সুসজ্জিত হইয়া ইদরে উপস্থিত হইলেন। নিজাম-উল্‌ মুল্‌ক এই সময়ে মবারিজ-উল্‌-মুল্‌ক উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু তাঁহার বন্ধুবর্গ নানারূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে এতাদৃশ দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে বিরত করিলেন। তিনি ক্ষোভে ও অপমানে বিষদগ্ধ হইয়া আহ্মদনগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

আহ্মদনগর গমনকালে পথিমধ্যে সুলতানের প্রেরিত সৈন্যসহ মবারিজ-উল্‌ মুলকের সাক্ষাৎ হয়। তখন সকলে একত্র হইয়া উক্ত নগরে রাণার সহিত যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তখন আহ্মদনগরে সর্ব্বশুদ্ধ ১২০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ পদাতিক সৈন্য নগররক্ষার্থ দুর্গমধ্যে রাখিয়া তাহারা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। রাণার সৈন্যসমূহ নগরে উপস্থিত হইলে ৪০০ মুসলমান অশ্বারোহী শত্রুসেনাদল মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগের নিধনসাধন করিল। এমন কি ৪০০ সৈন্য প্রায় ২০ হাজার হিন্দু সৈন্যকে বিশৃঙ্খল করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়াছিল। কিন্তু এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াও কোন ফল লাভ হইল না, কারণ রাণার সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। মবারিজের বন্ধুগণ তাঁহাকে লইয়া আহ্মদনগর দুর্গে গমন করিলেন; তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দুর্গ শত্রুদিগের হস্তগত হইয়াছে। তখন উপায় নাই দেখিয়া মবারিজ উল্‌-মুল্‌ক বাণিনগরে পলায়ন করিলেন।

আহ্মদাবাদের শাসনকর্ত্তা কিয়াম উল্‌ মুল্‌ক মবারিজ উল্‌-মুলকের সাহায্যার্থ আসিতেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে শুনিলেন, আহ্মদনগরের যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন। পরে তৃতীয় দিবসে যখন তিনি সংবাদ পাইলেন যে, উক্ত সংবাদ অলীক। তখন মবারিজকে আনয়নার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। উভয়ে রাবণপালনামক গ্রামে সমবেত হইয়া রাণার অনুসরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন, রাণা চিতোরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, তখন মবারিজ উল-মুল্‌ক পুনরায় আহ্মদনগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

মবারিজ উল্‌-মুল্‌ক ২য়, ১ম মবারিজ-উল্‌-মুল্কের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম য়ুসুফ। সম্রাট্‌ বাহাদুর শাহ নিজাম খাঁকে মবারিজ উল্‌মুলক খ্যাতি প্রদান করেন।

মবিত (ত্রি) মব-কর্ম্মণি ক্ত। বদ্ধ।

মব্য, বন্ধ। পরস্মৈ০ সক০ সেট্‌। লট্‌ মব্যতি। লোট্‌ মব্যতু। লিট্‌ মমব্য। লুঙ্‌ অমব্যীৎ। ণিচ্‌ মব্যয়তি। লুঙ্‌ অমমব্যৎ।

মশ, ১ ধ্বনি। ২ কোপ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ অক০ সেট্‌। লট্‌ মশতি। লোট্‌ মশতু। লিট্‌ মমাশ। লুঙ্‌ অমশীৎ অমাশীৎ।

মশ (পুং) ১ গুন্‌গুন্‌ শব্দ। ২ ক্রোধ। ৩ মশক।

মশক (পুং) মশতি ধ্বনতাতি মশ-অচ্‌, সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ কীটবিশেষ। চলিত মশা। পর্য্যায়—বজ্রতুণ্ড, সূচ্যাস্য, ক্ষুদ্রমক্ষিক, রাত্রিজাগরদ। (রাজনি০)

মশক-নিবারক ধূপ যথা,—

"ত্রিফলার্জ্জুনপুষ্পাণি ভল্লাতকশিরীষকম্‌।
লাক্ষা সর্জ্জরসশ্চৈব বিড়ঙ্গশ্চৈব গুগ্‌গুলুঃ।
এতৈর্ধূপৈর্মক্ষিকানাং মশকানাং বিনাশনম্‌॥"
(গরুড়পুরাণ ১৮১ অধ্যায়)

ত্রিফলা, অর্জ্জুনপুষ্প, ভল্লাতক, শিরীষ, লাক্ষা, সর্জ্জরস, বিড়ঙ্গ এবং গুগ্‌গুলু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তাহার ধূপ প্রদান করিলে কীট এবং মশকের উপদ্রব শান্তি হয়। সুশ্রুতের মতে মশক পঞ্চপ্রকার—সামুদ্র, পরিমণ্ডল, হস্তিমশক, কৃষ্ণ এবং পার্ব্বতীয়। এই সকল মশকের দংশনে তীব্র কণ্ডু হয় ও দষ্টস্থান ফুলিয়া উঠে। পার্ব্বতীয় মশকের দংশনে দষ্টস্থানে প্রাণনাশক কীটদংশনের ন্যায় লক্ষণ হয়। দংশনস্থান নখদ্বারা ছিন্ন হইলে পীড়া জন্মিয়া থাকে এবং জ্বালা করে ও পাকিয়া উঠে। (সুশ্রুত কল্পস্থা০ ৮ অ০)

২ চর্ম্মপাত্রভেদ, স্বনামখ্যাত চর্ম্মনির্ম্মিত স্নেহাদিপাত্র। চামড়ার পাত্র, ইহাতে তৈলাদি রাখা হয়। ভিস্তিরা মশকে জল ভরিয়া গৃহস্থের বাটীতে সরবরাহ করে।

৩ রোগবিশেষ, চলিত আঁচিল, হিন্দী মাশা। এই রোগের নিদান—মনুষ্য শরীরে মাষকলায়ের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ শরীর হইতে ঈষৎ উন্নত, বেদনাবিহীন চিরস্থায়ী যে ব্রণ দেখা যায়, তাহাকে মশক কহে। (সুশ্রুত নিদানস্থা০ ১৩ অ০)

"অবেদনং স্থিরঞ্চৈব যত্র গাত্রে প্রদৃশ্যতে।
মাষবৎ কৃষ্ণমুৎপন্নং মলিনং মশকং দিশেৎ॥" (ভাবপ্র০)

মশকরোগ হইলে শস্ত্রদ্বারা উহা কাটিয়া ফেলিতে হইবে,

পরে ঐ ক্ষতস্থান ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে এ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

"চর্ম্মকালং জতুমণিং মশকাংস্তিলকালকান্।

উৎকৃত্য শস্ত্রেণ দহেৎ ক্ষারাগ্নিভ্যামশেষতঃ॥" (ভাবপ্র০)

মশকস্থানে লশুনচূর্ণ ঘসিয়া দিলে উহা আরোগ্য হয়।

"লশুনানান্তু চূর্ণস্য ঘর্ষো মশকনাশনঃ।" (গরুড়পু০ ১৭৫অ০)

৪ গার্গ্যগোত্রাপত্য জনৈক আচার্য্য। ৫ শাকদ্বীপের অন্তর্গত ক্ষত্রিয়ের বাসভূমি।

মশক, (মশগ) অশ্বকের (Assakeni) রাজধানী।

মশক, স্বনামপ্রসিদ্ধ কীটবিশেষ। (Mosquito) সাধারণতঃ মশক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, ডাঁশ (Gnat) এবং ডাঁশ-জাতীয় পোকাবিশেষ। ইহাদের একটী হুল আছে; তদ্দ্বারা ইহারা অন্যান্য প্রাণিগণকে দংশন করিয়া থাকে। মশকদংশন বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক; তাহার কারণ ইহারা হুলবিদ্ধ ক্ষতস্থানে এক প্রকার বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহাতেই যন্ত্রণা হয়।

অন্যান্য অনেক প্রকার পোকা ডাঁশশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া মশক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমেরিকা মহাদেশে সিমুলিয়াম্ (Simulium) শ্রেণীভুক্ত এক প্রকার মশক আছে, ম্যাক্‌কোয়ার্ট সাহেব এই শ্রেণীর মশক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইহাদের চক্ষু গোলাকার, ডানা প্রশস্ত। মস্তকস্থিত কেশরগুলি গোলাকার এবং ১১টি স্থানে যুক্ত। পদের চতুর্থ যোড়টা অতি সূক্ষ্ম ও লম্বমান।

ইহারা তৃণাদির পত্ররস ভক্ষণ করিয়া জীবণধারণ করে, কিন্তু সুযোগ পাইলে ডাঁশের ন্যায় মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীর রক্তপানও করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র প্রাণী নিয়তই ইতস্ততঃ আকাশপথে বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং ভ্রমণকালে সম্মুখের পায়ের তালুদেশে ভর করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। উহারা সম্মুখের পদদ্বয় দ্বারা স্পর্শজ্ঞান লাভ করে।

জনৈক আমেরিকাবাসী পণ্ডিত মশক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন;—পুং-মশকগুলির সহিত স্ত্রীজাতীয় মশকের কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পুং-মশকের দেহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং রং অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের মস্তকে কেশর আছে। পরস্বাপহরণোপযোগী অঙ্গ অর্থাৎ মনুষ্যরক্ত ও পত্ররস শোষণ জন্য সূক্ষ্ম শুণ্ডবিশেষ থাকা সত্ত্বেও ইহারা অত্যন্ত ভীরুস্বভাব। ইহারা কদাচিৎ মনুষ্যের আবাসে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে দংশন করিয়া থাকে; প্রায়ই লোকালয়ে প্রবেশ করে না। পায়খানা প্রভৃতি অপরিষ্কার স্থানে এবং জলসিক্ত অথবা জলাভূমে ইহারা থাকিতে ভালবাসে। স্ত্রীজাতীয় মশকগুলি অধিকতর সাহসী, এই নিমিত্ত ইহারা লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যদিগকে দংশন করিয়া বিষম যন্ত্রণা দিয়া থাকে। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে ইহাদের অধিক প্রাদুর্ভাব হয়।

পুং-মশকের অপ্রশস্ত মস্তকোপরি অৰ্দ্ধচন্দ্রাকার চক্ষুদ্বয় শোভা পায়; উহাদের ২টী পুট প্রায় সম্মিলিত থাকে। সম্মিলন-স্থলে অতীব মনোহর কেশর দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তকস্থিত পুট ২১ মিলিমিটার পরিমিত। ইহা শৃঙ্গবৎ পদার্থে নির্ম্মিত। ইহার বহির্ভাগ দেখিতে গোলাকার। পুং ও স্ত্রী মশকের কেশর সমান দীর্ঘ। পুং-মশকের কেশর ১·৭৫ মিলিমিটার লম্বা এবং ১৪টী যোড়যুক্ত। তন্মধ্যে ১২টী ছোট ছোট এবং প্রায় সমদীর্ঘ, কিন্তু অবশিষ্ট ২টী অপেক্ষাকৃত অধিক দীর্ঘ ও সমানাকার। স্ত্রী-মশকের ১৩টী মাত্র যোড় আছে। সমস্ত গুলির দৈর্ঘ্য সমান; ইহাদের প্রত্যেকের গোড়ায় গুচ্ছবদ্ধ ১০-১২ গাছ লোম বিদ্যমান আছে। পুং ও স্ত্রী এই উভয় জাতীয় মশকেরই সূক্ষ্ম কেশর-সমূহ সর্ব্বদাই ঈষৎ দুলিত থাকে।

পুটের বহির্ভাগস্থ ও অভ্যন্তরস্থ প্রাচীর মধ্যবর্ত্তী স্থান এক প্রকার অস্বচ্ছ তরল পদার্থে পরিপূর্ণ; ইহার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ডিম্ববৎ পদার্থ আছে। এই ডিম্বাকৃত পদার্থগুলি উচ্চ প্রাণীর দেহস্থিত মেদের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। স্ত্রী-মশকের গঠনও পুরুষের মত, কিন্তু ইহাদের পুট (Capsule) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর এবং সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী কেশরগাছটী অতিশয় খর্ব্বাকৃতি। স্ত্রী ও পুরুষ মশকের শুণ্ডে কোন বিশেষ বিভিন্নতা দেখা যায় না। কিন্তু উভয়ের পায়ের সংখ্যা সমান হইলেও অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। স্ত্রীমশকের পদগুলি ক্ষুদ্র; কিন্তু পুরুষের পদ ২·৭৩ মিলি-মিটার লম্বা এবং শুণ্ড ২·১৬ মিলিমিটার দীর্ঘ এবং অগ্রভাগ ঊর্দ্ধদিকে বক্র।

মশকের শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাদের মস্তক যেরূপ ক্ষুদ্র এবং তদুপরি যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয়, তাহাতে শ্রবণোপযোগী অঙ্গ থাকা সম্ভব হয় না; অতএব নিশ্চয়ই অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা ইহাদের শ্রবণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। মস্তকোপরি পুটদ্বয়ের অবস্থিতি দেখিয়া সহজে অনুমান করা যায় যে, ঈশ্বর ইহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত ইহাদিগকে এই অঙ্গ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই অঙ্গের শিরা, ধমনী ইত্যাদি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, ইহাতে বাস্তবিক শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসম্পন্ন হয়।

পুং-মশকের মস্তকেই এরূপ পুট দৃষ্ট হয়; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পুং-মশকের শ্রবণশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। তাহার কারণ প্রকৃতির নিয়মানুসারে পুরুষই সর্ব্বত্র স্ত্রীর অনুসন্ধান করিয়া থাকে। সুতরাং সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্ত তমসাচ্ছন্ন নিশাকালে স্ত্রীমশকের অন্বেষণার্থ গুন্ গুন্ শব্দ শ্রবণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বোধ হয়, এই নিমিত্তই সেই সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা ইহাদিগকে এতাদৃশ শুনিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। আরও দেখা যায়, রাত্রিকালে পুং-মশকগুলিকে ধরিতে অধিক কষ্ট হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইহাদের শ্রবণশক্তি অধিক।

সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, স্ত্রীমশকের কেশরগুলি দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে, কারণ ইহাদের পদ অতি ক্ষুদ্র; অপরন্তু কেশরগুলি শুণ্ডের সমান দীর্ঘ এবং সতত দোদুল্যমান। কিন্তু পুং-মশকগুলির দীর্ঘ পদ দ্বারাই স্পর্শকার্য্য সম্পন্ন হয়। মশা উড়িবার সময় ভন্ ভন্ শব্দ উত্থিত হয়, তাহা উহাদের মুখনিঃসৃত শব্দ নহে। ঘন ঘন পক্ষ সঞ্চালনেই ঐরূপ শব্দ সমুত্থিত হয়।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ মশকের দংশন-বিষ হইতেই ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন।

[ম্যালেরিয়া দেখ।]

মশককুটী (স্ত্রী) মশক সন্তাড়নার্থ চামরভেদ।

মশকজম্ভন (ত্রি) মশক-বিতাড়ন।

মশকবরণ (ক্লী) মশা তাড়াইবার নিনিত্ত চামরবিশেষ।

মশকহরী (স্ত্রী) মশকং হরতীতি হৃ-(হরতেরনুদ্যমনেহচ্। পা ৩।২।৯) ইতি অচ্। মশকনিবারক প্রাবরণ বিশেষ, চলিত মশারি, পর্য্যায়—চতুষ্কী। (জটাধর)

মশকাবতী (স্ত্রী) ১ নদীভেদ। ২ সাগরভেদ।

মশকিন্ (পুং) মশকাঃ সন্ত্যস্যামিতি মশক-ইনি। উদুম্বর-বৃক্ষ।

মশচ্ছদ (পুং) গুল্মভেদ (Andropogon Serratus)।

মশর্শার, ঋগ্বেদবর্ণিত রাজভেদ। (ঋক্ ১।১২২।১৫)

মশহরী (স্ত্রী) মশকহরী, চলিত মশারি।

মশা (দেশজ) মশক।

মশান (দেশজ) শ্মশান, সমাধিস্থান, প্রেতভূমি।

মশান, বঙ্গদেশে প্রবাহিত গণ্ডক নদীর একটী শাখা। সোমেশ্বরপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া চম্পারণ জেলার মধ্য দিয়া সোমেশ্বর দুর্গের সম্মুখে দক্ষিণাভিমুখে গণ্ডকের সহিত মিলিত হইয়াছে। পরে পূর্ব্বাভিমুখে দুণনদীর জলধারা প্রাপ্ত হইয়া কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার জলে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রসমূহ জলসিক্ত হইয়া থাকে। এই নদী প্রস্থে অতিশয় বিস্তীর্ণ। নদীগর্ভ বালুকাময় হেতু বন্যা ও বর্ষার সময় জলপূর্ণ হয়, কিন্তু অপর ঋতুতে শুষ্কসলিল হইয়া পড়ে।

মশাল্ (আরবী) দেউটী, দীপ। ধুনা ও তৈল একত্র অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে কাপড় ভিজাইয়া একটী কাটিতে জড়াইলে মশাল্ প্রস্তুত হয়। ২ আলোকদণ্ড। ৩ রংমশাল প্রভৃতি অগ্নিক্রীড়োপকরণ।

মশারি (দেশজ) মশক-নিবারণের জন্য প্রাবরণবিশেষ, মশহরী শব্দের অপভ্রংশ।

মশালচী (আরবী) যাহারা মশাল্ ধরে। বাতিদার।

মশুন (পুং) মে সময়ে শ্বয়তি বর্দ্ধতে ইতি শ্বি-বাহুলকাৎ নক্, ততো নিপাতনাৎ সাধু। কুকুর। (শব্দমালা)

মশুরি (মসৌরি), যুক্ত(উত্তর-পশ্চিম)প্রদেশের দেরাদুন জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখন ইহা পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যনিবাসরূপে গণ্য। অক্ষা° ৩০°২৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৬´৩০´´ পূঃ। হিমালয়ের শৃঙ্গদেশে পার্ব্বত্য-সৌন্দর্য্য-বিমণ্ডিত হওয়ায় ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম। মশুরির পার্শ্বসংলগ্ন লন্দৌরা নামক স্থানে একটী সেনাবাস স্থাপিত আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ১৪৩৩ ফিট্ উচ্চ। গ্রীষ্মকালে নানাদেশ হইতে স্বাস্থ্যলাভাশায় বহুলোক এখানে উপস্থিত হন। এখানে খৃষ্টানদিগের গির্জ্জা, ৪৫টী বিদ্যালয়, সাধারণ পুস্তকালয় প্রভৃতি রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্টকৃত উদ্ভিজ্জোদ্যান (Botanical garden) এখানকার মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃত্বাধীনে রক্ষিত। এখানে হাসপাতাল আছে।

মশোব্রা, পঞ্জাবের কোথি রাজ্যের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত ও তাহার পাদদেশস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ৩১° ৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৭´ পূঃ। সিমলা হইতে অতি অল্পদূরে অবস্থিত। মশোব্রা সামান্য গণ্ডগ্রাম হইলেও গ্রীষ্মকালে সিমলা হইতে অনেক দর্শকমণ্ডলী এস্থানে আসিয়া থাকেন।

মশৌরি, পাটনা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ভূপরিমাণ ১৯৫ বর্গ মাইল। এখানে একটী থানা আছে।

মষ্, বধ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মষতি। লোট্ মষতু। লিট্ মমষে, মেষতুঃ মেষুঃ। লুঙ্ অমষীৎ। ণিচ্ মষয়তি। লুঙ্ অমীমষৎ। যঙ্ মামষ্যতে, যঙ্ লুক্ মামষীতি।

মষরাণ (ক্লী) স্থানভেদ। ইহার মষুরাণ পাঠও দেখা যায়।

মষিকূপী (স্ত্রী) মষেঃ কূপ ইব মষিকূপ অল্পার্থে ঙীষ্। মস্যাধার, দোয়াত। (হেম)

মষিধান (ক্লী) ধীয়তেঽস্মিন্নিতি ধা অধিকরণে ল্যুট্, মষের্ধানং স্থানং। মস্যাধার। (হেম)

মষীলেখ্যদল (পুং) মষ্যাভিলেখ্যং লেখনযোগ্যং দলং যস্য। শ্রীতাল বৃক্ষ। (রাজনি°)

মষ্ণার (ক্লী) তীর্থভেদ।

"মৃগান্ শুক্লদতঃ কৃষ্ণান্ হিরণ্যেন পরীবৃতান্।
অদাৎ কর্ম্মণি মষ্ণারে নিযুতানি চতুর্দ্দশ॥" (ভাগবত ৯।২০।১৮)
'মষ্ণারে তীর্থে' (স্বামী)। ২ স্থানবিশেষ।

মস্, ১ পরিমাণ। পরিণাম। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। নিষ্ঠায়ামানিট্। লট্ মস্যতি। লোট্ মস্যতু। লুঙ্ অমসৎ, অমাসীৎ, অমসাৎ।

মস্‌লন্দ (আরবী) ১ সিংহাসন। ২ রাজার ন্যায় ধনাঢ্য-ব্যক্তিদিগের বসিবার বিছানা।

মস্‌লিন্, জগৎপ্রসিদ্ধ সূক্ষ্ম ও সুচিক্কণ কার্পাসবস্ত্র। বর্ত্তমান মল্‌মল্ নামক সূক্ষ্ম বস্ত্রাপেক্ষাও কোমল ও মসৃণ। ইংরাজবণিক্‌গণ মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর মছলীপত্তন-বন্দর হইতে পূর্ব্বে মসলিন্ লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, মছ্‌লী বা মস্‌লী অথবা অপভ্রংশ মসলিয়া শব্দ হইতে স্থান-মাহাত্ম্যজ্ঞাপনার্থ এই সূক্ষ্মবস্ত্রের নামকরণ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তুর্কের সুলতান বা প্রাচীন খলিফা-গণ স্ব স্ব ভোগসুখ চরিতার্থ করিবার জন্য বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই সূক্ষ্ম ও সুচিক্কণ বস্ত্র শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি পরিচ্ছদ-রূপে ব্যবহার করিতেন। যখন সাতগাঁও বন্দরে বাঙ্গালার বাণিজ্যপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন মুসলমান বণিক্‌গণ ঢাকা-জেলার প্রস্তুত প্রসিদ্ধ মল্‌মল্ বস্ত্র তুর্কের রাজধানী মোসল নগরে লইয়া যাইত। পরে ঢাকার তন্তুবায়সমিতির অবনতি বা হ্রাস-নিবন্ধনই হউক, আর পর্ত্তুগীজাদি জলদস্যুর প্রভাবেই হউক, অথবা সাতগাঁওর বাণিজ্যপ্রভাব বিলোপেই হউক, ঢাকাই-মল্‌মল্ বস্ত্রের প্রচলন কমিয়া যায়। সেই সময়ে সৌখিন্ তুর্কগণ মোসলনগরে তাদৃশ সূক্ষ্ম মল্‌মল্ বস্ত্রবয়নের চেষ্টা করে। ক্রমে মোসলের সূক্ষ্মতম কার্পাসবস্ত্রগুলি মোস্‌লীন্ বা মসলিন্ আখ্যায় অভিহিত হয়।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দের প্রথমে একমাত্র ভারতবর্ষ হইতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মস্‌লীন্ বস্ত্র য়ুরোপে রপ্তানী হইত। তৎপরে প্যাল্‌সী, মাঞ্চেষ্টার ও গ্লাসগো-তন্তুবায়সমিতির যত্নে সেই সেই স্থানে উৎকৃষ্ট মস্‌লিন্ প্রস্তুত হইতে থাকে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ার্লণ্ডে মস্‌লিন্ বস্ত্রের সূতানির্ম্মাণ জন্য একমাত্র রমণী ও বালিকাদিগের পারিশ্রমিক স্বরূপ ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বে ভারতে যে মস্‌লিন্ বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার সূতা বিলাতী মস্‌লিন্ অপেক্ষা দৃঢ় হইলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। কারণ তৎকালে এখানে টাট্‌কা কাপাস আনিয়া যে সূতা প্রস্তুত হইত, তাহা ইংলণ্ডের যন্ত্রনিষ্পিষ্ট কাপাসসূত্র হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট ছিল। ভারতীয় বস্ত্রের উৎকৃষ্ট খ্যাতি কেবলমাত্র এখানকার তন্তুবায়গণের যত্নে ও কার্য্য-কুশলতায় ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে। এখানকার তন্তুবায়গণ সূতা পাট করিতে জানে। এই কারণেই তাহা-দের বস্ত্রবয়নখ্যাতি আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

ভারতের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ ঢাকা জেলার তন্তুবায়-সমিতি বিশেষ পারিপাট্যের সহিত সুচিক্কণ মস্‌লিন্ বস্ত্র প্রস্তুত করিত। এমন কি, শিশিরসিক্ত ময়দানে ঘাসের উপর উহা বিছাইয়া রাখিলে প্রাতে সেইস্থানে মস্‌লিন্ আছে বলিয়া উপলব্ধি হইত না। জনৈক য়ুরোপীয় কবি উক্ত বস্ত্রকে বায়ুর জাল বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।*

মসক (পুং) মস্যতে পরিমীয়তেঽসৌ মস-কর্ম্মণি ঘ, অল্পার্থে কন্। ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, চলিত মাসা। [মশক দেখ]

মসট, কলিকাতার দক্ষিণে স্থিত একটী গ্রাম। বালীগঞ্জ ও গড়িয়া নগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী। এখানে প্রতি বৎসর পৌষ-মাসে মুসলমান-সাধু মাণিকপীরের উদ্দেশ্যে তিন দিন একটী মেলা বসিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী হিন্দু ও মুসলমানগণ মেলার সময় মাণিকপীরের পূজা দিয়া থাকে।

মসন (ক্লী) মস্যতে ইতি মস-ল্যুট্। সোমরাজী বৃক্ষ।

মসমস্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ।

মসরা (স্ত্রী) মস বাহুলকাৎ অরচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। মসূর।

মসাওন ডিহি, যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্ত-র্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। গাজিপুর সদর হইতে ১২ ক্রোশ পশ্চিমে গঙ্গার উত্তরকূলে অবস্থিত। এই নগর এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট ও জন সাধারণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি স্তূপাকারে পরিণত। ঐ স্তূপটী ১৫০০ × ১০০০ ফিট্। উহার অন্তর্গত একটী ভগ্নমন্দিরসংলগ্ন প্রতিমূর্ত্তিগাত্রখোদিত লিপি হইতে এই স্থানের প্রাচীন নাম 'ক্রেলুলেন্দ্রপুর' জানা গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বুধপুর ও জোহরগঞ্জের নিকটে (মসাওন ডিহি হইতে অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে) বল্লুলাবন নামক স্থানের ধ্বংসাব-শেষ হইতে বৌদ্ধযুগের কতকগুলি মুদ্রা ও মৌর্য্য অক্ষরমালার উৎপত্তিবিষয়ক উপকরণাদি পাওয়া গিয়াছে। এখান হইতে

---

* "Some of the muslins of India, and especially those of Dacca, are of the most astonishing degree of fineness, so as to justify their poetical description as webs of woven wind."

Eng. Cyclo. Art & Sc. Vol III. p.851.

দক্ষিণ-পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে খেয়া নামক উচ্চ ভূমিতে কতকগুলি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। এই স্থানের প্রাচীন নাম ধনপুর। এখানে মৌর্য্য অক্ষরে লিখিত রাজা ধনদেবের তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

মসার (পুং) মস-ভাবে ক্বিপ্, মসং পরিমাণং ঋচ্ছতীতি ঋ অণ্। ইন্দ্রনীল মণি। (শব্দরত্না॰)

"চকাস্তি বিন্দুচ্যুতকাতিচাতুরী
ঘনাশ্রুবিন্দুস্রুতিকৈতবাত্তব।
মসারতারাক্ষি সসারমাত্মনা
তনোষি সংসারমসংশয়ং যতঃ ॥"(নৈষধচ॰ ৯।১০৪)

মসার, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। আরা হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের দক্ষিণে অবস্থিত। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই স্থান পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে এই স্থান মোহো-শোলো (মহাসার) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে এই গ্রামটী গঙ্গাতীরবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহার ৯ মাইল উত্তর দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত দেখা যায়। পূর্ব্বে এইস্থান দিয়া যে গঙ্গানদী প্রবাহিত ছিল,তাহার প্রাচীন খাত অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। এখানকার পার্শ্বনাথের মন্দিরে ৭ খানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, মসারের প্রকৃত নাম 'মহাসার'। এই স্থানের প্রাচীন নাম শোণিতপুর, প্রবাদ ইহাই বাণাসুরের বাসভূমি। এখানে উষা দেবীর সহিত শ্রীকৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ হয়। এই স্থানের অপর একটী জৈন-মন্দিরে অনেক হিন্দু-দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রামের পশ্চিমদিকস্থ ইষ্টকস্তূপ মধ্যে কতকগুলি বৌদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ গুলি চেরুরাজ-বংশের কীর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন এখানে অনেকগুলি স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী আছে। এখানকার ধ্বংসাবশেষ হইতে একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, উহা আরা নগরের সরকারী উদ্যানে রক্ষিত হইয়াছে।

মসারক (পুং) মসার স্বার্থে কন্। ইন্দ্রনীল মণি। (শব্দর॰)

মসালা (আরবী) ১ কাফ্য। ২ উপকরণ। ৩ সুখ্যাতি। ৪ ব্যঞ্জনাদিতে প্রদেয় হরিদ্রাদি।

মসাহৎ (আরবী) ১ ভূম্যাদির পরিমাণ। ২ জ্যামিতি।

মসাহরা (আরবী) ১ মাসিক বেতন, মাহিয়ানা। ২ বৃত্তি।

মসি (পুং স্ত্রী) মস্যতে পরিণমতে হতি মস্-(সর্ব্বধাতুভ্যঃ ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। লিখিবার কালি, লিপি-প্রয়োজনা, লেখনদ্রব্য। পর্য্যায়—মসিজল, পত্রাঞ্জন, মেলা, কালি, অঞ্জন, মসী, রঞ্জনী, মলিনাম্বু, মশী। (হেম) ২ শেফালিকাবৃক্ষ। (শব্দরত্না॰)

মসিক (পুং) সর্পবিবর।

মসিকা (স্ত্রী) শেফালিকা। ইহার পাঠান্তর 'মলিকা' এই-রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

মসিকূপী (স্ত্রী) মস্যাধার।

মসিজল (ক্লী) লিখিবার কালি। (ত্রিকা॰)

মসিধান (ক্লী) মসের্ধানং আধারঃ। মস্যাধার। (শব্দরত্না॰)

মসিধানী (স্ত্রী) মসের্ধানী। মস্যাধার, চলিত দোয়াত। পর্য্যায়—মসিমণি, মেলান্ধু, বর্ণকূপিকা, মেলানন্দা, মেলাম্বু, মসিধান, মসিকূপী, মসিকূপিকা। (জটাধর)

মসিদ্ (আরবী) মস্‌জিদ্।

মসিন (ক্লী) মস্যতে পরিমীয়তে গণনয়েতি মস্-(বহুলমন্য-ত্রাপি। উণ্ ২।৪৯) ইতি ইনচ্। সপিণ্ডক। (উজ্জ্বল)

মসিনা (দেশজ) স্বনামখ্যাত শস্যভেদ। [মসীনা দেখ]

মসিপণ্য (পুং) মসিঃ কালিপণ্যমস্য। লেখক। (ত্রিকা॰)

মসিপথ (পুং) লেখনী, কলম।

মসিপ্রসূ (স্ত্রী) মাসং প্রকর্ষেণ সূতে উদ্গিরতীতি প্র-সূ-ক্বিপ্। ১ মস্যাধার। (হারাবলী) ২ লেখনী।

মসিমণি (স্ত্রী) মস্যাধারো মণিরিবেতি। মস্যাধার।

মসিবর্দ্ধন (ক্লী) মসিং বর্দ্ধয়তীতি বৃধ্-ণিচ্-ল্যু। রসগন্ধ।

মসী (স্ত্রী) মসিকৃদিকারাদিতি ঙীষ্। কালী।

"তদাস্যনিস্যন্দদলীকদৃগশো মসীময়ং সল্লিপিরূপভাগিব।"
(নৈষধচরিত ৯।৬৩)

মসীজল (ক্লী) মস্যাজলং, রাহোঃ শির ইতিবৎ অভেদে ষষ্ঠী। মসী, কালি। (ত্রিকা॰)

মসীজীবিন্ (ত্রি) মসী-জীব-ণিনি। যাহারা মসী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

মসীধানী (স্ত্রী) মস্যাঃ ধানী পাত্রং। মস্যাধার। (ত্রিকা॰)

মসীনা (স্ত্রী) মস্ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৪৯) ইতি ইনচ্, পৃষোদরাদিত্বাদ্দীর্ঘঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। স্বনামখ্যাত শস্য বিশেষ (Linum usitatissimum)। [তিসি দেখ।]

"মসিনা চাতসী চিহ্না ক্ষুমোমামালিকা মিতা ॥" (শব্দচ॰)

মসাহা কৈরানবী, জনৈক মুসলমান কবি। ইহার প্রকৃত নাম সাহুল্লা। সম্রাট্ অকবর শাহের সভায় বিদ্যমান থাকিয়া ইনি অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের পত্নী সীতা দেবীর উপাখ্যান অবলম্বনে একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন।

মসুর (পুং) মস্যতে পরিমীয়তে হসৌ-মস্ (মসেশ্চ। উণ্ ১।৪৪) ইতি উরন্। মসুর কলায়। (ত্রিকা॰)

মসুরা (স্ত্রী) মস্যতি পণ্যত্বেন পরিণমত্যস্যাবিতি মস্-উরন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ বেশ্যা। ২ ব্রীহিভেদ। (মেদিনী)

মসূদ খাঁ, মালবের জনৈক মুসলমান রাজা। সুলতান হোসেনের পুত্র। ১৪৩৫ খৃঃ অব্দে সুলতানের উজীর মালিক মোঘীর পুত্র মহম্মদ খাঁ বিষপ্রয়োগে অন্যতম যুবরাজ গজনী খাঁর প্রাণসংহারপূর্ব্বক স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সংবাদে যুবরাজ মসূদ খাঁ মালব পরিত্যাগপূর্ব্বক গুজরাতরাজ সুলতান আহ্মদের নিকট আশ্রয়লাভের জন্য গমন করিলেন। তদনুসারে সুলতান আহ্মদ মসূদ খাঁর পক্ষ হইয়া মালবাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন। শারঙ্গপুরে পৌঁছিয়া তিনি মহম্মদ খাঁর বিরুদ্ধে কয়েক জন বিশ্বস্ত ও বহুদর্শী কর্ম্মচারীর অধীনে এক দল সেনা প্রেরণ করিলেন। খাঁ জহান (মালিক মোঘী) এই সংবাদ জানিতে পারিয়া দ্রুতগতিতে মান্দুদুর্গে আশ্রয় লইলেন। গুজরাত-রাজও ইত্যবসরে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকদিন দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া তিনি শত্রুসেনার আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। অতঃপর উভয়পক্ষীয় সেনাসমূহ সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইল। আহ্মদ শাহ্ স্বীয় পুত্র মহম্মদ খাঁর অধিনায়কতায় পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়া শারঙ্গপুর অধিকার করিলেন।

মহম্মদ খিলজি দেখিলেন যে, দুর্গ মধ্যে থাকিয়া বিশেষ কোন লাভ হইবে না, অতএব তিনি তারাপুর ফটক দিয়া বহির্গত হইয়া শারঙ্গপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথি মধ্যে মালিক হাজি তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া পলায়নপর হন।

গুজরাত-রাজ সুলতান আহ্মদ মসূদখাঁকে পুনর্ব্বার মালবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মসূদ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

মসূদ (আমার সুলতান),—গজনীর সম্রাট্ সুলতান মাহ্মূদের জ্যেষ্ঠপুত্র। সুলতান মাহ্মূদ কনিষ্ঠ পুত্র মহম্মদকে অধিকতর স্নেহ করিতেন বলিয়া তাঁহাকেই স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু মহম্মদ পাছে জ্যেষ্ঠ মসূদের হস্তে নিপীড়িত হন, এই আশঙ্কায় তিনি এক দিন মসূদকে জিজ্ঞাসা করেন,—মসূদ! তুমি তোমার ভ্রাতা মহম্মদের সহিত ভবিষ্যতে কিরূপ ব্যবহার করিবে? মসূদ নির্ভয়চিত্তে উত্তর করিল,—আপনি আপনার ভ্রাতার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, আমিও ঠিক তদ্রূপ ব্যবহারই করিব। বাস্তবিক সুলতান কখনও স্বীয় ভ্রাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন নাই। তাই মসূদের মুখে ঐরূপ উত্তর শুনিয়া সুলতান মনে করিলেন, যদি ইহারা উভয় ভ্রাতা এক স্থানে থাকে, তবে নিশ্চয়ই ঘোর বিবাদ ঘটাইবে, সুতরাং ইহাদিগকে স্থানান্তরে রাখাই শ্রেয়ঃ। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ইরাক্ জয় করিয়া মসূদকে তথাকার অধিপতিপদে নিযুক্ত করিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহাকে মহম্মদের সহিত বিবাদ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পিতার বারংবার নিষেধাজ্ঞা শুনিয়া মসূদ উত্তর করিল,—যদি মহম্মদ আমার ন্যায়প্রাপ্য সমুদায় সম্পত্তি দান করে, তবে কখনই আমি তাহার শত্রুতাচরণ করিব না। উগ্র-স্বভাব মসূদের এই কথা শ্রবণে মাহ্মূদ স্পষ্টই বুঝিলেন যে, গজনীর সিংহাসনলাভের আশা মসূদের মনোমধ্যে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। ইহাতে সুলতান তখন বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অল্পকাল পরেই ইরাক হইতে পুনরায় গজনীতে আসিলেন, কিন্তু এখানে আসিয়া আর অধিক দিন রাজকার্য্য করিতে পারিলেন না। কএক দিন পরেই তাঁহাকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইল।

সুলতানের মৃত্যুর পর, তাঁহার ইচ্ছানুসারে মহম্মদ রাজমুকুট ধারণ করিলেন। মসূদ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া খোরাসানের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং এইখানে আসিয়া তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক খণ্ড লিপি প্রেরণ করেন;—'আমি পিতৃদত্ত ইরাক্ রাজ্য পাইয়া সন্তুষ্ট নহি, তুমি আমার আদেশ মত আমার নামেই খুৎবা পাঠ করাইবে।' মহম্মদ উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সুতরাং অবিলম্বে উভয় পক্ষে বিবাদ বাধিবার সূত্রপাত হইল। উভয় ভ্রাতাই বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাজহিতৈষিগণ শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহম্মদ য়ুসুফবিন-সবক্তগিন্‌কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ৪২১ হিজিরায় নগিনাবাদে অবস্থিতিকালে সবক্তাগিন ও আমার আলি খুশাবন্দ বিদ্রোহী হইয়া মসূদের সহিত যোগদানপূর্ব্বক মহম্মদকে নগিনাবাদে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিলেন। যুদ্ধবিজয়ে আশ্বাসিত হইয়া পারিতোষিকের প্রত্যাশায় আলি খেশাবন্দ ও য়ুসুফ সবক্তগিন্ মসূদের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইল, বিশ্বাসঘাতকদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত বোধে মসূদ আলি খুশাবন্দের কারারোধ ও সবক্তগিনের প্রাণনাশের আজ্ঞা দিলেন। অতঃপর নাগনাবাদ হইতে স্বচ্ছন্দমনে তিনি গজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সুলতান মসূদ খাঁর

ভ্রাতা মহম্মদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ দয়া ও ন্যায়পরতার সহিত প্রজা শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে মস্‌জিদ্‌, বিদ্যালয় ও পান্থনিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি প্রত্যেক বৎসরই ভারতবাসী বিধর্ম্মী হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতেন। এইরূপে একবার ভারতাক্রমণের পর স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে তিনি নস্তীগিন, আলি খুশাবন্দ ও যুসুম বিন-বরুগিনের পুত্রগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তদীয় ভ্রাতা মহম্মদের নিকট সমর্পিত হন। মহম্মদ ভ্রাতাকে কারাগারে নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণসংহার করেন। মসুদ সৰ্ব্বশুদ্ধ ১২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মসুদের বুদ্ধি-কৌশল ও পরাক্রম সম্বন্ধে এক অলৌকিক উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, একদা সুলতান মাহ্‌মূদ কিরমাণের রাজার নিকট বহু মূল্যবান্ দ্রব্যাদি উপঢৌকন প্রেরণ করেন। কিরমাণের অন্তঃপাতী খবিশ-মরু মধ্যে এক দল দুরন্ত দস্যু বাস করিত। ইহাদের দলে ৮০ জন লোক ছিল। নিরাশ্রয় পথিকগণের প্রতি অত্যাচার এবং তাহাদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করাই তাহাদের একমাত্র ব্যবসা। সুলতানের দূত এরূপ মূল্যবান্ উপহার লইয়া যাইতেছে দেখিয়া দস্যুগণ লোভসম্বরণ করিতে পারিল না। তাহারা সঙ্গীদিগকে নিহত করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিল। ইহার দূত একজন মাত্র অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়া সুলতানকে সংবাদ জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুলতান এই সংবাদ শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এমন সময় মসুদ হিরাট হইতে আসিয়া পিতৃসকাশে উপনীত হইলেন। কিন্তু সুলতান মসুদকে কোনরূপ সম্ভাষণ করিলেন না। মসুদ অতিশয় বিনীতভাবে পিতার চরণে নিপতিত হইয়া স্বীয় অপরাধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পিতা কহিলেন,—মসুদ! তোমার মত পুত্র জীবিত থাকিতে, আমার রাজ্য মধ্যে এতাদৃশ দস্যুবৃত্তি হইতেছে! মসুদ কহিলেন,—পিতঃ! আমি হিরাটে অবস্থিতি করিতেছিলাম; এই সময় খবিশ-মরুভূমে ডাকাতি হইল, তাহাতে আমার অপরাধ কি? সুলতান তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, যদি তুমি দস্যুগণকে মৃত অথবা জীবিতাবস্থায় আমার নিকট আনয়ন করিতে পার, তবেই আমি তোমার মুখাবলোকন করিব। অনন্তর মসুদ দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দস্যুদিগের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। তাহাদের দুর্গ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, দস্যুগণ তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে। ইহা শুনিয়া মসুদ তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে ৫০ পঞ্চাশ জনের প্রতি আদেশ করিলেন যে, তোমরা অস্ত্র শস্ত্র অশ্বের পৃষ্ঠস্থিত জিন মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া ছদ্মবেশে পথিকের ন্যায় গমন কর এবং দস্যুগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগকে কোনরূপ কৌশলে ব্যাপৃত রাখিবে। মসুদ এই আদেশ দিয়া নিজে অবশিষ্ট দেড়শত সৈন্য লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। দস্যুরা অল্প সংখ্যক লোক দেখিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল। উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এমন সময় সহসা মসুদ তথায় উপস্থিত হইয়া দস্যুদিগকে বন্দী করিলেন। ৪০ জন মাত্র বন্ধনাবস্থায় সুলতানের নিকট প্রেরিত হইল; অবশিষ্ট সকলেই হত হইয়াছিল।

মসূদ, (২য় আলাউদ্দীন, সুলতান) গজনীর সম্রাট্। ইঁহার পিতার নাম ইব্রাহিম। ১০৬১ খৃঃ অব্দে গজনীনগরে মসুদের জন্ম হয়। ইনি ১৭ বৎসর কাল অতিশয় ন্যায়পরতার সহিত প্রজাপালন করিয়া ১১১৫ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। সুলতান সঞ্জরের ভগিনীর সহিত ইঁহার পরিণয় হয়।

সুলতান মসুদ অত্যন্ত দয়ার্দ্রহৃদয় ও উদার-প্রকৃতির লোক ছিলেন; ধার্ম্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা তাঁহার রাজশক্তিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

মসূদ (মালিক) গুজরাতের বাদশাহ বাহাদুর খাঁর বন্ধু। যখন বাহাদুর খাঁ মন্দ্‌সূদ নগরে উপনীত হন, তখন মালিক মসুদ ও অন্যান্য সামন্তগণ বাহাদুরের সহিত যোগদান করেন। ইঁহারা ইমাদ্-উল-মুলকের ভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে লুক্কায়িত অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। এখন বাহাদুর খাঁ ইমাদ্-উল্-মুলককে পরাভূত করিতে আসিয়াছেন জানিয়া মসুদ বাহাদুর খাঁর পক্ষাবলম্বন করিলেন।

মসূদ, ৩য় (সুলতান) গজনীর জনৈক সুলতান। ইঁহার প্রকৃত নাম আলা উদ্দৌলা। পিতার মৃত্যুর পর মসুদ ১৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া খৃষ্টীয় ১১১৪-১৫ অব্দে পরলোক গমন করেন।

মসূদ, (সিপা-সালার) গজনীর জনৈক মুসলমান সাধু। ইনি ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রাণত্যাগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের পূজ্য হইয়া গিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বরাইচ জেলায় ইঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। ইহা মুসলমানদিগের নিকট একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। ভারতের পাঠান ও মোগল-সম্রাট্‌গণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া সমাধির উপর উপহারাদি অর্পণ করিতেন। সুলতান ফিরোজ শাহ

১৩৭৪ খৃঃ অব্দে মসূদের কবরস্থান পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন।

আবদর রহমন্ চিস্তিকৃত "মিরাট্-ই মসূদী" গ্রন্থে ইহার জীবনী লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে,ধর্ম্মাত্মা মসূদ সুলতান সবক্তগিনের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। অতঃপর তিনি ধর্ম্মরাজ্যের কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। গজনীপতি সুলতান মাহ্মুদের আদেশানুসারে সেনাপতি সালার শাহ মুজাফর খাঁর সাহায্যার্থ ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই সময়ে তাঁহার পত্নী সিতরমুয়ল্লা তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। আজমীর নগরে সিতর মুয়ল্লার গর্ভে ৪০৫ হিজিরায় সালর মসূদের জন্ম হয়, তাঁহার সৌন্দর্য্য ও শরীরের লক্ষণাদি দর্শনে সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইনি ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ হইবেন।

সুলতান মাহ্মুদ নবজাত শিশুর মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন এবং বহু মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ও রত্ন অলঙ্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। মসূদকে ৪ বৎসর ৪ মাস ৪ দিন বয়ঃক্রম সময়ে মির সৈয়দ ইব্রাহিমের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রেরণ করেন। মসূদের এতাদৃশ অস্বাভাবিক ধীশক্তি ছিল যে, তিনি ৯ম বর্ষ বয়সেই সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ১০ম বর্ষে তিনি ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি তদারাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তিনি সকল বিষয়ে সুদক্ষ হইলেন। তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কের লেশমাত্র ছিল না। পাপ তাঁহার দেহ স্পর্শ করে নাই; তাঁহার পবিত্র আত্মা নিয়তই ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিত।

১২ বৎসর বয়সে মসূদ কাবলের অধীশ্বর সাতুগানকে পরাভূত ও সপরিবার বন্দী করেন। সুলতান মাহ্মুদের সোমনাথ-আক্রমণকালে সালর মসূদ ঐ স্থানে আসিয়াছিলেন এবং মন্দিরস্থিত অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া স্বধর্ম্মে বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন।

এইরূপে সালর মসূদ ক্রমশঃ মাহ্মুদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন দেখিয়া তাঁহার উজীর খাজা হসান মৈমন্দীর হৃদয়ে হিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। উজীর স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্যে নানারূপ ঔদাস্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এই নিমিত্ত রাজ্য মধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। মাহ্মুদ দেখিলেন, উজীরকে সন্তুষ্ট না রাখিলে কিছুতেই স্বীয় রাজকার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইবে না, সুতরাং সালর মসূদকে অন্তরালে রাখাই তিনি শ্রেয়স্কর মনে করিলেন। তদনুসারে সালর মসূদ কিছুদিনের জন্য তাঁহার পিতার আবাসে যাইয়া অবস্থিতি করিতে আদিষ্ট হইলেন। ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশযাত্রাকালে তিনি সুলতানের মুখে রাজানুগ্রহলাভের প্রতিশ্রুতি শুনিয়াছিলেন।

সেনাপতি সালর শাহ এই সংবাদ শ্রবণমাত্র কাবুল নগর হইতে সস্ত্রীক মসূদের শিবিরে উপস্থিত হইলেন এবং সজলনয়নে মসূদকে তাঁহাদের সহিত অবস্থিতি করিতে অনুনয় করিলেন; কিন্তু মসূদ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। মসূদ সুদক্ষ সৈন্য ও কয়েকজন পারিষদ্ সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিন্ধুনদীর তীরে উপস্থিত হইয়া তিনি স্বীয় সহচর মধ্যে দুইজন আমীরকে ৫০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সিন্ধুনদীর পরপারস্থ প্রদেশ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। আমীরদ্বয় তদনুসারে তথাকার রাজা অর্জ্জুনরায়ের প্রাসাদ ধ্বংস করিয়া ৫ পাঁচ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক মসূদের সমীপে উপনীত হইলেন। অনন্তর মসূদ সসৈন্যে সিন্ধু পার হইয়া তীরভূমিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় মৃগয়া-প্রমোদে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ইহার পর তিনি মূলতান নগরে উপনীত হন। এই নগর মাহ্মুদের আক্রমণে ধ্বংসাবস্থায় পতিত হইয়াছিল,ইহার পূর্ব্বে কিন্তু উক্ত নগরের অধিপতি রায় অর্জ্জুন ও অনঙ্গপাল মসূদের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূত তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিল,—"মহাশয়! পরের রাজ্য নষ্ট করা কি আপনার মত ধর্ম্মশীল ব্যক্তির উচিত? এই নিমিত্ত আপনাকে পরিণামে পরিতাপ করিতে হইবে।" মসূদ উত্তর করিলেন, "সমস্তই ঈশ্বরের রাজ্য, তিনি যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাহাকেই ইহার অধিকারী করেন। বিধর্ম্মী কাফেরদিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। যদি তাহারা মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ না করে, তবে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি মূল্যবান্ বস্ত্রাদি পারিতোষিক দিয়া দূতগণকে বিদায় দিলেন।

দূতগণ বিদায় হইতে না হইতেই মসূদ মীর হুসেন আরব, আমীর বাজিদ জাফর, আমীর তর্কান, আমীর নকী, আমীর ফিরোজ এবং মরাও মক্ক আহ্মদকে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যসহ অনঙ্গপালকে আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন। অনঙ্গপাল স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়া সমবেত সৈন্য লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিন ঘণ্টা কাল তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছিল। ধর্ম্ম-যোদ্ধৃগণের মধ্যে অনেকে প্রাণত্যাগ করিলেন। অসংখ্য হিন্দু এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন; অবশেষে অনঙ্গপাল অন্য উপায় না দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন।

এই স্থান হইতে মসূদ দিল্লীযাত্রা করেন। এই সময় রায় মহীপাল দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট সৈন্য ও যুদ্ধোপযোগী হস্তী ছিল; এই নিমিত্ত তিনি নির্ভয়চিত্তে মসূদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতঃপর প্রবল-প্রতাপশালী মসূদের সৈন্যসমূহ দিল্লীতে উপস্থিত হইলে, মহীপাল তাহাদের গতিরোধের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের সেনাসমূহ দূরে অবস্থিত করিতেছিল বটে, কিন্তু যুবক বীরপুরুষগণ প্রত্যহ মল্লযুদ্ধ চালাইতে লাগিল। এই প্রকারে এক মাস কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। মসূদ ভীত হইয়া ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মধ্যে সংবাদ পাইলেন যে, গজনী হইতে পাঁচ জন আমীর তাঁহার সাহায্যার্থ সেনাসমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন। মহীপাল শত্রুসেনার বৃদ্ধি দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। উভয় পক্ষের সেনা সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মসূদ সরিফ্-উল্‌মুল্‌কের সহিত আলাপ করিতেছে দেখিয়া মহীপালের পুত্র গোপাল গদাঘাতে তাঁহার নাসিকায় গুরুতর আঘাত করেন। ঐ আঘাতে তাঁহার ২টী দন্ত ভগ্ন হইয়া যায়। মসূদ এতাদৃশ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না, বরং অধিকতর উৎসাহের সহিত সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধ থামিয়া গেলে, পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় সমর আরম্ভ হইল এবং উভয় পক্ষ হইতে অসংখ্য সৈন্য যমালয়ে প্রস্থান করিল। মহীপাল ও শ্রীপাল বিশেষ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দিল্লীর সিংহাসন মসূদের হস্তগত হইল।

দিল্লী জয় করিয়া মসূদ মিরাটে গমন করেন। মিরাটরাজ তাঁহার বলবিক্রমের কথা শুনিয়া অগ্রেই অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মসূদ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কান্যকুব্জাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তৎপূর্ব্বে সুলতান মাহ্মুদ যখন রায় জয়পালকে কান্যকুব্জের সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করেন, তখন সালর মসূদ তাঁহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত মসূদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে জয়পাল নানা উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর মসূদ কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়া জয়পালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছত্র অভিমুখে গমন করিলেন।

এই সময় ছত্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটী উন্নতিশীল নগর ছিল এবং হিন্দুদিগের একটী পবিত্রস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। মসূদ এই স্থানে সদর প্রতিষ্ঠিত করিয়া চতুর্দ্দিকে সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সালর শৈফুদ্দীন এবং মিয়ান্ রাজবকে বরাইচ্ জয় করিতে পাঠাইলেন। ইঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এখানে কোনরূপ খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায় না; কাজেই সসৈন্যে তথায় অবস্থান অসম্ভব জানিয়া মসূদকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। মসূদ এই সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তথাকার জমিদারগণকে কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনে যত্নশীল হইতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য তিনি স্থানীয় প্রজাগণকে ফসলের মূল্য অগ্রিম প্রদান করিয়াছিলেন।

অনন্তর মসূদ সুলতানুস্-শলাতীন এবং মীর বখতিয়ারকে দক্ষিণ-ভারতাভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, ঈশ্বর তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তোমরা প্রথমে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। যদি কোন কাফের ইস্‌লামধর্ম্মগ্রহণ করে, তবে তাহার প্রতি সমুচিত দয়া প্রকাশ করিবে, নতুবা তরবারি দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে।

এক দিন মাণিকপুর ও কারার নরপতির নিকট হইতে দূতেরা বহুমূল্য উপঢৌকনাদি লইয়া মসূদ সকাশে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে নিবেদন করিল যে, আমরা পুরুষানুক্রমে এই রাজ্য অধিকার করিয়া আসিতেছি। এই স্থানে কোন মুসলমানের আবাস নাই। মাকিদনপতি আলেকসান্দর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও গঙ্গা পার না হইয়া রায় কৈদের (কেদার) সঙ্গে সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক স্বদেশে ফিরিয়া যান। সুলতান মাহ্মুদও কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত আসিয়াই প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনারা অন্যায়পূর্ব্বক এ রাজ্য অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনার মত মহাত্মার পক্ষে এটী অতীব গর্হিত কার্য্য। অতএব আপনি স্বীয় সম্মান রক্ষা করিয়া স্বইচ্ছায় প্রত্যাবৃত্ত হউন; নতুবা বিষম সঙ্কটে পতিত হইবেন। এই সংবাদ শ্রবণে ক্রোধদৃপ্ত মসূদ অধর দংশনপূর্ব্বক বলিলেন, তুমি দূত, এজন্য তোমার প্রাণ রক্ষা করিলাম, যদি অন্য কেহ এই বার্ত্তা লইয়া আমার নিকট আসিত, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইত। যাও, তোমার রাজাকে বলিও যে, তাহাদের দেশ সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের রাজ্য, তিনি যাহাকে ইচ্ছা অর্পণ করিতে পারেন। আমরা কেবল দেশভ্রমণ করিতে আসি নাই, আমরা এই রাজ্য অধিকার করিয়া বিধর্ম্মী কাফেরদিগকে সমূলে উৎপাটন করিব। অনন্তর দূতগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই সংবাদ তাহাদের প্রভুকে জ্ঞাপন করিল। দূতমুখে মসূদের তেজস্বিতার কথা শুনিয়া হিন্দুরাজগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন।

তদ্দর্শনে রাজসভাস্থ জনৈক ক্ষৌরকার বলিল,—মহারাজের আদেশ পাইলে আমি এ কার্য্যের প্রতিবিধান করিতে পারি। রাজাজ্ঞা পাইয়া ক্ষৌরকার বিষ-প্রয়োগে মসূদের বিনাশ সাধন করিল। এই সময় মসূদের বয়ঃক্রম দশ বৎসর মাত্র। এই বয়সেই ভগবান্ তাঁহাকে বিবিধ প্রকার অস্বাভাবিক গুণে ভূষিত করিয়াছিলেন।

মসূদ (হুসেন মীর্জা) ইব্রাহিম হুসেন মীর্জার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। হুসেন কুলি খাঁ যখন নগরকোট অবরোধ করেন, তখন তিনি শুনিলেন যে, মীর্জাগণ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এই সময়ে হিন্দুদিগের সহিত মিত্রতাস্থাপন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তিনি মীর্জাগণের গতিরোধের জন্য হিন্দুরাজের সাহায্য লইলেন। হুসেন কুলি খাঁর সৈন্যেরা অকস্মাৎ মীর্জার সৈন্য আক্রমণ করিল। মসূদ হুসেন মীর্জা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অশ্ব উলটিয়া গর্ত্ত মধ্যে পতিত হওয়ায় তিনি ধৃত হইলেন। এই কারাবাসেই হুসেনের প্রাণবিয়োগ হয়।

মসূদা, রাজপুতানার আজমীর জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও তন্নামক পরগণার সদর। অক্ষা° ২৬° ৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩২´ পূঃ। আজমীর সহর হইতে ২৯ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থান ইস্তিমরারদারের আবাসভূমি। এখানে একটী দাতব্য ঔষধালয় আছে।

মসূদী, (মসাউদি) জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক। ইনি ৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভারত, সিংহল ও চীন-উপকূলবর্ত্তী নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তৎকালের একখানি বিস্তৃত উপাখ্যান রচনা করেন। তৎকৃত মাদন-উল্ জবাহির, অথ্বার-উজ্-জমান্, কিতাব্-উল্ ঔযথ্ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের বিশেষ আদরের জিনিস। উক্ত গ্রন্থগুলি ২০ ভাগে বিভক্ত।

মিসরদেশীয় অত্যদ্ভুতকীর্ত্তি পিরামিডের বর্ণনাকালে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, উহার অভ্যন্তরস্থ কোন প্রকোষ্ঠ মধ্যে ১ হাজার দিনার পরিমাণ প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা রক্ষিত ছিল। এতদ্ভিন্ন উহাতে মিসরের মুসলমানরাজ যব্দি-বিন্-আবহুল্লাব রাজত্বকালে স্থাপিত আরও অনেকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির উল্লেখ আছে। ৯৫৬ খৃষ্টাব্দে মসূদীর মৃত্যু হয়।

মসূম আলীশাহ, মীর, বিখ্যাত সুফী-মতপ্রবর্ত্তক। দাক্ষিণাত্যবাসী সৈয়দ-আলী রজার শিষ্য। দক্ষিণ ভারতে গুরুর নিকট পাঠ সমাপন করিয়া তিনি ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। ক্রমে তিনি একজন ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়া পরিগণিত হন।

করিম খাঁর রাজত্বসময়ে, তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া, সিরাজে উপনীত হন। এখানে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অচিরে ৩০ সহস্র লোক তাঁহার মতানুসরণ করিল। ইহা দেখিয়া তথাকার গোঁড়া ধর্ম্ম-যাজকগণ রাজা করিম খাঁর নিকট অনুযোগ উপস্থিত করিলেন এবং শীঘ্রই উক্ত মহাত্মাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দিলে নগর মধ্যে একটী বিশৃঙ্খলতা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখাইয়া রাজাকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার শত্রুসংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

মসূম এই সময়ে ইস্পাহান নগরের উপকণ্ঠে যাইয়া বাস করেন। করিম খাঁর মৃত্যুর পর, তিনি তথা হইতে পুনরায় স্বীয় প্রধান শিষ্য ফয়াজ আলীকে ধর্ম্মমত-প্রচারার্থ রাজধানীতে পাঠান। অল্পকাল মধ্যেই ফয়াজ আলীর মৃত্যু হওয়ায়, নুর আলী শাহ নামক জনৈক যুবক সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইনি স্বীয় উদার ও দয়ার্দ্র-হৃদয়ের জন্য সাধারণের নিকট পূজিত হইয়াছিলেন।

মীর মসূমের শিষ্যসংখ্যা এখানেও পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া, ইস্পাহানস্থ ধর্ম্মযাজকগণ রাজা আলা মর্দ্দন খাঁকে জ্ঞাপন করিল,—মহারাজ! এই নব্য সম্প্রদায় আমাদের সুপ্রাচীন বিশুদ্ধ মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিরোধী। এই সুফী সম্প্রদায় শীঘ্রই রাজ্য মধ্যে মহান্ অনিষ্ট উপস্থিত করিবে; সুতরাং ইহাদিগকে উৎসাদিত করিয়া ইস্লামধর্ম্ম বিস্তারপূর্ব্বক রাজ্য সুশাসিত করুন। পুরোহিত-সম্প্রদায়ের এবংবিধ প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া রাজা এই বিরোধি-সম্প্রদায়ের যাবতীয় লোকের শ্মশ্রু ও নাসাচ্ছেদের আদেশ দিলেন। ইহাতে রাজ্যমধ্যে মহানিষ্টপাতের সম্ভাবনা হইল। উদ্ধত সেনামণ্ডলী এই সংবাদে উভয় পক্ষেরই নাসা ও শ্মশ্রু কর্ত্তন করিয়াছিল।

অতঃপর মসূম আলী ও নুর আলী শাহ পারস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে কিরমাণশাহে আসিয়া উপনীত হন। এখানে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য মুস্তাক্ আলী নিহত, নুর আলী কারারুদ্ধ এবং স্বয়ং তিনিও ভজনা কালে তদ্দেশবাসী কর্ত্তৃক নিহত হন।

শত্রুবর্গ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়াও সুফী-সম্প্রদায় আপনাপন অভীষ্ট-পথানুবর্ত্তন করিতে নিশ্চেষ্ট হয় নাই। দিন দিন সুফী সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি দেখিয়া তথাকার সকলেই শঙ্কিত হইল। নুর আলী সশিষ্যে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। এই সময়ে তাহাদের শিষ্যসংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার হইয়াছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে মোসলনগরে বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মসূম খাঁ সম্রাট্ অকবর শাহের জৌনপুরস্থ জনৈক শাসনকর্ত্তা। ইনি ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগরের যমুনাতীরে একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান।

মসূম খাঁ ফরংখূদী, সম্রাট্ অকবর শাহের অনুগৃহীত জনৈক রাজদ্রোহী। পিতা মুইন্ উদ্দীন্ আহ্মদ ফরংখূদীর মৃত্যুর পর তিনি হাজিরী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া গাজিপুরপ্রদেশ তুজুল প্রাপ্ত হন। সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইলেও তিনি মনে মনে তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন। টোডর মল্লের সহিত বেহার প্রদেশে আসায় তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। অনতিকাল পরে সম্রাট্ ভ্রাতা মীর্জ্জা মহ্মদ হাকিম পঞ্জাব আক্রমণে উদ্যত হইল সম্রাট্ স্বয়ং তাহার প্রতিবিধান জন্য তথায় গমন করেন। এই সুযোগে তিনি তর্সন খাঁকে পরাজয় করিয়া জৌনপুর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। অকবর তাঁহাকে বাল্যকাল হইতেই বিশেষ স্নেহ করিতেন, সুতরাং তাঁহার এই রাজদ্রোহিতার জন্য তাঁহাকে বিশেষ কোনরূপ শাস্তি না দিয়া জৌনপুরের পরিবর্ত্তে অযোধ্যা প্রদেশ দান করিলেন। এখানেও তিনি স্বীয় দল পুষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর হন। রাজা বীরবর ও শাহ কুলী মহরম তাঁহাকে বারবার নিষেধ করিয়াও কোন ফল পাইলেন না, তখন শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে তাহার দণ্ডবিধানার্থ গমন করেন।

শাহবাজ কর্তৃক পরাজিত হইয়া মসূম নগরে আশ্রয় লন। কিন্তু তাঁহার সহযোগী বিদ্রোহিনেতাগণ পলায়ন করায় তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্ত্রীপুত্র পরিবার ফেলিয়া চলিয়া যান। পথিমধ্যে জনৈক জমিদার তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেন। অতঃপর তিনি মুকুন্দ নানা জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে অর্থসাহায্য লাভ করিয়া পুনরায় বরাইচ, মহম্মদাবাদ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করেন। জৌনপুরে তুজুলদারদিগের দ্বারা তিনি বিশেষরূপে নিপীড়িত হইয়াছিলেন। আজিজ্ কোকার শরণাপন্ন হইলে তিনি মসূমকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করেন। এইরূপ নানাদোষে দোষী ও অত্যাচারী হইলেও অকবর শাহ তাঁহাকে পুনরায় মার্জ্জনা করিলেন এবং ভবিষ্যতে সুখে জীবনযাত্রার জন্য তাঁহাকে চম্পারণের অন্তর্গত মিসী পরগণা তুজুল দিলেন।

এখানে আসিয়াও তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি পুনরায় বিদ্রোহিতাচরণ করিতেছেন দেখিয়া আজিজ্ তাঁহাকে দণ্ডবিধান জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সংবাদে ভীত হইয়া তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং রাজদ্বারে উপনীত হইতে স্বীকৃত হইলেন।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি আগ্রায় আসিয়া উপনীত হন। এবারেও তিনি সম্রাটের মাতার অনুরোধে অব্যাহতি পান। কিন্তু এই ভারবাহী জীবন আর তাঁহাকে অধিকদিন বহন করিতে হয় নাই। একদিন সন্ধ্যাকালে দরবার হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে, পথিমধ্যে গুপ্তচর দ্বারা তিনি নিহত হন। লোকের বিশ্বাস, সম্রাটের আদেশেই গুপ্ত ঘাতকহস্তে তাঁহার শিরশ্ছেদ হয়।

মসূম (মীর), জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক ও কবি। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বুখারাবাসী তির্মিজবংশীয়। জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা কান্দাহারে আসিয়া বসবাস করেন। ইঁহার পিতা মীর সৈয়দ সফাই সুলতান্ মাহ্মূদের অনুগ্রহ লাভ করিয়া ভক্করবাসী হন। এখানেই মীর মসূমের জন্ম হয়।

পিতার মৃত্যুর পর মসূম কিস্তুবাসী মোল্লা মহম্মদের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। ক্রমে চারিদিকে রাষ্ট্র হইতে লাগিল,—দারিদ্র্যকষ্টনিপীড়িত হইয়া তিনি গুজরাতের দেওয়ান খাজা নিজামুদ্দীন্ আহ্মদের নিকট কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন। এই সময় নিজামের তবকৎ-ই অকবরী নামক গ্রন্থের সঙ্কলনে তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন। ক্রমে নিজামের সহিত মীর মসূমের প্রণয় গাঢ় হইতে থাকে। তিনি মসূমকে সঙ্গে লইয়া তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা সহিত খাঁ ও পরে সম্রাট্ অকবরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গুণগ্রাহী সম্রাট্ তাঁহাকে প্রথম ২৫০ সেনার নায়ক করিয়া দেন। তৎপর ১০১২ হিজরায় তাঁহাকে ইরাণরাজ শাহ আব্বাসের সমীপে দূতরূপে প্রেরণ করেন। এখানে তিনি বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

অকবর-নামা গ্রন্থপাঠে জানা যায়, তিনি ৯৯২ হিঃ গুজরাত, মৈসানা ও কচ্ছযুদ্ধে স্বীয় বলবীর্য্যের বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। ১০১৫ হিজিরায় ইরাণ হইতে প্রত্যাগত হইলে তিনি জাহাঙ্গীর কর্তৃক ভক্করের আমীন ও ১ হাজারী সেনানায়ক পদে নিযুক্ত হন। তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

তিনি স্বীয় কবিত্ব শক্তির জন্য নাসি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তৎকৃত দিবান্, মাদন্ উলফ্কার নামক মস্নবি তারিখ-ব-সিন্ধ নামক ইতিহাস ও মুফ্রিদাৎ-ই-মসূমী নামক হকিমী গ্রন্থ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন খামসা, হুসন্ ও নাজ্ ও পরিমূরৎ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। ফতেপুরের সলিম্-চিস্তির মন্দিরে এখনও তদ্রচিত শ্লোকাবলী প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ আছে।

ইনি ধার্ম্মিক ও দয়ালু ছিলেন। ভক্করবাসীর উপকারার্থ তিনি অনেকগুলি জলস্তম্ভ, সরাই ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া যান। এতদ্ভিন্ন তাঁহার জীবিতাবস্থায় দীন দুঃখীদিগকে আর্থিক সাহায্যে তুষ্ট করিয়াছিলেন।

মসুমাবেগম, সম্রাট্ বাবরের কন্যা ও সম্রাট্ হুমায়ূনের ভগিনী। খোরাসানপতি মহম্মদ জমান মীর্জা ইহার পাণিগ্রহণ করেন।

মসূর (পুং স্ত্রী) মস্যতে পরিমীয়তেঽসৌ মস্-(মসেরূরন্। উণ্ ৪।১৩) ব্রীহিভেদ, মসূরী-কলাই (Ervum Hirsutum and Cicer Lens) পর্য্যায়—মঙ্গল্যক, মসূর, ব্রীহিকাঞ্চন, মসূরা, মসূরা, রাগদালি.মঙ্গলা, পৃথুবীজক, শূর, কল্যাণবীজ,গুড়বীজ, মসূরক, মঙ্গল্যা, মসূরকা। (ভাবপ্র•) ইহার গুণ—মধুর, শীতল, সংগ্রাহক, কফ-পিত্তনাশক, বাতাময়কারক,মূত্রকৃচ্ছ্রহর, লঘু, (রাজনি•) রুক্ষ, জ্বরনাশক। (ভাবপ্র•)

ইহার যূষগুণ—সংগ্রাহী, স্বাদুপাক, প্রমেহ, পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর ও অতীসারনাশক। (রাজনি•)

ইহার অধিপতি মেষরাশি।

"বল্লাবিককুতুপানাং মসূরগোধূমরালকযবানাম্।

স্থলসম্ভবৌষধীনাং কনকস্য চ কীর্ত্তিতো মেষঃ॥"(বৃহৎস• ৪১।২)

রবিবারে মসূর ভোজন করিতে নাই,করিলে সপ্তজন্ম কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এবং দারিদ্র ও অপুত্রক হয়। বিধবাদিগের মসূরভোজন নিষিদ্ধ।

মসূরক (পুং) মসূর ইব প্রতিকৃতিরিতি মসূর-ক, সংজ্ঞায়াং কন্ বা। উপাধান বিশেষ, গোল বালিশ। পর্য্যায়—চতুর, চাতুর, অঙ্গেউ, চক্রগণ্ডু। (শব্দরত্না•)

এই শব্দের ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। মসূর স্বার্থে কন্। মসূরশব্দার্থ।

মসূরকর্ণ (পুং) ঋষিভেদ।

মসূরঘৃত (ক্লী) গ্রহণীরোগে ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী,—ঘৃত ৪ সের, মসূরকাথ ৪ সের, বেলশুঁঠ ১ সের, ঘৃতে পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত পান করিলে আশু গ্রহণী রোগ নিরাকৃত হয়। (চক্রদত্ত)

মসূরযূষ (পুং ক্লী) মসূরকৃত কাথ। চলিত মুসূরের ঝোল, ইহার গুণ—সংগ্রাহী, বৃংহণ, স্বাদু এবং প্রমেহনাশক।

"মসূরযূষঃ সংগ্রাহী বৃংহী স্বাদুঃ প্রমেহজিৎ।" (দ্রব্যগুণ)

মসূরবিদলা (স্ত্রী) মসূরস্যেব বিশিষ্টঃ দলমস্যাঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। কৃষ্ণত্রিবৃৎ, চলিত কালতেউড়ী।

"মসূরবিদলাকারতুলাক্লিন্নকলেবরঃ।

পৌষে চান্দ্রে চতুস্ত্রিংশে নবমেঽব্দে সিতে মৃতঃ॥"

(রাজতরঙ্গিণী ৬।১৮৭)

২ শ্যামলতা। (রত্নমালা)

৩ আম্রাতক বৃক্ষ। ৪ মেষশৃঙ্গী। (বৈদ্যকনি•)

মসূরসূপ (পুং) ভক্ষিত মসূরকৃত যূষ, প্রথমে মসূর ভাজিয়া লইয়া পরে তাহার যূষ প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার গুণ—সংগ্রাহী, শীতল, মধুর, লঘু, কফ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক এবং বিষমজ্বরনাশক।

"মসূরসূপঃ সংগ্রাহী শীতলো মধুরো লঘুঃ।

কফপিত্তাস্রজিদ্রূক্ষো বিষমজ্বরনাশনঃ॥" (দ্রব্যগুণ)

মসূরসংঘারাম (পুং) বৌদ্ধ সঙ্ঘারামভেদ।

মসূরা (স্ত্রী) মস্যতি পরিণমতীতি মস্-উরন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ বেশ্যা। ২ মসূরকলায়। (মেদিনী) ৩ মেষশৃঙ্গী। ৪ ত্রিবৃৎ, তেউড়ী। (রাজনি•)

মসূরাভা (স্ত্রী) মসূরিকা রোগ।

মসূরিকা (স্ত্রী) মসূরেব মসূরা-কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্বং। ১ কুট্টনী। (শব্দমালা) ২ বসন্তরোগ (The Small-pox) পর্য্যায়—পাপরোগ, রক্তবটী, মসূরী। (শব্দরত্না•)

ইহার নিদান—

"কট্বম্ললবণক্ষারবিরুদ্ধাধ্যশনাশনৈঃ।

দুষ্টনিষ্পাবশাকাদ্যৈঃ প্রদুষ্টপবনোদকৈঃ॥

ক্রূরগ্রহেক্ষণাচ্চাপি দেশে দোষসমুদ্ভবাঃ।

জনয়ন্তি শরীরেঽস্মিন্ দুষ্টরক্তেন সংগতাঃ।

মসূরাকৃতিসংস্থানাঃ পীড়কা সা মসূরিকা॥" (ভাবপ্র•)

কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষারদ্রব্য সেবন, বিরুদ্ধভোজন, অধ্যশন,দূষিত অন্ন, বায়ু ও জলসেবন, শিম্বী ও শাকাদি অতিরিক্ত সেবন এবং ক্রূরগ্রহের অশুভ দৃষ্টি দ্বারা বাতাদি দোষত্রয় কুপিত ও দুষ্টরক্তের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া দেহে মসূরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পীড়া উৎপাদন করে, এই রোগকে মসূরিকা রোগ কহে।

এই রোগের পূর্ব্বলক্ষণ—মসূরিকা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর, কণ্ডূ, শরীরবেদনা, গ্লানিবোধ, ভ্রম, চর্ম্মোপরি শোথ, বিবর্ণতা এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। এই রোগ বাতপিত্তাদিভেদে নানা প্রকার।

বাতজ মসূরিকার লক্ষণ—বাতজন্য মসূরিকারোগে স্ফোটকগুলি কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, কঠিন এবং বিলম্বে পাকিয়া উঠে। রোগীর সন্ধি, অস্থি, ও পর্ব্বসমূহে বেধবদ্‌বেদনা, কাস, কম্প, গ্লানি, ভ্রম, তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বাশোষ, পিপাসা এবং অরুচি হয়।

পিত্তজ মসূরিকালক্ষণ—পিত্তজন্য মসূরিকারোগে স্ফোটকগুলি রক্ত, পীত বা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে। ঐ স্ফোটকে দাহ ও অত্যন্ত বেদনা হয় এবং শীঘ্র পাকিয়া উঠে। ইহাতে রোগীর মলভেদ,শরীরে বেদনা, দাহ, পিপাসা, অরুচি, মুখপাক, নেত্রের রক্ততা এবং তীব্রজ্বর হইয়া থাকে।

রক্তজ মসূরিকা-লক্ষণ—রক্তজ মসূরিকা পিত্তজ মসূরিকার ন্যায় হইয়া থাকে।

কফজ মসূরিকা-লক্ষণ—কফজন্য মসূরিকারোগে স্ফোটক-গুলি শ্বেতবর্ণ, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, স্থূলাকার, কণ্ডুযুক্ত ও অল্প-বেদনাযুক্ত হয় এবং বিলম্বে পাকিয়া উঠে। ইহাতে রোগীর কফপ্রসেক, দেহের আর্দ্রতা, গুরুতা, শিরঃপীড়া, বমনেচ্ছা, অরুচি, নিদ্রাধিক্য, তন্দ্রা ও আলস্য হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক মসূরিকার লক্ষণ—ত্রিদোষজন্য মসূরিকা রোগে স্ফোটকগুলি নীলবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। মধ্যভাগ নিম্ন হইয়া উত্থিত হয় এবং বিলম্বে পাকিয়া অত্যধিক পূতিগন্ধযুক্ত পূয়াদি নির্গত হয়।

সপ্তধাতুগত মসূরার মধ্যে রসধাতুস্থিত মসূরিকালক্ষণ—রসধাতুগত মসূরিকার স্ফোটকসমূহ তোয়োত্থিত বুদ্বুদাকৃতি হয় এবং উহা ভিন্ন হইলে জলবৎ স্রাবিত হইতে থাকে। এই রোগ বিশেষ দোষযুক্ত নহে।

রক্তগত মসূরিকা লক্ষণ—রক্তগত মসূরিকারোগে স্ফোটক-গুলি লোহিত বর্ণ এবং শীঘ্র পক্বতা প্রাপ্ত হয়। উহার চর্ম্ম পাতলা এবং ভিন্ন হইলে রক্ত নিঃসারিত হইয়া থাকে। ইহা সহজসাধ্য, কিন্তু রক্ত অত্যন্ত দূষিত হইলে কষ্টসাধ্য হয়।

মাংসগত মসূরিকার লক্ষণ—মাংসগত মসূরিকারোগে স্ফোটকসমূহ কঠিন ও স্নিগ্ধ হয় এবং বিলম্বে পাকে। উহার চর্ম্ম পুরু হয় এবং রোগী সর্ব্বদা গাত্রবেদনা, কণ্ডু, মূর্চ্ছা, দাহ ও পিপাসা অনুভব করে।

মেদোগত মসূরিকা লক্ষণ—মেদোগত মসূরিকার স্ফোটক-সমূহ স্থূল, স্নিগ্ধ, বেদনাযুক্ত, কোমল, কিঞ্চিৎ উন্নত, অথচ মণ্ডলাকারে উত্থিত হয়। ইহাতে রোগীর অত্যন্ত জ্বর, মোহ, গ্লানি ও সন্তাপ হইয়া থাকে। এই রোগ হইলে রোগী কদা-চিৎ রক্ষা পায়।

অস্থি-মজ্জাগত মসূরিকা-লক্ষণ—অস্থিগত ও মজ্জাগত মসূরিকারোগে স্ফোটকসমূহ ক্ষুদ্রাকৃতি, শরীরের সমান বর্ণ বিশিষ্ট, রুক্ষ, চিপিটকাকার ও কিঞ্চিৎ উন্নত হয় এবং রোগী অত্যন্ত মোহ, বেদনা, গ্লানি ও মর্ম্মস্থানে ছেদনবৎ বেদনা বোধ করে। এই রোগে শীঘ্র প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শুক্রগত মসূরিকারোগে স্ফোটক সকল স্নিগ্ধ, মসৃণ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং রোগীর শরীরে স্তিমিততা, গ্লানি, মোহ, দাহ ও উন্মত্ততা প্রভৃতি লক্ষণ অনুভূত হয়। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এ রোগ একেবারে অসাধ্য জানিবে। কিছুতেই ইহার আরোগ্যের প্রত্যাশা করা যায় না।

উক্ত সপ্তধাতুগত মসূরিকা দোষের সংস্রব ব্যতীত হইতে পারে না, এই সপ্তধাতুগত মসূরিকার সহিত যে দোষ কুপিতভাবে সংসৃষ্ট থাকে, দোষের লক্ষণ দ্বারা তাহা স্থির করিতে হইবে। পরে ঐ দোষের প্রতীকার করা আবশ্যক।

চর্ম্মজ মসূরিকা লক্ষণ—চর্ম্মজ মসূরিকারোগে রোগীর কণ্ঠরোধ, অরুচি, তন্দ্রা, প্রলাপ ও গ্লানি বোধ হয়। এই রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য।

রোমান্তিকা মসূরিকা লক্ষণ—প্রথমতঃ জ্বর হইয়া পরে সমস্ত শরীরে রোমকূপের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পীড়কা উত্থিত হইলে তাহাকে রোমান্তিকা কহে। ইহাকে চলিত কথায় 'হাম' বলা যায়। এই রোগে রোগীর কাস এবং অরুচি জন্মে। এই রোগ সুখসাধ্য, আপনা আপনিই আরোগ্য হয়।

সাধ্য মসূরিকা-লক্ষণ—রসগত, রক্তগত, পিত্তজ, কফজ, এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক মসূরিকা সুখসাধ্য, এই সকল রোগ বিনা চিকিৎসাতেও আরোগ্য হয়। কষ্টসাধ্যলক্ষণ—বাতজ, বাতপৈত্তিক ও বাতশ্লৈষ্মিক মসূরিকা কষ্টসাধ্য, অতএব এই রোগ হইলে বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করা আবশ্যক।

অসাধ্য মসূরিকা-লক্ষণ—সান্নিপাতিক মসূরিকা অসাধ্য। অসাধ্য মসূরিকার বর্ণ ও দোষভেদে প্রবালের ন্যায় বা জম্বু-ফলের ন্যায়, কখনও বা লৌহজালের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং কখনও বা অতসীফলের ন্যায় দেখায়। দোষভেদে উহাদিগের আরও নানা প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে। যে মসূরিকারোগ-গ্রস্ত রোগীর কাস, হিক্কা, মেহ, অত্যন্ত জ্বর, প্রলাপ, গ্লানি, মূর্চ্ছা, পিপাসা, দাহ, নিদ্রাধিক্য এবং কণ্ঠদেশে ঘড়্ ঘড়্ শব্দের সহিত অত্যন্ত শ্বাস বহির্গত হয় এবং মুখ, নাসিকা ও চক্ষু হইতে অতিশয় রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহা একেবারে অসাধ্য। চিকিৎসক এইরূপ রোগী পরিত্যাগ করিবেন।

মসূরিকারোগের অরিষ্ট লক্ষণ—যে মসূরিকারোগগ্রস্ত ব্যক্তি তৃষ্ণাতুর হইয়া নাসিকা দ্বারা অত্যন্ত শ্বাস পরিত্যাগ করে এবং অপতানকাদি বাতদোষাভিভূত হয়, অচিরে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

মসূরিকাজন্য শোথ—মসূরিকা রোগের অন্তে কূর্পরে, মণিবন্ধে এবং অংশফলকে শোথ উৎপন্ন হইলে দুশ্চিকিৎস্য হয়।

কোন কোন কষ্টসাধ্য মসূরিকাও বিনা যত্নে শীঘ্র প্রশমিত হয় এবং কোন মসূরিকা অতি যত্নেও নিবারিত হয় না।

মসূরিকার চিকিৎসা।

মসূরিকা হইবার প্রারম্ভে শ্বেতচন্দনের কল্কের সহিত হিঞ্চাশাকের রস পান করিবে অথবা কেবল হিঞ্চাশাকের রসপান করিলেও উপকার হয়। দশমূলী, রাস্না, আমলকী, বেণার মূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুথা এই সকল দ্রব্য

একত্র করিয়া ইহার কাথ সেবন করিলে বাতজ মসূরিকা প্রশমিত হয়। স্ফোটকের উপর মঞ্জিষ্ঠা, বট, পাকুড়; শিরীষ, ও যজ্ঞডুম্বুরের ছাল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ-দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। মসূরিকা পাকিতে আরম্ভ হইলে গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, ইক্ষুমূল ও দাড়িম এই সকল গুড়ের সহিত প্রয়োগ করিলে বায়ু প্রকুপিত হয় না ও সত্বর পাকিয়া উঠে। এই রোগে শালিমুগ, মসুর, মধুররসযুক্ত দ্রব্য এবং অল্প সৈন্ধব সেবন করিতে পারা যায়।

পিত্তজ মসূরীরোগে প্রথমে পটোল মূলের কাথ, ও ইক্ষু মূলের স্বরস প্রয়োগ করিবে। নিম্ব, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, পল্‌তা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বেনার মূল, কটকী, আমলকী, বাসক ও দুরালভা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে উহা শীতল হইলে একটু চিনি প্রক্ষেপ দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে পিত্তজ মসূরী, দাহ, জ্বর প্রভৃতি আশু নিরাকৃত হয়। রক্তজ মসূরীরোগে রক্ত মোক্ষণ করিলে আশু উপকার দর্শে। বাসক, মুতা, চিরতা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, পল্‌তা ও নিম্ব ইহাদিগের কাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্লৈষ্মিক মসূরিকা নিরাকৃত হয়। শিরীষ ও যজ্ঞডুম্বুরের ছাল, খদির ও নিমপাতা, পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কফজ ও পিত্তজ মসূরিকা নষ্ট হয়। নিম্ব, ক্ষেত-পাপড়া, আকনাদি, পল্‌তা, কটকী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বেনার মূল, আমলকী, বাসক ও দুরালভা, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মসূরিকা, জ্বর ও বিসর্প নষ্ট এবং অন্তর্লীন মসূরিকা সকল পুনরায় বাহির হয়।

কাঞ্চনছালের কাথে স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও মসূরিকারোগ প্রশমিত হয়। মুখে বা কণ্ঠে ব্রণ উৎপন্ন হইলে আমলকী ও যষ্টিমধুর কাথে প্রক্ষেপ দিয়া মধু চক্ষুতে সেচন করিবে। যষ্টিমধু, ত্রিফলা, মুচামুখী, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, নীলোৎপল, বেণার মূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা ইহা প্রলেপে ও নেত্রসেচনে প্রয়োগ করিলে চক্ষুগত মসূরিকা নষ্ট হয় ও আর উৎপন্ন হয় না। বল্‌বার বৃক্ষের বল্কল দ্বারা প্রলেপ দিলেও নেত্রগত মসূরিকায় বিশেষ উপকার হয়। সক্লেদ মসূরিকা পঞ্চবল্কল চূর্ণ বা ভস্ম অথবা গোময়চূর্ণ দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। করলা পাতার রসে হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রোমান্তী (হাম), জ্বর, বিসর্প ও ব্রণ আরোগ্য হয়।

মসূরী রোগ শীতলা বলিয়া বৈদ্যকে অভিহিত হইয়াছে। শীতলা দেবী কুপিতা না হইলে এই রোগ হয় না, বোধ হয় এইজন্য উহাকে শীতলা বলা হইয়াছে।

"দেব্যা শীতলয়াক্রান্তা মসূর্য্যেব হি শীতলা।
জ্বরায় চ যথা ভূতাধিষ্ঠিতো বিষমজ্বরঃ।
সা চ সপ্তবিধা খ্যাতা তাসাং ভেদং প্রচক্ষ্মহে॥" (ভাবপ্র০)

দেবী শীতলাক্রান্ত মসূরীরোগকে শীতলা বলা যায়, যে প্রকার ভূতাধিষ্ঠিত বিষমজ্বর কর্তৃক রোগী পীড়িত হয়, তদ্রূপ শীতলাধিষ্ঠিত হইলে মসূরিকা কর্তৃক পীড়িত হইয়া থাকে। শীতলা সাত প্রকার।

প্রথমতঃ জ্বর হইয়া বৃহৎ স্ফোটকপরিবৃত বৃহদাকারে শীতলা উত্থিত হয়, ইহা সপ্তাহ অন্তে বহির্গত ও তৎপরে সপ্তাহান্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত এবং তিন সপ্তাহে শুষ্ক হইয়া স্বয়ং বিলুপ্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যেগুলি পাকিয়া স্ফুটিত ও স্রাবিত হয়, তাহাতে বন-ঘুটিয়ার ভস্মচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। মক্ষিকানিবারণের জন্য নিম্ব এবং পদ্মের শাখা ব্যবহার করিবে। যদি ইহাতে জ্বর হয়, তাহা হইলেও শীতল জল দিবে, কদাচ উষ্ণ জল দিবে না। পরিষ্কৃত, শীতল, মনোরম অথচ জন-সমাকীর্ণ না হয়, এইরূপ স্থানে রোগীকে রাখিতে হইবে। রোগী অশুচি স্পর্শ করিবে না, অথবা অশুচির নিকটে গমনও করিবে না। এই রোগ চিকিৎসা করিবার বৈদ্য অতি বিরল। কচিৎ কোন ব্যক্তি এই রোগে চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

যাহারা নিম্ব এবং বহেড়ার বীজ অথবা হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ করিয়া পান করে, তাহাদিগের শীতলা কখনও উৎপন্ন হয় না। মোচার রসে শ্বেতচন্দন পেষণ করিয়া কিংবা বাসকের রস বা মধু সহিত যষ্টিমধু পেষণ করিয়া পান করিলেও শীতলারোগ হইতে পারে না। শীতলা হইবার পূর্ব্ব-লক্ষণ হইলে জ্বর হওয়া মাত্র জাতীপত্রের রস অনুপান যোগে পান করিবে। শীতলা রোগ উপস্থিত হইলে শীতলা দেবীর কবচ ধারণাদি করিতে হইবে এবং গৃহের চারিদিকে নিমপাতা বন্ধন করিবে। ঐ গৃহে উচ্ছিষ্টাদি অপবিত্র কিছুই প্রবেশ করিতে দিবে না। স্ফোটকে দাহ হইলে শুষ্ক গোময়-ভস্ম প্রলেপ দিবে, ইহাতে ঐ স্ফোটক শুষ্ক হইয়া যাইবে, পাকিবে না। চন্দন, বাসক, মুথা, গুলঞ্চ ও দ্রাক্ষা ইহার শীতল কষায় পান করিলে শীতলাজ্বর প্রশমিত হয়। জপ, হোম, দান, স্বস্ত্যয়ন এবং ব্রাহ্মণ, গো, শিব এবং দুর্গার পূজা শীতলারোগে শুভ ফলদায়ক। রোগীর নিকট শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ভক্তিসহকারে শীতলা স্তোত্র পাঠ করিলে শীতলা-রোগের শান্তি হয়।

শীতলা রোগের প্রভেদ—কোদ্রবা নামক শীতলা বায়ু ও কফ হইতে কোদ্রবের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন

হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা পাকে, বাস্তবিক তাহা নহে। জলশূকদ্রবা নামক শীতলা হইলে শরীরে বেধনবৎ বেদনা বোধ হয়। এই রোগ সাতদিন বা দ্বাদশ দিনে বিনা ঔষধে প্রশমিত হয়। ইহাতে ঔষধ ব্যবহার বিশেষ আবশ্যক হইলে, খদিরাষ্টকের কাথ হিতকর।

উষ্মা দ্বারা শ্বেতসর্ষপের আকৃতিবিশিষ্ট অথচ কণ্ডূযুক্ত ও স্পর্শনপ্রিয় পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে পাণিসহা নামক শীতলা বলা যায়। ইহা সাত দিনের পর আপনিই শুকাইয়া যায়।

যে শীতলারোগে সর্ষপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও পীতবর্ণ সর্ষপের ন্যায় স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে সর্ষপিকা কহে। এই রোগে অভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ। কিঞ্চিৎ উষ্মা হইতে শ্বেতসর্ষপের আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া এক প্রকার শীতলা রোগ জন্মে, এই রোগ প্রায়ই বালকগণের হইয়া থাকে। ইহা সহজেই শুষ্ক হইয়া যায়। লোকে ইহাকে দুঃখকোদ্রবা বলিয়া থাকে।

যে শীতলা প্রথমতঃ জ্বর হইয়া বেদনার সহিত লোহিত বর্ণ অথচ উন্নত কোঠের ন্যায় মণ্ডলাকৃতি হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে ষষ্ঠী শীতলা কহে। মগধদেশে ইহা দাম নামে প্রসিদ্ধ। এই রোগে তিন দিন জ্বর থাকে।

যে শীতলারোগে স্ফোটক সকল মিশিয়া গিয়া একটী স্ফোটকে বহুস্ফোটক দৃষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহাকে চৰ্ম্মজা বলে। হিন্দুস্থানে ইহা চরমগোটী নামে খ্যাত।

দেবী শীতলাধিষ্ঠিত এই রোগ সাত প্রকার। এই সকল শীতলা দেবীর যথাবিধানে পূজা করা আবশ্যক।

কোন কোন শীতলারোগ বিনা যত্নেও সহজে নিবারিত হইয়া থাকে, কোন কোন শীতলা অতি কষ্টে প্রশমিত হয় এবং কোন কোন শীতলার যতই কেন চেষ্টা করা যাউক না, কিছুতেই আরোগ্য হয় না।

এই সকল বসন্তরোগ হইলে দৈবের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিবে। বিশুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ রোগীর নিকট থাকিয়া বিশেষ ভক্তিসহকারে শীতলা স্তোত্র পাঠ করিবেন। রোগীও ভক্তি-পূর্ব্বক তাহা শুনিবেন। ইহাতেই মসূরিকারোগ আরোগ্য হয়। শীতলা স্তব। যথা—স্কন্দ উবাচ।

"ভগবন্ দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটকভয়াপহম্॥

ঈশ্বর উবাচ।

"নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥
বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং সর্ব্বরোগভয়াপহাম্।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥
শীতলে শীতলে চেতি যো ব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্যতি॥
যস্ত্বামুদকমধ্যেতু ধ্যাত্বা সংপূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে॥
শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধগতস্য চ।
প্রনষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহু র্জীবিতৌষধম্॥
শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্তরান্।
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী॥
গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাম্।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি তে ক্ষয়ম্॥
ন মন্ত্রো নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বমেকা শীতলে ত্রাত্রী নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্॥
মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যে সংস্থিতাম্।
যস্ত্বাং বিচিন্তয়েদ্দেবীং তস্য মৃত্যুর্ন জায়তে॥
শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ নরৈর্ভক্তিসমন্বিতৈঃ।
উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ॥
শীতলাষ্টকমেতদ্ধি ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
দাতব্যং হি সদা তস্মৈ ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ॥"

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে শীতলাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।
(ভাবপ্রকাশমসূরিকারোগাধি°)

ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠই বসন্তরোগের একমাত্র মহৌষধ। এই রোগ না হয়, এই জন্য টীকা দিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। গোস্তনজ বা নরগাত্রজ মসূরিকা-পূয়ের দ্বারা এই টীকা দেওয়া হইয়া থাকে।

"ধেনুস্তন্যমসূরিকা নরাণাঞ্চ মসূরিকা।
তজ্জলং বাহুমূলাচ্চ শস্ত্রান্তেন গৃহীতবান্॥
বাহুমূলে চ শস্ত্রাণি রক্তোৎপত্তিকরাণি চ।
তজ্জলং রক্তমিলিতং স্ফোটকজ্বরসম্ভবম্॥"

(ধন্বন্তরিকৃত শাক্তেয় গ্রন্থ)

গোস্তনে ও মানবের হস্তে যে বসন্ত হয়, ঐ বসন্তের পূয় শস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে, পরে যাহাকে টীকা দিতে হইবে তাহার বাহুমূলে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া ঐ পূয় রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে পরে তাহাতে জ্বর ও বসন্ত হইবে। এই বসন্ত ও জ্বর আপনা আপনিই ভাল হয়। তবে এই সময় বিশুদ্ধ হইয়া থাকা আবশ্যক। কোন-রূপে অশুচিস্পর্শ-প্রভৃতি অনিষ্টজনক। তাহাতে রোগের বৃদ্ধি হইতে পারে। ৩ মশহরী, চলিত মশারি।

"দংশাংশ্চ মশকাংশ্চৈব বর্ষাকালে নিবারয়েৎ।
মসূরিকাভিঃ প্রাবৃত্য মঞ্চশায়িনমচ্যুতম্ ॥"
(পদ্মপু॰ ক্রিয়াযোগসার ১২ অ॰)

এই রোগের অপরাপর বিবরণ বসন্তরোগ শব্দে বিবৃত হইবে। [বসন্তরোগ দেখ।]

মসূরী (স্ত্রী) মসূর-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মসূরিকা, বসন্তরোগ। ২ ত্রিবৃৎ। ৩ রক্তত্রিবৃৎ। (রাজনি॰)

মসৃণ (ত্রি) মস্যতেতি দীপ্যতে ইতি ঋণু দীপ্তৌ ইগুপধেতি ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ অকর্কশ, স্নিগ্ধ।

"করুণামসৃণৈঃ কটাক্ষপাতৈঃ কুরু মামম্ব কৃতার্থসার্থবাহম্।"
(রঘুবংশটীকারম্ভে মল্লিনাথ)

চলিত চক্‌চকিয়া, যাহার উপরিভাগ এরূপ সমান, যে স্পর্শ করিতে উচ্চ নীচ বোধ হয় না।

মসৃণা (স্ত্রী) মসৃণ-স্ত্রিয়াং টাপ্। উমা, চলিত মসিনা। (মেদিনী)

মস্ক্ গতি। ভ্বাদি॰ আত্ম॰ সক॰ সেট্। লট্ মস্কতে। লোট্ মস্কতাং। লিট্ মমস্কে। লুঙ্ অমস্কিষ্ট। ণিচ্ মস্কয়তি। লুঙ্ অমমস্কৎ। সন্ মিমস্কিষতি, যঙ্ মামস্ক্যতে। যঙ্ লুক্ মামস্কীতি।

মস্ক্ (পারসী) মুষ্ক শব্দজ। মৃগনাভি।

মস্কট, আরবদেশের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী একটী বন্দর। আরবের পূর্ব্বাংশে ওমান্‌-প্রদেশ মধ্যে অবস্থিত। অক্ষাং ২৩° ৩৮´ উঃ, দ্রাঘিঃ ৫৮° ৪০´ পূঃ। এই বন্দরের দক্ষিণ ও পশ্চিমে উচ্চ ভূমি এবং পূর্ব্বদিকে একটী দ্বীপ থাকায় এই বন্দর অতি নিরাপদ্ হইয়াছে। বাণিজ্যপোত নিরাপদে ইহার উত্তর দিক্ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। এই নগরের চারিদিকেই একটী করিয়া দুর্গ আছে; নগরের সন্নিকটে একটী এবং পশ্চিমপার্শ্বে অপর দুইটী অবস্থিত। ইহার চারি দিক্ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। সহরের প্রায় সমুদয় বাড়ীই একতল, কেবলমাত্র পর্ত্তুগীজদিগের কয়েকটী মনোহর দ্বিতল ও ত্রিতল প্রস্তরময় অট্টালিকা দেখা যায়। এইগুলি পারস্যসাগরের সৈকতভূমে নির্ম্মিত। নগরভাগের জল-বহির্গমনের জন্য একটী বড় নর্দ্দমা আছে। বন্দরের মধ্যে বড় বড় জাহাজ নঙ্গর করিবার যথেষ্ট জায়গা আছে।

এই নগর আরবীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থান। এখান হইতে ভারতবর্ষ, সুমাত্রা, মলয়-উপদ্বীপ, লোহিতসাগর, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ইংরাজ ও ফরাসী বণিক্‌গণ পারস্যোপসাগরে বাণিজ্যকালে এই বন্দর হইতে পণ্য দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিত। এতদ্ভিন্ন পারস্যদেশস্থ বন্দর ও আরবদেশস্থ অন্যান্য বন্দরের সহিত এখানকার রীতিমত বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

এখানে বাদাম, পেস্তা, রঞ্জন, হিঙ্গু, গন্ধক, সোরা, গঁদ প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যই প্রধান; এতদ্ভিন্ন কাফি, নারিকেল তৈল, মম, মোটা রেশম, নীল, চিনি, দারুচিনি, মুক্তা, গণ্ডারের শৃঙ্গ, মরিচ প্রভৃতি এখান হইতে নানাস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ উর্ব্বর নহে, কিন্তু শাক সবুজি ফলমূল, মৎস্য প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী বাজারে যথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে। গো, মেষ ও মুরগী অতি সুলভ মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়। অন্য স্থান হইতে যে সমস্ত মাল এই বন্দরে আমদানী হইয়া থাকে, তাহার উপর শতকরা ৪ টাকা অথবা ৫ টাকা হিসাবে শুল্ক আদায় করা হয়, কিন্তু এখান হইতে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরে রপ্তানী হয়, তাহার উপর কোনরূপ শুল্ক গ্রহণ করা হয় না। মস্কটের ৩ মাইল পশ্চিমে মাত্রা নামে আর একটী বড় সহর আছে; এই উভয় সহরে যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটী প্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হইয়াছে।

পর্ত্তুগীজেরা ভারতমহাসাগরে বাণিজ্যার্থ আগমন করিবার পূর্ব্বে মস্কটের বাণিজ্যখ্যাতি সুদূর য়ুরোপে রাষ্ট্র হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণ উক্ত বন্দর অধিকার করিলে পর, এখানকার বাণিজ্যসমৃদ্ধি বিস্তৃত হইতে থাকে এবং এই নগর ক্রমে প্রাচ্য-ভূভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রথমে এই স্থান হরমুজের (Ormuz) শাসনাধীন থাকে, পরে ১৫০৭ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজদলপতি আল্‌বুকার্ক অধিকার করিলেন। ১৬৪৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই নগর পর্ত্তুগীজের অধিকারে থাকে। এই সময়-মধ্যে ধর্ম্মমন্দির, বিদ্যালয় ইত্যাদি নানাপ্রকার অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া নগরের শোভা বৃদ্ধি করে। পর্ত্তুগীজেরা গর্ব্বিত দেশীয় লোকের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করায় এবং তথাকার পণ্যদ্রব্যের উপর অধিক শুল্ক আদায় করায় তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই বিদ্রোহের ফলে পর্ত্তুগীজগণ তথা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

মস্কটের অধিবাসিগণ আরবজাতি। ইহারা জাহাজ-চালন এবং কামান ও বন্দুক ব্যবহারে অতিশয় নিপুণ। পর্ত্তুগীজেরা এদেশ পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তাহারা এরূপ প্রতাপশালী হইয়া উঠিল যে, ভারতবর্ষস্থ য়ুরোপীয় রাজগণ পর্য্যন্ত সশঙ্কিত হইলেন। খৃষ্টীয় ১৭০৭ অব্দে তাহারা পেগুর রাজার নিকট হইতে তথায় জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পাইল। মলবার-তীরস্থ নগরগুলি পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল। পারস্যবাসীর সহিত তাহাদের নিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহাদি চলিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহারা দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ বন্দরে বাণিজ্যের

উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করে। বর্ত্তমান সময়ে এই নগরের বিশেষ সমৃদ্ধি দেখা যায়।

আরবের দক্ষিণ-পূর্ব্ব-তীরবর্ত্তী সমস্ত স্থান এবং আফ্রিকার ডেলগাডো অন্তরীপ হইতে গর্ডাফিউ অন্তরীপ পর্য্যন্ত উপকূলবর্ত্তী সমুদয় রাজ্য মস্কটের ইমামের শাসনাধীন। এতদ্ভিন্ন মফিয়া, জাঞ্জিবার, রেম্বা, সকোট্রা প্রভৃতি দ্বীপও তাঁহার অধীনে ছিল। ইমামের রাজ্যশাসনপ্রণালী স্বেচ্ছাচার-দোষযুক্ত হইলেও প্রজাবর্গের প্রতি বিশেষ কোন কঠোর অত্যাচারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন বিদেশীয় লোক গভীর নিশীথে নির্ব্বিঘ্নে সহরের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। দিবাভাগে ও রাত্রি-কালে রাস্তার উপর দ্রব্যাদি পড়িয়া থাকে, অথচ কেহই উহা স্পর্শ করে না। এখানকার নৌসেনা নিকটবর্ত্তী সমুদয় রাজার সৈন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মস্কট, মস্কটদেশজাত দাড়িম্বভেদ, ইহা আফগান দেশজাত বেদানা অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। বাহ্য আকৃতিতে কোন বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও ফলে আস্বাদ বিভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। সুচতুর বণিক্‌গণ ইহাকে অনেক সময় বেদানা বলিয়া ক্রেতাকে প্রতারিত করিয়া থাকে।

মস্কর (পুং) মস্কতে গচ্ছত্যনেনেতি মস্ক-বাহুলকাদরঃ যদ্বা (মস্করমস্করিণৌ বেণুপরিব্রাজকয়োঃ। পা ৬।১।১৫৪) ইতি সুট্ নিপাত্যতে ইতি কাশিকা। ১ বংশ। (অমর) ২ রন্ধ্রবংশ। (রাজনি॰) ৩ গতি। ৪ জ্ঞান।

মস্কর, প্রাচীন মৌসরি বা মৌখরি জনপদের নামান্তর।

মস্করা (আরবী) ১ গল্পকারক, পরিহাসক, ভণ্ড। ২ পরিহাস।

মস্করা, যুক্ত-(উঃ পঃ) প্রদেশের হামীরপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল ও তাহার সদর। হামীরপুর হইতে ১৬॥০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। মহেশখেরা নাম হইতে বর্ত্তমান নামের উদ্ভব হইয়াছে। এখনও এখানে মহেশের ভগ্ন মন্দিরস্তূপ বিদ্যমান আছে।

মস্করামী (দেশজ) মস্করা শব্দের অপভ্রংশ, ঠাট্টা, তামাসা পরিহাস।

মস্করিন্ (পুং) মস্কতে ইতস্ততো গচ্ছত্যনেনেতি মস্ক-বাহুলকাদর, মস্করো দণ্ডঃ সোঽস্ত্যস্তেতি মস্কর-ইনি, যদ্বা মা কর্ত্তুং কর্ম্ম নিষেদ্ধুং শীলমস্ত (মস্করমস্করিণৌ বেণুপরিব্রাজকয়োঃ। পা ৬।১।১৫৪) ইতি ইনি নিপাত্যতে। ১ ভিক্ষু, চতুর্থ আশ্রমী।

"অধীয়ন্নাত্মবিদ্বিদ্যাং ধারয়ন্ মস্করিব্রতম্।
বদন্ বহ্বঙ্গুলিস্ফোটং ভ্রূক্ষেপঞ্চ বিলোকয়ন্॥" (ভট্টি ৫।৬৩)

২ চন্দ্র।

মস্করিন্, গৌতমসূত্রের জনৈক টীকাকার।

মস্‌জ, স্নান, সশিরস্ক স্নান, তুদাদি॰ পরস্মৈ॰ অক॰ অনিট্। লট্ মজ্জতি। লোট্ মজ্জতু। লিট্ মমজ্জ, মমজ্জতুঃ মমজ্জিথ, মমঙ্‌কথ, মমজ্জিব। লুট্ মঙ্‌ক্তা, লৃট্ মঙ্‌ক্ষ্যতি। লুঙ্ অমাঙ্‌ক্ষীৎ, অমাঙ্‌ক্তাং, অমাঙ্‌ক্ষুঃ। সন্ মিমঙ্‌ক্ষতি। যঙ্ মামজ্জতে। যঙ্‌লুক্ মামঙ্‌ক্তি। ণিচ্ মজ্জয়তি। লুঙ্ অমমজ্জৎ। ভাবে মজ্জ্যতে, অমজ্জি। কৃদন্ত—মজ্জনীয়, মজ্জন, মজ্জ, মজ্জক, মজ্জা, মংষ্টা, মগ্ন, মংষ্টি, মংষ্টুং, মংষ্টব্য, মংষ্ট্রা, সংমজ্জ্য, মজ্জ্য, মজ্জ্যৎ, মঙ্‌ক্ষ্যৎ, মজ্জথু।

নি+মস্‌জ—নিমজ্জন, অত্যন্তাসক্তি, অত্যন্ত সংশ্লেষ।

উৎ+মস্‌জ—উন্মজ্জন, উৎপ্লবন।

মস্‌জিদ্, (জুম্মা বা জামা মস্‌জীদ) মুসলমানদিগের সাধারণ ভজনালয়। মহম্মদ-প্রবর্ত্তিত ইস্‌লাম ধর্ম্মোপাসনায় কর্ম্ম-কাণ্ডের আড়ম্বর না থাকায়, তদ্ধর্ম্মিগণ পূর্ব্বকালে এই ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণে আদৌ যত্ন প্রকাশ করেন নাই। তৎকালে ইহা একটী ক্ষুদ্র কুটীরের ন্যায় ছিল। ক্রমে উদ্দামহৃদয় ধর্ম্মযাজিগণ ভুজবলে ও অর্থবলে বলীয়ান্ হইলে, তাহাদের মধ্যে জাতীয় প্রভিতার প্রতিভূস্বরূপ রাজপ্রাসাদ ও উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই বলবতী আকাঙ্ক্ষা মুসলমানদিগের রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। যখন ইস্‌লাম-সাম্রাজ্য পশ্চিম-য়ুরোপে স্পেন ও আফ্রিকার বর্ব্বররাজ্য এবং পূর্ব্বে ভারত ও ভারতমহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন সেই জয়স্পর্দ্ধী বিজেতৃবৃন্দের উৎসাহে নানা স্থানে বিজাতীয়-রক্তশোষক মুসলমান-দিগের কীর্ত্তিধ্বজা মসজিদ্‌রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ভারতীয় পাঠান ও মোগল এবং তুর্ক, সারাসীন্ প্রভৃতি মুসলমান সুলতান ও সম্রাট্‌গণ ধর্ম্মমন্দির স্থাপন করিয়া যে অক্ষয়-কীর্ত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি জগতে সেই মহা-সমৃদ্ধ মুসলমান-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মোন্মাদকতার পরিচয় দিতেছে। বিজাপুরের জুম্মা মস্‌জিদ ও আগ্রার মতি-মস্‌জিদ ইস্‌লাম-জগতের অতুলনীয়-কীর্ত্তি।

সাধারণতঃ ধর্ম্মসেবা বা ঈশ্বরের পরিচর্য্যার নিমিত্ত মস্‌জিদ মধ্যে যে সকল নির্দ্দিষ্ট স্থান আরোপিত হইয়াছে, নিম্নে প্রথমে তাহারই একটা তালিকা দেওয়া গেল।

ইহার বহিঃপ্রাঙ্গণের (শহ্ন) চতুষ্পার্শ্বে কুলুঙ্গী (লীবান্) পরিসংখ্যাত প্রাচীরশ্রেণী। উক্ত পরিবেষ্টিত স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে 'মীড়ায়া' নামক স্থান। ইস্‌লাম্-দীক্ষিতমাত্রেই দেবারাধনার নিমিত্ত ভজনগানে (নেমাজে) প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, এইখানে দেবোদ্দেশে অভীষ্ট পূজোপকরণাদি স্থাপন করে। মস্‌জিদের যে অংশ মক্কার অভিমুখে থাকে, সেই

অংশে পাকা ছাদযুক্ত গৃহ (মক্‌সুর) নির্ম্মিত হয়। ঐ গৃহতল প্রাঙ্গণ হইতে প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এখানে বসিয়া জনসাধারণে উপাসনা করে। গর্ভগৃহের ঠিক মধ্যস্থলে একটী 'মিহরাব্‌ বা কিব্‌লা' মক্কাভিমুখে স্থাপিত আছে। উহারই অব্যবহিত পার্শ্বে একটী উচ্চ বেদী (মিম্বার)। ঐ মিম্বারের সম্মুখে আর একটী উচ্চ পাটাতন (ডক্ক) থাকে। কখন কখন ধর্ম্মযাজকগণ ঐ পাটাতনে উপবিষ্ট হইয়া ভৌতিক-মন্ত্রাদি আবৃত্তি করিয়া রোগী বা গ্রহক্লিষ্ট ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করে। উহারই পার্শ্বদেশস্থিত আসনসমূহে মোল্লাগণ উপবেশন করিয়া মুসলমান সাধারণকে কোরাণ পাঠ করিয়া শুনান।

মহম্মদের মেদিনা হইতে পলায়নের অর্দ্ধশতাব্দ পরেও মস্‌জিদে চূড়াগৃহ (মাআধিন্‌) নির্ম্মাণের বিধি ছিল না। তৎপরবর্ত্তি-সময় হইতেই মস্‌জিদ্‌-সংলগ্ন এক বা ততোধিক চূড়াগৃহ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দেখা যায়। ঐ চূড়াগৃহের সর্ব্বোচ্চ সোপানে দাঁড়াইয়া 'মোএজ্জিন্‌' উচ্চৈঃস্বরে সাধারণকে আজান (নেমাজ পড়িবার প্রকৃষ্ট সময় জ্ঞাপন) দিয়া থাকে। দিবসে পাঁচবার ও রাত্রিকালে দুইবার মাত্র আজান দিবার নিয়ম। সাধারণতঃ অন্ধ ব্যক্তিকে মোএজ্জিনের কার্য্যে ব্রতী করা হয়, যেহেতু অপর লোকে সেই উচ্চচূড়ে দাঁড়াইয়া প্রতিবেশিনী কুলকামিনীগণের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিতে পারে।

প্রায় সকল মস্‌জিদেই ব্যয়ভারবহনের জন্য ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভূসম্পত্তি ও ধনরত্নাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঐ সম্পত্তি ও রত্নাদি পর্য্যবেক্ষণের জন্য জনৈক নাজির নিযুক্ত থাকেন। ইমাম্‌ ও অন্যান্য কর্ম্মচারি-নিয়োগের ক্ষমতাও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত।

বড় বড় মস্‌জিদে প্রধানতঃ দুইটী করিয়া ইমাম্‌ নিযুক্ত হন। যিনি প্রতি শুক্রবারে ইস্‌লামধর্ম্ম-প্রচারার্থ বক্তৃতা করেন, তিনি খতীব্‌ এবং মিহরাবের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া যিনি কোরাণ পাঠ করেন, তিনি রাতীব্‌ নামে প্রসিদ্ধ। রাতীব্‌কে সাধারণের সহিত একত্র হইয়া ভজনা করিতে হয়। অপর সকলে তাহারই অনুকরণে উপাসনা করে।

ইমাম্‌গণ ধর্ম্মযাজকের কার্য্য করে না। তাহাদের স্বতন্ত্র কার্য্য আছে। বিদ্যাদান, দোকানরক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে তাহারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকেন। সামান্য দোষ দেখিলেই নাজির তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন। পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের ইমাম্‌ উপাধিও নষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন মস্‌জিদের আয় অনুসারে দ্বারবান্‌ ও পরিচারকাদি নিযুক্ত হইয়া থাকে।

মুসলমান রমণীগণের গৃহে থাকিয়া উপাসনা করাই বিধি। কিন্তু কোন কোন মস্‌জিদে তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র উপাসনা-স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল স্থান 'ঝাপ্‌রি' বা পর্দ্দা দিয়া সম্যক্‌রূপে আবৃত; রমণীগণ উহার মধ্যে থাকিয়া ভজনা করিলে, বাহিরের পুরুষমণ্ডলী তাহাদিগকে আদৌ দেখিতে পায় না। মিসররাজ্যের কায়রো-নগরস্থ সিট্টি-জৈনাব মস্‌জিদে এবং জেরুসালেমের আক্‌সা-মস্‌জিদে ইস্‌লামধর্ম্ম-সেবী কামিনীকুলের উপাসনাস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

তুর্ক এবং হানিফ-সম্প্রদায়ী মুসলমানগণ যে মস্‌জিদে উপাসনা করে, তথায় তাহাদের হস্তপদ ও মুখাদি প্রক্ষালনোপযোগী কএকটী তোয়াধার রাখিতে হয়। উহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন নলমুখ-নিঃসৃত জলে শৌচক্রিয়া সমাধা করে। এজন্য প্রায় সেই সকল মস্‌জিদে একটী উচ্চ স্থানে চৌবাচ্ছা গাঁথিয়া জল রাখা হয়। সুন্নী-সম্প্রদায়গণ পুষ্করিণ্যাদির স্থির-জলে আচমনাদি করিতে দ্বিধাবোধ করে না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মুসলমান-ধর্ম্মের প্রাধান্য ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই মস্‌জিদ্‌-নির্ম্মাণের বাহুল্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বাণিজ্যে ও সাম্রাজ্যজয়ে অর্থবান্‌ হইয়া মুসলমান-রাজগণ প্রচুর অর্থব্যয়ে মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঐ সকল ধর্ম্মমন্দিরকে রাজপ্রাসাদ অপেক্ষাও অধিকতর শিল্পসৌষ্ঠবে শোভমান করিতে ত্রুটী করেন নাই। এক একটী মস্‌জিদের মর্ম্মর-প্রস্তরখচিত শিল্পচাতুর্য্য এবং ইবনি ও সোণালিপাতের সমাবেশ দেখিলে, স্বতঃই সেই পুরাতন শিল্পিগণের অদ্ভুতকর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। এককথায় উহার প্রত্যেক খিলান, প্রত্যেক দ্বার, জানালা বা দেউল, এমন কি, গৃহাভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রত্যেক কবাট, পর্দ্দা বা ছাদতলের চাঁদোয়ার কারুকার্য্য কলাবিদ্যার পরিচয়স্থল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জানালার সারসির কাজ এবং রৌপ্যাদিবিমণ্ডিত আলোকদান, যাহা এক সময়ে বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করিয়া সাধারণ্যে প্রচারিত ছিল, এক্ষণে শিল্পের অবনতিহেতু তৎসমুদায় দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। যাহা কালের কঠোর স্রোত হইতে রক্ষা পাইয়া আজিও বিদ্যমান আছে, তাহা স্পর্দ্ধার সহিত প্রাচীন শিল্পের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে।

কোন কোন মস্‌জিদে বহু প্রাচীন কাল হইতে হস্তলিখিত পুথি বহু যত্নের সহিত সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। মরকোরাজ্যের যেফনগরস্থ করুবিন্‌ মস্‌জিদে কোরাণ প্রভৃতি ইস্‌লামধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বহু শাস্ত্রগ্রন্থে সোণা বা রূপার

উজ্জ্বল তক্‌মা ও মখমলাদি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাস্তরণে শোভা পাইতেছে। ঐ পুথিসমূহের মধ্যে দার্শনিক-প্রবর আরিষ্টট্‌ল-প্রণীত প্রাকৃতিক ইতিহাস (Natural History), এবং এভেরোঁ প্রভৃতি বিখ্যাত টীকাকারের গ্রন্থ পাওয়া যায়। কোন কোন পুথি খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দেরও প্রাচীন।

মহম্মদের জন্মভূমি মক্কার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশে ইস্‌লাম-ধর্ম্ম বিস্তৃত হইলে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন সময়ে উপাসনা-মন্দির গঠিত হইয়াছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহারা বাস্তুবিদ্যার প্রণালী কোথাও অনুসরণ করে নাই। হিন্দুর মন্দির এবং খৃষ্টানদিগের গির্জ্জা যেরূপ একই নিয়মে গঠিত হইয়া থাকে, মুসলমানের মস্‌জিদ-নির্ম্মাণের সেরূপ কোন স্বতন্ত্র নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশবিশেষে বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদিগের ধর্ম্মমন্দির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারে গঠিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, উন্মুক্তকৃপাণধারী মুসলমানগণ যখন যে দেশ আক্রমণ ও জয় করিয়াছিল, বিধর্ম্মীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাহারা পরাজিত জাতির উৎকৃষ্ট শিল্পসম্পন্ন অট্টালিকা বা দেবমন্দিরাদি ধ্বস্ত করিয়া তদুপকরণে সেই স্থানে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কখন কখন সামান্য অংশমাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সেই বিজিতজাতির কীর্ত্তি-স্তম্ভ মুসলমানগণের মস্‌জিদে পরিণত হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম-বিস্তারের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। আবার কোথাও কোথাও অট্টালিকাসমূহের মধ্যে পড়িয়া গঠনকার্য্যের সঙ্কীর্ণতা হেতু মস্‌জিদগুলি সাধারণ মস্‌জিদ হইতে বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই হেতু কায়রোনগরের গৃহসংলগ্ন মস্‌জিদ-এবং ভারতবর্ষ ও য়ুরোপীয় তুরুস্কের প্রাচীনতম ধ্বস্ত কীর্ত্তি-গুলির উপাদানে গঠিত মস্‌জিদ্‌গুলি স্বতন্ত্র ধরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন মুসলমানগণ যে যে দেশে এরূপ কোন কীর্ত্তিনাশের সুবিধা পায় নাই, তাহারা ঠিক সেই সেই স্থানে মক্কার মস্‌জিদের অনুরূপ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ভারত হইতে কর্দোভা ও সিরিয়া হইতে মিসররাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে আরবীয় কীর্ত্তির অনুরূপ অনেক মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়। মরুময় আরবদেশে বাস করিয়া মহম্মদের শিষ্যসম্প্রদায় শিল্পশাস্ত্রে বিশেষ অজ্ঞ ছিল। তাই আরবের প্রধানতম মস্‌জিদগুলি এরূপ শিল্প-শূন্য ও সরলভাবে গঠিত। কিন্তু যখন তাহারা বিভিন্ন দেশ জয় করিয়া গ্রীক, রোম ও প্রাচীন ভারতসাম্রাজ্যের কলা-বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শনসমূহ নয়নগোচর করিল, তখন হইতে তাহারা ঈর্ষান্বিত হইয়া জাতীয় গৌরববৃদ্ধির জন্য মস্‌জিদ-গঠনের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিল। মোগলসম্রাট-গণের অধিকারে ভারতীয় মস্‌জিদগুলি বাস্তুশিল্পের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। জেরুসালেম ও দামস্কাসের মস্‌জিদের কাচের 'মোজেক'গুলি প্রাচ্যশিল্পের নিদর্শন বলিয়া প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের বিশেষ আদরণীয়। কিন্তু কেহ কেহ উহাকে বাইজান্টিয়াম্‌বাসী খৃষ্টানদিগের শিল্প বলিয়া কল্পনা করেন।

মক্কা ও মদিনার সরল প্রণালীর অনুকরণে মুসলমান সাম্রাজ্য মধ্যে পূর্ব্বকালে যে সকল মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। প্রাচীন কায়রোর অম্‌র মস্‌জিদ্‌—৬৪২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের শেষভাগে জীর্ণসংস্কার-পূর্ব্বক উহার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

২। টিউনিস্‌ রাজ্যের কৈরাবান্‌স্থ সিদি-ওক্‌বা মস্‌জিদ —৭ম শতাব্দের শেষভাগে নির্ম্মিত।

৩। আল্‌জিরিয়ার বিস্‌ক্রার নিকটবর্ত্তী সিদিওক্‌বা মসজিদ্‌—৬৮৪ খৃষ্টাব্দে।

৪। মরক্কোরাজ্যের ফেজ্‌ নগরস্থ এড্রিস্‌ মস্‌জিদ্‌—৮ম শতাব্দের শেষভাগে।

৫। দামস্কাসের বিখ্যাত মস্‌জিদ্‌—৭০৮ খৃঃ অব্দে। এখানে ৩৯৫-৪০৮ খৃষ্টাব্দে থিওদোসিয়াস্‌ কর্ত্তৃক খৃষ্টানদিগের একটী বাসিলিকা (ধর্ম্মশালা) নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে আরবগণের দামস্কাস নগর অধিকার হইতে ৭০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ব্যাসিলিকা খৃষ্টান ও মুসলমানের ব্যবহার্য্য ছিল। উক্ত বর্ষে খলিফা বলিদ তাহা ভাঙ্গিয়া তৎপরিবর্ত্তে এই মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণ করান।

৬। কর্ডোভার বিখ্যাত মস্‌জিদ—৭৮৪ খৃষ্টাব্দে খলিফা আবদুল-রহমান্‌ কর্ত্তৃক আরব্ধ হইয়া ৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র হিসাম কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। এখন ইহার কতকাংশ খৃষ্টান-গির্জ্জায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

৭। কায়রো (পুরাতন) নগরের অহ্মদ ইব্‌ন্‌-তুলুনের মস্‌জিদ—৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

৮। কায়রো (নব) নগরের অল্‌ অজ্‌হর মসজিদ্‌—৯৭০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এখানকার প্রধান আচার্য্য শেখ-অল্‌- অজহর নামে খ্যাত। ইনি মাসিক প্রায় ১ হাজার টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। এখানে ছাত্রদিগকে কোরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, আয়ুর্ব্বেদ (হাকিমী), ভূগোল ও বীজগণিত প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

৯। প্রাচীন দিল্লীর সুবৃহৎ মস্‌জিদ্‌—১১৯৩ হইতে ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত।

উপরোল্লিখিত মস্‌জিদ্‌গুলি একই সাধারণ প্রণালী

অবলম্বনে গঠিত। এতদ্ভিন্ন মুসলমান অধিকারের মধ্যে আরও বিভিন্ন ধরণের অসংখ্য মস্‌জিদ্‌ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে জেরুসালেমের হরাম্‌-অল্‌-শরিফা, কুব্বেৎ-অল্‌ শক্রা, অল্‌ অক্‌সা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আফ্রিকা মহাদেশে এই শ্রেণীর মস্‌জিদের মধ্যে কায়রো নগরীর মস্‌জিদগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শিল্পসৌন্দর্য্যে পূর্ণ। তন্মধ্যে (১) ১৩৫৬-৫৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত সুলতান হসনের মস্‌জিদ্‌ (২) ১৩২০ খৃঃ অঃ সুলতান কলাউন্‌ নির্ম্মিত মুরিস্থান-কলাউন্‌ মস্‌জিদ (৩) ইব্রাহিম আগা মস্‌জিদ্‌, (৪) ১৩৯৯ খৃঃ অঃ সুলতান বর্‌কুক এবং খলিফাগণের সমাধিমন্দির,(৫) ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান কাইৎবের সমাধি-মন্দির, (৬) কৈরাবানস্থ আবহুল্লা বদিবের সমাধিমন্দির, (৭) আল্‌জিয়ার্স নগরের ১০ম শতাব্দের ও ৎলেম্‌সেনের ১২শ শতাব্দের মস্‌জিদ্‌ প্রভৃতি সাধারণতঃ তত্তৎপ্রতিষ্ঠাতার কবর জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল।

স্পেন রাজ্যের কর্ডোভার নিকটস্থিত জহরার সুবৃহৎ মস্‌জিদ্‌ ৯৪১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। উহা তৎকালের কারুকার্য্য-খচিত। এতদ্ভিন্ন উক্ত রাজ্যের টোলাডোর ক্রষ্টো ডি লা লুজ্‌ প্রভৃতি অনেকগুলি মস্‌জিদ বর্ত্তমানে গির্জ্জায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

পারস্য-রাজ্যে হারুন্‌-অল্‌-রসিদের রাজাকালে যে সকল শোভাময় চারুশিল্পসমন্বিত মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার একটীও সম্প্রতি বিদ্যমান নাই। আর্জ্জেরুম,তাব্রিজ ও ইস্‌ফা-হান্‌ নগরের আধুনিক কীর্ত্তিসমূহ সেই প্রাচীন শিল্পের অংশ-মাত্র রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ১৫৮৫-১৬২৯ খৃষ্টাব্দে শাহ আব্বাস ১ম, নির্ম্মিত 'মস্‌জিদ শাহ' নামক ভজনালয় পারস্য-শিল্পের উন্নতি-পরাকাষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। সুলতান হোসে-নের ১৭৩০ খৃষ্টাব্দের মস্‌জিদে প্রাচীন কলাবিদ্যার অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে সহস্র বৎসরকাল মুসলমান-আধিপত্যে যে সমস্ত মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই সুবৃহৎ এবং শিল্পসৌন্দর্য্যে সমাচ্ছন্ন। বিধর্ম্মী মুসলমানগণের প্রথম ভারত-প্রবেশের সময় যে সকল প্রাচীনতম হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ-মন্দিরাদি যবন কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহারই উপকরণাদি লইয়া বিজেতা যবনরাজগণ মস্‌জিদ্‌ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মনাশ, দেবতা-অপবিত্রীকরণ ও দেবমন্দিরাদি উৎসাদন মুসলমানগণের মূল মন্ত্র ছিল। এরূপ লিখিত আছে যে, প্রাচীন দিল্লীর সুবৃহৎ মস্‌জিদ-নির্ম্মাণকালে (১১৯৬-১২৩৫) দাসরাজগণ প্রায় ২৭টী হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার শিল্পসমন্বিত প্রস্তরফলকগুলি মুসলমান জাতির কীর্ত্তিস্বরূপে উহাতে সংলগ্ন করিয়া যান। এখনও ঐ মস্‌জিদগাত্রে হিন্দু ও মুসলমানচিত্রের অপূর্ব্ব মিশ্রণ বা সমাবেশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আজ-মীরের ১৩শ শতাব্দের মস্‌জিদও ঐরূপ হিন্দুমন্দিরের উপা-দানে গঠিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অহ্মদাবাদ, মাণ্ডু, মালদহ, বিজাপুর, ফতেপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মস্‌জিদ্‌ হিন্দুমন্দিরের উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে গেলে, এক এক স্থানের মস্‌জিদ্‌ লইয়া এক একখানি গ্রন্থ লিখিতে পারা যায়।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে এখানে ফ্লোরেন্স-দেশজাত মর্ম্মর-প্রস্তর আমদানী হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশীয় ভাস্করগণ (Mosaic workers) এখানে আসিতে আরম্ভ করে। মোগল-সম্রাট্‌গণ তখন ভারতের অধীশ্বর। তাঁহারা এই সুন্দর ও সুচিক্কণ মর্ম্মর-প্রস্তর লইয়া প্রভূত ব্যয়ে আগ্রা-নগরীর জগৎ-বিখ্যাত'তাজমহল" ও "মতি-মস্‌জিদ্‌" নির্ম্মাণ করাইয়া জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। [তাজমহল দেখ।]

কাশ্মীর রাজধানী শ্রীনগরে শাহ হামদান-বিনির্ম্মিত একটী কাষ্ঠের মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার স্তম্ভগুলি দেবদারু বৃক্ষ এবং নানা কারুকার্য্য-বিমণ্ডিত।

মস্‌জিদ্‌কুড়, বাঙ্গালার যশোহর জেলার অন্তর্গত একটী স্থান। এখানে একটী প্রাচীন মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত ছিল। উহা এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত হইলেও উহার ৯টী গম্বুজ, চারিকোণে ৪টী চূড়া ও স্তম্ভোপরিস্থ ছাদ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। অনেকে ষাট্‌গম্বুজ-প্রতিষ্ঠাতা খান্‌-জহানকে ইহারও নির্ম্মাতা বলিয়া অনুমান করেন। এই স্থান কপোতাক্ষ-তীরবর্ত্তী চাঁদ-খালি হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ২৮´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ১৯´ ৩০´´ পূঃ। সুন্দরবন কাটিয়া চাষ করিবার সময় এই মস্‌জিদ্‌ বাহির হইয়াছিল। এখান-কার লোকে ঐ মস্‌জিদে পূজা দিয়া থাকে।

মস্‌জেদ্‌ (আরবী) মস্‌জিদ্‌।

মস্ত্‌ (পারসী) ১ বৃহৎ। ২ মত্ত, মদ্যপানযুক্ত। ৩ গর্ব্বিত।

মস্ত (ক্লী) মস্যতে পরিমীয়তে মস্‌ পরিমাণে ক্ত। ১ মস্তক।

"দণ্ডকমণ্ডলুমুণ্ডিতহস্তঃ সুললিততিলকবিভূষিতমস্তঃ।"

(অমর মনুষ্যবর্গ ৯৫, রঘুনাথধৃত শ্লোক)

মস্তক (পুং ক্লী) মস্যতে পরিমীয়তে মস্‌ (ইষ্যশিভ্যাং তকন্‌। উণ্‌ ৩।১৪৮) ইত্যত্র 'বাহুল্যাৎ মস্যতেরপি তকন্‌' ইত্যুজ্জ্বল-দত্তোক্ত্যা তকন্‌। ১ প্রধানাঙ্গ, চলিত মাথা। পর্য্যায়— উত্তমাঙ্গ, শিরস, শীর্ষ, মুণ্ড, শির, বরাঙ্গক, পুণ্ড্র, মৌলি, কপাল, কেশভূ, মস্ত। (রাজনি°)

তন্ত্রমতে মস্তকে অধোমুখ সহস্রদল পদ্ম আছে, এই পদ্মের কর্ণিকায় পরমাত্মা অবস্থিত।*

"ছত্রাকারৈঃ শিরোভিস্তু নৃপা নিম্নশিরা ধনী।
চিপিটৈশ্চ পিতুর্মৃত্যুর্গবাঢ্যাঃ পরিমণ্ডলৈঃ।
ঘটমূর্দ্ধা পাপরুচির্ধনাদৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ॥"(গরুড়পু০৬৬অ০)

মস্তক ছত্রাকার হইলে ধনী, চিপিটাকার হইলে পিতার মৃত্যু এবং গোধনসম্পন্ন এবং ঘটাকার হইলে পাপী ও ধনহীন হইয়া থাকে। ২ অগ্রভাগ। ৩ উচ্চ।

মস্তক, মনুষ্যের ও অপরাপর জীবাদির মুখমণ্ডল-সমাশ্রিত শিরোভাগ অথবা মূল জীবদেহকে আশ্রয় করিয়া কেশমণ্ডিত গ্রীবাসংলগ্ন যে দেহভাগ উর্দ্ধে অবস্থিত আছে, তাহাই মস্তক বলিয়া গণ্য। শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ, দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসা, রসনেন্দ্রিয় জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, কপোল, কপাল প্রভৃতি দেহাংশ এই মস্তকাধারে সংরক্ষিত আছে। এই জন্য মস্তকচ্ছেদ বলিলে মূলদেহ হইতে মস্তকাংশের গ্রীবান্তরাল-বিচ্ছেদকেই বুঝাইয়া থাকে।

মস্তিষ্কই মস্তকের প্রধান উপাদান। মস্তিষ্ক না থাকিলে মস্তকের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কার্য্য চলিত না। এমন কি,সমগ্র জীবদেহই নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকিত। এতন্নিবন্ধন কোন কোন শাস্ত্রকার মস্তিষ্ককেই জ্ঞানের আধার বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। চক্ষু যাহা দর্শন করে, কর্ণ যাহা শ্রবণ করে, জিহ্বা যাহা আস্বাদন করে, মুখ যাহা গ্রাস করে, দন্ত যাহা চর্ব্বণ করে, গলদেশ যাহা অধঃকরণ করে, তৎসমুদায় ব্যাপারই মস্তিষ্কের অনুভূতিসাধ্য। কারণ তত্তদ্‌ব্যাপার মস্তিষ্কে অনুস্যূত না হইলে কখনই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ উপলব্ধি করা যায় না। মস্তকে মস্তিষ্ক থাকাতেই জীবদেহের যাবতীয় ক্রিয়া স্বতঃই অনুপ্রবৃত্ত হইতেছে।

সুশ্রুতাদি বৈদ্যকগ্রন্থে মস্তকের উপাদানভূত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিষয় এইরূপ বলা হইয়াছে,—মস্তকাংশে প্রধানতঃ তিন প্রকার অস্থি দেখা যায়; তন্মধ্যে গণ্ড,তালু,শঙ্খ ও মস্তকে কপাল নামক, দন্তে রুচক নামক এবং চক্ষুকর্ণাদিতে তরুণ নামক অস্থি সন্নিবেশিত আছে। বিভিন্ন স্থানে ঐ অস্থিগুলি বিভিন্ন সংখ্যায় বিরাজিত; যথা—হনুদ্বয়ে—২, দন্তে—৩২, নাসিকায়—৩, তালুতে—১, গালে—২, কর্ণে—২, শঙ্খ (রগে)—২ এবং মস্তকে—৬টী। এই সমস্ত যথাক্রমে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ, যথা;—দন্তমূলসন্ধি ৩২, নাসিকায় ১, নেত্রমণ্ডলে ২, গণ্ডদ্বয়ে ২,কর্ণদ্বয়ে ২, শঙ্খদ্বয়ে ২,হনুসন্ধিদ্বয়ে ২, ভ্রূদ্বয়ের উপরিভাগে দুইদিকে ২, মস্তকের কপালখণ্ডে ৫ এবং মূর্দ্ধদেশে ১টী মাত্র সন্ধি আছে। মস্তক ও কপালের সন্ধিকে তুন্ন-সেবনী বলে। এতদ্ভিন্ন মূর্দ্ধদেশে সর্ব্বসমেত ৩৪টী স্নায়ু এবং হনুদেশে ৮, তালুদেশে ২, জিহ্বায় ১, ওষ্ঠে ২, ঘোণায় ২, চক্ষে ২, গণ্ডে ৪, কর্ণে ২, ললাটে ৪ ও মস্তকে ১টী পেশী আছে। কৃকাটিকা, বিধুর, ফণা, অপাঙ্গ, আবর্ত্ত, শঙ্খ,উৎক্ষেপ, স্থপনী, সীমন্ত, শৃঙ্গাটক, অধিপতি প্রভৃতি মর্ম্ম এবং ৫৬টী শিরা স্কন্ধসন্ধি ও মস্তকের মধ্যদেশে অবস্থিত।

এলোপ্যাথিক-মতানুসারী বর্ত্তমান শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ সকলের সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত না হইলেও, উভয় মতে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। তাঁহারাও নৃকরোটী (Cranium) ও মুখমণ্ডলের সমবেত ফলকে মস্তক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মস্তকের উপরিদেশে ত্বকাবৃত যে করোটী বা কপাল নামক অস্থি ও *Dura mater* নামক সূক্ষ্ম মাতৃকা আছে, তাহা সামান্য কারণেই উত্তেজনা প্রাপ্ত হয়। ঐ সকলের সহিত মস্তিষ্কের সংযোগ থাকায় শীঘ্রই জীবদেহ বিকৃত হইয়া পড়ে। ইন্দ্রলুপ্ত, কাউর, সংন্যাস, মৃগী, উন্মাদ প্রভৃতি রোগ মস্তিষ্কের বিকৃতিহেতু ঘটিয়া থাকে। নিরন্তর সূর্য্যেরউত্তাপে ভ্রমণ হেতু এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ কৃমি জন্য মস্তকে যে সকল রোগ জন্মে, ইংরাজীতে তাহা Injuries of the head নামে খ্যাত। তদ্বিবরণ বৈদ্যকোক্ত শিরোরোগ শব্দে বিবৃত হইয়াছে। [মস্তিষ্ক ও শিরোরোগ দেখ।]

মস্তকজ্বর (পুং) শিরোব্যথা।

"নিশম্য লোকত্রয়মস্তকজ্বরং তমাদিদৈত্যং হরিণা হতং মৃধে।" (ভাগ০ ৮৷৮৷৩৫) 'মস্তকজ্বরং শিরোব্যথাং' (স্বামী)

মস্তকস্নেহ (পুং) মস্তকস্য স্নেহঃ। মস্তকের স্নেহ। শিরোমজ্জা, মস্তিষ্ক। চলিত মাথার ঘি।

'গোদস্তু মস্তকস্নেহো মস্তিষ্কো মস্তলুঙ্গকঃ॥' (হেম)

মস্তকাখ্য (পুং) মস্তকমিতি আখ্যা যস্য। বৃক্ষশিরঃ, গাছের আগ। (শব্দচ০)

মস্তগড়, পঞ্জাবের বশহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী দুর্গ। অক্ষা০ ৩১°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৭° ৩৯´ পূঃ। হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে 'মরাল-কি-কাণ্ড' পর্ব্বতের উত্তরে উচ্চ শৃঙ্গোপরি অবস্থিত। বশহর গোর্খাদিগের অধিকারভুক্ত হইলে এই দুর্গটীও তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯ সহস্র ফিট্ উচ্চ।

* "স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা সোঽহমিতি জীবাত্মানং হৃদয়স্থং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থকুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্নাবর্ত্মনা মূলাধারস্বাধিষ্ঠানমণিপুরানাহতবিশুদ্ধাজ্ঞাখ্যষট্চক্রাণি ভিত্ত্বা শিরোঽবস্থিতাধোমুখসহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গতপরমাত্মনি সংযোজ্য ইত্যাদি।" (তন্ত্রসার)

মস্তদারু (ক্লী) মস্তং মস্তকমিব উচ্চং দারু। দেবদারু। (ভাবপ্র০)

মস্তমূলক (ক্লী) মূলমেব মূল-স্বার্থে কন্, মস্তস্ত মূলকং। শিরোধঃ। চলিত ঘাড়, মস্তকের মূল, মস্তকমূলক।

মস্তকিম্ (আরবী) ১ সরলভাবে দণ্ডায়মান। ২ বিশ্বস্ত।

মস্তকী (ইংরাজী) Mastich শব্দের অপভ্রংশ।

মস্তাইদ্ খাঁ, (মহম্মদ শাকী) সুলতান বাহাদুর শাহের উজীর ইনাতুল্ল খাঁর মুন্সী। ইনি 'ম-আশিরি আলমগিরি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে আলমগির অর্থাৎ অরঙ্গজেবের রাজ্যকালের ঘটনাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। মস্তাইদ খাঁ ৪০ বৎসর কাল বাদশাহের সমভিব্যাহারে থাকিয়া স্বচক্ষে অনেক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। অরঙ্গজেবের উৎসাহেই তিনি পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে ১৭১০ খৃঃ অব্দে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

মস্তাইদ্ খাঁ অরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যবিজয় যথাযথ বর্ণনা করিলেও অনেকস্থানে সত্যের অপলাপ করিয়া বাদশাহের বিপৎপাত সমূহ আদৌ উল্লেখ করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, অরঙ্গজেব স্বীয় রাজত্বের ১০ বৎসর অতীত হইলে পর, গ্রন্থকারদিগকে তাঁহার জীবনেতিহাস কিংবা রাজ্যসম্বন্ধীয় কোন ঘটনা লিখিতে নিষেধ করেন। কিন্তু এই নিষেধসত্বেও মস্তাইদ খাঁ গোপনে দাক্ষিণাত্য বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন।

মস্তাজাব খাঁ, নবাব মস্তাজাব খাঁ বাহাদুর নামে প্রসিদ্ধ। হাফিজ্ রহমৎ খাঁর পুত্র। ইনি "গুলিস্তানী রহমৎ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে মস্তাজাব খাঁ তাঁহার পিতার জীবনচরিত ও রোহিলাবাসী আফ্গানদিগের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন।

মস্তাদ্ (আরবী) ১ প্রস্তুত। ২ উপযুক্ত, পারদর্শী।

মস্তানি (পারসী) ১ মত্তভা। ২ মাদকতা।

মস্তি (স্ত্রী) মস-ক্তিন্। পরিমাণ।

মস্তিষ্ক (ক্লী) মস্তং মস্তকং ইষ্যতি স্বাধারত্বেন প্রাপ্নোতি ইষ গতৌ ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মস্তকভব ঘৃতাকার স্নেহ-পদার্থ, পারসী মগজ, পর্য্যায়—গোর্দ্দ, গোদ, মস্তকস্নেহ, মস্ত-লুঙ্গক। (হেম)

"যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কাজ্জিহ্বায়া বি বৃহামি তে"(ঋক্১০।১৬৩।১)

মস্তকাভ্যন্তরস্থ স্নেহবৎ পদার্থবিশেষ। চলিত কথায় ইহাকে মাথার ঘি, মগজ বা মজক কহে। আমরা নিত্য যাহা আহার করি, পাকস্থলী মধ্যে জীর্ণ হইয়া তাহার কিয়দংশ রসাকার ধারণ করে। ক্রমে ঐ রস শুক্র ও শোণিতে রূপান্তরিত হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধক হয়। ঊর্দ্ধরেতা হইলে ঐ শুক্র অস্থমধ্য দিয়া ক্রমশঃ মস্তিস্কে উপনীত হয় এবং মনুষ্যের স্মৃতি ও ধৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু অনিয়মিত শুক্রক্ষয়ে শরীরের বলহানি ও মস্তিষ্কের শক্তিপুঞ্জের হ্রাস হইতে দেখা যায়। এই কারণে সাধু সন্ন্যাসিগণের ধৃতিশক্তির বৃদ্ধি ও চঞ্চলস্বভাব যুবকগণের মৈথুনাদি দোষে উক্ত শক্তির হ্রাস লক্ষিত হয়।

মেরুদণ্ড ও তৎসংলগ্ন কশেরুকরজ্জু মস্তিষ্কের সহিত ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ শুক্রপথবাহিনী বলিয়া নির্দ্ধারিত থাকায়, মস্তিষ্কের যাবতীয় পীড়া বা বিকৃতি মেরুদণ্ডে সমাশ্রিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের পীড়াসমূহ পরিজ্ঞাত হইতে হইলে, প্রথমে কএকটী সংজ্ঞা জানিয়া রাখা আবশ্যক। মস্তিষ্কের অস্বচ্ছন্দতা উৎপন্ন হইলে যথাক্রমে ভার (Heaviness), স্পন্দন (Throbbing), উত্তাপ (Heat), ঘূর্ণন (vertigo), মেরুদণ্ডের জ্বালা (Burning) ও আকৃষ্টতা (Tightness) অনুভূত হয়।

মস্তিষ্কের ক্রিয়াসম্বন্ধে পরিবর্ত্তন ঘটিলে অনিদ্রা (Insomnia), প্রলাপ (Delirium), নিদ্রাবেশ (Stupor), এবং অচৈতন্য (Coma) প্রভৃতি লক্ষণ সমুপস্থিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহার পীড়ায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়েরও নানারূপ বৈকল্য ঘটিয়া থাকে; যেমন চক্ষু মধ্য হইতে অগ্নিশিখা (Flashes), এবং চক্ষুর সম্মুখে বিবিধ বস্তুর চলাচল (Muscæ Volitantes), কর্ণের ভিতর নানারূপ শব্দানুভব (Tinnitus Aurium), আস্বাদের বিভিন্নতা, স্পর্শশক্তির বৃদ্ধি (Hyperæsthesia) ও খর্ব্বতা (Anæsthesia), এবং ঝিন্‌ঝিনি (Numbness), সুড়্‌সুড়ী (Tickling), চুলকোনা (Itching), পিপীলিকা গমনের ন্যায় স্পর্শ (Formication), বেধবৎ যন্ত্রণা (Pricking), প্রভৃতি স্পর্শশক্তির নানা ব্যতিক্রম (Paræsthesia) উপলব্ধি করা যায়। ইহা ব্যতীত মাংসপেশীসমূহের গতিসম্বন্ধে আরও নানা প্রকার পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে;—১ সামান্য স্পন্দন (Twitching বা Subsultus Tendinum), ২ কম্পন (Tremor), ৩ দৃঢ়তা (Rigidity), ৪ আক্ষেপ (Spasms), ৫ গুরুতর আক্ষেপ (Convulsions) ও ৬ অবশাঙ্গ (Paralysis), এই সকল স্নায়বিক পীড়ায় বৈদ্যুতিক চিকিৎসা বিশেষ উপকারী। যে স্থানে মাংশপেশী অবশ থাকে, তথায় বিরামযুক্ত স্রোত (Magneto-electric) এবং খর্ব্বতা থাকিলে অবিরাম স্রোত (Voltaic) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অবিরাম স্রোত দ্বারা ক্ষয়যুক্ত পেশীর পরিপুষ্টি হইয়া থাকে।

স্নায়ুমণ্ডল ও পেশিসমূহের পীড়া শান্তির নিমিত্ত যে যে ঔষধ সাধারণতঃ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

১। মস্তিষ্কের উত্তেজক ঔষধ—মদিরা, ইথার,ক্লোরোফরম, চা, কাফি, কোকো, হাওসাইমাস্, কর্পূর, চরস, স্বল্পমাত্র অহিফেন, বেলেডোনা, তাম্রকূট, অঙ্গঘর্ষণ ও বৈদ্যুতিক স্রোত প্রভৃতি।

২। মস্তিষ্কের অবসাদক ঔষধ—অহিফেন, মর্ফিয়া, ক্লোরাল্ হাইড্রাস, বিউটিল ক্লোরাল, মদিরা, ইথার, ক্লোরোফরম্, চরস, বেলেডোনা, এট্রোপিয়া, হপ, লেটিউস, হাওসাইমাস্, সল্‌ফোনেল, ব্রমিডিয়া প্রভৃতি।

৩। স্নায়ুশূলে—জেল্‌সিমিয়ম্, ফেনাজোন্ ও এগ্‌জ্যাল্‌জাইন্ অবসাদক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। মজ্জার পীড়ায় ষ্ট্রীক্‌নিয়া ও নক্সভমিকা উত্তেজকরূপে এবং ব্রমাইডস্, ক্লোরাল্‌হাইড্রাস, হাইড্রোসিএনিক্ এসিড্, কর্পূর,নাইট্রেট্ অব্ এমাইল, অহিফেন, মর্ফিয়া, ক্যালেবার বিন্, কোনাএম্, নাইকোটাইন্ ও কুরা প্রভৃতি অবসাদক বলিয়া গণ্য।

৪। স্নায়ুর বলকারক ঔষধ—আর্সেনিক, ফস্ফরস, হাইপোফস্ফাইটস, কুইনাইন্, নক্সভমিকা, ষ্ট্রীক্‌নিয়া, সল্‌ফেট, ভ্যালিরিয়নেট্ অব্ কপার, ক্লোরাইড্ অব্ বেরিয়াম ও গোল্ড।

৫। মেন্থল, থাইমল, ক্লোরাল্ হাইড্রাস, ক্যাম্ফর মিক্শ্চার, কোকেন্, ইথারস্প্রে, ক্লোরোফরম্, অহিফেন, বেলেডোনা ও একোনাইটের লিনিমেণ্ট পীড়াস্থানের ক্ষণিক অবসাদক ও স্নিগ্ধকারক এবং উত্তাপসংস্পর্শ, ঘর্ষণ, মর্দ্দন ও জলধারা প্রভৃতি স্থান উত্তেজক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে।

৬। এমোনিয়া, কার্ব্বনেট অব্ হাইড্রাস্ এমোনিয়া, ব্রমাইডস্, স্পীট, ইথার, ক্লোরোফরম্, ক্লোরাস্, হাইড্রোসিয়েনিক্ এসিড্, পিপারমেণ্ট, ল্যাভেণ্ডার, কাজুপটী ও রু প্রভৃতির তৈল, মেন্থল, কর্পূর, হিং, এমোনাএকম্, গ্যালবেনম্, ভ্যালিরিয়েম্, মৃগনাভি, অহিফেন, মর্ফিয়া, চরস, বেলেডোনা, এট্রোপিয়া, ক্যালেবার বিন্, কোনাএম্, লোবিলিয়া ষ্ট্রেমোনিয়ম প্রভৃতি ঔষধ আক্ষেপনিবারক।

মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, প্রদাহ, আঘাত, অথবা তন্মধ্যে তরল বা দূষিত শোণিতের সঞ্চালন; স্নায়ুশূল রোগ; পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ বা জরায়ুর বিবিধ পীড়া; ম্যালেরিয়াজনিত, অথবা অন্যান্য জ্বর সকলে এবং অনিদ্রা,শিথিলস্বভাব, মনস্তাপ, মানসিক ও শারীরিক অত্যধিক পরিশ্রম, ক্লান্তি, চা, কাফি ও অহিফেন ব্যবহার ও নিরন্তর সুরাপান প্রভৃতি কারণে মস্তিষ্কে বেদনা অনুভূত হয়। উহা শিরোবেদনা বা মাথাব্যথা (Headache বা Cephalalgia) নামে খ্যাত।

রক্তাধিক্য বা রক্তের শূন্যতা-প্রযুক্ত মস্তিষ্কের কোন পীড়া হইলে, অথবা অজীর্ণ কিংবা পিত্তাধিক্য হেতু শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে, কারণানুসারে এই রোগগুলি যথাক্রমে কঞ্জেষ্টিভ্ এনিমিক্, নার্ভাস, ডিস্পেপ্‌টীক্ ও বিলিয়াস্ হেডেক্ নামে অভিহিত।

মস্তিষ্কের বেদনা ক্ষণিক, দীর্ঘকালস্থায়ী, স্পন্দনযুক্ত, কনকনে বেদনাবৎ, উত্তাপ ও ভারযুক্ত প্রভৃতি ভাববিশিষ্ট হইয়া থাকে। কাফি, আলোক, শব্দ ও খাদ্যবিশেষের ব্যবহার হেতু ইহার হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। কখন কখন এই বেদনা এক বা উভয় পার্শ্বব্যাপী হয় এবং কখন কখন উহা একটী বিশেষ স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে।

শিরোঘূর্ণন বা মেনিয়ার্শ ডিজিজ্—স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ ও সেরিবেলমের ক্রিয়া সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত না হইলে এই ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত জানিতে হইবে। মস্তিষ্কের পীড়া, মাদকাদি সেবন, মানসিক পরিশ্রম, ম্যালেরিয়া জ্বর, মূত্রযন্ত্রের পীড়া এবং মস্তিষ্ক ক্ষীণ হইলে এই পীড়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

অডিটরি ও ভেগস-নার্ভ কর্ণের সেমিসিউনার কেনালের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া মেডুলা অব্‌লঙ্গেটা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; সুতরাং উক্ত কেনালের পীড়ায় মেডুলা অব্‌লঙ্গাটা ও সেরিবেলম্ আকৃষ্ট হওয়ায় তাহাদের ক্রিয়া-বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। শিরোঘূর্ণনকালে রোগীর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে, সে কখন সমভাবে বিচরণ করিতে পারে না। মনে করে যেন, ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছে।

মস্তিষ্কের সকল পীড়ায়, গর্ভ ও উদরের পীড়াজনিত প্রত্যাবর্ত্তনিক ব্যাধি সমূহে, বেলেডোনা দ্বারা শরীর বিষাক্ত হইলে এবং ইউরিমিয়া, ডায়বিটিস, জণ্ডিস্ ও ডিলিরিয়ম ট্রিমেন্স প্রভৃতি রোগে মস্তিষ্কের বিকারহেতু প্রলাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রলাপ কখন প্রবল (furious) কখন বা মৃদু (low muttering) হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী কখন উচ্চৈঃস্বরে কখন বা অস্পষ্ট মৃদু অসঙ্গত বাক্য-প্রয়োগ করে। সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা ও ওষ্ঠের স্পন্দন দেখা যায়। সামান্য ভ্রম হইতে ক্রমে বাক্যের জড়তা ও অস্পষ্টতা আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগী মধ্যে মধ্যে জ্ঞানের কথা কহিলেও তাহার শয্যাত্যাগবাঞ্ছা স্বতঃই প্রবল থাকে।

সন্ন্যাস, ইউরিমিয়া ও বহুমূত্ররোগে মস্তিষ্ক মধ্যে রক্তাধিক্য ও রক্তশূন্য হইলে মদিরা, অহিফেন, বেলেডোনা, প্রুসিক এসিড্, ক্লোরোফরম্ বা কার্ব্বনিক্ অক্সাইড্ দ্বারা শরীর বিষাক্ত হইলে এবং আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রের বিদারণ ঘটিলে বা মূর্চ্ছা; মনস্তাপ, আতপাঘাত বা বজ্রাঘাত হইলে ক্ষীণমস্তিষ্ক

রোগীর বাহ্যবস্তুর জ্ঞান, স্পর্শ, বাক্যোচ্চারণ ও গমনাগমন-শক্তির লোপ পায়। ইহাকে Stupor বা Coma বলে।

শিথিলস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মাদক দ্রব্য ব্যবহারের পর, শীতলতা ও উত্তাপ অতি ভোজন, দেহমধ্যে রক্তাধিক্য বা রক্তশূন্যতা, জনতা, দূষিত বায়ুসেবন, এল্‌বুমিনিউরিয়া ও জণ্ডিস্ (ন্যাবা) রোগ, বিকারযুক্ত জ্বর এবং অভুক্ত অবস্থায় নিদ্রাগমন প্রভৃতি কারণে মস্তিষ্কের বিকৃতি হেতু নিদ্রাকর্ষণ-(Somnolence) রোগ এবং জ্বরে, ক্ষিপ্তাবস্থায়, চা বা কাফি সেবনের পর, ডিলিরিয়াম্ ট্রিমেন্সে, ধনুষ্টঙ্কারে, জলাতঙ্কে, মেনিঞ্জাইটিস পীড়ায় ও গর্ভাবস্থায় স্বভাবতঃ অনিদ্রা (Insomnia) রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের উষ্ণতা, রক্তাধিক্য ও রক্তশূন্যতা ইহার একমাত্র কারণ।

কোন কোন রোগী রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় স্থানান্তরে গমন ও অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্ম সম্পন্ন করে। নিদ্রাভঙ্গের পর তাহাদের আর কিছুই স্মরণ থাকে না। যৌবনকালে অতিভোজন, অতিশয় মনস্তাপ ও অত্যন্ত পাঠনিবন্ধন মস্তিষ্ক একরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন হয়। ইহাকে Somnambulism কহে।

মস্তিষ্কে আঘাত, রক্তাধিক্য বা দূষিত রক্তের সঞ্চালন হইলে পেশীর সঙ্কোচন বা আক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হয়। বারংবার আক্ষেপ হইলে শ্বাসপ্রশ্বাস ও মস্তিষ্ক মধ্যে রক্ত গমনাগমন সম্বন্ধে নানারূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। কখন কখন ইহা হইতে অবশতা এবং দর্শন, ঘ্রাণ, শ্রবণ, বাক্যোচ্চারণ ও স্মরণশক্তির হীনতা জন্মিতে দেখা যায়।

মানসিক শক্তির হ্রাস, কিংবা জিহ্বা প্রভৃতি বাগিন্দ্রিয় পেশীর হীনতা জন্য জড়তা জন্মিলে এফেসিয়া (Aphasia) নামক রোগের উৎপত্তি হয়। শরীরের দক্ষিণপার্শ্বে হেমিপ্লিজিয়া বা প্যারালিটিক ষ্ট্রোক্ হইলে প্রায়ই এফেসিয়া বর্ত্তমান থাকে। মস্তিষ্কের বাম কর্ণপালির (Lobe) অগ্রভাগে (যে সকল অংশ লেফ্‌ট মিডল্ আর্টারি দ্বারা পরিপোষিত) কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে এই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এফিমিয়া (Aphemia) বা বাক্যের লোপ—সাধারণতঃ কর্পোরা ষ্ট্রায়েটমের নিম্ন পর্য্যন্ত কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে বাক্যরোধ হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে রোগী এককালে বাক্‌শক্তি হারাইয়া থাকে। মৃগী বা সন্ন্যাস রোগের পর প্রায় এই রোগ জন্মিতে দেখা যায়। স্মরণশক্তির হ্রাস (Amnesia) হইলে রোগী এক কথার পরিবর্ত্তে অন্য কথার উত্থাপন করে, কখন কখন ব্যক্তি বা স্থানবিশেষের নাম ভুলিয়া যায়। কোন লেখা দেখিয়া লিখিতে পারে বটে, কিন্তু কি লিখিল, তাহা স্মরণ করিতে সমর্থ হয় না।

মানসিক প্রকৃতির এতাদৃশ বৈলক্ষণ্য হেতু স্থলবিশেষে এককালে অবশতা ও বুদ্ধিশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। ক্রমে স্মরণ-শক্তির হ্রাস ও পরে ডিমেন্সিয়ার (জড়তা) লক্ষণ প্রকাশ পায়। অগ্রে জিহ্বাই অবসন্ন হইতে আরম্ভ হয়। কনীনিকাদ্বয় অসমানভাবে প্রসারিত থাকে, কখন কখন তাহাতে অপাঙ্গদৃষ্টি (Squinting) ও অক্ষিপুটপাত (Ptosis) বিদ্যমান থাকে। এই সময় রোগী চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সে যেন চলিতে অশক্ত এইরূপ ভাব প্রকাশ করে। গমনকালে রোগীকে অন্যদিকে চলিতে বলিলে, সে মাতালের ন্যায় অস্থির ভাবে পাদক্ষেপণ করিতে থাকে। রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাক্ ও চলৎশক্তির হীনতা, বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস, সঙ্কোচক পেশীগুলির অবশতা, কনীনিকার প্রসারণ এবং হস্ত ও পদে প্রত্যাবর্ত্তনিক স্পন্দন হয়। শেষাবস্থায় রোগীর মুখমণ্ডল আকুঞ্চিত, ম্লান ও নিরাশ্রয় ভাবাপন্ন দেখা যায়। মস্তকের উত্তাপ স্বাভাবিক হইতে অধিক, কিন্তু সমগ্র শরীরের তাপ কম বলিয়া বোধ হয়। ইহাকে ক্ষিপ্তাবস্থায় অবসন্নতা (General paralysis of the insane) বলা যায়।

মস্তিষ্ক ও মজ্জার বৈধানিক পীড়ানিবন্ধন হেমিপ্লিজিয়া রোগের উৎপত্তি হয়। অন্যান্য ব্যাধিতে মস্তিষ্কক্রিয়ার ভাবান্তর জন্যও এই রোগ জন্মিতে পারে। মৃগী, কোরিয়া, হিষ্টিরিয়া ও উপদংশ রোগ এই পীড়ার অন্যতম কারণ।

মস্তিষ্কের শুভ্রবিধানের কোমলতা, কিংবা তন্মধ্যে সামান্যরূপ শোণিত পিণ্ড উৎপন্ন হইলে পীড়া আরম্ভকালে রোগীর জ্ঞান থাকে, কিন্তু অধিক রক্তস্রাব হইলে রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই রোগেও সময় সময় আক্ষেপ, অবশতা, বাক্‌শক্তি-হীনতা, স্মরণশক্তির হ্রাস প্রভৃতি পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পায়।

মস্তিষ্কের দক্ষিণপার্শ্বে রক্তস্রাব হইলে উহার বামবার্শ্ব অনুলম্বভাবে অবশ হইয়া পড়ে এবং মস্তক ও উভয় চক্ষু দক্ষিণদিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। মস্তিষ্ক অথবা উহার মেনিঞ্জিস্ মধ্যে অধিক রক্তস্রাব হইলে হস্তপদের অবশতার সহিত দৃঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের কোমলতা হেতু হেমিপ্লিজিয়ার হস্তপদের পেশীর শিথিলতা দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন স্পর্শশক্তির হীনতা (Anæsthesis) স্পর্শশক্তির বৃদ্ধি, (Hyperæsthesia), শিরঃশূল (Tic-douloureux), অর্দ্ধশিরঃশূল (Hemicrania), মৃগীরোগ (Epilepsy, Epilepsia Mitior ও Epilepsia Gravior), এবং হিষ্টিরিয়া (Hysteria), হিষ্টেরিকেল্ ফিট্ (Hysterical fits), প্রভৃতি রোগে মস্তিষ্কক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু আক্ষেপাদিও উৎপন্ন হইয়া থাকে। [তত্তদ্রোগ শব্দে দেখ।]

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মনুষ্যমাত্রেই প্রায় মস্তিষ্কের প্রদাহ (Phrenitis বা Inflammation of the brain) রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। কামুক, নিরন্তর পাঠে রত, অথবা স্নায়বিক-দুর্ব্বলতাগ্রস্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ যাহাদের স্নায়ুমণ্ডলী স্বভাবতঃ উত্তেজিত হইয়া উঠে, এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিমাত্রেই এই রোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। বৃথা রাত্রিজাগরণ—বিশেষতঃ পাঠাভ্যাস লইয়া এবং অত্যধিক মদ্যপান, ক্রোধ, দুঃখ ও চিন্তা, অর্শ হইতে রক্তস্রাব এবং রমণীদিগের নিয়মিত আর্ত্তবস্রাবনিরোধ প্রভৃতি কারণেও এই রোগ জন্মিতে পারে। নির্বুদ্ধিতাবশতঃ অনাচ্ছাদিত স্থানে রৌদ্রে শুইয়া থাকিলে কখন কখন প্রলাপের সহিত মস্তিষ্কের প্রদাহ আসিয়া দেখা দেয়। এতদ্ভিন্ন মস্তকে দারুণ আঘাত লাগিলেও বহিঃক্ষত হইতে আভ্যন্তরিক প্রদাহের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মস্তিষ্কের প্রকৃত প্রদাহ আসিবার পূর্ব্বে, প্রথমে শিরোদেশে বেদনা, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ রক্তাভ ও থম্‌থমে ভাবযুক্ত, স্বল্পনিদ্রা বা অনিদ্রা, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক, মলরোধ, মূত্রকৃচ্ছ্র, নাসিকা হইতে অল্প অল্প রক্তক্ষরণ, কর্ণবিবরে সর্ব্বদা সঙ্গীত ধ্বনিবৎ শব্দের অনুভব ও স্পর্শশক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যখন প্রদাহ বিকাশ পায়, তখন সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রবল দাহজ্বরের ন্যায় জ্বলিতে থাকে। নাড়ীর গতি ক্রমশঃই ক্ষীণ ও দৃঢ় এবং বৈষম্যভাবাপন্ন হয়। কিন্তু যখন দৃঢ়মাতৃকা (dura mater) ও কোমল মাতৃকা (Pia mater) আক্রান্ত হয়, তখন ইহা কঠিন হইয়া আইসে। তখন রোগী নিয়ত দ্রুতগামী শব্দ পরম্পরার ন্যায় শব্দ অনুভব করে। তাহার রগ, ঘাড় প্রভৃতি স্থানের শিরা সকল ধক্ ধক্ করিতে থাকে। পিপাসা না থাকিলেও তাহার জিহ্বা সর্ব্বদা শুষ্ক ও পাংশুবর্ণবৎ দেখা যায়। তাহার চিত্তে পূর্ব্বে যে সকল বস্তু বা ঘটনা বিশেষের ছায়া অঙ্কিত ছিল, মন সততই তত্তদ্বিষয়ে ধাবিত হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অসম্বদ্ধ বাক্যালাপ ও বাক্‌শক্তিরাহিত্য আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার পর রোগী ক্রমশঃই বিকারাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করে।

এরূপ অবস্থায় যদি কণ্ডার (Tendons) সমূহ ঘন ঘন নাচিতে থাকে, তাহা হইলে রোগ দুরারোগ্য হইয়া পড়ে। ইহার উপর মূত্ররোধ, অনিদ্রা, নিষ্ঠীবনত্যাগ, দন্তঘর্ষণ ও আক্ষেপাদির সূচনা দেখা দিলে, অথবা ঐ প্রদাহ ক্রমশঃ ফুস্‌ফুসে, অন্ত্রসমূহে ও গলদেশে পরিব্যাপ্ত হইলে রোগোপশম অসাধ্য জানিতে হইবে; কিন্তু যদি ঘর্ম্ম-নিঃসরণ, নাসা বা অর্শ দিয়া প্রভৃত রক্তস্রাব, রমণীর আর্ত্তবক্ষরণ, অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ বা মলত্যাগ হইলে প্রদাহের উপশম হইবার অধিক সম্ভাবনা।

অতি অল্পদিনে রোগ সাংঘাতিক হইয়া পড়ে বলিয়া সত্বর ইহার প্রতীকার করা আবশ্যক। প্রথমে তাচ্ছিল্য করিলে অথবা বিসদৃশ চিকিৎসায় ফলে এই রোগ হইতে ক্রমে উন্মাদরোগ জন্মে। কখন কখন বা রোগী অবশিষ্ট জীবনের জন্য নির্ব্বোধ বা বাক্‌শূন্য হইয়া যায়। এতদুভয়ের প্রতিবিধান জন্য রোগীর মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য অপনয়ন করা আবশ্যক এবং যাহাতে মস্তকে অধিক রক্ত চলাচল করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

এরূপ হইলে রোগীকে সর্ব্বদা নিশ্চেষ্ট ও শান্তভাবে নির্জ্জন স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। কারণ বহুলোকের সহিত একত্র থাকিলে উপর্য্যুপরি শব্দের ঘাত-প্রতিঘাতে, চিন্তাস্রোতের ব্যাঘাতে বা ইন্দ্রিয়াদির উত্তেজনায় রোগের বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। রোগীর গৃহে অত্যধিক আলোকও বিশেষ হানিজনক। এরূপ রোগীর পক্ষে ঈষৎ অন্ধকারবিশিষ্ট নাতিশীতোষ্ণ স্থানই বিশেষ উপকারপ্রদ। কিন্তু যদি রোগীর মনোমত বন্ধু পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত বাক্যালাপে রোগীর মানসিক দুর্ব্বলতার অনেক লাঘব হইতে পারে, আবার নির্জ্জন অন্ধকারাবৃত স্থানে অধিক সময় থাকিলে বিষাদোন্মত্ততা (Melancholia) আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে।

এরূপ রোগীর কথার বিপরীতে কোন কার্য্যই করিবে না। যদি রোগী কখনও কোন অসম্ভব বিষয়ের অবতারণা করে অথবা দুষ্প্রাপ্য দুর্ম্মূল্য বস্তু প্রাপ্তির বাসনা করে, তাহা হইলে ছলে ভুলাইয়া বা তোষামোদ করিয়া তাহার মনস্তুষ্টি করিবে; যেহেতু তাহার মতের বিপরীতে কোন কথা বলিলে প্রদাহের বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়া মন্দ ফল আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। এক কথায় যাহা সে ভালবাসে এবং যাহা তাহার স্বাস্থ্যের বিশেষ হানিকর হইবে না এবং মধুর গীত, মনোহর গল্প প্রভৃতি বিষয় যাহা চিত্ত সংযত করিয়া মানসিক চিন্তা অপনোদন করিতে পারে, এরূপ বিষয়ে তাহাকে সতত নিবিষ্ট রাখিবে।

ডাঃ বোয়ারহেড্ বলেন, কোন জলপূর্ণ পাত্রে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জলনিক্ষেপপূর্ব্বক রোগীকে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করাইলে চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন অনেক সময় সুফল লাভ হইয়া থাকে। ঐরূপ কোন নিম্ন-মধুর সুরলহরীতে রোগীর চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারিলে নিদ্রাকর্ষণও হইতে পারে।

এরূপ অবস্থায় রোগীকে লঘুপথ্য দেওয়াই বিধেয়। কারণ গুরুপাকে উদরাধ্মান হইয়া রোগীর মস্তিষ্ক পুনরায় বিকৃত হইতে পারে। নেবুর রস, পানিফল, পাকাফল, ভাল আঙ্গুর প্রভৃতি সুখশীতল ফল এবং জলবার্লি বা তেঁতুল ও বার্লি সিদ্ধ খাইতে দিবে। লঘু আহার্য্যমাত্রই হিতপ্রদ।

এই রোগে নাসা দিয়া রক্তস্রাব, ঘাড়ের শিরচ্ছেদ (ফস্ত-খোলা), ও রগে জোঁক বসাইয়া রক্তশোষণ ভিন্ন বিশেষ হিত-প্রদ কোন ঔষধ দেখা যায় না। নিরন্তর শিরা বা ধমনী হইতে রক্তস্রাব অসম্ভব; সুতরাং একমাত্র নাসারন্ধ্রে কচি ঘাস বা খড় পুরিয়া ঘুরাইলে অল্প অল্প রক্তস্রাব হইতে পারে। রোগী মস্তিষ্কের যে স্থানে অধিক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে, ঠিক সেই স্থলে জোঁক লাগাইলে আশু উপকার দর্শে। রোগীর যদি অর্শ থাকে, তাহা হইলে যে উপায়েই হউক, তাহার বলি দিয়া রক্ত নিঃসারিত করিবে। বহির্বলি হইলে তাহাতে জোঁক লাগাইবে। অন্তর্বলি হইলে সেইরূপ ঔষধ দ্বারা বস্তি-প্রয়োগ করিবে অথবা মধু, মুসব্বর বা ঘৃতকুমারী ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। স্ত্রীলোকের আর্ত্তবরুদ্ধ হইলে তাহার নিয়মিত স্রাবের জন্য যথাবিহিত উপায় অব-লম্বন করিবে।

রোগীকে কখন বস্ত্রাবৃত রাখিবে না। রোগী বাহিরের শীতল বায়ুতে শ্বাসপ্রশ্বাস লইয়া যতদূর মস্তিষ্ককে শীতল রাখিতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে। শিরোমুণ্ডন করিয়া তাহাতে ভিনিগার ও গোলাপ-জল যথারীতি মর্দ্দন করিবে, ঐ জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া মাথায় ও রগে রাখিবে। বরফ-মিশ্রিত শীতল জলের পটীও বিশেষ উপকারক। ঈষদুষ্ণ জলে রোগীর পদদ্বয় ধৌত করিবে। কারণ ইহাতে উদ্বেগ নিবারিত হইয়া মস্তিষ্কের প্রদাহ অনেক উপশমিত হয়। ঐরূপে পদদ্বয়ে দুগ্ধ ও রুটীর পুলটিস্ ঘন ঘন দেওয়া আব-শ্যক। যদি ইহাতেও রোগ উপশমিত না হয়, তাহা হইলে ঘাড়ে ও মস্তকে ব্লিষ্টার দেওয়া কর্ত্তব্য।

মস্তু (ক্লী) মস্যতি পরিণমতীতি মস্-(সিতনিগমিমসিসচ্য-বিধাঞ্-ক্রুশিভ্যস্তুন্। উণ্ ১।৭০) ইতি তুন্। দধিভবমণ্ড, চলিত দধির মাত। পর্য্যায়—দধিজল। দধি যে পরিমাণ, তাহাতে ইহার দ্বিগুণ জল দিতে হইবে, পরে ইহা আলোড়ন করিয়া লইলে তাহাকে মস্তু কহে, ইহাকে ঘোল বলা যাইতে পারে। ইহার গুণ—উষ্ণ ও অম্ল, রুচিকর, পিত্তবর্দ্ধক, শ্রম-নাশক, বলকর, তৃষ্ণা, উদরী, প্লীহা ও অর্শরোগনাশক, স্রোতঃশুদ্ধিকর, কফ ও বায়ুনাশক। বিষ্টম্ভ, শূল, পাণ্ডু শ্বাস, বিকার ও গুল্মরোগে উপকারী এবং লঘু। (রাজনি০)

"মস্তু ক্লমহরং বল্যং লঘুভুক্তাভিলাষকৃৎ।
স্রোতোবিশোধনং হ্লাদিকফতৃষ্ণাবিলাপহম্।
অবৃষ্যং প্রীণনং শীঘ্রং ভিনত্তি মলসংগ্রহম্॥" (ভাবপ্র০)

মস্তুলুঙ্গ (পুং) মস্তু ইব লিঙ্গং সাদৃশ্যমস্য, পৃষোদরাদিত্বাৎ ইকারস্ত উকারঃ। মস্তিষ্ক। (ত্রিকা০)

মস্তুলুঙ্গক (পুং) মস্তুলুঙ্গ-স্বার্থে কন্। মস্তিষ্ক। (হেম)

মস্নদ-আলা-আদিল খাঁ, আসীর ও বুরহানপুরের শাসন-কর্ত্তা। সুলতান ২য় মুজাফরের জামাতা।

মস্নদ-আলি-ফতে-খাঁ, ইস্লাম শাহের জনৈক সভাসদ্। পরে ইনি সম্রাট্ অকবর বাদশাহের কর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত হন। ৯৮০ হিজিরায় নগরকোট অবরোধকালে ইনি হোসেন কুলি খাঁ জহানের অধীনে গমন করেন। তবকৎ পাঠে জানা যায়, ইনি ২ হাজারী সেনানায়ক ছিলেন।

মহ, পূজা। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ মহতি। লোট্ মহতু। লিট্ মমাহ মেহতুঃ মেহুঃ। লুঙ্ অমহীৎ। সন্ মিমহি-ষতি। যঙ্ মামহ্যতে। যঙ্লুক্ মামহীতি। ণিচ্ মহয়তি, লুঙ্ অমীমহৎ। পূজা-অর্থে অদন্তচুরাদি 'মহ' ধাতু আছে।

মহ, বৃদ্ধি। ভ্বাদি০ আত্মনে০ অক০ সেট্। ইদিৎ। লট্ মংহতে। লোট্ মংহতাং। লুঙ্ অমংহিষ্ট।

মহ (পুং) মহ্যতে পূজ্যতেঽস্মিন্নিতি মহ-(পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮) ইতি ঘ, যদ্বা মহ-অচ্ (উণ্ ৪।১৮৮) ১ উৎসব।

"ন খলু দূরগতোঽপ্যতিবর্ত্ততে মহমসাবিতি বন্ধুতয়োদিতৈঃ।"
(মাঘ ৬।১৯)

মহতে পূজ্যতে ইতি। ২ তেজ। (মেদিনী) ৩ যজ্ঞ। (শব্দর০)
"তস্মাৎ প্রাবৃষি রাজানঃ সর্ব্বে শক্রং মুদা যুতাঃ।
মহৈঃ সুরেশমর্চ্চন্তি বয়মন্যে চ মানবাঃ॥" (হরিব০ ৭১।১৮)
৪ মহিষ। (হেম) (ত্রি) ৫ মহৎ।

"মহে রণতে নাম্ভং ত্বং" (ঋক্ ১০।৯১।৮) 'মহে মহতি'(সায়ণ)

মহক (পুং) ১ মহৎ ব্যক্তি। ২ কচ্ছপ। ৩ বিষ্ণু।

মহকুমা (দেশজ) উপবিভাগ। (Sub-division)

মহস্ক (পুং) মহঃ কায়তি প্রকাশয়তীতি মহস্ কৈ-ক, পৃষো-দরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বহুলামোদ। (জটাধর)

মহৎ (ত্রি) মহ্যতে পূজ্যতেঽসৌ ইতি মহ (বর্ত্তমানে পৃষদ্-বৃহন্মহজ্জগচ্ছতৃবচ্চ। উণ্ ২।৮৪) ইতি অতি নিপাত্যতে। বৃহৎ, বড়, প্রবল, অধিক, অনেক। পর্য্যায়—বিশঙ্কট, পৃথু, বৃহৎ, বিশাল, পৃথুল, বড়, উরু, বিপুল, পুল, বিস্তীর্ণ। (শব্দরত্না০)

বৈদিক পর্য্যায়—ব্রধ্ন, ঋষ, বৃহৎ, উক্ষিত, তবস্, তবিষ, মহিষ, অভ্ব, ঋভুক্ষা, উক্ষা, ভিহায়স্, যহ্ব, ববক্ষিথ, বিবক্ষসে,

অম্ভৃণ, মাহিণ, গভীর, ককুহ, রভস, ব্রাধন, বিরপ্শী, অদ্ভুত, বংহিষ্ঠ, বর্হিষৎ। এই ২৫টী বৈদিক পর্য্যায়। (বেদনি° ৩অ°)

২ প্রকৃতির আদি বিকারের নাম মহৎ।

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্ম্মহান্, মহতোঽহঙ্কারঃ" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সমানাবস্থার নাম প্রকৃতি। যখন প্রকৃতির বিকার উপস্থিত হয়, তখন এই গুণত্রয়ে বিরূপপরিণামে মহতের উৎপত্তি। এই মহৎ হইতেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। [মহতত্ত্ব শব্দ দেখ।]

শঙ্খাদি-শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দ প্রয়োগ করিতে নাই।

"শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে।
যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে ॥"

(ভট্টি ১।৪ শ্লোক-টীকা ভরত)

শঙ্খ, তৈল, মাংস, বৈদ্য, জ্যোতিষিক, দ্বিজ, যাত্রা, পথ ও নিদ্রা এই সকল শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দের প্রয়োগ করিতে নাই।

৩ রাজ্য। (মেদিনী) "অথ যদি মহজ্জিগমিষেদমাবস্যায়াং দীক্ষিতা পৌর্ণমাস্যাঃ" (ছান্দোগ্য উপ° ৩।৩১২।৪৪)

৪ ব্রহ্ম। একমাত্র ব্রহ্মই মহৎ শব্দের অভিধেয়।

"শ্রুতেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি তপসা বিন্দতে মহৎ।"

(ভারত ৩।৩১২।৪৪)

৫ উদক, জল। (নিঘণ্টু)

মহতাব বাগ, যমুনাতীরবর্ত্তী একটী সুরম্য উদ্যান। মোগল-সম্রাট্ শাহ জহান এই স্থানে একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ এই স্থানে সমাধিকৃত হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্র আলমগীর ঐ অট্টালিকার উৎকৃষ্ট সমস্ত উপকরণ স্থানান্তরে লইয়া যান। ইহার অবশিষ্টাংশ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

মহতী (স্ত্রী) মহৎ-ঙীষ্। ১ বল্লকীভেদ। (মেদিনী) ২ নারদের বীণার নাম মহতী।

"স্ফুটীভবদ্ গ্রামবিশেষমূর্চ্ছনা-
মবেক্ষমাণং মহতীং মুহুর্মুহুঃ।" (শিশুপালবধ ১।১০)

বৃহৎপ্রমাণা। (অমরটীকা ভরত) ২ বৃহতী। ৩ বার্ত্তাকী। (রাজনি°) ৪ কুশদ্বীপস্থ নদীবিশেষ।

"মহতী সপ্তমী প্রোক্তা পুনশ্চৈষা ধৃতিঃ স্মৃতা।
অন্যাস্তাভ্যোঽপি সঞ্জাতা শতশোঽথ সহস্রশঃ॥"

(মৎস্যপুরাণ ১১৩।২৩)

৫ পারিপাত্রপর্ব্বত হইতে নির্গত নদীভেদ।

[মৎস্যপুরাণ ১১৩।২৩]

মহতীদ্বাদশী (স্ত্রী) মহতীতি খ্যাতা। দ্বাদশী, মধ্যপদলোপি-কর্ম্মধা°। শ্রাবণদ্বাদশী।

"মাসি ভাদ্রপদে শুক্লে দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহতীদ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা ॥"

(গরুড়পু° ১৪১ অ°)

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীর দিন যদি শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে এই দিনের নাম মহতীদ্বাদশী, এই দ্বাদশী অতিশয় পুণ্যজনক, ইহাতে স্নান দান উপবাস প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম অনন্ত ফলদায়ক।

মহতীয়াণ, অসবালের (অশ্বাল ?) জনৈক খ্যাতনামা অধিপতি।

মহৎকথ (ত্রি) ১ মহতের বাক্য যাহাতে আছে, মহতের বাক্য-যুক্ত। ২ চাটুকার, অথবা যাহারা বড় লোকের মিষ্ট কথায় নির্ভর করে।

মহৎক্ষেত্র (ত্রি) বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রবিশিষ্ট। (ক্লী) বিপুলক্ষেত্র।

মহতত্ত্ব (ক্লী) মহচ্চ তৎ তত্ত্বঞ্চেতি। সাংখ্যোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত দ্বিতীয় তত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব। পর্য্যায়—

"মহানাত্মা মতির্ব্বিষ্ণুর্জিষ্ণুঃ শম্ভুশ্চ বীর্য্যবান্।
বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞোপলব্ধিশ্চ তথা খ্যাতির্ধৃতিঃ স্মৃতিঃ॥
পর্য্যায়বাচকৈঃ শব্দৈর্মহানাত্মা বিভাব্যতে।
তং জানন্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ প্রমোহং নাধিগচ্ছতি ॥"

(ভারত আশ্বমেধিক প°)

প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহতত্ত্ব, সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রে ইহার বিষয় এইরূপ পর্য্যালোচিত হইয়াছে। এই মহৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে অসংসারী ও অশরীরী আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রস্ফুরিত হয়। কথিত আছে, 'রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন এবং তমোগুণে সংহার। ইহাতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে গুণ সমুদয়ের সাম্যভঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে রজোগুণ সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত করিয়াছিল। তাই সত্ত্বগুণ সর্ব্বপ্রথমে মহত্তত্ত্ব আকারে (মহত্তত্ত্ব—যারপর নাই নির্ম্মল বিকাশ) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। মহত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রাণিনিচয়ের বুদ্ধির বীজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। তাহাতে বুঝা যাইবে,সমস্ত বিশেষ বিশেষ বুদ্ধির বিকাশস্থান অন্তঃকরণ। আর দৃষ্ট হইবে যে, প্রত্যেক অন্তঃকরণ হরিহরমূর্ত্তির ন্যায় দ্বিমূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছে। তাহার এক মূর্ত্তি বা পরিণাম 'মনন' ও 'অধ্যবসায়' নামে এবং দ্বিতীয় মূর্ত্তি পরিণাম বা 'অভিমান' ও 'অহং'নামে পরিচিত হইয়াছে। আমি, আমি আছি, বস্তু, বস্তু আছে, আমার, আমার কৃতিসাধ্য ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়াত্মক বিকাশের নাম অধ্যবসায় ও জ্ঞানশক্তি। এই জ্ঞানশক্তি

সহজাতস্বরূপে জীবের অন্তরাত্মায় নিরন্তর সংলগ্ন আছে। জ্ঞানশক্তির সমষ্টিই মহান্, মহান্ ও পূর্ণজ্ঞান সমান কথা। পূর্ণজ্ঞানশক্তিই সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব শব্দের অভিধেয়।

যে মহান্ পুরুষ এই মহান্ বুদ্ধিতত্ত্বে পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হন, সেই মহাপুরুষই সাংখ্যোক্ত ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, কার্য্যব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমস্ত লোকের সমস্ত পদার্থই এই মহান্ পুরুষের অধীন। এই মহত্তত্ত্ব নামক ব্যাপকবুদ্ধি আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চন্দ্রলোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, সূর্য্যলোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, পশুর জ্ঞান, পক্ষীর জ্ঞান ইত্যাদিক্রমে সেই সেই দেহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা যেরূপ এই হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহের উপর 'আমার' এই অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছি। এইরূপ হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর সম্পূর্ণ মহত্তত্ত্বের উপর আমি ও আমার ইত্যাকার অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছেন। আমাদের দেহের উপর যেমন আমাদের কর্তৃত্ব, এইরূপ সমষ্টি মহত্তত্ত্বের উপর হিরণ্যগর্ভের কর্তৃত্ব আছে। আমরা যেমন আমাদের হস্তপদাদি যথেচ্ছ চালিত করি, এইরূপ হিরণ্যগর্ভও সমস্ত অন্তঃকরণকে যথেচ্ছ প্রসারণ করেন।

কপিল ইহা বিস্তৃতভাবে না বলিলেও অন্য গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কপিল কেবল "মহাদাখ্যং আদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ" (সাংখ্যসূ° ১৷৭১) এই সূত্রে মহত্তত্ত্ব শব্দ বুঝাইয়াছেন। প্রকৃতির যাহা আদ্য কার্য্য, প্রথম বিকাশ বা প্রথম পরিণাম, তাহার নাম মহত্তত্ত্ব। তাহাই মন অর্থাৎ মননবৃত্তিক অন্তঃকরণ। এস্থলে মনন শব্দের অর্থ নিশ্চয়, অন্তঃকরণের বা বুদ্ধির যে অংশে নিশ্চয়রূপ বৃত্তি জন্মে, সেই অংশের নাম মহান্ ও মহত্তত্ত্ব। বৃত্তি শব্দের অর্থ পরিণামবিশেষ। নিশ্চয়াকারে পরিণাম হয় বলিয়াই তাহা বৃত্তি।

ইহা বুঝিতে হইলে, সর্ব্বদা সমুৎপন্না বিষয়োপরক্তা বুদ্ধির অবগাহ খণ্ড খণ্ড বিষয়রাশি পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধিই মহত্তত্ত্ব, এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রথমে কেবল চিদাত্মা পুরুষ ছিলেন, ও অপর কিছু ছিল না, সুতরাং প্রকৃতির প্রথম বিকাশে অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব নামক বুদ্ধিতে চিদাত্মার অনুরঞ্জনা ব্যতীত অন্য পদার্থের অনুরঞ্জনা ছিল না, তাহার পরিচ্ছেদও ছিল না, সুতরাং তাহা অপরিচ্ছিন্না ছিল। পরে প্রকৃতি হইতে যতই স্থূল সূক্ষ্ম বিকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ততই তাহা বিষয়পরিচ্ছিন্না ও মলিনা হইয়াছে। প্রকৃতির প্রথম বিকার বা প্রথম স্ফূর্তি, যাহার সাঙ্কেতিক নাম মহত্তত্ত্ব, তাহাই জগদ্বীজ বা মহান্। সৃষ্টির প্রারম্ভ ও মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি সমান কথা। রাম না হইতে রামায়ণের ন্যায় জ্ঞেয় না হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব হওয়াই মহত্তত্ত্বের অপর লক্ষণ। জ্ঞেয় না থাকা অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ এই বিষয়টী যে রূপে অনুভব করিতে হইবে, মহর্ষি মনু তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ ব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥" (মনু ১অ°)

এ জগৎ প্রকৃতিলীন ছিল, প্রকৃতিলীন থাকাই লয় ও প্রলয়। সে অবস্থা লোকের অজ্ঞাত, অলক্ষ্য ও অপ্রতর্ক্য অর্থাৎ তখন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এ সকল প্রমাণ ছিল না এবং প্রমাণের বিষয় প্রমেয় পদার্থও ছিল না। সে অবস্থা প্রায় মহাসুষুপ্তির সদৃশ।

যেমন আমাদের প্রগাঢ় সুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র নেত্র উন্মীলিত হইতে না হইতে সহসা অজ্ঞানতমঃ বিদূরিত ও জ্ঞানবিকাশ উপস্থিত হয়, তেমনি নিতান্ত দুর্লক্ষ্য প্রলয়রূপ জগৎ সুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র প্রকৃতিগর্ভে সূক্ষ্ম-জগতের অভিব্যঞ্জক (অঙ্কুর স্বরূপ) তমোভঙ্গকারক, সৃষ্টিসামর্থ্যযুক্ত, ভগবান্ স্বয়ম্প্রভ হিরণ্যগর্ভের বা মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল। যেমন জগৎ-সুষুপ্তি ভাঙ্গিল, অমনি মহান্ বিকাশ আসিল, সূক্ষ্ম জগৎ তদগ্রে অঙ্কিত হইল। মনুর এই উক্তিতে মহত্তত্ত্বের অল্প কিছু ভাব অনুভব করা যাইতে পারে। মহত্তত্ত্ব, হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্মা এ সকল সমান কথা।

মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্বের উৎপত্তি। পূর্ব্বোক্ত প্রথম পরিণামের অর্থাৎ 'আমি আছি' ইত্যাদি সহজাত-নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির একদেশে যে 'অহংবৃত্তি' সংলগ্ন আছে, তাহাই সাংখ্যের অহংতত্ত্ব। এই অহংবৃত্তি যাহাতে বা যাহার পরিণামে উদয় হয়, তাহাই অহংতত্ত্ব। এই অহংতত্ত্ব প্রত্যেক আত্মার আশ্রিত। এই অহং একটী গণনায় ব্যষ্টি ও সমস্ত গণনায় সমষ্টি। অহং, অভিমান ও অহংতত্ত্ব নামভেদমাত্র।

মহত্তত্ত্বের সহিত অহংতত্ত্বের প্রভেদ এই যে, মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত আমি অলক্ষ্যোৎপন্ন, আর অহংতত্ত্বের আমি লক্ষ্যপূর্ব্বক উৎপন্ন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব এবং অহংতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতির এইরূপ বিরূপ-পরিণামেই জগতের সৃষ্টি। যখন আবার প্রকৃতির স্বরূপপরিণাম উপস্থিত হয়, তখন জগতের লয় হয়।

তত্ত্ব সকল যেরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, লয় হইবার সময়ও সেইরূপে লীন হইয়া থাকে। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র অহংতত্ত্বে, এবং অহং মহত্তত্ত্বে লীন হয় ও মহৎ সর্ব্বশেষে প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। (সাংখ্যদ°)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—প্রলয়কালে গুণসাম্য অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের নিষ্ক্রিয় অবস্থা ঘটে। পরে আবার যখন সৃষ্টিকাল উপস্থিত হয়, তখন পরমেশ্বর ইচ্ছানুসারে পরিণামী ও অপরিণামী প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টিকরণে উন্মুখ করেন। তৎপরে পুরুষাধিষ্ঠিত গুণসাম্য হইতে গুণব্যঞ্জন অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। এই মহত্তত্ত্ব ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস। বীজ যেরূপ ত্বক্ দ্বারা আবৃত, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত গুণসাম্য (প্রধান তত্ত্ব) কর্ত্তৃক এই মহত্তত্ত্ব আবৃত অর্থাৎ প্রধানতত্ত্ব মহত্তত্ত্বের ব্যাপক। পরে মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্বের উৎপত্তি ও ক্রমে এইরূপে সৃষ্টি হয়।

(বিষ্ণুপুরাণ ১।২ অধ্যায়)

মহত্তর (পুংস্ত্রী) অয়মনয়োরতিশয়েন মহান্ মহৎ-তরপ্। ১শূদ্র।
'শূদ্রঃ স্যাৎ পাদজো দাসো গ্রামকূটো মহত্তরঃ।' (ত্রিকা°)
২ সম্মানার্হ উপাধিবিশেষ। (ত্রি) ৩ অতিশয় মহৎ, অত্যধিক।

"দদর্শ ভূশদুর্দ্দশং সর্ব্বদেবৈরভিষ্টুতম্।
অণীয়াংসমণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ মহত্তরম্॥" (ভারত ৭।১৯৯।৫৯)

মহত্তমপদ, শ্রেষ্ঠপদ।

মহত্ত্ব (ক্লী) মহতো ভাবঃ ত্ব। মহতের ভাব বা ধর্ম্ম। নৈয়ায়িকদিগের মতে দ্রব্যের প্রত্যক্ষবিষয়ে সমবায়-সম্বন্ধে মহত্ত্বই একমাত্র কারণ।

"মহত্ত্বং ষড়্বিধে হেতুরিন্দ্রিয়ং করণং মতম্।"(ভাষাপরি°)
'মহত্ত্বং ষড়্বিধ ইতি। দ্রব্যপ্রত্যক্ষে মহত্ত্বং সমবায়সম্বন্ধেন কারণং, দ্রব্যসমবেতানাং গুণকর্ম্মসামান্যানাং প্রত্যক্ষে স্বাশ্রয়সমবায়সম্বন্ধেন, দ্রব্যসমবেতসমবেতানাং রূপত্বাদীনাং প্রত্যক্ষে স্বাশ্রয়সমবেতসমবায়সম্বন্ধো ন কারণং' (সিদ্ধান্তমুক্তা°)

২ বৃহত্ত্ব। ৩ প্রকর্ষ, আধিক্য, ঔদার্য্য। ৪ শ্রেষ্ঠত্ব।
"জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্ত্বমীয়াৎ" (রামায়ণ ১।১।১১০)
'মহত্ত্বং শ্রেষ্ঠত্বং' (টীকা)

মহদবি, মুসলমানদিগের ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ। সম্রাট্ অকবরশাহের রাজত্বকালে এই সম্প্রদায়ের নেতা ইস্লাম শাহ ও ফৈজীর পিতা শেখ মুবারক্ বিশেষরূপে নিগৃহীত হইয়াছিলেন।

মহদাবাস (পুং) বৃহদ্ অট্টালিকা, বড় বাটী।

মহদাশা (স্ত্রী) মহতী চাসৌ আশা চেতি কর্ম্মধা°। উচ্চাশা।

মহদাশ্রয় (পুং) মহতাং আশ্রয়ঃ। মহতের আশ্রয়, বড় লোকের শরণ লওয়া।

মহদি আলি খাঁ (হাকিম) অযোধ্যার রাজা নাসিরুদ্দীন্ হায়দরের প্রধান মন্ত্রী। ফতেগড়ের নিকটে খোদাগঞ্জে কালীনদীর উপর যে লৌহনির্ম্মিত দোদুল্যমান সেতু আছে, তাহা ইঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সেতু প্রস্তুত করিতে সত্তর হাজার টাকা ব্যয় হয় এবং সাত বৎসরের অধিক সময় লাগে। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে মহদি আলি খাঁ পদচ্যুত হন; কিন্তু মহম্মদ আলি শাহ সিংহাসন আরোহণ করিলে পুনরায় ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে তিনি স্বীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর অতি অল্পকাল জীবনধারণ করিয়া ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

মহদি ইমাম্, মুসলমানদিগের ইমাম্‌ভেদ, প্রকৃত নাম কাশিম মহম্মদ। মুসলমানগণ দ্বাদশ ইমামকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। এই দ্বাদশ ইমামের শেষ ইমামের নামই মহদি এবং সর্ব্বপ্রথম "আলি"। মহদি ইমাম্ একাদশ আস্‌করির পুত্র। ৮৬৯ খৃঃ অব্দে ২৯ এ জুলাই তারিখে বোগ্‌দাদের মধ্যবর্ত্তী শর্ম্মরাই নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। ৪।৫ বৎসর বয়ক্রম সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটে। শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ বলেন যে, ১০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি একটী জলাশয়ে প্রবেশ করেন এবং উহা হইতে আর পুনরায় উত্থিত হইলেন না। তাঁহার মাতা স্বচক্ষে এই ঘটনা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। শিয়াসম্প্রদায়ের বিশ্বাস, তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁহারা আরও বলেন,—সম্প্রতি কোন গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছেন; কালে ইলিয়ার সহিত একত্র হইয়া যীশুখৃষ্টের পুনরভ্যুদয় সময়ে বিধর্ম্মী কাফেরদিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইবেন।

মহ্দি কাশিম খাঁ, সম্রাট্ অকবর শাহের জনৈক চারহাজারী সেনানায়ক। ইনি প্রথমে সম্রাট্ বাবরের ৩য় পুত্র আস্‌করির অধীনে কর্ম্ম করিতেন। হুমাউনের পারস্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ইনি তাঁহার সহিত যোগ দেন। অকবর শাহ দিল্লীসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই তাঁহাকে সেনানায়ক পদে উন্নীত করেন। তবকৎ পাঠে জানা যায় যে, তিনি তৎকালে পাঁচ হাজারী সেনাপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

৯৭৩ হিজিরায় সম্রাট্ অকবর শাহের আদেশে তিনি খান্ জমান্ ও আবদুল্ মজিদ্ আসফ খাঁকে দমনের জন্য গড়া (জব্বলপুর) অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তথাকার

শোচনীয় অবস্থা দর্শনে বিরক্ত হইয়া ইনি স্বীয় প্রতিপালক সম্রাটের আদেশ উপেক্ষা করেন এবং উদাস-মনে মক্কা যাত্রা করিয়াছিলেন। মক্কা হইতে পারস্য ও কান্দাহার হইয়া ইনি সম্রাটের রাজত্বের ১৩শ বর্ষে রণস্তম্ভগড়ে উপনীত হন। এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট্ অকবর শাহ রণস্তম্ভগড় অবরোধ করিলেন। কাশিম খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সম্রাট্পদে প্রাণ ভিক্ষা মাগিলেন এবং নজরস্বরূপ সম্রাট্কে কতকগুলি সুন্দর পারস্যজাত অশ্ব পাঠাইলেন।

সম্রাট্ কাশিমের কাকুতি মিনতিতে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে সেনানায়কপদে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সম্রাট্ অকবর শাহ তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ প্রদেশ তুজুল দান করেন।

তিনি লাহোর নগরে বাগ-ই-মহদি কাশিম খাঁ নামে এক উদ্যানবাটিকা প্রস্তুত করাইয়া অবশিষ্ট বার্দ্ধক্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১০০১ হিজরায় তিনি জীবলীলা সম্বরণ করেন।

মহদি খাঁ, (মীর্জা) নাদিরশাহের বিশ্বস্ত সচিব, ইনি মুন্সী উল্-মুমালিক নামে প্রসিদ্ধ। 'তারিখ-ই-নাদিরি' এবং 'তারিখ জহান্ কুশা' নামে ইঁহার রচিত দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। তারিখ-ই নাদিরের অন্য নাম "নাদিরনামা" অর্থাৎ নাদির শাহের ইতিহাস। সার উইলিয়ম্ জোনস্ উক্ত গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মহদি খাজা, সম্রাট্ বাবরশাহের জামাতা। বাবরের মৃত্যুর পর ইনি কএকদিন মাত্র মোগল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন।

মহদি মীর্জা, জনৈক মুসলমান-ঐতিহাসিক। ইঁহার রচিত "মাজমুয়া মীর্জা মহদী"-গ্রন্থে তৈমুরবংশীয় রাজগণের যশঃকীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। সম্রাট্ বাবর শাহের পিতামহ হইতে (১৪২৩ খৃঃ অব্দ) সম্রাট্ বাহাদুর শাহের জীবনকাল পর্য্যন্ত (১৭০৮ খৃঃ অব্দ) ঘটনাবলী এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

মহদ্গাত (ত্রি) সাধুজনাশ্রিত।

মহদ্গুণ (ত্রি) মহৎ গুণং যস্য। ১ মহাগুণবিশিষ্ট। ২ মহতের গুণ। ৩ অতিশয় গুণ।

মহদ্বিল (ক্লী) আকাশ, শূন্য।

মহদ্ভয় (ক্লী) ১ অতিশয় ভয়। ২ অত্যন্তাভাব। ৩ মহৎ ব্যক্তি হইতে ভয়।

মহদ্ভূ (স্ত্রী) মহদ্ ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্। বড় হওয়া। (মাঘ ৯।২৯)

মহদ্যুমন্ (ক্লী) ১ সূর্য্য। ২ তীর্থবিশেষ।

"অবসন্নো মহদ্যুম্নি প্রার্থয়মাণ মোকতাং।" (ভারত ১৩.৪২)

'মহদ্যুম্নি তীর্থবিশেষ ইতি প্রাক্ঃ, মহদ্যুম্নি সূর্য্যে, ছায়ানিত্যত্র মনিচ্ আদিলোপ আর্ষঃ।' (নীলকণ্ঠ)

মহদ্বৎ (ত্রি) মহৎ-মতুপ্-মস্য ব। মহদ্‌যুক্ত। (ঐত° ব্রা° ৫।১৮)

মহদ্বারুণী (স্ত্রী) মহেন্দ্রবারুণীলতা।

মহদ্ব্যতিক্রম (পুং) মহাংশ্চাসৌ ব্যতিক্রমশ্চেতি। অতিশয় ব্যত্যয়। (ভাগ° ৯।৮।১১)

মহন্ (ক্লী) ১ প্রভূত, অনেক, বিপুল। (ঋক্ ৫।৩৩।১০)

মহনীয় (ত্রি) মহ-অনীয়র্। পূজনীয়, মান্য।

মহন্দিপাহাড়, বাঙ্গালার একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত।

মহমন্দ, পশ্চিম-সীমান্তবাসী আফগানজাতিবিশেষ।

মহম বেগম, শেখ আহ্মদ জামের পৌত্রী। সম্রাট্ বাবর শাহ ইঁহার পাণিগ্রহণ করেন। মহম বেগমের গর্ভে হুমায়ুন জন্মগ্রহণ করেন। এই বেগম দিল্লীদুর্গের নিকটে 'দিনপনা' নামক একটী মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করান। শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, তিনি ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

মহম্মদ, মুহম্মদ (আবুল কাশেম ইবন্ আবদল্লা), আরবের প্রসিদ্ধ ইস্লাম্-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর তাঁহার জন্ম হয়, মতান্তরে ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল তাঁহার জন্ম হইয়াছে। যাহাই হউক, তাঁহার মক্কা হইতে মদিনা-পলায়ন (হিজিরি আরম্ভ ৬২২ খৃঃ অঃ) এবং তাঁহার প্যাগম্বর-প্রসিদ্ধি (আনুমানিক ৬১০ খৃঃ অঃ) আলোচনা করিলে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্দেহে তাঁহার জন্মকাল নিরূপণ করা যায়। কোরাণে লিখিত আছে যে, যেমেনের হাবসী শাসনকর্ত্তা আব্রাহাম এই সময়ে মক্কা আক্রমণ করেন এবং এই সময়ে আরববাসিগণ সর্ব্বপ্রথমে হস্তী দর্শন করে ও বসন্ত-ব্যাধি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হয়।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন মহাপুরুষের জন্মকালের সহিত কোন না কোন অলৌকিক দৈব ঘটনার সংস্রব থাকিবে। মহম্মদের জন্মকালেও সেরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলীর অভাব ছিল না। পারস্যের মগ-পুরোহিতগণের চিররক্ষিত পবিত্র অগ্নির নির্ব্বাপণ, সমগ্র আরবদেশে উজ্জ্বল আলোকবিস্তার প্রভৃতি ভৌতিক ব্যাপারের অবতারণা করিতে মুসলমান গ্রন্থকারগণ কাতর হন নাই। ইস্লামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের জীবনকাল অলৌকিক ঘটনাসমূহে সুরঞ্জিত করিবার প্রয়াস একমাত্র মহম্মদবিশ্বাসী মুসলমানগণের পক্ষেই খাটে। আমরা অবতার বা আদর্শ পুরুষের দোষ গুণ-বিচারে অক্ষম। সম্ভব অসম্ভব ঘটনাবলী সাধারণের বিবেচ্য। তবে প্রকৃত ভাবে আশ্রয় করিয়া আমরা মহম্মদের মহাজীবনের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

খৃষ্টের জন্মভূমি পালেস্তিন। পালেস্তিনের অনতিদূরে খৃষ্ট-জন্মের পাঁচশতাধিক বর্ষ পরে আরবদেশের মক্কা নগরে মহম্মদের জন্ম হয়। মহম্মদ তখন আরবীদিগের নিকট ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচিত। পালেস্তিনের খৃষ্ট আর মক্কার মহম্মদ, এই দুই অবতারের নিজ নিজ লীলাস্থল ও জন্মকালের মধ্যবর্ত্তী সময় আলোচনা করিলে অনুমান হয়, তৎকালে আরবগণ উচ্ছৃঙ্খল অথবা পারসিক ও খৃষ্টধর্ম্ম-প্লাবনে মিশ্রভাবাপন্ন হইয়াছিল। বোধ হয়, মহাপুরুষ মহম্মদ তাহাদিগের তাৎকালিক মতবিরোধ-দর্শনে স্বয়ং এক পৃথক্ মত প্রচার করিতে অগ্রসর হন।

মহম্মদের জন্ম ও যৌবনে পদার্পণ হইতেই আরবজাতির ঐতিহাসিক দ্বার মুক্ত হয়। ইহার পূর্ব্বে আরবগণের অভ্যুত্থানের কোন সূচনাই দেখা যায় না। তৎকালে সমগ্র আরব উপদ্বীপ মধ্যে একটী স্বাধীন রাজ্য ছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দের প্রারম্ভে কিণ্ডাইত-রাজগণ মধ্য-আরবের কএকটী উন্নতচেতা জাতি একত্র করিয়া একটী জাতীয় সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। ইহা আরব-ইতিহাসে উল্লেখ-যোগ্য না হইলেও প্রস্তাবনারূপে সূচিত হইয়াছে বলা যায়। ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার সহিত প্রকৃত আরবী ইতিহাসের আরম্ভ হইয়াছে।

কিণ্ডাইত-বংশের অবসানে আরবে পুনরায় শাসন-বিশৃঙ্খলতা ঘটে। এই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া নেজদ্ ও হিজাজের ভ্রমণশীল অধিবাসিবৃন্দ মধ্য-আরবে আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু অধিকদিন তাহাদিগকে এ সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিতে হয় নাই। পারস্যরাজের অধীনস্থ হীরা ও অন্বারের লখ্‌মিদবংশীয় সামন্তগণ ধীরে ধীরে আরবে পারস্যরাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই গ্রীকগণ গস্‌সানিদ-বংশীয়গণের উপর আরবীয় শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। দুইটী বৈদেশিক শক্তিস্রোতের একত্র সমাবেশে ক্রমে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পারস্যরাজ খৃষ্টানদিগকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টিত হইলেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দের শেষভাগে নেজদ্ হইতে যেমন পর্য্যন্ত পারস্যশক্তি অক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ইস্‌লামধর্ম্মের ও আরব সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান-নিকেতন প্রাচীন হিজাজ ও পশ্চিমে নেজদ্ প্রদেশ গ্রীক্, পারসিক, গস্‌সানিদ বা লখ্‌মিদ প্রভৃতি রাজন্যগণের কবলিত হয় নাই। তাঁহারা পিতৃপিতামহদিগের ন্যায় স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করিতে ছিলেন। মহম্মদের জন্মভূমি মক্কা নগরীর প্রসিদ্ধ কাবা মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য জাতির সহিত বানু কনান জাতি উপনিবেশ স্থাপন করে। দুল্-উল্-হিজ্জের পূর্ণিমায় মক্কা, অরফা ও কোজা নগরে বাৎসরিক উৎসবে বহু লোকের সমাগমহেতু ক্রমশঃ একটী মহামেলার সংঘটন হয়। এই মেলায় সিরীয়া, যেমেন প্রভৃতি দেশজাত বাণিজ্যের প্রচলনহেতু মক্কা নগরীর খ্যাতি ও শ্রীবৃদ্ধি জনসমাজে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে।

এই বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত হইয়া কোরাইস্ (কিনান জাতির একটী শাখা) জাতি সমধিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, উক্ত জাতির বানু হাসেমের বংশে মুসলমানকুলরবি মহম্মদের উদয় হয়। তাঁহার পিতা আবদল্লা ধনে মানে সমাজের অগ্রণী ছিলেন। আরবজাতির খ্যাতনামা আদিপুরুষ ইস্‌মাইলের বংশধর বলিয়া সাধারণে তাহাঁদিগকে বিশেষ সম্মান করিত।

বাণিজ্য ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর অর্থবান্ হইয়া কোরাইসগণ পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহে আপনাদের প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিল এবং বিভিন্ন শিক্ষিত ও উন্নতজাতির সহিত আলাপ ব্যবহারে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও বিশেষরূপে পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল। আরবজাতির প্রাচীন উপাসনাভবন 'কাবা' বহুকাল হইতে এই হাসেমবংশের কর্ত্তৃত্বাধীনে রক্ষিত ছিল। মহম্মদের পিতৃ-পুরুষগণ পূর্ণপ্রভাবে এখানকার যাজকতা-কার্য্য পরিচালিত করিয়াছিলেন।

মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার পিতা আব্দল্লা বা আবদল্ মোত্তলিব্ পরলোক গমন করেন। সুতরাং তাঁহার পুত্রমুখ-দর্শনাকাঙ্ক্ষা ফলবতী হয় নাই। স্বামিবিয়োগবিধুরা মাতা আমিনা শোকতাপে ক্লিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় বৎসরেই প্রাণত্যাগ করিলেন; সুতরাং পিতৃমাতৃহীন শিশু মহম্মদের পালনভার তৎকালীন কাবার প্রধান পুরোহিত তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহের হস্তে ন্যস্ত হইল। বৃদ্ধের জীবলীলা ফুরাইলে, তাঁহার খুল্লতাত আবুতালিব্ আবদল্ মোত্তলিব্ হন, তিনিই বালকের অভি-ভাবক হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। বাল্যজীবনে মহম্মদ মেষচারণ ও মরুদেশ হইতে বন-জাম আহরণ করি-তেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কিশোর বয়সের আর কিছু জানা যায় না। এই সময়ে তিনি দীন দুঃখীর সহিত ভ্রমণ করিয়া দারিদ্র্যকষ্ট বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তিকালে তাঁহাকে খুল্লতাতের সহযোগে অনেক-বার বাণিজ্য-ব্যপদেশে সিরীয়া, দামাস্কাস্, বোগ্‌দাদ ও বসোরা প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে হয়। ২০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় পিতৃব্যের আদেশে তিনি বণিক ও তীর্থযাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচারকারী দস্যুসম্প্রদায়কে দমন করিবার জন্য সদলে যাত্রা করেন। এইরূপে সমাজে দস্যু অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকায় তাঁহার যৌবন-জীবনে যুদ্ধবাসনা বলবতী হইয়াছিল। তাঁহার

এই উদ্দাম বীরত্বপ্রভা ভবিষ্যতে তাঁহার ধর্মজ্ঞানের পরিপোষকতা করিয়াছিল।

যৌবনে রণরঙ্গে এরূপ উন্মত্ত থাকিলেও তাঁহাকে সময় সময় নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে দেখা যাইত। নিষ্ঠুরতার উপাদানভূত পৌত্তলিকাচার এবং বৃথা কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বর প্রত্যহ মক্কা নগরে দৃষ্টিগোচর করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয় আরও খিন্ন হইত। এমন কি, বাধ্য হইয়া কখন কখন তিনি পিতৃ-পিতামহগণের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হইতেন। কাবা-মন্দির-নির্ম্মাণের সময় একদিন তাঁহাকেও সেই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রস্তর সরাইতে যাইতে হইয়াছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রাচীন ধর্ম্মে তাঁহার অনাস্থা জন্মিতে লাগিল। তিনি প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্কারের জন্য বিশেষ চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন।

বসোরায় অবস্থানকালে একদিন তথাকার নেষ্টোরিয় মঠাধ্যক্ষ বোহিবার সহিত তাঁহার বাক্যালাপ হয়। যুবকের বাক্যান্তাস ও ধর্ম্মাভিব্যক্তিতে বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক বুঝিয়াছিলেন যে, এই যুবক কালে একজন মহাপুরুষ হইবেন। তদনুসারে তিনি তদীয় পিতৃব্য আবু তালিবের সহিত সংগোপনে সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'মহাশয় কালে এই বালক মহাজন হইবে, সুতরাং আপনি বিশেষ যত্নের সহিত ইহাকে য়িহুদীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন।'

পঞ্চবিংশ বর্ষে পিতৃব্যের অনুরোধে তিনি খদিজা নাম্নী এক ধনাঢ্য বিধবা রমণীর বিষয়কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য তাহার আলয়ে গমন করেন এবং রমণীর ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হন। কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাকে দেশ দেশান্তরে গমন করিতে হয়। এই সময় তিনি খৃষ্টের লীলাক্ষেত্র পালেস্তিন ও সমৃদ্ধশালী প্রাচীন সিরীয়া নগরী পরিদর্শন করেন। এখানে পূর্ব্বতন ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতিমূর্ত্তি, হিজ্‌রের পার্ব্বত্যগুহা ও মরসাগর প্রভৃতি নৈসর্গিক চিত্রসমূহ সন্দর্শন করিয়া তিনি ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। যেন কোন ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কন্দর আলোড়িত হইতে লাগিল। তিনি খৃষ্ট অবতারের অলৌকিক ক্রিয়াবলী সিরীয়ার ধর্ম্মবিস্তার স্মরণ করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। এই সকল স্মৃতিই যেন তাঁহার ভগ্ন আশাতরুকে পুনরায় শাখা পল্লবিত করিয়া দিল।

এই ভারগ্রস্ত হৃদয় লইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হন। যৌবনসুলভ প্রণয়ে আসক্ত হইয়া তিনি কিছুকাল পরে খদীজার পাণিগ্রহণ করেন। বিধবা খদীজা তাঁহাপেক্ষা বয়োধিকা হইলেও, এই বিবাহে সুখময় ফল ফলিয়াছিল।

মহম্মদ সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণকেশদাম, প্রভাসিত মুখশ্রী ও লজ্জাশীলতা সহজেই রমণীর মন আকৃষ্ট করিতে পারিত। প্রণয়িনী খদীজা আপনাকে তাঁহার দাম্পত্যসুখের অংশভাগিনী করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই সম্মিলনফলে ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহাদের অনেকগুলি সন্তান সন্ততি হয়। মহম্মদের জীবদ্দশায় দুইটী শিশুপুত্র জীবন হারাইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নামে তিনি আবুল কাসিম নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার দেশবিখ্যাতা কন্যা ফতিমা পিতৃব্য আলী-বন্ আবি তালিবের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

খদীজার সহবাসে মহম্মদ সুখী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের কেন্দ্রীভূত ধর্ম্মলালসা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনোমন্দির হইতে বিযুক্ত হয় নাই। বিবাহের পরবর্ত্তী পঞ্চদশ বর্ষ তিনি কেবলমাত্র ধর্ম্মোন্নতির চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন এবং চিত্তসংযমের জন্য অহরহঃ হেবার পার্ব্বত্যগুহায় আসিয়া আপনার অভীষ্ট পথানুবর্ত্তন করিতে চেষ্টা পাইতেন। এই সময়ের মধ্যেও তাঁহাকে কার্য্যানুরোধে পুনরায় সিরীয়া রাজ্যে ও দক্ষিণ আরবে গমন করিতে হয়। বিদেশযাত্রায় তিনি যে সাময়িক জ্ঞানলাভ করেন, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তত্তদ্দেশবাসিগণ প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী নহে। তাহাদের মনেও ধর্ম্মান্তরের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার অভিমত ব্যক্ত হইলে, অনেকে তাঁহার পথানুসরণ করিতে পারে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি কএকজন জ্ঞানী য়িহুদী ও খৃষ্টানের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হন, তন্মধ্যে আবদল্লা ইবন্ সালম ও বরাকের নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত বরাক তাঁহার শ্যালকপুত্র ছিলেন। ইনি আরবীয় পৌত্তলিকধর্ম্মে বিরক্ত হইয়া প্রথম য়িহুদী ও পরে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহবাসে মহম্মদ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আরবে নূতন মতস্থাপন অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, খদীজার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পর হইতেই মহম্মদের মনে ধর্ম্ম-সংস্কারের আবশ্যকতা জাগরিত হইতে থাকে। ক্রমে সেই চিন্তাস্রোত বাক্যালাপে পুষ্ট হইয়া মক্কা, মদিনা ও তায়েফ নগরবাসিজনগণের হৃদয়ক্ষেত্র আলোড়িত করে। মহম্মদের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে অন্যান্য স্থানের ন্যায় মক্কানগরীতেও আরবীয় পৌত্তলিকতার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। অনেকেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতৃপুরুষগণের আচরিত পার্ব্বণোৎসবে যোগদান করিতে যত্নবান্ ছিলেন। তৎকালে আরবগণ বহু দেবতার উপাসনা করিত না। একমাত্র আল্লাই সর্ব্বজগতের নিয়ন্তা ও পরম পিতারূপে

পরিব্রাজ হইতেন। তাহারা আল্লার নামেই শপথ করিত। বিপদে পড়িলে আল্লার নাম লইত এবং দীক্ষা, বন্ধনী ও চুক্তিনামা প্রভৃতি স্বীকার-পত্রসমূহে 'বিস্মিক আল্লাহুম্মা' নামের মোহর দিত, কিন্তু নিম্নতম দেবতাবৃন্দের সাময়িক উপাসনা ব্যতীত তাহারা কখনও নামোচ্চারণ করিত না। পূজা প্রভৃতিতে তাহাদের বিশেষ ভক্তি না থাকিলেও, পুণ্যাহের ভোজনোৎসবে তাহাদের মধ্যে একটী মহাসম্মিলন সংঘটিত হইত। শত্রু মিত্র সকলেই এই পুণ্যময় দিনে পবিত্রক্ষেত্রে সমবেত ও পরস্পরের আলিঙ্গনে আপ্যায়িত হইয়া মনের বৈরভাব বিদূরিত করিত।

দেবতায় অভক্তিহেতু আরববাসীদিগের পূর্ব্বতন ধর্ম্মভাব ক্রমশঃই অপনোদিত হইতেছিল। মদ্যপান, পশুহিংসা, দ্যূতক্রীড়া, অবৈধ প্রণয়াদি, প্রতিহিংসা, আত্মকলহ, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি ব্যাপার আরবদিগের অঙ্গভূষণ হইয়াছিল, এমন কি, তাহাদের কাব্যাদিও আদিরসপূর্ণ অশ্লীল শ্লোকাবলীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এরূপ উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় আরবদেশে সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ধর্ম্মান্তর স্থাপন আবশ্যক হইলেও, কেহই এই জাতীয় অভাবের দিকে লক্ষ্য করে নাই। কেবলমাত্র তায়েফ্‌বাসী ওময় ইবন্ আবীল্ সল্‌ৎ, মক্কাবাসী জৈদ্ ইবন্ উমর্ এবং মেদিনাবাসী আবু কায়েস্ ইব্‌ল্ আবি অনস্ এবং আবু আমীর নামক মহাত্মগণ পৌত্তলিক মতের বিরোধী হইয়া নূতন পন্থানুসরণে যত্নবান্ ছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের কেহই চিরপ্রচলিত ধর্ম্মমতের উচ্ছেদ কামনা করেন নাই। ইঁহারা আপনাপন পাপমুক্তির জন্য ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ইঁহারা সকলেই হানিফ্ বলিয়া পরিচিত হইলেও, কোন বিশেষ মতানুসারী ছিলেন না। এই কারণে ইঁহারা কোন স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সংগঠন করিতে পারেন নাই। সাধারণের সহিত শিষ্ট বাক্যালাপে কালাতিপাত করিলেও ইঁহারা সমাজ-সম্পর্কে তাহাদের সহিত বিশেষ ঘনিষ্টতায় আবদ্ধ ছিলেন না। সকলেই আপনাপন আত্মার উন্নতির চেষ্টা করিতেন। জাতীয় উন্নতির দিকে ইঁহাদের আদৌ লক্ষ্য ছিল না। এই নিমিত্ত ইঁহাদের মতপ্রচারেরও বিশেষ আবশ্যকতা হয় নাই; একমাত্র মদিনানগরে হানিফ্‌দিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

হানিফীগণ দেবতার বহুত্বকল্পনা হইতে বিরত হইলেন বটে, কিন্তু আল্লাকে একমাত্র ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। দেব-শক্তির এই একত্বকল্পনা প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত না হইলেও তাহাদের সংস্কারবশে স্বীকার্য্য হইয়াছিল। এই মতই পরে মহম্মদীয় ইস্‌লামধর্ম্মরূপে খ্যাত হয়।

তাঁহাদের এই জ্ঞানমার্গ তর্ক, মীমাংসা বা যুক্তির অপেক্ষা করে নাই। তাঁহারা স্ব স্ব বিবেকবলে ব্রহ্মচারী হইয়া জগতের সমস্ত কামনা বিসর্জ্জন দিলেন। ইহা পৌত্তলিক ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী হইলেও পাপক্ষালন ও শেষ বিচারের বিশেষ উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে বাইবেলোল্লিখিত আব্রাহামের ধর্ম্মমত (ideas of Law and Gospel) পুনরুদ্দীপিত হয়। তাঁহারা ঈশ্বরের সেই পূর্ণ ধর্ম্মাভিব্যক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া নূতন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহম্মদ ধর্ম্মান্তরপ্রয়াসী বরকা-ইবন্-নওফল নামা তাঁহার জনৈক শ্যালকের সহিত আসিয়া এই হানিফ্‌দলে মিলিত হন। তাহাদের ধর্ম্মমতগুলি মহম্মদের হৃদয়ক্ষেত্রে সুবীজ বপন করিয়া দিল, তজ্জন্য তিনি সেই বিশ্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করিলেন এবং 'তিনি যেন তাঁহারই দাসানুদাস মহম্মদকে কর্ত্তব্যের পথে নিযুক্ত করেন' এই প্রার্থনা করিয়া তিনি প্রগাঢ় ভক্তিভরে জগৎপিতাকে আপনার হৃদয়ের ব্যথা জানাইলেন।

অতঃপর বৃদ্ধ জৈদ ইবন্ অমরের পথানুবর্ত্তন করিয়া মহম্মদ বৃক্ষলতাদি-পরিশূন্য নির্জ্জন হারাশৈলশৃঙ্গে আসিয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে একাকী কএকবৎসর ভগবদ্ধ্যানে অতিবাহিত করিয়া মহম্মদ যোগসিদ্ধ হইলেন। তাঁহার অন্তরে হানিফিমত বলবৎ ছিল। তিনি মানসিক উত্তেজনায় কখন কখন ঈশ্বরকে সাক্ষাৎকার করিতেন। কখন বা ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর হইয়া দশা প্রাপ্ত হইতেন। ক্রমে ধর্ম্মোন্মাদকতায় তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে সুগভীর ঈশ্বর-প্রেম পরিপ্লাবিত হইয়াছিল।

এইরূপে ঈশ্বরানুগ্রহে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া চত্বারিংশ বর্ষে মহম্মদ প্যাগম্বররূপে প্রকটিত হন। তিনি সাধারণ যোগীর ন্যায় গিরিগুহায় লুক্কায়িত না থাকিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত সত্যধর্ম্ম বিস্তারের জন্য জনসমাজে তাঁহার ইস্‌লাম্ (মুক্তি) ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বহির্গত হইলেন। বাইবেলোক্ত খৃষ্টীয় মহাত্মগণ যে অসংশয়িত উদ্যমভরে পবিত্র ধর্ম্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইস্‌লাম-প্রবর্ত্তক মহম্মদও তদনুরূপে আগ্রহভরে আপনার অভীষ্ট বস্তু জনে জনে বিতরণ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও মুক্তহস্ত হইলেন। মহম্মদের এই নবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার অনুকূলে আরও দুইটী ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। তৎকালে হানিফ্‌গণ নবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য একজন প্যাগম্বরের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল। এদিকে য়িহুদীগণের মধ্যে মেসায়ার আবির্ভাব আশা অঙ্কুরিত হইতেছিল। হানিফী-মতানুসারী মহম্মদের কথিত বাক্যগুলি ঈশ্বরপ্রোক্ত

বলিয়া গ্রহণ করিতে হানিফ্‌দিগের কোন দ্বিধা হইল না। আর অনভিজ্ঞ য়িহুদীসম্প্রদায় তাঁহাকেই মেসায়া জ্ঞানে তাঁহার চরণে শরণ লইল। মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের পর, এই দুই বিভিন্ন সম্প্রদায় ক্রমে একধর্ম্মাবলম্বী ও এক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

মহম্মদের ধর্ম্মমত ও তৎপ্রচার বিবৃত করিবার পূর্ব্বে, অগ্রে তাঁহার যোগসিদ্ধির একটী অলৌকিক ঘটনা ও মুক্তি-লাভের উপাখ্যানটী উদ্ধৃত করা গেল। হীরাশৃঙ্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক তিনি কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র যোগসমূহ সাধনা করিতেছিলেন। ঐ সময়ে রমদান মাসে নিশাযোগে এক স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল্ (Gabrial) নিদ্রিত মহম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ হস্তস্থিত একখানি রেশমী পত্র বাহির করিয়া মহম্মদের সম্মুখে ধরিলেন এবং তিনি ঐ দেবলিপি পাঠ করিতে অসক্ত হইলেও, তাঁহাকে আবৃত্তি করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপে মুশা, যীশু প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার নিকট প্রথমে জ্ঞানবাক্য প্রতিভাত হইয়াছিল। তদবধি মহম্মদ প্যাগম্বররূপে গণ্য হইলেন।

৪০ বৎসর বয়সে মহম্মদ জ্ঞান-বিতরণার্থ পুনরায় জনসমাজে আগমন করিলেন। প্রথমে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি স্বীয় পরিবারস্থ সকলকেই আপন ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী খদীজা, বরকা, আবুবকর্ ও খুল্লতাত-পুত্র আলী বেন্ আবি-তালেব প্রভৃতি সকলে তাঁহার ঈশ্বরানুমোদিত বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকেই আল্লার দূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

অতঃপর প্রায় ৩ বৎসর ধরিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত ও পূর্ব্ব-প্রচলিত পৌত্তলিক মত সম্বন্ধে ঘোরতর তর্কবিতর্ক চলিতে থাকে। মহম্মদ একদিন হাসেমবংশীয় গণ্যমান্য সকলকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের প্রোক্ত মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ যে পরম রত্ন লাভ করিয়াছি, অদ্য আপনাদিগকে তাহারই অংশভাগী করিবার নিমিত্ত এখানে সাদরে আহ্বান করিয়াছি, আপনারা সকলে এই পৌত্তলিকাচার ছাড়িয়া সেই সর্ব্বনিয়ন্তা একমাত্র জগৎ-পিতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হউন। বৃথা আড়ম্বর করিয়া বহু দেবতার উপাসনা করিবার আবশ্যক নাই। অনেকে তাঁহার একেশ্বরবাদিতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার বৃদ্ধ ও জ্ঞানী খুল্লতাত আবু-তালিব্ তাঁহাকে ঐরূপ পাগলামী ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারই সদ্বিবেক জ্ঞানবান্ পুত্র আলী তাঁহারই সমক্ষে মহম্মদের পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

অপরাপর আত্মীয়গণ মহম্মদকে এইরূপ ভিন্নমত-প্রচারে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে তদীয় পিতৃব্যের ন্যায় বাতুল প্রভৃতি বাক্যে তিরস্কৃত করিতে লাগিলেন। এবংবিধ অসম্বদ্ধ বাক্যে জর্জ্জরিত হইয়া মহম্মদ ক্রোধদৃপ্ত সিংহের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—'যদি সূর্য্যদেব দক্ষিণহস্তে এবং চন্দ্র বামহস্তে আসিয়া উদিত হন, তথাপিও আমি পথভ্রষ্ট হইতে পারিব না।'

এইরূপে গুরুজন কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত ও লাঞ্ছিত হইয়া মহম্মদ বিশেষ উত্তেজনার সহিত মক্কা নগরের প্রধান প্রধান স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের একত্বই সত্য এবং পৌত্তলিকতার বাহাড়ম্বর মিথ্যা এই প্রচার করাই তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ ছিল। কখন কখন তিনি কোরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া, কাবা-মন্দিরের দ্বারদেশে তাহা লিখিয়া দিতেন। বিখ্যাত আরবী কবি লেবিস্ তাঁহার এই বাক্যরচনায় মোহিত এবং তাঁহার অমানুষিক জ্ঞানের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক ইস্লাম্ধর্ম্ম-প্রচারে মনোনিবেশ করেন।

মহম্মদের ন্যায় নীতিবিশারদের উপদেশে এবং বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহার আধ্যাত্মিক মতের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা চিরপোষিত পৌত্তলিক মত বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বকীয় মত প্রকৃত কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সকলেই তাঁহাকে কোনরূপ অলৌকিক ক্রিয়াপ্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'কোন অনৈসর্গিক কার্য্যকলাপ দ্বারা তিনি তাঁহার সত্যধর্ম্মের অপলাপ করিতে চাহেন না। তাঁহার সত্যধর্ম্ম সত্যপথেই বিস্তার লাভ করিবে, বৃথা আড়ম্বরে ধর্ম্মের হ্রাস হইতে পারে।' শুনা যায় মহম্মদ তাহার জীবনে একটীমাত্র অলৌকিক ক্রিয়াপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী এই ঘটনাকে অতি রঞ্জিত করিয়া সাধারণে প্রকটিত করেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, একদা মহম্মদ রাত্রিযোগে মক্কা নগর হইতে জেরুসালেমে গমন করেন এবং তথা হইতে স্বর্গপুরী আরোহণ করিয়া রাত্রি থাকিতেই প্রত্যাবৃত্ত হন। মহম্মদ গর্দ্দভাকৃতি বোরক্ (বিদ্যুৎ) নামক জন্তুপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বর্গযাত্রা করিয়াছিলেন। কোরাণের এই বর্ণনা কেহ কেহ স্বপ্নযাত্রা বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন।

এই সময়ে আবু ওবিদা, মহম্মদের মাতুল হাম্‌জা, ওস্‌মান, ওমার প্রভৃতি মক্কানগরবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আবুবকরের প্রয়োচনায় মহম্মদীয় মতের প্রতিপোষক হইয়াছিলেন। খদীজার মৃত্যুর পর, মহম্মদ আবুর কন্যা আয়েসার পাণিগ্রহণ করেন। আবুবকর আজীবন জামাতার পক্ষ হইয়া ইস্‌লাম্‌ই ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হন।

স্বল্পমাত্র লোকে মহম্মদীয় মতের প্রতিপোষক হইলেও, মক্কা-নগরে ১০ বৎসরের মধ্যে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। কোরেশবংশীয় মক্কাবাসিগণ যদি হাসেম-বংশাবতংস মহম্মদের বিরুদ্ধাচারী ও তৎশিষ্য-প্রশিষ্যমণ্ডলীর প্রতি বৈরনির্য্যাতনপর না হইতেন, তাহা হইলে কখনও মহম্মদীয় ইস্‌লামধর্ম্ম আরবদেশে স্থানলাভ করিতে পারিত না।

পৌত্তলিকগণ এই মোক্তকাম মহম্মদ-শিষ্যসম্প্রদায়ের উপর উপর্য্যুপরি অসহনীয় অত্যাচার আরম্ভ করিলে, তাহারা দলে দলে আবিসিনিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল, কিন্তু এই সাম্প্রদায়িকবিরোধ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে ঘোর বিদ্বেষ ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষে ঘোরতর বিবাদ বিসংবাদের পর, ক্রমে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হইতে লাগিল। পৌত্তলিকদল মহম্মদকে নিধন করিতে কৃতসংকল্প হইল। বিদ্রোহিদলের এই ষড়যন্ত্র চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইলে, মক্কা নগরে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। পৌত্তলিক ও ইস্‌লাম-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। এই অবসরে মহম্মদ যত্রেব নগরে পলায়ন করেন। তাঁহারই নামানুসারে এই নগর মেদিনা বা মেদিনাৎ-অল্‌-নবি' নামে পরিচিত। ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই মহম্মদ মেদিনায় আসিয়াছিলেন। ঐ দিন হইতে মুসলমানদিগের হিজিরা অব্দ গণিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মক্কা অপেক্ষা মেদিনা নগরেই হানিফ্‌দিগের সংখ্যা অধিক ছিল। পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের হৃদয়ে ইস্‌লাম-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তাহারা অগ্রেই মহম্মদকে মেদিনায় আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল। এক্ষণে স্বয়ং মহম্মদকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিল। সকলেই একবাক্যে প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাঁহার শত্রুদিগকে সমূলে নিহত করিয়া তাহারা মহম্মদের চিরসহচর হইবে।

তদনুসারে তাহারা মহাসমারোহের সহিত অগ্রসর হইয়া মহম্মদকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজকীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমুদায় কার্য্যভার অর্পণ করিলেন এবং যাহাতে তাঁহার নবধর্ম্মমতগুলি সাধারণে গ্রহণ করে ও ইস্‌লাম ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় তদ্বিষয়ে সকলেই আগ্রহ জানাইল। তৎকালে সমগ্র মেদিনাবাসী মহম্মদীয় ধর্ম্মমত বিস্তারের জন্য অস্ত্রগ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না।

মেদিনাবাসীর এরূপ আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ দেখিয়া মহম্মদের হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সনাতন ধর্ম্ম অচিরে উচ্চাসন লাভ করিবে, তজ্জন্য তিনি কাফেরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মোক্ষধর্ম্ম বিস্তারের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার বাল্যকালের সেই যুদ্ধলালসা আজ তাঁহার ধর্ম্মবলের সহায় হইল। তিনি ঈশ্বরের আদেশানুসারে কোষ-মুক্ত তরবারি হস্তে দলবল সমভিব্যাহারে বিধর্ম্মীর প্রতি ধর্ম্মবল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। এক হস্তে তরবারি ও অপর হস্তে কোরাণ তদবধি মহম্মদীয় ধর্ম্মের মূলমন্ত্র হইল। যত দিন না আরব ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দেশবাসী একমাত্র আল্লাকেই ঈশ্বর বলিয়া এবং মহম্মদকে ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, তদবধি মহম্মদীয় সম্প্রদায়ের উন্মুক্ত-কৃপাণ পুনরায় কোষবদ্ধ হয় নাই।

কএকটী খণ্ডযুদ্ধে ও লুণ্ঠন ব্যাপারে সফলকাম হইয়া মহম্মদীয় শিষ্যসম্প্রদায় স্পর্দ্ধিত হইয়াছিল। অতঃপর পৌত্তলিক কোরেসাইত দলের নেতা আবু সেফিয়ানের সহিত হাসেম-বংশীয় মহম্মদীয় দলের ৩টী ঘোরতর যুদ্ধ হয়। আবু তালেবের মৃত্যুর পর মক্কার অধিকার পুনরায় হাসেম-বংশাবতংস মহম্মদের করতলগত হয়। হাসেমবংশের চিরশত্রু আবু সফিয়া, লুণ্ঠনকারী মহম্মদীয় দস্যুসম্প্রদায়ের হস্ত হইতে সিরীয়াগামী বণিক্‌সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য সহস্র সৈন্যসহ অগ্রসর হন। মেদিনা নগরের ১০ ক্রোশ দূরে বেদার উপত্যকায় মহম্মদীয় দল লুণ্ঠনাশায় লুক্কায়িত ছিল। এখানে আবুসোফিয়ান্ সদলে উপনীত হইলে, তাহারা বিজাতীয় ক্রোধে আসিয়া আক্রমণ করিল, তিনশত মুসলমান প্রায় সহস্রাধিক কোরেসাইতকে পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল।

এই অপমানজনক পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া আবু সফিয়া প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য তিন সহস্র সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক মেদিনা-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন (হিঃ৩)। মেদিনার সন্নিকটবর্ত্তী ওহোদ-পর্ব্বতবক্ষে উভয় সৈন্যে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মহম্মদীয় রক্তে পার্ব্বত্য প্রদেশ ভাসমান হইয়াছিল। কোরাইস্ দল জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিকদিন তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। মোস্‌লেমগণ পুনরুৎসাহে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই তৃতীয় যুদ্ধে আবু সেফিয়ান

মেদিনা অবরোধ করেন। আলী বীরোচিত সাহসে ভর করিয়া এ অবরোধ উন্মোচন করিলেন। মুসলমানগণের উপর্য্যুপরি আক্রমণে নিপীড়িত ও সেনাক্ষয়ে বিশেষ বিপর্য্যস্ত হইয়া পৌত্তলিকগণ সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ১০ বৎসরের নিমিত্ত আরব-রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

মহম্মদ এই সময়ের মধ্যে কৈনোকাও, কোরাইধ, নাদির ও খাইবার প্রভৃতি নিরীহ য়িহুদী জাতিকে পরাজিত করিয়া ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। তাহাদের নগর ও দুর্গাদি লুণ্ঠিত হইল। নগর ও দুর্গাদি অধিকার করিয়া মুসলমানগণ তত্তদ্নগরবাসী য়িহুদীদিগকে বিশেষ নির্য্যাতন করিতে লাগিল। যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, তাহারা মোস্‌লেমদিগের কঠোর অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইল; কিন্তু যে সকল হতভাগ্য লোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ পাপ মনে করিয়া স্বধর্ম্মত্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারাই নগর হইতে বিতাড়িত ও মহম্মদীয়ের শাণিত কৃপাণমুখে পতিত হইয়া বিশেষ নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত হইয়াছিল।

৬২৮ খৃষ্টাব্দে খাইবার যুদ্ধে বিশেষ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেখাইয়া তিনি কিনান-আবি-অল্ হোকাইক্ ও হোয়য়রাজকে পরাজিত এবং নিহত করিয়া হোকাইক্-পত্নী সফিয়া বিন্ হোয়য়কে বিবাহ করেন। এই সময়ে জৈনাব-নাম্নী জনৈক খাইবার-রমণী সাদরে তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করে। ঐ বিষের জ্বালা মহম্মদ শেষজীবন পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিয়াছিলেন। খাইবারের পর ফদক্, বদী অল্ কোরা প্রভৃতি য়িহুদী-উপনিবেশ মহম্মদের অধিকৃত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত বদর্, ওহোদ ও কোসীর-যুদ্ধের পর কোরাইস্‌দের সহিত মহম্মদীয় দলের হোদৈবিয় নগরে যে সন্ধি হয়, তাহা হইতেই ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও মোস্‌লেমদিগের প্রভাব কল্পনা করা যায়। এই সন্ধির পর উভয় পক্ষেই নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু প্রতিহিংসাবহ্নি দিন দিন প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ওম্‌রাৎ অল্‌কড়া উৎসব দিনে দুই সহস্র সেনাদলে পরিবৃত হইয়া মহম্মদের মক্কানগরে প্রবেশ এবং খালিদ্ অল্ বালিদ্, অম্‌র্ অল্-আস্, ওসমান টাল্‌হা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মক্কাবাসীকে সশস্ত্র অভ্যর্থনা করায় পুনরায় মোস্‌লেম্‌দিগের সহিত কোরাইস্ দলের বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে বিদ্বেষিতা বশতঃ তাহারা মহম্মদের ভক্ত অনুচর খোজায়াকে নিহত করে।

খোজাইতগণ এই সংবাদ মহম্মদকে জ্ঞাপন করিলে, মহম্মদ মক্কাবাসীর প্রতি শাস্তি প্রতিবিধান জন্ত অগ্রসর হইলেন। মহম্মদের আগমনে ভীত হইয়া মক্কাবাসিগণ পুনরায় আবু সোফিয়ানকে শান্তিরক্ষার জন্ত মহম্মদ সকাশে প্রেরণ করিলেন। অনেক কাকুতি মিনতিতেও মহম্মদের হৃদয় টলিল না। তিনি ৬৩০ খৃষ্টাব্দে (রমদান হিঃ ৮) মক্কাবাসীদিগকে দণ্ড দিবার জন্ত ১০ সহস্র সেনা লইয়া বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে আরও বহুশতলোক তাঁহার সহিত যোগদান করিল। এই বিপুল সেনাগমনের সংবাদে তায়েফবাসী বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল। আবু সোফিয়ানের প্রবঞ্চনায় সহজেই মক্কানগর মহম্মদের কবলিত হইল। মহম্মদ তাঁহার অধীনস্থ নায়কবৃন্দের প্রতি আদেশ করিলেন, যেন মক্কায় নররক্ত প্রবাহিত না হয় এবং কেহ যেন প্রাচীন কাবা-মন্দিরে হস্তক্ষেপ না করে, সকলেই ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রথা মত ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদায় পালন করিতে পারে। কেবলমাত্র প্রাচীন কাবা-মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ও অভ্যন্তরে যে সকল প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তাহাই নষ্ট করিতে হইবে। সনাতন ইস্‌লামধর্ম্মে পৌত্তলিকতার চিহ্নমাত্র থাকিবে না। প্রত্যেক গৃহস্থের কুলদেবতার মূর্ত্তি এবং মক্কানগরের বহিঃস্থ দেবতীর্থসমূহ ধ্বংস করিতে হইবে।

অচিরে মহম্মদের আদেশ প্রতিপালিত হইতে চলিল। দেখিতে দেখিতে মক্কার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি বিলোপ হইল এবং নূতন শোভায় ও নবভাবে মক্কা নগরীর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপসমূহ পরিচালিত হইতে লাগিল। জোসিয়া জেরুসালেম নগরের জন্ত যেরূপ সংস্কার করিয়াছিলেন, মহম্মদও মক্কার জন্ত তাহাই করিলেন।

মক্কায় আসিয়া মহম্মদ ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার সহিত কাবামন্দিরের প্রাচীন উৎসবাদিরও সংস্কার করিয়া লইলেন। ৬০২ খৃষ্টাব্দের দুল্-অল্-হিজ্জের ভোজনোৎসবে স্বয়ং যোগদান করিয়া মহাসমারোহের সহিত তাহা সম্পাদন করিলেন। এই সময়ে তিনি আব্রাহামের প্রবর্ত্তিত প্রথার অনেকাংশে পরিবর্ত্তন করিয়া সুপ্রাচীন প্রথাবলম্বনপূর্ব্বক তৎসমুদায় প্রচলনে এবং পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তিত মলমাস গণনার পরিবর্ত্তে চান্দ্রমাস ধরিয়া বৎসর গণনাপূর্ব্বক নবপঞ্জিকা প্রবর্ত্তন করাইয়াছিলেন।

মক্কাবিজয়ের পর কোরাইস্‌দিগের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অপরাপর ভ্রমণশীল জাতিগণও মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিল, কিন্তু তাইফ্‌বাসী তকীফ্‌গণ ও হবাজিন্ জাতি উদ্ধত মুসলমানগণের বিরুদ্ধাচারী হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মক্কা ও তাইফের মধ্যবর্ত্তী ওঁটাস্ নগরে তাহারা সদলে ছাউনি করিয়া রহিল। হোনাইন্ উপত্যকায় উভয় সৈন্তে ঘোরতর

যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে মহম্মদীয় সেনাদল বিপর্য্যস্ত এবং স্বয়ং মহম্মদই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে খাজ্‌রাজগণ ভীমবেগে শত্রুসৈন্যের উপর আসিয়া পড়িল, ক্ষণকাল মধ্যেই হবাজিন্‌গণ অস্থির হইয়া পশ্চাদ্‌পদ হইল, স্বয়ং মহম্মদ হবাজিন্‌দিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া জীরাণা অতিক্রমপূর্ব্বক তাইফ-নগর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ১৪ দিন অবরোধের পর, তাইফ অধিকৃত হইল না দেখিয়া, তিনি জীরাণায় পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই যুদ্ধ-লব্ধ অধিকাংশ দ্রব্যই বেদোইন্ জাতি এবং মক্কার সম্ভ্রান্তলোকদিগকে উপঢৌকন-স্বরূপ প্রদত্ত হইল। যাহাদের রক্তে ও বলবীর্য্যে মহম্মদ রণ-জয় করিলেন, তাহারা কিছুই পাইল না। মহম্মদ এইরূপ মক্কার গণ্যমান্য লোকদিগকে এবং দুর্দ্ধর্ষ বেদোইন্ জাতিকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

কোরাইস্‌দিগের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামধর্ম্মের উন্নতি ও ভিত্তি প্রসারিত হইতেছিল। মহম্মদ মক্কাকে ইস্‌লাম-ধর্ম্মের জেরুসালেম করিতে চেষ্টা পান। তিনি কাবা মন্দিরের অনেকগুলি পৌত্তলিকাচার ও মহাভোজের উচ্ছেদ না করিলেও, তৎসম্পর্কে আব্রাহামের নাম বিলোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সনাতন ইস্‌লাম-ধর্ম্মে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও প্রশ্রয় দিয়া মহম্মদ কোরাইস্‌-সর্দ্দারগণকে হস্তগত করিতে অগ্রসর হন।

কোরাইস্‌দিগকে হস্তগত করিবার জন্য তিনি অন্যতম সর্দ্দার আবু-সোফিয়ান্‌কে মক্কার দাক্ষিণবর্ত্তী একটী বিস্তৃত প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, যে সকল কোরাইস্ ইস্‌লামধর্ম্মে পক্ষপাতী হইবে এবং তদ্ধর্ম্মের উন্নতিকামনায় জীবন উৎসর্গ করিবে, তাহারাই অবশ্য তাঁহার কৃপাপাত্র হইবে। তাঁহার বাক্যে ও ঔদার্য্যে মুগ্ধ হইয়া ক্রমে কোরাইস্‌গণ ইস্‌লাম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

মক্কা-বাসীর প্রতি মহম্মদের এতাদৃশ অনুগ্রহ দেখিয়া মদিনার অধিবাসিবৃন্দ বিশেষ দুঃখিত হইল এবং মহম্মদকে নিবেদন করিল যে, 'আমরা প্যাগম্বরের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিলাম; আর অন্যে তাহার ফলভোগী হইবে।' মহম্মদ তাঁহার প্রধান সহায়ভূত এই ধর্ম্মরক্ষকদিগের হৃদয়গ্রাহী বাক্যে দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া বলিলেন,—'তোমরা সেই মহাদিনে আমার সাহচর্য্য করিয়া একমাত্র সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের বাক্য পালন করিয়াছিলে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিবে। ঈশ্বরের কৃতকার্য্যের জন্য তোমরা তাঁহার নিকট শেষ দিনে পুরস্কৃত হইবে। আমার সঙ্গী হইয়া যেমন তোমরা ঈশ্বরের কার্য্য সংসাধিত করিয়াছ, আমিও তদ্রূপ আজীবন তোমাদের সহিত একত্র থাকিতে কৃতসংকল্প হইলাম। আমার বাসভূমি মদিনা নগরেই রহিল। অদ্য হইতে মদিনা নগরী ইস্‌লামধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল (মদীরাৎ-অল্‌-ইস্‌লাম্) হইল।' মহম্মদের এরূপ সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়া তাহারা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল এবং মনে মনে এই ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তির সুখ-দুঃখের অংশভাগী হইতে সংকল্প করিল। এইরূপে তাহারা কোরাইস্‌দিগের অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিক অনুগৃহীত বোধে সানন্দমনে বিদায় হইল।

জীরাণার লুণ্ঠন দ্রব্য বণ্টন হইতেই অনেকে মহম্মদের প্রতি বীতরাগ হইয়াছিল। মদিনাবাসী মুসলমানগণ মক্কাবাসীর প্রতি অনুগ্রহদর্শনে ক্ষোভ প্রকাশ করিলে খাজিরিগণ মহম্মদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে। মহম্মদ পৌত্তলিকাচার লোপ করিয়া একেশ্বরবাদী ইস্‌লামধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে সাংসারিক সুখলালসা কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। এরূপ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া ধনৈশ্বর্য্যের প্রত্যাশী হওয়া তাঁহার মত জ্ঞানীর পক্ষে উচিত হয় নাই। এই সুখলালসা তাহার মৃত্যুর পর, ইস্‌লাম-ধর্ম্মকে পাপক্লিষ্ট করিয়াছিল।

মহম্মদ ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য কর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আবু সোফিয়ান্‌কে রাজ্যদান, স্বীয় ওমিয়দবংশে রাজশক্তির আরোপ এবং কোরাইস্ জাতির প্রতি ইস্‌লাম ধর্ম্মের রক্ষাভার সমর্পণ করিয়া যে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তাহাতে সহজেই খারিজিদিগের বিদ্বেষ-বহ্নি প্রদীপ্ত হইতে পারে। তাঁহার কার্য্যাবলী আদৌ তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুকূল ছিল না। ইস্‌লাম ধর্ম্মে যে পবিত্র জীবনের আবশ্যক হইত, রাজস্বাপহরণকারী গর্ব্বিত ব্যক্তির পক্ষে তাহার সম্পূর্ণ অভাবই পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

মক্কাবিজয়ের পর ক্রমে ক্রমে সমগ্র আরববাসী ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। কেবলমাত্র নাজ্‌রান্‌বাসী খৃষ্টান্‌গণ, বহ্‌রয়িন্‌বাসী মগীগণ এবং য়িহুদীগণ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, হোনাইন যুদ্ধের পর হবাজিন্‌গণ মহম্মদীয় মতে দীক্ষিত হয়। এইবার তাহারা মহম্মদের সহচর হইয়া তাইফ্‌বাসী তকীফ্‌দিগকে দমন করিবার জন্য আক্রমণ করিল। তকীফ্‌গণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া মহম্মদের চরণে শরণাপন্ন হইল।

তাইফ্‌-দূতগণ মহম্মদের সমীপে উপনীত হইয়া প্রার্থনা জানাইল যে, তদ্দেশবাসিগণ পৌত্তলিকতার ঘোর অন্ধকারে

নিমগ্ন রহিয়াছে। সেই নির্ব্বোধ দুষ্টসম্প্রদায়কে অল্‌-লাট-দেবীর পূজা ও মদ্যপানাদি অসৎক্রিয়ায় প্রশ্রয় না দিলে তাহারা সহজে মনকে প্রবোধ দিতে পারিবে না, সুতরাং নূতন মত গ্রহণ তাহাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

এইরূপ উক্তিতে কোপান্বিত হইয়া মহম্মদ উত্তর করিলেন যে, তাঁহার মতে বিশ্বাসকারী ব্যক্তিমাত্রই মদ্যপানাদি ব্যসনক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। পৌত্তলিকতা বিসর্জ্জন দিয়া সকলে একমাত্র সেই ভগবানে আত্মপ্রাণ মন সমর্পণ করিয়া থাকিবে, প্রত্যেকেই প্রত্যহ ৫ বার ভগবানের ভজনায় রত হইবে। যিনি নেমাজ করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি অন্ততঃ মোতব্বিনের ন্যায় আজান দিবেন। মোস্‌লেম-স্মৃতি অনুসারে সকলেই ধর্ম্ম কর্ম্ম পালন করিবে। তবে আমি তকিফদিগের জন্য এই মাত্র করিতে পারি যে, তাহারা রব্বা-মন্দিরের অল্‌-লাট দেবীমূর্ত্তি স্বহস্তে না ভাঙ্গিয়া অপর কাহারও দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে।'

দূতগণ এই কথা শুনিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। প্রথমে দেবীর রব্বা-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা ম্লানমুখে বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া স্বদেশবাসিগণকে মনোব্যথা জানাইল, সাধারণের পরামর্শ মতে মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করাই স্থির হইল, কিন্তু মহম্মদীয় সেনার প্রচণ্ড প্রতাপ স্মরণ করিয়া তাহারা এ উদ্যম হইতে বিরত হইল। পরে জাতীয় সমিতির সম্মতিক্রমে তাহারা পুনরায় মহম্মদের নিকট সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল এবং প্রার্থনা জানাইল যে, তাহার ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে, মহম্মদীয় সেনা বা দূত আসিয়া যেন রব্বা-মন্দির ধ্বংস করিয়া যায়।

মহম্মদের এই ধর্ম্মযাত্রা এতদিনে সুফল লাভ করিল। গ্রীস্‌ ও পারস্যের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া আরবীয় সামন্তবর্গ এক্ষণে মহম্মদের পদে শরণ লইল। মহম্মদ এখন সমগ্র আরবের একচ্ছত্র রাজা হইলেন। তাঁহার জীবনের এই শেষ সময়ে (অর্থাৎ ৬২৪ খৃঃ অঃ) তিনি স্বীয় ধর্ম্মরাজ্য বিস্তৃতিমানসে গ্রীসের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। হোদৈবিয়ার যুদ্ধে জয়লাভের পর হইতেই তিনি বিশেষরূপে স্পর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে বহুলোক তাঁহার পক্ষাবলম্বন করায় তাঁহার বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল, প্রায় সমুদায় মহম্মদীয় অনুচরগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিবৃত হইয়া দীক্ষাদাতার অনুসরণ করিতেছিল।

মহম্মদ স্বীয় প্রভূত শক্তি অনুভব করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যগণকে ইস্‌লামধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিবার জন্য পত্র পাঠাইলেন। এইরূপে প্রেরিত একটী পত্রবাহক বেলকা (প্রাচীন মোআব) প্রদেশে নিহত হয়। মহম্মদ এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তদ্দেশবাসী আরবদিগকে আক্রমণ করেন। বেল্‌কা রাজ্য গ্রীক্‌দিগের অধিকারভুক্ত থাকায় এই সূত্রে গ্রীক্‌দিগের সহিত মহম্মদীয় সেনার যুদ্ধ ঘটে (৬১৯ খৃঃ অঃ)। মূতা নগরে মুসলমানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, কিন্তু খালিদ অসীম বীরত্ব দেখাইয়া মুসলমান সেনা শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। পর বৎসর গ্রীষ্মকালে মহম্মদ পুনরায় ৩০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাবুক এদোম সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে, গ্রীকগণ কেহই যুদ্ধার্থ আগমন করে নাই; তখন তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন; কিন্তু তাহার এই অভিযানও বৃথা নষ্ট হয় নাই। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি উত্তর-আরবস্থ কতকগুলি খৃষ্টান ও য়িহুদী সম্প্রদায়কে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ৬৩১ খৃঃ অঃ মার্চ্চ মাসে তিনি শেষ তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইয়া গ্রীক্‌জাতির বিরুদ্ধে পুনরায় সৈন্যসজ্জা করেন। এই অভিযানের উদ্যোগ করিতে করিতে (৮ই জুন ৬৩২ খৃঃ অঃ) তাঁহার জীবলীলা শেষ হইল।

মহম্মদ একজন মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইলেও তাঁহার জীবনীতে কএকটী কলঙ্ক রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। কোরাণ মধ্যে তিনি ৪টীর অধিক দারপরিগ্রহ নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি স্বয়ং সেই সাধুবাক্যের অপলাপ করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, মহম্মদ ১৫টী দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কএকজন পত্ন্যধিকার লাভ করে নাই। নিম্নে তাঁহার দ্বাদশটী পত্নীর নাম উদ্ধৃত করা গেল।

মহম্মদের পত্নীগণ।

নাম	খৃষ্টাব্দ
১। খুদিয়া (খয়ালিদের কন্যা, ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন) … …	৬১৯
২। শুদা (জমাথার কন্যা) … …	৬১৪
৩। আয়েশা (আবু বকরের কন্যা) ৬৬ বৎসর বয়ঃক্রম	৬১১
৪। হাফ্‌সা (উমর খত্তার কন্যা) …	৬৬৫
৫। উম্‌ শালমা (আবু উম্ময়ের কন্যা ইনি মহম্মদের অন্যান্য পত্নী অপেক্ষা দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন)	৬১৯
৬। উম্‌ হাবিবা (আবু সোফিয়ান-কন্যা) …	৬৬৪
৭। জৈনব (জহশের কন্যা, মহম্মদের দাস জৈয়দের বিধবা পত্নী) … … …	৬৪১

নাম		খৃষ্টাব্দ
৮।	জৈনব (খুজীমার কন্যা) … …	৬৪১
৯।	মৈমুনা (হরিত্তের কন্যা) … …	৬৭১
১০।	জবারিয়া (হরিৎকন্যা) … …	৬৭০।৫ মাস
১১।	সফিয়া (হোয়রবিন্‌-আখতারের কন্যা) …	৬৭০
১২।	মরিয়া কোপ্তী (ইজিপ্টদেশবাসিনী ইহার গর্ভে ইব্রাহিমের জন্ম হয়) … …	৬৪৭

মহম্মদের এই বহুপত্নীকত্ব সমর্থন করিতে গিয়া অনেক ভক্তসুধী তাঁহার অবতারত্বের সূচনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, দেবদূতগণ সামান্য মনুষ্যের ন্যায় কোন পার্থিব নিয়মের বশীভূত নহেন।

জগতের ইতিহাসে অসামান্য প্রভুত্ব-লাভকারী মহম্মদের জীবনী আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, একমাত্র সাংসারিক ব্যাপার ব্যতীত তিনি অপর কোন বিষয়ে বিশেষ দোষান্বিত হন নাই। সমস্ত আরবের রাজ্যেশ্বর হইয়াও তিনি সাধু-জীবনের অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যের যাবতীয় কাঠিন্যই অবলম্বন করিয়াছিলেন। খাদ্য, পান ও পরিধেয় কোন বিষয়ে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। পার্থিব ধনরত্নাদি ও ঐশ্বর্য্যের উপর তাঁহার কদাচ আসক্তি দেখা যাইত। তিনি তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যানুরূপ উপাসনার কঠোরনিয়মাদি পালন করিয়া গিয়াছেন। একমাত্র নরলোকের মুক্তির জন্যই তিনি প্যাগম্বররূপে ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছেন, এই কথাই তিনি প্রচার করিতে বাধ্য হন। মদিনাবাসীকে প্যাগম্বর নিজ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন না করিলে কখনই তাঁহার ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচার হইত না। তিনি পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও তাঁহার ধর্ম্মব্রতের অধিকারিণী করিতে ছাড়েন নাই। এই কারণে তিনি পরবর্ত্তী মুসলমান-সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দাভাজন হইয়াছেন।

মহম্মদ যে ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি এ কথা তিনি কখনও নিজ মুখে স্বীকার করেন নাই, তাঁহার কার্য্যকলাপ তাঁহাকে দেবদূত বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদিগের পবিত্র কোরাণ গ্রন্থ তাঁহার সেই প্রতিভাকে অনেকাংশে মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছে। তৎপ্রবর্ত্তিত ইস্‌লামধর্ম্মে প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বের বিশেষ গভীরতা না থাকিলেও তাহাতে সামাজিক প্রতিপত্তির পূর্ণ শক্তি বিরাজমান রহিয়াছে।

মদিনায় তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত এবং মক্কায় তাহার পরিপুষ্টি ও অবসান হইয়াছিল। এই দুই ক্ষেত্রের কার্য্যপরম্পরা ঐতিহাসিকগণের আলোচ্য বিষয় হইলেও তাঁহার ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ কোন ইষ্টসাধক হয় নাই। কোরাণে যে সকল নিয়ম তিনি ঈশ্বরের অভিব্যক্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সাধারণের নিকট বিশেষ প্রতিবাদার্হ। প্রবঞ্চনা ও প্রতিহিংসা তাঁহার জীবনে যে কালিমা অর্পণ করিয়াছে, তাহা কিছুতে অপনোদিত হইবার নহে।

নখ্‌লার যুদ্ধে ভীষণ নরহত্যা এবং কোসির যুদ্ধে ৬ শত নিরপরাধী য়িহুদীর প্রাণবিনাশ তাঁহার জীবনকে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি একজন প্রভূত প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা-পূরণের জন্যই তিনি তাদৃশ কঠোর কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

[বিস্তৃত বিবরণ কোরাণ ও মুসলমান শব্দে দ্রষ্টব্য।]

মহম্মদ ১ম, তুরস্কের জনৈক সুলতান। ইনি সুলতান বয়াজিদের পুত্র। বয়াজিদের মৃত্যুর পর পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তুর্কসিংহাসন ১১ বৎসর অরাজক থাকে। তৎপরে ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি বিশেষ সাহসিক ছিলেন। নিজ ভুজবলে ইনি কাপাদোকিয়া, সার্ভিয়া, ওয়ালাচিয়া প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। কনষ্টান্টিনোপ্‌লের সম্রাট্‌ মানুএল পালিওলোগসের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইনি তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের কএকটী প্রদেশ প্রদান করেন। ১৪২২ খৃষ্টাব্দে এড্রিয়ানোপল নগরে ৪৭ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে ইঁহার পুত্র ২য় মুরাদ (আমুরাথ) রাজসিংহাসন অধিকার করেন।

মহম্মদ ২য়, তুর্কজাতির জনৈক সম্রাট্‌। ইনি স্বীয় বলবীর্য্যের জন্য 'মহৎ' উপাধি লাভ করেন। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে পিতার (২য় মুরাদের) মৃত্যুর পর, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ইনি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজ্যাধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই ইঁহাকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয়। কনষ্টান্টিনোপ্‌ল অবরোধকালে ইঁহাকে গ্রীকৃদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগর ইঁহার করতলগত হয়।

কনষ্টান্টিনোপ্‌লের অধঃপতনের পর হইতে মহম্মদের সুশাসনে ও যত্নে তথাকার দার্শনিক ও বিজ্ঞলোকগণ পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। দুইটী তুর্ক-সাম্রাজ্য, দ্বাদশটী মিত্ররাজ্য ও ২ শত নগর অধিকার করিয়া ইনি গ্রেট্‌ ও গ্রাণ্ড সিগ্‌নর আখ্যায় ভূষিত হন। এই উপাধি ইঁহার বংশধরগণও গর্ব্বের সহিত বহন করিয়াছিলেন।

অতঃপর মহম্মদ ইতালী-বিজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধায়োজন করেন, কিন্তু দৈবাৎ শূলরোগে আক্রান্ত হইয়া ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

তিনি খৃষ্টধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের উচ্ছেদ-কামনায় তিনি খৃষ্টানদিগকে বহুবার নির্য্যাতন করেন। খৃষ্টান্‌দিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করণই তাঁহার এই অত্যাচারের প্রধান উদ্দেশ্য। এই জন্ত তিনি প্রায় ৮০ হাজার খৃষ্টান্ নরনারীকে শমনভবনে প্রেরণ করেন। তিনি বিশেষ সাহসী, বলবান্, প্রখরবুদ্ধি ও অদৃষ্টবান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি এরূপ গুণাবলীতে ভূষিত হইলেও, কঠোরতা নিষ্ঠুরতা ও অবিশ্বস্ততা প্রভৃতি অসদ্ গুণ তাঁহার জীবনকে কলঙ্কিত করিয়াছিল।

মহম্মদ ৩য়, তুর্কদিগের জনৈক সম্রাট্। পিতার (৩য় মুরাদের) মৃত্যুর পর, তিনি ১৫৯৫ কনস্তান্তিনোপ্‌লের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি স্বীয় ১৯ জন ভ্রাতার প্রাণ সংহার এবং গর্ভবতী ১০ জন বিমাতাকে জলমগ্ন করিয়া স্বীয় রাজপদ কণ্টকমুক্ত করেন। তিনি জর্ম্মণ সম্রাট্ ২য় রড়ল্‌ফাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। হাঙ্গেরীরাজকে পরাজয় করিবার মানসে তিনি প্রায় ২ লক্ষ সৈন্ত লইয়া অগ্রসর হন। এই যুদ্ধে সম্রাট্ ভ্রাতা মাক্সিমিলিয়ান্ তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। যুদ্ধে জয়লাভ না হইলেও, মহম্মদীয় সেনার নিকট হাঙ্গেরী সৈন্ত বিশেষরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল।

হাঙ্গেরী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ঐশ্বর্য্যসুখে মত্ত হইয়া পড়েন। এই সময়ে অধিকাংশ সময় তিনি অন্তঃপুরে থাকিয়া বেগমদিগের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে রত থাকিতেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেব ভারতভূমে যেরূপ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে ইস্‌লাম-ধর্ম্মবিস্তারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তদ্রূপ উদ্দেশ্যের সহিত মহম্মদ প্রাচ্য জগতে ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতে যত্নবান্ হন।

মহম্মদ ৪র্থ, তুর্কের জনৈক সম্রাট্, ইব্রাহিমের পুত্র। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কনস্তান্তিনোপ্‌লের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইস্‌লামধর্ম্ম ও মুসলমান-রাজ্যবিস্তারের জন্ত তিনি ভিনিসীয় জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। প্রায় ২ লক্ষ সৈন্তকে নিহত করিয়া কাণ্ডিয়া অধিকারপূর্ব্বক পোলণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হয়। কিন্তু তাঁহাকে তথায় মহম্মদীয় শাসনবিধি স্থাপন করিতে হয় নাই। ?র বৎসর পোলণ্ডরাজ সোবেস্কি চোরেজিমের যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া কারারুদ্ধ হন। এখানে ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ, জনৈক মুসলমান টীকাকার। ইঁহার চলিত নাম বরাণ-উস্ শারিয়ত। হিজরা ৭ম শতাব্দীতে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি 'বকায়া' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত বকায়া গ্রন্থ "হিদায়া" নামক পুস্তকের প্রস্তাবনাস্বরূপ। উবেদ উল্লা বিল্ মশাযুদের 'সরার-উল-বকায়' নামক টীকা মূল গ্রন্থখানিকে অতিক্রম করিয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থে মূল শ্লোক ও তাহার বিশদ ব্যাখ্যা এবং দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত "বকায়ের" আরও অনেক টীকা আছে।

মহম্মদ, কান্দাহারের জনৈক রাজা। তিনি খিলজাই জাতীয় আফ্‌গান।

১৭১৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার পিতা মীর্ বয়ের মৃত্যু হইলে, তিনি তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। ১৭২২ খৃঃ অব্দে তিনি ইশ্‌পাহান্ নগর অবরোধ করিয়াছিলেন। পারস্তরাজ সুলতান হোসেন সুফী তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া এমন কি প্রধান প্রধান সামন্তগণ সহ অশ্রুপূর্ণ নয়নে মহম্মদের নিকট আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিজ হস্তে তাঁহার মস্তকোপরি রাজমুকুট ধারণ করেন। এই ঘটনার ২ বৎসর পরে মহম্মদ বন্দী সফীয়ান যুবরাজগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৩৯ জন রাজবংশধর নিষ্ঠুরভাবে নির্দ্দয় বিজেতৃকরে নিহত হন। এই সকল রাজপুত্রের মধ্যে কেহ পূর্ণবয়স্ক এবং কেহ বা শৈশবাবস্থাপন্ন ছিল। কথিত আছে যে, মহম্মদ সেই রাত্রিতেই উন্মত্ত হইয়া স্বীয় মাংস ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আহার করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় ১৭২৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। মহম্মদের মৃত্যুর পূর্ব্বে সুলতান হোসেনের পুত্র তহমাস্প মীর্জা,যিনি ইস্‌পহান্ হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, সুযোগ পাইয়া এই সময় মহম্মদের রাজ্য আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তৎদর্শনে সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র আশরফ্‌কে শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিলেন। মতান্তরে আশরফ্ ১৭২৫ খৃঃ অব্দে মহম্মদকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

মহম্মদ অকবর, মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের নামান্তর। [অকবর দেখ।]

মহম্মদ অকবর, সম্রাট্ অরঙ্গজেব আলমগীরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি পিতার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। পরিশেষে পারস্তে পলায়ন করেন। এখানে ১১১৫ হিজিরায় তাঁহার জীবনলীলা শেষ হয়।

মহম্মদ অকবর, জনৈক মুসলমান গ্রন্থকার। কুলবর্গাবাসী মহম্মদ গেসু দরাজের পুত্র। ইনি পারসী ভাষায় 'আকায়েদ্ অকবরী' নামক একখানি ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

মহম্মদ অল্ মহদী, বর্ব্বররাজ্যের প্রথম খলিফা বা রাজা। ৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। আলি ও ফতিমার পুত্র হোসেনের বংশধর বলিয়া মুসলমান-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার বংশধরগণ মিসর রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র কাএম বিয়ামর্ উল্লা ৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন।

মহম্মদ অবদ্, জনৈক পারসিক গ্রন্থকার। ইনি অসাস্ উল্-ইস্লাম্ ও কিশ্ব সুনাতফ্ বা জমায়ৎ নামে দুইখানি মহম্মদীয় স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন।

মহম্মদ আজিম্, জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক। ইনি হায়দার মালিককৃত কাশ্মীর ইতিহাসের পরবর্ত্তী ঘটনা অবলম্বনে একখানি ইতিহাস রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি মোগল-সম্রাট্ আলমগীরের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন।

মহম্মদ আদিল্ শাহ, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর-রাজ্যের জনৈক রাজা। ২য় ইব্রাহিম আদিলশাহের পুত্র। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার রাজ্যকালে দিল্লীর মোগল-সম্রাট্ শাহ-জহান্ দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন। আহ্মদনগর মোগলের করতলগত হইলে, তাঁহার রাজধানী মোগলসৈন্য কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতে পারে ভাবিয়া, তিনি নিজাম শাহের সহায় হইয়া মোগলরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে এইরূপে কএকবার যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এমন কি, এক সময়ে তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বহু অর্থ প্রদান করিয়া শান্তিক্রয় করিতে হয়।

১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্য পুনরায় দাক্ষিণাত্যবিজয়ে অগ্রসর হইল। বিজাপুর রাজ্য এই সময় তিন দিক্ হইতে আক্রান্ত হইলে, বিজাপুররাজ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলেন। দুর্দ্দান্ত মোগলসৈন্য বিশেষ নিষ্ঠুরতার সহিত বিজাপুর রাজ্য ও নগর উৎসাদিত করিতেছিল। দৌলতাবাদ প্রভৃতি গিরি-দুর্গ ও রাজধানী এবং নিজাম রাজ্যের অধিকাংশস্থান মোগলের হস্তগত হইল দেখিয়া, মহম্মদ মোগল-সম্রাটের শরণাপন্ন হন এবং মোগলরাজ সরকারে প্রভূত রাজস্ব প্রদান করিয়া অব্যাহতি পান।

প্রকৃতপক্ষে ইনিই বিজাপুর রাজ্যের শেষ রাজা। ইনি স্বনামে মুদ্রাপ্রচলন করেন। ইহার পরবর্ত্তি-রাজগণ নামে মাত্র রাজা ছিলেন।

মহম্মদের রাজত্বের শেষভাগে প্রধান সামন্তরাজ শাহজী ভোঁস্লের পুত্র শিবাজী ছলে, বলে ও কৌশলে বিজাপুর রাজ-সরকারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই সামন্তের অভ্যুদয় হইতেই বিজাপুর-রাজশক্তির হ্রাস হইতে থাকে।

১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে মহম্মদের মৃত্যু ঘটে। বিজাপুরস্থ গোল-গম্বুজ নামক সমাধিমন্দিরে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হয়। পিতার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আলি আদিল শাহ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। [আদিলশাহ বংশ ও বিজাপুর দেখ।]

মহম্মদ আফ্জল, মদীনাৎ উল্ ঔবিয়া নামক গ্রন্থরচয়িতা। গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে জগৎ-সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া ইস্লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্যাগম্বরগণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মহম্মদ আফজল্ (শেখ), জনৈক মুসলমান কবি। গাজিপুরনিবাসী পীরজাদা শেখ আবদর্ রহিমের পুত্র। ইনি স্বীয় দীক্ষাগুরু কাল্পীনিবাসী মীর সৈয়দ মহম্মদের অনুমতিক্রমে আলাহাবাদ (প্রয়োগ) নগরে যাইয়া বাস করেন। এখানে তিনি একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালকদিগকে আরবী ও পারস্যভাষা শিক্ষা দিতেন। তাঁহার রচিত অনেক কাব্য পাওয়া যায়। এই কবিত্ব শক্তির জন্য তিনি "আফ্জল" আখ্যা লাভ করেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ আন্সর, জনৈক মুসলমান-জীবনীলেখক। ইনি গুজরাতবাসী বিখ্যাত সুফি শেখ আহ্মদ খট্টর জীবনী অবলম্বন করিয়া ১৪৪৫ খৃঃ অঃ 'মলফুজাৎ শেখ আহ্মদ যত্রাবি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এখনও আহ্মদনগরে উক্ত সুফি-সাধকের সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে।

মহম্মদ আমীন্, আহ্মদনগরবাসী জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক। দৌলত মহম্মদ অল্ হুসেনী অল্ বাল্খীর পুত্র। ইনি নবাব সিপাদার খাঁর আশ্রয়ে থাকিয়া 'আন্ফা উল্ অখ্-বার' নামে একখানি ইতিহাস রচনা করেন। ১০৩৬ হিজিরায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় বলিয়া গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের এই নাম রাখিয়া দেন। গ্রন্থশেষে নবাবের বিশেষ প্রশংসা লিখিত আছে।

মহম্মদ আমীন্, জনৈক মুসলমান কবি। সম্রাট্ আলমগীরের যুদ্ধবিজয় এবং দাক্ষিণাত্যের নগরশোভা সন্দর্শন করিয়া তিনি যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সংগৃহীত করিয়া তিনি 'অস্রার-উল্-মআনী' নামে প্রকাশ করেন। নগরগুলির বর্ণনায় তিনি মোগল-অধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী সৌন্দর্য্যের বিষয়ই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি এককথায় 'ভারতীয় উদ্যানের প্রাচীন শোভা' বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যেহেতু মোগল-অত্যাচারে অনেকানেক নগর একবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন 'হকিয়ৎ ইলম্ ইলাহী' নামে তাঁহার রচিত আর একখানি ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ পাওয়া যায়।

মহম্মদ আমীন্ খাঁ, জনৈক মোগল সেনাপতি। মহম্মদ সৈয়দ মীর জুম্লার পুত্র। ইনি সম্রাট্ শাহ জহান্ ও আলম্গীরের অধীন পাঁচ হাজারী সেনানায়ক ছিলেন। গুজরাত-প্রদেশের আহ্মদাবাদ নগরে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ আমীন্ খাঁ, জনৈক মোগল-সচিব। নিজাম উল্ মুল্ক্ আসফ-জার ভ্রাতা মীর বহাউদ্দীনের পুত্র। সম্রাট্ আলম্গীরের রাজ্যকালে ইনি জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতে আগমন করেন এবং উক্ত সম্রাটের অধীনে কর্ম্মচারি-পদে নিযুক্ত হন। বিচক্ষণ ও কূটবুদ্ধি দেখিয়া সম্রাট্ মহম্মদ শাহ তাঁহাকে স্বীয় প্রধান পরামর্শদাতা করিয়াছিলেন। অবশেষে সৈয়দ হোসেন আলী খাঁর মৃত্যু এবং ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লা খাঁর কারারোধের পর তিনি সম্রাটের অনুগ্রহে 'ইতিমদ্ উদ্দৌলা'উপাধির সহিত উজিরীপদ লাভ করেন (১৭২০ খৃঃ অঃ)। কিন্তু পর বৎসরেই রোগগ্রস্ত হইয়া তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

মহম্মদ আমীন্ রজী, হফ্ত আলিম্ নামক জীবনীকোষ-রচয়িতা। আমীন্ আহ্মদ নামে প্রসিদ্ধ। সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বকালে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থে তিনি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলস্থ সপ্ত ঋতুর বর্ণনা, প্রধান প্রধান নগরের বিবরণ এবং তৎকালীন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ও কবিগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মহম্মদ আমীর খাঁ, মৌলুদ্ নাদিরি নামক উর্দ্দু গ্রন্থ-প্রণেতা। আগ্রানগরে তাঁহার জন্ম হয়। আবদুল কাদের গীলানী নামক মুসলমান সাধুর জীবনী অবলম্বনে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন।

মহম্মদ আলাউদ্দীন্ বিন্ শেখ আলি অল্ হিস্কাফি, ফতাবা হুর্ অদ্ মুখতার নামক আইনগ্রন্থরচয়িতা। ইহা তন্বীর-উল্ অব্সার নামক গ্রন্থের টীকা। এতদ্ভিন্ন ইহাতে কতকগুলি মোকদ্দমার বিচারনিষ্পত্তি লিখিত হইয়াছে।

মহম্মদ আলী খাঁ (আন্সরি), তারিখ-ই-মুজাঃফরী ও বহরুল মব্বাজ্ নামক ইতিহাস-প্রণেতা। ইনি হাজিপুর ও ত্রিহুতের ফৌজদারী আদালতের দারোগা ছিলেন।

মহম্মদ আলী খাঁ, জনৈক রোহিলা-সর্দ্দার। রামপুরের রোহিলা-সর্দ্দার ফৈজউল্লা খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে তাঁহার ভ্রাতা গোলাম মহম্মদ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া গুপ্তভাবে নিহত করেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট মৃত রাজার নাবালক পুত্র আহ্মদ খাঁর পক্ষাবলম্বন করিয়া গোলাম মহম্মদকে বিথোরায় বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করেন। কিন্তু তিনি মক্কাযাত্রা করিবার ভাণে দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতানের সহিত মিলিত হন এবং তথা হইতে ১৭৯৭ খৃঃ অঃ কাবুলে পলাইয়া যান। এখান হইতে তিনি জমান শাহের সহযোগে ভারত-আক্রমণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

অহ্মদ আলী খাঁর মৃত্যুর পর মহম্মদ সৈয়দ খাঁ ১৮৫০ খৃঃ অঃ এবং মহম্মদ যুসুফ আলী খা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রামপুর-মস্নদে আরোহণ করেন।

মহম্মদ আলী খাঁ, কর্ণাটকের জনৈক নবাব। অন্বর উদ্দীন্ খাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর, ইনি নবাব নাশির জঙ্গের ও ইংরাজের সহযোগিতায় ১৭৫০ খৃঃ অঃ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, ১৭৯৫ খৃঃ অঃ তাহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ আলি-বিন্ হামিদ, 'তারিখ-ই-হিন্দ-ব-সিন্ধ' বা চাচ্ নামা নামক ইতিহাস প্রণেতা।

মহম্মদ আলী খাঁ, তোঙ্কের জনৈক নবাব। পেণ্ডারি-সর্দ্দার আমীর খাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর, তিনি ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। লাবার হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকায় তাঁহাকে ১৮৬৭ খৃঃ অঃ ইংরাজ গবর্মেণ্ট রাজ্যচ্যুত করেন। ১৮৭০ খৃঃ অঃ ইংরাজরাজের রাজনৈতিক বিভাগ হইতে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম আলী খাঁকে নবাবপদে অভিষিক্ত করা হয়।

মহম্মদ আলী মীর, মিরাট্ উস্-সফা নামক গ্রন্থপ্রণেতা। বুর্হানপুরে ইঁহার বাস ছিল।

মহম্মদ আলী মীর্জ্জা, আগ্রাবাসী জনৈক মুসলমান-কবি, তিনি কাব্যরচনার জন্য 'মাহির' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পিতা হিন্দু ছিলেন। মীর্জা জাফর মুআম্মাই নামক জনৈক ভাড়ের নিকট তাঁহার পিতা কর্ম্ম করিতেন। উক্ত মীর্জ্জা জাফরের কোন পুত্র সন্তানাদি না থাকায় তিনি এই হিন্দু ভৃত্যের বালকপুত্রকে ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন। জাফরের অধীনে থাকিয়া ধর্ম্মত্যাগী বালক মহম্মদ আলী উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন। মীর্জ্জা জাফরের মৃত্যুর পর ইনি দানেশমন্দ খাঁর আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। দানেশমন্দের মৃত্যুর পর, তিনি কর্ম্ম-জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনেই কালাতিপাত করেন, এই সময়ে ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত

অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'গুল্-ই-ঔরঙ্গ' নামক কাব্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এই গ্রন্থে তিনি সম্রাট্‌ অরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

মহম্মদ আলী শাহ্‌, অযোধ্যার জনৈক নবাব। নবাব নাশির উদ্দৌলা নামে প্রসিদ্ধ। নবাব সয়াদৎ আলী খাঁর পুত্র। সুলিমান জা নাসির-উদ্দীনের মৃত্যুর পর, ১৮৩৭ খৃঃ অঃ ইনি ইংরাজরাজ কর্তৃক লক্ষ্ণৌ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া ইনি 'আবুল ফথে মোইযুদ্দীন্ সুলতান জমান্ মহম্মদ আলী শাহ' নাম গ্রহণ করেন। ৫ বৎসর রাজত্বের পর ১৮৪২ খৃঃ অঃ লক্ষ্ণৌ নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার পর তৎপুত্র সূর্য্য জা আম্‌জাদ্‌ আলী শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

মহম্মদ আবছুল বাকী, মআসির-ই-রহীমী নামক ইতিহাস প্রণেতা।

মহম্মদ আবুল কাশিম, বোগদাদবাসী জনৈক প্রাচীন ভৌগোলিক। ইনি ৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আফ্রিকা, পারস্ত, পশ্চিমভারত প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান।

মহম্মদ আস্‌লাম, ফর্হতুন্-নাজিরীন্ নামক ইতিহাস প্রণেতা। মহম্মদ হাফিজুল আনসারির পুত্র। ইনি ১৭৭০-১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় গ্রন্থ সমাপন করেন।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার, বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম মুসলমান-শাসনকর্ত্তা। তাঁহার প্রকৃত নাম মালিক উল্ গাজি ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন্ মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার। তাঁহারা খিলিজাজাতীয় ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে তাঁহার পিতার নামে (মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিঁলিজি) পরিচিত করিয়া বড়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, সহিষ্ণুতা,সাহস, বীর্য্য ও ঔদার্য্যাদি সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন।

জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া তিনি গজনীরাজ-সরকারে কার্য্যগ্রহণের জন্য আসিয়া উপস্থিত হন, কিন্তু এখানে উপযুক্ত বেতন না পাওয়ায়, হিন্দুস্থানে আগমন করেন। দিল্লীরাজধানীতেও ইঁহার মনের আশা পূর্ণ না হওয়ায়, বদাউনে যাইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা সিপা-সালর হিজাবর উদ্দীন্ হসন-ই-আদিবের নিকট উপযুক্ত বেতনে কর্ম্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার পিতৃব্য মহম্মদ-ই-মাহ্মূদ পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং স্বীয় বীরত্বের পারিতোষিক স্বরূপ কাষ্ঠমণ্ডী জায়গীর প্রাপ্ত হন। পরে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে তিনি অযোধ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ভোগপৎ, ভীবলী (ভৈলী), মুঙ্গের ও বিহার প্রদেশ জয় করেন। এই সময়ে তাঁহার গুণগ্রামের ও তাঁহার সুদক্ষ সেনাগণের বীরত্বের পরিচয় সুলতান কুতব উদ্দীনের কর্ণগোচর হয়। তিনি বখ্‌তিয়ারকে রাজযোগ্য পরিচ্ছদাদি প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়াছিলেন। এইরূপে দিল্লীশ্বর কর্তৃক অনুগৃহীত বোধে তিনি ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে বেহার-রাজধানী লুণ্ঠন করেন। ঐ সময়ে বহুসংখ্যক নিরীহ ব্রাহ্মণসন্তান বিজেতা মুসলমানের হস্তে নিগৃহীত ও নিহত হইয়াছিল।

বিহার লুণ্ঠনপূর্ব্বক মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার বহু ধনরত্ন লাভ করিয়া সুলতান কুতব উদ্দীনকে নজর দেন। সুলতান তাহার এই প্রভুভক্তিতে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় রাজপরিচ্ছাদাদি দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তদনন্তর বখ্‌তিয়ার পুনর্ব্বার বেহার প্রদেশে প্রস্থান করেন।

এই সময়ে বঙ্গদেশে সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করিতেছিলেন। লক্ষণাবতী বা গৌড়নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। বৃদ্ধরাজা মুসলমানগণের এইরূপ অমানুষিক অত্যাচারে বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন, পাছে তাঁহার অধিকারে পুনরায় ব্রহ্মহত্যা হয়, এই ভয়েও বিশেষ শঙ্কিত রহিলেন। এক কথায় কামরূপ, বঙ্গ, লক্ষ্মণাবতী ও বিহার প্রদেশ মুসলমানের অত্যাচার-ভয়ে ত্রস্ত হইয়া থাকিল।

মুসলমান-ইতিহাস পাঠে জানা যায়, নদীয়ানগরে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল। তিনি ৮০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিকগণের হিসাবে তাঁহার রাজ্যকাল ৮০ বৎসর ধরিলে তাঁহার জন্মকাল ও সেনবংশীয়গণের রাজত্ব বড় অসংলগ্ন হইয়া পড়ে, এই ভ্রম নিরাকরণের জন্য কোন কোন ঐতিহাসিক লক্ষ্মণ সেনকে আজন্ম রাজা অর্থাৎ সূতিকাগৃহ হইতেই সিংহাসনে বসাইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি ৮০বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

রাজা লক্ষ্মণ সেন বখ্‌তিয়ারের বঙ্গে আগমন বার্ত্তা শুনিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণকে যুদ্ধের ফলাফল গণনা করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে তাঁহারা গণনা করিয়া বলেন যে, 'তুর্কগণ ভবিষ্যতে এখানকার রাজা হইবে'। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর বিনা যুদ্ধে তুর্ককরে বঙ্গ সমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইলে, তখন দলে দলে তথাকার ব্রাহ্মণ ও অপরাপর হিন্দু অধিবাসী, কামরূপ ও জগন্নাথ তীর্থে এবং বঙ্গরাজ্যের অপরাপর নগরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের তাহা অভিপ্রেত ছিল না।

পর বৎসরে বখ্‌তিয়ার পুনরায় বেহার লুণ্ঠনপূর্ব্বক নদীয়া-নগরের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হন। সেখানকার সাধারণ

নগরবাসিগণ আদৌ তাহাকে আততায়ী বলিয়া জানিতে পারে নাই। তিনি অশ্বব্যবসায়ী ছদ্মবেশী বণিক সাজিয়া অষ্টাদশ জন মাত্র সৈনিক সঙ্গে লইয়া নগরে প্রবেশ করেন। অবশিষ্ট সেনাসমূহ অদূরে লুক্কায়িত ছিল।

অশ্ববিক্রয়ের ভাণ করিয়া তাহারা ক্রমে রাজপ্রাসাদে উপনীত হয়। এই দ্বিপ্রহর বেলায় সকলে খাদ্যাদির আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। স্বয়ং রাজা ভোজনে বসিয়াছিলেন। এরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। নিরাহ দ্বাররক্ষিগণ মুসলমানহস্তে নিহত হইল। রাজপ্রাসাদ অচির কাল মধ্যে আর্তনাদ ও কোলাহলে পূর্ণ হইয়া গেল। রাজা যবনস্পর্শের আশঙ্কায় অন্তঃপুরদ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন। কেহ কেহ বলেন, বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন জগন্নাথ ধামে এবং তাঁহার বংশধরগণ বিক্রমপুরে পলায়ন করেন।

[চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ দেখ।]

ক্রমে মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের অপরাপর সেনাগণ আসিয়া নগর বেষ্টন করিল। লক্ষ্মণাবতীতে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার রাজপাট স্থাপন করিলেন। তাঁহার নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রাঙ্কণ হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার যত্নে বাঙ্গালায় মস্‌জিদ্, বিদ্যামন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কএক বৎসর পরে তিনি কোচ ও মেচজাতিকে পরাজয় করিয়া তুর্কিস্থান ও চীন বিজয়পূর্ব্বক নেপাল হইয়া পুনরায় লক্ষ্মণাবতীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তবকাৎ-ই-নাসিরি পাঠে জানা যায় যে, তিনি ভুটান, বাঙ্গালা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামরূপ আক্রমণকালে তাহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এই সময় মহম্মদ ব্যতীত অপর মুসলমান সৈন্যগণ নদীগর্ভে বিনষ্ট হয়। [বঙ্গদেশ দেখ।]

মহম্মদ ইমাদ, (ফকি কির্ম্মাণি খাজা), জনৈক মুসলমান হাকিম ও কবি। সিরাজরাজ শাহ সুজার রাজ্যকালে ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। তিনি মিস্‌বা-উল্-হিদায়ৎ, মুনিস্ উল্-অব্রার, মস্‌নবি-কজিয়ৎ, মহব্বৎনামা, সেনাৎনামা, পঞ্চগঞ্জ প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। কবিবর ইলাহী ও দৌলৎ শাহের লেখনানুসারে ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, কিন্তু অপরাপর গ্রন্থের প্রমাণ-দৃষ্টে ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল অবধারিত হইয়াছে। তাঁহার জন্মভূমি কির্ম্মাণেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

মহম্মদ ইমাম, জনৈক মুসলমান মুফ্‌তী। খলিফা হারুণ অল্ রসীদের রাজ্যকালে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম আবু আবদল্লা মহম্মদ বিন্ হসেন অল সইবানি। হরাক্ আরবের অন্তর্গত বাসৎ নগরে ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে আবু হানিফা ও পরে আবু যুসুফের নিকট ইনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় অধ্যাপক ইমাম্ আবু যুসুফের টিপ্পনীগুলি একত্র করিয়া স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন। শুনা যায়, ইনি সর্ব্বসমেত ৯৯৯ খান গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে জামি-উল্ কবীর, জামি-উস্-সগীর, মব্‌সুৎ ফি ফুরু ইল হানিফিয়া, জিয়াদাৎ ফি ফুরু-ইল্ হানফিয়া, সিয়ার উল্ কবীর বস্ সগীর প্রভৃতি ছয়খানি গ্রন্থ মুসলমান-সমাজে বিশেষ আদরণীয় এবং জাহির উল্ রিবায়ৎ নামে খ্যাত। খোরাসান রাজ্যের রাজধানী রাই (রায়) নগরে ৮০২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। মতান্তরে বোগদাদ্ নগরে ইহার মৃত্যু হইয়াছিল।

মহম্মদ ইস্‌মাইল বুখারি, সহী উল্ বুখারি নামক গ্রন্থপ্রণেতা। তাঁহার প্রকৃত নাম আবা আবদল্লা বিন্ ইস্‌মাইল অল্ বুখারি। বুখারা নগরে জন্ম ও বাসহেতু অল্ বুখারি নামে খ্যাত হন। আইন ব্যবসায়ের জন্য তিনি মহম্মদ ইস্‌মাইল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত গ্রন্থ মুসলমান সমাজে দ্বিতীয় কোরাণ বলিয়া গৃহীত। ৮৭০ খৃষ্টাব্দে বুখারা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ ইস্‌মাইল, (মৌলবী), সিরাৎ উল মুস্তাকিম্ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। মুসলমানদিগের ভিন্ন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বেরেলীবাসী সৈয়দ আহ্মদের মতব্যাখ্যা করিয়া তিনি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

মহম্মদ ইস্‌হক্, সিয়ার উল্ নবি ব-আষাঢ় সহাব নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মহম্মদ ইখ্‌তিয়ার, (মালিক), সুলতান মাহ্মুদ বিগাড়ার জনৈক বন্ধু। সুলতান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ইঁহাকে পাঁচহাজারী পদ প্রদান করেন। একসময় আহ্মদাবাদ হইতে মাণিপুরে গমনকালে তিনি পথিমধ্যে মধ্যাহ্নিক নেমাজ সমাপনের নিমিত্ত এক মোল্লার মস্‌জিদে উপনীত হন। মোল্লার সহিত আলাপে তাঁহার সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্যের স্পৃহা ক্ষীণ হইয়া যায়। অতঃপর ধনরত্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বিরাগবিষয়ক বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। সুলতান প্রথমে উন্মাদ জানিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টির বিশেষ চেষ্টা করেন। পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

মহম্মদ পত্নী সমভিব্যাহারে মোল্লার নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত থাকিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। মোল্লার যত্নে ও শিক্ষাগুণে মালিকের দিন দিন

মানসিক বৃত্তিসমূহ পরিস্ফুট হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার সাধুতার পরিচয় চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। প্রবাদ, আমক্রম্‌বাসী ঘাসিয়া জাতির জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে নিহত করে। সৌরাষ্ট্র নগরে তাঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। দাক্ষিণাত্যবাসী বহু শত লোক তাঁহার সমাধিমন্দির সন্দর্শনে আসিয়া থাকেন।

মহম্মদ ইবন্ আলহ মুর, য়ুরোপের স্পেন রাজ্যের গ্রাণাডা প্রদেশের জনৈক মুর (মুসলমান) রাজা। তিনি আল্‌হাম্ব্রার বিখ্যাত দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত দুর্গের একখানি শিলাফলকে তাঁহার আবু আব্‌দল্লা নাম পাওয়া যায়। অর্জ্জনা নগরে ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে বনিনসরের সম্রান্তকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি অর্জ্জনা ও জায়েনের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি স্বীয় দয়া দাক্ষিণ্য ও ন্যায়পরতাগুণে সাধারণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ইবন্ হুদার মৃত্যুর পর স্পেনীয় মুররাজ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। এই অবসরে মহম্মদ কএকটী প্রদেশ অধিকার করেন। এতদ্ভিন্ন আরও কএকটী প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ তাঁহার উপস্থিতি মাত্রেই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

তাঁহার অধিকারকালে স্পেন-রাজ্যের উন্নতির পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। তিনি সর্ব্বপ্রথমে স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের মধ্যভাগে তিনি আল্‌হাম্ব্রাদুর্গ-নির্ম্মাণে ব্রতী হন। ৭৯ বৎসর বয়সেও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ হ্রাস হয় নাই। তিনি স্বয়ং ঐ সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেনাচালনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি আল্‌হাম্ব্রাদুর্গের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী মুররাজ য়ুসুফ আবুল্ হাজী ঐ দুর্গের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিয়া যান।

মহম্মদ ইবন্-মশাউদ, জনৈক মুসলমান কবি। ইঁহার রচিত গ্রন্থ "জিনাত উৎ-জমান।"

মহম্মদ করিম্, মোগলসম্রাট্ বাহাদুর শাহের পৌত্র ও যুবরাজ আজিম্ উস্-সানের পুত্র। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বীয় পিতৃব্য সম্রাট্ জাহান্দার শাহ কর্ত্তৃক নিহত হন।

মহম্মদ কাজাম (মীর্জ্জা), জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক। সম্রাট্ আলমগীরের মুন্সি মীর্জ্জা মহম্মদ আমীনের পুত্র। তিনি আলমগীর-নামা নাম দিয়া সম্রাট্ আলমগীরের রাজত্বের প্রথম ১০ বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ সমাপন করিয়া তিনি দিল্লীশ্বরকে উপহার প্রদান করিলে, সম্রাট্ তাঁহাকে এবং তৎকালীন অপরাপর ঐতিহাসিকগণকে তাঁহার জীবনী লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মহম্মদ শাহনামা, রোজনামা ও অখ্‌বর-হসনিয়া নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

মহম্মদ কালা, গুজরাতের প্রসিদ্ধ সুলতান মামুদ বিগাড়ার পুত্র। ইঁহার মাতার নাম রাণী রূপমঞ্জরী। আহ্মদাবাদ নগরের মাণিকচকে এখনও রূপমঞ্জরীর সুপ্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে।

মহম্মদ কাশিম, বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক ফিরিস্তার নামান্তর। [ফিরিস্তা দেখ।]

মহম্মদ কাশিম, ফর্‌হঙ্গ্-সুরূরী নামক পারসী অভিধান-প্রণেতা। চম্মকারপুত্র প্রসিদ্ধ কবি হাজিমহম্মদ সুরূরী-কাশানীর পুত্র। ইনি ১৪৯৯ খৃঃ অঃ উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া পারস্যরাজ শাহ আব্বাস বাহাদুর খাঁর করকমলে সমর্পণ করেন।

মহম্মদ কাশিম, সিন্ধু-প্রদেশের জনৈক মুসলমান-শাসনকর্ত্তা। ইনি নাশির উদ্দীন্ কব্বচ বা কস্তা নামে প্রসিদ্ধ। সিন্ধুপ্রদেশে কোন্ সময়ে ইনি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সাধারণের অবগতির জন্য এই স্থানে খুলাসৎ-উল্ হিকায়ৎ, হাজনামা ও হাজিমহম্মদ কান্দাহারীর ইতিহাস হইতে সিন্ধুপ্রদেশের প্রাচীন মুসলমান-শাসন-বিষয়ক ঘটনাবলী উদ্ধৃত করা গেল।

ইরাকরাজ খলিফা আবদুল মালিকের পুত্র বলীদের রাজ্যকালে বস্রাধিপতি হিজ্জাজ্ বিন্ যুসুফ ৭০৬ খৃষ্টাব্দে মেক্রান্ অধিকারের জন্য মামুদ হোসেনকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। মেক্রান্ অধিকৃত ও তদ্দেশবাসী বলুচীগণ ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে পর, তিনি পুনরায় বুধামন্ নামা জনৈক সেনানীকে দেবল রাজ্য (বর্ত্তমান ঠট্ট-প্রদেশ) জয় করিতে পাঠান। হিন্দুরাজের সহিত যুদ্ধে বুধামনের প্রাণবিয়োগ হয়। পরাজয়ে ক্ষুব্ধ না হইয়া, হিজ্জাজ্ পুনরায় অভিযানের উদ্যোগ করেন। তদনুসারে ৭১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা বকেল্ ছকফীর পুত্র ইমাদ্ উদ্দীন্ মহম্মদ বিন্ কাশিম ছয় সহস্র সেনা লইয়া দেবল আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে দেবলরাজ দাহির নিহত হন এবং তদ্রাজ্য মুসলমানের অধিকারভুক্ত হয়।

মহম্মদ বিন্ কাশিমের মৃত্যুর পর আন্সারিবংশীয়গণ সিন্ধুপ্রদেশে শাসন বিস্তার করেন। তৎপরে সুমার-রাজগণ প্রায় ৫ শতাব্দ কাল এই প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। সুমার-রাজবংশের অধঃপতনের পর, মুন্নাবংশীয় জাম উপাধিধারী রাজপুত-সর্দ্দারগণ সিন্ধুরাজ্যে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া

ছিলেন। তাঁহাদের অধিকারকালে গজনী, ঘোরী ও দিল্লীর পাঠানরাজগণ সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করেন। উপর্য্যুপরি মুসলমান আক্রমণে সিন্ধুরাজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। মুসলমানগণ কএকটী নগর অধিকৃত করিয়া তাহার শাসনের জন্য এখানে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। উক্ত শাসনকর্তৃগণের মধ্যে মহম্মদ কাশিম একজন।

তিনি তুর্কজাতীয় এবং সিহাব উদ্দীন্ মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ছিলেন। উক্ত ঘোরীরাজের অনুগ্রহে তিনি ১২০৩ খৃষ্টাব্দে উচ্চ (বা মুলতান) প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইনি দিল্লীর পাঠানরাজ-প্রতিনিধি সুলতান কুতবউদ্দীন্ আইবকের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় শ্বশুরের মৃত্যুর পর, তিনি স্বীয় ভুজবলে সিন্ধুদেশের কএকটী নগর অধিকার করিয়া লন। এইরূপে সুমনারাজবংশের শক্তি খর্ব্ব করিয়া তিনি ক্রমশঃই স্পর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে দিল্লীর পাঠানরাজবংশের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

ক্রমে সিন্ধু, মুলতান, কোরাম ও সরস্বতী পর্য্যন্ত তাহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সময়ে তিনি ধনবলে ও জনবলে বিশেষরূপে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন। স্বয়ং গজনীপতি তাজ্ উদ্দীন্ য়লদুজ্ তাঁহাকে দুইবার আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি দুই বারই পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। ১২২৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর শামস্ উদ্দীন্ আলতিমিস তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি স্বীয় মহামূল্য রত্নাদি ও স্ত্রীপুত্র লইয়া নৌকাযোগে পলায়ন করেন, দৈবাৎ ভীষণ ঝটিকায় তাঁহাদের তরি ডুবিয়া যায়। মহম্মদ কাশিম সর্ব্বসমেত ২২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহম্মদ কাশিম খাঁ, (বদাকৃসানী), জনৈক মুসলমান কবি। মোগলসম্রাট্ হুমায়ুন ও অকবর শাহের অধীনে সেনানায়কের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি জোসেফ্ ও পতিফার প্রেমকাহিনী স্বরচিত যুসুফ-জেলেখা কাব্যে বিবৃত করিয়াছেন। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে আগ্রানগরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ কাশিম খাঁ, (মীর), বঙ্গেশ্বর মীরজাফরের জামাতা। সিরাজ-উদ্দৌলার ভগবানগোলায় পলায়নকালে ইনি চৌকিঘাটে সিরাজকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী লুৎফ্ উন্নিসার অলঙ্কারাদি পাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া পলাইয়া যান। [মীর কাশিম দেখ।]

মহম্মদ কাশিম খাঁ, নিশাপুরের জনৈক ধনাঢ্য ভূমধিকারী। উজবক জাতির আক্রমণে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতে আসেন এবং বৈরাম খাঁর অধীনে সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হন। সিকেন্দর শূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তদনন্তর হিমুর সহিত যুদ্ধে তিনি খান্ জমানের অধীনে 'হরাবল' হইয়া যান। ইহার অব্যবহিত পরে, অর্থাৎ সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বের প্রথম বৎসরে তিনি মেবাররাজ রাণা উদয় সিংহের শত্রু হাজি খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মোগলবিদ্বেষী শের খাঁর সেনাপতি বীরবর হাজি খাঁ উক্ত রাণাকে পরাজিত করিয়া নাগর ও আজমীঢ় অধিকার করেন। মোগলসৈন্য তাঁহাকে শাস্তিবিধানে অগ্রসর হইলে,তিনি গুজরাত-অভিমুখে পলাইয়া যান। সেই সময় আমীরমহম্মদ কাশিম নাগর ও আজমীঢ় অধিকার করিয়া মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

সম্রাটের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে তিনি বৈরামের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চাগতাই সামন্তদিগের দলভুক্ত হন এবং শামস্ উদ্দীন্ আৎগার পক্ষে থাকিয়া বৈরাম খাঁকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধজয়ের পারিতোষিক স্বরূপ তিনি মুলতান প্রদেশ জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি মালবের অন্তর্গত শারঙ্গপুরে গমন করেন। এখানে সম্রাট্ অকবরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এখানে উভয়ে মিলিত হইয়া আবদুল্লা খাঁ উজবককে বন্দী করিতে অগ্রসর হন। ইহার অনতিকাল পরেই শারঙ্গপুরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ কাশিম খাঁ, (মীর আতিশ্), জনৈক মোগলসেনানী। হাসিমবেগের পুত্র। সম্রাট্ শাহ জহানের রাজ্যকালে ইনি সেনাধ্যক্ষ, তোপখানার দারোগা ও কোটালপদে নিযুক্ত ছিলেন। বাহ্লিক ও আন্দখুদের যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেখাইয়া তিনি মুতামিদ্ খাঁ ও আথ্তা বেগী উপাধি লাভ করেন। যুবরাজ অরঙ্গজেবের কান্দাহার অভিযানকালে তিনি ৪ হাজার পদাতিক ও ২৫০০ অশ্বারোহী সেনার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীনগররাজের অধিকৃত সান্তর দুর্গ আক্রমণপূর্ব্বক বিধ্বস্ত করেন। যুবরাজ দারাসিকো তাহাকে ৫০০০ অশ্বারোহী ও ৫০০০ পদাতিদলের অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত করেন। তার পর তিনি আহ্মদাবাদের (গুজরাত) শাসনকর্ত্তৃপদ ও ১ লক্ষ টাকা পারিতোষিক পান। তিনি দারাসিকোর হইয়া অরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সমগড়ে যুদ্ধ করেন, কিন্তু অবশেষে অরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হওয়ায় নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। অরঙ্গজেব তাঁহাকে মথুরার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। পথিমধ্যে স্বীয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন।

মহম্মদ কাশিম (মীর), জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক। ইনি

নাদের শাহের ভারত আক্রমণ প্রসঙ্গে 'হব্রাংনামা' নামে একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

মহম্মদ কাশিম, (সৈয়দ), 'ত্রৈজাতুঘৌসিয়া' নামক উর্দ্দু-গ্রন্থপ্রণেতা। বোগদাদবাসী বিখ্যাত মুসলমান সাধু আবদুল্ কাদের গিলানীর ইতিবৃত্ত অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত। ইনি দানাপুরে থাকিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

মহম্মদ কুলী খাঁ, আলাহাবাদের জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা, অযোধ্যার নবাব সফ্দর জঙ্গের ভ্রাতা মার্জা মহদীনের পুত্র। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ আলি গোহর (পরে সম্রাট্ শাহ আলম্) পিতা ২য় আলমগীরের নিকট হইতে বঙ্গ,বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। এই সময়ে যুবরাজের সহকারী হইয়া কুলী খাঁকে পাটনা আক্রমণে গমন করিতে হয়।

কুলী খাঁ পাটনায় উপনীত হইয়াই নগর অবরোধ করিলেন। কএকদিন অবরোধের পর শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সুজা উদ্দৌলা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক আলাহাবাদ আক্রমণ করিয়াছেন। তদনুসারে তিনি পাটনা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে আলাহাবাদ রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সুজা উদ্দৌলা তাঁহাকে জালালাবাদ-দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া নিহত করেন।

মহম্মদ কুলী কুতবশাহ, (২য়), গোলকোণ্ডার জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা। পিতা ইব্রাহিম কুতব শাহের মৃত্যুর পর, ইনি ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশবর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরূঢ় হন। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই, তাঁহাকে বিজাপুরের আদিল্শাহীবংশীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু অচিরে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় বিজাপুর-রাজকরে স্বীয় ভগিনীকে সমর্পণ করিয়া ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি উভয় রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপন করেন।

গোলকোণ্ডা নগরের জলবায়ু তাঁহার পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ না হওয়ায়, তিনি উক্ত নগরের ৪ ক্রোশ দূরে তাঁহার বিখ্যাতা বীরবধূ ভাগ্যমতীর নামানুসারে ভাগ্যনগর স্থাপন করেন; কিন্তু পুনরায় সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া হায়দরাবাদে রাজপাট স্থাপন করিতে বাধ্য হন।

পারস্যরাজ শাহ আব্বাস্ স্বীয় পুত্রের বিবাহের জন্য কুলী কুতবের কন্যার করপ্রার্থনা করেন। এরূপ সম্ভ্রান্ত রাজবংশে কন্যাদান করিয়া বাস্তবিকই তিনি আপনাকে বিশেষরূপ সম্মানিত বোধ করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের কুতবশাহী বংশের তিনি ৪র্থ সুলতান, রাজ্যশাসনকার্য্যে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, এতদ্ভিন্ন বিবিধ সদ্গুণে তিনি সমলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার ৩১ বৎসর রাজত্বকালে তাকালিক সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। স্বয়ং সুলতান 'কুল্লিয়ৎ কুতব শাহ' নামে একখানি সুবৃহৎ কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন। হিন্দি, দক্ষিণী ও পারসী ভাষায় লিখিত অমৃতময়ী বিবিধ-বিষয়িণী কবিতা উক্ত গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর, রাজভ্রাতা মহম্মদ কুতব শাহ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। [কুতবশাহীবংশ দেখ।]

মহম্মদ কুতব শাহ, গোলকোণ্ডার কুতবশাহী-রাজবংশের ৫ম সুলতান। [কুতবশাহীবংশ দেখ।]

মহম্মদ কুলী খাঁ, সম্রাট্ অকবর শাহের জনৈক তুর্কজাতীয় সেনাপতি। ইনি প্রথমে বাঙ্গালা প্রদেশের মোগল-সেনানায়ক ছিলেন। বাঙ্গালায় সেনা বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তিনি বিদ্রোহিদলে যোগদান করেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহাকে বিদ্রোহীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অকবর শাহের শরণাপন্ন হইতে হয়। ইনি কএকবার কাশ্মীররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ভোটরাজ আলী রায় তাঁহার হস্তে পরাজিত হন।

মহম্মদ কুলী তোকবাই, জনৈক মোগলসেনাপতি। ইনি সম্রাট্ অকবর শাহের রাজ্যকালে মালবযুদ্ধে এবং তকরোই ও ভদ্রক-যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

মহম্মদ খারিজমী, (মৌলানা) খারিজমের জনৈক কবি।

মহম্মদ খলিল্ উল্লা খাঁ, জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক, ইনি গজনাপতি মাহ্মূদের আদেশে আমীর হমজার জীবনী রচনা করেন।

মহম্মদ খাঁ, জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক। আবদুল খাঁ ফিরোজের পুত্র। "মাসীর কুতবশাহী" নামক ইতিহাস ও "তারিখ্‌ক্রমা-উল্-হিন্দ" ইঁহার রচিত। ইনি ৩০ বৎসর কাল ২য় কুলীকুতব শাহের অধীনে চাকুরী করেন। উক্ত বাদশাহের মৃত্যুসময়ে ১৬১২ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন।

মহম্মদ খাঁ, বিজনুরের নবাব। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইনি বিদ্রোহিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি যাবিতখাঁর প্রপৌত্র।

মহম্মদ খাঁ গক্কর (খোকর), জনৈক গক্কর সর্দ্দার। সুলতান আদম খাঁর পুত্র। ইনি বিশেষ যুদ্ধকুশল ছিলেন।

মহম্মদ খাঁ আশীরী, গুজরপতি সুলতান বাহাদুর শাহের ভাগিনেয় ও খান্দেশরাজ আদিল্ খাঁ ফরুখীর পুত্র। ১৫২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি গাবেলী দুর্গাধিপ ইমাদ উল্‌মুল্‌কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং সুলতান বাহাদুর শাহকে বিশেষ অনুনয় বিনয়ের সহিত দুষ্টের দণ্ডদাতা হইতে অনুরোধ করিলেন। এই সময়ে ইমাদ উল্‌মুল্‌ক একখানি পত্র দ্বারা শত্রু কর্ত্তৃক পাথরী দুর্গের অবরোধবার্ত্তা লিখিয়া জানান। তদনুসারে

সুলতান সদলে অগ্রসর হন। নন্দাবাড়ে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। সুলতান ভাগিনেয় মহম্মদ খাঁর সহিত গাল্না দুর্গাভিমুখে প্রস্থান করেন এবং তথা হইতে দৌলতাবাদে যাইয়া ছাউনী করেন।

বাহাদুর শাহের সেনাবল নিরীক্ষণ করিয়া দুর্গস্থ নিজাম উল্‌মুল্‌কের সৈন্যগণ ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী গিরিদেশে গিয়া লুক্কায়িত রহিল। গুজরাত-সৈন্য এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া পর্ব্বত ঘেরিয়া ফেলিল এবং নির্দ্দয়রূপে তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিল। এই যুদ্ধে দাক্ষিণাত্য-সেনাদলের বিশেষ ক্ষতি হয়।

উক্ত যুদ্ধের সন্ধির পর পুনরায় নিজাম উল্‌মুল্‌ক চুক্তিভঙ্গ করিলে, ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ খাঁ মাতুলের সহিত দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে গমন করেন। এই সময়ে উভয়ে মুল দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তথাকার অধিপতি বাগলানারাজ বাহরজীউ সুলতানের অভিনন্দনার্থ অগ্রসর হইলেন এবং সুলতান ও তদীয় ভাগিনেয় মহম্মদ খাঁ আশিরীকে স্বীয় ভগিনীদ্বয় সমর্পণ করিয়া সম্বন্ধস্থাপন করিলেন।

অতঃপর তিনি মাতুলের সঙ্গী হইয়া বুর্হানপুর যুদ্ধে, মালববিজয়ে ও মাণ্ডুদুর্গ-অধিকারে গমন করেন। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি সুলতানের কার্য্য হইতে অবসর প্রার্থনা করেন। মহম্মদ খাঁ সুলতান কর্ত্তৃক মহম্মদ শাহ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ খাঁ তলপুর (মীর), সিন্ধুপ্রদেশের জনৈক রাজ্যচ্যুত আমীর। ইনি তলপুরের বিখ্যাত মীর-বংশের শেষ রাজা। ইংরাজ-রাজ কর্ত্তৃক সিন্ধুবিজয়ের পর ইনি ইংরাজের নজরবন্দী ছিলেন। বোম্বাই-প্রদেশের ব্যবস্থাপক-সমিতির সদস্যরূপে ইনি অনেক মঙ্গলজনক কার্য্য করিয়া যান। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে হায়দরাবাদ নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ খাঁ ধারী, সম্রাট্ অকবর শাহের জনৈক সভাসদ ও প্রসিদ্ধ গায়ক।

মহম্মদ খাঁ নিয়াজী, জনৈক মোগল-সেনাপতি। সম্রাট্ অকবর শাহ ইঁহাকে ৫ শত সৈন্যের অধ্যক্ষতা অর্পণ করেন, কিন্তু জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক ইনি দু-হাজারী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইনি শাহবাজ খাঁর অধীনে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের যুদ্ধে ইনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। শাহবাজ তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবার জন্য বার্ষিক লক্ষ টাকা দান করেন। পরবর্ত্তিকালে তিনি খান্‌খানানের সহিত ঠট্টযুদ্ধে গমনপূর্ব্বক মীর্জা জানীবেগকে আহত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

খান্‌খানান্ তাঁহার বীরত্ব ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের দাক্ষিণাত্য-বিজয়কালে তিনি প্রধান সেনানায়ক হইয়া গমন করেন। বিখ্যাত খর্কির যুদ্ধে মালিক অম্বরকে পরাভূত করিয়া তিনি সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। বৃদ্ধাবস্থায়ও তিনি যুদ্ধব্যবসা পরিত্যাগ করেন নাই। ১০০৭ হিজরায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

তিনি একজন সাধুচেতা ব্যক্তি ছিলেন। দীনদুঃখীর প্রতি তাঁহার অসীম দয়া ছিল। দিবারাত্রে তিনি ৪টী মাত্র কার্য্য করিতেন,—দিবাভাগে ধর্ম্মকর্ম্ম, কোরাণপাঠ ও ভোজন এবং রাত্রিকালে নিদ্রাযাপন ভিন্ন তাঁহার আর অন্য কার্য্য ছিল না। তিনি প্রত্যহই 'বুজু' উপহার না দিয়া অন্নগ্রহণ করিতেন না। ধর্ম্মাত্মা সাধুর ন্যায় কালাতিপাত করিতেন বলিয়া সাধারণ লোকে তাঁহাকে ফকীর বলিত। দরিদ্রের সেবায় তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন।

দাক্ষিণাত্য-অভিযানে গমন করিয়া তাঁহাকে অধিককাল দক্ষিণ-ভারতে অতিবাহিত করিতে হয় বলিয়া তিনি সম্রাটের নিকট হইতে বর্দ্ধাজেলার আষ্টি বিভাগ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তজ্জন্য তিনি সেই স্থানেই আপন বাসভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং নগরের শোভাবৃদ্ধিকল্পে প্রায় শতাধিক প্রাসাদ, মস্‌জিদ্ ও উদ্যানবাটিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। একণে ঐ স্থান জনশূন্য ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আষ্টি নগরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, তাঁহার সমাধিমন্দিরে অনেকে যাইয়া নেমাজ করিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আহ্মদ খাঁ সম্রাট্ শাহজহান কর্ত্তৃক ২॥০ হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ খাঁ (মীর), পঞ্জাবের জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা। তিনি সম্রাট্ হুমায়ুন ও অকবর শাহের অনুগ্রহে অনেকদিন পঞ্জাবপ্রদেশে রাজত্ব করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

জীবিতাবস্থায় তিনি পারস্য ও তুর্কভাষায় দুইখানি দিবান্ লিখিয়া যান। গজনীবাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সকলে গজনবীকবি বলিয়া সম্বোধন করিত। 'বুর্হান্ উল্ ইমান্ নামা' নামক সুফীসম্প্রদায়ের গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। তিনি খাঁ কলান্ নামেও পরিচিত ছিলেন।

মহম্মদ খাঁ বঙ্গস্ (নবাব), জনৈক রোহিলা-সর্দ্দার, ফরুখাবাদের বঙ্গস্ নবাববংশের প্রতিষ্ঠাতা; গজন্‌ফার-জঙ্গ নামে তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজ্যকালে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি মালবের

শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, কিন্তু মহারাষ্ট্রদিগের সহিত প্রতিপক্ষতাচরণে অসমর্থ হওয়ায় ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে আলাহাবাদের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিবার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলা-জাতিকে দমন করিবার জন্য তিনি সসৈন্যে রাজা ছত্রশালকে আক্রমণ করেন। এই সময়ে পেশবা বাজীরাওর মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য আসিয়া বুন্দেলাপক্ষে যোগদান করে। মহম্মদ প্রথম কয়েকটী খণ্ডযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে মিলিত হিন্দুসৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া পলায়নপূর্ব্বক জৈতগড়-দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। ছত্রশাল সদলে আসিয়া দুর্গ আক্রমণপূর্ব্বক কএক দিন গোলাবৃষ্টি করেন। নবাবপুত্র কাএম্-জঙ্গ আফগান-সৈন্য-সাহায্যে পিতার উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হন।

মহম্মদ খাঁর এইরূপ বিপর্য্যয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া মোগল-সচিব তাঁহাকে পীড়িতের ভাণে কার্য্যচ্যুত করিয়া তৎপুত্র কাএম্ খাঁকে জায়গীরদারী অর্পণ করেন।

মহম্মদ খাঁ শৈবানী, রুষ-সীমান্তবাসী জনৈক তাতার-বীর, চঙ্গেস্ খাঁর পুত্র শৈবানীর বংশধর। তিনি শাহী বেগ খাঁ উজ্‌বক নামেও পরিচিত ছিলেন। স্বীয় বীর্য্যবলে তিনি অক্সস্ নদীর পরপারস্থ সমগ্র ভূভাগ, এমন কি, খুরাসান এবং ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে হিরাত পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তিনি রণক্ষেত্রে তৈমুরবংশের প্রধান শাখার বংশধরদিগকে উচ্ছেদ করেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ১ম শাহ ইস্মাইল্ সফারির হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। উক্ত শাহরাজ তাঁহার করোটী স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া তাহাতে সুরাপানপাত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

মহম্মদ্ খাঁ (সুলতান), দিল্লীশ্বর সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন্ বুলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মহম্মদ কায়ান বা খাঁ সাহিদ্ নামেও প্রসিদ্ধ। পিতার আদেশানুসারে তিনি প্রথমে পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের (মুলতান, লাহোর, দীপালপুর প্রভৃতি স্থানের) শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কাব্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি স্বয়ং ২০ হাজার সুমধুর ও শোভাবর্ণনবিষয়ক কবিতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রসিদ্ধ কবি আমীর খস্রু ও খাজা হসন কাব্যকলায় বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

পারস্যাধিপতি অর্ঘুণ খাঁর কান্দাহারস্থ বীর্য্যবান্ সামন্ত তৈমুর খাঁ চঙ্গেজী এই সময়ে ২০ সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া ভারত আক্রমণ করে। দীপালপুর ও লাহোর-লুণ্ঠনের পর তাহারা মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হইলে, মহম্মদ খাঁ সদলে লাহোরের সম্মুখস্থ ইরাবতীতীরে অভিযান করিলেন। দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর শত্রুহস্তে মহম্মদ নিহত হন। তাঁহার অবশিষ্ট সেনা প্রাণ লইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। পলাতকের মধ্যে কবি আমীর খস্রু একজন। তিনি স্বীয় 'খিজির খানী' নামক কাব্যে এই বিষাদগাথা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।

মহম্মদ খাঁর তাঁড়ো, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর হায়দরাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২৪°১৪´ হইতে ২৫°১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮°১৯´ হইতে ৬৯°২২´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩১৭৭ বর্গ মাইল। সমগ্র উপবিভাগটী গুণি, বদীন, তাঁড়ো বাগে ও ডেরো মহব্বৎ নামক ৪টী তালুক ও ২৭টী তপ্পায় বিভক্ত।

এই জেলার প্রায় সকল স্থানই সমতল, মধ্যে মধ্যে কএকটী মাত্র উপবনাকার বনরাজি স্থানীয় শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কতকগুলি খাল বিস্তৃত থাকায় এখানে আদৌ জলাভাব অনুভূত হয় না। এখানকার মৃত্তিকা সাধারণতঃ ৫ ভাগে বিভক্ত, যথা,—১ পাক্কি বা উর্ব্বরাভূমি, ২ কুমারী বা কর্দ্দমাক্ত ভূমি, ৩ দোসর বা কর্দ্দম ও বালুমিশ্রিত জমি, ৪ বালিয়াসি বা বেলে মাটী এবং ৫ কালরাথী বা লোণাভূমি।

উপরোক্ত অধিকাংশ স্থানেই চাসবাস হয়। খাল প্রভৃতি দ্বারা স্থানীয় কৃষিকার্য্যের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। বদীন তালুকের অন্তর্গত লুয়ারী দুর্গ এখানকার একটী প্রাচীন স্মৃতি। মীর গোলাম আলীর রাজ্যকালে পীর মহম্মদ জুমা কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। পাঠানগণের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করাই এই দুর্গনির্ম্মাণের উদ্দেশ্য। মীর গোলাম আলী উহার একাংশ নষ্ট করিয়া ফেলেন। পরে উহা মৃত্তিকা দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছিল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। গুণি-খালের দক্ষিণ-কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° ৫৫´ পূঃ। বিচার-সদর প্রতিষ্ঠিত থাকায় এই স্থানের বিশেষ সমৃদ্ধি দৃষ্টি-গোচর হয়। খাল ও পাকারাস্তা দিয়া নিকটবর্ত্তী নগরসমূহে স্থানীয় বাণিজ্যের আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে।

মীর ফতে আলী খাঁর রাজত্বের অষ্টমবর্ষে মীর মহম্মদ খাঁ তলপুর শাহবাণী কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর মীর মহম্মদ ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। বিসূচিকার প্রাদুর্ভাবহেতু এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি অনেক হ্রাস হইয়া পড়ে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মীর মহম্মদ খাঁর মৃত্যু হয়। তৎপরে যথাক্রমে মীর করম খাঁ, ও মীর গোলাম খাঁ;

রাজত্ব করেন। ইংরাজের সিন্ধু-অধিকারকালে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মীর গোলামের মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁহার পৌত্র আলাবক্স মীরপদে অভিষিক্ত হন।

মহম্মদ খাঁ লঙ্গা, মুলতানের চতুর্থ রাজা। যুবরাজ ফিরোজের পুত্র। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে তদীয় পিতামহ হোসেন লঙ্গার মৃত্যু হইলে মহম্মদ খাঁ লঙ্গা রাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইনি ২৩ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। খৃষ্টীয় ১৫২৪ অব্দে মহম্মদের মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে সম্রাট্ বাবর শাহ্ পঞ্জাব জয় করিয়া দিল্লীযাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি ঠট্টের শাসনকর্ত্তা হোসেন অর্ঘূণের প্রতি এরূপ আদেশ করেন যে, অদ্য হইতে "তোমার প্রতি মুলতানের যুদ্ধের ভার অর্পিত হইল।" তদনুসারে তিনিও বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধুনদী পার হইয়া মুলতানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই মহম্মদ খাঁ পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার পুত্র (২য়) হোসেন লঙ্গা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

মহম্মদ খাঁ সরফুদ্দীন্ ওগ্লু তকলু, হিরাতের জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা। ইনি হুমায়ুনের পলায়নকালে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

মহম্মদ খুদাবন্দ (সুলতান), পারস্যরাজ ১ম শাহ তহমাস্পের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইতিহাসে তিনি সুলতান সিকেন্দর শাহ নামে পরিচিত। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতা ২য় শাহ ইস্মাইলের মৃত্যুর পর তিনি পারস্য-রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। দুরদৃষ্টবশতঃ দৃষ্টিশক্তির অল্পতা হেতু তিনি রাজকার্য্য-পরিচালনে অক্ষম হইয়া পড়েন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হাম্জা মীর্জা পিতার প্রতিনিধি হইয়া রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন।

পুত্রের মৃত্যুর পর, রাজশক্তির বিশৃঙ্খলতা ঘটে এবং জনৈক গুপ্তচরের হস্তে তিনি ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। তৎপরে খোরাসানের সর্দ্দারগণ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আব্বাসকে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে পারস্য-রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মহম্মদ খুদাবন্দ (সুলতান), পারস্যের জনৈক রাজা। ইনি চঙ্গেস্ খাঁর বংশধর অর্ঘূণ খাঁর পুত্র। ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতা সুলতান গজান্ খাঁর মৃত্যুর পর ইনি পারস্য-রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

ইনি বিশেষ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। পারস্য-রাজগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম আলী-প্রবর্ত্তিত মতের অনুসরণ করেন। ইনি যে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য ইনি স্বনামাঙ্কিত মুদ্রায় দ্বাদশ ইমামের নাম অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। ইনি মিডিয়া রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ সুলতানিয়া নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। মৃত্যুর পর ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে এই নগরে ইঁহার সমাধি হয়। উক্ত সমাধিমন্দিরের গম্বুজের ব্যাস ৪১ ফিট্।

মহম্মদগড়, মধ্যভারতের ভোপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। বিদিশা ও রহৎগড়ের মধ্যে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ২৩ বর্গ মাইল।

এই স্থান পূর্ব্বে কুর্ব্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুর্ব্বাইপতি নবাব মহম্মদ দলিল খাঁর মৃত্যুর পর উক্ত রাজ্য তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। কনিষ্ঠ আসান্ উল্লা খাঁর অংশ মহম্মদপুর ও বাসোদা নামে খ্যাত। আসান্ উল্লার মৃত্যুর পর তৎপুত্র বখৎ খাঁ বাসোদা গ্রহণ করেন এবং মহম্মদ খাঁ মহম্মদগড়ের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সিগড়রাজ ইহার কতকাংশ কাড়িয়া লন। কিন্তু ইংরাজ-রাজের মধ্যস্থতায় ইহা পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এখানকার নবাববংশ পাঠানজাতীয় আফগান্। বর্ত্তমান রাজা হাফিয়া উল্লা খাঁও নবাব উপাধিতে পরিচিত।

মহম্মদ-গড় ইহার প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩°৩৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১২´ পূঃ। এখানে অহিফেন ও বিভিন্ন শস্যাদির বিস্তৃত কারবার আছে।

মহম্মদ গিয়াস্উদ্দীন্, লক্ষ্ণৌনগরনিবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ আভিধানিক। ইনি ১৪ বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে একখানি সুবৃহৎ অভিধান প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন মিফতাহউল্ কুনুজ, সারা সিকেন্দরনামা, নক্সাবাগ ও বাহার প্রভৃতি বিবিধ কাব্য এবং কাশীদাসকৃত মহাভারতের পারসী অনুবাদ রচনা করেন। লক্ষ্ণৌ জেলার মুস্তফাবাদ বা রামপুর নগরে তাঁহার জন্ম হয়।

মহম্মদ ঘজ্জালী (ইমাম্) জনৈক প্রসিদ্ধ মুসলমান-ধর্ম্মাচার্য্য ও হাকিম। তিনি আবু হামিদ্ মহম্মদ জৈন্ উদ্দীন্-অল্-তুষী ও হুজ্জৎ-উল্-ইস্লাম নামে প্রসিদ্ধ। ধর্ম্ম, আয়ুর্ব্বেদ ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি কএকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া যান; তন্মধ্যে কীমিআএ সআদৎ, যাকুৎ-উল্-তাবীব্ বা তফ্সীর জবাহির উল্-কোরাণ, আকাএদ্ ঘজ্জালী, অহিয়া-উল্ উলুম্ ও তুহফৎ-উল্-ফিলসফা প্রভৃতি প্রধান। তুষ-প্রদেশের ঘজ্জাল গ্রামে ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মহেতু তিনি ঘজ্জালী নামে খ্যাত হন। ১১১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। আরবী ও পারস্যভাষায় তিনি সর্ব্বসমেত ৯৯ খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

মহম্মদ ঘেসু দরাজ (সৈয়দ্), দাক্ষিণাত্যের কুলবর্গা

রাজ্যের দৌলতাবাদ নগরবাসী জনৈক মুসলমান সাধু। তিনি দিল্লীনিবাসী শেখ নাসির উদ্দীন্ চিরাগের শিষ্য। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীনগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম সদর উদ্দীন্ মহম্মদ হুসেনী, কিন্তু তিনি পরবর্ত্তিকালে ঘেসুদরাজ নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন।

বাহ্মণী সুলতানগণের রাজ্যকালে তিনি দাক্ষিণাত্যের কুলবর্গা নগরে আসিয়া উপনীত হন। যুবরাজ আহ্মদশাহ তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার বাসের জন্য একটী মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

১৪২২ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ শাহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। এই সময়ে সাধুর গুণগ্রামের পরিচয় সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। এমন কি, স্বয়ং রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজামণ্ডলী সকলেই তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ পালন করিয়া চলিত। ক্রমে তাঁহার উপর সাধারণের ভক্তি এরূপ গাঢ় হইয়া পড়িল যে,সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসী তাঁহাকে সম্মানের সহিত পূজা করিত। আহ্মদশাহের রাজ্যারম্ভের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। হাসানাবাদ (কুলবর্গা) নগরে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাধিস্থ হইয়াছে। এখনও বহুশত লোকে ঐ সমাধিমন্দিরে উপস্থিত হইয়া পূজা দিয়া থাকে।

ঘেসুদরাজের এই সমাধিমন্দির দাক্ষিণাত্যের একটী দেখিবার জিনিস। বাহ্মণী সুলতান ও স্থানীয় অন্যান্য রাজগণ এই মন্দিরের ব্যয়ভারবহনের জন্য সময় সময় প্রভুত অর্থ ও ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণ উক্ত সমাধিমন্দিরের সেবাইতরূপে নিযুক্ত থাকিয়া মন্দিরসংস্কারাদি নানাবিধ ব্যয়ে ঐ অর্থের সার্থকতা করিয়া থাকেন।

তিনি সুফী-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া বতুদ্-উল্-অশিকীন্ নামে একথানি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং অস্‌রার-উল্-অস্‌রার নামে পারসীভাষায় একথানি হিতোপদেশ গ্রন্থ রচনা করেন।

মহম্মদ ঘোরী, ঘোর বা ঘুর রাজ্যে জন্ম ও তথাকার চলিত ভাষায় মহম্মদ বা আহ্মদ নামে পরিচিত থাকায় পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকের নিকট 'মহম্মদ ঘোরী' নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইহার প্রকৃত নাম মালিক সিহাব্ উদ্দীন, পরে 'সুলতান মুইজ্জ্উদ্দীন্' উপাধি লাভ করেন।

মিন্‌হাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিরি' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত আছে,—

সুলতান্ গিয়াস্-উদ্দীন্ ও মুইজ্জ্ উদ্দীন্ দুই সহোদর, বহরানের পুত্র বন্জীর বংশোদ্ভব, বহা উদ্দীন্ সাম (কাসিম-ই-আমীর উল্-মুমিনিনের) পুত্র, শন্‌সবানীর বীজে জন্ম। তাঁহাদের মাতা কিদানী মালিক বদর্ উদ্দীনের কন্যা। মাতা আদর করিয়া গিয়াস্ উদ্দীন্‌কে হাবসী ও মুইজ্জ্-উদ্দীন্‌কে 'জান্‌গী' বলিয়া ডাকিতেন।

সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন ফিরোজকোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই গিয়াস্ উদ্দীন্ ও মুইজ্জ্ উদ্দীন্‌কে ওয়াজিরিস্থানের দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর সুলতান সৈফ্-উদ্দীন্ রাজা হইলেন। তিনি উভয় ভ্রাতাকে কারামুক্ত করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। গিয়াস্ উদ্দীন্ ফিরোজকোর সভায় গিয়া সৈফ্-উদ্দীনের আদর যত্নে কাল কাটাইতে লাগিলেন, আর তাঁহার ভ্রাতা মুইজ্জ্ উদ্দীন্ বামিয়ানে তাঁহার খুল্লতাত মালিক ফখ্‌র্-উদ্দীনের নিকট আসিলেন।

সৈফ্-উদ্দীনের মৃত্যুর পর আমীর ওমরাহগণ সকলে মিলিয়া গিয়াস্-উদ্দীন্‌কেই অধিপতি করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার শামসুদ্দীন্ নাম ছিল, এখন আধিপত্য লাভ করিয়া 'সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন্' নামে পরিচিত হইলেন।

ভ্রাতার সৌভাগ্যোদয় অবগত হইয়া মুইজ্জ্-উদ্দীন্ খুল্লতাতের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক ফিরোজকোতে আগমন করিলেন, এখানে তিনি প্রথমে 'সর্-ই-জান্দার' অর্থাৎ প্রধান রাজচিহ্নবাহকের পদ এবং পরে ইস্তিয়া ও কজুরান্-প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব পাইলেন। গিয়াস্ ঘুরে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন, তাহাতে আবুল আব্বাস-প্রমুখ কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে আবুল আব্বাসের মস্তক দ্বিখণ্ড ও সেই সঙ্গে সুলতান গিয়াস্-উদ্দীনের সমৃদ্ধি ও রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত হইল। গিয়াস্ ভ্রাতাকে গরম্‌শিরের সর্ব্বপ্রধান ও সমৃদ্ধিশালী তিগিনাবাদ নগরের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সমৃদ্ধিতে মালিক ফখ্‌র্ উদ্দীনের হৃদয়ে ঈর্ষা জন্মিল, তিনি আপনাকেই প্রকৃত রাজ্যাধিকারী বলিয়া স্থির করিলেন। ঘুরের বহু আমীরই তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। এখন তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। এই সুযোগে মালিক তাজ্ উদ্দীন্ য়লদুজ্ ফিরোজকো অধিকার করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। জরীরক্ষেত্রে উভয় পক্ষ সম্মুখীন হইল। য়লদুজ্ বিপুল বাহিনী লইয়া মনে করিয়াছিলেন,—নিশ্চয়ই তিনি ঘোরী-সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু বিধিবাদী, তিনি কি করিবেন। অকস্মাৎ একজন ঘোরী বীর ভীমবিক্রমে অস্ত্রপ্রয়োগে তাঁহার শরীর খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। অভাবনীয়রূপে ঘোরী-রাজের বিজয় বিঘোষিত হইল।

পরদিন ঘোররাজশত্রু বাল্খের শাসনকর্ত্তার মুণ্ড ও বিখণ্ডিত হইয়া ঈর্ষাপরায়ণ খুল্লতাতের নিকট প্রেরিত হইল। ফখর্ উদ্দীন্ পলাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন্ ও মুইজ্জ্ উদ্দীন্ সসৈন্যে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। আর তিনি কোথায় যাইবেন। তখন উভয় সুলতান খুল্লতাতকে পরম সমাদরে শিবির মধ্যে আনিয়া সিংহাসনে বসাইলেন ও আনুগত্য প্রকাশ স্বরূপ মেখলাস্পর্শ করিয়া উভয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই অজ্ঞাত-পূর্ব্ব আতিথেয়তায় ফখর্ উদ্দীন্ মরমে মরিয়া গেলেন, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'তোমরা আমাকে কি বিদ্রূপ করিতেছ।' কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক খুল্লতাতের সন্দেহ দূর করিলেন এবং সসম্মানে তাহাকে বামিয়ানে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পর হিরাত, পারস্য, কিবার, বঘলার প্রভৃতি বহু জনপদ গিয়াস্ উদ্দীনের অধিকারভুক্ত হইল। এই সময়ে সুলতান্ আলা উদ্দীন্ হুসেনের কন্যার সহিত গিয়াসের বিবাহ হইয়া গেল। এখন মহম্মদ ঘোরী তাঁহার যেন দক্ষিণহস্ত।

অল্পদিন পরেই গজজাতীয় আমীরগণ কৌশলক্রমে ঘোরী-সৈন্যকে অকস্মাৎ পরাজয় করিলেন। মহম্মদ ঘোরী সসৈন্যে আসিয়া তাঁহাদের নিকট পরাজিত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া গিয়াস্ উদ্দীন্ গজধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৬৯ হিজরায় তাঁহারই জয় হইল।

গজনী অধিকার হইলে গিয়াস্ উদ্দীন্ মহম্মদ ঘোরীকে গজনীর সিংহাসনে বসাইলেন। মহম্মদ ঘোরী গজনীপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। এখন মহম্মদ-ঘোরী 'সুলতান্ উল্ আজম্ মুইজ্জ উদ্-দুনিয়া আবুল-মুজফ্ফর-মহম্মদ' নামে প্রথিত হইলেন। ৫৭০ হিজরায় তিনি সমস্ত গজনীপ্রদেশ ও গরদেজ অধিকার করিলেন। পর বর্ষে তিনি সসৈন্য মুলতানে আসিলেন ও করামিতার হস্ত হইতে ঐস্থান উদ্ধার করিয়া লইলেন। ৫৭৪ হিজরায় আবার তাঁহার ভারতাধিকারে অভিলাষ হইল।

ফিরিস্তা লিখিয়াছেন,—সিহাবউদ্দীন্ উচ্চা অধিকার করিতে আসিলেন। উচ্চারাজ দুর্গে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সুলতান দুর্গের নিকটই শিবির স্থাপন করিয়া দুর্গাধিকারের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, সম্মুখসমরে বিশেষ ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি জানিলেন, রাজা রাণীর বশীভূত। ঘোরীরাজ রাণীর নিকট লোক পাঠাইয়া জানাইলেন যে, যদি তিনি নগর ছাড়িয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া বিশ্বের অধীশ্বরী করিবেন। গজনীপতির বিজয়-বিশ্বাসেই হউক বা ভয়েই হউক, রাণী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দুষ্টা রমণী হইতেই উচ্চারাজ প্রাণ হারাইলেন। রাজ্য মুসলমানের হস্তে গেল। রাণী ও রাজকুমারী ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কিন্তু সিহাব্উদ্দীন্ তাহার পাণিগ্রহণ করেন নাই। ভগ্নহৃদয়ে অল্প দিন পরে রাণী ও তৎপরে উচ্চারাজকুমারী প্রাণত্যাগ করিলেন।

মিন্হাজ্ লিখিয়াছেন,—উচ্চা ও মুলতান হইয়া সুলতান নহরবালা (অনহলবাড়পত্তন) আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। তৎকালে নহরবালার রাজা যুবক ভীমদেব বহুসংখ্যক নিষাদী ও দলবল লইয়া সুলতানের সম্মুখীন হইলেন। এই মহাযুদ্ধে মুসলমানেরাই পরাজয়স্বীকার ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সুলতান ৬৭৪ হিজিরায় পুনরায় একবার নষ্টগৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা সফল হয় নাই।

পর বর্ষে সুলতান পুর্ষোর (পুরুষপুর বা পেশাবর) অধিকার করেন। ইহার দুই বর্ষ পরে তিনি লাহোরাভিমুখে বিজয়-যাত্রা করিয়াছিলেন। এই সময়ে মাহ্মূদী সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি অস্তাচলচূড়াবলম্বী, খুসরু মালিক নিজপুত্র ও একটী মহামূল্য হস্তী পাঠাইয়া সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করেন।

৫৭৪ হিজরায় সুলতান দেবল ও তৎসন্নিহিত সমুদয় স্থান অধিকার ও বিপুল ধনসঞ্চয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৫৮১ হিজ্রায়, তিনি লাহোরাভিমুখে সৈন্য চালাইলেন। সমস্ত প্রদেশ উপদ্রুত ও বিলুণ্ঠিত হইল। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি শিয়ালকোট-দুর্গসংস্কারের বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন।

তাঁহার লাহোর-প্রদেশাধিকারের কারণ জম্বুরাজগণের ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত আছে;—

১১৫১ বিক্রমাব্দে চক্রদেব জম্মুর পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বের মধ্যবর্ত্তিকালে ৫৫৫ হিজরায় মাহ্মুদ-গজনীর বংশধর খুস্রু মালিক গজনী ছাড়িয়া লাহোরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। এই বংশের সহিত জম্মু-রাজগণের বরাবর বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু তাঁহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। খুস্রু মালিক ক্রমে ক্রমে সমস্ত উত্তর-পঞ্জাব অধিকার করিয়া বসিলেন। মঙ্গলানবাসী খোখর-জাতি জম্মুরাজের প্রজা হইলেও খুস্রুর উৎসাহে জম্মুরাজের অধীনতা পাশ উচ্ছেদ করিল। এই সময় (৫৭৯ হিজরায়) সুলতান্ মুইজ্জ্-উদ্দীন্ ঘোরী গজনী জয় করিয়া রাজ্য-বিস্তার করিতেছিলেন। রাজা চক্রদেব নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম-দেবকে বহু উপঢৌকন সহ সুলতানের নিকট পাঠাইয়া নিজ রাজ্যের অবস্থা জানাইলেন এবং তাঁহার আগমনে লাহোর-

প্রদেশ সহজেই তাঁহার করায়ত্ত হইবে, একথাও অবগত করাইলেন। সুলতান জম্মুরাজ-প্রতিনিধিকে যথেষ্ট আদর দেখাইলেন এবং তাঁহার অনুরোধ মত পর বর্ষে আসিয়া লাহনোর নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু সহজে এই প্রদেশ বশীভূত হইল না দেখিয়া সুলতান লাহনোরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লুণ্ঠিত ও ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

সুলতান প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরই খুসরু মালিক খোখর-জাতির সাহায্যে আবার শিয়ালকোট অবরোধ করিলেন, কিন্তু রাজা চক্রদেব দুর্গবাসীদিগকে সাহায্য করায় খুসরু-মালিক ঐ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। এই ঘটনার অনতিপরেই অশীতিপর বৃদ্ধ চক্রদেবের মৃত্যু হয় ও তৎপুত্র বিজয়দেব ১২২১ বিক্রমাব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ বর্ষে সুলতান সিন্ধুপার হইয়া পঞ্চনদে আসিলেন। বিহাত নদীতীরে রাজপুত্র নরসিংহ দেব আসিয়া সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি সুলতানের সহিত লাহনোর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ঐ স্থান পুনরায় অধিকৃত হইল। নরসিংহ দেব সুলতানের নিকট উপযুক্ত খেলাত পাইয়া স্বদেশে ফিরিলেন। খুসরু মালিক বন্দী হইয়া গজনীতে আনাত হইলেন। (৫৮৭ হিজরায় গরজীস্তানের বলরবান দুর্গে তিনি নিহত হন।)

তবকাত-ই-নাসিরিতে (সাময়িক ইতিহাসে) লিখিত আছে,—উক্ত ঘটনার পরই সুলতান বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া তবরহিন্দ (ভাটিন্দা)-দুর্গজয়ে অগ্রসর হইলেন। বুদাউনী লিখিয়াছেন, উক্ত দুর্গেই জয়পালের রাজধানী ছিল।

মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন, সুলতান উক্ত দুর্গ জয় করিলেন ও মালিক জীয়াউদ্দীন্ দুর্গাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন। এখানে তুলা-জাতীয় ১২ শত অশ্বারোহী দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত হইল। সুলতান গজনী ফিরিবার আয়োজন করিলেন, এমন সময় শুনিলেন, যে পৃথ্বীরাজ দুর্গ উদ্ধারের জন্য সসৈন্যে আসিতেছেন। ভারতীয় প্রায় সকল হিন্দুরাজ তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছেন। সুলতান তরাইঁ (তিরোরি) ক্ষেত্রে আসিয়া সম্মুখীন হইলেন। [পৃথ্বীরাজ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

যুদ্ধে সুলতানের পরাজয় হইল। এমন কি, শত্রুর শরাঘাতে আহত হইয়া তিনি নিজ অশ্ব হইতে পতিত হইতেছিলেন, এমন সময় একজন খালজ-বীর তাহাকে স্কন্ধে লইয়া সেই ভীষণ রণক্ষেত্র হইতে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিল।

মুসলমান-সৈন্যগণ রণস্থলে সুলতানকে না পাইয়া সকলে ব্যাকুল হইয়াছিল। তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বহুদূর গেলে পর, তাহারা সেই বীর যুবকের স্কন্ধে সুলতানকে দেখিতে পাইয়া আশ্বস্ত হইল। সুলতান সসৈন্যে গজনীতে ফিরিলেন। আবার পরবর্ষে তিনি প্রতিশোধ দিবার জন্য ভারতে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে এক লক্ষ বিশ হাজার মুসলমান অশ্বারোহী চলিল। জম্মুরাজ-কুমার নরসিংহ দেব ও কনোজ-পতি জয়চন্দ্র সসৈন্যে সুলতানের সহিত মিলিত হইলেন। সুলতান তবরহিন্দ দুর্গ জয় করিয়া তিরোরী রণক্ষেত্রে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

এখানে ভীষণ যুদ্ধের পর যেরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে হিন্দুগণ পরাজিত হইয়াছিলেন, পৃথ্বীরাজ শব্দে তাহা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পর আজমীর, হাঁসী, সরস্বতী প্রভৃতি লইয়া সমগ্র শিবালিক প্রদেশ সুলতানের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। তিনি কুতব্‌উদ্দীন আইবককে ঐ সমস্ত প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিয়া গজনী প্রত্যাগমন করিলেন। কুতবের চেষ্টায় অল্প দিন মধ্যেই কনোজ, বারাণসী, গোয়ালিয়র, বুদাউন, অনহল্‌বাড় প্রভৃতি স্থান গজনীপতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

অনন্তর ঘুর বা ঘোরপতি গয়াস্‌উদ্দীন্ মহম্মদ হিরাতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তখন সুলতান্ মুইজ্‌উদ্দীন্ খোরাসনের প্রান্তসীমায় তুস ও সরাকের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য অবিলম্বে হিরাতের বাদ্‌গৈস্ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র গয়াস্‌উদ্দীন্ মাহ্মুদকে ফরা, ইস্‌ফিজার প্রদেশ ও বস্তা নগরী, তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র ও সুলতান গয়াসের জামাতা মালিক জিয়া-উদ্দীন্‌কে ঘোর, গরমসির্ প্রদেশ, ফিরোজকোর সিংহাসন ও দাবর রাজ্য, এবং ভাগিনেয় মালিক নাসিরুদ্দীন্‌কে হিরাত প্রদেশ অর্পণ করিলেন। অতঃপর তিনি ঘোরের কএকজন আমীর ও মালিককে লইয়া খারিজম্ প্রদেশ জয় করিবার জন্য ৬০১ হিজিরায় যাত্রা করেন। খারিজমপতি শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য সসৈন্যে সুলতানের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু সে প্রচণ্ড গতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে নিজ রাজধানীতে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। মহম্মদ ঘোরী নগরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু জয়ের সুবিধা ঘটিল না। নগরবাসী জইহুন্ নদী হইতে খাল কাটিয়া জল আনিয়া নগরের পূর্ব্বাংশে প্রণালী করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাতেই ঘোরের অনেক আমীর নিহত ও ধৃত হইলেন। এদিকে উপযুক্ত রসদের অভাবেও সুলতান নগর-অধিকারে সমর্থ হইলেন না, শেষে বাধ্য হইয়া বাল্‌খ্ অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আন্দখুদে পৌঁছিয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিতেছেন,এমন সময় তুর্কিস্থানের বিধর্ম্মিগণ আসিয়া সুলতানকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার সেনাপতি হুসেন-ই-খরমিলের তৎপরতায় বিধর্ম্মিগণ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেনাপতি তাহাদের অনুসরণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সুলতান বলিয়াছিলেন, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আমি বিধর্ম্মিগণের সম্মুখে উপস্থিত হইব, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিব। সেনাপতি নিজ দল বল লইয়া জুজরবান্ অভিমুখে চলিয়া গেলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত ও দুর্ব্বল সৈন্যগণ অনেকেই সুলতানকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া সুলতান অগ্রসর হইলেন। বহু সংখ্যক বিধর্ম্মি-সৈন্য আসিয়া সুলতানকে ঘিরিয়া ফেলিল। সুলতানের প্রিয় ক্রীতদাসগণ সকলেই বলিতে লাগিল যে, ইস্‌লামের সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত অল্প,এ সময়ে যুদ্ধক্ষেত্র-পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। মহম্মদ ঘোরী সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অসংখ্য বিধর্ম্মী মোগলসৈন্যের নিকট কতক্ষণ আর মুষ্টিমেয় মুসলমান সৈন্য তিষ্ঠিবে একে একে প্রধান বীরগণ জীবন উৎসর্গ করিলেন। সুলতানও মোগলের তীব্র শরাঘাতে জর্জ্জরীভূত হইলেন। এ সময়ে তাঁহার তুর্কী ক্রীতদাসগণ তাঁহাকে আন্দখুদ দুর্গ মধ্যে লইয়া উপস্থিত না হইলে সে যাত্রা আর তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইত না।

পরদিন সমরকন্দের সুলতান ওস্‌মান ও তুর্কিস্থানের মালিকগণ সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন, বিধর্ম্মিগণও তদ্দর্শনে পুনরায় ফিরিয়া গেল। সুলতানও গজনীতে চলিয়া আসিলেন এবং তুর্কিস্থানে গিয়া তিন বর্ষ যুদ্ধ চালাইতে পারেন, তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কতকগুলি দুর্বৃত্ত খোখর এবং লাহোর ও জুদ শৈলবাসী পার্ব্বত্য জাতি বিদ্রোহী হইল। বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতান শীতকালে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করিয়া কোরাণসম্মত ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বিদ্রোহীরা সকলেই উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিল।

৬০২ হিজরায় তিনি গজনীযাত্রার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু আর তাঁহাকে গজনীতে ফিরিতে হইল না, দম্‌য়াক্ নামক বিশ্রামস্থানে এক মুলাহিদা (বিধর্ম্মী) র শিষ্যহস্তে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। (তবকাত-ই নাসিরি)

তারিখ্-ই অল্‌ফির মতে প্রতিহিংসাসাধনেচ্ছু খোখর-(গোক্কর)-গণের হস্তেই মহম্মদ ঘোরী নিহত হন।

আবার আবুল ফজল ও জমু-ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেন, যে যদিও তবকাত-ই অকবরী ও ফিরিস্তা খোখর-হস্তে ঘোরীরাজের মৃত্যু ঘটাইয়াছেন, কিন্তু বংশপরম্পরাগত ভাটের কাহিনী হইতে জানা যায় যে, পৃথ্বীরাজ বন্দী হইয়া গজনীতে নীত হইলে, চাঁদ ভাটও পরে তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, ক্রমে তিনি সুলতান মুইজ্ উদ্দীনের বিশ্বাসের পাত্র হন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে চাঁদ কবি সুলতানকে পৃথ্বীরাজের অপূর্ব্ব শরত্যাগের কৌশলের কথা জানাইলেন। সুলতানের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। পৃথ্বীরাজ প্রয়োগ কালে সুলতানকে লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ করিলেন। তাহাতেই সুলতানের জীবলীলা শেষ হইল। অবশেষে চাঁদ ভাট ও পৃথ্বীরায় উভয়েই মুসলমান রাজপুরুষহস্তে জীবন উৎসর্গ করিল।

শেষোক্ত প্রবাদটী প্রকৃত বলিয়া গণ্য নহে। মিন্‌হাজ্ মহম্মদ ঘোরীর সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, এবং তিনি সুলতানের সঙ্গিগণের মুখ হইতে শুনিয়া তাঁহার জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এরূপ স্থলে মিন্‌হাজের তবকাত-ই-নাসির উক্তিই প্রকৃত ও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার্য্য।

মহম্মদ ঘৌষজিলানী, (হজরৎ শেখ), প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু। মুলতান জেলার উচ্চা নগরে ইঁহার সমাধি মন্দির বিদ্যমান আছে। উহা গিলানী জাতির পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। ইনি বোগদাদ-নগরবাসী প্রসিদ্ধ সাধু শেখ আব্‌দুল কাদের জিলানী বোগদাদীর বংশধর। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চা নগরে আগমন করেন। দাউদ-পুত্রগণ সকলেই ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ ঘৌষ, (শেখ) গোয়ালিয়ারবাসী জনৈক বিখ্যাত মুসলমান সাধু। তাঁহার প্রকৃত নাম হাজি হামিদ্ উদ্দীন্, ফকীরাধর্ম্ম গ্রহণের পর তিনি গৌষ উল্-আলম নামে সাধারণে পরিচিত হন। প্রবাদ, চুনার-গিরিগুহায় তিনি দ্বাদশ বর্ষ কাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে ঈশ্বরধ্যানে নিরত ছিলেন। ঐ সময়ে একমাত্র বন্য ফল মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। যোগসিদ্ধ হইয়া তিনি লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন, সাধারণে তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এমন কি, নিকটবর্ত্তী স্থানের রাজন্যগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার ভরণ পোষণের জন্য অনেকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। প্রায় সকল সময়েই হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিবর্গ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন।

ইহার পর তিনি গোয়ালিয়রে আগমন করেন। এখানে

থাকিয়া তিনি সাধারণকে জ্ঞানবিতরণ ও ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য যত্নবান্ হন। তাঁহার ভূসম্পত্তি হইতে তাঁহার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। তিনি গুজরাতবাসী বিখ্যাত মুসলমানসন্ন্যাসী বাজী উদ্দীন্ আবের গুরু ছিলেন। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

তিনি জবাহির উল্-খমসা, গুলজার অব্রার প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সৈয়দ ফজলউল্লাকৃত মুনকিব-ঘৌসিয়া গ্রন্থে তাঁহার জীবনী বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

মহম্মদঘোষ খাঁ (সিরাজ উদ্দৌলা) কর্ণাটকের জনৈক নবাব। ইনি স্বীয় কবিত্বশক্তির জন্য 'আদিম' উপাধি লাভ করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইনি তজ্‌কিরা শুভ-বতান নামে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন কবিদিগের একখানি জীবনী সংগ্রহ করেন।

মহম্মদঘোষ, (জারিন্), চাহার-দরবেশ নামক প্রসিদ্ধ পারসী-উপন্যাসপ্রণেতা। বিজাপুরে ইঁহার জন্ম হয়। লক্ষ্ণৌ-নবাব আসফ উদ্দৌলার রাজ্যকালে ইনি জীবিত ছিলেন।

মহম্মদজান, বঙ্গেশ্বর মুর্শিদ কুলী খাঁর নাএব ফৌজদার। ইনি কাঁটোয়া (মুর্শিদগঞ্জ) মৌজার প্রথম থানাদার বা নাএব-ফৌজদার নিযুক্ত হন। পূর্ব্বতন নবাবের বিশেষ অনুগত ছিলেন বলিয়া মুর্শিদকুলী খাঁও তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। তাঁহার স্বভাব নৃশংসবৎ ছিল। তিনি এরূপ কঠোর ভাবে অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতেন যে, মনুষ্য মাত্রেরই তদ্দর্শনে হৃদয় বিদীর্ণ হইত। কথিত আছে, যে ধৃত দস্যুগণকে চিরিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া তিনি সদররাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষশাখায় লট্‌কাইয়া দিতেন; এইজন্য তিনি 'কুড়ালিয়া' নামে খ্যাত হন। দস্যুহত্যার জন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কুঠারধারী ঘাতকগণ গমন করিত। এইরূপ কঠোর অত্যাচারের পর কাঁটোয়ানগরী দস্যুভীতিশূন্য হইয়াছিল।

তিনি মুর্শিদকুলীর প্রতিনিধি হইয়া একবার পাবনার সুবাদার ফরুখ্‌ শিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্যপরিচালনা করিয়াছিলেন। রাজশাহীতে উদয়নারায়ণের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইলে, প্রিয় সেনানী মহম্মদ জান ও লাহরী মল্ল নবাব মুর্শিদকুলীর আদেশে রাজশাহী অভিমুখেই যাত্রা করেন। এই যুদ্ধের পরিণাম পরাজয় হইবে জানিয়া উদয়নারায়ণ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

মহম্মদজানি, আসর-আঙ্কদী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ঐ গ্রন্থে ইস্‌লামধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদ ও দ্বাদশ ইমামের জীবনী বিবৃত হইয়াছে।

মহম্মদ তকি, (ইমাম্), আলীর বংশসম্ভূত খ্যাতনামা ৯ম ইমাম। ৮ম ইমাম্ আলী মুসি রজার পুত্র। ইনি মহম্মদ অল্-জবাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৮১১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি খলিফা মামুনের কন্যা উম্ম-উল্-ফজল্‌কে বিবাহ করেন। ৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বিষপ্রয়োগে ইঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। বোগদাদ নগরে পিতামহ ইমাম্ মূসী কাজিমের সমাধিপার্শ্বে ইঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল।

মহম্মদ তকি (মীর), জনৈক প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি। ইনি পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় কএকখানি কাব্য লিখিয়া যান। অকবরাবাদ নগরে ইঁহার জন্ম হয়। এজন্য ইনি সাধারণে হিন্দুস্থানী কবি নামে পরিচিত ছিলেন। কবিতাশক্তির জন্য ইনি মীর উপাধি লাভ করেন। মোগল-সম্রাট্ শাহ আলম্ ইঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। তাই দিল্লীনগরে ইঁহাকে সপুত্রক বাস করিতে হয়। ইঁহার রচিত ৬ষ্ঠ খানি দিবান্ ও একখানি তজ্‌কিরা (কবিতামালা) সাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে ইঁহার জীবলীলা শেষ হয়। ইঁহার পুত্র ফৈজ আলীও একজন কবি ছিলেন।

মহম্মদ তকি খাঁ, বঙ্গের নবাব মীর কাসিমের অধীনস্থ জনৈক সেনানী। তিনি তাব্রিজ নগর হইতেই বঙ্গে আগমন করেন। বঙ্গেশ্বর তাঁহার সাহস ও কার্য্যদক্ষতা নিরীক্ষণ করিয়া বিশেষরূপে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কি, বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে বীরভূমের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করিয়া রাজস্ব আদায়ের ভারও সমর্পণ করিয়াছিলেন।

বীরভূমের যুদ্ধে দেশীয় সেনাদলের অকর্ম্মণ্যতা লক্ষ্য করিয়া নবাব মীর কাসিম মহম্মদ তকিখাঁকে একদল উপযুক্ত সেনা সংগঠনের আদেশ করিলেন। তদনুসারে তকি খাঁ প্রাণপণ-যত্নে প্রভুর কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া অল্পকাল মধ্যেই নবাবের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেন।

ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, মীর কাসিমের সহিত ইংরাজ-বণিকগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। এই হেতু ইংরাজদিগকে তাড়াইবার জন্য তিনি ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। যুদ্ধ আসন্নপ্রায় ভাবিয়া তিনি সেনাপতি গুর্গিন্ খাঁর পরামর্শে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় মহাতাব রায় ও রাজা স্বরূপচাঁদকে করায়ত্ত করিতে চেষ্টিত হইলেন। তদনুসারে তিনি বীরভূমের ফৌজদার মহম্মদ তকি খাঁকে আদেশ পাঠাইলেন যে, পত্রপাঠ সদলে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিয়া জগৎ শেঠের বাসভবন অবরোধ করিবেন এবং যুদ্ধের হইতে

প্রেরিত সৈন্যদল সহ শেঠদ্বয়কে তথায় পাঠাইয়া দিবেন। তকি খাঁ আদেশপ্রাপ্তিমাত্র মুর্শিদাবাদে আগমনপূর্ব্বক শেঠভবন বেষ্টন করিলেন এবং ছলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, নবাবের আদেশ মত তাঁহাদিগকে মুঙ্গেরে গিয়া বাস করিতে হইবে। তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করা নবাবের অভিপ্রেত নহে। তকি খাঁর কথায় তাঁহারা মুঙ্গেরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তথায় রাজা রামনারায়ণ, রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি দেশীয় প্রভাবশালী লোকদিগকে বন্দী অবস্থায় দেখিয়া তাঁহারা প্রকৃত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। নবাব তাঁহাদিগকে সুখ সম্পদে রাখিয়া কার্য্যসাধনসঙ্কল্পে ব্রতী হইলেন।

ক্রমে ইংরাজের সহিত মীর কাসিমের যুদ্ধ বাধিল। মুসলমান সৈন্য ও সেনাপতিগণের পরিচালনবিশৃঙ্খলতা হেতু পাটনাযুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত ও বিতাড়িত হইল। প্রত্যাবৃত্ত মুসলমান সেনাদল ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া পলাশীর দক্ষিণভাগে মহম্মদ তকি খাঁর শিবিরে সমবেত হইল। তকি খাঁ এই পলায়িত সেনাদলকে স্বীয় শিবির মধ্যে আশ্রয় দিলেন না, পাছে এই দৃষ্টান্তে তাঁহার শিক্ষিত সেনাদলও কর্ত্তব্যকার্য্য বিস্মৃত হয়। কিন্তু ইহাতে সুফল না ফলিয়া বরং উভয়ের মধ্যেই ঈর্ষা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহারা বহুদূরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিল।

সমগ্র ইংরাজসৈন্য ১৯শে জুলাই ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে অগ্রগামী হইয়া অসংসাহসিক তকি খাঁর অন্যান্যদলের অপেক্ষা না করিয়াই যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। তাঁহার নিজ হস্তে শিক্ষিত অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য নায়কের উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া অমিত বিক্রমে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিল। সেনাপতি স্বয়ং অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রের সর্ব্বত্র উপস্থিত থাকিয়া সৈন্যচালনা করিতে লাগিলেন। ইংরাজের সুতীব্র অগ্নিবৃষ্টিতে বারংবার আহত হইলেও সেনাগণ কিছুতেই নিরস্ত হইল না। হঠাৎ ইংরাজ-দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা দেখা দিল, কিন্তু তকিখাঁর অশ্ব নিহত হইল এবং সেই একই গোলায় তাঁহার পাদদেশ আহত হইল, তথাপি তিনি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বীয় মনোমত অশ্বারোহী সেনাদলকে সঙ্গে লইয়া ইংরাজের দক্ষিণপার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। স্কন্ধদেশ বিদীর্ণ হইলেও মুসলমানবীর স্বীয় সৈন্যগণের ভয়নিবৃত্তির জন্য বস্ত্রাঞ্চলে ঐ ক্ষতস্থান আবৃত করিয়া রণসমুদ্রে সন্তরণার্থ অগ্রসর হইলেন। এই আক্রমণেই তিনি যুদ্ধকার্য্য শেষ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্য তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সমগ্র সেনাদল সবেগে অগ্রসর হইবামাত্র দক্ষিণ পার্শ্বের খালের নিম্নে লুক্কায়িত ইংরাজের সিপাহীদল একযোগে অগ্নিবৃষ্টি করিল। অগ্রগামী সৈন্যের অনেকেই ইহাতে নিহত হইয়াছিল। একটী গুলি আসিয়া তকি খাঁর মস্তক ভেদ করিয়া তাঁহার বীরকীর্ত্তির অবসান করিল। তকি খাঁ সহযোগী সেনাপতিগণের কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলাহেতু দুঃখপ্রকাশ করিতে করিতে স্বর্গগত হইলেন। তৎপরে তাঁহার সেনাদলও রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

মহম্মদ তাহির, (ইনায়েৎ খাঁ), জনৈক মুসলমান কবি। ইনি সম্রাট্ শাহজহানের জীবনী অবলম্বন করিয়া শাহজহাননামা রচনা করেন। ইঁহার পিতার নাম জাফর খাঁ। উচ্চ অঙ্গের কবিতা লিখিয়া ইনি 'আস্না' উপাধি লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি একখানি দিবান ও একখানি মস্নবি লিখিয়াছিলেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ তাহির (নশিরাবাদী), তজ্‌কিরা মহম্মদ-তাহির নামক জীবনী-রচয়িতা। ইনি পারস্যরাজ ১ম শাহ আব্বাসের রাজ্যকালে জীবিত ছিলেন।

মহম্মদ পার্শা (খোজা) যুবরাজ আলাউদ্দীনের সমসাময়িক জনৈক কবি। ইনি ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

মহম্মদপুর, বাঙ্গালার সারণ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে স্থানীয় শস্যের ও ধান্যাদির বিস্তৃত কারবার আছে।

মহম্মদপুর, পাটনা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৫° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৫° ৪৬´ পূঃ।

মহম্মদপুর, বাঙ্গালার যশোহর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মধুমতী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৩° ২৩´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৯° ৩৮´ ৩০´´ পূঃ। এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। ইহার বর্ত্তমান নাম মামুদপুর। ১৮৩৬ ও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের জ্বরে এস্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে।

প্রবাদ, ভূষণার বিখ্যাত ভূম্যধিকারী রাজা সীতারাম রায় খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই নগর স্থাপন করিয়া দুর্গ প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন। এখনও ঐ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন মন্দির ও পুষ্করিণ্যাদির নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়। [সীতারাম রায় দেখ।]

মহম্মদপুর, অযোধ্যা-প্রদেশের বারবাঁকি জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা।

মহম্মদপুর, অযোধ্যা-প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

মহম্মদ ফিক্‌রি, অকবর শাহের জনৈক সভাসদ্। রুবাঈ কবিতা-রচনার জন্য ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি হিরাতবাসী জনৈক তন্তুবায়সন্তান।

মহম্মদ মগ্রাবি (শেখ), জনৈক মুসলমান কবি। ইঁহার প্রকৃত নাম মহম্মদ শীরীন্। ইনি গোঁড়া সুফী-মতাবলম্বী ছিলেন। এই জন্য কমল খুজান্দীর সহিত ইঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ হয়। ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে তাব্রিজ নগরে ইঁহার মৃত্যু হইলে, শুরখাব নগরে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। ইনি সাধারণ মুসলমানের নিকট একজন সাধু বলিয়া পরিচিত। ইঁহার রচিত 'কসাএদ মগ্রাবী' নামক একখানি দিবান্ ও কয়খানি অপর গ্রন্থ পাওয়া যায়।

মহম্মদ মসূম নামী (আমীর), সম্রাট্ অকবর শাহের জনৈক সম্রান্ত সভাসদ্। ভক্কর ইঁহার জন্মস্থান। ইনি য়ুসুফ্ জেলেখার অনুকরণে হুসন্-ব-নাজ, লৈলী মজনুর অনুকরণে পরিসুরত এবং মখ্জন্ উল্ আস্রার, হপ্তপৈকার ও সিকেন্দরনামা প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে ১০ হাজার শ্লোকে এক খানি মস্নবি রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহার রচিত দুইখানি দিবান্ ও দুইখানি শাকি-নামা পাওয়া যায়। ইনি এক সময়ে এক সহস্র সঙ্গী সঙ্গে লইয়া পারস্যরাজ শাহ আব্বাসের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ মহসীন্ (মোল্লা), কাশানবাসী জনৈক কবি। ইনি তফ্সীর স্ফী নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

মহম্মদ মহসীন, পৈলানীর জনৈক বিদ্রোহী তহসীলদার। ইনি ইম্দাদ আলীর সহিত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করায় ইংরাজ কর্তৃক ধৃত হন। বান্দা নগরে পর বৎসরে ইঁহার ফাঁসি হয়।

মহম্মদ মহ্সীন্ (হাজি), হুগলীনিবাসী জনৈক বিখ্যাত মুসলমান ফকীর। ইনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও বিষয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন। স্বজাতীয় দীনদুঃখীর প্রতি অনুরাগ ও নিঃস্বার্থ দানহেতু সকলেই ইঁহাকে ভক্তি করিত। তথনকার হুগলীর প্রসিদ্ধ ধনী নবাব খাঁ জাহান খাঁ বিশেষ বিখ্যাত হইলেও এই মহাপুরুষের ন্যায় সমধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

হাজি মহম্মদ যে সম্রান্ত মুসলমানবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার বংশাখ্যায়িকা এইরূপ পাওয়া যায়—

আগা ফজল্ উল্লা নামক জনৈক পারস্যবাসী ধনী বাণিজ্য উপলক্ষে ১৮শ শতাব্দের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তৎপুত্র হাজি ফৈজুল্লা হুগলী ও মুর্শিদাবাদে বাণিজ্যবিস্তার করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। কিন্তু কার্য্য-গতিকে তাঁহার ধনরত্নের হ্রাসহেতু তিনি দরিদ্র হইয়া পড়েন। সুতরাং তাঁহাকে হুগলীতেই বাস করিতে হয়। এই সময়ে একটী ধনশালিনী রমণীর সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মে।

ঐ রমণী কিরূপে হুগলীতে আসিয়া বাস করে এবং কোন্ বংশে তাহার জন্ম হয়, তাহা প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইস্পাহান নগরের বিখ্যাত মতাহারবংশের প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক আগা মতাহার অরঙ্গজেব বাদশাহের খাজাঞ্চী ছিলেন। তিনি সম্রাটের এরূপ বিশ্বাসী ছিলেন যে, খাজনাখানার চাবি তাঁহার নিকট থাকিত এবং তিনি সপরিবারে দিল্লীপ্রাসাদেই বাস করিবার আদেশ পাইয়া ছিলেন।

কালক্রমে পত্নীর অভিপ্রায় অনুসারে মহরমের তাজিয়া সম্পন্ন করণার্থ আগা মতাহার বাদশাহের আদেশ মতে হুগলী নগরে বাসস্থাপন করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাদিগকে যশোহর, চিৎপুর ও অপরাপর স্থান জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন*। মোগল-সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া হুগলীতে বাসকালে তাঁহাদের মনে একটী ইমামবাড়া নির্ম্মাণের সঙ্কল্প উদিত হয়। তদনুসারে আগা মতাহর জাফর পন্থা নামক জনৈক তুলা-ব্যবসায়ীর নিকট হইতে বর্ত্তমান ইমামবাড়ার জমি ক্রয় করেন। পূর্ব্বে এই জমিতে জাফরের কুঠি ও আনুরো বিবির ইমামবাড়া ছিল। আসবাব সহ ঐ সকল অট্টালিকা ক্রয় করিয়া আগা মতাহার ১১০৪ হিজরায় নাজির গাজি হোসেনের নামে ইমামবাড়া নির্ম্মাণ করেন। এখনও এখানে ইমাম হোসেনের অর্চ্চনাদি হইয়া থাকে।

আগা মতাহার শেষজীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রিয়তমা কন্যা মন্নুজান্কে একখানি তাবিজ দিয়া বলিয়াছিলেন যেন, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে উহা না ভাঙ্গা হয়। আগা মতাহারের মৃত্যু হইলে ঐ অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া দানপাত্র বাহির করা হয়। ঐ দানপাত্রে কন্যাই একমাত্র অধিকারিণী জানিয়া আগাপত্নী পূর্ব্বোক্ত হাজি ফৈজুল্লাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। এই দম্পতী হইতে হাজি মহম্মদ মহসীনের জন্ম হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, মুর্শিদাবাদ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর, তাঁহার মাতা হুগলীতে আসিয়া আগা মতাহারের পাণিগ্রহণ করেন।

আবার শুনা যায়, ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। যৌবনে তিনি সিরোজি নামক জনৈক মৌলবির নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। গুরুর নিকট দেশভ্রমণবৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার সুকুমার হৃদয়ে ভ্রমণবাসনা জন্মিয়াছিল। কিছুকাল মুর্শিদাবাদে থাকিয়া আরব ও পারস্যরাজ্যে গমন করেন। আরবী ও পারস্যভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। অতঃপর বয়ঃ-

* কেহ কেহ বলেন, আগা মতাহর কাশীরাজের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। পুরস্কার স্বরূপ তিনি যশোহর ও চিৎপুর জমিদারী প্রাপ্ত হন। এই দুইটী প্রবাদবাক্যের যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন।

প্রাপ্ত হইয়াও তিনি একবার দেশভ্রমণে বহির্গত হন। ভারত, আরব, তুরুষ্ক, মিসর ও পারস্যদেশের নগরে নগরে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি বিভিন্নজাতীয় ও বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে মন্নুজান খানমের স্বামিবিয়োগ হয়। মন্নুজানের আগ্রহে তাঁহাকে বাটীতে ফিরিতে হইল। তিনি হুগলীতে প্রত্যাগত হইলে মন্নুজান্ মহসীনকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করেন।

এই সময় হইতে মহম্মদ সাধারণের নয়নগোচর হন। দরিদ্রকে অন্নদান তাহার জীবনের মহাব্রত হইয়াছিল। হুগলীর ইমামবাড়াগৃহে বড় বড় অক্ষরে লিখিত দানপত্র অনুসারে জানা যায় যে, তিনি গবর্মেণ্টের খাজনা বাদে সমগ্র সম্পত্তিই দরিদ্রদিগের জন্য ব্যয় করিয়াছেন।

মহম্মদ মীর্জ্জা, জনৈক সংসার-বিরাগী যুবরাজ। ইনি আমীর তৈমূরের পৌত্র এবং মীরান্ শাহের পুত্র। সংসারে উদাসীন থাকিয়া ইনি স্বীয় ভ্রাতা সমরকন্দাধিপতি খলিল্ উল্লা খাঁর সহিত বাস করেন। ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে মীর্জ্জা শাহরুক্ সমরকন্দ অধিকার করিয়া স্বীয় পুত্র মীর্জ্জা উলঘ্ বেগকে সিংহাসন দান করিলে যুবরাজ মীর্জ্জা মহম্মদ ইঁহারই অধীনে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ মুকিম, তবকাত-ই অকবরী বা তারিখ্ নিজামী নামক ভারত-ইতিহাসপ্রণেতা। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত গ্রন্থ সমাপন করিয়া সম্রাট্ অকবর শাহকে উৎসর্গ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম খ্বাজা নিজাম উদ্দীন্ আহ্মদ। তিনি হিরাতবাসী খ্বাজা মহম্মদ মুকিমের পুত্র। তাঁহার পিতা মোগলরাজ বাবর শাহের অধীনে দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ সঙ্গতিপন্ন হন। বাবর শাহের মৃত্যুর পর তিনি আহ্মদাবাদের অধিপতি মীর্জ্জা আস্‌করির উজীর হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি অকবর শাহের অধীনে কর্ম্ম করেন।

তাঁহার পুত্র মহম্মদ অকবর শাহের অধীনে গুজরাতের বক্সী হইয়াছিলেন। ঐ পদে নিযুক্ত থাকিয়া ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। লাহোর নগরের ইরাবতীতীরে তাঁহার গোর আছে।

মহম্মদ মুজফ্ফর, ফার রাজ্যের মুজফ্ফরী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার প্রকৃত নাম মুবারিজ্ উদ্দীন্। পারস্যরাজ সুলতান আবু সৈয়দ খাঁর অধীনে ইনি উচ্চ-পদাভিষিক্ত ছিলেন। ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত রাজার মৃত্যুর পর পারস্যরাজ্যে বিশৃঙ্খলতা ঘটিলে, ইনি য়েজ্দ্ অধিকার করেন। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে ইনি শাহ শেখ আবু ইস্‌হাকের নিকট হইতে সিরাজ কাড়িয়া লন এবং তাঁহাকে নিহত করিয়া ফার রাজ্যের অধীশ্বর হন। ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র শাহসুজা বিদ্রোহী হইয়া স্বীয় পিতৃচক্ষু উৎপাটিত করিয়া সিরাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে মুজফ্ফরের মৃত্যু হয়।

১ মুবারিজ্ উদ্দীন মহম্মদ মুজফ্ফর, ২ শাহ সুজা, ৩ শাহ আহ্মদ, ৪ সুলতান আহ্মদ, ৫ শাহ মনসুর, ৬ শাহ অহিয়া, ৭ শাহ জৈন্ উল্ আবিদীন্।

এই ৭ জন ৭৭ বৎসর কাল প্রবলপ্রতাপে ফাররাজ্যে আধিপত্য করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী দুইজন কএক মাস রাজ্য করিলে পর ফার রাজ্য হস্তান্তরিত হয়।

মহম্মদ (মোল্লা), "শামস-বাজিগা" এবং হবাসী-ফরিদ-ফিশারা-উলফয়েদ নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইহার জন্মস্থান জৌনপুর। মহম্মদ ফারুকীর পুত্র। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ রজা, অসরাকৎ অল্‌বিয়া ও ইন্দিখার্ উল্-অহ্‌কাম্ নামক আরবীয় ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা।

মহম্মদ রফিয়া বায়েজ, ইস্পাহানবাসী জনৈক ধর্ম্মপ্রচারক। ইনি মীর্জ্জা সাএব ও তাহির বহিদের সমসাময়িক। ইঁহার রচিত পারসী ভাষার একখানি দিবান্ ও আব্‌বার্-উল্ জনান্ নামে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন শাহ আব্বাস্ ও তুরাণরাজ এলান্ খানের যুদ্ধ বর্ণনা করিয়া আর একখানি কাব্য রচনা করেন।

মহম্মদ রফিউদ্দীন্, (মুহাজিস্), দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক মুসলমান কবি। ইনি প্রথমে সম্রাট্ অকবর শাহের অধীনে সেনানায়কের কর্ম্ম করিতেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি কাশ্মীরযুদ্ধে গমন করেন। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার দিবান্ গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। সম্রাট্ তাহার কবিতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন।

মহম্মদ রেজা খাঁ, বঙ্গের জনৈক নাএব সুবাদার। নবাব জাফর আলী খাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র নজম্ উদ্দৌলা নবাবী পদ পাইলে, রেজা খাঁ ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদের প্রধান সচিব নিযুক্ত হন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কৌন্সিলের পরামর্শ মতে রেজা খাঁকে কারারুদ্ধ করিয়া কলিকাতায় আনা হয়। ইহার চারি বৎসর পরে বিচারবিভাগের বিশৃঙ্খলতা ঘটিলে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের যত্নে মহম্মদ রেজা খাঁ পুনরায় স্বপদে স্থাপিত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ লারী, (মোল্লা) তালিফ্-মোল্লা-মহম্মদ-লারী নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মহম্মদলাদ, মুবিয়দ্ উল্ ফজলা নামক অভিধানপ্রণেতা।

মহম্মদ বকি (খ্‌াজা), জনৈক মুসলমান সাধু। দিল্লী-নগরের কদম-রসুলের নিকটে তাঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

মহম্মদ বক্স, নৌরতন (নবরত্ন) নামক উর্দ্দু কাব্যপ্রণেতা। ১২৩০ হিজরা, লক্ষ্ণৌপতি গাজি উদ্দীন্ হায়দারের রাজত্বকালে তিনি উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন। কবিত্ব-প্রতিভার জন্য তিনি মহম্মর-আখ্যা লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন গুলসন্ নৌবাহার ও চারচমাল নামে তাঁহার রচিত আরও দুইখানি কাব্য পাওয়া যায়।

মহম্মদ বকির, ইস্পাহান নগরের জনৈক প্রধান ধর্ম্মযাজক (শেখ-উল্-ইস্লাম)। মহম্মদ তকির পুত্র। দেবতত্ত্ব, নীতি ও স্মৃতিশাস্ত্র এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় জ্ঞানবান্ পণ্ডিত পারস্যরাজ্যে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। সিয়াদিগের ধর্ম্মমতমীমাংসায় তিনি অদ্বিতীয় ও বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।

তাঁহার যশোভাতি সমগ্র পারস্য-রাজ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। স্বয়ং শাহ সুলেমান্ তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কন্যাদান করিতে উদ্যত হন। কিন্তু তিনি সংসারী হইতে অনিচ্ছুক এই মত প্রকাশ করিয়া শাহকে উক্ত প্রস্তাব হইতে নিরস্ত করেন। তৎকৃত 'হক্-উল্-যেকীন্' সিয়াসম্প্রদায়ের একখানি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র। তাহাতে বিভিন্নবাদিগণের মত বিচার দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহর-উল্-আন্‌বার প্রভৃতি তৎকৃত কএকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাওয়া যায়। ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ বকির দমদ্ (মীর), আস্ত্রাবাদবাসী জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত, সৈয়দ মাহ্মুদ দমড়ের পুত্র। ইনি পারস্যাধিপতি ১ম শাহ আব্বাসের কন্যাকে বিবাহ করায় দমড় আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইস্পাহাননগরে থাকিয়া তিনি কএকখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন; তন্মধ্যে উফ্‌ক-উল্-মুবীন্ ও সারা মুখতসরের টীকা উল্লেখযোগ্য। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ বকির (ইমাম), আলীবংশধর ৫ম ইমাম। ইমাম্ জৈনুল্ আবেদিনের পুত্র। ৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম এবং ৭৩১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু ঘটে। মদিনানগরে ইঁহার সমাধি হয়।

মহম্মদ বিন্ আবদুল আজিজ্, সাহিদ্-ব-মানি নামক প্রসিদ্ধ তুর্ক-গ্রন্থপ্রণেতা। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ বিন্ আবদর রহমন্, কুফানগরবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ হাকিম ও কাজি। ৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ বিন্ আবু বখর্, ইস্লামধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের শ্যালক ও প্রথম খলিফা আবু বকরের পুত্র। খলিফা আলী কর্ত্তৃক ইনি মিসরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। সামন্তরাজ অমৃরু ইবন্ উল্ আশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া ইনি রাজা ১ম মুয়াবিয়ার সমীপে নীত হন। রাজাদেশে ইঁহার প্রাণদণ্ড হইলে গর্দ্দভচর্ম্মে সেই দেহ আবৃত করিয়া (৬৫৭ খৃষ্টাব্দে) পোড়াইয়া দেওয়া হয়।

মহম্মদ বিন্ আহ্মদ, তর্জ্জুমা ফতুহ আরবী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। তিনি ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে একখানি আরবী গ্রন্থ হইতে মহম্মদের গৃহ-বিচ্ছেদ, আরবজাতির পরাভব ও মহম্মদের অবনতি-স্বীকার প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করিয়া আবুবকরের (৬৩২ খৃঃ অঃ) খলিফা-পদপ্রাপ্তি হইতে কার্বালা যুদ্ধে হোসেনের মৃত্যু (৬৮০ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত মহম্মদীয় ইতিবৃত্ত তর্জ্জমা করেন।

মহম্মদ বিন্ আলী, আব্‌নাই উল্ জনান্ নামক আরবী গ্রন্থপ্রণেতা। গ্রন্থখানি ইস্লামধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ ও তৎপারিষদগণের ইতিবৃত্তপূর্ণ।

মহম্মদ বিন্ অমৃরু (অৎ-তিমিমি), প্রধান প্রধান সিয়াদিগের এক জীবনীরচয়িতা।

মহম্মদ বিন্ ইসা তির্ম্মিজি, জমা-তির্ম্মিজি নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি অল্ বুখারির শিষ্য, ৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ বিন্ ইস্‌স্, রিশালা আল্ মুয়াজ্জম্ ফি অশাআর অল্ আজম্ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মহম্মদ বিন্ ইব্রাহিম্, (সদর সিরাজী কপি উল্ কুব্রাৎ) উল্ হিয়াৎ নামক গ্রন্থের টীকাকর্ত্তা। ইনি মোল্লা সদর নামেও প্রসিদ্ধ।

মহম্মদ বিন্ ইদ্রিস্, (ইমাম্), জনৈক মুসলমান গ্রন্থকার। ইনি ইস্লাম-ধর্ম্মের তৃতীয় সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা। ইনি প্রবাদমালা সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

মহম্মদ বিন্ ইস্‌হাক্ উন্‌নাদিম, কিতাব উল্ ফিরিস্ত নামক সুপ্রাচীন আরবী গ্রন্থপ্রণেতা। ৯৮৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থে আলেফ-লয়লা বা 'একাধিক সহস্র রজনী'-নামধেয় আরব্যোপন্যাসের উল্লেখ আছে এবং উহা পারস্য হইতে সংগৃহীত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মহম্মদ বিন্ কাসিম, প্রসিদ্ধ সিন্ধুবিজেতা। খলিফা ১ম বালিদের ভ্রাতা এবং হিজ্জাজ বিন্ যুসুফের জামাতা। তিনি ৭১১ খৃষ্টাব্দে উক্ত খলিফার আদেশে মুসলমান সেনা লইয়া সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করেন। প্রথমে দেবল-বন্দরে (মতান্তরে মনোরা বা ঠট্টে) পদার্পণ করিয়া তিনি নারাণকোট (নারায়ণকোট) অভিমুখে অগ্রসর হন। এখানকার

শাসনকর্ত্তাকে কৌশলে বশীভূত করিয়া তিনি শেবান (শিবস্থান) দুর্গ জয় করেন। তদনন্তর পুনরায় নারাণকোটে আসিয়া সিন্ধুনদ পার হইয়া হিন্দুরাজ ডাহিরকে (৭১২ খৃঃ) আক্রমণ করেন। রাবলদুর্গে ডাহির নিহত হইলে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ মুসলমানের নিকট বন্দী হয়। একমাত্র ডাহিরপুত্র জয়সিংহ কাশ্মীরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ অধিকারপূর্ব্বক আলোর-দুর্গজয়ে অভিলাষী হন।

৭১৩ খৃষ্টাব্দে আলোর জয় করিয়া তিনি ডাহির-রাজ-কন্যাদ্বয়কে দামাস্কাস্ নগরে প্রেরণ করেন। খলিফা সুলিমান্ তাঁহাদিগকে শোকাপনোদনের জন্য অন্তঃপুরে রাখিয়া দেন। কিছু দিন পরে একদিন খলিফা ঐ কুমারীদ্বয়কে স্বীয় প্রকোষ্ঠমধ্যে আনাইয়া রূপলালসায় কামমুগ্ধ হন। রাজ-কন্যাদ্বয়কে স্বীয় মনোব্যথা জানাইলে, কন্যাদ্বয় উত্তর করিল,—আমরা শাহজাদার উপযুক্ত নহি, যে হেতু মহম্মদ কাসিম প্রথমে আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া পরে আপনার উপভোগার্থ প্রেরণ করিয়াছে। খলিফা এবংবিধ বাক্যে ক্রোধোদ্দীপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া অনুচরবর্গের প্রতি আদেশ করিলেন যে, আজই মহম্মদ কাসিমকে টাট্‌কা গোচর্ম্মে বেষ্টন করিয়া দৃঢ়রূপে শিলাই করা হউক। অচিরে রাজাদেশ প্রতিপালিত হইল। তিন দিন এইরূপে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতে করিতে কাসিমের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

কাসিমের মৃত দেহ খলিফার সম্মুখে আনীত হইলে, ঐ রাজবালাগণ প্রকৃত ঘটনা ও কাসিমের নির্দ্দোষিতা ব্যক্ত করিল। তখন খলিফা ক্রুদ্ধ হইয়া রমণীদ্বয়ের কেশ অশ্বপুচ্ছে বাঁধিয়া রাস্তায় ঘোড় দৌড় করাইতে আদেশ দিলেন। এই-রূপে পথঘর্ষণে ও অশ্বের পদাঘাতে তাহাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। রমণীদ্বয়ের দেহ নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত এবং বিন্ কাসিমের শরীর দামাস্কাস নগরে আনিয়া সমাধিস্থ করা হয়।

মহম্মদ বিন্ করম্ উদ্দীন্, বহর উল্ ফজাএল নামক পারসী-অভিধানপ্রণেতা।

মহম্মদবিন্ খবন্দ শাহ (বিন্ মাহ্মুদ), জনৈক বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক। ইনি পারস্যভাষায় রৌজৎ উস্ সফা নামে একখানি মহম্মদীয় ইতিবৃত্ত রচনা করেন। সাধারণের নিকট ইনি মীর খবন্দ, আমীর খান্ বা মীর খোন্দ নামে পরিচিত। ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে ইনি মাবরন্নহর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সৈয়দ বুর্হান্ উদ্দীন্ খবন্দ শাহ। পিতার মৃত্যুর পর ইনি হিরাত-রাজ সুলতান হোসেন মীর্জ্জার প্রধান মন্ত্রী আমীর আলী শেরের সহিত সুপরিচিত হন এবং উক্ত মন্ত্রিবরের যত্নে, দয়ায় ও উৎসাহে ইনি স্বীয় ইতিহাস-খানি সমাপন করেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে বাল্‌খ নগরে বহুদিন রোগে ভুগিয়া ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি উক্ত ইতিহাসের ৬ষ্ঠ অংশ পর্য্যন্ত লিখিয়া শয্যাশায়ী হন। তৎপরে ইঁহার পুত্র খোন্দামীর ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে তাহার ৭ম ভাগ সমাধা করেন। মহম্মদীয় ইতিহাসের মধ্যে এই গ্রন্থখানি শীর্ষস্থানীয়।

মহম্মদ বিন্ তাহির ২য়, খোরাসানের তাহিরী জাতির শেষ নরপতি। ৮৭৩ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ইনি য়াকুব বিন্ লাইস্ কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী হন; তদবধি খোরাসান-রাজ্য য়াকুবের হস্তগত হয়।

মহম্মদ বিন্ তুনিশ (অল্ বুখারি), আবদুল্লা-নামা নামক কাস্পীয় সাগরোপকূলবর্ত্তী উজ্‌বক্ তাতার জাতির ইতিহাস-প্রণেতা। গ্রন্থখানি তিনি নিজাম উদ্দীন্ কোকল্‌তাশকে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থে ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে শাহবেগ খাঁ কর্ত্তৃক অক্‌সস পরপারস্থ দেশ আক্রমণ, তৈমুর-বংশধরগণের পরাজয় এবং সম্রাট্ অকবর শাহের সমসাময়িক রাজা আবদুল্লার ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

মহম্মদ বিন্-ফরাজ্, জনৈক মুসলমান ভণ্ড সাধু। আপ-নাকে কবরোত্থিত মুসা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া খলিফ্ মুতয়াকিলের আদেশানুসারে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে করিতে তাহার প্রাণ সংহার করা হয়।

মহম্মদ বিন্ মাহ্মুদ, (অল্ ইস্‌ক্রুন্সী) কুজুলল্-অ-ইক্রুসী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। গ্রন্থখানি বাণিজ্য-ব্যাপারের বিশেষ উপযোগী।

মহম্মদ বিন্ মুসা, অল্‌জবর বল্-মুকাবিলা নামক বীজ-গণিতপ্রণেতা।

মহম্মদ বিন্ মুর্ত্তাজা, মুফতিহ নামক সিয়াসম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্ররচয়িতা।

মহম্মদ বিন্ য়াকুব, (অল্‌কুলিনি), কাফি নামক আরবী গ্রন্থপ্রণেতা। কাফি সিয়াসম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ আদৃত।

মহম্মদ বিন্ য়াকুব, (ফিরোজাবাদী) জনৈক প্রসিদ্ধ আভিধানিক। ইনি কমুল্-উল্-লুঘাট্ বহর উল্-মুহিৎ নামে একখানি আরবী অভিধান প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে তিনি আরবী সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন। আরবী ভাষাবিদ্ মাত্রেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া মোহিত হইয়া থাকেন। গ্রন্থখানি আরবরাজ বিন্ আব্বাসের করে উৎসর্গ করা হয়। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

মহম্মদ বিন্ য়াকুব (অল্ কলিমি অব্‌রাজি), জমা উল্ কাফি-প্রণেতা। ইনি এই গল্পগ্রন্থ রচনা করিয়া রাইস্ উল্

মুহুদ্দিনীন উপাধি লাভ করেন। এই গ্রন্থখানি ৩০ অংশে বিভক্ত। গ্রন্থখানি সমাপন করিতে প্রায় ২০ বৎসর লাগিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ইহাঁর রচিত আরও কএকখানি খণ্ডগ্রন্থ পাওয়া যায়। ৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ বিন্ য়ুসুফ, হিরাতবাসী জনৈক হাকিম। ইনি বহর উল্‌জবাহির নামে একখানি আরবী অভিধান প্রণয়ন করেন। প্রকৃতপক্ষে উহা শিল্প ও বিজ্ঞানবিষয়ক একখানি বিস্তৃত কোষগ্রন্থ।

মহম্মদ বিন্ য়ুসুফ, তারিখ্-ই-হিন্দ নামক ইতিহাস-প্রণেতা। ইনি দিল্লীবাসী খাজা হসনের সমসাময়িক ছিলেন।

মহম্মদ বিন্ হুসেন, বদার উল্ হিদায়া নামক আরবী আইন্-গ্রন্থ-প্রণেতা। এতদ্ভিন্ন ইনি হয়াৎ-উল্ ফবাদ্ নামে আরবী ও পারসী ভাষার মিশ্রণে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ বুখারি, (সৈয়দ) জনৈক মুসলমান সাধু। সম্রাট্ শাহ জহান্ বাদশাহের রাজত্বকালে ইঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল। তাজগঞ্জ রৌজার পশ্চিমদ্বারে ইঁহার সমাধি-মন্দির অবস্থিত।

মহম্মদ-ই-বুখারি (সেখ), মোগল-সম্রাট্ অকবরশাহের জনৈক সেনাপতি। ইনি মীর্জ্জা আজিজের সহকারী হইয়া গুজরাতে যুদ্ধ করেন। পত্তনের যুদ্ধে ইনি সদলে নিহত হন। সম্রাট্ অকবর শাহ ইঁহার বিজ্ঞাবত্তা ও বিশ্বাসিতায় প্রীত হইয়া ইঁহার ভরণ-পোষণের জন্য আজমীড় প্রদেশে একখানি তুজুল এবং শেখ মুইন্-ই ফিস্তির সমাধিমন্দিরের খাদিম-পদ প্রদান করেন।

মহম্মদ-ই-বেগ, মীরণের অনুরক্ত জনৈক দুরাচার। এই দুরাত্মা বাল্যে আলীবর্দ্দী-মহিষীর অনুগ্রহে প্রতিপালিত হইলেও বঙ্গেশ্বর সিরাজ উদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডের ভার গ্রহণ করে। তদুদ্দেশে সেই নরপিশাচ তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে সিরাজের কারাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছিল।

মহম্মদ বেগ খাঁ (হাজি), অযোধ্যা-প্রদেশের জনৈক সহকারী শাসনকর্ত্তা। ইনি মাশীর তালিবী প্রণেতা মীর্জ্জা আবু তালিব খাঁর পিতা। ইস্পাহানের নিকটবর্ত্তী আব্বাসাবাদ ইঁহার জন্মস্থান। ইঁহারা তুর্কবংশোদ্ভব।

পারস্যরাজ নাদির শাহের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া হাজি জন্মভূমি হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। গুণগ্রাহী নবাব আবুল মনসুর খাঁ সফ্দর জঙ্গ ইঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে আশ্রয় দেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজা নবল রায়ের মৃত্যু ঘটিলে নবাব-ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ কুলী খাঁ তৎপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে নবাবের আদেশে হাজি সাহেব তাঁহার প্রধান সহায় হইয়া গমন করেন। সুজা উদ্দৌলার বিদ্রোহে মহম্মদ কুলী নিহত হইলে ইনি মুর্শিদাবাদে পলাইয়া আইসেন। এখানে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ শফিয়া, মীরাট্-উল্-বদিরাৎ নামক ইতিহাস-প্রণেতা। দিল্লীনগরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থে তিনি সম্রাট্ অকবর শাহ হইতে নাদির শাহ কর্ত্তৃক ভারতাক্রমণ পর্য্যন্ত মোগল-সাম্রাজ্যের যাবতীয় ঘটনা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মোগল-সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে জনৈক সম্ভ্রান্ত ওমরাহের প্ররোচনায় এই গ্রন্থ রচিত হয়।

মহম্মদ শরফ্, বাঙ্গালার জনৈক মুসলমান কাজি। ইনি পাণ্ডিত্য, ধর্ম্মজ্ঞান ও সাধুতার জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেব ইঁহার সদ্‌গুণাবলী নিরীক্ষণ করিয়া ইঁহাকে কাজী পদে নিযুক্ত করেন। বিচারকার্য্যে মুর্শিদকুলী খাঁ সর্ব্বদাই ইঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

কোন এক সময়ে জনৈক মুসলমান ফকীর চুণাখালির জমিদার বৃন্দাবনের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করে। ফকীরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া বৃন্দাবন তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর, সে কতকগুলি ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনের বাটীর সম্মুখের পথে এক প্রাচীর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তাহাই আপনার মস্‌জিদ্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া লোক-দিগকে তথায় উপাসনা করিবার জন্য আহ্বান করে। বৃন্দাবন পথে বাহির হইলেই, সে বিষম চীৎকারপূর্ব্বক আজান দিত।

বৃন্দাবন তাহার এই ব্যবহারে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দেন। ভণ্ড ফকীর মুর্শিদকুলীর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। মুসলমান-পণ্ডিত-সভাধিষ্ঠিত প্রধান কাজী শরফ্ বিচার করিয়া বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। এস্থলে কুলীখাঁর প্রাণদণ্ড দিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি নির্দ্দোষ হিন্দুর প্রাণ-রক্ষার জন্য কাজী সাহেবকে বিস্তর অনুনয়পূর্ব্বক কোন উপায়ে এই কঠোর শাস্তির প্রতিবিধান করা যায় কি না তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মাবতার কাজী তদুত্তরে বলিলেন যে, উহার জন্য অনুরুদ্ধ ব্যক্তির প্রাণবধ করিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু মাত্র সময় অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

কুলী খানের সমস্ত যত্নই বিফল হইল। সুলতান আজিম্-উস্সান্‌বাদশাহের নিকট বৃন্দাবনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনু-

রোধ করিলেও কোন ফল হইল না। কারণ কাজী স্বহস্তে বাণনিক্ষেপপূর্ব্বক পূর্ব্বেই অভাগার প্রাণবধ করিলেন। এই হত্যাসংবাদ আজি মুস্সান্ বাদশাহ অরঙ্গজেবের নিকট পাঠাইলেন এবং শরফ্ ক্ষিপ্ত হইয়া স্বয়ং বৃন্দাবনকে নিহত করিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। বাদশাহ ঐ পত্রের উপর স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইলেন যে,"কাজী শরফ খোদাকা তরফ"। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কাজী শরফ্ কর্ম্মত্যাগ করেন, কুলী খানের শত অনুনয়েও তাঁহার মন টলে নাই।

মহম্মদশরিফ হুক্কানী, আয়নক-এদিল্ নামক রসময় কাব্য-প্রণেতা। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয়।

মহম্মদশরিফ্ (খ্বাজা), পারস্যরাজ ১ম শাহ তহমাস্প সফাবির মন্ত্রী। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ শার্কী, জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক।

[মুস্তাইদ্ খাঁ দেখ।]

মহম্মদ শালা (শেখ), বেহার-চমান্ নামক গ্রন্থরচয়িতা।

মহম্মদ শালা (মীর কাশ্ফী), জনৈক মুসলমান কবি। ইনি সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ও শাহজহানের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত মজ্মুয়া-রাজ নামক তর্জিবন্দ গ্রন্থ ১৬২১ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে আগ্রা নগরে ইঁহার মৃত্যু ও কবর হইয়াছিল।

মহম্মদশালা কম্বু, অমলশালা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মহম্মদশালা, (মীর্জ্জা) তাব্রিজবাসী জনৈক ওমরাহ। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি পারস্য পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানে আসিলেন। দিল্লীতে আসিয়া ইনি সম্রাট্ অক্বর শাহের সাক্ষাৎ লাভ করেন। উক্ত সম্রাট্ ইঁহার সম্মানরক্ষার্থ প্রথমে মনসবি-পদ ও পরে গুজরাতের শাসনকর্ত্তৃপদ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইনি সিপাহীদার খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ মুরাদের মৃত্যুর পর, যুবরাজ দানিয়েল নিজামশাহী রাজগণের নিকট হইতে আহ্মদনগর অধিকার করিলে সিপাহীদার খাঁ এখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মহম্মদশালা, (মীর্জ্জা), লতাএফ্-খায়াব্ নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। এই গ্রন্থে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবিগণের উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

মহম্মদশাহ, দিল্লীর জনৈক মুসলমান রাজা। ইনি খিজির খাঁর পৌত্র ও ফরিদ্ উদ্দীনের পুত্র। ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে স্বীয় খুল্ল-তাত মুবারক শাহকে হত্যা করিয়া ইনি সিংহাসন অধিকার করেন। দ্বাদশ বর্ষ রাজত্বের পর ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদশাহ, গুজরাতের জনৈক নরপতি। ইনি ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পত্নী কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ শাহ, মালবাধিপতি হোসঙ্গ শাহের পুত্র। ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃ-সিংহাসনের অধিকারী হন। নয় মাস রাজত্বের পর, রাজমন্ত্রী মালিক মুঘীশের পুত্র মহম্মদ খাঁ ইঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া শমনসদনে প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং মাহ্মুদ শাহ খিলিজি নাম গ্রহণ করিয়া রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

মহম্মদশাহ, পারস্যের জনৈক রাজা, আব্বাস মীর্জ্জার পুত্র ও ফথ্ আবুশাহের পৌত্র। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধি-রোহণ করিয়া ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জীবলীলা শেষ করেন।

মহম্মদশাহ, (আদিল্ বা আদিলী), ১ শূরবংশীয় জনৈক আফগান বীর। ইনি শের শাহের ভ্রাতা ও নিজাম খাঁ শূরের পুত্র, ইঁহার প্রকৃত নাম মুবারিজ খান্। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সেলিম শাহের নাবালক পুত্র ফিরোজকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিয়া ইনি মহম্মদ শাহ আদিল্ নাম লইয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

মহম্মদ নিজে মূর্খ ছিলেন, সুতরাং বিদ্বানের সংসর্গ ইঁহার আদৌ ভাল লাগিত না। অজ্ঞ লোকেরই ক্রমে রাজ-সরকারে প্রতিপত্তি বিস্তার করিল। তাহাদের মধ্যে হিন্দু একজন। এই ব্যক্তি জাতিতে হিন্দু বটে, কিন্তু বিশেষ কদা-চারী। সেলিম শাহ তাহাকে বাজারের অধ্যক্ষ করিয়া যান। মহম্মদ তাহাকেই রাজকার্য্যের সর্ব্বেসর্ব্বা করিলেন, মহ-ম্মদের প্রশ্রয় পাইয়া হিন্দুক্ষমতা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে আফ্গান সামন্তগণ মহম্মদের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্রোহি-দল রাজজামাতা ইব্রাহিম্ খাঁ শূরকে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিল।

মহম্মদ উপায়ান্তর না দেখিয়া চুণারে পলায়ন করিলেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর বাহাদুর শাহের সহিত মুঙ্গের-যুদ্ধে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। তিনি ১১ মাস কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহম্মদশাহ, (সৈয়দ)-জমা-উল্-দস্তর নামক আইন গ্রন্থ-প্রণেতা। পাণ্ডুয়াবাসী সৈয়দ বালীর পুত্র। ইনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় গ্রন্থ সমাপন করেন।

মহম্মদশাহ, তৈমুর শাহের পুত্র এবং আহ্মদ শাহ আবদালির পৌত্র। তিনি দোস্ত মহম্মদ খাঁ কর্ত্তৃক কাবুল হইতে তাড়িত হইয়া হিরাত অধিকার করেন। কয়েক বৎসর এই নগরী শাসন করিবার পর ১৮২৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তদীয় পুত্র কামরান্ সিংহাসন গ্রহণ করেন।

মহম্মদ শাহ, (বাহ্মণী ১ম), দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণীবংশীয় ৫ম সুলতান। সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেনের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৩৭৮ খৃঃ অঃ স্বীয় ভ্রাতা দাউদ শাহকে নিহত করিয়া 'কুলবর্গা' নগরে তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। প্রায় বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৩৯৭ খৃঃ অঃ জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর তদীয় পুত্র গিয়াসুদ্দীন্ মহম্মদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সাহিত্যের বিশেষ আদর করিতেন এবং সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। পদ্য তাঁহার অধিকতর প্রিয় জিনিস ছিল এবং তিনি নিজেও সুন্দর সুন্দর কয়েকটী পদ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে আরব ও পারস্য দেশ হইতে অনেক কবি দাক্ষিণাত্যে আসিয়া তাঁহার উদারতায় বিশেষরূপ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। বিচারপতি মীর ফৈজুল্লা আনজু একদিন তাঁহাকে একটী ক্ষুদ্র কবিতা উপহার দিয়াছিলেন। এই কবিতা শ্রবণে বাদশাহ এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দানে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া দেশে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার শাসনকালে বিখ্যাত কবিবর হাফেজ দাক্ষিণাত্য দর্শনের মানস করেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার সে কামনা অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

মহম্মদ শাহ (২য়) বাহ্মণীবংশের ১৩শ সুলতান। হুমায়ুন শাহের পুত্র। ১৪৬৩ খৃঃ অঃ ভ্রাতা নিজাম শাহের মৃত্যুর পর তিনি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে মহম্মদ শার বয়ঃক্রম নবম বর্ষ মাত্র। তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় এ সময়েও রাণীমাতার আদেশানুসারে খাজা জহান্ ও খাজা মান্দ্ গবান্ রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা করিতেন। ইনি ২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৮২ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মহম্মদ শাহ দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজত্বসময়ে নানারূপ আত্মকলহ ও বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহ্মণীবংশের গৌরবরবি অস্তমিত হইয়া যায়। তৎপূর্ব্বে যে সমস্ত রাজগণ বাহ্মণীরাজকে যৎসামান্য কর প্রদান করিতেন, মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর, তাহারা সে সমস্ত কর বন্ধ করিয়া আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর তৎপুত্র সুলতান (২য়) মান্দ্‌দশাহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

মহম্মদ শাহ (১ম), গুজরাতের জনৈক অধিপতি। ইঁহার আসল নাম বৈকার। মহম্মদ শাহের পুত্র এবং কুতব উদ্দীন্ বা কুতব শাহের ভ্রাতা। ইঁহার খুল্লতাত দাউদ শাহের মৃত্যুর পর ১৪৫৯ খৃঃ অব্দে গুজরাতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৪৮৭ খৃঃ অঃ আহ্মদাবাদ নগরের চতুঃপার্শ্বে প্রাচীর ও বুরুজ নির্ম্মাণ করেন। নগরটী সুদৃঢ়রূপে প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া ফটকের উপরে শিলাফলকে লিখিয়া রাখিলেন, "ইহার মধ্যস্থ ব্যক্তির কোন বিপদের আশঙ্কা নাই"। তিনি দাক্ষিণাত্য-বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া দুইটী অভিযান করিয়াছিলেন। ৫৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫১১ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। আহ্মদাবাদের নিকটে সরকিজ নামক স্থানে তাঁহার কবর হয়। অনন্তর তদীয় পুত্র ২য় মুজফ্‌ফর শাহ সিংহাসন অধিকার করেন।

মহম্মদ শাহ (২য়), গুজরাতের জনৈক মুসলমান রাজা। ইঁহার নাসির খাঁ নাম ছিল। ইনি ২য় মুজফ্‌ফর শার তৃতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠভ্রাতা সেকন্দর শাহকে নিহত করিয়া ১৫২৬ খৃঃ অব্দে গুজরাতের সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি কেবলমাত্র ৩ মাস কাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার ভ্রাতা বাহাদুর শাহ জৌনপুর হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। ১৫২৭ খৃঃ অব্দে মহম্মদ শাহের মৃত্যু হয়।

মহম্মদ শাহ (৩য়), গুজরাতের জনৈক রাজা। বাহাদুর শাহের ভ্রাতা লতিফ্ খাঁর পুত্র। ১৭৩৭ খৃঃ অঃ মিরান্ মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তিনি গুজরাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পর্ত্তুগীজেরা সমুদ্রতীরবাসী মুসলমানদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিত; এই নিমিত্ত তিনি ১৭৪০ খৃঃ অব্দে সুরাট-দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মহম্মদ শাহ ১৮ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করেন। ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে বাদশাহের স্বীয় ধর্ম্মোপদেশক বুর্হান্ জনৈক দৌলতকে নিযুক্ত করিয়া নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। এই বৎসরেই দিল্লীর রাজা সলিম শাহ এবং আহ্মদনগরের সুলতান নিজাম শাহ বড়ীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনা অদ্যাপিও মুসলমানগণের মধ্যে "জবাল খুসরোয়াল" অর্থাৎ "রাজসংহার" বলিয়া অভিহিত হয়। অতঃপর ২য় আহ্মদ শাহ তাঁহার স্থান অধিকার করেন।

মহম্মদ শাহ (২য়), মালবের জনৈক সুলতান, নাসিরুদ্দীনের তৃতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর মহম্মদ শাহ ১৫১১ খৃঃ অব্দে মালবের সিংহাসন অধিকার করেন। ১৫৩১ খৃঃ অঃ গুজরাতের রাজা বাহাদুর শাহ মালবরাজ্য অধিকারপূর্ব্বক মহম্মদ শাহ এবং তাঁহার ৭টী পুত্রকে বন্দী করিয়া স্বীয় কারাগারে আবদ্ধ করেন। অবশেষে তাঁহাকে চাম্পারণ দুর্গে প্রেরণ করিবার সময় পথিমধ্যে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। স্বাভাবিক অবস্থায়, কি গুপ্তঘাতক কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন, এ

বিষয়ে স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহার পর মালব গুজরাতপতির রাজ্যভুক্ত হয়। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর কাদের খাঁ ও শুজা খাঁ ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর মালবে রাজত্ব করেন। শুজা খাঁর পর তদীয় পুত্র রাজা বাহাদুর ১৫৭০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময় সম্রাট্ অকবর সম্পূর্ণরূপে মালব দখল করিয়া লইলেন।

মহম্মদ শাহ, একজন দিল্লীসম্রাট্, অরঙ্গজেবের পৌত্র ও জহান্ শাহের পুত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম মহম্মদ রোশন্ অখ্‌তর। জাহান্দার শাহের মৃত্যুর পর বালক রোশন অখ্‌তর মাতা মরিয়াম্ মুকানীর সহিত দিল্লীদুর্গে অবস্থান করিতেন। বাল্যকালে রূপে গুণে ইনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

রফি-উদ্দৌলা ৩ মাস ২ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া জীবলীলা শেষ করিলেন। তখন আবদুল্লা ও হুসেন আলী নামক সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মোগল-সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। সৈয়দ আব্‌দুল্লা অবিলম্বে মহম্মদকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। ১৫ই জিল-কদা ১১৩১ হিজরী (১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ১৮শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে) মহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 'আবুল মুজফ্‌ফর নাসিরুদ্দীন্ মহম্মদ শাহ বাদশা-ই-গাজী' নামে তাঁহার মুদ্রা প্রচারিত হইল।

তাঁহার মাতা বুদ্ধিমতী ও রাজকার্য্যে দক্ষ ছিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে স্থির হইল যে, ফরুখ-সিয়ারের রাজ্যচ্যুতি হইতে মহম্মদ শাহের অভিষেক গণিত হইবে। সম্রাট্-মাতার জন্য মাসিক ১৫ হাজার টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল।

পূর্ব্ববৎ সৈয়দ আব্‌দুল্লার লোকেরাই নাজির ও অপরাপর রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত রহিল। এমন কি, সম্রাট্ যখনই বাহির হইতেন, সকল সময়েই সৈয়দের বিশ্বাসী অনুচরবর্গ তাঁহার সহিত থাকিত। সৈয়দের অনুমতি ভিন্ন কোন কার্য্যেই তাঁহার আদেশ দিবার অধিকার ছিল না।

মীর জুম্‌লা প্রধান বিচারপতি হইলেন। আর সৈয়দের প্রিয়পাত্র রতনচাঁদ দেওয়ানী, রাজস্ব ও ব্যবস্থাসম্বন্ধীয় সকল কর্ম্মে প্রধান রহিলেন। সহরের কাজী প্রভৃতি উচ্চ রাজকীয় পদ-নিয়োগের ভারও রতনচাঁদের হাতে ছিল। এমন কি, তাঁহার শীলমোহর ভিন্ন কেহ কোন কাজ করিতে পারিত না।

ছবিলারাম নাগর আলাহাবাদের সুবাদার ছিলেন। তিনি সৈয়দের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। সৈয়দ হুসেন আলী তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিধর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া সৈয়দদ্বয় মহম্মদ শাহকে ফতেপুর হইতে আগ্রায় আনিলেন এবং যমুনায় সেতু বাঁধিয়া আলাহাবাদ অবরোধের আয়োজন করিলেন।

গিরিধর সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র লোক পাঠাইয়া গোল মিটাইয়া ফেলিলেন। সৈয়দেরা তাঁহাকে অযোধ্যার সুবাদারী ও "বাহাদুর" উপাধি দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু গিরিধর তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি উপযুক্ত রসদ ও দলবল সংগ্রহ করিয়া আলাহাবাদ দুর্গ সুদৃঢ় করিলেন। তাঁহার অভ্যুদয়ে পাছে অপরাপর সুবাদার ও জায়গীরদারগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে ও রাজস্ব আদায়ের ব্যাঘাত ঘটে, সে জন্য দরবার চিন্তিত হইলেন। সৈয়দেরা গিরিধরকে অভয় দান করিলে তিনিও দুর্গ সমর্পণ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। সম্রাট্ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া দিল্লীতে ফিরিলেন, কিন্তু অবিলম্বে শুনিলেন যে, গিরিধর তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছেন না। তখন আবার তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গিরিধর সম্রাট্‌কে জানাইলেন যে, রতনচাঁদ যদি তাঁহার নিকট আসিয়া সকল বিষয় মীমাংসা করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি সম্রাটের আজ্ঞাপালনে সম্মত আছেন। তদনুসারে সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় রতনচাঁদকে পাঠাইয়া দিলেন। রতনচাঁদ গিরিধরের নিকট উপস্থিত হইলে, 'উভয়ে উভয়ের অনিষ্ট করিবেন না' গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া উভয়ে এইরূপ শপথ করিলেন। স্থির হইল যে, গিরিধর অযোধ্যার সুবাদারী ব্যতীত আরও কএকটী ফৌজদারী পাইবেন। অতঃপর গিরিধর আলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় আগমন করিলেন। মহম্মদ শাহের রাজ্যারম্ভে গিরিধরের বিদ্রোহ ও তাঁহার সহিত সন্ধিই প্রধান ঘটনা।

সৈয়দদ্বয়ের প্রভাব সম্রাটের ক্রমেই অসহ্য হইতে লাগিল। তাঁহার মাতাও কিসে সৈয়দদ্বয়ের হস্ত হইতে রাজ্য ও পুত্রকে রক্ষা করিবেন, সর্ব্বদাই তাহার চিন্তা করিতেন। মাতা ও পুত্র উভয়েই ইতিমাদ্ উদ্দৌলার সাহায্যে নিজাম উল্‌মুল্‌ককে জানাইলেন যে, তাঁহারা রাজশক্তি হারাইয়াছেন। শুক্রবারের ভজনা ভিন্ন আর কোন কার্য্যে তাহাদের স্বাধীনতা নাই। নিজাম পুরুষানুক্রমে মোগলসাম্রাজ্যের হিতৈষী। এখন তিনি উপযুক্ত রাজভক্তিপ্রদর্শন করিতে কখনই বিমুখ হইবেন না, ইহাই তাঁহাদের আশা।

নিজাম উল্ মুল্‌ক্ সৈয়দদ্বয়ের আচরণে বুঝিলেন যে, ধর্ম্ম-রাজ্য ও মোগলশাসন লোপ করিবার জন্য তাহাদের চেষ্টা। অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তৎপরে দক্ষিণাপথে আসিয়া নানা স্থান অধিকার-পূর্ব্বক শক্তিসঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

নিজাম্ উল্ মুল্কের প্রতাপ ও ক্ষমতাবৃদ্ধির সংবাদে সৈয়দদ্বয় বিশেষ চিন্তিত হইলেন। এখন উভয় ভ্রাতা স্থির করিলেন যে, জ্যেষ্ঠ আব্দুল্লা খাঁ দিল্লীতে গিয়া থাকিবেন ও হুসেন আলী খাঁ সম্রাটকে সঙ্গে লইয়া নিজাম্ উল্ মুল্কের শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিবেন। এই অভিযানে প্রভূত সৈন্য প্রয়োজন, কিন্তু সাধারণে সৈয়দের উপর এতই বিরক্ত হইয়াছিল যে, অনেক চেষ্টায় পঞ্চাশ হাজারের অধিক সৈন্য মিলিল না। হুসেন তাহা লইয়াই দক্ষিণদেশে ধাবিত হইলেন।

এই সময়ে হুসেনের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। ইতিমাদ্উদ্দৌলা মহম্মদ ও সাদত খাঁ এই ষড়যন্ত্রের অধিনায়ক। হুসেন খাঁ সসৈন্যে ফতেপুরের ৩৫ ক্রোশ দূরে তোরা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইতিমাদ্ উদ্দৌলা অসুস্থতার ভাণ করিয়া সম্রাটের শিবির হইতে চলিয়া গেলেন। সম্রাট্ নিজ বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিলে, হুসেন আলী তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন। রাজশিবিরের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলে, মীর হায়দর খাঁ একখানি দরখাস্ত লইয়া তাঁহার হস্তে দিয়া ইতিমাদ্ উদ্দৌলার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। হুসেন আলী সেই দরখাস্ত পড়িতে লাগিলেন, তাঁহার শরীররক্ষিগণও সেই সময়ে একটু তফাতে ছিল। এই সুযোগে হায়দর খাঁ অকস্মাৎ খড়্গ বাহির করিয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় হুসেনকে আক্রমণ করিল, এক আঘাতেই সৈয়দ হুসেনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

হুসেনের ভাগিনেয় নুরুল্লা খাঁ সঙ্গে যাইতেছিলেন, তাঁহার অস্ত্রাঘাতে হায়দার খাঁও অবিলম্বে পরলোকে প্রেরিত হইল। এই সময়ে চারিদিকে গোলমাল হইয়া উঠিল। মোগলেরা সৈয়দের পক্ষীয় লোকদিগের উপর তীর ও গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। এই দারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র হুসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র ইজ্জত খাঁ অবিলম্বে আপন হস্তীর উপর চড়িয়া ৪।৫ শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সম্রাটের বাসগৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সম্রাটের বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া সাদত খাঁ ইতিমাদ্-উদ্দৌলার পরামর্শে অবিলম্বে সম্রাটের বিশ্রামগৃহে উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের মাতা সাদত খাঁকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মুখে শাল ঢাকা দিয়া সম্রাটের কাছে উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া ইতিমাদ্-উদ্দৌলার হস্তীর উপর বসাইলেন। বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায় ইতিমাদ্উদ্দৌলা সম্রাটের শরীররক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। বাড়ার সৈয়দপক্ষীয় আত্মীয় স্বজন ইজ্জত খাঁর পক্ষে থাকিয়া মোগলসৈন্য আক্রমণ করিল। সম্রাটের বিশ্বাসী অনুচর ও মোগলসৈন্যগণ আসন্ন বিপদ্ হইতে প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর গুলির আঘাতে ইজ্জত খাঁ শমনসদনে প্রেরিত হইলেন, সেই সঙ্গে সৈয়দপক্ষীয় সৈন্যবল সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। মহম্মদ শাহেরই জয় বিঘোষিত হইল।

সম্রাট্ নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমাদ্উদ্দৌলা উদারতাপ্রকাশপূর্ব্বক রতনচাঁদকে আহ্বান করিলেন। পথে দুরন্ত মোগলহস্তে তিনি যথেষ্ট নিগৃহীত হইলেন। যাহা হউক, ইতিমাদ্উদ্দৌলা তাঁহাকে আর প্রাণে মারিলেন না, তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন। রায় শিরোমণি দাস নামে কায়স্থজাতীয় সৈয়দ আব্দুল্লার একজন বিশ্বাসী নাএব কেশমুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া সে যাত্রা মোগলের করালকবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

ইতিমাদ্উদ্দৌলা এখন আট হাজারী মনসব্দার, আট হাজারী দোআস্প ও উজীরপদ লাভ করিলেন। আর আর যাঁহারা সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই পদবৃদ্ধি হইল।

সৈয়দ আব্দুল্লা ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদে মর্ম্মাহত হইলেন। এখন দিল্লীস্থ আমীরদিগকে হাত করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। হুসেন আলীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া মেবাতি ও অপরাপর জমিদারগণ আবদুল্লার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিল। তাহারা সৈয়দের যাহা পাইল, লুঠিয়া অথবা কাড়িয়া লইতে লাগিল। যাহা হউক, সৈয়দ তাহাতে দমিবার লোক নহেন। তিনি অবিলম্বে দিল্লীর সুবাদার নজমুদ্দীন্ আলী খাঁকে উপযুক্ত সৈন্যসংগ্রহ করিবার জন্য আদেশ পাঠাইলেন। নজম্ উদ্দীন্ রাজকার্য্যের একটা নিষ্পত্তি করিবার জন্য আবদুল্লার দূতগণকে জাহান্দার শাহের পুত্রগণের নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহারা সৈয়দের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে রফি উস্ শানের পুত্র সুলতান ইব্রাহিম রাজপদগ্রহণে ও সৈয়দদিগকে রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। ১১৩২ হিজরা (১৭২০ খৃষ্টাব্দ) ৯ জিলহজ্জ সুলতান ইব্রাহিম "আবুল ফতে জহীরুদ্দীন্ মহম্মদ ইব্রাহিম" নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লীসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ইহার দুই দিন পরে সৈয়দ আবদুল্লা আসিয়া ইব্রাহিমের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। ইব্রাহিম তাঁহাকে আমীর উল্ ওমরা ও আট হাজারী মন্সবদার, নজমুদ্দীন খাঁকে ২য় বক্সী, সলাবৎ খাঁকে ৩য় বক্সী ও বৈরাম খাঁকে ৪র্থ বক্সী করিলেন। রফিউদ্দরজাতের সময় যে সকল অমাত্য ও আমীর বন্দী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তি পাইলেন এবং

নূতন সম্রাটের আদেশমতে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মাসিক ৮০ টাকা বেতনে অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত হইতে লাগিল। বহু সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য ৪০।৫০ হাজার টাকা দাদন দেওয়া হইল।

সম্রাট্ মহম্মদ শাহ যথাসময়ে রণসজ্জার সংবাদ পাইলেন। তিনিও দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সৈয়দ আব্দুল্লাপক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই মহম্মদের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, এখন আব্দুল্লার নেতৃত্বে সুলতান ইব্রাহিমের অভ্যুদয়-সংবাদ পাইয়া তাহারা মহম্মদ শাহের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আবার দলে দলে আসিয়া সৈয়দ আব্দুল্লার সেনাদলে মিলিত হইল।

১২ই মহরম দিবস আবদুল্লা সসৈন্যে আসিয়া হুসেনপুরে শিবির সন্নিবেশ করিলন। এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে মহম্মদ শাহ সদলে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময় সম্রাটের সৈন্য অপেক্ষা আব্দুল্লার সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক। আবদুল্লার পক্ষেই জয়াশার অধিক সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ধর্ম্মের জয় চিরকাল। আব্দুল্লার পক্ষে বহু সৈন্য থাকিলেও সৈন্যচালনা ও অধিনেতৃত্বের সুশৃঙ্খলা ছিল না। সকল সেনাপতিই স্ব স্ব প্রধান, যে যেখানে মনে করিল স্ব স্ব ধ্বজপতাকা লইয়া যুদ্ধার্থ উঠিল।

সম্রাট্ নিজে গজারোহণে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধারম্ভে মঙ্গল চিহ্নস্বরূপ সম্রাটের আদেশে রতনচাঁদের মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত হইল। ভীমগর্জ্জনে চারিদিকে মহাধূমে আচ্ছন্ন করিয়া শত্রুর উপর গোলা-বর্ষণ চলিতে লাগিল। সেই মহানলের সম্মুখে দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়া কত শত প্রবীণ সৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। বাড়ার সৈয়দগণ জাতীয় গৌরবরক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল। দিবাবসানে তাহাদেরই জয় হয় হয়, কিন্তু হঠাৎ সম্রাট্পক্ষীয় কএকজন মহাবীর ভীমবিক্রমে সৈয়দদিগের কামান দখল করিয়া বসিল, সুতরাং তাহাদের আশা ভরসা ফুরাইল। সে রাত্রিতে বাড়ার সৈয়দগণ অনাহারে, তৃষ্ণায় ও অনিদ্রায় যথেষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিল। পরদিন উভয়পক্ষ মহোৎসাহে আবার যুদ্ধ চালাইল। আজও সম্রাট্ নিজে সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া শত্রু প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এরূপ মহাযুদ্ধ অনেক দিন হয় নাই।

অবশেষে সৈয়দ আব্দুল্লা পরাজিত ও বন্দী হইলেন। মহম্মদ শাহ জয়োল্লাসে দিল্লীতে ফিরিলেন এবং তাঁহার পক্ষীয় বীরগণকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিয়া সম্মানিত করিলেন। নিজাম্ উল মুল্‌ক্ দক্ষিণ হইতে আহূত হইলেন। তিনিই প্রধান উজীরপদ পাইলেন। তিনি সাম্রাজ্যের সুশাসনের জন্য ও রাজস্ববিভাগে সুশৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য নূতন নিয়ম চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বিপক্ষগণের কুপরামর্শে সম্রাট্ তাঁহার সৎপরামর্শে কর্ণপাত করিতেন না।

সম্রাটের বয়স অল্প, বয়সের উপযুক্ত অনেক অসৎ সঙ্গীও জুটিয়া ছিল। সম্রাট্ তাঁহাদের তোষামোদে ভুলিতেন। কিন্তু সাধারণের প্রকৃত হিতকর কার্য্যে মন দিতেন না। অনেক সময় তিনি তাঁহার এক বেশ্যার কথামত অবৈধ কাজ করিয়া বসিতেন। যতকাল সৈয়দদ্বয় প্রবল ছিলেন, তত কাল তাঁহার সাধ্যায়ত্ত না হইলেও হিতকথা শুনিতেন ও তদনুসারে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেন। এখন সেদিন গিয়াছে, তাঁহার মাথার উপর কেহ নাই। তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে কথা কয় সাধ্য কার? তাঁহার হৃদয় উদার হইলেও, তিনি প্রজার বিষয় ভাবিবার সময় পাইতেন না।

তাঁহার রাজত্বের ৫ম বর্ষে আজমীরপতি অজিতসিংহ বশুতা স্বীকার করেন। ৬ষ্ঠ বর্ষে নিজাম্ উল্ মুলক সম্রাটের ব্যবহারে মনঃক্ষুন্ন হইয়া দক্ষিণাপথে আসিয়া (মুবারিজ উল্ মুলককে নিহত করিয়া) দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। ৭ম বর্ষে রোহিলাবিদ্রোহ-দমন, ১০ম বর্ষে বুন্দেলাপতি ছত্রশালকে দমন করিবার জন্য মহম্মদ খাঁ বঙ্গসের অশীতি সহস্র অশ্বারোহীসহ গমন, ১২শ বর্ষে মহারাষ্ট্রনায়ক বাজীরাও কর্ত্তৃক মালবের সুবাদার রাজা গিরিধরের পরাভব ও রাজা ছত্রশালের পক্ষসমর্থন, ১৪ বর্ষে রাজা সবাই জয়সিংহের মালবের সুবাদারী পদলাভ, ১৭শ ও ১৮শ বর্ষে মহারাষ্ট্রগণের অত্যাচার ও মহারাষ্ট্র কর্ত্তৃক জয়পুর, উদয়পুর, মাড়বার প্রভৃতি রাজ্য লুণ্ঠন ও তাহাদের সহিত মধ্যে মধ্যে মোগল সৈন্যের খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

[পেশবা ও মহারাষ্ট্র দেখ।]

ইহার পর মহারাষ্ট্র-প্রভাবে দিল্লী সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। (১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে) বাজীরাও দিল্লীশ্বরের নিকট মালব ও গুজরাত ছাড়িয়া দিবার সনন্দ চাহিয়া পাঠাইলেন। সম্রাটের ইচ্ছা থাকিলেও তিনি অমাত্যবর্গের পরামর্শানুসারে পেশবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু অমাত্যবর্গের মন্ত্রণামত তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজস্বের মধ্য হইতে শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে আদায় করিয়া লইতে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। দিল্লীদরবারের বিশ্বাস ছিল যে, দাক্ষিণাত্যের আয় হইতে চৌথবাদে আবার শতকরা ২৲ টাকা লইতে গেলেই নিজাম্ উল-মুলুকের সহিত পেশবার

যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, অথবা নিজাম উল্‌মুলুককে দিল্লীর সাহায্য লইতে হইবে। কিন্তু বাজীরাও সম্রাটের প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া পূর্ব্ব জেদ্‌ বজায় রাখিলেন। অবশেষে সম্রাট্‌ মরাঠাদিগকে মালব হইতে বিতাড়িত করিবার আয়োজন করিলেন। খাঁ দৌরান্‌ ও কমার উদ্দীন্‌ খাঁ নামক দুইজন বিচক্ষণ সেনাপতি সসৈন্যে বাজীরাওর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। এই সময় অযোধ্যার সুবাদার সাদত আলী হোলকরকে পরাজয় করিয়া মথুরায় আসিয়া খাঁ-দৌরানের সহিত মিলিত হইলেন। এ দিকে বাজীরাও সংবাদ পাইয়া ভীমবেগে দিনে ২০ ক্রোশ চলিয়া অতি শীঘ্র দিল্লীর নিকট আসিয়া পড়িলেন। তখন সম্রাটের অধিকাংশ সৈন্যই দিল্লী ছাড়িয়া গিয়াছে। সম্রাট্‌ স্তম্ভিত হইলেন, মুজফ্‌ফর খাঁর অধীনে ৮০০০ সৈন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু সেই বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্রবাহিনীর নিকট তাহারা অবিলম্বে পরাজিত হইল। এখন খাঁ দৌরান্‌ মালবরাজ্য ছাড়িয়া দিতে এবং যুদ্ধব্যয় স্বরূপ ১৩ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন।

সম্রাট্‌ নিজাম্‌ উল্‌-মুলক্‌কে দাক্ষিণাত্য হইতে আহ্বান করিলেন। নিজাম এখন অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি নিজে সেনাপতিত্ব গ্রহণ না করিয়া তাহার পরামর্শমত অপরাপর সেনাপতিগণ চলিবেন, এইরূপ স্থির হইল। (১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে) তিনি সসৈন্যে মালবাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সাতারায় এ সংবাদ পৌছিল। বাজীরাও ৮০ হাজার অশ্বারোহী লইয়া ভোপালের নিকট শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। পেশবার কৌশলে অবশেষে মোগল-সৈন্য পরাস্ত হইল। নিজাম্‌ উল্‌ মুল্‌ক্‌ (১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারী) দরাই-সরাই-নামক স্থানে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

মহারাষ্ট্র-সরকার মোগল সম্রাটের নিকট হইতে সমস্ত মালব এবং নর্ম্মদা ও চম্বলের মধ্যবর্ত্তী সমুদয় প্রদেশ এবং যুদ্ধব্যয় স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাইলেন। মহম্মদ শাহ মহারাষ্ট্রের হস্ত হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু এতদপেক্ষা গুরুতর বিপদে আবার তিনি নিপতিত হইলেন। পারস্যপতি নাদির শাহ (১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে) সিন্ধু-পার হইয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণালে আসিয়া মোগলসৈন্য আক্রমণ করিলেন। ভীমবিক্রম পারস্য-সৈন্যের নিকট মোগলসৈন্য যুঝিতে সমর্থ হইল না। মহম্মদ শাহ নাদির শাহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন ও নাদিরের শিবিরে আনীত হইলেন। কিন্তু নাদির সম্রাট্‌কে উপযুক্ত সম্মান করিলেন না। তৎপরে নাদির শাহের লুণ্ঠনপ্রিয় সৈন্যগণের কঠোর উৎপীড়নে কতশত লোক প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, রত্নভাণ্ডার দিল্লীনগর শত্রু-করে কোটী কোটী মুদ্রার মহার্ঘ্য রত্ন সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহার সবিস্তার বিবরণ নাদির শাহ শব্দে বিবৃত হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। [নাদির শাহ দেখ।]

(১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মে) নাদির শাহ যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি দিল্লী নগরীর যে শোচনীয় অবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধার করিতে বহু বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল।

এখন বাজীরাও রাজপুতানা ও বুন্দেলখণ্ডের রাজন্যবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংসের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে না হইতেই (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ২৮এ এপ্রেল) তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। বালাজী রাও পেশবা হইলেন।

[পেশবা দেখ।]

বালাজী পিতার ন্যায় সম্রাটের নিকট মালবরাজ্য দাবি করিয়া বসিলেন, কিন্তু সম্রাট্‌ স্তোকবাক্য দিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা চলিতেছিল।

এদিকে সম্রাট্‌ আবার অভিনব বিপদের সংবাদ পাইলেন। নাদির শাহের মৃত্যুর পর আহ্মদ খাঁ আবদালী আফগান-নেতৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক ভারতবিজয়ে অভিলাষী হইলেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্জাবে আসিলেন। তথাকার মোগল সুবাদার আবদালীর পক্ষাবলম্বন করিলেন। লাহোর ও মুলতান আফগানদিগের অধিকারভুক্ত হইল।

সম্রাট্‌ মহম্মদ শাহ ১২০০০ সৈন্যসহ স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা আহ্মদকে পাঠাইলেন। আহ্মদ সর্‌হিন্দে আসিয়া ছাউনি করিলেন। এখানে (১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে) আফগানেরা আসিয়া চারিদিক্‌ হইতে সম্রাট্‌পুত্রকে আক্রমণ করিল। যাহাহউক এ যুদ্ধে আফগানেরা পরাজিত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পৃষ্ঠ দেখাইয়াছিল। এই সময়ে মহম্মদ শাহ কঠিন রোগে শয্যাগত হইলেন এবং ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে সর্‌হিন্দ্‌ক্ষেত্রে জয়লাভের এক মাস পরে ২৮ বর্ষ সাম্রাজ্য ভোগের পর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আহ্মদ শাহই সম্রাট্‌ হইলেন।

মহম্মদশাহ তোগলক্‌, (তুঘলক) (১ম) দিল্লীর পাঠানবংশীয় জনৈক রাজা, সুলতান গিয়াস্‌ উদ্দীন্‌ তোগলক্‌ শাহের পুত্র। তাঁহার প্রকৃত নাম মালিক ফখ্‌র্‌ উদ্দীন্‌ জুনান। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে তোগলকাবাদে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি "সুলতামুল্‌ মুজাহিদ্‌ আবুল ফথ্‌ মহম্মদ শাহ ইব্‌ন্‌ তুঘলক্‌ শাহ" নামে পরিচিত হন।

ইহার ৪০ দিন পরে, তিনি দিল্লী-রাজধানাতে আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। দিল্লীর প্রাচীন রাজপ্রাসাদে তাঁহার বাসভবন নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি বাল্যকালে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনাদি বিজ্ঞানশাস্ত্রসমূহ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। এমন কি,কোন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, হাকিম বা জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও তাঁহাকে তর্কে বা রহস্যে পরাভব করিতে পারেন নাই। তাঁহার হস্তলিপি সাতিশয় সুন্দর ছিল; তিনি মনে মনে চিত্র কল্পনা করিয়া নূতন নূতন ধরণের অক্ষরমালা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে তৎকালে সকল প্রকার বিদ্যার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

তিনি পুরনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। হিন্দু ও মুসলমানকে ভিন্ন মনে করিতেন না। দার্শনিক মতে তাঁহার বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ছিল; সুতরাং তর্ক ও মীমাংসায় যাহা যুক্তিযুক্ত হইত, তাহাই তিনি গ্রাহ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এইরূপে ক্রমে তাঁহার হৃদয় কাঠিন্যের আস্পদ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ইস্‌লামধর্ম্ম-শাস্ত্রোল্লিখিত অলৌকিক দয়া ও বিনয়ের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। এই কারণে অনেক সাধুচেতা মুসলমানও তাঁহার খেয়ালে পড়িয়া কখন কখন কায়িক দণ্ড ভোগ করিতেন, কখন বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। তাঁহার অধীনস্থ প্রসিদ্ধ হাকিম, ধর্ম্মযাজক, সৈয়দ, সুফী, কলান্দার, কেরাণী ও সেনানীবৃন্দ সামান্য অপরাধেও তাঁহার নিকট দণ্ডিত হইতেন। এমন কি, তাঁহার শাসনকালে এমন দিন বা সপ্তাহ অতিবাহিত হয় নাই, যাহাতে মুসলমানরক্তে তাঁহার প্রাসাদদ্বার না বিধৌত হইয়াছিল।

তাঁহার ২৭ বর্ষকালে রাজত্বের মধ্যে এরূপ অনেক অত্যাচারের কথা শুনা যায়। এক সময়ে অবাধ্যতার জন্য তিনি স্বীয় জনৈক সেনানীর জীবন্তে ছাল ছাড়াইয়া লইতে আদেশ দিয়া ছিলেন। বিদ্যাদি নানা সদ্‌গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং একজন সাধুচেতা মুসলমান ও সামাজিক রাজপুরুষ হইলেও তাঁহার এই অত্যাচারকাহিনী তাঁহাকে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার চরিত্র অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে, অধিক পরিমাণে দর্শনাদি পাঠ করায় তাঁহার মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ বিকৃতি ঘটিয়াছিল। অন্যের কষ্টে তাঁহার হৃদয়ে আদৌ সহানুভূতির উদ্রেক হইত না।

এরূপ অত্যাচার ও কঠোর শাসন করিয়াও তিনি হিন্দুস্থান, গুজরাত, মালব, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, কাম্পিল, দ্বারসমুদ্র, মাবর, লক্ষ্মণাবতী, চাটিগাঁও, সোণার গাঁও ও ত্রিহুত প্রভৃতি প্রদেশে স্বীয় রাজশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে নিজের জ্ঞানগরিমা ও আত্মম্ভরিতা তাঁহার কাল হইল। রাজৈশ্বর্য্যে উন্মত্ত হইয়া তিনি আপনার বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি রাজ্যসংস্কারসম্বন্ধে কএকটি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে প্রয়াস পান। নিম্ন-বর্ণিত চারিটী মন্তব্যই পাঠানসাম্রাজ্যধ্বংসের কারণ হইয়াছিল।

১ম, তিনি গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বেদী প্রদেশের প্রজাবর্গের উপর অত্যধিক কর নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন। প্রজাবর্গ রাজস্বপ্রদানে অশক্ত হওয়ায় বনান্তরাল প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্তর্ব্বেদী মধ্যে আদৌ চাস বাস না হওয়ায়, দিল্লী ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থানে শস্যাভাব ঘটে। লক্ষ লক্ষ লোকে এই দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া অন্নকষ্টে প্রাণত্যাগ করে এবং অনেক পরিবার অন্নদায়ে দেশত্যাগ করে। সুলতান প্রজাবর্গের এই বিদ্বেষনিবারণার্থ সদলে ঐ সকল জঙ্গল ঘিরিয়া প্রজাদিগকে বন্য জন্তুর ন্যায় নিহত করিয়া প্রজাক্ষয় করিয়াছিলেন। ইহাতে পাঠানসাম্রাজ্য ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং বহু পরিমাণে রাজস্বও হ্রাস হইয়াছিল।

২য়,এক সময়ে তিনি দেবগিরি পরিদর্শনে আসিয়া তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হন। তাঁহার মনে মনে তখন এই স্থানে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিবার বাসনা জন্মে। তদনুসারে তিনি সেই প্রাচীন হিন্দুনগরীর 'দৌলতাবাদ' নামকরণ করিয়া তথায় দিল্লীবাসী প্রত্যেক নরনারীকেই যাইতে আদেশ করিলেন। হুকুম হইল,—যে ব্যক্তি রাজাদেশ পালন না করিবে, অবিলম্বে তাহার শিরশ্ছেদ করা হইবে। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দিল্লীবাসী মাত্রই দৌলতাবাদ অভিমুখে যাইতে তৎপর হইল। আমীর ওমরাহগণ যানারোহণে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু দীন দুঃখী প্রজামণ্ডলী অর্থাভাবে পথপর্য্যটন ক্লেশ সহ্য করিয়া অবাধে হাঁটিয়া চলিল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অনাহারে দারুণ আতপতাপ সহ্য করিতে করিতে অনেকেই পথি মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। যাহারা দেবগিরিতে আসিয়া উপনীত হইল, তাহারাও বিদেশে অপরিচিত স্থানে বাসহেতু নির্ব্বাসিতের ন্যায় হতাশ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। সুলতানের দুর্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ অনেকে প্রাণ হারাইল। সম্রাট্ দিল্লীবাসীদিগকে লইয়া দৌলতাবাদ জনাকীর্ণ করিবার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিলেও তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই। মুসলমানগণের এইরূপে ক্ষয়সাধন হইতেছে দেখিয়া এবং এই হিন্দুপ্রধান জনপদে স্বল্পমাত্র মুসলমান সৈন্য দ্বারা স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা হইবে না বুঝিতে পারিয়া সুলতান তাহাদিগকে লইয়া পুনরায় দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। বহু ধন-জন-পূর্ণ দিল্লী

নগরী তাঁহার এই বিসদৃশ বুদ্ধির ফলে এক কালে লোকশূন্য হইয়া পড়িল। সুলতান তখন বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিল্পী, পণ্ডিতমণ্ডলী, বণিক্ প্রভৃতি আনাইয়া দিল্লীর পূর্ব্বসমৃদ্ধি বজায় করিতে বিশেষ চেষ্টিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার এ চেষ্টা বৃথা হইল। যাহারা সুলতানের ভয়ে ভীত হইয়া দিল্লীতে আসিয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ এখানেই জীবলীলা শেষ করিল, কেহ বা স্বদেশ দর্শনার্থ দেশে প্রত্যাগমন করিল।

৩য়, তাঁহার তৃতীয় খেয়াল কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া তিনি রাজকোষ শূন্য করিয়া ফেলেন। প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে তাম্রতঙ্কার প্রচলন তাঁহার রাজ্যবিধ্বংসের অন্যতম কারণ। বাণিজ্যব্যাপারে তাম্র-মুদ্রা প্রচলন করিয়া তিনি শেষে দেখিতে পাইলেন যে, হিন্দু প্রজাবর্গই তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া অধিক ধনশালী হইতেছে এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য-মুদ্রার অপ্রচলন-হেতু পূর্ব্বতন মুসলমান বণিক্-সমিতির কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিতেছে। সুতরাং আদেশ প্রত্যাখ্যান ভিন্ন আর উপায় নাই। হুকুম হইল, যাহার নিকট যত তাম্র মুদ্রা আছে, তৎসমুদায়ই তাঁহার রাজকোষাধ্যক্ষের নিকট অচিরে উপস্থিত করিবে। এইরূপে রাশিরাশি তাম্রমুদ্রা তোগলকাবাদে আনীত হইল। পর্ব্বতপ্রমাণ তাম্রখণ্ড জড় হইল, তদ্বিনিময়ে রাজকোষ হইতে স্বর্ণমুদ্রা বাহির হইয়া গেল। রাজকোষ শূন্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণ সৌভাগ্যবান্ ও বলশালী হইতে লাগিল এবং মুসলমানগণ অর্থহীনতাপ্রযুক্ত তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া রহিল।

৪র্থ, এতদ্ভিন্ন খোরাসান্ ও চীনরাজ্য-জয়াভিলাষে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া ভারতের রাজকোষ শূন্য করিয়াছিলেন। সুলতান তাঁহার ঐরূপ জয়াভিপ্রায় জানাইয়া রাজকর্ম্মচারিমাত্রকেই রণোন্মাদে উন্মত্ত করিবার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন অনেকে তাঁহাকে প্রতারণাবাক্যে প্রলোভিত করিয়া ফাঁকি দিয়া বহু অর্থ আত্মসাৎ করে। সৈন্য-সংগ্রহের জন্যও তিনি বিপুল অর্থ নষ্ট করিয়াছিলেন। চীনরাজ্য আক্রমণকালে তাঁহার সেনাদল আসামের পার্ব্বত্যপথে হিন্দু-সৈন্যের হস্তে বিপর্য্যস্ত হয়। তখন কেবল মাত্র ১০টী অশ্বারোহী প্রাণ লইয়া এই সংবাদ-প্রদানের জন্য দিল্লীধামে উপস্থিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সুলতানের শাসন ও পীড়নে উত্ত্যক্ত হইয়া মুসলমান সামন্তগণ ক্রমশঃই তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার দেবগিরিতে অবস্থানকালে মুলতানের শাসনকর্তা বহরাম আসিয়া বিদ্রোহী হন। সুলতান এই সংবাদে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া দিল্লীতে পুনরাগমন-পূর্ব্বক সদলে মুলতান-অভিমুখে যাত্রা করেন। সুলতানসৈন্যের সহিত যুদ্ধে বহরামের পরাজয় হয়। বহরামের মুণ্ড তোগলকের চরণতলে অর্পিত হইল। তাহাতেও তাঁহার ক্রোধের উপশম হইল না, শেষে বহরামের সেনাদলও তাঁহার সমক্ষে খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল।

ইহার পর দুই বৎসর কাল তিনি দিল্লীতেই অবস্থান করেন, কাজে কাজেই ওমরাহগণকে বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে হইল; কিন্তু তাঁহাদের পরিবারবর্গ অরক্ষিত অবস্থায় দেবগিরিতে পড়িয়া থাকিল। এই সময়ে করভারে প্রপীড়িত অন্তর্ব্বেদিবাসী হিন্দু প্রজাগণ শস্যভাণ্ডার জ্বালাইয়া দিয়া আপনাপন পালিত গো-মেষ-মহিষাদি ছাড়িয়া দিল। কেহই কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিল না। সুলতান প্রজাবর্গকে এইরূপ রাজদ্রোহী দেখিয়া কাজীদিগের প্রতি তত্তদ্গ্রাম জ্বালাইয়া ভস্মসাৎ করিতে আদেশ দিলেন। মুসলমানগণ-কর্তৃক এইরূপে উত্ত্যক্ত হইয়া তাহারা বনজঙ্গলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সুলতান শিকারের ভাণ করিয়া বারণের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল ঘিরিয়া পশুবৎ প্রজাবর্গের বিনাশ সাধন করেন, বারণের দুর্গমধ্যে গণ্যমান্য হিন্দুমাত্রকেই ফাঁসি দেওয়া হয়।

এই সময়ে সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা বহরাম খাঁর মৃত্যু হইলে ফকুরা নামক জনৈক ব্যক্তি বাঙ্গালায় বিদ্রোহী হয়। পরে সুলতানী সৈন্য তাহাদের সহিত যোগদান করিয়া লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা কাদের খাঁকে সপরিবারে নিহত করে। লক্ষ্মণাবতীর রাজকোষ শত্রুদল কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত এবং লক্ষ্মণাবতী, চট্টগ্রাম ও সোণারগাঁও শত্রু-কবলিত হয়। এই সকল স্থান সুলতানের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইলে, সুলতান ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি অনতিকাল মধ্যেই কনোজ হইতে দালমউ পর্য্যন্ত সকল স্থান উৎসাদিত করিতে লাগিলেন। অত্যাচারপীড়িত প্রজাবৃন্দ বনপ্রদেশে যাইয়া আশ্রয় লইল। সুলতান অরণ্য মধ্যে তাহাদিগকে ঘিরিয়া প্রত্যেকের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন।

সুলতান যখন কনোজের সমীপবর্ত্তী প্রদেশে এইরূপ কঠোরতার সহিত বিদ্রোহদমনে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালে মাবরে সৈয়দ হোসেন বিদ্রোহী হইয়া রাজচ্ছত্র ধারণ করে। সুলতান এই সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে মাবর আক্রমণ করিলেন। হোসেনের পুত্র ইব্রাহিম ও অপরাপর আত্মীয়-স্বজন তাঁহার হস্তে বন্দী হইল।

দিল্লী হইতে যাত্রাকালে তিনি রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষের সূচনা

দেখিতে পান। দেবগিরিতে উপনীত হইয়া উত্তরোত্তর শস্যের দর বাড়িতেছে দেখিয়া তিনি স্বীয় অধীনস্থ সামন্ত ও কর-সংগ্রাহকগণের প্রতি অত্যধিক আব্বাব্ গ্রহণের আদেশ দিলেন। মহারাষ্ট্ররাজ্যে আব্বাব্ আদায়ের সময় অধিক অত্যাচার হইয়াছিল। এমন কি, লোকে রাজকর দিতে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা দ্বারা অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন দস্যুগণের লুণ্ঠনে রাজ্যমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল।

অতঃপর তিনি আহ্মদ আয়াজ্‌কে দিল্লীতে রাখিয়া স্বয়ং তৈলঙ্গরাজ্য আক্রমণে অগ্রসর হন। অরঙ্গলে (বরঙ্গল) আসিলে তাঁহার সেনাদলের মধ্যে ওয়াবা (বিসূচিকা) রোগ দেখা দেয়। এই সময়ে অনেক সামন্ত, ওমরাহ ও সেনার বিনাশ হইয়াছিল। সুলতান্ বিপক্ষ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হইল। তিনি নাএব উজীর মালিক কাবুলকে তৈলঙ্গাধীশ্বরপদে অভিষিক্ত করিয়া দৌলতাবাদ অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এখানে কএকদিন রোগ ভোগ করিয়া তিনি দিল্লীরাজধানীতে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তজ্জন্য তিনি নসরৎ খাঁ সাহেব সুলতানীকে বিদায় ও কৎলব্ খাঁকে মহারাষ্ট্ররাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিলেন। দিল্লীযাত্রাকালে তিনি দিল্লীবাসী সামন্ত ও ওমরাহ সকলকে দিল্লীতে প্রত্যাগমনের আদেশ দিলেন। তিনটী যাত্রিদল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। অল্পমাত্র লোকে স্ত্রীপুত্র লইয়া দেবগিরিতে রহিয়া গেল।

সুলতান ধারা ও মালবরাজ্য হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে তিনি দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রকোপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রাজ্যমধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই অনাচার ও অত্যাচারের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল।

দিল্লীতে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, সহস্রাংশের একাংশ লোকও জীবিত নাই। শস্যাভাবে ও মহামারীতে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, কতক লোক বা প্রাণের দায়ে রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। সুলতান রাজকোষ মুক্ত করিয়া চাসবাসের আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। বৃষ্টির অভাবে শস্যক্ষেত্র সমুদায় শুকাইয়া গেল। অনাহারে ও কায়িক পরিশ্রমে দুর্ব্বল অবশিষ্ট প্রজাবৃন্দ হতাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

সুলতানকে কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে ব্যাবৃত দেখিয়া মুলতানবাসী শাহ আফ্‌গান্ বিদ্রোহী হয় এবং নাএব বিহজাদকে হত্যা করিয়া মুলতাননগরী অধিকার করে। সুলতান শাহকে দণ্ড দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা মখ্‌দুমা-ই-জহানের মৃত্যু হয়। মাতৃশোকে অভিভূত হইয়াও তিনি শত্রুর প্রতিহিংসা ভুলিতে পারিলেন না। পুনরায় তিনি সদলে মুলতান যাত্রা করিলেন। শাহ তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিল এবং সদলে আফগানস্থানে পলায়নপূর্ব্বক রক্ষা পাইল।

এখান হইতে সুলতান সন্নাম্ ও অগ্রোহা হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখনও দুর্ভিক্ষের পূর্ণ প্রকোপ। সুলতান নিজ ব্যয়ে কূপাদি খনন করিয়াও কৃষিকার্য্যের কোন উন্নতি সাধন করিতে পারিলেন না। প্রজাবর্গ রাজ-অত্যাচারে কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা কোন বাক্য-স্ফূর্ত্তি না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। সুলতান বারংবার আদেশ দিয়াও তাহাদিগকে কার্য্যে বাধ্য করাইতে পারিলেন না, সুতরাং রাজাদেশে পুনরায় সকলকেই দণ্ডভোগ করিতে হইল।

অতঃপর সুলতান পুনরায় সন্নাম ও সামানার বিদ্রোহ-দমনে গমন করেন। তিনি বিদ্রোহীদিগের দুর্গ সমুদায় ধ্বংস করিয়া বন্দিরূপে তাহাদিগকে দিল্লীতে আনয়ন করেন। ঐ সময়ে সামানাবাসী অধিকাংশ লোকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। দিল্লীতে আসিয়া ওমরাহদিগের নিকট তাহারা কর্ম্ম গ্রহণ করিল।

যখন সামানায় এইরূপ বিপ্লব চলিতেছিল, তখন দাক্ষিণাত্যের ওরঙ্গল রাজ্যে কানাই নাএক নামক জনৈক হিন্দু-সর্দ্দার বিদ্রোহী হইয়া তথাকার নাএব-উজীর মালিক মক্‌বুলকে বিতাড়িত করেন এবং স্বয়ং রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ঐ সময়েই কানাই নাএকের ভ্রাতা সুলতানের বিপক্ষ হইয়া কম্বালা প্রদেশ অধিকার করেন। এইরূপে দেবগিরি ও গুজরাত ব্যতীত প্রায় সমুদায় প্রদেশ সুলতানের অধিকারচ্যুত হইয়াছিল। সুলতান সামন্তগণের এরূপ আচরণে ক্রমশঃই উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। এক্ষণে তিনি আরও কাঠিন্যের সহিত প্রজাবর্গের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্ভিক্ষও তাঁহাকে বিশেষরূপে উত্যক্ত করিতে লাগিল; তিনি নানা উপায়ে রাজ্যমধ্যে কৃষিকার্য্য-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেও কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এই সময়ে প্রজার মৃত্যু, অন্নকষ্ট ও রাজবিদ্রোহ প্রভৃতি কারণে তাঁহার মস্তিষ্ক এরূপ বিকৃত হইয়াছিল যে, রাজকীয় কোন কার্য্যই তাঁহার ভাল লাগিত না।

অবশেষে শস্য উৎপাদনে হতাশ হইয়া সুলতান দিল্লীবাসী মাত্রকেই নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে যাইয়া আত্মরক্ষা করিতে

আদেশ দিলেন, তদনুসারে দিল্লীবাসিগণ দলে দলে নগর ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিল। স্বয়ং সুলতান সামন্ত ও ওমরাহ-দলে পরিবৃত হইয়া পাটিয়ালী ও কাম্পিল্য অতিক্রমপূর্ব্বক খোর নগরে (এই স্থানের প্রাচীন নাম স্বর্গদ্বারী) গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি কাড়া ও অযোধ্যা-প্রদেশজাত শস্য স্বল্পমূল্যে প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহারই অনুগৃহীত ভৃত্য অযোধ্যা ও জাফরাবাদের শাসনকর্ত্তা আইন্ উল্‌মুল্‌ক্ সুলতানের মনস্তুষ্টির জন্য স্বর্গদ্বারীতে ও দিল্লীনগরে প্রভূত শস্য ও অর্থ নজর পাঠাইলেন। সুলতান তাঁহার এই কৃতজ্ঞতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কৎলুখ্ খাঁর পদে অভিষিক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কারণ পরবর্ত্তিকালে কৎলুব খাঁ দেবগিরির রাজস্ব অধিকাংশই আত্মসাৎ করিতেছিল।

সুলতান বারংবার এই সংবাদ আইন্-উল্-মুলককে জানাইলেন। আইন্-উল্‌মুল্‌ক ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন,—'সম্ভবতঃ এতৎপ্রদেশের শস্য প্রাচুর্য্য দেখিয়া সুলতান কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন। অযোধ্যা হস্তগত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই কারণেই তিনি আমাকে দেবগিরি পাঠাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। আর যদি, আমি এই প্রদেশ ছাড়িয়া গমন করি, তাহা হইলে আমার আত্মীয়বর্গকেও ভূমিচ্যুত হইয়া কষ্ট পাইতে হইবে। সুতরাং যাহাতে আত্মীয় স্বজনের কোন কষ্ট না হয়, সেইরূপ পন্থাই অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।'

বিলম্ব দেখিয়া সুলতানের ক্রোধ হইল, তিনি আর দ্বিতীয় কথা উত্থাপন না করিয়াই আদেশ করিলেন যে 'অচিরে যেন অযোধ্যাপ্রবাসী দিল্লীবাসিগণকে প্রত্যর্পণ করা হয়। ইহার অন্যথা করিলে বিশেষ দণ্ড পাইতে হইবে।' আইন্ উল্ মুলক পূর্ব্ব হইতেই সুলতানের কঠোর অত্যাচারিতার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল তাঁহাদেরই ধ্বংসের জন্য এরূপ আদেশ হইয়াছে। কাজে কাজেই সুলতানের প্রতি তাঁহাদের যে শ্রদ্ধা, রাজভক্তি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সম্ভ্রম ছিল, তাহা ক্রমশঃই অপনোদিত হইতে লাগিল। তাঁহারাও আত্মরক্ষার জন্য রাজদ্রোহী হইয়া উঠিল।

স্বর্গদ্বারীতে অবস্থানকালে, কাড়ানগরে নিজাম মাইন্ বিদ্রোহী হয়। আইন্ উল্ মুল্‌ক্ তখন সুলতানের পক্ষ ছিলেন। তিনি বিদ্রোহীকে বন্দী করিয়া জীবন্ত অবস্থায় তাহার গাত্রচর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর বিদরপতি নসরৎ খাঁ রাজস্বতহবিল তচ্ছ্রুপ করিয়া সুলতানের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের আশায় বিদ্রোহী হইলেন। বিদরদুর্গের অবরোধের সময় তিনি ধৃত হইয়া বন্দিরূপে দিল্লীনগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই জাফর খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলিশা কুলবর্গা নগরে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলন করেন। ইনি সুলতানের অনুগ্রহে কুলবর্গা নগরে রাজস্ব-সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এখানে রাজসৈন্য রক্ষিত না থাকায় এবং উপস্থিত কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ইনি কুলবর্গার সর্দ্দার ভৈরণকে ও বিদরের নায়েবকে হত্যা করিয়া স্বয়ং তথাকার আধিপত্য গ্রহণ করেন। ইঁহার এই রাজদ্রোহিতায় ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান কৎলুখ্ খাঁকে সদলে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। আলিশা বিদার-নগরে বন্দী হইয়া বিচারার্থ দিল্লীনগরে প্রেরিত হইলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আইন্ উল্ মুলক আত্মরক্ষার্থ সুলতানের বিরুদ্ধে সেনা সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হন। এই সময়ে সুলতানের জনৈক প্রিয় অনুচর মালিক সুলতান কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইবার ভয়ে ভ্রাতা ও অধীনস্থ সেনাদল সঙ্গে লইয়া স্বর্গদ্বারীতে আসিয়া উপনীত হন। একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে কুচিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইল, তিনি ভাবিলেন,—সুলতান যেরূপ ক্রূর ও দুষ্টচেতা তাহাতে অচিরে তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে পারেন। এইরূপ চিন্তার পর, তিনি আইন্ উল্ মুলককের সহিত যোগদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সদলে রজনীযোগে পলাইয়া উল্ মুলকের সহিত মিলিত হইলেন।

একদা সকলের অজ্ঞাতসারে মালিক-ভ্রাতৃগণ নদী পার হইয়া সুলতানের হস্তী ও অশ্বশালা আক্রমণ করিল। এই সূত্রে উভয় দলে যুদ্ধের সূচনা হইল। দুর্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ আইন্ ও মালিক বাঙ্গড়মউর সন্নিকটে গঙ্গা পার হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যুদ্ধে মালিক-ভ্রাতৃগণ নিহত এবং আইন্ উল্ মুলক্ কারারুদ্ধ হইলেন। অনেকে সুলতানের অত্যাচারের ভয়ে নদীগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, সুলতান আইন্ উল্ মুলককে অভয় দিয়া উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

এইরূপে বিদ্রোহ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সুলতান বরাইচ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে সিপা-সালার মসাউদের সমাধিক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সমারোহের সহিত পূজোপহার প্রদান করেন। ইহার পর দিল্লীতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি আব্বাসবংশীয় খলিফার নিকট হইতে রাজসনন্দ আনাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস, আব্বাস-বংশধর খলিফাগণের অভিমত ব্যতীত কোন মুসলমান-সম্রাটই প্রকৃত রাজশক্তি-বহনে অক্ষম। তদনুসারে তিনি-

বর্গের পরামর্শমতে মিসর-রাজ্যে লোক প্রেরিত হইল। তিনি স্বনামাঙ্কিত মুদ্রায় খলিফার নামাঙ্কন করিয়া তোষামোদের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।

১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে মিসর হইতে হাজী সৈয়দ্ সর্সারি খলিফার সনন্দ ও সুলতানের জন্য সম্মানার্হ পরিচ্ছদ লইয়া আসিলেন। পক্ষান্তরে তিনিও খলিফার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া হাজী রাজব বর্কাইকে মিসর রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার এই বশ্যতা স্বীকারের জন্য তিনি খলিফার নিকট হইতে 'খলিফার সহকারী' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

স্বর্গদ্বারী হইতে দিল্লীতে আসিয়া পুনরায় তিনি কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধানে বদ্ধপরিকর হন। অতঃপর তিনি রাজ্যমধ্যস্থ মোগলদিগকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পাইলেন। এই উভয় কার্য্যে তাঁহাকে প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। ইহাতে রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ায় তিনি আয়বৃদ্ধির জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেনাবিভাগের অনেক সংস্কার করিলেন। দুর্বৃত্তের দণ্ডবিধান জন্য তিনি বিভিন্ন আইন বিধিবদ্ধ করিতে লাগিলেন, পুনরায় তাঁহার অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইহাতে তাঁহাকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

দেবগিরির শাসনকর্ত্তা কৎলুঘ খাঁ রাজস্বের অপব্যয় করিতেছেন শুনিয়া সুলতান তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া আজিজ্ হিমার নামক জনৈক নীচকুলোদ্ভবকে সমগ্র মালবের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। তিনি কৎলুঘ খাঁর পরিবর্ত্তে তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা মোলানা নিজাম উদ্দীন্‌কে ভরোচ হইতে আনাইয়া দেবগিরির রাজস্ব-সংগ্রাহকের পদে উন্নীত করিলেন। অপরিণামদর্শী নিজামের ও নীচকুলোদ্ভব আজিজ্ হিমারের শাসনে প্রজা-মণ্ডলী উৎপীড়িত হইয়া রাজ্য মধ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলতা ঘটাইয়াছিল। ধারা-নগরে আজিজ্ বিদেশীয় আমীরগণকে বিনা অপরাধে হত্যা করিয়াও সুলতানের নিকট পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক জীয়া-উদ্দান্ বরণী সুলতানের এই ব্যবহারে বিশেষ কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

আজিজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অবশিষ্ট আমীরগণ গুজরাত অভিমুখে পলায়ন করেন। এই সময়ে গুজরাতের নাএব উজীর মক্‌বুল্ সুলতানকে উপঢৌকন দিবার জন্য কতকগুলি অশ্ব ও মণিমাণিক্য লইয়া বড়োদাপথে অগ্রসর হইতেছিলেন। সুবিধা বুঝিয়া আমীরগণ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলেন। মক্‌বুল পরাজিত এবং তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল। আমীরগণ এইরূপে কতকগুলি অশ্ব ও ধনরত্ন লাভ করিয়া স্পর্দ্ধিত হইলেন। অর্থবলে আপনাদের শক্তিপুঞ্জ সুদৃঢ় করিয়া তাঁহারা কাম্বে (খম্বাত) অভিমুখে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে এই সংবাদ সুলতানের নিকট পৌঁছিলে তিনি সদলে গুজরাত অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

দিল্লীরাজধানীতে সুলতান ফিরোজ, মালিক কবীর ও আহ্মদ আয়াজ্‌কে প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া সুলতানপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার বিনানুমতিতে আজিজ্ হিমার বিদ্রোহদমনে অগ্রসর হইয়া আমীরদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

সুলতান এই বিদ্রোহের প্রতিবিধান জন্য গুজরাত অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নহরবালায় (অনহিল্‌বাড়) উপস্থিত হইয়াই তিনি শেখ মুইজ্ উদ্দীন্‌কে কএকজন সেনানীর সহিত নগরাভিমুখে পাঠাইলেন এবং স্বয়ং বড়োদা আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে আবুপর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি আমীরদিগের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। পাঠানসেনার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ না হইয়া আমীর-সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অনন্তর তাহারা রণক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবগিরি অভিমুখে পলায়ন করিল।

সুলতান পলায়মান শত্রুসেনাদলের প্রতিরোধকরণার্থ নাএব উজীর-ই-মমালিক মালিক মক্‌বুল্‌কে তাহাদের অনুসরণার্থ প্রেরণ করিলেন। নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার সহিত পলাতক সেনাদলের একটী ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিপক্ষদল বিধ্বস্ত এবং তাহাদের সর্ব্বস্ব মালিক মক্‌বুলের হস্তগত হইয়াছিল। রণক্ষেত্রে যে সকল আমীর ধৃত হইয়াছিলেন, সুলতানের আদেশে তাঁহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হইল। কেবলমাত্র কএকজন দেবগিরি ও গুজরাতের হিন্দু সামন্তদিগের আশ্রয়ে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

কএকদিনমাত্র তথায় অবস্থান করিয়া সুলতান ভরোচ, খম্বাত ও গুজরাতের যাবতীয় বাকী রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া লইলেন। যে কেহ কর দিবার কালে সুলতানের বিরুদ্ধে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহারা অচিরে দণ্ডিত হইল। যাহারা মালিক মক্‌বুলের সহিত বিবাদ করিয়াছিল, তাহারাও সুলতানের কোপে পড়িয়া শমনসদনে প্রেরিত হইল।

অতঃপর সুলতান দেবগিরিস্থ পলাতক আমীরদিগকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইয়া পিসার থানেশ্বরী ও মুজ্‌দ্ উল্ মুল্‌ককে প্রেরণ করিলেন। এদিকে তিনি স্বয়ং পত্র দ্বারা তথাকার শাসনকর্ত্তা মোলানা নিজাম উদ্দীন্‌কে লিখিয়া

পাঠাইলেন যে, সত্বর ১৫ শত অশ্বারোহী সেনা দলসহ আমীর-দিগকে আমার নিকট প্রেরণ করিবে। তদনুসারে দুইজন বিশিষ্ট ওমরাহের তত্ত্বাবধানে তাঁহারা সেনাদলে পরিবৃত্ত হইয়া প্রেরিত হইল। পথিমধ্যে সহসা তাঁহাদের মনে সুলতানের অত্যাচারের কথা উদিত হইল। তাঁহারা প্রাণরক্ষার নিমিত্ত উদ্ধত হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন। অচিরে ওমরাহদ্বয় নিহত হইলেন। জয়োল্লাসে স্পর্দ্ধিত হইয়া তাঁহারা দেবগিরি আক্রমণ-পূর্ব্বক নিজামকে বন্দী করিলেন। থানেশ্বরী ও মজ্দ উল্ মুল্ক ধৃত ও নিহত হইল। অনন্তর তাঁহারা ধারাগিরি-দুর্গ লুণ্ঠনপূর্ব্বক দলমধ্যস্থ মালিক মখ্ আফগান নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আপনাদের রাজা বলিয়া দেবগিরি-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময়ে সুলতানের বিরুদ্ধাচারী অনেকেই তাঁহাদের দলভুক্ত হইয়াছিল। আমীর মালিক যাক্ সকলকেই অর্থদানে বশীভূত করিয়াছিলেন।

সুলতান সংবাদ পাইয়াই সদলে দেবগিরিতে উপনীত হইলেন। বিদ্রোহী আমীর-দলের পরাভব হইল। আমীর সর্দ্দার মখ্ আফগান্, হসন গঙ্গো ও বিদরের বিদ্রোহিদল স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সুলতান ইমাদ্ উল্ মুল্ক প্রভৃতি বন্দী আমীরদিগকে কুলবর্গায় পাঠাইয়া দিলেন। যাহারা সুলতানের নিকট হইতে পলাইয়াছিল, তাহারা বিশেষ শাস্তি ভোগ করিল।

সুলতান এইরূপে মহারাষ্ট্র দেশে সুব্যবস্থা স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু পুনরায় গুজরাত-প্রদেশে তঘী নামক জনৈক চর্ম্মকার বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। ঐ ব্যক্তি মালিক মুজঃফর নামক জনৈক রাজকর্ম্মচারীকে হত্যা করিয়া শেখ মুইজ্জ্ উদ্দীনকে কারারুদ্ধ করিয়াছিল। তৎপরে সে খম্বাত লুণ্ঠনপূর্ব্বক ভরোচ দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। সুলতান দেবগিরিতে থাকিয়া এই সংবাদ অবগত হইলেন। দেবগিরি-শাসনের কোন সুবন্দোবস্ত না করিয়াই তিনি সদলে বহির্গত হইলেন, এমন কি সেইস্থান রক্ষার্থ তথায় একটীও রাজসৈন্য রাখা হইল না।

সুলতান ভরোচে আসিয়া নর্ম্মদাতীরে ছাউনি করিলেন। তিনি ও তাঁহার সেনানী মালিক যুগুক বঘ্রা দুইদিক্ হইতে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিল। বিদ্রোহিনেতা তঘী যথাক্রমে খম্বাত, নহরবালা, অশাবল ও কাড়া হইয়া কর্ণূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুলতানও তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। নহরবালার সন্নিকটে উভয়পক্ষে একটা খণ্ড-যুদ্ধ হয়। তঘি সর্দ্দার সেই অবসরে কাণ্ড বরাহী, কর্ণূল ও ঠট্ট পরিভ্রমণ করিয়া দামৃষীলে আসিয়া আশ্রয় লাভ করে। যখন সুলতান তঘীকে দমন করিবার জন্য নহরবালায় অবস্থান করিতে ছিলেন, সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া হসন-গঙ্গো সদলে দেবগিরি আক্রমণ করিল। যুদ্ধে ইমাদ্ উল্ মুল্ক পরাভূত ও নিহত হন এবং রাজসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই সময়ে সুলতানের ধারাগিরিস্থ শত্রুদল আসিয়া বিপক্ষদলে যোগ-দান করে।

সুলতান নহরবালায় থাকিয়া আহ্মদ আজিজকে দেবগিরি পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু আলাউদ্দীনের সেনাসংখ্যা অধিক জানিয়া তিনি সে প্রস্তাব হইতে ক্ষান্ত হইলেন। সুতরাং দেবগিরি চিরদিনের মত আলাউদ্দীন্ হসন গঙ্গোর অধিকৃত হইল।

দেবগিরি হস্তচ্যুত হওয়ায় সুলতান বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন বটে, কিন্তু কর্ণাল ও কাণ্ডাদুর্গ জয় এবং গুজরাতে সুশাসন-বিস্তার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল। সুলতান কর্ণালদুর্গের সম্মুখীন হইলে, তথাকার সামন্তবর্গ তাঁহার চরণে শরণ লইল। তঘী তাঁহার সেনাবল অধিক দেখিয়া এবং আপনাকে আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ ভাবিয়া জামরাজগণের নিকট আশ্রয়ভিক্ষা করিল। সুলতান কর্ণাল ও কাণ্ডা অধিকার করিয়া আশ্রয়দাতা জামরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কোণ্ডালে আসিয়াই তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। এই সময়ে দিল্লীনগরে মালিক কবীরের মৃত্যু হয়। সুলতান এই সং-বাদে বিশেষ শোকার্ত্ত হইয়া আহ্মদ আয়াজ্ ও মালিক্ মক্বুলকে রাজকার্য্য-পরিদর্শনের জন্য রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে সুলতানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া নানা স্থান হইতে তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিগণ দেখিতে আসিল। কোণ্ডাল লোকে লোকারণ্য হইল।

সুলতান আরোগ্য লাভ করিয়াই যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সিন্ধুনদী পার হইবার জন্য দেবলপুর, মুলতান, উচ্ছ, শিবিস্থান প্রভৃতি নগর হইতে রণপোত সকল আনীত হইল। বিদ্রোহী তঘীর আশ্রয়দাতা সুম্রাধিপতিকে বশীভূত করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে ফরগ-ণার আমীর আল্‌তুণ বাহাদুরের প্রেরিত ৫ হাজার মোগল অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করে।

এই বিপুল বাহিনী লইয়া সুলতান ঠট্ট অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে মহরমের জন্য উপবাসহেতু এবং পারণদিবসে ভোজনাধিক্যে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুনদী-তীরে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

মহম্মদ শাহ তোগলক (২য়), দিল্লীর জনৈক সুলতান,

ফিরোজ শাহ তোগলকের পুত্র। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম নাসিরুদ্দীন্। ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতার জাবদ্দশাতেই দিল্লীসিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার এই অসদ্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া সামন্তগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। তদনন্তর তিনি নগরকোটে গিয়া বাস করিতে থাকেন। এখানে আবুবকর শাহের রাজ্যকালে প্রভূত সেনা সঙ্গে লইয়া তিনি ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আক্রমণ ও সিংহাসন অধিকার করেন। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে ৩ বৎসর ৭ মাস রাজত্বের পর দিল্লীনগরে তাঁহার মৃত্যু ও সমাধি হয়। তিনি জলেশ্বরের গিরিদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া যান।

তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৩৯৪ খৃঃ অঃ তাঁহার পুত্র হুমায়ুন শাহ আলা উদ্দীন্ সিকেন্দর শাহ নামধারণপূর্ব্বক রাজা হন। ৪৫ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। অনন্তর তাঁহার ভ্রাতা মান্মুদ (মহম্মদ) শাহ তোগলক ১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সুলতান নাবালক, তাহাতে আবার বড় বড় জমিদারগণের মধ্যে নানারূপ বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় নিকটবর্ত্তী রাজগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে আমীর তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক এই মান্মুদ শাহকে সুলতান মহম্মদ শাহ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন জীবনীলেখকগণ পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের জীবনী একত্র লিখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ফিরিস্তার মতে ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে এবং সরাফ্ উদ্দীন্ যেজদীর মতে ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ শাহের রাজত্ব কালে তৈমুর ভারতে আগমন করেন। মহম্মদ শাহ পরাভূত হইয়া গুজরাতে পলায়ন করেন এবং তৈমুর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। দিল্লী জয় করিয়া তৈমুর অসংখ্য ধনরত্ন সংগ্রহপূর্ব্বক পারস্যদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পারস্য-গমনের পর ফিরোজ শাহের (ফতে খাঁর) পৌত্র নসরৎ খাঁ দিল্লী নগরী অধিকার করিয়া 'নসরৎ শা' উপাধি ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তাঁহার পর ১৪০০ খৃঃ অব্দে ইক্‌বাল খাঁ সম্রাট্ হইলেন। তদনন্তর মহম্মদ শাহ ১৪০৫ খৃঃ অব্দে কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। নাসিরুদ্দীন্ দ্বিতীয় বার দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন বটে; কিন্তু পূর্ব্বে যে সমস্ত রাজগণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আর সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করিলেন না। ১৪১৩ খৃঃ অব্দে মহম্মদ তোগলক পরলোক গমন করিলে পর, দৌলৎ খাঁ লোদী তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। মহম্মদ তোগলকের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী হইতে তুর্কসাম্রাজ্যের অবসান হইয়াছিল।

মহম্মদ শাহ পুরবী, ফিরোজ শাহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৪৯৪ খৃঃ অঃ মহম্মদ শাহ পুরবী বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি এক বৎসর ও কয়েক মাস কাল রাজ্যশাসন করিলে পর সিদ্দি বদর নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত এবং ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে 'মুজাফ্‌ফর শা' উপাধি গ্রহণ করেন।

মহম্মদ শাহ শর্কি সুলতান, জৌনপুরের একজন রাজা, ইব্রাহিম শাহ শর্কির পুত্র। পিতা সুলতান ইব্রাহিম শাহ শর্কির মৃত্যুর পর ১৪৪০ খৃঃ অব্দে তিনি জৌনপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭ বৎসর রাজ্যভোগের পর ১৪৫৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অনন্তর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বিখান খাঁ 'মহম্মদ শা শর্কি' উপাধি ধারণপূর্ব্বক পিতৃরাজ্য অধিকার করিলেন।

মহম্মদ শাহী, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি, নবাব মুর্শিদ্ কুলী খাঁর সময়ে চাক্‌লা ভূষণা নামে প্রথিত ছিল। সীতারাম রায়ের উচ্ছেদের পর নল্দী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পরগণা রাজশাহী জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অবশিষ্টাংশ বর্ত্তমান নলডাঙ্গার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রামদেবের সহিত বন্দোবস্ত হয়। জায়গীর ভিন্ন ইহাতে ২৯টী পরগণা ছিল।

মহম্মদ শেখ, জামি জহান নামা ও নফ্‌স্ রহমাণী এবং চিহাল রেসালা নামক ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণেতা।

মহম্মদ সদর উদ্দীন্, তুর্ক-জাতির সর্ব্বপ্রথম কবি। ইনি আরবী ও পারস্য ভাষায় কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১২৭০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ সুফি, (মোল্লা), জনৈক প্রাচীন কবি। সুফীসাম্প্রদায়িক মতে ইঁহার বিশেষ বিশ্বাস ছিল। আহ্মদনগরবাসী সৈয়দ জলাল-ই-বুখারি তাঁহার শিষ্য হন। ইঁহার রচিত শাকিনামার শ্লোকাবলী অতি মনোরম।

মহম্মদ সুলতান, (১ম)—কনষ্টাণ্টিনোপ্‌লের জনৈক সম্রাট্। ইঁহার পিতার নাম মুস্তাফা (২য়) এবং খুল্লতাত আহ্মদ (৩য়)। ১৭৩০ খৃঃ অব্দে ইনি খুল্লতাতের রাজ্য প্রাপ্ত হন। ইঁহার বলবিক্রম দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিল যে, ইনি বিজিত রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করিবেন। কিন্তু নাদির শাহের যুদ্ধে ইনি জর্জ্জিয়া ও আরমেণিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে ইঁহার ভ্রাতা ২য় ওসমান অধিকার লাভ করেন।

মহম্মদ সুলতান, (২য়) কনষ্টাণ্টিনোপ্‌লের সম্রাট্। তাঁহার

পিতার নাম আবদুল হামিদ (আহ্মদ ৪র্থ)। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ৩য় সলিম এবং ৪র্থ মুস্তাফা নামক তাঁহার পিতৃব্যদ্বয় সিংহাসন-চ্যুত হইলে তিনি সম্রাট্পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ওসমান্ (১ম) এই বংশের আদিপুরুষ। মহম্মদ ওসমানের অষ্টাদশ পুরুষ অধস্তন এবং উল্লিখিত বংশের ত্রিংশ রাজা।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর তদীয় পুত্র আবদুল মজিদ্ তুরুস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহম্মদের রাজত্বকালের অনেক ঘটনাই উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় ১৮২১ অব্দে গ্রীকগণ তুরুস্কের বাদশাহের অধীনতা অস্বীকার করায় ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়, অবশেষ গ্রীকগণ আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রুষদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়; এই যুদ্ধে মহম্মদের সৈন্য-দল সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিল। রুষরাজ সসৈন্যে কনষ্টাণ্টিনোপ্লাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তুর্কীগণ রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দেওয়ায় এবং য়ুরোপের অন্যান্য রাজগণ রুষগণের প্রতিকূল হওয়ায়, রুষসৈন্য ফিরিয়া যায়।

মহম্মদ সুস্তারী, হাকুল-য়েকিন্ নামক ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণেতা। সুস্তার নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত গ্রন্থখানি পারস্য-বাসীদের নিকট আদরণীয়।

মহম্মদ সৈয়দ (এরচি) 'তহফৎ-উল্-মজালিস্' নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। তিনি শেখ আহ্মদ খাটুর সমসাময়িক।

মহম্মদ হকিম (মীর্জ্জা), সম্রাট্ হুমায়ুনের পুত্র এবং সম্রাট্ অকবর শাহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে কাবুল নগরে তাঁহার জন্ম হয়। সম্রাট্ অকবর হকিমকে কাবুলের শাসনকর্ত্তা করিয়া রাখেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মন সন্তুষ্ট ছিল না। তিনি ভ্রাতৃদ্বেষী হইয়া ১৫৬৬ ও ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে দুইবার পঞ্জাব আক্রমণ করেন। তাঁহার অপরাধের প্রতিবিধান জন্য স্বয়ং সম্রাট্ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। মোগল-সেনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে অক্ষম হইয়া হকিম পলাইয়া যান। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে কাবুল নগরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইহার পর রাজা ভগবান্দাস ও তৎপুত্র মানসিংহ কিছুকালের জন্য কাবুলের অধীশ্বর হন।

মহম্মদ হাসন, দিল্লীবাসী জনৈক কবি। ইনি সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বকালে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ও তৎপত্নীগণের বিবরণ এবং মুসলমান মহাপুরুষগণের জীবনী লিখিয়া কবিত্ব-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

মহম্মদ হসন বুর্হান্, বুর্হান-ই-কাটা নামক পারসী অভিধান-প্রণেতা। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া হায়দরাবাদপতি আবদুল্লা কুতব শাহের নামে উৎসর্গ করেন।

মহম্মদ হাদী, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের প্রতিপালিত জনৈক সম্ভ্রান্ত ওমরাহ। ইনি তুজক্ জাহাঙ্গিরী নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসের শেষ অংশ সমাপন করিয়াছিলেন। উহার প্রথম অংশ স্বয়ং সম্রাট্ জাহাঙ্গীর এবং মধ্যাংশ মৎমিদ খাঁ রচনা করেন।

মহম্মদ হানিফ্, আলীর তৃতীয় পুত্র। ফতিমা-গর্ভজাত হাসন ও হোসেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, এজন্য তিনি ইমাম-পদ প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু হোসেনের মৃত্যুর পর অনেকে ইঁহাকে খলিফা বা ইমাম বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। ইঁহার অপর নাম মহম্মদ বিনালী। ৮১ হিজরায় ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ হাসিম, (কাফী খাঁ), জনৈক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ইনি তারীখ্-কাফী-খান্ ও মুন্তখব্-উল্ লুবাব নামে দুই খানি ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেন। সম্রাট্ আলমগীরের রাজত্বের অবসানকালে তিনি দিল্লীনগরে থাকিয়া মোগল-রাজ্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে বাবর শাহের আক্রমণ হইতে সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজ্যারোহণ পর্য্যন্ত ঘটনাবলি উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

মহম্মদ হুসেন, আকাএদ-হুসেন নামক ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণেতা।

মহম্মদ হুসেন, (মীর্জ্জা), তৈমুরবংশোদ্ভব মহম্মদ সুলতান মীর্জ্জার পুত্র। তিনি স্বীয় ভ্রাতৃবর্গের সহিত একত্র হইয়া সম্রাট্ অকবর শাহের বিরোধী হন। মীর্জ্জা ও তৎভ্রাতৃগণের অসদ্ব্যবহারে কুপিত হইয়া সম্রাট্ তাঁহাদিগকে শম্ভলদুর্গে অব-রুদ্ধ করেন। তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া তথা হইতে পলাইয়া গিয়া চম্পানের, সুরাত ও ভরোচ অধিকার করেন। সম্রাট্ ইহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ অগ্রসর হন। কর্ণালের নিকট মাহেন্দ্রা নদীতীরে ভ্রাতা ইব্রাহিমের পরাভব শুনিয়া হুসেন দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। পরে তথা হইতে পুনরায় আসিয়া গুজরাত ও পার্শ্ববর্ত্তী কএকটী নগর অধিকার করিয়া বসেন। নৌরাঙ্গ খাঁর অধীনস্থ মোগলসৈন্য খম্বাতে তাঁহাকে পরাভূত করে। অতঃপর তিনি ইখ্তিয়ার উল্ মুল্কের সহিত যোগদান করেন। প্রতিহিংসাপর অকবরের হস্তে তিনি নিস্তার পান নাই। রায়সিংহনামা জনৈক হিন্দুর হস্তে তাঁহার নিধনসাধন হয়।

মহম্মদ হুসেন (শেখ), আরবদেশীয় জনৈক মুসলমান কবি। কাব্যশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিহেতু তিনি শহরৎ উপাধি লাভ করেন। সিরাজনগরে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হয়। তিনি জ্ঞানোপার্জ্জনের পর ভারতবর্ষে আগমন করেন। যুবরাজ

আজিম শাহ কর্তৃক তিনি রাজহকিম-পদে নিযুক্ত হন। অসামান্য পাণ্ডিত্যে প্রীত হইয়া সম্রাট্ ফরুখসিয়ার তাঁহাকে হকিম উল্‌মুল্‌ক্ উপাধিতে ভূষিত করেন।

মহম্মদ শার রাজত্বকালে তিনি মক্কা নগরীতে তীর্থযাত্রা করেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দিল্লী নগরীতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। তদ্রচিত ৫০০০ শ্লোকপূর্ণ একখানি দিবান্ গ্রন্থ পাওয়া যায়।

মহম্মদ হুসেন,* (লস্‌কর খাঁ) সম্রাট্ অকবর শাহের জনৈক সভাসদ্। ইনি মীর বক্সী ও মীর আর্জ্‌পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে মুজফ্‌ফর খানের প্ররোচনায় ইঁহার পদচ্যুতি ঘটে। এক সময়ে মদ্যপানে বিভোর হইয়া ইনি সম্রাট্ অকবর শাহের দরবারে উপনীত হন এবং সভাসদ্‌বর্গকে যথেচ্ছা অবমাননা করেন। সম্রাট্ এই অপরাধের জন্য ইঁহাকে অশ্বপুচ্ছে বন্ধনপূর্ব্বক বিশেষ শাস্তি প্রদান করিয়া তাঁহাকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে মুনাইমের বঙ্গীয় সেনাদলের অধিনায়কতার ভার অর্পণ করেন তক্‌রাই যুদ্ধে আহত হইয়া উড়িষ্যায় তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। ঐ সময়ে তিনি ২ হাজারী মুনসবদার ছিলেন।

মহম্মদাবাদ, যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। গঙ্গা নদীতীরে অবস্থিত।

মহম্মদাবাদ, যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের আজমগড় জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৪৭০ বর্গ মাইল। তোঁস ও ছোটসরয়ূ ভিন্ন এখানে কতকগুলি বিস্তীর্ণ জলা আছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর এবং মহম্মদাবাদ তহসীলের বিচার সদর।

মহম্মদী, অযোধ্যাপ্রদেশে খেরী জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৬৬৬ বর্গমাইল। ২ উক্ত তহসীলের গোমতীতীরবর্ত্তী একটী পরগণা। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে বর্বারের সৈয়দগণ এই স্থানে শাসন বিস্তার করিয়াছিল। মোগলসাম্রাজ্যের এই অবনতি সময়ে তাঁহারা একরূপ স্বাধীনভাবেই রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিত। ইহাদের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ হাইর্দোই রাজ্যের সোমবংশীয় রাজপুত-রাজের নিকট পরাজিত হয়। পরে ঐ সোমবংশীয় রাজপুতরাজকে পরাস্ত করিয়া সৈয়দগণ ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করে এবং এক দাসীকন্যার সহিত বিবাহ দেয়। ধর্ম্মত্যাগী ঐ রাজপুত পরিশেষে স্বীয় প্রতিপালকের বংশধরকে সম্পত্তিচ্যুত করিয়া ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে উহার অধিকারী হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহারা এই সম্পত্তি ভোগদখল করে। পরে বিদ্রোহী বিবেচনায় ঐ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

৩ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও তহসীলের বিচার সদর। গোমতীনদীর পশ্চিমকূলে লখিমপুর হইতে শাহজহানপুর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৫৭´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°১৫´ পূঃ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহবহ্নি এখানেও প্রজ্বলিত হইয়াছিল।

মহযাথ্য (পুং) পূজা। "ত্বাং দেবা মহযাথ্যায় বাবৃধুরাজ্যময়ে" (ঋক্ ১০।১২২।৭) 'মহযাথ্যায় পূজায়ৈ, মহ-পূজায়াং অস্মাদৌণাদিকো ভাবে যাথ্যপ্রত্যয়ঃ' (সায়ণ)

মহয্য (ত্রি) পূজনীয়। "আত্মৈবেহ মহয্য আত্মা পরিচর্য্যঃ" (ছান্দোগ্যোপ° ৮।৮।৪) 'মহয্যঃ পূজনীয়ঃ' (শঙ্কর)

মহরম, ১ মুসলমানদিগের প্রথম মাস। হিন্দুদিগের নিকট বৈশাখ মাস যেরূপ পুণ্যপ্রদ বলিয়া গণ্য, মুসলমানদিগের মহরমও সেইরূপ। তজ্জন্য এই মাসকে মুসলমানেরা মহরম-উল্-হারাম্ বলিয়া থাকেন। ২ উক্ত মাসে অনুষ্ঠেয় মুসলমান পর্ব্বভেদ। এই পর্ব্ব প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত;—১ম মহরম-কি-ইদ্, ২য় হাসন হোসেনের আত্মোৎসর্গ, ৩য় আশুরা বা মহরম মাসের আদ্য দশাহসাধ্য অনুষ্ঠান।

১ম মহরম কি ইদ্।

মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন, মহম্মদ মুস্তাফার বহু পূর্ব্ব হইতেই মহরম উৎসব প্রচলিত। প্যাগম্বর মহম্মদ আপনার শিষ্যমণ্ডলীকে এই সঙ্গে (আশুরার সময়) ১০টী কার্য্য করিতে অনুমতি করেন—১ম স্নান, ২য় নববস্ত্রপরিধান, ৩য় নেত্রে অঞ্জন বা সুরমা প্রদান, ৪র্থ উপবাস, ৫ম ভজনা, ৬ষ্ঠ ভূরি-ভোজ্যরন্ধন, ৭ম শত্রু-মিত্রে সমভাব অর্থাৎ শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপন, ৮ম সাধু ও পণ্ডিতগণের সহিত সহবাস, ৯ম অনাথের প্রতি দয়া ও তাহাদিগকে ভিক্ষাদান, ১০ম সাধারণ দরিদ্রকে ভিক্ষাদান।

মুসলমানদিগের বহু ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মহরমের ১০ম দিবস এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।—১ প্রথম বৃষ্টিপাত, ২ আদম ও হবার মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ, এবং প্রজা সৃষ্টি-আরম্ভ, ৩ দশ সহস্র প্যাগম্বরের পবিত্র আত্মার ভগবদ্দ্যোত্যলাভ, ৪ আর্ষা বা নবম স্বর্গ, ৫ কুর্শি বা ঈশ্বরের স্ফটিকনির্ম্মিত বিচারাসন, ৬ বিহিস্ত্ বা সপ্তম স্বর্গ, ৭ দেজাক বা নরক, ৮ লোভ্‌হ্ বা বিচারফলনির্দ্দেশক ফলক, ৯ কলম অর্থাৎ বিচার লিখিবার লেখনী, ১০ তরাদীর অর্থাৎ অদৃষ্ট বা ভাগ্য, ১১ হয়াৎ বা প্রাণ, ও ১২ মামৎ বা মৃত্যুর উৎপত্তি।

২য় হাসন-হোসেনের আত্মোৎসর্গ।

রৌজাৎ-উস্-সোহাদা, কান্‌জুল্ গরাইব্ প্রভৃতি গ্রন্থে হাসন ও হোসেনের আত্মবিসর্জ্জনের নানা প্রকার আখ্যা-

ম্বিকা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সচরাচর ঐতিহাসিকগণ প্রামাণিক বলিয়া যে সকল বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইল।

ওসমান্ নিজ আধিপত্য কালে আত্মীয় ময়াবিয়াকে সিরীয়রাজ্য প্রদান করেন। ময়াবিয়ার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আয়জিদ্ সিরীয়ার রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তৎকালে মহম্মদের বংশধর ইমাম্ হাসন্ উত্তরাধিকারসূত্রে* মদিনার সিংহাসনে আরবের খলিফারূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দুষ্ট প্রজাদিগের উত্তেজনায় আয়জিদের সহিত হাসনের শত্রুতা জন্মিল। আয়জিদ্ও অহঙ্কারে উন্মত্ত হইলেন। তিনি হাসনকে সামান্য ফকীরের পুত্র ও দুর্ব্বল মনে করিয়া তাঁহার বশ্যতাস্বীকারের জন্য আদেশ পাঠাইলেন।

হাসন সিরীয়াপতির অন্যায় আদেশ শুনিয়া জানাইলেন, "কি আশ্চর্য্য! কে কার পূজা করিবে! কোথা হইতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইল? নিরপেক্ষভাবে একবার ভাবিয়া দেখ। ধনলোভে ও রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ অন্যায় কাজ করিও না; জান না কি! কালই তোমাকে ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি হইতে হইবে!" হাসনের কথায় আয়জিদ্ বিচলিত হইলেন না।

আব্দুল্লা জুবের নামে এক মদিনাবাসী আয়জিদের অধীনে কর্ম্ম করিত। তাহার এক অতিরূপবতী ভার্য্যা ছিল। সেই ভার্য্যার উপর আয়জিদের লোভ পড়িল। এক দিন আয়জিদ্ কৌশল করিয়া জুবেরকে প্রাসাদমধ্যে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ মদিনাবাসী! আমার এক চতুরা রূপসী ভগিনী আছে, তুমি কি তাহাকে বিবাহ করিতে চাও? আমি মনে করি, তুমি তাহার উপযুক্ত পাত্র' আব্দুল্লার মাথা ঘুরিয়া গেল; আশায় উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'হে নরনাথ! কায়মনোবাক্যে আপনার আদেশপালনে এ দাস প্রস্তুত।' আয়জিদ্ তাঁহাকে রাজান্তঃপুরে আনিয়া বসিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। এক ঘণ্টা পরে আবার তথায় আসিয়া বলিলেন, 'দেখ আব্দুল্লা! কন্যার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, তোমায় বিবাহ করে, কিন্তু তুমি বিবাহিত, সুতরাং তোমার বর্ত্তমান পত্নীকে ত্যাগ করিতে না পরিলে, সে তোমায় বিবাহ করিবে না।' দুর্ম্মতি আব্দুল্লা তৎক্ষণাৎ আপন পত্নীকে তালাক-মুতালাক নিয়মানুসারে পরিত্যাগ করিল। আয়জিদ্ আবার একবার ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'রাজকন্যা এখন সম্মত হইয়াছে, তাহার ইচ্ছা যে বিবাহের যৌতুক অগ্রেই যেন দেওয়া হয়।' জুবের বলিল, আমি দরিদ্র, রাজকন্যাকে দিবার উপযুক্ত যৌতুক কোথায় পাইব? আয়জিদ্ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, তার জন্য চিন্তা কি, আমি তোমাকে সুবাদার করিয়া পাঠাইতেছি। এই বলিয়া তিনি জুবেরকে বহু দূর দেশে পাঠাইয়া দিলেন, সেই সঙ্গে পূর্ব্বতন সুবাদারকে লিখিয়া পাঠাইলেন, জুবেরকে প্রথমে সুবাদারী পদ দিয়া যে কোন কৌশলে হউক তাহার প্রাণ সংহার করিবে। রাজাদেশ অচিরে প্রতিপালিত হইল।

এদিকে আয়জিদ্ আপন রাজদূত মুসা আসরীকে দিয়া জুবের পত্নীকে বলিয়া পাঠাইলেন, দেখ, বিনা অপরাধে তোমার স্বামী তোমাকে পরিত্যাগ করিল, সে জন্য ঈশ্বরও তাহাকে উপযুক্ত সাজা দিয়াছেন। এখন যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার মহিষী হইতে পার।

দূত মদিনায় আসিলে ইমাম্ হাসন তাঁহাকে আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত উপযুক্ত উত্তর করিলে ইমাম্ও তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, যদি সে রমণী আয়জিদের প্রস্তাবে সম্মত না হয়, তাহা হইলে বলিও, আমি তাহার পাণিগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

মুসা আসিয়া জুবেরপত্নীকে প্রথমে সিরীয়রাজের ধনঐশ্বর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় দিল, রাজাদেশও জানাইল। দূতের মুখে সমস্ত শুনিয়া শেষে জুবেরভার্য্যা কহিল, তোমার আর কিছু বলিবার আছে? তখন দূত বলিল, এই সহরের খলিফা আলীর পুত্র ও মহম্মদের দৌহিত্র ইমাম্ হাসনও আপনার পাণিগ্রহণপ্রার্থী। তখন রমণী ধীরভাবে উত্তর করিল, ধন জন ঐশ্বর্য্য এ সকল ক্ষণিক, জোয়ারের জলের মত; সুতরাং আমি ধনৈশ্বর্য্য চাই না। তবে যে ধন পাইলে ভগবানের কাছে জবাব দিতে পারিব, আমি সেই হাসনের ধনে ধনী হইতে চাই।

যথাকালে দূতমুখে হাসন সকল কথা শুনিলেন, তিনি সেই রমণীগৃহে আসিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। দূত ফিরিয়া গিয়া আয়জিদ্‌কে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিল। সেই দিন হইতে আয়জিদ্ হাসনের চিরশত্রু হইলেন। তিনি বিষপ্রয়োগে হাসনের প্রাণবধের জন্য কত কৌশল খাটাইলেন; কিন্তু সতর্ক হাসনের নিকট তাঁহার সে সকলই ব্যর্থ হইল। আয়জিদ্ কুফীয় প্রজাদিগকে জানাইলেন যে, তাহারা কোন মতে হাসনকে তাহাদের রাজ্যে আনিয়া যে তাহার প্রাণবধ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাকে তিনি আপন 'উজীর' পদ দিবেন।

* মহম্মদের পর আবুবকর, তৎপরে ওমার, তৎপরে ওসমান, তৎপরে মহম্মদের জামাতা আলী খলিফা হইয়াছিলেন। এই আলীর পুত্র হাসন ও হোসেন।

কুফার প্রজারা লোভে আকৃষ্ট হইল। তাহারা মিছামিছি হাসনকে সংবাদ পাঠাইল যে, আয়জিদের উৎপীড়নে তাহারা ব্যতিব্যস্ত। এ সময় তিনি যদি দয়া করিয়া কুফা-রাজ্যে আগমন করেন, তাহা হইলে প্রজাবৃন্দ সকলেই তাঁহার হইয়া অস্ত্র ধারণ করিবে! হাসন মিষ্ট কথায় ভুলিয়া কুফিদেশে চলিলেন। এই সময় আয়জিদ্ নিজ মন্ত্রী মারবানকে মদিনায় পাঠাইলেন।

হাসন মোসল নগরে আসিয়া এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া এক গৃহস্থের অতিথি হইলেন। সেই দিনই গৃহস্থ হাসনের খাদ্যে বিষ মিশাইয়া দিল, কিন্তু তাহাতে হাসনের কিছু ক্ষতি হইল না দেখিয়া আবার বিষপ্রয়োগ করিল, এবার হাসন অতিশয় পীড়িত হইল। আয়জিদের কাছে এ সংবাদ গেল। আয়জিদ্ গৃহস্থকে লিখিলেন, 'যেরূপে পার, হাসনকে সরাইবে। উজীর পদ তোমারই।' ঘটনাক্রমে সে পত্র হাসনের হস্তে পড়িল। তিনি আর কাহাকে কিছু বলিলেন না, স্থির করিলেন যে, গৃহপরিত্যাগ করাই উচিত।

একদিন এক দুষ্ট বর্ষাধারী বর্ষার মুখে বিষ মাখাইয়া অন্ধ সাজিয়া হাসনের নিকট আসিল ও করজোড়ে জানাইল,—আমার চক্ষু নাই, আমি ঐ শ্রীপদে চক্ষু দুইটী ঘষিতে চাই,তাহা হইলেই আবার পূর্ণচক্ষু লাভ করিব। এই বলিয়া সে হাসনের গায়ে আসিয়া পড়িল, বর্ষাঘাতে ইমামের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। কএক ব্যক্তি সেই দুষ্টকে মারিতে উদ্যত হইল। হাসন তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, দেখ রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত লইবার ব্যবস্থা, কিন্তু এখনও আমি জীবিত; অতএব কেন তোমরা অভাগার প্রাণ লইবে? নিশ্চয় জানিও, ভগবান্ এই ভাণকারীকে প্রকৃত অন্ধ করিয়া উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিবেন। এইরূপে দুর্বৃত্তকে ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু নিজে বহুদিন বিষের জ্বালায় কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন।

আর সেই শত্রুপুরীতে না থাকিয়া তিনি মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। এখানে আয়জিদের মন্ত্রী মারবান্ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি জোয়াদা নামে এক রমণীকে প্রভূত অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহার হস্তে তীব্র বিষ অর্পণ করিলেন। সেই দুষ্টা নারী ধনলোভের আশায় গভীর নিশায় তীব্র বিষ লইয়া হাসনের শয়নমন্দিরে উপস্থিত হইল; দেখিল, হাসনের শিয়রে মসলিনে ঢাকা জলপাত্র রহিয়াছে, আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই জল মধ্যে বিষ মিশাইয়া দিয়া দুষ্টা সরিয়া পড়িল। তখনও হাসন পীড়িত ছিলেন, তিনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ভগিনী কুলসুমের কাছে জল চাহিলেন। কুলসুম না জানিয়া সেই বিষাক্ত জলপাত্র ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই জল পান করিয়া হাসন অন্ধকার দেখিলেন, বিষের যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বুঝিলেন এ যাত্রা আর তাঁহার রক্ষা নাই। কনিষ্ঠ সহোদর হোসেনকে ডাকিয়া অনেক হিতোপদেশ দিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। জন্নাৎ-উল্ বকিয়া নামক কবরে তাঁহার গোর হইল।

হোসেন ভ্রাতার জন্য অনেক বিলাপ করিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। এখন তিনিই খলিফা হইলেন। কুফির অধিবাসিবৃন্দ হোসেনের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জানাইল, 'ভগবানের নামে শপথ করিয়া আমরা বলিতেছি, যদি আপনি এ দরিদ্রদিগের দেশে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে এবার আমরা নিশ্চয়ই ধর্ম্মের জন্য আপনার হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিব।'

সরলহৃদয় হোসেন কুফিদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র মুসলিম্‌কে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। মুসলিম্ কুফিতে আসিলে ত্রিশ হাজার লোক আসিয়া তাঁহার পূজা করিল ও দিবারাত্র তাঁহার আদেশপালনে তৎপর থাকিল। তাঁহাদের আনুগত্যের সংবাদ মুসলিম্ হোসেনকে লিখিয়া জানাইলেন। এ সংবাদে হোসেন নিতান্ত প্রীত ও উৎসাহিত হইয়া নিজ পরিবার ও ভ্রাতৃপরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া কুফি-রাজ্যে চলিলেন।

এদিকে আয়জিদ্ কুফিদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, সাবধান যে হোসেনের পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহার আর নিস্তার নাই, সে সবংশে প্রাণে মরিবে। মুসলিম্‌কে সকলেই ভাল বাসিত, অবিলম্বে সকলে আসিয়া আয়জিদের কঠোর সংবাদ জ্ঞাপন করিল। সকলেই পরামর্শ দিল যে, আর এ রাজ্যে তাহার একদণ্ড থাকা উচিত নহে।

মুসলিম্ হানি নামক এক ব্যক্তির গৃহে লুকাইয়া রহিলেন। আয়জিদের অনুগত সুবাদার আবদুল্লা সে খবর পাইলেন। তিনি মুসলিম্‌কে হাজির করিবার জন্য হানিকে হুকুম করিলেন। ভক্ত হানি সে কথা শুনিল না। সুবাদারের আদেশে হানির প্রাণবধ করা হইল। ইহার পর মুসলিম্ ধৃত ও নিষ্ঠুর উৎপীড়নে নিহত হইলেন। তাঁহার ৬।৭ বর্ষের দুইটী অনাথ শিশু কারাগারে বন্দী হইল। শিশু দুইটীর মলিন মুখ দেখিয়া কারাধ্যক্ষের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল। সে শিশু দুইটীকে বাঁচাইবার আশায় ছাড়িয়া দিল। তাহারা মুরা নামে এক কাজির ঘরে গিয়া লুকাইল।

সুবাদার বালক দুইটীকে ধরিবার জন্য চারিদিকে ঘোষণা দিলেন। সুরা সেই অনাথ দুইটীর প্রাণরক্ষার জন্য কফিলা বা পর্য্যটক দলের সহিত পাঠাইয়া দিল। সন্ধ্যার সময় তাহারা সঙ্গী ও পথ হারাইল। তখন উভয়ে একটী খেজুর গাছের তলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় হারিসের এক ক্রীতদাসী জল লইয়া সে পথ দিয়া যাইতে ছিল। সে বালকদ্বয়ের চাঁদমুখ দেখিয়া বলিল, 'তোমরাই কি মুসলিমের পুত্র।' বালকদ্বয় পিতার নাম শুনিয়া আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রীতদাসী ছেলে দুটীকে নিজ প্রভু-পত্নীর নিকট আনিল। হারিসপত্নী তাহাদের মুখ দেখিয়া মাতৃস্নেহে অভিভূত হইলেন, কোলে লইয়া কতই কাঁদিলেন ও তাহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। হারিসের উপরই তাহাদের ধরিবার ভার ছিল। কিন্তু তাহার পত্নী স্বামীকে কোন কথা না জানাইয়া পার্শ্বের ঘরে ছেলে দুটীকে লুকাইয়া রাখিল। রাত্রিকালে বালকদ্বয় স্বপ্ন দেখিল যেন, তাহাদের পিতা মুসলিম্ আসিয়া তাহাদিগকে খুঁজিতেছে! তাহারা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে স্বর পাশের ঘরে হারিসের কর্ণে পৌঁছিল। ধূর্ত্ত হারিস তাড়াতাড়ি আসিয়া ছেলে দুটীকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। উভয়ের কেশগুচ্ছে উভয়কে বাধিয়া লইল। তাহার পত্নী দাসদাসী আত্মীয় স্বজন সকলেই কত নিষেধ করিল, কিন্তু হারিস কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। পথে এক নদীতীরে বালক দুইটীকে হত্যা করিল। তাহাদের মুণ্ড লইয়া সুবাদারের নিকট হাজির হইল এবং পুরস্কারের প্রার্থনা জানাইল। কিন্তু কেহই হারিসের ব্যবহারে প্রীত হইল না, সকলেই এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার দর্শন করিয়া বিচলিত হইল। সুবাদার আবদুল্লা অতি অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'তোমাকে আমি বধ করিবার আদেশ দিই নাই, ধরিয়া আনিতে বলিয়াছি, তবে কেন এরূপ গর্হিত কার্য্য করিলে? যে নদীতীরে অনাথ বালকদ্বয়ের শিরশ্ছেদ করিয়াছ, সেখানে তোমারও শিরশ্ছেদ হউক।' সুবাদারের আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল।

অনন্তর ইমাম্ হোসেন কুফিরাজ্যে আসিলেন। মুসলিম্ ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের হত্যাসংবাদে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। ইহারই অত্যল্পকাল পরে সিরীয়া হইতে আয়জিদের দুইজন উজীর তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'হোসেন, যদি জীবনে মমতা থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র আসিয়া আয়জিদের অধীনতা স্বীকার কর। নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।' তদুত্তরে হোসেন জানাইলেন, 'তোমরা কি মুসলমান? তোমাদের কি জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই নাই। খিলাফৎ কার? কার পিতা, কার মাতামহ হইতে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে? যদি তোমরা আমার বিপক্ষে 'জহাদ্' (ধর্ম্মযুদ্ধ) করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি ঈশ্বরচরণে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত আছি।'

সিরীয়াপতি যুদ্ধ চালাইতে আদেশ দিলেন। আয়জিদের সৈন্যগণ ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর নিকট ছাউনি করিল। নদীর অপর পারে 'মারিয়া' নামক জঙ্গলে হোসেন সদলে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানই 'কারবালা' বলিয়া পরিচিত। কারবালায় হোসেন উপস্থিত হইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—'ভাই মুসলমান, ইস্‌লাম-ধর্ম্মিগণ! যদি কাহারও স্ত্রীপুত্রপরিবারের প্রতি মমতা থাকে, তাহা হইলে কায়মনোবাক্যে তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা এই কারবালা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া যাও। কারণ, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, এই কারবালায় আমি ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিব। তবে কেন তোমরা বৃথা আমার জন্য কষ্ট ও বিপদ্ ভোগ করিবে। এইরূপে হোসেনের আদেশে কেহ মক্কায়, কেহ বা মদিনায় চলিয়া গেল। তাঁহাকে লইয়া কেবল ৭২ জন মাত্র রহিল। অবশেষে ওমার ও আবদুল্লার অধীনে কয়েক দল আয়জিদের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া হোসেনের পক্ষাবলম্বন করিল। শত্রু-পক্ষে ৩০ হাজার লোক। হোসেন মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া আর কতক্ষণ যুঝিবেন। তাহার প্রিয় অনুচরবর্গ ধর্ম্মের জন্য শত শত শত্রুসৈন্যবিমর্দ্দনপূর্ব্বক জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হুর, আবদুল্লা, আওবন্, হান্তল্লা, হায়লাল, আব্বাস, অকবর ও কাসিমই প্রধান।

ধর্ম্মযুদ্ধে সকলেই যখন একে একে প্রাণ দিতেছেন, তৎকালে হোসেনের প্রিয় পুত্র জৈন্-উল্ আবেদীন্ কঠোর জ্বরে শয্যাগত থাকিলেও ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে অভিলাষী হইলেন। তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া হোসেন পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'আমার নয়নের জ্যোতিঃ, অমন কথা মুখে আনিও না, তুমি আমার বংশরক্ষা করিবে। আমার পিতা, পিতামহ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমায় যে দৈব রহস্য কাণে কাণে শিখাইয়া গিয়াছেন, আমি সেই অমূল্য রত্ন তোমায় দিতেছি, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত আমার বংশপরম্পরায় এই রহস্যের অধিকারী থাকিবে।'

জৈন্-উল্-আবেদীন পিতার নিকট রহস্য অবগত হইয়া তাঁহার আদেশে রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন। পুত্রকে বিদায় দিয়া হোসেন জুল-জান্না নামক আপনার প্রিয়তম অশ্বে

আরোহন করিয়া রণস্থলে দেখা দিলেন। তিনি তখন তৃষ্ণায় বড় কাতর, কোথাও জল পাইতেছেন না; তিনি শত্রুবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,দেখ মুসলমানগণ! তোমরা কি জান না, আমার মাতামহের যে মূলমন্ত্র দিবারাত্র তোমরা উচ্চারণ করিয়া থাক, আমি সেই প্যাগম্বরের দৌহিত্র, এবং আলীর পুত্র। ঈশ্বরকে অথবা তাঁহার প্যাগম্বরকে কি তোমরা ভয় কর না, সেই শেষ-বিচারের দিন আমার মাতামহকে কি তোমরা চাও না, সেই শেষ দিন ভাবিয়া কি ভীত ও কম্পিত হইতেছ না। তোমাদের করে ধর্ম্মের জন্য আমার আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব অনেকেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে। সে সব যাক্, এখন আমার একটী অনুরোধ—পরিবার সহ আমাকে এই আরব দেশ ছাড়িয়া আজম (পারস্য) দেশে যাইতে দাও। যদি তাতেও বাধা হও, তাহা হইলে ভগবানের দোহাই, একটু জল দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। দেখ, তোমাদের হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গবাদি সকলেই প্রচুর পরিমাণে জল পাইতেছে, কিন্তু আমি কি হতভাগ্য, আমার পরিবারবর্গ জলের জন্য হাহাকার করিতেছে! জলাভাবে মাতৃস্তনেও দুগ্ধ নাই, শিশুগণের কণ্ঠ শুষ্ক!

হোসেনের কাতরস্বরে সকলের হৃদয় বিচলিত হইল। অনেকেই তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়িল, কিছুকালের জন্য শান্তিবাদ্য বাজিয়া উঠিল। কিন্তু শান্তি কোথায়? তাঁহার পরিবার মধ্যে সর্ব্বত্রই 'জল' 'জল' রবে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ উঠিতেছে।

পরদিন আবার রণবাদ্য বাজিল। আজ হোসেন জীবন-উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আজ তিনি আত্মীয় স্বজনকে আলিঙ্গন করিয়া জানাইলেন, যে তাঁহার আত্মোৎসর্গের পর কেহই যেন আলুলায়িতকেশে বক্ষে করাঘাত বা রোদন না করে, বিলাপ মূর্খের সাজে, জ্ঞানীর পক্ষে নহে। বিপদে ও বিরহে ধৈর্য্যাবলম্বনই কর্ত্তব্য। এইরূপে আত্মীয় স্বজনকে উপদেশ দিয়া ধর্ম্মবীর একবারে রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এবার তাঁহার প্রবল আক্রমণ শত্রুসৈন্য সহ করিতে পারিল না, ইউফ্রেডিসের পরপার পর্য্যন্ত তাহারা বিতাড়িত হইল। কিন্তু হায়! হোসেন রণশ্রমে দারুণ পিপাসায় কাতর, জল পাইলেন বটে, কিন্তু তখনই তৃষ্ণার্ত্ত পরিবারবর্গের মুখ মনে পড়িল, আর তিনি জল পান করিতে পারিলেন না, অশ্ব হইতে নামিয়া পড়িলেন। এই সময় পরীরাজপুত্র জাফর তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। তিনি অলক্ষ্যে যুদ্ধ করিয়া শত্রুকুল নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হোসেন ধীরভাবে কহিলেন, যাও জাফর, আমি তোমার সাহায্য চাহি না। তুমি অমানুষ, তোমার সহিত মানুষের যুদ্ধ সাজে না। আমি অধর্ম্ম যুদ্ধ করিব না। যুদ্ধ করিয়াই বা কাজ কি! মুহূর্ত্তের জন্য এ সংসারে আসিয়াছি,—আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই চলিয়া গিয়াছে। আমি আর কেন থাকি? যাও, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন। জাফর আর কি করিবেন, কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। এখন হোসেন নিরস্ত্র, প্রাণ উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত! কিন্তু কি আশ্চর্য্য,—শত্রুগণ কেহই সম্মুখীন হইতে পারিতেছে না, যে তাহার মুখ দেখে, সেই ফিরিয়া যায়। অবশেষে আয়জিদের অনুগত সুমার-জিল্-জোসানকে সঙ্গে লইয়া নরপিশাচ সিনান কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। জায়গীরের লোভে উভয়েই লুব্ধ। কিন্তু তাহারাও সাদা চোখে হোসেনের নিকট আসিতে সাহসী হইল না। সুমার মুখে ঢাকা দিয়া হোসেনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। হোসেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—কে তুমি, তোমার আবরণ উন্মোচন কর? সুমার আবরণ খুলিল,কিন্তু একি! তাহার মুখে দুইটী বৃহৎ বরাহদন্ত, বক্ষঃস্থল কৃষ্ণবর্ণে চিহ্নিত! হোসেন তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—'ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। আজ ইদবার (শুক্রবার) মহরমের দশমী, জহরের প্রকৃত কাল, ফরজ্-রফৎ-ভজনা শেষ করিয়া লই।' এই বলিয়া হোসেন প্রথম নমাজ করিয়া উঠিয়া যেমন দ্বিতীয়বার জানুপাতিবার উপক্রম করিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই সুমারের সুতীব্র শস্ত্রাঘাতে হোসেনের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্যুত হইল।

হোসেনের দেহত্যাগের পর ওমার ও আব্দুল্লা আত্মীয় স্বজনের মৃত দেহ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের উপর নমাজ-ই-জনাজা পাঠ করিয়া সকলকে গোর দিয়া ফেলিলেন।

পর দিন, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল খুলি নামক এক ব্যক্তির তত্ত্বাধানে হোসেনের মুণ্ড রাখিয়া, প্রত্যেকে স্ব স্ব পেটিকা মধ্যে দুই একটী মুণ্ড আবদ্ধ করিয়া সিরীয়া অভিমুখে ধাবিত হইল। দুর্বৃত্ত খুলি, বর্ষার মাথায় মুণ্ড গাঁথিয়া প্রতি সহরে দেখাইতে দেখাইতে চলিল।

যেখানে রক্তাক্ত-কলেবরে মুণ্ডহীন হোসেনের দল বল নিপতিত, কতকগুলি সৈন্য হোসেনের পরিবারবর্গকে সেই রুধির-ক্ষেত্রের উপর টানিয়া আনিল। হায় সে মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। হোসেনের প্রিয়পত্নী সহরবাণো ও তাঁহার ভগিনী জৈনাব ও কুলসুম সে দৃশ্য দেখিয়া আত্মহারা হইলেন, চীৎকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—'দাদা মহম্মদ তুমি কোথায় তুমি, তোমার প্রিয় দৌহিত্র হোসনের দুর্দ্দশা দেখে যাও। যে গণ্ডস্থলে তুমি কত

আদরে চুম্বন করিতে, সেখানে রুধিরোদ্গারী ভীষণ খড়্গাচিহ্ন! দেখে যাও, তোমারই আত্মীয় পরিজন গৃহশূন্য, বান্ধবশূন্য, নিরাশ্রয়—অনাথ হইয়া হাহাকার করিতেছে। জৈনাব ও কুলসুমের সেই বিলাপোক্তি শুনিয়া তাঁহাদের শত্রুরও চক্ষে জল আসিয়াছিল। এইরূপে বন্দিভাবে তাঁহারা সিরীয়ায় আনীত হইলেন।

হোসেনের মুণ্ড আনিবার সময় তাহা হইতে পথে নানা প্রকার অদ্ভুতপূর্ব দৃশ্য ঘটিয়াছিল। ইমাম্ ইস্মাইল লিখিয়াছেন যে, মোসল সহরে মুণ্ডগুলি আসিয়া পৌছিলে, রাত্রিকালে তালাবদ্ধ করিয়া এক মস্জিদ মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। একজন প্রহরী বাতায়ন-পথে দেখিয়াছিল যে, এক শ্বেতশ্মশ্রুধারী অতি দীর্ঘকায় পুরুষ পেটিকা হইতে হোসেনের মুণ্ড বাহির করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কতবার চুম্বন করিলেন। এইরূপে একে একে সকল পিতৃপুরুষ আসিয়া মুণ্ড লইয়া চুম্বন ও অশ্রুজলে অভিষেক করিয়াছিলেন। পাছে তাহারা মুণ্ড লইয়া চলিয়া যায়, এই আশঙ্কায় প্রহরী দ্বার খুলিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, কিন্তু 'প্যাগম্বরেরা উষালোকে মুণ্ড দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কি সাহসে তুই তাঁহাদের অসম্মান করিলি' এই বলিয়া এক ব্যক্তি তাহার গালে চপেটাঘাত করিলেন, সে চড়ে তাহার গালে কালশিরা পড়িয়া গেল। প্রাতঃকালে প্রহরী আসিয়া নায়কের নিকট নিজ দুরবস্থা ও পূর্ব্বঘটনা প্রকাশ করিয়াছিল।

যথাকালে মুণ্ডগুলি সিরীয়ায় আসিল। আয়জিদ্ হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, 'সুফিয়ান্ ও ওমৃয়ার বংশ নাশ যাহার উদ্দেশ্য ছিল, আরব ও আজমের খলিফা হইবার উচ্চাশায় যে উন্মত্ত হইয়াছিল, দেখ ভগবান্ তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিলেন।' হোসেনের বালকপুত্র জৈন্ উল্ আবেদীনের এ কয়টী কথা অসহ্য মনে হইল। তিনি উঠিয়া বলিলেন, 'সিরীয়াবাসী আয়্জিদের পক্ষাবলম্বী লোভী আমীরগণ, জিজ্ঞাসা করি,—তোমরা আমার দাদার ধর্ম্ম মত না আবি সুফিয়ানের মত অভ্যাস কর। তোমাদের কি ঈশ্বরে ভয় নাই।' বালকের কথা শুনিয়া আয়জিদ্ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বালকের মাথা কাটিবার আদেশ করিলেন। কিন্তু বালকের চাঁদমুখ দেখিয়া আমীর ও ওমরাহগণের বড় দয়া হইল। তাহাদের কাকুতি মিনতিতে পাষাণহৃদয় আয়্জিদেরও মত ফিরিল। সিরীয়াপতি জৈন্-উল্ আবেদীন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, নির্ভয়ে বল, তোমার মনোগত ইচ্ছা কি!" বালক সোৎসাহে উত্তর করিলেন, 'আমি তিনটী চাই,—১ম আমার পিতার হত্যাকারীকে অর্পণ করুন। ২য়, পরিবার বর্গ ও মুণ্ডগুলি ছাড়িয়া দিয়া আমায় মদিনায় পাঠাইয়া দিন। ৩য়, কল্য শুক্রবার, আমায় খুত্‌বা পাঠ করিতে দিন।"

আয়জিদ্ বালকের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে গোপনে নিজ সিরীয় খতিবকে তাঁহার পিতৃপুরুষের স্তুতিমূলক খুত্‌বা পাঠ করিতেও পরামর্শ দিলেন। পরদিন সিরীয়-খতিব রাজাভিলাষমত মহম্মদের এবং আলীর বংশধরগণের নিন্দা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আবি সুফিয়ান্ ও ওমিয়ার সুখ্যাতি কীর্ত্তন করিল। তাহাতে বালক মর্ম্মাহত হইয়া আয়জিদকে বলিলেন, 'এই কি রাজাদেশ। আপনি না আমাকে খুত্‌বা পাঠের আদেশ করিয়াছেন?' উপস্থিত সভ্যগণও বালকের কথা শুনিতে চাহিল। তখন রাজাদেশ পাইয়া জৈন্ উল্ আবেদীন মহম্মদ ও আলীর বংশীয়গণের সুখ্যাতি গান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে খুত্‌বা পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মিষ্ট কথায় সিরীয়বাসী প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। সিরীয়পতি দেখিলেন তাঁহার অনুগত সকলেই বালকের কথায় বিচলিত হইয়াছে। পাছে তাহারা তাঁহারই বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে, এই আশঙ্কায় তাঁহার মোবাজানকে কামাত পাঠ অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে আদেশ করিলেন। ভজনা শেষ হইলে সমস্ত মুণ্ড ও উপযুক্ত পাথেয় দিয়া জৈন্ উল্ আবেদীন্‌কে মদিনায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ৪০ দিন পরে আবেদীন্ কারবালা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং আত্মীয় স্বজনের মৃত দেহে মুণ্ডযোজনা করিয়া তাঁহাদের সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। মদিনায় আসিয়া সকলে মহম্মদের ও হাসনের গোরস্থানে গিয়া কতই কাঁদিলেন। পরে সমস্ত মদিনারাজ্য জৈন্-উল্ আবেদীনের অধিকারভুক্ত হইল।

৪৬ হিজরায় হোসেন জীবনোৎসর্গ করেন। সেই দিন হইতে ইদ্ উৎসবের আমোদপ্রমোদ উঠিয়া যায়, তাহার স্থানে শোকচিহ্নধারণ ও সর্ব্বত্র বিলাপ প্রচলিত হইল।

৩য় আশুরা অর্থাৎ মহরমের প্রথম ১০ দিনের অনুষ্ঠান।

প্রথম চন্দ্রদর্শনের সন্ধ্যাকাল হইতে মহরম উৎসব আরম্ভ হইয়া থাকে। কিন্তু তৎপর দিনের প্রাতঃকাল হইতে মহরম মাসের ১ম দিন গণিত হয়।

জিয়ারাত লইয়া মহরম ১২ দিন অর্থাৎ ১৩শ খন বা. ত্রয়োদশী তিথি পর্য্যন্ত থাকে, কিন্তু প্রথম দশ দিনই আশুরা বা পর্ব্বদিন বলিয়া গণ্য।

পর্ব্বের জন্য গৃহ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আলম, তাবুৎ, শাহনসীন, বুরাক, টাটিয়া প্রভৃতি দিয়া সাজান হয়। ঐ সকল গৃহ আশুরখানা (দশাহের গৃহ), তাজিয়াখানা (শোকাগার) ও আস্তানা (ফকীরের স্থান) বলিয়া গণ্য। মহরমের ৫৭

দিন পূর্ব্বে আশুরখানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। চন্দ্রদর্শন হইলেই হোসেনের নামে খানিকটা সর্করার উপর 'ফতিহা' দিয়া বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে 'আলোয়া' করিবার জমিতে কোদালি আঘাত করা হয়। অনেকে দুই তিন দিন পরে তথায় গর্ত্ত খোঁড়ে। আশুরখানার সম্মুখেই চতুরস্র গর্ত্ত করিতে হয়। ইহারই নাম 'আলোয়া'। প্রতিবর্ষে এক স্থানেই 'আলোয়া' করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালে উৎসবের কয়দিন তন্মধ্যে আলো দিতে হয় এবং তাহার বেড়ার বাহিরে বালবৃদ্ধযুবা সকলে একত্র হইয়া লাঠী অথবা তরবারিক্রীড়া করিয়া থাকে। তৎকালে 'ইয়া আলী ইয়া আলী, শাহ্ হাসন শাহ্ হাসন, শাহ্ হোসেন, শাহ্ হোসেন, দুল্হা দুল্হা, হায় দোস্ত, হায় দোস্ত, রহিও রহিও' সকলে এইরূপ বারংবার বলিতে বলিতে চীৎকার করিতে থাকে। এই সময় কেহ প্রজ্বলিত মসালের উপর দিয়া লাফাইয়া যায়, কেহবা বারবার আগুন ঘুরাইতে থাকে।

আলোয়ার ধারে রাত্রিকালে খেলাই বিধি, দিনে বড় একটা খেলা হয় না। স্ত্রীলোকেরা আশুরখানা ভিন্ন কেবল আলোয়া প্রস্তুত করে এবং মর্সিয়া বা আলীর বংশধরগণের অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে স্তুতি গান করিতে থাকে। তাহারাও 'শাহ জবান শাহ্ জবান্, তিনো তিনো, লুহ্সন লুহসেন, ডুবা ডুবা, গিয়া গিয়া, মরা মরা, পড়া পড়া,' এইরূপ বলিতে বলিতে শতাধিক বার বুক্ চাপ্ড়াইতে থাকে। অবশেষে 'ইয়া আলী' একবার বলিয়া অল্প বিশ্রাম লইয়া জানা থাকিলে আবার 'মরসিয়া' গান করিতে থাকে। কোন কোন রমণী কাঠের পেষণী অথবা মাটীর দেরকোর উপর বাতি জ্বালিয়া তাহারই পার্শ্বে শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। ১ম, ৩য় ও ৪র্থ খন বা তিথিতে আশুরখানা গালিচা, চাঁদোয়া, পরর্দ্দা, ঝাড়, লণ্ঠন প্রভৃতি নানা আসবাব দিয়া যথাসাধ্য সাজান হয়।

এদেশে আলম্ বা ধ্বজগুলি সাদা, পাঞ্জা, ইমাম্ জাদা, পীরান্, সাহিবান্, হমামিন্ প্রভৃতি নামেও খ্যাত। ইহা জয়-পতাকার স্বরূপ। সাধারণতঃ দুই প্রকার আলম্ দেখা যায়। মহী ও মুরাতিব। মহী মৎস্যচিহ্নযুক্ত, আর মুরাতিবগুলি জরি, লাল, বা সাদা কাপড় দিয়া সাজান হয়।

হোসেনের পতাকা স্বরূপই সর্ব্বত্র আলমের ব্যবহার, কিন্তু ভারতবর্ষে বিভিন্ন পীর, সাধু বা ধর্ম্মের জন্য প্রাণত্যাগকারীর নামেও আলম্ হইতে দেখা যায়। যেমন পাঞ্জা-ই হায়দার, পাঞ্জা-ই-মুর্ত্তুজা আলী, পাঞ্জা-মুস্কিল্ কুশা, আলম্-ই-আব্বাস, আলম্-ই-কাসিম, আলম্-ই-আলা অকবর ইত্যাদি ইত্যাদি।

আলম্গুলি সচরাচর তামা, পিত্তল বা লৌহে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, স্থানবিশেষে স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা মণিমাণিক্যজড়িত আলম্ প্রস্তুত হয়। স্বর্ণকারের গৃহে আলম্ প্রস্তুত হইলে মহাসমারোহে বাদ্য সহ তাহা আশুরখানায় আনা হয় এবং লাঠী বা দণ্ডের উপর আঁটিয়া দেওয়া হয়। প্রতিপদ্, চতুর্থী বা পঞ্চমীর দিন গর্ত্ত মধ্যে অথবা কোন ঠেস দিয়া রাখা হয়। কোন কোন স্থলে তাহার পার্শ্বে কদম রসুলের পদচিহ্নও অঙ্কিত হয়। আলম্ স্থাপন কালে ধূপ ধূনা জ্বালান এবং হাসন-হোসেনের নামে সরবতের উপর ফতিহা দেওয়া হয়। সেই সরবৎ পরে ধনী দীন সকলেই বণ্টন করিয়া লয়। এইরূপে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ফতিহা ও কোরাণ পাঠ এবং ফুল দিয়া পাঞ্জা সাজান হয়। এখানে নানাশ্রেণীর ফকীর উপস্থিত থাকেন, দিবাভাগে কেবল তাঁহারা কোরাণ পাঠ করেন, কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রৌজাৎ-উস্-সোহাদা অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গকারিগণের জীবনী পাঠ ও মরসিয়া গান হইয়া থাকে। গৃহস্থগণের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা ভাল, তাঁহারা সকালে সন্ধ্যায় মাংসহীন খিচড়া ও সরবৎ প্রস্তুত করেন এবং ইমাম্ হোসেনের নামে ফতিহা দিয়া তাহাই খাইয়া থাকেন ও দীন দরিদ্রদিগকেও বিতরণ করেন।

কাহারও কাহার আশুরখানায় প্রতি রাত্রিই মর্সিয়া খ্বানী (শোকসঙ্গীত) হইয়া থাকে। তজ্জন্য কএক জন মধুরকণ্ঠ বালক শিক্ষিত হয়। শোকসঙ্গীত শুনিবার জন্য বন্ধুবান্ধব, ফকীর ও বহু দর্শক উপস্থিত হইয়া থাকে।

সপ্তমীর দিন আশুরখানা হইতে বিভিন্ন আলম বাহির করা হয় এবং একজন অশ্বারোহী তাহা লইয়া বেড়ায়। এক আলম্ লইয়া যাইবার সময় পথে যদি অপর কোন আলম্ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আলিঙ্গন-ছলে পরস্পরকে স্পর্শ করান হয়। আলম্ বাহির হইবার সময় 'মরসিয়া' গান হইয়া থাকে, সম্মুখে ধূপ ধূনা জ্বালান হয় এবং স্ব স্ব আশুরখানায় ফিরিয়া আসিলে, ২।৩ পাত্র সরবৎ প্রস্তুত করিয়া ফতিহা দেওয়া হয়। সপ্তমীর দিন পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে সহর-ভ্রমণের জন্য নিজা (বল্লম) বাহির করা হয়। তাহা কাপড় দিয়া জড়াইয়া দুই পাশে সামলা বাঁধিয়া দেওয়া হয়, যেন সামলা বায়ুতে উড়িতে থাকে, তাহার মাথায় হোসেনের মুণ্ড স্বরূপ একটা নেবু রাখা হয়। কেহ কেহ বল্লমের পরিবর্ত্তে বংশদণ্ড ব্যবহার করে। সেই দণ্ড লইয়া অনেকে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। গৃহস্থ ইচ্ছামত ভিক্ষা দেয়। ভিক্ষা পাইলে মুজাবীর (আশুরখানার পরিচারক) গৃহস্থকে কিছু ভস্ম দিয়া আসে।

ঐ দিন সন্ধ্যাকালে নলসাহেব ও জুল-ফকর বাহির হয়। নলসাহেব অবস্থানুসারে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহাদি নানা ধাতুতে

নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা হোসেনের ঘোড়ার খুর বলিয়া পূজ্য। নলসাহেবকে বহু দ্রুতগতিতে বাহির করা হয়, সে সময় বৃদ্ধ, নারী ও বালকগণকে দূরে থাকিতে হয়, নচেৎ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অষ্টমীর দিন সন্ধ্যাকালে বরজখি বা কুদরত্তি আলম্ ও নবমীর দিন আব্বাস-ই আলম্ ও হোসেনী আলম্ বাহির হইয়া থাকে।

দশমীর রাত্রিকালে (আলম্-ই-কাসিম ভিন্ন) সমস্ত আলম্ বা পতাকা ও তাবুৎ বা তাজিয়া লইয়া সকলে 'সব্‌গস্ত' বা রাত্রিপর্য্যটন-উৎসব সম্পন্ন করেন। এই সময় ভারি ধূম হয়, সমস্ত রাস্তায় আলোকমালা জলিতে থাকে। সকল প্রকার আমোদপ্রমোদ চলিতে থাকে। নিম্নশ্রেণী প্রথম রাত্রিতে এবং উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা মধ্যরাত্রিকালে বাহির হয়। সকল প্রকার যুদ্ধ সজ্জা, এমন কি রণক্রীড়াও প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

কারবালাক্ষেত্রে যেরূপ হোসেনের সমাধিমন্দির আছে, তাহারই আদর্শে, কেহ বা মদিনার নক্সা ধরিয়া, কেহ বা মহম্মদের গোরস্থানের অনুকরণে তাবুৎ (তাজিয়া) প্রস্তুত করেন এবং নানা বর্ণের কাগজ ও ঝালর দিয়া তাহা সাজান হইয়া থাকে। অবস্থানুসারে তাজিয়ারও তারতম্য আছে। কেহ কেহ তাবুৎ বা তাজিয়ার পরিবর্ত্তে শাহনসীন বা দাদমহল (রাজসভা) প্রস্তুত করিয়া থাকে। ভগবান্ মহম্মদকে স্বর্গে যাইবার জন্য দেবদূত জব্‌রিলকে দিয়া যে বুরাক্ (অশ্ব) পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন, অনেকে আবার সেইরূপ কাঠের বুরাক্ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে যথাসাধ্য সাজাইয়া পথে বাহির করিয়া থাকে।

হিন্দুদের যেমন গাজনে সন্ন্যাসী বা সং বাহির হয়, সেইরূপ সেই দশমী রাত্রিতে নানাসাজে মহরমের নানা ফকির বাহির হইয়া থাকে, ঐ সকল ফকিরের নির্দ্দিষ্ট সাজ সজ্জা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা আছে। যথা ১ মহালীবালা, ২ বানাবা, ৩ লয়লা, ৪ মজনু, ৫ ভারাঙ্গ, ৬ মলঙ্গ, ৭ আঙ্গাটীশা, ৮ সিদ্ধি বা কাফ্রি ফকীর, ৯ বাগোলা, ১০ কাওয়াশা, ১১ হাতকঠোরাবালা, ১২ নক্‌সাবন্দী, ১৩ হাজি আহম্মক ও হাজি বেকুফ, ১৪ বুড়াবুড়ি, ১৫ জল্লালিয়া ও খাকিয়া, ১৬ বাদশা, ১৭ মট্‌কি শাহ, ১৮ চাট্‌নিশাহ, ১৯ হাকিম, ২০ মুসাফির শা, ২১ মোগল, ২২ ব্যাজখোরা, ২৩ মুর্জা করম, ২৪ আড়শা, ২৫ যোগিয়া, ২৬ বকাল, ২৭ নক্‌লিশা, ৩০ কম্বলশা এইরূপ বহুতর সং বাহির হয়। পূর্ব্বে বঙ্গদেশেও ঐ সকল সং বাহির হইত, এখন আর সেরূপ উৎসাহ দেখা যায় না।

এই সময় হোসেনের নামে পোলাও, খিচুড়ী, সরবত প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া দীন দরিদ্রকে বিতরণ করা হইয়া থাকে। সকলে সমস্ত সহর পর্য্যটন করিয়া শেষে আশুরখানায় ফিরিয়া আসে।

তৎপর দিন মহরমের ১০ই তারিখ, একাদশী তিথি, শাহদৎ-কা রোজ—অর্থাৎ জীবনোৎসর্গের দিন বলিয়া গণ্য। এই দিন প্রাতঃকাল হইতে পূর্ব্ব রাত্রিমত মহাসমারোহে সকলে তাজিয়া, আলম্, প্রভৃতি লইয়া কারবালা অভিমুখে ধাবিত হয়। এই দিন কারবালায় অতিশয় জনতা হইয়া থাকে। তাজিয়া, আলম্ প্রভৃতি সরোবরের কিনারায় রাখিয়া রুটি, সরবত, বুটী, খিচুড়ী, পোলাও, ও মিষ্টান্নাদির উপর হোসেন ও অপরাপর ধর্ম্মবীরের নামে ফতিহা দিয়া তাহা উপস্থিত সকলকে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার কতকাংশ অতি পবিত্র প্রসাদ ভাবিয়া গৃহে আনা হয়। এই প্রসাদের অতি সামান্য অংশও পাইলে মুসলমানেরা আপনাকে ধন্য মনে করে এবং পরম ভক্তির সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে।

ফতিহার পর তাজিয়া হইতে আস্‌বাব ও আলম্‌গুলি খুলিয়া লইয়া তন্মধ্য হইতে গোরের অনুরূপ দুইটী অংশ বাহির করিয়া জলে ডুবাইয়া দেয়। কেহ কেহ জলে স্পর্শ করিয়া তাজিয়া ফিরাইয়া আনে, অনেকে আবার জলে ফেলিয়া আসে। যাহারা তাজিয়া ঘরে ফিরিয়া আনে, তাহারা তিন দিন পরে ফতিহা দিয়া তাজিয়া হইতে ঝালরদার কাগজাদি খুলিয়া লয় ও পরবর্ষের জন্য তুলিয়া রাখে। আলম্ হইতে ধুতি ও অলঙ্কারাদি খুলিয়া লইয়া তাহা অনাবৃতভাবে জলে ধুইয়া পেটরায় আবদ্ধ করে। পরে পূর্ব্বোক্ত খাদ্যাদির উপর ফতিহা দিয়া কতকাংশ বিলাইয়া দেয় ও কতকাংশ লইয়া আসে।

বুরাক ও নলসাহেবগুলিও শেষে জলে ডুবাইয়া গৃহে আনা হয়। বুরাকে আবার নূতন করিয়া রঙ্ দেওয়া হয়। নলসাহেব চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া রাখে।

ফকিরেরা ও সকলে স্নান করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করে ও মরসিয়া গান করিতে করিতে ঘরে আসে।

ঐ দিন প্রায় সকল মুসলমান গৃহে পোলাও, খিচড়ী, ব্যঞ্জনাদি রাঁধা হয় এবং মৌলাআলী ও হোসেনের নামে উৎসর্গ করিয়া বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া আহার করে ও দরিদ্রকেও দান করে।

দ্বাদশী রাত্রিতেও মর্সিয়া গান এবং কোরাণ ও হোসেনের স্তোত্র পাঠ হইয়া থাকে। তৎপর দিন প্রাতে পোলাও বা খিচুড়ী রান্না হয়, সকলে হোসেনের উদ্দেশে পূর্ব্ববৎ ফতিহা দিয়া

তাহা খায় ও বিতরণ করে। এই ত্রয়োদশীর রাত্রিকালে আলম্ গুলির সম্মুখে পান সুপারি, ফল ফুল ও আতরাদি উৎসর্গ করা হইয়া থাকে। তৎপর দিন সকলে আশুরখানার সম্মুখস্থ অস্থায়ী মণ্ডপাদ ভাঙ্গিয়া ফেলে ও আলম্গুলি বাক্সের মধ্যে রাখে। এইরূপে মহরম উৎসব সম্পন্ন হয়।

উৎসবের কয়দিন মাংস, মৈথুন, কদাচার ও অসৎসঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়। এই সময় সকলে অতি পবিত্র ভাবে থাকিয়া অশৌচ-নিয়ম প্রতিপালন করে।

মহরীর (আরবী) মুহুরী, কেরাণী, লেখক।

মহরীরী (আরবী) মুহুরীর কার্য্য, মুহুরীগিরি করা, লেখা।

মহরেণু (স্ত্রী) দেশভেদ।

মহর্ত্বিজ্ (পুং) ঋত্বিক্‌ভেদ, যজ্ঞে অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মন্, হোতা উদ্গাতা এই চারিজন মহর্ত্বিক্ পদবাচ্য। (শতব্রা° ১৩।১।১।৪)

মহর্দ্ধি (ত্রি) ১ বিপুল ধনসম্পন্ন। (স্ত্রী) ২ অধিক ধন, অধিক উন্নতি।

মহর্দ্ধিক (ত্রি) ১ বিপুল ধনশালী। ২ দৈবশক্তিসম্পন্ন।

মহর্দ্ধিপ্রাপ্ত (পুং) ১ গারুড়দেশের রাজা। (ত্রি) ২ বিপুল বিত্তসম্পত্তিশালী।

মহর্দ্ধিমৎ (ত্রি) দৈবশক্তি দ্বারা ধনশালী।

মহর্ } **মহর্লোক** } (পুং) মহশ্চাসৌ লোকশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। ভূরাদি সপ্তলোকের অন্তর্গত চতুর্থ লোক।

"ভূর্ভুবস্বর্মহশ্চৈব জনশ্চ তপ এব চ।
সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকাস্ত পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"(অগ্নিপু°)

কল্পবাসী লোক সকল এই লোকে অবস্থান করে।

"চতুর্থে তু মহর্লোকে তিষ্ঠন্তে কল্পবাসিনঃ।" (দেবীপু°)

মহর্ষভ (পুং) মহাংশ্চাসৌ ঋষভশ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ বৃহৎ বণ্ড, বড় ষাঁড়। (ত্রি) ২ অতি শ্রেষ্ঠ।

মহর্ষভী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ ঋষভী চেতি কর্ম্মধা°। কপিকচ্ছু।

মহর্ষি (পুং) মহাংশ্চাসৌ ঋষিশ্চেতি, কর্ম্মধা°। ব্যাসাদি।

মহর্ষিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রকণ্টকারী। (বৈদ্যকনি°)

মহল্ (আরবী) ১ ঘর, বাসস্থান। ২ প্রকোষ্ঠ।

মহলত (আরবী) অবকাশ বা সময় লওয়া।

মহলদার (পারসী) জলকর, বনকর, ফলকর ইত্যাদি সায়রাৎ মহল যে ব্যক্তি বন্দোবস্ত করিয়া রাজস্ব আদায় করিয়া ভোগ করে।

মহলদারী (পারসী) মহলদারের কার্য্য।

মহলা (আরবী) তালা, এক মহলা, একতালা ইত্যাদি।

মহল্লক (পুং) মহতঃ স্ত্রীরক্ষাদিরূপান্ বিপুলান্ ভারান্ লাতি গৃহ্লাতি লা (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি কঃ, ততঃ স্বার্থে কন্, যদ্বা মহান্তঃ চরিত্রগুণং লকতি আস্বাদয়তীতি লক আস্বাদনে অচ্। অন্তঃপুররক্ষক, পর্য্যায়—সৌবিদল্ল, কঞ্চুকী, স্থাপত্য, সৌবিদ, বিদাক্ষ, সৌবিদল্লক, অন্তর্বংশিক। (শব্দমালা)

মহল্ল (পুং) বৃদ্ধলোক। (দিব্যা°৩২৯৪)

মহল্লা (আরবী) নগর বা সহরের এক অংশ, চলিত পল্লি বা পাড়া।

মহাল্লাদার্ (আরবী) পুলিশ কর্ম্মচারীর অধীনস্থ তত্ত্বাবধায়ক।

মহাল্লক (পুং) মহান্তঃ চরিত্রগুণং লিখতীবেতি মহৎ লিখ-ক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। অন্তঃপুররক্ষক, খোজা।

'মুষ্কপুংস্ত্বোপস্থে যঃ স্ত্রীস্বভাবো মহল্লিকঃ।'
(শব্দমালা)

যাহার মুষ্ক ও উপস্থ নাই এবং স্ত্রীলোকের ন্যায় স্বভাব, তাহাকে মহল্লক বা হিজড়া কহে।

মহব্বৎ খাঁ, জনৈক বিখ্যাত মোগল-সেনানী। জাহাঙ্গীর বাদশাহের অনুগ্রহে উচ্চাসন-লাভে স্পর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে তাঁহারই বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। এমন কি, রাজশক্তি গ্রহণ করিবার উচ্চাশা তাঁহার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যে রাজনৈতিক মন্ত্রকুহকে তিনি পরিচালিত হইয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর ও নূরজহান শব্দে তাহা সুস্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে। [জাহাঙ্গীর ও নূরজহান দেখ।]

কাবুল নগরে মহব্বতের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ঘোর বেগ স্বীয় পুত্রের জমানাবেগ নাম রাখিয়াছিলেন। সম্রাট্ অকবর শাহের অধীনে জমানা বেগ ৫ শত মনসবদার ছিলেন। এই সময়ে তিনি কএকটী যুদ্ধে স্বীয় বীরত্বের পরিচয় দিতে যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার বলবীর্য্যকাহিনী চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য সদ্গুণে তাঁহাকে সাধারণ লোকের সুখ্যাতিভাজন করিয়াছিল।

সুরাপ্রিয়তা ও বিলাসিতা সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজকার্য্য-পরিচালনশক্তির ঘোর অন্তরায় হইয়াছিল। উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অভাবে এবং পরিদর্শনাভাবে মোগল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইবে ভাবিয়া তিনি রাজকার্য্যপটু নানা সদ্গুণ মণ্ডিত মহব্বতের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। উত্তরোত্তর পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমে মোগলসাম্রাজ্য মধ্যে তিনিই একমাত্র গণ্য মান্য হইয়া পড়িলেন।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর মহব্বতের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া অনেক স্থলেই তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী নূরজহানের পরামর্শে

পরিচালিত হইতেন। নূরজহান রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিলেন দেখিয়া মহব্বতের ঈর্ষা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্‌কে করতলগত করিবার জন্য, সসৈন্যে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করেন এবং কিছুদিনের জন্য বন্দিভাবে স্বীয় তাম্বু মধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী নূরজহান এই সংবাদ পাইয়া স্বীয় সেনাদল লইয়া সম্রাট্‌কে উদ্ধার মানসে অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কিন্তু তাহাতেও নূরজহান সম্রাট্‌কে মোচন করিতে পারিলেন না। পরে কৌশলে সম্রাট্‌কে উদ্ধার করেন।

মহব্বত নূরজহানের প্রাণনাশের জন্য সম্রাট্‌কে যেরূপ প্ররোচিত করিয়াছিলেন, নূরজহান্ তদনুরূপ প্রতিহিংসাপর হইয়া, তাঁহার নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি উদ্যমহীন হইলেন না। কুকুরের ন্যায় নানাস্থানে বিতাড়িত হইয়াও তাঁহার জিঘাংসাবৃত্তি অটুট ছিল। তিনি মলিনবেশে আসফ্ খাঁর শিবিরে উপনীত হইয়া শাহজহানকে মোগলসিংহাসন দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর, তাঁহারই উদ্যমে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শাহজহান্ ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন।

শাহ্‌জহানের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে মহব্বত দিল্লীর শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হন। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। দাক্ষিণাত্য হইতে তাঁহার মৃতদেহ দিল্লী নগরে আনাইয়া গোর দেওয়া হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর্জা আমান্ উল্লা খান্‌জমান্ ও কনিষ্ঠ লুহরাস্প 'মহব্বত খাঁ' উপাধি লাভ করেন।

আগ্রা নগরে যমুনাকূলে মহব্বতের প্রাসাদের ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শন অদ্যাপিও নয়নগোচর হইয়া থাকে।

মহব্বৎ খাঁ, বিখ্যাত মোগল-সেনানী মহব্বৎ খাঁর পুত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম লুহরাস্প। সম্রাট্ শাহজহানের রাজত্বকালে ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর বাদশাহের অনুগ্রহে ইনি দুইবার কাবুলের শাসনকর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আলমগীর ইঁহাকে কাবুল হইতে আনাইয়া মহারাজ যশোবন্ত সিংহের পরিবর্ত্তে ইঁহাকেই দাক্ষিণাত্য-অভিযানের সেনানায়ক করিয়া পাঠান। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সম্রাটের আদেশে কাবুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মহব্বৎ উল্লা খাঁ, (নবাব), লক্ষ্ণৌবাসী জনৈক মুসলমান কবি। হাফিজ্ রহমৎ খাঁর পুত্র। ইনি মীর্জা জাফর আলী হজরৎ ও মকীনের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। ইঁহার রচিত অস্রার 'মহব্বৎ' নামক মস্‌নবি সাধারণের কাছে বিশেষ আদৃত।

মহব্বৎগঞ্জী, বঙ্গেশ্বর আলীবর্দ্দী খাঁ। [আলীবর্দ্দী খাঁ দেখ।]

মহ্‌শূল (আরবী) মাশুল, দেয় কর।

মহস্ (ক্লী) মহ্যতে পূজ্যতে ইন্দ্রিয়েতি মহ (সর্ব্বধাতুভ্যোহসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ইতি অসুন্। ১ উৎসব। ২ তেজঃ। ৩ যজ্ঞ। (শব্দরত্না০) ৪ উদক, জল। (নিঘণ্টু ১।১২) (ত্রি) ৫ পূজ্যমান। "জিহ্বা মে ভদ্রং বাঙ্মহো মনো মন্যুঃ" (শুক্লযজু° ২০।৬) 'বাক্ বাগিন্দ্রিয়ং মহঃ পূজ্যমানঃ' (বেদদীপ০) ৬ মহৎ। "মহো রায়ে তমুত্বা সমিধীমহি" (ঋক্ ৮।২৩।১৬) 'মহো মহতে রায়ে ধনায়' (সায়ণ)

মহস্ (ক্লী) মহ্যতে পূজ্যতেঽনেনেতি মহ (অত্যবিচমিতমিনমীতি। উণ্ ৩।১১৭) ইতি অসচ্। ১ জ্ঞান। ২ প্রকার।

মহসোন (পুং) অর্হদ্ভেদ।

মহস্বৎ (ত্রি) মহস্ মতুপ্। ১ আনন্দবর্দ্ধক। ২ মহৎ। ৩ জ্যোতির্বিশিষ্ট। (পুং) ৪ রাজভেদ। (ভাগ০ ৯।২১।৭)

মহা (স্ত্রী) মহ্যতে পূজ্যতে ইতি মহ-ঘ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ গোপবল্লী, চলিত গোরক্ষচাকুলিয়া। ২ স্ত্রীগবী। (শব্দরত্না০)

মহাকঙ্কর (পুং) বৌদ্ধমতে অত্যূর্দ্ধ সংখ্যাবিশেষ।

মহাকচ্ছ (পুং) মহান্ বিপুলঃ কচ্ছো জলপ্রায়ো দেশোঽস্য। ১ সমুদ্র। ২ বরুণ। (মেদিনী) ৩ পর্ব্বত। ৪ জনপদভেদ।

মহাকটভী (স্ত্রী) শ্বেত কটভীবৃক্ষ। (রাজনি০)

মহাকণ্টকিনী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ কণ্টকিনী চেতি কর্ম্মধা০। বিশ্বসারক, চলিত ফণিমনসা। (শব্দচ০)

মহাকণ্টা (স্ত্রী) শেবন্তীবৃক্ষ, গোলাপ। (বৈদ্যকনি০)

মহাকথহচক্র (ক্লী) চক্রভেদ, তন্ত্রসারে এই চক্রের বিবরণ লিখিত আছে, মন্ত্র লইবার সময় এই চক্রে মন্ত্র উদ্ধার করিয়া লওয়া হয়। [মন্ত্র ও অকথহ চক্র দেখ।]

মহাকদম্ব (পুং) কেলিকদম্ব। (পর্য্যায়মুক্তা০)

মহাকনকতৈল, শিরোরোগাধিকারে মর্দনীয় তৈলৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—কটুতৈল ৪ সের, ধুতুরাপত্রের রস ৪ সের, পুনর্ণবার রস ৪ সের, নিসিন্দাপত্ররস ৪ সের, দশমূলের কাথ ৪ সের, পালিধার রস ৪ সের, বরুণ ছালের রস ৪ সের। কল্কার্থ শুঁট্, মরিচ, সৈন্ধব, পুনর্ণবা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বহবার ছাল, পিপুল, ও গজপিপুল প্রত্যেকে ৪ তোলা। তৈল প্রস্তুত করিবার প্রণালী অনুসারে যথারীতি তৈল পাক করিতে হইবে। ইহা দ্বারা শোথ ও শিরঃশূল প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

মহাকন্দ (পুং) মহাংশ্চাসৌ কন্দশ্চেতি। ১ রসোনক। ২ মূলক। (শব্দরত্না০) ৩ চাণক্যমূলক। ৪ রক্ত লশুন। ৫ রাজপলাণ্ডু। (রাজনি০)

মহাকব্য (পুং) ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

মহাকপাল (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। ২ শিবানুচরবিশেষ।

মহাকপি (পুং) ১ রাজভেদ। ২ শিবানুচর বিশেষ। ৩ বুদ্ধের অবতারভেদ।

মহাকপিথ (পুং) মহাংশ্চাসৌ কপিথশ্চেতি। বিল্ববৃক্ষ।

মহাকপিল পঞ্চরাত্র, একখানি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও বিট্‌ঠল দীক্ষিত ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহাকপোত (পুং) দর্ব্বীকর সর্পবিশেষ। কৃষ্ণসর্প, মহাকৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেতকপোত প্রভৃতি ২৬ প্রকার দর্ব্বীকর সর্প, এই সকল সর্প অতি তীক্ষ্ণবিষ।

(সুশ্রুত কল্প ৪ অ০)

মহাকপোল (পুং) ১ শিবানুচরভেদ।

মহাকম্বু (ত্রি) মহান্ কম্বু গ্রীবা যস্য। শিব।

মহাকর (পুং) ১ বৃহৎ হস্ত। ২ অধিক খাজনা। ৩ বুদ্ধভেদ। (ত্রি) ৪ বৃহদ্ হস্তযুক্ত। ৫ মহারশ্মি।

মহাকরঞ্জ (পুং) মহাংশ্চাসৌ করঞ্জশ্চেতি। করঞ্জবিশেষ, বড় করঞ্জ। পর্য্যায়—ষড়্‌গ্রন্থা, হস্তিচারিণী, উদকীর্য্য, বিষঘ্নী, কাকঘ্নী, মদহস্তিনী, শারঙ্গেষ্টা, মধুমতী, রসায়নী, হস্তিরোহণক, হস্তিকরঞ্জক, সুমনস্, কাকভাণ্ডী, মধুমত্তা। ইহার গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, বিষ, কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ, ত্বগ্‌দোষ ও ব্রণনাশক। (রাজনি০)

মহাকরভ (পুং) বৌদ্ধমতে অত্যুর্দ্ধ সংখ্যা বিশেষ।

মহাকরম্ভ (পুং) তন্নামক পত্রবিষভেদ। (সুশ্রুত কল্প ২অ০)

মহাকরুণ (ত্রি) মহতী করুণা যস্য। অতিশয় দয়ালু।

মহাকরুণ পুণ্ডরীক (ক্লী) বৌদ্ধসূত্রগ্রন্থভেদ।

মহাকরুণাচন্দ্র (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

মহাকর্কারু (পুং) গুল্মভেদ।

মহাকর্ণ (পুং) ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৩৩) ২ নাগভেদ। (ত্রি) ৩ বৃহৎ কর্ণযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৪ স্কন্দানুচর মাতৃভেদ।

মহাকর্ণিকার (পুং) মহাংশ্চাসৌ কর্ণিকারশ্চেতি। আরগ্বধ বৃক্ষ। (রাজনি০)

মহাকর্ম্মন্ (ক্লী) ১ বৃহৎ কর্ম্ম। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৫) (ত্রি) মহৎ কর্ম্ম যস্য। ৩ মহৎ কর্ম্মযুক্ত।

মহাকলা (স্ত্রী) অমা নামক কলা। এই দিনে পিতৃকর্ম্ম প্রশস্ত।

মহাকলোপ (পুং) কোন বিশেষ মতানুসারী সম্প্রদায়ভেদ।

মহাকল্প (পুং) ১ সময়ভেদ, কল্পান্তর। ২ শিব।

(ভারত ১৩।১৭।১২৩)

মহাকল্পতরু নাথ, অনৈক জৈন অর্হৎ। (আদিপু০)

মহাকল্যাণগুড় (পুং) গুড়ৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপুল, ধনে, বিড়ঙ্গ, যমানী, মরিচ, ত্রিফলা, বনযমানী, নীলীবৃক্ষ, জীরা, সৈন্ধব, শাম্ভরলবণ, সামুদ্র লবণ, সৌবর্চ্চল, বিট্ লবণ, সোঁদাল, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি. কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ ও ইন্দ্রযব এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা, দ্রাক্ষা ৪ পল, তেউড়ী ৮ পল, গুড় ১২।৷০ সের, তিলতৈল ৮ পল, আমলকীর রস ৮ পল, এই সকল দ্রব্য তিন প্রস্থ লইয়া যথাবিধানে মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিতে হইবে। যজ্ঞডুমুর ফলের ন্যায় এই ঔষধের পরিমাণ। আমলকী বা কুলের মতও করা যাইতে পারে। অথবা চিকিৎসক রোগীর বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবেন। যথানিয়মে এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার গ্রহণীরোগ, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, উরোঘাত, প্রতিঘাত, দুর্ব্বলতা, অগ্নিমান্দ্য এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়। বিশেষতঃ শরীরের কান্তি, মতি ও বলবৃদ্ধি, পাণ্ডুরোগ, রক্তপিত্ত ও মলরুদ্ধতা নষ্ট হইয়া থাকে। ধাতুক্ষীণ, বৃদ্ধ স্ত্রীপ্রসঙ্গ দ্বারা ক্ষীণ, ক্ষয়রোগী ও বন্ধ্যানারীগণের পক্ষেও বিশেষ হিতকারক। গ্রহণীরোগাধিকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(ভাবপ্রকাশ গ্রহণীরোগাধি০)

মহাকল্যাণঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ জীরা, শ্বেতবেড়েলা, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ও দেবদারু এই সকল প্রত্যেকে ৮ তোলা, পরে ঘৃতপাকের নিয়মানুসারে ইহা পাক করিতে হইবে। দাহাধিকারে এই ঘৃত অতি উৎকৃষ্ট। (রসেন্দ্র০)

মহাকবি (পুং) মহাকাব্যপ্রণেতা, যাহারা মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহারাই মহাকবি নামে বিখ্যাত। বাল্মীকি, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি মহাকবি বলিয়া খ্যাত।

মহাকাত্যায়ন (পুং) গৌতমবুদ্ধের শিষ্যভেদ।

মহাকান্ত (পুং) ১ শিব। (ত্রি) ২ অতীব রমণীয়। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ পৃথিবী।

মহাকান্তার, প্রাচীন জনপদভেদ। মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত এখানকার অধিপতি ব্যাঘ্ররাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

মহাকায় (পুং) মহান্ কায়োহস্য। ১ নন্দী, শিবের দ্বারপাল। "নন্দীশ্বরো মহাকায়ো গ্রামণীর্বৃষভধ্বজঃ।" (ভারত ১৩।১৫০।২৪) ২ হস্তী। মহান্ কায়ঃ শরীরমিতি। ৩ বৃহৎ শরীর। (ত্রি) ৪ বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট, মহাকায়যুক্ত।

"মহাজবং মহাকায়ং মহামায়মায়নন্দনম্।" (ভারত ১।৬৬।৩২)
স্ত্রিয়াং টাপ্। মহাকায়া—৪ কুমার মুচর মাতৃবিশেষ।
(ভারত ৯।৪৬।২৪)

মহাকার (ত্রি) ১ সুবৃহৎ। ২ বৃহদাকার।

মহাকারণ (পুং) সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্তা বা কারণভূত পরমেশ্বর।

মহাকার্ত্তিকী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ কার্ত্তিকী চেতি। রোহিণী-নক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিকী পূর্ণিমা।

"প্রাজাপত্যং যদা ঋক্ষং তপৈতস্যাং নরাধিপ।
সা মহাকার্ত্তিকী প্রোক্তা দেবানামপি দুর্লভা॥"
(পদ্মপু° ২১৩ অ°)

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন রোহিণীনক্ষত্রের যোগ হইলে মহাকার্ত্তিকী হয়। এই দিন দেবতাদিগেরও দুর্লভ, এই দিনে স্নানদানাদি করিলে অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে।

মহাকাল (পুং) মহাংশ্চাসৌ কালশ্চেতি কর্ম্মধা°। বিষ্ণুস্বরূপ অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল। যথা—

"কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ।" (সিদ্ধান্তলক্ষণ)

২ মহাদেব। সর্ব্বভূতের কলন অর্থাৎ সংহার করেন বলিয়া তাঁহার নাম মহাকাল।

"কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥"(মহানির্ব্বা°৪।৩১)

৩ প্রমথগণ-বিশেষ। (মেদিনী) ৪ উজ্জয়িনীস্থিত শিব-লিঙ্গভেদ। কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে,—উজ্জয়িনী নগর পৃথিবীর ভূষণ। এখানকার সুধাধবলিত সৌম্য সৌধা-বলী সৌন্দর্য্য গর্ব্বে যেন ইন্দ্রের অমরাবতীকে উপহাস করিতেছে। অধিক কি, ভগবান্ কৈলাসনাথ কৈলাস বাস ভুলিয়া গিয়া স্বয়ং এই স্থানে মহাকালরূপে বাস করিতেছেন।

"অস্তীহোজ্জয়িনী নাম নগরী ভূষণং ভুবঃ।
হসন্তীব সুধা ধৌতৈঃ প্রাসাদৈরমরাবতীম্॥
যস্যাং বসতি বিশ্বেশো মহাকালবপুঃ স্বয়ম্।
শিথিলীকৃতকৈলাসনিবাসবাসনো বপুঃ॥"
(কথাসরি° ১১।৩১-৩২)

প্রাচীন নাটকাদি মধ্যে অনেক স্থলে এই উজ্জয়িনীস্থিত শিবলিঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস তাঁহার খণ্ড কাব্য মেঘদূত গ্রন্থে প্রিয়াবিরহ-বিধুর যক্ষকে দিয়া তৎপত্নীর সংবাদ সংগ্রহার্থ মেঘকে অলকাপুরে পাঠাই বার সময় উজ্জয়িনীস্থিত এই প্রসিদ্ধ মহাকাল নামক শিব লিঙ্গকে দর্শন ও অভিবাদন করিয়া যাইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কাব্য নাটকাদিতে এই শিবলিঙ্গমূর্ত্তি মহাকাল, মহা কালনাথ, মহাকালনিকেতন, মহাকালবপু ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। [উজ্জয়িনী দেখ।]

মহাকবি ভবভূতি তাঁহার উত্তররামচরিত নাটকের প্রস্তাবনায় কালপ্রিয়নাথ নামে সম্ভবতঃ এই মহাকালেরই উল্লেখ করিয়াছেন—"অদ্য খলু ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রায়ামার্য্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামঃ" (উত্তররাম° ১ম অঙ্ক) উজ্জয়িনী নগরীতে শিপ্রানদীর পূর্ব্বতীরাস্থিত পিশাচমুক্তেশ্বর-ঘাটের পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে এই মহাকালের প্রকাণ্ড মন্দির অব-স্থিত। ৫ মহাভারতোক্ত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে উপনীত হইয়া সংযত ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক কোটিতীর্থ স্পর্শ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

"মহাকালং ততো গচ্ছেৎ নিয়তো নিয়তাশনঃ।
কোটিতীর্থমুপস্পৃশ্য হয়মেধফলং লভেৎ॥"
(মহাভারত ৩।৮২।৪৭)

৬ লতা বিশেষ। চলিত মাকাল। ইহার পর্য্যায়,—উরু-কাল, কিম্পাক, কাকমর্দ্দক, কাকমর্দ্দ, দেবদালিকা, দালা, দলিকা, জলজ, ঘোষকাকৃতি।

"অন্তর্মলিনদেহেন বহিরাহ্লাদকারিণা।
মহাকালফলেনেব কঃ খলেন ন বঞ্চিতঃ॥" (উদ্ভট)

৭ শিবপুত্রভেদ। ইঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—দেবগণ শঙ্করের বীর্য্যধারণের জন্য অগ্নিকে আদেশ করেন। অগ্নি সম্মত হন। যথাকালে শিববীর্য্য অগ্নি মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু অগ্নিতে সমস্ত বীর্য্য নিক্ষেপ-কালে উহার বিন্দু পরিমাণ দুই ফোঁটা বীর্য্য গিরিপ্রস্থে গিয়া পড়ে। এই দুই বিন্দুপরিমিত বীর্য্য হইতে শঙ্করের দুইটী পুত্র উৎপন্ন হয়। পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা একজনকে মহাকাল অপরকে ভৃঙ্গী নামে অভিহিত করেন। ভৃঙ্গী ও মহাকাল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ভগবান্ শঙ্কর এই পুত্রদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

একদিন কোন এক নিভৃত স্থানে থাকিয়া শঙ্কর শঙ্করী-সহ সম্ভোগে আসক্ত ছিলেন, এই সময় ভৃঙ্গী ও মহাকাল সেই গুপ্ত স্থানের দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত থাকে। সম্ভোগান্তে শঙ্করী যখন বাহির হইবেন, তখন হঠাৎ রক্ষিদ্বয় তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে। এইরূপ দর্শনে শঙ্করী বড় লজ্জিত হইলেন। রক্ষি-দ্বয় ভৃঙ্গী ও মহাকালও জননীকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া লজ্জায় অধোবদন হইল। ঐরূপ নিভৃত সময়ে শঙ্করীকে দেখিবার কাহারও অধিকার ছিল না, সুতরাং এ ঘটনায় তিনি প্রথমে লজ্জিত হইয়া শেষে কুপিত হইলেন। তাঁহার কোপ দেখিয়া রক্ষিদ্বয় ভীত হইল। শঙ্করী তাহাদিগকে

অবিলম্বে অভিশাপ দিলেন। তাঁহার অভিশাপ-কালে ভৃঙ্গী ও মহাকাল মানুষী যোনি আশ্রয় করিল এবং বানরের ন্যায় বদনবিশিষ্ট হইয়া ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিল।

ভৃঙ্গী ও মহাকালের মানুষী মাতার নাম তারাবতী। তারাবতী রূপবতী। সে একদিন একটী সমুচ্চ সৌধশিখরে দণ্ডায়মানা, যেন বাসন্তী প্রতিমা ভূতলে অবতীর্ণা! শঙ্কর শঙ্করীসহ শূন্য পথে যাইতেছেন। এই সময় শঙ্কর তারাবতীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি শঙ্করীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার এই মানুষী মূর্ত্তি তারাবতী সেই ভৃঙ্গী ও মহাকালের জননী। আমি তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও অঙ্কশায়িনী করিতে ইচ্ছা করি না, অতএব তুমি এই তারাবতীতেও প্রবেশ কর, আমি আবার ভৃঙ্গী ও মহাকালকে উৎপাদন করি। ভবের কথায় ভবানী সম্মত হইয়া তারাবতী-দেহে প্রবেশ করিলেন। শিবের সংসর্গে তারাবতী গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে ভৃঙ্গী ও মহাকাল আবার উৎপন্ন হইল। কিন্তু তাহাদের বানরাননত্ব আর ঘুচিল না। যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহাই রহিয়া গেল।

কালিকাপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে,—মহাকাল ও ভৃঙ্গী মর্ত্ত্যে আসিয়া বেতাল ও ভৈরব নামে জন্ম লইয়াছিল। মহাদেব স্নেহবশতঃ মহাকালকে তাঁহার ভক্ত বলিসুত বাণরূপে উৎপাদন করেন।

কালিকাদেবীর পূজান্তে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে এই মহাকালের পূজা করিতে হয়। ইঁহার তিনটী নেত্র, আকৃতি ধূম্রবর্ণ। হস্তদ্বয়ে দণ্ড এবং খট্টাঙ্গ। মুখ দংষ্ট্রান্বিত ভয়ঙ্কর, কটি ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত। দেহাকৃতি স্থূল। পরিধান রক্তবস্ত্র। কেশকলাপ ঊর্দ্ধে উত্থিত। গলদেশ মুণ্ডমালায় মণ্ডিত। কপালে জটাভার লম্বিত এবং চন্দ্রখণ্ড ধক্ ধক্ উজ্জ্বলিত। এই মহাকালের ধ্যান যথা—

"মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং।
ত্রিনেত্রমূর্দ্ধ্বকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতম্।
জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভং ॥"

কুমারীকল্পে মহাকালের মন্ত্র এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—হ্রঁ ক্ষৌঁ কাং রাং লাং বাং ক্রোং মহাকাল ভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রাঁ ফট্ স্বাহা।

উক্ত প্রকার মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা মহাকালের পূজা সমাপনান্তে মূলমন্ত্রে দেবীকে তিনবার তর্পণ করিয়া পরে পঞ্চোপচারে পুনরায় তাঁহার পূজা করিবে।

কালীতন্ত্রে লিখিত আছে,—মন্ত্রে মহাকালের পূজা করিয়া পশ্চাৎ দেবীর পূজা নির্ব্বাহ করিবে।

"মহাকালং যজেদ্ যত্নাৎ পশ্চাদ্দেবীং প্রপূজয়েৎ।" (কালীতন্ত্র)

তন্ত্রসারে মহাকালের মন্ত্রোদ্ধার-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"কবচং ক্ষৌং সমুদ্ধৃত্য যাং রাং লাংবাঞ্চ ক্রোন্ততঃ।
মহাকাল ভৈরবেতি সর্ব্ববিঘ্নান্নাশয়েতি চ ॥
নাশয়েতি পুনঃ প্রোচ্য মায়াং লক্ষ্মীং সমুদ্ধরেৎ।
ফট্ স্বাহয়া সমাযুক্তো মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ॥" (তন্ত্রসার)

মহাকালের উক্ত প্রকার মন্ত্রজপে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। কোন ব্যাধি, ভয় বা অন্য কোন বাধা বিঘ্ন আপদ্ উৎপাত উপস্থিত হইলে এই তন্ত্রোক্ত মহাকাল-মন্ত্র বিধিপূর্ব্বক জপে তাহার শান্তি-বিধান হয়।

৩ শিবানুচরভেদ। ৪ আচার্য্যভেদ। ৫ গুল্মভেদ। ৬ আম্রবৃক্ষভেদ।

মহাকালবেয় (পুং) সম্প্রদায়ভেদ।

মহাকালী (স্ত্রী) মহাকাল পত্ন্যর্থে স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মহাকালের পত্নী। এই দেবী পঞ্চবক্ত্রা এবং অষ্টভুজা কালী। দেবীভাগবতে লিখিত আছে,—এই দেবী পরাশক্তির তামসীশক্তি।

"তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥"
(দেবীভাগবত ১।২।২০)

২ দুর্গার মূর্ত্তিভেদ। ৩ শক্তি মূর্ত্তির অনুচরী বিশেষ। ৪ জৈন মতে ষোড়শ বিদ্যাদেবীর অন্তর্গত একটী। অবসর্পিণীর ৫ম অর্হতের আজ্ঞানুকারী দেবীভেদ।

মহাকালেয় (ক্লী) সামভেদ।

মহাকালেশ্বর (পুং) উজ্জয়িনীস্থ শিবলিঙ্গভেদ।

মহাকালেশ্বর রস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, অভ্র, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, বিষ, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ্, নাগেশ্বর-রস, ধুতুরাবীজ ও জয়পাল বীজ প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ৩ তোলা, সিদ্ধিপত্ররসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। বাল্য ও বৃদ্ধাবস্থায় অর্দ্ধ রতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনে কাস, যক্ষ্মা ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না৹ কাসাধিকা৹)

মহাকালোপ (পুং) সম্প্রদায়-বিশেষ।

মহাকাব্য (ক্লী) মহচ্চ তৎ কাব্যঞ্চেতি কর্ম্মধা। কাব্যশাস্ত্র-বিশেষ। পর্য্যায়—স্বর্গবন্ধ।

রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য। শ্রুতিদুষ্ট ও পুষ্টার্থাদি দোষ দেহের কাণত্ব-খঞ্জত্বাদির ন্যায় এই কাব্যের অপকর্ষ-সাধক। আর মাধুর্য্যাদি গুণ, গৌড়ী, পাঞ্চালী প্রভৃতি রীতি এবং অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি শব্দ ও অর্থালঙ্কার ইহার উৎকর্ষ বিধায়ক।

"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং দোষাস্তস্যাপকর্ষকাঃ।
উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তা গুণালঙ্কাররীতয়ঃ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ২১৫)

রসগঙ্গাধরের মতে আনন্দ বিশেষ জনক যে বাক্য, তাহাই কাব্য।

"আনন্দবিশেষ-জনকবাক্যং কাব্যম্" (রসগঙ্গাধর)

কৌস্তুভের মতে—"কবি বাঙ্‌নির্মিতিং কাব্যং।
সা চ মনোহর-চমৎকারকারিণী রচনা।"

অর্থাৎ যাহা কবির কবিত্বপূর্ণ কথায় বিরচিত হইয়া মনোহর অথচ চমৎকার-কর হয়, সেই রচনাই কাব্য।

কাব্যের প্রয়োজন, স্বরূপ ও যে সকল অলঙ্কার গ্রন্থে কাব্যের লক্ষণাদি বিবৃত আছে, সেই সকল গ্রন্থের নাম কাব্য শব্দে দ্রষ্টব্য।

উক্ত লক্ষণান্বিত কাব্য সাধারণতঃ দুই প্রকার—দৃশ্য-কাব্য ও শ্রব্যকাব্য। যে সকল কাব্য গুলি কেবল অভি-নয়ের উপযোগী, তাহা দৃশ্য, আর যাহা কেবল মাত্র শ্রবণ করি-বার উপযোগী, তাহাই শ্রব্য কাব্য বলিয়া কথিত।

এই শ্রব্য কাব্যগুলি প্রকারান্তরে দ্বিবিধ। কতকগুলি খণ্ড কাব্য এবং কতকগুলি মহাকাব্য। এখন এই মহা-কাব্যের কথাই বলিব। মহাকাব্য কি, তাহা কিরূপ ভাবে রচিত হইবে, এবং ইহাতে কি কি বিষয়ের বর্ণনা থাকিবে?

যে সকল কাব্য এক একটী সর্গ দ্বারা গ্রথিত এবং অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে যাহার সমস্ত অবয়ব গঠিত, তাহাই মহাকাব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

সাহিত্যদর্পণের মতে মহাকাব্য সর্গ দ্বারা গ্রথিত বা আবদ্ধ হইবে। কিন্তু এই সর্গের বিস্তার অতি স্বল্প বা অতি দীর্ঘ হওয়া অবিধি। ইহার সংখ্যা আটটার কম হইবে না, বরং আট হইতে অধিক সংখ্যক সর্গ দ্বারা মহাকাব্যের বিভাগ করাই বিধি। কবি ইচ্ছানুসারে সর্গের অন্তর্গত কবিতা-গুলি যে কোন একটী ছন্দে রচনা করিয়া অবশেষে বৃত্তান্তর যোজনা করিবেন। সর্গগুলির মধ্যে কোন একটী সর্গ অধিকাংশ স্থলে নানা রকমের ছন্দ বা বৃত্ত দ্বারা বিরচিত দেখা যায়। প্রত্যেক সর্গেরই অবসানে ভাবী সর্গে যাহা বর্ণনা করা যাইবে, তাহার আভাস থাকা চাই।

মহাকাব্যে শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত এই রসত্রয়ের মধ্যে একটী রস অঙ্গী থাকিবে। এতদ্ভিন্ন হাস্য, করুণ, বীভৎস প্রভৃতি রস ইহাতে অঙ্গরূপে বর্ণিত হইবে। কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা অন্য কোন সাধুজনচরিত অবলম্বনে ইহার প্রণ-য়ন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারি বর্গেরই আবশ্যক মত সমাবেশ থাকা আবশ্যক; তবে ইহার মধ্যে একটী সর্গে ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনা হইবে। ইহাতে নাটকোক্ত সন্ধি অর্থাৎ মুখাদিপঞ্চকের প্রয়োগ করিতে হয়।

মহাকাব্যের আদিতে নমস্কার, আশীর্ব্বাদ অথবা বস্তু-নির্দ্দেশ থাকিবে। কোথাও কোথাও বা খলজনাদির নিন্দা, ও সাধুজনের গুণকীর্ত্তন দেখা যায়। মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয় অনেক। তন্মধ্যে এই কয়টী বর্ণন করা সাধারণতঃ বিশেষ আবশ্যক; যথা—সন্ধ্যা, সূর্য্য, চন্দ্র, প্রদোষ, রাত্রি, পথ, দিবস, প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকাল, মৃগয়া, পর্ব্বত, ঋতু, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, মুনি, স্বর্গ, পুরী, যজ্ঞ, যুদ্ধ, প্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্রণা ও পুত্রোৎপত্তি প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন জল-কেলি ও মধুপান প্রভৃতিও ইহার বর্ণনীয় বিষয়।

যিনি কাব্য রচনা করেন, তাঁহার নামানুসারে অথবা যে ঘটনা অবলম্বনে কাব্য বিরচিত হয়, সেই ঘটনা কিংবা কাব্যের নায়ক অথবা অন্য কোন নামে মহাকাব্যের নামকরণ করিতে হয়। কবির নামে যথা—মাঘ, ভারবি প্রভৃতি। ঘটনা বা বৃত্তান্তের নামে যথা—কুমারসম্ভবাদি। নায়কের নামে যথা—রঘুবংশ প্রভৃতি। অন্য নামে যথা—ভট্টি ইত্যাদি। কিন্তু কাব্যের অন্তর্গত সর্গগুলির নামকরণ করিতে হইলে সর্গের মধ্যে যাহা উপাদেয় কথা, তদনুসারেই করা বিধি।

মহাকাব্যের নায়ক কোন দেব অথবা ধীরোদাত্ত গুণ-সম্পন্ন সদ্বংশজাত কোন ক্ষত্রিয় হওয়া প্রয়োজন। ধীরোদাত্ত কে? যিনি হর্ষশোকাদিতে অভিভূত হন না। যাঁহার গর্ব্ব বিনয়ে আচ্ছন্ন, যিনি অঙ্গীকৃত বিষয় পালন করিতে বদ্ধ-পরিকর, যাঁহার আত্মশ্লাঘা নাই, যিনি ক্ষমাশীল ও অতি গম্ভীরস্বভাব ইত্যাদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই ধীরোদাত্ত বলিয়া বর্ণিত; যথা—রাম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি।

এইরূপ নায়ক ব্যতীত এক বংশীয় কুলক্রমাগত বহুতর নরপতিকে মহাকাব্যের নায়করূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মহাকাশ (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ। (ত্রি) ২ মহাদীপ্তিযুক্ত।

মহাকালী (স্ত্রী) মতজৈনদিগের দেবতাভেদ।

মহাকাশ্যপ (পুং) গৌতম বুদ্ধের শিষ্যভেদ।

মহাকীটপর্ব্বত (পুং) গন্ধমাদনের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বতভেদ।

মহাকুণ্ড (পুং) শিবানুচরভেদ।

মহাকুমার (পুং) যুবরাজ। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মহাকুমুদা, (স্ত্রী) মহতী চাসৌ কুমুদা চেতি কর্মধা০। কাশ্মরী, গম্ভারী।

মহাকুম্ভী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ কুম্ভী চেতি। কট্‌ফল।

মহাকুক্কুটমাংসতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, কাথার্থ মাষকলাই ৪ সের, দশমূল ৬।০ সের, বেড়েলামূল ২৫ পল, কেতকীমূল ২৫ পল, কুক্কুটমাংস ৩০ পল, ঝাটিমূল ২৫ পল, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। কল্কার্থ জীবকাদি অষ্টবর্গ, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, কুড়, মারকলায়, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল, শুল্‌ফা, বিট্‌, সৈন্ধব এবং শাম্ভর লবণ, পিপুল, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী, ইন্দ্রযব, শতমূলী, শটী, শুঁঠ, পিপুল, মুথা, পুনর্ণবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শতমূলী, বৃহতী, ও কণ্টকারী প্রত্যেকে ২ তোলা। পরে তৈলপাকের বিধানানুসারে ইহা পাক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে পক্ষাঘাত, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অল্পতা, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বধিরতা, কর্ণনাদ, দণ্ডাপতানক, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, সূতিকারোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি ও বাতরক্ত প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া আশু উপশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না০ বাতব্যাধিরোগাধি০)

মহাকুল (ত্রি) মহৎ কুলং বংশোঽস্য। ১ উত্তমকুলজাত। পর্য্যায়—কুলীন, আর্য্য, সভ্য, সজ্জন, সাধু, কুল্য, অভিজাত, কৌলেয়ক, জাত্য, মাহাকুল, কৌলেয়, কৌলেয়ক, কুলজ, সাধুজ, কুলশ্রেষ্ঠ। (শব্দরত্না০)

(ক্লী) ২ উত্তম কুল, উত্তম বংশ।

"দ্বয়োরালোকিতং চিরং জন্মৈকস্মিন্ মহাকুলে।"(রাজতর০ ৩৬১)

মহাকুলীন (ত্রি) মহাকুলস্য অপত্যং মহাকুল (মহাকুলাদঞ্ খঞৌ। পা ৪।১।১৪১) ইতি পক্ষে খ। মহাকুল।

"মহাকুলীন ঐক্ষাকে বংশে দাশরথির্মম।
পিতুঃ প্রিয়ঙ্করো ভর্তা ক্ষেমকারস্তপস্বিনাম্॥" (ভট্টি ৫।৭৭)

স্ত্রিয়াং টাপ্। মহাকুলীনা।

"সীতে মহাকুলীনাসি ধর্ম্মে চ নিরতা সদা।" (রামা০ ২।২৮।৩)

মহাকুষ্ঠ (ক্লী) মহচ্চ তৎ কুষ্ঠঞ্চেতি। বৃহৎ কুষ্ঠরোগ। এই কুষ্ঠ সাত প্রকার। "পূর্ব্বত্রিকং তথা সিধ্মং ততঃ কাকণকং তথা। পুণ্ডরীকর্ক্ষজিহ্বে তু মহাকুষ্ঠানি সপ্ত চ॥" (ভাবপ্র০) কাপাল, উদুম্বর, মণ্ডল, সিধ্ম, কাকণক, পুণ্ডরীক এবং ঋক্ষজিহ্ব এই ৭টী মহাকুষ্ঠ।

কাপাল-কুষ্ঠলক্ষণ—চর্ম্মের উপরি খাপরার ন্যায় কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ ও ঈষৎ অরুণ বর্ণ, রুক্ষ, কর্কশ এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত চিহ্নের উৎপত্তি হইলে তাহাকে কাপাল কুষ্ঠ কহে। এই রোগ দুশ্চিকিৎস্য।

ঔদুম্বর—যে কুষ্ঠ যজ্ঞডুম্বুরের ন্যায় রক্তবর্ণ, দাহ, বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত এবং উহার উপরিস্থ লোম কপিল বর্ণ হয়, তাহার নাম ঔদুম্বর।

মণ্ডল—যে কুষ্ঠ কিঞ্চিৎ শ্বেত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ; স্থির, আর্দ্রভাবাপন্ন ও স্নিগ্ধ হয় এবং উচ্চ মণ্ডলাকারে উত্থিত হইয়া পরস্পর মিলিত থাকে, তাহাকে মণ্ডলকুষ্ঠ কহে।

সিধ্ম—যে কুষ্ঠের চর্ম্ম অলাবুপুষ্পের ন্যায় শ্বেত ও তাম্রবর্ণ এবং ঘর্ষণ করিলে যাহা হইতে ধূলীর ন্যায় বাহির হয়, তাহার নাম সিধ্মকুষ্ঠ। এই রোগ প্রায়ই বক্ষঃস্থলে হইয়া থাকে।

কাকণক—যে কুষ্ঠের বর্ণ গুঞ্জাফলের ন্যায়, মধ্যে রক্ত ও পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ বা মধ্যে কৃষ্ণ ও পার্শ্বে রক্তবর্ণ এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা থাকে, তাহাকে কাকণক কুষ্ঠ কহে। এই কুষ্ঠ ত্রিদোষের অতিশয় প্রকোপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পুণ্ডরীক—যে কুষ্ঠে উদ্গত মণ্ডলসমূহ রক্তপদ্মের পাতার ন্যায় শ্বেত ও রক্তবর্ণ হয়, তাহার নাম পুণ্ডরীক-কুষ্ঠ।

ঋক্ষজিহ্ব—যে কুষ্ঠের মণ্ডলসমূহ ভল্লুকের জিহ্বার আকৃতির ন্যায় কর্কশ, বেদনাযুক্ত এবং অন্তে রক্ত ও মধ্যে শ্যামবর্ণ হয়, তাহাকে ঋক্ষজিহ্ব কহে। এই সপ্তপ্রকার মহাকুষ্ঠ। (ভাবপ্র০)

[বিশেষ বিবরণ কুষ্ঠরোগ শব্দে দেখ।]

কুষ্ঠরোগ দুশ্চিকিৎস্য। তাহাতে মহাকুষ্ঠ একরূপ অসাধ্য বলা যাইতে পারে। এই রোগ মহাপাতকজ। যাহার এই রোগ হয়, সে প্রথমে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক এই রোগের চিকিৎসা করিবে। দৈব দ্বারাই যদি এই রোগের প্রতিকার হয় ভালই, নচেৎ চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্যের আশা কম। যদি কাহারও এই রোগে মৃত্যু হয় এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দাহাদি করিতে হইবে। যদি না হয়, তবে যাঁহারা এই শবদাহাদি করিবেন, তাঁহাদিগকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

মহাকূট, প্রাচীন জনপদভেদ। (হিমবৎখ০)

মহাকূটেশ্বর, শিলালিপি-বর্ণিত একটী প্রাচীন নগর।

মহাকূপ (পুং) মহাংশ্চাসৌ কূপশ্চেতি। বৃহৎ কূপ, পর্য্যায়—অরঘট্ট। (জটাধর)

মহাকূর্ম্ম (পুং) নরপতিভেদ। (হরিবংশ)

মহাকূল (ত্রি) উচ্চবেলাভূমি-সমন্বিত। (নিরুক্ত ৯।২৬)

মহাকৃচ্ছ্র (ক্লী) ১ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র। ২ বরুণ নামান্তর। (ভারত শান্তিপ০)

মহাকৃত্যাপরিমল (পুং) মন্ত্রবিশেষ।

মহাকৃষ্ণ (পুং) ১ দর্ব্বীকর সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অ°) ২ মূষিকবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৬ অ°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ কৃষ্ণাপরাজিতা। (বৈদ্যকনি°)

মহাকেতু (ত্রি) ১ দীর্ঘপতাকাযুক্ত। ২ শিব। (ভারত ১৩৷১৬)

মহাকেশ (ত্রি) ১সুবৃহৎ কেশশালী। ২শিব। (ভারত ১৩৷৬০১)

মহাকেশরী, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—স্বর্ণ, বঙ্গ, কান্তলৌহ, পারদ, মুক্তা, দারুচিনি, ছোট এলাচি, তেজপত্র, ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তৎপরিমাণ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া দুই মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে তিন দিনে শুক্রমেহ এবং পুরাতন মধুমেহ নষ্ট হয়। ইহাতে পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। (রসেন্দ্রসারস° সোমরোগাধি°)

মহাকোট, একটী প্রাচীন নগর। (বৃ° নীল)

মহাকোশ (পুং) ১ সুবৃহৎ কোশযুক্ত (Scrotum) ২ শিব। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৩ নদীভেদ। ৪ মতঙ্গজগণের দেবতাভেদ।

মহাকোশফলা (স্ত্রী) মহান্ কোশঃ ফলে যস্যাঃ। দেবদালী লতা। (রাজনি°) চলিত দেয়াতাড়া।

মহাকোশাতকী (স্ত্রী) (Luffa ægyptiaca, syn. Pentandra) মহতা চাসৌ কোশাতকী চেতি। হস্তিঘোষা, হস্তিকোশাতকী, চলিত ধুন্দুল। হিন্দী—নেনুয়া, তৈলঙ্গ—এনুগবীর, উৎকল—তরতি। গুণ—স্নিগ্ধ, রক্ত-পিত্ত ও বায়ু-দোষনাশক। পর্য্যায়—

"মহাকোশাতকী প্রোক্তা হস্তিঘোষা মহাফলা।
ধামার্গবো ঘোষকশ্চ হস্তিপর্ণশ্চ সংস্মৃতঃ॥" (ভাবপ্র°)

মহাকৌষীতক (ক্লী) আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রোক্ত বৈদিক গ্রন্থবিশেষ। মহাকোষাতকা নামে প্রচলিত।

মহাকৌষ্ঠীল (পুং) গৌতম বুদ্ধের শিষ্যভেদ।

মহাক্রতু (পুং) রাজসূয়, অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞ।

মহাক্রম (ত্রি) বিষ্ণুর নামান্তর।

মহাক্রোধ (ত্রি) ১ মূর্ত্তিমান্ ক্রোধের সদৃশ। ২ শিব, ধূর্জ্জটী।

মহাক্লীতন (পুং) শালপর্ণী, চলিত শালপাণি। (বৈদ্যকনি°)

মহাক্লীতনিকা (স্ত্রী) শালপর্ণী। (বৈদ্যকনি°)

মহাক্ষ (পুং) ১ মহাদেব। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩৷১৪৯৷৫১)

মহাক্ষত্রপ (পুং) ১ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রপ। রাজোপাধিবিশেষ। [ক্ষত্রপ-রাজবংশ দেখ।]

মহাক্ষার (পুং) তেজস্কর ক্ষারবিশেষ।

মহাক্ষীর (পুং) ইক্ষুবৃক্ষ।

মহাক্ষপণক, কাশ্মীরবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি অনেকার্থধ্বনমঞ্জরী ও একাক্ষরকোষ নামে দুই খানি অভিধান প্রণয়ন করেন।

মহাক্ষেত্র, কালিকাপুরাণ-বর্ণিত তীর্থভেদ। স্বমদনা নদীর পূর্ব্বে এবং ব্রহ্মক্ষেত্র তীর্থের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে আদিত্য নামে ভৈরবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবমন্দিরের পূর্ব্বদিকে ত্রিস্রোতা নামে নদী এবং কপোত ও করুণ নামে দুইটা কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডদ্বয়ে স্নান করিয়া নিকটবর্ত্তী বিভ্রাট পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক সূর্য্যপূজা করিলে অশেষবিধ পুণ্যলাভ ও সূর্য্যলোকে গতি হয়। (কালিকাপু°)

মহাক্ষোভ, (ত্রি) বৌদ্ধমতে অত্যুর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মহাখদির ঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃত ১৬ সের, কাথার্থ খদিরছাল ৫০০ পল, শিশু গাছের ছাল ১০০ পল, আসন ছাল ১০০ পল, করঞ্জছাল, নিমছাল, বেতসছাল, ক্ষেত্রপর্পটী, কুড়চীছাল, বাসকছাল, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শোণালুফল, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, তেউড়ী, ও ছাতিমছাল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৫০ পল ও জল ৬৪০ সের, শেষ ৮০ সের; কল্কার্থ ছাতিমছাল, আতাইচ, সোন্দাল, কটুকী, আকনাদিমূল, মুতা, বেণারমূল, ত্রিফলা, পলতা, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশশা, শতমূলী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসকছাল, মূর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, চিরেতা, যষ্টিমধু, ও বলাডুমুর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক পল। পরে ঘৃতপাকের নিয়মানুসারে এই ঘৃত পাক করিতে হইবে। এই ঘৃতসেবনে কুষ্ঠরোগ নিরাকৃত হয়। (চরক চিকিৎসা ৭ অ°)

মহাখর্ব্ব (পুং) সংখ্যাভেদ। শত খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব হয়।

মহাখল্লন (পুং) সম্প্রদায়ভেদ। মহাখল্লব পাঠও দৃষ্ট হয়।

মহাখাত (ত্রি) ১ বিস্তৃত খাতযুক্ত। ২ সুপ্রাচীন খাতাদি।

মহাখ্যাত (ত্রি) বিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ।

মহাগ (ত্রি) মহান্ উচ্চগতিযস্য। উন্নত। বর্দ্ধনশীল।

মহাগঙ্গা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত)

মহাগজ (পুং) পৃথিবীর আশ্রয়ভূত হস্তিভেদ। দিক্‌করী। (ভাগবত ৮।৫।৪৬)

মহাগণ (পুং) ১ মহাসমুদ্র। ২ লোকসঙ্ঘ। ভিড়, দঙ্গল। ৩ আতিথিপুঞ্জ।

"জ্যৈষ্ঠে নরেন্দ্র দ্বিজরাজপত্ন্যঃ শস্যানি বৃষ্টিশ্চ মহাগণাশ্চ।
প্রধ্বংসমায়ান্তি নরাশ্চ সৌম্যাঃ সার্দ্ধৈঃ সমেতাশ্চ নিষাদসঙ্ঘাঃ॥" (বৃহৎস° ৫।৭৬)

মহাগণপতি (পুং) ১ গণেশের নামান্তর। ২ শিবানুচর, শিবের পরিচারক।

মহাগণেশ (পুং) গণেশের নামান্তর। গণনায়ক।

মহাগতি (ত্রি) ১ উৎকৃষ্টা গতি বা গমনযোগ্য পন্থা। ২ মহাপথ। (স্ত্রী) ৩ বৌদ্ধমতে অত্যূর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মহাগদ (পুং) মহাংশ্চাসৌ গদশ্চেতি। ১ জ্বর। (রাজনি°) ২ মহারোগ, বাতব্যাধি, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শ, ভগন্দর, অশ্মরী, মূঢ়গর্ভ এবং উদরী এই ৮টী রোগ মহাগদ এবং ইহা দুশ্চিকিৎস্য।

"বাতব্যাধিঃ প্রমেহশ্চ কুষ্ঠমর্শো ভগন্দরঃ।
অশ্মরী মূঢ়গর্ভশ্চ তথৈবোদরমুত্তমম্।
অষ্টাবেতে প্রকৃত্যৈব দুশ্চিকিৎস্যা মহাগদাঃ॥"(সুশ্রুত১।৩৩অ°)

২ ঔষধবিশেষ। তেউড়ী, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রক্তা (কুঁচের মূল), লবণবর্গ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, ও মরিচ, এই সকল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত একত্র গোশৃঙ্গের মধ্যে রাখিবে। এই অগদ পান, অঞ্জন, অভ্যঙ্গ ও নস্যে ব্যবহার করিলে বিষদোষ নষ্ট হয়। ইহার নাম মহাগদ। ইহার বীর্য্য অপ্রতিহত ও বিষরোগনাশক। * (ত্রি) মহতী গদা অস্য। ৩ মহাগদাবিশিষ্ট।

"পরামৃষন্তং তপনীয়কল্পং মহাগদং কাঞ্চনচিত্রদংশম্।"
(ভাগবত ৩।১৮।২)

মহাগদমহীরুহ (পুং) বৃক্ষভেদ, চালগমুরার গাছ। (অত্রি)

মহাগন্ধ (পুং) মহান্ গন্ধোঽস্য। ১ কুটজবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ জলবেতস। (শব্দচ°) (ক্লী) মহান্ গন্ধোঽস্য। ৩ হরিচন্দন। ৪ বোল। (রাজনি°) (ত্রি) ৫ গন্ধযুক্ত।

"তচ্চ কণ্ঠে সমাসজ্য মহাগন্ধং নরাধিপ।
আযযাবন্ধকো যত্র দুরাত্মা বলদর্পিতঃ॥"(হরিব° ১৪৩।৪৪)

মহাগন্ধক (ক্লী) ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী— পারদ ২ তোলা, ও গন্ধক ২তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিতে হইবে, ঐ কজ্জলী কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া কাদার মত করিয়া লৌহপাত্রে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিবে, পরে তাহার সহিত জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ ও নিমপাতা প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ এই ঔষধ একখানি ঝিনুকের মধ্যে স্থাপিত ও অপর আর এক খানি ঝিনুক উহার উপরিভাগে আচ্ছাদিত করিয়া কলাপাতে জড়াইয়া ও কাদা দিয়া লেপন করিয়া ঘুটের অগ্নিতে পুটপাকে পাক করিতে হইবে। ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে উহা তুলিয়া লইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া লইতে হইবে। ইহার মাত্রা ৬ রতি। রোগের অবস্থা অনুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা সেবনে গ্রহণী, অতীসার, সূতিকা রোগ এবং জ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলী গ্রহণী-রোগাধিকা°)

মহাগন্ধা (স্ত্রী) মহান্ গন্ধো যস্যাঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ নাগবলা। ২ কেবিকাপুষ্প। (রাজনি°) ৩ চামুণ্ডা।

"চামুণ্ডা চর্চ্চিকা চর্ম্মমুণ্ডা মার্জ্জারকর্ণিকা।
কর্ণমোটী মহাগন্ধা ভৈরবী চ কপালিনী॥" (হেম ২।১২০)

মহাগয় (ত্রি) মহদ্দেবতা কর্ত্তৃক গেয় বা যজ্ঞগৃহযুক্ত (অগ্নি)।

"পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ তমীমহে মহাগয়ং" (ঋক্ ৯।৬৬।২০)

'মহাগয়ং মহদ্ভির্দেবাদিভিরপি-গীর্ভির্গাতব্যং মহান্তি প্রভূতানি যজ্ঞগৃহাণি বা যস্য স তথোক্তঃ তং অগ্নিং' (সায়ণ)

মহাগর্ত্ত (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৯৯)

মহাগর্ভ (পুং) ১ শিব। ২ মহোদর। ৩ দানবভেদ।

মহাগল (ত্রি) দীর্ঘগ্রীব। যাহার গলা উষ্ট্র বকাদির ন্যায় লম্বা।

মহাগব (পুং) মহাংশ্চাসৌ গৌশ্চেতি (গোরতদ্ধিতলুকি। পা ৫।৪।৯২) ইতি সমাসান্তষ্টচ্, গোসদৃশত্বাদস্য তথাত্বং। গবয়, গলকম্বলশূন্য গোসদৃশ পশু। [গবয় দেখ]

"বনগোর্গবয়ঃ প্রোক্তো বলভদ্রো মহাগবঃ॥" (রাজনি°)

মহাগিরি (পুং) মহান্ গিরিস্তদাখ্যোপাধিযস্য, যদ্বা মহান্ গিরিরিব। জৈনদিগের দশপূর্ব্বিভেদ।

"মহাগিরি সুহস্ত্যাদ্যা বজ্রান্তা দশপূর্ব্বিণঃ।" (হেম)

মহান্ গিরিঃ। ২ বৃহৎপর্ব্বত। ৩ দানববিশেষ। (হরিব° ৩।৮৬)

মহাগীত (ত্রি) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৮১)

মহাগুণ (ত্রি) ১ শ্রেষ্ঠগুণ। ২ উত্তম গুণবিশিষ্ট। ৩ আচার্য্যভেদ।

মহাগুদ (পুং) কফজ ক্রিমিবিশেষ। (চরক চিকি° ৭ অ°)

মহাগুরু (পুং) মহাংশ্চাসৌ গুরুশ্চেতি। অতিগুরু। পুরুষের পিতা, মাতা এবং আচার্য্য, অদত্তা কন্যার পিতা ও মাতা, এবং দত্তাকন্যার স্বামীই কেবল মহাগুরু।

মহাগুরু-নিপাতে অর্থাৎ মহাগুরুর মৃত্যু হইলে অক্ষারলবণভোজন ও অঙ্গাস্পর্শ এই দুই বিষয়ে অশৌচের গুরুত্ব হইয়া থাকে, অর্থাৎ কাহাকেও স্পর্শ না করা এবং অক্ষারলবণ ভোজন এই দুইটী বিশেষরূপে পালনীয়। আচার্য্য, মহাগুরু হইলেও তাঁহার মৃত্যুতে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়, এইজন্য পূর্ব্বোক্ত বিধান আচার্য্য সম্বন্ধে নহে। পিতা, মাতা ও দত্তাকন্যার স্বামিসম্বন্ধেই পূর্ব্বোক্ত নিয়ম।

* "ত্রিবৃদ্ বিশল্যো মধুকং হরিদ্রে রক্তা নরেন্দ্রো লবণঞ্চ বর্গঃ।
কটুত্রিকং চৈব বিচূর্ণিতানি শৃঙ্গে নিদধ্যান্মধুসংযুতানি।
এষো হগদো হন্তি বিষং প্রযুক্তঃ পানাঞ্জনাভ্যঞ্জননস্যযোগাৎ।
অবার্য্যবীর্য্যো বিষবেগহন্তা মহাগদো নাম মহাপ্রভাবঃ।"
(সুশ্রুত কল্প° ৫ অ°)

"ব্রহ্মপুরুষস্যাতিগুরবো ভবন্তি, মাতা পিতা আচার্য্যশ্চেতি, ইতি বিষ্ণুসূত্রং" পত্যুর্মহাগুরুত্বমাহ—

"নান্যো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বৈ কুলস্ত্রিয়াঃ।

পতির্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং গুরুরেব চ॥"

শাতাতপঃ—"গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।

পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥"

একপদেন দত্তস্ত্রীণাং পিতৃমাতৃব্যাবৃত্তিঃ। সপিণ্ডমরণং প্রকৃত্য-আশ্বলায়নঃ—ত্রিরাত্রং অক্ষারলবণাশিনঃ স্যুর্দ্বাদশরাত্রং মহাগুরুষু। আচার্য্যশ্চ—

উপনীয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ। ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তঃ, তন্মরণে ত্রিরাত্রাশৌচস্যৈব নৈতাদৃশ নিয়মঃ।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

মহাগুরুর মৃত্যুর পর এক বৎসর পর্য্যন্ত কালাশৌচ হয়। সপিণ্ডীকরণ হইলে এই অশৌচ নিবৃত্তি হয়। যদি এক বৎসরে সপিণ্ডীকরণ না হয়, তাহা হইলে যতদিন না সপিণ্ডীকরণ হইবে, ততদিনই অশৌচ থাকিবে। যদি কাহারও এক বৎসর মধ্যে অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ হয়, তাহা হইলে সপিণ্ডীকরণের পরই কালাশৌচ নিবৃত্তি হইবে। 'যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ' শাস্ত্রোক্ত এই বাক্য দ্বারা ইহা বুঝায় যে, এক বৎসরই বিহিত কাল, এই জন্যই বৎসর অভিহিত হইয়াছে। বিশেষ বিধানানুসারে যখন সপিণ্ডীকরণ হইবে, তখনই অশৌচ যাইবে। মহাগুরুনিপাতে কোন কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। ইহা ভিন্ন আর্ত্বিজ্য, অর্থাৎ ঋত্বিকের কার্য্য, পৌরোহিত্য, ব্রহ্মচর্য্য, অন্যব্যক্তির শ্রাদ্ধ, পরান্নভোজন, গন্ধ, মাল্য, মৈথুন, তীর্থযাত্রা, বিবাহ, অধ্যাপন, তর্পণ, শিবপূজা, ব্রহ্মযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ এবং দৈবকার্য্য এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিশেষ নিষিদ্ধ।

"মহাগুরুনিপাতে চ কাম্যং কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ।

আর্ত্বিজ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ॥

অন্যশ্রাদ্ধং পরান্নঞ্চ গন্ধং মাল্যঞ্চ মৈথুনং।

বর্জ্জয়েদ্ গুরুপাতে চ যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ॥

তীর্থযাত্রাং বিবাহঞ্চাধ্যাপনং তর্পণন্তথা।

সংবৎসরং ন কুর্ব্বীত মহাগুরুনিপাতনে॥

অপিচ—বিশেষতঃ শিবপূজাং প্রমৃতপিতৃকো দ্বিজঃ।

যাবদ্ বৎসরপর্য্যন্তং মনসাপি ন চাচরেৎ॥

মহাগুরুনিপাতে তু কাম্যং কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ।

আর্ত্বিজ্যং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ শ্রাদ্ধং দেবযুতঞ্চ যৎ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

মহাগুল্মা (স্ত্রী) মহান্ গুল্মো যস্যাঃ। সোমবল্লী। (রাজনি॰)

মহাগুহা (স্ত্রী) মহতী গুহা যস্যাঃ। পৃশ্নিপর্ণী। (রাজনি॰)

মহাগৃষ্টি (স্ত্রী) উচ্চ ককুদ্‌যুক্তা গাভী।

মহাগোধূম (পুং) মহাংশ্চাসৌ গোধূমশ্চেতি। বৃহদ্ গোধূম।

"গোধূমঃ সুমনোঽপি স্যাত্রিবিধঃ স চ কীর্ত্তিতঃ।

মহাগোধূম ইত্যাখ্যঃ পশ্চাদ্দেশাৎ সমাগতঃ॥" (ভাবপ্র॰)

গোধূমের অপর নাম সুমন। গোধূম তিন প্রকার, যাহা বড় বড়, তাহাকে মহাগোধূম কহে, ইহা পশ্চিমদেশে উৎপন্ন হয়। ইহার গুণ—মধুর রস, শীতবীর্য্য, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, গুরু, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, ভগ্নসন্ধানকারক, সারক, ওজোগুণবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণের হিতকর, রুচিজনক এবং শরীরের স্থিরতাসম্পাদক। গোধূমকে যে কফজনক বলা হইল, সেই কফকারিতা-শক্তি নূতন গোধূমে আছে, পুরাতন গমে নাই। (ভাবপ্র॰)

[গোধূম ও গম দেখ]

মহাগোপা (স্ত্রী) শারিবা, চলিত অনন্তমূলা। (বৈদ্যকনি॰)

মহাগৌরী (স্ত্রী) ১ নদীভেদ, এই নদী বিন্ধ্যাদ্রি হইতে বাহির হইয়াছে।

"করতোয়া মহাগৌরী দুর্গা চান্তঃশিরা তথা।

বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তা নদ্যঃ পুণ্যজলাঃ শুভাঃ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু॰ ৫৭।২৫) ২ দুর্গা।

মহাগ্রন্থিক (ত্রি) দৃঢ়বন্ধনকারী। যে সকল ঔষধ সেবন করাইলে রোগ গ্রন্থিবন্ধনবৎ আট্‌কাইয়া যায়, আর প্রবেশ করিতে পারে না। ২ শতগ্রন্থিযুক্ত কীটভেদ (কেন্নো প্রভৃতি)।

মহাগ্রহ (পুং) রাহুগ্রহ।

মহাগ্রাম (পুং) ১ মহাজনসঙ্ঘ। (ঋক্ ১০।৭৮।৬) ২ কাশ্মীরস্থ গ্রামভেদ। (রাজতর॰ ২।১৩৩) ৩ সিংহলদ্বীপের প্রধান রাজধানী।

মহাগ্রীব (পুং) মহতী দীর্ঘা গ্রীবা কন্ধরা যস্য। ১ উষ্ট্র। ২ শিব, মহাদেব।

"মহানাসো মহাকম্বুর্মহাগ্রীবঃ শ্মশানভাক্।" (ভারত ১৩।১৭।৮৬)

৩ শিবানুচর ভূতবিশেষ। (হরিব॰ ১৪৩) ৪ দেশবিশেষ ও তদ্দেশবাসী লোক।

"ব্যাঘ্রগ্রীবা মহাগ্রীবাস্ত্রৈপুরাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।" (মার্কপু॰ ৫৮।১৭)

(ত্রি) ৫ বৃহদ্ গ্রীবাযুক্ত।

মহাগ্রীবিন্ (পুং) উষ্ট্র।

মহাঘট (পুং) জলপাত্রবিশেষ। "যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুলোকস্থ প্রবিশন্তি মহাঘটে।" (রুদ্রযামল)

মহাঘস (পুং) ভোজনপটু শিবানুচরভেদ।

মহাঘাস (পুং) মহতো দেশস্য মহত্যা ভূমের্বা ঘাসঃ মহদ্ দেশ বা। মহতীভূমির ঘাস।

মহাঘূর্ণা (স্ত্রী) মহতী ঘূর্ণা শরীরভ্রমণং যস্যাঃ। সুরা। (শব্দচ॰) মহতী চাসৌ ঘূর্ণা চেতি। ২ অতিশয় ভ্রমি।

মহাঘৃত (ক্লী) পুরাতন ঘৃত, এক শত এগার বৎসরের পুরাতন ঘৃতকে মহাঘৃত কহে। এই ঘৃত বিশেষ উপকারী বলিয়া ইহার নাম মহাঘৃত হইয়াছে। (নকুল ১৩ অ°) ইহার গুণ—কফনাশক, বলকর, পবিত্র, মেধ্য, তিমিরনাশক এবং সর্ব্বভূতহর।

"পেয়ং মহাঘৃতং ভূতৈঃ কফঘ্নং পবনাধিকৈঃ।
বল্যং পবিত্রং মেধ্যঞ্চ বিশেষাত্তিমিরাপহম্।
সর্ব্বভূতহরঞ্চৈব ঘৃতমেতৎ প্রশস্যতে॥" (সুশ্রুত সূ° ৪৫অ°)

মহাঘোর (ত্রি) মহাংশ্চাসৌ ঘোরশ্চেতি। অতিশয় ভয়ানক।
"যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
"তাঞ্চ তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্॥"

মহাঘোষ (ক্লী) মহান্ ঘোষঃ কোলাহলো যস্মিন্। ১ হট্ট, হাট। (মেদিনী) (ত্রি) ২ বৃহচ্ছব্দযুক্ত।
"তেষাং শ্রুত্বা সভাপালো ভেরীং সান্নাহিকীং তথা।
সমাজঘ্নে মহাঘোষাং জাম্বূনদপরিষ্কৃতাম্॥" (ভারত ১।২২১।১১)
(পুং) ৩ অতিশয় ঘোষণ।

মহাঘোষা (স্ত্রী) মহাঘোষ-টাপ্। ১ কর্কটশৃঙ্গী। (শব্দচন্দ্রিকা)।

মহাঘোষস্বররাজ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

মহাঘোষানুগা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবতাভেদ।

মহাঘোষেশ্বর (পুং) যক্ষরাজভেদ।

মহাঙ্গ (পুং) মহান্তি দীর্ঘাণি অঙ্গান্যস্য। ১ উষ্ট্র। ২ গোক্ষুরক। ৩ রক্তচিত্রক। (রাজনি°) (ত্রি) ৪ বৃহদবয়বযুক্ত।
"স্বস্তিদঃ স্বস্তিভাবশ্চ ভাগী ভাগবরো লঘুঃ।
উৎসঙ্গশ্চ মহাঙ্গশ্চ মহাগর্ভপরায়ণঃ॥" (ভারত ১৩।১৭।৮৩)

মহাচক্র (ক্লী) ১ বৃহৎ চক্র। ২ ভবচক্র। (পুং) ৩ দানবভেদ।

মহাচক্রপ্রবেশজ্ঞানমুদ্রা (স্ত্রী) মুদ্রাবিশেষ।

মহাচক্রবর্ত্তিতা (স্ত্রী) সসাগরা ধরার অধীশ্বরত্ব। রাজচক্রবর্ত্তীর কার্য্য।

মহাচক্রবর্ত্তিন্ (পুং) সম্রাট্।

মহাচক্রবাড়[ল](পুং) পর্ব্বতভেদ। (ললিতবিস্তর)

মহাচক্রী (পুং) ১ কুচক্রী। অসদভিপ্রায়ে চক্রান্ত বা মন্ত্রণাকারী। ২ বিষ্ণু।

মহাচঞ্চু (স্ত্রী) মহতী চঞ্চুরগ্রং যস্যাঃ। শাকবিশেষ। পর্য্যায়—বৃহচ্চঞ্চু, বিষারি, সুচঞ্চুকা, স্থূলচঞ্চু, দীর্ঘপত্রী, দিব্যগন্ধা, ইহার গুণ কটু, উষ্ণ, কষায়, মলশোধন, গুল্ম, শূল, উদর, অর্শ ও বিষনাশক এবং রসায়ন। (পুং) ২ বৃহচ্চঞ্চুযুক্ত পক্ষী।

মহাচণ্ড (পুং) মহাংশ্চাসৌ চণ্ডশ্চেতি। ১ যমভৃত্য। যমদূত। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ প্রচণ্ড, ভয়ানক। (পুং) ৩ শিবানুচরভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ চামুণ্ডা।

মহাচতুরক (পুং) চতুর চূড়ামণি।

মহাচন্দনাদি তৈল, যক্ষ্মাদি কাশরোগে ব্যবহার্য্য তৈলৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—তিল তৈল ১৬ সের। কাথার্থ রক্তচন্দন, শালপানি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, মুগানি, মাষানি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, আমলা, শিরীষছাল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, সরলকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধভেদালে, মূর্ব্বামূল, প্রিয়ঙ্গু, উৎপল, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, পদ্মমূল, পদ্মনাল, শালুক প্রভৃতি মিলিত ৫০ পল, শ্বেতবেড়েলা ৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগদুগ্ধ, শতমূলীর রস, লাক্ষারস, কাঁজি ও দধির মাত প্রত্যেকে ১৬ সের এবং হরিণ, ছাগ ও শশক মাংস প্রত্যেক ৮ সের, প্রত্যেকের পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের (কাথ পৃথক্ পৃথক্ হইবে)। পরে কল্কার্থ শ্বেতচন্দন, অগুরু, কাকলা, নখী, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, মৃণাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রক্তোৎপল, তগরপাদুকা, কুড়, ত্রিফলা, পরুষফল, মূর্ব্বামূল, গেঁটেলা, নালুকা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, ধাঁইফুল, বেলশুঁট, রসাঞ্জন, মুথা, শিলারস, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, মৌরী, জীবন্তী, প্রিয়ঙ্গু, শঠী, এলাইচ, কুঙ্কুম, খাটাশী, পদ্মকেশর, রাস্না, জৈত্রী, শুঁট ও ধন্যা প্রত্যেক ৪ তোলা। অতঃপর (বাতরোগোক্ত) মহাসুগন্ধি (লক্ষ্মীবিলাস) তৈলের গন্ধদ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে এই তৈল পাক করিবে। পাকান্তে তৈল নামাইয়া পাত্রে ছাঁকিয়া রাখিবে এবং যথাসময়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কুঙ্কুম, মৃগনাভি ও কর্পূর মিশাইয়া দিবে। এই তৈল বাত ও পিত্তহর, বৃষ্য এবং ধাতুপুষ্টিকর। রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত ও ধাতুদৌর্ব্বল্য-জনিত রোগে এই তৈলমর্দ্দন বিশেষ উপকারক।

মহাচপলা (স্ত্রী) আর্য্যা ছন্দোভেদ।

মহাচমূ (স্ত্রী) সেনাদল। বাহিনী।

মহাচম্পা (স্ত্রী) জনপদভেদ।

মহাচর্য্যা (স্ত্রী) বোধিসত্ত্বের অবলম্বনীয় জীবনপথ।

মহাচল (পুং) মহান্ অচলঃ। মহাপর্ব্বত, বৃহৎ পর্ব্বত।
"দ্বৌলক্ষযোজনা যাম্যৌ মধ্যে তত্র মহাচলৌ।
তয়োর্দক্ষিণতো যৌ তু যৌ তথোত্তরতো গিরী॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৪।১০)

মহাচার্য্য (পুং) ১ আচার্য্যোত্তম। ২ শিব। ৩ অদ্বৈতবিদ্যাবিজয় ও চণ্ডমারুতপ্রণেতা।

মহাচিন্তা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ।

মহাচিত্রপাটল (ক্লী) গুল্মভেদ।

মহাচীন, চীনসাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ। ২ তদ্দেশের অধিবাসী।

মহাচুঞ্চু (পুং) বৃহচ্চুঞ্চু, ক্ষুপ। চলিত বড় চেঁচকো। (রাজনি°)

মহাচুন্দ (পুং) বৌদ্ধসন্ন্যাসিভেদ।

মহাচূড়া (স্ত্রী) স্কন্দানুচর-মাতৃভেদ।

মহাচূত (পুং) মহারাজাম্রবৃক্ষ। (রাজনি°)

মহাচৈতসঘৃত (স্ত্রী) ঘৃতৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—কাথার্থ শণবীজ, তেউড়ী মূল, এরণ্ডমূল, দশমূল, রাস্না, পিপুল, ও সজিনামূল প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কল্কার্থ ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, চিনি, খেজুরমাতী, দ্রাক্ষা, শতমূলী, তালের মাতী, গোক্ষুর এবং স্বল্প চৈতসঘৃতোক্ত রাখালশসার মূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল (নীলসুঁদি), এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িম্ববীজ, নাগেশ্বর, তালিশপত্র, বৃহতী, মালতীর নবপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন, ও পদ্মকাষ্ঠ, এই ২৮ খানি দ্রব্যের মিলিত কল্ক ১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিতে হইবে। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার অপস্মার, ও উন্মাদ রোগ উপশমিত হয়। ইহা শ্বাসকাশহর এবং শুক্রার্ত্তববিশোধক। প্রত্যেহ আবশ্যক মত ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইক্ষুশর্করা ও উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন বিধি।

মহাচ্ছদ (পুং) মহান্ ছদঃ পত্রমস্য। ১ দেবতাড় বৃক্ষ। ২ বৃহৎ পত্র।

মহাচ্ছায় (পুং) মহতী ছায়াঽস্য। ১ বটবৃক্ষ। (ত্রি) ২ বৃহচ্ছায়াযুক্ত।

মহাচ্ছিদ্রা (স্ত্রী) মহাচ্ছিদ্রমস্যাঃ। ১ মহামেঘা। (রাজনি) (ত্রি) ২ বৃহচ্ছিদ্রযুক্ত। (স্ত্রী) ৩ কায়প্রত্যঙ্গরূপ নবদ্বার, শরীরের নবদ্বার। (চরক শারীরস্থা° ৭অ°)

মহাজ (পুং) মহাংশ্চাসৌ অজশ্চেতি। ১ বৃহচ্ছাগ। (ত্রি) ২ মহতো জায়তে ইতি মহৎ জন কর্ত্তরি ড পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ২ মহাকুলোদ্ভব।

মহাজটা (স্ত্রী) মহতী জটাঽস্যাঃ। ১ রুদ্রজটা। (রাজনি°) মহতী জটা। ২ বৃহৎ জটা।

মহাজত্রু (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১০৯)

মহাজন (পুং) মহাংশ্চাসৌ জনশ্চেতি। ১ সাধু।

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং নভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"
(ভারত ৩।৩১২।১১২)

ধার্ম্মিক, বেদ বাক্যে শ্রদ্ধালু ও খ্যাতাপন্ন ব্যক্তি। ২ মন্বাদি। ৩ ধনী, ব্যবসায়ী। ৪ উত্তমর্ণ, যাহারা টাকা ধার দেয়।

"সঙ্গং নৈব হি কশ্চিদস্য কুরুতে সম্ভাষ্যতে নাদরাৎ
সংপ্রাপ্তো গৃহমুৎসবেষু ধনিনাং সাবজ্ঞমালোক্যতে।
দূরাদেব মহাজনস্য বিহরত্যল্পচ্ছদো লজ্জয়া
মন্যে নির্ধনতা প্রকামমপরং ষষ্ঠং মহাপাতকম্॥"
(মৃচ্ছকটিক ১অ°)

মহাজনীয় (ত্রি) বাণিজ্যোপযোগী। মহাজন-সম্পর্কীয়।

মহাজম্বীর (পুং) বৃহজ্জম্বীর বৃক্ষ, চলিত করুণালেবু, হিন্দী বড় নিমু। ইহার ত্বক্—দীপন ও বাতনাশক; তৈল—বাতনাশক; বৃষ—উদরাময়নাশক, রক্তাতীসার এবং পামাদি রোগে হিতকর।

মহাজম্বু (স্ত্রী) মহতী চাসৌ জম্বুশ্চেতি। বৃহজ্জম্বু।

মহাজম্বু (স্ত্রী) মহতী চাসৌ জম্বুশ্চেতি। বৃহজম্বু, বড়জাম গাছ। পর্য্যায় রাজজম্বু, স্বর্ণমাতা, মহাফলা, পিকপ্রিয়া, কোকিলেষ্টা, মহানীলা, বৃহৎফলা। ইহার গুণ উষ্ণ, মধুররস, কষায়, শ্রমনাশক, ঝটিতি আস্যজড়তানাশক, স্বরকর, বিষ্টম্ভী, শোষশমন, ভ্রম ও অতীসারবর্দ্ধক, শ্বাস, কফ এবং কাসনাশক। (রাজনি°)

মহাজন্তু (পুং) শিবানুচরভেদ।

মহাজয় (পুং) ১ নাগভেদ। (ত্রি) ২ জয়শীল। স্ত্রিয়াং টাপ্। দুর্গা।

মহাজয়রাজ, মধ্যভারতের জনৈক সামন্তরাজ।

মহাজব (পুং) মহান্ জবো বেগো যস্য। ১ গবয়। ২শ্রীকারী মৃগ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ অতিবেগযুক্ত।
(ভাগবত ৭।৮।২৮)

স্ত্রিয়াং টাপ্, মহাজবা ৪ নদীভেদ। ৫ কুমারানুচর মাতৃভেদ।
"শশোলূকমুখী কৃষ্ণা খরজঙ্ঘা মহাজবা।"(ভারত ৯।৪৬।২২)।

মহাজাতি (স্ত্রী) মহতী জাতিরস্যা ইতি যদ্বা মহতী জাতিরিব তদাকৃতিত্বাৎ। ১ বাসন্তীপুষ্পলতা। (রাজনি°) মহতী জাতিরিতি। ২ শ্রেষ্ঠবর্ণ।

মহাজাতীয় (ত্রি) মহৎ (প্রকারবচনজাতীয়র্। পা ৫।৩।৬৯) ততঃ (আন্ মহতঃ সমানাধিকরণজাতীয়য়োঃ। পা ৬।৩।৪৬) ইতি মহত আকারাদেশ। মহৎ প্রকার।

মহাজানু (পুং) ১ মহাভারতোক্ত ব্রাহ্মণভেদ। (আদিপর্ব্ব) ২ শিবানুচর ভেদ।

মহাজাবাল, উপনিষদ্ভেদ।

মহাজালী (স্ত্রী) জালয়তি আচ্ছাদয়তীতি জাল আচ্ছাদনে পচাদ্যচ্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্, মহাংশ্চাসৌ জালশ্চেতি স অস্ত্যা অস্তি অর্শ আদ্যচ্, ততঃ ঙীষ্। ১ পীতবর্ণ ঘোষা। (অমর) ২ আবর্ত্তকী লতা। ৩ রাজকোশাতকী। (রাজনি°)

মহাজিহ্ব (পুং) ১ মহাদেব। ২ দৈত্যভেদ। (হরিবংশ)

মহাজ্ঞান (ক্লী) পরম জ্ঞান।

মহাজ্ঞানগীতা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবতাভেদ।

মহাজ্ঞানযুতা (স্ত্রী) মনসা দেবীর নামান্তর।

মহাজ্ঞানিন্ (পুং) ১ সাধু। ২ ভবিষ্যদ্বক্তা। ৩ শিব।

মহাজ্যৈষ্ঠী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ জ্যৈষ্ঠী চেতি। পূর্ণিমাভেদ। নক্ষত্র বিশেষাদিযুক্ত জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রের যোগ হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয়। তিথিতত্ত্বে এইরূপ আছে, এই মহাজ্যৈষ্ঠী ৫ প্রকার যথা—

১। "ঐন্দ্রে গুরু শশীচৈব প্রাজাপত্যে রবিস্তথা।
পূর্ণিমা গুরুবারেণ মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা।
ঐন্দ্রে জ্যেষ্ঠায়াং প্রাজাপত্যে রোহিণ্যাং।" (তিথিত॰)

যদি জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতি বা চন্দ্র এবং রোহিণী নক্ষত্রে রবি থাকেন এবং ঐ দিনিই বৃহস্পতিবার হয়, তাহা হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হইবে। গুরুবার না হইলেও হয়। "বিনা গুরুবারেণাপি।"

২। "ঐন্দ্রে গুরু শশীচৈব প্রাজাপত্যে রবি স্তথা।
পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠমাসস্ত মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা॥"

অনুরাধা নক্ষত্রে যদি বৃহস্পতি বা চন্দ্র থাকে, আর রোহিণী নক্ষত্রে রবি থাকিতে থাকিতে যদি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা হয়, তাহা হইলেও মহাজ্যৈষ্ঠী হয়। ইহাতে বৃহস্পতি বারের কোন আবশ্যক নহে।

৩। "ঐন্দ্রে মৈত্রে যদা জীবস্তৎ পঞ্চদশকে রবিঃ।
পূর্ণিমা শক্রচন্দ্রেণ মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা॥" (তিথিত॰)

জ্যেষ্ঠা ও অনুরাধা নক্ষত্রে যদি বৃহস্পতি থাকেন, ও তাহা হইতে পঞ্চদশ নক্ষত্রে যদি রবি থাকেন, এবং ইন্দ্রদৈবত নক্ষত্রে চন্দ্র থাকিলে যদি জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা হয়, তাহা হইলেও তাহাকে মহাজ্যৈষ্ঠী কহে।

৪। "ঐন্দ্রর্ক্ষে ত্বথবা মৈত্রে গুরুচন্দ্রৌ যদা স্থিতৌ।
পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠমাসস্ত মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা॥" (তিথিত॰)

ঐন্দ্র নক্ষত্র অথবা অনুরাধা নক্ষত্রে গুরু ও চন্দ্র থাকিলে, সেইদিন জ্যেষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয়।

৫। "জ্যৈষ্ঠে সংবৎসরে চৈব জ্যৈষ্ঠমাসস্ত পূর্ণিমা।
জ্যেষ্ঠাভেন সমাযুক্তা মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা॥" (তিথিত॰)

যে বৎসর ষষ্টি সংবৎসরের মধ্যে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকেও মহাজ্যৈষ্ঠী বলা যায়।

এই মহাজ্যৈষ্ঠী অতিশয় পুণ্য দিন, এই দিনে তীর্থাদিতে স্নান দানাদি করিলে অশেষ পুণ্য-সঞ্চয় হয়। বিশেষতঃ এই দিনে ভগবান্ পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলে বিষ্ণুলোকে গতি এবং গঙ্গাস্নানে মোক্ষ লাভ হয়।

"মহাজ্যৈষ্ঠ্যান্তু যঃ পশ্যেৎ পুরুষঃ পুরুষোত্তমম্।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি মোক্ষং গঙ্গাম্বুমজ্জনাৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

মহাজ্যোতিষ্মতী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ জ্যোতিষ্মতী চেতি। স্বনামখ্যাতলতা, চলিত বড় লতা-ফট্‌কী. হিন্দী—বড়ী মালকাংণী, সংস্কৃত পর্য্যায়—তেজোবতী, বহুরসা, কনকপ্রভা, তীক্ষ্ণা, সুবর্ণনকুলী, লবণা, অগ্নিদীপ্তা, তেজস্বিনী, সুরলতা, অগ্নিফলা, অগ্নিগর্ভা, কঙ্গুনী, শৈলসুতা, সুতৈলা, সুবেগা, বায়সী, তীব্রা, কাকাণ্ডী, বায়সাদনী, পীলতা, শ্রীলতা, সৌম্যা, ব্রাহ্মী, লবণকিংশুকা, পারাবতপদী, পীতা, পীততৈলা, যশস্বিনী, মেধ্যা, মেধাবতী, ও ধীরা। ইহার গুণ—তিক্ততর, রুক্ষ, কিঞ্চিৎ কটু, বাতকফাপহ, দাহপ্রদ, দীপন, মেধা ও প্রজ্ঞাকারক। (রাজনি॰)

মহাজ্যোতিঃ (পুং) ১ শিব। (ত্রি) ২ জ্যোতির্বিশিষ্ট।

মহাজ্বরাঙ্কুশ (পুং) বিষম জ্বরাধিকারে রসৌষধবিশেষ ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—শোধিত পারা ॥॰ তোলা, শোধিত বিষ ॥॰ তোলা, শোধিত গন্ধক ॥॰, শোধিত ধুস্তূরবীজ ১॥॰ তোলা, স্বর্ণজীবন্তী ৬ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার অনুপান গোড়ালেবুর বীজ ও আদার রস।' এই ঔষধ সেবন করিলে ত্রিদোষজ জ্বর, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক এবং চাতুর্থিক প্রভৃতি সমস্ত বিষম জ্বর ও জীর্ণ জ্বর নষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ জ্বরাধিকার)

২ অন্যবিধ—পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, অভ্র, গেরিমাটী, সোহাগা ও দন্তিবীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মর্দ্দন করিয়া গোড়ালেবুর রস, তুলসীপত্রেরস, চিতাপত্র রস, সিদ্ধিপত্র রস এবং তেঁতুলপত্র রস এই সকল রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া পরে ছায়ায় শুকাইতে হইবে। এই ঔষধের বটিকা ছোলার ন্যায় হইবে। চিকিৎসক দোষের বলাবল দেখিয়া অনুপান স্থির করিবেন। এই ঔষধ সেবন করিলে নানা প্রকার জ্বর আশু নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না॰ জ্বরাধি॰)

মহাজ্বাল (পুং) মহতী জ্বালা শিখা অস্য। ১ হোমাগ্নি। (হেম) ২ নরক বিশেষ।

"সুষাং সুতাঞ্চাপি গত্বা মহাজ্বালে নিপাত্যতে।"(বিষ্ণুপু॰২।৬।১২)

পুত্রবধূ বা কন্যাগমন করিলে এই ভয়ঙ্কর জ্বালাবিশিষ্ট নরকে পতিত হইয়া থাকে। ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।২৭।৮১)

মহাজ্বালা (স্ত্রী) মহতী জ্বালা দীপ্তির্যস্যাঃ। ১ জৈনদিগের বিদ্যাদেবী বিশেষ। (হেম) মহতী জ্বালা। ২ বৃহদগ্নিশিখা।

মহাগ্নি (ত্রি) মহদগ্নি যস্য। বৃহৎ পুণ্ড্রযুক্ত। "কৃষ্ণাগ্নি-রগ্নাগ্নির্মহাগ্নিঃ" (শুক্লযজু• ২৪।৪) 'কৃষ্ণাগ্নিঃ কৃষ্ণপুণ্ড্রঃ মহাগ্নি মহদগ্নি যস্য, স তথা' (বেদদীপ)

মহাটবি (পুং স্ত্রী) ১ দেশভেদ। (বৃহৎস• ১৪।১৩) ২ তদ্দেশ-বাসী লোক।

মহাড়, (মহাদ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোলাবাজেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৫৯ বর্গ মাইল। এখানকার অধিকাংশ স্থানই পার্ব্বত্য উপত্যকা ও বন্য বিভাগে পূর্ণ। একমাত্র মহাবলেশ্বর গিরি শৃঙ্গের শোভা সাধারণের নয়ন আকৃষ্ট করিতে সমর্থ। সাবিত্রী নাম্নী একটী স্রোতস্বিনী এখানে প্রবাহিত থাকিয়া শস্যক্ষেত্র ও উদ্যানাদির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর, অক্ষা• ১৮°৬´ উঃ এবং দ্রাঘি• ৭৩°২৯´ পূঃ। সাবিত্রী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এই নগরের ১ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে পালের বিখ্যাত বৌদ্ধ-গুহা-মন্দির অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ উহাকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া মনে করেন। পর্ত্তুগীজপ্রবর ডি-ক্যাস্‌ট্রো ১৫৩৮খৃষ্টাব্দে এই স্থানের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া যান। মহারাষ্ট্র-রাজধানী রায়গড়ের নিকটে থাকায় এই নগরে সকল সময়েই মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারগণের গতিবিধি হইত। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মহাড়-নগর দুর্গাদিতে সুশোভিত ও ধন জনে পূর্ণ থাকে। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এখানে নানাফড়-নবিশ, বাজিরাও ও ইংরাজের যে সন্ধি হয়, তদনুসারে বাজিরাও পেশবা পদ এবং নানা তাহার মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া-ছিলেন, ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হোলকর কর্তৃক পুণা আক্রান্ত হইলে, পেশবা মহাড়ে আসিয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই নগর ইংরাজাধিকারে আইসে।

এখানে সমুদ্রোপকূল-বাণিজ্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মলবার, গোয়া, কোঙ্কণ ও বোম্বাই প্রদেশের যাবতীয় পণ্য দ্রব্য সমুদ্রপথে আসিয়া সাবিত্রী-মুখে পতিত হয়। আমদানী দ্রব্যের কতকাংশ গিরিপথ বাহিয়া দক্ষিণ ভারতেও প্রেরিত হইয়া থাকে। মহাবলেশ্বরে যাইবার জন্য এখান দিয়া একটা প্রশস্ত রাস্তা গিয়াছে।

মহাড়কর, জনৈক প্রাচীন টীকাকার।

মহাঢ্য (পুং) মহান্ আঢ্যঃ শোভাসম্পন্নঃ। ১ কদম্ব। (রাজনি•) (ত্রি) ২ অতিশয় ধনযুক্ত, ধনী।

"ততঃ প্রভৃতি চৈতস্যাং বারাণস্যামুবাস সঃ।
অভ্যর্থিতো মহাঢ্যস্য তস্যৈব বণিজো গৃহে॥"
(কথাসরিৎসাগর ২৫।১১৮)

মহাতত্ত্ব (ক্লী) জ্ঞানতত্ত্ব। সাংখ্যোক্ত দ্বিতীয় তত্ত্ব।

মহাতত্ত্বা (স্ত্রী) দুর্গাদেবীর অনুচরী বিশেষ।

মহাতপঃসপ্তমী, ১ কৃচ্ছ্রসাধ্য সপ্তমী যাগভেদ। ২ উৎসবভেদ।

মহাতপন (পুং) নরকভেদ।

মহাতপস্ (ত্রি) ১ ঘোর তপস্যাকারী। ২ বিষ্ণু। ৩ মুনি-বিশেষ। ৪ সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যাদ্রি• ৩৪।২০)

মহাতমঃপ্রভা (স্ত্রী) মহতী তমসাং প্রভা প্রকাশো যস্যাং। নরকবিশেষ, এই নরক ঘোর তমসাচ্ছন্ন।

'ঘনোদধিঘনবাততনুবাতনভঃস্থিতাঃ।
রত্নশর্করাবালুকা পঙ্কধূমতমঃপ্রভাঃ।
মহাতমঃপ্রভা বেত্যাধোঽধো নরকভূময়ঃ॥' (হেম)

মহাতমস্ (ক্লী) অবিদ্যা, অবিদ্যা হইতেই তামিস্র,অন্ধতামিস্র, মহাতমঃ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

"সোঽনুবিষ্টো ভগবতা যঃ শেতে সলিলাশয়ে।
লোকসংস্থাং যথাপূর্ব্বং নির্ম্মমে সংস্থয়া স্বয়া॥
সসর্জ্জ ছায়য়া বিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ।
তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমো মোহো মহাতমঃ॥"(ভাগ ৩।২০।১৮)

মহাতরু (পুং) মহাংশ্চাসৌ তরুশ্চেতি। ১ স্নুহীবৃক্ষ। মহাকবি কালিদাস স্নুহীবৃক্ষের এইরূপ বক্রোক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন—"তরবঃ পারিজাতাদ্যাঃ স্নুহীবৃক্ষো মহাতরুঃ।" ২ বৃহদ্‌বৃক্ষ, বড়গাছ।

মহাতল (ক্লী) মহচ্চ তৎ তলঞ্চেতি। পাতাল বিশেষ। সপ্ত পাতালের মধ্যে পঞ্চম পাতাল।

'অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ তলাতলম্।
মহাতলঞ্চ সুতলং সপ্তমঞ্চ রসাতলম্॥' (শব্দমালা)
"পাতালমেতস্য হি পাদমূলং পঠন্তি পার্ষ্ণি প্রপদে-রসাতলম্।
মহাতলং বিশ্বসৃজোঽথ গুল্‌ফৌ তলাতলং বৈ পুরুষস্য জঙ্ঘে॥"
(ভাগবত ২।১।২৭) [পাতাল দেখ।]

মহাতপশ্চিত (ক্লী) সত্রভেদ। (কাত্যা• ২৪।৫।৬)

মহাতারা (স্ত্রী) তারয়তি সংসারাদিতি তৃ-ণিচ্-অচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্, ততঃ মহতী চাসৌ তারা চেতি কর্ম্মধা•। জৈন-দিগের দেবী বিশেষ। পর্য্যায়—তারা, মহাশ্রী, ওঙ্কারা, স্বাহা, শ্রী, মনোরমা, তারিণী, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরা, আত্মজা, খদূরবাসিনী, ভদ্রা, বৈশ্যা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, বসুধারা, ধনংদদা, ত্রিলোচনা, লোচনা। (হেম)

মহাতালী (স্ত্রী) মহান্ অনেকঃ তালঃ যত্র স্ত্রিয়াং ঙীষ্। আবর্ত্তকীলতা। (রাজনি•)

মহাতালকেশ্বর (পুং) কুষ্ঠাধিকারে ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—বংশপত্র ও হরিতাল চূর্ণ করিয়া কুমড়ার

জলে ও ঘৃতকুমারীর রসে তিনবার করিয়া ভাবনা দিতে হইবে। পরে কাঁজি, অম্লদধি ও পুনর্ণবার রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া খড়ির ন্যায় করিবে। পরে একটী হাঁড়ীর মধ্যে পলাশের ক্ষার পূর্ণ করিয়া ঐ হরিতালকে ক্ষারের মধ্যে রাখিয়া শরা দিয়া হাড়ীর মুখ আবৃত ও লিপ্ত করিয়া ৩২ প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিতে হইবে, পশ্চাৎ ঐ হরিতাল একভাগ, শোধিত গন্ধক একভাগ ও শোধিত তাম্র ২ ভাগ একত্র খল করিয়া বালুকযন্ত্রে যথানিয়মে এই ঔষধ পাক করিবে। চিকিৎসক রোগের অবস্থা এবং শরীরের বলাবল বিবেচনা করিয়া ইহার অনুপান ও মাত্রা স্থির করিবেন। এই ঔষধ সেবনে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বিসর্প প্রভৃতি রোগ আশু নিরাকৃত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° কুষ্ঠচি°)

মহাতিক্ত (পুং) মহানতিশয়স্তিক্তস্তিক্তরসো যত্র। ১ মহানিম্ব। চলিত ঘোড়ানিম। ২ অতিশয় তিক্তরসযুক্ত। ৩ কিরাততিক্তক, চলিত চিরেতা। (বৈদ্যকনি°)

মহাতিক্তকঘৃত (ক্লী) কুষ্ঠাধিকারের ঘৃতৌষধ-বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—সপ্তপর্ণ, আরগ্বধ, অতিবিষা, পাঠা, কটুকী, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, পটোল, নিম্ব, পর্পটক, দুরালভা, মুস্তা, চন্দন, ত্রায়মাণা, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, উপকুল্যা, বিশালা, মূর্ব্বা, শতাবরী, শ্যামালতা, ইন্দ্রযব, বাসক, বচ, যষ্টিমধু, ভূনিম্ব, ও গৃষ্টিকা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কল্ক প্রস্তুত করিতে হইবে। এই কল্কের চতুর্গুণ ঘৃত, ঘৃতের দ্বিগুণ আমলকীরস ও রসের চতুর্গুণ জল একত্র আলোড়ন করিয়া ঘৃত পাকের নিয়মানুসারে পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত-সেবনে কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, রক্তপিত্ত, উন্মাদ, অপস্মার, গুল্ম, পীড়কা, অসৃগ্দর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, শ্লীপদ, পাণ্ডুরোগ, বিসর্প প্রভৃতি রোগ আশু নিরাকৃত হয়। কুষ্ঠরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। (সুশ্রুত চিকিৎসি° কুষ্ঠচি° ৭অ°)

মহাতিক্তা (স্ত্রী) মহতী গুরুতরা তিক্তা। ১ যবতিক্তা। (রাজনি°) ২ পাঠা। (শব্দচ°)

মহাতিটিভ (পুং) বৌদ্ধ মতে অত্যূর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মহাতিথি (পুং) ষষ্ঠীতিথিভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

মহাতীক্ষ্ণ (ত্রি) ১ অতিশয় তীক্ষ্ণ। স্ত্রিয়াং টাপ্। মহাতীক্ষ্ণা, ভল্লাতক বৃক্ষ।

মহাতীর্থ, প্রাচীন তীর্থ বিশেষ। বর্ত্তমান কালে মহেতো নামে পরিচিত। (বৃ°নী° ২১)

মহাতুম্বী (স্ত্রী) মহালাবু। (বৈদ্যকনি°)

মহাতুষ্টিজ্ঞানমুদ্রা (স্ত্রী) মুদ্রাভেদ।

মহাতেজস্ (ক্লী) মহদতিশয়ং তেজোঽস্য। ১ পারদ। (পুং) ২ কার্ত্তিকেয়। (হলায়ুধ) ৩ অগ্নি। (শব্দচ°) ৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৮।৫৬) (ত্রি) ৫ অতিশয় তেজস্বী।

"স্বারোচিষশ্চৌত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎ সুত এব চ॥" (মনু ১।৩২)

৬ সহ্যাদ্রিখণ্ড বর্ণিত দুই জন রাজা। (সহ্যা°৩৩।৬৪,৩৪।২৪)

মহাতেজোগর্ভ (পুং) তপস্যার প্রকারভেদ।

মহাতৈল (ক্লী) তৈল বিশেষ। তৈল শব্দের উত্তর মহৎ শব্দ যোগে নিকৃষ্টার্থ জ্ঞাপিত হয়।

মহাতোদ্য (ক্লী) গভীর নিনাদকারী বৃহৎ আনাহযন্ত্র।

মহাত্মন্ (ত্রি) মহানাত্মা স্বভাবো যস্য। ১ উত্তম স্বভাবযুক্ত, পর্য্যায় মহেচ্ছ, উদ্ভট, উদার, উদাত্ত, উদীর্ণ, মহাশয়, মহামনস্। (হেম) (পুং) ২ পরমাত্মা।

"যুগপত্তু প্রলীয়ন্তে যদা তস্মিন্ মহাত্মনি।
তদায়ং সর্ব্বভূতাত্মা সুখং স্বপিতি নির্বৃতঃ॥" (মনু ১।৫৪)

'তস্মিন্ মহাত্মনি পরমাত্মনি' (কুল্লূক) ৩ মহত্তত্ত্ব।

"মনঃ পৃথিব্যাং তামদ্ভিস্তেজসাপোঽনিলেন তৎ।
খে বায়ুং ধারয়ংস্তচ্চ ভূতাদৌ তং মহাত্মনি॥"
(ভাগবত ৯।৭।২৫)

'মহাত্মনি মহত্তত্ত্বে' (স্বামী) ৪ পিতৃগণবিশেষ।

"মহান্ মহাত্মা মহিতো মহিমাবান্ মহাবলঃ।"(মার্ক°পু°৯৬।৪৬)

৫ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৪)

মহাত্রিফলা (স্ত্রী) পথ্যা, বিভীতক ও ধাত্রী।

"পথ্যা বিভীতকং ধাত্রী মহতী ত্রিফলা মতা।"

মহাত্যয় (পুং) ঘোর বিপদ। ২ মহানাশ বা ধ্বংস।

মহাত্যাগ (পুং) ১ বদান্যতা। ২ দান। ৩ সংসারে নিস্পৃহতা।

মহাদশমূলতৈল, শিরোরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—কটুতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ দশমূল ১২॥° সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোঁড়া নেবুর রস ১৬ সের, আদার রস ১৬ সের, ধুতুরার রস ১৬ সের, কল্কার্থ পিপুল, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, গুলফা, পুনর্ণবা, সজিনাছাল, পিপ্পলিকা, কটকী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, বচ, শুঁট, পিপ্পল, চিতামূল, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, হড়হড়ে, কট্‌ফল, নিসিন্দাপত্র, চই, গেরিমাটী, পিপুলমূল, শুকমূলা, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী ও বিদ্ধড়ক মূল প্রত্যেকে ১ পল। এই সকল দ্রব্য তৈলে পাক করিয়া পরে রোগানুসারে তাহার প্রয়োগব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ব্যবহার করিলে কফ,কাশ ও শিরোরোগ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। (ভৈষ°শিরোরোগ)

মহাত্রিফলাদ্যঘৃত, নেত্ররোগে ব্যবহার্য্য ঘৃতৌষধ বিশেষ।

প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা বাসক-রস ৪ সের অথবা বাসকমূল ২ সের। জল ১৬ সের শেষ ৪ সের, ভৃঙ্গরাজরস ৪ সের। শতমূলীর রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, গুলঞ্চ রস ৪ সের অথবা পূর্ব্ববৎ উহাদের কাথ ৪ সের লইয়া পুনঃ পুনঃ ঐ সকলের সহিত ঘৃত পাক করিবে। পরে কল্কার্থ—পিপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকলা, গাম্ভারী-ছাল, ও কণ্টকারী এই সমুদায়ে মিলিত ১ সের। ইহা সেবন করিলে অদৃষ্টি, মন্দদৃষ্টি প্রভৃতি যাবতীয় নেত্ররোগ ভাল হয়।

মহাত্যাগময় (ত্রি) বৈরাগ্যযুক্ত। সর্ব্বত্যাগী।

মহাত্যাগিন্ (ত্রি) ১ ত্যাগশীল। যিনি জগৎ সংসারের মায়া মমতাদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ২ শিব।

মহাত্রিককুদ্ (পুং) স্তোমভেদ। (শাংখ্যায়নশ্রৌ° ১৬।২৯।১৫) আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে 'মহাত্রিককুভ' পাঠ লিখিত আছে।

মহাত্রিপুরসুন্দরীকবচ (স্ত্রী) মন্ত্রযুক্ত ধারণী বিশেষ।

মহাত্রিশূল (স্ত্রী) ত্রিশূলবিশেষ। (রাজতর° ২।১৩৩)

মহাদংষ্ট্র (ত্রি) ১বৃহৎ দন্তযুক্ত। (পুং)২রাক্ষসভেদ। ৩বিদ্যাধর।

মহাদণ্ড (পুং) মহান্ দণ্ডস্তাড়নসাধনমস্য। ১ যমদূতভেদ। (বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৫৬ অ°) মহান্ দণ্ডঃ। ২ বৃহদ্দণ্ড।

"যস্মাজ্জানন্ স মন্দাত্মা মামসৌ নোপসর্পতি।
তস্মাত্তস্মৈ মহাদণ্ডো ধার্য্যঃ স্যাদিতি মে মতিঃ॥"

(ভারত ৫।১২৪।৩৭)

মহাদন্ত (পুং) মহাংশ্চাসৌ দন্তশ্চেতি। ১ গজদন্ত, পর্য্যায় ঈশাদণ্ড। (ত্রিকা°) ২ বৃহদ্দণ্ডমাত্র। ৩ মহাদেব।

"মহাদণ্ডো মহাদংষ্ট্রো মহাজিহ্বো মহামুখঃ।"(ভা ১৩।১৭।৮৭)

মহাদাড়িম্বাদ্যঘৃত, প্রমেহরোগনাশক ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী,—ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ দাড়িম্ব বীজ ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। যবতণ্ডুল ২ সের, জল ১৬ সের শেষ ৪ সের। কুলথকলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। শতমূলীর রস ৪ সের, গব্য দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, ত্রিফলা, রেণুক, জীবক, ঋষভক, কাকলা, ক্ষীরকাকলা, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দেব-দারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, এলাইচ, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, বেড়েলা, শিলাজতু, গুড়ত্বক, বেণার মূল ও কৃষ্ণাত্র, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৩ তোলা। ঘৃত পাকের নিয়মানুসারে এই ঘৃতও পাক করিতে হইবে। রোগের তারতম্যানুসারে ইহা অল্পাধিক মাত্রায় সেবনীয়। ইহা পান করিলে যাবতীয় শ্লেষ্মজ ও সন্নিপাতজ বিংশতি প্রকার প্রমেহ রোগ বিদূরিত হয়। (ভৈষজ্য° প্রমেহাধিকা°)

মহাদন্তা (স্ত্রী) নাগবলা। (রাজনি°)

মহাদান (ক্লী) মহচ্চ তৎদানঞ্চেতি কর্ম্মধা°। তুলাপুরুষাদি ষোড়শ দান। হেমাদ্রির দানখণ্ডে এই মহাদানের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। এই ষোড়শ দান যথা।—

"আদ্যন্তু সর্ব্বদানানাং তুলাপুরুষসংজ্ঞিতম্।
হিরণ্যগর্ভদানঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডঃ তদনন্তরম্।
কল্পপাদপদানঞ্চ গোসহস্রন্তু পঞ্চমম্।
হিরণ্যকামধেনুশ্চ হিরণ্যাশ্বস্তথৈব চ॥
পঞ্চলাঙ্গলকং তদ্বদ্ধরাদানন্তথৈব চ।
হিরণ্যাশ্বরথস্তদ্বদ্ধেমহস্তিরথস্তথা॥
দ্বাদশং বিষ্ণুচক্রঞ্চ ততঃ কল্পলতাত্মকম্।
সপ্তসাগরদানঞ্চ রত্নধেনুস্তথৈব চ।
মহাভূতঘটস্তদ্বৎ ষোড়শঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

(মলমাসতত্ত্বধৃত মৎস্যপু°)

ষোড়শ মহাদানের মধ্যে তুলাপুরুষ দান প্রথম, ২ হিরণ্য-গর্ভ,৩ ব্রহ্মাণ্ডদান,৪ কল্পপাদপদান, ৫ গোসহস্রদান, ৬ হিরণ্য কামধেনু, ৭ হিরণ্যাশ্ব, ৮ পঞ্চলাঙ্গলক, ৯ ধরাদান, ১০ হির-ণ্যাশ্বরথ, ১১ হেমহস্তিরথ, ১২ বিষ্ণুচক্র, ১৩ কল্পলতা, ১৪ সপ্তসাগরদান, ১৫ রত্নধেনু, ও ১৬ মহাভূতঘটদান এই ষোড়শ প্রকার দানই মহাদান।

ইহার এক একটী দানই মহাদান, যিনি এই ষোড়শ প্রকার মহাদান করিতে সমর্থ, তাঁহার অনন্ত স্বর্গ লাভ হয়।

[এই সকল দানের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

কূর্ম্মপুরাণ মতে মহাদান দশ প্রকার।

"কনকাশ্বতিলা গাবো দাসীরথমহীগৃহাঃ।
কন্যা চ কপিলা ধেনুর্মহাদানানি বৈ দশ॥"

(মলমাসতত্ত্বধৃত কূর্ম্মপু°)

১ কনকাশ্ব, ২ তিল, ৪ গো, ৫ দাসী, ৬ রথ, ৭ মহী, ৮ গৃহ, ৯ কন্যা, ও ১০ কপিলা ধেনু এই দশদানও মহাদান।

মহাদানপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিচীনপল্লী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে জৈন ও শৈবকীর্ত্তির প্রভৃত ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মহাদারু (ক্লী) মহৎ দারু যস্য। ১ দেবদারু। (জটাধর)। মহৎ দারু। ২ বৃহৎকাষ্ঠ।

মহাদিকটভী (স্ত্রী) শ্বেতকিণিহী লতা।

মহাদিবাকীর্ত্ত্য (ক্লী) সামভেদ।

মহাদিত্য, মৌখরিবংশের জনৈক রাজা।

মহাদুন্দু (পুং) রণবাদ্য বিশেষ। মহাদুন্দ পাঠও দেখা যায়।

মহাদুর্গ (ক্লী) ১ মহাবিপদ্। ২ যাহা অতিকষ্টেও অতিক্রম করা যায় না।

মহাদুর্গালোক, দেবলোক বিশেষ। (মহাভাগবত)

মহাদূত (ক্লী) যমদূত।

মহাদূষক (পুং) শালিধান্য বিশেষ। (সুশ্রুত)

মহাদৃতি (পুং) চর্ম্মনির্ম্মিত থলি বিশেষ (ব্যাগ)। "মহাদৃতিরিবাধ্মাতঃ পাপো ভবতি নিত্যদা।" (ভারত বনপর্ব্ব)

মহাদেব (পুং) মহাংশ্চাসৌ দেবশ্চেতি কর্ম্মধা° অথবা মহতাং দেবাদীনাং দেবঃ ৬তৎ। শিব। ইহা অষ্ট মূর্ত্তির অন্তর্গত সোমমূর্ত্তি। যথা—"মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ।"

ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মহামান্য ব্রহ্মবাদী মুনিগণেরও যিনি দেব, তাঁহারই নাম মহাদেব। মহতী মূলপ্রকৃতি দেবী জগতে পূজিত হইয়া থাকেন, কিন্তু ইনি তাঁহা অপেক্ষাও পূজনীয়, তাই ইনি মহাদেব বলিয়া খ্যাত।

"ব্রহ্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ মুনীনাং ব্রহ্মবাদিনাং
তেষাঞ্চ মহতাং দেবো মহাদেবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহতী পূজিতা বিশ্বে মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
তস্যা দেবঃ পূজিতশ্চ মহাদেবঃ স চ স্মৃতঃ॥"

মহাদেব পঞ্চবক্ত্র। ইঁহার পঞ্চবক্ত্র হইবার কারণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে এইরূপ জানিতে পারি,—পূর্ব্বে বিষ্ণু অতি চমৎকার কিশোররূপ ধারণ করেন। ব্রহ্মা অনন্ত প্রভৃতি অনেক বক্ত্রযুক্ত দেবগণ সেই চমৎকার রূপ বহু নেত্রে সাধ মিটাইয়া দেখেন, আর তাঁহার স্তব করেন; কিন্তু একবক্ত্র দ্বিনেত্র মহাদেব তাহা দুই নয়নে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন না, তখন তাঁহার মনে বহুনেত্র ও বক্ত্র লাভের বাসনা হইল, বাসনার উদয় মাত্রেই তাহা সিদ্ধ হইল। তাঁহার আর চারি খানি মুখ ও প্রত্যেক মুখে তিন তিনটী করিয়া নয়ন উন্মীলিত হইল। সর্ব্বসমেত তখন তাঁহার পাঁচ খানি মুখ ও এক এক মুখে তিনটী করিয়া নেত্র লইয়া সমুদায় মুখমণ্ডলে পঞ্চদশটী নেত্র সমুদ্ভাসিত হইল এবং এই সময় হইতেই তাঁহার পঞ্চবক্ত্র ও ত্রিলোচনাদি নাম ভক্তকণ্ঠে গীত হইয়াছিল।

মহাদেব পরব্রহ্মস্বরূপ। তাঁহার সেই তিন নয়ন সত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ে ভাসমান। তিনি সত্বাংশময় নেত্রপাতে সাত্বিকদিগের, রাজসে রাজসদিগের এবং তামসে তামসদিগের পালন করিয়া থাকেন। পরে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ের সময় তাঁহারই ললাটফলকস্থ তৃতীয় তামস নয়ন হইতে ক্রোধাগ্নি সন্দীপিত হইয়া সমগ্র বিশ্বসংসার দগ্ধ করে।

মহাদেব সতীর সৎকার-ভস্ম গায় মাখেন, প্রেমবশে তাঁহার অস্থিমালা গলায় পরেন। তিনি আত্মারাম হইয়া ও সম্পূর্ণ বৎসর পর্য্যন্ত সতীর শবদেহ লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলের ন্যায় সকল স্থানে ঘুরিয়া ছিলেন। সেই অবধিই তাঁহার অঙ্গ বিভূতিভূষিত হইতে থাকে। মহাদেব সদাই যোগমগ্ন, তাই তিনি দিগম্বর, মাথায় তাঁহার জটা, গিরিকন্দর তাঁহার প্রিয়; চন্দন, পঙ্ক, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে তাঁহার সমজ্ঞান। এক দিন গরুড়ভীত কয়েকটী সর্প আসিয়া তাহার শরণ লয়, মহাদেব তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া আপন অঙ্গে আশ্রয় দেন। তাই তিনি নাগালঙ্কারে অলঙ্কৃত। সেই বিশ্বসংসারের আধার ভগবান্ ভূতভাবনকে বহন করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই, তাই স্বয়ং বিষ্ণু তাঁহার বাহনরূপে বৃষভ হইয়া অবস্থিত। তিনি ভোগসুখ সকলে নিবৃত্ত হইয়া পরম সুখমগ্নমনে শ্মশানে বাস করেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত) [শিবদেখ।]

মহাদেব, ১ অদ্ভুতদর্পণনামক নাটকপ্রণেতা। ২ বুধমনোহরানামক মুগ্ধবোধটীকা-রচয়িতা। ইনি স্বয়ংপ্রকাশ তার্থের নিকট বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ৩ অব্যয়কোষ নামক ব্যাকরণাভিধান-প্রণেতা। উক্ত গ্রন্থে তিনি সিদ্ধান্তকৌমুদী ও তত্ত্ববোধিনীর মতানুসরণ করিয়াছেন। ৪ আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রব্যাখ্যা-রচয়িতা। ৫ মল্লমল্লকৃত উদাররাঘব গ্রন্থের টীকাকার। ৬ কাদম্বরীটীকাপ্রণেতা। ৭ চন্দ্রালোক নামে অলঙ্কার ও রসোদধি নামে রসতরঙ্গিণীটীকা-রচয়িতা। ৮ তিথিনির্ণয়, তিথিরত্ন ও নির্ণয়সিদ্ধান্ত নামে তিন খানি গ্রন্থপ্রণেতা। ৯ ধর্ম্মতত্ত্বসংগ্রহরচয়িতা। ১০ নিবন্ধসর্ব্বস্বপ্রণেতা। ১১ মহারসায়নবিধিনামক বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা। ১২ যজমানবৈজয়ন্তীপ্রণেতা। ১৩ যোগসূত্রটীকা ও হঠযোগপ্রদীপিকা-টীকা প্রণয়নকর্ত্তা। ১৪ রাজসিংহ-সুধাসিন্ধু নামক কাব্যরচয়িতা। গ্রন্থকার স্বীয় প্রতিপালক রাজসিংহের নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ করেন। ১৫ সন্তানদীপিকা নামক জ্যোতিঃশাস্ত্ররচয়িতা। ১৬ সুবোধিনী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ১৭ স্বাস্থ্যপ্রবোধরচয়িতা। ১৮ হোরাপ্রদীপ-রচয়িতা। ১৯ জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্। কাহ্নজিতের পুত্র। ইনি কুণ্ডপ্রদীপ, মহাদেবী. মুহূর্ত্তপ্রদীপ, মুহূর্ত্তসিদ্ধি, মেঘমালা ও সারসংগ্রহ নামে কয়খানি জ্যোতির্গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বরচিত মুহূর্ত্তপ্রদীপের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ২০ ধুন্ধুকের পুত্র, ইনি দুর্গসিংহকৃত কাতন্ত্রবৃত্তির শব্দসিদ্ধি নামক একখানি টিপ্পনী করেন। ২১ নারায়ণের পুত্র। ইনি কাম্যেষ্টিপ্রয়োগহিরণ্যাক নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ২২ লুণিগের পুত্র। ১২৬৩ খৃষ্টাব্দে ইনি শ্রীপতিকৃত জ্যোতিষরত্নমালার একখানি

টীকা প্রণয়ন করেন। ২৩ সোমনাথের পুত্র। ইনি উজ্জ্বল হিরণ্যকেশিসূত্রটীকা, প্রয়োগবৈজয়ন্তী নামে হিরণ্যকেশিকল্পসূত্রটীকা, শ্রৌতচন্দ্রিকা ও হিরণ্যকেশিসূত্রপ্রয়োগরত্ন নামে কএকখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ইনি সোমযাজী উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

মহাদেব, ওরঙ্গলের কাকতীয় বংশীয় জনৈক রাজা। গণপতির পিতা।

মহাদেব, বেড়ভেলে ও পলিগারের জনৈক দণ্ডনায়ক (শাসনকর্ত্তা) ইনি পশ্চিম চালুক্যরাজ ৩য় সোমেশ্বরের সামন্ত ছিলেন।

মহাদেব, আসাম প্রদেশের গারো পার্ব্বতীয় জেলার দক্ষিণপূর্ব্বে প্রবাহিত একটী নদী। নদীগর্ভে কয়লার খনি পাওয়া গিয়াছে।

মহাদেব উগ্রসার্ব্বভৌম, দেবগিরির যাদববংশীয় জনৈক রাজা (১২৬০-৭২ খৃঃ)। জৈত্রপালের পুত্র। তিনি স্বীয় ভ্রাতা কৃষ্ণের পর দেবগিরির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, তিনি কোঙ্কণরাজ সোমেশ্বরকে পরাভূত করিয়া কোঙ্কণরাজ্য জয় করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কর্ণাটরাজ ও গুর্জ্জরপতি বীশলদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তৈলিঙ্গের কাকতীয়বংশীয়া বীরনারী মহারাণী রুদ্রমা তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন।

চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-প্রণেতা হেমাদ্রি তাঁহার শ্রীকরণাধিপ ও মন্ত্রণাদাতা ছিলেন।

মহাদেব কবীশাচার্য্যসরস্বতী, দানকেলিকৌমুদীরচয়িতা।

মহাদেব কোলি, সহ্যাদ্রির উপত্যকাবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। পুণা হইতে থুসা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ মাবিল, খোড়া, নাহির, দঙ্গ প্রভৃতি উপত্যকায় ইহাদের বাস দেখা যায়। ইহারা সর্ব্ব সমেত ২৪টী থাকে বিভক্ত। প্রত্যেক থাকের মধ্যে আবার স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভাগ আছে। আপনাপন থাকের মধ্যে ইহারা আদান প্রদান করে না। গ্রাম্য ও পালিত গো ও শূকর ব্যতীত ইহারা অন্যান্য জন্তুর মাংস ভোজন করিয়া থাকে। ইহারা দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে, ইহাদের রমণীগণ কখন দ্বিচারিণী হয় না। তাহারা বড় অলঙ্কারপ্রিয়।

মহাদেব জোসী, অশ্লেষাশান্তিবিধান-রচয়িতা।

মহাদেবতীর্থ, জনৈক যোগী। শ্রীকণ্ঠতীর্থের গুরু।

মহাদেব দ্বিবেদিন্, জনৈক বিখ্যাত টীকাকর্ত্তা। ইনি কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রের টীকা, শ্রৌতপদ্ধতি, যাজ্ঞিকদেবকৃত কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রপদ্ধতির টীকা এবং ত্রিকণ্ডিকাসূত্রবিবরণ নামে কয়খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

মহাদেব দীক্ষিত, বৌধায়নসোমপ্রয়োগপ্রণেতা।

মহাদেব দৈবজ্ঞ, গোত্রনির্ণয়রচয়িতা।

মহাদেব পণ্ডিত, ১ হরিবংশোদ্দ্যোতরচয়িতা। ২ হিক্মৎপ্রকাশ ও হিক্মৎপ্রদীপ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ৩ রসপদ্ধতি নাম্নী বৈদ্যকগ্রন্থের টীকা-রচয়িতা।

মহাদেব পাহাড়, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। সাতপুরা গিরিমালার মূলাংশ হইতে বিভিন্ন হইয়া উহা স্বতন্ত্র নামে পরিচিত হইয়াছে। পূর্ণতবা ও শোণভদ্রা নামক নদীদ্বয় এই পর্ব্বতটীকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নিতান্ত মন্দ নহে। পাঁচমঢ়ীর স্বাস্থ্যাবাস প্রায় হাজার ফিট্ উচ্চ একটী শৃঙ্গোপরি স্থাপিত। এখানকার বেলেপাথরের চাপড়া স্থানে স্থানে ২ হাজার ফিটের অধিক বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাদেব পুণ্যস্তম্ভকর, জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক, মুকুন্দের পুত্র ও শ্রীকণ্ঠ দীক্ষিতের শিষ্য, তিনি ন্যায়কৌস্তুভ নামে চিন্তামণির প্রত্যক্ষখণ্ডের একখানি বিবৃতি প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন ভবানন্দীপ্রকাশ, সর্ব্বোপকারিণী ভবানন্দী টীকা, লৌগাক্ষী ভাস্কর কৃত পদার্থপ্রকাশের পদার্থপ্রকাশভাষ্য ও মিতভাষিণী নাম্না ন্যায়বৃত্তি রচনা করেন।

মহাদেবমাণি (পুং) মহামেধা। (বৈদ্যকনি°)

মহাদেব পোখরা, নেপালস্থ একটী গিরিশৃঙ্গ।

মহাদেবভট্ট দিনকর, জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক, বালকৃষ্ণের পুত্র ও নীলকণ্ঠের শিষ্য, ইনি স্বীয় পিতার সহযোগে ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলিপ্রকাশ বা দিনকরী (টীকা) প্রণয়ন করেন।

মহাদেব ভট্ট পট্টবর্দ্ধন, কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়োদ্ধৃত জনৈক কবি।

মহাদেব-মঙ্গলম্, উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। পোলুর তালুক সদর হইতে ৩॥০ ক্রোশ পূর্ব্বে স্থিত। এখানে পাণ্ড্য ও চোল-রাজগণের নির্ম্মিত কএকটী প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান আছে।

২ উক্ত তালুকের ৪৷৷০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম।

মহাদেবরস, বনবাসিরাজ বিজ্জলের অধীনস্থ জনৈক সামন্ত।

মহাদেব বাজপেয়িন্, সুবোধিনী নাম্নী বৌধায়ন-কল্পসূত্রভাষ্যপ্রণেতা। ইনি ভবস্বামীর মতানুসরণ করিয়া উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ত্র্যম্বকাধ্বর-যজ্ঞে ইনি অধ্বর্য্যু ছিলেন।

মহাদেব বাদীন্দ্র, রসসারগুণকিরণাবলী-টীকা-রচয়িতা। শঙ্করের শিষ্য।

মহাবেদবিদ্, গিরণারের (রৈবতাচল) জনৈক হিন্দু নরপতি। কালজিতের পুত্র। ইনি কালনির্ণয়সিদ্ধান্তপ্রণেতা রঘুরামের প্রতিপালক ছিলেন।

মহাদেব বিদ্যাবাগীশ, আনন্দলহরীটীকা ও নৈষধচরিত-টীকা-প্রণেতা।

মহাদেব বেদান্তবাগীশ, বিপরীতপ্রত্যঙ্গিস্তোত্রপ্রণেতা।

মহাদেব বেদান্তিন্, নিজবিনোদ নামক টীকা রচয়িতা।

মহাদেবশর্ম্মন্, অদ্ভুতসারপ্রণেতা।

মহাদেব শাস্ত্রী, ১ উন্মত্তরাঘব নাটক-রচয়িতা। ২ তত্ত্বমানস-স্তোত্র-প্রণেতা।

মহাদেব সরস্বতী বেদান্তিন্, স্বয়ম্প্রকাশানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। ইনি তত্ত্বচন্দ্রিকা, তত্ত্বানুসন্ধান ও তট্টীকা, সাংখ্যসূত্রবৃত্তি, সাংখ্যপ্রবচনবৃত্তিসার এবং ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুসহস্রনামটীকা প্রণয়ন করেন।

মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ বাদীন্দ্র, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ন্যায়সারবিচারপ্রণেতা রাঘব-ভট্টের গুরু। ইনি সম্ভবতঃ ১২৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

মহাদেব হারিবংশ, বৃহজ্জাতকপ্রকাশরচয়িতা। ইনি ১৫২১ খৃষ্টাব্দে রাজা রামভদ্রের সভায় বিদ্যমান থাকিয়া উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন।

মহাদেবানন্দ, অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ-প্রণেতা।

মহাদেবাশ্রম, ১ জনৈক যোগী। তর্কদীপিকা-প্রণেতা বিশ্বনাথাশ্রমের গুরু।

২ সাংখ্যকারিকাবৃত্তিপ্রণেতা।

মহাদেবী (স্ত্রী) মহাদেবস্য পত্নীতি, পত্ন্যর্থে ঙীষ্, যদ্বা মহতী চাসৌ দেবি চেতি। দুর্গা।

'অপর্ণা স্যান্মহাদেবী গিরিজা মেনকাত্মজা।' (হলায়ুধ)

ইঁহার নামের ব্যুৎপত্তি—

"পূজ্যতে বা সুরৈঃ সর্ব্বৈর্ম্মহাংশ্চৈব প্রমাণতঃ।

ধাতুর্মহেতি পূজায়াং মহাদেবী ততঃ স্মৃতাঃ॥" (দেবীপু°)

মহ ধাতুর অর্থ পূজা, সকল দেবগণ ইঁহাকে পূজা করেন বলিয়া ইনি মহাদেবী নামে খ্যাত।

মহাদেবীত্ব (ক্লী) রাজার পাটমহিষীর কর্ম্ম বা ভাব।

মহাদেবীয় (ত্রি) মহাদেব সম্পর্কীয়, মহাদেবরচিত।

মহাদেবেন্দ্র সরস্বতী, পরমামৃতরচয়িতা, ইনি প্রজ্ঞানেন্দ্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন।

মহাদৈত্য (পুং) মহাংশ্চাসৌ দৈত্যশ্চেতি। ১ ভৌত্য মন্বন্তরের দৈত্য বিশেষ। (গরুড়পু° ৭৮ অ°)

২ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পিতামহ জনৈক রাজা।

মহাদৈর্ঘতমস (ক্লী) সামভেদ।

মহাদ্ভুত (ত্রি) অত্যদ্ভুত। (ভারত ১ পর্ব্ব)

মহাদ্যুতি (ত্রি) ১ উজ্জ্বল আলোক। ২ চন্দ্রমণ্ডলাদির ন্যায় অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃপ্রকাশ।

মহাদ্যোত (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীবিশেষ।

মহাদ্রাবক (পুং) দ্রাবয়তি রোগানিতি দ্রু-ণিচ্-ণ্বুল্, মহাংশ্চাসৌ দ্রাবকশ্চেতি। ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বাসক, চিতামূল, অপাঙ্গ, তেঁতুলছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, তালজটা, পুনর্ণবা ও বেতবৃক্ষ, এই সকলের ভস্ম পাতিলেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইবে, পরে ঐ ক্ষার দ্রব্য প্রচণ্ড রৌদ্রে শুকাইবে, তদনন্তর এই শুষ্ক ক্ষার ২ পল, যবক্ষার ২ পল, ফট্‌কিরি ১ পল, নিসাদল ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা, সোহাগা ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ তোলা, সেঁকো ২ তোলা, সমুদ্রফেনা ১ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া বকযন্ত্রে চোঁয়াইয়া আরক প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার নাম মহাদ্রাবক, ইহা দ্বারা রসাদির জারণ হয়। এই আরক ৪ বা ৫ ফোঁটা জলে মিশাইয়া সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা ও গুল্মাদি নানারোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

অন্যবিধ—শুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক, কাংস্যমাক্ষিক, সৈন্ধব, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেন, সাজিমাটী, ও সম্ভলক্ষার এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা, সোহাগা ৭ তোলা, নিশাদল ও ফট্‌কিরী প্রত্যেকে ৩॥০ তোলা, যবক্ষার ১৪ তোলা, কাশীষ, পুষ্পকাশীষ, ধাতুকাশীষ, মিলিত ১৪ তোলা (ইহার অভাবে হীরাকস ১৪ তোলা) এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া বকযন্ত্রে চোঁয়াইয়া লইলে মহাদ্রাবক হয়। ইহা প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে বিশেষ উপকারী। (রত্নমালাসংগ্রহ)

মহাদ্রাবক রস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—যবক্ষার ২ ভাগ, ফট্‌কিরি ৩ ভাগ এই উভয় দ্রব্য শিশু গোবৎসের মূত্রে পেষণ করিয়া শুকাইয়া লইবে। পরে কোন সীসকনির্ম্মিত স্থালীতে কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া তন্মধ্যে উহা স্থাপন করিবে এবং ঐরূপ আর একটী সীসার হাঁড়ির উপর অধোমুখে বসাইয়া উভয়ের মুখে লেপ দিতে হইবে, নিম্নস্থিত হাড়ীর তলায় একটী ছিদ্র থাকিবে এবং ঐ স্থালীযুগ্ম একটী গর্ত্তের উপর রাখিয়া দিবে। গর্ত্তের মধ্যে আর একটী পাত্র রাখিবে। এইরূপে সমুদায় স্থাপন করিয়া উপরিভাগে অগ্নি জ্বালাইয়া দিবে। অগ্নিসন্তাপে স্থালীর অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য দ্রবীভূত হইয়া তাহার রস গর্ত্তস্থিত পাত্রে চুঁয়াইয়া পড়িবে। অনন্তর ঐ রস গ্রহণ করিয়া লবঙ্গচূর্ণ বা জারিত তাম্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ

বটি করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃদ্ দ্রবীভূত হইয়া যায়। প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্বিত্র ও দদ্রু প্রভৃতি রোগে ইহার স্থানিক প্রয়োগও করা যায়। কিন্তু ইহাতে অগ্নির ন্যায় জ্বালা উপস্থিত হয়, অতএব ঐ সকল রোগে প্রলেপ দিতে হইলে দধির সহিত একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দেওয়া উচিত।

অন্যবিধ—স্বর্ণমাক্ষিক, কাঁসা, সৈন্ধব লবণ, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেন, যবক্ষার, সোহাগা, সাচিক্ষার, সাম্ভলক্ষার, ধাতুকাশীষ, পদ্মকাশীষ, ও কাশীষ (হীরাকস) এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত কাচনির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া বকযন্ত্রে ক্রমশঃ অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করিয়া যথাবিধানে পাক করিয়া উহাদের রস চুঁয়াইয়া লইবে। ইহার নাম মহাদ্রাবক। ইহা স্বল্প, মধ্য ও মহৎ ভেদে তিন প্রকার। ফট্‌কিরি, সোহাগা, যবক্ষার ও হীরাকস্, এই চারি দ্রব্যের সমভাগে চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যে আরক প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে স্বল্প দ্রাবক, এইরূপ সোহাগা, নিশাদল, ফট্‌কিরি, যবক্ষার, কাতুকাশীষ, পদ্মকাশীষ, ও কাশীষ, এই সপ্তদ্রব্যের আরককে মধ্যম দ্রাবক, আর স্বর্ণমাক্ষিক প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের আরকের নাম মহাদ্রাবক। এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক। এই মহাদ্রাবক শুঁট বা লবঙ্গ চূর্ণের সহিত ৭ বা ৮ ফোঁটা করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নি বৃদ্ধি ও যকৃদ্ প্লীহাদি নানারোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না০)

মহাদ্রুম (পুং) মহাংশ্চাসৌ দ্রুমশ্চেতি। ১ অশ্বত্থবৃক্ষ। (শব্দচ০) ২ বৃহদ্‌বৃক্ষ, বড়গাছ। ৩ শাকদ্বীপপতি ভব্যের সপ্তম পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু০ ৫৩।২১) ৪ তালবৃক্ষ। ৫ মধুক বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০) ৬ বর্ষভেদ। (লিঙ্গপু০ ৪৬।২৯)

মহাদ্রোণা, (স্ত্রী) মহতী চাসৌ দ্রোণা চেতি। ১ দ্রোণপুষ্পী। ২ শিব। ৩ মেরুপর্ব্বত।

মহাধিপতি (পুং) তন্ত্রোক্ত দেবতাবিশেষ।

মহাধী (ত্রি) ১ মহাজ্ঞানী। ২ বিশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন।

মহাধীর, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজদ্বয়। (সহ্যাদ্রি ৩১।২১, ৩৩।৭৬)

মহাধৃতি (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।১৩।১৬)

মহাধ্বনি (পুং) ১ দানবভেদ। (হরিবংশ) (স্ত্রী) ২ অত্যুচ্চ শব্দ।

মহাধ্বনিক (পুং) অধ্বনি গচ্ছতীতি অধ্বন্-ঠক্; মহাংশ্চাসৌ আধ্বনিকশ্চেতি। পুণ্যার্থ হিমালয়াবধি মহাপথ গমন দ্বারা সম্পাদিত মৃত্যু। যিনি পুণ্য কার্য্যের জন্য হিমালয় পর্য্যন্ত মহাপথ গমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহাকে মহাধ্বনিক কহে। "ভৃগ্বগ্নিজলসংগ্রামদেশান্তরস্থসংন্যাসানশনাশনিমহাধ্বনিকানামুদকক্রিয়া কার্য্যা সদ্যঃশৌচং ভবতীতি" (শুদ্ধিতত্ত্ব) ইহাদের মৃত্যু হইলে উদকক্রিয়া এবং সদ্যঃ শৌচ হইবে।

মহাধ্বর (পুং) শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

মহানক (পুং) আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। (ভারত ৭ পর্ব্ব)

মহানদ (ত্রি) ১ দীর্ঘনদ। ২ শিব। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

মহানগর (স্ত্রী) ১ সাধারণ নগর অপেক্ষা বৃহৎ নগর। ২ নগরভেদ। (পা০ ৬।২।৮৯)

মহানগ্ন (পুং) ১ সর্ব্বতোভাবে উলঙ্গ। ২ অনাচ্ছাদিত। ৩ প্রণয়ী। ৪ উপপতি। ৫ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিভেদ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ মহানগ্নী—গৃহকর্ত্রী।

মহানট (পুং) মহাংশ্চাসৌ নটঃ নর্ত্তকশ্চেতি, উদ্ধতনর্ত্তকত্বাদস্য তথাত্বং। শিব। (ত্রিকা০)

মহানদ (পুং) ১ নদবিশেষ। (মার্ক০পু০ ৫৭।২১)। ১ তীর্থভেদ। (বৃহন্নীল০ ২১।২৩)

মহানদী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ নদী চেতি। পুরুষোত্তমক্ষেত্রের অন্তর্গত কটকের উত্তরাংশে প্রবাহিত নদীবিশেষ। ইহার নামান্তর চিত্রোৎপলা হইলেও কটক জেলায় চিত্রোৎপলা নামে একটী স্বতন্ত্র নদীও আছে। এই মহানদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে বিনির্গত হইয়াছে, ইহাতে স্নান করিলে সকল পাতক ধ্বংস হয়।

"নদী তত্র মহাপুণ্যা বিন্ধ্যপাদবিনির্গতা।
চিত্রোৎপলেতি বিখ্যাতা সর্ব্বপাপহরা শুভা॥" (পুরুষোত্তমতত্ত্ব)

২ গঙ্গা।

"অম্বুজমম্বুনি জাতং জাতু ন জায়তে অম্বুজাদম্বু।
মুরহর তব বিপরীতং পাদাম্বুজান্মহানদী জাতা॥" (উদ্ভট)

মহানদী, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার সামন্তরাজ্য দিয়া প্রবাহিত একটী নদী। রায়পুর জেলার অক্ষা০ ২০°১০´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮২° পূঃ হইতে উদ্ভূত হইয়া ৫২০ মাইল পথ অতিবাহনপূর্ব্বক বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

রায়গড়ের ২৫ মাইল দক্ষিণে ছত্রিশগড়ের পার্ব্বত্য অধিত্যকা ভূমি ভেদ করিয়া শিহোয়া গ্রামের সন্নিকটে ইহা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করিয়াছে। শিবনারায়ণ গ্রামের নিকট আসিয়া শিবনাদ, জোঙ্ক ও হাসদু নামক শাখানদীত্রয় ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। অতঃপর মল্‌হার নগর অতিক্রম করিয়া মান্দ ও কেলুনদীদ্বয় ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। পদ্মপুরের নিকট পর্ব্বতমালায় প্রতিহত হওয়ায় ইহার জলস্রোত ভীমবেগ ধারণ করিয়াছে। এখানে নৌকাযোগে গমনা-

গমন করা দুঃসাধ্য। ইবা নামক জলধারার সংস্রবে ইহার গতি দ্বিগুণিত হওয়ায়, ইহা পার্ব্বত্যপ্রদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক সম্বলপুরের দক্ষিণে শোণপুরের নিকট তেল নামক নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

অতঃপর মহানদী বক্রগতিতে পার্ব্বত্যপ্রদেশ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ঢোলপুর হইয়া উড়িষ্যার সামন্তরাজ্যসমূহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে দীর্ঘ ও উচ্চ প্রপাতনিবন্ধন জলের গতি এতাদৃশ বেগবান্ হইয়াছে যে, নৌকাযোগে তদুপরি যাতায়াত একরূপ অসম্ভব। পার্শ্ববর্ত্তী উন্নতশিরঃ পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং বনমালা মহানদীর প্রশান্ত বিশালবক্ষকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

এইরূপে মধ্যপ্রদেশ হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া ৭ মাইল পশ্চিমে নরাজ নামক স্থানের সন্নিকটে গিরিকন্দর ভেদ করিয়া ইহার প্রভূত জলরাশি অবিশ্রান্ত গতিতে পতিত হইয়া ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে কটক জেলা ভেদ করিয়া বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ফল্‌স্‌-পয়েন্টের নিকট বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

মহানদীর মোহানায় যে সকল বৃহৎ বৃহৎ নদী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কাটজুরি, জোতদার, পাইকা, বিরূপা ও চিতরতলা প্রধান। ঐ সমস্ত নদী হইতে আবার কোয়াখাই, বড় ও ছোট দেবী, কেন্দো, ব্রাহ্মণী ও নুন নামক শাখানদী উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন কেন্দ্রাপাড়া, গোবরী, পটামুণ্ডী, তালদণ্ডা, মাছগাঁও, হাইলেভল্ প্রভৃতি কতকগুলি খাল ইহার উপর দিয়া বাণিজ্য-সুবিধার জন্য কাটা হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন খারিস ইহার জলগতি অবধারণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, নরাজ-কন্দর হইতে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮০০০০০ ঘন ফিট্ জল পতিত হইয়া থাকে। ঐ প্রপাতবেগের অধিকাংশই পূর্ব্বোক্ত শাখানদীসমূহ দিয়া ক্ষয়িত হইয়া থাকে।

মহানদীর সন্নিকট ও বি, এন্ রেল কোম্পানীর পুল বর্ত্তমান স্থাপত্যবিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মহানদীর জলবেগ এরূপ অধিক হওয়ায় ইহার মোহানায় বিস্তীর্ণ 'ব' দ্বীপসমূহ সংগঠিত হইয়াছে।

২ দশপাল্লা সামন্তরাজ্যের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নদী। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার আস্কা নগরের নিকটে ইহা ঋষিকুল্যা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। রাসেলকোণ্ডা ও গুমসর নগর ইহার তীরে অবস্থিত।

মহানদী, (ছোট) মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা জেলা হইতে নিঃসৃত একটী নদী। অক্ষা° ২৩°৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮°৪১´ পূঃ। জব্বলপুর ও রেবার সীমান্ত দিয়া প্রায় ৫০ ক্রোশ পথ বাহিয়া শোণ নদে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই নদীর দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ শালবন। নদীতীরে দেওরীর নিকট একটী কয়লা খনি ও উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

মহানন (ত্রি) ১ বৃহৎ মুখ। ২ শ্রেষ্ঠ বা সুন্দর মুখ।

মহানন্দ (পুং) মহান্ আনন্দো যত্র। ১ মুক্তি, সংসারদুঃখমোচনই আনন্দের শেষ সীমা, এইজন্য মহানন্দ অর্থে মুক্তি (হলায়ুধ) মহান্ আনন্দঃ কর্ম্মধা°। ২ অতিশয় আহ্লাদ ৩ নৃপতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১৩৪।৪০) ৪ বেণুবিশেষ এই বেণুবাদ্যে অতিশয় আনন্দ হয়, এইজন্য ইহার নাম মহানন্দ। "মহানন্দ স্তথা নন্দো বিজয়োহথ জয়স্তথা।

চত্বার উত্তরবংশা মাতঙ্গমুনিসম্মতাঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

মহানন্দ, ১ নক্ষত্রেষ্টিপ্রয়োগরচয়িতা। ২ বিশ্বনাথের পুত্র। ইনি বাসিষ্ঠিশান্তি নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

মহানন্দধীর, কাব্যকলাপচম্পূরচয়িতা।

মহানন্দা (স্ত্রী) মহান্ আনন্দোঽস্যাঃ। ১ সুরা। (রাজনি°) ২ মাঘ শুক্লানবমী।

"মাঘমাসস্য যা শুক্লা নবমী লোকপূজিতা।
মহানন্দেতি সা প্রোক্তা সদানন্দকরী নৃণাম্॥
স্নানং দানং জপো হোমো দেবার্চ্চনমুপোষণম্।
সর্ব্বং তদক্ষয়ং প্রোক্তং যদস্যাং ক্রিয়তে নরৈঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

চান্দ্র মাঘ মাসের শুক্লা নবমীর নাম মহানন্দা, এই তিথি মানবদিগের আনন্দবর্দ্ধক, এই তিথিতে স্নান, দান, জপ, হোম, দেবপূজা ও উপবাস প্রভৃতি যাহা কিছু সদনুষ্ঠান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে এবং এই তিথিতে যে কিছু পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাও অক্ষয় হয়। অতএব এই তিথিতে কখন পাপানুষ্ঠান করিবে না।

মহানন্দা, বাঙ্গালায় প্রবাহিত একটী নদী। দার্জ্জিলিঙ্গ জেলার মহালদিরাম নামক হিমালয়শৈলতট হইতে উদ্ভূত হইয়া জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিঙ্গ জেলার মধ্য দিয়া শিলিগুড়ির নিকট নব-বলাসন নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর তিতলিয়া গ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়া দঙ্ক, পীতাম্বু, নাগর, মেছী ও কন্কাই প্রভৃতি স্রোতস্বিনীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কালিয়াগঞ্জ, হল্‌দিবাড়ী, কৃষ্ণগঞ্জ ও বর্সোই নামক চারিটী প্রধান হাট মহানন্দাতীরে অবস্থিত।

পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া বক্রগতিতে এই নদী মালদহ জেলায় আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে পুনরায় টাঙ্গন, পুনর্ভবা ও কালিন্দী ইহার সহিত আসিয়া মিশিয়াছে। বর্ষা ভিন্ন অপর সকল ঋতুতেই ইহার জল শুকাইয়া যায়, তখন নৌকাযোগে গমনাগমন একবারে কষ্টকর হইয়া পড়ে।

অবশেষে এই নদী মালদহ জেলার দক্ষিণে এবং রাজশাহী জেলার গোদাগড়ী থানার উত্তরে (অক্ষা° ২৪°২৮´৩০´´ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২০´৩০´´ পূঃ) পদ্মার আসিয়া মিলিত হইয়াছে। নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে পার্ব্বতীয় উচ্চ বক্ষ হইতে অবতরণ-হেতু ইহার জলপাত এরূপ দ্রুত অনুভূত হয় যে, পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকা লইয়া উত্তরাভিমুখে গতিবিধি করা একান্ত অসম্ভব। পূর্ব্বে এই নদী পূর্ণিয়া নগরের নিকট দিয়া প্রবাহিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে সে গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছে।

মহানন্দি (ক্লী) আ সম্যক্ নন্দতীতি আ-নন্দ (সর্ব্ব ধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। নন্দিবর্দ্ধন-রাজপুত্র, রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্বে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কলিতে মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় রাজা থাকিবে, তৎপরে শূদ্র রাজা হইবে।* কিন্তু এই মত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, কারণ এখনও ভারতের নানা স্থানে ক্ষত্রিয়বংশ বিদ্যমান।

২ অজাতশত্রুর পুত্রভেদ।

মহানরক (ক্লী) মহান্ অতিশয়-যাতনাপ্রদো নরকঃ। অতিশয় যাতনাপ্রদ নরক। [নরক দেখ।]

"তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরবরৌরবৌ।
নরকং কালসূত্রঞ্চ মহানরকমেব চ ॥" (মনু ৪।৮৮)

মহানল (ক্লী) মহাংশ্চাসৌ নলশ্চেতি। দেবনল। (রাজনি°) মহাংশ্চাসৌ অনলশ্চেতি। ১ বৃহদগ্নি, ভয়ানক আগুন। ৩ তীর্থভেদ। (বৃ°নীল° ২১)

মহানবমী (স্ত্রী) মহতীচাসৌ নবমীচেতি। চান্দ্র আশ্বিনের শুক্লা নবমী।

"প্রাবৃট্‌কালে বিশেষেণ আশ্বিনে হ্যষ্টমীযুতঃ।
মহাশব্দো নবম্যান্ত লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥"(তিথিতত্ব)

আশ্বিন মাসের শুক্লা অষ্টমী ও নবমী তিথি মহাষ্টমী ও মহানবমী নামে খ্যাত হইবে। ইহাকে দুর্গানবমীও কহে। এই তিথিতে দুর্গাতন্ত্রমন্ত্র দ্বারা দেবী ভগবতী দুর্গার পূজা ও বিবিধ বলিদান দিয়া উৎসব করিতে হয়। এই তিথি দেবীর অতিশয় প্রীতিদায়িনী।

"দুর্গাতন্ত্রেণ মন্ত্রেণ কুর্য্যা দুর্গামহোৎসবম্।
মহানবম্যাং শরদি বলিদানং নৃপাদয়ঃ ॥" (তিথিতত্ব)

মহানবমীর দিন সকলেরই দুর্গাপূজা অবশ্যকর্ত্তব্য। যাহারা নবম্যাদি কল্প ও প্রতিপদাদি কল্পানুসারে দুর্গা পূজা করিতে সমর্থ, তাহারা এই তিথিতে বিবিধোপচারে পূজা করিবেন; যিনি অসমর্থ তিনি অন্ততঃ পুষ্প ও বিল্বপত্র দ্বারাও দেবীপূজা করিবেন। পূজা করিতেই হইবে, ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। মহানবমীর দিন পূজা হইলে তাহাকে মহানবমীকল্প বলা যায়। এই তিথি যে দিন ঘটিকা-ব্যাপিনী হয়, সেই দিনই মহানবমী বিহিত পূজা হইবে। ঘটিকা শব্দের অর্থ মুহূর্ত্তপর, মুহূর্ত্তকাল পাইলে সেই দিন পূজা হইবে। পূর্ব্বদিন হইবে না।

"যস্ত্বেকস্যাং মহাষ্টম্যাং নবম্যাং বাথ সাধকঃ।
পূজয়েদ্বরদাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্ ॥
ব্রতোপবাসস্নানাদৌ ঘটিকৈকা যদা ভবেৎ।
তামেব তিথিমাশ্রিত্য কুর্য্যাৎ কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ ॥
অত্র ঘটিকাপদং মুহূর্ত্তপরং" (তিথিতত্ব) [দুর্গাপূজা দেখ]

মহানস (ক্লী) মহচ্চ তৎ অনশ্চেতি (অনোহশ্মায়ঃ সরসাং জাতিসংজ্ঞয়োঃ। পা ৫।৪।৯৪) ইতি সংজ্ঞায়াং টচ্। (আন্-মহতঃ সমানাধিকরণজাতীয়য়োঃ। পা ৬।৩।৪৬) ইতি মহত আকারাদেশঃ। রন্ধনগৃহ, পাকশালা, চলিত রান্নাঘর, পর্য্যায় রসবতী, পাকস্থান। (অমর) সুশ্রুতে মহানসের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—প্রশস্ত দিকে ও প্রশস্ত দেশে গবাক্ষযুক্ত রন্ধনশালা নির্ম্মাণ করিবে। রন্ধনের পাত্র পবিত্র এবং আপ্তলোক দ্বারা রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আহারই প্রাণিগণের স্থিতির মূল, এইজন্য রাজা মহানসে কুলীন, ধার্ম্মিক, স্নিগ্ধ, সর্ব্বদা কার্য্যতৎপর, নির্লোভ, সরল, কৃতজ্ঞ, প্রিয়দর্শন; ক্রোধ, কার্কশ্য,মাৎসর্য্য, মত্ততা ও আলস্য-বর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল প্রভৃতি সদ্‌গুণযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবেন। যাহারা মহানসে পরিচর্য্যা করিবে,তাহারাও শুচি, দয়াশীল, দক্ষ, বিনীত, প্রিয়দর্শন ও পবিত্রমনা, নখ ও কেশহীন, স্নাত, দৃঢ়, সংযমী প্রভৃতি সদ্‌গুণশালী হইবে। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ১অ°)

পাকরাজেশ্বরে লিখিত আছে—বাটীর অগ্নিকোণে পাক-শালা প্রস্তুত করিবে, ইহাতে জানালা থাকিবে ও আয়ত চুল্লী (উনুন) প্রস্তুত করিতে হইবে। মৃন্ময়াদি পাত্র উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে পাক করিবে। পাকে মৃৎপাত্রই শ্রেষ্ঠ, মৃৎপাত্রাভাবে লৌহপাত্রে পাক করিবে, লৌহপাত্রে পক্ব দ্রব্য ভোজন করিলে চক্ষুরোগ এবং অর্শবিকার প্রশমিত হয়।

---

* "চত্বারিংশত্তথা ভাব্যো রাজা বৈ নন্দিবর্দ্ধনঃ।
চত্বারিংশত্রয়শ্চৈব মহানন্দির্ভবিষ্যতি ॥
মহানন্দিসুতশ্চাপি শূদ্রায়াং কলিকাংশজঃ।
উৎপৎস্যতে মহাপদ্মঃ সর্ব্বক্ষত্রান্তকো নৃপঃ ॥
ততঃ প্রভৃতি রাজানো ভবিষ্যাঃ শূদ্রযোনয়ঃ। (মৎস্যপু° ২৪৬ অ°।
অপি মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো হতিলুব্ধো মহাপদ্মনন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি। তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ।" (শুদ্ধিতত্ব)

কাংস্যপাত্রে পাকও হিতকর, তাম্রপাত্রে পক্ববস্তু অরুচিকর এবং অম্লপিত্তবর্দ্ধক; সুবর্ণ ও রৌপ্যপাত্র শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত এবং সকল দোষনাশক।

• মহানসে রক্ষণীয় উপকরণ।—মহানসে ভোজনার্হ বিবিধ দ্রব্য রাখিয়া দিবে, পাক বা ভোজন করিতে যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক, তাহা যথানিয়মে ঐ গৃহে সাজাইয়া রাখিতে হইবে। আপ্তমার্জ্জনী, বাঢ়া, পূতহণ্ডী, সুকূর্চ্চিকা, কর্ষণী, বৈনবপাত্র, জলপূর্ণ অলিঞ্জর, বহ্নিসংজননপ্রস্তর, কুদ্দাল, সুকুঠারক, শুষ্ক দারুখণ্ড, চালনী, পীঠী, মুষল, উদূখল, সূর্প, লোষ্ট্র, শিলা, দর্ব্বী, চতুরস্র অবপট্টিকা, সংদংশক যুগল, নালিকা, ছুরিকা প্রভৃতি দ্রব্যই মহানসে রাখিতে হয়।*

মহানসাধ্যক্ষ (পুং) মহানসস্য অধ্যক্ষঃ। রসবত্যধিকারী পুরুষ, রন্ধনশালার অধ্যক্ষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা॰ ১ অ॰)

মহানসিকাবোঢ়্ (ত্রি) রাজশালাধিকৃত পুরুষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা॰ ১ অ॰)

মহানাগ (পুং) সুরপুন্নাগ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি॰)

মহানাটক (ক্লী) মহচ্চ তৎ নাটকঞ্চেতি। নাটকবিশেষ।

* "আগ্নেয্যাং দিশি কর্ত্তব্যমাবাসস্য মহানসম্।
গবাক্ষজালমার্গায় মূর্দ্ধভিত্ত্যুপলেপিতম্।
চুল্লী তত্র প্রকর্ত্তব্যা পূর্ব্বপশ্চিমমায়তা।
মৃন্ময়ানীনি ভাণ্ডানি ক্ষালিতানি চ বারিণা।
তেষু যৎ পচ্যতে দ্রব্যং গুণবৎ সর্ব্বসম্মতম্।
মৃদভাবে পচেল্লোহে চক্ষুরর্শোবিকারজিৎ।
কাংস্যজে পাচিতং যদ্ধি তদ্ধিতং মতিদং শুচি।
যচ্চ তাম্রময়ে সিদ্ধং ন রুচ্যং ঘম্লপিত্তকৃৎ।
সৌবর্ণে রাজতে পাচ্যমাচ্যাভূমিভূতাং গৃহে।
তৎ পাত্রং সর্ব্বদোষঘ্নং ধিষণোৎসবদায়কম্।
অথ মহানসোপযোগ্যোপকরণানি—
বস্তূনি ভোজনার্হানি বিবিধানি পুনঃ পুনঃ।
সর্ব্বাণি গুণযুক্তানি স্থাপিতানি মহানসে।
চাপ্তাপ্তমার্জ্জনী বাঢ়া পূতহণ্ডী সুকূর্চ্চিকা।
কর্ষণী বৈনবং পাত্রং জলপূর্ণমলিঞ্জরঃ।
বহ্নিসংজননো গ্রাবঃ কুদ্দালং সুকুঠারকঃ।
দারুখণ্ডানি শুষ্কানি হস্তমাত্রাণি চেন্ধনম্।
সূর্পলোষ্টশিলা দর্ব্বী চতুরস্রাবপট্টিকা।
সংদংশকস্য যুগলং বস্ত্রখণ্ডচতুষ্টয়ম্।
নালিকা ছুরিকা চৈব মুষলং সুকটাহকম্।
বাহ্নসকালনার্থায় দর্ব্বী দীর্ঘা সলোহজা।
তন্দুর বর্ব্বরা গ্রাবা তপ্তকং দৃঢ়বেষ্টনী।
ইত্যাদি বস্তুজাতং হি যুজ্যতে চ মহানসে॥" (পাকরাজেশ্বর)

ইহার লক্ষণ—

"এতদেব যদা সর্ব্বৈঃ পতাকাস্থানকৈর্যুতম্।
অঙ্কৈশ্চ দশভির্ধীরা মহানাটকমূচিরে॥"

এতদেব নাটকং যথা বালরামায়ণং' (সাহিত্যদ॰)

নাটকের লক্ষণাক্রান্ত এবং সকল প্রকার পতাকা-স্থানাদি যুক্ত ও দশ অঙ্কে সমাপ্ত হইলে তাহাকে মহানাটক কহে। বালরামায়ণ মহানাটক-পদবাচ্য।

২ স্বনামখ্যাত হনূমদ্রচিত রামচরিতগ্রন্থবিশেষ। এই গ্রন্থ অতি সুললিত।

"এষ শ্রীলহনূমতা বিরচিতে শ্রীমন্ মহানাটকে
বীরশ্রীযুতরামচন্দ্রচরিতে প্রত্যুদ্ধৃতে বিক্রমৈঃ।
মিশ্র শ্রীমধুসূদনেন কবিনা সন্দর্ভসজ্জীকৃতে
স্বর্গারোহণনামকোঽত্র নবমো যাতোঽঙ্ক এবেত্যসৌ॥"
(মহানাটক শেষ শ্লোক)

মহানাড়ী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ নাড়ীচেতি। কণ্ডরা। (রাজনি॰)

মহানাদ (পুং) মহান্ নাদোঽস্য। ১ হস্তী। ২ বর্ষুক মেঘ। মহাংশ্চাসৌ নাদশ্চেতি। ৩ মহাশব্দ। ৪ সিংহ। ৫ কর্ণ। (হেম) ৬ উষ্ট্র। ৭ শঙ্খ। (রাজনি॰) ৮ কাহলবাদ্য। (হারাবলী) ৯ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৮) (ত্রি) ১০ মহাশব্দযুক্ত।

"তৎকালমেব প্রতিমং মহোরগনিষেবিতম্।
অভিগম্য মহানাদং তীর্থেনৈব মহোদধিম্॥" (রামা॰ ৪।৪০।৩৮)

মহানাদ, বঙ্গে ত্রিবেণীর ৪ ক্রোশ পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে জটেশ্বর শিব ও বশিষ্ঠগঙ্গা নামে একটী পুণ্যসলিলা পুষ্করিণী আছে। সাধারণ লোক ঐ কুণ্ডকে গঙ্গার ন্যায় ভক্তি করে। বশিষ্ঠগঙ্গা ও শিবস্থাপনাদি বিষয়ে এখানে একটী উপাখ্যান প্রচলিত আছে। কোন সময়ে এই গ্রামে একটী দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পতিত হয়, বায়ু লাগিয়া তাহা হইতে মহানাদ উত্থিত হয়। দেবগণ তাহা শুনিয়া তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হন এবং জটেশ্বর শিব ও বশিষ্ঠগঙ্গা প্রতিষ্ঠা করিয়া মহানাদ হইতে এই স্থানের নামকরণ করেন। এখানে কএক ঘর কন্‌ফট্ট যোগীর বাস আছে। বৌদ্ধদিগের সময়ে এখানে অনেক বৌদ্ধ শ্রমণের বাস ছিল। আজও এখানে ধর্ম্মঠাকুরের 'জাত' হইয়া থাকে।

মহানানাত্ব (ক্লী) যজ্ঞ-প্রক্রিয়ার প্রকরণভেদ। (লাট্যায়ন ১০।৭।৩)

মহানাভ (পুং) ১ হিরণ্যাক্ষের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ২ দানবভেদ। ৩ অস্ত্রাদি মন্ত্রপূতকরণার্থ মন্ত্রবিশেষ।

মহানামন্ (পুং) ১শাক্যমুনির আত্মীয় বিশেষ। (ললিতবিস্তর) ২ মহাবংশরচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ জনৈক বৌদ্ধ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

মহানাম্নিক (ত্রি) মহানাম্নী পরিশিষ্ট সম্বন্ধীয়। "ব্রতৈশ্চোপনিষন্মহানাম্নিকাদিভিঃ" (মনু ২।১৬৮ টীকায় কুল্লুক)

মহানাম্নী, সামবেদপরিশিষ্টভেদ। ইহা শক্করীছন্দে লিখিত।

মহানাম্নীব্রত (ক্লী) বেদোক্ত ব্রতবিশেষ, ইহাতে মহানাম্নী সূক্তের মন্ত্র সমুদায় পাঠ করিতে হয়।

মহানারাচরস (পুং) পারা, তাম্র, গন্ধক, জয়পাল, ও ত্রিফলা প্রত্যেকে একতোলা, কটকী ক্ষারত্রয়, প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া বটী করিবে। বটীর পরিমাণ দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে। অনুপান উষ্ণজল। ইহা সেবন করিলে গুল্ম ও জ্বর আশু বিনষ্ট হয়। অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—পারা, সোহাগা, ও মরিচ প্রত্যেকে একভাগ, গন্ধক, পিপুল, শুঁঠ, প্রত্যেকে ২ ভাগ, সমুদায়ের সমান নিস্তষ দন্তীবীজ মিশ্রিত করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটী করিতে হইবে। ইহা সিদ্ধ বিরেচক, ইহা সেবনে গুল্মাদি রোগ আশু নিরাকৃত হয়। (রসেন্দ্রসারস° গুল্মাধি°)

মহানারায়ণ (পুং) বিষ্ণু। (ললিতবিস্তর)

মহানারায়ণতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, কাথার্থ শতমূলী, শালপাণি, চাকুলিয়া, শটী, বচ, এরণ্ডমূল, কণ্টকারীমূল, নাটাকরঞ্জমূল গোরক্ষচাকুলের মূল ও ঝাঁটিমূল প্রত্যেকে ১০পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ প্রত্যেকে ৮ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, কল্কার্থ পুনর্ণবা, বচ, দেবদারু, শুলফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও রাস্না প্রত্যেক ৪ তোলা। তৈলপাকের নিয়মানুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈলমর্দ্দনে মনুষ্য, অশ্ব এবং হস্তীর সকল প্রকার বাত, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, গণ্ডমালা, বাতরক্ত, হনুগ্রহ, কামলা, পাণ্ডু ও অশ্মরী প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধিরোগাধি°)

মহানারায়ণোপনিষৎ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

মহানাস (পুং) ১ শিব। (ত্রি) ২ বৃহৎনাসাযুক্ত।

মহানিদ্র (ত্রি) গাঢ়নিদ্রাভিভূত।

মহানিদ্রা (স্ত্রী) মহতী সুদীর্ঘা চাসৌ নিদ্রা চেতি। মরণ।

মহানিনাদ (পুং) নাগভেদ।

মহানিমিত্ত (ক্লী) মহৎকারণ।

মহানিম্ব (পুং) মহাংশ্চাসৌ নিম্বশ্চেতি। নিম্ববৃক্ষ বিশেষ, (Melia azandirachta, Syn Melia Sempervirens) চলিত ঘোড়ানিম্, মহানিম্, বননিম্। হিন্দী—বকাইন্, মহারাষ্ট্র—ড়োংরাচা, নিম্বাচাঝাঁড়, তৈলঙ্গ—গঙ্গরাবিচেটু, তুরকবেপ, কণ্ডবেপ; তামিল—মালাইবেতু বাপেপ্যাম্। সংস্কৃত পর্য্যায়—কৈটর্য্য, পবনেষ্ট, পৰ্ব্বত। (রত্নমালা) ইহার গুণ—গ্রাহী, কষায়, অম্ল, শীতল, রুক্ষ, তিক্ত, গ্রাহী, কফ, পিত্ত, ভ্রম, ছর্দি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, রক্তদোষ, প্রমেহ, শ্বাস, গুল্ম, অর্শ এবং মূষিকবিষনাশক। (ভাবপ্র°)

মহানিয়ম (পুং) বিষ্ণু। (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

মহানিযুত (ক্লী) বৌদ্ধমতে অত্যূর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মহানিরয় (পুং) নরকভেদ।

মহানিরষ্ট (পুং) কোষহীন বৃষ, দামড়া। "সূতস্য গৃহে মহানিরষ্টো দক্ষিণা" (তৈত্তি° সং ১।৮।৯।১।)

মহানির্ব্বাণ (ক্লী) ১ মোক্ষ বা নির্ব্বাণমুক্তি। ২ আধুনিক তন্ত্রভেদ।

মহানিশা (স্ত্রী) মহতী ঘোরা নিশা। নিশামধ্যভাগ, রাত্রির মধ্যভাগ। পর্য্যায়—নিশার্দ্ধ, নিশীথ। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে দেড় প্রহরের পর আর দুই প্রহর পর্য্যন্ত মহানিশা।

"মহানিশাতু বিজ্ঞেয়া মধ্যমং প্রহরদ্বয়ম্।
তত্র স্নানং ন কুর্ব্বীত কাম্য নৈমিত্তিকাদৃতে॥"(তিথিতত্ত্ব)

মধ্যম প্রহরদ্বয়কে মহানিশা কহে, কাম্য এবং নৈমিত্তিক কার্য্য ভিন্ন এই মহানিশিতে স্নান করিতে নাই। এই সময়ে কোন বস্তু ভোজন করিবে না। একালে ভোজন করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। মহানিশিতে পারণও নিষিদ্ধ। *

দেবলের মতে—রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের পর শেষদণ্ড এবং তৃতীয় প্রহরের প্রথম দণ্ড এই দুই দণ্ড কালই মহানিশা। "মহানিশা রাত্রিমধ্যমদণ্ডদ্বয়াত্মিকা সা দ্বিতীয়প্রহরশেষদণ্ড তৃতীয়প্রহরপ্রথমদণ্ডরূপা।

"মহানিশা দ্বে ঘটিকে কোটি সূর্য্যসমপ্রভঃ।" ইতি দেবলোক্তা মহানিশা" (তিথিতত্ত্ব)

মাঘমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে মহানিশাকালে ভগবান্ মহাদেব কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত শিবলিঙ্গরূপে উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

---

* "যন্মুহূর্ত্তে ব্যতীতে তু রাত্রাবেব মহানিশা।
লভতে ব্রহ্মহত্যাঞ্চ তত্র ভুক্ত্বা চ নারদ।
গোমাংসবিন্মূত্রসমং তাম্বুলঞ্চ ফলং জলম্।
পুংসামস্তক্ষ্যং শুদ্ধায়ামোদনস্যাপি কা কথা।" ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং।
তত্র পারণনিষেধঃ—
ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ।
নিশায়াং পারণং কুর্য্যাদ্বর্জয়িত্বা মহানিশাম্।
মহানিশায়াং প্রাপ্তায়াং তিথিভাগঃ যদা ভবেৎ।
দ্বিতীয়েঽহ্নি মুনিশ্রেষ্ঠ পারণং কুরুতে ব্রতী।" (তিথিতত্ত্ব)

"মাঘকৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যামাদিদেবো মহানিশি।
শিবলিঙ্গতয়োদ্ভূতঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

তান্ত্রিকদিগের মতে প্রথম প্রহরের পর তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত মহানিশা। কিন্তু এক প্রহরের পর দুই ঘণ্টা অতীত হইলে তাহাকে অতিনিশা কহে। এই মহানিশাকালে তান্ত্রিকদিগের পূজা ও জপ প্রশস্ত। এই মহানিশা-কালেই কালীপূজা হইয়া থাকে।

"গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়প্রহরাবধি।
মহানিশায়াং জপ্তব্যং রাত্রিশেষে জপেন্নতু॥
অপিচ—নিশা তু পরমেশানি দ্বয়ো চান্তমুপাগতে।
প্রহরে চ গতে রাত্রৌ ঘটিকে দ্বে পরে চ যে॥
মহানিশা সমাখ্যাতা ততশ্চাতিমহানিশা।
অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবি পশুভাবেন পূজয়েৎ।
দশদণ্ডে তু যা পূজা তৎ সর্ব্বমক্ষয়ং ভবেৎ॥"
(তন্ত্রসার, গুপ্তসাধনত° ৬ অ°)

মহানিশীথ (পুং) জৈন-সম্প্রদায়ভেদ।

মহানীচ (পুং) মহানতিশয়ঃ নীচঃ। ১ রজক। (শব্দমা°) (ত্রি) ২ অতিশয় হীনবর্ণ।

মহানীল (পুং) মহান্ নীলঃ নীলবর্ণঃ। ১ ভৃঙ্গরাজ। ২ নাগবিশেষ। ৩ মণিবিশেষ। (মেদিনী)

"মহামহানীলশিলারুচঃ পুরো নিষেদিবান্ কংসকৃষঃ স বিষ্টরে।"
(শিশুপাল ১।১৬)

"সিংহলস্থাকরোদ্ভূতা মহানীলাস্ত তে স্মৃতাঃ।
ইতি ভগবানগস্ত্যঃ" (মল্লিনাথ)

সিংহলদ্বীপের খনিতে যে নীলমণি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মহানীল। ইহার লক্ষণ—

"যস্ত বর্ণাস্ত ভূয়স্থাং ক্ষীরে শতগুণে স্থিতঃ।
নীলতাং তনুয়াৎ সর্ব্বং মহানীলঃ স উচ্যতে॥"(গরুড়পু° ৭২অ°)

ইহাকে নীলকান্তমণিও কহে।

যে নীলমণি বর্ণের প্রাশস্ত্যহেতু শতগুণ ক্ষীরে রাখিলে সমস্তই নীলরঙ্ করে, তাহাকে মহানীল কহে।

৪ গুগ্গুলুর জাতিভেদ। (ভাবপ্র°) ৫ সর্পভেদ। (বৈদ্যকনি°) ৬ মেরু সন্নিকটস্থ পর্ব্বতভেদ।

মহানীলকণ্ঠরস (পুং) রসৌষধ-বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—তিমি পিত্তে ভাবিত সীসক এক তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রসসিন্দূর ১৬ তোলা, অভ্র ২৪ তোলা, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারী, ব্রাহ্মীশাক, নিসিন্দা, শঠী, মুণ্ডিরী, শতমূলী, গুড়ূচী, তালমাখ্না, তালমূলী, বৃদ্ধদারক ও চিতা ইহাদের ভাবনা দিয়া ত্রিকটু, মুতা, চিতা, এলাইচ, লবঙ্গ, ও জাতিফল এই সকল্ দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ-সেবনে বিবিধ বাতরোগ, ৪০ প্রকার পিত্তরোগ এবং অন্যান্য সকল রোগ বিনষ্ট হইয়া শত কামিনীরমণে শক্তি হয়। যথেষ্ট আহারে সমর্থ কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্, মেধাবী ও ভীষ্মের ন্যায় বিক্রম জন্মে। এই ঔষধসেবনে বন্ধ্যানারীর বন্ধ্যাত্ব দোষ নিরাকৃত হয়। ঔষধ সেবনের পর ২১ দিন মৈথুন বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। (রসেন্দ্রসারস°)

মহানীলতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—তিলতৈল ১৬ সের, বহেড়ার রস ৬৪ সের, আমলকীর রস ৬৪ সের, কল্কার্থ ঘোষালতার মূল, কাল ঝাঁটির মূল, তুলসীপত্র, কৃষ্ণশণের ফল, ভীমরাজ, কাকমাচী, যষ্টিমধু, ও দেবদারু,প্রত্যেকে ১০ পল,পিপুল, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, প্রপৌণ্ডরীক, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাগুরু, নীলোৎপল, আম্রকেশী, কৃষ্ণমর্দ্দন, মৃণাল, রক্তচন্দন, নীলকাষ্ঠ, ভেলার মুটী, হীরাকস, মল্লিকাপুষ্প, সোমরাজী, অশনছাল, শস্ত্র, মদনছাল, চিতামূল, অর্জ্জুনপুষ্প, গাম্ভারীপুষ্প,আম্রফল ও জামফল, প্রত্যেক ৫ পল, পরে তৈলপাকের বিধানানুসারে পাক করিবে। অথবা সমুদয় রস শোষণ পর্য্যন্ত সূর্য্যাপক করিয়া লইতে হইবে। এই তৈল পান, নস্য ও মস্তকে মর্দ্দনার্থ প্রযোজ্য,ইহাতে সকল প্রকার শিরোরোগ ও কেশের অকালপক্কতা নিবারণ হইয়া চক্ষুর তেজ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।
(ভৈষজ্যরত্নাবলী ক্ষুদ্ররোগাধিকার)

মহানীলা (স্ত্রী) মহতী চাসৌ নীলা নীলবর্ণা চেতি। মহাজম্বু।

মহানীলী (স্ত্রী) নীল (নীলাদোষধৌ। পা ৪।১।৪২) ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা ঙীষ্। ততঃ মহতী চাসৌ নীলা চেতি। নীলাপরাজিতা, বৃহন্নীলী, পর্য্যায়—অমরা, জনিনীলিকা, তুত্থা, শ্রীফলিকা, মেলা, কেশার্হা, ভৎর্সপত্রিকা, ইহার গুণ—গুণাঢ্য, রঙ্গশ্রেষ্ঠ, সুবর্ণদায়ক এবং সকল কর্ম্মে সগুণ।

মহানীলোৎপল (পুং) ইন্দ্রনীল মণি।

মহানুভাব (ত্রি) মহান্ অনুভাবো মাহাত্ম্যং যস্য। মহাশয়, মহাত্মা।

"সুকৃতী পুণ্যবান্ ধন্যো ধর্ম্মী চ ধর্ম্মবানপি।
মহাশয়ো মহেচ্ছঃ স্যান্মহানুভাব ইত্যপি॥" (শব্দরত্না°)

মহানুরাগ (ত্রি) ঐকান্তিক প্রেম বা আসক্তি।

মহানুশংসব (ত্রি) অত্যধিক স্বচ্ছন্দতা বা সুযোগসম্পন্ন।
(দিব্যাবদান ২৩০।১৪)

মহানৃত্য (পুং) মহান্ নৃত্যঃ যস্য। ১শিব। (ভারত ১৩।১৭।১১৫) ২ অতিশয় নৃত্য। ৩ (ত্রি) অতিশয় নৃত্যযুক্ত।

মহানেত্র (ত্রি) ১ প্রশস্ত চক্ষুযুক্ত। (পুং) ২ শিব।
মহানেমি (পুং) কাক। (বৈদ্যকনি°)
মহান্তক (পুং) ১ মৃত্যু। ২ অন্তকারী শিব।
মহান্ধকার (পুং) ১ অবিদ্যারূপ অন্ধকার। ২ ঘোর অন্ধকার।
মহান্ধ্র (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী লোক।
মহান্ধ্রক (পুং) এক বিদেহাধিপতি।
মহান্যায় (পুং) ১ মুখ্য নিয়ম। ২ শ্রেষ্ঠ বিধি।
মহান্বয় (ত্রি) সভ্রান্তবংশসম্ভূত। উচ্চকুলোদ্ভূত।
মহাপক্ষ (পুং) রাজহংস-বিশেষ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ পেচক, পেচা। ৩ গরুড়। (ত্রি) ৪ বৃহৎ পরিবার বা বহু সঙ্গীযুক্ত।
মহাপগা (স্ত্রী) নদীভেদ।
মহাপঙ্ক (ক্লী) মহচ্চ তৎ পঙ্কঞ্চেতি। অতিশয় পাক, গাঢ়-কর্দ্দম। "অহহ! মহাপঙ্কে পতিতোহসি" (হিতোপ°)
মহাপঙ্‌ক্তি (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোভেদ। (ঋক্‌প্রাতি° ১৬৪৯)
মহাপঞ্চমূল (ক্লী) পঞ্চানাং বিল্বাদি মূলানাং সমাহারঃ, ততঃ মহচ্চ তৎ পঞ্চমূলঞ্চেতি। বৃহৎপঞ্চমূল। বিল্ব, অগ্নিমন্থ, শ্যোনাক, কাশ্মরী ও পাটলা এই পঞ্চবৃক্ষের মূল মহাপঞ্চমূল নামে খ্যাত।

"বিল্বোঽগ্নিমন্থঃ শ্যোনাকঃ কাশ্মর্য্যঃ পাটলা তথা।
সর্ব্বৈস্তু মিলিতৈরেতৈঃ স্যান্মহাপঞ্চমূলকম্॥"
(রাজনি°)

মহাপঞ্চবিষ (ক্লী) পঞ্চানাং বিষাণাং সমাহারঃ ততঃ মহচ্চ তৎ পঞ্চবিষঞ্চেতি। বৃহদ্বিষপঞ্চক, এই বিষ যথা—শৃঙ্গী, কালকূট, মুস্তক, বৎসনাভক ও শঙ্খকর্ণী এই পাঁচপ্রকারের বিশেষ নাম মহাপঞ্চবিষ।

"শৃঙ্গী চ কালকূটশ্চ মুস্তকো বৎসনাভকঃ।
শঙ্খকর্ণীতি যোগোঽয়ং মহাপঞ্চবিষাভিধঃ॥" (রাজনি°)

মহাপঞ্চাঙ্গুল (পুং) রক্তৈরণ্ডবৃক্ষ। (রাজনি°)
মহাপণ্ডিত (পুং) দার্শনিক বা নৈয়ায়িক পণ্ডিতচূড়ামণি।
মহাপত্র (পুং) বৃহৎ পত্রযুক্ত গুল্মভেদ।
মহাপত্রা (স্ত্রী) মহান্তি পত্রাণ্যস্যাঃ। মহাজম্বু। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ বৃহৎ পত্রযুক্ত।
মহাপথ (পুং) মহাংশ্চাসৌ পন্থাশ্চেতি (আন্মহত ইতি। পা ৬।৩।৪৬) ইতি মহত আকারাদেশঃ, (ঋক্‌পূরব্ধূঃপথা-মানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪) ইতি সমাসান্তোঽকারঃ। প্রধান পথ, পর্য্যায় ঘণ্টাপথ, সংসরণ, শ্রীপথ, রাজবর্ত্ম, উপনিষ্ক্রমণ, উপনিষ্কর। (হেম) ২ মৃত্যুপথ।

পথিন্ শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দ প্রয়োগ করিতে নাই। (ভট্টিটীকা) ৩ সুষুম্না।

"সুষুম্না শূন্যপদবী ব্রহ্মরন্ধ্রং মহাপথঃ।
শ্মশানং শাম্ভবী মধ্য মার্কস্ভেত্যেকবাচকাঃ॥"
(হঠযোগদীপিকা° ৩।৪)

৪ নগরের প্রধান পথ। ৫ শিব। ৬ ব্রহ্মরন্ধ্র নামক নরকভেদ। ৭ হিমালয়স্থ তীর্থভেদ।
মহাপথগম (পুং) মহাপথস্য মহাপথে বা গমঃ গমনং। মরণ, মহাপথে গমন। (জটাধর)
মহাপথিক (পুং) মহাপ্রস্থানকারী। মহাযাত্রার নিমিত্ত হিমালয় দেশে তীর্থ অথবা তপস্যা উদ্দেশে গমনকারী ব্যক্তি।
মহাপদ (পুং) মহাব্রজ। "অভীবৃতেব তা মহাপদেন" (ঋক্ ১০।৭৩।২) 'অথ মহাপদেন মহতা ব্রজেনাভীবৃতেব' (সায়ণ)
মহাপদপঙ্‌ক্তি (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোভেদ। (ঋক্‌প্রাতি° ১৬।২৯)
মহাপদ্ম (পুং) মহৎ পদ্মং তাদৃশং চিহ্নং শিরসি যস্য। ১ অষ্ট নাগের অন্তর্গত নাগভেদ, পর্য্যায় অতিশুক্ল, দশবিন্দুক মস্তক। (হেম) মনসা পূজার সময় এই নাগের পূজা করিতে হয়। ২ দর্ব্বীকর জাতীয় সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অ)

৩ কুবেরের নববিধ নিধির অন্তর্গত নিধিবিশেষ। পদ্মিনী বিদ্যার অন্তর্গত অষ্টবিধ নিধির অন্তর্গত নিধি বিশেষ।

"যস্যা বৎসে! প্রভাবেন বিদ্যায়াস্তাং গৃহাণ মে।
পদ্মিনী নাম বিদ্যেয়ং মহাপদ্মাভিপূজিতা॥ (মার্ক°পু° ৬৪।১৫)

৪ গঙ্গাতীরবর্ত্তী নগরভেদ। (ভারত ১২।৩৫৩।১)
৫ দৈত্যভেদ। (হরিবং ২৩২।৩) ৬ দিক্করীভেদ। (ভারত ৬।৬১)
(ক্লী) ৭ লক্ষ কোটী সংখ্যা। (লীলাবতী)

"অযুতং প্রযুতং চৈব পদ্মং খর্ব্বমথার্ব্বুদম্।
শঙ্খঞ্চৈব মহাপদ্মং নিখর্ব্বং কোটিরেব চ॥" (মহাভারত)

৮ শুক্লপদ্ম। (রত্নমালা) ৯ নরকভেদ।

১০ জৈন মতে নাগদিগের অধিকৃত নিধি বিশেষ। ১১ নন্দ-রাজের নামান্তর। (বিষ্ণুপু°) ১২ নন্দপুত্রভেদ। ১৩ কুবে-রানুচর কিন্নরভেদ।
মহাপদ্মপতি (পুং) নন্দরাজের নামান্তর। (বিষ্ণুপু°)
মহাপদ্মসরস্ (ক্লী) কাশ্মীরস্থ হ্রদবিশেষ। বর্ত্তমান নাম উলর। (রাজতর° ৫।৬৮)
মহাপদ্মসলিল (ক্লী) কাশ্মীরদেশীয় উলর হ্রদ। (রাজত° ৫।১১৮)
মহাপদ্মনন্দি, মহানন্দির ঔরসে শূদ্রাণীগর্ভজাত কুমারভেদ।
মহাপদ্য (পুং) মহাকাব্য।
মহাপদ্যষট্ক, কালিদাসকৃত ভোজরাজের গুণবর্ণনসূচক ষট্শ্লোকাত্মক কবিতাবিশেষ।
মহাপন্থক (পুং) বৌদ্ধশিষ্যভেদ।
মহাপনস (পুং) মণ্ডলিসর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অ°)

মহাপরাক্রম (ত্রি) অত্যন্ত সাহসী। মহাবীর্য্যবান্।
মহাপরাহ্ণ (পুং) অপরাহ্ণের শেষভাগ।
মহাপরিনির্ব্বাণ (ক্লী) নির্ব্বাণবিশেষ। মহামোক্ষ।
মহাপর্ণ (পুং) ব্রহ্মরাক্ষস, রোহীতক, ভূমিশাল। (বৈদ্যকনি°)
মহাপবিত্র (ত্রি) ১ অত্যন্ত পবিত্র। ২ বিষ্ণু।
মহাপশু (পুং) গবাদি পশু।
মহাপাকজ্ঞানি, সূর্য্যারুণশতকপ্রণেতা। জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের শিষ্য।
মহাপাটল (পুং) বৃক্ষভেদ।
মহাপাত (পুং) তীরাদির দূরদেশে পতন।
মহাপাতক (ক্লী) মহৎ অতিশয়িতং পাতকং। পাপবিশেষ। এই পাপ পাঁচ প্রকার। যথা—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুরুপত্নী-গমন এবং এই সকল পাপাচারীদিগের সহিত সংসর্গ।

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥"(মনু ১১।৫৪)

যাহারা উল্লিখিত মহাপাতক-কর পাপানুষ্ঠান করে, তাহাদের নরক হয়, পরে নরকভোগান্তে তাহাদের উৎকট ব্যাধি জন্মে। ক্রমান্বয়ে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত ঐ উৎকট ব্যাধির ভোগ হইয়া থাকে। এইরূপ ভোগের পর মহাপাতকের শান্তি হয়।

"মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মসু জায়তে।
বাধতে ব্যাধিরূপেণ তস্য কৃচ্ছ্রাদিভিঃ সমঃ ॥"
(শাতাতপীয় কর্ম্মবি°)

মহাপাতকজ চিহ্ন সপ্তজন্ম বিদ্যমান থাকে, এবং এই পাতক ব্যাধিরূপে পীড়া দেয়। তপ্তকৃচ্ছ্রাদি চান্দ্রায়ণের অনুষ্ঠান করিলে ইহার শান্তি হয়। তুলা, মকর ও মেষ অর্থাৎ কার্ত্তিক, বৈশাখ এবং মাঘমাসে প্রাতঃস্নান করিয়া হবিষ্যভোজন ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও মহাপাতক বিনষ্ট হয়।

"তুলামকরমেষেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥"
(মলমাসতত্ত্ব)

পুরাণে লিখিত আছে,—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই মঙ্গলময় নাম যাহার মুখে সদা বিরাজিত থাকে, তাহার সকল মহাপাতক ভস্মীভূত হয়।

"কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ ॥" (পুরাণ)

রোগমাত্রই পাপজ। পাপ ভিন্ন রোগভোগ হয় না। মহাপাতকজ রোগের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং নরকস্য পরিক্ষয়ে।
বাধতে ব্যাধিরূপেণ তস্য কৃচ্ছ্রাদিভিঃ সমঃ ॥
কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহো গ্রহণী তথা।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীকাসা অতীসারভগন্দরৌ ॥
দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোঽক্ষিনাশনং।
ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাতোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ ॥"

পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত পাপ নরকভোগের পর ব্যাধিরূপে পীড়া দেয়। মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাস, অতীসার, ভগন্দর, দুষ্ট ব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত ও অক্ষিনাশন, এই সকল রোগ মহাপাতকের ফলে উৎপন্ন, অর্থাৎ মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিলে এই সকল রোগ হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে প্রথমে এই রোগের প্রায়শ্চিত্ত, তৎপরে তাহার চিকিৎসা করিবে।

মহাপাতকিন্ (ত্রি) মহাপাতকমস্ত্যস্যেতি মহাপাতক-ইনি। পঞ্চপ্রকার মহাপাতকযুক্ত, যাহারা মহাপাতক করে।

মহাপাতকী মাত্রেই পতিত, এই জন্য ইহাদের মৃত্যু হইলে ইহাদের দাহাদি ক্রিয়া হইবে না, এমন কি ইহাদের মৃত্যুতে অশ্রুপাত করাও বিধেয় নহে। মহাপাতকীর শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না। যদি কেহ মোহবশতঃ এই মহাপাতকীদিগের অগ্নিকার্য্য, অশৌচগ্রহণ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহারও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

"মহাপাতকিনো যে চ পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পতিতানাং ন দাহঃ স্যান্নান্ত্যেষ্টির্নাস্থিসঞ্চয়ঃ ॥
ন চাশ্রুপাতঃ পিণ্ডো বা কার্য্যং শ্রাদ্ধাদিকং কচিৎ।
এতানি পতিতানান্তু যঃ করোতি বিমোহিতঃ।
তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়েনৈব তস্য শুদ্ধির্ন চান্যথা ॥"

বিশেষ কথা এই যে, যদি মহাপাতকী তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহা হইলে তাহার দাহ, অশৌচ ও শ্রাদ্ধাদি হইবে। যদি মরণের পূর্ব্বে এই প্রায়শ্চিত্ত না হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর করিয়া তাহার দাহাদি হইবে। ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা।

পারিভাষিক মহাপাতকী।—
পিতরং মাতরং ভার্য্যাং গুরুপত্নীং গুরুং পরম্।
যো ন পুষ্ণাতি কাপট্যাৎ স মহাপাতকী শিব ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণপতিখ° ৪৪ অ°)

পিতা, মাতা, ভার্য্যা, গুরুপত্নী, ও গুরু ইহাদিগকে ছলক্রমে যে ব্যক্তি ভরণপোষণ করে না, সে মহাপাতকী।

অন্যবিধ—
"কৃতপ্রাণপ্রতিষ্ঠাঞ্চ নীচৈর্যাং প্রতিমাং দ্বিজঃ।
দুর্গাং ন প্রণমেদ্যস্তু স মহাপাতকী স্মৃতঃ ॥"
(দেবীপু° ব্যাসনারায়ণস°)

নীচ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমা এবং ভগবতী দুর্গাকে যে প্রণাম না করে, সে মহাপাতকী।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে—

"জাতিভেদো ন কর্ত্তব্যঃ প্রসাদে পরমাত্মনঃ।
যোঽশুদ্ধবুদ্ধিং কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ॥" (মহানি০৩।৯২)

পরমাত্মার প্রসাদে জাতিভেদ কল্পনা করা উচিত নহে, যে ভেদবুদ্ধি করে, সে মহাপাতকী।

মহাপাত্র (পুং) ১ প্রধান মন্ত্রী। ২ উপাধি বিশেষ। ৩ জনৈক বিখ্যাত গায়ক। ইনি সম্রাট্ অকবর শাহের দূতরূপে উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেবের সভায় আগমন করেন।

মহাপাদ (ত্রি) ১ বৃহৎ পদযুক্ত। (পুং) ২ শিব।

মহাপাপ (ক্লী) মহচ্চ তৎ পাপঞ্চেতি। মহাপাতক।

"মহাপাপেষু সর্ব্বং স্যাৎ তদর্দ্ধন্তু পপাতকে।
দদ্যাৎ পাপেষু ষষ্ঠাংশং জ্ঞাত্বা ব্যাধবলাবলম্॥" (মলমাসত০)

মহাপাপ্মন্ (ত্রি) অতিশয় পাপাত্মা।

মহাপারণিক (পুং) বুদ্ধশিষ্যভেদ।

মহাপারুষক (পুং) বৃক্ষভেদ।

মহাপারেবত (ক্লী) মহচ্চ তৎ পারেবতঞ্চেতি। ফলবৃক্ষ বিশেষ, হিন্দী বড়া পারেবত। পর্য্যায়—স্বর্ণপারেবত, সাম্রাণিজ, খারিক, রক্তরৈবতক, বৃহৎপারেবত, দ্বীপজ, দ্বীপখর্জ্জুর। ইহার গুণ মধুর, বলকারক, পুষ্টিবর্দ্ধক, বৃষ্য, মূর্চ্ছা ও ভ্রমনাশক। (রাজনি০)

মহাপার্শ্ব (পুং) ১ দানবভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব) ২ রাক্ষসভেদ। (রামা০ ৫।১২।৭)

মহাপাল (পুং) রাজপুত্রভেদ।

মহাপাশ (পুং) মহান্ পাশোঽস্য। ১ যমদূত বিশেষ। (বৃহদ্ধর্ম্মপু০ ৫৭ অ০) মহাংশ্চাসৌ পাশশ্চেতি। ২ বৃহৎ পাশ।

মহাপাশুপত (পুং) ১ বকুল বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০) ২ পশুপতির উপাসক শৈবসম্প্রদায় বিশেষ। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, শিবভক্তমাত্রই মহাপাশুপত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

"হরেশ্চাবয়োর্ভেদং ন করোতি মহামতিঃ।
শিবভক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো মহাপাশুপতশ্চ সঃ॥" (স্কন্দপু০)

কিন্তু বামনপুরাণে ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা এই,—

"আদ্যং শৈবং পরিখ্যাতমন্যৎ পাশুপতং মুনে।
তৃতীয়ং কালবদনং চতুর্থং চ কপালিনং॥
শৈবশ্চাসীৎ স্বয়ং শক্তি র্বশিষ্ঠস্য প্রিয়ঃ সুতঃ।
তস্য শিষ্যো বভূবাথ গোপায়ন ইতি শ্রুতঃ॥
মহাপাশুপতশ্চাসীদ্ভরদ্বাজো তপোধনঃ।
তস্য শিষ্যোঽপ্যভূদ্রাজা ঋষভঃ সোমকেশ্বরঃ॥
কালাস্যো ভগবানাসীদাপস্তম্বস্তপোধনঃ।
তস্য শিষ্যো বকো বৈশ্যো নাম্না ক্রাথেশ্বরো মুনে॥
মহাব্রতী চ ধনদস্তস্য শিষ্যশ্চ বীর্য্যবান্।
উর্ণোদর ইতি খ্যাতো জাত্যা শূদ্রো মহাতপাঃ॥"

উক্ত প্রকারভেদ সপ্রমাণকরণার্থ বশিষ্ঠাদিকেও তত্তন্মতের বিশিষ্ট উপাসক বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

মহাপাশুপতব্রত, শিবব্রত বিশেষ।

মহাপাসক (পুং) পসতি বাধতে নিরাকরোতি পরকালেশ্বরাদিকমিতি, পস-ণ্বুল্, ততঃ মহাংশ্চাসৌ পাসকশ্চেতি। বুদ্ধভিক্ষুক, পর্য্যায়—চেলুক, শ্রামণের, প্রব্রজিত, গোমীন। (ত্রিকা০) কেহ কেহ ইহার পাঠান্তর 'মহোপাসক' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

মহাপিচুমর্দ্দ (পুং) পর্ব্বতনিম্ব, নিম্বসদৃশ বৃহৎপত্রবৃক্ষ, চলিত মহানিম্। কাহারও কাহারও মতে এই নিম্বই পর্ব্বতে হইলে পর্ব্বতনিম্ব নামে অভিহিত হয়। ঔষধে ইহার ত্বকই গ্রহণীয়।

মহাপিতৃযজ্ঞ, শ্রাদ্ধকৃত্যরূপ যজ্ঞবিশেষ; শাকমেধপর্ব্বের দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠেয়।

মহাপিণ্ডতৈল, বাতরক্তাধিকারোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—কটুতৈল ৪ সের, কাথার্থ গুলঞ্চ, সোমরাজী, গন্ধভাদুলে প্রত্যেক ১২॥০ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কাথ পৃথক্ পৃথক্ হইবে। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ শিলারস, ধুনা, নিসিন্দা, ত্রিফলা, সিদ্ধি, বৃহতী, দন্তীমূল, কাঁকলা, পুনর্ণবা, চিতামূল, পিপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চন্দন, রক্তচন্দন, খাটাশী, করঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দাবীজ, বাকসছাল, নিমছাল, পটোলপত্র, আলকুশীবীজ, অশ্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ, প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে এই তৈল মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি বিবিধ পীড়ার উপশম হয়।

মহাপিণ্ডীতক (পুং) পিণ্ডীং তনোতীতি তন-ড, সংজ্ঞার্থে কন্, ততঃ মহাংশ্চাসৌ পিণ্ডীতকশ্চেতি, পিণ্ডাকারফলত্বাদস্য তথাত্বং। কৃষ্ণবর্ণ মহামদনবৃক্ষ। পর্য্যায়—বারাহ। ইহার গুণ শ্রেষ্ঠ, কটু ও তিক্তরস, কফ, হৃদ্রোগ, ও আমাশয়রোগনাশক। (রাজনি০)

মহাপিণ্ডীতরু (পুং) মহাংশ্চাসৌ পিণ্ডীতরুশ্চেতি। বৃক্ষ বিশেষ, শ্বেত পিণ্ডীতরু। হিন্দী পেড়িরা, বড় ময়না গাছ, কাল ময়না, পর্য্যায়—শ্বেত পিণ্ডীতরু, করহাট, ক্ষুর, শস্ত্রকোষতরু, শর, পিণ্ডীতরু। ইহার গুণ কষায়, উষ্ণ, ত্রিদোষশমন, চর্ম্মরোগ ও রক্তদোষনাশক। (রাজনি০)

মহাপিত্তান্তকরস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত

প্রণালী—জৈত্রী, জায়ফল, জটামাংসী, তালীশ, মাক্ষিক, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা, প্রত্যেকে সমভাগ এবং সমুদায়ের সমান রৌপ্যভস্ম মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান রোগীর বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে পিত্তরোগ মাত্র, শূল, অম্লপিত্ত, পাণ্ডু, হলীমক, অর্শ, ভ্রম, বমন ও ক্ষিপ্তরোগ নাশ হয়। (রসেন্দ্রসারস° বাতরক্তরোগাধি°)

মহাপীঠ (ক্লী) সতী অঙ্গের প্রসিদ্ধ ৫১ পীঠ। [পীঠ দেখ]

মহাপীলু (পুং) পীলতি প্রতিষ্টভতে বিষপিত্তাদিকমিতি পীল (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) ইতি কু, ততো মহান্ পীলুরিতি কর্ম্মধা°। পীলুবৃক্ষ বিশেষ, পীলু ফলের গাছ, পর্য্যায় বৃহৎপীলু, মহাফল, রাজপীলু, মহাবৃক্ষ, মধুপীলু, ইহার ফলগুণ—মধুর, বৃষ্য, বিষনাশক, পিত্তপ্রশমন, রুচিকর, আমনাশক ও প্রদীপক। (রাজনি°)

মহাপীলুপতি (পুং) ইন্দ্র। (উজ্জ্বলদত্ত)

মহাপুংস (পুং) মহাত্মা ব্যক্তি।

মহাপুট (ক্লী) ঔষধপাকার্থ পুটবিশেষ। ভাবপ্রকাশে মহাপুটপাকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। দীর্ঘ, প্রস্থ এবং গম্ভীর প্রত্যেকে দুই হস্ত পরিমাণ অথচ চতুষ্কোণ একটী কুণ্ড (গর্ত্ত) প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে এক হাজার বনঘুটে সাজাইতে হইবে। তৎপরে একটী মাটীর পাত্রে ঔষধ পুরিয়া উত্তমরূপে মুখবন্ধ করিয়া ঐ কুণ্ডনিক্ষিপ্ত ঘুটের উপরি স্থাপন করিবে। তৎপরে আর পাঁচশত ঘুটে তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া অগ্নি দিবে। ইহাকে মহাপুট কহে। (ভাবপ্র°)

মহাপুণ্য (পুং) ১ পবিত্র, পুণ্যময়। ২ বোধিসত্ত্বভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। মহাপুণ্যা—নদীবিশেষ। (বামনপু°)

মহাপুত্র (পুং) পৌত্র।

মহাপুমান্, পর্ব্বতভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

মহাপুর (ক্লী) ১ দুর্গাদি সুরক্ষিত নগরী। ২ তীর্থবিশেষ। এখানে স্নান করিলে মোক্ষলাভ হয়। (ভারত ১৩ পর্ব্ব) (স্ত্রী) মহাপুরী, রাজধানী।

মহাপুরাণ (ক্লী) মহচ্চ তৎ পুরাণঞ্চেতি। বিশেষ লক্ষণযুক্ত ব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশসংখ্যক পুরাণবিশেষ।

[ইহার বিশেষ বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ।]

মহাপুরুষ (পুং) মহাংশ্চাসৌ পুরুষশ্চেতি। শ্রেষ্ঠ নর। (যোগী ঋষি প্রভৃতি) বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহ স্বক্ষেত্রে, উচ্চগৃহে অথবা কেন্দ্রে থাকিলে ৫ প্রকার মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। (বৃ° স° ৬৯ অধ্যায়)

২ নারায়ণ, ভগবান্।

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরেণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ! তে চরণারবিন্দম্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

৩ মহামেদা। (বৈদ্যকনি°) ৪ পরমাত্মা।

মহাপুরুষদন্তা (স্ত্রী) মহাপুরুষস্য দন্তা ইব মূলানি যস্যাঃ। শতমূলী (Asparagus Racemosus) (রত্নমালা)

মহাপুরুষদন্তিকা (স্ত্রী) মহাপুরুষদন্তা স্বার্থে কন স্ত্রিয়াং টাপ্ অত ইত্বং। মহাশতাবরী। (রাজনি°)

মহাপুরুষবিদ্যা (স্ত্রী) মন্ত্রবিশেষ।

মহাপুরুষীয়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। শঙ্করদেবনামক জনৈক মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া ইহার নাম মহাপুরুষীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় হইয়াছে। ১৩৭০ শকে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত আলীপুখুরি গ্রামে শিরোমণি-ভূঁয়া-কুসুমবরনামক জনৈক কায়স্থের গৃহে শঙ্করদেব জন্ম গ্রহণ করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার পিতা ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় লোক ছিলেন। পিতার যত্নে লালিত পালিত হইয়া তিনি অতি শৈশব হইতেই সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে তীর্থপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়া কাশী, উৎকল, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। হরিনামগ্রহণ তাঁহার মূলমন্ত্র হইয়াছিল। অনন্তর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া আসাম প্রদেশে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারে অগ্রসর হন। এখনও ঐ প্রদেশীয় ইতরভদ্র অনেক লোকেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত অনুসরণ করিয়া চলে।

শঙ্করদেব সাকার দেবতার উপাসক ছিলেন না; প্রতিমা পূজার, এমন কি প্রতিমা-দর্শনেরও তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—

"অন্য দেবী দেব, না করিও সেব,
না খাইবা প্রসাদ তার।
গৃহে না পশিবা, মূর্ত্তিকো না চাহিবা,
ভক্তি হবে ব্যভিচার॥"

তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। সকলকেই হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন। এক সময়ে তিনি একজন মুসলমানকে 'জয় হরি নাম' মন্ত্র দিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। বলাই নামে এক মিকিরকে ও গোবর্দ্ধন নামে এক নাগাজাতীয়কেও তিনি নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

কোচবিহারের অনেক লোক তাঁহার ধর্ম্মমতের অনুবর্ত্তন করিয়াছিল। তাঁহার প্রধান শিষ্যের নাম মাধবদেব।

তিনি এবং তাঁহার সহযোগী শঙ্করদেবের পুরুষোত্তম, দামোদর প্রভৃতি অপরাপর প্রিয় শিষ্যেরা এই ধর্ম্মপ্রচারে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিল। মহাপুরুষীয় শূদ্র মহান্তও ব্রাহ্মণকে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিতে পারে।

শঙ্করদেবের দুইটী প্রধান সত্র বা আখ্‌ড়া আছে। নওগাঁও-জেলার বড়দাওয়া গ্রামে একটী এবং গৌহাটী জেলার অন্তঃপাতী বড়পেটা গ্রামে অপরটী। উভয় সত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নাম-ঘর ও ভাওনাঘর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। নাম-ঘরে প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও রাত্রিকালে, চল্লিশ, কখন কখন বা শত শত লোক একত্র হইয়া নামকীর্ত্তনাদি করে। তথায় মধ্যে মধ্যে সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ সকলও পঠিত হয়। অন্যান্য বৈষ্ণবদেবালয়ের ন্যায় নামঘরে বিগ্রহপূজা হয় না, কিন্তু তথায় বৈষ্ণবদিগের পরম পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং সকলে তৎসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া রাম, কৃষ্ণ, হরিনাম প্রভৃতি গান ও কীর্ত্তন করে।

ভাওনাঘর অস্মদ্দেশীয় রঙ্গালয়ের অনুরূপ। সাধারণ লোককে আমোদপ্রমোদে অনুরক্ত দেখিয়া শঙ্করদেব তন্মতাবলম্বিগণের ধর্ম্মানুরাগ-সঞ্চার ও আমোদউদ্রেকের জন্য এই ভাওনাঘরের উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন। তিনি কৌশলের সহিত এরূপ নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিলে ও শুনিলে সাধারণের ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও কৌতূহল জন্য আমোদ যুগপৎ পরিবর্দ্ধিত হইত। শিষ্যমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণের জন্য ভাওনাঘরে প্রায়ই ঐ সকল নাটক অভিনীত হইত।

ইঁহাদের মধ্যে যাহারা সংসারত্যাগী, তাহারা কেবলিয়া-ভক্ত নামে প্রসিদ্ধ। বড়পেটা সত্রে ন্যূনাধিক দেড়শত কেবলিয়া ভক্ত বাস করে। বড়পেটা সত্রেও অনেকগুলি কেবলিয়ার বাস আছে। তাহারা প্রতিদিন চারিবার ভক্তিসহকারে নামকীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই সত্রে স্ত্রীলোকও আছে। কীর্ত্তনাদির সময় তাহারা পুরুষদিগের সহিত মিলিত না হইয়া বাহিরে অবস্থান করে। এই সত্রে শঙ্করদেবের ও তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য মাধবদেবের সমাধি আছে। এতদ্ভিন্ন অন্য অন্য অনেক গ্রামেও নামঘর দেখা যায়; কিন্তু তথায় তাদৃশ ধর্ম্মোৎসাহের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কখন কখন লোকে তথায় পূর্ব্বকৃত মানসিক বা বিশেষ কোন সঙ্কল্পনিবন্ধন নামকীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শঙ্কর সাকারবাদী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সাম্প্রদায়িকগণ সাকার উপাসক নয়, এরূপ বলা যায় না। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে দেবাবতার বলিয়া স্বীকার করে। প্রত্যেক সত্রে এক একখণ্ড প্রস্তরে শঙ্করদেবের চরণচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাহার প্রতি তাহারা বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং বিগ্রহপূজার ন্যায় তাঁহার বংশাবলী নামক চরিত্র-গ্রন্থের পূজা করিয়া থাকে। ইঁহাদের মতে দেবপ্রতিমাদির দর্শন অর্চ্চনাদি নিষিদ্ধ হইলেও বিষ্ণুবিগ্রহবিষয়ে সেরূপ প্রতিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক মহাপুরুষীয় গৃহস্থের বাটীতে দোল দুর্গোৎসবাদিও হইয়া থাকে।

শঙ্করদেব সাধুভাষা ও ব্রজভাষা-মিশ্রিত আসামদেশীয় ভাষায় কীর্ত্তন, নামমালা ও ভাগবতাদি পুস্তকরচনা, সঙ্কলন ও অনুবাদ করিয়া যান। পূর্ব্বলিখিত বড়দাওয়া-সত্রে একটী পুরাতন হরিতকী বৃক্ষ আছে। তথাকার লোকেরা বলে, তিনি প্রতিদিন সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেন। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য মাধবদেব নামঘোষা, রত্নাবলী প্রভৃতি কএকখানি পুস্তক লিখিয়া যান। অনেকে বলেন, নামঘোষার প্রথমাংশ শঙ্করদেবের সঙ্কলিত। তাঁহার মৃত্যু হইলে মাধবদেব সেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন।

নামঘোষার বচন বা শ্লোকসমূহ লোকে সঙ্গীতের ন্যায় গান করিয়া থাকে। পুস্তকের প্রথমাংশে অন্য অন্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কতকগুলি সংস্কৃত বচন বিদ্যমান দেখা যায়, তাহাতে হরিনামের অপার মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

"তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্।
যদ্দিনং হরিসংলাপকথা-পীযূষবর্জ্জিতম্॥" (নামঘোষা)

মহাপুষ্প (পুং) ১ কুন্দবৃক্ষ, কুন্দগাছ। ২ কৃষ্ণমুদ্গ, কালমুগ। ৩ রক্তকাঞ্চন। ৪ লবণবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৫ কীটভেদ। (সুশ্রুত) (ত্রি) ৬ মহাপুষ্পবিশিষ্ট।

মহাপুষ্পা (স্ত্রী) মহৎ প্রশস্তং পুষ্পমস্যাঃ। ১ অপরাজিতা। (শব্দচ°) ২ মহাকোশাতকী, চলিত ধুঁদুল। (বৈদ্যকনি°)

মহাপূজা (স্ত্রী) বিশিষ্ট প্রকারের পূজা। শরৎকালের দুর্গোৎসবই মহাপূজা বলিয়া গণ্য।

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্মিন্ পক্ষে বিশেষেণ পুরশ্চরণতৎপরঃ॥"

(শাক্তানন্দতরঙ্গিণী)

মহাপূত (ত্রি) অতি পবিত্র।

মহাপুরুষ (পুং) ১ মহাপুরুষ, শ্রেষ্ঠ মনুষ্য। ২ নারায়ণ।

মহাপূর্ণ (ত্রি) ১ সম্পূর্ণ। (পুং) ২ গারুড়গণের অধিপতিভেদ।

মহাপৃষ্ঠ (পুং) মহৎ বিপুলং পৃষ্ঠং যস্য। ১ উষ্ট্র, উট। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বৃহৎ পৃষ্ঠ। ৩ ঋগ্বেদের ৪র্থ অষ্টকের অশ্বমেধ যজ্ঞসম্বন্ধীয় ৬ষ্ঠ অনুবাক।

মহাপৈঙ্গ্য (ক্লী) আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রোক্ত বৈদিকগ্রন্থবিশেষ।

মহাপৈঠীনসি (পুং) একজন প্রাচীন স্মৃতিকার।

মহাপৈশাচিকঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, স্থলপদ্ম, (মতান্তরে ব্রাহ্মীশাক), আলকুশীবীজ, বচ, বলাডুমুর, জয়িত্রী, কাকোলী, চোরকাঁচকী, কটুকী, ছোট এলাইচ, বারাহীকন্দ, মউরি, শুল্ফা, গুগ্গুল, অপরাজিতা, আমলকী, রাস্না, গন্ধরাস্না, গন্ধভাদুলিয়া, বিছটী, ও শালপাণি, এ সকল মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের, পরে ঘৃতপাক বিধানানুসারে ইহা পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত পান করিলে উন্মাদ ও অপস্মারাদি নানারোগ নষ্ট হয় এবং বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না° উন্মাদাধিকা°)

মহাপোটগল (পুং) শরতৃণবিশেষ। (হেম)

মহাপ্রকাশ (পুং) অবতারাদির আবির্ভাব বা বিকাশ।

মহাপ্রকৃতি (স্ত্রী) মহতী শ্রেষ্ঠা প্রকৃতির্জগন্মূলকারণং। ভগবতী দুর্গা। ইঁনিই জগতের মূলকারণ।

"চিতিশ্চৈতন্যভাবাদ্বা চেতনা বা চিতিঃ স্মৃতা।
মহৎ ব্যাপ্য স্থিতা সর্ব্বং মহা বা প্রকৃতস্মৃতা॥"

(দেবীপুরাণ ৪৫ অধ্যায়)

মহাপ্রজাপতি (পুং) ১ বিষ্ণু।

মহাপ্রজাপতী, শাক্যমুনির পিতৃব্যপত্নী গৌতমী। ইনি শাক্যসিংহকে লালনপালন করেন।

মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র (ক্লী) বৌদ্ধগ্রন্থ বিশেষ।

মহাপ্রণাদ (পুং) চক্রবর্ত্তী ভেদ।

মহাপ্রতাপ (ত্রি) অতিশয় প্রভাবযুক্ত।

মহাপ্রতিভান (পুং) বোধিসত্বভেদ।

মহাপ্রতিহার (পুং) উচ্চপদস্থ রক্ষিবিশেষ।

মহাপ্রদান (ক্লী) বৃহৎ দান।

মহাপ্রপঞ্চ (পুং) পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ।

মহাপ্রভ (ত্রি) মহতী প্রভা যস্যেতি। অতিশয় দীপ্তিযুক্ত।

"ততশ্চক্রং মহাঘোরং সহস্রারং মহাপ্রভম্।"

(হরিব° ভবিষ্যপ° ২৯।১২)

মহাপ্রভা (স্ত্রী) মহতী চাসৌ প্রভা চেতি। ১ মহতী দীপ্তি। ২ বর্ত্তিকালোক। ৩ নদী বিশেষ। (হিমবংখ° ৪০।৬৯)

মহাপ্রভাব (পুং) অত্যধিক বীর্য্যশালী।

মহাপ্রভু (পুং) মহাং শ্চাসৌ প্রভুশ্চেতি। ১ পরমেশ্বর। ২ চৈতন্য।

"বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুম্।
নীচোহপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎ সদাচারপ্রবর্ত্তকঃ॥"

(হরিভক্তিবি° ৩ বি°)

৩ রাজা। ৪ সন্ন্যাসী বা সাধুব্যক্তি। ৫ ইন্দ্র। ৬ শিব। ৭ বিষ্ণু।

মহাপ্রলয় (পুং) মহাংশ্চাসৌ প্রলয়ো জগতামবসানক্ষেতি। ত্রিলোকনাশ, পর্য্যায়—সংহার। (হলায়ুধ)

কালিকাপুরাণে এই প্রলয়ের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—মন্বন্তর শব্দে মনুর অধিকার কাল। একজন মনু যতদিন প্রজাপালন করেন, ততদিন তাঁহারই নামে মন্বন্তর প্রচলিত হয়। একসপ্ততি দৈবযুগে এক এক মন্বন্তর। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প, এই কল্পই বিধাতার দিন। ব্রহ্মার দিবাবসানে জগতে অত্যন্ত উৎপাত হইতে থাকে। মহামায়া যোগনিদ্রা ব্রহ্মাকে আশ্রয় করেন। সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মাও অমিততেজা বিষ্ণুর নাভিকমলে প্রবিষ্ট হইয়া সুখে নিদ্রা যান। অনন্তর বিষ্ণু স্বয়ং ত্রৈলোক্যসংহর্ত্তা রুদ্ররূপী হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত ভুবনমণ্ডল বিনষ্ট করিতে থাকেন। তিনি বায়ু ও বহ্নির সাহায্যে ত্রিলোক দাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে কৃশানুতাপ-পীড়িত মহর্লোকবাসিগণ তাপার্ত্ত হইয়া জনলোকে গমন করেন। অনন্তর রুদ্র প্রলয়কালীন জলদজাল দ্বারা মহাবৃষ্টি করিয়া ধ্রুবলোক পর্য্যন্তব্যাপী উত্তুঙ্গ তরঙ্গাকুল জলরাশি দ্বারা ভুবনমণ্ডল পরিপূর্ণ করেন। পরে তিনি ত্রৈলোক্যকে নিজ জঠরাভ্যন্তরে রাখিয়া নাগপর্য্যঙ্কে শয়ন করেন। যখন কালানলে সমস্ত ভুবনমণ্ডল দগ্ধ হয়, এবং ত্রৈলোক্যগ্রাসে পরিতৃপ্ত পরমেশ্বর যোগনিদ্রার বশবর্ত্তী হন, তখন অনন্ত পৃথিবী ছাড়িয়া তাঁহার নিকট গমন করেন। অনন্ত ত্যাগ করিলে পৃথিবী ক্ষণমধ্যে অধোগত হইতে হইতে কূর্ম্মপৃষ্ঠে পতিত হইয়া যেন খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়ে। তখন কূর্ম্ম পদনিকর দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডনিম্ন অবলম্বনপূর্ব্বক জলোপরি ভাসমানা পৃথিবীকে পৃষ্ঠোপরি ধারণ করেন। এই পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে পতিত হইলে একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে ভাবিয়া কূর্ম্মরূপী নারায়ণ তাহাকে ধারণ করেন। পৃথিবী চঞ্চল জলরাশি-সংসর্গে দোদুল্যমান হইলে কূর্ম্ম নিজ পৃষ্ঠকে বহুতর ব্রহ্মাণ্ড ধারণার্থ বিস্তৃত করেন।

পরে যথায় ক্ষীরোদসমুদ্রে নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত নিদ্রাভিলাষী, অনন্ত তথায় যাইয়া ত্রৈলোক্য-গ্রাসতৃপ্ত পরমেশ্বরকে মধ্যমফণা দ্বারা ধারণ করেন। পূর্ব্বফণা পদ্মাকারে উর্দ্ধে বিস্তৃত করিয়া তাহাকে আচ্ছাদিত করেন, দক্ষিণ ফণা তাহার উপাধান হয়, উত্তরফণা পাদোপাধান (পায়ের বালিস) এবং পশ্চিম ফণা তালবৃন্ত স্বরূপ হয়, ইহা দ্বারা অনন্ত সর্ব্বদা ব্যজন করিতে থাকেন। অনন্ত এইরূপে নিজ দেহকে বিষ্ণুর শয্যা করিয়া দেন। তৎকালে নারায়ণের নাভিকমলে

ব্রহ্মা এবং জঠরাভ্যন্তরে ত্রৈলোক্য বিরাজিত থাকেন। ইহাই মহাপ্রলয়। (কালিকাপু০ ২৭ অ০) [প্রলয় শব্দ দেখ।]

মহাপ্রবৃদ্ধ (পুং) বৰ্দ্ধিতায়তন।

মহাপ্রসাদ (পুং) মহাংশ্চাসৌ প্রসাদশ্চেতি। বিষ্ণু নৈবেদ্যাদি।

"পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং নৈবেদ্যঞ্চ বিশেষতঃ।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা গ্রাহ্যং বিষ্ণোঃ প্রযত্নতঃ॥"(একাদশীত০)

বিষ্ণুর পাদোদক, নির্ম্মাল্য ও নৈবেদ্য মহাপ্রসাদ বলিয়া খ্যাত।

জগন্নাথ দেবের অন্নপ্রসাদকে মহাপ্রসাদ কহে। ২ অতিশয় প্রসন্নতা। মহান্ প্রসাদোঽস্য। ৩ শিব। (ভারত১৩।১৭।১৩৬

মহাপ্রসূত, অত্যুৰ্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মহাপ্রস্থান (ক্লী) প্রস্থীয়তেঽস্মিন্নিতি প্র-স্থা-ল্যুট্। মহৎ প্রস্থানং, মহাপথঃ তত্র গমনং। মহাপথ-গমন, মরণ উদ্দেশ করিয়া হিমালয় পৰ্য্যন্ত গমন। কলিতে ইহা নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি মরণ ইচ্ছা করিয়া মহাপ্রস্থান করিবে না, মোহ-বশতঃ যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাস্বুপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং বরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

মহাপ্রস্থানিক (ত্রি) ১ মহাপ্রস্থান-সম্বন্ধীয়। ২ মহাভারতের ১৭শ পৰ্ব্ব।

মহাপ্রাজ্ঞ (পুং) অতিশয় জ্ঞানী।

মহাপ্রাণ (পুং) মহান্তো দীর্ঘকালস্থায়িনঃ প্রাণা যস্য। ১ দ্রোণকাক। (রাজনি০) ২ বর্ণ বিশেষ। এই বর্ণ যথা—খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ, শ, ষ, স ও হ এই সকল বর্ণ মহাপ্রাণ। "বর্গাণাং প্রথমতৃতীয়পঞ্চমাঃ প্রথমতৃতীয়যমৌ য র ল বা শ্চাল্পপ্রাণাঃ অন্যে মহাপ্রাণাঃ" (সিদ্ধান্তকৌ০) (ত্রি) ৩ মহাবল। (ভাগবত ৬।১১।৬)

মহাপ্রীতিবেগসংভবমুদ্রা (স্ত্রী) মুদ্রাবিশেষ।

মহাপ্রাতিহার্য্যা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবতাভেদ।

মহাফণক (পুং) নাগভেদ।

মহাফল (পুং) মহৎ পূজাদৌ প্রশস্তং পূজ্যং বা ফলমস্য। ১ বিল্ববৃক্ষ। ২ নারিকেল বৃক্ষ। ৩ তালবৃক্ষ। ৪ পীলুবৃক্ষ। মহচ্চ তৎফলঞ্চেতি। (ক্লী) ৫ বৃহৎ ফল।

"শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্যকব্যানি দাতৃভিঃ।
অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাফলম্॥" (মনু ৩।১২৮)

স্ত্রিয়াং টাপ্। মহাফলা—৩ ইন্দ্রবারুণী। (জটাধর) ৪ রাজজম্বু। ৫ কটুতুম্বী। ৬ মহাকোশাতকী। ৭ মধুর মাতুলঙ্গ, মিষ্টলেবু, কমলালেবু। ৮ বনবীজপূরক। ৯ নীলী। ১০ নাগবলা। (রাজনি০)

মহাফেজ খাঁ, গুজরাতের অধিপতি সুলতান মাহ্মুদ বিগাড়ার অধীনস্থ আহ্মদাবাদ প্রদেশের জনৈক ফৌজদার। প্রকৃত নাম জমাল-উদ্দীন্-শিলাদার। সুলতান ২য় মুজাফর ও বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

মহাফেজখানা, মুসলমানদিগের বিচারাদালতের নির্দ্দিষ্ট গৃহবিশেষ। এখানে পূৰ্ব্ববৰ্ত্তী মকদ্দমাদির নথিপত্র রক্ষিত থাকে।

মহাফেণা (স্ত্রী) মহতী ফেণা। ১ হিণ্ডীর, সমুদ্রফেণা। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ কাট্ল নামক মৎস্যাস্থি (Osso sepiæ)

মহাবণিজ্ (পুং) শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী।

মহাবন্ধ (পুং) যোগপ্রকরণে হস্তপদাদির বন্ধবিশেষ।

মহাবন্ধ্যা (স্ত্রী) চিরবন্ধ্যা রমণী।

মহাবভ্রু (পুং) গুহাশায়ী জন্তুবিশেষ।

মহাবল (ক্লী) মহদতিশয়িতং বলং সামর্থ্যমস্মাৎ মহৎ বলমস্যেতি বা। ১ সীসক। (হেম) (পুং) মহদ্ উৎকৃষ্টং বলং ঐশ্বর্য্যং যস্য। ২ বুদ্ধ। (ত্রিকা০) ৩ পিতৃগণবিশেষ।

"মহান্ মহাত্মা মহিতো মহিমাবান্ মহাবলঃ।
গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈতে পিতৃণাং পাপনাশনাঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু০ ৯৬।৪৬)

৪ বায়ু। (ত্রি) ৫ বলীয়ান্, অতিশয় বলবান্। (পুং) ৬ তামস ও রৌচ্য মন্বন্তরের ইন্দ্র। ৭ শিবানুচরভেদ। ৮ নাগভেদ।

মহাবল, ১ জনৈক জৈন রাজা। ২ জনৈক কবি। শাশ্বতকৃত কোষের শেষ ভাগে ইঁহার নামোল্লেখ আছে।

মহাবলশাক্য (পুং) রাজভেদ।

মহাবলা (স্ত্রী) বলাভেদ, পীতবাট্যালক, পৰ্য্যায়—স্বয়ংপ্রোক্তা, অতিবলা, পীতপুষ্পী। (রত্নমালা) ২ পেটকা, চলিত পেটারি। ৩ পিপ্পলী। ৪ নীলাবৃক্ষ। ৫ ধামন বৃক্ষ, ধাওয়া গাছ। (বৈদ্যকনি০) ৬ স্কন্দানুচরমাতৃভেদ। ৭ অত্যুৰ্দ্ধ সংখ্যাভেদ। ৮ শিবলিঙ্গভেদ।

মহাবলাক্ষ (ক্লী) অত্যুৰ্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মহাবলাতৈল (স্ত্রী) তৈলৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী,—তিলতৈল ৪ সের, বেড়েলামূলের কাথ ৩২ সের, মিলিত দশমূলের কাথ ৩২ সের, যব, কুলগুঁঠ ও কুলথ কলায়ের কাথ মিলিত ৩২ সের, দুগ্ধ ৩২ সের, কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, অগুরু, শ্বেতধুনা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, পীতচন্দন, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, তগরপাদুকা, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, ও পুনর্ণবা মিলিত ১ সের, এই সকল দ্রব্যে তৈলপাকের বিধানানুসারে ইহা পাক করিতে হইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সকল প্রকার বাতব্যাধি আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধিরোগাধিকার)

মহাবলাদি (পুং) পাচনবিশেষ, গোরক্ষ চাকুলের মূল ১ তোলা, শুণ্ঠী ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, কাথের জালে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে। এই পাচন দুই বা তিন দিন সেবন করিলে শীত, কম্প, দাহ ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধিকার)

মহাবলি (পুং) দৈত্যপতি বলি।

মহাবলিন্ (ত্রি) অতিশয় বলশালী।

মহাবলিপুর, মান্দ্রাজ-প্রদেশের চেঙ্গলপট জেলার অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন গ্রাম, মান্দ্রাজ সহর হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণে এবং চেঙ্গলপট হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১২°৩৬´৫৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০°১৩´৫৫´´ পূঃ। স্থানীয় লোকের নিকট মহাবল্লিপুর, মাবল্লিপুর, মামল্লপুর ও মল্লপুর প্রভৃতি নামেও পরিচিত। ইংরাজগণ The Seven Pagodas নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণরথ, ধর্ম্মরাজ বা ধর্ম্মরথ, ভীমরথ, অর্জ্জুনরথ ও দ্রৌপদীরথ এই পঞ্চ নামে অভিহিত সুবৃহৎ একস্তম্ভে নির্ম্মিত প্রস্তরগৃহ এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী বিষ্ণু ও শিবমন্দির হইতে এই স্থান ইংরাজগণের নিকট The Seven Pagodas বা সপ্ত মন্দির নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতে ঐ সকল রথাদি সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য স্থান বলিয়া পরিগণিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মাত্রেরই এই স্থান একবার দর্শন করা উচিত। এখানে দেখিবার ও আলোচনা করিবার অনেক জিনিস আছে।

এখানকার প্রত্নতত্ত্বগুলি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে:—১ম, গ্রামের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ৫টী রথ; ২য়, গ্রামের পশ্চিমাংশে বিস্তৃত গুফা, ও একস্তম্ভগঠিত মূর্ত্তি প্রভৃতি; ৩য়, সমুদ্রতীরস্থ বিষ্ণু ও শিবমন্দির, ইহার মধ্যে শেষোক্ত মন্দিরটী সমুদ্রগর্ভশায়ী হইয়াছে।

এখানকার ভাস্কর ও শিল্প-নৈপুণ্যের মধ্যে কৃষ্ণমণ্ডপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুদৃশ্য। এই মণ্ডপে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ, ইন্দ্রের ক্রোধ হইতে ব্রজস্থ গো ও গোপাদির রক্ষাচিত্র অতিসুন্দর। কৃষ্ণের নিকট গাভীগণ বৎসকে স্তন্যদান করিতেছে, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী জীবন্ত বৃষমূর্ত্তি রহিয়াছে, দেখিলে বাস্তবিক চমৎকৃত হইতে হয়, এমন সুঠাম সজীব বৃষমূর্ত্তি আর কোথাও দেখা যায় না। ইংরাজদর্শকগণ শ্রীকৃষ্ণের স্থানে ইন্দ্রকে এবং ইন্দ্রের ক্রোধের স্থানে বলের প্রতি মরুদ্গণের ক্রোধের উল্লেখ করিয়া ক্রমে পতিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণমণ্ডপের উত্তরে অনতিদূরে অর্জ্জুনের 'তপোমণ্ডপ', ইহা দৈর্ঘ্যে ৯৬ ফিট্ ও উচ্চে ৪৩ ফিট্ এক সুবৃহৎ প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার ভাস্করকার্য্য অপূর্ব্ব, ভারতে এমন ভাবের কার্য্য আর নাই। স্থাপত্য ও শিল্পবিদ্ ফাগু´সন্ সাহেব এই গঠন দেখিয়া লিখিয়াছেন, এখানকার স্থাপত্যে নানাপ্রকার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। ইহার আলোচনায় ভারতীয় দেবতত্ত্বের এক অভিনব অধ্যায় বাহির হইতে পারে। ঠিক কোন্ সময়ে এই পুরাকীর্ত্তি সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে যে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীরও দুই এক শত বর্ষ পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। পথের ধারে পাথরের সত্রের নিকট একদল বানরের মূর্ত্তি আছে। পাথরে বানরের স্বভাবোচিত কি চমৎকার হাব ভাব খোদিত হইয়াছে! ইহার নিকট দক্ষিণ দিকে যেখানে সারি সারি গুহা খোদিত হইয়াছে, তাহারই মধ্যে এক ধ্যানস্থ বিরাট্ পুরুষের মূর্ত্তি রহিয়াছে, মূর্ত্তিটী হেলান। এই মূর্ত্তি লম্বে প্রায় দেড় হাজার ফিট্ হইবে। এত বড় ধ্যানস্থ মূর্ত্তি ভারতে কেহ কি কোথায় দেখিয়াছে? ইহাকে অনেকে দৈত্যপতি বলির মূর্ত্তি বলিয়া জানে। আবার কেহ কেহ ইহাকে জৈনকীর্ত্তি ভাবেন।

ঐ বিরাট্ মূর্ত্তির নিকট ১৪।১৫টী গুহা ও মন্দির আছে, প্রত্যেক গুহা এক একটী ঋষির আশ্রম বলিয়া গণ্য। ইহাতে কারিকরী ও আধুনিক শিল্পনৈপুণ্যের অভাব নাই।

ফাগু´সন্ সাহেব লিখিয়াছেন, এখানকার সমুদ্রতীরবর্ত্তী পঞ্চরথই সর্ব্ব প্রাচীন ও পুরাকীর্ত্তির জলন্ত নিদর্শন। এই পঞ্চ রথের মধ্যে একটী রথ অপর চারিটী হইতে কতকটা দূরে আছে, তাহার চারিদিকে শৈলমালা, তাহাই অর্জ্জুনরথ নামে খ্যাত। এই অর্জ্জুনরথ ছাড়া অপর চারিটী রথ পাশাপাশি উত্তরদক্ষিণমুখে দাঁড়াইয়া আছে, যেন একখানি বৃহৎ পাথর বা পাহাড় কাটিয়া এই রথ চারিটী প্রস্তুত হইয়াছে। উত্তরদিকে প্রথম রথটী বেশী বড় নয়, ইহা একটী পর্ণশালা মাত্র।

ইহার বহিরায়তন ১১ বর্গফিট্ ও উচ্চে ১৬ ফিট্। এটী সম্পূর্ণ হইলেও ইহার মধ্যস্থলে সিংহাসন বা কোন দেব-মূর্ত্তি নাই। তাহার দক্ষিণাংশে তাহার অনুকরণে আর একটী রথ রহিয়াছে, তাহা দৈর্ঘ্যে ১৬ ফিট্, প্রস্থে ১১ ফিট্ এবং উচ্চে ২০ ফিট্। তৃতীয়টীর আকার ভিন্ন প্রকার, তাহার ছাদ রেলের মালগাড়ীর ধাঁজে, তাহা দৈর্ঘ্যে ৪২ ফিট্, প্রস্থে ২৫ ফিট এবং উচ্চে ২৫ ফিট্। ইহার বহির্ভাগে যথেষ্ট কাজ আছে, কিন্তু অন্তর্ভাগে কেবল এক স্থানে যেন কোন দৈব-দুর্ঘটনায় সমস্ত অংশ সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। ভূমিকম্পে অথবা অপর কোন কারণে ইহা ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার মধ্য দিয়া ভিতরে আলো গিয়া থাকে। সর্ব্ব শেষের রথটী দেখিতে কৌতুকপ্রদ। ইহা ২৭ ফিট দীর্ঘ, ২৫ ফিট্ বিস্তৃত এবং ৩৪ ফিট্ উচ্চ। ইহার বহির্ভাগে যথেষ্ট স্থাপত্য রহিয়াছে। কিন্তু ভিতরের দিকে তেমন কার্য্য নাই। কেহ কেহ মনে করেন, উপরিভাগ সমাধা হইলে পাছে ফাটিয়া পড়ে, এই ভয়ে কেহ ভিতরে গিয়া কাজ করিতে সাহসী হয় নাই।

উক্ত চারিটী রথ ছাড়াইয়া কিছু দূরে অর্জ্জুনরথ অবস্থিত। এই রথের গঠন অপর চারিটী হইতে ভিন্ন। ইহার কুটুরী পর্ণশালার মত। এই রথটী সত্র কি গোপুর কি ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন যে, চতুরস্র রথগুলি বৌদ্ধদিগের বিহারের অনুকরণে গঠিত।

উক্ত অপূর্ব্ব রথগুলির স্থাপয়িতা কে? তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। এই সকল রথ হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ কি ৭ম শতাব্দের অক্ষরে খোদিত বহু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে রথনির্ম্মাতার কোন পরিচয় নাই। এখানে প্রবাদ আছে, কুরুম্বরগণ ঐ সকল রথ প্রস্তুত করিয়াছে। তাহারা প্রথমে বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, চালুক্য-রাজগণের প্রভাবে তাহারা শৈব বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে চালুক্য-রাজগণের যত্নে এবং উক্ত কুরুম্বরগণের হস্তে ঐ সকল রথ প্রস্তুত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, কুরুম্বরেরা পূর্ব্বে যে প্রণালীতে স্ব স্ব গৃহাদি নির্ম্মাণ করিত, সেই ধরণেই এই সকল রথ প্রস্তুত হইয়াছিল। নীলগিরির পাহাড়ীগণ এখনও যে ধরণে ঘর করিয়া থাকে, ভীমরথটি যেন সেই ধরণে নির্ম্মিত। দ্রৌপদীরথ দেখিলেই মনে হয় যে, দক্ষিণ ভারতে যেরূপ আটচালা প্রস্তুত হয়, ইহা যেন সেইরূপ খড় দিয়া ছাইবার ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে এখনও যেরূপ দেবালয় প্রস্তুত হইয়া থাকে, অর্জ্জুন ও ধর্ম্মরাজরথ সেই ধরণের। যাহাই হউক সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে যে ঐ সকল কীর্ত্তি সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উক্ত রথগুলি ব্যতীত এখানে কতকগুলি খোদিত-গুহা আছে, উত্তরভারতীয় গুহামন্দিরগুলির মত এগুলি তেমন শিল্পসৌষ্ঠবসম্পন্ন নহে, তবে দু একটি মন্দ নহে, গাড়াপুরী ও বাদামির অনুকরণে গঠিত। এগুলি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।*

বলিরাজের মহামূর্ত্তির নিকট তাহার অনুচর বামন পঞ্চরাজমূর্ত্তি, তাহাদের রাণীগণের মূর্ত্তি, চারিজন বীর, পাঁচজন সন্ন্যাসী এবং গুহামন্দির মধ্যে ঋষিমূর্ত্তি বিরাজিত। তাহার চারিদিকে সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতা, হরিণ প্রভৃতির মূর্ত্তিও আছে।

এখানকার শৈলমালার মধ্যভাগে বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণের মূর্ত্তি, তাহার নিকটে নাগরাজ বাসুকী এবং সর্পছত্র রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণদিকে কতকগুলি রাজা, রাণী, গরুড় ও নানা পশুপক্ষীর মূর্ত্তি আছে।

বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যমূর্ত্তির নিকট কতকগুলি হস্তী ও সুগঠিত মূর্ত্তি আছে। এই সকল মূর্ত্তিতে নির্ম্মাতার যথেষ্ট শিল্পকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। ফার্গুসন সাহেবের মতে এখানকার মন্দিরাদি খৃষ্টীয় ১১শ ও খোদিত-গুহাগুলি তাহার কিছু পরে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।

এখানকার সমুদ্রতীরবর্ত্তী শিবমন্দির এখন সমুদ্রগর্ভে গেলেও বরাহস্বামীর মন্দির এখনও অতীতকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও নারায়ণ-মূর্ত্তি একত্র থাকায় শৈব ও বৈষ্ণবের মিলন-চিত্র দেখিতে পাইবে। মহাবলিপুর হইতে রোমক, চীন, পারস্য প্রভৃতি স্থানের অতি প্রাচীন মুদ্রা সকল বাহির হইয়াছে। ইহার এক ক্রোশ উত্তরে শালুবাঙ্কুপ্পং নামক গ্রামেও কতকগুলি গুহা, শিলালিপি ও স্থাপত্যের নিদর্শন রহিয়াছে।

মহাবলেশ্বর (ক্লী) শিবলিঙ্গভেদ। গোকর্ণেশলিঙ্গ।

মহাবলেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার জোলী উপবিভাগের অন্তর্গত একটী স্বাস্থ্যনিবাস। পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতের মহাবলেশ্বর-শাখার উপরে অবস্থিত। অক্ষা০ ১৭° ৫৮´৫˝ এবং দ্রাঘি০ ৭৩°৪২´৩৫˝ পূঃ।

পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের বিস্তীর্ণ সমতল ৪৭০০ ফিট উচ্চ অধিত্যকোপরি স্থাপিত হওয়ায়, এই স্থান সাধারণের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। গিরিশৃঙ্গের নির্ম্মল বায়ু, নির্ম্মল-নির্ঝরিণীর সলিলরাশি, প্রশান্ত প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও

সান্ধ্য বিহারোপযোগী প্রশস্ত ময়দান বা পথসমূহ এই স্থানের রমণীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। স্বাস্থ্যান্বেষী দুর্ব্বলকায় ব্যক্তিবর্গ এই স্থানে সুখে শকটারোহণে ভ্রমণ করিতে পারে। এই অধিত্যকাভূমে আরোহণ করিবার পরিষ্কার পথ থাকায় পীড়িতদিগের আগমনপক্ষে বিশেষ কষ্ট হয় না। বোম্বাই হইতে গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলা-রেলপথে পুণায় আসিয়া অশ্ব বা যানারোহণে এখানে উপস্থিত হওয়া যায়। দুর্ব্বল রোগীদিগের ইহাতেও কষ্ট হয় দেখিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সাবিত্রী নদী মুখে দাসগাঁও পর্য্যন্ত বাষ্পীয় পোতারোহণে আসিবার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দাসগাঁও হইতে সমতল ক্ষেত্র ও ঘাটশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়া ৩৫ মাইল পথ অতিবাহন করিলে মহাবলেশ্বরে উপনীত হওয়া যায়।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইপ্রদেশের শাসনকর্তা সর্ জন্ ম্যাকম সাতারা-রাজের নিকট হইতে অন্য সম্পত্তির বিনিময়ে এই স্বাস্থ্যপ্রদ গিরিপ্রদেশ হস্তগত করেন। এখনও ম্যাকম-পেট নামক গ্রাম তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। এই স্থানের উচ্চতা ঠানা জেলার মাথেরান্ (২৪৭০ ফিট্) হইতে অধিক হওয়ায় এখানকার আদর দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ষাকালে অধিক পরিমাণে বারিধারা পতিত হওয়ায় এই স্থান তৎকালে বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। বসন্ত ও শরৎ কালে এই স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ হয়। ঐ সময়ে বোম্বাই গবর্মেণ্টের প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী এই শৈলাবাসে আসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন।

মিউনিসিপালটীর অধীনে থাকিয়া এই নগর বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এখানে গির্জ্জা, পাঠাগার, ঔষধালয়, হোটেল ও নানানাতিথিগৃহ বিরাজিত আছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার বিখ্যাত ফ্রেরী হল্ ও পাঠাগার স্থাপিত হয়। এতদ্ভিন্ন য়ুরোপীয়গণের বাসজন্য শতাধিক বাঙ্গালা নির্ম্মিত হইয়াছে।

মহাবলেশ্বর বর্ত্তমান কালে একটী প্রধান শৈবতীর্থ বলিয়া গণ্য। স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে মহাবলেশ্বর-মাহাত্ম্যে, কৃষ্ণামাহাত্ম্যে ও পদ্মপুরাণীয় কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে এই স্থানের মাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত আছে।

মহাবলেশ্বর-মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে,—

'পাদ্মকল্পে মহাবল ও অতিবল নামে দুই জন মহাবলশালী দৈত্য ছিল, তাহাদের উৎপাতে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হরিহর ব্রহ্মাদি সকল দেবতা তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে আসেন। অবশেষে ভীষণ যুদ্ধের পর বিষ্ণুর হস্তে অতিবল নিহত হইল। ভ্রাতার নিধনে মহাবল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিল। দেবতাগণ যায় আর কি? সকলে মহামায়ার শরণ লইলেন। মহামায়া দেবগণের রক্ষার জন্য মহাবলকে মোহিত করিলেন। তখন মহাবল দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, দেবগণ আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। বর প্রার্থনা কর। দেবগণও চাহিলেন, আমাদের বধ্য হও। দৈত্য তাহাতেই সম্মত হইয়া জানাইল, 'দেখ শিব এই সহ্যাদ্রির উপর আপনাকে আমার নামে লিঙ্গরূপে থাকিতে হইবে। এখানে আপনার মস্তকে পঞ্চগঙ্গার উৎপত্তি হইবে। বিষ্ণু, আপনিও আমার ভ্রাতার নামে লিঙ্গরূপ ধারণ করিবেন। পদ্মযোনি, আমার কোটী সৈন্যের নামে কোটীশ নামধারণপূর্ব্বক এই ক্ষেত্রে অবস্থান করুন। দেব ও বেদগণও সকলে থাকিয়া লোকের ভোগ ও মোক্ষদায়ক হউন। বৃহস্পতি কন্যারাশিতে গেলে যে ব্যক্তি এই তীর্থ যাত্রা করিবে, তাহার আর কখন দারিদ্র্য-দুঃখ থাকিবে না'*। মহাবলের প্রার্থনানুসারে মহাবলেশ্বর, অতিবলেশ্বর ও কোটীশ্বর এই তিন লিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন।

ব্রহ্মা নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মারণ্যে আসিয়া যজ্ঞমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন ও দেব ঋষি প্রভৃতি সকলকে আহ্বান করিয়া এক

---

* "আসীৎ পাদ্মে পুরাকল্পে দৈত্যো নাম মহাবলঃ।
তস্যানুজোঽপ্যতিবলো মহাবলপরাক্রমঃ ॥৪১
তাভ্যাং বিশ্বমিদং কৃৎস্নং পরিপূর্ণমুপদ্রুতম্।
তদা ব্রহ্মহরীশানা যোদ্ধুং তাভ্যাং সমাযযুঃ ॥৪২
ততোঽতিবলমায়াস্তং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সবাসবাঃ।
ভয়েন বেপমানাঙ্গা দৈত্যদর্পপরাজিতাঃ ॥৪৩
ততঃ শস্ত্রৈর্মহাস্ত্রৌঘৈর্বিষ্ণুনাতিবলো রণে।
পাতিতোঽহরিভিরণ্ডৈশ্চ পুষ্পবৃষ্টিস্তদাঽভবৎ ॥৪৪
ততো হাহাকৃতং বীক্ষ্য স্বস্য সৈন্যং মহাবলঃ।
ভ্রাতুর্হত্যাপচিতিং সমিচ্ছন্ রোষদুর্দ্ধরঃ ॥৪৫
তস্যানুগচ্ছতঃ শম্ভুর্বিষ্ণুর্ব্বা চতুরাননঃ।
অনীশাঃ সংযুগে স্থাতুং ততো মায়াং প্রসস্মরুঃ ॥৪৬
দেবা উচুঃ।—ইতি স্তুতিমতিস্ফীতাং শ্রুত্বা মায়া বিমোহনী।
সদ্যো দৈত্যং মোহয়িত্বা বারয়ামাস সঙ্গরাৎ ॥৫১
তদা মহাবলো দৈত্যঃ প্রত্যাপানসদুর্দ্ধরঃ।
রণে প্রসাদসুমুখঃ প্রোবাচেশাজমাধবান্ ॥৫২
বরান্ বৃণুত ভদ্রং বঃ প্রসন্নোঽস্মি সুরোত্তমাঃ।
করোমি যদভীষ্টং বো মা সন্দেহঃ পদে মম ॥৫৩
ব্রহ্মাদয় উচুঃ।—ভবান্ প্রসন্নো যদি নঃ সন্দেহো বচনে ন তে।
তর্হি বধ্যস্ত্বমস্মাভিরেবং নোঽভীষ্টদো বরঃ॥৫৪
মহাবল উবাচ।—ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি জন্ম মে সফলং ত্বভবৎ।
যুষ্মে বচন-সঙ্কল্পাৎ যৎমিচ্ছন্তি বৈ সুরাঃ॥৫৫

মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞপ্রভাবে কৃষ্ণা, বেণী, ককুদ্মতী, গায়ত্রী ও সাবিত্রী এই পঞ্চগঙ্গার উৎপত্তি হইল। এই পঞ্চ গঙ্গার সঙ্গমে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়†।

প্রথম নদী তিনটী পূর্ব্বসমুদ্রে এবং শেষোক্ত দুইটী নদী পশ্চিম সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন লোকমুক্তিদ আরও ৮টী তীর্থ উৎপন্ন হইল। এই অষ্ট তীর্থের নাম ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, চক্র, হংস, আরণ্য, মলাপহ, ও শিবমুক্তিদ।*

এখানে কোন স্বতন্ত্র লিঙ্গমূর্ত্তি নাই। পর্ব্বতের যে যে অংশ দিয়া ধারা বাহির হইয়াছে, সেই সেই স্থান লিঙ্গ বলিয়া কল্পিত। সেই স্থানে আধুনিক কালে একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে মহারাষ্ট্রদিগের নিকট এই একটী প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইলেও কোন প্রাচীন পুরাণে এমন কি জ্যোতির্লিঙ্গসমূহের মধ্যেও এই মহাবলেশ্বরের উল্লেখ নাই। শিবাজী ও তাঁহার বংশধরগণের চেষ্টায় এখানকার মন্দিরসংস্কার ও দেবসেবার জন্য বিস্তর ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হয়। সেই সময় হইতে এই স্থানের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাদয় উচুঃ।—ভো ভো অসুরবর্য্য ত্বং বরযোগ্যোঽসি নোঽর্ভকে।
বৃণুষ বরমিষ্টং তে দাস্যামো ভুবনেশ্বরাঃ ॥৫৯
প্রসন্নোঽসি যদা শম্ভো তদাস্মিন্ সহ্যমস্তকে।
মন্নাম্না লিঙ্গরূপস্ত্বং সৃষ্ট্যাদৌ ভব শঙ্কর ॥৭৯
মস্তকে পঞ্চগঙ্গানামুৎপত্তিশ্চাস্তু সন্ততম্।
মদ্ভ্রাতৃনাম্না বিষ্ণুস্ত্বং দিব্যলিঙ্গং ভব প্রভো ॥৮০
সৈন্যস্য মম কোটীনাং কোটীশো ভব পদ্মজ।
মন্নাম্না খ্যাতিমাগত্য ক্ষেত্রং চাস্তু ভুবি প্রভো ॥৮১
সর্ব্বে দেবাস্তথা ক্ষেত্রে সর্ব্বে বেদাশ্চৈব চ।
তিষ্ঠন্তু সর্ব্বদা লোকভোগমোক্ষপ্রদায়কাঃ ॥৮২
গুরৌ কন্যাগতে জাতে যাত্রাং কুর্ব্বন্তি যে জনাঃ।
তেষাং দারিদ্র্যদুঃখঞ্চ নাশমায়াতু নিত্যশঃ ॥৮৩
অস্মিন্ ক্ষেত্রে তু যাত্রার্থমাগচ্ছন্তি চ যে জনাঃ।
তেষাং স্নানেন দানেন পূজনেনাঘসঙ্ক্ষয়ঃ ॥৮৪

* "ব্রহ্মারণ্যে মহাঘোরে চকার যজ্ঞমণ্ডপম্।
বিস্তীর্ণং ভূষিতং স্বর্ণমুক্তাভির্বিদ্রুমৈরপি ॥"৪ (১অঃ)

স্কন্দ উবাচ।—তথা চাশ্বত্থমূলাত্তাঃ পঞ্চগঙ্গাঃ পরাঃ শুভাঃ।
ব্রহ্মতীর্থসমীপস্থাঃ প্রকটাগোমুখে বভুঃ ॥৪৮
কৃষ্ণা কৃষ্ণঃ শিবো বেণী ব্রহ্মা চৈব ককুদ্মতী।
সাবিত্রী সা তু সাবিত্রী গায়ত্রী চাপি তাদৃশী ॥৪৯
পরস্পরং সঙ্গমোঽভূৎ সরিতাং পাপমুক্তিদঃ।
সঙ্গমে পঞ্চগঙ্গানাং স্নানান্মোক্ষোঽভিজায়তে ॥"৫০ (২অঃ)

মহাবাধ (ত্রি) অত্যন্ত ব্যথা বা যন্ত্রণাদায়ক।

মহাবার্হত (ত্রি) মহাবৃহতী-সম্বন্ধীয়।

মহাবাহু (ত্রি) মহান্তৌ বাহূ যস্য। ১ দীর্ঘ বাহু, আজানুলম্বিত ভুজ। ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। ৩ বিষ্ণু। ৪ দানবভেদ। ৫ রাক্ষসভেদ।

মহাবলি (স্ত্রী) ১ আকাশ। ২ জলপাত্র। ৩ গুহা, গর্ত্ত। ৪ মন, হৃদয়।

মহাবীজ (ত্রি) ১ উৎপত্তির প্রধান কারণ। ২ মূলবীজ। ৩ শিব।

মহাবীজ্য (স্ত্রী) বস্তিদেশ।

মহাবৃক্ষ (পুং) শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ। বৃক্ষভেদ।

মহাবুদ্ধি (ত্রি) ১ অতিশয় বুদ্ধিমান্। ২ ধূর্ত্ত। ৩ চাতুর্য্য-বুদ্ধিযুক্ত। (পুং) ৪ রাক্ষসভেদ।

মহাবুধ্ন (ত্রি) বিস্তৃত তলযুক্ত। (পর্ব্বতাদি)

মহাবৃহতী (স্ত্রী) ১ ছন্দোভেদ। ইহার চারি পাদ ৮ ও এক পদ ১২ অক্ষরাত্মিকা। ২ গুল্মভেদ (Solanum melongena.)

মহাবোধি (পুং) বুধ্যতে সর্ব্বং জানাতীতি বুধ-(সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্, মহাংশ্চাসৌ বোধিশ্চেতি। বুদ্ধদেব। (হেম)

মহাবোধিসঙ্ঘারাম(পুং) বৌদ্ধ সঙ্ঘারামভেদ। [বোধগয়া দেখ]

মহাবোধ্যঙ্গবতী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবতাভেদ।

মহাব্রহ্মন্ (পুং) পরম ব্রহ্ম।

মহাব্রাহ্মণ (পুং) মহানতিশয়নিন্দিতঃ ব্রাহ্মণঃ। নিন্দিত ব্রাহ্মণ, নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে, এইজন্য মহাব্রাহ্মণ শব্দে নিন্দিত অর্থ বোধ হয়। অনেক স্থানে মহাব্রাহ্মণ শব্দে 'অগ্রদানী' ব্রাহ্মণকে বুঝায়।

মহাভট (পুং) মহাংশ্চাসৌ ভটশ্চেতি। অতিশয় যোদ্ধা।
"তদোজসা দৈত্যমহাভটার্পিতং চকাসদন্তঃখ উদীর্ণদীধিতি ॥"
(ভাগবত ৩।১৯ অ০)

মহাভক্ত-পাকবটী (স্ত্রী) বটিকৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র, কান্তলৌহ, তেউড়ী, দন্তীমূল, মুথা, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, কট্‌কী, কালাকড়া, সৈন্ধবলবণ, যমানী, জায়ফল, ও যবক্ষার, প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সকল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। পরে আদা, নিসিন্দা, সূর্য্যাবর্ত্ত ও লতাকট্‌কী ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত সাত বারভাবনা দিয়া এক রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান লবঙ্গচূর্ণ। অধিক আহারের পর আমরোগ, চিরাগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ,

শোথ, উদরীরোগ, অজীর্ণ, শূল ও ত্রিদোষজ্বরে এই ঔষধ বিশেষ প্রশস্ত। (রসেন্দ্রসারস° অজীর্ণাধি°)

মহাভদ্র (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৫।১৯) ২ হ্রদভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৫।৩)

মহাভদ্র (ক্লী) ১ মেরুর উত্তর পার্শ্বস্থ সরোবর।

"অরুণোদং সরঃ পূর্ব্বং মানসং দক্ষিণে তথা।
শীতোদং পশ্চিমে মেরোর্মহাভদ্রং তথোত্তরে॥"(মার্ক° পু°৫৫।৩)

(স্ত্রী) মহদ্ ভদ্রং মঙ্গলং যস্যাঃ টাপ্। মহাভদ্রা। ২ গঙ্গা। ৩ কাশ্মরী। (রাজনি°)

মহাভয় (ক্লী) ১ অতিশয় ভয়। (পুং) ২ অধর্ম্ম হইতে নিঋতির গর্ভজাত পুত্র। (ভারত ১২।৬।৯)

মহাভয়া (স্ত্রী) নদীভেদ। (সহ্যাদ্রি° ১৩৬)

মহাভল্লাতকগুড়, (পুং) ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—নিমছাল, শ্যামালতা, আতইচ্, কট্‌কী, বলাডুমুর, ত্রিফলা, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, হাকুচবীজ, অনন্তমূল, বচ, খদির-কাষ্ঠ, রক্তচন্দন, আকনাদি, শুঁঠ, শটী, বামুনহাটী, বাসকমূলের ছাল, চিরাতা, গুড়ুচীমূলের ছাল, বিচ্ছড়ক, রাখালশসার মূল, মুরগামূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, বিষ, চিতামূল, হস্তিকর্ণ, পলাসের ছাল, গুলঞ্চ, ঘোড়া নিমের ছাল, পটোলপত্র, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, পিপ্পল, সোঁদালফলের মজ্জা, ছাতিমছাল, কালিয়া-লতা, গুকড়াফল, ওল, চিনাঘাস, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুন্দেবীজ, তাল-মূলী, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌ফল, শরপুঙ্খ, ও শিরীষছাল প্রত্যেকে ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, ভেলা তিন হাজার, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এই উভয় কাথ উত্তমরূপে ছাকিয়া লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে ইহাতে পুরাতন গুড় ১২॥° সের এবং এক হাজার ভেলার মজ্জা দিয়া পাক করিতে হইবে। পরে প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, সৈন্ধব, ও যমানী, প্রত্যেকে এক পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ্, ও নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২ তোলা, গন্ধক ৪ পল, পরে গুড়পাকের বিধানানুসারে পাক করিয়া উহা ঘৃতভাণ্ডে রাখিতে হইবে। অনুপান গুলঞ্চের কাথ ও দুগ্ধ, পথ্য উষ্ণ অন্ন। চিকিৎসক রোগীর বলাবল দেখিয়া মাত্রা স্থির করিবেন। এই গুড় সেবন করিলে সকল প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত, অর্শ, পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়। কুষ্ঠাধিকারে ইহা একটী অত্যুত্তম ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° কুষ্ঠাধি°)

মহাভাগ (ত্রি) মহান্ ভাগঃ যস্য। ১ অতিশয় ভাগ্যবান্। (পুং) ২ অতিশয় ভাগ্য। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ দাক্ষায়ণীর নামভেদ।

মহাভাগবত (পুং) ১ পরম বৈষ্ণব। (ক্লী) ২ উপপুরাণ-ভেদ। মহাভাগবত পুরাণ।

মহাভাগিন্ (ত্রি) সৌভাগ্যশালী।

মহাভাগ্য (ক্লী) মহচ্চ তৎ ভাগ্যঞ্চেতি। প্রবল ভাগ্য, শুভাদৃষ্ট।

মহাভার (পুং) মহান্ ভারঃ। অতিশয় ভার।

মহাভারত (ক্লী) মহৎ ভারতং, যদ্বা মহান্তং ভারং তনোতীতি মহাভার-তন-ড। ব্যাসপ্রণীত ইতিহাসশাস্ত্র। ইহার নাম-নিরুক্তি যথা—

"একতশ্চতুরো বেদা ভারতঞ্চৈতদেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমস্ত তুলয়া ধৃতম্॥
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যোঽভ্যধিকং যদা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে।
মহত্বাদ্ ভারতত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে॥"
(ভারত আদিপর্ব্ব ১ অধ্যায়)

পূর্ব্বকালে সমুদয় দেবগণ মিলিত হইয়া একদিকে চারি বেদ ও একদিকে এই ভারত রাখিয়া তুলাদণ্ডে ওজন করেন, তাহাতে এই ভারত সরহস্য চতুর্ব্বেদ হইতে ওজনে ভারী হয়, তদবধি লোকে ইহাকে মহাভারত কহে। ইহা মহত্ত্বে ও গুরুত্বে বেদ অপেক্ষা অধিক; সুতরাং মহত্ব ও গুরুত্বহেতু মহাভারত নাম হইয়াছে।

পর্ব্বাধ্যায়।

প্রচলিত মহাভারতের অনুক্রমণিকামতে,—মহাভারত প্রধানতঃ অষ্টাদশ পর্ব্বে সমাপ্ত, আবার এই অষ্টাদশ পর্ব্বের মধ্যে এক শত পর্ব্বাধ্যায় আছে। যথা—

১ প্রথম অনুক্রমণিকা পর্ব্ব, ২ পর্ব্ব-সংগ্রহপর্ব্ব, ৩ পৌষ্যপর্ব্ব, ৪ পৌলোমপর্ব্ব, ৫ আস্তীক পর্ব্ব, ৬ আদিবংশাবতরণ পর্ব্ব, ৭ বিচিত্র সম্ভবপর্ব্ব, ৮ জতুগৃহ-দাহপর্ব্ব, ৯ হিড়িম্ব পর্ব্ব, ১০ বকবধপর্ব্ব, ১১ চৈত্ররথ-পর্ব্ব, ১২ পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর পর্ব্ব, ১৩ ক্ষত্রিয়যুদ্ধে জয়পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের বৈবাহিক পর্ব্ব, ১৪ বিদুরাগমনপর্ব্ব, ১৫ রাজ্য-লাভ পর্ব্ব, ১৬ অর্জ্জুনের বনবাস পর্ব্ব, ১৭ সুভদ্রাহরণ পর্ব্ব, ১৮ সুভদ্রাহরণের পর যৌতুকাহরণপর্ব্ব, ১৯ খাণ্ডবদাহ-পর্ব্ব, ২০ সভাক্রিয়া পর্ব্ব, ২১ মন্ত্রণাপর্ব্ব, ২২ জরাসন্ধবধপর্ব্ব, ২৩ দিগ্বিজয়পর্ব্ব, ২৪ রাজসূয়িকপর্ব্ব, ২৫ অর্ঘ্যাভিহরণপর্ব্ব, ২৬ শিশুপালবধপর্ব্ব, ২৭ দ্যূতপর্ব্ব, ২৮ অনুদ্যূতপর্ব্ব, ২৯ অরণ্য-যাত্রাপর্ব্ব, ৩০ কির্ম্মীরবধপর্ব্ব, ৩১ অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্ব, ৩২ ঈশ্বরার্জ্জুনের যুদ্ধবিষয়ক কৈরাতপর্ব্ব, ৩৩ ইন্দ্রলোকাভিগমন-পর্ব্ব, ৩৪ ধর্ম্ম ও করুণারসযুক্ত নলোপাখ্যানপর্ব্ব, ৩৫ কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রাপর্ব্ব, ৩৬ যক্ষযুদ্ধপর্ব্ব, ৩৭ নিবাতকবচযুদ্ধ-পর্ব্ব, ৩৮ আজগরপর্ব্ব, ৩৯ মার্কণ্ডেয়-সমস্যাপর্ব্ব, ৪০ দ্রৌপদী-

সত্যভামা-সংবাদপর্ব্ব, ৪১ ঘোষযাত্রাপর্ব্ব, ৪২ দ্রৌপদীহরণপর্ব্ব (ইহাতে জয়দ্রথ-বিমোক্ষণ, পতিব্রতা সাবিত্রীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য ও রামোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে), ৪৩ কুণ্ডলাহরণপর্ব্ব, ৪৪ আরণেয় পর্ব্ব, ৪৫ বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবগণের প্রবেশ ও সময়পালনপর্ব্ব, ৪৬ কীচকবধপর্ব্ব, ৪৭ গোহরণপর্ব্ব, ৪৮ অভিমন্যু ও উত্তরার বৈবাহিকপর্ব্ব, ৪৯ অনন্তর অতি অদ্ভুত সৈন্যোদ্যোগপর্ব্ব, ৫০ সঞ্জয়যানপর্ব্ব, ৫১ চিন্তান্বিত ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাগরপর্ব্ব, ৫২ অনন্তর গুহ্যতম অধ্যাত্মজ্ঞানবিষয়ক সনৎসুজাতপর্ব্ব, ৫৩ যানসন্ধিপর্ব্ব, ৫৪ ভগবদ্‌যানপর্ব্ব (যাহাতে মাতলির উপাখ্যান, গালবচরিত, কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ ও বিদুলা-পুত্রশাসন বর্ণিত আছে), ৫৫ কৃষ্ণ ও মহানুভাব কর্ণের বাদানুবাদ পর্ব্ব, ৫৬ কুরুপাণ্ডবের সৈন্যনির্য্যাণপর্ব্ব, ৫৭ রথাতিরথসংখ্যা-পর্ব্ব, ৫৮ কোপবর্দ্ধন উলুকদূতাভিগমনপর্ব্ব, ৫৯ অম্বোপাখ্যান পর্ব্ব, ৬০ অদ্ভুত ভীষ্মাভিষেক পর্ব্ব, ৬১ জম্বুদ্বীপ-সন্নিবেশপর্ব্ব, ৬২ দ্বীপবিস্তার-কীর্ত্তনাত্মক ভূমিপর্ব্ব, ৬৩ ভগবদ্গীতাপর্ব্ব, ৬৪ ভীষ্মবধপর্ব্ব, ৬৫ দ্রোণাভিষেকপর্ব্ব, ৬৬ সংসপ্তকবধপর্ব্ব, ৬৭ অভিমন্যুবধপর্ব্ব, ৬৮ প্রতিজ্ঞাপর্ব্ব, ৬৯ জয়দ্রথবধপর্ব্ব, ৭০ ঘটোৎকচবধপর্ব্ব, ৭১ লোমহর্ষণ দ্রোণবধপর্ব্ব, ৭২ নারায়ণাস্ত্র ত্যাগপর্ব্ব, ৭৩ কর্ণপর্ব্ব, ৭৪ শল্যবধপর্ব্ব, ৭৫ হ্রদপ্রবেশপর্ব্ব, ৭৬ গদাযুদ্ধপর্ব্ব, ৭৭ সারস্বততীর্থ বংশানুকীর্ত্তনপর্ব্ব, ৭৮ অতি-বীভৎস সৌপ্তিকপর্ব্ব, ৭৯ সুদারুণ ঐষীকপর্ব্ব, ৮০ জলপ্রাদানিক পর্ব্ব, ৮১ স্ত্রীবিলাপপর্ব্ব, ৮২ কুরুদিগের ঔর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধপর্ব্ব, ৮৩ ব্রাহ্মণ বেশধারী চার্ব্বাক রাক্ষসের বধপর্ব্ব, ৮৪ ধীমদ্ধর্ম্ম-রাজের আভিষেচনিকপর্ব্ব, ৮৫ গৃহপ্রবিভাগপর্ব্ব, ৮৬ শান্তি-পর্ব্ব, ৮৭ রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্ব, ৮৮ আপদ্ধর্ম্মপর্ব্ব, ৮৯ মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব, যাহাতে শুভপ্রশ্নাভিগমন, ব্রহ্মপ্রশ্নানুশাসন, দুর্ব্বাসা-প্রাদুর্ভাব, ও মায়ার সহিত কথোপকথন বর্ণিত আছে। ৯০ আনুশাসনিকপর্ব্ব, ইহাতে ধীমদ্ভীষ্মের স্বর্গারোহণ বর্ণিত হইয়াছে, ৯১ পরে সর্ব্বপাপপ্রণাশক আশ্বমেধিক পর্ব্ব, ৯২ অধ্যাত্মবিষয়ক অনুগীতাপর্ব্ব, ৯৩ আশ্রমবাসপর্ব্ব, ৯৪ পুত্রদর্শন-পর্ব্ব, ৯৫ নারদাগমনপর্ব্ব, ৯৬ মহাপ্রাস্থানিকপর্ব্ব, ৯৭ স্বর্গা-রোহণিকপর্ব্ব, ৯৮ খিল নামক হরিবংশ পর্ব্বান্তর্গত হরিবংশপর্ব্ব, ৯৯ বিষ্ণুপর্ব্ব যাহাতে শিবচর্য্যা ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংসবধ উক্ত হইয়াছে, ১০০ পরে অতি অদ্ভুত ভবিষ্যপর্ব্ব। মহামতি ব্যাসদেব এই শত পর্ব্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সূতকুলোদ্ভব লোম-হর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যে সংক্ষেপে যথাক্রমে অষ্টাদশ পর্ব্ব কীর্ত্তন করেন। সেই মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পর্ব্বসংগ্রহ কথিত হইল।

পৌষ্য, পৌলোম আস্তীক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহদাহ, হিড়িম্ববধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্যলাভ, অর্জ্জুনের বনবাস, সুভদ্রাহরণ, যৌতুকাহরণ, খাণ্ডবদাহন, ও ময়দর্শন এই সকল আদি পর্ব্বের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

পর্ব্বের প্রতিপাদ্য বিষয়।

পৌষ্যপর্ব্বে—উতঙ্কের মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে। পৌলোম পর্ব্বে ভৃগুবংশের বিস্তার কীর্ত্তিত হইয়াছে। আস্তীকপর্ব্বে—গরুড় ও সমুদয় সর্পের উৎপত্তি ও সমুদ্রমন্থন, উচ্চৈঃশ্রবার উৎপত্তি এবং মহারাজ পরিক্ষিৎতনয়ের সর্পসত্রানুষ্ঠান কালে ভরত-বংশীয় মহাত্মগণসংক্রান্ত মহাভারতীয় কথা বর্ণিত হইয়াছে।

সম্ভবপর্ব্বে রাজগণ ও অন্যান্য শূরগণ এবং মহর্ষি দ্বৈপায়নের উৎপত্তি, দেবতাদিগের অংশাবতার, দৈত্য, দানব, নাগ, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী ও অন্যান্য বিবিধ প্রাণীর উৎপত্তি, এবং ভরতের নামানুসারে ভারতবংশখ্যাতি, শকুন্তলার বৃত্তান্ত, শান্তনুরাজের গৃহে গঙ্গার গর্ভে বসুদিগের উৎপত্তি ও স্বর্গা-রোহণ, ভীষ্মের জন্ম এবং তাহার রাজ্যত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন ও প্রতিজ্ঞাপালন, ভীষ্মকর্ত্তৃক চিত্রাঙ্গদের রক্ষা ও চিত্রাঙ্গদ হত হইলে তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষা এবং রাজ্যে স্থাপন, অণীমাণ্ডব্যের শাপে ধর্ম্মের নরযোনিতে উৎপত্তি, বরদান-বলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম এবং পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি, পাণ্ডবদিগের বারণাবত যাত্রাবিষয়ে দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা ও তৎকর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের নিকট পুরোচনের প্রেরণ, হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পথিমধ্যে বিদুর কর্ত্তৃক ম্লেচ্ছ-ভাষায় ধীমদ্ধর্ম্মরাজের প্রতি হিতোপদেশপ্রদান, বিদুরের বাক্যে সুরঙ্গ-নির্ম্মাণ, পঞ্চপুত্রের সহিত নিদ্রিতা নিষাদী ও পুরোচনের জতুগৃহে দাহ, ঘোর অরণ্যে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক হিড়িম্বা রাক্ষসীদর্শন, মহাবল ভীমকর্ত্তৃক হিড়িম্ববধ, ঘটোৎ-কচের উৎপত্তি, পাণ্ডবগণের ব্যাসদর্শন ও ব্যাসাজ্ঞানুসারে একচক্রানগরীতে ব্রাহ্মণালয়ে অজ্ঞাতবাস, বকরাক্ষসবধ এবং তদ্দর্শনে নগরবাসীদিগের বিস্ময়, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম, ব্রাহ্মণমুখে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরবৃত্তান্তশ্রবণে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাসের আদেশানুসারে পাণ্ডবগণের দ্রৌপদীপ্রার্থনায় স্বয়ম্বর-দর্শনার্থ পাঞ্চালদেশাভিমুখে গমন, গঙ্গাতীরে অঙ্গারপর্ণ-নামক গন্ধর্ব্বকে জয় করিয়া তাহার সহিত অর্জ্জুনের সখ্য এবং তাহার মুখে তপতী, বসিষ্ঠ ও ঔর্ব্বের আখ্যান-শ্রবণ, পাণ্ডবগণের পাঞ্চাল-নগরে গমন, তথায় সমস্ত রাজগণের মধ্যে লক্ষ্যভেদ করিয়া অর্জ্জুনের দ্রৌপদীলাভ এবং তথায় যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভীমসেন ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শল্য, কর্ণ ও আর আর সমস্ত ক্রোধান্ধ ভূপতিগণের পরাজয়, ভীমার্জ্জুনের

অলোকসামান্য পরাক্রম-দর্শনে পাণ্ডব বোধ করিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য বলরাম ও কৃষ্ণের ভার্গবগৃহে গমন, দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইবে বলিয়া দ্রুপদ রাজার বিমর্ষ, তাহাতে পরমাদ্ভুত পঞ্চেন্দ্রের উপাখ্যান, দ্রৌপদীর দেবকৃত অমানুষ বিবাহ, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পাণ্ডবগণ সমীপে বিদুরকে প্রেরণ, বিদুরের উপস্থিতি ও কৃষ্ণদর্শন, পাণ্ডবগণের খাণ্ডবপ্রস্থে বাস ও অর্দ্ধরাজ্যশাসন, নারদের আজ্ঞানুসারে দ্রৌপদীর নিকটে গমন, পঞ্চভ্রাতার নিয়ম-করণ, সুন্দোপসুন্দের আখ্যান, দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠির যে নির্জ্জন গৃহে ছিলেন সেই গৃহে ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য অর্জ্জুনের প্রবেশ ও তৎকর্তৃক অস্ত্র শস্ত্র আনয়ন করিয়া বিপ্রের গোধন প্রত্যাহরণ, পরে নারদের নিয়মরক্ষার্থ বীরবর অর্জ্জুনের বনগমন, পার্থের বনবাসকালে নাগকন্যা উলুপীর সহিত পথিমধ্যে সমাগম ও পুণ্যতীর্থগমন, বভ্রুবাহনের জন্ম, অর্জ্জুন কর্তৃক তপস্বি-ব্রাহ্মণের শাপে গ্রাহযোনিতে জাত পঞ্চসুরূপা অপ্সরার শাপবিমোচন, প্রভাসতীর্থে কৃষ্ণের সহিত পার্থের সমাগম, কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে দ্বারকাতে অর্জ্জুন কর্তৃক কামযান দ্বারা সুভদ্রাহরণ, কৃষ্ণের যৌতুক লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গমন, অভিমন্যুর জন্ম, দ্রৌপদার পুত্রোৎপত্তি, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জলবিহারের জন্য যমুনায় গমন এবং তথায় চক্র ও ধনুঃপ্রাপ্তি, খাণ্ডবদাহ, ময়দানব ও ভুজঙ্গের অগ্নি হইতে রক্ষা, শার্ঙ্গীর গর্ভে মন্দপাল নামক মহর্ষির তনয়োৎপত্তি। আদিপর্ব্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব্বে ২২১ অধ্যায় এবং শ্লোক-সংখ্যা ৮৮৮৪।

২ সভাপর্ব্ব। বহু বৃত্তান্তযুক্ত দ্বিতীয় পর্ব্বের নাম সভাপর্ব্ব। পাণ্ডবদিগের সভানির্ম্মাণ, কিঙ্করদর্শন, নারদকর্তৃক লোকপাল-সভাবর্ণন, রাজসূয়যজ্ঞারম্ভ, জরাসন্ধবধ, কৃষ্ণকর্তৃক গিরিদুর্গে নিরুদ্ধ রাজগণের মোচন, পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়, রাজসূয়-যজ্ঞে উপঢৌকন লইয়া ভূপালগণের সমাগম, অর্ঘদান নিমিত্ত বাদানুবাদকালে শিশুপালবধ, যজ্ঞের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া দুঃখ ও অসূয়াযুক্ত দুর্য্যোধনের প্রতি সভামধ্যে ভীমকর্তৃক উপহাস, তাহাতে দুর্য্যোধনের ক্রোধোদয়, তজ্জন্য দ্যূতক্রীড়ার অনুষ্ঠান, ধূর্ত্ত শকুনিকর্তৃক পাশক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয়, দ্যূতার্ণবে নিমগ্না স্নুষা দ্রৌপদীর মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক উদ্ধার, পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত দুর্য্যোধন কর্তৃক পাণ্ডবগণের আহ্বান, তাহাতে জয়ী দুর্য্যোধন কর্তৃক পাণ্ডবগণের বনবাসার্থপ্রেরণ, সভাপর্ব্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব্বে ৭৮ অধ্যায় এবং শ্লোক-সংখ্যা ২৫১১।

৩ বনপর্ব্ব। এই পর্ব্ব অতি বিস্তীর্ণ। মহামতি পাণ্ডবগণ বনগমন করিলে ধর্ম্মপুত্রের পশ্চাতে পুরবাসিগণের গমন, ধৌম্যমুনির উপদেশানুসারে অনুগত ব্রাহ্মণগণের ভরণার্থ অন্ন ও ওষধির নিমিত্ত যুধিষ্ঠির কর্তৃক সূর্য্যের আরাধনা, সূর্য্যপ্রসাদে অন্নপ্রাপ্তি, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক হিতবাদী বিদুরের পরিত্যাগ, বিদুরের পাণ্ডব সমীপে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন, কর্ণের উপহাসবাক্য, বনবাসী পাণ্ডবগণকে বধ করিবার নিমিত্ত দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা, ইহা জানিতে পারিয়া ব্যাসদেবের আগমন এবং দুর্য্যোধনের প্রতি বনগমন-নিষেধ, সুরভির উপাখ্যান, মৈত্রেয়ের হস্তিনাপুরে আগমন, ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি শাপপ্রদান, ভীমসেন কর্তৃক সংগ্রামে কির্ম্মীরবধ, শকুনি শঠতা করিয়া পাণ্ডবদিগকে জয় করিয়াছে, ইহা শুনিয়া বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণের যুধিষ্ঠির সমীপে আগমন, অর্জ্জুন কর্তৃক ক্রোধান্বিত কৃষ্ণের দোষশান্তি, কৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ, কৃষ্ণকর্তৃক পাঞ্চালীর আশ্বাসন, সৌভবধাখ্যান, কৃষ্ণ কর্তৃক পুত্র সহিত সুভদ্রার দ্বারকাপুরীপ্রাপণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক দ্রৌপদী-তনয়গণের পাঞ্চালদেশে নয়ন, পাণ্ডবগণের রমণীয় দ্বৈতবনে প্রবেশ, যুধিষ্ঠির ভীম ও বেদব্যাসের আগমন ও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি নামক বিদ্যাদান, ব্যাস গমন করিলে পাণ্ডবগণের কাম্যকবনে প্রবেশ, দিব্যাস্ত্রলাভের জন্য অর্জ্জুনের প্রবাস, কিরাতরূপী মহাদেবের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ, অর্জ্জুনের লোকপালদর্শন ও অস্ত্রপ্রাপ্তি এবং অস্ত্রশিক্ষার্থ মহেন্দ্রলোকে গমন, তৎশ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের অতিশয় চিন্তা, যুধিষ্ঠিরের পরমতত্ত্বজ্ঞ বৃহদশ্বনামক মহর্ষিদর্শন, তাহার নিকটে অতি কাতর হইয়া যুধিষ্ঠিরের পরিতাপ ও বিলাপ, নলোপাখ্যান, ইহাতে নলের চরিত ও দময়ন্তীর বিপদ্‌কালেও মর্য্যাদাপালন বর্ণিত আছে। মহর্ষি বৃহদশ্ব হইতে যুধিষ্ঠিরের অক্ষহৃদয় নামক বিদ্যাপ্রাপ্তি, স্বর্গ হইতে পাণ্ডবগণের নিকট লোমশ ঋষির আগমন এবং তাহাদিগের নিকট স্বর্গস্থ অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত কথন, অর্জ্জুনের সমাচার পাইয়া পাণ্ডবগণের তীর্থযাত্রা, তীর্থযাত্রায় ফল ও পুণ্যকীর্ত্তন, মহর্ষি নারদের পুলস্ত্যতীর্থযাত্রা, ও পাণ্ডবগণের তীর্থগমন, ইন্দ্রের প্রার্থনায় কর্ণের কুণ্ডল প্রদান, গয়াসুরের যজ্ঞ, অগস্ত্যের আখ্যান এবং বাতাপিভক্ষণ, সন্তানের নিমিত্ত অগস্ত্য ঋষির লোপামুদ্রা নাম্নী স্ত্রীপরিগ্রহ, কৌমার ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র, জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের চরিত্র, কার্ত্তবীর্য্যবধ, হৈহয়বধ, প্রভাসতীর্থে বৃষ্ণিগণের সহিত পাণ্ডবগণের সমাগম, সুকন্যার উপাখ্যান, শর্য্যাতির যজ্ঞে চ্যবন মুনি কর্তৃক অশ্বিনীকুমারযুগলকে যজ্ঞীয় সোমরস-

প্রদান, অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক চ্যবন মুনিকে যৌবনাবস্থায় স্থাপন, মান্ধাতার উপাখ্যান, জন্তুনামক রাজপুত্রের উপাখ্যান, সোমক রাজ কর্ত্তৃক বহুপুত্র লাভার্থ পুত্র বিনাশদ্বারা যাগ ও শতপুত্র প্রাপ্তি, অত্যুৎকৃষ্ট শ্যেনকপোতাখ্যান, ইন্দ্র, অগ্নি ও ধর্ম্ম কর্ত্তৃক শিবিরাজের পরীক্ষা, অষ্টাবক্রীয় উপাখ্যান, জনক রাজার যজ্ঞে নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ বরুণাত্মজ বন্দীর সহিত বিপ্রর্ষি অষ্টাবক্রের বাদানুবাদ, অষ্টাবক্রের সহিত বিবাদে বন্দীর পরাজয়, পরাজয় করিয়া অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক সাগরমগ্ন কহোড় নামক স্বপিতার উদ্ধার, যবক্রীতের উপাখ্যান, মহানুভব রৈভ্যের আখ্যান, পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন-যাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস, তথায় বাসকালে সৌগন্ধিক আহরণার্থ দ্রৌপদী কর্ত্তৃক নিযুক্ত ভীমের পথিমধ্যে কদলীবন মধ্যস্থিত হনুমদ্দর্শন, ভীম কর্ত্তৃক পদ্মবন ভঙ্গ ও তথায় রাক্ষসগণ ও মণিমৎ প্রভৃতি মহাবীর্য্য যক্ষগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ, ভীম কর্ত্তৃক জটাসুর নামক রাক্ষস বধ, বৃষপর্ব্বা নামক রাজর্ষির নিকটে পাণ্ডবদিগের গমন, পাণ্ডবগণের আর্ষ্টিসেনাশ্রমে গমন ও বাস, পাঞ্চালী কর্ত্তৃক মহানুভব ভীমের উৎসাহপ্রদান, ভীমের কৈলাসারোহণ ও মহাবল মণিমৎ প্রভৃতি যক্ষগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ, পাণ্ডবদিগের সহিত কুবেরের সমাগম, ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের সমাগম, সব্যসাচি অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্রপ্রাপ্তি, ইন্দ্রকার্য্যার্থ হিরণ্যপুরবাসী নিবাত কবচ নামক দানবগণ ও পুলোমপুত্র কালকেয়গণের সহিত পার্থের মহাযুদ্ধ ও তৎকর্ত্তৃক তাহাদিগের বধ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রদর্শনোদ্যোগ ও দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক অস্ত্রপ্রদর্শননিষেধ, পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন হইতে অবরোহণ, এই মহারণ্যে পর্ব্বতাকার শরীরবিশিষ্ট প্রবল ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক ভীমগ্রহণ, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক প্রশ্নার্থ কথনপূর্ব্বক ভীমের উদ্ধার, পাণ্ডবগণের কাম্যকবনে পুনরাগমন, পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে পুনর্ব্বার দর্শন করিবার নিমিত্ত কাম্যকবনে বসুদেবের আগমন, মার্কণ্ডেয়-সমস্যাঘটিত নানা উপাখ্যান, ঐ সকল মহর্ষি কর্ত্তৃক বেণপুত্র পৃথু রাজার উপাখ্যান, মহানুভব তার্ক্ষ্য ঋষি ও সরস্বতীর সংবাদ, মৎস্যোপাখ্যান, মার্কণ্ডেয়-সমস্যা ও পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন, ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান, ধুন্ধুমারের উপাখ্যান, পতিব্রতোপাখ্যান, অঙ্গিরার উপাখ্যান, দ্রৌপদী ও সত্যভামার সংবাদকীর্ত্তন, পাণ্ডবগণের পুনর্ব্বার দ্বৈতবনে প্রবেশ, ঘোষযাত্রা, তাহাতে গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের বন্ধন, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে লজ্জাভিভূত মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের মোচন, যুধিষ্ঠিরের মৃগস্বপ্নদর্শন ও কাম্যক বনে পুনরাগমন, সুবিস্তর ব্রীহিদ্রৌণিক উপাখ্যান, দুর্ব্বাসার উপাখ্যান, আশ্রমের মধ্য হইতে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদীহরণ, ও ভীমসেনের বায়ুবেগে তৎপশ্চাৎ গমন, ভীম কর্ত্তৃক জয়দ্রথের পঞ্চশিখীকরণ, রামোপাখ্যান, সাবিত্রীর উপাখ্যানকথন, ইন্দ্রোদ্দেশে কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় পরিত্যাগ ও তাহাতে তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক কর্ণকে একপুরুষঘাতিনী শক্তিপ্রদান, আরণ্যের উপাখ্যান, ধর্ম্ম কর্ত্তৃক স্বপুত্রের অনুশাসন, বরলাভানন্তর পাণ্ডবদিগের পশ্চিমদিকে গমন, বনপর্ব্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব্বে ২৬৯ অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যা ১১৮৬৪।

৪ বিরাট পর্ব্ব।

বিরাট নগরে গমনানন্তর শ্মশান মধ্যে অতি বৃহৎ শমী বৃক্ষ দর্শন করিয়া তাহাতে পাণ্ডবগণের আয়ুধস্থাপন, পুরপ্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের ছদ্মবেশে বাস, কামাভিভূত দুর্বৃত্ত কীচকের পাঞ্চালীর প্রতি সম্ভোগপ্রার্থনা ও বৃকোদর কর্ত্তৃক তাহার বধ, পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক চতুর্দিকে সুচতুর দূতপ্রেরণ, সেই দূতগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের অনুদ্দেশ, প্রথমতঃ ত্রিগর্ত্তীয় সৈন্য কর্ত্তৃক বিরাটরাজের গোধন-হরণ ও তাহাদিগের সহিত বিরাটের লোমাঞ্চকর মহাসংগ্রাম, ভীম কর্ত্তৃক ত্রিগর্ত্তহৃত বিরাটের মোচন, পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক গোধন প্রত্যাহরণ, কৌরবগণ কর্ত্তৃক গোগ্রহণ, অর্জ্জুনের যুদ্ধে সমুদয় কৌরবের পরাজয়, কিরীটী কর্ত্তৃক বিক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক গোধন প্রত্যানয়ন, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যুর পত্নী ও পার্থের স্নুষা হইবে বলিয়া বিরাটকর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে উত্তরানাম্নী কন্যাদান। বিরাট পর্ব্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এই পর্ব্বে ৬৭ অধ্যায় এবং শ্লোক সংখ্যা ২০৫০।

৫ উদ্যোগ পর্ব্ব।

পাণ্ডবগণ জিগীষাবশে উপপ্লব্য নামক স্থানে অবস্থিতি করিলে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুনের বাসুদেবসমীপে গমন, ও 'আপনি উপস্থিত যুদ্ধে আমাদের সহায়তা করুন' এই প্রার্থনা এবং তাহাতে যুদ্ধবিমুখ মন্ত্রণাকার্য্যে নিযুক্ত আমি এবং এক অক্ষৌহিণী সেনা এতদুভয়ের মধ্যে কাহাকে কি দিব, কৃষ্ণের এই উক্তি, মন্দভাগ্য দুর্য্যোধনের সৈন্যবরপ্রার্থনা, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক অযুধ্যমান কৃষ্ণের মন্ত্রিত্বে বরণ, মদ্ররাজ পাণ্ডবগণের নিকটে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে দুর্য্যোধন সন্ধান পাইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বঞ্চনাপূর্ব্বক উপহার দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিলে তিনি যখন বর প্রদানে উদ্যত হইলেন, তখন দুর্য্যোধন উপস্থিত সময়ে সাহায্য প্রার্থনা করিলে সাহায্যদানে অঙ্গীকার করিয়া মদ্ররাজ শল্যের পাণ্ডব সমীপে গমন, শল্য কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা ও ইন্দ্রবিজয়বর্ণন,

পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক কৌরব সমীপে পুরোহিত-প্রেরণ, পাণ্ডব-প্রেরিত পুরোহিতমুখে ইন্দ্রবিজয়বিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুরের মন্ত্রণা অনুসারে শান্তিস্থাপনমানসে ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক সঞ্জয় নামক দূত-প্রেরণ, বাসুদেব ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রাত্যাগ, বিদুরমুখে ধৃতরাষ্ট্রের বিচিত্র ও হিতবাক্য শ্রবণ, সনৎসুজাত ঋষিমুখে শোকাকুল ধৃতরাষ্ট্রের অত্যুত্তম অধ্যাত্মবিষয়ক শাস্ত্রশ্রবণ, প্রাতঃকালে রাজসভায় সঞ্জয় কর্ত্তৃক বাসুদেব ও অর্জ্জুনের একাত্মভাবকথন, মহামতি কৃষ্ণের সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য দুর্য্যোধনের নিকট আগমন, উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষায় কৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিলে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক তৎপ্রত্যাখ্যান, দম্ভোদ্ভবের আখ্যান, মাতলি কর্ত্তৃক স্বীয় দুহিতার নিমিত্ত বরান্বেষণ, মহর্ষি গালবের চরিত্রবর্ণন, বিদুলাপুত্রের অনুশাসন, কর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতির দুষ্ট মন্ত্রণা জানিতে পারিয়া রাজগণ সমীপে কৃষ্ণের স্বীয় যোগেশ্বরত্বপ্রদর্শন, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কর্ণকে স্বীয় রথে আরোহণ ও সৎপরামর্শদান, মদগর্ব্বিত কর্ণ কর্ত্তৃক কৌশলপূর্ব্বক কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান, হস্তিনাপুর হইতে উপপ্লব্যে আগমন করিয়া পাণ্ডবগণের নিকটে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন, কৃষ্ণবাক্য শ্রবণান্তর হিত কার্য্যের মন্ত্রণা স্থির করিয়া পাণ্ডবগণের সংগ্রামসজ্জা, হস্তিনাপুর হইতে যুদ্ধের নিমিত্ত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের নির্যাণ, সৈন্যসংখ্যা, মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব দিবসে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক উলূক নামক ব্যক্তিকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট প্রেরণ, রথাতিরথসংখ্যা, অম্বোপাখ্যান। উদ্যোগপর্ব্বে এই সকল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।' ইহাতে ৮৬ অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যা ৬৬৯৮।

৬ ভীষ্মপর্ব্ব।

সঞ্জয় কর্ত্তৃক জম্বুখণ্ড নির্ম্মাণ-বর্ণন, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণের অতিশয় বিষাদ, দশাহব্যাপী ঘোরতর সুদারুণ যুদ্ধকালে যোগবিষয়ক নানা হেতুবাদ দ্বারা মহামতি বাসুদেব কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের মোহজনিত বিষাদ-নিবারণ, কৃষ্ণের রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নির্ভয় চিত্তে প্রতোদহস্তে ভীষ্মবধার্থ গমন, বাক্যরূপ দণ্ড দ্বারা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের অভিঘাত, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া নিশিত শরাঘাতে ভীষ্মকে ভূতলে পাতিতকরণ, ভীষ্মের শরশয্যায় শয়ন; এই সকল বিষয় এই ভীষ্ম পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব্বে ১১৭ অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যা ৫৮৮৪।

৭ দ্রোণ-পর্ব্ব।

প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্যের সেনাপতিপদে অভিষেক, দুর্য্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্যের যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা, সংসপ্তক কর্ত্তৃক যুদ্ধস্থল হইতে অর্জ্জুনের অপসারণ, মহারাজ ভগদত্তের সুপ্রতীক নামক স্বীয় হস্তীর সহিত রণস্থলে ইন্দ্রতুল্য অদ্ভুত বিক্রমপ্রকাশ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ভগদত্তবধ, জয়দ্রথ প্রভৃতি মহারথ কর্ত্তৃক অপ্রাপ্ত-যৌবন বালক ও একাকী অভিমন্যুর বধ, অভিমন্যুবধ হইলে ক্রোধাভিভূত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রণভূমিতে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য এবং পরে মদ্ররাজ জয়দ্রথ-বধ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে মহাবাহু ভীম ও সাত্যকি কর্ত্তৃক দেবগণের অলঙ্ঘনীয় কুরুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ, হতাবশিষ্ট সংসপ্তকদিগের যুদ্ধে বিনাশ, অলম্বুষ, শ্রুতায়ু, জলসন্ধ, ভূরিশ্রবা, বিরাট, দ্রুপদ ও ঘটোৎকচ প্রভৃতি অনেক বীরপুরুষের নিপাত, দ্রোণাচার্য্যের বধ, দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নিপতিত হইলে ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামার ভয়ঙ্কর আগ্নেয় নারায়ণাস্ত্র-প্রয়োগ, রুদ্রমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ব্যাসদেবের আগমন এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মাহাত্ম্য-বর্ণন, এই সকল বিশেষ ভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব্বে অনেক পুরুষশ্রেষ্ঠ ভূপালগণের নিধনবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। এই পর্ব্বে ১৭০ অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যা ৮৯০০।

৮ কর্ণ-পর্ব্ব।

ধীমদ্ মদ্ররাজের সারথিকার্য্যে নিয়োগ, পৌরাণিক ত্রিপুর-নিপাত-কীর্ত্তন, যুদ্ধযাত্রাকালে কর্ণ ও মদ্ররাজের পরস্পর বাক্‌কলহ, কর্ণের তিরস্কারার্থ শল্য কর্ত্তৃক হংস-কাকীয় আখ্যান-কীর্ত্তন, অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক পাণ্ড্যরাজের বিনাশ, দণ্ডসেনবধ ও দণ্ডবধ, সর্ব্বধনুর্দ্ধারি ব্যক্তির সমক্ষে দ্বৈরথ যুদ্ধে কর্ণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জীবন-সংশয়, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের পরস্পর কোপ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের অনুনয়, বৃকোদর কর্ত্তৃক রণস্থলে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল ভেদপূর্ব্বক শোণিতপান, দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক মহারথ কর্ণের নিপাত, এই পর্ব্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ৬৯ অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যা ৪৯৬৪।

৯ শল্যপর্ব্ব।

কর্ণবধ হইলে মদ্রেশ্বর শল্যের সেনাপতিত্বে বরণ, নানারথীর পৃথক্ পৃথক্‌রূপে রথযুদ্ধবর্ণন, কৌরব পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধৃগণের বিনাশ, ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক শল্যবধ, বহুসংখ্যক সৈন্য হত হইলে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে দুর্য্যোধনের হ্রদপ্রবেশ ও জলস্তম্ভ করিয়া অবস্থিতি, ব্যাধগণ কর্ত্তৃক ভীমের নিকট দুর্য্যোধনের সংবাদ-প্রদান, ধর্ম্মরাজের তিরস্কার বাক্যে দুর্য্যোধনের হ্রদ মধ্য হইতে উত্থান, যে স্থানে ভীমের সহিত গদা যুদ্ধ হয়, তথায় সকলে সমবেত হইলে

বলরামের আগমন, সরস্বতীতীর্থ ও অন্যান্য নানাতীর্থের পুণ্যত্ব-বর্ণন, সেই রণভূমিতে দুর্য্যোধনের সহিত ভীমের তুমুল গদাযুদ্ধ, যুদ্ধস্থলে ভীমের গদা দ্বারা দুর্য্যোধনের উরুদ্বয় ভঙ্গ, এই পর্ব্বে এই সকল বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ৫৯ অধ্যায় এবং শ্লোক সংখ্যা ৩২২০।

১০ সৌপ্তিকপর্ব্ব।

পাণ্ডবগণ রণক্ষেত্র হইতে গমন করিলে অমর্ষণ দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া যে স্থলে পতিত ছিলেন, সেই স্থলে সায়ংকালে কৃতবর্ম্মা, কৃপ ও অশ্বত্থামা, এই মহারথত্রয় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া রণভূমিতে পতিত আছেন, তাহাতে মহারথ দ্রোণপুত্র ক্রোধাভিভূত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পঞ্চালগণ ও অন্যান্য অমাত্য সমেত পাণ্ডবদিগকে বিনাশ না করিয়া তনুত্রাণ বিমোচন করিব না। তদনন্তর ঐ মহারথত্রয় রাজাকে ঐ প্রতিজ্ঞা বাক্য কহিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া সূর্য্যাস্তের পর এক মহাবনে প্রবেশপূর্ব্বক সেই স্থলে এক বৃহৎ বটবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, এক বৃহৎ পেচক রাত্রিকালে বহু সংখ্যক কাক বিনাশ করিতেছে। তাহা দেখিয়া অশ্বত্থামা পিতৃবধ স্মরণ করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক মনে মনে এই কল্পনা করিলেন যে, পঞ্চালগণ নিদ্রাভিভূত হইলে সকলকেই সংহার করিব। অনন্তর তিনি পাণ্ডবদিগের শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এক গগনস্পর্শী প্রকাণ্ড দুর্দ্দর্শনীয় ঘোররূপ রাক্ষস দ্বারে অবস্থিত আছে। ঐ রাক্ষস অস্ত্রসন্ধানের প্রতিবন্ধকতা করে দেখিয়া দ্রোণপুত্র তৎক্ষণাৎ বিরূপাক্ষ রুদ্রের আরাধনা করিয়া কৃপ ও কৃতবর্ম্মার সহিত শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সপরিবার সমস্ত পাঞ্চাল ও দ্রোপদীতনয়গণকে সংহার করিলেন। কৃষ্ণের কৌশলে তাহাতে সাত্যকি ও পঞ্চ পাণ্ডবমাত্র রক্ষিত হইয়াছিলেন, অবশিষ্ট সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইলেন। অশ্বত্থামা স্বহস্তে পঞ্চালদিগকে বধ করেন; ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার পাণ্ডবগণের নিকটে নিবেদন করিল। দ্রৌপদী পুত্রশোকার্ত্তা ও পুত্রভ্রাতৃবধকাতরা হইয়া অনশন দ্বারা প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া ভর্তৃগণকে উপরোধ করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রৌপদীর বচনানুসারে তাঁহার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। দ্রোণপুত্র ভীমভয়ে অভিভূত ও দৈবপ্রেরিত হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক পৃথিবী অপাণ্ডবা হউক এই বলিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন, তাহাতে কৃষ্ণ এরূপ করিও না বলিয়া অশ্বত্থামাকে নিবারণ করিলেন। অশ্বত্থামার বিদ্রোহাচরণ দেখিয়া অর্জ্জুন সেই অস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারণ করেন। অশ্বত্থামা ও দ্বৈপায়ন প্রভৃতি পরস্পর শাপ প্রদান করিলেন। জয়শ্রীপ্রাপ্ত পাণ্ডবগণ দ্রোণপুত্র হইতে মণিগ্রহণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহা দ্রৌপদীকে প্রদান করিলেন। এই পর্ব্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে অষ্টাদশ অধ্যায় এবং শ্লোক সংখ্যা ৮৭০।

১১ স্ত্রীপর্ব্ব।

প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া ভীমের বিনাশকামনায় কৃষ্ণদত্ত লৌহময়ী ভীমপ্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন করিলেন। পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় শোকে সন্তপ্ত হইলে বুদ্ধিমান্ বিদুর মোক্ষবিষয়ক নানা হেতুবাদ দ্বারা তাঁহার সংসার-মায়া দূর করিয়া আশ্বাস প্রদান করিলে ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুরবাসিনী সীমন্তিনীগণের সহিত শোকাকুল হইয়া রণভূমিদর্শনার্থ গমন করেন। তথায় বীরপত্নীগণ অতি করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলে গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের অতিশয় ক্রোধ ও মোহ উপস্থিত হয়। ক্ষত্রিয়-মহিলাগণ সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে রণে হত ও পতিত দেখিতে লাগিলেন। গান্ধারী পুত্র ও পৌত্রশোকে কাতরা হইয়া শোকাভিভূতা হইলে কৃষ্ণ তাঁহার ক্রোধ শান্তি করেন। ধার্ম্মিকবর মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির শাস্ত্রানুসারে যুদ্ধে হত রাজগণের শরীর দাহ করাইলেন। পরে তাঁহাদের জলপ্রাদানিক তর্পণ ক্রিয়া আরম্ভ হইলে কুন্তী কর্ণকে গূঢ়োৎপন্ন স্বপুত্র বলিয়া প্রকাশ করেন। এই পর্ব্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব্ব অতিশয় করুণাশ্রুপ্রবর্ত্তক এবং মনোবৈক্লব্যকারক, ইহাতে সপ্তবিংশ অধ্যায় এবং শ্লোক সংখ্যা ৭৭০।

১২ শান্তিপর্ব্ব।

এই পর্ব্ব জ্ঞানগর্ভ নানাবিধ উপদেশ ও বিবিধ উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। ইহাতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, সম্বন্ধী ও মাতুল প্রভৃতি সমুদয় সংহার করাইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। ভীষ্মদেব শরশয্যায় পতিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট তত্ত্বজ্ঞানোপার্জ্জনাভিলাষী রাজগণের যাহা অবশ্য জ্ঞেয় সেই রাজধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন, এবং তৎকর্ত্তৃক হেতুপ্রদর্শী আপদ্ধর্ম্মও প্রকাশিত হইয়াছে, মানবগণ যাহা জানিয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে।

এই পর্ব্বে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। নারদের নিকট যুধিষ্ঠিরের কর্ণের জন্মবৃত্তান্তকথন, কর্ণের প্রতি অভিশাপ, কর্ণের অস্ত্রপ্রাপ্তি, স্বয়ম্বরে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কন্যাহরণ, কর্ণের পরাক্রমপ্রকাশ, স্ত্রীজাতির প্রতি যুধি-

ষ্টিরের অভিশাপ, যুধিষ্ঠিরের বিলাপ, ঋষিশকুনিসংবাদ, নকুলবাক্য, সহদেববাক্য, দ্রৌপদীবাক্য, অর্জ্জুনবাক্য, ভীমসেনবাক্য, যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবস্থানের উপদেশ, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ, শ্যেনজিৎ উপাখ্যান, ষোড়শ রাজিক উপাখ্যান, নারদপর্ব্বোপাখ্যান, সুবর্ণষ্ঠীবীর উপাখ্যান, প্রায়শ্চিত্তবর্ণন, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ, যুধিষ্ঠিরের পুরপ্রবেশ, চার্ব্বাকের ধর্ম্মনিন্দা, চার্ব্বাকবধোপায়কীর্ত্তন, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, ভীমের যৌবরাজ্যাভিষেক, শ্রাদ্ধকার্য্যকথন, কৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের স্তব, গৃহবিভাগ, যুধিষ্ঠিরপ্রশ্ন, যুধিষ্ঠিরকৃত মহাপুরুষস্তব, পরশুরামোপাখ্যান, কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরাদির ভীষ্মের নিকট গমন, যুধিষ্ঠিরাদির বিদায়গ্রহণ, সূত্রাধ্যায়, বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথন, ঐলকশ্যপসংবাদ, মুচুকুন্দ উপাখ্যান, কৈকেয়োপাখ্যান, বাসুদেব নারদসংবাদ, কালকবৃক্ষীয় উপাখ্যান, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের মন্ত্রণাস্থান-কীর্ত্তন, দুর্গপরীক্ষা, রাষ্ট্রগুপ্তিকীর্ত্তন, উতথ্যগীতা-কীর্ত্তন, বামদেবগীতা, ইন্দ্রাম্বরীষসংবাদ, শত্রুসমাক্রান্ত ব্যক্তির কর্ত্তব্য কীর্ত্তন, সেনাপতিকীর্ত্তন, ইন্দ্রবৃহস্পতিসংবাদ, সত্যানৃতকীর্ত্তন, ব্যাঘ্র-গোমায়ুসংবাদ, উষ্ট্রগ্রীবোপাখ্যান, সরিৎসাগরসংবাদ, ঋষিকুক্কুরসংবাদ, দণ্ডকীর্ত্তন, দণ্ডোৎপত্তিকীর্ত্তন, প্রহ্লাদবিপ্রবৃত্তান্তকীর্ত্তন, ঋষভগীতা-কথন।

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়—

রাজর্ষি-বৃত্তান্ত-কীর্ত্তন, কায়ব্যদস্যুসংবাদ, শাকুলোপাখ্যান, মার্জ্জারমূষিকসংবাদ, ব্রহ্মদত্ত-পূজনীসংবাদ, কণিক উপদেশ, বিশ্বামিত্র-নিষাদসংবাদ, কপোতলুব্ধকসংবাদ, ভার্য্যাপ্রশংসা-কীর্ত্তন, ইন্দ্রোত-পারিক্ষিত সংবাদ, গৃধ্রগোমায়ুসংবাদ, পবন শাল্মলি সংবাদ, আত্মজ্ঞানকীর্ত্তন, দমগুণবর্ণন, তপঃকীর্ত্তন, সত্যকথন, লোভোপাখ্যান, নৃশংস-প্রায়শ্চিত্তকথন, খড়্গোৎপত্তিকীর্ত্তন, ষড়জগীতা ও কৃতঘ্নোপাখ্যান।

মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়—

পিঙ্গলাগীতা, পিতাপুত্রসংবাদ, সম্পাকগীতা, মঙ্কিগীতা, বোধ্যগীতা, প্রহ্লাদ ও অজগরসংবাদ, শৃগালকাশ্যপসংবাদ, ভৃগুভরদ্বাজসংবাদ, আচারবিধি, জাপকোপাখ্যান, মনুবৃহস্পতিসংবাদ, সর্ব্বভূতোৎপত্তি, গুরুশিষ্যসংবাদ, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, পঞ্চশিখজনকসংবাদ, ইন্দ্রপ্রহ্লাদসংবাদ, বলিবাসবসংবাদ, ইন্দ্রনমুচিসংবাদ, বলিদানসংবাদ, লক্ষ্মীবাসবসংবাদ, দেবল-জৈগীষব্যসংবাদ, বাসুদেব উগ্রসেনসংবাদ, শুকানুপ্রশ্ন, মৃত্যুপ্রজাপতিসংবাদ, ধর্ম্মলক্ষণ, তুলাধার-জাজলিসংবাদ, চিরকালিক উপাখ্যান, দ্যুমৎসেন-সত্যবৎসংবাদ, স্যূমরশ্মি-কপিলসংবাদ, কুণ্ডধার উপাখ্যান, যজ্ঞনিন্দা, প্রশ্নচতুষ্টয়কীর্ত্তন, যোগাচারকথন, নারদদেবল-সংবাদ, মাণ্ডব্য-জনকসংবাদ, পিতাপুত্রসংবাদ, হারীতগীতা, বৃত্রগীতা, বৃত্রবধ, জ্বরোৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞবিনাশ, দক্ষ কর্ত্তৃক মহাদেবের সহস্রনামকীর্ত্তন, পঞ্চভূতকীর্ত্তন, সমঙ্গনারদসংবাদ, সগরারিষ্টনেমিসংবাদ, ভবভার্গবসংবাদ, পরাশরগীতা, হংসগীতা, যোগবিধিকীর্ত্তন, সাংখ্যযোগকথন, বশিষ্ঠ-করালজনক-সংবাদ, যাজ্ঞবল্ক্য-জনকসংবাদ, জনক-পঞ্চশিখসংবাদ, সুলভাজনকসংবাদ, বেদব্যাস-শুকসংবাদ, ধর্ম্মমূলকথন, শুকোৎপত্তি, শুকজনকসংবাদ, শুকনারদসংবাদ, শুকাভিপতন, নারায়ণমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ব্যাসোৎপত্তিকথন, উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যান।

এই সকল বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব্বে ৩৩৯ অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা ১৪৭০৭।

১৩ অনুশাসন পর্ব্ব।

কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম হইতে ধর্ম্মবিনির্ণয় শ্রবণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই পর্ব্বে ধর্ম্ম ও অর্থ সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যবহার, বিবিধ দানের পৃথক্ পৃথক্ ফল, পাত্রবিশেষে দানের উৎকর্ষবিধি, আচার-ব্যবহার-নিরূপণ, সত্যের পরাকাষ্ঠা, গোব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, দেশকালভেদে ধর্ম্মরহস্য এবং ভীষ্মের স্বর্গপ্রাপ্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই ত্রয়োদশ পর্ব্বে ১৪৬ অধ্যায় এবং ৮০০০ আট হাজার শ্লোক আছে।

১৪ আশ্বমেধিক পর্ব্ব।

সম্বর্ত্ত ও মরুত্তের উত্তম উপাখ্যান, সুবর্ণকোষসম্প্রাপ্তি, পূর্ব্বে অস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পুনঃসঞ্জীবিত পরীক্ষিতের জন্ম, যজ্ঞে অশ্বমোচন করিয়া তদনুগামী অর্জ্জুনের সহিত স্থানে স্থানে অমর্ষণ রাজগণের যুদ্ধ, চিত্রবাহন রাজার পুত্রিকা চিত্রাঙ্গদার গর্ভসম্ভূত স্বীয় তনয় বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের জীবনসংশয়, অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ সময়ে নকুলাখ্যান, এই সকল বিষয় মহাদ্ভুত আশ্বমেধিক পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব্বে অধ্যায় ১০৩ এবং শ্লোকসংখ্যা ৩৩২০।

১৫ আশ্রমবাসিক পর্ব্ব।

এই পর্ব্বে গান্ধারীর সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমবাসার্থ অরণ্যে গমন করেন। ইহা দেখিয়া গুরুশুশ্রূষাপরায়ণা সাধ্বী কুন্তী পুত্রের রাজ্যপরিত্যাগ করিয়া প্রাগুক্ত ধৃতরাষ্ট্রের অনুগামিনী হন। তথায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধে হত ও লোকান্তরগত পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য বীর রাজগণকে পুনরাগত দেখেন। ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদে এই উত্তম ও আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকান্তে গান্ধারীর সহিত শোকপরিত্যাগ করিয়া পরমাসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। জিতেন্দ্রিয় সঞ্জয় ও বিদুর ধর্ম্মকে আশ্রয়

করিয়া সদ্‌গতি লাভ করেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদের মুখে বৃষ্ণিগণের কুলক্ষয়বার্ত্তা শ্রবণ করেন। এই সকল বৃত্তান্ত আশ্রমবাসাখ্য পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই পর্ব্বে ৪২ অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যা ১৫০৬।

১৬ মৌষলপর্ব্ব।—যাহারা রণস্থলে অনায়াসে অস্ত্রাঘাত সহ করিতেন, সেই যাদবগণ ব্রহ্মশাপরূপ দণ্ডে নিগৃহীত হইয়া দৈবনির্ব্বন্ধে সাগরকূলে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া এরকা তৃণরূপী শরাঘাতে আহত হন। এইরূপে রামকৃষ্ণ উভয়ে সমুদয় যদুবংশের উচ্ছেদ করিয়া আপনারাও সর্ব্বসংহারকারী উপস্থিত কালকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না। পরে নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন আসিয়া যাদবশূন্য দ্বারকাদর্শনে অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন, তিনি স্বীয় মাতুল নরশ্রেষ্ঠ বাসুদেবের সৎকার করিয়া সুরাপানসভায় যদুবংশীয় বীরগণের আত্যন্তিক বিনাশ দর্শন করেন। অর্জ্জুন রাম এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান যদুবংশীয়দিগের শরীর-সংকার করিয়া দ্বারকা হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে লইয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে ঘোরতর বিপদে পতিত হন। তখন তিনি গাণ্ডীব ধনুর পরাভব এবং দিব্যাস্ত্র সকলের অপ্রসন্নতা দর্শন করেন। পরে যাদব-যোষাগণের অপহরণ ও পরাক্রমের অনিত্যতা-দর্শনে অত্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া ব্যাসের বাক্যানুসারে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনের অভিলাষ করেন। এই মৌষলপর্ব্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ৮ অধ্যায় এবং ৩২০ শ্লোক।

১৭ মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্ব।

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান অবলম্বন করেন। পরে ইঁহারা লোহিতসাগরকূলে গমন করিয়া অগ্নিকে দর্শন করিলেন। সেইস্থলে অগ্নির আদেশানুসারে অর্জ্জুন সেই মহাপ্রভাব অগ্নিকে পূজা করিয়া নিজ গাণ্ডীবধনু প্রদান করিলেন। পরে যুধিষ্ঠির, প্রথমে দ্রৌপদী ও ক্রমে পর পর সমুদয় ভ্রাতৃগণকে নিপতিত দেখিয়া মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া একাকী প্রস্থান করিতে লাগিলেন। এই পর্ব্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ৩ অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যা ৩২৩।

১৮ স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব।

মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ স্বর্গ হইতে দেবযান উপস্থিত হইলে স্বমভিব্যাহারী কুক্কুরকে ত্যাগ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিতে সম্মত হইলেন না। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠা অবলোকন করিয়া ধর্ম্ম কুক্কুররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সহিত স্বর্গারোহণ করিলে দেবদূত ছলক্রমে তাঁহাকে নরক দর্শন করান। এই সময় তাঁহার উৎকট যন্ত্রণা হয়। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেই নরকে যমের বশবর্ত্তী স্বীয় ভ্রাতৃগণের করুণ ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ইন্দ্র ও ধর্ম্ম উভয়ে যুধিষ্ঠিরকে 'ঐশ্বর্য্য ভোগের এই ফল' ইহা বলিয়া ঐ সমস্ত বিষয় দেখাইলেন। যুধিষ্ঠির আকাশগঙ্গার সলিলে স্নানপূর্ব্বক মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে স্বধর্ম্মোপার্জ্জিত স্থান পাইয়া দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণের সহিত পূজিত হইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এই পর্ব্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব্বে ৫ অধ্যায় এবং দুই শত নয় শ্লোক।

এইরূপে সমুদয় অষ্টাদশ পর্ব্ব কথিত আছে। ইহার খিল হরিবংশ ও ভবিষ্যপর্ব্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহর্ষি ব্যাস তাহাতে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক রচনা করিয়াছেন। মহাভারতের পর্ব্বসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মিলিত হইলে অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত দারুণ যুদ্ধ হইয়াছিল।

মহাভারতের অনুক্রমণিকায় যেরূপ প্রতি পর্ব্বে শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, মুদ্রিত মহাভারতের আবার তাহার যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এমন কি এসিয়াটিক সোসাইটী ও বোম্বাই হইতে প্রকাশিত মহাভারতেও পরস্পর শ্লোকসংখ্যা একরূপ নহে। নিম্নে একটী তালিকা দিলাম, দেখিবেন কত প্রভেদ।

পর্ব্ব	পর্ব্বসংগ্রহে উক্ত শ্লোকসংখ্যা	সোসাইটীর শ্লোকসংখ্যা	বোম্বাই মুদ্রিতের শ্লোক
১। আদি	৮৮৮৪	৮৪৭৯	৮৬২৩
২। সভা	২৫১১	২৭০৯	২৭১২
৩। বন	১১৮৬৪	১১৪৭৮	১০৮৫৯
৪। বিরাট	২০৫০	২৩৭৬	২২৩২
৫। উদ্যোগ	৬৬৯৮	৭৬৫৬	৬৬১৪
৬। ভীষ্ম	৫৮৮৪	৫৮৫৬	৫৮৬৯
৭। দ্রোণ	৮৯০০	৯৬৪৯	৯৬৪৪
৮। কর্ণ	৪৯৬৪	৫০৪৬	৫০১৫
৯। শল্য	৩২২০	৩৭৬১	৩৬৬৮
১০। সৌপ্তিক	৮৭০	৮১১	৮০৩
১১। স্ত্রী	৭৭০	৮২৭	৮২৫
১২। শান্তি	১৪৭০৭	১৩৯৪৩	১৩৭৭৪
১৩। অনুশাসন	৮০০০	৭৭৯৬	৭৭০১
১৪। আশ্বমেধিক	৩৩২০	২৯০০	১০৮৮
১৫। আশ্রমবাস	১৫০৬	১১০৫	১০৮৮
১৬। মৌষল	৩২০	২৯২	২৮৭
১৭। মহাপ্রাস্থানিক	৩২০	১০৯	১১০
১৮। স্বর্গারোহণ	২০৯	৩১২	৩২০
১৯। খিল হরিবংশ	১২০০০	১৬৩৭৪	১৬৩৪৪

মহাভারতের অনুক্রমণিকায় অশ্বমেধপর্ব্বে যে শ্লোক সংখ্যা আছে, প্রচলিত অশ্বমেধ পর্ব্বে তদপেক্ষা অনেক কম। এজন্ত অনেকেই জানিতেন যে ভারতীয় অশ্বমেধ পর্ব্বের শেষ ২৩টী অধ্যায় লুপ্ত হইয়াছে। কিছুদিন হইল, বোম্বাই হইতে পণ্ডিত বামন শাস্ত্রী ইস্‌লাম্‌পুরকর যে পরাশরসংহিতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মুখবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে মলয়ালম্‌ অক্ষরে লিখিত একখানি অতিপ্রাচীন মহাভারতের পুথিতে ২৩টী অধ্যায় আছে এবং বৃদ্ধ গৌতমস্মৃতি নামে অভিহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেও তিনি ঐ বিরল প্রচার অধ্যায়গুলি দেখিয়াছেন।

ভারত-পাঠবিধি।

মহাভারতেই লিখিত আছে, যে ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষৎ সমুদয় বিজ্ঞাতআছেন, অথচ এই মহাভারতীয় আখ্যান জানেন না, তাঁহাকে কখনই বিচক্ষণ বলা যায় না। অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যাসদেব কর্ত্তৃক এই মহাভারত অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও অতি বিস্তৃত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন পুংস্কোকিলের কূজনশ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকশব্দশ্রবণে স্পৃহা হয় না, সেইরূপ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে অন্য কিছু শ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মে না। এক মহাভারত হইতেই সকল প্রকার কবিত্বলাভ হইয়া থাকে। যেরূপ জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ প্রজা অন্তরীক্ষের মধ্যেই অবস্থিতি করে, সেইরূপ সমুদায় পুরাণ এই আখ্যানের অন্তর্গত। যেরূপ মনের ক্রিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্বরূপ, সেইরূপ এই আখ্যান দানাধ্যয়নাদি ক্রিয়ার এবং শমদমাদি গুণের আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছে। যেরূপ আহার ব্যতীত শরীর-ধারণের উপায়ান্তর নাই, তদ্রূপ এই আখ্যানের আশ্রয় ব্যতীত ভূমণ্ডলে কোন আখ্যানেরই বিদ্যমানতা নাই। অবহিতচিত্তে মহাভারতশ্রবণ করিলে সকল তীর্থের ফল লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দিবাভাগে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল পাপাচরণ করেন, সায়ংকালে মহাভারত নাম কীর্ত্তন করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। আর রজনীতে কায়মনোবাক্য দ্বারা যে পাপ করেন, প্রাতঃকালে মহাভারত নামকীর্ত্তনে সেইপাপ হইতে মুক্ত হন। যিনি বহুশ্রুত ও বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণশৃঙ্গযুক্ত শত গো দান করেন, এবং নিরন্তর পবিত্র ভারতকথা শ্রবণ করেন, সেই দুই জনেরই তুল্য ফল হয়। (ভারত আদিপর্ব্ব ২ অ০)

কিরূপ প্রণালীতে মহাভারত পাঠ এবং শ্রবণাদি করিতে হয়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্‌! কিরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করিতে হয় এবং উহা শ্রবণে কি ফল হয়? পারণ সময়ে কোন্‌ কোন্‌ দেবতার পূজা করা আবশ্যক, প্রত্যেক পর্ব্বের সমাপ্তিতে কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য প্রদান করা বিধেয় এবং কিরূপ ব্যক্তিকেই বা বক্তা করিতে হয়, এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করুন।

স্বর্গীয় দেবগণ ক্রীড়া করিবার জন্ত অবনীতে অবতরণ করিয়া কার্য্যশেষে পুনরায় স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, আদিত্যগণ প্রভৃতি সকলই এবং অন্যান্য স্থাবরজঙ্গম ও সুরাসুর সমস্ত জগৎ এই মহাভারতে একাধারে লক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের প্রতিষ্ঠা শ্রবণ এবং নাম ও কীর্ত্তন করিলে তৎক্ষণাৎ মহাপাতক হইতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত হওয়া যায়। আত্মসংযম-সহকারে যথাবিধানে এই ভারত ইতিহাস শ্রবণ করিলে পুনরায় ভারতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ভারতশ্রবণ করিয়া ভীষ্মাদি মহাপুরুষগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিলে পরম পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে।

সাধ্যানুসারে সরলচিত্তে সন্তোষসহকারে অবিচলিতভাবে শুশ্রূষাপরায়ণ, সত্যব্রত, দান্ত, শুচি প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়া মহাভারত শ্রবণ করিতে হয়। শ্রবণ-কালে যেন কোনরূপ মনোমালিন্য না ঘটে। শুচি, সুশীল, শুক্লবস্ত্রপরিধায়ী, সংস্কারসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানবান্‌, শ্রদ্ধাশীল, অসূয়াহীন, জিতেন্দ্রিয়, রূপবান্‌, সৌভাগ্যবান্‌, সমগুণবিশিষ্ট, সত্যবাদী, দাতা ও মান্য ঈদৃশ ব্যক্তিকে ভারতের পাঠক বা বক্তা করা কর্ত্তব্য।

ভারতপাঠের নিয়ম।—পাঠক কুশাসনে আসীন সুস্থচিত্ত ও সমাহিত হইয়া ত্রিষষ্টি বর্ণযোগ সহকারে মূর্দ্ধা প্রভৃতি অষ্টবিধ উচ্চারণ-স্থান হইতে সম্যক্‌রূপে উচ্চারিত করিয়া রস ও ভাব সকলের সমন্বয় বিধান এবং পদ সকলের সুস্পষ্ট বিন্যাসপুরঃসর পাঠ করিবেন। পাঠ-সময়ে বিলম্ব, আয়াস, সত্বরতা, অধৈর্য্য, অনুৎসাহ ইত্যাদি পাঠ-দোষ সকল পরিহার করা আবশ্যক। পাঠের সময় প্রথমে নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া পরে জয় উচ্চারণ করিবে। যিনি উল্লিখিত নিয়মানুসারে ভারত পাঠ করেন, তাহার নিকট নিয়মস্থ ও শুচি হইয়া ভারত শ্রবণ করিলে বিশিষ্টরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।

মহাভারতে পাঠের সময়ে কর্ত্তব্য,—মহাভারত পাঠ কালে প্রতি পর্ব্বে জাতি, দেশ, সত্ত্ব, মাহাত্ম্য এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে যাহা দান করিতে হয়, তাহার বিধান এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। প্রথমে ব্রাহ্মণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে। পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে স্বীয় সাধ্যানুসারে তাহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। আদি পর্ব্ব

সমাপ্ত হইলে পাঠককে যথাবিধি বস্ত্র ও গন্ধ সমেত মধু পায়স ভোজন করাইবে। আস্তীক পর্ব্বের পাঠ সমাপ্ত হইলে ফল, মূল, ঘৃত ও মধুমিশ্রিত পায়সভোজন এবং শুড়োদক-দান, সভাপর্ব্ব শেষ হইলে অপূপ ও মোদক সহিত হবিষ্যান্ন ভোজন, বন পর্ব্বের শেষে বিবিধ বস্ত্র ফলমূলাদি দান, বিরাটপর্ব্বের শেষে বিবিধবস্ত্র, উদ্যোগে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ও গন্ধমাল্যাদি, ভীষ্ম পর্ব্বে উৎকৃষ্ট যান ও অন্নদান, দ্রোণ পর্ব্বে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া শর, ধনু ও খড়্গদান, কর্ণপর্ব্বে উত্তমরূপে ব্রাহ্মণভোজন, শল্য পর্ব্বে মোদক, গুড়োদন ও অপূপ সমেত আহার, গদাপর্ব্বে মুদ্গমিশ্রিত অন্ন, স্ত্রীপর্ব্বে রত্ন, ঐষিক পর্ব্বে ঘৃতোদন, হবিষ্যান্ন ভোজন, আশ্বমেধিক পর্ব্বে অভিলাষানুরূপ আহার, আশ্রমবাসে হবিষ্যান্ন-ভোজন,শান্তি] পর্ব্বে মৌষল ও মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্বে গন্ধমাল্য ও অনুলেপন দান এবং স্বর্গ পর্ব্বে হবিষ্যভোজন করাইবে। পরে হরিবংশ পাঠ সমাপ্তি হইলে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান আবশ্যক। পাঠককে নিষ্কভূষিত বিষফল দিতে হয়।

শ্রেয়স্কাম পুরুষ শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে ভারত শ্রবণ করিবেন। যাহার গৃহে মহাভারত আছে, সে ব্যক্তি নিত্য জয়শীল। মহাভারত সমুদায় শাস্ত্রের প্রধান এবং মোক্ষ ও তত্ত্বপ্রাপ্তির নিদান। পৃথিবী, গো, সরস্বতী, ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু ও ভারতসংহিতা এই সকলের নাম করিলে অবসাদ উপস্থিত হয় না। বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের আদি ও অন্ত সর্ব্বত্রই নারায়ণের বর্ণনা আছে। (হরিবংশ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়)

যুরোপীয় মত।

মহাভারত সম্বন্ধে যুরোপীয় সংস্কৃতবিদ্‌গণ যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অপূর্ব্ব মতসমূহ এদেশীয় পাণ্ডিতগণের নিকট কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অভিপ্রায়ের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি।

প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ-পণ্ডিত বেবের (Weber) সাহেবের মতে—'মহাভারতকে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া মনে করা যায় না। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে লিখিত ডিওন্ ক্রিসোস্টোমের গ্রন্থ ভিন্ন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অপর কোন গ্রন্থে মহাভারতের স্পষ্ট প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। এমন কি পাণিনির সময়েও মহাভারত রচিত হয় নাই, কারণ পাণিনি যুধিষ্ঠির, হস্তিনাপুর, বাসুদেব প্রভৃতির উল্লেখ করিলেও তিনি 'মহাভারত' 'পাণ্ডু' অথবা 'পাণ্ডব' শব্দের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রে ভারত ও মহাভারতের উল্লেখ থাকিলেও এ অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হইবে। বাজসনেয়সংহিতায় ইন্দ্রই 'অর্জ্জুন' আখ্যায় অভিহিত। যজুর্ব্বেদ আলোচনা করিলে মনে হইবে যে কুরু ও পাঞ্চালে কোন বিরোধ নাই, উভয়ে শান্তভাবে মিত্রভাবাপন্ন। শতপথব্রাহ্মণ দেখিলেই মনে হইবে, পরিক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের চরিত তখনও সাধারণের স্মৃতিপথে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে, তাঁহার অভ্যুদয় ও অধঃপতন তখনও সাধারণে বিস্মৃত হয় নাই। সমস্ত মহাভারত তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—১ম মূল অংশ মহাসমরবর্ণনা। ২য় অংশ প্রাচীন আখ্যান ও উপাখ্যান-সংগ্রহ। ৩য় আধুনিক অংশে ক্ষত্রিয়দিগের কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠতা-প্রসঙ্গ। এই অংশেই শক, যবন, পহ্লবাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাসমর-বর্ণনাই মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু এ সম্বন্ধে ২০০০০এর অধিক শ্লোক নাই। এ অংশ রামায়ণের মূল অংশের সমকালের রচনা। কিন্তু রামায়ণের রূপকাংশ ইহারও অনেক পরে বিরচিত। বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে যে ইতিহাসের উল্লেখ আছে, সেই সকল বিপুল আখ্যায়িকার সারসংগ্রহই মহাভারতের দ্বিতীয় অংশ।' তৃতীয়াংশে পহ্লব প্রভৃতি আধুনিক নামের উল্লেখদৃষ্টে বেবের-সাহেব নোল্‌ডকে-সাহেবের মতানুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, 'পার্থিব শব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে 'পহ্লব' শব্দের উৎপত্তি। খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে এই শব্দ ভারতবাসী গ্রহণ করিয়া থাকিবে। মোটের উপর যখন মেগেস্থিনিস্ মহাভারতের কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নাই এবং খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে ডিওন-ক্রিসোস্টোম্ যখন ইহার প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তখন খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩য় হইতে ১ম শতাব্দীর মধ্যে মূল মহাভারত সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার তৃতীয় অংশ তাহারও অনেক পরে (ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে) খৃষ্টীয় ৩য় ৪র্থ শতাব্দে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

স্রোডার (Schroeder) সবিস্তার মহাভারত আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

'যৎকালে ব্রহ্মা সুর্ব্বপ্রধান দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেছিলেন, সেই সময় (খৃঃ পূঃ ৭০০—৫০০ বা ৪০০ অব্দে) (মহাভারতের) আদি কবি জন্মগ্রহণ করেন। সেই গায়ক কুরুভূমির সন্তান। তিনি লোকমুখে কুরুবংশের প্রভাব ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক জাতির হস্তে তাঁহাদের পরাজয়-কাহিনী শুনিয়াছিলেন। সেই বিয়োগান্ত ঘটনা অবলম্বন করিয়া তিনি দেশীয় বীরগণকে ক্ষাত্রধর্ম্মের আদর্শ এবং যাদববীর কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য প্রভৃতি বিজেতাদিগকে নীচজাত ও অন্যায়রূপে জয়কারী বলিয়াই চিত্রিত করিয়াছিলেন। সেই পুরাতন ভারতগানই আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে উক্ত হইয়াছে। তাহার বহুকাল পরে কৃষ্ণ যখন অবতার

বলিয়া গৃহীত হইলেন, তখন পাণ্ডুবংশীয়গণের সাহায্যে কৃষ্ণভক্ত পুরোহিতগণ বুদ্ধের বিরুদ্ধে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে বিষ্ণুই প্রধান দেব হইলেন, তাঁহার অনুরক্ত পুরোহিতগণ 'ভারত' কাব্য লইয়া তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের প্রধান সহায় পাণ্ডুবংশধরগণ। সুতরাং আদি ভারতে যেখানে যেখানে তাঁহাদের অপকীর্ত্তি বর্ণিত ছিল, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের উজ্জ্বল যশোভাতি প্রকাশিত হইল এবং তাঁহাদের বিপক্ষ কুরুগণ নিন্দিত হইলেন। পাণ্ডুবংশ প্রকৃত প্রস্তাবে দাক্ষিণাত্যবংশসম্ভব হইলেও এই সময়ে কুরুবংশের এক শাখা বলিয়াই পরিচিত হইলেন।'*

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার প্রাচ্য-সভার পত্রিকায় অধ্যাপক হফ্‌কিন্‌স্ (E. W. Hopkins) "Position of Ruling Caste in Ancient India" নামে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি অধ্যাপক লাসেন ও হ্রোডারের মত-বিরুদ্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হ্রোডার দেখাইয়াছেন যে যজুর্বেদেরও পূর্ব্বে ভারতকাব্যের ঘটনা সংগঠিত হইয়াছিল, কারণ যজুর্বেদেই কুরুপঞ্চালের কুটুম্বিতার কথা পাওয়া যায়, এবং সেই কুটুম্বিতা হইতেই মহাসমর ঘটে। অধ্যাপক লাসেনও বহু পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে কুরুপঞ্চালের যুদ্ধকীর্ত্তন করাই আদি ভারতকাব্যের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই সকল মত এখন আর নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। 'হ্রোডারের বিপর্য্যয়-সিদ্ধান্তও প্রতিপন্ন হয় নাই। এক পক্ষ একবার শুভ্রবর্ণে চিত্রিত হইয়া আবার পরবর্ত্তী কবির হস্তে কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণাভাব। পরবর্ত্তী কবিগণের যদি পাণ্ডুবংশকে বাড়াইবার সঙ্কল্প থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা পাণ্ডুবংশের দোষগুলি উড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু উভয় পক্ষ কেহই দোষমুক্ত হন নাই, কবি কোন পক্ষকেই ছাড়েন নাই, প্রকৃত পক্ষে আদিভারতের বিপর্য্যয়-সাধন-পূর্ব্বক বর্ত্তমান মহাভারতের সৃষ্টি স্বীকার না করিয়া আদি ভারতের বিবর্ত্তনে বর্ত্তমান ভারতের পরিপুষ্টি স্বীকার করা যাইতে পারে। আদিসমাজ-চিত্র ও পরবর্ত্তী সমাজচিত্র আলোচনা করিলেই কতকটা জানা যাইতে পারিবে। ধর্ম্মের নিম্নগতির সহিত নীতিজ্ঞানের উচ্চ গতি ঘটে। পরবর্ত্তী ধর্ম্মজ্ঞান পুরাতন অপেক্ষা অল্প সরল ও অল্প বিশুদ্ধ বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী নীতি পুরাতন হইতে অনেকটা উচ্চ ভাবাপন্ন ও কঠোর নিয়মবদ্ধ। আদিভারতের গল্প সর্ব্বত্র বিদিত, সে গল্পে প্রাচীন নীতিজড়িত, পরিবর্দ্ধিত নীতি-জ্ঞানের সহিত তাহা বিভিন্ন। কাজেই প্রাচীন আখ্যায়িকা তুলিয়া দেওয়া যেমন সহজ নহে, সেইরূপ পূর্ব্বতন ধর্ম্মচিত্র উঠাইয়া ফেলাও অসম্ভব হইয়াছিল। সেইজন্য পরবর্ত্তী কবি পূর্ব্ব কথাগুলি তুলিয়া না দিয়া নিজ সময়োপযোগী পরিবর্দ্ধিত নীতি পূর্ব্বের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন, তাহাতেই মহাভারতের পরিবৃদ্ধি। কিন্তু পূর্ব্বতন লোকের নিকট যাহা সরল ও ধর্ম্য বলিয়া বিবেচিত হইত, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন আধুনিকের চক্ষে হয়ত সহজেই তাহা যশস্কর বলিয়া গণ্য হইবার নহে। যেমন আদি গল্পে আছে, অর্জ্জুন নিরাশ্রয় অবস্থায় কর্ণের প্রাণ বিনাশ করেন। পুরানীতির কাছে হয়ত এটা দোষের বলিয়া গণ্য না হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান নীতি কখনই ইহার সমর্থন করিবে না। "সমানে সমানে ন্যায় যুদ্ধ করিবে" ইহাই হইল পরবর্ত্তী কবিগণের কথা। কিন্তু অর্জ্জুনের মত ধর্ম্মাত্মা যে নিরাশ্রয়ের প্রাণবধরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে পারে, তাহা পরবর্ত্তী নৈতিক উচিত মনে করেন না, সেইজন্য প্রকাশ করিলেন যে স্বয়ং ভগবানের আদেশ, তাহার আবার ভাল মন্দ কি? পরবর্ত্তী কবির ইচ্ছা, পাণ্ডুবংশের কীর্ত্তিঘোষণা ও সন্নীতির প্রবর্ত্তন। কোন কোন স্থলে কবি কীর্ত্তিকে নীতির কাছে বলি দিয়াছেন। এমন কি কুরুগণ পাণ্ডুদিগকে তীব্রভাষায় গালি দিয়া বলিতেছেন, 'যখন দুই ব্যক্তি যুদ্ধ করিতেছে, তখন কি বন্ধুর হইয়া তৃতীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক শক্রনিধন কর্ত্তব্য, এই কি ধর্ম্ম?' অর্জ্জুন তখন হাসিয়া উত্তর দিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! 'কি জন্য তোমরা আমায় দোষী করিতেছ! যখন দেখিলাম আমার বান্ধব শত্রুকরে নিগৃহীত হইতেছে, তখন কি শত্রুকে আঘাত করা কর্ত্তব্য নয়? যদি প্রত্যেকে স্বয়ং যুদ্ধ করে, তাহা হইলে আর বিবাদ কি জন্য? এরূপ যুদ্ধনীতি নহে।' বাস্তবিক যেন মনে হইতেছে, কুরু-দিগের অভিপ্রায় কোন্‌টি ভাল বা কোন্‌টী মন্দ তাহা পৃথক্ করিয়া লইবার জন্য গঠিত হয় নাই। কিন্তু পাণ্ডুবংশে নীতির পরিপুষ্টি সূচনা করিয়া দিতেছে।' অধ্যাপক হফ্‌কিন্‌স্ শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মহাসমরের গল্পে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে বহু দিনের প্রতিষ্ঠিত অভিজাত কুরুবংশে উচ্চতর সভ্যতার লক্ষণ পরি-স্ফুট, কিন্তু নবোদিত ইতর পাণ্ডুবংশে সেই প্রাচীনতার অভাব। অবশ্য অনেক পরে ইহারা আবার সভ্যসমাজে আধিপত্য বিস্তার করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গল্প ও চরিত্রসমূহের সম্যক্ পরিবর্ত্তন করা পরবর্ত্তী কবিগণের অভি-

* Schroeder's Indien Literatur und Cultur, p. 457-479.

প্রেত ছিল না। সন্নীতিপ্রচারোদ্দেশেই পরবর্ত্তী কবিগণ বিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। কেহ কেহ যে বলেন, কুরুপাঞ্চাল-যুদ্ধই মূল কথা, পরে পাণ্ডুপ্রসঙ্গ প্রবেশ করিয়াছে, ইহারও কোন ভিত্তি নাই। পাণ্ডুপঞ্চাল-কুটুম্বিতা যে মহাসমরের কারণ, তাহা বরং বলা যাইতে পারে। কেহ আবার ভারতের ধৃতরাষ্ট্রকে বৈদিক ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিলাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাও সমীচীন নহে। কারণ যজুর্ব্রাহ্মণের ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃত, কিন্তু পাণ্ডুবংশ সে সময়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভারত-কাব্যের পাণ্ডুবংশই প্রকৃত, কুরু নৃপতির ছায়ামাত্র যেন চিত্রিত। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সময়ের কুরুরাজ দুর্য্যোধন। এ সময়ে কুরুবংশের প্রভাব গিয়াছে, নামমাত্র আছে। পাণ্ডুবংশের পুরোহিতগণ পাণ্ডুবংশের বিজয়ঘোষণাকালে তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধির জন্যই অবসন্ন কুরুবংশকে বেদের প্রভাবশালী কুরুগণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তাঁহারা বেদের ধৃতরাষ্ট্রকে আনাইয়া কুরুনৃপস্থলে বসাইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে বেদোক্ত ধৃতরাষ্ট্রের বহুকাল পরে পাণ্ডুবংশের অভ্যুদয়। এইরূপে তাঁহারা ব্রাহ্মণোক্ত জনমেজয়কে বর্ত্তমান ভারত নায়কের পুত্র বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা জানিতেন যে যত প্রাচীন, ততই সম্মানিত, আর যতই সম্মানিত, ততই উত্তরোত্তর গৌরবপ্রকাশক। এই মহাকাব্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে দুই কারণে এই মহাকাব্য বিপুলায়তন লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ মহাকাব্যের মধ্যে মধ্যে উপাখ্যানাদি পূর্ব্বতন বিষয়ের সন্নিবেশ এবং দ্বিতীয়তঃ অস্বাভাবিকরূপ অভিনব ঘটনার সংযোজন। শান্তিপর্ব্বে প্রথমের পরিপোষক অনেক বিষয় রহিয়াছে, আবার স্বর্গারোহণপর্ব্বে শেষোক্ত প্রসঙ্গের যথেষ্ট পরিচয় পাইবে। বলিতে কি মূল মহাকাব্যের বিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, যথার্থতঃ ইহা কেবল বোঝা বহিতেছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক আরও বলিয়াছেন যে এই মহাকাব্য হইতে ভারতের দুইটী সামাজিক চিত্র দেখা যায়, এক সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্দ্ধপুষ্ট অবস্থা, অপরটী তাহার সহস্রবর্ষের পরবর্ত্তী অবস্থা।*

অধ্যাপক ডাঃ বুহ্লার (Dr Buhler) মহাভারতের ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, খৃষ্টীয় তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান স্মৃতিগ্রন্থগুলির ন্যায় মহাভারত খানিও একখানি উৎকৃষ্ট সদৃষ্টান্তপূর্ণ স্মৃতিগ্রন্থরূপে প্রচারিত ছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক লাডউইগ্ বিশেষ আলোচনা করিয়া প্রকাশ করেন যে, মহাভারতকে যাঁহারা ইতিহাস (History) বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত, সন্দেহ নাই। মহাভারতে ঐতিহাসিকতার যথেষ্ট অভাব। অধ্যাপক হোল্‌জমান্ (Prof. Holtzman) অনেকাংশে লাড্‌উইগের মত সমর্থন করিয়া "মহাভারত—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" দেশে এই নাম দিয়া চারিখণ্ডে বিভক্ত এক বৃহৎ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ডাহ্লমান (Dr. Dahlmann) Das Mahabharata als Epos und Rechtsbuch অর্থাৎ "মহাভারত কাব্য ও ধর্ম্মগ্রন্থ" এই নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র, পাণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, এবং বৌদ্ধদিগের জাতক ও জৈনদিগের ধর্ম্মকথার উপাখ্যানগুলির সাদৃশ্য দেখিয়া ও অন্যান্য কথার আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমান মহাভারতের কাব্যাংশ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দেরও পূর্ব্বে অতি সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে বর্ত্তমান ছিল। তিনি মহাভারতের ক্রমপুষ্টি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, মহাভারতের উপাখ্যানাংশ বহুকাল হইতে একটী নীতিকথারূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে অপরাপর কথার সহিত মিশিয়া এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহার মধ্য হইতে উপাখ্যানাংশ বাদ দিয়া নীতি কথাটুকু বাছিয়া লওয়া এক প্রকার অসম্ভব। পিতৃহীন পাণ্ডবগণ দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন-হস্তে যথেষ্ট উৎপীড়িত হইয়া শেষে মহাসমরে স্বার্থ সাধন করেন। অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্মের উৎপীড়ন, পরে ধর্ম্মের জয়ঘোষণা করাই নীতি-কথার উদ্দেশ্য। ক্রমে এই সদৃষ্টান্তটী অলঙ্কার দিয়া সাজাইবার জন্য ইহাতে উত্তরকালে নানাগল্প প্রবেশ করিয়াছে। নায়ক যুধিষ্ঠির দুর্দ্দশায় অধীর হইয়া না পড়েন, এজন্য কোন কবি নলোপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে কোন কবি গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহের বৈধতাপ্রমাণার্থ শকুন্তলোপাখ্যান, আসুর-বিবাহের উদাহরণ স্বরূপ মাদ্রী, দময়ন্তী, সুভদ্রা, অম্বা ও অম্বালিকাহরণ প্রকাশ করিলেন। হয়ত এইরূপে নিয়োগপ্রথা দ্বারা সন্তানোৎপাদনের দৃষ্টান্তস্বরূপ পরাশর কর্ত্তৃক সত্যবতীর, ব্যাস কর্ত্তৃক অম্বালিকার ও দেবগণ কর্ত্তৃক কুন্তিমাদ্রীর পুত্রলাভের বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। এছাড়া বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য ঘোষণা করিবার জন্য দার্শনিক তত্ত্ব ও নানাবিধ উপাখ্যানাদির সৃষ্টি হইল। ডাক্তার ডাহ্লমান আরও লিখিয়াছেন যে, দ্রৌপদীর স্বতন্ত্র সত্তাই ছিল না। অবিভক্ত সম্পত্তি অবিসম্বাদে কিরূপে ভ্রাতৃগণ ভোগ করিতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্যই পত্নীরূপে দ্রৌপদীর চিত্র কল্পিত

* Journal of the American Oriental Society for 1889.

হইয়াছে। অধ্যাপক হোল্‌জ্‌মান দুর্য্যোধন শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থে ভ্রম দেখাইয়া এক সিদ্ধান্ত করেন যে, কৌরব-বিদ্বেষ্টারা অত্যধিক পাণ্ডবপ্রীতিহেতু মহাভারতের ইতিহাসাংশে বিস্তর জটিলতা ঘটাইয়াছেন। তাঁহার মতে পাণ্ডব-ভক্ত কবি দুর্য্যোধন শব্দের দুষ্ট বা কুৎসিত যোদ্ধা অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক উহার অর্থ দুঃখে বা বহু আয়াসেও যাহাকে যুদ্ধে জয় করা যায় না। পাণ্ডবপ্রীতি হইতেই পাণ্ডব-পক্ষের অতিমাত্র সততা ও নানাবিধ জটিল বিধি নিষেধাদি প্রতিষ্ঠিত ও সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার ডাহ্লমান অধ্যাপক হোল্‌জ্‌মানের এই মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। তিনিও মহাভারতের ঐতিহাসিকতার অভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক লাডউইগের মতানুবর্ত্তী হইয়াছেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক লাড্‌উইগ মহাভারত সম্বন্ধে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, পঞ্চ পাণ্ডব গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত এই পঞ্চ ঋতুর মূর্ত্তি, দুর্য্যোধন শীত ঋতু, দ্রৌপদী পৃথিবী, যুদ্ধাদি ঋতু-পরিবর্ত্তন-সূচক পার্থিব পরিবর্ত্তন, পাশাক্রীড়ার অক্ষপাটীগুলি শীত ঋতু-সঞ্চারক নাক্ষত্রিক অবস্থান এবং খেলায় জয়ই পৃথিবীতে শীতাবির্ভাব ইত্যাদি।

অল্পদিন হইল, অধ্যাপক জাকোবি বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি-বিষয়ক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গতঃ মহাভারত-রচনা-কালের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মহাভারতকে যতই কেন প্রাচীন বলিয়া কল্পনা করা হউক না, কিন্তু কিছুতেই ইহাকে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। ইহার সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন যে, মহাভারত মধ্যে শক বা যবন-জাতি কেহই পঞ্জাববাসী বলিয়া বর্ণিত হয় নাই, অথবা পঞ্জাবে বুদ্ধ অথবা পারসিক প্রভাবের কোন উল্লেখও নাই।

ভারতালোচনা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহাভারত সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন, তাহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ একমত হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে তাঁহাদের আলোচনা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক, তাহাও একবারে বলা যায় না। আদি মহাভারত নানাস্থানে নানা লোকের হাতে পড়িয়া যে বিপুলায়তন লাভ করিয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। মহাভারতে লিখিত আছে—

"মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তিকাদি তথাপরে।
তথোপরিচরাদ্যন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে॥
বিবিধং সংহিতাজ্ঞানং দীপয়ন্তি মনীষিণঃ।
ব্যাখ্যাতুং কুশলাঃ কেচিদ্ গ্রন্থান্ ধারয়িতুং পরে॥"
(আদি ১।৫২-৫৩)

কোন কোন ব্রাহ্মণ 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইত্যাদি প্রথম মন্ত্র হইতে, কেহ কেহ আস্তিক পর্ব্ব হইতে, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে এই ভারতের আরম্ভ মনে করিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এইরূপে পণ্ডিতেরা নানা প্রকারে সংহিতার ভাবার্থ প্রকাশ করেন। কেহ কেহ গ্রন্থব্যাখ্যায় পটু, আবার কেহ বা গ্রন্থার্থ ধারণা করিতে নিপুণ।

কাজেই বলিতে হইবে যে, বহুকাল হইতেই মহাভারতের কোন্ অংশ আদি ও কোন্ অংশ অন্ত তাহা ঠিক ছিল না। আদিপর্ব্বের ১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"ইদং শতসহস্রন্তু লোকানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্॥১০১
চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥১০২
ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাম্॥" ১০৩

পুণ্যকর্ম্মা লোকদিগের জন্য এই শতসহস্র (লক্ষ) শ্লোকাত্মক মহাভারত প্রণীত হইয়াছে, কিন্তু ব্যাসদেব প্রথমে ২৪০০০ শ্লোকময়ী ভারতসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা বলেন, উপাখ্যান ভাগ পরিত্যাগ করিলে ভারতের সংখ্যা এই রূপই হয়। পরে সংক্ষেপে সর্ব্বার্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক তিনি ১৫০ শ্লোকবিশিষ্ট অনুক্রমণিকাধ্যায় রচনা করেন।

উক্ত চতুর্বিংশতিসহস্র-শ্লোকাত্মক গ্রন্থের নামই ভারত-সংহিতা। এই ভারতসংহিতাকেই আমরা আদি মহাভারত বলিয়া মনে করি। এই সংহিতাই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের রচনা। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ—আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রে ইহাই "ভারত" নামে উক্ত হইয়াছে—

"সুমন্তজৈমিনিবৈশম্পায়নপৈলসূত্রভাষ্যভারতধর্ম্মাচার্য্যাঃ···
যে চান্যে আচার্য্যাস্তে সর্ব্বে তৃপ্যন্ত্বিতি।" (আশ্বগৃহ্য ৩।৪)

অর্থাৎ উপনয়নকালে—(যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবার সময়ে) সুমন্ত, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন, পৈল, সূত্রভাষ্য ও ভারত-ধর্ম্মাচার্য্য ও অন্যান্য যত আচার্য্য, সকলে তৃপ্ত হউন (এইরূপ উচ্চারণ করিতে হয়)।

আশ্বলায়ন অন্যস্থলে শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যেও ইতিহাস পুরাণাদি পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"আয়ুষ্মতাং কথাঃ কীর্ত্তয়ন্তো মাঙ্গল্যানীতিহাসপুরাণা-নীত্যাখ্যাপয়মানাঃ।" (আশ্বগৃহ্য ৪।৬)

বহু পণ্ডিতের মতে সেই আদিভারতসংহিতাই আশ্ব-

লায়ন-গৃহ্যসূত্রে 'ইতিহাস' নামে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতেও লিখিত আছে—

"ইতিহাসাঃ সবৈয়াখ্যা বিবিধাঃ শ্রুতয়োঽপি চ।
ইহ সর্ব্বমনুক্রান্তমুক্তং গ্রন্থস্য লক্ষণং॥" (১।১।৫০)

ব্যাখ্যার সহিত সমুদয় ইতিহাস ও বিবিধ শ্রুতি যথাক্রমে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই এই গ্রন্থের লক্ষণ।*

বর্ত্তমান মহাভারত হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, এই ইতিহাসরূপ ভারতকাব্য মুখে মুখেই প্রকাশিত হইয়াছিল †। প্রচলিত মহাভারতে আছে,—

"ক্ষেত্রে বিচিত্রবীর্য্যস্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ পুরা।
উৎপাদ্য ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুং বিদুরমেব চ॥৯৫
জগাম তপসে ধীমান্ পুনরেবাশ্রমং প্রতি।
তেষু জাতেষু বৃদ্ধেষু গতেষু পরমাং গতিং॥৯৬
অব্রবীদ্ভারতং লোকে মানুষেঽস্মিন্ মহানৃষিঃ।
জনমেজয়েন দৃষ্টঃ সন্ ব্রাহ্মণৈশ্চ সহস্রশঃ॥৯৭
শশাস শিষ্যমাসীনং বৈশম্পায়নমন্তিকে।
স সদস্যৈঃ সহাসীনঃ শ্রাবয়ামাস ভারতম্॥৯৮
কর্ম্মান্তরেষু যজ্ঞস্য চোদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
বিস্তরং কুরুবংশস্য গান্ধার্য্যা ধর্ম্মশীলতাং॥৯৯
ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুন্ত্যাঃ সম্যগ্‌দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং পাণ্ডবানাঞ্চ সত্যতাং॥১০০
দুর্ব্বৃত্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রানামুক্তবান্ ভগবানৃষিঃ।" (১।১অঃ)

পুরাকালে ধীমান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে উৎপাদন করিয়া তপস্যার্থ নিজ আশ্রমে পুনরায় গমন করেন। ঐ জাতপুত্রত্রয় বৃদ্ধ হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে সেই মহামতি মনুষ্যলোকে এই 'ভারত' বলিয়াছিলেন। অনন্তর জনমেজয়ের সর্পসত্রে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও স্বয়ং জনমেজয় সাগ্রহে জিজ্ঞাসু হইলে বেদব্যাস নিকটস্থ স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে তাহা শুনাইতে আদেশ করেন। প্রত্যহ যজ্ঞকর্ম্মসম্পন্ন হইবার পর বৈশম্পায়ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া সভা মধ্যে সভ্যগণের সহিত বসিয়া সকলকে সেই ভারতকথা শুনাইয়া ছিলেন। কুরুবংশের বিবরণ, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য্য, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সত্যনিষ্ঠা এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের দুর্ব্বৃত্ততা দ্বৈপায়ন ঋষি সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কুরুপাণ্ডব-প্রসঙ্গ লইয়াই প্রথমে ভারতসংহিতা রচিত হইয়াছিল। মহাভারত-মতে তাহাই ২৪০০০ শ্লোকাত্মক। বাস্তবিক প্রচলিত মহাভারতের উপাখ্যানাংশ বাদ দিলেও কুরুপাণ্ডবের বিবরণ ধরিলে ২০০০০ শ্লোক হইতে পারে। তাহাকেই আমরা আদি ও অতিপ্রাচীন ভারত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, জনমেজয়ের সর্পসত্রে সেই আদি ভারতই প্রথম সভাসমক্ষে গীত হইয়াছিল। তৎপরে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক সত্রে সূত লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা দ্বিতীয়বার এই ভারতসংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। জনমেজয়ের সর্পসত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, সুতরাং এ সময়ে সদস্যগণের চিত্তবিনোদনার্থ ২৪০০০ শ্লোকাত্মক ভারতসংহিতাগানই যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দ্বাদশবর্ষব্যাপী দীর্ঘ সত্রে বহুকাল ধরিয়া কাহারও মনোরঞ্জন করিতে হইলে ভারতসংহিতায় কুলায় না, এ সময়ে এক বিরাট ব্যাপারের আয়োজন করিতে হইয়াছিল। যেমন আজকাল অল্প দিনের জন্য কথকতা বা রামায়ণ-গান-স্থলে বেশী আড়ম্বর হয় না, কথক বা গায়ক অনেকটা মূলেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু দীর্ঘকাল কথকতা বা রামায়ণ-গানাদি স্থলে নানা আড়ম্বর ও নানা আনুসঙ্গিক পালার অবতারণা করিয়া মূল বিষয়কে যথেষ্ট বাড়াইয়া লওয়া হয়। দীর্ঘকালব্যাপী দ্বাদশ বার্ষিক সত্রে ঋষিগণের চিত্তবিনোদনার্থ উগ্রশ্রবাও ভারত-গান-কালে সেইরূপ নানা উপাখ্যান গ্রহণ করিয়া এই ভারত মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। মহাভারতের প্রারম্ভে উগ্রশ্রবা বলিতেছেন,—

কুরু, পুরু, যদু, শূর, বিশ্বগশ্ব, অণুহ, যুবনাশ্ব, কুকুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দুলিদুহ, দ্রুম, দম্ভোদ্ভব, বেন, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু, দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, সুক্রতু, নিষধাপতি নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, প্রিয়ভৃত্য, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, অবিক্ষিৎ, চপল, ধূর্ত্ত, কৃতবন্ধু, দৃঢ়েষুধি, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, প্রবহা, শ্রুতি ইত্যাদি সহস্র সহস্র নরপতির কর্ম্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য, সত্য, শৌচ, দয়া ও আর্জ্জবাদির বিবরণ বিদ্বান্ সৎকবিগণ কর্ত্তৃক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। (আদি পর্ব্ব ১অঃ, ২৩২ হইতে ২৪২ শ্লোক)

অধিক সম্ভব, উগ্রশ্রবা সেই পুরাতন আখ্যায়িকা সমূহ ভারতসংহিতাপ্রসঙ্গে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে

---

* "ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাং।" (১।১।২০)
"আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি।" (১।১।২৬)
ইত্যাদি শ্লোকেও ভারতের ইতিহাসত্ব সূচিত হইয়াছে।

† আদিপর্ব্ব ১ম অধ্যায়, ১০, ১১, ১৭, ২০ ও ২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যেখানে যত প্রাচীন আখ্যান ও উপাখ্যানাদি প্রচলিত ছিল, সে সমস্তই ভারতসংহিতা মধ্যে সন্নিবেশিত হয়। এইরূপে বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া সেই সত্রে সমুপস্থিত সহস্র সহস্র ঋষি-বৃন্দের নিকট ইহা 'মহাভারত' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল। এমন কি উগ্রশ্রবার মহাভারত-গানে ঋষিগণ এতই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ইহাকে পঞ্চম বেদ বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ক্রমে এই মহাভারতে পরবর্ত্তী কালে যিনি যে যে বিষয় ভাল মনে করিতেন, তাহা মধ্যে মধ্যে সন্নিবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। আদি পর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে, এই মহাভারত অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। শ্রুতিসুখকর উপাখ্যান, শ্রেষ্ঠতম ইতিহাস, সমুদয় পুরাণ ও আখ্যান ইহার অন্তর্গত। ইহা সর্ব্বপ্রধান কাব্য, কোন কাব্যই ইহার সদৃশ হইতে পারে না।*

এই শেষোক্ত বিবরণ হইতে মনে হয়, প্রাচীন কবিগণ যেখানে যাহা কিছু ভাল রচনা পাইয়াছেন, সে সমস্তই অথবা তাহার সারসংগ্রহ এই মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এমন কি অনেক কবি নিজ নিজ রচনা বেদব্যাসের নামে প্রচার করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভারতের পরবর্ত্তী কালে নানা কবির রচনা প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় এক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ (যেমন আদি পর্ব্বের ১৩শ হইতে ১৫শ অধ্যায় এবং ৪৫ হইতে ৪৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত জরৎকারুর উপাখ্যান), এক উপাখ্যান বলিতে বলিতে বিনা কারণে অন্য উপাখ্যানের প্রসঙ্গ (যেমন পৌষ্য পর্ব্বে আরুণি ও উপমন্যু উপাখ্যান), পূর্ব্ব-সূচনা ব্যতিরেকে সহসা ব্যক্তিবিশেষের বাক্যসমাবেশ (যেমন আদি পর্ব্বে ২৪শ অধ্যায়ে রুরু ও প্রমতির কথোপকথন। ১২শ অধ্যায়ের শেষে আছে, রুরু কহেন যে নিজ পিতা প্রমতির নিকট আস্তীকোপাখ্যান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই, কিন্তু পরে ১৩শ অধ্যায়ে উগ্রশ্রবা বলিতেছেন যে, আমি পিতার নিকট আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপ বলিতেছি।) এ ছাড়া নানাস্থানে পরস্পর অসম্বদ্ধ উপাখ্যানও একত্র বর্ণিত হইয়াছে (যেমন পৌষ্য পর্ব্বে সর্পসত্রানুষ্ঠান সূচনার পরেই পৌলম পর্ব্বে ভৃগুবংশের বর্ণনা)।

এইরূপে বিপুলায়তন লাভ করিলে পরবর্ত্তী ব্যাস বা সঙ্কলয়িতারা বেদব্যাস-গণেশ-সংবাদ প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা সাধারণকে বুঝাইলেন যে, এরূপ মহাগ্রন্থ সামান্য লেখকের হস্তে লিখিত হইতে পারে না, গ্রন্থমাহাত্ম্য প্রচারোদ্দেশে গণপতি মহাভারত-লেখকরূপে কীর্ত্তিত হইলেন; কিন্তু আদি ভারতসংহিতা লিখিত হয় নাই, মুখে মুখেই প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি।

অনেকের বিশ্বাস, মহাভারত নিতান্ত আধুনিক সময়ে এরূপ বিরাট্ কলেবর লাভ করিয়াছে। এমন কি অনেকে এই মহাভারত নামটী পর্য্যন্ত নিতান্ত আধুনিক মনে করেন। তাহার কারণ, বালিদ্বীপে কবিভাষায় মহাভারতের যে প্রাচীন অনুবাদ আছে, তাহা 'বারত যুদ্ধ' নামে খ্যাত, তাহাতে মহাভারতের উল্লেখ নাই। এমন কি বেবের প্রভৃতির বিশ্বাস যে, পাণিনির সময়েও 'মহাভারত' এই নাম-যুক্ত কোন গ্রন্থ ছিল না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই লক্ষ শ্লোকাত্মক বিরাট মহাভারত নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ নহে। বুদ্ধাবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই যে এই মহাগ্রন্থ প্রচলিত ছিল, ললিত-বিস্তর ও আদিপালি ভাষায় লিখিত বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়।

"মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্ণগৃষ্টীষ্বাসজাবালভারভারতহৈলিহিলরৌরব-প্রবৃদ্ধেষু" (পা ৬।২।৩৮)

অর্থাৎ ব্রীহি, অপরাহ্ণ, গৃষ্টী, ষ্বাস, জাবাল, ভার, ভারত, হৈলিহিল, রৌরব, প্রবৃদ্ধ এই দশশব্দ পরে থাকিলে তাহাদের পূর্ব্বে মহৎ শব্দ সংযুক্ত হয়; যেমন মহাব্রীহি, মহাভারত।

উক্ত সূত্রে পাণিনি স্পষ্ট মহাভারতের নাম করিয়াছেন। তিনি যে মহাভারতপ্রতিপাদ্য বিষয় অবগত ছিলেন, তাহা অষ্টাধ্যায়ীর ৪।১।১৪৫, ৪।৩।৯৮, ৬।৩।৭৫, ৮।৩।৩৫ প্রভৃতি সূত্র-পাঠ করিলেই জানা যায়।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে ভারত হইতে হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ যব-

---

* "অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ॥ ৩৮৩
শ্রুত্বা ত্বিদমুপাখ্যানং শ্রাব্যমন্যন্ন রোচতে।
পুংস্কোকিলগিরং শ্রুত্বা রুক্ষা ধ্বাঙ্ক্ষস্য বাগিব ॥ ৩৮৪
ইতিহাসোত্তমাদস্মাজ্জায়ন্তে কবিবুদ্ধয়ঃ।
পঞ্চভ্য ইব ভূতেভ্যো লোকসংবিধয়স্ত্রয়ঃ ॥ ৩৮৫
অস্যাখ্যানস্য বিষয়ে পুরাণং বর্ত্ততে দ্বিজাঃ।
অন্তরিক্ষস্য বিষয়ে প্রজা ইব চতুর্বিধাঃ ॥ ৩৮৬
অনাশ্রিত্যৈতদাখ্যানং কথা ভুবি ন বিদ্যতে।
আহারমনপাশ্রিত্য শরীরস্যেব ধারণং ॥ ৩৮৮
ইদং কবিবরৈঃ সর্ব্বৈরাখ্যানমুপজীব্যতে।
উদয়প্রেপ্সুভির্ভৃত্যৈরভিজাত ইবেশ্বরঃ ॥ ৩৮৯
অস্য কাব্যস্য কবয়ো ন সমর্থা বিশেষণে।
সাধোরিব গৃহস্থস্য শেষাস্ত্রয় ইবাশ্রমাঃ ॥" ৩৯০
(মহাভারত আদি ২য় অঃ)

দ্বীপে গিয়াছিল, সেই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ এখনও বালিদ্বীপে মূল ও অনূদিত আকারে রহিয়াছে। তথায় মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ নাই, তবে মহাসমর অবলম্বনে কবিভাষায় 'ভারত যুদ্ধ' নামক কাব্য রচিত হইয়াছে—ইহাই তথাকার হিন্দু সমাজে সর্ব্বত্র আদৃত। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্ব্ব লইয়া এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বিশেষ প্রচলিত থাকায় মহাভারতের নাম সাধারণে জানে না। তবে যাহাদের ঘরে সংস্কৃত মহাভারত আছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। এ পর্য্যন্ত বালিদ্বীপে আদি, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, আশ্রমবাস, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব্বের সংস্কৃত অংশ পাওয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ সভা, বন, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, অশ্বত্থাম, সৌপ্তিক, স্ত্রীবিলাপ ও অশ্বমেধযজ্ঞ পর্ব্বের নামও অবগত আছে*। আমাদের বিশ্বাস, অনুসন্ধান করিলে বালিদ্বীপে সমস্ত মূল মহাভারতই বাহির হইতে পারে। ইত্যাদি প্রমাণ অনুসারে আমরা মহাভারতকে আধুনিক গ্রন্থ বলিতে প্রস্তুত নহি। বুদ্ধাবির্ভাবের পর এই মহাভারতের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই।

সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পুরাবিদ্‌গণের বিশ্বাস যে, বৌদ্ধবিপ্লবে অপর সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের পর ন্যায় মহাভারতও নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অনেকে বলেন, মালবিকাগ্নিমিত্র-নাটকের নায়ক বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্র হইতেই মহাভারতের উদ্ধার-কার্য্য সাধিত হয়। এই সুঙ্গসম্রাট্ হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা-কল্পে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে মহাভারত পাঠ আবশ্যক হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি নানা দিগ্‌দেশ হইতে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনাইয়া মহাভারত সংগ্রহ করেন। এই সময়ে যে মহাভারত হইতে অনেক প্রাচীন আখ্যান পরিত্যক্ত, সময়োপযোগী ভাষার প্রচলন, এবং অতি সামান্যভাবে নূতন কথা প্রক্ষিপ্ত না হইয়াছে, তাহা নহে। তবে মূল মহাভারতের তুলনায় এরূপ দুই চারিটী প্রক্ষিপ্ত কথা ধর্ত্তব্য নহে। এই দুই চারিটী শ্লোকের জন্য যে মহাভারতের প্রাচীনত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা মনে করি না। প্রক্ষিপ্ত অংশ সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়; যেমন শান্তিপর্ব্বের ২১৮ অধ্যায়ে নাস্তিক মত খণ্ডন উপলক্ষে 'ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী সৌগতদিগের নিন্দা' এবং অনুশাসন পর্ব্বে ১৪২ অধ্যায়ে মুণ্ডিতমস্তক কাষায়বাস (বৌদ্ধ) ভিক্ষুদিগকে স্বেচ্ছাচারী তপস্বী বলিয়া উল্লেখ। রাজা অগ্নিমিত্র বৌদ্ধবিদ্বেষী একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক মহাভারত সংগৃহীত হইবার সময় তাঁহার প্রীতিকর বৌদ্ধনিন্দাসূচক দুই একটী শ্লোক যে মহাভারত-মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, মহাভারত এই সময়ের জিনিষ। ভারতে এমন অনেক পুরাণাখ্যান প্রবেশ করিয়াছে, যে গুলি প্রচলিত রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন। আবার মহাসমর উপলক্ষে রচিত ভারতসংহিতা রামায়ণের বহু পরে রচিত, কারণ রামায়ণের সময়ে সংস্কৃত ভাষাই সাধারণের চলিত ভাষা বলিয়া গণ্য ছিল। আর্য্যসভ্যতা তখনও দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয় নাই, কিন্তু মহা-ভারতে পাণ্ডবগণের বারণাবতে অবস্থান-কালে বিদুর কর্ত্তৃক ম্লেচ্ছভাষায় কথা ও সমস্ত দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতা আলো-চনা করিলে রামায়ণের বহু পরে যে ভারত-সংহিতা প্রচা-রিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়-রাজগণের উপদেশমূলক রাজনীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রীয় নানা কথা তাহারও পরে রচিত হয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শেষোক্ত অংশে শক যবনাদির উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ এই অংশ নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে করিলেও ঐ সকল জাতি যখন পঞ্জাবাসী বলিয়া বর্ণিত হয় নাই, তখন ভারতে শকযবনাধিকারের বহু পূর্ব্বে যে ঐ অংশ রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাভারতে সকল শাস্ত্রের সমাবেশ থাকায় যে যে ভাব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই ভাবে লইয়া থাকেন। তাই মহাভারতসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে এত মতভেদ। এমন কি কুরুক্ষেত্রের মহাসমর পর্য্যন্ত অনেকে উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু এই মহাসমর প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া যখন দেড় হাজার বর্ষেরও পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তখন কি করিয়া উড়াইয়া দিব। এমন কি ৫৫৬ শকে ২য় পুলিকেশির শিলাফলকে ভারতযুদ্ধ হইতে একটী স্বতন্ত্র অব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। এই শিলাফলক-মতে ৫৫৬ শকের ৩৭৩৫ বর্ষ পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধ ঘটে। এরূপ স্থলে এখন হইতে ৫০০৪ বর্ষ পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।†

মহাভারত যেমন প্রাচীন, ইহার খিল বা পরিশিষ্ট স্বরূপ হরিবংশ সেরূপ প্রাচীন নহে। মহাভারতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সূচনা থাকিলেও হরিবংশে তাহার পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়, এই সময়ে শাক্তগণও মাথা তুলিতেছিলেন, "হ্রীং শ্রীং গার্গীঁ

* Journal of the Royal Asiatic Society, N. S. Vol. VIII, P. 177.

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১মাংশ ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গান্ধারীং যোগিণাং যোগদাং সদা" ইত্যাদি উক্তি তাহার পোষক। বিশেষতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে রচিত মৃচ্ছকটিকে হরিবংশের আভাস এবং ইহার মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন না থাকায় হরিবংশও বুদ্ধাবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে ইহাতেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অভাব নাই।

মহাভারতের টীকা।

মহাভারতের বহু টীকা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দেবস্বামী, বৈশম্পায়ন ও বিমলবোধের টীকা অতি প্রাচীন, ইহাতে ব্যাসকূটের অর্থ ও দুরূহ স্থানের অর্থ লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অর্জ্জুনমিশ্রের ভারতার্থদীপিকা, আনন্দপূর্ণ মুনি বিদ্যাসাগরের ব্যাখ্যারত্নাবলী, চতুর্ভুজ মিশ্রের টীকা, দেববোধের জ্ঞানদীপিকা, নন্দকিশোরের গূঢ়ার্থপ্রকাশিকা, নন্দনাচার্য্যের ভারতদীপিকা, নারায়ণসর্ব্বজ্ঞের ভারতার্থপ্রকাশ, নীলকণ্ঠ চাতুর্ধরের ভারতভাবদীপ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য্যের মোক্ষধর্ম্মটীকা, যজ্ঞনারায়ণের ভারতটীকা, রত্নগর্ভের টীকা, লক্ষণভট্টের ভারতদীপিকা, শ্রীনিবাসাচার্য্য-রচিত টীকা, রামানুজের ব্যাখ্যাপ্রদীপ, আনন্দতীর্থের মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়, এ ছাড়া মহাভারততিলক ও মহাভারত-নির্ব্বচন নামে অজ্ঞাতগ্রন্থকার-রচিত দুই খানি টীকা পাওয়া যায়।

মহাভারতের অনুবাদ।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যবদ্বীপে কবি ভাষায় বহু দিন হইল, ভীষ্ম,দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্ব্ব 'বারত বা ভারত যুদ্ধ' নামে অনূদিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও সকল ভাষাতেই মহাভারতের অনুবাদ বা মর্ম্মানুবাদ দৃষ্ট হয়। হালকাণাড়ায় কুমারব্যাসের অনুবাদ পাওয়া যায়, এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে বল্লালবংশীয় বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় অনুবাদিত হয়। বল্লিপুলে অলবার নামক রামানুজ-মতাবলম্বী একজন মহান্ত দ্রাবিড়-ভাষায় মহাভারতের কোন কোন পর্ব্ব অনুবাদ করেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে মরাঠী ভাষাতেও ভারতানুবাদ হইয়াছিল। উৎকল ভাষায় কএক খানি প্রাচীন অনুবাদ বর্ত্তমান আছে।

বাঙ্গালা ভাষাতেও মহাভারতের ভাবানুবাদ প্রকাশ করিয়া অনেক কবি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইংরাজাগমনের পূর্ব্বে ঐ সকল মহাভারত বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। এই সকল অনুবাদের মধ্যে বিজয়পণ্ডিতের "বিজয়পাণ্ডবকথা" সর্ব্ব প্রাচীন, চারিশ বর্ষেরও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। ইহার পর সঞ্জয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন। তৎপরে কৃষ্ণানন্দ বসু, অনন্তমিশ্র, নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ কবিচন্দ্র, উৎকলকবি সারণ, ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস-সেন, রাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত, রাজারাম দত্ত প্রভৃতি ভারতকথা প্রকাশ করেন। ইহারা অনেকে কাশীরামদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। কাশীরামের মহাভারত প্রকাশিত হইলে পূর্ব্বতন কবিগণের নাম অনেকটা লোপ পায়। কাশীরামের পর তৎপুত্র নন্দরাম দাস, দ্বৈপায়ন দাস, নিমাই পণ্ডিত, ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী, বল্লভদেব, লোকনাথ দত্ত, মধুসূদন নাপিত, শিবচন্দ্র সেন, ভৃগুরাম দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য, ইহারা ইংরাজ আমলের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইংরাজ আমলে ইদানীন্তন যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কালীপ্রসন্ন-সিংহ ও বর্দ্ধমান-রাজবাটী হইতে প্রকাশিত গদ্যানুবাদই সর্ব্বপ্রধান।

জৈমিনি-ভারতকে অনেকেই আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। জৈমিনি-রচিত সম্পূর্ণ মহাভারতের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেবল অশ্বমেধ পর্ব্ব পাওয়া যায়। মহাভারতে ও জৈমিনীয় আশ্বমেধিকে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সম্যক্ আলোচনা করিলে কখনই ইহা প্রাচীন বলিয়া মনে হইবে না। তবে মহাভারতের নিকট অপ্রাচীন হইলেও নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয় না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীরও পূর্ব্বে এই গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের প্রারম্ভে বীর-বল্লালদেবের আশ্রয়ে লক্ষ্মীনাথ কবি কণাড়ী ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ করেন, ইহা একখানি প্রধান গ্রন্থ বলিয়া গণ্য। দাক্ষিণাত্যের নানা ভাষায় এই অশ্বমেধের অনুবাদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু এ গুলি তেমন প্রাচীন নহে। বাঙ্গালায় সঞ্জয়ের অনুবাদই সর্ব্ব প্রাচীন। সঞ্জয় আদি পর্ব্ব হইতেই জৈমিনির দোহাই দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অশ্বমেধপর্ব্ব ব্যতীত অপর পর্ব্বগুলি জৈমিনির বলিয়া বোধ হয় না। জৈমিনিভারত কৌতূহলজনক গল্পময়, সেজন্য সহজেই সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে। এই কারণেই গল্পপ্রিয় বঙ্গদেশে এক সময়ে জৈমিনি-ভারতের যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। সঞ্জয় ব্যতীত ছুটিখাঁর আদেশে শ্রীকরনন্দী, দ্বিজ অভিরাম, অনন্তরাম, দ্বিজ রামচন্দ্রখান্, গঙ্গাদাস সেন, দ্বিজ কৃষ্ণরাম, দ্বিজরঘুনাথ, দ্বিজ রামকৃষ্ণ ও ভরত পণ্ডিত প্রভৃতি অশ্বমেধ পর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এ পদ্যানুবাদগুলি ইংরাজাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী। আধুনিক সময়ে বঙ্গভাষায় কএকখানি গদ্যানুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাভারতিক (পুং) মহাভারতাভিজ্ঞ। যিনি সম্পূর্ণরূপে মহাভারত-তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন।

মহাভাষ্য (ক্লী) পতঞ্জলি-কৃত পাণিনি ব্যাকরণের বিশদ-

ভাষ্য। ভর্তৃহরি, কৈয়ট প্রভৃতি এই ভাষ্যেরও আবার টীকা রচনা করিয়াছেন। [পতঞ্জলি দেখ।]

মহাভাস্বর (পুং) ১ বিষ্ণু। (ত্রি) ২ অতিশয় দীপ্তিযুক্ত।

মহাভিক্ষু (পুং) ১ ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ। ২ শাক্যমুনি, যিনি জগতের সকল কামনা বিসর্জন দিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন।

মহাভিজন (পুং) উচ্চবংশ, সম্রান্ত-বংশ।

মহাভিজনজাত (ত্রি) সম্রান্ত বংশসম্ভূত।

মহাভিজ্ঞা-জ্ঞানাভিভূ (পুং) বুদ্ধ।

মহাভিমান (পুং) অতিশয় অভিমান।

মহাভিষ (পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজপুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২২।২)

মহাভিষব (পুং) মহা আড়ম্বরে সোমরস চোয়ান বা নিষ্কাসন। (কাত্যা° শ্রৌ° ৭।৪।১৮)

মহাভিষেক (পুং) প্রধান অভিষেক-ক্রিয়া।

মহাভিষ্যন্দিন্ (ত্রি) অত্যন্ত আর্দ্রতাকারক। (সুশ্রুত)

মহাভীত (ত্রি) মহান্ অতিশয়ো ভীতঃ। ১ অতিশয় ভয়যুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্, মহত্যধিকা ভীতেব। ২ লজ্জালুবৃক্ষ।

"স্পর্শলজ্জা মহাভীতা বশিনী চ মহৌষধিঃ।" (শব্দচ°)

মহাভীতি (স্ত্রী) মহতী ভীতিঃ। ১ অতিশয় ভয়। (ত্রি) ২ মহা-ভয়গ্রস্ত।

মহাভীম (পুং) মহানতিশয়ো ভীমঃ, ভীষণাকৃতিত্বাৎ শিবাংশ-সম্ভূতত্বাচ্চ তথাত্বং। ১ শান্তনুরাজ। (জটাধর) ২ ভৃঙ্গিনামক শিবদ্বারপাল। (ত্রিকা°) (ত্রি) ৩ অতিশয় ভয়ানক।

মহাভীরু (পুং) মহান্ অতিশয়ো ভীরুঃ। ১ গোপালিকাখ্য কীটবিশেষ। (হেম) (ত্রি) ২ অতিশয় ভয়শীল।

মহাভীষণক (ত্রি) অতিশয় ভয়াবহ। ভীতিকর।

মহাভীষ্ম (পুং) মহানতিশয়ো ভীষ্মঃ। শান্তনুরাজ। (ত্রিকা°)

মহাভুজ (ত্রি) মহান্তৌ ভুজৌ যস্য। মহাবাহু, আজানুলম্বিত বাহু। (রামা° ২।৪২।২°)

মহাভূত (ক্লী) মহচ্চ তৎ ভূতঞ্চেতি কর্মধা°, পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ স্থৌল্যাদস্য তথাত্বং। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত--ক্ষিতি, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। ২ স্থাবর জঙ্গমাংশই মহাভূত।

মহাভূতদান (ক্লী) শাস্ত্রোক্ত দান বিশেষ।

মহাভূমি (স্ত্রী) মহতী ভূমিঃ। ১ বিপুলভূমি। ২ মহাদেশ।

মহাভূষণ (ক্লী) মূল্যবান্ অলঙ্কার।

মহাভৃঙ্গ (পুং) মহাংশ্চাসৌ ভৃঙ্গশ্চেতি। নীল ভৃঙ্গরাজ।

মহাভৃঙ্গরাজতৈল (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী ;—তিলতৈল ৪ সের, আনূপদেশোৎপন্ন সুধৌত ভৃঙ্গ-রাজের রস ১৬ সের, কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, বেড়েলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, প্রপৌণ্ডরীক, ও শ্যামালতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ পল। কল্ক দ্রব্য সকল দুগ্ধের সহিত কুটিয়া পাক করিবে। পরে তৈলপাকের বিধানানুসারে ইহা পাক করিতে হইবে। এই তৈল মাথায় মাখিলে কেশপতন নিবারিত হয় এবং মন্যা-স্তম্ভ, গলগ্রহ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগ প্রভৃতিতে নস্য ও অভ্যঙ্গে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা মর্দনে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) প্রভৃতি উপশমিত হইয়া কেশের সৌষ্ঠব সাধিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

মহাভৈরব (পুং) মহান্ ভৈরবঃ। শরভরূপী হর।

"যোঽসৌ মহাভৈরবাখ্যঃ সকায়ঃ শারভো হরঃ।
ভৈরবঃ পৃথগেবায়ং গণাধ্যক্ষো হরাত্মজঃ॥"
(কালিকাপুরাণ ৪৬ অধ্যায়)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ বিদ্যাভেদ।

মহাভোগ (ত্রি) মহান্ আভোগঃ বিশালতা যস্য। মহা-বিশালতাবিশিষ্ট, অতিশয় বিশাল।

"ততস্তত্র মহাভোগং সচ্ছায়স্কন্ধসুন্দরম্।
গুহচন্দ্রো দদর্শাসাবেকং ন্যগ্রোধপাদপম্॥"
(কথাসরিৎসাগর ১৭।২০৬)

স্ত্রিয়াং টাপ্। মহান্ আভোগঃ পরিপূর্ণতাস্যাঃ বা মহান্ ভোগঃ সুখরূপমস্যাঃ। ২ দুর্গা।

"মহার্থসাধনী দেবী মহাভোগা ততঃ স্মৃতা।" (দেবীপু° ৪৫অ:)

ভগবতী দুর্গাদেবী মহার্থ সকল সাধন করেন বলিয়া মহাভোগা নামে খ্যাত। (পুং) ৩ সর্প। ৪ বৃহৎ পরিধিবিশিষ্ট।

মহাভোগিন্ (ত্রি) মহৎ চক্র বা ফণাধর। (সর্প)

মহাভোজ (পুং) ১ রাজভেদ। (ভাগ° ৯।২৪.৭) ২ রাজ-চক্রবর্ত্তী। ৩ ভোজনরূপ বৃহদ্ব্যাপার।

মহাভোট (পুং) ভোট বা তিব্বত রাজ্য।

মহাভৌম (পুং) রাজভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

মহাভ্র (ক্লী) ঘনমেঘ।

মহাভ্রবটী (স্ত্রী) বটিকৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী— অভ্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগা, যবক্ষার, ও ত্রিফলা প্রত্যেকে ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য শোধিত হওয়া আবশ্যক। বিষ ॥° তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধি-পত্র, কেশুরিয়া, সোমরাজ, ভৃঙ্গরাজ, বিল্বপত্র, পালিধাপত্র, গণিয়ারি, বিকঙ্কত, তুম্বুরু, থুলকুড়ি, নিসিন্দা, নাটা, ধুতুরা-পত্র, শ্বেত অপরাজিতা, জয়ন্তী, আদা, গিমাশাক, বাসক ও পান এই সকল দ্রব্যের ৮ তোলা রসে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভাবনা দিয়া কিঞ্চিৎ দ্রবাংশ থাকিতে মরিচচূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ১ রতিপ্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনু-

পান দোষের অবস্থানুসারে বৈদ্য স্থির করিবেন। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার গ্রহণী, অতীসার ও সূতিকা প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী গ্রহণী০)

অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী।—অভ্র, লৌহ, তাম্র, রাজপট্ট, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ, যবক্ষার, হরিতাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও বিষ প্রত্যেকে এক ভাগ, পরে ঐ সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গীমা ও পানের রসে সাত বার ভাবনা দিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধসেবনে সূতিকাজ্বর, কাস, ও শোথাদি স্ত্রীরোগ সকল আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, সূতিকারোগাধিকা০)

মহামখ (পুং) মহান্ মখঃ। মহাযজ্ঞ। মানবদিগের প্রতিদিন অবশ্যকর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

"বলিকর্ম্ম স্বধাহোম-স্বাধ্যায়াতিথিসৎক্রিয়াঃ।
ভূতপিত্রমরব্রহ্মমনুষ্যাণাং মহামখাঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১০২)

মহামঞ্জুষক (পুং) স্বর্গীয় পুষ্পভেদ।

মহামণি (পুং) মূল্যবান্ রত্ন। (হীরকাদি)

মহামণিচূড় (পুং) নাগভেদ।

মহামণ্ডল (পুং) রাজভেদ।

মহামণ্ডলিক (পুং) নাগভেদ।

মহামণ্ডূক (পুং) মহান্ মণ্ডূকঃ। পীতমণ্ডূক। সোণা বেঙ।

মহামণ্ডলেশ্বর (পুং) রাজোপাধি বিশেষ।

মহামত (ত্রি) সম্মানার্হ।

মহামতি (ত্রি) মহতী মতির্যস্য। ১ অতি বুদ্ধিমান্, চতুর।

"কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎপ্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥" (চণ্ডী)

২ গণেশ। ৩ বৃহস্পতিগ্রহ। ৪ যক্ষরাজভেদ। ৫ বোধিসত্বভেদ। (স্ত্রী) ৬ করুণাকরের পত্নী ও পদ্মনাভের মাতা।

মহামত্ত (ত্রি) অতিশয় মত্ত। প্রমত্ত।

মহামৎস্য (পুং) তিমি প্রভৃতি বৃহদাকার সামুদ্রিক মৎস্য।

মহামদ (পুং) মহান্ মদো যস্য। ১ মত্তহস্তী। (শব্দরত্না০) মহান্ মদঃ। ২ অতিশয় হর্ষ, অত্যধিক মত্ততা। (ত্রি) ৩ তদ্যুক্ত মদবিশিষ্ট।

মহামনস্ (ত্রি) মহৎ প্রশস্তং মনো যস্য। মহাশয়, মহামতি, উদার মনোযুক্ত।

"ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাং শর্ধ উগ্রম্।
মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ॥"
(ঋক্ ১০।১০৩।৯)

'মহামনসাং উদারমনসাং' (সায়ণ)

২ মহাশাল-পুত্র। (হরিবংশ ৩১।২০)

মহামনস্ক (ত্রি) উচ্চান্তঃকরণবিশিষ্ট। ২ রাজভেদ। ৩ শরভজাতীয় জীববিশেষ।

মহামনুষ্য (পুং) জনৈক প্রাচীন কবি।

মহামন্ত্র (পুং) ১ ইষ্ট মন্ত্র। ২ মন্ত্রসম্বলিত প্রসিদ্ধ বেদগ্রন্থ।

মহামন্ত্রানুসারিণী (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবতা ভেদ।

মহামন্ত্রিন্ (পুং) ১ প্রধান মন্ত্রণাদাতা। রাজার প্রধান সচিব।

মহামন্দার (পুং) বৃক্ষভেদ।

মহাময়ূরী (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবীভেদ।

মহামরকত (পুং) ১ শ্রেষ্ঠ মরকতমণি। উৎকৃষ্ট পান্না। ২ মরকতমণিশোভিত অলঙ্কার।

মহামলয়পুর (ক্লী) মান্দ্রাজের সন্নিকটস্থ একটী প্রাচীন জনস্থান। এখানে পর্ব্বত কাটিয়া ৭টী পাগোদা কর্ত্তিত হইয়াছে। [মহাবলিপুর দেখ]

মহামহ (পুং) মহোৎসব।

মহামহাবারুণী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ মহাবারুণী চেতি। গঙ্গাস্নানের যোগবিশেষ। গৌণ চান্দ্র চৈত্রের কৃষ্ণাত্রয়োদশীর দিন শনিবার, শতভিষা নক্ষত্র এবং শুভযোগ হইলে মহামহাবারুণী হয়। এই দিন গঙ্গায় স্নান করিলে ত্রিকোটী কুল উদ্ধার হয় এবং স্নানদানাদিতে বিশেষ শুভ ফল ফলে। দোলপূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণাত্রয়োদশী, ঐ দিনই বারুণী, উহাতে পূর্ব্বোক্ত যোগ ঘটিলে মহাবারুণী হয়।

"শুভযোগসমাযুক্তা শনৌ শতভিষা যদি।
মহামহেতি বিখ্যাতা ত্রিকোটীকুলমুদ্ধরেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

মহামহিমন্ (ত্রি) মহান্ মহিমা যস্য। ১ অতিশয় মহিমান্বিত, অতি মহত্বযুক্ত। (পুং) ২ অতিশয় মহিমা। ৩ আশ্চর্য্যপ্রভাব।

মহামাহব্রত (ত্রি) প্রভূত শক্তিসম্পন্ন।

মহামহেশ্বর কবি, একাবলী নামক অলঙ্কারশাস্ত্র-প্রণেতা।

মহামহেশ্বরায়তন (ক্লী) দেবলোকভেদ।

মহামহোপাধ্যায় (পুং) শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। বর্ত্তমানে উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত মাত্রেই ইংরাজরাজপ্রদত্ত এই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

মহামাংস (ক্লী) মহৎ গর্হিতং মাংসং, অত্র মাংসশব্দস্য পূর্ব্বপ্রযুক্ততয়া মহচ্ছব্দস্য গর্হিতার্থত্বং। নরাদির মাংসই মহামাংসের অভিধেয়। শঙ্খ, তৈল, মাংস প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ, এইজন্য মাংস শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় শ্রেষ্ঠার্থ না বুঝাইয়া গর্হিতার্থ বুঝাইল।

"শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে।
যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে॥" (ভট্টিটীকা)

২ নরাদি মাংস, গো, নর, হস্তী, অশ্ব, মহিষ, বরাহ, উষ্ট্র,

উরগ এই অষ্টবিধ জন্তুর মাংসকেও মহামাংস কহে। মহাষ্টমী তিথিতে ভগবতী দুর্গা দেবীকে এই অষ্টবিধ মহামাংস দ্বারা অর্চ্চনা করিলে তাঁহার পরমাপ্রীতি লাভ এবং সাধকের নানা মনোরথ সিদ্ধি হয়।

"অষ্টম্যাং রুধিরৈর্মাংসৈর্মহামাংসৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
পূজয়েদ্বহুজাতীয়ৈর্বলিভির্ভোজনৈঃ শিবাম্॥" (তিথিতত্ত্ব)
"গোনরেভাশ্বমহিষ-বারাহোষ্ট্রোরগোদ্ভবম্।
মহামাংসাষ্টকং দেবি দেবতাপ্রীতিকারণম্॥"
(কৌলার্চ্চনদীপিকা)

মহামাংসবিক্রয় (পুং) নরমাংস-বিনিময়।

মহামাত্য (পুং) প্রধান রাজসভাসদ বা মন্ত্রী।

মহামাত্র (পুং) মহতী মাত্রা মর্য্যাদাপরিমাণং যস্য। ১ প্রধান। ২ সমৃদ্ধ। ৩ প্রধান অমাত্য। ৪ রাজ্যের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, প্রধান ব্যক্তি। রাজ্যের সমস্ত কার্য্যে যাহার মাত্রা অর্থাৎ ক্ষমতা অধিক তাহাকে মহামাত্র কহে।

"দূষিতে হি মহামাত্রে রিপুরুগ্রোঽপি ধীমতা।
স্বপক্ষে যস্য বিশ্বাস ইত্থম্ভূতশ্চ নিষ্ক্রিয়ঃ॥" (কামন্দকী ৯।৬৯)

৫ ধনাঢ্য ব্যক্তি। ৬ হস্তিপকাধিপ। (মেদিনী) ৭ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৮৭)

মহামাত্রী (স্ত্রী) মহামাত্র-ঙীষ্। ১ আচার্য্যপত্নী। (জটাধর) ২ মহামাত্রপত্নী।

মহামানসিকা (স্ত্রী) মহামানসী, জিনদিগের বিদ্যাদেবীভেদ।

মহামানসী (স্ত্রী) মহৎ মানসং ভক্তান্ প্রতি সদয়ং চেতো যস্য। জিনদিগের বিদ্যাদেবীভেদ। (হেম)

মহামানিন্ (ত্রি) অতিশয় অভিমানী।

মহামায়া (ত্রি) মহতী মায়া যস্য। ১ অতিশয় মায়াবী, মহামায়াযুক্ত। ২ বিষ্ণু। ৩ শিব। ৪ অসুরভেদ। ৫ বিদ্যাধরভেদ।

মহামায়া (স্ত্রী) অঘটন ঘটন-পটীয়স্ত্বেন বিসদৃশপ্রতীতিসাধনং মায়া মহতী চাসৌ মায়াচেতি যদ্বা মহতী মায়া বিশ্বনির্ম্মাণ-শক্তির্যস্যাঃ। দুর্গা। (রাজনি॰) ইহার লক্ষণ—

"গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ।
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্॥
পূর্ব্বাতিপূর্ব্বসংবদ্ধ-সংস্কারেণ নিযোজ্য চ।
আহারাদৌ ততো মোহং মমত্বং জ্ঞানসংশয়ম্॥
ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা পুনঃ পুনঃ।
পশ্চাৎ কামে নিযোজ্যাশু চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্॥
আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা।
মহামায়েতি সা প্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী॥"
(কালিকাপুরাণ ৬ অধ্যায়)

গর্ভমধ্যে জীবের তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলেও পরে যখন জীব প্রবল সূতিমারুত কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে যিনি তত্ত্বজ্ঞানশূন্য করেন, আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার-বলে আহারাদি কার্য্যে সতত প্রবৃত্ত হইয়া মোহ, মমতা ও সংশয় উৎপাদন করিয়া থাকেন, যিনি জীবকে পুনঃ পুনঃ ক্রোধ, লোভ ও মোহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সেই চিন্তাকুল জীবকে নিরন্তর কামসাগরে নিক্ষেপ এবং আমোদযুক্ত ও ব্যসনাসক্ত করেন, তাহারই নাম মহামায়া। মহামায়া এই মায়াবলেই জগদীশ্বরী।

জগতে মায়ার প্রভাব অতি আশ্চর্য্য, অঘটন ঘটনা-বিষয়ে যিনি পটু, তাহারই নাম মায়া। এই পরিদৃশ্যমান জগতে সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা সকলই এই মহামায়ার প্রভাব। এই মহামায়াপ্রভাবে জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি হইতেছে।

"মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারণং।
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ॥" (চণ্ডী)

জগৎকারণভূতা অবিদ্যাই মায়াপদবাচ্যা, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী দুর্গাই মহামায়া। এই দেবীই জগৎকে মোহিত করেন।

"মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৮১।৪১) [বিশেষ বিবরণ মায়া দেখ।]

২ গঙ্গাদেবী। (কাশীখণ্ড ২৯।১৩৯) ৩ মহতী মায়া। ৪ রাজা শুদ্ধোদনের পত্নী। শাক্যসিংহের মাতা।

মহামায়াধর (পুং) বিষ্ণু।

মহামায়াশম্বর (স্ত্রী) তন্ত্রভেদ।

মহামায়ূরী (স্ত্রী) বৌদ্ধ দেবীভেদ। [মহাময়ূরী দেখ।]

মহামারকত (ত্রি) মরকতবিমণ্ডিত অলঙ্কারাদি।

মহামারী (স্ত্রী) মহতঃ দুর্দান্তান্ দানবাদীন্ মারয়তি ইতি মৃঙ্-ণিচ্-অণ্-ঙীপ্। মহাকালী।

"ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী স্বরূপয়া॥
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী॥"
(মার্কণ্ডেয়পু॰ চণ্ডী)

ম্রিয়ন্তে প্রাণিনো যস্যা ইতি-মৃঙ্-ঘঞ্-ঙীষ্। মহতী-মারী। ২ অতিশয় মরক। মহামারী উপস্থিত হইলে সেই স্থান পরিত্যাগ করা আবশ্যক এবং মহামারী-প্রশমনের জন্য দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডীপাঠ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন ও হোমাদি করা বিধেয়। ইহাতে মহামারী আশু প্রশমিত হয়।

মহামাল (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৪৯।৩১)

মহামালিকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৮টী করিয়া অক্ষর থাকে। তন্মধ্যে ৬, ৮, ১১,১৪ ও ১৭ বর্ণ গুরু ও অপর লঘু।

মহামাষ (পুং) মহাংশ্চাসৌ মাষশ্চেতি। রাজমাষ। রাজনি॰) [রাজমাষ দেখ।]

মহামাষতৈল (ক্লী) তৈলৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী— তিলতৈল ৪ সের, ক্কাথার্থ শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ মাষকলাই ৪ সের, দশমূল ৬।॰ সের, শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ ছাগমাংস ৩॰ পল এই সকল একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিবে, শেষ ১৬ সের থাকিতে নামাইতে হইবে। দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ আলকুশী-মূল, এরণ্ডমূল, শুল্‌ফা, সৈন্ধব, বিট্‌, শাম্ভার-লবণ, জীবনীয় বর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতামূল, কট্‌ফল, ত্রিকটু, পিপুলমূল, রাস্না, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ, ও শটী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা,পরে তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, বধিরতা, হনুগ্রহ ও সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি রোগ আশু নিরাকৃত হয়। বাতব্যাধিতে এই তৈল মহোপকারক।

মাংস না দিয়াও আর এক প্রকার মহামাষ তৈল প্রস্তুত করা যায়। তাহাকে নিরামিষ মহামাষ তৈল কহে। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, ক্কাথার্থ দশমূল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, মাষকলাই ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, গন্ধভাদুলে, কুড়, পরুষফল, বামুনহাটী, কুষ্মাণ্ড, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পুনর্নবা, ছোলঙ্গফল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, শুল্‌ফা, শতমূলী, গোক্ষুর, পিপুলমূল, চিতামূল, জীবনীয়-গণ ও সৈন্ধব মিলিত সমপরিমাণে এক সের। পরে তৈল-পাকের বিধানানুসারে ইহা পাক করিতে হইবে। ইহা ব্যবহারে পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, অববাহুক, বিশ্বচী, খঞ্জতা, পঙ্গুত্ব প্রভৃতি বিবিধ বাতরোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা নিরামিষ মহামাষ তৈল। (ভৈষজ্যরত্নাবলী বাতব্যাধি॰)

মহামাহেশ্বর (পুং) শিবোপাসকভেদ।

মহামীন (পুং) মৎস্যবিশেষ।

মহামুখ (পুং) মহৎ মুখমস্য। ১ কুম্ভীর। (হেম) (ক্লী) মহৎ মুখং। ২ বৃহন্মুখ। ৩ নদীর মোহানা।

"বক্তুং সৌম্যং সংবৃতমমলং শ্লক্ষ্ণং সমঞ্চ ভূপানাম্।
বিপরীতং ক্লেশভুজাং মহামুখং দুর্ভগানাঞ্চ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৬৭।৫৪)

(ত্রি) মহৎ মুখং যস্য। মহৎ মুখবিশিষ্ট। (পু) ৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৮৭) ৫ সিন্ধুরাজের সৈনিকভেদ (ভারত ৩।২৩০।২৬)

মহামুদ্গলাচার্য্য, শ্রীরামচন্দ্রার্য্যাষ্টোত্তরশতপ্রণেতা।

মহামুচিলিন্দ (পুং) বৃক্ষভেদ।

মহামুচিলিন্দপর্ব্বত (পুং) পর্ব্বতভেদ।

মহামুণ্ড (ক্লী) বোল নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি॰)

মহামুণ্ডিনিকা (স্ত্রী) মহাশ্রাবণিকা, মহামুণ্ডী, চলিত গোরক্ষ-মুণ্ডী। মহামুণ্ডিনিকা স্থলে 'মহামুণ্ডিতিকা' এইরূপও শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সাধারণতঃ 'মহামুণ্ডিনিকা' পাঠই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হয়।

মহামুদ্রা (স্ত্রী) ১ যোগপ্রকরণোক্ত মুদ্রাভেদ। ২ অত্যূর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মহামুনি (পুং) মহাংশ্চাসৌ মুনিশ্চেতি। ১ অগস্ত্য। ২ বুদ্ধ। (শব্দরত্না॰) ৩ কৃপাচার্য্য। ৪ কাল। (অজয়পাল) ৫ ব্যাসদেব।

"শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"
(ভাগবত ১।১।২)

৬ তুম্বুরুবৃক্ষ। (রাজনি॰) ৭ জিনভেদ।

মহামূঢ় (ত্রি) মহান্ মূঢ়ঃ। অতিশয় মূঢ়, মূর্খ।

মহামূর্খ (পুং) অতিশয় অজ্ঞ, অত্যন্ত নির্বোধ।

মহামূর্ত্তি (পুং) মহতী মূর্ত্তির্যস্য। বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৯)

মহামূর্দ্ধন্ (পুং) মহান্ মূর্দ্ধা যস্য, ব্যাপকত্বাৎ তথাত্বং। ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৮৫) (ত্রি) ২ বৃহন্মস্তকযুক্ত। ৩ ঋদ্ধি। ৪ বৃদ্ধি। (বৈদ্যকনি॰)

মহামূল (পুং) মহৎ স্থূলং মূলং যস্য। ১ রাজপলাণ্ডু। (রাজনি॰) ২ ছিলিহিণ্ড।

"ছিলিহিণ্ডো মহামূলঃ পাতালগরুড়াহ্বয়ঃ।" (ভাবপ্র॰)

মহামূল্য (ক্লী) মহচ্চ তৎ মূল্যং চেতি কর্ম্মধা॰। ১ মহার্ঘ, বহুমূল্য, অধিক দর। (ত্রি) ২ মহৎ মূল্যং যস্য। ৩ বহুমূল্য-বিশিষ্ট, যাহার দর অধিক। ৪ মাণিক (চুনি), মণি।

মহামূষিক (পুং) মহান্ মূষিকঃ। বৃহদুন্দুরু, বড় ইন্দুর, পর্য্যায়— মুষী, বিঘ্নেশবাহন, মহাঙ্গ, শস্যমারী, ভূফল, ভিত্তিপাতন। (রাজনি॰)

মহামৃগ (পুং) মহান্ মৃগঃ পশুঃ। ১ হস্তী। (হেম) ২ শরভ। (রাজনি॰)

মহামৃগাঙ্করস (পুং) রসৌষধিবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—স্বর্ণ ১ ভাগ, রসসিন্দূর ২ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ,

প্রবাল ৭ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ, এই সকল একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লবঙ্গের ক্বাথে তিন দিন ভাবনা দিয়া ডেলার ন্যায় করিতে হইবে, পরে উহা লবণপূর্ণ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া মুখ লেপনপূর্ব্বক চারিপ্রহর পাক করিয়া নামাইতে হইবে। তৎপরে ইহাতে ৬৪ অংশ শোধিত হীরক, অভাবে ১৬ অংশ বৈক্রান্ত মিশ্রিত করিবে। ইহার অনুপান ঘৃত, মরিচ ও পিপ্পলীচূর্ণ। ইহা সেবনে ক্ষয়কাস, যক্ষ্মা, বিবিধ প্রকার জ্বর, গুল্ম, বিদ্রধি, মন্দাগ্নি, স্বরভেদ, অরুচি, বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, বিষদোষ, পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি রোগ নাশ হয়। (রসেন্দ্রসারস° যক্ষ্মারোগাধি°)

মহামৃত্যু (পুং) ১ যম। ২ শিব।

মহামৃত্যুঞ্জয় (পুং) মহামৃত্যুং যমং জয়তীতি জি-খচ্-মুম্ চ। শিবের মন্ত্রবিশেষ। এই মন্ত্র মানবের আয়ুর্বৃদ্ধিকর। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র সিদ্ধ হইলে মানব নিরাময় হইয়া চিরজীবন লাভ করে। মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রে ইহার মন্ত্রাদির বিষয় অভিহিত হইয়াছে।

"যদি তে মহতী প্রীতিস্তবাস্তি কুলভৈরব।
কথয়স্ব বিশেষেণ মহামৃত্যুঞ্জয়াভিধম্॥
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মহামৃত্যুঞ্জয়াভিধম্।
আয়ুর্বৃদ্ধিকরং পুংসাং মৃত্যোর্মৃত্যুকরং পরম্॥
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ চিরজীবী নিরাময়ঃ।
নিত্যমষ্টশতং জপ্ত্বা মৃত্যুং মৃত্যুপথং নয়েৎ॥" (মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র)

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র প্রতিদিন অষ্টশতবার জপ করিলে মৃত্যু জয় হইয়া থাকে।

দুঃসাধ্য ব্যাধিগ্রস্ত মানব মহামৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা করিলে আশু তাহার রোগমুক্তি হয়। মহামৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা অপেক্ষা রোগমুক্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন আর নাই। ইহা আশু ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। বিধিপূর্ব্বক ইহা অনুষ্ঠিত হইলে প্রায় বিফল হয় না। [মৃত্যুঞ্জয় দেখ।]

মহামৃত্যুঞ্জয়রস (পুং) রসৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তাম্র, মনঃশিলা, বিষমুষ্টি, কড়ি, তুঁতে, শঙ্খ, রসাঞ্জন, জায়ফল, কট্‌কী, সাচিক্ষার, যবক্ষার, জয়পাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া সূর্য্যাবর্ত্তরস ও বিল্বপত্ররসে ৭ বার ভাবনা দিয়া পরে আবার সূর্য্যাবর্ত্তরসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে। ইহা সেবনে প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, অগ্রমাস, শোথ, উদরী, বাতরক্ত ও বিদ্রধি রোগের শান্তি হয়। (রসেন্দ্রসারসং প্লীহাধিকা°)

মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ, গন্ধক, ও অভ্র প্রত্যেকে ৪ মাষা, লৌহ ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা, যবক্ষার, সৈন্ধব, বিট, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতামূল, মনছাল, হরিতাল, হিঙ্গু, কটকী, রোহীতকছাল, তেউড়ী, তেঁতুলছাল-ভস্ম, রাখালশসার মূল, ধলা আঁকড়ার মূল, অপাঙ্গভস্ম, তালজটাভস্ম, অম্লবেতস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, তরীতকী, বনযবানী, যবানী, তুঁতিয়া, শরপুঙ্খ, রোহীতকছাল ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ মাষা। এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া আদা ও শুলঞ্চের রসে ভাবনা দিতে হইবে। পরে ২ পল মধুর সহিত মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক অনুপান স্থির করিবেন। ইহা প্রাতঃকালে সেবনীয়। এই ঔষধসেবনে প্লীহা, জ্বর, কাস, বিষমজ্বর গুল্ম, শোথ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী প্লীহাযকৃদধি°)

মহামৃধ (পুং) ভীষণ যুদ্ধ।

মহামেঘ (পুং) মহান্ মেঘ ইব। ১ শিব। মহান্ মেঘঃ। ২ অতিশয় মেঘ, গাঢ় মেঘ।

"মহামেঘনিভং দৃষ্ট্বা স ভীতো হ্যভবৎ গজঃ।"
(ভারত ১২।১১৭।৪)

৩ ক্ষত্রিয়রাজ-বিশেষ। (ভারত ৭।৪৭।১৫) ৪ শিব।

মহামেঘ(নিভ)স্বান (ত্রি) বজ্রপাতের ন্যায় নিদারুণ শব্দ।

মহামেঘৌঘনির্ঘোষ (ত্রি) জীমূতমন্দ্রের গভীর শব্দপরম্পরা বিশিষ্ট।

মহামেঘনিবাসিন্ (পুং) শিব, যিনি চির তুষারাবৃত কৈলাসশিখরে অবস্থান করেন।

মহামেদ (পুং) মেদয়তি স্নিগ্ধীকরোতীতি মিদ্-ণিচ্-অচ্, মহান্ মেদঃ। অষ্টবর্গে প্রসিদ্ধৌষধবিশেষ, পর্য্যায় পুরোড্ব। (রত্নমালা) ২ বৃহৎ মেদ।

মহামেদা (স্ত্রী) মেদয়তীতি মিদ-ণিচ্-ণ্বুঞ্ টাপ্, মহতী-মেদা। অষ্টবর্গে প্রসিদ্ধৌষধবিশেষ, স্বনামখ্যাত কন্দশাক। পর্য্যায়—বসুচ্ছিদ্রা, জীবনী, পাংশুরাগিণী, দেবেষ্টা, সুরামেদা, দিব্যা, দেবমণি, দেবগন্ধা, মহাচ্ছিদ্রা, বৃক্ষার্হা। ইহার গুণ—হিম, রুচিকর, কফ ও শুক্রবৃদ্ধিকারক, দাহ, অস্র, পিত্ত, ক্ষয়, বাত ও জ্বরনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ-মতে—মহামেদাখ্যকন্দ মোরঙ্গাদি প্রদেশে জন্মে, প্রধান প্রধান মুনিগণ ইহাকে মহামেদ ও বনৌমেদ কহিয়া থাকেন। এই কন্দ লতাজাত এবং শুক্লবর্ণ আদ্রকের ন্যায় ধবলবর্ণ। ইহা নখ দ্বারা ছেদন করিলে মেদোধাতুর ন্যায় রস বিনির্গত হয়। স্বল্পপর্ণী, মণিচ্ছিদ্রা, মেদা, মেদোভবা

ও অধ্বরা এই কএকটী মেদের প্রসিদ্ধ নাম। মহামেদা, বসুচ্ছিদ্রা, ত্রিদণ্ডী ও দেবতামণি এই কএকটী মহামেদ। মেদ ও মহামেদ এই উভয়ই গুরু, মধুর রস, শুক্রজনক, স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, কফকারক, শরীরের উপচয়কর, শীতল এবং রক্তপিত্ত, বায়ু ও জ্বরনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

মহামেধা, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা০ ৩৩।১২৬)

মহামেরু (পুং) শ্রেষ্ঠ মেরু।

মহামৈত্র (পুং) মিত্রস্ত ভাবঃ মিত্র-অণ্-মৈত্রং, মহদ্‌ভিঃ সহ মহদ্ বা হৃদি মৈত্রমস্যেতি। বুদ্ধভেদ। (হেম)

মহামৈত্রী (স্ত্রী) প্রগাঢ় বন্ধুতা। সাতিশয় অনুরক্তি।

মহামৈত্রীসমাধি (পুং) বৌদ্ধমতে সমাধি অবলম্বনের জন্ম যোগপ্রকরণবিশেষ।

মহামোহ (পুং) মোহঃ ভ্রান্তিজ্ঞানং অতথাভূতে বস্তুনি তথাত্বজ্ঞানমিত্যর্থঃ মহান্ মোহঃ। ১ ভোগেচ্ছারূপ জ্ঞান। ২ সংসারমূলকারণ রাগরূপ মোহ। মহান্ মোহো যস্মাদিতি। ৩ মহামোহজনক কামরাজবীজ।

"সসর্জ্জাগ্রে হন্ধতামিস্রমথ তামিস্রমাদিকৃৎ।
মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ॥" (ভাগবত ৩।১২।২)

ভোগাভিলাষের নাম মহামোহ, ইহ জগতে নিরন্তর পার্থিব সুখভোগের অভিলাষকেই মহামোহ কহে, ইহা অবিদ্যার রূপান্তর।

পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার মধ্যে ইহা এক প্রকার। প্রথমে ব্রহ্মা স্ব সৃষ্টিতে অবিদ্যার সৃষ্টি করেন, পরে এই অবিদ্যা হইতে তমঃ, মোহ, মহামোহ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ব্রহ্মা স্বসৃষ্টৌ অবিদ্যাসৃষ্টীঃ সসর্জ্জ, তত্র তমোনাম স্বরূপা প্রকাশঃ, মোহো দেহাদ্যহং-বুদ্ধিঃ, মহামোহঃ ভোগেচ্ছা।

"তমোঽবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃকরণবিভ্রমঃ।
মহামোহশ্চ বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা॥"
(ভাগবতটীকা স্বামী ৩।১২।২)

মহামোহা (স্ত্রী) দুর্গা।

মহামোহন (ত্রি) অতিশয় মহামোহবিশিষ্ট।

মহামৌদ্গল্যায়ন (পুং) বুদ্ধ-শিষ্যভেদ।

মহাম্বুক (পুং) শিব।

মহাম্বুজ (পুং) অত্যুর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মহাম্বুদ (পুং) শিব।

মহাম্ল (স্ত্রী) মহৎ অম্লং অম্লরসযুক্তং, যদ্বা মহান্ অম্লঃ অম্লরসো যস্মিন্। ১ তিন্তিড়ীক। (ত্রি) ২ অতিশয় অম্লরসবিশিষ্ট।

মহাযক্ষ (পুং) যক্ষয়তে পুজয়তি ইতি যক্ষ-অচ্, মহান্ যক্ষঃ। ১ অর্হদুপাসকবিশেষ। (হেম) ২ যক্ষপতি। ৩ বৌদ্ধদেবগণভেদ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। মহাযক্ষী—যক্ষরাণী।

মহাযক্ষ-সেনাপতি (পুং) তন্ত্রোক্ত দেবমূর্ত্তিবিশেষ।

মহাযজ্ঞ (পুং) মহান্ যজ্ঞঃ। ১ বিষ্ণু। ২ বেদপাঠাদিরূপ পঞ্চ প্রকার যজ্ঞ, বেদপাঠ, হোম, অতিথিপূজা, তর্পণ ও বলি এই পাঁচটী মহাযজ্ঞ।

"পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যাতর্পণং বলিঃ।
এতৈঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদিনামকৈঃ॥" (অমর ২।৭।১৪)

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রতিদিন অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে—দিব্য, ভৌম্য, পৈত্র, মানুষ ও ব্রাহ্ম এই পাঁচপ্রকার যজ্ঞের নাম মহাযজ্ঞ। এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে মানব বিশুদ্ধিতা লাভ করে।

"দিব্যো ভৌমস্তথা পৈত্রো মানুষো ব্রাহ্ম এব চ।
এতৈঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মণা নির্ম্মিতাঃ পুরা।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং ব্রাহ্মণৈঃ কারিতা শুভাঃ।
এবং কৃত্বা নরো ভুক্ত্বা স্যাদ্ধরিত্রী বিশুধ্যতে॥" (বরাহপু০)

প্রতিদিন যে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিরাকৃত হয়। এইজন্ম সকলেরই প্রতিদিন এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

[বিশেষ বিবরণ পঞ্চ মহাযজ্ঞ শব্দে দেখ]

মহাযজ্ঞভাগহর (পুং) বিষ্ণু।

মহাযন্ত্র (ক্লী) যন্ত্রবিশেষ।

মহাযম (পুং) যমরাজ।

মহাযমক (ক্লী) শ্লোকভেদ। ইহার প্রত্যেক চারি পাদেই একরূপ শব্দাত্মক বর্ণমালা প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু উহাদের অর্থান্তরও উপলব্ধি হয়।

মহাযশস্ (পুং) মহৎ যশো যস্য, বিভাষাগ্রহণাৎ ন কপ্। ১ ভূতার্হৎ বিশেষ। (হেম) ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৩৪) (ত্রি) ৩ অতিশয় যশোযুক্ত।

"এবং স সংক্রমস্তত্র স্বর্গলোকে মহাযশাঃ।
ততো দদর্শ শক্রস্য পুরাস্তামমরাবতীম্॥" (ভারত ৩।৪২।৪১)

(স্ত্রী) ৪ স্কন্দমাতৃগণবিশেষ। (ভারত ৯।৪৬।২৮)

মহাযশস্, গোভিলীয়শ্রাদ্ধকল্পভাষ্যপ্রণেতা। রঘুনন্দন ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহাযশস্ক (ত্রি) মহৎ যশো যস্য, (শেষাদ্বিভাষা। ৭ পা ৫।৪।১৫৪) ইতি সমাসান্ত কপ্ প্রত্যয়ঃ। অতিশয় যশোবিশিষ্ট।

মহায়স (ত্রি) ১ মহাফলক। ২ মহালৌহযুক্ত।

মহাযাত্রা (ত্রি) ১ মহাতীর্থে যাত্রা, কাশীযাত্রা। ২ মহাপ্রস্থান।

মহাযান (স্ত্রী) ১ বিদ্যাধরভেদ। ২ বৃহৎ যান। ৩ শ্রেষ্ঠ শকট।

মহাযান, বৌদ্ধ-সম্প্রদায়বিশেষ। শুদ্ধোদন-তনয় শাক্যবুদ্ধ নির্ব্বাণবাদরূপ প্রকৃষ্ট মোক্ষোপায় জনসমাজে প্রবর্ত্তন করিয়া যান, তাহার পরবর্ত্তিকালে পরস্পর মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে তাহা হইতেই মহাযান-মতোৎপত্তি ঘটে।

মহাযান শব্দের প্রকৃত অর্থ শ্রেষ্ঠ বাহন। অর্থাৎ সংসার ও পরলোকযাত্রার প্রকৃষ্ট উপায় নিরূপণ করে বলিয়া এই সম্প্রদায়ের মত মহাযান নামে খ্যাত হইয়াছে, সুতরাং মহাযান বলিলে পরাগতিকেই বুঝায়। সেই পরাগতির উপায়নির্দ্দেশক বৌদ্ধযতিগণ, মহাযানী বা মহাযানসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন।

প্রাচীন অর্থাৎ শাক্যবুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত আদিম বৌদ্ধধর্ম্ম-রক্ষায় যত্নশীল বৌদ্ধসম্প্রদায় একমাত্র সদ্ধর্ম্মাচারনিরত শ্রাবকগণকেই জীবন্মুক্তিলাভের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এবংবিধ মতে বিশ্বাসবান্ ব্যক্তিমাত্রই পরে হীনযান-মতাবলম্বী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়।* পক্ষান্তরে মহাযান-মতাবলম্বিগণ সর্ব্বজীবের মুক্তি ও বোধিসত্ত্বপদপ্রাপ্তির বিষয় স্থির করিয়া গিয়াছেন। এককথায় আমরা এই মহাযান-সম্প্রদায়কে বোধিসত্ত্বযান বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। প্রকৃত বুদ্ধমার্গসেবীর মুক্তি অনিবার্য্য। তাহাদিগকে আর কখনও ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে আমরা দেবযান ও পিতৃযাণ নামে দুইটী পারলৌকিক গতির উল্লেখ দেখিতে পাই। কিরূপে জীবাত্মার দেবলোকে বা পিতৃলোকে গতি হয়, অর্থাৎ পরব্রহ্মে লীন হয়, তাহাই উক্ত পন্থাদ্বয়ে বিবৃত হইয়াছে; সেইরূপে তাহারই অনুকরণে আমরা বৌদ্ধযুগে মহাযান, হীনযান, তন্ত্রযান ও বজ্রযান কালচক্রযান নামে আরও কএকটী যানের উল্লেখ দেখিতে পাই। [দেবযান ও পিতৃযাণ দেখ।]

মহাযানগণ প্রকৃতিসত্ত্বার পূর্ণবিকাশকল্পে জীবাত্মার ত্রিকায় কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। ১ ধর্ম্মকায়—নিরাকার ও স্বয়ম্ভূ, ধ্যানী, আদি বা বিরোচন-বুদ্ধরূপ। ২ সম্ভোগকায়—ধ্যানী বোধিসত্ত্ব বা লোচন এবং ৩ নির্ম্মাণকায়—মানুষী বুদ্ধ অর্থাৎ যাহারা প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক মনুষ্যশরীরে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, যেমন শাক্যমুনি। ওয়াডেল সাহেব বলেন, মহাযান বা বোধিসত্ত্বযানে তদ্রূপ সাধারণের উন্নতিকল্পে যে ত্রিযানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার ১মটী শ্রাবকযান, অর্থাৎ কেবল মাত্র পুণ্যবান্ ধর্ম্মশ্রোতাগণ ছাগরূপ যানারোহণে ভবনদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ২য়টী প্রত্যেক বুদ্ধযান অর্থাৎ নির্জ্জনবাসী ধ্যানী বুদ্ধগণ হরিণরূপী যানে আরোহণ করিয়া ভবসাগর অতিক্রম করিয়া থাকেন এবং ৩য় বোধিসত্ত্বযান—বোধিসত্ত্বগণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভবসমুদ্রের অতলস্পর্শী তলদেশ বিলোড়নপূর্ব্বক পূর্ণপ্রজ্ঞাধিষ্ঠিত হইয়া জীবনযাত্রা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। বাস্তবিক জ্ঞানালোকে সর্ব্ব জীবের মুক্তিই মহাযানের উদ্দেশ্য।

হীনযানেরা শ্রাবক বা যাঁহারা বুদ্ধমুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আর কাহারও নির্ব্বাণমুক্তি স্বীকার করেন না, কিন্তু মহাযানেরা কি যতি, কি গৃহী, সকলেরই মুক্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

জীবাত্মার মঙ্গলকামনায় মহাযান-সম্প্রদায় জীবগতির মুখ্য উপায় স্বরূপ এই সর্ব্ব মানবের উপযুক্ত মত বিশদরূপে জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে এবং কোন্ মনীষী বৌদ্ধ যতি দ্বারা এই অভিনব পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, বৌদ্ধপ্রাধান্যের ইতিহাসে তাহার কোন প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অনেকে অনুমান করেন যে, শাক্যবুদ্ধের তিরোধানের এক শতাব্দ পরে বৈশালীতে মহাসাঙ্ঘিক নামে মতান্তরাবলম্বী যে এক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, তাহার স্থবিরগণ পূর্ব্বতন মতের সংস্কার-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ক্রমে সেই সংস্কারসম্পন্ন মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায় হইতে 'মহাযান'মত সমুদ্ভূত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে অশ্বঘোষ-রচিত "মহাযান-শ্রদ্ধোত্তত্ত্বশাস্ত্র" নামক মহাযান মতের উৎপত্তি-বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে আমরা মহাযানের প্রাচীনত্বের আভাস পাই। ৭০ খৃষ্টাব্দে অশ্বঘোষ বিরচিত একখানি কাব্যগ্রন্থ চীনদেশে নীত হয়। সুতরাং তাহারও পূর্ব্বে অশ্বঘোষের আবির্ভাবকাল কল্পনা করিলে, খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দেই মহাযান-মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার কল্পনা করা যায়।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে মহাযান-মতের বিস্তার সূচিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে মাধ্যমিক মতের প্রবর্ত্তয়িতা নাগার্জ্জুন হইতেই ইহার প্রচার ও প্রসার নিরূপিত হইয়া থাকে। নাগার্জ্জুনের পূর্ব্বে বৌদ্ধ-যতিদিগের মধ্যে বস্তুসত্তা ও সত্তাভাস এবং স্থিতি ও ধ্বংস এই মত লইয়া বাদবিসম্বাদ চলিতেছিল। তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সিদ্ধান্তাভাস দ্বারা উহার পূর্ব্বপক্ষ মীমাংসা ও অর্থ-বৈপরীত্য সংঘটন করাইয়া উভয় মত খণ্ডন করেন, এই জন্য তৎপ্রবর্ত্তিত মত মাধ্যমিক

* 'হীনযান' শব্দ কোন প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে নাই। উত্তরদেশীয় মহাযান-মতাবলম্বিগণ আপনাদের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিবার জন্য 'মহাযান' নামে এবং দক্ষিণদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধমতকে হীনজ্ঞানে 'হীনযান' নামে প্রচার করিয়াছেন।

নামে খ্যাত হয়। তৎকৃত প্রজ্ঞাপারমিতা এই সম্প্রদায়ের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন বুদ্ধাবতংসক, সমাধিরাজ ও রত্নকূটসূত্র নামে তিনি আরও তিনখানি গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রজ্ঞাপারমিতায় কতকগুলি স্বর্গীয় বা আধ্যাত্মিক বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের উল্লেখ আছে। বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের বহুত্ব মহাযান সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত মতের বিশেষ অনুকূল। [মাধ্যমিক দেখ।]

কাহারও বিশ্বাস, নাগার্জ্জুন মহাযান-মতাবলম্বী অশ্বঘোষের শিষ্য। তাঁহার মাধ্যমিক মত মহাযান মতের প্রধান সহায়ভূত হইয়াছিল। মতান্তরে প্রকাশ, তিনি রাহুলভদ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণ-সন্তান পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশাস্ত্রে অভ্যস্ত ছিলেন। পরে তিনি মহাযান বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন। সাধুত্তম কৃষ্ণের ও গণেশের অনুগ্রহে তাহার ধর্ম্মাভিব্যক্তি হইয়াছিল। এই অস্ফুট ঐতিহাসিক তত্ত্বের রূপক আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত ভগবদ্গীতা ও শৈবমত অনুসরণ করিয়া মহাযান মতের কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন। সুতরাং নাগার্জ্জুন-প্রবর্ত্তিত মতে যে স্বতঃই ব্রাহ্মণ্যাভাস প্রতিপাদিত হইবে, তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

নানারূপ কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, নাগার্জ্জুন ৬০ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া সুখাবতী নামক স্বর্গে আরোহণ করেন। অপরাপর প্রবাদ মতে তিনি ৫ শতাব্দ কাল বিদ্যমান ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর উপাখ্যান স্বীকার করিলে, নাগার্জ্জুন তুরুষ্ক রাজগণের অব্যবহিত পরবর্ত্তিকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। [নাগার্জ্জুন দেখ।]

মহাযানমতের উৎপত্তি ও পরিবৃদ্ধির প্রকৃত ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, শকরাজ কনিষ্ক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিরোধ অপনোদনে সমুৎসুক হইয়া ৩য় মহাসঙ্ঘের অনুষ্ঠান করেন। তদবধি এই সম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। জালন্ধরের নিকটবর্ত্তী কুবন সঙ্ঘারামে, মতান্তরে কাশ্মীরের অন্তর্গত কুণ্ডলবন-বিহারে এই মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়।

সাম্প্রদায়িক মতভেদ হেতু বৌদ্ধ-শাস্ত্রসমূহের বিশৃঙ্খলতা নিরীক্ষণ করিয়া সংস্কারাভিলাষী রাজা কনিষ্ক যে মহাসভার আহ্বান করেন, তাহার কালনির্ণয়াদি সম্বন্ধে বিভিন্ন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং গত কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া যে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও বেশী আস্থা করা যায় না। তিব্বতীয় ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে, যে, রাজা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ সংগ্রহার্থ একটী মহাসভা আহ্বান করিলেন। সভার কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য পার্শ্ব বা পার্শ্বিকের অধীনে পাঁচ শত বোধিসত্ত্ব ব্যাপৃত রহিলেন। এই মহাসঙ্ঘ হইতে ক্রমে সৌত্রান্তিকটীকা, বিনয়-বিভাষা ও অভিধর্ম্ম-বিভাষা সঙ্কলিত হইয়া আঠারটী বৌদ্ধসমিতির সম্মতিক্রমে সাধারণে প্রচারিত হয়। ঐ সময়ে বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্ম নামক বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সংগৃহীত, পরিশোধিত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

উক্ত মহাসভা যে কেবলমাত্র শাস্ত্র ও তট্টীকা রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, একথা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। তবে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সত্যরক্ষণার্থ ১৮টী বিভিন্ন সমিতি যে একমত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাহ্য বা আভ্যন্তর ঘটনা পর পর অনুশীলন করিলে অনুমান করা যায় যে, শ্রাবক বা হীনযান মত এই সভায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মহাযান মত আদৌ পরিগৃহীত হয় নাই।

এই মহাসঙ্ঘের কার্য্যপরম্পরা অবিদিত থাকিলেও নিশ্চয় বলা যায় যে, সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ এই সভার পরিগৃহীত ধর্ম্মপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণরূপ পৃথক্ ছিল। একথা মহাযান প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধ-সম্প্রদায় এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সভার প্রধান লক্ষণ এই যে, এই সময় হইতে বিভিন্ন বৌদ্ধ-ধর্ম্মসঙ্ঘের মধ্যে যে বহুকালস্থায়ী মতভেদ চলিয়া আসিতেছিল, তাহা সাম্যতা প্রাপ্ত হয়। যে মহাযান সম্প্রদায় এতদিন ক্ষীণ জ্যোতীরূপে বিদ্যমান ছিল, অল্পকাল মধ্যেই তাহা পরিপুষ্ট হইয়া বৌদ্ধসমাজে মস্তকোত্তোলন করে।

মাধ্যমিক-মত-প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জ্জুন মহাযান-মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজ মতে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র ও হিন্দুদর্শন সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সে কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এই নবোদিত সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টায় সুবৃহৎ ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ সঙ্কলিত হয়। তাঁহারা বৌদ্ধ ত্রিপিটক হইতে সম্যক্ বা আংশিক ভাবে কোন মত গ্রহণ না করিলেও একবারে প্রাচীন বৌদ্ধ সূত্রসমূহ পরিত্যাগ অথবা সেই পবিত্র গাথাসমূহের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করেন নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র বুদ্ধপ্রকটিত সত্যসমূহের টীকা-টিপ্পনী সন্নিবেশ করিতে যাইয়া, সেই বিস্তীর্ণ সত্যপথকে অন্ধকারাবৃত

করিয়া ফেলিয়াছেন। হীনযানগণ এই নূতন মতের প্রতিপোষকতা না করিয়া বরং নিন্দাবাদই করিয়া থাকেন, যে হেতু নবীন মতাবলম্বিগণ অর্হৎগণকে নিম্নাসন দান করিয়া বোধিসত্ত্বদিগকে উচ্চাসনে বসাইয়াছেন।

শূন্যবাদই মহাযান মতের প্রধান লক্ষণ। এই শূন্যতা বা 'সর্ব্বং শূন্যং' অভিব্যক্তিই তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলসত্তা বলিয়া স্বীকার করেন। বস্তুতঃ এই শূন্যবাদ প্রাচীন ত্রৈবিদ্যাসূত্রোক্ত অনাত্মবাদের বিবৃতিমাত্র। তাহারা বলেন যে, শাক্যবুদ্ধ বলিয়াছেন—বস্তু সত্তার প্রকৃতি নাই, সুতরাং তাহা আদ্যন্তপরিচ্ছিন্ন। এই হেতু অনন্তকাল তাহা পূর্ণ শান্তিতে বিরাজিত ও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাণে নিমগ্ন। বিরুদ্ধবাদিগণ এই সত্যবাক্যের অবহেলা করিয়া বিশেষরূপে বিশ্বাসহন্তা হইয়াছেন।

এই শূন্যতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস বা বিনাশ নহে। বৌদ্ধশাস্ত্রে শূন্যতা, মহাশূন্যতাভেদে অষ্টাদশ প্রকার ভেদ নির্ণীত হইয়াছে। আবার তিব্বতীয় বৌদ্ধ লামাগণ ৭০ প্রকার ভেদ নির্ণয় করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, নাগার্জ্জুন হইতেই মহাযানমত মধ্যে যোগ ও ভক্তিমার্গ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। এই ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া মহাযানীরা লক্ষ লক্ষ লোককে বিহ্বল করিয়া স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এইরূপে বৌদ্ধেতিহাসে প্রাচীন ধর্ম্মমতাপেক্ষা মহাযান মতের গুরুত্ব অধিক হইয়া পড়ে। মহাযান-সম্প্রদায় ক্রমে অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে গ্রাস করিয়া আপনার কলেবর পুষ্ট করে; এবং দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধগণ চিরকাল একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হয়, তাঁহারা আদৌ পুরাতন সত্যপথ পরিত্যাগ করেন নাই।

নাগার্জ্জুনের পর বসুবন্ধুই মহাযান মত পুনঃপ্রচারে বদ্ধপরিকর হন। [ন্যায় শব্দ ৪৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

যাহাই হউক, মহাযানদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে কএক শতাব্দ ধরিয়া বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইয়াছিল। ভক্তি ও যোগধর্ম্মে অভ্যস্ত এবং হিন্দুদর্শনাভিজ্ঞ মহাযানদিগের মতখণ্ডনার্থ হীনযানদিগকেও হিন্দুদর্শন শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। যে যেহেতু দর্শনশাস্ত্রসুলভ ন্যায়, মীমাংসা বা যুক্তির খণ্ডন তত্তৎ শাস্ত্রসুলভ জ্ঞানের সাপেক্ষ ছিল। এইরূপে পরস্পরের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকারের চেষ্টায় বৌদ্ধদিগের মধ্যে চারিটী দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। যথা—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক।

তন্মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণ হীনযান-মতাপেক্ষ এবং যোগাচার ও মাধ্যমিকগণ মহাযান-মতের প্রতিপোষক ছিলেন।

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণ ভূত, ভৌতিক, চিত্ত ও চৈত্তিক এই চারিটী স্বীকার করিতেন। বৈভাষিকদিগের মতে, অভিধর্ম্ম ব্যতীত সূত্রের কোন বলবত্তা নাই। স্বয়ং শাক্যমুনিই মানুষসত্তা লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি স্বীয় সাধনবলে বুদ্ধত্ব ও নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। স্বীয় স্বভাবজ জ্ঞান দ্বারা সত্যলাভই বুদ্ধত্বের স্বর্গীয় লক্ষণ। সৌত্রান্তিকগণ তদ্বিপরীতে অভিধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া সূত্রকেই প্রামাণ্য বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বুদ্ধকে দশবল, চাতুর্ব্বৈশারদ্য ও ত্রিস্মৃত্যুপস্থান সমন্বিত এবং সর্ব্বভূতে সমদয়াবান্ বলিয়া স্বীকার করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা বুদ্ধশরীরে ধর্ম্মকায় ও সম্ভোগকায় আরোপ করিয়া গিয়াছেন।

পক্ষান্তরে যোগাচার ও মাধ্যমিকগণ বিজ্ঞানবাদী ছিলেন। তাঁহারা আদৌ বস্তুসত্তা স্বীকার করিতেন না। তাঁহাদের মতে জড়জগৎ প্রকৃত ভ্রমাত্মক এবং নামরূপের বিকার মাত্র। বেদান্তবাদীর পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্যের ন্যায় তাঁহারাও পরমার্থ ও সংবৃতি নামক দুইটী সত্য স্বীকার করেন। সংবৃতি প্রজ্ঞাশক্তি (বুদ্ধি) ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কারণে সমস্তই মায়া ভ্রমাত্মক বা স্বপ্ন সদৃশ। তাহাদের মতে বস্তুসত্তার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই; সুতরাং আত্মার জন্ম বা নির্ব্বাণলাভও অসম্ভব। যাঁহারা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই, এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে জীবদেহ ও ভোগদেহের সকল অবস্থাই স্বপ্নবৎ। (১)

মাধ্যমিকগণ মায়াবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাংখ্যাচার্য্যের প্রধান ও প্রকৃতির অনুকরণে প্রজ্ঞা ও উপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুক্তি ও অনুমান দ্বারা তাহারা বস্তুসত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের নৈতিকমার্গ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

---

(১) "সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং মতম্।
বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃসংবৃতিরুচ্যতে॥
এবং ন চ নিরোধোঽস্তি ন চ ভাবোঽস্তি সর্ব্বদা।
অজাতমনিরুদ্ধং চ তস্মাৎ সর্ব্বমিদং জগৎ॥
স্বপ্নোপমাস্তু গতয়ো বিচারে কদলীসমাঃ।
নির্বৃতানির্বৃতানাঞ্চ বিশেষো নাস্তি বস্তুতঃ॥"
(শান্তিদেবকৃত বোধিচর্য্যাবতার)

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক মত প্রচার করেন। তাঁহার সমসাময়িক কুমারলব্ধ সৌত্রান্তিক মত প্রচার করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ণিত অশ্বঘোষও মহাযান সম্প্রদায়ের একজন মহারথি ছিলেন। নাগার্জ্জুনের পর আর্য্যদেবের নাম প্রসিদ্ধ। তিনি মহাযান-মত প্রচারকল্পে অনেক দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তৎপরে নালন্দা-বিহারে আমরা নাগাহ্বয় (তথাগত-ভদ্র) নামে আর একজন বৌদ্ধ স্থবিরের নাম দেখিতে পাই।

উত্তর ও দক্ষিণ বৌদ্ধ-সমাজের অবস্থা ও পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া ফাহিয়ান্ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দের প্রারম্ভে লিখিয়া গিয়াছেন যে, অভিধর্ম্ম ও বিনয়-সেবকমণ্ডলী অভিধর্ম্ম ও বিনয়-পিটকের পূজা করিয়া থাকেন এবং মহাযান-মতাবলম্বীয়া প্রজ্ঞাপারমিতা,মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরের উপাসনা করেন। তিনি পাটলীপুত্রনগরে আসিয়া দুইটী বৃহৎ সঙ্ঘারাম দেখিতে পান,উহার একটী হীনযান ও অপরটী মহাযান-মতাবলম্বীদিগের বাসস্থান। মহাযান-সঙ্ঘারামে অবস্থান-কালে তিনি মহাসাঙ্ঘিকমতে সংস্কৃত একখানি সম্পূর্ণ বিনয়-গ্রন্থ দেখিতে পান। মঠবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়া ছিলেন যে, মহাসাঙ্ঘিক মতের সহিত মহাযান মতের বিশেষ সাদৃশ্য ও নৈকট্য বিদ্যমান আছে। এখানকার মহাযানগণ স্বকীয় ধর্ম্মমতের পুস্তকগুলি ব্যতীত সর্ব্বাস্তিবাদ এবং সংযুক্তাভিধর্ম্ম-হৃদয়, পরিনির্ব্বাণ, বৈপুল্যসূত্র, অভিধর্ম্ম প্রভৃতি মহাসাঙ্ঘিক মতপোষক গ্রন্থেরও আলোচনা করিতেন।

খৃষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দ হইতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৌদ্ধদর্শন প্রচারিত হইতে থাকে। এই সময়ে গান্ধারবাসী আর্য্য অসঙ্গ ও বসুবন্ধু নামক খ্যাতনামা দুই বৌদ্ধভ্রাতার অভ্যুত্থান হয়।

অসঙ্গ প্রথমে মহীশাসক মতাচারী ছিলেন। ক্রমে তিনি মহাযান-মতে দীক্ষিত হন। খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে প্রচারিত পতঞ্জলি-কৃত যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার মনে যোগের প্রাধান্য উপচিত হয়। তদনুসারে তিনি যোগাচার বা যোগাচার্য্য নামে একটী স্বতন্ত্র মহাযান-শাখার উদ্ভব করিয়া যান। তিনি অযোধ্যা ও মগধে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। রাজগৃহ রাজধানীতে তাঁহার মৃত্যু হয়! তিনি একখানি যোগশাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াংএর মতে অসঙ্গই মহাযান মধ্যে তন্ত্র প্রচার করেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধু বাল্যকালে সঙ্ঘভদ্রনামা কাশ্মীরবাসী জনৈক হীনযানের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে তিনি কাশ্মীর হইতে অযোধ্যায় আইসেন এবং একজন গোঁড়া সর্ব্বাস্তিবাদী হইয়া পড়েন। প্রথমে তিনি স্বীয় ভ্রাতার যোগশাস্ত্রের বিশেষ নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি মহাযানমত অবলম্বনপূর্ব্বক নালন্দা-মঠের আচার্য্য হইয়া কিছু-কাল অবস্থানের পর বৃদ্ধবয়সে নেপালে (মতান্তরে অযোধ্যায়) যাইয়া দেহরক্ষা করেন। তাঁহার অভিধর্ম্মকোষ বৌদ্ধ-দর্শনের একখানি প্রধান গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন তিনি অনেকগুলি মহাযান-গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর পর, আমরা দিঙ্‌নাগ, গুণপ্রভ, স্থির-মতি, সঙ্ঘদাস, বুদ্ধদাস, ধর্ম্মপাল, শীলভদ্র, জয়সেন, চন্দ্র-গোমিন্, চন্দ্রকীর্ত্তি, গুণমতি, বসুমিত্র, যশোমিত্র, ভব্য, বুদ্ধ-পালিত, রবিগুপ্ত প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণের নাম পাই, ইঁহারা মহাযান-সম্প্রদায়ের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। ইঁহাদের রচিত ধর্ম্মশাস্ত্র ও টীকা বৌদ্ধ সমাজের বিশেষ আদরের জিনিস।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দে বৌদ্ধবিজ্ঞানের উন্নতির পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়। ঐ সময়ে উভয় সম্প্রদায় ধর্ম্মচর্চ্চার উপর অধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের শেষভাগে পরিব্রাজক ইৎ-সিং তদীয় ভারত-ভ্রমণ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে মহামতি ধর্ম্মকীর্ত্তি বৌদ্ধধর্ম্ম-সংরক্ষণে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া-ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ হিন্দুদার্শনিক কুমারিল ভট্টের সম-সাময়িক ছিলেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দেই উত্তরদেশীয় বৌদ্ধসমাজে অর্থাৎ মহা-যানদিগের মধ্যে তান্ত্রিকতার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকতার সংমিশ্রণহেতু বৌদ্ধ-সমাজে প্রকৃতি (শক্তি), মাতৃ, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতির উৎসব প্রচলিত হয়। এই স্বর্গীয় মাতৃকাগণ হিন্দু-দেবদেবীর পত্নীরূপে গৃহীত না হইয়া স্বর্গস্থ বোধিসত্ত্বগণের পত্নীরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভৌতিকপ্রক্রিয়া, চক্র, ধারণী প্রভৃতির অনুষ্ঠানেরও অভাব হয় নাই। তাঁহারাও দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ-প্রশমন জন্য মন্ত্রযুক্ত কবচাদি ধারণ করাইতে শিখিয়াছিলেন। অবশেষে ইহাই মন্ত্রযান রূপে পরিকীর্ত্তিত হয়।

আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, এক সময়ে মথুরা, কাবুল, কাশ্মীর, কার্লি, নাসিক, অমরাবতী, উদ্যান, পঞ্জাব, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে মহাযান-ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিলা-ফলক ও বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম প্রভৃতি এখনও তাহা সপ্রমাণ করি-তেছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে কনোজরাজ হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য) মহাযান-মতের পৃষ্ঠপোষক ও হীনযানদিগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। হর্ষচরিতপাঠে জানা যায় যে, তাঁহার বিধবা ভগিনী রাজ্যশ্রী বৌদ্ধভিক্ষুণী হইয়াছিলেন।

এই সময় হইতেই হিন্দুপ্রাধান্যের পুনঃ সূচনা হয়। কর্ণ-

সুবর্ণরাজ শশাঙ্ক ও কাশ্মীররাজ দুর্লভবর্দ্ধনের সময় হইতেই হিন্দুধর্ম্মের ক্রমোন্নতি ও বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হইতে থাকে। ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের মধ্যভাগ হইতেই প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধদিগের অধঃপতন ঘটে।

প্রায় ৬৪০ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে যে মহাযান-মত প্রচারিত হয়, তাহাতেও তান্ত্রিকতার প্রভাব দৃষ্ট হয়। এই তান্ত্রিকতা-পূর্ণ মহাযান মতই 'মন্ত্রযান' নামে পরবর্ত্তী কালে অভিহিত হইয়াছিল। বঙ্গের পালরাজগণ সকলেই এই মন্ত্রযান-মিশ্রিত মহাযানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে সমস্ত বঙ্গ-বেহার এই মন্ত্রযান মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শূন্যবাদ ব্যতীত মহাযানদিগের আর সকল অনুষ্ঠান হিন্দুধর্ম্মের অনুরূপ, সুতরাং এই মতাবলম্বী তান্ত্রিক ও হিন্দু তান্ত্রিকে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। এই কারণ বঙ্গে সেন-রাজগণের অভ্যুদয় ঘটিলে ও তাঁহাদের হিন্দুধর্ম্মানুরাগ প্রকাশিত হইলে সাধারণেও অতি সহজেই তান্ত্রিকপন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। এইরূপে মন্ত্রযান মতাবলম্বী বহুতর বঙ্গবাসী হিন্দুরাজার প্রভাবে হিন্দু তান্ত্রিক বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মগধের নালন্দায় তখনও যে সমস্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ ছিলেন, তাঁহারা মুসলমানের অত্যাচারে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অনেকে নেপালে গিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই মুসলমানের করাল কৃপাণে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে বুদ্ধের জন্মভূমি হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম তিরোহিত হইয়াছিল। নেপালে যাঁহারা আশ্রয় লইলেন, তাহারা আবার কালবশে তান্ত্রিক আচার্য্যগণের শিষ্য হইয়া পড়িলেন, সেই সকল তান্ত্রিক আচার্য্যগণ বজ্রাচার্য্য নামে খ্যাত। ইঁহারা স্ব স্ব প্রাধান্য রক্ষার জন্য যে মত প্রচার করিলেন, তাহাই বজ্রযান নামে খ্যাত। এখনও নেপালে বজ্রযান এবং তিব্বতে কালচক্রযান প্রচলিত রহিয়াছে।

[হীনযান ও বৌদ্ধ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মহাযানদেব (পুং) চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াঙ্গের উপাধি।

মহাযানপরিগ্রাহক (পুং) মহাযান-মতাবলম্বী।

মহাযানপ্রভাস (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

মহাযানসূত্র (ক্লী) মহাযানদিগের কএকখানি সূত্রগ্রন্থভেদ।

মহাযাম (ক্লী) সামভেদ।

মহাযাম্য (পুং) বিষ্ণু।

মহাযুগ (ক্লী) দেবগণের যুগ; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। মানবদিগের এই চারি যুগে দেবগণের এক যুগ। [যুগ দেখ।]

মহাযুত (পুং) অযুতের উর্দ্ধসংখ্যা।

মহাযুধ (পুং) মহান্ আয়ুধো যস্য। শিব।

(ভারত ১৩।১৪৯।১০০)

(ত্রি) ২ মহা আয়ুধযুক্ত।

মহাযোগিন্ (পুং) ১ শ্রেষ্ঠযোগী। ২ বিষ্ণু। ৩ শিব।

মহাযোগেশ্বর (পুং) পিতামহ ও পুলস্ত্য প্রভৃতি ঋষি।

"পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠঃ পুলহস্তথা।
অঙ্গিরাশ্চ ক্রতুশ্চৈব কশ্যপশ্চ মহানৃষিঃ।
এতে…মহাযোগেশ্বরাঃ স্মৃতাঃ॥"(ভারত ১৩।৪৩৯৩ শ্লোক)

পিতামহ, পুলস্ত্য, বসিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরা, ক্রতু ও কশ্যপ, এই সকল ঋষি মহাযোগেশ্বর বলিয়া অভিহিত।

মহাযোগেশ্বরী (স্ত্রী) ১ নাগদমনী, চলিত নাগদনা। ২ দুর্গা।

মহাযোনি (স্ত্রী) যোনিরোগবিশেষ। যোনিদেশ অতিশয় বিবৃত হইলে মহাযোনি কহে। এই রোগ অতিশয় কষ্টকর।

ইহার লক্ষণ—

"দুষ্টৌ বিষ্টভ্য যোন্যাস্যং গর্ভকোষ্ঠঞ্চ মারুতঃ।
কুরুতে বিবৃতাং স্রস্তাং বাতিকীমিব দুঃখিতাম্।
উৎসন্নমাংসাং তামাহুর্ম্মহাযোনিং মহারুজাম্॥"

(বাভট উত্তরত০ ৩৩ অ০) [যোনিরোগ দেখ।]

মহাযৌধাজয় (স্ত্রী) সামভেদ।

মহায্য (ত্রি) পূজ্য। (ঋক্ ৮।৫৯।৮)

মহারক্ষস্ (ক্লী) ভীষণ রাক্ষস।

মহারক্ষা (স্ত্রী) বৌদ্ধ-কুলদেবীভেদ। মহাপ্রতিসরা, মহামায়ুরী, মহাসহস্রপ্রমর্দ্দিনী, মহাশীতবতী ও মহামন্ত্রানুসারিণী, এই পঞ্চ মহারক্ষা।

মহারক্ষিত (পুং) বৌদ্ধ-আচার্য্যভেদ।

মহারক্ত (ক্লী) প্রবাল। (বৈদ্যকনি০)

মহারজত (ক্লী) মহচ্চ তৎ রজতঞ্চেতি। সুবর্ণ। (রাজনি০)

"মহারজতসঙ্কাশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।" (মার্ক০পু০ ৬০।৪)

২ ধুস্তূর, ধুতুরা। ৩ বৃহদ্ রৌপ্য।

মহারজন (ক্লী) রজ্যতেঽনেনেতি রঞ্জ করণে ল্যুট্ (অনিন্দিত-মিতি। পা ৬।৪।২৪ ইত্যত্র 'রজকরজনরজঃসূপসংখ্যানং কর্ত্তব্যং' ইতি কাশিকোক্ত্যা ন লোপঃ, মহচ্চ তৎ রজনঞ্চেতি কর্ম্মধা০। ১ কুসুম্ভপুষ্প। ২ স্বর্ণ। (মেদিনী)

মহারণ (পুং) মহাযুদ্ধ।

মহারণ্য (ক্লী) মহৎ অরণ্যং। বৃহদ্বন, পর্য্যায়—অরণ্যানী, কান্তার। (মেদিনী)

"প্রবিশ্য তু মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমাত্মবান্।
রামো দদর্শ দুর্দ্ধর্ষস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্॥" (রামায়ণ ৩।১।১)

মহারতিবল্লভমোদক (পুং) মোদকৌষধিবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৫ পল, ঘৃত ৪ পল, শর্করা ১৬ পল, শতাবরীরস ৩২ পল, দুগ্ধ ৩২ পল, সিদ্ধিরস বা তাহার কাথ ৩২ পল, ছাগদুগ্ধ ৩২ পল, প্রক্ষেপার্থ আমলকী, জীরক, কৃষ্ণজীরক, মুস্তক, গুড়ত্বক্, এলা, তেজপত্র, নাগকেশর, বানরীবীজ (আলকুশীর বীজ), গোরক্ষতণ্ডুলা, তালামূল, কেশরাজ, শৃঙ্গাটক, ত্রিকটু, ধান্তক, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পিণ্ডীখর্জ্জুর, কোকিলাক্ষবীজ, কটুকী, যষ্টিমধু, কুষ্ঠ, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী, বন-যমানী, জীবন্তী ও গজপিপ্পলী এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, পরে যথাবিধানে এই মোদক প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে মধু ২ পল এবং মৃগমদ ও কর্পূরচূর্ণ দ্বারা ইহা অধিবাসিত করিবে। এই মোদক সেবন করিলে রক্তপিত্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগের শান্তি এবং বল, বীর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° বাজীকরণাধি°)

মহারত্ন (ক্লী) মহচ্চ তৎ রত্নঞ্চেতি। মুক্তাদি নবরত্ন, মৌক্তিক, হীরক, বৈদূর্য্য, পদ্মরাগ, গোমেদ, পুষ্পরাগ, মরকত, প্রবাল ও নীলরত্ন এই নববিধ রত্ন মহারত্ন।

মহারত্নপ্রতিমণ্ডিত (পুং) কল্পভেদ।

মহারত্নময় (ত্রি) মহার্ঘ্য-রত্নবিশিষ্ট।

মহারত্নবৎ (ত্রি) মহার্ঘ্য রত্নসম্পন্ন।

মহারত্নবর্ষা (ত্রি) তান্ত্রিকদেবীভেদ।

মহারথ (পুং) রমন্তে লোকা যস্মিন্নিতি রম (হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ কৃথন্। উণ্ ২।২) ইতি কৃথন্, মহাংশ্চাসৌ রথশ্চেতি। ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১২১) মহান্ রথোঽস্য। ২ অযুতধন্বীর সহিত অস্ত্রশস্ত্রনিপুণ যোদ্ধা।

"একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্।
অস্ত্রশস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥" (গীতাটীকায় স্বামী)

যিনি একাকী দশহাজার ধনুর্দ্ধারীর সহিত যুদ্ধ করিতে নিপুণ তাহাকে মহারথ কহে। মহান্ রথঃ। ৩ বৃহদ্ রথ। (ভারত ৩।৪২।১৭) ৪ রাজবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১২৮।২৬)

মহারথত্ব (ক্লী) মহারথস্য ভাবঃ ত্ব। মহারথের ভাব বা ধর্ম্ম, মহারথের কার্য্য।

মহারথ্যা (স্ত্রী) রাজপথ। প্রশস্ত রাস্তা।

মহারম্ভ (ক্লী) মহান্ আরম্ভো প্রস্তুতকরণে যত্নো যস্য। গড় লবণ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ মহারম্ভবিশিষ্ট।

"স্বাজীব্যো ভূগুণৈর্যুক্তঃ স্বারূপঃ পর্ব্বতাশ্রয়ঃ।
শূদ্রকারুবণিক্প্রায়ো মহারম্ভকৃষীবলঃ॥" (কামন্দকী ৪।৫৪)

মহারব (পুং) মহান্ রবো যস্য। ভেক। (বৈদ্যকনি°)

মহারশ্মিজালাবভাসগর্ভ (পুং) বোধিসত্বভেদ।

মহারস (ক্লী) মহান্ অধিকো রসোঽস্য রুচিপ্রদত্বাৎ তথাত্বং। ১ কাঞ্জিক। (জটাধর) (ত্রি) ২ মহারসবিশিষ্ট। (পুং) ৩ খর্জ্জুর। ৪ কোষকার। ৫ কশেরু। (মেদিনী) ৬ ইক্ষু। (জটাধর) মহান্ রসঃ ধাতুদ্রবঃ। ৭ পারদ। ৮ কান্তলৌহ। ৯ হিঙ্গুল। ১০ স্বর্ণমাক্ষিক। ১১ অভ্রক। ১২ রৌপ্যমাক্ষিক।

"পারদো রসধাতুশ্চ রসেন্দ্রশ্চ মহারসঃ।" (ভাবপ্র°)

১৮ জম্বুবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

মহারসবৎ (ত্রি) ১উৎকৃষ্ট আস্বাদবিশিষ্ট। (পুং) ২ খাদ্যবিশেষ।

মহারসশার্দ্দূল (পুং) রসৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—শোধিত অভ্র, তাম্র, স্বর্ণ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগা, যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই সকল প্রত্যেকে ৮ তোলা; দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, জৈত্রী, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালিশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও রসাঞ্জন, প্রত্যেকে ৪ তোলা; পান ও গীমায় সাত বার ভাবনা দিয়া পরে ইহাতে মরিচ ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে। ইহার অনুপান ও মাত্রা দোষের বলাবল অনুসারে চিকিৎসক স্থির করিবেন। এই ঔষধসেবনে বিবিধ সূতিকারোগ, জ্বর, দাহ, বমি, ভ্রম, অতীসার, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ সূতিকারোগাধিকার)

মহারসাষ্টক (ক্লী) মহারসানাং অষ্টকম্। অষ্টধাতুবিশেষ, যথা পারদ, অভ্রক, হিঙ্গুল, বৈক্রান্ত, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, শঙ্খ ও কান্তলৌহ এই অষ্ট ধাতু।

"দরদঃ পারদঃ সস্তো বৈক্রান্তং কান্তমভ্রকম্।
মাক্ষিকং বিমলঞ্চেতি স্যুরেতেঽষ্টৌ মহারসাঃ॥"(রাজনি°)

মহারসোনপিণ্ড (ক্লী) আমবাতরোগে সেবনীয় ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী:—রসোন ১০০ পল, তুষরহিত তিলকণা ৫০ পল, গব্য দুগ্ধ ১৬ সের তক্রের সহিত পিষিয়া, তাহাতে ত্রিকটু, ধনিয়া, চই, চিতামূল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও পিপুলমূল, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, চিনি ৮ পল, মরিচ ৮ পল, কুড় ৪ পল, কৃষ্ণ জীরা ৪ পল, মধু ৪ পল, আদা ৪ পল, ঘৃত ৮ পল, তিলতৈল ৮ পল, শুক্ত ১০ পল, শ্বেত সর্ষপ ৪ পল, রাইসর্ষপ ৪ পল, হিঙ্গু দুই তোলা ও পঞ্চ লবণ প্রত্যেকে ২ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রোত্তাপে শুকাইয়া লইয়া ঘৃতের কুম্ভে স্থাপনপূর্ব্বক ১২ দিন কাল ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। প্রাতঃকালে শরীরের বলানুসারে যথাযোগ্যমাত্রায় সেবন করা কর্ত্তব্য। অনুপান সুরা, সৌবীরক, সীধু বা দুগ্ধ; দধি ও পিষ্টক

ভিন্ন যাহা জীর্ণ করিতে পারে, তাহাই খাওয়া উচিত। এক মাসকাল এই মহৌষধ সেবন করিলে বাতজ, কফজ ও পিত্তজ নানা প্রকার ব্যাধি অর্থাৎ প্রমেহ, অর্শ, গুল্ম, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বয়থু, যোনিশূল প্রভৃতি দূর হয়। ইহা ভগ্নাস্থিসন্ধানকর ও আমবাত-কুলান্তক।

মহারাজ (পুং) মহাংশ্চাসৌ রাজা প্রভাববিশেষবানিতি। ১ পূর্ব্বজিনবিশেষ। মহত্যা দীপ্ত্যা রাজতে অঙ্গুলিষু শোভতে ইতি রাজ-অচ্। ২ নখ। (হেম) মহান্ রাজা, (রাজাহঃ-সখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি সমাসান্তষ্টচ্। ৩ শ্রেষ্ঠরাজা। সমগ্র রাজোচিত গুণসম্পন্ন, সম্রাট্, প্রধান রাজা।

"অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ! বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥"
(ভারত উদ্যোগপ০)

৪ পশ্চিমাঞ্চলস্থ ইতর সাধারণ তাহাদের সাম্প্রদায়িক গুরুকে মহারাজ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকে। ৫ রুদ্র-সম্প্রদায়ী, বল্লভাচারী ও গোকুলস্থ গোঁসাই প্রভৃতি হিন্দু-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শিষ্যমণ্ডলী কর্তৃক 'মহারাজ' উপাধিতে সম্মানিত হইয়া থাকেন। মথুরা, বৃন্দাবন, গুজরাত, মালব, বোম্বাই, উদয়পুর ও তন্নিকটস্থ শ্রীজীগ্রামে আচার্য্য মহারাজদিগের বাস আছে। এই সকল স্থানের মহারাজদিগের মধ্যে শ্রীজীর মহারাজই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাঁরা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী, শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল-মূর্ত্তির উপাসক।

এই সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ কখন কখন তাঁহাদের দীক্ষাগুরু মহারাজকে পূজা করিবার মানসে গৃহে আহ্বান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা ও হোলী পর্ব্বে প্রায়ই মহারাজ দোলায় দুলিতে দুলিতে শিষ্যাণীদিগের গাত্রে ফাগ ছুড়িয়া মারেন।

বল্লভাচারী সাম্প্রদায়িকের মতে মহারাজগণ সকল শিষ্যাণীর পতিস্বরূপ। পূর্ব্বে উৎসবের সময় রমণীগণ মহারাজের গৃহে উপস্থিত হইত। অনেক রমণী এইরূপে গুরুর কুহকে পড়িয়া কুললজ্জা হারাইত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বল্লভাচারীগণ একটী সভা করিয়া গুরুসকাশে স্বীয় কুলবতী ভার্য্যা প্রেরণের একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ঐ সময়ে সম্ভবতঃ মহারাজগণ দেবমন্দিরাদিতে পূজাকর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহারাজের চরিত্রে দোষারোপ করিয়া ঐরূপ দুর্ঘটনা-মূলক একটী মকদ্দমার সূত্রপাত হয়। উক্ত বর্ষে সর্ জোসেফ আর্নলডের বিচারে যদুনাথজী ব্রজরতনজী মহারাজের মকদ্দমার নিষ্পত্তিকালে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের কিচ্ছা বাহির হইয়া পড়ে। [বল্লভাচার্য্য দেখ।]

মহারাজ, সহ্যাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা০ ৩৪।২৫)

মহারাজক (পুং) রাজতে ইতি রাজ-বুন্, মহাংশ্চাসৌ রাজকশ্চেতি। মহারাজিকগণ। (অমরটীকায় রামাশ্রম)

মহারাজগঞ্জ, বাঙ্গালার সারণ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ছাপ্রা হইতে ১২৷৷০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৬´৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°২´৩৬´´ পূঃ। রাবেলগঞ্জের ন্যায় এখানেও বিস্তৃত বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

মহারাজগঞ্জ, পাটনা জেলার অন্তগত একটা নগর। এখানে পাটনা, গয়া ও সাহাবাদ জেলার যাবতীয় শস্য বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। পাটনা নগরের ইহাই বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া উক্ত।

মহারাজগঞ্জ, যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। তালপুর, বিনায়কপুর ও হাবেলী পরগণার কতকাংশ লইয়া এই উপবিভাগ সংগঠিত। উক্ত তরাই (পার্ব্বত্য) প্রদেশে একমাত্র গোর্খা, নেপালী ও থারু জাতির বাস দেখা যায়।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং মহারাজগঞ্জ তহসীলের বিচার-সদর। এ স্থানের স্বাস্থ্য ভাল নহে। বর্ষাঋতুতে তরাইপ্রদেশ জলসিক্ত হইয়া এরূপ রোগের আকর হইয়া পড়ে যে, পর্ব্বতবাসী গোর্খা জাতি ভিন্ন তথায় অন্য কোন লোক বাস করিতে পারে না। এখানকার তহসীলী কাছারী এরূপ সুদৃঢ় ভাবে প্রস্তুত যে, শত্রুপক্ষ সেনাদল লইয়া লুণ্ঠন করিতে আসিলেও আত্মরক্ষায় সমর্থ।

মহারাজগঞ্জ, অযোধ্যা প্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

মহারাজচূত (পুং) মহতা মিষ্টাদিগুণেন রাজতে আদ্রিয়তে ইত্যচ্, ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। উত্তমাম্র, পর্য্যায়,—মহারাজাম্রক, স্থূলাম্র, মন্মথানন্দ, কন্দ, নীলকপিত্থক, কামায়ুধ, কামফল, রাজপুত্র, নৃপাত্মজ, মহারাজফল, কাম, মহাচূত। ইহার কোমলগুণ—কটু, অম্ল, পিত্ত ও দাহবর্দ্ধক। পক্বগুণ—স্বাদু, মধুর, পুষ্টি, বীর্য্য ও বলপ্রদ। (রাজনি°)

মহারাজদ্রুম (পুং) মহারাজোঽতিশ্রেষ্ঠো দ্রুমঃ। আরগ্বধ বৃক্ষ, চলিত বড় সোণালুগাছ। (রাজনি°)

মহারাজনগর, অযোধ্যা-প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। লাহারপুর হইতে খেরী যাইবার পথে, সীতাপুর নগর হইতে ৮ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। মুসলমান-রাজগণের অধিকারকালে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইহা ইস্‌লামপুর নামেই খ্যাত ছিল। তৎপরে রাজা তেজ-সিংহ নামা জনৈক গৌড়ীয় রাজপুত এই নগর অধিকারপূর্ব্বক

মহারাজপুর নামে ঘোষণা করেন। এখনও গৌড়ীয়গণ এখানকার ভূম্যাদি অধিকার করিতেছে।

মহারাজনগর, মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চরখাড়ি সামন্ত রাজ্যের একটী নগর।

মহারাজনৃপতিবল্লভরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—কান্তলৌহ ৬ তোলা, অভ্র, তাম্র, মুক্তা, ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ, রৌপ্য, সোহাগা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গজপিপ্পলী, দন্তমূল, মরিচ, তেজপত্র, যমানী, বালা, মুতা, শুঁঠ, ধনে, সৈন্ধবলবণ, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, চিতা, বিষ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে ১ তোলা, তেউড়ী চূর্ণ ২ তোলা,লবঙ্গ, জায়ফল, জৈত্রী, দারুচিনি প্রত্যেকে ৪ তোলা, সমুদয় চূর্ণের অর্দ্ধেক বিট্‌লবণ এবং সকলের সমান এলাচ মিশাইয়া ছাগদুগ্ধে ৭ বার ও টাবা লেবুর রসে সাতবার ভাবনা দিয়া ১০ রতি প্রমাণ বটী করিয়া ছায়ায় শুকাইতে হইবে। এই ঔষধসেবনে মন্দাগ্নি, সংগ্রহণী, আম, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি, পাণ্ডু, ছর্দ্দি, অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ, গুল্ম, উদরী, ভগন্দর, অর্শ, পিত্তরোগ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

অন্যবিধ—ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—মাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, রজত, স্বর্ণ, সোহাগা, শুঁঠ, তাম্র, পিপুলমূল, দারুচিনি, যমানী, সৈন্ধব-লবণ, বালা, মুতা, ধনে, গন্ধক, পারা, কর্পূর, ও কাঁকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেকে এক এক মাষা ; হিঙ্গু ২ মাষা, মরিচ ৪ মাষা, জৈত্রী, লবঙ্গ ও তেজপাতা, প্রত্যেকে ১ তোলা, নাভিশঙ্খ, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, বিষ ২ মাষা, ছোট এলাচ ১২ তোলা ৩ মাষা, বিট্‌লবণ ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ৪ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে আনাহ, গ্রহণী এবং পূর্ব্বোক্ত রোগ সকল আশু নিরাকৃত হয়।

(রসেন্দ্রসারস° গ্রহণীরোগাধি°)

মহারাজপুর, মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম; নর্ম্মদা ও বঞ্জরা নদীর সঙ্গমস্থলে মণ্ডলা-নগরের অপর পার্শ্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°২৪´ পূঃ। পূর্ব্বে এই স্থান ব্রহ্মপুত্র নামে খ্যাত ছিল। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজা মহারাজ শাহ স্বনামে এই গ্রাম স্থাপন করেন। প্রতি বৎসর এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

মহারাজপুর, বাঙ্গালার সাঁওতাল পরগণার রাজমহল উপ-বিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৫°১১´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°৪৭´ পূঃ। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর একটী ষ্টেসন আছে।

মহারাজপুর, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৬°২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫´ পূঃ। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৯ শে ডিসেম্বর ইংরাজ-সেনানী সর্ হিউগাফ এখানে মহারাষ্ট্রদিগকে পরাভূত করেন। মহারাষ্ট্রগণ রণক্ষেত্রে ৫৬টী কামান ও বারুদ এবং গোলাগুলি পরিত্যাগ করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই যুদ্ধের বিজয়কীর্ত্তি ঘোষণার জন্য ঐ সকল কামানের ধাতু হইতে কলিকাতায় একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

মহারাজপ্রসারিণীতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৬৮ সের, কাথার্থ গন্ধভাদুলিয়া ৩০০ পল, পীতঝাঁটী ২০০ পল, অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, শতমূলী, রাস্না,পুনর্ণবা, কেয়ামূল এবং দশমূলের প্রত্যেক দ্রব্য ও পালিধার ছাল এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ১০০ পল, দেবদারু ৫০ পল, শিরীষছাল ৫০ পল, লাক্ষা ২৫ পল, লোধ ২৫ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৮৪০০ সের জলে পাক করিয়া ১২৮ সের থাকিতে নামাইবে। পরে ইহাতে কাঁজি ৬৪ সের (যদিও কাঁজির পরিমাণ ২৭ আঢ়ক লিখিত আছে, তথাপি ইহার ৬৪ সের মাত্র দেওয়া রীতি, নতুবা তৈলে কেবল কাঁজির গন্ধই অনুভূত হয়,) দুগ্ধ ৪০ সের, দধি ৪০ সের, দধির মাত ১৬ সের, ইক্ষুরস ৩২ সের, ছাগমাংস ৩০০ পল, পাকার্থ জল ১৮০ সের, শেষ ৬৮ সের, মঞ্জিষ্ঠা ৬০ পল, জল ৬০ সের, শেষ ১৫ সের প্রথমে এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। পরে আবার ইহাতে কল্কের জন্য ভেলার মুটী, (ইহা অসহ্য হইলে রক্তচন্দন দেওয়া ব্যবস্থা,) পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের ৬ পল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, সরলকাষ্ঠ, শুল্‌ফা, কাকড়াশৃঙ্গী, বচ, চোরখড়িকা, শটী, মুতা, নাগরমুতা, পদ্মপুষ্প, সুঁদি, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, পুনর্ণবা, দশমূল, চাকন্দমূল, রসাঞ্জন, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা ও জীবনীয়গণ ইহাদের প্রত্যেকে ২ পল, প্রথমে এই সকল কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিবে। লবঙ্গ, গন্ধবোল, তেজপত্র, ধুনা, শৈলজ, প্রিয়ঙ্গু, বেণামূল, মউরী, জটামাংসী, দেবদারু, লবণখোটি (চলিত লোবান), নালুকা, কাঠখোটি, ছোট এলাচি, কন্দুরখোটী, মুরামাংসী, ত্রিবিধ নখী, (এক প্রকার ডুমুর পত্রের ন্যায়, দ্বিতীয় উৎপল সদৃশ, তৃতীয় অশ্বখুরবৎ), গুড়ত্বক্, তেজপত্র, চই, খাটাশী, চাঁপার কলি, দনাফুল, রেণুক, চোর কাঁকলী ও ঝাঁটী, ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল এই সকল কল্ক ও গন্ধোদকের সহিত দ্বিতীয় বার পাক করিতে হইবে। গন্ধোদকসাধনের নিয়ম,—তেজপত্র, পত্রক, বেণার মূল, মুথা, বালামূল, প্রত্যেকে ২৫ পল, কুড় ১২।০ পল, জল ১০০

শত সের শেষ ৫০ সের, এই গন্ধ জলের সহিত উপরি লিখিত দ্বিতীয় পাক হইবে।

পুনর্ব্বার এই গন্ধজল ও চন্দন জলের সহিত পশ্চাল্লিখিত কল্ক পাক করিতে হইবে। চন্দনাম্বু প্রস্তুত করিবার নিয়ম,— চন্দন ৫০ পল, ৫০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইলেও হয়। অথবা ঘৃষ্ট চন্দনজলে মিশ্রিত করিয়া লইলেও চলিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত গন্ধজল ৫০ সের ও এই চন্দনজল ২৫ সেরের সহিত নাগেশ্বর, কুড়, গুড়ত্বক্, কালিয়াকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, গেঁটেলা, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কাঁকলা, জয়িত্রী, জায়ফল, এলাইচ ও নখ, ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল, মৃগনাভি ৬ পল, কর্পূর ১।৷০ পল, এই সকল দ্রব্য তৈলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। পশ্চাৎ মৃগনাভি ৬ পল ও কর্পূর ১।৷০ পল প্রক্ষেপ দিবে।

মহারাজ-প্রসারিণী তৈলে যে কাঁজি দিবার বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা এই নিম্নোক্ত শুক্ত লক্ষ্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট। শুক্ত প্রস্তুতপ্রণালীর নিয়ম—অন্নমণ্ড ৪ সের, কাঁজি ৮০ সের, দধি ২ সের, গুড় ২ সের, অম্লমূলক (কাঁজির অধঃস্থিত অন্ন) ১ সের, আদা ২ সের, পিপুল, জীরা, সৈন্ধব, হরিদ্রা ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতভাণ্ড মধ্যে ৮ দিন রাখিতে হইবে। পরে ইহার সহিত গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাকে শুক্ত কহে।

এই শুক্ত দিয়াই তৈল পাক করিবে। বিশেষ অভিজ্ঞ বৈদ্য অতিশয় যত্নসহকারে এবং শুচি হইয়া এই তৈলপাক প্রস্তুত করিবেন। এই মহারাজপ্রসারিণীতৈল রাজসেব্য। ইহার শক্তি ও অন্যান্য প্রসারিণীতৈল অপেক্ষা অত্যধিক প্রবল। ইহা মর্দ্দনে সকল প্রকার বাতব্যাধি একেবারে নিরাকৃত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধিরোগাধি°)

মহারাজবটী (স্ত্রী) বটিকৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—পারা, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেকে ২তোলা; বৃদ্ধদারক, বঙ্গ, লৌহ প্রত্যেকে ১ তোলা; স্বর্ণ, কর্পূর ও তাম্র প্রত্যেকে ৮ তোলা; গাঁজা, শতমূলী, শ্বেতধূপ, লবঙ্গ, তালমাখনা, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, তালমূলী, শুকশিম্বী, জাতিফল, জৈত্রী, বেড়েলা, ও গোরক্ষচাকুলা প্রত্যেকে ২ মাষা, তালমূলীর রসে পেষণ করিবে। পরে যথাবিধানে ইহা প্রস্তুত করিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার অনুপান মধু। এই ঔষধ-সেবনে সর্ব্ববিধ ধাতুস্থ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক জ্বর, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, কামলা, প্রমেহ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়। ইহা বল ও পুষ্টিকর। এই ঔষধ সেবন করিয়া নিত্য স্ত্রী-সংসর্গ করিলে শুক্র ও বলের হ্রাস হয় না। ইহা রাজসেবনযোগ্য বলিয়া ইহার নাম মহারাজবটী হইয়াছে। (রসেন্দ্রসারস° জ্বররোগাধি°)

মহারাজিক (পুং) মহতী রাজিঃ পঙ্ক্তিরস্য (শেষাদ্বিভাষা। পা ৫।৪।১৫৪) ইতি কপ্। গণদেবতা বিশেষ, এই গণের সংখ্যা দুই শত কুড়ি। (অমর ১।১।১০) মতান্তরে ২৩৬ জন।

মহারাজোপচার (পুং) মহারাজার্থ উপচারঃ, মহারাজানামুপচারো বা। রাজার্হপূজোপকরণ, মহারাজের উপযুক্ত পূজাসামগ্রী, চামর, ছত্র ও পাদুকা প্রভৃতি।

"ততশ্চ চামরচ্ছত্রপাদুকাদীন্ পরানপি।
মহারাজোপচারাংশ্চ দত্ত্বাদর্শং প্রদর্শয়েৎ॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

দেবপূজা স্থলে মহারাজোচিত উপচার সামগ্রী দিয়া পূজা করিতে হয়। দেবতাকে ঐ সকল উপচার প্রদানে অশেষ পুণ্যলাভ হয়।

হরিভক্তিবিলাসের অষ্টম বিলাসে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

মহারাজ্ঞী (স্ত্রী) ২ দুর্গা।

মহারাজ্য (ক্লী) শ্রেষ্ঠ রাজ্য, বিপুল রাজ্য, সাম্রাজ্য।

মহারাণা, উদয়পুর বা চিতোর-রাজবংশের উপাধি।

[মেবার, চিতোর ও উদয়পুর দেখ]

মহারাত্র (ক্লী) দ্বিপ্রহর রাত্রি।

মহারাত্রি (স্ত্রী) মহত্যাং প্রলয়াবস্থায়াং রাতি আত্মস্বরূপং দদাতি সুপ্তশক্ত্যা সর্ব্বান্ জীবান্ আত্মরূপেণ অবস্থাপয়তি ত্রায়তে পঞ্চপর্ব্বলক্ষণায়া অবিদ্যায়াঃ সকাশাৎ রক্ষতীতি ত্রৈ-ই। ব্রহ্মলয়োপলক্ষিতা মহাপ্রলয়-রাত্রি। (চণ্ডীটীকা নাগোজীভট্ট) মহত ঈশ্বরস্য রাত্রিঃ। ২ ব্রহ্মমরণোপলক্ষিতা রাত্রি, ব্রহ্মার লয় হইলে যখন মহাকল্প হয়, তাহাকে মহারাত্রি কহে।

"ব্রহ্মণশ্চ নিপাতে চ মহাকল্পো ভবেন্নৃপ।
প্রকীর্ত্তিতা মহারাত্রিঃ সা এব চ পুরাতনৈঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫ অ°)

৩ দুর্গা। (মার্কণ্ডেয়পু° ৮১।২০) ৪ তন্ত্রমতে অর্দ্ধরাত্রের পর মুহূর্ত্তদ্বয়ের নাম মহারাত্রি, এই কাল অতি পুণ্যকাল। এই কালে যাহা কিছু দানাদি করা যায়, তাহা অক্ষয় হয়।

"অর্দ্ধরাত্রাৎ পরং যচ্চ মুহূর্ত্তদ্বয়মুচ্যতে।
সা মহারাত্রিরুদ্দিতা তদ্দত্তমক্ষয়ং ভবেৎ॥" (তন্ত্রশাস্ত্র)

৫ আশ্বিনের শুক্লাষ্টমী, দুর্গাষ্টমী, নবরাত্র।

"শুক্লাষ্টমী চাশ্বিনস্য নবরাত্রং তু তত্র বৈ।
মহারাত্রির্মহেশানি কালরাত্রিং শৃণু প্রিয়ে॥" (শক্তিসঙ্গমতন্ত্র)

মহারাম, আসাম-প্রদেশের খাসিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দারগণ সিয়েম নামে খ্যাত। রাজা উকিসেন সিংহ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখানকার অধিবাসিগণ খনিজ লৌহ হইতে অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিতে জানে।

২ উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত অপর একটী সামন্তরাজ্য। আয় ১০৪০ টাকা। সর্দ্দার সিয়েম অন্দর সিংহ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। এই পর্ব্বতভাগে নানা প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মহারামায়ণ (স্ত্রী) বৃহৎ রামায়ণ। [রামায়ণ দেখ।]

মহারাবল, রাজপুতানার জয়শালমীর ও দুঙ্গরপুর রাজবংশের উপাধি। [মারবাড়, জয়পুর, যোধপুর দেখ।]

মহারাষ্ট্র, ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিমান্তর্বর্ত্তী এক বিস্তীর্ণ জনপদ। ইহার উত্তরদিকে সুরাতপ্রদেশ ও সাতপুরা গিরিশ্রেণী, পশ্চিমে আরব সমুদ্র, দক্ষিণদিকে কর্ণাট প্রদেশ ও পূর্ব্বদিকে গোণ্ডবন ও তৈলিঙ্গ। পূর্ব্বদিকের সীমা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয়, গঙ্গা ও ওয়ার্দ্ধা (বরদা) নদী, মাণিকদুর্গ, মাহুর নগর, নান্দেড়, বিদর ও তালিকোট নগর মহারাষ্ট্রদেশের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত। কৃষ্ণা ও মালপ্রভা নদী এবং বেলগাঁও জিলার দক্ষিণাংশ ও সদাশিবগড় (করবাড়) এই দেশের দক্ষিণসীমারূপে পরিগণিত। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী যে ভূমিখণ্ডকে দেশীয় ভাষায় "দক্ষিণ মহারাষ্ট্র" বলে, ইংরাজ ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ডফ সাহেব তাহা মহারাষ্ট্রদেশের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে ঐ প্রদেশ মহারাষ্ট্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত। এই বিশাল দেশের পরিমাণ প্রায় একলক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র বর্গ মাইল। এই দেশের লোকসংখ্যা প্রায় তিন কোটি। মহারাষ্ট্রদেশ সাধারণতঃ পর্ব্বতবহুল ও অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর। এখানকার জলবায়ু ভারতবর্ষের অনেক স্থানের জলবায়ুর অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।

সহ্যপর্ব্বত মহারাষ্ট্রদেশকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বাঞ্চলের নাম 'দেশ' ও পশ্চিম অংশের নাম 'কোঙ্কণ'। এই শেষোক্ত প্রদেশের দৈর্ঘ্য উত্তরে দমনগঙ্গা হইতে দক্ষিণে সদাশিবগড় পর্য্যন্ত প্রায় ৪শত মাইল। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা আয়ত অংশের বিস্তার প্রায় ৫০ মাইল। এই প্রদেশ অতিশয় বন্ধুর, অনুর্ব্বর ও গিরিকাননাদিতে পরিপূর্ণ। কোঙ্কণের যে অংশ পশ্চিমঘাট-গিরিমালার সানুদেশে অবস্থিত, তাহাকে "কোঙ্কণ-ঘাটমাথা" বলে। ঘাটমাথার পাদদেশস্থিত ভূমিভাগ দেশীয় ভাষায় 'তল-কোঙ্কণ' বা নিম্ন কোঙ্কণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোঙ্কণের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ সরলহৃদয়, কষ্টসহিষ্ণু, উদ্যমশীল, মৃগয়াপ্রিয় ও শান্তপ্রকৃতি। [এই প্রদেশের বিস্তারিত বিবরণ কোঙ্কণ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

কোঙ্কণের পূর্ব্বদিকে পশ্চিমঘাট-পর্ব্বতশ্রেণী বিশাল দেহ উন্নত করিয়া প্রাচীরাকারে অবস্থিত। এই পর্ব্বতের দৃশ্য অতি গম্ভীর, অতি ভয়ানক ও অনির্ব্বচনীয় সুন্দর। কোথাও ওষধিভূয়িষ্ঠ শৈলশ্রেণী, কোথাও সপ্তমাসব্যাপিনী বর্ষা ও ঝটিকার দ্বারা প্রপীড়িত, কোনও স্থান বন্যজন্তুর ভীষণ গর্জ্জনে নিয়ত প্রতিধ্বনিত। এই প্রাচীরবৎ শৈলশ্রেণীর স্থানে স্থানে মনুষ্যগণের গমনাগমনের জন্য কয়েকটি অতি সঙ্কীর্ণ পথ আছে। এই সকল পথকে "ঘাট" বলে। এই সকল পার্ব্বত্য-পথ অতীব বিঘ্নসঙ্কুল ও দুরারোহ। স্থানীয় লোক ভিন্ন অপর কেহ এই পথে বিচরণ করিতে পারে না। এই সঙ্কটময় পথ অতিক্রম করিয়া সহ্যাদ্রির সানুদেশে উপস্থিত হইলে শৈলশৃঙ্গনিকরে পরিবেষ্টিত বহু জনপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লিগ্রাম পরিদৃষ্ট হয়। এই পল্লিনিচয়সমন্বিত ভূমিখণ্ডকে কোঙ্কণ-ঘাটমাথা বলে। ইহারই এক অংশ "মাবল" নামে কথিত। মহাত্মা শিবাজীর মাবলী সৈন্যগণ এই প্রদেশ হইতেই সংগৃহীত হইত। ঘাটমাথার পরিসর কোনও স্থানেই ২০।২৫ মাইলের অধিক নহে। এই প্রদেশের অধিকাংশ বন্ধুর, অরণ্যময় ও হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ। বর্ষাকালে এই প্রদেশ অতীব ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে ও বৎসরের অধিকাংশ সময়েই কুজ্ঝটিকায় আবৃত থাকে। এখানকার গিরিশিখরমালা এরূপভাবে অবস্থিত যে, স্বল্পায়াসেই সেগুলিকে অতি দুর্ভেদ্যদুর্গে পরিণত করিতে পারা যায়। ঘাটমাথার শিখরাবলীতে অদ্যাপি ছত্রপতি শিবাজীর নির্ম্মিত সিংহগড়, রায়গড় প্রভৃতি শতাধিক দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্বভাবতঃ সুদৃঢ় প্রদেশ পৃথিবীর মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রদেশের লোকেরা যে স্বভাবতঃ মৃগয়াকুশল, লক্ষ্যবেধে নিপুণ, বলশালী, সাহসসম্পন্ন ও ধর্ম্মে গভীর বিশ্বাসযুক্ত, একথা বলাই বাহুল্য।

কোঙ্কণ-ঘাটমাথা হইতে অবতরণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ শৈলবিরল, নদনদীসমন্বিত, সুবিশাল অপেক্ষাকৃত সমতলক্ষেত্রে উপনীত হওয়া যায়। এই প্রদেশকে মহারাষ্ট্রীয়গণ 'দেশ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। দেশ বা পূর্ব্ব মহারাষ্ট্রদেশ কোঙ্কণের ন্যায় অনুর্ব্বর নহে। তাপ্তী, গোদাবরী ও কৃষ্ণানদী এবং বেণগঙ্গা, নীরা, ভীমা, মঞ্জিরা

প্রভৃতি উপনদীসমূহ পূর্ব্ব-মহারাষ্ট্রদেশের অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরতা-বিধান করিয়াছে, তথাপি বর্ষা ভিন্ন অপর কালে ঐ প্রদেশের অধিকাংশ ভূমি মরুবৎ উদ্ভিজ্জশূন্য থাকে। এই অঞ্চলে শীত, গ্রীষ্ম ও ঝঞ্ঝাবাতের প্রকোপও অপেক্ষাকৃত অল্প। ধান্য, গোধূম, জোয়ারি ও বাজরী এদেশের প্রধান শস্য। ইক্ষু, কার্পাস, চীনাবাদাম ও তামাক এখানকার প্রধান কৃষি ও পণ্য।

পূর্ব্ব-মহারাষ্ট্রপ্রদেশও একেবারে পর্ব্বতশূন্য নহে। "চান্দোর গিরিশ্রেণী" "আহ্মদনগর শৈলমালা" "শম্ভুশিখরাবলী" ও পুণার দক্ষিণস্থিত শৈলপংক্তি চারিটি সুদৃঢ় প্রাকারের ন্যায় মহারাষ্ট্রদেশের দুর্ভেদ্যতা সম্পাদন করিতেছে। এই প্রদেশ দশটি জেলায় বিভক্ত। গোদাবরী, ভীমা, নীরা ও মাননদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ উৎকৃষ্ট মহারাষ্ট্রীয় অশ্বের জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল প্রদেশজাত অশ্ব খর্ব্বকায়, উগ্রপ্রকৃতি, অতীব কষ্টসহিষ্ণু এবং প্রভূত ভারবহনে ও শৈলময় প্রদেশে দ্রুতগমনে সমর্থ। ইহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়ের পক্ষে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিল।

অধিবাসী।

মহারাষ্ট্রদেশের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ মরাঠা বা মারহাট্টা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশে "মরাঠা" বলিলে পূর্ব্বমহারাষ্ট্রবাসী ক্ষত্রিয় ও কৃষকদিগকেই বুঝায়। উত্তর-ভারতের ন্যায় দক্ষিণাপথেও চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা আছে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা পঞ্চদ্রাবিড়ের অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা প্রধানতঃ দেশস্থ, কোঙ্কণস্থ, কহ্লাড় ও দেবরুখ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারিশ্রেণীর মধ্যে কন্যার আদান প্রদান শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ও অতীব বিরল হইলেও ইঁহারা পরস্পরের গৃহে অবাধে অন্নগ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা মদ্য, মাংস ও মৎস্য এই মকারত্রয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রে তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। এই কারণে মৎস্যাহারা শেবণী বা সারস্বত ব্রাহ্মণদিগকে মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণশ্রেণী কেহই উচ্চাসন প্রদান করেন না। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধিমান্, বিশ্বস্ত ও কার্য্যদক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা শাস্ত্রোক্ত ষোড়শবিধ সংস্কারই যত্নের সহিত অনুষ্ঠান করেন। শিবাজীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেকেই দেশস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহাত্মা রামদাস স্বামী, একনাথ স্বামী, জ্ঞানেশ্বর, মুকুন্দরাম প্রভৃতি বড় বড় কবি, পণ্ডিত ও ধর্ম্মোপদেশক সাধুপুরুষেরা দেশস্থ ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। মহারাজ শাহুর রাজত্বকাল হইতে কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে। পুণার পেশওয়েগণ ও দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ সর্দ্দারগণ কোঙ্কণস্থ ছিলেন। বুন্দেলখণ্ড ও মধ্যভারত অঞ্চলে কহ্লাড়দিগের বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ কহ্লাড়-ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশের অতি প্রসিদ্ধ কবি মরোপন্তও এই কহ্লাড়-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। গোয়ালিয়রে মহারাজ সিন্ধিয়ার দরবারে শেণবীদিগের প্রতিপত্তি অধিকতর। মহারাষ্ট্রে হাজার করা প্রায় ৩৫০ জন ব্রাহ্মণ লেখাপড়া জানেন। তন্মধ্যে শতকরা ৬ জনের অধিক ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণরমণীগণের মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত নাই। ইঁহারা অতীব শ্রমশীলা ও গৃহধর্ম্মে সুনিপুণা। ইঁহাদের মধ্যে হাজার করা ২৭ জন লিখিতে পড়িতে পারেন।

মহারাষ্ট্রবাসী কায়স্থগণ প্রভু নামে পরিচিত। শিবাজীর সময়ে ইঁহারা কার্য্যদক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও স্বদেশহিতৈষিতাগুণে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের ন্যায় মহারাষ্ট্রেও ইঁহারা মসিজীবী। পূর্ব্বে অসিজীবী কায়স্থের সংখ্যা অধিক ছিল। এই কারণে ইঁহারা বহুদিন হইতে ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য। পুরাকালে অনেক স্থানে ইঁহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব লইয়া দলাদলি, দাঙ্গা হাঙ্গামা নিতান্ত অল্প হয় নাই। বর্ত্তমানকালে ইঁহাদিগের মধ্যে হাজার করা প্রায় ১৬০ জন ইংরাজী এবং ৩৩০ জন মরাঠীভাষা লিখিতে পড়িতে সমর্থ। প্রভুরমণীদিগের মধ্যে শতকরা ৯ জন লেখাপড়া জানেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষারও বিশেষ বিস্তার হইয়াছে। হাজার করা ৮ জন প্রভুরমণী ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞা। ইঁহারা অবরোধপ্রথা মানিয়া চলেন।

মহারাষ্ট্রে মরাঠাদিগের সংখ্যা (বেরার ভিন্ন) প্রায় ৮ লক্ষ। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে কেবল মরাঠা বা কুলীন-মরাঠা বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্বে দাবী করেন। পূর্ব্ব ইতিহাসের আলোচনা করিলে অনেক মরাঠা-পরিবারকেই ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইঁহারা খর্ব্বকায়, বলিষ্ঠ, সমরপ্রিয়, বুদ্ধিমান্ ও স্বাধীনতাপ্রয়াসী। শ্রদ্ধালুতা, দৃঢ়চিত্ততা, অনালস্য, আতিথেয়তা ও কলহপ্রিয়তা ইঁহাদিগের চরিত্রের বিশেষত্ব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ইঁহারা বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ও বিধবা-বিবাহের বিরোধী। ইঁহারা উপবীত ধারণ করেন। মরাঠারা ৯৬ কুলে বিভক্ত,—এই ৯৬ কুলের নামানুসারে তাঁহাদিগের উপাধি হইয়া থাকে। এস্থলে ৯৬ কুলের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল,—যুরওয়ে, পওয়ার (প্রমার), ভোঁসলে, ঘোরপড়ে, রাণে, শিন্দে, সালুঙ্কে, সিসোদে, জগতাপ, মোরে, মোহিত্তে, চৌহান, দাভাড়ে, গায়কোয়াড়,

সাবন্ত, মহাড়ীক, তাওড়ে, ধুলপ, (ধুমাল, ধুলে), বাগওয়ে, শির্কে, তোয়ার, যাদব, দলবী, সালবে, মুলীক, পালবে, কদম, নলোড়ে, বাঘ, রাউত, নিসীম, পারবে, কাসরে, মালী, মানে, মরাড়ে, কাঠে, কাসলে, নিম্বালকর, ধড়ম, বারজে, দলপতে, গওলী, নবসে, ঘরত, নাইক, ঘোর, বিচারে, সিতোল, ধাড়, গবসে, সকপাল, নকাসে, রাও, দ্বধে, পাটক, সাঁগবন, ঘাটগে, পাতাড়ে, বাধমারে, আপরাধে, ভোবর, জোশী, কলপাতে, দরবারে, কেশরকর, কামরে, কাঁঠে, কাঠবটে, রণদিবে (রণদীপ), নিকম, ভাতে, কম্বলে, ঠাকুর, ভোইর, ভোগলে, সাঙ্গল, নামজাদে, জাম্বলে, চিরকুলে, ধুরে, পরব, দিওটে, ফাঁকড়ে, শেলকে, বাগবান্, গাঁবড়, মোকল, তামটে, বুলকে, ধাওড়ে, জালিন্ধরে, জসবন্ত, জগপাল,পাটেল, জাগলে, ধুমক, সাঁরগোরে, ঘরত ও অহিরাও। তন্মধ্যে ভোঁসলে, সাবন্ত, থানবিলকর, সুরবে, ঘোরপড়ে, চৌহান, শিরকে, মোরে, মোহিতে, নিম্বালকর, অহিরাও, শালোঙ্কে, মানে, যাধব, মহাড়াক, পওয়ার, দলবী, ঘাটগে প্রভৃতি কতিপয় পরিবার বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ। মরাঠা ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে অবরোধপ্রথা সম্পূর্ণরূপে পালিত হইয়া থাকে।

যে সকল মরাঠা কৃষিজীবী, ব্রাত্য-ভাবাপন্ন অথবা সঙ্কর তাহারা কুণবী নামে পরিচিত। ইহারা যৌবনপ্রাপ্তি না ঘটিলে রমণীদিগের বিবাহ দেয় না এবং নিম্নশ্রেণীর কুণবীরা বিধবারও বিবাহ দিয়া থাকে। কুণবীরা ক্ষত্রিয়ত্বে দাবী করে না। শূদ্র বলিয়াই আপনাদের পরিচয় দেয়। মরাঠা ক্ষত্রিয়েরা ইহাদিগের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু ইহারা কোনও কুলীন-মরাঠার জামাতৃ-পদ গ্রহণ করিতে পারে না। দেশস্থ ও কোঙ্কণস্থ কুণবীদিগের মধ্যে কন্যার আদান প্রদান হয় না। এরূপ বিবাহ তাহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে, তবে বরকন্যার বাসস্থানের দূরত্বহেতু এরূপ বিবাহ তাহারা অসুবিধাজনক বলিয়া মনে করে। কুণবীরা ধনবান্ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হইলে প্রায়ই মরাঠা বলিয়া পরিচয় দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। ইহারাও শ্রমশীল, আতিথেয়, স্বল্পসন্তুষ্ট ও শ্রদ্ধালু। কুণবী রমণীদিগের মধ্যে অবরোধপ্রথা বড় বেশী নাই। সুরাপান মরাঠা ও কুণবীদিগের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বটে। জোয়ারা ও বাজরী শস্য হইতে প্রস্তুত অতি মোটা রুটি (ভাকরী) মরাঠা ও কুণবীদিগের প্রধান খাদ্য।

ধর্ম্ম ও দেবদেবী।

উল্লিখিত তিন প্রধান জাতিই তেজোময় শৈব-ধর্ম্মের উপাসক। মল্লারি নামক অসিধারী ভয়ঙ্কর শিবই অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয়ের কুলদেবতা। মরাঠাগণ শিবপূজায় রাজপুতগণের ন্যায় সুরা ও শোণিত উৎসর্গ করিয়া থাকেন। অষ্টভুজা, ষোড়শভুজা, ও অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনীর পূজাও সর্ব্বত্র প্রচলিত। তুলজাপুরের ভবানীদেবী সকল মহারাষ্ট্রবাসীরই আরাধ্যা। কোহ্লাপুরের মহালক্ষ্মীর উপাসকসংখ্যাও কম নহে। কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা যোগেশ্বরী দেবী। ইঁহারা গণপতিরও উপাসক। ভূত, প্রেত ও বেতালেরা গণেশের আজ্ঞাকারী বলিয়া মহারাষ্ট্রবাসীর বিশ্বাস। ভবানী গ্রাম-রক্ষয়িত্রী বলিয়া সকল গ্রামেই তৎপ্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত। সপ্ত মাতৃকাগণ মহামারী প্রভৃতির উপশনার্থ পূজিত হইয়া থাকেন। খণ্ডোবা দেশরক্ষক দেব। ইনি ঈশ্বর নামে ও মহাদেবের অবতাররূপে পরিচিত। জেজুরী নামক স্থানে ইঁহার প্রধান মন্দির অবস্থিত, তথায় লিঙ্গমূর্ত্তিতে ইনি বিরাজমান। অন্যত্র ইঁহার অশ্বারূঢ় অসিধারী অন্য মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। মহালসাদেবী ইঁহার সহধর্ম্মিণী। ইনি স্বামীর সহিত যুদ্ধবেশে একাসনে অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীনা থাকেন। কহ্রাড়-ব্রাহ্মণগণ ইঁহার ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তির পূজা করে। ধান্যরোপণ ও শস্যছেদনের পূর্ব্বে ভৈরবের পূজা হয়, তিনি গ্রামরক্ষক বটে। মারুতি বা হনুমানের পূজা দাক্ষিণাপথে বহু প্রচলিত। প্রায় প্রতি গ্রামের বহির্ভাগেই মারুতির মন্দির থাকে। ইনি বড় সদয় দেবতা বলিয়া পরিচিত। নারিকেল ইঁহার অতিশয় প্রিয় বস্তু। মারুতি রামচন্দ্রের একনিষ্ঠ সেবক ও আদর্শ ব্রহ্মচারী বলিয়া সম্মানিত। স্ত্রীলোকেরা ইঁহাকে স্পর্শ করিয়া পূজা করে না। কার্ত্তিকের পূজা ও দর্শন স্ত্রীলোকের বৈধব্যের কারণ বলিয়া বিবেচিত। বঙ্গের ন্যায় মহারাষ্ট্রেও ষষ্ঠীদেবীর পূজা প্রচলিত আছে। বেতাল মল্ল ও ব্যায়াম-প্রিয়দিগের দেবতা। শিবরাত্রির দিনে ইঁহার পূজা হয়। বেত্রদণ্ডে বেতালের অধিষ্ঠান।

মহারাষ্ট্রদেশে বিষ্ণুভক্তিও বিরল নহে। এই দেশের বৈশ্যগণ প্রধানতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। প্রসিদ্ধ ভক্তকবি তুকারাম বৈশ্যজাতীয়ই ছিলেন। ব্রাহ্মণকবি ও ধর্ম্মোপদেশক জ্ঞানেশ্বরও বিষ্ণুভক্তি প্রবর্ত্তিত করেন। নামদেব, বামনপণ্ডিত, মোরোপন্ত প্রভৃতি বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত গ্রন্থকার বিষ্ণু ও কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন। এই মহাদেশের সর্ব্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র পণ্ঢরপুরে কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রাধার উপাসনা মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে অতি বিরল। শৈবশাক্ত প্রভৃতি সকল মহারাষ্ট্রীয়েরই পক্ষে পণ্ঢরপুর অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। জগন্নাথের ন্যায় [illegible]থায় জাতিভেদের বন্ধনও বহু পরিমাণে শি[illegible]ল। গোদাবরীর

তীরবর্ত্তী প্রদেশে একনাথস্বামীর প্রবর্ত্তিত দত্তাত্রেয়-উপাসনা ও কৃষ্ণাতীরে রামদাস স্বামীর প্রচারিত রামোপাসনার প্রভাব সমধিক লক্ষিত হয়। উপাসক-সম্প্রদায় একাধিক হইলেও অদ্বৈতবাদ মহারাষ্ট্রদেশের সর্ব্বত্র বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। দ্বৈতবাদী মহারাষ্ট্রীয়ের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানবশতঃ সর্ব্বজীবে সমদর্শিতা অপেক্ষাকৃত অধিকমাত্রায় মহারাষ্ট্র-সমাজে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রে জাতীয় একতা ও রাষ্ট্রোন্নতি-সাধনে অদ্বৈতবাদের বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন হইয়াছিল।

চৈত্র মাসে নববর্ষোৎসব, জ্যেষ্ঠ মাসে সাবিত্রীব্রত, আষাঢ়ে শয়নৈকাদশী, শ্রাবণে নাগপঞ্চমী, ভাদ্র মাসে গণেশচতুর্থী, আশ্বিনে দশরা (বিজয়াদশমী), কার্ত্তিকে দীপাবলা,অগ্রহায়ণে চম্পাষষ্ঠী, পৌষে মকরসংক্রান্তি ও ফাল্গুনে দোল—এ কয়েকটী এদেশের প্রধান ধর্ম্মোৎসব। পন্ঢরপুর, কোল্হাপুর, গোকর্ণ, জেজুরী, আলন্দী, তুলজাপুর প্রভৃতি স্থান মহারাষ্ট্র দেশের তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য।

এই সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ভিন্ন মহারাষ্ট্রে আর একটি বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে। ইহারা লিঙ্গায়ৎ নামে প্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্রীয় বৈশ্যদিগের মধ্যে অনেকে এই ধর্ম্মাবলম্বী। জৈন ধর্ম্মাবলম্বী বৈশ্যও মহারাষ্ট্রে আছে। লিঙ্গায়তেরা বীরশৈব নামে আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই গলদেশে ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ ধারণ করেন। ইহাদিগের গুরুকে "জঙ্গম" বলে। জঙ্গম বা গুরু ইষ্টদেবতা শিবের অপেক্ষা এই সম্প্রদায়ের লোকের নিকট অধিক পূজনীয়। ইঁহাদিগের ক্রিয়া-কর্ম্ম-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এই সম্প্রদায়েও ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ আছে।

অন্যান্য জাতি।

মহারাষ্ট্রের বৈশ্য বাণী (বণিক্)-গণ ১২ শাখায় বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে হাজার করা ৪৪৪ জন লিখিতে ও পড়িতে পারে। স্ত্রীলোকের মধ্যে হাজার করা ৮৫ জন প্রায় শিক্ষিত।

শূদ্রজাতি মহারাষ্ট্রদেশে কোলী (মৎস্যজীবী), ভাণ্ডারী (খর্জ্জুরমদ্যপ্রস্তুতকারী), মহার (ডোম), খেড় (কসাই), রামোশী (আরণ্য দস্যু) প্রভৃতি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা বহুপরিমাণে অনার্য্যভাবাপন্ন। [ইহাদিগের বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।] মহারাষ্ট্রে ভিলজাতির সংখ্যাও অল্প নহে। খান্দেশ অঞ্চলেই ইহাদিগের বাস অধিক। ইহারা মরাঠী ভাষায় কথা কয়। ইহারা লক্ষ্যভেদে সুপটু,অনায়াসে অর্দ্ধক্রোশ দূরস্থ দ্রব্যও ধনুঃশরের সাহায্যে বিদ্ধ করিতে পারে।

পল্লিসমাজ।

মহারাষ্ট্র দেশে গণ্ডগ্রামকে সাধারণতঃ 'গাঁও' বলে। গ্রামে বড় হাট বা বাজার না থাকিলে তাহাকে মৌজা বলা হয়। বিপণীশ্রেণীতে শোভিত গ্রাম 'কসবা' নামে অভিহিত। এই সকল গ্রাম ও পল্লীর অধিবাসিগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী। ইহারা সাধারণতঃ 'উপরী' ও 'মীরাসদার' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মীরাসদারেরা পুরুষানুক্রমে জমির ভোগ দখল করে। যাহারা ইচ্ছা করিলেই জমি বিক্রয় করিতে পারে না ও অল্প দিনের জন্য জমী বন্দোবস্ত পায়, তাহারাই 'উপরি'। মীরাসদারেরা স্বেচ্ছাক্রমে জমির দান বিক্রয় করিতে পারিত। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রজার সে স্বত্ব সঙ্কুচিত করিয়াছেন।

গ্রামের মধ্যে যিনি মণ্ডল বা প্রধান, তাঁহার নাম পাটিল বা গ্রামরক্ষক। তাঁহার সহকারী চৌগুলা নামে খ্যাত। ইঁহারা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর, প্রধানতঃ মরাঠাজাতীয়। পাটিলের অন্যতম সহকারীর নাম কুলকরণী বা গ্রামলেখক। গ্রামের সমস্ত ভূমির হিসাব রাখা তাঁহার কার্য্য। এ জন্য তিনি গ্রামের ২৫ ভাগের এক ভাগ জমি নিষ্কর ভোগ করিতে পান। মহকুমার অধিকারীকে দেশমুখ বা 'দেশাই' বলে। দেশলেখকের অপর নাম দেশপাণ্ডে বা কানুনগো।

কুলকরণী প্রভৃতি পশ্চাদুক্ত কর্ম্মচারিগণ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণজাতীয় হইয়া থাকেন। মহারাষ্ট্রে জমিদার নাই। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারিগণ দেশের রাজশক্তির নিয়োগক্রমে রাজস্ব-সংগ্রহ করিয়া রাজসরকারে পাঠাইয়া দেন এবং বেতনের পরিবর্ত্তে "কমিশন" প্রাপ্ত হন।

মহারাষ্ট্রের পল্লিসমাজ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে। তথায় সাধারণতঃ সুতার (সূত্রধর), লোহার (কর্ম্মকার), মহার (ডোম), মাঙ্গ (ইহারা হিন্দুদিগের মধ্যে সর্ব্বনিম্নশ্রেণীস্থ ও চর্ম্মব্যবসায়ী), কুম্ভার (কুম্ভকার), চাম্ভার (চর্ম্মকার), পরীট (রজক), হাবী (নাপিত), ভট (পুরোহিত), মুলাণা (মোল্লা), গুরব*, কোলি (জলবাহক)—এই দ্বাদশ শ্রেণীর লোক পল্লিসমাজের প্রধান অঙ্গ।† ইহারা গ্রামবাসী কৃষকদিগকে যথাসাধ্য সহায়তা

* গুরব শব্দ গুরু-শব্দজাত। গুরবেরা যজ্ঞোপবীতধারী, নিরামিষভোজী ও সুগায়ক। ইহারা মরাঠা ক্ষত্রিয়দের ন্যায় বেশভূষা করে। শিবমন্দিরে ইঁহারাই পূজক, শিবনৈবেদ্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে। (মহারাষ্ট্রে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা স্থাপিত শিবের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না।) ইহারা পাতার ঠোঙ্গা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

† এই দ্বাদশ শ্রেণীর লোকেরা গ্রামের বলুতেদার বা কৃষকদিগের উৎপাদিত শস্যের অংশী বলিয়া পরিগণিত। মহারাষ্ট্রীয়েরা সমগ্র গ্রামটীকে গোস্তনের সহিত তুলিত করিয়া ইহাদিগকে গ্রামের 'বৎস' বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

করে এবং বৎসরের শেষে বা শস্যচ্ছেদনের সময় কৃষকদিগের লব্ধশস্যের একাংশ প্রাপ্ত হয়। সুতার ও লোহার কৃষকদিগের কৃষিযন্ত্রাদির বিনাব্যয়ে সংস্কার করিয়া দেয়। মহারেরা গ্রামরক্ষক বা চৌকিদারের কাজ করে। মাঙ্গেরা কৃষকদিগকে প্রয়োজনমত চর্ম্মনির্ম্মিত রজ্জু ও জল তুলিবার মোটা প্রভৃতি সরবরাহ করে। এই সকল কার্য্যের বিনিময়ে ইহারা প্রত্যেক কৃষকের নিকট ২০ আঁটি সামান্য ধান্যযুক্ত খড় পায়। কেবল "মহার" ইহার দ্বিগুণ পারিশ্রমিক লাভ করে। পল্লিসমাজে ইহাদের স্থান প্রথম।

কুম্ভকার, চর্ম্মকার, রজক ও নাপিত—ইহারা মৃৎপাত্র, পাদুকা-সংস্কার, বস্ত্রপরিষ্কার, ও ক্ষৌরকার্য্য প্রভৃতি দ্বারা গ্রামবাসী কৃষকগণকে সহায়তা করিয়া শস্যচ্ছেদনকালে ১৫ আঁটি করিয়া ধান্যবিরল শস্যস্তম্ব প্রাপ্ত হয়।

ভটের কাজ হিন্দুর পৌরোহিত্য। এখানে সোণার বেণের বামুন, ধোপার বামুন প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নাই। মুলাণা মুসলমানদিগের বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। কুণবীরা ক্ষেত্রদেবতাকে কোনও পশু বলি স্বরূপ উৎসর্গ করিলে উহার শিরশ্ছেদকার্য্য মুলাণাকেই সম্পন্ন করিতে হয়। তজ্জন্য সে পশু প্রতি দুই পয়সা ও নিহত পশুর হৃদয়াংশ প্রাপ্ত হয়। মুলাণা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বলির মাংস শুদ্ধ করিয়া না দিলে প্রায় কোনও মরাঠা উহা মেধ্য বলিয়া মনে করে না। গুরব পাতা ও ঠোঙ্গা প্রভৃতি সংবৎসর সরবরাহ করে। কোলি মহিষপৃষ্ঠে জলবাহন করিয়া গ্রামের কৃষকদিগের জলকষ্ট দূর করে। এই চারি শ্রেণীর লোক সূত্রধার প্রভৃতির প্রাপ্ত পারিশ্রমিকের অর্দ্ধাংশমাত্র পায়।

ইতিহাস।

মহারাষ্ট্রদেশের অধিকাংশ প্রাচীন কালে দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত ছিল। সর্ব্বপ্রথম অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যাদ্রি উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ ভয়ঙ্কর অরণ্য প্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় আপনার আশ্রম স্থাপন করেন। তিনি সেখানকার কয়েকজন প্রধান নিশাচরকে নিগৃহীত করিয়া ঐ প্রদেশকে বহু পরিমাণ নির্ব্বিঘ্ন করিলে, অন্যান্য ঋষিগণ তথায় আসিয়া বাস করেন। অতঃপর একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া মহাবীর পরশুরাম বীরহত্যা-পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও মহর্ষি কশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং তপস্যার জন্য পশ্চিম-সমুদ্রের তীরবর্ত্তী কোঙ্কণ প্রদেশে গিয়া বসতি করেন। তাঁহার চেষ্টায় ক্রমশঃ ঐ অঞ্চল আর্য্যগণের বাসোপযোগী হয়। তিনি আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়া কোঙ্কণে প্রতিষ্ঠিত করেন। ত্রেতাযুগের অবসানকালে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র দক্ষিণাপথের অশেষ রাক্ষসের বিনাশ করিয়া উক্ত প্রদেশকে নির্ব্বিঘ্ন করিলেন। কথিত আছে, তাঁহার রাজত্বকালে অযোধ্যা-প্রদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দক্ষিণদেশে গমনপূর্ব্বক ক্রমশঃ বসতি করিতে থাকেন।

মহারাষ্ট্র শব্দের উৎপত্তি প্রথম কোন্ সময়ে হইল, তাহা নিশ্চয় করা দুরূহ। রামায়ণে এই দেশ সর্ব্বত্র দণ্ডকারণ্য ও মহাভারতে দণ্ডকদেশ বা দণ্ডকরাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছে। কোঙ্কণ প্রদেশ মহাভারতের সময়ে অপরান্ত (উত্তর-কোঙ্কণ) ও গোকর্ণ (দক্ষিণ-কোঙ্কণ) নামে পরিচিত ছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, রত্নকোষ, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন গ্রন্থে মহারাষ্ট্র ও তদন্তর্গত কোঙ্কণ, নাসিক, কোহলাপুর, বনবাসী প্রভৃতি প্রদেশের নাম পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্রদেশের নানাস্থানে যে সকল শিলাশাসন ও প্রাচীন মুদ্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই সমুদয়ের লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহোদয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রঠ্ঠি, রঠ্ঠ, রাষ্টিক ও ভোজ উপাধিধারী ক্ষত্রিয়গণ মহারাষ্ট্রদেশে বাস ও আধিপত্য করিতেন। এই জাতিত্রয় কালক্রমে সাহস ও পরাক্রমগুণে উত্তর মহারাষ্ট্র প্রদেশে 'মহারঠ্ঠ' 'মহারাষ্টিক' ও 'মহাভোজ' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহারা আপনাদিগকে শিনিপ্রবর সাত্যকির বংশধর বলিয়া মনে করিতেন। শিলালিপিসমূহে তাঁহাদিগের রমণীগণকে "মহারঠিণী" ও "মহাভোজী" বলা হইয়াছে। মহারঠ্ঠ জাতির সহিত মহাভোজজাতির কন্যার আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল। এই প্রাচীন মহারঠ্ঠ ও মহারাষ্টিক শব্দ হইতে অধুনাতন কালের মহারাষ্ট্র, মরাঠা ও মাহ্রাট্টা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই রঠ্ঠ জাতির অন্তর্গত কতিপয় পরিবার বা কুল একত্র হইয়া কালক্রমে এক একটা "কূড়" (সংস্কৃত কূট) বা সংহত কুলে পরিণত হইয়াছিল, এই সংহত কুলে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহারা প্রথমে "রঠ্ঠকূড়" (সংস্কৃত রাষ্ট্রকূট) ও পরে আর্য্যাবর্ত্তে গিয়া "রাঠোড়" নামে পরিচিত হইয়াছিল।

মরাঠাগণের প্রাচীন নামানুসারে তাঁহাদিগের অধ্যুষিত

--- তেলী, তাম্বুলী, মালী, স্বর্ণকার প্রভৃতিরও কৃষকদিগের উৎপাদিত শস্যে সামান্য অংশ থাকে। এই কারণে ইহারা অলুতেদার নামে পরিচিত। ইহাদের প্রাপ্য অংশ সকল স্থানে সমান নহে, এ কারণে তাহার বিশেষ বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল না। অলুতেদারদিগের প্রাপ্য অংশ সম্বন্ধে দেশবিশেষে ঈষৎ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এই ১২ বলুতে ও ১২ অলুতে লইয়া মহারাষ্ট্রীয় পল্লিসমাজ গঠিত।

প্রদেশ খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মহারঠ্ঠ দেশ নামে পরিচিত ছিল। মহারঠ্ঠ দেশের আয়তন বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রের ন্যায় বিশাল ছিল না। পুণা, সাতারা ও আহ্মদনগর এই তিনটী জেলা এবং সোলাপুর জেলার পশ্চিমাঞ্চল প্রাচীন কালে "মহারঠ্ঠ" দেশ নামে পরিচিত ছিল। কালক্রমে মহারাষ্ট্র-জাতির বংশবিস্তার ও ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত কোঙ্কণ, কোলবন, গোণ্ডবন, খানদেশ, বিদর্ভ, উত্তর-কর্ণাট প্রভৃতি প্রদেশও মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্ভুক্ত হইল।

অশোকের পঞ্চম অনুশাসনে এবং দীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধ-ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকের আদেশে মহারঠ্ঠ, অপরান্ত (উত্তরকোঙ্কণ) ও বনবাসী (দক্ষিণ মহারাষ্ট্র) প্রদেশে ভোজ ও রাষ্টিক জাতির এবং প্রতিষ্ঠানপুরবাসিগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের জন্য বহু সংখ্যক বৌদ্ধ-যাজক প্রেরিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বর্ত্তমান মহারাষ্ট্র দেশ তগর, আভীর, প্রতিষ্ঠান, বিদর্ভ, কুন্তল, অপরান্ত ও বনবাসী প্রভৃতি বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তৎপরে খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে মিসরদেশীয় বণিকগণ এখানে বাণিজ্যার্থ আগমন করিতেন। তগরের অধিপতি রাজাধিরাজ উপাধিধারী ও ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার প্রভাব বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আভীর নামক স্থানেও একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। কথিত আছে, খৃঃ পূঃ ১৬০০ অব্দে কোশলদেশ হইতে কতিপয় ক্ষত্রিয়-পরিবার মহারাষ্ট্রে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। আভীরের রাজবংশ পূর্ব্বোক্ত কোশল-দেশাগত ক্ষত্রবংশসম্ভূত। বিদর্ভ দেশে যজ্ঞসেন নামক রাজার রাজত্ব ছিল। মগধপতি শুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্রের সহিত তাঁহার যে সংগ্রাম সংঘটিত হয়, তাহার বিবরণ কালিদাস-প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে বর্ণিত হইয়াছে।

সাতবাহন-বংশ।

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে সাতবাহন-(শালিবাহন) বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশীয় নরপতিগণ পূর্ব্বকথিত রাজ্যগুলি বিনষ্ট করিয়া রঠ্ঠ, মহারঠ্ঠ, ভোজ ও রঠ্ঠকূড় প্রভৃতি জাতির পরাজয় সাধনপূর্ব্বক সমগ্র দক্ষিণাপথের সার্ব্বভৌম আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, শালিবাহন আভীরপতিকেও সবান্ধবে নিহত করিলে উক্ত রাজবংশীয় একটী মহিলা রাজার অপোগণ্ড শিশুকে লইয়া পলায়ন ও সাতপুরা পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। এই শিশুই পরিশেষে চিতোরের রাণাবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত হন।

নাসিক ও কোহ্লাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রা ও শিলাশাসনাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৭৩ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ২১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শালিবাহন বা সাতবাহন-বংশীয়েরা মহারাষ্ট্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তৈলঙ্গের বা আন্ধ্র দেশের অন্তর্গত ধনকটক (গণ্টুরের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান ধরণীকোট) নগরে তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। তরুণ রাজকুমারগণ মহারাষ্ট্রদেশে প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তৃরূপে প্রেরিত হইতেন। গোদাবরী-তীরবর্ত্তী প্রতিষ্ঠানপুরে তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। তাঁহাদিগের শাসনসময়ে মহারাষ্ট্র দেশ শকজাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সময়ে সাতবাহনবংশীয় ভূপতিগণ কিয়ৎ পরিমাণে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে শকজাতি মহারাষ্ট্রের নানাস্থান অধিকার করিয়া প্রায় ৫৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। [ভারতবর্ষ শব্দে ইহাদের বিবরণ দ্রষ্টব্য] পরিশেষে ১৩৩ খৃষ্টাব্দে গোতমীপুত্র শাতকর্ণি নামক সাতবাহনবংশীয় জনৈক পরাক্রান্ত নরপতি ও তাঁহার পুত্র শ্রীপুলোমবি (টলেমির সিরি-পোলেমিওস) শকজাতিকে পরাভূত ও মহারাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। শিলাশাসনে গোতমীপুত্র শাতকর্ণি দক্ষিণাপথাধীশ নামে বিঘোষিত হইয়াছেন। এই বংশে তাঁহার পরবর্ত্তী নরপতিদিগের মধ্যে শ্রীপুলোমবি, যজ্ঞশ্রী, চতুষ্পর্ণ ও মঢ়রীপুত্র শকসেন এই চারি জনই বিশেষ পরাক্রান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। [বিস্তারিত বিবরণ সাতবাহন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্ম্মেরই সমান প্রাধান্য ছিল। সাতবাহনবংশীয় রাজন্যগণ বেদপাঠ ও বেদাধ্যাপনের জন্য যেমন পাঠশালা স্থাপন করিতেন, বেদাধ্যাপক ব্রাহ্মণগণের জন্য যেরূপ প্রচুর বৃত্তিনির্দ্ধারণ করিতেন, বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্যও তাঁহারা সেইরূপ বহু অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিতেন। তাঁহাদিগের আমলে দেশে বাণিজ্য-ব্যবসায়েরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশ হইতে বিবিধ পণ্য মহারাষ্ট্র দেশে আসিত, আবার মহারাষ্ট্র-দেশজাত বিবিধ পণ্য দ্রব্যাদি অর্ণবপোতের সাহায্যে পাশ্চাত্য-দেশসমূহে প্রেরিত হইত। ভৃগুকচ্ছ বা ভড়োচ (Broach) সে সময়কার প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। মহারাষ্ট্র-রাজধানী প্রতিষ্ঠান হইতে কার্পাস বস্ত্র, মলমল, উৎকৃষ্ট প্রস্তর, প্রভৃতি পণ্য বিদেশে যাইত। প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ, তগর, চৌল, মণ্ডগোরা (বর্ত্তমান মান্দাড়), পাল (বর্ত্তমান মহাড়ের নিকটবর্ত্তী), নাসিক, কহ্লাড়, কোহ্লাপুর, ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি স্থান ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল।

নাসিকের একটী প্রস্তরলিপিতে নিগম-সভার যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহাতে উহা কতকটা বর্ত্তমান কালের মিউনিসিপালিটীর মত ছিল বলিয়া বোধ হয়। সাতবাহনবংশীয় রাজগণ প্রজাগণের কল্যাণসাধনে যেরূপ তৎপর থাকিতেন, প্রজাবর্গও সেইরূপ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে আনন্দের সহিত যোগদান করিতেন। সেকালে শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হইতে ৭॥০ টাকা সুদে টাকা ধার পাওয়া যাইত।

সাতবাহনবংশীয় নরপতিগণ "কবিবৎসল" ও বিদ্যোৎসাহী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের আদেশে ও আনুকূল্যে সংস্কৃত, মরাঠী ও পৈশাচী প্রভৃতি ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের রাজত্বকালে কাত্যায়ন বররুচি প্রাকৃত ভাষানিচয়ের এক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই আদেশে সর্ব্ববর্ম্মার কাতন্ত্র-ব্যাকরণ রচিত হয়। গুণাঢ্য নামক আর এক কবি ও রাজমন্ত্রী বৃহৎকথা নামক এক কথা-গ্রন্থ রচনা করেন। সাতবাহনবংশীয় রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ং সরস্বতীর উপাসনায় সেকালে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখও পাওয়া যায়।

সাতবাহনবংশের অধঃপতনের পর দেশের কোনও কোনও স্থানে আভীর জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রঠ্ঠ, রাষ্টিক, মহারঠ্ঠ ও রঠ্ঠকুড় জাতিগণ প্রাধান্য লাভ করিয়া দেশের সর্ব্বত্র আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করেন। অন্যূন সার্দ্ধদ্বিশত বর্ষকাল ইঁহাদিগের রাজত্ব প্রবর্ত্তিত ছিল। এই সময়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যায় না।

চালুক্যবংশ।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রদেশে চালুক্যবংশীয় নরপতিগণের শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। ইঁহারা অযোধ্যাপ্রদেশ হইতে আসিয়া মহারাষ্ট্রদেশে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রকূট বা রঠ্ঠকুড়বংশীয় রাজন্যগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ইঁহারা বাতাপিপুর বা বাদামি নগরে রাজধানীস্থাপন করেন। চৌলুক্য বা চালুক্যগণ ১১শ পুরুষ মহারাষ্ট্রদেশে রাজ্য করিয়াছিলেন। [চালুক্য শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ]

চালুক্যবংশীয় রাজগণের শাসনকালে সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মহারাষ্ট্র-পরিভ্রমণের সময় (৬৩৯ খৃঃ অঃ) সত্যাশ্রয় শ্রীপৃথিবীবল্লভ দ্বিতীয় পুলকেশী মহারাষ্ট্র-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াংএর মহারাষ্ট্র-বর্ণনা এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

'এই রাজ্যের পরিধি ছয় সহস্র লি (প্রায় ১২ শত মাইল) উহার রাজধানীর পরিধি ৩০ লি বা ৬ মাইল। এই প্রদেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। এই রাজ্যের রাজধানী একটী বৃহৎ নদীর পশ্চিমতীরে সংস্থাপিত। এখানকার রাজা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত। বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রপতি স্থিরবুদ্ধি, গম্ভীর-প্রকৃতি ও অতিশয় পরদুঃখকাতর। ইঁহার বদান্যতা ও পরোপকারের ক্ষেত্র অতিশয় বিস্তৃত। প্রজাগণ ইঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করে। কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া পুনঃ পুনঃ মহারাষ্ট্র দেশ আক্রমণ করেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রবাসী তাঁহার শরণাগত হয় নাই।'

মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এই,—

'এই দেশের অধিবাসীরা সাধারণতঃ দীর্ঘকায়, সবল, সাহসী ও কৃতজ্ঞ; কিন্তু স্বভাবতঃ কিছু দৃপ্ত। ইঁহাদের আচার ব্যবহার সরল ও কপটতাবিহীন। ইঁহারা উপকারকের সহায়তায় কখনই বিমুখ নহেন। অপকারকারীকে ইঁহারা সহজে ক্ষমা করেন না। অবমাননার শাস্তির জন্য ইঁহারা প্রাণবিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত থাকেন। বিপদে পড়িয়া কেহ ইঁহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইলে,ইঁহারা স্বীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের সাহায্যার্থ ধাবিত হন। শত্রুকে শাস্তি দিবার পূর্ব্বে তদ্বিষয় তাহাকে না জানাইয়া ইঁহারা তাহার অপকারসাধনে অগ্রসর হন না। ইঁহারা বর্ম্ম পরিধান করিয়া ও হস্তে বল্লম লইয়া যুদ্ধ করেন, পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করেন, কিন্তু শরণাগতের প্রাণরক্ষায় বিমুখ হন না। সেনাপতিগণ যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাঁহাদিগকে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদধারণে বাধ্য করা হয়। এই অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারা প্রায়ই আত্মহত্যা করিয়া চিরশান্তি লাভ করেন। এদেশে মৃত্যুভয়শূন্য শত শত বীর আছেন। তাঁহারা রণসজ্জাকালে মদিরাপানে উন্মত্ত হন। এই অবস্থায় বল্লম হস্তে লইয়া এই সকল বীরপুরুষের প্রত্যেকে শত্রুপক্ষীয় দশ সহস্র অস্ত্রধারীর সম্মুখীন হইতে পারেন। যুদ্ধোপযোগী হস্তীদিগকেও মদিরা পান করাইয়া উন্মত্ত করিয়া লওয়া হয়। কোন শত্রুই মহারাষ্ট্র বীরদের সহিত যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারেন না।'

এই সময়ে মহারাষ্ট্র তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। উহাতে ৯৯সহস্র গ্রাম ছিল। এই সময়ে দেশে বৈদিক যাগ যজ্ঞাদির প্রচলন অল্প ছিল না। রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, মন্দিরনির্ম্মাণ ও ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি কার্য্য পুণ্যকর বলিয়া পরিগণিত ছিল। এ সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। জৈন-ধর্ম্ম দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রে প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। চালুক্যবংশীয় নরপতিগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে অসমদর্শী ছিলেন না।

রাষ্ট্রকূটবংশ।

চালুক্যবংশের অধঃপতনের পর রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতিদিগের প্রাদুর্ভাব হয়। এই রাষ্ট্রকূটেরাই মহারাষ্ট্রদেশের প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয়দিগের বংশধর। অযোধ্যা-প্রদেশাগত চালুক্যগণ ইঁহাদিগকে খর্ব্ব করিয়া মহারাষ্ট্রদেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইঁহারা স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন। রাষ্ট্রকূটেরা চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মাকে পরাভূত করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দন্তিদুর্গ ও কৃষ্ণ নামক রাষ্ট্রকূটবংশীয় দুইজন বীর পুরুষের যত্নে চালুক্যদিগের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধিত হয়। রাষ্ট্রকূটদিগের বংশতালিকা এই,—

১ দন্তিবর্ম্ম, ২ ইন্দ্ররাজ, ৩ গোবিন্দ (প্রথম), ৪ কর্ক (প্রথম), ৫ ইন্দ্ররাজ (দ্বিতীয়), ৬ দন্তিদুর্গ, (৭৫৩—৭৭৫ খৃঃ), ৭ কৃষ্ণ (প্রথম) অপর নাম অকালবর্ষ ও শুভতুঙ্গ ৮ গোবিন্দ (দ্বিতীয়, বল্লভ) ৯ ধ্রুব (নিরুপম, ধারাবর্ষ, কলিবল্লভ), ১০ গোবিন্দ (তৃতীয়, জগত্তুঙ্গ, প্রভূতবর্ষ,) ১১ অমোঘবর্ষ, ১২ কৃষ্ণ (দ্বিতীয় অকালবর্ষ,) ১৩ ইন্দ্ররাজ (তৃতীয়), ১৪ অমোঘবর্ষ (দ্বিতীয়), ১৫ গোবিন্দ (চতুর্থ), ১৬ বদ্দিগ বা অমোঘবর্ষ (তৃতীয়), ১৭ কৃষ্ণ (তৃতীয়), ১৮ খোট্টিক, ১৯ কক্কল বা কর্ক দ্বিতীয়।

ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথম কর্ক বৈদিক ধর্ম্মের উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি অনেক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানও করিয়াছিলেন। দন্তিদুর্গ বিশেষ পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। যে কর্ণাটকরাজের সৈন্যদল এতদিন কাঞ্চী, কেরল, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি দাক্ষিণাপথের ও উত্তরভারতের সার্ব্বভৌম নরপতি শ্রীহর্ষকে সমরে পরাজিত করিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাদিগকে এই দন্তিদুর্গ স্বল্পসংখ্যক সৈন্যসহ সম্মুখসংগ্রামে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের সার্ব্বভৌম পদলাভ করেন। অবশেষে তিনি কাঞ্চী, কলিঙ্গ, কোশল, শ্রীশৈল, মালব, লাট, টঙ্ক প্রভৃতি প্রদেশের রাজাদিগের পরাভব সাধন ও চালুক্যদিগের শক্তিহরণ করেন। ইঁহার ন্যায় ইঁহার পুত্র কৃষ্ণরাজও চালুক্যদিগের বিনাশকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইলোরার প্রসিদ্ধ গুহামন্দিরসমূহের মধ্যে কৈলাস নামক যে সুদৃশ্য শিবমন্দির আছে, এই কৃষ্ণরাজ উহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নবম নরপতি ধ্রুব বাহুবলে কাঞ্চী, চের, কোশাম্বী, গৌড় ও কোশলাদিদেশের রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার তাম্রশাসনে লিখিত আছে।—গোবিন্দ (তৃতীয়) (৮০৮ খৃষ্টাব্দে) উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে কাঞ্চীপুর পর্য্যন্ত প্রদেশের রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। নাসিক জিলার অন্তর্গত মোরখণ্ড নামক গিরিদুর্গে তাঁহার রাজধানী ছিল। কথিত আছে, ইঁহার রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূটেরা পুরাণোক্ত যদুবংশের ন্যায় অজেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশ জন নরপতির সমবেত সৈন্যকে অসাধারণ শৌর্য্যবলে পরাস্ত করেন। তিনি স্বীয় ভ্রাতাকে লাটদেশের (গুজরাতের) রাজপদ প্রদান করিয়াছিলেন। অমোঘবর্ষের সময়ে মান্যখেট (বর্ত্তমান মালখেড়) নগরে রাষ্ট্রকূটদিগের রাজধানী স্থাপিত হয়। দিগম্বর-মতাবলম্বী জৈনগণের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্বয়ং জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র কৃষ্ণ অকালবর্ষ চেদিদেশের হৈহয়বংশীয় রাজকন্যার পাণিপীড়ন করেন। তৎপুত্র জগতুঙ্গ স্বীয় মাতুলানীকন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ইনি কখনই সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র ইন্দ্ররাজ ৯১৪ খৃঃ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ২০ লক্ষ মুদ্রা ধর্ম্মার্থ দান করেন। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমোঘবর্ষকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিষ্ঠান ও "সাহসাঙ্ক" উপাধি লাভ করেন। ইঁহার প্রভূতবর্ষ ও সুবর্ণবর্ষ উপাধিও ছিল। বদ্দিগ অতীব সদাচারসম্পন্ন রাজা ছিলেন। তৃতীয় কৃষ্ণরাজ পাণ্ড্য, সিংহল, চোল, চের ও অন্যান্য দেশ জয়পূর্ব্বক সদর্পে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

ইহার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে চালুক্যদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছিল। রাষ্ট্রকূটেরা ইহাদিগের বিদ্রোহ দমন করিয়া এতদিন আপনাদিগের শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পরিশেষে কক্কল বা দ্বিতীয় কর্কের আমলে চালুক্যদিগের ক্ষমতা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, মহারাষ্ট্র-রাজলক্ষ্মীকে তাঁহাদিগেরই অঙ্কগামিনী হইতে হয়। চালুক্যবংশীয় তৈলপ নামক এক পরাক্রমশালী ব্যক্তি কক্কলকে সমরে পরাস্ত করিয়া মহারাষ্ট্র-সিংহাসন অধিকার করেন। (৯৭৫ খৃঃ)

রাষ্ট্রকূটবংশ ২২৫ বৎসর কাল দক্ষিণাপথে আপনাদিগের সার্ব্বভৌম শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইলোরার প্রসিদ্ধ গুহামন্দিরগুলিও এই বংশীয় রাজাদিগেরই ঐশ্বর্য্য ও শিল্পসৌন্দর্য্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইঁহাদিগের আমলে মহারাষ্ট্র দেশে পুরাণপ্রসিদ্ধ দেবদেবীর উপাসনার সর্ব্বত্র বহুলপ্রচার হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম ইঁহাদিগের শাসনকালে একবারে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। জৈনধর্ম্মের প্রতিপত্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই সময়ে দেশে সংস্কৃত বিদ্যার বিশেষ প্রসার হইয়াছিল। অনেক সংস্কৃত ভাষাবিৎ কবি ও পণ্ডিত তাঁহাদিগের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই বংশের কৃষ্ণ নামক জনৈক নরপতি পণ্ডিতপ্রবর হলায়ুধ

প্রণীত কবিরহস্য নামক কাব্যের নায়করূপে কল্পিত হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট নরপতিরা চালুক্যদিগের ন্যায় বল্লভ, পৃথিবীবল্লভ ও বল্লভনরেন্দ্র প্রভৃতি উপাধির ব্যবহার করিতেন।

এই রাষ্ট্রকূটেরাই রাজপুতনার রাঠোর উপাধিধারী রাজপুতগণের পূর্ব্বপুরুষ। তৃতীয় গোবিন্দের সময় দক্ষিণাপথ হইতে রাষ্ট্রকূটেরা বিজয়প্রসঙ্গে উত্তর ভারতে গিয়া বসতি করেন, এইরূপ অনেকের অনুমান।

উত্তর চালুক্য।

তৈলপ নামক যে চালুক্যবংশীয় বীরপুরুষ রাষ্ট্রকূটদিগের সিংহাসন হরণ করেন, তাঁহার সহিত পূর্ব্বকালীন চালুক্যরাজবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল না। এই নিমিত্ত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ উত্তরকালীন চালুক্য বংশ নামে পরিচিত। [এই রাজবংশের নরপতিগণের তালিকা ও তাঁহাদের কার্য্য-কলাপের বিবরণ চালুক্য শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই চালুক্য রাজবংশ ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। কল্যাণনগরে ইঁহাদিগের রাজধানী ছিল। ইঁহাদিগের আমলে দক্ষিণাপথে লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের প্রাবল্য বৃদ্ধি হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত ও জৈনধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া যায়। পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের ঐক্যসম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণেরা এই সময়ে নিবন্ধ ও মীমাংসাগ্রন্থসমূহ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই বংশীয় নরপতিরা অতীব বিদ্যানুরাগী ছিলেন। কাশ্মীরদেশীয় বিহ্লণ কবি এই বংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের (১০৭৬ ১১২৬ খৃঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্য ইঁহাকে বিদ্যাপতি উপাধি প্রদান করেন। বিহ্লণও স্বীয় আশ্রয়দাতার গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত" নামক সপ্তদশসর্গাত্মক এক কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে নৈষধের ন্যায় পদবিন্যাস দৃষ্ট হয়। ইহার আদ্যোপান্ত রচনায় গ্রন্থকার বিশেষ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালেই পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বিজ্ঞানেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ মিতাক্ষরা নামক গ্রন্থ রচিত হয়। বিজ্ঞানেশ্বর উক্ত নরপতির অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। এই বংশীয় তৃতীয় সোমেশ্বর স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় 'অভিলষিতার্থ-চিন্তামণি' বা মানসোল্লাস নামক এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ কতকটা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বা সর্ব্বসংগ্রহের ন্যায়। এই গ্রন্থে রাজনীতি, জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, ন্যায়শাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, ছন্দ-শাস্ত্র, গান্ধর্ব্ববিদ্যা, চিত্রকলা, শিল্প, বৈদ্যক, অশ্বশিক্ষা, গজশিক্ষা, শ্বানশিক্ষা, মৃগয়া, যুদ্ধবিদ্যা, ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতি বহু বিষয়ের সমাবেশ আছে।

চালুক্যবংশ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। ইহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি চালকে ও শিরকে উপাধিতে পরিচিত।

কলচুরি।

হৈহয়বংশীয় যে রাজকুল চেদিদেশে বা বর্ত্তমান জব্বলপুর প্রদেশের চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীন কালে আধিপত্য করিতেছিলেন, তাঁহারাই কলচুরি-রাজবংশ নামে পরিচিত। রাষ্ট্রকূট রাজবংশে ইঁহারা কন্যাদান করিয়াছিলেন। এই বংশীয় বিজ্জল নামক জনৈক নরপতি চালুক্য সোমেশ্বরের সেনাপতি ও সামন্ত রাজা ছিলেন। চালুক্যদিগকে ক্ষীণবল দেখিয়া বিজ্জল উক্ত বংশীয় দশম নরপতি তৈলপকে পদচ্যুত করিয়া মহারাষ্ট্র-সিংহাসন অধিকার করেন। বিজ্জলের শাসনকালে মহারাষ্ট্রে এক ভয়ঙ্কর ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হয়। সেই ধর্ম্মবিপ্লবের ফলে লিঙ্গায়ৎ নামক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে। অধুনা কর্ণাট প্রদেশে লিঙ্গায়ৎদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বিপ্লবের অল্প দিন পরেই আবার চালুক্যেরা সেনাসংগ্রহপূর্ব্বক কলচুরি নৃপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বরাজ্যের একাংশের উদ্ধার সাধন করেন। এই সময়ে উত্তর-মহারাষ্ট্রে যাদববংশীয় মরাঠারাও প্রাধান্য লাভ করিয়া দেশের বহুলাংশ করায়ত্ত করিতে সমর্থ হন। কালে কলচুরি-রাজবংশের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছিল। ১১৬৫—১১৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বংশ রাজত্ব করিয়াছিল।

শিলাহার।

মহারাষ্ট্রদেশে শিলার বা শিলাহার নামে পরিচিত তিনটী অতি প্রসিদ্ধ সামন্ত-রাজবংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। শ্রীহর্ষকৃত 'নাগানন্দ' নামক নাটকে জীমূতকেতু নামক যে রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাকেই এই শিলাহার-বংশীয়েরা আপনাদের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতেন। রাজা জীমূতকেতু বিদ্যাধরদিগের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই মহাত্মাই শঙ্খচূড় নামক নাগকে রক্ষা করিবার জন্য পক্ষিরাজ গরুড়কে আত্মদেহ দান করিয়াছিলেন। শিলাহার-বংশীয়েরা সকলেই আপনাদিগকে তগরপুরাধীশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ইহা হইতে পুরাতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, প্রাচীন তগরের রাজবংশ হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি সূচিত হইতেছে। তগর নামক নগরটী খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যেরূপ প্রসিদ্ধ ছিল, পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত সে প্রসিদ্ধি ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কিন্তু তত্রত্য প্রাচীন রাজাদিগের কোনও বিবরণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

আমাদিগের আলোচ্য শিলাহার-বংশের প্রথম উল্লেখ আমরা রাষ্ট্রকূটদিগের আমলে দেখিতে পাই। সেই সময়ে ইহাদিগের মধ্যে একটী বংশ উত্তর-কোঙ্কণে, দ্বিতীয়টী দক্ষিণ-কোঙ্কণে ও তৃতীয়টী দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে রাজ্য করিতেছিল। ইহারা মহামণ্ডলেশ্বর বা সামন্ত রাজা নামেই আপনাদিগকে পরিচিত করিয়াছেন। প্রথম বংশটী উত্তর কোঙ্কণের প্রায় ১৪ শত গ্রামের অধিকারী ছিলেন এবং পুরী নামক স্থানে তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। দ্বিতীয় বংশের প্রথম নরপতি শণফুল্ল রাষ্ট্রকূটবংশীয় কৃষ্ণরাজের (৭৫৩—৭৭৬ খৃঃ) বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন। ইহারা রাষ্ট্রকূটদিগের অধীনতায় সহ্য-পর্ব্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ ভূমিভাগে শাসনকার্য্য সম্পাদন করিতেন। খারে-পাটনের নিকটে ইহাদিগের রাজধানী ছিল। ৯৩০ শকাব্দে এই বংশের অধঃপতন হয়।

শিলাহারদিগের তৃতীয় বংশ কোহ্লাপুর, মিরজ ও কহ্লাড় প্রদেশে রাজত্ব করিত। রাষ্ট্রকূটদিগের বিনাশকালে ৮৭১ শকাব্দে এই বংশের উদয় হয়। ইঁহাদিগের প্রথম রাজার নাম জটিগ। এই বংশে গণ্ডরাদিত্য নামে এক জন অতি প্রসিদ্ধ ও বীর্য্যশালী নরপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজ্যকাল ১০৩২—১০৫৮ শকাব্দ। ইনি প্রয়াগক্ষেত্রে লক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা আছে। কোহ্লাপুরের দুই ক্রোশ দূরে প্রয়াগ নামে এক অতি পবিত্র তীর্থ আছে—করবীরমাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। গণ্ডরাদিত্যের লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজনকার্য্য বোধ হয় এই প্রয়াগেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই রাজার অর্থব্যয়ে বুদ্ধ, জিনেশ্বর, অর্হৎ ও মহাদেব শিবের মন্দির নির্ম্মিত ও তদুদ্দেশ্যে ভূমিদানাদিও হইয়াছে। উদার ও সচ্চরিত্র বলিয়াও ইহাঁর খ্যাতি ছিল।

১০৬৫ শকাব্দে গণ্ডরাদিত্যের পুত্র বিজয়ার্ক সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্রীস্থানক (ঠানা) ও গোপকপুরের (গোয়ার) নরপতিগণ শত্রুহস্তে জর্জ্জরিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইলে বিজয়ার্ক তাঁহাদিগকে সহায়তা করিয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১০৭৯ শকাব্দে বিজ্জলরাজের চেষ্টায় কল্যাণের চালুক্য-রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত হয়, তখন এই শিলাহার রাজা বিজ্জলরাজকে সহায়তা করিয়াছিলেন। বিজয়ার্কের পুত্র ভোজের সময়ে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে যাদবদিগের বীর্য্যবলে এই রাজবংশের বিলোপ হয়।

শেষোক্ত শিলাহারেরা স্বাধীন নরপতি ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না। শ্রীমহালক্ষ্মী ইহাঁদিগের কুলদেবতা ছিলেন। অধুনা শিলার বা শেলার উপাধিধারী যে সকল দরিদ্র মরাঠা-পরিবার মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে পরিদৃষ্ট হয়, তাহারা পূর্ব্বোক্ত শিলাহার-বংশোদ্ভূত।

যাদববংশ।

এই রাজবংশের ঐতিহাসিক বিবরণ হেমাদ্রির রচিত "ব্রতখণ্ড" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার সেই অংশের নাম "রাজপ্রশস্তি" রাখিয়াছেন। এই রাজ-প্রশস্তিতে সমুদ্রমন্থনোৎপন্ন চন্দ্রকে যাদবদিগের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। হেমাদ্রি চন্দ্র হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে প্রাদুর্ভূত মহাদেব রাও নামক নরপতি পর্য্যন্ত যাদববংশীয় সমস্ত রাজাদিগের নামের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। এই বংশাবলীর কতটুকু পৌরাণিক ও কতটুকু ঐতিহাসিক তাহা পাঠমাত্র উপলব্ধি হয়।

এই প্রশস্তি অনুসারে পুরাকালে যাদববংশে সুবাহু নামে এক রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহার চারিপুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র দৃঢ়প্রহারকে তিনি দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যাংশ প্রদান করেন, যাদবেরা প্রথমতঃ মথুরার রাজা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজধানী স্থাপন করিলে, তদ্বংশীয় সুবাহুর পুত্র দৃঢ়-প্রহার দক্ষিণাপথের আধিপত্য লাভ করেন। শ্রীনগরে দৃঢ়-প্রহারের রাজধানী ছিল। একখানি তাম্রশাসনে চন্দ্রাদিত্য-পুরে তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া লিখিত আছে। চন্দ্রাদিত্য-পুরকে বর্ত্তমানকালে চান্দোড় বলে। এই চান্দোড় নগর নাসিক জেলার অন্তর্ভুক্ত। দৃঢ়-প্রহারের পর তদীয় বংশধরেরা চান্দোড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শিলাহার, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটদিগের সহিত তাঁহাদিগের বিবাহাদি সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। ৯৮৮ শকাব্দে এই বংশীয় সেউণ নামক জনৈক রাজা চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যকে শত্রুর সহিত যুদ্ধ-কালে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। সেউণ-রাজের অধস্তন পুরুষদিগের মধ্যে মল্লগীর পুত্র পঞ্চম ভিল্লম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১১৩৯ শকাব্দে তিনি চালুক্যরাজা-দিগের হস্ত হইতে প্রায় সমস্ত রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হন। দৃঢ়প্রহার হইতে ভিল্লম পর্য্যন্ত ২৩ পুরুষ অতিবাহিত হয় এবং তাঁহারা ৪৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। রাষ্ট্রকূটেরা যে সময়ে প্রাচীন চালুক্যদিগের হস্ত হইতে মহারাষ্ট্রদেশের উদ্ধার সাধন করেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ৭৫৪ খৃষ্টাব্দে বা তৎকালে এই যাদবরাজকুলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবন-মল্লের রাজত্ব-কালে মহিসুর অঞ্চলে একদল যাদব ছিলেন। তাঁহারা প্রবলতা লাভ করিয়া সেই সময়ে দক্ষিণাপথের সার্ব্বভৌম

নরপতি হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বিষ্ণুবর্দ্ধন নামক যাদববংশীয় জনৈক বীরপুরুষ চালুক্যরাজাদিগের অধিকৃত প্রদেশে অভিযান করিয়া কৃষ্ণানদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিভুবনমল্ল অতীব বলশালী রাজা ছিলেন বলিয়া বিষ্ণুবর্দ্ধনের চেষ্টা সেবার ফলবতী হয় নাই। শেষ চালুক্য নরপতি চতুর্থ সোমেশ্বরের রাজ্যকালে তাঁহার সেনাপতি বিজ্জল বিদ্রোহী হইয়া রাজ্য অধিকার করিলেও লিঙ্গায়ৎ ধর্ম্মের উদ্ভব উপলক্ষে দেশে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং এই বিপ্লবে সুযোগ বুঝিয়া বিষ্ণুবর্দ্ধনের পৌত্র বীর-বল্লাল যাদব চালুক্যদিগের রাজ্যের অনেক অংশ অধিকার করিয়া লন। দক্ষিণে মহিসুর অঞ্চলের যাদববংশীয় মরাঠারা এইরূপে চালুক্যদিগকে দমন করিয়া যখন আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে ছিলেন, সে সময়ে উত্তর অঞ্চলের যাদবেরা নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এই সময়ে সেউণ রাজ্যের (খানদেশের) যাদবদিগের মধ্যে ভিল্লম নামক একজন মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অন্তল নামক রাজার নিকট হইতে শ্রীবর্দ্ধনপুর গ্রহণ করেন। তিনি প্রত্যণ্ডক নগরের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত, মঙ্গলবেষ্টক নামক প্রদেশের বিল্লণ নামক রাজাকে নিহত এবং কল্যাণপ্রদেশ অধিকার করিয়া দক্ষিণ প্রদেশীয় যাদবদিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। এইরূপে কৃষ্ণানদীর উত্তরতীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে তিনি যাদবদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১১০৯ শকাব্দে দেবগিরিতে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ঐ অব্দেই তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার অভিষেক সুসম্পন্ন হয়। ইহার পর ভিল্লম কৃষ্ণার দক্ষিণতীরেও আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু মহিসুরের বীরবল্লাল যাদব তাঁহাকে বাধা দান করেন। ধারবাড় জেলায় লোকিগুণ্ডি নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে বীরবল্লাল জয়লাভ করায় দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রে তাঁহারই আধিপত্য অক্ষুণ্ণ হইল। (১০১৩ শকাব্দে বা ১১৯১ খৃঃ।)

ভিল্লমের পর তৎপুত্র জৈত্রপাল ১১১৩ শকাব্দে দেবগিরির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অন্ধ্রদেশে অভিযান করিয়া তথাকার কাকতেয়বংশীয় রুদ্র নামা নরপতিকে যুদ্ধে বিনাশ করেন। গণিত ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত ভাস্করাচার্য্যের পুত্র লক্ষ্মীধর তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন।

জৈত্রপালের পুত্র সিংঘণ ১১৩২ শকাব্দে পৈতৃক সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার ন্যায় প্রতাপশালী রাজা যাদববংশে আর কেহ হন নাই। মালবের রাজা অর্জ্জুনকে তিনি পরাস্ত করেন। মথুরা ও বারাণসীর রাজারা তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিহত হন। সিংঘণের একজন অল্পবয়স্ক সেনাপতি যুদ্ধে হম্মীরকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তিনি পাহ্লার শিলাহারবংশীয় ভোজরাজকে বন্দী করিতে এবং চেদিবংশীয় জাজল্ল নামক নরপতিকে, গুর্জ্জররাজকে ও রত্নাগিরির সিংহকুল লক্ষ্মীধর রাজাকে সমরে পরাস্ত করেন। আভীর জাতীয় নরপতিগণ তাঁহার হস্তে নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন, এরূপ কথাও পাওয়া যায়। তাঁহার অধীনতায় ব্রাহ্মণেরাও সেনাপত্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ সেনানীরা বহুবার গুজরাত জয় করেন। দক্ষিণ-মহারাষ্ট্র-বিজয়কার্য্য সিংঘণের সময়ে পুনরারব্ধ হয় ও বহু পরিমাণে সুসিদ্ধ হয়। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের পৌত্র চঙ্গদেব ইঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন।

১১৬৯ শকাব্দে সিংঘণের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিলে তৎপুত্র জয়সিংহ দেবগিরিতে থাকিয়া রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু ইঁহার ভাগ্যে দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ঘটে নাই। ঐ অব্দেই ইঁহার পুত্র কৃষ্ণরাজ রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইনি বহু যজ্ঞ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার আমলে বৈদিক ধর্ম্মের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। ইনি চোলদেশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং মালব, গুজরাত, কোঙ্কণ, তৈলঙ্গ, প্রভৃতি দেশের রাজাদিগকে সর্ব্বদা ভয়কম্পিত রাখিয়াছিলেন।

১১৮২ শকাব্দে কৃষ্ণরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাদেব রাজ্যাভিষিক্ত হন। তাঁহার আমলে কোঙ্কণ দেশ যাদব-রাজ্যভুক্ত হয়। তিনি তৈলঙ্গ, কর্ণাট, লাট, গুর্জ্জর ও মালবাদি দেশের রাজন্যবর্গের বিশেষভাবে দর্প হরণ করিয়াছিলেন। শিলাশাসনাদিতে তিনি "প্রৌঢ়প্রতাপচক্রবর্ত্তী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার জনৈক ব্রাহ্মণ-সেনাপতি "আপ্তোর্যাম" যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, বলিয়া বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

মহাদেবের মৃত্যুর পর ১২৭১ খৃষ্টাব্দে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। এই নরপতি রামদেব রাও বা রামরাজ নামেও পরিচিত ছিলেন। এই রামরাজের শিলাশাসন দক্ষিণে মহিসুর দেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র উৎকীর্ণ দেখা যায়। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি দক্ষিণাপথে সার্ব্বভৌম-প্রভুত্ব ভোগ করিয়াছিলেন। মালবদেশের নরপতির সহিত যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং তৈলঙ্গদেশের নরপতিও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন, এরূপ বর্ণনা তাঁহার শাসনাদিতে দৃষ্ট হয়। পুণার ডেকান-কলেজে এই রামচন্দ্র রাওয়ের রাজত্বকালে (৪৩৯৮ কল্যব্দে) লিখিত অমরকোষের একখানি পুঁথি আছে। তাঁহার সময়েও

ব্রাহ্মণেরা সেনাপতিত্ব ও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থকার হেমাদ্রি যাদববংশীয় মহাদেব ও রামচন্দ্র রাওয়ের সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি এই উভয় নরপতির শ্রীকরণাধিপ বা শ্রীকরণপ্রভু (বর্ত্তমান কালের চিফ্ সেক্রেটারী) ছিলেন। শিলালিপিতে হেমাদ্রিকে সাধারণভাবে মন্ত্রীও বলা হইয়াছে। তিনি ব্রতখণ্ড নামক গ্রন্থের ভূমিকায় যাদববংশের আন্তোপান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

হেমাদ্রি বৎসগোত্রীয় দ্বিজ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কামদেব, পিতামহের নাম বাসুদেব ও প্রপিতামহের নাম বামন ছিল। তিনি স্বয়ং বিদ্বান্ ও পণ্ডিতদিগের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচারসম্পন্ন ও পরাক্রমশালী সুর ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির ন্যায় বিবিধ ধর্ম্মবিষয়পূর্ণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বাগ্ভটের বৈদ্যশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থের আয়ুর্ব্বেদ-রসায়ন নামক একটী প্রসিদ্ধ টীকা আছে। এই হেমাদ্রি উহার রচয়িতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। বোপদেবের মুক্তাফল নামক বৈষ্ণব মতপ্রতিপাদক গ্রন্থেরও একখানি টীকা হেমাদ্রি রচনা করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় বখরনিচয়ে ইনি "হরিভক্তিপরায়ণ হেমাড়পন্ত" নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি সিংহল বা ভারতের দক্ষিণ-সীমান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ হইতে মোড়ীনামক এক প্রকার বর্ণমালা আনয়ন করিয়া মহারাষ্ট্রদেশে প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই বর্ণমালা অতীব দ্রুত লিখনের বিশেষ উপযোগী। বখরকারগণ ইহাকে রাক্ষসীলিপি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। হেমাদ্রি স্বদেশে অট্টালিকা নির্ম্মাণের এক অভিনব প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া স্বদেশবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। শোলাপুর জেলায় ইঁহার প্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত কতিপয় মন্দির অত্যাপি বিদ্যমান আছে।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার ব্যোপদেবও এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হন। হেমাদ্রির অধীনতায় যে বহু সংখ্যক পণ্ডিত ছিলেন, ইনি তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। মুগ্ধবোধ ও মুক্তাফল নামক গ্রন্থ ভিন্ন হরিলীলা নামক আর একখানি গ্রন্থ বোপদেব রচনা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থ দুইখানি হেমাদ্রির অনুরোধে রচিত হইয়াছিল বলিয়া গ্রন্থকার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধেও তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ এদেশে প্রচলিত আছে। বোপদেবের মুক্তাফলের টীকায় হেমাদ্রি গ্রন্থকারের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "যাঁহার ব্যাকরণে কীর্ত্তি অদ্ভুত, ব্যাকরণ বিষয়ে যাঁহার দশটী প্রবন্ধ, বেদগ্রন্থের উপর নয়টী প্রবন্ধ, কর্ম্মশাস্ত্র-বিষয়ে তিথিনির্ণয় নামক একখানি গ্রন্থ, সাহিত্য সম্বন্ধে তিনখানি গ্রন্থ, ভাগবতের তিনটী প্রবন্ধ আছে, সেই অন্তর্ব্বশী "কোবিদ-গর্ব্ব-পর্ব্বতঃ" মহামহোপাধ্যায় বোপদেবের কোন্ কোন্ গুণ না অলৌকিক ?" এই মহাপণ্ডিত-প্রণীত পরমহংসপ্রিয়া, শতশ্লোকচন্দ্রিকা, কবিকল্পদ্রুম ও তৎটীকা, রামব্যাকরণ ও কাব্যকামধেনু প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখও পাওয়া যায়।

বোপদেব কেশব নামক ভিষকের পুত্র এবং ধনেশ নামক পণ্ডিতের শিষ্য। তাঁহার পিতা ও গুরু বিদর্ভদেশের অন্তর্গত বরদা নদীর তটে সার্থ নামক গ্রামে বাস করিতেন। তিনি দেশস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহারাষ্ট্রের আদিকবি ও সাধু পুরুষ জ্ঞানেশ্বর সমাজচ্যুত হইলে, তাহার প্রায়শ্চিত্তাদির পর তাঁহাকে সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজের পক্ষ হইতে যে শুদ্ধিপত্র প্রদত্ত হয়, তাহা এই বোপদেবই রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ অত্যাপি বেরার অঞ্চলে বিদ্যমান আছেন। কেহ কেহ বোপদেবকে বঙ্গীয় বৈদ্যবংশজাত বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন, কিন্তু সে অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। প্রকৃতপক্ষে তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৈদ্যবৃত্তি মহারাষ্ট্রদেশে অত্যাপি অতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হন না। মহারাষ্ট্রে বৈদ্যনামক কোন স্বতন্ত্র জাতি নাই।

মহারাষ্ট্রদেশের আদি কবি মুকুন্দরাজ, জ্ঞানেশ্বর ও নামদেব প্রভৃতি যাদববংশীয়গণের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মুকুন্দরাজ পূর্ব্ববর্ণিত জৈত্রপাল রাজার দীক্ষাগুরু ছিলেন। ঐ নরপতিকে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত শিক্ষাদিবার জন্য এই ব্রাহ্মণকবি বিবেকসিন্ধু নামক গ্রন্থ রচনা করেন। জ্ঞানেশ্বর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটী বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করিয়াছেন। এই টীকার উপসংহারে মহারাজ রামচন্দ্রের রাজধানী দেবগিরির বর্ণনা আছে। এই টীকা জ্ঞানেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ ও ১২১২ শকাব্দে রচিত। নামদেব জ্ঞানেশ্বরের সমকালীন ছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে বোধ হয় তিনি ভক্তিমার্গের প্রথম-প্রবর্ত্তক। অন্ততঃ তিনি সর্ব্বপ্রথম মরাঠী ভাষায় ভক্তিতত্ত্ব গ্রথিত করেন। তাঁহার প্রণীত অভঙ্গ (গীতি)-মালা অত্যাপি মহারাষ্ট্রবাসী আবাল-বৃদ্ধ বনিতার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। নামদেবের পরিবারস্থ সকলেই ভক্তকবি ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, ভ্রাতা এমন কি জনা নাম্নী দাসীও ভক্তিমূলক কবিতা রচনা করিয়াছেন।

এই যদুবংশীয় নরপতিদিগের আমলেই আধুনিক মহা-

রাষ্ট্রীয় ভাষার ও সাহিত্যের প্রথম উদয় হয়। ইঁহাদিগের পূর্ব্বে দেশীয় ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থের বা কবিতার নিদর্শন পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন কালে (খৃঃ ১ম শতাব্দীতে) মহারাষ্ট্রী নামক প্রাকৃত ভাষায় সপ্তশতী নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাহার পর ভবভূতি, রাজশেখর, ভারবী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সংস্কৃত-ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মুকুন্দরাজের পূর্ব্বে প্রচলিত দেশীয় ভাষায় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি রচনার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাদববংশীয় নরপতিরা মহারাষ্ট্র দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির বিলোপ সাধনপূর্ব্বক একটী বিশাল মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত একচ্ছত্র সাম্রাজ্য যথোচিত দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সহসা উত্তর-ভারত হইতে মুসলমান-বিপ্লবের স্রোতঃ পুনঃ পুনঃ মহারাষ্ট্র দেশের উপর সবেগে পতিত হইতে লাগিল। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই ঐ সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। রামদেব রাওয়ের রাজত্বকালেই (১২৯২ খৃঃ) সুপ্রসিদ্ধ আলাউদ্দীন্ খিলিজি ৫ হাজার সৈন্য সহ প্রথমে মৃগয়া ও পরে ওরঙ্গলের রাজার নিকট চাকরির অনুসন্ধান-ব্যপদেশে দেবগিরির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ রামচন্দ্র যুদ্ধার্থ আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না, এমন কি প্রথমে তিনি আলাউদ্দীনের কৌশলও ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং যখন সহসা সসৈন্য আলাউদ্দীন্ দেবগিরি আক্রমণ করিলেন, তখন মহারাজ রামচন্দ্রের পক্ষ হইতে অতীব ব্যস্ততার সহিত কোনরূপে ৪ হাজার সৈন্য সংগ্রহ এবং দুর্গ মধ্যে দীর্ঘ-কালোপযোগী অন্ন সামগ্রী সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইল। মুসলমানেরা দুর্গের বহির্ভাগস্থিত সমগ্র সহর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া দুর্গাবরোধ করিল। সুচতুর আলাউদ্দীন্ কৌশল সহকারে সেই সময়ে এই মর্ম্মে এক গুজব রটাইলেন যে, দিল্লীর বাদসাহ বহুসংখ্যক সৈন্য সহ দেবগিরি আক্রমণ করিতে আসিতেছেন—বর্ত্তমান সৈন্যদল উহার অগ্রাংশ মাত্র। এই সংবাদ অবগত হইয়া রামচন্দ্র রাও অধিকতর ভীত হইলেন। তাঁহার মনে তখন মুসলমানদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা নিরর্থক বলিয়া মনে হইল। তিনি সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

সেকালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় বারমাস বেতন দিয়া সৈন্যপোষণের ব্যবস্থা ছিল না। সামন্ত নরপতিদিগকে ও জমিদারদিগকে সৈন্যদল গঠনের জন্য ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইত। তাঁহারাও দেশের জন সাধারণকে প্রায় নিষ্কর জমি ভোগ করিতে দিতেন। এইরূপে যাহারা জমি খাইত, তাহাদিগকে যুদ্ধকালে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রাজার সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতে হইত। পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ না পাইলে যুদ্ধে উপস্থিত হওয়া সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। সেকালে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ না দিয়া কেহ কাহারও রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেন না। কারণ গোপন ভাবে বা অকস্মাৎ আক্রমণ তাঁহাদিগের মতে অধর্ম্মকর বলিয়া গণ্য ছিল। মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া অভিনব যুদ্ধনীতির অবলম্বন করিয়াছিল। এদিকে ভারতীয় রাজন্যবর্গও রাজনীতির অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া পররাষ্ট্রে সংবাদ সংগ্রহব্যাপারে অমনোযোগিতা প্রকাশ করিতেছিলেন। মুসলমান-দরবারে তাঁহাদিগের রাজ্যাক্রমণ সম্বন্ধে যে সকল গুপ্ত পরামর্শ হইত, সে সকলের সংবাদ রাখিতে পারিলে বোধ হয় তাঁহারা অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া বিপন্ন হইতেন না। রামদেব রাওয়েরও বর্ত্তমান বিপদ্ এই সকল কারণে সংঘটিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, রামদেব রাওয়ের পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত হইলে আলাউদ্দীন স্বীয় দুর্ব্বলতার বিষয় চিন্তা করিয়া সাগ্রহে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি নিষ্ক্রয় স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া অবরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এমন সময়ে রামচন্দ্র রাওয়ের পুত্র শঙ্করদেব বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক পিতার উদ্ধার-সাধনের জন্য দেবগিরির সমীপবর্ত্তী হইলেন। আলাউদ্দীন্ তখন দুর্গের অবরোধ কার্য্য অব্যাহত রাখিয়া একদল সৈন্যসহ শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। দেবগিরির অনতিদূরে উভয় পক্ষে যে সংগ্রাম ঘটে, তাহাতে মুসলমানেরা পরাজিত-প্রায় হইয়াছিল। আলাউদ্দীন্ শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য অদূরে একদল সৈন্য রাখিয়াছিলেন। সেই সৈন্যদল এই সময়ে সহসা আসিয়া সমরক্লান্ত মুসলমানসৈন্যের সহিত যোগদান করিল। এই সৈন্যদলের অশ্বক্ষুরাঘাতোত্থিত ধূলি-পটল দর্শন করিয়া শঙ্কর রাওয়ের সৈন্যেরা মনে করিল, দিল্লীশ্বরের যে মহতী সেনা দক্ষিণদিক্ জয় করিবার জন্য আসিবে বলিয়া শুনা গিয়াছিল, তাহারাই এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবিয়া হিন্দুপক্ষীয় সৈন্যগণ ভয়ত্রস্ত হইয়া পলায়নপর হইল। তখন পূর্ব্বোক্ত নবাগত সৈন্যদলের সাহায্যে আলাউদ্দীনের যুধ্যমান্ সেনা শঙ্কররাওয়ের পরাজয় সাধন করিল।

আবার রামচন্দ্র রাও সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তখন আলাউদ্দীন্ সুযোগ বুঝিয়া আপনার দাবী বাড়াইলেন। দেশের অন্যান্য হিন্দু নরপতিগণ দেবগিরীশ্বরের সহায়তার জন্য

সজ্জিত হইতেছিলেন। রামদেব রাও অবরুদ্ধ অবস্থায় আর কিছুদিন যাপন করিতে পারিলে প্রতিবেশী নরপতিদিগের সহায়তায় সহজেই বিপন্মুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি দুর্গরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলে জানিতে পারিলেন যে অবরোধের প্রাকালে যে সকল গোনী (বস্তা) শস্যপূর্ণ ভাবিয়া ভাণ্ডারে রাখা হইয়াছিল, সেগুলি প্রকৃত পক্ষে লবণপূর্ণ ছিল। দৈব দুর্বিপাকে সহসা রসদের এইরূপ অভাব ঘটায় তাঁহাকে আলাউদ্দীনের তুষ্টিসাধনে যত্নশীল হইতে হইল। তিন ছয়শত মন মুক্তা, দুই মন রত্ন, সহস্র মন রৌপ্য এবং চারি সহস্র থান রেশমী কাপড় ও অন্যান্য বহু মূল্য দ্রব্য দানে আলাউদ্দীনের নিকট সন্ধি ক্রয় করিলেন। এতদ্ভিন্ন এলিচপুর জেলা মুসলমানদিগকে ছাড়িয়া দিতে ও নিয়মিত করদানপূর্ব্বক দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইল। তখন আলাউদ্দীন্ অবরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থিত হইলেন।

ইহার পর আলাউদ্দীন্ স্বীয় বৃদ্ধ খুল্লতাত জালাল-উদ্দীন্ খিলিজিকে যেরূপে নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। তিনি বাদশাহী প্রাপ্ত হইলে রামদেব রাও কয়েক বৎসর দিল্লীতে কর প্রেরণ করেন নাই। এই কারণে আলাউদ্দীন্ মালিক কাফুরের অধীনতায় ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে সেনাগণ দেবগিরির নিকট উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধেও রামদেব রাও পরাস্ত হইলেন। মালিক তাঁহাকে বন্দী পূর্ব্বক দিল্লী প্রেরণ করেন। তথায় ছয় মাস কাল কারাবরুদ্ধ থাকিবার পর আলাউদ্দীন্ তাঁহাকে সসম্মানে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার অনুমতি দান করিলেন। ইহার পর রামদেব রাও আজীবন দিল্লীশ্বরের সহিত সখ্য রাখিয়াছিলেন।

১৩০৯ খৃষ্টাব্দে রামদেব রাওয়ের মৃত্যু হয় ও শঙ্কর রাও তৎপদে অভিষিক্ত হন। তিনি দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করায় মালিক কাফুরের হস্তে ১৩১২ খৃষ্টাব্দে তাহাকে প্রাণ হারাইতে হয়।

এই সময় হইতে দেবগিরিতে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর দিল্লীর দরবারে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সুযোগে রামদেব রাওয়ের জামাতা হরপাল দেব বিদ্রোহী হইয়া দক্ষিণাপথ হইতে মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদিগকে বিতাড়িত করিলেন। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র মোবারককে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য স্বয়ং দক্ষিণাপথে আসিতে হয়। হরপাল মুসলমানদিগের হস্তে ধৃত হইয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হন। এইরূপে মহারাষ্ট্র দেশ হইতে হিন্দুরাজ্য বিলুপ্ত হইল। মুসলমানেরা দিন দিন প্রবলতা লাভ করিয়া সমগ্র দক্ষিণাপথে আপনাদিগের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন।

মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন হিন্দু-রাজবংশের ইতিহাস এতক্ষণ সংক্ষেপে বিবৃত হইল। মুসলমানদিগের আগমন পর্য্যন্ত যে সকল প্রধান ঘটনা মহারাষ্ট্র দেশে সংঘটিত হয়, তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় একত্র সঙ্কলিত হইল।

রামায়ণ-কাল······মহারাষ্ট্রদেশে অনার্য্যনিবাস।

মহাভারত-কাল······মহারাষ্ট্রে আর্য্য উপনিবেশ সুপ্রতিষ্ঠিত।

খৃঃ পূঃ ৩৫০-৭৩—অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার। দেশীয় রঠ্ঠ, ভোজ, রাষ্টিক, মহারঠ্ঠ, রঠ্ঠকুড় প্রভৃতি জাতির আধিপত্য।

খৃঃ পূঃ ৭৩ হইতে—খৃষ্টীয় ২১৮ অব্দ পর্য্যন্ত···সাতবাহন-বংশের রাজত্ব।

খৃঃ ২১৮ হইতে—খৃঃ ৬০০ অব্দ পর্য্যন্ত...আভীর, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতির আধিপত্য।

খৃঃ ৬০৫ হইতে—খৃঃ ৭৪৭ অব্দ পর্য্যন্ত··পূর্ব্ব চালুক্য।

খৃঃ ৭৪৮ হইতে—খৃঃ ৯৭৩ অব্দ পর্য্যন্ত··রাষ্ট্রকূট।

খৃঃ ৯৭৩ হইতে—খৃঃ ১১৮৯ অব্দ পর্য্যন্ত···উত্তরচালুক্য।

খৃঃ ১১৮৭ হইতে—খৃঃ ১৩১৮ অব্দ পর্য্যন্ত···যাদবব শ।

সে কালের সাহিত্য।

মহারাষ্ট্রদেশে অতি প্রাচীন কালে পালিভাষা প্রচলিত ছিল। সাতবাহন-বংশের রাজত্ব সময়ে মহারাষ্ট্র নামক প্রাকৃত ভাষা এই দেশে এবং মালবাদি প্রদেশেও প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচির মতে এই মহারাষ্ট্রী-ভাষা হইতে শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী প্রভৃতি দেশীয় ভাষাসমূহের উৎপত্তি হয়। সাহিত্যদর্পণকার "গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রয়োজয়েৎ" অর্থাৎ নাটকে মহারাষ্ট্রীয়ভাষায় সঙ্গীতাদির রচনা করিবার বিধান দিয়াছেন। সাতবাহনের সপ্তশতী ভিন্ন সেতুবন্ধ প্রভৃতি দুই একখানি কাব্য গ্রন্থও এই প্রাচীন মহারাষ্ট্রী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মরাঠী ভাষা সেই প্রাচীন মহারাষ্ট্রেরই দুহিতা। এই ভাষার দশ ভাগের নয় ভাগ শব্দ সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক। ইহাতে বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। যাদববংশীয় নৃপতিদিগের রাজত্বকালে আধুনিক মরাঠী ভাষায় যে সকল জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচিত হয়, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। মুসলমান আমলেও মহারাষ্ট্র-সাহিত্য ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতেছিল, যথাস্থানে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

মুসলমান অধিকার—বাহ্মণী রাজবংশ।

মহারাষ্ট্রদেশের মুসলমান আমলের ইতিহাস বাহ্মণী, নিজামশাহী প্রভৃতি শব্দে পাঠক দিখিতে পাইবেন। তাঁহাদিগের শাসনকালের যে সকল ঘটনার সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভাবী উন্নতির সম্বন্ধ ছিল, এস্থলে কেবল সেই গুলির নির্দ্দেশ আবশ্যক।

মুসলমানেরা দেবগিরির হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করিলে ১৩২০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার সহিত দক্ষিণাপথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজাদিগের গুপ্ত সম্বন্ধ ছিল। কেবল তাহাই নহে, সেই সময়ে দক্ষিণাপথে তাঁহারাও বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন। সেই বিদ্রোহদমনের জন্য মহম্মদ তোগলককে দক্ষিণাপথে গমন করিতে হয়। এই ঘটনার পর পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতীত হইতে না হইতেই মহারাষ্ট্রীয়েরা সুযোগ বুঝিয়া ১৩৪৭খৃষ্টাব্দে আবার পরাধীনতার শৃঙ্খল ছেদন করিতে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে স্থানীয় মুসলমানেরাও দিল্লীর মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। মহম্মদ তোগলক এই বিদ্রোহদমনে অসমর্থ হওয়ায় হুসেন-গঙ্গো নামক জনৈক মুসলমান দক্ষিণাপথে নূতন রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইলেন। এই রাজ্যস্থাপন-কার্য্যে মহারাষ্ট্রীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগের বিশেষ সহায়তা ছিল। কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের পরই হুসেন তাহাদিগের মিত্রতার কথা ভুলিয়া যান। হিন্দুরা ভাবিয়াছিলেন, দিল্লীর সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ করিতে পারিলেই তাঁহারা দক্ষিণাপথের মুসলমানগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিতে পারিবেন। সেই ভরসায় তাহারা হুসেন-গঙ্গোর বিদ্রোহে সহায়তা করিয়াছিলেন। হুসেনও মাহ্মুদ গজনীর ন্যায় হিন্দুধর্ম্মদ্বেষ্টা ছিলেন না। তিনি মুসলমানদিগের শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। শিয়া সম্প্রদায়ের মতের সহিত হিন্দুমতের অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে। সুন্নী অপেক্ষা শিয়া মত বহু পরিমাণে উদার। হুসেনগঙ্গোর চরিত্রে এ উদারতা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট না হইলে তিনি এত সহজে হিন্দু রাজাদিগের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। হিন্দুদিগের জাতীয় জীবনে তখন অবসাদ উপস্থিত হইয়াছিল। যাদববংশের রাজত্বকালে বহু দিগ্বিজয় করিয়া তাঁহারা শ্রান্ত ও কিয়ৎ পরিমাণে বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমাজের প্রতিভাও ক্ষয়িত হইয়া গিয়াছিল। এই কারণে রাজনীতি-কৌশলে ও সামরিক অধ্যবসায়ে তাঁহারা দক্ষিণাপথের তরুণ-বীর্য্য মুসলমানদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইলেন না। হুসেন গঙ্গো কার্য্যোদ্ধারের পর তাঁহাদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াও দিন দিন স্বীয় রাজ্যের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইলেন। মহারাষ্ট্রে উত্তরে নর্ম্মদা হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা পর্য্যন্ত ও পশ্চিমে সহ্যাদ্রি হইতে তৈলঙ্গ ও গোণ্ডবন পর্য্যন্ত এই মুসলমান রাজ্য বিস্তৃত হইল। কোঙ্কণের হিন্দু রাজারা বহু দিন পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই।

হুসেনের পর তৎপুত্র মহম্মদ শাহ (১৩৫৮—১৩৭৫ খৃঃ) বাহ্মণী রাজ্যের অধিপতি হইলেন। ইঁহার আমলে মহারাষ্ট্রে নূতন রাজমুদ্রা প্রচলিত হয়। হিন্দুগণ এই রাজমুদ্রার প্রচারে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহারা নূতন মুদ্রাগুলি গলাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মহম্মদ শাহ বহুসংখ্যক হিন্দুকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। এই সুলতানের সহিত হিন্দু রাজারা কয়েক বার যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হওয়ায় হিন্দুদিগের চৈতন্য হইল। হুসেন গঙ্গোকে দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে সহায়তা করিয়া তাঁহারা গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, বলিয়া তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা পুনর্ব্বার দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ তোগলককে দক্ষিণাপথ আক্রমণ করিয়া মহম্মদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফিরোজশাহ সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। হিন্দুগণ আর একবার মহম্মদের সহিত বলপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। সে যুদ্ধে হিন্দুরা কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। সত্তর হাজার হিন্দু এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। মুসলমানেরা জয়ী হইলেও বিবাদের শেষ হইল না। ১৩৬৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুগণ আবার মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এবারেও তাঁহাদিগের পরাজয় ঘটিল। ইহার পর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিপ্লব-নিবারণে সুলতানের কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইল।

মহম্মদ শাহের পর যে সকল সুলতান এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের বিস্তারিত বিবরণের সহিত বর্ত্তমান ইতিহাসের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। তাঁহাদিগের রাজত্বকালেও দক্ষিণাপথে হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধব্যাপার নিবৃত্ত হয় নাই। শিয়া ও সুন্নী-সম্প্রদায়স্থ মুসলমানেরা পরস্পরের সহিত কলহে সমানভাবেই প্রবৃত্ত ছিলেন। মধ্য-এসিয়া হইতে ধর্ম্মান্ধ মুসলমানদিগের আমদানী অধিক পরিমাণে হইবার সুবিধা না থাকায় মহারাষ্ট্রে মুসলমানধর্ম্মের উগ্রতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই ইস্‌লামের উপর হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক মুসলমান হিন্দুদেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাহ্মণীবংশের বিলোপ হয়। এই বংশীয় সুলতানেরা সর্ব্বশুদ্ধ ১৭৯ বৎসর মহারাষ্ট্রে রাজত্ব করিয়া-

ছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইঁহাদিগের ন্যায় প্রবলপরাক্রান্ত রাজবংশ সমগ্র ভারতে আর ছিল না। দিল্লীর বাদশাহেরাও ইঁহাদিগের প্রতি বক্রদৃষ্টি করিতে সাহস করিতেন না। এই বংশের প্রাচীন নরপতিগণ রাজ্যের যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন,তাহাতে তাঁহাদিগের রাজ্য দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারিত। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের সুলতানেরা সামান্য সামান্য কারণে পররাষ্ট্র হরণপূর্ব্বক রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অথবা নববিজিত রাজ্যের শাসন কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা যথোচিত যত্ন প্রকাশ করিলেন না। সুবেদারেরা অনেক স্থানেই অসীম ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। সুলতানেরাও ক্ষীণশক্তি হইতেছিলেন। মহম্মদ গবানের মন্ত্রিত্বকালে এ সকল বিষয়ে একবার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু তৎকৃত ব্যবস্থায় রাজকর্ম্মচারীদিগের অবৈধ প্রাধান্য হ্রাস পাওয়ায় তাঁহারা সকলেই ঐ ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী হইয়া পড়িলেন। এই কারণে গবানের মৃত্যুর পর আবার চারিদিকে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। যে সালে বাহ্মণী রাজ্যের বিলোপ ঘটে, সেই অব্দেই বাবর উত্তর-ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। মোগলেরাই পরিশেষে বাহ্মণী রাজ্যের শেষ শাখাটি ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

প্রজার সুখের প্রতি বাহ্মণী-বংশীয় সুলতানদিগের দৃষ্টি ছিল। অকারণে তাঁহারা হিন্দুদিগকে কষ্ট দিতেন না। হিন্দুরা তাঁহাদিগের শাসনকালে কখনও উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সামরিক বিভাগেও হিন্দুর প্রবেশাধিকার ছিল না। তাঁহারা কৃষিকার্য্যে ও অল্প বেতনের চাকরী করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মাচরণে এই বিধর্ম্মী রাজারা কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। সে সময়ে রাজ্য মধ্যে যে সকল বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, তাহাতে হিন্দু প্রজাগণ কখনও প্রকাশ্য ভাবে যোগদান বা সহানুভূতি-প্রকাশে অগ্রসর হন নাই। এই বংশের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রে তুর্কী, ইরাণী, হাব্সী, মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন বংশীয় মুসলমানেরা আসিয়া বসতি করেন। ক্রমে ইহাদিগের প্রতিপত্তি এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, নিকটে যদি বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্য না থাকিত, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীদিগের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিত। যাহা হউক, মুসলমান ব্যবসায়ীদিগের চেষ্টায় এই সময়ে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাহ্মণী রাজ্যে চোর ডাকাতের ও রাহাজানির ভয় আদৌ ছিল না বলিয়া মুসলমান-লেখকেরা বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলমানদিগের চেষ্টায় অনেক বড় বড় অট্টালিকাও নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে দেশের স্থাপত্যশিল্পের বহুল উন্নতি সাধিত হয়। মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার জন্য বাহ্মণী সুলতানেরা গ্রামে গ্রামে পাঠশালাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ত্তকার্য্যেও তাঁহাদিগের অমনোযোগ ছিল না। বিদর ও কুলবর্গায় রাজধানী ছিল।

বরিদশাহী বংশ।

বাহ্মণীবংশীয় সুলতানদিগের গৌরবসূর্য্য যতই অস্তাচলমুখী হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের রাজ্যে শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়স্থ মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাদবহ্নি অধিকতর প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সেই সুযোগে মহম্মদশাহের রাজত্ব কালে (১৪৮২—১৫১৮ খৃঃ) মহারাষ্ট্রীয়েরা একবার বিদ্রোহ করিয়া মস্তকোত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাসিম বরিদ নামক মুসলমান-সর্দ্দারের যত্নে সে বিদ্রোহ দমিত হয়। সুলতান সর্দ্দারের এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদোন্নতি করেন। তিনি বিদর অঞ্চলের সুবেদারী পদ পাইয়া ১৪৯২খৃষ্টাব্দে সুলতানের প্রভুত্ব অস্বীকারপূর্ব্বক স্বাধীনতালাভ করেন। এই সর্দ্দারই বরিদশাহীবংশের আদিপুরুষ। ইঁহার বংশধরেরা "শাহ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আহ্মদনগর ও বিজাপুরের সুবেদারদিগের সহিত কলহে বরিদশাহী রাজ্য বহু পরিমাণে ক্ষীণ হইয়াছিল। পরিশেষে দক্ষিণাপথে অরঙ্গজেবের সুবেদারীকালে তাঁহারই আদেশে মীর জুম্লার চেষ্টায় এই রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

ইমাদশাহী বংশ।

এই বংশের আদিপুরুষ একজন তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ। বিজয়নগরের রাজার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধকালে এই ব্যক্তি বাহ্মণী বংশীয় সুলতানের সৈন্যদিগের হস্তে ধৃত হন। তাঁহাকে সপরিবারে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। তদবধি ফতে-উল্লা নামে তিনি পরিচিত হন। তিনি কার্য্যদক্ষতাগুণে মহম্মদ গবানের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং ইমাদ উলমুল্‌ক উপাধিসহ বেরার অঞ্চলের সুবেদারী প্রাপ্ত হন। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে ফতে উল্লা "ইমাদ শাহ" নামে আত্মপরিচয় ঘোষণাপূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্যলাভ করেন। ইঁহার বংশধরেরা অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। আহ্মদনগরের সুবেদারেরাই এই বংশের ধ্বংসের কারণ স্বরূপ হন। (১৫৭২ খৃঃ)

নিজামশাহী রাজবংশ।

ডিমাপ্পা বহিরু (ভৈরব-বহিরও) নামে এক ব্রাহ্মণ বিজয়নগরে বাস করিতেন। ইমাদশাহী বংশের আদিপুরুষের

স্তার এই ব্রাহ্মণের সন্তানও যুদ্ধে ধৃত হইয়া মুসলমানহস্তে বন্দী ও ধর্ম্মান্তরগ্রহণে বাধ্য হন। এই ব্রাহ্মণ-সন্তান পরে মালিক নায়েব নিজাম্ উল্‌-মুল্‌ক নামে পরিচিত হন। মহম্মদ গবানের কার্য্যকালে ইনি উচ্চ পদ লাভ করেন। মালিক নায়েবের পুত্র মালিক মহম্মদ নিজামশাহী বংশের আদিপুরুষ। ইঁহার সময়ে বাহ্মণীবংশের অধঃপতনের পূর্ব্বলক্ষণ সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া মরাঠাগণ নানাস্থানে মস্তকোত্তোলনের চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য মন্ত্রী মহম্মদ গবান কোনও কোনও স্থানে দেশরক্ষাকার্য্যে ইঁহাদিগকেই নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পশ্চিম-মহারাষ্ট্রের নানাস্থানে মরাঠাদিগেরই আংশিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা মুসলমানদিগের প্রতিনিধিরূপে দেশের শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। মালিক মহম্মদ দৌলতাবাদ অঞ্চলের সুবেদারী পাইয়াই মরাঠা-দুর্গরক্ষকদিগকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সুলতানের সনন্দসত্ত্বেও তাঁহারা মালিক আহম্মদকে আমল দিলেন না। আহম্মদ তখন একে একে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিলেন। প্রথমে জুন্নরের অন্তর্গত শিবনেরী দুর্গ (মহাত্মা শিবাজীর জন্মস্থান) অবরোধ করেন। কয়েক মাস অবরোধেও দুর্গস্থিত মরাঠারা পরাজয় স্বীকার করিল না। মালিক আহম্মদ তখন তাঁহাদিগের বিদ্রোহাপরাধে সম্পূর্ণ ক্ষমাপ্রদর্শন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় মরাঠারা বিরোধ পরিত্যাগ করিলেন। পরে পুরন্দর, মনোরঞ্জন, চন্দনবন্দন, লোহগড়, তোরণা প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের প্রধান প্রধান দুর্গগুলিই ইঁহার হস্তগত হয়। রাজাপুর পর্য্যন্ত কোঙ্কণদেশও ইনি জয় করেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে জুন্নরে ইঁহার অধিষ্ঠান ছিল। আহম্মদ স্বীয় শাসনাধীনপ্রদেশে এরূপ সুশাসন প্রবর্ত্তিত করেন যে, লোকে যষ্টির অগ্রভাগে সুবর্ণখণ্ড বন্ধনপূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে কোনও স্থানে গমনাগমন করিতে পারিত। ১৪৮৯ খৃঃ অঃ তিনি বাহ্মণীবংশীয় সুলতানের অধীনতা অগ্রাহ্য করেন। দৌলতাবাদ ও জুন্নর এতদুভয়ের মধ্যে বিঙ্কর নামে একটী পল্লী ছিল। ঐ পল্লীকে তিনি একটী বিশাল নগরে পরিণত করেন। তাঁহার নামানুসারে ঐ নগর আহ্মদনগর আখ্যা লাভ করে (১৪৮৪ খৃঃ অঃ)। মালিক আহম্মদ নিজামশাহ উপাধি লইয়া রাজ্যশাসন আরম্ভ করেন। ইঁহার মত সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মুসলমানসমাজে সে সময়ে কেহই ছিলেন না। দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বারা বিবাদের মীমাংসা করিবার প্রথা দক্ষিণাপথে ইঁহার সময়েই প্রবর্ত্তিত হয়। ফলে, মহারাষ্ট্রের পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত তরবারি খেলায় লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় সর্ব্বত্র অসিক্রীড়ার জন্য রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আহম্মদশাহের পর তৎপুত্র সপ্তমবর্ষীয় বুহ্রাণশাহ নিজামশাহী রাজ্যের অধিপতি হন। আদিলশাহী ও ইমাদশাহী সুলতানদিগের সহিত যুদ্ধে ইঁহার পরাজয় ঘটে। কম্বর সেন (কুমারসেন) নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বুহ্রাণ শাহের দরবারে দীর্ঘকাল প্রধানমন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সুলতানের সময়ে মরাঠারা রাজনৈতিকক্ষেত্রে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সাবাজী চিটনীসকে "প্রতাপ রাও" উপাধি প্রদান করিয়া বুহ্রাণশাহ পররাষ্ট্রের দৌত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী মরাঠাগণ বশ্যতা স্বীকার না করিয়া প্রায়ই বিদ্রোহাদি করিতেন। এই কারণে সুলতান পেশবা কম্বরসেনের পরামর্শক্রমে তাঁহাদিগকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া শান্ত করিলেন। এই সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ দিন দিন রাজকার্য্যে সমধিক দক্ষতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের ভাবী অভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কৃত করিতে লাগিলেন। বুহ্রাণশাহ শিয়ামতের বিশেষ পক্ষপাত প্রকাশ করায় সুন্নী-সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা ক্ষেপিয়া উঠেন। ফলে রাজ্য মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও অশান্তি নিত্য ঘটনায় পরিণত হয়। ৪৭ বৎসর রাজ্যভোগের পর ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে এই সুলতান প্রাণত্যাগ করেন।

এই বংশের তৃতীয় সুলতান হুসেন নিজাম শাহের শাসনকালে দক্ষিণাপথে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ চরম সীমায় উপনীত হয়। দক্ষিণাপথের সমস্ত মুসলমান-শক্তি সমবেত হইয়া একযোগে একমাত্র হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের ধ্বংসসাধন করেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তালিকোটের যুদ্ধে রামরাজ নিহত হওয়ায় হিন্দুপক্ষ সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হইয়া যায়। মুসলমানেরা কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত অধিকারবিস্তারের সুযোগ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে মোগল-সম্রাট্ অকবর একে একে সমস্ত হিন্দুরাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক হিন্দুজাতির বিনাশসাধন করিতেছিলেন। বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতির পক্ষে এরূপ দুঃসময় আর কখনও উপস্থিত হয় নাই। এই সময়ে সমগ্র হিন্দুস্থান প্রায় যবনস্থানে পরিণত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর আশ্রয়গ্রহণের স্থান আর রহিল না।

ইহার পর মুর্ত্তজা নিজামশাহের আমল। এই আমলে বিজয়নগরের রাজ্য-বিভাগ লইয়া মুসলমানদিগের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের সূত্রপাত হয়। ফলে মরাঠাগণ মস্তকোত্তোলনের সুবিধা প্রাপ্ত হন। এই সময়ে পর্ত্তুগীজেরাও আসিয়া পশ্চিম-ভারতে উপদ্রব আরম্ভ করে। নিজামশাহের সর্দ্দারদিগকে

সুরা উপহার দিয়া ইঁহারা ভারতে উপনিবেশ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। মুর্ত্তজা বেরার অধিকারপূর্ব্বক ইমাদশাহী-বংশের অস্তিত্ব বিলোপ করেন। ইঁহার আমলে খানদেশও নিজামশাহী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৫৮৬ হইতে ১৫৯৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত মিরণ হুসেন, ইস্মাইল ও বুহ্রাণ নিজামশাহ মহারাষ্ট্রের উত্তরভাগ শাসন করেন। ইঁহাদিগের শাসনকালে শিয়া ও সুন্নীদিগের বিবাদ বৃদ্ধি হয়। ফলে মীরণকেও প্রাণ হারাইতে হয়। ইস্মাইলের রাজ্যকাল মুসলমানদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত কলহে অতিবাহিত হয়। একদল মুসলমান দিল্লীর বাদশাহ অকবরের সাহায্যপ্রার্থনা করে। বুহ্রাণও ধর্ম্মসংক্রান্ত কলহের নিবৃত্তি করিতে পারেন নাই। ইহার সৈন্যদল কুর্লা নামক স্থানে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়।

ইহার পর হুসেন নিজামশাহের দুহিতা সুলতানা চাঁদবিবির শাসনকালই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই অসাধারণ গুণশালিনী রমণী যেরূপে মোগলদিগের বিরুদ্ধে স্বরাজ্যরক্ষার প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের একটী স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে পরিগণিত। [বিস্তারিত বিবরণ চাঁদবিবি শব্দে দেখ।]

চাঁদবিবির পরবর্ত্তিকালের নিজামশাহীর ইতিবৃত্ত ঐ রাজ্যের সচিবদিগের কার্য্যকলাপেই পরিপূর্ণ। আহ্মদনগর মোগলদিগের হস্তগত হইলে দৌলতাবাদ দুর্গে নিজামশাহী রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে মালিক অম্বর নামক একজন অতি বুদ্ধিমান্ বিশ্বস্ত সর্দ্দারের চেষ্টায় নিজামশাহী-রাজ্যের বিনষ্টপ্রায় গৌরব কিছুদিনের জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। মুসলমানদিগের আত্মবিগ্রহের সুযোগে সুচতুর মরাঠাদিগের শক্তি ও প্রতিপত্তি বিশেষরূপেই বৃদ্ধি পায়। মরাঠাদিগের সহায়তালাভ করিয়াই মালিক অম্বর বহুদিন পর্য্যন্ত নিজামশাহীর অস্তিত্বরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। শিবাজীর পিতামহ মালোজী ভোঁসলে ও মাতামহ লুখজী যাদব রাও এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে নিজামশাহী-দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিজাপুরের আদিলশাহী দরবারেও মরাঠা সর্দ্দারগণ আপনাদিগের প্রভুত্বপ্রতিষ্ঠায় পশ্চাৎপদ হন নাই।

মোগল-সম্রাট্ অকবর আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে নিজামশাহী-রাজ্যের অস্তিত্ব অচিরেই বিলুপ্ত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু ঘটায় ও জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনাধিকার বিষয়ক কলহে লিপ্ত হওয়ায়, মালিক অম্বর মরাঠা মুসলমান সর্দ্দারদিগকে সংগ্রহপূর্ব্বক মোগল-প্রতিনিধি ও সেনাধ্যক্ষ খানখানানের পরাভবসাধন এবং আহ্মদনগর পুনরধিকার করেন। অতঃপর তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও প্রজার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হন। প্রজাহিতৈষী বলিয়া অদ্যাপি দক্ষিণাপথে তাঁহার নাম বিঘোষিত হইয়া থাকে। ভূমিকর সম্বন্ধে তিনি প্রজার হিতকর যে সকল সংস্কারের প্রবর্ত্তন করেন, তাহাতেও সবাজী আনন্দ রাও, শিবাজী পন্ত মুৎসুদ্দী ও সখারাম মোকাশী প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সহায়তা করিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করেন। মালিক অম্বর ইজারা পদ্ধতির উন্মূলন করায় প্রজাকুল অতিশয় সুখী হয়। খাজনা আদায়ের ভার ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ন্যস্ত করাই মালিক অম্বরের নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই সকল নূতন ব্যবস্থার ফলে প্রজাগণ সুখী ও সন্তুষ্ট হওয়ায় মালিক অম্বর অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই মোগলদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন।

জাহাঙ্গীর আহ্মদনগর জয় করিবার জন্য আবার সৈন্যপ্রেরণ করেন। এই সময়ে মালিক অম্বর গুজরাতের মোগল সুবেদার আবদুল্লা খাঁকে পরাস্ত করিলেন। মোগলেরা তখন ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানকে ও অনেক মরাঠা-সর্দ্দারকে মালিক অম্বরের পক্ষত্যাগে সম্মত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিরুপায় মালিক অম্বরকে কাজেই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইল। ফলে মোগলেরা আহ্মদনগর ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশসমূহ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর শাহজাহান সসৈন্যে কাবুল অভিমুখে অভিযান করিয়াছেন দেখিয়া মালিক আবার মোগলদিগকে দাক্ষিণাপথ হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজামশাহী রাজ্যের উদ্ধার করেন। শাহজাহান আবার দক্ষিণে প্রত্যাবৃত্ত হইলে মালিককে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। ইহার পর মালিক অম্বর আর মোগলদিগের সহিত বিগ্রহ করেন নাই। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শৌর্য্য, ঔদার্য্য, ঈশ্বরনিষ্ঠা, সদাচার ও ন্যায়পরতা মহারাষ্ট্রবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল।

মালিক অম্বরের পর তৎপুত্র ফতে খাঁ নিজামশাহী রাজ্যের কর্ণধার হইলেন। তিনি পিতার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন না। তথাপি প্রভুর রাজ্যরক্ষাবিষয়ে তাঁহার যত্ন ছিল। কিন্তু অদূরদর্শী সুলতান অন্যান্য পরামর্শদাতাদিগের অনুরোধে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এই ঘটনায় নিজামশাহী রাজ্যের অন্যান্য বিশ্বস্ত সর্দ্দারেরা ভীত হইলেন। লুখজী যাদবরাও ইহার পূর্ব্বে একবার মোগলদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেও এ সময়ে নিজামশাহী রাজ্যরক্ষার চেষ্টাই করিতেছিলেন। কিন্তু সন্দিগ্ধচিত্ত সুলতান

তাঁহাকে গুপ্ত পরামর্শ করিবার ছলে আহ্বান করিয়া ঘাতক-হস্তে নিহত করেন। যাদব রাওয়ের একটী যুবকপুত্র ছিল। সেও এই দুর্ঘটনায় নিহত হয়। এই ব্যাপারে সমস্ত মরাঠা-সৈন্য নিজামশাহের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিল। লুখজীর ভ্রাতা মোগলদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। তাঁহার জামাতা শাহজী ভোঁসলে রাজ্যরক্ষাবিষয়ে হতাশ হইয়া পুণার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ যথাসম্ভব হস্তগত করিতে লাগিলেন। তিনি নিজামশাহী ও আদিলশাহী উভয় রাজ্যেরই শাসনাধীন প্রদেশসমূহ দখল করিয়া প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে মোগলেরা রাজধানী অধিকার করিলেন। এই সময়ে কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যিনি যে প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সেই প্রদেশেই স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মরাঠা-সর্দ্দারদিগের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে একতার সঞ্চার হইয়াছিল। শাহজী ভোঁসলে ইহাদের মধ্যে মুখপাত্র ছিলেন। জুন্নর নগরে শ্রীনিবাস নায়ক নামক এক আমলদার ছিলেন। তিনি শাহজীর সাহত মিলিত হইয়া শামগড় হস্তগত করিলেন। অতঃপর ইহারা ক্রমশঃ সৈন্যসংগ্রহ করিয়া সঙ্গমনের হইতে আহ্মদনগর ও দৌলতাবাদ পর্য্যন্ত প্রদেশ আপনাদিগের শাসনাধীন করিয়া লইলেন। শাহজী বিজাপুর রাজ্যের যে সকল প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য বিজাপুরপতি মুরার রাও নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-সেনাপতির অধীনতায় একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যদলের চেষ্টায় পুণা অঞ্চলের বহু ক্ষতি সাধিত হয়।

এই সময়ে খান্-জহান লোদী উত্তর-ভারতে দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া মহারাষ্ট্রে পলাইয়া আসেন। শাহজী প্রভৃতি মরাঠা সর্দ্দারেরা লোদীর সহিত মিলিত হন। কিন্তু বাদশাহী সৈন্য দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইলে তাঁহারা লোদীকে পরিত্যাগ করিয়া শাহ-জহানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহজী মোগল সম্রাটের অধীনতায় পঞ্চহাজারী মনসবদারী প্রাপ্ত হইলেন। নিজামশাহ লোদীকে আশ্রয়দান করায় মোগলেরা তাঁহার পরাজয় সাধন করিলেন। ঠিক এই সময়েই (১৬২৯ খৃঃ অঃ) মহারাষ্ট্রে দুই বৎসর-ব্যাপী অনাবৃষ্টি হওয়া ঘোর দুর্ভিক্ষপাত হইল। তাহাতে বহুসংখ্যক লোক অনাহারে মরিল, দেশ প্রায় গবাদি শূন্য হইল। অনেকে দেশত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিল। যাহারা দেশে রহিল, তাহারা ভয়ঙ্কর মহামারীর প্রকোপে পঞ্চত্ব পাইল। এদিকে মোগলেরাও দেশ উৎসাদন করিতে লাগিল। নিরুপায় নিজামশাহ ফতেখাঁকে কারামুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব দান করিলেন। ফতেখাঁ মুক্তিলাভ করিয়াই সুলতানকে বন্দী করিয়া হত্যা করিলেন। সুলতানের প্রিয়তম সর্দ্দারদিগের অনেককেই এই প্রসঙ্গে প্রাণ হারাইতে হইল। ফতেখাঁ এইরূপে দুষ্কার্য্য করিয়াও স্বয়ং রাজ্যভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজামশাহী রাজ্যধন সহ মোগলদিগের শরণাপন্ন হইলেন।

ফতেখাঁর এই সকল কার্য্যে শাহজীর হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হইল। তিনি নিজামশাহী রক্ষার জন্য বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সাহায্যপ্রাপ্তিমাত্র তিনি দৌলতাবাদ দুর্গ মোগলদিগের হস্ত হইতে পুনরায় গ্রহণের জন্য অভিযান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। মোগলেরা নিজামশাহীরাজ্যের শেষ উত্তরাধিকারী একটী দশমবর্ষীয় রাজপুত্রকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। (১৬৩৩ খৃঃ অঃ)

তথাপি শাহজী ভোঁসলে নিরস্ত হইলেন না। তিনি ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত মোগলদিগের সহিত কলহ করিয়া নিজামশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি যেরূপ অলৌকিক শৌর্য্য ও সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন, সামদানভেদদণ্ডাদি নীতির যেরূপ দক্ষতার সহিত প্রয়োগ করেন, তাহাই তদীয় অল্পবয়স্ক পুত্র শিবাজীর পক্ষে উদাহরণস্বরূপ হইয়াছিল। শাহজী সহ্যাদ্রির পাদদেশস্থিত দুর্গম প্রদেশ হস্তগত করিয়া তথা হইতে মোগলদিগের বিরুদ্ধাচরণের ব্যবস্থা করিলেন। যথাসম্ভব যুদ্ধায়োজন সম্পন্ন হইলে তিনি রাজবংশীয় এক দশম বর্ষীয় বালককে নিজামশাহী রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং বহুসংখ্যক বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যদক্ষ ব্রাহ্মণের সহায়তায় রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র কোঙ্কণ-প্রদেশ সহ নিজামশাহী রাজ্যের অধিকাংশ শাহজীর হস্তগত হইল। মোগলদিগের পক্ষে আবার দাক্ষিণাত্যবিজয়ের জন্য বিশেষরূপে সমরায়োজন করা আবশ্যক হইয়া উঠিল।

শাহজীর অধ্যবসায় ও কার্য্যকলাপ-দর্শনে দিল্লী হইতে শাহ জহান স্বয়ং সমরক্ষেত্রে কার্য্যপরিচালন জন্য দক্ষিণাপথে আগমন করিলেন। সাগরপ্রায় মোগলবাহিনীর আগমন-দর্শনে শাহজী বিজাপুরের সুলতানকে মোগলদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। সুলতান মুরারপন্ত ও রণদুল্লা খাঁকে শাহজীর সহায়তার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কিছুদিন যুদ্ধের পর দিল্লীশ্বর বিজাপুরপতিকে জানাইলেন যে, শাহজীকে

পরিত্যাগ করিলে মোগলসৈন্য বিজাপুর অধিকার করিবে না। সুলতান প্রথমে সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। শাহজী স্বীয় সৈন্যদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিলেন এবং অব্যবস্থিত যুদ্ধনীতির অবলম্বনে মোগলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, পক্ষান্তরে মোগলেরাও শাহজীকে অপদস্থ করিতে ত্রুটি করিলেন না। সৈন্যসংখ্যার আধিক্যবশতঃ পরিশেষে মোগলেরাই সর্ব্বত্র বিজয়শ্রী লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিজাপুর-রাজ্যে উপদ্রব আরম্ভ করায় আদিলশাহ শাহজীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শাহ-জাহানের সহিত সন্ধি করিলেন। শাহজী কোঙ্কণে গিয়া আশ্রয় লইলেন। মোগলেরা সেখানেও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি ক্লান্ত হইয়া দিল্লীশ্বরের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিলেন। মোগলদিগের অধীনতায় মনসবদারী করিবার তাঁহার বাসনা ছিল। কিন্তু শাহ-জহান সে প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে বিজাপুরপতির দরবারে থাকিবার অনুমতি দান করিলেন। মোগলেরা নিজামশাহী-বংশের শেষ বংশধরকে (১৬৩৭ খৃঃ অঃ) বন্দী করিয়া আগ্রায় লইয়া গেলেন। এইরূপে নিজামশাহী-বংশের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

আদিলশাহী-বংশ।

এই বংশের আদিপুরুষ যুসুফ্ আদিলশাহ কনষ্টান্টিনোপ্‌লের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভাগ্যদোষে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত ও দাসদিগের সহিত গোপনে বাস করিতে বাধ্য হন। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সামান্য বেশে ভারতে উপস্থিত হইয়া বাহ্মণী রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ গবানের অধীনতায় কর্ম্মগ্রহণ করেন। অল্প দিবসের মধ্যে কার্য্যদক্ষতাগুণে তাঁহার পদোন্নতি ঘটে। ইনি বিজাপুরে সুবাদারী কালে, মহম্মদ শাহ বাহ্মণীর মৃত্যু ঘটায়, স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। যুসুফ্ আদিলশাহের চেষ্টায় বিজাপুর নগর সৌধমালায় সুশোভিত হয়। শিয়াপন্থী মুসলমানদিগকে তিনি আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে গোয়া নগর তিনি পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন। শৌর্য্য, বিদ্যা, ও ব্যবহারচাতুর্য্যগুণে এবং রাজনীতিজ্ঞতায় এক মহম্মদ গবান ভিন্ন সেকালে কেহই যুসুফের সমকক্ষ ছিল না। তিনি মুকুন্দ রাও নামক জনৈক মরাঠা-সর্দ্দারের ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই হিন্দু স্ত্রীর প্রতি তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। ইঁহারই গর্ভজাতপুত্র ইস্মাইল পরে সিংহাসনের অধিকার লাভ করেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে যুসুফের অনেকটা সমদৃষ্টি ছিল। হিন্দুদিগকে বিশেষতঃ মরাঠাদিগকে তিনি যথেষ্ট প্রশ্রয় দিতেন। যোগ্যতা দেখাইয়া অনেক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাঁহার রাজ্যে উচ্চপদের অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজদরবারে ও সরকারী কাগজপত্রে পারস্যভাষার পরিবর্ত্তে যুসুফ মরাঠী ভাষা চালাইবার আদেশ করিয়াছিলেন। আহ্মদনগর, শোলাপুর, পারিণ্ডা, মীরজ প্রভৃতি সুদৃঢ়দুর্গ অদ্যাপি তাঁহারই কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। ১৫১০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইস্মাইলের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে মুকুন্দ রাওয়ের ভগিনী বিশেষ দক্ষতাসহকারে রাজ্যশাসন ও বিদ্রোহী মুসলমানদিগের দমন করেন। দক্ষিণাপথের সকল সুলতানেরা সমবেত হইয়া অভিযান করিয়াও ইস্মাইলের পরাজয়সাধনে সমর্থ হন নাই। বিজয়নগরের রাজার সহিত যুদ্ধেও বিজাপুরপতির কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল। ইস্মাইল চম্পামহাল ও মুদ্গলের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ২৬ বৎসর রাজত্ব ও যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া ইনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। ন্যায়পরায়ণ, দূরদর্শী ও দয়ালু বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

ইস্মাইলের পুত্র ইব্রাহিম ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। শিয়াদিগকে বিতাড়িত করিয়া সুন্নীদিগকে আশ্রয় দান করেন। ইস্মাইল পারস্যভাষায় দপ্তর রাখিবার যে আদেশ দিয়াছিলেন, ইব্রাহিম তাহা রহিত করিয়া পুনর্ব্বার দরবারে মরাঠী ভাষা প্রবর্ত্তিত করিলেন। কাজেই রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। এই সময় হইতে বিজাপুর-দরবারে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতিপত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নিম্বালকর, ঘাটগে, ঘোরপড়ে, ডফলে, মানে ও সাবন্ত প্রভৃতি মরাঠা-পরিবারগুলির গৌরবরবি এই সময়ে উদিত হয়। নিজামশাহ, কুতবশাহ, ও বিজয়নগরের রাজার সহিত ইব্রাহিমকেও যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। বিজয়নগরের রামরাজার সহায়তায় নিজামশাহ, ইব্রাহিম আদিল শাহের পরাভবসাধন করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজেরা এই সময়ে গোয়া হইতে মীরজ পর্য্যন্ত প্রদেশসমূহ উৎসাদন করিতেছিল, তৎকালে ইব্রাহিমের চেষ্টায় তাঁহাদিগের দমন হয়। শেষবয়সে দুরাচার ও উন্মত্ত হইয়া ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে ইনি প্রাণত্যাগ করেন।

আলী আদিলশাহ ইহার পর বিজাপুরের সুলতানপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহার চেষ্টায় সুপ্রাচীন বলবৈভবপূর্ণ বিজয়নগররাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। আলী সৎকার্য্যে অনেক ধন ব্যয় করেন। গগনমহাল, জুম্মামস্জিদ, শাহবুরুজ, মহাবুরুজ প্রভৃতি বিজাপুরের স্থাপত্য কার্য্যগুলি আলী আদিল শাহের যত্নে নির্ম্মিত। ইতিহাস-প্রসিদ্ধা চাঁদ

বিবি ইঁহারই সহধর্ম্মিণী। ইঁহার সময়ে শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরা আবার প্রতিপত্তি লাভ করেন, তথাপি মরাঠা-দিগের শক্তি হ্রাস হয় নাই। ইঁহার রাজস্ব-বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইহার পর আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্রাহিম-(দ্বিতীয়) শাহ সিংহাসনারোহণ করেন (১৫৮০ খৃঃ অঃ)। ইঁহার রাজ্যকালে প্রজাগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। ইব্রাহিম বিলাসী ও গীতবাদ্যপ্রিয় হইয়াও শূর এবং অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান ও সমদর্শিতাগুণে ইনি লোকসমাজে "জগদ্‌গুরু"নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ টোডর-মল্লের প্রবর্ত্তিত রাজস্বব্যবস্থা এই সুলতানের চেষ্টায় বিজাপুর-রাজ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়। রাজ্যের সামরিক ও অপরাপর বিভাগে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে ইব্রাহিম বহু পরিমাণে স্থান দান করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মোপাসকেরাও তাঁহার অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হয় নাই। ধর্ম্মবিষয়ে সম্রাট্ অকবরের অপেক্ষাও অনেকে ইঁহাকে অধিকতর সমদর্শী বলিয়া মনে করেন। সুদৃশ্য সৌধনির্ম্মাণেও তাঁহার বিশেষ যত্ন প্রকাশ পাইয়াছিল। বিজাপুরে ৫২ লক্ষ মুদ্রা-ব্যয়ে তিনি একটী ভাস্করশিল্পের আদর্শস্বরূপ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার নির্ম্মাণকার্য্য ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই সুলতানের রাজত্বকালে আহ্মদনগরের নিজামশাহের সহিত আদিলশাহী সৈন্যের একবার সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ইব্রাহিমের জয়লাভ ঘটে।

ইব্রাহিমের পুত্র মহম্মদ আদিল শাহের শাসনকাল (১৬২৬—১৬৫৬ খৃঃ) দক্ষিণাপথের ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্রের হিন্দুরাজশক্তিকে বিদলিত করিয়া মুসলমানেরা দেশবাসীকে পরাধীনতাপাশে বদ্ধ করিলে, দীর্ঘকাল বিজাতীয়ের পাদুকা বহন করিয়া এই সময়েই মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা আরম্ভ করেন। রাজনীতিকুশল মোগলসম্রাট্ অকবর ও শাহজহানও এক সময়ে মহারাষ্ট্র-বাসীর উপর আধিপত্যবিস্তারের চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তথাপি মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয় রহিত হয় নাই।

মহম্মদ আদিলশাহের শাসনকালের প্রারম্ভেই বঙ্কাপুরের শাসনকর্ত্তা কদম রাও নামক জনৈক মরাঠা বিদ্রোহঘোষণা করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। সুলতান তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহার বিনাশসাধন করিলেন। ইঁহারই আমলে শাহজহান নিজামশাহী রাজ্যের বিনাশসাধন করিয়া আদিলশাহী গ্রাসের চেষ্টাও করিতেছিলেন। মুরার রাও প্রভৃতি কয়েকজন মরাঠা-জায়গীরদার নিজামশাহী রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে মহম্মদকে পরামর্শ দেন। শাহজী ভোঁসলে এই সময়ে নিজামশাহীর রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। নূর-জাহানের ভ্রাতা আসফ্ খাঁর অধীনতায় মোগলেরা বিজাপুর অবরোধ করিলে মুরার রাও তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, মোগলদিগকে বিজাপুরের সীমা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হয়। মুরার রাও পারিণ্ডা দুর্গে গিয়া "মুল্ক-ই ময়দান" বা রণভূমির রাজা নামক যে প্রসিদ্ধ কামান ছিল, তাহা বিজাপুরে আনয়ন করেন। এই দুর্গ পূর্ব্বে নিজাম-শাহের অধীন ছিল। নিজামশাহের আদেশেই এই প্রকাণ্ড তোপ আহ্মদনগরের নিকটে ঢালাই হইয়াছিল। ইহা ওজনে অন্যূন চারি শত মণ ভারী। তালিকোটের যুদ্ধে এই তোপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা ১৪ ফিট্ দীর্ঘ ও ঐ পরিমাণ পরিধিবিশিষ্ট। দুই ফিট্ চারি ইঞ্চ ব্যাসের লৌহগোলক এই তোপের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত। বিজাপুরের লোকে এখনও এই তোপের পূজা করে। কড়কবিজলী নামক আর একটী তোপ বিজাপুরে আনয়ন করিবার ভারও মুরার-রাওয়ের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু পথি মধ্যে তাহা কৃষ্ণানদীতে নিমজ্জিত হয়। অদ্যাপি কৃষ্ণাগর্ভে উহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

আসফ্ খাঁর পরাভবের পর শাহজহান মহব্বৎ খাঁকে দক্ষিণাপথে প্রেরণ করেন। মহব্বৎ খাঁ দৌলতাবাদ আক্রমণ করিলে আদিল-শাহের পক্ষ হইতে মুরার রাও ও রণদুল্লা খাঁ নিজামশাহের সহায়তার জন্য প্রেরিত হন। তখন প্রচণ্ড বাদশাহী সেনা বিজাপুর রাজ্য আক্রমণে প্রবৃত্ত হইল। এই বিপত্তিকালে শাহজী ভোঁসলের ন্যায় রাজকার্য্যধুরন্ধর ও বুদ্ধিমান্ সর্দ্দারের সহায়তা মহম্মদ আদিলশাহের নিকট আবশ্যক বলিয়া মনে হইল। শাহজীর নিকট তখন ১২ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল। শাহজীর পক্ষেও একাকী মোগলদিগের বিরুদ্ধে অধিক ক্ষণ দণ্ডায়মান থাকা সম্ভবপর ছিল না। এই কারণে তিনিও বিজাপুরপতির সহিত সখ্যস্থাপন করিলেন। এতদুভয়ের সম্মিলনে মহব্বৎ খাঁকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে মুরার রাওয়ের শক্তি বহুপরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া মহম্মদ আদিল শাহ গোপনে তাঁহার বধ সাধন করেন। ইহার পরও শাহজী ও রণদুল্লা খাঁ মোগলদিগকে কিছু দিন পর্য্যন্ত বিব্রত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে মোগলেরা শাহজীকে জর্জ্জরিত ও নিজামশাহী বিনষ্ট করিলে, মহম্মদ

শাহ মোগলদিগকে করদান করিতে স্বীকৃত হইয়া শাহজহানের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

মোগলদিগের সহিত সন্ধির পর আদিলশাহ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবিধানে মনোযোগী হইলেন। কর্ণাটকের বিদ্রোহী জমিদারদিগকে বশীভূত করিবার জন্য তিনি রণদুল্লা খাঁ ও শাহজী ভোঁসলেকে প্রেরণ করেন। কিছুদিন পরে কর্ণাটকের শাসনভার শাহজীর হস্তেই সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়। শাহজী কর্ণাটকে একটি স্বতন্ত্র হিন্দুরাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যের গতি অতীব ধীর ও সতর্কতাপূর্ণ ছিল। পক্ষান্তরে শাহজীর পুত্র শিবাজীও ঘাটমাথার মাবলাদিগের সহায়তায় পুণার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হস্তগত করিয়া স্বাধীন মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তরুণ হৃদয়ের অসীম তেজোবলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই এক একটি করিয়া বহু সংখ্যক দুর্গ জয় করিলেন। পরিশেষে প্রকাশ্য ভাবেই বিজাপুরপতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন, কাজেই বিজাপুরের সুলতান তাঁহার দমনের চেষ্টা করিতে ছিলেন। এদিকে মুস্তাফা খাঁ নামক জনৈক সর্দ্দারের সহিত শাহজীর মনোমালিন্য ঘটিল। কতকটা সেই কারণে ও কতকটা পুত্রের অপরাধের জন্য তিনি সুলতানের আদেশে তিন বৎসর কাল বন্দীভাবে যাপন করিতে বাধ্য হন। অল্প বয়স্ক শিবাজী মোগলসম্রাটের নিকট হইতে অনুরোধ পত্র আনিয়া পিতার মুক্তি সাধন করিলেন (১৬৫৩ খৃঃ)।

ইহার পরও শিবাজীর দমনের জন্য আদিলশাহের চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু তাহা সফল হইবার পূর্ব্বেই তিনি ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার শাসনকালে বিজাপুর নগর অত্যন্ত বিস্তৃত ও সৌন্দর্য্যভূষিত হইয়াছিল। তিনি বিলাসী হইলেও প্রজারক্ষায় উদাসীন ছিলেন না। আড়াই লক্ষ পদাতি, ৮০ হাজার অশ্বসাদী ও ৫ শত হস্তী ইঁহার অধীনতায় সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। বিংশতি কোটি মুদ্রা ইঁহার রাজত্ব সময়ে রাজস্ব আদায় হইত। বিজাপুরের একটী মসজিদের গম্বুজ ইঁহার আদেশে এরূপ বৃহদ্‌ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তাহার ন্যায় বৃহৎ গম্বুজ পৃথিবীর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ইঁহার নির্ম্মাণকুশলতা দর্শনে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ফার্গুসন বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য স্থাপত্য-বিজ্ঞানও ইঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য।

মহম্মদ শাহের পর তৎপুত্র আলী (দ্বিতীয়) আদিল শাহ বিজাপুরের সিংহাসন লাভ করেন। এই কার্য্যে তিনি মোগল-সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই বলিয়া রাজকুমার অরঙ্গজেব দক্ষিণাপথের সুবেদাররূপে বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধব্যাপার শেষ হইবার পূর্ব্বে দিল্লী হইতে শাহজহানের কঠিন পীড়ার সংবাদ আসায় অরঙ্গজেব সুলতানের সহিত সন্ধি করিয়া দ্রুতপদে উত্তরভারত-অভিমুখে গমন করেন।

এই সময়ে আদিলশাহী-রাজ্যের দুইটী শত্রু বিশেষ প্রবলতা লাভ করিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম শিবাজী ভোঁসলে ও দ্বিতীয় মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব। নিজামশাহী রাজ্য মোগলেরা যখন বিনষ্ট করেন, তখন উহার একাংশ বিজাপুরপতিদিগের অংশে পড়িয়াছিল। পুণা ও সুপা পরগণা এবং কোঙ্কণের অধিকাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রথমোক্ত পরগণা দুইটা শাহজী বিজাপুরের সুলতানের নিকট জায়গীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন। কর্ণাটকে শাহজীর নিয়োগ হইলে তাহার (পুণা ও সুপার) শাসনকার্য্য-পরিচালনের ভার শিবাজীর হস্তেই পতিত হয়। এতদুভয় প্রদেশ নূতন ভাবে নির্ম্মিত ও সুরক্ষিত হইল। শিবাজী ক্রমশঃ নূতন প্রদেশ জয়পূর্ব্বক স্বাধীন মহারাষ্ট্ররাজ্য-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সময় থাকিতেই শিবাজীর দমন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আলী আদিল শাহ দ্বাদশ সহস্র সৈন্যসহ আফ্‌জল খাঁ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ সেনানীকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না। শিবাজীর হস্তে আফজল খাঁকে প্রাণ হারাইতে ও তাঁহার সৈন্যদিগকে পরাস্ত হইতে হইল। (১৬৫৯ খৃঃ অঃ) পরবর্ত্তী বর্ষে আদিল সিদ্দি-জোহার নামক আর একজন সেনাপতিকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠান। কিন্তু শিবাজী কৌশলে তাঁহাকে বশীভূত করায় আলী আদিল শাহ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন। সে অভিযানের ফলে, পাহ্নালা নামক দুর্গটী শিবাজীর অধিকারচ্যুত হইয়া সুলতানের হস্তগত হইল; কিন্তু দুর্গ হইতে শিবাজী পলায়ন করিয়া দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করায় সুলতানকে নিরুপায় হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল।

ইহার পর সিদ্দিজোহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। সুলতান তাহাকে শাসন করিতে না করিতে বেদনুর অঞ্চলে ভদ্র নায়ক নামক এক জমিদার বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। আলী তাহাকেও দমন করিলেন। কিন্তু এদিকে শিবাজীর শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মোগলেরাও তাঁহার কার্য্যকলাপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিনাশের জন্য মোগল-পাঠান এক হইল। একবারে একদিক্ হইতে মোগলপক্ষীয় জয়সিংহ ও অন্যদিক্ হইতে বিজাপুরপক্ষীয় খাবাস খাঁ শিবাজীর শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর

হইলেন। শিবাজীর মরাঠা-সৈন্য অসাধারণ শৌর্য্যপ্রকাশ করিয়াও এই ঘোর সঙ্কটে বিজয়শ্রী লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি মোগলদিগকে বিজাপুর অধিকারে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। মোগলসম্রাট্ শিবাজীর সহায়তায় বিজাপুর রাজ্য বিলুপ্ত করিবার আদেশ দিলেন। মোগলসৈন্য বিজাপুররাজ্য উৎসাদন করিতে লাগিল। আলী আদিল শাহ যথাসম্ভব যুদ্ধসজ্জা করিলেন। সর্জ্জা খাঁ ও খাবাস খাঁ নামক তাঁহার দুই প্রধান সেনাপতি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই বিপৎকালে কুতবশাহ বিজাপুরপতির সহায়তায় অগ্রসর হইয়া জয়সিংহকে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত ও মোগল-সৈন্যদিগকে নিতান্ত জর্জ্জরিত হইতে হইল। একটী যুদ্ধে সর্জ্জা খাঁ নিহত হইলেও বিজাপুরীসৈন্য মোগলদিগের পরাজয় সাধন করিল। জয়সিংহ পরবর্ত্তী একটী যুদ্ধে মৃত্যুমুখ হইতে বহুকষ্টে রক্ষা পাইয়া দিল্লী-অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

এইরূপে আলী আদিল শাহ তাঁহার আমলে প্রাণপণ চেষ্টায় রাজ্য রক্ষা করিয়া ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি ভোগবিলাসপরায়ণ হইয়াও প্রজাপালনে অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি স্বয়ং কবি ও বিদ্বান্‌দিগের আশ্রয়দাতা ছিলেন। বিজাপুর-দরবারে সচিবদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘোর ঈর্ষ্যা ছিল। কিন্তু আলীর গুণে সে সমস্ত তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকটিত হইবার অবসর পায় নাই। শিবাজীর বিদ্রোহসত্ত্বেও অনেক মরাঠা-সর্দ্দার ও বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার আশ্রয়ে বঞ্চিত হন নাই।

সিকন্দর আলী আদিল শাহ এই বংশের শেষ নরপতি। পিতার মৃত্যুকালে ইনি ৫ম বর্ষীয় ছিলেন। কাজেই দরবারী কর্ম্মচারীদিগের অন্তর্বিপ্লব অতীব বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্বত্র গোলযোগ উপস্থিত হইল। সচিবদিগের আত্মকলহে শত্রুপক্ষের বিশেষ সুবিধা হইল। শিবাজী পাহ্‌লা দুর্গ পুনরধিকার করিলেন। বহ্‌লোল খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। খাবাস খাঁ মোগলসুবেদার বাহাদুর খাঁর সহিত কৌশলে সন্ধিস্থাপন করিলেন। কিন্তু দরবারী সচিবদিগের আত্মবিগ্রহের ফলে এ অবস্থা অধিকদিন স্থায়ী হইল না। পাঠান-সৈনিকেরা বেতন না পাওয়ায় দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ করিল। মোগল-সর্দ্দার দিলের খাঁ সময় বুঝিয়া বিজয়পুর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তখনও আদিলশাহী-রাজ্যের কিঞ্চিৎ পরমায়ু অবশিষ্ট ছিল। এই কারণে শিবাজী মোগলদিগের কার্য্যকলাপে বাধা দেওয়া আবশ্যক বোধে বিজয়পুর-দরবারকে দিলের খাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। ফলে মোগল-সর্দ্দারকে অপযশের ভাগী হইয়া পলায়ন করিতে হইল।

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অরঙ্গজেব দক্ষিণ-বিজয়ের জন্য সসৈন্যে আগমন করিলেন। শিবাজীর পুত্র সাম্ভাজী তখন পৈতৃক নীতির অনুসরণ করিয়া বিজয়পুরকে সহায়তা করিতেছিলেন। সিকন্দরের বয়স তখন ১৬ বৎসর। দরবারে বুদ্ধিমান্ কর্ম্মচারী তখন কেহই ছিলেন না। নগরবাসীরাও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং যখন অরঙ্গজেব নগর অবরোধ করিলেন, তখন চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। সুলতান সিকন্দর নিরুপায় হইয়া মোগল-সম্রাটের শরণাপন্ন হইলেন। অরঙ্গজেব তাঁহাকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকার বৃত্তিদান করিয়া অরঙ্গাবাদের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বিজাপুর রাজ্য ১৯৭ বৎসর আত্মগৌরব রক্ষা করিয়া ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর মোগলরাজ্যভুক্ত হইল। অরঙ্গজেব হতভাগ্য সিকন্দরকে ১৭০১ খৃষ্টাব্দে বিষপ্রদান করিয়া ইহজগৎ হইতে আদিলশাহীবংশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিলেন।

কুতবশাহী-বংশ।

কুতবশাহী-বংশ গোলকোণ্ডাপ্রদেশে ১৫১২ হইতে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই প্রদেশ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত না হইলেও এখানকার সুলতানগণের অধীন থাকিয়া অনেক মহারাষ্ট্রীয় পরিবার বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয় জাতির যে অভ্যুদয় হয়, তাহার সহিত এই সকল মরাঠা-পরিবারের বহুপরিমাণে সম্বন্ধ ছিল। একারণে সংক্ষেপে এই রাজবংশ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা এস্থলে বলা আবশ্যক।

কুলী কুতবশাহ এই বংশের আদি পুরুষ। তিনি বাহ্মণী সুলতানের সর্দ্দার ও সুবেদার ছিলেন, পরিশেষে উক্ত সুলতানের ভীরুতা অনুভব করিয়া স্বাতন্ত্র্য ঘোষণাপূর্ব্বক গোলকোণ্ডায় একটী পৃথক্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তৈলঙ্গের হিন্দু-রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের স্বাতন্ত্র্যহরণে ইঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়।

ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জমশীদ কুতবশাহের আমলে মহারাষ্ট্রীয়গণ দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করেন। জমশীদের সহায়তাকারী সেনাপতিদিগের মধ্যে জগদেব রাও নামক এক মরাঠা-সর্দ্দার বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সুলতান ইব্রাহিম কুতবশাহের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে যে গোলযোগ উপস্থিত হয়, জগদেব রাও তাহাতে ইব্রাহিমকে

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনিই ইব্রাহিমকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কারণে ইব্রাহিম কুতবশাহ জগদেব রাওকে স্বীয় প্রধান মন্ত্রীর পদ দান করিয়া পুরস্কৃত করেন। এই সময়ে রায় রাও নামক আর একজন মরাঠা-সর্দ্দার স্বীয় কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করিয়া সুলতানের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। এই দুই জন সর্দ্দারের যত্নে গোলকুণ্ডার দরবারে ও সামরিক বিভাগে বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্রীয়ের প্রবেশ লাভ হয়। মুসলমান-সর্দ্দারেরা তদ্দর্শনে অতীব অসন্তুষ্ট হন এবং সুলতানের নিকট মরাঠা-সর্দ্দারদিগের সর্ব্বদা নিন্দা করিতে থাকেন। সুলতান সে বিষয়ে প্রথমে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। কিন্তু পরিশেষে বিচলিত হইয়া রায় রাওয়ের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। তখন জগদেব রাও তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক নিজাম শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সেখানেও তাঁহার প্রতিপত্তি এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, স্বয়ং নিজামশাহও ভীত হইলেন। সমগ্র দেশ হস্তগত করিয়া মুসলমান-রাজবংশের বিলোপসাধনের যে বাসনা পরবর্ত্তিকালে মহারাষ্ট্র-সমাজে প্রবল হইয়াছিল, এই সময়ে তাঁহার সূচনা হয়। ক্রমশঃ জগদেব রাও এরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, বহুসংখ্যক মরাঠা, মুসলমান, আরব, ইরাণী ও হাবসি সৈন্য লইয়া তিনি কুতবশাহী রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু সে যুদ্ধে জগদেবেরই পরাজয় ঘটে। তখন তিনি আদিল শাহের অধীনতায় কার্য্য গ্রহণ করেন। তাঁহার পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক কুতবশাহও নিজামশাহকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিলেন। দেশীয় জমিদারদিগের (নায়কদিগের) সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তিনি তৈলঙ্গের অন্তর্গত অধিকাংশ দুর্গ অধিকার করিলেন। তখন কুতবশাহ ভীত হইয়া জগদেবের সহিত সন্ধি ও সখ্যস্থাপন করিয়া সকল গোলযোগের নিবৃত্তি করিলেন। শিবাজী ও শাহজীর পূর্ব্বে এই জগদেবের ন্যায় মহাপরাক্রমশালী মরাঠা-সর্দ্দার আর কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। এই সময়ে বিজাপুরের সুলতানদিগের আশ্রয়ে যে সকল মরাঠা সর্দ্দার ছিলেন, তাঁহারাও কুতবশাহের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব করিতেন। ইব্রাহিম কুতবশাহের রাজ্যকালের শেষ ভাগে মুরার রাও নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। রাজনীতি-চাতুর্য্যে তিনি দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন।

ইহার পর আবু হসেন কুতবশাহের আমলে (খৃঃ ১৬৫৮-১৬৮৭) মরাঠাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। মদনপন্ত নামক এক ব্রাহ্মণ এই সময়ে মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। মুরার পন্তের চেষ্টায় রাজস্ব বিভাগের সংস্কার ঘটায় প্রজাকুল অধিক সুখী হইয়াছিলেন। মুসলমান কর্ম্মচারীরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কুতবশাহ পরিশেষে মোগলদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য শিবাজীর পুত্র সাম্ভাজীর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। তাহাতে মোগলেরা অতীব ক্রুদ্ধ হয়। স্বয়ং অরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া গোলকুণ্ডা রাজ্য খাস করিয়া লইলেন।

জাতীয় অভ্যুদয়ের কারণাবলী।

দক্ষিণাপথে মুসলমানদিগের ত্রিশত বৎসর রাজত্বকালের প্রথমার্দ্ধ অতীত হইবার পরই যেরূপ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়ের বীজ উপ্ত হইল, পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসের অনুধাবন করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই কালের পূর্ব্বে মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে কোনও প্রকার উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন না। পক্ষান্তরে তাঁহাদিগের একমাত্র আশ্রয়স্থল বিজয়নগর রাজ্যকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া তাঁহারা হিন্দুশক্তির মূলক্ষয় করিতেছিলেন। তথাপি মহারাষ্ট্রদেশে তাঁহাদের শাসন স্থায়ী হইল না। যে সকল কারণে মুসলমানদিগের অধঃপতন ও মহারাষ্ট্রীয়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা এই,—

১ম, মুসলমান-সভ্যতা হিন্দুসভ্যতার উপর কখনই আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। স্থাপত্যশিল্প প্রভৃতি দুই একটি বিষয় ভিন্ন প্রায় কোনও বিষয়েই হিন্দুসভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি মুসলমানদিগের ছিল না। মুসলমান-সভ্যতা মহারাষ্ট্রের পল্লিসমাজ বা সামাজিক আচার ব্যবহার প্রভৃতি জাতীয়ত্বের ভিত্তিসমূহের বিনাশ সাধন করিতে পারে নাই। মুসলমান সভ্যতার সংঘর্ষে মহারাষ্ট্র-সভ্যতা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া "যোগ্যতমের সংরক্ষণ" বিষয়ক নিয়মের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়াছিল। মুসলমানেরাই বহু পরিমাণে হিন্দু সভ্যতার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

২য়, মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে হিন্দু-রমণীর পাণিগ্রহণ প্রয়াস। পূর্ব্ববর্ণিত ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে যে, সেকালে, বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন মুসলমানদিগের অনেকেই হিন্দুরমণীদিগের গর্ভজাত ছিলেন। বরং হিন্দু রমণীর গর্ভজাত সন্তানেরা যে পরিমাণে বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতা দেখাইতে পারিয়াছিলেন, দক্ষিণাপথে উপনিবিষ্ট মুসলমানদিগের বিশুদ্ধ বংশধরেরা ততদূর কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই বলিলেও ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হয় না। অনেক মুসলমান স্বজাতীয়

রমণী অপেক্ষা হিন্দু-রমণীর সহিত দাম্পত্যসম্বন্ধ স্থাপন অধিকতর শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপে দাম্পত্যসংযোগে উৎপন্ন মুসলমানদিগের হৃদয়ে হিন্দুবিদ্বেষভাব তাদৃশ প্রবলতালাভ করিতে পারিত না। অনেক প্রসিদ্ধ মুসলমানসর্দার মূলতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন,পরে স্বধর্মত্যাগে বাধ্য হন; কিন্তু তখনও ইঁহাদিগের হৃদয় হইতে হিন্দুজাতির প্রতি অনুরাগ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বাহ্মণী রাজত্বের শেষভাগে এইরূপ ঘটনা-বাহুল্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের মুসলমান-দরবারে প্রবেশের সুবিধা হইল ও তাঁহারা সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যে দক্ষতালাভের সুযোগ পাইলেন।

(৩) হিন্দুরমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া মুসলমানদিগের কয়েক পুরুষের মধ্যেই হিন্দুবিদ্বেষিতা বহু পরিমাণে বিলুপ্ত হইল। কিন্তু হিন্দুদিগের পক্ষে যবনীর পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ থাকায় তাঁহারা কিছুতেই মুসলমানদিগের সহিত মিলিত হইতে পারিলেন না। মুসলমানের প্রতি তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগই দাম্পত্যসম্বন্ধ স্থাপনের কারণ হয় নাই; কাজেই সুবিধা পাইবামাত্র তাঁহারা মুসলমানদিগের উচ্ছেদসাধনে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না।

(৪) উত্তর-ভারতে যেরূপ আফগানিস্থান ও ইরাণ হইতে স্বধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানেরা দলে দলে আগমন করিয়া দিল্লীর মুসলমানদিগের হিন্দুবিদ্বেষ অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রে সেরূপ ঘটিতে পারে নাই। উত্তর ভারতের ন্যায় দাক্ষিণাত্যে ইরাণ প্রভৃতি দেশ হইতে নিত্য নূতন সৈন্য বা কর্ম্মচারী আমদানি করিবার বিশেষ সুবিধা না থাকায় অল্পদিনের মধ্যেই, বিশেষতঃ উত্তরভারতীয় মুসলমানদিগের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছেদের অল্পদিন পরেই দাক্ষিণাত্য-মুসলমানদিগকে রাজ্যশাসনব্যাপারে ক্রমশঃ মহারাষ্ট্রবাসীর সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আদিম নিবাসের সহিত অনেকাংশে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মুসলমানদিগকে অনেক বিষয়েই হিন্দু মরাঠাদিগের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

(৫) মুসলমানদিগের দরবারে উত্তরভারতে সর্ব্বত্র পারস্যভাষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে দক্ষিণাপথে তাহা হয় নাই—হইলেও উহা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। দরবারে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় ভাব অক্ষুন্ন থাকিবার ইহাও একটী প্রধান কারণ।

(৬) বাহ্মণীরাজ্যের প্রারম্ভ হইতে শিয়া ও সুন্নীদিগের বিবাদ, বৈদেশিক মুসলমানদিগের সহিত দাক্ষিণাত্য-মুসলমানদিগের কলহ প্রভৃতি কারণে মুসলমানদিগের একতার বিনাশ।

(৭) বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্যের জন্য মুসলমানদিগের স্বৈরাচারে আংশিক বাধা ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় ভাবের সংরক্ষণে আংশিক সহায়তা।

(৮) মহারাষ্ট্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও মরাঠাদিগের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা। মহারাষ্ট্রের পল্লীসমাজ অনেকাংশে ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের ন্যায়। যথাসময়ে সরকারি খাজনা প্রদান করিলে গ্রামের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে রাজার হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পল্লীসমাজের ব্যবস্থাগুণে কখনই ঘটিত না। এই কারণে দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিনাশহেতু মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য হারাইলেও পল্লীসমাজের গুণে তাঁহাদিগের নৈসর্গিক স্বাতন্ত্র্যোদ্ধার-অঙ্কুর কখনই বিনষ্ট হয় নাই। কার্য্যদক্ষতা, অধ্যবসায়, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা প্রভৃতি গুণেও তাঁহারা ভারতীয় অনেক জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই কারণে রাজপুতদিগের ন্যায় আপনাদিগের প্রনষ্ট স্বাতন্ত্র্যের উদ্ধার করিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন নাই, সমগ্র ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এই সকল কারণ অধিকাংশ উত্তর-ভারতেও বিদ্যমান ছিল। তথাপি যে সেখানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা হয় নাই, শেষোক্ত দুইটী কারণের অভাবই তাহার প্রধান হেতু। মরাঠাদিগের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও কার্য্যগুণের পরিচয় মুসলমান রাজ্যকালের ইতিহাসে অনেক স্থলেই পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এস্থলে ধর্ম্ম ও সাহিত্যগত উন্নতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলেই মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুদয়ের অব্যবহিত কারণ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মহারাষ্ট্র-ধর্ম্মোন্নতি।

রাজপুত ও শিখদিগের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয় ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় বা কেবল জাতীয় পৌরুষগুণে সংসাধিত হয় নাই। তাঁহারা অভিনব ধর্ম্মামৃতপানে বলীয়ান্ হইয়া অভ্যুদয়পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগের চেষ্টা রাজপুত ও শিখদিগের অপেক্ষা অধিকতর সফলতা লাভ করিয়াছিল। ফলতঃ সমগ্র জাতির বহুদিনের শিক্ষা ও সাধনা বিভিন্নবর্ণের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্রমিক ধর্ম্মোন্নতি ও বহুসংখ্যক অসাধারণ পুরুষের বাহুবল ও অতুল বুদ্ধিবৈভব প্রভৃতির সমতার ফলে মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। এই কারণে তাঁহাদিগের উন্নতি রাজপুত ও শিখদিগের ন্যায় একদেশীয় না হইয়া জগতের অপরাপর সুসভ্য জাতির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে সাধিত হইয়াছিল। সুরোপিত বৃক্ষ

শৈশব পরিত্যাগপূর্ব্বক যৌবনে পদার্পণ করিলে যেরূপ ক্রমশঃ সর্ব্বতোভাবে পল্লবিত ও পুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া দর্শকের নয়নবিনোদনকর হয় এবং কিছুদিন পরে প্রতিকূল ঋতুর সমাগমে ফলপত্রশূন্য হইয়া নিস্তেজভাব ধারণ করে, সেইরূপ মহারাষ্ট্রীয়গণ মুসলমানগণের কবল হইতে উদ্ধারলাভের পর মহারাষ্ট্রদেশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, প্রভু কায়স্থ ও ধনগর (মেষপাল) এবং শূদ্রাদি বিবিধ জাতি পর্য্যায়ক্রমে উন্নতির সোপানে আরোহণপূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্যের ও বহুবিস্তৃত ভূভাগের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রায় সকল শ্রেণীতেই অসংখ্য সমরকুশল, দিগ্বিজয়ী বীর, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রাজনৈতিক ধর্ম্মসংস্কারক, ভগবদ্ভক্ত যোগী, স্বভাবজাত কবি ও সমাজসংস্কারক মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়-সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। এই বিশেষত্ব হেতু মহারাষ্ট্রীগণের সৌভাগ্য-গৌরব রাজপুত ও শিখ জাতির অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছিল। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মবশে পূর্ব্ববর্ণিত বৃক্ষের ন্যায় এক্ষণে উহা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে।

ধর্ম্ম ভিন্ন কখন কোনও জাতির বা সাহিত্যের এরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। যে সকল কারণের সমবায়ে মহারাষ্ট্রদেশে আব্রাহ্মণ শূদ্রের এরূপ সর্ব্ববিষয়ণী উন্নতি ঘটিয়াছিল, মহারাষ্ট্রদেশের ধর্ম্মসংস্কার তাহাদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস তাঁহাদিগের দেশের ধর্ম্মোপদেষ্টা ভক্ত কবিগণের জীবনের কার্য্যাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ হিন্দুজনয়ের ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন স্বপ্রণীত ইতিহাস গ্রন্থসমূহেও এসকল বিষয়ের সমাবেশ করিতে পারেন নাই। কাজেই আমাদিগকে এস্থলে স্বতন্ত্র ভাবে এই বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইল।

বৌদ্ধযুগের অবসানকালে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যাদির যত্নে চতুর্ব্বর্গমূলক প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত ও সুসংস্কৃত হইয়া যে আকারে মহারাষ্ট্রদেশে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই মহারাষ্ট্রজাতির উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। এই ধর্ম্মকে মহারাষ্ট্রদেশে 'ভাগবত' ধর্ম্ম বলে। ভাগবত ধর্ম্মে বৈদিক যাগযজ্ঞাদির ও বৌদ্ধগণের শুষ্ক জ্ঞানমার্গের মাহাত্ম্য হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিপ্রধান হরিসংকীর্ত্তন, ভজন-পূজনাদি কার্য্য ও জীবব্রহ্মের বিশ্বাস প্রধান অঙ্গরূপে পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে যে জাতিভেদের মূল শিথিল হইয়াছিল, এই সময়ে তাহাও দৃঢ়ীকৃত হওয়ায় বংশপরম্পরাগত গুণকর্ম্মের উন্নতি ঘটিতে লাগিল। ঐ প্রথায় কুফল নিবারণের জন্য এই নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ বর্ত্তমানকালের সংস্কারকগণের ন্যায় কোথাও ব্রাহ্মণপ্রাধান্য-লোপের চেষ্টা না করিয়া, কৌশলে ব্রাহ্মণেতর জাতির মর্য্যাদাবৃদ্ধির উপায় বিধান করিলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণসেবাই শূদ্রগণের পক্ষে মুক্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ ছিল। এখন তৎপরিবর্ত্তে এই ঐশ্বরীক তত্ত্বপূর্ণ সত্যসধর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় শূদ্রাদিরও অধিকার জন্মিল। এই ধর্ম্মের সেবায় উৎকর্ষ দেখাইয়া সমাজে সম্মানলাভের পথও পরিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপ নূতন ব্যবস্থার ফলে মহারাষ্ট্রদেশে রামদাস ও একনাথস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্মণসন্তানগণ যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসিপুত্র জ্ঞানেশ্বর, বৈশ্যপ্রবর তুকারাম, শূদ্রজাতীয় নামদেব ও বোধলে বাবা এবং অন্ত্যজ চোখা প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তগণ তদপেক্ষা কোনও অংশে অল্প সম্মান লাভ করেন নাই। পরন্তু আজন্ম ব্রাহ্মণতনয়া মুক্তাবাঈ ও কর্ম্মাবাঈর ন্যায় জনাদাসী ও মীরাবাঈ প্রভৃতি শূদ্রজাতীয় রমণীগণও ভক্তিপ্রভাবে আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

যতদিন পর্য্যন্ত এই অদ্বৈতবাদমূলক ভক্তিপ্রধান অসাম্প্রদায়িক ভাগবতধর্ম্ম সংস্কৃতভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহেই আবদ্ধ ছিল, তত দিন সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইহার অমৃতময় সুফললাভের সুযোগ ঘটে নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আদি কবি মুকুন্দরাজ, জ্ঞানেশ্বর ও নামদেব প্রভৃতি খ্যাতনামা সাধুপুরুষগণ স্বদেশীয় আপামর জনগণের মধ্যে উদার ভাগবত ধর্ম্মের প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়ায় মহারাষ্ট্রদেশে নবজীবনের বীজ রোপিত হয়। সর্ব্বপ্রথম মরাঠীভাষায় মুকুন্দরাজ বিবেকসিন্ধু ও পরমামৃত নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ব্রহ্ম, মায়া, জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং শরীরচতুষ্টয়, অবস্থাচতুষ্টয় ও মুক্তির চারি প্রকার ভেদের বিষয় দেবভাষানভিজ্ঞ জনসাধারণের গোচর করিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার আরব্ধ কার্য্যও জ্ঞানেশ্বরের চেষ্টায় কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হয়। জ্ঞানেশ্বরও ব্রাহ্মস্বরূতিবোধ, সোপানমার্গ, অমৃতানুভব, অনুগীতার টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া মানবজীবনের অতি মহৎ উদ্দেশ্য স্বদেশবাসীর গোচর করেন। ইহারা আচণ্ডাল সকলকে ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ করিতেন। জ্ঞানেশ্বরের ভাবার্থদীপিকা নাম্নী শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার টীকা অতীব বিস্তৃত। ইহাই ভক্তিমূলক অদ্বৈতমত-প্রচারের মূল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই জ্ঞানেশ্বরীর পুনঃ প্রচার করিয়াই একনাথস্বামী স্বদেশে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিতে সমর্থ হন। বণিক্‌পুত্র 'তুকা' জ্ঞানেশ্বরের গ্রন্থ পাঠ করিয়া "তুকারাম বাবা" নামে সর্ব্বত্র পূজা লাভ করেন। এই গ্রন্থ মহারাষ্ট্রবাসীকে আত্মশক্তির প্রতি নির্ভর ও মরাঠী

তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে শিক্ষা দেয়। নামদেবের কবিতাবলীও এই সকল সদ্ভাবের পরিপোষণে সহায়তা করে, কিন্তু আদি কবিগণের এই সকল গ্রন্থ মহারাষ্ট্র-সমাজে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই—তাঁহাদিগের উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই, উত্তরদিক্ হইতে মুসলমান-আক্রমণের প্রবল তরঙ্গমালা আসিয়া উপর্য্যুপরি মহারাষ্ট্র-দেশে পতিত হইল। কাজেই আদি কবিগণের সুমহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া গেল। তথাপি তাঁহাদিগের রোপিত বীজ বিনষ্ট হইল না—দীর্ঘকাল ভূমিগত থাকিয়া উহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অঙ্কুরিত হইয়া শতশাখা বিস্তারপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রবাসীর ত্রিতাপনাশের সূচনা করিয়াছিল। কিন্তু প্রথম কিছুদিন—প্রায় সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানগণের কঠোর শাসনচক্রের পেষণে জর্জ্জরিত হইয়া মহারাষ্ট্রদেশ হইতে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যবিদ্যা বিলুপ্তপ্রায় এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় জীবন নিক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল।

এই দুঃসময়ে একনাথস্বামী, মুক্তেশ্বর, দাসোপন্ত, আনন্দতনয়, বামনস্বামী, রঘুনাথস্বামী, গঙ্গাধর বাবা, কেশবস্বামী, রঙ্গনাথস্বামী, মোরয়াদেব, জয়রামস্বামী, তুকারাম ও রামদাস প্রভৃতি উদারচরিত ধর্ম্মোপদেষ্টা কবিগণ আবির্ভূত হইয়া মহারাষ্ট্রসমাজের ও সাহিত্যের যে অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন,তাহা ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।

তাঁহারা স্ব স্ব সুখদুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণপূর্ব্বক কথকতাদির সাহায্যে অতি সরলভাবে ভাগবত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া জন সাধারণের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে লাগিলেন। স্বধর্ম্মালোচনাবিমুখ, পরধর্ম্মাবলম্বন-প্রয়াসী, বিপন্ন জাতিকে স্বধর্ম্মের সুগম পন্থা প্রদর্শন করিয়া ও প্রেমভক্তির শিক্ষা দিয়া তাঁহারা শুষ্কপ্রাণে অমৃত সেচন করিতে লাগিলেন। একদিকে বিধর্ম্মী শাসকসম্প্রদায়ের নির্য্যাতন ও অপর দিকে দেবভাষার পক্ষপাতী কুসংস্কারপরায়ণ, শুষ্ককর্ম্মকাণ্ডের উপাসক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিরাগ ও সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিয়া তাহারা স্বদেশবাসীর মঙ্গলের জন্য বহুশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক বিবিধ অধ্যাত্মগ্রন্থের রচনা করিয়া জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টিবর্দ্ধন ও মহারাষ্ট্রজাতির অমরতালাভের উপায় বিধান করিলেন। প্রাচীন গ্রীক্ ও লাটিন ভাষা হইতে ইংরাজি প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় বাইবেলাদি ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ হওয়ায় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যুরোপে যেরূপ দেশব্যাপী ধর্ম্মান্দোলন আরব্ধ হইয়া, সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির মোহনিদ্রা ভঙ্গ ও উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল; মহারাষ্ট্রদেশেও সেইরূপ একনাথ, মুক্তেশ্বর প্রভৃতির চেষ্টায় রামায়ণ, মহাভারত, একাদশ স্কন্ধ ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের সর্ব্বজন-বোধগম্য ভাষায় অনুবাদ প্রচারিত হওয়ায় তৎপাঠে মহারাষ্ট্রীয়গণের স্বধর্ম্মপ্রীতি বিশেষ-রূপে বর্দ্ধিত হইল। সাধু পুরুষগণের কথকতা, সংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মোপদেশে সমগ্র জাতির নিস্তেজ প্রাণে অতুল বলের সঞ্চার হইল। তখন মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে স্বধর্ম্ম-রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনের প্রবৃত্তি বলবতী হইতে লাগিল। এই সকল সাধু পুরুষ জন সাধারণকে সংসারে থাকিয়া সদাচার, জ্ঞান, ভক্তি ও সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি শিক্ষা দিতেন। ঈশ্বরের প্রেমময় স্বরূপ, সর্ব্বজীবে তাঁহার অধিষ্ঠান, সাধন-মার্গের বিভিন্নতাসত্বেও সাধ্যবিষয়ের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস, ইঁহাদিগের উপদেশে মহারাষ্ট্রবাসীর চিত্তে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, মহারাষ্ট্রজাতির মধ্যে একতা সংস্থাপন পক্ষেও এই সকল সাধু পুরুষের আবির্ভাব বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

রাজপুতজাতির মধ্যে যেরূপ সম্মিলন-শক্তির অভাব দৃষ্ট হয়, মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সেরূপ নহে। শৌর্য্য, সাহস, সহিষ্ণুতা, সরলতা ও দূরদর্শিতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের ন্যায় সম্মিলনপ্রবণতাও মহারাষ্ট্রজাতির একটী স্বভাবসিদ্ধ গুণ। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে মরাঠা ক্ষত্রিয়গণের বিবাদ-প্রিয়তা বা ভ্রাতৃবিরোধিতা অতন্ত্য প্রবল। মুসলমান শাসন কর্ত্তারা তাঁহাদিগের চরিত্রের এই দোষ অবগত হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে বিবিধ কৌশলে অনবরত বিবাদ-বহ্নি প্রজ্বলিত এবং তাঁহাদিগের উপর আপনাদিগের প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সাধুপুরুষ ও ভক্ত কবিগণের উপদেশ ও ধর্ম্মপ্রচারগুণে নিত্যবিবদমান মরাঠা-দিগেরও অন্তর্নিহিত একপ্রাণতার বীজ অঙ্কুরিত ও তাঁহা-দিগের জাতীয় অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হইল।

অভিনব ধর্ম্মামৃতের আস্বাদ পাইয়া এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় দিগের ধর্ম্মপিপাসা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সাধু পুরুষ-গণের ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ কথকতা ও সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য পল্লিবাসিগণ কষ্ট স্বীকার করিয়াও দূরদেশ হইতে দলে দলে এক স্থানে সমবেত হইতেন। শিবরাত্রি, রামনবমী, জন্মাষ্টমী ও প্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবাদি পর্ব্বোপলক্ষে যখন এক একজন সাধু পুরুষের আশ্রমে অপরাপর সাধু সন্ন্যাসিগণ শিষ্যমণ্ডলী সহ সমবেত হইয়া মধুর বীণা ও মৃদঙ্গাদি সহযোগে সপ্রেম ভজন সঙ্কীর্ত্তন ও ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্বলিত কথকতা দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার

করিতেন, তখন সেই সকল স্থানে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইত। বৎসরের মধ্যে বহুবার বহু স্থানে একই উদ্দেশ্যে বহু লোকের সম্মিলন সংঘটিত হওয়ায় এবং ধর্ম্মোৎসাহপ্রমত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয় হইতে সংকীর্ণতা দূরীভূত হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে পরস্পরের মধ্যে বিশিষ্ট সহানুভূতির সঞ্চার হইতে লাগিল ও পরিশেষে পণ্ঢরপুরের সার্ব্বজনিক ধর্ম্মমহোৎসবে ঐ ভাব পরিপুষ্ট হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের স্বাভাবিক সম্মিলন ও শক্তির পূর্ণবিকাশ ঘটিল।

আষাঢ়ী ও কার্ত্তিকী একাদশী উপলক্ষে মহারাষ্ট্রদেশের প্রধানতম তীর্থ পণ্ঢরপুরে প্রতি বৎসর বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়েও দেশের যাবতীয় সাধু সন্ন্যাসীরা এই প্রসিদ্ধ মেলা উপলক্ষে পণ্ঢরপুরে সমবেত হইতেন। পরস্পরের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মমত মার্জ্জিত ও গঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সকল বিভিন্ন দেশাগত সাধু পুরুষদিগের একত্র দর্শনলাভ ও তীর্থাধিষ্ঠাত্রী দেবতা পূজা করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী নবোদ্দীপ্ত ধর্ম্মানুরাগভরে পণ্ঢরপুরে গমন করিতেন। মহারাষ্ট্রদেশে বিশেষতঃ পণ্ঢরপুরে ধর্ম্মোৎসবকালে জাতিভেদের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইত না। এখনও তথায় আব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই একস্থানে সমবেত হইয়া সংকীর্ত্তনাদি করা রীতিবিরুদ্ধ নহে। সে কালের নবদীক্ষিত মহারাষ্ট্রীয়গণ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভীমানদীর সুবিস্তীর্ণ সিকতাতটে সম্মিলিত হইয়া নৃত্যগীত সহকারে হরিসঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতেন। ভক্তহৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাসে চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত হইয়া যাইত। সেই ভক্তিতরঙ্গে অবগাহনপূর্ব্বক প্রেমবিবশ চিত্তে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া নাম গান করিতে করিতে দেহাভিমানশূন্য হইয়া পড়িতেন। এইরূপ সাত্ত্বিকভাবপ্রণোদিত একত্র নৃত্যগীত, সপ্রেম হরিকথালাপ, মহানুভাব সাধুগণের অভেদতত্ত্বমূলক উদার উপদেশ ও সার্ব্বজনীন সম্মিলনে মহারাষ্ট্রবাসীর জাতীয় ভাব সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আজিকালিকার জাতীয় মহাসমিতি ও প্রাদেশিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে যে পরিমাণে সহানুভূতির সঞ্চার হইতেছে, মহারাষ্ট্রদেশের তদানীন্তন সাধু পুরুষগণের যত্নে রামনবম্যাদি পর্ব্বোপলক্ষে ও পণ্ঢরপুরের ষাণ্মাসিক ধর্ম্মমহোৎসবের সার্ব্বজনিক সম্মিলনে শিক্ষিতাশিক্ষিত আচণ্ডাল সর্ব্বজাতির মধ্যে তদপেক্ষা সমধিক সহানুভূতি ও স্বধর্ম্মরক্ষায় প্রবলাকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের এই প্রবল স্বধর্ম্মানুরাগ অবশেষে তাহাদিগকে স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য মুসলমানদিগের উচ্ছেদসাধনে উৎসাহিত করিয়াছিল। যাঁহারা এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অধিনায়কের নাম মহাত্মা শিবাজী।

মহারাষ্ট্রদেশের ন্যায় এই সময়ে ভারতের অপরাপর প্রদেশেও এইরূপ ভক্তিপ্রধান উদার সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম ও সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম-মহোৎসবাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যত্র উহা মহারাষ্ট্রের ন্যায় অভিনব সুফল প্রসব করে নাই। মহারাষ্ট্রীয়ের স্বাভাবিক স্বাধীনতানুরাগ ও সম্মিলন-প্রবলতাই এইরূপে ফলভেদের এক প্রধান কারণ।

মধ্যযুগের সাহিত্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যাচার্য্যগণ জ্ঞানবিস্তার দ্বারা মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়া ছিলেন। যাঁহারা মনে করেন, একদল অশিক্ষিত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য দস্যুর লুণ্ঠনপ্রিয়তার ফলে মহারাষ্ট্রদেশে মুসলমান-শাসন শিথিলমূল হইয়াছিল এবং পরিশেষে সেই দস্যুদলেরই শক্তিবর্দ্ধিত হওয়ায় উত্তর-ভারতের মোগলসাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্য্যন্ত উৎখাত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাঁহারা অতীব ভ্রান্ত, এই অধ্যায় পাঠে তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম ও সাহিত্যের জ্ঞানবিস্তারের ফলেই যে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, মুকুন্দরাজ ও জ্ঞানেশ্বর এই বিভাগের পথপ্রদর্শক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের গ্রন্থ মুসলমানবিপ্লবের কালে বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় মহারাষ্ট্রজাতি সুপ্ত অবস্থায় কালযাপন করিতেছিল। একনাথ স্বামী এই সুপ্ত জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রথম কার্য্য বিলুপ্তপ্রায় জ্ঞানেশ্বরীর (ভাবার্থদীপিকার) পাঠ সংশোধনপূর্ব্বক উহার বহুলপ্রচার। একনাথ ও তাঁহার গুরু জনার্দ্দন স্বামী উভয়েই রাজকার্য্যে সুনিপুণ ও সমরবিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। জনার্দ্দন স্বামী প্রথমাবস্থায় নিজামশাহের সচিবত্ব পর্য্যন্ত করিয়া পরিশেষে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রে দত্তাত্রেয়োপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন। একনাথও কিছুদিন মুসলমান নরপতির সেবায় কালযাপন করিয়াছিলেন। উভয়কেই সুলতানের স্বপক্ষে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। ইঁহাদিগের উভয়েরই শেষজীবন স্বদেশসেবায়—জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে নিয়োজিত হয়।

জ্ঞানেশ্বরীর উদ্ধারের পর একনাথ মরাঠী ভাষায় রুক্মিণীস্বয়ম্বর (১৭১০ শ্লোক), ভাবার্থরামায়ণ (৪০ সহস্র শ্লোক)

স্বাত্মসুখ, চতুঃশ্লোকী ভাগবত, হস্তামলক, শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ (২০ সহস্র শ্লোক) প্রভৃতি গ্রন্থ ও বহু সংখ্যক পদাবলী রচনা করিয়া জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন করেন। তাঁহার রচনা অতি সরল, গম্ভীর ও প্রীতিপ্রদ। তাঁহার সদাচারপ্রভাব মহারাষ্ট্রসমাজের অন্তর্ব্বলবৃদ্ধির সহায় হইয়াছিল। সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানবিস্তারের জন্য তিনি গ্রন্থরচনায় এক অভিনব মনোরম পদ্ধতির প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আচণ্ডাল সকলেই তাঁহার প্রাঞ্জল রচনা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইত।

এই সময়ে দাসোপন্ত নামক আর একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার যে অতি বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করেন, তাহা "গীতার্ণব" নামে পরিচিত। গীতার্ণব প্রকৃতই সাগর সদৃশ বিশাল গ্রন্থ, উহার শ্লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার। এই ব্যাসকল্প প্রতিভাশালী গ্রন্থকার ১৬০৮ খৃঃ অঃ সমাধি লাভ করেন। মহারাজ শিবাজীর পিতা রাজা শাহজীর গুরু আনন্দতনয়ও এই সময়ের একজন কবি। হংসরাজ নামক জনৈক সাধুপুরুষ এই সময়ে "বাক্যবৃত্তি" ও জ্ঞানেশ্বরপ্রণীত "অমৃতানুভব" নামক গ্রন্থের সরল ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়া জনসাধারণের উপকার করেন। ভক্তচরিতলেখক উদ্ধববিদ্ প্রভৃতি আরও অনেক ছোট বড় কবি এই যুগেই জন্মগ্রহণ করেন।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে রামদাস, তুকারাম, মুক্তেশ্বর ও বিট্‌ঠল কবির জন্ম হয়। ইহার পরবর্ত্তী বর্ষে একনাথ স্বামী সমাধিস্থ হন। সেকালের রাজনীতি-ক্ষেত্রে রাজা শাহজী এবং ধর্ম্ম ও সাহিত্যক্ষেত্রে একনাথ প্রভৃতি সাধু গ্রন্থকারেরা যে সকল কার্য্য আরব্ধ করিয়াছিলেন, রামদাস, তুকারাম প্রভৃতি সাধুপুরুষগণ ও শিবাজী, তানাজী মালুসরে ও ময়ুরপন্ত প্রভৃতি বীরাগ্রগণ্য রাজনীতিবিদ্‌গণ তাহা সুসম্পন্ন করিয়া যান। রামদাস ও তুকারামের আমলে মহারাষ্ট্রীয়গণের সর্ব্বপ্রকার গুণের অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল। ইহার পর এক শতাব্দীর মধ্যে মহারাষ্ট্রদেশে যতগুলি পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, পৃথিবীর কোনও দেশে কখনও এত অল্প কালের মধ্যে ততগুলি নররত্নের আবির্ভাব হয় নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম কবি বিলাসপ্রিয় রাজযোগী রঙ্গনাথ স্বামী। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বৃহদ্‌বাক্যবৃত্তি, ভগবদ্গীতার টীকা ও যোগবাশিষ্ঠের ভাষান্তর উল্লেখযোগ্য। মধুর পদবিন্যাসগুণে তিনখানিই বিশেষতঃ শেষোক্ত গ্রন্থখানি অতিশয় সুপাঠ্য হইয়াছে।

রঙ্গনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীধর একজন লোকপ্রিয় কবি। তাঁহার রচিত পাণ্ডবপ্রতাপ, হরিবিজয়, রামবিজয়, শিবলীলামৃত ও জৈমিনীয় অশ্বমেধ এই পাঁচখানি গ্রন্থ অতীব মনোরম, এরূপ গ্রন্থ মহারাষ্ট্রীয় দক্ষিণাপথে অতি বিরল। মহারাষ্ট্র-রমণীসমাজে ও সংস্কৃত-ভাষানভিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীতে শ্রীধরের অপেক্ষা অধিকতর সমাদর আর কোনও কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। শ্রীধরের রচিত গ্রন্থসমূহের শ্লোকসংখ্যা ৫০ সহস্রের ন্যূন নহে। একনাথের পৌত্র মুক্তেশ্বর রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে দুইখানি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মুক্তেশ্বরের রামায়ণ বিশেষ প্রশংসাযোগ্য না হইলেও মহাভারতে তাঁহার যে কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, সমগ্র মহারাষ্ট্র-সাহিত্যে তাহা অতি বিরল। সাধকপ্রবর 'বহিরা পিসা' এই সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ মরাঠী ভাষায় রূপান্তরিত করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বামন পণ্ডিত। তিনিও বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। বামন পূর্ব্বে ঘোর দ্বৈতবাদী, কর্ম্মকাণ্ডের একান্ত পক্ষপাতী ও গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। দেবভাষা ভিন্ন প্রাকৃত জনকথিত ভাষায় কথোপকথন তিনি পাপজনক বলিয়া মনে করিতেন। নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি বহুসংখ্যক বিজয়পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামদাস স্বামীর নিকট তাঁহার দর্প চূর্ণ হয়। তদবধি তিনি অদ্বৈত মত অবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তিমার্গের প্রচারকল্পে ব্রতী হইলেন। রামদাস স্বামীর উপদেশে তিনি সংস্কৃত পরিত্যাগপুর্ব্বক দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। মরাঠী ভাষায় যথার্থদীপিকা নামে তিনি যে গীতার টীকা রচনা করেন, তাহাতে বিশেষ দক্ষতা সহকারে সাংখ্য, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি মতের খণ্ডন ও অদ্বৈতবাদের সমর্থন করা হইয়াছে। জ্ঞানেশ্বরের ভাবার্থদীপিকার প্রসাদ-গুণ যেরূপ ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান, যথার্থদীপিকায়ও সেইরূপ পাণ্ডিত্য ও তর্কবিচারের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। ষড়্‌দর্শন ও অষ্টাদশ পুরাণ বামনের করতলগত ছিল। নিগমসার, জীবতত্ত্ব, কর্ম্মতত্ত্ব, বেদতত্ত্ব, ব্রহ্মস্তুতি, নামসুধা, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি মৌলিক গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। যথার্থদীপিকা ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে প্রসাদগুণ যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার কৃত ভর্তৃহরির শতকত্রয়ের অনুবাদ অনেক স্থলেই মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অধিকতর সরস হইয়াছে। মহারাষ্ট্রদেশে বামনের ন্যায় উৎকৃষ্ট কাব্যানুবাদ ও বিদ্বান্ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। সরলার্থপূর্ণ যমক রচনার চাতুর্য্য তাঁহার প্রতিভার একটী প্রধান গুণ।

বিট্‌ঠল কবি বামনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং মহারাষ্ট্রীয়

ভাষায় যমক, চিত্রকাব্য ও কূটশ্লোক রচনায় প্রথম পথ-প্রদর্শক। তিনি বিহ্লণ-চরিত, রসমঞ্জরী, বিবুজ্জীবন, সীতা-স্বয়ম্বর, রুক্মিণী-স্বয়ম্বর ও বহু সংখ্যক পদাবলী রচনা করিয়া মহারাষ্ট্রসাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। জয়রাম স্বামীর শান্তিপঞ্চীকরণ এবং কেশব স্বামী, আনন্দস্বামী ও মোরয়া-দেব প্রভৃতি কবির ভক্তিজ্ঞানপূর্ণ কবিতাবলীও উল্লেখযোগ্য।

এক্ষণে তুকারাম ও রামদাসের নামোল্লেখ করিলেই এই যুগীয় কবিগণের পরিচয় এক প্রকার শেষ হয়। তুকারামের চরিত, ও তাঁহার রচিত অভঙ্গের বিষয় পাঠকবর্গের নিতান্ত অবিদিত নহে। [তুকারাম শব্দ দেখ] তাঁহার অভঙ্গ নামক ভক্তিপূর্ণ কবিতামালা পাঠ করিয়া বোম্বাইয়ের শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার স্যার্ আলেক্‌জাণ্ডার গ্রাণ্ট মহোদয় বলিয়াছেন, যাঁহারা তুকারামের অভঙ্গ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট খৃষ্টীয় নীতিতত্ত্বের প্রশংসা করিতে যাওয়া বৃথা। তুকারামের রচিত পদাবলীর মধ্যে প্রায় ১১ হাজার এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

গোদাবরীতীরে জম্বুগ্রামে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে রামদাসের জন্ম হয়। বাল্যাবধি রামোপাসনায় ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির চরিত্র শ্রবণে বাল্যেই তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরদর্শনলালসা বলবতী হয়। বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চবটীতে গিয়া দ্বাদশবর্ষব্যাপী তপস্যা আরম্ভ করেন। তপস্যা ও যোগসাধনান্তে দ্বাদশ বর্ষকাল ভারতের নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার উপদেশে ও রচনায় মহারাষ্ট্রে যুগান্তর উপস্থিত হয়। পূর্ব্ববর্তী সাধু পুরুষগণের যত্নে মহারাষ্ট্রে নূতন ধর্ম্মোৎসাহের ও জ্ঞানানুরাগের সঞ্চার হওয়ায় সমাজে যে নববলের উদ্ভব হইয়াছিল, তিনি তাহা দেশের হিতসাধনে নিয়োজিত করিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ কবিতাবলী রচনা করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে স্বরাজ্যস্থাপনে উৎসাহিত করেন। দাসবোধ নামক গ্রন্থে তিনি জাতীয় শিক্ষার উপযোগী সমস্ত বিষয়েরই উপদেশ সন্নিবিষ্ট করেন। পরমার্থসাধন জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও পার্থিববিষয়ে অমনোযোগ অকর্ত্তব্য। "স্কুল মেনের" অনাবশ্যক জ্ঞানের হস্ত হইতে বেকন যেরূপ য়ুরোপবাসীর উদ্ধার সাধন করিয়া তাঁহাদিগের চিত্তকে অধিকতর ফলপ্রদ জ্ঞানের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রামদাসও আধিভৌতিক বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রবাসীর বৈরাগ্য ও উদাসীনতার নিরাকরণ ও তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রোন্নতির পথ প্রদর্শন করিলেন। বেকনের Advancement of Learning নামক গ্রন্থ অপেক্ষা রামদাসের দাসবোধ গ্রন্থের যোগ্যতা কোনও অংশে ন্যূন নহে; বরং আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ঐক্য বিধানকৌশলে ইহাকে উচ্চতর আসন প্রদান করিলেও দোষ হয় না। রামদাসের "পঞ্চীকরণ" "মনোবোধ" ও রামায়ণাদি গ্রন্থও অল্প প্রসিদ্ধ নহে। কিন্তু দাসবোধই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। তাঁহার এই গ্রন্থে অক্ষরপরিচয় ও লিপি-পদ্ধতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাপত্যবিদ্যা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত লৌকিক জ্ঞানের উপদেশ দৃষ্ট হয়। দেশের দুরবস্থাদির বর্ণনা, পরাধীন জাতির অবলম্বনীয় নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের সহিত ব্রহ্মনির্ব্বাণলাভের উপায় সমস্তই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। উদ্যান-রচনা, পণ্যশালা স্থাপন (কারখানা) ও দুর্গনির্ম্মাণ-পদ্ধতি বিষয়েও রামদাস উপদেশ দানে বিরত হন নাই। দেশের দুরবস্থা ও তন্নিবারণের উপায় সম্বন্ধে তাঁহার উক্তির একাংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, রামদাস সাহিত্যক্ষেত্রে কিরূপ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—'যবনগণ বহু দিবস হইতে অত্যাচার করিতেছে, তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারে, হিন্দুগণের মধ্যে এমন পুরুষ কেহই নাই। দুষ্টগণের অত্যাচারে দেব-ব্রাহ্মণের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্র সকল বিধ্বস্ত, ব্রাহ্মণগণের বাসস্থানসমূহ অপবিত্রীকৃত ও সমস্ত দেশ বিপ্লবপূর্ণ হইয়াছে। ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে। পাপিগণের বল বৃদ্ধি হওয়ায় ধার্ম্মিক-গণ দুর্ব্বল হইয়াছেন ও দেবতাগণ অত্যাচারভয়ে লুকায়িত ভাবে রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তিলকমালা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যবনদিগের অনুকারী হইয়াছে। সকলেরই পূর্ব্বসম্মান লোপ পাইয়াছে। যবনগণ দুর্ব্বল প্রজাকুলের প্রতি বিবিধ কটুভাষা প্রয়োগ করে ও তাহাদিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দেয়। অতএব ধর্ম্মরক্ষার জন্য সকলে জীবন বিসর্জ্জন কর, দেশের ম্লেচ্ছভাব দূরীভূত কর, যাবতীয় মহারাঠা একত্র ও এক মতাবলম্বী হও। আপনাদিগের মহারাষ্ট্রধর্ম্মের বিস্তার কর। দেবদ্রোহীদিগকে কুক্কুরজ্ঞানে তাড়াইয়া দাও। দেবতাগণকে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক সকলে একযোগে উত্থিত হইয়া তুমুল বিপ্লব উপস্থিত কর। অধ্যবসায় সহকারে সকলে চতুর্দ্দিক্ হইতে ম্লেচ্ছদিগের উপর পতিত হও। স্বদেশ-দ্রোহীদিগের বিনাশপূর্ব্বক দেশ রক্ষা কর। ধর্ম্মস্থাপনের জন্য নূতন দেশ জয় কর এবং চারিদিকে মহারাষ্ট্র-ধর্ম্ম ও মহারাষ্ট্ররাজ্য বিস্তার কর। এখন সময় থাকিতে যাহারা সতর্ক না হইবে, তাহাদিগকে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে।'

এই উত্তেজনাময়ী বাণী রামদাসের ওজস্বিনী ভাষায় কবিতাকারে তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক যখন মরাঠাগণের দ্বারে দ্বারে গীত হইতে লাগিল, তখনই নূতন মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল। মহাত্মা শিবাজীর ন্যায় উদ্যমশীল ক্ষত্রিয়-যুবক রামদাসের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশরক্ষার প্রবলাকাঙ্ক্ষা সমগ্র মহারাষ্ট্র জাতিকে উন্নত করিয়া তুলিল। শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রবাসী দক্ষিণ-পথ হইতে যবন রাজ্যের মূল উৎখাত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

জ্ঞানেশ্বর ও মুকুন্দরাজ পরমার্থজ্ঞান ও ভক্তিসূত্র অবলম্বনে মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কবিগণের চেষ্টায় তাহা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া পরিশেষে রামদাসের অসামান্য প্রতিভাবলে অপূর্ব্ব বিজয়শ্রীতে বিভূষিত হইল। তদানীন্তন মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের এই পূর্ণবিকাশকালে বহুসংখ্যক ভক্তরমণী সাত্ত্বিকভাবপূর্ণ কবিতা রচনা দ্বারা মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শেখ মহম্মদ নামক এক মুসলমান কবি যোগসংগ্রাম-নামক গ্রন্থের রচনা ও তুকারামের ন্যায় পণ্ঢরপুরের বিট্‌ঠলদেবের উপাসনায় দেহমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মরাঠী গদ্যরচনারও সূত্রপাত হয়। মরাঠাসর্দ্দারগণের অনুষ্ঠিত যুদ্ধাদির বিজয়বার্ত্তা অবলম্বনে গীতিকবিতা রচনার প্রথাও এই সময়েই প্রবর্ত্তিত হয়। ফলতঃ মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

অভ্যুদয়।

মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়ের উপাদান সামগ্রীগুলি কিরূপে মুসলমানদিগের শাসনকালেই উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, ধর্ম্ম ও সাহিত্যগত উন্নতির ফলে কিরূপে মহারাষ্ট্র-জন-সাধারণের চিত্ত সুসংস্কৃত ও আত্মনিভরশীল হইয়া উঠিয়াছিল, কিরূপেই বা মুসলমানদিগের আত্মকলহ ও দুর্ব্বলতা-সূত্রে মরাঠাগণ দেওয়ানি, ফৌজদারী ও দেশরক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে কার্য্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ দ্বারা ক্রমশঃ পদোন্নতি লাভ করিয়া, মুসলমানদিগের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিলেন, তাহা এতক্ষণ বিবৃত হইল। এইরূপ অবস্থায় রামদাস পারমার্থিকজ্ঞানপূর্ণ অপূর্ব্ব বীররসপ্রধান সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া কিরূপে স্বদেশবাসীর হৃদয়ে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত করিলেন, তাহাও পাঠক দেখিয়াছেন। এক্ষণে যেরূপে বিভিন্ন নেতার অধীনে এই মহাজাতি উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিরূপেই বা তাঁহাদিগের পুনরায় অবনতি হইল, তাহা পাঠকগণ শিবাজী, সাম্ভাজী, রাজারাম, শাহু, পেশবা মাধব রাও, রঘুনাথ রাও, সদাশিব রাও, মাধবরাও নারায়ণ, বাজী রাও, সিন্দে (সিন্ধিয়া), হোলকর প্রভৃতি শব্দে বিস্তারিত ভাবে দেখিতে পাইবেন। এস্থলে সংক্ষেপে তৎসংক্রান্ত কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনাপারম্পর্য্যে পরিচালিত হইয়া যাঁহারা সর্ব্ব প্রথম স্বদেশের উদ্ধারকার্য্যে ব্রতী হইলেন, তাঁহাদিগকে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। স্বদেশে যে সকল মরাঠা মুসলমান সুলতানগণের অধীন থাকিয়া সর্দ্দার সুবেদার প্রভৃতি পদের সম্মান ও জায়গীর ভোগ করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে শিবাজীপ্রমুখ স্বদেশোদ্ধারকামী মরাঠাগণের বিরোধী হইলেন। কারণ অভ্যুদয়াভিলাষীদিগের চেষ্টা কতদূর সফল হইবে, সে বিষয়ে তাঁহাদিগের ঘোর সন্দেহ ছিল। কাজেই তাঁহারা নিশ্চিত সুখসম্মান পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহে যোগদান করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। এই সকল আত্মপ্রাধান্যাভিলাষী সর্দ্দারদিগের মধ্যে মোরে, সুরবে, দলবী, সাবন্ত, শিরকে প্রভৃতিকে বাহুবলে ও মোহিতে, মানে, গুজর প্রভৃতি অপর কএক জনকে কৌশলে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে হয়। বৈদেশিক শত্রুর মধ্যে বিজাপুরের পাঠানবংশীয় সুলতান ও উত্তর-ভারতের মোগলেরা এই স্বাধীনতালোলুপ মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান বিরোধী ছিলেন। উভয় শক্তির সহিত এককালে যুদ্ধ করা অসঙ্গত বিবেচনায় শিবাজীপ্রমুখ মরাঠাগণ প্রথমে বিজাপুরপতির বিরুদ্ধাচরণ ও মোগলদিগের আনুগত্য স্বীকারে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজাপুরের সুলতানের সেনাদলকে কয়েক স্থানে পরাজিত করিয়া আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হওয়ায় শিবাজীর দল মোগলদিগকেও অল্পে অল্পে দক্ষিণাপথ হইতে অপসারিত করিতে যত্নবান্ হইলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সহজে ফলবতী হইল না। শায়েস্তা খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে পরাজিত হইলেও মোগলপক্ষীয় সেনানী জয়সিংহের হস্তে তাঁহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। ফলে দলপতি শিবাজী দিল্লী-গমনে বাধ্য হইলেন। সেখানে গিয়া তিনি যেরূপ বিপদে পড়িলেন, তাহাতে নবপ্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্ররাজ্যের অঙ্কুরেই বিলোপ ঘটিত। কিন্তু কর্ম্মচারীদিগের বিশ্বস্ততা ও দেশীয় জনসাধারণের সহানুভূতি-গুণে সেই ঘোর বিপদ্‌কালেও স্বাধীন মহারাষ্ট্রে কোনও গোলযোগ ঘটিল না। কিছু দিন পরে শিবাজীও অসাধারণ চাতুর্য্যবলে দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আবার মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ

হইল। মরাঠারা অলৌকিক উৎসাহ ও বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়া সিংহগড় আদি বহু সংখ্যক দুর্গ মোগলদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন। দিল্লীর সম্রাট্ অরঙ্গজেবকেও শিবাজীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হইল। মহারাষ্ট্রে স্বাধীন হিন্দুরাজার স্বতন্ত্র রাজমুদ্রা প্রচারিত হইল। মরাঠাগণ ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। স্বদেশবাসীদিগের অনেকেই তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করায় ইঁহারা খান্দেশ হইতে মোগলদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সালের ও চান্দোরে মোগলদিগকে অতি ভয়ঙ্কর সম্মুখযুদ্ধে তাঁহারা পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন (১৬৭০ খৃষ্টাব্দে)।

ইহার পর বিজাপুরের শাসন হইতে দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের উদ্ধারে শিবাজীপ্রমুখ মহারাষ্ট্রীয়দিগের যত্ন হইল। কয়েক বৎসর সমরে পরাস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিজাপুর-দরবার পরিশেষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিলেন। তখন মহাসমারোহে মুসলমানপ্লাবিত ভারতে স্বাধীন হিন্দুরাজা শিবাজীর অভিষেকব্যাপার সুসম্পন্ন করা হইল (১৬৭৪ খৃঃ ৬ই জুন)। রায়গড় স্বাধীন মহারাষ্ট্রের রাজধানী হইল। মহারাষ্ট্রদেশে গো, ব্রাহ্মণ ও সনাতন ধর্ম্ম নিষ্কণ্টক হইল। এই স্বাধীন রাজ্যকে মহারাষ্ট্রীয়েরা "স্বরাজ্য" বলেন। স্বরাজ্যের অন্তর্গত ভূমিভাগের নির্দ্দেশ পেশবা শব্দে পাঠক দেখিতে পাইবেন।

অভিষেক সময়ে অন্যান্য পররাষ্ট্রের দূতদিগের ন্যায় ইংরাজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দূতও রায়গড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিদিগের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া তিনি পাশ্চাত্য নৌবিদ্যা ও জলযুদ্ধের কৌশল শিক্ষাপূর্ব্বক কোলী নামক ধীবর জাতিকে লইয়া একটী মহারাষ্ট্রীয় নৌসেনাদল গঠন করেন। পরিশেষে এই নৌসেনারই হস্তে ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজদিগকে কয়েকবার পরাস্ত হইতে হইয়াছিল।

ইহার পর শিবাজীর সৈন্যদল কর্ণাটক বিজয়পূর্ব্বক স্বরাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করেন। এইরূপে মরাঠাদিগের উৎকর্ষদর্শনে হিংসাপরবশ হইয়া মোগলেরা আবার তাঁহাদিগের দমনে সচেষ্ট হইলেন। শিবাজীর সহিত যুদ্ধে মোগলসেনানী দিলের খাঁকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু এই অভিযানে অতিরিক্ত শ্রমস্বীকারে বাধ্য হওয়ায় শিবাজীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিল। তাহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেই মহাপুরুষের মৃত্যু হইল (১৬৮০ খৃঃ ৫ই এপ্রিল)।

শিবাজীর চেষ্টায় মহারাষ্ট্ররাজ্য অতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি মোগল-পাঠানের ন্যায় রাজার হস্তে সমস্ত শক্তি ন্যস্ত না করিয়া অষ্ট সচিবের উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। এই অষ্ট সচিব "অষ্ট প্রধান" নামে পরিচিত ছিলেন। রাজা এই অষ্ট প্রধানের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কার্য্য করিবেন না, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই মন্ত্রিসভার সচিবদিগের নামকরণও তিনি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার পদ্ধতিক্রমে করিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহাদিগের নাম, কার্য্য, ও বেতনাদির বিবরণ প্রদত্ত হইল ঃ—

	সংস্কৃত নাম	পারস্য নাম	কার্য্য	কর্ম্মচারীর নাম	বেতন
১।	পন্তপ্রধান	পেশওয়ে	প্রধান মন্ত্রিত্ব,	মোরোত্রিমল পিঙ্গলে	বার্ষিক ১৫০০০ হোন,
২।	পন্ত অমাত্য	মুজুমদার	রাজস্ব আদায় ও হিসাব রাখা	নীলো সোমদেব	,, ১২০০০ হোন,
৩।	পন্ত সচিব	সুরনীস	দপ্তরখানার অধ্যক্ষ	অন্নাজী দত্তো	,, ১০০০০ হোন,
৪।	মন্ত্রী	বাকানবীস	প্রাইভেট সেক্রেটারী	দত্তাজী পন্ত	,, ঐ
৫।	সুমন্ত্র	দবীর	পররাষ্ট্রসচিব	সোমনাথ পন্ত	,, ঐ
৬।	সেনাপতি	সরনোবত	সর্ব্বসেনাধ্যক্ষ	প্রতাপরাও গুজর ও হম্বীররাও মোহিতে	ঐ
৭।	ন্যায়াধীশ	——	প্রধান বিচারপতি	বালাজী পন্ত ও নীরাজী রাওজী	ঐ
৮।	পণ্ডিত রাও	——	ধর্ম্মাধ্যক্ষ	রঘুনাথ পণ্ডিত	,, ঐ

মোগলদিগের রাজ্য-ব্যবস্থার মূলসূত্র সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগেরই হস্তে প্রধানতঃ ন্যস্ত ছিল। তাহাতে প্রজার শুভাশুভবিষয়ক-বিচার প্রাধান্যলাভ করিতে পারে নাই। শিবাজীর লক্ষ্য ছিল প্রজার সুখবৃদ্ধি। সেজন্য তিনি সমস্ত

রাজকার্য্যকে ১৮ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিভাগের স্বতন্ত্র পরিদর্শক কর্ম্মচারী ছিল। শিবাজী কর্ম্মচারীদিগকে নগদ বেতন দিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। সেনাপতিদিগের বা সচিবগণেরও জাইগীর পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। সমস্ত রাজকার্য্য পদগুলিই কর্ম্মচারীর জীবনব্যাপী করা হইয়াছিল। মুসলমান রাজ্যে অন্যান্য পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় পিতার পদেও পুত্রের অধিকার জন্মিত। ফলে প্রজার প্রতি অত্যাচার ও রাজকার্য্যের উন্নতি ঘটিত না। অষ্ট প্রধানের সহযোগে মন্ত্রিসভা গঠিত করিয়া প্রত্যেক রাজকার্য্যে সকলের পরামর্শ গৃহীত হইত। এই অষ্ট প্রধান-পদ্ধতি পরবর্ত্তী কালে পরিত্যক্ত হওয়ায় মহারাষ্ট্র-রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

শিবাজীর রাজ্য-ব্যবস্থার দ্বিতীয় বিশেষত্ব দুর্গসংস্থানপ্রণালী। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য স্বরাজ্যের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমান্তে তিনি প্রায় ৩।৪ শত গিরিদুর্গাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই দুর্গগুলি প্রায় মণ্ডলাকারে মহারাষ্ট্র-ভূমিকে বেষ্টন করিয়া আছে। সমুদ্রতীরে জলমধ্যেও দ্বীপোপরি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সিদ্দি, ইংরাজ, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতির আক্রমণ-নিবারণের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব মহারাষ্ট্রের সমতল প্রদেশে প্রসিদ্ধ নগরগুলির রক্ষার জন্য প্রাচীরাদিও নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক দুর্গে একজন মরাঠা জাতীয় হাবিলদার ও তদধীনতায় একজন ব্রাহ্মণ সবনীস (সেনা-লেখক) ও প্রভুকায়স্থ জাতীয় কারখানানবীশ কর্ম্মচারী থাকিতেন। দুর্গরক্ষা, দুর্গসংস্কার, দুর্গাধীন প্রদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা ও দুর্গে রসদের সরবরাহ প্রভৃতি কার্য্যের ভার ইহাদিগের উপর ন্যস্ত থাকিত। প্রত্যেক দুর্গে সকল বর্ণের কর্ম্মচারী সমান সংখ্যায় রাখিবার ব্যবস্থা থাকায় বর্ণগত বিদ্বেষাদি বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে এই নীতিও লঙ্ঘিত হয়। এক একটী দুর্গে ও প্রদেশে এক এক বর্ণের কর্ম্মচারীদিগকে সর্ব্ব প্রকার প্রাধান্য লাভ করিবার অবসর দেওয়ায় পেশবাদিগের আমলে জাতিভেদজনিত মাৎসর্য্যের উদয় ও মূল শক্তির প্রভাব ক্রমে খর্ব্ব হইতেছিল।

সামরিক বিভাগে স্বাধীন মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যে অভিনব সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন, তাহাতেই মহারাষ্ট্র জাতির সৌভাগ্য-গর্ব্ব বহু বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতের সর্ব্বত্র সেনাপতিদিগকে বেতনের বিনিময়ে জাইগীর-প্রদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। সেনাপতিরা সৈনিকদিগকে স্বয়ং বেতন দান করিতেন। কাজেই প্রকৃত সেনাদলের সহিত রাজার বিশেষ পরিচয় থাকিত না, কাজেই সেনাপতি বিদ্রোহী হইলে সেনাদলও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশে রাজার বিদ্রোহাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। মহারাষ্ট্রে সর্ব্ব প্রথম এই কুপ্রথার সংস্কার হয়। সামান্য পদাতি হইতে প্রধান সেনাপতি পর্য্যন্ত রাজসরকার হইতে নগদ টাকায় বেতন পাইতেন। শতাধিপ জুম্লেদারের বেতন একশত হোন (সাড়ে তিন টাকায় এক হোন), এক হাজারী সর্দ্দার ৫ শত হোন ও পাঁচ হাজারী সেনানী ২॥০ হাজার হোন বেতন পাইতেন। মহারাষ্ট্রে অশ্বসাদী সেনা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। যাহারা রাজসরকার হইতে অশ্ব ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিত, তাহাদিগকে বারগীর বলা হইত। নিজের ঘোড়া, ঢাল, তরবার ও বন্দুক লইয়া যাহারা যুদ্ধ করিত, তাহারা শিলেদার নামে পরিচিত। শিলেদারী করা মরাঠারা অতি গৌরবের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিত। ইহাদিগের বেতন মাসিক ৬ হোন হইতে ১২ হোন পর্য্যন্ত ছিল। বারগীরেরা ২ হোন হইতে ৫ হোন পর্য্যন্ত বেতন পাইত। বেতন যাহাতে নিয়মিত সময়ে প্রদত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেনাদলে স্ত্রী, দাসী, শৌণ্ডিক প্রভৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। লুণ্ঠনজাত দ্রব্যাদি সৈনিকদিগের গ্রহণের অধিকার ছিল না, তাহাদিগকে সমস্তই রাজসরকারে জমা দিতে হইত। এই সকল নিয়ম যাহাতে কোনও প্রকারে লঙ্ঘিত না হয়, তজ্জন্য গুপ্তচরের নিয়োগও হইয়াছিল। যাহারা সমরক্ষেত্রে শৌর্য্য প্রকাশ করিত, তাহাদিগকে রাজকোষ হইতে স্বর্ণবলয়াদি প্রদান দ্বারা পুরস্কৃত করা হইত। শিবাজীর চেষ্টায় মহারাষ্ট্রীয় নৌসেনাদল ও যুদ্ধ জাহাজগুলি এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে, হাবসী, পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজ প্রভৃতি জলযুদ্ধকুশল জাতিদিগকেও তাহাদের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর অধীনে ৩০ হইতে ১৫০টন পর্য্যন্ত ভারবহনে সমর্থ ৮৫টী ক্ষুদ্র বৃহৎ ও তিনটী অতি বৃহৎ জাহাজ ছিল। ইহার ৬ বৎসর পরে মহারাষ্ট্র রাজ্যের যুদ্ধ ও জাহাজের সংখ্যা ১৬০টী হইয়াছিল। এই সকল জাহাজের বলে মহারাষ্ট্রীয়েরা সিদ্দি ও পর্ত্তুগীজদিগকে দমন করিতে ও ইংরাজদিগের হস্ত হইতে বোম্বাইয়ের নিকটস্থিত খান্দেরী (Kennery) দ্বীপ উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। কাহোজী আঙ্গ্রে, দরিয়াসাগর, মায়নাক ভাণ্ডারী ও ইব্রাহিম খাঁ প্রভৃতির নাম মহারাষ্ট্র এডমিরাল বা নৌসেনাধ্যক্ষদিগের মধ্যে ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

নবপ্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্র-রাজ্যের রাজস্ব-ব্যবস্থাও প্রজার

পক্ষে সুখকর ছিল। এই সময়ে মহারাষ্ট্রে নগদ টাকায় খাজনা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। খাজনা আদায়ের ভার ঠিকাদার-দিগের উপর অর্পণ না করিয়া সরকারী কর্ম্মচারী পাঠাইয়া আদায় করা হইত। উৎপন্ন শস্যের দুই পঞ্চমাংশ রাজার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। দেওয়ানি বিচারের অধিকাংশ গ্রাম্য পঞ্চায়তের সাহায্যে নির্ব্বাহিত হইত। বিশেষজ্ঞ ইংরাজ-রাজনীতিজ্ঞেরাও বলেন, "In provinces in which the laws of Shivaji remained in force, there was nothing to improve but much to imitate" সমগ্র রাজ্যটী দ্বাদশ মহালে বিভক্ত হইয়াছিল। মহালের অধ্যক্ষেরা বার্ষিক ৪ শত হোন বেতন পাইতেন। রাজ্যের বার্ষিক আয় ৫৩ লক্ষ টাকা ছিল। এতদ্ভিন্ন মোগল রাজ্য হইতে কর (চৌথ) ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিও আসিত। মহারাষ্ট্রীয়-দিগের ধর্ম্মোন্মাদকতার ফলে এই নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইসলাম ধর্ম্মে আঘাত করিবার চেষ্টা কখনও মহারাষ্ট্রীয়েরা করেন নাই। মুসলমানদিগের মস্‌জিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয় নির্ব্বাহকল্পে এবং মুসলমান প্রজার আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের জন্য শিবাজী ভূমিদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সেই বিপ্লবপূর্ণ কালেও মহারাষ্ট্রপতি দেশে বিদ্যার বিস্তার-কার্য্যে যথাসাধ্য মনোযোগ প্রকাশ করিরাছিলেন। টোল পাঠশালা প্রভৃতি স্থাপনের জন্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে রাজকোষ হইতে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি প্রদত্ত হইত। সংস্কৃত ও মরাঠী ভাষায় গ্রন্থ রচনার জন্য গ্রন্থকারেরা রাজার নিকট পুরস্কার পাইতেন।

শিবাজীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্র-সমাজের নেতৃত্ব দুর্ভাগ্য-ক্রমে সাম্ভাজীর হস্তগত হয়। একনাথ ও রামদাস প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনায়, তানাজী মালুসরে ও প্রতাপ রাও প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বীরগণের বাহুবলে এবং বালাজী চিটনীস প্রভৃতি কায়স্থগণের নীতিকৌশলে, শিবাজীর ন্যায় প্রতিভাশালী ধর্ম্মপ্রাণ নরপতির নেতৃত্বাধীনে যে মহারাষ্ট্ররাজ্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা তৎপুত্র দুর্ব্বৃত্ত সাম্ভাজীর কর্ম্মদোষে রসাতলে যাইবার উপক্রম হয়। সাম্ভাজী শৌর্য্যে ও সামর্থ্যে হীন ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার ঘোর ব্যসনাসক্তি ও প্রকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞানের অভাবে সমগ্র মহারাষ্ট্র-সমাজকে নিতান্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। শাহজাদা অকবরকে তিনি আশ্রয়-দান করায় অরঙ্গজেব স্বয়ং ১২ লক্ষ (কাফি খাঁর মতে ২০ লক্ষ) সৈন্য লইয়া দক্ষিণাপথ-বিজয়ের জন্য ১৬৮৩ খৃঃ নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হন। সাম্ভাজীকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া জঞ্জীরায় সিদ্দি ও গোয়ার পর্ত্তুগীজেরা মস্তকোত্তোলন করেন। এই সকল শত্রুর সহিত যুদ্ধে সাম্ভাজী অসাধারণ শৌর্য্যপ্রকাশ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু বহু সংখ্যক শত্রু উপস্থিত হইলে একজনের সহিত যুদ্ধ ও অপরের সহিত সন্ধি করিতে তিনি জানিতেন না। এ বিষয়ে অষ্ট প্রধানের উপদেশেও তিনি কর্ণপাত করেন নাই। সিদ্দি, পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজ প্রভৃতি শত্রুর সহিত যুগ-পৎ সমর আরম্ভ করিয়াও তিনি অসাধারণ শৌর্য্যবলে সকলের নিকট হইতে অনুকূল সন্ধিপত্র আদায় করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধপ্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় নৌসেনা অলৌকিক সমরকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল। গোয়ার নিকটে কোণ্ডদুর্গে পর্ত্তু-গীজদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা পর্ত্তু-গীজদিগের ২ শত য়ুরোপীয় ও এক হাজার দেশীয় সৈনিকের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব সে সময়ে দক্ষিণাপথে না থাকিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা পর্ত্তুগীজদিগকে সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন।

১৬৮৩ খৃঃ, অরঙ্গজেবের মোগল সৈন্যের সহিত বাগলানে মরাঠাদিগের ঘোর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই যুদ্ধে মোগলদিগকে নিতান্ত জর্জ্জরিত করিয়া তুলেন। রামসেজ দুর্গ অধিকার করিতে গিয়া বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ সেনানী সহ সুপ্রসিদ্ধ নিজাম উলমুল্ককে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে পরাভূত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। শিবাজীর শিষ্য হম্বীর রাও মোহিতে এই সময়ে মরাঠা সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। কোঙ্কণ অধিকার করিবার জন্য মোগলেরা অগ্রসর হইলে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল অব্যবস্থিত যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে এরূপ বিপন্ন করিয়া তুলিল যে, মোগলেরা পলায়নের পথও পাইলেন না। অসংখ্য মোগল-সৈন্য মরাঠা সৈনিকের হস্তে ও রসদের অভাবে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হওয়ায় মোগলেরা মরাঠাদিগের সহিত কলহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা প্রভৃতির অস্তিত্ব বিলোপে মনঃ-সংযোগ করিলেন। ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত মোগল-সৈন্য আর মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না। মূর্খ সাম্ভাজী এই অবকাশের যথোচিত সদ্ব্যবহার না করিয়া আবার ব্যসনা-সক্ত হইলেন। তাঁহার বিলাসিতা ও অব্যবস্থা-দোষে রাজ-কোষ অর্থশূন্য হইল, রাজস্ব আদায়ও এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। শিবাজীর প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী উপেক্ষিত হইতে লাগিল। দেশে কাজেই অরাজকতা ঘটিল।

১৬৮৭ খৃঃ, অরঙ্গজেব আবার মরাঠাদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বাইর নিকট মোগল সর্দ্দার সর্জ্জে খাঁর সহিত যুদ্ধে সেনাপতি হম্বীর রাও একটা গোলা লাগায় গতাসু হইলেন। একদল মোগলসৈন্য এই সময়ে কর্ণাটক

বিজয় করিতে গমন করিল। সাম্ভাজী স্বীয় সৈন্যদল তথায় প্রেরণ করিলেন। তাহারা মোগলদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিল; কিন্তু এদিকে মহারাষ্ট্র রক্ষার কোনও উপায় হইল না। কর্ণাটক হইতে প্রধান সেনাদল প্রত্যাবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মোগলেরা মহারাষ্ট্র উৎসাদন করিতে লাগিল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত সাম্ভাজী শৌর্য্যসহকারে মোগল-সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাহার পর সহসা তাঁহার বিলাসিতা মনে পড়িল। তিনি যুদ্ধাদি ত্যাগপূর্ব্বক সঙ্গমেশ্বরে গিয়া ইন্দ্রিয়সেবায় নিরত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া মোগল-সেনাপতি তাঁহাকে সহজেই বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। সম্রাটের আদেশে অতি নিষ্ঠুরভাবে তিনি নিহত হইলেন! (.৭৮৯ আগষ্ট) এইরূপে মরাঠারা মোগলদিগকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াও সুযোগ্য নেতার অভাবে সুফল লাভ করিতে পারিলেন না। [সাম্ভাজীর বিস্তারিত বিবরণ পেশবা ও সাম্ভাজী শব্দে দ্রষ্টব্য]

স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধারম্ভ।

মহাত্মা শিবাজীর পুত্রের এই শোচনীয় পরিণাম দর্শনে মহারাষ্ট্রীয়গণ অতীব উত্তেজিত হইলেন। তাঁহারা তৎপুত্র অল্পবয়স্ক শাহুকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই জনৈক বিশ্বাসঘাতক মরাঠার দোষে রায়গড় মোগলদিগের হস্তগত হইল। সেই সঙ্গে সাম্ভাজীর শিশুপুত্র শাহু জননী এসুবাঈ সহ মোগলহস্তে বন্দী হইলেন। অষ্ট প্রধানেরা বহুকষ্টে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন। তাহার পর একটী একটী করিয়া প্রায় সকল দুর্গ মোগলদিগের হস্তগত হইতে লাগিল। ১২ লক্ষ মোগলসৈন্যে মহারাষ্ট্র ছাইয়া ফেলিল। অনেকে মনে করিলেন, মহারাষ্ট্ররাজ্য শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু জ্ঞান ও ধর্ম্মের ভিত্তির উপর যে রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সেই ঘোর সঙ্কটকালেও বিনষ্ট হইল না। পক্ষান্তরে এই দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রকৃত পৌরুষ, স্বদেশপ্রীতি ও স্বধর্ম্ম রক্ষায় প্রবল আকাজ্ক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় সকলেই লাভ করিল।

সাম্ভাজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম অতঃপর সিংহাসনারোহণ করিলেন। তিনি ব্যসনশূন্য, দয়ালু ও পরার্থপরায়ণ ছিলেন। ক্ষত্রিয়জনোচিত প্রখর তেজ তাঁহার চরিত্রে আদৌ ছিল না। রায়গড় শত্রুহস্তগত হওয়ায় অষ্ট প্রধানের পরামর্শে তিনি কর্ণাটকের অন্তর্গত জিঞ্জিদুর্গে রাজধানী অপসারিত করিলেন। অমাত্য রামচন্দ্র পন্ত বিশালগড় ও পাহ্লালা দুর্গের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক মহারাষ্ট্ররক্ষার চেষ্টা করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। সন্তাজী ঘোরপড়ে ও ধনাজী যাদব নামক সেনানীদ্বয় জিঞ্জি ও মহারাষ্ট্রের মধ্যভাগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মোগলসেনার রসদ বন্ধ করিবার ভার লইলেন। রাজারাম জিঞ্জিতে গিয়া নূতন অষ্টপ্রধান নির্ব্বাচন করিলেন এবং শিবাজীর প্রণীত নিয়মাবলীর পুনঃপ্রচার করিলেন। এদিকে মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব সাম্ভাজীর বিনাশ এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের বিলোপসাধনে সফলপ্রযত্ন হওয়ায় জয়োল্লাসে অতীব উৎফুল্ল হন, এবং হিন্দুধর্ম্মীদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে, বিজয়োন্মত্ত হইয়া তিনি স্বীয় অধীন হিন্দুসৈন্যদলেরও ধর্ম্মনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ বিপরীত ফলের সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহাকে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হয়। সে যাহা হউক, মোগলদিগের হস্তে স্বধর্ম্মের নিগ্রহ হইতেছে দেখিয়া, তেজস্বী মহারাষ্ট্রীয়গণের ক্রোধানল প্রবৃদ্ধ হইল। তাঁহাদিগের নরপতি রাজারাম (শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র) তখন স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া যবনদিগের ভয়ে মান্দ্রাজ অঞ্চলে "জিঞ্জি" দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায়গড় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দুর্গসমূহ মোগলদিগের হস্তগত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সুশিক্ষিত সৈনিকের সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। সমাজে দুই চারি জন বিশ্বাসঘাতক দেশবৈরীরও অভাব ছিল না। কিন্তু এই সকল প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও তাঁহারা স্বধর্ম্ম ও স্বরাজ্যের রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন; ধর্ম্মোৎসাহে প্রমত্ত হইয়া প্রচণ্ড সাগরতরঙ্গসদৃশ মোগলসেনার গতিরোধে অগ্রসর হইলেন। যিনি কোনরূপে একখানি বল্লম সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তিনিই মোগলদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাঁহাদিগকে অধিকতর উৎসাহিত করিবার জন্য রাজারাম জিঞ্জি হইতে বিবিধ প্রকার পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। তখন তাঁহাদিগের ভীষণ রণোন্মত্ততা দেখিয়া সম্রাট্‌কেও ভীত চকিত হইতে হইল। মরাঠারা স্বধর্ম্মের ও সমধর্ম্মিগণের রক্ষার্থ প্রাণবিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হওয়ায় বাদশাহীসৈন্যের নানা স্থানে পরাজয় ঘটিতে লাগিল। দ্বাদশ লক্ষ সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া মুষ্টিমেয় মরাঠাগণের সহিত সপ্তদশ বর্ষ কাল অনবরত যুদ্ধ করিয়াও অরঙ্গজেব জয়লাভের কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না।

এই সময়ে সন্তাজী ঘোরপড়ে ও ধনাজী যাদব এই দুই জন সেনানী অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহারা শিবাজীর সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয় সামরিক বিভাগে কার্য্য করিতেছিলেন। ইঁহাদিগকে কর্ণার্জ্জুনের সহিত তুলিত করিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুসলমান ইতিহাসলেখক কাফি

খাঁ বলেন—"সন্তাজী মোগল সর্দ্দারদিগকে অতীব জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কোনও মোগল-সৈনিক জীবিত অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিতেন না। বড় বড় মোগল যোদ্ধাও তাঁহার সম্মুখীন হইতে ভীত হইতেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে, এমন সর্দ্দার মোগল পক্ষে কেহ ছিল না।" সন্তাজী একবার শ্যেনবৎ বেগে আসিয়া মোগল-সম্রাটের বস্ত্রাবাস আক্রমণ ও তদুপরি-স্থিত সুবর্ণ-কলস হরণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে সময়ে অরঙ্গজেব তাম্বুতে ছিলেন না বলিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। ধনাজীও সামান্য বীরত্ব প্রকাশ করেন নাই। তাহার নাম মোগল তুরঙ্গদলেরও ভীতির স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি, কথিত আছে, তাহার নাম কর্ণগোচর হইলে মোগল অশ্ব চমকিয়া জলপান পরিত্যাগ করিত।

এদিকে ভীমাতীরে বাদশাহী সৈন্য শিবির সন্নিবেশ করিয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলে ধনাজী ও সন্তাজী প্রভৃতি মহারাষ্ট্র বীরেরা দক্ষিণে কর্ণাট হইতে উত্তরে খানদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে বিপ্লব উপস্থিত করিয়া একে একে সমস্ত মোগল-থানাগুলি অধিকার করিতে লাগিলেন। বিশাল মোগল-সৈন্য ক্ষিপ্রগতিতে ইঁহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে না পারিয়া কর্ণাটকে রাজারামকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তদুপলক্ষে ডভেরী নামক স্থানে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম ঘটে। সন্তাজীর সহিত যুদ্ধে মোগল সর্দ্দার কাসম খাঁকে প্রাণ হারাইতে হয়।

অন্যদিকে বাদশাহী সৈন্য জুলফকার খাঁর অধীনতায় জিঞ্জি দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল। পাঁচ বৎসর কাল অবরুদ্ধ অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াও রাজারাম ও তাঁহার সহচরগণ পরাভব স্বীকার করিলেন না। পরিশেষে বাদশাহ জিঞ্জি অধিকার বিষয়ে অতি কঠোর আদেশ প্রেরণ করিলে মোগল-সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া জিঞ্জি অধিকার করিল। কিন্তু দুর্গে প্রবেশ করিয়া তাহারা দেখিল, রাজারাম ও তদীয় সচিবগণ তৎপূর্ব্বেই দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। (১৬৯৮খৃঃ)

রাজারাম জিঞ্জি হইতে পলায়নপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাতারায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। তথা হইতে সকল সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া তিনি মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই অভিযানের ফলে উত্তর মহারাষ্ট্রের যে সকল প্রদেশ মোগলদিগের শাসনাধীন ছিল, তাহা হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় হইল।

এই সময়ে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু ঘটিল। কিন্তু এই দুর্ঘটনাতেও মহারাষ্ট্রীয়গণ বিচলিত হইলেন না। খৃষ্টীয় ১৬৮০ অব্দ হইতে ১৭০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিংশ বৎসরের মধ্যে একে একে শিবাজী, সাম্ভাজী ও রাজারাম লোকান্তরিত হইলেন; তথাপি মরাঠাগণের উৎসাহ ও উৎকর্ষের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না।

"ছিন্নোঽপি রোহতি তরুশ্চন্দ্রঃ ক্ষীণোঽপি বর্দ্ধতে।"

এই ন্যায়ানুসারে মরাঠাগণের অধ্যবসায় ও বিক্রম দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ধনাজী ও রামচন্দ্র পন্তপ্রমুখ মহারাষ্ট্রীয়গণ মোগলদিগকে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে দিলেন না। তাঁহাদিগের আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব, শীতগ্রীষ্ম-বর্ষায় সমান উৎসাহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিশ্রামের প্রতি অমনোযোগ ও দুর্ব্বার সমরোদ্যম প্রভৃতি দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া মোগল সেনানীগণ বলিতে লাগিলেন, "মরহট্টে লোগ আদমি নেহি হ্যায়—এতো ভূতখানা হ্যায়!" ইহার পর বাদশাহ স্বয়ং কিছুদিন মরাঠাদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোনও ফললাভ হইল না।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের কালান্তক মূর্ত্তির সংহার হইতেছে না দেখিয়া মোগলগণ অগত্যা পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু মরাঠাদিগের বিক্রমে পলায়নও তাঁহাদিগের পক্ষে অতীব বিঘ্নকর হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ সম্রাট্ নিরুপায় হইয়া হতাশহৃদয়ে পথিমধ্যে "বৃথায় জন্ম গেল" বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন (খৃঃ ১৭০৭ ফেব্রুয়ারি)! দক্ষিণাপথে হিন্দুধর্ম্ম প্রায় নিষ্কণ্টক হইল। স্বধর্ম্মের ও স্বদেশের রক্ষার জন্য প্রবল পরাক্রান্ত মোগল-সম্রাটের সহিত এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় ভারতের আর কোনও জাতি ঈদৃশ দীর্ঘকালব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় নাই। অকৃত্রিম ধর্ম্মোৎসাহে ও গভীর স্বদেশভক্তিতে সমগ্র জাতির হৃদয় পূর্ণ না হইলে এরূপ অসাধ্যসাধন সুদূরপরাহত হইত, সন্দেহ নাই। ফলতঃ এ সময়ে মহারাষ্ট্রদেশে স্বধর্ম্মানুরাগ ও স্বদেশপ্রীতির অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল, স্বয়ং শিবাজীর সময়েও সেরূপ হয় নাই। ফলতঃ শিবাজী যে রাষ্ট্রীয় ভাবের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, এই সময়ে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ মোগলদিগকে চমকিত করিয়াছিল।

সাম্ভাজীর হত্যার পর তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে মোগলেরা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদিগের উদ্ধারসাধনের জন্য মরাঠাগণ পঞ্চদশ বৎসর কাল বিবিধ চেষ্টা করিয়াও সে বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল, দর্প ও সাহস এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, নবীন সম্রাট ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে সাম্ভাজীর পুত্র মুক্তিদান

করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, শাহু দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে রাজারামের পুত্রের সহিত রাজ্যের বিভাগ লইয়া তাঁহার কলহ উপস্থিত হইবে, এবং সেই বিবাদাগ্নিতে নবপ্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্ররাজ্য ভস্মীভূত হইলে দাক্ষিণাত্যে আবার মোগল-সাম্রাজ্যবিস্তারের সুযোগ ঘটিবে। অরঙ্গজেবেরও এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কারণ, তরুণ সম্রাটের ন্যায় তিনিও মহারাষ্ট্রশক্তির মূলতত্ত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মহামতি রামদাস মহারাষ্ট্রসমাজে যে স্বধর্ম্মানুরাগের বীজ নিহিত করিয়াছিলেন, তাহা এত শীঘ্র বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

চারি বৎসরের মধ্যেই মরাঠাগণ নিজ নিজ গৃহবিবাদের মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। পরবর্ত্তী চারি বৎসরের মধ্যে তাঁহারা দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার বিধান ও যথোপযুক্ত বল-সংগ্রহ করিলেন। [পেশবা শব্দ দেখ।]

অতঃপর সমগ্র ভারতে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরকে করতলগত করিয়া পেশবা বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের দেশমুখী ও চৌথের সনন্দ আদায় করিলেন। এই সনন্দই মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বধর্ম্ম ও স্বরাজ্যবিস্তারের প্রধান উপায়স্বরূপ হইল। হিন্দুধর্ম্মরক্ষার জন্য "হিন্দুপৎ বাদশাহী" বা স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য-স্থাপনের আবশ্যকতা ইতঃপূর্ব্বেই অনুভূত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের নিগ্রহ করিয়া মুসলমানেরা স্বধর্ম্মানুরাগী মরাঠাগণের অতীব বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। এই কারণেও এ সময়ে "মোগলশাহী"র স্থানে ভারতবর্ষে "হিন্দুশাহী" স্থাপন তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হইল।

চৌথ।

মোগলদিগের আমলে দেশের শান্তিরক্ষা ও বহিশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষার আয়োজনে সাধারণতঃ রাজস্বের চতুর্থাংশ ব্যয়িত হইত। মহাত্মা শিবাজীর চেষ্টায় মহারাষ্ট্রশক্তি যখন দেশ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিল, তখন মহারাষ্ট্র-নরপতিগণ দুর্ব্বল প্রতিবেশি-রাজ্যের শান্তি-রক্ষার ও শত্রুর আক্রমণ-নিবারণের ভার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কাজেই সেই আশ্রিত রাজ্যের রাজস্বের চতুর্থাংশ বা "চৌথ" তাঁহাদিগের প্রাপ্য হইল। ফলতঃ "চৌথ" অপরের রাজ্যরক্ষার্থ সৈন্যপোষণের বেতন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপ বেতন লাভ করিয়া স্বকীয় সৈন্য-পোষণের ব্যয়ভার লাঘব করিবার কল্পনা প্রথমে শিবাজীই উদ্ভাবিত করেন। তিনি বহুদিন হইতে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সুলতানদিগের এবং মোগল বাদশাহের নিকট তাঁহাদিগের রাজ্য বা রাজ্যাংশ রক্ষার ভার-গ্রহণ ও তাহার বেতনস্বরূপ "চৌথ" স্বত্বের প্রার্থনা করিতেছিলেন। পরিশেষে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে মোগলদিগের আক্রমণের ভয়ে বিপন্ন হইয়া দক্ষিণাপথের সুলতানেরা শিবাজীকে চৌথস্বরূপ বার্ষিক আট লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন ও তাঁহার সৈন্যসাহায্য লাভ করেন। সে সময়ে কেবল শিবাজীর সহায়তার ফলেই বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা রাজ্য মোগল-সম্রাটের সর্ব্বনাশকর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এইরূপে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণ-ভারতে 'চৌথ' প্রথার প্রবর্ত্তন হয়।

বলা বাহুল্য, আত্মরক্ষিণী নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই রাজনীতিবিৎ শিবাজী এই চৌথ পদ্ধতির উদ্ভাবন ও অনুসরণ করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পর রাজ্য-রক্ষার দায়িত্ব লইয়া তদ্বিনিময়ে তত্রত্য রাজস্বের চতুর্থাংশ লাভ করিতে না পারিলে ভারতে মহারাষ্ট্রশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। কারণ, ইহার দ্বারা প্রথমতঃ পররাষ্ট্রের ব্যয়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সৈন্য সংখ্যা ও সামরিক বলের বৃদ্ধি সম্পাদিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল রাজ্য মহারাষ্ট্র-সৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবে, সে সকল রাজ্য হইতে মহারাষ্ট্র-রাজশক্তির বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, "চৌথ" নামে শান্তিরক্ষার বেতন হইলেও কার্য্যতঃ উহা সামন্তের নিকট প্রধান রাজশক্তির প্রাপ্য করেরই নামান্তর। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই যে, খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে মার্কুইস অব ওয়েলেস্‌লি মহোদয়ের প্রবর্ত্তিত "সব্‌সিডিয়ারি সিষ্টেম"ও এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর ইহলোক পরিত্যাগের পূর্ব্বেই দক্ষিণ-ভারতের যাবতীয় হিন্দু ও মুসলমান রাজশক্তির সম্মতিক্রমেই তাঁহাদিগের রক্ষার ভার গ্রহণ ও তাহার বিনিময়ে চৌথ আদায় করিবার প্রথা মহারাষ্ট্র-সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

শিবাজীর মৃত্যুর পর সম্রাট্ অরঙ্গজেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বাধীনতা হরণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় মহারাষ্ট্রীয় বীরগণের অসাধারণ শৌর্য্যগুণে তাঁহার সমস্ত যত্নই বিফল হয়। বিংশতি বৎসর যুদ্ধের পর খৃষ্টীয় ১৭০৫ অব্দে সম্রাট্ তাঁহাদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে এক সনন্দপত্র দান করেন। অধিকন্তু দেশের অশান্তি নিবারণের মানসে তিনি তাঁহাদিগকে দক্ষিণ-ভারতস্থিত মোগল-শাসিত প্রদেশের 'সরদেশমুখী' স্বত্ব বা সমগ্র রাজস্বের দশমাংশ—বার্ষিক এক কোটি অশীতি লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। এজন্য

অবশ্য সরদেশমুখের ন্যায় স্বকীয় সৈন্যের দ্বারা দক্ষিণাপথের বাদশাহী প্রদেশের শান্তিরক্ষার ভার তাঁহাদিগকে লইতে বলা হইল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা ইহাতে সম্মত ও সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা বাদশাহের নিকট সরদেশমুখীর সহিত শিবাজীর উদ্ভাবিত চৌথপদ্ধতির প্রবর্ত্তনাধিকারও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কারণ, সে সময়ে দেশে যেরূপ অসংখ্য রাজ্যের ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় রাজ-পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাতে পররাষ্ট্রে যথোপযুক্ত পরিমাণে সৈন্য-রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে দেশে শান্তিস্থাপনের ও মহারাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সম্রাট্ সে স্বত্বদানে অসম্মত হওয়ায় পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হয়। পরিশেষে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের পুত্র ফরুখশিয়র আংশিকভাবে ও তৎপরবর্ত্তী সম্রাট্ মহম্মদশাহ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণভাবে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সরদেশমুখী স্বত্বের ও চৌথপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সনন্দ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। বাজী রাওয়ের পিতা বালাজী বিশ্বনাথ স্বয়ং দিল্লী গমন করিয়া শেষোক্ত সনন্দ পত্র লইয়া আসেন।

সনন্দ লাভ করিয়াও মহারাষ্ট্রীয়েরা সর্ব্বত্র চৌথপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। দিল্লীশ্বরের সুবেদারেরা ও অপর স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় রাজন্যবর্গ বিনা যুদ্ধে মহারাষ্ট্র-শক্তির রক্ষণাধীন হইতে অসম্মত হইলেন। নিজাম উল্-মুল্ক এ বিষয়ে প্রধান প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। এজন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ২০ বৎসর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। বাজী রাও এই যুদ্ধের নেতৃত্বগ্রহণ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পর্য্যুদস্ত হইয়া নিজামকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রক্ষণাধীনতা স্বীকার ও তাঁহাদিগকে চৌথ দান করিতে হয়। দক্ষিণাপথের অপর ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজারাও ক্রমে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ফলতঃ বালাজী বিশ্বনাথ মোগল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে তাঁহার স্বদেশবাসীর জন্য যে স্বত্বের সনন্দ আনয়ন করেন, বাজী রাওয়ের জীবনব্যাপী চেষ্টাতেই মহারাষ্ট্রবাসিগণ তাহার প্রকৃত ফলভোগের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন।

কেবল তাহাই নহে। বাদশাহী সনন্দ অনুসারে উত্তর-ভারতে চৌথ আদায়ের অধিকার মহারাষ্ট্রীয় জাতির ছিল না। এই কারণে আর্য্যাবর্ত্তে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক চৌথ পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিবার কল্পনা বাজী রাওয়ের পূর্ব্বে কাহারও মস্তিকে স্থান পায় নাই। বীরশ্রেষ্ঠ বাজীরাওয়ের বিশাল চিত্তক্ষেত্রেই সর্ব্বপ্রথম সমগ্র ভারতবর্ষকে চৌথপদ্ধতিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমাচলের শিখরদেশস্থিত "আটক" নগর পর্য্যন্ত বিশাল প্রদেশের শান্তিরক্ষার বা শাসন ও পালনের ভার গ্রহণ করিবার মহনীয় আকাঙ্ক্ষা সমুদিত হয়। মহারাজ শাহুর মন্ত্রিসমাজ ও সেনানীগণ বাজীরাওয়ের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে হিন্দুশক্তির ও হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিধর্ম্মীর শাসনপাশ হইতে সমগ্র ভারতবাসীর উদ্ধার সাধন প্রত্যেক মহারাষ্ট্রসন্তানের কর্ত্তব্য—এই কথা বলিয়া বাজীরাও সকলের উৎসাহানল প্রজ্বলিত করেন। এই প্রসঙ্গে মহারাজ শাহুর দরবারে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা শ্রবণে সমস্ত মহারাষ্ট্র সর্দ্দারেরা একমত হইয়া ভারতে হিন্দু-প্রাধান্য-স্থাপনে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। শিবাজীর প্রবর্ত্তিত চৌথপদ্ধতির সাহায্যে ভারতবর্ষে হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপনের জন্য অগ্রগমন-নীতির (Forward policy) প্রচারই বাজী রাওয়ের চরিত্রের বিশেষত্ব। ঐ নীতির অনুসরণে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়কে সমবেতভাবে নিয়োজিত করাই তাহার চরিত্রের প্রধান মহত্ব। সেই মহত্বের প্রভাবে হিন্দুস্থানে শতবর্ষ পর্য্যন্ত হিন্দুর প্রাধান্য পরিরক্ষিত হইয়াছিল।

মহারাজ শাহুর আদেশে বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র বাজী-রাও দিল্লীপতির প্রদত্ত সনন্দ হস্তে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। উত্তরে আটক হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য তিনি স্বদেশবাসীকে উৎসাহিত করিলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল্-মুল্ক অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার কুটিলতায় মহারাষ্ট্রসমাজে কয়েকবার গৃহবিবাদ বাঁধিবার উপক্রম হইল। কিন্তু বাজীরাও কতিপয় যুদ্ধে তাঁহার ও দিল্লীশ্বরের দর্প চূর্ণ করিয়া উত্তরে যমুনা হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ হইতে চৌথ আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। দিল্লীদরবারেও নিজামের সমস্ত উদ্যম বিফল হইল।

[পেশবা শব্দ দেখ।]

মহারাষ্ট্র সামন্তমণ্ডল।

বাজীরাও যে নীতির অবলম্বন করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে মহারাষ্ট্ররাজ্যে একটি অভিনব সামন্তমণ্ডলের সৃষ্টি হইল। এই সামন্তমণ্ডলকে ইংরাজীতে The Maratha Confederacy বলে। কনফিডারেসী বলিলে সামন্তের ভাব আদৌ বুঝায় না। কিন্তু প্রথম যখন এই মণ্ডল স্থাপিত হয়, তখন উহাতে রাজমণ্ডল অপেক্ষা সামন্তমণ্ডলের ভাবই প্রবল ছিল। মহারাষ্ট্ররাজ্যের ছত্রপতির প্রধান

মন্ত্রিরূপে মণ্ডলান্তর্গত যে কোনও সামন্তকে পদচ্যুত করিবার অধিকার পেশবার ছিল। পরে কেন্দ্রশক্তির দুর্ব্বলতা ঘটিলে সামন্তেরা অনেকটা স্বাধীনভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। শিবাজীর অষ্ট প্রধানের পরিবর্ত্তে যেরূপে এই নূতন মণ্ডলের সৃষ্টি হয়, তাহা ইতিহাসপ্রিয় পাঠকের অবশ্য জ্ঞাতব্য। মহারাষ্ট্র ইতিহাসের এই অংশ বুঝিবার পূর্ব্বে পাঠককে একবার শাহুর দরবারে বাজী রাও যে বর্ত্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিতে হইবে।

[পেশবা শব্দে সেই বক্তৃতা উদ্ধৃত হইয়াছে।]

অরঙ্গজেবের সহিত বিংশতি বর্ষকাল অনবরত যুদ্ধ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় কৃতকার্য্য হন ও বালাজী বিশ্বনাথের চেষ্টায় রাজ্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপিত হয়। অতঃপর মহারাষ্ট্রীয়দিগের উন্নতির জন্য কিরূপ পন্থা অবলম্বনীয় এই সমস্যা বাজী রাওয়ের সময়ে উপস্থিত হয়। শিবাজীর প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলার অনুসরণ করিয়া এত দিন মহারাষ্ট্রীয়েরা ঘোর বিপৎকালেও আত্মসংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘোর বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহারা দেখিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বদেশে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে তাঁহাদিগের মঙ্গল ঘটিবে না। মুসলমান-শক্তির কেন্দ্রস্থল দিল্লী হস্তগত করিতে না পারিলে যবনদিগের প্রভাব—দেশের ম্লেচ্ছভাব দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। দিল্লীতে যতদিন মুসলমানশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন মহারাষ্ট্রীয়েরা নিশ্চিন্ত মনে স্বদেশের শান্তিরক্ষা করিতে পারিবেন না। কারণ, দিল্লীর কেন্দ্রশক্তি দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকিলেও উহার অসংখ্য শাখা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই শাখাশক্তিসমূহ ক্রমশঃ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলেও আপনাদিগকে মুসলমান-সাম্রাজ্যের প্রধান অবয়ব বলিয়া মনে করিতেন। সেই সূত্রে ভারতবর্ষ শাসনের অধিকারও তাঁহাদিগেরই ন্যায়ানুসারে প্রাপ্য বলিয়া তাঁহাদিগের ধারণা হইয়াছিল। কেন্দ্রশক্তির হ্রাস হইলেও তাঁহারা নিজ বাহুবলে ভারতের বিভিন্ন অংশে মুসলমান গৌরব অপ্রতিহত রাখিবেন, সংকল্প করিয়াছিলেন। কাজেই বাদশাহী শক্তি বিনষ্ট হইলেও তাঁহারা আপনাদিগের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিরত হইলেন না।

মহারাষ্ট্রীয়েরা ভাবিলেন, শিবাজীর সময় হইতে প্রায় ৫০ বৎসর অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া যখন তাঁহারা মুসলমানদিগের প্রধান শক্তিকে দমিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য বহু কষ্টে লাভ করিয়াছেন,তখন সুবেদারদিগকে অকারণে প্রভুত্ব করিতে দিবেন কেন? দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদিগের কেন্দ্রশক্তি বিনষ্ট হওয়ায় ভারতবর্ষ এক প্রকার রাজশূন্য হইয়াছিল। সকলেই বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে মোগলসম্রাটের স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াই, অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাঁহাদিগের চেষ্টাতেই মোগলসিংহাসন শক্তিহীন বা শূন্যপ্রায় হইয়াছিল, তখন তাঁহারা থাকিতে অপর মুসলমানেরা আসিয়া উহা অধিকার করিবেন, ইহা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট সুসঙ্গত বোধ হইবে কেন? কাজেই যে সকল মুসলমান আমলদার বা সুবেদার সমগ্র ভারতবর্ষকে লতাগুল্মের ন্যায় পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন,তাঁহাদিগের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক সর্ব্বত্র মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের বিস্তার করাই মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর সময়েই এই নীতির সূত্রপাত হইয়াছিল। তিনি মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা সম্পাদনের পর দক্ষিণে কর্ণাটক প্রদেশও বিজয় করিয়াছিলেন। তদবধি দক্ষিণ ভারতে প্রায় কুমারিকা পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময়ে উত্তরে নর্ম্মদা পার হইয়া দিল্লীর রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার বাসনা মহারাষ্ট্রবীরগণের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল।

বালাজী বিশ্বনাথ ও তদীয় বংশধরগণের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। বাজীরাও শাহুর দরবারে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহারও মর্ম্ম এইরূপ ছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার না করিলেও যখন অন্যে উহা অধিকার করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিবে না, তখন মহারাষ্ট্রীয়দিগেরই উহা হস্তগত করিতে ক্ষতি কি?—পেশবাগণের মনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এই ভাব প্রবল ছিল। সমগ্র ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্যসংস্থাপন কতদূর সম্ভবপর হইবে, তাহা শিবাজীর সময়ে নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করা সহজ ছিল না। কিন্তু পেশবাদিগের পক্ষে উহা বহু পরিমাণে সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ দিল্লীর প্রতি সমগ্র জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিলে স্বদেশে যে সকল ক্ষুদ্র দলাদলি ছিল, তাহা সত্বরই বিলুপ্ত হইবে ভাবিয়া তাঁহারা এই অগ্রগমন-নীতির বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। প্রতিনিধি পরশুরাম ত্রিম্বক প্রভৃতি কয়েক জন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ বাজীরাওয়ের উৎকর্ষ দর্শনে অসমর্থ হইয়াই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, ভারতে 'হিন্দুসাম্রাজ্য-বিস্তারকল্পনায় ঘোর বিরোধী ছিলেন।

পরিণাম দেখিয়া বিচার করিলে,বলিতে হয়,—প্রতিনিধির অপেক্ষা পেশবার নীতিই অধিকতর শ্রেয়স্কর ছিল। কারণ দিল্লীর শক্তি ক্ষীণ হইবা মাত্র ভারতীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ

সকলেই বাদশাহী গৌরবের উত্তরাধিকার বা সমগ্র ভারতের প্রভুত্ব লাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এরূপ সময়ে সে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকা মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে সম্ভবই ছিল না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষার অপেক্ষা আত্মরক্ষিণী নীতির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে এই পন্থার অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসরের পরে বৃটিশ রাজ্য-সংস্থাপক ক্লাইবও এইরূপ বিচার ও কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দদিগের সাহায্যে দুর্ব্বল বাদশাহের নিকট হইতে যেরূপে চৌথ ও সর-দেশ-মুখীর সনন্দ আদায় করিয়াছিলেন, ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইবও সেইরূপ শাহ আলমের নিকট হইতে দেওয়ানি সনন্দ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাজীরাও শাহুর দরবারে বক্তৃতা করিয়া মহারাষ্ট্রবাসীর ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে নীতিমার্গ স্থির করিয়াছিলেন, তাহার ফলে মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যে সামন্তমণ্ডলের সৃষ্টি হইল। তাঁহার স্থিরীকৃত নীতিমার্গের অনুসরণ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে, পেশবাকে তদুপযোগী আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। মহারাজ শাহু শিবাজীর ন্যায় প্রতিভাশালী না হইলেও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি পেশবার-নীতির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া উহার সমর্থন করিলেন। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। সমরকুশলতা বা শৌর্য্যগুণ তাঁহার আদৌ ছিল না। অথচ সে সময়ে দেশের অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে শৌর্য্য ভিন্ন অপর গুণের তাদৃশ আদর ছিল না। বাজীরাও শৌর্য্যগুণের আধার ছিলেন বলিয়া মহারাজ শাহু তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রীর পদ বা প্রকারান্তরে মহারাষ্ট্রসমাজের নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতিনিধির পক্ষীয় কতিপয় সর্দ্দার তাঁহার অধীন ভাবে কার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মহারাজ শাহু যদি স্বয়ং এই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেই মহারাষ্ট্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের বীরেরাই তাঁহার আদেশ পালনে সাগ্রহে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু শাহু প্রকৃত নেতৃত্বগ্রহণে অসমর্থ ছিলেন। কাজেই প্রতিনিধি, আংগ্রে, দাভাড়ে, গায়কোয়াড় প্রভৃতি প্রাচীন সর্দ্দারেরা নূতন পেশবার অধীনতায় কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। মহারাজ শাহুর আদেশ সে সময়ে কেহ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ না হইলেও পূর্ব্বোক্ত সর্দ্দারদিগের সহিত পেশবাগণের কোন কালেই সৌহার্দ্দ রহিল না। প্রাচীন সর্দ্দারদিগের সহানুভূতির অভাবে পেশবাকে কার্য্যসিদ্ধির জন্য নূতন সামন্তমণ্ডল রচনা করিয়া লইতে হইল। এইরূপে পেশবার চেষ্টায় শিন্দে, হোলকর, পবার ও পটবর্দ্ধন প্রভৃতি নূতন সর্দ্দার-দলের সৃষ্টি হইল। এই নূতন সামন্তদলের সৃষ্টি আর একটা কারণে অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। দিল্লী ভিন্ন মধ্যভারত, মালব, বঙ্গদেশ, গুজরাত, কোঙ্কণ (জঞ্জিরা), দক্ষিণকর্ণাট প্রভৃতি স্থানে মুসলমান শক্তির কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র ছিল। সেগুলির উচ্ছেদসাধন ভিন্ন মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের নির্ব্বিঘ্নতা ও উদ্দেশ্য সুসাধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই কারণে ঐ সকল কেন্দ্রের মুসলমান শক্তিকে দমন করিবার জন্য, প্রত্যেক স্থানে এক একজন মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারের স্থাপনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে হইয়াছিল। কাজেই এই সকল সর্দ্দারকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়া মুসলমান-শক্তি-কেন্দ্রের বক্ষের উপর নূতন মহারাষ্ট্র রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিবার আদেশ দেওয়া হইল। এইরূপে মধ্যভারতে শিন্দে, মালবে পবার ও হোলকরকে রাখা হইল। ভোঁসলেকে নাগপুরে রাখিয়া বঙ্গীয় মুসলমান-শক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছিল। সেনাপতি দাভাড়ে গুজরাতের ভার প্রাপ্ত হইলেন। কোঙ্কণে আংগ্রে সিদ্দি, পর্ত্তুগীজ ও উদীয়মান পাশ্চাত্য দস্যুদিগের দমনে নিযুক্ত হইলেন। নিজাম সমগ্র দক্ষিণাপথের সুবেদার ছিলেন, পেশবা তাঁহার দমনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। ভারতের অতি দক্ষিণাংশে প্রথম কিছু দিন ভোঁসলে, পরে ঘোরপড়ে ও শেষে পটবর্দ্ধন সর্দ্দারেরা হিন্দুপ্রাধান্য রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে সমগ্র ভারতসাম্রাজ্যে মহারাষ্ট্রীয় শাসন প্রবর্ত্তিত করিবার এই অভিনব উপায় পেশবা বাজীরাও ও তৎপুত্র বালাজী বাজীরাওয়ের চেষ্টায় উদ্ভাবিত হইল। ফলে গোয়ালিয়ার, ধার, ইন্দোর, নাগপুর, পুণা, কোলাবা, মিরজ প্রভৃতি নগরে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানীনিচয় স্থাপিত হইল। ক্রমে শিবাজীর সঙ্কীর্ণ মহারাষ্ট্রসমাজের স্থান এইরূপে এক বিশাল মহারাষ্ট্রসমাজ অধিকার করিল। পেশবা এই মহারাষ্ট্রসমাজের নেতা হইলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় মহারাজ শাহুর স্বয়ং এই নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার সামর্থ্য ছিল না। কাজেই যিনি এই নূতন সাম্রাজ্যকল্পনার উদ্ভাবন করিলেন, তাঁহার উপরেই উহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার অর্পণ করা তাঁহার নিকট সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। ফলে শাহুরই আদেশে ও ইচ্ছাক্রমে উদীয়মান মহারাষ্ট্রসমাজের নেতৃত্ব পেশবার হস্তগত হইল। বাজীরাওয়ের পর এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার তৎপুত্র বালাজীর হস্তে ন্যস্ত হইল। আংগ্রে, দাভাড়ে, ভোঁসলে ও গায়কোয়াড় প্রভৃতি বিশেষ মর্য্যাদাশালী সর্দ্দার-দিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাহু বালাজীকে নেতৃত্বপ্রদানে বাধ্য

হইয়াছিলেন। কারণ, সে সময়ে শাহুর বিবেচনায় বালাজী অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি মহারাষ্ট্রসমাজে কেহই বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু তদানীন্তন মহারাষ্ট্রসমাজের নেতৃত্ব করিবার জন্য তদপেক্ষা অধিক যোগ্য ব্যক্তির আবশ্যক ছিল। বালাজী বাজীরাও স্বীয় ক্ষমতায় যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিয়া মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রাচীন ও নবসৃষ্ট সামন্তমণ্ডলের উপর যথোচিত প্রভুত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। কাজেই একদিকে নব-দেশবিজয়ের দ্বারা মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যের উন্নতি ও অপর দিকে সর্দ্দারদিগের অন্তর্বিগ্রহে ও উদ্দামব্যবহারে সাম্রাজ্যের মূল ক্ষয়িত হইতেছিল।

ফলতঃ পরবর্ত্তী পেশবাদিগের দুর্ব্বলতাবশে সামন্তমণ্ডল ক্রমশঃ স্বাধীনপ্রায় হইয়া উঠিলেও ভারতে মুসলমান-শক্তির দমন কার্য্য বহু পরিমাণে সুসিদ্ধ করিতে পারিয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে অন্তর্বিগ্রহের সূত্রপাত না হইলে এ দেশ হইতে বৈদেশিক শক্তির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হইতে পারিত, সন্দেহ নাই। তথাপি মহারাষ্ট্রীয়েরা যাহা করিয়াছিলেন, ভারতে সহস্র বৎসরের ইতিহাসে আর কেহ সেরূপ অসাধ্যসাধন করিতে পারেন নাই। যবনময় ভারতবর্ষের বহুলাংশ যে তাঁহাদিগেরই চেষ্টায় বৈদেশিক শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়েরাই সর্ব্বপ্রথম এইরূপ উদ্যম কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এরূপ একচ্ছত্র সাম্রাজ্যস্থাপনের উদ্যম আর কখনও হয় নাই। তাই এই প্রথম উদ্যম সর্ব্বাংশে সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

যাহাই হউক, এই সামন্তমণ্ডলের সৃষ্টি হওয়া অবধি গুজরাত, কটক, বেরার, মধ্যপ্রদেশ, মালব, বুন্দেলখণ্ড, দিল্লী, আগ্রা, দোয়াব, রোহিলখণ্ড, বঙ্গদেশ, কর্ণাটক, মহিসুর, পঞ্জাব, তাঞ্জোর, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে মুসলমানশক্তির সহিত মহারাষ্ট্রীয়েরা পঞ্চাশবর্ষব্যাপী মহাসমর আরম্ভ করিলেন। এই সকল স্থানের মুসলমান শক্তি ভিন্ন আরও কয়েকটী দেশীয় ও বৈদেশিক শক্তির সহিত তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষীয় সর্দ্দারেরা মহারাজ শাহুর সহিত শত্রুতাবশে ও সেনাপতি দাভাড়ে প্রভৃতি সর্দ্দারেরা পেশবার প্রতি ঈর্ষ্যাবশে কখনও কখনও তাঁহাদিগের শত্রুপক্ষের সহিত গিয়া মিলিত হইতেন। শাহু ও পেশবার পরিচালিত মহারাষ্ট্রসমাজকে সময়ে সময়ে এই সকল স্বজাতীয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। রাজপুতানার ক্ষত্রিয় নরপতিরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের চক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকার না করায় ও দিল্লীশ্বরের আদেশসত্ত্বেও বাদশাহী করের চতুর্থাংশ মরাঠাদিগকে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধেও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন আত্মবিগ্রহকালেও রাজপুত-নরপতিরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট সৈন্য সাহায্য ক্রয় করিতেন। বৈদেশিক শত্রুর মধ্যে গোয়ার পর্ত্তুগীজেরা পশ্চিম-সমুদ্রতীরে মহারাষ্ট্র-শাসনে সময়ে সময়ে ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেন। দিল্লীর সিংহাসন মহারাষ্ট্রীয়দিগের করতলগত হইতেছে দেখিয়া যাঁহারা বিশেষ অনুতপ্ত হইতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নাদিরশাহ ও আহ্মদশাহ আব্দালী প্রভৃতি সাহসী বীর-পুরুষেরা ভারতলুণ্ঠনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ক্ষোভের আংশিক নিবারণে যত্নশীল হইতেছিলেন। এই সকল বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে ভারতবাসীর রক্ষাবিধানের ভারও মহারাষ্ট্রীয়দিগকেই লইতে হইয়াছিল। ফলতঃ এই সকল বহুসংখ্যক শত্রুকে যুগপৎ বাধা দিতে মহারাষ্ট্রীয় সামন্তমণ্ডলের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর তাঁহারা সে সংঘর্ষে জয়লাভ করায় ভারতের মুসলমানশক্তি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া গেল। তখন উপস্থিত বিপদ্ উপলব্ধি করিয়া ভারতীয় বৈদেশিক মুসলমানেরা একমত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য পাণিপথে শেষ উদ্যম প্রকাশ করিলেন। তথায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমরে পরাজয় ঘটিলেও মুসলমানদিগের প্রনষ্ট-গৌরবের পুনরুদ্ধার-আশা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইল। মাধবরাওয়ের আমলে মরাঠাগণ পুনরায় নব বল লাভ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অকালে মাধবরাওয়ের মৃত্যু হইল। এই সময়ে ধীরে ধীরে আর একটী শক্তি কৌশলক্রমে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিল। অসাধারণ নীতিকৌশলে সেই শক্তি এক্ষণে ভারতে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা লাভ করিয়াছে।

বাজীরাও নূতন সামন্তমণ্ডল রচনা করিয়া দেশবিজয় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সামন্তদিগের চেষ্টায় নিত্য নূতন নূতন দেশ বিজিত হইতে লাগিল। এই সময়ে শাহুর অষ্ট প্রধানেরা যদি সেই সকল নববিজিত দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনসংস্কার দ্বারা তথায় রাজ্যের ভিত্তিমূল দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের বিলোপ ঘটিত না। কিন্তু তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে ঔদাস্য ও অকর্ম্মণ্যতাবশে এবং কতকটা বাজীরাওয়ের প্রতি বিদ্বেষ হেতু সে কার্য্যে যত্ন প্রকাশ করিলেন না। মহারাজ শাহুরও দৃষ্টি এদিকে পতিত হইল না। বাজীরাও যেরূপ সমরকুশল ছিলেন, রাজনৈতিক অন্যান্য ব্যাপারে তাঁহার সেরূপ নৈপুণ্য ছিল না। কাজেই দেশের পর দেশ বিজিত হইয়া মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যে

সংযুক্ত হইতে লাগিল। ২৪টী প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র শাসন-শৃঙ্খলতার বিশেষ কোনও চেষ্টা হইল না পক্ষান্তরে বাজীরাওয়ের রণপাণ্ডিত্যদর্শনে অনেকের হিংসানল অধিকতর প্রজ্বলিত হওয়ায় সমাজে অনৈক্যের বীজ উপ্ত হইল।

বাজীরাওয়ের পুত্র বালাজী আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবিধানে বহু পরিমাণে দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথাপি দুই এক স্থলে ভ্রান্তনীতির অনুসরণ করিয়া তিনি সমাজের বিশেষ ক্ষতি সাধন করিয়াছিলেন। রাজ্যের অন্তঃশত্রু স্বরূপ প্রতিপক্ষদিগের অন্যতম রঘুজী ভোঁস্‌লে তাঁহার কার্য্যপথে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছিলেন। তাঁহাকে অন্যরূপে বশীভূত না করিয়া বালাজী বাজীরাও বঙ্গীয় সুবেদার আলিবর্দ্দী খাঁর পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিলেন। অন্তঃশত্রুর দমন জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাধারণ শত্রুর সাহায্যগ্রহণ বালাজীর পক্ষে গর্হিত কার্য্য বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিছু দিন পরে হোলকর প্রভৃতি সর্দ্দারেরা পেশবার শক্তি দমন করিবার জন্য বালাজীরই প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া মহারাষ্ট্র-সমাজের ঘোর শত্রু রোহিলা-সর্দ্দার নজীবখানকে কৌশলে পেশবার রোষানল হইতে মুক্ত করিয়া পাণিপথে স্বজাতির সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কৃত করেন। [পেশবা শব্দে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য] প্রাচীন সামন্তদিগের মধ্যে আংগ্রে প্রতিনিধি ও গায়কোয়াড় প্রভৃতি পেশবা বিরোধী ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পেশবাগণ বাহুবলে ইঁহাদিগকে অনেকবার বশীভূত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইঁহারা কখনই সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। গৃহবিবাদে মত্ত হওয়ায় আংগ্রের জন্য পেশবাকে অধিকদিন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। প্রতিনিধি বংশীয়েরা দিন দিন ক্ষীণতেজ হওয়ায় পেশবাকে বাধা দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। গায়কোয়াড় ও নাগপুরকর ভোঁস্‌লেগণ শেষ পর্য্যন্ত পেশবাদিগের অনিষ্ট করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। হোলকর প্রভৃতি নূতন সামন্তগণ ক্রমশঃ পেশবার অধীনতাপাশ ছেদন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা শেষ পেশবা বাজীরাওয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কখনও এ বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে কোনও কার্য্য করিতে সাহসী হন নাই। তথাপি সুবিধা পাইলে গোপনে পেশবার বিরুদ্ধাচরণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। মহ্লার রাও হোলকর সর্ব্বপ্রথম এ বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন। পরে অপর সর্দ্দারেরা সেই অসদৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। ফলে পাণিপথে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাভব ঘটে। মাধব রাও সর্দ্দারদিগের অসন্তোষ নিরাকরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্ররাজ্যের উন্নতিসাধন-বিষয়ে সকলেরই সমান অধিকার ও কর্ত্তব্য একথা তিনি সকলকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার উদার ব্যবহারে পেশবাবংশের সর্দ্দারগণের মনে যে মাৎসর্য্যের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বহু পরিমাণে দূরীভূত হয়। এই কারণে পাণিপথের ক্ষতি অতি অল্পদিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়েরা পূরণ করিতে সমর্থ হন। দুভাগ্যক্রমে মাধব রাও দীর্ঘজীবী হইলেন না। ইহার পর নানাফড়নীসের মন্ত্রিত্বকালেও সর্দ্দারেরা পেশবাদিগের প্রতি মাৎসর্য্যপরবশ হইবার অবকাশ পান নাই। শেষ বাজীরাওয়ের সময়ে সমস্ত মহারাষ্ট্ররাজ্যেই অরাজকতা ঘটিল। অব্যবস্থিতচিত্ত সামন্তগণ পেশবার পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন না। সামন্তদিগের শক্তি হ্রাস করিবার জন্য বাজী রাও বৈদেশিক ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তৎকালে সামন্তদিগের শক্তির লাঘব হইল বটে; কিন্তু সামন্তদিগের সঙ্গে সঙ্গেই বাজী রাওয়ের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যও বিলীন হইল। তাঁহার শাখাস্থানীয় সামন্তমণ্ডল অদ্যাপি বৃটীশ-শাসনকালেও আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে আশ্রয় দান করিতেছেন।

মহারাষ্ট্রজাতির চরমোন্নতি।

সামন্তদিগের এই সকল অন্তর্ব্বিপ্লবের চিত্র ত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রসমাজের বাহ্যচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে সমগ্রজাতির অসাধারণ উৎসাহের পরিচয়ে বিস্মিত হইতে হয়।

১৭৪০।৪১ খৃষ্টাব্দে বাজী রাওয়ের পুত্র বালাজী বাজীরাও মহারাষ্ট্রীয়গণের নেতৃত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিবলে মহারাষ্ট্র-সমাজের বিভিন্নমুখ শক্তিনিচয় কিয়ৎকালের জন্য বহু পরিমাণে একাগ্র হইয়াছিল। রামদাস ও শিবাজীর জীবনের প্রধান ব্রত এই সময়ে উদ্‌যাপিত হয়। বালাজী বাজীরাওই যাবতীয় মরাঠাকে একত্র করিয়া সর্ব্বত্র মহারাষ্ট্রধর্ম্মের বিস্তার করিতে বহুপরিমাণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় দেশে প্রাচীন আর্য্যবিদ্যার বহুলচর্চ্চা আরব্ধ হয়। তিনি বেদ, স্মৃতি, দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ, বৈদ্যক প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের প্রতিবর্ষে পরীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এতদুপলক্ষে তিনি সময়ে সময়ে বৎসরে ১৬ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতেন। কাশী, রামেশ্বর, মিথিলা প্রভৃতির ন্যায় দূর দেশ হইতেও বর্ষে বর্ষে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পরীক্ষাপ্রদান-পূর্ব্বক পুরস্কার-গ্রহণের জন্য পুণায় সমবেত হইতেন। সমাগত ব্রাহ্মণদিগের পরীক্ষাগ্রহণ ও

পুরস্কারদানের জন্য একটী স্বতন্ত্র আবাসমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরস্কারলোভে দেশের ব্রাহ্মণসন্তানেরা শাস্ত্রজ্ঞানলাভে মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমশঃ প্রতি বৎসর পুণায় ৩০।৪০ সহস্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের সমাবেশ হইতে লাগিল। দেশে শাস্ত্রচর্চ্চার স্রোত সবেগে প্রবাহিত হইল। কবি, শিল্পী, চিত্রকর ও গীতবাদ্যবিশারদ ব্যক্তিগণও রাজাশ্রয়লাভে বঞ্চিত হন নাই। দেশের কৃষি বাণিজ্যের উন্নতির দিকেও বালাজী বাজীরাওয়ের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে মহারাষ্ট্ররাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনশৃঙ্খলা ও মহারাষ্ট্রশক্তির দৃঢ়তা সম্পাদিত করিয়া বালাজী হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপনের সুমহান্ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নশীল হন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে একাধারে রাজনীতি-কুশল শাসনকর্ত্তা ও সুদক্ষ সেনানায়করূপে প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের অলৌকিক ক্ষমতায় সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। বালাজীর উপদেশ অনুসারে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একাদশ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অন্যূন ৪২টী যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন। এই সকল অভিযানের অধিকাংশই বালাজীর প্রত্যক্ষনেতৃত্বাধীনে সম্পাদিত হইয়াছিল। অযোধ্যা, বেহার ও বঙ্গদেশ হইতে মুসলমান-শাসনের উচ্ছেদসাধনপূর্ব্বক উত্তরে আটক হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী "হিন্দুপৎ বাদশাহী" (হিন্দু সাম্রাজ্য)-স্থাপনের জন্য মহারাষ্ট্রীয়গণ অতীব ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এই কারণে তাহারা দক্ষিণ ও উত্তর-ভারতের হিন্দুধর্ম্মী রাজন্যবর্গের বিলোপসাধনে যত্নশীল হন নাই—কেবল তাঁহাদিগকে ছত্রপতির সার্ব্বভৌমত্বস্বীকারে ও করদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের হস্ত হইতে মুক্তিপুরী অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র, বারাণসী ও পবিত্র প্রয়াগক্ষেত্রের উদ্ধার-সাধনার্থ মহারাষ্ট্রীয়গণ বিবিধ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এমন কি, পরিশেষে বিনিময়স্বরূপ অন্য প্রদেশ দান করিয়াও ঐ তীর্থস্থানগুলি হিন্দুশাসনকর্ত্তার অধীনতায় রাখিবার চেষ্টা করিতেও তাঁহারা বিরত হন নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা অপ্রতিবিধেয় কারণে এ বিষয়ে তাঁহাদিগের চেষ্টা ফলবতী না হইলেও, প্রত্যেক হিন্দুসন্তানকেই তাঁহাদিগের উদ্যমের প্রশংসা করিতে হইবে। এরূপ পবিত্র উদ্যম "হিন্দুসূর্য্য" আখ্যাধারী রাণাগণও কখন প্রকাশ করেন নাই।

১৭৫০ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৬১ অঃ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহাদিগের পূর্ব্বকথিত সংকল্পনিচয় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রয়াস বহুপরিমাণে সফল হইয়াছিল। তাঁহাদিগের এই সময়ের অধ্যবসায় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচয় ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বালাজীর পিতৃব্য-পুত্র শ্রীমন্ত ভাউসাহেব সমুদ্র-বলয়াঙ্কিতা ভারতভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে মহারাষ্ট্র-বিজয়-কেতু উড্ডীন করিবার ইচ্ছা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই! পাণিপথের সমরক্ষেত্রে আহ্মদশাহ আব্দালীর সহিত বলপরীক্ষায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভাগ্যবিপর্য্যয় ও পরবর্ত্তী দৈববিড়ম্বনাসমূহ না ঘটিলে ভাউ সাহেবের অভিলাষ পূর্ণ হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত ছিল না বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বালাজী বাজীরাওয়ের চেষ্টায় ভারতবর্ষে মরাঠাগণের চক্রবর্ত্তিত্ব সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছিল। পঞ্জাব, আজমীর, মালব, নাগপুর, বেরার (বিদর্ভ), মহারাষ্ট্র, কর্ণাট ও গুজরাত প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহাদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। বঙ্গদেশ, রাজপুতানা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে নিয়মিতরূপে তাঁহাদিগের চৌথ আদায় হইত। মহিসুর, হায়দ্রাবাদ, মারবাড় ও অযোধ্যাদি প্রদেশের অধিপতিগণ তাঁহাদিগকে করপ্রদান করিতেন। দিল্লীর সিংহাসনে মহারাষ্ট্রীয়গণ আপনাদিগের মনোনীত ব্যক্তিকে সম্রাট্‌রূপে স্থাপিত করিয়া তাঁহাকে আপনাদিগের ক্রীড়া-পুত্তলীস্বরূপ করিয়াছিলেন। ভারতে তাঁহাদিগের আর কেহই ভীতিপ্রদ শত্রু রহিল না। মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এক প্রকার শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই শান্তি কিছু দিন অক্ষুণ্ণ থাকিলে, দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের বিস্তার এবং কলাবিদ্যার বিশিষ্ট সংস্কারে মহারাষ্ট্রীয়গণের দৃষ্টি নিপতিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় তাঁহাদিগের সে অবকাশ ঘটিল না।

ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান-শাসনের প্রভাব তিরোহিত হইয়া সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্মীদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায়, মুসলমান-সমাজের অধিনায়কগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। যে দিল্লীশ্বরের প্রতাপে এক দিন সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইয়াছিল, যাঁহার আদেশে মহারাষ্ট্রপতি সাম্ভাজী নিহত ও তৎপুত্র শাহু সপরিবারে বন্দী হইয়াছিলেন, কালচক্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে তাঁহারই বংশধরগণকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের করায়ত্ত হইতে হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাদিগের ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা মহারাষ্ট্রশক্তির সর্ব্বগ্রাসিনী মূর্ত্তিদর্শনে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য একতাসূত্রে বদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য গৃহবিবাদ ভুলিয়া গিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে সমবেত হইতে লাগিলেন। আহ্মদশাহ আব্দালীর নিকট ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য গোপনে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইল। পুনর্ব্বার বাদশাহী-স্থাপনের দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগের চিত্তক্ষেত্রে অধিকার

করিল। অল্পদিনের মধ্যেই কুরুক্ষেত্রের বিস্তৃত সমরপ্রাঙ্গণে, আহ্মদশাহ, নজীব্-খান রোহিলা, সুজাউদ্দৌলা, কুতবশাহ, আহ্মদখান, দুন্দেখান প্রভৃতি রোহিলা, পাঠান ও দুরাণী সর্দ্দারগণ আপন আপন চতুরঙ্গবল সহ যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেন।

মহারাষ্ট্রীয়গণও বিপুল বাহিনীসহ যথাসময়ে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন, উভয় পক্ষে প্রায় সার্দ্ধদ্বিলক্ষ বীরপুরুষ ভারতের ভাগ্যনির্ণয়ের জন্য সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, রাজপুতানার হিন্দু রাজন্যবর্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগের বৈভবোন্নতি-দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া ও দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি বহুদিনের অভ্যস্ত ভক্তিবশতঃ গোপনে মুসলমানপক্ষের সহায়তা করিতে লাগিলেন। সুজাউদ্দৌলার সহিত মিত্রতাহেতু ও তাঁহার ভেদনীতিগুণে জাঠ-সর্দ্দার সুরজমল্ল যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানপক্ষে মিলিত হইলেন। দিল্লীর আধিপত্যলাভে অসমর্থ হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত তাঁহার স্বার্থসঙ্ঘর্ষও ঘটিয়াছিল। এই সকল কারণে মহারাষ্ট্রীয়গণকে একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই বৈদেশিক শক্তির গতিরোধে অগ্রসর হইতে হইল। স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য এক লক্ষ সত্তর হাজার মহারাষ্ট্রীয় প্রাণবিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের উৎসাহ, বিধর্ম্মীদিগের প্রতি বিদ্বেষ, হিন্দুধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জ্জনে অনুরাগ ও আগ্রহ, যুদ্ধের শোচনীয় পরিণাম প্রভৃতি বিষয় মল্লাররাও হোলকরের আদেশে লিখিত বখরে অতীব মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই ভয়াবহ যুদ্ধের পরিণামবিষয়ে উভয় পক্ষের মনে সংশয় থাকায় মধ্যে একবার সন্ধির প্রস্তাবও উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানগণ সন্ধির বিনিময়ে যে সকল স্বত্বের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে বাহুবলদৃপ্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ কোনও ক্রমে সম্মতি প্রকাশ করিতে পারিলেন না। সেই সর্ব্বলোকক্ষয়কর আপৎকালে মহারাষ্ট্র-সেনানী যদি শত্রুপক্ষের যে কোনও সর্ত্তে সম্মতিদান করিয়া সেই ভীষণ লোকক্ষয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন এবং পরে অবসর বুঝিয়া প্রথম মরাঠা যুদ্ধে পরাজিত ইংরাজদিগের ন্যায় "সন্ধিপত্রে কলিকাতার (মহারাষ্ট্রীয় পক্ষে পুণার) কর্ত্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সম্মতি ছিল না" প্রভৃতি আপত্তি করিয়া সন্ধিভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এত অল্পদিনের মধ্যে অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিত কি না, সন্দেহ। কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত বখরলেখক বলেন, কুরুপাণ্ডবের লীলাক্ষেত্রে, কৃষ্ণসহায় ধর্ম্মরাজের (যুধিষ্ঠিরের) বিজয়ভূমিতে পদার্পণ করায় স্বধর্ম্মানুরাগী মহারাষ্ট্রীয়দিগের যবনবিদ্বেষ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইলেন না। সে যাহা হউক, যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পাণিপথের সমরযজ্ঞে মহারাষ্ট্রবৈভবের পূর্ণাহুতি হইল! ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিছুদিনের জন্য বিলীন হইল!

যুদ্ধাবসানে মুসলমানেরা বন্দীকৃত সৈন্যদলের শিরশ্ছেদ করিয়া বীরধর্ম্মে অবহেলা প্রকাশ করিল। কেবল তাহাই নহে, যে সকল দ্রব্যসম্ভারবাহক পলায়নে অসমর্থ হইয়া দন্তে তৃণগ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের শরণাগত হইয়াছিল, তাহারা তাহাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ করে নাই। তাহাদিগের আদেশে হতভাগ্যদিগের ছিন্নশীর্ষসমূহ পর্ব্বতাকারে স্তূপীকৃত হইয়া নিষ্ঠুর আফগানদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিল।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও আব্দালীর অতিশয় ক্ষতি হইয়াছিল। উত্তরভারতের মুসলমানগণও এই যুদ্ধের পরিণামে কোনও সুফললাভ করিতে পারেন নাই। দিল্লীর গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বাদশাহগণের অবস্থা দিন দিন হীনতর হইতে লাগিল। পূর্ব্বাঞ্চলে ইংরাজ ও দক্ষিণভারতে হায়দর আলি এবং পঞ্জাবে শিখজাতির অভ্যুদয় হইল।

এই দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের অসীম ক্ষতি হইল। তাঁহাদিগের প্রধান প্রধান সেনাপতি ও লক্ষাধিক সৈনিক এই সংগ্রামানলে ভস্মীভূত হন। মহারাষ্ট্রদেশের প্রায় সমস্ত সর্দ্দার ও সম্ভ্রান্ত জায়গীরদার পাণিপথযুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। বহুসংখ্যক মরাঠা-পরিবারের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। মহারাষ্ট্রের একটী পরিবারও এই ঘটনায় আত্মীয়বিয়োগ হইতে অব্যাহতি পায় নাই। সুতরাং গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বালাজী বাজীরাওয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাসরাও ও তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ভাউ সাহেব যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল দিগ্বিজয়ী সৈন্যদলের এরূপ শোচনীয় পরিণামের বিষয় শ্রবণ করিয়া বালাজীর হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। ভাউ সাহেবের শোকে ও বিয়োগবিধুর অসংখ্য প্রজার হাহাকার শ্রবণে তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই গতাসু হইলেন। তাঁহার ন্যায় দূরদর্শী নেতার অভাবে মহারাষ্ট্রসমাজের মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায় হইল।

এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের যেরূপ অপার ধনসম্পত্তি, অসংখ্য বীরপুরুষ ও অপরিমেয় যুদ্ধসামগ্রী বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া যায়। ভারতের অপর কোন জাতির এরূপ বিপৎপাত হইলে তাঁহারা অচিরাৎ ধরাশায়ী হইতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু মহারাষ্ট্রসমাজের মূলে যে ভারতব্যাপী হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন ও স্বধর্ম্মের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ

করিবার পবিত্র বাসনা-বীজ নিহিত ছিল, তাহাই এই ঘোর বিপৎকালেও তাহার প্রাণরক্ষা করিল। পাণিপথের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের অগ্রগতি কিছুদিনের জন্য নিবারিত হইল বটে, কিন্তু ইহাতে মরাঠাদিগের অধঃপতন হইবে বলিয়া যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা যুদ্ধের পাঁচ মাস পরেই অসাধারণ অধ্যবসায়সম্পন্ন মহারাষ্ট্র-সেনাকে দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বে আপনাদিগের আধিপত্যস্থাপনে পুনঃপ্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন!

বালাজী বাজীরাওয়ের মৃত্যু সংঘটিত হওয়ায় মহারাষ্ট্র-সমাজের অধিনায়কত্ব লইয়া পুণায় গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল। বালাজীর অন্যতম পিতৃব্যপুত্র রঘুনাথ রাও (দাদা সাহেব) দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী আনন্দীবাঈয়ের সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্ত্রীর পরামর্শানুসারে তিনি রাজ্যের অর্দ্ধাংশের প্রার্থনা করায় নূতন বিভ্রাটের সূচনা হইল। বালাজীর পুত্র মাধবরাও তরুণবয়স্ক হইয়াও পিতৃব্যের হস্তে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক অন্তর্বিপ্লবের শান্তি করিলেন। বিবেক-ভ্রষ্ট রঘুনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রকে বন্দী করিয়া স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পাণিপথে মহারাষ্ট্রীয়দিগের শক্তিহ্রাস হইয়াছে দেখিয়া, হায়দ্রাবাদের নিজাম আপনার ক্ষমতাবিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। রঘুনাথরাও তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইলেন; কিন্তু পেশবার হস্তী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে জানিত না বলিয়া রাঘবের সহস্র চেষ্টা-সত্ত্বেও সে পৃষ্ঠপ্রদর্শনে সম্মত হইল না! কাজেই দাদাসাহেবকে শত্রুহস্তে বন্দী হইতে হইল। যুবক মাধবরাও যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দিবেশে পিতৃব্যের সহিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি পিতৃব্যের দুর্দ্দশাদর্শনে বিচলিত হইয়া স্বীয় রক্ষিবর্গ সহ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বৃদ্ধ মহ্লাররাও হোলকর, এ সময়ে নিজামকে আক্রমণ না করিয়া পুণার সিংহাসন হস্তগত করিবার জন্য মাধবরাওকে পরামর্শ দান করিলেন। মাধবরাও বলিলেন, "কাকাকে শত্রুর হস্তে ফেলিয়া কোন্ মুখে পুণায় ফিরিব?" যুবকের এই মহত্বপূর্ণ উত্তরে বৃদ্ধ মহ্লার রাও লজ্জিত হইলেন। মাধবরাও শৌর্য্য-বলে অচিরে নিজামকে পরাজিত করিয়া পিতৃব্যের মুক্তিসাধন করিলেন। এই ঘটনায় ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি দাদাসাহেবের স্নেহ বর্দ্ধিত হইল। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে মাধবরাওকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন!

মাধবরাও তেজস্বী, কোপনস্বভাব ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি কাহারও অন্যায় আচরণে ক্ষমাপ্রদর্শন করিতে পারিতেন না। কথিত আছে, একদা তাঁহার মাতুল কোনও অনাথা যুবতীর প্রতি পাপদৃষ্টি করিয়াছিলেন। মাধবরাও তাহা অবগত হইলে মাতুলের প্রতি কঠোর বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া অপক্ষপাতিত্বের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার জননী ভ্রাতাকে ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে রাজধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে "বেগার" ধরিবার প্রথা অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান সেনাপতি একদা "বেগার" সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রজাদিগকে সুখী করিবার জন্য মাধবরাও বিবিধ হিতকর ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়পরায়ণ পণ্ডিত রামশাস্ত্রী তাঁহার শাসনসময়ে মহারাষ্ট্রদেশের প্রধান বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহ্লাররাও হোলকরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রবধূ প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাঈকে অন্যায়পূর্ব্বক অধিকারচ্যুত করিয়া হোলকর রাজ্য খাস করিবার জন্য অর্থলুব্ধ দাদাসাহেব বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ মাধবরাও বিরুদ্ধমতাবলম্বী হওয়ায় তাঁহার পাপচেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

এই সময়ে হায়দ্রাবাদের নিজামের দেওয়ান রুথমতউদ্দৌলা স্বীয় প্রাসাদ-নির্ম্মাণের জন্য এক ব্রাহ্মণের অধিকৃত ভূমি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ নিজামের দরবারে বহু চেষ্টা করিয়াও কোন প্রতীকার পাইলেন না। তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনি পেশবার শরণাপন্ন হইলেন। পুণে-দরবার হইতে এ বিষয়ের প্রতীকার করিবার জন্য নিজাম-সরকারে কয়েকবার পত্রাদি প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য, নিজাম তৎপ্রতি মনোযোগ করিলেন না। তখন মাধবরাও নবাবের চৈতন্যোৎপাদনের জন্য সেনাসজ্জা করিলেন। মরাঠা-ফৌজ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইলে নবাবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সন্ধিপ্রার্থী হইলে মাধবরাও বলিলেন,—ব্রাহ্মণের ভূমি ব্রাহ্মণকে প্রত্যর্পিত হইলেই আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইব। এই অভিযানের ব্যয়স্বরূপ নিজাম স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে যাহা দিবেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু নবাবকে কোরাণস্পর্শপূর্ব্বক বংশপরম্পরাক্রমে ঐ ব্রাহ্মণকে তাহার ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিবার সনন্দ লিখিয়া দিতে হইবে। নবাব সে প্রস্তাবে সম্মত হইলে মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ পুণায় পুনরাবৃত্ত হইল।

মাধবরাওয়ের চেষ্টায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে পুনর্ব্বার নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল। পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়-দিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছে মনে করিয়া যাঁহারা মস্তকোত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি স্বীয় ভুজবলে স্বল্পদিনের মধ্যে

তাঁহাদিগকে দমন করিলেন। নাগপুরের ভোঁসলেগণ এই সময়ে একটা অন্তর্বিপ্লবে সূচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাধবরাওয়ের নীতিকৌশলে পুনরায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে একতা সংস্থাপিত হইল। দাক্ষিণাত্যে দুর্দ্ধর্ষ হায়দার আলি, নিজাম আলি, আরকটের নবাব ও কুটিলনীতিকুশল ইংরাজগণ মহারাষ্ট্রীয়শক্তির নিকট বিনত হইলেন। মধ্যভারতের ও রাজপুতানার নরপতিগণ মহারাষ্ট্র-বিক্রমে স্তম্ভিত হইয়া পুনর্ব্বার পেশবাগণকে করপ্রদান করিতে লাগিলেন। জাঠেরাও পরাভাব স্বীকার করিলেন। কেবল তাহাই নহে, খৃষ্টীয় ১৭৭০ অব্দে দিল্লীর দ্বারদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সিংহনাদে কম্পিত হইতে লাগিল পাণিপথে পরাজয়ের পর মরাঠাগণ যে এত অল্পকালের মধ্যে চর্ম্মণ্বতী (চাম্বেল) নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা রোহিলাদিগের স্বপ্নেরও অতীত। শৌর্য্যশালী শিখগণ আফগান-দমনে নিবিষ্ট হওয়ায় রোহিলাগণ, দিল্লী, আগ্রা ও গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদীতে আপনাদিগের প্রভুত্বস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের স্পর্দ্ধা এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহারা পরিশেষে দিল্লীর শাহ আলমের বৃত্তি রহিত করিয়া বেগমদিগের প্রতি নানারূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ দিকে দিল্লীশ্বর ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহাদিগের আশ্রয়ে আলাহাবাদে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ রোহিলাদিগের দমনপূর্ব্বক মোগলবংশধর শাহ আলমকে তাঁহার পৈতৃক-সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। ১৭৭১ খৃঃ অঃ ২৫ শে ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রীয়গণের সহায়তায় দিল্লীতে মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেককার্য্য সুসম্পন্ন হইল। দিল্লীবাসিগণ রোহিলাদিগের উদ্ধত ব্যবহারে অতীব মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগের প্রকৃত বাদশাহকে সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন; উত্তর-ভারতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ অপ্রতিহত হইল।

ইহার পর মহারাষ্ট্রীয়গণ মুসলমানদিগের হস্ত হইতে অযোধ্যা, বারাণসী ও প্রয়াগের উদ্ধারসাধন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এমন সময় দাক্ষিণাত্য হইতে পেশবা মাধবরাওয়ের অসুস্থতার সংবাদ আসিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের দুর্ভাগ্যক্রমে ২৮ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাধবরাও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতিগণকে উত্তরভারতে প্রভুত্ববিস্তার কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া দক্ষিণাপথে হায়দার আলি উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই কারণে স্বীয় সেনাপতিদিগকে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য মাধবরাওকে আদেশ প্রেরণ করিতে হইল। সেনানীগণ দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রপতি মাধবরাওয়ের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল। একচ্ছত্র হিন্দু-সাম্রাজ্যস্থাপনের সুযোগ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। ইংরাজগণ আপনাদিগের ক্ষমতাবিস্তারে অবকাশ পাইলেন। অকালে মাধবরাওয়ের মৃত্যু না ঘটিলে মহারাষ্ট্রীয়-শক্তির বিলোপ ঘটিত কি না সন্দেহ।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মাধবরাওয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ষোড়শবর্ষবয়স্ক নারায়ণরাও স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, দাদাসাহেব (রঘুনাথরাও) তাঁহার নামে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। আনন্দী বাঈয়ের কুমন্ত্রণায় তাঁহার মতিভ্রংশ ঘটিল। পাপীয়সীর প্ররোচনায় ১৭৭৩ খৃঃ অব্দের ভাদ্রমাসে নারায়ণ রাও অতি-শোচনীয়রূপে নিহত হইলেন। আবার পুণায় অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হইল। সুচতুর ইংরাজগণ সেই সুযোগে পূর্ব্বকৃত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নারায়ণ রাওয়ের সদ্যোজাত ঔরসপুত্রকে অধিকারচ্যুত করিয়া দুরাচার রঘুনাথকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংরাজেরা বদ্ধপরিকর হইলেন। নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুতে পুণায় যখন গোলযোগ উপস্থিত হইল, সেই সময়েই তাঁহারা মহারাষ্ট্র-রাজ্যের একটা বন্দর অন্যায়পূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা এ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বপ্রকারে সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এ সময়ে ইংরাজদিগের রাজ্যলোভ এরূপ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য পুণা-দরবারে উৎকোচপ্রদান, বিদ্রোহের উত্তেজনা, রাজপুরুষদিগের মধ্যে বিদ্বেষ-সঞ্চার প্রভৃতি বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ রাওকে লইয়া মহারাষ্ট্রসমাজে বিপ্লবের সূচনা হইলে তাহাদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা ভ্রাতুষ্পুত্র-হন্তা রঘুনাথের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কাজেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত তাঁহাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ছয় বৎসর পরে এই যুদ্ধের অবসান হয়। ইংরাজেরা এরূপ অন্যায় যুদ্ধে আর কখনও লিপ্ত হন নাই। বোধ হয়, পৃথিবীর কোনও সুসভ্য-জাতি কখনও এরূপ অধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই।

এ সময়ে পুণায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে কেহই নেতা ছিলেন না। মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে মতভেদ ও স্বার্থসাধনেচ্ছার উদ্ভব হইয়াছিল। রাজকোষে অর্থ ছিল না এবং জাতীয় ঋণের পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়ায় পুণা-দরবারের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিল। এই সময়ে আর এক বিভ্রাট উপস্থিত হয়;—ভাউসাহেব পাণিপথের যুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার শবদেহ

পাওয়া যায় নাই। এই কারণে তিনি পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছেন, অনেকের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এই কথা অবগত হইয়া বাজী গোবিন্দ নামক এক ব্যক্তি সহসা ভাউসাহেব বলিয়া পরিচয়প্রদানপূর্ব্বক মহারাষ্ট্র-সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, ইংরাজেরা তাহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু স্বল্পদিনের মধ্যেই সেই প্রবঞ্চক ধৃত হইল। পুণার দরবার তাহার বিচারের জন্ত পঞ্চায়েৎ বা কমিশন নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদিগের বিচারে বাজী গোবিন্দ প্রবঞ্চক (pretender) প্রতিপন্ন হইল। ভাউসাহেবের স্ত্রী তাহাকে দেখিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে প্রবঞ্চক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তখন তাহার প্রাণদণ্ড হইল। এই ঘটনার অবসান হইতে না হইতে কোহ্লাপুরপতি পেশবার রাজ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, এইরূপ দুঃসময়েও মহারাষ্ট্র-রাজমন্ত্রী নানাফড়নবীসের মন্ত্রণাকৌশলে ও মহারাষ্ট্রীয়গণের অধ্যবসায়গুণে কয়েকবার ইংরাজদিগের পরাভব হইল। তাঁহারা দুইবার ক্ষমা চাহিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা দুইবার সন্ধি করিলেন। তথাপি ইংরাজ-কোম্পানীর অবাধ্যতা কমিল না। তাঁহারা বিলাতের ও কলিকাতার কর্তৃপক্ষের অসম্মতির উল্লেখ করিয়া আবার সন্ধিভঙ্গ করিলেন! সুতরাং আবার যুদ্ধারম্ভ হইল। এ দিকে হায়দার আলি ও দাক্ষিণাত্যের অপর সামন্তগণ মহারাষ্ট্রদেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হোলকরও এই সময়ে বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজরক্ষিত রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মহারাষ্ট্রদেশের এরূপ দুরদৃষ্ট অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আর কখনও হয় নাই। কিন্তু নানাফড়নবীসের নীতিকৌশলে শীঘ্রই এ দুর্দ্দিন ঘুচিল। ইংরাজগণ মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধে নিতান্ত জর্জ্জরিত হইয়া পরাভব স্বীকার করিলেন। তাঁহাদিগের দর্প চূর্ণ হইল! রঘুনাথরাও ও আনন্দীবাঈ বন্দিভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন!

নারায়ণ রাওয়ের অল্পবয়স্ক পুত্র সবাই মাধব রাওকে (মাধবরাও নারায়ণকে) রাজা করিয়া নানাফড়নবীস মহারাষ্ট্রবাসীকে সুশাসনে সুখী করিলেন। নিজাম ও টিপুসুলতান মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাধান্যস্বীকারে বাধ্য হইলেন। মাধোজী শিন্দে উত্তরভারতে গমনপূর্ব্বক গোলাম কাদেরের পৈশাচিক অত্যাচার হইতে দিল্লীশ্বর ও তাঁহার পুরমহিলাদিগকে রক্ষা করিয়া ঐ অঞ্চলের বিদ্রোহী মুসলমানদিগকে বাদশাহের অধীনতাস্বীকারে বাধ্য করিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে (১৭৮৯ খৃঃ অঃ) "আলিজা বাহাদুর" উপাধি সহ তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা-নিবারণের সনন্দ প্রদান করিলেন। রাজপুতানাতেও মহারাষ্ট্রীয়দিগের আধিপত্য নিষ্কণ্টক হইল। কাশী, প্রয়াগ ও অযোধ্যার উদ্ধারসাধন-চেষ্টা এ সময়েও একবার হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। সে যাহা হউক, মহারাষ্ট্ররাজ্যের এরূপ বৈভবোন্নতি ইতঃপূর্ব্বে কখনও হয় নাই। সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এরূপ শান্তি বোধ হয় বালাজী বাজীরাওয়ের সময়েও স্থাপিত হয় নাই। পেশবা মাধবরাও অল্পবয়স্ক হইলেও সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারমণ্ডলী তাঁহার আদেশপালনে প্রস্তুত থাকিতেন। উত্তরে শতদ্রু হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য অন্তঃশত্রু-বিহীন হইয়াছিল। প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাঈর সুশাসনে মালবের প্রজারা যেরূপ সুখী হইয়াছিল, বেরার, নাগপুর, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, কোঙ্কণ প্রভৃতি প্রদেশেও প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তদপেক্ষা অল্প ছিল না।

অধঃপতন।

দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ অবস্থা দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। নিয়তিচক্রের পরিবর্ত্তনে নানা প্রতিকূল ঘটনার সমাবেশে মহারাষ্ট্রীয়গণের সৌভাগ্যসূর্য্য ক্রমশঃ অস্তাচলপথের পথিক হইতে চলিল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০০ অব্দের মধ্যে মাধোজী শিন্দে প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনানীগণ ও নানাফড়নবীস প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একে একে লোকান্তরিত হইলেন। পেশবা সবাই মাধবরাও-ও একবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে (১৭৯৫ খৃঃ) ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপ দুর্ঘটনা-পরম্পরায় অল্পদিনের মধ্যে রাজকার্য্যধুরন্ধর বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের ও সমরকুশল সেনাপতিদিগের অভাবে মহারাষ্ট্রসমাজ শক্তিহীন হইল। অনেক স্থানেই

"অবলা যত্র প্রবলা বালো রাজা নিরক্ষরো মন্ত্রী"

হইয়া উঠিল। কাজেই সুকর্ণধারের অভাবে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাষ্ট্রপোত কালসাগরে বিপন্ন হইল।

এই সময়ে গণ্ডোপরি বিস্ফোটকসদৃশ তরুণবয়স্ক বাজীরাও মহারাষ্ট্রসিংহাসনে অধিবেশন করিলেন। ইনি রঘুনাথরাও ও আনন্দী বাঈর পুত্র। জনক-জননীর সমস্ত দোষই তাঁহাতে মূর্ত্তিধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার গুণে কপটাচার ও দুর্ব্বৃত্ততা, বারুণী ও বারাঙ্গনা রাজসভায় প্রবেশলাভ করিল। শৌর্য্য, সাধুতা ও স্বদেশপ্রীতি ক্রমশঃ বিলীন হইতে লাগিল। সামরিক ব্যয়ের হ্রাস করিয়া তিনি বিলাসব্যসনে রাজস্বের অধিকাংশ ব্যয়িত করিতে লাগিলেন। অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি রাজভক্ত কর্ম্মচারীদিগের হত্যায় ও নিগ্রহে এবং প্রজাদিগের লুণ্ঠনেও পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার ন্যায় অব্যবস্থিতচিত্ত কাপুরুষ মহারাষ্ট্র-সমাজে

ইতঃপূর্ব্বে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইংরাজদিগের কুটিল-নীতির মর্ম্মগ্রহণ করিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। তিনি সেনাপতিদিগের জাইগীর বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য ইংরাজদিগের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এরূপ ব্যক্তির হস্তে রাজ্যনাশ না হওয়াই বিচিত্র! যশোবন্ত রাও হোলকর একবার ইংরাজদিগকে পরাজিত করিয়া মহারাষ্ট্র-তেজ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হোলকররাজ্য বালকের ক্রীড়াভূমি হইল। তরুণবয়স্ক শিন্দে অন্তঃপুরবিহারসুখে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। নাগপুরে ভোঁস্লেগণ আত্মকলহে মত্ত হইলেন। রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের ইতিহাস পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ।

যে নানাফড়নবীস দীর্ঘকাল রাজ্যরক্ষা করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্র-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহাকে বন্দী করাই বাজীরাওয়ের প্রথম কার্য্য হইল। এই কার্য্যের জন্য তিনি শিন্দেকে দুই কোটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। শিন্দে নানাকে বন্দী করিয়া বাজীরাওয়ের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত পারিতোষিক চাহিলে, পেশবা পুণা লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করিলেন। শিন্দে নগরের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদিগের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া দুই কোটি টাকা আদায় করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই বাজীরাও যেরূপ স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করিলেন, তাহাতে শিন্দেই আবার বাধ্য হইয়া নানাফড়নবীসকে কারামুক্ত করিলেন। কিন্তু নানা অধিক দিন জীবিত থাকিয়া রাজকার্য্যের সংস্কার করিবার অবসর পাইলেন না।

বাজীরাওয়ের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মরাঠাদিগের শত্রুগণ একবারে মস্তকোত্তোলন করিলেন। নিজামের দেওয়ান মশ্রুল্‌মুল্‌ক খর্ডার যুদ্ধে বন্দী হইয়া পুণায় বাস করিতেছিলেন, বাজীরাও তাঁহাকে মুক্তি দান করিয়া ঐ যুদ্ধে প্রাপ্ত সমস্ত প্রদেশ নিজামকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। শিন্দে হোলকরের মধ্যে এই সময়ে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। বাজীরাও কলহনিবৃত্তির চেষ্টা না করিয়া যাহাতে অধিকতর বৃদ্ধি পায়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহা অবগত হইয়া সর্দ্দারেরা তাঁহার প্রতি ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইলেন। যশোবন্তরাও হোলকর বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য বাজীরাওকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও সফলকাম হইতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে হোলকরের ভ্রাতাকে অকারণে রাজবিদ্রোহের অপবাদে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া যশোবন্তরাও সসৈন্যে পুণা আক্রমণ করিলেন। পুণার নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি বাজীরাওকে জানাইলেন যে, আমি প্রভুর চরণে প্রতীকার প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি, যুদ্ধ আমার উদ্দেশ্য নহে। মূর্খ বাজীরাও তখনও সাম্যনীতির অনুসরণ না করিয়া হোলকরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং পলায়নপূর্ব্বক সিংহগড়ে গিয়া আশ্রয় লইলেন। ইংরাজদিগের নিকটে সহায় প্রার্থনা করিতেও তিনি বিরত হন নাই। এদিকে যশোবন্তরাও যুদ্ধে পেশবার সৈন্যকে পরাভূত করিয়া পুণা লুণ্ঠন ও দাদাসাহেবের দত্তক পুত্র অমৃতরাওকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বাজীরাও ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৮০২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ইংরাজের সহিত তাঁহার এইরূপে সন্ধি হইল,—(১) ইংরাজেরা বাজীরাওয়ের রক্ষার জন্য পুণায় দশ হাজার সৈন্য সর্ব্বদা সজ্জিত রাখিবেন। ইহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য পেশবা বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যাংশ ইংরাজদিগকে দান করিবেন। (২) ইংরাজের য়ুরোপীয় শত্রুদিগকে স্বীয় রাজ্যে আশ্রয় দান করিবেন না। (৩) ভারতীয় অপর রাজন্যবর্গের সহিত কলহ উপস্থিত হইলে, ইংরাজের অনুমতি ব্যতীত বাজীরাও তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি করিতে পারিবেন না।

এইরূপে ইংরাজের সহায়তায় বাজীরাও পুণায় প্রবেশ করিলেন। ইংরাজেরা মরাঠা সর্দ্দারদিগকে জানাইলেন যে, আপনাদিগের অধিনায়ক যে সন্ধিসূত্রে আমাদিগের নিকট আবদ্ধ হইয়াছেন, অদ্য হইতে আপনারাও উক্ত সন্ধি সর্ত্তে আবদ্ধ হইলেন। সর্দ্দারেরা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। বলিলেন,—'আমাদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া যখন এই সন্ধি করা হইয়াছে, তখন আমরা ইহাতে বাধ্য হইতে পারি না।' ফলে ইংরাজদিগের সঙ্গে মরাঠা সর্দ্দারদিগের যুদ্ধ আরব্ধ হইল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে দ্বিতীয়-মরাঠাযুদ্ধ নামে পরিচিত।

সহসা যে এইরূপে যুদ্ধ আরব্ধ হইবে সর্দ্দারগণ প্রথমে তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ইংরাজকে সমরলিপ্ত দেখিয়া তাঁহারা সকলে সমবেতভাবে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ভাবিয়া সুচতুর ইংরাজেরা তাহাদিগকে কিছুতেই সে সুবিধা দান করিলেন না। তাঁহারা পূর্ব্বাবধি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। কর্ণেল মালকম ও ডিউক অব ওয়েলিংটন প্রভৃতি ইংরাজ-সেনানীরা এককালে একক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্দ্দারদিগকে আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। এদিকে শিন্দের সহিত বিবাদবশতঃ হোলকর এই যুদ্ধে প্রথম যোগদান করেন নাই। গায়কোয়াড় পূর্ব্বেই সামন্তমণ্ডলের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ইংরাজের সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করিয়াছিলেন। কাজেই শিন্দে ও ভোঁসলের সমবেত

সৈন্যের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইল। বেরারে আড়গাঁও নামক স্থানে ওয়েলিংটন উভয় সৈন্যের পরাভব সাধন করেন। ইংরাজেরা হোলকরের সম্মুখীন হন। হোলকরকেও কয়েকটী যুদ্ধে ইংরাজের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হয়। ফলে এই কয়েকজন সর্দ্দারই ইংরাজের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। (১৮০৫ খৃষ্টাব্দ) [বিস্তৃত বিবরণ শিন্দে ও হোলকর শব্দে দ্রষ্টব্য]

এই সার্ব্বভৌমত্ব-স্বীকার তাঁহাদের আন্তরিক নহে। বাজীরাওয়েরও ইংরাজের প্রতি প্রীতি ছিল না। তিনি শিন্দে, হোলকর ও ভোঁস্‌লেকে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিবার জন্য গোপনে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। নিজেও সমরায়োজন করিলেন। ইংরাজেরা এই সকল বিষয়ের সংবাদ পূর্ব্বাহ্নে সংগ্রহ করিয়া মরাঠা সর্দ্দারদিগের সম্মিলন ঘটিবার পূর্ব্বেই স্বতন্ত্রভাবে সকলকে আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধকেই তৃতীয় মহারাষ্ট্র-যুদ্ধ বলে। স্বয়ং বাজীরাও এই যুদ্ধের প্রারম্ভ করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি খড়কী (Kirkee) নামক স্থানে ইংরাজ রেসিডেণ্টের যে ছাওনী ছিল, তাহা আক্রমণ করেন। তাহাতে তাঁহারই পরাজয় ঘটে। ইহার পর পেশবা পলায়নপর হইলেও তাঁহার সেনাপতি বাপু গোখলের সহিত কয়েক স্থানে ইংরাজদিগের যুদ্ধ ও জয়লাভ হয়। বেরারে বাজীরাও ধৃত হন এবং স্বেচ্ছায় ইংরাজকে রাজ্যদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে বার্ষিক আট লক্ষ মুদ্রা বৃত্তি দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। সাতারার ছত্রপতি প্রতাপসিংহ বাজীরাওয়ের সঙ্গেই ছিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকা বৃত্তি দান করিয়া সাতারার সিংহাসনে সাক্ষিগোপালস্বরূপ স্থাপন করেন। এই সময়ে পেন্ধারীদিগের সহিত ইংরাজকোম্পানীর যে যুদ্ধ হয়, তাহার বিবরণ পেন্ধারী শব্দে দেখুন। মরাঠা সর্দ্দারেরা পেন্ধারীদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা শিবাজী যে স্বরাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে নরাধম বাজীরাও তাহা ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া পরমার্থসাধনের জন্য বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে গমন করিলেন। তাঁহার পরমার্থ কত দূর সিদ্ধ হইয়াছিল, অন্তর্যামীই তাহা বলিতে পারেন।

ফলতঃ পরমার্থসাধন সম্বন্ধে রামদাস স্বামীর উপদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়াই মহারাষ্ট্রীয়গণ অবনতির সোপানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। পবিত্র মহারাষ্ট্রধর্ম্মের পালনে পরাঙ্মুখ হওয়ায় তাঁহাদিগের অধঃপতনের আরম্ভ হয়। সদাচার, নিস্পৃহতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সাত্ত্বিক নীতি যে জ্ঞানেশ্বর ও রামদাস প্রবর্ত্তিত মহারাষ্ট্রধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ ছিল, এ কথা সাম্রাজ্যবৃদ্ধির সহিত মহারাষ্ট্রসমাজের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম হিন্দুসাম্রাজ্যস্থাপনের পক্ষপাতী হইয়াও পরমার্থমার্গের অন্তরায়স্বরূপ ছিল না। সেই কারণেই গীতোক্ত কর্ম্মযোগের ন্যায় উহা অতীব কষ্টসাধ্য ছিল। কোনও সমাজই বহুদিন এরূপ কঠোর ধর্ম্মের পালনে সমর্থ হন নাই। মহারাষ্ট্রীয়গণও কিছুদিন পরে ঐ ধর্ম্ম হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিষ্কাম কর্ত্তব্যনিষ্ঠার হ্রাস হওয়ায় "মহারাষ্ট্রী ধর্ম্ম" (মহান্ রাষ্ট্রের উপযোগী সত্ত্বগুণপ্রধান হিন্দুধর্ম্মও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পালনীয় ধর্ম্ম) এই গৌরবকর পবিত্র সংজ্ঞাটীও পরবর্ত্তী মহারাষ্ট্র সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত হইল এবং কর্ম্মকাণ্ডবহুল রাজস হিন্দুধর্ম্ম তাহার স্থান অধিকার করিল। চিত্তশুদ্ধি অপেক্ষা সোপচার পূজার্চ্চনা সমধিক পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় সমাজে ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, কপটতা ও স্বার্থসাধনেচ্ছা বলবতী হওয়া অস্বাভাবিক নহে। নিষ্কাম ধর্ম্মের নিগড় শিথিল হওয়ায় মহারাষ্ট্রসমাজেও এই সকল দোষ লব্ধপ্রবেশ হইয়াছিল। মহ্লাররাও হোলকরের অবৈধ স্বার্থপরতায় পাণিপথে মহারাষ্ট্রগণের ভাগ্য বিপর্য্যস্ত হয়। রোহিলাদিগের দমনে হোলকরই মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রধান অন্তরায় হইয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধকালেও তিনি স্বার্থানুরোধে পাপিষ্ঠ রঘুনাথের ও ইংরাজ কোম্পানীর সহায়তা করিয়াছিলেন। নাগপুরের ভোঁস্‌লেদিগের দুর্ব্ব্যবহারেও মহারাষ্ট্র সমাজের অল্প ক্ষতি হয় নাই। নারায়ণ রাওয়ের হত্যার জন্য আনন্দী বাঈর অপেক্ষা নাগপুরের ভোঁস্‌লেগণ কোনও অংশে অল্প দায়ী ছিলেন না। তাঁহাদিগের স্বার্থপরতা ও ক্রূরতার জন্য সমগ্র মহারাষ্ট্র-সমাজ বিপন্ন হইয়াছিল। বঙ্গে তাঁহারাই মহারাষ্ট্রনাম ঘৃণিত করিয়া তুলিবার প্রধান কারণ। প্রথম মহারাষ্ট্রযুদ্ধে ইহাঁরা ইংরাজদিগের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের অনিষ্ট সাধনে বিরত হন নাই। শিন্দে (সিন্ধিয়া)-পরিবার বহুদিন পর্য্যন্ত বিশ্বস্তভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহারাও কিয়ৎপরিমাণে স্বার্থের অনুবর্ত্তী হওয়ায় দেশের অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। স্বয়ং পেশবাগণও সর্ব্বত্র নিষ্কাম কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারেন নাই। ফলতঃ সাত্ত্বিক মহারাষ্ট্রধর্ম্ম উপেক্ষিত ও মহারাষ্ট্র-সমাজ অন্তঃসারশূন্য হইতেছিল। তথাপি হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মকে নিষ্কণ্টক করিবার পবিত্র বাসনাবশতঃ উহা বহুদিন সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল। ভারতে আর কোনও জাতির হৃদয়ে সেই মহনীয় বাসনার

উদ্ভব হয় নাই বলিয়া এরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। এইরূপ উচ্চাশায় হৃদয় পূর্ণ না থাকিলে তাহারা পুনঃ পুনঃ বাত্যাহত হইয়াও এরূপ দীর্ঘকাল আপনাদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন না।

শাসনপদ্ধতি।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজস্বনির্দ্ধারণের ব্যবস্থা, খাজনা আদায় করিবার নিয়মাবলী এবং লবণ, মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য পদার্থের শুল্ক-আদায়-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, বিদেশ হইতে করাদানকালে কিরূপ নীতি অবলম্বিত হইত, কর্ম্মচারীদিগের বেতনপ্রদান, জাতীয় ঋণগ্রহণ এবং তাহার ব্যয় ও পরিশোধের ব্যবস্থা, দেওয়ানি ফৌজদারী মামলার বিচারপদ্ধতি, সৈন্যসংগ্রহ, দুর্গরক্ষার প্রণালী, নৌবিভাগের সৈনিক নির্ব্বাচন, পুলিশবিভাগ, ডাকবিভাগ, টঙ্কশালা, কারাগার, পূর্ত্তকার্য্য, ধর্ম্মার্থদান, বৃত্তিনির্দ্ধারণ, চিকিৎসাবিদ্যায় ও ঔষধক্রিয়ায় রাজসাহায্য, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্যে উৎসাহদান, শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিবিধান প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য কিরূপভাবে সম্পাদিত হইত, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল হয়। অথচ বর্ত্তমান ইতিহাসনিচয়ে এ সকল বিষয়ের কোনও সংবাদই পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সকল বিষয়েই যে সে কালের মহারাষ্ট্রসমাজের অধিনায়ক পেশবাগণের যথোচিত লক্ষ্য ছিল এবং তাঁহারা যে বিশেষ দক্ষতাসহকারে এই সকল বিভাগের কার্য্যেরই সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সম্প্রতি পুণার রাজদপ্তরে যে সকল কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে উপলব্ধি হয়।

প্রজাপালনবিষয়ে পেশবাগণ কখন অমনোযোগিতা প্রকাশ করেন নাই। শেষদশায় নানা বিষয়ে পূর্ব্বব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলেও রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে পূর্ব্বনিয়ম অক্ষুণ্ণ ছিল। মহারাষ্ট্ররাজ্যে খাজনার জন্য কখনও প্রজার উপর জুলুম হয় নাই, খাজনার পরিমাণও প্রজার পক্ষে দুর্ব্বহ ছিল না। বরং মহারাষ্ট্রীয়গণের রাজস্ব ব্যবস্থা প্রজাগণের পক্ষে বিশেষ সুখকর ছিল বলিয়াই বোধ হয়। এই কারণে এ বিষয়ে পেশবাগণের প্রশংসা সকলকেই করিতে হইবে। জমীর খাজনার ন্যায় শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থাও লোকের পক্ষে আদৌ কষ্টকর ছিল না। দোকানদারদিগের ও সমুদ্রতীর-বর্ত্তী স্থানসমূহে তামাক ও লবণব্যবসায়িগণের নিকট হইতে স্বল্প পরিমাণে কর গৃহীত হইত। লবণের শুল্ক কোনও স্থানেই প্রতি খণ্ডীতে বা বিংশতি মণে দুই টাকা দশ আনার অধিক ছিল না। কোনও কোনও স্থানে এক টাকা ছয় আনা দিয়াই ব্যবসায়ীরা নিষ্কৃতি লাভ করিত। সে কালের তুলনায় এখন আমাদিগকে ২০ গুণ হইতে ৩০ গুণ শুল্ক দিয়া লবণ ভক্ষণ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন লবণ প্রস্তুত করিবার ব্যবসায় পেশবাগণের একাধিকৃত ছিল না বলিয়াও সে বিষয়ে লোকের উপর অবিচার অত্যাচার ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তাল খর্জ্জুরাদির রস প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর যে কর নির্দ্ধারিত ছিল, তাহার পরিমাণও নিতান্ত সামান্য ছিল। তথাপি দেশের লোক যাহাতে মাদকসেবী না হয়, তৎপ্রতি পেশবাগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। অবাধ বাণিজ্য-নীতি এদেশবাসীর নিকট অবিদিত থাকায় মহারাষ্ট্র-ভূপতিগণ বিদেশাগত সর্ব্বপ্রকার মালের উপর আমদানি মাশুল আদায় করিতেন। কিন্তু তাহার পরিমাণও যে অধিক ছিল, তাহা বোধ হয় না। এতদ্ভিন্ন আর কোনও বিষয়ে রাজা শুল্ক গ্রহণ করিতেন না।

বর্ত্তমানকালের ন্যায় সেকালেও সামরিক বিভাগের ব্যয়-বাহুল্যে রাজকোষের অবস্থা অতীব শোচনীয় ও জাতীয় ঋণের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইত। গত শতাব্দীর প্রারম্ভকালে আপনাদিগের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিবার জন্য মহারাষ্ট্রদিগকে অনবরত যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া রাজকোষে প্রায়ই অর্থের বিশেষ অনাটন ঘটিত। প্রথম বাজীরাও প্রভৃতি মহারাষ্ট্র-নেতৃবর্গও উত্তর-ভারতে অভিযান করিবার সময় ঋণ গ্রহণে বাধ্য হইতেন। ১৭৪০ খৃঃ হইতে ১৭৫৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বালাজী বাজীরাওকে শতকরা বার্ষিক ১২ টাকা হইতে ১৮ টাকা পর্য্যন্ত সুদে দেড়কোটি টাকা ঋণ করিতে হইয়াছিল। পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়-দিগের বিশেষ ক্ষতি ঘটায় প্রথম মাধবরাও জাতীয় ঋণ পরি-শোধের কোনও প্রকার ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। বরং তিনি যখন অন্তিম শয্যায় শয়ান, সেই সময়ে মহাজনদিগের উৎপীড়নে মন্ত্রি-সমাজকে ২॥০ কোটি টাকা পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর নানাফড়নবীসের ব্যবস্থাগুণে প্রায় সমস্ত জাতীয় ঋণ পরিশোধিত হইয়া কয়েক লক্ষ টাকায় মাত্র দাঁড়াইয়াছিল। শেষ বাজীরাও যে কেবল ঋণশূন্য হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার সময়ে রাজকোষে বহু পরিমাণে অর্থও সঞ্চিত হইয়াছিল।

বিদ্যাশিক্ষায় লোকের উৎসাহ ও অনুরাগবর্দ্ধনের জন্য পেশবাগণ প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। বেদ-শাস্ত্রের অধ্যয়নকারীরা রাজকোষ হইতে বার্ষিক বৃত্তি পাইতেন। বেদ, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত-গণ ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ হইতে বৃত্তিগ্রহণের জন্য মহারাষ্ট্রে সমাগত হইতেন। পুণার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

যাঁহারা পুরস্কার লাভ করিতেন, ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের বিশেষ খ্যাতি হইত। এই কারণে পুণা-পরীক্ষায় পুরস্কার পাইবার জন্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। এই পুরস্কারদানকার্য্যে মহারাষ্ট্রপতিগণ বার্ষিক ৬০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেন। শেষ রাজী রাওয়ের সময়ে সর্ব্বপ্রকার দানধর্ম্মের জন্য বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইত। সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভিন্ন যদিও আর কাহার এই বৃত্তি-লাভের অধিকার ছিল না, তথাপি পুরাণপাঠক, কথক, সঙ্গীত-বিশারদ ও আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণও যথোচিত পুরস্কার ও বার্ষিক বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হইতেন না। ফলতঃ গুণিমাত্রেরই পেশবাদিগের দরবারে আদর ছিল। মরাঠা কবিগণও আপনাদিগের কাব্যগ্রন্থ প্রচারের জন্য রাজসাহায্য লাভ করিতেন। ষট্‌কর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণগণ যাহাতে অগ্নিহোত্রাদি শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে জায়গীর ও বৃত্তি প্রদান করা হইত। ঐতিহাসিক গ্রাম্যগীতি-গায়কেরাও রাজার নিকট উৎসাহ পাইত। পেশবা-গণ বেদ-বিদ্যালয় ও কাব্য-দর্শনাদির অধ্যাপনার্থ পাঠশালাদির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনকল্পে আবশ্যকীয় অর্থ ব্যয় করিতেন। যাঁহারা স্বীয় ব্যয়ে ঐরূপ বিদ্যালয়াদির স্থাপন করিতেন, তাঁহাদিগকে রাজকোষ হইতে 'গ্রাণ্ট' বা সাহায্য দেওয়া হইত। দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষার ও ভোজনাদির সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতে দিবার ব্যবস্থা ছিল। শিল্পিকুলের উৎ-সাহবর্দ্ধনের জন্য মহারাষ্ট্র-ভূপতিরা তাহাদিগের নির্ম্মিত শিল্পজাত বহুমূল্যদানে ক্রয় ও তাহাদিগকে অর্থদানে পুর-স্কৃত করিতেন।

বিচারবিভাগের কার্য্য বিশেষ দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সহিত যাহাতে সমাহিত হয়, পেশবাগণ তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। বিচারকের পদে প্রায়ই ব্যবহার-বিশারদ বুদ্ধিমান্ পাপভীরু ও সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তির নিয়োগ হইত। দেওয়ানী মোকদ্দমায় বাদী ও প্রতিবাদীর মনোনীত পঞ্চায়ত লইয়া বিচারক বিচারকার্য্য সম্পন্ন করি-তেন। এইরূপ বিচারে কোনও পক্ষেরই অসন্তোষের কারণ থাকিত না। তথাপি রাজ্যের সর্ব্বস্থানের মোকদ্দমার আপীল শুনিবার জন্য পুণায় বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফৌজ-দারী মোকদ্দমায় আসামীর নিকট অর্থদণ্ড ও ফরিয়াদীর নিকট পুরস্কার গৃহীত হইত। নানাফড়নবীসের মন্ত্রিপদ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্ররাজ্যে আসামীদিগের প্রতি প্রায়ই কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইত না। ফাঁসী, শূলারোপ, শিরশ্ছেদ প্রভৃতি কোনও প্রকার প্রাণান্তকর দণ্ড মহারাষ্ট্রে আদৌ প্রচলিত ছিল না। দুর্গোপরি দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখাই সে কালে চরম দণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইত। কারা-গারেও বন্দীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার পর মহারাষ্ট্রশক্তির অবনতির সহিত দেশে যে পরিমাণে অরাজকতা বাড়িতে লাগিল, সেই পরিমাণে দণ্ডের কঠোরতার বৃদ্ধি পাইল। কালক্রমে দস্যুতার বাহুল্য ঘটায় দস্যুদিগের দণ্ডস্বরূপ হস্তচ্ছেদনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ ফাঁসীর বিধান ও বন্দীদিগের প্রতি কঠোরতা প্রচলিত হইল। রাজদ্রোহীকে হস্তীর পদে বন্ধনপূর্ব্বক নিহত করা হইত। [তবে সেকালে বিদ্রোহ-বিধির ব্যাপ্তি এখনকার মত প্রসারবিশিষ্ট ছিল না। সিংহা-সন অধিকারের চেষ্টা না করিলে কেহ রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইত না।] মদ্যপায়ী রাজবিধি অনুসারে দণ্ডনীয় ছিল। কেবল ইতর শ্রেণীর লোকেরা সুরাপানের অনুমতি পাইত। গোবধকারীর প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণ-আসামীদিগের অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ডে অব্যা-হতি পাইবার ব্যবস্থা ছিল। ব্যভিচারদোষে রমণীগণ দাসী-রূপে বিক্রীত হইত। তাহাদিগের সন্তান সন্ততিগণও দাস-শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইত। দাস ব্যবসায়ীরা ইহাদিগকে লইয়া ব্যবসায় চালাইত। এতদ্ব্যতীত আর কাহাকেও দাস-রূপে ক্রয়বিক্রয় করিবার আদেশ ছিল না।

যাঁহারা রাজকার্য্যসাধনে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদিগকে বিবিধ সম্মানকর উপাধিতে বিভূষিত করা হইত। মহারাজ শাহু প্রথমে এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। মহারাষ্ট্র-রাজ্যে শেষ পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে অধুনাতন কালের ন্যায় যাহার তাহার ভাগ্যে উপাধিলাভ ঘটিত না, বিশেষ কার্য্যকুশলতা দেখাইতে না পারিলে সেকালে সহজে কেহই উপাধি পাইত না। সমরাঙ্গণে দেশের কার্য্যে যাহারা জীবন বিসর্জ্জন করিত, তাহাদিগের স্ত্রীপুত্র ও আত্মীয়গণকে প্রভূত বৃত্তিদানে মহারাষ্ট্র ভূপতিগণ কখনও কৃপণতা প্রকাশ করিতেন না। সহরে কোতোয়াল ও পল্লীগ্রামে পাটিল প্রভৃতির উপর শান্তিরক্ষার ভার অর্পিত ছিল। পেশবাগণ বহুবার বহুপ্রকারে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। দেবোদ্দেশেও বহু ভূসম্পত্তি উৎ-সর্গীকৃত হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রের টঙ্কশালা।

মহাত্মা শিবাজী দক্ষিণাপথে স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য-স্থাপনেচ্ছু প্রয়াসী হইয়া ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম স্বনামাঙ্কিত স্বতন্ত্র ধাতুমুদ্রার প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে, মুসলমান-আমলে

মহারাষ্ট্রীয়েরা কখনও টঙ্কশালা স্থাপনপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিবাজীর পিতা রাজা শাহজীর সময়ে মহারাষ্ট্রদেশের সর্ব্বত্র 'আদিলশাহী' মুদ্রারই প্রচলন ছিল। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিলে শিবাজী পৈতৃক রাজা উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক স্বনামাঙ্কিত মুদ্রার প্রবর্ত্তন করেন। সেই নূতন মুদ্রা 'শিবরাঈ হোন' (শিবরায়ের হোন) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই হোন শব্দ কর্ণাটকী 'হোন্নু' শব্দের অপভ্রংশ। হোন্নু অর্থে সুবর্ণ। এই শব্দ পারস্ত-ভাষায় 'হোন'-রূপে উচ্চারিত হয় এবং সেই নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে।

কর্ণাটকের প্রাচীন হিন্দুরাজ্যসমূহে পূর্ব্বে কেবল সুবর্ণ-মুদ্রারই প্রচলন ছিল। দেশীয় রাজাদিগের নামানুসারে যে সকল সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, অদ্যাপি দুই এক স্থলে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই সকল মুদ্রা 'অশ্ব-পতি হোন,' 'গজপতি হোন' প্রভৃতি নামে খ্যাত। বিজয়-নগর-রাজ্যে হোনের প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তথায় বিদ্যারণ্য স্বামীর তপঃপ্রভাবে একদা হোনের বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহাও উক্ত মুদ্রার বিপুলতা-সূচক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সেকালে দক্ষিণাপথের সর্ব্বত্র হোনের ন্যায় মোহরেরও প্রচার ছিল। মুসলমানদিগের আমলেই ঐ অঞ্চলে রৌপ্যমুদ্রার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে বলিতে হইবে যে, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশের অধিকাংশ সুবর্ণ লুণ্ঠিত হইয়া দিল্লীতে নীত হওয়ায় স্থানীয় শাসনকর্ত্তারা দেশমধ্যে রৌপ্যমুদ্রার প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, শিবাজীর সময়ে মহারাষ্ট্রদেশে অনেক প্রকারের হোন প্রচলিত ছিল। শিবাজীর অন্যতম কর্ম্ম-চারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ্ মহোদয় স্বপ্রণীত 'শিবছত্রপতির চরিত্র' নামক গ্রন্থে যে ষড়্‌বিংশ প্রকার হোনের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটী এই,— ১ পাতশাহী; ২ শিবরাঈ; ৩ কাবেরী পাকী; ৪ ত্রিশূলী; ৫ অচ্যুতরাঈ; ৬ দেবরাঙ্গ; ৭ রামচন্দ্র রাঈ; ৮ গুতী; ৯ ধারবাড়ী; ১০ তাড়পত্রী; ১১ পাকনাইকী; ১২ তাঞ্জোরী; ১৩ জড়মাল; ১৪ বেলুরী; ১৫ মহম্মদশাহী; ১৬ রমানাথ-পুরী। এই সকল হোন বহুদিন পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তিকালে হায়দর ও টিপু 'বাহাদুরী' ও 'সুল-তানী হোন' নামক দ্বিবিধ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন দিল্লীর বাদশাহদিগের 'আলমগিরী' নামক হোনের আদান প্রদান সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। সেকালের এক হোন বর্ত্তমান কালের প্রায় ৩॥০ টাকার সমান।

শিবাজী স্বর্ণমুদ্রার ন্যায় রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রারও প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেগুলি 'শিবরাঈ রূপেয়া' ও 'শিবরাঈ পয়সা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শিবরাঈ পয়সা এখনও মহা-রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; কিন্তু শিবাজীর প্রবর্ত্তিত সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অধুনা নিতান্ত দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। অন্য যে সকল প্রাচীন হোন বহুপরিমাণে নানা স্থানে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশের উপর অস্পষ্ট পারস্ত-অক্ষর উৎকীর্ণ রহিয়াছে, পরিদৃষ্ট হয়। কোনও কোনও হোনের উপর শ্রীকৃষ্ণ ও বরাহ অবতারের চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, শিবাজীর সময়ে সজ্জনগড় নামক দুর্গে অসংখ্য হোন ছিল। অদ্যাপি ঐ অঞ্চলে ক্ষেত্র-কর্ষণকালে কেহ কেহ কদাচিৎ দুই একটা হোন লাভ করিয়া থাকে। এই হোনের আকার ছোলার দাউলের ন্যায়। স্থানীয় লোকেও সেই জন্য উহাকে সাধারণতঃ 'সোনার দাউল' নামেই অভিহিত করিয়া থাকে।

রায়গড় সেকালে মহারাষ্ট্রদেশের রাজধানী ছিল বলিয়া শিবাজী তথায় টঙ্কশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তি-কালের রাজধানী সাতারা সে সময়ে একটী ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। শিবাজীর মৃত্যুর পর সাম্ভাজী ও রাজারামের রাজ্যকাল মোগলদিগের সহিত অনবরত যুদ্ধবিগ্রহহেতু ঘোর বিপ্লবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অশান্তির সময়ে নূতন মুদ্রা-প্রচারের কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, টাঁকশালের কার্য্য অব্যা-হত ছিল কি না, তাহার কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, সে সময়ে নূতন টাকা প্রস্তুত হয় নাই। রাজারাম মোগলদিগের দৌরাত্ম্যে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণাটের অন্তর্গত জিঞ্জী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র-রাজসিংহাসনও বহুদিন পর্য্যন্ত তথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সেখানে কখনও টাঁকশাল স্থাপিত হইয়াছিল, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে, মহারাজ রাজারাম জিঞ্জী হইতে মহারাষ্ট্র-দেশের বহুসংখ্যক দেবস্থানের ও ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে যে সকল দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভূ-সম্পত্তি ভিন্ন নগদ টাকা কড়ির উল্লেখ কুত্রাপি পাওয়া যায় না। কিন্তু শিবাজীর সময়ে যে সকল দানপত্র রচিত হইয়া-ছিল, তাহাতে সুবর্ণমুদ্রাদির ভূরি ভূরি উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মোগলশক্তিকে বহুলপরিমাণে পরাভূত করিয়া রাজারাম সাতারায় মহারাষ্ট্ররাজ্যের নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু তিনি তথায় টাঁকশাল স্থাপিত করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। মহারাজ শাহু সাতারায় ও রাজারামের পুত্র সাম্ভাজী কোহ্লাপুরে থাকিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। এই উভয় রাজধানীতেই স্বতন্ত্র টঙ্কশালা স্থাপিত হইয়াছিল। শাহুর নামাঙ্কিত রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রাগুলি 'শাহু-শিক্কা' ও সাম্ভাজীর টাকশালের মুদ্রাগুলি 'শম্ভু-শিক্কা' নামে পরিচিত হইয়াছিল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোহ্লাপুরের নরপতিদিগের সিংহাসন প্রধানতঃ 'পাহ্নালা' দুর্গেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোহ্লাপুরে স্থায়িভাবে সেই রাজসিংহাসন আনীত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ দুর্গেই কোহ্লাপুর-পতিদিগের টাকশাল ছিল। এই কারণে 'শম্ভু-শিক্কা' 'পাহ্নালী রূপেয়া' নামেও অভিহিত হইত। শম্ভু-শিক্কা কোনও কোনও স্থানে 'শম্ভুপীর রূপেয়া' এই আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। রাজা শম্ভুর (সাম্ভাজীর) নামের সহিত মুসলমানদিগের 'পীরখানা' কিরূপে সংযুক্ত হইল, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, মহারাজ সাম্ভাজীর মৃত্যুর পরও কোহ্লাপুরের টাকশালে শম্ভু-শিক্কাই মুদ্রিত হইত। পরবর্ত্তী কোনও রাজা স্বনামে মুদ্রা প্রস্তত করাইয়াছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

মহারাজ শাহুর শাসনকালে সাতারায় ভিকাজী নায়ক, পরশুরাম নায়ক প্রভৃতি অনেক ধনশালী 'সাওকার' বা মহাজন ছিলেন। ছত্রপতি শাহু প্রায়ই তাঁহাদের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতেন। সরকারী টাকশালে 'টঙ্ক' মুদ্রিত করাইয়া সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের ঋণ পরিশোধিত হইত। ক্রমে যেমন মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যের বিস্তার হইতে লাগিল, তেমনই রাজ্যের নানা স্থানে টঙ্কশালা-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতাও অনুভূত হইতে লাগিল, পেশবা বালাজী বাজী রাওয়ের মন্ত্রিত্বকালে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মহাজন ও অপর লোকদিগকে টঙ্কশালা-স্থাপনের অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল। সাধারণতঃ ২১৫৲ হইতে ২৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত 'দর্শনী' (নজর) প্রদান করিয়া অনেকে তিন বৎসরের জন্য টাঁকশাল খুলিবার অনুমতি লাভ করিতেন। কেহ কেহ ১২০৲ টাকা দিয়া এক বৎসরের জন্য টাকশাল খুলিবার সনন্দ লইতেন। এই দর্শনী ভিন্ন তাঁহাদিগকে মুদ্রিতব্য টাকার পরিমাণ অনুসারে একটা নির্দ্দিষ্ট করও রাজসরকারে প্রদান করিতে হইত।

মহারাষ্ট্রদে[শে]র বহির্ভাগে মহারাষ্ট্রপতির আদেশে যে সকল টঙ্কশালা স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ধারবাড়ের টাকশালই বোধ হয় প্রথম। উহা ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাগলকোটে আদিলশাহী সুলতানগণের আমল হইতে যে টাকশাল চলিতেছিল, তাহা উক্ত সুলতানগণের রাজত্ব-লোপের পর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বালাজী বাজীরাও পেশবা-পদ লাভ করিয়া উহা পুনর্ব্বার খুলিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ফলতঃ মুদ্রার অভাবে লোকের যাহাতে অসুবিধা না ঘটে, তৎপ্রতি সর্ব্বপ্রথম সেই পেশবারই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

মাধব রাও পেশবার সময়ে রাজ্যের নানা স্থানে টাকশাল স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী পেশবাদিগের আমলেও এ বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধির ব্যতিক্রম হয় নাই। কেবল মহাজন ও ব্যবসায়ীদিগের উপর নির্ভর না করিয়া পেশবাগণ সরকারী সর্দ্দার ও জায়গীরদারদিগের প্রতিও টাকশাল খুলিয়া টাকা প্রস্তত করাইবার আদেশ দান করিতেন। খান্দেশের অন্তর্গত বান্দবড়ে তুকোজী হোলকরকে টাকশাল খুলিতে বলা হইয়াছিল। বুরহাণপুর প্রভৃতি স্থানে শিন্দের (সিন্ধিয়ার) টাকশাল ছিল। উত্তর-ভারতে উজ্জয়িনী, ইন্দোর, ভূপাল, প্রতাপগড়, ভিল্সা, সিরোঞ্জ, গঙ্গবসোদা প্রভৃতি স্থানে পেশবার আদেশে টঙ্কশালা স্থাপিত হইয়াছিল। ভড়োচে শিন্দে, কুলাবায় আংগ্রে, নাগপুরে ভোঁস্লে প্রভৃতি সর্দ্দারেরা টাকশাল স্থাপিত করিয়াছিলেন। আংগ্রের টাকশালে যে টাকা প্রস্তত হইত, তাহা 'শ্রীশিক্কা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হাবসীদিগের জঞ্জীরায় 'হাব্শানী বা নিশানী' শিক্কা প্রস্তত হইত। ঐ মুদ্রার উপর 'জ' অক্ষরটী অঙ্কিত থাকিত। বলা বাহুল্য, উহা 'জঞ্জীরা' শব্দের দ্যোতক বলিয়া পরিগণিত হইত। কঙ্কোণ, নাসিক ও দৌলতাবাদ অঞ্চলে পেশবাদিগের সর্দ্দার বা অনুমতিপ্রাপ্ত মহাজনেরা টাকা মুদ্রিত করিতেন।

কর্ণাটকের অধিকাংশ জায়গীরদারই নির্দ্দিষ্ট দর্শনী ও কর দিয়া স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশে টাকশাল খুলিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকলের অধিকাংশে কৃত্রিম ও অপকৃষ্ট মুদ্রা প্রস্তত হইতেছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়ায়, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মাধব রাও পেশবা ঐ অঞ্চলের টাকশালগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া ধারবাড়ে পাণ্ডুরঙ্গ মুরার নামক জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে একটী সরকারী টঙ্কশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যে একুশটী টাকশাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পেশবাদিগের পুণাস্থিত দপ্তরে তাঁহাদিগের নামের তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু দিন পরে এই সকল টাকশালের মধ্যে কয়েকটী আবার খুলিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল।

সকল প্রদেশে এক প্রকার মুদ্রা প্রস্তত হইত বলিয়া বোধ হয় না। বাগলকোট অঞ্চলে মহ্লার ভিকাজী রাস্তে পেশবা-

দিগের প্রধান সুবেদার ছিলেন। বাদামী, বাগলকোট, হুনগুন্দ প্রভৃতি মহাল তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তাঁহার আদেশে প্রস্তুত মুদ্রা 'মল্লারশাহী রূপেয়া' নামে অভিহিত হইত। এই মুদ্রার মূল্য পনর আনা ছিল। পেশবাগণ এই মুদ্রা রাজ্যের সর্ব্বত্র চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে জন্য শতকরা দুই টাকা পর্য্যন্ত বাটা দিতেও তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে রাজকোষের বিশেষ ক্ষতি ঘটিতে লাগিল দেখিয়া তাঁহাদিগকে সে অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইল।

মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। সে সকলের নাম ও মূল্যাদির বিষয় পেশবাগণের দপ্তরের কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষ বাজী রাওয়ের সময়ে এক পুণাতেই বিবিধ রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। ধাতুর বিশুদ্ধিতা-অনুসারে সেগুলির নাম ও মূল্যের প্রভেদ ছিল। মিষ্টার চাপ্লিনের রিপোর্টে প্রকাশ, পুণার টাকশাল ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে বাজারে ধাতুমুদ্রার অভাব হওয়ায় পুনর্ব্বার উহা খুলিতে হইয়াছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পুণার টঙ্কশালা চিরকালের জন্য বন্ধ হইল। বাগলকোট, কোহ্লাপুর, কুলাবা প্রভৃতি প্রদেশের টাকশালগুলিও এই সময়ে বন্ধ হয়।

তদানীন্তন অধিকাংশ রাজমুদ্রার উপরেই পারস্য অক্ষর মুদ্রিত হইত, দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল শিবাজীর ও শাহুর মুদ্রায় মহারাষ্ট্রীয় বা দেবনাগরা অক্ষর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কুলাবার আংগ্রেরা তাঁহাদিগের রৌপ্যমুদ্রার উপর 'শ্রী' এই অক্ষরটী মুদ্রিত করাইতেন। যশোবন্ত রাও হোলকরের মুদ্রাতেও মরাঠী অক্ষরযুক্ত ছাপ থাকিত। পেশবাদিগের মুদ্রার হিজিরা সনের সংখ্যাটী মরাঠী অক্ষরে ও অপরাপর বিষয় পারস্য অক্ষরে অঙ্কিত হইত। অবশিষ্ট সকল মুদ্রাই পারস্য অক্ষরে অঙ্কিত ছিল। গায়কোবাড় প্রভৃতি হিন্দু শাসনকর্ত্তারাও পারস্য-অক্ষরযুক্ত মুদ্রারই পক্ষপাতী ছিলেন।

পেশবাদিগের আমলে টাকার ন্যায় আধুলি, সিকি, দুয়ানি প্রভৃতিরও ব্যবহার ছিল। তাম্রমুদ্রার প্রচারও অল্প ছিল না। পরন্তু রৌপ্যমুদ্রার ন্যায় প্রদেশভেদে তাম্রমুদ্রার প্রকারভেদ কখনও ঘটে নাই। উত্তরে নর্ম্মদা হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রাতীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এক 'শিবরাঈ' পয়সাই প্রচলিত ছিল। কুলাবা, পনবেল, ধারবার প্রভৃতি সকল টাকশালেই 'শিবরাঈ' পয়সা প্রস্তুত হইত। এই পয়সার এক পৃষ্ঠে তিন পংক্তিতে 'শ্রীরাজা শিব' ও অপর পৃষ্ঠে 'ছত্রপতি' এই অক্ষরগুলি বা তাহাদের একাংশ মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ শাহু স্বনামযুক্ত পয়সা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই; ইহা যে শিবাজীর প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধার দ্যোতক, তাহা বলাই বাহুল্য। এখনও মহারাষ্ট্রে বহু স্থলে 'শিবরাঈ' পয়সার প্রভূত প্রচলন আছে। 'শিবরাঈ' পয়সার প্রচলন বন্ধ হইবে—গত বৎসর পুণায় সহসা এইরূপ একটা গুজব উঠায় নগরমধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। পরিশেষে কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা সেই জনরবের অলীকতা প্রতিপন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পেশবাদিগের আমলে সাহিত্য।

পেশবাগণের অভ্যুদয়কালে, মহারাষ্ট্রদেশের শ্রেষ্ঠ সংকীর্ত্তনকার "অমৃত রায়" (১৬৯৮—১৭৫৩ খৃঃ) অবতীর্ণ হন। তিনি "ব্রাহ্মবিদ্যাভরণ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা, বারাণসী-নিবাসী অদ্বৈতানন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার রচিত বিবিধ উপাখ্যান, পদাবলী ও গীতা প্রভৃতির স্বয়ম্বর কথা (পালা) সংকীর্ত্তনকারীদিগের মুখে শ্রুত হওয়া যায়। অমৃতরায়ের কবিতায় যথেষ্ট মাধুর্য্য আছে। রঘুনাথ পণ্ডিত অমৃত রায়ের সমসাময়িক। নলোপাখ্যান নামক তাঁহার একখানি মাত্র কাব্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কি মনোহারিতায়, কি অন্যান্যকাব্যগুণে, এই গ্রন্থখানি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অদ্বিতীয়। সুন্দর বর্ণনাকৌশল, শ্রুতিমধুর পদবিন্যাস, অলঙ্কারপ্রাচুর্য্য, অন্তঃকরণবৃত্তির বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে যেরূপ দৃষ্ট হয়, মহারাষ্ট্র-সাহিত্যে অন্যত্র তাহা দুর্লভ। মুক্তেশ্বর ভিন্ন অন্য কোনও কবি কাব্যকলায় রঘুনাথ পণ্ডিতের নিকটবর্ত্তী হইতে সমর্থ নহেন। "বলিদান" ও "রাবণগর্ব্বপরিহার"-রচয়িতা চতুর সবাজীও এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

তাহার পর মহীপতি। তিনি মহারাষ্ট্রদেশের সর্ব্বজনপ্রিয় গ্রন্থকার। শ্রীধরের ন্যায় মহীপতির গ্রন্থাবলীও মহারাষ্ট্রে আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্তি ও আদরসহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। ভক্ত-বিজয়, সন্ত-বিজয়, ভক্তলীলামৃত, ও সন্তলীলামৃত নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থচতুষ্টয়ে মহীপতি ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভক্তের জীবনী অতি সরস ভাষায় ও সরলভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। তাঁহাকে মহারাষ্ট্র দেশের ধর্ম্মেতিহাসপ্রণেতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কথাসারামৃত নামে তাঁহার আর একখানি বৃহদ্গ্রন্থ আছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মহীপতির মৃত্যু হয়। মহীপতির সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের বল, দর্প ও সৌভাগ্য-শোভাদিরও বিলোপের সূত্রপাত হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের শক্তিসা[illegible] তখন ভাঁটা আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদিগের রাষ্ট্রীয় গৌরব-রবি শেষ পেশবা বাজী রাওয়ের জঘন্য

কার্য্যকলাপ দর্শনে অধোমুখ হইয়াছেন। সমাজে বিলাসিতা ও স্বার্থপরতার প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। স্বত্বগুণ-প্রধান ভাগবত ধর্ম্মের হ্রাস হইয়া তামসিক শাক্ত-সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই সময় যে সমস্ত কবি জন্ম গ্রহণ করেন, শাক্তপ্রবর "রামজোশী" তাঁহাদিগের অগ্রগণ্য। তাঁহার ছড়া, ছন্দ, লাওনী, ৪টী কুকুর, ৪টী বানর, ২টী ময়না, একটী অবিদ্যা ও তাহার জন্য রচিত রেশমী দোলা এবং নৃত্যকুশল বালক ও খঞ্জনী প্রভৃতি বাদ্যসহ তিনি রাও বাজীর সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদাবলীর মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠেন। তিনি সুপণ্ডিত, অসাধারণ ধীমান্ ও সংস্কৃত ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। "ছেকাপহ্নুতি" গ্রন্থে তাঁহার সংস্কৃত কাব্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মোরোপন্ত সেই যুগের আর এক জন প্রসিদ্ধ কবি। রামজোশী ভিন্ন সেকালে মোরোপন্তের আর কেহ সমকক্ষ ছিল না। মোরোপন্তের ধর্ম্মনীতিমূলক কবিতা বিবেকভ্রষ্ট কুপথাচারী রামজোশীকে সৎপথে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। কালক্রমে রামজোশী মোরোপন্তের একজন গোঁড়া ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মোরোপন্তের সাহায্যে তাঁহার কবিতার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মূর্খ বাজীরাওএর হস্তে নিগৃহীত, তৎকর্ত্তৃক তাঁহার কবিতা অকিঞ্চিৎকর ও অপাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে রামজোশী উহা সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশে প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করেন।

রামজোশীর পর অনন্ত ফন্দীর নাম লাওনীকার কবিদিগের অগ্রগণ্য। উপস্থিত ক্ষেত্রে কবিতা-রচনার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। তাঁহার কবিতা শুনিবার জন্য ২০ ক্রোশ দূর হইতে লোকসমাগম হইত। তাঁহার সরস কবিতা শ্রবণ করিয়া ক্রোধসন্তপ্ত অহল্যা বাঈ প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহাকে এক জোড়া শাল উপহার দিয়াছিলেন। অনন্তফন্দী অতিশয় স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি একদা প্রকাশ্য সভায় বাজীরাওএর কার্য্যপ্রণালীর তীব্রনিন্দাপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছিলেন। তিনি "মাধবনিধন" নামক কাব্যে মাধব রাওএর মৃত্যুকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। এই সময় লাওনীকার কবিদিগের মধ্যে হোনাজী, সনগডাউ প্রভৃতি আরো অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল কবিতায় অধিকাংশ আদিরসের ও অসারতার বাহুল্য দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত নাটকাদির ও মম্মট প্রভৃতির রচিত কবিতাদি অশ্লীলতা এই সময় রাওজীর কল্যাণে মরাঠা-সাহিত্যে প্রবেশলাভ করে। এই সময় বীররসপরিপ্লুত সমরগীতিকাদিও বড় অল্প রচিত হয় নাই। পাণিপথের যুদ্ধ, খর্ডার যুদ্ধ, পেশবাদিগের সৈন্যবল ও মরাঠা-সর্দ্দারদিগের বীরত্ব এই সকল গীতিকায় সংবদ্ধ হইত। এই গীতিকা-রচয়িতাদিগের মধ্যে 'প্রভাকরদাতা' সকলের শীর্ষস্থানীয়, পুণার নিকটস্থ পার্ব্বত্য শৈলের বর্ণনা, পেশবাদিগের দানসাগরের বর্ণনা, দ্বিতীয় মাধব রাওএর হোলিখেলা, তাঁহার মৃত্যু, পেশবাদিগের ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম, তাঁহাদের অধঃপতন, শেষ বাজীরাওএর দুরাচার, নানাফড়নবীস ও ইংরাজদিগের বর্ণন, পুণাবাসীর নিগ্রহ, রাও বাজীর পলায়ন ও দুর্দ্দশা, ইংরাজদের লুণ্ঠন, সামান্য বণিক্‌জাতির হস্তে মরাঠাদিগের ন্যায় বীর জাতির পরাজয়জনিত খেদ, বাজীরাওএর প্রত্যাবর্ত্তনের আশা ও পরিশেষে গভীরতত্ত্বজ্ঞানমূলক উপদেশ প্রভৃতির বিষয়-বর্ণনায় প্রভাকরদাতা যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা অন্যত্র দুর্লভ। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৮০টী এইরূপ গীতি-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১২টী প্রভাকরের রচিত। কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ্-রচিত শিবাজীর জীবনমূলক বখর ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। কৃষ্ণাজীর গ্রন্থের পর শিবাদিগ্বিজয়, শিবাজী-প্রতাপ, পাণিপথের বখর, ভাউ সাহেবের বখর, মরাঠী সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বখর, চিত্রগুপ্তকৃত বখর ও পেশবাদিগের বখর প্রভৃতি বিবিধ গদ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়।

সাতারাধিপতি মহারাজের আদেশে, মল্লাররাম রাও চিটনবীশ প্রাচীন সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে শিবাজী, সাম্ভাজী, রাজারাম ও শাহুর বিবরণ সংক্রান্ত বখরগুলির ঐতিহাসিক যোগ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মল্লাররাম রাও রাজনীতি সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অধিকাংশ বখরের ভাষা ওজস্বিনী ও হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধিনী। বখরের ভাষায় যে Compactness ও পারিপাট্য আছে, আজ কালিকার গদ্য ভাষায় তাহার সদ্ভাব দৃষ্ট হয় না।

পেশবাদিগের অধঃপতনকালে যে সকল কবির উদয় হয়, মোরোপন্ত তাঁহাদিগের শিরোভূষণস্বরূপ। তিনি আর্য্যাছন্দে প্রায় তিন লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। মোরোপন্তের অমরলেখনীস্পর্শে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আর্য্যাচ্ছন্দের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে বলিলে দোষ হয় না। অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত (২০ সহস্র আর্য্যা), কৃষ্ণবিজয়, বৃহদ্দশম, মন্ত্রভাগবত, মন্ত্ররামায়ণ (সংস্কৃত), অষ্টোত্তরশত প্রকারের রামায়ণ, সন্নামমালা, কেকাবলী, প্রশ্নোত্তরমালা, সৎসঙ্গ, পন্ঢরপুরমাহাত্ম্য, নামসুধা, সম্মনোরথরাজ, সংশয়রত্নমালা প্রভৃতি বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন দেবতা ও সাধুপুরুষগণের স্তুতিমূলক যে তাঁহার কত কবিতা আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যমক, অলঙ্কার ও অনুপ্রাসের

জন্য তাঁহার কবিতা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ দেড়শত পর্য্যন্ত কবিতা আর্য্যাচ্ছন্দে রচনা করিতেন। তথাপি তাঁহার রচনায় মধুরতা, বিচিত্রতা ও কল্পনায় কৌতুক-ক্রীড়া বহুরূপ পরিলক্ষিত হয়। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় রচনার ভাষায় ব্যাকরণগত দোষসমূহ পরিহারপূর্ব্বক ভাষার সংস্কারের বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যে কবিজনসুলভ সাধারণ দোষ-সমূহও অধিকমাত্রায় বিদ্যমান নাই। তাঁহার চিত্তসংযম ও তেজস্বিতা যথেষ্ট ছিল। রাণী অহল্যা বাঈ ও পেশবা বাজীরাও তাঁহাকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা মোরোপন্ত তাহা গ্রহণ করেন নাই। মোরোপন্তের কবিতা এখনও মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে।

মহারাষ্ট্রক (পুং) মহারাষ্ট্র-দেশজাত।

মহারাষ্ট্রী (স্ত্রী) মহারাষ্ট্রস্তদ্দেশ উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্যা ইত্যচ্, গৌরাদিত্বাৎ, ঙীষ্। ১ জলপিপ্পলী। (রাজনি°) ২ শাকভেদ, চলিত মারাটী, ইহার গুণ,—কফ ও বায়ুনাশক। (রাজব°) মহারাষ্ট্রাণামিয়ং অণ্ ঙীপ্। ৩ অষ্টাদশ প্রকার ভাষার অন্তর্গত ভাষাবিশেষ। [প্রাকৃত দেখ।]

"আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রয়োজয়েৎ।
অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাম্॥"
(সাহিত্যদর্পণ ৬ পরি°)

মহারিষ্ট (পুং) মহান্ অরিষ্টঃ। মহানিম্ববিশেষ। পর্য্যায়—কৈটর্য্য, বামন, রমণ, গিরিনিম্ব, শুক্রসাল। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, শীতল, লঘু, সন্তাপ, শোষ, কুষ্ঠ, অস্র, ক্রমি ও বিষনাশক। (রাজনি°)

মহান্ রিষ্টঃ। ২ জ্যোতিষোক্ত মহদমঙ্গলসূচক চিহ্ন। জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে—বালক জন্মগ্রহণ করিলে প্রথমে উত্তমরূপে রিষ্ট বিচার করিবে। জাতবালকের ২৪ বৎসর রিষ্টকাল, ২৪ বৎসরের পর তাহার আয়ুর্দায় অর্থাৎ আয়ুর্গণনা করিবে। এই সময় পর্য্যন্ত কেবল রিষ্টের বিচার করিয়া তাহার শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে। মহারিষ্টযোগ বা তাহার ভঙ্গযোগ হইয়াছে কি না, তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া ফলাফল নির্ণয় করা আবশ্যক। [রিষ্ট দেখ।]

মহারুজ্ (ত্রি) অতিশয় পীড়া।

মহারুজ (ত্রি) মহতী রুগ্ যস্য। নিরতিশয় পীড়িত।

মহারুদ্র (পুং) রুদ্রাণাং মহান্ স্বয়ং ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। মহাদেব।

"মহাকাল্যা মহাকালশ্চণকাকাররূপতঃ।
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মা চ তন্মধ্যে সমভাগতঃ।
মহারুদ্রঃ স এবাত্মা মহাবিষ্ণুঃ স এব হি॥" (নির্ব্বাণতন্ত্র)

মহারুদ্র, কালজ্ঞান নামক বৈদ্যক-গ্রন্থপ্রণেতা।

মহারুদ্র, হিমালয় পর্ব্বতস্থিত শিবলিঙ্গভেদ।

মহারুদ্রসিংহ, বিজ্ঞানতরঙ্গিণী-প্রণেতা।

মহারুদ্রতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কটুতৈল ৪ সের, বাসকপত্র-রস ৪ সের, কাথের জন্য গুলঞ্চ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কল্কার্থ পুনর্ণবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুণ, দাড়িমফলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, বাসকছাল, নিশিন্দা, পটোলপত্র, ধুতুরা, অপাঙ্গমূল, জয়ন্তী, দন্তী ও ত্রিফলা প্রত্যেকে ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেকে ৩ পল, জল ৪ সের। পরে তৈল পাকের নিয়মানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ, কণ্ডু ও দাহ প্রভৃতি রোগ নিরাকৃত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° বাতরক্তাধি°)

মহারুদ্রগুড়ূচীতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—কটুতৈল ৪ সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমূত্র ৪ সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ, সোমরাজীবীজ, দন্তিমূল, করবীমূল, ত্রিফলা, দাড়িমবীজ, নিমবীজ, হরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোরক্ষ-চাকুলে, ত্রিকটু, তেজপত্র, জটামাংসী, পুনর্ণবা, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, শুল্ফা, রক্তচন্দন, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ছাতিমছাল ও গোময়রস প্রত্যেকে ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, বিসর্প ও ব্রণাদি বিনষ্ট হয়।
(ভৈষজ্যরত্না° বাতরক্তরোগাধি°)

মহারুরু (পুং) মৃগবিশেষ।

মহারূপ (পুং) মহৎ মহত্ত্বাদিরূপং যস্য। ১ মহাদেব।
(ভারত ১৩।১৭।৩৪)

(ত্রি) মহদ্রূপং যস্য। ২ অতিশয় রূপযুক্ত। অতি রূপবান্।

মহারূপক (ক্লী) মহৎ রূপকং যত্র। নাটক। (ত্রিকা°)

মহারেতস্ (ত্রি) ১ সাতিশয় বীর্য্যবান্। ২ শিব।

মহারোগ (পুং) মহান্ ঘোরানিষ্টকারকঃ রোগঃ যদ্বা মহান্ জন্মান্তরীণ-ভুক্তাবশিষ্টাতিশয়পাতকেন জনিতো রোগঃ। পাপরোগ। এই মহারোগ অষ্টবিধ,—উন্মাদ, ত্বক্‌দোষ, রাজযক্ষ্মা, শ্বাস, মধুমেহ, ভগন্দর, উদর ও অশ্মরী। (শুদ্ধিতত্ত্বে নারদ)

"মহারোগেণ বাভিতপ্তঃ প্রাপ্নীয়াপ্ততরাং গতিং গচ্ছতি"
(আশ্বলায়ন ২।৭।১৭)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহ-টীকার মতে ৮টী মহারোগ, যথা—বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেদ, উদর, ভগন্দর, অর্শ ও গ্রহণী।

"বাতব্যাধ্যশ্মরীকুষ্ঠমেদোদরভগন্দরাঃ।
অর্শাংসি গ্রহণীত্যষ্টৌ মহারোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

২ মহাব্যাধিমাত্র।

মহারোগিন্ (ত্রি) মহারোগঃ ক্ষয়াদিরস্ত্যস্যেতি ইনি। মহারোগযুক্ত, মহারোগবিশিষ্ট, যাহাদের মহারোগ আছে, তাহারা মহাপাতকী এবং চিরজীবন অশুচি। যত দিন তাহারা ঐ সকল রোগের প্রায়শ্চিত্তাদি না করে,ততকাল তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মাদিতে অধিকার থাকে না।

"ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ।
যথেষ্টাচরণস্যাহুর্মরণান্তমশৌচকম্॥"
(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত কূর্ম্মপুরাণ-বচন)

মহারোচ (পুং) বৃক্ষভেদ।

মহারোমন্ (পুং) মহান্তি রোমাণি বৃক্ষাদিরূপাণি বিরাট-রূপে যস্য। ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৮৮) মহান্তি রোমাণি যস্য। (ত্রি) ২ বৃহদ্ রোমযুক্ত। ৩ কৃত্তিরাতের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।১৩।১৭)

মহারোহীতক ঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী,—ঘৃত ৪ সের, কাথার্থ রোহীতক ছাল ১২৷৷০ সের, কুলখুঁঠা ৮ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, হিঙ্গু, যমানী, ধনিয়া, বিটলবণ, জীরা, কৃষ্ণলবণ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, পুনর্ণবা, রাখালশসার মূল, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হবুষা, চই ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা। পাকের জল ১৬ সের। মাত্রা ২ হইতে ৩ তোলা, অনুপান মাংস-যূষ ও দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ,প্লীহা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না॰ প্লীহারোগাধি॰)

মহারৌদ্র (ত্রি) ১ অত্যন্ত রৌদ্র। (পুং) ২ শিব। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৩ দুর্গা।

মহারৌরব (পুং) রুরুণাময়ং ইতি রুরু-অণ্, মহান্ রৌরবঃ তত্র গতা জীবাঃ ক্রব্যান্ নামকৈ রুরুভিঃ পীড্যন্তে অতএবাস্য তথাত্বং। নরকবিশেষ। যাহারা এই নরকে গমন করে, ক্রব্যাদ্ নামক রুরু (কুকুর)গণ তাঁহাদিগকে অতিশয় পীড়া দেয়, এই জন্য এই নরকের নাম মহারৌরব হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, যাহারা দেবতার দ্রব্য অপহরণ এবং গুরুপত্নী গমন করে, তাহাদের মহারৌরব নরক হয়। (অগ্নিপু॰) (ক্লী) ২ সামভেদ।

মহারৌহিণ (পুং) দানবভেদ।

মহার্ঘ (ত্রি) মহান্ অধিকঃ অর্ঘো মূল্যমস্য। ১ মহামূল্য। (মেদিনী) (পুং) মহান্ অর্ঘো মূল্যং বাস্য। ২ লাবক-লক্ষী। (বিশ্ব) ৩ মহাসোমলতা। (বৈদ্যকনি॰)

মহার্ঘতা (স্ত্রী) মহার্ঘস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। মহামূল্যত্ব, মহা-মূল্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

"করোতি নির্ম্মলাধারস্তচ্ছন্যাপি মহার্ঘতাম্।"(বৃহৎস॰ ১৪১।১১)

মহার্ঘ্য (ত্রি) ১ মহামূল্য। (পুং) ২ লাবকজাতীয় পক্ষিবিশেষ।

মহার্চ্চিস্ (ত্রি) মহদ্ অর্চ্চির্যস্য। অগ্নি।

মহার্ণব (পুং) মহান্ সুবিশালঃ অর্ণবঃ। মহাসমুদ্র।

"আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।" (চণ্ডী)

মহান্ অর্ণব ইব প্রসাদাদি-গুণবাহুল্যাৎ তথাত্বং। ২ শিব। ৩ কূর্ম্মরূপী ভগবন্নারায়ণের দক্ষপাদোদ্ভব জনপদ।

"সৌরাষ্ট্রা দরদাশ্চৈব দ্রাবিড়াশ্চ মহার্ণবাঃ।
এতে জনপদাঃ পাদে স্থিতা বৈ দক্ষিণেঽপরে॥"
(মার্কণ্ডেয় পু॰৫৮।৩২)

মহার্থ (পুং) ১ দানবভেদ। (ক্লী) ২ মহাভাব্য।

মহার্থক (ত্রি) অতিশয় মূল্যবান্।

মহার্থবৎ (ত্রি) মহার্থ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। মহার্থযুক্ত।

মহার্দ্রক (ক্লী) মহদ্ আর্দ্রকম্। বনার্দ্রক, বুনো আদা। ইহার গুণ,—অগ্নিদীপন, ধারক, রুক্ষ, বায়ু ও কফনাশক। (রাজবল্লভ) ২ শুণ্ঠী। (বৈদ্যকনি॰)

মহার্দ্ধ (পুং) মহান্ বিপুলো ঽর্দ্ধোঽস্য। বৃক্ষবিশেষ। চলিত মহাজা। (শব্দচ॰)

মহার্ব্বুদ (ক্লী) মহদ্ অর্ব্বুদম্। দশার্ব্বুদ, শতকোটিসংখ্যা।

মহার্হ (ক্লী) মহান্ অর্হঃ মূল্যং মর্য্যাদা যস্য। ১ শ্বেতচন্দন। (রাজনি॰) (ত্রি) ২ মহামূল্যবান্। ৩ মহাপূজাযোগ্য।

"যস্মাদ্ভাগার্থিনো ভাগান্ নাকল্পয়ত মে সুরাঃ।
বরাঙ্গাণি মহার্হাণি ধনুষা শাতয়ামি বঃ॥" (রামা॰ ১।৬৬।১০)
'মহার্হাণি মহাপূজাযোগ্যানি' (রামানুজ)

মহাল (আরবী) ভূমিসম্পত্তি, যে ভূখণ্ড বা ভূখণ্ডসমূহের রাজকর স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট থাকে।

মহালক্ষ্মী (স্ত্রী) মহতী লক্ষ্মীঃ। রাধা, নারায়ণের শক্তি।

"যন্মায়য়া মোহিতাশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
বৈষ্ণবাস্তাং মহালক্ষ্মীং পরারাধাং বদন্তি তে।
যদর্দ্ধাঙ্গা মহালক্ষ্মীঃ প্রিয়া নারায়ণস্য চ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ ৫১ অ॰)

মহালক্ষ্মীপুর, প্রাচীন নগরভেদ। (বৃ॰ নীল॰ ২৬)

মহালয়, পুরাণবর্ণিত রৌদ্রতীর্থভেদ। এখানে দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশে স্নান ও পূজাদি করিলে সর্ব্ব পাপ মোচন হয়। স্কন্দপুরাণান্তর্গত মহালয়-মাহাত্ম্যে ইহার বিস্তৃতবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

মহালয় (পুং) মহতাং জৈনানামালয়ঃ, মহান্ আলয় ইতি বা। ১ বিহার। মহতাং যোগি-প্রভৃতীনামালয়ঃ। ২ তীর্থ। মহদা-দীনাং লয়ো যস্মিন্। ৩ পরমাত্মা। (মেদিনী) ৪ সৌর

আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ, সৌর আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের নাম মহালয়।
"যেয়ং দীপান্বিতা রাজন্ খ্যাতা পঞ্চদশী ভুবি।
তস্যাং দদ্যান্ন চেদ্দত্তং পিতৃণাং বৈ মহালয়ে॥
মহালয়ে কন্যাগতাপরপক্ষে॥" (তিথিতত্ত্ব)
২ বৃহদালয়, বড় বাটী।

মহালয়া (স্ত্রী) মহালয় স্ত্রিয়াং টাপ্। আশ্বিন মাসের অমাবস্যা। এই অমাবস্যার দিন পিতৃগণের উদ্দেশে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়, কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে যে তর্পণ আরম্ভ হয়, এই মহালয়ার দিন তাহা শেষ হয়। মহালয়া অমাবস্যাকে চলিত 'কলাকাটা' অমাবস্যা কহে।

মহালস (পুং) অতিশয় অলস। স্ত্রিয়াং টাপ্। মহালসা— প্রসিদ্ধ টীকাকার নারায়ণের মাতা।

মহালিকটভী (স্ত্রী) মহান্তঃ অলয়ঃ তেষাং কটভী আশ্রয়ী-ভূতবৃক্ষঃ। শ্বেতকিণিহী বৃক্ষ। (রাজনি॰)

মহালিঙ্গ (পুং) মহান্ পূজ্যতমো বিপুলো বা লিঙ্গোঽস্য। ১ শিব। "অকরোৎ স মহাহৈম্যের্মহালিঙ্গৈর্মহাবৃষঃ। মহাত্রিশূলৈর্ম্মহতীং মহামাহেশ্বরো মহীম্॥" (রাজত॰ ২।১৩৭)
২ হিমালয়স্থিত শিবলিঙ্গভেদ।
(ত্রি) ৩ বৃহল্লিঙ্গযুক্ত। (হিমালয়-স॰)

মহালিঙ্গ যোগিন্, লিঙ্গলীলা-বিলাস চরিত্র-রচয়িতা।

মহালিঙ্গশাস্ত্রিন্, উণাদিরূপাবলী-প্রণেতা।

মহালীলসরস্বতী (স্ত্রী) লীলয়া সরস্বতী, মহতী লীলসরস্বতী কর্ম্মধা॰। তন্ত্রোক্ত তারা দেবীভেদ।
"লীলয়া বাক্প্রদা চেতি তেন লীলসরস্বতী।
তারাস্ত্ররহিতা আর্য্যা মহালীলসরস্বতী॥" (তন্ত্রসার)

মহালুগি, জনৈক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ। নারায়ণকৃত-মার্ত্তণ্ড-বল্লভ-গ্রন্থে নামোল্লেখ আছে।

মহালোধ্র (পুং) মহান্ লোধ্রঃ। লোধ্রবিশেষ, চলিত পাটিয়া লোধ। (রত্নমালা)

মহালোভ (পুং) মহান্ লোভো যস্য। ১ কাক। (রাজনি॰)
(ত্রি) ২ অতিশয় লোভী।

মহালোমন্ (পুং) ১ শিব। (ত্রি) ২ বৃহদ্রোমযুক্ত, মহারোম।

মহালোল (পুং) মহদতিশয়ং লোলং লৌল্যমস্য। ১ কাক।
(ত্রি) ২ অতি চঞ্চল।

মহালোহ (ক্লী) মহদতিশয়গুণবৎ লোহং। ১ অয়স্কান্ত, চুম্বক পাথর। (রাজনি॰)

মহাবংশ (পুং) প্রসিদ্ধ বংশ। ২ পালিভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ সিংহলীয় রাজেতিহাস। এই গ্রন্থে ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ বিভিন্ন গ্রন্থকার-রচিত। প্রথমাংশ মহানাম রচনা করেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সিংহলে বৌদ্ধপ্রাধান্যবিস্তারের এবং ধাতুসেন বুদ্ধদাস প্রভৃতি রাজন্যগণের আতুরালয়-স্থাপনাদি ও রাজনৈতিক উন্নতির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহাবংশাবলী, ধ্রুবানন্দমিশ্রবিরচিত বঙ্গের বল্লালী কৌলীন্যের একখানি সামাজিক ইতিবৃত্ত।

মহাবংশ্য (ত্রি) মহদ্বংশোৎপন্ন, মহাবংশসমুদ্ভব।

মহাবকাশ (পুং) অতিশয় অবকাশ।

মহাবক্ত্র (ত্রি) ১ বৃহৎ মুখবিশিষ্ট। (পুং) ২ দানবভেদ।

মহাবক্ষস্ (পুং) মহৎ বক্ষঃ বিরাড্দেহো যস্য। ১ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৮৬)
(ত্রি) ২ বৃহদ্ বক্ষোযুক্ত।

মহাবজ্রকতৈল (ক্লী) তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী— শ্বেতসর্ষপ, করঞ্জ, পূতিকরঞ্জ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, কুটজ, চক্রমর্দ্দ, সপ্তপর্ণা, মৃগাদনী, (রাখালশশা) লাক্ষা, সর্জ্জরস, অর্ক, অপরাজিতা, আরগ্বধ, মুহী, শিরীষ, তুবর, অরুষ্কর, বচ, কুষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, লাঙ্গলী, চিত্রক, মালতী, কটুতুম্বী, গন্ধালী, মূলক, সৈন্ধব, করবীর, গৃহধূম, বিষ, কম্পিল, সিন্দুর, তুথ ও গজপিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র দ্বিগুণ গোমূত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। তৎসংযোগে চতুর্গুণ করঞ্জতৈল বা সর্ষপতৈল পাক করিবে। ইহাকে মহাবজ্রকতৈল কহে। এই তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিলে সকল প্রকার কুষ্ঠ, গণ্ডমালা, ভগন্দর, ও নাড়ীব্রণ আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত কুষ্ঠচিকি॰)

মহাবণিজ্ (পুং) মহতা বণিক্। শ্রেষ্ঠ বণিক্।

মহাবদ (পুং) ব্রহ্মবাদী। "তদাহুর্মহাবদাঃ" (ঐত॰ব্রা॰ ৫।৩৩) 'মহাবদাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ মহান্তং প্রৌঢ়ং বেদং বদন্তি পুতিস্তেষাং প্রশংসার্থাঃ' (সায়ণ)

মহাবধ (পুং) বজ্র। (ঋক্ ৫।৩৪।২)

মহাবন (ক্লী) মহদ্ বিপুলং বনং। বৃহদ্বন, পর্য্যায়—অরণ্যানী, মহারণ্য, মহাটবী। (রাজনি॰)

মহাবন, ১ মথুরাজেলার অন্তর্গত মহাবন-তহসীলের একটী প্রাচীন নগর ও তীর্থক্ষেত্র। মথুরানগরের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে যমুনার অপর পারে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২৭° ২৫´ ৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৭° ৪৭´ ৩০´´ পূঃ।

বহু প্রাচীন কাল হইতে এই বনভূমি শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে। সুপ্রাচীন জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দু-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পুরা-

কীর্ত্তির নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া তত্তৎ সাম্প্রদায়িক প্রভাবের অস্তিত্ব সূচনা করিতেছে। [মথুরা দেখ।]

কোন সমসাময়িক ইতিবৃত্ত-লেখকের বৃত্তান্তপাঠে জানা যায় যে, ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জর-বিজয়ার্থ দিল্লীশ্বর সুলতান শামস্ উদ্দানের প্রেরিত সেনাদল মহাবনে আসিয়া অবস্থান করে। রূপ গোস্বামীর বৃন্দাবন উদ্ধারকালে ইহা ৮৪ বনের অন্তর্গত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্ররাজ যশোবন্ত রাও হোলকর ফক্ষখাবাদ-রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া এই স্থানের সন্নিকট দিয়া যমুনা পার হইয়াছিলেন। উহার পর বৎসরেই প্রসিদ্ধ পাঠান-দস্যু আমীর খাঁ এখান দিয়া যমুনা উত্তরণপূর্ব্বক স্বীয় দস্যুবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিলেন।

কালসহকারে এই প্রাচীন স্থান মহারণ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, মোগল-সম্রাট্ শাহজাহান এই বন্যভূমে শিকারে আসিয়া ৪টী ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গোকুলনগরী ইহার উপকণ্ঠে অবস্থিত। মহাবন ধ্বস্ত ও শ্রীহীন হইলে লোক সকল অর্দ্ধক্রোশ সরিয়া আসিয়া যমুনাতীরস্থ গোকুলে পুনরায় নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ক্ষেত্র গোকুলেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এখনও তথাকার লোকে মহাবনের ধ্বংসাবশেষকেই কৃষ্ণলীলার আদি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে ঐ সমগ্র স্থানই গোকুল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ক্রমে বর্ত্তমান জনসমাকীর্ণ নদীতটবর্ত্তী উপকণ্ঠই গোকুল নামে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই মহাবনের মধ্যে নন্দালয়ই সাধারণের দেখিবার জিনিস। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুসলমানগণ সেই প্রাচীন নন্দ-প্রাসাদের চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত করিয়া তথায় এক মস্জিদ নির্ম্মাণ করেন। এখনও হিন্দু ও বৌদ্ধকীর্ত্তির বহুশত নিদর্শন ঐ মস্জিদগাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। ঐ স্থান আশী-খাম্বা নামে পরিচিত। ৮০টী স্তম্ভের মধ্যে সত্যযুগ, দ্বাপরযুগ, ত্রেতাযুগ, ও কলিযুগ নামক স্তম্ভগাত্রে কাল-বৈচিত্র্যজ্ঞাপক চিত্রাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য স্তম্ভেও বহুতর হিন্দুচিত্র খোদিত আছে। ফাদার টিফেন্থালর ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে মহাবন পরিদর্শনে আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঐ সুবৃহৎ অট্টালিকার একাংশ হিন্দুর মন্দির ও অপরাংশ মুসলমানদিগের মস্জিদ-রূপে ব্যবহৃত হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নদীতীরবর্ত্তী গোকুলগ্রাম মহাবন-ধ্বংসের পর গঠিত হইয়াছে। এখানে অতি অল্পই প্রাচান কীর্ত্তির নিদর্শন দেখা যায়। অধিকাংশ অট্টালিকা ও মন্দিরাদি যাহা শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলরূপে বর্ণিত হইয়া তীর্থমাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে, তাহাও নিতান্ত আধুনিক কালের কল্পনা বলিয়া অনুমিত হয়। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে এখানে বল্লভাচার্য্য নামে এক জন জ্ঞানী বৈষ্ণবের আবির্ভাব হয়। তিনি স্বনামে বল্লভাচারী মত স্থাপন করেন। এই স্থানে বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের বা গোকুলস্থ গোঁসাইদিগের প্রধান আড্ডা বলিয়া ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করে। গুজরাত বা বোম্বাইবাসী যাবতীয় হিন্দু বণিক্ এই সম্প্রদায়ের শিষ্য। সুতরাং তাহাদের দ্বারা নবপ্রতিষ্ঠিত গোকুল নগরীর শোভাবৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রকৃতপক্ষে বল্লভাচার্য্যের অভ্যুদয় হইতে গোকুলনগরের সমৃদ্ধির কল্পনা করা যায়।

[গোকুল ও বল্লভাচার্য্য দেখ।]

মহাবন, হাজারা জেলায় পেশবার সীমান্তবর্ত্তী যাগিস্তান নামক প্রদেশের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। ইলাম-শৈলশৃঙ্গের পূর্ব্বে ও সিন্ধুনদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৪০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার দক্ষিণভাগ গভীর জঙ্গলে আবৃত বলিয়া এই পর্ব্বতের মহাবন নাম হইয়াছে।

এই গিরিশৃঙ্গ বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। কিন্তু এখানে দুর্দ্ধর্ষ আফগান জাতির বাস থাকায় কেহই এই শিখরভূমি নিরাপদ মনে করেন না।

মহাবন্ধ (স্ত্রী) যোগপ্রক্রিয়ায় হস্তপদাদির বন্ধনীবিশেষ।

মহাবপ (পুং) মহামেঘ। (শব্দচ০)

মহাবর, বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ১৪ মাইল। পর্ব্বত-গাত্র দুরারোহ, কিন্তু উপরের অধিত্যকাভূমি প্রায় ১ মাইল প্রশস্ত। শক্রীনদী এই পর্ব্বতের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে কোকলহাট নামে একটী ৯০ ফিট্ উচ্চ জলপ্রপাত আছে। ঐ প্রপাতের সম্মুখে প্রতি বৎসর একটী মেলা বসে।

মহাবরা (স্ত্রী) ব্রিয়তে হসৌ দেবাদিভিরিতি বৃ-অচ্, টাপ্, মহতী বরা। দূর্ব্বা। (শব্দরত্না০)

মহাবরাহ (পুং) মহান্ ঈশ্বরোঽপি সন্ বরাহঃ, মহাংশ্চাসৌ বরাহশ্চেতি বা। বরাহরূপী ভগবান্।

"মহাবরাহো গোবিন্দঃ সুসেনঃ কনকাঙ্গদী।" (ভারত ১৩।১৭।১৯)

২ শূরপুরের এক রাজা।

"অস্তি শূরপুরং নাম যথার্থং নগরং ভুবি।
মহাবরাহ ইত্যাসীৎ রাজা তত্রাতি দুর্ম্মদঃ॥" (কথাসরিৎ০ ৫২।৯২)

মহাবরোহ (পুং) মহান্ অবরোহঃ শিফানাং অধোঽবতরণং যস্য। প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ। (রাজনি০)

মহাবল, জনৈক জৈনরাজ।

মহাবল, গির্ণর প্রদেশের অন্তর্গত একটী গিরিকন্দর। গির্ণর দুর্গের ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গুর্জ্জরাধিপ সুলতান মাহ্মূদ বিগড়া জুনাগড় ও গির্ণর দুর্গ-জয়াভিলাষে সসৈন্যে এখানে আসিলে তথাকার হিন্দু নরপতি রাও মণ্ডলিক উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীয় দলবল সমভিব্যাহারে মহাবল পর্ব্বতে আসিয়া আশ্রয় লাভ করেন। এখানে যুবরাজ তোগলক খাঁ তাঁহাকে সদলে পরাভূত করেন। ইহার চারিদিকে উচ্চ শিখর, যেন স্বভাবতঃ দৃঢ় দুর্গরূপে গঠিত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য নিতান্ত মন্দ নহে। স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ।

মহাবল্লী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ বল্লী চেতি। মাধবী লতা। (শব্দচ•) ২ উত্তমালতা।

"উপায়রসসংসিক্তা দেশকালোপবৃংহিতা।
সেয়ং নাতিমহাবল্লী কিং নাম ন ফলেৎ ফলম্॥"
(কথাসরিৎসাগর ৩৩।৮৫)

মহাবস (পুং) মহতী বসা বপাস্য। হ্রস্বঃ। শিশুমার। (হেম)

মহাবসু (ত্রি) ১ প্রভূতধনশালী। (পুং) ২ ইন্দ্রাবরুণ। (ঋক্ ৭।৮২।২)

মহাবাক্য (ক্লী) মহদ্‌বাক্যং। যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসক্তিযুক্ত বাক্যসমূহ (সাহিত্যদর্পণ) নৈয়ায়িকদিগের মতে স্বঘটকানেক-পদ্য তাদৃশার্থক বাক্য, অথবা প্রকৃত্যর্থমাত্রাবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ার্থা-বোধ বা প্রত্যয়যোগ্য বাক্যই মহাবাক্য। (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা) মহৎ মহদর্থপ্রকাশকং বাক্যং। ২ তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি প্রভৃতি বাক্য। ৩ প্রতিষ্ঠা ও দানাদিকার্য্যে উৎসর্গ বাক্য, সঙ্কল্পবাক্য।

মহাবাত (পুং) অতিশয় বায়ু, প্রবল ঝড়।

মহাবাতব্যাধি (পুং) রোগভেদ।

মহাবাৎসপ্র (ক্লী) সামভেদ।

মহাবাদিন্ (পুং) বিরুদ্ধবাদী।

মহাবামদেব্য (ক্লী) সামভেদ। শান্তিকর্ম্মে এই সাম পঠিত হইয়া থাকে।

মহাবায়ু (পুং) ১ প্রবল ঝটিকা। ২ বায়ুভূত।

মহাবারুণী (স্ত্রী) বরুণো দেবতাহস্যা বরুণ-অণ্ ঙীপ্, মহতী বারুণী। গঙ্গাস্নানের যোগবিশেষ। গৌণচান্দ্র চৈত্রমাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীর দিন বারুণী যোগ হয়। এই দিনে শনিবার ও শতভিষা নক্ষত্র হইলে মহাবারুণী হয়। কোটি সূর্য্যগ্রহণে গঙ্গাস্নানে যে ফল হয়, মহাবারুণীতে গঙ্গাস্নান করিলে তদ্রূপই ফল হইয়া থাকে।

"বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা॥
শনিবারসমাযুক্তা সা মহাবারুণী স্মৃতা।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই দিন স্নান দান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যমাত্রই অনন্ত-ফলদায়ক।

মহাবার্ত্তাকিনী (স্ত্রী) মহাবার্ত্তাকু বৃক্ষ, বনবেগুণ। (বৈদ্যকনি•)

মহাবার্ত্তিক (ক্লী) কাত্যায়নকৃত পাণিনি-সূত্রের বার্ত্তিক।

মহাবার্ষিকা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ।

মহাবালভিদ (ত্রি) স্তোত্রভেদ। (আশ্ব•গৃ• ৭।২।১৬)

মহাবাহন (ক্লী) অত্যূর্দ্ধ সংখ্যাবিশেষ।

মহাবাহু, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য• ৩৩।১৫)

মহাবিক্রম (ত্রি) মহান্ বিক্রমো যস্য। ১ প্রবল পরাক্রমশালী। (পুং) ২ সিংহ। ৩ নাগভেদ।

মহাবিক্রমিন্ (পুং) ১ বোধিসত্ত্বভেদ। (ত্রি) ২ মহা-বিক্রম যুক্ত।

মহাবিঘ্ন (পুং) প্রবল বিঘ্ন, প্রবল বাধা।

মহাবিজ্ঞ (ত্রি) মহান্ বিজ্ঞঃ। অতিশয় জ্ঞানী।

মহাবিদেহ (ক্লী) ১ পুণ্যক্ষেত্রভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। মহা-বিদেহা। ২ যোগশাস্ত্রোক্ত মনের বহির্বৃত্তিবিশেষ।

মহাবিদ্যা (স্ত্রী) বিদ্যতে জ্ঞায়তে ইতি বিদ্-ক্যপ্ টাপ্, মহতী বিদ্যাজ্ঞানং তত্ত্বসাক্ষাৎকারো বা যস্যাঃ। দেবী-বিশেষ, এই মহাবিদ্যার সংখ্যা দশ। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গা ও কমলাত্মিকা এই দশজন মহাবিদ্যা, এবং ইঁহাদিগকে সিদ্ধ-বিদ্যাও কহে। এই মহাবিদ্যার মন্ত্রদানে নক্ষত্রবিচার, কালাদি-শোধন, মন্ত্রের শত্রু ও মিত্র প্রভৃতি দোষ কিছুই নাই। ইঁহা-দের মন্ত্রমাত্রও দেওয়া যাইতে পারে।

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি ন নক্ষত্রবিচারণা।
কালাদিশোধনং নাস্তি ন চামিত্রাদিদূষণম্॥
সিদ্ধবিদ্যাতয়া নাত্র যুগসেবা পরিশ্রমঃ।
নাস্তি কিঞ্চিন্মহাদেবি দুঃখসাধ্যং কথঞ্চন॥" (চামুণ্ডাতন্ত্র)

তন্ত্রসারে লিখিত আছে—কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যা, বাসলী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী এই সকল দেবীও মহাবিদ্যা।

"অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে।
দোষজালৈরসংস্পৃষ্টা তাঃ সর্ব্বা হি ফলৈঃ সহ।

কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ॥
কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাস্তাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ॥
সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ।
অথ চৈতা মহাবিদ্যাঃ কলিদোষান্ন বাধিতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

[বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে ও দশমহাবিদ্যা শব্দে দ্রষ্টব্য]

মুণ্ডমালাতন্ত্রে লিখিত আছে—এই মহাবিদ্যা সকলেই দশাবতার হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কালী কৃষ্ণরূপে, তারিণী রামরূপে, কালী কূর্ম্ম, ধূমাবতী মীন, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, ভৈরবী বরাহ, সুন্দরী জামদগ্ন্য, ভুবনেশ্বরী বামন, কমলা বৌদ্ধ ও দুর্গা কল্কিরূপে অবতীর্ণা হন।* ২ গঙ্গা। (কাশীখণ্ড ২৯।১৩৯)

মহাবিদ্যুৎপ্রভ (পুং) নাগভেদ।

মহাবিদ্যেশ্বরী (স্ত্রী) দুর্গামূর্ত্তিভেদ।

মহাবিনায়ক, উড়িষ্যার কটক জেলার অন্তর্গত বারুণীবন্ত শৈলের একটী শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গ দেবতার ন্যায় পবিত্র ও পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য। কটক নগর হইতে এই শৈলশোভা সাধারণের নয়নগোচর হয়।

মহাবিপুলা (স্ত্রী) আর্য্যাচ্ছন্দোভেদ।

মহাবিভূত (ত্রি) উচ্চ সংখ্যা বিশেষ।

মহাবিভূতি (ত্রি) ১ মহৈশ্বর্য্যযুক্ত। (পুং) ২ বিষ্ণু।

মহাবিরাজ্ (পুং) বিশেষেণ রাজতে প্রকাশতে ইতি বিরাজ্ ক্বিপ্ মহাংশ্চাসৌ বিরাট্ চেতি। মহাবিষ্ণু। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫১ অ°)

মহাবিল (ক্লী) মহচ্চ তৎ বিলঞ্চেতি। ১ আকাশ। ২ বৃহচ্ছিদ্র। ৩ অন্তঃকরণ। (বৈদ্যকনি°)

মহাবিবাহ (পুং) অত্যুচ্চ সংখ্যাভেদ।

মহাবিশিষ্ট (ত্রি) অতি প্রসিদ্ধ।

মহাবিষ (পুং) মহৎ অত্যুৎকটং বিষমস্য। কালসর্প।
'মহাবিষঃ কালসর্পো রাজাহির্দ্বিমুখোরগঃ॥' (জটাধর)
(ত্রি) ২ মহাবিষবিশিষ্ট। (ক্লী) মহদ্ বিষম্। ৩ মহাবিষ, তন্নামক কন্দবিষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

মহাবিষুব (ক্লী) বিষু সাম্যমস্ত্যত্রেতি বিষু 'বপ্রকরণেহন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যত ইতি বক্তব্যং।' (পা ৫।২।১০৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকাৎ ব প্রত্যয়ঃ মহচ্চ তদ্ বিষুবঞ্চেতি অস্মিন্ সময়ে দিবারাত্র্যোঃ সমত্বাৎ তথাত্বং। মেষসংক্রান্তি, সূর্য্য মীনরাশি হইতে যে সময় মেষরাশিতে সংক্রান্ত হন, সেই সংক্রান্তিকে মহাবিষুব সংক্রান্তি কহে। এই সময় দিবারাত্র সমান বলিয়া ইহার নাম মহাবিষুব। ইহার অপর নাম চৈত্রসংক্রান্তি। চৈত্রমাসের যে সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্র মাস হইতে বৈশাখ মাসে যে সময় সূর্য্য সংক্রম হয়, তাহাকেই মহাবিষুবসংক্রান্তি কহে। এই সংক্রমণ-দিন অতিশয় পুণ্যাহ বলিয়া গণ্য। এই দিনে মসূর ও নিম্বপত্র ভোজন করিতে হয়, ইহাতে সর্পভয় নিবারিত হইয়া থাকে।

"মহাবিষুবমাখ্যাতং কৃত্তিভিশ্চৈত্রচিহ্নিতম্।"
তস্মিন্ মসূরনিম্বপত্রদ্বয়ভক্ষণং, যথা কৃত্যচিন্তামণৌ।
"মসূরং নিম্বপত্রাভ্যাং যোঽত্তি মেষগতে রবৌ।
অপি রোষান্বিতস্তস্য তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই দিন শক্তু এবং বারিপূর্ণ ঘট দান করিতে হয়। যিনি এইরূপ দান করেন, তাঁহার পরমা গতি লাভ হয়। বারিপূর্ণ ঘটদানের মন্ত্র—

"এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ॥
বৈশাখে যো ঘটং পূর্ণং সভোজ্যং বৈ দ্বিজন্মনে।
দদাতি সুররাজেন্দ্র! স যাতি পরমাং গতিম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

পিতৃ প্রভৃতির উদ্দেশে জলপূর্ণ ঘট এবং ছত্র-পাদুকাদি দান মহাপুণ্যজনক। যিনি এই সংক্রান্তির দিন কথিত প্রকার দান করেন, তিনি সকল পাতক হইতে মুক্ত হন।

"যো দদাতি হি মেষাদৌ শক্তূনম্বুঘটান্বিতান্।
পিতৃনুদ্দিশ্য বিপ্রেভ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"
তত্র ছত্রপাদুকাদিদানং—
"বিপ্রেভ্যঃ পাদুকাচ্ছত্রং পিতৃভ্যো বিষুবে শুভম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

মহাবিষুবচক্র (ক্লী) মহাবিষুবস্য চক্রম্। নক্ষত্রঘটিত নরাকারচক্র। একটী মনুষ্যদেহ অঙ্কিত করিয়া তাহার মস্তকে ৭টী নক্ষত্র, মুখে তিন, হৃদয়ে ৫ এবং দুই হস্ত ও দুই পদে তিনটী করিয়া ১২টী নক্ষত্র বিন্যাস করিতে হইবে, তাহা হইলে এই চক্র হয়। নক্ষত্র সকল ১, ২ ইত্যাদিরূপ যথাক্রমে বিন্যাস করিতে হয়। পরে এই নরের কোন্ অঙ্গে কোন্

---

* "প্রকৃতির্বিষ্ণুরূপা চ পুংরূপশ্চ মহেশ্বরঃ।
এবং প্রকৃতিভেদেন ভেদাস্ত প্রকৃতের্দশ॥
কৃষ্ণরূপা কালিকা স্যাৎ রামরূপা চ তারিণী।
কালী শ্রীকূর্ম্ম মূর্ত্তিঃ স্যান্মীনো ধূমাবতী ভবেৎ॥
ছিন্নমস্তা নৃসিংহঃ স্যাদ্বরাহশ্চৈব ভৈরবী॥
সুন্দরী জামদগ্ন্যঃ স্যাদ্বামনো ভুবনেশ্বরী।
কমলা বৌদ্ধরূপা স্যাৎ দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী॥
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণশ্চ ভগবান্ স্বয়ং।
স্বয়ঞ্চ ভগবান্ কৃষ্ণঃ কালীরূপো ভবেদ্ ব্রজে॥" (মুণ্ডমালা তন্ত্র)

নক্ষত্র পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া ফল নির্ণয় করিতে হইবে। ফল যথা—মস্তকে রাজসুখ, মুখে পটুতা, হৃদয়ে ধনাধ্যক্ষতা, দক্ষিণ করে অর্থলাভ, বামকরে মহাদুঃখ, দক্ষিণপাদে সুখ এবং বামপদে ভ্রমণ। এইরূপে স্বীয় ২ নক্ষত্র দ্বারা ফল জানা যাইবে। যে কোন নক্ষত্রের এই চক্রানুসারে ফল জানিতে হইলে, প্রথমে সেই নক্ষত্র এই পুরুষের কোথায় পড়িয়াছে, প্রথমে তাহা স্থির করিয়া পরে তাহার সেই অঙ্গের সুখদুঃখাদি যেরূপ ফল লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই ফল নির্ণয় হইবে।

"মূর্দ্ধ্নি সপ্ত মুখে ত্রীণি হৃদয়ে পঞ্চ বিন্যসেৎ।
ত্রিতয়ং হস্তপাদেষু মহাবিষুবতক্রমাৎ॥
মস্তকে ভূপতেঃ সৌখ্যং বদনে পটুতা স্মৃতে।
হৃদয়ে চ ধনাধ্যক্ষোঽর্থপ্রাপ্তি র্দক্ষিণে করে।
বামে করে মহদ্দুঃখং সুখং পাদে চ দক্ষিণে।
ভ্রমণং বামপাদে চ কথিতং বিষুবৎ ফলম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মহাবিন্দুঘৃত, ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত ২ সের। কল্কার্থ সিজের আটা ২ পল, কমলাগুঁড়ি ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা, তেউড়ী ১ পল, আমলকীর রস ৵॥০ সের। জল ৪ সের। যথানিয়মে মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। প্লীহা, গুল্ম প্রভৃতি উদর রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। পূর্ব্বোক্ত রোগদ্বয়ে ২ তোলা মাত্রায় সেবনীয়। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক রোগের অবস্থানুসারে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন।

মহাবিষ্ণু (পুং) মহাংশ্চাসৌ বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপকশ্চেতি। মহাবিরাট্। (ভাগবতামৃতকণিকা)

মহাবিহার (পুং) সিংহলদ্বীপের অনুরাধাপুরস্থ বৌদ্ধসঙ্ঘারামভেদ। এখানে বোধিবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত।

মহাবীচি (পুং) ন বিদ্যতে বীচিঃ সুখং যত্র, মহান্ বীচিরত্র। নরকবিশেষ।

"নরকং কালসূত্রঞ্চ মহানরকমেব চ।
সঞ্জীবনং মহাবীচিং তপনং সংপ্রতাপনম্॥"
(মনু ৪।৮৭) [নরক দেখ।]

মহাবীজ্য (ক্লী) বীজায় সাধু ইতি যৎ, মহৎ বীজ্যং। বিটপ, ইহা মুষ্ক ও বঙ্ক্ষণের মধ্য। (হেম)

মহাবীত (পুং) পুষ্করদ্বীপস্থ পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৫৩।২৬)

মহাবীর (পুং) বীন্ পক্ষিণ ঈরয়তীতি ঈর-ক, ততো মহাংশ্চাসৌ বীরশ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ গরুড়। বীরয়তীতি বীর-ক, মহান্ বীর ইতি কর্ম্মধা°। ২ সুর। ৩ সিংহ। ৪ যজ্ঞানল। ইনি একজন মনুপুত্র।

"অগ্নীধ্রেধ্মজিহ্ববাজ্ববাহুমহাবীরহিরণ্যরেতো-
ঘৃতপৃষ্ঠসবনমেধাতিথিবীতিহোত্রকবয় ইতি॥"
(ভাগবত ৫।১।২৫)

৫ বজ্র। ৬ শ্বেত তুরঙ্গ। ৭ সকাম পক্ষী।

মহাবীর (পুং) একজন জিন। জিনগণের মধ্যে ইনিই শেষ। রাজা সিদ্ধার্থের ঔরসে ত্রিশলার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। অরিষ্টনেমিপুরাণের অন্তর্গত জৈনহরিবংশে লিখিত আছে,—সিদ্ধার্থ নামে একজন প্রবলপরাক্রম প্রজাপ্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ত্রিশলা। ত্রিশলা রূপে গুণে সর্ব্বাংশেই প্রবীণা ও পতির অতিশয় প্রণয়পাত্রী। তিনি স্বলক্ষিত পুণ্যবলেই বোধ হয়, মহাবীরের ন্যায় পুত্র প্রসব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ত্রিশলা এক দিন নিদ্রিতা, এই নিদ্রাবস্থায় তিনি ষোলটী শুভ স্বপ্ন সন্দর্শন করিলেন। এই শুভ স্বপ্নের ফলে তাঁহার গর্ভ হইল। ধরাবাসীর দুঃখ ঘুচাইবার জন্য মহাবীর সেই গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন।

ত্রিশলার গর্ভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গর্ভের প্রভাবিশেষে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আষাঢ়ের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন মহাবীর গর্ভে অবতরণ করেন। ক্রমে নবম মাস অতীত হইয়া আট দিনের দিন গর্ভ হইতে তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন। মহাবীরের জন্ম হইবামাত্র চারিদিকে শঙ্খ-ঘণ্টাদি বিবিধ বাদ্য ধ্বনি হইয়া উঠিল। সুন্দরী সহ পুরন্দরাদি দেবেন্দ্রগণ সানন্দে জিনেন্দ্রের জন্মভূমি কুণ্ডপুরে উপনীত হইলেন।

অতঃপর ইন্দ্র জিনেন্দ্রকে ঐরাবতোপরি আরোহণ করাইয়া বিবিধ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত মন্দরাচলে লইয়া গেলেন, এই খানে আনিয়া তাঁহাকে রমণীয় পাণ্ডুকাবনে প্রসিদ্ধ পাণ্ডুকাশিলাস্থিত সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া দেবগণানীত স্বর্ণকুণ্ডস্থ ক্ষীরসাগরজলে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সমাহিত করিলেন। অভিষেকান্তে দেবগণ কর্ত্তৃক বস্ত্র, অলঙ্কার ও মাল্য চন্দনে জিনেন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত হইল। অনন্তর বিবিধ স্তুতি নতি দ্বারা তাঁহার পূজা সাধনপূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার মাতার কোলে রাখিয়া আসিয়া স্বয়ং স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। পিতা মাতা পুত্র পাইয়া আনন্দিত হইলেন এবং অর্থিজনকে অর্থ দ্বারা তুষ্ট করিলেন। ইন্দ্র জিনেন্দ্রকে বর্দ্ধমান নামে স্তব করিয়াছিলেন, তাই কৈশোরে তাঁহার বর্দ্ধমান নামও প্রচলিত হইয়াছিল। তিনি দিন দিন বৈদিন বাড়িতে লাগিলেন, পিতৃবন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের অনুরাগও তাঁহার প্রতি তদনুরূপ উপচিত হইতে লাগিল। সুর, অসুর, নর, রাজা, মহারাজ, ধনী, দরিদ্র সকলেই

সমান যত্নে সমান অনুরাগে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রমে জিনেন্দ্র বীর ত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। তিনি রাজার পুত্র, ভোগের সামগ্রী তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সে সকল ভোগে তাঁহার পবিত্র চিত্ত আদৌ লিপ্ত হইল না। তিনি শুদ্ধ, স্বচ্ছ ও শান্ত চিত্তে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই পবিত্রতায় এক সময় স্বয়ং বুদ্ধ আসিয়া তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার করিয়া দিলেন। জিনেন্দ্র বীরের জ্ঞানোদয় হইল। সুর, অসুর ও নর সকলেরই তিনি প্রণামার্হ, পূজ্য ও ধ্যেয় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সংসারের সুখ শান্তি আর তাঁহার নিকট ভাল লাগিল না। তিনি অবিলম্বেই বনবাসী হইতে মনস্থ করিলেন। আশা পূর্ণ হইল। দেবগণ-বাহিত শিবিকারোহণে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষীয় দশমীর দিন তিনি বনে আসিলেন। এইখানে আসিয়া তাঁহার শরীরশোভক বসন ভূষণ প্রভৃতি এক এক করিয়া তিনি সমস্তই অঙ্গ হইতে খুলিয়া ফেলিলেন। কমনীয় কেশকলাপও কাটিয়া ফেলিলেন।

জিনেন্দ্র ক্রমে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিলেন। এই দ্বাদশ বর্ষ তপস্যার পর তিনি সর্ব্বগুণে গুণবান্ হইয়া দেশপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময় তিনি ঋজুকূলা নদীর তীরস্থিত জৃম্ভিকগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানে আসিয়া অনশনযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমীর দিন তিনি ঘাতিকর্ম্মকে সংহার করিয়া কেবলজ্ঞান লাভ করেন। এই কেবলজ্ঞানপ্রভাবে তৎকালে সুরাসুরগণের আসন টলিল। তাঁহারা আসিয়া সকলেই তাঁহার মহিমা স্বীকার করিলেন।

অতঃপর জিনেন্দ্র মৌনাবলম্বনে থাকিয়া পুনর্ব্বার ষট্‌ষষ্টি দিবস বিচরণ করিতে করিতে জগদ্বিখ্যাত রাজগৃহপুরে আগমন করিলেন। এইখানে আসিয়া তিনি একটী শৈলোপরি বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার শৈলবাসের সংবাদ পাইয়া চারিদিক্ হইতে সুর অসুর নরাদি বহু ব্যক্তি তাঁহার দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। তখন দেবগণকর্ত্তৃক তিনটী রত্নময় প্রাচীর ও এক যোজন বিস্তীর্ণ একটী গৃহ তথায় নির্ম্মিত হইল। এই রত্নখচিত গৃহ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত ও ইহার ভিত্তিগুলি স্ফটিক দ্বারা গঠিত। জিনেন্দ্র এই গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রপ্রেরিত অগ্নি-বায়ু-প্রমুখ দেবগণ তাঁহার চারিদিকে রহিলেন। জিনেন্দ্রের দর্শনলাভার্থ যে সকল ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, ইঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে পাঁচ শত করিয়া শিষ্য ছিল। এই সমবেত গুরু-শিষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারও বস্ত্রাদির সহিত সম্পর্ক ছিল না। ইঁহারা সে সকল ত্যাগ করিয়া মাত্র সংযমাবলম্বনেই অবস্থান করিতেছিলেন। তখন শুক্লাম্বরপরিধানা চেটকরাজ-কন্যা কুমারী চন্দনা বহুতর আর্য্য সাধুগণের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া সেই স্থানে আসিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ চতুরঙ্গ সেনায় পরিবৃত্ত হইয়া শ্রেণিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সকল জিনদর্শনার্থীরা তথায় উপস্থিত হইয়াই সিংহাসনোপবিষ্ট জিনেন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। তখন সে স্থান এক অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইল। জিনেন্দ্র-মন্দিরের অদূরে মানস্তম্ভ স্তূপ ও চারিটী মহাবল বিরাজমান। একটা স্বচ্ছতোয়া দীর্ঘিকার সলিলোপরি প্রস্ফুটিত কমলকুল ভাসমান এবং স্থানে স্থানে বল্লীবন ও পুঞ্জ পুঞ্জ নিকুঞ্জশ্রেণী বিদ্যমান। কি সুন্দর দৃশ্য! যেন স্বর্গের নন্দন-কানন! সর্ব্বত্রই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; ফুল ফলে লতায় পাতায় চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন। জিনেন্দ্রের মন্দিরের সম্মুখে বিশুদ্ধবেশ বহুসংখ্যক দর্শক পরিচারক। এই সকল সমবেত দর্শক-পরিচারকমণ্ডলী প্রত্যেকেই হস্তে ছত্র, চামর, ভৃঙ্গার, কলস, ধ্বজ, দর্পণ ও ব্যজন লইয়া দণ্ডায়মান এবং অনেকেরই হস্তে বিবিধ চিহ্নযুক্ত আট প্রকার বহুসংখ্যক মহাধ্বজ পত পত রবে উড্ডীন। মহাসমারোহ, বিপুল আনন্দ! পৃথিবীর বহু স্থানের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভিজ্ঞ বহুবিধ নর নারী বিশুদ্ধবেশে জিনদর্শনে উপস্থিত!

সকলেই জিনদর্শনে ধন্য হইল এবং কিছু কাল পরে অনেকেই তাঁহার চারিদিকে উপবেশন করিল। উপবিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ দ্বাদশভাগে বিভক্ত হইল। তখন গৌতম জিনেন্দ্রের নিকট বিশুদ্ধ তীর্থার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। গৌতমের প্রশ্নে ভগবান্ শেষ জিন তাহার যথাযথ উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অভিজিৎ নক্ষত্রযুক্ত দিনে জিনেন্দ্র শাস্ত্রব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। তিনি ব্যাখ্যাকালে আচারাঙ্গ, সূত্রকৃতাঙ্গ, তত্ত্বার্থ, সংস্থান ও সমবায়াঙ্গের ব্যাখ্যা, জ্ঞাতৃধর্ম্মকথা, প্রজ্ঞপ্তিহৃদয়, শ্রাবকাধ্যয়ন, প্রশ্নব্যাকরণ, বিপাকসূত্র ও দৃষ্টিবাদ প্রভৃতির বিশুদ্ধ অর্থ বিবৃত করিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা, অপরোক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানের কথা, মার্গণাস্থানভেদ, গুণস্থানবিকল্প, জীবস্থানপ্রভেদ, দ্বিবিধ কর্ম্ম বন্ধ, সহেতুক সুখ দুঃখ, মোক্ষ ও মোক্ষের হেতু, ত্রিধাকৃত বন্ধমোক্ষ ফলভাগ ও অন্যান্য অনেক বিষয় জিন কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইল।

জিনেন্দ্রের মুখে এই সকল অপূর্ব্ব শাস্ত্রীয় বিষয় শ্রবণ করিয়া জনমণ্ডলীর মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, সকলেই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় রহিল। তির্য্যক্, দেব ও মনুষ্যাদি সকলেরই দৃষ্টিমোহ অপনীত হইল। তৎপরে, উপস্থিত সকলেই শাস্ত্র-

জ্ঞানে কায়, ইন্দ্রিয়, গুণস্থান, জীবস্থান, কুল, আয়ু প্রভৃতির ভেদাদি নিরূপণপূর্ব্বক বধাদিবর্জ্জিত ক্রিয়া ও অহিংসাদি মহাব্রত, ইর্য্যাসমিতি, ভাষাসমিতি, এষণাসমিতি, নিক্ষেপদান-সমিতি ও প্রতিষ্ঠায়নিকা-সমিতি বিষয়ে বিস্তৃতরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত পঞ্চবিধ সমিতির তিনটী যে একান্তই গোপনীয়, তাহাও জানিতে পারিল। এতদ্ভিন্ন জিনেন্দ্র তৎকালে চিত্তেন্দ্রিয়নিরোধ, আবশ্যকীয় ছয়টী সৎক্রিয়া, বাক্য মন ও দেহাদির বিশুদ্ধ প্রবৃত্তি, শৌচ, স্নান, একভক্ত, নগ্নতা, ভূশয্যাব্রত, দন্তমল-অমার্জ্জন, তপস্যা, সংযম, সচ্চরিত্রতা, অনুপ্রেক্ষা, ক্ষমাদি দশলক্ষণান্বিত ধর্ম্ম, জ্ঞান, দর্শন ও অন্যান্য তপোনিয়মাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি সমস্ত শ্রমণ-ধর্ম্ম ব্যক্ত করিলেন।

কর্ম্মনির্ম্মোক্ষের হেতুভূত এই জিনোক্ত ধর্ম্মশ্রবণে তখন সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশজাত এক শত ব্যক্তি সংসারভয়ে সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক জিনধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত এক সহস্র রমণী তখন শুদ্ধ বসন পরিধানপূর্ব্বক আর্য্যিকাব্রত ধারণ করিলেন। তখন অধিকাংশ নরনারী শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক নিয়ম-ভেদে চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল। তথাকার পশু-পক্ষীরাও যেন জিনোক্ত ধর্ম্মশ্রবণে আশ্চর্য্য হইয়া নিয়মাবলম্বনে অব-স্থান করিতে লাগিল। দেবগণ মিলিত হইয়া তখন সেই গভীর জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন জিনেন্দ্রের পূজান্তে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তখন ঘরে ঘরে জিনপূজা প্রবর্ত্তিত হইল। শ্রেণিক জিনেন্দ্রকে স্তুতিনতি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই জিনপুরী জৈনধর্ম্মপরায়ণ জনগণের প্রবেশ-নির্গমের কল্লোল কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। জিনেন্দ্র শ্রেণিকের দ্বারা সেবিত হইয়া সেই স্থানে ধর্ম্মব্যাখ্যায় নিরত রহিলেন। রাজা গৌতম সেই জিনপুরে আসিয়া জিনেন্দ্রের উপদেশে প্রীত হইয়া সর্ব্বদা তদীয় আদেশপালনে প্রস্তুত থাকিলেন। গৌতমের যত্নে জিনেন্দ্রের বাসস্থান রাজগৃহপুর বৃহৎ বৃহৎ জৈনমন্দিরে পরিপূর্ণ হইল। সর্ব্বদাই আমোদ উৎসবের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। মহামন্ত্রী, পুরোহিত, সামন্ত রাজগণ ও অন্যান্য প্রজামণ্ডলী-সহযোগে সমস্ত মগধরাজ্য জৈন-মন্দিরে পরিব্যাপ্ত হইল। গ্রাম, নগর, পর্ব্বতাগ্র, নদীতট, বনান্ত, সকল স্থানেই তখন জিনমূর্ত্তিযুক্ত মন্দিরশ্রেণী দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে সেই মিথ্যাজ্ঞানরূপ-হিমরাশিবিনাশী জিনেন্দ্ররূপী প্রভাকর, নিজ প্রভাপটলে তখন মোহান্ধকার-রাশি বিদূরিত করিয়া সমগ্র মগধবাসীকে জৈনধর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিলেন।

(অরিষ্টনেমিপু৹ জৈন৹ হরিব৹)

জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্রমতে—৫২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মহাবীর নির্ব্বাণ লাভ করেন, সেই সময় হইতে জৈনদিগের বীরগতাব্দ প্রচলিত।

[জৈন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

মহাবীরচরিত (ক্লী) মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত প্রসিদ্ধ শ্রীরাম-চরিতাখ্যান।

মহাবীরচরিত্র (ক্লী) জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীরের জীবনী।

মহাবীরবর্দ্ধনজ্ঞাতপুত্র, বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

মহাবীরা (স্ত্রী) মহাবীর-টাপ্। ক্ষীর-কাকোলী।

মহাবীর্য্য (পুং) মহদ্ বিশ্বসৃষ্টয়ে বিপুলং বীর্য্যমস্ত। ১ ব্রহ্মা। (শব্দরত্না৹) মহদ্বীর্য্যং তপোবলমস্ত। ২ বুদ্ধভেদ। (ত্রিকা৹) ৩ বারাহীকন্দ। (রাজনি৹) ৪বিতথের পুত্রভেদ। (ভাগবত৯।২১।১) ৫ বিরাজপুত্র। (বিষ্ণুপু৹ ২।১।৩৯) ৬ বৌদ্ধভিক্ষুভেদ। ৭ জৈন অর্হদ্‌ভেদ। ৮ তামস রৌচ্য মন্বন্তরের ইন্দ্রভেদ। ৯ বৃহ-দ্রথ বা বৃহদুক্‌থের পুত্রভেদ। ১০ ভবন্মন্যু-রাজপুত্র। (ত্রি) ১১ অতিশয় বলযুক্ত, অত্যন্ত বীর্য্যশালী। (ভারত ৫।১৭৬।৪৬,

মহাবীর্য্যা (স্ত্রী) মহাবীর্য্য-টাপ্। ১ সংজ্ঞা, ইনি সূর্য্যপত্নী। (ত্রিকা৹) ২ বনকার্পাসী। ৩ মহাশতাবরী। (রাজনি৹)

মহাবুদ্ধ, নেপালস্থ বুদ্ধমূর্ত্তিভেদ।

মহাবৃক্ষ (পুং) মহান্ বৃক্ষঃ। ১ স্নুহীবৃক্ষ। চলিত সিজগাছ। (হলায়ুধ) ২ সেহুণ্ডবৃক্ষ। ৩ করঞ্জবৃক্ষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা৹ ৩৯অঃ) ৪ তালবৃক্ষ। ৫ মহাপীলুবৃক্ষ। ৬ বৃহদ্ বৃক্ষ, বড় গাছ।

মহাবৃদ্ধ (ত্রি) অতিশয় বৃদ্ধ।

মহাবৃন্দ (ক্লী) সংখ্যাভেদ। লক্ষ বৃন্দে এক মহাবৃন্দ।

মহাবৃষ, ১ সুরম্য পর্ব্বতের নিকটস্থ তীর্থভেদ। (কালিকাপু৹) ৭৮।৯) ২ জাতিভেদ।

মহাবৃহতী (স্ত্রী) মহতী বৃহতী। বার্ত্তাকী। (হেম)

মহাবেগ (পুং) মহান্ অমোঘো দুর্ব্বারো বা বেগো যস্য। ১ শিব। মহান্ বেগঃ। ২ অতিশয় জব, অতিশয় বেগ। ৩ গরুড়পক্ষী। ৪ মর্কট বিশেষ। (ত্রি) ৫ অতিশয় বেগযুক্ত, প্রবল বেগশালী।

"বিকর্ষন্তৌ মহাবেগৌ গর্জ্জমানৌ পরস্পরম্।
পশ্য ত্বং যুধি বিক্রান্তাবেতৌ চ নররাক্ষসৌ ॥" (ভারত ১।১৫৫।১২

স্ত্রিয়াং টাপ্। মহাবেগা—স্কন্দানুচর মাতৃভেদ।

মহাবেগলব্ধস্থান, গারুড়দিগের রাজভেদ।

মহাবেগবতী (স্ত্রী) মহাবেগ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ অতিবেগবিশিষ্টা। ২ বৃক্ষবিশেষ।

মহাবেদি (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠ বেদী। পীঠরূপ উচ্চস্থান।

মহাবেধ (পুং) যোগপ্রক্রিয়োক্ত হস্তপদাদির সংস্থানভেদ।

মহাবেল (ত্রি) ১ মহাতরঙ্গ বা স্রোতযুক্ত। ২ বিস্তৃত তীরযুক্ত।

মহাবৈপুল্য (ক্লী) অতিশয় বিপুলতা।

মহাবৈর (ক্লী) চিরশত্রু। ঘোরশত্রু।

মহাবৈরাজ (ক্লী) সামভেদ।

মহাবৈশ্বদেব (ক্লী) গ্রহভেদ। (শুক্লযজুঃ ১৮।২০)

মহাবৈশ্বানরব্রত (ক্লী) সামভেদ।

মহাবৈশ্বামিত্র (ক্লী) সামভেদ।

মহাবৈষ্টম্ভ (ক্লী) সামভেদ।

মহাব্যাধি (পুং) মহাংশ্চাসৌ ব্যাধিশ্চেতি। মহারোগ কুষ্ঠাদি।

"সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তো মহাব্যাধির্বিশেষতঃ।
পঠনাৎ সংপ্রণশ্যেত্তু জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥"
(ব্রহ্মযামল গায়ত্রীকবচ) [মহারোগ দেখ।]

মহাব্যাহৃতি (স্ত্রী) মহতী চাসৌ ব্যাহৃতিশ্চেতি। প্রণব ও স্বাহাযুক্ত ব্যাহৃতিত্রয়। হোম করিতে হইলে মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়। "ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা" (ভবদেবভট্ট) এই ব্যাহৃতিত্রয়কে মহাব্যাহৃতি কহে। বৈদিক হোম করিতে হইলে এই মহাব্যাহৃতি হোম করিতেই হইবে। কেবল তান্ত্রিক হোমে মহাব্যাহৃতি হোম নাই।

"ওঁকারপূর্ব্বিকাস্তিস্রঃ মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণো মুখম্॥" (মনু ২।৮১)

মহাব্যুৎপত্তি (স্ত্রী) ভোটভাষায় রচিত একখানি সংস্কৃত অভিধান।

মহাব্যূহ (পুং) ১ সমাধিভেদ। ২ দেবপুত্রভেদ।

মহাব্রণ (ক্লী) মহচ্চ তৎ ব্রণঞ্চেতি। দুষ্টব্রণ, নালীঘা। এই রোগ মহাপাতকজ। এই ব্রণ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। [দুষ্টব্রণ দেখ।]

"কুর্য্যাৎ সপ্তদশাবৃত্তং তথাষ্টাদশকং প্রিয়ে।
মহাব্রণবিমোক্ষায় বিংশাবৃত্তং পঠেন্নরঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

মহাব্রত (ক্লী) মহচ্চ তৎ ব্রতঞ্চেতি। ১ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। (ভবদেবভট্ট) ২ শরৎকালীন দুর্গাপূজা।

"মহাব্রতং মহাপুণ্যং শঙ্করাদ্যৈরনুষ্ঠিতম্।
কর্ত্তব্যং সুররাজেন্দ্র দেবীভক্তিসমন্বিতৈঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

৩ অরুণোদয়কালে মাঘমাসে গঙ্গাস্নান।

"বাসুদেবং হরিং কৃষ্ণং শ্রীধরঞ্চ স্মরেত্ততঃ।
দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোঽস্তু তে।
পরিপূর্ণং কুরুষ্বেদং মাঘস্নানং মহাব্রতম্॥" (মলমাসতত্ত্ব)

(ত্রি) ৪ মহাব্রতধারী। (ভারত ১৩।৫৪।২১)

৫ শ্রেষ্ঠব্রতমাত্র, পাশুপতাদি ব্রত।

মহাব্রতবৎ (ত্রি) মহাব্রত অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। মহাব্রত-নামক সামবিশিষ্ট।

মহাব্রতিক (ত্রি) ১ মহাব্রতপালনকারী। ২ পাশুপত ব্রতাবলম্বী।

মহাব্রতিন্ (পুং) মহাব্রতং যোগনিয়মাত্মনুষ্ঠানাদিকং-মস্ত্যস্তীতি ব্রত-ইনি। ১ শিব। (হেম) ২ উরস্কট। (ত্রিকা°) (ত্রি) ৩ মহাব্রতযুক্ত।

"এতচ্ছ্রুত্বাপি সাবজ্ঞাস্তে মহাব্রতিনস্তদা।
উচুর্নিশ্চয়দত্তং তে চত্বারঃ সহযায়িনঃ॥"
(কথাসরিৎ° ৩৭।৫৯)

মহাব্রতীয় (ত্রি) মহাব্রতসম্বন্ধীয়।

মহাব্রাত (ত্রি) বহুলোকযুক্ত। 'মরুত্ত্বি ব্রাতোসমূহোহত্র।' (সায়ণ)

মহাব্রীহি (পুং) ব্রীহিধান্যবিশেষ, ষষ্টিকধান, চলিত ঘেটেধান। (বৈদ্যকনি°)

মহাশকুনি (পুং) চক্রবর্ত্তিভেদ।

মহাশক্তি (পুং) মহত্যঃ শক্তয়ঃ মাতৃগণাদয়ো মহৎ বা সামর্থ্যঞ্চ যস্য। ১ কার্ত্তিকেয়। মহতী শক্তিঃ। ২ অতিশয় পরাক্রম। (ত্রি) ৩ মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় শক্তিযুক্ত। (পুং) ৪ শিব। ৫ কৃষ্ণপুত্রভেদ।

মহাশঙ্খ (পুং) মহান্ শঙ্খ ইব বৃহচ্ছুভ্রত্বাৎ। ১ সংখ্যা-বিশেষ, দশ নিখর্ব্বে এক মহাশঙ্খ হয়। ২ ললাট। (মেদিনী) মহান্ মহার্হঃ শঙ্খঃ। ৩ নিধিবিশেষ। (বিশ্ব) ৪ কর্ণ ও নেত্রের মধ্যগত অস্থি।

"কর্ণনেত্রান্তরালাস্থি মহাশঙ্খঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" (তন্ত্রসার)

কর্ণ ও নেত্রের মধ্যস্থিত অস্থিকে মহাশঙ্খ কহে, এই মহাশঙ্খের মালা প্রস্তুত করিয়া ইহা দ্বারা জপ করিতে হয়। তন্ত্র-মতে এই মহাশঙ্খের মালা জপবিশেষে প্রশস্ত।

"মহাশঙ্খময়ী মালা নীলসারস্বতে বিধৌ।
নৃললাটাস্থিখণ্ডেন রচিতা জপমালিকা।
মহাশঙ্খময়ী মালা তারাবিদ্যাজপে প্রিয়ে॥" (তন্ত্রসার)

মহান্ শঙ্খঃ। ৫ বৃহচ্ছঙ্খ।

"পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ।"
(গীতা ১ অ°) ৬ সর্পভেদ। (ভাগ° ৫।২৪।৩১)

মহাশঙ্খদ্রাবক, প্লীহা ও যকৃৎ রোগনাশক ঔষধভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী—তেঁতুলছাল, অশ্বত্থছাল, সিজের ছাল, আকন্দছাল ও অপামার্গ, ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ক্ষার-জল প্রস্তুত করিয়া লবণ করিয়া লইবে। পরে সোহাগা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, হরিতাল, লবঙ্গ, নিশাদল, জায়ফল, গোদন্তী, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, বিষ, সমুদ্রফেন, সোরা, ফট্‌কিরি, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রস্তরচূর্ণ,

মনছাল (মনঃশিলা) ও হীরাকস এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া বেতসের রসে ভাবনা দিয়া কাচকুপিতে স্থাপন করিবে। পরে বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাকে সপ্তাহ কাল উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিবে। পরে মৃদু অগ্নিতে বারুণীযন্ত্রে পাক করিয়া সত্বপাতন (উদ্ধার) করিয়া লইবে, কোন কাচপাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে ঐ দ্রবাংশ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। পানের সহিত ইহার ১ রতি প্রত্যহ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, প্লীহা, অজীর্ণ, গ্রহণী, রক্ত পিত্ত, গুল্ম, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অষ্টবিধ শূল, আমবাত, বাতরক্ত, খঞ্জবাত, ধনুষ্টঙ্কার, উদরাময়, আমাশয়, ক্রিমিকোষ্ঠতা প্রভৃতি রোগ দূর হয়। ইহা এরূপ অগ্নিবর্দ্ধক যে, আকণ্ঠ ভোজন করিয়া এক রতি পরিমাণ এই ঔষধ সেবন করিলে অনলে তৃণরাশি ভস্মের ন্যায় ইহা ভক্ষ্যদ্রব্যকে পরিপাক করিয়া ফেলে। (ভৈষজ্যরত্না°)

মহাশঙ্খবটী, উদররোগে উপকারক ঔষধভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী—শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুলছালের ক্ষার, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বিষ, পারা ও গন্ধক এই দ্রব্য সমুদায় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অপাঙ্গ ও চিতামূলের কাথে, লেবুর রসে এবং অম্লবর্গ দ্বারা ভাবনা দিবে। ঔষধে অম্লরস উৎপন্ন হইলে আর ভাবনা দিবার আবশ্যকতা নাই। এই ঔষধে লৌহ ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে মহাশঙ্খবটী প্রস্তুত হয়। প্রাতে ২ রতি প্রমাণ বটী উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া ইহার এক গুড়িকা সেবন করিলে উদরস্থ ভক্ষ্য দ্রব্য সমুদায় তৎক্ষণাৎ জীর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, পাণ্ডু, প্রমেহ, শূল, বাতরক্ত, মহাশোথ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

অন্যবিধ—উপরি উক্ত দ্রব্য সমুদায় পূর্ব্বোক্ত রূপে পাক করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে লৌহ ও বঙ্গ মিশ্রণের প্রয়োজন নাই। ভোজনান্তে সেব্য। ইহাতে অর্শ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নাশ এবং অগ্নি সাতিশয় উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে।

সারকলিকাধৃত মহাশঙ্খবটীর প্রস্তুতপ্রণালী অন্যরূপ যথা,—পিপুলমূল, চিতামূল, দান্তিমূল, পারদ, গন্ধক, পিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, মরিচ, শুঁঠ, বিষ, বনযমানী, গুলঞ্চ, হিঙ্গু, ও তেঁতুলছালভস্ম, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিয়া কুল আঁটির ন্যায় বড়ি বাঁধিবে। অম্ল দাড়িমের রস, নেবুর রস, তক্র, দধির মাত, সুরা, সাধু, কাঁজি অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহাতে খুব অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং অর্শ, গ্রহণী, ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। পথ্য—শশক ও এণাদি মাংসের যূষ। (ভৈষজ্যরত্না°)

মহাশঠ (পুং) রাজধুস্তূর, পীতধুস্তূর। (রাজনি°) মহাংশ্চাসৌ শঠশ্চেতি। (ত্রি) ২ অতিশয় ধূর্ত্ত, অত্যন্ত প্রতারক।

মহাশণ (পুং) স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। (পর্য্যায়মুক্তা°) শণবীজ। (বৈদ্যকনি°)

মহাশণপুষ্পিকা (স্ত্রী) শণপুষ্পী নামক ক্ষুপবিশেষ। আতুশী ফুলের গাছ, শ্বেত অরণ্যশণ। মহারাষ্ট্র—সাহ্ণী কিলিহিলা, কলিঙ্গ—পাঢ়বী কিলিহিলা, হিন্দী—ভুণভুণা। ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ এবং রসনিয়ামক। (রাজনি°)

মহাশণা (স্ত্রী) আরণ্যশণ। (বৈদ্যকনি°)

মহাশতা (স্ত্রী) মহৎ শতঞ্চ মূলানি যস্যাঃ, টাপ্। মহাশতাবরী। (রাজনি°)

মহাশতাবরী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ শতাবরী চেতি। বৃহচ্ছতাবরী, সহস্রমূলা শতাবরী, হিন্দী—কন্দহীমূল। পর্য্যায়—শতবীর্য্যা, সহস্রবীর্য্যা, সুরসা, মহাপুরুষদন্তিকা, বীরা, তুঙ্গিনী, বহুপুত্রিকা, ঊর্দ্ধকণ্টী, মহাবীর্য্যা, ফণিজিহ্বা, মহাশতা, সুবীর্য্যা। ইহার গুণ—মধুর, পিত্তনাশক, শীতল, তিক্ত, মেহ, কফ ও বাতঘ্ন, রসায়ন এবং বশ্যতাকর। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ মতে—মেধ্য, হৃদ্য, বৃষ্য, রসায়ন, অর্শ এবং গ্রহণীরোগনাশক।

মহাশন (পুং) ১ অসুরভেদ। (ত্রি) ২ বহুভোজী, পেটুক।

মহাশব্দ (পুং) মহাংশ্চাসৌ শব্দশ্চেতি। বৃহচ্ছব্দ, ভয়ানক শব্দ। (ত্রি) ২ মহাশব্দযুক্ত।

"প্রাবৃট্কালে বিশেষেণ আশ্বিনে হৃষ্টমীষু চ।
মহাশব্দো নবম্যাস্ত লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

মহাশমী (স্ত্রী) বড় শমীগাছ। (A large Acacia suma)

মহাশম্ভু (পুং) মহাশিব।

মহাশয় (ত্রি) মহান্ আশয়ঃ অভিপ্রায়ঃ মনো বা যস্য। ১ মহানুভাব। পর্য্যায়—মহেচ্ছ, উদাত্ত, মহামনাঃ, উদ্ভট, উদার, উদীর্ণ, মহাত্মা। (হেম)

(পুং) মহান্ আশয়ঃ জলানামাধারঃ। ২ সমুদ্র। (শব্দরত্না°)

মহাশয়ন (ক্লী) মহাশয্যা।

মহাশয্যা (স্ত্রী) মহতী চাসৌ শয্যা চেতি। রাজশয্যা। সিংহাসন। (হেম) বৃহৎ শয্যা।

মহাশর (পুং) মহাংশ্চাসৌ শরশ্চেতি। স্থূলশর, রামশর।

মহাশল্ক (পুং) মহান্ বৃহৎ শল্কো যস্য। চিঙ্গট মৎস্য, চলিত মোচাচিংড়ি মাছ।

"কালশাকং মহাশল্কাঃ খড়্গলোহামিষং মধু।
আনন্ত্যায়ৈব কল্পন্তে মুন্যন্নানি চ সর্ব্বশঃ॥" (মনু ৩।২৭২)

মহান্ শল্কঃ। ২ বৃহচ্ছল্ক। (ত্রি) ৩ তদ্যুক্ত, বৃহচ্ছল্কযুক্ত।

মহাশস্ত্র (ক্লী) ভীষণ বা তীক্ষ্ণ শস্ত্র।
মহাশাক (ক্লী) মহচ্চ তৎ শাকঞ্চেতি। বৃহৎ শাকবিশেষ।
মহাশাক্য (পুং) শ্রেষ্ঠ শাক্যবংশ।
মহাশাখ (ত্রি) বৃহৎ শাখাযুক্ত।
মহাশাখা (স্ত্রী) মহতী শাখা যস্যাঃ। নাগবলা। (রাজনি°)
মহাশান্তি (স্ত্রী) বিঘ্ননাশের জন্ত মন্ত্রানুষ্ঠান।
মহাশাল (পুং) ১ বড় ঘর। ২ মহাগৃহস্থ। (ত্রি) ৩ বৃহদ্ গৃহযুক্ত।
মহাশালি (পুং) মহাংশ্চাসৌ শালিশ্চেতি। স্থূলশালি, চলিত মোটাধান। পর্য্যায়—সুগন্ধিক। ইহার গুণ—গুরু, বলকর, চক্ষুর হিতকর এবং বলবর্দ্ধক। (অত্রিস° ১৫ অ°)
মহাশালীন (ত্রি) অতিবিনীত। "পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা মহাশ্রোত্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ কর্ম্মবিশুদ্ধা ব্রাহ্মণা বভূবুঃ" (ভাগবত ৫।৪।১৩) 'মহাশালিনাঃ অতিবিনীতাঃ' (স্বামী)
মহাশাল্বণ (ক্লী) রোগ-প্রতিকারের উপায়ভেদ।
মহাশাসন (ক্লী) ১ রাজাদেশ। (পুং) ২ সচিবভেদ, যিনি রাজশাসন বা দানপত্র প্রচার করিয়া থাকে। (ত্রি) ৩ মহা শক্তিযুক্ত।
মহাশির, স্বনামপ্রসিদ্ধ মৎস্যবিশেষ (Barbus macrocephalus)। মস্তকদেশ দেহযষ্টি হইতে সাধারণতঃ বৃহদাকৃতি হয় বলিয়া ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। কোথাও কোথাও মহাশেল বা মহাশোল নামে খ্যাত।

উত্তর-ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, কাশ্মীরস্থ তোহী নদী, যমুনা ও পঞ্জাবের অপরাপর নদী এবং উপত্যকাগর্ভস্থ নদী বা হ্রদাকার বিলাদিতে এই মৎস্য জন্মিতে দেখা যায়।

এই মাছের মাংস খাইতে উত্তম। এ কারণ অনেকে প্রপাতময় পার্ব্বত্য নদীবক্ষে আসিয়া এই মৎস্যশিকারে প্রবৃত্ত হয়। এক একটী মৎস্য প্রায় আধ মণ হইতে এক মণ পর্য্যন্ত ওজনের হইয়া থাকে। ইহাদের দন্ত অত্যন্ত ধারাল। শম্বুক, কাঁকড়া ও নানা জাতীয় মৎস্য ইহাদের প্রধান আহার্য্য। ইহারা প্রজাপতি, পতঙ্গ, বনফল ও পিটুলীবাটা প্রভৃতি বড় আগ্রহে ভোজন করে। হরিদ্বারের স্নানঘাটে পিণ্ডপূজার সময় ইঁহারা পিণ্ডভক্ষণ করিতে আইসে।

ইহাদের পটপটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। দেশীয় লোকে বিশেষ আদরের সহিত উহা ক্রয় করিয়া থাকে। পেট কামড়ান, বিসূচিকা ও সূতিকাজ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী।
মহাশিরস্ (পুং) মৎস্যভেদ। (বৈদ্যকনি°) ২ দর্ব্বীকর জাতীয় সর্পভেদ। গোধেয়ক জাতিভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অ°)
মহাশোল, মৎস্যজাতি বিশেষ। এই মাছ উৎকৃষ্ট আস্বাদযুক্ত ও বলকর।

মহাশিরঃসমুদ্ভব (পুং) জৈনদিগের ষষ্ঠ বাসুদেব।
মহাশিরোধর (ত্রি) বৃহৎ গ্রীবা।
মহাশিলা (স্ত্রী) শস্ত্রভেদ।
মহাশিব (পুং) মহাংশ্চাসৌ শিবঃ কল্যাণরূপী চ। মহাদেব।
মহাশীতবতী (স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের পঞ্চ মহাদেবীর অন্তর্গত দেবীভেদ।
মহাশীতা (স্ত্রী) মহত্যধিকা শীতা শীতবীর্য্যা। ১ শতমূলী। (শব্দচ°) (ত্রি) মহৎ শীতং শীতগুণোঽস্য। ২ অতিশীতবীর্য্যযুক্ত। ৩ বনস্পতিবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)
মহাশীর্ষ (পুং) শিবানুচরভেদ।
মহাশীল (পুং) জনমেজয়ের পুত্রভেদ।
মহাশুক্তি (স্ত্রী) মহতী শুক্তিঃ মুক্তাকরত্বেনাস্যা মহত্বং। মুক্তামাতা, মুক্তাপ্রসবিনী শুক্তি, মুক্তাগৃহ। ঝিনুক। (রাজনি°) মহতী স্থূলা শুক্তিঃ। ২ বৃহৎ শুক্তি।
মহাশুক্লা (স্ত্রী) মহতী চাসৌ শুক্লা শুক্লবর্ণা চ। ১ সরস্বতী। (ভূরিপ্র°) (ত্রি) ২ অতি শুভ্রবর্ণযুক্ত।
মহাশুণ্ডী (স্ত্রী) হস্তিশুণ্ডী নামক মহাক্ষুপ। চলিত হাতিশুঁড়। (রাজনি°)
মহাশুভ্র (ক্লী) মহান্ শুভ্রো বর্ণোঽস্য। ১ রজত। (রাজনি°) (ত্রি) ২ অতিশয় শুভ্রবর্ণযুক্ত।
মহাশূদ্র (পুং) মহান্ শূদ্রঃ। আভীর, গোপ। "দাসঃ পাদৌ প্রক্ষালয়তি মহাশূদ্রউপসিঞ্চতি।" (কৌশিকসূ° ২।১৬) ৩ শূদ্রের মধ্যে গোপ ও নাপিত।
মহাশূদ্রী (স্ত্রী) মহাশূদ্রস্য ভার্য্যা ইতি (অজাদ্যতষ্টাপ্। পা ৪।১।৪) ইত্যত্র মহৎ পূর্ব্বস্য প্রতিষেধঃ ইতি কাশিকোক্ত্যা পুংযোগলক্ষণা ঙীষ্। আভীরী। (অমর)
মহাশূন্য (ক্লী) আকাশ, ব্যোম।
মহাশূন্যতা (স্ত্রী) মহাশূন্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ ব্যোমের ভাব। ২ যোগীদিগের নিরুদ্ধাবস্থা।
মহাশৈরীষ (ক্লী) সামভেদ।
মহাশৈল (পুং) পর্ব্বতভেদ।
মহাশোণ (পুং) নদীভেদ। শোণ।
মহাশৌণ্ডী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ শৌণ্ডী চেতি। শ্বেতকিণিহী বৃক্ষ। কটভীবৃক্ষ। (রাজনি°)
মহাশৌষির (পুং) মুখক্ষতরোগভেদ।
মহাশ্মন্ (পুং) পদ্মরাগ মণি।
মহাশ্মশান (ক্লী) মহচ্চ তৎ শ্মশানঞ্চেতি, অত্র হি জীবানাং মরণে সমূলকর্ম্মনাশতঃ পুনর্জন্মমরণাদ্যভাবাদস্য তথাত্বং। কাশী, এই স্থলে মানবের মৃত্যু হইলে সমুদয় কর্ম্ম বিনষ্ট হয়,

কর্ম্মের ফলে জীবের জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে, যদি মৃত্যুতে সমুদয় কর্ম্মের ধ্বংস হয়, তাহা হইলে আর জন্মমৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না। (কাশীখ°)

মহাশ্যামা (স্ত্রী) মহতী চাসৌ শ্যামা চেতি। ১ শ্যামালতা। (রত্নমালা) ২ শিংশপাবৃক্ষ কালশিশুগাছ। (রাজনি°) ৩ বৃক্ষপাদিবৃক্ষ। পর্য্যায়—

"কণ্টকাখ্যা মহাশ্যামা বৃক্ষপাদীতি বক্ষ্যতে।"(গরুড়পু°২০৮ অ°)

মহাশ্রম, তীর্থভেদ। এখানে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ নাশ হয়।

মহাশ্রমণ (পুং) মহান্ শ্রেষ্ঠশ্চাসৌ শ্রমণো বৌদ্ধভিক্ষুশ্চেতি। বুদ্ধবিশেষ, শাক্যমুনি, পর্য্যায়—সর্ব্বার্থসিদ্ধ, কুলিশাসন, গোপেশ। (হেম)

মহাশ্রাবক (পুং) শাক্যবুদ্ধের প্রধান শিষ্য।

মহাশ্রাবণিকা (স্ত্রী) মহতী চাসৌ শ্রাবণিকা চেতি। স্বনামখ্যাত মহাক্ষুপ, চলিত বড় থুলকুড়ী, পর্য্যায়,—মহামুণ্ডী, লোচনী, কদম্বপুষ্পী, বিকচা, ক্রোড়া, চোড়া, পলঙ্কষা, নদীকদম্ব, মুণ্ডাখ্যা, মহামুণ্ডিকা, মাতা, স্থবিরা, লোতনী, ভূকদম্ব, অলম্বুষা। ইহার গুণ—উষ্ণ, তিক্ত, ঈষৎ মধুর, বায়ুপ্রশমক, স্বরবর্দ্ধক, রেচক এবং রসায়ন। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ-মতে পর্য্যায়—মুণ্ডী, ভিক্ষু, শ্রাবণী, তপোধনা, শ্রবণাহ্বা, মুণ্ডিতিকা, শ্রবণশীর্ষিকা, মহাশ্রবণিকা, ভূকদম্বিকা, কদম্বপুষ্পিকা, তপস্বিনী। গুণ—পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, লঘু, মেধ্য, পাণ্ডু, শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা ও মেদোরোগনাশক। (ভাবপ্র°)

মহাশ্রাবণী (স্ত্রী) মহাশ্রাবণিকা। (সুশ্রুত)

মহাশ্রী (স্ত্রী) মহতী শ্রীরিব। বুদ্ধশক্তিবিশেষ। পর্য্যায়,—তারা, ওঙ্কারা, স্বাহা, শ্রী, মনোরমা, তারিণী, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরাত্মজা, খদূরবাসিনা, ভদ্রা, বৈশ্যা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বসুধারা, ধনন্দদা, ত্রিলোচনা, লোচনা। (ত্রিকা°)

মহাশ্রুতি (পুং) গন্ধর্ব্বভেদ।

মহাশ্ব (পুং) শ্রেষ্ঠ অশ্ব।

মহাশ্বশালা (স্ত্রী) রাজার অশ্বশালা।

মহাশ্বাস (পুং) ১ শ্বাসরোগভেদ। ২ মৃত্যুকালীন চরমশ্বাস।

মহাশ্বাসারিলৌহ, শ্বাস, হিক্কা প্রভৃতি উপশমনার্থ ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা এবং ত্রিফলা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কুলবীজের শাঁস, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর নামক দ্রব্য সমুদায়ের সূক্ষ্ম চূর্ণ ১ তোলা মাত্রায় লইয়া একত্র লৌহপাত্রে রাখিয়া লৌহদণ্ডের দ্বারা দুইপ্রহর কাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ মাষা হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত। মধু সহ সেবন করিলে মহাশ্বাস, পঞ্চ প্রকার কাস ও রক্তপিত্তাদি রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যরত্না° হিক্কাশ্বাসাধি°)

মহাশ্বেত ১ অতিশয় শ্বেত, তুষার ধবল। ২ মহাশণপুষ্পিকা, শ্বেতকিণিহী। ৩ শুভ্র শর্করাখণ্ড।

মহাশ্বেতা (স্ত্রী) মহত্যতিশয়া শ্বেতা, মহান্ শ্বেতো বর্ণো যস্যা বা। ১ সরস্বতী। (ত্রিকা°) ২ দুর্গা।

"শ্বেতং শুক্লং শিবস্থানং যস্মাচ্চেহ সমাগতা।
মহাভাবসমুৎপন্না মহাশ্বেতা ততঃ স্মৃতা॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

৩ কৃষ্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড। পর্য্যায়—ক্ষীরবিদারিকা, ক্ষীরবিদারী, ঋক্ষগন্ধিকা, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরকন্দা, ক্ষীরিকা। (শব্দরত্না°) ৪ শ্বেতাপরাজিতা। (রত্নমালা) ৫ সিতা। ৬ শ্বেতকিণিহী বৃক্ষ। (রাজনি°) ৭ কাদম্বরীবর্ণিত কিম্পুরুষবর্ষস্থিত হংস নামক গন্ধর্ব্বরাজের গৌরীগর্ভোদ্ভবা কন্যা।

মহাষষ্ঠী (স্ত্রী) মহতী চাসৌ ষষ্ঠী চ মহামঙ্গলদাত্রী ষষ্ঠী বা। দুর্গা, বালকদিগকে রক্ষা করেন বলিয়া এই নাম হইয়াছে। মহাষষ্ঠী-কবচ লিখিয়া বালকদিগের হস্তে ধারণ করাইলে তাহাদের সকল বিপত্তি বিদূরিত হয়।

কবচ, যথা—"ওঁ হুং হুং হুং দুর্গে দুর্গে নাশয় নাশয় হন হন দহ দহ মথ মথ বধ বধ সর্ব্বহিংস্রান্ মহাষষ্ঠীরূপেণ বালকং রক্ষ রক্ষ চিরজীবিনং কুরু কুরু শ্রীং হ্রীং হুং ফট্ স্বাহা"॥
(যোগিনীতন্ত্র)

মহাষট্পলঘৃত, ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী,—ঘৃত ৪ সের, দশমূলের কাথ ৪ সের, আদার রস ৪ সের, চুক্র ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাত ৪ সের, কাঁজি ৪ সের। কল্কার্থ সচল লবণ, পঞ্চকোল (মিলিত), সৈন্ধব লবণ, হবুষ, বিট্লবণ, বনযমানী, যবক্ষার, হিঙ্গু, জীরা, উদ্ভিদলবণ, কৃষ্ণজীরা ও যমানী প্রত্যেক ৪ তোলা। এই ঘৃত অন্নের সহিত বা কেবল ঘৃতই সেবনীয়। ক্রিমি, জ্বর ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ উপকারক। (ভৈষজ্যরত্না° গ্রহণ্যধিকার)

মহাষোঢ়ান্যাস (পুং) মুদ্রাভেদ।

মহাষ্টমী (স্ত্রী) মহত্যা মহাদেব্যা অষ্টমী, মহতী অষ্টমীতি বা। আশ্বিনমাসের শুক্লাষ্টমী, চান্দ্র আশ্বিন মাসেই এই অষ্টমী হইবে। এই তিথি ভগবতী দুর্গাদেবীর অতিশয় প্রীতিকরী, এজন্য ইহাকে দুর্গাষ্টমীও কহে।

"আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্তু ভবেদ্ যা অষ্টমী তিথিঃ।
মহাষ্টমীতি সা প্রোক্তা দেব্যাঃ প্রীতিকরা পরা॥"
(কালিকাপু° ৫৯অ°)

এই মহাষ্টমী তিথিতে ভগবতী দুর্গা দেবীকে নানাবিধ উপহার এবং মাংসাদি দ্বারা পূজা করা আবশ্যক। এই তিথিতে পূজা ও উপবাস উভয়ই করিতে হয়। বালক, বৃদ্ধ ও রোগী ব্যতীত উপবাস সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু উপবাসে একটু বিশেষত্ব এই যে, পুত্রবান্ ব্যক্তি এই অষ্টমী তিথিতে নিরম্বু উপবাস করিবেন না। তদ্ভিন্ন সকলেই নিরম্বু উপবাস করিবেন। মহাষ্টমীর উপবাস করিলে পাপ বিনষ্ট হইয়া অশেষ পুণ্য হইয়া থাকে।

"পাগ্‌লার চোদ্দ, পাগলীর আট্,
এ করিয়ে জনম্ কাট্" (খনা)

পাগ্‌লার চোদ্দ বা শিবচতুর্দ্দশী এবং পাগ্‌লীর আট্ বা মহাষ্টমী করিয়া জনম কাটাও, অর্থাৎ ইহার অনুষ্ঠানে সকল পাপরাশি নষ্ট হইবে। অষ্টমীর উপবাস করিয়া নবমীর দিন পারণ করিতে হয়। এই মহাষ্টমী তিথিতে দেবীর উদ্দেশে বিভবানুসারে অর্দ্ধরাত্রকালে পূজা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই সময়ে পূজা অনন্তফলজনক। *

মহাসংখ্যা (স্ত্রী) বহুসংখ্যা। অত্যধিক সংখ্যা।

মহাসংজ্ঞা (স্ত্রী) অত্যূর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মহাসতী (স্ত্রী) নির্ম্মলচরিত্রা পতিব্রতা ভার্য্যা।

মহাসতোবৃহতী (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোভেদ।

মহাসতোমুখা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ।

মহাসত্তা (স্ত্রী) বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব।

মহাসত্র (ক্লী) সোমযাগভেদ।

মহাসত্ত্ব (ক্লী) ১ মহাবল বা মহাশক্তি। (ত্রি) ২ সত্ত্বগুণশালী, উচ্চান্তঃকরণবিশিষ্ট। (পুং) ৩ বৃহদাকার জীব। ৪ বোধিসত্ত্বভেদ। ৫ কুবের। ৬ শাক্যমুনি।

মহাসত্য (পুং) যমরাজ।

* "অষ্টম্যাং রুধিরৈর্মাংসৈর্মহামাংসৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
পূজয়েদ্বহুজাতীয়ৈর্বলিভির্ভোজনৈঃ শিবাম্॥
সিন্দূরৈঃ পট্টবাসৈশ্চ নানাবিধবিলেপনৈঃ।
পুষ্পৈরনেকজাতীয়ৈঃ ফলৈর্বহুবিধৈরপি॥
উপবাসং মহাষ্টম্যাং পুত্রবান্ ন সমাচরেৎ।
যথা তথৈব পূতাত্মা ব্রতী দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
পূজয়িত্বা মহাষ্টম্যাং নবম্যাং বলিভিস্তথা।
বিসর্জ্জয়েদ্দশম্যান্ত শ্রবণে সাবরোৎসবৈঃ॥
তস্যা অর্দ্ধরাত্রপূজা যথা—
কন্যাসংস্থে রবাবীশে শুক্লাষ্টম্যাং প্রপূজয়েৎ।
সোপবাসো নিশার্দ্ধে তু মহাবিভববিস্তরৈঃ॥
পূজাং সমারভেদ্দেব্যা নক্ষত্রে বারণেঽপি বা।
পশুঘাতশ্চ কর্ত্তব্যো গবলাজবধস্তথা॥" (তিথিতত্ত্ব)

মহাসন (ক্লী) সিংহাসন।

মহাসন্ধিবিগ্রহ (পুং) শান্তিস্থাপন ও যুদ্ধ সজ্ঘটনাদি কার্য্যের প্রধান সাচিব্য।

মহাসন্ন (পুং) মহান্ অতিশয়ঃ সন্নো বিষণ্ণঃ, কুদেহত্বাৎ, যদ্বা মহতো হিমাদ্রের্মহাদেবস্ত বা আসন্নঃ নিকটবর্ত্তী। ১ কুবের। (শব্দমালা) মহদতীব আসন্নঃ। ২ অতি নিকট।

মহাসপ্তমী (স্ত্রী) আশ্বিনের শুক্লা সপ্তমী।

মহাসফর (পুং) মহাংশ্চাসৌ সফরশ্চেতি। বৃহৎ প্রোষ্ঠী মৎস্য, বড় পুটীমাছ। ইহার গুণ—তিক্ত ও কফনাশক, শীতল, মধুর, রুচিকর এবং বায়ুবর্দ্ধক। (ভাবপ্র॰) ২ পার্ব্বত্য মৎস্য, চলিত পাব্দা মাছ।

মহাসমঙ্গা (স্ত্রী) মহতী চাসৌ সমঙ্গা চ। বৃক্ষবিশেষ। হিন্দী—কগহিয়া, খিড়িহিটিরা; বঙ্গে—খোরচিকণা, ভেড়ু। পর্য্যায়—ওদনিকা, ওদনাহ্বয়া, বৃক্কা, রুহা, বৃদ্ধবলা, তণ্ডুলা, ভুজঙ্গজিহ্বা, শীতপাকিনী, শীতবলা, শীতাবলা, বলোত্তরা, বলা, খিরহিট্টী, ব্যালজিহ্বা। ইহার গুণ—মধুর, অম্ল, দোষত্রয়নাশক। (রাজনি॰)

মহাসমাপ্ত (পুং) অত্যূর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মহাসমুদ্র (পুং) মহাসাগর।

মহাসম্ভব (পুং) জগদ্ভেদ।

মহাসম্মত (ত্রি) ১ অতিশয় সম্মানিত। ২ বৌদ্ধমতে—বর্ত্তমানযুগের প্রথম ধরণীশ্বর।

মহাসম্মতীয় (পুং) বৌদ্ধসম্প্রদায় ভেদ।

মহাসম্মোহন (ত্রি) ১ অতিশয় মুগ্ধতাকর। (ক্লী) ২ তন্ত্রভেদ।

মহাসরস্বতী (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠা সরস্বতী।

মহাসরোজ (ক্লী) অত্যূর্দ্ধ সংখ্যাবিশেষ, মহাপদ্ম। দশ নিখর্ব্বে এক পদ্ম, দশ পদ্মে এক মহাপদ্ম।

মহাসর্গ (পুং) মহাংশ্চাসৌ সর্গশ্চেতি। প্রলয়ের পর জগতের পুনরায় সৃষ্টি।

মহাসর্জ (পুং) মহাংশ্চাসৌ সর্জশ্চ। ১ অসন বৃক্ষভেদ। (Terminalia Tomentosa) ২ পনস বৃক্ষ, (Artacarpus Integrifolia) কাঁঠালগাছ। (রাজনি॰)

মহাসর্প (ক্লী) সামভেদ।

মহাসহ (পুং) সহতে ইতি সহ-অচ্, মহান্ সহঃ। কুব্জক বৃক্ষ। গৌড়াদিতে চলিত নাম বাণপুষ্প। পর্য্যায়—

"অম্লাতোঽম্লাটনঃ প্রোক্তস্তথাম্লাতক ইত্যপি।
কুরণ্টকো বর্ণপুষ্পঃ স এবোক্তো মহাসহঃ॥" (ভাবপ্র॰)

মহাসহস্রপ্রম(র্দ্দ)র্দ্দিনী (স্ত্রী) ১ বৌদ্ধদেবতাভেদ। ২ বৌদ্ধসূত্রভেদ।

মহাসহা (স্ত্রী) মহাসহ—স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ মাষপর্ণী। (বৈদ্যক রত্নমালা) ২ অম্লানবৃক্ষ, কুব্জক। (ভাবপ্র°)

মহাসাগরপ্রভাগম্ভীরধর (পুং) গরুড়দিগের রাজভেদ।

মহাসাংখ্যায়ন (পুং) মহাসাঙ্খ্যের গোত্রাপত্য।

মহাসাঙ্ঘিক (পুং) বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ।

মহাসাধনভাগ (পুং) ১ রাজকার্য্যের প্রধান (Executive minister or officer) ২ প্রধান মন্ত্রী। (রাজতর° ৪। ১৪৩)

মহাসাধু (ত্রি) অতিশয় সাধু।

মহাসাধ্বী (স্ত্রী) মহাসতী।

মহাসান্তপন (ক্লী) মহৎ সান্তপনং। ব্রতবিশেষ। জাবাল-মতে এই ব্রত সপ্তাহসাধ্য। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথম দিন গোমূত্র ভোজন, দ্বিতীয় দিন গোময়, তৃতীয় দিন দুগ্ধ, চতুর্থ দিন দধি, পঞ্চম দিন ঘৃত ও ষষ্ঠ দিন কুশোদক পান এবং সপ্তম দিনে নিরম্বু উপবাস করিতে হয়। এই ব্রত অতিশয় কষ্ট সাধ্য। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে, এই সপ্তাহসাধ্য ব্রতের নাম সান্তপন, ইহার তিন গুণ অধিক হইলে মহাসান্তপন হয়, এই মতে এই ব্রত ২১ দিন ধরিয়া করিতে হয়। যে স্থলে সপ্তাহসাধ্য মহাসান্তপন তথায় সান্ত-পন ব্রত দুই দিনে হয়। সপ্তাহসাধ্য সান্তপন স্থলে একবিংশতি দিনে মহাসান্তপন হইবে। এই মহাসান্তপন ব্রতানুষ্ঠান করিলে মহাপাতক বিনষ্ট হয়। ইহাতে অশক্ত হইলে ৬টী ধেনু দান করিলে ইহার সমান হয়। অর্থাৎ যিনি এই বহু-ক্লেশকর ব্রত করিতে অপারগ, তিনি ৬টী ধেনু দান করিলে মহাসান্তপন ব্রতের ফল প্রাপ্ত হইবেন।* [সান্তপন দেখ]

মহাসান্ধিবিগ্রহিক (পুং) মহাংশ্চাসৌ সান্ধিবিগ্রহিকশ্চেতি। রাজ্যের শান্তিস্থাপক ও যুদ্ধাদি বিষয়ের ব্যবস্থাপক সচিব। (Prime-minister of Peace and war and the Secretary.)

মহাসামন্ (ক্লী) সামভেদ।

মহাসামন্ত (পুং) সীমান্তপ্রদেশের অধীন রাজা।

মহাসামরাজ্ঞ (ক্লী) সামভেদ।

মহাসার (পুং) মহান্ সারঃ স্থিরাংশো যস্য। দুর্খদির। বিট্‌খদির। (রাজনি°)

মহাসারথি (পুং) ১ অরুণ। (হেম) ২ শ্রেষ্ঠসারথি।

মহাসার্থ (পুং) দলবদ্ধ যাত্রী।

মহাসাবেতস (ক্লী) সামভেদ।

মহাসাহস (ক্লী) মহচ্চ তৎ সাহসঞ্চেতি। ১ অতি বলাৎকার-কৃত কার্য্য। ২ অতিশয় দম্ভ। (মেদিনী) মহৎ সাহসমত্র, ৩ অতি দুষ্কৃত কর্ম্ম। ৪ অতিশয় দ্বেষ। (হেম) ৫ মহাবল।

মহাসাহসিক (ত্রি) মহানতিশয়ঃ সাহসিকঃ। ১ চৌর। ২ অত্যন্ত সাহসযুক্ত। ৩ বলপূর্ব্বকাপহারক।

"চাটতস্করদুর্ব্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ১অ°)

'মহাসাহসিকাঃ সহোবলং সহসা বলেন কৃতং সাহসং মহচ্চ তৎ সাহসঞ্চ মহাসাহসং তেন বর্ত্তন্ত ইতি মহাসাহসিকাঃ প্রসহ্যাপহারিণঃ' (মিতাক্ষরা)

মহাসাহসিকতা (স্ত্রী) মহাসাহসিকস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। মহাসাহসিকের ভাব বা ধর্ম্ম। মহাসাহসিকের কার্য্য।

মহাসিংহ (পুং) মহান্ সিংহ ইব। ১ শরভ। (রাজনি°)

মহাংশ্চাসৌ সিংহশ্চেতি। ২ বৃহৎ সিংহ, ভগবতী দুর্গাদেবীর বাহন মহাসিংহ।

"উত্থায় চ মহাসিংহং দেবী চণ্ডমধাবত।" (চণ্ডী)

মহাসিংহতেজস্ (পুং) বুদ্ধভেদ। (ললিতবিস্তর ৫।১৫)

মহাসিদ্ধ (ত্রি°) যোগসিদ্ধ, যোগ দ্বারা যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

মহাসিদ্ধি (স্ত্রী) মহতী সিদ্ধিঃ। অষ্টসিদ্ধির অন্তগত সিদ্ধিভেদ। [সিদ্ধি দেখ।]

মহাসুখ (ক্লী) মহৎ সুখমস্মিন্। ১ শৃঙ্গার। (ত্রিকা°) মহচ্চ তৎ সুখঞ্চ। ২ অতিশয় আনন্দ। (ত্রি) মহৎ সুখমস্য। ৩ অতিশয় সুখযুক্ত। (পুং) মহৎ সুখং ঈশ্বরানন্দোঽস্য অস্মাদ্বা। ৪ বুদ্ধদেব। (ত্রিকা°)

মহাসুগন্ধ (ত্রি) মহান্ সুগন্ধোঽস্য। ১ অতি সুগন্ধযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। মহাসুগন্ধা—গন্ধনাকুলী। (রাজনি°)

মহাসুগন্ধষট্ক (ক্লী) মহাসুগন্ধানাং ষট্কং। ছয়প্রকার মহাসুগন্ধি দ্রব্য, যথা—চন্দন, কস্তুরী, কর্পূর, কৃষ্ণাগুরু, মূর্ব্বা ও কুঙ্কুম। (বৈদ্যকনি°)

---

* পৃথক্ সান্তপনৈর্দ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসকঃ।
সপ্তাহেনৈব কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনঃ স্মৃতঃ॥
এতৎ সপ্তাহসাধ্যং জাবালঃ—
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
একৈকং ক্রমশোঽশ্নীয়াদহোরাত্রমভোজনম্॥
কৃচ্ছ্রঃ সান্তপনো নাম সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ।
একৈকমেতদেবং হি ত্রিরাত্রমুপযোজয়েৎ।
ত্র্যহঞ্চোপবসেদন্ত্যং মহাসান্তপনে বিধিঃ॥
এষ সপ্তাহসাধ্যঃ সান্তপনমুক্তা একবিংশতিদিনসাধ্যং মহাসান্তপনমুক্তম্। মহাসান্তপনং ধেনুষট্কদানসমম্। জাবালোক্তমহাসান্তপনং একবিংশতি-দিনসাধ্যত্বেন সপ্তাহসাধ্যসান্তপনাৎ মহাসান্তপনে ধেনুষট্কং দেয়ম্।" (প্রায়শ্চিত্ত বিবেক)

মহাসুগন্ধি (স্ত্রী) বিষঘ্ন ঔষধভেদ। (সুশ্রুত)

মহাসুগন্ধিতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী,—তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, বেণার মূল, প্রিয়ঙ্গু, ছোটএলাচ, গোরোচনা, শিলারস, অগুরু, মৃগনাভি, কর্পূর, জয়িত্রী, জাতীফল, কাকোলীফল, গুবাক-ফল, লবঙ্গ, লালুকা, মাংসী, কুড়, রেণুকা, তগরপাদিকা, কৈবর্ত্তমুস্তক, নখী, ব্যাঘ্রনখা, পৃক্কা, বোল, দমনক, গাঠিয়ান, চোরক, শিলাজতু, এলবালুক, সরলকাষ্ঠ, ছাতিয়ান, লাক্ষা, ভূম্যামলকী, বীরণমূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধাইফুল, পুণ্ডরায়া ও শঠী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, জল ১৬সের পরে তৈল-পাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে শারীরিক ঘর্ম্ম, মল ও দুর্গন্ধ, কণ্ডূ ও কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়। সপ্ততি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিও এই তৈল ব্যবহারে যুবার ন্যায় সুদৃশ্য হয় এবং শুক্রাধিক্য হওয়ায় কামিনীগণের প্রিয় হইয়া থাকে। ইহাতে বন্ধ্যাস্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দোষ দূর হয় এবং ষণ্ডব্যক্তিরও পুরুষত্ব শক্তির বৃদ্ধি হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ হয়। (ভাবপ্র০ স্থৌল্যরোগাধি০)

মহাসুগন্ধিতৈল, তৈলৌষধভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী;—তিলতৈল ৪সের, মঞ্জিষ্ঠা, চোর কাঁচকী, দেবদারু, সরল কাষ্ঠ, ব্যাঘ্রী (গন্ধদ্রব্যবিশেষ), বচ, গুবাকবৃক্ষের ছাল, গুড়ত্বক্, গন্ধতৃণ, শঠী, হরীতকী, বহেড়া, আমলা ও মুতা। এই সকল গন্ধকল্ক প্রত্যেক ২ পল ওজনে গ্রহণ করিয়া প্রথমে পাক করিবে। পরে জটামাংসী, মুরামাংসী, দনা, চম্পক-পুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, গুড়ত্বক্, গেটেলা, বালা, কুড়, মরুবক পুষ্প ও পিড়িং শাক প্রত্যেক ২ পল। গন্ধবিরাজা, কুন্দরখোটী, নখী, নালুকা ও শুলফা প্রত্যেক ১ পল। ইহা দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক পাক করিবে। এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতী-পুষ্প, খাটাশী, কাঁকলা, অগুরু, লতাকস্তুরী ও কুঙ্কুম্ প্রত্যেক ৪ তোলা। মৃগনাভি ২ তোলা, কর্পূর ১ তোলা বা ৬ মাষা ৪ রতি, এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৃতীয় কল্ক পাক করিবে। পাক সাঙ্গ হইলে তৈল হইতে খাটাশী উদ্ধৃত করিয়া উত্তম-রূপে শিলাতে পেষণপূর্ব্বক পুনরায় তৈলে মিশাইয়া দিবে। বিল্বাদি পঞ্চ পল্লবের ক্বাথ দ্বারা প্রথম কল্ক পাক করিবে। গন্ধাম্বু দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক এবং অগুরুধূপিত গন্ধবারি দ্বারা তৃতীয় কল্ক পাক করিবে। মহারাজগন্ধপ্রসারিণী তৈলের ন্যায় ইহাতেও গন্ধদ্রব্য সকল শোধন করিয়া লইতে হইবে। ইহা ব্যবহার করিলে বিবিধ বাতব্যাধি প্রশমিত হয়।

উল্লিখিত কল্ক সমুদায় দ্বিগুণ পরিমাণে লইয়া তৈলে দিয়া পাক করিলে উহাকে লক্ষ্মীবিলাস তৈল কহে।

মহাসুদর্শন (পুং) চক্রবর্ত্তী রাজভেদ।

মহাসুপর্ণ (পুং) পক্ষিভেদ। (শতপথব্রা০ ১২।২।৩।৭)

মহাসুর (পুং) দানবভেদ।

মহাসুরী (স্ত্রী) মহাদেবী দুর্গা।

মহাসুহয় (পুং) শ্রেষ্ঠ অশ্ব। (শতব্রা০ ১৪।৯।২।১৩)
(পুং) ১ ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের এক ঋষি।

মহাসূক্ত (ক্লী) ২ বৈদিক মহাস্তোত্র। (ঐত০ব্রা০ ৬।২৫) ৩ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১—১২৮ সূক্ত।

মহাসূক্ষ্ম (ত্রি) মহাংশ্চাসৌ সূক্ষ্মশ্চ। অতিশয় সূক্ষ্ম।

মহাসূক্ষ্মা (স্ত্রী) মহদতীব সূক্ষ্মা। বালুকা। (রাজনি০)

মহাসূচিব্যূহ (পুং) ব্যূহভেদ, যুদ্ধকালে সৈন্যসংস্থাপন-প্রক্রিয়া বিশেষ।

মহাসূত (পুং) রণবাদ্যভেদ।

মহাসেতু (পুং) ১ বৃহৎ সেতু। ২ মন্ত্রভেদ।

মহাসেন (পুং) মহতী সেনা যস্য। ১ কার্ত্তিকেয়। (অমর) মহতী সেনা অনুচরোঽস্য। ২ শিব। ৩ মহাসেনাপতি। (মেদিনী) ৪ বুদ্ধার্হৎ পিতৃবিশেষ। (হেম) ৫ রাজবিশেষ।
(ত্রি) ৬ বিপুলসৈন্যবিশিষ্ট। (কথাসরিৎসা০ ১১।৩৪)

মহাসেননরেশ্বর (পুং) অষ্টম অর্হতের পিতা। (হেম)

মহাসেনা (স্ত্রী) বিপুল সৈন্য।

মহাসেনাব্যূহপরাক্রম (পুং) যক্ষরাজভেদ।

মহাসোম (পুং) সোমভেদ।

মহাসৌষির (পুং) দন্তবেষ্টগত রোগবিশেষ। এই রোগে দন্তচালন, তালুদারণ, দন্তমাংসপূতিত্ব এবং মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ হয়। ভোজমতে এই রোগ হইলে ৭ দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। ইহাতে সন্নিপাত জ্বর, সপূয় রুধিরস্রাব এবং দন্ত-বন্ধন সকল শিথিল হয়।

"মহাসৌষির ইত্যেবং সপ্তরাত্রান্নিহন্ত্যসূন্।
সসন্নিপাতজ্বরবান্ সপূয়রুধিরস্রুতিঃ॥
মহাসুষির ইত্যুক্তো বিশীর্ণদ্বিজবন্ধনঃ॥"(বাভট উ০ ২১অ০)

এই রোগের নামান্তর মহাসুষির এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। [মুখরোগ দেখ।]

মহাস্কন্ধ (ত্রি) মহান্ স্কন্ধোঽস্য। ১বৃহৎ স্কন্ধযুক্ত। (পুং) ২ উষ্ট্র। স্ত্রিয়াং টাপ্। মহাস্কন্ধা—জম্বুবৃক্ষ, জামগাছ। (রাজনি০)

মহাস্কন্ধিন্ (পুং) অষ্টপদবিশিষ্ট জন্তুভেদ, শরভ।

মহাস্তূপ (পুং) বৌদ্ধ স্মৃতিরক্ষিত মন্দিরাকার উচ্চ স্তূপ।

মহাস্তোম (ত্রি) স্তোমযুক্ত। (ঐত০ব্রা০ ৯।১৯)

মহাস্ত্র (ক্লী) অস্ত্রবিশেষ। প্রধান অস্ত্র, শ্রেষ্ঠ অস্ত্র।

মহাস্থলী (স্ত্রী) স্থল (জানপদকুণ্ডগোলেত্যাদি। পা ৪।১।৪২) ইতি ঙীষ্, মহতী স্থলী। ১ পৃথিবী। ২ শ্রেষ্ঠস্থান, অত্যুত্তম স্থান।

মহাস্থবির (পুং) বৃদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষু।

মহাস্থান (ক্লী) উচ্চ স্থান।

মহাস্থানপ্রাপ্ত (পুং) বোধিসত্বভেদ।

মহাস্থাল (পুং) বৃক্ষভেদ।

মহাস্নায়ু (পুং) মহতী স্নায়ুঃ। অস্থিবন্ধননাড়ী। কণ্ডরা, রক্তবহা মহানাড়ী। (হেম)

মহাস্নেহ (পুং) ছর্দ্দিরোগে স্নেহৌষধবিশেষ।

প্রস্তুত-প্রণালী,—ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ রাস্না, জীরক, জীবন্তী, বেড়েলা, কণ্টকারী, পুনর্ণবা, বামনহাটী, শালপাণি, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ৫।০ সওয়া পাঁচ তোলা, দধিমাত ১ সের এবং অম্লবর্গ গ্রহণ করিয়া যথাবিধানে এই স্নেহৌষধ প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার ছর্দ্দিরোগ প্রশমিত হয়। (বাভট চিকি০ ৬ অ০) ২ ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা। (চরকসূত্রস্থা০ ১ অ০)

মহাস্পদ (ত্রি) মহান্ আস্পদো যস্য। মহাপ্রভাবশালী, মহাশক্তিসম্পন্ন।

মহাস্মৃতি (স্ত্রী) ১ চিরপ্রচলিত বাক্য, কিংবদন্তী। ২ দুর্গা।

মহাস্রগ্বিন্ (পুং) মহতী স্রক্ অস্থিমালা সা অস্ত্যস্যেতি বিনি। মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১৩৪)

মহাস্বন (পুং) মহান্ স্বনঃ শব্দো যস্য। ১ মল্লতূর্য্য। (ত্রিকা০) মহান্ স্বনঃ। ২ বৃহচ্ছব্দ। (ত্রি) ৩ তদ্যুক্ত, বৃহৎশব্দবিশিষ্ট।

"অনর্দ্ধহাসী সোন্মাদস্তির্য্যক্‌প্রেক্ষা মহাস্বনঃ।" (ভারত৫।১৫।৫)

৪ অসুরভেদ।

মহাস্বর (ত্রি) ১ উচ্চস্বরযুক্ত। (পুং) ২ উচ্চস্বর।

মহাস্বাদ (পুং) স্বাদু, সুমিষ্ট।

মহাহংস (পুং) ১ হংসভেদ। ২ বিষ্ণু। (ভাগ০ ৬।৫।২৮)

মহাহনু (পুং) মহতী হনুর্যস্য। ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩৪) ২ সর্পবিশেষ, এই সর্প তক্ষকজাতীয়।

"মুদ্গরঃ শিশুরোমা চ সুরোমা চ মহাহনুঃ।
এতে তক্ষকজা নাগাঃ প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্॥"
(মহাভারত ১।৫৭।১০)

(ত্রি) ৩ বৃহৎ হনুযুক্ত। ৪ দানবভেদ।

মহাহয় (পুং) রাজভেদ। (ভাগ০ ৯।২৩।২১) ২ মহান্ অশ্ব।

মহাহর্ম্ম্য, (ক্লী) রাজপাসাদ। (রাজতর০ ২।১৩৩)

মহাহব (পুং) মহান্ আহবঃ। ঘোরতর যুদ্ধ।

মহাহবিস্ (ক্লী) মহৎ সুপ্রশস্তং হবিঃ। ১ গব্যঘৃত, ঘৃতের মধ্যে গব্যঘৃত প্রশস্ত ও শ্রেষ্ঠ।

"গয়ায়ামথবা পিণ্ডং খড়্গামাংসং মহাহবিঃ।
কালশাকং তিলাজ্যং বা কৃশরং মাসতৃপ্তয়ে॥"(মার্ক০পু০ ৩২।৩৩)

২ বিষ্ণু। মহান্তি হবীংষি অত্র। ৩ বৃহদ্ যাগবিশেষ, শাকমেধ যজ্ঞ। "অথাতো মহাহবিষ এব তদ্যথা মহাবিষস্তথো তস্য" (শত০ ব্রা০ ২।৫।৩।২০)

মহাহস্ত (পুং) ১ শিব। (ত্রি) ২ বৃহদ্ হস্তযুক্ত।

মহাহস্তিন্ (ত্রি) বৃহদ্ হস্তযুক্ত। (ঋক্ ৮।৭০।১)

মহাহাস (পুং) মহান্ উচ্চহাসঃ। অট্টহাস্য। (শব্দরত্না০)

মহাহি (পুং) মহান্ অহিঃ। বৃহৎ সর্প, অনন্তনাগ। বাসুকি।

মহাহিক্কা (স্ত্রী) মহতী হিক্কা। তন্নামক হিক্কারোগবিশেষ।

"মর্ম্মাণ্যুৎপীড়য়ন্তীব সততং যা প্রবর্ত্ততে।
মহাহিক্কেতি সা জ্ঞেয়া সর্ব্বগাত্রপ্রকম্পিনী॥" (মাধবনিদান)

এই রোগে মর্ম্ম সকল অতিশয় উৎপীড়িত হয় এবং হিক্কাকালে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে। [হিক্কা শব্দ দেখ]

মহাহিগন্ধা (স্ত্রী) গন্ধনাকুলী। (রাজনি০)

মহাহিমবৎ (পুং) মহাহিম অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। হিমালয় পর্ব্বত।

মহাহিবলয় (ত্রি) মহাসর্প দ্বারা বেষ্টিত।

মহাহিশয়ন (ক্লী) বিষ্ণুর অনন্তশয্যা।

"নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহিশয়নং হরেঃ" (উদ্ভট)

মহাহেতু (পুং) অত্যুর্দ্ধ সংখ্যা।

মহাহ্ন (পুং) মধ্যাহ্ন, মধ্যদিন।

মহাহ্রদ (পুং) ১ বৃহৎ পুষ্করিণী। (মনু ১১।২৬৩) ২ তীর্থভেদ। ৩ শিব।

মহাহ্রস্ব (ত্রি) অতি খর্ব্ব। স্ত্রিয়াং টাপ্, মহাহ্রস্বা কপিকচ্ছু।

মহি (স্ত্রী) মহ্যতে ইতি মহ-পূজায়াং অদন্ত চুরাদি, (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। ১ পৃথিবী। (শব্দমালা) ২ মহৎ। "সত্যোমন্তুর্মহি কর্ম্ম করিষ্যতঃ" (ঋক্ ২।২৪।১৪) 'মহি মহৎকর্ম্ম করিষ্যতঃ' (সায়ণ) ৩ মহিমা।

"দন্তৈশ্চতুর্ভিঃ শ্বেতাদ্রেহরন্ ভগবতো মহিম্॥" (ভাগ০ ৮।৮।৪)

'মহিং মহিমানং' (স্বামী) ৪ মহত্তত্ত্ব। "বিজ্ঞানশক্তিং মহিমামনন্তি" (ভাগ০ ২।১।৩৫) 'মহিং মহত্তত্ত্বং' (স্বামী)

মহিকা (স্ত্রী) মহ (কুন্ শিল্পিসংজ্ঞয়োরপূর্ব্বস্যাপি। উণ্ ২।৩২) ইতি কুন্ টাপ্, অত ইত্বং। হিম। (অমর)

মহিকেরু (ত্রি) প্রৌঢ়কর্ম্মা। "মহিকেরব উতয়ে প্রিয়মেধা অহূষত" (ঋক্ ১।৪৫।৪) 'মহিকেরবঃ প্রৌঢ়কর্ম্মাণঃ, মহপূজায়াং ঔণাদিক ইন্ প্রত্যয়ঃ, ডুকৃঞ্-করণে কৃগাবাজীত্যুণ্, মহয়ো মহান্তঃ কারবো যেষাং তে তথোক্তাঃ, আকারস্যৈকারাদেশশ্ছান্দসঃ, বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং' (সায়ণ)

মহিক্ষত্র (ত্রি) প্রভূত বল, অতিশয় পরাক্রমশালী।
"বরুণায় বিপাগিরা মহিক্ষত্রাবৃতং বৃহৎ" (ঋক্ ৫।৫৮।১)
'মহিক্ষত্রৌ প্রভূতবলৌ যুবাং' (সায়ণ)

মহিঞ্জক (পুং) মূষিক। (বৈদ্যকনি°)

মহিত (ত্রি) মহ্যতে স্মেতি মহ-পূজায়াং (মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ। পা ৩।২।১৮৮) ইতি ক্ত। ১ পূজিত। ২ পিতৃগণবিশেষ।
"মহান্ মহাত্মা মহিতো মহিমাবান্ মহাবলঃ।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৯৬।৪৩)
স্ত্রিয়াং টাপ্। মহিতা, নদীভেদ। (ভারত ৬।৯।২১) ৪ মহত্ব।
"সখ্যুঃ সখেব পিতৃবৎ তনয়স্ত সর্ব্বং
সেহে মহান্ মহিতয়া কুমতেরঘং মে।" (ভাগ ১।১৫।১৯)
'মহিতয়া মহত্বেন' (স্বামী)

মহিত্রী (স্ত্রী) ঋগ্বেদের ১০।১৮৫ সূক্তের মন্ত্রভেদ।

মহিত্ব (ক্লী) আধিক্য, প্রভূতত্ব, মহত্ব। "ইন্দ্রঃ পরশ্চ নু মহিত্বমস্ত বজ্রিণে" (ঋক্—১।৮।৫) 'মহিত্বং পূর্ব্বোক্তং দ্বিবিধং আধিক্যং, মহোরিন্ (উণ্ ৪।১১৭) ইত্যৌণাদিক ইন্, মহের্ভাবঃ মহিত্বং, ত্ব ইতি প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ' (সায়ণ)

মহিত্বন (ক্লী) মহত্ব। "তদ্বঃ সুজাতা মরুতো মহিত্বনং" (ঋক্ ১।১৬৬।১২) 'মহিত্বনং মহত্বং' (সায়ণ)

মহিদাস (পুং) ইতরার পুত্রভেদ। (ছান্দোগ্য উপ° ৩।১৬।৭)

মহিন্ (ত্রি) মহ 'প্রেক্ষাদিভ্য ইনিঃ' ইতি ইনিঃ। মহৎ।
"ভূমিং প্রবত্বতিমহ্যা জিনোষি মহিনি" (ঋক্ ৫।৮৪।১)
'মহিনি মহতি' (সায়ণ)

মহিন (ক্লী) মহতি মহ্যতে বা মহ-পূজায়াং, (মহেরিনণ্ চ। উণ্ ২।৫৬) ইতি চকারাদিত্যুক্তেঃ ইনন্। ১ রাজ্য। (উজ্জ্বল)
(ত্রি) ২ পূজনীয়। "ত্বম্ হুতৌ সখায়ঃ স্যাম মহিন! প্রেষ্ঠাঃ" (ঋক্ ৬।২৬।৮) মহিন পূজনীয় ইন্দ্র' (সায়ণ)

মহিনস (পুং) শিবের মূর্ত্তিভেদ। (ভাগবত ৩।১২।১২)

মহিন্দক (পুং) ১ ইন্দুর। ২ নকুল, বেজী। ৩ ভারবহনার্থ দন্তসংলগ্ন রজ্জু।

মহিমথ (ত্রি) দেবসঙ্ঘ। "অস্য স্তবে মহিমঘস্য রাধঃ" (ঋক্ ১।১২২।৮) 'মহিমঘস্য মহি মহৎ পূজ্যং মথোধনমন্নং বা যস্য দেবসংঘস্য' (সায়ণ)

মহিমন্ (পুং) মহতো ভাবঃ মহৎ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্ বা। উণ্ ৫।১।১২২) ইতি ইমনিচ্ ততঃ (টেঃ। পা ৬।৪।১৫৫) ইতি টিলোপঃ। মহত্ব, অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত ঐশ্বর্য্যবিশেষ।
"অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥"(অমরটীকা ভারত)
মহিমা ঐশ্বর্য্য লাভ হইলে তাহার প্রভাব এত বর্দ্ধিত হয় যে, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যোগ দ্বারাই অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। [যোগ শব্দ দেখ।]
২ মাহাত্ম্য। (ভাগবত ৮।৫।১৩) ৩ উৎকর্ষ। ৪ রাজতরঙ্গিণ্যুক্ত একজন মন্ত্রিপুত্র।
"সম্ভূয় চক্রদ্বৈরাজ্যং মহিম্নঃ পক্ষমাশ্রিতঃ।" (রাজত° ৬।২২০)

মহিমৎ (ত্রি) প্রচুর অধিক।
"যদ্ যদ্ গৃহে বরং কিঞ্চিৎ যদস্তি মহিমদ্বসু।"(ভারত ১৮।২২৫)

মহিমভট্ট (পুং) মম্মটভট্টের নামান্তর।

মহিমসুন্দর (পুং) জৈন গ্রন্থকারভেদ।

মহিমা (স্ত্রী) মহত্ব, মহিমন্।

মহিমাবৎ (ত্রি) পিতৃগণভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৬।৪৬)

মহিম্নার (পুং) জনৈক রাজা। (হরিব°)

মহির (পুং) মহ্যতে পূজ্যতে ইতি মহ-পূজায়াং সলিকল্যানি মহীতি। উণ্ ১।৫৫) ইতি ইলচ্ লস্য রত্বং। সূর্য্য। (ত্রিকা°)

মহিরকুল (পুং) জনৈক রাজা। [মিহিরকুল দেখ]

মহিলা (স্ত্রী) মহ্যত ইতি-মহ-পূজায়াং (সলিকল্যানিমহীতি। উণ্ ১।৫৫) ইতি ইলচ্ টাপ্। ১ স্ত্রীমাত্র। ২ প্রিয়ঙ্গুলতা। (অমর) ৩ রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°) ৪ মদমত্তা।
(শব্দরত্না°)

মহিলাখ্যা (স্ত্রী) মহিলা ইতি আখ্যা যস্যাঃ সা। মহিলা।

মহিলারৌপ্য (ক্লী) দক্ষিণদেশস্থ একটী নগর।

মহিলাহ্বয়া (স্ত্রী) মহিলা ইতি আহ্বয়ো যস্যাঃ সা। মহিলা, প্রিয়ঙ্গুলতা। পর্য্যায়—
"প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী কান্তা লতা চ মহিলাহ্বয়া।
গুন্দ্রা গুন্দ্রফলা শ্যামা বিষ্বক্‌সেনাঙ্গনাপ্রিয়া॥" (ভাবপ্র°)

মহিলি, ছোট নাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গবাসী পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ। পালকীবহন ও ক্ষেত্রকর্ষণই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। কেহ কেহ বাঁশের ঝুড়ী প্রভৃতিও প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ বাঁশফোঁড়, পাতর, সুলাকী, তাণ্ডি ও মুণ্ডা নামক পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। এই পাঁচ শ্রেণীতে আবার ৩৪টী স্বতন্ত্র থাক দৃষ্ট হয়। ঐ সকল বিভিন্ন বংশের নামের সহিত সাঁওতালদিগের শ্রেণীবিশেষের নামের সাদৃশ্য আছে। মহিলি-মুণ্ডাদিগকে কেহ কেহ মুণ্ডাজাতির অপর একটী শাখা বলিয়া মনে করেন।

মানভূমের পাতর-মহিলিগণ অনেকাংশে হিন্দু-আচরণ গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে গোশূকরাদির মাংস ভোজন নিষিদ্ধ। তাহারা এক থাকের মধ্যে অথবা মাতৃকুলে বিবাহাদি করে না। কিন্তু সপ্তম পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করিতে কোন

দোষ নাই। প্রকৃত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে বরগৃহে একটী আম্র-বৃক্ষের সহিত বরের এবং কন্যাগৃহে একটী মহুয়াবৃক্ষের সহিত কন্যার বিবাহ হয়। সিন্দুরদান ও লৌহবলয়ধারণই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত নাই।

হিন্দুর পূজাপদ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপ অনেকাংশে অনুকরণ করিলেও তাহাদের মধ্যে এখনও বড় পাহাড়ী ও মনসাদেবীর পূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। ইহারা কুর্ম্মী, ভূমিজ ও দেশওয়ালী সাঁওতালদিগের হস্তে অন্নগ্রহণ করে না। মানভূমের উত্তরের মহিলিগণ শব সমাধিস্থ করে, কিন্তু পাত্তর-মহিলি ও সাঁওতালপরগণাবাসী মহিলিগণ শব দাহ করিয়া থাকে। ১১শ দিনে তাহারা মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে এবং পিণ্ড দেয়। এতদ্ভিন্ন প্রতিবর্ষের কার্ত্তিক ও চৈত্রমাসে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে ইহারা এক একটী ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধের (পিণ্ডদানের) আয়োজন করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি বিশেষের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ কেহই করে না।

প্রায়ই মিতাক্ষরা ও দায়ভাগের ব্যবস্থানুসারে ইহাদের উত্তরাধিকারীরা পিতৃসম্পত্তির ভাগ পাইয়া থাকে।

মহিবৃধ্ (ত্রি) ধনবর্দ্ধক। (ঋক্ ৭।৩১।১০)

মহিব্রত (ত্রি) মহাব্রত। "অয়ং য উর্ব্বী মহিনা মহিব্রতঃ" (ঋক্ ১।৪৫।৩) 'মহিব্রতঃ মহাব্রতঃ' (সায়ণ)

মহিষ (পুং) মংহতি পূজয়তি দেবাননেনেতি, মহি (অধি মহ্যোষ্টিষচ্। উণ্ ১।৪৬) ইতি টিষচ্। স্বনামখ্যাত পশু-বিশেষ। পর্য্যায়,—লুলাপ, বাহদ্বিষন্, কাসর, সৈরিভ, যমবাহন, বিষজরন্, বংশভীরু, রজস্বল, আনূপ, রক্তাক্ষ, অশ্বারি, ক্রোধী, কলুষ, মত্ত, বিষাণী, গবলী, বলী। (জটাধর)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজভেদে মহিষ পাঁচ প্রকার।

ব্রাহ্মণজাতি—অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, পবিত্র, ঘোণ্ ও বৃষণ, অতিবৃহৎ, বহুভোজী ও মারক। ক্ষত্রিয়জাতি—কেকরযুক্ত, কামল, স্থূল, অতিক্রোধ, মারক, বহুভোজী ও প্রভূতবলশালী। বৈশ্যজাতি—শিথিলাঙ্গ, ক্ষীণশৃঙ্গ, অতিক্রোধ, ভারবাহনক্ষম, অমারক ও প্রভূত বলশালী। শূদ্রজাতি—ক্ষীণাঙ্গ, ক্ষীণবল, ক্ষীণশৃঙ্গ, ক্ষীণঘোণ, অল্পক্রোধ, অল্পভোজী এবং ভারসহিষ্ণু।

অন্ত্যজজাতি—যে সকল মহিষ সর্ব্বদা জলাভিলাষী, অল্প-সত্ত্ব, মহাতেজস্বী, ভারসহিষ্ণু ও কুশৃঙ্গ, তাহাদিগকে অন্ত্যজ-জাতি কহে। *

বনমহিষমাংসগুণ—দোষকারক, লঘু, দীপন, বলদায়ক। গ্রাম্য মহিষমাংসগুণ,—স্নিগ্ধ, মলিনকর, পিত্তহর। (রাজনি০) রাজবল্লভমতে—তর্পণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, গুরু, নিদ্রা, পুংস্ত্ব ও স্তন্যবর্দ্ধক এবং মাংসদার্ঢ্যকর। ভাবপ্রকাশমতে পর্য্যায়—ঘোটকারি, কাসর, পীনস্কন্ধ, কৃষ্ণকায়'। মাংস গুণ—উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, নিদ্রাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, শরীরের দৃঢ়তা-জনক, গুরু, পুষ্টিকারক, মলমূত্রনিঃসারক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্র০)

দেবী ভগবতীর উদ্দেশে মহিষ বলি দিলে তাঁহার পরম-তৃপ্তি হয়। ইহার ফলে সাধকের শতবর্ষ স্বর্গ হইয়া থাকে। (কালিকাপু০)

মহিষেরা স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ ও স্থূলকায়, ভারবহনে পটু এবং জলময় কর্দ্দমাক্ত স্থানই ইহাদের প্রিয়। কপালদেশ কুব্জ, শৃঙ্গদ্বয় বৃহৎ ও বক্র। শিরঃসংলগ্ন স্থান অপেক্ষাকৃত স্থূল ও চেপ্টা, পদদ্বয় সরু এবং ক্ষুর দ্বিখণ্ডিত, গাত্রে বিরল লোম, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড, মুখদেশ ও উদরের মধ্যস্থল এবং পদ-গ্রন্থিসমূহ অপেক্ষাকৃত অধিক লোমযুক্ত; অবশিষ্ট গাত্রচর্ম্ম লোমহীন ও মসৃণ। ইহাদের ছাল পাতলা হইলেও চর্ম্ম তেমন পাতলা নহে। নিতম্বদ্বয়ের চর্ম্ম শরীরের অপরাপর স্থানাপেক্ষা স্থূল। ইহাতে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী জুতার তলা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মহিষগণ ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি। অন্যান্য পশু অপেক্ষা ইহাদের বলবৎ ক্রোধের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। নদী-বক্ষে সন্তরণকালে যদি কোন কুম্ভীর দৈবাৎ অলক্ষ্যে কোন মহিষশাবক অথবা ইহাদের দলস্থ গো-শাবক প্রভৃতিকে ধরে, তাহা হইলে মহিষের হস্তে পরিত্রাণ পাইবার আর কোন উপায় নাই। মহিষগণ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া নদীবক্ষ উদ্বেলিত করে। কুম্ভীর যেখানে সেই শাবক লইয়া গিয়াছে, জলাভ্যন্তরে সেই স্থানে তাহার অনুসরণ করিয়া শৃঙ্গ দ্বারা

* "ভৃশং কৃষ্ণাঃ পবিত্রাশ্চ বৃহদ্বৃষণঘোণকাঃ।
বহ্বাশিনো মারকাশ্চ মহিষা ব্রহ্মজাতয়ঃ॥
কেকরাঃ কামলাঃ স্থূলা ভৃশং ক্রুদ্ধাশ্চ মারকাঃ।
বহ্বাশিনো বহুবলা মহিষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ॥
শ্লথাঙ্গাঃ ক্ষীণশৃঙ্গাশ্চ সুক্রুদ্ধা ভারবাহিনঃ।
অমারকা বহুবলা মহিষা বৈশ্যজাতয়ঃ॥
ক্ষীণাঃ ক্ষীণবলাঃ ক্ষীণশৃঙ্গঘোণারুষশ্চ যে।
অল্পাশিনো ভারসহা মহিষাঃ শূদ্রজাতয়ঃ॥
সর্ব্বদা জলমিচ্ছন্তি যেঽল্পসত্ত্বা মহৌজসঃ।
ভারসহাঃ কুশৃঙ্গাশ্চ তেঽন্ত্যজা মহিষা মতাঃ॥
এষাং দোষা গুণা বাপি বৃষবল্লক্ষয়েদ্ বুধঃ।
পোষণঞ্চাপি সংস্থানং বৃষতুল্যং তথা মতম্॥" (যুক্তিকল্পতরু)

বিদ্ধ করে এবং তৎপরে সেই মৃত কুম্ভীরকে লইয়া জলগর্ভ হইতে তুলিয়া ফেলে। এই জন্যই 'মষের সিং বেকা, যোঝবার বেলা একা' প্রবাদ বাক্য রচিত হইয়াছে।

ইহাদের সম্বন্ধজ্ঞানও অপর সকল পশু অপেক্ষা অধিক। কিংবদন্তী এইরূপ যে, কোন পুত্রস্থানীয় মহিষের দ্বারা মাতৃসম্পর্কীয় মহিষীর সন্তানোৎপাদন করাইতে গেলে, ইহারা স্বভাবজজ্ঞানে সেই বিরুদ্ধ-সম্পর্ক-সঙ্গম করে না। কখন কখন তাহারা এই ঘৃণিতকার্য্যে এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, স্বীয় পালকের প্রাণসংহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেত অথবা ধূসর বর্ণের মহিষ দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহপালিত ও বন্যভেদে ইহা দুই প্রকার। গৃহপালিতগুলি প্রধানতঃ মহিষ বা ভঁইস (Bos Buffalus) এবং বন্যগুলি আর্ণা (Bos Arrna) নামে খ্যাত। বন্য মহিষগুলি এরূপ দুর্দ্ধর্ষ যে তাহাদের বশ্যতার চিহ্ন বা ভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। ইহারা কুপিত হইয়া সময় সময় মনুষ্যকে আক্রমণ করে। যদি মনুষ্য জীবনরক্ষার্থ নিকটবর্ত্তী কোন বৃক্ষে আরোহণ করে, তাহা হইলেও বন্য মহিষের ক্রোধ হইতে তাহার নিস্তার নাই। উন্মত্ত মহিষ তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষের গোড়ায় আসিয়া শৃঙ্গ দ্বারা বৃক্ষমূল উৎপাটিত করিতে চেষ্টা পায়। বৈরনির্য্যাতনপর এরূপ জীব জগতে বিরল।*

ইহাদের শৃঙ্গ সাধারণতঃ সরল ও লম্বা (macrocerus) এবং ধনুকাকার (Spirocerus) হইতে দেখা যায়। আর্ণা মহিষগুলি বন্যপ্রদেশে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহারা প্রায় ১০৷৷০ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা ও ৬ ফিট্ উচ্চ হয়। গৃহপালিত মহিষগুলির অপেক্ষা ইহারা অধিক বলবান্। এমন কি, কোন কোন সময়ে ইহারা ক্রোধবশে অধিক বলশালী হস্তীকেও গুঁতাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।

শরৎ কালে ইহারা সঙ্গম করে। ঐ সময় মৈথুনস্ফূর্ত্তি পরবশ পুংমহিষগুলি কতকগুলি মহিষী লইয়া এক একটী স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হয়। তৎকালে প্রণয়িযুগলের প্রেমোন্মাদ ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। মহিষী ১০ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া অবশেষে ১টী কিংবা দুইটী সন্তান প্রসব করে। গৃহপালিত মহিষগুলি আর্ণা অপেক্ষা একতৃতীয়াংশ ক্ষুদ্র হয়। উভয় জাতীয় মহিষই তৃণগুল্মাদি খাইতে ভাল বাসে। পঙ্কিল জলাভূমিই ইহাদের মনোরম আবাসভূমি। মেলিরিয়াপ্রধান মশকবহুল কদর্য্য ভূমিতে বাস হেতু ইহাদের শারীরিক কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। মেনিলা (Manilla) দেশীয় মহিষকে একটী স্বতন্ত্রথাকের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে'।

দক্ষিণ আফ্রিকার Bubalus caffer ভারতীয় মহিষ অপেক্ষা ভিন্নাকৃতি। ইহাদের শৃঙ্গদ্বয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং করোটীর ঠিক মধ্যস্থল হইতে ⁓ চিহ্নের ন্যায় দুই দিকে প্রধাবিত। ইহারা প্রায় ৫ বা ৬ শত একত্র দলবদ্ধ হইয়া বনান্তরালস্থ সমতল ক্ষেত্রে বিচরণ করে। মনুষ্য ৩ শত হাতের মধ্যে না আসিলে ইহারা দেখিতে পায় না। শত্রুকে নিকটে আসিতে দেখিলে প্রথমে ইহারা সদলে একবার নিরীক্ষণ করে, পরে পুনরায় ইহারা পূর্ব্ববৎ তৃণচর্ব্বণে নিযুক্ত হয়। শত্রু কর্ত্তৃক আহত মহিষ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া শত্রুকে আক্রমণার্থ ভীমবেগে ধাবিত হইয়া থাকে। মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির ও চীৎকারপর মহিষের ভীষণ আক্রোশ দেখিলে স্বভাবতঃ হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। থুন্‌বার্গের ভ্রমণবৃত্তান্তপাঠে জানা যায় যে, এইরূপ আঘাতোন্মত্ত একটী মহিষ বলবদ্‌বেগে আসিয়া আক্রমণকারীর অশ্বকে বিদীর্ণ করিয়া তাহার অস্থি চূর্ণ বিচূর্ণ ও মাংসপিণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিল।

মহিষের মাংস খাইতে উত্তম ও সদ্গন্ধযুক্ত। বৃদ্ধ মহিষ অপেক্ষা অল্প বয়স্ক শাবকের মাংস বিশেষ উপাদেয়। ইহাদের শৃঙ্গে নানারূপ কারুকার্য্যযুক্ত খেলনা ও চিরুণী প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২ শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। এই জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, পরে সগররাজ ইহাদিগকে বেদাদিতে অধিকার না দেওয়ায় ইহারা অন্য বেশ ধারণ করিয়া ম্লেচ্ছ হয়।

"সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ॥
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
জবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥
কোলিসর্পাঃ সমহিষা দার্ব্বাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ।
বশিষ্ঠবচনাদ্রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা॥" (প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব)

গবাদি জন্তুর সহিত আকৃতিগত সাদৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ এই স্বনামপ্রসিদ্ধ চতুষ্পদ পশুকে Bovidæ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু ইহাদের শরীরগঠনেরও নানারূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই আবয়বিক বৈলক্ষণ্যনিবন্ধন তাঁহারা মহিষ জাতির মধ্যে কএকটী স্বতন্ত্র থাক নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

৩ অর্হতের ধ্বজবিশেষ। (হেম) ৪ মহিষাসুর।

* Sparrmann's Voyage to the cape, Vol. II.

"মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে।
তত্রাসুরৈর্মহাবীর্য্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° চণ্ডী ৮২।১)

৫ দেবগণভেদ, নিরুক্তমতে মাধ্যমিক দেবগণ। "অপামুপস্থে মহিষা অগৃভ্ণৎ বিশো রাজানমুপতস্থুঃ" (নিরুক্ত ৭।২৬) 'মহিষা মাধ্যমিকা দেবগণাঃ অথবা মহিষাঃ ত এব মহান্তঃ' (টীকায় দুর্গাচার্য্য) ৬ কুশদ্বীপস্থিত পর্ব্বতবিশেষ। (মৎস্যপু° ১২১।৫৯) ৭ অগ্নিবিশেষ। (মৎস্যপু° ১২১।৬০) ৮ কুশদ্বীপের বর্ষবিশেষ। (মৎস্যপু° ১২১।৬৮) ৯ কৃতাভিষেক ভূপাল, যে রাজা রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

"কৃতাভিষেকে ভূপালে লুলাপে মহিষঃ স্মৃতঃ॥"
(অমরটীকায় রুদ্র) ১০ দেশভেদ। (বৃহৎস° ৯।১০)

১১ অনুহ্রাদের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৬।১৮।১৬) ১২ সাধ্যা-পুত্র। (হরিবংশ ১৯৬।৪৫)

মহিষক (পুং) জাতিবিশেষ।

মহিষকন্দ (পুং) মহিষাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ কন্দঃ। মহাকন্দ বিশেষ। পর্য্যায়—শুভ্রালু, লুলাপকন্দ, শুরুকন্দ, মহিষীকন্দ। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, বাতনাশক, মুখজাড্যহর, রুচিকর, ইহা কৃষ্ণ হইলে মহাসিদ্ধিকর হইয়া থাকে।

মহিষঘ্নী (স্ত্রী) মহিষং মহিষাসুরং হন্তীতি হন-বাহুলকাৎ টক্ ঙীপ্। ভগবতী দুর্গা।

"মহিষঘ্নী মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি।
আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তু তে॥"
(দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

মহিষত্ব (ক্লী) মহিষস্য ভাবঃ ত্ব। মহিষের ভাব বা ধর্ম্ম।

মহিষধ্বজ (পুং) মহিষো ধ্বজশ্চিহ্নং বাহনত্বেন যস্য। ১ যম। ২ অর্হদ্বিশেষ। (হেম)

মহিষপাল (পুং) মহিষং পালয়তি পালি-অচ্। মহিষপালক।

মহিষবাহন (পুং) মহিষঃ বাহনং যস্য। যমরাজ।

"মহিষ ত্বং মহাবীর যমরাজস্য বাহন!" (দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

মহিষমৰ্দ্দিনী (স্ত্রী) মহিষং মহিষাখ্যমসুরং মৃদ্নাতীতি মৃদ্ ণিনি-ঙীপ্। দুর্গা। এই মহিষমৰ্দ্দিনী দেবীর অষ্টাক্ষরী মন্ত্র দ্বারা পূজা করিতে হয়।

"ভাওং বিয়ং সনয়নং শ্বেতো মর্দ্দিনি ঠদ্বয়ম্।
অষ্টাক্ষরী সমাখ্যাতা বিদ্যা মহিষমৰ্দ্দিনী॥" (তন্ত্রসার)

তন্ত্রসারে ইহার পূজাদির বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। ইহার ধ্যান—

"গারুড়োপলসন্নিভাং মণিময়কুণ্ডলমণ্ডিতাং
নৌমি ভালবিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গনিষেদুষীম্।
শঙ্খচক্রকৃপাণখেটকবাণকার্ম্মুকশূলকান্
তর্জ্জনীমপি বিভ্রতীং নিজবাহুভিঃ শশিশেখরাম্॥" (তন্ত্রসার)

এই ধ্যানেই মহিষমৰ্দ্দিনীর পূজা হইয়া থাকে।

মহিষমৎস্য (পুং) মৎস্যবিশেষ। এই মৎস্য কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়, বলবান্ ও মহাশল্ক, ইহার গুণ দীপন ও বলবীর্য্যকর।

মহিষমস্তক (পুং) শালিধান্য বিশেষ, শালিধান। (ভাবপ্র°)

মহিষবল্লী (স্ত্রী) মহিষশব্দবাচ্যা বল্লী, শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। লতাবিশেষ। হিন্দী—স্থিরহিট্টি; মহারাষ্ট্র—মহিষবেলী; কলিঙ্গ—গ্রাম্যবল্লী। সংস্কৃত পর্য্যায়—সৌম্যা, প্রতিসোমা, অম্লবল্লিকা, খণ্ডশাখা, ইহার গুণ—সোমবল্লী সদৃশ। (রাজনি°)

মহিষার্দ্দন (পুং) স্কন্দের নামান্তর।

মহিষাসুর (পুং) মহিষ এব মহিষাখ্যো বা অসুর। অসুরভেদ, রম্ভাসুরের পুত্র।

মহিষাসুরের উৎপত্তি সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—রম্ভ নামক জনৈক দৈত্য বহুকাল পর্য্যন্ত মহাদেবের আরাধনা করিয়া অবশেষে তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করে। মহাদেব তুষ্ট হইয়া তাহাকে বরদানে উদ্যত হইলে অপুত্রক রম্ভাসুর মহাদেবকে বলে—দেব! আমি আপনার নিকট অন্য বর চাহিনা, আপনি জন্মত্রয় পর্য্যন্ত আমার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া ত্রিলোকে অজেয়, চিরায়ু, যশস্বী, শ্রীমান্ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন, মাত্র ইহাই আমার প্রার্থনা। মহাদেব দৈত্যকে বরদানে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তিনি তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

রম্ভাসুর বরলাভে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। পথে যাইতে যাইতে এক অল্পবয়স্কা ঋতুমতী মহিষী তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। বিধির বিধানে কামের তাড়নে মহিষীর সহিত রম্ভাসুরের সঙ্গম ঘটিল। সঙ্গমফলে মহাদেব মহিষাসুররূপে মহিষীর গর্ভ আশ্রয় করিলেন। মহিষাসুর ভূমিষ্ঠ হইল। রম্ভের প্রার্থিতপূর্ব্ব বর অনুসারে তাহার পুত্র সর্ব্বপ্রকারে বরীয়ান্ হইয়া অবাধে সুরাসুর রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল।

মহিষাসুর ঘোর মায়াবী ছিল। সে এক সময় এক মনোমোহিনী রমণীরূপে কাত্যায়ন মুনির শিষ্যদিগকে ভুলাইয়া তাঁহাদিগের তপোবিঘ্নের চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া হিমালয়-শিখরবাসী মুনিবর কাত্যায়ন ক্রোধে তাহাকে স্ত্রীলোকের হস্তে নিহত হইবার জন্য অভিশাপ প্রদান করেন এবং এই অভিশাপের ফলেই শেষে তাহাকে ভগবতী দুর্গাদেবীর হস্তে নিহত হইতে হয়।

মহিষাসুর তিনবার জন্ম গ্রহণ করে, তিন বারই দেবী ত্রিবিধরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে নিহত করেন। মহিষাসুরকে বধ করিবার জন্য ভগবতী প্রথম উগ্রচণ্ডা, দ্বিতীয়বার ভদ্রকালী এবং তৃতীয়বার দুর্গারূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

বরপ্রাপ্ত রম্ভাসুরতনয় মহিষাসুর যখন দেব ও অসুরগণের উপর পূর্ণপ্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল, তখন সে এক দিন হিমালয়শৈলে নিদ্রিত থাকিয়া এইরূপ এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিল,—যেন ভগবতী ভদ্রকালীরূপ ধারণ করিয়া করাল আস্য বিস্তারপূর্ব্বক তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া লোলরসনায় রক্তপান করিতেছেন। স্বপ্নদর্শনান্তে মহিষাসুর তদবধি একাগ্রমনে ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিল। ভগবতী তুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেন। তখন মহিষাসুর নতকন্ধরে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বলিল,—দেবি! আমি স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছি, তাহা অন্যথা হইবার নহে এবং তাহাতে আমি ক্ষুব্ধও নহি। আমি তিন মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত নিষ্কণ্টকে সুরাসুররাজ্য ভোগ করিয়াছি, ভোগসুখের কিছুই আমার অবশিষ্ট নাই। তবে তোমার নিকট আমার অন্তিম প্রার্থনা এই যে, তুমি আমাকে সর্ব্বযজ্ঞে পূজার্হ করিয়া দাও, আর চিরদিন যেন তোমার পদসেবায় অতিবাহিত করিতে পারি, আমি এই ভিক্ষাও প্রার্থনা করি। দেবী বলিলেন,—মহিষাসুর, যজ্ঞভাগ আর অবিশিষ্ট নাই, উহা দেবগণের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, তোমাকে আমার পদসেবায় নিযুক্ত রাখিব এবং যে যেখানে আমার পূজা হইবে, তুমি সেই সেই স্থানেই পূজা প্রাপ্ত হইবে। ভগবতী এই বলিয়া উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গা এই ত্রিবিধ নিজ মূর্ত্তির সহিতই মহিষাসুরের পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বামনপুরাণে লিখিত আছে—রম্ভ ও করম্ভক নামক দুই প্রবল পরাক্রম অসুর পূর্ব্বকালে পঞ্চ নদের জলে নিমগ্ন হইয়া পুত্রলাভলালসায় বহুদিন পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করে। ইন্দ্র তপস্যায় ভীত হইয়া কুম্ভীর রূপ ধারণপূর্ব্বক করম্ভকে বিনাশ করেন। রম্ভ দুঃসহ ভ্রাতৃবিয়োগে কাতর হইয়া নিজ মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক বহ্নিতে হোম করিতে উদ্যত হয়। বহ্নি এই ব্যাপার দেখিয়া রম্ভকে সেই দারুণ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করেন এবং তাহাকে অভিমত বর প্রদানে প্রতিশ্রুত হন। তখন রম্ভ আত্মহত্যা হইতে বিরত হইয়া অগ্নির নিকট এক ত্রৈলোক্যবিজয়ী পুত্র প্রার্থনা করে। অগ্নিদেব 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হন। রম্ভ বরলাভে উৎফুল্ল হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল; কিন্তু ভবিতব্যতানিবন্ধন পথি মধ্যে এক যুবতী মহিষী দেখিয়া কামাকুলমনে তাহাতেই সমাসক্ত হইল। রম্ভের সংসর্গফলে মহিষীর গর্ভ হয় এবং সেই গর্ভ হইতেই যথাকালে দৈবাসুরবিজয়ী মায়াবী মহিষাসুর জন্ম লাভ করে। (বামনপু০ ১৭ অঃ)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবী বৈষ্ণবী কর্তৃক মন্দরপর্ব্বতে দৈত্য মহিষাসুর নিহত হয়। অতঃপর ঐ মহিষাসুরই পুনরায় চৈত্রাসুর নামে খ্যাতি লাভ করিলে দেবী নন্দা বিন্ধ্যাচলে থাকিয়া পরে তাহাকেও বিনাশ করেন। অথবা জ্ঞানশক্তির হস্তে অজ্ঞানমূর্ত্তি মহিষাসুর নিধনপ্রাপ্ত হয়।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—পূর্ব্বকালে এক শত বর্ষ পর্য্যন্ত দেব ও অসুরগণের সংগ্রাম হয়, এই দীর্ঘকালব্যাপী ঘোর সংগ্রামে দেবগণ অসুরগণের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে অসুরাধিপতি মহিষ স্বর্গ হইতে সুরগণকে তাড়াইয়া দিয়া স্বয়ংই ইন্দ্র হইয়া অমরপুরে আধিপত্য করিতে থাকে। দেবগণ মহিষাসুরের হস্তে পরাজিত ও নিগৃহীত হইয়া ভয়ে স্বর্গভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক মর্ত্ত্যে মর্ত্ত্যবাসীর ন্যায় বিচরণ করিতে থাকেন। পরে ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যথায় হরি ও হর অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হন। এইখানে আসিয়া তাঁহারা সকলেই তাঁহাদিগের উপর মহিষাসুরের অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করেন। মহিষাসুর নিজ ভুজবলে ইন্দ্র,যম, কুবের, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবাধিপগণের স্ব স্ব অধিকার-ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে, এই কথা শুনিয়া এবং দেবগণকে শরণাপন্ন দেখিয়া হরি ও হর উভয়েই সকোপে ভ্রূভঙ্গী করিলেন। তখন কোপকষায়িত-নয়ন হরি, হর ও ব্রহ্মা এই তিনজনেরই বদনমণ্ডল হইতে এক এক মহাতেজ নির্গত হইল। ক্রমে সমস্ত দেবগণেরই শরীর হইতে স্ব স্ব সুমহৎ তেজ নির্গত হইয়া সেই প্রদীপ্তাচলসন্নিভ তেজঃপুঞ্জ একত্র হওয়ায় তাহা হইতে এক অদ্ভুত নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তখন সেই অচিন্তিতপূর্ব্ব ভুজসহস্রবিভূষিত ভীষণ অথচ প্রশান্তাকৃতি দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া দেবগণ তাঁহাকে স্ব স্ব আয়ুধাদিদানে সম্মানিত করিলেন। এই সময় দেবীর আস্য অট্টহাস্যে পূর্ণ হইল। হাস্যের প্রতিশব্দে যাবতীয় জল, স্থল, শৈল, কানন কাঁপিল এবং বসুন্ধরা ঘন ঘন টলিল। দেবগণের আশার সঞ্চার হইল, তাঁহারা ভক্তিভরে সিংহবাহিনীর স্তুতিপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

হঠাৎ অদূরে ঘোরগর্জ্জন শ্রুত হইল। মহিষাসুর সদর্পবলে বিপুলবিক্রমে বিবিধ আয়ুধসহ যুদ্ধার্থ দেবীসম্মুখে আসিল। তখন দেবীসহ মহিষাসুরের ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ

হইল। বহুক্ষণ বহুবিধ যুদ্ধের পর সংহারিণী দেবীর হস্তে বাস্কল, অসিলোমা ও বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি মহিষাসুরের সেনাপতিগণ-পরিচালিত সৈন্যদল স্ব স্ব জীবন বিসর্জ্জন করিল। দেবগণ তুষ্ট হইলেন। আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইল। অতঃপর সৈন্যদল ও সেনানীদিগকে একে একে দেবীহস্তে নিহত ও নিগৃহীত হইতে দেখিয়া চিক্ষুর ও চামর প্রভৃতি মহিষাসুরের প্রধান প্রধান সেনানীগণ দেবীসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঘোর যুদ্ধ হয়, হস্তী, রথ, শকট ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়া গেল। সেনাপতিগণ সকলেই নিহত হইল। অবশেষে মহিষাসুর স্বয়ং বিপুলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া নানা মায়ায় নানা মূর্ত্তি ধরিয়া দেবী অম্বিকার সহিত অত্যদ্ভুত ভীষণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোপারুণ-নয়না দেবী চণ্ডিকা মহিষাসুরের দৌরাত্ম্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া খড়্গাঘাতে সহসা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। দুর্বৃত্ত মহিষাসুর নিহত হইলে অসুর-সৈন্য মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। দেবগণ হৃষ্ট হইয়া প্রকৃষ্ট স্তবে চণ্ডিকার তুষ্টি করিলেন।

মহিষাসুরসম্ভব (পুং) ভূমিজ গুগ্‌গুলু। (রাজনি°)

মহিষাসুরহন্ত্রী (স্ত্রী) দুর্গা।

"মহিষাসুরহন্ত্র্যাশ্চ প্রতিষ্ঠা দক্ষিণায়নে।" (প্রতিষ্ঠাত°)

মহিষাক্ষ (পুং) মহিষস্য অক্ষীবেতি (অক্ষোঽদর্শনাৎ। পা ৫।৪।৭৬) ইতি সমাসান্তোঽচ্। গুগ্‌গুলু, মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু।

"জটায়ুঃ কালনিয়্যাসঃ কৌশিকো গুগ্‌গুলুঃ পুরঃ।
দেবধূপঃ সর্ব্বসহো মহিষাক্ষঃ পলঙ্কষা॥" (বৈদ্যক রত্নমালা)

মহিষাক্ষক (পুং) মহিষাক্ষ স্বার্থে কন্। গুগ্‌গুলু। (রাজনি°)

মহিষী (স্ত্রী) মহিষস্য কৃতাভিষেকস্য নৃপস্য পত্নী (পুংযোগাদাখ্যায়াং। পা ৪।১।৪৮) ইতি ঙীষ্। কৃতাভিষেকা রাজপত্নী, রাজার মহিষী, যে পত্নীর সহিত রাজা রাজ্যাভিষিক্ত হন, তাহাকে মহিষী কহে। রাজার স্ত্রী মাত্রই মহিষীপদবাচ্য নহে।

"ইত্থং ব্রতং ধারয়তঃ প্রজার্থং সমং মহিষ্যা মহনীয়কীর্ত্তেঃ।
সপ্ত ব্যতীয়ুস্ত্রিগুণানি তস্য দিনানি দীনোদ্ধরণোচিতস্য॥"

(রঘু ২।২৫) ২ সৈরিন্ধ্রী। ৩ ঔষধিভেদ। (মেদিনী) মহিষপত্নী, মাদী মহিষ। পর্য্যায়—মন্দগমনা, মহাক্ষীরা, পয়স্বিনী, লুলাপকান্তা, কলুষা, তুরঙ্গদ্বেষণী। ইহার দুগ্ধগুণ— মধুর, বিপাকে শীতল, গুরু, বল ও পুষ্টিপ্রদ, বৃষ্য, পিত্ত, দাহ ও অস্রনাশক। দধির গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকারক, রক্তপিত্তনাশক, বল ও অস্রবর্দ্ধক, বলকর, শ্রমঘ্ন। নবনীতগুণ— কষায়, মধুররস, শীতল, বলকর, পিত্তঘ্ন, ও স্থৌল্যকারক। ঘৃতগুণ—ধৃতিকর, সুখদ, কান্তিবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মনাশক, বলকর, বর্ণবর্দ্ধক, গ্রহণীবিকারনাশক, মন্দানলোদ্দীপক, চক্ষুর দীপ্তিবর্দ্ধক, হৃদ্য ও মনোহারক। (ভাবপ্রকাশ) ইহার মূত্রগুণ—আনাহ, শোফ, ও গুল্মদোষনাশক, কটু, উষ্ণ, কুষ্ঠ, কণ্ডূতি, শূল ও উদররোগনাশক। (রাজনি°)

মহিষীকন্দ (পুং) স্বনামখ্যাত মহাকন্দ বিশেষ। (রাজনি°)

মহিষীঘৃত (ক্লী) মহিষী-দুগ্ধোত্থ ঘৃত, চলিত ভৈঁসা ঘি।

"সবাতপিত্তশমনং সুশীতং মাহিষং ঘৃতম্।
মধুরং গুরু বিষ্টম্ভি বল্যং শ্রেষ্ঠগুণাত্মকম্॥" (অত্রিস° ৮অ°)

ইহার গুণ— বায়ু ও পিত্তনাশক, শীতল, মধুর, গুরু, বিষ্টম্ভী, বলকর এবং শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত।

মহিষীতক্র (ক্লী) মহিষী-দুগ্ধের ঘোল। ইহার গুণ—কফবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ ঘন এবং প্লীহা, অর্শ, গ্রহণীদোষ ও অতীসার রোগে প্রশস্ত। (অত্রিস° ৮ অ°)

মহিষীদধি (ক্লী) মহিষীদুধের দই, চলিত মৈঁষে দই। গব্যদধি অপেক্ষা মহিষের দধি অতি সুখাদ্য ও উপাদেয়। গুণ— মধুর, রক্তদোষকর, কফ ও শোফহর, পিত্ত ও বাতবর্দ্ধক।

মহিষীদান (ক্লী) মহিষ-বলিদানরূপ প্রক্রিয়াভেদ।

মহিষীদুগ্ধ (ক্লী) মহিষীক্ষীর, মযের দুধ। গুণ—স্নিগ্ধ, বায়ু, শীতকর, তন্দ্রা ও নিদ্রাকর, বৃষ্যতম, শ্রমঘ্ন, বলপ্রদ ও পুষ্টিকর।

মহিষীপাল (পুং) মহিষীপালনকারী। যাহারা দুগ্ধের জন্য মহিষী পোষে।

মহিষীপ্রিয়া (স্ত্রী) মহিষীণাং প্রিয়া। শূলীতৃণ। (রাজনি°)

মহিষীভাব (পুং) মহিষ্যা ভাবঃ। মহিষীর ভাব।

মহিষীমূত্র (ক্লী) মহিষীর মূত্র, মঁষের মুত। গুণ—তিক্ত, কটু, কষায়, ভেদক, বাতনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, কুষ্ঠ, অর্শ, পাণ্ডু, উদররোগ ও শূলনাশক।

মহিষোৎসগ (পুং) যাগভেদ।

মহিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় মহান্, অত্যন্ত বৃহৎ।

"স বৈ মহাভাগবতো মহাত্মা মহানুভাবো মহতাং মহিষ্ঠঃ।"
(ভাগবত ৩।১৪।৪৬) 'মহিষ্ঠঃ অতিশয়েন মহান্' (স্বামী)

মহিষ্মৎ (ত্রি) ১ মহিষযুক্ত, অর্থাৎ যাহার মহিষ আছে। (পুং) ২ জনৈক রাজা। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৩ অঙ্গিরার কন্যা।

মহিস্বনি (ত্রি) প্রভূত ধনশালী। (সায়ণ)

মহিস্বৎ (ত্রি) ১ মহনীয়। ২ মহোৎসব-যুক্ত।

মহিসুর, দক্ষিণভারতের অন্তর্গত একটী প্রাচীন হিন্দুরাজ্য। এক্ষণে ইংরাজরাজের অধীনে একটী মিত্ররাজ্য বলিয়া গণ্য। এই সামন্তরাজ্যের নামনিরুক্তি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী শুনা যায়। কেহ কেহ 'মহিষ উরু' বা মহিষ-নগর নাম হইতে এবং কেহ কেহ মহিষ-অসুর নামের অপভ্রংশ হইতে প্রাচীন মহিসুর

জনপদের নামোৎপত্তি স্বীকার করেন। অক্ষাং ১১° ৪০´ হইতে ১৫° উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৪° ৪০´ হইতে ৭৮° ৩০´ পূঃ মধ্যে। মহিসুর-নগরে এই সামন্তরাজ্যের রাজধানী, কিন্তু বিচার-বিভাগ বঙ্গলূরে প্রতিষ্ঠিত। মহিসুররাজ্য ইংরাজাধিকারে আসিবার পর বঙ্গলূরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। এখানে ইংরাজরাজের একটী সেনাবাস স্থাপিত আছে। সমগ্র মহিসুর-রাজ্য ৯৮টী নগর এবং ১৬৭৮৪টী গ্রামে বিভক্ত। ভূপরিমাণ আনুমানিক ২৭৯৩৬ বর্গ মাইল।

সমগ্র মহিসুর রাজ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট-পর্ব্বতমালা এবং নীলগিরির অধিত্যকাময় সানুদেশপূর্ণ দেশভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২ হাজার ফিট্ উচ্চ। কেবলমাত্র কৃষ্ণা ও কাবেরী অববাহিকার মধ্যবর্ত্তী অধিত্যকাদেশ ৩ হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ দেখা যায়। অধিত্যকাভূমের মধ্যে মধ্যে ধান্যাদি শস্যপরিপূর্ণ অসংখ্য উপত্যকা বিরাজিত আছে।

উপরোক্ত অধিত্যকাভূমে কএকটা গিরিশৃঙ্গ উন্নতমস্তকে মাইসুর রাজ্যের বিশাল সমতল ক্ষেত্রকে রক্ষা করিতেছে। এই শৃঙ্গসমূহের মধ্যে নন্দিদুর্গ (৪৮১০ ফিট্) ও সবনদুর্গ (৪০২৪ ফিট্), রাজ্যরক্ষার জন্য হিন্দুপ্রাধান্যকালে কবল দুর্গ, শিবগঙ্গা, চিত্তলদুর্গ ও কোলিদুর্গ প্রভৃতি সুদৃঢ় গিরি-দুর্গ স্থাপিত হইয়াছিল। বিপক্ষের সহিত বহুবার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় সবনদুর্গ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কবল-দুর্গ কেবলমাত্র দুর্দ্ধর্ষ বন্দীদিগের চরমস্থানরূপে নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মুলাইনাগিরি (৬৩১৭ ফিট্), কুদুরীমুখ (৬২১৫ ফিট্), বাবা বুদনগিরি (৬২১৪ ফিঃ) কালহত্তী (৬১৫৫ ফিঃ), রুদ্রগিরি (৫৬৯২ ফিঃ) পুষ্পগিরি (৫৬২৬ ফিঃ), মের্ত্তিগুদ্দ (৫৪৫১ ফিঃ) ও বোদিনগুদ্দ (৫০০৬ ফিঃ) নামক কয়েকটী উচ্চশৃঙ্গ মহিসুর-রাজ্যে অবস্থিত। বাবাবুদন বা চন্দ্র-দ্রোণ গিরিমালার মধ্যে জাগরনামে অত্যুন্নত অধিত্যকা আছে।

মহিসুর রাজ্য প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, পশ্চিমভাগ পর্ব্বতমালার সানুদেশাংশ মলনাড় এবং পূর্ব্বাদিগের ধান্য-জলাদিপরিপূর্ণ সমতলক্ষেত্রসমূহ ময়দান নামে খ্যাত। এই সকল বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে জল সরবরাহের জন্য স্থানে স্থানে খাল কাটা আছে। নদীসমূহের মধ্যে কৃষ্ণা, কাবেরী, উত্তর ও দক্ষিণ-পেন্নার, পালার, গর্জ্জিতা, নেত্রবতী, তুঙ্গ ও ভদ্রা, বেদ-বতী, হেমবতী, যগচি, লোকপাবনী, শরাবতী, সিম্সা, অর্ক-বতী, লক্ষ্মণতীর্থ, গুন্দল, কব্বনী, হোন্নুহোলে, চিত্রবতী, পাপঘ্নী প্রভৃতি নদী ও শাখানদী প্রধান। এতদ্ভিন্ন পার্ব্বত্য ঢালুপ্রদেশ বাহিয়া আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী পূর্ব্বোক্ত নদীসমূহের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে।

নদীসমূহের অববাহিকা-ভূমি পর্ব্বত-গহ্বরগত এবং তীর-ভূমি পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ক্ষেত্র অপেক্ষা উচ্চ হওয়ায় উহার জলে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। বন্যার সময় ব্যতীত নদীখাতে অধিক জল থাকে না। সুতরাং উহা পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকাদির গমনাগমনের বিশেষ অনুপযোগী। একমাত্র তুঙ্গভদ্রা ও কব্বনী নদীতে কাষ্ঠবহনোপযোগী জল থাকে। কাবেরী প্রভৃতি বৃহৎ নদীতে বাণিজ্যপোতপরিচালনার বিশেষ সুবিধা না হইলেও উহার জলে কৃষিকার্য্যের সমধিক উপকারিতা দৃষ্ট হয়। আনিকট (বাঁধবিশেষের) দ্বারা এই নদীর স্রোতোবেগ উন্ন-মিত করিয়া কাটা খালে ইহার জল পরিচালিত করা হইয়াছে।

মহিসুরে প্রাকৃতিক শোভাময় কোন হ্রদ নাই। অনেক স্থলে পর্ব্বতগাত্রবাহী জলরাশি সঞ্চিত হইয়া এক একটী সুন্দর দীর্ঘিকায় পরিণত হইয়াছে। উচ্চভূমিস্থ দীর্ঘিকা জলপূর্ণ হইলে, সেই জল বাঁধ উপ্ছাইয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন-ভূমিস্থ কৃত্রিম হ্রদে আসিয়া নিপতিত হয়। সমগ্র রাজ্যমধ্যে এইরূপ প্রায় ৩৭৬৮২টী পুষ্করিণী আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সুলেকড়ে নামক দীর্ঘিকার পরিধি প্রায় ৪০ মাইল।

কোর্ত্তাগিরি হইতে হিরিয়ুর ও মোল্‌কলমুরু নামক স্থানের সমসূত্রে কতকগুলি প্রস্রবণ দৃষ্ট হয়। এই স্থানের দক্ষিণভাগে পার্ব্বত্য মৃত্তিকা খনন করিলে ভূগর্ভ হইতে প্রস্রবণাকারে জলরাশি সমুত্থিত হইতে থাকে। এই কারণে এখানে খাত অথবা কূপ করিয়া ক্ষেত্রে জলদান করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। পর্ব্বতোপরিস্থ কূপখাত সুগভীর হওয়ায় ষণ্ডমহিষা-দির দ্বারা জলোত্তোলনের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের সমীপদেশে নানারূপ বৃক্ষ লতা ও জন্তুপরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ বনরাজি বিরাজিত। পর্ব্বতসমূহে নানা-জাতীয় প্রস্তর ও অভ্র প্রভৃতি পাওয়া যায়। সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে কোথাও কাঁকর এবং কোথাও বা তুলা উৎ-পাদনকারী কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা নয়নগোচর হয়। এতদ্ভিন্ন খনিজ লৌহ ও স্বর্ণাদি ধাতু প্রচুর পাওয়া যায়।

এই রাজ্যের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তত্তৎ লিপিবর্ণিত স্থানগুলি রামায়ণ ও মহাভারতের সময় হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পৌরাণিক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এই স্থানে শ্রীরাম-সহচর বালিভ্রাতা সুগ্রীবের রাজ্য ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকগণ এখানে প্রাধান্য বিস্তার করে। তৎপরে এখানে জৈনপ্রভাব বিস্তৃত হয়। এখনও নানা শিল্পযুক্ত অসংখ্য জৈন ও বৌদ্ধকীর্ত্তি সেই সেই যুগের প্রাধান্য সূচনা করিতেছে।

শিলালিপি, তাম্রশাসন, রাজবংশচরিত্রাখ্যান, পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমীর বৃত্তান্ত ও মুসলমান ইতিহাস পাঠে আমরা দাক্ষিণাত্যের রাজবংশসমূহের যে ইতিবৃত্ত সংগঠন করিয়াছি, তাহার আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে কাদম্ববংশীয় নরপতিগণ ১৪শ শতাব্দ কাল উত্তর মহিসুরে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। বনবাসিনগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এই সুদীর্ঘ শাসনে তাঁহারা মহিসুর রাজ্যকে কিরূপ সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করিয়াছিলেন তাহার কোন সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তিকালে তাঁহারা চালুক্যরাজগণের অধীনতা স্বীকার করেন।

[কাদম্বরাজবংশ দেখ।]

যে সময়ে কাদম্বগণ মহিসুরে রাজ্যপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে কোয়ম্বাতোর ও সমগ্র দক্ষিণ-মহিসুরে গঙ্গ বা কোঙ্গু-(মতান্তরে চের)-বংশীয় রাজন্যগণ রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। প্রথমে কড়ূর নগরে ও তৎপরে কাবেরীতীরবর্ত্তী তালকড় নগরে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে চোলরাজগণের অভ্যুদয়ে কোঙ্গুবংশের অধঃপতন ঘটে। শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, গঙ্গবংশীয় পূর্ব্ব নরপতিগণ জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। খৃষ্টীয় ২য় অব্দে জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পূর্ব্ব-মহিসুরে সুপ্রাচীন পল্লববংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চালুক্যরাজগণের নিকট পরাভূত হইলেও খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দ পর্য্যন্ত শত্রুপুঞ্জের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে বিরত হন নাই।

চালুক্যগণ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে এখানে আসিয়া প্রভাব বিস্তার করেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা এখানে পূর্ণপ্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়া একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত শতাব্দে বল্লালবংশীয় সর্দ্দারগণ চালুক্যরাজকে পরাভূত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। চোল ও কলচুরিবংশীয় নরপতিগণ এখানে অতি অল্পকালই রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই হোয়শাল বল্লালবংশীয় নরপতিগণ জৈনধর্ম্মাবলম্বী, বীর ও উন্নতচেতা ছিলেন। তাঁহারা বর্ত্তমান সীমান্তভুক্ত সমগ্র মহিসুর প্রদেশ এবং কোয়ম্বাতোর, সালেম, ধারবাড় প্রভৃতি রাজ্যের কতকাংশ অধিকারপূর্ব্বক শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা দ্বারসমুদ্রে (দ্বারকাবতীপত্তন বর্ত্তমান হলেবীড়) রাজপতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের বিখ্যাত মুসলমান-সেনানী মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্যবিজয়ে আসিয়া বল্লালরাজকে পরাভূত ও বন্দী এবং তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করেন। উহার ১৬ বর্ষ পরে মহম্মদ তোগলক-প্রেরিত মুসলমান সেনাদল দ্বারসমুদ্র বিধ্বস্ত করিয়াছিল। এখনও হোয়শালেশ্বরের শিল্পমণ্ডিত দেবমন্দির প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। এতদ্ভিন্ন কএকটী জৈন ও হিন্দুমন্দির প্রাচীন জৈন ও হিন্দুযুগের প্রাধান্য ঘোষণা করিতেছে।

হোয়শাল-বল্লালবংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রাতীরবর্ত্তী বিজয়নগরে আর একটী হিন্দু রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গলরাজের হুক্ক ও বুক্ক নামা দুই জন প্রধান কর্ম্মচারী বিজয়নগরে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করে। হুক্ক হরিহর নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তৎপ্রতিষ্ঠিত এই রাজবংশ 'নরসিংহ'-বংশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মুসলমান বাহ্মণী রাজবংশ এই হিন্দুরাজবংশের চিরবিরোধী ছিল। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ শাহী-বংশচতুষ্টয় একত্র হইয়া বিজয়নগরাধিপ রামরাজকে তালিকোটের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। তাঁহার বংশধরগণ হীনপ্রভ হইলেও দক্ষিণে পলাইয়া গিয়া পেনুকোণ্ডা ও পরে চন্দ্রগিরিতে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করেন। এখানে থাকিয়া তাঁহারা কিছুকালের জন্য বিজেতা মুসলমান রাজগণের প্রতিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন।

পেনুকোণ্ডার নরসিংহ-বংশের শেষ নরপতির শাসনপ্রভাব হ্রাস হইয়া আসিলে, স্থানীয় পলিগার-সর্দ্দারগণ বিদ্রোহাচরণ করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বনে প্রয়াসী হয়। এই সময়ে দক্ষিণ-মহিসুরের উদৈয়ারগণ, উত্তরে কেলড়ীর নায়কগণ, পশ্চিম বলমের (মঞ্জরাবাদ) নায়কগণ এবং চিত্তলদুর্গ ও তারিকেরের বেদ্দর-সর্দ্দারগণ এক যোগে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে নরসিংহ-রাজপ্রতিনিধি তিরুমলের দুর্ব্বলতায় উৎসাহিত হইয়া রাজা উদৈয়ারের অধিনায়কতায় শ্রীরঙ্গপত্তনদুর্গ আক্রমণ ও জয় করেন। তদবধি মহিসুরে উদৈয়ার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। [পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজবংশের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

উক্ত উদৈয়ার (বোদেয়ার)-রাজ বিজয়রাজ হইতে নবম পুরুষ অধস্তন। প্রবাদ এইরূপ, ভ্রাতা কৃষ্ণরাজের সহিত বিজয়রাজ স্বীয় জন্মভূমি সৌরাষ্ট্রান্তর্গত দ্বারকা হইতে ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন। ইঁহারা যাদববংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন।

বিজয়নগর-রাজবংশের যশোরবি দাক্ষিণাত্য-গগনে পূর্ণপ্রভায় প্রতিভাত হইলে, এই যাদববংশ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। তদনুসারে রাজানুগ্রহে তাঁহারা হদ্গাক

নামক স্থানের সামন্তপদ প্রাপ্ত হন। রাজা উদৈয়ার-কর্তৃক শ্রীরঙ্গপত্তন অবরুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যাদব সর্দ্দারগণ পুরগড় নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া মহিষাসুর বা মহিসুর নাম প্রদান করেন। মহিষমর্দ্দিনীকে মহিসুর-রাজবংশের কুলদেবী দেখিয়া অনুমান হয়, যে যাদবগণ মহিষাসুর-নিধন-কারিণী চামুণ্ডাদেবীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। দেবীর প্রতি ভক্তিবশতঃই তাঁহারা দেবী নামের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গপত্তনে উদৈয়ার-রাজগণের রাজধানী স্থাপিত হইলেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে মহিসুরের রাজা বলিয়া ইতি-হাসবর্ণিত হইয়াছেন। রাজা উদৈয়ার কর্তৃক শ্রীরঙ্গপত্তন-বিজয়ের পর তদ্বংশধর চামরাজ ও কণ্ঠীরাজ কর্তৃক মহিসুর রাজ্যের সীমা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৬৩৮-১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কণ্ঠীরাজ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সহিত মহিসুর রাজ্য শাসন করেন। ঐ সময়ে তিনি নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকিলেও সুযোগ মত রাজধানী সুরক্ষার জন্য দুর্গ ও পরিখাদি নির্ম্মাণ, টঙ্কশালাপ্রতিষ্ঠা, রাজস্বনির্দ্ধারণ প্রভৃতি গুরুতর রাজকীয় কার্য্য সমাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নামীয় হোণমুদ্রা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্তৃক মহিসুর অধি-কার পর্য্যন্ত এখানকার প্রচলিত জাতীয় মুদ্রারূপে গণ্য ছিল।

কণ্ঠীরাজের পৌত্রস্থানীয় চিক্ক দেবরায় প্রবল প্রতাপে ৩৪ বৎসর কাল দক্ষিণভারত শাসন করেন। তাঁহার রাজ্য-কালে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মহিসুরবাসী শৈবধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে চিক্কদেব-রায় পরলোক গমন করেন। দীর্ঘকাল শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া তিনি যে বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিয়া যান, তাহার রাজস্ব প্রায় এক কোটি টাকা।

চিক্করাজের পর তদ্বংশীয় দুই জন রাজপুত্র ১৭৩১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে প্রকৃত বংশের বিলোপ ঘটিলে, তদ্বংশসম্ভূত ভিন্নশাখাভুক্ত রামরাজনামা জনৈক রাজবংশ-ধরকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। রাজ্যশাসনে অক্ষম জানিয়া দলবাই (সেনাপতি) ও দেওয়ান তাঁহাকে রাজ্য-চ্যুত করিয়া কবল দুর্গে আবদ্ধ করেন। এই অস্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তদনন্তর চিক্ক কৃষ্ণরাজ নামা জনৈক রাজকুটুম্বকে ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মহিসুরের রাজচ্ছত্র প্রদান করা হয়।

সামন্তপ্রধান চিক্ক কৃষ্ণরাজের অধিকারকালে দাক্ষি-ণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান-সেনানী হায়দার আলী স্বীয় বীরত্ব ও রণকৌশলে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বেদনূর যুদ্ধে মহিসুর-রাজকে পরাভূত করিয়া রাজসিংহাসন অপহরণ ও রাজকোষ লুণ্ঠন করেন। হায়দার অসাধারণ প্রতিভাবলে দক্ষিণ-ভারতে যে মুসলমান-শক্তির বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সুখৈশ্বর্য্য তাঁহার বংশধর টিপুসুলতানকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। [হায়দার ও টিপু সুলতান দেখ।]

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধকালে টিপু সুল-তানের মৃত্যু ঘটে। এই সময় ইংরাজরাজ মহিসুর অধি-কারপূর্ব্বক অরুকড়ু-বাসী প্রাচীন হিন্দুরাজবংশধর রাম-রাজের পুত্র কৃষ্ণরাজকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। উক্ত বর্ষ হইতে ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাবালক রাজার রাজ্য শাসন করিবার জন্য পূর্ণাইয়া নামক জনৈক মরাঠা ব্রাহ্মণ রাজমন্ত্রি-পদে নিযুক্ত হন। ইনি স্বীয় অমিততেজে ও অধ্যবসায়ে রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন। মন্ত্রি-বর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, নবীন রাজা স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন এবং শাসনবিশৃঙ্খলতা হেতু সঞ্চিত সমুদয় অর্থই নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার পক্ষে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর বৈত্তড়-কোট-রাজবংশীয় চিক্ক কৃষ্ণ অরসুর পুত্র চামরাজেন্দ্র উদৈয়ারকে তিনি দত্তক গ্রহণ করিয়া যান। কৃষ্ণরাজের হস্ত হইতে মহিসুরের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ইংরাজরাজ শাসন সুব্যবস্থা স্থাপনের জন্য দুই জন কমিসনর নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইহাতে রাজকার্য্যের বিশেষ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইলে, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল মরিসন্ একমাত্র কমিসনর নিয়োজিত হন। তাঁহার পর সর মার্ক কুবোন্ রাজকার্য্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তাঁহার শাসনকালে মহিসুর রাজ্যে কোন উচ্ছৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হয় নাই।

উক্ত বর্ষে ইংরাজরাজের শাসনপ্রণালীতে রাজ্যশাসন করিবার জন্য ইংরাজ-গবমেণ্ট সুব্যবস্থা করেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরের অনুমত্যনুসারে দেশীয় রাজার হস্তে শাসন-বিধি অর্পণ করিয়া রাজ্যের সুশৃঙ্খলতার বন্দোবস্ত হয়। রাজ-কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে কি না, তাহা পর্য্যবেক্ষণের জন্য তিন জন বিভাগীয় ইংরাজ পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ক্রমে শাসনকার্য্যের সুবন্দোবস্তের জন্য আরও কতকগুলি ইংরাজ কর্ম্মচারীকে রাজকার্য্যে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। এই সময়ে দত্তকের স্বাধিকার-রক্ষার জন্য এবং বালক রাজা বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে শাসনবিধির অনেক সংস্কার করা হইল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যথারীতি মহারাজ চামরাজেন্দ্র উদৈয়ারের অভিষেক

সম্পন্ন হয়। ভারত-রাজপ্রতিনিধিরূপে মান্দ্রাজের শাসনকর্তা তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। মহিসুরের চিফ্ কমিশনর দেওয়ানের হস্তে কার্য্য ভার বুঝাইয়া দিলেন। ঐ সময়ে চিফ্ কমিসনর ও সাধারণ সচিবের কার্য্যলোপ ব্যতীত শাসন-বিষয়ে আরও কয়েকটী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

উক্ত বর্ষে মহারাজের উপর রাজ্যশাসনভার অর্পিত হইলেও রাজকার্য্য বিধির কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। মহারাজ ব্যবস্থাপক সভা লইয়া সকল কার্য্যের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। কোন নূতন বিধি প্রবর্ত্তন করিতে হইলে তাঁহাকে ভারতগবর্মেণ্টের অভিমত লইতে হইত। তিনি রাজস্বের অপব্যয় করিতে পারিতেন না। মহারাজের নিজস্ব সম্পত্তি রাজস্ব হইতে পৃথক্ থাকিত। এখানেও শাসন-বিভাগ ও বিচারবিভাগ স্বতন্ত্র। একজন য়ুরোপীয় ও দুই জন দেশীয় বিচারক হাইকোর্টের প্রণালী অনুসারে বিচার-কার্য্য করিয়া থাকেন। মহিসুর ও সিমোগা নগরে একজন সিবিল ও সেসন জজ অধিষ্ঠিত আছেন। বঙ্গলূরের বিচার-কার্য্য চিফ্ কোর্টের প্রধান বিচারপতিকেই করিতে হয়। প্রত্যেক জেলার শাসনকার্য্য কএকজন ডেপুটী কমিসনরের হস্তে ন্যস্ত আছে। এতদ্ভিন্ন একজন জুডিসিয়াল এসিষ্টাণ্ট, মুনসেফ ও আমিলদার স্থানীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার-কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। প্রত্যেক জেলার মাজিষ্টারের অধীনে পুলিশ নিযুক্ত আছে। প্রত্যেক থানা এক এক জন অধস্তন সহকারী পুলিশ কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত।

রাজ্যের অপরাপর সংস্কারের মধ্যে জেলখানা, পূর্ত্ত-বিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, রাজস্ববিভাগ, জরিপবিভাগ প্রভৃতির বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক স্থলে দেশীয় লোকের পরিবর্ত্তে য়ুরোপীয়কে আসন দেওয়া হইয়াছে।

প্রতিবৎসর 'দশেরা' উৎসবের পর প্রত্যেক তালুক হইতে দুই বা তিনটী প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া একটী সভা আহূত হয়। বিচারবিভাগের অধ্যক্ষ 'দেওয়ান' মহাশয় সর্ব্বসমক্ষে রাজ্যের বিচার-বিবরণী পাঠ করেন এবং পরবর্ত্তী বৎসরের রাজকার্য্যের হিতকল্পে কি কি সদনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিতে শাসন-সমিতি বাধ্য হইয়াছেন, তাহাও তিনি সাধারণ সমক্ষে জ্ঞাপন করিতে থাকেন। অবশেষে স্থানীয় প্রতিনিধিবর্গের নিকট হইতে তত্তদ্দেশবাসীর অভাব ও অভিযোগ শ্রবণ করা হইয়া থাকে। যাহা উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর বিচারে নিষ্পন্ন হইতে পারে, এরূপ বিষয়সমূহ সভাতেই নিষ্পত্তি হইয়া যায়, আর বিচার্য্য বাক্যগুলি অনুসন্ধানের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই প্রতিনিধি-সভায় যাহা পঠিত ও গৃহীত হয়, প্রথমে তাহাই ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করিয়া পরে তাহা সাধারণের জানিবার জন্য দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত করা হইয়া থাকে।

এখানে প্রথমে ৪টী পদাতিক সেনাদল ছিল। উহার একটীকে বিদায় দিয়া, ৩টী সিল্লাদার অশ্বারোহী সেনাদল ভাঙ্গিয়া ২টী দল গঠিত করিয়া সেনাবিভাগের অনেক ব্যয়-সংক্ষেপ করা হইয়াছিল।

এখানকার আদিম অধিবাসীর মধ্যে পার্ব্বত্য কুরুবদিগের সংখ্যাই অধিক। ইহারা বন মধ্যে হাসি নামক ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্রকায়, মাথায় চুল রাখে ও খোপা বাঁধে। রমণীগণ প্রায়ই বনের অন্তরাল হইতে বাহির হয় না। জেনু-কুরুবগণ উহাদের অন্যতম শাখা। এতদ্ভিন্ন ইরলিগার, সোলিগার প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য জাতি আছে, ইহারা নির্জ্জন প্রদেশে থাকিয়া বন্য পশু ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

মলনাদ-প্রদেশে হোলিয়ার মন্নালু ও হোন্নালু নামে কএকটী আদিম জাতির বাস আছে। ইহারা প্রায় কৃষি-কার্য্য দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। ইহারা সকলেই প্রায় ভূম্যধিকারীর অধীনে দাসত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকে। বোকলিগ-জাতি ৫০টী শাখায় বিভক্ত। ইহারও কৃষিজীবী। এই জাতির সংখ্যা মহিসুর রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখানকার ব্রাহ্মণ-গণ পঞ্চ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত।

এখানকার হিন্দু-সম্প্রদায় প্রধানতঃ তিন ধর্ম্মাবলম্বী— ১ স্মার্ত্ত, ২ মাধ্ব ও ৩ শ্রীবৈষ্ণব। স্মার্ত্তগণ অদ্বৈত, মাধ্বগণ দ্বৈত এবং শ্রীবৈষ্ণবগণ বিশিষ্টাদ্বৈতমতপোষক। বণিক্‌সম্প্র-দায়ের অধিকাংশই লিঙ্গায়ৎ। ইহারা ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান প্রদর্শন করে না। এতদ্ভিন্ন শ্রাবণবেলগোলে কতকগুলি পুরো-হিত আছে। তথায় গোমতেশ্বর নামক প্রকাণ্ড একটী দেব-মূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান দেখা যায়। বস্তি বা জৈনমন্দিরসমূহেও তীর্থঙ্করাদির প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে এই রাজ্যে বৌদ্ধ ও জৈনপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ধ্বংসাব-শিষ্ট নিদর্শনসমূহ সেই স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। চালুক্য-বংশের অধিকারকালে স্থাপত্য-শিল্পবিদ্যা উন্নতির চরম স্থান অধিকার করে। হোয়শাল বল্লালবংশীয় রাজগণের শাসন-সময়ে (১০০০-১৩০০ খৃঃ মধ্যে) কতকগুলি চারুশিল্পময় মন্দির নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে সোমনাথপুরের বিখ্যাত মন্দির রাজা বিনয়াদিত্য বল্লাল কর্ত্তৃক, বেলূরের বিষ্ণুমন্দির ১১১৪ খৃষ্টাব্দে রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন কর্ত্তৃক এবং দ্বারসমুদ্রের কাইতেশ্বর শিবমন্দির রাজাবিজয়নরসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

শেষোক্ত শিবমন্দিরটীর নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা হইতে না হইতেই ১৩১০-১১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সেনাপতি মালিক কাফুর আসিয়া মহিসুর আক্রমণ করেন; সুতরাং এরূপ সুবৃহৎ মন্দিরটী অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া যায়।

এখানকার অধিবাসিবৃন্দ প্রধানতঃ কণাড়ী ভাষায় কথা কয়। স্থানবিশেষে ঐ ভাষারও তারতম্য দেখা যায়। কোথাও পূর্ব্বাড়া-হালে-কণাড়ী অর্থাৎ ৭ম শতাব্দের শিলালিপি লিখিত কণাড়ী ভাষা। কোথাও হালে-কণাড়ী বা ১৪শ শতাব্দের শেষভাগে প্রবর্ত্তিত প্রাচীন কণাড়ী ভাষা, এই ভাষায় যাবতীয় প্রাচীন জৈনধর্ম্মশাস্ত্র ও মহিসুরের অধিকাংশ শিলাফলকই লিখিত হয় এবং ৩য় হোসকন্নাড় অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রচলিত কণাড়ী ভাষা প্রচলিত।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, এখানকার অধিবাসীরা সাধারণ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। মনুষ্যের ভরণপোষণোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যই এখানকার প্রজাবর্গের যত্নে উৎপন্ন হয়। রাগী শস্যই অধিবাসিগণের প্রধান আহার্য্য। এতদ্ভিন্ন য়ুরোপীয় বণিক্-সম্প্রদায়ের যত্নে ইক্ষু, নারিকেল, সিন্‌কোনা, তুলা, তামাক, দারুচিনি, কাফি, কোকোয়া প্রভৃতির প্রভূত চাস হইয়া থাকে।

১৮৭৫-৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়। ঐ সময়ে প্রজাবর্গের ক্লেশ অপনোদনের জন্য রাজকোষ হইতে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। রাজা নিজানুগ্রহে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগকে ২৮ লক্ষ টাকার খাজনা ছাড়িয়া দেন। এতদ্ভিন্ন ইংরাজরাজের নিকট হইতে ৫০ লক্ষ টাকা ধার করিয়া এবং ম্যানসন্ হাউস রিলিফ ফণ্ড হইতে ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা লইয়া খরচ করা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন কএক বৎসরের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ৪৬২০০০০ টাকা ব্যয়িত হইলেও প্রজার দুঃখ দূর হয় নাই।

শস্যাদি বাণিজ্য ভিন্ন এখানে কাগজ, কাচের চুড়ি, লাল মরক্কো চর্ম্ম, কম্বল ও পশমী বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে। কার্পাসবস্ত্র-বয়নও বিলক্ষণ প্রচলিত। নৌকাপথে বাণিজ্য ভিন্ন রেলপথেও প্রভূত বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ ও মরাঠা-রেলপথ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গমনাগমন করায় নঞ্জনগড়, মহিসুর, তুমকুড়, তিপ্‌তুর, অজ্জমপুর, দেবনগর, বঙ্গলুর প্রভৃতি নগরে পণ্য দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী অপ্রতিহত গতিতে পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন গরুষোপা, কোলুর, হায়দারগড়, অগুম্বিঘাউ বাঁধ বা কোড়েকল, সেন ও মঞ্জরাবাদ গিরিসঙ্কট দিয়া উত্তর ও দক্ষিণ-কণাড়ায় নানাস্থানে গতিবিধি হইয়া থাকে।

২ উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ১১°৬´ হইতে ১২°৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫৬´ হইতে ৭৭°২৪´ পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ২৯৮৯ বর্গ মাইল। মহিসুর নগরে এই জেলার বিচার-সদর ও রাজপ্রাসাদ অবস্থিত।

এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। পার্ব্বতীয় অধিত্যকা ও উপত্যকাভূমি নিবিড় বনমালা, সুজলা শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা ও প্রস্তরনিঃসৃতা পার্ব্বত্য জলধারা স্থানে স্থানে বিরাজিত থাকিয়া নিত্য অভিনব শোভা সম্পাদন করিতেছে। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের মলনাদ প্রদেশ হইতে ক্রমশঃই এই জেলা পূর্ব্বাভিমুখে নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রদেশে অবতরণ করিয়াছে। যেখানে কাবেরী নদী ঘাটপর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রপাতাকারে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই স্থান শিবসমুদ্র নামে খ্যাত। এখানে কাবেরী শিবসমুদ্র নামক ক্ষুদ্র দ্বীপ বেষ্টন করিয়া সমুদ্রতীরে নদীমুখে শ্রীরঙ্গতীর্থ নামক পবিত্র 'ব' দ্বীপ অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর বামভাগে হেমবতী, লোকপাবনা ও সিমসা এবং দক্ষিণে লক্ষ্মণতীর্থ, কব্বানী ও হোয়ুহোলে নামক শাখা নদী সমগ্র জেলায় জল সরবরাহ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এই স্থান পর্ব্বতসঙ্কুল। এখানে শ্লেট, দানাদার, বেলে প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বত-গহ্বরে লৌহের অভাব নাই। পর্ব্বতগাত্রবাহী স্রোতস্বিনীসমূহেও অল্প পরিমাণে সোণা পাওয়া যায়। জঙ্গলভাগে চন্দন, শাল প্রভৃতি কাষ্ঠই অধিক। ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু ব্যতীত এখানকার জঙ্গলে অসংখ্য বন্য হস্তী আছে। খেদা করিয়া ঐ হস্তী ধরিয়া বিক্রয় করা হয়।

মহাভারতের সময়ে এই কাবেরী নদী ও তৎসংলগ্ন তীর্থ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস সম্রাট্ অশোকের পরবর্ত্তী সময় হইতে আরম্ভ হয়। গাঙ্গবংশের অবসানের পর যথাক্রমে চোল, চালুক্য, হোয়শালবল্লাল, বিজয়নগর-রাজবংশ ও উদৈয়ারগণ এখানে শাসন বিস্তার করেন। [তত্তদ্ রাজবংশের বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই উদৈয়ার-রাজগণ বিজয়নগর-রাজপ্রতিনিধি শ্রীরঙ্গরায়লুকে পরাজিত করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে আধিপত্য বিস্তার করেন। ইঁহারা পূর্ব্বাপর মুসলমানদিগের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহারা অরঙ্গজেব-সেনানী কাসিম খাঁর নিকট হইতে ৩ লক্ষ টাকা মূল্যে বঙ্গলুর দুর্গ ক্রয় করেন। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ উদৈয়ার-রাজকে হস্তিদন্তনির্ম্মিত সিংহাসনে

উপবেশন করিতে রাজসনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে চিক্ক দেবরাজের মৃত্যুর পর, উদৈয়াররাজ সম্পূর্ণরূপে দলবাইর করতলগত হন। এই সুযোগ বুঝিয়া হায়দার মহিসুররাজ্য অধিকার করেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস ইংরাজের সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া বঙ্গলূর অধিকার করেন। পর বৎসরে তিনি আরও কএকটী দুর্গ টিপু সুলতানের অধিকার-বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুর মৃত্যুর পর মার্কুইস্ অব ওয়েলেস্‌লি একটী ৪ বৎসরের নাবালক রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া হিন্দুরাজ্যের প্রবর্ত্তন করেন।

এই জেলার মধ্যে মহিসুর, শ্রীরঙ্গপত্তন, মলবল্লী ও হুনসুর নগর প্রধান। এতদ্ভিন্ন মিউনিসিপালিটীর তত্বাধীনে আরও ৭টী নগর আছে। ঐ নগরগুলির জনসংখ্যা ৫ হাজারেরও কম। প্রাচীন নগরের মধ্যে তালকড়, তীরকনম্বী ও হিরোড় বা ফরাসীন পর্ব্বত এবং চামুণ্ডাশৈল ও শিবসমুদ্র উল্লেখযোগ্য স্থান।

৩ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী তালুক বা উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩৯৪ বর্গ মাইল।

৪ মহিসুর রাজ্যের রাজধানী। শ্রীরঙ্গপত্তনের ৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১২°১৮´২৪´´ উঃ এবং ৭৬°-৪১´৪৮´´ পূঃ।

চামুণ্ডা-শৈলের সানুদেশস্থ বিস্তীর্ণ উপত্যকা মধ্যে এই নগর স্থাপিত। পর্ব্বতের উপর চামুণ্ডা দেবীর মন্দির নির্ম্মিত আছে। চামুণ্ডা দেবী মহিষাসুরকে নিধন করিয়া এই পর্ব্বতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই পর্ব্বতের সন্নিকটে পুরোহিতদিগের বাস ও মহারাজের বিশ্রামভবন দৃষ্ট হয়।

এই দেবীমূর্ত্তি মহিসুররাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী ও রাজাদিগের কুলদেবী। মন্দিরটী উচ্চ প্রস্তরপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। গোপুর নামক সিংহদ্বারের চারি পার্শ্বে নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে।

রাজবংশের নিয়মানুসারে এই মন্দিরে রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের নামকরণ হয়। দেবী প্রস্তরময়ী অষ্টভুজা ও সিংহবাহিনী। অসুরের মহিষাকৃতি দেহ, সিংহের দিকে পৃষ্ঠ হইলেও নরাকৃতি, মস্তক ঘুরাইয়া দেবীর দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে। দেবী দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল দ্বারা অসুরের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ ও বাম হস্তে নাগপাশ দ্বারা উহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য হস্তে নানা আয়ুধ বিদ্যমান। এখানে বঙ্গদেশের দশভূজা মূর্ত্তির ন্যায় গণপতি, লক্ষ্মী, ষড়ানন ও সরস্বতী মূর্ত্তি নাই। দেবীর উভয় পদই সিংহোপরি, সিংহের পৃষ্ঠদেশ অসুরের দিকে হইলেও মস্তক ঘুরাইয়া অসুরকে ধরিয়াছে।

প্রতি বৎসর শারদীয় দুর্গা পূজার সময় এখানে শতাধিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়া নয় দিন যাগ, হোম, শ্রীসূক্ত, ভূসূক্ত, মৎস্যসূক্ত, পুরুষসূক্ত ও পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। প্রত্যহ চণ্ডীপাঠও হইয়া থাকে। দেবীসমক্ষে বলি দিবার নিয়ম নাই। নিম্নশ্রেণীর লোকে পর্ব্বতের পাদদেশে পশুবলি দেয়।

উক্ত শারদীয় পূজাকে এখানকার লোকে নবরাত্রব্রত কহে। মহারাজের ভবনেও যে নবরাত্রব্রত হয়, তাহাও সম্পূর্ণরূপে সাত্বিকপূজা। দেবীর মন্দিরের সন্নিকটে নরসিংহ দেবের মন্দির। চিক্ক দেবরাজ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। মন্দিরের গঠনকার্য্য অতীব সুন্দর।

রাজার বিশ্রামাগার পর্ব্বতের অত্যুচ্চশৃঙ্গে স্থাপিত। রাজপরিবারবর্গ দেবীপূজা করিতে আসিয়া এই স্থানে অবস্থান করেন। পাহাড়ের অদূরে দেবরাজ নামক হ্রদ, উহার অপর পার্শ্বে স্বর্গীয় রাজাদিগের সমাধিস্থান। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ কৃষ্ণরায়ের সমাধির উপর যে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। মহারাজ যে বৃহৎ কৃষ্ণাসনের উপর বসিয়া জপ করিতেন, তাহা তাঁহার সমাধির উপর রাখিয়া তদুপরে মহারাজের প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। অপরাপর রাজগণেরও ঐ স্থানে সমাধিমন্দির দেখা যায়। তাঁহারা যে যে প্রস্তরাসনে বসিয়া জপ করিতেন, প্রত্যেকের সমাধির উপর সেই সেই প্রস্তর রহিয়াছে।

এখানকার 'দশেরা' উৎসব সাধারণের দেখিবার জিনিস। ঐ সময়ে দেশদেশান্তর হইতে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। তৎকালে রাজবাটীর সম্মুখস্থ বৃহৎ প্রাঙ্গণে অশ্বারোহী সেনা সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। তৎপরে চক্‌চকে সঙ্গীন হাতে পাইক,তাহাদের পশ্চাতে পদাতিক সেনা এবং সর্ব্বশেষে নকীব ও ধ্বজাবাহকেরা দণ্ডায়মান থাকে,তৎপরে মহারাজ বহুমূল্য মণিমুক্তাদি খচিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া কৃষ্ণরায় উদৈয়ারের হস্তিদন্তনির্ম্মিত সুচারু কারুকার্য্যযুক্ত সিংহাসনে উপবেশন করিলে সম্মুখের আবরণ তুলিয়া দেওয়া হয়। তখন তোপধ্বনি হইতে থাকে। তদনন্তর বৈদিক ব্রাহ্মণগণ রাজার চতুঃপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বেদগান করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলে বাদ্যধ্বনি হইতে থাকে; সেনাগণ জয়োচ্চারণ করে। ঐ সময়ে ইংরাজরাজপ্রতিনিধি আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার সম্মানার্থ তোপধ্বনি হয়। সম্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে সম্মানার্থ প্রধান সেনাপতি তোরণের সম্মুখে উপস্থিত থাকেন এবং তিনিই অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে সমাদরে দরবার মহলে আনয়ন করেন।

ইংরাজ-প্রতিনিধি হইতে অধস্তন সকল রাজকর্ম্মচারীকেই রাজসম্মান-প্রদর্শনার্থ রাজসিংহাসনের সম্মুখে আসিয় মস্তক নত করিতে হয়। রাজাও প্রতিনমস্কারস্বরূপ ঈষৎ মস্তক নত এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা চিবুক স্পর্শ করিয়া সম্মান গ্রহণ করেন। অতঃপর হস্তী প্রভৃতির নানারূপ ক্রীড়া আরম্ভ হয়। তৎপরে মহারাজ স্বয়ং সমরবেশে সেনা-পরিবেষ্টিত হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া একটী শমীবৃক্ষে শরত্যাগ করিলে তোপধ্বনি হয়, তদনন্তর সকলে বিজয়োল্লাসে মত্ত হইয়া রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রথানুসারে পাণ ও সুপারি বিতরণের পর সভা ভঙ্গ হইলে মহারাজ উক্ত সিংহাসন প্রদক্ষিণ, পূজা এবং প্রণাম করণান্তর অন্তঃপুরে গমন করেন। ইহাই মহারাজের নবরাত্রব্রত।

নগরের দক্ষিণভাগে এখানকার দুর্গ অবস্থিত। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে উদৈয়ার রাজাদিগের যত্নে ঐ দুর্গ নির্ম্মিত হয়। দুর্গের অদূরে দলবাই-কৃত বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মহারাজের যত্নে এবং য়ুরোপীয় কারিগরদিগের শিল্পকৌশলে দুর্গ ও তদভ্যন্তরস্থ রাজপ্রাসাদের অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হয়। প্রাসাদের সম্মুখে 'সেজ্জে' বা দশেরা উৎসবের বৈঠকগৃহ। ইহা শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত কাষ্ঠস্তম্ভে সুসজ্জিত। এখানকার হস্তিদন্তনির্ম্মিত সিংহাসন দেখিবার জিনিস। শুনা যায়,—সম্রাট্ অরঙ্গজেব রাজা চিক্ক দেবরাজের শৌর্য্যে প্রীত হইয়া ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে এই সিংহাসন দান করেন। এক্ষণে ঐ সিংহাসন স্বর্ণ ও রৌপ্যপত্রে বিভূষিত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদের মধ্যে 'অম্বাবিলাস' নামক দরবারগৃহ এবং 'চিত্রশালা' সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই চিত্রশালা প্রাচীন রাজপ্রাসাদ বলিয়া বিদিত ছিল। টিপু সুলতান ইহার মৃৎপ্রাচীরাদি ভাঙ্গিয়া দেন। এখন এই প্রাসাদের একরূপ সর্ব্বাঙ্গ সংস্কারসম্পন্ন হইয়াছে।

দুর্গের পশ্চিমদ্বারের অপর পার্শ্বে জগন্মোহন-মহল নামক সুবৃহৎ অট্টালিকা। য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারাদিগের অভ্যর্থনার জন্য ভূতপূর্ব্ব মহারাজ এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ইহা তাঁহার বিশ্রামভবন বলিয়াও গণ্য ছিল। প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ গৃহগুলিতে অত্যুৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বলিত উত্তম চিত্র সমুদায় সাজান আছে। এতদ্ভিন্ন রাজ-উপভোগ-যোগ্য নানা আস্‌বাবও সজ্জিত দেখা যায়। ইহার পার্শ্বস্থ উদ্যান ও কুঞ্জবন সকল বিশেষ মনোহারী। নগরের পূর্ব্বভাগে প্রাচীন রেসিডেন্সী অট্টালিকা। উহাতে এক্ষণে সেসনকোর্ট হইয়াছে। উহার দক্ষিণপূর্ব্বে সর জেমস্ গর্ডন নির্ম্মিত বর্ত্তমান রেসিডেন্সী প্রাসাদ। উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত হওয়ায় এই প্রাসাদ হইতে সমগ্র নগরভাগ পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। কর্ণেল ওয়েলেস্‌লি (ডিউক অব্ ওয়েলিংটন্) আপন বাসের জন্য যে ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে দেওয়ানী বিচারালয়ে পরিণত হইয়াছে।

মহী (মহে বা মাহি), মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলাস্থ ফরাসীদিগের একমাত্র উপনিবেশ। তেল্লীচেরী হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১১°৪১´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৪´২৫´´ পূঃ। এই স্থান বাণিজ্যের বিশেষ উপযোগী দেখিয়া, ফরাসী বণিক্‌সম্প্রদায় মরিচের বাণিজ্য পরিচালনের জন্য কোদত্তনাড়ের রাজার নিকট হইতে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে একটী কুঠী স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে কালিকটে সামরীরাজের নিকট হইতেও তাঁহারা পণ্যদ্রব্য রক্ষার্থ প্রায় ২১ বিঘা ভূমি লাভ করেন। এখনও ঐ ভূমি ফরাসীদিগের অধিকারে রহিয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থান বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণরূপ হ্রাস হইয়াছে।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বণিক্‌সম্প্রদায় চিরাক্কলের অধিপতির নিকট হইতে রামাতুর্ত্তি, কবাই, নীলেশ্বরম্ ও মড়লাবন্দর এবং ১৭৫৪ খৃঃ অঃ ডিলি পর্ব্বত ক্রয় করেন। এক সময়ে এই সকল স্থান মহীর এলাকাভুক্ত ছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মহী ইংরাজহস্তে সমর্পিত হয়। সেই সঙ্গে ঐ সকল স্থানও ইংরাজের করায়ত্ত হইয়াছিল। ইংরাজরাজ ডিল্লিগিরিদুর্গ ব্যতীত অপর সকলস্থানের দুর্গাদি ভূতলশায়ী করিয়াছেন। ডিল্লীদুর্গে তৎকালে একজন ইংরাজ সেনানী থাকিত। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মহী ফরাসী-করে প্রত্যর্পিত হয়, কিন্তু ফরাসীগণের ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজগণ পুনরায় ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে মহী ও তদন্তর্গত স্থানসমূহ অধিকার করেন। সন্ধিসূত্রে বাধ্য হইয়া পুনরায় ইংরাজগণ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে উহা ফরাসীদিগকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মহী তৃতীয়বার ইংরাজের হস্তগত হয়। ইংরাজরাজ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কালিকটের বাণিজ্যকুঠী সহ মহীনগর ফরাসীহস্তে পুনঃ সমর্পণ করেন। পূর্ব্বে মহীর বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি ছিল। ইংরাজের সহিত তিনবার যুদ্ধে হস্তান্তরিত হওয়ায় এবং তন্নিবন্ধন রাজ্যমধ্যে বিপ্লবহেতু এখানকার বাণিজ্যপ্রভাবের বিশেষ লাঘবতা ঘটে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ যে কেবলমাত্র এখানকার দুর্গ, পরিখা ও বন্দরাদি নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে; তাহারা বিশেষ আক্রোশের সহিত এই উপনিবেশটীকে অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া বৈরনির্য্যাতন-প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছিলেন।

মহী নগর শ্রীভ্রষ্ট হইলেও এখনও নদীতীরে তাহার

সৌধমালা অপূর্ব্ব শোভায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গণ্ডশৈলমালা ও তদুপরিস্থ উন্নত মস্তক নারিকেলকুঞ্জসমূহ দূরবর্ত্তী দর্শকের চক্ষে সৌন্দর্য্যপূর্ণ বলিয়াই অনুমিত হয়।

এই স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর ও সমধিক উর্ব্বরা। পুঁদিচেরীর অধীনস্থ জনৈক ফরাসী কর্ম্মচারী (Chef de service) এখানকার শাসনবিধি পরিচালন করিয়া থাকেন। বেপুর রেল সীমান্ত হইতে একটী রাস্তা তেলিচেরী হইয়া কন্নানুর হইতে মহানগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

মহী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীতে প্রবাহিত একটী নদী। মালব প্রদেশের আমঝেরা রাজ্যের অন্তর্গত আমঝেরা ও ভোপাবর নগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী মেহাদ হ্রদ (অক্ষা° ২২°৫২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫´ পূঃ) হইতে উদ্ভূত হইয়া কাম্বে নগরের ৮০ ক্রোশ পূর্ব্ব দিয়া পশ্চিমাভিমুখে বক্রগতিতে অক্ষা° ২২°১৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৩৮´ পূর্ব্বে কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

প্রথমে ৭ মাইল পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া ভোপাবর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর দিয়া নগর গিরিমালা পর্য্যন্ত আসিয়া পুনরায় মেবাড়ের পার্ব্বত্য উপত্যকা ভেদ করিয়া দক্ষিণপশ্চিম গতিতে কাম্বে উপসাগরে মিলিত হইয়াছে। সমগ্র নদীর গতি প্রায় ৩৫০ মাইল এবং উহার অববাহিকা ভূমি প্রায় ১৭ হাজার বর্গমাইল হইবে। গুজরাতে প্রবেশ করিয়াই ইহা মহীকান্থা ও রেবাকান্থা-প্রদেশ বিধৌত করিয়া দক্ষিণে খৈরা ও বামে বড়োদাকে রাখিয়া কাম্বে সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছে।

জুয়ারের সময় বন্যার জল তুলার ন্যায় শ্বেত প্রাচীরবৎ স্ফীত হইয়া ২০ মাইল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক দেহবনের বালুকাচরে বিলীন হইয়া যায়। বর্ষার সময় ইহার স্রোতোবেগ অত্যন্ত প্রবল হয়। বন্যার উত্তাল তরঙ্গে তখন নদী পার হওয়া সুকঠিন। অন্যান্য সময়ে দেহবান, গাজনা, খানপুর ও মেতা প্রভৃতি স্থানে নৌকাযোগে নদী পার হওয়া যায়।

প্রবাদ, উজ্জয়িনীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের ঘর্ম্ম পৃথ্বীবক্ষে পতিত হইয়া এই নদীর উৎপত্তি হয়। সুতরাং ইনি পৃথ্বীকন্যা বলিয়া সাধারণে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন ভয়ানক বন্যা দেখিয়া লোকে ইহার দেবশক্তির কল্পনা করিয়া থাকে। এই নদীতে স্নান বিশেষ পুণ্যজনক। এতদ্দেশে গঙ্গাপূজার যেরূপ বিধি দেখা যায়, গুজরাত-প্রদেশে তদ্রূপ মহীনদীর পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। নদীতীরবর্ত্তী মিন্দরাড়, ফজিলপুর, অঙ্গড় ও যশঃপুর নামক স্থান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ সকল পবিত্র তীর্থে বৎসর বৎসর বহু যাত্রীর সমাগম হয়। স্কন্দপুরাণে কুমারিকাখণ্ডে এই মহীনদীর মাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত আছে।

মহী (স্ত্রী) মহ্যতে ইতি—মহ-অচ্ (গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১) ইতি ঙীষ্ যদ্বা মহি-কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। ১ পৃথিবী। (অমর) ২ নদীবিশেষ, এই নদী মালবদেশে বিদ্যমান। ইহার জলগুণ—সুস্বাদু, বলকর, পিত্তহর ও গুরু। (রাজনি°) ২ গাভী। (জটাধর) ৩ হিলমোচিকা। (ত্রিকা°) ৪ লোক। "তিস্রো মহীরুপরাতস্থুঃ" (ঋক্ ৩।৫৬।২) 'মহী লোকাঃ' (সায়ণ)

মহীকম্প (পুং) ভূমিকম্প। (বৃহৎস° ৩।১০)

মহীকান্থা, বোম্বাই-গবর্মেণ্টের পলিটিকাল এজেন্সীর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত কতকগুলি দেশীয় সামন্তরাজ্য। ইহার উত্তরপূর্ব্বে উদয়পুর ও ডুঙ্গরপুরনামক রাজপুতরাজ্যদ্বয়, দক্ষিণপূর্ব্বে রেবাকান্থা, দক্ষিণে ইংরাজাধিকৃত খৈরা-জেলা এবং পশ্চিমে বড়োদারাজ্য, আহ্মদাবাদ জেলা ও পাহলনপুর এজেন্সী। অক্ষা° ২৩°১৪´ হইতে ২৪°২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৪´ হইতে ৭৪°৫´ পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ১১০৪৯ বর্গমাইল।

এই সামন্ত-রাজ্যসমূহের সর্দ্দারগণ বিভিন্ন মর্য্যাদাসম্পন্ন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের অধিকার নিরূপণ করিয়া ৭টী বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ বিভাগানুসারে ইদরের রাজাই প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ইনি স্বরাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। কেবলমাত্র ইংরাজ-প্রজার বিচারসময়ে পলিটিকাল এজেন্টের অনুমতি লইতে বাধ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্দ্দারগণ ২০ হাজার টাকা তায়দাদের দেওয়ানী ও সর্ব্বপ্রকার ফৌজদারী মকদ্দমা চালাইতে সমর্থ। প্রাণদণ্ডের আদেশ কেবলমাত্র এজেন্টের আদেশসাপেক্ষ। ৩য় শ্রেণীর সর্দ্দারগণ ৫ হাজার টাকার দেওয়ানী, ২ মাসের মেয়াদ ও ১০০০৲ জরিমাণা এবং ফৌজদারী মকদ্দমা করিতে পারেন। কিন্তু ইংরাজ-প্রজার মকর্দ্দমা অথবা প্রাণদণ্ডের আদেশ পলিটিকাল এজেন্টের অনুমত্যনুসারেই সাধিত হইয়া থাকে। ৪র্থ শ্রেণীর সর্দ্দারগণের রাজ্যশাসনশক্তি ঐরূপেই হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। নিম্নে উক্ত সপ্ত শ্রেণীর একটী তালিকা প্রদত্ত হইল—

১ম শ্রেণীর—ইদর।

২য়—পোল ও দণ্ডা।

৩য়—মালপুর, মানসা, মোহনপুর।

৪র্থ—বর্জ্জোরা, পিঠাপুর, রণাসন, পুণাদ্রা, খরাল, ঘোড়াসর, কতোসান, ইলোল ও অমল্যারা।

৫ম—বলাসনা, দাভা, বাসনা, সুদেস্কা, রূপাল, দধাল্য, মগোরী, বরাগাঁও ও সাথম্বা।

৬ষ্ঠ—রমাস, দেরোল, খেরাবাড়া, করোলী, রজ্ঞাপুর, প্রেমপুর, দেপ্রোতা, তাজপুরী, হাপা, সাতলাস্না, ভালুঞ্চা, লিখি ও হরোল।

৭ম—মগুনা, বোলন্দ্রা, তেজপুর, বিপ্রোরা, পালেজ, দেহলোলী, কস্‌লপুরা, মান্ধ্‌দপুরা, ইজপুরা, রামপুরা, রাণীপুরা, গাবট, তিম্বা, উম্রি, মোতকোর্টা।

এই সামন্তরাজ্যসমূহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার। উত্তর ও পূর্ব্বদিক্‌ বনমালা-পরিবেষ্টিত পর্ব্বত-শৃঙ্গসমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম-ভূভাগ সমতল উর্ব্বর ক্ষেত্রসমূহে পরিপূর্ণ, তবে কোথাও কোথাও নিবিড় বনরাজি বিরাজিত দেখা যায়।

এখানকার মৃত্তিকা বালুকা-মিশ্রিত হইলেও শস্যোৎপাদনশক্তিসম্পন্ন। কোথাও কোথাও সমধিক উর্ব্বর কৃষ্ণবর্ণ ক্ষেত্রসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। এই প্রদেশ উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম ঢালু হইয়া আসিয়াছে। সরস্বতী, শাবরমতী,হাতমতী, খারি, মেষবা, মাজম, বাএক প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী এই ভূভাগে প্রবাহিত থাকায় স্থানীয় উর্ব্বর ক্ষেত্র সমুদায়ে জলসিঞ্চনের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রাণীতলাও, কর্ম্মাবাপী তলাও, বাব্‌সুর তলাও প্রভৃতি কএকটী পুষ্করিণী ও ইন্দারা এখানকার অধিবাসীদিগের জলকষ্ট মোচন করিয়া থাকে। শেষোক্ত তলাওটীর পরিমাণ ৬০৭ বিঘা।

ভীল ও কোলি নামক অনার্য্য জাতিই এখানকার আদিম অধিবাসী। মুসলমানগণের আক্রমণে উৎপীড়িত হইয়া সিন্ধুবাসী রাজপুতগণ বাসভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক এই প্রদেশে আসিয়া তথাকার বন্য অধিবাসীদিগকে পরাভবপূর্ব্বক বসবাস আরম্ভ করেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে এই প্রদেশ আহ্মদাবাদ-রাজবংশের অধিকারে আইসে। উক্ত রাজবংশের অধঃপতনের পর, মোগল-সম্রাট্‌গণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু দেশের শাসনকার্য্য দেশীয় নরপতিবর্গের উপরই ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা সৈন্যপ্রেরণ দ্বারা মধ্যে মধ্যে করসংগ্রহ করিয়া লইতেন। মোগল-রাজবংশের পর, মহারাষ্ট্রীয়গণ এই স্থান অধিকার করেন। ঐ সময়ে তাঁহারা মুলুকগিরি-সেনা পাঠাইয়া রাজস্ব আদায় করিতেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রশক্তির অবসানপ্রায় দেখিয়া ইংরাজরাজ এখানকার রাজকর আদায় করিয়া গাইকোবাড়-রাজকরে সমর্পণ করিতেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ এই রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ইংরাজরাজ নিজব্যয়ে এখানকার কর সংগ্রহ করিয়া বড়োদারাজকে প্রদান করিবেন,কিন্তু বড়োদাপতি এই প্রদেশে সেনাপ্রেরণ বা শাসনসম্পর্কে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না—ঐ সূত্রে বড়োদাপতির সহিত ইংরাজরাজের একটী সন্ধি হয়। ইংরাজাধিকারে আসিবার পরেও এখানে ১৮৩৩-৩৬ এবং ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে দুইবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। শেষোক্ত বিপ্লবে তরিঙ্গা শৈলে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজসৈন্য মোন্দেটীনগর অধিকার করে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পোসিনায় আর একটা বিদ্রোহ ঘটে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পোলবাসী ভীলগণ সর্দ্দারগণের বিরুদ্ধাচারী হইয়া স্বাধিকার ঘোষণা করে।

উপরোক্ত সীমান্তবর্ত্তী ভীল ও রাজপুতগণের বৃথা রক্তপাত ও বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইবার জন্য সর্ জেমস্ আউট্রাম ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী পঞ্চায়ৎপ্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। এই উপায়ে সামন্তদেশের বিদ্বেষ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া দোষী লোকদিগের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রভূত অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এই নিয়মের অনেক সংস্কার হয়। ঐ সময়ে একজন ইংরাজ-সেনাপতি পঞ্চায়ৎবিচার-সভার সভাপতি এবং অপর দুইজন ব্যক্তি সদস্য হইয়া বিচারকার্য্যে সহায়তা করিতেন। ভীল ব্যতীত অপর দোষী ব্যক্তিদিগকে সাজা দিবার ব্যবস্থা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মহীকাণ্ঠা রাজ্যে প্রচলিত হয়। তদবধি ভীল ও কোলি ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই এখানে স্বেচ্ছামত মহুয়া হইতে মদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না।

এখানকার বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যে ভীলগণই দুর্দ্ধর্ষ। ইহাদের মধ্যে অপহরণ করিয়া বিবাহ করিবার পদ্ধতি আছে। কিন্তু কন্যাহরণকালে যদি কেহ তাহাকে দেখিতে বা ধরিতে পায়, তাহা হইলে কন্যার পিতার নিকট সে বিশেষরূপে নিগৃহীত হইয়া থাকে। ইহারা স্বজাতিকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া কখনও নিশ্চেষ্ট থাকে না।

এই ভীল-সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই ভগৎ বা ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ভীলসর্দ্দার খেরাড়ী মুরমল্লের শিষ্য এবং রামোপাসক। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ন্যায় ইহারা সদাচারসম্পন্ন, মদ্যমাংসপরিত্যাগী এবং কপালে সিন্দূর-রেখা ও মস্তকে হরিদ্রাক্ত বস্ত্রের উষ্ণীষধারী। বন্যভীলগণ এক সময়ে এই নিরীহ সম্প্রদায়কে সমাজচ্যুত করিয়া ইহাদিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিয়াছিল। অবশেষে ইংরাজরাজের মধ্যস্থতায় ইহারা পরিত্রাণ পায়।

মহীক্ষিৎ (পুং) মহাং ক্ষয়তে ইষ্টে ক্ষি-কিপ্, তুক্ চ। রাজা, পৃথিবীপতি।

"রথচর্য্যাস্ত্রমায়াভির্মোহয়িত্বা পরন্তপঃ।
বিভেদ শতধা রাজন্ শরীরাণি মহীক্ষিতাম্॥"(ভারত ৭।৪৪।২৪)

মহীগঞ্জ, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। রঙ্গপুর নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৪৩´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°২০´। পূর্ব্বে এই স্থান পাট ও অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, কিন্তু এক্ষণে নবাবগঞ্জের বাজারে ঐ সকল দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী হওয়ায় এখানকার বাণিজ্য হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

মহীঘংঘণ, সিংহপুরাধিপ রাজা দিবাকরবর্ম্মের বিরুদ।

মহীচন্দ্র (পুং) কনোজের জনৈক রাজা।

মহীচর (ত্রি) চরতীতি চর-অচ, মহ্যাং চরঃ। পৃথিবীচারী, যাহারা পৃথিবীতে বিচরণ করে।

মহীচারিন্ (ত্রি) ১ পৃথিবীতে বিচরণকারী। (পুং) ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫৯)

মহীজ (ক্লী) মহ্যাং জায়তে ইতি জন-ড। ১ আদ্রক, আদা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ ভূমিজাত মাত্র। (পুং) ৩ মঙ্গলগ্রহ।

"রবৌ রসাক্ষী সিতগৌ হরাক্ষী দ্বয়ং মহীজে বিধুজে শরাষ্টৌ।
গুরৌ শরাষ্টৌ ভৃগুজে তৃতীয়ং শনৌ রসাগ্নস্তমিতি ক্রমায়াম্॥"
(সময়প্রদীপ)

মহীতট (ক্লী) জনপদভেদ। (বৃহৎস° ১৯।৩২)

মহীতপত্তন (ক্লী) স্থানভেদ। নগরভেদ।

মহীতল (ক্লী) মহ্যাঃ তলম্। ভূতল, পৃথিবী।
"মহীতলস্পর্শনমাত্রভিন্নমৃদ্ধং হি রাজ্যংপদমৈন্দ্রমাহুঃ॥"(রঘু ৩অঃ)

মহী(হি)দত্ত, বালবিবেক নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

মহীদাস, ১ ভাষ্যকার মহীধরের নামান্তর। ২ চরণব্যূহভাষ্য-প্রণেতা। ৩ তাজকমণি, মণিথ, বর্ষফলপদ্ধতি ও লীলাবতী-টীকারচয়িতা। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনি লীলাবতীটীকা রচনা করিয়াছিলেন।

মহীদাসভট্ট (পুং) ভাষ্যকার মহীধরের নামান্তর।

মহীদেব, সূর্য্যবংশীয় জনৈক রাজা। পুষ্পপুরে তাহাদের রাজধানী ছিল।

মহীধর (পুং) ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫৩)

মহীধর, ১ জনৈক প্রাচীন কবি। ২ বৃহজ্জাতক-বিবরণপ্রণেতা। ৩ মগধবাসী জনৈক প্রাচীন কবি। রাজা বর্দ্ধমান ও রুদ্র-মানের রাজত্বকালে ১০৫৯ শকে বিদ্যমান ছিলেন। ৪ বিখ্যাত দীপিকাকার।' ইনি বাজসনেয়সংহিতার 'বেদদীপ' নামে ভাষ্য রচনা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনি রত্নাকরের পৌত্র এবং রামভক্তের পুত্র। বারাণসীধামে থাকিয়া ইনি কেশবমিশ্রের পুত্র রত্নেশ্বর মিশ্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। অদ্ভুতবিবেক, ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য, একাক্ষরকোষ, কাত্যায়নগৃহ্যসূত্রভাষ্য, কাত্যায়নশুল্বসূত্রভাষ্য, নৃসিংহপটল, পুরুষসূক্তটীকা, মাতৃকাক্ষরনিঘণ্টু বা মাতৃকা-নিঘণ্টু, যোগবাশিষ্ট-সারবিবৃতি, রামগীতাটীকা, রুদ্রজপভাষ্য, ষড়ঙ্গরুদ্রভাষ্য, সারস্বতপ্রক্রিয়াটীকা, ও সৌত্রামণিনিনিয়োগ-সূত্রার্থ নামক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন তৎকর্ত্তৃক ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুভক্তিকল্পলতা-প্রকাশ এবং ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রমহোদধি ও নৌকা নাম্নী তট্টীকা রচিত হয়। ৫ সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যাদ্রি° ৩৩।২৭)

মহীধ্র (পুং) মহীং ধরতীতি ধৃ-ক। পর্ব্বত। (অমর) ২ পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা।
"খুরাহতাভ্রঃ সিতদংষ্ট্র ঈক্ষাজ্যোতির্বভাসে ভগবান্ মহীধ্রঃ॥"
(ভাগবত ৩।১৩।২৬) 'মহীধ্রঃ পৃথিব্যা উদ্ধর্ত্তা' (স্বামী)

মহীধ্রক (পুং) জনৈক রাজা। মহীধ্র-স্বার্থে কন্। মহীধ্র শব্দার্থ।

মহীন (পুং) রাজা, মহীপতি।

মহীনগর, মহানদী-তীরস্থ একটী প্রাচীন নগর। (কুমারিকাখ°)

মহীনাথ (পুং) মহ্যাঃ নাথঃ। পৃথিবীপতি, রাজা।

মহীপ (পুং) মহীং পাতি পা-ক। ১ পৃথিবীপতি, রাজা। ২ জনৈক আভিধানিক।

মহীপ, ১ অনেকার্থতিলক বা নানার্থরত্নতিলক ও শব্দরত্না-কর নামক গ্রন্থদ্বয়প্রণেতা। ইনি সোমপের পুত্র। বাসবদত্তায় শিবরাম ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২ বাঘেলবংশীয় জনৈক নরপতি।

মহীপনারায়ণ, ১ বারাণসীর জনৈক রাজা। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এক সনন্দ প্রদান করেন।

মহীপতন (ক্লী) মহ্যাঃ পতনং। সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত।

মহীপতি (পুং) মহ্যাঃ পতিঃ। রাজা, পৃথিবীপতি।

মহীপতি, ১ পঞ্চসায়করচয়িতা। ২ বনথলীর জনৈক চূড়াসমা-বংশীয় সামন্তরাজ।

মহীপতি উপাধ্যায়, জনৈক প্রাচীন কবি। কবীন্দ্র-চন্দ্রো-দয়ে ইঁহার নামোল্লেখ আছে।

মহীপতি মণ্ডলিক, জনৈক প্রাচীন কবি।

মহীপাল (পুং) মহীং পালয়তীতি পালি-অণ্। ১ রাজা।
"নীরক্তশ্চ মহীপাল! রক্তবীজো মহাসুরঃ॥"(মার্ক°পু° ৮৮।৬১)
১ রাজাবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৫৬।৭)

মহীপাল, ১ পালবংশীয় কএকজন গৌড়াধিপতি।
[পালরাজবংশ দেখ।]

২ সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত দুইজন রাজা। (সহ্যাদ্রি° ৩৩।১৯, ৩১।৪) ৩ রাজপুতনার জনৈক সামন্তরাজ। ৪ চূড়াসমাবংশীয় দুইজন (১ম ও ২য়) নরপতি। ৫ কচ্ছপঘাতবংশীয় জনৈক রাজা। ৬ জনৈক কনোজাধিপতি। তিনি ১১৭৩ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

মহীপালদেব, জনৈক হিন্দুরাজা। ফতেপুর জেলার অগ্নিনগরের শিলালিপি অনুসারে তিনি ৯৭৪ সংবতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহীপালপুর, প্রাচীন দিল্লীনগরীর উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠে স্থিত একখানি সুপ্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম, কুতব-মসজিদ হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে সুলতান ঘাজি, সুলতান রুকন্ উদ্দীন্ ফিরোজ ও সুলতান মুয়াজ উদ্দীন বহ্রামের সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। সম্রাট্ ফিরোজ শাহ স্বীয় ফতুহৎই-ফিরোজশাহী নামক গ্রন্থে এই গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী মালিকপুর গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। মালিকপুর জনশূন্য হইলে এই গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

মহীপুত্র (পুং) মহ্যাঃ পুত্রঃ। ১ মঙ্গলগ্রহ।

মহীপুর, দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। রাজা মহীপালের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মহীপ্রকম্প (পুং) মহ্যাঃ প্রকম্পঃ। ভূমিকম্প। (বৃহৎস° ২৪।২৫)

মহীপ্ররোহ (পুং) বৃক্ষ, মহীরুহ।

মহীপ্রাচীর (ক্লী) মহ্যাঃ প্রাচীরমিব, সর্ব্বদিক্ষু স্থিতত্বাৎ তথাত্বং। সমুদ্র। (ত্রিকা°)

মহীপ্রাবর (পুং) সমুদ্র। (হেম)

মহীভট্ট (পুং) জনৈক বৈয়াকরণ।

মহীভর্ত্তৃ (পুং) মহ্যা ভর্ত্তা। ১রাজা। ২বিষ্ণু। (ভারত১৩।১৪৯।৩৩)

মহীভার (পুং) মহ্যা ভারঃ। পৃথিবীর ভার, ভূভার।

মহীভুজ্ (পুং) মহীং ভুনক্তি ভুজ্-ক্বিপ্। রাজা।

মহীভুজি কৃতিন্, যজুর্ম্মঞ্জরী নামক তন্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা।

মহীভৃৎ (পুং) মহীং বিভর্ত্তি ধরতীতি ভৃ-ক্বিপ্। (হ্রস্বস্য পিতিকৃতি তুক্। পা ৬।১।৭১) ইতি তুগাগমশ্চ। ১ পর্ব্বত। মহীং বিভর্ত্তি পালয়তীতি ক্বিপ্। ২ রাজা।

"যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ।
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্॥"(মার্ক°পু° ৮১।১৩)

মহীমঘবন্ (পুং) মহ্যা মঘবা। পৃথিবীর ইন্দ্র, পৃথিবীর রাজা।

মহীমণ্ডল (ক্লী) মহ্যা মণ্ডলং। পৃথিবী, ভূমণ্ডল।

মহীমণ্ডল, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার চিত্তুর তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি একটী দুর্গ স্থাপিত আছে। ঐ দুর্গ মহারাষ্ট্রদিগের নির্ম্মিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। মুসলমানগণ মহারাষ্ট্রদিগের হস্ত হইতে ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া লন। পর্ব্বতোপরি একটী প্রাচীন দেবমন্দিরও দৃষ্টিগোচর হয়।

মহীময় (ত্রি) মহ্যা বিকারো হবয়বো বেতি মহী-ময়ট্। মৃত্তিকানির্ম্মিত, মৃত্তিকাস্বরূপ, মৃত্তিকাবিকার।

"তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥"(মার্ক°পু° ৯৩।৭)

মহীমহেন্দ্র (পুং) মহ্যাঃ মহেন্দ্রঃ। পৃথিবীর রাজা।

মহীমূঢ়, গুর্জ্জরাধিপতি মাহ্মুদ বিকাড়ার শিলালিপিলিখিত নাম।

মহীমৃগ (পুং) মৃগভেদ। (রামায়ণ ৩। ৪৯। ৪৫)

মহীয়স্ (ত্রি) মহ-ঈয়সুন্। অত্যন্ত মহৎ।

মহীয়স্ত্ব (ক্লী) মহীয়-ত্ব। শ্রেষ্ঠত্ব।

মহীয়া (স্ত্রী) সুখ, আনন্দ। (তৈত্তিরীয়স° ৭।৫।১০।১)

মহীয়াল, গাহড়বালবংশীয় জনৈক রাজা।

মহীয়ু (ত্রি) সুখী। (ঋক্.৯।৬৫।১)

মহীর, মীরজা মহম্মদ আলির নামান্তর। ইহাঁর বাসস্থান আগ্রা। ইহার পিতা হিন্দু ছিলেন এবং মীর্ জাফর মুমাইর সভায় শ্লেষবক্তার কার্য্য করিতেন। মীরজাফরের সন্তানাদি না থাকায় মহীরকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পোষ্যপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করেন।

মহীর মীরজাফর কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হইয়া নানারূপ গ্রন্থ রচনায় "মহীর" খেতাব লাভ করেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যাভিষেকসময়ে "গুল-আই-আওরঙ্গ" গ্রন্থ রচনা করেন।

মহীরজস্ (ক্লী) মহ্যা রজঃ। পৃথিবীর রেণু, ধূলি। (মার্ক°পু° ৪৯।৩৯)

মহীরণ (পুং) বিশ্বার গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসজাত পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

মহীরত (পুং) জনৈক রাজা। ইহার পাঠান্তর বহীনর। (হেম)

মহীরন্ধ্র (ক্লী) মহ্যা রন্ধ্রং। পৃথিবীর ছিদ্র, ভূগর্ত্ত।

মহীরাবণ, রাবণের এক পুত্র। মহীরাবণ পাতালপুরে রামলক্ষ্মণকে হরণ করিয়া লইয়া যায় ও তথায় হনুমানের হস্তে নিহত হয়। (অদ্ভুতরাম।)

মহীরুহ (পুং) মহ্যাং রোহতি জায়তে ইতি রুহ-ক। বৃক্ষ, পাদপ।

"তপশ্চরৎসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীরুহাঃ।"(বিষ্ণুপু° ১।১৫।১)

মহীলতা (স্ত্রী) মহ্যা লতেব। কিঞ্চুলুক, চলিত কেঁচো।

মহীলা (স্ত্রী) মহিলা, স্ত্রীমাত্র।

মহীশ, জনৈক প্রাচীন হিন্দু রাজা।

মহীশাসক (পুং) মহ্যা শাসকঃ। ১ পৃথিবীপতি, রাজা।

মহীশাসক, হীনযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ। সর্ব্বাস্তিবাদ বা বৈভাষিক মতের পঞ্চ শাখার অন্তর্ভুক্ত।

মহীশ্বর (পুং) মহ্যা ঈশ্বরঃ। পৃথিবীপতি, রাজা।

মহীসন্তোষ, একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম।

মহীসুত (পুং) মহ্যাঃ সুতঃ। ১ মঙ্গল, পৃথিবীর পুত্র। (বৃহৎস৹ ১০৪।১৪)

মহীসুর (পুং) মহ্যাঃ সুরো দেবতা ইব। ১ভূদেবতা, ব্রাহ্মণ। ২ রাজ্যবিশেষ, মহিসুররাজ্য। [মহিসুর দেখ।]

মহীসূনু (পুং) মহ্যাঃ সূনুঃ পুত্রঃ। মঙ্গলগ্রহ।

মহুদি, হাজারিবাগ জেলার কর্ণপুর পরগণার অন্তর্গত একটী শৈল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪৩৭ ফিট্ উচ্চ। হাজারিবাগ অধিত্যকার ৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে চা গাছের জন্য বিস্তৃত বাগান আছে।

মহুধ, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর খৈরাজেলার নরিয়াদ উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা৹ ২২°৪৮´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি৹ ৭৩° ১´ পূঃ। প্রবাদ, প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে মান্ধাতা নামে জনৈক হিন্দু নরপতি এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহুয়া, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষভেদ। [মউয়া দেখ]

মহুয়াগড়ি, সাঁওতাল-পরগণার নয়াদুম্‌কা উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গিরিশৃঙ্গ। ইহার অধিত্যকাভূমি স্বাস্থ্যাবাসের উপযোগী। এখানকার বণ্যবিভাগ ইংরাজ গবর্মেণ্টের রক্ষিত।

মহুরিগাঁও, বৈতরণীতীরবর্ত্তী একটী বন্দর। কটক জেলার চাঁদবালী বন্দরের ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

মহুবা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় রাজ্যের হালার বিভাগের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দারগণ ইংরাজরাজকে ১২০৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ৩৮৲ টাকা কর দিয়া থাকেন।

মহুবা (মহোবা), বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়ের ভাবনগর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা৹ ২১°৫´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি৹ ৭১°৪৮´৪৫´´ পূঃ। সমুদ্রকূল হইতে দুর্গ ২ মাইল দূরে অবস্থিত। নগরভাগ বন্দরাংশ হইতে ২ মাইল উত্তরে স্থাপিত। এখানে অসংখ্য অট্টালিকা ও দেবমন্দির আছে।

সমুদ্রকূলের পূর্ব্বাংশে জেত্রী দ্বীপ। এই দ্বীপে ৯৯ ফিট্ উচ্চ আলোকস্তম্ভ স্থাপিত, প্রায় ১৩ মাইল দূর হইতে উহার আলোকমালা দৃষ্টিগোচর হয়। মহুবার প্রাচীন নাম মোহেরক। মালন নদী এই স্থান দিয়া প্রবাহিত।

মহেচ্ছ (পুং) মহতী ইচ্ছা যস্য, হ্রস্বশ্চ সামাসিকঃ। মহাশয়।

মহেত্থ, প্রাচীন জনপদভেদ। রাজসূয়-যজ্ঞকালে নকুল এই স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। (মহাভারত)

মহেন্দ্র (পুং) মহাংশ্চাসাবিন্দ্রশ্চ ঐশ্বর্য্যবানিত্যর্থঃ। ১ বিষ্ণু। ২ শক্র, ইন্দ্র। (ভাগবত ৬।১৩।৬) ৩ ভারতবর্ষের অন্তর্গত পর্ব্বতবিশেষ, এই পর্ব্বত সপ্ত কুলপর্ব্বতের অন্যতম।

"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈবাত্র কুলাচলাঃ॥" (মার্ক৹পু৹ ৫৭।১০)

মহেন্দ্র, ১ জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ন্যায়সারদীপিকা প্রণেতা জয়সিংহের গুরু। ২ জনৈক প্রাচীন কবি।

মহেন্দ্র, ১ চাহমানবংশীয় নড়ুলার জনৈক নরপতি। বিগ্রহপালের পুত্র। ২ হস্তিকুণ্ডীর জনৈক রাষ্ট্রকূটরাজ। ৩ জনৈক কোশলাধিপতি। ৪ পিষ্টপুরাধিপতি। ইঁহারা দুই জনেই গুপ্তবংশীয় বিখ্যাত নরপতি সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ৫ গুহাদিত্যবংশধর দুইজন গোয়ালিয়রপতি।

মহেন্দ্র, বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের পুত্র। ইনি অশোকরাজপ্রতিষ্ঠিত মহাবোধিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরিত হন (খৃঃ পূঃ ২৪১)। সিংহলেই ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহেন্দ্র আচার্য্য, কৈলাসসামুদ্রী নামক জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা।

মহেন্দ্রকদলী (স্ত্রী) মহেন্দ্রসম্ভবা উদ্বর্ণা বা কদলী। কদলীভেদ, বুনো কলা, ইহার গুণ—বাত, অসৃগ্‌দোষ ও পিত্তরোগনাশক।

মহেন্দ্রগিরি, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের একটী শৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৯২৩ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা৹ ১৮°৫৮´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি৹ ৮৪°২৬´৪´´ পূঃ। এই গিরিশৃঙ্গে ৪টা সুপ্রাচীন ও সুবৃহৎ শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এক সময়ে এই স্থান তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত ছিল। এখানকার গোকর্ণস্বামীর মাহাত্ম্য গাঙ্গের রাজগণের শিলালিপিতে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

রামায়ণে এই পর্ব্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়। হনুমান্ এই গিরিদেশ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক লঙ্কারাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তিন্নেবল্লীর অভিমুখে এইপর্ব্বতপ্রান্তে ত্রিচেনগুড্ডী নগর গোপুরযুক্ত সুন্দর মন্দিরে পরিশোভিত রহিয়াছে এবং পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কোড়ের দিকে লণ্ডন-মিসনারি সোসাইটীর প্রাচীন আবাস নগরকোএল নগর অবস্থিত। পর্ব্বতোপরি অনেকগুলি কাফিবাগান হওয়ায় এখান, বণ্যবিভাগ ক্রমশঃই শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

২ সিংহলস্থ গিরি।

মহেন্দ্রগুপ্ত (পুং) রাজভেদ।

মহেন্দ্রচন্দ্র, গোয়ালিয়রের জনৈক হিন্দু নরপতি। মাধব রাজের পুত্র। ইনি ৯৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মহেন্দ্রচাপ (পুং) মহেন্দ্রস্য চাপঃ। ইন্দ্রচাপ, ইন্দ্রধনুঃ।

মহেন্দ্রতনয়া, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর মহেন্দ্রপর্ব্বত বিনিঃসৃত দুইটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। উহার একটী বুদরসিঙ্গী, মন্দাস ও জলন্ত্রা তালুকের মধ্য দিয়া বার্বানগরের সন্নিকটে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে এবং অপরটী পার্লা-কিমেদি ভূমিভাগের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া বংশধারা নদীর সহিত মিশিয়াছে। পার্লা-কিমেদি নগর এই শেষোক্ত শাখার কূলে অবস্থিত।

মহেন্দ্রত্ব (ক্লী) মহেন্দ্রস্য ভাবঃ ত্ব। ইন্দ্রের ভাব বা শক্তি।

মহেন্দ্রদেব, উৎকলরাজবংশের জনৈক রাজা। গৌতমদেবের পুত্র। ইনি রাজমহেন্দ্রী নগর স্থাপন করেন।

মহেন্দ্রনগরী (স্ত্রী) মহেন্দ্রস্য নগরী। অমরাবতী। (শব্দরত্না°)

মহেন্দ্রনাথ, হার্দ্ধার্ণবব্যাখ্যাপ্রণেতা।

মহেন্দ্রনারায়ণ, বঙ্গের রাঢ়দেশের জনৈক রাজা। ইনি স্বরাজ্য সুদৃঢ়করণার্থ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রপালদেব, কনোজের (মহোদয়) জনৈক মহারাজ। ভোজদেবের পুত্র। ইনি ৯৬০ সম্বতে বিদ্যমান ছিলেন।

মহেন্দ্রপাল, পালবংশীয় জনৈক গৌড়াধিপ।

মহেন্দ্রপাল নির্ভয়রাজ, পণ্ডিতপ্রবর রাজশেখরের শিষ্য ও প্রতিপালক জনৈক নরপতি।

মহেন্দ্রপুর, প্রাচীন নগরভেদ। (বৃ°নীল° ২৬)

মহেন্দ্রবর্ম্মদেব, গঙ্গবংশীয় জনৈক কলিঙ্গাধীশ্বর।

মহেন্দ্রবাড়া, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বালাজাপেট হইতে ৬ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত। এখানে একটী দীর্ঘিকাতীরে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কুরুম্বরাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। উহা জৈন বা বৌদ্ধকীর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়।

মহেন্দ্রমন্ত্রিন্ (পুং) মহেন্দ্রস্য মন্ত্রী। দেবরাজের মন্ত্রী, বৃহস্পতি।

মহেন্দ্রমল্ল, নেপালের জনৈক রাজা। নরেন্দ্রমল্লের পুত্র।
[নেপাল দেখ।]

মহেন্দ্রমহাদেব (রঘুদেব), রাজমহেন্দ্রীর জনৈক নরপতি।

মহেন্দ্রবর্ম্মন্ (১ম), পল্লববংশীয় জনৈক নরপতি, রাজা সিংহবিষ্ণুর পুত্র। কাঞ্চীপুরে ইঁহার রাজধানী ছিল। চালুক্যরাজ ২য় পুলিকেশী ইঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রবর্ম্মন্, (২য়), উক্ত পল্লবরাজের পৌত্র ও রাজা নরসিংহ-বিষ্ণুর পুত্র।

মহেন্দ্রবর্ম্মন্, (৩য়), পল্লবরাজ ২য় নরসিংহবর্ম্মার পুত্র।

মহেন্দ্রবারুণী (স্ত্রী) মহেন্দ্রবরুণয়োরিয়ং প্রিয়ত্বাৎ অণ্ ঙীষ্। লতাবিশেষ, চলিত বড় মাকাল। মহারাষ্ট্র—বড়িল,ইন্দ্রবারুণী; কালিঙ্গ—হিরিয়হামেক্ক। পর্য্যায়—চিত্রবল্লী, মহাফলা, মহেন্দ্রী, চিত্রফলা, ত্রপুসী, ত্রপুসা, আত্মরক্ষা, বিশালা, দীর্ঘবল্লী, মহৎফলা, মহদ্বারুণী, বৃহৎফলা বৃহদ্বারুণী, সৌম্যা, গজচির্ভিটা, চিত্রদেবী, ধনুঃশ্রেণী, স্থাণুকর্ণী, মরুসম্ভবা। গুণ—ইন্দ্রবারুণী তুল্য, কেবল রস, বীর্য্য ও বিপাকে কিঞ্চিৎ অধিক গুণবিশিষ্ট। (রাজনি°) ২ ইন্দ্রবারুণী। চলিত রাখালশশা। (বৈদ্যকনি°)

মহেন্দ্রসিংহ (রাজা), জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি ১১৭০ ফসলিতে ফরিদনগর ও দুর্গ স্থাপন করেন।

মহেন্দ্রসিংহ, কুমায়ুনের চাঁদবংশীয় জনৈক রাজা (১৪৮৮-৯০ খৃঃ অঃ)।

মহেন্দ্রসিংহ, ধর্ম্মঘোষকৃত শতপদিকার টীকাকার। ইনি ১২৯৪ বিক্রম সম্বতে উক্ত গ্রন্থখানির রচনাকার্য্য সমাপন করেন।

মহেন্দ্রসূরি, জনৈক জৈনসূরি। ইনি অনেকার্থ-কৈরবাকরকৌমুদী নামে হেমচন্দ্রকৃত অনেকার্থসংগ্রহের টীকা, যন্ত্ররাজ ও তট্টীকা এবং শিবতাণ্ডব নামে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ২ অঞ্চলিকমতাবলম্বী জনৈক জৈনাচার্য্য। ইনি শতপদী নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। (প্রবচনপরীক্ষা)

মহেন্দ্রাচার্য্যশিষ্য, বিজয়ভৈরব নামক জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা।

মহেন্দ্রাণী (স্ত্রী) মহেন্দ্রস্য ভার্য্যেতি মহেন্দ্র (পুংযোগাদাখ্যায়াং। পা ৪।১।৪৮) ইতি ঙীষ্ (ইন্দ্রবরুণেতি। পা ৪।১।৪৯) ইতি আনুগাগমঃ। ইন্দ্রভার্য্যা, মহেন্দ্রপত্নী। ২ ইন্দ্রচির্ভিটা। (শব্দরত্না°)

মহেন্দ্রাধিরাজ, পল্লবরাজ নোড়ম্বাধিরাজের পুত্র। ইনি রাজা বীরমহেন্দ্র নামেও পরিচিত ছিলেন। ৯৩০-৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইনি পাশ্চাত্য গঙ্গ এরেয়প্পাদিগকে পরাভূত করেন।

মহেন্দ্রী, গুজরাত-প্রদেশের খান্পুর নগরের সন্নিকটে প্রবাহিত একটী নদী।

মহেন্দ্রী (স্ত্রী) মহেন্দ্রবারুণীলতা। (রাজনি°)

মহেন্দ্রীয় (ত্রি) মহেন্দ্রসম্বন্ধীয়, ইন্দ্রসম্বন্ধীয়।

মহেমতি (ত্রি) মহামতি, অতিশয় সুবুদ্ধি। "মহেমতেঽশ্বেভিঃ" (ঋক্ ৮।১১।১৩) 'মহেমতে! মহতে ফলায় মতিবুদ্ধিকালযস্যাসৌ মহেমতিঃ' (সায়ণ)

মহের, গুজরাতের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত।

মহেরণা (স্ত্রী) মহৎ ঈরণং প্রেরণমস্যাঃ যদ্বা মহদ্ গজোৎসবমীরয়তীতি ঈর-ল্যু-টাপ্। শল্লকীবৃক্ষ। (অমর)

ইহার পাঠান্তর 'মহেরুণা' এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

মহেলা (স্ত্রী) মহ্যতে পূজ্যতে ইতি মহ-গোলকল্যানিমহীতি।

উণ্ ১।৫৫) ইতি ইলচ্, পৃষোদরাদিত্বাদিকারস্যৈকারঃ যদ্বা মহস্ত উৎসবস্ত ইলা ভূমিঃ। নারী, মহিলা।

"সসমুদ্ভ্রমহেলাভিস্ফুরিতগুণাভিস্তস্তরমহেলাভি-
শ্রীঃ প্রবরমহেলাভিস্তথৈব যুবপংক্তিভিঃ পরমহেলাভিঃ।"
(নলোদয় ২।৫৮)

মহেলিকা (স্ত্রী) মহেল-স্বার্থে কন্, টাপ্, অকারস্যেত্বং। ১ নারী, মহিলা। (শব্দরত্না°) ২ স্থূল এলা, বড় এলাচ।

মহেশ (পুং) মহান্ ঈশঃ। শিব, মহাদেব। (শব্দরত্না°)

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং"
(শিবধ্যান) [শিবপূজা শব্দ দেখ।]

মহেশ, (মাহেশ) বাঙ্গালার হুগলীজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। শ্রীরামপুর নগরের উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৩´৪৫´´ পূঃ। এখানকার জগন্নাথদেবের মন্দির বিশেষ বিখ্যাত। প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে স্নানযাত্রা ও আষাঢ়মাসে রথযাত্রার সময় এখানে একটী মহামেলা হয় এবং তদুপলক্ষে মহা উৎসব হইয়া থাকে। রথ-যাত্রার সময় জগন্নাথদেব অষ্টাহকাল বল্লভপুরের রাধাবল্লভজীর মন্দিরে আসিয়া অবস্থান করেন। এই আটদিনের মেলায় প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

মহেশ, ১ জনৈক আভিধানিক। ২ প্রয়োগচিন্তামণি নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। ৩ সুবর্ণমুক্তাবিবাদ-রচয়িতা। ৪ স্মৃতিসার ও ব্যবস্থাসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থদ্বয়প্রণেতা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি তিনি তাঁহার পিতার স্মৃতিসারসংগ্রহ হইতে সঙ্কলন করেন। ৫ জনৈক প্রাচীন কবি। অত্রির পুত্র জোটিঙ্গকেশরের পৌত্র। ইনি গুহিলবংশীয় মিবাররাজ রাজমল্লের সভাসদ্ ছিলেন।

মহেশকবি, সদাচারচন্দ্রোদয়প্রণেতা। সারস্বত দুর্গশর্ম্মার পুত্র এবং মিথিলাবাসী পুরুষোত্তমের শিষ্য।

মহেশখাল, বঙ্গদেশে চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণপার্শ্বস্থ একটী দ্বীপ। অক্ষা° ২১° ৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৫৭´ পূঃ। এই দ্বীপের মধ্য ও পূর্ব্বধারে সামান্য উচ্চ শৈলশ্রেণী রহি-য়াছে। উক্ত শৈলমালার মধ্যে গ্রামচোরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহার উচ্চতা প্রায় ২৮৮ ফিট্। মহেশখাল নামক খালে গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধারণে খেয়ার বন্দোবস্ত আছে। মহেশ-খাল ও কুতবদিয়াদ্বীপ মহেশখাল-থানার অধীন।

মহেশচন্দ্র, বৈদ্যকসংগ্রহরচয়িতা।

মহেশঠক্কুর, ১ তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকদর্পণপ্রণেতা। ২ তিথি-তত্ত্বচিন্তামণি, মলমাসসারিণী ও সর্ব্বদেশবৃত্তান্তসংগ্রহরচয়িতা।

মহেশনন্দিন্, ষট্‌কারক নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

মহেশনারায়ণ, সাত্ত্বতাচারবাদার্থ বা ভক্তিবিলাসতত্ত্ব-দীপিকা ও হৈমাহ্নিকী গৌরাঙ্গদেবস্তুতি-রচয়িতা। ইনি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রাধারমণদাসের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন।

মহেশপাল, গোয়ালিয়রের জনৈক প্রাচীন রাজা।

মহেশপুর, তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম।

মহেশপুর, যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের জলৌন জেলার অন্ত-র্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

মহেশপুর, বাঙ্গালার যশোহর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২২°৫৫´৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৫৬´৫০´´ পূঃ।

মহেশভট্ট, স্মার্ত্তপ্রয়োগরত্নহিরণ্যকপ্রণেতা। মহাদেব ভট্টের পুত্র।

মহেশমিশ্র, নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা নামে রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ-প্রণেতা।

মহেশবন্ধু (পুং) মহেশো বধ্যতে বশীক্রিয়তে যেন লক্ষ্মী-স্তনজত্বাৎ। শ্রীফলবৃক্ষ, বেলগাছ। (শব্দচন্দ্রিকা)

মহেশাখ্য (ত্রি) ১ অতি প্রসিদ্ধ, সুবিখ্যাত। (পু) ২ মহেশ।

মহেশান (পুং) ১ শিব। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ মহেশানী, দুর্গা।

মহেশিতৃ (পুং) শিব।

মহেশ্বর (পুং) মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং বা সমর্থঃ যদ্বা মহত্যা মহামায়য়া ঈশ্বরঃ। শিব, মহাদেব। ইহার ব্যুৎপত্তি—

"বিশ্বস্থানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মহতামীশ্বরঃ স্বয়ম্।
মহেশ্বরঞ্চ তেনেমং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৩ অ°)

বিশ্বস্থিত সকল বস্তুর প্রভু বলিয়া, তিনি মহেশ্বর নামে খ্যাত। ২ পরমেশ্বর।

"বায়োর্নবৈকাদশ তেজসো গুণা জলক্ষিতিপ্রাণভৃতাং চতুর্দ্দশ।
দিক্‌কালয়োঃ পঞ্চ ষড়েব চামরে মহেশ্বরোঽষ্টৌ মনসস্তথৈব॥"
(ন্যায়শাস্ত্র) মহান্ ঈশ্বরঃ প্রজানাং প্রভুঃ। ৩ ঐশ্বর্য্যশালী রাজা। (ভারত ১।২২৮।২৯) ৪ শ্বেত মন্দার (বিশ্ব) (স্ত্রী) ৫ স্বর্ণ। (রসকো°)

মহেশ্বর, মধ্যভারত-এজেন্সীর ইন্দোর-রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। নর্ম্মদানদীর দক্ষিণকূলে পর্ব্বতময় ভূমির উপর অব-স্থিত। অক্ষা° ২২°১১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৭´ পূঃ। নগর-সম্মুখে নর্ম্মদানদী প্রায় ২ হাজার [illegible] বিস্তীর্ণ।

এই নগর মহেশ্বর জেলার সদর। হোলকরের অধীনস্থ নিমারের শাসনকর্ত্তার এলাকাধীন। মহারাজ মল্হর রাওর পুত্রবধূ খণ্ডেরাওর পত্নী অহল্যাবাঈ এখানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন।

এই নগরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া

যায়। অনেকে ইহাকে চন্দ্রবংশের প্রথম রাজধানী বা সহস্রার্জ্জুন-প্রতিষ্ঠিত মাহিষ্মতী পুরী বলিয়া অনুমান করেন। ভূমিকম্পাদি দৈবকারণে বর্ত্তমান কালে এই নগর শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। এখনও নগরভাগের মৃত্তিকা খনন করিলে স্থানে স্থানে অনেক ভগ্নগৃহ ও গৃহসজ্জাদি উল্টাভাবে বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। এখানকার প্রস্তরদুর্গ ও রাজপ্রাসাদ সংস্কার-অভাবে ভগ্নপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। মিঃ ওরণটন ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এই নগরে ১৭৫০০ জন লোক দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কালের করাল কবলে পড়িয়া এই সমৃদ্ধিশালী নগর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হয়, ঐ সময়ে এখানকার লোকসংখ্যা ৫ হাজার মাত্র ছিল।

এখানে কার্পাস ও রেশমের উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়। দাক্ষিণাত্যে ঐ সকল বস্ত্র এবং সলমাচুমকীর পাড়দার ধুতি ও সাটী বিশেষ আদৃত। বারাণসীর জরি ও বুটীদার সাড়ী এবং ধুতি অপেক্ষা এখানকার বস্ত্রাদি উৎকৃষ্ট ও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

মহেশ্বর, ১ মহাভাষ্য-টীকাকার কৈয়টের গুরু। ২ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিকার ভাস্করাচার্য্যের পিতা। ৩ ভোজপ্রবন্ধধৃত জনৈক প্রাচীন কবি। ৪ জনৈক বৈদ্যকগ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা। হেরম্ব সেন ইহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৫ অমরকোষবিবেক-রচয়িতা। ৬ একজন কামশাস্ত্রপ্রণেতা। ৭ কেশবীবাসনা-ভাষ্য, যন্ত্ররাজ ও তট্টীকা, লঘুজাতকটীকা ও সিদ্ধান্তশিরোমণিভাষ্য প্রভৃতি জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ৭ চিত্যুপনিষদ্ভাষ্য ও সহবৈ উপনিষদ্ভাষ্যপ্রণেতা। ৮ চৌরপঞ্চাশিকা টীকা ও প্রবোধচন্দ্রোদয়টীকারচয়িতা। ৯ জীবন্মুক্তিপ্রকরণ-প্রণেতা। ১০ তত্ত্বচিন্তামণিটীকা ও তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি-টীকারচয়িতা। ১১ দায়ভাগটীকাপ্রণেতা। ১২ ধূর্ত্ত-বিড়ম্বনপ্রহসনপ্রণয়নকর্ত্তা। ১৩ ভর্তৃহরিকৃত নীতিশত-কের টীকাকর্ত্তা। ১৪ মহাভারতসঙ্কলয়িতা। ১৫ মুদ্রা-রাক্ষসটীকা-প্রণেতা। ১৬ রঘুবংশটীকা-রচয়িতা। ১৭ রসার্ণব নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। ১৮ জনৈক বিখ্যাত আভি-ধানিক, ব্রহ্মার পুত্র এবং কৃষ্ণের (কেশব) পৌত্র। ইনি ১১১১ খৃষ্টাব্দে বিশ্বপ্রকাশ নামক একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে তিনি শব্দভেদপ্রকাশ বা শব্দভেদনামমালা নামে অপর একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত সাহসাঙ্কচরিত নামে আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ১৯ পুরুষোত্তমকৃত বিষ্ণুভক্তি-কল্পলতা-গ্রন্থের টীকাকার। ইনি ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন।

মহেশ্বর, নর্ম্মদানদীর উত্তরকূলস্থ একটী নগর। এই নগরের নদী তারবর্ত্তী ঘাটের শোভা অনেকাংশে বারাণসীধামের ন্যায়। মিরাট-ই-সিকেন্দরী পাঠে জানা যায় যে, সুলতান আহ্মদ শাহ ১৪২২ খৃষ্টাব্দে এই নগর ও দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

মহেশ্বর, জনৈক হিন্দুরাজা। শ্রীপালের পুত্র। ইনি দধীচি-গোত্রীয় ছিলেন।

মহেশ্বরকরচ্যুতা (স্ত্রী) মহেশ্বরস্য করাৎ চ্যুতা। করতোয়া নদী। প্রবাদ আছে যে, পর্ব্বতরাজদুহিতা গৌরীর বিবাহকালে গিরিরাজপ্রদত্ত জল মহাদেবের কর হইতে ভূতলে পতিত হইয়া এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। (ভরত) [করতোয়া দেখ]

মহেশ্বরতীর্থ, রামায়ণতত্ত্বদীপিকা-প্রণেতা। ইনি নারায়ণ তীর্থের নিকট বিদ্যা লাভ করেন, সাধারণে মহেশ নামেও পরিচিত।

মহেশ্বরতীর্থ, জনৈক বিখ্যাত বৈদান্তিক। ইনি বার্ত্তিকসার নামে একখানি বেদান্তগ্রন্থ রচনা করেন।

মহেশ্বরদেবরায়, দাক্ষিণাত্যের কলচুরি রাজগণের অধীনস্থ এক সামন্তরাজ।

মহেশ্বরনাগ, জনৈক হিন্দু মহারাজ। নাগভট্টের পুত্র।

মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, কাব্যপ্রকাশাদর্শ নামক অলঙ্কারগ্রন্থ-রচয়িতা।

মহেশ্বরভট্ট, অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি নামক দুইখানি গ্রন্থপ্রণেতা।

মহেশ্বরভট্টাচার্য্য, সিদ্ধান্তদীপ নামক ন্যায়গ্রন্থরচয়িতা।

মহেশ্বরমিশ্র, ১ শ্রাদ্ধাদর্শরচয়িতা। ২ পর্য্যায়রত্নমালা-প্রণেতা।

মহেশ্বরমিশ্র, (সুবুদ্ধি), বামনালঙ্কারসূত্রটীকারচয়িতা।

মহেশ্বরশর্ম্মন্, শুদ্ধিকৌমুদীপ্রণেতা।

মহেশ্বরসিংহ, মিথিলার জনৈক নরপতি। রুদ্রসিংহের পুত্র এবং ছত্রসিংহের পৌত্র। ইনি ব্রতাচারপ্রণেতা রত্নপাণির প্রতিপালক ছিলেন।

মহেশ্বরসিদ্ধান্ত (পুং) পাশুপতশাস্ত্র।

মহেশ্বরাচার্য্য, বৃত্তশতক-নামক জ্যোতির্গ্রন্থ-প্রণেতা। মনোরথের পুত্র। ইনি জ্যোতির্ব্বিত্তিলক ও কবীশ্বর উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ইঁহারা শাণ্ডিল্যগোত্রীয়। বিজ্জলপুরে ইঁহার বাস ছিল। তৎপুত্র লক্ষ্মীধর রাজা জৈত্রপাল-কর্তৃক সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত হন। [ভাস্করাচার্য্য দেখ]

মহেশ্বরানন্দ, মহার্থমঞ্জরী ও তট্টীকাপ্রণেতা।

মহেশ্বরী (স্ত্রী) মহেশ্বরস্য স্ত্রী, মহেশ্বর-ঙীষ্, মহতী চাসৌ ঈশ্বরী চ মহদাদীনাং নিয়ন্ত্রীতি বা। মহেশ্বরপত্নী, শিবানী।

"ঐং পাতু দক্ষনেত্রং মে হ্রীং পাতু বামলোচনম্।
শ্রীং পাতু দক্ষকর্ণং মে ত্রিবর্ণাত্মা মহেশ্বরী ॥" (তন্ত্রসার)
২ অপরাজিতা। (শব্দচ°) ৩ কাংস্য। (হেম) ৪ রাজরীতি। পিত্তল। ৫ যবতিক্ত লতা।

মহেশ্বরী (মাহেশ্বরী) পশ্চিমভারতবাসী বণিক্‌জাতির একটী শাখা। জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত দিদ্‌বানা নামক স্থানে ইহাদের আদিবাস। কিন্তু এক্ষণে প্রায় যুক্ত-(উঃ পঃ) প্রদেশের সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীর বেণিয়াদিগকে বাস করিতে দেখা যায়।

ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, একদা খণ্ডেলা (জয়পুরের অন্তর্গত) রাজা সুজাতসিংহ পণ্ডিতগণের পরামর্শানুসারে পুত্রোৎপাদনমানসে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। অপুত্রক রাজা বনমধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবকে আরাধনায় তুষ্ট করিয়া পুত্রবরপ্রার্থী হইলে মহেশ্বরের বরে রাজার এক পুত্র জন্মে। কিছুদিন পরে নাবালক পুত্র রাখিয়া সুজাত সিংহ ভবলীলা সম্বরণ করেন। অনন্তর যুবরাজ একদা সদলে মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া বনমধ্যে যজ্ঞে রত ঋষিদিগের সম্মুখে উপনীত হন। তখন ঋষিগণ সশস্ত্র এই বীরমণ্ডলীকে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসজ্ঞানে ভীত হইয়া তপঃপ্রভাবে একটী লৌহদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। অদ্যাপিও লোহাগড় নামক স্থানে ঐ দুর্গ বিদ্যমান আছে।

রাজসহচরগণ বনমধ্যে হঠাৎ এইরূপে দুর্গের অধিষ্ঠান দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কারণানুসন্ধানে অগ্রসর হইলে ঋষিগণের অভিশাপে প্রস্তরমূর্ত্তি হইয়া গেলেন। রাজরাণী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ এই অশুভবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া চিতানলে আত্মজীবন উৎসর্গকরণার্থ বনগমন করিলে, স্বয়ং মহেশ্বর আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। মহেশের বরে রাজকুলললনাগণ পুনরায় নিজ নিজ স্বামিমুখ দর্শন করিলেন। মতান্তরে সহমরণকামা সতীরমণীগণের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া সতীশিরোমণি-পার্ব্বতী-দেবীর অনুরোধে মহাদেব কর্ত্তৃক পূর্ব্বকথিত প্রস্তরমূর্ত্তি মনুষ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। মহেশের অনুগ্রহে জীবনলাভ করিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাহারা আপন বংশকে 'মহেশ্বরী' বা "মাহেশ্বরী" বলিয়া প্রচার করিল। ঐ সময় হইতেই শিবের আদেশে তাহারা অস্ত্রত্যাগ করিয়া বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। যে ৭২ জন সঙ্গী রাজকুমারের সঙ্গে বনমধ্যে পাষাণ হইয়াছিল, তাহাদিগের নামানুসারে ৭২ ঘর বা গোত্র প্রবর্ত্তিত হয় এবং রাজা মহেশ্বরী-সম্প্রদায়ের ভাট বা জাগ বলিয়া গণ্য হইলেন।

উক্ত ৭২ গোত্রের মধ্যে এখন আজমীঢ়ী, অড়খড়, বহরী, বলদুয়া, ভাঙ্গড়, বরিয়াল, বেণী, ভাণ্ডারী, ভুত্‌ড়া, বিহানী, বিয়ানি, চণ্ডক, চেৎলিঙ্গিয়া, ডাগা, দম্মারি, দোরাণী, ধুত, হেরিয়া, জণ্ড, ঝরকৎ, কবর, কল্যাণী, কঙ্কণী, কর্ণানী, খান্‌সাৎ, খোখতা, খালিয়া, কোঠারী, লঙ্ক, লখোটিয়া, লোহিয়া, মল, মলপার্ণে, মালু, মন্ত্রী, মরদ, মরুধরান্‌, মন্দুর, নাথরীন্‌, নিষ্কলঙ্ক, পর্তাণী, পুগুপালিয়া, পক্কাল, রাঠী, সাবু, সধর, সোধানী, সিকৃচি, সোমনী, সোণী, তপরিয়া, তোষালিবাল ও তোতল প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়।

ইহারা হিন্দু ও বল্লভ-সম্প্রদায়ভুক্ত। গৌড় ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। দেবদ্বিজে ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। শ্রীকৃষ্ণজীকে নিবেদন না করিয়া ইহারা তণ্ডুলকণাও গ্রহণ করে না।

রাজপুতানার মহেশ্বরীদিগের বিবাহ-প্রথা স্বতন্ত্র। বর কন্যা গৃহে প্রবেশ করিলে, কন্যার মাতুল কন্যাকে কোলে লইয়া বরের চারিদিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করে।

বোম্বাই-প্রদেশের মহেশ্বরী বেণিয়াগণ মোধ (মোধেরাবাসী), দশ ও বিশ গোঘুয়া, দশ ও বিশ অদালিয়া এবং দশ ও বিশ মণ্ডালিয়া প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। দশ ও বিশ গোঘুয়া এবং দশ ও বিশ অদালিয়াগণ কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড়ী মহেশ্বরীদিগের সহিত আদানপ্রদান করে। মোধেরা-(পরান্দিজের অন্তর্গত) নগরে ইহাদের কুলদেবী ভদ্রারিকার মন্দির অবস্থিত। সকলে বিশেষ ভক্তিসহকারে ঐ দেবতীর্থ সন্দর্শনে আগমন করিয়া থাকে। ইহারা বৈশ্য বলিয়া পরিচিত এবং উপনয়নসংস্কারে অধিকারী হইলেও কাহাকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে দেখা যায় না।

মণ্ডালিয়া ব্যতীত মোধ প্রভৃতি মহেশ্বরীগণ বিবাহকালে তরবারি ধারণ করে। ইহাদের বিধবাবিবাহ সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়, কিন্তু বহুবিবাহে কোন বাধা নাই।

এখানকার মহেশ্বরীগণ নাগর ও পর-নগরকেই আপনাদের আদি বাসস্থান বলিয়া মনে করে। বল্লভসম্প্রদায়িগণ বৈষ্ণবমতাবলম্বী হইলেও তাহারা আপনাপন কুলদেবী ও অন্যান্য দেবতার পূজা করিয়া থাকে। পালিবাল ব্রাহ্মণগণই ইহাদের কুলপুরোহিত, কিন্তু এক্ষণে অনেক পোকর্ণ ব্রাহ্মণও ইহাদের পৌরোহিত্য করিতেছে। বিবাহকালে কুলবধূগণ কন্যাবরণ প্রভৃতি স্ত্রী-আচার করে না।

মহেষু (পুং) মহান্ ইষুঃ। বড় তীর। (মার্কণ্ডেয়পু° ৮৮।৩০) (ত্রি) ২ মহদিষুযুক্ত।

মহেষুধি (পুং) মহান্ ইষুধিঃ যস্য। ধানুষ্ক, ধনুর্দ্ধারী।

মহেষ্বাস (পুং) ধানুষ্ক, মহাধনুর্দ্ধারী।

মহৈকোদ্দিষ্ট (পুং) আত্মশ্রাদ্ধ, আত্মৈকোদ্দিষ্ট। মৃতব্যক্তির অশৌচান্ত দিনে যে শ্রাদ্ধ হয়।

মহৈতরেয় (ক্লী) বৈদিকগ্রন্থবিশেষ।

মহৈরণ্ড (পুং) মহাংশ্চাসাবেরণ্ডশ্চ। স্থূল এরণ্ড। (রাজনি০)

মহৈলা (স্ত্রী) মহতী চাসাবেলা চ। স্থূল এলা, বড় এলাচ।

মহৈশ্বর্য্য (ক্লী) ১ বিপুল ঐশ্বর্য্য, রাজপদ। ২ মহাশক্তি।

মহোক্ষ (পুং) মহান্ উক্ষা (অচতুরবিচতুরেতি। পা ৫।৪।৭৭) ইতি সমাসান্তঃ অচ্ নিপাতিতঃ। বৃহদ্ বৃষ। পর্য্যায়—বৃষভ, বৃষ, পুঙ্গব, বলা, গোনাথ, ঋষভ, গোপ্রিয়, উক্ষা, গোপতি।

"মহোক্ষঃ স ত্বয়া দৃষ্টঃ সংস্তবশ্চ কৃতো যদি।

তদিহানয় তং যুক্ত্যা তাবৎ পশ্যামি কীদৃশঃ॥"(কথাসরিৎ৬০।৬৬)

মহোটিকা (স্ত্রী) মহান্তঃ ফলেভ্যঃ স্থূলা উটা পত্রাণ্যস্যাঃ ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ অকারস্যেত্বং। বৃহতী। কুড়গাছ।

মহোৎকা (স্ত্রী) মহতী উৎকা। মহোল্কা।

মহোৎপল (ক্লী) মহচ্চ তৎ উৎপলঞ্চ। ১ পদ্ম। ২ সারসপক্ষী।

মহোৎসঙ্গ (পুং) অত্যুর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মহোৎসব (পুং) মহাংশ্চাসাবুৎসবশ্চ। অতিশয়-সুখজনক কর্ম্ম, অতিশয় উৎসব।

"সর্ব্বৈশ্চ জন্মদিবসে স্নাতৈর্ম্মঙ্গলপাণিভিঃ।

গুরুদেবাগ্নিবিপ্রাশ্চ পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥

স্বনক্ষত্রঞ্চ পিতরো তথা দেবপ্রজাপতিঃ।

প্রতিসংবৎসরঞ্চৈব কর্ত্তব্যশ্চ মহোৎসবঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

মহোৎসাহ (ত্রি) মহান্ উৎসাহো যস্য। ১ অতিশয় উৎসাহযুক্ত। পর্য্যায়—মহোদ্যম। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩১) ৩ রাজ্যাঙ্গপ্রাপ্ত রাজপুরুষ।

"সম্পন্নস্তু প্রকৃতিভির্ম্মহোৎসাহঃ কৃতশ্রমঃ।" (শব্দমালা)

৪ অতিশয় উদ্যম।

মহোদধি (পুং) মহাংশ্চাসাবুদধিশ্চেতি। ১ সমুদ্র, সাগর।

"লঙ্কা দগ্ধা বনং ভগ্নং লঙ্ঘিতশ্চ মহোদধিঃ।

যৎ কৃতং রামদূতেন স রামঃ কিং করিষ্যতি॥" (মহানা০)

মহোদধি, জনৈক প্রাচীন কবি।

মহোদধি, ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী,—বিষ ১ তোলা, রসসিন্দূর ১ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, সোহাগার খই ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, শুঁট ৬ তোলা ও লবঙ্গ ৫ তোলা, জলে একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে মান্দ্য অগ্নি পুনরায় দীপ্ত হয়।

(ভৈষজ্য০ অগ্নিমান্দ্যাধিকার)

মহোদয় (স্ত্রী) মহান্ উদয়ঃ উন্নতির্যস্মিন্। পুরবিশেষ, কান্যকুব্জ, গাধিপুর, কৌশ, কুশস্থল। (হেম) [কান্যকুব্জ দেখ।] (পুং) ২ কান্যকুব্জদেশ। ৩ আধিপত্য। মহান্ উদয় উৎকর্ষো যস্মিন্। ৪ অপবর্গ। (মেদিনী) ৫ স্বামী। (হেম) (ত্রি) মহান্ উদয়ঃ ফলং যস্মিন্ যস্মাদ্বা। ৬ মহাফল।

"অপি যৎ সুকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।

বিশেষতোঽসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ম্॥" (মনু ৭।৫৫)

'মহোদয়ং মহাফলং' (কুল্লুক)

মহোদয়া (স্ত্রী) মহানুদয়ো যস্যাঃ টাপ্। নাগবলা। (রাজনি০)

মহোদয়া, (স্ত্রী) ১ নদীভেদ। (লিঙ্গপু০ ৪৮।১৮)

২ গঙ্গার দক্ষিণদিকস্থ অঙ্গদেশে প্রবাহিত নদী।

মহোদর (ত্রি) মহদুদরমস্য। ১ বৃহদুদরযুক্ত। (ক্লী) ২ বৃহদুদর। (পুং) ৩ নাগবিশেষ। (ভারত ১।২৫।১৬) ৪ দানববিশেষ। (ভারত ১।৬৫।২৫) ৫ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭।৯৭) স্ত্রিয়াং টাপ্। মহোদরী, মহাশতাবরী। (ভাবপ্র০)

মহোদরমুখ (পুং) শিবানুচরবিশেষ।

মহোদরেশ্বর (ক্লী) শিবলিঙ্গভেদ।

মহোদ্যম (ত্রি) মহান্ উদ্যমো যস্য। মহোৎসাহ। অতিশয় উৎসাহবিশিষ্ট।

"অথ নির্জ্জিত্য দায়াদৈর্লব্ধা লক্ষ্মীং ক্ষিতীশ্বরঃ।

জিষ্ণুর্দিগ্বিজয়ং কর্ত্তুং শ্রীমানাসীন্মহোদ্যমঃ॥" (রাজত০ ৫।১৪১)

(পুং) ২ অতিশয় উদ্যোগ।

মহোদ্যোগ (ত্রি) মহান্ উদ্যোগো যস্য। ১ উদ্যমশীল, অতিশয় উদ্যোগী। (পুং) ২ অতিশয় উদ্যোগ।

মহোনা, লক্ষ্ণৌজেলার মলিহাবাদ তহসীলের অন্তর্গত একটী পরগণা। গোমতীনদীর বামকূলে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৪৭।০ বর্গ মাইল। এখানকার ইতৌজা ও মণ্ডিয়াওন্ নগরের জনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই স্থান পূর্ব্বে ভরজাতির অধিকারভুক্ত ছিল। তৎপরে কুর্ম্মীগণ তাহাদের নিকট হইতে এই স্থান জয় করিয়া লয়। তদনন্তর পোবার ও চৌহান রাজপুতগণ এখানে আসিয়া কুর্ম্মীদিগকে তাড়াইয়া দেয়, এখনও পোবারগণ এখানকার প্রধান তালুকদার।

২ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটা নগর, লক্ষ্ণৌ হইতে সীতাপুর যাইবার পথের পূর্ব্বদিকে লক্ষ্ণৌ নগর হইতে ৭।০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগরে বিচার সদর ও গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের বাস এবং একটী দুর্গ ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গোবিন্দপুর-গ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তানকে খাজনার দায় ঐ দুর্গে আবদ্ধ রাখায় সমগ্র গ্রামবাসী দুর্গরক্ষকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া দুর্গ আক্রমণ করে। তদনন্তর আমিল বাহাদুরগঞ্জে নূতন দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগরের পূর্ব্বসমৃদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে।

মহোন্নত (পুং) মহানতিশয় উন্নতঃ। ১ তালবৃক্ষ। (ভাবপ্র০) ২ নারিকেল বৃক্ষ। ৩ ধারাকদম্ব। (ত্রি) ৪ অত্যুন্নতিযুক্ত।

মহোন্নতি (স্ত্রী) মহতী চাসাবুন্নতিশ্চ। অতিশয় বৃদ্ধি, অতিশয় উন্নতি, অত্যুন্নতি।

"ভূয়াত্তে মহদৈশ্বর্য্যং পুত্রাদীনাং মহোন্নতিঃ।

অব্যাধিনা শরীরেণ চিরং জীব সুখী ভব॥" (উদ্ভট)

মহোন্মদ (পুং) ১ মৎস্যবিশেষ, চলিত ফলুই মাছ।

"রাজগ্রীবশ্চিত্রফলঃ ফলকী চ মহোন্মদঃ।" (শব্দরত্না০)

(ত্রি) ২ অত্যুন্মত্ত, অতিশয় মত্ত।

মহোন্মান (ত্রি) ১ বিস্তৃত, বিপুল। ২ ভারযুক্ত, ভারবিশিষ্ট।

মহোপনিষদ্ (স্ত্রী) ১ উপনিষদ্‌বিশেষ। এই উপনিষদের ভাস্করাচার্য্য, শঙ্করানন্দ ও নারায়ণকৃত টীকা দেখিতে পাওয়া যায়। (ক্লী) ২ গুপ্ত মন্ত্রভেদ।

মহোপমা (স্ত্রী) নদীভেদ। ইহার পাঠান্তর মহাপগা।

মহোপাধ্যায় (পুং) মহান্ উপাধ্যায়। প্রধান আচার্য্য। বিদ্বান্ ও ভারবি কবির উপাধিবিশেষ।

মহোরগ (পুং) মহাংশ্চাসাবুরগশ্চ। সর্পগণ বিশেষ। (হেম) বৃহৎ সর্পসত্র।

"মহোরগাঃ সমুৎপেতুঃ দন্দশূকাঃ সবৃশ্চিকাঃ।"(ভাগ০ ৮।১০।৪৭)

(ক্লী) ২ তগরপাদিক। (পর্য্যায়মুক্তা০)

মহোরস্ক (ত্রি) মহৎ উরঃ যস্য। বিশালবক্ষঃ।

মহোলি, যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর জেলার মিশ্‌রিখ তহসীলের অন্তর্গত একটা পরগণা। ভূপরিমাণ ৮০ বর্গ মাইল। পশ্চিম-সীমান্তবর্ত্তী কাঠনানদীর বালুকাময় পার্ব্বত্য-তটভূমি ব্যতীত এখানকার অধিকাংশ স্থানই সমধিক উর্ব্বরা। এই স্থান যথাক্রমে পাশী, আহ্বন (আভন) ও গৌড়জাতির অধিকারে ছিল। বিখ্যাত সিপাহী-বিদ্রোহের সময় জনৈক আহ্বন রাজা এখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বিদ্রোহে যোগদান করায় ইংরাজরাজ তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইয়া জনৈক রাজভক্তকে এই সম্পত্তি সমর্পণ করেন।

মহোল্কা (স্ত্রী) মহতী চাসাবুল্কা চ। উল্কাবিশেষ। জ্যোতিঃশাস্ত্রে লিখিত আছে, মহোল্কাপাতে অনধ্যায় হইয়া থাকে।

"বিদ্যুৎস্তনিতনির্ঘাতমহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে।

আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মনুরব্রবীৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

মহোবা, (মহোৎসব) যুক্ত-(উঃ পঃ) প্রদেশের হামীরপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৩২৯ বর্গমাইল। এখানকার অধিকাংশ স্থানই পার্ব্বত্য অধিত্যকাভূমে পূর্ণ। ঐ পর্ব্বত-বক্ষে অসংখ্য হ্রদাকার পুষ্করিণী চন্দেলরাজগণের প্রাচীন কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর এবং মহোবা তহসীলের সদর। অক্ষা০ ২৫°১৭´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৯°৫৪´´ ৪০´´ পূঃ। মদনসাগর নামক একটী সুবৃহৎ হ্রদের তীরে পর্ব্বতোপরি এই নগর অবস্থিত। ঐ মদনসাগর হ্রদ প্রাচীন চন্দেল-রাজবংশের অক্ষয়কীর্ত্তিস্বরূপ।

নগরটী প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। মধ্য-শৈলের উত্তরাংশ প্রাচীন দুর্গ, শৈলশিখরদেশ মধ্য দুর্গ এবং উহার দক্ষিণভাগ দরিবা নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে রাজা চন্দ্রবর্ম্মা এখানে একটী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তদনুসারে ইহা মহোৎসব বা মহোবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এখানকার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে চন্দেল-রাজগণের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির বহুশত নিদর্শন পড়িয়া আছে। রামকুণ্ড নামক সরোবরতীর এখনও চন্দ্রবর্ম্মার অন্ত্যেষ্টিস্থল বলিয়া পরিচিত। সাধারণের বিশ্বাস,—এই বিস্তীর্ণ হ্রদে পুণ্যসলিলা নদীসমূহের জল ভিতরে ভিতরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। উপরোক্ত গিরিদুর্গ ভগ্নাবস্থায় পতিত হইলেও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে উহা দর্শক মাত্রকেই মোহিত করিয়া থাকে। মুনিয়া দেবীমন্দিরের প্রবেশদ্বারে রাজা মদনবর্ম্মার সময়ে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলক দেখিতে পাওয়া যায়।

হ্রদগুলি ১১শ ও ১২শ শতাব্দে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিরত (কীর্ত্তি) ও মদনসাগর নামক হ্রদদ্বয় ব্যতীত অপর দু একটা মজিয়া উঠিয়াছে। মদনসাগরের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপাকার স্থানের সহিত মূলনগরের সংযোগ রাখিবার জন্য কারুকার্য্য-সমন্বিত স্তম্ভরাজি-পরিশোভিত সেতু বিরাজিত আছে। এতদ্ভিন্ন হ্রদের তীরভূমে পর্ব্বততটে অসংখ্য অট্টালিকা ধ্বংসাবস্থায় পতিত দেখা যায়। প্রাচীন রাজগণ কর্তৃক গ্রীষ্মকালীন শীতল-সান্ধ্যসমীরণসেবনার্থ পর্ব্বতোপরি শৈত্যাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। মদনসাগরের উত্তরকূলস্থ নগরভাগ হইতে একটী সোপান-শ্রেণী সাগরতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। উহার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য দেবমন্দির নির্ম্মিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে কএকটী জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

চন্দেলরাজবংশ এখানে প্রায় ২০ পুরুষ রাজত্ব করেন। পৃথ্বীরাজ কর্তৃক রাজা পরমালের বিজয়ের পর হইতে এখানকার চন্দেলপ্রভাবের অবসান ঘটে। ১১৯৫ খৃষ্টাব্দের সমকালে এই নগর দিল্লীর মুসলমানাধিপতি কুতব্‌উদ্দীনের করতলগত হয়। মুসলমানদিগের অধিকারকালে এখানে যে সমস্ত মুসলমান-কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে জলহন্ খাঁর কবর প্রভৃতি কএকটী অট্টালিকা তথাকার শিবমন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ হইতে নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন গয়াস্ উদ্দীন

তোগলকের রাজ্যকালে ১৩২২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত মস্‌জিদ অদ্যাপি শিলালিপি-প্রতিষ্ঠাতার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

পরবর্ত্তিকালে বঞ্জারাজাতি এই স্থানে আধিপত্য বিস্তার করে। তাহারা মধ্যভারতে শস্যাদিপ্রেরণের জন্য এইখানে আসিয়া বাস করিয়াছিল। উক্ত প্রাচীন নগরের পার্শ্বে বর্ত্তমানকালে একটী নূতন নগর স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে তহসিলী কাছারী, থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয়, ঔষধালয়, সরাই, বাজার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত।

মহোবিশীয় (ক্লী) সামভেদ।

মহোষ্ঠ (পুং) ১ শিব। (ত্রি) মহদোষ্ঠযুক্ত, যাহার ঠোঁট্ পুরু।

মহৌঘ (পুং) ত্বষ্টার পুত্রভেদ। (কথাসরিৎসা° ৮।১৬)

মহৌজস্ (ত্রি) মহদোজো যস্য। অতিশয় ওজোযুক্ত, অতিশয় তেজস্বী।

"স্রষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাত্মানো মহৌজসঃ॥"(মনু ১।৬১)

২ কালের পুত্র অসুরবিশেষ। (ভারত ১।৬৭।৫৩) ৩ রাজভেদ। ৪ জাতিবিশেষ। (ভারত)

মহৌজস্ক (ত্রি) মহৎ ওজো যস্য। অতিতেজস্বী।

মহৌদবাহি (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (আশ্ব° গৃ° ৩।৪।৪)

মহৌষধ (ক্লী) মহৎ ঔষধং। ১ ভূম্যাহল্য। ২ শুণ্ঠী। ৩ লশুন। (ভাবপ্র°) ৪ বারাহীকন্দ। ৫ বৎসনাভ। (রাজনি°) ৬ পিপ্পলী। ৭ অতিবিষা। ৮ মহাভেষজ।

"স্বভর্ত্তৄন্ প্রেষ্য তেষাঞ্চ মহাসত্ত্বান্মহৌষধৈঃ।"(কথাসরিৎ ৭৩।৩৮)

মহৌষধাদি কাথ, জ্বররোগে হিতকর কাথবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, মুথা, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও ধনিয়া মিলিত ২ তোলা। পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ চিনি ২ মাষা ও মধু ২ মাষা। ইহা সেবন করিলে তৃতীয়ক জ্বর নষ্ট হয়।

মহৌষধি (স্ত্রী) মহতী ওষধিঃ। ১ দূর্ব্বা। ২ লজ্জালু ক্ষুপ। (শব্দচ°) ৩ মহাস্নানীয় দ্রব্যবিশেষ। ভগবতী দুর্গাদেবীর মহাস্নানে সর্ব্বৌষধি ও মহৌষধি দিতে হয়। মহাস্নানমাত্রেই মহৌষধির বিশেষ আবশ্যক।

"সহদেবী তথা ব্যাঘ্রী বলা চাতিবলা তথা।
শঙ্খপুষ্পী তথা সিংহী অষ্টমী চ সুবর্চ্চলা॥
মহৌষধ্যষ্টক প্রোক্তং মহাস্নানে নিযোজয়েৎ॥"
(গোবিন্দানন্দধৃত মৎস্যপুরাণবচন)

বেড়েলা, ব্যাঘ্রী, বলা, অতিবলা, শঙ্খপুষ্পী, বৃহতী অষ্টমী (ক্ষীরকাকোলী), ও সুবর্চ্চলা এই আটটী দ্রব্য একত্র সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হইবে।

মতান্তরে—

"পৃশ্নিপর্ণী শ্যামলতা ভৃঙ্গরাজঃ শতাবরী।
গুড়ূচী সহদেবী চ মহৌষধিগণঃ স্মৃতঃ॥ (শব্দচন্দ্রিকা)

পৃশ্নিপর্ণী, শ্যামলতা, ভৃঙ্গরাজ, শতাবরী, গুড়ূচী ও সহদেবী এই সকল দ্রব্যকে মহৌষধিগণ কহে। ২ শ্রেষ্ঠৌষধি। (ভারত ৩।২৮৮।৬) ৩ সঞ্জীবনী।

"দৃষ্টা বিচিন্বতা তেন লঙ্কায়াং রাক্ষসীবৃতা।
জানকী বিষবল্লীভিঃ পরীতেব মহৌষধিঃ॥" (রঘু)
'মহৌষধিঃ সঞ্জীবনী লতেব' (মল্লিনাথ)

মহৌষধী (স্ত্রী) মহৌষধি-ঙীপ্। ১ শ্বেতকণ্টকারী। ২ ব্রাহ্মী। (ভাবপ্র°) ৩ কটুকা। ৪ অতিবিষা। (রাজনি°) ৫ হিলমোচিকা। (ত্রিকা°)

মহ্য (পুং) বিবস্বতের পুত্রভেদ। (ভারত আদিপ°) নীলকণ্ঠ ইহার পাঠান্তর 'সহ্য' করিয়াছেন।

মহ্যুত্তর (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

মহ্লন (পুং) রাজভেদ। ইনি মহ্লনস্বামী নামে এক দেবমূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। (রাজতরঙ্গিণী ৪।৪)

মহ্লনপুর (ক্লী) মহ্লনরাজ-প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ। (রাজত° ৪।৮৩)

মা, মান। অদাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ মাতি, মাতঃ, মান্তি। লোট্ মাতু মাতাং মান্তু। লৃট্ মাস্যতি মাস্যতঃ মাস্যন্তি লুট্ মাতা। লিট্ মমৌ,মমতুঃ, মমুঃ। মমিথ, মমাথ। লঙ্ অমাৎ অমাতাং, অমান্, অমুঃ। লুঙ্ অমাসীৎ, অমাসিষ্টাং, অমাসিষুঃ। লৃঙ্ অমাস্যৎ। লিঙ্ মেয়াৎ। কর্ম্মণি মীয়তে। অমায়ি, অমায়িষাতাম্, অমাসাতাম্। ণিচ্ মাপয়তি-তে, অমীমপৎ-ত। সন্ মিৎসতি। যঙ্ মেমীয়তে। যঙ্-লুক্ মামেতি, মামাতি। কৃৎপ্রত্যয়ে ক্তা—মিত্বা। ক্ত—মিতম্। তুম্—মাতুম্। তব্য-মাতব্য। উপসর্গপূর্ব্বক ক্তা-যপ্ সংমায়, প্রমায়, পরিমায়, ইত্যাদি। অনীয়র্—মানীয়ম্। ক্তিচ্—মিতিঃ। যৎ মেয়। উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে ধাতুর অর্থ বিভিন্ন প্রকার প্রতীত হইয়া থাকে। প্র-মা—প্রমাণ, অনু-মা—অনুমান, অপ-মা-অপমান, উৎ-মা—উন্মান, বি-মা বিমান, পরি-মা—পরিমাণ।

এই ধাতুর সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক উভয় প্রকার প্রয়োগই দেখিতে পাওয়া যায়। সকর্ম্মক যথা—"ন মাস্তি মানিনো যস্য যশস্ত্রিভুবনোদরে।" (হলায়ুধ)

অকর্ম্মক যথা—"তনৌ মমুস্তস্য ন কৈটভদ্বিষস্তপোধনাভ্যাগমসম্ভবা মুদঃ।" (মাঘ ১।২৩)

এই ধাতু যাঁহারা অকর্ম্মক বলেন, তাঁহারা উপসর্গপূর্ব্বক ইহার সকর্ম্মক কল্পনা করিয়া থাকেন। যথা—

"উদরং পরিমাতি মুষ্টিনা।" (নৈষধ ২।৩৫)

মা, ১ শব্দ। ২ মান। হ্বাদি° আত্ম° সক° অনিট্। লট্ মিমীতে মিমাতে মিমতে। লোট্ মিমীতাম্। লিট্ মমে। লুট্ মাতা। লৃট্ মাস্যতে। লঙ্ অমিমীত। লুঙ্ অমাস্ত। সন্ মিৎসতে। "শ্রুত্যা ধর্ম্মং মিমীতে যঃ।" (হলায়ুধ)

মা(ঙ্) মান। দিবাদি° আত্মনে° সক° অনিট্। লট্ মায়তে। লুঙ্ অমাস্ত।

মা (অব্য) দৈবাদিক বা আদাদিক মা-ক্বিপ্। ১ বারণ।

"মা নো বধারিন্দ্র মা পরাদাঃ।" (ঋক্ ১।১০৪।৮)

মা ধাতুর ভিন্ন ব্যবহারহেতু "ন মাঙ্ যোগে" ইত্যাদি পাণিনি সূত্রে ও শব্দে ভিন্ন ব্যবহার হইয়াছে। এই ঙিদনুবন্ধ-ধাতু-নিষ্পন্ন মাঙ্‌শব্দেও মা-শব্দেরই অর্থ বুঝাইবে। পাণিনি-সূত্রে এই মাঙ্ যোগে অড়াগমের নিষেধ করা হইয়াছে। যথা—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।" (রামায়ণ)

২ বিকল্প। (মেদিনী) ৩ নিন্দা। ৪ পশ্চাৎ।

"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ॥"

(মনু ৮।১৫)

মা—ক্বিপ্ অথবা মা-ক, ততষ্টাপ্। ৫ লক্ষ্মী। ৬ মাতা।

"মারমা সুষমা চারুরুচা মারবধূত্তমা।
মাত্তধূর্ত্তমাবাসা সা বামা মেঽস্তু মা রমা॥"

(সাহিত্যদ° ১০ অ°)

মা—ভাবে ক্বিপ্ ৭ মান। (শব্দরত্না°) ৮ জ্ঞান। ৯ দীপ্তি। ১০ অস্মৎশব্দের দ্বিতীয়ৈকবচননিষ্পান্ন বৈকল্পিক রূপ। পদের উত্তর বিকল্পে 'মাং' স্থানে মা আদেশ হয়। ইহাতে মদীয় কর্ম্মতা বুঝায়। অর্থাৎ চলিত আমাকে। যথা—

"ক্ষন্তব্যস্তে স্বাংশজাতাপরাধে।
ব্যুত্থাপ্যৈনং মোদিতাং মা কুরুষ্ব॥" (দেবীভা° ১।৫।৬৪)

মাই (দেশজ), ১ স্তন। ২ স্তন্য দুগ্ধ।

মাইকেলমধুসূদন দত্ত, বাঙ্গালার একজন প্রধান ও অদ্বিতীয় কবি। কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল ৺রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র। তাঁহার মাতা জাহ্নবী দাসী যশোরের কাটিপাড়ার জমিদার ৺গৌরীচরণ ঘোষের দুহিতা ছিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ২৫ শে জানুয়ারী শনিবার (১২৩০ সাল ১২ই মাঘ) যশোর জেলার অন্তর্গত কপোতাক্ষ নদীতীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ি গ্রামে কবিবরের জন্ম হয়। এস্থান তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের আদি বাসভূমি নয়। তাহার প্রপিতামহ রামকিশোর দত্ত খুলনা জেলার অন্তর্গত তালাগ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামনিধি, পিতৃবিয়োগের পর জন্মভূমি তালাগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কনিষ্ঠ দয়ারাম ও মাণিকরামকে সঙ্গে লইয়া সাগরদাঁড়িতে মাতুলাশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। এখানে তাঁহার রাধামোহন, মদনমোহন, দেবী-প্রসাদ ও রাজনারায়ণ নামে চারিটী পুত্র হয়। শেষোক্ত রাজনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ মধুসূদন।

মধুসূদনের পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতগণ সকলেই উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন। জাতীয় ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্তি,দানশীলতা, আতিথ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে তাঁহাদের সাগরদাঁড়িস্থ দত্তপরিবার স্বদেশীয় সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই দত্তবংশের মিতব্যয়িতা ও ইন্দ্রিয়-সংযম সম্বন্ধে দৃষ্টি ছিল না।

রাজনারায়ণ প্রথমাপত্নী জাহ্নবী দাসীর জীবদ্দশাতেই আর তিনটী দারপরিগ্রহ করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থেও তাঁহার কোন মমতা বা মিতব্যয়িতার পরিচয় পাওয়া যায় না। মধুসূদনের জন্মকালে দত্তবংশের সৌভাগ্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার জাতকর্ম্মাদি বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। সর্ব্বকনিষ্ঠ রাজনারায়ণের পুত্র বলিয়া জ্যেষ্ঠতাতগণ মধ্যে তাঁহার আদরের পরিসীমা ছিল না। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের অকাল মৃত্যুতে এবং অপর ভ্রাতাভগিনীর অভাবে তাহাকে পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠতাত ও আত্মীয় স্বজনের একান্ত স্নেহভাজন করিয়াছিল। বাল্যের এই সুখভোগ ও আদর যৌবনে তাঁহাকে অমিতব্যয়িতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাদোষে কলুষিত করিয়াছিল। অভ্যাসবশে এই দোষগুলি স্বতঃই তাঁহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

মধুসূদনের ৭বৎসর বয়সের সময় রাজনারায়ণ কলিকাতায় ওকালতীর জন্য খিদিরপুরে বাটীক্রয়পূর্ব্বক অবস্থান করেন। ঐ সময়ে মধুসূদন গ্রামস্থ পাঠশালায় অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইলে, তিনি যথাসময়ে হিন্দু-কলেজে বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আনীত হন। এখানে কএকদিন খিদিরপুরস্থ একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর, আনুমানিক ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমগুণে মধুসূদন কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ৫ম শ্রেণীতে পঠদ্দশায় জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া তিনি বৃত্তি লাভ করেন। প্রথমতঃ গণিত শাস্ত্র তাঁহার ভাল লাগিত না। তাঁহার সহাধ্যায়ী গণিতপ্রিয় ৺ভূদেব-প্রমুখ ছাত্রবৃন্দ সেক্ষপীয়র অপেক্ষা নিউটনের প্রতি অনুরাগ দেখাইতেন, কিন্তু মধুসূদন সেক্ষপীয়রের পক্ষ সমর্থন করিয়া সর্ব্বদাই বলিতেন যে, 'সেক্ষপীয়র চেষ্টা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন। কিন্তু নিউটন সেক্ষপীয়র হইতে পারিতেন না।'

এই কথার পর তিনি গোপনে অঙ্কশাস্ত্র অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতেও অল্পদিন মধ্যেই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। একদিন অধ্যাপক রিজ সাহেব বোর্ডে একটী কঠিন অঙ্ক কষিতে দিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়িগণ সে কঠিন অঙ্ক কষিতে না পারিয়া অধোমুখ হইলেন, তখন মধুসূদন সুচারুরূপে ও সুন্দর প্রণালীতে অঙ্ক সম্পন্ন করিয়া ভূদেব বাবুর গা টিপিয়া বলিয়াছিলেন, "কেমন সেক্সপীয়ার চেষ্টা করিলে যে নিউটন হইতে পারিতেন, তাহা দেখিলে ত? কিন্তু আমার গণিত শেখা এই পর্য্যন্ত শেষ।"

৺রাজনারায়ণ বসু-সম্পাদিত হস্তলিখিত সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখার পর, তিনি ৺রসিককৃষ্ণ মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এইরূপে ১৭শ বর্ষ বয়সে হিন্দু-কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে মধুসূদনের সম্বন্ধ আরম্ভ হয়।

মধুসূদনের স্বাভাবিক প্রেমপ্রবণতা ও পরদুঃখকাতরতা, ছাত্রাবস্থা হইতেই তাঁহার প্রকৃতিতে প্রতিভাত হইয়াছিল। পিতামাতার অনুগ্রহে তাঁহার অর্থাভাব ঘটে নাই, বিপন্নের সেবায় তিনি অর্থব্যয় করিয়া পিতৃদত্ত ধনের সার্থকতা করিতেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী সুপ্রসিদ্ধ Travels of a Hindu-প্রণেতা ভোলানাথ চন্দ্র বলিয়াছেন—"Madhu fully justified his name—he is all মধু—all that endeared one to another."

তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে কাপ্তেন রিচার্ডসন বিদায় গ্রহণ করিলে কার (Kerr) সাহেব কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি কোন কারণে মধুসূদনকে তিরস্কার করিলে উদ্ধতপ্রকৃতি মধু অভিমানে কলেজের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কলেজে অধ্যয়ন-কালে মধুসূদনের বিলাসপ্রিয়তা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুন্দর বেশভূষা পরিধান ও গন্ধদ্রব্য না হইলে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইত না। অতি অকিঞ্চিৎকর কার্য্যেও তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতেন। এইরূপ বিলাসপ্রিয়তা অপেক্ষা শতগুণ গুরুতর আরও একটী দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। ডিরোজিওর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে পানদোষ ও হিন্দুধর্ম্মনিষিদ্ধ দ্রব্যভক্ষণ তৎকালে একটী অনুকরণীয় সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। পানদোষের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতাও ছাত্রাবস্থায় মধুসূদনের চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিল। শৈশব হইতে পিতামাতার শাসনশৈথিল্যে ও অত্যাদরে প্রতিপালিত হইয়া সেই তরুণ বয়সের উদ্দাম ভাবগুলি সংযত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কোমল ও প্রেমপিপাসু হৃদয় লইয়া তিনি ইংরাজ কবি বায়রণকে আপনার আদর্শ করিতে যাইয়া শেষে দুর্নীতি ও মিতাচারের প্রতি অবজ্ঞা করিতে শিখিলেন। ক্রমেই তিনি দুর্নীতপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। একবার তিনি অনুতপ্ত-হৃদয়ে স্বকার্য্যের পরিণাম ভাবিয়া, বাল্যসুহৃদ্ গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন, "you see from an anchorite and monk, I am becoming a decided rake." কিন্তু দুঃখের বিষয়, মেণ্টরের ন্যায় তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোন সুহৃদ্, তাঁহার রক্ষার জন্য তৎকালে আবির্ভূত হয়েন নাই। মধুসূদন ভালবাসিয়া পরকে আপন করিতে পারিতেন, কিন্তু আপনাকে পরের হস্তে সমর্পণ করিতে জানিতেন না। নিজের ইচ্ছা, অপর কাহারও ইচ্ছায় বিসর্জ্জন দিবার শিক্ষা তাঁহার হয় নাই। এই কারণে হতভাগ্য কবি চিরজীবনের জন্য, দুর্নীতির তমোন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের জীবন যেমন ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তদ্রূপ মধুসূদনের জীবন রিচার্ডসনের প্রভাবে সংগঠিত হইয়াছিল। রসিককৃষ্ণ, রামগোপাল, কৃষ্ণমোহন, দক্ষিণারঞ্জন প্রভৃতি ডিরোজিওর ছাত্রগণ যেরূপ সকলেই রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজসংস্কারক হইয়া সংসারের কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ৺প্যারীচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতি রিচার্ডসনের ছাত্রবৃন্দ সুলেখক ও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। পণ্ডিত. রিচার্ডসনের ন্যায় সুলেখক হইবার বাসনা অন্যান্য ছাত্রগণের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ও অধিকার করিয়াছিল, এমন কি, তিনি তাঁহার দোষগুলির অনুকরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একদা কলেজের প্রধান শিক্ষক জোন্স সাহেব, তাঁহাকে রিচার্ডসনের বাঁকা বাঁকা হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "মধু, তুমি কি মনে কর কাপ্তেন সাহেবের ন্যায় বাঁকা বাঁকা হাতের লেখা হইলে তুমি একজন বড়লোক হইবে।'

মধুসূদন যখন পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন রিচার্ডসন সাহেবের "সারসংগ্রহপুস্তক" প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে তিনি উহা পাঠ করিয়া মনের আবেগে সর্ব্বজনসমক্ষে বলিয়াছিলেন, "I wish, I had been the author of it।" এই সুকুমার বয়সে তাঁহার মনে কিরূপ উচ্চাভিলাষ জন্মিয়াছিল, তাহা তাঁহার উপরোক্ত মন্তব্যে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে।

মধুসূদন ৮।১০ বৎসর বয়সের সময় মাতা ও বাটীর অন্যান্য প্রাচীনা মহিলাদিগকে রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্যসমূহ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিয়া যে কবিত্ব-বীজ মধুসূদনের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, রিচার্ডসনের শিক্ষায় ও আদর্শে তাহা উদ্ভিন্ন হইবার অবসর প্রাপ্ত হইল। কলেজের অতি নিম্নশ্রেণী হইতেই তিনি ইংরাজীতে গদ্য ও পদ্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। যদিও তাঁহার পূর্ণবয়সের রচনার সহিত তাঁহার বাল্য-জীবনের রচনায় কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি তাঁহার সাহিত্যগত জীবন কিরূপে আবদ্ধ ও বিকাশ পাইয়াছিল, তাহা জ্ঞাতকারণ নিম্নে তাঁহার বাল্যকালের রচিত কএকটী কবিতা উদ্ধৃত করা গেল। পঠদ্দশায় বায়রণই তাঁহার আদর্শ ছিল, কিন্তু প্রাপ্তবয়সে তিনি অন্ধ কবি মিল্টনকেই আপনার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচনায় বায়রণ, স্কট্ ও মুরের লালিত্য ও কবিত্বের আভাস পাওয়া যায়। তিনি ইহাঁদিগের অনুকরণে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাঁহার 'ক্যাপ্‌টিভ লেডী' ও উদ্ধৃত কবিতাগুলি পাঠ করিলে সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। উক্ত তিন জন কবি এবং ডিরোজিওর প্রতিভা শৈশব জীবনে তাঁহার হৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া অনেকে তাঁহাকে 'Eurasian Byron বলিয়া ডাকিত।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে হিন্দু-কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকালে মধুসূদন কলেজের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী কবিতালেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি এবং ডিরোজিও উভয়েই বায়রণের শিষ্য, সুতরাং উভয়ের কবিতায় এক আদর্শের ছায়াপাত দেখা যায়; কিন্তু তাই বলিয়া মধুসূদনকে ডিরোজিওর অনুকারী বলিতে বাসনা হয় না। একই মন্ত্রের উপাসক এবং একই আদেশে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদ্বয়ের প্রবীণতা ও নবীনতা সম্বন্ধে যে প্রভেদ, এখানে ডিরোজিওর সহিত তাঁহারও সেইরূপ পার্থক্যসম্বন্ধ উপলব্ধি করা যায়।

নিম্নে মধুসূদন-রচিত কএকটী ইংরাজী কবিতার উদ্ধৃতাংশ দেখিলে স্বতঃই বুঝা যায় যে প্রথম যৌবনেই তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের তুফান কিরূপ বহিত।

'I love thee' নামক কবিতায়—

But' tis past—what is past ?—Can it be that fond breast.
Is now cold as the sod it hath silently prest—
Can it be that those eyes—so soft and so bright—
Are now quenched with grave's eternal-dark night !

'They ask me why I fade and pine' নামক কবিতায়—

That cruel—that relentless maid,
Of heart more hard than stone,
Cares not why thus I pine and fade,
And why oft thus I moan !
When fondly turn my ravished eyes
On her sweet cheeks I gaze,
What life embittering frowns arise
And cloud that heavenly face !
O ! thus abandoned to despair
I've not but grief for me ;
My life a wilderness appear
Overgrown with misery !"

'The fortunate rainy day' নামক কবিতায়—

"There I kissed and embraced her.—and oh ! who can tell
What passions tumultuous did in my bosom swell !
What tears joy-speaking rushed forth from my eyes !
They bathed her snowy hands while I warmed them
with my sighs"

'My fond sweet blue-eyed maid' নামক কবিতায়—

"I dream—I steal the silent kiss,
Tho' tremble while I take,
Like am'rous moon beams that embrace
And kiss yon silvery lake:
I dream—I see those azure eyes
Dance star-like in that face,
That face the better Paradise,
Where Ang'ls sigh t' pass their days !

এই শ্রেণীর আরও অনেক কবিতা পাওয়া যায়, কিন্তু বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না। এতদ্ভিন্ন এই অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই তিনি 'Literary Gleaner' নামক পত্রিকায় "King Porus-A legend of old" নামক কবিতা ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই অল্প বয়সে স্বদেশের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া বালক মধুর হৃদয়ে কিরূপ উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, তাহা কবিতা-পাঠক সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন।

প্রতিভাবান্ কবির স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তি কিরূপে বিকাশ পাইয়াছিল, তাহা তাঁহার বাল্যকালের কবিতা-ক্রীড়া হইতে সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি স্বীয় কল্পনাদেবীকে বিদায় দিয়া যে কবিতা লিখিয়াছেন,—তাহা বিশেষ মনোহারী। বাল্যরচনা বলিয়া উপেক্ষার বিষয় নহে।

On Granting "Leave of Absence" to my Muse.
"Needst thou a testimonial
Of my affection, Love! for thee?
This Single fact,—ma'am! will suffice
That all I Sacrifice for thee!
Farewell! But oh! remember me,
Return, before our "Monthlies" all,
The "Gleaner"—"Blossom" "Comet" tempt
Me, to scribble for them all."

তিনি তাহার প্রিয়সুহৃদ্ গৌরদাস বসাককেও এইরূপে কবিতায় কতকগুলি পত্র লিখিয়া যান, উহাতে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির বিকাশ স্পষ্টই বুঝা যায়:—

Gour, Excuse me that in verse
My Muse desireth to rehearse;
The gratitude she oweth thee;—
I thank you most heartilly:"

ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষার তেমন অনুশীলন করেন নাই। সে সময়ে উহা অশিক্ষিত ও বর্ব্বরের ভাষা মনে করিয়া তিনি মাতৃভাষা বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু একবার গৌরদাস বাবুর অনুরোধে তিনি বর্ষবর্ণনচ্ছলে ইংরাজী acrostic শ্রেণীর কবিতায় গৌরদাস বাবুর নাম সংযোগে একটী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, উহা নানাদোষযুক্ত হইলেও মেঘনাদবধরচয়িতার প্রথম রচনা বলিয়া উদ্ধৃত করা গেল—

"গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদ নদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে
দানবাদি দেব যক্ষ সুখিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রলয় দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়।
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়॥"

ঐ শ্রেণীর আর একটী কবিতা "হিমঋতু" সম্বন্ধে—

"হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে আর।
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার,
আসিবে বসন্ত আশা এই আশা সার।
আশার আশ্রিত জনে নিরাশা করিলে,
আশাতে আশার বস আশায় মারিলে।
সৃজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।
যে জন করয়ে আশা আশার আশ্বাসে,
নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে।"

এই সময়ে বঙ্গসাহিত্যে গুপ্তকবির রাজত্বকাল; সুতরাং মধুসূদনের কবিতায় এরূপ শব্দালঙ্কারের আড়ম্বর ঘটিবে, তাহা বিচিত্র নহে। অর্থ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন কি না তাহা উক্ত কবিতাদ্বয়পাঠে স্পষ্টই অনুমান করা যায়। তৎকালীন শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থরচনা করিয়া তিনি যশঃ ও প্রতিপত্তি লাভ করিবেন তাঁহার মনে এরূপ উচ্চ আশা স্থান লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষার দুরবস্থা দেখিয়া তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।"

বাল্যাবধি এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এবং সহাধ্যায়ি সঙ্গীদিগের ন্যায় আজীবন ইংরাজী সাহিত্যানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি প্রথম জীবনে ইংরাজী ভাষারই চরণসেবা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনিও প্রিয়সুহৃদ্ ৺রাজনারায়ণ বসু ও ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত পূর্ণবয়সে বাঙ্গালার সাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজ হইতে তাঁহার বাঙ্গালাভাষা-শিক্ষা শেষ হয়। তিনি স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভাবলে নিজের ভাষা-প্রকাশের প্রণালীর পথ আবিষ্কার করিয়া লন। ক্রমে বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার অধিকার হয়। এদেশীয় কোন গ্রন্থকারের নিকট যদি তিনি ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে ঋণী থাকেন, তবে তাহা দরিদ্র কাশীদাস ও কৃত্তিবাসের নিকট। স্বর্ণ ও রৌপ্য-পদকাদি পুরস্কার এবং বৃত্তিলাভ তৎকালের শিক্ষালাভ ও রচনা-শক্তি-পরিবর্দ্ধনের বিশেষ অনুকূল ছিল। মধুসূদন যখন সিনিয়ার বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ মহাশয় স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য দুইখানি পদক দিতে প্রতিশ্রুত হন। হিন্দু-কলেজের মধ্যে যে দুই জন ছাত্র প্রতিযোগিতায় উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহারাই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। এই পরীক্ষায় মধুসূদন প্রথম ও ভূদেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। গুণানুসারে মধুসূদনই স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন।

রিচার্ডসনের যত্নে মধুসূদনের বাল্যকালের রচিত অনেক কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছাত্রাবস্থা হইতে তিনি ভাবী সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অনেকে তাঁহাকে তখন হইতেই কবি বলিয়া ডাকিতেন, তাঁহারও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, একদিন জগৎ তাঁহার কবিত্বের

গৌরবে বিস্মিত হইবে। তিনি বায়রণের জীবনচরিত পাঠ করিয়া গৌরদাস বাবুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন ;—

"I am reading Tom Moor's life of my favorite Byron.—A splendid book upon my word. Oh! How should I like to see you write my life, if I happen to be a great poet, which, I am almost sure, I should be if I can go to England."

বালক মধুসূদনের মনে ইংলণ্ড-গমনের যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল, তাহা তাঁহার এই পত্রে, তমলুক দর্শন-কালীন গৌরদাস বাবুকে লিখিত পত্রে এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের 'লিটারারী গ্লীনার' নামক পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া যান। নিম্নে তাঁহার সেই হৃদয়-ভাবব্যঞ্জক কবিতা উদ্ধৃত করা গেল ;—

"Oft like a sad bird I sigh
To leave this land, though mine own land it be;
Its green robed meads,—gay flowers and cloudless sky
Though passing fair, have but few charms for me.
For I have dreamed of climes more bright and free
Where virtue dwells and heaven-born liberty
Makes e'en the lowest happy;—where the eye
Doth sicken not to see man bend the knee
To sordid interest :—climes where science thrives
And genius doth receive her guerdon meet ;
Where man in all his truest glory lives
And nature's face is exquisitely sweet :
For those fair climes I heave the impatient sigh,
There let me live and there let me die."

ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত "Extemporary song" নামক কবিতায়ও তিনি ইংলণ্ড-গমনের দুর্দ্দমনীয় বাসনা-প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইংলণ্ডে গমন করিতে না পারিলে তাঁহার কবিত্ব-শক্তি পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে না, কিন্তু সে অবকাশ আসিবার পূর্ব্বেই তিনি মেঘনাদ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় আচার ব্যবহার, হাবভাব, সাহিত্য ও সমাজের বিশেষ অনুকরণপ্রিয় হইলেও তিনি একবারে স্ব-সমাজের ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগশূন্য হয়েন নাই। তাঁহার লিখিত ;—"Written at the Hindu College by a young native student," নামক কবিতা—

"Oh! how my heart exulteth while I see
These future flow'rs to deck my country's brow"

—পাঠ করিলে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হয়। এই অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই তিনি ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত Bentley's Miscellany এবং Blackwood's Magazine প্রভৃতি পত্রে কবিতা প্রেরণ করিতেন।

হিন্দু-কলেজে শিক্ষা-কালে মধুসূদন উচ্ছৃঙ্খল, অসংযতেন্দ্রিয়, অমিতব্যয়ী, বিলাসী এবং ধর্ম্মনীতি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। পক্ষান্তরে অধ্যয়নশীলতা, কাব্যানুরাগ, প্রেম-পিপাসা, পরদুঃখকাতরতা, উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাঁহাকে সমলঙ্কৃত করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে অটলবিশ্বাস তাঁহাকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু অকস্মাৎ এই সময় হইতে কোন অভাবনীয় ঘটনাস্রোত তাঁহার জীবনপ্রবাহকে অন্য পথে লইয়া গেল।

ঐ ঘটনাটী তাঁহার খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন মধুসূদন ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করিলেন, তদ্বিষয়ে কোন প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। হিন্দু-কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি হিউম্, টমাস্ পেন, থিওডোর পার্কার প্রভৃতির গ্রন্থ সাদরে পাঠ করিতেন। সেই সময়ে সহাধ্যায়ীদিগের মত তিনিও সকল মতই উপেক্ষা করিতেন। এতদ্ব্যতীত ডিরোজিও, রিচার্ডসন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতিরও ছাত্রবৃন্দের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এরূপ অবস্থায় হিন্দুকলেজের শিক্ষা যে মধুসূদনের ধর্ম্ম-মত পরিবর্ত্তনের অনুকূল হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না।

শুনা যায়, এই সময়ে তাঁহার পিতামাতা স্বদেশীয় এক জমিদার-কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন, বিবাহ করিলে তাঁহার ইংলণ্ডগমনের ব্যাঘাত ঘটিবে ভাবিয়া তিনি বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ কন্যাটী আদৌ তাঁহার মনোমত ছিল না। সে কথা তিনি তাঁহার এক পিতৃব্য-পুত্রকে জানাইয়াছিলেন ;—"বাবা এক কালাপাহাড়ের সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না। আমি এমন কাজ করিব, যে সেজন্য বাবাকে চিরকাল দুঃখ করিতে হইবে।"

পিতামাতাকে ইহাতেও বিবাহ দিতে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া তিনি মনের আবেগে গৌরদাসবাবুকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত ভাবগুলি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"My betrothed is the daughter of a rich zemindar ;—poor girl! What a deal of misery is in store for her in the ever inexplorable womb of Futurity!" নাবালিকার দুঃখবহ জীবনের উল্লেখ করিয়াই তিনি অন্য স্থলে আপনার বিশ্ববিজয়িনী

প্রবাস-বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন,—"Depend upon it—in the course of a year or two more,—I must either be in E—D or cease "to be" at all ;—*one of these must be done !*"

পিতামাতার সঙ্কল্পিত কন্যাবিবাহে তাঁহার বিরাগের একটী কারণ ছিল। কোন সুন্দরী-খৃষ্টান-বালিকার রূপ-গুণের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করিলে, এই কুমারীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ ঘটিবার সম্ভাবনা এবং তাহাতে তাঁহার ইংলণ্ড-গমনের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া তিনি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের নিকট যাইয়া স্বীয় খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। এই সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উক্ত রেভারেণ্ড তাঁহাকে বাঙ্গালার সহকারী শাসনকর্ত্তা মিঃ বার্ডের নিকট লইয়া গেলেন এবং তৎসমীপে এই নবীন যুবকের ধর্ম্মান্তরের প্রয়াস ব্যক্ত করিলেন। তদনুসারে তিনি এই শিক্ষিত যুবককে দীক্ষা দিবার নিমিত্ত খৃষ্টান-যাজকমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণ করেন। পাছে মধুসূদনের আত্মীয়গণ তাঁহাকে যাজকদিগের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া লন, সেই ভয়ে তাঁহারা মধুসূদনকে অন্য স্থানে না রাখিয়া একবারে ফোর্টউইলিয়মের দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। বৃথা চেষ্টা করিয়াও রাজনারায়ণ পুত্র মধুসূদনকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। দুই চারি দিন কেল্লায় বন্দীর ন্যায় অবস্থানের পর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই ফেব্রুওয়ারী, মধুসূদন আর্চডিকন্ ডিল্‌ট্রীর নিকট ওল্ড মিসন চার্চ্চ ধর্ম্ম-মন্দিরে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার নামের সঙ্গে "মাইকেল" নাম সংযুক্ত হইল।

কুসংস্কার ও উপধর্ম্মের অন্ধকার হইতে খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়া তিনি যে আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দীক্ষা-কালে রচিত ধর্ম্মসঙ্গীতে পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

দীক্ষাগ্রহণের পর মধুসূদন পিতৃগৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি বাটীতে আসিলে, স্নেহময়ী মাতা তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ আহারাদি করাইতেন, কিন্তু সমাজচ্যুতিভয়ে তাঁহাকে গৃহে স্থান দিতেন না। অনেক অনুনয় বিনয়সত্বেও মধুসূদন শাস্ত্রানুমোদিত-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুনর্ব্বার হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে জীবিকার জন্য তাঁহাকে খৃষ্টান্ সম্প্রদায়ের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইতে হয়। তাঁহার স্নেহময় পিতামাতা, তাঁহার অবাধ্যতা এবং অকৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার আর্থিক অভাব দূর করিয়া দিলেন। বিধর্ম্মী হইলেও, মধুসূদন যাহাতে সুশিক্ষিত এবং যশস্বী হইয়া, পরিণামে সুখী হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের যত্নের ত্রুটি ছিল না। হিন্দু কলেজে খৃষ্টান বালকদিগের পাঠের নিয়ম ছিল না বলিয়া, মধুসূদনের পক্ষে সেখানে আর অধ্যয়নের সম্ভাবনা ছিল না। দেশীয় খৃষ্টান এবং ইংরাজ বালকদিগের শিক্ষার জন্য, শিবপুরে বিশপ্সকলেজ নামে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মধুসূদন সেইখানে বিদ্যাধ্যয়নের অভিমত প্রকাশ করিলে তাঁহার পিতা আনন্দের সহিত সে ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনের গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাঁহার মাদ্রাজগমন, য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ, সাংসারিক অভাব, আত্মীয় স্বজনের স্নেহবিচ্যুতি এবং অবশেষে অনাথের ন্যায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যু প্রভৃতি তাঁহার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের ফল। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করায় পিতৃদত্ত সাহায্যে বঞ্চিত ও স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি সাহিত্যকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বনীয় যষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজি-সাহিত্যে তাঁহার অর্থাভাব বিদূরিত অথবা যশোলিপ্সা পরিতৃপ্ত হইল না দেখিয়া তিনি মাতৃভাষার ক্রোড়ে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে রাজা প্রতাপচন্দ্র, পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির সাহায্য ও উৎসাহলাভে পুরস্কৃত হইয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে জাতীয়-ভাবের অভাব এবং বিজাতীয়-ভাবের প্রাধান্য, তাঁহার ধর্ম্মমতপরিবর্ত্তনের ফলেই সাধিত হইয়াছিল।

য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি পাশ্চাত্য-সমাজের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিশপ্স-কলেজে গ্রীকভাষা অধ্যয়ন করিয়া গ্রীকসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। তাই তিনি গ্রীকসাহিত্যের অমূল্য রত্ন হোমার-প্রণীত কাব্যগুলি সযত্নে আলোচনা করিয়া-ছিলেন। সংস্কৃতভাষায় তাঁহার অধিকার না থাকায় তাঁহার মেঘনাদবধের রামচন্দ্র হিন্দুভাবানুপ্রাণিত হয় নাই। তিনি বাল্মীকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক হোমরকেই অনুসরণ করিয়া-ছিলেন।

মধুসূদন চারি বৎসর কাল বিশপ্স-কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী তাঁহার মাতৃভাষারই ন্যায়, হিন্দু-কলেজে কবিতারচনাকালে আমরা তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। লাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মণ ও ইতালিয়ান ভাষায় তিনি অক্লেশে কথোপকথন করিতে ও পত্রাদি লিখিতে

পারিতেন। উক্ত ছয়টী য়ুরোপীয় ভাষা ভিন্ন সংস্কৃত, পারসিক, হিব্রু, তেলগু, তামিল ও হিন্দুস্থানী ভাষায় তাঁহার অল্লাধিক অভিজ্ঞতা ছিল, সুতরাং মাতৃভাষা বাঙ্গালা ছাড়া বারটী বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার অধিকার হইয়াছিল। ভাষা-শিক্ষা ও কবিতানুশীলন সম্বন্ধে এই কয় বৎসর মধ্যে তিনি যেরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, সেই বিদ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতাও তাঁহাকে সেই পরিমাণে আশ্রয় করিয়াছিল। অসংযতচিত্ত ও অপরিণামদর্শী মধুসূদনের হৃদয়ের শান্তি দিন দিন অন্তর্হিত হইতে লাগিল। জননীর অনুরোধে তিনি কখন কখন পিতৃগৃহে আগমন করিতেন, কিন্তু ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহারসম্বন্ধীয় বৃথা বাদানুবাদে পিতার সহিত তাঁহার কলহ উপস্থিত হইত। তাঁহার পিতা অবশেষে বিরক্ত হইয়া মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়াছিলেন। যদি মধুসূদন এই সময়ে পিতার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভবিষ্যৎ জীবনে ক্লেশ পাইতে হইত না।

মধুসূদনের অশান্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। অর্থাভাবে তাহার কষ্ট দ্বিগুণতর হইল। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও তাঁহার মনোমত পত্নীলাভ ও ইংলণ্ডগমন অদৃষ্টে ঘটিল না। খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি যাঁহারা তাহাকে দীক্ষার সময় আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহারা এবং তাহার বাল্যসুহৃদ্গণ তাঁহার ধর্ম্মান্তরগ্রহণের জন্য ক্রমশঃই দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বদেশ তাঁহার নিকট প্রবাস এবং পিতৃগৃহ অরণ্যসম বোধ হইল। সহানুভূতি লাভ দুরাকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র শান্তিলাভের চেষ্টায় অগ্রসর হইলেন। বিশপ্স-কলেজে অনেকগুলি মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তাঁহাদের মুখে তথাকার সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তিনি মান্দ্রাজে যাওয়াই স্থির করিলেন। অবশেষে তিনি একদিন গোপনে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন (১৮৪৭-৪৮ খৃঃ)।

যখন তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার নিকট এক কপর্দ্দকও ছিল না। পাঠ্য পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া সামান্য যাহা কিছু সঙ্গে লইয়াছিলেন, পাথের প্রভৃতিতে তাহা অল্পদিন মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গেল। এই নিঃসম্বল অবস্থায় আবার কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাহার জীবন যাপন যে কিরূপ দুরূহ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। যত দিন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, ততদিন তাঁহার স্নেহময়ী মাতা তাঁহাকে গোপনে অর্থ সাহায্য করিতেন, সুতরাং হৃদয়বিদারক দারিদ্র্যকষ্ট তাঁহাকে একদিনের জন্যও অনুভব করিতে হয় নাই। এই সময় হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে দরিদ্রতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে হয়। নিরুপায় হইয়া তিনি মান্দ্রাজের দেশীয় খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তাঁহারা মধুসূদনের দুঃখে কাতর হইয়া তাঁহাকে অনাথ ফিরিঙ্গী-বালকদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

উপায়ান্তরের অভাবে তিনি অর্থাগমের জন্য সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হন। এত দিন তিনি অনুশীলন ও বিনোদনের জন্য সাহিত্য সেবা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে প্রাণধারণার্থ সাহিত্যের পূজা করিতে হইল। তিনি মান্দ্রাজের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। স্বল্পকাল মধ্যেই তাঁহার সুখ্যাতি মান্দ্রাজের কৃতবিদ্য সমাজে পরিব্যাপ্ত হইল। এখানেও তিনি একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

Madras Circular & General Chronicle, Madras Spectator ও Athæneum নামক পত্রিকাত্রয়ে তাঁহার Captive Lady ও Visions of the Past প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হয়।

উক্ত ক্যাপটিভ্ লেডীর উপক্রমণিকায় তিনি আপনার কষ্টকর ভারবহ জীবনের পরিচয় নিম্নলিখিত ছত্রে জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন, "Want and Poverty with the 'battalions' of 'Sorrows' which they bring, leave but little inspiration for their victim."

ক্যাপটিভলেডী প্রকাশের পূর্ব্বে তিনি মান্দ্রাজের এডভোকেট জেনারল জর্জ্জ নর্টনের অনুমতিক্রমে ও মধ্যবর্ত্তিতায় তথাকার এক নীলকর শ্বেতাঙ্গের কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। ক্যাপটীভ্ লেডীর প্রারম্ভে তিনি এই নব পরিণীতা বধূকে উল্লেখ করিয়া অনুরাগ ভরে যে প্রীতি সম্বোধন করিয়াছিলেন, ভাবী জীবনে সে প্রেম-ভাব আর স্থান পায় নাই। বিবাহের কএক বৎসর পরে, তাহার সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। তদনন্তর মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের দুহিতার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সঞ্চার হয়। এই কন্যাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমাপত্নী ও তদ্গর্ভজাত পুত্র-কন্যাগণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শেষোক্ত মহিলার গর্ভজাত পুত্র কন্যাকে আমরা মধুসূদনের প্রকৃত সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিব।

যে প্রেমময়ী পত্নীর সংসর্গ তিনি প্রীতিপূর্ণ উন্মাদ-কবিতায়

ক্যাপটিভ লেডীর প্রারম্ভে গাইয়া গিয়াছেন; সেই অসংযত-চিত্ত পুরুষ সুখের আশায় বঞ্চিত হইয়া দ্বাদশ বর্ষ পরে আত্ম-বিলাপে সেই নিদারুণ যন্ত্রণাময় বিবাহিত-জীবন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"প্রেমের নিগড় গড়ি, পরিলি যতনে সাধে, কি ফল লভিলি?
অলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে উড়িয়া পড়িলি!
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ হায়,
না দেখিলি না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।"

অপরিণামদর্শী মধুসূদন প্রগাঢ় কলঙ্ককালিমার মর্ম্মভেদী যাতনায় অস্থির হইয়া আত্মমনোভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। হতভাগ্য কবি বায়রণের ন্যায় হতভাগ্য কবি মধুসূদনের জীবনও অশান্তিময় ও কলঙ্কময় হইয়াছিল।

তাঁহার ক্যাপটিভ লেডীর প্রশংসা কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই করিয়া গিয়াছেন। আথিনীয়ম পত্রিকার জনৈক ইংরাজ পত্রপ্রেরক উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন;—"What I believe neither Scott nor Byron would have been ashamed to own." পঞ্চবিংশ বর্ষে বিদেশীয় ভাষায় পুস্তকরচনা করিয়া এরূপ প্রশংসা লাভ করা কম শ্লাঘার বিষয় নহে।

মান্দ্রাজে তিনি সুলেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অর্থাগমের বিশেষ সুবিধা হইল না। কলিকাতাবাসিগণ প্রবাসী মধুসূদনের প্রতি সহানুভূতি করা দূরে থাকুক, বরং তীব্র সমালোচনা দ্বারা তাঁহার ও তাঁহার সুহৃদ্‌গণের হৃদয়ে নৈরাশ্যের ভীষণ তরঙ্গ উত্তোলিত করিয়াছিলেন। Bengal Hurkara নামক পত্রিকায় (১৯শে মে শনিবার ১৮৪৯ খৃঃ) তাঁহার গ্রন্থের শ্লেষোক্তিপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। হরকরা-সম্পাদক তাঁহাকে ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভের দুরাশা ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্পাদক এই উপলক্ষে তাঁহার দরিদ্রাবস্থার প্রতিও ভ্রূভঙ্গী করিতে ক্রটি করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থের উপক্রমণিকার শেষ চরণ উল্লেখ করিয়া সম্পাদক লিখিয়াছেন, "Possibly had our poet looked the ugly realities of life manfully in the face, instead of trying to abstract his thoughts from them, he might not have been dependent on Want, Poverty & Co., for his inspiration."

চঞ্চল ও অস্থিরচিত্ত হইলেও এরূপ সমালোচনায় তাঁহার মতিভ্রম উপস্থিত হয় নাই। তিনি সাহিত্যসেবার লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ক্যাপটিভ লেডী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার মনে ধারণা ছিল যে, ইংরাজি সাহিত্যের অনুশীলন দ্বারাই তিনি সুযশলাভ করিতে পারিবেন, কিন্তু অচিরে তাঁহার সে ভ্রম দূরীভূত হইল। হরকরা-সম্পাদকের ন্যায় কঠোর তিরস্কারে গ্রন্থকারকে প্রপীড়িত না করিয়া শিক্ষাবিভাগের সভাপতি মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (J. E. D. Bethune) উপহার-প্রাপ্ত একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রতিভাবান্ নবীন লেখক মধুসূদনকে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনার্থ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন। মহাত্মা বেথুন গৌরদাস বাবুকে পত্র লিখিয়া জানান,—"But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents which he cultivated by the study of English in improving the standards and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write."

মহাত্মা বেথুনের এই সস্নেহ উপদেশ এবং কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের ঔদাসীন্য মধুসূদনের পক্ষে পরিণাম-মঙ্গল-জনক হইল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিদেশীয় ভাষায় যতই অধিকার থাকুক না কেন, তাহাতে কবিতা রচনা করিয়া কখনই তিনি মিল্‌টন প্রভৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিবেন না। শুভক্ষণেই তিনি স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এই সময় হইতে নানা ভাষা ও গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মধুসূদন আলস্যে সময়ক্ষেপ করিতেছেন ভাবিয়া গৌরদাস বাবু লিখিলেন, 'এরূপভাবে সময়ক্ষেপ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে, তুমি যদি তোমার শক্তি ও সামর্থ্য মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত করিতে, তাহা হইলে তাহা কতই ফলপ্রদ হইত।' মধুসূদন প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, "আমার জীবন এখন বিদ্যালয়ের বালক অপেক্ষা অধিক কার্য্যে ব্যস্ত। আমার কার্য্যপ্রণালী এইরূপ—৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত হিব্রু, ৮টা হইতে ১২টা স্কুলের কার্য্য, ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত গ্রীক, ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সংস্কৃত ও তেলুগু, ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত লাটিন্, ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ইংরাজী। ইহার পরও কি তুমি বলিবে, আমি মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি না?"

দীর্ঘ-প্রবাসের ফলে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার সামান্য জ্ঞান ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছিল। পাছে এই সম্বন্ধ একবারে বিলুপ্ত

হয়, এই আশঙ্কায় তিনি কলিকাতা হইতে কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ আনাইয়া পাঠ করিতে থাকেন। ঘটনাক্রমে কতকগুলি কারণে তাঁহার মান্দ্রাজ পরিত্যাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। তিনি বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার ভাবী জীবনের পথও পরিষ্কার হইয়া আসিল।

মান্দ্রাজে তিন বৎসর বাসের পর তাঁহার মাতৃবিয়োগ এবং তাহার চারি বৎসর পরে তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। মধুসূদনের আত্মীয়গণ মধুসূদনকে পরলোকগত জানিয়া তাঁহার পিতৃসম্পত্তি গ্রাস করিয়া বসিল। এই সংবাদ গৌরদাস বাবু অন্নক্লিষ্ট মধুসূদনকে জানাইলেন। এই সময় তিনি মান্দ্রাজের দৈনিক পত্রিকা Spectatorএর সহকারী সম্পাদক ও প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। চিরাভ্যস্ত অপরিমিতব্যয়িতা-দোষে তিনি তখন অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেছিলেন। তাঁহার পারিবারিক জীবন অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। গৌরদাস বাবুর আহ্বান বড়ই সময়োপযোগী হইল। তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৮বৎসর কাল প্রবাস-বাসের পর স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

আটবৎসরব্যাপী প্রবাসের ফলে তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলকায় হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ ও বিজাতীয় সংসর্গে বাসহেতু তাঁহার কণ্ঠস্বরও অন্যরূপ হইয়াছিল। তিনি আহারে, পরিচ্ছদে এবং আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপ বৈদেশিক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি একেবারে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ সমাজ ও ধর্ম্মত্যাগীকে আশ্রয় দিলেন না। একমাত্র প্রিয় সুহৃদ্ গৌরদাস বাবু চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে তাৎকালীন পুলিশ মাজিষ্ট্রেট ৺কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তথাকার দ্বিভাষিক পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এ সময় সংবাদপত্রে লিখিয়াও তাঁহার কিছু আয় হইত।

বাঙ্গালায় আসিয়া তাঁহার বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার বিশেষ সুযোগ ঘটিল। পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষা যেরূপ ছিল, এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতির প্রতিভাগুণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইল। মধুসূদন এই সুযোগে মার্জ্জিত বাঙ্গালা শিক্ষার অবসর লাভ করেন। ঈশ্বরগুপ্তের রঙ্গরসপূর্ণ মুখরোচক চাট্নী আস্বাদনের পর আমরা প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের মধুচক্রের আঘ্রাণ পাইয়াছি। ঈশ্বরচন্দ্র একযুগের শেষ, মধুসূদন অপর যুগের আরম্ভ।

কলিকাতায় সামান্য আয় হইলেও, জ্ঞাতিগণের হস্ত হইতে আপনার পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার এবং আদালতের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গে তাঁহার অদৃষ্টাকাশ পরিষ্কার করিবার জন্য আর একটী ঘটনা সমুপস্থিত হয়। হোরেস হিমেন উইলসন সাহেবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "Sans-Soci" নাট্যশালার অনুকরণে ঐ সময়ে কলিকাতার মান্যগণ্য ব্যক্তিমাত্রেরই গৃহে নাটকাভিনয় হইত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে ছাতু বাবুর বাটীতে শকুন্তলার অভিনয় দেখিয়া পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্থায়িভাবে একটী নাট্যশালা স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হন। ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং নাট্যশালা নির্ম্মাণের ও আনুসঙ্গিক সমস্ত আয়োজনের ভারগ্রহণ করেন। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার যে উদ্যান পাইকপাড়ার রাজারা ক্রয় করিয়াছিলেন, তথায় ঐ নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছিল।

রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত রত্নাবলী এই নাট্যশালায় অভিনীত হইতেছিল। রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করা স্থির হইলে, গৌরদাস বাবুর প্রস্তাবে রাজারা খ্যাতনামা কবি মধুসূদনের হস্তে রত্নাবলীর অনুবাদের ভার অর্পণ করেন। এই সময় হইতে পাইকপাড়ার উভয় রাজভ্রাতা এবং মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠাতাদিগের প্রীতিভাজন হইলেন। তৎকৃত অনুবাদ সকলের মনোনীত হইলে রাজারা মধুসূদনকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন।

রত্নাবলীর অভিনয়-প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদকের নামও চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বঙ্গের ছোটলাট ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইতে হরকরা পত্রের সম্পাদক পর্য্যন্তও তাঁহার অনুবাদের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ হইতে মধুসূদন তাঁহার জীবনের গন্তব্যপথ প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন রত্নাবলীর অভিনয়াভ্যাস-দর্শনকালে মধুসূদন ও গৌরদাস বাবুর মধ্যে নূতন নাটকের আবশ্যকতার কথা উত্থাপিত হয়। তাহাতে মধুসূদন বলিয়াছিলেন, "ভাল নাটক! আচ্ছা আমি রচনা করিব।" গৌরদাস বাবু হাসিয়া মনোভাব গোপনপূর্ব্বক বলিলেন, 'আপত্তি কি? ইচ্ছা হইলে চেষ্টা করিতে পার।' গৌরদাস বাবুর সহিত কথোপকথনের পর দিনই তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয় হইতে সে

সময়কার প্রচলিত কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ আরম্ভ করিলেন। ইহার কএকদিন পরেই তিনি শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ গৌরদাস বাবুকে দেখান। যে মধুসূদন হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষকতার জন্য প্রতিযোগী পরীক্ষায় পৃথিবীস্থলে 'প্রথিবী' লিখিয়া ছিলেন, আজ সেই ইংরাজী-নবিশ মান্দ্রাজী সাহেবকে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থরচনা করিতে দেখিয়া প্রতাপচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন বিস্মিত হইলেন। ইহাঁদিগের উৎসাহে কএক সপ্তাহ মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠার অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ হইল। শর্ম্মিষ্ঠায় মধুসূদন প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের ব্যত্যয় ঘটাইয়া কিয়ৎ পরিমাণে ইংরাজী-রীতি প্রবর্ত্তন করিয়া যান।

শর্ম্মিষ্ঠার পর তাঁহার পদ্মাবতী গ্রীকপুরাণের ছায়াবলম্বনে রচিত হয়। প্রথম রচনা শর্ম্মিষ্ঠা হইতে তাঁহার পদ্মাবতীর ভাষা নাটকরচনার অধিক উপযোগী হয়। ইহাতে তিনি গদ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন। ঐ পদ্যগুলি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শর্ম্মিষ্ঠানাটক প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে বাঙ্গালা কবিতায় অমিত্রাক্ষরছন্দ-ব্যবহার লইয়া মধুসূদনের সহিত মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের বাদানুবাদ হয়। মধুসূদন বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষরছন্দে পদ্মাবতীর কলিদেবের অংশমাত্র রচনা করিয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠার পর তিনি ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যথাক্রমে "একেই কি বলে সভ্যতা," "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া" নামক প্রহসন দ্বয়, 'পদ্মাবতী' নাটক এবং 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য' প্রণয়ন করেন। এ সকল গ্রন্থেও তিনি প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী না হইয়া বরং পাশ্চাত্য গ্রন্থকারদিগের প্রবর্ত্তিত রীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গ সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেন। ভাষার লালিত্য, ভাবের উৎকর্ষ ও গাম্ভীর্য্য এবং চরিত্রসমূহের পূর্ণতা গুণে এই গ্রন্থ খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। এই সময়ে একদিকে যেমন তাঁহার প্রতিভার পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনই তাঁহার পাশ্চাত্য ভাবপ্রবণতাও সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। মেঘনাদবধে রামচন্দ্রের যমালয় দর্শন, প্রমিলার বিক্রম প্রভৃতি বর্ণনা য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। সমালোচনাভাগে তাহার কতকাংশ উদাহরণস্বরূপ বিবৃত করা গিয়াছে।

পাশ্চাত্য মহাকবিগণের কাব্যের আদর্শ, স্বদেশীয়দিগের সম্মুখে উপস্থিত করা ভিন্ন, বিদেশীয় ভাবের অনুকরণ বা সাম্যতাসম্পাদন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তাঁহার এই দক্ষতাসম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন বলিয়াছিলেন,

"Whatever passes through the crucible of the author's mind receive an original shape" বাস্তবিকই মধুসূদন মেঘনাদ রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যে এক নূতন আলোক প্রদান করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও মেঘনাদবধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'Will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and the greatest that have ever lived like Vyas, Valmiki or Kalidas, Homer, Dante or Shakespeare."

মধুমক্ষিকার ন্যায় নানাদেশীয় কাব্যকুসুম হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি যে অপূর্ব্ব মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন বঙ্গবাসী সত্য সত্যই তাহা—

"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

মেঘনাদবধের পর তাঁহার প্রস্ফুটিত কাব্যকুসুম 'ব্রজাঙ্গনা' কণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও মধুসূদন যে বৈষ্ণব মহাজনোচিত উচ্চভাবের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহারই অসামান্য প্রতিভার পরিচয়স্থল বলিতে হইবে। তদনন্তর তিনি টডের রাজস্থান হইতে বিয়োগান্ত কৃষ্ণকুমারী নাটক প্রণয়ন করেন।

রাজকার্য্য, পুস্তক বিক্রয়ের আয় এবং পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতে পত্নী পুত্র ও কন্যা লইয়া তাঁহার সংসারযাত্রা কষ্টে নির্ব্বাহ হইলেও তিনি হৃদয়ের বিষম যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেন। এই সময়ের (১৮৬১ খৃঃ অঃ আশ্বিন মাসের) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে 'আত্মবিলাপ' লিখিয়া সে ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের বীরপত্রাবলী (Heroic Epistles) অবলম্বনে বীরাঙ্গনা কাব্য প্রণয়ন করেন। বীরাঙ্গনা কাব্য মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের দৃষ্টান্তস্থল। ইহার পর হইতে তাঁহার প্রতিভার অধোগতি আরব্ধ হয়। মধুসূদনের পত্রপাঠে জানা যায় যে, তিনি যতীন্দ্রমোহনের অনুরোধে মহাভারতীয় এবং রাজনারায়ণ বাবুর অনুরোধে সিংহল-বিজয় বৃত্তান্ত অবলম্বনে দুই খানি কাব্য রচনা করিতে মনস্থ করেন। ঐ দুইখানি গ্রন্থই অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। গ্রন্থদ্বয়ের প্রারম্ভক কবিতার কএক চরণ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল;—

সিংহল-বিজয়ে—

"স্বর্ণসৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী—
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকানগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি দেখিলা,
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে।"

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গে—

"দেখ দেব, দেখ চেয়ে" কাতরে কহিলা
কুরুরাজ কৃপাচার্য্যে, "আসিছেন ধীরে
নিশীথিনী; নাহি তারা কবরী বন্ধনে,
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি;
শিবির বাহিরে মোরে লহ কৃপা করি
মহারথ, রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূনত শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি
জননীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে
সে শিশু" লইলা সবে ধরা ধরি করি
শিবির বাহিরে শূরে—ভগ্ন উরু রণে!"

অর্থাভাব হেতু শান্তিশূন্যতাই তাঁহার প্রতিভা-হ্রাসের কারণ। বীরাঙ্গনাকাব্যে জনার পত্রিকা শেষ করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন, "The Epistle of poor জনা must be revised and printed along with the Second set. I am very unpoetical just now. God knows in what all this trouble, anxiety and vexation will end."

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিনের জন্য 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্রিকার নিয়মিত লেখক হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাইয়া বারিষ্টার হইয়া আসিলে তাঁহার অর্থাভাব দূর হইতে পারে ভাবিয়া তিনি ইংলণ্ড-গমনে স্থিরসংকল্প হইলেন। তদনুসারে তিনি মহাদেব চট্টোপাধ্যায় নামক পিতার প্রতিপালিত জনৈক ব্রাহ্মণকে সমস্ত পিতৃসম্পত্তি পত্তনী দিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৯ই জুন, কাণ্ডিয়া নামক জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। এই সময় মধুসূদন স্বদেশীয় বন্ধুবান্ধব ও জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া তিনখানি পত্র লিখেন। বায়রণের "My Native Land Good Night" বাক্যের সার্থকতা বজায় রাখিয়া তিনি বঙ্গভূমির উদ্দেশে নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন,—

"রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করোনা গো তব মনঃকোকনদে। ১
প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে? ২।
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃতহ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে, লোক যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন;—৩।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি কহগো শ্যামা জন্মদে।
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে ৪।
ফুটি যেন স্মৃতি জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত কি শরদে। ৫।'

Here you are, old Raj!—All that I can say is—

"মধুহীন করো নাগো তব মনঃকোকনদে।"

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জুলাই শেষভাগে তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া Gray's Inn প্রবেশপূর্ব্বক বারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। এ সময়েও অর্থাভাবে তাঁহাকে নিরতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" মহাশয় না থাকিলে কখনই তাঁহার পরীক্ষা দেওয়া ঘটিত না। তাঁহার অর্থাভাবের কথা মনে হইলে অশ্রুসংবরণ করিতে পারা যায় না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ২রা জুন ভার্সেলিস্ নগর হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, দেনার দায়ে তাঁহাকে অনাহারে থাকিতে হইতেছে এবং তজ্জন্যই বা তাঁহাকে ফরাসী-কারাগারে গমন করিতে হয়। তাঁহার সম্পত্তি হইতে প্রাপ্য ৪ হাজার টাকার কিয়দংশ পাইলেও তিনি প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। অথবা স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যস্থ থাকিয়া তাঁহার সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ১৫ হাজার টাকা কর্জ্জ লইলে তিনি দেনা পরিশোধপূর্ব্বক বর্ত্তমান আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন;—

"There is due to me Rs 4000 in Calcutta. As soon as you get this letter, I hope you will send me a part of this money to save me from starvation. Out of the 15000 (ল্যাণ্ডমর্টগেজ সোসাইটীর নিকট সম্পত্তি বন্ধক দিয়া তিনি যে টাকা পাইবার আশা পাইয়াছিলেন) you will be pleased to pay the following debts.

Mathoor mohan Kundu	1700
Saugore Dutt (about)	800
Yourself	1000
Madhu Sudan Mazumder	500
	4000

* * * * If you do this before October next, I shall go back to Gray's Inn and returned to India in time. If not, I must perish and I do not think you will suffer me to do so."

উপর্য্যুপরি হতাশ হইয়া তিনি অপর পত্রেও লিখিয়াছিলেন, "I hope, I shall not have to cry out with Ram in my poem of Meghanad, "বৃথা এ জলধি আমি বাঁধিনু তোমারে।" য়ুরোপ-প্রবাসকালে পত্নীপুত্র লইয়া তাঁহাকে কি দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পত্রগুলিতে বিশেষরূপে বিবৃত আছে। অর্থাভাবে তিনি আপনার পুত্র কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেন নাই।

ইংলণ্ড-প্রবাসকালে সুপ্রসিদ্ধ বারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ ও খ্যাতনামা সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত মধুসূদনের বিশেষ সম্প্রীতি হয়। এই সময়ে তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী প্রণয়ন করেন। এই সময়ে ইংরাজীতে সীতাচরিত ভিন্ন তিনি কতকগুলি ইংরাজী খণ্ড-কবিতা এবং বাঙ্গালায় 'সুভদ্রাহরণ' ও 'দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর' নামে দুইখানি গ্রন্থের কিয়দংশ রচনা করিয়া যান।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মার্চ্চ মাসে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

পাঁচ বৎসর প্রবাসের পর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে স্বদেশ প্রত্যাগত হইয়া তিনি কলিকাতার হাইকোর্টে বারিষ্টারি আরম্ভ করেন। বারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বিশেষ লাভবান্ হন নাই, বরং তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তিনি, কবির ন্যায়, জগৎকে কল্পনা-চক্ষে দেখিতেন, ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার নিকট যুক্তি ও প্রমাণ নিমগ্ন হইয়া যাইত। ব্যবহারশাস্ত্রের কূটতর্ক তাঁহার স্বভাব-সরল কবিপ্রকৃতির উপযুক্ত ছিল না। তৎকালীন বিচারপতি লুইস্ জ্যাকসনের সহিত তাঁহার বিবাদ এবং তাঁহার বিকৃতকণ্ঠস্বর তাঁহার অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ। বাস্তবিক পক্ষে তিনি যে একেবারেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই এমন নহে। প্রথম প্রথম তিনি মাসিক প্রায় ১॥০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় তাঁহার প্রথমার্জ্জিত প্রতিপত্তি ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধে হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিয়াছিলেন, "nursed on the lap of poesy he was not the man to suck the moisture of life from the dry bones of law." (Hindu Patriot. 30th July 1873)

চঞ্চলা ধনদার প্রসাদ লাভাশায় তাঁহাকে বাগ্দেবীর আরাধনা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। স্বপত্নীর সেবা করিতে দেখিয়া ভারতী একবারেই তাঁহার হৃদয়-মন্দির হইতে অন্তর্ধ্যান করিলেন, তথাপি কমলা তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন না।

য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর, মধুসূদন ছয় বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য নূতন কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সময়ের মধ্যে তিনি নীতিমূলক কবিতামালা, হেক্টর-বধ ও মায়াকানন রচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি উহার কোনখানিই সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

নীতিকবিতাগুলি তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন। ঐ বর্ষে তাঁহার হেক্টর-বধ প্রকাশিত হয়। উহা তাঁহার গ্রীকভাষা ও হোমরের কবিতা-পাঠের ফল। য়ুরোপ-প্রবাসকালে তিনি ঋণদায়ে জড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই। ঋণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মানসিক অশান্তিও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। কেবল যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিলাসিতার জন্য তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা নহে, অনেক সদনুষ্ঠানেও তিনি মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিতেন। অর্থের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও মমতা ছিল না। এমন কি, নিজের সংসারনির্ব্বাহের জন্য তিনি যে ঋণ করিয়া আসিয়াছেন, দারিদ্র্যপীড়িত কোন পরিচিত ব্যক্তির কষ্ট জানিতে পারিলে তিনি সেই অর্থ দ্বারাও তাহার কষ্ট বা দুঃখমোচন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। দ্বারকানাথ মিত্রের জজিয়তী লাভ উপলক্ষে তিনি এই দায়ের উপর প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া একটী ভোজ দিয়াছিলেন।

একবার তাঁহার কোন বাল্যসুহৃদ্ এক ব্যক্তিকে লইয়া মধুসূদনের নিকট একটী মকদ্দমার পরামর্শ গ্রহণ করিতে যান। মধুসূদনের পরামর্শ প্রাপ্তে আহ্লাদিত হইয়া ঐ ভদ্র লোকটী পারিশ্রমিক দিতে উদ্যত হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। পরে ঐ ভদ্র লোকটী বিদায় হইলে তিনি বাল্য সুহৃদকে বলিলেন, ভাই! তুমি যখন উহাকে আত্মীয় বোধে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, তখন আমি উহার নিকট হইতে কিছুতেই পারিশ্রমিক লইতে পারি না। কিন্তু আমার

গৃহে আজ এক কপর্দ্দকও নাই, যদি তোমার নিজের সঙ্গে টাকা থাকে, তবে আমার স্ত্রীকে পাঁচটী টাকা ঋণ স্বরূপ দিয়া বলিয়া আইস, যেন উপযুক্ত সময়ে আহার্য্য প্রস্তুত হয়। তাঁহার এই উদারতা আনন্দের বিষয় হইলেও তাঁহার ঋণ-পরিশোধে ঔদাসীন্য বড়ই পরিণাম-ক্লেশকর।

এই ঋণজনিত যন্ত্রণা যখন অসহ্য বোধ হইত, তখন তিনি অবিরত মদিরা পান দ্বারা তাহা প্রশমনের চেষ্টা করিতেন। মধুসূদন নিজে বুঝিতে পারিতেন যে, সুরা স্থলে তিনি বিষপান করিতেছেন। এইরূপ আত্মহত্যা ভিন্ন ঋণদায় ও মানসিক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভের আর উপায় ছিল না। মনোমোহনের সাক্ষাতে সুরাপানের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, "কণ্ঠে নিজে অস্ত্রাঘাত করা অপেক্ষা এইরূপে মৃত্যু শ্রেয়স্কর।' হতভাগ্য কবির শেষজীবন কিরূপ নিদারুণ যন্ত্রণায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা উপরোক্ত কথাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। ক্রমে এইরূপ অত্যাচার ও শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের জন্য তিনি অচিরে নানারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। উদরী, কণ্ঠনালীর প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-ব্যতিক্রম প্রভৃতি নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করে।

শেষ জীবনে তিনি বারিষ্টারী ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া প্রিভিকৌন্সিলের অনুবাদকের কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে তিনি মানভূমের অন্তর্গত পঞ্চকোটের রাজার আইন-উপদেষ্টা (Legal Adviser) পদ গ্রহণ করেন। রাজার চপলতায় অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মানভূম হইতে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়েই তাঁহার শরীরে নানাবিধ রোগের সূচনা দেখা যায়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। তাঁহার পত্নীর শরীর পূর্ব্ব হইতে নানাকষ্টে ভগ্ন হইয়াছিল। এই সময়ে তিনিও কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। পত্নীর এইরূপ অবস্থা, চিকিৎসা ও পথ্যের অভাব, দুই অপোগণ্ড শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ-ভার, তাহার উপর ঋণদাতাদিগের নিপীড়ন, সত্য সত্যই মধুসূদনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এতদিন বন্ধুবান্ধবগণের প্রদত্ত সাহায্য ও ঋণের উপর তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল। এক্ষণে তাহা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, তিনি গৃহসামগ্রী ও পরিচ্ছদাদি বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিল। সত্য সত্যই অন্নাভাব উপস্থিত হইল। শিশুদিগের কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া, পতিপত্নী উভয়কেই অনাহারে দিনপাত করিতে হইল। শরীর সুস্থ থাকিলে তিনি উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু শয্যাশায়ী হওয়ায় আর উপায়ান্তর রহিল না।

এই সময় বঙ্গরঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষগণ তাঁহাদের নাট্যশালার জন্য তাঁহাকে একখানি নাটক রচনা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্য প্রত্যাশায় মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি তাঁহার শেষ গ্রন্থ মায়া-কানন রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে তিনি উহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ সেই খণ্ডিত অংশসকল স্বেচ্ছানুরূপে সংযোজিত করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর উহা প্রকাশ করেন।

রোগশয্যায় বারিষ্টারপ্রবর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺মনোমোহন ঘোষ মধুসূদনকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। মধুসূদন ও তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞকণ্ঠে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

রোগের যন্ত্রণা হইতে ঋণের যন্ত্রণাই তাঁহার অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল। ঋণদাতাদিগের নিকট হইতে অন্যত্র বাস করা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে উত্তরপাড়াস্থ প্রসিদ্ধ জমিদার তাঁহার দুর্দ্দশা অবগত হইয়া তাঁহাকে উত্তরপাড়ায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে আহ্বান করেন, তদনুসারে তিনি দুই তিন মাস কাল গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিখ্যাত লাইব্রেরী গৃহে যাইয়া বাস করেন। উত্তরপাড়ায় একরূপ মধুসূদনের মৃত্যুশয্যা রচিত হইয়াছিল। মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকিয়াও তিনি কাব্যানুশীলনে বিরত হন নাই।

একদিন গৌরদাসবাবু উত্তরপাড়ায় যাইয়া দেখেন, মলিন শয্যার উপর শয়ন করিয়া মধুসূদন মুহুর্মুহু রক্তবমন করিতেছেন, আর তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা নিম্নগৃহতলে মূর্চ্ছিতপ্রায় পতিত হইয়া রোগের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন। নিজের রোগের যন্ত্রণা হইতে স্বামীর অবস্থা হেনরিয়েটার বিশেষ ক্লেশকর হইয়াছিল। তিনি গৌরদাস বাবুকে নিকটে দেখিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমার জন্য চিন্তা নাই, আমি মরিতে ভয় করিনা, যদি পারেন, আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা করুন।"

উত্তরপাড়ায় পীড়ার ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখিয়া মধুসূদন মৃত্যুর ৭।৮ দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার বন্ধুগণ, তাঁহার পত্নীকে তাঁহার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার আশ্রয়ে রাখিয়া তাঁহাকে আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করেন। এই সময়ে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন ঘোষ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এই অর্থব্যয় করিয়া যদি তাঁহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে না

রাখিয়া অন্তত্র স্থানদানের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশের একটী গুরুতর লজ্জা রক্ষা হইত।

মধুসূদনের মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী পরলোক গমন করেন। এই সংবাদে তিনি, লেডী ম্যাকবেথের মৃত্যুসংবাদে ম্যাকবেথ 'To-morrow and to-morrow, and to-morrow' যে পংক্তি কয়টী উচ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহাই পাঠ করিয়া মনোমোহন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'আমার বিলুপ্তপ্রায় স্মৃতিশক্তিতে আমি যে আবৃত্তি করিলাম তাহা ঠিক হইয়াছে কি ?'

তাঁহার অভিমতে মনোমোহন তাঁহার শুশ্রূষার জন্ত চিকিৎসালয়ের পরিচারক ও ধাত্রীদিগকে প্রত্যহ একটী করিয়া টাকা পারিতোষিক দিবার বন্দোবস্ত করেন। মধুসূদন শেষ সময়ে মনোমোহনকে বলিয়াছিলেন, "মনোমোহন, তোমায় আর অধিক কি বলিব ? আমার শিশুগুলি যেন অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ না করে, এই দেখিও"। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যদি আমার নিজের সন্তানগণের অন্নাভাব না হয়, তবে আপনার শিশুগুলিরও হইবে না *।" সস্নেহে মনোমোহন বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া তিনি "মনোমোহন, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" এই বলিয়া মনোমোহনকে বিদায় দিলেন।

ইহার পর মধুসূদন তিন দিন মাত্র জীবিত থাকিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবার বেলা দুইটার সময় জীবলীলা শেষ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন তিনি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়কে ডাকাইয়া অনেকক্ষণ ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন। শিয়ালদহের নিকটবর্ত্তী খৃষ্টানসেমিট্রীতে তাঁহার সমাধি হয়। দুঃখের বিষয় তৎকালে তাঁহার সমাধি-স্তম্ভে স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার ব্যবস্থাও হয় নাই। ইহার বহু বর্ষ পরে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর কতকগুলি সাহিত্যানুরাগীর যত্নে তাঁহার সমাধির উপর স্মৃতি-স্তম্ভ উৎকীর্ণ হইয়াছে :—

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।"

মাইকেলের কাব্যসমালোচনা।

মধুসূদনের বিদ্বেষিগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, তিনি অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যরাজ্যে স্বেচ্ছাপরতন্ত্র সম্রাট্; যাঁহারা তাঁহার কাব্য-প্রিয় নহেন, তাঁহাদিগকেও বলিতে হইবে, তাঁহার শক্তি অসামান্ত। যিনি মেঘনাদবধ রচনা করিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "পৃথিবী" লিখিতে "প্রথিবী" লিখিতেন,—তিনি সহসা সংস্কৃত শব্দের উপর এরূপ অসীম আধিপত্য স্থাপন করিলেন কিরূপে ?—সহসা যেন বঙ্গসাহিত্যরাজ্যে এক রণভেরী বাজিয়া উঠিল,—"জলদগম্ভীর," "কলধ্বনিস্বন" "চলোর্ম্মি-আঘাত" "হরম্মদ" প্রভৃতি শত শত গুরুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দ বঙ্গসাহিত্যে এক নবদুন্দুভিনাদ করিয়া উঠিল। ভারতচন্দ্র, কাশীদাস, ও আলোয়াল সংস্কৃত শব্দ চয়ন করিয়া বঙ্গীয় কাব্যে যোজনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল "চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং" কিংবা "অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে" প্রভৃতিজাতীয় শব্দ-যোজনা। সেই সকল শব্দ কুঞ্জবনের মৃদুকান্তি মৃদু-গন্ধি-কুসুমের ন্তায় কোমলপ্রাণ। কিন্তু মধুসূদনের শব্দ-সম্পদ অন্ত প্রকারের—"ভৈরব-কল্লোলে কল্লোলিনী ত্রিপথগা" প্রভৃতি ভাবের উচ্চ ভেরী-মন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে তৎপূর্ব্বে আর শোনা যায় নাই। "মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে, বভম্ ববভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে" প্রভৃতি ভাবের ভারতচন্দ্রের বর্ণনায়ও যেন নূপুর নিক্কণের ন্তায় নর্ত্তনশীল পদের একটা ধ্বনি কর্ণে বাজিয়া উঠে, তাহা সংগীত হিসাবে উপাদেয়, কিন্তু ওজস্বিতার ক্ষতিকর। রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়" প্রভৃতি-রচনা শব্দ ও ছন্দের চপলতার জন্ত একান্তরূপে বীররসের ঘাতকর হইয়াছে। এই কোমল-বীণা-নিক্কণ-মুখরিত কুঞ্জবনের মৃদুকণ্ঠ পক্ষীর কাকলী অকস্মাৎ নিঃশব্দ করিয়া সহসা যেন মধুসূদন 'বিশুল্' নিনাদ করিয়া দাঁড়াইলেন। সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ কবি সংস্কৃত সাহিত্যের পুরুষোচিত শব্দসম্ভার মুহূর্ত্তের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া লইলেন,—সংস্কৃত-পণ্ডিতগণ চমৎকৃত হইয়া এই অসামান্ত প্রতিভার ললাটে রাজ-চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ দেখিয়া মস্তক অবনত করিলেন। এই ক্ষীণ ও মৃদু-ভাষায় নবশক্তি সঞ্চার করিতে যাইয়া মাইকেল বঙ্গভাষা স্বীয় সবলকরে পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বয়ং গড়িয়া পিটিয়া লইলেন। ক্রিয়াপদ-

* মনোমোহন বাবু এ সত্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি পুত্রবৎ স্নেহে মধুসূদনের পুত্র আলবার্ট নেপোলিয়ানকে প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগে আলবার্ট অহিফেন বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Deputy Opium Agent-এর কার্য্য করিতেছেন।

গুলি ইচ্ছানুসারে সঙ্কুচিত করিয়া,—নব প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর-ছন্দে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তিনি জন্মভরিয়া য়ুরোপীয় সাহিত্য ও ভাষা পাঠ করিয়াছিলেন; তিনি দেশীয় পরিচ্ছদ ও দেশীয় ধর্ম্মের সঙ্গে দেশীয় ভাষা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—তাঁহার কথা শুনিতে, তাঁহার অপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষরছন্দো-গ্রথিত কাব্য পাঠ করিতে আমরা এত উৎসুক হইয়াছিলাম কেন? প্রকৃতি তাঁহার মস্তকে রাজটীকা অঙ্কিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাই যিনি জাতীয় ঘৃণার পাত্র, তিনি আজ জাতীয় পূজার পাত্র হইয়াছেন। মেঘনাদবধরূপ পৌরুষব্যঞ্জক মহাকাব্য-রচনা করিলেও তিনি যে মনে মনে বাঙ্গালী কবি ছিলেন তাহা ব্রজাঙ্গনা-কাব্য-রচনা করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া-দিয়াছেন। এই অপূর্ব্বশক্তিসম্পন্ন কবি যেরূপ কবিত্বের গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া মহাকাব্যের রহস্য ভেদ করিতে পারিতেন, সেইরূপ আবার কুঞ্জবনে জয়দেবের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মাধবের কেলি-বিলাস গাহিতে শিখিয়াছিলেন। এই দুই বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ সাহিত্যে বিরল দৃশ্য। ইহাতেও মধুসূদনের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য লিখিবার সময় অমিত্রাক্ষরছন্দ তাঁহার হস্তে পরিপক্ক হয় নাই, উহা তাঁহার নব-ছন্দের নব উদ্যম। অশ্বারোহীর হস্তে যেন অশ্বের রশ্মি তখনও ঠিক আয়ত্ত হয় নাই, তিনি স্বীয় প্রবর্ত্তিত ছন্দটি সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে পারেন নাই। কিন্তু মেঘনাদবধে তিনি আর ছন্দের হস্তে পড়িয়া রহেন নাই,—ছন্দ সম্যক্‌রূপে তাঁহার হস্তে আয়ত্ত হইয়াছিল। মেঘনাদবধ কাব্য বঙ্গীয় ললিতলবঙ্গলতার উদ্যানে এক বিশাল নয়নাভিরাম বিটপী—ইহার শাখায় শাখায় প্রতিভা-কুসুম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে—অথবা ইহা বঙ্গীয় সাহিত্যের স্তিমিত জলসঞ্চয়শোভি-পুষ্পবাটিকায় যেন খরস্রোতাঃ তরঙ্গিণী। বিচিত্র পুষ্প ও লতার ঐশ্বর্য্যপূর্ণ উপকূলের মধ্যে যেন ইহা খরস্রোতে নাচিয়া গাইয়া অবিরাম ক্রীড়া করিয়া ছুটিতেছে। পাঠক ইহার সৌন্দর্য্যের শক্তি প্রতিরোধ করিতে পারিবেন কি?

কিন্তু এই কাব্যের সম্বন্ধে যে কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, এস্থলে তাহা আলোচ্য। তন্মধ্যে প্রধান এই যে, তিনি রামায়ণের বিষয় লইয়া কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া রামায়ণখানি পাঠ করিবার সুবিধা পান নাই; পরন্তু ইলিয়াড্ ও ইনিয়ড্ কাব্যের অনুকরণ করিয়া হিন্দুস্থানের চিরারাধ্য দেবচরিত্রগুলিকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার মেঘনাদ বধের অনেক স্থলেই হোমার ও ভার্জ্জিলের জাজ্বল্যমান অনুকৃতি দৃষ্ট হয়, অথচ তিনি কুত্রাপি বাল্মীকির কোন সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। পেট্রক্লাস বধে একিলিসের বিলাপ হইতে লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ, মৃত্যুকালে পেট্রক্লাসের গর্ব্বিত উক্তি হইতে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুকালের উক্তি, একিলিসের প্রতি গ্রীক-সেনাপতিদিগের অভিযোগ ও খেদপূর্ণ উক্তি হইতে বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের বাক্যাবলী স্পষ্ট গৃহীত হইয়াছে। ইনিয়ডের ষষ্ঠ অধ্যায়টির প্রায় স্বাধীন অনুবাদ করিয়া যেন নরকের চিত্রটি মেঘনাদবধে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি কবিত্ব-পূর্ণ উপমা ও বর্ণনাগুলিও য়ুরোপীয় সুরিবর্গের রচনা হইতে অজস্র ভাবে সঙ্কলন করিয়াছেন, আমরা দুই একটী স্থল তুলনা করিয়া দেখাইতেছি।

(১) মেঘনাদ বধ, ৬ষ্ঠ সর্গ,—

"হানিলা রথচূড়, রথচক্র
ছিন্ন চর্ম্ম ছিন্ন বর্ম্ম যা পাইলা হাতে।
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু প্রসারণে
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হ'তে॥"

Illiad Bk. IV. (Pope) Lines 159-163.

Pallas assists, and (weakened in its force)
Diverts the weapon from its destined course
So from her babe, who slumber seals his eye
The watchful mother wafts the envenomed fly"

(২) মেঘনাদ বধ; ৯ম সর্গ—

"দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস, পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশি জলে বিসর্জ্জিলা তাহা
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃ শিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ পাটিকেলে মঠ, চিতার উপরে
ভেদি অভ্র মঠচূড়া উঠিল আকাশে।"

Illiad Bk. XXIV.

Again the mournful crowd surround the pyre
And quench with wine the yet remaining fire.
The snowy bones his friends and brothers place
(with tears collected) in a golden case
Last over urn the sacred earth they spread
And raised the tomb-memorial of the dead"

নরকের দ্বারদেশে উজ্জ্বল ফলকে মেঘনাদ বধ প্রণেতা "হে প্রবেশি! ত্যজ স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে" বলিয়া যে নৈরাশ্য

ব্যঞ্জক উক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা ডান্টের ডিভাইনা কমেডিয়ার "All hopes abondon ye who enter here" কথার অবিকল অনুবাদ।

পরদেশীয় কবিগণের ভাণ্ডার-লুণ্ঠন করিয়া আমাদিগের কাব্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করায় তিনি যে কোন অপরাধ করিয়াছেন, তাহা বলা উচিত নহে। অভিযোগ এই, স্বজাতির চিরারাধ্য চরিত্রসমূহকে তিনি বিকৃত করিলেন কেন? তিনি রামায়ণরূপ অক্ষয় অমর চিরসুন্দর দেবমন্দিরের ইষ্টক দ্বারা মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যে স্বেচ্ছাপরতন্ত্রতা ও অত্যাচারের ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এ দেশীয় ব্যক্তিদিগের নিকট অরঙ্গজেবের ন্যায় অভিযুক্ত। রামায়ণ-পাঠে জানিতে পাই, রাম-রাবণের যুদ্ধে রাম সর্ব্বদা ন্যায়পথাবলম্বী ও রাবণ সর্ব্বদা ন্যায়পথভ্রষ্ট। রাবণ গুপ্তচর পাঠাইয়া সুগ্রীবকে রামের পক্ষ হইতে স্বীয় পক্ষে আকর্ষণ করিবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছিল, ভরত রামের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য পাঠাইয়াছেন, এই বলিয়া কতকগুলি রাক্ষস-সৈন্য মনুষ্যবেশে রামসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবে ও তাহাদিগকে অন্যায়রূপে বধ করিবে, রাবণের সভায় এই সকল চক্রান্ত হইতেছিল। রাবণ-নিযুক্ত গুপ্তচরগণ সর্ব্বদা রামের শিবিরে প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরিতেছিল। বনের ফলমূলগুলি রাক্ষসেরা বিষাক্ত করিয়া রাখিয়াছে, এই আশঙ্কায় রাম স্বীয় সৈন্যদিগকে ফলমূল খাইবার জন্য সাবধান হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মায়া-সীতা-বধ, রামের মায়ামুণ্ড সীতাকে প্রদর্শন প্রভৃতি শত শতরূপ অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়া রাবণ রামকে পরাজিত ও তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল। ইন্দ্রজিৎ নিজে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অলক্ষিতভাবে রামসৈন্য বিনষ্ট করিতে বিশেষ পটু ছিল, এই মায়াবী ক্রূর-কর্ম্মা রাক্ষসের সাহস ও ন্যায়সঙ্গত বীরত্ব কিছুই ছিল না, গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া বাণ ও লোষ্ট্র নিক্ষেপপূর্ব্বক রাম-সৈন্য বধ করাই ইহার কার্য্য ছিল। লক্ষ্মণ ইহার গৃহে প্রকাশ্য ভাবে উপস্থিত হইয়া সম্মুখ-সমরে ইহাকে বধ করেন। কিন্তু 'মেঘনাদবধে' সকলেই বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। রাক্ষসগণের গুপ্তচরেরা বন্দী হইয়া রামের নিকট নীত হইলে বিভীষণ ও সুগ্রীব বলিয়াছিলেন, ইহারা চর বা দূত নহে,—বিশ্বাসঘ্ন গুপ্তচর; সুতরাং বধার্হ। রাম উত্তরে কহিলেন, "ইহাদিগকে মুক্ত করিয়া দাও, ইহারা আমাদের ব্যূহ-সংস্থান কিংবা অন্য কোন গোপনীয় তত্ত্ব জানিতে চাহিলে, আমার অনুজ্ঞাক্রমে বিভীষণ স্বয়ং ইহাদিগকে তাহা জানাইবেন। যে রাবণ রামের সঙ্গে এত ছলনা করিতেছিল, অন্যায়রূপে শত সহস্র ষড়-যন্ত্র করিয়া রামকে বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছিল, সেই রাবণ একদিন রামের বহুসংখ্যক সৈন্য সংহার করিয়া অবশেষে রামের বাণে বিদ্ধ হইয়া পলাইবার পথ পাইতেছিল না, তাহার কিরীট ভ্রষ্ট ও কুণ্ডল ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল,—রামের মৃত্যুকল্প শর-রাশি তাহাকে নিদারুণরূপে ব্যথিত করিয়া তুলিয়া ছিল, তদবস্থায় রাবণকে দেখিয়া রাম উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "রাক্ষস! তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ, আমি পরিশ্রান্ত-শত্রুর সহিত যুদ্ধ করি না। অদ্য যাইয়া বিশ্রাম কর, কল্য সবল হইয়া আসিয়া যুদ্ধ করিও।"

এই ক্ষমা—সুন্দর ক্ষাত্রতেজের জীবন্ত মূর্ত্তি,—বৈরাগ্য ও সত্যের অবতারকে মধুসূদন একান্ত গোবেচারি "ভিখারী রাঘবে" পরিণত করিয়াছেন, তিনি প্রমীলার ধনুর শব্দ শুনিয়া মূর্চ্ছা যাইতেছেন। এদিকে অতুল্য পরাক্রমশালী সত্যনিষ্ঠ নীতি-পরায়ণ লক্ষ্মণের চরিত্রে ভীরুতা ও কুনীতিপরায়ণ-ক্ষুদ্রত্ব আরোপিত হইয়াছে, এই দেবতা-বিগ্রহ ভগ্ন করিয়া তিনি হিন্দুস্থানে চিরনিন্দনীয় হইয়াছেন। এই অপরাধে হিন্দুস্থান তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না।

হিন্দুস্থানে যদি ধর্ম্মকথার অপূর্ব্ব জীবন না থাকিত, তবে আমরা কাব্য-বিচারে ধর্ম্মকথার তুলাদণ্ড উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক হইতাম না। কিন্তু কাব্যের সমালোচনায় ইহাও বক্তব্য যে, আলঙ্কারিকগণ—একবাক্যে কাব্যের নায়কের যে সকল মহৎ গুণ-নির্দ্দেশ করিয়াছেন, লঙ্কাপুরীতে তাহার সংঘটন হয় না। কিন্তু কবির লঙ্কাপুরীর সঙ্গে এমনই একটা আন্তরিক সহানুভূতি দৃষ্ট হয় যে, তিনি বীরাঙ্গনা-কাব্যে শূর্প-ণখার ন্যায় চরিত্রকেও নায়িকার শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছেন। সুতরাং কাব্যের নিরপেক্ষ গুণাগুণের হিসাবে এই অপরাধও মার্জ্জনীয় নহে। সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে তিনি শব্দ চয়ন করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে কালিদাস কিংবা ভবভূতির রচনা হইতে দু একটা ছত্রের অনুবাদ করিয়া স্বীয় কাব্যে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন। উত্তর-চরিতের সুবিখ্যাত "পুরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া। শোকে ক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে।" এবং শকুন্তলার—"নূনং স নীলোৎ-পলপত্রধারয়া। শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি" এই দুইটী শ্লোকের অনুবাদ মেঘনাদবধে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে কবির সম্পর্ক শুধু এই প্রকারের—সংস্কৃত-সাহিত্যের গূঢ়ভাবে তিনি অনুপ্রাণিত হন নাই। সংস্কৃতের পট্টবস্ত্র দ্বারা যেন ম্লেচ্ছের শরীর পরিশোভিত করিয়া তিনি আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন।

মেঘনাদবধ সম্বন্ধে অপর একটী অভিযোগ এই যে, ইহাতে যতটা প্রতিভার পরিচয় আছে, ততটা প্রাণ নাই, ইহার বর্ণনায় সর্ব্বত্র একটা সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান, কিন্তু মানব-চিত্তের নিগূঢ় কথার আপাত অভাব পরিলক্ষিত হয়, যেন ঘটা করিয়া বজ্রনাদী বিদ্যুৎস্ফুরণশীল মেঘখানি আসিল, কিন্তু একবিন্দুও বৃষ্টি পড়িল না! কোথাকার বায়ুর আবর্ত্ত আসিয়া তাহা উড়াইয়া লইয়া গেল! মন করুণ-রসে অভিষিক্ত হইল না। এ কথার উত্তরে আমরা বলিব, সর্ব্বস্থানেই সমগ্র কবিত্ব-সম্পদ্ আশা করিতে পারা যায় না। মিল্টনের মহাকাব্য-সম্বন্ধেও এই অভিযোগ উত্থাপিত হইতে পারে। এডাম নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণানন্তর ইভকে যে ভাবে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন ও ইভ যে স্নিগ্ধ অনুতাপসূচক বাক্যে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানটী বাদ দিলে প্যারাডাইস লষ্টে করুণরসাত্মক আর কোন স্থান পাওয়া যায় না।

মধুসূদনের কাব্যে শত শত দোষ থাকা সত্বেও তিনি আধুনিক বঙ্গ-কবিকুল-শিরোমণি। তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাই পরম ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে আমরা গ্রহণ করিব। শিক্ষার দোষে কিংবা জাতীয় বিশ্বাসের প্রতি মর্য্যাদার অভাবে তাঁহার যে সকল ত্রুটি হইয়াছে, সে কথা লইয়া যাহারা বেশী অনুশীলন করিবেন, তাঁহাদিগকে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মধুসূদনের মত কোন কবি নবযুগে এরূপ সাহিত্যের মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন কি? সমালোচকগণ খুঁত ধরিতে পারিবেন, কিন্তু নির্ম্মাণ-শক্তি—কবির। সে শক্তি মধুসূদনের যথেষ্ট ছিল।

বীরাঙ্গনা-কাব্যে তাঁহার অমিত্রাক্ষর-রচনায় পরিণত-সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়, কাব্য হিসাবে কোন কোন বিষয়ে মেঘনাদ বধ হইতেও ইহার স্থান উচ্চে।

"ব্রজাঙ্গনা"র মধুর ঝঙ্কার আমরা ভুলিব না, বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে যে মিষ্ট আহারীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, তাহার তুলনা কোথায় পাইব! তথাপি ব্রজাঙ্গনার মিষ্টসম্ভারের পরিবেশন আমাদের মনে থাকিবে,—চন্দ্রের পার্শ্বে যেরূপ নক্ষত্র শোভা পায়, রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী সম্বন্ধে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-গোবিন্দদাসের পার্শ্বে মধুসূদন সেইরূপভাবে থাকিবেন ও তাঁহার "ব্রজাঙ্গনা" সাহিত্যাকাশের বিচিত্রতা-সম্পাদন করিবে।

কিন্তু মাইকেল এক বিষয়ে নিতান্ত অপটুতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, "হেক্টর-বধ" নামক উৎকট গদ্য-পুস্তক লিখিয়া উপহাসাস্পদ-অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃতি তাঁহাকে বীণা হস্তে দিয়া শুধু গান গাইতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ছাড়িয়া গদ্যের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তিনি শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছেন, হেক্টর-বধে ইহাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়।

মাইজ (দেশজ) ১ মধ্য, বৃক্ষাদির অভ্যন্তর। ২ অগ্রভাগ।

মাইজকাঠ (দেশজ) মধ্যকাষ্ঠ।

মাইটকুয়া (দেশজ) জলধার, কূপ।

মাইনপুরী, যুক্ত-(উঃ পঃ) প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। [মৈনপুরী দেখ।]

মাইয়া (দেশজ) স্ত্রীলোক, বালিকা।

মাইয়ামর্দ্দ (পার্সী) ১স্ত্রীপুরুষ। ২যে স্ত্রীর পুরুষোচিত ব্যবহার।

মাইয়ামুখ (আরবী) স্ত্রীর মুখাপেক্ষী।

মাইল (ইংরাজী Mile) পথাদির দূরত্ববোধক চিহ্নবিশেষ, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ।

মাইলোক, সিমলা শৈলের একটী সামন্তরাজ্য। পঞ্জাব গবর্মেণ্টের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ৪৮ বর্গ মাইল। খৃষ্টীয় ১৯ শতাব্দের প্রারম্ভে এখানকার ঠাকুর সর্দ্দারগণ গোর্খাদিগের হস্তে পরাজিত ও বিতাড়িত হন। অবশেষে ইংরাজ-কর্ত্তৃক গোর্খাদল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, ইংরাজ-প্রতিনিধি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বতন ঠাকুরদিগকে সনন্দ দিয়া এখানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

সর্দ্দারগণ রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। কেবল মাত্র ফাঁসির হুকুম দিতে হইলে তাঁহাদিগকে পার্ব্বত্য রাজ্যের পরিচালকের (Superented of the Hill State) আদেশ গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ৭৫ জন মাত্র।

মাংস (ক্লী) মন্যতে ইতি জ্ঞানার্থ মন্-সঃ দীর্ঘশ্চ। (মনেদীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৬৪) রক্তজাত ধাতুবিশেষ। ইহা তৃতীয় ধাতু বলিয়া উল্লিখিত। চলিত মাস্। সুখবোধের মতে গর্ভস্থ বালকের অষ্টম মাসে মাংস উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভাগবতের মত অন্যরূপ। তন্মতে গর্ভস্থ বালকের চারি মাসে মাংসোৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পর্য্যায়—পিশিত। তরস পালল, ক্রব্য, আমিষ, পল, অস্রজ, জাঙ্গল, কার।

মাংসের স্বরূপ কি, কাহাকে মাংস নামে অভিহিত করা যায়, তৎসম্বন্ধে ভাবপ্রকাশ বলেন—

"শোণিতং স্বাগ্নিনা পক্বং বায়ুনা চ ঘনীকৃতম্।
তদেব মাংসং জানীয়াৎ তচ্চ ভেদানাপ ক্রবে॥" (ভাবপ্র০)

অর্থাৎ স্বকীয় অগ্নি দ্বারা রক্ত পরিপাক হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক ঘনীভূত হইলে তাহাই মাংস নামে অভিহিত হয়। এই স্বকীয় অগ্নি অর্থে রক্তধাতুগত ধাতু-অগ্নি বুঝিতে হইবে। মাংসের ভেদ অনেক। রস শোণিত-স্থানে যায়, সেখানে গিয়া রক্তসংজ্ঞা লাভ করে। আবার রক্ত মাংসস্থানে যাইয়া মাংসসংজ্ঞা পায়।

এইরূপে একই রস মেদ অস্থি প্রভৃতি সমস্ত ধাতুস্থানে

গমন করিয়া তত্তৎসদৃশ হইয়া যায় এবং সেই সেই নাম প্রাপ্ত হয়। এজন্য প্রথমে আহারজাত রসকেই মাংসাদি বলা যাইতে পারে। কারণ মাংসাদির অংশ যদি রসে না থাকিত, তবে মাংসাদিরূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

"শোণিতমিতি শোণিতস্থানগতত্বাদ্রস এব শোণিতসংজ্ঞাং লভতে। এবমগ্রে রসস্যৈব মাংসাদিব্যপদেশঃ॥" (ভাবপ্র০)

এই মাংস আবার ক্রমে পেশীরূপে বিভক্ত হয়। মনুষ্য-শরীরে শিরাপথ দিয়া বায়ু, বেগে মাংস মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রয়োজন অনুসারে মাংসকে পেশীরূপে বিভাগ করিয়া দেয়। এই মাংসপেশীর সংখ্যা পাঁচ শত। শরীরের নানাস্থানে সংখ্যানুসারে মাংসপেশীর অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে। [পেশী দেখ]

"যথাথমুষ্মণা যুক্তো বায়ুঃ স্রোতাংসি দারয়েৎ।
অনুপ্রবিশ্য পিশিতং পেশীর্বিভজতে তথা॥
মাংসপেশ্যঃ সমাখ্যাতা নৃণাং পঞ্চশতানি হি।
তাসাং শতানি চত্বারি শাখাসু কথিতান্যথ॥" (ভাবপ্র০)

সাধারণতঃ সকল প্রকার মাংসেরই গুণ বায়ুনাশক, শরীরের উপচয়কারক, বলকর, পুষ্টিজনক, প্রীতিকর, গুরু, হৃদয়গ্রাহী, মধুররস ও মধুরবিপাক।

"সর্ব্বং মাংসং বাতবিধ্বংসি বৃষ্যং
বল্যং রুচ্যং বৃংহণং তচ্চ মাংসং।
দেশস্থানাচ্চাত্মসংস্থং স্বভাবৈ-
র্ভূয়ো নানারূপতাং যাতি নূনম্॥" (রাজনি০)

মাংস দুই প্রকার। জাঙ্গল মাংস ও অনূপ মাংস। জঙ্ঘাল, বিলস্থ, গুহাশয়, পর্ণমৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ ও গ্রাম্য এই আট প্রকার জঙ্গলজাতির মাংস জাঙ্গল মাংস বলিয়া কথিত। ইহার গুণ,—মধুর, কষায়, রুক্ষ, লঘু, বলকারক, শরীরের উপচয়কর, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিপ্রদীপক, দোষত্রয় এবং মূকতা, মিন্মিনতা, গদ্গদতা, অর্দ্দিত, বধিরতা, অরুচি, বমি, প্রমেহ, মুখরোগ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাতরোগনাশক।

"মাংসবর্গো দ্বিধা জ্ঞেয়ো জাঙ্গলোঽনূপসংজ্ঞকঃ।
মাংসবর্গোঽত্র জঙ্ঘালা বিলস্থাশ্চ গুহাশয়াঃ॥
তথা পর্ণমৃগা জ্ঞেয়া বিষ্কিরাঃ প্রতুদা অপি।
প্রসহা অথ চ গ্রাম্যা অষ্টৌ জাঙ্গলজাতয়ঃ॥
জঙ্ঘলা মধুরা রুক্ষাস্তুবরা লঘবস্তথা।
বল্যাস্তে বৃংহণা বৃষ্যা দীপনা দোষহারিণঃ॥
মূকতাং মিন্মিনত্বঞ্চ গদ্গদত্বার্দ্দিতে তথা।
বাধির্য্যমরুচিচ্ছর্দ্দিপ্রমেহং মুখজান্ গদান্।
শ্লীপদং গলগণ্ডঞ্চ নাশয়ন্ত্যনিলাময়ান্॥" (ভাবপ্র০)

এই আট প্রকার জাঙ্গলজাতির মধ্যে হরিণ, এণ, কুরঙ্গ, ঋষ্য, পৃষত, ন্যঙ্কু, সম্বর, রাজীব ও মুণ্ডী প্রভৃতিকে জঙ্ঘাল বলে। হরিণ অর্থে তাম্রবর্ণ মৃগ। এণ কৃষ্ণহরিণ। কুরঙ্গ অর্থাৎ যে মৃগ আকারে বৃহৎ ও ঈষৎ তাম্রবর্ণ এবং যাহার আকৃতি দেখিতে কৃষ্ণহরিণের ন্যায়। ঋষ্য নীলাঙ্গ হরিণ। ইহা সরোহ নামেও প্রসিদ্ধ। যে মৃগ হরিণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট এবং শরচ্চন্দ্রের ন্যায় দ্যুতিযুক্ত, তাহার নাম পৃষত। যাহার শিং বড়, তাহা ন্যঙ্কু। বৃহদাকার মৃগ সম্বর, উহা গবয় নামে খ্যাত। যাহার সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ রেখায় রঞ্জিত, তাহার নাম রাজীব এবং যে মৃগের শিং নাই, তাহা মুণ্ডী। এই সকল জঙ্ঘালদিগের মাংসগুণ—প্রায়ই পিত্ত ও কফনাশক এবং বায়ু-বর্দ্ধক, লঘু ও বলবর্দ্ধক।

বিলেশয়—গোসাপ, শশক, সর্প, ইন্দুর ও শজারু প্রভৃতিকে বিলেশয় বলে। ইহাদিগের মাংস বায়ুনাশক, মধুরবিপাক, শরীরের উপচয়কারক, মল-মূত্ররোধক এবং উষ্ণবীর্য্য।

গুহাশয়—সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, ঋক্ষ, তরক্ষু, দ্বীপী, বভ্রু, জম্বুক ও বিড়াল এই সকলকে গুহাশয় বলে। তরক্ষু নেকড়ে বাঘ, দ্বীপী চিতা বাঘ এবং যাহার পুচ্ছ স্থূল ও চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহা বভ্রু এবং কোথাও কোথাও বা নকুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের মাংস বায়ুনাশক, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ এবং বলকারক। এই মাংস চক্ষুরোগী ও গুহ্যরোগীর পক্ষে হিতকর।

পর্ণমৃগ—বানর, কাঠ-বিড়াল ও বৃক্ষমর্কটিকা প্রভৃতিকে সুশ্রুতাদি মহর্ষিগণ পর্ণমৃগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা-দিগের মাংসগুণ,—শুক্রজনক, চক্ষু ও শোষরোগীর পক্ষে হিত-কর। মলমূত্রনিঃসারক এবং শ্বাস অর্শ ও কাসরোগনাশক।

বিষ্কির—বর্ত্তক, লাব, বর্ত্তীর কপিঞ্জল, তিত্তির, কুলিঙ্গ, ও কুক্কুট প্রভৃতি বিষ্কির নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ঠোঁট দিয়া ছড়াইয়া ছড়াইয়া আহার করে বলিয়া ইহাদিগকে বিষ্কির কহে। ইহাদিগের মাংস—মধুর কষায়রস, শীতবীর্য্য, কটুবিপাক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক। ইহা সুপথ্য ও লঘু।

প্রতুদ—হারীত, ধবল ও পাণ্ডুবর্ণ চিত্রপক্ষ, বৃহচ্ছুক, পারাবত, খঞ্জরীট এবং পিক প্রভৃতিকে প্রতুদ বলে। ইহারা ভক্ষ্য বস্তু ঠোঁট দিয়া আঘাত করিয়া খায়, এজন্য ইহাদিগের নাম প্রতুদ। ইহাদিগের মাংস—মধুর-কষায়রস, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, শীতবীর্য্য, লঘু, মলরোধক ও কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক।

প্রসহ—কাক, গৃধ্র, উলূক, চিল্ল, শশঘাতক, চাষ, ভাস, ও কুরর প্রভৃতি প্রসহ নামে খ্যাত। ইহারাও ভক্ষ্যবস্তুর

উপর আঘাত দিয়া খায় বলিয়া প্রসহ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদিগের মাংস—উষ্ণবীর্য্য। এই সকল মাংস ভক্ষণ করিলে শোষ, ভস্মক ও উন্মাদরোগগ্রস্ত হইতে হয় এবং শুক্র ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

গ্রাম্য—ছাগ, মেষ, বৃষ, ও অশ্ব প্রভৃতিকে গ্রাম্য বলে। সমুদায় গ্রাম্য মাংসই বায়ুনাশক, অগ্নিপ্রদীপক, কফ ও পিত্ত-বর্দ্ধক, মধুররস, মধুরবিপাক, শরীরের উপচয়কারক এবং বলবর্দ্ধক।

পূর্ব্বে যে আনূপ মাংসের উল্লেখ করিয়াছি, উহা পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। যথা—কূলেচর, প্লব, কোশস্থ, পাদী ও মৎস্য মাংস। উহাদিগের মাংস সাধারণত মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরু, অগ্নিমান্দ্যজনক, কফকারক, অত্যন্ত মাংসপোষক ও অভিষ্যন্দী। ইহা প্রায়ই হিতকর।

"কূলেচরাঃ প্লবাশ্চাপি কোশস্থাঃ পাদিনস্তথা।
মৎস্যা এতে সমাখ্যাতাঃ পঞ্চধাঽনূপজাতয়ঃ॥
আনূপা মধুরাঃ স্নিগ্ধা গুরবো বহ্নিসাদনাঃ।
শ্লেষ্মলাঃ পিচ্ছিলাশ্চাপি মাংসপুষ্টিপ্রদা ভৃশম্।
তথাভিষ্যন্দিনস্তে হি প্রায়ঃ পথ্যতমাঃ স্মৃতাঃ॥" (ভাবপ্র॰)

কূলেচর—মহিষ, খড়্গ, শূকর, চমরী ও হস্তী প্রভৃতিকে কূলেচর বলে। ইহাদিগের মাংস বায়ু ও পিত্তজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, মধুররস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মূত্রকারক এবং কফবর্দ্ধক।

প্লব—হংস, সারস, কারণ্ডব, বক, শরারিকা, নন্দীমুখী, কাদম্ব (করধা) ও বলাকা (বগুলা) প্রভৃতিকে প্লব কহে। এই সকল পাখী জলে ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া ইহাদিগের নাম হইয়াছে প্লব। যে পাখীর ঠোঁটের উপর স্থূল, কঠিন, ও গোলাকার জামের ন্যায় গুটিকা থাকে, তাহাকে নন্দীমুখী বলে। উহাদিগের মাংস—পিত্তঘ্ন, স্নিগ্ধ, মধুররস, গুরু, শীত-বীর্য্য, সারক এবং বায়ু, কফ, বল ও শুক্রবর্দ্ধক।

কোশস্থ—শঙ্খ, শঙ্খনখ, শুক্তি, শম্বূক, কর্কট এবং এই রূপ অন্যান্য জীব কোশস্থ নামে খ্যাত। ইহাদিগের মাংস মধুররস, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, শীতবীর্য্য, দেহের উপচয়-কারক, মলবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং বলকারক।

পাদী—কুম্ভীর, কূর্ম্ম, নক্র, গোধা, মকর, শঙ্কু, ঘণ্টিক ও শিশুমার প্রভৃতিকে পাদী কহে। পাদীসমূহের মাংসগুণ—পূর্ব্বোক্ত কোশস্থ মাংসের ন্যায়।

মৎস্য—মৎস্য, মীন, বিসার, ঝষ, বৈসারিণ, অণ্ডজ, শকলী, পৃথুরোমা ও সুদর্শন এই কয়েকটী এক-পর্য্যায়ক শব্দ। রোহিত প্রভৃতি জীবকে মৎস্য বলা যায়। ইহাদিগের মাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, গুরু, কফবর্দ্ধক, পিত্তজনক, বায়ু-নাশক, দেহের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিজনক ও বল-বর্দ্ধক। মদ্যপায়ী এবং মৈথুনাসক্তাদির পক্ষে মৎস্য মাংস হিতকর।

জাঙ্গল এবং আনূপমৎস্যের সাধারণতঃ গুণাগুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রত্যেকের মাংসগুণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা যাউক।

হরিণমাংস—শীতবীর্য্য, মলমূত্ররোধক, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, মধুররস, মধুরবিপাক, সুগন্ধী ও সন্নিপাতনাশক।

এণ অর্থাৎ কৃষ্ণসার হরিণের মাংস—কষায় মধুররস, ধারক, রুচিকারক, বলকর এবং পিত্ত, রক্ত, কফ, বায়ু ও জ্বরনাশক।

কুরঙ্গমাংস—দেহের উপচয়কারক, বলকর, শীতবীর্য্য, পিত্তঘ্ন, গুরু, মধুররস, বায়ুনাশক, ধারক এবং কিঞ্চিৎ কফকারক।

ঋষ্য-মাংস—মধুররস, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ ও পিত্তবর্দ্ধক। গবয় ও রোঝ এই কয়েকটীও ঋষ্যেরই নামান্তর।

পৃষত অর্থাৎ চিতাবাঘের মাংস—মধুর রুচিজনক, এবং শ্বাস, জ্বর, ত্রিদোষ ও রক্তনাশক। ন্যঙ্কু-মাংস—মধুররস, লঘু, বলকর, শুক্রজনক এবং ত্রিদোষনাশক। সাবর-মাংস—স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, গুরু, মধুররস, মধুরবিপাক, কফকারক এবং রক্ত পিত্তনাশক। রাজিব মাংস পূর্ব্বোক্ত পৃষত মাংসের ন্যায় গুণকারক। মুণ্ডীমাংস—জ্বর, কাস, রক্ত, ক্ষয় ও শ্বাস-রোগনাশক। ইহা শীতবীর্য্য। লম্বকর্ণ, লোমকর্ণ, শূলী, বিলেশয়, শশ বা শশক এই কয়টী এক-পর্য্যায়ক শব্দ। ইহার মাংস—শীতবীর্য্য, লঘু, ধারক, রুক্ষ, মধুররস, অগ্নি-বর্দ্ধক, বায়ুর স্বধর্ম্ম-সংস্থাপক, অর্থাৎ বায়ুর বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস ঘটায় না এবং জ্বর, অতীসার, শোষ, রক্তদোষ, শ্বাস, কফ ও পিত্তনাশক। ইহা সকল প্রকারেই হিতকর। সেধা, শল্যক ও শ্বাবিৎ এই কয়েকটী শজারুর নাম। ইহার মাংস—শ্বাস, কাস, রক্তদোষ ও ত্রিদোষনাশক।

পক্ষিমাংস—কুলচর ও অনূপ-দেশজভেদে পক্ষী দুই প্রকার। কুলচর পাখীর মাংস—বলকারক, স্নিগ্ধ এবং গুরু। পক্ষিসমূহের মধ্যে লাব চারি প্রকার। যথা—পাংশুল, গৌরক, পৌণ্ড্রক ও দর্ভর। এই চারি প্রকার লাব পাখীর সাধারণতঃ মাংসগুণ—অগ্নিকারক, স্নিগ্ধ, সংযোগ-বিষ-নাশক, ধারক ও হিতজনক। ইহাদিগের মধ্যে পাংশুল—কফকারক, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক। গৌরক—লঘুতর, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক। পৌণ্ড্রক—পিত্তবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ

লঘু এবং বায়ু ও কফনাশক। দর্দ্দর—রক্তপিত্ত ও হৃদ্রোগনাশক এবং শীতবীর্য্য। বর্ত্তীক পক্ষী—মধুররস, শীতবীর্য্য, রূক্ষ এবং কফ ও পিত্তনাশক। তিত্তিরি পক্ষী দুই প্রকার—কৃষ্ণতিত্তিরি ও গৌরতিত্তিরি। কৃষ্ণতিত্তিরি—বলকারক, ধারক এবং হিক্কা, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশক। গৌরতিত্তিরি কৃষ্ণতিত্তিরি অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। চটক—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, কফপ্রদায়ক, এবং সন্নিপাতনাশক। গৃহ-চটকের মাংস অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

কুক্কুট দুই প্রকার—বন্যকুক্কুট ও স্থলকুক্কুট। বন্যকুক্কুট মাংসের গুণ—স্নিগ্ধ, শরীরের উপচয়কারক, কফজনক, গুরু এবং বায়ু, পিত্ত, ক্ষয়, বমি ও বিষম জ্বরনাশক। স্থলকুক্কুট বা কুকুড়ার মাংস—দেহের উপচয়কারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, গুরু, চক্ষুর হিতকর, শুক্রজনক, কফকারক, বলকর, বৃষ্য এবং কষায় রস। হারীত পক্ষী রক্ত ও পীতবর্ণ। উহার মাংস—রূক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তঘ্ন, কফনাশক, স্বেদজনক, স্বরবর্দ্ধক এবং কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক। পাণ্ডু পক্ষী দুই প্রকার, তন্মধ্যে এক প্রকারকে চিত্রপক্ষ ও কলধ্বনি বলে। দ্বিতীয়কে ধবল, কপোত ও স্ফুটস্বন কহে। চিত্রপক্ষ—কফ, বায়ু ও গ্রহণীরোগনাশক। ধবল—রক্তপিত্তনাশক ও শীতবীর্য্য। পারাবত বা পায়রার মাংস—গুরু, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, ধারক, শীতবীর্য্য, এবং বীর্য্যবর্দ্ধক। পক্ষীর ডিম্বেরও অনেক গুণ আছে। উহা কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, মধুররস,মধুরবিপাক, বায়ুনাশক, গুরু এবং অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

ছাগমাংস—লঘু, স্নিগ্ধ, মধুরবিপাক, ত্রিদোষনাশক, মধুররস, পীনস নাশক, বলকর, রুচিকারক, শিরের উপচয়কর এবং বীর্য্যবর্দ্ধক। ইহা অতি শীতল বা অতি দাহজনক নহে। অপ্রসূতা ছাগীর মাংস—পীনসবিনাশক, শুষ্ককাসে, অরুচি ও শোষরোগে হিতকর এবং অগ্নিপ্রদীপক। অল্পবয়স্ক ছাগমাংস—লঘুতর, হৃদয়গ্রাহী, জ্বরনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ, সুখপ্রদায়ক এবং অত্যন্ত বলকর। অণ্ডনিষ্কাষিত ছাগ-(খাসীর) মাংস—কফকর, গুরু, স্রোতঃশোধক, বলকারক, মাংসবর্দ্ধক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক। বৃদ্ধ ছাগলের ও ব্যাধি দ্বারা মৃত ছাগলের মাংস—বায়ুবর্দ্ধক এবং রূক্ষ। ছাগমস্তক—ঊর্দ্ধ জত্রুগত ব্যাধিনাশক এবং রুচিজনক।

মেষমাংস—পুষ্টিকারক, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক এবং গুরু। অণ্ডবিহীন মেষমাংস—কিঞ্চিৎ লঘু। এড়ক বা দুম্বার মাংস মেষমাংস তুল্য গুণকর। উহার পুচ্ছদেশের মাংস হৃদয়গ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিহর, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক এবং কিঞ্চিৎ বাতরোগনাশক। গোমাংস,—অত্যন্ত গুরু, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, বাতঘ্ন, বলকর, অপথ্য এবং প্রতিশ্যায়নাশক। ঘোটকমাংস—লবণ, মধুর রস, অগ্নি, কফ, পিত্ত ও বলকর, বায়ুনাশক, উপচয়কর, চক্ষুর হিতকর এবং লঘু। মহিষমাংস,—মধুর রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, নিদ্রাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, শরীরের দৃঢ়তাজনক, গুরু, পুষ্টিকর, মলমূত্রনিঃসারক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক। মণ্ডূকমাংস,—কফবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ 'পিত্তবর্দ্ধক এবং বলকর। কচ্ছপমাংস,—বলকর, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং পুংস্ত্ববর্দ্ধক।

সদ্যোহত প্রাণীর মাংস অমৃতের ন্যায় রোগবিনাশে সমর্থ হইয়া থাকে। উহা বয়ঃস্থাপক এবং দেহের উপচয় ও হিতকর। সদ্যোহত মাংস ব্যতীত অন্য মাংস পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে সকল প্রাণী আপনা আপনি মরিয়া যায়, তাহাদিগের মাংস ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। উহা বলনাশক, অতীসারজনক এবং গুরু। বৃদ্ধ প্রাণীর মাংস—ত্রিদোষজনক। অল্পবয়স্ক প্রাণীর মাংস—বলকর ও লঘু। সর্পাদি হিংস্র জন্তু দ্বারা যে সকল প্রাণী বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের মাংস দুষ্ট, ত্রিদোষ ও শূলরোগনাশক এবং গুরু। শুষ্কমাংসের গুণও ঐরূপ। এই উভয়বিধ মাংসই পরিত্যাজ্য।

বিষ, জল ও ব্যাধি দ্বারা যে সকল প্রাণী মরিয়া যায়, তাহাদিগের মাংস—ত্রিদোষ, ব্যাধি ও মৃত্যু-উৎপাদক। ক্লিন্ন মাংস—উৎক্লেশজনক। কৃশ প্রাণীর মাংস—বায়ু-প্রকোপকারক। যে সকল প্রাণী জলে ডুবিয়া মরে, তাহাদিগের শিরাসমূহ জলে পূর্ণ থাকে; এজন্য উহাদের মাংস ত্রিদোষনাশক।

পক্ষিসমূহের মধ্যে পুরুষজাতীয় পক্ষীর মাংস উত্তম। চতুষ্পাদ জাতির মধ্যে স্ত্রী জাতির মাংস প্রশস্ত।

পুরুষজাতির পশ্চাৎ অর্দ্ধভাগ লঘু এবং স্ত্রীর পূর্ব্বার্দ্ধ লঘু। সমস্ত প্রাণীরই শরীরের মধ্যভাগ গুরু। পক্ষিগণ পক্ষ চালনা করে বলিয়া তাহাদিগের মাংস লঘু। সকল পাখীরই ডিম্ব ও গ্রীবাদেশ গুরু। বক্ষঃ, স্কন্ধ, উদর, মস্তক, পাদদ্বয়, হস্তদ্বয়, কটী, পৃষ্ঠ, চর্ম্ম, যকৃৎ ও অন্ত্র ইহা যথাক্রমে গুরু অর্থাৎ বক্ষ হইতে স্কন্ধ গুরু, স্কন্ধ হইতে উদর গুরু ইত্যাদি। যে সকল পক্ষী ধান্য ভক্ষণ করে, তাহাদিগের মাংস লঘু ও বায়ুনাশক। যাহারা মৎস্য খায়, তাহাদিগের মাংস পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং গুরু বলিয়া কথিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন যে সকল পাখী মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের মাংস কফকর, লঘু এবং রূক্ষ বলিয়া কথিত।

তুল্য জাতির মধ্যে যাহাদের শরীর বৃহৎ, তাহাদের মাংস

অপেক্ষা ক্ষুদ্র শরীরীদিগের মাংস উৎকৃষ্ট। ক্ষুদ্র শরীরীদিগের মধ্যে আবার যাহাদের শরীর হৃষ্টপুষ্ট, তাহাদেরই মাংস প্রশস্ত।

ভাবপ্রকাশে মৎস্য মাংসের গুণাগুণ সম্বন্ধেও সবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এই স্থানে প্রদত্ত হইল না। মৎস্যের সাধারণতঃ গুণাদি মৎস্য শব্দে লিখিত হইয়াছে।

মাংস দ্বারা প্রস্তুত যূষের গুণ—চক্ষুর বৃংহণ, প্রাণবর্দ্ধন, বৃষ্য, বাতবিকারক এবং কৃমি, ওজঃ ও স্বরবর্দ্ধক। তদ্ভিন্ন যাহাদের অঙ্গসন্ধি ভগ্ন, বা বিশ্লিষ্ট এবং যাহারা ক্ষত বা ব্রণ-রোগগ্রস্ত, তাহাদিগের পক্ষে মাংসযূষ হিতকর।

তৈলপক্ব-মাংসগুণ—উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, কটু, অগ্নি-উদ্দীপন, রুচিকর, দৃষ্টি ও পুষ্টিপ্রদ এবং গুরু।

ঘৃতপক্ব মাংসগুণ—দৃষ্টি ও পুষ্টিপ্রদ, লঘু, সর্ব্বধাতুর প্রীণন, এবং মুখশোষ রোগীদিগের বিশেষতঃ তৃপ্তিজনক।

পরিশুষ্ক ও প্রদিগ্ধ মাংস—অধিক পরিমাণ ঘৃত দিয়া মাংস ভাজিয়া লইয়া উষ্ণ জল দ্বারা বারংবার সেক প্রদান-পূর্ব্বক জীরকাদি মসলার সহিত মিশাইয়া লইলে উহা পরি-শুষ্কমাংস হয়। ইহার গুণ—স্থির, স্নিগ্ধ, হর্ষণ, প্রীণন, গুরু, পিত্তঘ্ন, এবং বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজঃ ও শুক্রবর্দ্ধক। উক্ত পরিশুষ্ক মাংসই যদি গাঢ় তক্রের সহিত মিশান হয়, তবে তাহাকে প্রদিগ্ধ ব্যঞ্জনবিশেষ বলা যায়, ইহার গুণ—বল, মাংস ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং বাত ও পিত্তনাশক।

শূলিকা-পক্বমাংস—মাংস শূলে ফুঁড়িয়া অলন্ত অঙ্গারে পাক করিতে হয়, ইহার গুণ—অত্যন্ত গুরু, বৃষ্য এবং দীপ্ত ও অগ্নি সম্বন্ধে সর্ব্বদা হিতকর। চলিত কথায় ইহা শিক্-কাবাব নামে পরিচিত।

বেশবার মাংস।—মাংস বেশ করিয়া পিষিয়া লইয়া উহার মধ্য হইতে হাড় ফেলিয়া দিতে হয়। পরে ঐ নিষ্পিষ্ট মাংসে গুড়, ঘৃত ও কৃষ্ণমরিচ মিশাইয়া লইলে তাহাকে বেশবার মাংস বলা যায়। ইহার গুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, বল ও উপচয়বর্দ্ধক। এই বেশবার মাংস যে কোন দ্রব্য বা মৎস্যমাংসাদির ব্যঞ্জনের সহিত মিশ্রিত করা হইবে, তাহারও দোষ গুণ এইরূপই জানিবে। এক সঙ্গে সকল রকম মাংস ভোজন করা বৈদ্যক শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এইরূপ ভোজনে উপকার অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনাই অধিক। শাস্ত্রানুসারে যথোক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা যদি বিধিমত মাংস পাক করিয়া ভোজন করা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রকৃত উপকারিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদ্যক শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—অন্ন হইতে অষ্টগুণ পিষ্টক, পিষ্টক হইতে অষ্টগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধ হইতে অষ্টগুণবিশিষ্ট মাংস।

"অন্নাদষ্টগুণং পিষ্টং পিষ্টাদষ্টগুণং পয়ঃ।
পয়সোঽষ্টগুণং মাংসং মাংসাদষ্টগুণং ঘৃতম্॥
ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দনান্ন তু ভোজনাৎ॥" (রাজবল্লভ)

বর্জ্জনীয় মাংস।—গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—ক্রব্যাদ, দাত্যূহ, শুক, সারস, একশফ, হংস, বলাক, বক, টিট্টিভ, কুরর, জলপাদ, খঞ্জরীট ও মৃগ প্রভৃতির মাংস বর্জ্জন করিতে হয়। এই সমুদায়ের মাংসভোজন নিষিদ্ধ।*

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে, যে মানব নিজ উদরপূরণের জন্য লোভে পড়িয়া পরের জীবন নষ্ট করে, দেহান্তে লক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত তাহাকে মজ্জাকুণ্ডে বাস করিতে হয়। এই দীর্ঘকাল তাহার আর কোন আহার মিলিবার উপায় নাই। সেই মজ্জা পান করিয়াই তাহাকে জীবনধারণ করিতে হয়। অতঃপর ক্রমে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত শশক, মীন ও তৃণাদি হইয়া জন্মলাভপূর্ব্বক অবশেষে বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে।†

কূর্ম্মপুরাণের উপবিভাগে লিখিত আছে—বলাক, হংস, দাত্যূহ, কলবিঙ্ক, শুক, কঙ্কর, চকোর, জলপাদ, কোকিল, খঞ্জরীট, শ্যেন, গৃধ্র, উলূক, চক্রবাক, ভাষ, পারাবত, কপোত, টিট্টিভ, গ্রামটিট্টিভ, সিংহ, ব্যাঘ্র, মার্জ্জার, কুক্কুর, শূকর, শৃগাল, মর্কট, গর্দ্দভ, সমস্ত মৃগ ও অন্যান্য বনেচর পক্ষী প্রভৃতির মাংস ভোজন করা নিষিদ্ধ।

পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে মাংসভোজনের বিধি নিষেধ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। অবৈধ মাংসভোজন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

---

* "ক্রব্যাদপক্ষিদাত্যূহশুকমাংসানি বর্জ্জয়েৎ।
সারসৈকশফান্ হংসান্ বলাকাবকটিট্টিভান্।
কুররং জালপাদঞ্চ খঞ্জরীটমৃগদ্বিজান্।
চাসান্ মৎস্যান্ রক্তপাদান্ জগ্ধা বৈ কামতো নরঃ।
বভ্রুরং কামতো জগ্ধা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ॥" (গরুড়পু° ৯৬ অঃ)

† "লোভাৎ স্বভক্ষণার্থায় জীবিনং হন্তি যো নরঃ।
মজ্জাকুণ্ডে বসেৎ সোঽপি তদ্ভোজী লক্ষবর্ষকম্॥
ততো ভবেৎ স শশকো মীনশ্চ সপ্তজন্মসু॥
তৃণাদয়শ্চ কর্ম্মভ্যস্ততঃ শুদ্ধিং ভবেদ্ধ্রুবম্॥" (ব্রহ্মবৈ° পু°)

"বলাকং হংসদাত্যূহং কলবিঙ্কং শুকং তথা।
কুররঞ্চ চকোরঞ্চ জালপাদঞ্চ কোকিলম্॥
চাষঞ্চ খঞ্জরীটঞ্চ শ্যেনং গৃধ্রং তথৈব চ।
উলূকং চক্রবাকঞ্চ ভাষং পারাবতন্তথা॥
কপোতং টিট্টিভঞ্চৈব গ্রামটিট্টিভমেব চ॥
সিংহব্যাঘ্রঞ্চ মার্জ্জারং শ্বানং শূকরমেব চ।
শৃগালং মর্কটঞ্চৈব গার্দ্দভঞ্চ ন ভক্ষয়েৎ॥
অভক্ষয়েৎ সর্ব্বমৃগান পক্ষিণোঽন্যান্ বনেচরান্।" (কূর্ম্মপু° ১৬ অঃ)

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কখন অবৈধ মাংস ভক্ষণ করিবেন না। ইহজন্মে অবৈধভাবে যাহার মাংস ভোজন করা যায়, জন্মান্তরে তৎকর্ত্তৃক স্বয়ং ভক্ষিত হইতে হয়। বৃথা মাংসভোজনে জন্মান্তরে যেরূপ পাপভোগ হইয়া থাকে, ধনলোভে মৃগহননকারী নিষ্ঠুর ব্যাধেরও সেরূপ পাপ হয় না। পশু-আহারে যদি একান্তই আসক্তি থাকে, তবে অন্ততঃ ঘৃতময়ী বা পিষ্টকময়ী পশু-প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহা ভোজন করিবে। তথাপি অবৈধভাবে পশুহিংসা করিতে ইচ্ছা করিবে না। যে ব্যক্তি অবিধিপূর্ব্বক নিজের তৃপ্তির জন্য পশু হনন করে, জন্ম জন্ম তাহাকে পশুরোমের সংখ্যানুসারে নিধনপ্রাপ্ত হইতে হয়। প্রাণিগণের হিংসা ব্যতীত কখন মাংস উৎপন্ন হয় না এবং প্রাণিবধেও স্বর্গফল হইতে বঞ্চিত হইতে হয়; অতএব মাংসত্যাগ করাই বিধেয়। কিরূপে মাংসের উৎপত্তি হয় এবং সেই মাংসভক্ষণে দেহীদিগকে কিরূপ বধবন্ধনাবস্থায় পতিত হইতে হয়, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সর্ব্বপ্রকার মাংসভক্ষণ হইতেই বিরত হওয়া উচিত। যে অবৈধ মাংস ভক্ষণ করে না, সে লোকপ্রিয়তা ও নীরোগিতা লাভ করিতে পারে। দেব ও পিতৃগণকে পূজা না করিয়া যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা নিজ মাংসের উপচয় করিতে চায়, তাহার ন্যায় অপুণ্যভাগ্ ব্যক্তি আর নাই। যিনি মাংস ত্যাগ করেন, আর যিনি শত বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই উভয়বিধ ব্যক্তিরই পুণ্যফল তুল্য, মাংসত্যাগে যেরূপ ফললাভ করা যায়, মুনিজনোচিত ফলমূলাদি পবিত্র আহার-পরিহারেও সেরূপ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। 'ইহকালে যাহার মাংস আমি ভোজন করিলাম, পরলোকে সে আবার আমাকে ভক্ষণ করিবে' ইহাই মাংস শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণ বলেন,—নিহত পশুর মাংস কদাচ গ্রহণ করিতে নাই।

"পশোস্তু মার্য্যমাণস্য ন মাংসং গ্রাহয়েৎ কচিৎ।
পৃষ্ঠমাংসং গর্ভশয্যাং শুষ্কমাংসমথাপি বা॥" (ব্রহ্মপু৹)

মহাভারতে লিখিত আছে,—যে লোভের বশবর্ত্তী না হইয়া রোগার্ত্ত কিংবা অনুরুদ্ধ হইয়াও, মাংসভক্ষণে বিরত হয়, সে ব্যক্তি অনায়াসে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে।

"রোগার্ত্তোঽভ্যর্থিতো বাপি যো মাংসং নাত্যলোলুপঃ।
ফলমাপ্নোত্যযত্নেন সোঽশ্বমেধশতস্য চ॥" (মহাভারত)

নন্দিপুরাণ বলেন,—যিনি পরকে মাংসভক্ষণে নিষেধ করেন, তিনিও অমাংসাশী ব্যক্তির পুণ্যফল লাভ করিয়া থাকেন।

"যশ্চোপদেশং কুরুতে পরস্য তু মহাত্মনঃ।
মাংসস্য বর্জ্জনফলং সোঽমাংসাদফলং লভেৎ॥" (নন্দিপু৹)

ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—যে মানব রবিবার রক্তশাক কিংবা যে কোন আমিষ ভোজন করে, সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত তাহাকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ও দরিদ্র হইয়া থাকিতে হয়।

"আমিষং রক্তশাকঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে চ রবের্দিনে।
সপ্তজন্ম ভবেৎ কুষ্ঠী দরিদ্রশ্চোপজায়তে॥" (ভবিষ্যপু৹)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তি এই সকল পর্ব্বদিনে যে মানব স্ত্রী, তৈল ও মাংস সম্ভোগ করে, মরণান্তে বিমূত্র ভোজন নামক নরকে তাহার স্থান হয়।

"চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবাস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র! রবিসংক্রান্তিরেব চ॥
স্ত্রীতৈলমাসংসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।
বিমূত্রভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ॥"

(তিথ্যাদিতত্ত্বধৃত বিষ্ণুপু৹)

শ্রীমদ্ভাগবত কোন প্রকার মাংসভক্ষণেরই ব্যবস্থা দেন নাই। ভাগবত-মতে বৈধ অবৈধ সকল রকম মাংসই নিষিদ্ধ। পঞ্চমস্কন্ধে লিখিত আছে—যে সকল পুরুষেরা পুরুষমেধে যজ্ঞ করে, আর যে সকল স্ত্রীলোকেরা নর-পশুমাংস ভোজন করে, তাহাদিগের স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই মৃত্যুভবনে গিয়া যাতনা ভোগ করিতে হয়।

"যে ত্বিহ বৈ পুরুষাঃ পুরুষমেধেন যজন্তে যাশ্চ স্ত্রিয়ো নৃপশূন্ খাদন্তি, তাংশ্চ তাশ্চ তে পশব ইব নিহতা যমসদনে যাতয়ন্তো রক্ষোগণাঃ, * * * * * * * * * *।'

(ভাগবত ৫।২৬।৩১)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাংসভক্ষণের বিধিনিষেধ উভয়ই দেখা যায়। শাস্ত্রীয় নিষেধবচনাদি উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে মাংসভক্ষণের বিধিবোধক বচনাদির উল্লেখ করা যাইতেছে।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—শ্রাদ্ধোপলক্ষে দেব ও পিতৃগণের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া যদি মাংস ভক্ষণ করে, তবে সেরূপ মাংসভোজনে কোনরূপ দোষের ভাগী হইতে হয় না। কিন্তু উক্ত বিধির ব্যতিক্রম করিয়া যদি মাংসার্থ কোন পশুর হিংসা করা হয়, তবে নিজের সেই দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলে নিহত পশুর লোম-সংখ্যানুসারে অনন্তকাল নরকযাতনা ভোগ করিতে হয়।

"শ্রাদ্ধে দেবান্ পিতৄন্ প্রাচ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্।
বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ॥
সম্মিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্॥"(গরুড়পু৹ ৯৬অ৹)

কূর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—গোধা, কূর্ম্ম, শশ, খড়্গী ও শল্যক এই পঞ্চনখ মনুর মতে ভক্ষ্য। সশল্ক মৎস্য, রুরু-মৃগের মাংস এই দুইটী বস্তু দেব ব্রাহ্মণে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে পারা যায়। ময়ূর, তৈত্তির, কপোত, কপিঞ্জল, বাদ্ধীনস, বক ও নীল হংস এই সকল পক্ষিমাংস এবং মকর, সিংহতুণ্ড, পাঠীন ও রোহিত প্রভৃতি মৎস্য মাংস এই উভয়বিধ মাংসই প্রোক্ষিত হইলে ব্রাহ্মণকামনায় ভোজন করা যাইতে পারে। বৈধভাবে মাংস ভোজন করিলে তাহাতে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ বা কোন দৈবকার্য্যে নিমন্ত্রিত হইয়া মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হয়, পশুর রোমসংখ্যানুসারে ততকাল তাহার নরকে বাস হইয়া থাকে।

মাংসের ভক্ষণ ও বর্জ্জনবিষয়ে ভগবান্ মনু যে বিধান করিয়াছেন, তাহা এই ;—তাঁহার মতে প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের কামনায় আহারান্তরের অসদ্ভাবে এবং প্রাণসঙ্কট পীড়ায় যথানিয়মে মাংস ভোজন করা যাইতে পারে। প্রজাপতি জীবের আহারের জন্য স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। স্থাবর ব্রীহি যবাদি এবং জঙ্গম পশু প্রভৃতি সমস্তই প্রাণ বা জীবের আহার্য্য সামগ্রী। সুতরাং প্রাণধারণের জন্য জীব মাংস ভোজন করিতে পারে। জঙ্গম হরিণাদিও অজঙ্গম তৃণাদি আহার করিবে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি দংষ্ট্রীরা অদংষ্ট্রী হরিণ প্রভৃতিকে ভক্ষণ করিবে। এই রূপে হস্তশালী মনুষ্যেরা হস্তহীন মৎস্য প্রভৃতিকে এবং শূর-প্রকৃতি সিংহাদি ভীরুস্বভাব হস্তী প্রভৃতিকে ভক্ষণ করিবে। এইরূপই বিধাতার সৃষ্টি। প্রজাপতি ভক্ষ্য ও ভক্ষক উভয়েরই সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন। সুতরাং ভক্ষ্য প্রাণীদিগকে প্রত্যহ ভোজন করিলে কাহাকেও দোষের ভাগী হইতে হয় না। যজ্ঞনিমিত্তক যে পশুহিংসা করা হয়, তাহার মাংসভক্ষণ দৈববিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এতদ্ভিন্ন আত্মোদর-পরিপূরণের জন্য পশুহিংসা করিয়া যদি তন্মাংসভোজনে প্রবৃত্তি করা হয়, তবে সেরূপ প্রবৃত্তি রাক্ষসোচিত অনুষ্ঠান বলিয়াই কথিত। এইরূপ প্রবৃত্তিবশে বৃথামাংস ভক্ষণ করা নিতান্ত গর্হিত। ক্রয় করিয়া কিংবা স্বয়ং যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া অথবা অন্য কাহারও দ্বারা আনয়ন করিয়া যদি দেব ও পিতৃ-পুরুষ-দিগকে মাংস নিবেদনপূর্ব্বক ভক্ষণ করে, তবে সেরূপ মাংস-ভক্ষণে দোষের ভাগী হইতে হয় না। শ্রাদ্ধ কিংবা মধুপর্ক-ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া মনুষ্য যদি মাংসভোজন না করে, তবে মরণোত্তর একবিংশতি জন্ম পর্য্যন্ত তাহাকে পশু হইয়া থাকিতে হয়। বেদবিহিত মন্ত্রে যে সকল পশু প্রোক্ষণাদি-সংস্কারসম্পন্ন হয় নাই, সেরূপ পশুর মাংস ব্রাহ্মণাদির ভক্ষণ করা একেবারেই নিষিদ্ধ। ফলে মন্ত্রসংস্কৃত মাংস-ভোজনই ব্রাহ্মণাদির পক্ষে বিহিত হইয়াছে।*

মাংসভক্ষণের বিধিনিষেধের বিষয় বিবৃত করিয়া উপ-সংহারে মনু বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অধিকারানুসারে মাংসভক্ষণে কোন দোষ নাই। কারণ ভক্ষণ, পান ও মৈথু-নাদি-ব্যাপারে প্রবৃত্তিই প্রাণিগণের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। মাংস-ভক্ষণ, মদ্যপান ও স্ত্রীসম্ভোগ এই সকল ব্যাপারে প্রাণিগণ স্বভাবতঃই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তবে কথা হইতেছে, ঐ সকল ব্যাপারে প্রবৃত্তি না করাই মহাফলজনক।

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥" (মনু ৫।৫৬)

দেবীপুরাণে লিখিত হইয়াছে—অষ্টমীর দিন উপবাস করিয়া পরদিন নবমী তিথিতে মৎস্য মাংস উপহার দ্বারা নৈবেদ্য প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং তাহা ভোজন করিবে।

"অষ্টমীং সমুপোষ্যৈব নবম্যামপরেঽহনি।
মৎস্যমাংসোপহারেণ দত্ত্বা নৈবেদ্যমুত্তমম্॥
তেনৈব বিধিনান্নন্তু স্বয়ং ভুঞ্জীত নান্যথা॥" (দেবীপু°)

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—প্রাণসঙ্কটকালে, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, অথবা ব্রাহ্মণকামনায় দেব-পিতৃদিগের অর্চ্চনাপূর্ব্বক যদি প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করা হয়, তবে তাহাতে দোষদুষ্ট হইতে হয় না।

---

* "মাংসস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি বিধিং ভক্ষণবর্জ্জনে।
প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কাম্যয়া॥
যথাবিধি নিযুক্তস্তু প্রাণানামেব চাত্যয়ে॥
প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনম্॥
চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রিণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ।
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ॥
নাত্তা দুষ্যত্যদন্নাদ্যান্ প্রাণিনোঽহন্যহন্যপি।
ধাত্রৈব সৃষ্টা হ্যাদ্যাশ্চ প্রাণিনোঽত্তার এব চ॥
যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবো বিধিঃ স্মৃতঃ।
অতোঽন্যথা প্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে।
ক্রীত্বা স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরোপকৃতমেব বা॥
দেবান্ পিতৄনর্চ্চয়িত্বা খাদন্ মাংসং ন দুষ্যতি।
নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ॥
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্।
অসংস্কৃতান্ পশূন্ মন্ত্রৈর্নাদ্যাদ্বিপ্রঃ কদাচন।
মন্ত্রৈস্তু সংস্কৃতানদ্যাচ্ছাশ্বতং বিধিমাস্থিতঃ॥" (মনু ৫ অধ্যায়)

"প্রাণাত্যয়ে তথা শ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয়া।
দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্॥"(যাজ্ঞবল্ক্য০)

ধর্ম্মশাস্ত্রকার যমও ব্রাহ্মণকামনায় প্রোক্ষিত মাংস ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

"ভক্ষয়েৎ প্রোক্ষিতং মাংসং সকৃদ্‌ব্রাহ্মণকাম্যয়া।
দৈবে নিযুক্তঃ শ্রাদ্ধে বা নিয়মে চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"
(তিথিতত্ত্বধৃত যমবচন)

তন্ত্রশাস্ত্রে বৈষ্ণবাচারনির্ণয়স্থলে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। নিত্যাতন্ত্রের প্রথম পটলে লিখিত আছে—বৈষ্ণবাচারপরায়ণ ব্যক্তি মৈথুন, মৈথুনালাপ, হিংসা, নিন্দা, কৌটিল্য ও মাংসভক্ষণ পরিত্যাগ করিবেন।

"মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ।
হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনং॥"
(প্রাণতোষিণীধৃত নিত্যা০)

তন্ত্রে মাংস পঞ্চমকারের দ্বিতীয় মকাররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। [পঞ্চমকার দেখ]

তন্ত্রে লিখিত আছে—

"মাংসন্তু ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং জলখেচরভূচরম্।
ত্রিবিধং মাংসসংপ্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারণম্॥" (তন্ত্রসার)

মাংস তিন প্রকার, জলচর, ভূচর ও খেচর। এই তিন প্রকার মাংসই দেবতার প্রীতিজনক।

গোমাংস, মেষ, অশ্ব, মহিষ, গোধা, ছাগ, উষ্ট্র ও মৃগ এই সকল মাংস ভূচরমাংস। এই অষ্টবিধ ভূচর মাংসকে মহামাংস কহে।

"গোমেষাশ্বমহিষকগোধাজোষ্ট্রমৃগোদ্ভবম্।
মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারকম্॥" (তন্ত্রসার)

মাংস দ্বারা দেবীর পূজা করিতে হয়, যদি কোন গতিকে মাংস না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার প্রতিনিধি দিবারও ব্যবস্থা আছে।

মাংস-প্রতিনিধি—লবণ, আদ্রক, পিণ্যাক, তিল, গোধূম, মাষকলাই ও লশুন এই সকল দ্রব্য মাংসের অনুকল্প অর্থাৎ মাংসাভাবে এই সকল দ্রব্য দেওয়া উচিত।

"লবণাদ্রকপিণ্যাকতিলগোধূমমাষকম্।
লশুনঞ্চ মহাদেবি মাংসপ্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ॥" (তন্ত্রসার)

মাংস শোধন করিয়া ব্যবহার করা আবশ্যক। 'ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে' ইত্যাদি মন্ত্রে মাংস শোধন করিতে হয়। পঞ্চমকার-শোধনস্থলে লিখিত আছে, মদ্য ও মাংস বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। কুলকুণ্ডলিনী শক্তিই সুরা, পরম শিবই মাংস, স্বয়ং ভৈরব তাহার ভোক্তা, যে সময় শিবশক্তির যোগ হয়, সেই সময় মোক্ষমূল আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ। এই আনন্দ সাধকের দেহেই অবস্থিত। সুরা ইহার ব্যঞ্জক, এই জন্য যোগীরা সুরাপান করেন। যিনি ষট্‌চক্র ভেদ করিতে সমর্থ, যিনি পীঠস্থান সমুদয় অতিক্রমপূর্ব্বক মহাপদ্মবনে বিহার করিতে পারেন, যিনি মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ গমন করিয়া চিন্ময় পরম শিবের সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির সামরস্য সম্পাদনপূর্ব্বক সহস্রদল কমলমধ্যগত চন্দ্রমণ্ডল হইতে পীযুষধারা পান করেন, তিনিই প্রকৃত মদ্যপান করেন, অপর যে লৌকিক মদ্য তাহা পাপজনক।

যে যোগী জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা পুণ্য ও পাপরূপ পশু বলিদানপূর্ব্বক পরমব্রহ্মে চিত্ত লয় করেন, তাহারই মাংস ভক্ষণ করা হয়। অথবা যে ব্যক্তি মনঃপ্রসূত সমুদয় ইন্দ্রিয়গণকে সংযমপূর্ব্বক আত্মাতে যোজনা করেন, তিনিই প্রকৃত মাংসাশী, অপরে প্রাণিঘাতক।

"সুরা শক্তিঃ শিবো মাংসং তদ্ভোক্তা ভৈরবঃ স্বয়ম্।
তয়োরৈক্যে সমুৎপন্নে আনন্দো মোক্ষ উচ্যতে॥
আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্।
তস্যাভিব্যঞ্জকং দ্রব্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে॥
লিঙ্গত্রয়বিশেষজ্ঞঃ ষট্‌চক্রপদ্মভেদকঃ।
পীঠস্থানানি চাগত্য মহাপদ্মবনং ব্রজেৎ॥
আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃ পুনঃ।
চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তিসামরস্যমহোদয়ঃ॥
ব্যোমপঙ্কজনিস্যন্দসুধাপানরতো নরঃ।
মধুপানমিদং দেবি চেতরং মদ্যপানকম্॥
পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ।
পরে লয়ং নয়েচ্চিত্তং পলাশীতি নিগদ্যতে॥
মানসাদীন্দ্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ।
মাংসাশী স ভবেদ্দেবি ইতরে প্রাণনাশকাঃ॥" (তন্ত্রসার)

ব্যাকরণমতে—পাক শব্দ ও পচন শব্দ পরে থাকিলে মাংস শব্দের অন্ত্যলোপ হয়। যথা—

"মাংস্পচন্ত্যা উখায়াঃ।" (মহাভাষ্য)

মন—সঃ, দীর্ঘশ্চ। (পুং) ৫ কাল। ৬ কীট। ৭ বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ।

"চতুরো ভাগধী সূতে ক্রূরাম্মায়োপজীবিনঃ।
মাংসং স্বাদুকরং ক্ষৌদ্রং সৌগন্ধমিতি বিশ্রুতম্॥"
(মহা০ ১৩।৪৮।২২)

মাংসকচ্ছপ (পুং) তাল্বগত মুখরোগভেদ। (সুশ্রুত ২।১৩।১২)

মাংসকন্দী (স্ত্রী) অর্ব্বুদবিশেষ। চলিত আব।

মাংসকর্ণী (স্ত্রী) ১ বরট্যাদি কীট। ২ বক্রশুণ্ডা। (বৈদ্যক)

মাংসকাম (ত্রি) মাংসপ্রিয়, যে ব্যক্তি মাংস খাইতে ভালবাসে।

মাংসকারিন্ (ক্লী) মাংসং করোতীতি কৃ-ণিনি। রক্ত।

মাংসকীলক (পুং) স্বনামখ্যাত গুহ্যরোগবিশেষ। এই রোগকে অর্শোভেদ বলিয়াও অভিহিত করা যায়।

(বাগ্‌ভট ৩৩ অধ্যায়)

মাংসকেশিন্ (পুং) পাদরোগভেদযুক্ত অশ্ব। যে অশ্বের পদতলে কেশাকার মাংস সকল জন্মে, তাহাকে মাংসকেশী বলে।

"কেশাকারাণি মাংসানি যস্য স্যুস্তলজানি চ।

মাংসকেশীতি তং বিদ্যাৎ * * * *।" (জয় দত্ত ৩৯ অ০)

মাংসকোথ (পুং) মাংসগলন। (বাভট-উ, ২৮ অঃ)

মাংসখণ্ড (ক্লী) মাংসের টুক্‌রা।

মাংসখুর (পুং) পাদরোগবিশেষযুক্ত অশ্ব, যে অশ্বের খুরে বহু মাংস থাকে, তাহাকে মাংসখুর কহে।

"বহুমাংসখুরশ্চৈব জ্ঞেয়ো মাংসখুরো হয়ঃ।" (জয়দত্ত ৩৯ অঃ)

মাংসগজ্বর (পুং) জ্বরবিশেষ। এই জ্বর হইলে জানুর অধোভাগস্থ মাংসপিণ্ডে বেদনা, পিপাসা, উষ্মা, অন্তর্দাহ, বিক্ষেপ ও গ্লানি প্রভৃতি হইয়া থাকে।

"পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং তৃষ্ণাসৃষ্টমূত্রপুরীষতা।

উষ্মান্তর্দাহবিক্ষেপৌ গ্লানিঃ স্যান্মাংসগজ্বরে॥" (নিদান)

মাংসগ্রন্থি (পুং) মাংসজাত গ্রন্থিরোগ। (বাভট উ ২৯অঃ)

মাংসচ্ছদা (স্ত্রী) মাংসং ছাদয়তি ছদ্-ণিচ্-অচ্ হ্রস্ব, অথবা মাংস ইব ছদঃ পর্ণমস্যাঃ তদুপরি লোমোৎপত্তেরস্যাস্তথাত্বং। মাংসরোহিণী লতা। পর্য্যায়—মাংসী, মাংসরোহী, রসায়নী, সুলোমা, লোমকারিণী। (রাজনি০)

মাংসচ্ছেদ (পুং স্ত্রী) মাংসবিক্রয়ী। যাহারা মাংস কাটিয়া বিক্রয় করে।

মাংসচ্ছেদিন্ (পুং) মাংসবিক্রয়কারী জাতিবিশেষ।

মাংসজ (ক্লী) মাংসাজ্জায়তে জন-ড। দেহস্থিত মাংসজন্য মেদ। (হেম) (ত্রি) ২ মাংসজাতমাত্র।

মাংসজাতি (স্ত্রী) মৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ, বিলেশয়, মহামৃগ, জলচর ও মৎস্য প্রভৃতি অষ্টবিধ মাংসজাতি।

(পর্য্যায়মুক্তাবলী)

মাংসজাল. (ক্লী) জালবন্মাংস। চলিত মাংসঝিল্লি বা জাল। মাংসজাল, শিরাজাল স্নায়ুজাল ও অস্থিজাল ইহারা প্রত্যেকে চারিটী। ইহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও পরস্পরের ছিদ্রে মিলিত হইয়া মণিবন্ধ হইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে।

"চত্বারি মাংসজালানি, তানি মণিগুল্ফসংশ্রিতানি পরস্পর সন্নিবদ্ধানি পরস্পর-সংশ্লিষ্টানি পরস্পরগবাক্ষিতানি চেতি যৈর্গবাক্ষিতমিদং শরীরম্।" (সুশ্রুত শারীরস্থা০ ৫অঃ)

মাংসতান (পুং) কণ্ঠগত মুখরোগভেদ। গলদেশের ফুলা ক্রমে ক্রমে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া যদি গলনালী প্রায় রোধ করিয়া ফেলে এবং গলদেশের ফুলা লম্বিত হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে মাংসতান রোগ বলে, এই রোগ ত্রিদোষ হইতে জন্মে। ইহা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ও প্রাণসংহারকর।

"প্রতানবান্ যঃ শ্বয়থুঃ সুকষ্টো

গলোপরোধং কুরুতে ক্রমেণ।

স মাংসতানঃ কথিতোঽবলম্বী

প্রাণপ্রণুৎসর্ব্বকৃতো বিকারঃ॥" (সুশ্রুত নি০ ১৬অঃ)

মাংসতেজস্ (ক্লী) মাংসাৎ তেজোঽস্য, বহুব্রী। মেদ। (হেম)

মাংসদলন (পুং) মাংসং প্লীহাত্মকং দলয়তি কৃশীকরোতীতি দল-ণিচ্-ল্যু। প্লীহঘ্ন বৃক্ষ, রক্ত রোহিতক বৃক্ষ। (শব্দচ০)

মাংসদ্রাবিন্ (পুং) মাংসং দ্রাবয়তি ণিচ্-ণিনি। অম্লবেতস। (রাজনি০)

মাংসধরা (স্ত্রী) ১ তন্নামক প্রথম কলা। ২ স্থূলাপর নামক সপ্তম ত্বক্। (সুশ্রুত শারী০ ৪অঃ)

মাংসপচন (ক্লী) মাংসস্য পচনম্। মাংসপাক, ব্যাকরণমতে পচন শব্দ পরে থাকিলে মাংস শব্দের অকারের লোপ হইয়া মাংস্পচন এইরূপ পদও হয়।

মাংসপাক (পুং) ১ মাংসপাককরণ। ব্যাকরণানুসারে এই শব্দেরও মাংস্পাক এইরূপ আর একটী রূপ হইবে। ২ শূকররোগভেদ। শূকদোষজনিত ব্রণ উৎপন্ন হইলে যাহার মাংস সকল বিশীর্ণ হইয়া যায় এবং শরীরে অতিশয় বেদনা জন্মে, তাহাকে মাংসপাক ব্যাধি বলে। এই ব্যাধি ত্রিদোষ কুপিত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"শীর্য্যন্তে যত্র মাংসানি যত্র সর্ব্বাশ্চ বেদনাঃ।

বিদ্যাত্তং মাংসপাকন্তু সর্ব্বদোষকৃতং ভিষক্॥"

(সুশ্রুত নিদা০ ১৫অঃ)

মাংসপিত্ত (ক্লী) অস্থি, হাড়।

মাংসপুষ্টিকা (স্ত্রী) ভ্রমরারি পুষ্পবৃক্ষভেদ। মালবদেশে এই বৃক্ষ 'ভ্রমরারি' নামে প্রসিদ্ধ। (রাজনি০)

মাংশপেশী (স্ত্রী) মাংসস্য পেশী ৬ তৎ। গর্ভস্থাবয়বভেদ।

"ততো জজ্ঞে মাংসপেশী লোহাষ্ঠীলেব সংহতা।"

(মহাভারত ১।১১৫।১২)

প্রথমে বুদ্বুদ, তৎপরে সপ্তরাত্রে মাংসপেশী হয়। ক্রমে দুই সপ্তাহ পরে উহা রক্ত মাংসে পরিব্যাপ্ত হইয়া দৃঢ় হইতে থাকে।

"বুদ্বুদঃ সপ্তরাত্রেণ মাংসপেশী ভবেত্ততঃ।
দ্বিসপ্তাহাৎ ভবেৎ পেশী রক্তমাংসচিতা দৃঢ়া॥" (সুখবোধ)
মাংসপেশী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে। [পেশী দেখ।]

মাংসফল (পুং) তরমুজবল্লী, চলিত তরমুজ।

মাংসফলা (স্ত্রী) মাংসমিব কোমলমস্যাঃ। বার্তাকী। (রাজনি॰)

মাংসভক্ষ (পুং) মাংসং ভক্ষয়তীতি ভক্ষ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।৪) মাংসভক্ষণকর্ত্তা। মাংসং ভক্ষয়তীতি কর্ত্তরি ষণ্। ২ দানববিশেষ। (হরিব॰ ২৩২।৯)

মাংসভিক্ষা (স্ত্রী) হুতাবশেষ মাংসযাচন। "যে চার্ব্বতো মাংসভিক্ষামুপাসত" (ঋক্ ১।১৬২।১২) 'মাংসভিক্ষাং হুতশিষ্ট-মাংসযাচনাম্ (সায়ণ)

মাংসভেত্তৃ (ত্রি) মাংস-ভিদ-তৃচ্। মাংস-ভেদকারী।

মাংসময় (ত্রি) মাংস স্বরূপার্থে ময়ট্। মাংস স্বরূপ।

মাংসমাসা (স্ত্রী) মস-পরিণামে ঘঞ্, মাংসস্য পরিণামো-হস্যাঃ ৫বহুব্রী॰। মাংসপর্ণী। (রাজনি॰)

মাংসযোনি (ত্রি) রক্ত-মাংস হইতে উৎপন্ন জীব, (মনুষ্য)।
"প্রবর্ষতঃ শরব্রাতানর্জ্জুনস্য শিতান্ বহূন্।
অপ্যর্ণবা বিশুষ্যেয়ুঃ কিং পুনর্মাংসযোনয়ঃ॥"
(মহাভা॰ ৫।৫৪।১১)

মাংসরক্তা (স্ত্রী) রোহিণী। চলিত মাংসরোহিণী।
(বৈদ্যকনি॰)

মাংসরজ্জু (স্ত্রী) মাংসনিবন্ধন স্নায়ু। এই মাংসরজ্জুর সংখ্যা চারিটী। পৃষ্ঠ বংশের উভয় দিকে পেশী নিবন্ধনার্থ দুইটী এবং বাহ্যে ও অভ্যন্তরে দুইটী। "মহত্যো মাংসরজ্জবশ্চ তস্রঃ পৃষ্ঠবংশমুভয়তঃ পেশীনিবন্ধনার্থং দ্বে, বাহ্যে আভ্যন্তরে চ দ্বে।" (সুশ্রুত শারী॰ ৫ অঃ)
মাংসের যূষ, চলিত মাংসের ঝোল। ইহার গুণ—চক্ষুষ্য, বৃংহণ, প্রাণবর্দ্ধন, বৃষ্য, বাতবিনাশক এবং স্মৃতিবল ও স্বর-বর্দ্ধন। সন্ধিস্থল ভগ্ন বা বিশ্লিষ্ট হইয়া গেলে এবং কৃশ ও ব্রণাক্রান্ত হইলে ইহার ব্যবহার হিতজনক।
"রসো মাংসস্য চক্ষুষ্যো বৃংহণঃ প্রাণবর্দ্ধনঃ।
বৃষ্যো বাতবিকারঘ্নঃ স্মৃত্যোজঃ স্বরবর্দ্ধনঃ॥
ভগ্নবিশ্লিষ্টসন্ধীনাং কৃশানাং প্রাণিনাং হিতঃ।"

মাংসরস (স্ত্রী) মাংসস্য রসঃ ৬তৎ। মাংসের রস।

মাংসরুহা (হী) (স্ত্রী) মাংসরোহিণী। (রাজনি॰)

মাংসরোহা (স্ত্রী) [মাংসরুহা দেখ।]

মাংসরোহিকা (স্ত্রী) মাংসরোহিণী বিশেষ।

মাংসরোহিণী (স্ত্রী) মাংসং রোহয়তীতি রুহ-ণিচ্-ণিনি ঙীপ্, বিকল্পে গুণাভাবঃ স্বনামখ্যাত সুগন্ধ দ্রব্য। পর্য্যায়—অগ্নিরুহা, বৃত্তা, চর্ম্মকষা, বসা, বিকষা, মাংসরোহী। ইহার গুণ—বৃষ্য, সারক ও দোষত্রয়নাশক। (ভাবপ্র॰ পূঃ ১অঃ)

মাংসল (ক্লী) মাংসং তদ্বৎপুষ্টিকরো গুণোঽস্ত্যস্মিন্ বা মাংস-লচ্ (শিধ্মাদিত্যশ্চ। পা ৫।২।৯৩) কাব্যের গৌড়ী রীতির অন্তর্গত ওজোগুণের অঙ্গবিশেষ।
"ওজঃসমাসভূয়স্ত্বং মাংসলং পদডম্বরং।" (কাব্যচ॰)
অতিশয়-মাংসমস্যাস্তীতি বলবত্যর্থে লচ্। ২ বলবান্। ৩ স্থূল, পুষ্ট।
"নিম্নাশ্চ বহুরেখাঃ স্যুর্নির্দ্রব্যাশ্চিবুকৈঃ কৃশৈঃ।
মাংসলৈশ্চ ধনোপেতৈরবক্রৈরধরৈর্নৃপাঃ॥"
(গরুড়পুং ৬৬অঃ)
৫ মাংসযুক্ত। নরপতিগণের বক্ষঃস্থল উন্নত, পৃথু অকম্পন ও মাংসল হইয়া থাকে।
"হৃদয়ং সমুন্নতং পৃথু ন বেপনং মাংসলঞ্চ নৃপতীনাং।"
(বৃহৎসংহিতা) ৬৮।২৮)
৫ অতিবহুল। "হৃদ্রস্য হংসাবলিমাংসলশ্রিয়ো বলাকয়েব প্রবলা বিড়ম্বনা"। (নৈষধ ৯।২১) ৬ মাষনামক শিম্বীধান্য, চলিত মাষকলাই। (রাজনি॰)

মাংসলতা (স্ত্রী) মাংসলের ভাব, স্থূলতা, পুষ্টি।

মাংসলফলা (স্ত্রী) মাংসলং পুষ্টং ফলমস্যাঃ। ১ বার্তাকী। ২ তরমুজ। (বৈদ্যকনি॰)

মাংসলিপ্ত (ক্লী) অস্থি, হাড়। (বৈদ্যকনি॰)

মাংসবর্গ (পুং) জলচর, সজলদেশচর, গ্রামবাসী, মাংসভোজী, একশফ (এক খুরবিশিষ্ট জন্তুমাত্র) এবং জাঙ্গল, এই ছয় প্রকার মাংসবর্গ। ইহাদিগকে উত্তরোত্তর প্রধান বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা সজল-দেশবাসী প্রধান, তদপেক্ষা গ্রামবাসী প্রধান ইত্যাদি। ইহারা দুই প্রকার জাঙ্গল ও আনূপ। এতৎ সম্বন্ধে বিবরণ ভাবপ্রকাশের মাংসবর্গ ও সুশ্রুত ৪৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ২ মাংসসমূহ।

মাংসবহস্রোতস্ (ক্লী) মাংসনায়কনাড়ী। এই নাড়ীর মূল—স্নায়ু ও ত্বক্। (চরক বিমানস্থান)

মাংসবারুণী (স্ত্রী) হরিণাদি মাংস হইতে উৎপন্ন বারুণী মদ্য। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—হরিণ প্রভৃতির মাংস টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তক্রাদি দ্রব্যে নিক্ষেপান্তে ৪৮দিন পর্য্যন্ত রাখিয়া পরে তাহা হইতে ক্রমে এক একটু রস বাহির করিয়া লইতে হয়।
"এষাং মাংসন্ত কণশঃ কৃত্বা পূর্ব্বদ্রবে ন্যসেৎ।
সংস্থাপ্য মণ্ডলং পশ্চাদর্কং নিষ্কাশয়েত্ততঃ।
এবং সর্ব্বত্র মাংসস্য বারুণীকরণক্রিয়া॥" (রাবণ)

মাংসবিক্রয় (পুং) মাংস বিক্রয় করা। মাংস বেচা।

মাংসবিক্রয়িন্ (ত্রি) মাংসবিক্রয়োঽস্যাস্তীতি বা মাংস-বিক্রয়েণ জীবতীতি ইনি। আমিষবিক্রয়কর্ত্তা। পর্য্যায়,—বৈতংসিক, কৌটিক, মাংসিক, শৌনিক, কৌটকিক। দৈব ও পৈত্র কার্য্যে মাংসবিক্রয়কারীদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হয়।

"চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥" (মনু ৩।১৫২)

২ পুত্র-কন্যা-বিক্রয়কারী।

মাংসবিক্রেতৃ (ত্রি) মাংস-বিক্রয়ী।

মাংসবৃদ্ধি (স্ত্রী) মাংসস্য বৃদ্ধিঃ। ১ অর্ব্বুদ। ২ গলগণ্ড। ৩ শ্লীপদ। ৪ কোরণ্ড।

মাংসশীল (ত্রি) ১ মাংসল। ২ মাংসপ্রিয়।

মাংসসঙ্কোচ (পুং) মাংসের শঠিত ভাব। (ভাবপ্র০ বিস্ফো০চি০)

মাংসসঙ্ঘাত (পুং) তালুরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—কফদুষ্ট মাংসোচ্ছ্রয় তালুমূলে থাকিয়া যদি বেদনাবিহীন হয়, তবে তাহাকে মাংসসঙ্ঘাত নামক তালুরোগ বলে।

"দুষ্টং মাংসং শ্লেষ্মণা নীরুজঞ্চ
তাল্বন্তঃস্থং মাংসসঙ্ঘাতমাহুঃ॥"(ভাবপ্র০ মুখরোগাধিকার)

মাংসসমুদ্ভবা (স্ত্রী) বসা। (বৈদ্যকনি০)

মাংসসর্পিঃ (পুং) রাজযক্ষ্মারোগে ঘৃতৌষধ ভেদ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—বিলেশয়প্রসহ-মাংস ১২॥ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ১৬ সের। ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ জীবনীয়গণ প্রত্যেক ১ পল। এই সকল একত্র পাক করিয়া লইতে হয়। (বাভট চি০ ৫ অঃ)

মাংসসার (পুং) মাংসস্য সারঃ ৬তৎ। ১ মেদোধাতু। (রাজনি০) মাংসেষপি সারো বলমস্য বহুব্রী০। ২ স্থূলকায়, সবল ব্যক্তি। মাংসসার মানবের দেহ পরিপুষ্ট হইলে বিদ্বান্, ধনী ও সুন্দর হয়।

"উপচিতদেহো বিদ্বান্ ধনী সুরূপশ্চ মাংসসারো যঃ"
(বৃহৎস০ ৬৮।১০০)

মাংসস্নেহ (পুং) মাংসানাং স্নেহঃ ৬তৎ। মেদোধাতু। (রাজনি০) ২ বসা। (বৈদ্যকনি০)

মাংসহাসা (স্ত্রী) মাংসেন হাসঃ প্রকাশো যস্যাঃ। চর্ম্ম। (শব্দরত্না০)

মাংসাদ্ (ত্রি) মাংসমত্তীতি মাংস-অদ-ক্বিপ্। ১ মাংস-ভক্ষক। ২ রাক্ষস।

"অস্য তর্প্যন্তি মাংসাদা ভুঃ পাস্যত্যরিশোণিতম্।"
(ভট্টি০ ১৬।২৯)

মাংসাদ (ত্রি) মাংসাশী, মাংসভক্ষক। যে যাহার মাংস খায়, সে তাহার 'মাংসাদ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৫।১৫)

মাংসাদিন্ (ত্রি) মাংসাশী, মাংসভোজী। (হিলাজদীপি০)

মাংসাঙ্কুর (পুং) ১ অঙ্কুরবৎ মাংসসমূহ। ২ অর্শের বলি।

মাংসারি (পুং) অম্লবেতস। (বৈদ্যকনি০)

মাংসার্ব্বুদ (ক্লী) শুকরোগভেদ। শুকপ্রয়োগান্তর মাংস দূষিত হইয়া তাহাতে যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে মাংসার্ব্বুদ কহে। এই রোগ অসাধ্য।

"মাংসদোষেণ জানীয়াদর্ব্বুদং মাংসসম্ভবম্।"
(সুশ্রুত নি০ ১৪ অঃ)

২ অর্ব্বুদবিশেষ। ইহার লক্ষণ,—মুষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গ আহত হইলে মাংস দূষিত হইয়া শোফ জন্মে। সেই শোফ বেদনারহিত, স্নিগ্ধ, শরীরের যেরূপ বর্ণ সেইরূপ বর্ণ-বিশিষ্ট, এবং পাষাণখণ্ডবৎ কঠিন ও অবিচলিত হইলে তাহাকে মাংসার্ব্বুদ কহে। ইহা পাকে না। এই রোগ মাংসা-শীর শরীরের মাংস দূষিত হইয়া শীঘ্রই উৎপন্ন হয়। এই রোগ অসাধ্য।

"অবেদনং স্নিগ্ধমনন্যবর্ণমপাকমশ্মোপমমপ্রচাল্যম্।
প্রদুষ্টমাংসস্য নরস্য বাঢ়মেতদ্ভবেন্মাংসপরায়ণস্য॥
মাংসার্ব্বুদং ত্বেতদসাধ্যমুক্তম্ * * * (সুশ্রুত নি০ ১১অ০)

মাংসাবদা(দ)রণ (ক্লী) মাংসভেদন।

মাংসাশন (ক্লী) মাংসস্যাশনম্। মাংসভোজন, মাংসাহার।

"মাংসাশনঞ্চ নাশ্নীয়ুঃ শরীরাংশ্চ পৃথক্ ক্ষিতৌ।"
(মনু ৫।৭৩)

(ত্রি) ২ মাংসাশী, মাংসভক্ষক। ৩ রাক্ষস।

মাংসাশিন্ (ত্রি) ১ মাংসভোজী,মাংসভক্ষণশীল। ২ রাক্ষস।

মাংসাষ্টকা (স্ত্রী) মাংসেন সম্পাদ্যা অষ্টকা মাংসপ্রধানা অষ্টকা বা। গৌণচান্দ্র মাঘকৃষ্ণাষ্টমী। এই দিন মাংসোপ-করণ দ্বারা শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। অষ্টকা তিন প্রকার—অপূপাষ্টকা, মাংসাষ্টকা এবং শাকাষ্টকা। যথাক্রমে অপূপ, মাংস ও শাক এই ত্রিবিধ দ্রব্য দ্বারা উক্ত অষ্টকাত্রয় সমাহিত হয়, বলিয়া উহাদিগের ঐরূপ আখ্যা হইয়াছে। [অষ্টকা দেখ]

"আদ্যাপূপৈঃ সদা কার্য্যা মাংসৈরন্যা ভবেত্তথা।
শাকৈঃ কার্য্যা তৃতীয়া স্যাদেষ দ্রব্যগতো বিধিঃ॥" (অষ্টকাশ্রাদ্ধ)

মাংসিক (পুং) মাংসায় প্রভবতি বা মাংসেন জীবতীতি মাংস-ঠঞ্। (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) মাংসং পণ্যমস্য এই অর্থে (তদস্য পণ্যম্। পা ৪।৪।৫১) এই সূত্রানু-

সারে মাংস শব্দের উত্তর ঠক্‌, অথবা মাংসং নিযুক্তমস্মৈ দীয়তে এই অর্থে (শ্রাবণমাংসৌদনাট্টিঠন্‌। পা ৪।৪।৬৭) এই সূত্রমতে 'টিঠন্‌' প্রত্যয়েও 'মাংসিক' পদ নিষ্পন্ন হয়। মাংসবিক্রয়ী।

মাংসিকা (স্ত্রী) জটামাংসী।

মাংসিনী (স্ত্রী) মাংসবৎ পদার্থমস্ত্যস্যা ইতি মাংস-ইনি ঙীপ্‌। জটামাংসী (রাজনি০)

মাংসী (স্ত্রী) মাংসমস্ত্যস্যা ইতি মাংস-অর্শ আদিত্বাদচ্‌, ততো গৌরা০ ঙীষ্‌। ১ জটামাংসী। ২ কক্কোলী। ৩ মাংসচ্ছদা।

"নলদং নন্দিনী পেশী মাংসী কৃষ্ণজটা জটী।" (বৈদ্যকরত্না০)

৪ মুরামাংসী। ৫ চন্দনাদি তৈল। ৬ বাট্টালক। চলিত বেড়েলা। ৭ অঙ্গারক তৈল। (বাভট০ সূত্রস্থা০ ১৫ অঃ) ৮ এলাদি। ৯ মাংসরোহিণীভেদ। ১০ রুদন্তী।

মাংসীয় (ত্রি) মাংসেচ্ছু।

মাংসেপাদ্‌ (ত্রি) মাংসলপাদযুক্ত (পশু)। "ত্বষ্ট্রে মাংসপাদমালভেত পশুকামো মিথুনৌ বা এষ মাংসপাৎ" (কাঠক ১৩।৬)

মাংসেষ্টা (স্ত্রী) মাংসমিষ্টং প্রিয়মস্যাঃ বহুব্রী০। বল্গুলা।

মাংসোন্নতি (স্ত্রী) মাংসের স্ফীততা।

মাংসোপজীবিন্‌ (পুং) ১ মাংসবিক্রয়ী। ২ তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারক।

মাংসৌদন (পুং) মাংসসিদ্ধ ওদন (তণ্ডুল)। ইহার গুণ ধাতুবৃদ্ধিকর, স্নিগ্ধ ও গুরু। (বৈদ্যকনি০)

মাংসৌদনিক (ত্রি) মাংসৌদন-সম্বন্ধীয়।

মাংস্পচন (ত্রি) মাংসরন্ধনকার্য্য।

মাংস্পাক (পুং) মাংসপাক।

মাকড় (দেশজ) মাকড়সা, লূতা। (spider) [উর্ণা দেখ]

মাকড়গিলা (দেশজ) গুল্মভেদ।

মাকড়জাল (দেশজ) ১ লূতাতন্তু, মাকড়সার জাল। ২ গুল্মভেদ। (Gordonia integrifolia)

মাকড়জালা (দেশজ) তৃণভেদ।

মাকড়সা (দেশজ) লূতা।

মাকড়সারজাল (দেশজ) লূতাতন্তু।

মাকন্দ (পুং) মাতীতি মা কিপ্‌ মাঃ পরিমিতঃ সুঘটিতঃ কন্দ ইব ফলমস্য। আম্রবৃক্ষ। (মেদিনী)

"মাকন্দ কন্দ কান্তাধরধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাবদ্‌-
ভাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিষ্বগ্‌বচাংসি।"(গীতগোবিন্দ)

মাকন্দী (স্ত্রী) মাকন্দ-ঙীষ্‌। ১ আমলকী। ২ নগরভেদ। রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকট যে পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মাকন্দী একখানি।

"অবিস্থলং বৃকস্থলং মাকন্দীং বারণাবতম্‌।
অবসানঞ্চ গোবিন্দ! কঞ্চিদেবাত্র পঞ্চমম্‌॥" (ভার ৫।৭২।২৫)

৩ পীতচন্দন। (শব্দমালা) ৪ মাদ্রাণী, হিন্দী মাঙ্গনী। পর্য্যায় বহুমূলী, মাদনী, গন্ধমূলিকা; ইহার গুণ কটু, তিক্ত, মধুর, দীপন, রুচিকর, অল্পবাতকারক, পথ্য। (রাজনি০)

মাকর (ত্রি) মকর-অণ্‌। মকরসম্বন্ধীয়।

মাকরী (স্ত্রী) মকরযুক্তা পৌর্ণমাস্যত্রেতি মকর-অণ্‌ ঙীষ্‌। মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী, মাকরী সপ্তমী।* এই তিথি অতিশয় পুণ্যজনক, কোটি সূর্য্যগ্রহণে স্নান করিলে যে ফল হয়, এই তিথিযুক্ত দিনে গঙ্গাস্নান করিলে তাদৃশ ফললাভ হইয়া থাকে। স্নান অরুণোদয়কালে করিতে হয়। এই দিনে সপ্ত বদরপত্র ও সপ্ত অর্কপত্র মস্তকে করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই দিন স্নানের পর সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দান করিবে। সবদর অর্কপত্র, দূর্ব্বা, অক্ষত এবং চন্দন দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে দিতে হয়,—

"জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥" (তিথিতত্ত্ব)

অর্ঘ্য প্রদানের পর নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।

মন্ত্র যথা—"সপ্তসপ্তি বহুপ্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন।
সপ্তম্যাঞ্চ নমস্তভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥"(তিথিতত্ত্ব)

এই তিথিতে স্নান ও অর্ঘ্যাদিদানে পরলোকে পুণ্য এবং ইহলোকে আয়ু, আরোগ্য ও সম্পদ্‌ লাভ হইয়া থাকে।

---

* "সূর্য্যগ্রহণতুল্যা হি শুক্লা মাঘস্য সপ্তমী।
অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং স্নানং মহাফলম্‌॥
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তমী কোটিভাস্করা।
দদ্যাৎ স্নানার্ঘদানাভ্যামায়ুরারোগ্যসম্পদঃ॥
অরুণোদয়বেলায়াং শুক্লা মাঘস্য সপ্তমী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমাঃ॥
কোটিভাস্করা কোটিসপ্তমীতুল্যা সপ্তম্যা ভাস্করদেবতাকত্বাৎ, সূর্য্যগ্রহণ ফলং স্নানজং।
যস্মান্মন্বন্তরাদৌ তু রথমাপ দিবাকরাঃ।
মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং তস্মাৎ সা রথসপ্তমী।
অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং স্নানং মহাফলম্‌॥
অর্ঘ্যদানপরিপাটী যথা—
অর্কপত্রৈঃ সবদরৈর্দূর্ব্বাক্ষতসচন্দনৈঃ।
অষ্টাঙ্গবিধিনাচার্য্যং দদ্যাদাদিত্যতুষ্টয়ে।
অষ্টাঙ্গমর্ঘ্যমাপূর্য্য ভানোর্মূর্দ্ধ্নি নিবেদয়েৎ।" (তি.তত্ত্ব)

এই তিথিতে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে রথযাত্রা করিলে মহা-পাতক বিনষ্ট হয়।*

মাকরন্দ (ত্রি) মকরন্দ পুষ্পের নির্য্যাসসম্বন্ধীয়।

মাকরা (স্ত্রী) মরুবক বৃক্ষ। মরুয়া ফুলগাছ। (রত্নমা°)

মাকলি (পুং) ১ চন্দ্র। ২ ইন্দ্রের সারথি মাতলি।

মাকষ্টেয় (পুং) মকষ্টুর গোত্রাপত্য।

মাকাটী (দেশজ) তুলার বীজ।

মাকাট্যা, মাকাটিয়া (দেশজ) ১ অর্থগৃধ্নু। ২ নির্দ্দয়।

মাকারধ্যান (ক্লী) ঈশ্বরচিন্তার প্রকারভেদ।

মাকারপলা (দেশজ) প্রবালবিশেষ।

মাকাল (দেশজ) স্বনামপ্রসিদ্ধ লতাবিশেষ (Cucumis Colocynthis) ইহার ফলগুলি গোলাকার ও সুদৃশ্য, কিন্তু ইহার অভ্যন্তর সুবীজ বিড়ালবিষ্ঠার ন্যায়। পার্সীগণ বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে এই ফল লইয়া গৃহ সাজায়।

মাকিস্ (অব্য°) মা, নিষেধ, না। "স্তবস্তমগ্নে মাকির্নোদুরিতায়ধায়ীঃ" (ঋক্ ১।১৪৭।৫) 'মাকির্ধায়ীঃ মা স্থাপয়, দুরিতভাজনং মাকার্ষীঃ' (সায়ণ)

মাকী (স্ত্রী) নির্মাত্রী, ভূতজাতের নির্ম্মাণকর্ত্রী। "উত সূত্যে পয়োবৃধা মাকীরণস্য" (ঋক্ ৮।২।৪২) 'মাকী নির্মাত্র্যৌ ভূতজাতস্য' (সায়ণ)

মাকু (দেশজ) নাল, তুরি। তন্তুবায়গণ যাহাতে সূত্র জড়াইয়া বস্ত্রবয়নকালে টানার মধ্যে চালাইয়া পোড়েন গাথে।

মাকুন্দ (দেশজ) শুম্ফশ্মশ্রুবিহীন ব্যক্তি।

মাকুম, আসামের লখিমপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, বুড়িডিহিঙ্গ নদীর কূলে জয়পুর হইতে ১০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটী বিস্তৃত কয়লা ও কেরোসিনের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মাকুর্ত্তি, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর নীলগিরিশৈলের কুণ্ডামালার একটী শৃঙ্গ। অক্ষা° ১১°২২´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৩৩´৩০´´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৪০৩ ফিট্ উচ্চ। এই স্থান বিনোদ-বিহারের বিশেষ উপযোগী। এই শৃঙ্গের পশ্চিম পার্শ্ব সরল ও সুগভীর খাতযুক্ত দেখিয়া এখানকার তোড়ারা মনে করে যে, মনুষ্য ও মহিষের প্রেতাত্মা ঐ পথ দিয়াই যমলোকে গমন করে।

---

* "মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং দেবং শাম্বপুরং নরাঃ।
রথযাত্রাং প্রকুর্ব্বন্তি সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জ্জিতাঃ॥
গচ্ছন্তি তৎপদং শান্তং সূর্য্যমণ্ডলভেদকম্।
এতত্তে কথিতং দেবি শাম্বশাপসমুদ্ভবম্।
পাপপ্রশমনাখ্যানং মহাপাতকনাশনম্॥" (বরাহপুরাণ)

মাকুলী (পুং) সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অ°)

মাকূল্ (আরবী) ১ যথাযোগ্য। ২ নিয়মিত।

মাকোট (ক্লী) তীর্থভেদ। এখানে দাক্ষায়ণীর পূজা করিলে দেবলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

মাক্তা (দেশজ) ম্রক্ষণ শব্দের অপভ্রংশ। একত্র মিশ্রিত। ২ মিশ্রভাবে সংরক্ষিত। ৩ গৃহের বটকা শব্দের নামান্তর।

মাক্তার (দেশজ) ১ সম্পূর্ণরূপে। ২ মোট মাটে।

মাক্ষ, স্পৃহা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মাক্ষতি। লোট্ মাক্ষতু। লুঙ্ অমাংক্ষীৎ।

মাক্ষব্য (ক্লী) ১ মক্ষুর গোত্রাপত্য। ২ আচার্য্যভেদ।

মাক্ষিক (ক্লী) মক্ষিকাভিঃ কৃতং মক্ষিকা (সংজ্ঞায়াং। পা ৪।৩।১১৭) ইতি ঠক্। ১ মধু, নীলবর্ণ মধ্যম মক্ষিকাকৃত তৈলবর্ণ মধু, ইহার গুণ—ক্ষৌদ্রমধু হইতে লঘুতর, রুক্ষ, শ্রেষ্ঠ, বিশেষ শ্বাসাদিরোগে অতিপ্রশস্ত। (রাজবল্লভ)

২ ধাতুবিশেষ। হিন্দী—ধাতুমাখী। এই মাক্ষিকধাতু দ্বিবিধ—স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক, পর্য্যায়—মাক্ষীক, পীতক, ধাতুমাক্ষিক, তাপিচ্ছ, তাপ্যক, তাপ্য, তাপীত, পীতমাক্ষিক, আবর্ত্ত, মধুধাতু, ক্ষৌদ্রধাতু, মাক্ষিকধাতু, কদম্ব, চক্রনাম, অঞ্জনামক। ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত, অম্ল, কফ, ভ্রম, হৃল্লাস, মূর্চ্ছা, শ্বাস, কাস ও বিষদোষনাশক।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—স্বর্ণাদি ধাতুর এক একটী করিয়া উপধাতু আছে। তন্মধ্যে স্বর্ণ ধাতুর উপধাতু স্বর্ণমাক্ষিক। ইহার পর্য্যায়—তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তাপ্য, মাক্ষিক ধাতু ও মধুধাতু। ইহাতে স্বর্ণের কিঞ্চিৎ অংশ মিশ্রিত আছে বলিয়া উহাকে স্বর্ণমাক্ষিক কহে। এই উপধাতুতে স্বর্ণের কিছু গুণ আছে বলিয়া ইহা স্বর্ণের অভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা স্বর্ণ অপেক্ষা অপ্রধান, সুতরাং অল্প গুণবিশিষ্ট। কিন্তু স্বর্ণমাক্ষিকে মাত্র স্বর্ণের গুণ থাকে, এরূপ নহে, অন্যান্য দ্রব্যের সংশ্লেষ থাকায় অন্যান্য গুণও ইহাতে বিদ্যমান। এই ধাতু শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ইহা শোধিত হইলেই গুণদায়ক হইয়া থাকে। অশোধিত হইলে অনিষ্টফলপ্রদ হয়। শোধিতের গুণ—মধুর, তিক্তরস, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকারক এবং বস্তিবেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু ও ত্রিদোষনাশক। অশোধিতের গুণ—মন্দাগ্নিকারক, অত্যন্ত বলনাশক, বিষ্টম্ভী, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগ উৎপাদন করে।

রৌপ্যধাতুর উপধাতুর নাম রৌপ্যমাক্ষিক, ইহাতে কিঞ্চিৎ রৌপ্য থাকায় গুণ রৌপ্যের ন্যায় এবং অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত

থাকায় অন্যান্য গুণও আছে। এই ধাতুকে তারমাক্ষিকও কহে। এই মাক্ষিকও শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শোধিত রৌপ্য মাক্ষিকের গুণ—কিঞ্চিৎ তিক্তমধুররস, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক এবং পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে ইহার শোধনপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—ওলের মধ্যে মাক্ষিক ধাতু রাখিয়া গোমূত্র, কাঁজি, তৈল, গোদুগ্ধ, কদলীরস, কুলথ কলায়ের কাথ ও কোদধান্যের কাথ ইহাদের স্বেদ দিয়া ক্ষার, অম্লবর্গ, লবণপঞ্চক, তৈল ও ঘৃতের সহিত তিনবার পুট দিলে ইহা বিশুদ্ধ হয়।

প্রকারান্তর—মাক্ষিক তিনভাগ, সৈন্ধবলবণ একভাগ, জম্বীর কিংবা টাবা লেবুর রসে লৌহপাত্রে পাক করিয়া রক্তবর্ণ হইলে মাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়। (রসেন্দ্রসারস৹)

মাক্ষিকজ (ক্লী) মাক্ষিকাৎ জায়তে জন-ড। শিক্থক, মোম।

মাক্ষিকফল (পুং) মাক্ষিকবৎ মধুরং ফলং যস্য। মধুনালিকেরিক, মধু নারিকেল বৃক্ষ। (রাজনি৹)

মাক্ষিকশর্করা (স্ত্রী) মিছরির ন্যায় দানা বাঁধা চিনি। সিতাখণ্ড।

মাক্ষিকস্বামীন্ (পুং) প্রাচীন নগরভেদ। (রাজতর৹ ৪।৮৮)

মাক্ষিকশ্রেষ্ঠা (স্ত্রী) রৌপ্যমাক্ষিক। (পর্য্যায়মুক্তা৹)

মাক্ষিকান্ত (ক্লী) মাধবী মদ্য। (বৈদ্যকনি৹)

মাক্ষিকাশ্রয় (ক্লী) মাক্ষিকানামাশ্রয়ঃ অভিধানাৎ ক্লীবত্বং। শিক্থক, চলিত মোম। (রাজনি৹)

মাক্ষীক (ক্লী) মক্ষিকাভিঃ কৃতমিত্যণ্ নিপাতনাদ্দীর্ঘত্বম্। ১ মধু। (রাজনি৹) ২ ধাতুবিশেষ, মাক্ষিকধাতু।

মাক্ষীকশর্করা (স্ত্রী) মাক্ষীককৃতা শর্করা শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। সিতাখণ্ড, মধুশর্করা। (রাজনি৹)

মাক্ষীকশ্রেষ্ঠা (স্ত্রী) রৌপ্যমাক্ষিক। (পর্য্যায়মুক্তা৹)

মাক্ষীকান্ত (ক্লী) মাধবী মদ্য। (বৈদ্যকনি৹)

মাখন (দেশজ) নবনীত, ননী।

মাখনলাল, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি জাতকপদ্ধতি ও মকরন্দদীপিকা নামে জ্যোতিষ ও সিদ্ধান্তলব নামে একখানি ধর্ম্মসংগ্রহ রচনা করেন।

* **মাখনশিম** (দেশজ) শিম্বীভেদ। (Dolichos gladiatus)

মাখনি (দেশজ) ম্রক্ষণ।

মাখা (দেশজ) মর্দ্দন। যথা তেল মাখা।

মাখান (দেশজ) মর্দ্দন করা।

মাখামাখি (দেশজ) ১ পরস্পর মর্দ্দন। ২ অত্যন্ত ভাব।

মাখাল (দেশজ) লতাভেদ, মাকালফল। (Trichosanthus Palmata)

মাখালঠাকুর (দেশজ) দেবতাভেদ। জেলেরা এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

মাগধ (পুং) মগধস্য বংশস্তাপত্যং (দ্ব্যঞ্ মগধকলিঙ্গসূরমসাদণ্। পা ৪।১।১৭০) ইতি অণ্। পাণিস্বনক, বংশপরম্পরাক্রমে রাজাদিগের অগ্রে স্তুতিকারী, পর্য্যায়—মধুক, বন্দী, স্তুতিপাঠক। ২ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, মনুর মতে এই জাতি ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে। চলিত ভাট্ জাতি, রাজা ও বড়লোকদিগের স্তুতি পাঠই ইহাদিগের জীবিকা।

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥" (মনু ১০।১১)
[ভট্ট দেখ।]

মগধেষু ভবঃ অণ্। ৩ জরাসন্ধরাজ। ৪ শুক্লজীরক। ৫ মগধদেশোদ্ভব (মেদিনী) (ক্লী) ৬ পিপ্পলীমূল। ৭ সৌবর্চ্চল লবণ। (বৈদ্যকনি৹) ৮ স্থূলজীরক। (পর্য্যায়মুক্তা৹) ৯ জীরক। (রাজনি৹) (ত্রি) ১০ তদ্দেশভব, মগধদেশজাত, মগধদেশোৎপন্ন।

মাগধক (পুং) ১ স্তুতিপাঠক। ২ মগধের লোক।

মাগধপুর (ক্লী) মগধের রাজধানী, রাজগৃহ।

মাগধমাধব, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

মাগধাদেবী (স্ত্রী) রাধিকা।

"তাসান্তু মাগধা দেবী তপ্তচামীকরপ্রভা।
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা নাম্না ধাত্বর্থকারণাৎ॥"(পদ্মপু৹পাতাল ৯অ৹)

মাগধিক (পুং) মগধদেশীয়। (বৃহৎসংহিতা ১৪।৩২)

মাগধিকা (স্ত্রী) পিপ্পলী। (বৈদ্যকনি৹)

মাগধী (স্ত্রী) মাগধে জাতা মগধ-অণ্ ঙীষ্। ১ যূথিকা। ২ পিপ্পলী। ৩ ত্রুটি, চলিত গুজরাতী এলাচ। ৪ শর্করা। ৫ ভাষা-বিশেষ। সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে—রাজান্তঃপুরচারীরা মাগধী ভাষায় কথোপকথন করিবেন।

"অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাম্।"
(সাহিত্যদর্পণ ৬।১৬০) [পালি দেখ]

মাগনেসিয়া (Magnesia), ক্ষারমৃত্তিকাভেদ। এই ক্ষার মাটিতে বারাইটা (Baryta), ষ্ট্রন্সীয়া (Strontia), ও চূণ (Lime) প্রভৃতির অংশ রাসায়নিক বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। লিডিয়া রাজ্যের মাগনেসিয়া নগরে প্রথমে এই মৃত্তিকা দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া, ইহা মাগনেসিয়া নামে অভিহিত হইয়াছে।

মাগনেসিয়ম্ নামক ধাতু ভস্মতা প্রাপ্ত (Oxide) হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত হয়। সাধারণতঃ প্রচণ্ড উত্তাপে কার্ব্বণেটকে দগ্ধ করিলে মাগনেসিয়া পাওয়া যায়। দগ্ধকালে

কার্ব্বণেট জলিয়া এক প্রকার আলোক বাহির হয়। ঔষধালয় প্রভৃতিতে উহা ক্যালসিন্‌ড্ মাগনেসিয়া নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেবোরেটারিতে বিশুদ্ধ নাইট্রেটকে অগ্নিদগ্ধ করিয়াও পরিষ্কৃত মাগনেসিয়া উৎপন্ন করিতে দেখা গিয়াছে।

উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য হইতে যে মাগনেসিয়া পাওয়া যায়, তাহা শ্বেত চূর্ণ হইলেও, উহাদের ঘনত্ব পরস্পর অপেক্ষা বিভিন্ন হইয়া থাকে। অগ্নির উত্তাপে এই ভস্মের আর কোন রূপান্তর ঘটে না অথবা ইহা দ্রব হয় না। বায়ু হইতে ইহা কার্ব্বণেটাম্ল ও জল শোষণ করিয়া থাকে। জলে লিপ্ত হইবার পর উহা ক্রমশঃ তাপসহ এবং hydrate of magnesia অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। স্বভাবজ Crystallized hydrate of magnesiaতে পার্থিব ব্রুসাইট্ (brucite) মিশ্রিত থাকে। ইহা শ্বেত চূর্ণে রূপান্তরিত হইয়াও জল এবং অঙ্গারাম্লশোষণে সমর্থ। জলে ভিজাইয়া রাখিলে উহার অতি সামান্যই গলিয়া থাকে। ইহা অম্লনাশক ও বিরেচক গুণবিশিষ্ট হওয়ায় চিকিৎসকগণ অন্যান্য ঔষধের সহিত ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহাকে স্বতন্ত্র গুণবিশিষ্ট করা হইয়াছে। এলোপাথিক্ মতে—কার্ব্বণযোগে ইহা হইতে বাইকার্ব্বণেট, মনোকার্ব্বণেট ও সব্‌কার্ব্বণেট অব্ মাগনেসিয়া প্রস্তুত হয়। ইহাও অম্লনাশক এবং বিরেচক। এতদ্ভিন্ন সাইট্রিক্ এসিড্ সহযোগে ইহা হইতে যে Citrate of magnesia প্রস্তুত হয়, তাহা অম্লমধুর পানীয়রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। উহা মৃদুবিরেচক ও হৃদ্য। এইরূপে নাইট্রিক্ এসিড্ সহযোগে nitrate of magnesia, ফস্‌ফেট অব সোডা সহযোগে Phosphate or hypo-phosphate of magnesia, সিলিকেট সহযোগে Silicates ও hydrated Silicate of magnesia এবং গন্ধকসহযোগে Sulphate of Magnesia পার্থিব পদার্থে মিশ্রিতাবস্থায় উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

মাগনেসিয়াম্ (Magnesium), স্বনামপ্রসিদ্ধ ধাতব পদার্থবিশেষ। ইহা হইতেই প্রকৃত মাগনিসিয়া-ক্ষার উৎপন্ন হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সর্ হামফ্রে ডেভিস্ পটাসিয়াম ও ক্লোরাইড্ বিশ্লেষীকরণকালে এই ধাতুর অস্তিত্ব অবগত হন। ইহা রূপার ন্যায় শ্বেত, পিটিলে বাড়ে। শুষ্ক বায়ুতে রাখিলে কোনরূপ রূপান্তর ঘটে না, কিন্তু জলীয় বায়ুযুক্ত স্থানে রাখিলে উহার উপরিভাগে অত্যল্প কালমধ্যে মাগনেসিয়ার সাদা সর পড়িয়া যায়। উপযুক্ত উত্তাপে (Boiling point) ইহা হইতে hydrogen বাষ্প নির্গত হয় এবং ততোধিক উত্তাপে পুড়িয়া লাল হইলে ইহা হইতে এক প্রকার উজ্জ্বল আলোকরশ্মি বাহির হইতে থাকে। এই আলোক বিশেষ সমুজ্জ্বল হওয়ায় অগ্নিক্রীড়া-প্রদর্শনী এবং ফটোগ্রাফি-কার্য্যে ইহার প্রস্তুত ফিতা বা তার জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধিকাংশ বিষয়ে ইহা দস্তার অনুরূপ। যে সকল ধাতু সাধারণ উত্তাপে (ordinary temperature) কোনরূপ পরিবর্ত্তিত হয় না,এই জাতীয় ধাতুর মধ্যে ইহার আণবিক গুরুত্ব অনেকাংশে লঘু। অধিক উত্তাপে ইহা গলিয়া যায় এবং বায়ুর সংস্পর্শ ব্যতিরেকে ঢালা যাইতে পারে। ইহার অক্সিদই ঔষধার্থে ব্যবহারযোগ্য মাগনেসিয়া।

কার্ব্বণেট অব মাগনেসিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ হইতে Chloride of Magnesium এবং সল্‌ফেট্ অব্ মাগনেসিয়া ও সাল্‌ফাইড্ অব্ বারিয়ম্ (Sulphide of barium) সহযোগে Sulphide of Magnesium প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মাগুর (দেশজ) ১ মদগুর মৎস্য (Clarius magur) [মদগুর দেখ]

মাগুরা, বাঙ্গালার যশোর জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। মাগুরা, মহম্মদপুর ও শালিখা থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত উপবিভাগের বিচার-সদর ও জেলার একটী নগর, মুচীখালি ও নবগঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°২৯´ ২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°২৮´৫´´ পূঃ। এখানে চাউল ও চিনির বিস্তৃত কারবার আছে। পট্টপটির মাদুরের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। এখানে উৎকৃষ্ট সরিষার তৈল পাওয়া যায়। নগরাংশ দুই ভাগে বিভক্ত,—১ বাজার মাগুরা, ২ দারি মাগুরা।

মাগেলন, (ফার্দ্দিনান্দ), পর্ত্তুগালবাসী জনৈক বিখ্যাত নাবিক, তিনি জল-পথে ভূপ্রদক্ষিণ করিয়া অক্ষয় নাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া মহামতি কলম্বস যেরূপ নাবিক-জগতে শীর্ষস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনিও মাগেলন-প্রণালী অতিক্রম করিয়া ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জ আবিষ্কারপূর্ব্বক দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। মাগেলন-প্রণালী দিয়া স্বীয় অর্ণবপোতের সুগম পথ বাহির করায়,উক্ত প্রণালী তাঁহার নামেই সাধারণে পরিচিত হইয়াছে।

১৪৭০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগালের আলেম্‌টেজো প্রদেশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ৫ বৎসর কাল ভারতে কর্ম্ম করিয়া আল্‌ফন্সো আল্‌বোকার্কের সহিত মলাক্কা আক্রমণে অগ্রসর হন। মলাক্কায় আসিয়া তিনি তদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন। পর্ত্তুগালপতি ডন মানুএল তাঁহার বেতন বৃদ্ধি না করায়

তিনি রাজকার্য্যে বীতস্পৃহ হন। এই সময়ে ডন মান্থএল ভূপ্রদক্ষিণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন শুনিয়া তিনি উন্নতির আশায় গোপনে স্পেনযাত্রা করেন। স্পেনরাজ ৫ম চার্লস তৎকালে বল্লদোলিডে অবস্থান করিতেছিলেন। মাগেলন তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজা তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ ভূবেত্তা রায় ডি টলেরোর (Ruiz de Tallero) সহিত গমনের আদেশ দেন। ঐ সময় পিগাফেট প্রভৃতি বিখ্যাত নাবিকও তাঁহার সঙ্গে ছিল।

এই যাত্রায় তিনি ৫ খানি জাহাজ ও ২৩৪ জন লোক এবং খাদ্য দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে সেভিল নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রযাত্রা করেন। ২০ সেপ্টেম্বর, সানলুকার অতিক্রমপূর্ব্বক সকলে এই বিখ্যাত নাবিকের নামে পরিচিত প্রণালীর মধ্য দিয়া ২৮ শে নবেম্বর ১৫২০ খৃঃ অঃ প্রশান্ত মহাসাগরে উপনীত হন। পর বৎসর ৬ই মার্চ্চ তাঁহারা লদ্রোন্ দ্বীপে, ১৮ই সময়ে এবং ২৮ শে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সুবৃহৎ লিটেদ্বীপের সম্মুখস্থ লিমসাওয়া দ্বীপে অবতরণপূর্ব্বক তদ্দেশবাসীকে মিষ্টালাপে পরিতুষ্ট করেন। উক্ত বর্ষের ৭ই এপ্রিল তারিখে তিনি শেবুদ্বীপের একটী বন্দরে উপনীত হন। তথায় কএকদিন অবস্থানের পর তিনি ২৭শে এপ্রিল শেবুর পূর্ব্ব উপকূলস্থ মাক্তান্ দ্বীপে আইসেন। এখানকার অসভ্য অধিবাসীদিগের সহিত একটী যুদ্ধ ঘটে। ঐ যুদ্ধে মাগেলনের মৃত্যু হয়।

মাঘ (পুং) ভারতের একজন প্রধান কবি। শিশুপালবধ নামক মহাকাব্যপ্রণেতা। ইহার পিতার নাম শ্রীদত্তক সর্ব্বাশ্রয়, পিতামহের নাম সুপ্রভ দেব। সুপ্রভ শ্রীধর্ম্মদেব নামক এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। মাঘ শিশুপালবধকাব্য লিখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যজগতে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন। শিশুপালবধের ৪।২০ শ্লোক হইতে তাঁহার 'ঘণ্টামাঘ' নাম পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা ও সরস্বতীকণ্ঠাভরণ প্রভৃতি কবিতা-সংগ্রহে মাঘের কবিতাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য সিদ্ধর্ষি মাঘের জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন, এরূপ স্থলে শিশুপালবধের কবিকে ৫৩৬ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়া ধরা যায়।

২ স্বনামখ্যাত মহাকাব্য, মাঘ কবি এই গ্রন্থপ্রণয়ন করেন বলিয়া ইহা মাঘ নামে খ্যাত হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এই মহাকাব্য অত্যুজ্জ্বল-রত্নস্বরূপ, এই কাব্যসম্বন্ধে প্রাচীনদিগের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে—

"পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ কাব্যেষু মাঘঃ কবিকালিদাসঃ॥"

যেরূপ পুষ্পের মধ্যে জাতি, নগরের মধ্যে কাঞ্চী, নারীর মধ্যে রম্ভা, পুরুষের মধ্যে বিষ্ণু, নদীর মধ্যে গঙ্গা এবং রাজার মধ্যে রাম তদ্রূপ কাব্যের মধ্যে মাঘ। মহাকাব্যের মধ্যে 'মাঘ' কাব্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহাই প্রাচীনদিগের অভিপ্রায়। আরও প্রচলিত আছে—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥" (উদ্ভট)

কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব ও নৈষধের পদলালিত্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু এক মাঘে এই তিন গুণই বিদ্যমান আছে।

মঘানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী অণ্-ঙীপ্, মাঘী সাত্র মাসে পুনরণ্। ৩ বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অন্তর্গত দশম মাস। এই মাস ত্রিবিধ, মুখ্যচান্দ্র মাঘ, গৌণচান্দ্র মাঘ এবং সৌর মাঘ। মকরস্থিত রবি হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে মুখ্যচান্দ্র মাঘ কহে এবং মকরস্থিত রবিতে কৃষ্ণপ্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গৌণচান্দ্র মাঘ। মকর রাশিতে যতদিন রবি থাকেন, ততদিন সৌর মাঘ। রবির এক রাশি হইতে অন্য এক রাশিতে যাইতে প্রায় ন্যূনাধিক ত্রিশ দিন সময় লাগে। ধনুরাশি হইতে যে দিন সূর্য্য মকররাশিতে সংক্রান্ত হন, সেই দিন সৌর মাঘের প্রথম দিন, পরে সমস্ত মকররাশি ভোগ করিয়া কুম্ভরাশিতে সংক্রান্ত হইলে মকরসংক্রান্তি হয়। এই দিনই সৌর মাঘের শেষ। প্রায়ই এই মাস ২৯ বা ৩০ দিনে হইয়া থাকে, ৩০ দিনের অধিক হয় না। (মলমা০)

মাঘকৃত্য সম্বন্ধে কৃত্যতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে,— এই মাস অতিশয় পুণ্য মাস। ইহাতে সকলেরই প্রাতঃস্নান কর্ত্তব্য। এই মাসে অরুণোদয় কালে গঙ্গাস্নান করিলে স্বর্গভোগ হইয়া থাকে।

"স্বর্গলোকে চিরং বাসো যেষাং মনসি বর্ত্ততে।
যত্র ক্কাপি জলে তৈস্তু স্নাতব্যং মৃগভাস্করে॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

সংক্রান্তির দিন সঙ্কল্প করিয়া প্রতিদিন স্নান করিবে। সংকল্প এক মাসের অথবা প্রতিদিনের জন্য করা যাইতে পারে। যাঁহাদের গঙ্গাতীরে বাস, তাঁহারা প্রত্যহ অরুণোদয় কালে গঙ্গাস্নান করিবেন। যাঁহাদের নিকটে গঙ্গা নাই, অন্য নদী আছে, তাঁহারা তাহাতেই স্নান করিবেন। ফলতঃ সকলেরই মাঘমাসে অরুণোদয়কালে স্নান অবশ্যকর্ত্তব্য।

কৃত্যতত্ত্বে সঙ্কল্পের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—অরুণোদয়-কালে জলে মজ্জন করিয়া উত্তরাভিমুখে আচমনের পর সঙ্কল্প করিবে। কুশতিলাদি লইয়া "ওঁমদ্য মাঘে মাসি অমুক-

তিথাবারভ্য মকরস্থরবিং যাবৎ প্রত্যহং অমুকগোত্রঃ অমুক-দেবশর্ম্মা স্বর্গলোকে চিরকালবাসকামঃ বিষ্ণুপ্রীতিকামো বা প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে" (কৃত্যতত্ত্ব) এইরূপে সংকল্প করিবে।

গঙ্গায় স্নান করিতে হইলে সংকল্প এইরূপ—পূর্ব্বোক্তরূপে নামাদি বলিয়া—"প্রতিদিনসহস্রসুবর্ণদানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তি-কামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা মাঘমাসং যাবৎ প্রত্যহং গঙ্গায়াং প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে" (কৃত্যতত্ত্ব) যাঁহাদের স্নানের বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাঁহারা প্রতিদিন সংকল্প করিয়া স্নান করিতে পারেন। ফলতঃ স্নান সংকল্প করিয়া করিতে হইবে, নচেৎ তাহা বৃথা। মন্ত্র যথা—

"ওঁং দুঃখদারিদ্রনাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ।
প্রাতঃস্নানং করোম্যদ্য মাঘে পাপপ্রণাশনম্॥
মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুতমাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

স্নানের পর কৃষ্ণাদির নাম স্মরণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িতে হইবে,—

"ওঁং দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোঽস্তু তে।
পরিপূর্ণং কুরুষেদং মাঘস্নানং মহাব্রতম্॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

গঙ্গাদি তীর্থে স্নান করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িতে হয়।

"ওঁ মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেব মাধব।
তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে॥"

পরে পূর্ব্বোক্ত'ওঁং দুঃখদারিদ্রনাশায়'ইত্যাদি মন্ত্রপাঠও বিধেয়।

বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত অপর সকলের এই মাঘস্নান অবশ্যকর্ত্তব্য।

মাঘমাসে মূলক-ভক্ষণ নিষেধ। ইহা সৌর ও চান্দ্র উভয় পক্ষেই জানিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, সৌর মাসে ইহা নিষিদ্ধ, চান্দ্র মাসে নহে, কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় তাহা নহে, সৌর ও চান্দ্র উভয় মাসেই মূলকভোজন নিষিদ্ধ। যদি কেহ ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার মদিরাপানের ন্যায় পাতক হয়।

মাঘমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ছাগ মাংস দ্বারা পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মাংসের অভাবে পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান আবশ্যক। ফলতঃ এই শ্রাদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য। মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নাম রটন্তী চতুর্দ্দশী, এই দিনও অরুণোদয় কালে স্নান আরও বিশেষ পুণ্যজনক। এই দিনে স্নান করিয়া চতুর্দ্দশ যমের উদ্দেশে তর্পণ করা আবশ্যক।

[রটন্তী দেখ]

শ্রীপঞ্চমী—চান্দ্র মাঘের শুক্লা পঞ্চমীকে শ্রীপঞ্চমী কহে। এই দিনে সরস্বতী লেখনী ও মস্যাধারপ্রভৃতির পূজা করিতে হয়, যাঁহারা ষষ্টপঞ্চমীর ব্রত করেন, তাঁহারাও এই দিনে ব্রতারম্ভ করিবেন। [সরস্বতী পূজা ও পঞ্চমী দেখ]

মাঘসপ্তমী—চান্দ্রমাঘের শুক্লা সপ্তমী তিথির নাম মাঘ-সপ্তমী। এই তিথি অরুণোদয় কাল পাইলে তাহাতে তিথি-কৃত্য হইয়া থাকে। এই তিথি যদি উভয় দিনই অরুণোদয় কাল প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব দিনে হইবে। "তত্র উভয় দিনে অরুণোদয়কালে সপ্তমীলাভে পূর্ব্বদিনে। একদিনে তল্লাভে তদ্দিনে" (কৃত্যতত্ত্ব) এই তিথিকে মাকরী সপ্তমীও কহে। এই দিন অরুণোদয়কালে গঙ্গাস্নানে সংকল্পের একটু বিশেষ আছে। যথা—

"ওঁম্ অদ্যেত্যাদি সূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নান-জন্য-ফল-সমফলপ্রাপ্তিকাম আয়ুরারোগ্যসম্পৎকামো বারুণোদয়বেলায়াং স্নানমহং করিষ্যে" (কৃত্যতত্ত্ব)

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সপ্ত বদর ও সপ্ত অর্কপত্র মস্তকের উপর রাখিয়া স্নান করিবে। শূদ্রগণ এই দিন তুষ্ণীম্ভাবে স্নান করিয়া অর্ঘ্য-মন্ত্র ও প্রণাম-মন্ত্র পাঠ করিবে।

"শূদ্রেণাপি স্নানে তুষ্ণীংবিধানাৎ স্নানমন্ত্রং বিনা অর্ঘ্য-প্রণামমন্ত্রাঃ পাঠ্যাঃ" (কৃত্যতত্ত্ব) [মাকরী দেখ]

এই সপ্তমী তিথিতে বিধান-সপ্তমী-ব্রত করিতে হয়।

[ইহার বিশেষ বিবরণ বিধান-সপ্তমী দেখ।]

আরোগ্যসপ্তমীব্রত—এই সপ্তমী তিথিতে আরোগ্য-ব্রত বিহিত হইয়াছে। আরোগ্য-কামনায় এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে আরোগ্যসপ্তমী কহে। এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়। মাঘী সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় এই সপ্তমীর দিন এই ব্রত উদ্যাপন করা বিধি। প্রতি মাসের শুক্লাসপ্তমীতে এই ব্রত কর্ত্তব্য। "আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ" ভগবান্ সূর্য্যের নিকট আরোগ্য কামনা করিতে হয়। এইজন্য ইহা সূর্য্যব্রত নামে খ্যাত। নিম্নোক্ত রূপে এই ব্রতের সংকল্প করিতে হয়।

সংকল্প যথা—

"মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথাবারভ্য ঐহিকারোগ্য ধনধান্যপারলৌকিকশুভস্থান-প্রাপ্তিকামঃ সংবৎসরং যাবৎ আরোগ্যসপ্তমীব্রতমহং করিষ্যে" (কৃত্যতত্ত্ব)

এইরূপে সংকল্প করিয়া শালগ্রাম-শিলা বা ঘটাদি স্থাপন-পূর্ব্বক নিম্নোক্তমন্ত্রে শ্রীসূর্য্যের তিনবার পূজা করিতে হইবে।

পূজামন্ত্র যথা—

"আদিত্য ভাস্কররবর ভানো সূর্য্য দিবাকর।
প্রভাকর নমস্তেঽস্তু রোগাদস্মাদ্বিমোচয়॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

ভীষ্মাষ্টমী—চান্দ্রমাসের শুক্লা অষ্টমীর নাম ভীষ্মাষ্টমী,

এই দিন পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া ভীষ্মকে তর্পণ করিতে হইবে। এই তর্পণ সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

চান্দ্রমাসের শুক্লা একাদশীর নাম ভীম-একাদশী। বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত সকলেরই এই একাদশীর উপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য। মাঘমাসের পূর্ণিমা যুগাদ্যা। [মাঘী দেখ]

মাঘমাসে জন্মগ্রহণ করিলে মানব বিদ্বান্, স্বকুলপ্রধান, সদাচারসম্পন্ন, প্রবীণ, বিষয়বিরক্ত ও যোগরত হইয়া থাকে।

"বিদ্যাবিনীতঃ স্বকুলপ্রধানঃ সদা সদাচারযুতঃ প্রধানঃ।
যোগানুরক্তো বিষয়েষ্বসক্তো মাঘেহথ মাসে মঘবানিবেশঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

পদ্মপুরাণে মাঘস্নানের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে—

"ব্রতদানৈস্তপোভিশ্চ ন তথা প্রীয়তে হরিঃ।
মাঘমজ্জনমাত্রেণ যথা প্রীণাতি কেশবঃ॥
ন সমং বিদ্যতে কিঞ্চিৎ তেজঃ সৌরেণ তেজসা।
তদ্বৎ স্নানেন মাঘস্য ন সমাঃ ক্রতুজাঃ ক্রিয়াঃ॥"
(পদ্মপুরাণ উত্তরখ° ৪ অ°)

মাঘমাসে প্রাতঃস্নানে বিষ্ণু যেরূপ প্রীতি হন, ব্রত, দান ও তপস্যাদি দ্বারা তাঁহার তাদৃশ প্রীত উৎপাদন করা যায় না। যেরূপ সৌর তেজের সহিত জগতের কোনও তেজের তুলনা হয় না, সেই প্রকার যজ্ঞাদি কোন কার্য্যই মাঘ-স্নানের তুল্য নহে।

মাঘচৈতন্য (পুং) কল্পলতা নামক গ্রন্থের অষ্টম ভাগপ্রণেতা।

মাঘপাক্ষিক (ত্রি) মাঘমাসের পক্ষসম্বন্ধীয়।

মাঘমা (স্ত্রী) কর্কট। (বৈদ্যকনি°)

মাঘবতী (স্ত্রী) মঘবান্ দেবতাঽস্যাঃ যদ্বা মঘবত ইয়মিতি মঘবৎ-অণ্ (মঘবা বহুলম্। প ৬।৪।১২৮) ইতি ত্রাদেশঃ ঙীপ্। পূর্ব্বদিক্। (রাজনি°)

মাঘবন (ক্লী) মঘবত ইদং ষ্ণ, বা মঘবন্-অণ্ (মঘবা বহুলং। পা ৬।৪।১২৮) ইতি বিকল্পান্ন ত্রাদেশঃ। ১ ইন্দ্রসম্বন্ধি বস্তু। (ত্রি) ২ ইন্দ্রসম্বন্ধীয়।

"স্ফুরদংশুজালমথ শীতরুচঃ ককুভং সমস্কুরুত মাঘবনীম্।"
(শিশুপালবধ ৯।২৫)

মাঘী (স্ত্রী) মঘয়া যুক্তঃ কালঃ অস্যামিতি মঘা (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪।২।৩) ইত্যণ্ ঙীপ্। মঘাযুক্তা পৌর্ণমাসী, মাঘীপূর্ণিমা। মাঘমাসের পূর্ণিমার দিন মঘা নক্ষত্রের যোগ হয়, এইজন্য ঐ পূর্ণিমাকে মাঘীপূর্ণিমা কহে। এই তিথি কলি-যুগাদ্যা। মাঘী পূর্ণিমার দিন প্রথম কলিযুগ প্রবৃত্ত হয়।

"অথ ভাদ্রপদে কৃষ্ণে ত্রয়োদশ্যাস্তু দ্বাপরম্।
মাঘে চ পৌর্ণমাস্যাং বৈ ঘোরং কলিযুগং স্মৃতম্॥" (মলমাসতত্ত্ব)

এই তিথিতে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনন্ত ফল হয়। এই দিনে তীর্থস্নান ও দানাদি অবশ্য কর্ত্তব্য।

"শতমিন্দুক্ষয়ে পুণ্যং সহস্রন্তু দিনক্ষয়ে।
বিষুবে শতসাহস্রমাকামাবৈষ্বনন্তকম্॥
আ কা মা বৈষু—আষাঢ়ী কার্ত্তিকী মাঘীবৈশাখীষু"(রঘুনন্দন)

এই পূর্ণিমা তিথিতে পার্ব্বণ-বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। অতএব সকলেরই এই তিথিতে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক।

"পৌর্ণমাসী তথা মাঘী শ্রাবণী চ নরোত্তম।
প্রৌষ্ঠপদ্যামতীতায়াং তথা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ॥"
(মলমাসতত্ত্ব)

মাঘী পূর্ণিমার দিন যদি মঘা নক্ষত্রের যোগ না হয়, এবং সিংহ রাশিতে যদি বৃহস্পতি থাকে, তাহা হইলে এই গুরু নিষ্ফল। ইহা অকাল প্রতিপ্রসব সম্বন্ধে জানিতে হইবে।

"মাঘ্যাং যদি মঘা নাস্তি সিংহে গুরুরকারণম্।" (মলমা°)

হারীত, গর্গ প্রভৃতি মুনিগণ বলেন, মাঘমাসে বৃহস্পতি যদি সিংহরাশিতে থাকেন, তাহা হইলে অকাল হয়; সুতরাং উহাতে বিবাহাদি কর্ম্ম নিষিদ্ধ। ইহাতে একটু বিশেষ এই যে, মাঘা অর্থাৎ মাঘমাসের পূর্ণিমা তিথিতে যদি মঘা নক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলেই নিষিদ্ধ, নচেৎ নহে। এই জন্যই পূর্ব্বে "সিংহে গুরুরকারণং" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"গুরৌ হরিস্থে ন বিবাহমাহুর্হারীতগর্গপ্রমুখা মুনীন্দ্রাঃ।
যদা ন মাঘী মঘসংযুতা স্যাৎ তদা চ কন্যোদ্বহনং বদন্তি॥"

মাঘোন (ত্রি) মঘবন্-অণ্। ১ ইন্দ্রসম্বন্ধী।

"মাঘোনে যজ্ঞং জনয়ন্ত সূরয়ঃ" (ঋক্ ১০।৬৬।২)

'মাঘোনে মঘবত ইন্দ্রস্য সম্বন্ধিনি মরুদ্গণে' (সায়ণ)

(স্ত্রী) মঘবান্ দেবতাঽস্যাঃ মাঘোন ইয়মিতি বা মঘবন্-অণ্ ঙীপ্। মাঘোনী—পূর্ব্বদিক্, ইন্দ্রসম্বন্ধিদিক্, ইন্দ্র এই দিকের অধিপতি, এইজন্য ইহার নাম মাঘোনী।

মাঘ্য (ক্লী) মাঘে জাতমিতি মাঘঃ (তত্র জাতঃ। পা ৪।৩।২৫) ইতি যৎ। কুন্দপুষ্প। (অমর)

মাঙ্কাপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের উণাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর। মানকেবলখাসনামক জনৈক বাঙ্গী-সর্দ্দার-কর্ত্তৃক ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে এই নগর স্থাপিত হয়।

মাঙ্গ, দাক্ষিণাত্যবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। আহ্মদনগর জেলায় ইহাদের মধ্যে চপলসাড়ে, গারুড়ী, হোলার, জিরাইত, খাস'মাঙ্গ ও থোকরফোড়ে প্রভৃতি কয়েকটী থাক দৃষ্ট হয়। বেলগাম্ জেলায় মাদিগেরু, মোচি মাদিগেরু ও মাঙ্গরৌত

নামেও কয়েকটী স্বতন্ত্র থাক আছে; ঐ শ্রেণিমধ্যগত ব্যক্তি-বর্গের অবলম্বনীয় কার্য্যকলাপের তারতম্যানুসারে ইহাদের মধ্যেও সমাজগত পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে।

খোকর-কোড়েগণ কাহারও সহিত একত্র আহারাদি করে না বা অপর শ্রেণীর মধ্যে আপনাদের পুত্রকন্যার বিবাহ দেয় না। অন্যান্য শ্রেণীর এক পদবীবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেও বিবাহাদি প্রচলিত নাই। সকলেই মরাঠী ভাষায় কথা কয়। বৃহিরোবা,খণ্ডোবা, মহামারী ও মহসোবা ইহাদের কুলদেবতা।

ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কৃষ্ণবর্ণ। আকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে সহজেই ইহাদিগকে কুণবি ও মালি হইতে পৃথক্ শ্রেণীর বলিয়া মনে হয়। ইহারা মহার জাতি হইতে আপনাদের উৎপত্তি কল্পনা করে। প্রবাদ,—জম্বু ঋষিনামক জনৈক ঋষির একজন মহার ভৃত্য ছিল। সে ঋষির প্রতি-পালিত গাভীগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। একদিন ঐ ভৃত্য প্রভুর গাভীদল বনে চরাইতে যায়। বনমধ্যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া সে স্বীয় প্রভুর একটী গাভীকে হননপূর্ব্বক তন্মাংস ভক্ষণ করে। তাহার এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য ঋষি মাঙ্গ (নিষ্ঠুর) বলিয়া অভিসম্পাত করেন। তদবধি তাহার বংশধরগণ 'মাঙ্গ' নামে পরিচিত হয়। গোরু ব্যতীত ইহারা সকল পশুমাংসই ভোজন করে। মৃত জীবমাংস ভক্ষণেও ইহাদের আগ্রহ দেখা যায়। মদ, ভাঙ্গ, গাঁজা, তামাকু প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবনে ইহারা বিশেষ পটু। নিরন্তর মাদকাদি সেবন জন্য ইহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ উদ্ধত, নিষ্ঠুর ও প্রতি-হিংসাপরায়ণ। ভদ্রতা কাহাকে বলে, তাহা ইহারা শিক্ষা করে নাই।

ইহারা স্বভাবতঃ অলসপ্রকৃতির হইলেও স্ব স্ব জীবিকা-নির্ব্বাহে সকলেই সমর্থ। ভিক্ষা, কৃষি, দৌত্য (পত্রবাহন) প্রভৃতি কার্য্যে ইহারা প্রধানতঃ ব্যাপৃত থাকে। খুনী আসামীকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিতে,—দাক্ষিণাত্যে একমাত্র মাঙ্গ জাতিকেই দেখা যায়। হোলার মাঙ্গগণ সঙ্গীতাদি এবং গারুড়ীগণ ভোজবিদ্যা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। মাঙ্গরৌতগণ চর্ম্ম হইতে রজ্জু প্রস্তুত ও জুতাশেলাই করিয়া এবং বাঁশের টুক্‌রী বুনিয়া কালাতিপাত করে।

ইহারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং 'অন্ত্যজ' বলিয়া পরিচিত। ইহারা মানসিক করিয়া হিন্দু দেবদেবীর পূজা দিয়া থাকে। শুক্লপক্ষীয় একাদশী, শিবরাত্রি এবং শ্রাবণ মাসের সোমবার ও শনিবারে ইহারা উপবাস করে। বিসূচিকার প্রাবল্য হইলে ইহারা মরিয়াই দেবীর পূজা দিয়া থাকে। কিন্তু দেবমন্দিরে কেহ প্রবেশ করিতে পায় না দূরে দাঁড়াইয়া দেবমূর্ত্তি দর্শনে করে ও পুরোহিতের হস্তে পূজা দেয়। দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা বিবাহাদি কর্ম্মে ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। দেশে বিসূচিকা ও মহামারী উপস্থিত হইলে ইহারা মুখে সিন্দুর মাখিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। রমণীগণের বিশ্বাস, ঐরূপ সিন্দুরলিপ্ত মুখ দর্শন করিয়া প্রচুর ভিক্ষা না দিলে, ইহারা বিসূচিকা দেবীকে আহ্বান করিয়া দেশ ছারখার করিয়া দিবে। কারণ, দক্ষিণ ভারতে ইহারাই এক মাত্র ওলাবিবির উপাসক।

মাঙ্গেরা ডাইনে বা ভূতে পাওয়া এবং ভবিষ্যদ্বাক্যে বিশ্বাস রাখে না। শনির দৃষ্টি জন্য অবস্থান্তর ঘটিলে এই জাতির একজনকে আনিয়া গৃহে ভোজন করাইলে গ্রহকোপ নিবারিত হয়। ওলাউঠার সময় গ্রামবাসিগণ ইহাদিগকে ডাকাইয়া গ্রামের সীমান্তে মহামারী-দেবীর পূজা দেয়। গ্রামের সীমান্তে এক খণ্ড প্রস্তরে সিন্দুর লেপন করিয়া দেবীমূর্ত্তি গঠিত হইয়া থাকে।

সূতিকাগৃহে পাঁচ দিনের দিন ইহারা ষট্‌বাই দেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করে। মূর্ত্তির অভাবে কখন কখন এক-খানি টুলের উপর পাঁচখানি প্রস্তর স্থাপন করিয়া দেবীর পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। দ্বাদশাহে অশৌচান্ত হইলে ইহাদের প্রসূতি সূতিকাগৃহ হইতে বাহিরে আইসে। ঐ দিন ব্রাহ্মণ আসিয়া জাতবালকের নামকরণ করে।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রশস্ত নহে। সাধারণতঃ পাত্রের ২৫ বৎসরে ও বালিকা বয়স্থা হইলে বিবাহ হয়। বিবাহের সময় বর ও কন্যাকে দুইটী ঝুড়িতে পরস্পরের সম্মুখীন ভাবে দাঁড় করাইয়া তাহাদের মধ্যস্থলে একখানি দরমার বেড়া দেওয়া হয়। পুরোহিত ঐ সময় দূরে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে। পরে হরিদ্রারঞ্জিত চাউল উভয়কে ছুঁড়িয়া মারিলে ঐ বেড়া সরাইয়া লওয়া হয়। তদবধি উভয়ে পতিপত্নীরূপে গণ্য হইয়া থাকে। তৎপরে উভয় পক্ষের ভোজ। বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহে তাহাদের কোন বিধিনিষেধ নাই। তাহারা শব গোর দেয় এবং ১৩শ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করে। ঐ দিন মৃতের পুত্র বা পিণ্ডাধিকারী কোন ব্যক্তি জ্ঞাতিবর্গকে সঙ্গে লইয়া সমাধি স্থানে উপনীত হয়। সেখানে ক্ষৌরাদি কর্ম্ম সমাপনান্তে পিণ্ডাধিকারী ১৩খানি দ্রোণ (পাত্রবিশেষ) সমাধি-সম্মুখে স্থাপন করিয়া তদুপরি জল ঢালিয়া চলিয়া আইসে ও মহাসমারোহে জ্ঞাতিভোজ সম্পন্ন করে। মেহতরগণ ইহাদের দলপতি।

মাঙ্গন (দেশজ) যাচন, ভিক্ষাকরণ। জমীদারগণ প্রজাদিগের

নিকট হইতে খাজনার অতিরিক্ত যে টাকা আদায় করেন, তাহাকেও মাঙ্গন কহে। শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি কর্ম্মোপলক্ষে ইহা প্রজাদিগের উপর ধরা হইয়া থাকে।

মাঙ্গন্তোড়িয়া (দেশজ) ভিক্ষুক, যাহারা মাঙ্গিয়া খায়।

মাণ্ডূকব্য (পুং) মণ্ডূকর গোত্রাপত্য।

মাঙ্গল (স্ত্রী) ১ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশে মঙ্গলজনক স্তুতিমন্ত্র।

মাঙ্গল, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীন একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ১২ বর্গমাইল। পূর্ব্বে কহলুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গোর্খাগণ এখান হইতে বিতাড়িত হইবার পর, এই রাজ্য স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত হয়। এখানকার সর্দ্দার জিতসিংহ অত্রিবংশীয় রাজপুত। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মারবাড় হইতে এখানে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন।

মাঙ্গলি (পুং) ধর্ম্মাচার্য্যভেদ।

মাঙ্গলিক (ত্রি) মঙ্গলজনক শুভানুষ্ঠান সম্বন্ধীয়।

মাঙ্গলিকা (স্ত্রী) দশকুমার চরিত বর্ণিত নায়িকাভেদ।

মাঙ্গল্য (ত্রি) মঙ্গলায় হিত-মিতি মঙ্গল-ষ্যঞ্। শুভজনক, মঙ্গলকর, মঙ্গলজনক।

"মাঙ্গল্যেষু বিবাহেষু কন্যাসংবরণেষু চ।
দশমাসাঃ প্রশস্তস্তে চৈত্রপৌষবিবর্জ্জিতাঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

মঙ্গলস্য ভাবঃ (মঙ্গতেরলচ্। উণ্ ৫।৭০) ইত্যস্য বৃত্তৌ 'ভাবে ষ্যঞি মাঙ্গল্যম্' ইতি ষ্যঞ্। ২ মঙ্গলের ভাব।

মাঙ্গল্যকায়া (স্ত্রী) ১ দূর্ব্বা। ২ হরিদ্রা। ৩ ঋদ্ধি। ৪ মাষপর্ণী। ৫ গোরোচনা। ৬ হরীতকী। (বৈদ্যকনি°)

মাঙ্গল্যকুসুমা (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী। (বৈদ্যকনি°)

মাঙ্গল্যপ্রবরা (স্ত্রী) বচা, বচ। (বৈদ্যকনি°)

মাঙ্গল্যা (স্ত্রী) ১ গোরোচনা। ২ শমীবৃক্ষ। ৩ জীবন্তী।

মাঙ্গল্যাগুরু (পুং) অগুরুভেদ, ইহা কেদারক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। ইহার গুণ—শীতল, সুগন্ধ, যোগবাহ ও শ্রেষ্ঠ। (রাজনি°)

মাঙ্গল্যার্হা (স্ত্রী) মাঙ্গল্যস্য অর্হা। ত্রায়মাণা লতা। (রাজনি°)

মাঙ্গা (দেশজ) ভিক্ষা করা, চাইয়া লওয়া।

মাঙ্গানিজ (Manganese), খনিজ পদার্থবিশেষ। রসায়নশাস্ত্রে ইহা অধাতু (non-metal) বলিয়া গৃহীত। প্রায় সকল খনিতেই ইহা কাল অক্সিদের Black oxide আকারে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ শ্বেতাভধূসর বর্ণের ক্ষণভঙ্গুর ও কঠিন হইয়া থাকে। এমন কি, ইস্পাতের উপর ইহা দ্বারা আঁচড় কাটিলে দাগ পড়িয়া যায়। ইহাতে সামান্য চুম্বকাকর্ষণীশক্তি আছে। একমাত্র সাদা আলোয় ইহা গলিতে দেখা গিয়াছে। অধিকক্ষণ অনাবৃত স্থানে রাখিয়া দিলে, বায়ুসংস্পর্শে ইহা অক্সিডাইজড্ হয়। উল্কাপ্রস্তরসংশ্লিষ্ট লৌহে অধিক পরিমাণে এই পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আণবিক গুরুত্ব ৫৫ ও আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮·১৩। অত্যধিক উত্তাপে কার্ব্বণসহযোগে উক্ত প্রস্তরজ লৌহের সার্দ্ধ অক্সিদ্ বিদূরিত করিলে এই পদার্থ পাওয়া যায়। অন্য কোন রূপে প্রকৃত মাঙ্গানিজ লাভের উপায় নাই। লৌহের সহিত মিশ্রণে ইহা উক্ত ধাতুকে অতিশয় দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতাগুণযুক্ত করে। কাচ ও এনামেল রং করিবার জন্য ইহার অধিক ব্যবহার দেখা যায়।

কার্ব্বণযোগে ইহা হইতে Carbonate of magnesia ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও ব্লাক-অক্সিদযোগে Chlorides of Manganese উৎপন্ন হয়। ইহা Proto-chloride, per-chloride ও sesquichloride ভেদে তিন প্রকার। এতদ্ভিন্ন Protoxide, sesquioxide, binoxide, peroxide, manganic acid ও permanganic acid এবং Sulphate of manganese ও Sulphides of Manganese প্রভৃতি বিভিন্ন মিশ্র-পদার্থ ইহার সহযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উপরোক্ত বিভিন্ন পদার্থ সমূহের গুণও স্বতন্ত্র।

মাঙ্গুষ (পুং) মঙ্গুষের গোত্রাপত্য।

মাচ (পুং) মা অঞ্চতীতি অনচ্ ক। পন্থা, পথ। (শব্দরত্না°)

মাচল (পুং) মা চলতি ভোগমদত্বাদচিরেণৈব স্থানং ন মুঞ্চতীতি চল-অচ্। ১ গ্রহ। ২ রোগ। মা চলতি স্বচ্ছন্দং ন প্রসরতীতি চল্-অচ্। ৩ বন্দী। ৪ চৌর। (শব্দরত্না°)

মাচা (দেশজ মঞ্চশব্দের অপভ্রংশ) মঞ্চ, বংশরচিত উচ্চস্থান। দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য ইহা ঘরের মধ্যে বংশ বা কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।

মাচাকীয় (পুং) জনৈক বৈয়াকরণ।

মাচিকা (স্ত্রী) মা অঞ্চতি ক্ষতাদিকং ত্যক্ত্বা ন গচ্ছতীতি অনচ্ ক, ততঃ কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ১ মক্ষিকা। (ত্রিকা°) ২ অম্বষ্ঠা। (রাজনি°) ৩ পাঠা, চলিত আকনাদি। ৪ আম্রাতক বৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

মাচিয়া (দেশজ) মৎস্যবিক্রয়ী।

মাচির (অব্য°) মা চিরঃ। শীঘ্র।

"অথাব্রবীৎ তদা মৎস্যস্তানৃষীন্ প্রহসন্ শনৈঃ।
অস্মিন্ হিমবতঃ শৃঙ্গে নাবং বধ্নীত মা চিরম্॥"
(ভারত বনপ° মৎস্যোপা°)

মাচী (স্ত্রী) কাকমাচী পক্ষ, চলিত গুড়কামাই। (বৈদ্যকনি°)

মাচীক (স্ত্রী) দেবদারু। (রত্নমালা)
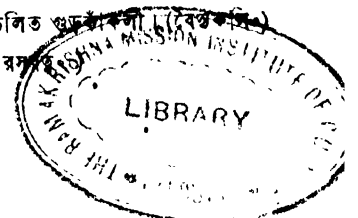
মাচীপত্র (স্ত্রী) সুরপর্ণ নামক পত্রশাক।

মাছি (দেশজ) মৎস্য, মীন। মৎস্য শব্দের অপভ্রংশ।

মাছরাঙ্গা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, মৎস্যরঙ্গ পক্ষী।

মাছী (দেশজ) মক্ষিকা। মক্ষিকা শব্দের অপভ্রংশ।

মাছীটোপা (দেশজ) কৃপণ, অর্থগৃধ্নু।

মাছুয়া (দেশজ) জেলে, মৎস্যবিক্রেতা।

মাছুয়ানী (দেশজ) ১ মেছুনী, মৎস্যবিক্রেতা, মাছওয়ালী। ২ ধীবরপত্নী।

মাছেতা (দেশজ) স্ত্রীলোকের যৌবন অপগত হইলে তাহাদের মুখে যে কৃষ্ণবর্ণ দাগ হয়, তাহাকে মেছেতা কহে। এই চিহ্ন পুরুষের অতি অল্পই হইয়া থাকে।

মাছের ডিম (দেশজ) মৎস্যাণ্ড। গুণ—অতি সুস্বাদু ও বলকর।

মাছের ডেনা (দেশজ) মৎস্যের পাখা, মৎস্যপক্ষ, যাহা দ্বারা তাহারা জলে সন্তরণ করে।

মাজ (দেশজ) ১ মধ্য, মধ্যস্থল, মাঝখান। ২ চকোর কাষ্ঠাদির গ্রন্থিস্থলের ছিদ্র বা ফুটা।

মাজখান (দেশজ) মধ্যস্থান।

মাজড়া (দেশজ) ঘটনা।

মাজড়াস্থান (দেশজ) ঘটনাস্থান।

মাজন (দেশজ) রগড়ান, ঘর্ষণ, পরিস্কার করণ।

মাজনা (দেশজ) মাজিবার যোগ্য পাত্রাদি, যাহা মাজা যায়।

মাজবাড়ী, ফরিদপুর জেলায় কোটালিপাড় পরগণার অন্তর্গত একটী বিখ্যাত গ্রাম। এই গ্রামস্থ জনৈক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের আলয়ে একখানি প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর, সুবৃহৎ ও ভক্তিভাবোদ্দীপক বাসুদেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে একটী পুষ্করিণী খননকালে মৃত্তিকা মধ্য হইতে এই পদ্মশোভিত ও পার্শ্বে মূর্ত্তিবেষ্টিত মূর্ত্তি উত্থিত হয়।

মাজমরা (দেশজ) ১ মধ্যস্থল শুষ্ক, (কাষ্ঠাদি)। ২ প্রমেহাদি জন্য অস্থি মজ্জার ক্ষরণ।

মাজল (পুং) মাজলমিত্যভিপ্রায়োহস্য, বর্ষণবারিভ্যোহস্য পক্ষয়োর্ভারজড়ত্বাৎ তথাত্বং। চাসপক্ষী।

'মাজলশ্চাসকঃ কুক্কো বিহারো বিন্দুরেথকঃ।' (শব্দচন্দ্রিকা)

মাজলপুর (স্ত্রী) নগরভেদ।

মাজা (দেশজ) ১ মধ্যস্থান। ২ কটিদেশ। ৩ পরিস্কারকরণ, ঘর্ষণ, যথা—বাসন মাজা।

মাজার (দেশজ) ১ মধ্যস্থান। ২ কটিদেশ।

মাজি (দেশজ) বৃক্ষনির্য্যাস।

মাজিক (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত মনুষ্যভেদ। (রাজতর০)

মাজিরক (পুং) মজিরকের গোত্রাপত্য। (পা০ ৪।১।১১২)

মাজী (দেশজ) নাবিক, যে নৌকায় হাল ধরে।

মাজীজ (স্ত্রী) জনপদভেদ। ইহার পাঠান্তর মাজুজ।

মাজুফল (দেশজ) ফলভেদ (Gallnut) ইহা দন্তরোগে বিশেষ উপকারী।

মাজুরী (দেশজ) মাদুর।

মাজুন্ (আরবী) ১ মিষ্টান্ন বিশেষ। ২ সিদ্ধি, ক্ষীর ও চিনি দ্বারা বরফির আকারে প্রস্তুত মাদক দ্রব্যবিশেষ।

মাজুল (আরবী) কর্ম্মচ্যুত।

মাঝ (দেশজ) মধ্যস্থল, ভিতর। মধ্যশব্দের অপভ্রংশ।

মাঝা (দেশজ) মধ্যস্থল, কটি, কোমর।

মাঝখান্ (দেশজ) ১ মধ্যস্থল, মধ্যদেশ। ২ কটিদেশ।

মাঝাধরা (দেশজ) রোগভেদ, ইহাতে কোমর ধরিয়া যায়।

মাঝামাঝি (দেশজ) মধ্য প্রকার।

মাঝার (দেশজ) মধ্যস্থান, কেন্দ্র।

মাঝারী (দেশজ) মধ্যপ্রকার।

মাঝি (দেশজ) ১ নাবিক। যাহারা নৌকায় হাল ধরে। ২ সাঁওতাল পরগণায় পল্লীর প্রধান প্রজা বা চকদার অথবা প্রধানব্যক্তিকে মাঝি বলে।

মাঝে (দেশজ) মধ্যে।

মাঝেমাঝে (দেশজ) মধ্যে মধ্যে। দুই চারি দিন অন্তর।

মাঞ্জা (দেশজ) ঘুড়ি উড়াইবার জন্য সূত্রাদিতে যে মণ্ড ও লোহ চূর্ণ মাখান হয়। ইহাকে মাজনও কহে। ২ লকের ফেটি।

মাঞ্জিষ্ঠ (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠয়া রক্তং (তেন রক্তং রাগাৎ। পা ৪।২।৪) ইত্যণ্। ১ লোহিতবর্ণ। (ত্রি) ২ তদ্যুক্ত, লোহিতবর্ণবিশিষ্ট। (হেম)

মাঞ্জিষ্ঠক (ত্রি) লোহিতবর্ণ। মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় রক্তবর্ণ।

মাঞ্জিষ্ঠিক (ত্রি) লোহিতবর্ণ।

মাঞ্জীরক (পুং) মঞ্জীরকের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১২)

মাট্ (দেশজ) ১ অলস, কুড়ে। ২ মন্দ। ৩ ময়দান। ৪ মৃত্তিকা। যেমন মেরে মাট্ করে দেন।

মাট, যুক্ত (উঃপঃ) প্রদেশের মথুরা জেলার উত্তরপূর্ব্ব তহসীল। যমুনা নদীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২২১ বর্গ মাইল। এখানে নোহঝিল ও মতিঝিল নামে দুইটী বিস্তীর্ণ হ্রদ বিদ্যমান আছে।

২ মথুরা জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও তন্নামীয় তহসীলের বিচার সদর। অক্ষা০ ১৭°৩৫´৪২´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৭°৪৪´৫৩´´ পূঃ। ইহা হিন্দুর একটী প্রধান তীর্থক্ষেত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাল্যক্রীড়ারত হইয়া এখানে দুগ্ধের মাট

(তাও) ভাঙ্গিয়াছিলেন, তজ্জন্ত এই স্থান মাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানকার প্রাচীন মৃত্তিকানির্ম্মিত কেল্লায় পুলিশ ও তহসীলী কাছারী স্থাপিত আছে।

মাটকোটা (দেশজ) মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্বিতল গৃহ।

মাটগুদাম (দেশজ) মাটকোটা।

মাটাম্রক (পুং) মাটাখ্যঃ আম্রঃ ততঃ কন্। বৃক্ষভেদ।

'বহ্বকী কর্কটীর্ব্বারুঃ সেটুমাটাম্রকৌ সমৌ।' (ভূরিপ্রয়োগ)

মাটি (দেশজ) মৃত্তিকা, ভূমি। ২ অপদার্থ, সারহীনতা। যথা—অমুক মাটি হয়ে গেল।

মাটিঘরা (দেশজ) মাটীর ভিতর প্রস্তুত ঘর।

মাটিয়ারি (স্ত্রী) হুগলীজেলাস্থ নগরভেদ।

মাটী (স্ত্রী) পর্ণফলশিরা, পাণের শির। (বৈস্তকনি°)

মাটীয়া (দেশজ) মৃত্তিকাজাত।

মাটিয়াখাড়, (মাতাই খার) কামরূপ জেলার অন্তর্গত খসিয়া পর্ব্বতের একটা রক্ষিত বনভাগ। কুলসী নদীর তীরে কুকুরমারা গ্রামে এখানকার কাষ্ঠের আড়ৎ আছে।

মাটীয়াচিল (দেশজ) পক্ষিভেদ, চলিত গোদাচিল।

মাটীয়াতৈল (দেশজ) ভূগর্ভসম্ভূত তৈল।

মাঠ (দেশজ) ময়দান।

মাঠর (পুং) ১ সূর্য্যের পারিপার্শ্বিকভেদ। ইনি যম। ২ ব্যাস। (মেদিনী) ৩ বিপ্র, ব্রাহ্মণ। (হেম) ৪ শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। (উজ্জ্বল) ৫ জাতিভেদ।

মাঠর (মাতর), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খেরা জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২১৭ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ২২°৪২´উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫৯´পূঃ। এখানে শ্রাবক বা জৈনদিগের একটী প্রসিদ্ধ মঠ বিদ্যমান আছে।

মাঠর আচার্য্য, সাঙ্খ্যকারিকাবৃত্তিপ্রণেতা।

মাঠরক (ত্রি) মাঠরসম্বন্ধীয়।

মাঠরায়ণ (পুং) মাঠর গোত্রাপত্য।

মাঠব্য (পুং) শকুন্তলানাটকবর্ণিত বিদূষক মাধব্যের নামান্তর।

মাঠর্য্য (পুং) মঠর গোত্রাপত্য। (উণ্ ৫।৩৯)

মাঠা (দেশজ) দুগ্ধের সারাংশ, নবনীত।

মাঠান (দেশজ) ময়দান।

মাঠানজমি (দেশজ) মাঠের মধ্যস্থিত জমি।

মাঠী (স্ত্রী) লৌহবর্ম্ম।

মাঠে (দেশজ) বাহিরে। ২ ময়দানে।

মাঠেযাওয়া (দেশজ) মলত্যাগার্থ ময়দানে গমন।

মাঠেরান্, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যাবাস। বোম্বাই নগর হইতে ১৫ ক্রোশ পূর্ব্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪৬০ ফিট্ উচ্চ একটী গণ্ডশৈলের উপর স্থাপিত। অক্ষা° ১৮°৫৮´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১৮´২০´´ পূঃ। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মিঃ হিউ, মালেট্ এই স্থান স্বাস্থ্যের বিশেষ উপযোগী দেখিয়া তথায় স্বাস্থ্যাবাস স্থাপনে মনোযোগী হন।

পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের একদেশে অবস্থিত থাকায় এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিশেষ মনোহর হইয়াছে। সম্মুখে শ্যামল শস্যক্ষেত্র, তদন্তে উর্ম্মিসঙ্কুল সমুদ্রতরঙ্গ, সূর্য্যকিরণে প্রতিভাত হইয়া দর্শকের নয়নে এক অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য প্রকটিত করে। এতদ্ভিন্ন প্রাতঃসমীরণে বিচরণকারী দর্শক, সেই উচ্চ স্থান হইতে নিম্নভাগে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রথমে সেই সমতল প্রান্তর, ঘোর কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন দেখিতে পাইবেন; কিন্তু যতই সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া স্বীয় কিরণমালা পর্ব্বতবক্ষে ঢালিয়া দিবেন, ততই পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতস্থানে অতুলনীয়া শোভা তাঁহার নয়নগোচর হইবে এবং সেই নিম্নস্থ মেঘমালাসম কুজ্ঝটিকারাশি ক্রমশঃ অপসৃত হইয়া ধীরে ধীরে দর্শকের চক্ষে এক একটী করিয়া প্রান্তরস্থ গ্রামগুলি যেন অপূর্ব্ব চিত্রাবলীর স্থায় আনিয়া দিবে।

এই স্বাস্থ্যাবাসের চতুষ্পার্শ্বে কএকটী গিরিসানু (Points or headlands) প্রসারিত আছে।

এখানে প্রভূত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইলেও পৌষমাসে পর্ব্বতগাত্রবাহী কোন স্রোতস্বিনীতে জল থাকে না। কেবলমাত্র পূর্ব্বভাগের হারিসন ও পশ্চিমের মালেট নামক ঝরণায় সারা বৎসর জল থাকে। ঐ ঝরণার জল এখানকার জনসাধারণের পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। এখানে ম্যালেরিয়া জ্বর আদৌ প্রবেশ করিতে পারে নাই। অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে এবং এপ্রিল হইতে জুন মাসের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত এখানকার জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। জনৈক সিভিল সার্জ্জনের উপর এখানকার যাবতীয় বন্দোবস্তের ভার অর্পিত। তিনি এখানে তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের শক্তিতে বিচারকার্য্যও করিয়া থাকেন। এখানে ইংরাজের বাসোপযোগী হোটেল, লাইব্রেরী, জিমখানা, গীর্জ্জা, ডাকবাঙ্গলা প্রভৃতি আছে। এখানে লুইসা পয়েন্টের নিকট বর্ষাকালে প্রায় হাজার ফিট্ নিম্নগামী একটী প্রপাত দৃষ্ট হয়। এখানে ধাঙ্গড়, ঠাকুর ও কাঠকাড়ি নামক অনার্য্য বন্য জাতির বাস আছে।

মাঠো (দেশজ) ১ শক্ত, কঠিন। ২ অব্যবহার্য্য। ৩ মন্দ, অনুজ্জ্বল।

মাড় (পুং) বৃক্ষবিশেষ। কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ। বম্বে—ভেলীমাড়। মহারাষ্ট্র—মাড়্। কলিঙ্গ—বৈনো। পর্য্যায়—মাড়াক্রম, দীর্ঘ, ধ্বজবৃক্ষ, বিতানক, মণ্ডক্রম। ইহার গুণ—মোহকারী, শ্রমনাশক ও শ্লেষ্মকারক। (রাজনি॰)

মাড় (দেশজ) ১ মণ্ড। ২ দুইখানি নৌকা একত্র বন্ধন কালে যে কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা আবদ্ধ করা হয়, তাহাকে মাড় কহে। ৩ ধান্ত মণ্ডের অসারাংশ, চলিত থাক্‌রা।

মাড়, ছোট নাগপুরবাসী কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। মালবা-রাজপুত নামেও পরিচিত। প্রবাদ আছে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মালব-ক্ষত্রিয় ছিলেন। উপনয়নাদি সংস্কারও ছিল। এই পার্ব্বত্য বন্য প্রদেশে আসিয়া তাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন করে। নিম্নবৃত্তি অবলম্বন হেতু তাহারা ক্রমে সংস্কারাদিবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে।

ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি দেখিলে, আর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই বনান্তরালে বাসহেতু ইহাদের মধ্যে অনার্য্য-রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে। অনেকে অনার্য্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছে।

ইহারা হিন্দুর সকল দেবদেবীকেই ভক্তিভরে পূজা করিয়া থাকে। পূজা এবং বিবাহাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। খন্দ জাতির ন্যায় ইহাদের মধ্যেও সতীপূজার বড়ই আদর। পূর্ব্বকালে ইহাদের মধ্যে যে সকল 'সতী' রমণী জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বামীর সহগমন করিয়াছেন, তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত দেবীরূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

এক্ষণে ইহাদের সামাজিক অবস্থা অনেকাংশে নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিধবাবিবাহ এবং সাগাই প্রথায় ভ্রাতৃপত্নী গ্রহণেরও ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

মাড়ন (দেশজ) ১ পদদলন। ২ ধান্যাদির মলন।

মাড়ব (পুং) বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ। লেটের ঔরসে তীবর-কন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

"লেটস্তীবরকন্যায়াং জনয়ামাস ষণ্নরান্।
মাল্লং মল্লং মাড়বঞ্চ ভড়ং কোলঞ্চ কন্দরম্।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ ব্রহ্মখ॰ ১০ অ॰)

কোন কোন পুস্তকে 'মাড়ব' স্থানে 'মাতর' এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

মাড়বাড়, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। বর্ত্তমান যোধপুর নামেই পরিচিত। [মারবাড় ও যোধপুর দেখ]

মাড়াই (দেশজ) মলন, পদদলন।

মাড়ার্য্য (ত্রি) মড়ার সম্বন্ধীয়।

মাড়ি (দেশজ) ১ দন্তমূল। ২ দন্তভেদ। ৩ ঔষধের খল।

মাড়ুয়া (দেশজ) শস্যভেদ। (Eleusine Corrocana)

মাড়ুয়াবাদী (দেশজ) ১ পশ্চিমাঞ্চলবাসী লোক। ২ মাড়-বারবাসী শব্দের অপভ্রংশ।

মাড্ডুক (পুং) মড্ডুকবাদনং শিল্পমস্যেতি (মড্ডুকঝর্ঝরা-দণন্যতরস্যাং। পা ৪।৪।৫৬) ইতি অণ্। মড্ডুনামক বাদ্য-বাদক, মাড্ডুকিক।

মাড্ডুকিক (পুং) মড্ডু নামক বাদ্যবাদক।

মাঢ়ি (স্ত্রী) মাহতীতি-মাহ (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। উণ্ ৪।১০৫) ইতি ক্তিন্। ১ দেশভেদ। ২ পত্রশিরা। (রত্নকোষ) ৩ দন্তভেদ। চলিত মাড়ির দাঁত। (অমরটীকা ভরত) ৪ পত্র-ভঙ্গ। ৫ দৈন্যপ্রকাশ। (মেদিনী)

'মাঢ়ি দৈন্যং পত্রশিরার্চ্চাং মূঢ়ন্তন্দ্রিতে জড়ে।' (হেম)

মাঢ়ী (স্ত্রী) মাঢ়ি-কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। দন্তশিরা, দাঁতের মূল। (শব্দরত্না॰)

মাণ (পুং) কন্দবিশেষ, মাণকচু।

মাণক (পুং) মীয়তে পূজ্যতে পরিমীয়তে বেতি মান-মা বা ঘঞ্ স্বার্থে কন্, নিপাতনাণ্ণত্বং। স্বনামখ্যাত কন্দবিশেষ। (Arum Indicum) চলিত মানকচু, হিন্দী ও বম্বে—মাকন্দ। মাণকের পর্য্যায়—স্থলপদ্ম, মাণ, বৃহচ্ছদ, ছত্রপত্র। গুণ স্বাদু, শীতল, গুরু, শোথহর, কটু। (রাজব॰)

"মাণকং স্বাদু শীতঞ্চ গুরু চাপি প্রকীর্ত্তিতম্।"
(সুশ্রুত সূত্রস্থা॰ ৪৬ অ॰)

মাণকঘৃত (ক্লী) শোথাধিকারে ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃত চারি সের, কল্কার্থ মানকচু একসের, ক্বাথার্থ মাণ সাড়ে বারসের। জল একমন ২৪ সের, শেষ ১৬ সের। পরে ঘৃতপাকের নিয়মানুসারে এই ঘৃত প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঘৃত যথানিয়মে সেবন করিলে একদোষজ, দ্বিদোষজ, এবং ত্রিদোষজ শোথ নষ্ট হয়। (ভাবপ্র॰ শোথরোগাধি॰)

মাণকচু, স্বনামপ্রসিদ্ধ কন্দবিশেষ (Alocasia indica)। হিন্দি—মানকন্দ, বাঙ্গালা ও আসামী মাণকচু, সংস্কৃত—মাণক। মরাঠী—অলু। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই মাণকচু জন্মে। ইহা বঙ্গবাসীর একটী উপাদেয় খাদ্য। প্রত্যেক গৃহস্থই আপনাপন সুবিধার জন্য অঙ্গনমধ্যে মাণকচুর চারা বুনিয়া রাখে। অনেকে ইহার চাসও করে। প্রথমে মৃত্তিকা খনন করিয়া সেই উত্তোলিত মৃৎস্তূপের মধ্যে মাণগাছ পুঁতিয়া দেয়। ইহাতে ছাই ভিন্ন অন্য সারের আবশ্যক করে না। এজন্য এই সুমিষ্ট মূলে পোকা ধরে না। কখন কখন মৃত্তি-

কার দোষে মাণকচু কুট্‌কুটে হয়। চাষের গুণে মাণকচু ৪।৫ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

এই কন্দ অন্নের সহিত সিদ্ধ করিয়া অথবা ব্যঞ্জনাদিতে দিয়া খাইতে উত্তম লাগে। অল্প সময়ের মধ্যে ইহা পরিপাক হইয়া যায়। এই জন্ত উদরী রোগগ্রস্ত ও স্নায়বিক দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। শুষ্ক মাণকচু গুঁড়া করিয়া সফেদার (চাউল চূর্ণ) সহিত একত্র সিদ্ধ করিয়া যে মণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহা অজীর্ণ অথবা অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীকে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আরারুট বা সাগুর পরিবর্ত্তে মাণকচূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আধুনিক চিকিৎসকগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ইহা মূত্রকারক, মৃদু বিরেচক, অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধরোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

মাণকাদিগুড়িকা, প্লীহযকৃদ্রোগে উপকারক ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী,—সংবৎসরাতীত মাণ, অপাঙ্গমূলভস্ম, গুলঞ্চ, বাসকমূল, শালপাণি, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, শুঁট, তালজটার ক্ষার, প্রত্যেক ৬ তোলা। বিট, সচল লবণ, যবক্ষার ও পিপুল প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ ১৬ সের গোমূত্রে পাক করিবে। পরে ঘন হইয়া আসিলে উহাকে শীতল করণার্থ নামাইয়া রাখিবে। অনন্তর ৩ পল মধু মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট এবং জঠরাগ্নি সন্দীপিত হয়।

অন্তপ্রকার—পুরাতন মাণ, অপাঙ্গমূলভস্ম, শালপাণি, চিতামূল, সিজমূল, শুঁট, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, যবক্ষার, বিটলবণ, তালজটাভস্ম, বিড়ঙ্গ, হবুষ, চই, বচ, পিপুল, শর-পুঙ্খ, জীরা, ও পালিধা মাদারের মূল প্রত্যেকে ৪ তোলা। গোমূত্র ২৪ সের। এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে,জীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গ, যমানী, কুড়, শুঁটী, তেউড়ী, দন্তী-মূল ও রাখালশসার মূল প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে ৩ পল মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। অগ্নিবল ও দোষাদি বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক মাত্রা ও অনুপান ব্যবস্থা করিবেন। ইহা সেবনে প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়। ইহাকে বৃহন্মাণকাদিগুড়িকাও বলা হইয়া থাকে।

মাণঘৃত, শোথাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধ ভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ মুকুট্টিত মাণমূল ৮ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক মাণমূল ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। ইহা সেবন করিলে নানা প্রকারের শোথ বিনষ্ট হয়।

মাণতুণ্ডিক (পুং) জলচর পক্ষিবিশেষ।

(চরকসূত্রস্থা॰ ২৭ অধ্যায়)

মাণমণ্ড, শোথাধিকারোক্ত ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী,—পুরাতন মাণ ১ ভাগ, আতপতণ্ডুলচূর্ণ ২ ভাগ, সজল দুগ্ধ ৪২ ভাগ একত্র পাক করিবে। ইহা প্রত্যহ পান করিলে বাতোদর, শোথ, ও পাণ্ডুরোগ উপশমিত হয়।

মাণব (পুং) মনোরপত্যং পুমান্, মনু অপত্যাবিবক্ষায়াং অণ্, ততো নকারস্ত ণত্বং।

"অপত্যে কুৎসিতে মূঢ়ে মনোরৌৎসর্গিকঃ স্মৃতঃ।
নকারস্ত চ মূর্দ্ধন্যস্তেন সিদ্ধ্যতি মানবঃ॥" (পা ৪।১।১৬১)

ইতি কাশিকাসূত্রবৃত্তিঃ। ১ মনুষ্য। ২ বালক। (শব্দরত্না॰) ৩ ষোড়শ যষ্টিক হার, ষোল লহর হার। (হেম)

মাণবক (পুং) অল্পো মানবঃ (অল্পে। পা ৫।৩।৮৫) ইতি কন্। বালক, ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্ক মানবকে মাণবক কহে। উপনয়নস্থলে উপনীত বালক 'মাণবক' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ২ হারভেদ, বিংশতিযষ্টিক হার, কুড়িলহর হার। (অমর ভরত) বৃহৎসংহিতা-মতে ১৬ লহর হার।

"দ্বাত্রিংশতা গুচ্ছো বিংশত্যা কীর্ত্তিতোর্দ্ধগুচ্ছাখ্যঃ।
ষোড়শভির্মাণবকো দ্বাদশভিশ্চার্দ্ধমাণবকঃ॥"

(বৃহৎসংহিতা ৮১।৩৩)

৩ কুপুরুষ, নিন্দিত পুরুষ। (মেদিনী) ৪ বটু। (হেম)

মাণবকক্রীড় (ক্লী) ছন্দোভেদ। ইহার চারিটী চরণ। প্রত্যেক চরণে ৮টী অক্ষর থাকে। উহার ১,৩, ৪, ৮ বর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু।

মাণবীন (ত্রি) মানবস্তেদমিত্যর্থে খীন, বা মাণবায় হিতঃ (মাণবচরকাভ্যাং খঞ্। পা ৫।১।১১) ইতি খঞ্। মাণব-সম্বন্ধী। মাণবের হিত।

মাণব্য (ক্লী) মাণবানাং সমূহঃ মাণব্যং বিকারসংঘেতি-ক্য, মাণবানাং সমূহঃ (ব্রাহ্মণমাণববাড়বাদ্ যন্। পা ৪।২।৪২) ইতি যন্। শিশুসমূহ।

মাণশূরণাদ্যলোহ, অর্শরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—মাণ, ওল, ভেলার মুটি, তেউড়ী, দন্তী, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ অর্থাৎ চিতা, মুথা ও বিড়ঙ্গ, ইহা-দিগের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। সর্ব্বচূর্ণ সমান লৌহভস্ম। মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবন করিলে অর্শরোগ আরোগ্য হয়।

মাণহল (পুং) জাতিবিশেষ। (বৃ৽সং ১৪।২১)

মাণিকগঞ্জ, ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৪৮৯ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার-সদর। বলেশ্বর

নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°৫২´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০°৫´১৫´´ পূঃ। এখানে স্থানীয় শস্যাদি বিক্রয়ার্থ বিস্তৃত হাট আছে। প্রতিবৎসর এখানে একটী মেলা হয়।

মাণিক গাঙ্গুলি, ধর্ম্মমঙ্গলপ্রণেতা জনৈক বঙ্গকবি।

মাণিকচন্দ্র, উত্তর বঙ্গের একজন ধর্ম্মশীল প্রসিদ্ধ রাজা। রঙ্গপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে এই রাজার ও তৎপুত্র গোপীচন্দ্রের স্বার্থত্যাগের গান দীন দুঃখীর মুখেও শুনা যায়। সেই গান 'মাণিকচাঁদের গান' বলিয়া পরিচিত। এতদ্ভিন্ন দুর্লভমল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রগীত হইতেও এই রাজার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

দুর্লভ মল্লিক লিখিয়াছেন—

"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা॥"

মাণিকচাঁদের গান হইতেও জানিতে পারি—মাণিকচন্দ্র বড় সৎ রাজা ছিলেন। প্রজাদের উপর তাঁহার কোনরূপ অত্যাচার ছিল না। প্রতি কৃষকের নিকট এক এক খানি হালে দেড় বুড়ি (দেড়পয়সা) মাত্র মাসে আদায় হইত। যে যে দ্রব্যের ব্যবসা করিত, খাজনার পরিবর্ত্তে সে সেই দ্রব্য যোগাইত। প্রজাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এক লম্বাদাড়ী বাঙ্গাল আসিয়া রাজার রাজস্বসচিব হইল, তাহার অত্যাচারে দেড়-বুড়ি স্থানে ১৫ গণ্ডা কর ধার্য্য হইল। প্রজারা কিন্তু কর স্বীকার করিল না। সকলে মিলিয়া প্রধানের পরামর্শে বিদ্রোহী হইল ও অবশেষে রাজার প্রাণনাশের জন্য আভিচারিক ক্রিয়া অবলম্বন করিল।

মাণিকচন্দ্রের ভার্য্যা রাণী ময়নামতী সিদ্ধা ছিলেন। গোরক্ষনাথের নিকট তিনি যোগজ্ঞান লাভ করেন। তিনি ধ্যানে পতির বিপদ্ জানিতে পারিলেন এবং পতিকে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পতির মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। ধর্ম্মরাজ তাঁহার সে প্রতাপ সহ্য করিতে পারিলেন না। ধর্ম্মরাজ প্রাণভয়ে প্রথমে বৈষ্ণবগণের আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার নিস্তার নাই, তাঁহাকে প্রাণ লইয়া দূর দেশে পলাইতে হইল। পতিবিরহে ময়নামতীর জীবন দুর্ব্বহ হইল। তিনি গোরক্ষনাথের চরণে গিয়া পড়িলেন। রাণী সাত মাস গর্ভবতী ছিলেন, এখন গোরক্ষনাথের বরে আঠার মাসে তাঁহার এক পরম সুন্দর পুত্র জন্মিল, তাঁহার নাম হইল গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র। ময়না জানিতেন যে, প্রিয় পুত্রের জীবনকাল অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। গোপীচন্দ্রের আর এক ছোট ভাই ছিল, তাহার নাম খেতুয়া-লঙ্কেশ্বর*।

অকালে পতিবিয়োগ, আবার অষ্টাদশ বর্ষে পুত্রবিয়োগ হইবে, চিন্তা করিয়া ময়না অস্থির হইলেন। যাহাহউক তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা- উদুনা পুদুনার সহিত পুত্রের পরিণয় কার্য্য সমাধা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে ১৮শ বর্ষ দেখা দিল। ময়না আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন, পুত্রের সন্ন্যাস-গ্রহণ ভিন্ন আর রক্ষা নাই। তাই প্রিয় পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, 'দেখ বৎস, এ জগৎ মায়ার খেলা, সমুদয় ক্ষণিক, আজ আছে কাল নাই, অতএব যদি চির শান্তি চাও, তবে অবিলম্বে সন্ন্যাস আশ্রয় লও। রাজধানীর পশুশালায় হাড়িপা সিদ্ধ† আছেন, তাহারই চেলা হও।' প্রথমে রাজা গোবিন্দচন্দ্র সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া যোগী হইতে চান নাই। শেষে মাতার উৎসাহ ও উপদেশে মুগ্ধ হইয়া হাড়ী সিদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন। সংসার পরিত্যাগকালে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের ভোগ্যা রাণীগণ যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহা অতি মর্ম্মস্পর্শী, মাণিকচাঁদের গানে সেই বিলাপের প্রতিধ্বনি যেন বিষাদের গাথায় বিরচিত হইয়াছে। সংসারত্যাগকালে তিনি কাণফাটা যোগীদের ন্যায় কাণ ফাড়িয়া কর্ণে কুণ্ডল পরিয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্রগীতে লিখিত আছে, প্রথমেই হাড়িপা শিষ্যের পরীক্ষা লইবার জন্য ভিক্ষায় পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহার ভিক্ষা গমনের পূর্ব্বেই হাড়িপা দৈবজ্ঞ সাজিয়া প্রতি পাড়ায় গিয়া গৃহস্থকে ডাকিয়া বলিয়া আসিলেন, যে আজ এক নবীন সন্ন্যাসী ভিক্ষা করিতে আসিবে, সে যাহার দিকে চাহিবে, তাহার ধন ধান্য সব উড়িয়া যাইবে। অতএব সকলে দ্বারে কাঁটা দিয়া রাখ, যেন সে গৃহে প্রবেশ করিতে না পায়। গৃহস্থেরা তাহাই করিল, গোবিন্দচন্দ্রের সে দিন ভিক্ষা মিলিল না। হাড়িপা কহিলেন, 'গেঁও যোগীর ভিখ মেলে না। আর এখানে থাকিতে নাই।' গোবিন্দচন্দ্রকে লইয়া হাড়িপা দক্ষিণে চলিলেন। হাড়িপা হীরাদারী নামে এক বেশ্যার ভবনে আসিয়া রাজাকে বন্ধক দিয়া চলিয়া গেলেন। কথা রহিল যে

* "মাণিকচন্দ্র রাজার বেটা গোবিচন্দ্র থুইল।
তাহার ছোট ভাইয়ের নাম খেতুয়া লঙ্কেশ্বর॥" (মাণিকচাঁদের গান)

† এই হাড়ীসিদ্ধ জালন্ধর সিদ্ধ নামে বৌদ্ধগ্রন্থে প্রসিদ্ধ। তিব্বতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থেও হাড়িপা নাম পাওয়া যায়। তিনি গোরক্ষনাথের শিষ্য, হঠযোগী বলিয়া হিন্দুর নিকট পরিচিত ছিলেন।

১২ বর্ষ পরে আসিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যকে উদ্ধার করিয়া লইবেন।

হীরা যুবক রাজার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইল। তাহাকে পাইবার আশায় কত সাধ্য সাধনা করিল। কিন্তু রাজকুমার মোহিনীর কথায় ভুলিলেন না, তাহাকে মাতৃসম্বোধন করিলেন। তখন হীরা মর্ম্মাহত হইয়া রাজকুমারকে কঠিন পরিশ্রমের ভার দিলেন। দিবারাত্র তাঁহাকে বড় বড় কলসী করিয়া জল তুলিতে হইত, তিনি ক্রমেই ক্লিষ্ট ও অতি ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আহারে বিহারে কিছুতেই সুখ নাই, অনবরত বেশ্যার তাড়নায় অস্থির। এইরূপ প্রায় ১২ বর্ষ কাটিয়া গেল। এদিকে গোবিন্দচন্দ্রের রাণীদ্বয় দীর্ঘকাল রাজার কোন সংবাদ না পাইয়া পোষা সারীশুককে রাজার সংবাদ আনিবার জন্য ছাড়িয়া দিলেন। পাখী নানাদেশ দেখিয়া শেষে হীরার বাড়ীর নিকট রাজার সন্ধান পাইল,—দেখিল গোবিন্দচন্দ্রের আর সে মুখশ্রী নাই,সে কান্তি সে জ্যোতিঃ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজা ক্ষীণ দেহে অতি ধীরে করতোয়া হইতে জল লইতে আসিয়াছেন, কিন্তু এত ক্লান্ত ও শ্রান্ত যে এখানে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। সেই সময় সারীশুক তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার হাতে আসিয়া বসিল ও রাণীদের বিরহকাহিনী প্রকাশ করিল। রাজা অঙ্গুলি চিরিয়া সেই রক্তে পত্র লিখিয়া সারিশুককে বিদায় করিলেন, হীরার দাসীগণ তাহা দেখিতে পাইল ও তাহাকে গিয়া লাগাইল যে 'বেটা পালাইবার যোগাড় করিতেছে।' তখন হীরা গোবিন্দচন্দ্রকে আনিয়া ভেড়া করিয়া বাঁধিয়া রাখিল। রাজকুমার মর্ম্মবেদনায় কাতর হইলেন, তাঁহার মনোক্লেশ হাড়িপা ধ্যানে জানিতে পারিলেন। শিষ্যকে উদ্ধার করিবার জন্য অবিলম্বে তিনি হীরার নিকট উপস্থিত হইলেন। হীরা বলিল, তোমার লোক মরিয়া গিয়াছে, আর তাহাকে পাইবে না। হাড়িপা তাহা বিশ্বাস করিলেন না, হুঙ্কার ছাড়িলেন। তাঁহার হুঙ্কারে লৌহজিঞ্জীর ছিন্ন ভিন্ন হইল, গোবিন্দচন্দ্র মুক্তি লাভ করিয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

শিষ্যকে লইয়া হাড়িপা রাজধানীতে আসিলেন। ময়নামতী সমাদরে পুত্রকে কোলে লইলেন। আবার গোবিন্দচন্দ্র রাজসিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তিনি বিলাসিনী নারীগণের সেবায় গুরুর উপদেশ বিস্মৃত হইলেন, এতদিনের সাধনা পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। উদুনা পুদুনার কথায় রাজা এক গভীর খাত মধ্যে গুরুকে নিক্ষেপ করিয়া মাটী চাপা দিতে আদেশ করিলেন। সিদ্ধযোগী সেই গহ্বরে ধ্যানমগ্ন রহিলেন। কিছুদিন পরে গোরক্ষনাথের আদেশে কানুফা যোগী বহু যোগী সঙ্গে লইয়া হাড়িপাকে উদ্ধার করিতে আসিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইল। রাজা বুঝিলেন যে, ইহারা সামান্য লোক নহেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার রাজ্য ছারখার করিতে পারেন, কানুফার মুখে আরও শুনিলেন যে হাড়িপা গহ্বর মধ্যে এখনও জীবিত আছেন। যাহাহউক রাজা যোগিগণকে সন্তুষ্ট করিলেন, যোগিগণের একান্ত অনুরোধে হাড়িপা গোবিন্দচন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে রাজা মস্তক মুণ্ডন করিয়া আবার সন্ন্যাসী হইলেন, আর সংসারে ফিরিলেন না। এতদিনে ময়নামতীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

মাণিকচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর কাহিনী তিব্বত ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধগ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে। পিতা, পুত্র ও মাতার চরিত্র লইয়া বঙ্গভাষায় বহুতর কাব্য রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত মাণিকচন্দ্রের গান ও দুর্লভমল্লিক-রচিত গোবিন্দচন্দ্রগীত মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। নানাস্থান হইতে যে বহুতর ধর্ম্মমঙ্গল বাহির হইয়াছে, উক্ত চরিত্রত্রয়ের আদর্শ লইয়া গ্রথিত। মাণিকচাঁদের গান ও গোবিন্দচন্দ্রগীত যদিও আধুনিক কবির হাতে কতকটা মার্জ্জিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার অস্থি মজ্জায় প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের ভাব মিশ্রিত রহিয়াছে, তাহা সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়। ময়নামতী যোগিবেশধারী গোবিন্দচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"কোথায় উৎপত্তি হইল পৃথিবী সংসার।
কোথায় রহিবা পুন কহ সমাচার॥
মরণ কিবা হেতু জীবন কিরূপ।
ইহার উত্তর যোগী কহিবা স্বরূপ॥"

হাড়িপার প্রসাদে গোবিন্দচন্দ্র উত্তর দিতেছেন—

"শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি॥
আপনি জল স্থল আপনি আকাশ।
আপনি চন্দ্র সূর্য্য জগত প্রকাশ॥" ৩৫১

আবার হাড়িপা গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন—

"কেহ কার নয়, সোদর তনয়, সকলি শূন্যের মায়া।
এ ভবসংসারে যত দেখ আর মাত্র আপনার কায়া॥
রাজা বলে কোন্ ধর্ম্মে সব লোক তরে।
ইহার উত্তর গুরু আজ্ঞা কর মোরে॥ ৪৯১
হাড়িপা কহেন বাছা শুন গোবিন্দাই।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম যার পর নাই॥" ৫০০ (গোবিন্দচন্দ্রগীত)

উদ্ধৃত কবিতা কয়টাতে গ্রাম্যকবির লেখনী হইতে

বৌদ্ধ ধর্ম্মের শূন্যবাদ, নাস্তিকতা এবং বুদ্ধদেবের মূল উপদেশ-বাক্য প্রকটিত হইয়াছে।

রঙ্গপুরের উত্তরপশ্চিমাংশে ডিমলা থানায় ধর্ম্মপালের রাজধানী ধর্ম্মপুরের ধ্বংসাবশেষ এবং তাহারই এক ক্রোশ পশ্চিমে "ময়নামতীর কোট" নামে প্রসিদ্ধ মাণিকচন্দ্রের রাজধানী দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ কোচবেহারের পাটগাঁওকে গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী পাটিকা-নগর মনে করেন। ধর্ম্মপাল মাণিকচন্দ্রের এক আত্মীয়। তাঁহার হস্তে মাণিকচন্দ্রের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে এবং অবশেষে রাণী ময়নামতীর হস্তে ধর্ম্মপাল প্রতিফল পাইয়াছিলেন। মাণিকচন্দ্রের গ্রাম্যগীত তাহাই রূপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ধর্ম্মপুরের প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে চরচরা গ্রামে হরিশ্চন্দ্র রাজার পাট নামে একটী বৃহৎ স্তূপ রহিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, এই সময়ে গোবিন্দচন্দ্রের শ্বশুর রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব করিতেন। অনেকের বিশ্বাস যে, করতোয়ার অদূরে যেখানে দিনাজপুর ও রঙ্গপুর রাস্তা নদীতে আসিয়া মিলিয়াছে, এই স্থানে খোলহাটী গ্রামে হীরার বাড়ী ছিল। কোন সময়ে মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেন, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। গ্রিয়ার্সন সাহেব তাঁহাকে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে, আবার কেহ খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে† গোবিন্দচন্দ্রের অভ্যুদয় স্বীকার করেন।

মাণিকজোড়্ (দেশজ) পক্ষিভেদ। Ciconia leucocephala

মাণিকপুর, অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা, ভূপরিমাণ ১২৭ বর্গমাইল।

২ উক্ত পরগণার প্রধান গ্রাম। পূর্ব্বে এই স্থানে থারু জাতির অধিকার ছিল। তৎপরে ভর জাতি এখানে আধিপত্য বিস্তার করে। ভরসর্দ্দার মক্ক মাণিকপুর নগর স্থাপন করেন। ভর-সর্দ্দারগণ ৬র পুরুষ এখানে রাজত্ব করিলে পর নেবাল শাহ নামক জনৈক চন্দ্রবংশী (বন্দলগোটী) রাজপুত্র এই নগর অধিকার করেন। তদ্বংশধরগণ এখানে দ্বাদশ পুরুষ রাজ্য করিয়াছিলেন। শেষ রাজা অপুত্রক হওয়ায়, তৎপত্নী গোণ্ডার বিষেণ রাজপুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। তদবধি এই স্থান বিষেণ-বংশের অধিকারে রহিয়াছে।

মাণিকপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। গঙ্গানদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৮৩৷৷০ বর্গ মাইল।

ঐতিহাসিক ঘটনা সমাশ্রিত হওয়ায় এই স্থান সাধারণের নয়ন আকৃষ্ট করিয়াছে। কনোজরাজ বলদেবের কনিষ্ঠ পুত্র মানদেব এই নগর স্থাপন করেন। মতান্তরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কনোজরাজ জয়চাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাণিকচাঁদ কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হইয়াছিল। এখানকার মুসলমান শেখগণ বলেন যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সৈয়দ সালারের আক্রমণকালে (১০৩২-৩৩ খৃঃ) এখানে আসিয়া বাস করেন। ১১৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে কনোজ-রাজবংশের অধঃপতনের পর এইস্থান প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু তৎকালে এখানে মুসলমানপ্রভাব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের সহিত এখানকার মুসলমানের যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইত। দিল্লীশ্বর বহলোল লোদী কর্ত্তৃক জৌনপুর অধিকারের পর এই স্থান দিল্লী-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর অন্তর্বিপ্লবে দিল্লী-রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়িলে পুনরায় এই স্থান নররক্তস্রোতে প্লাবিত হইয়াছিল। মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের সুশাসনে পুনরায় এই স্থানে শান্তি স্থাপিত হয়। উক্ত সম্রাট্ এই স্থানকে আলাহাবাদ সুবার একটী সরকারভুক্ত করিয়া শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী মোগল-সম্রাটত্রয়ের অধিকারে মাণিকপুর নগর সমৃদ্ধির উচ্চ সীমায় আরোহণ করে। ঐ সময়ে সাম্রাজ্যের গণ্যমান্য ওমরাহগণ এখানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া নগরের শ্রী সম্পাদন করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেব আগ্রাগমনকালে একবার এই নগরে পদার্পণ করেন। তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার প্রাতঃ-কালীন ভজনার জন্য একরাত্রি মধ্যে এখানে একটী সুন্দর মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মোগলশক্তির অবসানের পর হইতেই এই নগরের শ্রীবৃদ্ধির হ্রাস হইতে থাকে। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রোহিলাগণ এবং ১৭৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় দল এই নগর ও ভূভাগ লুণ্ঠন করিয়া শ্রীহীন করে। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব উজীর সুজা উদ্দৌলা কর্ত্তৃক মরাঠা-সৈন্যের পরাভবের পর, এই স্থানে আর কোন বিপ্লব সংঘটিত হয় নাই।

২ উক্ত প্রতাপগড় জেলার একটী নগর এবং মাণিকপুর পরগণার বিচার সদর। গঙ্গানদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°২৬´ পূঃ। এখানকার মোগলাধিকারকালে নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা, মসজিদ, সমাধিমন্দির ও পুষ্পবাটিকা প্রভৃতি এক্ষণে ধ্বংস-প্রায় ও কতক মালমসলা স্থানান্তরিত।

মাণিকপুরে প্রতিবৎসর দুইবার ধর্ম্মমেলা হইয়া থাকে। আষাঢ়মাসে জবালাদেবীর উৎসবোপলক্ষে এবং কার্ত্তিকমাসে গঙ্গাস্নানপর্ব্বে এখানে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

* Journal Asiatic Society of Bengal for 1878, pt. I.

† শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (২য় সং) ৫৮ পৃঃ।

হিন্দুকীর্ত্তির মধ্যে রাজা জয়চন্দ্রের ভ্রাতা মাণিক্যচন্দ্রের গঙ্গাতীরবর্ত্তী দুর্গবাটিকা, বিলখারনাথের মন্দির, কএকটী ধ্বংসপ্রায় বৌদ্ধস্তূপ এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী জ্বালামুখী প্রভৃতির আধুনিক শৈব ও শাক্তমন্দির প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। কাড়া দুর্গের পূর্ব্বদ্বারস্থ যশঃপালের শিলাফলকপাঠে জানা যায় যে, এই স্থান প্রাচীন কৌশাম্বী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মাণিকপুর, যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের বান্দাজেলার একটী নগর। অক্ষা॰ ২৫° ৩´ ৩॰´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮১°৮´২॰´´ পূঃ। এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথের জব্বলপুর শাখার একটী ষ্টেসন থাকায় এক্ষণে বান্দাজেলার বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

মাণিকা (স্ত্রী) মাণক-টাপ্ অকারস্যেত্বং। অষ্টদলপরিমাণ।

মাণিক্য (ক্লী) মণিপ্রকারঃ মণি-(স্থূলাদিভ্যঃ প্রকারবচনে কন্। পা ৫।৪।৩) ইতি প্রশংসায়াং কন্ ততো মণিকমেবেতি মণিক (চতুর্ব্বর্ণাদীনামুপসংখ্যানং। পা ৫।৪।৩) ইতি বার্ত্তিকস্বাৎ ষ্যঞ্। রক্তবর্ণ রত্নবিশেষ, চলিত মাণিক। পর্য্যায়—শোণরত্ন, রত্নরাট্, রবিরত্নক, শৃঙ্গারী, রঙ্গমাণিক্য, তরুণ, রত্ননামক, রাগযুক্, পদ্মরাগ, রত্ন, শোণোপল, সৌগন্ধিক, লৌহিতক, কুরুবিন্দ। গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তনাশক, রত্নপ্রয়োগে প্রধান। শ্রেষ্ঠ রসায়ন। (রাজনি॰) [বিশেষ বিবরণ চুণী ও পদ্মরাগ দেখ] ২ কদলীবিশেষ। (ভাবপ্র॰)

মাণিক্য, রাজপুতনার জনৈক শাকম্ভরীরাজ।

মাণিক্যচন্দ্র (পুং) তীরভুক্তির জনৈক রাজা। ধর্ম্মচন্দ্রের পুত্র এবং রামচন্দ্রের পৌত্র। ইনি অলঙ্কারশেখরপ্রণেতা কেশবের প্রতিপালক ছিলেন।

মাণিক্যচন্দ্র সূরি, জনৈক জৈন পণ্ডিত। সাগরেন্দুর শিষ্য। ইনি সঙ্কেতকাব্যপ্রকাশটীকা, নলায়ন বা কুবেরপুরাণ এবং ১২৭৬ সংবতে পার্শ্বনাথ-চরিত্র রচনা করেন।

মাণিক্যদেব, উণাদি সূত্রবৃত্তিদশপাদীপ্রণেতা। ভট্টোজী এই টীকার উল্লেখ করিয়াছেন।

মাণিক্যময় (ত্রি) পদ্মরাগমণ্ডিত।

মাণিক্যমল্ল (পুং) জনৈক হিন্দুরাজা। কিরাতার্জ্জুনীয় টীকা ও শ্রুতবোধটীকাপ্রণেতা মনোহর শর্ম্মা ইহার সভাপণ্ডিত ছিলেন।

মাণিক্যবর্ম্মন্, পঞ্জাবের জনৈক হিন্দুরাজা।

মাণিক্যসুন্দর আচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য, ইনি মলয়সুন্দরীচরিত, যশোধরচরিত্র, পৃথ্বীচন্দ্রচরিত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। শীলরত্নসূরি মেরুতুঙ্গরচিত মেঘদূতের যে টীকা করেন, ১৪৯১ সংবতে মাণিক্যসুন্দর তাহার সংশোধন করিয়াছিলেন।

মাণিক্যসূরি (পুং) শকুনসারোদ্ধারচয়িতা।

মাণিক্যা (স্ত্রী) মাণিক্য টাপ্। জ্যেষ্ঠী। পর্য্যায়—মুষলী, গৃহগোধিকা, গৃহগোলিকা, ভিত্তিকা, পল্লী, কুড্যমৎস্য, গৃহোলিকা।

মাণিক্যালা, রাবলপিণ্ডিজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা॰ ৩৩°২৭´৩॰´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৩°১৭´১৫´´ পূঃ। এখানে কএকটী বৌদ্ধস্তূপ, ১৪টী মঠবাটিকা, ১৫টী সঙ্ঘারাম এবং কতকগুলি সুবৃহৎ প্রস্তরপ্রাচীর ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী স্তূপ মধ্য হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩ অব্দের রোমক-মুদ্রা এবং রাজা কনিষ্কের নামাঙ্কিত একটী কৌটা পাওয়া গিয়াছে। ঐ স্তূপটী রাজা কনিষ্কের। ১ম খৃষ্টাব্দে ক্ষত্রপ রাজ জিহনিসের স্থাপিত আর একটী স্তূপও ঐ স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানীয় প্রবাদ, রাজা মাণিক এখনকার সর্ব্ববৃহৎ স্তূপটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এই স্থানের প্রাচীন নাম মাণিকপুর। বৌদ্ধপ্রাধান্য সময়ে এই নগর মহাসমৃদ্ধ ছিল। প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের মধ্যে এরূপ প্রাচীন বৌদ্ধস্মৃতি আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। প্রবাদ, এই নগর সপ্ত রাক্ষসের অধিকৃত ছিল। শিয়ালকোটরাজ শালিবাহনের পুত্র রসালু রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন।

এক্ষণে কএকটী মঠের চিহ্ন ব্যতীত এখানে প্রাচীন নগর বা দুর্গের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। এখানে মাকিদনপতি আলেকসান্দারের প্রিয়তম অশ্ব বুকেফলার কবর হওয়ায় এই স্থান গ্রীক ইতিহাসেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

মাণিচর (পুং) রথাঙ্গের পরিচালকশক্তিভেদ। (পারস্করগৃ॰ ৩।১৪)

মাণিপার (পুং) মণিপারের গোত্রাপত্য, জনৈক ঋষি।

মাণিপাল (ত্রি) মণিপাল সম্বন্ধীয়।

মাণিবন্ধ (ক্লী) মণিবন্ধে গিরোভবং মণিবন্ধ-অণ্। সৈন্ধব লবণ। (অমরটীকায় ভরত)

মাণিভদ্র (পুং) মণিভদ্রাত্মজ। জনৈক যক্ষরাজ।

মাণিমন্থ (ক্লী) মণিমন্থ গিরৌভবং মণিমন্থ-অণ্। সিন্ধুজ লবণ, সৈন্ধব লবণ।

"সৈন্ধবোহস্ত্রী শীতশিবং মাণিমন্থঞ্চ সিন্ধুজম্।" (ভাবপ্র॰)

মাণিরূপ্যক (ত্রি) মণিরূপ্যসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।১০৪)

মাণ্টি (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতব্রা॰ ১৪।৫।৫।২২)

মাণ্ডকর্ণি (পুং) মণ্ডকর্ণের গোত্রাপত্য, মুনিবিশেষ।

মাণ্ডপ (ত্রি) মণ্ডপ-অণ্। মণ্ডপসম্বন্ধীয়।

মাণ্ডরিক (ত্রি) মণ্ডরের গোত্রাপত্য। (পা ৫।৩।১০৮)

মাণ্ডলিক (ত্রি) মণ্ডলং রক্ষতি মণ্ডল ঠক্। ১ মণ্ডলরক্ষক, শাসনকর্ত্তা (magistrate)। ২ শাসন-কার্য্য।

মাণ্ডব (স্ত্রী) সামভেদ।

মাণ্ডবা, রেবাকান্থার সংখেড়-মেবাসের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য।

মাণ্ডবা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোলাবা জেলার আলিবাগ উপবিভাগের অন্তর্গত একটী বন্দর।

মাণ্ডবী (স্ত্রী) কুশধ্বজের কন্যা ভরতের পত্নী। (রামা০ ১।৭৩।২৯)
২ মাণ্ডব্য নগরস্থিত দাক্ষায়ণী মূর্ত্তি।

মাণ্ডবী, বোম্বাই প্রদেশের কচ্ছ রাজ্যের অন্তর্গত একটী বন্দর। অক্ষা° ২২° ১৫´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৩১´ ৪৫´´ পূঃ। কচ্ছোপসাগরকূলে অবস্থিত। ইহার প্রধান বাণিজ্যস্থান মন্দ-মাণ্ডবী নামে খ্যাত। উহার প্রাচীন নাম রায়পুর।

মাণ্ডবী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সুরাটজেলার একটী উপবিভাগ, ভূপরিমাণ ২৮০ বর্গ মাইল।
২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ১৮´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°২২´৩৫´´ পূঃ। ৩ রেবানদীতীরস্থ এক প্রাচীন তীর্থ। (রেবাখণ্ড)

মাণ্ডব্য (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ, মাণ্ডবীপুত্র। (শতব্রা° ১০।৬।৫।৭) ২ মণ্ডুর গোত্রাপত্য। ৩ জাতিভেদ। ৪ নগরভেদ।

মাণ্ডব্য, জনৈক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি মাণ্ডব্যসংহিতা ও কার্ত্তিকবিবাহপটল নামে দুইখানি জ্যোতির্গ্রন্থপ্রণয়ন করেন। রঘুনন্দন, নারায়ণ, হেমাদ্রি প্রভৃতি এবং বৃহৎসংহিতায় ইঁহার নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।

মাণ্ডব্যাপুর (স্ত্রী) গোদানদীতটবর্ত্তী নগরভেদ। বর্ত্তমান নাম মাণ্ডবী।

মাণ্ডব্যায়ন (পুং) মাণ্ডব্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৮)

মাণ্ডব্যেশ্বর (ক্লী) শিবলিঙ্গ ভেদ। ২ তীর্থভেদ।

মাণ্ডু, মধ্যভারতের ধার-রাজ্যের অন্তর্গত একটী পরিত্যক্ত নগর। [মাণ্ডোগড় দেখ]

মাণ্ডুক (পুং) বৈদিক মণ্ডুক শাখান্তর্গত ব্রাহ্মণ।

মাণ্ডুকায়ন (পুং) বৈদিক মণ্ডুক শাখাভুক্ত ব্রাহ্মণ।
(শতব্রা° ১৪।৯।৪।৩২)

মাণ্ডুকায়নি (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতব্রা° ১০।৬।৫।৯)

মাণ্ডুকি (পুং) মণ্ডুকের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১৯)

মাণ্ডুকীপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতব্রা° ১৪।৪।৩২)

মাণ্ডুকেয় (পুং) মণ্ডুকের গোত্রাপত্য, বৈদিক আচার্য্যভেদ।

মাণ্ডুকেয়ীয় (ত্রি) ১ মাণ্ডুকেয় সম্বন্ধীয়। ২ মাণ্ডুকেয়ের মত।

মাণ্ডুক্য (ত্রি) মণ্ডুক সম্বন্ধীয়।

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ।

মাণ্ডোগড়, মধ্যভারতের ধার-রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। মুসলমান অধিকারে ইহা মালব রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল। নর্ম্মদানদীর তীরে ১৯৪৪ ফিট উচ্চ একটী অধিত্যকার উপর স্থাপিত। অক্ষা° ২২° ২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৬´ পূঃ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই নগর ৩১৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং ৩৭ মাইল লম্বা প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

এখানকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে জামি-মসজিদ, মালববাসী হোসঙ্গ ঘোরির মর্ম্মর-মসজিদ ও বাজ বাহাদুরের প্রাসাদ এখানকার অতীত আফ্‌গান-কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। রাজা হোসঙ্গঘোরি ১৫শ শতাব্দে এই নগর গড়খাই দ্বারা সুরক্ষিত করেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরপতি বাহাদুর শাহ এই নগর জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ অকবর ইহা অধিকার করিয়া লন। [মালব দেখ।]

মাৎ (দেশজ) ১ মত্ত। ২ গুড়ভেদ, গুড়ের তরল অংশ। (আরব্য) ৩ সতরঞ্চ খেলায় পরাজয় (mate)।

মাতঙ্গ (পুং) মতঙ্গস্যেদং মতঙ্গস্যাপত্যং পুমান্ বা। মতঙ্গ-অণ্। ১ হস্তী। (অমর) ২ অশ্বত্থবৃক্ষ। ৩ কিরাত জাতিবিশেষ। ৪ শ্বপচ। (মেদিনী) ৫ সংবর্ত্তক মেঘের নাম। ৬ জ্যোতিষোক্ত চতুর্ব্বিংশতিযোগ। ৭ প্রত্যেকবুদ্ধভেদ। ৮ নাগভেদ। ৯ অর্হদুপাসকভেদ। (হেম)

মাতঙ্গজ (ত্রি) মাতঙ্গাজ্জায়তে জন-ড। মাতঙ্গজাত। হস্তিশিশু।

মাতঙ্গদিবাকর (পুং) সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনে সভাস্থ জনৈক কবি।

মাতঙ্গনক্র (পুং) বৃহদাকার কুম্ভীরভেদ।

মাতঙ্গমকর (পুং) মাতঙ্গাকারো মকরঃ। মহামৎস্যভেদ।

মাতঙ্গসূত্র (ক্লী) বৌদ্ধসূত্রভেদ।

মাতঙ্গবন, কামরূপস্থ পুণ্যস্থানভেদ। (যোগিনীত°)

মাতঙ্গবাপী, তন্ত্রোক্ত প্রাচীন তীর্থভেদ। (বৃ°নীলতন্ত্র)

মাতঙ্গী (স্ত্রী) মতঙ্গস্য মুনেরপত্যং স্ত্রী, মতঙ্গ-অণ্-ঙীষ্। দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত নবম মহাবিদ্যা। তন্ত্রসারে এই বিদ্যার পূজা ও মন্ত্রাদি বিষয়ে এইরূপ আছে—

"অথ বক্ষ্যে মহাদেবীঃ মাতঙ্গীং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্।
অস্যোপাসনমাত্রেণ বাক্‌সিদ্ধিং লভতে ধ্রুবম্॥" (তন্ত্রসার)

সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী মাতঙ্গী দেবীর মন্ত্রাদির বিষয় বলিতেছি, ইহার উপাসনা মাত্রেই সাধক অচিরে বাক্‌সিদ্ধি লাভ করে।

'ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা' ইহাই মাতঙ্গী দেবীর মন্ত্র। এই মন্ত্রের ঋষি দক্ষিণামূর্ত্তি, ছন্দঃ বিরাট্, এবং দেবতা মাতঙ্গী দেবী। এই দেবতা সাধকের সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি প্রদান করেন। ইঁহার পূজাপদ্ধতি তন্ত্রসারে দ্রষ্টব্য। এই মহাবিদ্যার পূজায় যন্ত্র অঙ্কিত করা আবশ্যক। যথা—

প্রথমে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। ঐ ষট্‌কোণ মধ্যে দেবীর মূলমন্ত্র লিখিতে হইবে। এইরূপে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া জবাপুষ্প দ্বারা দেবীর পূজা করিতে হয়। মন্ত্রস্থিত পদ্মের অষ্টদলে বিবিধ উপহার দ্বারা মনোভবা, রতি, প্রীতি, ক্রিয়া, শ্রদ্ধা, অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমদনা ও অনঙ্গলালসা এই অষ্ট শক্তির পূজা ও জপ আবশ্যক। অতঃপর দেবীর ধ্যান ও পূজা করিতে হয়। ধ্যান যথা—

'শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈর্বাহুদণ্ডৈরসিখেটকপাশাঙ্কুশধরাম্॥' (তন্ত্রসার)

এইরূপ ধ্যানে দেবীরূপ চিন্তা করিয়া মনোহর গন্ধ-পুষ্পাদি উপহার দ্বারা দেবীর পূজা এবং শর্করা-মিশ্রিত পায়স-নৈবেদ্য দিতে হইবে।

মাতঙ্গী মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে ছয় হাজার জপ করিতে হয়। জপান্তে সাধক দশাংশ সংখ্যায় ঘৃতশর্করা ও মধুমিশ্রিত ব্রহ্মবৃক্ষের সমিধ দ্বারা হোম করিবে। হোম কালে ঐ অষ্টশক্তির আহুতি দিতে হয়।

এই দেবতার পূজায় একটী বিশেষ নিয়ম এই যে, সাধক পূজান্তে কোন চতুষ্পথস্থলে অথবা শ্মশানে পিষ্ট মৎস্য ও মাংস প্রদানপূর্ব্বক গুগ্‌গুল দ্বারা ধূপ দিবেন। রাত্রিকালে এই ধূপ প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপে দেবীর আরাধনা করিলে সাধক পূর্ণমনোরথ এবং কবিত্বশক্তিযুক্ত হন। এই প্রয়োগ দ্বারা সাধকের শত্রুনাশ, অগ্নিস্তম্ভন ও বাক্যস্তম্ভনের শক্তি হয়। অধিক কি মাতঙ্গী দেবীর পূজা করিয়া সাধক কোন অভীষ্ট লাভেই বঞ্চিত হন না। [দশমহাবিদ্যা দেখ]

মাতরপিতরৌ (পুং) মাতা চ পিতা চ (মাতরপিতরা-বুদীচাম্। পা ৬।৩।৩২) ইত্যার্ ঙা-দেশো মাতৃশব্দস্য নিপাতনাত্। তাত ও জনয়িত্রী, মাবাপ। এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত। পিতরৌ, মাতাপিতরৌ এবং মাতরপিতরৌ এই তিনটী পদ হইয়া থাকে।

মাতরিপুরুষ (পুং) যিনি মাতার নিকট বীরত্ব প্রকাশ করেন, কিন্তু অপরের নিকট ভীরু।

মাতরিশ্ব (পুং) অগ্নিভেদ, মাতরিশ্বন্। (সাংখ্যা॰গৃ॰১৬।১১।২৬)

মাতরিশ্বন্ (পুং) মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বয়তি বর্দ্ধতে ইতি-যদ্বা মাতরি জনন্যাং শ্বয়তি বর্দ্ধতে সপ্তসপ্তকত্বাদিতি শ্বি (শ্বন্ উক্ষন্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) ইতি কনিন্ নাম্নি সপ্তম্যা অলুক্, ধাতোরিকারলোপশ্চ নিপাতিতঃ। ১ বায়ু। "আনং দিবো মাতরিশ্বাজভারামথ্নাৎ" (ঋক্ ১।৯৩।৬) 'মাতরিশ্বা বায়ুঃ' (সায়ণ) মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বসিতি চেষ্টতে ইতি শ্বস্-কনিন্। ২ অগ্নিভেদ। "মাতরিশ্বা যদমিমীত মাতরি বাতস্য সর্গো অভবৎ সরীমণি" (ঋক্ ৩।২৯।১১) 'যদা অগ্নিরয়মীষু গর্ভরূপতয়া বর্ত্ততে তদয়মমুনপারামকো ভবতি যদা অন্তরীক্ষে বিদ্যোততে তদা মাতরিশ্বা নামকো ভবতি' (সায়ণ)

মাতলা (দেশজ) ১ থামের মাথা (An arch)। ২ মজিদের ব্যবহারোপযোগী শোলা বা কঞ্চির টুপী।

মাতলা (রায়মাংলা), ২৪ পরগণা জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। বিদ্যাধরী, করতোয়া ও আঠারবাঁকা নামক নদীত্রয় একত্র মিলিত হইয়া এই নামে সুন্দরবনের মধ্য দিয়া বঙ্গোসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর মোহানা সাগরদ্বীপ হইতে ১৫ ক্রোশ পূর্ব্বে এবং কলিকাতা হইতে ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। নদীর মোহানা বিস্তৃত এবং খাত সুগভীর হওয়ায় এখানে নৌকাযোগে পণ্য দ্রব্য লইয়া গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা আছে।

মাতলা বা পোর্ট ক্যানিং নগর এই নদীতীরে অবস্থিত। এখান হইতে য়ুরোপীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইবে ভাবিয়া রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং বাহাদুর স্বনামে এখানে রাজধানী স্থাপনে প্রয়াস পান। এক্ষণে উহার গৃহবাটিকাদি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মাতলা, তন্নামক নদীতীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম।

[পোর্ট ক্যানিং দেখ।]

মাতলাম (দেশজ) মাতালের কার্য্য।

মাতলি (পুং) মতিং মাতীতি মা-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ বা মতলস্যাপত্যং পুমান্ মতল (অত ইঞ্। পা ৪।১।৯৫) ইতি ইঞ্। ইন্দ্রসারথি।

"মতস্ত্রিলোকরাজস্য মাতলির্নাম সারথিঃ।
তস্যৈকৈব কুলে কন্যা রূপতো লোকবিশ্রুতা॥"

(ভারত ৫।৯৭।১১)

মাতলী (পুং) বেদোক্ত যম ও পিতৃ সহ উদ্ভব দেবভেদ।

মাতলীয় (ত্রি) মাতলী সম্বন্ধীয়।

মাতবচস (পুং) মতবচার গোত্রাপত্য।

মাতব্বর (দেশজ) প্রধান, মান্যগণ্যব্যক্তি, প্রজা বা গ্রামের মধ্যে যাহারা সম্ভ্রান্ত, তাহাদিগকে মোড়ল বা মাতব্বর কহে।

মাতা (স্ত্রী) মান্যতে পূজ্যতে ইতি মান পূজায়াং তন্ তত্তষ্টাপি নিপাতনাৎ সাধুঃ। জননী। [মাতৃ দেখ।]

"বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্।"

(শিবরহস্যে দুর্গাস্তব)

মাতান (দেশজ) ১ মত্তকরণ। ২ মস্তকোত্তোলন।

মাতান (মার্ত্তণ্ড), কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী ভগ্ন

মন্দির। কাশ্মীর উপত্যকার অদূরবর্ত্তী একটী শৈলশৃঙ্গের অধিত্যকাদেশে স্থাপিত। অক্ষা° ৩৩°৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২১´ পূঃ। প্রবাদ, এই মন্দির-সন্নিকটে পূর্ব্বকালে একটী ধনজনপূর্ণ মহাসমৃদ্ধিশালী নগরী বিদ্যমান ছিল। ইহাই রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত (৩৷৪৬২) রামপুরস্বামীর মন্দির।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মন্দিরের গঠন ও শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন। ডাঃ কানিংহামের মতে ৩৭০ খৃষ্টাব্দে উহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়। এই মার্ত্তণ্ডমন্দির সূর্য্য-উপাসনার প্রধান স্থান। হুগেল সাহেব বলেন, উহা পাণ্ডু-বংশধরগণের অক্ষয়কীর্ত্তি এবং উহা খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। কাপ্তেন বেটিসের অনুমান, এরূপ সুচারু-কীর্ত্তি সভ্যজাতির বিদিত পৃথিবীর অপর কোন অংশেই দেখা যায় না।

মন্দিরটী কাশ্মীরীয় সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। ইস্‌লামাবাদ নগর ও কাশ্মীর উপত্যকার সীমান্তশৈলের মধ্যবর্ত্তী অধিত্যকা-ভূমের পশ্চিম সীমায় এখনও এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টি-গোচর হয়। ইহার মধ্যস্থিত সুচূড় অট্টালিকা ব্যতীত চতু-স্পার্শ্বে স্তম্ভশ্রেণীসমন্বিত ২২০×১৪২ ফিট বারাণ্ডা আছে। এখনও সেই প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ এখানে কষ্টি পাথরের বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি ও কারুকার্য্যযুক্ত প্রস্তরস্তম্ভাদি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরপার্শ্বে একটী বিখ্যাত ও পবিত্র সলিলবাহী প্রস্রবণ আছে।

মাতাপিতরৌ (পুং) মাতা চ পিতা চ (আনঙ্ ঋতো দ্বন্দ্বে। পা ৬৷৩৷২৫) ইত্যানঙাদেশঃ। জননী ও জনক, মা ও বাপ। এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত। পর্য্যায়—পিতরৌ, মাতরপিতরৌ তাতজনয়িত্র্যৌ। (অমর ভরত)

মাতাপুত্র (পুং) মা ও ছেলে, চলিত পো-পোয়াতি।

মাতাভাঙ্গা, (হাউলী), গঙ্গানদীর একটী শাখা। জলঙ্গী নদীর ৫ ক্রোশ দক্ষিণে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে কৃষ্ণগঞ্জ ও কৃষ্ণ-নগরের সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

ভৈরবনদের মুখ হইতে ২০ ক্রোশ দক্ষিণে মহেশকুণ্ড নামক স্থান হইতে মাতাভাঙ্গার একটী শাখা ৪০ মাইল পর্য্যন্ত হাউলী বা কুমারনদ নামে প্রবাহিত হইয়া পাঙ্গাসী নাম ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে সুন্দরবনাভিমুখে গিয়াছে এবং অপর একটী শাখা চুর্ণী নামে চাকদহের (চক্রদহ) নিকট ভাগীরথীগর্ভে মিলিত হইয়াছে।

এই নদী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গত বৎসরের মধ্যে ইহার গতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কাচিকাটা নদী ইহার জলে পুষ্টকলেবরা হইয়া গড়াই নদীতে মিলিত হইত। কাচিকাটা মজিয়া আসিলে কুমারনদের পাঙ্গাসী শাখার মুখ বিস্তৃত হওয়ায় সেই জলরাশি তন্মুখ দিয়া নিঃসৃত হইতে থাকে। বর্ষাকালে ইহার কলেবর বর্দ্ধিত হয়, তখন পণ্যদ্রব্যবাহী বড় বড় নৌকা ও ষ্টীমার ইহার বক্ষ দিয়া গমনাগমন করিতে পারে।

মাতামহ (পুং) মাতুঃ পিতা (পিতৃব্যমাতুলমাতামহপিতা-মহাঃ। পা ৪৷২৷৩৬) ইতি ডামহচ্ নিপাতিতশ্চ। মাতার পিতা। মাতামহের মৃত্যু হইলে দৌহিত্রের তিন দিন অশৌচ হয়।

"মাতামহানাং মরণে ত্রিরাত্রং স্যাদশৌচকম্॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

যে স্থলে পুত্রাদি না থাকে, সেস্থানে শ্রাদ্ধাধিকার-নিয়মানু-সারে দুহিতা শ্রাদ্ধাধিকারিণী হয়। তথায় দৌহিত্র ধনাধিকারী। কিন্তু যতদিন দুহিতা জীবিতা থাকে, ততদিন ধন বিভাগ হইবে না। অস্থায়িভাবে দুহিতাই অধিকারিণী থাকে, দুহি-তার অভাব হইলে দৌহিত্র শ্রাদ্ধাধিকারী হইয়া থাকে।*

মাতামহী (স্ত্রী) মাতামহস্য পত্নীতি (পুংযোগাদাখ্যায়াং। পা ৪।১।৪৮) ইতি ঙীষ্। মাতামহপত্নী, মাতৃমাতা, চলিত আই। মাতামহী মাতৃতুল্য-পূজনীয়া।

"মাতামহী মাতৃমাতা মাতৃতুল্যা চ পূজিতা।
প্রমাতামহীতি বিখ্যাতা প্রমাতামহকামিনী॥
বৃদ্ধপ্রমাতামহী জ্ঞেয়া তৎপিতুঃ কামিনী তথা॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু° ব্রহ্ম খ° ১০ অ°)

মাতামহীর মৃত্যু হইলে দৌহিত্রের পক্ষিণী অশৌচ হয়। দুই দিন ও একরাত্রির নাম পক্ষিণী।

"মাতুলে শ্বশুরে মৈত্রে গুরৌ গুর্ব্বঙ্গনাসু চ।
অশৌচং পক্ষিণীং রাত্রিং মৃতা মাতামহী যদি॥"
(শুদ্ধিতত্ত্ব)

মাতামহী ও দুহিতার অভাবে দৌহিত্র শ্রাদ্ধাধিকারী। মাতামহীর যৌতুক ভিন্ন ধনে পৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে দৌহি-ত্রের অধিকার, অর্থাৎ পুত্র বা পৌত্র না থাকিলে দৌহিত্র অধিকারী হইবে। মাতামহীর যৌতুকধন হইলে পুত্রাভাবেই দৌহিত্র প্রাপ্ত হইবে।

"মাতামহ্যা অযৌতুকধনে পৌত্রপর্য্যন্তাভাবে দৌহিত্রাস্তা-ধিকারঃ, যৌতুকধনে তু পুত্রপর্য্যন্তাভাবে দৌহিত্রাধিকারঃ,

* "মাতামহানাং দৌহিত্রাঃ কুর্ব্বন্ত্যহনি চাপরে।
তে চ তেষাং প্রকুর্ব্বন্তি দ্বিতীয়েঽহনি সর্ব্বদা॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)
"দুহিতৃপর্য্যন্তাভাবে তস্য ধনে দৌহিত্রাধিকারঃ—
পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষোনাস্তি ধর্ম্মতঃ।
তয়োর্হি মাতাপিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ॥" (দায়ভাগ)

যথা—

'দৌহিত্রোঽপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ' ইতি মনু-বচনে দৌহিত্রে পৌত্রধর্ম্মাতিদেশাৎ পুত্রেণ পরিণীত দুহিতৃ-র্বাধাদ্ বাধকপুত্রেণ বাধ্যদুহিতৃপুত্রবাধস্ত ন্যায্যত্বাৎ" (দায়তত্ত্ব)

মাতামহীয় (ত্রি) মাতামহসম্বন্ধীয়।

মাতামুড়া, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। আরাকান ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালার সঙ্গু (শঙ্খ?) নদীর উৎপত্তিস্থানের সন্নিকট হইতে উত্থিত হইয়া উভয়ে পরস্পরের সমান্তরাল ভাবে পর্ব্বততট বিধৌত করিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

মাতাল (দেশজ) মত্ত, যাহারা মদ খাইয়া মত্ত হয়। মদ্যপায়ী, মত্ততাবিশিষ্ট। ২ প্রধান, শ্রেষ্ঠ।

"এত বলি তাড়াতাড়ি চলিল বাহির বাড়ী
মাগী যেন মাতাল মহিষী।" (অন্নদামঙ্গল)

মাতালী (স্ত্রী) মাতুঃ আলী পৃষোদরাদিত্বাৎ ঋকারলোপঃ যদ্বা মাতায়াঃ আলী। মাতার সখী। (শব্দমালা)

মাতি (স্ত্রী) ১ পরিমাণ। ২ প্রকৃত অবগতি।

মাতুর (মাতৃশব্দজ) মাতা।

মাতুল (পুং) মাতুর্ভ্রাতা (পিতৃব্যমাতুলেতি। পা ৪।২।৩৬) ইতি নিপাত্যতে তত্র 'মাতুর্ডুলচ্' ইতি বার্ত্তিকাৎ ডুলচ্। মাতৃভ্রাতা, পিতৃশ্যালক, চলিত মামা। মাতুলের মরণে ভাগিনেয়ের পক্ষিণী অশৌচ হয়।

"মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্বান্ধবেষু চ।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

মাত্যতে খাদ্যাদিনা মীয়তে মাত-বাহুলকাৎ ডুলচ্। ২ ব্রীহিভেদ। ৩ মদনদ্রুম। মাদয়তীতি মদ-ণিচ্ বাহুলকাৎ ডলচ্, পৃষোদরাদিত্বাদস্ত তকারত্বং। ৩ ধুস্তূর। (মেদিনী) মা বিদ্যতে তুলা তুলনা যস্ত। ৪ সর্পবিশেষ। (হেম)

মাতুলক (পুং) মাতুল-স্বার্থে কন্। ১ ধুস্তূরবৃক্ষ। (রাজনি৽) ২ মাতুল।

মাতুলদ্রুম (পুং) ১ ধুস্তূরবৃক্ষ। ২ শাল্মলী বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি৽)

মাতুলপুত্রক (পুং) মাতুলস্য পুত্রকঃ। ১ ধুস্তূরফল। (অমর) ২ মাতুলতনয়। (মেদিনী)

মাতুলপুষ্প (ক্লী) ধুস্তূরপুষ্প। (বৈদ্যকনি৽)

মাতুলা, মাতুলানী (স্ত্রী) মাতুল-টাপ্, মাতুলস্য স্ত্রী (ইন্দ্রবরুণেতি। পা ৪।১।৪৯) ইতি ঙীষ্ আনুক্ চ। মাতুলপত্নী, চলিত মামী। মাতুলানী-মরণে ভাগিনেয়ের পক্ষিণী অশৌচ হয়।

"শ্বশুরয়োর্ভগিন্যাঞ্চ মাতুলান্যাঞ্চ মাতুলে।
পিত্রোঃ স্বসরি তদ্বচ্চ পক্ষিণীং ক্ষপয়েন্নিশাম্॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

মা—নিষেধে তুলাং নয়তি প্রাপ্নোতীতি নী-ক্বিপ্ ঙীষ্। ১ মাতুলানী। ২ কলায়। ৩ ভঙ্গা। (ভাবপ্র৽) ৪ শণ। (হেম) ৫ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। (শব্দচ৽)

মাতুলাহি (পুং) মা তুল্যতেঽসৌ ইতি তুল-মূলবিভু-জাদিত্বাৎ ক, মাতুলশ্চাসৌ অহিশ্চ। ১ সর্পবিশেষ, চলিত মালুয়াসাপ বা ফয়ুয়াটা। পর্য্যায়—মালুধান। (অমর) এই সর্প খট্টাকৃতি, আয়তদেহ, দীর্ঘলাঙ্গুল ও চতুষ্পাদ্। (মধু-মাধবাদি)

মাতুলি (পুং) মাতলি।

মাতুলী (স্ত্রী) মাতুলস্য স্ত্রী মাতুল-(ইন্দ্রবরুণভবেতি। পা ৪।১।৪৯) ইতি ঙীষ্, 'মাতুলোপাধ্যায়য়োরানুগ্ বা' ইতি বার্ত্তিকোক্তেঃ পক্ষে আনুগভাবঃ। মাতুলপত্নী, মামী। ২ ভঙ্গা।

মাতুলুঙ্গ (ক) (পুং) মাতুলুঙ্গ-সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্। (Citrus medica) ছোলঙ্গবৃক্ষ, চলিত টাবালেবুর গাছ। হিন্দী—বীজৌরা। মহারাষ্ট্র—মাহুলিঙ্গ। কলিঙ্গ—মালধা। তেলগু—মাদোপল পুট্টেড়ু। উৎকল—কলম্বা। পর্য্যায়—ফলপূর, বীজপূর, রুচক, মাতুলুঙ্গ, ঋফল, ফলপূরক, লুঙ্গুষ, পূরক, পূর, বীজপূর্ণ, অম্বুকেশর। (রত্নমালা) গুণ—হৃদ্য, অম্ল, লঘু, অগ্নিদীপক, আধ্মান, গুল্ম, প্লীহা, হৃদ্রোগ ও উদাবর্ত্ত-নাশক। বিবন্ধ, হিক্কা, শূল ও ছর্দ্দিরোগে প্রশস্ত। ইহার ত্বগ্‌গুণ তিক্ত, দুর্জ্জর, কফপিত্তনাশক। ইহার মাংসগুণ স্বাদু, শীতল, গুরু ও বায়ুপিত্তনাশক। (রাজব৽)

মাতুলুঙ্গশিফা (স্ত্রী) মাতুলুঙ্গমূল, ছোলঙ্গ লেবুর মূল।

মাতুলুঙ্গা (স্ত্রী) মাতুলুঙ্গ-টাপ্। মধুকুক্কুটী।

"মাতুলুঙ্গা সুগন্ধাঢ্যা গিরিজা পূতিপুষ্পিকা।
অত্যম্লা দেবদূতী চ সা কচিন্মধুকুক্কুটী॥"
(রত্নমালা)

মাতুলুঙ্গিকা (স্ত্রী) মাতুলুঙ্গ-সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্, অকার-স্যেত্বং। বনবীজপূর। (রাজনি৽)

মাতুলেয় (পুং) মাতুল-পুত্র, মামাত ভাই। (স্ত্রী) মাতুলেয়ী, মামাত ভগিনী।

মাতুল্য (ক্লী) মাতুলালয়।

মাতুষ্বসৃ (স্ত্রী) মাতুঃ স্বসা। মাতার ভগিনী। [মাতৃষ্বসৃ দেখ]

মাতৃ (স্ত্রী) মান্যতে পূজ্যতে যা সা মান-পূজায়াং নপ্তৃতি তৃচ্ ইতি ভরতঃ, যদ্বা (নপ্তৃনেষ্টৃত্বষ্টৃহোতৃপোতৃভ্রাতৃজামাতৃমাতৃ-পিতৃদুহিতৃ। উণ্ ২।৯৬) ইতি তৃচ্ নিপাতিতশ্চ, স্বস্রা-দিত্বাৎ টাপ্ নিষেধঃ। জননী, চলিত মা, পর্য্যায়—জনয়িত্রী, প্রসূ, সবিত্রী, জনি, জনী, জনিত্রী, অক্কা, অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা, মাতৃকা। (জটাধর) ষোড়শ প্রকার মাতা—

"স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী ভক্ষ্যদাত্রী গুরুপ্রিয়া।
অভীষ্টদেবপত্নী চ পিতুঃ পত্নী চ কন্যকা॥
সগর্ভজা যা ভগিনী পুত্রপত্নী প্রিয়াপ্রসূঃ।
মাতুর্মাতা পিতুর্মাতা সোদরস্য প্রিয়া তথা॥
মাতুঃ পিতুশ্চ ভগিনী মাতুলানী তথৈব চ।
জনানাং বেদবিহিতা মাতরঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ গণপতিখ০ ১৫ অ০)

স্তন্যদায়িনী, গর্ভধারিণী, ভক্ষ্যদায়িনী, গুরুপত্নী, অভীষ্টদেবপত্নী, পিতৃপত্নী, পিতৃকন্যা, সোদরা ভগিনী, পুত্রপত্নী, প্রিয়াপ্রসূ (শাশুড়ী), মাতৃমাতা, পিতৃমাতা, সোদর ভ্রাতৃবধূ, মাতা ও পিতার ভগিনী এবং মাতুলানী এই ষোলজন মাতৃপদবাচ্য।

পিতা অপেক্ষা মাতা পূজনীয়া, মাতা গর্ভধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া তিনি অতিশয় গুরু।

"জনকো জন্মদাতৃত্বাৎ পালনাচ্চ পিতা স্মৃতঃ।
গরীয়ান্ জন্মদাতুশ্চ যোঽন্নদাতা পিতা মুনে!॥
বিনান্নান্নশ্বরো দেহো ন নিত্যঃ পিতুরুদ্ভবঃ॥
তয়োঃ শতগুণে মাতা পূজ্যা মান্যা চ বন্দিতা।
গর্ভধারণপোষাভ্যাং সা চ তাভ্যাং গরীয়সী॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ গণপতিখ০ ৪০ অ০)

যাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করা যায়, তিনিও মাতার ন্যায় পূজনীয়া। তাঁহার সহিত শৃঙ্গারে কালসূত্রনরক হয়।

"মাতরিত্যেব শব্দেন যাঞ্চ সম্ভাষতে নরঃ।
সা মাতৃতুল্যা সত্যেন ধর্ম্মসাক্ষী সতামপি॥
তয়া সহিতশৃঙ্গারে কালসূত্রং প্রয়াতি সঃ।
তত্র ঘোরে বসত্যেব যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ।
প্রায়শ্চিত্তং পাপিনশ্চ তস্য নৈব শ্রুতৌ শ্রুতম্॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ ব্রহ্মখ০ ১০ অ০)

২ শিবের পরিবারবিশেষ। দেবগণ যখন অসুরনিধন করেন, তখন ব্রহ্মাদির স্বেদ হইতে এই সকল মাতৃগণের উৎপত্তি হয়। অষ্টমাতৃগণ যথা—

"ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী বারাহী বৈষ্ণবী তথা।
কৌমারী চৈব চামুণ্ডা চর্চ্চিকেত্যষ্টমাতরঃ॥"

সপ্তবিধা যথা—

"ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী চৈন্দ্রী রৌদ্রী বারাহিকী তথা।
কৌবেরী চৈব কৌমারী মাতরঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥"
(অমরটীকা ভরত)

ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা, ও চর্চ্চিকা এই অষ্টমাতা। ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, রৌদ্রী, বারাহিকা, কৌবেরী ও কৌমারী এই সাতজন সপ্তমাতৃকা এবং ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, বারাহী, নরসিংহিকা, কৌমারী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা এই নয়জনও মাতৃকা নামে কথিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মী, ব্রহ্মার স্বেদনির্গমে উৎপন্না হন। এইরূপে তত্তন্নামীয় দেবতাগণের স্বেদ হইতে ঐ সকল মাতৃকার উৎপত্তি হইয়াছে। দুর্গাপূজার সময় এই সকল মাতৃকার পূজা করা হইয়া থাকে।

গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ দেবতাকে ষোড়শমাতৃকা কহে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ও ষষ্ঠীপূজায় এই ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিতে হয়। ষোড়শমাতৃকা যথা—

"গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ॥
শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিস্তুষ্টিরাত্মদেবতয়া সহ।
আদৌ বিনায়কঃ পূজ্যোঽন্তে চ কুলদেবতা॥"
(শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত বহ্বৃচগৃহ্যপরিশিষ্ট)

গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা এই ষোড়শ মাতৃকা। এই ষোড়শ মাতৃকাপূজায় প্রথমে বিনায়ক এবং অন্তে কুলদেবতার পূজা করিতে হয়।

বৈষ্ণবপূজ্য-মাতৃগণ—

"যত্র মাতৃগণাঃ পূজ্যাস্তত্র হেতাঃ প্রপূজয়েৎ।
সদা ভাগবতী পৌর্ণমাসী পদ্মান্তরঙ্গিকা॥
গঙ্গা কলিন্দতনয়া গোপী বৃন্দাবতী তথা।
গায়ত্রী তুলসী বাণী পৃথিবী গৌশ্চ বৈষ্ণবী॥
শ্রীযশোদা দেবহূতী দেবকী রোহিণীমুখাঃ।
শ্রীসতী দ্রৌপদী কুন্তী হ্যপরে যে মহর্ষয়ঃ।
রুক্মিণ্যাদ্যাস্তথা চাষ্ট মহিষ্যোঽন্যাশ্চ তা অপি॥"
(পদ্মপুরাণ উত্তরখ০ ৭৮ অ০)

ভাগবতী পৌর্ণমাসী, পদ্মা, অন্তরঙ্গিকা, গঙ্গা, কলিন্দতনয়া, গোপী, বৃন্দাবতী, গায়ত্রী, তুলসী, পৃথিবী, গো, বৈষ্ণবী, শ্রীযশোদা, দেবহূতী, রোহিণী, শ্রীসতী, দ্রৌপদী, কুন্তী এবং রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্টমহিষী ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণবীমাতৃগণ।

আত্মমাতা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী এবং পৃথিবী এই সাতজনকে মাতা কহে। মাতা মহাগুরু।

২ গাভী। ৩ ভূমি। (মেদিনী)

"যদূর্দ্ধস্থিতাদ্রবিণেহ ধত্তাদ্যবাক্বয়ো মাতুরস্যা উপস্থে" (নিরুক্ত ৮।৩) 'মাতুঃ অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ' (টীকা দুর্গাচার্য্য) ৪ বিভূতি। (শব্দর০) ৫ লক্ষ্মী (হেম) ৬ রেবতী। (অজয়পাল) ৭ আখুকর্ণী। ৮ ইন্দ্রবারুণী। ৯ মহাশ্রাবণী।

১০ জটামাংসী। (রাজনি॰) (ত্রি) ১১ পরিমাণকর্ত্তা। ১২ নির্ম্মাণকর্ত্তা।

"অস্তেহ্ মাতুঃ সবনেষু সস্তোমহঃ" (ঋক্ ১।৬১।৭)

'মাতুঃ বৃষ্টিদ্বারেণ সকলস্য জগতো নির্ম্মাতুঃ' (সায়ণ)

মাতৃক (ত্রি) ১ মাতাসম্বন্ধীয়। ২ মাতুল।

মাতৃকচ্ছিদ (পুং) মাতুঃ কং শিরশ্ছিনত্তীতি ছিদ-ক, পিত্রাদেশাৎ মাতৃশিরশ্ছেদনাদস্য তথাত্বং। পরশুরাম।

মাতৃকা (স্ত্রী) মাতেব মাতৃ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩। ৯৬) ইতি কন্—টাপ্। ১ ধাতৃকা।

"রজ্জ্বুৎসঙ্গ-চ্ছেদনে বালপীড়া রাজ্ঞোমাতুঃ পীড়নং মাতৃকায়াঃ।" (বৃহৎসংহিতা ৪৩। ৬৬) মাতেব মাতৃ-স্বার্থে কন্। ২ মাতা। ৩ দেবীভেদ।

মাতৃকাগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বরাহপুরাণে লিখিত আছে—পূর্ব্বে রুদ্রদেব স্বীয় ত্রিশূলাঘাতে অন্ধকাসুরের দেহ ভেদ করেন। কিন্তু তাহাতে তাহার জীবন বিনষ্ট হয় নাই। অধিকন্তু তদীয় দেহ হইতে যে সকল রক্ত ভূতলে নিপতিত হইয়াছিল, সেই রক্তরাশি হইতে তখন অসংখ্য অন্ধকাসুরের সৃষ্টি হইল। রুদ্রদেব এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া নিজ ত্রিশূলাগ্র দ্বারা অবিলম্বে অন্ধকাসুরকে গ্রহণপূর্ব্বক রণাঙ্গনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যে সকল অন্ধকাসুর সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাহাদিগকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অজস্র দৈত্যদেহ নিপাতিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও অসুরবংশ সমূলে নির্ব্বংশ হইল না। ক্রমাগত তাহাদিগের নূতন নূতন দেহ সৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন রুদ্র অত্যধিক রুষ্ট হইলেন। ক্রোধবশতঃ তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে এক বহ্নিশিখা বহির্গত হইল। ঐ বহ্নিশিখা তখন এক দেবীরূপে পরিণতা হইলেন। দেবীর নাম হইল যোগেশ্বরী। এই যোগেশ্বরাই প্রথম ও প্রধান মাতৃকারূপে অভিহিতা। ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, কার্ত্তিকেয়, যম ও বরাহরূপী বিষ্ণু ইঁহারা প্রত্যেকে এক একজন মাতৃকা-মূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন। সর্ব্বসমেত আটটি মাতৃকার উৎপত্তি হইল।

দেহের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, পৈশুন্য ও অসূয়া এই আটটী অষ্ট-মাতৃকা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে কাম যোগেশ্বরী, ক্রোধ মাহেশ্বরী, লোভ বৈষ্ণবী, মদ ব্রাহ্মণী, মোহ কৌমারী, মাৎসর্য্য ঐন্দ্রাণী, পৈশুন্য দণ্ডধারিণী এবং অসূয়া বারাহী নামে খ্যাত। এই অষ্ট মাতৃকার উৎপত্তি হইলে, তখন ইঁহাদিগেরই সমবেত চেষ্টায় অবশিষ্ট অসুরদল নিপাতিত হইল। এই মাতৃকাগণ তখন হইতে দেব মনুষ্য উভয় লোকেই পূজা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

বিধি আহার করিয়া এই মাতৃকাগণের পূজা করিলে নরগণ অনায়াসে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিতে পারে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে, দৈত্যপতি শুম্ভের সেনানীগণের সহিত যখন চণ্ডিকা দেবীর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন ব্রহ্মা, মহেশ্বর, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু ও ইন্দ্র ইঁহাদিগের স্ব স্ব শক্তি সমবেত হইয়া নিজ নিজ বাহন, ভূষণ ও আয়ুধাদিসহ অসুর-বিনাশার্থ সমরক্ষেত্রে যোগদান করেন। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী মহেশ্বর-শক্তি, মাহেশ্বরী কার্ত্তিকেয়-শক্তি কৌমারী, বিষ্ণুশক্তি বারাহী এবং ইন্দ্রশক্তি ঐন্দ্রাণী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এই সমবেত শক্তিপুঞ্জও মাতৃকা-নামে প্রসিদ্ধ।

৪ বর্ণমালা। (মেদিনী) ৫ করণ। ৬ গ্রীবাদেশস্থ ৮টী শিরাভেদ। ৭ স্বর। ৮ উপমাতা। (হেম)

মাতৃকাকুন্দ (পুং) শিশুদিগের গুদজ ব্রণবিশেষ। (বাভট উত্তরত॰ ২ অ॰)

মাতৃকা-ন্যাস, মন্ত্র প্রয়োগরূপ ন্যাসভেদ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, 'মাতৃকান্যাসের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর, যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য দেবত্ব প্রাপ্ত হয় বাক্। ব্রহ্মাণী, আদি দেবী মাতৃকা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত সমুদয় স্বর ও ব্যঞ্জন তাঁহাদের মন্ত্র, ইঁহারা সর্ব্বকাম প্রদান করেন। মাতৃকাদিগের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী এবং দেবতা সরস্বতী। শরীর শুদ্ধি আদি সকল প্রকার কাম, অর্থের সাধন-কার্য্যে এবং মন্ত্রদিগের ন্যূনতাপূরণে ইহার প্রয়োগ। অকারের সহিত ককারাদি যে প্রথম বর্গ, তাহার অন্তর্গত অক্ষর সকলকে চন্দ্রবিন্দুর সাহত যুক্ত করিয়া তদনন্তর আকার উচ্চারণপূর্ব্বক 'অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' এই বলিয়া প্রথম অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে মাতৃকান্যাস করিবে। অনন্তর অপর অপর বর্ণ স্বরের সাহত সম্যক্ প্রকারে চন্দ্রবিন্দুযোগ করিয়া ন্যাস করিবে। অর্থাৎ তর্জ্জনী দ্বয়ে প্রথম হ্রস্ব ইকার, তাহার পর চবর্গ এবং অন্তে দীর্ঘ ঈকার চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত করিয়া 'তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা' বলিয়া পূর্ব্বের মত ন্যাস করিবে। মধ্যমাদ্বয়ে হ্রস্ব উকার, তবর্গ ও দীর্ঘ উকার যথাক্রমে চন্দ্রবিন্দুযোগে উচ্চারণ করিয়া "মধ্যমাভ্যাং বষট্' এই বলিয়া ন্যাস করিবে। অনামিকাদ্বয়ে এ, টবর্গ এবং ঐকার যথাক্রমে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত করিয়া 'অনামিকাভ্যাং হুং ফট্' উচ্চারণপূর্ব্বক ন্যাস করিবে। কনিষ্ঠাদ্বয়ে ওকার, পবর্গ এবং ঔকার ঐরূপ বিন্দুযুক্ত করিয়া 'কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্' এই উচ্চারণপূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বিন্যাস করিবে। করতল ও তাহার পৃষ্ঠদ্বয়ে অং, য হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ, অবশেষে অঃ পূর্ব্ববৎ উচ্চারণ করিয়া 'অস্ত্রায় ফট্' বলিয়া ন্যাস করিবে। অঙ্গন্যাসের শেষভাগে 'বষট্' এই শব্দের প্রয়োগ করিবে। হৃদয়াদি

ষড়ঙ্গে পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে অঙ্গুষ্ঠাদিতে উক্ত ছয় ছয়টি অক্ষর দ্বারা ন্যাস করিবে। এইরূপ পাদ, জানু, সক্থি, গুহ্য, পার্শ্ব এবং বস্তিতে পূর্ব্বোক্ত ক্রমে ন্যাস করিবে তৎপরে বাহুদ্বয়, করতলদ্বয়, কোটিদ্বয়, নাভি, জঠর ও স্তনদ্বয়ে পূর্ব্বোক্ত রীতিতে ন্যাস করিবে। বক্ত্র, চিবুক, গণ্ড, কর্ণদ্বয়, ললাট, অঙ্গ এবং কক্ষ এই সকল অঙ্গেও পূর্ব্বের মত ন্যাস করিবে রোমকূপে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, অপানদেশে, জঙ্ঘাযুগলে, নখে, পাদে এবং করতলেও পূর্ব্বের মত ন্যাস করিবে। যে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সকল প্রকার যজ্ঞকার্য্যে ও পূজায় এইরূপ মাতৃকাবর্গের ন্যাস করে, সে পবিত্র এবং কর্ম্মক্ষম হয়। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর কোন স্থানে মিলে না। ইহা সকল প্রকার কামদ, পবিত্র, চতুর্ব্বর্গপ্রদ ও শুভ। যে ব্যক্তি হৃদয়ে বাগ্দেবতার, ও মস্তকে সমুদায় অক্ষরের ধ্যান করিয়া ক্রমানুসারে মাতৃকামন্ত্র সকল তিনবার উচ্চারণ করিয়া জল পান করে, সে বাগ্মী, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ এবং কবি হয়। পণ্ডিত মনুষ্য প্রথমে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত স্বর সকলের উচ্চারণ করিবে, তাহার পর কেবল ব্যঞ্জনগুলির পাঠ করিবে। অকারাদি-ক্ষকারান্ত বর্ণের এইরূপে ন্যাস করিয়া করতলে জলগ্রহণপূর্ব্বক অক্ষরসমূহ পাঠ ও ঐ জলকে অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রথমে পূরক মন্ত্র দ্বারা ঐ জল পান করিবে, তাহার পর রেচক দ্বারা পান করিবে। এইরূপে একবার বা তিনবার পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা জল পান করিলে দৃঢ়াঙ্গ, পণ্ডিত এবং পুত্র-পৌত্রযুক্ত হয়। মাতৃকা-মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল ত্রিসন্ধ্যা পান করিলে কবিত্ব এবং সকল প্রকার কামনাসিদ্ধ হয়। যে পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা মাতৃকামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল সর্ব্বদা পান করে, সে সকল প্রকার কাম, পুত্র, পৌত্র এবং সমৃদ্ধি লাভ করে এবং ইহলোকে মহাকবি, বলবান্ এবং সত্যবিক্রম হয়। এমন কি সর্ব্বত্র দুর্লভ হইয়া অন্তে মোক্ষ লাভ করে। মাতৃকামন্ত্রের সাধনা করিলে রাজা, রাজপুত্র বা রাজভার্য্যা বশীভূত হয়। ন্যাস ক্রমে যে বর্ণক্রম উক্ত হইয়াছে, ঐরূপ অক্ষর ক্রমে জলপান করিবে। দেবতা, ঋষি বা রাক্ষসদিগের যে সকল মন্ত্র, ঐ সকল মন্ত্রই মাতৃকামন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা সর্ব্বমন্ত্রময়, সর্ব্বদেবময় এবং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়ক।'

(কালিকাপুরাণ ৭৩ অধ্যায়)

মাতৃকান্যাসের প্রয়োগ—"অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ" শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদদ্বয়ে ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুম্। ওঁং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এই প্রকারে করন্যাস করিয়া পরে অং কং ৫ আং হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গন্যাস করিবে।

"অং আং মধ্যে কবর্গন্তু ইং ঈং মধ্যে চ বর্গকম্।
উং ঊং মধ্যে টবর্গন্তু এং ঐং মধ্যে তবর্গকম্॥
ওঁং ঔং মধ্যে পবর্গন্তু বিন্দুযুক্তং ন্যসেৎ প্রিয়ে।
অনুস্বারবিসর্গান্তর্যশবর্গৌ সলক্ষকৌ॥
হৃদয়ঞ্চ শিরোদেবি! শিখা কবচকং তথা।
নেত্রমন্ত্রং ন্যসেৎ ভেংস্তং নমঃ স্বাহা ক্রমেণতু॥
বষট্ হুং বৌষড়ন্তঞ্চ ফড়ন্তং যোজয়েৎ প্রিয়ে॥" (জ্ঞানার্ণব)

অন্তর্মাতৃকান্যাস—বিন্দুযুক্ত অকারাদি ষোড়শ স্বর, কণ্ঠমূলস্থিত ষোড়শদল কমলে ন্যাস করিবে। বিন্দুযুক্ত ককারাদি দ্বাদশ বর্ণ সবিন্দু দ্বাদশদল হৃৎপদ্মে ন্যাস করিবে। সবিন্দু ডকারাদি দশ বর্ণ, নাভিস্থিত দশদল পদ্মে ন্যাস করিবে। বকারাদি ষড়্বর্ণ, বিন্দুসংযুক্ত করিয়া লিঙ্গমূলে ষড়্দল কমলে ন্যাস করিবে। বিন্দুযুক্ত বকারাদি চারি বর্ণ, মূলাধারে চতুর্দল পদ্মে ন্যাস করিবে। হ ক্ষ এই বর্ণদ্বয় বিন্দুযুক্ত করিয়া ভ্রূ মধ্যস্থ দ্বিদলপদ্ম মধ্যে ন্যাস করিবে।

বাহ্যমাতৃকান্যাস—

"পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্য বক্ষঃস্থলাং,
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রসকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া ন্যাস করিবে। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে, যথা—ললাটে অং নমঃ, মুখ বৃত্তে আং নমঃ, চক্ষুঃদ্বয়ে ইং ঈং, কর্ণদ্বয়ে উং ঊং, নাসিকাদ্বয়ে ঋং ৠং, গণ্ডদ্বয়ে ৯ং ৡং, ওষ্ঠে এং, অধরে ঐং, ঊর্দ্ধদন্তে ওং, অধোদন্তে ঔং, ব্রহ্মরন্ধ্রে অং, মুখে অঃ, দক্ষিণবাহুমূলে কং, কূর্পরে খং, মণিবন্ধে গং, অঙ্গুলি মূলে ঘং, অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঙং, এইরূপে চকারাদি পঞ্চবর্ণ বামবাহু, বাহুমূল, বাহুসন্ধি ও সন্ধির অগ্রভাগে, ট প্রভৃতি পঞ্চবর্ণ দক্ষিণপাদমূল, পাদসন্ধি ও পাদাগ্রে প্রভৃতি পঞ্চবর্ণ বামপাদ, পাদমূল, সাদসন্ধি ও বামপাদাগ্রে, দক্ষিণপার্শ্বে পং, বাম পার্শ্বে ফং, পৃষ্ঠে বং,

নাভিতে ভং, জঠরে মং, হৃদয়ে যং, দক্ষিণবাহুমূলে রং, স্কন্ধে লং, বামবাহুমূলে বং, হৃদাদি দক্ষিণহস্তে শং, হৃদাদি বামহস্তে ষং, হৃদাদি দক্ষিণপাদে সং, হৃদাদি বামপাদে হং, হৃদাদি উদরে লং, হৃদাদি মুখে ক্ষং। এইরূপে সর্ব্ববর্ণের অন্তে নমঃ শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক ন্যাস করিবে।

ন্যাসে অঙ্গুলিনিয়ম—

অনামিকা এবং মধ্যমা একত্র করিয়া ললাট, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা মিলিত করিয়া মুখ, বৃদ্ধা ও অনামা একত্র করিয়া নেত্রদ্বয়, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কর্ণযুগল, কনিষ্ঠা এবং অঙ্গুষ্ঠ সংহতপূর্ব্বক নাসিকাদ্বয়, মধ্যের তিন অঙ্গুলিদ্বারা কপোলদ্বয়, মধ্যমা দ্বারা ওষ্ঠদ্বয়, অনামিকা দ্বারা দন্তপংক্তিদ্বয়, মধ্যমা দ্বারা মস্তক, অনামিকা ও মধ্যমা একত্র করিয়া মুখ, কনিষ্ঠা অনামিকা এবং মধ্যা মিলিত করিয়া হস্ত, পাদ, পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠের সহিত উক্ত কনিষ্ঠা অনামিকা এবং মধ্যমা সম্বদ্ধ করিয়া নাভিদেশ ও কুক্ষিস্পর্শ করিবে। হৃদয়, অংসদ্বয়, ককুদ্, হৃদয়ের পূর্ব্বভাগ হইতে হস্ত, পাদ, কুক্ষি, মুখ, এ সকল হস্ততলদ্বারা স্পর্শ করিয়া ন্যাস করিতে হইবে।

"ললাটেঽনামিকা মধ্যে বিন্যসেন্মুখপঙ্কজে।
তর্জ্জনী মধ্যমাঽনামা বৃদ্ধাঽনামে চ নেত্রয়োঃ॥
অঙ্গুষ্ঠং কর্ণয়োর্ন্যস্য কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ নসোঃ।
মধ্যাস্তিস্রোগণ্ডয়োশ্চ মধ্যমাঞ্চোষ্ঠয়োর্ন্যসেৎ॥
অনামাং দন্তয়োর্ন্যস্য মধ্যমামুত্তমাঙ্গকে।
মুখেঽনামাং মধ্যমাঞ্চ হস্তপাদে চ পার্শ্বয়োঃ॥
কনিষ্ঠাঽনামিকামধ্যাতাস্ত পৃষ্ঠে চ বিন্যসেৎ।
তাঃ সাঙ্গুষ্ঠা নাভিদেশে সর্ব্বাঃ কুক্ষৌ চ বিন্যসেৎ॥
হৃদয়ে চ তলং সর্ব্বং অংসয়োশ্চ ককুৎস্থলে।
হৃৎপূর্ব্বং হস্তপৎকুক্ষিমুখেষু তলমেব চ॥"

বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে লিখিত আছে—বাক্‌সিদ্ধির জন্য বাগ্‌ভবাদ্যা, শ্রীবৃদ্ধির জন্য রমাদ্যা, সর্ব্বসিদ্ধির জন্য হৃল্লেখাদ্যা, লোক-বশীকরণে কামাদ্যা, এইরূপে শ্রীকণ্ঠাদি ন্যাস করিলে সর্ব্বমন্ত্র প্রসন্ন হয়। (তন্ত্রসার)

মাতৃকাময় (ত্রি) ষোড়শমাতৃকার বীজমন্ত্রযুক্ত।

মাতৃকাযন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রোক্ত যন্ত্রবিশেষ।

মাতৃকাবহ (পুং) পটকীট, চলিত পেদো পোকা। (চক্রদত্ত)

মাতৃকেশট (পুং) মাতৃকে কুলে শটতি পুত্ররূপেণ গচ্ছতীতি শট-অচ্। মাতুল। (ত্রিকা৽)

মাতৃগণ (পুং) শিবের পরিবারবর্গ। [মাতৃশব্দ দেখ।]

মাতৃগন্ধিনী (স্ত্রী) ১ মাতৃনামধারিণী। ২ বিমাতা। ৩ পিতার উপপত্নী।

মাতৃগর্ভ (পুং) মাতুর্গর্ভঃ। মাতার গর্ভ।

মাতৃগামিন্ (ত্রি) মাতৃ-গম-ণিনি। যে মাতৃগমন করে।

মাতৃগুপ্ত (পুং) রাজতরঙ্গিণ্যুক্ত একজন কবি।

"নানা দিগন্তরাখ্যাতং গুণবৎস্থলভং নৃপম্।
তং কবির্মাতৃগুপ্তাখ্যঃ সভাস্থানমুমাসদৎ॥"
(রাজতরঙ্গিণী ৩।১২৯)

ইনি রাজা হর্ষবিক্রমাদিত্যের প্রতিপালিত ছিলেন। পরে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। (রাজতরঙ্গিণী) ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় ইঁহার রচিত শ্লোকাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। বাসুদেবকৃত কর্পূরমঞ্জরীতে ইনি অলঙ্কারশাস্ত্রের রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইনি ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রের একখানি টীকা রচনা করেন।

মাতৃগ্রাম (পুং) ১ রাজতরঙ্গিণ্যুক্ত একটী নগর। (রাজতরঙ্গিণী ৮।২৮৭৭) ২ মাতৃরূপা স্ত্রীজাতি মাত্র।

মাতৃঘাত (পুং) মাতৃহত্যাকারী।

মাতৃঘাতিন্ (ত্রি) মাতরং হন্তি হন-ণিনি, হস্য ঘ। মাতৃহন্তা, যে মাতাকে হনন করে।

মাতৃঘত্মক (পুং) ১ মাতৃহন্তা। ২ ইন্দ্র।

মাতৃঘ্ন (ত্রি) মাতরং হন্তি হন-ক। মাতৃঘাতক।

মাতৃচক্র (ক্লী) ১ জ্যোতিষোক্ত চক্রভেদ। মাতৃণাং চক্রং। ২ মাতৃগণসমূহ, দেবমাতৃগণের একত্রাবস্থান।

মাতৃচেট, গোয়ালিয়রস্থ গোপগিরির সূর্য্যমন্দির-প্রতিষ্ঠাতা। ইনি রাজা মিহিরকুলের রাজত্বের ১৫শ বর্ষে উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

মাতৃতম (ত্রি) মাতৃতুল্য, মাতার সদৃশ। "ন সাগররত্নো মাতৃতমাঃ" (ঋক্ ১।১৫৮।৫) 'মাতৃতমা মাতৃবজ্জগতাং হিতকারিণ্যঃ আপঃ' (সায়ণ)

মাতৃতস্ (অব্য৽) মাতৃ-পঞ্চম্যর্থে তসিল্। মাতা হইতে।

"মাতৃতঃ পঞ্চমাদূর্দ্ধং পিতৃতঃ সপ্তমাদপি।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

মাতৃতীর্থ (ক্লী) করতলস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলের নিম্নস্থান।

মাতৃতীর্থ, প্রাচীন তীর্থভেদ। শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্নিকটে অবস্থিত। (সহ্যাদ্রি৽ রেণু৽ ১।২)

মাতৃদত্ত, মন্ত্রমালা-টীকানামে হিরণ্যকেশীসূত্রবৃত্তিপ্রণেতা। কমলাকর ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মাতৃদেবী (স্ত্রী) শক্তিমূর্ত্তিভেদ। (স্কান্দে পা৽ মাতৃদেবীমা৽)

মাতৃনন্দন (পুং) মাতৃণাং নন্দনঃ পুত্র আনন্দবর্দ্ধনো বা। ১ কার্ত্তিকেয়। ২ মহাকরঞ্জ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি৽) ৩ গুচ্ছকরঞ্জ বৃক্ষ। (রাজনি৽)

মাতৃনন্দা, শক্তিমূর্ত্তিভেদ। (সহ্যা৽ ৩৩।১০৫)

মাতৃনন্দিন্ (পুং) মাতৃনন্দন।

মাতৃনামন্ (ক্লী) ১ অথর্ব্ববেদোক্ত সূক্তভেদ। (পুং) ২ উক্ত সূক্তের ঋষি ও দেবতাভেদ।

মাতৃনিন্দক (ত্রি) মাতুর্নিন্দকঃ। ১ জননীর নিন্দাকারী। (পুং) ২ প্রতুদজাতীয় পক্ষী। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°)

মাতৃপালিত (পুং) দানবভেদ।

মাতৃপূজন (ক্লী) মাতুঃ পূজনম্। মাতৃপূজা, মাতার পূজা।

মাতৃবন্ধু (পুং) মাতুর্বন্ধুঃ। মাতৃবান্ধব। বন্ধু ত্রিবিধ,—আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু।

"মাতুঃ পিতৃস্বসুঃপুত্রা মাতুর্মাতৃস্বসুঃ সুতাঃ।
মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥" (মিতাক্ষরা)

মাতৃবান্ধব (পুং) মাতুর্বান্ধবঃ। মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়।

মাতৃভেদতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

মাতৃভোগীন (ত্রি) মাতুর্ভোগঃ মাতৃভোগঃ, তস্মৈ হিতঃ (আত্মন্ বিশ্বজনভোগোত্তরপদাৎ খ। পা ৫।১।৯) ইতি খ। মাতৃভোগের নিমিত্ত হিতকর।

মাতৃমণ্ডল (ক্লী) মাতৃণাং মণ্ডলম্। নেত্রদ্বয়ের মধ্য, আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি মাতৃমণ্ডল দেখিতে পায় না।

"অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ।
আসন্নমৃত্যুর্নোপশ্যেচ্চতুর্থং মাতৃমণ্ডলম্॥
অরুন্ধতী ভবেজ্জিহ্বা ধ্রুবো নাশাগ্রমুচ্যতে।
বিষ্ণোঃ পদানি ভ্রূমধ্যে নেত্রয়োর্মাতৃমণ্ডলম্॥" (কাশীখ°৪২অ°)

মাতৃমৎ (ত্রি) মাতা বিদ্যতেঽস্য-মতুপ্। মাতৃযুক্ত।

মাতৃমাতৃ (স্ত্রী) মাতুর্মাতা। মাতার মাতা, চলিত দিদিমা। মাতৃসমূহের মাতা, দুর্গা।

মাতৃমুখ (পুং) জড়। (হেম)

মাতৃমৃষ্ট (ত্রি) জননী কর্তৃক বিশুদ্ধীকৃত। "সুসঙ্কাশা মাতৃমৃষ্টেব যোষা" (ঋক্ ১।১২৩।১১) 'মাতৃমৃষ্টা মাতৃভিঃ জননীভিঃ শুদ্ধীকৃতা যোষেব' (সায়ণ)

মাতৃযজ্ঞ (পুং) মাতৃগণের উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় যাগভেদ।

মাতৃরিষ্ট, জ্যোতিষোক্ত দোষবিশেষ। কুলগ্নে পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্মিলে মাতৃরিষ্ট হয়। ইহাতে মাতার রোগ বা প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে।

দিবসে প্রসব হইলে, শুক্রগ্রহ বালকের মাতা আর রাত্রিতে প্রসব হইলে চন্দ্রমা মাতা হইয়া থাকেন। যদি দিবাভাগে বালকের জন্ম হয়, আর শুক্রগ্রহ পাপগ্রহের সহিত মিলিত থাকে অথবা পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বালকের মাতার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যদি শুক্র পাপগ্রহের সহিত স্থিতি করে এবং সেই পাপগ্রহ স্বীয় গৃহে থাকে, অথচ তাহাতে কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে জাতবালকের মাতার মৃত্যু অবধারিত জানিতে হইবে। রাত্রিকালে বালকের জন্ম সময়ে যদি চন্দ্র পাপগ্রহের গৃহে থাকে এবং অন্যান্য পাপগ্রহ কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় মাতার মৃত্যু ঘটিবে। যদি পাপগ্রহগণ সর্ব্বদা ক্ষীণচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করে ও তাহাতে শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে বালকের মাতার মৃত্যু হয়। জাতবালকের জন্মলগ্নের অষ্টম কিংবা ষষ্ঠস্থানে চন্দ্র, আর সপ্তম স্থানে মঙ্গল যদি অন্যান্য পাপগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, তবে মাতার জীবননাশ অবশ্যম্ভাবী। চন্দ্রের অষ্টমস্থানে যদি মঙ্গল থাকে, আর মঙ্গলের শত্রু যদি মঙ্গলকে দৃষ্টি করে এবং ঐ স্থান যদি জাতবালকের জন্মলগ্নের ষষ্ঠস্থান হয়, তাহা হইলে তাহার মাতৃহানি ও পিতা বিদেশগত ছিল জানিতে হইবে। জন্মলগ্নের চতুর্থস্থানে যদি বলবান্ পাপগ্রহ থাকে, তবে ঐ পাপগ্রহ নিশ্চয়ই বালকের মাতার প্রাণবিনাশ করে। ইহাতে বিশেষ এই যে, চন্দ্ররাশি হইতে চতুর্থস্থানে বলবান্ পাপগ্রহ থাকিলেও মাতার মৃত্যু হইবে। বালকের জন্মকালে চন্দ্র যদি শনি ও মঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী হয়, অথবা মঙ্গল ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলেও বালকের মাতার মৃত্যু ঘটে। জন্মলগ্নে কিংবা তাহার চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম, দশম ও দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে মাতার মৃত্যু নিশ্চয়। ঐ পাপগ্রহের সহিত চন্দ্র মিলিত হইয়া অবস্থান করিলে সপ্তাহ মধ্যেই মাতার মৃত্যু হইবে। জাতবালকের লগ্নের সপ্তমস্থানে যদি সূর্য্য থাকে এবং ঐ স্থান সূর্য্যের উচ্চস্থান—মেষরাশি হয় অথবা নীচস্থান তুলারাশির কোনও একস্থান হয়, তাহা হইলে জাতবালকের মাতার অতি শীঘ্রই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

মাতৃবৎ (অব্য°) মাতরীব ইবার্থে বতি। মাতার তুল্য, মাতৃসদৃশ, পরস্ত্রীর উপর মাতৃবৎ ব্যবহার করিতে হয়।

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥" (চাণক্য)

মাতৃবৎসল (ত্রি) মাতরি বৎসলঃ। ১ মাতার প্রতি ভক্তিযুক্ত। ২ কার্ত্তিকেয়।

মাতৃবধ (পুং) মাতুর্বধঃ। মাতার হনন।

মাতৃবর্ত্তিন্ (ত্রি) মাতার আজ্ঞাকারী।

মাতৃবাহিণী (স্ত্রী) মাতরং বহতাতি বহ-ণিনি। বল্গুলা পক্ষী।

মাতৃশর্ম্মন্, জনৈক প্রাচীন কবি।

মাতৃশাসিত (পুং) মাত্রা শাসিতঃ, স্নেহাধিক্যাৎ কেবলং মাত্রৈব শাসিতঃ, নতু, পিত্রাচার্য্যাদিভিরিতি। মূর্খ। (হেম)

মাতৃষেণ, জনৈক প্রাচীন কবি।

মাতৃষ্বসৃ (স্ত্রী) মাতুঃ স্বসা (মাতৃপিতৃভ্যাং স্বসা। পা ৮।৩।৮৪) ইতি ষত্বং। মাতৃভগিনী, চলিত মাসী। মাসী মাতার ন্যায় সমধিক-পূজনীয়া।

"মাতৃস্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃস্বসা।
শ্বশ্রূঃ পূর্ব্বজপত্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (দায়ভাগ)

মাতৃষ্বসেয় (পুং) মাতৃষ্বসুরপত্যং পুমান্ মাতৃষ্বসৃ (মাতৃষ্বসুশ্চ। পা ৪।১।১৩৪) ইত্যত্র 'ছণ্ প্রত্যয়ো ঢকি লোপশ্চ' ইতি কাশিকোক্তেঃ ঢক্। মাতৃস্বসৃপুত্র, মাসতুতোভাই। পর্য্যায়—মাতৃষ্বস্রীয়। (হেম) স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মাতৃষ্বসেয়ী মাতৃভগিনী-কন্যা, মাসতুতো বোন। এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে টাবন্তও দেখিতে পাওয়া যায়।

"মম মাতৃষ্বসেয়া ত্বং মাতা দাক্ষায়ণী মম।"(ভারত৩।২২৩।৪)

মাতৃষ্বস্ত্রীয় (পুং) মাতৃষ্বসুরপত্যং পুমান্ মাতৃষ্বসৃ-ছণ্ (পা ৪।১।১৩৪) মাতৃভগিনীপুত্র, মাসতুতো ভাই। স্ত্রিয়াং টাপ্। মাতৃষ্বস্ত্রেয়া মাসতুতাভগিনী।

মাতৃসপত্নী (স্ত্রী) সমানঃ পতির্যস্যাঃ সপত্নী, মাতুঃসপত্নী। মাতার সতিন, বিমাতা।

মাতৃসিংহী (স্ত্রী) বাসকবৃক্ষ। (শব্দরত্না০)

মাতৃসূনু, সুবোধপঞ্জিকা নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা।

মাতৃস্থান, প্রভাসের অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। এখানে বিনায়কের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

মাতৃহন্ (পুং) মাতরং হন্তি (বহুলং ছন্দসি। পা ৩।২।৮৮) ইতি হন্-কিপ্। মাতৃহন্তা, যে মাতাকে হনন করে।

মাত্র (ক্লী) মীয়তে ইতি মা-ত্রন্। ১ কার্ৎস্ন্য, সাফল্য, সমগ্র। ২ কেবল। ৩ অবধারণ।

'কার্ৎস্ন্যে যথা জীবমাত্রং ন হিংসেত, অবধারণে যথা পয়োমাত্রং ভুঙ্‌ক্তে' (ভরত)

মাত্ররাজ (অনঙ্গহর্ষ) তাপস-বৎসরাজ নামক নাটকপ্রণেতা।

মাত্রা (স্ত্রী) মীয়তেঽনয়া মা (হুযামাশ্রুভসিভ্যস্ত্রন্। উণ্ ৪। ১৬৮) ইতি ত্রন্ টাপ্। ১ পরিচ্ছদ, অর্থাৎ হস্তী অশ্ব প্রভৃতি। ২ অল্প। ৩ পরিমাণ। ৪ কর্ণভূষা। ৫ বিত্ত। ৬ অক্ষরাবয়ব। (মেদিনী) ৭ কালবিশেষ, হ্রস্ববর্ণের উচ্চারণ-কাল।

"কালেন যাবতা পাণিঃ পর্য্যেতি জানুমণ্ডলে।
সা মাত্রা কবিভিঃ প্রোক্তা হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতা মতা॥" (প্রাচীনাঃ)

যতক্ষণ সময়ের মধ্যে হস্ত একবার জানুমণ্ডলে পতিত হয়, তৎপরিমিত কালের নাম মাত্রা।

অন্যসারে লিখিত আছে—

"বামজানুনি তদ্ধস্তভ্রমণং যাবতা ভবেৎ।
কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভিৰ্বেদপারগৈঃ॥"(তন্ত্রসার)

বাম জানুতে বামহস্ত ভ্রমণ করিতে যে সময় লাগে, তৎপরিমিত কালে একমাত্রা হয়। শব্দের উচ্চারণে মাত্রাজ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। মাত্রা দ্বারাই হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত উচ্চারণ বুঝিতে পারা যায়।

"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকম্॥" (ব্যাকরণ)

হ্রস্বস্বর একমাত্র, যথা অ, ই, উ ইত্যাদি। দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্র, প্লুত ত্রিমাত্র, ব্যঞ্জন অর্দ্ধ মাত্র। হ্রস্ব একটী স্বর অর্থাৎ 'অ' এই শব্দটী উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে মাত্রাপরিমিত কাল কহে। বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে হইলে—মাত্রাজ্ঞান ব্যতীত হয় না। সঙ্গীতেও মাত্রাজ্ঞানের বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ সঙ্গীতের তাল বোধ হয় না। ৮ ছন্দের হ্রস্বদীর্ঘাদি প্রভেদ।

"যস্যাঃ পাদে প্রথমে দ্বাদশমাত্রা তথা তৃতীয়েঽপি।"(শ্রুতবোধ)

৯ ইন্দ্রিয়বৃত্তি।

"মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥" (গীতা)

'মীয়ন্তে আভির্বিষয়াঃ মাত্রাঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ' (স্বামী)

১০ ইন্দ্রিয়। (গীতাটীকায় মধুসূদনসরস্বতী) ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় সকল অনুভব করা যায়, এইজন্য উহাকে মাত্রা কহে। ১১ অংশ, ভাগ।

"ন যোষিদ্ভ্যঃ পৃথগ্দদ্যাদবসানদিনাদৃতে।
স্বভর্তৃপিণ্ডমাত্রাভ্যস্তৃপ্তিরাসাং যতঃ স্থিতা॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

১২ শিলোচ্চয় "প্রমাত্রাভী রিরিচে" (ঋক্ ৩।৪।৬) 'মাত্রাভিঃ) মীয়তে পরিচ্ছিদ্যন্তে ইতি মাত্রাঃ শিলোচ্চয়াঃ' (সায়ণ) ১৩ শক্তি। ১৪ অবয়ব।

"চন্দ্রবিভেদশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্দ্দিষ্টা শাশ্বতীঃ।" (মনু ১।৪)

'মাত্রা অবয়বাঃ' (মেধাতিথি) ১৫ রূপ। (ভাগবত ২।৫।২৫)

মাত্রাচ্ছন্দস্ (ক্লী) মাত্রাবৃত্ত, ছন্দোভেদ। ছন্দঃ দুই প্রকার, বৃত্ত ও জাতি। যে স্থলে অক্ষরের সংখ্যা অনুসারে হয়, তথায় বৃত্ত, আর মাত্রাদ্বারা যেখানে হয়, তাহাকে জাতি অর্থাৎ উহাকে মাত্রাবৃত্ত বা মাত্রাচ্ছন্দস্ কহে। এই বৃত্তে অক্ষরের সংখ্যার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। মাত্রা অনুসারেই ইহা নিরূপিত হয়। যেরূপ আর্য্যাজাতি, ইহা মাত্রাবৃত্ত। যাহার প্রথম পাদে ১২ মাত্রা, দ্বিতীয় পাদে ১৮ মাত্রা, তৃতীয় পাদে ১২ এবং চতুর্থ পাদে ১৫ তাহাকে আর্য্যা জাতি কহে। ইহা মাত্রাচ্ছন্দস্। [বিশেষ বিবরণ ছন্দস্ দেখ।]

মাত্রাপতাকা (স্ত্রী) ছন্দোগ্রন্থোক্ত মাত্রাবৃত্তস্থ লঘু-গুরু-জ্ঞানানুগুণ পতাকাকার চক্র।

মাত্রাভস্ত্রা (স্ত্রী) পোট্‌লী, চলিত পুট্‌লী, থলে।

মাত্রামর্কটী (স্ত্রী) ছন্দোগ্রন্থোক্ত মাত্রাবৃত্তস্থিত লঘু গুরু-জ্ঞানানুগুণ জালচক্রভেদ।

মাত্রামেরু (পুং) ছন্দোগ্রন্থোক্ত মাত্রাবৃত্তস্থ লঘুগুরু-জ্ঞানানুগুণ মেরুচক্র।

মাত্রাবৎ (ত্রি) মাত্রা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্‌ মস্য ব। মাত্রাযুক্ত।

মাত্রাবস্তি (পুং) বৈদ্যকোক্ত অনুবাসনভেদ,রেচনক্রিয়ার জন্য মলদ্বারে তৈলাক্ত দ্রব্যপ্রয়োগ, ইহা পিচ্‌কারী দেওয়ার মত।

"অনুবাসনভেদশ্চ মাত্রাবস্তিরুদীরিতঃ।" (শার্ঙ্গধরস°)

মাত্রাবৃত্ত (ক্লী) মাত্রয়া কৃতং বৃত্তং। আর্য্যাদি ছন্দোভেদ, মাত্রাচ্ছন্দস্‌।

মাত্রাশিত (ক্লী) পরিমিতভোজন, পরিমিতাহার।

মাত্রাশিন্‌ (ত্রি) মাত্রা-অশ-ণিনি। পরিমিতভোজী।

মাত্রাসমক (ক্লী) ছন্দোভেদ, যে ছন্দে মাত্রা সকল সমান।

মাত্রাস্পর্শ (পুং) ভৌতিক পদার্থসমূহের একত্র সমন্বয়।

মাত্রাস্বরচক্র, তন্ত্রোক্ত চক্রবিশেষ। (প্রাণতো°)

মাত্রিক (ত্রি) মাত্রাসম্বন্ধীয়।

মাৎসর (ত্রি) ১মৎসরযুক্ত, স্বার্থপর। ২হিংসুক, পরশ্রীকাতর।

মাৎসরিক (পুং) মৎসরযুক্ত। স্বার্থপর।

মাৎসর্য্য (ক্লী) মৎসর-য্যঞ্‌। মৎসরের ভাব, পর শুভ-দ্বেষ, অন্যের ভাল দেখিয়া তাহাতে ঈর্ষাপ্রকাশ।

"মাগাশ্চিরায়ৈকতরঃ প্রমাদং বসন্নসাম্বধশিবেঽপি দেশে।
মাৎসর্য্যরাগোপহতাত্মনাং হি স্খলন্তি সাধুষ্বপি মানসানি॥"
(ভারবি ৩ সঃ)

মাৎস্য (ত্রি) ১ মৎস্যতুল্য। ২ মৎস্যদেশের রাজা। ৩ ঋষিভেদ। (ক্লী) ৪ পুরাণভেদ।

মাৎস্যক (ত্রি) মৎস্যসম্বন্ধীয়।

মাৎস্যগন্ধ (পুং) জাতিবিশেষ।

মাৎস্যিক (পুং) মৎস্যং হন্তি (পক্ষিমৎস্যমৃগান্‌ হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্‌। জালিক, মৎস্যঘাতক।

মাৎস্যেয় (পুং) মৎস্যদেশবাসী জাতিবিশেষ।

মাথ, কুহ, অর্থাৎ বধ ও ক্লেশ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। এই ধাতু ইদিৎ। লট্‌ মাস্থতি। লুঙ্‌ অমাস্থীৎ। বধার্থে সকর্মক এবং ক্লেশার্থে অকর্মক।

মাথ (পুং) মাথ্যতে পীড্যতে জনঃ অস্মিন্‌ মাথ-ঘঞ্‌, অলাদিত্বাৎ নোবা, নিপাতনাৎ হ্রস্বভাবঃ। ১ পন্থা। (ত্রিকা°) মথ-ভাবে ঘঞ্‌। ২ মন্থন। (শব্দরত্না°)

মাথট (দেশজ) রাজস্বের ন্যূনতা পূরণের জন্য যে স্বতন্ত্র রাজস্ব আদায় করা যায়। ২ খাজনা। ৩ চাঁদা।

মাথন (দেশজ) ১ ঘোল। ২ মর্দ্দন।

মাথব (পুং) মথুর গোত্রাপত্য। (শতপথব্রা°)

মাথা (দেশজ) মস্তক। শীর্ষস্থান, চূড়াদেশ।

মাথাঘোরণ (দেশজ) শিরোঘূর্ণন।

মাথাটানা (দেশজ) অবাধ্য। একগুঁয়ে।

মাথান (দেশজ) ১ অন্যের বিষয়ে উপযাচিত ভাবে নিজের বুদ্ধিপ্রকাশ। ২ প্রসবকালে গর্ভস্থ শিশুর শিরঃনির্গম।

মাথাপাগলা (দেশজ) যাহার মাথা ভাল নয়, একগুঁয়ে।

মাথাব্যথা (দেশজ) মস্তকবেদনা। শিরঃপীড়া.

মাথাভারী (দেশজ) ভারবিশিষ্ট চূড়াদেশ।

মাথাল (মাথ্‌লা) (দেশজ) ১ স্তম্ভের স্কন্ধ। ২ শিরোরক্ষার্থ পত্রনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ বিশেষ।

মাথালাড়া (দেশজ) ১ বলপ্রকাশ। ২ আত্মম্ভরিতা প্রকাশ।

মাথিতিক (ত্রি) মথিত ভাবযুক্ত।

মাথুর (পুং) মথুরায়াঃ আগতঃ অণ্‌। ১ মথুরা হইতে আগত 'তত্র জাতঃ' ইত্যণ্‌। ২ মথুরাজাত।

"ততঃ স দৃষ্টো বহুলক্লেশস্তাং পুরুষোঽব্রবীৎ।
মুগ্ধে পবনসেনাখ্যো বণিক্‌ পুত্রোঽস্মি মাথুরঃ॥"
(কথাসরিৎসা° ৩৬।৭৩)

৩ মথুরা কর্ত্তৃক উক্ত। (তেন প্রোক্তং। পা ৪।৩।১০৪) ইতি অণ্‌ ঙীপ্‌। মাথুরী বৃত্তি। মথুরানাথকৃত বৃত্তি। ৪ ব্রাহ্মণভেদ, মথুরার চোবে। প্রবাদ, যে বরাহ অবতারের ঘর্ম্ম হইতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"সর্ব্বে দ্বিজা কান্যকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা।
বরাহস্য তু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে ভুবি॥" [মথুরা দেখ।]

মাথুরক (পুং) ১ মথুরাদেশসম্বন্ধীয়। ২ মথুরার অধিবাসী।

মাথুরদেশ্য (ত্রি) মথুরাদেশভব।

মাথুরী, মথুরানাথকৃত তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি নামক ন্যায়গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকা।

মাদ (পুং) মাদ্যত ইতি মদ-ঘঞ্‌, হ্রস্বভাবঃ। ১দর্প। (অমর) ২ হর্ষ। (ভরত) ৩ মত্ততা। (শব্দরত্না°)

মাদক (পুং) মাদ্যতি বর্ষাগমে হৃষ্যতীতি মদ-ণ্বুল্‌। ১ দাত্যূহ পক্ষী। (শব্দমালা) মাদয়তি স্বগুণেন ভূতানীতি মদ-ণিচ্‌-ণ্বুল্‌। ২ মাদক দ্রব্য।

"ইন্দ্রিয়াণি মহাভাগ মাদকানি সুনিশ্চিতম্‌।
অদারস্য দুরন্তানি পঞ্চৈব মনসা সহ॥"
(দেবীভাগ° ১।২৪।৩৪)

৩ অহিফেণ, আফিঙ্। (পর্য্যায়মুক্তা০) ৪ ভঙ্গা, ভাঙ্। ৫ হরিণভেদ। (বৈদ্যকনি০)

মাদন (ক্লী) মাদয়তি বিরহিণঃ মদ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ লবঙ্গ। (শব্দচ০) মাদয়তীতি ল্যু। (ত্রি) ২ হর্ষকারয়িতা। (পুং) মাদয়তি চিত্তবিকারমুৎপাদয়তীতি মদ-ণিচ্-ল্যু। ৩ কামদেব। ৪ মদনবৃক্ষ। ৫ ধুস্তূর বৃক্ষ।

মাদনী (স্ত্রী) মাদন-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ মাকন্দী। (রাজনি০) ২ বিজয়া। (ভাবপ্র০)

মাদনীয় (ত্রি) মত্ততাজনক।

মাদয়িত্নু (ত্রি) অত্যন্ত মদকর। (ঋক্ ৯।১০।১১) 'মাদয়িত্নবে হত্যন্তং মদকরায় রসায়' (সায়ণ)

মাদয়িষ্ণু (ত্রি) হর্ষোৎপাদক। হর্ষের হেতু। 'মাদয়িষ্ণবে হর্ষহেতবে' (সায়ণ)

মাদল (দেশজ) বাদ্যযন্ত্রভেদ। ছোট লোকেরা মদ্যপান করিয়া এই বাদ্য বাজাইতে থাকে।

মাদা (পারসী) ১ স্ত্রীজন্তু। ২ স্ত্রীলোকের ন্যায় বুদ্ধিহীন।

মাদাগাস্কার, ভারতমহাসাগরস্থ একটী সুবৃহৎ দ্বীপ। আফ্রিকা মহাদেশের মোজাম্বিক উপকূল হইতে ২৪০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা০ ১২° হইতে ২৫° ৪৫´ দঃ এবং দ্রাঘি° ৪৩° হইতে ৫১° পূঃ মধ্য। ইহা উত্তরদক্ষিণে কেপ এম্বার হইতে কেপ সেণ্ট-মেরি পর্য্যন্ত ৯৬০ মাইল লম্বা এবং কেপ ইষ্ট হইতে কেপ ফেলিক্স পর্য্যন্ত ৫০০ মাইল বিস্তৃত। স্থানবিশেষে ২০০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃতিও আছে।

ইহার পূর্ব্ব-উপকূল পূর্ব্বোত্তরমুখী একটী সরল-রেখায় প্রসারিত। কেবল মধ্যস্থলে এণ্টোঙ্গিল উপসাগর সেই সমতা ভঙ্গ করিয়াছে। উত্তরপশ্চিম উপকূলে এম্বার হইতে সেণ্ট আন্দ্রু অন্তরীপ মধ্যে টিম্পাইকি, নরিন্দা, মজামো ও বেম্বাকোটা এবং দক্ষিণপূর্ব্বে কর্কটদ্বীপ হইতে বারাকোটা দ্বীপ মধ্যে মার্ডারার ও সেণ্ট অগাষ্টিন উপসাগর। এতদ্ভিন্ন ইহার নিকটে কমরো কোয়েরিয়া, জোয়ান্-ডিনোভা, যুরোপা ও ফরাসীদিগের অধিকৃত সেণ্টমেরি প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

এই দ্বীপের উত্তরদক্ষিণে একটী গিরিশ্রেণী বিরাজিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তাহার শৃঙ্গগুলি ১০ হইতে ১২ হাজার ফিট্ উচ্চ। এই পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া অসংখ্য নদী সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। কেপ-সেণ্ট আন্দ্রু ও কেপ পাসাদাবার মধ্যবর্ত্তী স্থানটী অসংখ্য নদীবেষ্টিত একটী জলাভূমি। সমুদ্রোপকূল হইতে প্রায় ৮০ মাইল দেশভাগ অধিকার করিয়া আছে।

সেণ্ট আগষ্টাইন উপসাগরের ওঙ্গলহে নদীর মোহানায় সাণ্ডিদ্বীপ। এখানে য়ুরোপীয় অর্ণবপোতসমূহ লঙ্গর করিয়া দেশীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে তথাকার গবাদি ক্রয় করিয়া থাকে। এই নদীতে অসংখ্য কুম্ভীর বিচরণ করিতে দেখা যায়। বেম্বাটুকা উপসাগরের ও বেম্বাটুকা অন্তরীপের উত্তরে রেম্বাটুকা নগর অবস্থিত। এই নগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী মাজুন্দা বন্দর এখানকার বাণিজ্যকেন্দ্র। ফরাসী বণিক্‌গণ এখানে ষণ্ড ক্রয় করিয়া ডফিণ দুর্গে লইয়া যায়। মস্কটবাসী আরবগণ এ স্থান হইতে ভৃত্য ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইত। এখানকার 'ওভা' অধিবাসিগণ বিশেষ বলশালী, পরিশ্রমী ও অন্যান্য দ্বীপবাসী অপেক্ষা অনেকাংশে সুসভ্য। ইহার সন্নিকটবর্ত্তী থানান-অরিভ্ নামক গ্রামসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ ফিট্ উচ্চ একটী অধিত্যকা-ভূমির উপর স্থাপিত। রাজা রদামের রাজত্বকালে এখানে য়ুরোপীয় ধরণের অনেকগুলি অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়।

পূর্ব্বোপকূলে টামাটেভ বন্দর। ফরাসিগণ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এই নগর ধ্বংস করেন। ইহার উত্তরে ফাউল পয়েণ্ট। এখানে বাণিজ্যপোতসমূহরক্ষার একটী আড্ডা আছে।

এণ্টোঙ্গিল উপসাগরে কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দৃষ্ট হয়। ঐ সকল দ্বীপে বিদেশীয় অর্ণবপোতসমূহে আড্ডা করিয়া থাকিবার উপযুক্ত স্থান আছে। উপকূলস্থ একটী নদীর মোহানায় ফরাসীদিগের অধিকৃত টৈমুলবন্দর ও তৎপার্শ্বে ডফিনদুর্গ। ১৭৪০ ও ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে সেণ্টমেরি ফরাসীদিগের অধিকৃত হয়, কিন্তু ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা এই দ্বীপ ছাড়িয়া দেন।

সমগ্র মাদাগাস্কার ২২টী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। সেই ২২টী জনপদে ২২ জন রাজা রাজত্ব করেন। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে ওভারাজ রদামা কতকগুলি রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক স্বীয় রাজ্যসীমা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে এখানে খৃষ্টান মিসনারিগণ প্রতিষ্ঠালাভ করেন, এই সময়ে বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিয়া দেশীয় লোকের শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রদামা গুপ্তভাবে নিহত হইলে, রাজা রণবল মস্লোক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের অনুশাসনবলে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচার রহিত করিয়া পৌত্তলিক উপাসনার প্রসার বৃদ্ধি করেন, কিন্তু এরূপ রাজনিষেধ সত্ত্বেও ফরাসিগণ ধর্ম্মপ্রচারে বিরত হন নাই।

এখানকার প্রচলিত ভাষার সহিত মলয়দ্বীপের ভাষার অনেক শব্দ-সাদৃশ্য দেখিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, বহুপূর্ব্বে মলয়বাসী দস্যুগণ নৌকাযোগে প্রবল ঝটিকা দ্বারা এখানে আনীত হইয়া থাকিবে অথবা তাহারা

পোতে আরোহণ করিয়া এই দেশে গমনাগমন করিত। ভূতত্ত্বের আলোচনায় জানা যায় যে, এক সময়ে মলয়দ্বীপের সহিত মাদাগাস্কারের সংযোগ ছিল। কালপ্রবাহে ও সমুদ্র জলের প্রখরস্রোতে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপসমূহ জলগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে এইরূপ একটী প্রবাদ আছে যে, রাবণের লঙ্কারাজ্য এতদুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কালে তাহা লয় পাইয়াছে।

এখানে দোদো নামে এক প্রকার বৃহদাকার পক্ষী দেখা যাইত। ভিন্নদেশীয় শিকারপ্রিয় ব্যক্তিগণের উপদ্রবে এবং দেশবাসীর তাড়নায় ঐ পক্ষিজাতি এক্ষণে লোপ পাইয়াছে।

মাদায়ন (পুং) মদের গোত্রাপত্য। (সংস্কারকৌস্তভ)

মাদার (দেশজ) মন্দারক বৃক্ষ। (Sroy therine felgens) ২ মুসলমানদিগের দেবতাভেদ। অনেক বন্ধ্যা স্ত্রীলোক সন্তানকামনায় মাদার-পীরের মাদুলি লইয়া হস্তে ধারণ করে। পরে সন্তান হইলে জাতপুত্রের 'মাদার' এই নামকরণ করিয়া থাকে।

মাদারিপুর (মান্দারিপুর), বাঙ্গালার ফরিদপুর জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৯১৭ বর্গ মাইল। মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ, কোতয়ালীপাড়া (কোটালিপাড়), পালঙ্গ ও শিবচরথানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং উক্ত উপবিভাগের বিচার সদর। আড়িয়াল খাঁ ও কুমার নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখানে স্থানীয় শস্য, পাট, চিনি, চাউল প্রভৃতির বিস্তৃত কারবার আছে।

মাদারিয়া (গোলা), যুক্ত-(উঃ পঃ) প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। কুয়ানা (ঘর্ঘরা) নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৬° ২০´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৩° ২৩´ ৪০ পূঃ। এই নগরে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের বিস্তৃত কারবার আছে। নদীতীরবর্ত্তী দেবমন্দিরাদির শোভা অতি সুন্দর।

মাদারী, ২৪পরগণা জেলায় প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। চৈতল ও বাঁশড়ার বিস্তৃত শস্যভাণ্ডার (হাট) ইহার তীরে অবস্থিত।

মাদিন্ (ত্রি) মদকারিন্। মত্ততাজনক।

মাদুঘ (ত্রি) মদুঘ বৃক্ষসম্বন্ধীয়।

মাদুয়ের (দেশজ) গুল্মবিশেষ। (Volkameria madocera)

মাদুর (দেশজ) সপ্। মৃত্তিকায় বিছাইবার জন্ম তৃণনির্ম্মিত আসনবিশেষ। ইহা দুই প্রকার, কাটী ও পাটী।

মাদুরকাঠী (দেশজ) কাঠীর মাদুরপ্রস্তুতকরণোপযোগী

মাদুরপাতী (দেশজ) পট্পটীর মাদুরী নির্ম্মাণোপযোগী পত্রবিশেষ। (Scirpus tegetns)

মাদুর্ণা (স্ত্রী) প্রাচীন গ্রামভেদ। (ক্ষিতীশবংশ)

মাদুলী (দেশজ) ঔষধ ও কবচাদি রাখিবার জন্ম ধাতুনির্ম্মিত ধারণী বিশেষ।

মাদৃশ্ (ত্রি) অহমিব দৃশ্যতে ইতি দৃশ্-ক্বিপ্। মৎসদৃশ।

মাদৃশ (ত্রি) অহমিব দৃশ্যতে ইতি (ত্যদাদিষু দৃশোহনালোচনে কঞ্চ। পা ৩।২।৬০) ইতি কঞ্। মৎসদৃশ, মত্তুল্য। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মাদৃশী।

"তস্য ত্বং পদবীং গচ্ছ গচ্ছেয়ুস্ত্বাদৃশা যথা।
তাদৃশস্তেদৃশে কালে মাদৃশৈরভিচোদিতঃ॥
কথং নু ভার্য্যা পার্থানাং তব কৃষ্ণসখা বিভো।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী সভাং কৃষ্যেত মাদৃশী॥"(ভার০৭।১০৮।৮৩-৮৪)

এই অর্থে 'মাদৃক্ষ' এইরূপ পদও হইয়া থাকে।

মাদোয়ান (পারসী) ঘোটকী।

মাদ্য (পুং) মদনীয়। মদভাবযুক্ত।

মাদ্রক (পুং) মদ্রদেশের রাজপুত্র। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মাদ্রকী, মদ্ররাণী।

মাদ্রকূলক (ত্রি) মদ্রকুলসম্বন্ধীয়।

মাদ্রনগর (ত্রি) মদ্ররাজধানী।

মাদ্রবতী (স্ত্রী) পরীক্ষিতের পত্নী।

মাদ্রী (স্ত্রী) মদ্রে জাতা মদ্র-অণ্-ঙীপ্, ভর্গাদিত্বাৎ ন প্রত্যয় লুক্। পাণ্ডুরাজপত্নী। ইনি মদ্ররাজকন্যা। নকুল ও সহদেব নামে ইঁহার দুই পুত্র হয়। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে ইনি সহমৃতা হন। [বিশেষ বিবরণ পাণ্ডু শব্দ দেখ।] ২ অতিবিষা। (রাজনি)

মাদ্রীনন্দন (পুং) নকুল ও সহদেব।

মাদ্রীপতি (পুং) মাদ্র্যাঃ পতিঃ। পাণ্ডুরাজ। (শব্দরত্না০)

মাদ্রুকস্থলক (ত্রি) মদ্রুকস্থলী নামক জনপদ জাত।

মাদ্রেয় (পুং) মাদ্রীগর্ভজাত পুত্র—নকুল ও সহদেব।

মাধব (পুং) মধুপুত্রস্য মধোরপত্যং পুমান্ ইতি মধু-অণ্, মা লক্ষ্মীস্তস্যাঃ ধবঃ, মায়া বিদ্যায়া ধব ইতি বা। বিষ্ণু, নারায়ণ।

"মা চ ব্রহ্মস্বরূপা যা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
নারায়ণীতি বিখ্যাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী॥
মহালক্ষ্মীস্বরূপা চ বেদমাতা সরস্বতী।
রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসাং স্বামী চ মাধবঃ॥"

(ব্রহ্মবৈ০ শ্রীকৃষ্ণ০ ১১০ অ০)

মা শব্দে ব্রহ্মস্বরূপা, এবং মূলপ্রকৃতি, নারায়ণী, সনাতনী বিষ্ণুমায়া, মহালক্ষ্মী, বেদমাতা স্বরস্বতী, রাধা, বসুন্ধরা, গঙ্গা,

মহাভারতে লিখিত আছে—মৌন, ধ্যান এবং যোগহেতু 'মাধব' এই নাম হইয়াছে।

"মৌনাদ্ধ্যানাচ্চ যোগাচ্চ বিদ্ধি ভারত মাধবম্।"

(ভারত ৫।৭০।৪)

মাধব নাম উচ্চারণে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

"ওঁ মিত্যেকাক্ষরে মন্ত্রে স্থিতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ।
মাধ্যায়েতি বৈ নাম ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্॥" (অগ্নিপুরাণ)

মধোর্বসন্তস্যায়ং মধূনি মধুমন্তি কুসুমানি অস্মিন্ বা (মধোঞ্‌চ। পা ৪।৪।১২৯) ইতি ঞ। ২ বৈশাখমাস।

"ন তেন সখ্যা সহিতো জগামাম্রবণং বনম্।
পত্নীভিঃ স সমং রম্যং মাধবে মাসি পার্থিব॥" (মার্ক০পু০১১৭।২৭)

মধু স্বার্থে অণ্। ৩ বসন্তকাল। (বিশ্ব) ৪ মধুকবৃক্ষ। ৫ কৃষ্ণমুদ্গ। (রাজনি০) ৬ ক্ষীরকবৃক্ষ, মধুকভেদ। (বৈদ্যকনি০)

মাধব, জনৈক বিখ্যাত যোগী। মধুসূদন সরস্বতীর গুরু।

মাধব, কএকজন প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থকারের নাম। ১ একাক্ষরকোষপ্রণেতা। ২ কিরাতার্জ্জুনীয় টীকারচয়িতা। ৩ ছন্দসীভাষ্য ও সামবেদসংহিতাভাষ্যপ্রণেতা। ইনি বিখ্যাত পণ্ডিত নারায়ণের পুত্র। ৪ জাতকদর্পণপ্রণয়নকর্ত্তা। ৫ জ্যোতিষরত্নমালাটীকারচয়িতা। ৬ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীপ্রণেতা। ৭ দ্রব্যগুণরত্নমালানামক বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা। ৮ নারায়ণবলিবিধিপ্রণেতা। ৯ মাধবী শান্তিরচয়িতা। ১০ রত্নমালা নামক অভিধানপ্রণেতা। ১১ নীলকণ্ঠকৃত বর্ষফল নামক গ্রন্থের জনৈক টীকাকার। ১২ বিবেকদীপিকারচয়িতা। ১৩ বেদান্তসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ১৪ শক্তিবাদ-টীকারচয়িতা। ১৫ সারদাতিলকটীকাকর্ত্তা। ১৬ জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি সিদ্ধান্তচূড়ামণি নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭ সূর্য্যার্ঘ্যদানপদ্ধতিপ্রণেতা, রামেশ্বর ভট্টের পুত্র। ১৮ দানলীলাকাব্যরচয়িতা, লক্ষ্মণের পুত্র, বাচিদেবের পৌত্র, যজ্ঞেশ্বরের প্রপৌত্র ও বিষ্ণুশর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপৌত্র। ১৯ বেঙ্কটাচার্য্যের পুত্র। ইনি বেদভাষ্য, মাধবানুক্রমণি, আখ্যাতানুক্রমণি, স্বরানুক্রমণি, নিপাতানুক্রমণি, নির্ব্বন্ধানুক্রমণি ও তাহার ভাষ্য এবং নামনিঘণ্টু রচনা করেন। দেবরাজ নিঘণ্টুভাষ্যে ইঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ২০ পদ্মাবলীধৃত কএকজন কবি।

মাধব, এই নামে কএকজন জ্যোতির্ব্বিদের নাম পাওয়া যায়। ১ ভাস্বতীকরণের টীকাকার। তাঁহার টীকা ১৪৫২ শকে রচিত হয়। ২ গোবিন্দের পুত্র। তাঁহার পিতামহ নীলকণ্ঠ টোডরমল্লের অতি প্রিয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন, তিনি টোডরানন্দ প্রভৃতি বহু জ্যোতির্গ্রন্থ রচনা করেন। মাধব-শিশুবোধিনী সমাবিবেকবৃত্তি নামে ১৫৫৫ শকে পিতামহকৃত তাজিকভূষণের টীকা ও উদাহরণ প্রকাশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা পীযূষধারারচয়িতা গোবিন্দ জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ৩ কাশীবাসী এক চিত্তপাবন ব্রাহ্মণ, ইনি সামুদ্রিক-চিন্তামণি রচনা করেন। ইঁহার অনুজ দাদা ভাই ১৬৪১ শকে সূর্য্যসিদ্ধান্তের কিরণাবলি নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

মাধব, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য০ ৩৩।৬২)

২ জনৈক প্রাচীন কবি। দেদ্দের পুত্র। ইনি চন্দেলরাজ যশোবর্ম্মা ও ধঙ্গের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ৩ রাজা ঈশান দেবের সভাস্থকবি। ইনি দাসবংশীয় ছিলেন। ৪ কূটমন্দিররচয়িতা। ৫ বিহারবাপীপ্রণেতা। সুব্রহ্মণ্যের পুত্র।

মাধবক (পুং) মাধব (কুলালাদিভ্যো বুঞ্। পা ৪।৩।১১৮) ইতি বুঞ্। মধুজাত মদ্যবিশেষ।

মাধবকর, জনৈক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক, ইন্দুকরের পুত্র। ইনি আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ আয়ুর্ব্বেদরসশাস্ত্র, কূটমুদ্গর ও তট্টীকা, পর্য্যায়রত্নমালা রসকৌমুদী এবং রোগবিনিশ্চয় বা মাধব নিদান নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

মাধবকবিরাজ, জনৈক বৈদ্যকগ্রন্থকার। ইনি মুগ্ধবোধ জ্বরাদিরোগচিকিৎসা নামে একখানি বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মাধবকবীন্দ্র, উদ্ধবদূতরচয়িতা।

মাধবগুপ্ত (পুং) ১ বাসবদত্তাবর্ণিত নায়কভেদ। ২ গুপ্তবংশীয় জনৈক রাজকুমার। ইনি কনোজরাজ শ্রীহর্ষের সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন। (শ্রীহর্ষচ০)

মাধব ঘোষ, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলোদ্ভব শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদভক্ত। তিনি একজন সঙ্গীতবিশারদ ও পদকর্ত্তা ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার গানে নৃত্য করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—

"শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু, নৃত্য করে যার গানে॥"

মাধব ঘোষ প্রসিদ্ধ গৌরগীতিরচয়িতা বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা। বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে ব্রজের গুণতুঙ্গা সখী বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। মাধব অধিকাংশ কালই গৌরনিতাইএর সহবাসে কীর্ত্তন করিতেন, এইজন্য গৌরনিতাই-সম্বন্ধীয় তদ্‌রচিত পদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

মাধব চক্রবর্ত্তিন্, পদ্মাবলীধৃত জনৈক কবি।

মাধব জ্যোতির্ব্বিদ্, জনৈক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। গোবিন্দ জ্যোতির্ব্বিদের পুত্র। ইনি শ্রীপতিকৃত জাতকপদ্ধতির জন-

বোধিনী নাম্নী টীকা, তাম্বতীবিবরণ, মহাদেবী টীকা, বিস্তা-মাধবীয় ব্যাখ্যান ও ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে জ্যোৎস্নানাম্নী শ্রুতবোধ-টীকা প্রণয়ন করেন।

মাধবতর্কসিদ্ধান্ত, রঘুনাথকৃত পদার্থতত্ত্বের টীকারচয়িতা।

মাধবতীর্থ, মধ্বসম্প্রদায়ের জনৈক গুরু। ইনি নরহরি তীর্থের (বিষ্ণুশাস্ত্রী) মৃত্যুর পর গদিতে আরোহণ করেন। ১২৩১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মাধবদেব, ১ ভাবস্বভাবনামক বৈষ্ণবগ্রন্থরচয়িতা। ২ বেদ-ভাষ্যপ্রণেতা। ৩ কাশীবাসী জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। লক্ষ্মণদেবের পৌত্র। ইনি রামভদ্রকৃত গুণরহস্তের গুণরহস্য-প্রকাশ নামে টীকা, স্তায়সার, প্রমাণাদিপ্রকাশিকা ও তর্ক-ভাষাসারমঞ্জরী নামে কয়েকখানি স্তায়গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি গৌরীকান্ত ও গোবর্দ্ধনের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মাধবদ্বিজ, নবদ্বীপের জমীদার শুভানন্দের দুই পুত্র, রঘুনাথ ও জনার্দ্দন। ইঁহারা 'রাজা' নামে সাধারণে পরিচিত ছিলেন। তন্মধ্যে রঘুনাথের পুত্রের নাম জগন্নাথ এবং জনার্দ্দনের পুত্রের নাম মাধব। এই মাধব ও জগন্নাথই জগাই মাধাই নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। মাধাইর ধর্ম্মপরিবর্ত্তনকাহিনী বিচিত্র। কথিত আছে, প্রথমে ইঁহারা মদ্যমাংসপরদারনিরত ছিলেন। বস্তুতঃ এমন কুকার্য্য ছিল না, যাহা ইঁহাদের দ্বারা হয় নাই; ইঁহারা গোবধ-ব্রহ্মবধ করিতেও অধর্ম্ম মনে করিতেন না। শ্রীমহাপ্রভু, নিতাই আর হরিদাসের উপর হরিনাম প্রচারের ভার দিয়াছিলেন। নামপ্রচার করিতে করিতে নিতাই একবার জগাই মাধাইর সম্মুখে পড়েন। মাধাই নিতাইকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া এক ভগ্ন কলসীখণ্ড লইয়া ছুড়িয়া মারেন। তাহা নিতাই চাঁদের মস্তকে লাগে ও রক্তপাত হইতে থাকে; কিন্তু নিতাইচাঁদ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পাপীকে করুণ কণ্ঠে ডাকিলেন—

"মাধাই আয়! মাধাই!
মাধাই! মেরেছিস্ কলসীর কানা,
তাই ব'লে কি প্রেম দিব না।"

নিতাইর এই করুণ আহ্বানে পাষাণ গলিয়া গেল। মরু-ভূমে বান ডাকিল, মাধাই নিতাইর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

মাধবনন্দন, অশৌচদশকপ্রণেতা রামেশ্বর সূরির পুত্র।

মাধবপণ্ডিত, ১ জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ বিশ্বেশ্বরের গুরু ছিলেন। ২ দত্তাদর্শ-রচয়িতা।

মাধবপদাভিরাম, তর্কসংগ্রহবাক্যার্থনিরুক্তিনামক গ্রন্থরচয়িতা।

মাধবপাঠক, পুরশ্চরণচন্দ্রিকাপ্রণেতা।

মাধবপার্শ্ব, চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান। মাধব-পাশা নামে খ্যাত।

মাধবপুর, ১ রাজগৃহের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ২ নাটোরের দক্ষিণে ভাদুড়ীভিটার নিকটে অবস্থিত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম।

মাধবপুরী, পদ্যাবলীধৃত জনৈক প্রাচীন কবি।

মাধবভট্ট, ১ নিম্বার্কসম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য্য। ভূরি-ভট্টের শিষ্য ও শ্যামভট্টের গুরু।

২ অপর তিনজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ৩ কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ধৃত জনৈক কবি। ৪ সিদ্ধান্তরত্নাবলী নামে সারস্বতপ্রক্রিয়া-টীকা-রচয়িতা। ৫ প্রণয়ী মাধবচম্পূ ও সুভদ্রাহরণ শ্রীগদিতনামক গ্রন্থদ্বয়প্রণেতা। মণ্ডলেশ্বর ভট্টের পুত্র এবং হরিহরের ভ্রাতা।

মাধব মাগধ (পুং) জনৈক প্রাচীন কবি। [মাগধমাধব দেখ]

মাধবমিশ্র, অনুমানালোকদীপিকা নাম্নী তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক-টীকার ব্যাখ্যাপ্রণেতা। ২ গদাধরের পুত্র। ইনি ভেদ-দীপিকা নামে একখানি বেদান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মাধবমুনি, বাপন্নভট্টীয় ব্যাখ্যা প্রণেতা।

মাধবযতীন্দ্র, (সরস্বতী), সুরাষ্ট্রবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি মিতভাষিণী নামে শিবাদিত্যকৃত সপ্তপদার্থীর টীকা রচনা করেন।

মাধবযোগিন্, জনৈক সাধুপুরুষ। ইনি মীমাংসানয়বিবেকা-লঙ্কারপ্রণেতা দামোদরের গুরু ছিলেন।

মাধবরাও (প্রকৃত নাম মাধবরাও বল্লাল), মহারাষ্ট্রের চতুর্থ পেশবা। পেশবা বালাজী বাজীরাওর দ্বিতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যুকালে মাধবরাওর বয়স সপ্তদশ বর্ষমাত্র। তখনও মহারাষ্ট্রপতি সাতারায় শক্তিহীন ও নামমাত্র রাজা ছিলেন। মাধবরাও তাঁহার নিকট আসিয়া ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে পেশবার খেলাত লইলেন।

এ সময় ইংরাজের সাহায্যে জঞ্জিরার সিদি কোঙ্কণের অনেক স্থান পুনরুদ্ধার করিতেছিলেন। ইংরাজেরাও সাল-শেটি প্রভৃতি দ্বীপ অধিকার করিয়া লইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তখন পেশবার তহবিলে অর্থাভাবও ঘটিয়া-ছিল। এরূপ দুঃসময়ে মাধবরাও পেশবা হইলেন। তিনি পিতৃব্য রঘুনাথ রাওর উপর সমুদয় কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিলেন। তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে ইংরাজেরা সালশেটী অধিকার করিতে পারেন নাই। এই সময়ে মোগলবাহিনী আওরঙ্গনগরাভি-মুখে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা তোকা গ্রামে আসিয়া কএকটী হিন্দু-দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহাতে মোগল-

সৈন্যভুক্ত মহারাষ্ট্রগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজাম্ উন্-মুল্কের কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া পেশবার দলে আসিয়া যোগদান করিল, তাহাতে নিজাম পেশবার সহিত ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধি অনুসারে মহারাষ্ট্রীয়েরা ২৭ লক্ষ টাকা আয়ের আরঙ্গাবাদ ও বিদররাজ্য লাভ করেন। উক্ত সন্ধির অল্প দিন পরেই পিতৃব্যের সহিত মাধবরাওর বিবাদের সূত্রপাত হইল। রঘুনাথরাও তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আনন্দীবাঈর প্ররোচনায় রাজ্যের অর্দ্ধাংশ চাহিয়া বসেন। এ সময়ে রঘুনাথরাও, সখারাম বাপু ও অপর কএকজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। মাধবরাও অবিলম্বে তাঁহার মাতুল ত্রিম্বকরাওকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন, মিরজের জায়গীরদার গোপালরাও গোবিন্দ পটবর্দ্ধন তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে হরিপন্ত ফড়্কে ও বালাজী জনার্দ্দন ভানু পরে (নানাফড়নবীশ) কারকুণপদ পাইলেন। এদিকে রঘুনাথরাওর স্ত্রী আনন্দীবাঈ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় মাধবরাওর মাতা গোপিকাবাঈর সহিত আরও কলহ আরম্ভ করেন। রঘুনাথের হৃদয় অনেকটা উন্নত হইলেও স্ত্রীর বশে এখন তিনিও উত্তেজিত হইয়া নাসিক হইতে আরঙ্গাবাদে চলিয়া আসিলেন। মোগলদিগকে ৫১ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি এবং দৌলতাবাদ, আসীরগড়, আহ্মদনগর ও শিবনেরি দুর্গ ছাড়িয়া দিবার লোভ দেখাইয়া তিনি মোগলসাহায্য গ্রহণ করিলেন। পুণা ও আহ্মদনগরের মধ্যস্থলে যুদ্ধ হইল। মাধবরাও পিতৃব্যের নিকট পরাজিত হইলেন। পিতৃব্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বজাতি ও স্বরাজ্যের অনিষ্ট সাধন করা কর্ত্তব্য নহে, কিছুদিন এরূপ বিবাদ চলিলে মহারাষ্ট্ররাজ্য ছারখার হইবে, ইত্যাদি ভাবিয়া রাজ্যের মঙ্গলের জন্য মাধবরাও পিতৃব্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। এখন রঘুনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বি-প্রভুতালাভ করিয়া সখারামবাপুকে ৯ লক্ষ টাকার জায়গীর ও নীলকণ্ঠ পুরন্দরেকে পুরন্দর-দুর্গের অধিনায়কতা প্রদানপূর্ব্বক উভয়কে আপনার প্রধান মন্ত্রী করিয়া লইলেন। তাঁহার শিশু পুত্র ভাস্কররাও প্রতিনিধি ও নারোশঙ্কর তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন। এমন কি তিনি স্বার্থান্ধ হইয়া গোপালরাও পটবর্দ্ধনের নিকট হইতে মিরজ দুর্গ কাড়িয়া লইলেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া গোপালরাও ও অনেক সম্ভ্রান্ত মরাঠা-সর্দ্দার নিজামের দলে মিলিত হইলেন। অনতিবিলম্বেই নিজামের সহিত যুদ্ধ বাধিল। নিজাম আলী ভীমবেগে পুণা আক্রমণ করেন, সেই আক্রমণে পুণার সমুদয় গৃহ বিধ্বস্ত হয়। নিজাম বিপুল ধন লাভ করিয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যে (১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে) বর্ষা দেখা দিল, মোগলেরা পুণা ছাড়িয়া আরঙ্গাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। সাতারার কর্ত্তৃত্ব পাইবার লোভে জানোজী ভোন্‌স্লে নিজামের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, নিজামকে প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ দেখিয়া আবার তিনি পেশবার সহিত যোগদান করিলেন। যুবক মাধবরাও স্বজাতির গৌরবরক্ষামানসে যত্ন সহকারে আবার মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার রণকৌশলে ও বুদ্ধিমত্তায় তান্দুলজা নামক রণক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রগণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন।

অনতিকাল পরেই রঘুনাথরাওর প্রিয় পুত্র ভাস্কররাও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এখন ভবানরাও প্রতিনিধি হইলেন। গোপালরাও পটবর্দ্ধন মিরজ ফিরিয়া পাইলেন। বালাজী জনার্দ্দন ভানুও এই সময়ে ফড়নবীশ পদ লাভ করিলেন। পরে ইনিই নানাফড়নবীশ নামে খ্যাত হন।

মহিসুরে হিন্দুপ্রভাবের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে হায়দার আলী মস্তকোত্তোলন করিতেছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড বিক্রম খর্ব্ব করিবার জন্য মাধবরাও বিপুলবাহিনী সমবেত করিলেন। বৈশাখমাসে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী ও তদনুরূপ পদাতিক লইয়া যুবকবীর কর্ণাটকে পদার্পণ করিলেন।

হায়দারের বিরুদ্ধে অভিযানকালে মাধবরাও পিতৃব্যকে রাজ্যশাসনকল্পে পুণায় থাকিতে অনুরোধ করেন। সখারাম বাপুও পেশবার পক্ষ সমর্থন করিলেন। রঘুনাথরাও অনিচ্ছায় পেশবার কথা রাখিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া নাসিকের নিকটবর্ত্তী আনন্দবোল নামক স্থানে চলিয়া আসিলেন। পিতৃব্যের সম্মতি-অপেক্ষায় পেশবার যুদ্ধযাত্রায় কিছু বিলম্ব পড়িয়াছিল। তাঁহার কর্ণাটক আসিবার পূর্ব্বেই হায়দরের সেনাপতি ফজলখান গোপাল রাও পটবর্দ্ধনকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু মাধবরাওর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তিনি কর্ণাটকে আসিয়াই আন্নবেত্তি নামক স্থানে হায়দরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন। এমন কি, হায়দর নগদ ৩২ লক্ষ টাকা, মুরার রাও ঘোরপড়ের সমুদায় সম্পত্তি ও সাবনুরের নবাবের পাওনার টাকা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মাধবরাও এইরূপে জয়শ্রী অর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণানদী পার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এদিকে গোপিকাবাঈ ও আনন্দীবাঈর পরস্পরের ঈর্ষায় মাধবরাও ও রঘুনাথ রাওর মধ্যে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইবার সূত্রপাত হইতেছিল। মাধবরাও জানিতেন যে, তাঁহার পিতৃব্য সুযোগমত জানোজী ভোঁস্‌লে অথবা নিজাম আলীর সাহায্য লইতে পারেন। এই আশঙ্কায় তিনি (১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে)

নিজাম আলীর সহিত গোপনে সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। সেই বর্ষে নিজাম আলীও হায়দার ও মহারাষ্ট্রগণের প্রভাব খর্ব করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন। সে সংবাদ অবিলম্বে মাধবরাওর কর্ণগোচর হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এ সম্মিলনে মহারাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। আর কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি কর্ণাটক প্রদেশে আসিয়া পড়িলেন। হায়দারের নিকট হইতে ৩০ লক্ষ ও কর্ণাটকের অপরাপর সামন্তগণের নিকট হইতেও প্রায় ১৭লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইয়া নিজামের রণক্ষেত্রে উপস্থিতির পূর্ব্বেই তিনি দক্ষিণাপথে ফিরিলেন। নিজাম ও ইংরাজগণ মাধব রাওর নিকট হইতে উক্ত টাকার ভাগ চাহিয়া পাঠান, কিন্তু তিনি উভয়ের প্রস্তাবই ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এই সময় রঘুনাথরাও আপনার প্রভাববিস্তারের আশায় বহু-সৈন্য লইয়া গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করেন। রাণা ছত্রসালের সহিত তাঁহার দীর্ঘকাল যুদ্ধ হয়। মাধবরাওর নিকট উৎসাহ পাইয়া ছত্রসাল পরাজয় স্বীকার করেন নাই। বহুদিন যুদ্ধ ব্যয় চালাইয়া রঘুনাথ প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা ঋণগ্রস্ত হইলেন। অবশেষে ঘৃণা, লজ্জা ও মনঃকষ্টে তিনি নাসিকে ফিরিলেন। এই সময়ে মাধবরাও আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রঘুনাথ রাও ক্রমেই ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর উত্তরোত্তর বিরক্ত হইতেছিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি অমৃতরাও নামে এক ব্রাহ্মণপুত্রকে দত্তক লইয়া উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন।

মাধবরাও পুণায় আসিয়া শুনিলেন যে, বোম্বাই-গবর্মেণ্ট মোস্তিন নামক একজন সাহেবকে তাঁহার নিকট দৌত্যকার্য্যে পাঠাইয়াছেন। ইংরাজগণের অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি যেন হায়দার অথবা নিজামের সহিত কোনরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ না হন। কিন্তু মাধবরাও সে প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া ইংরাজ-দূতকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিবেন। আবার তিনি শুনিলেন যে, রঘুনাথরাও তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আয়োজন করিতেছেন। এখন তাহার প্রতিবিধান হওয়া উচিত মনে করিয়া ২৫০০০ অশ্বারোহী লইয়া নাসিকে আগমনপূর্ব্বক রঘুনাথ রাওকে আক্রমণ করিলেন। রঘুনাথরাও-ও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাহার প্রিয় সঙ্গী কুসুম তাঁতিয়া ও তুকাজী হোলকর তাঁহাকে ছাড়িয়া পেশবার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। রঘুনাথ পরাজিত হইয়া ধোরাপ বা দুধহাট নামক দুর্গে পলাইয়া আসিয়া আত্মরক্ষা করেন। মাধবরাও নাসিক লুণ্ঠন ও রঘুনাথের অনুচরগণকে বন্দী করিয়া উক্ত দুর্গের পাদদেশে গোলাবর্ষণ করিতে থাকেন। দুই তিন দিন অনবরত গোলাবর্ষণে চারিদিক্ যেন অগ্নিময় হইয়া উঠিল, রঘুনাথ আর দুর্গ মধ্যে থাকিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি বাহির হইয়া মাধবরাওর নিকট আসিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃব্যের পাদস্পর্শ করিয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে তিনি রঘুনাথকে নিজ হস্তীর উপর বসাইয়া অবিলম্বে তাহাকে লইয়া পুণায় আসিলেন ও এখানে সমাদরের সহিত পিতৃব্যকে একটী বৃহৎ গৃহ মধ্যে এক প্রকার নজরবন্দী করিয়া ফেলিলেন।

নাগপুরের জানোজী ভোঁসলে রঘুনাথরাওকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পিতৃব্যকে বন্দী করিয়া পেশবা জানোজীকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। নাগপুরপতি পেশবার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। তিনি তিন মাস কাল নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে পেশবাকে ১৫ লক্ষ টাকা নজর দিয়া তিনি অব্যাহতি পাইলেন।* নাগপুরজয়ের পর মাধবরাও মহাসমারোহে পুণায় প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। শুনিলেন,—হায়দার আলী আবার প্রবল হইয়া মহারাষ্ট্রগণের উপর অত্যাচার করিয়াছে। এমন কি, অনেক মহারাষ্ট্র-সামন্তগণের নিকট করও আদায় করিতেছে।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিক মাসে তিনি গোপালরাও পটবর্দ্ধন ও মলহররাও রাস্তিয়ার অধীনে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী পাঠাইয়া দিয়া তৎপশ্চে নিজেও বিশ হাজার অশ্বারোহী ও ১৫ হাজার পদাতিক সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার জয়পতাকাশোভিত হইল, বহুস্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার বিশ্বাস যে, কোল্হাপুর-সর্দ্দারের মাতার অভিশাপেই তিনি এরূপ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, তিনি মাতুল ত্র্যম্বকরাওর উপর যুদ্ধভার দিয়া পুণায় ফিরিয়া আসিলেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া আবার তিনি মাতুলের সহিত যোগদান করিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই আবার পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এবার তিনি আপা বলবন্তের উপর সৈন্যপরিচালনের ভার দিয়া ফিরিয়া আসেন। আপা বলবন্তের কৌশলে হায়দার পরাস্ত ও বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বর্ষাকালে তিনি বেশ সুস্থ হইলেন, সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন এরূপও তাহার আশা হইয়াছিল।

* মুসলমান ঐতিহাসিক তারিখ-ই-ইব্রাহিম খাঁ পেশবার বিজয়ঘোষণা করিলেও বখরে অন্যরূপ লিখিত হইয়াছে। বখরের মতে, গোপালরাও জানোজীর পক্ষ অবলম্বন করেন। মাধবরাও বাধ্য হইয়া অবশেষে জানোজীর সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।

চৈত্র মাসে আবার রোগ দেখা দিল, এবার দুরারোগ্য বলিয়া সকলেই স্থির করিলেন। এখন পেশবা মরিবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। তিনি রঘুনাথ রাওকে আনাইয়া তাঁহার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক পূর্ব্ব-অপরাধের জন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বাস্তবিক মাধবরাওর অবস্থা দেখিয়া রঘুনাথ রাও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি নানা দেশ হইতে বৈদ্য ও সাধু সন্ন্যাসী আনাইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু আর কাহারও চিকিৎসায় ফল হইল না। মৃত্যুর পূর্ব্বে মাধবরাও অনুজ নারায়ণ রাওকে পিতৃব্যের করে সঁপিয়া গেলেন। থেউর নামক গ্রামে অষ্টাবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে হিন্দুকুলতিলক মহারাষ্ট্রের একটী উজ্জ্বল রত্ন ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন (১৮ই নবেম্বর ১৭৭২ খৃঃ অঃ)। তাঁহার তিরোভাবের সহিত মহারাষ্ট্রের ভাবী আশা ভরসা অতল-সলিলে নিমজ্জিত হইল। [মহারাষ্ট্রশব্দে ৪৪৯ পৃষ্ঠায় মাধবরাওর চরিত্র ও অপরাপর কথা দ্রষ্টব্য।]

মাধবরাও নারায়ণ, মহারাষ্ট্রের ৭ম পেশবা। পেশবা নারায়ণ রাওর পুত্র ও মাধবরাওর ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৭৭৪ হইতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পেশবাপদ ভোগ করিয়াছিলেন। নারায়ণ রাওর মৃত্যুকালে মাধবরাও-নারায়ণ মাতৃগর্ভে। তাঁহার জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রঘুনাথ রাও পেশবা ছিলেন। তাঁহার জন্মের পর সর্দ্দার ও অমাত্যগণের চেষ্টায় তিনি পেশবা হইলেন এবং তাঁহার মাতা গঙ্গাবাঈ পেশবা ও মহারাষ্ট্র-রাজ্যের রক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। [তাঁহার সময়ের বিস্তৃত বিবরণ রঘুনাথরাও ও নানা-ফড়নবীশ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

মাধব রামানন্দ সরস্বতী (পুং) জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত।

মাধববর্ম্মন্ দাক্ষিণাত্যের বিষ্ণুকুণ্ডিন্‌বংশীয় জনৈক প্রাচীন রাজা।

মাধববল্লী (স্ত্রী) লতাবিশেষ (Gærtnera Racemosa)

মাধববৈদ্য, আনন্দলহরীটীকাপ্রণেতা।

মাধবশাস্ত্রী, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পর রামচন্দ্র তীর্থ নামে পরিচিত হন। ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

মাধবশুক্ল, জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত। কুকের পুত্র ও ব্যাস নারায়ণের পৌত্র। ইনি ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে কুণ্ডলকল্পদ্রুম নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

মাধবশ্রী (স্ত্রী) বসন্তশোভা।

মাধবশ্রীগ্রামকর, সামুদ্রিকচিন্তামণি নামক গ্রন্থরচয়িতা।

মাধবশ্রীজগন্নাথী, জনৈক বৈষ্ণব সাধু। নীলগিরি-ধামে সমুদ্রতীরে তাঁহার বাস ছিল। তিনি সংসারধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক হরিধ্যানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ক্রমে ভোগস্পৃহা ত্যাগ করিবার জন্ম তিনি বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করেন। তিনদিন উপবাসে কাল কাটাইলেন দেখিয়া জগন্নাথ মহাপ্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রাত্রিতে স্বর্ণথালে করিয়া তাঁহাকে নিত্য যে ভোগ দেওয়া হইত, তাহাই তিনি লক্ষ্মীঠাকুরাণীকে দিয়া মাধবের কুটীর মধ্যে পাঠাইয়া দেন। এদিকে স্বর্ণথাল দেখিতে না পাইয়া শ্রীমন্দিরের পাণ্ডাগণ ইতস্ততঃ চোরের অন্বেষণ করিতে লাগিল। অবশেষে মাধবদাসের ঘরে সেই থাল দেখিয়া তাঁহাকেই চোরজ্ঞানে বেত্রপ্রহার করিতে লাগিল। এই সময়ে মহাপ্রভু সেবকগণকে প্রত্যাদেশ করেন যে, আমি ঐ থাল ভোজ্য সহ মাধবের কুটীরে পাঠাইয়া দিয়াছি।

আর এক সময় তিনি আমাশয়ে পীড়িত হইয়া জলাভাবে বালির উপর পড়িয়া থাকিলে, দীনদয়াল তাঁহার হাত ধোয়াইবার জল আনিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শীত-ক্লিষ্ট মাধবকে স্বীয় শীতবস্ত্র দান, তাঁহাকে লইয়া গোপালের বাগানে কাঁঠাল চুরি, তৎসঙ্গে জগন্নাথ দেবের বৃন্দাবনযাত্রা প্রভৃতি অনেক অলৌকিক ঘটনা শ্রুত হইয়া থাকে। বৃন্দাবনে তিনি বিহারীজীকে ছোলাভাজা ভোগ দিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি আপনার তিনটী শিষ্যের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া মাতৃদর্শনার্থ পূর্ব্বাশ্রমে আগমন করেন। পরে তথা হইতে পুণ্যময় পুরীধামে উপনীত হন। জগন্নাথদেবের সহিত তাঁহার সখ্যতা জন্মিয়াছিল। (ভক্তমা.)

মাধবসরস্বতী, ১ পদ্যাবলীধৃত জনৈক কবি। ২ ন্যায়চূড়ামণি নামক বেদান্ত-গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি চণ্ডীশ্বরের গুরু এবং বিশ্বেশ্বরের শিষ্য ছিলেন। ৩ পদচন্দ্রিকা নাম্নী যোগবাশিষ্ঠ-টীকারচয়িতা।

মাধবসিংহ, জয়পুরের জনৈক রাজা। মহারাজ মানসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার পাটরাণী কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা ছিলেন। রাজা মাধবসিংহ জ্যেষ্ঠের সহিত কাবুলরাজ্যশাসনে গমন করিলে, দেওয়ান রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য চালাইতে থাকেন। এই সময় একদিন রাণী পর্য্যঙ্কে শয়ান আছেন, দাসী তাঁহার পদসেবা করিতে করিতে কৃষ্ণবিষয়িণী প্রেমগীতি আনন্দে গান করিতে থাকে। ঐ অপূর্ব্ব গানে রাণীর হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। সেই দিন হইতে তিনি কৃষ্ণপ্রেমধন পাইবার প্রত্যাশায় আত্মজীবন উৎসর্গ করেন।

বিষয়বাসনা ও ভোগসুখ বর্জ্জন করিয়া তিনি কৃষ্ণের সেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। তিনি গৃহস্থিত চিত্র দেখিয়াই

কৃষ্ণসঙ্গসুখ অনুভব করিতেন। বৈষ্ণবসেবায় কৃষ্ণে প্রীতি জন্মিবে ভাবিয়া তিনি বৈষ্ণবসেবা আরম্ভ করিলেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার আদেশক্রমে সর্ব্বদাই রাজান্তঃপুরে যাতায়াত করিত। তিনি স্বহস্তে মাল্যচন্দন দিয়া বৈষ্ণবের সেবা করিতেন। রাণীমাতাকে এইরূপ বেপর্দ্দা দেখিয়া দেওয়ান ক্ষুব্ধচিত্তে এই সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। প্রত্যুত্তরে রাণী বলিয়া পাঠাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচরণে আমি পর্দ্দাসহ এই অকিঞ্চিৎকর দেহ সমর্পণ করিয়াছি। তজ্জন্য সেই যুগলকিশোরের প্রেমে আমি লজ্জা, ধর্ম্ম, মান, ধন, আত্মজন, এমন কি নিজ প্রাণও ত্যাগ করিতেছি।

দেওয়ান এই সংবাদ রাজা মাধবসিংহের নিকট কাবুলে প্রেরণ করেন। মাধবসিংহ দেওয়ানের পত্রের মর্ম্ম পুত্র প্রেমসিংহকে জানাইলেন। পুত্রও মাতার ন্যায় কৃষ্ণভক্ত। তিনি পিতাকে বলিলেন যে, 'তিনি শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপদ লাভ করিয়াছেন। মাতার এই ভগবদ্‌ভক্তি হইতেই আমাদের তিন কুল উজ্জ্বল হইল।' পুত্রের এরূপ বাক্যে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া, রাজা পুত্রকে ভৎর্সনা করিলেন এবং রাণীর শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। ইহাতে পিতাপুত্রে সমর বাধিবার উপক্রম হয়। পরে অপরাপর লোকের মধ্যস্থতায় উভয়েই শান্তভাব ধারণ করেন।

রাজা রাণীকে শাস্তি দিবার জন্য দ্রুতগমনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। মন্ত্রীর পরামর্শে স্ত্রীহত্যা না করিয়া রাণীকে ব্যাঘ্রকবলে ফেলিয়া দেওয়াই স্থির হইল। তদনুসারে রাজপশুশালাস্থ একটী ব্যাঘ্র আনিয়া রাণীর গৃহে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

রাণী তখন কৃষ্ণপূজা করিতেছেন। ব্যাঘ্রের সাধ্য হইল না—কৃষ্ণভক্তের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করে, অধিকন্তু সেও নম্র হইয়া রাণীর চরণ লেহন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রকে কাছে দেখিয়া রাণী তাহাকে সাপটিয়া ধরিলেন এবং কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিবার জন্য বার বার বলিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্রও পুলকে ল্যাজ নাড়িতে লাগিল।

ভক্তির এতাদৃশ মাহাত্ম্য দেখিয়া রাজা ভয়বিহ্বল হইলেন। তিনি পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে রাণীর নিকট আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। আর একদিন নদীবক্ষে বিচরণকালে রাজা মাধবসিংহ ও মানসিংহ রাণীর অলৌকিক প্রভাব স্মরণ করিয়া প্রবল ঝটিকা হইতে রক্ষা পান। (ভক্তমা°)

মাধবসিংহ, কোটারাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বুন্দীর হররাজবংশীয় নরপতি রাও রত্নসিংহের মধ্যমপুত্র। সম্রাট্ শাহজহানের রাজত্বকালে বুর্হানপুর-সমরে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া মাধব সম্রাট্‌পক্ষের জয়শ্রী অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার কৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে কোটা-প্রদেশ ও তদধীনস্থ কতকগুলি গ্রাম দান করেন। সেই সূত্রে মাধবসিংহ পিতৃরাজ্য বুন্দী পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে কোটারাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এই সময় হইতে বুন্দী ও কোটা দুইটী বিভিন্ন রাজ্যে পরিণত হয়। পূর্ব্বে কোটা-রাজ্য বুন্দীরাজ্যের সামন্তশাসিত প্রদেশরূপে গণ্য ছিল।

হররাজবংশের ইতিবৃত্তপাঠে জানা যায় যে, ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে মাধবসিংহের জন্ম হয়। তিনি স্বীয় বীরত্বে পারিতোষিক স্বরূপ সম্রাটের নিকট হইতে কোটারাজ্য এবং রাজোপাধি প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্বে কোটায় ভীলদিগের বিশেষ প্রভাব ছিল। তখনকার সামন্তগণ অতি অল্পমাত্র স্থান লইয়াই রাজত্ব করিতেন। কোটার প্রথম স্বাধীন চোহান-নরপতি মাধবসিংহ দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহে ও বলে বলীয়ান্ হইয়া স্বীয় রাজ্যসীমা পরিবর্দ্ধিত করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে কোটারাজ্যের সীমা মালব ও হরবতীর সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৬৮৭ সম্বতে মুকুন্দসিংহ, মোহনসিংহ, জুঝারসিংহ, কুনিরামসিংহ ও কিশোরসিংহ নামে পাঁচটী পুত্র রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

মাধবসিংহ, গঢ়াদেশের জনৈক নরপতি।

মাধবসিংহ, জনৈক হিন্দুরাজা। যবনপারিপাট্য-রাজনীতি নামক গ্রন্থপ্রণেতা দলপতিরায়ের প্রতিপালক।

মাধবসিংহ, ১ খেচরপদ্ধতিরচয়িতা। ২ শব্দকৌমুদীনামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মাধবসিংহ, জয়পুরের কচ্ছবাহবংশীয় নরপতি সবাই জয়সিংহের পুত্র। ইনি স্বীয় মাতুল মিবারের রাণার সাহায্যে স্বীয় ভ্রাতা ঈশ্বরীসিংহকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া অম্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে সূর্য্যমল্ল জাটের প্রথম পুত্র জবাহিরসিংহ ভরতপুর-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। তিনি মাধবসিংহের বিরুদ্ধাচারী হইয়া, বিনানুমতিতে জয়পুর রাজ্যের মধ্য দিয়া সসৈন্যে পুষ্কর তীর্থে উপনীত হন। এইখানে মারবারপতি বিজয়সিংহের সহিত তাঁহার সখ্যতা স্থাপিত হয়। রাজার নিষেধসত্ত্বেও এইরূপে বলীয়ান্ হইয়া রাজাজ্ঞায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহারা পুনরায় জয়পুর-রাজ্য মধ্য দিয়া প্রত্যাগত হন। এই সূত্রে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জবাহির পলায়ন করেন।

রাজ্যাধিকারকালে তিনি মহারাষ্ট্রনেতা আপাজি সিন্ধিয়া ও মলহর হোলকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ

খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শেষে হোলকরের আনুকূল্যে তাঁহার সিংহাসনাধিকার ঘটে। অতঃপর রাজ্যরক্ষাকল্পেও তিনি কএকটা যুদ্ধ করিয়া স্বীয় বীরত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন। যে দিন অম্বরসৈন্যের সহিত জাটসেনাদলের মহাসমর উপস্থিত হয়, সেই দিন মাচেরীর সামন্তরাজ—যিনি মাধবসিংহ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন,—স্বজাতির অবমাননাবোধে সসৈন্যে অম্বরপতির পক্ষে যোগদান করেন। জাটরাজ পরাস্ত হইলে পর, মাচেরীর সর্দ্দার প্রতাপসিংহ বিশেষ সম্মানের সহিত অম্বররাজ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধের চারিদিন পরে আমাশয় রোগে মাধবসিংহের মৃত্যু ঘটে। তিনি সপ্তদশ বর্ষকাল মাত্র রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। সমরাবসানের পর যদি তিনি আর কিছুদিন জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শিশু পুত্রগণের রাজ্যশাসনকালে অরাজকতাহেতু কচ্ছবাহরাজ্যের শাসনশক্তি এতাদৃশ ক্ষীণ হইত না। তিনি পিতার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। তাঁহার শাসনসময়ে জয়পুররাজ্যে নানা দিগ্দেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

তাঁহার দুই পত্নীর গর্ভে যথাক্রমে পৃথ্বীসিংহ ও প্রতাপসিংহ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

মাধবসিংহ রাজন্, দেববিলাসাখ্যা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

মাধবসেন, জনৈক প্রাচীন কবি।

মাধবসেন, বাঙ্গালার সেনবংশীয় জনৈক রাজা।

[সেনরাজবংশ দেখ।]

মাধবসোমযাজিন্ (পুং) জনৈক পণ্ডিত। [মাধবাচার্য্য দেখ]

মাধবাচার্য্য, (বিদ্যারণ্যস্বামী) ভারতবর্ষের একজন অসাধারণ পণ্ডিত। মায়ণের পুত্র ও সায়ণাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিজয়নগরাধিপ হরিহরের প্রধান মন্ত্রী। হালকাণাড়া ভাষায় রচিত 'বিদ্যারণ্য-কালজ্ঞান' নামক পুস্তকপাঠে জানা যায়,—

মাধব ভুবনেশ্বরার প্রসাদলাভের আশায় বিদ্যারণ্যে আসিয়া কঠোর তপস্যা করেন। মহামায়া তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই বনে গুপ্তধন দেখাইয়া দেন। মাধব সেই অপর্য্যাপ্ত ধন দ্বারা বন কাটাইয়া এখানে নগর পত্তন করেন। তখন হইতে বিদ্যারণ্য 'বিদ্যানগর' (পরে চলিত ভাষায় বিজয়নগর) নামে খ্যাত হইল, তাপস মাধবও বিদ্যারণ্যস্বামী নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। এইরূপে ১২৫৮ শকে বিদ্যানগরের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি হরিহর ও বুক্করায়কে আনিয়া বিদ্যানগরে স্থাপন করেন। নানাস্থানের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, পণ্ডিতপ্রবর মাধবাচার্য্য কম্পরাজপুত্র সঙ্গমরাজের প্রথমতঃ মন্ত্রী ছিলেন। এই সঙ্গমের পুত্র হরিহর ও বুক্করায়। মাধবের অরণ্য-উপাধি দৃষ্টে মনে হয় যে, তিনি শঙ্করাচার্য্যের দলভুক্ত ছিলেন। শাঙ্করমঠের সন্ন্যাসিগণ কেবল বিদ্যাগৌরবে নহে, ধনগৌরবেও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অধিক সম্ভব, উদীয়মান মুসলমানপ্রভাব ধ্বংস করিবার জন্য তিনি ঐরূপে কোন মঠের টাকা লইয়া সঙ্গম বা তৎপুত্র হরিহরকে হিন্দুধর্ম্মরক্ষায় নিযুক্ত করেন। তিনি যে এই দারুণ দুর্দ্দিনেও বেদমার্গপ্রবর্ত্তনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বিদ্যানগরের রাজগণও যে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাঁহার বিরাট বেদভাষ্য হইতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। [সায়ণাচার্য্য দেখ।] বলিতে কি, মাধবাচার্য্য একজন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক পরম তাপস এবং জাতি ও স্বধর্ম্মরক্ষায় তৎপর ছিলেন। তিনি এক হস্তে শাস্ত্র ও অপর হস্তে শস্ত্র লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যিনি গোয়ার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে মুসলমানেরা গোমন্ত (গোয়া) অধিকার করিয়া হিন্দুদেবালয় ধ্বংস ও হিন্দুনিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে মাধবাচার্য্যের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ১৩১৩ শকে মুসলমানদিগের করাল কবল হইতে গোয়ানগরী উদ্ধার করেন। তাঁহার বংশধরেরা শতবর্ষ পর্য্যন্ত এই স্থানে আধিপত্য করিয়াছিলেন।

[গোয়া দেখ।]

বেদভাষ্য ভিন্ন তিনি বহুগ্রন্থ রচনা করেন, যথা—অধিকরণমালা, জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর নামে মীমাংসাগ্রন্থ, অনুভূতিপ্রকাশ, অপরোক্ষানুভূতিটীকা, অভিনব মাধবীয় নামক ধর্ম্মশাস্ত্র, আত্মানাত্মবিবেক, আশীর্ব্বাদপদ্ধতি, কর্ম্মবিপাক, কালনির্ণয় বা কালমাধবীয়, কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য, কৃষ্ণচরণপরিচর্য্যাবিবৃতি, গোত্রপ্রবরনির্ণয়, জাতিবিবেক, শতপ্রশ্ন, জীবন্মুক্তিবিবেক, জ্ঞানযোগখণ্ডভাষ্য, দত্তভেদ, ত্র্যম্বকভাষ্য, দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টকটীকা, দত্তকমীমাংসা, দর্শপূর্ণমাসপ্রয়োগ, দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞতন্ত্র, ধাতুবৃত্তি, পঞ্চদশী, পঞ্চসারব্যাখ্যা, পরাশরমাধব (পরাশর-স্মৃতির আচার ও ব্যবহারাধ্যায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা), পাণিনীয় শিক্ষাভাষ্য, পুরাণসার, পুরুষার্থসুধানিধি, প্রমেয়সারসংগ্রহ, ব্রহ্মগীতাটীকা, ভগবদ্গীতাভাষ্য, মহাবাক্যনির্ণয়, মাধবীয় বেদান্তভাষ্য, মুক্তিখণ্ডটীকা, মুহূর্ত্তমাধবীয়, যজ্ঞতন্ত্রসুধানিধি, যজ্ঞবৈভবখণ্ডটীকা, যোগবাশিষ্ঠসারসংগ্রহ, রামতত্ত্বপ্রকাশ, লঘুজাতকটীকা, ব্যাসদর্শনপ্রকার, শঙ্করবিলাস, শিবখণ্ডভাষ্য, শিবমাহাত্ম্যভাষ্য, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সহস্রনামকারিকা,

সিদ্ধান্তবিন্দু, স্কন্দপুরাণীয় সূতসংহিতাতাৎপর্য্যদীপিকা, স্মৃতি-সংগ্রহ, স্বরবিগ্রহশিক্ষাভাষ্য, হরিস্তুতিটীকা।

[তিনি যে সকল বেদভাষ্য প্রণয়ন করেন, সে সমুদায়ের নাম সায়ণাচার্য্য শব্দে দেখ।]

মাধবাচার্য্য, বিশ্বেশ্বরাচার্য্য ও ভগীরথাচার্য্য একগ্রামবাসী ও পরস্পর বন্ধু ছিলেন। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে,—ইঁহাদের পত্নীদ্বয়ও একে অন্যকে ভগিনীর ন্যায় দেখিতেন। বিশ্বেশ্বরের পত্নীর নাম মহালক্ষ্মী। একদা মহালক্ষ্মীর জ্বর হয়, জ্বর ক্রমে সাংঘাতিক হইয়া উঠে। সখীকে দেখিবার জন্য জয়দুর্গা বিশ্বেশ্বরালয়ে গমন করিলেন। মহালক্ষ্মীকে পাইয়া জয়দুর্গা আশ্বস্তা হইলেন ও আপন পুত্র মাধবকে সখীর করে সঁপিয়া দিলেন। ইহার পরেই তিনি পরলোক গমন করেন। বিশ্বেশ্বর কাশ্যপগোত্রীয় বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভগীরথ চট্টগাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। ভগীরথপত্নী মাধবকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বর গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন; সুতরাং মাধব ভগীরথেরই তৃতীয় পুত্ররূপে (ইহার শ্রীনাথ ও শ্রীপতি নামে আরও দুই পুত্র ছিল) পরিচিত হইলেন। এই মাধবই অতঃপর নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া আচার্য্য উপাধিতে পরিশোভিত হন এবং নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে,—

"মাধব আচার্য্য হৈলা নিত্যানন্দ-ভক্ত।
নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে সদা অনুরক্ত ॥
পরম কুলীন মাধব আচার্য্য মহাশয়।
নিত্যানন্দ গঙ্গাকন্যা তাঁহাকে অর্পয় ॥
ভগীরথপুত্ররূপে গ্রহণ করাতে।
আরও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা বহু তাতে ॥
এই সে কারণে মাধব গুণের নিধান।
চট্টবংশে হইলেন কুলীনপ্রধান ॥
এই ত কহিল বারেন্দ্র মাধবের বিবরণ।
যৈছে হইলেন রাঢ়ী তাহার কারণ ॥"

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে এই মাধবাচার্য্য শান্তনু রাজার অবতার-স্বরূপে কীর্ত্তিত। "মাধবঃ শান্তনুর্নৃপঃ" গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়ও এই শ্লোক পাওয়া যায়।

মাধবাচার্য্য, চট্টগ্রামের চক্রশালা-গ্রামবাসী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাল্যসখা। দুই জনে একত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং দুইজনই শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত হইয়াছিলেন। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে,—

"পুণ্ডরীক মাধবের একত্র অধ্যয়ন।
এক আত্মা কেবল হয় দেহ মাত্র ভিন ॥
পুণ্ডরীক মাধব মহাপ্রভুর অতি ভক্ত।
দোঁহে মহাপ্রভুর শাখা আছয়ে বিখ্যাত ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়পার্ষদ অনুচর প্রসিদ্ধ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী এই মাধবাচার্য্যের পুত্র। বৈষ্ণবগণ গদাধরকে শ্রীমতীর অবতার স্বরূপে মান্য করিয়া থাকেন।

মাধবাচার্য্য, নবদ্বীপবাসী বৈদিক দুর্গাদাস মিশ্রের দুই পুত্র, সনাতন ও কালিদাস। সনাতনের একপুত্র ও এক কন্যা। এই কন্যার নামই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। ইনিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া স্ত্রী। কালিদাসেরও একটী পুত্র হয়, ইঁহারই নাম মাধব। সনাতন পিতৃহীন মাধবকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করেন। প্রেমবিলাস বলেন,—

"নানাবিধ শাস্ত্র পড়ি হইলা পণ্ডিত।
আচার্য্য উপাধিতে তিহোঁ হইলা বিদিত ॥"

একদা শ্রীবাসালয়ে শ্রীমহাপ্রভুর অভিষেক হইতেছে। সর্ব্বভক্তই উপস্থিত। এমন সময় মাধবাচার্য্য তথায় গমন করিলেন; তখন তিনি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। এই মাধবকে তখন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈত-প্রভুর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। মাধব অদ্বৈত প্রভু হইতে দীক্ষিত হন। মাধব একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে তিনি কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্য রচনা করেন। প্রেমবিলাসে—

"শ্রীচৈতন্য প্রভু তারে অনুগ্রহ করি।
চরণ তুলিয়া দিলা মস্তক-উপরি ॥
শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ।
গীতে বর্ণেন তিহোঁ করি নানা ছন্দ ॥
রাখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
শ্রীচৈতন্যপদে তাহা সমর্পণ কৈল ॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভু-আজ্ঞামতে।
মাধবেরে দীক্ষামন্ত্র করে উপদেশে ॥
মাধব আচার্য্য শ্রীমাধবী সখী হন।" ইতি

চরিতামৃতে অদ্বৈত-শাখাবর্ণনপরিচ্ছেদে ইহার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। নবদ্বীপের অনেক ভক্ত-সঙ্গে এই মাধব খেতুরীর উৎসবেও গমন করিয়াছিলেন; ভক্তিরত্নাকরে ঐ উৎসববর্ণনপ্রসঙ্গে ইহার নামোল্লেখ আছে।

কেবল কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্য রচনাই মাধবের একমাত্র কীর্ত্তি নহে। মাধবদাস-ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ পদকল্পতরু প্রভৃতিতে পাওয়া যায়, সেই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা এই মাধবাচার্য্য। কৃষ্ণমঙ্গলের অনেক গীত ও পদগ্রন্থে উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণমঙ্গলের রচনা অতি মধুর ও প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট।

এই কৃষ্ণমঙ্গল প্রচারিত হইলে গুণরাজখাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের আদর কমিয়া যায়।

মাধবাচার্য্য, রাঢ়ীয় বল্লভীমেলভুক্ত ধরণীধরের তৃতীয় পুত্র পরাশর। পরাশরের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠের নামই মাধব আচার্য্য। ইনিও একজন কবি ছিলেন। চণ্ডীকাব্য ইঁহার লেখনাপ্রসূত। চণ্ডীকাব্য ব্যতীত তিনি দক্ষিণরায়ের উপাখ্যান ও সংস্কৃত প্রেমরত্নাকর রচনা করেন। পরাশর-পুত্র সঙ্গীতব্যবসায়ী ছিলেন অর্থাৎ আসরে গান গাইতেন। তিনি চণ্ডীকাব্যে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন ;—

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রামস্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদীতটবাসী পরাশর।
যাগ যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায় গান।
তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥"
"ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শকনিয়োজিত। (১৫০১ শকাব্দ)
দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত॥"

ইহাতে মাধবের বংশপরিচয় এবং ব্যবসায়াদি সমস্তই অবগত হওয়া যাইতেছে। মাধবের চণ্ডীকাব্যে আর একটা বিশেষত্ব আছে। তিনি শক্তি-উপাসক হইলেও এবং স্বীয় উপাস্য দেবীর গুণগান করিতে বসিলেও অবসরক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গুণগান করিতে ভুলেন নাই। চণ্ডীকাব্যের মধ্যে "দেখ না গৌরাঙ্গচাঁদের বাজার" ইত্যাদি পদই তাহার উদাহরণ। ইহাতে তখনকার বৈষ্ণবধর্ম্মের সজীবতার লক্ষণই দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবধর্ম্মের উদারতা ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম—তখন শাক্তগণের মনেও কতক পরিমাণে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। যাহা হউক, শাক্ত হইলেও মাধব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি এত প্রলোভিত হইয়াছিলেন যে, শেষে তাঁহা হইতে বৈষ্ণবগণের মধ্যে চূড়াধারী নামে একটী বৈষ্ণবদলের সৃষ্টি হয়। চূড়াধারী বৈষ্ণবগণের মধ্যে এখন অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আছেন; ইঁহাদের প্রধান গাদ ময়মনসিংহ জেলার দেশদল গ্রামে। তদ্ব্যতীত উক্ত জেলার সর্পুর, বাল্লচূড়ী ও শ্রীহট্টের মুরাকৈর এবং ত্রিপুরার পত্তন গ্রামে চূড়াধারী বৈষ্ণবদিগের বাস আছে।

প্রবাদ, পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহের বড়আওগর সন্নিকটে কোন গোয়ালার বাগানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং স্বীয় মস্তকে চূড়া ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট আপনাকে অবতাররূপে প্রকাশ করেন। গোয়ালাগণ মাধবের সঙ্গীত ও বাগ্মাহাত্ম্যে ভুলিয়া গিয়া দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। মাধব এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গে আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইলেন। এই চূড়াধারিগণ সঙ্গীত করিবার সময়ে আপন আপন প্রধানগণের মস্তকে চূড়া বাঁধিয়া দিয়া থাকে। চূড়াধারিগণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-মতাবলম্বী হইলেও বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হয় নাই। তাহার কারণ তাঁহাদের প্রবর্ত্তক মাধবাচার্য্য (বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিলেও) স্বয়ং বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই; বরাবর শক্তিমন্ত্রেই দীক্ষিত ছিলেন।

মাধবাচার্য্য, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু। স্বরূপাচার্য্যের শিষ্য এবং বলভদ্রাচার্য্যের গুরু।

মাধবানন্দ, শাম্ভব-কল্পদ্রুম-রচয়িতা।

মাধবানল (পুং) মাধবনলাখ্যানরচয়িতা। জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত।

মাধবার্য্য, নরকাসুর-বিজয় নামক নাটকপ্রণেতা। ইনি মাধবেন্দ্র নামেও সাধারণে পরিচিত।

মাধবাশ্রম, জনৈক সাধুপুরুষ। নারায়ণাশ্রমের শিষ্য। স্বানুভবাদর্শ নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার অপর নাম মাধবভিক্ষু।

মাধবিকা (স্ত্রী) মাধবী-কন্ টাপ্, পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। মাধবী-লতা। (অমরটীকায় ভরত)

মাধবী (স্ত্রী) মধৌ সাধু পুষ্প্যতি মধু-(কালাৎ সাধুপুষ্প্যৎ পচ্যমানেষু। পা ৪।৩।৪৩) ইত্যণ্, ঙীপ্। স্বনামখ্যাত পুষ্পলতা, পর্য্যায়—অতিমুক্ত, পুণ্ড্রক, বাসন্তীলতা, অতিমুক্তক, মাধবিকা, মাধবীলতা, চন্দ্রবল্লী, সুগন্ধা, ভ্রমরোৎসবা, ভৃঙ্গপ্রিয়া, ভদ্রলতা, ভূমিমণ্ডপভূষণা, বাসন্তী দূতী, লতামাধবী। (শব্দরত্না°)

ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, মদগন্ধা, পিত্ত, কাস, ব্রণ, দাহ ও শোষনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে পর্য্যায়—বাসন্তী, পুণ্ড্রক, মণ্ডক, অতিমুক্ত, বিমুক্ত, কামুক, ভ্রমরোৎসব। গুণ—মধুর, শীতল, লঘু, এবং দোষত্রয়নাশক।

২ মিসি। ৩ মধুশর্করা। ৪ কুট্টনী। মধুনো বিকারঃ ইত্যণ্ ঙীপ্। ৫ মদিরা।

"অস্তি মে শয়নং দিব্যং ত্বদর্থমুপকল্পিতম্।
এহি তত্র ময়া সার্দ্ধং পিবস্ব মধুমাধবীম্॥"
(মহাভারত ৪।১৫।৩)

মাধবস্যেয়মিত্যণ্ ঙীপ্, তৎপ্রিয়ত্বাৎ তথাত্বং। ৬ তুলসী।

(শব্দমালা) মধৌ বসন্তে সেব্যাহর্চ্চনীয়েতি অণ্। ৭ দুর্গা। (শব্দরত্না॰) ৮মাধবপত্নী। ৯মধুবংশজা কন্যা। (ভারত ১।৯৫।১২)

মাধবী, জনৈক বৈষ্ণবী-কবি। ইনি নীলাচল (উড়িষ্যার অন্তর্গত)-নিবাসিনী ছিলেন। শিখি মাইতির ও মুরারি মাইতির কনিষ্ঠা ভগিনী হইলেও, বৈষ্ণবগ্রন্থে ইঁহাদিগকে "তিন ভ্রাতা" বলা হইয়াছে।

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য পর্য্যটন করিয়া নীলাচলে অবস্থিত হইলে, মাধবী অন্তরাল হইতে তাঁহার রূপমাধুর্য্য সন্দর্শন করিতেন। মহাপ্রভুকে প্রথম দর্শনমাত্রই মাধবীর ভগবদবতার বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। তিনি তখন হইতেই তাঁহার 'ভক্ত' হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মাধবীদেবীর গৌরবিষয়ক পদগুলি ঐতিহাসিকতত্ত্বে পূর্ণ। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডভাঙ্গার কলহ, জগদানন্দের নবদ্বীপ-যাত্রা, দোললীলা উপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন প্রভৃতি অনেক বিষয় তাঁহার রচিত-পদে পাওয়া যায়।

জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দৈনন্দিন বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য একজন লেখনাধিকারীর আবশ্যক হইত। মাধবীর হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল। তাঁহার স্বন্নাক্ষর-গ্রথিত রচনামাধুর্য্য, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিগৌরবে মোহিত হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহাকে ঐ পদে সম্মানিত করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—

"শিখি মাইতির ভগ্নী শ্রীমাধবীদেবী।
বৃদ্ধ তপস্বিনী তেঁহো পরমা বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যেই রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিনজন॥
স্বরূপ দামোদর আর রামানন্দ।
শিখি মাইতি আর ভগিনী অর্দ্ধ॥"

এই সাড়ে তিনজন—স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখি মাইতি এবং মাধবীদেবী। স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহাকে 'অর্দ্ধপাত্র' বলা হইয়াছে। মহাপ্রভু-প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম হৃদয়ঙ্গম ও উপভোগ করিতে ইঁহারাই একমাত্র সমর্থ হইয়াছিলেন।

মাধবীর কবিত্বশক্তি বলরামদাস, গোবিন্দ ও বাসু ঘোষ অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। উড়িয়া-রমণী হইলেও তাঁহার ভাষা, ভাব ও লিখনভঙ্গী সুন্দর ও মনোরম ছিল। তাঁহার রচনায় সারল্য ও মধুরতার দুর্লভ নিদর্শনসমূহ গ্রথিত হইয়াছিল। যদিও তাঁহার রচনায় 'ভেল, ডালি, উঝালি, বিলসই, কাঁপই, কহই' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে, তথাপি অন্যান্য কবির তুলনায় তাঁহার রচনায় তৎকাল-প্রচলিত গ্রাম্যশব্দের অতি অল্পই ব্যবহার দেখা যায়। নিম্নে তাঁহার রচনার নমুনার স্বরূপ একটী কবিতাংশ ও একটী পদ উদ্ধৃত করা গেল;—

"নিতাই-বিরহ অনলে ভেল অন্ধ।
আঠারনালাতে হৈতে, কান্দিতে কান্দিতে পথে,
যায় নিতাই অবধৌত চন্দ॥
সিংহ-দুয়ারে গিয়া, মরমে বেদনা পাইয়া,
দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়।
হরেকৃষ্ণ হরি বলে, দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে,
নীলাচলবাসীরে সুধায়॥
জাম্বুনদ হেম জিনি, গৌরাঙ্গ-বরণখানি,
অরুণ-বসন শোভে গায়।
প্রেমভরে গরগর, আঁখিযুগ ঝরঝর,
হরি হরি বোল বলি ধায়॥
ছাড়ি নাগরালীবেশ, ভ্রমে পহুঁ দেশে দেশ,
এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ।
মাধবী দাসীতে কয়, অপরূপ গোরারায়,
ভক্তগৃহে করল প্রবেশ॥

(পদ)

রাধামাধব বিলসই কুঞ্জকমাঝে।
তনু তনু সরস, পরশ-রস পিবই, কমলিনী মধুকররাজে॥ধ্রু॥
সচকিত নাগর, কাঁপই থর থর, শিথিল করল সব অঙ্গ।
গদগদ কহয়ে, রাই ভেল অদরশ, কবে হোয়ব তছু সঙ্গ॥
সো ধনী চাঁদ, বদন কিয়ে হেরব, শুনব অমিয়ময় বোল।
ইহ মঝু হৃদয়, তাপ কিয়ে মিটব, সোই করব কিয়ে কোল॥
ঐছনে কতহুঁ বিলপই মাধব, সহচরী দূরহি হাস।
অপরূপ-প্রেমে, বিষাদিত মাধব, কহতহি মাধবী দাস॥"

অনেকে আবার উক্ত পদদ্বয় কৃষ্ণমঙ্গলপ্রণেতা মাধবাচার্য্যের রচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মাধবীবন, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন তীর্থ। মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলার তিরুকরকাবুর নামক স্থানে অবস্থিত। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত মাধবীবন-মাহাত্ম্যে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

মাধবীয় (ত্রি) ১ মাধবাচার্য্যপ্রণীত। ২ বসন্তসম্পর্কীয়।

মাধবীলতা (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত পুষ্পলতা।

মাধবেন্দ্রপুরী, পদ্যাবলীধৃত জনৈক কবি। [কুমারহট্ট দেখ।]

মাধবেন্দ্র সরস্বতী, শাঙ্কর সম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য্য।

মাধবেষ্টা (স্ত্রী) মাধবস্য ইষ্টা। ১ বারাহীকন্দ। ২ দুর্গা।

মাধবোচিত (ক্লী) কক্কোলক। (রাজনি॰)

মাধবোদ্ভব (পুং) মাধবাদুদ্ভবোঽস্ত। রাজাদনী, চলিত খীণীগাছ। (রাজনি০)

মাধব্য (পুং) মধোর্গোত্রাপত্যং মধু (মধুবভ্রোর্ব্রাহ্মণ-কৌশিকয়োঃ। পা ৪।১।১০৬) ইতি যঞ্। মধুর গোত্রাপত্য ব্রাহ্মণ। পাণিনির ঐ সূত্রানুসারে ব্রাহ্মণ অর্থ না বুঝাইলে 'যঞ্' হইবে না, অন্যস্থলে অণ্ হইয়া 'মাধব' এইরূপ পদ হইবে। শকুন্তলানাটকে রাজা দুষ্মন্তের বিদূষকের নাম মাধব্য।

মাধুক (পুং) ১ বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ। মৈত্রেয়ক।

"মৈরেয়কশ্চ বৈদেহঃ সপ্রসূতেহ মাধুকম্।" (ভারত১৩।৪৮।২০)

২ মধুক-পুষ্পজাত মদিরা। ৩ মধুরভাষিন্। (কুল্লূক)

মাধুকর (ত্রি) ১ মধুকর সম্বন্ধীয়। ২ মক্ষিকার ন্যায় সংগ্রহকারী। ৩ মধুক-মন্ত।

মাধুকরী (স্ত্রী) বৃন্দাবনতীর্থপ্রসিদ্ধ ভিক্ষাবৃত্তি বিশেষ। মধুমক্ষিকার ন্যায় মৌনভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করার জন্য ইহা মাধুকরীবৃত্তি বলিয়া কথিত। ২ তৃতীয়াশ্রমচারি-ভিক্ষুকদিগের পঞ্চগৃহাহৃত ভিক্ষা।

মাধুকর্ণিক (ত্রি) মধুকর্ণ সম্বন্ধীয়।

মাধুগড়, যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের জলৌন জেলার একটী তহসীল। পহুজ ও যমুনা নদীর মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৮২ বর্গ মাইল। এই তহসীলের পশ্চিমসীমান্তবর্ত্তী রামপুর, জগমোহনপুর ও গোপালপুরের রাজা উপাধিধারী ভূম্যধিকারিগণ ইংরাজ গবর্মেণ্টকে কোনরূপ কর দেন না। তাঁহারা স্ব স্ব ভূসম্পত্তির শাসনকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কিন্তু সকল বিষয়ই জেলার ডেপুটী কমিসনরের অনুমতিসাপেক্ষ। এখানে প্রভূত পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হয়।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং তন্নামক তহসীলের বিচার সদর। সাধারণে ইহাকে রাণীজু নগর বলিয়া থাকে।

মাধুকি (পুং) অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

মাধুচ্ছন্দস (ত্রি) ১ মধুচ্ছন্দাসম্ভূত। ২ অঘমর্ষণ ও জেতৃর গোত্রাপত্য।

মাধুপার্কিক (ত্রি) মধুপর্কদানকালে পূজ্য ব্যক্তিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্কাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়। মধুপর্ক দিবার সময় যে অর্ঘ্যাদি দেওয়া হয়, তাহাকে মাধুপার্কিক কহে।

"বিদ্যা ধনন্তু যদ্যস্য তৎ তস্যৈব ধনং ভবেৎ।
মৈত্র্যমৌদ্বাহিকঞ্চৈব মাধুপর্কিকমেব বা॥" (মনু ৯।২০৬)

'মাধুপর্কিকং মধুপর্কদানকালে পূজ্যতয়া যল্লব্ধং তস্যৈব তৎ স্যাৎ' (কুল্লূক) এই মাধুপর্কিক ধনের ভ্রাতৃ-প্রভৃতির সহিত বিভাগ হয় না, ইহা যিনি প্রাপ্ত হন, তাঁহারই থাকে।

মাধুমত (পুং) মধুমৎসু ভবঃ মধুমৎ (কচ্ছাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৩) ইত্যণ্। কাশ্মীরদেশভব। (হেম)

মাধুমতক (ত্রি) মধুমৎ-(মনুষ্যতৎস্থয়োর্বুঞ্। পা ৪।২।১।১৩৪) ইতি বুঞ্। কাশ্মীরদেশভব, মধুমতভব (মনুষ্য)।

মাধুর (ক্লী) মধু অস্তি অস্য অস্মিন্ বেতি মধু (উষসুষিমুষ্ক মধোঃ রঃ। পা ৫।২।১০৭) ইতি র,ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ মল্লিকা। (ত্রি) ২ মধুরসম্ভব।

মাধুরী (স্ত্রী) মাধুর-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ মদ্য। (ভূরিপ্র০) ২ মাধুর্য্য, মধুরত্ব।

"তানি স্পর্শসুখানি তে চ তরলাঃ স্নিগ্ধা দৃশোর্বিভ্রমা-
স্তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভং স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমা।
সা বিম্বাধরমাধুরীতি বিষয়া সঙ্গেঽপি চেন্মানসং
তস্যাং লগ্নসমাধিহন্তবিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে॥"(গীতগো০৩সর্গ)

মাধুর্য্য (ক্লী) মধুরস্য ভাবঃ মধুর-(বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি-ষ্যঞ্। মধুরের ভাব, মধুরত্ব। লাবণ্য।

"রূপং কিমপ্যনির্বাচ্যং তনোর্মাধুর্য্যমুচ্যতে।"(উজ্জ্বলনীলমণি)

শরীরের কোন অনির্ব্বচনীয় রূপবিশেষের নাম মাধুর্য্য। যে কোন বিষয়েরই অনির্ব্বচনীয় রূপবিশেষকেই মাধুর্য্য বলা যায়। ২ পাঞ্চালীরীতিবিশিষ্ট কাব্যগুণ। সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে,—যে রচনায় চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মে, তাহাকে মাধুর্য্য কহে। ইহা সম্ভোগ, করুণ, বিপ্রলম্ভ ও শান্ত-রসেই অধিক হইয়া থাকে। ইহাতে অবৃত্ত বা অল্পবৃত্তি এবং রচনা মধুর হইবে। এই রচনায় অন্ত্যবর্ণ, যুক্তবর্ণ এবং ট, ঠ, ড ও ঢ প্রভৃতি বর্ণপ্রয়োগ দোষাবহ।

"চিত্তদ্রবীভাবময়োহ্লাদো মাধুর্য্যমুচ্যতে।
সম্ভোগে করুণে বিপ্রলম্ভে শান্তেঽধিকং ক্রমাৎ।
মূর্দ্ধ্নি বর্গান্ত্যবর্ণেন যুক্তাষ্টঠ-ড-ঢান্ বিনা।
রণৌ লঘু চ তদ্ব্যক্তৌ বর্ণাঃ কারণতাং গতাঃ।
অবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা মধুরা রচনা তথা॥"(সাহিত্যদ০ ৮ পরি০)

৩ নায়িকাদিগের অযত্নজ অলঙ্কারবিশেষ।

"সঙ্ক্ষোভেষ্বপ্যনুদ্বেগো মাধুর্য্যং পরিকীর্ত্তিতম্।"
(সাহিত্যদর্পণ ৩।১২৯)

সঙ্ক্ষোভকালেও যে চিত্তের অনুদ্বেগ, তাহাকে মাধুর্য্য কহে। ৪ সাত্ত্বিক নায়কগুণভেদ।

"সর্ব্বাবস্থাবিশেষেষু মাধুর্য্যং রমণীয়তা।" (সাহিত্যদ০ ৩।৯১)

সকল অবস্থাতেই রমণীয়ত্বের নাম মাধুর্য্য। অভূষণেও রমণীয়ত্বের নাম মাধুর্য্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কোন প্রকার বেশভূষা ও অলঙ্কারাদির পারিপাট্য না থাকিলেও যে সৌন্দর্য্য, তাহাকে মাধুর্য্য কহে।

"অভূষণেঽপি রম্যত্বং মাধুর্য্যমিতি কথ্যতে।" (প্রতাপরুদ্র)

শ্লেষার্থক বাক্যকেও মাধুর্য্য কহে, বাক্যের যে পৃথক্‌পদতা, তাহার নামও মাধুর্য্য।

"যা পৃথক্‌পদতা বাক্যে তন্মাধুর্য্যং প্রকীর্ত্ত্যতে।"

মাধূক (পুং) বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ, ইহারা মধুরভাষী বলিয়া ইহাদের নাম মাধুক হইয়াছে। মনুষ্যদিগের অজস্র প্রশংসা করাই ইহাদিগের বৃত্তি।

"মৈত্রেয়কন্তু বৈদেহো মাধুকং সম্প্রসূয়তে।
নৄন্ প্রশংসত্যজস্রং যো ঘণ্টাতাড়োঽরুণোদয়ে॥" (মনু ১০।৩৩)

'মাধূকং মধুককুসুমতুল্যং মধুরভাবিত্বাৎ অথবা মধু কায়তীতি 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে' ইতি ড, অন্যেষামপীতি দীর্ঘঃ, স্বার্থিকৈন আদিবৃদ্ধিঃ, তস্য বৃত্তিঃ নৄন্ প্রশংসতি, বন্দীতি যঃ কথ্যতে' (মেধাতিথি)

ইহাদিগকে বন্দীও কহে, ইহারা প্রাতঃকালে ঘণ্টাবাদ্য করিয়া রাজাদিগের অজস্র প্রশংসা করিতে থাকে, ইহাতে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়।

মাধূকর (ত্রি) মক্ষিকার ন্যায় সংগ্রহকারী।

মাধূচী (স্ত্রী) মধু ব্রাহ্মণপূজক। "বাং দেবপ্রীতয়ে মধুমাধ্বী-ভ্যাং মধুমাধূচীভ্যাং" (শুক্লযজু ৩৭।১৮) 'মাধূচীভ্যাং মধুব্রাহ্মণ-মঞ্চয়তঃ পূজয়তঃ তৌ মধ্বঞ্চৌ তাভ্যাং মধ্বগ্ভ্যামিতি প্রাপ্তে ঙীপি অলোপে মধূচীভ্যামিতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ আদিদীর্ঘশ্ছান্দসঃ' (বেদদীপ)

মাধূল (পুং) মধূল গোত্রাপত্য।

মাধ্যন্দিন (ত্রি) মধ্যে ভবং, মধ্য- (অন্তঃপূর্ব্বপদাৎ ঠঞ্। পা ৪।৩।৬০) ইত্যত্র কাশিকাসূত্রবৃত্তৌ 'মধ্যো মধ্যং দিনণ্ চাস্মাৎ' ইতি দিনণ্। ১ মধ্যম। মধ্যমদিন, মধ্যাহ্ন। (হেম)

২ মধ্যন্দিনসম্বন্ধি। "মাধ্যন্দিনে সবনে জাতবেদঃ" (ঋক্ ৩।২৮।৪) 'মাধ্যন্দিনে মধ্যন্দিনসম্বন্ধিনি, মাধ্যন্দিনে মধ্যং দিনস্তেদমিত্যর্থে—উৎসাদিত্বাদঞ্ ক্রিত্বাদাদিবৃদ্ধি ক্রিত্বঃ-দেবাত্মদাত্তত্বং' (সায়ণ) মধ্যন্দিনেন প্রোক্তা—প্রোক্তা অধীতা বা অণ্ ঙীপ্ মাধ্যন্দিনী—শুক্লযজুর্ব্বেদের শাখাভেদ। [যজুর্ব্বেদ দেখ।]

মাধ্যন্দিনশাখা (স্ত্রী) শুক্লযজুর্ব্বেদের শাখাবিশেষ।

মাধ্যন্দিনায়ন (পুং) মাধ্যন্দিন শাখীর অপত্য।

মাধ্যন্দিনি (পুং) মাধ্যন্দিনের গোত্রাপত্য। ২ জনৈক বৈয়াকরণ।

মাধ্যন্দিনীয় (ত্রি) মাধ্যন্দিন শাখাসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ নারায়ণ।

মাধ্যন্দিনীয়ক (স্ত্রী) মাধ্যন্দিন তীর্থ।

মাধ্যন্দিনেয় (পুং) ১ মধ্যদিন সম্বন্ধী যজ্ঞ। ২ মধ্য।

মাধ্যম (ত্রি) মধ্যে ভবং মধ্য- (অন্তঃপূর্ব্বপদাট্ ঠঞ্। পা ৪।৩।৬০) ইত্যত্র কাশিকাসূত্রবৃত্তৌ 'মণ্মীয়ৌ চ প্রত্যয়ৌ বক্তব্যৌ' ইতি মণ্। মধ্যে ভব, মধ্যম।

"মধ্যমং মাধ্যমং মধ্যমীয়ং মাধ্যন্দিনঞ্চ তৎ।" (হেম)

মাধ্যমক (ত্রি) কাঠকের অন্তর্গত মধ্যশাখা।

মাধ্যমকেয় (পুং) জাতিবিশেষ।

মাধ্যমস্থ্য (স্ত্রী) মধ্যভাগে অবস্থিতি।

মাধ্যমিক (ত্রি) ১ মধ্যম সম্বন্ধীয়। ২ মধ্যভারতবাসী জাতিবিশেষ

মাধ্যমিক, বৌদ্ধসম্প্রদায়-বিশেষের দার্শনিক মতভেদ। বৌদ্ধ-দিগের চারিটী মত বিশেষ প্রবল হইয়াছিল, তন্মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক হীনযানমতানুবর্ত্তী এবং যোগাচার ও মাধ্যমিক মহাযানসমর্থক। [মহাযান দেখ]

মাধ্যমিকদিগকে অনেকটা শূন্যবাদী বা পূর্ণ নাস্তিক বলিয়া মনে হয়। অনেকের বিশ্বাস যে, সুপ্রসিদ্ধ নাগার্জ্জুনই আদি বুদ্ধমতের সারসংগ্রহপূর্ব্বক এই মত প্রচার করেন। সাঙ্খ্য-প্রবচনভাষ্যে (১।২২) বিজ্ঞানভিক্ষু যে নামরূপের খণ্ডন করিয়াছেন, মাধ্যমিকেরাও বৈদান্তিকের ন্যায় সেই চূড়ান্ত নামরূপ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তভাষ্যকার শঙ্কর যেরূপ 'পারমার্থিক' ও 'ব্যবহারিক' দুই স্থূল সত্য স্বীকার করিয়াছেন, মাধ্যমিকেরাও সেইরূপ 'পরমার্থ' ও 'সংবৃতি' স্বীকার করিয়াছেন। বোধিচর্য্যাবতারে শান্তিদেব লিখিয়াছেন,—

"সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং মতম্।
বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃতিরুচ্যতে॥২
এবং ন চ নিরোধোঽস্তি ন চ ভাবোঽস্তি সর্ব্বদা।
অজাতমনিরুদ্ধঞ্চ তস্মাৎ সর্ব্বমিদং জগৎ॥১৫০
স্বপ্নোপমাস্তু গতয়ো বিচারে কদলীসমাঃ।
নির্বৃতানির্বৃতানাঞ্চ বিশেষো নাস্তি বস্তুতঃ॥" ১৫১

তত্ত্ববুদ্ধির অগোচর এই বুদ্ধিই সংবৃতি। এই সমস্ত জগৎ কখন উৎপন্ন হয় নাই অথবা রুদ্ধও নহে, ইহার বিরোধ বা ভাব নাই। সকলই স্বপ্নবৎ। বাস্তবিক যাঁহারা নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন অথবা নির্ব্বাণলাভ করেন নাই, উভয়েই সমান, কিছুই বিশেষ নাই। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহেও ঠিক এই ভাবে মাধ্যমিক-মত প্রকাশ করিয়াছেন—'মাধ্যমিক মতে কিছুই নাই, সকলই শূন্য। যে সকল বস্তু স্বপ্নাবস্থায় দেখা যায়, জাগ্রদবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না, আবার যে সকল বস্তু জাগ্রদবস্থায় নয়নগোচর হয়, স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, সুষুপ্তি-অবস্থায় কোন বস্তু দেখা যায় না। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, বস্তুতঃ কিছুই নাই। সকলই স্বপ্নবৎ।'

মাধ্যমিকেরা 'মায়া' শব্দ প্রয়োগে রাজী নহেন, সাংখ্যের প্রধান ও প্রকৃতির ন্যায় তাঁহারা 'প্রজ্ঞা' ও 'উপায়' ব্যবহার করেন। তাঁহাদের মতে মূল যে সত্য, তাহাতে ভাল মন্দ কিছুই নাই। মায়া হইতেই পাপপুণ্যসমুদ্ভব—

"মায়াপুরুষঘাতাদৌ চিত্তাভাবানপাপকান্।
চিত্তে মায়াসমেতে তু পাপপুণ্যসমুদ্ভবঃ॥" (শান্তিদেব)

মাধ্যমিনেয় (পুং) মধ্যমার অপত্য। (পা০৪।১।১২৬)

মাধ্যস্থ (ত্রি) ১ মধ্যবর্ত্তী। ২ পক্ষপাতশূন্য, নিরপেক্ষ। পক্ষপাতিত্বশূন্য।

মাধ্যস্থ্য (ক্লী) মধ্যস্থ-ষ্যঞ্। ১ মধ্যস্থের ভাব, মধ্যস্থতা, সালিসী। ২ ঔদাসীন্য।

"অযাচিতারং ন হি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক।
অভ্যর্থনাভঙ্গভয়েন সাধু মাধ্যস্থ্যমিষ্টেঽপ্যবলম্বতেঽর্থে॥"
(কুমারসম্ভব ১।৫২)

মাধ্যাকর্ষণ (ক্লী) ভূপৃষ্ঠে পতিত বস্তুর কেন্দ্রাতিগ আকৃষ্টি-শক্তি-বিশেষ। প্রত্যক্ষপ্রমাণে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, পৃথ্বী-পৃষ্ঠের উপরিদেশ হইতে পতিত কোন বস্তু স্বভাবতঃ ভূ-কেন্দ্রের অভিমুখে একটী সরল রেখায় নিপতিত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ মহামতি নিউটন বৃক্ষচ্যুত একটা আতাফলের ভূপৃষ্ঠসংলগ্নতা নিরীক্ষণ করিয়াই চিন্তায় মগ্ন হন। কি কারণে এইরূপ শূন্যে উৎক্ষিপ্ত বস্তু পুনরায় ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাই তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হয়। উহার ফলে, একটী বস্তুগত আকৃষ্টিশক্তিই মূল কারণ বলিয়া অবধারিত হয়। যেমন চুম্বকের অয়স্কর্ষণীশক্তি স্বভাব-সিদ্ধ, তেমনি লৌহেরও চুম্বককে আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে। শেষোক্ত এই শক্তি প্রত্যক্ষানুভূত না হইলেও উহার বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যায়। লৌহব্যতীত অপর কোন জাত পদার্থে চুম্বকের আকর্ষণী-শক্তি যেরূপ স্পষ্ট অনুভূত হয় না, তদ্রূপ জাগতিক বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে পরস্পরে যে একটা অননুভূত আকর্ষণশক্তি বিদ্যমান আছে, তাহা সহজে জানিবার উপায় নাই।

সার্ আইজাক্ নিউটন গভীর গবেষণা দ্বারা যে আণবিক বা পাদার্থিক আকর্ষণ-শক্তির বিদ্যমানতা স্থির করিয়া গিয়াছেন, আমাদের দেশে তাঁহার জন্মের বহুশতবর্ষ পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্-প্রবর ভাস্করাচার্য্য স্বকৃত গোলাধ্যায়ে "আকৃষ্টিশক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ * * *" শ্লোকে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ভাস্করাচার্য্যের এই বস্তুর স্ব-শক্তি, আইজাক্ নিউটন কর্ত্তৃক বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপ এই শক্তি-তত্ত্বের উদ্ভাবয়িতা নহে। আর্য্যপ্রধান ভারতভূমিই এই মহাতত্ত্বের প্রথম উদ্ভাবক।

পণ্ডিত নিউটন বলিয়াছেন, মাধ্যাকর্ষণ ভৌতিক পদার্থ-নিষ্ঠ, অনিমিত্তক বা সহজধর্ম্ম। এই ধর্ম্মবশতঃ একটী জড়বস্তু-মধ্যবর্ত্তী কোনরূপ সংযোজক-আলম্বনের সাহায্য ব্যতিরেকে দূরস্থিত অন্য একটী জড়বস্তুর উপর ক্রিয়া করিতে পারে।' মাধ্যাকর্ষণ নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ক্রিয়াকারি-শক্তিবিশেষ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। এই শক্তি ভৌতিক, কি অভৌতিক, তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ।

উক্ত পণ্ডিতবর তাঁহার গ্রন্থের অপর একস্থলে অভিঘাত বা আপীড়নকেই মাধ্যাকর্ষণের কারণরূপে অনুমান করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক ইলার (Eular) মাধ্যাকর্ষণকে কোন চেতন পদার্থের অথবা কোন সূক্ষ্ম—অতীন্দ্রিয় শক্তি-বিশেষের কার্য্য বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপক চালিস (Prof. Challis) মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কারার্থ কএক বৎসর গভীর গবেষণা করিয়া, শেষে জড়বস্তুসমূহের পরস্পর সংযোগ-জনিত আপীড়নকেই ইহার মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, বস্তুসঙ্ঘের সংযোগ ভিন্ন মাধ্যাকর্ষণের অন্যবিধ কারণ থাকিতে পারে না।

মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থ প্রবৃত্ত হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল অনুমান কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনটাই অদ্যাপি সমীচীন ও সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীত হয় নাই। লর্ড কেলবিনের আবর্ত্তবাদ হইতে মাধ্যাকর্ষণের উপপত্তি হইবার আশা অনেকেই পোষণ করিতেছেন। অধ্যাপক টেট (Tait) ও ষ্টুয়ার্টের (Stewart) মতে তৈজস ইথারের (Luminiferous Ether) সহিত মাধ্যাকর্ষণের সম্বন্ধস্থাপন সর্ব্বতো-ভাবে নিষ্ফল।

মাধ্যাকর্ষণ বলিলে, বাস্তবিকই, প্রত্যেক বস্তুর সহিত ভিন্ন জাতীয় প্রত্যেক অপরাপর বস্তুর আকর্ষণকেই বুঝায়। ইহা (attraction of gravitation) চৌম্বক আকর্ষণ (magnetic attraction) হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্। এই দুইটী আকর্ষণী শক্তির গুরুত্বের (intensities) বিভিন্নতা অনুধাবন করিলে, স্বতঃই মনে বিস্ময় উৎপাদিত হয়। কিন্তু অনুশীলন দ্বারা সেই সূক্ষ্মতম তত্ত্বের উপলব্ধি হইলে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে চুম্বকে দুইটী পৃথক্ জাতীয় আকর্ষণের বিদ্য-মানতা অনুভূত হয়। উহার একটী চুম্বকাধারস্থিত চৌম্বক আকর্ষণ—যদ্দ্বারা উহা লৌহকে নিকটে আকর্ষণ করিতে সমর্থ। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান-প্রতিপাদিত মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির

অনুবলে উহা লৌহ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে বলা যাইতে পারে। সুতরাং এক চুম্বকাধারে যুগপৎ চৌম্বক ও বাস্তব আকর্ষণ বিরাজমান। এইজন্য চৌম্বক আকর্ষণ পাদার্থিক আকর্ষণ হইতে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন বলিয়াই প্রতিপন্ন। ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও, বস্তুর আকৃতিগত বিভিন্নতানুসারে আকর্ষণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ পদার্থমাত্রের ঘনত্ব (intensity) ও আকৃতির পরিমাণ যতই বৃহৎ হউক না কেন, চৌম্বক আকর্ষণের তুলনায় মাধ্যাকর্ষণশক্তি একের এক কোটী অংশেরও কম হইবে।

এইরূপে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন মতের পোষকতা করিলেও যখন তাহাতে কোন প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া যায় না, তখন অবশ্যই দ্রব্যসমূহের অন্যোন্যঅভিঘাত বা আপীড়নকেই মাধ্যাকর্ষণ-ক্রিয়ার নিষ্পত্তিসূচক বলিয়া, আমরা সেই প্রাচীন সিদ্ধান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি।

বাস্তবিক বস্তুমাত্রে অবস্থিত মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আধিক্য এতই অল্প যে,দুই একটী বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত এবং সুপ্রণালীবদ্ধ গভীর আলোচনা ব্যতিরেকে আমরা উহার অস্তিত্ব অবগত হইতে পারি না। একখানি মেজের উপর দুইখানি পুস্তক রাখিলে বলিতে হইবে যে, উহারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। যেহেতু ভৌতিক পদার্থের আকর্ষণ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ঐ আকর্ষণের প্রভাব এতই কম যে, মেজে সংস্পৃষ্টতা-হেতু মেজের আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। যাহাহউক পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, জড়পিণ্ডদ্বয়ের আকৃতির পরিমাণানুসারে উহাদের আণবিক সঙ্কর্ষণেরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। জড় পদার্থদ্বয় স্বল্পাকারের হইলে, উহাদের শক্তিও এতাদৃশ স্বল্প হয় যে, তাহা পরীক্ষা ব্যতীত মানবের বোধগম্য হইতে পারে না। কিন্তু যদি ঐ জড়পিণ্ডদ্বয় বৃহদাকার বা উহার একটী অপরটী হইতে আকারে বৃহৎ হয়, তাহা হইলে আকর্ষণ-শক্তির আধিক্য সহজে অনুভূত হয়।

এইরূপ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জাগতিক মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতে শিখিয়াছি। আমরা ভূপৃষ্ঠ-সংলগ্ন যাবৎ জড় ও চেতন বস্তুর অবস্থিতি দেখিয়া এই শক্তির প্রকৃত সত্তানিরূপণে সমর্থ হইয়াছি। এই পৃথিবী-পিণ্ডের আকৃতি বৃহৎ হওয়ায়, ইহার উপরিস্থ বা তৎসন্নিকটস্থ পদার্থ মাত্রের উপরে এই বৃহৎ জড়পিণ্ডের আকর্ষণী শক্তি যে বলবতী রহিয়াছে, তাহা সহজে উপলব্ধি করা যায়।

বস্তু বিশেষের গুরুত্বানুসারে তত্তদ্ বস্তুর সহিত পৃথিবীর আকৃষ্টি-শক্তির সামঞ্জস্য আছে। এই আকর্ষণ জন্যই উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত বস্তু সকল ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পতিত হয়। বস্তু মাত্রেরই নিম্নাভিমুখে পতন একমাত্র পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণ জন্য অথবা পতিত বস্তু ও পৃথিবীর পারস্পরিক আকর্ষণ জন্যই ঘটিয়া থাকে। যদি তাহা না হইত, তাহাহইলে উর্দ্ধনিক্ষিপ্ত বস্তু মাত্রেই উপরে স্বস্থান অবলম্বন করিয়াই উর্দ্ধে থাকিয়া যাইত।

স্বভাবতঃ উর্দ্ধ-নিক্ষিপ্ত বস্তু মাত্রই নিম্নে পতিত হয়। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্য বিজ্ঞানবিদ্গণ পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল,—

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, নির্ব্বাত স্থানে একটী ভারী সীসকপিণ্ড ও হালকা শোলা কোন উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষেপ্ত করিলে উভয়েই একসময়ে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছে। কিন্তু একটী পালক ও এক খণ্ড প্রস্তর সমোচ্চ স্থান হইতে নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় যে, পালকের অগ্রেই প্রস্তরখণ্ড আসিয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, শেষোক্ত বস্তুদ্বয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আকৃতি-মান সমান নহে। তদ্ভিন্ন ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ু প্রস্তরাপেক্ষা পালকের নিম্নাভিমুখ গতির অধিক প্রতিবন্ধক হওয়ায় আকর্ষণশক্তির এইরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে।

যদি কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ু অপসারিত করিয়া তাহার প্রতিবন্ধকতা-শক্তির হ্রাস করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত প্রস্তর ও পালক এক সময়ের মধ্যে একই নির্দ্দিষ্ট উচ্চস্থান হইতে ভূমিতে পতিত হইতেছে।

বস্তুর আকর্ষণী শক্তি-নিরূপণের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ পতনশীল বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাহার আবয়বিক পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া পতন-কালের পার্থক্য ও আকর্ষণ-প্রভাব নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যদি ভূপৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহ না থাকিত, তাহা হইলে সেই বায়ুশূন্য অন্তরীক্ষ হইতে একটি বেলুন বা পক্ষী ভূপৃষ্ঠে আকৃষ্ট হইতে যে সময় লাগিত, একটী ৫৬ পাউণ্ড ওজনের জড়পিণ্ডও সেই সমোচ্চ স্থান হইতে একই সময়ে ভূমে পতিত হইত।

কেবল যে বস্তুর ঘনত্ব ও গুরুত্বের উপরে বস্তুর পতন-সময় নির্ভর করে, তাহা নহে। ভূপৃষ্ঠের স্থানবিশেষে বায়ুস্তরের বিভিন্নতা এবং ভূ-পঞ্জরের তারতম্যানুসারেও এই পতন বা আকর্ষণ-শক্তিরও পার্থক্য কতক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে।

কোন বস্তু উপর হইতে নিম্নে পতিত হইলে, প্রথম মুহূর্ত্তে সে যে স্থান অতিক্রম করে, দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে সে

তদপেক্ষা আরও অধিক স্থান অতিক্রম করিয়া থাকে। এই রূপে তৃতীয় মুহূর্ত্তে সে আরও অধিকতর বেগে গমন করে। ইহার কারণ এই যে উৎক্ষিপ্ত বস্তু পতনকালে যতই ভূ-কেন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাঁহার আকর্ষণী শক্তির প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। আকর্ষণী শক্তির এই বিশেষত্ব হেতু ঘটিকাযন্ত্রের দোলকের (pendulum) গতিপার্থক্য নিরূপিত হইয়াছে।

উপরোক্ত দোলক হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বস্তু মাত্রই এক কেন্দ্রাতিগ-আকর্ষণপ্রভাবে পরস্পরে নিবদ্ধ। জাগতিক সমস্ত পদার্থ যেরূপ ভূ-কেন্দ্রের অভিমুখে একটী সরল রেখায় আকর্ষিত হইতেছে, সেইরূপ তাহারাও স্ব স্ব কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণী শক্তিতে ভূকেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

এইরূপে নক্ষত্রাদির গতি লক্ষ্য করিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক গ্রহ স্ব স্ব দূরত্বের ব্যবধানানুসারে সূর্য্যকেন্দ্রের অভিমুখে আকর্ষিত হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে এই, একই নিয়ম ও শক্তিবশে উপগ্রহ-মণ্ডলীও স্ব স্ব মুখ্য গ্রহের পার্শ্বে পরস্পরের আকর্ষণে নির্লিপ্ত থাকিয়া স্ব স্ব কক্ষপথে বিচরণ করিতেছে। সর্ আইজাক্ নিউটন জাগতিক বস্তুদ্বয়ের পরস্পরের আকর্ষণ-শক্তি নিরূপণ করিয়া সাধারণে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিককর্ত্তৃক তাহা বিভিন্নরূপে প্রতিপাদিত হইলেও উহাই সাধারণে একমাত্র সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তিনি নক্ষত্রগতি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, "Any two masses in the Universe attract each other with a force which varies according to the inverse square of the distance," ইহাই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে "The law of Universal gravitation between Two Masses" নামে পরিচিত হইয়াছে।

মাধ্যাহ্নিক (ত্রি) মধ্যাহ্নকালসম্বন্ধীয়, মধ্যাহ্নকালীন-ব্যাপার, মধ্যাহ্নসময়ে যাহা অনুষ্ঠান করিতে হয়।

মাধ্ব (ত্রি) ১ মধ্বাচার্য্যের মতাবলম্বিমাত্র।

[মধ্বাচারী, মধ্বাচার্য্য ও পূর্ণপ্রজ্ঞ দেখ।]

২ তৎশিষ্যসম্প্রদায়। ৩ মাধবী মদ্য। ৪ মধুরকণ্টক মৎস্য।

মাধ্বক (স্ত্রী) মাধ্বীক পৃষোদরাদিত্বাৎ ঈকারস্তাকারঃ। মাধ্বীক, মধুক পুষ্পকৃত মদ্য। (অমরটীকায় ভানুদীক্ষিত)

মাধ্বব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণশ্রেণীভেদ। মধ্বাচার্য্যের মতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ মাধ্বব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণব নামে অভিহিত। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অষ্টাদশ থাকে বিভক্ত। বোম্বাইপ্রদেশে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অধিবাসিগণের সংখ্যা বড় কম নহে। ধারবার জেলায় প্রায় সর্ব্বত্র বড় বড় নগরে এবং গ্রামে এই শ্রেণীর বাস আছে। সমাজে তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সহস্র বৎসরের অধিককাল এক স্থানে পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন।

তাঁহারা কখনই স্বহস্তে হলচালনা করেন না। গবর্মেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্য, ব্যবসায়, যাজকতা অথবা ভূম্যধিকারিতা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। কর্ণাটী তাঁহাদের মাতৃভাষা। কোন কোন থাক আবার মরাঠী অথবা মরাটী-মিশ্রিত কর্ণাটী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। পুরুষদিগের নামের পূর্ব্বে দেব এবং স্ত্রীলোকদিগের নামের পূর্ব্বে দেবী ও নদীবাচক-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

প্রতিবর্ষেই তাঁহাদের গৃহের বহির্ভাগ একবার চূণ-কাম করিয়া লাল রঙ্ করা হইয়া থাকে। ঘরের মেজে, পাকশালা এবং তুলসীতলায় প্রত্যহ গোময় লেপ দেওয়া হয়। ধনাদিগের চাকরেরা এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকেরাই সমস্ত গৃহকার্য্য করে। সকলেরই গো, অশ্ব ও মহিষাদি পশু আছে। তাঁহাদের উপাস্য দেবতা—মঙ্গলুরের অন্তর্গত উদপীর কৃষ্ণ, মান্দ্রাজের অন্তর্গত অহোবলের এবং নিজাম রাজ্যান্তর্গত কপ্রার নৃসিংহ, শ্রীরঙ্গপত্তনের রঙ্গনাথ, তিরুপতির বেঙ্কটরমণ এবং পণ্ঢরপুরের বিঠোবা।

অষ্টাদশ থাকের মাধ্বব্রাহ্মণগণই একত্র আহারাদি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে সগোত্র-বিবাহ প্রচলিত নাই। সাধারণতঃ কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক উভয়েই দেখিতে সুশ্রী, শরীর সুগঠিত ও বলিষ্ঠ। পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ পূর্ব্বাঞ্চলবাসিগণ অপেক্ষা অধিকতর গৌরবর্ণ।

তাঁহারা ললাটে শ্রীমুদ্রা অথবা জাতীয় চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে সহজেই চিনিতে পারা যায়। বিবাহিতা স্ত্রীলোকগণ ললাটে লম্বা সিন্দুরের রেখা এবং বিধবারা কপালে ক্ষুদ্রাকৃতি শ্রীমুদ্রা ও কৃষ্ণরেখা অঙ্কিত করেন। অধিকাংশ লোকেই একতলা বাটীতে বাস করেন। তাঁহাদিগের পুরোহিত অপরিমিতভোজী, কিন্তু তাঁহারা দিবারাত্র মধ্যে একবার মাত্র আহার করিয়া থাকেন।

সাধারণ ব্রাহ্মণগণ মিতাহারী এবং দিবাভাগে একবার এবং রাত্রিতে একবার মাত্র ভোজন করেন। দৈনিক খাদ্যের মধ্যে সকলেই প্রধানতঃ ভাত ও নানাবিধ নিরামিষ ব্যঞ্জন আহার করেন। কেহ পেঁয়াজ বা রশুন ব্যবহার করেন না। উৎসবাদিতে খিচুড়ী প্রভৃতি মুখরোচক নানাবিধ অন্নও

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাঁহাদের মধ্যে ফলাহারের প্রচলনই বেশী। ফলাহারে চিড়া ও খৈ প্রভৃতি চলে। লুচি ও রুটী অবস্থাবিশেষে দেওয়া হয়।

তাঁহারা মাদক দ্রব্য একেবারেই স্পর্শ করেন না। উৎসব স্থলে তাঁহারা মৃগনাভি, কর্পূর ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য-সংযোগে সুবাসিত পানীয় প্রস্তুত করিয়া থাকেন। শুভ কার্য্যোপলক্ষে প্রস্তুত পিষ্টকাদির শ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহার এবং শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রস্তুত পিষ্টকাদির বিবাহাদিতে ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ। আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইলে পুরোহিতকে তৎসমস্ত বিষ্ণু, লক্ষ্মী এবং হনুমানকে উৎসর্গ করিয়া দিতে হয়, তৎপরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে খাইতে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ নিমন্ত্রণাদি স্থলে এদেশের ন্যায় সেখানেও কদলীপত্র ব্যবহৃত হয়। শুভকার্য্যাদি উপলক্ষে ভোজনকালে কদলীপত্রের যে অংশ বামভাগে থাকে, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ভোজনসময়ে সেই অংশ দক্ষিণভাগে রাখিতে হয়।

বালক ব্যতীত সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা দুইবার আহার করিতে পারেন না। বিধবারা দিবাভাগে একবার মাত্র অন্নভোজন করেন এবং রাত্রিতে সামান্য জল যোগ করিতে পারেন। পর্ব্বাহ, পক্ষান্ত, মকরসংক্রান্তি, বিষুবসংক্রান্তি প্রভৃতি দিবসে ব্রাহ্মণমাত্রকেই একাহারী থাকিতে হয়।

মাধ্বব্রাহ্মণগণের ধারণা এই যে, রাত্রিতে ব্রাহ্মণভোজন করাইলে অত্যন্ত পুণ্য হয়। আহারান্তে তাঁহারা তাম্বূলচর্ব্বণ, ধূমপান অথবা নস্যগ্রহণ করিয়া থাকেন।

তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা সকলেই জামা ব্যবহার করেন। বিধবারা সাদাধুতি পরেন এবং উত্তরীয় দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখেন। ব্রাহ্মণগণ শিখামাত্র রাখিয়া মস্তকমুণ্ডন করিয়া থাকেন। উপনয়নের পূর্ব্বে বালকদিগের মস্তকমুণ্ডনের নিয়ম নাই। পুরুষমাত্রেই প্রায় গোঁফ রাখেন। তবে পুরোহিতেরা গোঁফ কামাইয়া ফেলেন। কোন কোন পুরুষ শিখাগ্রে ফুল বাঁধিয়া রাখেন। বালিকারা এবং বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা কবরীবন্ধন করেন এবং নানাবিধ পুষ্পমালা দিয়া কবরী অলঙ্কৃত করেন। স্বামী কিংবা পুত্রের কোন সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইলে স্ত্রীলোকেরা তিরুপতির বেঙ্কটরমণের নিকট মস্তকের কেশ মানসিক করিয়া থাকেন। অনেক স্ত্রীলোক আবার পরচুলা ব্যবহার করেন। স্ত্রীলোকের পতির মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তকমুণ্ডন করিতে হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রাদুর্ভাবে ইংরাজি-শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে অনেকেই বিলাতী পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতেছেন। মাধ্বসন্ন্যাসীদিগের বেশ কিছু স্বতন্ত্র। গৈরিক কৌপীনমাত্র তাঁহাদের পরিধান। তাঁহাদের উপবীত অথবা অন্য কোন অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিতে নাই। কিন্তু সকলেই ললাটে জাতীয় তিলক ধারণ করেন। তাঁহাদের হস্তে যষ্টি এবং পদে কাষ্ঠপাদুকা থাকে। মাধ্বব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বালবিধবাগণও কোন অলঙ্কারাদি ধারণ করিতে পারেন না।

পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই অঙ্গে অলঙ্কার শোভা পায়। ধনিগণের চরণভূষণ ব্যতীত সমস্ত অলঙ্কারই মণিমুক্তাখচিত ও সুবর্ণনির্ম্মিত। কেবল রাজা এবং রাণী পদতলে স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিতে পারেন, কারণ তাঁহারা দেবতা বলিয়া সাধারণের নিকট গৃহীত।

এই ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ কার্য্যদক্ষ, বিনীত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং অতিথিবৎসল। শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ এবং নানাবিধ ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠানে সকলেই তৎপর। শিবরাত্র এবং দোল-পূর্ণিমা উপলক্ষে সকলেই উৎসব করিয়া থাকেন। একাদশী এবং জন্মাষ্টমীতে সকলেই উপবাস করেন। বিষ্ণুপঞ্চরাত্র এবং চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠানও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। অনেক সময়ে তাঁহারা কাশী, বদরী প্রভৃতি সমুদায় প্রধান প্রধান তীর্থ দর্শনে গিয়া থাকেন। প্রত্যেককেই দীক্ষাগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। বিবাহিত ব্যক্তিও দীক্ষাগুরু হইতে পারেন, কিন্তু দীক্ষাগুরু হইবার পর আর তিনি স্ত্রীর মুখদর্শন অথবা অন্য কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন না। গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত ষোড়শ প্রকার সংস্কার প্রচলিত। প্রথম প্রসবের সময় কন্যাকে পিতৃগৃহে যাইতে হয়। প্রসববেদনায় অধিক কষ্ট হইলে পুরাতন মোহর জলে ধুইয়া গর্ভিণীকে খাইতে দেওয়া হয়। তাহাতেই প্রসূতি সুখে প্রসব করিতে পারে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র একটী বহুপুরাতন স্বর্ণাঙ্গুরীয় মধুতে ফেলিয়া কয়েক ফোঁটা সেই মধু শিশুর মুখে দেওয়া হয়। জাতকর্ম্ম হইতে নিষ্ক্রামণ এবং অন্নপ্রাশন হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কার যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে। শিশুর পিতৃষসাই নামকরণ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহাকে নূতন বস্ত্র দিতে হয়।

বালকের উপনয়নসংস্কার সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। উপনীত বালকগণ তিনবার সন্ধ্যোপাসনা করে।

তাঁহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। বালকগণের ৮ হইতে ২০ বৎসর মধ্যে এবং বালিকাগণের ৬ হইতে ১১ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে। অর্থলোভে পিতামাতা ৬০।৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের সহিত কন্যার বিবাহ দিতেও কুণ্ঠিত হন না।

কন্যার পিতাই প্রথমে পাত্র অনুসন্ধান করেন। পাত্র স্থির হইলে কন্যার পিতা বরের পিতার নিকটে কন্যার কোষ্ঠী প্রেরণ করেন। বরকন্যার কোষ্ঠী পরস্পর বিবাহযোগ্য মেলক হইলে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা সম্মতি দিয়া থাকেন। পরে বরদক্ষিণা ঠিক হইলে, বিবাহলগ্ন স্থির হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের ন্যায় মহারাষ্ট্রের মাধ্বব্রাহ্মণদিগকেও কন্যাদায়ে বিব্রত হইতে হয়, বরের পিতা যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেন, কন্যার পিতাকে তাহার দ্বিগুণ ব্যয় করিতে হয়।

বিবাহে আনন্দোৎসবের পরিসীমা থাকে না। সম্প্রদান হইতে সপ্তপদীগমন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই বেদানুমোদিত শাস্ত্রানুশাসনেই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইবে পূর্ব্বে জানিতে পারিলে যথা-সময়ে মুমূর্ষুর মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক স্নান করাইয়া দেয় এবং শুষ্ক বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দেওয়া হয়। গোপীচন্দন দ্বারা শ্রীমুদ্রার ন্যায় তিলকের ছাপ, চক্র ও শঙ্খচিহ্ন দিতে হয়। পরে পরিষ্কৃত স্থানে গোময় লেপন করিয়া, কুশ ছড়াইয়া দেয়। কয়েক বিন্দু পঞ্চগব্য মুমূর্ষুর মুখে দেওয়া হয়। সময় থাকিলে অবস্থাবিশেষে বৈতরণীকৃত্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মুমূর্ষুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে বিষ্ণুনাম শুনান হয় এবং ধর্ম্ম গ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে। দেহ জীবনহীন হইলে, পুনর্ব্বার স্নান করাইয়া ললাটে, বক্ষঃস্থলে এবং বাহুতে শ্রীমুদ্রার চিহ্ন দেওয়া হয়। পরে শ্মশানে শব আনীত হইয়া যথাবিধি অগ্নিক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়। তিন বৎসরের অনধিক বালকের এবং সন্ন্যাসীর শব সমাধিস্থ করা হয়। শবদাহ শেষ হইলে অস্থি কোন পূতসলিলা নদীর জলে নিক্ষেপ করিতে হয়। দশম দিনে বৃষোৎসর্গাদি দ্বারা শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ কাল উভয়ই দশদিন। অশৌচ কালে কেহ কোনরূপ মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ করিতে পারেন না। শাস্ত্রানুশাসনের কঠোরতা সর্ব্ববিষয়েই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা বড়ই প্রবল। নবোঢ়া স্ত্রী কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে পর্য্যন্ত কথা কহিতে পারেন না।

প্রতি শ্রাবণ মাসেই সকল মাধ্বব্রাহ্মণ কন্যাদিগকে শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আনয়ন করেন।

শিশুদিগের বসন্ত, কিংবা হাম হইলে পিতামাতা নয়দিন অন্যত্র থাকিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রা যান। নয়দিনের পরে তাঁহাদিগকে ওলাদেবীর মন্দিরে এবং দুর্গা বা শীতলাদেবীর মন্দিরদ্বারে কয়েক কলসী জল ঢালিতে হয়। পরে পূজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মাধ্বসমাজে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। কুলপুরোহিতই অনেক সময় মোকদ্দমাদির মীমাংসা করিয়া থাকেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা মাধ্বসমাজে সর্ব্ববিষয়ে শাস্ত্রানুশাসনের সমধিক কঠোরতা দৃষ্ট হয়। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে কেহ ইংরাজি শিক্ষা করেন নাই। ক্রমে পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও শিক্ষার আলোক সমাজে প্রতিফলিত হইতেছে। এখন অনেকে পাশ্চাত্য ধরণে চলিতে ততটা পরাঙ্মুখ নহেন।

মাধ্বিক (পুং) মধুসংগ্রহকারী।

মাধ্বী (স্ত্রী) মধুনো বিকারঃ, মধু-অণ্-ঙীপ্ (ঋত্ব্য বাস্ত্ব্য বাস্ত্বমাধ্বীতি। পা ৬।৪।১৭৫) ইতি নিপাত্যতে। ১ মদ্য। (ত্রিকা°) ২ মধ্বাদিকৃত সুরা। (মনু ১১।৯৫) মধু মধুর-রসোঽস্ত্যস্য কণ্টকাবচ্ছেদে অণ্। ৩ মধুরকণ্টক মৎস্য। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ৪ মধুমৎ, মধুযুক্ত। "দিবানক্তং মাধ্বী ত্রাসীথাং নঃ" (ঋক্ ৭।৭১।২) 'হে মাধ্বী মধুমন্তৌ' (সায়ণ) ৫ নদীভেদ।

"তেভ্যঃ শান্তা চ মাধ্বী চ দ্বে নদ্যৌ সম্প্রসূয়াতাম্।"

(মৎস্যপুরাণ ১২০।৭১)

মাধ্বীক (ক্লী) মাধ্বী স্বার্থে কন্। ১ মধুকপুষ্পকৃত মদ্য, চলিত মৌয়া ফুলের মদ, পর্য্যায়—মধ্বাসব, মাধবক, মধু। [মদ্য দেখ।] ২ মধু, মকরন্দ। ৩ দ্রাক্ষাকৃত মদ্য। (পুং) ৪ নিষ্পাব, চলিত শিম্। (পর্য্যায়-মুক্তাবলী)

মাধ্বীকফল (পুং) মাধ্বীকং মধুমৎ ফলমস্য। মধুনারিকেল-বৃক্ষ। (রাজনি°)

মাধ্বীকা (স্ত্রী) শ্বেত নিষ্পাপ, সাদা শিম্। (রাজনি°)

মাধ্বীমধুরা (স্ত্রী) মাধ্বীমদ তএব মধুরা। মধুরখর্জ্জুরিকা।

মাধ্বীশর্করা (স্ত্রী) মধুশর্করা, মধুর চিনি, মধু আট প্রকার, এই জন্য এই শর্করাও ৮ প্রকার। গুণ মধুতুল্য।

মাধ্বীসিতা (স্ত্রী) মধুশর্করা। (রাজনি°)

মান, অর্চ্চনা, পূজা। চুরাদি, উভয়পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মানয়তি-তে। লুঙ্ অমীমনৎ-ত। ভ্বাদি-পক্ষে মানতি। লুঙ্ অমানীৎ। কর্ম্মণি বাচ্যে মান্যতে, লুঙ্ অমানি।

মান, ১ বিচারণ। ২ অর্চ্চা, পূজা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ মীমাংসতে। লুঙ্ অমীমাংসিষ্ট। কর্ম্মবাচ্যে লুঙ্ অমীমাংসি।

মান (স্ত্রী) মীয়তেঽনেনেতি মা-করণে ল্যুট্। পরিমাণ, পর্য্যায়—যৌতব, দ্রবয়, পায্য, পৌতব।

তুলা, অঙ্গুলি ও প্রস্থ দ্বারা ইহা ত্রিবিধ। তুলা দ্বারা উন্মানাদি, অঙ্গুলি দ্বারা হস্তাদি এবং প্রস্থ দ্বারা দ্রব্যাদির মান বুঝা যায়। (অমর ভরত)

"ন মানেন বিনা যুক্তির্দ্রব্যাণাং জায়তে কচিৎ।
অতঃ প্রয়োগকার্য্যার্থং মানমত্রোচ্যতে ময়া॥" (শার্ঙ্গধর)

ভাবপ্রকাশে মানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—পরিমাণ ভিন্ন কোন দ্রব্যেরই প্রয়োগ হইতে পারে না, এই জন্য সর্ব্বাগ্রে মানপরিভাষা জানা আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদমতে মান দুই প্রকার, মাগধ ও কালিঙ্গ। অন্য মান সকল পরিত্যাগ করিয়া মাগধ-মানেরই শ্রেষ্ঠতা অভিহিত হইয়াছে।

মান।—ত্রিশ পরমাণুতে এক ত্রসরেণু, ইহার পর্য্যায়—ধ্বংসী। গবাক্ষাদি দ্বার দিয়া গৃহমধ্যে যে সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, ঐ কিরণের অন্তর্বর্ত্তী যে অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ দৃষ্ট হয়, উহাকে ধ্বংসী কহে। ছয় ধ্বংসীতে এক মরীচি, ছয় মরীচিতে এক রাজিকা, তিন রাজিকায় এক সর্ষপ, আট সর্ষপে এক যব, চারি যবে এক গুঞ্জা (রতি)। ছয় রতিতে একমাষা, ইহার পর্য্যায়—হেম ও ধামক। চারি মাষায় এক শান, ইহার নামান্তর ধরণ ও টঙ্ক। দুই শানে এক কোল, ইহার পর্য্যায়—ক্ষুদ্র, বটক ও দ্রংক্ষণ। দুই কোলে এক কর্ষ; পাণিমানিক, অক্ষ, পিচু, পাণিতল, কিঞ্চিৎপাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক, ষোড়শিকা, করমধ্য, হংসপদ, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ ও উড়ুম্বর এই সকল উহার পর্য্যায়। দুই কর্ষে এক অর্দ্ধপল, শুক্তি ও অষ্টমিকা উহার নামান্তর। দুই শুক্তিতে এক পল, মুষ্টিমাত্র চতুর্থিকা, প্রকুঞ্চ, ষোড়শী ও বিল্ব এই কয়েকটা পলের নামান্তর। দুই পলে এক প্রসৃতি, দুই প্রসৃতিতে এক অঞ্জলি। পর্য্যায়—কুড়ব, অর্দ্ধশরাব ও অষ্টমান। দুই কুড়বে এক মাণিকা, শরাব ও অষ্টপল উহার নামান্তর। দুই শরাবে এক প্রস্থ, চারি প্রস্থে এক আঢ়ক, পর্য্যায়—ভাজন, কংস ও পাত্র। চতুঃষষ্টি পলে এক আঢ়ক হইয়া থাকে। চারি আঢ়কে এক দ্রোণ। পর্য্যায়—কলশ, লবণ, অর্ম্মণ, উন্মান, ঘট ও রাশি।

দুই দ্রোণে এক সূর্প, কুম্ভ ইহার পর্য্যায়। চতুঃষষ্টি শরাবে এক সূর্প, দুই সূর্পে এক দ্রোণী, চারি দ্রোণীতে এক খারী, ৪০৯৬ পলে (৫১২ সেরে) এক খারী হইয়া থাকে। দুই হাজার পলে এক ভার এবং এক শত পলে এক তুলা হয়।

মাষা, টঙ্ক, অক্ষ, বিল্ব, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, রাশি, দ্রোণী ও খারী, ইহারা উত্তরোত্তর যথাক্রমে চতুর্গুণ। অর্থাৎ মাষা হইতে টঙ্ক চতুর্গুণ, টঙ্ক হইতে অক্ষ চতুর্গুণ ইত্যাদি।

মাগধ-পরিভাষাতে ৬ রতিতে এক মাষা, চতুর্ব্বিংশতি রতিতে এক টঙ্ক, ৯৬ রতিতে এক কর্ষ, ইহা চরকের মত। সুশ্রুতমতে ৫ রতিতে এক মাষা, ২০ রতিতে এক টঙ্ক, ৮০ রতিতে এক কর্ষ।

কালিঙ্গ-পরিভাষাতে ৮ রতিতে এক মাষা, ৩২ রতিতে ১ টঙ্ক, আড়াই টঙ্কে অর্থাৎ ৮০ রতিতে এক কর্ষ হয়। গুঞ্জাদি করিয়া অর্থাৎ এক রতি হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত দ্রব, আর্দ্র ও শুষ্ক এই সমস্ত দ্রব্যেরই তুল্য পরিমাণ গ্রহণ করিবে। প্রস্থ অবধি যাবতীয় দ্রব ও আর্দ্র দ্রব্য প্রকৃত মানের দ্বিগুণ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তুলামানের দ্বিগুণ গ্রহণ বিধেয় নহে। মৃত্তিকা, বৃক্ষ, বংশ ও লৌহ প্রভৃতির পাত্র চারি অঙ্গুলি প্রশস্ত, চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ, এবং চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধ হইলে ঐ পাত্রে যে পরিমাণ জল প্রভৃতি দ্রব পদার্থ ধরিয়া থাকে, তাহাই কুড়বমান।

কালিঙ্গমান।—কলিকালে মানবগণ মন্দাগ্নিযুক্ত, খর্ব্বকায় ও সত্ত্বগুণবিহীন হইয়া থাকে। অতএব তদনুসারে মান-প্রয়োগ করা বিধেয়। দ্বাদশ গৌরসর্ষপে এক যব, দুই যবে এক গুঞ্জা, তিন গুঞ্জায় এক বল্ল, ৮ রতিতে এক মাষা, কোন কোন স্থলে ৭ রতিতেও মাষা হয়। ৪ মাষায় এক শান, ৬ মাষায় এক গদ্যান, ১০ মাষায় এক কর্ষ। ৪ কর্ষে এক পল এবং ১০ শানে একপল, চারি পলে এক কুড়ব। প্রস্থাদি করিয়া অন্যান্য সমস্ত মান পূর্ব্ববৎ। মান শব্দে "মাত্রাকেও" বুঝায়। মাত্রার নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই। কাল, অগ্নি, বল, বয়ঃক্রম, প্রকৃতি, দোষ এবং দেশ প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করিয়া মাত্রা প্রয়োগ করিতে হয়। উপযুক্ত মাত্রা হইতে অল্প পরিমাণে কিংবা অধিক পরিমাণে ঔষধ প্রয়োজিত হইলে উভয়ই নিষ্ফল হয়। যেমন অত্যন্ত প্রজ্বলিত অগ্নির উপর কিয়ৎ পরিমাণে জল দিলে নির্ব্বাণ হয় না, তদ্রূপ মহৎ রোগে অল্প ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ শান্তি হয় না এবং ক্ষেত্রে অপরিমিত জল হইলে যেমন শস্যের হানি হয়, তদ্রূপ সামান্য রোগে বহুমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম না হইয়া অন্য বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° মানপরিভাষা) [পরিমাণ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

২ সঙ্গীত-শাস্ত্রানুসারে যেখানে তালের বিরাম হয়, তাহাকে মান কহে। ইহা চারি প্রকার, সম, বিষম, অতীত ও অনাগত। (সঙ্গীতশাস্ত্র)

(পুং) মন্যতে বুদ্ধ্যতেঽনেন ইতি মন-ঘঞ্। ৩ চিত্তসমুন্নতি, অভিমান, অহঙ্কার, ধনাদিহেতু চিত্তের উন্নতি, আমার তুল্য কেহ নাই এইরূপ বিবেচনা।

"দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।" (মনু ৪।১৬৩) দ্বেষ, দম্ভ, মান এবং ক্রোধাদি পরিবর্জ্জন করাই বিধেয়। 'আত্মনি পূজ্যতা বুদ্ধির্মানঃ' (নীলকণ্ঠ) আপনাতে পূজ্যতা বুদ্ধির নাম মান, আমি সকলের পূজনীয়, আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইরূপ বিবেচনা করার নাম মান।

"অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।" (চাণক্য)
অত্যন্ত মানে কৌরবগণ বিনষ্ট হইয়াছিল। ৪ পূজ্যত্ব।

"অধমাঃ কলিমিচ্ছন্তি সন্ধিমিচ্ছন্তি মধ্যমাঃ।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্॥
মানো হি মূলমর্থস্য মানে ম্লানে ধনেন কিম্।
প্রভ্রষ্টমানদর্পস্য কিং ধনেন কিমায়ুষা॥"

(গরুড়পু° ১১৫ অ°)

উত্তম ব্যক্তি সকল সম্মান ইচ্ছা করেন, যে হেতু মহৎদিগের মানই একমাত্র ধন। মান অর্থের মূল, যাহাদের মান ম্লান হয়, তাহাদের ধন এবং আয়ুঃ নিষ্প্রয়োজন অর্থাৎ মানহীন হইয়া জীবিত থাকা অতিশয় ক্লেশকর।

৫ অনুরক্ত দম্পতীর ভাববিশেষের নাম মান।

"দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদি নিরোধী মান উচ্যতে॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

প্রিয় ব্যক্তির অপরাধসূচক চেষ্টার নাম মান, প্রিয় ব্যক্তি কোনরূপ অপরাধ করিলে সেই অপরাধের অনুরূপ যে মানসিক বিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে মান কহে। রসমঞ্জরীতে লিখিত আছে, ইহা লঘু, মধ্যম ও গুরুভেদে তিন প্রকার। যে স্থলে অল্প চেষ্টা দ্বারা ইহা অপনীত হয়, তাহাকে লঘু, কষ্ট করিয়া অপনয় করিলে মধ্যম এবং অতিশয় কষ্ট দ্বারা যাহা অপনেয়, তাহাকে গুরু কহে। যে স্থলে অসাধ্য তথায় রসাভাস হয়।

নায়িকা নায়ককে যদি আসক্তির সহিত অন্য স্ত্রীদর্শন করিতে দেখে, তাহাতে নায়িকার যে মান হয়, তাহার নাম লঘু, নায়ক নায়িকার সহিত কথোপকথন করিবার সময় যদি অন্য নায়িকার নাম করে, তাহাতে যে মান হয়, তাহার নাম মধ্যম এবং নায়কের অন্য নায়িকার সহিত সম্ভোগাদি চিহ্ন দর্শন করিয়া নায়কের যে মান হয়, তাহাকে গুরু কহে।

নানাপ্রকার কৌতুকাদি দ্বারা লঘুমান অপনীত হয়, শপথাদি দ্বারা মধ্যম মান, চরণধারণ ও ভূষণাদি দান প্রভৃতি দ্বারা গুরুমান অপনীত হইয়া থাকে। * (রসমঞ্জরী)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে মানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

"যেই ক্রোধে দম্পতীর রসের বিচ্ছেদ।
সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ॥
অহেতু যে মান সেই অনায়াসে বধ্য।
সহেতুর তিন ভেদ গুরু লঘু মধ্য॥
অন্যার সহিত পতি যদি কথা কয়।
তাহে জন্মে লঘুমান বাক্যে দূর হয়॥
অন্য নামগুণ পতি যদি কাছে কয়।
তাহে জন্মে মধ্যমান পরীক্ষায় ক্ষয়॥
অন্যভোগচিহ্ন যদি দেখে পতি গায়।
তাহে জন্মে গুরুমান প্রমাণেতে যায়॥
সাম ভেদ ক্রিয়া দান নতি ত্যাগ রোষ।
এই সাতে মান ভাঙ্গে হয় পরিতোষ॥
প্রিয়বাক্যে স্তব করে তারে বলি সাম।
আত্মগুণ তার দোষ ভেদ তার নাম॥
সখী দ্বারা ভয় প্রদর্শনে সেই ক্রিয়া।
দান যাহে বস্ত্র মাল্য ভূষণাদি দিয়া॥
নতি সেই যাহে পায় ধর্য্যা নমস্কার।
ঔদাস্য প্রকাশ সেই ত্যাগ নাম যার॥
রোষ সেই যাহে ভয় কষ্টের বিস্তার।
মান শান্তি চিহ্ন অশ্রু লোমাঞ্চ সীৎকার॥
অবশ্য এসব রূপে মানের বিনাশ।
অসাধ্য হইলে তারে বলি রসাভাস॥
প্রত্যেকে বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর॥" (ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরী)

৬ গ্রহ। (মেদিনী) ৭ পরিচ্ছেদক। "বৃহন্তং মানং বরুণ স্বধা বঃ সহস্রদ্বারং" (ঋক্ ৭।৮৮।৫) 'মান্ত্যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি ইতি মানং সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য পরিচ্ছেদকং' (সায়ণ) ৮ মন্থ।

---

* অপর-স্ত্রীদর্শনাদি জন্য যথা—

"স্বেদাম্বুভিঃ কচন পিচ্ছিলমঙ্গভূমৌ
কামোদরিকচন কণ্টকিতঙ্ককান্তি।
অন্যাং বিলোকয়তি ভাবয়তি প্রিয়েঽপি
মানঃ ক ধাস্যতি পদং তব তন্ন বিদ্মঃ॥

গোত্রস্খলনাদিজন্যো যথা—

যদ্গোত্রস্খলনং তস্য ভ্রমো যদি ন মন্যতে।
রোমালিব্যালসংস্পর্শং শপথং তন্নিকারয়॥

অপরস্ত্রীসম্ভোগদর্শনাদিজন্যো যথা—

দয়িতস্য নিরীক্ষ্য ভালদেশং চরণালক্তকপিঞ্জরং মৃগাক্ষ্যাঃ।
সুদৃশো নয়নস্য কোণভাসঃ শ্রুতিমুক্তাঃ শিশিরোপমা বভূবুঃ॥" (রসমঞ্জরী)

"অবোচাম নিবচনান্যস্মিন্মানস্য সূনুঃ ॥" (ঋক্ ২।১৮।৭।৮)
'নীয়তে ইতি মানো মন্ত্রঃ' (সায়ণ)
"পদাভরন্দরুণং মানমন্ধসঃ" (ঋক্ ১০।১৪৪।৫)
'মানং ষাগদ্বারা নির্ম্মাতারং' (সায়ণ)

মান, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ, ভূপরিমাণ ৬৪৯ বর্গমাইল। মাননদীর দক্ষিণকূলে দহিবাড়ী গ্রামে ইহার বিচারসদর প্রতিষ্ঠিত।

মানক (পুং ক্লী) মানং বৃহৎপরিমাণমস্য (শেষাদ্ বিভাষা। পা ৫।৪।১৫৪) ইতি কপ্। মাণক, চলিত মাণকচু।
"স্থূলকন্দো গ্রাম্যকন্দঃ স্থূলপত্রস্তু মানকঃ।" (রত্নমালা)
২ শরাব, (১ সের)। ৩ মালাকন্দ। (বৈদ্যকনি০)

মানকক্ষার (পুং) মানকস্য ক্ষারঃ। মানকদণ্ড-পত্রক্ষার, মানকচুর ডাঁটা ও পাতা পোড়াইলে যে ক্ষার হয়, তাহাকে মানকক্ষার কহে।

মানকর, বর্দ্ধমানজেলার একটী নগর। অক্ষা০ ২৩°২৫´৪০´´ উঃ, দ্রাঘি০ ৮৭°৩৭´৩০´´ পূঃ। কলিকাতা হইতে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত। একটী প্রধান বাণিজ্যস্থল বলিয়া বিখ্যাত। এখানে ই, আই, আর কোম্পানীর ষ্টেশন আছে।

মানকলহ (পুং) ১ ঈর্ষা। ২ প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

মানকলি (পুং) অভিমানজ কলহ।

মানকৃৎ (ত্রি) সম্মানজনক।

মানকোট, শিবালিক পর্ব্বতের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্য। সম্রাট্ অকবর শাহ ৯৬৪ হিঃ এই নগর অবরোধ করিয়া রাজা ভক্তমল্লকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

মানক্ষতি (স্ত্রী) মানহানি।

মানগাঁও, ১ বোম্বাই প্রদেশের কোলাবা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৫৩ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। প্রসিদ্ধ রায়গড়দুর্গের ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ডাকঘর, মহকুমার কাছারী প্রভৃতি আছে।

মানগ্রন্থি (পুং) মানস্য গ্রন্থিরিব বাধকত্বাৎ। ১ অপরাধ। (হারাবলী) মানস্য গ্রন্থিঃ। ২ অভিমানবর্দ্ধন।
"কেশববংশজগীতির্লোকমনোমৃগহারিণী জয়তি।
গোপীমানগ্রন্থেবিমোচনী দিব্যগায়নাশ্চর্য্যা ॥"
(ছন্দোমঞ্জরী)

মানতরু (পুং) পর্পটক, ক্ষেৎপাপড়া। (বৈদ্যকনি০)

মানতস্ (অব্য) মান পঞ্চম্যাঃ সপ্তম্যা বা তসিল্। মান হইতে বা মানবিষয়ে।

মানতুঙ্গ (পুং) এই নামে একাধিক জৈনাচার্য্য ও জৈন-গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে—১ শাতবাহন-রাজের সমসাময়িক জনৈক আচার্য্য। ২ মালবের চৌলুক্যরাজ বয়র-সিংহের জনৈক প্রধান অমাত্য। জৈন-শ্বেতাম্বরদিগের তপা-গচ্ছ-কুলোদ্ভব। তপাগচ্ছ-পট্টাবলী হইতে জানা যায় যে, তিনি বারাণসীধামে বাণ ও ময়ূরের কুহকে মুগ্ধ মালব-রাজকে "ভক্তামর-স্তবন" শুনাইয়া উৎফুল্ল করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়হরস্তবন শুনিয়া নাগরাজও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। 'ভট্টিভর' প্রারম্ভসূচক স্তোত্রও তিনি রচনা করেন। প্রভাবক-চরিতে মানতুঙ্গের চরিত সবিস্তর বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহা অনেকটা কিংবদন্তী ও অনৈতিহাসিক কথায় পূর্ণ। বারাণসীতে হর্ষরাজ-সভায় বাণ ও ময়ূরের সহিত মানতুঙ্গের তর্ক যুদ্ধ চলিয়াছিল, এই বিবরণই বিশেষভাবে প্রভাবকচরিতে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষাকল্পসূত্রের মতে মানতুঙ্গের ভক্তামরস্তবন ৮০০ বিক্রম সম্বতে রচিত হয়। কিন্তু উজ্জয়িনী হইতে ১০৩৬ সম্বতে উৎকীর্ণ মালবরাজ বাক্পতির যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মালবরাজগণের এইরূপ ক্রম দৃষ্ট হয়,—১ম কৃষ্ণরাজ, ২য় বইরসিংহ, ৩য় সিয়ক,৪র্থ অমোঘবর্ষ বা বাক্পতি (১০৩৬ সং)।

মানতুঙ্গরচিত পরিগ্রহপ্রমাণপ্রকরণ ও দ্বাদশব্রত-নিরূপণ নামে দুই খানি মাগধীগ্রন্থ পাওয়া যায়। যাহা হউক, তাঁহার ভক্তামরস্তোত্র ও ভয়হরস্তোত্র জৈন-পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদৃত। ১৩৬৫ সম্বতে জিনপ্রভসূরি ভয়হরস্তোত্রের এবং শান্তিসূরি ভক্তামরস্তোত্রের এক একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

৩ সিদ্ধজয়ন্তীচরিত্র-রচয়িতা। তাঁহার শিষ্য মলয়প্রভ ১২৬০ সংবতে সিদ্ধজয়ন্তীচরিত্রের টীকা রচনা করেন। মলয়প্রভ তাঁহার গুরু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, প্রাগ্বাট (পোবার)-বংশে বট বা বৃহদ্গচ্ছ উৎপন্ন হয়। এই গচ্ছে সর্ব্বদেব আচার্য্যপদ লাভ করেন, তাঁহার শিষ্য জয়সিংহ, জয়সিংহের শিষ্য চন্দ্রপ্রভ, ধর্ম্মঘোষ ও শীলগণ। এই তিন ব্যক্তি হইতেই পূর্ণিমাগচ্ছ উৎপন্ন হয়। মানতুঙ্গ সূরি শীলগণের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁহার আর এক শিষ্যের নাম প্রদ্যুম্নসূরি, এই প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ১২৯২ সংবতে লিখিত হেমচন্দ্রের যোগশাস্ত্র বিবরণ-পুথির শেষে বিবৃত হইয়াছে যে, মানদেব, মানতুঙ্গ ও বুদ্ধিসাগর এই তিন জনেই চন্দ্রকুলে প্রধান আচার্য্য ছিলেন। উক্ত পুথির শেষে ২য় মানতুঙ্গের গুরুপরম্পরা এইরূপ লিখিত আছে,—

বুদ্ধিসাগর, তৎপরে প্রদ্যুম্ন সূরি, তৎপরে দেবচন্দ্র, তৎপরে মানদেব ও পূর্ণচন্দ্র, মানদেবের শিষ্য মানতুঙ্গ।

মানদ (ত্রি) মানং দদাতীতি দা-ক। ১ মানদায়ী, যিনি মান প্রদান করেন। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৯২)

মানদণ্ড (পুং) মানার্থং দণ্ডঃ। পরিমাণার্থ দণ্ড।

"পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥" (কুমার স০ ১।১)

মানদেব, এই নামেও কএকজন জৈনাচার্য্যের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি লঘুশান্তিস্তোত্র রচনা করেন।

মানদেব (পুং) লিচ্ছবিবংশীয় জনৈক রাজা। [লিচ্ছবিবংশ দেখ]

মানদ্রুম (পুং) শাল্মলী বৃক্ষ। (বাভট সূত্রস্থা০ ১৫ অ০)

মানধন (ত্রি) মানমেব ধনং যস্য। মানই যাহাদের এক মাত্র ধন, অতিশয় মানী।

মানধানিকা (স্ত্রী) কর্কটী। (শব্দমালা)

মানন (ক্লী) সম্মান-প্রদর্শন। (দেশজ) মানিয়া চলা।

মাননীয় (ত্রি) মান্যতে পূজ্যতে ইতি মান-অনীয়র্। পূজনীয়।

"মান্যো মতোঽসি বৃক্ষেষু মাননীয়ঃ সুরাসুরৈঃ।
স্থাপয়ামি মহাদেবীং মানং দেহি গৃহে মম॥"
(দুর্গোৎসবপূজাপদ্ধতি)

মানন্তবাড়ী, (মানন্তোড্ডী) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা০ ১১°৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬°২´৫৫´´ পূঃ। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এখানে কাফির চাস আরম্ভ হয়। ক্রমে এই স্থান বৈনাড় জেলার কাফি-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়া পড়ে। এখানে গবর্মেণ্টের বিচারসদর ও কাফিব্যবসার জন্য অন্যান্য কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে ইংরাজরাজ এখানে একটা ছাউনী করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের কোটিওট-বিদ্রোহে ঐ সেনাদল ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়।

মানপর (ত্রি) মান এব পরং প্রধানং যস্য। অতিশয়মানী, মানধন।

মানপরিখণ্ডন (ক্লী) মানহানি, অবমাননা।

মানপাল, জনৈক রাজা। দেবপালের পুত্র।

মানপুর, মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত একটা পরগণা। বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণীর শিখরদেশে অবস্থিত। বিন্ধ্য উপত্যকার অনতিদূরবর্ত্তী অধিত্যকা দেশে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সাধারণের মনোহারী হইয়াছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র-রাজের সহিত সন্ধির পর এই স্থান ইংরাজের অধিকারে আইসে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মানপুর নগরে এখানকার বিচার সদর ছিল। তদনন্তর উহা ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ভীলগণই এখানকার প্রধান অধিবাসী।

মানপ্রাণ (ত্রি) মানজীবন। যাহার মানই প্রাণ।

মানভঙ্গ (পুং) মানস্য ভঙ্গঃ। মানভাঙ্গা, ক্রোধ অপনয়ন।

মানভাব, (মহানুভাব শব্দের অপভ্রংশ) বোম্বাই প্রদেশবাসী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়বিশেষ। এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী মত প্রচলিত আছে। সাতারার মানভাবেরা বলিয়া থাকেন যে,—পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে এক ধর্ম্মপরায়ণের মুনীন্দ্র ও দিবাকর নামে দুইটী শিষ্য ছিলেন। মুনীন্দ্র মাংস ভক্ষণ করিতেন, তজ্জন্য ভট্টাচার্য্য নামে দিবাকরের এক শিষ্যের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। ভট্টাচার্য্য মুনীন্দ্রের সংস্রব ত্যাগ করিয়া আসেন, সেই সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের বহুতর লোক ভট্টাচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য নিজ পার্ষদগণকে গৈরিক বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিতে আদেশ করেন ও তাঁহাদিগকে 'মহানুভাব' বলিয়া আহ্বান করেন, তদনুসারে তাঁহারা সকলে 'মানভাব' আখ্যা লাভ করিলেন।

বেরারে অপর একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে কৃষ্ণভট্ট জোষী নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কৃষ্ণভট্ট বেতালসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ হইতে সাধ হয়। বেতাল তাঁহাকে এক মুকুট দিয়া বলিয়া দেন যে, এই মুকুট মাথায় দিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহার কোন দুরভিসন্ধি থাকিলে নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন। যাহা হউক, কৃষ্ণভট্ট সেই মুকুট মাথায় দিয়া কৃষ্ণ সাজিয়া অনেক যুবতীর সর্ব্বনাশ করিলেন। তাঁহার এই অসদাচরণের সংবাদ দেবগিরির রাজ-মন্ত্রীর কর্ণগোচর হইল। তিনি কৌশলক্রমে কৃষ্ণকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার মুকুটটী খুলিয়া লইলেন, সেই সঙ্গে কৃষ্ণভট্টের কৃষ্ণমূর্ত্তিও পরিবর্ত্তিত হইল। রাজা রামচন্দ্রদেবের আদেশে কৃষ্ণ নির্ব্বাসিত হইলেন। কিন্তু মানভাবেরা এ কথা অস্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, বলরাম কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিতেন, সে জন্য তাঁহারাও কৃষ্ণবস্ত্র পরিয়া থাকেন।

উক্ত প্রবাদ অনুসারে রাজা রামচন্দ্রের সময়ে অর্থাৎ প্রায় ৭০০ বর্ষ পূর্ব্বে মানভাবের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়।

মানভাব দ্বিবিধ,—ঘরবাসী ও বৈরাগী। ঘরবাসীরা আবার দুই প্রকার—গৃহস্থ ও ভোলে। গৃহস্থ বা সংসারী মানভাবেরা জাতিবিচার করেনা, কিন্তু ভোলেরা মানভাব বলিয়া পরিচিত হইলেও স্ব স্ব জাতিধর্ম্ম পালন করিয়া চলে। অন্ত্যজ ব্যতীত আর সকল হিন্দুই মানভাব হইতে পারে। বৈরাগী মানভাবের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই আছে। তাহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। উভয়েই ইহজীবনে বিবাহ করিতে পারে না। তাহারা হয় মঠে বাস

করে, না হয় নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। বৈরাগীদের মধ্যে পুরুষ গুরু বা মহন্তের নিকট এবং স্ত্রীলোক হইলে গুরুমার নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকে। বৈরাগী অথবা বৈরাগিণীর মধ্যে কোন সংস্রব থাকে না, উভয়ের মধ্যে কেহ কাহারও মুখ দর্শন করিবার অধিকারী নহে। এমন কি বৈরাগিণীর মৃত্যু হইলে তাহাকে সমাধিস্থ করিবার অধিকারও বৈরাগীর নাই। বৈরাগীরা বৈরাগিণীর শবদেহ লইয়া সমাধিস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। তদনন্তর তাহারা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইলে, অপর বৈরাগিনীগণ শবের বস্ত্রমোচন করিয়া ও তাহাকে উত্তর-শিয়রী করিয়া বৃহৎ গর্ত মধ্যে সমাধিস্থ করিয়া চলিয়া আসে।

বৈরাগীর মৃত্যু হইলেও স্বশ্রেণী দ্বারা পূর্ব্ববৎ সমাধি দেওয়া হইয়া থাকে। সমাধিস্থ করিবার সময় মৃতের উপর রাশিকৃত লবণ ছড়াইয়া দেয়। গৃহস্থেরা শব দাহ করে। দত্তাত্রেয় ও কৃষ্ণ ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। নিজাম রাজ্যভুক্ত মাহুর গ্রামে যে দত্তাত্রেয় ও কৃষ্ণ-মন্দির আছে, তাহাই মানভাবদিগের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান। ভগবদ্গীতা তাহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। যে যে ধর্ম্মগ্রন্থে দত্তাত্রেয় বা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, সেই সেই গ্রন্থই মানভাবসমাজে আদৃত। তাহারা দত্তাত্রেয় বা কৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন দেবদেবীর পূজা করিতে অভিলাষী নয়। বেরারে মানভাবদিগের পাঁচটী প্রধান মঠ আছে, নরমঠ, নারায়ণমঠ, ঋষিমঠ প্রবরমঠ ও প্রকাশমঠ, অপরাপর ক্ষুদ্র মঠগুলি ঐ পাঁচটীর অন্তর্গত। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান একজন গুরু আছেন, তিনি 'মহন্ত', বেরারের অন্তর্গত ঋধ্‌পুর গ্রামে মহন্তের গদি আছে। মানভাবদিগের মধ্যে সেই মহন্তদর্শন ও তাঁহার পাদপূজা অতি পুণ্যদায়ক বলিয়া গণ্য।

কি গৃহস্থ কি বৈরাগী সকলেই অতিমাত্র অহিংসাপরায়ণ। পাছে জীবহিংসা হয়, এই ভয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকে। কেহ প্রাণি-হিংসা করে না। ইহারা যদি জানিতে পারে যে, কোথাও বলিদান হইবে, তাহা হইলে তিন দিন পূর্ব্বে সে স্থান পরিত্যাগ করে, এমন কি এরূপস্থলে বৈরাগীদিগকে জঙ্গলে আশ্রয় লইতে হয়।

মানভাবেরা ১০দিন অশৌচ পালন করে। একাদশ দিবসে বৈরাগীভোজ দিতে হয়। কোন মঠাধ্যক্ষের মৃত্যু হইলে তাঁহার যে প্রধান চেলা থাকেন, তাহাকে আহ্মদনগর-জেলার অন্তর্গত পৈঠনের মঠে আসিয়া পণ্ডিতগণের নিকট পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি মঠাধ্যক্ষের উচ্চাসনে অভিষিক্ত ও পূজিত হইয়া থাকেন। কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত পাঞ্চালেশ্বর-মন্দিরে গিয়া দত্তাত্রেয়ের পূজা করিতে হয়। অনন্তর মানভাবদিগকে ভোজ ও ভিখারীদিগকে ভিক্ষা দিয়া থাকেন। কোন বৈরাগিণী অপরাধী হইলে গুরুমা তাহার বিচার করিয়া থাকেন। যোগ্যা হইলে কোন শূদ্রকন্যাও গুরুমা হইতে পারেন, এবং বৈরাগিণী হইবার সময় ব্রাহ্মণকন্যা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে বাধ্য। কি বৈরাগী বা বৈরাগিণী ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে না পারিলে তাহাকে সমাজচ্যুত করা হয়। যে এই কঠিন নিয়ম পালনে অক্ষম, সে বিবাহ করিয়া ঘরবাসী মানভাব হইতে পারে।

মানভূম, পশ্চিম-বাঙ্গালার ছোট নাগপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ভূপরিমাণ ৪৯১৪ বর্গ মাইল। পুরুলিয়া নগর ইহার বিচার-সদর। অক্ষা০ ২৩°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৬°২৬´ পূঃ।

ইহার উত্তর-সীমায় হাজারীবাগ ও বীরভূম জেলা, পূর্ব্বে বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা, দক্ষিণে সিংহভূম ও মেদিনীপুর এবং পশ্চিমে লোহারডাগা ও হাজারীবাগ। এতদ্ভিন্ন বরাকর ও দামোদর নদ ইহার উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব এবং সুবর্ণরেখা নদী ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিমসীমান্তে প্রবাহিত।

এই জেলার মধ্যে বাঘমুণ্ডী, দাল্‌মা, পাঁচেট, বিহারনাথ ও পার্শ্বনাথ প্রভৃতি কএকটী পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজিত থাকায় স্থানীয় বন্ধুবিভাগের শোভাবর্দ্ধক হইয়াছে। অধিত্যকা ও উপত্যকাগুলি বনরাজিতে বিভূষিত হইলেও, মধ্যে মধ্যে খরস্রোতা পার্ব্বত্য-নদীসমূহ প্রবাহিত হইয়া সেই বিশুদ্ধ বন-ভূমির নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে বারোধা, বন্দী, বাঁসা, বন্দীপাল, ভাণ্ডারী, চরগীনাল, দাবো, কারশ্টি, কল্যাণপুর, লাকাইসিনি, সাবাহ ও কোলাবণী নামক কএকটা শৃঙ্গ উন্নতমস্তকে স্বভাবশোভার নিত্যস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। এই সকল শৃঙ্গের কোন কোনটীতে দেব-মন্দিরাদিও প্রতিষ্ঠিত আছে।

বরাকর, খুদিয়া, দামোদর, ইজ্‌রী, গুয়াই, ধলকিশোর বা দ্বারকেশ্বর, শিলাই, কাঁসাই, কুমারী, টেট্‌কা ও সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদী এবং কতকগুলি গিরিগাত্রবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোত-স্বিনীর জলই এখানকার লোকের প্রধান পানীয়। এতদ্ভিন্ন পুরুলিয়ার সাহেববাঁধ, জয়পুরের রাণীবাঁধ ও পাণ্ডুার পোদ্দার-ডিহিবাঁধ নামক প্রসিদ্ধ হ্রদাকার দীর্ঘিকা এবং উপত্যকা-বক্ষে বিরাজিত কতকগুলি জলাশয় এখানকার প্রায় সর্ব্বত্রই দেশীয় লোকের পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কৃষিকার্য্যেও ঐ সকল জল প্রভূত পরিমাণে গৃহীত হইয়া থাকে।

পার্ব্বত্য বনবিভাগে ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জীব বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। শাল, অশন ও মহুয়া নামক বৃক্ষই এখানকার বনসমূহের প্রধান উপকরণ। ইংরাজ-গবর্মেণ্ট শালবৃক্ষের বাণিজ্যের জন্য ঐ সকল বনভাগ রক্ষা করিয়া থাকেন। মহুয়া বৃক্ষের ফুল এতদ্দেশবাসী দরিদ্র অনার্য্য জাতির প্রধান আহার্য্য। উহাতে এক প্রকার মদ্যও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সুবর্ণরেখা নদীর খরস্রোতে অনেক সময় স্বল্পপরিমাণে স্বর্ণ ভাসিয়া আইসে। দেশীয় লোকে বহু পরিশ্রমে উহা হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। অনেক স্থানেই লৌহ, তাম্র ও কয়লার খনি পাওয়া গিয়াছে। উহা হইতে স্বল্পমাত্রায় ঐ সকল ধাতু উত্তোলিত হইয়া থাকে।

পর্ব্বতাদিতে নানা বর্ণের প্রস্তর হইতে দেবমূর্ত্তি, দেবমন্দির, পাথরের বাসন, বাসগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পাতকুমের অন্তর্গত চৈতন্যপুরে একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। তাহার জল স্বাস্থ্যের বিশেষ উপযোগী।

শাল প্রভৃতি কাষ্ঠের বাণিজ্য ব্যতীত এখানকার বন্য-বিভাগ হইতে লাক্ষা, তসর, মোম ও ধুনা প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়া বিক্রয়ার্থ নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

ইংরাজরাজের অনুগ্রহে এবং রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় এই স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে নানাদেশীয় লোক আসিয়া বাস করিয়াছে। বাণিজ্য উপলক্ষে এখানে অনেক মহাজনের সমাগম হইয়াছে। জেলার প্রধান নগর পুরুলিয়া এখন অসংখ্য সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া ধনজনপূর্ণ নগররূপে শোভিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অনার্য্য জাতিই এখানকার আদিম অধিবাসী। অসুর, শবর, ভর, ভূমিজ, ধাঙ্গড়, খড়িয়া, মুণ্ডা, নাএক, নাইয়া, নাট, পাহাড়িয়া, পুরাণ, সর্দ্দার ও সাঁওতালগণ অনার্য্য মধ্যে গণ্য। কুর্ম্মী, বাগদী, বাউরী প্রভৃতি জাতি অনার্য্যভাবাপন্ন হইলেও অনেকাংশে হিন্দুর অনুকরণ করিতে অভ্যাস করিয়াছে। দলমাগিরিবাসী পাহাড়িয়াগণ সিনানঘাটী গিরিগুহায় দেবীসমক্ষে নরবলি দিত। অন্যান্য অনার্য্যজাতির মধ্যেও এ কুপ্রথার অল্পাধিক প্রচলন ছিল। ভূমিজগণ পঞ্চকোটের রঙ্কিণী দেবীর সমক্ষে নরবলি দিত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গা-নারায়ণের অধিনায়কতায় এখানে একটী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তাহা ইতিহাসে 'চুয়াড়-বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। এখানকার অনেক রাজাও অনার্য্যবংশোদ্ভূত। [বরাহভূম দেখ]

পুরুলিয়া, ঝালিদা, রঘুনাথপুর, কাশীপুর ও মানবাজার এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। প্রকৃত নগর অপেক্ষা এগুলিকে গ্রামসঙ্ঘ বলা যায়। মিউনিসিপালিটীর তত্ত্বাবধানে থাকায় ইহাদের দিন দিন উন্নতি দেখা যায়। পুরুলিয়া নগরে জেলার বিচার-সদর প্রতিষ্ঠিত।

পুরুলিয়ার দক্ষিণে চাকুলতোর গ্রামে প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে একটী মেলা হয়। ঐ উৎসবের নাম 'ছাতাপরব', প্রায় মাসাধিক ধরিয়া ঐ মেলা বসে। পুরুলিয়া হইতে বরাকর যাইবার পথমধ্যবর্ত্তী আনাড়া গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপর্ব্ব উপলক্ষে একটী মেলা হয় এবং প্রায় ২০ দিন থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহ হইতে বণিক্‌গণ নানাদ্রব্য লইয়া এখানে বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে।

এখানে কাঁসাই, দামোদর, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীতীরে স্থানে স্থানে হিন্দু ও জৈন-দেবালয়সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ দেবমন্দিরাদির অবস্থান এবং মন্দিরসন্নিহিত প্রাচীন বস্তি-সমূহের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করিলে অনুমান হয় যে, এক সময়ে হিন্দু ও জৈন বণিক্‌গণ নদীবক্ষে ভাসিয়া এখানকার নদীতীরে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল। কালে পুরুলিয়া নগর প্রাধান্য লাভ করিলে ঐ সকল স্থান শ্রীহীন ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

পুরুলিয়া ষ্টেসনের অদূরে, কাঁসাই-তীরবর্ত্তী পালমা বস্তিতে একটী ধ্বংসপ্রায় জৈনমন্দিরের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। ঐ মন্দিরে কএকটী জৈনতীর্থঙ্করের প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী চাড়াগ্রামে শ্রাবকদিগের একটী দেবালয়, দামোদর-তীরবর্ত্তী তেলকুপীতে বিরূপদেবের একটী এবং কাঁসাই নদীতীরস্থ বোরমগ্রামে কএকটী জৈন ও হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁসাই ও পারশা শৈলের মধ্যস্থিত বুধপুরগ্রামে ৪টী দেবমন্দির এবং কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এখানকার চড়কপূজার মেলায় নানাস্থান হইতে দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

যেখানে গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড বরাকর নদী অতিক্রম করিয়াছে, তাহারই অনতিদূরস্থ একটী পণ্ডশৈলের উপর ৪টী চারুশিল্প-ময় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। উহার সর্ব্বাপেক্ষা নূতন-টীতে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে লিখিত ১৩৮৩ শকে উৎকীর্ণ রাণী হরিপ্রিয়া দেবীর একখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়। বুধপুরের কাঁসাইতীরে প্রায় ১ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া এবং তাহার ২ ক্রোশ উত্তরে পাক্‌বীড়া গ্রামে ৯ ফিট্ উচ্চ বুদ্ধমূর্ত্তি সহ কতকগুলি মন্দির দেখা যায়।

সুবর্ণরেখা ও কর্করী নদীর সঙ্গমস্থানস্থিত দালমি গ্রামে কতকগুলি হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। ঐ সকল ধ্বংসের মধ্যে একটী প্রাচীন দুর্গ এবং শিব, পার্ব্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, গণেশ, কালী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর পঞ্চকোট বা পাঁচেট রাজবংশের কীর্ত্তিই উল্লেখযোগ্য। ইহাঁদের রাজপ্রাসাদ ও দেবমন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই প্রাচীন কীর্ত্তির গৌরব ঘোষণা করিতেছে। রাজা রঘুনাথ-নারায়ণ সিংহদেব পঞ্চকোট হইতে কেশরগড়ে রাজপাট উঠাইয়া লওয়ায় প্রাচীন প্রাসাদ ও তৎসন্নিহিত অট্টালিকাদি জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। তৎপরে রাজা নীলমণি সিংহ দেবের পিতা পুনরায় কাশীপুরে নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় যাইয়া বাস করেন। [পাঁচেট দেখ।]

পূর্ব্বে সমগ্র মানভূম প্রদেশ দেশীয় সামন্তরাজগণের তত্ত্বাধীনে ঘাটবালদিগের দ্বারা শাসিত হইত। ঘাটবালগণ পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণের আক্রমণ হইতে স্ব স্ব অধিকৃত জায়গীর-রক্ষার জন্য ঘাট বা গিরিপথে অবস্থিত থাকিত। বিপক্ষগণ হইতে দেশরক্ষা এবং স্বদেশের দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি উপদ্রব-দমন তাহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। এই কার্য্যের জন্যই তাহারা জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভূমিজসর্দ্দারগণ এবং মুণ্ডা ও মান্‌কি প্রভৃতি অনার্য্য সর্দ্দারেরাও রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিত বলিয়া ভূমিবৃত্তি লাভ করে।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর, মানভূমজেলা ইংরাজের শাসনাধীন হয়। তদবধি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহার কতকগুলি সামন্তরাজ্য বীরভূমের ও কতকগুলি মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া বিচারকার্য্য পরিচালিত করা হয়। পরে শেষোক্ত বৎসরে ঐ রাজ্যগুলি একত্র করিয়া ইংরাজ কোম্পানী ইহাকে "জঙ্গল-মহল" নাম দিয়া একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে গঠিত করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের চুয়াড়-বিদ্রোহের পর, এই স্থানের শাসন-শৃঙ্খলা দৃঢ়ীকরণের জন্য কোম্পানী বাহাদুর সেনপাহাড়ী, শেরগড় ও বিষ্ণুপুর রাজ্য ব্যতীত, অন্যান্য রাজ্যগুলি এবং মেদিনীপুর হইতে ধলভূম বিচ্ছিন্ন করিয়া একত্র মানভূম জেলা গঠিত করেন। গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক দক্ষিণপশ্চিম-সীমান্ত রক্ষার জন্য জনৈক এজেণ্টের উপর এখানকার শাসনকার্য্য-পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এখানে ফৌজদারী হাঙ্গামা ঘটায় ধলভূম পুনরায় সিংহভূমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সীমান্তপরিচালকের পরিবর্ত্তে কমিসনর-পদস্থ রাজকর্ম্মচারীরাই এখানকার রাজকার্য্যসমূহের পর্য্যবেক্ষক হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জেলার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতাদি স্থাপিত হইয়াছে।

মানমণ্ড (স্ত্রী) মানকচুর সহযোগে প্রস্তুত ঔষধবিশেষ। [মাণমণ্ড দেখ।]

মানমন্দির, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি-নিরূপণের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসমন্বিত অট্টালিকা (Observatory)। [বেধ ও বেধশালা দেখ।]

মানময় (ত্রি) গর্ব্বযুক্ত। "তদাগতাভির্নবরাঙ্গনাভিঃ কৃষ্ণেন্দ্রয়া মানময়াস্তথৈব।" (হরিবংশ ৮৪৫৫)

মানমহৎ (ত্রি) অত্যন্ত মানোন্নত।

মানমোড়া, বোম্বাই প্রদেশের পুণা জেলার অন্তর্গত জুন্নর-সন্নিহিত গিরিমালা। এখানকার অম্বিকাশ্রেণীর ২১শ সংখ্যক গুহা হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে 'মানমুকুড়' (মানমুকুট) নামক পুরের উল্লেখ পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ এই মানমুকুট শব্দের অপভ্রংশে মানমোড়া হইয়াছে। এই গিরিমালার পাদদেশে বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজগণের সময়ে খোদিত বহুতর 'গুহা' দৃষ্ট হয়। এই গুহা-গুলির জন্য এই গিরিমালা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ভীমশঙ্কর।

মানমোড়ার দক্ষিণপূর্ব্বসীমান্তে সমতল হইতে প্রায় দুই শত ফিট উচ্চে 'চৈত্য' নামে খ্যাত বহুতর বৌদ্ধ-গুহা আছে। তাহা সাধারণ্যে ভীমশঙ্করের অংশ বলিয়া গণ্য। ভীমশঙ্কর গুহাগুলি জুন্নরের অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে পুণারাস্তার অর্দ্ধক্রোশ পশ্চিমাবধি প্রায় অর্দ্ধক্রোশ বিস্তৃত।

অতি সংক্ষেপে উক্ত গুহাবলির পরিচয় দিলাম :—

১ম গুহাটী লয়না (লেনা) বা বানরবাস বলিয়া গণ্য। ইহার এক অংশে বারান্দা, অপরাংশে কুঠারী। ইহার মধ্যবর্ত্তী স্তম্ভাবলি প্রাচীন আন্ধ্রধরণের। ২য়টী চৈত্য। ইহার মধ্যে দাঘোব (দেহগোপ)-রূপ পাথর আছে। এই চৈত্যের দ্বারদেশে তিন ছত্রে "সিদ্ধং উপাসকস নগমস, সতমলপুতস, পুত বীরভূতিন" এই শিলালিপি আছে। ৩য়টী একটী সত্র। এই গুহার দক্ষিণে জলের চৌবাচ্ছা রহিয়াছে। ৪র্থ ও ৫ম গুহাতেও বৃহদাকার চারিটী জলাধার দৃষ্ট হয়। ৫ম গুহায় প্রাচীরের উপর "সিবসমপুতস সিবভূতিনো দেয়ধম্ম পোঢ়ি" এই লিপি উৎকীর্ণ আছে। ৬ষ্ঠ গুহাটী "মণ্ডপ" বা বিশ্রামমণ্ডপ বলিয়া গণ্য। ইহার ছাদের দক্ষিণপ্রাচীরে উৎকীর্ণ "রাণো মহাখতপস সামি নহপানস অমাত্যাস বচস গোতস অয়মস দেয়ধম্ম পঢ়ি মতপোচ পুনথয়বস ৪৬ কতো" এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মহাক্ষত্রপ স্বামী নহপানের প্রধান মন্ত্রী বৎসগোত্রীয় অয়ম কর্ত্তৃক এই মণ্ডপ ও এতৎসংলগ্ন জলাধার উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। ৭ম ও ৮ম গুহাদ্বারে কএকটী ছোট ছোট কুটারি আছে। ৮ম গুহার প্রায় ৩ ফিট নিম্নে ৯ম গুহায় একটী বৃহৎ সত্র বা ভোজমণ্ডপ, ইহার ছাদ ভাঙ্গিয়া পড় পড় হইয়াছে। ৮ম ও ৯ম গুহার

ব্যবধানে অনেকগুলি জলাধার আছে, গিরির শিরোদেশ হইতে উদ্ভূত উৎসের জল এই জলাধারে পড়িতেছে। উক্ত জলাধার গুলির দক্ষিণে ৮০ গজ দূরে ১০ম বা ভীমশঙ্করের শেষ গুহা অবস্থিত।

অম্বিকা।

ভীমশঙ্করের ৩০০ গজ দূরে অম্বিকা নামক গুহাশ্রেণী আরম্ভ। পূর্ব্বদক্ষিণ হইতে পশ্চিমোত্তর দিকে বিস্তৃত উত্তরপূর্ব্বমুখী ১৯টী গুহা লইয়া এই অম্বিকাশ্রেণী। অম্বিকার অধিকাংশ গুহা ভগ্ন, বিধ্বস্ত অথবা পূর্ব্বশ্রীবর্জ্জিত। ইহার চতুর্থ গুহার ছাদের নীচে ও দ্বারের উপরে "গহপতিপুতানং দোনক স চোগভং দেয়ধম্ম" এইরূপ উৎকীর্ণ আছে। ইহার ৬ষ্ঠ গুহায় 'অম্বিকা' নাম্নী জৈন দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, তজ্জন্য এই গুহার নাম 'অম্বিকালেনে' হইয়াছে। নানা স্থান হইতে জৈনগণ ও জুন্নরবাসী হিন্দুগণ ঐ দেবীর পূজা করিতে আসেন। এই গুহার দ্বারদেশের বামাংশে জৈন ক্ষেত্রপালমূর্ত্তি এবং দক্ষিণদিকের একটী গবাক্ষে 'চক্রেশ্বরী' মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই গুহার ২য় কুটারিতে নেমিনাথ, আদিনাথ, অম্বিকা এবং অম্বিকাপুত্র সিদ্ধ ও বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; মুসলমানগণের হস্তে অধিকাংশ-মূর্ত্তিই ভগ্ন বা অঙ্গহীন।

এখানকার ১১শ গুহা একটী অসম্পূর্ণ চৈত্য। ইহাই জৈনদিগের প্রধান পূজার স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দের অক্ষরে উৎকীর্ণ এখানকার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বানদ-গ্রামবাসী পলপ এই চৈত্য দান করেন, অপরাজিতগণের পয়োগক (প্রয়োগক) নামক এক ব্যক্তি ইহার পরিচালনভার প্রাপ্ত হন*। ইহার অপর শিলালিপি হইতে জানা যায় যে এই গুহা তৎকালে "গিধবিহার" (গৃধ্রবিহার) নামে খ্যাত ছিল। কোণাচিক শ্রেণীভুক্ত "আদুথুম" নামে এক শক উপাসক এই বিহারের উদ্দেশে দান করিয়াছিলেন †। এই বিহারস্থ ১০ম শিলালিপি হইতেই মানমুকুদ (মানমুকুট) নামক পুরের সন্ধান পাই। এখানকার ১৮শ শিলালিপিতে ভদন্ত স্থবির-সুদর্শের শিষ্য ত্রৈবিদ্য-চৈত্যক স্থবিরের প্রসঙ্গ আছে। ‡

* "গামেষু বানদেষু নিবতনানি পনরসস পলপস দেয়ধম অপজিতেসু গনে পয়োগকহথে দান।"

† "কোনাচিকে সেনিয়ে উবসকো আদুথুম সকো বদালিকায়ং করঞ্জমূল-নিবতনানি বিস কতপুতকে বদমূলে নিবতনানি দে"(Bombay Gazetteer, vol. XVIII. pt. ii. p. 175.)

‡ "গনাচারিয়ানং থেরানং ভয়ন্ত সুলসানং তেবিজানং অন্তেবাসিনং থেরানং ভয়ন্ত চেতিয়সানং তেবিজানং নন্দনেকন।"

ভূতলিঙ্গ।

অম্বিকার ২০০ গজ দূরে পূর্ব্বোক্ত উভয় শ্রেণির গুহামালা হইতে উচ্চ স্থানে আরও ১৬টী গুহা দৃষ্ট হয়। সাধারণের নিকট এই গুহাবলি "ভূতলিঙ্গ" নামে পরিচিত। এই গুহাগুলি অতি প্রাচীন হইলেও তেমন ভাস্করকার্য্য বা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক নহে। এই গুহাবলির নিকট ও আশে পাশে বহু জলাধার দৃষ্ট হয়। এ গুলি বৌদ্ধগুহা বলিয়া স্থিরীকৃত। ইহার ৭ম ও ৯মটী একটী বৌদ্ধ 'দাঘোব' বলিয়া গণ্য। ৯ম গুহাস্থ "যবনস চন্দানং দেয়ধম গভদার' এই শিলালিপি হইতে জানা যায়, ইহার গর্ভগৃহ 'চন্দ্র' নামক এক যবনের ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। এখানে গরুড় ও নাগরাজমূর্ত্তি এবং ছত্রসংলগ্ন ক্ষুদ্র চৈত্য আছে, ঐ ক্ষুদ্র চৈত্যগুলি লিঙ্গরূপ ও এখানকার মূর্ত্তিগুলি ভূতরূপে কল্পিত, তাই এখানকার লিঙ্গরূপ চৈত্যগুলিও 'ভূতলিঙ্গ' নামে খ্যাত, তাহা হইতেই এই স্থানের ভূতলিঙ্গ নাম হইয়াছে।

মানয়িতব্য (ত্রি) সম্মাননার্হ, সম্মানযোগ্য।

মানয়িতৃ (ত্রি) সম্মানকারী।

মানরন্ধ্রা (স্ত্রী) মানার্থং সময়পরিমাণজ্ঞাপকং রন্ধ্রমস্যাঃ। তাম্রী, চলিত তাঁবী। পূর্ব্বে যখন ঘড়ী ছিল না, তখন সময় জানিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত। তাম্রনির্ম্মিত একটী পাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে একটী ছিদ্র রাখিতে হইত, ঐ পাত্র জলে ফেলিয়া রাখিলে ক্রমে বিন্দু বিন্দু করিয়া জল উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যখন উহা পূর্ণ হইত, তখন দণ্ডপরিমিত কাল হইয়াছে, ইহা জানা যাইত। সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া এই যন্ত্র দ্বারা সময় নিরূপণ করা হইত।

মানরাজ, মিবারের মোরী-কুলোদ্ভূত জনৈক রাজা। চিতোর-নগরে ইহার রাজধানী ছিল। ইনি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

মানব (পুং) মনোরপত্যং মনোর্গোত্রাপত্যং পুমান্ মনু-অণ্। মনুর অপত্য, মনুষ্য। মনু হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনুষ্যদিগকে মানব কহে।

"মনোর্বংশো মানবানাং ততোঽয়ং প্রথিতোঽভবৎ।
ব্রহ্মক্ষত্রাদয়স্তস্মান্মনোর্জাতাস্তু মানবাঃ॥" (ভারত ১।৭৫।১২)

মনুনা প্রোক্তং মনু-অণ্। ২ উপপুরাণবিশেষ।

"সনৎকুমারং প্রথমং নারসিংহং ততঃ পরম্।
নারদীয়ং শিবঞ্চৈব দৌর্বাসসমনুত্তমম্।
কাপিলং মানবঞ্চৈব তথা চৌশনসং স্মৃতম্॥"(দেবীভা° ১।৩।১৩)

মানবৎ (ত্রি) মান-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। মানী, মান-যুক্ত, মানবিশিষ্ট।

মানবতত্ত্ব, (Anthropology) মানবজাতির প্রাকৃতিক ইতিহাসকে মানবতত্ত্ব বলা যায়। মানব-প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ যথার্থরূপে জানিতে হইলে—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, উদ্ভিদ্ এবং জড় প্রভৃতি সমস্ত পদার্থেরই তত্ত্বান্বেষণ করিতে হয়। সুতরাং মানবপ্রকৃতির যথার্থতত্ত্ব জানিবার জন্য পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry), জীববিজ্ঞান (Biology), এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (Botany), শারীরবিজ্ঞান (Anatomy and Physiology), মনোবিজ্ঞান (Psychology), ভূবিদ্যা (Geology), বাগ্‌বিজ্ঞান বা শব্দবিজ্ঞান (Science of language), নীতিবিজ্ঞান (Ethics), সমাজবিজ্ঞান (Sociology), ধর্ম্মবিজ্ঞান (Religion or Theology) এই সকল বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মানবতত্ত্ব (Anthropology) উক্ত বিজ্ঞান সকলের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট; সুতরাং ঐ সমুদায়ের তত্ত্ব মানবতত্ত্ব-নির্ণয়ের পথপ্রদর্শক। বিবিধ বিজ্ঞানে অভিজ্ঞান না থাকিলে মানবতত্ত্ব স্বতন্ত্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

প্রথমতঃ পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের প্রকৃষ্ট জ্ঞান ব্যতীত ভূত ও ভৌতিক পদার্থের স্বরূপনির্ণয় হইতে পারে না। কি সৃষ্টিবাদ, কি ক্রমাভিব্যক্তিবাদ উভয় মতই বলিতেছেন—মানবের শরীর ভূতবিকার—ভৌতিক পদার্থের বিপরিণাম, অতএব ভূতপদার্থের (Matter) স্বরূপনির্ণয়বিষয়ক শাস্ত্র মানবতত্ত্বাববোধের প্রথম অবলম্বন। ভৌতিকশক্তি ও জীবনীশক্তি অভিন্ন হউক বা ভিন্ন হউক, ইহা স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হয় যে, ভৌতিক দেহে জীবনীশক্তির স্ফুরণ হইলে সাধারণ জীবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কি প্রকারে দেহে চৈতন্যের সমাবেশ হয়, তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও—উভয়ের যে একটা দুর্জ্ঞেয় কি অজ্ঞেয় সম্বন্ধ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভূতত্ত্ব বা পদার্থবিদ্যা জীববিজ্ঞানের সোপান-মার্গ।

প্রাচ্য মতে—প্রকৃতি ও তদ্বিকার বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও ভূত ইহারা দৃশ্য ও ভোগ্য। প্রকৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে পুরুষকে জানা সম্ভব নহে। প্রকৃতির উপাসনা দ্বারাই পুরুষের অনুসন্ধান করিতে হইবে—জড়বিজ্ঞানেই জীববিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই জন্যই সাংখ্যকার কপিল মুক্তকণ্ঠে প্রকৃতি দেবীর স্তুতি করিয়াছেন। কারণ প্রকৃতি কখনও পুরুষবিরহিতা হইয়া অবস্থান করেন না। বিশ্বজগৎ কেবল জড়প্রকৃতির কার্য্য নহে—জগতের প্রত্যেক অণুতে—জড়পদার্থের আপাতদৃশ্য অচেতন দেহে পুরুষ-প্রকৃতির যুগলরূপ বিরাজমান। পুরুষ ও প্রকৃতি এক ব্রহ্মেরই রূপদ্বয়মাত্র, ইহাই বেদে উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ জড়দেহে চৈতন্যের অস্ফুট স্ফুরণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং জড়বিজ্ঞানের সাহায্য-গ্রহণ ব্যতিরেকে জীববিজ্ঞানের উচ্চতম শ্রেণীতে সমারূঢ় মানবতত্ত্বের স্বরূপ কিরূপে নির্ণীত হইবে। [প্রাচ্য মতের বিস্তৃত বিবরণ সৃষ্টিতত্ত্বে দেখ।]

পাশ্চাত্য-মতে ক্রমাভিব্যক্তিবাদের ভিত্তি নৈসর্গিক নিয়মের উপর স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমতঃ—শারীরবিজ্ঞানে মনুষ্যশরীরের গঠন ও ক্রিয়ার কথা জানিতে পারা যায়; মনোবিজ্ঞানে মানবের মানসিক ক্রিয়া এবং শারীরিক ক্রিয়ার সহিত মানসিক ক্রিয়ার সম্বন্ধ জানা যায়। বাগ্‌বিজ্ঞানে বা শব্দবিজ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতত্ত্বের গূঢ়রহস্য অবগত হওয়া যায়। নীতিবিজ্ঞানে মনুষ্যের ইচ্ছাপ্রণোদিত কার্য্যাবলীর সমালোচনা দ্বারা মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য অবধারিত হয়। সমাজবিজ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মনুষ্যজাতির সামাজিক প্রতিষ্ঠা, শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি, পরিপুষ্টি, তত্তদ্বিষয়ে বিদ্বদ্বর্গের বিশ্বাস ও মন্তব্য এবং বিভিন্ন সমাজের রীতিনীতি পর্য্যালোচিত হয়। ভূবিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব ভূস্তরনিহিত প্রস্তরীভূত জীবকঙ্কাল ও অন্যান্য চিহ্ন পরিদর্শন করিয়া অনুমানের অনধিগম্য অযুতসহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী পৃথিবীর বিবরণ বিজ্ঞাপন করে। পৃথিবীর প্রাচীনতম অধিবাসীর বিবরণসংগ্রহে অতীতসাক্ষী ইতিহাস যেখানে নির্ব্বাক্, ভূতত্ত্ববিদ্যা সেখানে অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইতেছে যে, অতিকায় সরীসৃপ, মৎস্য কূর্ম্মের আদি লীলাক্ষেত্র বসুন্ধরার বিশালবক্ষে মানবশিশুর পদচিহ্ন মাত্র নাই। ভিন্ন ভিন্ন যুগে যে সমস্ত জীব ধরিত্রীর রঙ্গভূমি হইতে বিদায় লইয়া জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছে, ভূতধাত্রী ধরিত্রী মাতৃস্নেহের অপূর্ব্বপ্রেরণায় তাহাদিগকে সযত্নে কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সমস্ত তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া এবং ভূগর্ভনিহিত মনুষ্যের আদিমাবস্থায় ব্যবহৃত দ্রব্যাদির নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী, বিবর্ত্তের অনন্ত আবর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া, এবং ক্রমাভিব্যক্তির শক্তিতে মার্জ্জিত হইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নত প্রকৃতির জীব ও পরিশেষে মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে। এই অনন্ত গ্রন্থিময়-জীবশৃঙ্খলের মনুষ্যই উচ্চতম গ্রন্থি। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া মানবের যথার্থতত্ত্ব অবগত হওয়াই মানবতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

শারীর-বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ।

বিভিন্ন জীবের শরীর-ব্যবচ্ছেদক পণ্ডিতগণ, মনুষ্যের সহিত ইতরজীবের সাদৃশ্য-নিরূপণের জন্য অগ্রসর হইয়া তন্ন

তন্ন করিয়া অস্থিসংস্থান পরীক্ষাপূর্ব্বক সোল্লাসে স্বীকার করিয়াছেন যে কঙ্কাল-সাদৃশ্যে মনুষ্য অনন্তশৃঙ্খলাবদ্ধ জীব-জগতের উর্দ্ধতন শৃঙ্খলগ্রন্থি। এ বিষয়ে মনুষ্যের সহিত তির্য্যগ্ জাতির সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। কেবল অস্থিসংস্থানের সাদৃশ্যে পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহারা শারীর-যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাহাতেও দেখিয়াছেন, মনুষ্যের সহিত ইতরজীবের ভিন্নতা অধিক নহে। অধ্যাপক ওয়েন (Owen) বলিতেছেন,—বানরের সম্মুখের পদদ্বয়ে মনুষ্য-হস্তের প্রাথমিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মর্কটদিগের হস্ত অপেক্ষা গরিলার হস্ত অনেকটা কৌশলসম্পন্ন। বানরগণের ঘনলোমাবলি থাকায় মনুষ্যের সহিত এত বাহ্য বৈষম্য হইয়াছে। তথাপি মনুষ্যের সহিত মর্কটের বাহ্য-বৈষম্য অনধিক হইলেও উভয়ের অন্তর্জ্জগতে, উভয়ের মানস-ক্ষেত্রে যে বিষম বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা কল্পনা-পথে আনয়ন করিলে উভয়কে একজীবের ভিন্ন শাখা বলিতেও প্রবৃত্তি হয় না। তদুত্তরে হাক্সলী বলেন, বর্ব্বর মনুষ্য-সমাজের সহিত অধুনাতন সভ্য-সমাজের পার্থক্য অবলোকন করিলেই সে বিষয়ের স্পষ্ট মীমাংসা হইতে পারে। মনুষ্য-শরীরের অস্থি-সংস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা (ওয়েন এবং হাক্সলী) স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্য বানরের অতি নিকটবর্ত্তী। কোন কোন বিষয়ে কিছু পার্থক্য পরি-লক্ষিত হইলেও নর-বানরের অস্থিসংস্থানে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অত্যন্ত বৰ্দ্ধিতায়তন গরিলার মস্তিষ্ক ন্যূনকল্পে ২০ আউন্স এবং অনতিবিকসিত মনুষ্যের মস্তিষ্ক ৩২ আউন্স হইয়া থাকে। কিন্তু গরিলার আয়তন মনুষ্য অপেক্ষা বৃহত্তর। শারীরিক প্রকৃতিভেদে গরিলা যে মনুষ্যের নিকটতম জীব, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক শ্রেণী-বিভাগ।

কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্য শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে তির্য্যগ্ জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির জীব। কিন্তু বর্ত্তমান প্রাণিবিৎ পণ্ডিতগণ সমস্বরেই ঐ বাক্যের সমর্থন করিতেছেন—তাঁহারা বলিতেছেন যে, বিভিন্ন জাতীয় বানরদিগের মধ্যে পরস্পরের যে বিষম বিভেদ দৃষ্ট হয়—অপূর্ণ মনুষ্য হইতে পূর্ণ গরিলার তত ভেদ লক্ষিত হয় না। তাহা সত্বেও মর্কটদিগকেও প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বানরশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। হাক্সলী এই যুক্তিতে প্রাণি-তত্ত্ব-বিষয়ক বিভাগে মনুষ্যকে উচ্চতম সোপানের জীব বলিতে চাহেন। তির্য্যগ্ জাতিদিগের মধ্যে বুদ্ধি-বৃত্তি এবং সমাজপ্রীতি অপরিস্ফুট ভাবে বিদ্যমান থাকিলেও মনুষ্যেই উহার প্রকৃষ্ট বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

মানসিক উৎকর্ষ বিষয়ে তির্য্যগ্ জাতির সহিত মনুষ্যের যে বিষম-পার্থক্য দৃষ্ট হয়, শারীর-বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে ততটা পার্থক্য মনে হয় না।

যাহাহউক ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র বিজ্ঞানকে মানবতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করিলেও এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানে মনুষ্যসম্পর্কীয় যাবতীয় তত্ত্বের উপাদান থাকিলেও মানবতত্ত্বের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। মনুষ্যের শারীরিক এবং মানসিক প্রকৃতি এবং বসুন্ধরার বিশালবক্ষে মানবের প্রথম আবির্ভাব হইতে অদ্যাবধি মানব জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করাই মানবতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

তির্য্যগ্ জাতির সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

মানবতত্ত্ব-শাস্ত্রের প্রথম প্রণেতা ডাক্তার পিকার্ড মনুষ্যের সহিত ইতর প্রাণিদিগের শরীরগত সাদৃশ্য এবং প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, মনুষ্য যে সাধারণ জীবের দেহ মাত্র ধারণ করিয়া বিশ্বসৃষ্টির গূঢ় রহস্য অনুসন্ধান করে, তাহা অতীব বিস্ময়ের বিষয়।

মনোবিজ্ঞান-ঘটিত সাম্য।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মনোবিজ্ঞানের বিভাগ অনুসারে মনুষ্যকে জীব জগতের সহিত তুলনা করিতে গিয়া বড়ই গোলে পড়িয়াছেন।—কি প্রকারে জীবসৃষ্টির উর্দ্ধতন জীব গরিলা হইতে মনুষ্যের মানসিক উন্নতির অনন্ত-বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইল, তাহা ভাবিলে মনুষ্যকে কখনই জীবসৃষ্টির বিকাশশৃঙ্খলার উচ্চতম জীব না বলিয়া সম্পূর্ণতর নূতন প্রকারের প্রাণী বলিতে হয়। এই অনন্ত-বৈষম্য সামান্য দৈহিক গঠনের উপরে ন্যস্ত, ইহা বলিতে কখনই প্রবৃত্তি হয় না। ইন্দ্রিয়ের অনুভব শক্তিতে কোন কোন বিষয়ে মনুষ্য তির্য্যগ্ জাতির নিকট পরাভূত; ঈগলপক্ষীর দূরদর্শিনী দৃষ্টি এবং কুকুরের ঘ্রাণশক্তি মনুষ্যের পূর্ণ বিকসিত ইন্দ্রিয়শক্তি অপেক্ষা শক্তিশালিনী হইলেও মনুষ্যের অনুভব বিষয়ে অনেকাংশে তীক্ষ্ণতা আছে—তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিতে হইবে।

মানসিক শক্তি।

মনুষ্য অতিকায় হস্তীর তুলনায় অতি ক্ষুদ্রতর জীব ও সিংহ কিম্বা ব্যাঘ্রের তুলনায় অতি দুর্ব্বল জীব হইলেও কেবল বুদ্ধি-বলে প্রকৃতির প্রতিকূল আচরণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মনুষ্য কোন সময়ে পরাভূত হইলেও—

প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে। মনুষ্যের বুদ্ধি-বলে ও কৌশলেই শত সহস্র মত্তহস্তী কিম্বা ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল পরাভূত হইতেছে। কপোতের দ্রুতপক্ষ ও ক্ষিপ্রগতি মনুষ্যের অগ্নিগোলকের নিকট হার মানিয়াছে। কতকগুলি সংস্কারে সীমাবদ্ধ হইলেও মনুষ্যের মানসিক উন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে মনুষ্যকে পৃথিবীর জীবসৃষ্টির সহিত এক পর্য্যায়ে স্থাপিত করিতে ইচ্ছা হয় না। তির্য্যগ্‌ জাতি-দিগের মধ্যে স্মারকতাশক্তি, যুক্তিশক্তি, বিচারশক্তি এবং নূতন বিষয় শিখিবার শক্তি ন্যূনাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইলেও এবং অভ্যাসবশে প্রকৃতি পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, সে তুলনায় মনুষ্যকে স্বর্গরাজ্যের জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। ওয়ালেস্ সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন,—যখন বিশাল বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য পশুচর্ম্মে লজ্জা নিবারণ করিতে শিখিল,—যখন সূক্ষ্মাগ্র প্রস্তরখণ্ডে বৃক্ষ কর্ত্তন করিল,—অরণি-সংযোগে নিবিড় অরণ্য মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদন করিল,—যে দিন অযত্ন-সম্ভূত শস্যের বীজ কৃষ্ট ক্ষেত্রে বপন করিল—সেই দিন নিসর্গ রাজ্যে মহাপরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইল। নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের প্রতি বাধা প্রদানে সমর্থ হইয়া যে দিন মনুষ্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল,—সে দিন এক স্মরণীয় দিন। পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর পৃষ্ঠে মনুষ্য যে দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে শিক্ষা করিল,—সেই দিন মনুষ্যসৃষ্টির মধ্যে অভিনব সৃষ্টির সূত্রপাত করিয়াছে।

আজি যে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানসমুদ্রের রত্নসঞ্চয়ে নিমগ্ন, সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মের উপরে যে নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত,—যে, ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বেশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধনির্ণয়ে অগ্রসর,—তৎসমস্ত সম্পূর্ণ ভাবে মানবীয় শাস্ত্র হইলেও তির্য্যগ্‌জাতি-দিগের মধ্যে তাহাদের প্রাথমিক অঙ্কুর পরিদৃষ্ট হয়।

ওয়ালেস্ বলিয়াছেন, মনুষ্য সম্পূর্ণভাবে নূতনতর জীব। তিনি অভিব্যক্তিবাদের প্রতি আবার তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—মনুষ্য বিবর্ত্তবাদের উচ্চ সোপানে সমাসীন হইলেও—কোন অদৃশ্যমান প্রাচীন জীবের সহোদর, কোন কশ্যপকন্যা প্রজাপতিসন্ততির অধস্তন বংশ। যে ঔরসে উরগ ও বিহঙ্গম জন্মিয়াছে, হয়ত মানবও তাহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

মনুষ্য সম্বন্ধে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ।

ডারুইন এবং হাক্সলী-প্রমুখ প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক-গণ মনুষ্যকে জীবজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্ত জীব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। জড়বাদিবৈজ্ঞানিক অনন্ত বৈচিত্র্যময় মানব মস্তিষ্কের বিস্ময়কর বিকাশ দেখিয়াও নরবানরের মধ্যে অধিক প্রভেদ দেখিতে পান না।

অধ্যাত্মবাদিগণ বলিতেছেন,—মনুষ্যজাতি পশুপক্ষী হইতে উদ্ভূত জীব নহে। মনুষ্য বিধাতার ঐশী শক্তিসম্পন্ন, নূতন সৃষ্টি।—জীবাত্মাই মনুষ্যের বুদ্ধ্যাদি মানসিক গুণনিচয়ের মূলীভূত কারণ। এই আত্মাই ঐশী শক্তি। মনুষ্য আত্মার শক্তিতে জীবজগৎ হইতে সম্পূর্ণ নূতনতর জীব। মনুষ্যের কশেরুকামজ্জা প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলীর সহিত জন্তুদিগের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিলেও মনুষ্যের ইচ্ছার স্বতন্ত্রতা আছে—অদৃষ্ট ও পুরুষকার আছে। অন্যান্য তির্য্যগ্‌জাতির ভিতরে তাহার প্রাথমিক বিকাশও দৃষ্ট হয় না। আত্মা মনুষ্যের জান্তব শরীরে রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন ক্রিয়ামাত্র নহে। বর্ত্তমান কালের বড় বড় বৈজ্ঞানিক ডারুইনের মতের প্রতি আর ততদূর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। মনুষ্য সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুদিগের দার্শনিক তত্ত্বালোচনা পাশ্চাত্য মানবতত্ত্বের সংস্কার বহির্ভূত। পিকার্ড সাহেব বলিয়াছেন,—মনুষ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন স্বাধীন মত প্রকাশ মানব-তত্ত্বালোচনার অন্তর্গত নহে। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণেরও ঐকমত্য নাই।

মনুষ্যের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি।

মনুষ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত দৃষ্ট হয়। কিন্তু অধুনাতন মতগুলি সমস্তই জীব-বিজ্ঞানের (Biology) উপর নির্ভর করিতেছে। মনুষ্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে দুইটী সম্প্রদায়ের মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটী সৃষ্টিবিষয়ক, অপরটী বিবর্ত্ত বা অভিব্যক্তিবিষয়ক। উভয়মতবাদীই সমস্বরে বলিতেছেন—মনুষ্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হইলেও মাতৃরূপা বসু-ন্ধরার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁহারা ভূস্তরের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তথায় মৎস্য কিম্বা কূর্ম্মের প্রকাণ্ড শরীর অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান আছে, কিন্তু সিংহ কিংবা শার্দ্দূলের পদচিহ্নমাত্র নাই। আবার তৎপরবর্ত্তী ভূস্তরে অতিকায় সরীসৃপের বিরাট্ শরীর সর্ব্বংসহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অযুত শতাব্দী পরে ভূপৃষ্ঠে মনুষ্য শিশু ভূমিষ্ঠ হয় নাই—ভূতত্ত্ব ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। জীবসৃষ্টির ক্রমবিকাশ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়—ইহার মধ্যে একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতি আছে।

এগাসিজ্ (Agassiz) প্রাণীতত্ত্বের পর্য্যালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—বিভিন্ন জাতীয় জীবসৃষ্টি বিষয়ে বিধাতার বিচিত্র বিধান বিজ্ঞানবাদীর বাহ্যপরীক্ষার বহুদূরে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিভিন্ন জাতিসৃষ্টির সমগ্র ইতিহাস অনুশীলন না করিলে মনুষ্যসৃষ্টির ক্রমবিকাশ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। [সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ]

এতদ্বিষয়ের দার্শনিকতত্ত্বগুলিও পরস্পর বিরোধী। পাশ্চাত্য মানবতত্ত্বশাস্ত্র গভীর গবেষণা দ্বারা মনুষ্যের নিকটতম পূর্ব্বপুরুষের অনুসন্ধানে এখনও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সুতরাং এ উভয় পক্ষের যুক্তিই ধীর ভাবে আলোচনা করাই শ্রেয়স্কর।

পণ্ডিত টাইলর (E. B. Tylor) মনুষ্যেতিহাস প্রবন্ধে মনুষ্যজাতির আদ্যুৎপত্তির বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন, ক্রমবিকাশবাদে অন্ধ পরমাণুর আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ ব্যতীত সৃষ্টির অন্য কোন প্রবর্ত্তক কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তাহাতে বুঝা যাইতেছে, সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব অস্বীকার না করিলে পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদকে আকস্মিক সৃষ্টিবাদ অথবা অন্ধকারণবাদ বলিতে হয়। মনীষা-সম্পন্ন পাশ্চাত্য বুধগণ অভিব্যক্ত অর্থাৎ স্থূলরূপে প্রকটিত জীবজগতের সাম্য ও বৈষম্য লইয়া যাদৃশ ব্যস্ত, মূলকারণ অনুসন্ধানে তাদৃশ তৎপর নহেন।

সৃষ্টিবাদী ও ক্রমাভিব্যক্তিবাদী উভয়দলই এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন—পৃথিবীতে সর্ব্বজাতীয় জীবের যুগপৎ আবির্ভাব হয় নাই। কারণ ভূতত্ত্ববিদ্‌পণ্ডিতগণের অব্যর্থ প্রমাণে এ বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে উভয় পক্ষই জীবজগতের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশ পর্য্যালোচনা করিয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে বলিতেছেন,—এক জাতীয় জীবের সহিত অন্য জাতীয় জীবের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য থাকিলেও—সেই জাতীয় জীব সাক্ষাৎসম্পর্কে অন্যের বংশোদ্ভব নহে। বানর হইতে মনুষ্যের বা মৎস্য হইতে সরীসৃপের সাক্ষাৎ জন্ম হয় না। তবে স্তন্যপায়িজীববর্গ মনুষ্য-জাতির পূর্ব্ববংশ হইতে পারে—কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বপুরুষ নহে।

ডারবিন ও হেল্‌মহোলজ্‌ (Helmholtz) প্রভৃতি ক্রমবিকাশবাদিরা বলেন যে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ঈশ্বরসংকল্প বা চৈতন্যের অপেক্ষা করে না, অচেতন প্রকৃতির অন্ধ নিয়মে অকস্মাৎ ঘটিয়া থাকে। সৃষ্টিবাদিরা বলেন, প্রত্যেক পত্রের বৃন্তস্খলনেও যখন বিধাতার নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না, তখন চেতনের অনধিষ্ঠিত অচেতন দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি হইতে পারে না। প্রকৃতির কোন একটী অনির্ব্বচনীয় শক্তিমত্তা স্বীকার না করিলে প্রকৃতিত্ব অসিদ্ধ হইয়া উঠে। চৈতন্যনিরপেক্ষ নৈসর্গিক নিয়মের অন্ধ চেষ্টা বা ক্রিয়া দ্বারা জীবের শরীর-যন্ত্র-সমূহের যথাযোগ্য সংবিধান হইতে পারে না। পণ্ডিত বীল্‌ (Beale) যথার্থই বলিয়াছেন যে, ডারুয়িন্‌ বা হেল্‌ম-হোলজ্‌ সহস্র চেষ্টা করিয়াও মনুষ্যের আদ্যুৎপত্তি বিষয়ক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

জীবজাতির মধ্যে নির্দিষ্ট পৈতৃকতা (hereditary varieties.)

সন্তানে পিতামাতার গুণাবলী কি পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, তাহা নির্ণয় করা মানবতত্ত্ব-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বপুরুষের গুণাবলী—সন্তানে সংক্রামিত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত তির্য্যগ্‌ জাতির মধ্যে বিরল নহে। কতকগুলি পিতৃধর্ম্ম শারীরিক, কতকগুলি কিয়ৎ পরিমাণে মানসিক। তন্মধ্যে, জাতিবিভাগের ১ম ধর্ম্ম ত্বকের বর্ণ:—

জাতি চিহ্নের মধ্যে বর্ণের বিশেষত্ব প্রথমে দেখা যায়। প্রাচীন মিশরের ভিন্ন ভিন্ন জাতির যে সুরঞ্জিত চিত্রপট আছে, বহু সহস্র বৎসরেও কোনজাতির তদপেক্ষা বর্ণের বিভিন্নতা অধিক হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী সুইডেনবাসিগণ হইতে হটেন্টট পর্য্যন্ত, কিম্বা পাটল বর্ণ মেক্সিকোবাসী হইতে পশ্চিম আফ্রিকার মসীকৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণের জাতিদিগের বর্ণবৈচিত্র্য ব্রোকার (Broca) জাতিচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে বিভিন্ন জাতির বর্ণবৈচিত্র্য সুন্দর রূপে পরীক্ষা করা যায়।

২য়, কেশের গঠন—কেশের বর্ণ অপেক্ষা গঠনপ্রণালী ও সজ্জা অনেকস্থলে জাতির বিভিন্নতা নির্দেশ করে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কেশের কর্ত্তিতাংশ পরীক্ষা করিলে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩য়, অবয়ব ও অঙ্গসৌষ্ঠব—গঠনপ্রণালী ও অঙ্গসৌষ্ঠব জাতি চিহ্নের একটী প্রধান অঙ্গ। কিন্তু অবয়বসংস্থান-বিষয়ে কোন সার্ব্বভৌমিক নিয়ম নাই।

৪র্থ, কপালের আকৃতি বা মস্তকের গঠন জাতিবিভাগের ৪র্থ অঙ্গ। বর্ণ-বৈচিত্র্যের নিম্নেই কপালগঠনকে স্থান দেওয়া উচিত। কপাল-গঠনের সূক্ষ্মতত্ত্ব-নির্দ্ধারণে বহুসংখ্যক শারীরতত্ত্বজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্লুমেনবাক্‌ (Blumenbach), রেজিয়াস্‌ (Regius), ভন্‌বেয়ার (Von Bear), ওয়েলকার (Welkar), ডেভিস্‌ (Davis), ব্রোকা (Broka), বাস্ক (Busk), লুকে (Lucæ), প্রভৃতি মনীষিগণের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এবম্প্রকারে অষ্ট্রেলিয়াবাসিগণের ও নিগ্রোদিগের সূচ্যগ্র-চিবুকাস্থি য়ুরোপীয়দিগের চিবুক অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। কপাল-বিৎ পণ্ডিতেরা কপাল-গঠনের অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচ্য হিন্দুশাস্ত্রেও কপালগঠনের তারতম্য-নির্দ্ধারণের ৫২ প্রকার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে।

৫ম, মুখাকৃতি—মনুষ্যের সমস্ত শরীর বিচ্ছিন্ন করিলেও একমাত্র মুখাবয়ব দেখিয়াই জাতিবিচার করিতে পারা যায়। মুখাকৃতির সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দর্শন করিয়া মনুষ্যের

জাতিনির্ণয় সহজেই হইতে পারে। তন্মধ্যে নাসিকার গঠন ও চিবুকের সংস্থান, ওষ্ঠাধরের আকৃতি, এবং নয়নের গঠনই বিশেষভাবে লক্ষ্যস্থল। মুখের পার্থক্যই জাতীয় চিহ্নের প্রধান উপাদান।

৬ষ্ঠ, ধাতুবৈচিত্র্য বা প্রকৃতি—(Constitution) এবং চরিত্র।—মনুষ্যজীবনের দৈনন্দিন জীবন-বৃত্ত জলবায়ুর প্রভাবে এবং দেশের প্রভাবে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। দেশভেদে শারীর-সামর্থ্যেরও ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। কোন কোন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, আবার কোন কোন জাতি বিপুল বংশবিস্তারে পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। দেশের প্রকৃতি বা নৈসর্গিক নিয়মের সহিত তদ্দেশস্থ জাতির সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি না থাকিলে সে সমস্ত জাতি অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এইরূপে পৃথিবীর অনেক অতীতজাতি বিরলপ্রায় হইয়াছে। কোন জাতি উদ্যমশীল, কোন জাতি ক্রোধপ্রবণ, কোন জাতি লজ্জাশীল, কোন জাতি সমাজপ্রিয়, কোন জাতি নির্জ্জনতাপ্রিয়, ইত্যাদি জাতীয়বৈচিত্র্য জাতিবিশেষের তারতম্য নির্দ্ধারণের পক্ষে উপায়-নির্দ্দেশক। এতদ্ভিন্ন জাতীয় চরিত্রের অনেক চিহ্ন অবলম্বন করিয়া জাতি নিরূপিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংঘর্ষ অনেক সময়ে বিজিত জাতিদিগের নানা অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

জাতিবিভাগের সাধারণ নিয়ম।

সকল জাতিরই কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। তদ্দৃষ্টে তাহাদিগের অবান্তরভেদ নির্ণয় করিতে পারা যায় আকৃতি বা প্রকৃতিগত বৈষম্যই জাতি-নির্ণয়ের মূলসূত্র।

কুইটিলেট (Quetelete) সাহেব জীবজাতির সংজ্ঞানির্দ্দেশ করিতে যাইয়া অনেকটা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক জাতির মধ্যে একটা গড় উচ্চতা নিরূপণ করিয়া তাহাকেই সেই জাতির উচ্চতার আদর্শ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ গুণ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ আকৃতি, বর্ণ, ভার প্রভৃতিরও গড় ধরিয়া আদর্শ স্থির করিয়াছেন।

জাতির সঙ্করতা।

বিভিন্ন জাতির পরস্পর সংমিশ্রণে যে কত প্রকার সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। দুইটা বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে যে কত প্রকার বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়, হাক্‌স্‌লী সাহেব তাহা নিরূপণ করিতে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, হটেণ্টট জাতি মূল-জাতি নহে। বুশ্‌মেন (Bushmen) এবং নিগ্রো জাতির মিশ্রণে এই সঙ্কর-জাতি এবং দক্ষিণ য়ুরোপবাসী মিশ্রবর্ণের (ধবল ও কৃষ্ণ বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণ) লোক সকল তুষারধবল উত্তর-য়ুরোপবাসী ও দক্ষিণএসিয়াখণ্ডবাসি-জাতিগণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

কি প্রকার মূল-জাতি হইতে বহুবিধ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা মানবতত্ত্ব-শাস্ত্রের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এ সম্বন্ধে বড় বড় মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিস্তর বাদানুবাদ চলিতেছে। ইঁহাদের মধ্যে দুইটা সম্প্রদায় আছে, কেহ কেহ একজাতিবাদী এবং অপর পক্ষ বহুজাতিবাদী। প্রথমপক্ষ বলিতেছেন, একমাত্র মানবদম্পতী হইতে এই বিশাল মানববংশের সৃষ্টি হইয়াছে। অপর পক্ষ বলিতেছেন যে, বিভিন্ন মানব-দম্পতী হইতে এই বিশাল মানববংশের উৎপত্তি হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোকগণ শেষে কেহ কেহ বাইবেলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকগণ বাইবেল-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে কল্পনার কমনীয় কক্ষে বিশ্রাম করিতে দিয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রাচীনকালে অরিষ্টটল প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের জাতি-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা ছিল,—একমাত্র মানবদম্পতী হইতে যাবতীয় জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। একের সহিত অন্যের বৈষম্যের কারণ—প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন। দেশভেদে ও জলবায়ুর বৈচিত্র্যেই জাতিবৈচিত্র্য সংঘটিত হইয়াছে। ইথিওপিয়-বাসিগণ সমমণ্ডলের প্রখর সূর্য্যকিরণে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং মেরুসন্নিহিত দেশবাসিগণ শীতাধিক্যে ও সূর্য্যের মৃদু কিরণে শ্বেতবর্ণ হয়। কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমানকালের প্রসিদ্ধ জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কোয়াটিরফেজেস্ (M. de. Quatrefages) একজাতিবাদের স্বপক্ষে বহুবিধ অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বাসস্থান ও জলবায়ুর প্রভাবে যে জাতীয় ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পার্ব্বত্য-জাতি ও সমতলক্ষেত্রের অধিবাসিগণের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে এবিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

কিন্তু বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিকগণ বহুজাতিবাদের স্বপক্ষে অনেক বাদানুবাদ করিতেছেন। কেহ কেহ অভিব্যক্তিবাদের সাহায্যে জাতিবৈচিত্র্যের কারণ দেখাইতেছেন। ডারুবিন বলিয়াছেন যে, একজাতীয় মনুষ্যের সহিত অন্য জাতীয় মনুষ্যের বিস্তর বাহ্যবৈষম্য ও পরস্পর শারীর যন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ওয়ালেস্ (A. R. Wallace) সাহেব

অভিব্যক্তির সুদৃঢ়ভিত্তির উপরে একজাতিবাদের যুক্তি সংস্থাপিত করিয়া বলিতেছেন,—অতি প্রাচীনতম কালে এক জাতি হইতেই বিবিধ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। যে যুগে নিগ্রো জাতির পিতা শ্বেতকায়দিগের পিতার সহোদর ছিলেন, তৎকালে তাঁহারা প্রাকৃতিক বিপ্লবের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হন নাই। প্রকৃতির অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি তাঁহাদিগের মধ্যে পরিস্ফুট ছিল না। সেইজন্ত জলবায়ু ও বাস্তশক্তি তাঁহাদিগের উপরে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বর্তমানকালে মানব শিক্ষা ও সভ্যতার উৎকর্ষ সংস্থাপন করিয়া প্রকৃতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং প্রকৃতির শক্তি মনুষ্যের পরিবর্তন ঘটাইতে তত কার্য্যকারিণী নহে। এই হেতু শ্বেতকায় মনুষ্য বহুশত বৎসর নিগ্রো কিংবা হটেণ্টট্‌দিগের জন্মভূমিতে বাস করিলেও তাহাদিগের সাজাত্য প্রাপ্ত হয় না। যে যুগে উলঙ্গ মনুষ্য নৈদাঘ রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে আতপত্রহীন হইয়া অরণ্যে দিগ্‌বিদিক্ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত—বর্ষার মুষলধার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইত—তৎকালেই সেই শীতাতপক্লিষ্ট মনুষ্য-জাতির উপরেই প্রকৃতি প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন মনুষ্য সভ্যতার প্রাথমিক যুগে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা করিল, পশু-চর্ম্মে ও বৃক্ষত্বকে শরীর আচ্ছাদন করিল,—পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সমাজশৃঙ্খলার সূত্রপাত করিল, তখন হইতে প্রকৃতির আধিপত্য কমিতে লাগিল।

বর্তমানযুগে শিক্ষাপ্রভাবে যে সভ্যতাগর্বিত মানবজাতি চঞ্চলা চপলার চাঞ্চল্য দূর করিয়া অঞ্চলবদ্ধা নর্ম্ম-সহচরীর ন্যায় তাহাকে ব্যজনীসঞ্চালনে নিযুক্ত করিয়াছে এবং তাহারই রূপপ্রভায় রাজপথ ও সৌধমালা আলোকিত করিতেছে—ইন্দ্রের অব্যর্থ অশনি-সম্পাত যে মানবের পক্ষে লক্ষ্যভ্রষ্ট, সেই সুসভ্য মানবজাতির প্রতি প্রকৃতিদেবী আর কি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন? অচিরেই যে তাঁহার রহস্যময় দুর্গ মনুষ্য অধিকার করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি! সুতরাং ওয়ালেস্ সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি যাহা করিবার তাহাই করিয়াছেন—আর তাঁহার প্রভুত্ব খাটিবে না, এখন মনুষ্য প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে সমর্থ। ওয়ালেসের যুক্তিপরম্পরাই একজাতিবাদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছে।

মনুষ্যের প্রত্নতত্ত্ব।

কিছুকাল পূর্ব্বে শিক্ষিত সমাজের বিশ্বাস ছিল যে, মনুষ্যজাতির ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে। কারণ ইংলণ্ডের প্রধান বিশপ আশার (Usher) গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ৪০০৪ খৃঃ পূঃ অব্দে পৃথিবী ও মনুষ্য যুগপৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের ইহাই বিশ্বাস ছিল। যাহা হউক, সে সব বিশ্বাস এখন কল্পনাকক্ষে বিশ্রাম করিতেছে। ভূতত্ত্বের প্রামাণিক সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিকগণ এক বাক্যে বলিতেছেন,—পৃথিবীর সৃষ্টি যে কত কোটি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে—তাহা গণনার অনধিগম্য। পৃথিবীর সর্ব্বকনিষ্ঠ মনুষ্যশিশুর বয়স গণনা করিয়াও তাঁহারা বয়সের "গাছ পাথর" পান নাই। ভয়ে ভয়ে অনুমানের আশ্রয় লইয়া তাঁহারা বলিতেছেন, মনুষ্যজাতির বয়স একলক্ষ বিংশতি সহস্র বৎসরের অধিক।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ের মৌলিকত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে ভূতত্ত্ববিদ্যার উন্নতি দ্বারা মনুষ্যের ইতিহাস অনেকাংশে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভূস্তরের যে অংশে প্রস্তরীভূত হস্তী, গণ্ডার, হায়েনা, ভল্লুক প্রভৃতি জীবের কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়,—সেই অংশেই মনুষ্যের অস্থি, মনুষ্যকঙ্কাল, মনুষ্যনির্ম্মিত প্রস্তরাদির অস্ত্র ও দ্রব্যবিশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয়, যে সমস্ত স্তন্যপায়ী জীব ধরণীর পৃষ্ঠ হইতে অদৃশ্য হইয়াছে, মনুষ্য তাহাদিগের সমকালে বিদ্যমান ছিল। ডাক্তার স্মার্লিং (Dr. Schmerling) বলেন,—যে সমস্ত গুহাভল্লুক (Cave-bear) অতি পূর্ব্বকালে পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করিত, তাহাদের কঙ্কালের নিকটেই মনুষ্যকঙ্কাল বিদ্যমান রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিৎ বুচার (Boucher de Perthes), রিগালোঁ (Rigollot) ফক্‌নার (Falconer), প্রেষ্টউইচ্ এবং ইভান্‌স্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ১৮৫০ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বহু গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিলেন যে, ডাক্তার স্মালিংএর বাক্য যথার্থ ও পরীক্ষাসিদ্ধ। তাঁহারাও দেখাইলেন যে, মনুষ্য Quaternary বা Drift যুগে প্রস্তরনির্ম্মিত কুঠার ব্যবহার করিত। অতিকায় হস্তিজাতির কঙ্কাল-পার্শ্বে মনুষ্যের তদানীন্তন প্রস্তরাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। মিঃ গড্‌উইন অষ্টিন্ (Mr. Godwin Austin) বহু পরীক্ষা দ্বারা উহা প্রমাণিত করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'যখন প্রস্তরীভূত ভিন্ন ভিন্ন প্রাথমিক জীবের কঙ্কাল ভূস্তরের নিম্নে অবিকৃতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই মনুষ্যেরও প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া যাইবে।'* তৎপরে ইংলণ্ডের অন্তর্গত কেণ্ট-প্রদেশের গুহা এবং মধ্য-ফ্রান্সের কোন কোন স্থান খনন করিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা দেখিলেন যে, বল্গাহরিণের কঙ্কালের পরেই ম্যামথজাতীয় হস্তীর কঙ্কাল বিদ্যমান আছে। ঐ সময়ের মনুষ্যগণ এস্‌কুইমো জাতির অনুরূপ

আচারব্যবহারসম্পন্ন ছিল। হস্তিদন্তে খোদিত বিভিন্ন চিত্রের আদর্শ অনেক পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বুঝা যায় যে, তদানীন্তন যুগেও মনুষ্য ভাস্করবিদ্যার রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছিল।

মনুষ্য সম্বন্ধে ইহার পূর্ব্বে আর কোন তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। তবে ইহা নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত যে, যে যুগে অতিকায় হস্তী দলে দলে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিত, বল্গাহরিণ তুষারক্ষেত্রে ছুটিয়া বেড়াইত, সেই অন্ধতম শৈলযুগেও মনুষ্য প্রস্তরাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মৃগয়া করিত, চিত্তবিনোদনের জন্য হস্তিদন্তে চিত্রের আদর্শ খোদিত করিত। এ বিষয়ে সার্ সি, লায়েল (Sir. C. Lyell's Antiquity of man) প্রণীত মনুষ্যের প্রত্নতত্ত্ব এবং সার্ জন্ লাবক্ (Sir John Lubbock's Prehistoric Times) প্রণীত প্রাগৈতিহাসিক কাল নামক পুস্তকদ্বয়ে সবিস্তার বর্ণনা আছে।

Quaternary যুগের মনুষ্যজাতির প্রত্নতত্ত্ব।

ইদানীন্তনকালে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ Quaternary যুগ পর্য্যন্ত মনুষ্যের স্থিতিকাল নির্ণয় করিয়াছেন। যে যুগে গণ্ডশৈলসঙ্কুলা তুষারময়ী প্রবাহিণী সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড ভাসাইয়া লইয়া দিগ্দিগন্তে প্রবাহিত হইত, তাহার পূর্ব্বে আর ভূস্তরে মানবের পদচিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই। সামান্যতঃ সে যুগের স্থিতিকাল দশ সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসের আলোক সে যুগে প্রবেশ করিতে অক্ষম, ক্ষীণ অনুমানালোকে সেই প্রত্যক্ষের অনধিগত বিবরণ সমুদায় নিরূপিত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তিসময়ের মনুষ্যব্যবহৃত ভূগর্ভনিহিত দ্রব্যাদির অস্তিত্ব অধিকতর সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা যায়। ইহার পরবর্ত্তী প্রাচীন শৈলযুগে (Palœolithic) মসৃণ প্রস্তরাস্ত্র আদৌ লক্ষিত হয় না। তৎপরে নবশৈলযুগে (Neolithic) মসৃণ এবং বিবিধ কারুকার্য্যসম্পন্ন প্রস্তরাস্ত্র পরিলক্ষিত হইয়াছে।

তাহার পরবর্ত্তিকাল অর্থাৎ প্রাথমিক লৌহযুগ (Bronze Iron Age) হইতেই যুরোপের ঐতিহাসিক কাল আরম্ভ হইয়াছে। মনুষ্যের প্রস্তরাস্ত্র যে স্তরে বিদ্যমান, সেই Quaternary যুগের জীবদিগের মধ্যে অনেক স্তন্যপায়িজীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল দৃষ্ট হয়, তাহাদের অনেক জাতিই পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। মামথ বা অতিকায় হস্তী, ঘনকেশবিশিষ্ট গণ্ডার এবং আয়র্লণ্ডদেশীয় এল্ক (Irish elk) আর পৃথিবীতে নাই। কস্তুরীবৃষ (Musk-ox) এবং বল্গাহরিণ (Reindeer) প্রভৃতি কোন কোন জাতি অনেক দূরবর্ত্তী প্রদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, তৎকালে ফ্রান্সদেশে অতি কঠোরতর জলবায়ু বিদ্যমান ছিল। প্রস্তরাস্ত্রধারী মনুষ্য হইতে ঐতিহাসিকযুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যে কাল গত হইয়াছে, ফ্রান্সের ইতিহাসের দুই সহস্র বৎসর, তাহার তুলনায় অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

এতদ্ভিন্ন নদী সকলের পূর্ব্বখাত এবং উপত্যকা সকলের ভৌগোলিক সংস্থান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান নদীপৃষ্ঠ হইতে তাৎকালিক নদীপৃষ্ঠসমূহ ২০০ দুই শত ফিট্ উচ্চে অবস্থিত ছিল।

মনুষ্য-নির্ম্মিত ইষ্টকাদির চিহ্ন।

মিঃ হর্নার (Mr. Horner) নীলনদের তীরবর্ত্তী ভূভাগ খনন করিয়া ৬০ ফিট নিম্নে ইষ্টকাদি এবং অন্যান্য দগ্ধ মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাতে অনুমিত হয়, নীলনদের পূর্ব্বখাত ৬০ ফিট মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত রহিয়াছে। সেই অতিপ্রাচীনকালেও তদ্দেশবাসী মনুষ্যেরা ইষ্টকাদির ব্যবহার অবগত ছিল। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, এক শতাব্দীতে ভূভাগে কএক ইঞ্চিমাত্র মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, নীলনদের তীরভূমিতে ৬০ ফিট মৃত্তিকা-সঞ্চয় হইতে বহু শতাব্দ অতিবাহিত হইয়াছে। অধ্যাপক মর্লো (Mr. Morlot) জেনিবা হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্তরাবলী পরীক্ষা করিয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ১৫০০ বৎসরে ভূমির উন্নতি ৪ ফিটের অধিক হয় না। গণনা করিলে দেখা যাইবে, যে কত প্রাচীনকালে নীলনদের তীরে মনুষ্যের প্রাথমিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল।

প্রত্যেক দেশের ভূ-স্তরাবলী পরীক্ষা করিলে তত্তৎ দেশের প্রাচীন বিবরণ জানিতে পারা যায়। কলিকাতার গড়ের মাঠে একটী কূপ খনন-কালে ৩০০ ফিট্ মৃত্তিকার নিম্ন হইতে মনুষ্য-ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং বড় বড় সুন্দরী বৃক্ষের কাণ্ড সমূলে পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে, আজি যেখানে সহস্র সহস্র বিচিত্র সৌধমালিনী চিত্তচমৎকারিণী পণ্যপরিপূর্ণা আপণশ্রেণী সমলঙ্কৃতা ভারতের রাজধানী, সেই স্থানের ৩০০ ফিট্ নিম্নে পূর্ব্ব কলিকাতার স্তরাবলী ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে। বঙ্গের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের নিকট আধুনিক হইলেও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে।

ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব।

পূর্ব্বে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ভূতত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়। কিন্তু মনুষ্যের লিখিত ইতিহাসেও খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। মিসরের 'পিরামিড' বা প্রস্তর-

স্তূপ-নিহিত বিবরণ হইতে তথাকার যাবতীয় প্রাচীন তত্ত্ব জানিতে পারা যায়।

প্রাচীন কাল্দীয় রাজ্যের ইতিহাস এবং রলিন্‌সন (Rawlinson) সাহেবের লিখিত "প্রাচ্য জগতের প্রাচীন পঞ্চসাম্রাজ্য" নামক পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টের জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কাল্দীয় এবং মিসর রাজ্যে জাতীয় সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। সার্ জন্ ডেভিস্ (Sir John Davis) প্রণীত চীনদেশের বিবরণ-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তথায় খৃষ্টের জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তদ্দেশীয় রাজবংশ সিংহাসনে সমাসীন হইয়া রাজদণ্ড পরিচালন করিতেন। ভারতবর্ষের জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতীচ্য বুধমণ্ডলী সভয়ে এবং আশঙ্কিত কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের অন্ততঃ ৪।৫ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদ বিরচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ভূস্তরাবলী নিয়মিতরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। কেবল প্রত্নতত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান করিতেছেন মাত্র। তথাপি 'ভারতীয় ভূতত্ত্ব' নামক পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন কালে ভারতের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। তাঁহারা বলিয়াছেন, বিন্ধ্য পর্ব্বত একটী অতি প্রাচীনতম অগ্নি-গিরি। যে দিন সজীব আগ্নেয়গিরি বিন্ধ্য অগ্নিহীন হইল, যে দিন যৌবনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার শাস্তিরূপে ইন্দ্রকর্ত্তৃক বিন্ধ্যের পক্ষ ছিন্ন হইল, যে দিন নিস্তেজ এবং দুর্ব্বলসত্ত্ব বিন্ধ্যগিরি অগস্ত্যের পদে চিরপ্রণত হইল, সে দিনের ইতিহাস বিংশতি-সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে অবস্থিত। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দাক্ষিণাত্যের শৈলখণ্ড পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, সে গুলি আগ্নেয়গিরি হইতে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডমাত্র। সুতরাং কতকাল পূর্ব্বে ভারতের পূর্ব্বাকাশে সভ্যতার প্রথম অরুণকিরণ দৃষ্ট হইয়াছিল, কে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবে?

ভাষা ও শিক্ষার প্রথম বিকাশ।

প্রতীচ্য বুধমণ্ডলী বলিতেছেন,—প্রাচীন শৈলযুগ হইতেই মানবসমাজে সভ্যতার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন মিসর, বাবিলন ও চীনদেশের পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া তাঁহারা উক্ত সিদ্ধান্ত পরীক্ষিত ও সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা সমুদয় পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন যে, হিব্রুর সহিত আরবী ভাষার নৈকট্য অধিক,—ইহাতে অনুমান করা যায় যে, উক্ত ভাষাদ্বয় এক পিতার দুই সহোদর। কালধর্ম্মে পিতৃভাষা অন্তর্হিতা। সেই লুপ্ত ভাষাই সেমিটিক সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা ছিল। তাঁহারা ঐ প্রাচীন ভাষার অধিকাংশ শব্দের সাদৃশ্য ও উচ্চারণগত সমতা দর্শন করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন যে, সমস্ত ভাষাগুলিই এক বিলুপ্ত সাধারণ পিতৃভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সকল হইতে মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ইতিহাসের সীমাবদ্ধ বিবরণ ভাষাসৃষ্টির প্রথমকালে সংঘটিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে ইতিহাসের অনধিগম্যকালে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছিল,—ভূতসাক্ষী ইতিহাস তদ্বিষয়ে নিরুত্তর। [কি প্রকারে পশুপক্ষীর আকার হইতে সাঙ্কেতিক চিহ্ন অবলম্বন করিয়া ভাষার সৃষ্টি হইল তৎবিবরণ বাগ্‌বিজ্ঞান ও বর্ণমালা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভাষাবিজ্ঞান।

ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—অতি প্রাচীন কালে সকল জাতিরই বাক্যকথনপ্রণালী একরূপ ছিল। পরে দেশভেদে যখন জাতিবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইল, তখন হইতেই উচ্চারণের বৈষম্য উপস্থিত হইয়া জাতীয় চরিত্রের অনুরূপ ভাবে ভাষার বিভিন্নতা হইতে থাকিল। ব্যাকরণ এবং অভিধানাদির গঠনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক অভিনব বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত হইতেই সভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে।

মূকেরা যেমন সঙ্কেত দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, সেইরূপ মানবজাতি প্রথমাবস্থায় সঙ্কেত এবং বিভিন্ন চিহ্নদ্বারা অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিত। পরে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। সঙ্কেত যে ভাষার প্রাথমিক সোপান, তাহা প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। মনের আবেগ, দুঃখ, বিস্ময়, এবং ক্রোধপ্রকাশক ভাষাগুলি সমস্ত জাতিরই প্রায় একরূপ।

গত অর্দ্ধ শতাব্দমাত্র ভাষাবিজ্ঞানের বা বাগ্‌বিজ্ঞানের (Philology) সৃষ্টি হইয়াছে। এই অল্প সময় মধ্যে উক্ত শাস্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাদির বংশপরম্পরা এবং উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি প্রভৃতি নির্ণয়ে অনেক কৃতকার্য্য হইয়াছে।

কোন কোন সম্প্রদায়ের ভাষাবিজ্ঞানবিদেরা বলিয়া থাকেন, সংস্কৃত কিংবা আরবী, চীন, কিংবা পেরুভিয়ান—কোন কালেই এক ভাষা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, ভিন্ন ভিন্ন নিরপেক্ষ-ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। উভয় মতের বিস্তর বাদানুবাদ চলিতেছে, অদ্যাপি কোন মতেরই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় নাই।

ভাষা ও সভ্যতা।

ভাষার প্রাধান্যে জাতীয় চরিত্র কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত

হয়, তাহা চিন্তাশীল মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়া গিয়াছেন। যে সমস্ত রাজনৈতিক কারণে জাতীয় চরিত্র পরিবর্ত্তিত হয়,—ভাষাই তাহার প্রধান অস্ত্র। কারণ ভাষাতেই জাতীয় চিন্তারাশি অনুস্যূত থাকে। ভাষা অধ্যয়ন কালে সেই সমস্ত ভাবরাশি জাতীয় চরিত্রে প্রবেশ করিয়া বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করে। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। যখন লাটিন ভাষা য়ুরোপখণ্ডে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তখন সমস্ত য়ুরোপ ইতালীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। যখন এক জাতি অন্য জাতীয় ভাব গ্রহণ করিতে থাকে, তখন তাহার সঙ্গেই ভাবপ্রকাশক বাক্যগুলিও স্ব স্ব ভাষার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লয়। যখন পারসিক জাতির সৌভাগ্যসূর্য্য মধ্যগগনে বিরাজমান ছিল—যখন তাহাদিগের বিজয়বৈজয়ন্তী হিন্দুস্থান হইতে আটলান্টিকের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল—তখন সমস্ত ভাষাই আদরের সহিত পারস্যভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার শৈশব-দেহে পারস্য ভাষার করলেখা বিরাজিত রহিয়াছে এবং জাতীয় চরিত্রে যে যাবনিক ভাবের সংক্রমণ না হইয়াছে, তাহা কে বলিবে?

দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ী ভাষা সংস্কৃত ভাষার শব্দ-সম্পত্তিতে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। এইজন্য তামিল ভাষায় এক্ষণে সংস্কৃতের অনেক ভাব প্রবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমান কালে ইংরাজি ভাষার অনুশীলন-প্রাদুর্ভাবে—ভাষায়, সমাজে, সাহিত্যে এবং জাতীয় চরিত্রে যে সমস্ত পাশ্চাত্য ভাব প্রবেশ করিয়াছে,—মানবতত্ত্বজ্ঞ চিন্তাশীল ব্যক্তির তাহা ভাবিবার বিষয়। কেবল ভারতে নহে, সমস্ত ইংরাজধিকৃত স্থান হইতে এইরূপ বিজাতীয় ভাব ও ভাষার সংঘর্ষে বাঙ্গালী প্রভৃতি জাতির জাতীয় চরিত্রে যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে,—ভাষাশিক্ষাই তাহার মূল কারণ। আবার জর্ম্মাণ প্রভৃতি সুশিক্ষিত পাশ্চাত্য জাতি সংস্কৃতালোচনে বদ্ধপরিকর হইয়া জাতীয় অভিধানের মধ্যে বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিতেছেন। কিয়ৎ পরিমাণে প্রাচীন ঋষিগণের উদ্ভাবিত চিন্তাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা দার্শনিক তত্ত্বাদিতে অনেকাংশে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের ভবিষ্য চরিত্র কি ভাবে গঠিত হইবে, কে বলিবে? জ্ঞানের উজ্জ্বলালোকে আর্য্য ঋষি-প্রবর্ত্তিত চিন্তামার্গ এবং হিন্দুদর্শনের অবলম্বিত পন্থাই যদি সভ্যতাগর্ব্বিত পাশ্চাত্য জাতির নিকট যথার্থ বলিয়া সিদ্ধ হয়—তবে প্রতীচ্য বিদ্বৎ-সমাজ প্রাচ্য ভাবের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবেন না। ভাষাশিক্ষায় জাতীয় চরিত্রের যে কতদূর পরিবর্ত্তন ঘটে, বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালীর আচারব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সভ্যতার বিকাশ ও পরিপুষ্টি।

অসভ্যাবস্থায় মনুষ্য যেদিন প্রকৃতির অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য গিরিগহ্বরে ও বৃক্ষকোটরে মস্তক রক্ষা করিত, সেই দিন হইতে সভ্যতালোকিত বিংশ শতাব্দীর মনুষ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়া-র্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। ইংরাজ জাতির ইতিহাস অক্ষরে অক্ষরে এই বাক্যের পোষকতাও প্রমাণ করিতেছে। যাহারা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রোমের শৃঙ্খলাবদ্ধ দাস ছিল—আজি সেই জাতি সাগরাম্বরা বসুন্ধরার অধিকাংশ স্থানের রাজ-রাজেশ্বর। তাঁহাদিগের বিজয়বৈজয়ন্তী—অদ্রির তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে জলধির উন্মত্ত কল্লোল কোলাহলে—সমভাবে উড্ডীয়মান। যাঁহাদিগের দেশে সূর্য্য ছয় মাসেও দেখা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন—আজি দিবাকর তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্যে অস্ত গমন করেন না। তাঁহাদিগের ইতিহাস পাঠ করা ও সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করা একই কথা। যাহারা মস্তকের অবেণীবদ্ধ কেশগুচ্ছে ড্রুইডদিগের চরণরেণু মুছাইয়া দিত—আজি তাহাদের বংশধরগণ বিধাতাকেও সৃষ্টিকার্য্যে অক্ষম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান্। তাঁহারা যেন তপস্যালব্ধ আর্ষ বলে বলীয়ান্ হইয়া অভিমান-দৃপ্ত বিশ্বামিত্রের ন্যায় জগতে নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত করিতে অগ্রসর। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্যের সভ্যতার ধারাবাহিক ইতি-হাস আছে এবং সেই সভ্যতার সোপানপরম্পরা বিবর্ত্তের ও বিকাশের উন্নতিশীল সনাতন-নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যে মনুষ্য একদিন অযত্নসম্ভূত ফলমূল রন্ধন করিতে জানিত না, মৃগয়ালব্ধ পশুমাংস অপক্ব ভক্ষণ করিত--আজি যন্ত্রমধ্যস্থ তীব্র হুতাশনের তীক্ষ্ণ উত্তাপে ভস্মীভূত না হইতেছে—এমন পদার্থই নাই।

মানবতত্ত্ব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরপরীক্ষা করিয়া বিকাশ-পদ্ধতির কারণাবলী প্রদর্শন করে। ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে অতী-তের দৃষ্টান্তাবলী ঘোষণা করিয়া বলিতেছে—জ্ঞানের বিস্তার দ্বারাই সভ্যতার বিকাশ, অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন, অজ্ঞাত-তত্ত্বের আবিষ্কার, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি এবং মানব জাতির সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। আর্চবিশপ হোয়েট্‌লী (Whately) 'সভ্যতার উৎপত্তি' (Origin of Civilisation) নামক গ্রন্থে এবং টাইলর (Tylor) 'মনুষ্যেতিহাস' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, যেমন এক জাতীয় মনুষ্য বিবর্ত্তের উচ্চ আবর্ত্তে—উন্নতির সোপানে উঠিতেছে, অন্য জাতীয় মনুষ্য সেইরূপ অধঃপতনের

পিচ্ছিলপথে পড়িয়া যাইতেছে। জাতির উন্নতি ও অবনতি অনেকাংশে বিভিন্ন জাতির সহিত সংঘর্ষের ফল।

প্রায় সমস্ত দেশের পৌরাণিক গ্রন্থ ও ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছেন,—যে একমাত্র মানবদম্পতী হইতে এই পরিদৃশ্যমান বিরাট্ মনুষ্যসমাজ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই আদিম মনুষ্যদম্পতী বনে বনে মৃগয়া করিতেন, স্বহস্তে হলচালনা করিতেন। ইহা দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, মনুষ্য অভিব্যক্তিবাদের ক্রতপদক্রমে উন্নতির শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছে। কেবল হেসিয়ড্ (Hesiad) গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, সর্ব্বপ্রথমজাত মনুষ্যদম্পতী সভ্যতার সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহাদিগের সময়ে সত্য অথবা সুবর্ণযুগ বিদ্যমান ছিল। হিন্দুশাস্ত্রের মানবতত্ত্ব এইরূপ সিদ্ধান্তে সংস্থাপিত।

বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, পশুপ্রায় এস্কুইমো জাতি অভিব্যক্তির অনন্ত আবর্ত্তেও সুসভ্য মনুষ্য হইতে পারে না। কিন্তু মিশর, গ্রীস্, আসিরীয়, বাবিলন, চীন প্রভৃতি দেশসমূহের ভুস্তরাবলীর আলোচনা করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবং মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, সর্ব্বদেশেই এক সময়ে শৈলযুগ বিরাজমান ছিল। সেইকালের মনুষ্যগণ প্রস্তরাস্ত্র লইয়া মৃগয়া করিত। এই সমস্ত যুক্তিতে মানবতত্ত্ব অভিব্যক্তিবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে।

যাহা হউক বৈজ্ঞানিক বুধমণ্ডলী এখন এক বাক্যেই স্বীকার করিতেছেন যে, প্রাথমিক সভ্যতার ক্ষুদ্রাঙ্কুর হইতে আজি বিজ্ঞানের বিচিত্র বৈভবসম্পন্ন বহুবিস্তীর্ণ সভ্যতাপাদপের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবীতে জাতি বিশেষের অবনতি হইলেও সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সভ্যসমাজে আদিম রীতিনীতির অনুজীবিত্ব।

টাইলার সাহেব 'প্রাথমিক শিক্ষা' নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, মনুষ্য এক্ষণে শিক্ষা ও সভ্যতার উচ্চসোপানে অধিরূঢ় হইলেও প্রাথমিক বর্ব্বরসমাজের আচারব্যবহারের কতকগুলি সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ইংরাজ পাদ্রীর সামরিক চিহ্নযুক্তবেশ (Coat of Arm) ধারণ প্রাথমিক যুদ্ধপ্রধানযুগের পরিচয়স্থল। বর্ত্তমান হিন্দুজাতি ইংরাজি সভ্যতায় সুসভ্য হইলেও যজ্ঞীয় পবিত্র অগ্নি উৎপাদনের জন্য দেশলাই ব্যবহার না করিয়া অরণিসংযোগে পবিত্রাগ্নি উৎপাদন করেন। ইংরাজেরা অতি সভ্য এবং বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলেও বাইবেলের কুসংস্কার ভুলিতে পারেন না, সেইজন্য এখনও তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত আত্মীয়বর্গের প্রেতাত্মার পরিতর্পণের জন্য অসভ্য জাতিদিগের অনুকরণে পিণ্ডতর্পণাদির (All Soul's Supper) ব্যবস্থা আছে। যাদুবিদ্যা প্রভৃতিতেও অসভ্য সমাজের সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহারা কোন কোন পশুপক্ষীর রবে ভাবী অমঙ্গলের পূর্ব্ব সূচনা মনে করে—তাহাদের ভিতরেও আদিম অবস্থার চিহ্ন বিদ্যমান দেখা যায়।

টাইলর সাহেবের সিদ্ধান্ত যে সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহা নহে। বিজ্ঞান মৃত্যুর পরপারে যাইতে অক্ষম। রসায়ন বিশ্লেষণের অনন্ত পরীক্ষায় চেতনাশক্তির উপাদানসংগ্রহে অক্ষম। সুতরাং অজ্ঞেয়তত্ত্বের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে টাইলরের বাক্য গ্রহণীয় নহে। হিন্দুজাতি যোগবলে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানেও যোগবলের প্রভূত অনুশীলন হইতেছে—তাহা যে কেবল বিজ্ঞানের গণ্ডী রেখায় সীমাবদ্ধ তাহা কে বলিল?

অভিব্যক্তি ও সাধারণ বিভাগ।

সভ্যতার ইতিহাসের স্তরাবলী পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, সর্ব্ব প্রথমে শৈলযুগ (Stone-Age) সর্ব্বদেশেই বিদ্যমান ছিল। তখন মনুষ্যসমাজে ধাতুর ব্যবহারের নাম মাত্র ছিল না। পরে পিত্তল-যুগের (Bronze-Age) প্রাদুর্ভাব হয়। তৎপরে লৌহযুগ। কিন্তু কোন কোন দেশে শৈলযুগের পরেই লৌহ-যুগের আবির্ভাব। মনুষ্য লৌহের ব্যবহার অবগত হইয়া ভূমি কর্ষণ করিল, অরণ্যে বৃক্ষ কর্ত্তন করিল, গিরিগহ্বর ত্যাগ করিয়া পর্ণশালায় বাস করিল, ক্রমে আপন সমাজের পরিপুষ্টি করিয়া লইল। ধীরে ধীরে শিল্প ও বাণিজ্যের অঙ্কুর উদ্গত হইল। ক্রমে ক্রমে শিক্ষার উৎকর্ষে মনুষ্য লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময় হইতে মনুষ্য-সমাজে পরিবর্ত্তন-স্রোত প্রবলবেগে বহিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তন-শৃঙ্খল সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করাই মানবতত্ত্বের উদ্দেশ্য। বিংশ শতাব্দের সভ্যতার বিশাল ইতিহাসও মানবের ভাবী উন্নতির সোপান মাত্র। স্থিরভাবে অভিব্যক্তির স্তরাবলী পরীক্ষা করিলে প্রতীতি হইবে যে, উন্নতির বিরাম নাই। যে মনুষ্য একদিন ঘণ্টায় দুই ক্রোশ মাত্র ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইত—আজি সেই মানব ঘণ্টায় অনায়াসে ৫০ ক্রোশ অতিক্রম করিতেছে। যাহার দৃষ্টি এক দিন সূক্ষ্ম আবরণের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিত না, আজি সেই দৃষ্টি আলোকবিজ্ঞানের ধূমল-রশ্মির (X. Rays) সাহায্যে দুর্ভেদ্য কাষ্ঠপ্রাচীরের ভিতর দিয়া দেখিতে পাইতেছে, বহু যোজনান্তে অবস্থিত গ্রহনক্ষত্র প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিতেছে,—চর্ম্মচক্ষুঃ মাংসের ভিতর দিয়া অস্থি সংস্থান অবলোকন করিতেছে। যে,

একদিন গ্রামান্তরে সংবাদ পাঠাইতে আকুল হইত, আজি সেই মানব পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তে সংবাদ প্রেরণ করিতেছে এবং অনন্ত অন্তরীক্ষে ভ্রাম্যমাণ মঙ্গলবাসী জীবগণের সহিত সম্বন্ধস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছে। মনুষ্য যন্ত্রশক্তির উৎকর্ষ-সংস্থাপন করিয়া চঞ্চলা সোদামিনীকে কিঙ্করী করিয়া অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত করিয়াছে।

এই অনন্ত উন্নতির লক্ষ্যস্থল কোথায়? মানবতত্ত্ব তাহা বলিতে পারে। মানবতত্ত্ব মনুষ্যের ভূক্ত লইয়া এত ব্যস্ত থাকিলেও ভবিষ্যৎ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে। তবে ইহা নিশ্চিত যে, কত উন্নত এবং সুসভ্য প্রাচীন জাতি ধরা-পৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে—কত শত জাতির ভাগ্যাকাশ অমানিশীথিনীর সূচিভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, কত কত জাতি শ্মশানের সমীপে নীত হইয়াছে, কিন্তু মানব জাতি-রূপ বিরাট্ বিগ্রহের অবনতি নাই। উন্নতিই তাহার নিয়ম-বদ্ধ পদ্ধতি—অভিব্যক্তিই তাহার সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তিভূমি। কোথায় এবং কতদুর যাইয়া এই উন্নতির গতি ক্ষান্ত হইবে—তাহা কে বলিতে পারে। মনুষ্যের অতীত যেমন প্রহেলিকা-প্রচ্ছন্ন, ভবিষ্যৎ সেইরূপ অনুমানের অনধিগম্য। সৃষ্টিপ্রবাহ সাদি কি অনাদি, সান্ত কি অনন্ত, সে বিষয়ের মীমাংসা সম্বন্ধে সীমাবদ্ধজ্ঞানবিশিষ্ট মনুষ্য কখনই সমর্থ হইবে না।

মানবপতি (পুং) রাজা। (বৃহৎস০ ১১।৬)

মানবর্জ্জক (পুং) জাতিবিশেষ।

মানবর্জ্জিত (ত্রি) মানেন বর্জ্জিতঃ। মানরহিত, মানহীন।

"তস্মাৎ ত্বং নর্ত্তনঃ পার্থ স্ত্রীমধ্যে মানবর্জ্জিতঃ।"(ভা০ ৩।৪৬ ৪৮)

২ নীচ। (ধরণি)

মানবর্ত্তিক (পুং) প্রাচ্য জনপদবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু০ ৫৭।৪৩) জৈন হরিবংশমতে এই স্থান মানভূমের অন্তর্গত। ২ তদ্দেশ-বাসী লোক।

মানবলক (পুং) জাতিভেদ। ইহার পাঠান্তর মানবর্জ্জক।

মানবাচল (পুং) পর্ব্বতভেদ।

মানবাদ্য (ক্লী) সামভেদ।

মানবী (স্ত্রী) মানব স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্। মনুষ্য-স্ত্রী, স্ত্রীজাতি। পর্য্যায়—মানুষী, মানুষী, নারী। (শব্দরত্না০)

"দিবৌকসং কাময়তে ন মানবী নবীনমপ্রাবি তবাননাদিদং।"
(নৈষধ ৯।৪২)

২ শাসন-দেবতাবিশেষ। (হেম) ৩ স্বায়ম্ভুব মনুকন্যা। (ভাগ০ ৩।১৩।৩)

মানবীয় (ত্রি) ১ মনুসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ১ দণ্ডভেদ।

মানবেন্দ্র (পুং) মানবানাং ইন্দ্রঃ। রাজা।

মানবেয় (পুং) মনুর গোত্রাপত্য।

মানবোত্তর (ক্লী) সামভেদ।

মানবৌঘ (পুং) মানবানাং ওঘঃ যস্মিন্। তারাবিদ্যা-পীঠের উত্তরে বায়ু হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত পূজ্য গুরু-পঙ্‌ক্তি বিশেষ। তন্ত্রমতে তারাদেবীর পূজনে মানবৌঘ পূজনীয়। ভানুমত্যম্বা, জয়াম্বা, বিদ্যাম্বা, মহোদর্য্যম্বা, সুখা-নন্দনাথ, পরানন্দনাথ, পারিজাতানন্দনাথ, কুলেশ্বরানন্দনাথ, বিরূপাক্ষানন্দনাথ এবং ফেরব্যম্বা এই সকল দেবতা তারাদেবীর গুরুপঙ্‌ক্তি। ইহাঁদিগকে মানবৌঘ কহে।* মানবানাং ওঘঃ। ২ মানবসমূহ। মনুষ্যসমূহ।

মানব্য (ক্লী) মানবানাং সমূহ ইতি (ব্রাহ্মণমাণব-বাড়বাদ্ যন্। পা ৪।২।৪২) ইতি যন্। ১ মানবসমূহ। পাণিনির ঐ সূত্রে মূর্দ্ধন্য মধ্যমানব শব্দের উত্তর যন্ হয়, কিন্তু কাহার কাহারও মতে দন্ত্য 'ন' মধ্য মানব শব্দের উত্তর যন্ হইয়া এইস্থলে মানব্য পদ হইয়াছে। মনোর্গোত্রাপত্যং (গোত্রাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি মনু-যঞ্। (ত্রি) ২ মনুর গোত্রাপত্য, মনুবংশীয়।

মানব্যায়নী (স্ত্রী) ১ বালকসমূহ। ২ যুবকসমিতি।

মানঃশিল (ত্রি) মনঃশিলাসম্বন্ধীয়।

মানস (ক্লী) মন এব মনস্ (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।৪।৩৮) ইতি স্বার্থে অণ্। ১মনঃ। [ইহার বিশেষ বিবরণ মনস্ শব্দে দেখ] মনসি ভবঃ জাতো বা মনস্-অণ্। (ত্রি) ২ মনোভব, সঙ্কল্প। মানসকল—

"বিষয়েষ্বতি সংরাগো মানসো মল উচ্যতে।" (একাদশীতত্ত্ব)

মন অতিশয় বিষয়াসক্ত হইলে তাহাকে মানস মল কহে। মনে যাহা কিছু হয়, তাহারই নাম মানস। মন বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইলে চিত্ত মলিন হয়। এইজন্য উহাকে মানস-মল কহে। মুমুক্ষু ব্যক্তির মানস মল পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

---

* তারাবত্যম্বভানুমত্যম্বজয়াম্ববিদ্যাম্বমহোদর্য্যম্বসুখানন্দনাথপরানন্দনাথ-পারিজাতানন্দনাথকুলেশ্বরানন্দনাথ-বিরূপাক্ষানন্দনাথফেরব্যম্বাঃ পূজয়েৎ। এতে মানবৌঘাঃ। তথা চ তন্ত্রে—

"হরিনাথো মানবৌঘান্ শৃণু বক্ষ্যামি তদ্গুরূন্।
তারাবতী ভানুমতী জয়াবিদ্যা মহোদরী।
সুখানন্দঃ পরানন্দঃ পারিজাতঃ কুলেশ্বরঃ।
বিরূপাক্ষঃ ফেরবী চ কথিতং তারিণীকুলম্॥
আনন্দনাথশব্দান্তা গুরবঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ।
স্ত্রিয়োঽপি গুরুরূপাশ্চ অম্বান্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (তন্ত্রসার তারাপ্র০)

মানস তাপ—

"কামক্রোধভয়দ্বেষলোভমোহবিষাদজঃ।

শোকাসূয়াজমানের্ষ্যা-মাৎসর্য্যাদিভয়স্তথা।

মানসোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ তাপো ভবতি নৈকধা॥" (বিষ্ণুপু°৬।৫)

কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অসূয়া, অপমান, ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি মানস তাপ। 'মনোগ্রাহ্যং সুখং দুঃখং' সুখ বা দুঃখ এই দুইই মনোগ্রাহ্য, অর্থাৎ মনেই এই সকলের অনুভব হইয়া থাকে। কাম-ক্রোধাদি দ্বারা মনে দুঃখোৎপত্তি হয়, এইজন্য উহাদিগকে মানস তাপ কহে। সাঙ্খ্যদর্শনে লিখিত আছে "দুঃখং দ্বেধা শারীরং মানসঞ্চ কামক্রোধাদিনিমিত্তং মানসং"(সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

প্রথমতঃ দুঃখ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক। তাহার মধ্যে আবার আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার, শারীর এবং মানস।

বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার বৈষম্য জন্য শারীর এবং কাম-ক্রোধাদি নিবন্ধন মানস দুঃখ হইয়া থাকে। [দুঃখ শব্দ দেখ]

ত্রিবিধ মানসকর্ম্ম—

"পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।

বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

পরদ্রব্যবিষয়ে অভিধ্যান, মনঃ দ্বারা অনিষ্টচিন্তা এবং মিথ্যাভিনিবেশ এই ত্রিবিধ মানস কর্ম্ম। মানস রোগ "কাম-ক্রোধলোভ-মোহ-ভয়াভিমানদৈন্যপৈশুন্যবিষাদের্ষাসূয়ামাৎসর্য্য-প্রভৃতয়ঃ, অথবা উন্মাদাপস্মারমূর্চ্ছা ভ্রমতমঃ সংন্যাস-প্রভৃতয়ঃ" (ভাবপ্র°)

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,ভয়, অভিমান, দৈন্য, পৈশুন্য-বিষাদ, ঈর্ষা, অসূয়া, মাৎসর্য্য প্রভৃতি মানস রোগ অথবা উন্মাদ, অপস্মার, মূর্চ্ছা, ভ্রম, তমঃ ও সন্ন্যাস প্রভৃতি রোগকে মানস রোগ কহে।

মনসা সঙ্কল্পেন কৃতমিত্যণ্। ৩ সরোবরবিশেষ।

"কৈলাসপর্ব্বতে রাম মনসা নির্ম্মিতং পরম্।

ব্রহ্মণা নরশার্দ্দূল তেনেদং মানসং সরঃ।" (রামা° ১।২৪)

কৈলাসপর্ব্বতে ব্রহ্মা মনঃসঙ্কল্প দ্বারা যে সরোবরনির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম মানস সরোবর। [মানসরোবর দেখ।]

(পুং) ৪ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১৬) ৫ শাল্মলী দ্বীপের বর্ষবিশেষ। (মৎস্যপু° ৫৩।২১) ৬ পুষ্করদ্বীপস্থ পর্ব্বতবিশেষ। "দ্বীপার্দ্ধস্য পরিক্ষিপ্তঃ পশ্চিমে মানসো গিরিঃ।" (মৎস্যপু°৫৩অ°)

৭ সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য° ৩৩।৫০)

মানস, আসাম-প্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। ভোটানের গিরিমালার মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে (অক্ষা° ২৬°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০°১৪´ পূর্ব্বে) গোয়ালপাড়া নগরের সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদে আসিয়া মিশিয়াছে। গোয়ালপাড়ার অপর পারে অর্থাৎ নদীর পূর্ব্বকূলে প্রসিদ্ধ কামরূপ রাজ্য ও তীর্থ। যোগিনীতন্ত্রে এই নদীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

আই, বুড়িআই, গবুর, কাণামাকড়া, দোলানী ও চাউল-খোয়া নামক কএকটী শাখা-নদী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করি-তেছে। সকল সময়েই এই নদীর বক্ষ দিয়া নৌকাযোগে যাতায়াত করা যায়। সমতলক্ষেত্রে ইহার গতি নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল।

মানসচারিন্ (ত্রি) মানস-চর-ণিনি। মানস-সরোবরে বিচ-রণকারী হংসভেদ।

মানসজপ (পুং) মানসেন কৃতো জপঃ। বুদ্ধি দ্বারা বর্ণমালার উচ্চারণ। মনে মনে জপ। এইরূপ জপ অন্যবিধ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ অন্যজপে শুচি হইয়া জপ করিতে হয়, কিন্তু মানসজপে তাদৃশ কোন নিয়ম নাই। এই জপে বর্ণ, স্বর, পদাত্মিকা অক্ষর-শ্রেণী অর্থাৎ মন্ত্রস্বরূপ বর্ণ সকল মনে মনে মন্ত্রার্থ সকল উপলব্ধি করিয়া যথাযথরূপে বুদ্ধি দ্বারা উচ্চারণ করিয়া যে জপ করা হয়, তাহাকে মানসজপ কহে। এই জপ শয়ন, উপবেশন, গমন প্রভৃতি সকল সময়ই করা যাইতে পারে। [জপ দেখ]

"ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাম্।

উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ। তজ্জপে নিয়মো নাস্ত্যেব, তথা চ—

অশুচির্বা শুচির্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।

মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সমভ্যসেৎ।

ন দোষো মানসে জাপ্যে সর্ব্বদেশেঽপি সর্ব্বদা॥" (তন্ত্রসার)

মানসতীর্থ (ক্লী) মানসং তীর্থমিব, রাগাদ্যভাবাত্তথাত্বং। রাগাদিরহিত মন, যে মন হইতে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি অসদ্‌গুণ অপনীত হইয়াছে, যে মনের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইয়া রজঃ এবং তমোগুণ অভিভূত হওয়ায় রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি হয় না, তাদৃশ মনই তীর্থ স্বরূপ, ইহাই মানসতীর্থ।

"তীর্থানি কথিতান্যেব ভৌমানি মুনিসত্তম।

মানসানীহ তীর্থানি ফলদানি বিশেষতঃ।

মনো নির্ম্মলতীর্থং হি রাগাদিভিরনাবিলম্॥"(নারসিংহপু° ৬৬অ°)

তত্ত্বদর্শিগণ এই মানসতীর্থে সর্ব্বদা অবগাহন করিয়া থাকেন।*

* "অগাধে বিমলে শুদ্ধে সত্যতোয়ে ধৃতিহ্রদে।

স্নাতব্যং মানসে তীর্থে সত্ত্বমালম্ব্য শাশ্বতম্॥

মনসা চ প্রদীপ্তেন ব্রহ্মজ্ঞানজলেন চ।

স্নাতি যো মানসে তীর্থে তৎ স্নানং তত্ত্বদর্শিনাম্।" (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

মানসত্ব (ক্লী) মানস-ভাবে ত্ব। চিন্তাশীলতা, আধ্যাত্মিকতা।

মানসনয়ন (ক্লী) মানসমেব নয়নম্। ১ মনোরূপ চক্ষুঃ। ২ জীবনক্তব ত্বায়গ্রহ।

মানসপূজা (স্ত্রী) মানসকৃতা পূজা শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। মনোরচিত দ্রব্যকরণক সপর্য্যা। দেবপূজা দুই প্রকারে করিতে হয়, বাহ্য ও মানস। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প প্রভৃতি বাহ্যোপকরণ দ্বারা যে পূজা করা হয়, তাহাকে বাহ্য এবং অন্তরোপকরণ দ্বারা মনে মনে যে পূজা করা হয়, তাহাকে মানসপূজা কহে। তন্ত্রসারে এই মানসপূজার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, যে দেবতার পূজা করিতে হইবে, পূজক প্রথমে হৃদয়পদ্ম-মধ্যে সেই দেবতার মূর্ত্তি ভাবনা করিবেন। পরে কুণ্ডলীপাত্রসংস্থ সহস্রধারামৃত দ্বারা পাদ্য, মনকে অর্ঘ্য, সহস্রদলপদ্মরূপ-ভৃঙ্গারস্থ জল দ্বারা আচমনীয়, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত এই পঞ্চ বিংশতিতত্ত্ব গন্ধ, অহিংসা, বিজ্ঞান, ক্ষমা, দয়া, অলোভ, অমোহ, অমাৎসর্য্য, অমায়া, অনহঙ্কার, অরাগ, অদ্বেষ, এবং ইন্দ্রিয় সকল এই দ্বাদশ পুষ্প, তেজোরূপ দীপ, বায়ুরূপ ধূপ, অম্বররূপ চামর, সূর্য্যরূপ দর্পণ, চন্দ্ররূপ ছত্র, পদ্মরূপা মেখলা, আনন্দরূপ উত্তম হার প্রভৃতি মনে মনে কল্পনা করিয়া প্রদান করিবেন। পূজার পর ঘণ্টাদি বাদ্য বাজাইতে হয়, এই মানস পূজাতেও অনাহত-ধ্বনিময়ী ঘণ্টা হইবে। এই সুধারসময় অম্বুধি, মাংসপর্ব্বত, ও ব্রহ্মাণ্ডপূরিত পায়স উপচার স্বরূপ দিতে হইবে। এইরূপে কল্পনা করিয়া মনে মনে পূজা করিতে হয়, এইজন্য ইহার নাম মানসপূজা। মানসপূজা ব্যতীত বাহ্যপূজা হয় না। (তন্ত্রসার ত্রিপুরাপ্রকরণ)

মানস পূজা—"মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং উত্থাপ্য হৃদয়াদর্কমণ্ডলং নীত্বা সহস্রদলকমলান্তর্গতচন্দ্রামৃতধারয়া মূলমন্ত্রং স্মরন্ সিঞ্চেৎ।

"অর্চ্চয়ন্ বিষয়ৈঃ পুষ্পৈস্তৎক্ষণাত্তন্ময়ো ভবেৎ।
হ্রাসস্তন্ময়তাসিদ্ধিঃ সোঽহং-ভাবেন পূজয়েৎ॥
তন্ময়েতি তদেকত্বজ্ঞানং সোঽহমিতি—
মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ।
তামেব পরমব্যোম্নি পরমানন্দবৃংহিতে।
দর্শয়িত্বায়সম্ভাবং পূজাহোমাদিভির্বিনা॥ বিষয়পুষ্পাণি যথা—
অমায়ামনহঙ্কারমরাগমমদস্তথা।
অমোহকমদম্ভঞ্চ অনিন্দাক্ষোভকৌ তথা॥
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্বুধাঃ।
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্॥"

মানসপূজায় প্রথমে কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে মূলাধার হইতে উত্থাপনপূর্ব্বক হৃদয়ের নিম্নে সূর্য্যমণ্ডলে লইয়া যাইবে। পরে সহস্রদলকমলের অন্তর্গত চন্দ্র হইতে গলিত-অমৃতধারা দ্বারা মূলমন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক অভিষেক করিতে হইবে। অনন্তর বিবিধ বিষয়রূপ-কুসুমসমূহ দ্বারা অর্চনাপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তন্ময় হইয়া যাইবে। এস্থলে তন্ময়তা বুদ্ধিই হ্রাস এবং তন্ময়তার অর্থ একত্বজ্ঞান। এই পূজা সোঽহংভাবেই করিতে হয়। সোঽহংভাব অর্থে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিতে মন্ত্রাক্ষর সমুদায় গ্রথিত আছে, ঐ কুণ্ডলিনী শক্তি পরমানন্দময়ী, পরমাকাশে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সাধকের আত্মা হইতে অভিন্ন, এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বিষয়পুষ্প দ্বারা পূজা করিতে হইবে, বিষয়পুষ্প যথা—অমায়া, অর্থাৎ মায়ার অভাব, অনহঙ্কার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অনিন্দা, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য, অলোভ এই দশবিধ পুষ্প, ইহা ভিন্ন অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞান এই পাঁচটী পরমপুষ্প। এই পঞ্চদশ পুষ্প দ্বারাই মানসপূজা করিতে হইবে। (তন্ত্রসার)

পূজার সময়ে প্রথমে পুষ্প দ্বারা যে দেবতার পূজা করিতে হয়, সেই দেবতার ধ্যান করিয়া এইরূপে মানসপূজা করা বিধেয়। মানসপূজা শেষ হইলে পরে আবার ধ্যান করিয়া বাহ্যপূজা করিতে হয়। সকল পূজাতেই মানসপূজা আবশ্যক। গুরু-পূজা প্রভৃতিতেও মানসপূজা করিতে হয়। [পূজা দেখ।]

মানসরুজ্ (স্ত্রী) মানসী রুক্। মনঃপীড়া।

মানসরোবর, হিমালয়ের উত্তরগাত্রে অবস্থিত একটী পুণ্যতোয় হ্রদ। অক্ষা° ৩০°৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৫৩´ পূঃ। ইহা পুরাণবর্ণিত কৈলাস-পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বস্থ অঞ্জননামক পর্ব্বতের সন্নিহিত বৈদ্যুত-পর্ব্বতের পাদদেশে বিরাজিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে, ইহা সিদ্ধসেবিত। ইহা হইতে সর্ব্বলোক-পবিত্রকারিণী পূতসলিলা সরযূ নদী উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার তীরে বৈভ্রাজ নামক উপবন অবস্থিত। প্রহেতৃতনয় ব্রহ্মপাতনামক রাক্ষস সানুচর এখানে বাস করে।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, সমুদ্র স্বর্গ হইতে মেরু-শৃঙ্গে নিপতিত হয়। তদনন্তর সেই জলধারা চারি বার উক্ত পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া চারিটী নদীরূপে পর্ব্বতপাদ-বিনিঃসৃত হইয়া হ্রদাকারে পরিণত হয়। এইরূপে যথাক্রমে পূর্ব্বধারা হইতে মানস, পশ্চিমধারা হইতে শীতোদ এবং উত্তরধারা হইতে মহাভদ্র হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই পৌরাণিকী

বিবরণী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কৈলাসপর্ব্বতের পাদভূমি পুণ্যসলিলা নদী ও হ্রদসমূহের প্রস্রবণক্ষেত্র ছিল, বাস্তবিক পক্ষে সিন্ধু, শতদ্রু ও সান্‌-পু (ব্রহ্মপুত্র নদ) এই স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া পশ্চিম ও পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। অনেকে গঙ্গা ও শতদ্রুর উৎপত্তিস্থান মানস হ্রদ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন, কিন্তু বর্ত্তমান অনুসন্ধানে মানসরোবরের পার্শ্বস্থিত রাবণহ্রদ হইতে শতদ্রুর উৎপত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শিবনিকেতন কৈলাসশৃঙ্গের পাদদেশস্থ মানস-সরের বিবরণ স্কন্দপুরাণের হিমবৎখণ্ডে (১৫ অঃ) বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

হিমবৎখণ্ডের মতে—

"সসর্জ্জ মনসা ব্রহ্মা মুদা যত্নেন শেখরে।
ত্রিংশদ্ যোজনবিস্তারং তদেবাগ্রে চ বিস্তরং॥" (১৫ অঃ)

ব্রহ্মা পরম যত্নে হিমালয় শিখরের অগ্রভাগে মন হইতে ৩০ যোজন বিস্তার (মানস হ্রদ) সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ঋষিগণ এই স্থানের অতুলনীয় স্বভাব-শোভা সন্দর্শন করিয়া এই স্থানকে স্বর্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মানসবল, পঞ্জাবের কাশ্মীররাজ্যের অন্তর্গত একটী হ্রদ। শ্রীনগর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা০ ৩৪°১৩´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৪° ৫৮´ পূঃ। ইহা লম্বে ৩ ও প্রস্থে প্রায় ১ মাইল হইবে। প্রকৃতির নিৰ্জ্জনকক্ষে থাকিয়া এই স্থান নানা সৌন্দর্য্যময় দৃশ্যে বিভূষিত রহিয়াছে। দিল্লীর প্রসিদ্ধ মোগল-সম্রাজ্ঞী নুরজহান ইহার তীরে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। এখনও সেই ভগ্নপ্রাসাদের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। এই হ্রদের জলরাশি একটা খাত বহিয়া ঝেলাম নদীতে আসিয়া পতিত হইতেছে।

মানসবেগ (পুং) ১ মনের বেগ, চিন্তা। ২ জনৈক রাজা।

মানসব্রত (ক্লী) মানসকৃতং ব্রতম্ শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। অহিংসাদি।

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যমকল্কতা।
এতানি মানসান্যাহুর্ব্রতানি তু ধরাধরে॥" (বরাহপু০)

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অকল্কতা (দম্ভহীনতা) এই সকল মানসব্রত।

মানসশুচ্‌ (স্ত্রী) মানসী শুক্। আন্তরিক পীড়া, মনঃপীড়া।

মানসসন্তাপ (পুং) মানসস্য সন্তাপঃ। মনঃপীড়া।

মানসসন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিভেদ। ইঁহারা দশনামীর অন্তর্ভুক্ত। যিনি মনে মনে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করেন এবং তদুচিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, অথচ গৈরিক বস্ত্রাদি সন্ন্যাস-চিহ্ন ধারণ করেন না, তাঁহারাই মানসসন্ন্যাসী নামে উক্ত হইয়া থাকেন।

মানসা, কালিকাপুরাণবর্ণিত নদীভেদ। তৃণবিন্দু ঋষি এই নদীকে মানসসরোবর হইতে অবতারিত করেন। সমস্ত বৈশাখমাস ঐ নদীতে স্নান করিলে মানবের স্বর্গে গতি হয়। তাহার পর বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি ও মোক্ষ ঘটে। (কালিকাপু০ ৭৮অ০)

মানসাঙ্ক (ক্লী) গণিতবিশেষ। (Mental arithmatic)

মানসায়ন (পুং) মনসের গোত্রাপত্য।

মানসার (পুং) মালবরাজপুত্রভেদ (দশকুমারচ০)

মানসালয় (পুং) মানসে আলয়ো যস্য। হংস। (রাজনি০)

মানসিংহ, ক একজন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম। ১ আচার-বিবেক প্রণেতা। ২ বৃন্দাবনমঞ্জরী-রচয়িতা। ৩ সাহিত্যসার-প্রণয়ন কর্ত্তা।

মানসিংহ, গোয়ালিয়রের জনৈক রাজা। ইনি সম্রাট্‌ শাহ-জহানের অধীনে থাকিয়া চন্দ্রারাজ পৃথ্বীচাঁদের সহযোগে তারাগড়াধিপ জগৎসিংহকে পরাজিত করেন এবং তাঁহার অধিকৃত দুর্গাদি ধ্বংস করিয়া দেন।

মানসিংহ, গোয়ালিয়রের অপর একজন রাজা। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে অথবা ১৬শ শতাব্দের প্রথমে তিনি রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মানসিংহ, গুজরাতের অন্তর্গত সালের ও মহের নামক পার্ব্বত্য-প্রদেশের জনৈক সামন্ত রাজা। গুজরাতে আমীরান্-ই-সদা যে বিদ্রোহবহ্নি সন্দীপিত করেন মালিক মকবুল কর্ত্তৃক বিদ্রোহিদল পরাজিত হইবার পর, অবশিষ্ট সর্দ্দারদিগকে ধৃত ও বন্দী করিয়া তিনিই গুজরাতের সেই বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন।

মানসিংহ, গুজরাতের অন্তর্গত ঝালাবার প্রদেশের জনৈক সামন্তরাজ। ইনি সুলতান বাহাদুর শাহের বিরোধী হইয়া বিরামগাঁও, মণ্ডল ও বড়বান প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন এবং শিলাদার শাহ জীউকে নিহত করেন।

মানসিংহ, যোধপুরের রাঠোরবংশীয় জনৈক রাজা। যশোমন্ত সিংহের পুত্র ও উদয়সিংহের পৌত্র। ইনি মানপুরারাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার বংশধরগণ মানপুরা-যোধ নামে খ্যাত।

মানসিংহ, মোগল-সম্রাট্‌ অকবর শাহের বিখ্যাত সেনাপতি। কচ্ছবাহবংশীয় অম্বরাধিপ রাজা ভগবান্ দাসের পুত্র এবং রাজা বেহারিমল্লের পৌত্র। পিতার জীবিতাবস্থায় তিনি কুমার মানসিংহ নামেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ভগবানের মৃত্যুর পর সম্রাট্‌ অকবর তাঁহাকে রাজা উপাধিতে অলঙ্কৃত করেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার বলবীর্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া,

তাহাকে সুবা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃপদে সম্মানিত করেন। সম্রাট্ অকবর তাঁহাকে এতাদৃশ ভাল বাসিতেন যে, তিনি স্নেহসূচক ফর্জন্দ (পুত্র) উপাধিতে তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন। দিল্লীদরবারে তিনি 'মীর্জা রাজা' নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন।

অম্বররাজধানীতে তাঁহার জন্ম হয়। কর্ণেল টড্ সাহেবের মতে, তিনি ভগবান্ দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগৎসিংহের পুত্র। ভগবান্ তাঁহাকে দত্তক লইয়া পুত্রবৎ স্নেহে প্রতিপালন করেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান। মুসলমান-ইতিহাসে তাঁহার এই পুত্রত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ বিভিন্ন মতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। হিন্দুশাস্ত্রে দত্তক ও ঔরসজাত পুত্রের অধিকারিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রভেদ না থাকায় আমরা মানসিংহকে ভগবান্দাসের পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিলাম।

বীর ও উন্নতচেতা ভগবানের যত্নে লালিত হইয়া মানসিংহ বংশোচিত বীরব্রত অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাল্যাবস্থা হইতেই যুদ্ধবিদ্যাদি উচ্চশিক্ষায় তিনি পূর্ণকাম হইয়াছিলেন। সেই প্রতিভাবলে অতি অল্পবয়সেই তিনি মোগলরাজসভায় উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের সহকারিরূপে কএকটী গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সম্রাটের বিশেষ প্রীতিভাজন হন। তিনি নিজ ভুজবলে খোতেন হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া সাধারণের সুখ্যাতি লাভ করেন। বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, আসাম ও কাবুল অধিকারপূর্ব্বক মোগলসাম্রাজ্যবিস্তার তাঁহারই ভাগ্যফলে ঘটিয়াছিল। ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতায় তাঁহার অদৃষ্টে ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও কাবুলের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ ঘটে। ফিরিস্তা লিখিয়াছেন যে, মানসিংহ যে সময়ে কুমার উপাধিধারী ছিলেন, সেই সময়ে তিনি বিহার, হাজীপুর এবং পাটনায় শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ অকবর শাহ তাঁহার রাজত্বের ৬ষ্ঠ বৎসরে (৯৬৯ হিঃ), মুইন্-ই-চিস্তির সমাধিমন্দির-সন্দর্শনার্থ আজমীঢ়ে আগমন করেন। বেহারীমল্ল সপরিবারে শঙ্কানীরে আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সম্রাটের অনুরোধে বেহারীমল্ল স্বীয় কন্যা মোগলরাজকরে সমর্পণ করেন। অতঃপর পুত্র ভগবান্ ও পৌত্র কুমার মানসিংহকে সঙ্গে লইয়া রাজা বেহারী মল্ল রত্ননগরে 'সম্রাট্সকাশে উপনীত হন। তদনন্তর তাঁহারা তিন জনেই আগ্রা-রাজধানী অভিমুখে সম্রাটের অনুগমন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে সম্রাটের সহিত পরিচিত হইয়া, মানসিংহও পিতৃপিতামহের ন্যায় সেনানায়কের কর্ম্মে ব্রতী হন। তবকৎ-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, সম্রাট্ ৯৮৪ হিজিরায়, সুদক্ষ সেনাপতি কুমার মানসিংহকে রাণা কীকার (কমলমেরু-পতি) বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মীরবক্সী আসফ খাঁ তাঁহার সহকারী ছিলেন। গোগুণ্ডায় উভয়পক্ষীয় রাজপুত-সেনাদলে ঘোর যুদ্ধ হয়। সম্মুখযুদ্ধে রাণা কীকা শত্রু কর্ত্তৃক আহত হইয়া, রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। যুদ্ধের পর মানসিংহ হলদেও-(হল্দীঘাট) সঙ্কট অতিক্রমপূর্ব্বক গোগুণ্ডা-রাজপ্রাসাদে উপনীত হন। রাণার পরিত্যক্ত প্রাসাদে থাকিয়া তিনি সম্রাট্কে যুদ্ধবার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। গোয়ালিয়রের রাজা রামশাহ এই যুদ্ধে সপুত্রে নিহত হন। এই বিজয়বার্ত্তা শুনিয়া সম্রাট্ কুমারকে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন। আইন্-ই-অকবরীতে প্রকাশ, তিনি বিজয়কার্য্য সমাধা করিতে পারেন নাই বলিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। [প্রতাপসিংহ দেখ]

সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বের ২৩শবর্ষে ভগবান্ দাস পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। ঐ সময়ে মানসিংহ সিন্ধু-তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ শাসন করিতেছিলেন। ৯৯৩ হিঃ যুবরাজ মহম্মদ হাকিমের মৃত্যু হওয়ায়, সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে কাবুলে শান্তিস্থাপনের জন্য গমন করিতে হয়। এখানে তাঁহার কঠোর শাসনে দুর্দ্ধর্ষ রোশানি আফগানগণ শান্তভাব ধারণ করে। অতঃপর যুসুফজৈ জাতিকে দমনার্থ তিনি মোগল-সেনার সৈনাপত্য গ্রহণপূর্ব্বক আর একবার কাবুলে গমন করেন। অকবরের রাজত্বের ২৯শ বর্ষে মানসিংহের ভগিনীর সহিত যুবরাজ সেলিমের (জাহাঙ্গীর) বিবাহ হয়। পরবর্ত্তিবর্ষে জাবুলী-স্থানের শাসনকর্ত্তৃত্বলাভের পর, তৎপিতা ভগবান্ উন্মাদরোগ-গ্রস্ত হইলে, পুনরায় মানসিংহের প্রতি তৎপ্রদেশের শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল। ৩২শ বর্ষে রাজপুতজাতির ঔদ্ধত্যনিবারণের জন্য তাঁহাকে পুনরায় ভারতে আসিতে হয়। অতঃপর তিনি বেহারপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৯৯৮ হিজিরায় রাজা ভগবান্ দাস স্বর্গারোহণ করিলে, কুমার মানসিংহই জয়পুর-সিংহাসনে সমাসীন হন। সম্রাট্ অকবর রাজা উপাধি ও পাঁচহাজারী সেনানায়কের পদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মানিত করেন। মহাবীর ও গভীর রাজনীতিজ্ঞ এই মানসিংহের শাসনে অম্বররাজ্য ভারতে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

বঙ্গেশ্বর উজীর খাঁর মৃত্যুসংবাদ দিল্লীদরবারে পৌছিলে, সম্রাট্ অকবর শাহ মানসিংহকেই বঙ্গরাজ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে পাটনাস্থ মোগল-সেনাপতি মানসিংহের অনুপস্থিতি পর্য্যন্ত বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে মানসিংহ পেশাবর প্রদেশস্থ রাজদ্রোহী আফগানগণকে দমনার্থ ব্যাপৃত ছিলেন। আফগানদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া রাজা মানসিংহ ৯৯৭ হিজিরায় (১৫৮৯ খৃঃ অঃ) পাটনানগরে উপনীত হন। এখানে আসিয়া তিনি অবগত হইলেন যে, হাজীপুরের রাজা পূরণমল্ল খেদরায়, বাঙ্গালা অরাজক দেখিয়া রাজদ্রোহিতাচরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়াই সদলে তদ্রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মোগল-সৈন্যের সংখ্যা অধিক দেখিয়া পূরণমল্ল মানসিংহের শরণাপন্ন হন এবং সম্রাট্‌কে হস্তী ও নানা রত্ন উপঢৌকন দিয়া অব্যাহতি লাভ করেন।

অতঃপর মানসিংহ ঘোড়াঘাটস্থ মোগল-কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার-দমনে অগ্রসর হন। ঐ সময়ে কএকজন মোগল-কর্ম্মচারী যশোর জেলা পর্য্যন্ত অযথা করসংগ্রহ করিতেছিলেন। মানসিংহ নিজ পুত্র জগৎসিংহকে তাহাদের শাস্তি-বিধান জন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মোগল-সর্দ্দারগণ বনভূমি আশ্রয় করে।

বাঙ্গালার জলবায়ু মানসিংহের পক্ষে অধিক অস্বাস্থ্যকর হওয়ায়, তিনি বেহারে নিজ বাসস্থান মনোনীত করিয়া লন। সৈয়দ খাঁ তাঁহার সহকারিরূপে তোঁড়ায় থাকিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

বেহারে অবস্থানকালে মানসিংহ রোহতাসের পার্ব্বত্য দুর্গের জীর্ণসংস্কার করেন। এখনও দুর্গসম্মুখস্থ প্রস্তরনির্ম্মিত যে সিংহদ্বার ও পদ্মদলপরিশোভী যে সুবৃহৎ জলাশয় দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা রাজা মানসিংহেরই কীর্ত্তি। এই প্রীতিপ্রদ পার্ব্বত্য উপত্যকায় সুখস্পর্শ বায়ুসেবনের জন্য তিনি একটী প্রাসাদ ও পূর্ণ পারসিক-প্রণালীতে একটী পুষ্পবাটিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

৯৯৮ হিজিরায় মানসিংহ আফগান-কবল হইতে উড়িষ্যার উদ্ধারমানসে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সৈন্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। ভাগলপুরে স্বীয় গঠিত সেনাদল একত্র করিয়া তিনি বর্দ্ধমানের পশ্চিমদিক্‌স্থ পার্ব্বত্যপথে অগ্রসর হইতে থাকেন, এদিকে সৈয়দ খাঁকে কাঁটোয়ার পথে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিতে আদেশ করিয়া পাঠান। ঐ সময় বাঙ্গালায় বর্ষার দারুণ প্রভাব। অবিশ্রান্ত জলধারায় সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ একরূপ জল-প্লাবিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই মহাকষ্টের সময় সৈন্যসংগ্রহ দুরূহ বুঝিয়া দুর্ভাগ্য সৈয়দ রাজা মানসিংহকে সে যাত্রা সেনাপরিচালন কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে প্রার্থনা জানাইলেন। কারণ 'সেই জলে সেনাদল লইয়া উড়িষ্যা গমন করিতে হইলে পথে বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া সেনাক্ষয় ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা। রাজা মানসিংহ এই সংবাদে হতাশ হইয়া সেই ঋতুতে সেনাদলের অবস্থানের জন্য দ্বারিকেশ্বর নদী-তীরবর্ত্তী জাহানাবাদ গ্রামে একটী ছাউনী স্থাপন করিলেন।

যখন মোগলগণ এইরূপে জাহানাবাদে থাকিয়া সহকারী শাসনকর্ত্তা সৈয়দের শুভাগমন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে কুৎলু খাঁ ধারপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ লুণ্ঠনের জন্য স্বীয় সেনাদল প্রেরণ করেন। জাহানাবাদ ছাউনীর ২৫ ক্রোশ দূরে আফগান-সেনাদলকৃত উপদ্রবের কথা শুনিয়া, রাজা মানসিংহ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি দুর্বৃত্তদিগের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার মানসে তদ্দণ্ডেই স্বীয় পুত্র জগৎসিংহকে সেনাদলসহ প্রেরণ করিলেন। জগৎ-সিংহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আফগানগণ দুর্গ মধ্যে পলাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করিল এবং বালকরাজ জগৎসিংহের নিকট ছল-সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। এদিকে কুৎলু-খাঁর প্রেরিত নূতন সেনাদল আসিয়া পৌছিলে, তাহারা সেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া রাত্রিতে গোপনে জগৎসিংহের শিবির আক্রমণ করিল। অচিরে শত্রুদল কর্ত্তৃক মোগলশিবির ভস্মীভূত হইল। রাত্রিতে এইরূপ সমূহ বিপদ্ দেখিয়া মোগল-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। রাজপুত্র জগৎসিংহকে বন্দী করিয়া আফগানগণ বসন্তপুরে পলায়ন করে। এই অবমাননা-সূচক পরাভবে এবং শত্রুহস্তে পুত্রের মৃত্যু আশঙ্কায় রাজা মানসিংহ কিছুকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন।

দিল্লীশ্বরের সৌভাগ্যবশতঃ এই ঘটনার কএকদিন পরে, কুৎলু খাঁর মৃত্যু হয়। সর্দ্দারের উপযুক্ত পুত্রের অভাবে আফগান-সেনাদল আর যুদ্ধপ্রয়াসী না হইয়া রাজকুমারকে মুক্তিদানপূর্ব্বক সন্ধির প্রার্থী হইল। এ সময়েও সমগ্র বঙ্গে বর্ষার প্রবল জলধারাপাতে নদী, জলা প্রভৃতি পরিপ্লাবিত হইতেছিল। সুতরাং তিনিও সেনাপরিচালনে অক্ষম বুঝিয়া সেই প্রস্তাবেই সায় দিলেন। নবাব কুৎলুখাঁর সন্তানগণ এই সময়ে দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া রাজা মানসিংহের অভিনন্দনার্থ মন্ত্রী ইসার সঙ্গে রাজসকাশে উপনীত হইলেন এবং দিল্লীশ্বরকে নজর দিবার জন্য ১৫০ হস্তী ও কতকগুলি বহুমূল্য ধনরত্ন প্রদান করিলেন।

এই সময় যে সন্ধি হয়, তাহাতে আফগান রাজকুমারগণ

শান্তভাবে উড়িষ্যা-শাসন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সম্রাট্ অকবর শাহের নামে মুদ্রাঙ্কণ ও সকল প্রকার রাজকীয় নথি-পত্র সনন্দাদিতে তাহার নামায় মোহর ব্যবহার করিতে স্বীকৃত হইলে, রাজা তাহাদিগকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদাদি পরিধান করাইয়া উড়িষ্যার মসনদে উপবেশন করিতে আদেশ করেন। কুৎলু খাঁর পুত্রগণ রাজার এই সদয় ব্যবহারে প্রীত হইয়া কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে হিন্দুর পবিত্রতীর্থ পুরীধামের শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির ও তদধিকৃত ভূসম্পত্তি প্রভৃতি রাজা মানসিংহের করে সমর্পণ করেন।

সম্রাটের ৩৫শ বর্ষ রাজত্বকালে রাজা মানসিংহ সৌভাগ্যবলে আফগানযুদ্ধজয় ও পুরী হস্তগত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্যমহীনতা ও কার্য্যকারিতাশক্তির অভাব দেখিয়া সম্রাট্ তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। যতদিন খাজা ঈশা জীবিত ছিলেন, ততদিন আর মোগল পাঠানে কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটে নাই। কিন্তু সন্ধির দুই বর্ষ পরে, বৃদ্ধ মহা ভবধাম পরিত্যাগ করিলে, আফগানগণ খাজা সুলিমান ও খাজা ওসমানের অধিনায়কতায় বিদ্রোহী হইয়া জগন্নাথদেবের মন্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে।

আফগানগণের এই অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া ধার্ম্মিক রাজা মানসিংহ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের অবমাননাকারীদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য সম্রাট্‌কে প্রার্থনা জানাইলেন। সম্রাটের আদেশপ্রাপ্ত হইয়া তিনি আফগানদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য স্বীয় বেহারস্থ সেনাদলকে ঝারখণ্ড-পথে (ছোটনাগপুর) অগ্রসর হইয়া মেদিনীপুরে উপনীত হইতে আদেশ করিলেন, এবং স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য সহ গঙ্গাবক্ষে আসিয়া সৈয়দ খাঁর সহিত যোগ দিলেন। আফগানগণ এই আয়োজনে ভীত হইয়া সুবর্ণরেখা অতিক্রমপূর্ব্বক পার্ব্বত্য প্রদেশে লুক্কায়িত থাকিয়া শত্রুসৈন্যের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে উভয়পক্ষীয় সৈন্য সম্মুখীন হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আফগানগণ নদী অতিক্রম করিয়া মোগলসৈন্যনাশে কৃতসঙ্কল্প হইল। এই সময়ে মোগলসেনার কামানের গোলায় অসংখ্য আফগান নদীগর্ভে ও হস্তিপদপীড়নে স্থলপথে জীবন বিসর্জ্জন করিল। পরাজিত আফগানদিগকে পলায়নপর দেখিয়া রাজা মানসিংহ তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। জলেশ্বর নগর তাঁহার অধিকৃত হইল। মোগলসেনানী সৈয়দ্ খাঁ যুদ্ধে ক্লান্ত এবং উপরিতন কর্ম্মচারীর জয়স্পর্দ্ধায় ঈর্ষান্বিত হইয়া মানসিংহের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই সমরক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোঁড়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে সহায়হীন হইয়াও রাজা মানসিংহ শত্রুনির্য্যাতনে পরাঙ্মুখ হন নাই। পলায়মান আফগানগণ কটকস্থ রাজা রামচন্দ্রের দুর্গে আশ্রয় লাভ করে। রাজা মানসিংহ ঐ দুর্গ অবরোধ করিয়া জগন্নাথ মূর্ত্তিসন্দর্শনার্থ পুরীধামে অগ্রসর হন।

যুদ্ধে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া রাজা রামচন্দ্র ও আফগানগণ মানসিংহের শরণাপন্ন হইলেন। উড়িষ্যা মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কুৎলুখাঁর পুত্রগণ খলিয়াবাদ জায়গীরস্বরূপ লাভ করিলেন এবং রামচন্দ্র কটকপ্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন (১০০০ হিঃ)।

যুদ্ধজয়ে স্পর্দ্ধিত হইয়া মানসিংহ সদলে বেহারে প্রত্যাগত হন। বাঙ্গালা ও বেহার প্রদেশ একত্র শাসন করিবার মানসে তিনি রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার যত্নে প্রাচীন হিন্দুরাজধানী পুনরায় সৌধমালায় বিভূষিত ও সুদৃঢ় দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত হয়। মুসলমান-ইতিহাসে এই স্থান অকবর-নগর নামে খ্যাত হইয়াছে। এই সময়ে তিনি ভাটী প্রদেশ জয় করিয়া ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম কূল পর্য্যন্ত সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করেন। বেহারে প্রত্যাগমনকালে তিনি আপন পুত্র জগৎসিংহকে সসৈন্যে উড়িষ্যা-সীমান্তে রাখিয়া আইসেন।

পর বৎসর রাজা রামচন্দ্র পুনরায় মোগলরাজের বিরুদ্ধাচারী হন এবং আফগানগণও সাতগাঁও বন্দর আক্রমণ করে। রাজা মানসিংহ তাহাদের এই অসদ্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, কিন্তু উভয়েই ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি তাহাদিগকে আর নির্য্যাতন না করিয়া ছাড়িয়া দেন এবং পূর্ব্বপ্রদত্ত সম্পত্তি ভোগ করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

১০০২ হিজিরায়, সম্রাটের পৌত্র সুলতান খসরু উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়া বাঙ্গালায় আইসেন। রাজা মানসিংহ সম্রাটের আদেশে যুবরাজ পুত্রের সাহায্যকারী হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। এই বৎসরেই তিনি সম্রাট্ দর্শনার্থ দিল্লীযাত্রা করেন। দিল্লীদরবারে তিনি যথাযোগ্য সম্মান লাভ করিয়া পুনরায় বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসেন।

১০০৪ হিজিরায় কোচবিহারাধিপ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজা মানসিংহের সমীপে উপস্থিত হন। তাঁহার আত্মীয়বর্গ এবং বাঙ্গালার অন্যান্য রাজন্যবর্গ লক্ষ্মীনারায়ণের এই হীনতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করেন। কোচবিহারপতি উপায়ান্তর না দেখিয়া মানসিংহের শরণাপন্ন হন এবং আত্মরক্ষার্থ তাঁহার নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠান। এই সূত্রে মোগলসেনা কোচবিহার প্রবেশ

করে। মোগলসেনানী জেহাজ খাঁ এই বিদ্রোহদমনকালে প্রভূত অর্থসঞ্চয় করেন।

এই কৃতোপকারের পুরস্কারস্বরূপ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ স্বীয় ভগিনীকে রাজা মানসিংহের করে সমর্পণ করেন। উক্ত বর্ষে ঘোড়াঘাটে রাজা মানসিংহ বিশেষরূপে পীড়িত হন। আফগানগণ অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে আক্রমণের চেষ্টা করিলে, তাঁহার অন্যতম পুত্র হিম্মৎসিংহ পাঠানদিগকে সুন্দরবন পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দেন। পরবৎসরে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে বিপদ্গ্রস্ত করিবার জন্য পুনরায় একটী ষড়্‌যন্ত্র হয়। মানসিংহ স্বীয় শ্যালককে রক্ষা করিবার জন্য হাজিজ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে কোচবিহারে পাঠান। মোগলসৈন্যের সমাগমে বিদ্রোহিদল ভীত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।

১০০৭ হিজিরায় সম্রাট্ দাক্ষিণাত্যবিজয়ে অভিলাষী হইয়া রাজা মানসিংহকে লিখিয়া পাঠান যে, 'বাঙ্গালায় একজন সহকারী রাখিয়া তুমি সত্বর যথাসম্ভব বঙ্গীয় সেনাদল সঙ্গে লইয়া দাক্ষিণাত্যে গমনপূর্ব্বক রাজাদেশ পালন করিবে।' আদেশানুসারে মানসিংহ স্বীয় পুত্র জগৎসিংহকে বাঙ্গালার সহকারী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত রাখিয়া আজমীঢ়ে কুমার সেলিমের সহিত মিলিত হন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যখন ঘোড়াঘাটের শাসনকর্ত্তা ঈশা লোকান্তর গমন করিয়াছে, তখন আর আফগান-অভ্যুত্থানের কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু অনতিকাল পরেই তাঁহার পুত্র জগৎসিংহের মৃত্যু হওয়ায়, বাঙ্গালারাজ্য নিষ্কণ্টক জানিয়া, ওসমানের অধীনস্থ পাঠানগণ বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বালিত করিল। এই সময়ে মোহনসিংহ ও প্রতাপসিংহ (আইন-ই-অকবরীতে মহাসিংহ নাম পাওয়া যায়) বেহার ও বাঙ্গালার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তাঁহারা এই সংবাদে ত্রস্ত হইয়া আপনাপন সেনাদল লইয়া উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ভদ্রকের সন্নিকটে মোগল ও পাঠানসৈন্যে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে মোগলসৈন্য পরাভূত হইলে পাঠানেরা বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া লয়।

সম্রাট্ এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়া শীঘ্রই মানসিংহকে বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দেন। রাজা মানসিংহ ঐ সময়ে আজমীঢ়ে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজাদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই তিনি রোহতস দুর্গে প্রত্যাবৃত্ত হন। সরকার সরিফাবাদের অন্তর্গত সেরপুর-আটাই নগর সন্নিধানে মানসিংহের সহিত যুদ্ধে আফগানদিগের পরাভব ঘটে। পাঠানসর্দ্দার ওসমান পরাভূত সেনাদল লইয়া উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করেন। মোগলগণ শত্রুদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। পথিমধ্যে তাহারা মীরবক্সী আবদুল রেজাক্‌কে হস্তিপৃষ্ঠে দেখিতে পায়। আবদুল রেজাক্ মোগলকর্ম্মচারী ছিলেন। পূর্ব্বযুদ্ধে তিনি পাঠানহস্তে বন্দী হন। এবার মানসিংহের কৃপায় তিনি উদ্ধার লাভ করিলেন। মানসিংহ তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া হৃদয়ের ভালভাসা জানাইয়াছিলেন।

মানসিংহের আকস্মিক উপস্থিতিতে পাঠানগণ প্রথমেই হতাশ্বাস হইয়াছিল। পরে পরাজিত হইয়া তাহারা একবারেই স্বাধীনতালাভের আশায় জলাঞ্জলি দিল বটে, কিন্তু কিরূপে পুনরায় মোগলদিগকে বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত করিবে, তাহারা তখনও তাহার ছিদ্রান্বেষণে উদাসীন রহিল না।

পাঠানদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া মানসিংহ সম্রাটের অভিনন্দনার্থ দিল্লীযাত্রা করিলেন। সম্রাট্ এইবার তাঁহাকে ৭ হাজারী সেনানায়কের পদ দান করিয়া বিশেষ মর্য্যাদান্বিত করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে মোগলসরকারে এরূপ সম্মানসূচক পদ আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। হিন্দু হইয়া তিনি মুসলমান-সেনানীগণের অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে শাহরুখ্ ও আজিজ্‌কোকা উক্ত পদ লাভ করিয়াছিলেন।

কিছুকাল দরবারে থাকিয়া পুনরায় তিনি বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজনীতিকুশলতা ও ন্যায়পরতার সহিত বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সময়ে সম্রাট্ অকবর পীড়িত হইলে, তিনি রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণ করিয়া আগ্রায় উপনীত হন। তিনি সম্রাট্‌কে ৯শত হস্তী ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি উপঢৌকন দিয়া সম্রাটের বিশেষ সম্মানভাজন হইয়াছিলেন।

রাজা মানসিংহ তাঁহার এত সাধের বঙ্গরাজ্য কেন স্ব-ইচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের মৃত্যুসময়ে আগ্রায় আসিলেন? এ কথার মীমাংসা করিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন যে, সম্রাট্ পীড়িতাবস্থায় রাজকার্য্যে লক্ষ্য রাখিতে না পারিয়া উজীর খান্ আজিমের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর পূর্ব্ব হইতেই পিতার অপ্রিয় হইয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের ভাগিনেয় সুলতান খুস্রু জাহাঙ্গীরের পুত্র। খুস্রু উজীরপ্রধান খান্ আজিমের কন্যাকে বিবাহ করেন। মাতুল মানসিংহ ও শ্বশুর আজিম ভাগিনেয় ও জামাতার সিংহাসনলাভে আকাঙ্ক্ষা করিয়া ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। রাজ্যের এই দুই প্রধান ব্যক্তিকে এইরূপ ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত দেখিয়া যুবরাজ জাহাঙ্গীর পিতৃসদনে উপস্থিত হইয়া রাজা মানসিংহের ও খান্ আজিমের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। মৃত্যুশয্যাশায়ী বৃদ্ধ সম্রাট্ তাঁহাদিগকে সম্মুখে ডাকাইয়া এই আচরণের জন্য বিশেষ তিরস্কার করেন এবং জাহাঙ্গীরকেই দিল্লীসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া

স্বীকার করিতে আদেশ করেন ও যাহাতে তাঁহারা সম্রাটের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের পক্ষাবলম্বন করিয়া দিল্লীসিংহাসনের রক্ষায় তৎপর হন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের নিকট বারংবার অনুরোধ করিলেন। ইতিহাসে প্রকাশ,—রাজা মানসিংহ স্বার্থসিদ্ধির লোভে বৃদ্ধ সম্রাটের শেষ দিনে যে ষড়্‌যন্ত্র জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। [অকবর দেখ।]

অকবর শাহের মৃত্যুর পর, ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে, রাজা মানসিংহ ও খান্ আজিম পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া পুনরায় খুস্রুকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা পান। কিন্তু তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। ঐতিহাসিকগণ জাহাঙ্গীরের সিংহাসনপ্রাপ্তির কথা বিভিন্নরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—রাজা মানসিংহ বিংশতি সহস্র রাজপুত-সৈন্যের অধিনায়ক ও প্রবল ক্ষমতাশালী হইলেও প্রকাশ্যে সম্রাট্‌কে দমন করিতে পারেন নাই। তিনি যে গুপ্তভাবে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক তাহা বিচ্ছিন্ন হইলে তিনি নৌকাযোগে গোপনে ভাগিনেয়কে লইয়া আগ্রা হইতে পলায়ন করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরপ্রদত্ত ১০ কোটি মুদ্রা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াই তিনি এই অমঙ্গলকর ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হন।

যাহা হউক, জাহাঙ্গীর স্বীয় পথ মুক্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। শ্যালক মানসিংহ ও পুত্র খুস্রুকে কৃতকর্ম্মের জন্য কোনরূপ নির্যাতন না করিয়া তিনি তাঁহাদের দোষ মার্জ্জনপূর্ব্বক মানসিংহকে পুনরায় বাঙ্গালার আফগানদিগকে শাসন করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এথানে ৮ মাস অবস্থানের পর ১০১৫ হিজরার প্রথমে তাঁহাকে পুনরায় সম্রাটের আদেশ মত রোহতসের বিদ্রোহদমনার্থ গমন করিতে হয়। তদনন্তর তিনি জাহাঙ্গীরের সকাশে উপস্থিত হন (১৬০৭ খৃঃ অঃ)। জাহাঙ্গীরের আদেশ মত তিনি কিছুকাল পিতৃরাজ্যে থাকিয়া শান্তি সুখ ভোগ করেন। অতঃপর তাঁহাকে স্বরাজ্য হইতে সেনা ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া আবদর রহিমের সহিত দাক্ষিণাত্যবিজয়ে গমন করিতে হয়। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৯ম বর্ষে দাক্ষিণাত্যে রাজা মানসিংহ পরলোক গমন করেন।

কোন কোন মুসলমান-ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১০২৪ হিজিরায় রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ইতিবৃত্তে প্রকাশ যে, উত্তরাঞ্চলে খিলিজী জাতির বিরুদ্ধে সমর করিতে গিয়া মানসিংহ তাহার দুই বর্ষ পূর্ব্বে নিহত হন। জয়পুরে মানসিংহের জীবনী সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, তাঁহার সঙ্কলন করিলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে। Tadu Rojsthan,

তাঁহার ১৫ শত পত্নীর মধ্যে ৬০ জন তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৫০০ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র ভাউসিংহ (ভবসিংহ) পিতৃরাজ্যে অধিকারী হন। অপর সকলেই পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবলীলা সম্বরণ করেন।

আগ্রার যে স্থলে তাজবিবির বিখ্যাত মন্দির 'তাজমহল' বিদ্যমান, তাহা রাজা মানসিংহের অধিকারভুক্ত ছিল।

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালা-জয় ও বঙ্গের শেষ স্বাধীন নৃপতি কায়স্থকুলোদ্ভব রাজা প্রতাপাদিত্যের পরাভব ইতিহাস-পাঠক মাত্রেরই অবিদিত নাই। দুঃখের বিষয়,কোনও মুসলমান ঐতিহাসিক বাঙ্গালীর এই বীরত্বকথার উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, যে সময়ে ঘোড়াঘাটের পাঠান-সর্দ্দার ঈশার(ইনিই সম্ভবতঃ বারভূঁয়ার একজন ঈশার্খা মসনদআলী) মৃত্যু হয়, সেই সময়ের নিকটবর্ত্তী কোন এক সময়ে তিনি প্রতাপাদিত্যকেও শাসন করিয়া বাঙ্গালা নিষ্কণ্টক করেন এবং সম্রাটের আদেশে একমাত্র পুত্র জগৎসিংহকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃপদে রাখিয়া যুবরাজ সেলিমের সহিত আজমীঢ়ে যোগদান করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, জাহাঙ্গীরের সিংহাসনাধিকারের পর, যখন তিনি শেষবার বাঙ্গালায় আফগান-বিদ্রোহদমনে আগমন করেন, তৎকালে তিনি প্রতাপাদিত্যকে যশোহরে পরাভূত করিয়াছিলেন। [প্রতাপাদিত্য দেখ।]

মানসিংহ, মারবাড়ের অপর একজন রাজা। ইনি রাজা বিজয়-সিংহের পৌত্র ও গুমানসিংহের পুত্র। রাজা বিজয়সিংহ স্বীয় অশ্ববালজাতীয়া এক বারবিলাসিনীর অনুরোধে মানসিংহকে সেই যুবতীর দত্তকপুত্র ও আপনার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাতে সামন্ত-মণ্ডলী ক্রুদ্ধ হইয়া ভুমসিংহের পুত্র ভীমসিংহকে রাজ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, রাজা বিজয়সিংহ বিরক্ত হইয়া তাহাকে আপন দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু সামন্তগণ মালকাশৌনী নামক স্থানে সমবেত হইয়া ষড়্‌যন্ত্রপূর্ব্বক বারবিলাসিনীকে নিধন করিয়া ভীমসিংহকেই মারবাড় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু বিজয়সিংহের কৌশলে তিনি সিবান দুর্গে প্রেরিত হন।

বিজয়সিংহের মৃত্যুর পর প্রবাসিত ভীমসিংহ যোধপুরে উপনীত হইয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। তিনি স্বীয় রাজপদ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য পিতৃব্য ও পিতৃব্য-পুত্রদিগকে অচিরে

শমনভবনে প্রেরণ করেন। একমাত্র মানসিংহই তাঁহার কলুষিত হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। [ভীমসিংহ দেখ।]

ভীমসিংহের মৃত্যুসংবাদে উৎফুল্ল হইয়া মানসিংহ ঝালোর-দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। রাঠোর সেনাগণ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্মানে সম্বর্দ্ধনা করিল। ১৮৬০ সম্বতে মাঘমাসের পঞ্চম দিনে তাঁহার ললাটে রাজটীকা প্রদত্ত হইল। তাঁহার শাসনকাল হইতে মারবাড়-ইতিহাসের শোচনীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়।

রাজা মানসিংহের শিরোদেশে রাজচ্ছত্র শোভিত হইবার অল্পদিন পরেই পোকর্ণের মহাতেজস্বী সামন্ত সবাই সিংহ পূর্ব্ব প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহার শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মৃত রাজা ভীমসিংহের একমাত্র পুত্র ধনকুলসিংহকে মারবাড়-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া সামন্তগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে সামন্তগণ মানসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ধনকুলকে সিংহাসনে উপবেশন করান, তাহারই ষড়্যন্ত্র করিলেন।

রাজা মানসিংহের কঠোর শাসনে এবং বিদ্বেষভাবে মৃত রাজা ভীমসিংহের অনুগৃহীত সামন্তগণ তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজ অনুগত সামন্তবৃন্দের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করায় ভট্টজাতীয় রাজপুত-সেনাদল এবং মোহন্ত কায়েম দাসের অধীনস্থ বিষ্ণুস্বামী নামক সেনাদল চিরদিন তাঁহার সহায় হইয়াছিল।

এই পক্ষপাতিত্বে ক্রুদ্ধ হইয়া সবাই সিংহ ভীমসিংহের পুত্র ধনকুলের পক্ষ হইয়া অন্যান্য সামন্তবর্গের সহযোগে রাজা মানসিংহের সমীপে উপনীত হইলেন এবং জাতবালকের ভরণপোষণস্বরূপ নাগর ও সিবানো প্রদেশ পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। এদিকে রাজরোষে পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভীমসিংহমহিষী সব্বসমক্ষে প্রকাশ করিলেন যে, ধনকুল আমার গর্ভজাত পুত্র নহে। ইহাতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া সবাইসিংহ পুনরায় ষড়্যন্ত্রজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন, এবারও তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া রাজা মানসিংহের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং গোপনে ভীমসিংহের নন্দিনী কৃষ্ণকুমারীর পরিণয়ব্যাপার লইয়া জয়পুর-রাজের সহিত বিভ্রাট্ বাধাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে মিবার-রাজের সহিত কৃষ্ণকুমারীর পরিণয় হইবার কথা ছিল। মানসিংহ জয়পুর-রাজের এই অবমানকর প্রস্তাবে উত্তেজিত হইয়া জয়পুর-রাজের প্রদত্ত উপহার লুণ্ঠন ও সেনাদলকে পরাস্ত করিলেন।

এই সূত্রে উভয়পক্ষে ঘোর যুদ্ধ বাধিল, সবাইসিংহ এইরূপ শঠতা দ্বারা জয়পুর ও মিবারের নরপতির সহিত মানসিংহের বিবাদানল প্রজ্বলিত করাইয়া মনোরথসিদ্ধির উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ধনকুলকে লইয়া অনতিবিলম্বে জয়পুরশিবিরে মিলিত হইলেন। জয়পুররাজ জগৎসিংহের যে ভগিনীকে ভীমসিংহ বিবাহ করেন, তাহারই গর্ভে ধনকুল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজা জগৎসিংহ ভাগিনেয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া রাজা মানসিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত সামন্ত তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিল। তিনি লর্ড লেকের যুদ্ধে যে হোলকরপতিকে আশ্রয়দানে রক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু সবাইসিংহ লক্ষ মুদ্রাদানে হোলকরকে বশীভূত করিয়া মানসিংহের ক্ষমতা হ্রাস করিলেন। অতঃপর জয়পুরসৈন্য তাঁহাকে পিঙ্গোলী নামক স্থানে আক্রমণ করে। যুদ্ধের প্রারম্ভে তাহার অধীনস্থ রাঠোর সামন্তগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর, রাজা মানসিংহ মৈরতা হইতে যোধপুরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জগৎ-সিংহের বিজয়ী সেনাদল তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

মানসিংহ যোধপুর-দুর্গ দৃঢ়বদ্ধ এবং ঝালোর ও অমর-কোটে সৈন্যপ্রেরণ দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। জয়পুরপতি জগৎসিংহ পাঁচ মাস অবরোধ করিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না। মানসিংহ অসীম বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে জয়পুরসৈন্য মধ্যে বেতনভোগী আমীর খাঁর সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিদ্রোহিদল জগৎসিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। তিনি প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সবাইসিংহও স্বনগরে পলাইলেন।

যুদ্ধশেষে আমীর খাঁ ও ইন্দ্রাজ রাজা মানসিংহের বিশেষ সহায়তা করেন। ইহারা দুই জনেই রাজা মানসিংহের নিকট হইতে উচ্চপদ ও ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর মারবাড় রাজ্যে আমীর খাঁর প্রভুত্ববিস্তার, নাগরদুর্গ ও নওয়া দুর্গে সৈন্যস্থাপন এবং মৈরাত ও শাম্ভরপ্রদেশে অধিকার বিস্তার দেখিয়া রাজা মানসিংহ বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে তিনি ইন্দ্রাজকে ও রাজগুরু দেবনাথকে গুপ্তভাবে নিহত করিয়া একবারে উন্মাদ হইয়া পড়েন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ছত্রসিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। ছত্রসিংহের দুশ্চরিত্রতা-নিবন্ধন সামন্তগণ বিদ্রোহী হইলেন। রাজা মানসিংহ প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ইংরাজসাহায্যে সামন্তগণের ভূমিসম্পত্তি আত্মসাৎ করেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত তাঁহার সন্ধি

হয়। ইংরাজসেনা মারবাড়েশ্বরের পক্ষ হইয়া সামন্তদিগকে সমুচিত দণ্ডদান করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে মেঃ ওয়াইণ্ডার বৃটিশ গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপে আজমীঢ় প্রদেশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া যোধপুর রাজ্যে গমন করেন। তিনি মারবাড়ের রাজনৈতিক অবস্থার সংস্কার জন্য গোপনে রাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হন; কিন্তু তাহাতে সমর্থ না হইয়া তিনি প্রস্থান করিলে পর লেঃ কার্ণেল টড্ সাহেব কোম্পানীর পক্ষে মারবাড় রাজ্যের এজেণ্ট হইয়া আইসেন। রাজা মানসিংহের সহিত কার্ণেলের বিশেষ বন্ধুতা হইয়াছিল। এই সময়ে মারবাড়প্রান্তে মন্ত্রী অক্ষয়চাঁদের হৃদয়ভেদী অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। যুদ্ধে অক্ষয় চাঁদ, কিল্লাদর নাগোজী, মূলজী, দন্কল, জীবরাজ, বিহারী খিচী, ব্যাস শিবদাস ও শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতিষী প্রভৃতি অত্যাচারী সর্দ্দারগণ ধৃত ও বন্দী হন। রাজা মানসিংহ তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রাণসংহার করিয়া নিষ্কণ্টক হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পোকর্ণের সলিমসিংহের বংশ উৎসাদন করিতে চেষ্টিত হইলেন। সামন্তবর্গ এই সংবাদে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু মানসিংহ প্রতিহিংসাবৃত্তি সফল করিবার জন্য যেন সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার আদেশে ৮ সহস্র বেতনভোগী কামানবাহী সৈন্য রজনীযোগে নিমাজের সামন্ত সুরতান সিংহকে আক্রমণ করিল। যুদ্ধে সুরতান নিহত হইলেন, কিন্তু সলিম সিংহ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। এতদিনের পর রাজপুত বীর মানসিংহ প্রকৃত বীরতেজে মারবাড়রাজ্য ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন।

১৮৫০ সম্বতে ইংরাজ কোম্পানীর সহিত মহারাজাধিরাজ মানসিংহের সন্ধি হয়। জয়পুরাধিপ স্বীয় ভাগিনেয় ধনকুল সিংহকে সিংহাসন দান করিতে অভিলাষী হইয়া পুনরায় মারবাড় আক্রমণ করেন। প্রথমে মানসিংহ ইংরাজের সাহায্য পান নাই। অবশেষে ইংরাজসৈন্য রণক্ষেত্রে উপনীত হওয়ায় ধনকুল সসৈন্যে পলাইয়া যান। এই সময়ে জয়পুররাজ ইংরাজ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

১৮৯২ সম্বতের সন্ধি অনুসারে যোধপুররাজ সৈন্যসাহায্যের পরিবর্ত্তে এক লক্ষ পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হন। বৃটিশ গভর্মেণ্ট ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রাজা মানসিংহের অধিকারভুক্ত মহীরবাড়া প্রদেশের অন্তর্গত ২৮ খানি গ্রাম নয় বৎসরের জন্য ইজারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহার উপসত্ব হইতে তাঁহারা বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা লইতেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত সম্পত্তির মেয়াদ অন্ত হয়। উক্ত বর্ষেই রাজা মানসিংহ কলেবর পরিত্যাগ করেন। তিনি ইংরাজরাজের সহায়তায় মারবাড়রাজ্যের বিশেষ সংস্কার করিয়া গিয়াছিলেন।

মানসিক (ত্রি) মানস-ঠঞ্। মনোভাব, মানস। কোন বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য দেবতার নিকট পুজাদি মানসিক করিতে হয়। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১২।৩৩৮।৪)

মানসী (স্ত্রী) মানস-স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্। ১ বিদ্যাদেবীবিশেষ। ২ মনোভবা।

"ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ।"

(বিষ্ণুপুরাণ ১।৭।১)

মানসীব্যথা (স্ত্রী) হৃদয়জাত শোকদুঃখাদি।

মানসূত্র (ক্লী) মানস্য গাত্রপ্রমাণস্য তন্মানার্থং বা সূত্রং। স্বর্ণাদিনির্ম্মিত কটিসূত্র, চলিত গোট, রেট। (ধনঞ্জয়)

মানসোত্তর (পুং) পর্ব্বতশ্রেণীভেদ।

মানসৌকস্ (পুং) মানসং সরঃ ওকো বাসস্থানং যস্য। হংস।

মানস্কৃত (পুং) পূজা বা অভিমানের কর্ত্তা। (শুক্লযজুঃ ৩০।১৪)

মানস্থলী (স্ত্রী) দেশজ।

মানস্য (পুং) মনসের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১০৫)

মানহন্ (ত্রি) মানং হন্তি হন-ক্বিপ্। মানহন্তা, মাননাশক।

মানহানি (স্ত্রী) মানস্য হানিঃ। মানের হানি। অবমাননা।

মানহীন (ত্রি) মানেন হীনঃ। মানরহিত, মানভ্রষ্ট, যাহার মান নষ্ট হইয়াছে।

মানা (দেশজ) নিষেধ, বারণ।

মানা, যুক্তপ্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটী গিরিসঙ্কট। হিমালয়শিখরে চীন ও ভারত-সাম্রাজ্যের ব্যবধানে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩৫´ পূঃ। বিষ্ণুগঙ্গা নদীকূল দিয়া মানা উপত্যকাস্থ মানাগ্রামে উপনীত হওয়া যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই পথ ১৮ হাজার ফিট্ উচ্চে স্থাপিত হইলেও পূর্ব্বে ভারতবাসিগণ এই সঙ্কট দিয়া চীনতাতারে গমনাগমন করিত। হিন্দুতীর্থযাত্রিগণ এই পথেই মানস-সরোবর তীর্থসন্দর্শনে আসিয়া থাকে।

মানাই (দেশজ) মনোমত সাজান।

মানাঙ্ক (পুং) গীতগোবিন্দটীকা, দুর্গমাশুবোধিনী নামে মালতীমাধবটীকা, মেঘাভ্যুদয়কাব্য, বৃন্দাবনযমক ও বৃন্দাবনকাব্যরচয়িতা। ইনি মালাঙ্ক নামেও পরিচিত ছিলেন।

মানাঙ্ক, রাষ্ট্রকূটবংশীয় জনৈক রাজা।

মানাঙ্গুলমহাতন্ত্র (ক্লী) প্রাচীন তন্ত্রভেদ।

মানান (দেশজ) ১ গুপ্তভাবে কৃত কার্য্যাদি স্বীকার করান ২ লওয়ান। ৩ কর্ত্তৃত্বস্থাপন। ৪ মনোমত গঠন সম্পাদন। ৫ যথাস্থানে সন্নিবেশকরণ বা সাজান।

মানানন্দ (পুং) জনৈক যোগাচার্য্য। শক্তিরত্নাকরে ইঁহার নামোল্লেখ আছে।

মানানয়ন (ক্লী) মানস্য পরিমাণস্য আনয়নম্। পরিমাণ-আনয়ন, গণনা করিয়া পরিমাণ স্থির করা। জ্যোতিষে রবি প্রভৃতি গ্রহের মানানয়ন স্থির করিয়া গণনা করিতে হয়। বিশেষতঃ গ্রহণগণনাকালে রবি ও চন্দ্রের মানানয়ন বিশেষ আবশ্যক।

মানানি (দেশজ) ১ সজ্জিত করণ। ২ স্বীকার করা।

মানায়ন (পুং) মনায়নের গোত্রাপত্য।

মানায্য (পুং) মনায্যের গোত্রাপত্য।

মানায্যায়নী (স্ত্রী) মনায্যের স্ত্রী অপত্য।

মানার উপসাগর, ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত ভারত-মহাসাগরের অংশবিশেষ। ইহার পশ্চিমে তিন্নেবল্লী ও মদুরা-জেলা, উত্তরে আদামস্ ব্রিজ্ (সেতুবন্ধদ্বীপ) ও কুমারিকা প্রভৃতি পর্ব্বতমালা এবং পূর্ব্বে সিংহলদ্বীপ। কুমারিকা হইতে দি-গল অন্তরীপ পর্য্যন্ত ইহার ব্যবধান ২ শত মাইল। দক্ষিণ-পশ্চিম মন্সুমবায়ু প্রবাহিত হইলে, ইহার স্রোতোবেগের আধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উহার পরিবর্ত্তন সময়েও অর্থাৎ উত্তরপূর্ব্ব মন্সুমবায়ুর প্রবাহকালে এখানে পশ্চিমে-বাতাস বহিতে থাকে এবং স্রোতোগতিও ভিন্নাকার ধারণ করে। ঐ সময়ে জলস্রোতে মলবার উপকূলস্থ বালুকারাশি কুমারিকা-অন্তরীপের দক্ষিণে আসিয়া সঞ্চিত হয়। তখন ঐ বালুকাপূর্ণ বেলাভূমি প্রায় ৪৫ মাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকে।

এখানে মুক্তা পাওয়া যায়। মুসলমান ও তামিল ডুবরী-গণ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া শঙ্খ ও মুক্তাগর্ভ শম্বুকাদি উত্তোলন করে। ইংরাজরাজ এই মুক্তারক্ষার জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। সমুদ্রজলে ভয়াবহ হাঙ্গর বিচরণ করে।

মানাবাও, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়ের সৌরাষ্ট্র-বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার রাজা বড়োদারাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

মানাসক্ত (ত্রি) ১ অভিমানী। ২ মানরক্ষাই যাহার মূলমন্ত্র।

মানিকজোড় (হিন্দী) পক্ষিভেদ।

মানিকপীর (দেশজ) মুসলমানদিগের উপাস্য জনৈক পীর। ইহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। বড় বড় নদীতে নাবিকগণ যখন নৌকা ছাড়ে, তখন মানিক-পীরের নাম স্মরণ করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে হিন্দুরা গবাদির অসুখ হইলে মানিকপীরের উদ্দেশে মুরগী উপহার দেয় এবং গাভী প্রসব হইলে ২১ দিনের দিন মানিকপীরকে দুগ্ধ দিয়া পরে ঐ দুগ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আমা-দের দেশে 'মাণিকপীরের গান' নামক স্তুতিবাদ প্রচলিত আছে। নিম্নশ্রেণীর লোকে সমাদরে ঐ গীত গায়।

মানিক (ক্লী) অষ্টপলমিত মান, শরাব, এক সের।

মানিকা (স্ত্রী) মানয়তি গর্ব্বীকরোতীতি মন-ণিচ্-ণ্বুল্, টাপ্ অকারস্যেত্বং। ১ মদ্য। মানে প্রভবতীতি টক্। ২ শরাব; অষ্টপলমিত মান, ৬০ তোলা পরিমাণ, বৈদ্যক মতে ৬০ তোলায় এক সের।

মানিত (ত্রি) মানোঽস্যার্থে তারকাদিত্বাদিতচ্। সম্মানিত, পূজিত, আদৃত।

মানিতসেন (পুং) রাজপুত্রভেদ।

মানিতা (স্ত্রী) মানিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। মানীর ভাব বা ধর্ম্ম, মানিত্ব, সম্মান, গৌরব, অহঙ্কার।

মানিন্ (ত্রি) ১ মানোঽস্যাস্তীতি মান-ইনি। মানবিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত। ২ সিংহ। (রাজনি°)

মানিনী (স্ত্রী) ফলিবৃক্ষ। (মেদিনী) মানিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ মানবতী, অভিমানযুক্তা স্ত্রী।

"হরিরভিসরতি বহতি মৃদু পবনে।
কিমপরমধিকসুখং সখি! ভবনে
মাধবে মা কুরু মানিনি! মানময়ে॥"

(গীতগোবিন্দ ৯।২)

৩ রাজা রাজ্যবর্দ্ধনের পত্নী। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০)
৪ শরাব পরিমাণ, এক সের। (ভৈষজ্যরত্না°)

মানিন্ধ (পুং) জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্। [মনিত্থ দেখ।]

মানী (ত্রি) ১ অভিমানী। ২ মনোযোগী। ৩ সম্মানিত।

মানুতন্তব্য (পুং) মনুতন্তুর গোত্রাপত্য। ঐকাদশাক্ষের অপত্য।

মানুষ (পুং) মনোর্জাতঃ মনু (মনোর্জাতাবঞ্যতো ষুক্ চ। পা ৪।১।১৬১) ইত্যঞ্ ষুগাগমশ্চ। মনুষ্য, মানব। মনুষ্য-স্যেদং অণ্। (ত্রি) ২ মনুষ্যসম্বন্ধী।

"অকৃত্বা মানুষং কর্ম্ম যো দৈবমনুবর্ত্ততে।
বৃথা শ্রাম্যতি সংপ্রাপ্য পতিং ক্লীবমিবাঙ্গনা॥"

(মহাভারত ১৩।৬।২০)

মানুষক (ত্রি) মনুষ্যসম্বন্ধীয়।

মানুষতা (স্ত্রী) মানুষস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। মনুষ্যত্ব, মানুষত্ব, মনুষ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

মানুষপ্রধন (ত্রি) মনুষ্যের হিতজন্য সংগ্রাম।

"যস্মানুষপ্রধনা ইন্দ্রমূতয়ঃ" (ঋক্ ১।৫২।৯) 'মানুষপ্রধনাঃ প্রকীর্য্যন্তেঽস্মিন্ ধনানি ভবন্তীতি নৈরুক্তব্যুৎপত্ত্যা প্রধনমিতি সংগ্রামনাম, মনুষ্যহিতসংগ্রামাঃ' (সায়ণ)

মানুষসংবাদ (ত্রি) ১ নরমাংসাশী। ২ রাক্ষস।

মানুষরাক্ষস (পুং) ১ রাক্ষসের প্রকৃতিযুক্ত মনুষ্যশরীর। ২ মনুষ্যের শত্রু। নিষ্ঠুরপ্রকৃতি দস্যু প্রভৃতি।

মানুষলৌকিক (ত্রি) ১ নরলোকসম্বন্ধীয়। ২ মনুষ্যজাতির উপযোগী।

মানুষিক (ত্রি) মনুষ্যস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা মনুষ্য-ঠঞ্। মনুষ্যের কর্ম্মাদি। ২ মনুষ্যসম্বন্ধীয়।

মানুষিবুদ্ধ (পুং) নরশরীরধারী বুদ্ধদেব (শাক্যবুদ্ধ প্রভৃতি।) ইহারা ধ্যানীবুদ্ধ হইতে স্বতন্ত্র।

মানুষী (স্ত্রী) মানুষস্য স্ত্রী, মানুষজাতিত্বাৎ ঙীষ্। মনুষ্য স্ত্রীজাতি।

'মনুষ্যী মানুষী নারী মানবী মানুষস্ত্রিয়াম্।' (শব্দরত্না°)

মনুষ্য-অণ্-ঙীষ্। ২ চিকিৎসাবিশেষ।

"আসুরী মানুষী দৈবী চিকিৎসা সা ত্রিধা মতা।" (শব্দচ°)

মানুষ্য (ক্লী) মনুষ্যস্য ভাবঃ মনুষ্যস্যেদমিতি বা মনুষ্য-অণ্। ১ মনুষ্যত্ব। ২ মনুষ্যশরীর।

"মানুষ্যে কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণম্।
যঃ করোতি স সংমূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

(ত্রি) ৩ মনুষ্যসম্বন্ধী।

মানুষ্যক (ক্লী) মনুষ্যাণাং সমূহঃ মনুষ্য (গোত্রোক্ষোষ্ট্রোর-ভ্রেতি। পা ৪।২।৩৯) ইতি বুঞ্। ১ মনুষ্যসমূহ। (অমর) মানুষ-যৎ, স্বার্থে কন্। (ত্রি) ২ মনুষ্যসম্বন্ধী।

"সুমন্ত্রিতং সুনীতঞ্চ ন্যায়তশ্চোপপাদিতম্।
কৃতং মানুষ্যকং কর্ম্ম দৈবেনাপি বিরুধ্যতে॥"
(ভারত ৫।৭৭।৮)

মানে (আরবী) শব্দার্থ, শব্দের তাৎপর্য্য।

মানে মানে (অব্য) সম্মানের সহিত।

মানোজ্ঞক (ক্লী) মনোজ্ঞস্য ভাবঃ কর্ম্ম বেতি (দ্বন্দ্বমনো-জ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩) ইতি বুঞ্। মনোজ্ঞতা, মনোজ্ঞের ভাব।

মান্তব্য (পুং) মন্তু-যঞ্ (পা ৪।১।১০৫) মন্তুর গোত্রাপত্য।

মান্ত্র (ত্রি) বৈদিক মন্ত্রসম্বন্ধীয়।

মান্ত্রবর্ণিক (ত্রি) বৈদিকস্তোত্রাদি লিখিত মন্ত্রবর্ণের সংজ্ঞাভেদ।

মান্ত্রিক (পুং) ১ মন্ত্রবেত্তা। যিনি বেদমন্ত্রপাঠে বিশেষ পারদর্শী। ২ রোজা, ভোজবাজীকর প্রভৃতি।

মান্ত্রিত্ত (পুং) মন্ত্রিত্যের বংশধর।

মান্ত্রিত্য (পুং) মন্ত্রিত্যের গোত্রাপত্য।

মান্থরেষণি (পুং) মন্থরেষণের গোত্রাপত্য।

মান্থর্য্য (ক্লী) দুর্ব্বলতা। মন্থর বা মন্থের ভাব।

মান্থাল (পুং) মূষিকজাতীয় জীবভেদ। (মহীধর)

মান্থ্য (ত্রি) মন্থন বা মর্দ্দনযোগ্য।

মান্দ (ত্রি) ১ তড়াগভব জল। (শুক্ল যজুঃ ১০।৪) 'তড়াগ-ভবর্বাষ্প্ হোমদানে। হে আপ! যূয়ং মান্দাঃস্থ। মন্দতে-র্মোদনার্থস্য রূপং মন্দন্তে মোদন্তে ভূতানি যত্র বহুলকত্বাত্তা মান্দাঃ ভবথঃ।' (বেদদীপ) ২ ভৌম্যাদিগ্রহের রবি বা চন্দ্রসম্বন্ধীয় নীচোচ্চ বা মন্দোচ্চ গতি। মান্দফল Equation of the apsis, মান্দকর্ম্ম process of correction for the apsis।

মান্দগাঁও, মধ্যভারতের বর্দ্ধাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। বনানদীর সন্নিকটে অবস্থিত।

মান্দার (পুং) মন্দারসম্বন্ধী।

মান্দারব (পুং) মন্দারবসম্বন্ধীয়।

মান্দার্য্য (ত্রি) বীতরাগ, মমত্বাভিমানশূন্য, বিষয়ানুরাগরহিত। "এষ বস্তোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্য্যস্য" (শুক্লযজুঃ ৩৪।৪৮) 'মান্দার্যস্য মাং মমেতি স্বস্বামিসম্বন্ধং দারয়তি ইতি মান্দার্য্য-স্তস্য বীতরাগস্য ইত্যর্থঃ' (বেদদীপ°)

মান্দালয়, উত্তর-ব্রহ্মের রাজধানী। অক্ষা° ২১°৫৯´৪´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৬°৮´ পূঃ। ইহা ৬০০ শত ফিট্ উচ্চ একটী পাহাড়ের পাদদেশে ইরাবতী নদী হইতে ১ ক্রোশ দূরে সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। সিংহাসনচ্যুত রাজা থিবোর পিতা ১৮৬০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজধানী অমরপুর ত্যাগ করিয়া মান্দালয়ে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত এখানে স্বাধীন ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। পরে ঐ সময়ে এই স্থান ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

রাজধানীর আয়তন সমচতুর্ভুজের ন্যায় এবং ইহার প্রত্যেক বাহু কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধক্রোশ মাত্র। রাজধানীর চতুর্দ্দিক্ ২৬ ফিট্ উচ্চ এবং ৩ ফিট্ প্রস্থ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বাহির্ভাগে প্রাচীর ক্রমশঃ স্থূল হইয়া ভিত্তির নিকটে ৩০- ফিট্ প্রস্থে পরিণত হইয়াছে।

নগরে প্রবেশ করিবার দ্বাদশটী দ্বার আছে। প্রত্যেক পার্শ্বে ৩টী করিয়া দ্বার। তোরণদ্বারগুলির উপরিভাগ গম্বুজাকার কাষ্ঠখণ্ডে নির্ম্মিত। দ্বিতল এবং ত্রিতলে দুর্গ-রক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। ১০০ ফিট্ দীর্ঘ এবং ৬৯ ফিট্ বিস্তৃত একটী পরিখা রাজধানী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পরিখা সর্ব্বদা পর্ব্বতীয়জলে পূর্ণ থাকে। ৫টী সেতু দুর্গপরিখাকে নগরোপকণ্ঠের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু এই সেতু-গুলি বন্ধ [illegible] কোন উপায় নাই। তবে [illegible]

কাষ্ঠনির্ম্মিত বলিয়া শত্রুসৈন্যের আকস্মিক আগমনে সহজেই ধ্বংস করা যায়। দুর্গপরিখার বহির্দ্দিক্ হইতে দুর্গরক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই।

রাজপ্রাসাদ নগরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদের বহির্ভিত্তি দুর্গপ্রাকারের সহিত সমান্তরালভাবে নির্ম্মিত এবং প্রত্যেক পার্শ্ব ৩৭০ গজ দীর্ঘ।

অট্টালিকার বহির্ভাগ ২০ ফিট্ উচ্চ সেগুণ কাষ্ঠের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কাষ্ঠময় প্রাচীরের অভ্যন্তরদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত কয়েকটী প্রাচীরের পরে রাজভবন নির্ম্মিত হইয়াছে।

রাজভবন পূর্ব্বমুখে অবস্থিত। রাজভবনের দরবার-প্রকোষ্ঠ বা সভাগৃহ ১০ ফিট্ উচ্চ ইষ্টকের ছাদের উপর ২৬০ ফিট্ দীর্ঘ এবং কারুকার্য্যখচিত সুরঞ্জিত সেগুণ কাষ্ঠে নির্ম্মিত। প্রাসাদশিখর স্তম্ভাবলীর উপর অবস্থিত। দরবার-প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে রাজসিংহাসন। সিংহাসনের উপর সুবর্ণমণ্ডিত মুকুটকল্প একটী সমুচ্চ চূড়া। চূড়াটী নগরের সমস্ত অংশ হইতে পরিদৃষ্ট হয়। সভাগৃহের পশ্চাদ্ভাগে মন্ত্রণাগৃহ এবং অন্যান্য রাজ্যসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের কর্ম্মস্থান। পশ্চিমভাগে রাজার অন্তঃপুর এবং প্রমোদকানন। রাজপ্রাসাদের সীমার মধ্যে কোষাগার, অস্ত্রাগার, গোলাগুলি এবং বারুদের ভাণ্ডার, টঙ্কশালা (mint) ও শ্বেতহস্তিসমূহের আলয়। একটী উচ্চ স্তম্ভের উপর সময়নিরূপক জলঘড়ি স্থাপিত। ইষ্টকময় প্রাচীরের বহির্ভাগে ধর্ম্মাধিকরণ ও সেনানিবাস। রাজপ্রাসাদ সর্ব্বপ্রকারে রাজোচিত শোভাসম্পদে অলঙ্কৃত। প্রাসাদতল সকল নানাপ্রকার কারুকার্য্যখচিত বংশনির্ম্মিত মাদুরে আচ্ছাদিত। রাজপ্রাসাদের বহির্ভাগে বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস। নগরের অভ্যন্তরস্থ রাজপথ সকল বিস্তৃত এবং পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ তিন্তিড়ী বৃক্ষ অবস্থিত। আর্ম্মেনিয়, মোগল এবং যুরোপীয়গণ নগরের মধ্যে বাস করে। নগরের মধ্যে ন্যূনাধিক দ্বাদশ সহস্র গৃহ আছে। লোকসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। নগরের বহির্ভাগে এবং অভ্যন্তরে অসংখ্য মঠ এবং মন্দির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মন্দিরগুলি সাধারণতঃ চতুরস্র ভিত্তির উপর বৃত্তসূচীর অনুকরণে নির্ম্মিত এবং বুদ্ধধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি মন্দিরের অগ্রভাগে অনেক স্থলে খোদিত আছে।

প্রধানতঃ ইরাবতী নদীর জলপথে এখানকার বাণিজ্যকার্য্য সম্পন্ন হয়। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে তুলা, সেগুণ কাষ্ঠ, কেরোসিন তৈল, চর্ম্ম, গুড়, হস্তিদন্ত, লাক্ষা, শৃঙ্গ, গম, তামাক, শ্বেতপীতাদি নানাপ্রকার বর্ণ এবং চা প্রভৃতি। প্রধানতঃ চীনদেশের সহিত স্থলপথে বাণিজ্য চলে। ব্রহ্মদেশের সহিত চীনের বাণিজ্যই উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্ম ইংরাজদিগের শাসনাধীনে আসিয়া, নানা বিষয়ে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নগরের অভ্যন্তরে এবং উপকণ্ঠে অনেকগুলি বাজার আছে। বহুসংখ্যক শিল্পী রেশমের বস্ত্র বয়ন করে। ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রতিযোগিতায় বস্ত্রশিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। তবে দেশজ বস্ত্র ব্রহ্মবাসিগণের রুচি অনুসারে প্রস্তুত হয় বলিয়া লোকে দেশজ বস্ত্রই অধিক গ্রহণ করে। স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নানা স্থানে নির্ম্মিত হয়। ব্রহ্মবাসীরা কন্দুকক্রীড়ায় অতি নিপুণ। থিবো রাজার পিতা কামান-নির্ম্মাণের শিল্পশালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু কামানগুলি উৎকৃষ্ট না হওয়ায়, তাহা প্রচলিত হয় নাই।

থিবো ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি উক্ত রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা আলম্প্রা হইতে একাদশ রাজা। ব্রহ্মবাসীরা বলিয়া থাকেন, যে বংশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—তাঁহারা সেই শাক্য-বংশে সমুদ্ভূত। যখন খৃঃ পূঃ ৬৯১ অব্দে অর্জ্জুন-নৃপতি কপিলবাস্তুতে রাজত্ব করিতেন, সেই সময় হইতে ব্রহ্মদেশের ইতিহাস আরব্ধ। আলম্প্রা পূর্ব্বরাজগণকে বিতাড়িত করিয়া এক শতাব্দ পূর্ব্বে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসনপ্রণালী যথেচ্ছাচার-ভাবাপন্ন ছিল। রাজগণ কেবল বুদ্ধ ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনা করেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা প্রকৃতিপুঞ্জের জীবন ও সম্পত্তির বিধাতা। থিবো সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্যশাসন করেন নাই। ইংরাজ-প্রজাগণের সহিত অসদ্ব্যবহার করায়, তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া বন্দিভাবে ভারতে আনীত হন। তদবধি ব্রহ্মদেশ ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ (প্রেসিডেন্সী), ফোর্ট সেণ্ট জর্জ নামক দুর্গের শাসনভুক্ত সমগ্র দক্ষিণভারত মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সী নামে কথিত। মান্দ্রাজনগরে ইংরাজ-বণিকগণ প্রথমে উক্ত দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাণিজ্যকার্য্য রক্ষার জন্য এখানে একজন গবর্ণর থাকিতেন। তদবধি দক্ষিণভারতের ইংরাজেতিহাসে মান্দ্রাজনগরের খ্যাতির প্রথম সূত্রপাত হয়। সমগ্র ভারত ইংরাজরাজের করায়ত্ত হইলে, দাক্ষিণাত্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার এবং বিচারকার্য্য পরিচালন জন্য তাঁহারা এখানে দাক্ষিণাত্যের রাজপাট স্থাপন করেন। মহিসুর প্রভৃতি কতকগুলি সামন্তরাজ্য, জেলা ও বস্তবিভাগ লইয়া এই প্রেসিডেন্সী গঠিত।

ইহার উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিম দৈর্ঘ্যে ৯৫০ মাইল এবং প্রস্থে ৪৫০ মাইল। এই প্রেসিডেন্সীতে ইংরাজ-গবর্মেণ্টের

খাস-শাসনে ২২টী জেলা, স্বতন্ত্র বন্দোবস্তে গঞ্জাম, বিশাখপত্তন ও গোদাবরীর এজেন্সী বিভাগ এবং ত্রিবাঙ্কোড়, কোচিন, পুদুকোটা, বঙ্গনপল্লী ও সন্দুর নামক পাঁচটী সামন্তরাজ্য মান্দ্রাজ-গবর্মেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইয়া থাকে।

উত্তরদিক্ ব্যতীত ইহার অপর দিক্‌ত্রয়ে সমুদ্র বিরাজমান। উত্তরপূর্ব্বে চিল্কা হইতে সমগ্র পূর্ব্বোপকূলে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণপূর্ব্বে ইংরাজের সিংহল-উপনিবেশ, সেতুবন্ধ ও পক্-প্রণালী, দক্ষিণে ও পশ্চিমে যথাক্রমে ভারত-মহাসাগর ও আরব্যোপসাগর। উত্তরসীমা উত্তরপূর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে নিম্নাভিমুখে আসিয়াছে। ইহার পূর্ব্বোত্তর হইতে উড়িষ্যা, মধ্যভারতের পার্ব্বত্যপ্রদেশ, নিজামরাজ্য এবং ধারবাড় ও উত্তরকাণাড়া জেলা যথাক্রমে পশ্চিমসীমা ঘিরিয়া রাখিয়াছে। মহিসুরের মিত্ররাজ্য মান্দ্রাজ গবর্মেণ্টের শাসন-বহির্ভূত হইলেও ভৌগোলিক অবস্থানানুসারে উহা এই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জও মলবার ও দক্ষিণ-কাণাড়া জেলার শাসনসম্পৃক্ত হওয়ায়, উহাও মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অংশবিশেষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

দক্ষিণভারতের মানচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, পর্ব্বত, নদ, নদী ও বনমালাসমাকুল এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-স্থান বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার বনময় দৃশ্যাবলি স্বভাব-সৌন্দর্য্যের রঙ্গভূমি। উহার পার্শ্ববর্ত্তী সমতল সমুদ্রোপকূল নদীসঙ্কুল থাকিয়া শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। নীলগিরির অধিত্যকা ও উপত্যকাভূমি নির্ঝরপ্রবাহিণী স্রোতস্বিনীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া মানবজীবনের বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়াছে। মহিসুর, ত্রিবাঙ্কোড়, ত্রিচীনপল্লী প্রভৃতি শব্দে এখানকার স্থান বিশেষের প্রাকৃতিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং অনাবশ্যক বোধে তৎসমুদায় আর উদ্ধৃত হইল না।

নদীসমূহের মধ্যে গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, পিনাকিনী (উত্তর ও দক্ষিণ পেন্নার), পালার, বৈগ, বেল্লর ও তাম্রপর্ণী নদীই প্রধান। এতদ্ভিন্ন ঘাটগিরিমালা ও অন্যান্য পর্ব্বতসমূহ হইতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ইতস্ততঃ প্রবাহিত রহিয়াছে। পর্ব্বতসমূহের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাটশ্রেণী, নীলগিরি, আনমলয়, পলনি, পালঘাট ও সেবরায় গিরিমালা উল্লেখযোগ্য। আনমলয় শৈলশ্রেণীর আনমুড়া শৃঙ্গ (৮৮৫০ ফিট্) এবং নীলগিরির দোদবেট্টা শিখর (৮৭৬০ ফিট্) দক্ষিণভারতের পর্ব্বতমালার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ।

পলিকাট হ্রদই এখানকার সর্ব্ববৃহৎ হ্রদ। উহা উত্তর-দক্ষিণে ৩৭ মাইল বিস্তৃত। মধ্যদেশভাগের যাবতীয় বাণিজ্যদ্রব্য এই হ্রদ দিয়া মান্দ্রাজ নগরে ও উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী প্রদেশসমূহে আনীত হইয়া থাকে। কাণাড়া, মলবার ও ত্রিবাঙ্কোড়ের সমুদ্রোপকূলে গিরিগাত্রবাহী প্রখরস্রোতা নদীসমূহের সহিত সমুদ্রস্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোচিনের হ্রদ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই হ্রদের দক্ষিণ হইতে একটী কাটাখাল দক্ষিণাভিমুখে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

[বিস্তৃত বিবরণ তত্তৎশব্দে দেখ।]

ধাতবপদার্থের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় প্রস্তর, কয়লা, লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতির খনি এখানকার বিভিন্ন জেলায় পাওয়া যায়। সালেম জেলায় উৎকৃষ্ট লৌহ, বৈনাড় ও কোলারে স্বর্ণ, ভদ্রাচলে ও দমগুড়েম নামক স্থানে কয়লার খনি আছে। এতদ্ভিন্ন নীলগিরি ও বেল্লরীতে মাঙ্গানিজ, পুল্বঘাট পর্ব্বতে তাম্র, মদুরায় রৌপ্য ও রসাঞ্জন, কাবেরী নদীর উপত্যকায় পান্না এবং উত্তর সরকারের স্থানবিশেষে হীরক ও অকীক মণি পাওয়া গিয়া থাকে। বনবিভাগে শাল ও সেগুণ বৃক্ষই অধিক। উক্ত কাষ্ঠের ব্যবসায়ে লাভবান্ হইবার জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্ট বনসমূহরক্ষায় যত্নশীল।

মান্দ্রাজবিভাগের ইতিহাস সমগ্র দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের সহিত সন্নিবদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে, দ্রাবিড় জাতির প্রকৃত ইতিহাস লইয়াই এই প্রদেশের ইতিবৃত্ত গঠিত হইয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত ইতিবৃত্ত-লেখকের অভাবে সেই সমস্ত ঘটনা ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই জাতি কোন্ প্রাচীন সময়ে এখানে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং অপর কোন্ জাতির সহিত ইহাদের নৈকট্য অধিক, তাহাও অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, রামায়ণোক্ত রাক্ষসরাজ রাবণের পরাভব জন্য রামচন্দ্র যে বানরকুলের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ দ্রাবিড়েরাই সেই বানরজাতিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই অনার্য্য জাতিকে—তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া—বানরবংশসম্ভূত বলিয়া শ্লেষোক্তি করা অসঙ্গত বোধ হইলেও সভ্যতম রামচন্দ্রের অনুচরবর্গের নিকট তাহাদের নিকৃষ্টতা-সম্পাদন করাই উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক, রামচন্দ্রের শুভাগমনে এতদ্দেশবাসী অনার্য্য দ্রাবিড় জাতি যে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করে, এরূপ অনুমান করা যায়। ইহা ভিন্ন দ্রাবিড়-জাতির প্রাচীনত্বের আর কোনই প্রমাণ সংগ্রহ করা যায় না।

অতঃপর এখানে বৌদ্ধধর্ম্মস্রোতঃ প্রবাহিত হয়। বৌদ্ধ-পরিব্রাজকগণ দাক্ষিণাত্যে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, স্থানান্তরে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [বৌদ্ধধর্ম্ম দেখ।]

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকযুগে মুসলমান-রাজবংশের আধিপত্যের পর, এখানে মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজগণের রাজত্বকালে এখানে ধর্ম্ম ও শাসনকার্য্যের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও এখানকার প্রচলিত তামিল ও তেলগু ভাষার কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দ্রাবিড়জাতি এখানে বহুপূর্ব্বকাল হইতে বসবাস আরম্ভ করিয়াছে।

যদিও এখানকার রাজকীয় ঘটনাবলীর কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না, তথাপি বলিতে পারা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বহুতর ঘটনা দক্ষিণভারতেই সংঘটিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিকের আলোচনায় ঐ ঘটনাসমূহ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। [দাক্ষিণাত্য দেখ।]

বিভিন্ন দেশীয় রাজেতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, মলবার উপকূল দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্যভাণ্ডাররূপে গণ্য ছিল। রাজা সলোমনের রাজ্যকালে ও তাহার পরবর্ত্তিসময়ে তামিল নামধেয় ভারতীয় পণ্যদ্রব্যসমূহ য়ুরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সিরিয়াবাসী খৃষ্টান ও আরবদেশীয় মুসলমানগণ বাণিজ্যাভিলাষে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে আসিয়া বাস করিয়াছে। ঐ সকলের বংশধরগণ এক্ষণে মিশ্রধর্ম্মা হইয়া মলবার ও ত্রিবাঙ্কোড় প্রদেশে বাস করিতেছে। কোচিনে য়িহুদীগণের উপনিবেশ-স্থাপনও বহুশতাব্দ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

ভারতীয় বাণিজ্যলোলুপ পর্ত্তুগীজ বণিক্‌দল এই মলবার উপকূলে আসিয়া প্রথমেই আশানুরূপ পণ্যদ্রব্যসংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিল। [পর্ত্তুগীজ শব্দে দেখ।]

ইহার পরবর্ত্তিকালে, দক্ষিণভারতের ঐতিহাসিক সন্দর্ভ পশ্চিমদিক্ ছাড়িয়া পূর্ব্বের কর্ণাটক-উপকূলে আসিয়া সন্নিবদ্ধ হয়। ফল কথা, নানা বিগ্রহ ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইংরাজগণ করমণ্ডল-উপকূলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখানে ক্লাইবের বুদ্ধিকৌশলে ফরাসী-প্রতিনিধি ডুপ্লের রাজ্যলালসা ব্যর্থ হইয়াছিল। আরও সর্ আয়ার কুটের অব্যর্থ কূটনীতি, হায়দারের অদম্য বীরত্ব, টিপু সুলতানের জিঘাংসা ও বীরবর ওয়েলিংটনের জয়প্রবণজীবনের কার্য্যপরম্পরা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল ঘটনা সমাশ্রয়েই ইংরাজের দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৮০৬ খৃঃ বল্লুরবিদ্রোহের পর মান্দ্রাজে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই।

ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, ইংলণ্ডের সর্ব্বদমন রাজশক্তি বিস্তার দ্বারা মান্দ্রাজে শান্তি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, দক্ষিণভারতে আর কখনও একচ্ছত্রাধিপতির শাসনদণ্ড বিস্তৃত হয় নাই। কিছুকালের জন্য একমাত্র বিজয়নগরের হিন্দু নরপতিগণ এখানে সার্ব্বজনীন রাজশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু দুরারোহ গিরিসঙ্কট এবং সেই পর্ব্বতবাসী দুর্দ্ধর্ষ জাতির আক্রমণ তাঁহাদিগের সাম্রাজ্যবৃদ্ধির অন্তরায় হইয়াছিল।

দক্ষিণভারতের প্রাচীনতম ইতিহাসের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এই প্রেসিডেন্সী কতকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহাদের একের অভ্যুত্থানে অপরে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ যে তামিলপ্রদেশকে দ্রাবিড় নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহাও এক সময়ে পাণ্ড্য, চের ও চোলরাজ্যে বিভক্ত ছিল। [তত্তৎ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মেগেস্থেনিস্ (খৃঃ পূঃ ৩০০) প্রভৃতি ভারতভ্রমণকারী গ্রীকবাসীর ভ্রমণাখ্যান হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গ, অন্ধ্র ও পাণ্ড্যরাজ্য তৎকালে দক্ষিণভারতে বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অন্ধ্ররাজ্য বর্ত্তমান মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর উত্তরে এবং কলিঙ্গরাজ্য সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত, কিন্তু ঐ প্রভাবশালী রাজ্যত্রয় কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। [অন্ধ্র, কলিঙ্গ ও পাণ্ড্য দেখ।]

বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের রাজ্যকালে আমরা চোল ও চের-(কেরল) রাজ্যের প্রভাব অবগত হই। সম্ভবতঃ ঐ সামন্তরাজ্যদ্বয় পাণ্ড্যরাজের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতাধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিল। [চোল ও কেরল দেখ।]

তাহার পর পল্লবরাজবংশের অভ্যুদয় হয়। তাহারা মান্দ্রাজের সন্নিকটে রাজধানী স্থাপন করিয়া মহাপ্রভাবশালী একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। প্রবলপ্রতাপ পল্লবগণের হস্তে কলিঙ্গ ও অন্ধ্ররাজবংশের অধঃপতন ঘটে। পল্লববংশের অবসানে ভারতের পূর্ব্বোপকূল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। [পল্লব দেখ।]

পল্লবরাজবংশের সৌভাগ্যসূর্য্য যখন মধ্যাহ্নগগনে সমুদিত, তখন পশ্চিম চালুক্যরাজ চোল ও পল্লবরাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু চালুক্য-সেনার প্রবলপরাক্রমেও ঐ রাজ্যদ্বয় বিপর্য্যস্ত হয় নাই, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে পল্লবরাজবংশের অদৃষ্টাকাশ ঘনীভূত হইয়া আইসে। চালুক্যরাজবংশের নিকট পল্লবজাতি পরাজিত হয়। তদবধি ১১শ শতাব্দ পর্য্যন্ত এখানে পূর্ব্ব-চালুক্যরাজবংশ আধিপত্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে কাঞ্চীপুরের পল্লবগণও চালুক্যদিগের হস্তে পরাজিত হয়। শেষোক্ত

চালুক্যরাজবংশীয়গণ দাক্ষিণাত্যে সাতটী পাগোদা নির্ম্মাণ করাইয়া আপনাদের বংশকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরে এই দাক্ষিণাত্যবাসী পল্লবগণ পুনরায় চালুক্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া আপনাদের রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে চোলরাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়ে। চোলরাজ স্বীয় বাহুবলে দক্ষিণস্থ পাণ্ড্যরাজবংশ, কেরলের গঙ্গবংশ এবং সিংহলরাজকে আপনার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারা পূর্ব্বচালুক্যবংশের অধিকৃত উড়িষ্যা পর্য্যন্ত এবং পল্লবরাজ্যের কতকাংশ স্বীয় রাজ্যসীমাভুক্ত করিয়া লয়েন।

এইরূপে চালুক্যবংশের অধিকৃত বিস্তৃত রাজ্য ধীরে ধীরে হস্তচ্যুত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে মান্দ্রাজের উত্তরস্থিত সমগ্র চোলরাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ঐ সামন্তরাজগণ একরূপ স্বাধীনভাবেই রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহারা অহর্নিশ পরস্পরে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। মুসলমান-রাজন্যবর্গ অবস্থা ও সুযোগ বুঝিয়া দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে অগ্রসর হন। একদিকে যেমন মুসলমানগণ দক্ষিণভারতে প্রতিষ্ঠাস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, অপর দিকে সেইরূপ হোয়সাল বল্লালবংশীয় নরপতিগণ চোল ও কেরল-রাজগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া পাণ্ড্য ও গঙ্গরাজ্যে প্রসার বৃদ্ধি করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দের প্রথমে আমরা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজবংশের এইরূপ পরিচয় পাই :— ভারতের সর্ব্বদক্ষিণে একমাত্র পাণ্ড্যরাজবংশের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাঞ্জোর ও মান্দ্রাজপ্রদেশে চোলরাজবংশের অস্তমিত-প্রায় গৌরবরবি ক্ষীণজ্যোতিঃ বিতরণ করিতেছিল। প্রায়োদ্বীপের মধ্যাংশে প্রতাপান্বিত হোয়সাল বল্লালগণ রাজশক্তি দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যসীমার উত্তর-দেশে সম্পূর্ণরূপ অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। [বল্লাল দেখ।]

এই সকল প্রাচীন রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে তথাকার রাজোপাখ্যানে অলৌকিক প্রবাদ আরোপিত হইয়াছে। সেই সকল আখ্যান বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, তত্তৎ রাজগণের উৎকীর্ণ শিলাফলক, তাম্রশাসন ও দেবমন্দিরাদিতে ভাস্কর-কীর্ত্তির অপূর্ব্ব নিদর্শনসমূহ সেই অতীত রাজবংশধরগণের কার্য্যকলাপের প্রকৃত ইতিহাস জ্ঞাপন করিতেছে।

মুসলমানগণের অভ্যুদয় হইতেই এখানকার ধারাবাহিক ইতিহাসের পত্তন হয়। দিল্লীর খিলিজিবংশীয় ২য় সম্রাট্ আলাউদ্দীনের বিখ্যাত সেনানী মালিক কাফুর হোয়সাল বল্লালবংশীয় রাজাকে পরাভূত করিয়া দাক্ষিণাত্য জয় করেন। তিনি স্বীয় ভুজবলে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ লুণ্ঠন এবং পূর্ব্বোপকূলস্থ যাবতীয় সামন্তরাজকে পরাজিত করিয়া মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করাইয়া ছিলেন।

[মালিক কাফুর দেখ।]

মুসলমান-সৈন্য দাক্ষিণাত্য হইতে অপসৃত হইলে, বিজয়নগরের হিন্দুরাজবংশ মস্তকোত্তোলন করেন। তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের অপরাপর হিন্দুরাজগণকে পরাভূত করিয়া তুঙ্গভদ্রা-তীরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। যখন তাঁহাদের সৌভাগ্য-সূর্য্য মধ্যগগনে সমুদিত ছিল, তখন তাঁহারা প্রায় সমগ্র মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীই শাসন করিয়াছিলেন।

[বিজয়নগর দেখ।]

বিজয়নগররাজবংশ দুই শতাব্দ কাল প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়া অবশেষে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের চারিটী মুসলমানরাজবংশের সমবেত চেষ্টায় বিপর্য্যস্ত হয়।

[আদিলশাহী প্রভৃতি মুসলমান রাজবংশ দেখ।]

আফগান মুসলমানগণের পর, মোগল ও মহারাষ্ট্রশক্তি দাক্ষিণাত্যে বিজয়বাহিনী পরিচালিত করে। এই সময় হইতে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীয় রাজবংশসমূহের জাতীয় জীবনের অবসান ঘটে।

মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেব কুমারিকা পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই বিজিত-প্রদেশ স্বীয় শাসনভুক্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলে, দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গ একে একে স্বাধীনতাপ্রয়াসী হইয়া উঠেন। সম্রাটের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে ভীত হইয়াও তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশে স্বাধীনভাবেই রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন। এমন কি, সম্রাট্-প্রতিনিধি নিজামও স্বাধীনতা অবলম্বনে কুণ্ঠিত হন নাই। সামন্ত-প্রধান কর্ণাটকের নবাব আর্কট রাজধানীতে থাকিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। তাঞ্জোরে শিবাজীর জনৈক বংশধর রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। পাণ্ড্যরাজ্যে মদুরার নায়কবংশ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। মধ্য-অধিত্যকাভূমে জনৈক হিন্দুসর্দ্দার ধীরে ধীরে আপন প্রতিপত্তিবিস্তারে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ইহাই পরে মহিসুররাজ্য নামে খ্যাত হয়। দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গকে মোগলশক্তির অধীনতাস্বীকারে পরাঙ্মুখ দেখিয়া রাজনীতি-কুশল ডুঁপ্লে দাক্ষিণাত্যে য়ুরোপীয় প্রভাব বিস্তারের কল্পনা করিয়াছিলেন।

পর্ত্তুগীজ নাবিক-প্রধান ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে কালিকটে আসিয়া উপনীত হন। প্রায় শতাব্দের

অধিক কাল পর্ত্তুগীজগণ বন্দরের উপকূলের বাণিজ্য-প্রবাহ স্ব-হস্তে পরিচালিত করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ-প্রভাব তিরোহিত হইলে ১৭শ শতাব্দের প্রারম্ভে ওলন্দাজগণ পর্ত্তুগীজদিগের তরকুঠী প্রভৃতি লইয়া বাণিজ্য চালাইবার চেষ্টা পান। তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় কালিকটে ও ক্রাঙ্গনুরে আসিয়া বাণিজ্যপরিচালন জন্য কুঠী স্থাপন করেন। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে তেল্লীচেরীতে ইংরাজের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যভাণ্ডার স্থাপিত হয়। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা ঐ কুঠীরক্ষার জন্য ভূমিলাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজের প্রভাববিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে পর্ত্তুগীজগণ গোয়া-প্রদেশে এবং ওলন্দাজগণ স্পাইস্‌দ্বীপে গমন করিয়া সাংসারিক বিপ্লব হইতে অবসর গ্রহণ করে।

১৬১১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ মছলীপত্তন বন্দরে এবং কৃষ্ণা-জেলার পেট্টপোলী (নিজামপত্তন) নগরে আসিয়া করমণ্ডল-উপকূলের বাণিজ্যাংশ গ্রহণ করেন। পরে তাঁহারা নেল্লুর জেলার আর্ম্মাগাঁও বন্দরে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগিরির হিন্দুনরপতির অনুমত্যনুসারে ইংরাজগণ মান্দ্রাজে আর একটী কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ফরাসীগণ পুঁদিচেরী ক্রয় করিয়া লয়। উহার দুইবর্ষ পরে তাহারা এখানে একটী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। করমণ্ডল-উপকূলের এরূপ সন্নিকটে দুইটী বিভিন্ন বণিক্‌-সম্প্রদায় পরস্পরে শান্তভাবে বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বহুকাল বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিল। তৎকালে তাহাদের কাহারও মনে রাজ্যলাভাশা বলবতী হয় নাই।

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসন লইয়া ইংরাজ ও ফরাসীতে বিবাদ বাধে। সেই সূত্রে ভারতেও ইংরাজ-ফরাসীতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে লা-বোর্দনে মান্দ্রাজের সেনাবাস আক্রমণ ও অধিকার করেন। সেন্ট-ডেভিড্‌ দুর্গ ব্যতীত অপর সকল স্থানই ইংরাজের করচ্যুত হয়। কর্ণাটকের নবাব ইংরাজের পক্ষ হইয়া ফরাসীবিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কিন্তু সেন্ট থোমির যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আয়লাশাপেলের (Aix-la-chapelle) সন্ধি অনুসারে ভারতে ফরাসী-ইংরাজের বিসম্বাদ মিটিয়া যায়। মান্দ্রাজ ইংরাজদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয়, কিন্তু এখান হইতেই এই উভয় জাতির মধ্যে জাতীয় বিদ্বেষের সূত্রপাত ঘটে। পরস্পরে পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। খণ্ডরাজ্যগুলির সিংহাসনাধিকার লইয়া বিভিন্ন ব্যক্তিকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিয়া উভয়পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহাদি চলিতে থাকে। ইংরাজগণ কর্ণাটক ও তাঞ্জোররাজের সহায়তা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অপর পক্ষে ফরাসীগণও আপনাদের নির্ব্বাচিত জনৈক রাজপুরুষকে হায়-দরাবাদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া ফরাসীপক্ষে বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন।

এইরূপে অসংখ্য বিপ্লব ও ষড়্‌যন্ত্রে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অবশেষে ফরাসী-রাজ-নৈতিক ডুপ্লের অভ্যুদয় হয়। ইনি কিছুদিনের জন্য দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলির রাজকীয় মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। একদিন তাঁহার আদেশ বা পরামর্শ ব্যতীত দেশীয় রাজন্যগণ স্বেচ্ছায় কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। যখন তাঁহার সামর্থ্য ও সৌভাগ্য শীর্ষস্থানে আরোহণ করে, সেই সময়ে ইংলণ্ডের বীরপুত্র ক্লাইব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিরূপে মান্দ্রাজে অবস্থান করিতে-ছিলেন। আর্কটের ভীষণ যুদ্ধে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি যেরূপ বীরত্বে ইংরাজপক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন,তাহাতেই তাঁহার নাম ইতিহাসে অক্ষুণ্ণ রহিবে।

ক্লাইবের এই বিজয়ই ভারতীয় ইতিহাসের পরিবর্ত্তন ঘটা-ইয়াছিল। ডুপ্লের কূটনীতিকৌশলে দাক্ষিণাত্য এতদিন ফরাসীর ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত, এই যুদ্ধাবসানের পর হইতেই তাহা ইংরাজ-কৌশলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ডুপ্লের বুদ্ধিবিপর্য্যয়ই এই অনিষ্টের মূল জানিয়া ফরাসীসভা তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি করেন। লালী ও বুসি নামক সেনানীদ্বয় তাঁহার পদ লাভ করিয়া ভারতে উপনীত হইলেন। তাঁহারা যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলেও ডুপ্লের ন্যায় নীতিজ্ঞ ছিলেন না। কাজেই তাঁহারা বিশেষ সুদক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারেন নাই।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল কুট বন্দিবাসের যুদ্ধে লালীকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে ইংরাজপ্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া-ছিলেন। এই যুদ্ধের পর হইতেই ফরাসীশক্তি হতবল হইতে থাকে। পরবর্ত্তিবৎসরে মহিসুররাজের সাহায্য ব্যতিরেকে ইংরাজগণ পুঁদিচেরী অধিকার করেন। তদবধি দেশীয় রাজন্য-গণের হৃদয় হইতে ফরাসীর বিরক্তিকর অনধিকারচর্চ্চার ভয় অপসারিত হয়।

অতঃপর যদিও ইংরাজগণকে আর য়ুরোপীয় শক্তির সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয় নাই, তথাপি মহিসুরের উন্মত্ত মুসলমানগণের সংঘর্ষে তাঁহাদের বিশেষরূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। মহিসুররাজ হায়দার ও তৎপুত্র টিপুসুলতানের যুদ্ধে ইংরাজগণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎকালে

তাঁহারা মহিসুর হইতে কর্ণাটক পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ এবং ইংরাজদুর্গের সম্মুখপ্রদেশ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হায়দরের সহিত ইংরাজের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ২য় যুদ্ধে ইংরাজ-সেনানী বেলী হায়দার কর্তৃক কাঞ্চীপুরের নিকট সদলে নিহত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে টিপু মলবার-প্রদেশ হইতে ইংরাজদিগকে কিছুদিনের জন্য তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

কাঞ্চীপুরের সেই বিপদ্‌বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ সেনানী কুটকে সদলে মান্দ্রাজে প্রেরণ করেন। পোর্টোনভোর যুদ্ধে উভয়পক্ষে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। অবশেষে হায়দার পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। তদবধি হায়দার আর ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র টিপু সিংহাসন লাভ করেন। ইহার দুই বর্ষ পরে মঙ্গলুরের সন্ধি অনুসারে উভয়পক্ষে আপনাপন অধিকৃত স্থান পুনঃপ্রাপ্ত হন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উভয়পক্ষ কোনরূপ শান্তিভঙ্গ করেন নাই। অতঃপর টিপুসুলতান ত্রিবাঙ্কোড় লুণ্ঠন করিলে, লর্ড কর্ণওয়ালিস সসৈন্যে তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গলূর দুর্গ অধিকার করেন। পরবর্ষে টিপু পুনরায় পরাজিত হইয়া অর্দ্ধরাজ্য হারাইতে বাধ্য হন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া তিনি ইংরাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধকালে সুলতানের মৃত্যু ঘটে। ইহাই ইতিহাসে ৪র্থ মহিসুরযুদ্ধ নামে খ্যাত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভ হইতে এখানে আর প্রকৃত যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। এতৎপ্রদেশ ইংরাজরাজের অধিকৃত হইলেও পলিগার-সর্দ্দারগণ স্বাধীনতা-রক্ষায় যত্নবান্ হন। পশ্চিম-উপকূলে দুর্দ্ধষ নায়র ও মাপিল্লা জাতির বিদ্রোহে উভয়পক্ষে অসংখ্য নরহত্যা সাধিত হইয়াছিল। উত্তরসীমান্তবর্ত্তী গঞ্জাম ও বিশাখপত্তনের পার্ব্বত্য-প্রদেশবাসিগণও বিদ্রোহিতাচরণ করে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে গুমসুরের সর্দ্দার বিদ্রোহী হইলে, তদ্রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হয়। এই ঘটনার তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ খন্দজাতির মধ্যে নরবলিপ্রথা দেখিতে পান। ইংরাজ-রাজের যত্নে সেই 'মেরিয়া' উৎসব নিবারিত হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরসীমান্তবর্ত্তী রামপা প্রদেশের অধিবাসিগণ ইংরাজের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। ইংরাজ-সৈন্যের গুলির আঘাতে অসংখ্য বিদ্রোহিদল শমনের শান্তিময় ক্রোড়ে চির নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল।

ইংরাজ বণিক্‌সম্প্রদায় কিরূপে ধীরে ধীরে মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর স্থানগুলি অধিকার করিয়াছিল, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।—১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর্কটের নবাবের নিকট হইতে মান্দ্রাজনগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগ প্রাপ্ত হন। উহা এক্ষণে চেঙ্গলপৎ জেলা বা কোম্পানীর জায়গীর নামে খ্যাত। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুর মোগল-সম্রাটের নিকট হইতে গঞ্জাম, বিশাখপত্তন, গোদাবরী ও কৃষ্ণা জেলা (যাহা তৎকালে উত্তরসরকার নামে প্রসিদ্ধ ছিল) প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইংরাজরাজ আপনার রাজশক্তি অবিচলিত রাখিবার জন্য নিজামের নিকট হইতে ৭ লক্ষ টাকা করদানে ঐ সম্পত্তির আর একটী ছাড় লিখিয়া লন। ইংরাজের চেষ্টায় ফরাসীগণ এস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রকৃতপ্রস্তাবে ইংরাজেরা এখানকার পূর্ণাধিপত্য লাভ করিতে পারেন নাই। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টিপুসুলতান বড়ামহল, মলবার, ডিণ্ডিগল, পল্‌নি ও কন্নুণ্ডী তালুক ইংরাজ করে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুর মৃত্যুর পর, মহিসুর রাজ্যের পুনর্গঠনসময়ে, কোয়ম্বাতোর, নীলগিরি-মালা, সালেম (বড়মহল ব্যতীত) ও দক্ষিণ-কাণাড়া জেলার কতকাংশ ইংরাজরাজের হস্তগত হইয়াছিল। উক্ত বর্ষে তাঞ্জোররাজ রাজ্যশাসন-ভার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নামমাত্র রাজা ছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সাহায্যকারী সেনাদলরক্ষার জন্য হায়দরাবাদের নিজাম অনন্তপুর, কর্ণূল, বেল্লরী ও কড়াপা জেলা ইংরাজরাজকে দান করেন। পরবৎসরে তিনি নেল্লুর হইতে তিনেবল্লী পর্য্যন্ত করমণ্ডল উপকূলস্থ কর্ণাটক নবাবের অধিকৃত রাজ্য ইংরাজকরে প্রত্যর্পণ করেন। তদ্বংশের শেষ নবাব ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন, কিন্তু রাজ্যশাসনে তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না, তিনি নামে মাত্র নবাব উপাধিধারী ছিলেন। তদ্বংশীয় প্রধান ব্যক্তি নবাব অব্-আর্কট উপাধিতে ভূষিত এবং মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণূলের নবাব স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল-শাসনদোষে রাজ্যচ্যুত হন এবং তদ্রাজ্য ইংরাজরাজের খাস শাসনভুক্ত হয়।

দেশীয় সামন্তরাজগণের মধ্যে মহিসুররাজ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ স্বহস্তে মহিসুরের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় এই জনপদ দেশীয় হিন্দুরাজার হস্তে সমর্পিত হয়, কিন্তু ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর পরামর্শ ব্যতীত শাসনসম্পর্কীয় কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা নাই। ত্রিবাঙ্কোড় ও কোচিনের হিন্দুরাজ্য ইংরাজের কর্তৃত্বাধীনে

পরিচালিত। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত রাজ্যের সামন্তবর্গ বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহদমনের পর আর এখানে কোনরূপ উপদ্রব সংঘটিত হয় নাই। পদুকোটার তোণ্ডিমান-সর্দার দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধবিগ্রহে ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তদবধি এই রাজ্য ইংরাজের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ আছে। বঙ্গনপল্লী ও সন্দুররাজ্যও ইংরাজরাজের তত্ত্বাবধানে চালিত হইয়া থাকে। জয়পুর, বিজয়নগরম্, পারলা কিমেদি, পিট্টাপুর, বেঙ্কটগিরি, রামনাথ ও শিবগঙ্গা প্রভৃতি স্বাধীন সামন্তরাজ্য না হইলেও এক একটী বিস্তৃত জমিদারী বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এই প্রেসিডেন্সী মধ্যে গঞ্জাম, বিশাখপত্তন, গোদাবরী, কৃষ্ণা, নেল্লুর, কড়াপা, কর্ণুল, বেল্লরী, অনন্তপুর, চেঙ্গলপৎ, উত্তর ও দক্ষিণ আর্কট, তাঞ্জোর, ত্রিচীনপল্লী, মদুরা, তিন্নেবল্লী, সালেম, কোয়ম্বাতোর, নীলগিরি, মলবার, দক্ষিণ-কাণাড়া ও মান্দ্রাজ সহর নামক ২২টী জেলা, ত্রিবাঙ্কোড়, কোচীন, বঙ্গনপল্লী, পদুকোটা ও সন্দুর নামক ৫টী সামন্তরাজ্য এবং গঞ্জাম, বিশাখপত্তন ও গোদাবরীর এজেন্সী বিভাগ আছে। ঐ সকল স্থানের ভূ-পরিমাণ ১৪৯০৯২ বর্গ মাইল।

[বিস্তৃত বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই বিস্তীর্ণ রাজ্যখণ্ডে নানা জাতীয় লোকের বাস আছে, তন্মধ্যে নম্বুরীব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ উচ্চ শ্রেণী, শেঠী, মারবাড়ী প্রভৃতি বৈশ্যগণ মধ্যশ্রেণী এবং বেলমা, বেল্লালর, নায়র, নড়বর, ইদৈয়ার, গোল্লা, নায়ক, কোনক্কন, কুশাবন, মালা (পরিয়া), হোলিয়া, পলিয়ার, মাপিল্লা, শবর, তোড়া, কুরুচর, বৃন্নার, লম্বড়ি প্রভৃতি নানা শূদ্র ও অনার্য্যজাতির বাস আছে। উহারা সাধারণতঃ তামিল, তেলগু, মলয়ালম্, কণাড়ী, তুলু ও মরাঠী প্রভৃতি ভাষায় কথা বলে। দ্রাবিড়ীয় অনার্য্যজাতির মধ্যে অনেকেই হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কতকাংশে হিন্দুর ন্যায় আচারসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুমাত্রেই শৈব বা বৈষ্ণব। পার্ব্বত্যজাতির অধিকাংশই লিঙ্গায়ত। এখানে বহু প্রাচীন কাল হইতেই খৃষ্টানধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এখানকার সিরীয় মিসনরীগণ বলেন যে, এপসল্ সেণ্ট টমাস্ হইতে এখানে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার হয়। কোচীন হইতে প্রাপ্ত একখানি আসিরীয় ভাষায় লিখিত ৮ম শতাব্দের বাইবেল-গ্রন্থ কেম্ব্রিজের ফিট্জ উইলিয়ম লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। লিট্‌ল্ মাউণ্ট নামক শৈলোপরিস্থ প্রাচীন গীর্জ্জায় পহ্লবীভাষায় উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মঙ্কিকীয় বা নেষ্টোরিয় খৃষ্টানগণ বহু শতাব্দ পূর্ব্ব হইতে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

মহাত্মা ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার, নবিলিয়াস্, বেস্‌কি, জোয়ার্টজ্, জিনিকি, স্বলট্জ্, সর্টোরিয়াস্, ওকাভ্রিকাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের যত্নে এখানে খৃষ্টধর্ম্মের বিস্তৃতি হইয়াছিল। লুথার মতানুসারী দিনেমারগণ ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে এবং ইংরাজগণ ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথমে এখানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ উপনীত হন। তৎপরে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ডচ্, আমেরিকান্ ও ইংরাজ-মিসনারীগণ এখানে ধর্ম্মপ্রচারকল্পে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন।

খাদ্যোপযোগী ধান্যাদি এবং ব্যবহারোপযোগী সরিষাদি শস্য ব্যতীত এখানে ইংরাজ-কর্ম্মচারীদিগের যত্নে প্রভূত পরিমাণে কফি, চা, তামাক (দোক্তা), সিন্‌কোনা প্রভৃতির চাস হইতেছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সৈদাপেট নগরে গবর্মেণ্টের গোলাবাড়ী স্থাপিত হয়। বিশেষ যত্নের সহিত ঐ স্থানে কেরোলিনার ধান্য হইতে উৎপন্ন তণ্ডুল, নিউঅর্লিন্সের তুলা এবং বিহিয়ার ইক্ষু প্রভৃতির চাস সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য ঐ বাগিচায় কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে জলাভাবপ্রযুক্ত এখানে শস্যের হানি হয়। ক্রমে রাষ্ট্রময় দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা যায়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণানদীতীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র জেলাগুলিতেই দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রকোপ লক্ষিত হইয়াছিল। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণস্থ বেল্লরী, অনন্তপুর, কর্ণুল, কড়াপা, নেল্লুর, উত্তর আর্কট ও সালেম জেলায় দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী পৈশাচিক প্রতিমূর্ত্তিতে বীভৎস নৃত্য করিয়া ছিল। এই দুর্ভিক্ষপীড়নে শত শত লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

জলাভাব নিবারণের জন্য ইংরাজগণ নদী প্রভৃতি হইতে খাল কাটিবার ব্যবস্থা করেন। ক্রমে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে গোদাবরীর 'ব' দ্বীপাংশে আনিকট প্রস্তুত করিয়া তথাকার খালসমূহে জল দিবার ব্যবস্থা হয়। তৎপরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পেন্নর আনিকট শ্রীবৈকুণ্ঠ আনিকট, সঙ্গম আনিকট, পালার আনিকট, পেলস্তোরই আনিকট এবং কৃষ্ণা, কাবেরী ও কর্ণুলের বিস্তীর্ণ খালসমূহ নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন ডেম্বকম ও বরুড়ের দীর্ঘিকাও স্থানীয় লোকের কৃষি ও বাণিজ্যের উপকারার্থ কাটা হইয়াছিল।

শস্যাদি ব্যতীত, এখানে নীল, কাফি, সিনকোনা, আস্কাচিনি, লবণ এবং মছলীপত্তন, মান্দ্রাজ ও মঙ্গলুরে কার্পাস বস্ত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এখানে রেলপথ বিস্তৃত আছে। পূর্ব্বে জাহাজ করিয়া বাঙ্গালার সহিত মান্দ্রাজের বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এক্ষণে ইষ্টকোষ্ট, সাউথ ইণ্ডিয়ান্, মহিসুর ষ্টেট, নীলগিরি রিঘি, মরাঠা সিস্টেম, বঙ্গলুর-গুব্বি প্রভৃতি রেলপথের বিস্তার হওয়ায়

এখানকার পণ্যদ্রব্য কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন রাজধানীতে আনীত হইতেছে।

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-বণিকদিগের কুঠী স্থাপিত হওয়া পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ যবদ্বীপের ব্যণ্টামের কার্য্যাধ্যক্ষগণের অধীন ছিল। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ আরণ বেকার এখানকার কুঠীর এজেণ্ট ছিলেন। উক্ত বর্ষে ইহা প্রেসিডেন্সীরূপে পরিগণিত হওয়ায় তিনি মান্দ্রাজের প্রথমে গবর্ণর হইয়াছিলেন। ১৬৫৮ হইতে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইংরাজ-কুঠী মান্দ্রাজের অধীন ছিল। নবাব সিরাজের অন্ধকূপহত্যার সময় ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ ইংরাজাধিকারে আসিবার পর যে সকল ইংরাজ-প্রতিনিধি এখানকার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ আরণ বেকার ... ... ১৬৫৩ খৃঃ অঃ
২ টমাস্ চেম্বার ... ... ১৬৫৯ "
৩ এডওয়ার্ড উইণ্টার ... ... ১৬৬১ "
৪ জর্জ ফক্সক্রফট্ ... ... ১৬৬৮ "
৫ উইলিয়ম ল্যাংহরণ ... ... ১৬৭০ "
৬ ষ্ট্রীন্‌সাম মাষ্টার ... ... ১৬৭৮ "
৭ উইলিয়ম গিফোর্ড ... ... ১৬৮১ "
৮ এলিহু ইয়েল ... ... ১৬৮৭ "
৯ নাথানিএল হিগিন্‌সন্ ... ১৬৯২ "
১০ টমাস্ পিট্ ... ... ১৬৯৮ "
১১ গল্‌ষ্টন্ এডিসন ... ... ১৭০৯ "
১২ এডমণ্ড মণ্টেগ্ ... ... ১৭০৯ "
১৩ উইলিয়ম ফ্রেজার ... ... ১৭০৯ "
১৪ এডওয়ার্ড হারিসন ... ... ১৭১১ "
১৫ যোসেফ কোলেট ... ... ১৭১৭ "
১৬ ফ্রান্সিস্ হেষ্টিংস ... ... ১৭২০ "
১৭ নাথানিএল ঐলবিচ ... ... ১৭২১ "
১৮ জেমস্ ম্যাক্‌রে ... ... ১৭২৫ "
১৯ জর্জ মর্টন পিট্ ... ... ১৭৩০ "
২০ রিচার্ড বেন্‌যোন্ ... ... ১৭৩৫ "
২১ নিকোলাস মর্স ... ... ১৭৪৩ "

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর মান্দ্রাজ ফরাসীদিগের অধিকৃত হওয়ায়, ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডের সহকারী শাসনকর্ত্তা মিঃ জন্ হিণ্ডে কিছুকালের জন্য এখানকার ইংরাজগণের শাসনভার গ্রহণ করেন।

২২ চার্লস ফ্লোয়ার ... ... ১৭৪৭ খৃঃ অঃ
২৩ টমাস সণ্ডার্স ... ... ১৭৫০ খৃঃ অঃ

আইলা-সাপেলের সন্ধির পর, মান্দ্রাজ ইংরাজহস্তে প্রত্যর্পিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহার চারি বৎসর পরে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল, মান্দ্রাজনগরে ইংরাজ গবর্মেণ্টের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

২৪ লর্ড পিগট ... ... ১৭৫৫ খৃঃ অঃ
২৫ রবার্ট পল্ক ... ... ১৭৬৩ "
২৬ চার্লস বুর্কিয়ার ... ... ১৭৬৭ "
২৭ জোসিয়া ডু প্রেঁ ... ... ১৭৭০ "
২৮ আলেকসান্দার বিঞ্চ ... ... ১৭৭৩ "
২৯ লর্ড পিগট (২য় বার) ... ১৭৭৫ "
৩০ জর্জ ষ্ট্রাটন ... ... ১৭৭৬ "
৩১ জনহোয়াইহিল ... ... ১৭৭৭ "
৩২ টমাস্ রাম্বোল্ট ... ... ১৭৭৮ "
৩৩ জন হোয়াইহিল (২য় বার) ... ১৭৮০ "
৩৪ চার্লস স্মিথ ... ... ১৭৮০ "
৩৫ লর্ড মাকার্টনে ... ... ১৭৮১ "
৩৬ আলেকসন্দার ডেভিড্‌সন ... ১৭৮৫ "
৩৭ আর্কিবল্ড কাম্বেল K. B. ... ১৭৮৬ "
৩৮ জন হলাণ্ড ... ... ১৭৮৯ "
৩৯ এডওয়ার্ড হলাণ্ড ... ... ১৭৯০ "
৪০ মেজর জেনারল উইলিয়ম মিডোজ্ ১৭৯০ "
৪১ চার্লস্ ও কেলি ... ... ১৭৯২ "
৪২ লর্ড হোবার্ট ... ... ১৭৯৪ "
৪৩ সেনাধ্যক্ষ জর্জ হারিস্ ... ... ১৭৯৮ "
৪৪ লর্ড ক্লাইব ... ... ১৭৯৮ "
৪৫ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ... ১৮০৩ "
৪৬ উইলিয়ম পেট্রি ... ... ১৮০৭ "
৪৭ জর্জ হিলারো বার্লো K. B. ... ১৮০৭ "
৪৮ সেনাধ্যক্ষ জন এবারক্রম্বি ... ১৮১৩ "
৪৯ রাইট অনারেবল হগ এলিয়ট ... ১৮১৪ "
৫০ টমাস মন্‌রো K. C. B. ... ১৮২০ "
৫১ হেন্‌রি সুলতান গ্রীমি ... ... ১৮২৭ "
৫২ ষ্টিফেন্ রাম্বোল্ট লুসিংটন ... ১৮২৭ "
৫৩ ফ্রেড্‌রিক্ এডাম K. C. B. ... ১৮৩২ "
৫৪ জর্জ এডওয়ার্ড রাসেল ... ... ১৮৩৭ "
৫৫ লর্ড এলফিন্‌ষ্টোন্ ... ... ১৮৩৭ "
৫৬ মার্কুইস্ অব্ টুইডডেল C. B. ... ১৮৪২ "
৫৭ হেন্‌রি ডিকিন্সন ... ... ১৮৪৮ "

৫৮ হেন্‌রি পটিঙ্গার G.C.B. … … ১৮৪৮ খৃঃ অঃ
৫৯ দানিএল এলিয়ট … … ১৮৫৪ „
৬০ লর্ড হেরিস .. … ১৮৫৪ „
৬১ চার্লস্ এডওয়ার্ড ট্রিভেলিয়ন K.C.B. ১৮৫৯ „
৬২ উইলিয়ম আম্‌ব্রোজ মোরহেড্ … ১৮৬০ „
৬৩ হেন্‌রি জর্জ ওয়ার্ড G.C.M.G. … ১৮৬০ „
৬৪ উইলিয়ম আম্‌ব্রোজ মোরহেড্ (২য় বার) ১৮৬০ „
৬৫ উইলিয়ম টমাস্ ডেনিসন K.C.B. … ১৮৬১ „
৬৬ এডওয়ার্ড মণ্টবি … … ১৮৬৩ „
৬৭ লর্ড নেপিয়ার অব মার্চিষ্টোন … ১৮৬৬ „
৬৮ আলেকসন্দার জন আবুর্থনাট C.S.I. ১৮৭২ „
৬৯ লর্ড হোবার্ট … … ১৮৭২ „
৭০ উইলিয়ম রোজ রবিন্‌সন … … ১৮৭৫ „
৭১ ডিউক অব বাকিংহাম ও চান্দোস্ … ১৮৭৫ „
৭২ রাইট্ অনারেবল উইলিয়ম পাট্রিক আদম ১৮৮০ „
৭৩ উইলিয়ম হাড্‌লষ্টন C.S.I. … ১৮৮১ „
৭৪ মনষ্টুয়ার্ট এলফিষ্টোন্ গ্রাণ্টডাফ্ C.I.E. ১৮৮১ „
৭৫ আর বুর্ক .. … … ১৮৮৬ „
৭৬ গার্ডিন্ C.S.I. … … … ১৮৯০ „
৭৭ লর্ড ওয়েনলক … … … ১৮৯১ „
৭৮ সর্ এ, ই, হাব্‌লক্ … … ১৮৯৬ „
৭৯ লর্ড এমথিল … … … ১৯০০ „

মান্দ্রাজ (নগর), তন্নামক প্রেসিডেন্সীর রাজধানী। অক্ষা০ ১৩°৪´৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮০°১৭´২২´´ পূঃ। সমুদ্রোপকূলে প্রায় ২৭ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া এই নগর অবস্থিত। এই নগরের নামনিরুক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ মণ্ডরাজ বা মণ্ডলরাজ শব্দ হইতে, কেহ বা মাদ্রাসা শব্দ হইতে মান্দ্রাজ-নামের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ মহাভারতোক্ত মদ্র বা মাদ্রদেশ হইতে এই রাজ্যের নামানুকরণ স্বীকার করিয়াছেন। নায়কসর্দ্দার চেন্নপ্পার নামে উহার চেন্নপত্তন নাম হয়। ঐ সময়ে ইহার মান্দ্রাজপত্তন নামও পাওয়া যায়।

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে আর্মাগাঁও কুঠীর অধ্যক্ষ মিঃ ফ্রান্সিস্ ডে বিজয়নগররাজ-বংশাবতংস চন্দ্রগিরির অধিপতি শ্রীরঙ্গরায়-লুর নিকট হইতে বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে যে ভূমিলাভ করেন, তদুপরেই বর্ত্তমান মান্দ্রাজ সহর গঠিত হইয়াছে। ভূমিদান পাইয়া ইংরাজ-বণিক্‌গণ গড়পরিখাদি দ্বারা সুরক্ষিত একটী কুঠী নির্ম্মাণ করান। তদবধি ইহার প্রাচীর-বহির্ভাগে দেশীয় লোকের বসবাস আরম্ভ হয়।

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা বাণ্টামের অধ্যক্ষের অধীন থাকে। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সেনানী দাউদ খাঁ কএকবৎসর এই নগর অবরোধ করিয়া রাখে। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ মান্দ্রাজ আক্রমণ করে বটে, কিন্তু বিজিত প্রদেশ অধিকদিন রক্ষা করিতে পারে নাই। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজদুর্গের সংস্কার ও আয়তন পরিবর্দ্ধিত করা হয়।

দাউদ খাঁর আগমনের পূর্ব্বাহ্লেই ইংরাজ-বণিক্‌গণ ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে এই নগর প্রাচীর-বেষ্টনীর দ্বারা সুরক্ষিত করিবার জন্য প্রজাবর্গের নিকট হইতে করসংগ্রহে চেষ্টা পান। এই অযথা করনির্দ্ধারণে তদ্দেশবাসিগণ বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী হয়। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে প্রজাবর্গকে মোগলসেনানীর আগম-নাশঙ্কা জানাইয়া পুনঃ করসংগ্রহপূর্ব্বক ব্লাক টাউন নগরের বহির্ভাগ মৃৎপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্যের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ঐ প্রাচীর সুদৃঢ় করণার্থ পুনরায় কর আদায় করা হয়। তাহার ফলে, নগরের উত্তর ও পশ্চিমপার্শ্বে ১১টী বুরুজযুক্ত পাকা প্রাচীর দ্বারা ঘেরা হইয়াছিল। এখনও সেই ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হয়। বুরুজগুলিতে পুলিশের এক একটী থানা আছে।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-সেনানী লা-বোর্ডোনে মান্দ্রাজদুর্গে গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গাধিকার করে। উহার দুই বৎসর পরে আইলাসাপেলের সন্ধি-অনুসারে মান্দ্রাজদুর্গ ইংরাজকরে সম-র্পিত হইলেও ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহারা এখানকার শাসন-ভার প্রাপ্ত হন নাই। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-সেনানী লালী পুনরায় ব্লাকটাউন ও দুর্গ অবরোধ করেন। ঐতিহাসিক অর্ম্মি এই অবরোধের প্রকৃত বিবরণ স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৭৬৯ ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হায়দার-সৈন্যের মান্দ্রাজ আক্রমণ ব্যতীত' ফরাসী-অবরোধের পর এ নগরে আর কোন বহিঃশত্রু প্রবেশ করিতে পারে নাই।

সেণ্টথোমি নগর এক্ষণে মান্দ্রাজনগরের সীমাভুক্ত হইয়াছে, তাহা, ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ বণিক্‌দিগের দ্বারা স্থাপিত ও দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত হয়। ১৬৭২—৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা ফরাসীর অধিকারে থাকে। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে জুলফকার খাঁ এই স্থান লুণ্ঠন করেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিক্-সমিতি উহা অধিকার করিয়া ফরাসী-ধর্ম্মযাজকদিগকে এখান হইতে তাড়াইয়া দেন।

মান্দ্রজনগর প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম ব্লাক টাউন বা দেশীয় লোকের বাসভূমি, কুউম নদীর উত্তরতীরে অব-স্থিত। এই নগরভাগের সমুদ্রতীরে বাণিজ্যপোতরক্ষার

জন্য একটী বন্দর নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে ব্যাঙ্ক, কাষ্টাম হাউস, হাই-কোর্ট ও সওদাগরী আফিসসমূহ বিদ্যমান আছে। ২য় হোয়াইট-টাউন—১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডে কর্ত্তৃক ফোর্ট সেণ্ট জর্জ, ইংরাজবণিকৃদিগের কুঠী এবং বাসভবনসমূহ যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; সেই ইংরাজবাসাংশ হোয়াইট-টাউন নামে পরিচিত হয়।

এখানকার অট্টালিকার মধ্যে ক্যাথিড্রাল, স্কচ্ কার্ক, গবর্ণমেণ্ট-প্রাসাদ, পটচিপা হল, মেমোরিয়াল হল, সেনেট হাউস, কর্ণাটক নবাবের চেপাক্ প্রাসাদ প্রভৃতি দেখিবার জিনিস। মান্দ্রাজের সেণ্ট মেরী গির্জ্জা ভারতে খৃষ্টান-ধর্ম্ম-মন্দিরের প্রথম প্রতিষ্ঠা। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়া ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে উহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়। এই সর্ব্বপ্রধান খৃষ্টধর্ম্ম-মন্দিরে ধর্ম্মযাজক স্কোয়ার্টজ্ এবং সর্ টমাস মন্রো, সরহেন্‌রী ওয়ার্ড, লর্ড হোবার্ট প্রভৃতি শাসনকর্ত্তৃগণের সমাধি হইয়াছে।

এখানে ১৭৪৬, ১৭৮২, ১৮০৭, ১৮১১, ১৮৭২, ১৮৭৪, ১৮৭৭ ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক ঝড় হয়। ঐ ঝড়ে অসংখ্য জাহাজ, নৌকা ও লোকক্ষয় হইয়াছিল। শেষোক্ত ঝড়ে মান্দ্রাজের নূতন বন্দর নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মান্দ্য (ক্লী) মন্দস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা মন্দ-(পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৪।১।১২৮) ইতি যক্। ১ রোগ। ২ মন্দতা।

"বিশ্বস্তে চ ততস্তস্মিন্ পুরোধসি চকার সঃ।
মান্দ্যমন্তরাহারকৃশীকৃততনুর্মৃষা॥" (কথাসরিৎ ২৪।১৩৫)

মান্ধাতাপুর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ।

মান্ধাতৃ (পুং) মাং ধাস্যতীতি ধেট-তৃচ্। যুবনাশ্ব-রাজপুত্র।

ইঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—সূর্য্যবংশীয় রাজা যুবনাশ্বের পুত্র না হওয়ায় তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া মুনিগণের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে মুনিগণ দয়াপরবশ হইয়া তদীয় পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যজ্ঞারম্ভ করেন। মধ্যরাত্রে যজ্ঞ নিবৃত্ত হইলে মুনিগণ মন্ত্রপূত জলকলস বেদীমধ্যে রাখিয়া শয়ন করেন। ঋষিগণ নিদ্রিত হইলে রাজা যুবনাশ্ব অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া জলপানের জন্য মুনিগণকে না জাগাইয়া ঋষিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত সেই মন্ত্রপূত জল পান করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ জাগরিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই মন্ত্রপূত জল পান করিয়াছে, এই জল পান করিলে যুবনাশ্বপত্নী পুত্র প্রসব করিবেন, এই জল তাঁহারই জন্য ছিল।" রাজা যুবনাশ্ব ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি না জানিয়া পিপাসাতুর হইয়া এই জল পান করিয়াছি।

এই মন্ত্রপূত জলপ্রভাবে রাজা যুবনাশ্বের গর্ভ হইল। কালসহকারে ঐ গর্ভ প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর যথাসময়ে নৃপতির দক্ষিণকুক্ষি ভেদ করিয়া বালক নিষ্ক্রান্ত হইল। কিন্তু ইহাতে রাজার কোনরূপ অনিষ্ট হইল না। কুক্ষিভেদ করিয়া এই বালক নিষ্ক্রান্ত হইলে, ঋষিগণ বলিলেন, কাহার স্তন্যাদি পান করিয়া এই বালক জীবিত থাকিবে। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র তথায় আগমন করিয়া কহিলেন, এই বালক আমাকে ধারণ করিবে, অর্থাৎ আমার সাহায্যে জীবিত থাকিবে, এই কারণে ইহার নাম 'মান্ধাতা' হইবে।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ঐ বালকের মুখে প্রদেশিনী অঙ্গুলি প্রদান করিলেন। বালক ঐ অঙ্গুলি চুষিতে লাগিল। ঐ অমৃতস্রাবিণী অঙ্গুলি প্রাপ্ত হইয়া বালক এক দিনেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই বালক মান্ধাতা চক্রবর্ত্তী ভূপাল হইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভোগ করেন। এই মান্ধাতা সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে, তাহা এই—

"যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সর্ব্বং তৎ যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে॥"(বিষ্ণুপু° ৪।২ অ°)

সূর্য্যদেব যেথান হইতে উদিত ও যেথানে অস্তমিত হন, তাহার অন্তর্গত সমুদয় স্থলই যুবনাশ্ববংশীয় রাজা মান্ধাতার ক্ষেত্র।

মান্ধাতা শশবিন্দুকন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র ও পঞ্চাশ কন্যা হয়। (বিষ্ণুপু° ৪।২ অ°)

মান্ধাত্র (ত্রি) মান্ধাতৃ-সম্বন্ধীয়। (পুং) মান্ধাতার বংশধর।

মান্দোদ (পুং) মন্দোদের গোত্রাপত্য।

মান্মথ (ত্রি) মন্মথসম্বন্ধীয়।

মান্য (ত্রি) মান্যত ইতি মান-কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ অর্চ্চ্য, পূজনীয়, সম্মানের যোগ্য। পর্য্যায়—পূজ্য, প্রতীক্ষ্য, ভগবান্, ভট্টারক। ২ প্রার্থনীয়।

"যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ।
কৌশল্যাতোঽতিরিক্তঞ্চ মম শুশ্রূষতে বহু॥" (রামায়ণ)

'মান্যঃ প্রার্থনীয়ঃ শ্রেয়স্করঃ' (রামানুজ) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৭।১০৪) ৪ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৭৯)

মান্যত্ব (ক্লী) মান্যস্য ভাবঃ ত্ব। পূজ্যত্ব, মান্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সম্মান, পূজা।

মান্যমান (পুং) মন্যমানের গোত্রাপত্য। (ঋক্ ৭।১৮।২০)

"মান্যমানং মন্যমানস্য পুত্রং" (সায়ণ)

(দেশজ) ২ অতিশয় সম্মানযোগ্য।

মান্যব (ত্রি) মন্যুসম্বন্ধীয়।

মান্যবতী (স্ত্রী) ১ মাননীয়া। ২ রাজকন্যাভেদ।

মান্যস্থান (ক্লী) মান্যস্য স্থানং। পূজ্যত্বকারণ।

"বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরম্ ॥
পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।
যত্র স্যুঃ সোঽত্র মানার্হঃ শূদ্রোঽপি দশমীং গতঃ ॥"

(মনু ২ অ০)

ধন, সুহৃদ্, বয়স, কর্ম্ম এবং বিদ্যা এই পাঁচটী পূজ্যস্থান অর্থাৎ পূজার প্রতি কারণ, যাঁহাদের এই সকল আছে, তাঁহারাই পূজনীয়। এই পাঁচটীর মধ্যে পর পর গুণ প্রধান, ইহাদের মধ্যে একমাত্র বিদ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মান্যা (স্ত্রী) মান্য-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ পূজনীয়া। ২ মরুন্মালা।

"অনির্ম্মাল্যা তু মান্যা চ মরুন্মালা চ মোহনা।"(শব্দমালা)

মাপ (দেশজ) ১ ওজন, পরিমাণ। ২ ক্ষমাকরণ।

মাপজোক (দেশজ) জরিপকরণ।

মাপত্য (পুং) মা বিদ্যতে অপত্যমস্য। কামদেব। (হলায়ুধ)

মাপন (পুং) মাপয়তি স্বর্ণাদিকমনেনেতি মা-ণিচ্-করণে ল্যুট্। ১ তুল। (শব্দচন্দ্রিকা) (ক্লী) ২ পরিমাণ। পরিমাণকরণ, তৌলকরণ। স্ত্রিয়াং টাপ্।

"যস্মিন্ দেশে চ কালে চ মাপনেয়ং প্রবর্ত্তিতা।"

(ভারত ১।৫১।১৫)

মাপা (দেশজ) ওজন করা, পরিমাণ স্থির করা।

মাপান (দেশজ) মাপাইয়া দেওয়া, ওজন করিয়া দেওয়া।

মাপিল্লা, মলবার উপকূলবাসী মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী জাতিবিশেষ। মলয়ালম্ প্রদেশের অধিবাসিগণ মুসলমানসংস্রবে আসিয়া ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করে, ক্রমে সেই সকল লোক হইতেই এই হিন্দুভাবাপন্ন মুসলমান-সমাজ গঠিত হয়। কোন্নন্নুরের রাজা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং মাপিল্লাসমাজের প্রধান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য।

মলবার, ত্রিবাঙ্কোড়, এবং কানাড়া প্রদেশেই ইহাদের সংখ্যা অধিক। ইহারা অধ্যবসায়শীল, কর্ম্মক্ষম, এবং বর্দ্ধিষ্ণু। ইহাদের অবয়ব সুগঠিত এবং বলিষ্ঠ। ইহারা দেখিতে সুশ্রী। ইহাদের মধ্যে এখন অনেকে শিক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের ন্যায় পরিশ্রমী দ্বিতীয় জাতি ভারতবর্ষের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

মাপিল্লা শব্দের অর্থ মার পিল্লা বা মাতার পুত্র। ৯১৬খৃষ্টাব্দে আবুজেদ লিখিয়াছেন যে, মলবার-উপকূলবাসিনী স্বেচ্ছাবিহারিণী উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির রমণীগণের গর্ভে আরবীয় নাবিকদিগের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আরবীয় রমণীর গর্ভে সমুদ্রগামী মুসলমান বণিক্গণের ঔরসে এই জাতি উদ্ভূত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ধীবরজাতীয়। স্বয়ং কোন্নন্নুর-রাজ এই ধীবরবংশোদ্ভব। সমুদ্রপথে লুণ্ঠন, আরবের সহিত বাণিজ্য এবং স্বদেশীয় ধীবরদিগকে আরবীয় ধর্ম্মমতে দীক্ষাদানই ইহাদের প্রধান কর্ম্ম। য়ুরোপীয় বণিক্সম্প্রদায় করমণ্ডল-উপকূলে আসিয়া পৌছিলে, কলিকাটের সামরিরাজ বিদেশীর নিকট হইতে উপকূলভাগ-রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সহস্র সহস্র লোককে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। টিপুসুলতানও স্বীয় সেনাবল-বৃদ্ধি করিবার জন্য লক্ষাধিক হিন্দুকে মহিসুরে আনাইয়া ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষা দেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজাদেশে বলপূর্ব্বক গোমাংসসেবন এবং ত্বকৃচ্ছেদ করায় তাহারা আর হিন্দুসমাজে পুনরায় গৃহীত না হইলেও স্বেচ্ছায় কেহ আপনার পূর্ব্বাচরিত-হিন্দুধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় নাই। এক্ষণে তাহারা সম্পূর্ণরূপে মুসলমান না হইয়া বরং হিন্দুজাতিরই একটী পরিত্যক্ত থাকরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

ইহারা স্বভাবতঃ মূর্খ, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। সাহসিকতার জন্য ইহারা চিরপ্রসিদ্ধ।

উত্তর মলবারের মপ্লাগণ হিন্দু অভ্যুদয়ের সময় হইতে কোন কোন অংশে হিন্দুভাব অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা বিধবা ভ্রাতৃবধূকে নিকা করে। ইহাদের মধ্যে যোনাকেন বা যবন-মাপিল্লা এবং নম্বুরিন্ বা নায়রিন্ মাপিল্লা নামে দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। প্রথমটী গ্রীক্ প্রভৃতি জাতির সংস্রবে উৎপন্ন; দ্বিতীয়টী দেশীয় খৃষ্টান প্রভৃতি নানাজাতির সংস্রবে জাত। দক্ষিণপূর্ব্বাঞ্চলে, ইহারা আরবী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

ইহারা শ্মশ্রুধারণ করে এবং কেশকর্ত্তন করে। সকলেই মস্তকে টুপী দেয়। ধনিগণ স্বর্ণরৌপ্যাখচিত কারুকার্য্যালঙ্কৃত উষ্ণীষ ধারণ করে। ইহারা স্বভাবতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্ত্রীলোকেরা শ্বেত এবং নীলবর্ণের বস্ত্র পরিধান করে। উৎসবাদিতে স্ত্রীলোকেরা আড়ম্বর সহকারে সাজসজ্জা করিয়া থাকে এবং পিত্তল তাম্র এবং রৌপ্যনির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করে।

উত্তর-মলবারে ইহাদিগের মধ্যে আরবী ভাষার এবং দক্ষিণ-মলবারে প্রাচীন তামিলভাষার প্রচলন দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মবিষয়ে ইহাদের উৎসাহ অত্যন্ত প্রবল। সময়ে সময়ে ভূমিসংক্রান্ত বিবাদ লইয়া ইহারা হিন্দুদিগের সহিত অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া থাকে। ইহারা প্রধানতঃ ছুরিকা লইয়া যুদ্ধ করে।

তহফৎ-মুজাহিদীন্ নামক ১৬শ শতাব্দে লিখিত-গ্রন্থে প্রকাশ,—'রাজা চেরমান্ পেরুমাল ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া

মক্কা যাত্রা করেন, আরবের সফ্ হাই নগরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশীয় সর্দ্দারগণকে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রকৃষ্টতা উল্লেখ করিয়া কএকখানি পত্র লিখিয়া যান। ঐ পত্র লইয়া মালিক ইবন্ দিনাই মলবার-উপকূলে উপনীত হন। দেশীয় সর্দ্দারগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। সর্দ্দারগণের সহায়তায় উৎসাহিত মুসলমানগণ প্রথমে পেরুমলের রাজধানী কোড়ঙ্গলুরে (ক্রাঙ্গানুর) মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করে। এইরূপে যথাক্রমে ত্রিবাঙ্কোড়ের অন্তর্গত কোল্লম্ (কুইলন্) নগরে, ডিল্লিপর্ব্বতে, দক্ষিণ-কাণাড়ার অন্তর্গত বর্কূর ও মঙ্গলুর নগরে, জৈকত্তন (বর্ত্তমান নাম সুরুকুণ্ডপুরম্, ইবন্ বতুতা, খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে এই মসজিদের উল্লেখ করিয়াছেন) নগরে, তেল্লীচেরীর অন্তর্গত ধর্ম্মপত্তন নগরে এবং পন্থারিণী ও বেপুর রেল-টার্মিনাসের সন্নিকটবর্ত্তী চালিয়াম্ নগরে কএকটী মসজিদ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। মস্‌জিদ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে এতদ্দেশে মুসলমানপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐ সকল মস্‌জিদের ব্যয়ভার-বহনের জন্য অনেক সম্পত্তিও প্রদত্ত হইয়াছিল।

বিদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে সামরিরাজ মুসলমান-দিগের প্রতি বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করেন। ঐ সময়ে উপকূলবাসী মুসলমানগণের এবং ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদিগের সংখ্যার পরিবৃদ্ধি হইয়াছিল। ক্রমে তাহারা রাজ্যমধ্যে প্রভাবসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই সময় বাণিজ্য-প্রয়াসী অনেক হিন্দু সমুদ্রপর্য্যটনে লাভবান্ হইবার আশায় হিন্দুশাস্ত্রের কঠোর নিয়ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ইস্‌লামধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

ওলন্দাজ বণিক্‌গণের ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দের ইতিবৃত্তে প্রকাশ,—পর্ত্তুগীজ নাবিকগণের সহিত বাণিজ্যব্যাপারে সমকক্ষতা করিবার জন্য সামরিরাজ দেশীয় লোকদিগের ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষাবিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমশঃই মাপিল্লাজাতি মলবার-উপকূলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহারা কায়িক পরিশ্রমে দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছিল।

ধর্ম্মান্ধতায় উন্মত্ত হইয়া ইহারা ১৮৪৯ খৃঃ মাঞ্জরীর মন্দির অবরোধপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-পুরোহিতকে নিহত করে। ইহাদের দমনের জন্য মান্দ্রাজ হইতে পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তাহারা অকৃতকার্য্য হওয়ায় পুনরায় কণানুর হইতে কুইনের ৯৪ সংখ্যক সৈন্যদল যাইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করে। ৬৪ জন মাত্র মপ্‌লা অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ করিয়া অতুলবিক্রম এবং রণনৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল। পুনরায় ১৮৫১ খৃঃ ধর্ম্মান্ধতায় উন্মত্ত হইয়া তাহারা হিন্দুদিগকে নিহত করে। পরে মান্দ্রাজ হইতে সিপাহীরা যাইয়া তাহাদিগকে দমন করে। তৎপরে মধ্যে মধ্যে হিন্দু-দিগের সহিত ইহাদের অনেকবার বিবাদ হইয়াছে।

মাপুরিবেত (দেশজ) বেত্রবিশেষ। (Calamus gracilis)।

মাফ্ (আরবী) ক্ষমা।

মাফ্‌জল খাঁ, (সৈয়দ) জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক। ইনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তৎপ্রণীত "তারিখ-ই-মাফ্‌জলি" নামক ইতিহাসে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ১৬৬৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ঘটনাবলি বর্ণিত হইয়াছে। কোন হস্তলিখিত পুস্তকে ফরুক-শিয়রের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে। সমগ্র পুস্তক সাত ভাগে বিভক্ত। ৬ষ্ঠ এবং ৭ম ভাগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ আছে।

মাফুজ খাঁ, কর্ণাটক নবাবের একপুত্র। ১৭৪৬ খৃঃ বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লইয়া ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে পরস্পর বিবাদ চলিতেছিল। তখন ফরাসীদিগের ক্ষমতা ইংরাজদিগের অপেক্ষা অনেক ছিল।

১৭৪৬ খৃঃ, ফরাসীরা মান্দ্রাজ অধিকার করেন। ইহা শুনিবামাত্র নবাব স্বীয় পুত্র মাফুজ খাঁকে ১০০০০ সৈন্যসহ মান্দ্রাজ উদ্ধার করিতে পাঠাইলেন। ফরাসীরা মিথ্যা ওজর করিয়া চারি সপ্তাহ সময় লইল। অবশেষে ফরাসীদিগের অধ্যক্ষ ডুপ্লে যে কোন উপায়ে মান্দ্রাজ রক্ষা করিতে সংকল্প করিলেন। তখন নবাবের আদেশে মাফুজ মান্দ্রাজ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

মাফুজ প্রথমে নগরের সম্মুখ ভাগে আসিয়া পানীয় পয়ঃপ্রণালীর পথ রুদ্ধ করিলেন। ফরাসীরা গৌণভাবে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে মাফুজ ফরাসীসৈন্যের চতুর্দ্দিকে মৃৎপ্রাচীর দ্বারা ব্যূহনির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। জলপ্রণালী সকল অবরুদ্ধ হওয়ায় সমূহ বিপদের আশঙ্কা করিয়া ফরাসী-সেনাপতি একদিন রাত্রিতে অতর্কিতভাবে মাফুজের সৈন্যের উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। নবাবের সৈন্যগণ কামান-পরিচালনে তত অভ্যস্ত ছিল না। সুতরাং তাহারা পশ্চাতে হটিয়া আসিল।

মাফুজ তথা হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে পুদিচেরী ও মান্দ্রাজের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজস্থ ফরাসীদিগের সাহায্যার্থ পুদিচেরী হইতে ৭০০ সিপাহী প্যারাডিস্ নামক সেনানীর অধীনে প্রেরিত হইয়াছিল। মধ্যস্থলে মাফুজ তাহাদের পথ অবরোধ করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ সেনাপতি ডি-ইস্প্রিমেনিল প্যারাডিসের

আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া ভিন্ন দিক্ দিয়া মাফুজকে আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আদিয়ার নদীর তীরে সেণ্ট-থোমির নিকট মাফুজের সহিত পারাডিসের প্রথম সাক্ষাৎ হইল। মাফুজ কামান, অশ্বারোহী, পদাতিক প্রভৃতিতে ১০০০০ সহস্র সৈন্য লইয়া পারাডিসের মান্দ্রাজ-গমনের পথ বন্ধ করিলেন। সেণ্ট থোমির নিকট ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। মাফুজের সৈন্যব্যূহ উপযুক্ত পরিচালক অভাবে শত্রুদিগের গোলা-বর্ষণে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। তাহারা হটিয়া পিয়াননগরে আশ্রয় লইল এবং ফরাসীদিগের দ্বিতীয়বার আক্রমণে পলায়ন করিল। মাফুজ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। এইরূপে মুষ্টিমেয় ফরাসী-সৈন্য সুশিক্ষা এবং সাহস প্রভাবে বহুসংখ্যক নবাবসৈন্যকে পরাস্ত করিল। এই যুদ্ধে সাধারণের মনে বিশেষ ভয়ের সঞ্চার হইল। ইহার পূর্ব্বে কোন য়ুরোপীয় জাতি ভারতীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারেন নাই। ফরাসীরা যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া ভবিষ্যৎ ভারতসাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

মাফিক্ (আরবী) পরিমাণানুযায়ী।

মাম (পুং) ১ মাতুল। ২ কৃপণ। (ত্রি) ৩ মৎসম্বন্ধীয়।

মামক (ত্রি) মমেদং অস্মদ্ (তবকমমকাবেকবচনে। পা ৪।৩।৩) ইতি অণ্, মমকাদেশশ্চ। ১ মদীয়, মৎসম্বন্ধীয়। ২ মমতাযুক্ত। (শব্দমালা)

"অত্র যা মামিকা বুদ্ধিঃ শ্রূয়তাং যদি রোচতে।"

(ভারত ১।৫১।১৫)

মাম-স্বার্থে কন্। (পুং) ৩ মাতুল। (মেদিনী)

মমায়ং মমেদং বা বুদ্ধির্যস্য কপ্। ৪ কৃপণ। (শব্দমালা)

মামকীন (ত্রি) মমেদং অস্মদ্ (তবকমমকাবেকবচনে। পা ৪।৩।৩) ইতি খঞ্, মমকাদেশশ্চ। মদীয়, মৎসম্বন্ধীয়।

"এতচ্চ মে কিয়ৎ কিং হি ন বুদ্ধ্যা সাধয়াম্যহম্।
প্রজ্ঞানং মামকীনঞ্চ শ্রূয়তাং বর্ণয়ামি তে॥"

(কথাসরিৎসাগর ৩২।১৪৫)

মামড়ী (দেশজ) ক্ষতস্থানের শুষ্ক চর্ম্মবিশেষ।

মামতেয় (পুং) ১ মমতা-পুত্র। "যে পায়বোমামতেয়ং তে অগ্নে" (ঋক্ ১।১৪৭।৩) 'মামতেয়ং মমতাপুত্রং দীর্ঘতমসং' (সায়ণ) ২ মমতাসম্বন্ধীয়।

মামন্দ, আফগান জাতির একটী শাখা।

মামলৎ (আরবী) ১ কার্য্য। ২ কার্য্যসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা। ৩ মকদ্দমা।

মামলতী (আরবী) কার্য্যক্রম।

মামলা (দেশজ) মোকদ্দমা।

মামল্লদেবী (স্ত্রী) নৈষধচরিতকার শ্রীহর্ষের মাতা।

মামল্লপুর, প্রাচীন নগরভেদ। [মহাবলিপুর দেখ।]

মামা (দেশজ) মাতুল, মাম।

মামাগুর (দেশজ) মৎস্যভেদ, মদ্‌গুর মৎস্য।'

মামাতুয়া (দেশজ) মাতুলকন্যা, মামাতো বুন।

মামাতুয়াভগিনী (দেশজ) মাতুলকন্যা, মামাতো বুন।

মামাতুয়াভাই (দেশজ) মাতুলপুত্র, মামাতো ভাই।

মামারি (দেশজ) লতাবিশেষ।

মামিড়ি (পুং) জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার।

মামী (দেশজ) মাতুলপত্নী, মাতুলানী।

মামুখী (স্ত্রী) বৌদ্ধ-দেবতাভেদ।

মামুর (আরবী) ১ শেষ, অন্ত। ২ কথিত।

মামুল্ (আরবী) প্রস্তুত।

মামুলী (দেশজ) চিরপ্রচলিত প্রথামত। (Customary)

মায়্ (আরবী) সহিত একত্রে।

মায় (পুং) মায়াঽস্যাস্তীতি মায়া-অর্শআদিত্বাদচ্। ১ পীতাম্বর।

"নমো বিশ্বায় মায়ায় চিন্ত্যাচিন্ত্যায় বৈ নমঃ।"

(ভারত ১৩।২৪।৩১১)

ময়স্যাপত্যং পুমান্ ময়-অণ্। ২ অসুর। (মেদিনী)

মায়ণ (পুং) বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের পিতা।

মায়দাস, গ্রহকৌস্তুভপ্রণেতা।

মায়নী (মৈনী), বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ১৭°২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৪° ৩৪´ পূঃ। মিউনিসিপালিটীর অধীনে থাকায় এই নগরের দিন দিন উন্নতি হইতেছে।

মায়ব (পুং) মায়ুর গোত্রাপত্য।

মায়বৎ (ত্রি) মায়াযুক্ত।

মায়া (স্ত্রী) মীয়তে অপরোক্ষবৎ প্রদর্শ্যতেঽনয়া ইতি মা (মাচ্ছাসসিসূভ্যো যঃ। উণ্ ৪।১০৯) ইতি য, টাপ্। ১ ইন্দ্রজালাদি, ইন্দ্রজাল, কুহক, ছদ্মবেশ, ভূমিকা। পর্য্যায়—শাম্বরী, সাম্বরী। (শব্দরত্না০) ২ বুদ্ধি। (মেদিনী) মীমীতে জানাতি সংখ্যাতানয়েতি মা-য-টাপ্। ৩ কৃপা। ৪ দম্ভ। (হেম) ৫ শঠতা। ৬ প্রজ্ঞা। "অন্তর্ভান্ মায়য়া শ্যামবস্রসঃ" (ঋক্ ২।১৭।৫) 'অন্তর্ভান্ মায়য়া প্রজ্ঞয়া' (সায়ণ) ৭ রাজাদিগের ক্ষুদ্রোপায়বিশেষ।

'মায়োপেক্ষেন্দ্রজালানি ক্ষুদ্রোপায়া ইমে'ত্রয়ঃ।' (হেম)

মায়া, উপেক্ষা ও ইন্দ্রজাল এই তিনটী রাজাদিগের সামান্য উপায়।

৮ দুর্গাদেবী। ইহার নাম নিরুক্তিতে এইরূপ লিখিত আছে,

বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছা দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। তাহার তাদৃশী ইচ্ছা-শক্তিই মায়া নামে অভিহিত। গুণবতী মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে প্রভিন্ন। উৎকৃষ্ট সত্ত্বপ্রাবল্যে মায়া, এবং মলিনসত্ত্বপ্রাবল্যে অবিদ্যা। মায়ায় উপহিত ঈশ্বর এবং অবিদ্যায় উপহিত জীব। জীব কেবল উপহিত নহে, অবিদ্যার বশ্যও বটে। মায়া এক—সেই জন্য ঈশ্বরও এক। মালিন্যের অল্পাধিক্য অনুসারে অবিদ্যা নানা, তদনুসারে জীবও নানা। মায়ার জ্ঞান শক্তির চরমোৎকর্ষ, সেই জন্য তদুপহিত ঈশ্বরও সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ন্তা। জীব জ্ঞানশক্তির অল্পতাবশতঃ সেরূপ নহে। যেমন একই আকাশ ঘটরূপ উপাধিতে ঘটাকাশ, তৎত্যাগে মহাকাশ, সেই রূপ ব্রহ্ম মনুষ্যাদি উপাধিতে (আধেয়ে) জীব ও তদপগমে ব্রহ্ম।

অজ্ঞানই সংসার। সংসার অন্য কিছুই নহে। অখণ্ড চেতন অদ্বয়ব্রহ্মের পার্শ্বচর-শক্তি অজ্ঞান, তাহার প্রাদুর্ভাবে অন্তঃকরণাদির উৎপত্তি, অনন্তর তিনি অন্তঃকরণাদি পরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরোভাবে তিনি অপরিচ্ছন্ন ও নিরঞ্জন। ব্রহ্মের এই শক্তি-বিশেষই শাস্ত্রে ঐশীশক্তি, জগৎযোনি, অজ্ঞানশক্তি, মায়াসৃষ্টিশক্তি, ও মূলপ্রকৃতি ইত্যাদি নামে পরিভাবিত হইয়াছে। কি অন্তঃপ্রপঞ্চ কি বাহ্যপ্রপঞ্চ সমস্তই অজ্ঞান বা মায়ার বিলাস, সেইজন্য তাহা ভ্রান্তির বিজৃম্ভন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

শক্তিরূপী ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মে বা ব্রহ্মকে জগৎ দেখাইতেছে; সেজন্য জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্রিত বা একাবভাসে ভাসিত। অজ্ঞান বিকার বা জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে, এই জন্যই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে,—জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য।

ব্রহ্ম নিজেই নিজ মায়ায় আকাশাদি রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। সুতরাং অভিন্ন নিমিত্তোপাদান তিনিই ইহার বিবর্ত্ত-কারণ। অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানের দৃষ্টান্ত লূতা (মাকড়শা)। লূতা সৃজ্যমান সূত্রের প্রতি স্বচৈতন্য-প্রকাশের নিমিত্ত-কারণ। লূতা যে সূত্র সৃষ্টি করে, তাহার উপাদান সে অন্য কোথা হইতে আনে না, তাহা তাহার নিজ শরীরেই আছে। ব্রহ্ম নিজ ইচ্ছাতেই বিবর্ত্তিত হইতেছেন। বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ এইরূপ, একপ্রকার বস্তু অন্য প্রকার হইলে তাহা বিকার, এবং মিথ্যা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ত্ত। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, কিন্তু বিবর্ত্ত। সুতরাং পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জগৎ তাত্ত্বিক-সত্তাশূন্য, অর্থাৎ মিথ্যা।

মায়াকে সহজ কথায় অজ্ঞান বলা যাইতে পারে, এই অজ্ঞা[illegible] জ্ঞানবিরো[illegible] অজ্ঞান। রহস্য। তাহা [illegible] তৃতীয় প্রকৃতি অর্থা[illegible] সেইরূপ অজ্ঞানও ভাব[illegible] ন্যায়—বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় অ[illegible] তাহা জীবমাত্রেই আছে বলিয়া [illegible] ব্রহ্ম পদার্থের ন্যায় বস্তুও নহে, [illegible] আর থাকে না, জ্ঞানোত্তর-কালে [illegible] প্রতীত হয়। যাহা থাকে না, তাহার [illegible] অস্তিত্ব নাই, যাহা মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে কিরূপে বস্তু বলা যাইবে? অতএব তাহা বস্তু কি অবস্তু, সৎ কি অসৎ, সাবয়ব কি নিরবয়ব কিছুই বলা যায় না, যাহাকে ইহা অমুক বা অমুক প্রকার, বলিয়া অবধারণ করা যায় না, তাহা অনির্ব্বাচ্য।

জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান, ইহাও বলা যায় না, কারণ জ্ঞানের অভাব 'অজ্ঞান' এই কথার অন্তর্গত জ্ঞান শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অভাব পদার্থ নহে। শাস্ত্রে চৈতন্যকে জ্ঞান বলে, আবার বুদ্ধিবৃত্তিকেও জ্ঞান কহে। কেহ কেহ জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

অজ্ঞান এই তিন প্রকার জ্ঞানের কোন প্রকার জ্ঞানের অভাব? তদুত্তরে বলা হইয়াছে যে, প্রথমোক্ত জ্ঞানটী নিত্য নিরবয়ব; সুতরাং তাহার অভাব অস্বীকার্য্য। দ্বিতীয়টী বাস্তবিক জ্ঞান নহে, কেন না, তাহা জড়। বুদ্ধিবৃত্তি স্বয়ং বস্তু প্রকাশ করে না, চৈতন্য ব্যাপ্ত হইয়াই বস্তুপ্রকাশ করিয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি যখন চৈতন্য ছাড়িয়া বস্তু প্রকাশে সমর্থ নহে, তখন তাহা অবশ্যই জড়। জ্ঞানের অর্থাৎ চৈতন্যের সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া লোকে তাহাকে উপচারক্রমে জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করে। সুতরাং অজ্ঞান তাহারও অভাব নহে—তৃতীয় পক্ষও নহে। কেননা জ্ঞান নামক আত্ম-গুণের একেবারে অভাব হওয়া অসম্ভব। কারণ যখনই 'আমি অজ্ঞান ছিলাম, কিছুই জানিতেছিলাম না' বলিবে, তখনই তোমার জ্ঞানের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইবে। তৎকালে তোমার অন্য কোন জ্ঞান না থাকুক, অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান ছিল। তুমি যে অজ্ঞান ছিলে, এ অনুভবটীও জ্ঞান। অজ্ঞান ছিলাম 'ইহার অর্থ কি' না তোমার জ্ঞান (চৈতন্য) তৎকালে অজ্ঞান ভিন্ন অন্য বিষয় অবগাহন করিতেছিল না! ইহাই উহার অর্থ। সুতরাং অজ্ঞান অভাব বা শূন্যরূপী নহে।

উহা যৎ-

পদার্থ বুঝিয়া
হইয়াছে, নির্দ্ধারিত-
বলিয়া 'সদসদ্ভ্যাম-
ন নামক আত্মগুণ নহে
। জ্ঞানের সঙ্গে বিরোধ
ান তিরোহিত হয়, দেখিয়া
। হইয়াছে। অজ্ঞান পদার্থকে
ভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও ব্রহ্মপদার্থের স্যায় পারমার্থিক ভাব নহে। তাহা বুঝাইবার জন্য 'যৎকিঞ্চিৎ' এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ এক প্রকার অস্থির বা অনির্ব্বাচ্য তুচ্ছ পদার্থ। এইরূপ অজ্ঞান যে আছে, তাহা অনুভবসিদ্ধ। সকল লোকেই 'অহং অজ্ঞঃ' আমি অজ্ঞ অর্থাৎ আমি জানি না, আমি কে, তাহা আমি জানি না, ইহা কি? উহা কি? তাহা আমি জানি না ইত্যাদি কথা বলিয়া থাকেন, প্রত্যেক ব্যক্তির ঐরূপ অনুভব প্রতিব্যক্তিতে অজ্ঞানসদ্ভাবের প্রমাণ। অজ্ঞান যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থ, তাহাও উত্তমরূপে অনুভবের দ্বারা সপ্রমাণ হইতে পারে। অজ্ঞান কি? তাহা নির্দ্ধারিতরূপে জানা না থাকাতেই আমরা মোহে অভিভূত হইয়া থাকি? অতএব অজ্ঞান যে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় যৎকিঞ্চিৎ পদার্থ, তাহা অনুভব ও শাস্ত্র উভয় প্রমাণসিদ্ধ। এই বিষয়ে শাস্ত্রের মত এইরূপ যে, স্বয়ং প্রকাশ আত্মার শক্তিস্বরূপ অজ্ঞান আপন গুণদ্বারা গুপ্ত আছে।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত অজ্ঞান আপাতত নানারূপে ভাসমান হইলেও বস্তুতঃ এক। সেইজন্যই শাস্ত্রে উহার সমষ্টি (সমুদায় বা অপৃথক্ ভাব) লক্ষ্য করিয়া এক এবং ব্যষ্টি (ভিন্ন ভিন্ন ভাব বা বিশেষ বিশেষ অবস্থা) লক্ষ্য করিয়া বহু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের সমষ্টিভাবে এক বন এবং জলের সমষ্টিভাবে এক জলাশয়, সেইরূপ জীবগত নানাপ্রকার অজ্ঞানের সমষ্টিভাবে তাহা এক। কাহারও সৃষ্ট নহে এরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক অজ্ঞান এক।*

ঐ সমষ্টি অজ্ঞান উৎকৃষ্টের অর্থাৎ অপ্রতিহত স্বভাব-পুরিপূর্ণ চৈতন্যের বা ঈশ্বরের উপাধি বলিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান। যাহা নিকটে থাকিয়া আপনার গুণ সমীপস্থ বস্তুতে আরোপ করে, তাহা উপাধি। জবাপুষ্প স্ফটিক নিকটে থাকিয়া আপনার লৌহিত্য স্ফটিকে আরোপিত করে বলিয়া জবাপুষ্প স্ফটিকের উপাধি। অজ্ঞানও চৈতন্য সন্নিধানে থাকিয়া আপনার দোষ-গুণ চৈতন্যে আরোপিত করে বলিয়া চৈতন্যের উপাধি। যে যাহার উপাধি, সে তাহার উপহিত। চৈতন্যের উপাধি অজ্ঞান, সেইজন্য চৈতন্য অজ্ঞানের উপহিত।

উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ প্রধান এই শব্দ দ্বারা এইরূপ ভাবার্থ পাওয়া যায় যে, সৃষ্টিকালে মূলপ্রকৃতি ভিন্ন মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্য কোন ক্ষুদ্র উপাধি ছিল না, সেজন্য তাহা উৎকৃষ্ট। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় যখন সমান থাকে, তখন সৃষ্টি হয় না। যখন কোন একটা বৃদ্ধি পায়, তখন সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির প্রথমেই প্রকৃতির বা অজ্ঞানের সর্ব্ব-প্রকাশক সর্ব্বমর্য্যাদাকারক সর্ব্ববীজ-স্বরূপ সুখময় ও প্রকাশক সত্ত্ব প্রবৃদ্ধ হইয়া মহত্তত্ত্ব প্রসব করে। ক্রমে তাহা হইতে অহঙ্কার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। অতএব সমষ্টি অজ্ঞানে ও মহত্তত্ত্বে সত্ত্বগুণ প্রবল থাকে, রজঃ ও তমোগুণ বিলুপ্তপ্রায় বা অভিভূতপ্রায় থাকে; কাজেই তাহাকে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বলা যায়।

সমষ্টি অজ্ঞানে উপহিত চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, অব্যক্ত, অন্তর্যামী, জগৎকারণ প্রভৃতি নাম দ্বারা অভিহিত হন। তাদৃশ সমষ্টি অজ্ঞানের অবভাসক বলিয়া তিনি সর্ব্বজ্ঞ। এ বিষয়ে শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন, যিনি সমষ্টি ও তদন্তঃপাতী ব্যক্তি সমস্তই জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও পরমেশ্বর।

ঈশ্বরের উপাধি স্বরূপ সমষ্টি অজ্ঞান সকল জন্যবস্তুর কারণ, সেইজন্য তাহা ঈশ্বরের কারণ-শরীর।

যেরূপ বনের ব্যষ্টি বৃক্ষ, তাহা অনেক; আর জলাশয়ের ব্যষ্টিজল, তাহাও অনেক; সেইরূপ সমষ্টি অজ্ঞানের ব্যষ্টি অজ্ঞানও অনেক। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর বহু-মায়া দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

এস্থলে দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি নানা প্রভেদযুক্ত জীবব্যাপী অজ্ঞানকে ব্যষ্টি অজ্ঞান এবং মহত্তত্ত্ব নামক অবিভক্ত ঈশ্বরানুগত মূল-অজ্ঞানকে সমষ্টি অজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ব্যষ্টি অজ্ঞান নিকৃষ্টের (অর্থাৎ অসর্ব্বজ্ঞ ও অল্পশক্তিমান জীবের) উপাধি ও মলিনসত্ত্বপ্রধান। ইহাতে যে চৈতন্য

* "ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণৈকমনেকমিতি চ ব্যবহ্রিয়তে, তথা হি, যথা বৃক্ষাণাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ বনমিত্যেকত্বব্যপদেশঃ যথা বা জলানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ জলাশয় ইতি তথা নানাত্বেন প্রতিভাসমান জীবগতাজ্ঞানানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ তদেকত্বব্যপদেশঃ। অজামেকামিত্যাদিশ্রুতে" (বেদান্তসার)

প্রতিবিম্বিত হইতেছে, যাহাকে জীব কহে, তাহা অল্পজ্ঞ। অল্পজ্ঞতাহেতু উহাকে অনীশ্বরত্বাদিগুণবিশিষ্ট প্রাজ্ঞ বলা যায় (প্র-অজ্ঞ)। মলিনসত্ত্বপ্রধান ইহার ভাবার্থ এই যে, মহত্তত্ত্ব নামক মূলজ্ঞানের পর, উহার রজঃ ও তমো-অংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া অহঙ্কার ও অন্তঃকরণের সৃষ্টি করে। রজঃ ও তমোমিশ্রিত হওয়ায় অন্তঃকরণাদির প্রকাশশক্তি অল্প, সুতরাং তদুপহিত চৈতন্যও অল্পপ্রকাশক, সেইজন্য জীব অল্পজ্ঞ।

জীবের প্রাজ্ঞ নাম দিবার কারণ এই যে, জীব সমস্ত অজ্ঞানের অবভাসক। জীবের উপাধিটিও অস্পষ্ট অর্থাৎ রজস্তমোমিশ্রিত হওয়ায় মলিন। কাজেই অল্পপ্রকাশক বা প্রাজ্ঞ, 'প্রায়েণ অজ্ঞঃ' অর্থাৎ প্রায়ই জানে না।

পূর্ব্বে যে ব্যষ্টি-সমষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহা কল্পনা-মাত্র। বন আর বৃক্ষ যেমন বস্তুতঃ অভিন্ন, জলাশয় ও জল যেমন বস্তুতঃ অভিন্ন, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুই অজ্ঞানই বস্তুতঃ অভিন্ন অর্থাৎ এক। ভিন্নতা কল্পনা ব্যবহারিক।

এই অজ্ঞানের দুইটী শক্তি আছে,—একটীর নাম আবরণ-শক্তি, অপরটীর নাম বিক্ষেপ-শক্তি। আবরণ-শক্তি বুঝিবার দৃষ্টান্ত এই যে, অত্যল্প একখণ্ড মেঘ, দর্শকের নয়নমাত্র আচ্ছন্ন করে, কিন্তু দর্শক মনে করে মেঘ সূর্য্যকেও ঢাকিয়াছে। সেই-রূপ অজ্ঞানও নিজে বুদ্ধ্যাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও বুদ্ধিপ্রতি-বিম্বিত চৈতন্যকে আবৃত করায় বোদ্ধার আত্মগত সর্ব্বব্যাপক-ত্বাদি অনুভব হয় না। সর্ব্বব্যাপক চৈতন্যের যে অংশে বুদ্ধি সেই অংশ জীব। জীবাংশ অজ্ঞানে আবৃত হওয়ায় জীব আপ-নাকে বদ্ধ ও সংসারী বলিয়া অনুভব করে। অজ্ঞান যে শক্তিদ্বারা আত্মার স্বরূপ আবৃত করে, সেই শক্তির নাম আবরণ-শক্তি। শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে যে, অজ্ঞ মনুষ্য যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু লইয়া সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাশূন্য দেখে, তেমনি অবিবেকী পুরুষ স্বীয় অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন হইয়াই আপনাকে বদ্ধ দেখে। যিনি মূঢ় বুদ্ধির দৃষ্টিতে বদ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হন, সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা আমি।

জ্ঞাতব্য বস্তু যদি অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়, অর্থাৎ তাহা যদি সর্ব্বাংশে স্ফূর্ত্তি না পায়, তাহা হইলে তাহাতে কোন এক বিপরীত প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। যেমন রজ্জু কি জলধারা অজ্ঞানাবৃত হইলে তাহাতে সর্প কি তৎসদৃশ অন্য এক কল্পিত-দৃশ্য দৃষ্ট হয়। অতএব পরমাত্মার স্বরূপ অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হওয়ায় তাহাতে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতি সংসারধর্ম্ম সকল কল্পিত হইয়া থাকে। উক্ত অজ্ঞান যে শক্তিতে ঐ সকল কল্পনা করে, সেই শক্তির নাম বিক্ষেপ।

বিক্ষে... আবৃত হইলে... অনুভবসিদ্ধ। যেমন সর্পাদি সৃষ্টি... আত্মায় তুচ্ছ অবস্থা... যে শক্তি-দ্বারা তাদৃশ সৃষ্টি হয়... শক্তি। ইহাতে শ্রুতি বলিয়াছেন— ... নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া থাকে।' লূতা যেমন আত্ম-চৈতন্যের প্রাবল্যে স্বোৎপাদ্য তন্তুর নিমিত্তকারণ ও শরীর-দ্বারা উপাদানকারণ, তেমনি পরব্রহ্মও স্বীয় অজ্ঞান (মায়া) দ্বারা সৃষ্টির উপাদানকারণ ও চৈতন্যের সান্নিধ্যে নিমিত্তকারণ হয়। লূতা স্বচৈতন্যের প্রভাবে ও স্বকীয় শরীরের সন্নিধান-প্রভাবে আপনার অন্তর্বর্ত্তী বিকার (লালা) দ্বারা সূত্রের সৃষ্টি করে, আত্মাও চৈতন্যের সন্নিধানপ্রভাবে মায়িক বিকার দ্বারা বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করেন।

উৎপত্তির প্রণালী এইরূপ—তমোগুণবাহুল্যে বিক্ষেপ-শক্তিযুক্ত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য হইতে প্রথমতঃ আকাশ, পরে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, পরে তাহা হইতে জল, অনন্তর তচ্চতুষ্টয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ক্রমে এইরূপে সৃষ্টি হয়। প্রথমোৎপন্ন আকাশাদি পঞ্চ পদার্থকে পণ্ডিতেরা সূক্ষ্মভূত, তন্মাত্র ও অপঞ্চীকৃত মহাভূত বলেন। এই সকল সূক্ষ্মভূত হইতে জীবের সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলভূত সকল উৎপন্ন হয়। যতদিন পর্য্যন্ত প্রলয় না হয়, তত-দিন সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলভূত সকল বিদ্যমান থাকে।

সপ্তদশ অবয়ব যথা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-প্রাণ, মন ও বুদ্ধি। বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই সমুদায়ের সমষ্টিকে বিজ্ঞানময় কোষ কহে।

বিজ্ঞানময় কোষকেই ইহপরলোকসঞ্চারী জীব বলিয়া ব্যবহার করা হয়। এই বিজ্ঞানময় কোষই 'অহং কর্ত্তা' 'অহং করোমি' 'অহং ভোক্তা' 'অহং সুখী' এইরূপ অভিমান উত্থিত হইয়া থাকে। মন আর পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মিলিত হইলে তাহাকে মনোময় কোষ এবং পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় মিলিত হইলে তাহাকে প্রাণময় কোষ কহে।

এই সকল কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষটী জ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন ও কর্ত্তৃরূপ। মনোময় কোষ ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট ও কারণরূপ, প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিযুক্ত কার্য্যরূপ। যোগ্যতা অনুসারে এইরূপ বিভাগ কল্পনা করা হইল। এই সম্মিলিত কোষত্রয়ই সূক্ষ্মশরীর।

এই সূক্ষ্মশরীরেও বন-বৃক্ষের ন্যায় কিংবা জলাশয়-জলের

ন্যায় সমষ্টি ও ব্যষ্টি আছে। একত্ব-বুদ্ধির বিষয় হইলে সমষ্টি এবং পৃথক্‌বুদ্ধির বিষয় হইলে ব্যষ্টি, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীর সূক্ষ্মশরীর সূত্রাত্মা নামক হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির বিষয় হওয়াতে সমষ্টি এবং প্রত্যেক জীবের স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির বিষয় হওয়াতে ব্যষ্টি।

সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরোপহিত চৈতন্য সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ নামে ব্যবহৃত হয়। সূত্রের ন্যায় প্রত্যেকে অনুস্যূত বলিয়া সূত্রাত্মা এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়াশক্তিযুক্ত সূক্ষ্মভূতাভিমানী বলিয়া হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ।

হিরণ্যগর্ভের উপাধিস্বরূপ ঐ সমষ্টি কোষত্রয় (সূক্ষ্মশরীরের সমষ্টি) স্থূল জগৎ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া সূক্ষ্ম, বিশীর্ণ হয় বলিয়া শরীর ও জাগ্রৎ সংস্কার-রূপতা-হেতু স্বপ্ন ও স্থূল প্রপঞ্চের প্রলয়-স্থান নামে উক্ত হয়। ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরে উপহিত চৈতন্যের নাম তৈজস। তেজোময় অন্তঃকরণ মাত্র তাহার উপাধি। অর্থাৎ ইনি স্বপ্নকালে কেবল অন্তঃকরণ-কল্পিত বিষয় অনুভব করেন।

এ স্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় সমষ্টি ব্যষ্টি শরীরের বস্তুগত অভেদ ও তদুপহিত চৈতন্যেরও অভেদ দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বোক্ত বন, বৃক্ষ ও তদবচ্ছিন্ন আকাশ এবং জলাশয়, জল ও তদ্‌প্রতিবিম্বিত আকাশ দৃষ্টান্ত স্থলে গণনীয়।

এই সকলই মায়িক অর্থাৎ মায়া দ্বারাই এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞান হইলে আর মায়ার কোনরূপ কার্য্য থাকে না।

আত্মা হইতে অপৃথক্ ব্রহ্মচৈতন্যে মায়ার সম্পর্ক ঘটিয়াছে। যে মায়াবশতঃ জীব আপনার নির্দুঃখতা জানে না, ব্রহ্মভাব জানে না, আপনাকে সুখদুঃখভোক্তা জন্ম-মরণবান্ জীব বলিয়া জানে, এই মায়ার ঘোর কাটিয়া গেলে আপনার আনন্দময়ত্ব অনুভব করিয়া থাকে।

এক মায়া হইতেই ইন্দ্রজালসদৃশ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি কত অঘটন সঘটনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? ইহাই মায়াবাদ নামে অভিহিত।

যখন জীব জন্মমরণাদি যাতনায় সংসারানলে পরিতপ্ত হইয়া বেদবেদান্তপারগ গুরুর নিকট উপস্থিত হন, তখন গুরু কৃপা করিয়া তাহাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করেন, শিষ্য ক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা এই সকল মায়ার কার্য্য তাহা বুঝিতে পারেন। অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ মায়াবশে এক, অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্মে যে জগদ্‌ভ্রান্তি হইতেছিল, তাহার নিবৃত্তি হয়।

(বেদান্তসার ও বেদান্তদর্শন)

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বিজ্ঞান-ভিক্ষু এই মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মতে ইহা বৌদ্ধ-দিগেরই একপ্রকার মত, সুতরাং ইহা অসৎ।

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥" (বিজ্ঞানভিক্ষু)

[পুরাণ শব্দে পদ্মপুরাণের বিবরণ দেখ।]

কলিকালে ব্রাহ্মণরূপী শঙ্করাচার্য্য এই অসৎমায়াবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে জীবের নিঃশ্রেয়স লাভ সুদূর-পরাহত। সাংখ্য মতে এই জগৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞান হইলে মুক্তি হইবে।

বেদান্ত-মতেও সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়ী মায়া, জীব যখন বুঝিতে পারে, ইহা মায়া বা অজ্ঞানের কার্য্য, তখন তাহার মোক্ষ হয়। [শঙ্করাচার্য্য ও বেদান্তশব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে যে,—

"ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥"

(গীতা ৭।১৩-১৫)

বিবিধ গুণময় ভাবই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। আমাকে (ব্রহ্ম) ইহার অতীত ও অব্যয় বলিয়া জানিবে। আমার সর্ব্বাদি ত্রিগুণময়ী মায়া নিতান্ত দুরতিক্রম্য, যে সকল ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করে, তাহারাই কেবল এই সুদুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যাহারা পাপকর্ম্মা, মূঢ় ও নরাধম, যাহাদের জ্ঞান মায়া কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, তাহারা আমার ভজনা করে না। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ, ভগবান্ নিত্য শুদ্ধ মুক্তস্বভাব, তবে এই মিথ্যা জ্ঞানময় জগৎ কিরূপে তাঁহার বিজৃম্ভণ হইল? অর্জ্জুনের এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, জীব ত্রিগুণময়ী মায়ায় মোহিত আত্মানাত্মবিবেকবিহীন হইয়া আমাকে জানিতে পারে না, যেমন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তীব্র তেজের দিকে তাকাইলে তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়, প্রকৃত সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ ত্রিগুণ ব্যাপারে বিমোহিত হইয়া জীব যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই গুণের প্রকাশ হইয়াছে, সেই ভগবানকে লক্ষ্য করিতে পারে না।

তিনি ত্রিগুণের অতীত ও ত্রিগুণের অধিষ্ঠানভূত। কিন্তু মায়ায় মোহিত জীব তাহাকে দেখিতে পায় না। যেমন স্বর্ণকুণ্ডলে 'কুণ্ডল' দৃষ্টি সত্ত্বে স্বর্ণদৃষ্টি হয় না, তদ্রূপ ত্রিগুণময়ী দৃষ্টিসত্ত্বে ব্রহ্মদৃষ্টি হয় না।

সনাতনী মায়া যেরূপ দুরতিক্রম্য, তাহাতে তাহা হইতে কোনরূপে মুক্ত হওয়া যায় না, অর্জুনের এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, মায়াকে বিশুদ্ধ চৈতন্যাশ্রিতা বিষয়ের মূল প্রসূতি বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহার নাম দেবী মায়া। যেমন অন্ধকার যে গৃহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাকেই আবৃত করিয়া রাখে। যেরূপ তিন গাছি রজ্জুতে দৃঢ়গুণ প্রস্তুত করিলে তদ্দ্বারা মনুষ্যকে অতিশয় বন্ধন করা যায়, তদ্রূপ ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়াতেও জীব দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্বাবরণ ভেদপূর্ব্বক আত্মার ও পরমাত্মার সাক্ষাৎ না হইলে মায়া বন্ধন মোচন হয় না। যিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হন, যাহার ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য থাকে না, পুণ্যকর্ম্মে সদা অনুরক্ত, তিনিই মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

যাহারা পাপাসক্ত ও মলিন কার্য্যে যাহাদের রতি মতি, তাহারা অতি নরাধম এবং তাহারা নিজ নিজ ইষ্টানিষ্ট বুঝিতে অসমর্থ। তাহাদের বিবেক মায়াদোষে দূষিত হওয়া আমার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না, সুতরাং মায়া বন্ধন তাহাদের মোচন হয় না।

মায়িক বন্ধন বিষম বন্ধন, সকল প্রকার দুঃখই ইহার মূল। যাহাকে সাধারণ লোকে সুখ বলিয়া থাকে, বাস্তবিক পক্ষে তাহা সুখ নহে, তাহা সুখ নামক দুঃখ। যতক্ষণ মায়িক বন্ধন ছেদ না হয়, ততক্ষণ সকলই দুঃখ, কেবল মায়ার বিলাস, ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালক্রীড়া। লোকে যেমন স্বপ্নে সুখ দুঃখ ভোগ করে, রাজা উজীর হয়, ইহাও তদ্রূপ। স্বপ্নাপগমে উহা যেমন মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়, মায়াপগমে তদ্রূপ সংসারেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

যোগবাশিষ্ঠের উপশম-প্রকরণে লিখিত আছে, এই সংসার নাম্নী মায়া অন্য কিছুতেই পর্য্যবসান হয় না, একমাত্র চিত্ত-জয় করিতে পারিলেই ইহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে,—

কোশল জনপদে গাধি নামে এক মুনি ছিল, গাধি ভগবানের উদ্দেশে কঠোর তপশ্চরণ করে, ভগবান্ ইহার তপস্যায় প্রীত হইয়া ইহাকে বর গ্রহণ করিতে বলেন। তাহাতে মুনি এই বর প্রার্থনা করেন যে, ভগবন্! আপনি পরমাত্মায় যে এক মায়া রচনা করিয়াছেন, আমি মোহকারিণী সংসার-নাম্নী ঐ মায়া দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। ভগবান্ তাহাকে বলেন, তুমি এই মায়া দেখিতে পাইবে ও পরে ইহা হইতে মুক্ত হইবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হন। পরে গাধি মায়া দর্শন করিতে যাইয়া বিষম সংসারাবর্ত্তে পতিত হন, এই মায়ায় পড়িয়া তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত বিষম দুঃখভোগ করেন, তিনি কখন রাজা, কখন দরিদ্র এইরূপ নানা ঘটনায় বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠেন। পরে ভগবান্ তাহাকে এই মায়া হইতে মুক্ত করিয়া দেন। [যোগবাশিষ্ঠের উপশম প্রকরণে ৪৫ সর্গ হইতে ৫৫ সর্গ পর্য্যন্ত বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মায়াবিদ্ (ত্রি) মায়াং বেত্তি বিদ্-ক্বিপ্। মায়াজ্ঞ, যিনি মায়ার স্বরূপ অবগত আছেন।

মায়াবিন্ (ত্রি) প্রশস্তা মায়া কাপট্যং অস্ত্যস্যেতি মায়া-(অস্মায়ামেধাস্রজো বিনি। পা ৫।২।১২১) ইতি বিনি। মায়াকার, পর্য্যায়—ব্যংসক, মায়ী, মায়িক, ঐন্দ্রজালিক। (জটাধর) ২ বিড়াল। (রাজনি°) ৩ মোহনশক্তিযুক্ত পরমাত্মা।

"স্বতশ্চিদন্তর্যামী তু মায়াবী সূক্ষ্মসৃষ্টিতঃ।
সূত্রাত্মা স্থূলসৃষ্ট্যৈব বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ॥" (পঞ্চদশী ৬।৪)

মায়াসীতা (স্ত্রী) মায়াকল্পিতা সীতা। যোগ দ্বারা অগ্নিকৃত সীতাপ্রতিকৃতি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে—রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণকালে অগ্নিদেব প্রকৃত সীতাকে লইয়া তৎ-পরিবর্ত্তে মায়াসীতা প্রদান করিয়াছিলেন। পরে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা সময়ে পুনরায় প্রত্যর্পণ করেন।

অগ্নিপরীক্ষার সময় মায়াসীতা রাম ও অগ্নিকে বলিয়াছিলেন, 'এখন আমি কি করিব, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিন।' তাহাতে অগ্নি উত্তর করিয়াছিলেন, 'তুমি পুষ্করে যাইয়া তপশ্চরণ কর।' অগ্নির বাক্যানুসারে মায়াসীতা ত্রিলক্ষ বৎসর ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা করেন। এই তপোবলে মায়াসীতা স্বর্গলক্ষ্মী হইয়াছিলেন।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ১৪ অধ্যায়)

অধ্যাত্মরামায়ণে লিখিত আছে—মারীচ মায়ামৃগরূপ ধারণ করিয়া রাম ও সীতার নিকট সমুপস্থিত হইলে স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র সীতাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—'জানকি! ভিক্ষুকরূপে রাবণ তোমার নিকট আসিবে, এখন তুমি তোমার সদৃশাকৃতি ছায়া-কুটীরে স্থাপন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ কর এবং আমার আজ্ঞাক্রমে তথায় এক বৎসর কাল অবস্থিতি কর। রাবণবধের পর পুনরায় তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। জানকী রামবাক্য শুনিয়া তাহাই করিলেন।

এই মায়াসীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছিল। লক্ষ্মণ মায়াসীতার বিষয় কিছুই জানিতেন না।

(অধ্যাত্মরামায়ণ অরণ্য০ ৭-৮ অ০) [সীতা দেখ]

মায়াসুত (পুং) মায়ায়াঃ মায়াদেব্যাঃ সুতঃ। বুদ্ধ। (হেম)

মায়িক (ক্লী) মায়া মোহনগুণঃ বিদ্যতেঽস্মিন্ মায়া (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ঠন্। ১ মায়াফল। (রাজনি০) (পুং) ২ মায়াকার, ঐন্দ্রজালিক।

"যন্মায়ামোহিতশ্চাহং সদা সর্ব্বে পরাত্মনঃ।
পরবান্ দারুপাঞ্চালী মায়িকস্য যথা বশে॥"

(দেবীভাগবত ৪।১৯।৪) (ত্রি) ৩ মায়াবিশিষ্ট।

মায়ু (পুং) মিনোতি প্রক্ষিপতি দেহে উষ্মাণমিতি মিঞ্ প্রক্ষেপণে (কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্। উণ্ ১।১) ইতি উণ্ (মীনাতি মীঙাং লপি চ। পা ৬।১।৫০) ইতি আত্বং ততো যুক্। ১ পিত্ত। ২ শব্দ। "মিমাতি মায়ুং পয়তে পয়ভিঃ" (ঋক্ ১।১৬৪।২৮) 'মায়ুং শব্দং মিনাতি' (সায়ণ) ৩ বাক্য, বাক্। (নিরুক্ত ১।১১)

মায়ুক (ত্রি) শব্দকারী।

মায়ুরাজ (পুং) ১ কুবেরের পুত্রভেদ। ২ অনৈক কবি।

মায়ূক (ত্রি) শব্দকারী।

মায়ূর (ত্রি) ১ ময়ূর সম্বন্ধী। ময়ূর-নীয়মান রথ।

মায়ূর (ক্লী) ময়ূরাণাং সমূহঃ, ময়ূর (প্রাণিরজতাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।৩।১৫৪) ইত্যঞ্। ১ ময়ূরসমূহ। ময়ূরাণামিদং ইতি-অণ্। (ত্রি) ২ ময়ূরসম্বন্ধী।

"আজ্যং গব্যং তথা মাংসং মায়ূরঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ।"

(ভারত ১৩।১০৪।৯০)

মায়ূরক (পুং) যাহারা বন্যময়ূর ধরে।

মায়ূরকর্ণ (পুং) ময়ূরকর্ণের গোত্রাপত্য।

মায়ূরকল্প (পুং) কল্পভেদ।

মায়ূরা (স্ত্রী) কাকোডুম্বরিকা। (বৈদ্যকনি০)

মায়ূরাদিপক্ষব্যজন (ক্লী) মায়ূরাদিপক্ষস্য ব্যজনং। ময়ূরপক্ষ, বস্ত্র ও বেত্রাদি দ্বারা ব্যজন।—এই ব্যজন ত্রিদোষনাশক।

"মায়ূরা বস্ত্রজা বৈত্রা বাতা দোষত্রয়াপহাঃ।" (রাজব০)

মায়ূরাজ (পুং) মায়ুরাজ, কুবেরপুত্র।

মায়ূরিক (পুং) ময়ূর ধরিয়া বিক্রয়কারী।

মায়ূরী (স্ত্রী) অজমোদা; চলিত বনযমানী। (ভাবপ্র০)

মায়েয় (ত্রি) মায়া-জাত।

মায়োভব (ক্লী) ১ শুভ। ২ সৌভাগ্য।

মার (পুং) মৃ-ভাবে ঘঞ্। ১ মৃতি। ম্রিয়ন্তে প্রাণিনোঽনেন মৃ-ঘঞ্। ২ কামদেব।

"অনুমমার ন মার কথং নু সা রতিরতিপ্রথিতাপি পতিব্রতা।
বিরহিণীশতঘাতনপাতকী দয়িতয়াপি তয়াসি কিমুজ্ঝিতঃ॥"

(নৈষধ০ ৪।৭৯)

৩ বিঘ্ন। ৪ মারণ। (হেম) ৫ ধুস্তূর। (শব্দচ০) ৬ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত উপদেবতাভেদ। বুদ্ধদেব যখন বোধিতরুমূলে যোগমগ্ন, তৎকালে মার অনুচরসহ বুদ্ধকে ছলনা করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধের প্রভাবে তাহার সকল ছলচাতুর্য্য বৃথা হইল। [বুদ্ধ দেখ।] ৭ গণভেদ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—

ব্রহ্মা মহাদেবকে মোহিত করিবার নিমিত্ত কামদেবকে অনুমতি করেন, কিন্তু কাম মহাদেবকে ভুলাইতে পারিবেন কি না এই বিষয়ে অতিশয় চিন্তাপরায়ণ হন। ইহা ভাবিতে ভাবিতে তখন তাঁহার বারংবার নিঃশ্বাসবায়ু বহিতে লাগিল। তৎপরে নানারূপধারী মহাবলপরাক্রান্ত ভীষণাকৃতি চঞ্চলস্বভাব গণসমূহ তাহার নিঃশ্বাসবায়ু হইতে উৎপন্ন হইল। এই গণসমূহের মধ্যে কেহ তুরঙ্গানন, কেহ গজানন, সিংহানন, কেহ বা বরাহ, গর্দ্দভ, ভল্লূক, বিড়াল প্রভৃতি জন্তুর ন্যায় মুখবিশিষ্ট। অতিদীর্ঘাকৃতি, অতিখর্ব্বাকৃতি, অতিস্থূল, অতিকৃশ, পিঙ্গললোচন, ত্রিনয়ন, একনয়ন, ত্রিকর্ণ, চতুষ্কর্ণ, স্থূলকর্ণ, মহাকর্ণ, বিস্তৃতকর্ণ, কর্ণহীন, চতুষ্পদ, পঞ্চপদ, ত্রিপদ, একপদ, একহস্ত, দ্বিহস্ত, ত্রিহস্ত, চতুর্হস্ত, হস্তহীন, গোধাকার, মনুষ্যাকার, বকাকার, হংসাকার প্রভৃতি; অর্দ্ধকৃষ্ণ, অর্দ্ধরক্ত, কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, নীলবর্ণ, শুক্লবর্ণ, পীতবর্ণ, হরিতবর্ণ প্রভৃতি এইরূপ ভীষণাকৃতি ও ভীষণদর্শন নানাদলে বিভক্ত হইয়া গণ সকল উৎপন্ন হইল। উৎপন্ন হইবামাত্রই গণ সকল শঙ্খ, পট্ট ও মৃদঙ্গাদি বাজাইতে লাগিল। এই গণ সকলই জটাজূটধারী ও রথারোহী। নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া গণগণ 'মার্‌কাট্' ইত্যাদিরূপে ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল। কামদেব এই সকল গণ দেখিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ইহারা কি কার্য্য করিবে? থাকিবে কোথায়? ইহাদিগের নামই বা কি? যাহা ইহাদিগের প্রকৃত কার্য্য, যে স্থলে ইহারা থাকিবে ইত্যাদি সকল বিষয় আপনি নির্দ্দেশ করিয়া দিন।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা মদনের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ইহারা জন্মিবামাত্র স্পষ্টভাবে 'মার্ মার্' এই শব্দ করিয়াছিল, এইজন্য ইহাদিগের নাম মার, এবং ইহারা মারাত্মক বলিয়া মার নামে অভিহিত হইবে। ইহারা সকল প্রাণীরই বিঘ্নসাধনে সমর্থ। হে মনোভব! তোমার অনুগমন করাই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য। তুমি যখন নিজ কার্য্যোদ্দেশে কোন স্থলে গমন করিবে, ইহারাও

তোমার অনুগামী হইয়া তোমার সহায়তা করিবে। তুমি যাহাদিগের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, ইহারা তাহাদিগের মন উচ্চাটন এবং জ্ঞানীদিগের জ্ঞানপথে সর্ব্বদা বিঘ্ন সম্পাদন করিবে। সকল প্রাণিগণ যাহাতে সংসারবন্ধনের অনুকূল কার্য্য করে, বিঘ্ন থাকিলেও ইহারা সর্ব্বতোভাবে তাহা করিবে। এই গণগণ মহাবেগশালী ও কামরূপী। তুমি এই গণের অধিনায়ক হইবে। এই গণ কর্ম্মীদিগের পঞ্চ যজ্ঞাংশ-ভোক্তা ও উদকশায়ী। এই গণ তপোনিষ্ঠ, ইহারা সকলে সন্ন্যাসী ও ঊর্দ্ধরেতা। (কালিকাপু० ৬ অ०)

মারক (পুং) ম্রিয়ন্তে প্রাণিনঃ যস্মিন্ যেনেতি বা, মৃ-ঘঞ্, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ১ মরক, পর্য্যায় মারি, উৎপাত। (ত্রিকা०) ২ পক্ষিবিশেষ। চলিত বাজপক্ষী। (ভূরিপ্র०) (ত্রি) ৩ মারণকর্ত্তা। জন্মস্থানাবধি অষ্টমস্থানাধিপতি গ্রহভেদ। জ্যোতিষ মতে, মারকগ্রহ স্থির করিতে হইলে অগ্রে মারকস্থান স্থির করিতে হয়, এই মারকস্থানের অধিপতি যে গ্রহ, সেই গ্রহের দ্বিতীয়, সপ্তম ও অষ্টমাধিপতি সাধারণতঃ মারকগ্রহ। কারণ দ্বিতীয়, সপ্তম ও অষ্টম স্থান মারকস্থান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং তদধিপতি গ্রহই মারকগ্রহ।

"ভাগ্যব্যয়াধিপত্যেন রন্ধ্রেশো মারকঃ স্মৃতঃ।" (পরাশর)

ভাগ্যপতি, ব্যয়পতি এবং রন্ধ্রপতিও মারক। মারকগ্রহ দ্বারা ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি চিন্তা করিতে হয়। মারকগ্রহের বিশেষ যোগ বা দৃষ্টিতে মৃত্যু, সামান্য যোগ বা সামান্য দৃষ্টিতে সামান্য ব্যাধি হইয়া থাকে। মারকগ্রহের দশা, অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দশাতে উক্ত ফল হইয়া থাকে। অথবা ঐ মারকগ্রহের সহিত অন্য কোন গ্রহের সম্বন্ধ হইলে সেই গ্রহের দশা বা অন্তর্দ্দশাদিতে তদনুরূপ ফল হইয়া থাকে। মারকগ্রহের সহিত সম্বন্ধ না হইলে পীড়াদি হয় না।

"অষ্টমং হ্যায়ুধঃস্থানং অষ্টমাদষ্টমঞ্চ যৎ।
তয়োরপি ব্যয়স্থানং মারকস্থানমুচ্যতে॥" (লঘুপরাশর)

জন্মলগ্নাবধি অষ্টম, সপ্তম ও দ্বিতীয় স্থান মারকস্থান। সুতরাং এই তিনটী স্থান লইয়া মৃত্যু ও পীড়াদির বিষয় অবধারণ করা আবশ্যক।

পরাশর সংহিতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে*—

জায়াপতি ও ধনপতি উভয়ই মারক। রবি ও চন্দ্র ভিন্ন মারকস্থানের অধিপতি সমস্ত গ্রহই মারকদোষযুক্ত হইয়া থাকেন, রবি ও চন্দ্র গ্রহরাজ বলিয়া উঁহাদের মারকত্ব দোষ হয় না।

বিংশোত্তরী-মতে মারকগ্রহ নিম্নোক্তরূপে নিরূপণ করিতে হয়। মারকবিচারের পূর্ব্বে যোগজায়ুঃ বা স্ফুটায়ুঃ গণনা দ্বারা পরমায়ুঃ স্থির করিয়া পশ্চাৎ মারক-নিরূপণ করিতে হয়। যদি শনি তৃতীয়, ষষ্ঠ বা একাদশাধিপতি হইয়া, অথবা উঁহাদিগের অন্যতমস্থানের অধিপতির সহিত যুক্ত হইয়া কোন মারকগ্রহের সম্বন্ধী হয়, তবে সেই শনি অন্য সকল মারকগ্রহকে অতিক্রম করিয়া প্রবল মারক হইয়া থাকে।

জায়াপতি, ধনপতি, ষষ্ঠপতি ও অষ্টমপতি ইহাঁরা সকলেই মুখ্যমারক, কিন্তু জায়াপতি অপেক্ষা ধনপতি এবং ষষ্ঠপতি অপেক্ষা অষ্টমপতি প্রবল। অতএব ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ধনপতি প্রথম, জায়াপতি দ্বিতীয়, অষ্টমপতি তৃতীয় এবং ষষ্ঠপতি চতুর্থ শ্রেণীর মারক। পাপ-সম্বন্ধবশে বলবান্ হইয়া কোন স্থলে বা ব্যক্তিবিশেষে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর মারকও প্রথম শ্রেণীর কার্য্যকারিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়া থাকে। বৃহস্পতি ও শুক্র কেন্দ্রপতি হইয়া দ্বিতীয় বা সপ্তমস্থ হইলে উভয়েই প্রবল মারক হইয়া থাকে। ঐ সকল মারকগ্রহ দশার অপ্রাপ্তিস্থলে ব্যক্তিবিশেষে পাপগ্রহের সম্বন্ধী ব্যয়পতি ও তৃতীয়পতি উভয়ই মারক হইয়া থাকে। আত্মকারক গ্রহ ও লগ্ন হইতে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও দ্বাদশ এই সকল স্থানস্থিত গ্রহের মধ্যে যে গ্রহই অধিক বলবান্ হইবেন, সেই স্থলে সেই গ্রহই মারক। যদি ঐ সকল গ্রহের মধ্যে পরস্পরের বলের সমতা হয়, তাহা হইলে উহার মারকসংজ্ঞক গ্রহই মারক।

যদি মধ্যায়ুঃ-যোগে জন্ম হয়, এবং ষষ্ঠস্থানে বহু পাপগ্রহের যোগাদি সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে ষষ্ঠপতিই মুখ্যমারক। আর দীর্ঘায়ুঃযোগে জন্ম হইলে ষষ্ঠপতি যে রাশিতে থাকেন, সেই রাশ্যধিপের দশায় অথবা ষষ্ঠস্থান বা ষষ্ঠ হইতে নবম বা পঞ্চমপতির দশায় মৃত্যু হইয়া থাকে। বৃশ্চিক বা মকরলগ্নজাত ব্যক্তির রাহুগ্রহ প্রবল মারক। বলবান্ বহুগ্রহ মারক হইলে সেই সকল গ্রহের দশা এবং অন্তর্দ্দশায়

* "অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি মারকাখ্যং গ্রহং দ্বিজ।
অল্পমধ্যমপূর্ণায়ুঃপ্রমাণমিহ যোগজম্।
বিজ্ঞায় প্রথমং পুংসাং ততো মারকচিন্তনম্॥
মন্দশ্চেৎ পাপসংযুক্তো মারকগ্রহযোগতঃ।
তিরস্কৃত্য গ্রহান্ সর্ব্বান্ নিহন্তা পাপকৃৎ সদা॥
মারকগ্রহসম্বন্ধী পাপকর্ত্তা শনিস্তদা।
অতিক্রম্যেতরান্ সর্ব্বান্ নিহন্তা ভবতি ধ্রুবম্॥
জায়াকুটুম্বকাধীশৌ দ্বাবেতৌ মুখ্যমারকৌ।
ষষ্ঠাষ্টমেশৌ দ্বৌ মুখ্যৌ প্রবলৌ চোত্তরোত্তরৌ॥
এতেষাং সম্ভবে বিপ্র ব্যয়াধীশোঽপি মারকঃ।
পাপসম্বন্ধমাত্রেণ বিক্রমেশোঽপি মারকঃ।" ইত্যাদি। (পরাশরসং)

রোগ ও ক্লেশভোগ হয়। উহার মধ্যে যে গ্রহ প্রবল মারক, তাহার দশাদিতে সাঙ্ঘাতিক পীড়া, ভয়, শোক, মৃত্যুভয়, চোর ও অগ্নিভয়, অপমান, নিন্দা, ধনহানি ও বন্ধন এই অষ্টপ্রকার মৃত্যুফলই ঘটিয়া থাকে। (পরাশরসংহিতা)

মারকগণ (স্ত্রী) মারকাণাং গণং। রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত দ্রব্যগণ। নটেশাক, বৃহতী, পাণ, পিণ্ডতগর, পুনর্ণবা, হিঞ্চেশাক, মণ্ডূকপর্ণী, কটুকী, ইন্দুরকাণি, পানা, মদনফল, আকন্দ ও শতমূলী এই সকল দ্রব্য মারকগণ। (রসেন্দ্রসারস°)

মারকত (ত্রি) মরকত-অণ্। মরকতসম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মারকতী, মরকতমণিসম্বন্ধীয়া।

মারকবর্গ (পুং) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত দ্রব্যগণ। এই গণ যথা—মুথা, বচ, চিতা, গোক্ষুর, তিতলাউ, দন্তী, জাতিপুষ্প, রাস্না, শরপুঙ্খ, ঘৃতকুমারী, চণ্ডালিনী, ওল, কুচিলা, হারমুচ, লজ্জালু, ঘোষা, লাক্ষা, দন্তোৎপল, বালা, পিপুল, নিসিন্দা, বন এলাচি, বিষলাঙ্গলিয়া, শাল, আকন্দ, সোমরাজ, রবিভক্তা, কাকমাচী, শ্বেত-আকন্দ, অপরাজিতা, বায়সতুণ্ডী, সিজ, বেড়েলা, শুণ্ঠী, বরাহক্রান্তা, হাতিশুঁড়া, কদলী, রাস্না, কাঁচা তেঁতুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পুনর্ণবা, শ্বেতপুনর্ণবা, ধুস্তূর, কাকজঙ্ঘা, শতমূলী, ক্ষীরীশ, পরগাছা, তিল, ভেকপর্ণী, দূর্ব্বা, মূর্ব্বা, হরীতকী, তুলসী, গোক্ষুর, ইন্দুরকাণি, কাঁকুড়, বনবর্গলতা, তালমূলী, হিঙ্গু, গুড়ূচী, সজিনা, অপরাজিতা, জলপিপ্পলী, ভৃঙ্গরাজ, সৈন্ধবলবণ, প্রসারিণী, সোমলতা, শ্বেতসর্ষপ, অসন, হংসপদী, ব্যাঘ্রপদী, পলাশ, ভেলা ও ইন্দ্রবারুণী এই দ্রব্য সকল লইয়া মারকবর্গ। (রসেন্দ্রসারস°)

মারকায়িক (ত্রি) বৌদ্ধমতে মারের অনুচরবর্গ।

মারকুটিয়া (দেশজ) যে সকল বালক অত্যন্ত মারধর করে, যাহাদের মারপিট্ করা স্বভাব।

মারঙ্গা (স্ত্রী) মেদা। (রাজনি°)

মারজিৎ (পুং) মারং কামং জিতবান্, জি-ক্বিপ্ তুগাগমঃ। ১ বুদ্ধদেব। (অমর) (ত্রি) ২ কন্দর্পবিজেতা।

মারণ (ক্লী) মার্য্যতে ইতি মৃ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ বধ।

"যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎ কৃত্বেহ মারণম্।
বৃথা পশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য জন্মনি জন্মনি॥" (মনু ৫।৩৮)

২ অভিচারবিশেষ, যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে মৃত্যুব্যাধি প্রভৃতি অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহাকে মারণ কহে। অথর্ব্ববেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রে এই মারণক্রিয়ার বিধান আছে।

শত্রু প্রভৃতির মারণ করিতে হইলে বলবান্ ও চন্দ্রের ক্রূরগ্রহের সহিত ক্রূরগ্রহের ক্ষেত্রে অবস্থিতিকালে যদি বৃষ্টিযোগ হয়, তবে সেই সময় এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

"অভিচারস্তু বিষয়ানাকর্ণয় বদামি তে।
সক্রূরে ক্রূরবর্গস্থে চন্দ্রে বলিনি শোধনে।
বিষ্টিযোগে চ কর্ত্তব্যোঽভিচারোঽপ্যরিনিধনে॥" (ষট্কর্ম্মদীপিকা)

পাপিষ্ঠ, নাস্তিক, দেবব্রাহ্মণাদি, নিন্দক, অজ্ঞ, ঘাতক, কুৎসিতকর্ম্মরত, ক্ষেত্র, বৃত্তি, স্ত্রী ও ধনাপহারী, কুলান্তকারী, সময়নিন্দক, খল, রাজদ্রোহী, বিষাগ্নি শস্ত্রাদি দ্বারা প্রাণিগণের প্রাণনাশক, এইরূপ দোষান্বিত ব্যক্তিকে মারণকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে মারক পাপভাগী হয় না। দশাস্থিতি বিবেচনা করিয়া মারণকার্য্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বলিখিত যোগাদি বিবেচনা না করিয়া মারণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, অচিরেই তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইবে। ব্রাহ্মণ, ধার্ম্মিক, রাজা, স্ত্রী, যজ্ঞশীল, দাতা ও দয়াবান্ এই সকল ব্যক্তির প্রতি মারণাদি কোন অভিচারকর্ম্ম করিবে না।* যদি শত্রুতাবশতঃ কেহ ঐরূপ মনুষ্যের প্রতি অভিচার করে, তবে তাহাতে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিচার করে, তাহারই মৃত্যু হয়। যাহার মারণ করিতে হইবে, প্রথমে তাহার আয়ুর পরিমাণ জানা বিশেষ আবশ্যক। তাহার জন্মলগ্ন, জন্মনক্ষত্র ও জন্মলগ্নাধিপতি গ্রহ এই তিনের অনুকূলে মারণকর্ম্ম করিতে হইবে। এই সকল গ্রহের বলাবল বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিলে মারণকারীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

দেবতার প্রতি ভক্তি রাখিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে গুরুদেবের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে। অভিচারকার্য্যে শত্রুর জন্য শোক করিবে না। ইহার অন্যথা হইলে ফল হয় না, বরং অনিষ্টই হইয়া থাকে। যাহার মারণ করিতে হইবে, তাহার জন্মলগ্ন হইতে অষ্টম লগ্নে এবং অষ্টমরাশিতে ক্রূরগ্রহের অবস্থিতিকালে মারণকার্য্য করিবে। মারণকার্য্যে

---

* "পাপিষ্ঠান্ নাস্তিকাংশ্চৈব দেবব্রাহ্মণনিন্দকান্।
অজ্ঞাংশ্চ ঘাতকান্ সর্ব্বান্ ক্লেশকর্ম্মসু সংস্থিতান্॥
ক্ষেত্রবৃত্তিধনস্ত্রীণাং আহর্ত্তারং কুলান্তকম্।
নিন্দকং সময়ানাঞ্চ পিশুনং রাজঘাতকম্॥
বিষাগ্নিক্রূরশস্ত্রাদ্যৈর্হিংসকং প্রাণিনাং মুদা।
যোজয়েন্মারণে কর্ম্মণ্যেতান্ন পাতকী ভবেৎ॥
দশাস্থিতিঞ্চ সংবীক্ষ্য সূর্য্যান্মারণমাত্মবান্।
অনবেক্ষ্য কৃতং কর্ম্ম আত্মানং হন্তি তৎক্ষণাৎ॥
ব্রাহ্মণং ধার্ম্মিকং ভূপং বনিতামৈষ্টিকং ন[illegible]
যদান্তং সদয়ং নিত্যমভিচারে ন যোজ[illegible]
রিপোরষ্টমলগ্নে চ ক্রূরে ষষ্ঠমরাশিগে[illegible]
স্থানে কুর্য্যাদনিষ্টানি তদ্বিনাশায় সাধন[illegible]" ইত্যাদি (ষট্কর্ম্মদীপিকা
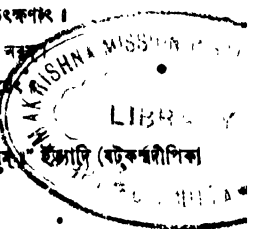
রাশি অনুসারে দিক্ নির্ণয় করিয়া পরে কার্য্যারম্ভ করিবে। মেষ ও বৃষ পূর্ব্বদিক্, মিথুন অগ্নিকোণ, কর্কট ও সিংহ দক্ষিণ দিক্, কন্যা নৈর্ঋতকোণ, তুলা ও বৃশ্চিক পশ্চিমদিক্, ধনুঃ বায়ুকোণ, মকর ও কুম্ভ উত্তরদিক্ ও মীন ঈশানকোণ এই প্রকারে রাশিক্রম জানিয়া কার্য্য করিবে। দিবসের মধ্যে পাঁচ পাঁচ দণ্ড করিয়া এক এক রাশি হয়। যখন যে দিকে কার্য্য করিবে, তখন সেই দিকের রাশি জানিয়া মারণকার্য্য বিধেয়।

লগ্নাবধি গোচরে, তৃতীয় ও পঞ্চম স্থানে অশুভ গ্রহ থাকিলে মারণকার্য্য করিতে হয়।

মারণাদি অভিচারকর্ম্মে কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া হোম করা আবশ্যক। যদি ইহাতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে স্থণ্ডিল করিয়া হোম করিবে। স্থণ্ডিলের নিয়ম এই যে, সমভূমিতে উত্তমরূপে গোময় লেপন করিয়া চতুষ্কোণ এক হস্ত পরিমিত স্থান চতুরঙ্গুল উচ্ছ্রিত করিয়া বালুকা দ্বারা পূরণ করিবে। পরে ঐ স্থণ্ডিলে হোম করিবে।

ব্যাঘাতযোগ, হর্ষণযোগ, বিষযোগ, মৃত্যুযোগ, নাশযোগ ও ক্রকচযোগ এই সকল যোগে মারণাদি অভিচারকার্য্য প্রশস্ত।

বশীকরণ, আকর্ষণ, বিদ্বেষণ ও মারণ প্রভৃতি অভিচারকর্ম্মে চারিটী পুত্তলিকা প্রস্তুত করিবে। পুত্তলিকা মোম অথবা পিটুলীর হইবে। ঐ পুত্তলিকা কুণ্ড মধ্যে স্থাপন করিয়া পূজা ও হোম করিতে হয়। সর্পমস্তকদ্রব দ্বারা হোম করা বিধেয়। সাধক দক্ষিণমুখে উপবেশন করিয়া শত্রুর নামোচ্চারণপূর্ব্বক ত্রিকোণকুণ্ডে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে হোম করেন।

কোন নির্জ্জনপ্রদেশে বা শ্মশানে মারণাদি অভিচারকার্য্য প্রশস্ত। যে স্থানে বসিয়া মারণকার্য্য করিতে হইবে, তাহার চতুর্দ্দিক্ রাজা রক্ষা করিবেন। সাধক স্বদেশে ও স্বীয় মণ্ডলে অভিচারাদি কার্য্য করিবেন না। যদি কেহ প্রমাদবশতঃ উক্ত কার্য্য করে, তাহাতে অনেক বিঘ্ন হয়।

বহেড়া বৃক্ষের কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিয়া বহেড়া ও করঞ্জফল নাগকেশরের রসে অভিষিক্ত করিয়া হোম করিবে। ইহাতে অচিরে শত্রুনাশ হয়। করঞ্জবৃক্ষের কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিয়া ঐ বৃক্ষের সমিধ্ কটুতৈলমিশ্রিত করিয়া হোম করিলে শত্রুর মারণ হয়। বহেড়া বৃক্ষের কাষ্ঠের অগ্নিতে ঐ বৃক্ষের ফল ঘৃতযুক্ত করিয়া হোম করিলে শত্রু জ্বরাভিভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কার্পাসবীজ কাঁজী মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা হোম করিলে শত্রুগণ পরস্পর কলহ করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সর্ষপ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ এই সকল দ্রব্য একত্র ঘৃত মিশ্রিত করিয়া হোম করিলে জ্বররোগে শত্রুর মৃত্যু হয়। ঋগ্বেদোক্ত লবণমন্ত্রে অভিচারকর্ম্মও করা যাইতে পারে।

মারণাদি অভিচারকর্ম্ম বিশেষ কষ্টসাধ্য, এইজন্য ইহা বিশেষ সাবধান হইয়া করা আবশ্যক। ইহাতে কোন প্রকার অঙ্গহানি হইলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। অতএব সুশিক্ষিত ক্রিয়াবান্ তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা ইহা সম্পন্ন করা বিধেয়। (ষট্‌কর্ম্মদীপিকা)

যোগিনীতন্ত্রে মারণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

মঙ্গলবারে অষ্টমী তিথি হইলে ঐ দিনে রাত্রিকালে খদির-কাষ্ঠের অঙ্গার লইয়া লৌহফলকে শত্রু-প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে হইবে। পরে ঐ অঙ্কিত শত্রুর মস্তক, নেত্র, ললাট, হৃদয়, কর, নাভি, গুহ্য, কটি, পৃষ্ঠ ও পদদ্বয় প্রভৃতিতে স্বাহান্ত চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র যথাক্রমে লিখিতে হইবে। যথাক্রমে মন্ত্রবর্ণ সকল লিখিয়া উহার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। তৎপরে সংহারমুদ্রা করিয়া জয়প্রদা দেবীর ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"দীর্ঘাকারাং কৃষ্ণবর্ণাং সদার্দ্ধস্তনমস্তকাম্।
নৃমুণ্ডযুগলং হস্তং চর্ব্বয়ন্তীং দিগম্বরীম্।
শত্রুনাশকরীং দেবীং ধ্যায়েৎ শত্রুক্ষয়ায় চ॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া হরিদ্রাচূর্ণ সহযোগে ইষ্টকাচূর্ণ দ্বারা বামহস্তে করিয়া 'ওঁ শত্রুনাশকর্য্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে ধারা দিতে হইবে। যাহার মারণ করিতে হইবে, তাহার নাম করিয়া 'অমুকস্য শোণিতং পিব পিব, মাংসং খাদয় খাদয় হ্রীঁ নমঃ' এই মন্ত্রে মধ্যরাত্রিতে পূজা করিয়া ১০৮ বার জপ করিতে হয়। এইরূপ ক্রিয়া করিলে একাদশ দিনে তাহার জ্বর এবং এক বিংশতি দিনে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।* অন্যবিধ ষাঁড়ের গোবর লইয়া শিব গড়িতে হইবে। ঐ শিব যথাবিধানে পূজা করিলে মারণ হইয়া থাকে।

---

* "এবন্তু মারণং দেবি! বিশেষান্ কথয়ামি তে।
সান্তং বহ্নিসমাযুক্তং বামনেত্রবিভূষিতম্॥
কূর্চ্চযুগ্মং ততো দেবি! অমুকং মারয় মারয়।
চতুর্দ্দশাক্ষরো মন্ত্রঃ স্বাহান্তঃ শত্রুনাশকঃ॥
খদিরাঙ্গারমাদায় কুজাষ্টম্যাং বিশেষতঃ।
লেখয়েৎ পুত্তলীং শত্রুস্বরূপাং লৌহপত্রকে॥
নিশায়াং মস্তকে নেত্রে ললাটে হৃদয়ে করে।
নাভৌ গুহ্যে কটৌ পৃষ্ঠে ক্রমোক্তেন পদদ্বয়ে॥
মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য প্রতিষ্ঠাং তত্র কারয়েৎ।
সংহারমুদ্রাং বদ্ধা তু ধ্যায়েদ্দেবীং জয়প্রদাম্॥
এবং ধ্যাত্বেষ্টিকাচূর্ণৈর্বামহস্তেন শঙ্করি॥
ওঁ শত্রুনাশকর্য্যৈ নমঃ ইতি দত্বা মহেশ্বরি।
হরিদ্রাচূর্ণসহিতাং ধারাং দদ্যাদনেন তু॥

মারণের বহুবিধ উপায় তন্ত্রাদিতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে সেই সকল এই স্থলে লিখিত হইল না। গুরুর নিকট অভ্যাস না করিলে এই সকল কার্য্য করা যায় না। এই কার্য্যে প্রতিপদে বিঘ্নের সম্ভাবনা, সুতরাং মারণকারী ব্যক্তির বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

"গৃধ্রাস্থিঞ্চ গবাস্থিঞ্চ মূত্রনির্ম্মাল্যমেব চ।
অরের্যো নিখনেৎ দ্বারে পঞ্চত্বমুপযাতি সঃ॥"

(গরুড়পুরাণ ১৮৬ অ°)

গৃধ্রাস্থি, গবাস্থি, মূত্র, এবং নির্ম্মাল্য শত্রুর দ্বারদেশে পুঁতিয়া রাখিলে তাহার মৃত্যু হয়।

৪ ভস্মকরণ। আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে, রত্নাদির মারণ করিয়া তবে উহা ব্যবহার করিতে হয়। যে উপায়ে রত্নাদির দোষ বিনষ্ট হয়, তাহাকে মারণ কহে। মারণকে বৈদ্যকমতে ভস্মও কহে।

[ধাতু ও রত্নাদির মারণ বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

মারপ (পুং) জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত।

মারপেঁচ (দেশজ) কৌশল, কূটনীতি।

মারফৎ (আরবী) সঙ্গে, দ্বারা, নিকট।

মারবী (স্ত্রী) সঙ্গীতের মাত্রাবিশেষ।

মারবীজ (ক্লী) মন্ত্রবিশেষ।

মারব (ত্রি) মরুদেবতা।

মারবৎ (ত্রি) প্রেমপূর্ণ।

মারবরাজ্য (ক্লী) রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত জনপদ-বিশেষ।

মারবার, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। পশ্চিম-রাজপুতনা-এজেন্সীর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। ইহার উত্তর-সীমায় বিকানীর-রাজ্য ও জয়পুরের শেখাবতী জেলা, পূর্ব্বে জয়পুর ও কৃষ্ণগড়, উত্তরপূর্ব্বে আজমীর-মৈরবারা-রাজ্য, দক্ষিণপূর্ব্বে মিবাররাজ্য, দক্ষিণে সিরোহী ও পালন-পুর, পশ্চিমে কচ্ছের রণপ্রদেশ এবং সিন্ধুপ্রদেশের থর ও পার্কর জেলা, উত্তর পশ্চিমকোণে জশলমীর রাজ্য। ভূপরিমাণ আনুমানিক ৩৭ হাজার বর্গমাইল।

অমুকস্য শোণিতং পিব পিবেতি তৎপরম্।
মাংসং খাদয় খাদয় হ্রীঁ নম ইতি মন্ত্রঃ॥
মধ্যাহ্নে মধ্যরাত্রে তু পূজয়িত্বা শতাষ্টকম্।
জপেদেকাদশাহে চ রোগঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ।
দশাধিকৈকবিংশাহে মৃত্যুরেব রিপোর্ভবেৎ।
অথবান্যপ্রকারেণ শত্রুক্ষয়মহং বদে।
পুংগোশকৃৎসমাদায় পূজয়েদ্রুক্‌বারিণা॥" ইত্যাদি।
(যোগিনীতন্ত্র পূর্ব্বখ° ৪ পটল)

এই রাজ্যে রাজপুতনার বিখ্যাত মরুভূমি অবস্থিত। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে "দাশেরক," "মরুস্থলী" বা মরুস্থান নামে এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মরুদেশের অপভ্রংশ মরদেশ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। মরুভূমি মৃত্যুস্থল বলিয়া স্থানীয় লোকে ইহাকে 'মার-বাড়া' শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকে। যোধপুর এই রাজ্যের রাজধানী। এই জন্য বর্ত্তমানকালে সকলেই ইহাকে যোধপুর-রাজ্য বলিয়া থাকেন।

মরুময় হইলেও এই যোধপুররাজ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিশেষ হীন নহে। এখানকার লুনী নদীর তীরবর্ত্তী সমতল ভূভাগসমূহের দৃশ্য অতীব মনোরম। আজমীরের অন্তর্গত একটী হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া সাগরমতী নামে একটী নদী গোবিন্দ-গড়ের নিকট সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সরস্বতী-নদী পুষ্করহ্রদ-সমুদ্ভূত। বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে সাগরমতী ও সরস্বতীসঙ্গমস্থল বিশেষ মনোহারী। গোবিন্দগড় হইতে এই মিলিত নদী লুনী নামে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে কচ্ছের রণপ্রদেশের জলাভূমে মিশিয়া গিয়াছে। আরাবল্লী-পর্ব্বতবাহিনী জোজরি, শুকরী, গুয়রালা, পালী, বান্দী প্রভৃতি কএকটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। নদীর উভয় তীর সমান শস্যশালী নহে। বর্ষার বন্যায় যে সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়া যায়, সেই সকল আর্দ্রভূমিতে উৎকৃষ্ট যব ও গম উৎপন্ন হইয়া থাকে। নদীর সমীপবর্ত্তী দেশবাসিগণ কূপখনন দ্বারা আপনাদের পানীয় ও কৃষিক্ষেত্রের জন্য জল সরবরাহ করিয়া থাকে।

যোধপুর ও জয়পুরের মধ্যস্থলে 'কম্বর' (কুমার) নামে একটা বিস্তীর্ণ হ্রদ আছে। উহার এবং দীদ্‌বানা ও পাচপাদরা নামক স্থানের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হ্রদদ্বয়ের জল লবণাক্ত। এই তিনটী হ্রদ হইতেই এখানে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাচোর জেলায় একটী বিস্তীর্ণ জলাভূমি দৃষ্ট হয়। বর্ষার জল-পাতে উহা প্রায় ৫০ মাইল স্থান অধিকার করে, কিন্তু গ্রীষ্ম-ঋতুতে জল শুকাইয়া আসিলে যব, ছোলা প্রভৃতি শস্যের চাস আরম্ভ হয়।

এখানকার পর্ব্বতসমূহে নানা প্রকার প্রস্তর পাওয়া যায়। আরাবল্লী অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলে বালুকাময় প্রান্তরের মধ্যে বালুকাপিণ্ড শৈলমালা বিরাজিত দেখা যায়। সুতরাং আরাবল্লী হইতে লুণী নদী পর্য্যন্ত যোধপুররাজ্য বালুকাময় প্রান্তরে পূর্ণ হইলেও মধ্যে মধ্যে সৌন্দর্য্যময় শৈলমালায় বিভূষিত আছে। ঐ সকলের মধ্যে নান্দোলাই, পুণ্যগিরি, সুজাতশৈল, পালিশৈল,

কন্দোজশৈল, সান্দরাওশৈল, ঝালোর শৈল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল পর্ব্বতে প্রাচীন সামন্তরাজগণের কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। লুনী উত্তীর্ণ হইয়া বালুকাপিণ্ড-শৈলের সংখ্যা ক্রমশঃই কম দেখা যায়। এদিকের পর্ব্বতগুলি ক্রমশঃ বেলে-পাথরে পরিণত হইয়াছে। যোধপুর নগরের পর, এই পর্ব্বতগুলি আরও ভিন্নাকারে রূপান্তরিত হইয়াছে।

যোধপুর নগরের উত্তরাংশ—বিস্তীর্ণ বালুকাময় ভূভাগ 'থল' এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালু-শৈলগুলি 'টিব্বা' নামে পরিচিত। এই মরুসদৃশ বালুপ্রান্তরের মধ্যে মধ্যে শস্যশ্যামল ভূখণ্ড দৃষ্ট হয়, কিন্তু তত্তদ্ দেশভাগে জলের বিলক্ষণ অভাব। উপরিভাগ বালুকাময় হইলেও নিম্নভাগ তজ্জাতীয় প্রস্তরে মণ্ডিত। কূপাদি খননকালে ঐরূপ কঠিন প্রস্তরস্তরের উপলব্ধি হয়। সুজাতের সন্নিকট দেশে রাং পাওয়া যায়। শম্বর, পাচপাদর, দীদ্বানা, কলেক্তি, পোকর্ণ, সর্গোত ও কছবান নামক স্থানে অল্পবিস্তর লবণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মক্রণা ও ঘাণিরাও নামক স্থানে মর্ম্মরপ্রস্তর এবং কাপুরিতে সাজিমাটী প্রচুর পাওয়া যায়।

ইতিহাস।

মারবাড়ের প্রাচীন ইতিহাস কালের অন্ধতমোগর্ভে নিমজ্জিত। সেই প্রাচীন যুগে যে সকল রাজন্যবর্গ মারবাড়-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, ভাটকবিগণের বংশাখ্যানে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত থাকিলেও অধিকাংশ স্থলে তৎসমুদায় কাল্পনিক ও অসম্বন্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই জন্য প্রাচীনাংশ বাদ দিয়া ঐতিহাসিক কালের ইতিবৃত্ত অবলম্বনে মারবাড়ের যথাসম্ভব একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকটিত হইল।

মিবার রাজ্যে যে সময়ে চৌহান-রাজবংশের কীর্ত্তিগৌরব বিভাসিত হয়, ঠিক সেই সময়ে রাঠোররাজদিগকে আমরা মারবাড়-সিংহাসনে দেখিতে পাই। এই রাঠোরবংশ কোন্ সময়ে এখানে আসিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাহার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। রাঠোর-রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী আছে। তাঁহারা মিবারের রাণাবংশের ন্যায় আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত করেন। [রাঠোর দেখ।]

যাহা হউক, দেশীয় ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, রাঠোর-রাজবংশ কান্যকুব্জনগরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রাঠোরজাতির বীরত্ব এবং রাজ্যজয়াশা ক্রমে তাহাদিগকে বীরচেতা রাজপুতজাতির শীর্ষস্থান প্রদান করে। ক্রমে এই বীরপ্রাণ রাঠোরগণের এক একটী শাখা, বিকানীর, কৃষ্ণগড়, ইদর ও আহ্মদনগরে রাজপাট-স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। রাঠোররাজবংশের মারবাড় অধিকারের পূর্ব্বে অনুমান করা যায় যে, তৎপূর্ব্বে এই প্রদেশে জাট, মীনা ও ভীলসর্দ্দারগণের প্রাদুর্ভাব ছিল। রাঠোরবংশ ঐ সকল সামন্তকে পরাভূত করিয়া মারবাড় রাজ্যবিস্তার করে।

একখানি প্রাচীন রাজেতিহাসে সত্যযুগ হইতে রাঠোর-রাজগণের রাজ্যকাল কল্পিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের প্রাচীন বংশতালিকায় রাজগণের রাজত্বকালীন ঘটনাবলীর কোন উল্লেখ না থাকায়, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক-গণের অনুরোধে রাজা নয়নপালের রাজ্যাধিকার-ঘটনা হইতে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। রাজা নয়নপাল কনোজরাজ অজয়পালকে যুদ্ধে নিহত করিয়া কনোজসিংহাসন অধিকার করেন। তদবধি রাঠোরজাতি কনোজিয়া রাঠোর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ বংশমর্য্যাদা-সূচক 'কামধ্বজ' উপাধি গ্রহণ করেন। রাজা নয়ন-পালের তনয় পদরত (ভরত) এবং তদীয় পুত্রগণ হইতে ত্রয়োদশটা 'কামধ্বজ' উপাধিধারী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১ ধর্ম্মবিম্ব হইতে দানেশ্বর, ২ ভানুদ হইতে অভয়পুর, ৩ বীরচন্দ্র হইতে কুপোলিয়া, ৪ অমরবিজয় হইতে কোড়া, ৫ সুজনবিনোদ হইতে জীরথৈরা বা জয়থরা, ৬ পদ্ম—ইনি উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। ৭ অহির হইতে অহিহরবংশ, ৮ বরদেব হইতে পারক কামধ্বজ, ৯ উগ্রপ্রভু হইতে চন্দেলা, ১০ মুক্তমান হইতে বীর কামধ্বজ, ১১ ভারত হইতে ভারতীয়, ১২ অল্লকুল হইতে ক্ষীরোদীয়, এবং ১৩ চাঁদ কাশীবাসী হন। এই ত্রয়োদশ বংশ হইতে রাঠোরবংশ ক্রমে শাখানুশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে।

কনোজরাজ ধর্ম্মবিম্বের অজয়চাঁদ নামে এক পুত্র ছিল। তাঁহাদের একবিংশতি পুরুষ অধস্তন পর্য্যন্ত "রাও" উপাধি প্রচলিত থাকে। তৎপরে উদয়চাঁদ,নরপতি, কনকসেন, সাহসপাল, মেঘসেন, বীরভদ্র, দেবসেন, বিমলসেন, ধনসেন, মুকুন্দ, ভদ্র, রাজসেন, ত্রিপাল, শ্রীপুঞ্জ, বিজয়চাঁদ প্রভৃতি রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। বিজয়চাঁদের পুত্র জয়চাঁদ দাল-থাম্লা উপাধির সহিত কনোজের প্রথম নায়ক হন। কিন্তু কনোজপতি জয়চাঁদ ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত উক্ত বিবরণের কিছুমাত্র ঐক্য নাই। [কনোজ দেখ।]

উক্ত ইতিবৃত্তিকার এইরূপ সংক্ষিপ্তভাবে রাঠোরপ্রতিষ্ঠার পরিচয় দিয়াই, একবারে জয়চাঁদের রাজ্যকাল হইতেই প্রকৃত ইতিহাসের অনুসরণ করিয়াছেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক কনোজ-রাজবংশের অধঃপতন ঘটিলে এবং রাজা জয়-

চাঁদ রাজ্যভ্রষ্ট হইলে, তাঁহার পৌত্র শিবজী ও শেঠরাম ১২১২ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারকাতীর্থে গমন-মানসে পশ্চিম-মরুস্থলীতে আসিয়া উপনীত হন। এখানে আসিয়া তিনি কলুমদ-সর্দ্দারের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি ফুলরার বিখ্যাত দস্যুসর্দ্দার লাখা ফুলনাকে জয় করিয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হন। এই যুদ্ধে তাঁহার ভ্রাতা শেঠরাম জীবলীলা সম্বরণ করেন।

তাঁহার এই বীরত্বে প্রীত হইয়া কলুমদের শোলাঙ্কি-সর্দ্দার তাঁহাকে স্বীয় কন্যাদান করেন। অতঃপর তিনি দ্বারকাযাত্রা করিয়াছিলেন। এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি লাখা-ফুলনাকে স্বহস্তে নিধন করিয়া, পথিমধ্যে মেহবের দাবে ও খরধারের গুহিল-সর্দ্দার মহেশদাসকে নিহত করিয়া তদধিকৃত খরপ্রদেশ অধিকার করেন।

কর্ণেল টড্ লিখিয়াছেন যে, খর-প্রদেশ-জয়ের পর, তিনি পালিপ্রদেশের ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া পার্ব্বত্য দস্যু-দিগকে দমনার্থ অগ্রসর হইলেন। দস্যুদল বিতাড়িত হইলে ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে তিনি তথায় ভূমি লইয়া বসবাস আরম্ভ করেন। এইরূপে পালিপ্রদেশে নিজ রাজশক্তি বিস্তার করিয়া রাঠোর-সর্দ্দার শিবজী ভবিষ্যৎ রাজ্যবিস্তারের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অশ্বত্থামা পিতৃরাজ্যে, সুনিঙ্গ ইদরে এবং কনিষ্ঠ অজয়মল ওকমণ্ডল রাজ্য জয় করিয়া তথায় রাজপাট স্থাপন করেন। বিভিন্ন ভট্টকবির বংশাখ্যানে শিবজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক গুহিলজাতির পরাভব, খররাজ্য পর্য্যন্ত আপনার রাজ্যসীমা-বিস্তার এবং স্বীয় ভ্রাতা সুনিঙ্গকে গুজরাতের অন্তর্গত ইদররাজ্যে অভিষেকের কথা বিবৃত হইয়াছে।

রাজা অশ্বত্থামা মৃত্যুকালে দুহর, জপসিংহ, খম্পশাহ, ভূপসিংহ, দণ্ডল, জৈৎমল,বন্দর ও উহর নামে আট পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ দুহর পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পৈতৃক কনোজরাজ্যবিজয়ে চেষ্টা পান। কিন্তু তাহাতে বিফলকাম হইলে, তিনি পরিহার-নৃপতির অধিকৃত মন্দোর প্রদেশ আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে রাঠোররক্তে মন্দোরপ্রদেশ প্লাবিত হইয়া-ছিল। মন্দোরের সমরক্ষেত্রে মানবলীলা-সম্বরণকালে দুহর রায়পাল, কীর্ত্তিপাল, বিহার, পিতল, যোগাইল, দলু ও বেগর নামে সাতটী পুত্র রাখিয়া যান।

জ্যেষ্ঠ রায়পাল পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পিতৃহন্তা মন্দোরের পরিহার-সর্দ্দারকে নিহত করেন। তাঁহার ত্রয়োদশ পুত্র মরুদেশের নানাস্থানে সামন্তরাজরূপে অধিষ্ঠিত হন। জ্যেষ্ঠ-পুত্র কণহাল পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া রাজ্যশাসন করিয়া-ছিলেন। কণহালের পুত্র জাল্হন, তৎপুত্র চাহু, তৎপুত্র থিছ যথাক্রমে রাজা হন। রাও থিছ শনিগড়াজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ভিন্নমাল প্রদেশ এবং দেওরা ও বেলেচা জাতির হস্ত হইতে নানাস্থান অধিকার করিয়া স্বীয় রাজ্যসীমা পরিবর্দ্ধিত করেন।

বীরবর থিছুর স্বর্গারোহণের পর তৎপুত্র সিলুক সিংহা-সনে অভিষিক্ত হন। সিলুকের বিয়োগান্তে তৎপুত্র বিরামদেব স্বর্গগমন করিলে তৎপুত্র মহাবলশালী রাও চণ্ড পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

রাও চণ্ড মারবার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শিবজী হইতে ১১শ পুরুষ অধস্তন। তাঁহারই বীর্য্যবলে রাঠোর-রাজশ্রী সৌভাগ্যভূষণে বিভূষিত হইয়াছিল। ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে চণ্ডের রাজত্বকাল হইতেই রাঠোরজাতির প্রকৃত মারবার-বিজয় স্থির করা যায়। এই সময়ে রণমদে উন্মত্ত রাঠোরগণ মন্দোরনগর অধিকারপূর্ব্বক তথায় রাঠোর-রাজধানী স্থাপন করে। নাদোল ও নাগোর দুর্গ চণ্ডের অধিকৃত হইয়াছিল। তিনি পরিহার-রাজকন্যা ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করেন।

চণ্ডের চতুর্দ্দশ পুত্র ছিল, তন্মধ্যে রণমল, সত্য, অরণ্য-কমল ও কাণের বংশ এখনও মারবারে বিদ্যমান আছে। চণ্ডের হংসানাম্নী এক কন্যার সহিত মিবারপতি লক্ষ রাণার বিবাহ হয়। ঐ কন্যার গর্ভে রাণা কুম্ভ জন্ম গ্রহণ করেন। এই পরিণয়সূত্রে মিবার ও মারবারে শত্রুতার ভীষণ পরি-ণাম সংঘটিত হইয়াছিল।

১৪০৮ খৃঃ অঃ রাও চণ্ড পরলোক গমন করিলে পর, জ্যেষ্ঠ পুত্র রণমল পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি পিতার ন্যায় বিক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার নির্দ্ধারিত তুলাদণ্ডের পরিমাণ আজিও মরুস্থলীতে প্রচলিত রহিয়াছে। তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যোধ রাও মারবার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন এবং কন্দল, চম্পা, অখিরাজ, মণ্ডল, পট্টু, লাখা, বালা, জৈৎ-মল, কর্ণ, রূপ, নাথু, ডুঙ্গর, সন্দ, মন্দ, বীরু, জগমল, হেম্পু, শক্ত, করমচাঁদ, অরিবল, কেতুসিংহ, শক্রশাল ও তেজমল নামক অপর ২৩টী পুত্র বিভিন্ন প্রদেশের সামন্তাধিপ হইয়া-ছিলেন। এই চতুর্ব্বিংশতি পুত্র হইতে চতুর্ব্বিংশতি শাখার উদ্ভব হইয়াছিল।

যোধরাও রাজাসনে আসীন হইয়া স্বীয় ভুজবলে সুজাত প্রভৃতি দেশ জয় করেন। তিনি মন্দোর-রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান যোধপুর নগর স্থাপনপূর্ব্বক রাজপাট উঠাইয়া আনেন। তাহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র সূর্য্য-মল সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা যোধরাওর শাতল,

সূর্য্য, শুম, দুদো, বিকো, ভীলমল, শিবরাজ, কর্ম্মসিংহ, রায়মল, সামন্তসিংহ, বিদা, বনহর ও নিম নামক চতুর্দ্দশ পুত্র হইতে ১৪টী শাখা ও সামন্তরাজ্যের উদ্ভব হইয়াছে।

রাজা সূর্য্যমলের ভাগ্য, উদয়, স্বর্গ, প্রয়াগ ও বিরামদেব নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। এই পাঁচ পুত্র হইতে পাঁচটী শাখার উৎপত্তি হইয়াছিল। সূর্য্যমল রাওর মৃত্যুর পর, ভাগ্যের পুত্র গঙ্গারাও ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। উক্ত বর্ষে তিনি দৌলত খাঁ লোদীকে পরাভূত করিয়া স্বীয় রাজপদ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাঠোর-সৈন্য প্রবল বিক্রমে উদয়পুরের রাণা সংগ্রামসিংহের (সঙ্গ) পক্ষ হইয়া মোগলসম্রাট্ বাবর শাহের বিরুদ্ধে বিয়ানা (মতান্তরে থানুয়া) রণক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে গঙ্গারাওর পৌত্র রায়মল প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এই দুর্ঘটনার পর চারি বৎসর কাল গঙ্গারাও জীবিত ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর মারবার-কুলরবি মালদেব ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে রাঠোর-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া নাগোর, আজমীঢ়, ঝালরা-পাটন, শিবনো, ভদ্রার্জ্জুন, বিকানীর, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লন। তিনি শম্বর-হ্রদের লবণের আয় হইতে রাজ্যরক্ষার্থ মালকোট ও ভদ্রার্জ্জুন দুর্গ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বাহুবলে সুজাত, শম্বর, মেরতিয়া, থাতা, বেদনুর, লাদনু, রায়পুর, ভদ্রার্জ্জুন, নাগোর, শিবানো, লোহগড়, জয়কলগড়, বিকানীর, ভিল্লমাল, পোকর্ণ, বার, কুশলী, রেবাস, জাজাবর, ঝালোর, বাওলি, মুলার, নাদোল, ফিলোড়ি, সাঞ্চোর, দীদ্‌বানা, চাত্সু, লোবাহন্, মুলারণা, দেওরা, ফতেপুর, অমরসর, থবর, বেণিয়াপুর, তোঙ্ক, থোড়া, আজমীর, জহাজপুর ও শেখাবর্তী প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল।

ইহার দশবর্ষ পরে তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী ফিরিতে আরম্ভ হইল। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর আফগানরাজ শেরশাহ ৮০ হাজার সৈন্য লইয়া মারবারবিজয়ে অগ্রসর হন। শের-শাহ এই যুদ্ধে জয়ী হইলেও রাঠোর-সৈন্যের হস্তে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

১৫৬১ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহ মারবার আক্রমণ করেন। মোগলসৈন্য মালকোট বা মৈরতা দুর্গ অবরোধ করিল। ভীষণ যুদ্ধের পর মালকোট মোগল-পদানত হয়। অতঃপর জয়োদ্দৃপ্ত মুসলমানসৈন্য ভীমবেগে দুর্ভেদ্য নাগোর দুর্গ জয় করিয়া লইলেন। সম্রাটের অনুগ্রহে শিবজীর অন্যতম শাখার বংশধর বিকানীরপতি রায়মল এই প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

মালদেবের ভাগ্যচক্র ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই সময়ে সম্রাট্ অকবর শাহ ভারতে মোগলপ্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন। মোগলসৈন্য কর্ত্তৃক বারবার পরাজিত হইয়া অগত্যা তিনি ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের আনুগত্যস্বীকারে বাধ্য হইয়া পড়িলেন। মোগল-সম্রাটের অধীনতার নিদর্শন স্বরূপ তিনি নিজ পুত্র চন্দ্রসেনকে উপহার সহ আজমীরে সম্রাট্-সমীপে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া রায়সিংহকে কেবল বিকানীরের শাসনভার অর্পণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, সমগ্র যোধপুররাজ্যের শাসনভার সনন্দ দ্বারা তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর বিপক্ষসৈন্য আসিয়া যোধপুর আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ বীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পুনরায় আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এবার তাঁহার অপর পুত্র উদয়সিংহ সম্রাট্ সকাশে প্রেরিত হন। এই পুত্রের বিনয় ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে মারবারের ভাবী রাজা বলিয়া স্বীকার করেন; এই সময় জাতীয় স্বাধীনতা হারাইয়া বৃদ্ধ রাজা মালদেব মানবলীলা সাঙ্গ করিলেন।

রাও মালদেবের বারজন পুত্রের মধ্যে একমাত্র উদয়সিংহই সম্রাটের অনুগ্রহে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে পিতৃ-সিংহাসন লাভ করেন। তিনি স্বীয় ভগিনী যোধাবাঈকে সম্রাট্‌করে অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থমন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। সম্রাটের কৃপায় তিনি মোগল-সেনানায়কের পদ এবং আপন পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকৃত সমগ্র মারবাররাজ্য প্রাপ্ত হন। আজমীর-প্রদেশের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে মালবের কতকাংশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র সুরসিংহ ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনিও সম্রাটের পক্ষ হইয়া দাক্ষিণাত্য ও গুজরাতজয়ে রাঠোরবংশের বীরত্বখ্যাতি রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'সবাই রাজা' উপাধি দান করেন।

গুজরাতরাজ্যজয় এবং তথাকার পাঠানরাজবংশের বিলোপ সাধন করিয়া রাও সুরসিংহ যোধপুররাজ্যে বিশ্রামার্থ আগমন করেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র গজসিংহ রাঠোর সেনাদল সহ সম্রাট্ সকাশে অবস্থান করিতেছিলেন। গজ-সিংহ কর্ত্তৃক ঝালোরবিজয়ের পর সম্রাট্ তাঁহাকে মিবারপতি রাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

পুনরায় সম্রাটের আদেশে সুরসিংহ ১৬২০ খৃষ্টাব্দে দাক্ষি-ণাত্যে গমন করেন। তথায় উক্ত বর্ষে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। পিতার মৃত্যুর পর গজসিংহ মারবার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি স্বীয় ভুজবলে খিকীগড়, গোলকোণ্ডা,

কিলেনা, পর্ণালা, গাজনগড়, আসীরগড় ও সাতারা প্রভৃতি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সম্রাটের বিশেষ সম্মানভাজন হন। তাঁহার এই অমিতবিক্রম ও বীরত্বের জন্ত তিনি 'দাল থামনা' উপাধি লাভ করেন।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও উত্তরাধিকারী কুমার পরবেজ্ মারবার-রাজকুমারীর এবং দ্বিতীয় কুমার খুরম্ জয়পুর-রাজদুহিতার গর্ভসম্ভূত ছিলেন। ইহারা দুই জনেই সিংহাসনের লোভে সংসারক্ষেত্রে আপনাপন অভিনয় আরম্ভ করিতে-ছিলেন। খুরম্ খাঁও গজসিংহকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে অসমর্থ দেখিয়া তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে অপসৃত করিবার মানসে, গজসিংহের খুল্লতাত কৃষ্ণসিংহ দ্বারা তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্ত ও সামন্ত গোবিন্দদাসকে নিহত করেন। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া গজসিংহ স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন।

এই সময়ে খুরম্ ভ্রাতা পরবেজ্‌কে ইহলোক হইতে এবং জন্মদাতা পিতা জাহাঙ্গীরকে সিংহাসন হইতে অপসৃত করি-বার আশায় রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বালিত করেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের বিনীত প্রার্থনায় গজসিংহ স্বীয় রাঠোর-বাহিনী লইয়া বারাণসীর সন্নিকটে বিদ্রোহিদলের সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধে খুরম্-পক্ষে মিবারের রাণা ভীমসিংহ নিহত হন। খুরম্ পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করেন।

১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে গজসিংহ গুজরাতযুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় পুত্র যশোবন্ত সিংহ মারবার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাট্ শাহজহানের পুত্র-চতুষ্টয়ের অন্তর্বিপ্লব সময়ে অরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ফতেয়াবাদের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি অরঙ্গজেবের সহিত সন্ধি করিলেন বটে, কিন্তু সম্রাট্-পুত্র তাঁহার এই কৃতাপরাধের কথা বিস্মৃত হইলেন না। দিল্লীসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অরঙ্গজেব সেই প্রতিহিংসা-সাধনার্থ তাহাকে সসৈন্যে কাবুল-গমন করিতে আদেশ দিলেন। এই সময়ে পর্ব্বতবাসী দুর্দ্দান্ত আফগানগণ মোগলসম্রাটের বিদ্রোহিতাচরণ করিতে-ছিল। জয়গৌরবার্জ্জন-অভিলাষী যশোবন্ত স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পৃথ্বী-সিংহকে মারবাড়ে রাখিয়া কাবুলযাত্রা করিলেন। এখানে কাবুল শাসন-কালে তিনি অরঙ্গজেবের ষড়যন্ত্রজালে বদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। শুনা যায়, সম্রাট্ অরঙ্গজেব তাঁহার বংশধর পৃথ্বীসিংহ,জগৎসিংহ ও দালথামনার নিধন সাধন করিয়া আপন প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিলেন। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে রাঠোরদিগের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং অরঙ্গজেব ভীত হইয়া-ছিলেন। তাই তিনি পৃথ্বীরাজকে ডাকাইয়া ছলে হত্যাসাধন করেন। এই সময়ে দিল্লীতে রাঠোর ও যবনরক্তে নদী বহিল।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে অত্যাচারী সম্রাট্ অরঙ্গজেবের পীড়নে যশোবন্তের ও তাঁহার পুত্রগণের ধ্বংস সাধিত হইলে, তাঁহার মহিষীর গর্ভস্থ শিশু অজিতসিংহ জাতকর্ম্মের পর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

বালক অজিতের শাসনকালে রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা উপলব্ধি করিয়া সম্রাট্ অরঙ্গজেব সদলে মারবার রাজ্য আক্রমণ করি-লেন। যোধপুর প্রভৃতি নগর মোগলসৈন্ত কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইল। সম্রাট্ রাঠোরদিগকে পরাজিত দেখিয়া তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। এই সংবাদে মারবারের সামন্তবর্গ এবং রাজপুতনাবাসী সমস্ত রাজপুত সর্দ্দার সম্মিলিত হইয়া মোগলশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। জয়পুর, যোধপুর ও উদয়পুরের রাজন্যবর্গ একটী সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মোগল-সম্রাটের অধীনতাপাশ ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে উদয়পুর রাণাবংশের সহিত মোগলসংস্পৃষ্ট জয়পুর ও যোধপুর-রাজন্যবর্গের পুত্রকন্যা আদানপ্রদানের ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়। তদনুসারে রাণার ভ্রাতা গজসিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সন্ধিবলে এই প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র অভয়সিংহই মারবার-সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

এই সময় হইতে অজিতের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইলেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেব স্বীয় যুবতী পৌত্রীর (অকবর-কন্যা) সতীত্ব-নাশভয়ে অজিতের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সম্রাট্ স্বীয় পৌত্রীকে পাইয়া অজিতকে পূর্ব্বহৃত অনেক সম্পত্তি ফিরাইয়া দেন। শাহজাদা স্বয়ং অজিতকে যোধপুর নগর মধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহ আলম দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই নবীন সম্রাটের সহিত তাঁহার বিশেষ বাদ বিসংবাদ ঘটে নাই। শাহ আলমের মৃত্যুর পর আজিম্-উস্‌শান সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হন। তিনি অজিতের ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া তাহাকে গুজরাতের রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করেন। অজিত সম্রাট্ ফরুখসিয়রকেও ধনরত্ন উপহারে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাকে হস্তগত করিয়া লইলেন। পরে ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক তিনি সৈয়দ খাঁ ও হোসেন আলী খাঁর সহযোগে দিল্লীনগর আক্রমণ করিলেন। নররক্তে দিল্লীর রাজধানী প্লাবিত এবং রাজকোষ লুণ্ঠিত হইল। মোগল আমীর ওমরাহগণ কেহই ফরুখসিয়রকে রক্ষার জন্য সাহসপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ফরুখসিয়রের হত্যাকাণ্ডের পর, মোগল আমীরগণ সমবেত হইয়া নিকো শাহকে আগ্রানগরে সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত করেন, কিন্তু সৈয়দদ্বয় রফি-উদ্দৌলাকে সম্রাট্

মনোনীত করিয়া আগ্রা অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। মোগলগণ ভীত হইয়া নিকো-শাহকে অজিতের হস্তে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে সম্রাট্ রফি উদ্দৌলা প্রাণত্যাগ করায়, অজিত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহযোগে মহম্মদ শাহকে ভারত-সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত করেন।

১৭৮০ সংবতের আষাঢ়মাসে পিতৃহন্তা অভয়সিংহের প্ররোচনায় ও রাজ্যলাভলালসায় প্রলোভিত হইয়া তদীয় অনুজ ভক্তসিংহ বিষপ্রয়োগে বীরকেশরী বৃদ্ধ পিতাকে শমনসদনে প্রেরণ করে।

অজিতসিংহকে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিয়া অভয়সিংহ ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াও সুখে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ "মহারাজ-রাজেশ্বর" উপাধিতে ভূষিত হন। অতঃপর তাঁহাকে ভ্রাতা ভক্তসিংহের সহিত বিরোধে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। মিবার, অম্বর ও মারবার রাজ্যে মিত্রতা-স্থাপনের পর আর তাঁহাকে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে যোধপুরনগরে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। দিল্লীপতি মহম্মদ শাহের অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ায় এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করায় উক্ত রাজন্যত্রয়ের মধ্যে একটী বিবাদচিহ্ন সূচিত হইতে থাকে। এই বিদ্বেষবহ্নি বংশপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছিল।

অভয়সিংহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র রামসিংহ মারবার-সিংহাসনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং ভক্তসিংহ মারবারসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনিও পিতৃহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বিষপ্রয়োগে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় তনয় বিজয়সিংহ সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে রামসিংহ সিংহাসন লাভাশায় অগ্রসর হইলে উভয় ভ্রাতার বিরোধে মহাসমরানল প্রজ্বলিত হয়। রাও বিজয়সিংহের রাজ্যকালে মারবার-প্রদেশ অন্তর্বিপ্লবে ছারখার হইয়াছিল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, ভীমসিংহ জ্যেষ্ঠতাতকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন লাভ করেন। ভীমসিংহের মৃত্যুর পর ১৮০৩ খৃঃ অব্দে রাজা মানসিংহ মারবারসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ভীমসিংহের অত্যাচার এবং রাজা মানসিংহের রাজ্যশাসন যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অভয়সিংহ কর্তৃক উদয়পুর, যোধপুর ও জয়পুর ত্রিত্বশক্তিত্রয়ের সমন্বয়সন্ধি ভঙ্গ হইলে, রাজন্যবর্গ আর পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী রহিলেন না। সুতরাং রাজ্যাধিকারপ্রসঙ্গে বিভিন্ন সর্দ্দারগণ রাজবংশধর বিশেষের সিংহাসনাধিকার লইয়া পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকিয়া স্ব স্ব বলক্ষয় করিতে লাগিলেন। রাজ্য মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে কাজে কাজেই তাঁহাদিগকে তৎকালীন সমুন্নত মহারাষ্ট্রশক্তির সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল। ক্রমেই সমগ্র রাজপুতনা মহারাষ্ট্ররাজধানী পুণার অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িল।

এই সূত্রে সিন্দেরাজ যোধপুর জয় করিয়া ৬ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন এবং আজমীর দুর্গ ও নগর কাড়িয়া লন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মহারাষ্ট্রযুদ্ধের সময় রাজ্য মধ্যে অরাজকতার সূচনা দেখিয়া সামন্তগণ ভীমসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজা মানসিংহকে যোধপুরসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে মানসিংহের সহিত ইংরাজরাজের সন্ধি হয়, কিন্তু ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে হোলকররাজকে আশ্রয় দান করায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট সন্ধি ভঙ্গ করেন।

ইংরাজ-সাহায্যলাভে বঞ্চিত হওয়ায়, উপায়বিহীন যোধপুররাজকে বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এই সময়ে ভীমসিংহের পুত্র ধোকলাসিংহ বা ধনকুলসিংহ রাজ্যাধিকার-কামনায় সসৈন্যে যোধপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। এই যুদ্ধে এবং উদয়পুররাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণকল্পে জয়পুররাজের সহিত যুদ্ধে মানসিংহ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং উভয়েই পেণ্ডারি দস্যুসর্দ্দার আমীর খাঁকে স্ব স্ব দলভুক্ত করিতে চেষ্টা পান। আমীর খাঁ প্রথমে জয়পুররাজের পক্ষ এবং পরিশেষে যোধপুররাজের পক্ষাবলম্বন করেন। তিনি রাজাকে ভয় দেখাইয়া এবং সাধারণ্যে রাজাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া প্রচার করিয়া স্বয়ং রাজকোষ লুণ্ঠন করিতে থাকেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে আমীর খাঁ মারবার হইতে চলিয়া আসিলে ছত্রসিংহ তৎপিতা মহারাজ মানসিংহের পক্ষ হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেণ্ডারিযুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট তাঁহার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। ইংরাজরাজ যোধপুররাজ্যের রক্ষাভার গ্রহণ করিয়া সিন্দেরাজকে দেয় রাজকরের সরবরাহভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং রাজা ইংরাজের সাহায্যার্থ রাজসরকার হইতে আবশ্যক মত ১৫ শত অশ্বারোহী সেনা পাঠাইতে স্বীকৃত হন। সন্ধিশেষ হইবার অব্যবহিত পরেই ছত্রসিংহ লোকান্তর গমন করেন। এই সুযোগে রাজা মানসিংহ স্বীয় উন্মত্ততার ভাণ করিয়া রাজাসন গ্রহণ করিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মীনা ও মের-জাতিকে অধীনে আনয়ন করিবার মানসে তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টকে মারবারের অন্তর্গত ২১ খানি গ্রাম দান করেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রামগুলির অধিকার-স্বত্বের অবসান হয়। কিন্তু উক্ত বর্ষে রাজার মৃত্যু হওয়ায়, আর কোন নূতন বন্দোবস্ত হয় নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মল্লানী প্রদেশ পলিটিকাল এজেন্টের পরিদর্শনে রক্ষিত হয়। কিন্তু তদবধি ইংরাজগণ উক্ত প্রদেশের রাজস্ব আদায় করিতেছেন।

রাজা মানসিংহের যথেচ্ছশাসনে মারবাররাজ্য উচ্ছৃঙ্খলতার চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল। রাজ্য মধ্যে ভীষণ বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট বাধ্য হইয়া মারবারের শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। সেই হেতু একদল ইংরাজ-সৈন্য যোধপুরে রক্ষিত হয়। রাজা মানসিংহ যোধপুররাজ্যের সুশাসনকল্পে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ইংরাজরাজের সহিত একটী বন্দোবস্ত করেন। উক্ত বন্দোবস্তের পর চারি বৎসর কাল মানসিংহ জীবিত ছিলেন।

তাঁহার পুত্র সন্তান না থাকায় এবং স্বয়ং কোন দত্তক গ্রহণ না করিয়া যাওয়ায়, ইদর ও আহ্মদনগর-সর্দ্দারবংশ মারবাররাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন। বিধবা রাজমহিষীগণ সামন্তবর্গের এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের অভিপ্রায় মতে রাজা অজিতসিংহের বংশধর আহ্মদনগরাধিপ তক্তসিংহের উপর মারবারের শাসনভার অর্পণ করেন। মহারাজ তক্তসিংহ মারবার-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় আহ্মদনগর-রাজ্য-শাসনের জন্য নিজ পুত্র কুমার যশোবন্ত সিংহকে আহ্মদনগরে পাঠাইয়া দিলেন। এই সময় ইদররাজ আহ্মদনগরের সিংহাসন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত করেন। ইংরাজগবর্মেণ্ট এই আন্দোলনের পর, ন্যায়সঙ্গত ও চিরপ্রচলিত বিবেচনা করিয়া ইদরপতির হস্তে আহ্মদনগরের শাসনভার অর্পণ করিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ৬ বর্ষকাল আহ্মদনগর শাসন করিয়া কুমার যশোবন্ত মারবারে প্রত্যাগত হইলে আহ্মদনগর ইদররাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

মহারাজ মানসিংহের এই সুদীর্ঘকালের শাসনে মারবাররাজ্য ছারখারে গিয়াছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশের তালপুরের মীরগণ উক্ত দুর্গ ও তদধীনস্থ প্রদেশ জয় করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সিন্ধুপ্রদেশ জয়কালে উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন। তদবধি ইংরাজরাজ উক্ত দুর্গাধিকার পরিত্যাগ করেন নাই। তক্তসিংহ দুর্গ প্রার্থনা করিলে, ইংরাজকর্ম্মচারী মিঃ গ্রেটহেড তদুত্তরে বলিয়া পাঠান যে, তিনি সেনাদলের বেতনহিসাবে বাৎসরিক দেয় ১ লক্ষ ১৫ সহস্র মুদ্রা হইতে (১৮৪৭ খৃঃ অঃ) ১০ সহস্র মাত্র রেহাই পাইবেন এবং ইংরাজরাজ চিরদিনের জন্য অমরকোট দুর্গের সত্ত্বাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। রাজা এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার শাসন-সময়ে সামন্তগণের বিদ্রোহশান্তি হয়। তিনি ইংরাজের সহায়তায় মারবাররাজ্য সুশাসনে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা তক্তসিংহ স্বীয় সেনাদলের সাহায্যে বিদ্রোহিদলকে দমন এবং রাজধানী মধ্যে ইংরাজদিগকে আশ্রয় দান করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গণোয়ার সামন্তপদ লইয়া সামন্তগণের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে তিনি রাজ্যের অশান্তিনিবারণার্থ সামন্তগণের সমস্ত গোলযোগই মিটাইয়া লইলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারত-রাজপ্রতিনিধি আরল অব্ মেও আজমীরে দরবার করেন। এই দরবারে নিয়ম মত উদয়পুরের মহারাণাকে প্রথমাসন দান করায়, মহারাজ তক্তসিংহ দরবারে উপনীত হন নাই। তাঁহার এই অশিষ্টাচরণ ও অবমাননায় ক্রুদ্ধ হইয়া আরল মেও তাহাকে বিশেষরূপে লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ তক্তসিংহ স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার যশোবন্ত সিংহ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স্ অব ওয়েলস্ (বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্ এডওয়ার্ড ৭ম) ভারতপরিদর্শনে আগমন করেন। এই সময়ে কলিকাতার গড়ের মাঠে একটী দরবার আহূত হয়। ঐ দরবারে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ যুবরাজ কর্ত্তৃক বিশেষ সম্মানিত হন এবং G. C. S. I. উপাধি লাভ করেন। স্বয়ং যুবরাজ (বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট্) তাঁহার বাসভবনে উপনীত হইয়া প্রতিসাক্ষাৎদান করিয়াছিলেন।

মারবাড়ের রাওবংশ।

নাম			রাজ্যারোহণকাল
রাও শিবজী	...	...	১২১২ খৃঃ অঃ।
„ অশ্বত্থামা	...	...	
„ দুহর বা ধোলরায়	...		
„ রায়পাল	...	...	
„ কানহাল	...	...	
„ জাল্লনসিংহ	...	...	
„ ছদ	...	...	
„ থীদ	...	...	
„ সলখ	...	..	
„ বিরাম দেব	...	...	
„ চণ্ড	...	...	১৩৮১ „

নাম		রাজ্যারোহণকাল
" রণমল্ল	... ...	১৪০৮ খৃঃ অঃ
" যোধ	... ...	১৪২৭ "
" সূর্য্যমল্ল	... ...	১৪৮৯ "
" গঙ্গ	... ...	১৫১৬ "
" মল্লদেব (মালদেব)	...	১৫৩২ "
" উদয়সিংহ	... ...	১৫৮৪ "
" সুরসিংহ	... ...	১৫৯৫ "
রাজা গজসিংহ	... ...	১৬২০ "
" যশোবন্তসিংহ	...	১৬৩৮ "
" অজিতসিংহ	...	১৬৮০ "
মহারাজ অভয়সিংহ		১৭২৫ "
" রামসিংহ	...	১৭৫০ "
" তক্তসিংহ	... ...	১৭৫১ "
" বিজয়সিংহ	...	১৭৫২ "
" ভীমসিংহ	...	১৭৯২ "
" মানসিংহ	...	১৮০৩ "
" তক্তসিংহ	...	১৮৪৩ "
" যশোবন্তসিংহ	...	১৮৭৩ "

মারবারী (মাড়োয়ারী) মারবারবাসী বণিক্‌সম্প্রদায়। মারবারী বলিলে এখন দুইশ্রেণীর লোককে বুঝাইয়া থাকে। তন্মধ্যে একশ্রেণী প্রকৃত মাড়োয়ারবাসী স্বনাম-প্রসিদ্ধ জাতি ও অপর শ্রেণী রাজপুতনা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী বণিক্‌সম্প্রদায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আগরবালা, অশবাল (অশোয়াল) ও মাহেশ্বরীশাখাভুক্ত অধিকাংশ জৈন। খাঁটী মারবারীগণ দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে মারবারী শ্রাবক বলিয়া পরিচিত। ব্যবসা, বাণিজ্য ও মহাজনী ইহাদের প্রধানতঃ উপজীবিকা। ইহারা ভারতের নানাস্থানে নানা ব্যবসাদি উপলক্ষে বাস করিতেছে। এরূপ সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়ী জাতি বোধ হয় জগতে আর নাই। ঋণদান ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইহাদের যথেষ্ট চতুরতা, ধূর্ত্ততা ও কঠিনহৃদয়তা নানাকারণে প্রকাশ পাইলেও ইহারা অপরিচিত স্বজাতিরও প্রতি যেরূপ সহানুভূতি ও দয়াদাক্ষিণ্য দেখাইয়া থাকে, তাহা সাতিশয় প্রশংসনীয়। কোন এক নির্ধন নিরাশ্রয় মারবারী শ্রাবক কোন এক ধনী অথবা ব্যবসায়ী মারবারী-গৃহে আশ্রয় লইলে তিনি তাহাকে নিজ গৃহে রাখিয়া তাহার ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া দেন, অবকাশ মত তাহাকে কিছু লেখা পড়া ও হিসাব রাখিবার পদ্ধতি শিখাইয়া লয়েন এবং একটুকু কাজ কর্ম্ম শিখিয়া লইতে পারিলেই ব্যবসা করিবার জন্ত প্রথমে অতি সামান্ত অর্থ দিয়া থাকেন। পাঁচ টাকার অধিক বড় দিতে হয় না। এই সামান্ত মূলধন লইয়া সেই সামান্ত ব্যক্তি কএক বর্ষ মধ্যে দুই তিন হাজার টাকা জমাইয়া ফেলে। এইরূপে কিছু অর্থসঞ্চয় করিয়া মারবারে ফিরিয়া আসে এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হয়। যে গ্রামে সে পূর্ব্বে ব্যবসা করিত, মিতব্যয়িতার গুণে অল্প দিন মধ্যেই সে গ্রামে আসিয়া মহাজন হইয়া বসে, নানাবিধ জিনিস আনিয়া দোকান খোলে এবং কিছুদিন পরেই একজন বড় মহাজন বলিয়া গণ্য হইয়া পড়ে। অপর স্বজাতীয় মহাজনেরাও তাহাকে নিজের সমান বলিয়া গণ্য করিয়া লয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর মারবারীর মধ্যে পরস্পর বিবাহসম্বন্ধ না হইলেও সকলেই নানা বিষয়সূত্রে ও একতাসূত্রে আবদ্ধ। কাহারও মৃত্যু হইলে নিকটবর্ত্তী চারিদিক্ হইতে মারবারীরা আসিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কালে সাহায্য করিয়া থাকে। বার্ষিক শ্রাদ্ধকালে মৃতের নিকট আত্মীয়গণ বহু দূরদেশ হইতে আসিয়া একত্র হয় ও মারবারী সমাজকে আহ্বান করিয়া ভোজ দিয়া থাকে।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মারবারীদিগের মধ্যে সিজ্যানিয়া, গুন্দকা, সরাপ, সরাওগি, ঝুন্-ঝুন্-বালা, বজোরিয়া, ক্ষেম্কা বজাজ ও বর্ত্ত্যা এই নয়টী শ্রেণী আছে। প্রত্যেক শ্রেণী ১৭২ থাকে বিভক্ত। সশ্রেণী মধ্যে বিবাহ করিবার নিয়ম নাই। এ ছাড়া মাতুল, মাতার মাতুল, পিতামহের মাতুল, পিতামহীর মাতুল, মাতার পিতামহের ও মাতার পিতামহীর মাতুল, ইঁহারা যে যে থাকভুক্ত, সেই সেই থাকেও বিবাহ হয় না। কন্যাগণের দশবর্ষের অধিক না হইলে প্রায় বিবাহ ঘটে না। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। বরকন্যার কোষ্ঠী মিলাইয়া বিবাহ দেওয়া হয়, বিবাহের দশ দিন পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা জল সইয়া রাখে, সেই জলের কলসের পাশে গণেশমূর্ত্তি স্থাপিত হয়, বরকে সেই গণেশ ও কলসের পূজা করিতে হয়, কন্যাগৃহে এইরূপ উৎসব হইয়া থাকে। বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বে গাত্রহরিদ্রা দিবার জন্ত বরকন্যার মাতা ব্যতীত ৭টী এয়োও চাই, তৎপরে বিবাহের দিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিন গণেশপূজা ও গাত্রহরিদ্রা হইয়া থাকে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে চামারিণী আসিয়া নবজাত শিশুর নাড়ী কাটিয়া দেয় ও তাহা আঁতুর-ঘরের সম্মুখভাগে পুতিয়া ফেলে। তৎপরে শিশুর পিতার শ্যালক বা ভগিনীপতি আসিয়া যে স্থানে নাভি প্রোথিত হইয়াছিল, সেই স্থান স্পর্শ করে, তজ্জন্ত তাহার একখানা নববস্ত্র প্রাপ্য। তৎপরে পণ্ডিত আসিয়া জন্মপত্রিকা ঠিক করিয়া দেন।

পঞ্চম দিনে প্রসূতি স্নান করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করে, এই পাঁচ দিন প্রসূতির কাছে চামারিণী থাকে, তৎপরে নাপিতানী ও অপর অপর চাকরাণীকে থাকিতে হয়। এক মাস অতীত হইলে প্রসূতি স্নান করিয়া শুদ্ধ হন ও সূর্য্যের উদ্দেশে তাহাকে তর্পণ করিতে হয়। নিকটে গঙ্গা থাকিলে নবকুমার কোলে লইয়া প্রসূতি গঙ্গাপূজা দিতে যান। বালকের ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন ও তৎপরে চূড়াকরণ হইয়া থাকে।

বিবাহের দুইদিন পূর্ব্বে আইবড়ভাত ও বরযাত্র হইয়া থাকে। বিবাহের পর ব্রাহ্মণভোজন। শীতলাদেবীর সম্মানার্থ বরকে গাধায় চড়িতে হয়, এই অবস্থায় বরকে মাতার বুকে মাথা রাখিতে হয়। গাধার কপালে সিন্দুর ও হরিদ্রার টিপ দিতে হয়। গর্দ্দভ হইতে নামিয়া বর অশ্বে আরোহণ করে। এবারও মাতার ক্রোড়ে মাথা দিতে হয়। তৎপরে বর বিবাহার্থ অগ্রসর হইবার জন্ত প্রস্তুত হয়। তখন একব্যক্তি বরের মাথায় ছত্র ধরে ও চামরব্যজন করিতে থাকে। তখন বরের ভগিনী আসিয়া পথ আট্‌কাইয়া দাঁড়ায়, কিছু উপহার লইয়া পথ ছাড়িয়া দেয়। অতঃপর বর কন্যাগৃহাভিমুখে সমারোহে যাত্রা করে, কন্যার গৃহসম্মুখে আসিয়া বরকে নিমের ছড়ি দিয়া কন্যার গৃহসম্মুখে স্থাপিত তোরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। তৎপরে কন্যার মাতা আসিয়া বরকে বরণ করিয়া যায়। বরণান্তে বরযাত্রিগণ বিশ্রামভবনে নীত হয়। বিবাহের জন্য একটী স্বতন্ত্র মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কন্যা উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে মিষ্টান্ন বিতরণ ও তৎপরে গৌরী ও গণেশের পূজা করিয়া, কুমারের বাড়ী আসিয়া কুমারের চাকুকে পূজা করে। বর বিবাহের স্থলে উপস্থিত হইলে, বরকন্যার বস্ত্রে গাঁইট্‌-ছড়া বান্ধিয়া দেওয়া হয়। উভয়ে গৌরী ও গণেশের পূজা করেন, পুরোহিত কর্তৃক হোম ও বিবাহের মন্ত্রপাঠকার্য্য সম্পন্ন হয়, পুরোহিতকে দক্ষিণা দিয়া বরকন্যাকে অন্তঃপুরে আনে। এখানে স্ত্রী-আচার সম্পন্নের পর বরকে নিজ আত্মীয় স্বজনের নিকট ফিরিয়া আসিতে হয়।

পরদিন কন্যার আত্মীয়গণ আসিয়া ক্ষমতা অনুসারে কিছু কিছু দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যায়। কন্যাকর্ত্তা বর ও তাহার আত্মীয় স্বজনকে আনিয়া ভোজ দিয়া থাকে। পরদিন বর কন্যা এবং শ্বশুরদত্ত যৌতুক লইয়া নিজ গৃহে পূর্ব্ববৎ সমারোহে ফিরিয়া আসে। গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে ক্রমে সাতটী পাত্র বরকন্যার সম্মুখে রাখা হয়। বর নিজ তরবারি দ্বারা এক একটী করিয়া সরাইয়া ফেলে। তৎপরে গঙ্গা ও শীতলাদেবীর পূজা এবং বরকন্যার কঙ্কণ-বিসর্জ্জনের পর উৎসব সম্পন্ন হয়।

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ঘরের বাহিরে আনিয়া গোময়লিপ্ত স্থানে রাখে এবং তাহার মুখ মধ্যে পঞ্চরত্ন রক্ষা করে। মৃত্যুর পর তাহার উদ্দেশে পিণ্ডদান ও শবদাহ করা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত।

মারবারী ব্রাহ্মণ, মহারাষ্ট্রবাসী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহারা পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত। মারবারে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল বলিয়া ইহারা মারবারী ব্রাহ্মণ বলিয়া এখানে পরিচিত। ইহারা বড়্‌জাতি বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকেন। দাধিচ, গুজর, গৌড় সারস্বত, রণ্ডেলবাল, গৌড়, পারিক ও শিখাবাল এই ছয় শ্রেণীই বড়্‌গেতি। ইহাদের মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও বিবাহ প্রচলিত নাই। ইহাদের স্ত্রীপুরুষের নাম মারবারী বণিক্‌দিগের মত। মারবারী বণিক্‌দের পৌরোহিত্য করিবার জন্তই ইহারা দুই তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে ভরদ্বাজ, কাশ্যপ বশিষ্ঠ ও বৎস এই চারি গোত্র দেখা যায়। সগোত্রে বিবাহ প্রচলিত নাই।

তিরুপতির বাবাজী, সূর্য্যনারায়ণ ও দেবী ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। ইহাদের আচার ব্যবহার মারবারী বণিক্‌দের মত। ইহারা একাহারা, সকলেই নিরামিষাশী, কেহ পেঁয়াজ বা রসুন এবং জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে কেহই মদ্য-মাংস গ্রহণ করেন না। গোম বা জনারের রুটি ও ঘৃতসংযুক্ত ডাইল ইহাদের নিত্য আহার্য্য সামগ্রী; কেবল উৎসবের সময় অন্নব্যঞ্জন চলে। ইহারা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবের পূজা সারিয়া নিজ নিজ যজমান বাড়ী পঞ্চাঙ্গ শুনাইতে যান। মধ্যাহ্নে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আইসেন, আবার স্নান করিয়া বৈশ্বদেব আদি নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়া সমাধা করেন, আহারান্তে কেহ ২।১ ঘণ্টা বিশ্রাম করেন, কেহ বা দেবস্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন। তৎপরে আবার তাহারা যজমানের বাড়ী যান। সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া আইসেন এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করেন।

ইহাদের মধ্যে স্মার্ত্ত ও ভাগবত উভয় মতাবলম্বী দৃষ্ট হয়। শিলাসপ্তমী, অক্ষয়তৃতীয়া, দশহরা, পৌষসংক্রান্তি, বসন্তপঞ্চমী এই কএকটী ইহাদের প্রধান পর্ব্বাহ। ইহারা শুক্লা একাদশী, চতুর্দ্দশী, রামনবমী, গোকুলাষ্টমী, গণেশচতুর্থী ও শিবরাত্রি উপলক্ষে উপবাস করিয়া থাকেন। অনেকেই পাক্ষিক চান্দ্রায়ণ ব্রত পালন করেন ও স্বশ্রেণী হইতে পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের একজন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ইহাদের প্রধান আচার্য্য। শৃঙ্গেরি-মঠের শঙ্করাচার্য্য ইহাদের ধর্ম্মগুরু।

ইঁহারা ষোড়শ সংস্কারের মধ্যে গর্ভাধান ব্যতীত আর সকল সংস্কারই পালন করেন। বালকের অষ্টম বর্ষের মধ্যে উপনয়ন ও একবিংশতি বর্ষ মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে। সচরাচর কন্যাগণের অষ্টবর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ মধ্যে বিবাহ হয়। অশৌচকাল দশদিন মাত্র। সমাজবিধি লঙ্ঘন করিলে পঞ্চায়তের বিচারে যথোচিত দণ্ড হইয়া থাকে। বালকেরা বিদ্যালয়ে যায় ও পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত শিক্ষা পায়। তৎপরে পৈতৃক যজনাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। যজমানের পূজাপার্ব্বণ করাই ইহাদের উপজীবিকা, কেহ অন্য ব্যবসা করেন না।

মারা (দেশজ) ১ প্রহার করা। ২ মৃত্যু। যথা মারা পড়িয়াছে।

মারাত্মক (ত্রি) মারঃ আত্মা যস্য, কপ্। ১ হিংস্র। ২ খলস্বভাব। ৩ সাংঘাতিক, প্রাণনাশক।

"কথং মারাত্মকে ত্বয়ি বিশ্বাসঃ" (হিতোপদেশ)

মারাধরা (দেশজ) প্রহার ও ধৃত করা, মারপিট্ করা, মারামারি করা।

মারাভিভু (পুং) মারং অভিভবতি মার-অভি-ভূ-ডু। বুদ্ধদেব, মারজিৎ।

মারামারি (দেশজ) পরস্পর মার ধর করা।

মারি (স্ত্রী) মার্য্যতে ইতি মৃ-ণিচ্-ইন্। ১ মারণ। ২ বধ। (মেদিনী) ৩ জনক্ষয়। পর্য্যায়—মারক, উৎপাত। (ত্রিকা॰) যখন অত্যন্ত মড়ক হয়, তাহাকে মারী কহে। মারীভয় উপস্থিত হইলে নামকীর্ত্তন, শান্তিস্বস্ত্যয়ন করা আবশ্যক। যে স্থলে মারীভয় হয়, সেই স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয়।

মারি (দেশজ) মারা, প্রহার।

মারিচিক (ত্রি) মরিচ-(পা ৪।৪।৩) ইতি ঠক্। মরিচ দ্বারা সংস্কৃত। (সিদ্ধান্তকৌ॰)

মারিত (পুং) মার্য্যতে মাপ্যতে ভস্মীক্রিয়তে ইতি মৃ-ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। ১ হত, বিনাশিত। ২ নষ্টীকৃত, ভস্মীকৃত।

"অসম্যঙ্মারিতং স্বর্ণং বলং বীর্য্যঞ্চ নাশয়েৎ।
করোতি রোগান্ মৃত্যুংশ্চ তদ্ধন্যাৎ যত্নতস্ততঃ॥"

(ভাবপ্রকাশ)

মারিন্ (ত্রি) ১ ঘাতক, হত্যাকারী। ২ মৃত্যুমুখপ্রবেশকারী।

মারিয়া, জাতিবিশেষ। মধ্য-প্রদেশান্তর্গত বস্তার নামক করদরাজ্যে এই জাতি বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মারিয়ারা কটিদেশে ছুরিকা, স্কন্ধে কুঠার এবং করে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করে। ধনুই তাহাদের প্রধান অস্ত্র। তাহারা সুদক্ষ তীরন্দাজ। দুই পদ দ্বারা ধনু বিস্তৃত করিয়া ধনুর্গুণ দুই হস্তে টানিয়া এরূপ বেগে তাহারা তীর ক্ষেপ করে যে, তীর মৃগের শরীর ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া যায়।

মারিষ্যসনবারক (পুং) মারিষজং ব্যসনং বারয়তীতি বৃ-ণিচ্-অণ্। রাজর্ষিবিশেষ।

"কুমারপালশ্চৌলুক্যো রাজর্ষিঃ পরমার্হতঃ।
মৃতস্বমোক্তা ধর্ম্মাত্মা মারিষ্যসনবারকঃ॥" (হেম)

মারিষ (পুং) মর্ষতি দোষানিতি মৃষ্-অচ্, নিপাতনাৎ সিদ্ধং যদ্বা মা শ্রিয়ম্ঋতি হিনস্তি কশ্চিদপীতি রিষ-ক। নাট্যোক্তিতে মান্যব্যক্তি, মার্ষ, নাটকে মান্যব্যক্তি মারিষ নামে অভিহিত। নাটকের সূত্রধারকেও মারিষ কহে।

"সূত্রধারং ভবেদ্ভাব ইতি বৈ পারিপার্শ্বিকঃ।
সূত্রধারো মারিষেতি হণ্ডে ইত্যধমৈঃ সমাঃ॥"(সাহিত্যদ॰ ৬পরি॰)

পুরাণাদিতেও মারিষ শব্দে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বুঝায়।

"সাহায্যং তে করিষ্যামি মন্ত্রশক্ত্যা মহামতে।
ভবিতা যদি সংগ্রামস্তব চেন্দ্রেণ মারিষ॥"(দেবীভাগ॰ ৭।২৬।১২)

২ পত্রশাকবিশেষ, চলিত কাঁটানটে শাক। হিন্দী—মরছ্যা, উৎকল দেউটাশাক। এই শাক শ্বেত ও রক্তভেদে দ্বিবিধ। সংস্কৃত পর্য্যায়—বক্ষর, মার্ষিক। গুণ—মধুর, শীতল, বিষ্টম্ভী, পিত্তনাশক, গুরু, বাতশ্লেষ্মকর, রক্তপিত্ত ও বিষনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, রক্তবর্ণ, গুরু, মধুর, শ্লেষ্মকর, পাকে অল্পদোষ। (ভাবপ্র॰)

মারিষা (স্ত্রী) মারিষ-টাপ্। দক্ষমাতা। (মৎস্যপু॰ ৪।৩৯) বিষ্ণুপুরাণে ইঁহার উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—পুরাকালে বেদবিদাম্বর কণ্ডু নামে এক মুনি গোমতীতীরে তপস্যা করিতেছিলেন। ইন্দ্র ইঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া তপোভঙ্গের জন্য প্রম্লোচা নামে এক অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। প্রম্লোচা নানাপ্রকার হাবভাব দ্বারা ইঁহার তপোভঙ্গ করেন। তপোভঙ্গের পর কণ্ডু বহু শতাব্দ ধরিয়া প্রম্লোচার সহিত অবস্থান করেন। এক সময় তাঁহার মোহ অপনীত হইলে তিনি প্রম্লোচার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন,—রে পাপিনি! শীঘ্র আমার নিকট হইতে দূর হ, তুই হাব ভাব দেখাইয়া আমার ক্ষোভ উৎপাদনপূর্ব্বক দেবরাজের কার্য্য সাধন করিয়াছিস্। আমি তোকে ভস্ম করিব। বহুকাল তোর সহিত বাস করিয়াছি। অথবা তোরই বা দোষ কি? আমারই নিতান্ত দোষ, যে হেতু আমি অজিতেন্দ্রিয়।

এইরূপে মুনি কর্ত্তৃক ভৎসিতা প্রম্লোচা তদাশ্রম হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক আকাশগামিনী হইয়া তরুপল্লবে স্বেদ মার্জ্জনা করিলেন, তাহার গাত্রনিঃসৃত স্বেদজল একটা বৃক্ষের উপর পতিত হইয়া সেই বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে, পুনর্ব্বার তাহা হইতে অন্য বৃক্ষে চলিয়া গেল। ঋষি কিন্তু তাহার উদরে যে গর্ভ সমাহিত করেন, তাহার রোমকূপ দিয়া তাহাই স্বেদরূপে নির্গত

হইল। স্বেদসিক্ত বৃক্ষ সকল সেই গর্ভ গ্রহণ এবং বায়ু তাহা একত্র করেন। ক্রমে তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এক কন্যা উদ্ভূতা হইল। সেই কন্যা মারিষা নামে অভিহিত। তাঁহার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণুপু° ১৷১৫ অ°)

২ দেবমীঢ়পত্নী। (ভাগবত ৯৷২৪৷২৭)

মারী (স্ত্রী) মারি-(কৃদিকারাদিতি) পক্ষে ঙীষ্। ১ চণ্ডী। ২ জনক্ষয়, মারি, মড়ক। ৩ মাহেশ্বরী শক্তি।

"মারী ত্রিশূলেন জঘান চাণ্ডান্ খট্টাঙ্গপাতৈরপরাংশ্চ কৌশিকী।" (বামনপুরাণ ৫২ অ°)

মারীচ (পুং) রাক্ষসবিশেষ। জম্ভপুত্র সুন্দের ঔরসে তাড়কা রাক্ষসীর গর্ভে ইহার জন্ম। মারীচ সীতাহরণকালে মায়ামৃগরূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রকে মোহিত করে, পরে রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়। (রামায়ণ) [রাম দেখ।] ২ কশ্যপ।

"ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মারীচঃ কুলনন্দনঃ।
উবাচ কিঞ্চিৎ কুপিত আত্মানঞ্চ বিগর্হয়ন্॥"(ভাগবত ৬৷১৮অ°)

৩ কক্কোলক। ৪ যাজক-ব্রাহ্মণ। (মেদিনী) ৫ রাজহস্তী। (জটাধর) ৫ মরীচবন, গোলমরিচ গাছ। (ত্রি) ৬ মরীচসম্বন্ধীয়।

মারীচপত্রক (পুং) সরলবৃক্ষ। (রাজনি°)

মারীচপত্রিকা (স্ত্রী) সরল দেবদারু, সর্জ্জতরু। (বৈদ্যকনি°)

মারীচবল্লী (স্ত্রী) মরিচবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

মারীষ (পুং) মারিষশাক। (দ্বিরূপকো°) ইহার পাঠান্তর মারুষ এইরূপও দেখা যায়।

মারীচী (স্ত্রী) মরীচেরিয়ং ইত্যণ্, ঙীপ্। দেবতাভেদ। ইনি মায়াদেবী। পর্য্যায়—ত্রিমুখা, বজ্রকালিকা, বিকটা, বজ্রবারাহী, গৌরী, প্রোত্রিরথা। (ত্রিকা°)

মারীচ্য (পুং) ১ মরীচির গোত্রাপত্য। ২ অগ্নিষ্বাত্ত।

মারীভয় (পুং) মারী জন্য ভয়, মারী অর্থাৎ মরক উপস্থিত হইলে যে ভয়, তাহাকে মারীভয় কহে।

মারুয়া (দেশজ) তৃণভেদ (Eleusine Corocana) সংস্কৃত রাজিক। হিন্দি—মাড়ুয়া, মারুয়া, মক্রা, রোট্কা। উঃ পঃ প্রদেশে—মণ্ডল, কালত্র, কোদ্র। গুজরাতী—রাগি। তামিল—রাগুলু। পারস্য—মাড়োয়া। সিংহলা—কোরাকনা।

দেখিতে অনেকটা লম্বা ঘাসের মত। প্রতি বৎসরে বর্ষাকালে একবার মাত্র ইহার চাষ হয়। ইহার অনেকগুলি ডাঁটা থাকে এবং প্রত্যেক ডাঁটায় ৪।৫টী শীষ থাকে। শীষগুলি ঈষৎ বক্র। ভারতবর্ষের অনেক স্থলে বর্ষাকালে ইহার চাষ হইয়া থাকে এবং ইহা দরিদ্র ব্যক্তিদিগের প্রধান খাদ্য। এই শস্য বহুদিন পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না এবং কোন প্রকার কীটেও ইহার কোন ক্ষতি করে না।

উদ্ভিদ্তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ভারতবর্ষেই ইহার আদিম উৎপত্তি। সংস্কৃত লেখকগণ রাজিক নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন মিশরের বৃক্ষলতাদির বর্ণনায় ইহার নাম দৃষ্ট হয় না। বপনের সময় এবং স্থানভেদে ইহার তারতম্য দৃষ্ট হয়। অত্যন্ত উর্ব্বরক্ষেত্রে বপন করিলে ইহার শীষগুলি সোজা হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে ইহার চাষ হইয়া থাকে। হিমালয়প্রদেশে ৮০০০ ফিট্ উচ্চস্থানেও ইহার বহুল পরিমাণে চাষ হয়। ইহা তথাকার কৃষিজীবীদিগের প্রধান খাদ্য। সমতল ভূমিতে ইহা গমের সহিত এক সময়ে উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ট ক্ষেত্রে ইহার বীজ বপন করিয়া কৃষকেরা বৃক্ষপল্লব দিয়া ক্ষেত্র ঢাকিয়া দেয়। তৎপরে চারা ২।৩ ইঞ্চি হইলে বিদে বা আঁচড়া দ্বারা ক্ষেত্র খুঁড়িয়া দিতে হয়। যে স্থানের চারা উঠিয়া যায়, অন্য স্থানের ঘন চারা আনিয়া সেই স্থানে রোপণ করিতে হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইহার শস্য কর্ত্তন করিতে হয়। বেশী পরিমাণে বৃষ্টি হইলে এই শস্যের ক্ষতি হয়। যে বৎসর অধিক ধান্য জন্মে, সে বৎসর মারুয়া ভাল জন্মে না, যে বৎসর মারুয়া ভাল জন্মে না, পক্ষান্তরে ভাল ধান জন্মে। অন্য শস্যের ন্যায় ইহার তুঁষাদি বেশী বাদ যায় না। এই হিসাবে মারুয়া শস্যে কৃষকদের অধিক লাভ হইয়া থাকে।

কড়প জেলায় ৩ লক্ষ বিঘার অধিক ভূমিতে মারুয়ার চাষ হইয়া থাকে। যে ভূমিতে কেবল বীজ বপন করা হয়, সে ভূমিতে জল সেচন করিতে হয় না। যে সব ক্ষেত্রে রোপিত হয়, সে সব ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হয়। এই শস্যদ্বারা প্রতি বিঘায় ৭ হইতে ১৮ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

মহিসুর প্রদেশে শুষ্ক ভূমিতে ইহার চাষ হয়। বালুকাপূর্ণ জমিতে ইহার চাষ ভাল হয় না। যে সমস্ত মারুয়া উদ্যানাদিতে রোপণ করা হয়, তাহাকে 'নাটি' কহে। কোন জমিতে মারুয়ার চাষ করিতে হইলে পৌষ মাসে লাঙ্গল দিয়া গোবরাদির সার দিতে হয়। যে ভূমিতে অন্য কোন শস্য ভালরূপে জন্মে না, সে স্থানেও মারুয়া উৎপন্ন হয়।

চাউল এবং গমের ন্যায় মারুয়া সহজে পরিপাক হয় না। এইজন্য ইহা দরিদ্র লোকদিগের প্রধান খাদ্য।

ভারতবর্ষের কত ভূমিতে মারুয়া জন্মে, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে মান্দ্রাজ প্রদেশে ৪৫ লক্ষ এবং বোম্বাই প্রদেশে ২৫ লক্ষ বিঘার অধিক ভূমিতে মারুয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা হইতে ছাতু এবং রুটি প্রস্তুত হয়।

এই শস্যের তৃণ গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য। দক্ষিণ-ভারতে গবাদি পশু প্রধানতঃ ইহা খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে। ঘাস দুষ্প্রাপ্য হইলে অশ্বাদিগকেও ইহা খাইতে দেওয়া হয়।

মহারাষ্ট্রপ্রদেশে এই শস্য হইতে বোজ বা বোজালি নামক মদ্য প্রস্তুত হয়। হিমালয় প্রদেশে সেই মদ্য প্রচুর পারমাণে রপ্তানি হয়।

মারীমৃত (ত্রি) মারীতে মৃত, যাহাদের মহামারীতে মৃত্যু হয়। সাধারণতঃ ওলাউঠা রোগকে মহামারী কহে।

"অথ পঞ্চমে নৃপভয়ং মারীমৃতদর্শনঞ্চ বক্তব্যম্।
ষষ্ঠে তু ভয়ং জ্ঞেয়ং গন্ধর্ব্বাণাং সডোম্বানাম্॥" (বৃহৎস° ৮৭।৩৩)

মারীয় (ত্রি) কামদেব-সম্বন্ধীয়।

মারুক (ত্রি) মৃত্যুমুখী, মুমূর্ষু। (তৈত্তি° সং ২।৫।১।৬)

মারুণ্ড (পুং) ১ সর্পাণ্ড। ২ পন্থা। ৩ গোময়মণ্ডল।

মারুত (পুং) মরুদেব মরুৎ (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।৪। ৩৮) ইতি স্বার্থে অণ্। বায়ু। উনপঞ্চাশৎ বায়ু, ইহাদের জন্মবিবরণ ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে,—কশ্যপভার্য্যা দিতি সেবাদি দ্বারা কশ্যপের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া তাহার নিকট এই বর প্রার্থনা করেন, যে আমার ইন্দ্রহন্তা একটী পুত্র হউক। কশ্যপ বলিলেন, তুমি যদি সম্বৎসর কাল যথানিয়মে ব্রতপালন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার গর্ভে ইন্দ্রহত্যাকারী ও অতিবলবান্‌স্বরূপ একটী পুত্র হইবে। কিন্তু যদি তোমার ব্রতভঙ্গ হয়, তাহা হইলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে। কশ্যপের কথানুসারে দিতি 'তাহাই করিব' এই বলিয়া ব্রতাচরণে একমনা হইলেন; কালে গর্ভ ধারণ করিয়া কশ্যপের আদেশানুসারে ব্রতানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া আশ্রমস্থিতা দিতির সমীপে কপট-সাধুবেশ ধারণপূর্ব্বক তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল, ইন্দ্র কোন প্রকারে তাঁহার ছিদ্র পাইলেন না, দৈবাৎ একদিন দিতির মোহ উপস্থিত হইল। এই সময় ইন্দ্র তাহার ছিদ্র পাইয়া যোগমায়া দ্বারা দিতির উদরে প্রবেশ করিলেন। দিতি অচৈতন্য অবস্থায় নিদ্রা যাইতেছিল, কিছুই জানিতে পারিল না। অনন্তর ইন্দ্র উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই বজ্র দ্বারা দিতির গর্ভ সাতখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। কর্ত্তিত গর্ভখণ্ড সকল রোদন আরম্ভ করিলে, তাহাদিগকে 'ক্রন্দন করিও না,' এইরূপ সস্নেহ বাক্য বলিয়া পুনরায় তাহাদিগের প্রত্যেককে সাত সাত খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন।

ইন্দ্র যখন পুনরায় কর্ত্তন করেন, সেই সময় ঐ খণ্ডগর্ভ সকল কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল,—হে ইন্দ্র! কেন তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিতেছ? আমরা মরুদ্গণ, তোমার ভ্রাতা। ইন্দ্র কহিলেন, তোমরা ভীত হইও না, তোমরা আমার পার্ষদ হইবে। ভগবানের প্রসাদে এই মরুদ্গণ ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া উনপঞ্চাশৎ দেবতা হইলেন। পরে সকলে গর্ভ হইতে নির্গত হইলেন।

দিতি এতক্ষণ নিদ্রিতা ছিলেন। হঠাৎ সুপ্তোত্থিত-হইয়া ইন্দ্রের সহিত পঞ্চাশৎ কুমারকে দেখিতে পাইলেন। কিয়ৎকাল পরে ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি আদিত্যগণের ভয়াবহ অপত্যকামনা করিয়া দুশ্চর ব্রত আচরণ করিতেছিলাম। অদিতির সন্তানদিগের সংহারকারী একটী পুত্র হয়, আমার এইরূপ সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু এক্ষণে উনপঞ্চাশৎ পুত্র কি প্রকারে হইল? হে পুত্র! এ বিষয় যদি তোমার জানা থাকে, তাহা হইলে আমাকে প্রকৃত কথা বল, মিথ্যা বলিও না।

ইন্দ্র দিতির এই কথায় উত্তর করিলেন,—মাতঃ! আমি আপনার ঐরূপ চেষ্টা জানিতে পারিয়াই আপনার নিকটে ছিলাম, অল্প অবকাশ পাইয়া আপনার গর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক গর্ভ ছেদন করিয়াছি। আমি প্রথমে আপনার গর্ভ সপ্ত খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করি, তাহাতে প্রথমে ৭টী পুত্র হয়। পরে আবার ঐ ৭টীকে সাত সাত খণ্ড করিয়া ছেদন করিলাম। তাহাতেও এই সকল কুমার মরিল না। সর্ব্বসাকল্যে ৪৯ পুত্র হইল। দিতি ইন্দ্রের মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া পুত্রগণকে ইন্দ্রের সহিত যাইতে অনুমতি করিলেন। ইন্দ্র এই উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন।

(ভাগবত ৬।১৮ অ°)

২ দক্ষিণস্থ জনপদবিশেষ।

"মারুতা ধেনুকাশ্চৈব তঙ্গণাঃ পরতঙ্গণাঃ।"(ভারত ৬।৪৭।৪৯-৫০)

৩ অগ্নিভেদ, গর্ভাধানসংস্কারে যে অগ্নি স্থাপিত হয়, তাহার নাম মারুত।

"অগ্নিস্তু মারুতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে।"
(গৃহ্যপরিশিষ্ট ১।২) (ত্রি) ৩ মরুৎসম্বন্ধী।
"রাসি শর্ধ ইন্দ্র মারুতং নঃ" (ঋক্ ১।১১।১৪)
'মারুতং মরুতাং দেববিশাং সম্বন্ধি' (সায়ণ)

মারুতময় (ত্রি) বায়ুময়।

মারুতব্রত (ক্লী) মারুতস্য ব্রতমিব ব্রতং নিয়মোহস্য। রাজধর্ম্মবিশেষ। "প্রবিশ্য সর্ব্বভূতানি যথা চরতি মারুতঃ।
তথা চরৈঃ প্রবেষ্টব্যং ব্রতমেতদ্ধি মারুতম্॥"(মৎস্যপু° ২০০অঃ)

মারুতসূনু (পুং) মারুতস্য সূনুঃ। বায়ুপুত্র, ১ হনুমান্। (রামায়ণ ৫।৪২।১৮) ২ ভীম।

মারুতাত্মজ (পুং) মারুতস্য আত্মজঃ। ১ হনুমান্। ২ ভীম।

মারুতাপহ (পুং) মারুতং অপহন্তি হন-ড। ১ বরুণবৃক্ষ। (রাজনি॰) (ত্রি) ২ বায়ুনাশক।

মারুতাশন (পুং) মারুতোঽশনমস্য বা অশ্নাতীতি অশ-ল্যু, মারুতানাং অশনঃ ভক্ষকঃ। সর্প, পবনাশন।

"ভক্তঃ প্রগৃহ্য মূর্দ্ধ্যা বৈ বাহুভ্যাং সংশিতব্রতঃ।
স্থিতঃ স্থাণুরিবাভ্যাসে নিশ্চেষ্টো মারুতাশনঃ॥"(ভারত ৫।১০৬।১৩)

(ত্রি) ২ বায়ুমাত্রভক্ষক। (পুং) ৩ কার্ত্তিকেয়। ৪ সৈনিক-বিশেষ। (ভারত ৯।৪৫।৬০)

মারুতাশ্ব (ত্রি) মারুত ইব বায়ুরিব বেগবান্ অশ্বো যস্য। বায়ুসদৃশ বেগগামি-অশ্বযুক্ত। "উতত্যে মা মারুতাশ্বস্য শোণাঃ" (ঋক্ ৩।৩।৯) 'মারুতাশ্বস্য মরুৎসদৃশবেগাশ্ববান্ তস্য।' (সায়ণ)

মারুতি (পুং) মরুতস্যাপত্যং পুমান্ মরুত (অত ইঞ্। পা ৪।১।৯৫) ইতি ইঞ্। ১ হনুমান্। (শব্দরত্না॰) ২ ভীম।

মারুতেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

মারুদেব (পুং) পর্ব্বতভেদ।

মারুধ (ক্লী) জনপদভেদ।

মারুবার (ক্লী) [মারবার দেখ]

মার্ক (পুং) ভৃঙ্গরাজ। (রত্নমালা)

মার্কট (ত্রি) ১ মর্কট সম্বন্ধীয়। ২ মর্কটবৎ।

মার্কটাপিপীলিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণপিপীলিকা।

মার্কটপিপ্পলী (স্ত্রী) কপিপিপ্পলী, চলিত আপাং। (রাজনি॰)

মার্কটি (পুং) মর্কটের গোত্রাপত্য।

মার্কণ্ড (পুং) মৃকণ্ডোরপত্যং মৃকণ্ডু-অণ্। মার্কণ্ডেয় মুনি। (শব্দরত্না॰)

মার্কণ্ড, (মার্কণ্ডেয়ার্ক) ১ আরা জেলাস্থ সৌরতীর্থভেদ, আরার ৩৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ২ উক্ত স্থানের নামানুসারে প্রসিদ্ধ বেহারের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের একটী বিভাগ।

মার্কণ্ড, দরভাঙ্গা, পুর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা এবং ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানবাসী কৃষিজীবী জাতিভেদ। ইহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রবাদ এই যে, মার্কণ্ডেয় মুনি হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। কোন ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া মার্কণ্ডেয়ের জাতিচ্যুতি ঘটে। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ মার্কণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবারা দ্বিতীয়বারে মনোমত পতি নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে জাতিচ্যুত করা হয়।

মার্কণ্ডদিগের আচার ব্যবহার গোঁড়া হিন্দুর মত নহে। বড় বড় দেবপূজায় তাহারা ব্রাহ্মণপুরোহিত নিযুক্ত করে। তাহাদের পুরোহিতেরা তজ্জন্য নিন্দাভাজন হন না।

সামাজিক মর্য্যাদায় তাহারা গোয়ালা ও কুর্ম্মিদিগের সমকক্ষ। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের প্রদত্ত জল এবং মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করেন।

মার্কণ্ড, নাগপুরের ৯০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে বেণগঙ্গানদী-তীরে অবস্থিত একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে বহুসংখ্যক মন্দির শৈলভূমিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান আছে। এখানকার সর্ব্বপ্রধান মন্দিরের নাম মার্কণ্ড। মন্দিরের নিম্নে নদীর গভীরতা ২ ফিট মাত্র; সুতরাং হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সন্নিহিত গ্রামটীর নাম মার্কণ্ডি। পূর্ব্বে এখানে বহুজনাকীর্ণ নগর ছিল। পুনঃ পুনঃ জলপ্লাবনে ২।৪ ঘর ব্যতীত আর সকল অধিবাসীই স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে।

মার্কণ্ডেয় মুনি হইতেই মন্দিরের নাম হইয়াছে। কিন্তু মন্দির শিবের নামে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরাভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। এই মন্দির কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না, কারণ এখানে কোন উৎকীর্ণ লিপি নাই। নাগপুর এবং বেরার অঞ্চলে মন্দিরাদির সম্বন্ধে যেরূপ গল্প শুনা যায়, এখানকার মন্দির সম্বন্ধেও সেইরূপ গল্প আছে। শুনা যায়,—ঐ সমস্ত মন্দিরই এক রাত্রির মধ্যে হেমাড়পন্থ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ, ভাণ্ডক হইতে কাশী পর্য্যন্ত যাবতীয় মন্দিরই তাঁহা দ্বারা নির্ম্মিত হয়। হেমাড়পন্থ এক জন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের তনয়। গৌড়রাজ লক্ষ্মণসেন এবং তাহার জন্মবৃত্তান্ত প্রায় একরূপ। প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে হেমাড়পন্থের জননী দেখিলেন যে, সে সময়ে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে অতি অশুভযোগ হইবে। এজন্য তিনি পরিচারিকা-দিগকে যাহাতে প্রসবের বিলম্ব হয়, তদ্বিষয়ে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে ধাত্রীরা তাঁহার পদদ্বয়ে রজ্জু বদ্ধ করিয়া নিম্নাভিমুখ মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখিল। শুভলগ্ন উপস্থিত হইলে, অবিলম্বে তাঁহাকে ভূমিতে নামান হইল।

তিনি হেমাড়পন্থকে প্রসব করিয়া কিছুক্ষণ পরেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। শুভলগ্নজাত হেমাড় (হেমাদ্রি) শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং অল্প বয়সে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিল। বিভীষণ পীড়িত হইলে, হেমাড় তাঁহাকে নীরোগ করেন এবং পুরস্কারস্বরূপ এক বর প্রাপ্ত হন। সেই বরেই রাক্ষসদিগের সাহায্যে গোদাবরীর মধ্যস্থ যাবতীয় মন্দিরসমস্তই নিৰ্ম্মাণ করেন।

মন্দিরগুলি ১৯৭ ফিট দীর্ঘ এবং ১১৮ ফিট প্রস্থ চতুরস্র প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দিরগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। মধ্যস্থলে মার্কণ্ড মন্দির, তাহার চতুঃপার্শ্বে অন্যান্য মন্দিরগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। মন্দিরগুলির নির্ম্মাণপ্রণালী দেখিলে ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়। দক্ষিণ দিকে প্রবেশদ্বার এবং পার্শ্বে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আর দুইটী দ্বার আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে ১২টী বিভিন্ন প্রকারের শিবলিঙ্গ, তদ্ব্যতীত দশাবতার প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি আছে।

মার্কণ্ড ঋষির মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং নানাকারুকার্য্যে খোদিত। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বজ্রাঘাতে মন্দিরের উচ্চাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

শিবলিঙ্গের মস্তকে পিত্তলময় মুকুট। মুকুটের চতুর্দ্দিকে ৫টী নৃমুণ্ড এবং উপরি ভাগে পঞ্চ নাগের ফণানির্ম্মিত চন্দ্রাতপ।

অবশিষ্ট মন্দিরগুলির নির্ম্মাণপ্রণালী খজুরাহর মন্দিরাদির ন্যায়। দুই ফুট তিন ইঞ্চি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট খোদিত মনুষ্যমূর্ত্তি মন্দিরের চারিদিকে বিরাজিত। প্রত্যেক শ্রেণীতে ৪৫টী করিয়া ৩ শ্রেণীতে ১৩৫টা মনুষ্যমূর্ত্তি আছে। মনুষ্যশ্রেণীর পরে হংসশ্রেণী, পরে বানরশ্রেণী, তৎপরে আবার চারিশ্রেণী মনুষ্যমূর্ত্তি। বস্তুতঃ মন্দিরের সম্মুখভাগ নানাবিধ ভাস্করশিল্পে অলঙ্কৃত। তথায় চারি পাঁচ শতের অধিক প্রতিমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে নর্ত্তকী রমণীগণের প্রতিমূর্ত্তি এবং কোথাও বীণাবাদনপরায়ণা অলঙ্কারভূষিষ্ঠা সীমন্তিনীগণ শিল্পীর নির্ম্মাণনৈপুণ্য-বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। শিবমূর্ত্তির প্রশান্তভাব সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। কি সমরাঙ্গণে রৌদ্ররসের অভিব্যক্তিতে, কি বসন্ত-পুষ্পাভরণা বিলোলনয়না গৌরীর সহিত প্রেমালাপের কমনীয় ভাবে—সর্ব্বত্রই শিবের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নন্দিকেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, যম, উমামহেশ্বর, রাজরাজেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মার্কণ্ডীয় (ক্লী) ভূম্যাহল্য। (রাজনি০)

মার্কণ্ডেয় (পুং) মৃকণ্ডোরপত্যং, মৃকণ্ডু (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঢক্। মৃকণ্ডুমুনির পুত্র। জন্মতিথি ও সংস্কারাদি কার্য্যে ইঁহার পূজা করিতে হয়। গর্ভাধানাদি সংস্কারকার্য্যে ষষ্ঠীপূজার পর মার্কণ্ডেয়পূজা বিহিত আছে। ইহার ধ্যান—

"দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনম্।
মার্কণ্ডেয়ং নরো ভক্ত্যা পূজয়েচ্চ চিরায়ুষম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই ধ্যানে বিধি অনুসারে পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়। প্রার্থনামন্ত্র—

"চিরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা মুনে।
রূপবান্ বিত্তবাংশ্চৈব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সর্ব্বদা॥
মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন।
আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধ্যর্থমস্মাকং বরদো ভব॥" (তিথিতত্ত্ব)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে মার্কণ্ডেয়ের উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে, মহাত্মা ভৃগুর ঔরসে খ্যাতির গর্ভে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র হয়। এই দুই জনই দেবতা। নারায়ণের পত্নী শ্রীও এই খ্যাতির গর্ভসম্ভূতা। মেরুর দুই কন্যা, আয়তি ও নিয়তি। এই দুই কন্যার সহিত ধাতা ও বিধাতার বিবাহ হয়। ইহাদের দুই পুত্র হয়, একের নাম প্রাণ, অপরের নাম মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর ঔরসে মনস্বিনীর গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পত্নীর নাম ধূমাবতী, পুত্র বেদশিরাঃ। (মার্কণ্ডেয়পু০ ৫২ অ০)

নরসিংহপুরাণে লিখিত আছে, ভৃগুর পুত্র মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর মার্কণ্ডেয় নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্র জন্মিলে মৃকণ্ডু জানিতে পারিলেন যে, এই পুত্রের দ্বাদশ বর্ষকালে মৃত্যু হইবে, তাহাতে ইহারা অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। একদা মার্কণ্ডেয় পিতাকে তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার মৃত্যুর কথা যেরূপ শুনিয়া ছিলেন, তাহা বলিলেন। মার্কণ্ডেয় এই কথা শুনিয়া পিতাকে কহিলেন, আপনার কিছুমাত্র শোক করিবার আবশ্যক নাই, আমি এইরূপ করিব যে, যাহাতে মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া চিরজীবী হইতে পারি। পরে মার্কণ্ডেয় পিতা ও মাতাকে আশ্বাসিত করিয়া তপস্যার্থ বন গমন করেন। বনে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে থাকেন। এই তপোবলে তিনি মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া চিরজীবী হইলেন। (নরসিংহপু০)

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, মহামুনি মৃকণ্ডু সপত্নীক তপোনিরত ছিলেন, এই সময় তাহাদের মার্কণ্ডেয় নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্রের অষ্টমবর্ষে মৃত্যু হইবে, ইহা তাঁহারা জানিতে পারেন। এই জন্য ঐ পুত্রের উপনয়ন দিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, তুমি ঋষিদিগকে অভিবাদন কর। মার্কণ্ডেয় তাহাই করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে সপ্তর্ষি তথায় উপস্থিত হইলে মার্কণ্ডেয় তাহাদিগকে অভিবাদন করিলে পর 'তুমি চিরায়ুঃ হও' এই বলিয়া তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করেন, কিন্তু ইহার অল্পায়ুর বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহারা এই বালককে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মার পরমায়ুর তুল্য ইহার পরমায়ু হয়। মার্কণ্ডেয় এইরূপে দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হন। (পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখ০ ৩০ অ০)

মার্কণ্ডেয়েন প্রোক্তং অণ্। ২ পুরাণবিশেষ, মার্কণ্ডেয়

পুরাণ, ইহা অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে সপ্তম মহাপুরাণ। পূর্ব্বে স্বয়ম্ভূ মার্কণ্ডেয়কে উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুক্রমে এই পুরাণ আরম্ভ। এই পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি ও সমুদয় কামনা সিদ্ধি হইয়া থাকে এবং পাপ সকল বিদূরিত হয়। বিপদ্ উদ্ধার-কামনায় প্রতিগৃহে যে চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে, তাহা এই পুরাণের অন্তর্গত। [পুরাণ দেখ] ৩ নাড়ীপরীক্ষাপ্রণেতা।

মার্কণ্ডেয়কবীন্দ্র, প্রাকৃতসর্ব্বস্ব-রচয়িতা।

মার্কণ্ডেয়চূর্ণ, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগার খই, ত্রিকটু, জায়ফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাইচ, চিতামূল, মুতা, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, বালা, অভ্র, ধাইফুল, আতাইচ, সজিনাবীজ, মোচরস ও আফিং প্রত্যেকে ১ পল পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মর্দ্দিত করিয়া লইবে। চিনির সহিত ১ মাষা পরিমাণে সেব্য। ইহাতে সংগ্রহ-গ্রহণী রোগ নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না০ গ্রহণ্যধিকার)

মার্কপলো, একজন সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যাটক। ভিনিস্ নগরে কোন সম্ভ্রান্তবংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। নিকলো এবং মাথু নামক দুই সহোদরের কনষ্টাণ্টিনোপল এবং ক্রিমিয়ায় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। তাঁহারা ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে ভিনিস পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা করেন। ১২৬০ খৃষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপল ত্যাগ করিয়া বোখারার মধ্য দিয়া কুবলাখাঁর রাজ্যে উপস্থিত হন। কুবলা খাঁ তাঁহাদিগকে পোপের নিকট দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করেন। তদনুসারে তাঁহারা ১২৫৯ খৃঃ অব্দে একর নগরে উপস্থিত হন। নিকলো তথায় আসিয়া দেখিলেন, বহু পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী পুত্র মার্কপলোকে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তখন মার্কপলোর বয়স ১৫ বৎসর। দুই বৎসর পরে মার্কপলোকে এবং একজন পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পুরোহিত পোপের নিকট পত্রাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করেন। একর হইতে আরম্ভ করিয়া সিরিয়ার উপকূলভাগে তাঁহারা ৩ বৎসর ভ্রমণ করেন। পরে বোগ্দাদ এবং হর্ম্মুজের মধ্য দিয়া তাঁহারা ফর্ম্মান, খোরাসান, বাল্‌খ এবং বদক্সান পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিলেন। বদক্সানে মার্কপলোর পীড়ার জন্য তাঁহাদিগকে অনেক দিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। বদক্সান হইতে তাঁহারা কচ এবং শ্রীকোল হ্রদ অতিক্রম করিয়া পামীর উপত্যকায় অবতীর্ণ হন। তথা হইতে কাশগর, ইয়ারকন্দ এবং খোটানের মধ্য দিয়া মধ্য-এসিয়ার গোবী মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া চীনদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে উপস্থিত হন।

চীনদেশের প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে কুবলা খাঁর কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইল। কুবলা খাঁ তখন চীনপ্রাচীরের ৫০ মাইল উত্তরে সাংটু নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। পরে পিতাপুত্রে পিকিনে উপস্থিত হইলেন। মার্কপলোর বয়স তখন ২১ বৎসর। তিনি অবিলম্বে চীন-ভাষা শিক্ষা করিয়া চীন-সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। পরে ২৭ বৎসর কাল সেই রাজ্যে অবস্থান করিয়া অনেক রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রাজ্যের মধ্যে অনেক উচ্চ কর্ম্মচারীর কর্ম্মও করিয়াছিলেন। রাজকন্যার সহিত তাতার-বংশীয় পারস্যরাজকুমারের- বিবাহ স্থির হইয়াছিল—মার্কপলো রাজকন্যার রক্ষয়িতৃরূপে পারস্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি একবার য়ুনান প্রদেশের মধ্য দিয়া আবার সীমান্ত-প্রদেশে যাত্রা করেন। তৎপরে কোটিলান্তর্গত কারাকোরাম নগরে উপস্থিত হন। পরে ভারতমহাসাগরীয় সুমাত্রাদ্বীপে জলপথে যাত্রা করেন। কুবলা খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্গানখাঁর বিবাহের জন্য এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার জন্য মার্কপলোকে মোগলজাতির মধ্যেও ভ্রমণ করিতে হয়। তাঁহার পূর্ব্বে সুমাত্রা দ্বীপের কথা সাধারণের অগোচর ছিল। মার্কপলো ১২৯৫ খৃঃ অঃ ভিনিসে প্রত্যাগমন করেন। পরে তিনি ১২৯৮ খৃঃ অঃ কুর্জ্জলার যুদ্ধে বন্দী হন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হাতে লিখিয়া বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রকাশ করেন। জেনোয়াবাসী রাষ্টিজিলা নামক একব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম তাঁহার অপূর্ব্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া জনসমাজে প্রচার করেন। ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত ১৩২০ খৃষ্টাব্দে লাটিন ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৪০২ খৃষ্টাব্দে উহা লিস্‌বনে প্রচারিত হইয়াছিল। ফরাসী দেশে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে উহার সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ বাহির হয়।

মার্কর (পুং) ভৃঙ্গরাজ। (অমর)

মার্কব (পুং) মর্কতি কেশরঞ্জনার্থং গচ্ছতীতি মর্কবঃ, মর্কে সর্পে নাম্নীতি অবঃ নিপাতনাদ্ বৃদ্ধিঃ। ভৃঙ্গরাজ। (ভাবপ্রকাশ)

মার্গ (পুং) মার্গ্যতে সংক্রিয়তে পাদেন মৃগ্যতে গমনায় অন্বিষ্যতে ইতি বা মার্গ বা মৃগ-ঘঞ্। পন্থা, পথ, রাস্তা।

"ত্রিংশদ্ধনুংষি বিস্তীর্ণো দেশমার্গস্তু তৈঃ কৃতঃ।
বিংশদ্ধনুর্গ্রামমার্গঃ সীমামার্গো দশৈব তু॥
ধনূংষি দশ বিস্তীর্ণঃ শ্রীমান্ রাজপথঃ স্মৃতঃ।" (দেবীপুরাণ)

ত্রিশধনুপরিমাণ দেশমার্গ, ২০ ধনু গ্রামমার্গ, দশধনু সীমামার্গ এবং দশধনু বিস্তীর্ণ রাজমার্গ করিতে হয়। চারি হস্তে এক ধনু হয়। ২ গুদ, পায়ু। (অমর) ৩ মৃগমদ, কস্তূরিক। মৃগস্যেদং মৃগ-অণ্। (ত্রি) ৪ মৃগসম্বন্ধী।

"তদৰ্জ্জ্যং সলিলং তাত ! সদৈব পিতৃ-কর্ম্মণি।
মার্গমাবিকমৌষ্ট্রঞ্চ সর্ব্বমেকশফঞ্চ তৎ ॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ৩২।১৭)

মৃগো মৃগশিরাস্তদ্যুক্তা পৌর্ণমাস্তত্র, মৃগ-অণ্‌। ৫ মার্গশীর্ষমাস, অগ্রহায়ণ মাস। ৬ অন্বেষণ। (মেদিনী) ৭ মৃগশিরা নক্ষত্র। (হেম) ৮ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৯৯।৫৩) ৯ রক্তাপামার্গ।

মার্গক (পুং) মার্গ-স্বার্থে কন। অগ্রহায়ণ মাস। মার্গ শব্দার্থ।

মার্গণ (ক্লী) মার্গ্যতে অন্বিষ্যত ইতি মার্গ ভাবে ল্যুট্‌। ১ অন্বেষণ, পর্য্যায়—সন্বীক্ষণ, বিচয়ন, মৃগণা, মৃগ। (অমর) ২ যাচ্‌ঞা। (মেদিনী) ৩ প্রণয়। (জটাধর) মার্গয়তীতি মৃগ-ল্যু। (ত্রি) ৪ যাচক। (পুং) মার্গয়তি লক্ষ্যমিতি-মার্গ-ল্যু। ৫ শর, বাণ।

"তে সর্ব্বে দৃঢ়ধন্বানঃ সংযুগেষ্বপলায়িনঃ।
বহুধা ভীষ্মমানচ্ছু র্মার্গণৈঃ কৃতমার্গণৈঃ ॥" (ভারত ৫।১১৫।৪৪)

মার্গণক (পুং) মার্গণ-স্বার্থে কন্‌। যাচক। ভিক্ষুক। (হলায়ুধ)

মার্গণতা (স্ত্রী) ১ মার্গণ বা ধানের ভাব। ২ যাচকতা।

মার্গতোরণ (ক্লী) পথপার্শ্বে স্থাপিত তোরণ।

মার্গদায়িনী (স্ত্রী) কেদারস্থ দাক্ষায়িণী।

মার্গদ্রুম (পুং) পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষ।

মার্গধেনু (পুং) মার্গস্য ধেনুঃ পরিমাণং। যোজনপরিমাণ।

মার্গধেনুক (ক্লী) মার্গধেনু স্বার্থে কন্‌। যোজন। (ত্রিকা°)

মার্গপ (পুং)
মার্গপতি (পুং) } রাজকর্ম্মচারিভেদ (Road-inspector)

মার্গপালী (স্ত্রী) মার্গং পালয়তি হিংস্রেভ্যঃ রক্ষতীতি পাল-অচ্‌, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। স্তম্ভ।

"ততোঽপরাহ্নসময়ে পূর্ব্বস্যাং দিশি নারদ।
মার্গপালীং প্রবধ্নীয়াদ্দৃ গস্তম্ভে চ পাদপে ॥"(পদ্মপু° উত্ত° ১২৪অ°)

মার্গবন্ধন (ক্লী) পথরোধ। পথবাধা।

মার্গমাণ (ত্রি) পথে ধাবমান, খোঁজা।

মার্গমিত্র (পুং) সহযাত্রী।

মার্গরক্ষক (পুং) পথরক্ষক, পাহারাওয়ালা।

মার্গরোধিন্‌ (ত্রি) পথরোধক।

মার্গব (পুং) বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ। নিষাদ ও আয়োগবী হইতে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

"নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্‌।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ ॥" (মনু ১০।৩৪)

'ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়াং জাতো নিষাদঃ প্রাগুক্তঃ, প্রকৃতায়ামায়োগব্যাং মার্গবং দাশাপরনামানং নৌব্যবহারজীবিনং জনয়তি' (কল্লুক) এই জাতির অপর নাম দাশ। ইহাদের জীবিকা নৌকর্ম্ম।

মার্গবতী (স্ত্রী) পথিকদিগের রক্ষয়িত্রী দেবীভেদ।

মার্গবশানুগ (ত্রি)
মার্গবশায়াত (ত্রি) } পথানুবর্ত্তী, পথস্থিত।

মার্গবিদ্যা (স্ত্রী) ১ সঙ্গীতের দেবতা ও প্রাচীন ঋষিপ্রণীত গীতি, বাদ্য ও নৃত্যের প্রকরণবিদ্যা। ২ পথনির্ম্মাণাদি বিদ্যা।

মার্গবেয় (পুং) ঐতরেয়-ব্রাহ্মণোক্ত ঋষিকুমারভেদ।

[রাম মার্গবেয় দেখ।]

মার্গশাখিন্‌ (পুং) মার্গে যঃ শাখী। মার্গস্থিত বৃক্ষ রাস্তার ধারে যে বৃক্ষ থাকে, তাহাকে মার্গশাখী কহে। (রঘু ১।৪৫)

মার্গশির (পুং) মৃগশিরানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাস্তত্র মৃগশিরা-অণ্‌। মার্গশীর্ষ মাস, অগ্রহায়ণ মাস।

"শুক্লে মার্গশিরে পক্ষে যোষিদ্ভর্ত্তুরনুজ্ঞয়া।
আরভেত ব্রতমিদং সর্ব্বকামিকমাদিতঃ ॥" (ভাগ° ৬।১৯।২)

মার্গশিরস্‌ (পুং) মার্গশীর্ষ।

মার্গশীর্ষ (পুং) মার্গশীর্ষী-অণ্‌, মৃগশীর্ষেণ যুক্তা পৌর্ণমাসী মার্গশীর্ষী সাস্মিন্‌ মাসে ভবতি মার্গশীর্ষ। অগ্রহায়ণ মাস, এই মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মৃগশিরা নক্ষত্রের যোগ হয় এই জন্য এই মাসের নাম 'মার্গশীর্ষ' হইয়াছে। পর্য্যায়—সহা, মার্গ, আগ্রহায়ণিক, মার্গশির, সহ। (শব্দরত্না°)

এই মাস সৌর, মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্রভেদে ত্রিবিধ। যতদিন রবি বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করেন, ততদিন সৌর মার্গশীর্ষ। রবি বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থানকালে শুক্লপ্রতিপদ্‌ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে মাস, তাহাকে মুখ্যচান্দ্র মার্গশীর্ষ এবং বৃশ্চিকস্থ রবির কৃষ্ণা প্রতিপদ্‌ হইতে মুখ্যচান্দ্র মার্গশীর্ষের পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত যে মাস, তাহাকে গৌণচান্দ্র মার্গশীর্ষ কহে। কৃত্যতত্ত্বে মাসকৃত্য স্থলে (অর্থাৎ কোন্‌ মাসে কি করা আবশ্যক) অভিহিত হইয়াছে যে, এই মাসে নবান্ন শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। চলিত কথায় ইহাকে নূতন-খাওয়া কহে। হৈমন্তিক ধান্য এই সময় পাকে। এই নূতন ধান্য দেবতা ও পিতৃগণকে উৎসর্গ করিয়া পরে ব্রাহ্মণ, আত্মীয় ও কুটুম্বকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে। নূতন অন্ন দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ হয়, বলিয়া ইহাকে নবান্ন শ্রাদ্ধ বলে। এই শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ বিধানানুসারে করিতে হয়। [নবান্ন দেখ]

মার্গশীর্ষমাসই নবান্নের মুখ্যকাল। যদি কোন দৈব প্রতিকূলতায় ইহা ঘটিয়া না উঠে, তাহা হইলে মাঘাদিমাসে নবান্ন করিবে। এই মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে সৌভাগ্য কামনা করিয়া পাষাণাকার পিষ্টক দ্বারা দেবতা পূজাপূর্ব্বক পরে উহা ভক্ষণ করিতে হয়। পূর্ণিমা তিথিতে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (কৃত্যতত্ত্ব) মার্গশীর্ষমাসে কোন বালকের

জন্ম হইলে ঐ বালক ধার্ম্মিক, পরোপকারী, তীর্থ বা প্রবাসরত, সদ্বৃত্তিযুক্ত এবং কামুক হইয়া থাকে।

"বস্তু প্রসূতিঃ খলু মার্গমাসে তীর্থে প্রবাসে সততং মতিঃ স্যাৎ। পরোপকারী ধৃতসাধুবৃত্তিঃ সদ্বৃত্তিযুক্তো ললনাভিলাষী॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

এই মাস মাসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ।

"মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ।" (গীতা ১০ অ°)

জ্যোতিষে লিখিত আছে—এই মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যার বিবাহ বা চূড়াকরণ নিষিদ্ধ।

"মার্গশীর্ষে তথা জ্যৈষ্ঠে ক্ষৌরং পরিণয়ং ব্রতম্।
জ্যেষ্ঠপুত্রদুহিত্রোশ্চ যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (দীপিকা)

জ্যৈষ্ঠমাসে কাহারও কাহারও মতে প্রথম দশ দিন বা ১৮ দিন বাদ দিয়া বিবাহাদি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অগ্রহায়ণ মাস সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম নাই, এই মাস সমস্তই বর্জ্জনীয়। কেহ কেহ বলেন, মার্গশীর্ষ মাসেও ঐরূপ বাদ দিয়া করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহারা বলেন, তাঁহাদের ঐ মত নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও অশাস্ত্রীয়।

স্ত্রিয়াং ঙীপ্, মার্গশীর্ষী। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা।

"মার্গশীর্ষ্যামতীতায়াং পুষ্যেণ প্রযযুস্ততঃ।" (ভারত ৩।২৩।২৮)

মার্গশীর্ষক (পুং) মার্গশীর্ষ-স্বার্থে কন্। মার্গশীর্ষ মাস।

মার্গশোধক (পুং) পথ-পরিষ্কারক, ঝাড়ুদার।

মার্গশোভা (স্ত্রী) সম্মানপ্রদর্শনার্থ পথসজ্জা। (দিব্যা° ৫১৩।৯)

মার্গহর্ম্ম্য (ক্লী) পথস্থিত গৃহ।

মার্গাগত (ত্রি) পথ হইতে উপস্থিত।

মার্গায়াত (ত্রি) পথ বিস্তৃত।

মার্গার (পুং) মৃগাদির অপত্য। 'পারারমার্গারসবারায় কৈবর্ত্তং' (শুক্লযজুঃ ৩০।১৬) 'পারারমার্গারং মৃগাদেরপত্যং মার্গারস্তং' (বেদদীপ°)

মার্গিক (ত্রি) মৃগান্ হন্তীতি মৃগ (পক্ষিমৎস্যমৃগান্ হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। ১ মৃগহন্তা। মার্গো গম্যত্বেনাস্ত্যস্য ঠন্। ২ পথিক। (পাণিনি)

মার্গিত (ত্রি) মার্গ অন্বেষণে ক্ত। ১ অন্বেষিত। (অমর)

মার্গিতব্য (ত্রি) মার্গতব্য। অন্বেষণীয়। অন্বেষণযোগ্য।

মার্গিন্ (পুং) মার্গগামী।

মার্গীয়ব (ক্লী) সামভেদ।

মার্গেশ (পুং) মার্গস্য ঈশঃ। মার্গপ, মার্গপতি।

মার্গোপদিশ (পুং) উপায়োপদেষ্টা।

মার্গ্য (ত্রি) মৃজ্যতে ইতি মৃজ্ (মৃজেবিভাষা) ইতি পক্ষে ণ্যৎ বৃদ্ধিশ্চ (চজোঃ কুঘিণ্যতোঃ। পা ৭।৩।৫২) ইতি কুত্বং। ১ মার্জ্জনীয়। "মনুষ্যস্তস্য ত্বয়া মার্গ্যো মৃজ্যঃ শোকশ্চ তেন তে।" (ভট্টি ৬।৫৬) ২ অন্বেষণীয়।

মার্জ্জ, ১ মার্জ্জন। ২ ধ্বনি। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মার্জ্জয়তি। লোট্ মার্জ্জয়তু। লিট্ মার্জ্জয়াঞ্চকার। অস্, কৃ ও ভূ এই তিনই লিটে অনুপ্রয়োগ হইয়া থাকে। লুঙ্ অমমার্জ্জৎ।

মার্জ্জ (পুং) মার্জ্জয়তি পাপমলং প্রক্ষাল্য উদ্ধরতি জনানিতি মার্জ-ণিচ্-অচ্। ১ বিষ্ণু। (হেম) মার্জয়তি বসনমলমিতি মার্জ্জ-অচ্। ২ রজক। (শব্দমালা) ৩ মার্জ্জন।

মার্জ্জ (আরবী) মর্জ্জী, ইচ্ছা, বাসনা।

মার্জ্জক (ত্রি) মার্জ্জনকারী। (পুং) ২ রজক। ৩ সম্মার্জ্জক, যে ঝাঁট দেয়।

মার্জ্জন (ক্লী) মার্জ্জ্যতে ইতি মার্জ্জ ভাবে ল্যুট্। প্রোচ্ছনাদি দ্বারা অঙ্গনির্ম্মলীকরণ, পরিষ্করণ, প্রক্ষালন, মাজা, পোঁছা। পর্য্যায়—মার্ষ্টি, মার্ষ্টী, মার্জ্জনা, মৃজা, মার্জ, মার্জ্জা। (অমর)

স্নানকালে উত্তমরূপে শরীর মার্জ্জন করা বিশেষ আবশ্যক, ইহাতে শরীরের দুর্গন্ধ, গুরুতা, কণ্ডূ, কচ্ছু, মল, অরুচি ও স্বেদ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

"দৌর্গন্ধ্যং গৌরবং কণ্ডূং কচ্ছুং মলমরোচকম্।
স্বেদং বীভৎসতাং হন্তি শরীরপরিমার্জ্জনম্॥" (রাজবল্লভ)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—স্নানানন্তর উত্তমরূপে বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিতে হয়, তদ্দ্বারা শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয়, কণ্ডূ ও ত্বগ্‌দোষ বিনষ্ট হয়। গাত্রমার্জ্জনের পর শরীর নির্ম্মল হইলে বস্ত্র পরিধান করা বিধেয়।

"স্নানস্যানন্তরং সম্যগ্ বস্ত্রেণাঙ্গস্য মার্জ্জনম্।
কান্তিপ্রদং শরীরস্য কণ্ডূত্বগ্‌দোষনাশনম্॥" (ভাবপ্র°)

দেবগৃহমার্জ্জন বিশেষ পুণ্যজনক, স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন ব্যক্তি প্রতিদিন দেবগৃহ মার্জ্জন করে, তাহার সকল পাপ বিদূরিত হয় এবং অন্তিমে স্বর্গে গতি হইয়া থাকে। সকলেরই যত্নপূর্ব্বক দেবগৃহ মার্জ্জন করা আবশ্যক।

"সংমার্জ্জনন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষঃ কেশবালয়ে।
রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥
পাংশূনাং যাবতাং রাজন্ কুর্য্যাৎ সংমার্জ্জনং নরঃ।
তাবন্ত্যব্দানি স সুখী নাকমাসাদ্য মোদতে॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

সকল শাস্ত্রেই এক বাক্যে দেবগৃহমার্জ্জন অশেষ পুণ্যজনক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে সকল বচন উদ্ধৃত হইল না। [হরিভক্তিবিলাসে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ স্নান বিশেষ। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ যে দিন স্নান

করা না হয়, সেই দিন গা প্রক্ষালন, এ তাহাতে অশক্ত হইলে আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা সমস্ত গাত্র মার্জ্জন করিবে, ইহা গৌণস্নান।

"অশিরস্কং ভবেৎ স্নানং স্নানাশক্তৌ তু কর্ম্মিণাম্।
আর্দ্রেণ বাসসা বাপি মার্জ্জনং দৈহিকং বিদুঃ॥

ইতি জাবালবচনাৎ শিরো বিহায় গাত্রপ্রক্ষালনং তদশক্তৌ সর্ব্বগাত্রমার্জ্জনং আর্দ্রেণ বাসসা কুর্য্যাৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব) [স্নান দেখ]

বৈদিক সন্ধ্যা করিবার সময় মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মস্তক ও গাত্রাদিতে কুশপত্র দ্বারা জল প্রক্ষেপ করা হয়, তাহাকেও মার্জ্জন কহে। মার্জ্জন দ্বারা বিশুদ্ধিতা লাভ হয়, কিন্তু এই বৈদিক সন্ধ্যোপাসনান্তর্গত মার্জ্জন দ্বারা পাপমল বিদূরিত এবং দেহ পবিত্র হয়। এইজন্য প্রতিদিন সন্ধ্যোপাসনা স্থলে প্রথমেই মার্জ্জন বিহিত হইয়াছে।* (পুং) মার্জ্জ্যতেঽনেনেতি মার্জ্জ-ল্যুট্। ৩ লোধ্রবৃক্ষ। (অমর) ৪ শ্বেতলোধ্র। (সুভূতি) ৫ রক্তলোধ্র। (স্বামী)

মার্জ্জনা (স্ত্রী) মার্জ্জ্যতে ইতি মার্জ্জ ভাবে যুচ্-টাপ্। ১ মার্জ্জন। (অমর) ২ মুরজধ্বনি। (হেম) (দেশজ) ৩ ক্ষমা। যথা দোষ মার্জ্জনা করা।

মার্জ্জনী (স্ত্রী) মার্জ্জ্যতেঽনয়েতি মার্জ্জ করণে ল্যুট্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সম্মার্জ্জনী, চলিত ঝাঁটা।

"নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনী কলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥" (শীতলাস্তব)

হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন, মার্জ্জনীরজঃ (ঝাঁটার ধূলি) গাত্রে লাগাইতে নাই, ইহাতে ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিও আশু শ্রীভ্রষ্ট হন।

মার্জ্জনীয় (ত্রি) মার্জ্জ্যতে ইতি মৃজ-অনীয়র্। মার্জ্জনযোগ্য। ২ অগ্নি। ৩ শোধন। (সংক্ষিপ্তসার-উণাদিবৃত্তি)

মার্জ্জার (পুং) মৃজ (কর্জিমৃজিভ্যাং চিৎ। উণ্ ৩।১৩৭) ইতি আরন্ চিৎ 'মৃজের্বৃদ্ধিঃ' ইত্যুজ্জ্বলদত্তোক্তে র্বৃদ্ধিশ্চ। ১ রক্তচিত্রক ক্ষুপ, চলিত রাঙ্ চিতে। (রাজনি॰) ২ পূতিসারিবা। (বৈদ্যকনি॰) ৩ খট্টাস, চলিত খাঁটাস। (হেম) ৪ বিড়াল। মার্জ্জার স্পর্শ করিতে নাই, দৈবাৎ স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়।

"অভোজ্যসূতিকাষণ্ডমার্জারাখুশ্বকুক্কুরান্।
পতিতাপবিদ্ধচণ্ডালমৃতহারাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
সংস্পৃশ্য শুধ্যতে স্নানাদুদক্যাগ্রামশূকরৌ।" (মার্ক॰ পু॰)

পারিভাষিক মার্জ্জার—যাহারা কেবল অহঙ্কারের জন্য জপ তপ করে, এবং যাহাদের কার্য্য পারমার্থিক নহে, তাহাদিগকে মার্জ্জার কহে, চলিত ইহাদিগকে বিড়ালতপস্বী বলা যায়। ইহাদের অন্ন অভোজ্য, অর্থাৎ বিড়ালতপস্বীর অন্ন ভোজন করিলে পাপ হয়।

"দম্ভার্থং জপতে যশ্চ তপ্যতে যজতে তথা।
ন পরত্রার্থমুদ্‌যুক্তো মার্জ্জারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
অভোজ্যাঃ সূতিকাষণ্ডমার্জারাখুশ্বকুক্কুটাঃ॥" (বামনপু॰১৫অ)

মার্জ্জারক (পুং) মার্জ্জার (সংজ্ঞায়াং কন্। পা ৪।৩।১৪৭॰) ইতি কন্। ১ ময়ূর। (ত্রি) মার্জ্জার স্বার্থে কন্। বিড়াল। (ভারত ১।২৩৩।২৪)

মার্জ্জারকণ্ঠ (পুং) মার্জ্জারস্যেব কণ্ঠঃ কণ্ঠস্বরো যস্য যদ্বা মার্জ্জারো মস্তৃণঃ কণ্ঠো যস্য। ময়ূর। (শব্দরত্না॰)

মার্জ্জারকর্ণিকা (স্ত্রী) মার্জ্জারস্য কর্ণৌ ইব কর্ণৌ যস্যাঃ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্, স্বার্থে কন্, টাপ্ পূর্ব্বস্য হ্রস্বত্বং। চামুণ্ডা।

'চামুণ্ডা চর্চ্চিকা চর্ম্মমুণ্ডা মার্জ্জারকর্ণিকা।' (হেম)

মার্জ্জারকর্ণী (স্ত্রী) মার্জ্জারস্যেব কর্ণাবস্যাঃ ঙীপ্। চামুণ্ডা।

"মার্জ্জারকর্ণী চামুণ্ডা কর্ণমোটিশ্চ চার্চ্চিকা।" (ত্রিকা॰)

মার্জ্জারগন্ধা (স্ত্রী) মার্জ্জারস্যেব গন্ধোঽস্যাঃ। মুদ্গপর্ণী, চলিত মুগানি। (রত্নমালা)

মার্জ্জারগন্ধিকা (স্ত্রী) মার্জ্জারগন্ধ-কন্-টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। মুদ্গপর্ণী। (রাজনি॰)

মার্জ্জারপাদ (পুং) অশ্বভেদ। ইহার লক্ষণ,—যে অশ্বের পাদ কূর্চ্চদেশে গাত্রবর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণের রেখা আছে, তাহার নাম মার্জ্জারপাদ, এইরূপ অশ্ব ব্যবহার করিতে নাই। ইহাতে ব্যবহর্ত্তার অমঙ্গল হইয়া থাকে। (জয়দত্ত ৩ অ॰)

মার্জ্জারি (পুং) মগধরাজ সহদেবের পুত্র। (ভাগবত ৯।২২।৪৬)

মার্জ্জারী (স্ত্রী) মার্ষ্টি শোধয়তি কেশাদিকমনয়া মৃজ-আরন্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ কস্তূরী। ২ জন্তুবিশেষ, গন্ধনাকুলা, খাটাসী। পর্য্যায়—পূতিকা, পূতিকজ, গন্ধচেলিকা (রাজনি॰)

মার্জ্জারীয় (পুং) মার্জ্জারস্যায়ং মার্জ্জার (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। ১ বিড়াল। ২ শূদ্র। ৩ কায়শোধন।

---

* "শিরসো মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ।
প্রণবো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ গায়ত্রী চ তৃতীয়িকা॥
অব্‌দৈবত্যং ত্র্যৃচঞ্চৈব চতুর্থমিতি মার্জ্জনম্॥
ওঁকারো ভূরাদিব্যাহৃতিত্রয়ং তৃতীয়া চ গায়ত্রী চতুর্থং আপো হি ষ্ঠেতি-ঋক্‌ত্রয়ং ইতীদং মার্জ্জনং মার্জ্জনক্রিয়াকরণমিত্যর্থঃ।
ঋগন্তে মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ পাদান্তে বা সমাহিতঃ।
আপো হি ষ্ঠেত্যৃচা কার্য্যং মার্জ্জনন্তু কুশোদকৈঃ॥
প্রতিপ্রণবসংযুক্তং ক্ষিপেম্মূর্দ্ধ্নি পদে পদে।
ত্র্যচস্যান্তেঽথবা কুর্য্যাদৃষীণাং মতমীদৃশম্॥
আপো হি ষ্ঠেতি সূক্তস্য সিন্ধুদ্বীপঋষিঃ স্মৃতঃ।
আপো বৈ দেবতা ছন্দো গায়ত্রী মার্জ্জনং স্মৃতম্॥"(আহ্নিকতত্ত্ব)

মার্জ্জল (পুং) মার্জ্জারবলয়োরেকত্বাৎ রস্য ল। মার্জ্জার, বিড়াল।

মার্জ্জালীয় (পুং) মৃজ-(হাচতিমৃজেরালচ্ বালজালীয়চঃ। উণ্ ১।১১৫) ইতি আলীয়চ্। ১ বিড়াল। ২ শূদ্র। ৩ কায়-শোধন। (হেম) ৪ মহাদেব।

"ললাটাক্ষায় সর্ব্বায় মীঢ়ুষে শূলপাণয়ে।
পিনাকগোপ্ত্রে সূর্য্যায় মার্জ্জালীয়ায় বেধসে॥"(ভারত ১৩।১৭।৭৭)

৫ ঋষিভেদ। পাঠান্তর মজ্জালীয়। (লিঙ্গপুরাণ ৪.৪৬)

মার্জ্জিত (ত্রি) মার্জ্জতে মৃজ-ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। ১ শোধিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ রসালা, ইহা এক প্রকার খাদ্য দ্রব্য। দধি, খণ্ড, মধু, সর্পিঃ ও মরিচ এই সকল দ্রব্যে কর্পূরবাসিত করিয়া এই খাদ্য প্রস্তুত করিতে হয়। [রসালা দেখ]

মার্ড়াকব (পুং) মৃড়াকোর্গোত্রাপত্যঃ (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি মৃড়াকু অঞ্। মৃড়াকু ঋষির গোত্রাপত্য।

মার্ড়াকবায়ন (পুং) মার্ড়াকব (হরিতাদিভ্যোঽঞঃ। পা ৪।১।১০০) ইতি অঞন্তাৎ ফক্। মার্ড়াকবের গোত্রাপত্য।

মার্ড়ীক (ক্লী) সুখসাধন।

"যদাপ্যং মার্ড়ীকমিত্রাবরুণা নিষচ্ছন্তং" (ঋক্ ৭।৮২।৮)
'মার্ড়ীকং মৃড়ীকস্য সুখস্য সাধনং' (সায়ণ)

মার্ত্তণ্ড (পুং) মৃতশ্চাসৌ অণ্ডশ্চেতি, মৃতাণ্ডে ভবতীতি মৃতাণ্ড (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩) ইতি অণ্। ১ অর্কবৃক্ষ। (অমর) ২ শূকর। (মেদিনী) ৩ স্বর্ণমাক্ষিক। (বৈদ্যকনি॰) ৪ সূর্য্য। ইহার উৎপত্তিবিবরণ মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে;—পুরাকালে দানবগণ দেবগণকে পরাজয় করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে, দেবমাতা অদিতি পুত্রদিগের হিতকামনায় ভগবান্ ভাস্করের উদ্দেশে কঠোর তপোঽনুষ্ঠান করেন। ভাস্করদেব তপস্যায় প্রীত হইয়া অদিতির নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে বর লইতে বলেন। অদিতি সূর্য্যকে বলেন, দৈত্য ও দানবগণ প্রবল হইয়া আমার পুত্র দেবতাদিগের ত্রিভুবন ও যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছে, যাহাতে পুনরায় দেবগণ যজ্ঞভাগভুক্ এবং স্বর্গাধিপতি হয়, তাহার উপায় বিধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনীয় বর। তখন ভগবান্ ভাস্কর অদিতির প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি ত্বদীয় গর্ভে সহস্রাংশে সমুদ্ভূত হইয়া তোমার পুত্রের শত্রুদিগকে বিনাশ করিব, এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

এইরূপে অদিতির অভিলাষ পূর্ণ হইলে তিনি তপস্যা হইতে বিরত হইলেন। কিছুদিন পরে রবির সৌষুম্ন নামক কর অদিতির গর্ভে অবতরণ করিল। দেবজননী অদিতি সমাহিত হইয়া শৌচ এবং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান-পূর্ব্বক সেই দিব্য গর্ভ বহন করিতে লাগিলেন। কশ্যপ ইহাতে অদিতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি প্রতি দিন উপবাস করিয়া এই গর্ভাণ্ডকে মারিয়া ফেলিবে কি? অদিতি কহিলেন, তুমি এই যে গর্ভাণ্ড দেখিতেছ, ইহাকে আমি মারি নাই, ইহা বিপক্ষগণের মৃত্যুর কারণ স্বরূপ। এই বলিয়া দেবী অদিতি স্বামিবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই গর্ভ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিলেন। ঐ গর্ভ তেজোভরে জ্বলিতে লাগিল। কশ্যপ সেই গর্ভকে উদীয়মান ভাস্করের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট দর্শন করিয়া তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কশ্যপকে অন্তরীক্ষ হইতে সম্ভাষণ করিয়া দৈববাণী এইরূপ বলিতে লাগিলেন, তুমি এই গর্ভাণ্ডকে 'মারিত' অর্থাৎ মারিয়া ফেলিবে, এইরূপ বলিয়াছিলে, এইজন্য তোমার এই পুত্রের নাম মার্ত্তণ্ড হইল। এই পুত্র জগতে সূর্য্যের কার্য্য করিবেন এবং যজ্ঞভাগহারী অসুরদিগকে সমূলে বিনাশ করিবেন।

দেবগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দভরে মার্ত্তণ্ডকে অগ্রণী করিয়া অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে মহাসুর সকল ভগবান্ মার্ত্তণ্ড কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইবা মাত্রই তদীয় তেজে দহ্যমান হইয়া ভস্মীভূত হইল।

এইরূপে অসুরগণ বিনষ্ট হইলে দেবগণ স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। মার্ত্তণ্ডদেব কদম্বকুসুমসদৃশ প্রভিভা-বিকাশসহকারে অধঃ ও উর্দ্ধে রশ্মিসমূহ বিকীরণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে দেখিতে প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় অতি প্রদীপ্ত কলেবর ধারণ করিলেন।

প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই সংজ্ঞার গর্ভে দুই পুত্র এবং এক কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বৈবস্বত মনু, দ্বিতীয় যম, তৃতীয়া কন্যার নাম যমী বা যমুনা।

সংজ্ঞা মার্ত্তণ্ডদেবের সেই গোলাকার রূপ সন্দর্শনপূর্ব্বক কোনমতেই তাঁহার মহৎ তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় ছায়াকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, আমি আমার পিতৃগৃহে গমন করিব, তুমি আমার কথামত সূর্য্য সমীপে অবস্থান কর, আমার এই পুত্র-কন্যাকে বিশেষরূপে পালন করিও, কিন্তু এই কথা সূর্য্যের নিকট কখন প্রকাশ করিও না।

ইহাতে ছায়া কহিলেন, মার্ত্তণ্ডদেব যে পর্য্যন্ত না আমার কেশগ্রহণ অথবা শাপ প্রদান না করেন, তাবৎ আমি তোমার

অভিপ্রেত তাহাকে বলিব না, তুমি যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে পার।

ছায়া এই প্রকার কহিলে, সংজ্ঞা পিতৃভবনে গমন করিয়া কিছুদিন তথায় বাস করিলেন। অনন্তর পিতা বারংবার স্বামি-সকাশে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিলে, তিনি বড়বারূপ ধারণ করিয়া উত্তর-কুরুতে গমন করিলেন; এবং তথায় কঠোর তপশ্চরণে নিরত থাকিলেন।

এদিকে সংজ্ঞা পিতৃগৃহে গমন করিলে ছায়া তদীয় বাক্যে তৎপর হইয়া তাঁহার রূপ ধারণ করিয়া সূর্য্যের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। মার্ত্তণ্ড সংজ্ঞাবোধে তাহার গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্তা সমুৎপাদন করেন। ইহাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সাবর্ণি মনু, ইনিও বৈবস্বত মনুর ন্তায় প্রভাবশালী। দ্বিতীয় শনৈশ্চর, তৃতীয়া কন্তার নাম তপতী, রাজা সম্বরণের সহিত এই কন্তার বিবাহ হয়।

পরে মার্ত্তণ্ড এই সংবাদ অবগত হইয়া সংজ্ঞার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন, ও বিশ্বকর্ম্মা সমীপে গমন করেন। বিশ্বকর্ম্মা যথাবিধি মার্ত্তণ্ডকে অর্চনা করিয়া কহিলেন, সংজ্ঞা তোমার দুঃসহ তেজঃ সহ্ করিতে না পারিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠানে রত আছে, সংজ্ঞা তোমার কমনীয় রূপাভিলাষিণী, যদি তোমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে আমি তোমার এই প্রখর তেজের হ্রাস করিয়া দিই।

সূর্য্যদেব ইহাতে স্বীকৃত হইলে বিশ্বকর্ম্মা শাকদ্বীপে মার্ত্তণ্ডকে ভ্রমিযন্ত্রে আরোপিত করিয়া তদীয় তেজঃ ক্ষয় করিতে উন্মত হইলেন। ক্রমে বিশ্বকর্ম্মা ধীরে ধীরে ভাস্করের তেজঃ শাতন করিয়া দিলেন। মার্ত্তণ্ডের তেজ ১৫ ভাগ শাতিত হওয়ায় তাঁহার শরীর অতিশয় কমনীয় হইল। বিশ্বকর্ম্মা এই ১৫ ভাগ তেজঃ দ্বারা বিষ্ণুর চক্র, মহাদেবের শূল, ধনদের শিবিকা, যমের দণ্ড এবং কার্ত্তিকেয়ের শক্তি নির্ম্মাণ করেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০৫—১০৯ অ°) [সংজ্ঞা ও সূর্য্য দেখ।]

মার্ত্তণ্ড, কাশ্মীরের অন্তর্গত কাশ্মীরের পূর্ব্বরাজধানী ইস্‌লামাবাদের ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত একটী প্রাচীন পুণ্যস্থান। এখানকার মন্দির জগদ্বিখ্যাত। এমন সুন্দর সুগঠিত, প্রকৃতির লীলাভূমিতে অবস্থিত অপূর্ব্ব মন্দির ভারতবর্ষে আর নাই। ইহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া এখানে সমাগত শিল্পশাস্ত্রবিৎ মাত্রই মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন ও প্রাচ্য-জগতের অপূর্ব্ব অতীতকীর্ত্তিসমূহের মধ্যে ইহার শ্রেষ্ঠস্থান দান করিয়াছেন। মূলমন্দির কোন্ সময় নির্ম্মিত হয়, তাহাও ঠিক জানিবার উপায় নাই। রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণ অনুসারে অনেকে কাশ্মীরাধিপতি রণাদিত্যের কীর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। আবার কেহ ভারতবিজয়ী ললিতাদিত্যকে এই মন্দিরনির্ম্মাতা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

[কাশ্মীর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মার্ত্তণ্ডতিলকস্বামিন্ (পুং) প্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্রের গুরু। ইনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রণয়ন করেন।

মার্ত্তণ্ডবল্লভা (স্ত্রী) মার্ত্তণ্ডস্ত বল্লভা, প্রিয়া। ১ সূর্য্যপত্নী, ছায়া, সংজ্ঞা। ২ আদিত্যভক্তা। (রাজনি°)

মার্ত্তণ্ড মিশ্র (পুং) প্রায়শ্চিত্তমার্ত্তণ্ড ও সংস্কারমার্ত্তণ্ড-রচয়িতা।

মার্ত্তণ্ড বর্ম্মন্ (পুং) কেরলের জনৈক রাজা। ইতি ১০১২ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

মার্ত্তবৎস (স্ত্রী) মৃতবৎসার অপত্য। (অথর্ব্ব° ৮।৬।২৬।)

মার্ত্তাণ্ড (পুং) মৃত ভিন্ন অণ্ড হইতে উৎপদ্যমান। "বিশ্বো মার্ত্তাণ্ডো ব্রজসা পশুঃ" (ঋক্ ২।৩৮।৮) 'মার্ত্তাণ্ডঃ 'মৃতাত্ত্বিয়া-দণ্ডাদুৎপদ্যমানঃ' (সায়ণ)

মার্ত্তিক (পুং) মৃত্তিকায়া বিকার ইতি মৃত্তিকা (তস্ত বিকারঃ। পা ৪।৩।১৩৪) ইতি ঠক্। ১ শরাব। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ মৃত্তিকানির্ম্মিত।

মার্ত্তিকাবত (স্ত্রী) ১ নগরভেদ। এই নগর চেদি-রাজ্যের অন্তর্গত ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের সন্নিকটে নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত। হরিবংশে এই স্থান মৃত্তিকাবর্তী নামে উক্ত হইয়াছে। ২ জনপদভেদ। ৩ তদ্দেশীয় রাজা। ৪ তদ্দেশীয় লোক।

মার্ত্তিকাবতক (ত্রি) মার্ত্তিকাবত সম্বন্ধীয় বা তদ্দেশজাত।

মার্ত্ত্য (ত্রি) দৈহিক ধাতুমল।

"তস্মাত্তদ্‌যোগবিধূতমার্ত্ত্যং মার্ত্ত্যমভূৎ সরিৎ।
স্রোতসাং প্রবরাসৌম্যসিদ্ধিদা সিদ্ধসেবিতা॥"

(ভাগবত ৩।৩৩।৩২)

'যোগবিধূতমার্ত্ত্যং যোগেন বিধূতা বিলীনা মার্ত্ত্যা দৈহিকা ধাতুমলা যস্তাঃ' (স্বামী)

মার্ত্ত্যব (পুং) মৃত্যু সম্বন্ধীয়। ২ অন্তকের গোত্রাপত্য।

মার্ত্ত্যুঞ্জয় (ত্রি) মৃত্যুঞ্জয়সম্বন্ধীয়।

মাৎস্ন (ত্রি) ক্ষুদ্র চূর্ণ।

মার্দ্দঙ্গ (স্ত্রী) মৃৎ অঙ্গমস্ত, ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ পত্তন। মৃদঙ্গবাদনং শিল্পমস্তেতি অণ্। (ত্রি) ২ মৃদঙ্গবাদক।

মার্দ্দঙ্গিক (ত্রি) মৃদঙ্গবাদনং শিল্পমস্ত, মৃদঙ্গ (শিল্পং। পা ৪।৪।৫৫) ইতি ঠক্। ১ মৃদঙ্গবাদক, পর্য্যায়—মৌরজিক, সাঙ্গিক, ঔর্দ্ধিক। (শব্দরত্না°)

মার্দ্দব (স্ত্রী) মৃদোর্ভাব ইতি মৃদু-(পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্ বা। পা ৫।১।১২২) ইত্যত্র বাবচনমণাদেঃ সমাবেশার্থং ইতি

কাশিকোক্তেষণ। ১ পরের দুঃখ দেখিয়া মানসিক পীড়া। মৃদুতা, ইহা উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে ত্রিবিধ।
"মার্দ্দবং কোমলত্বাপি সংস্পর্শাসহতোচ্যতে।
উত্তমং মধ্যমং প্রোক্তং কনিষ্ঠঞ্চেতি তত্ত্রিধা॥"(উজ্জ্বলনীলমণি)
২ অকাঠিন্য।
"বিললাপ সবাষ্পগদ্গদং সহজামপ্যপহায় ধীরতাম্।
অভিতপ্তময়োঽপি মার্দ্দবং ভজতে কৈব কথা শরীরিষু॥"(রঘু৮।৪৩)
(পুং) মার্দ্দবং মৃদুত্বং অস্ত্যস্তীতি অর্শ-আদ্যচ্। ৩ বর্ণ-সঙ্কর-জাতিবিশেষ। ইহারা অতিশয় মৃদু।
'মাধুকো মার্দ্দবশ্চঞ্চুকারুবাহিণ্ডিকাদয়ঃ।' (জটাধর)

মার্দ্দবায়ন (পুং) মার্দ্দবের গোত্রাপত্য।

মার্দ্দবীকৃত (ত্রি) মৃদুকৃত, নরম করা। (ভারত ১২)

মার্দ্দেয় (পুং) মৃদের অপত্য।

মার্দ্দেয়পুর (ক্লী) প্রাচীননগরভেদ। (পা ৬।২।১০১)

মার্দ্বীক (ক্লী) মদ্যবিশেষ, দ্রাক্ষাকৃত মদ্য, আঙ্গুরের মদ।
"মৃদ্বীকাভিঃ কৃতং মদ্যং মার্দ্বীকমিতি চোচ্যতে।
মৃদ্বীকানাং সুপক্কানাং যঃ স্বয়ং গালিতঃ পটাৎ॥" (বৃদ্ধশৌনক)

মার্ষ (পুং) মৃষ্যতি ক্ষমতে জনাতীতি, মৃষ্ (ইগুপধজ্ঞাপ্রী-কিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ইতি ক, মৃষ স্বার্থে অণ্। ১ নাট্যোক্তিতে শ্রেষ্ঠ। নাটকে শ্রেষ্ঠার্থে এই শব্দের প্রয়োগ হয়। ২ মারিষশাক। (ভাবপ্র০)

মার্ষিক (পুং) মার্ষ-ঠক্। মারিষশাক। (রাজনি০)

মার্ষ্টব্য (ত্রি) পরিষ্কর্ত্তব্য, পরিষ্কারযোগ্য।

মার্ষ্টি (স্ত্রী) মৃজ্-ক্তিন্ (মৃজের্বৃদ্ধিঃ। পা ৭।২।১১৪) ইতি বৃদ্ধিশ্চ। ১ মার্জ্জন। ২ তৈলম্রক্ষণ, তেলমাখা।
"তৈলমল্লং যদঙ্গেষু ন ভবেৎ বাহুসঙ্গতম্।
সা মার্ষ্টিঃ পৃথগভ্যঙ্গো মস্তকাদৌ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

মার্ষ্টিমৎ (ত্রি) ১ মার্জ্জনবিশিষ্ট। ২ (পুং) সারণের পুত্রভেদ।

মার্হাট্টা (দেশজ) মহারাষ্ট্রদেশ। ২ তদ্দেশবাসমাত্র।

মাল (ক্লী) মাতি মানহেতুর্ভবতীতি মা (ঋজেন্দ্রাগ্রবজ্র-ত্যাদি। উণ্ ২।২৮) ইতি রন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ রস্য লত্বং। ১ ক্ষেত্র। "সদ্যঃসীরোৎকষণসুরভিক্ষেত্রমারুহ্য মালং কিঞ্চিৎপশ্চাদ্ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ।" (মেঘদূত ১৬)
২ কপট। ৩ বন। (হেম) ৪ হরিতাল। (রসেন্দ্রসার০)
(পুং) ৫ ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ।
"মালা ভিল্লাঃ কিরাতাশ্চ সর্ব্বেঽপি ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥"(ভা০ ৬।৯।৩৯)
৬ মেদিনীপুরের অন্তর্গত দেশবিশেষ। ইহা মাল-ভূমি নামে খ্যাত। ৭ জনলোক। মাং লক্ষ্মীং লাতীতি লা-ক। ৮ বিষ্ণু।

মাল, পশ্চিম এবং মধ্যবঙ্গের কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। অনেকে বলেন, ইহারা দ্রাবিড়ীয় কৃষকবংশ হইতে উৎপন্ন। ইহারা গ্রাম্য চৌকিদারের কার্য্য করে। চৌর্য্যকার্য্যে ইহাদের যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে।

পূর্ব্ববঙ্গের মালদিগের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে, পূর্ব্বে তাহারা ঢাকার নবাবের সভায় মল্লক্রীড়া করিত, তদবধি তাহারা মল্ল বা মাল-আখ্যায় অভিহিত। কিন্তু এ বিষয়ের নিঃসন্দেহ কোন প্রমাণ নাই। বিভারলী (Beverley) সাহেব ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আদমসুমারীর বিবরণে কনিংহাম সাহেবের মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভাগলপুরের দক্ষিণাংশে যে মন্দর পর্ব্বত অবস্থিত আছে, তথাকার Mandei নামক অধিবাসীবর্গের সহিত মহানদীতীরবাসী Manada ও টলেমী কথিত Mandalae জাতি একই শাখাসম্ভূত।

পাটনার দক্ষিণ-গঙ্গাতীরে যে সমস্ত মল্লী বা মলৈ জাতি বাস করে, বোধ হয়, উহারাই টলেমী-বর্ণিত মণ্ডলীজাতি। বর্ত্তমান মুণ্ডাকোলদিগের সহিত ইহাদের ভেদ অতি অল্প। তামিলভাষায় মলয় শব্দে পাহাড় বুঝায়। সুতরাং মাল শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ পাহাড়িয়া বা পার্ব্বত্যজাতি। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই দ্রাবিড়ীয় জাতি সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়াছিল। পরে অন্যান্য জাতির প্রতিযোগিতায় তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

হণ্টার সাহেব মালভূমি (মানভূম) বা মল্লভূমিকে মল্ল বা বীরদিগের বাসস্থান বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। মালভূমি অর্থে মাল বা পাহাড়িয়া জাতির নিবাসভূমি। সম্ভবতঃ মালদহ সর্ব্বপ্রথমে মাল জাতিকর্ত্তৃক উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এই সমস্ত মালগণ পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্তীর্ণ হইয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য আদিম অধিবাসীদিগের ন্যায় মালগণ ৪৫ প্রকার চণ্ডাল জাতির মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় ন্যূনাধিক পরিমাণে চণ্ডাল দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, মাল ও চণ্ডাল অভিন্ন জাতি। কেহ বলেন, তাহারা মল্লক্রীড়ানিপুণ জাতিবিশেষ। অন্য কেহ বলেন, তাহারা সাপুড়িয়া বা মালবৈদ্য। কেহ তাহাদিগকে মুসলমান, আবার কেহ বা বেদিয়া ও বাবাজিয়া বলিয়া থাকেন। এই মালদিগের মধ্যে অনেক মুসলমান আছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া জেলায় ইহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়। ধাইয়া, গোবরা বা গুরা, খেরা, রাজবংশী এবং সানাগাম্বা। মেদিনীপুর ও মানভূমে—ধুনকাটা, রাজবংশী, সাপুড়িয়া, বেদিয়া মাল এবং তুঙ্গা। বীরভূমে—খাটুরিয়া, মল্লিক,

এবং রাজবংশী। সাঁওতাল পরগণায়—দেশবার, মগহিয়া, রাজবংশী বা রাজমাল, রাঢ়ী মাল এবং সিন্দুয়া।

বাঁকুড়ায় ন্যায় মুরশিদাবাদেও বিভিন্ন শ্রেণীর মাল আছে। কেবল 'থাইয়া' মাল তথায় নাই। এই সমস্ত বিভাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কচ্ছজাতির মধ্যে রাজবংশী উপাধি দৃষ্ট হয়, অথচ কচ্ছেরা মাল নহে। বোধ হয়, কোন স্থানীয় রাজবংশ হইতেই রাজবংশীবিভাগের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। গোবরা মালেরা বানর ধরিয়া থাকে, আবার বাগ্দিদিগের মধ্যে এক বিভাগ গোবরা নামে কথিত হয়। বোধ হয়, থৈরা হইতে থেরা ডোমজাতির শাখাবিশেষের উৎপত্তি। সানাগাছা—তাঁতিদিগের কাপড় বুনিবার সানা হইতে উৎপন্ন। ইহারা সানা দ্বারা কাপড় বুনিয়া থাকে। ধুনকাটা মালেরা শালগাছ চিরিয়া ধুনা সংগ্রহ করে। তুক্সমালেরা কৃষিকার্য্য করে। সাপুড়িয়া বা বেদিয়া মালেরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাঁবু ফেলিয়া ভ্রমণ করে। সাপ ধরা, সর্পাঘাতের চিকিৎসা, ঝাড়ান প্রভৃতি নানা প্রকার মন্ত্র, তন্ত্র ও ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। সাপুড়িয়া মালেরা সাপ ধরিলেও সাপের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে এবং সাপের নাম ধরিয়া ডাকে মা—লতা বলিয়া ডাকিয়া থাকে। সাপুড়িয়া মালদিগের সহিত বেদিয়াদের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। ডাক্তার ওয়াইজ (Dr Wise) বলেন যে, সাপুড়িয়া ও বেদিয়া পরস্পর বেদিয়া জাতির দুই অবান্তর শাখা বিশেষ। কেহ বলেন, মালজাতি হইতেই বেদিয়াদের উৎপত্তি হইয়াছে। ইত্যাদি অনুমানে বোধ হয়, মাল ও বেদিয়া জাতিতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

ঢাকার মালেরা সাপ ধরে না। তাহারা নিপুণতাসহকারে দাঁতের পোকা বাহির করিতে পারে বলিয়া তাহাদিগকে পকা বলে। তথাকার মালেরা বলিয়া থাকে যে, তাহাদিগের সহিত বেদিয়াদের কোন সংস্রব নাই। শারীরিক গঠনের কিছু তারতম্য অনুসারে মালদিগকে স্পষ্টরূপে চিনিতে পারা যায়। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে মহাজনী কারবার করে। শতকরা ৫০৲ টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ দেয়। ঢাকার মালেরা সর্পাঘাতসম্বন্ধীয় কোন চিকিৎসাই জানে না। তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার গাছগাছড়া টোটকা ঔষধ দ্বারা রমণীসমাজের অনেক পীড়া নিরাময় করিয়া থাকে। অনেক সময়ে তাহারা হস্ত বুলাইয়া তলপেটের বেদনা এবং জরায়ু সম্পর্কীয় পীড়ার চিকিৎসা করিয়া থাকে। ঢাকার মালদিগের সহিত বেদিয়াদের বিবাহাদি প্রচলিত নাই। অধিকন্তু তাহারা সগোত্রে বিবাহ করে না। চাষী মালেরা যদি ভ্রমণকারী মালদিগের কন্যা বিবাহ করে, তবে তাহাদিগকে পিতৃকুলের ব্যবসায় ছাড়িয়া শ্বশুরকুলের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়।

মেদিনীপুরের সাপুড়িয়া মালদিগের সহিত ঢাকার সাপুড়িয়া বেদিয়াদিগের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পশ্চিম এবং মধ্যবঙ্গের মালদিগের মধ্যে আদিম মালজাতির অনেক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহারা সগোত্রের কন্যা বিবাহ করে না। পিতৃপক্ষে পাঁচপুরুষ এবং মাতৃপক্ষে তিন পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করে। যদি অন্য কোন জাতি ইহাদের জাতিভুক্ত হইতে চায়, তাহা হইলে সেই জাতিকে একটী বড় ভোজের আয়োজন করিতে হয় এবং মালদিগের সর্দ্দারের (মাঝির) পাদোদক পান করিতে হয়।।

বাল্য ও যৌবন উভয় প্রকার বিবাহই ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রত্যুষের পূর্ব্বে কন্যার পিত্রালয়ে মহুয়া এবং সিধাবৃক্ষশাখাদ্বারা নির্ম্মিত কুঞ্জকুটীরে ইহাদের বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। কন্যাকে সাতবার বরের চতুঃপার্শ্বে ঘুরাইতে হয়। অবশেষে বরকন্যা পাশাপাশি হইয়া পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরিয়া বসে। পরে মুণ্ডা জাতির ন্যায় ব্রাহ্মণস্পৃষ্ট পবিত্র জল বরকন্যার মস্তকে ঢালিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে মালাবদল এবং বরকন্যার বস্ত্র গ্রন্থি দ্বারা বদ্ধ করা হয়। বহু বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও ইহারা দৈন্যবশতঃ একাধিক স্ত্রীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারে না। বিধবারা বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য কোন বিশেষ বিধির অনুষ্ঠান করিতে হয় না। কেবল তুলসীর মালা বদল করিলেই বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হয় এবং বিধবার পিতাকেও কিছু অর্থ দিতে হয়। স্ত্রী ব্যভিচার করিলে স্বামী গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অনুমতি লইয়া বিবাহসূত্র ছেদন করিতে পারে। ব্যভিচারিণী স্ত্রীও পুনর্ব্বার বিধবাদের ন্যায় বিবাহ করিতে পারে।

মালগণ এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে আদিম ধর্ম্মের কোন চিহ্নই এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা সাধারণের প্রচলিত স্থানীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে। আবার কোন কোন স্থলে তাহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি নামে অভিহিত করে। জননী মনসা তাহাদিগের কুলদেবতা এবং তাহারা বাগ্দিদিগের ন্যায় মহাসমারোহে মনসা দেবীর পূজা করিয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রামাদেবগণকে গৃহস্বামী চাউল, মিষ্টান্ন, দধি প্রভৃতি নৈবেদ্য প্রদান করেন। কোন কোন স্থলে তাহারা ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করে, কোন স্থলে আবার করে না।

কিন্তু বৃদ্ধগণই প্রধানতঃ পূজাদি করিয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণায় রাজমালদিগের ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে।

সাধারণতঃ ইহারা মৃতদেহ নদীতীরে দগ্ধ করে এবং চিতাভস্ম জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া হিন্দুদিগের অনুকরণে সম্পন্ন হয়। অপঘাতে মৃত্যু হইলে, মৃত্যুর চতুর্থ দিবসে তাহাদের শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহিত হয়। কালীপূজার রাত্রিতে ইহারা মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের সম্মানার্থ মহাসমারোহে পাটকাটির (প্যাঁকাটি) মশাল জ্বালাইয়া থাকে। চৈত্র মাসের শেষ দিবসে সকলেই জলে পিতৃতর্পণাদি করে।

বালিকাদিগের শব অস্থত্তান ভাবে মাটিতে প্রোথিত করে। দরিদ্রদিগের শবও উত্তরশিরস্ক রাখিয়া নদীতীরে সমাহিত করা হয়।

কৃষিকার্য্যই মালদিগের জীবনোপায়। কেবল ভ্রমণকারী মালগণ ব্যতীত সকলেই এক্ষণে ভূমিকর্ষণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। অনেকেই আবার শ্রমজীবীর কার্য্য করে। বাকুড়া জেলায় ইহাদের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। যাহাদিগের আদিনিবাস মাল-ভূমিতে (মালভূম), তাহারা পুরুষানুক্রমে অনেকভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে। অনেকে গ্রাম্য চৌকিদারের কার্য্যও করিয়া থাকে। কতকগুলি পুরুষ এবং স্ত্রীলোক মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এই জন্য তাহাদিগকে অনেকে মেছুয়া বলে। ইহাদিগের সামাজিক অবস্থা অতি হীন। ইহারা বাগ্‌দীদের জল এবং পক্বান্ন গ্রহণ করে, কিন্তু ইহাদের স্পৃষ্ট খাদ্যাদি কোন জাতিই গ্রহণ করে না। মালেরা শূকর বা গোরুর মাংস খায় না বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা মুরগী, সর্ব্বপ্রকার মৎস্য, ইঁদুর এবং গোসাপ ভক্ষণ করিয়া থাকে। রাজমালগণ মুরগী স্পর্শ করে না।

মাল, সিংহভূম জেলার এক প্রকার ভূঁইয়া জাতি। কোন কোন কৈবর্ত্তদিগেরও মাল উপাধি আছে।

মাল (সংস্কৃত মল্ল) কুর্ম্মিজাতির শাখাবিশেষ। আজমগড় জেলায় ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এইরূপ প্রবাদ যে, ময়ূরভট্ট মুনির ঔরসে এবং কোন কুর্ম্মিরমণীর গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। ময়ূরভট্ট গোরক্ষপুর পরিত্যাগ করিয়া সরযূনদী-তীরস্থ কক্করাদি নামক স্থানে বাস করিতেন। ঐ স্থান আজমগড় জেলায় নাথুপুর পরগণায় অবস্থিত। বর্ত্তমান মালগণ কনোজ-রাজ হর্ষবর্দ্ধন হইতে নিষ্কর ভূমি পাইয়াছে বলিয়া দাবী করে। ইহারা গোরক্ষপুরের নাগবংশ কুর্ম্মিদিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া থাকে। কেহ একাধিক বিবাহ করে না। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই, বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণব এবং অন্য সকলে শৈব। ইহারা কালী পূজা এবং নানাবিধ গ্রাম্যদেবতার পূজা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা কুর্ম্মিদিগের আচারের অনুকরণ করে।

মাল, নেপালের অন্তর্গত পর্ব্বতবিশেষ।

মালক (ক্লী) মলতে ধারয়তি শোভামিতি, মলধারণে ণ্বুল্। ১ স্থলপদ্ম। (জটাধর) (পুং) ২ নিম্ববৃক্ষ।

মালকা (স্ত্রী) মল-ণ্বুল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। মালা। (শব্দরত্না०)

মালকৌশ (পুং) মালস্য হরেঃ কোশাৎ কণ্ঠান্নির্গতঃ ইতি অণ্। রাগবিশেষ। ইহার নামান্তর কৌশিক, হনুমন্মতে এই রাগ ছয় রাগের মধ্যে দ্বিতীয় রাগ। মহাদেব বা বিষ্ণুর কণ্ঠ হইতে এই রাগের উৎপত্তি হয়। ইহার জাতি সম্পূর্ণা।

স্বরক্রম—প ঋ গ ম প ধ নি।

ইহার গৃহ ষড়্জস্বর। শরৎ ঋতু ও শেষ রাত্রি ইহার গানসময়।

রাগমালামতে ইহার স্বরূপ যথা—পাটলবর্ণ পুরুষ, পরি-চ্ছেদ নীলবর্ণ, হস্তে যষ্টি, যৌবনমদমত্ত, স্ত্রীদিগের সহিত হাস্যকৌতুকে নিরত, গলদেশে শত্রুমস্তকের মালা, অথবা বৃহৎ মুক্তামালা। ইহার রাগিণী পাঁচটী—টোড়ী, গৌরী, গুণকরী, খম্বাবতী, ককুভা। পুত্র ৮টী যথা—মারু, মেবাড়, বড়হংস, প্রবল, চন্দ্রক, নন্দ, ভ্রমর, খুখর। ভরতমতেও ইহার পাঁচ রাগিণী ও ৮ পুত্র। যথা গৌরী, দয়াবতী, দেব-দালী, খম্বাবতী, কোকভা। পুত্র—গান্ধার, শুদ্ধ, মকর, ত্রিগুন, সহান, শত্রুবল্লভ, মালগৌর, কামোদ। এই অষ্ট পুত্রের ভার্য্যা যথা—ধানশ্রী, মালশ্রী, জয়শ্রী, সুধোরাগী, দুর্গা, গান্ধারী, ভীমপলাশী ও কামোদী।

মালখানা (পারসী) বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখিবার ঘর, যেখানে মাল পত্র রাখা যায়।

মালখেড়, রাষ্ট্রকূটরাজগণের রাজধানী, প্রাচীন নাম মান্যখেট।

মালগুজার (পারসী) যে মাল গুজারী করে, যে জমির কর দেয়।

মালগুজারদার (পারসী) যে মাল গুজারী করে, যিনি জমীদারকে জমির খাজনা দেন।

মালগুজারি (পারসী) ভূমিকর, খাজনা।

মালচক্রক (ক্লী) মালা সমূহঃ অস্ত্যস্যেতি। অর্শ আদিত্বাদচ্, সচক্রমিবেতি কন্। সক্থি ও উরুপর্ব্বসন্ধি, চলিত মালাই চাকি। (শব্দচ०)

মালজামিন্ (পারসী) জমী অথবা নগদ টাকা জামিন রাখা।

মালঞ্চ (দেশজ) ফুলবাগান, পুষ্পোদ্যান।

মালঞ্চা, নদীবিশেষ, কপোতাক্ষ নদ যে স্থলে সমুদ্রে পড়িয়াছে, সেই মোহানার নিকটবর্ত্তী প্রবাহকে মালঞ্চা কহে। বিদ্যাধরী নদীর সহিত মালঞ্চার সংযোগ আছে। মালঞ্চা রায়মঙ্গল মোহানার দুই ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। বড় পাঙ্গাস এবং মালঞ্চার মধ্যবর্ত্তী পাটনী-দ্বীপের নিকটে ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে ফালমাউথ (Falmouth) জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছিল।

২ উক্ত নদীতীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে প্রতিবৎসর মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসব সম্পন্ন হয়।

মালতট, ত্রিচিনপল্লীর অন্তর্গত নদীভেদ।

মালতিকা (স্ত্রী) স্কন্দানুচর-মাতৃভেদ।

মালতী (স্ত্রী) মলতে শোভাং ধারয়তীতি মল (ভূদৃশিযজীত্যাদি। উণ্ ৩।১১০) ইত্যত্র বাহুলকাৎ মলতেরলচ্ গৌরাদিনিপাতনাদুপধায়া দীর্ঘত্বং। ইতি উজ্জ্বলদত্তোক্তেঃ অতচ্, উপধায়া দীর্ঘত্বং ঙীষ্ চ বা মাং লক্ষ্মীং লাতীতি মালো বিষ্ণুঃ তং অততীতি অচ্। স্বনামখ্যাত পুষ্পলতা। (Jasminum Grandiflorum Syn. Echites caryophyllata) মালতীলতা, পর্য্যায়—সুমনা, জাতি, সুমনস্, জাতী। (ভরত) হিন্দি—চামেলি, জাতী, দেশজ—জাতি। পঞ্জাব—চাম্বা, চাম্বেলী, জাতি, বম্বে—চাম্বেলী। গুজরাতী—চাম্বেলী, তেলাও, জাত।

এই লতা হিমালয়ের উত্তরপশ্চিমাংশ ২০০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয় এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পুষ্পোদ্যানে ইহা সযত্নে রক্ষিত হয়।

অতি প্রাচীন কালেও জাতি পুষ্প হইতে গন্ধতৈল ও পুষ্পসারাদি প্রস্তুত হইত। প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটক মৃচ্ছকটিকে ঐশ্বর্য্যশালিনী সভ্যতাবিলাসিনী উজ্জয়িনীর অধিবাসী সার্থবাহ দ্বিজ চারুদত্তের প্রাবরক জাতিকুসুমজাত পুষ্পসারে সুরভীকৃত হইয়াছিল, তাহা উপলক্ষিত হয়। জাতিকুসুমমিশ্রিত তৈলে মস্তিষ্ক অত্যন্ত স্নিগ্ধ থাকে, এজন্য বিলাসী ভারতবাসিগণ আদরের সহিত ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। য়ুরোপেও জাতিফুলের আদর অত্যন্ত অধিক। স্পেন দেশে বহু পরিমাণে ইহার চাস হয়।

এক বিঘা ভূমিতে ৮০ হইতে ১০০ মণ ফুল জন্মে এবং ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

পুষ্পসার, গ্রহণ করিতে হইলে আধফুটন্ত কুঁড়িগুলিকে বসার (চর্ব্বি) উপরে রাখিয়া ২।৩ দিন অন্তর পুনঃ পুনঃ ফুল ছড়াইতে হয়। এইরূপে ক্রমে এই চর্ব্বি পুষ্পের সুগন্ধ শোষিয়া লয় এবং মৃদু উত্তাপে গলিয়া যায়। তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে একখানি. কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র জলপাইতৈলে সিক্ত করিয়া বিস্তৃত করিতে হয়। তদুপরি নবোদ্ভিন্ন পুষ্প সকল বিক্ষিপ্ত করিতে হয়। পরে দেড়পোয়া বিশুদ্ধ সুরাসারে এক সের পুষ্পতৈল মিশ্রিত করিতে হয় এবং গ্রীষ্মকালের রৌদ্রে ১৫ দিন শুষ্ক করিলেই তৈল প্রস্তুত হয়। উপরের অংশ তৈলরূপে ব্যবহৃত হয় এবং পাত্রের তলদেশে যে ঘন তলানি পড়ে তাহা 'পমেটম' বা কেশতৈলরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুসভ্য য়ুরোপবাসিগণের পক্ষে জাতিকুসুমবাসিত প্রাবরক সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

মালতীফুল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু এবং মুসলমান লেখকগণ মুক্তকণ্ঠে ভৈষজ্যতত্ত্বে তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শরীরের কোন স্থানে ঐ তৈলের প্রলেপ দিলে সে স্থান অতি শীতল হয়। চর্ম্মরোগ এবং ক্ষতাদিতে ইহার পাতার রস প্রশস্ত হইয়া থাকে।

পায়ের আঙ্গুলে কড়া পড়িলে ইহার রসে উপশমিত হয়। ইহার রস দন্তশূলের মহৌষধ। ইহার পুষ্পসারে দুশ্চিকিৎস্য শিরঃপীড়ার উপশম হইয়া থাকে। মুখের মধ্যে কোন প্রকার ক্ষত হইলে ইহার পত্র ঘৃতে ভাজিয়া চর্ব্বণ করিলে আরোগ্য হয়। শীতকালে মুখে তৈল মাখিলে কখন মুখ ফাটে না। বৈদ্যক মতে ইহা কফ, পিত্ত, মুখরোগ, ব্রণ, ক্রিমি, ও কুষ্ঠনাশক।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে,—গৌরী, লক্ষ্মী ও স্বধা এই তিন দেবী ধাত্রী, মালতী ও তুলসীবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হয়। মা অর্থাৎ লক্ষ্মী হইতে উৎপন্না বলিয়া ইহার নাম মালতী হইয়াছে।

"ক্ষিপ্রেভ্যস্তত্র বীজেভ্যো বনস্পত্যস্ত্রয়োঽভবন্।
ধাত্রী চ মালতী চৈব তুলসী চ নৃপোত্তম ॥
ধাত্র্যুদ্ভবা স্মৃতা ধাত্রী মা-ভবা মালতী স্মৃতা।
গৌরীভবা তু তুলসী রজঃসত্ত্বতমোগুণাঃ ॥"

(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ১৪৯ অধ্যায়)

আর একপ্রকার পীতমালতী আছে (Jasminum humile) সংস্কৃত পর্য্যায়—স্বর্ণযূথিকা হেমপুষ্পিকা। হিন্দি—পীত মালতী,দেশজ স্বর্ণজুঁই। হিমালয় প্রদেশে ২০০০ হইতে ৫০০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে কাশ্মীর হইতে নেপাল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থান এবং সিংহলের পুষ্পোদ্যানে এই পুষ্প জন্মিয়া থাকে। হিমালয়-সন্নিহিত কুমায়ুন প্রদেশে ইহার মূল হইতে পীতবর্ণ প্রস্তুত হয়।

অন্যান্য সুগন্ধ ফুলের ন্যায় ইহা পুষ্পতৈলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার শিকড়ের রসে দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সহজেই নিবারিত হয়। ভগন্দর প্রভৃতি ক্ষতরোগে ইহার ছালের রসে অনেক উপকার হইতে দেখা যায়।

২ যুবতী। ৩ কাচমালী। ৪ বিশল্যা। ৫ জ্যোৎস্না। ৬ নিশা। ৭ নদীবিশেষ। (হেম) ৮ পাঠা। (বৈদ্যকনি০) ৯ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর হইবে। ইহার ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯ ও ১১ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন গুরু। ইহার লক্ষণ—"ভবতি নজাবথ মালতী জরৌ"

উদাহরণ ;—

"ইহ কলয়া চ্যুতকেলি কাননে মধুররসসৌরভসারলোলুপঃ।
কুসুমকৃতস্মিতচারুবিভ্রমা-
মলিরপি চুম্বতি মালতীং মুহুঃ॥" (ছন্দোম০)

মালতীক্ষারক (পুং) মালতীতীরজ, টঙ্কণ, সোহাগা। (সুশ্রুত)

মালতীজাত (পুং) মালত্যাং মালতীনদীতীরে জাতঃ। টঙ্কণক্ষার। (রসেন্দ্রসারস০)

মালতীতীরজ (পুং) মালতী তন্নাম্নী নদী, তস্যাস্তীরে জায়তে ইতি জন-ড। টঙ্কণ, মালতী নদীর তীরজাত সোহাগা। (হেম)

মালতীতীরসম্ভব (ক্লী) মালত্যাস্তীরে সম্ভবোঽস্য। শ্বেতটঙ্কণ। (রাজনি০)

মালতীপত্রিকা (ক্লী) মালত্যাঃ পত্রিব, মালতীপত্র-প্রতিকৃতৌ কন্, টাপ্ অত ইত্বং। জাতীপত্রী, জাতীকোষ, চলিত জয়িত্রী। (রাজনি০)

মালতীপুষ্প (ক্লী) মালত্যাঃ পুষ্পং। মালতী ফুল, জাতীপুষ্প। (বৈদ্যকনি০)

মালতীফল (ক্লী) মালত্যাঃ ফলং। জাতীফল, চলিত জায়ফল। পর্য্যায়—

'জাতীফলং জাতিকোশং মালতীফলমিত্যপি।' (ভাবপ্র০)

মালতীমালা (স্ত্রী) মালতীনাং মালতী-পুষ্পানাং মালা ৬তৎ। মালতীপুষ্পের মালা।

"অনধিগতপরিমলাপি হি হরতি দৃশং মালতীমালা।" (উদ্ভট)

মালদ (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু০)

মালদহ, বঙ্গদেশে লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীনে একটী জেলা। রাজসাহী এবং ভাগলপুরের কিয়দংশ লইয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই জেলা গঠিত হইয়াছে। অক্ষা০ ২৪° ২৯´৫০´´ হইতে ২৫°৩২´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৭° ৪৮´ হইতে ৮৮° ৩৩´ ৩০´´ পূঃ। গঙ্গানদী ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ১৮৯১ বর্গমাইল। মহানন্দা নদীর দক্ষিণতীরে ইহার প্রধান নগর ইংরেজ-বাজার অবস্থিত।

মহানন্দা নদী এই জেলার উত্তরদক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র প্রদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার পশ্চিমাংশ পললময়, মৃত্তিকাপূর্ণ নিম্নভূমি এবং অত্যন্ত উর্ব্বর। গঙ্গার পূর্ব্বখাত সকল প্রাচীন গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে। যে স্থানে বিধ্বস্তনগর বিস্তমান ছিল, সে স্থান নিবিড় অরণ্যপূর্ণ। পূর্ব্ববিভাগ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং বরিন্দ (বরেন্দ্র) নামে পরিচিত। এই ভাগ মহানন্দার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। ইহার মধ্য দিয়া টাঙ্গন এবং পুনর্ভবা নদী নানা শাখা প্রশাখায় প্রবাহিত হইয়াছে। এই অংশের মৃত্তিকা কঠিন এবং ঈষৎ রক্তবর্ণ। এ প্রদেশের ভূমি কাঁটাল নামক স্থানীয় একজাতীয় কণ্টকবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। এখানে আমন ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে। শীতকালে ধান কাটিবার জন্য নানা স্থান হইতে শ্রমজীবীরা এখানে আসিয়া থাকে।

মহানন্দা নদীর তীরবর্ত্তী ভূভাগ নানাপ্রকার শস্যসম্পদে অলঙ্কৃত। নদীর দুই তীরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম্রবাগান এবং তুঁতবৃক্ষশ্রেণী নয়নগোচর হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত গঙ্গানদী সীমারেখা বেষ্টন করিয়া আছে।

গঙ্গার স্রোতোধৌত রাজমহল পাহাড়ের মৃত্তিকারাশি প্রতি বৎসর বর্ষাকালে মালদহ অঞ্চলের ভূমিতে পললময় স্তরবৃদ্ধি করিতেছে। গঙ্গার পুরাখাতের জলপ্রণালীগুলিই প্রাচীন গৌড়ের পাদপ্রবাহিনী ভাগীরথী। নদীর অবস্থানদৃষ্টে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, গৌড় অত্যন্ত সুরক্ষিত নগর ছিল। মহানন্দার প্রধান শাখা কালিন্দী হায়াৎপুর নামক বাণিজ্যপ্রধান স্থানের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকালে টাঙ্গন এবং পুনর্ভবানদী দিয়া দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নানা বাণিজ্য দ্রব্যপূর্ণ নৌকা সকল মালদহে আসিয়া থাকে।

গৌড় এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এই দুই প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষের উপরেই মালদহ অবস্থিত। গঙ্গা নদীর তীরদেশে উক্ত দুই রাজধানীর ধ্বংসচিহ্ন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বহুশত বৎসর পর্য্যন্ত গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হিন্দু ও মুসলমানদিগের রাজধানী ছিল। মহানন্দা এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে প্রায় ২০ বর্গ মাইল দৃষ্ট হয়। [গৌড় ও পৌণ্ড্র দেখ]

মুসলমান-শাসনের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে গৌড় বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। অকবর ১৫৭৫ খৃঃ অঃ পাঠানদিগকে পরাজয় করেন। সেই বৎসর মহামারী উপস্থিত হইয়া গৌড়নগর জনশূন্য হয়। তদবধি বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গৌড়ের ২০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। আফগান রাজগণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার ভগ্নাবশেষ দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন বলিয়া এখনও

অনেকাংশ অবিকৃতভাবে বিদ্যমান আছে। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ্, তাহাতে পাঠানস্থাপত্য-শিল্পের চরমোৎকর্ষ। পাঠানদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকাদিতে ব্যবহৃত মর্ম্মর প্রস্তরগুলি হিন্দুদিগের ভগ্নমন্দির হইতে গৃহীত। কিন্তু গৌড়ের ধ্বংসরাশির মধ্যে ইষ্টকের আধিক্য দৃষ্ট হয়। মালদহ জেলার পশ্চিমাংশে তাঁড়া নগরীর ভগ্নাবশেষ আছে। ইহার পূর্ব্ব অবস্থান গঙ্গার গতিপরিবর্ত্তনে নষ্ট হইয়াছে। গৌড়নগর শূন্য হইলে তাঁড়ার একশত বৎসর বাঙ্গালার রাজধানী ছিল।

১৬৮৬ খৃঃঅঃ হইতে মালদহের সহিত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর (প্রাচ্য বণিক্‌সমিতির) সংস্রব হইয়াছে। ঐ সময়ে ইংরাজেরা এই স্থানে রেশমের কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ১৭৭০ খৃঃ অঃ মালদহের ইংরাজবাজার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। তদানীন্তন প্রণালীতে নির্ম্মিত ইংরাজদিগের কুঠী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ১৮১৩ খৃঃঅঃ হইতে বর্ত্তমান মালদহ জেলার সৃষ্টি হইয়াছে। ১৮৩২ খৃঃঅব্দে এখানে রাজকোষ স্থাপিত হয়। ১৮৫৯ খৃঃ অঃ হইতে এই স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর নিযুক্ত হন।

মালদহের জাতিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে ইহাকে বাঙ্গালাদেশের সীমান্ত জেলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। এখানে বাঙ্গালা ও বিহারের অসভ্য আদিম অধিবাসিগণ এবং হিমালয় ও ছোট নাগপুরের পার্ব্বত্য জাতি সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। এখানে অনেক পার্ব্বত্য জাতি হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে সভ্য হইয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে সিয়া এবং সুন্নি নামক দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ফরাসী-সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক মুসলমান আছে। ১৮৬৯ খৃঃঅঃ ওহাবী-বিদ্রোহের সময় মালদহের ফরাজীরা উৎপীড়িত হইয়াছিল।

মহানন্দার পশ্চিমতীরে কৃষকদিগের অবস্থা অত্যন্ত উন্নত। তুঁতপোকার ব্যবসায়ে এখানকার অধিবাসীরা বিস্তর লাভ করিয়া থাকে। আম্র এখানকার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। শস্যের মধ্যে আমন ধান্যই প্রধান, তদ্ব্যতীত আউস্, ভাদুই, বোরো ধানেরও চাস হইয়া থাকে। রবিশস্যের চাস অল্লাধিক পরিমাণে সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এ স্থানে প্রচুর পরিমাণে নীল জন্মিত।

গত বিশ বৎসরের মধ্যে খাদ্য দ্রব্য এবং শ্রমজীবীর মূল্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অনেক সময়ে অনাবৃষ্টি এবং জলপ্লাবনজনিত উপদ্রবে কৃষকগণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বতে বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে, গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়া তীরবর্ত্তী শস্যক্ষেত্র সকল ডুবিয়া যায়। এই জন্য ১৮৭৩ খৃঃঅঃ এখানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সুব্যবস্থায় অধিবাসিগণের বিশেষ কষ্ট হয় নাই।

রেশম এবং নীল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কিন্তু বর্ত্তমানকালে নীলের ব্যবসায় একেবারে বিলুপ্ত। প্রাচীন গৌড়রাজ্য হইতে এ স্থান রেশম-বয়নের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বুকানন্ হ্যামিল্টন সাহেব গত শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানকার রেশমী বস্ত্র-রঞ্জিত-করণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বব্যবসায়ের এক্ষণে যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। কারণ বিলাতের প্রতিযোগিতায় দেশীয় তন্তুবায়গণ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। তবে তুঁতের চাস এবং রেশমকীটের পরিপালন সম্বন্ধে এক্ষণে শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কুড়িটী রেশমের কুঠী আজিও নিয়মিতভাবে চলিতেছে। অন্যান্য রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে পিত্তলনির্ম্মিত দ্রব্যাদি, আম ও তণ্ডুলই প্রধান। আমদানীর মধ্যে, সুতা, বস্ত্র, লবণ, চিনি, মসলা, নারিকেল ও সুপারীই প্রধান। গবর্ণমেণ্টসাহায্যকৃত পাঠশালাদির প্রচলনে এখানে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার বাড়িয়াছে।

মালদহের জলবায়ু অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা তত অস্বাস্থ্যকর নহে। বৎসরে প্রায় ৫৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া, কলেরা এবং বসন্ত পীড়াই অধিক অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। বর্ষার অবসানে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়।

বাণিজ্য ও শিল্পপ্রভাবে মালদহ জেলার উন্নতি হইয়াছিল। এখন বাণিজ্য নিতান্ত ম্রিয়মাণ। শিল্প মৃত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর সুন্দর সুন্দর রেশমী বস্ত্র আর এখানে প্রস্তুত হয় না। যে গৌড়ীয় কাগজ দিল্লীর রাজসরকার পর্য্যন্ত সমাদর করিতেন, এখন আর সে কাগজ দেখা যায় না।

সংস্কৃত শিক্ষাবিষয়ে মালদহ জেলা নিতান্ত পশ্চাৎপদ। পূর্ব্বে ভাতিয়া পরগণার অনেক স্থান সংস্কৃতালোচনার জন্য বিখ্যাত ছিল, এখন জেলায় একজনও খ্যাতনামা পণ্ডিত নাই। একটীও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী নাই।

মালদহ জেলায় নানা জাতির বাস। এ জেলায় উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা অল্প। যে সকল অনার্য্যজাতি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাই বেশী। ব্রাহ্মণদের মধ্যে মৈথিলীব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অল্প। এদেশে বঙ্গীয় বৈদ্য নাই, অল্পমাত্র রাঢ়ীয় বৈদ্য আছে। কায়স্থদিগের মধ্যে অধিকাংশই উত্তররাঢ়ীয়। মফঃস্বলে স্থানবিশেষে দুই এক ঘর রাজপুতের বাস। বাঙ্গালীর সঙ্গে বৈষয়িক সম্পর্ক ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন সম্পর্ক রাখেন

না। কয়েক ঘর বাভন জমিদার আছেন। পালিতাবার ব্রাহ্মণকে বাভন বলিত। যে সকল ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাভন নাম হয়। পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও বাভন নাম বদলায় নাই। একবার কোন ব্যক্তি ইঁহাদিগকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত নামক প্রথম অনুলোম বর্ণ-সঙ্করের মধ্যে ফেলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল তিলী উত্তরাঞ্চলে বাস করে, তাহাদের অবস্থা ভাল। এ জেলার তিলী জাতি আপনাদিগকে বারেন্দ্র তিলী বলিয়া থাকে। মালী, মোদক ও বারুই জাতি অতি অল্প পরিমাণে বাস করে। তাহাদের কোন বিষয়ে উন্নতি নাই। তাঁতিও অল্প। তাহাদের মধ্যে আবার নানা শ্রেণী আছে। ঝাপানিয়া তাঁতিরা আপনাদিগকে অন্য তাঁতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে। ঝাপানিয়া তাঁতিরা এখন আর কাপড় বুনে না। আশ্বিনা তাঁতি এ জেলার দক্ষিণাঞ্চলে বাস করে। মোটের উপর নবশাখ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। এখানকার গন্ধবণিকেরা আপনাদিগকে নবশাখ হইতে উচ্চ জ্ঞান করেন। শাঁখারি অতি অল্প, কাঁসারিও বেশী নাই। কাঁসারিদের ব্যবসায়ের অধোগতি হওয়াতে তাহাদের সংখ্যা কমিতেছে। নিদারুণ দারিদ্র্য যে, লোকক্ষয়ের কারণ, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এ জেলার সদ্গোপ বেশী নাই। গোয়ালা অনেক আছে, বাঙ্গালী গোয়ালা কম। পশ্চিমা গোয়ালা অধিক। উৎসবোপলক্ষে মদ্য পান ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পশ্চিমা গোয়ালারা বিবাহের সময় স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া পথে পথে গান করিয়া বেড়ায়, তখন দেখিতে মন্দ লাগে না। ইহাদের মধ্যে কানাইয়া গোয়ালাদের বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ উহাদের জাতীয় লোক ছিলেন। নাপিত সচরাচর চারি প্রকার দেখা যায়,—ফুল নাপিত, রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বাভন-জুগা। বারেন্দ্র নাপিত ২৮৬ ঘর আছে। ফুলনাপিত ক্ষৌরকার্য্য করে না, অন্য শ্রেণীর নাপিতেরা তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। নাপিতদের পুরোহিতেরা ভাল ব্রাহ্মণ। নাপিতদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে হুকা চলে, পাকাফলারও স্থানবিশেষে চলিয়া থাকে, কিন্তু বিবাহ হয় না। দোসাদ খুব বেশী নাই। তীওর আছে। এই সকল জাতি সাধারণতঃ মদ্যপায়ী, ইহাদের বদ্‌নামও আছে। বীণ জাতি এ জেলার পশ্চিমদিকে বাস করে। মনুসংহিতাতে যে বেণজাতির নাম আছে, বীণ কি সেই জাতি? এখানকার বীণেরা সাধারণতঃ কৃষিব্যবসায়ী, ইহারা উগ্রপ্রকৃতিক। চৌর্য্যাপরাধে অনেকে দণ্ড পাইয়াছে। ধোপা নানা শ্রেণীর আছে। ধোপা কমিয়া যাইতেছে। এমন কোন হিন্দুজাতি এ জেলায় দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাদের লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। চামারদের অধিকাংশ পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়াছে। ডোম অধিক নাই। বাঁশের নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত করা ও শূকর চরাণ ইহাদের প্রধান ব্যবসা। সহরের কুকুর নিপাত করাও ইহাদের একটী কার্য্য। এই জেলার উত্তরপশ্চিমাংশে বিস্তর বাউরি বাস করে। তাহারা আপনাদের আচারব্যবহার ক্রমশঃ ভাল করিতে চেষ্টা করিতেছে। মাহুয়া নামক জাতি উত্তরপশ্চিমাংশে বাস করে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও কদাকার, দেখিলে ইহাদিগকে কোন আদিম বন্যজাতির বংশধর বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। এখানে কৈবর্ত্ত নানাবিধ, চাষীকৈবর্ত্ত, জেলে কৈবর্ত্ত ও আদি কৈবর্ত্ত। চাষী কৈবর্ত্ত ও আদি কৈবর্ত্তের আচার ব্যবহারে কোন পার্থক্য নাই, তবে চাষীকৈবর্ত্তেরা আপনাদের পুরোহিতের অন্নভোজন করে না, আদি কৈবর্ত্তেরা তাহা করে। এখন চাষী-কৈবর্ত্তগণ, আদি কৈবর্ত্তগণ হইতে পৃথক্ হইতেছে, পূর্ব্বে কিন্তু আপনাদিগকে তত দূর পৃথক্ ভাবিত না। আদি কৈবর্ত্তগণের পূর্ব্বপুরুষদের অনেকে গৌড় রাজসরকারে বড় বড় কার্য্য করিত, এরূপ অনুমান হয়। তীবর কৈবর্ত্তগণ ও জেলে কৈবর্ত্তগণ, পরস্পর সদৃশ। বোধ হয়, ইহাদিগকে দেখিয়াই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের "কলৌ তীবরসংসর্গাৎ ধীবরঃ পতিতোভুবি" এই বচন রচিত হইয়াছে।

চাষোৎ বা চাষা নামক একটী বড় জাতি এ জেলার কালিয়াচক থানার দিকে বাস করে। ইহারা কৃষিজীবী ও অনেকে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। গত সেন্‌সাসে ইহারা আপনাদের নাম বদ্‌লাইয়া হলধর করিয়া লইয়াছে। তাহাদের ধারণা যে বলরাম তাহাদের জাতীয় লোক ছিলেন।

কাওার নামক একটী অপ্রাচীন জাতি ভোলাহাট অঞ্চলে বাস করে। গত সেন্‌সাসে অনেক দুষ্টপ্রকৃতি ব্রাহ্মণকায়স্থাদি, ইতর জাতির মনোরঞ্জনার্থ, তাহাদিগকে উচ্চজাতি হইতে উত্তেজিত করিয়াছে। কাওারেরা আপনাদিগকে করণজাতির মধ্যে গ্রহণ করিতে আবেদন করিয়াছিল। আচার ব্যবহার বদলাইতে পারিলে পরিণামে কি হইবে বলিতে পারি না, কিন্তু এখন ইহাদের চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

পুণ্ড্র অতি প্রসিদ্ধ জাতি। এই জাতির আদি বাসস্থান পুণ্ড্রদেশ। পূর্ব্বে উত্তর বঙ্গকে পুণ্ড্র বলিত। পুণ্ড্রবর্দ্ধন এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামক কোন নগরের ভগ্নাবশেষ নাই। পুণ্ড্রনগরের আছে, বর্দ্ধননগরেরও আছে। পুণ্ড্রনগর গঙ্গার তীরবর্ত্তী ও বর্দ্ধননগর করতোয়াতীরবর্ত্তী ছিল। পুণ্ড্রনগর এখন পাণ্ডুয়া ও বর্দ্ধননগর বর্দ্ধন-

কোট নামে পরিচিত। কোন্ সময়ে এই উত্তর নগরের কোন্‌টির নাম পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ সময়বিশেষে এই উভয় নগরের নামই পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইয়াছিল। মগধদেশ হইতে আর্য্যসভ্যতা পুণ্ড্র, বঙ্গ, ও সুহ্ম-দেশে বিস্তৃত হয়। পুরাণে আছে, একজন ক্ষত্রিয়-রাজকুমার পুণ্ড্ররাজ্য স্থাপন করে, ইহার এমন অর্থ নয় যে, পুণ্ড্রদেশ তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে লোকশূন্য ছিল এবং তিনি প্রজা সঙ্গে আনিয়া নূতন রাজ্যস্থাপন করেন। যে সকল লোক পূর্ব্ব হইতে এতদঞ্চলে বাস করিত, তিনি আসিয়া তাহাদের রাজা হন। তখন তাহাদের কি নাম, কোন্ ধর্ম্ম ছিল, জানা যায় না। রাজকুমারের নামানুসারে দেশের নাম হইলেও, দেশের লোকের নামও পুণ্ড্র হইয়াছে। আকৃতিদর্শনে ইহা-দিগকে আর্য্যজাতি বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। যেমন সাঁওতাল জাতি, মধ্যভারত হইতে পশ্চিম-বাঙ্গালা দিয়া উত্তর-বাঙ্গালায় অগ্রসর হইতেছে, এই জাতিও পূর্ব্বকালে সেইরূপ করিয়াছিল। পরে ইহারা হিন্দু হয়। উত্তরপূর্ব্বদিক্ হইতে কোচ নামক জাতির আক্রমণে ইহারা কিছু দক্ষিণদিকে সরিয়া আসিয়াছে। মুসলমানরাজত্ব-কালে এই জাতির বিস্তর লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। মহানন্দা-কালিন্দীসঙ্গমের উত্তরদিকে এই জাতির বাস। এই জাতি মহানন্দার পশ্চিম পারে কখনও বাস করে নাই। এখন পুণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরের অনেক দক্ষিণে মহানন্দাতীরস্থ ভোলাহাট, কাসিমপুর, মুচিয়া প্রভৃতি স্থানে ও কালিন্দীতীরবর্ত্তী জোত, আরাপুর, কোতোয়ালি, গণিপুর প্রভৃতি গ্রামে ইহাদের বাস। ইহাদের মধ্যে ছোটপুঁড়া ও বড়পুঁড়া নামে দুইটী বিভাগ আছে। ভোলাহাট অঞ্চলের পুঁড়াগণ বড়পুঁড়া ও কোত-ওয়ালি অঞ্চলের পুঁড়াগণ ছোটপুঁড়া নামে পরিচিত। রেশম ব্যবসায় ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। বোধ হয়, কোতোয়ালি অঞ্চলের ন্যায় রেশম ব্যবসায়ের ও রেশমোৎপাদনের স্থান বঙ্গদেশে আর নাই। দক্ষিণবঙ্গের পৌদ ও উত্তরবঙ্গের পুঁড়া এক জাতি কি না সন্দেহ।

মালদহ জেলার চন্দলাই পরগণাকে কেহ কেহ চণ্ডাল-জাতির একটী বাসস্থান মনে করেন। এখন সে পরগণায় চণ্ডালের বাস দেখা যায় না। হয় ত এ অঞ্চলের সেই প্রাচীন অধিবাসিগণ মুসলমান হইয়া গিয়াছে।

এজেলায় বাণিজ্যব্যবসায়ী নানা বণিক্‌জাতির বাস। তাহাদের মধ্যে গৌড়বণিক্ ও বঙ্গবণিক্‌জাতি প্রধান। এ দেশীয় লোকে উহাদিগকে গৌড়দেশী ও বঙ্গদেশী বলিয়া থাকে। গৌড়দেশীয়দের সংখ্যা অল্প, বোধ হয় দুই শত ঘরের বেশী হইবে না। তাহাদের অধিকাংশ পুরা-তন মালদহে বাস করে। গৌড়বণিকেরা আপনাদিগকে আগরওয়ালা বেণিয়া বলিতেছে। তাহারা যে সকল প্রমাণ দেখাইয়া থাকে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎ নয়। পূর্ব্বে মালদহে বাণিজ্যের প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। মালদহে ব্রাহ্মণ ব্যতীত বহু লোকেরই সাহা উপাধি ছিল। গৌড়বণিক্ ও বঙ্গবণিকের অধিকাংশের সাহা উপাধি রহিয়াছে। এই উপাধিদৃষ্টে কেহ কেহ ইহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর মনে করেন। এখানকার নবশাখেরা দাস উপাধি ধারণ করে। সাতাশ আটাশ বৎসর পূর্ব্বে তন্তুবায়জাতি কলিকাতার তন্তুবায়দের সঙ্গে বৈবা-হিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার সময় আপনাদের মধ্যে শেঠ, বসাক প্রভৃতি উপাধি চালায়। গৌড়বণিক ও বঙ্গবণিকদিগের মধ্যেও দাস উপাধি প্রচলিত। ইহাদের বাঙ্গালীর ভাব অপেক্ষা পশ্চিমের ভাব বেশী। বিবাহাদি কার্য্যে পশ্চিমা-ঞ্চলের ব্যবহার অধিক দৃষ্ট হয়। ইহাদের দায়ক্রম দায়-ভাগের ব্যবস্থানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে, মিতাক্ষরার মতানুসারে হয় না। বাঙ্গালী গোসাইগণ ইহাদের গুরু। ইহাদের অধিকাংশই চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব।

নাগর, ধানুক ও চাই নামক তিনটী জাতি এ জেলার পশ্চিমাঞ্চলে গঙ্গাদিয়াড়ায় বাস করে। এই তিন জাতিই এক মূল হইতে উৎপন্ন। এই তিন জাতি, কৃষিকর্ম্মের বলে আপনাদের অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের জল মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের গুরু পুরোহিত মৈথিলী ও কনোজিয়া ব্রাহ্মণ। ইহারা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের অন্নভোজন করিতে চায় না। ছোট নাগপুর এই জাতির আদিম বাসস্থান। অনেক বুনো জাতি ইহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে।

কোচ ও পলিয়া নামক দুইটী জাতি যে কত দিন হইতে এ জেলায় বাস করিতেছে, তাহা জানা যায় নাই। ইহারা এ জেলার উত্তরপূর্ব্বাংশের প্রধান অধিবাসী। এই জাতির অনেক লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। কোচদের একটী উপাধি কস্ত, যে সকল কোচ ও পলিয়া মুসলমান হয়, তাহা-দের উপাধি নস্য। ইহাদের প্রায় দাড়ি গোঁপ উঠে না। কোচ-দের বর্ণ কাল নয়, কিন্তু পলিয়াদের বর্ণ একটু কাল। ইহাদের স্ত্রীজাতি অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে। স্ত্রীজাতি শ্রমশীলা, কৃষিকর্ম্ম ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল না। মালদহ-জেলায় বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের পর হইতে ইহারা হিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র মালদহে আসিয়া অনেক লোককে বৈষ্ণব করেন। বীর-

চন্দ্রের তিন পুত্রের একজন মালদহের নিকটবর্ত্তী গয়েশপুরে আসিয়া বাস করেন। এই নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামীদের দ্বারা এ জেলায় বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের পূর্ব্বে পুরাতন মালদহের অধিকাংশ লোক শাক্ত ছিল। এ জেলায় এত কালীদেবী আছেন যে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। কিংবদন্তী, মালদহ অঞ্চলের অধিকাংশ হিন্দু শাক্ত ছিল। গোস্বামিগণ উচ্চ জাতির মধ্যে আপনারা ধর্ম্মপ্রচার করিতেন এবং আপনার শিষ্যদ্বারা নিম্নজাতির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করাইতেন। শিষ্যেরা অবশ্য গুরুর নামেই ধর্ম্ম প্রচার করিত। এইরূপে কোচ পলিয়াদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে। যে সকল পলিয়া এখনও পূর্ব্বতন আচার ব্যবহার এককালে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে বাবু পলিয়া বলে। শুদ্ধাচারী পলিয়ারা সাধু পলিয়া নামে খ্যাত। গঙ্গার প্রতি কোচ-পলিয়াদের প্রগাঢ় ভক্তি। অনেক দূর হইতে ইহারা গঙ্গাস্নান করিতে আইসে। কোন বৃদ্ধ ভাগ্যবান্ কোচ পলিয়ার মৃত্যু হইলে আত্মীয়গণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাহাকে গঙ্গায় লইয়া যায়।

২ উক্ত জেলার একটী পুরাতন বিধ্বস্ত নগর। মহানন্দা ও কালিন্দীর সম্মিলন-স্থানে মহানন্দার পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। এই সহর গৌড় নগর হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখান হইতে জলপথে দেবীকোট ও অপরাপর স্থানে যাওয়া যাইত।

মালদহনগরের নামানুসারে মালদহ জেলার নামকরণ হইয়াছে। এখন সদর ষ্টেসন ইংরাজবাজার নগরকে মালদহ বলা হয়, কিন্তু প্রকৃত মালদহনগর ইহার তিন ক্রোশ উত্তরে মহানন্দার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। এখন প্রকৃত মালদহকে পুরাতন মালদহ বলা হয়। পুরাতন মালদহের অন্তর্গত একটী স্থানের নাম মালদহ। সেখানে কয়টী কবর আছে। সেই ক্ষুদ্র স্থানের নাম মালদহ কেন, কেহ তাহার সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারে না। লোকে বলে, এখানে মালদ পীরের কবর আছে। পীরের কোন নামানুসারে মালদহ নাম হইয়াছে কি না, জানি না। মাল জাতি হইতে মালদহ নাম হইয়াছে, এরূপও অনেকে অনুমান করেন। বাণিজ্যের জন্য এই নগরের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। কোন্ সময়ে মালদহনগর স্থাপিত হয়, তাহা জানা যায় না। সম্রাট্ ফিরোজ তোগলক, এই নগরের যে অংশে শিবির স্থাপন করিয়া পাণ্ডুয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাহার নাম ফিরোজপুর। কেহ কেহ বলেন, পাণ্ডুয়ার খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য যে বন্দর স্থাপিত হয়, তাহাই মালদহ; এ কথা যে কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না। পীরগঞ্জ পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী, উহা মহানন্দা নদীর তীরবর্ত্তী। পীরগঞ্জের নিকটে গঙ্গার একটী শাখাস্রোত মহানন্দায় আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। এইস্থান হইতে পাণ্ডুয়ার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ হইত। গৌড় বিধ্বস্ত হইলে, সেখানকার অনেক লোক মালদহে আসিয়া বাস করে। এই নগর প্রথমতঃ মুসলমানপ্রধান নগর ছিল; কি জন্য মুসলমান কমিয়া গেল, হিন্দু বাড়িয়া উঠিল, তাহা বলা যায় না। এখনও অনেক বাটীর মধ্যে কবর বাহির হয়। পুরাতন মালদহের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। লোক কমিয়া যাইতেছে। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি নাই। এখনও এখানে মিউনিসিপালিটী আছে বটে, কিন্তু তাহা বেশী দিন থাকিবে না। মালদহনগরের কিছু উত্তরে বালিয়া নবাবগঞ্জ। উহা যে প্রশস্ত নদীর চড়ার উপর স্থাপিত হইয়াছিল, সে নদীর সামান্য চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হয়।

এই নদীর উত্তরতীর হইতে পাণ্ডুয়ার উপনগর আরম্ভ। এখন মূল পাণ্ডুয়া নগরই অরণ্যাচ্ছন্ন, উপনগরগুলির একটীও নাই। তবে বহুলোকের যে বাস ছিল, তাহা বহুসংখ্যক পুষ্করিণী ও ইতস্ততঃ ইষ্টকরাশি দেখিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। পাণ্ডুয়া খুব বড় একটী সহর ছিল। ইহা প্রধানতঃ অংশদ্বয়ে বিভক্ত, এক অংশের নাম মকদুম সহর, অপরাংশের নাম কুতুব সহর। কুতুব সহরই বড় ছিল। এখানে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে অনেক হিন্দু রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে দেবনাগরাক্ষরচিহ্নিত মুদ্রা পাওয়া যায়। সাঁওতালেরা যখন প্রথমতঃ এখানকার জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছিল, তখন এইরূপ মুদ্রা অনেক পাওয়া যাইত। পাণ্ডুয়ার নিকট রাইহোয়াণী নামে একটী দেবীর স্থান আছে, তিনি এখন হিন্দুদেবী। এদেশীয় সীমন্তিনীগণ কর্ত্তৃক সৌভাগ্যদায়িনীরূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বে এই নগর নানা সৌধমালায় বিভূষিত ছিল। এক্ষণে তাহা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া অতীতগৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। স্থানীয় লোকে ঐ সমস্ত ভগ্ন অট্টালিকা হইতে ইষ্টকাদি আনিয়া নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিয়া থাকে। পুরাতন মসজিদের মধ্যে জুম্মা মসজিদ অদ্যাপি বিদ্যমান। ১০০৪ হিজরায় অকবর বাদশাহের সময় উল্লিখিত মসজিদ নির্ম্মিত হয়। জুম্মা মসজিদ অতি প্রাচীন না হইলেও প্রাচীন উপকরণে নির্ম্মিত। হিন্দুরাজগণ-নির্ম্মিত মন্দিরাদির খোদিত প্রস্তর-সমূহ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জুম্মা মসজিদের পূর্ব্বভাগে বিচ্ছিন্ন ভগ্ন ইষ্টকালয় মধ্যে

কয়েকখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনখানি ওয়েষ্টম্যাকট্ সাহেব আবিষ্কার করেন। তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হিলাল্ নামক জনৈক ব্যক্তি ১৪৫৫ খৃঃ অব্দে (৮৫৯ হিজরায়) একটী উদ্যানের নির্ম্মাণ করেন। নাসিরুদ্দীন্ মহম্মদের (১ম) সময় এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হয়। ইহার পরবর্ত্তী শিলালিপিখানিও ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব সাক্তমোহন অথবা শেখমোহন মস্‌জিদে আবিষ্কার করেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, শামসুদ্দীন্ যুসুফ্ শার রাজত্বকালে উক্ত মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। শিলালিপির অক্ষরগুলি অপরিষ্কৃত হওয়ায় প্রকৃত বিবরণ নিরূপণ করা যায় নাই। তৃতীয় শিলালিপি কাট্‌রার হোসেনি-দালানে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে, সৈফউদ্দীন্ ফিরোজশার রাজত্বকালে একটী মস্‌জিদ প্রস্তুত হয়। চতুর্থ শিলালিপি চল্লিশপাড়ায় পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে লিখিত আছে যে, ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে (৮৯৯ হিজরায়) মজলিশ্-রাহৎ নির্ম্মিত হয়। এই সময় আলাউদ্দীন্‌হোসেন বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পঞ্চম শিলালিপি কোতি-মস্‌জিদ হইতে আনীত। উপরি উক্ত বাদশাহের রাজত্বসময়ে ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে কোতি নির্ম্মিত হয়। ষষ্ঠ শিলালিপিতে জুম্মা মস্‌জিদের উল্লেখ আছে; আলা উদ্দীন্ হোসেন স্বয়ং ১৫০৫ খৃঃ অব্দে (৯১১ হিজরা) ইহা নির্ম্মাণ করেন। সপ্তম শিলালিপি একজন বিধবার সমাধিস্থলে পাওয়া যায়। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নসরৎ শাহের রাজত্বকালে ১৫৩১ খৃঃ অব্দে (৯৩৮ হিজরায়) বনমালতী নাম্নী মহিলা একটী কূপ খনন করিয়াছিলেন।

মালদহের সর্ব্বাপেক্ষা মঞ্চ উৎকৃষ্ট প্রাসাদ নিম-শরাই-এর মধ্যে মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা দৃষ্টিমঞ্চ নামে অভিহিত; এখান হইতে চতুর্দ্দিকে বহুদূর দৃষ্টিগোচর হয়। কেহ কেহ বলেন, মিনারে আলোকমঞ্চও ছিল। বহুকাল হইল, মিনারের উপরিভাগ ভগ্ন হইয়াছে; কিন্তু নিম্নের দুইটী তলা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহার উচ্চতা ৬০ ফিট।

মালদার (আরবী) ধনী, বড়লোক।

মালদেব, যোধপুরের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। [মারবার দেখ] তিনি রাঠোরবংশের উজ্জ্বল সূর্য্যস্বরূপ। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে রাঠোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ন্যায় পরাক্রান্ত নরপতি আর মারবার-সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুতে মারবারে যে বিষাদরজনীর আবির্ভাব হইয়াছিল, মালদেবের অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজস্থানের সৌভাগ্যাকাশ আবার প্রভাত-সূর্য্যের অরুণকিরণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা তাঁহাকে রাজপুতনার সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী নরপতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মালদেব লোদীদিগের অধিকৃত নগর এবং আজমীঢ় পুনরধিকার করিলেন। ১৫৪৩ খৃঃঅব্দে তিনি সিদ্ধিগণের নিকট হইতে ঝালোর,শিবানা এবং ভদ্রার্জ্জুন অধিকার করিয়া লন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ৪০টী প্রদেশ বাহুবলে অধিকার করিয়া মারবাররাজ্যকে সমৃদ্ধ করিলেন। তাঁহার যত্নে নানাপ্রকার দুর্গ এবং অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া রাজধানী সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। তিনি যোধপুরের চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য উচ্চ প্রাচীর, প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মৈরতার মালকোট দুর্গ, ভট্টিজাতিকে পরাভূত করিয়া পোকণে সুদৃঢ় দুর্গ এবং ভীমলোদ পর্ব্বতে ভদ্রার্জ্জুন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ফলতঃ তাঁহার রাজত্বকালে যোধপুর উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল। শম্বরহ্রদের লবণের আয় হইতে ব্যয়বাহুল্যসত্ত্বেও তাঁহার ধনভাণ্ডার পূর্ণ থাকিত।

১৫৪২ খৃঃঅঃ পর্য্যন্ত দশ বৎসর রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া মালদেব রাজ্যরক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত-দলপতি অজ্ঞাতসারে প্রাধান্যলাভে চেষ্টা করিতেছিলেন। মালদেব কৌশলে নানাপ্রকার ক্ষমতা দান করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে শান্তিস্থাপন করিতে লাগিলেন।

হুমায়ুন তখন দিল্লীর সম্রাট্। কিন্তু অচিরেই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা সেরশাহ বাহুবলে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করিলেন এবং হুমায়ুনকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন। তখন রাজ্যচ্যুত পলায়নপর হুমায়ুন মালদেবের সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু মালদেব বিশ্বাসঘাতকতাদ্বারা স্বীয় নামে দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিলেন। বিয়ানার প্রসিদ্ধ যুদ্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রায়মল হত হইল। কিন্তু তখন মালদেব স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, পলায়নপর হুমায়ুনের ভাবী বংশধর অকবর ভারতের রাজরাজেশ্বর হইবেন। পলায়নকালে মরুভূমি-মধ্যস্থ অমরকোট নগরে অকবরের জন্ম হয়। মালদেব শরণাগত অতিথির প্রতি সদ্ব্যবহার করেন নাই, ভবিষ্যতে ইহার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। [অকবর দেখ] মালদেব শরণাগত হুমায়ুনের সাহায্য না করিয়াও সেরশাহের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইলেন।

১৫৪৪ খৃঃ অঃ সেরশাহ ৮০ হাজার সৈন্য লইয়া মালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মালদেব ৫০ হাজার সৈন্য লইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। রাজপুত-সৈন্যগণের

সুশিক্ষা এবং ব্যূহনির্ম্মাণনৈপুণ্য দর্শন করিয়া যুদ্ধ-বিশারদ সের শাহ ভীত হইয়া আকস্মিক আক্রমণ হইতে নিবৃত্ত থাকিলেন এবং অবিমৃষ্যকারিতার জন্ম মনে মনে অনু-তাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে পলায়নেরও উপায় নাই দেখিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উভয় সৈন্ত সম্মুখীন হইয়া একমাস, কাল অপেক্ষা করিল, তথাপি সের শাহ রাজপুত-সৈন্ত আক্রমণে সাহসী হইলেন না। পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা অত্যন্ত অপমানজনক মনে করিয়া কূটবুদ্ধি সেরশাহ বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করিলেন। রাজপুত-সেনাপতিদিগের মধ্যে অবিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোন সেনাপতির সহিত সন্ধির প্রস্তাব চলি-তেছে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া তিনি দূত প্রেরণ করিলেন। সের শাহের কপটতাজাল ছিন্ন হইয়া গেল, দূত ইচ্ছাপূর্ব্বক মালদেবের নিকট যাইয়া পড়িল। মালদেব সেনাপতিদিগের আচরণে সন্দিহান হইয়া তাহাদিগের প্রতি অযথা ব্যবহার করিলেন। ইহাতে প্রভুভক্ত রাজ-পুতসেনাপতিগণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। একজন সেনা-পতি অমূলক সন্দেহ সহ্য করিতে না পারিয়া ১২ হাজার সৈন্তসহ প্রবলবেগে সের শাহের সৈন্ত মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহু সহস্র পাঠানসৈন্তের প্রাণ-সংহার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহাদের বিক্রমে সেরশাহের ব্যূহ একবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। মালদেব বহু বিলম্বে সের শাহের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন। সেরশাহ অতি কষ্টে সেই বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন, "তিনি মরুভূমিজাত মুষ্টিমেয় ভুট্টার জন্ত হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য হারাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন।"

কিছুদিন পরে হুমায়ুনের অদৃষ্টলক্ষ্মী প্রসন্ন হইলেন। দিল্লীর রাজপ্রাসাদে মোগল-পতাকা উড্ডীন হইল। অল্প দিন পরেই হুমায়ুনের মৃত্যু হইল। অভ্যুদয়শীল বালক অকবর চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন হইলেন।

বোধ হয়, অকবরশাহ মালদেবের দুর্ব্ব্যবহারে অমরকোটে আসন্নপ্রসবা জননীর দুঃখ স্মরণ করিয়াই, সিংহাসনারোহণের অনতিকাল পরেই ১৬৬১ খৃঃ অঃ মারবারবিজয়ে যাত্রা করেন। অচিরেই মালদেবের প্রিয় দুর্গ মৈরতা বা মালকোট তাঁহার অধিকৃত হইল। নববলদৃপ্ত অকবর মালদেবের সুরক্ষিত শৈলদুর্গগুলি অধিকার করিয়া বিকানীর-রাজ রায়সিংহকে প্রদান করিলেন।

দূরদর্শী মালদেব সৌভাগ্যলক্ষ্মী অকবরের অনুরাগিণী দেখিয়া সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ৪র্থ পুত্র চন্দ্রসেনকে উপঢৌকন সহ আজমীরে প্রেরণ করিলেন। অকবর তখন আজমীর জয় করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সম্রাট্ অকবর চন্দ্রসেনের উদ্ধত ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বিকানীররাজ রায়সিংহকে সনন্দ দ্বারা পুনরায় সমগ্র যোধ-পুররাজ্য প্রদান করিলেন।

কিছুদিন পরেই বিপক্ষসৈন্ত যোধপুর আক্রমণ করিল। মালদেবের রাজধানী অবরুদ্ধ হইল। বৃদ্ধ বীর সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইলেন এবং বশ্যতা স্বীকার করিয়া ৩য় পুত্র উদয়সিংহকে উপঢৌকন সহ সম্রাট্ সমীপে প্রেরণ করিলেন। অকবর উদয়সিংহের বিনয়নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যোধপুরের ভাবী রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে মালদেব ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মালদেবকে মৃত্যুকালে অশান্তির বৃশ্চিক-দংশন সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি বিপুল পরাক্রমে যে বিশাল রাজ্য সংগঠন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই মোগলসাম্রাজ্যের অঙ্গপুষ্টি করিল; কিন্তু তাঁহার জীবনকালে কোন মুসলমান রাজপুত-কুলললনার পবিত্র পাণিগ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি যদি আর কিছুদিন জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে উদীয়মান চিতোররাজ প্রতাপসিংহের সহযোগি-তায় রাজপুত-স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে পারিতেন।

মালদেবের দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে উদয়সিংহই ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। উদয়সিংহ অকবরের সহিত স্বীয় ভগিনী যোধাবাঈএর বিবাহ দেন।

মালদ্বীপ, (মলয়দ্বীপ) ভারত-মহাসাগরের অন্তর্গত সিংহলের সন্নিহিত একটী দ্বীপপুঞ্জ। অক্ষা০ ৪২´ দক্ষিণ হইতে ৭°৬´ উত্তর এবং দ্রাঘি০ ৭২°৩৩´ হইতে ৭৩°৪৪´ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সমুদায়ে ১৯টী দ্বীপপুঞ্জ আছে। দ্বীপগুলি দৈর্ঘ্যে ৪৬৯ এবং প্রস্থে ৬০ মাইল। দ্বীপমধ্যবর্ত্তী প্রণালী-গুলিতে জল অত্যন্ত গভীর। কিন্তু সমুদ্রাংশে তত বেশী গভীরতা নাই। এইজন্ত শৈলময় উপকূল ভাগে সমুদ্রতরঙ্গ প্রবলবেগে আঘাত করিয়া থাকে। প্রণালী গুলি দিয়া অর্ণবপোত সমূহ সহজে দ্বীপশ্রেণী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

'মালদ্বীপ' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ নানা-বিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। চারিটী প্রধান দ্বীপ লইয়া মালদ্বীপ গঠিত দেখিয়া তাঁহারা নেলেদ্বীপ শব্দ হইতে ইহার নামোৎপত্তি স্বীকার করেন। মলবার ভাষায় নেলে শব্দের অর্থ চার। মতান্তরে দিবমহল হইতে মালদ্বীপ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মহল অর্থে রাজপ্রাসাদ। কোন একটী দ্বীপে সুলতানের মহল ছিল, তাহা হইতে দ্বীপপুঞ্জের নাম মহলদ্বীপ হইয়াছে। আবার কেহ বলেন দ্বীপশ্রেণী মালার ন্যায় অব-

স্থিত, এইজন্ম মালাদ্বীপ বা মালদ্বীপ নাম হইয়াছে; কিন্তু মলবর, মলয়, মালদ্বীপ প্রভৃতি শব্দ মলয় শব্দ হইতেই উৎপন্ন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মলয়দ্বীপের নাম পাওয়া যায়। তাহাতে এই দ্বীপ বহুবিস্তৃত বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, এই দ্বীপগুলি প্রবালকীট-নির্ম্মিত। আবার কেহ বলেন যে, দ্বীপপুঞ্জগুলির নিকটবর্ত্তী স্থানে এক্ষণে অধিক সংখ্যক প্রবালকীট দৃষ্ট হয় না এবং দ্বীপগুলির অবস্থান দৃষ্টে মনে হয় যে ভারতের দক্ষিণে মলয় হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত একটী প্রকাণ্ড ভূখণ্ড ছিল, পরে ভূপঞ্জর চালনায় বা পৃথ্বীর অভ্যন্তরস্থ অগ্নির শক্তিতে উক্ত ভূখণ্ড সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। কেবল অত্যুচ্চ পর্ব্বতাগ্রগুলি ইতস্ততঃ দ্বীপরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাস্তবিক লঙ্কা হইতে মলয়-প্রায়দ্বীপ পর্য্যন্ত স্থানে অধিবাসী এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদির যেরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে উক্ত সিদ্ধান্ত অসমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

মালদ্বীপের ভাষায় দ্বীপের স্থানীয় নাম আটোল। দ্বীপপুঞ্জগুলির মধ্যে ১৬টী প্রধান এবং ইহাদের প্রত্যেকটীতে মনুষ্যের বাস আছে।

১। হিবান্দু ফোলো আটোল ১২ মাইল দীর্ঘ ৭ মাইল প্রস্থ। ২৪টী দ্বীপপুঞ্জে ইহা গঠিত। তন্মধ্যে ৭ টীতে লোকের বাস আছে।

২। টিল্লাড়ু মাটি আটোল, পরিমাণ ৩৫ বর্গ মাইল। ৩৮টী দ্বীপপুঞ্জে গঠিত। সকলগুলিতে লোকের বাস আছে।

৩। মালকম—এখানে বহুসংখ্যক অর্ণবপোত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

৪। মিলাড়ু মড়ু, ১০১ দ্বীপপুঞ্জে গঠিত। তন্মধ্যে ২৩টীতে লোকের বাস।

৫। ফৈড়ি ফোলো, ১০টী দ্বীপে গঠিত।

৬। মাহ্লপ মাড়ো অক্ষা০ ৫° হইতে ৬° পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ৪টী দ্বীপপুঞ্জে গঠিত।

৭। অরি আটোল পুর্ব্বদিকে, বহুসংখ্যক দ্বীপে গঠিত।

৮। মালে আটোল, ইহার নিকট মালে দ্বীপ বা রাজদ্বীপ অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা ২০০০। যুরোপীয়দিগের পক্ষে ইহার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর।

৯। খড়দ্বীপ বা কার্ড়ু।

১০। দক্ষিণ মালেদ্বীপ ২২টী দ্বীপে গঠিত। কেবল ৩টী দ্বীপে লোকের বাস।

১১। ফালে ডো আটোল, অক্ষা০ ৩°১৯´ হইতে ৩°৪১´ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

১২। মোলোক আটোল, পুর্ব্বপশ্চিমে ১৫ মাইল বিস্তৃত।

১৩। নীলান্ডু আটোল, অক্ষা০ ২°৪০´ হইতে ৩°২০´ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ২০টী দ্বীপে গঠিত।

১৪। কুয়ো মণ্ডু আদো মাটি, সুরাদ্বীপ নামক দ্বীপপুঞ্জ।

১৫। কুয়া মোলকু, দক্ষিণপুর্ব্বসীমায় অবস্থিত। এক ক্রোশ দীর্ঘ। অধিবাসীরা অধিকাংশ তন্তুবায় ও মৎস্যজীবী।

১৬। আদ্দু আটোল মালদ্বীপের দক্ষিণ-সীমান্তবর্ত্তী। ইহা বিষুবরেখার অতি সন্নিহিত। প্রায় ১৭৫টী দ্বীপে লোকের বাস আছে। সর্ব্বসমেত অধিবাসিসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে, মালদ্বীপে ১০০০০ ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

ইব্‌ন-বতুতা নামক একজন আরবদেশীয় ভ্রমণকারী ১৩৪০ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথমে মালদ্বীপে উপস্থিত হন এবং তথাকার উজীরের কন্যাকে বিবাহ করেন। তৎপরে ১৬০২ খৃঃ অব্দে পিরার্ড (Pyrard) নামক একজন ফরাসী নাবিক জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায় মালদ্বীপে উপস্থিত হন। দ্বীপবাসীরা তাঁহাকে পাঁচ বৎসর বন্দী করিয়া রাখে।

তাঁহার পুর্ব্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণ মালদ্বীপ আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমানকালে লেপ্টেনাণ্ট ক্রিষ্টোফার (Lieutenant Christopher R. N.) ভূমি মাপ করিবার জন্য মালদ্বীপে উপস্থিত হন। তিনি এক বৎসর কাল তথায় অবস্থান করিয়া বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার বিবরণ হইতেই এখানকার যাবতীয় তত্ত্ব জানা গিয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে মালদ্বীপ সিংহলরাজ্যের শাসনাধীন ছিল। গ্রীক, আরবীয় এবং চীনদেশীয় পর্য্যটকগণ সকলেই মালদ্বীপ সিংহলের শাসনাধীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পিরার্ডের সময়ে এখানে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, অদ্যাপি তাহাই আছে। সিংহলী ভাষাই এখানকার প্রচলিত ভাষা। বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। ইব্‌ন বতুতার বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দ্বীপবাসিগণ মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল।

যোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্ত্তুগীজগণ এই দ্বীপে সামান্য ভাবে আধিপত্য করিয়াছিল।

আলেকজান্দ্রিয়াবাসী পপুস্ (Pappus) নামক প্রসিদ্ধ পর্য্যটক চতুর্থ শতাব্দীতে সিংহলভ্রমণ উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে, ১৩৭০ দ্বীপ সিংহলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ৫ম শতাব্দীতে চীনপর্য্যাটক ফা-হিয়ানও সিংহলের চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক দ্বীপের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, ঐ সমস্ত দ্বীপে হীরক ও মুক্তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। টলেমী এবং

কস্‌মস্ (Cosmos) ষষ্ঠ শতাব্দীতেও এই সকল দ্বীপাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। সলিমান (Sulliman) ৯ম শতাব্দীতে লিখিয়াছেন যে, এই সমস্ত দ্বীপ তথাকার এক সম্রাজ্ঞীর শাসনাধীনে ছিল। ১১শ শতাব্দীতে আল্ বিরুণি এই সমস্ত দ্বীপের উল্লেখকালে কড়ির ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

মিঃ গ্রে মালদ্বীপবাসিগণের আচারব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, প্রাচীনকালে মালদ্বীপবাসীরা যে দানব-পূজক ছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক স্থলে বৌদ্ধধর্ম্মেরও নিদর্শন দেখা গিয়াছে। ৪০০ বৎসর মাত্র তাহারা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। যে মুসলমান-প্রচারক সর্ব্ব-প্রথমে এখানে ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাঁহার সমাধিস্থান মালি-দ্বীপে বিদ্যমান আছে। অধিবাসীরা অত্যন্ত ভক্তির সহিত ঐ স্থান দর্শন করিয়া থাকে। মালদ্বীপে "বুদু" শব্দে প্রতিমা বুঝায়। মন্দিরকে 'বৌদখানা' কহে। বোধ হয়, উহা বৌদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ হইবে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একজন সমুদ্রবাসী দৈত্য মালদ্বীপবাসিনী কুমারীদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিত এবং তাহাদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত। মাঘ্রেবিন আবুল বেরাকাত নামক এক মুসলমান-প্রচারক কোরাণের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সেই দৈত্যকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া বিদূরিত করেন।'

মালদ্বীপবাসিগণ অনেকাংশে সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছে। তাহারা ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, মলবার উপ-কূল এবং সিংহলের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে। তাহারা নাবিকবিদ্যায় সাতিশয় নিপুণ। মালদ্বীপে উক্ত শাস্ত্র শিখাই-বার জন্য কএকটী বিদ্যালয় আছে। অধিবাসীরা অতি নিরীহ এবং শান্তপ্রকৃতি। সভ্যজগতে যে দোষ দেখা যায়, এখানে তাহার কিছুই নাই। নরহত্যাদি এবং তস্করতাদি অপরাধ তথায় এখনও শ্রুতিতে বিদ্যমান। তাহারা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে না। অধিবাসিগণ গাঢ় তাম্রবর্ণ এবং খর্ব্বাকৃতি। কোন কোন স্থলে নিগ্রোজাতির সংস্রবদোষ দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোকেরা সুশ্রী নহে, কিন্তু অতি ভীরুপ্রকৃতি। সভ্যতার শক্তির বহির্ভাগে অনন্তলবণাম্বুপূর্ণ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে বাস করিয়া তাহারা মগ্নপোত বৈদেশিক নাবিকদিগের প্রতি যেরূপ আতিথিবাৎসল্য প্রদর্শন করে, তাহা সভ্যতাভিমানী সদাচারগর্ব্বিত সুসভ্য মনুষ্য মধ্যেও দৃষ্ট হয় না।

বহুসংখ্যক অর্ণবপোত এই স্থানে জলমগ্ন হইয়াছে। ১৮৭৭ খৃঃ অঃ লিফে (Leffy), ১৮৭৯ খৃঃ অঃ সিগল (Sea-gall) ও ১৮৮০ খৃঃ অঃ কন্‌সেট (Consett) নামক সুপ্রসিদ্ধ অর্ণব-পোত সকল এই স্থলে জলমগ্ন হয়। এখন নানা কারণে বর্ত্তমান সুলতানের ধারণা হইয়াছে যে, মগ্ন জাহাজের উপর জীবিত নাবিকগণের স্বত্ব নাই। এইজন্য সুলতানের অনুমতি ব্যতীত কেহ জাহাজ-উদ্ধরণে সাহায্য করিতে পারে না।

এখানকার উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে নারিকেলই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। পথপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ নারিকেলবৃক্ষ রোপিত হয়। তালও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ঐ সমস্ত বৃক্ষ ৬০।৭০ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। অন্যান্য ফলও অল্পাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ভুট্টা ও তুলা কোন কোন স্থানে উৎপন্ন হয়, অগণিত কড়িস্তূপ উপকূল ভাগে দৃষ্ট হয়। কড়িই দ্বীপবাসী-দিগের প্রচলিত মুদ্রা। মৎস্যই এখানকার প্রধান খাদ্য এবং বাণিজ্যদ্রব্য। বনিতো নামক মৎস্য প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। একজন মৎস্যজীবী প্রত্যহ ১০০০ মৎস্য ধরিতে পারে। সমস্ত দ্বীপগুলির উৎপন্ন দ্রব্য মালিদ্বীপে প্রেরিত হয়, পরে তথা হইতে ভারতের নানাস্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। লোণা ও শুষ্কমৎস্য, নারিকেল, নারিকেলতৈল, বিচিত্র কারুকার্য্যযুক্ত মাদুর, প্রবাল, কচ্ছপের অস্থি, এবং কড়িই প্রধান বাণিজ্য। বৈদেশিক বণিকগণ প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসে এখানে নানা-প্রকার শস্য, রেশম, তামাক, লবণ, চাউল, বস্ত্র, ঘৃত, চীনের বাসন, লৌহ ও পিত্তলনির্ম্মিত তৈজসাদি লইয়া আসে এবং আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

দ্বীপপুঞ্জগুলি একজন সুলতান দ্বারা শাসিত হয়। তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি উত্তরাধিকারসূত্রে রাজ্য প্রাপ্ত হয়। সুল-তানের অধীনে ছয় জন মন্ত্রী আছেন। প্রধান মন্ত্রীকে ভুরিমিন্দ কহে। তিনিই আবার প্রধান সেনাপতি। সুল-তানের নিম্নেই প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা, কারণ তিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং প্রধান বিচারপতি। এইরূপে কোষাধ্যক্ষ, বন্দরাধ্যক্ষ প্রভৃতি অন্যান্য মন্ত্রী আছেন। এই সমস্ত রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ সুলতানের অট্টালিকার নিকটেই বাস করেন। বৈদেশিক বণিকগণ রাজধানী ব্যতীত অন্যত্র দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারেন না। ভারতবর্ষের প্রচলিত মুদ্রা তথায় ব্যবহৃত হয়। এক টাকায় ১২০০০ কড়ি পাওয়া যায়।

১৭৯৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা সিংহল অধিকার করিয়াছেন। তদবধি মালদ্বীপের সুলতান ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রতিবৎসর ইংরাজ-দিগকে কর দিয়া থাকেন। সুলতানের নিকট হইতে রাজদূত উপঢৌকন লইয়া প্রতিবৎসর কলম্বো নগরে আসিয়া থাকেন। উপকূল হইতে গবর্ণমেণ্ট-প্রাসাদ পর্য্যন্ত তাঁহার অভিনন্দন অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মালদ্বীপের প্রচলিত

পদ্ধতি অনুসারে রাজদূতকে স্থলতানপ্রদত্ত পত্র রৌপ্যনির্ম্মিত পত্রে রাখিয়া দুই হস্তে ধরিয়া মাথায় বহন করিতে হয়। পত্রের আবরণ মকমল এবং সুরঞ্জিত রেশমে নির্ম্মিত হয়।

মালদ্বীপে তিন প্রকার বর্ণমালা দৃষ্ট হয়. ১ম ডিউহি হাকুরা, ২য় আরবীর এবং ৩য় গাবিলি-টানা। শেষোক্ত ভাষাই মালদ্বীপবাসিগণের মাতৃভাষা। প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে ডিউহি হাকুরা অক্ষরমালা দৃষ্ট হয়। বোধ হয়, আদিম অধিবাসীরা ঐ বর্ণমালা ব্যবহার করিত। কোন কোন দক্ষিণসীমান্ত দ্বীপে উক্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ পুস্তকাদি পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ে কোরাণের লিখন পঠন হইয়া থাকে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা নাবিকপঞ্জিকার অনুবাদ করিয়া ব্যবহার করে। বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের সংস্রবে ইহারা ভাষায় অনেক নূতন শব্দ সন্নিবেশ করিয়াছে।

ইহাদিগের মধ্যে সংখ্যাজ্ঞাপক কোন অঙ্ক নাই। অক্ষরের দ্বারা সংখ্যা নির্ণয় করে এবং ১ম হইতে ৯ এর পরিবর্ত্তে ১২ পর্য্যন্ত গণনা করে।

এ স্থানের জলবায়ু তত স্বাস্থ্যকর নহে। বুরিবেরি নামক উদরাময় পীড়ায় দেশীয় অধিকাংশ লোক আক্রান্ত হয়। জ্বর হইলে লোকে প্রায় বাঁচে না। তাপমান যন্ত্রের পারদ ৭৫° হইতে ৮৫° পর্য্যন্ত উঠে।

মালপাহাড়িয়া, সাঁওতাল-পরগণার রাজমহল-পর্ব্বতবাসী জাতিবিশেষ। জাতিতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকে দ্রাবিড়জাতীয় বলিয়া মনে করেন। এই জাতি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মৃগয়া দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহারা 'ঝুম' প্রথায় চাস করিয়া থাকে। উত্তরাংশবাসী মালপাহাড়িয়াগণ দক্ষিণ প্রদেশবাসী জাতিদিগকে 'মালের' কহে এবং তাহাদিগকে সজাতি বলিয়া স্বীকার করে। কিন্তু দক্ষিণের মালপাহাড়ীরা তাহা স্বীকার করে না। ইহারা বরং উত্তরবাসীর নানারূপ দোষ বাহির করিয়া থাকে। ইহারা উত্তরবাসীদিগকে 'চেট' এবং আপনাদিগকে "মাল" বা "মাড়" বলে। মালদিগের ৩টী বিভাগ দৃষ্ট হয়,—কুমারপলি, মাজরপলি, ও মারপলি। তাহারা উত্তরপর্ব্বতবাসী থাককে 'সুমরপলি' বলে।

এই সমস্ত বর্ণনাদৃষ্টে মনে হয় যে, ইহারা একই জাতি হইতে উৎপন্ন। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের আচারব্যবহার প্রায় একরূপ। ইহারা অশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা রাজা, তাহাদিগের উপাধি "সিংহ"। মধ্যবিত্ত ধনিগণ গৃহী নামে পরিচিত। ইহারা স্বজাতীয় দরিদ্রদিগকে টাকাকড়ি ধার দিয়া সাহায্য করে। কেহ কোন রাজকীয় কর্ম্ম করে না। ৩য় সম্প্রদায়কে গ্রামের 'মাঁঝি' বা মোড়ল বলে। ৪র্থ সম্প্রদায় বা আশ্রিতগণ কেবল পশু শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে।

কেহ কেহ বলেন যে, মালপাহাড়ীরা আদিম পাহাড়ী জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কারণ মালপাহাড়ীরা হিন্দুজাতির সংসর্গে আসিয়া অনেকাংশে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানকালে পাহাড়ি-জাতির সঙ্গে ইহাদের বিবাহ চলিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, উভয় জাতিই বিভিন্ন।

মালপাহাড়িরা আবার দুইটী অবান্তর শাখায় বিভক্ত। মালপাহাড়িয়া ও কুমার বা কোমরভাগিয়া। পূর্ব্বোক্ত কুমারপলি জাতি শেষোক্ত জাতি হইতে অভিন্ন। ইহাদের এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে, কোন গাভী হইতে ইহাদের উৎপত্তি। মানভূমের পঞ্চকোটেও ঐরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। বুকানন সাহেব অনুমান করেন যে, পূর্ব্বকালে কোন রাজা হয় ত একজন মালপাহাড়িয়াকে দেওয়ান বা ফৌজদারপদে অভিষিক্ত করিয়া থাকিবেন, তাহা হইতে পঞ্চকোটবংশের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ কথার কোন ভিত্তি নাই।

ইহাদের মধ্যে বাল্য ও যৌবন উভয় বিবাহই প্রচলিত আছে। প্রায়ই ১০।১১ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ হয় না, অনেক স্থলেই কন্যার যৌবনপ্রাপ্তির বহুপরেও বিবাহ হয়। সেরূপ স্থলে কন্যাগণ পুরুষের সংস্রবে পড়িলে তত দোষ হয় না। কারণ বিবাহের পূর্ব্বে কোন কন্যার গর্ভ হইলে, যাহা দ্বারা গর্ভ হইয়াছে, তাহাকেই সেই কন্যা বিবাহ করিতে হয়। কন্যার পিতা কন্যার জন্য পণ গ্রহণ করে। ঘটকেরাই সম্বন্ধনির্ণয় করিয়া থাকে। ৫৲ হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত পণের সংখ্যা। যে দিন কন্যার পিতাকে সমস্ত অর্থ শোধ করিতে হইবে, সে দিন কন্যার জন্য কিছু মদ্য এবং একখানি সাড়ী পাঠাইতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, ততক্ষণ উক্ত দ্রব্য কন্যার মামার নিকট গচ্ছিত থাকে। বিবাহে মাতুলের প্রাধান্য দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে মাতার সম্বন্ধে সকলে পরিচিত হইত। কন্যার পণ দেওয়া হইলে ঘটক পুনর্ব্বার কন্যার গৃহে প্রেরিত হয়। সেই সময়ে ঘটকের হস্তে একটী তীরের আঘাতের চিহ্ন থাকে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বদ্ধ করা হয়। বিবাহের যে কয়দিন বাকী থাকে, সেই কয়টী গ্রন্থি প্রদত্ত হয়। কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিরা প্রত্যহ একটী গ্রন্থি খুলিয়া লয়। বিবাহের পূর্ব্বদিন বর আসিয়া কন্যার গৃহের নিকট অবস্থান করে। কন্যার পিতাকে বিবাহের দিন পূর্ব্বাহ্ণে একটী বড় ভোজ দিতে হয়। শালবৃক্ষের শাখা দ্বারা বেষ্টন করিয়া

বরের বসিবার স্থান প্রস্তুত করে। সেই স্থানে বরকে পূর্ব্ব-মুখী বসাইয়া কন্যার সহিত মিলিত করা হয়। কন্যাও হরিদ্রাবর্ণের সাড়ী পরিয়া থাকে। কন্যার সমবয়স্কারা সুন্দররূপে বেশরচনা করিয়া বরের হস্তে সিন্দুর দেয়। বর সেই সিন্দুর লইয়া কন্যার সীমন্তে লেপন করে। কন্যার সঙ্গিনীরা কন্যার অঙ্গুলিতে সিন্দুর মাখাইয়া বরের কপালে ৭টা ফোটা কাটিয়া দেয়। সেই সময়ে অত্যন্ত আনন্দের সহিত বাদ্যধ্বনি ও নানাবিধ উৎসব হইয়া থাকে। নর্ত্তকীরা নাচে এবং গায়কীরা উচ্চৈঃস্বরে গান করে। সন্ধ্যাকালে সকলে বরের গৃহাভিমুখে গমন করে। সেখানে সকলে নাচগানে পরমানন্দে রাত্রি যাপন করে। ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। এক জনে যত ইচ্ছ বিবাহ করিতে পারে। তবে সাধারণতঃ স্ত্রী বন্ধ্যা হইলেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। স্ত্রীর ২।৩টী ভগিনী থাকিলে, স্ত্রীর অগ্রজ ভিন্ন সকলকেই বিবাহ করিতে পারে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু দেবর থাকিলে আর কাহাকে বিবাহ করিতে পারে না, তাহাকেই বিবাহ করিতে হয়। কিন্তু দেবর ভ্রাতৃ-পত্নীকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলে তখন সে ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে। কেবল তাহার নূতন স্বামীকে পূর্ব্বস্বামীর পরিজনবর্গকে ২টী টাকা প্রদান করিতে হয়। বিধবাবিবাহে কন্যার কপালে সিন্দূর প্রদান বা অন্য কোন বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। কেবল বর একখানি নূতন কাপড় পরাইয়া বিধবাকে গৃহে লইয়া যায়। স্ত্রী ব্যভিচারিণী বা অপ্রিয়বাদিনী হইলে গ্রাম্য পঞ্চায়তের মত লইয়া স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। অথবা দম্পতীর সম্মতি হইলেই তাহারা গ্রাম্য পঞ্চায়তের সম্মুখে একটা শালপাতা ছিঁড়িয়া বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারে। স্বামীর বর্ত্তমানে স্ত্রী উপপতি করিলে উপপতিকে স্বামি-প্রদত্ত বিবাহপণ দিতে হয়। কিন্তু পরিত্যক্তা স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রত্যর্পিত বিবাহপণ সেই স্ত্রীই পাইয়া থাকে।

ইহাদিগের উপাস্য দেবতার মধ্যে সূর্য্যই প্রধান। প্রাতঃ-কালে ও সন্ধ্যাকালে সকলে সূর্য্যোপাসনা করিয়া থাকে। বিশেষ রবিবারে গৃহস্বামীকে বিশেষভাবে সূর্য্যপূজা করিতে হয়। তজ্জন্য তাহাকে শুক্রবারে লবণহীন খাদ্যাদি খাইয়া সংযম করিয়া থাকিতে হয় এবং শনিবারে উপবাস করিয়া কেবল দুগ্ধ ও গুড় খাইতে হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একটী মৃৎপাত্র, নূতন ঝুড়ি, চাউল, তৈল, সুপারি, সিন্দূর ও একটী আম্রপল্লব-যুক্ত জলপূর্ণ পিত্তলের ঘট লইয়া গৃহের সম্মুখে মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হয়। যখন প্রভাতে সূর্য্যের অরুণকিরণ প্রাচীদ্বার হইতে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়, তৎক্ষণাৎ গৃহস্বামী পূজা-দ্রব্যাদি লইয়া উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে থাকে। তাহারা সূর্য্যকে গোঁসাই বলিয়া সম্বোধন করে। প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্য যেন তাহাদিগকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন। চাউলগুলি একটী ছাগশিশুকে দেওয়া হয়। ছাগ-শিশু চাউল খাইতে আরম্ভ করিলে তাহারা এক আঘাতে তাহাকে বলি দিয়া থাকে। সেই ছাগের মাংস রন্ধন করিয়া পরিজনবর্গ আনন্দসহকারে ভোজন করে। কেবল ছাগমুণ্ড স্বতন্ত্রভাবে রন্ধন করা হয়। কারণ সে প্রসাদ, সেই পরিবারস্থ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ ভক্ষণ করিতে পায় না।

সূর্য্যের পরেই তাহারা ধরিত্রী মাতার (ধরতী মাই) উপাসনা করিয়া থাকে। ধরিত্রীর কিঙ্করী "গরামী" দেবীরও উপাসনা প্রচলিত। তৎপরে সিংহবাহিনীর পূজা। সিংহবাহিনী ব্যাঘ্র, সর্প ও বৃশ্চিকাদি প্রাণীর উপর আধিপত্য করেন। পৃথিবী মাতার পূজায় আষাঢ় ও মাঘমাসে ছাগ, শূকর ও পক্ষী প্রভৃতি বলি প্রদত্ত হয়।

হিন্দুদিগের দুর্গোৎসবের সময় তাহারা ছাগল এবং মহিষ-বলি দিয়া সিংহবাহিনীর পূজা করে। মাঝি সমস্ত পূজা করিয়া থাকে।

মালপাহাড়িয়াগণ সকলেই অতিশয় নৃত্যপ্রিয়। ইহাদের মধ্যে একটী কৌতুকজনক প্রথা আছে। যাহার কল্যাণে নৃত্যোৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে উৎসবের পূর্ব্বরাত্রিতে তৃণশয্যায় শয়ন করিতে হইবে। পরে মদ্যপানোন্মত্ত নর্ত্তক-নর্ত্তকীবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে করিতে নিদ্রিত ব্যক্তির চারিদিকে নাচ গান করিবে।

পূর্ব্বোক্ত দেবতাদি ব্যতীত ইহারা কতকগুলি দানবের পূজা করে। তন্মধ্যে চোরদানো এবং মহাদানাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ডিমের নৈবেদ্য দিয়া মহাদানার পূজা হয়। হিন্দু দেব-দেবীর মধ্যে তাহারা কালী ও লক্ষ্মীর পূজা দিয়া থাকে।

মালী জাতির ন্যায় মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজাও ইহা-দের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহারা শালবৃক্ষে সিন্দুরমণ্ডিত করিয়া তাহার পূজা করে। সেজন্য কেহ শালবৃক্ষ কাটিতে পারে না। মাঝি বা গৃহস্বামীই পুরোহিতের কায করে। ইহারা অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত।

ইহারা মৃতদেহ দাহ করিয়া থাকে। কেবল দাহান্তে অস্থি লইয়া নদীর গভীর জলে ফেলিয়া দেয়।

অশৌচকাল পাঁচদিন, এই সময়ের মধ্যে কেহ লবণব্যবহার করিতে পারে না। পরে ৬ষ্ঠ দিনে ক্ষৌরকার্য্য সমাপনান্তে জ্যেষ্ঠপুত্র জ্ঞাতিবর্গকে ভোজ দিয়া থাকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার

জন্ত রাজাকে যথোচিত কর দিতে হয়। সেই সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া মৃতব্যক্তির যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা পুত্রগণের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হয়। কন্তারা কিছুই পায় না। দরিদ্রেরা অর্থাভাবে মৃতদেহ সমাহিত করে, এবং তাহাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কিছুই হয় না। কিন্তু কুমারভাগ অঞ্চলের ধনী মালপাহাড়িয়ারা প্রতিবেশী হিন্দুগণের অনুকরণে শ্রাদ্ধাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইহারা 'ঝুম' চাষ এবং পশু শিকারকে আপনাদের পৈতৃক ব্যবসায় বলিয়া মনে করে। শস্তাদি ভালরূপ উৎপন্ন না হইলে তাহারা নানাপ্রকার বন্ত ফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করে। বর্ত্তমান কালে তাহারা ফল মূলাদির চাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা শূকর ও মুরগীর মাংস খায়। কিন্তু গোমাংস, সর্প ও ইন্দুর খায় না।

মালপুর, বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে একটী করদরাজ্য, রাজধানীর নাম মালপুর। অক্ষা° ২৩° ২১´২০˝ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২৪´৩০˝ পূঃ। ইহা মহীকান্তারাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এই প্রদেশ পর্ব্বত ও জঙ্গলপরিবৃত। বাজরা ও গম এখানকার প্রধান শস্ত এবং অন্তান্ত শস্তও আছে। ইদররাজের বংশ হইতে বর্ত্তমান মালপুরের রাজগণ উৎপন্ন। কিরাতসিংহজীর কনিষ্ঠপুত্র বিরাজ মল ইদর রাও হইতে ৭ম পুরুষ। তিনি প্রভূত পরিমাণে রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র খানজিমাল নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। তাহার পৌত্র রণধীর সিংহজী মান হইতে মরাণা নামক স্থানে বাস করেন। তৎপরে তাঁহার প্রপৌত্র রাবল বাগ সিংহজী মালপুরে অধিষ্ঠিত হন। তৎকালে মালপুর মালোকান্ত নামক একজন ভীল সর্দ্দারের অধীনে ছিল। মালপুরবাসী একটী ব্রাহ্মণের এক পরমাসুন্দরী কন্তা ছিল। মালোকান্তের সহিত তাহার অত্যন্ত প্রণয় হয়। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাবল সিংহজীর শরণাপন্ন হন। রাবল যুদ্ধে মালোকান্তকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করেন। তদবধি রাবলের বংশধরগণ তথায় রাজত্ব করিতেছেন। রাবল দীপসিংহজী ১৮৮১ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি রাঠোরবংশীয় রাজপুত এবং কিরত সিংহ হইতে ২৩ পুরুষ অধস্তন। ইহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, ইদরের রাও এবং বরদার গাইকবাড়কে কর প্রদান করেন।

মালভঞ্জিকা, (স্ত্রী) মালং ভজতে (সংজ্ঞায়াং পা। ৩।৩।১০৯) ইতি ণ্বুল্। ক্রীড়াভেদ।

মালভারিন্ (ত্রি) মালাং বিভর্ত্তি ভৃ-ণিনি (ইষ্টকেষীকামালানাং চিতভূলভারিষু। পা ৬।৩।৬৫) ইতি পূর্ব্বপদস্ত হ্রস্বঃ। মালাধারী।

মালয় (পুং) মা শোভা তস্তাঃ লয়ঃ আস্পদং। ১ চন্দনবৃক্ষ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ মলয়সম্বন্ধী।

"তনুচ্ছটোত্তমালয়া তয়া ভুবোত্তমালয়া।
অহারি শীতমালয়ানিলাবধূতমালয়া॥" (নলোদয় ২।৩৭)

(স্ত্রী) ৩ অভিসার-স্থানভেদ।

"ক্ষেত্রং বাটী ভগ্নদেবালয়ো দূতীগৃহং বনম্।
মালয়ঞ্চ শ্মশানঞ্চ নদ্যাদীনাং তটী তথা॥" (সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

মালব (পুং) মালঃ উন্নতক্ষেত্রমস্যাত্র মাল-. কেশাদ্বো-ঽন্যতরস্যাং। পা ৫।২।১০৯) ইত্যত্র 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে, কাশিকোক্তেঃ ব প্রত্যয়ঃ। ১ অবন্তিদেশ।

"অঙ্গা বঙ্গা মদ্গুরকা অন্তর্গিরিবহির্গিরী।
সুহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া মার্গবাগেয়মালবাঃ॥"

(মৎস্তপু° ১১৩।৪৪ অ°)

মালবেষু জাতঃ ইত্যণ্। (ত্রি) ২ মালবদেশজাত। ৩ রাগবিশেষ, ষড়্রাগের মধ্যে প্রথম রাগ। মতান্তরে ইহাকে ভৈরব রাগ কহে।

"আদৌ মালবরাগেন্দ্রস্ততো মল্লারসংজ্ঞিতঃ।
শ্রীরাগস্তস্য পশ্চাদ্বৈ বসন্তস্তদনন্তরম্।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাট এতে রাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (সঙ্গীতদা°)

এই রাগের স্বরগ্রাম—

সা ঋ গ ম • ধ নি সা ::
মতান্তরে—নি সা ঋ গ ম প ধ নি ::
মতান্তরে—সা ঋ গ ম প ধ নি সা ::

(সঙ্গীতরত্নাকর)

এই রাগের স্বরূপ, যথা—

"নিতম্বিনীচুম্বিতবক্ত্রপদ্মঃ শুকদ্যুতিঃ কুণ্ডলবান্ প্রমত্তঃ।
সঙ্গীতশালাং প্রবিশন্ প্রদোষে মালাধরো মালবরাগরাজঃ॥"

(সঙ্গীতদামোদর)

রাত্রি ১৬ হইতে ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত এই রাগের গান সময়।

মালব্যাং তন্নামিকায়াং সাবিত্রী মাতরি জাতঃ ইত্যণ্। ৪ অশ্বপতি রাজার মালভীগর্ভজাত পুত্রগণ। (ভারত ৩।২৯৬) স্ত্রিয়াং টাপ্ মালবা। ১ নদীভেদ।

"হিরণ্বতী বিতস্তা চ তথা প্লক্ষবতী নদী।
বেদস্মৃতির্বেদবতী মালবাথাশ্ববত্যপি॥"(ভারত ১৩।১৬৫।২৫)

২ উপোদকী, বড়পুঁই শাক, চলিত বাধা পুঁই।

মালব, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটী প্রদেশ। মধ্যভারত-প্রদেশের দক্ষিণসীমান্তে অবস্থিত মালবের ন্তায় শস্তসমৃদ্ধ-শালী প্রদেশ মধ্যভারতে আর নাই। এখানে কোন কালে অনাবৃষ্টিঘটিত দুর্ভিক্ষ হয় নাই। ইন্দোর, ভোপাল, ধার,

যতলাম, জাওরা, রাজগড়, নৃসিংহগড় এবং গোয়ালিয়রের নীমচ প্রভৃতি রাজ্য মালবের অন্তর্গত। অতি প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরী মালবের রাজধানী ছিল। বিক্রমাদিত্যের নাম উজ্জয়িনীর সহিত ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

প্রাকৃতিক বৃত্ত।

উক্ত প্রদেশ মন্তোন্নত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণী সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং অসংখ্য শৈলসরিৎ চারিদিকে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। দেশসমূহ অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ, বাঁশ, কণ্টকবৃক্ষের ঝাড় এবং নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মে ভূমি নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন। জঙ্গলের মধ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, ভল্লুক, শূকর, হরিণ প্রভৃতি জন্তু বাস করে। কিন্তু এক্ষণে কৃষির প্রসার বৃদ্ধি হইয়া জঙ্গলের আয়তন কমিতেছে। সমস্ত নদীগুলি দক্ষিণদিকে সমুদ্রের সহিত মিশিয়াছে। কেবল একটী নদী উত্তরবাহিনী হইয়া বৃহত্তম নদ চম্বলে পতিত হইয়াছে। লৌহ এবং প্রস্তর ব্যতীত অন্য কোন খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হয় না। এখানে বৎসরে ৩৮ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

ভূতত্ত্ব।

পশ্চিম-মালবাংশ দাক্ষিণাত্যের প্রস্তুত পর্ব্বতমালা দ্বারা সমাচ্ছন্ন। আগ্নেয়গিরি-সমুদ্ভূত দ্রবপদার্থে ইহা গঠিত। সমস্ত প্রদেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ঐ সকল দেখিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, শৈলযুগে দাক্ষিণাত্য অগ্নিগিরির বিশাল লীলাক্ষেত্র ছিল। মালবপ্রদেশের প্রস্তর সকল জলবায়ুতে রূপান্তরিত হয় না। মালভূমি-প্রদেশে ঐ সকল প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মাণ্ডুনগরীর অট্টালিকা নির্ম্মাণে যে সকল খনিজ প্রস্তর উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

মণ্ডলেশ্বর এবং মহেশ্বর নামক স্থানে নর্ম্মদা নদীর পললময় স্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড ভূভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই স্থানে লৌহ গলাইবার কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সে কল্পনা এক্ষণে দূরীভূত হইয়াছে।

অধিবাসী।

সিন্দে, রাজপুত, ভীল, কুতুরী, অঞ্জনা এবং আহীর নামক বহু কৃষিজীবী এখানে বাস করে। মগিয়াজাতি মিবার হইতে আসিয়া এখানে বদ্ধমূল হইয়াছে। ইহারা চৌর্য্যে অত্যন্ত নিপুণ। আহীর ও অঞ্জনাজাতিরা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। সাধারণতঃ জোয়ার শস্যনির্ম্মিত ময়দা কৃষিজীবীদিগের প্রধান খাদ্য। ইহারা অহিফেন বৃক্ষের ভাজা পাতা দিয়া রুটি খাইয়া থাকে। শস্যাদি দুষ্প্রাপ্য হইলে ইহারা ফরিন্দা নামক জাম খাইয়া প্রাণধারণ করে। সাধারণ পরিচ্ছদ ধুতি, কোমরবন্ধ, জামা এবং চাদর। ধনীরা আস্তীনযুক্ত জামা গায় দেয়। ধনাঢ্য রমণীরা কর্ণে স্বর্ণনির্ম্মিত মাকড়ী পরিয়া থাকে। কর্দ্দম দ্বারা সাধারণতঃ গৃহ প্রস্তুত হয়। কোন কোন স্থলে তালগাছের কড়ির উপরে তালপাতার ছাউনির গৃহ দেখা যায়। গৃহে একটীর অধিক দুয়ার জানালা থাকে না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মাসিক ১০।১২ টাকায় স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। ধনী কৃষকগণের ৫।৬ টাকায় পরিবারাদির মাসিক খরচা চলে।

জোয়ারই এ স্থানের প্রধান শস্য। তদ্ভিন্ন গম, যব, ছোলা, বাজরা, পাট, ইক্ষু এবং অহিফেন উৎপন্ন হয়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্টক্ষেত্রে অহিফেনের বীজ উপ্ত হইয়া থাকে।

টাকায় চাউল ১২ সের, জোয়ার ১ মণ, গম ২২ সের, লবণ ৮ সের। মক্কা ১ মণ ৫ সের। ইক্ষু একগাছি ১ হইতে ২ পয়সা। মহুয়ামদ্য কোয়াটার বোতল ৪আনা হইতে ৬আনা। আদর্শ ওজন কোন স্থলেই ব্যবহৃত হয় না। স্থানবিশেষে ওজনপ্রথা বিভিন্ন। ব্রাহ্মণ এবং বেণিয়া ভিন্ন অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোকেরা ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে যায়। তাহারা দৈনিক ১ সের কি ২ সের শস্য পাইয়া থাকে।

বর্ত্তমানকালে মালবের মধ্যে রেলপথ বিস্তৃত হইয়া গমনাগমনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। রেলপথবিস্তারে ক্রমে ক্রমে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইতেছে। মালবের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে অহিফেন ও তুলাই সর্ব্বপ্রধান। গুজরাতের সহিত গবাদি পশুর বাণিজ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তত্রত্য অধিবাসীরা জীবনে অন্ততঃ একবার নর্ম্মদাতীরে ওঁকারবিগ্রহ এবং গঙ্গাতীরে শরণঘাট দর্শন করে এবং পুণ্যসলিলা নদীর জলে মৃত ব্যক্তিগণের অস্থি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তীর্থদর্শন হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রত্যেককেই মহাসমারোহে আত্মীয় স্বজনদিগকে বৃহৎ ভোজ দিতে হয়। ভোজনদক্ষিণাস্বরূপ প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে স্বনামাঙ্কিত একখানি পিত্তলের থালা বিতরণ করে। এখানকার কৃষিজীবীরা অত্যন্ত দরিদ্র। তাহারা বেণিয়াদিগের নিকট হইতে শতকরা মাসিক ২৫৲ টাকা সুদে টাকা ধার করিয়া থাকে। গহনা বন্ধক রাখিলে শতকরা মাসিক ১২।১৪ টাকা সুদ। শরীর বন্ধক রাখিলে বা দাসভাবে থাকিলে শতকরা ৯ টাকা সুদ।

ইতিহাস।

অতিপূর্ব্বকাল হইতেই মালবের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত। এই মালবে রন্তিদেব রাজত্ব করিতেন, দশপুরে (বর্ত্তমান নাম দশোর বা মন্দশোরে) তাঁহার রাজধানী ছিল। ইহার

অন্যতম রাজধানী উজ্জয়িনী, ইহা কেবল সমৃদ্ধিশালিনী নগরী বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে, এখানকার মহাকাল ও ওঁকার পুরাণ-প্রসিদ্ধ দেবতা, তজ্জন্ত অবন্তী সপ্ত মোক্ষস্থানের অন্তর্গত এবং একটী প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত।

[অবন্তী ও উজ্জয়িনী দেখ।]

বহু পূর্ব্বকালে মালব বা অবন্তীরাজ্য ভারতের একটী প্রধান অংশ বলিয়া গণ্য ছিল। অতি প্রাচীনকালে ইহার আয়তন কত বড় ছিল, স্পষ্ট তাহার প্রমাণ না পাওয়া গেলেও মাকিদনবীর সিকন্দরের সময় এই রাজ্য বহুবিস্তৃত ছিল, এমন কি, পঞ্চনদের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত তৎকালে মালব (মালি) জাতির অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, বৌদ্ধ-প্রাধান্তকালে যিনি ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছেন, হয় তিনি কিংবা তৎপুত্র কোন সময় মালব শাসন করিয়াছেন। জৈনপুরাবৃত্ত হইতে জানিতে পারি যে,মালব চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল। তৎপুত্র বিন্দুসার এবং বিন্দুসারের পুত্র অশোক উভয়েই কিছুকাল মালব শাসন করিয়াছিলেন। প্রিয়দর্শীর অনুশাসন হইতে জানিতে পারি যে, তিনি যখন মগধের সিংহাসনে রাজচক্রবর্ত্তী-রূপে অধিষ্ঠিত, তখনও তাঁহার এক পুত্র তাঁহার অধীনে মালব শাসন করিতেছিলেন। শিলা-লিপি হইতে জানিতে পারি যে, সম্রাট্ অশোক নিজ শ্যালক যবন তুষাস্পকে সুরাষ্ট্র প্রদেশের শাসন ভার প্রদান করেন। মৌর্য্যবংশের প্রভাব খর্ব্ব হইলে, যবনেরাই সুরাষ্ট্র হইতে ক্রমে মালবে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তৎপরে মালবে শকাধিপত্য বিস্তৃত হয়। এই শকেরা ব্রাহ্মণভক্ত ও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এ দেশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের সহিতও তাঁহাদের কুটুম্বিতা স্থাপিত হইয়াছিল। জৈনদিগের কালকাচার্য্যকথাপাঠে জানা যায় যে, মালব-রাজধানী উজ্জয়িনীতে ৭৪ খৃঃ পূঃ হইতে ৫৭ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত শকাধিকার ছিল। তৎকালে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন-বংশও প্রবল ছিল। অধিক সম্ভব, বিক্রমাদিত্য-উপাধিধারী জনৈক সাতবাহনবংশীয় নৃপতি শকদিগকে পরাজয় করিয়া মালবে সংবৎ প্রচার করেন, তাহাই মালবস্থিত্যব্দ বা বিক্রম-সংবৎ নামে প্রচলিত হয়। সেই বিক্রমাদিত্য শকদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক 'শকারি' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। [বিক্রমাদিত্য দেখ।] তাঁহার বা তদ্বংশীয় রাজগণের মালবাধিকার স্থায়ী হইল না। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে আবার শকাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রথমে চষ্টনের পিতা এখানে একজন সামান্ত ক্ষত্রপ ছিলেন। কিন্তু মহাবীর শকাধিপ চষ্টন অন্ধ্রবংশকে পরাস্ত করিয়া মালবের একচ্ছত্রাধিপতি হইয়াছিলেন, তিনি বিক্রম-সংবতের পরিবর্ত্তে নিজ জাতীয় গৌরব ঘোষণা করিবার জন্ত শকাব্দ প্রচার করিলেন। [শকাব্দ ও সংবৎ দেখ।] চষ্টন সমস্ত পশ্চিম-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে সাতবাহনবংশ হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ইহলোক পরিত্যাগের পর তাঁহার অধীনস্থ ক্ষত্রপ নহপান ও তাঁহার জামাতা উষবদাত মহাক্ষত্রপ উপাধি ধারণ করিয়া সুবৃহৎ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে উজ্জয়িনীপতি চষ্টনের পুত্র জয়দাম হতশ্রী ও তাঁহার কুটুম্ব সাতবাহনগণ হীনপ্রভ হইয়াছিলেন। ১৩৩ খৃষ্টাব্দে সাতবাহনকুলতিলক গোতমীপুত্র শাতকর্ণি শকদর্প চূর্ণ করিয়া দক্ষিণাপথ হইতে রাজপুতনা পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও স্থায়ী আধিপত্যরক্ষায় সমর্থ হন নাই। পরাজিত শকবীরগণ সকলে উজ্জয়িনীতে আসিয়া জয়-দামের পুত্র রুদ্রদামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সকল বীর-গণের সাহায্যে শকাধিপ রুদ্রদাম শকজাতির প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। দক্ষিণাপথ-পতি শাতকর্ণি তাঁহার কুটুম্ব ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই রুদ্রদামের সময় মালবে শকসমৃদ্ধির চূড়ান্ত হইয়াছিল। রুদ্রদামবংশীয় রাজন্যগণ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহারা ক্ষত্রপ মহারাজ বলিয়া পরিচিত। এই শকবংশের ২৮ জন রাজার নাম ও রাজ্য-কাল জানা যায়। [ভারতবর্ষ শব্দ ৩৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্ত এবং দাক্ষিণাত্যে চেদি ও চালুক্যরাজবংশের অভ্যুদয়ে মালবের ক্ষত্রপবংশ বিলুপ্ত হয়। মালবে দেশীয় অধিকারের সূত্রপাতের সহিত আবার মালব বা বিক্রম সংবৎ প্রচলিত হইতে থাকে। পুরাবিৎ ফ্লীট্ সাহেব বহু আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, ৫৪৪খৃষ্টাব্দে বিক্রমসংবৎ উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু মালবের মন্দশোর হইতে আবিষ্কৃত কুমার-গুপ্তের শিলাফলকে ৪৯৩ মালব সংবৎ অর্থাৎ ৪৩৬ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়।* পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে শকাধিকার বিলুপ্ত হয়। যে পর্য্যন্ত মালবে শকাধিকার সে পর্য্যন্ত শকাব্দই প্রচলিত ছিল। পঞ্চম শতাব্দে মালবজাতির অভ্যুদয়, সেই সঙ্গে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দ হইতে আবার মালব বা বিক্রম-সংবৎ প্রচলিত হইতে থাকে। গুপ্তসম্রাট্‌দিগের অধিকারকালে এখানে গুপ্ত ও মালব উভয় সংবৎ প্রচলিত ছিল, তাহা কুমার-

---

* "মালবানাং গণস্থিত্যা যাতে শতচতুষ্টয়ে।
ত্রিনবত্যধিকাব্দানাং ঋতৌ সেব্যঘনস্বনে।"
(কুমারগুপ্তের মন্দসোরলিপি ১৯ পংক্তি)

গুপ্তের শিলালিপি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে গুপ্তসম্রাট্‌গণের অধীনে এখানে বর্ম্মবংশীয় রাজন্যবর্গের অভ্যুদয় ঘটে, তন্মধ্যে নরবর্ম্মা, তৎপুত্র বিশ্ববর্ম্মা (৪২৩ খৃঃ অঃ) ও তৎপুত্র বন্ধুবর্ম্মা (৪৩৬ খৃঃঅঃ) এই তিন জনের নাম শিলালিপি হইতে পাওয়া যায়। দশপুরে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। এই কয়জনের পর কে মালব শাসন করেন, তাঁহার নাম পাওয়া যায় নাই। তবে ৪৮৪ খৃষ্টাব্দে সুরশ্মিচন্দ্র নামে রাজার নাম শিলালিপিতে পাই, তিনি সম্রাট্ বুধগুপ্তের অধীনে যমুনা হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁহাদের অধীনে আবার মাতৃবিষ্ণু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ধন্যবিষ্ণু নামে দুইজন ব্রাহ্মণরাজের নাম পাওয়া যায়। এই সময়ে হূণরাজ তোরমাণ পঞ্চনদ হইতে আসিয়া মালব অধিকার করেন। তাঁহার প্রভাবে গুপ্তসাম্রাজ্য প্রকম্পিত হইয়াছিল। তোরমাণের পর তৎপুত্র মিহিরকুলও হূণে শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন। এই মিহিরকুলের সময়ে মালবে যশোধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটে। তিনি ভুজবলে লৌহিত্য হইতে পশ্চিম সমুদ্র এবং হিমালয় হইতে মহেন্দ্রাচল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। গুপ্ত ও হূণরাজগণ যে সকল স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, ইনি সেই সমস্ত ভূমি জয় করিয়াছিলেন। হূণপতি মিহিরকুল তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই যশোধর্ম্মা 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিলাভ করেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহির ও বাসবদত্তারচয়িতা সুবন্ধু ইঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং প্রভৃতি বহু লোকই এই মালবপতির শৌর্য্যবীর্য্যের সুখ্যাতি কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই যশোধর্ম্মার পর মালবে আবার গুপ্ত-আধিপত্য হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের রাজত্ব স্থায়ী হয় নাই। স্থাণ্বীশ্বরে বর্দ্ধনবংশের অভ্যুদয়ে গুপ্তপ্রভাব হ্রাস হইয়া পড়ে। এই সময় সম্ভবতঃ রাজ্য হারাইয়া মাধবগুপ্ত ও কুমারগুপ্ত এই দুই রাজকুমার বর্দ্ধনরাজসভায় আশ্রয় লাভ করেন। তন্মধ্যে মাধবগুপ্ত সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সখ্যতালাভ করিয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং ৬৪০ খৃষ্টাব্দে মালবে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, মালবরাজ্যের আয়তন প্রায় ৬০০০ লি বা ১০০০ মাইল। ইহার রাজধানী প্রায় ৩০ লি বা ৫ মাইল। রাজধানীর দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশে মহী নদী। এ সময়ে 'উজ্জয়িনী ও মাহিষ্মতী বা মহেশ্বরপুর স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য থাকিলেও মালবাধিপের অধীনে বিভিন্ন ব্রাহ্মণরাজের শাসনে ছিল। কনিংহাম্ সাহেবের মতে তৎকালে মালবরাজ্য পশ্চিমে কচ্ছ হইতে পূর্ব্বে উজ্জয়িনী, উত্তরে গুর্জ্জর ও বৈরাট হইতে দক্ষিণে বলভী ও মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালে বর্ত্তমান ধারা-নগরে রাজধানী ছিল।

চীনপরিব্রাজকের মালবে উপস্থিতির ৬০ বর্ষ পূর্ব্বে শিলাদিত্য (যশোধর্ম্মা?) বিদ্যমান ছিলেন। হিউএন্ সিয়াং লিখিয়াছেন, এই শিলাদিত্যরাজ ৫০ বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন, তিনি নানাশাস্ত্রজ্ঞ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জন্ম হইতে অন্তিমকাল পর্য্যন্ত জীবহিংসা করিয়া কখন হস্ত কলুষিত করেন নাই। তিনি আপন প্রাসাদের পার্শ্বেই বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতিবর্ষেই তিনি 'মোক্ষমহাপরিষদ্' ডাকিয়া সর্ব্বস্থানের আচার্য্যগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন। চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা অনুসারে ৫৩০ হইতে ৫৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মালবপতি শিলাদিত্য বিদ্যমান ছিলেন। এ সময়ে শিলালিপি অনুসারে আমরা যশোবর্ম্মা নামক প্রবল পরাক্রান্ত রাজার নাম পাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মালবে মাতৃবিষ্ণু ও ধন্যবিষ্ণু নামে দুই জন ব্রাহ্মণ জাতীয় সামন্তরাজ রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ চীনপরিব্রাজক উজ্জয়িনী ও মহেশ্বরপুরে ঐরূপ ব্রাহ্মণবংশীয় রাজাই দেখিয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজক মালবে অবস্থানকালে এখানকার অধিবাসিবর্গের পাণ্ডিত্যদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ভারতে দুই দিকে দুইটী রাজ্য বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ, তাহার একটী দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত মালব রাজ্য ও অপরটী উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত মগধরাজ্য।

বাস্তবিক শিলাদিত্য বা যশোধর্ম্মার পর কে মালব শাসন করেন, তাহা জানা যায় নাই। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকর বর্দ্ধন ৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মালব জয় করেন। সম্ভবতঃ এই সময় তাঁহার জামাতা মৌখরি-গ্রহবর্ম্মা কিছুদিনের জন্য মালবের শাসনভার পাইয়াছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর মালবপতি গ্রহবর্ম্মাকে নিহত করিয়া সম্ভবতঃ নিজ রাজ্য উদ্ধার করেন। ৬০৫ খৃষ্টাব্দে ভগিনীপতিহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ৬০৯ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ সত্যাশ্রয় পুলিকেশী মালব জয় করেন। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক যখন এখানে আগমন করেন, তখনও এখানে একজন ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। চীনপরিব্রাজক তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। তৎকালে মালবপতি শিলাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষত্রিয়রাজ ধ্রুবভট বলভী শাসন করিতেছিলেন। তৎপরে কোন্ বংশ মালবশাসন করেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় গোবিন্দ মালব জয় করিয়া মারসর্ব্ব নামক রাজের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল

পরে মালবে পরমার-বংশের অভ্যুদয় হয়। [পরমার দেখ] এই বংশ প্রায় ৮২৫ হইতে ১২১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রবলপ্রতাপে মালব শাসন করিয়াছিলেন। এই বংশীয় রাজা ভোজ ও বাক্‌পতির নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। [ভোজ ও বাক্‌পতি দেখ।]

পরমার-বংশের রাজত্বকালে ১০০৯ খৃষ্টাব্দে চৌলুক্য বল্লভ-রাজ, ১১০০ খৃষ্টাব্দে চন্দেল্লরাজ সল্লক্ষণবর্ম্মা, ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে চন্দেল্ল মদনবর্ম্মা, ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে চৌলুক্য কুমারপাল এবং ১২২৯ খৃষ্টাব্দে যাদবসিন্ধনের সেনাপতি ব্রাহ্মণবীর খোলেশ্বর মালব আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ভট্টগ্রন্থ মতে, ভোজরাজের পর জয়চাঁদ মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপরে জিৎপাল নামক একজন রাজপুত শাসনকর্ত্তা মালবের অধীশ্বর হন এবং তথায় তোমরবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই তোমরবংশ ১৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। পরে জগদ্দেব নামক এক চৌহানসর্দার মালবের সিংহাসন অধিকার করেন। এই বংশের ৪র্থ রাজা বাসদেব 'সম্রাট্' উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার সময়ে সর্ব্ববিষয়ে রাজ্যের বিপুল সমৃদ্ধি এবং শিল্প বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ঐ বংশীয় শেষ রাজা মালদেবের সময় বৈশ্যজাতীয় আনন্দ-দেব মালব অধিকার করেন। তাঁহারই সময়ে মালব মুসলমান-করকবলিত হয়।

যখন তৈমুরের আক্রমণে দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক ব্যতিব্যস্ত হন, সেই সময়ে দিলার খাঁ মালবে স্বাধীনতাপতাকা উড্ডীন করেন এবং ধারানগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। তৎপুত্র আলিফ খাঁ হোসঙ্গশাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মাণ্ডুনগরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগরের পরিধি ৩৭ মাইল এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশে ৮ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শাহ হোসঙ্গ হোসঙ্গাবাদ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি গোঁড়বনের রাজা নরসিংহকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং তাঁহার রাজধানী স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া ফেলেন। হোসঙ্গ ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র গজনি বা হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বলচেতা ও লম্পটপ্রকৃতি ছিলেন। তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার মন্ত্রী মহম্মদ খিলিজি সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহাসনারূঢ় হইয়া তিনি উদারতা ও শাসন-নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের নামে বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা ও সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন—তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণযুক্ত মুসলমান রাজা ভারতের ইতিহাসে অতি কম। তাঁহার রাজত্বকালে গুজরাতরাজ আহ্মদ শাহ মালব আক্রমণ করেন। মহম্মদের রাজত্বকালে প্রজাপুঞ্জ অত্যন্ত সুখে ছিল। তিনি মাণ্ডুনগরীর ৩ ক্রোশ উত্তরে নালচা নামক স্থানে বহুসংখ্যক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ফেরিস্তা বলেন, মহম্মদ সুশিক্ষিত, সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দু মুসলমান উভয়ে শান্তিসুখ উপভোগ করিয়াছিল। তিনি একবার মন্ত্রিগণের চক্রান্তে সিংহাসন হারাইয়াছিলেন, পরে গুজরাতপতি সুলতান মজঃফরের সহায়তায় রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন।

মহম্মদের পরে তৎপুত্র গিয়াসুদ্দীন্ খিলিজি ১৪৬৮ খৃঃ অব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি উজীরের প্রতি রাজ্যভার দিয়া ইন্দ্রিয়সুখসাধনে মনোনিবেশ করেন। মাণ্ডুনগরে তাঁহার প্রমোদকক্ষে বিভিন্ন জাতীয় এবং বিভিন্ন দেশীয় ৫ সহস্র রূপবতী রমণী বিরাজ করিত। গিয়াস্ এই রমণীগণের মধ্যে দিবানিশি নূতন নূতন বিলাস-বাসনার উদ্ভাবনা করিয়া কালযাপন করিতেন। তাঁহার পিতা মহম্মদ রাজ্যের এমন সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন যে, গিয়াসের ৩৩ বর্ষব্যাপী অনবধানতায় রাজ্যের কোন ক্ষতি হয় নাই, গিয়াসের পরে তৎপুত্র নুরউদ্দীন্ ১৫০১ খৃঃ অব্দে মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার ১১ বৎসর শাসনেও মালব-রাজ্যের প্রভাব সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। অত্যন্ত পানাসক্তিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। মহম্মদ খিলিজি অসামান্য বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে মালবরাজ্য এরূপ সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র-পৌত্রের অর্দ্ধশতাব্দ-ব্যাপী ইন্দ্রিয়পরায়ণতায়ও মালবের ঐশ্বর্য্য সর্ব্বত্র লোকমুখে কীর্ত্তিত হইত। নুরউদ্দীনের পুত্র মাহ্মুদ ১৫১২ খৃঃ অব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। তাঁহার অভিষেকসময়ে ৭০০ হস্তী মণি-মাণিক্য-বিমণ্ডিত মকমলাবৃত বহুমূল্য সুবর্ণময় পরিচ্ছদে অলঙ্কৃত হইয়া রাজপথে মালবের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল।

মাহ্মুদের ভ্রাতৃগণের ষড়্যন্ত্রে তাঁহার রাজ্যে অবিলম্বে অশান্তির বীজ উপ্ত হইল। তাঁহার এক ভ্রাতা চন্দেরী আক্রমণ করিলে মাহ্মুদ বিদ্রোহ-দমনের জন্য রাজপুত-রাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং রাজপুত মাদারীরায়কে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। অচিরেই মাহ্মুদ মাদারী-রায়কে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং কৌশলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ইহাতে রাজপুতেরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মাহ্মুদ গুজরাতে পলায়ন করিলেন। গুজরাতরাজ মজঃফরশাহ তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। রাজপুতেরা মাহ্মুদকে ধরিবার জন্য গুজরাতে অগ্র-

সর হইতে লাগিল। হিন্দু-মুসলমানে তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ১৯০০০রাজপুত-সৈন্ত সমুখসমরে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছিল। প্রায় লক্ষ মুসলমানসৈন্ত হত হইলে মুসলমানেরা জয়লাভ করিল।

এই সময়ে চিতোররাজ রাণা সঙ্গ বা সংগ্রামসিংহ চতুর্দ্দিকে প্রাধান্তবিস্তার এবং তৈমুরবংশধর মোগল সেনানায়ক বাবরশাহও দিল্লীর সিংহাসনে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, বাবরের অভ্যুদয় না হইলে খিলিজিবংশের অবসানের সহিত ভারতসাম্রাজ্য রাজপুতদিগের হস্তে পতিত হইত।

১৫২৬ খৃঃ অব্দে মান্দুদকে নিহত করিয়া গুজরাতরাজ বাহাদুর শাহ কিছুদিন মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় হইতে অকবরের [illegible]জ্যকাল পর্য্যন্ত ৩৭ বৎসর মালবে অরাজকতা ও রাষ্ট্রবিপ্লব বিদ্যমান ছিল।

হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে বিতাড়িত করিয়া মালব অধিকার করেন। পরে মল্লুখাঁ 'কাদের মালবী' উপাধি গ্রহণ করিয়া মাণ্ডুনগরে ১৫৩৭ খৃঃঅঃ মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে ১৫৪২ খৃঃঅঃ তিনি সেরশাহের নিকট পরাজিত হইয়া গুজরাতে পলায়ন করেন। এই সময় সুজলখাঁ সেরশাহের অধীনে সামন্তরূপে মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে তৎপুত্র মল্লী বায়জিদ্ 'রাজবাহাদুর' উপাধি ধারণ করিয়া মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনিও অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। সাহারাণপুরের রূপমতী নামে অলোকসামান্ত-রূপবতী হিন্দুনর্ত্তকী তাঁহার উপরে সর্ব্বময়-প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছিল। রাজবাহাদুর রূপমতীর প্রণয়ের প্রতিদান স্বরূপ মাণ্ডুনগরে এক সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। অদ্যাপি উহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় এবং ঐ দেশীয় ভাষাতেও রূপমতীর প্রণয়সংক্রান্ত অনেক গীতিপুস্তিকা দৃষ্ট হয়।

রাজবাহাদুর রূপমতীর সহিত বিলাসতরঙ্গে ভাসমান, এমন সময়ে ১৫৬১ খৃঃঅব্দে অকবরের বিজয়বাহিনী মাণ্ডুনগরী অবরোধ করে। ১৫৭০ খৃঃ অঃ মালব স্বতন্ত্র স্বাধীনতা হারাইয়া দিল্লীশ্বর অকবরের অধীন হয়। মাণ্ডুনগরে রাজত্বকালে মালবেশ্বর সৌভাগ্য সম্পদের উচ্চসীমায় অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা মাণ্ডুর ভগ্নাবশেষ পরীক্ষা করিলে প্রতীয়মান হয়। এখানকার স্থাপত্যশিল্প দর্শন করিয়া শিল্পশাস্ত্রবিদ্‌গণ মুক্তকণ্ঠে এই নগরীর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

মধ্যে মধ্যে যোধপুরের রাজপুত রাজারা মালবের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। মুসলমানগণের প্রতাপ শিথিল হইলে, লালজি মালবের মধ্যে রায়গড় নামক রাজধানী স্থাপন করেন, পরে তাঁহার পৌত্র বলভদ্র সিংহ মালবের রাজা হন। এই সময়ে মালব আজমীর প্রভৃতি কএকটী স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হয়।

তাঁহার রাজত্বকালে মরাঠাগণ প্রবল হইয়া মালব আক্রমণ করে। জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ জয়সিংহ বাজীরাওকে মালব জয় করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কথিত আছে, জয়সিংহ ও বাজীরাও উভয়ের মধ্যে অনেক পত্র লেখালিখি হইয়াছিল। জয়সিংহ ব্রাহ্মণপ্রমুখ মরাঠারাজ্যের পুষ্টিকল্পে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। জয়সিংহের সাহায্য ব্যতীত বাজীরাও মালবে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিতে পারিতেন না। ভট্টদিগের গ্রন্থে এ বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা আছে।

মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন হইলে, গুজরাত মরাঠাদিগের অধিকারে আইসে। ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে পেশবা মালব হইতে চৌথ আদায় করেন। তৎপরবর্ত্তি-সময়ে সিন্দে এবং হোলকর মালবের মধ্যে রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিগণ অদ্যাপি তাহা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। মরাঠাগণ কোন সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্যশাসন প্রবর্ত্তিত করিতে পারে নাই, তজ্জন্ত মালব তৎকালে পেন্ধারী প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদিগের আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছিল। ইহাদেরই অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড হেষ্টিংস ৪র্থ মরাঠাযুদ্ধ আরম্ভ করেন। যুদ্ধে পেন্ধারিগণ পরাভূত ও বিতাড়িত হয় এবং ভীলগণ লর্ড ম্যালকমের অধীনে শান্তভাব ধারণ করে। তদবধি ঐ স্থানের অরণ্য সকল পরিষ্কৃত হইয়াছে। ভীলগণের অনেকেই ইংরাজাধীনে সৈন্তদলে প্রবেশ করিয়াছে। সর্দ্দারপুরে চারিশত মালবদেশীয় ভীলসৈন্ত আছে।

বর্ত্তমান কালে মালব অহিফেনের জন্ত বিখ্যাত। প্রতি বৎসর প্রায় ৪০০০০ হাজার বাক্স অহিফেন বিদেশে রপ্তানি হয়। অনেকগুলি করদরাজ্য লইয়া পশ্চিম মালব এজেন্সী গঠিত। একজন ইংরাজ এজেণ্ট তৎসমস্ত তত্ত্বাবধারণ করেন। জাওরা, রৎলাম, সিল্লনা, সীতামো প্রভৃতি রাজ্য, উজ্জয়িনী, শাহাজাহানপুর, আগর, মন্দশোর, নীমচ্, রামপুর, মেহিদপুর, কৈথা, তরাণা, আলোত, পিরাবা, আবর, পাঁচপাহাড়, দগ এবং গাঙ্গরার প্রভৃতি জেলা উক্ত এজেন্সীর অধীন।

নিম্নলিখিত স্থানের ঠাকুরদিগের স্বত্বাধিকার গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে,—

আজরন্দা, বরুরা, বিচ্ছৌদ, বিলন্দা, দাত্রি, দতানা, মুলতিয়া, জবাসিয়া, কালুখেরা, সালগড়, নরবার, নানখাঁও,

ন্যৌলনা, পন্থপিপ্লোদা পিপ্লিয়া, পিপ্লোদা এবং শিবগড়। উপরোক্ত স্থানসমূহের ক্ষেত্রফল ১২০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষ। আগরে ঐ সমস্ত স্থানের বিচারসদর। এখানকার পলিটিকাল এজেন্ট নীমচের দায়রা-জজের কার্য্য করিয়া থাকেন।

মালবক (ত্রি) ১ মালবদেশসম্বন্ধীয়। (পুং) মালবদেশবাসী।

মালবগুপ্ত (পুং) আচার্য্যভেদ, রঙ্গনাথ ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

মালবরুদ্র (পুং) জনৈক কবি। ক্ষেমেন্দ্রকৃত কবিকণ্ঠাভরণে ইঁহার উল্লেখ আছে।

মালবর্ত্তি (পুং) জাতিভেদ।

মালবশ্রী (স্ত্রী) রাগিণীভেদ।

মালবানক (পুং) জাতিভেদ।

মালবিকা (স্ত্রী) মালবেষু জাতা মালব-ঢক্-টাপ্। ত্রিবৃৎ, তেউড়ী। (রাজনি০)

মালবিটপিন্ (পুং) কুম্ভীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

মালবী (স্ত্রী) পাঠা, আকনাদি। (রাজনি০)

মালবীয় (ত্রি) মালবদেশসম্বন্ধীয়। ২ মালবদেশবাসী।

মালবী ব্রাহ্মণ, উত্তর-পশ্চিম ভারতবাসী ব্রাহ্মণশ্রেণীর একটী শাখা। বারাণসী প্রভৃতি অঞ্চলে এই শ্রেণীর অনেকের বসবাস দেখা যায়। তাহারা প্রধানতঃ লেখ্যবৃত্তি ও বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। কেহই প্রায় যাজনাদি করে না।

মধ্য-ভারতে ষড়্জাতি (ছন্নাতি) ব্রাহ্মণ নামে যে ছয়টী স্বতন্ত্র থাক আছে, তাঁহারাও আপনাদিগকে মালব-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রায় ৩০ পুরুষ হইতে তাঁহারা জন্মভূমি মালব পরিত্যাগ করিয়া ভারতের নানা স্থানে যাইয়া বাস করিয়াছেন। জাতিতত্ত্ববিৎ মিঃ সেরিং তাঁহাদিগকে গুজরাতী ব্রাহ্মণের অন্যতম শাখা বলিয়া কল্পনা করেন।

তাঁহাদিগের মধ্যে কিংবদন্তী আছে যে, জনৈক মালবরাজ মালববাসী ব্রাহ্মণদিগকে 'কাচা ও পাকা' খাদ্যদ্রব্য ভোজনের জন্য আদেশ করিলে, এই ব্রাহ্মণগণ অনভিমত প্রকাশ করায়, রাজা তাঁহাদিগকে একটী দ্বিতলগৃহে আবদ্ধ রাখেন। রাত্রিকালে তাঁহারা দেখিলেন যে, স্থানীয় অধিবাসিগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত সেই কারাবাসের সন্নিকটস্থ পাঁড়ে-বাবার পূজা করিতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহারা ভক্তিপরবশ হইয়া সেই দেবতার উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের এই বিপদ্ হইতে মুক্তিদান করিবার জন্য বারংবার প্রার্থনা জানাইলেন। পাঁড়ে বাবা তাঁহাদের স্তবস্তুতিতে প্রীত হইয়া গৃহের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেন। রাত্রিতেই এইরূপ সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহারা বারাণসী অভিমুখে পলাইয়া আইসেন। যাঁহারা পলাইলেন না এবং রাজদ্রব্য ভক্ষণ করিলেন, তাঁহাদের সহিত তদবধি এই শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য রহিয়া গেল।

মালবী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সাড়ে তেরটী গোত্র প্রচলিত আছে। ভরদ্বাজ চৌবে, পরাশর দোবে, আঙ্গিরস চৌবে, ভার্গব চৌবে প্রভৃতি গোত্র ও উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ ঋগ্বেদী। শাণ্ডিল্য দোবে, কাশ্যপ চৌবে, কৌৎস দুবে প্রভৃতি যজুর্ব্বেদী। বৎস, ব্যাস ও গৌতম তিবারী, লোহিত তিবারী ও কৌণ্ডিল্য-গোত্রধারী ব্রাহ্মণগণ সামবেদী। পরে ইঁহাদের মধ্যে কাত্যায়ন পাঠকগু ও মৈত্রেয় [illegible] গোত্ররূপে প্রবেশ লাভ করেন। বিবাহাদি ক্রিয়ায় ইঁহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণের মত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মথুরার চৌবে ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদের পৌরোহিত্য করেন।

মালব্য (পুং) ১ মালবরাজ-পুত্র। ২ মহাপুরুষভেদ।

"ভদ্রবুধেন বলিনা মালব্যো দৈত্যপূজ্যেন।" (বৃহৎসং ৬৯।২)

মালসাট (দেশজ) মল্লদিগের যুদ্ধাড়ম্বর।

মালসিয়ান, পঞ্জাবের অন্তর্গত জালন্ধর জেলার একটী নগর। অক্ষা০ ৩১°৪´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫°২৩´১৫´´ পূঃ।

মালসিরা, বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত সোলাপুর জেলার একটী মহকুমা। ভূপরিমাণ ৫৭৪ বর্গ মাইল। এই জেলায় ৬৯টী গ্রাম আছে। এখানে জঙ্গল ভাগ অতি কম। নদীর মধ্যে নীরা ও ভীমা প্রধান। জলবায়ু মন্দ নহে। অধিকাংশ ভূমি কৃষ্ণবর্ণ। এখানে নানা প্রকার শস্য জন্মে।

মালসী (স্ত্রী) মল-স্বার্থে অণ্, মলং স্যতি নাশয়তি সো-ড-ঙীপ্। কেশপুষ্পবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ রাগিণীবিশেষ, এই রাগিণী মালবরাগের পত্নী।

"ধানুষী মালসী রামকিরী চ সিন্ধুড়া তথা।
অশাবারী ভৈরবী চ মালবস্য প্রিয়া ইমাঃ॥" (হারীত)

মতান্তরে এই রাগিণী মেঘরাগের পত্নী।

"ললিতা মালসী গৌড়ী নাটী দেবকিরী তথা।
মেঘরাগস্য রাগিণ্যো ভবন্তীমাঃ সুমধ্যমাঃ॥" (সঙ্গীতদা০)

এই রাগিণীর গানসময় শরৎ অর্থাৎ শক্রোত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গা পূজা পর্য্যন্ত এই রাগিণী গান করা যাইতে পারে। বৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের উদ্দেশে যে মহোৎসব হয়, তাহাকে শক্রোত্থান কহে। এই উৎসব উপলক্ষে ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী হইতে আশ্বিনের শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত এই রাগিণী-গানের প্রশস্ত সময়।

"ইন্দ্রোত্থানাৎ সমারভ্য যাবদ্দুর্গামহোৎসবম্।
গেয়া ভবেদ্বুধৈর্নিত্যং মালসী সা মনোহরা॥" (সঙ্গীতদা০)

আরও লিখিত আছে, সায়ংকালে এই রাগিণী গান করা যাইতে পারে।

"গান্ধারী দীপিকা চৈব কল্যাণী পুরবী তথা।
অশ্ববারী কানড়া চ গৌরী কেদারপাহিড়া॥
মাধবী মালতী নাটী ভূপালী সিন্ধুড়া তথা।
সায়াহ্নে রাগিণীরেতা প্রগায়ন্তি চতুর্দ্দশ॥" (সঙ্গীতদা০)

গান্ধারী, দীপিকা, কল্যাণী, পুরবী, অশ্ববারী, কানড়া, গৌরী, কেদার, পাহিড়া, মাধবী, মালতী, নাটী, ভূপালী ও সিন্ধুড়া এই চতুর্দ্দশ রাগিণী সায়ংকালে গান করিবে।

এই রাগিণীর স্বরূপ—

"নীলারবিন্দস্য দলানি বালা বিধারয়ন্তী তনুদেহযষ্টিঃ।
মালূরবৃক্ষস্য তলে নিষণ্ণা শোণা মুহুর্মালসিকা প্রদিষ্টা॥"
(সঙ্গীতদামোদর)

মালহায়ন, গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

মালা (স্ত্রী) মাতি মানহেতু র্ভবতীতি মা (ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রে। উণ্ ২।২৮) ইতি রন্, রস্য লত্বং টাপ্ চ। অথবা মাং শোভাং লাতীতি লা-ক-টাপ্। ১ শ্রেণী। পর্য্যায়—রাজি, লেখা, ততী, বীচী, আলী, আবলি, পঙ্‌ক্তি, ধারণী।

"দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা।" (কুমার ১ সঃ)

২ মস্তকন্যস্ত পুষ্পদাম। ইহার পর্য্যায়,—মাল্য, স্রক্, মালিকা, মালাকা, মালকা, গুণনিকা, গুণন্তিকা।

"অনধিগতপরিমালাপি হি হরতি দৃশং মালতীমালা।"
(সাহিত্যদ০ ১০ অ০)

৩ জপমালা। মন্ত্র জপ করিবার নিমিত্ত মালা ব্যবহৃত হয়। এই জপের মালা সাধারণতঃ জপমালা নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। কামনাভেদে জপমালা অনেক প্রকার হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ তিন প্রকার জপমালারই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—করমালা, বর্ণমালা ও অক্ষমালা। এই ত্রিবিধ জপমালার ভেদ ও জপক্রমাদির বিবরণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। [জপমালা দেখ।]

পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে তুলসী, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি মালা-ধারণের ব্যবস্থা আছে। মালা ধারণ না করিলে অপরাধী হইতে হয়, এমন কি অভীষ্ট দেবের অপ্রসন্নতায় অবশেষে নরকেও গমন করিতে হয়।

"ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥" (গরুড়পু০)

ধাত্রীফল, পদ্মাক্ষ, তুলসীকাষ্ঠ বা তুলসীদল দ্বারা মালা প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতে হয়। বৈষ্ণব ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারে মস্তকে, কর্ণে, বাহুদ্বয়ে এবং স্বয়ং করদ্বয়ে তুলসী-কাষ্ঠ-ভূষণ ধারণ করিবেন।

"ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েত্তুলসীদলৈঃ।
পদ্মাক্ষৈস্তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলৈর্ধাত্র্যাশ্চ নির্ম্মিতা।
ধারয়েত্তুলসীকাষ্ঠ-ভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ।
মস্তকে কর্ণয়োর্বাহ্বোঃ করয়োশ্চ যথারুচি॥" (স্কন্দপু০)

হরির উদ্দেশে মালা নিবেদন না করিয়া ধারণ করিলে কোন ফল হয় না। বরং সেরূপ অবৈধভাবে মালাধারণে নরকভাগীই হইতে হয়। সুতরাং বৈষ্ণব ব্যক্তি তুলসীমালা অগ্রে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ তাহা ধারণ করিবেন। মালা-ধারণের পূর্ব্বে পঞ্চগব্য দ্বারা তাহা প্রক্ষালিত করিয়া পরে তদুপরি ইষ্ট মন্ত্র ও আটবার গায়ত্রী জপ করিতে হয়। জপান্তে মালা ধূপিত করিয়া পরম ভক্তিসহকারে তাহার পূজা ও পূজান্তে এইরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। প্রার্থনামন্ত্র যথা—

"তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতে মালে কৃষ্ণজনপ্রিয়ে!
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভম্॥
যথাত্বং বল্লভা বিষ্ণোর্নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়া।
তথা মাং কুরু দেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ম্॥
দানে মাধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভে।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যসে॥"

এইরূপ প্রার্থনান্তে বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণগলে মালা সমর্পণ করিয়া তৎপরে তাহা স্বয়ং ধারণ করিলে বৈষ্ণব ব্যক্তি বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। বৈষ্ণব ব্যক্তির বক্ষে ধাত্রীফলনির্ম্মিত মালা কণ্ঠদেশে ধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। মালা ধারণ না করিয়া বিষ্ণুপূজায় নিয়ত নিরত থাকিলেও সে ব্যক্তি কখন বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য হইবে না।

"ধাত্রীফলকৃতাং মালাং কণ্ঠস্থাং যো বহেন্ন হি।
বৈষ্ণবো ন স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুপূজারতো যদি॥"

স্কন্দপুরাণ, গৌতমীয় পুরশ্চরণপ্রসঙ্গ এবং হরিভক্তি-বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে তুলসী ও ধাত্রীধারণে অনন্তফল এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

তুলসী ও ধাত্রীর ন্যায় সম্প্রদায়ভেদে রুদ্রাক্ষমালা-ধারণেরও বিধি আছে। লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—ভস্ম, ত্রিপুণ্ড্র এবং রুদ্রাক্ষমালা, এই সকল ধারণ না করিয়া শিবপূজা করা যায় না।

"বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া।
পূজিতোঽপি মহাদেবো ন স্যাত্তস্য ফলপ্রদঃ॥" (লিঙ্গপু০)

রুদ্রাক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে সংবৎসরপ্রদীপে লিখিত

আছে—ত্রিপুরবধের সময় রুদ্রের নয়ন হইতে কএকটী অশ্রুবিন্দু ভূতলে পতিত হয়, সেই অশ্রুবিন্দু সকলই শেষে রুদ্রাক্ষরূপ ধারণ করে।

"ত্রিপুরস্য বধে কালে রুদ্রস্যাক্ষোঃপতংস্ত যে।
অশ্রুণো বিন্দবস্তে তু রুদ্রাক্ষা অভবন্ ভুবি ॥" (সংবৎসরপ্র°)

রুদ্রাক্ষ অনেক প্রকার আছে। একমুখ, দ্বিমুখ, ত্রিমুখ হইতে চতুর্দ্দশ মুখ পর্য্যন্ত রুদ্রাক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। একমুখ দ্বিমুখাদি রুদ্রাক্ষ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। এই কারণে রঘুনন্দন তিথ্যাদিতত্ত্বে শুধু পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষেরই মাহাত্ম্যাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সকল প্রকার রুদ্রাক্ষ-ধারণেই মানবের মঙ্গল হয়, পাপ দূরে যায় এবং সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। পঞ্চবক্ত্র রুদ্রাক্ষ মূর্ত্তিমান্ কালাগ্নিরুদ্র। এই রুদ্রাক্ষধারণে অগম্যা গমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রভৃতি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

"পঞ্চবক্ত্রঃ স্বয়ং রুদ্রঃ কালাগ্নির্নাম নামতঃ।
অগম্যাগমনাচ্চৈব অভক্ষস্য চ ভক্ষণাৎ ॥
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পঞ্চবক্ত্রস্য ধারণাৎ ॥"
(তিথ্যাদিতত্ত্বধৃত স্কন্দপুরাণ)

৩ নদীবিশেষ। ৪ বল্লী দূর্ব্বা। (রাজনি) ৫ ভূম্যামলকী। (বৈদ্যকনি°)

মালা আঁকড়া (দেশজ) তৃণবিশেষ। (Eleusine Indica)

মালাই চাকি (দেশজ) জানুর সন্ধির উপরিস্থ চক্রাকার অস্থিবিশেষ।

মালাকণ্ট (পুং) মালাকারাঃ কণ্টাঃ কণ্টকাঃ অস্য। অপামার্গ। (রাজনি°)

মালাকণ্ঠ (পুং) গুল্মভেদ। (Achyranthes Aspera)

মালাকন্দ (পুং) মালা গণ্ডমালানাশকঃ কন্দঃ। শাকপার্থিববৎ মধ্যপদলোপী সমাসঃ। ১ মূলবিশেষ। পর্য্যায়—আবিলকন্দ, ত্রিশিখাদলা, গ্রন্থিদল, পাদিকন্দ, কন্দলতা। ইহার গুণ—সুতীক্ষ্ণ, গণ্ডমালানাশক, দীপন, গুল্মহারক এবং বাতশ্লেষ্মাপকর্ষক। (রাজনি°)

মালাকা (স্ত্রী) মালা এব মালা স্বার্থে কন্ ততষ্টাপ্। মালা।

মালাকার (পুং) মালাং করোতীতি কৃ-অণ্। ১ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। ২ মালিক, মাল্যকারক, চলিত মালী। পর্য্যায়—মালিক, মালাকার, পুষ্পাজীবী, বনার্চ্চক, পুষ্পলাব, পুষ্পলাবক। (শব্দরত্না°) ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে মালাকারজাতি শূদ্রার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে। পরাশরপদ্ধতিতে তৈলিকীর গর্ভে কর্ম্মকার হইতে মালাকারজাতির উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"তৈলিক্যাং কর্ম্মকারাচ্চ মালাকারস্য সম্ভবঃ ॥"(পরাশরপ°)

মালির গৃহে কি কি ফুল থাকিলে তাহা পর্য্যুষিতদোষে দুষ্ট হয় না, তৎসম্বন্ধে মেরুতন্ত্রের বচন এইরূপ,—

"ন পর্য্যুষিতদোষোঽস্তি তুলসীবিল্বচম্পকে।
জলজে বকুলেঽগস্ত্যে মালাকারগৃহেষু চ ॥" (মেরুতন্ত্র)

তুলসী, বিল্বদল, চম্পক, বকুল, অগস্ত্য এবং জলজাত পুষ্প এই সকল মালাকার বা মালীর ঘরে থাকিলে তাহা পর্য্যুষিত দোষে অপবিত্র হয় না।

হস্তানক্ষত্রে শনি থাকিলে মালাকার প্রভৃতি পীড়িত হইয়া থাকে।

"হস্তে নাপিতচাক্রিকচৌরভিষক্সূচিকদ্বীপগ্রাহাঃ।
বন্ধক্যঃ কৌশলকা মালাকারাশ্চ পীড্যন্তে ॥"(বৃহৎস°১০।৯)

মালাকার (মালী) পুষ্পবিক্রয়কারী জাতিবিশেষ। প্রধানতঃ পুষ্পমাল্যগ্রন্থন এবং দেবপূজা বা বিবাহাদি শুভকর্ম্মে ব্যবহারের জন্য বিক্রয়ার্থ টোপর, সীঁথি ময়ূর প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। পুষ্পসম্ভারসংগ্রহের জন্য ইহারা আপনাপন বাসভবনের সন্নিকটে উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ঐ পুষ্পোদ্যান মালঞ্চ নামে অভিহিত।

এই জাতি কোন কোন গ্রন্থে অন্ত্যজ বলিয়া গৃহীত হইলেও প্রকৃত পক্ষে বঙ্গসমাজে নবশাখ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণও গ্রহণ করিতে পারেন।

বাঙ্গালার মালাকারগণ আপনাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা বলে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ মথুরারাজ কংসের সভায় ফুল যোগাইত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংসাসুরের নিধনার্থ মথুরাধামে উপনীত হইয়া স্বীয় বেশভূষা সম্পাদন করিবেন, মানস করিতেছেন, এমন সময়ে এই মালাকার কংসের জন্য পুষ্পমালা লইয়া যাইতেছিল। ভগবান্ তাহাকে ডাকিয়া স্বীয় চূড়াদেশে পুষ্পমালা জড়াইয়া দিতে বলিলেন, সেই বাঞ্ছাকল্পতরু বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য মালী তৎক্ষণাৎ মালা লইয়া চূড়া বাঁধিয়া দিল। কিন্তু বন্ধন দৃঢ় হইল না দেখিয়া, ভগবান্ তাহাকে সূত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিতে আদেশ দিলেন। মালাকার তথায় অন্য সূত্র না পাইয়া আপনার যজ্ঞসূত্র হইতে কএক গাছি সূতা ছিঁড়িয়া সেই মালা বাঁধিয়াছিল। তদ্দর্শনে ভগবান্ সেই জ্ঞানহীনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'যেমন তুই পৈতার মর্ম্ম না বুঝিয়া স্বীয় স্কন্ধ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক ছিঁড়িয়া ফেলিলি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোকে অতঃপর শূদ্রত্ব ভোগ করিতে হইবে।' তদবধি তাহার বংশধরগণ উপনয়নসংস্কারবর্জ্জিত হইয়া শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

ইহাদের বিশ্বাস, অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর ন্যায় ইহারাও সম্রাট্ জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে বঙ্গে আসিয়া বাস করিয়াছে। বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এক বা দুই ঘর মালীর বাস দেখা যায়। ইহারা স্থানীয় অধিবাসিবর্গের আবশ্যক মত ফুল যোগাইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী থাক দৃষ্ট হয়। ১ম ফুল-কাটামালী, ইহারা শোলার টুপি, পুতুল এবং অলঙ্কার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ২য় দোকানী মালী—ইহারা দোকান করিয়া ফুল,ফুলের মালা এবং টোপর প্রভৃতি শোলার খেলানা বিক্রয় করে। ফুলকাটা মালীদিগের মধ্যে আবার রাঢ়ী,বারেন্দ্র ও আটঘরিয়া নামক তিনটী শ্রেণীবিভাগ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ আলম্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গল ও শাণ্ডিল্য-গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের মত ইহাদিগেরও সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।

ডাঃ ওয়াইজ লিখিয়াছেন—ঢাকাজেলাবাসী মালীদিগের মধ্যে দুইটী স্বতন্ত্র দল আছে। ঐ দুই দলে প্রকৃত কোন প্রভেদ না থাকিলেও বিবাহাদি ক্রিয়ায় উহার পার্থক্য বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। এক দলের লোক যদি অপর দলে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহাকে উভয় দলের লোক-দিগকে ভোজ দিতে হয়। কন্যাপক্ষে অধিক পণ দিতে হয় না। বাল্যবিবাহই প্রচলিত। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। পত্নীর চরিত্রে দোষ ঘটিলে, তাহাকে জাতিচ্যুত করা হয় এবং সংস্পর্শদোষদুষ্ট ভাবিয়া তাহার স্বামীকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

ইহারা সকলেই বৈষ্ণব। গোঁসাইর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে, কিন্তু অন্যান্য সকল কার্য্যে নবশাখের পুরোহিতেরা ইহাদিগের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে।

ইহারা প্রায় স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করে না। চাঁড়াল বা উড়িয়া চাকর দিয়া আপনাপন পুষ্পোদ্যান খনন করিয়া লয় এবং সময় সময় ঠিকা রোজে কৃষক লাগাইয়া স্ব স্ব জমা জমির চাস করিয়া থাকে। পুষ্পবিক্রয় ব্যতীত ইহারা বেদের ন্যায় গাছ গাছড়া ও ঔষধাদি বিক্রয় করে। বসন্ত-রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে ইহারা রোগীর বাটীতে যাইয়া টীকা দেয়। কখন কখন বসন্তরোগের চিকিৎসাও করিয়া থাকে।

ঢাকাবাসী মালাকারগণ এখানকার ডোমেদের মত শীতলাদেবীর পূজা করে। বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলে ইহারা সত্বরে বসন্ত ফুটাইয়া রোগীকে আরোগ্য করিয়া ফেলে। প্রতিবৎসর চৈত্র মাসের ১ম দিবসে ইহারা আপনাপন পুষ্পোদ্যানে মহাধুমধামে শীতলাদেবীর পূজা করে। ঐ উৎসবকে সাধারণে মালীবাগপর্ব্ব বলে। ঐ সময়ে স্থানীয় হিন্দু মুসলমান সকলেই নানা উপচারে শীতলাদেবীর পূজা দিয়া থাকে।

বিহারপ্রদেশবাসী মালীগণ সমাজে বিশেষ উন্নত। তথায় ইহারা কুম্ভার, কোইরি, কাহার প্রভৃতির সমশ্রেণীভুক্ত। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের স্পৃষ্ট জল পান করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার মালীদিগের সহিত ইহাদের পার্থক্য এই যে, ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে।

বাঙ্গালার মালী অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিম ভারতবাসী মালীদিগের উৎপত্তিকাহিনী স্বতন্ত্র। ইহারা বলে যে, এক সময়ে পুষ্পচয়নকালে পার্ব্বতীর অঙ্গুলিতে কণ্টকবিদ্ধ হয়। তিনি সেই রক্তাক্ত অঙ্গুলি লইয়া শিবকে স্বীয় যাতনার বিষয় অবগত করিলে, শিব স্বীয় ঘর্ম্ম দ্বারা সেই ক্ষত স্থানে লেপন করিলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। মতান্তরে দেবাদিদেব স্বীয় জটামধ্য হইতে একখণ্ড চন্দন কাষ্ঠ লইয়া ঐ ক্ষতস্থান স্পর্শ করিলে সেই ক্ষত আরোগ্য হয়। ঐ সময়ে পার্ব্বতীর অঙ্গুলি হইতে যে রক্তপাত হইয়াছিল, তাহা হইতে মালী জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

এই জাতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যখন সমাজে পুষ্পের ও পুষ্পমালার সম-ধিক আদর বাড়িয়াছিল, সেই সময় হইতে মালী নামধারী পুষ্পব্যবসায়ী একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর আবশ্যক হয়। বৈদিক যুগে পুষ্পের বিশেষ কোন আদর লক্ষিত হয় নাই। তৎ-কালের আর্য্যগণ পুষ্প-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইতেন না। পাশ্চাত্য কবি হোমরের সমকালে গ্রীকদেশ বিভিন্ন পুষ্পের প্রচলন থাকিলেও পুষ্পের চাস বা তাহার ব্যবসায় কোনই উল্লেখ দেখা যায় না।

এখানে বহোলিয়া, ভাগীরথী, দিল্লীবাল, গোলে, কর্পূরী, কনৌজিয়া ও ফুলমালী নামে ৮টী প্রধান শ্রেণী আছে। এত-দ্ভিন্ন স্থান বিশেষে দেশবালী, পনবার, সর্ম্মরি, বহলিয়ান, ভনোলী, ভবানী, ক্ষত্রি, মোহর, মেথিয়ান, মুলান, পেমনি-য়ান, রাজপুরিয়া, খোলিয়া, কোটা, কচ্ছমালী, খটিয়া, হদিয়া, মাথুর, মেবাতী, দিলবারী, ফুলমালী, সুরাব, সৈনী, কচ্ছি, প্রভৃতি কতকগুলি স্বতন্ত্র থাক আছে। ইহাদিগের মধ্যেও সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ। এমন কি, কন্যা যদি মাতা, মাতা-মহী বা পিতামহীর সমগোত্রীয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ করা সমাজবিরুদ্ধ।

বাল্যবিবাহ প্রশস্ত। কিন্তু অসমর্থ পক্ষে বর্ষীয়সীরও বিবাহ হইতে দেখা যায়। স্ত্রী জীবিত থাকিতে শ্যালিকাকে বিবাহ

করিতে পারে। বিধবা এবং পরিত্যক্তা পত্নীর "পাগাই বা ধরীচা" প্রথার পুনর্ব্বার বিবাহে কোন বাধা নাই। অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দেবরবিবাহও প্রচলিত আছে।

এখানকার মালীগণ শাক্ত। দেবী, কালী, মহাকালী প্রভৃতি শক্তির উপাসনা ইহারা বিশেষ ধুমধামের সহিত সমাধা করে। এতদ্ভিন্ন অঘোরনাথ, নরসিংহদেব ও পাঁচপীরের পূজায় ইহাদিগকে বিশেষ ভক্তিমান্ দেখা যায়। ফরুখাবাদের মালীগণ কুরেনা নামক গ্রাম্যদেবতার উপাসনাকালে ছাগাদি উৎসর্গ করে। বিবাহ এবং জাতকর্ম্মে প্রধানতঃ কুরেনার পূজা হইয়া থাকে।

এখানেও ইহারা শীতলা দেবীর পূজারিরূপে কার্য্য করে। বালক-বালিকার টীকা দেওয়া এবং বসন্তরোগে চিকিৎসা করা ইহাদের অন্যতম কার্য্য। অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা সন্ন্যাসীর অভাবে ইহারা গ্রাম্যদেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। হিন্দুসমাজে ইহাদের স্থান নিতান্ত হেয় নহে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের নিকট ইহারা পক্ব খাদ্য ভোজন করিয়া থাকে।

প্রাচীন গল্পে মালীপুত্রই অনেক সময়ে নায়করূপে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সাধারণে এইরূপ একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে—

"মালী চাহে বর্ষাণা ধোবী চাহে ধুপ।
সাহু চাহে বোলনা চোর চাহে চুপ ॥"

বোম্বাই প্রদেশেও বিভিন্ন শ্রেণীর মালীর বাস আছে। ইহারা সাধারণতঃ হলুদীমালী, জিরেমালী, কহ্মালী, লিঙ্গায়ৎ মালী ও ফুলমালী নামে পরিচিত। ফুলমালী ও কহ্মালীগণ একত্র আহার করে বটে, কিন্তু পরস্পরে পুত্রকন্যার বিবাহাদি দেয় না। ইহারা মরাঠী ভাষায় কথা কয়। মরাঠাদিগের ন্যায় ইহারা সকল পর্ব্বেই নিয়ম মত উপবাস ও পারণাদি করিয়া থাকে। দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগের পৌরোহিত্য করে।

আলন্দী, জেজুরী, পন্ঢরপুর, তুলজাপুর প্রভৃতি তীর্থে ইহারা ধর্ম্মকামনায় গমন করিয়া থাকে। ভবিষ্যদ্বাণী ও ভূত প্রেতাদিতে ইহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

মালাকারী (স্ত্রী) মালাকারপত্নী। প্রেমিকা কামিনীরা প্রেমিকের নিকট আপন অভিপ্রায় জানাইবার উদ্দেশে ভিক্ষুকী, দাসী, ধাত্রী, মালাকারী প্রভৃতিকে দূতীরূপে প্রেরণ করিয়া থাকে।

"ভিক্ষুণিকা প্রব্রজিতা দাসী ধাত্রী কুমারিকা রজিকা।
মালাকারী দুষ্টাঙ্গনা সখী নাপিতী দূত্যঃ ॥" (বৃহৎস৭৮৯)

মালাকূটদন্তী (স্ত্রী) রাক্ষসী বিশেষ।

মালাক্কা, ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ বিশেষ।
[বিস্তৃত বিবরণ মলাক্কা শব্দে দেখ।]

মালাগুণ (পুং) মালাগ্রন্থনসূত্র। ২ কণ্ঠহার।

মালাগুণা (স্ত্রী) অসাধ্য লূতাবিশেষ। (সুশ্রুত কল্প° অঃ)

মালাকাবেত (দেশজ) বেত্রবিশেষ, মলাক্কা দ্বীপের বেত্র।

মালাগ্রন্থি (পুং) মালের গ্রন্থিরস্য। মালাদূর্ব্বা, বল্লীদূর্ব্বা।

মালাঙ্ক (পুং) জনৈক রাজকবি, ইনি মালতীমাধব ও বৃন্দাবন নামক গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

মালাতৃণ (ক্লী) মালাকারং তৃণম্। ভূস্তৃণ।

মালাতৃণক (ক্লীং) মালাতৃণ-স্বার্থে কন্। ভূস্তৃণ। চলিত, গন্ধ-খড়। (রাজনি°) সুভূত্যাদির মতে এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গ; কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে পুংলিঙ্গরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন। এক-মতে "মালাতৃণক ভূস্তৃণে" এবং অন্য মতে "মালাতৃণকভূস্তৃণৌ" এইরূপ পাঠপার্থক্যে লিঙ্গব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর্য্যায়—রৌহিষ, ভূতি, ভূমিক, কুটুম্বক, ভূস্তৃণ, পালয়, ছত্রাতিচ্ছত্র। ভাবপ্রকাশ-মতে পর্য্যায়—গুহ্যবীজ, ভূতীক, সুগন্ধ। গুণ—জম্বুর ন্যায় উৎকটগন্ধযুক্ত এবং ভূমিলগ্ন। (ভরত) ২ অন্ধ্রদেশপ্রসিদ্ধ রোহিষ তৃণ। (বৈদ্যকনি°)

মালাদীপক (স্ত্রী) অর্থালঙ্কারভেদ। এক ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মীর যথাযথ পর পর সম্বন্ধ হইলে তথায় এই মালাদীপক অলঙ্কার বলা যায়।

"ধর্ম্মিণামেকধর্ম্মেণ সম্বন্ধো যদ্যথোত্তরম্।" (সাহিত্যদ°১২৯)

উদাহরণ যথা—

"ত্বয়ি সঙ্গরসম্প্রাপ্তে ধনুষাসাদিতাঃ শরাঃ।
শরৈররিশিরস্তেন ভূস্তয়া ত্বং ত্বয়া যশঃ॥" (সাহিত্যদ°১০পঃ)

মালাদূর্ব্বা (স্ত্রী) মালা ইব গ্রন্থিযুক্তা দূর্ব্বা। দূর্ব্বাবিশেষ, চলিত মালদূর্ব্বা বা গাঁটিয়া দূর্ব্বা। ইহার পর্য্যায়—বল্লীদূর্ব্বা, অলিদূর্ব্বা, মালাগ্রন্থি, গ্রন্থিলা, গ্রন্থিদূর্ব্বা, শূলগ্রন্থি, বেল্লনী, গ্রন্থিমূলা, রোহৎপর্ব্বা, পর্ব্ববল্লী, শিবাখ্যা। ইহার গুণ—সুমধুর, তিক্ত, শিশির, পিত্তদোষনাশক এবং কফ বমি ও তৃষ্ণাপহ।

মালাধর (ত্রি) মালাধারক,মালাধারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ মালাধরী।
"মালাধরী ললাটে চ ভ্রুবোর্মধ্যে যশস্বিনী।" (অর্গলাস্তব)

মালাধর বসু, শ্রীকৃষ্ণবিজয়প্রণেতা প্রসিদ্ধ বঙ্গকবি, ইঁহার উপাধি গুণরাজ খাঁ। [গুণরাজ খাঁ দেখ।]

মালাধার (পুং) দেবতা বিশেষ। (দিব্যাব° ২১।৮)

মালাপ্রস্থ (পুং) নগরভেদ।

মালাফল (ক্লী) রুদ্রাক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

মালামণি (পুং) রুদ্রাক্ষ।

মালামনু (পুং) মালাকারে লিখিত মন্ত্রবিশেষ।

মালামন্ত্র (পুং) মন্ত্রবিশেষ।

মালাময় (ত্রি) বহু মালাযুক্ত।

মালামাল্ (দেশজ) স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি।

মালার্মী (দেশজ) মল্লের কার্য্য, কোস্তাকুস্তী।

মালারিষ্টা (স্ত্রী) পাটী নামক সুগন্ধ পত্র। (রাজনি০)

মালালিকা (স্ত্রী) মালাং অলতীতি অল-ণ্বুল্, টাপ্ ইত্বঞ্চ। পৃক্কা নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি০)

মালালী (স্ত্রী) মালামলতীতি অল্ অচ্, ততো ঙীপ্। পৃক্কা।

মালাবৎ (ত্রি) মালাবিদ্যতেঽস্য মালা-মতুপ্। মালাবিশিষ্ট, মালাধারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্, মালাবতী।

মালাশ্রেষ্ঠতমা (স্ত্রী) তুলসী বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

মালি (পুং) অনৈক রাক্ষস। গ্রামণী গন্ধর্ব্বের কন্যা দেববতীর গর্ভে রাক্ষস সুকেশের ঔরসে ইহার জন্ম হয়। (রামা০ উত্ত০৫সর্গ)

মালিক (পুং) মালাস্ত পণ্যং (তদস্ত পণ্যম্ পা। ৪।৪।৫১) মালা-ঠক্। যদ্বা মালাগ্রথনং শিল্পমস্তেতি মালা-(শিল্পম্। পা ৪।৪।৫৫) ইতি ঠক্। ১ মালাকার।

"অন্যাহ্নিমালিকৈর্দত্তাং সা জীবেদ্ভাটকাদিতি" (রাজতর০৬।১৯)

২ পক্ষিভেদ। ৩ রঞ্জক। (শব্দরত্না০) ৪ দ্রাক্ষামদ্য। (বৈদ্যকনি০) ৫ মল্লিকাবিশেষ। চন্দ্রমল্লিকা। ৬ মদ্য। ৭ সপ্তলা। ৮ অতসী। চলিত মশিনা।

মালিক্ (আরবী) ১রাজা। ২নরোচ্ছশাসনকর্ত্তা। ৩সত্বাধিকারী।

মালিক অম্বর, আবিসিনীয়া (হাব্সি) দেশবাসী অনৈক মুসলমান। ইনি ভারতে আসিয়া দাক্ষিণাত্যের আহ্মদনগর-রাজবংশের (নিজামশাহী) অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া উঠেন। তাঁহার কূটমন্ত্রণাবলে এবং যুদ্ধকৌশলে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মোগল-বাহিনীকেও পশ্চাদ্পদ হইতে হইয়াছিল।

আহ্মদনগরের বীররাণী চাঁদবিবির মৃত্যুর পর ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে মোগল-সেনাপতি আহ্মদনগর আক্রমণ করেন, এই সময়ে নিজামশাহী রাজগণ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। মালিক অম্বর উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজধানী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক খির্কিতে (আরঙ্গাবাদে) রাজপাট পরিবর্ত্তন করেন। এখানে থাকিয়া তিনি স্বীয় ভুজবলে নিজামশাহী বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সুশাসনে দাক্ষিণাত্য-বাসী মুসলমানগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিল।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর নিজামশাহী বংশের উচ্ছেদ-কামনায় এবং মালিক অম্বরের শৌর্য্যে বীর্য্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া গুজরাত, মালব ও দাক্ষিণাত্য হইতে তিনটী সেনাদল তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধের পর, মোগলবাহিনী-এয় তাঁহার নিকট পরাজিত হইল। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় আহ্মদনগর-সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন।

ক্রমে রাজ্যমধ্যে তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তিনিই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। বিদেশীয়কে রাজশক্তিপরিচালনে বদ্ধপরিকর দেখিয়া দাক্ষিণাত্যবাসী ভারতীয় মুসলমানগণ বিদ্বেষবশতঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

এইরূপে স্বজাতীয় শক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি হীন-বল হইয়া পড়েন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগল-সম্রাটের বশ্যতাস্বীকারপূর্ব্বক সম্রাট্পদে আহ্মদনগর প্রত্যর্পণ করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় আহ্মদনগর জয় এবং মালবরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের প্রিয়পুত্র খুরমের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি রাজসংসার হইতে অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর পিতা বিখ্যাত শাহজী ভোঁস্লে তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।

মালিক আহ্মদ, আহ্মদনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নিজাম উল্ মুল্কের পুত্র। ইনি ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে জুন্নরে যাইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। [নিজামশাহী দেখ।]

মালিক-উৎ-তুজ্জার (মালিক হাসান,) একজন বসোরা-বাসী প্রসিদ্ধ বণিক্। মালিক-উৎ-তুজ্জার অর্থাৎ বণিকসম্রাট্ আহ্মদ শাহ বাহ্মণীর এক জন আত্মীয় ও বন্ধু। তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া মাহিমদ্বীপের শাসনকর্ত্তা কুতবকে পরাজয় করিয়া বলপূর্ব্বক উক্ত স্থান অধিকার করেন। গুজরাতের সুলতান আহ্মদ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য তাঁহার পুত্র জাফরখাঁকে প্রেরণ করেন এবং দীউ, গোয়া প্রভৃতির নবাবগণকে সাহায্য করিতে পত্র লিখিলেন। সকলে একত্র হইয়া ৭০০ রণতরী লইয়া জলপথে এবং স্থলপথে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। মালিক-উৎ-তুজ্জার বহুসংখ্যক বৃক্ষ-কর্ত্তন করিয়া উপকূল ভাগে সজ্জিত করিলেন এবং মাহিম-দ্বীপের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জাফরখাঁ এবং তাঁহার সহযোগিগণ জলপথে ও স্থলপথে উভয়দিক্ হইতে মালিককে আক্রমণ করিলেন। আহ্মদশাহ বাহ্মণী মালিকের সাহায্যের জন্য ১০০০০ হাজার সৈন্য ও অনেক হস্ত্যশ্ব পাঠাইয়া দিলেন। এই সকল যুদ্ধোপকরণ সত্ত্বেও মালিক পরাজিত হইলেন এবং জলপথে পলায়ন করিলেন। জাফরখাঁ গুজরাত অধিকার করেন।

মালিক উস্ শর্ক, জৌনপুরের শর্কী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ইনি দিল্লীপতি মাহ্মুদ তোগলকের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম খ্‌াজা জহান।

মাহ্মুদের শাসন বিশৃঙ্খলায় দিল্লীর অধীনস্থ শাসনকর্ত্তারা বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে খ্‌াজা জহান (পূর্ব্বদেশের শাসনকর্ত্তা) মালিক উস্ শর্ক উপাধি লইয়া পূর্ব্বাঞ্চল শাসন করিতে আসিলেন।

জৌনপুরে আসিয়া ইনি স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। অচিরেই ইনি আপনাকে স্বাধীন নৃপতিরূপে ঘোষণা করিয়া দিল্লীর অধীনতাপাশ ছেদন করেন। ইঁহার দত্তকপুত্র মুবারক শাহ হইতেই শর্কীবংশের সৌভাগ্যসূর্য্য সমুদিত হইয়াছিল।

মালিক কাফুর, খিলিজিবংশীয় দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীনের একজন প্রিয় ও বিখ্যাত সেনাপতি। আলাউদ্দীনের সেনাপতি আলুফ খাঁ ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে গুজরাতের অন্তর্গত অনহলবাড়ার রাজা কর্ণরায়কে পরাজয় করিয়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ সমৃদ্ধিশালিনী খম্ভাৎ (কাম্বে) নগরী প্রাপ্ত হন। আলুফ খাঁ সেই স্থলে হাবসী বণিকদিগের নিকট হইতে কাফুর নামক একটী খোজা দাস ক্রয় করেন। এই খোজা দাসই ভবিষ্যতে আলাউদ্দীনের প্রিয় সেনাপতি মালিক কাফুর নামে বিখ্যাত হইয়াছিল এবং আলুফ খাঁ অর্থ দ্বারা যাহাকে ক্রয় করিয়াছিলেন,—কালে সেই ক্রীতদাসই আলুফের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাফুর দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া অচিরেই আলাউদ্দীনের মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিরাজ রামদেব তিন বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীতে করপ্রদান করেন নাই। আলাউদ্দীন্ তাহার বিরুদ্ধে মালিক কাফুরকে এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈনাসহ প্রেরণ করেন। দেবগিরিরাজ রামদেব কাফুরের সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া নির্দ্দিষ্ট রাজকর এবং ধনরত্ন উপহার দিয়া কাফুরের সহিত দিল্লী গমন করেন।

১৩০৯ খৃঃঅঃ মালিক কাফুর ওরঙ্গলের হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু প্রথমবারে কাফুরের সৈন্য সকল পরাজিত হয়, এবং কাফুর অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। সেই বৎসরেই কাফুর দ্বিগুণ উৎসাহে সৈন্যদল লইয়া পুনরায় ওরঙ্গল আক্রমণ করেন। ওরঙ্গলরাজ লঙ্গর প্রবল প্রতাপে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজিত এবং যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া সম্রাট্‌কে নির্দ্দিষ্ট কর দিতে স্বীকার করেন। তজ্জন্য আলাউদ্দীন্ কাফুরকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। পরবৎসর ১৩১০ খৃঃ অব্দে কাফুর কর্ণাটে দ্বারসমুদ্ররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ঐ স্থলে তৎকালে হয়শাল বল্লালদিগের অধীনে ছিল। দাক্ষিণাত্যে ইহার ন্যায় সমৃদ্ধ রাজ্য আর ছিল না। মালিক কাফুর মলবার উপকূলে পৌঁছিয়া সেই ঘটনা স্মরণীয় করিবার জন্য তথায় একটী মস্জিদ নির্ম্মাণ করেন। কাফুর অনায়াসে দ্বারসমুদ্র অধিকার করিয়া রাজধানী লুণ্ঠন করিলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ও অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ শিবমন্দির ভাঙ্গিয়া তথাকার প্রকাণ্ড ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিলেন। অদ্যাপি উক্ত ভগ্নমন্দিরের নিদর্শনদৃষ্টে তদানীন্তন হিন্দুস্থাপত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কাফুর অপরিমিত ধনরত্ন লইয়া দিল্লীযাত্রা করেন। ফেরিস্তা ইতিহাসে দেখা যায় যে, কাফুর ৩১২টী হস্তী, ২০০০০ অশ্ব এবং ৯৬০০০ মণ সুবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাফুর দাক্ষিণাত্যের চিরসঞ্চিত অতুল ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া দিল্লীর রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। দিল্লী এই সময়ে সৌভাগ্যের চরম সীমায় আরোহণ করে। বহু সংখ্যক হর্ম্ম্য ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। আলাউদ্দীনের বার্দ্ধক্য হেতু প্রিয়তম কাফুর রাজ্যের সমুদয় কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

কাফুর ১৩১২ খৃঃ অব্দে দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন এবং ওরঙ্গল হইতে বহু ধন রত্ন লইয়া দিল্লী ফিরিয়া আসেন। আলাউদ্দীনের অন্তিম সময় আগত দেখিয়া সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র খিজিরখাঁ এবং সাদিখাঁর চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং আলাউদ্দীনের একখানি জাল উইল দেখাইয়া সম্রাটের ৭বৎসর বয়স্ক চতুর্থ পুত্র উমুরখাঁকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। তিনি সম্রাটের ৩য় পুত্র মবারককে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি মবারকের প্রহরীগণের দ্বারা ১৩১৭ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে স্বীয় প্রকোষ্ঠে নিহত হন। কাফুর ৩৫ দিন মাত্র রাজপ্রতিনিধির কার্য্য করিয়াছিলেন।

মালিক রাজা ফরুখী, খান্দেশের ফরুখী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি আপনাকে খলিফা ওমারের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। প্রায় ৩০ বৎসরকাল দিল্লীশ্বরের অধীনে খান্দেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব পরিচালন করিয়া ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

[ফরুখী রাজবংশ দেখ।]

মালিকা (স্ত্রী) মাল্যৈব স্বার্থে-কন্-টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। ১ মল্লিকা। ২ পুত্রী। ৩ গ্রীবালঙ্কার। ৪ পুষ্পমাল্য। ৫ নদীবিশেষ। (মেদিনী) ৬ সুরা। (রাজনির্ঘণ্ট) ৭ ক্ষুমা (শব্দচ০)

মালিকানা (আরবী) মালিকের প্রাপ্য বৃত্তি বা খাজনা।

মালিত (ত্রি) মালাকারে পরিবেষ্টিত।

মালিকী (আরবী) মালিকের সম্পর্কীয়।

মালিন্ (পুং) মালা পণ্যত্বেনাস্ত্যস্য মালা (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ইনি। ১ মালাকার। ২ ব্রাহ্মণ স্বকেশের পুত্র। (স্ত্রীমা-উ ৬ অঃ) মালা অস্থিমালা অস্ত্যস্তেতি ইনি। ৩ মহাদেব।

"ধীমান্ রূপো গুহাবাসী গুহো মালী তরঙ্গবিৎ।"(মহাভা০ ১৩।১৭।৬)

অস্থি মালাস্ত্যেতি ইনি। (ত্রি) ৪ মালাযুক্ত, মালাধারী।

"খৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকান্ পশ্য মালিনঃ শিশিরাত্যয়ে।"

(রামা০ ২।৫৬।৬)

মালিনী (স্ত্রী) মালা মুণ্ডমালা অস্ত্যস্যাঃ অস্যাং বা মালা। (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ইনি ততো ঙীপ্। ১ মাতৃকাভেদ। মালিন্ ঙীষ্। ২ মালিকপত্নী, মালীর স্ত্রী। ৩ চম্পানগরী। "প্রীত্যা দদৌ স কর্ণায় মালিনীং নগরীমথ। অঙ্গেষু নরশার্দ্দূল! স রাজাসীৎ সপত্নজিৎ॥" (মহাভা০ ১২।৫।৬)

৪ গৌরী। ৫ মন্দাকিনী। ৬ নদীবিশেষ। এই নদী হিমালয়প্রস্থের সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত। ইহারই তীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম ছিল। এখানে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়।

"জনয়ামাস স মুনির্মেনকায়াং শকুন্তলাম্।
প্রস্থে হিমবতো রম্যে মালিনীমভিতো নদীম্॥"(মহাভা০১।৭২৮)

৫ অগ্নিশিখা বৃক্ষ। ৬ দুরালভা। ৭ বৃত্তভেদ। এই ছন্দের প্রত্যেক পাদে পঞ্চদশটী করিয়া অক্ষর থাকে। প্রথম ছয়টী এবং ১০ম ও ১৩শ বর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন সমস্তই গুরু। ইহার লক্ষণ—"ন ন ম য য যুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ।"

উদাহরণ যথা—

"মৃগমদকৃতচর্চ্চা পীতকোশেয়-বাসা
রুচির-শিখি-শিখণ্ডাবদ্ধধম্মিল্লপাশা।
অনৃজুনিহিতমংসে বংশমুৎকাণয়ন্তী
ধৃতমধুরিপুলীলা মালিনী পাতু রাধা॥" (ছন্দোম০)

৮ অপ্সরোবিশেষ। (কথাসরিৎসা০ ৪৫।৩৫২) ৯ স্কন্দমাতৃগণের অন্যতমা। ইনিই শিশুমাতৃদিগের মধ্যে একটী।

"কাকী চ হলিমা চৈব মালিনী বৃংহিলা তথা।
আর্য্যা পলালা বৈমিত্রা সপ্তৈতাঃ শিশুমাতরঃ।"(মহা০৩।২২৩।১০)

১০ দ্রৌপদীর নামান্তর।

"মালিনীত্যেব মে নাম স্বয়ং দেবি চকার সা।"(মহাভা০ ৪।৮।২১)

১১ রাক্ষসী ভেদ। এই রাক্ষসী বিভীষণের মাতা।

"মালিনী জনয়ামাস পুত্রমেকং বিভীষণম্।"(মহাভা০ ৩।২৭৪অঃ)

১২ রৌচ্য মনুর মাতা। (মার্কণ্ডেয়পু০ ৯৮।৫-৭) ১৩ শ্বেতকর্ণের পত্নী। (হরিব০ ১৮।৬)

মালিনীতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

মালিন্দ্য (পুং) পর্ব্বতভেদ।

মালিন্য (ক্লী) মলিন-(বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি ভাবাদিষু ষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ। অথবা মলিনস্য ভাব ইত্যর্থে মলিন-ষ্যঞ্। মলিনতা।

"ভোগবাগেন মালিন্যং নেতুং মধ্যগতেঽপি নঃ।
ন শক্যতে স্ম পঙ্কেন প্রতিমেন্দুরিবামলঃ॥"

আকাশ ও পাপের বর্ণনাস্থলে কবিগণ মালিন্য বর্ণন করিয়া থাকেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা "কবিসময়খ্যাতি" বলিয়া উল্লিখিত।

"মালিন্যং ব্যোম্নি পাপে যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্ত্যোঃ।"

(সাহিত্যদর্পণ)

২ ময়লা। ৩ কলুষ। ৪ কুপ্রবৃত্তি।

মালিমণ্ডন, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য০ ৩২।১১)

মালিম্ (আরবী) পোতচালক (Pilot)।

মালিয়ৎ (আরবী) ১ ধনসম্পত্তি। ২ ভাণ্ডার।

মালিয়া, বোম্বাই প্রদেশে গুজরাতের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়-বিভাগের একটী জমিদারী। ভূপরিমাণ ১০৩ বর্গমাইল। এখানে ইক্ষু ও তুলা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার উপাধি ঠাকুর, তিনি রাজপুতজাতীয়। তিনি বীরপুর বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং স্বয়ং রাজকার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করেন।

মালিবস্ত, জনৈক ঋষি। (সহ্য০ ৩০।৩৩)

মালিবন্তক, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য০ ৩১।৪৯)

মালিবান, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজত্রয়। (সহ্য০ ৩৩।১১, ১২,৪)

মালী (দেশজ) মালাকার। পুষ্পবিক্রয়ী। যাহারা ফুল ও ফুলগাছ প্রভৃতি বিক্রয় করে।

মালীদ (ইংরাজী) ধাতুবিশেষ (Molybdena)।

মালীনগর, বঙ্গদেশে দরভাঙ্গা জেলায় একটী নগর। অক্ষা০ ২৫°৫৯´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি০ এবং ৮৫°৪২´৩০´´ পূঃ। গণ্ডকীনদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। এখানে মহাদেবের একটী বড় মন্দির আছে, উহা ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ নির্ম্মিত হয়। এখানে প্রতিবৎসর রামনবমীর সময় একটী বড় মেলা হয় এবং তদুপলক্ষে বহুযাত্রীর সমাগম ও প্রভূত বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানী হয়।

মালীয় (ত্রি) ১ মালাসম্বন্ধীয়। ২ মালাকারসম্বন্ধি।

মালু (পুং) মৃ (ম্রো রশ্চ লঃ। উণ্ ১।৫) ইতি বাহুলকাৎ ণুণ্। ১ পত্রলতা। ২ নারী। (মেদিনী)

মালুক (পুং) কৃষ্ণার্জ্জক, চলিত কালবাবুই। ২ ঈষৎশ্বেত রাজহংস। (বৈদ্যকনি০)

মালুকাচ্ছদ (পুং) অশ্মান্তক বৃক্ষ। (বৈত্তকনি°)

মালুদ, বৌদ্ধমতে অক্ষৌহ্ণি-সংখ্যাভেদ।

মালুধান (পুং) মালু মরণং বিদধাতীতি ধা ল্যুঃ। মাতুলাহি, চলিত মালুয়াসাপ। অষ্ট নাগান্তর্গত নাগবিশেষ।

'মালুধানশ্চিত্রসর্পে মহাপথেঽপি দৃশ্যতে ॥' (হারাবলী)

মালুক (পুং) কৃষ্ণার্জ্জক, কৃষ্ণপত্র তুলসী। (রাজনি°)

মালুধানী (স্ত্রী) লতাবিশেষ। (বৈত্তকনি°)

মালুম্ (আরবী) অবগতি।

মালুর (পুং) মাং পরেষাং বৃক্ষান্তরাণাং শ্রিয়ং প্রভাবং লুনাতীতি লুঞ্-বাহুলকাৎ রঃ। ১ বিল্ববৃক্ষ।

"স বারনারী-কুচসঞ্চিতোপমং
দদর্শ মালুরফলং পচেলিমম্ ॥" (নৈষধ ২।৯৪)

ইহার পর্য্যায়—বিল্ব, মহাকপিত্থ, শ্রীফল, গোহরীতকী, পূতিবাত, মাঙ্গল্য, মহাফল। (বৈদ্যকরত্নমা°) ভাবপ্রকাশমতে বিল্ব,শাণ্ডিল্য,শৈলুষ ও শ্রীফল। ২ কপিত্থবৃক্ষ। (রাজনি°)

মালুর, মহিসুর-রাজ্যে কোলার জেলাস্থ একটী তালুক। ভূপরিমাণ ১৫৪ বর্গ মাইল।

২ কোলার জেলার একটী গ্রাম। পূর্ব্বে ইহার নাম মল্লিকপুর ছিল। ১৬শ শতাব্দে এই স্থান হুরকোটের গৌড় সর্দ্দারের অধিকারে থাকে। পরে বিজাপুরের মুসলমানদিগের শাসনাধীন থাকিয়া মরাঠাদিগের অধিকারে আইসে এবং হায়দার আলীর সময়ে মহিসুরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মালে, (মালা) রাজমহল-শৈলমালাবাসী পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ ওরাওন জাতির সহিত ইহাদের সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য নিরীক্ষণ করিয়া, ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় শাখাসম্ভূত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্থানবিশেষে ইহারা মাল, সামারিয়া মালে, শবর পাহাড়িয়া, সৌরিয়া, সামিল পাহাড়িয়া, আসল পাহাড়িয়া ও সঙ্কি নামে পরিচিত। ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য অনুধাবন করিলে, ইহাদিগকে স্পষ্টতঃই সেই পণাধরধারী বনবাসী শবর জাতিরই একটী শাখা বলিয়া অনুমান হয়।

ইহারা খর্ব্বাকৃতি, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং দৃঢ়কায়। বাঙ্গালা এবং তদ্দক্ষিণস্থ পর্ব্বতবাসী মাল ও মালপাহাড়ী জাতি হইতে ইহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাদের নাসিকা অনেকাংশে নিগ্রোজাতির অনুরূপ। ইহাদের কথিত ভাষায়ও অনুনাসিক স্বরের আধিক্য উপলব্ধি হয়।

বনমণ্ডিত পর্ব্বতবক্ষে বাসহেতু অন্যান্য পর্ব্বতবাসী জাতির ন্যায় ইহারা দুর্দ্ধর্ষ ছিল। যখন পাঠান ও মোগল-রাজগণ বাঙ্গালায় মুসলমানের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিল,—যখন রাজমহলে মুসলমান নবাবগণের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনও এই মালে জাতি আপনাদের বন্য স্বাধীনতা-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা মায়া-মমতাশূন্য হইয়া পরস্পরে আত্মবিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাপনিই বলহীন হইয়া পড়িতেছিল।

প্রভূত প্রতিপত্তিশালী মোগল-শক্তির শাসনশৃঙ্খলার আয়ত্তীভূত না হইলেও, ইহারা সেই বন্য বর্ব্বরতার মধ্যেও শাসনকার্য্যের আবশ্যকতা অনুভব করে। ইহারা আপনাদের পার্ব্বত্য নিকেতনের সান্নিধ্যস্থ সমতলক্ষেত্রবাসী জমিদারগণের কার্য্যপরম্পরা লক্ষ্য করিয়া তদনুকরণে স্ব স্ব অধিকারগত বনরাজ্যের পরিচালনবিধি নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছিল। প্রত্যেক পর্ব্বতের এক একটী তপ্পায় (পরগণায়) এক বা দুই জন সর্দ্দার নিযুক্ত থাকিত। ঐ সর্দ্দারদিগের অধীনে প্রতিগ্রামে এক এক জন মাঁঝিরা গ্রামের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিত।

সর্দ্দারগণ সাধারণ মালে অপেক্ষা অনেকাংশে সুসভ্য ছিল। পর্ব্বতবাসীরা সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া লুণ্ঠনাদি উপদ্রব না করে, তজ্জন্য তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারবর্গের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইত। ঐ সকল জায়গীরে বাস করিয়া তাহারা যে অর্থোপার্জ্জন করিত, তদ্দ্বারা তাহারা পার্ব্বত্য গিরিপথসমূহে এক একটী থানা স্থাপিত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে জমিদার বা সামন্ত-রাজগণও পাহাড়ীদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ সীমান্তে চৌকী সংরক্ষিত করিতেন।

প্রতিবৎসর দশহরা উৎসবের সময় মালে-সর্দ্দারগণ আপনাপন অধীনস্থ মাঁঝিদিগকে সঙ্গে লইয়া সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। জমিদার কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার শান্তিরক্ষার বন্দোবস্ত যথারীতি স্থিরীকৃত হইলে পর জমিদারগণ তাহাদিগকে আকণ্ঠ ভোজন করাইয়া এবং এক একটী নূতন পাগড়ী দিয়া বিদায় দিয়া থাকেন।

বহুকাল হইতে এইরূপে দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়ায় পার্ব্বত্য মালে এবং সমতলদেশবাসী জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে জমিদারগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইহাদিগের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করে। তাহারা বাৎসরিক ভোজের দিন উপস্থিত কতকগুলি সর্দ্দার ও মাঁঝিদিগকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া নিহত করে। তদবধি ইহারা জমিদারদিগের উপর বিরক্ত হইয়া গিরিসঙ্কটগুলির রক্ষাভার পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই সময় হইতে মালে-জাতির অত্যাচার আরম্ভ হয়। ইহারা দলে দলে সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইয়া তথাকার প্রজাবর্গের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব প্রজাবর্গকে ইহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত বর্ষে এখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় চৌকীদারগণ পর্ব্বতসান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। সঙ্গে সঙ্গে মালে-জাতিরও অত্যাচার দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। ইহারা ক্রমে রাজমহলের পার্ব্বত্যপ্রান্ত হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সমগ্রস্থানের গ্রামনগরাদি জ্বালাইয়া দিয়া লুণ্ঠন করিতে থাকে। পাঁতিদারগণ লুণ্ঠনের অংশ পাইবার আশায় ইহাদিগকে সময় সময় সহায়তা করিত। ইহাদের ঔদ্ধত্য-দর্শনে জমিদারগণও শঙ্কিত হইয়াছিলেন। বণিক্‌গণ রাত্রিকালে গঙ্গাবক্ষে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে পারিত না। এরূপ অবস্থায় তৎপ্রদেশে একরূপ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।

মুসলমান নবাবদিগের ন্যায় ইংরাজ-গবমে´ণ্টও ইহাদের অত্যাচারদমনে বদ্ধপরিকর হন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ব্রুকের অধীনে বনযুদ্ধকুশলী একটী পদাতিক সেনাদল মালে-দস্যুদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। ইংরাজ-সেনাদল সেই দুর-রোহ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া লুকায়িত মালেদিগের বিশেষ কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারে নাই, বরং ইহাদের বিষাক্ত বাণে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এই-রূপে বৃথা সেনাক্ষয় দেখিয়া ইংরাজ-সেনানী মালেজাতিকে বশীভূত না করিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হন।

এই দারুণ অরাজকতার সময় ইংরাজের পত্রবাহকগণ (Mail-runners) রাজমহল-শৈলমালার সানুদেশ দিয়া তেলিয়া-গড়ী-সঙ্কটে গমনাগমন করিত। বিদ্রোহী মালেগণ হিতা-হিত জ্ঞানশূন্য হইয়া উপর্য্যুপরি কএকটী পত্রবাহককে নিহত করিলে, ইংরাজ-গবমে´ণ্ট ঘাতকদিগের দমনে চেষ্টা পান। এই সময়ে রাজমহলের সেনাধ্যক্ষ কাপ্তেন ব্রাউনের পরামর্শ মতে সর্দ্দার ও মাঁঝিদিগকে পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব পদে ও শক্তিতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হয়। ইংরাজ-গবমে´ণ্ট দস্যুবৃত্তিদমনের জন্য সীমান্তবাসী সর্দ্দারদিগকে অর্থসাহায্য করিতেও স্বীকৃত হন। উক্ত বর্ষে ব্রাউন সাহেবের প্রার্থনা গবমে´ণ্টকর্ত্তৃক অনু-মোদিত হইলে, যথারীতি কার্য্যারম্ভ হয়। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে মালেদিগের অধিকৃত পার্ব্বত্য প্রদেশ ভাগলপুরের তাৎকালিক রাজস্বসংগ্রাহক মিঃ অগাষ্টাস্ ক্লিভলাণ্ডের শাসনাধীনে রক্ষিত হইয়াছিল। ক্লিভলাণ্ডের সদয় ব্যবহারে অধিকাংশ সর্দ্দার ও মাঁঝি অল্পকালের মধ্যেই তাহার বশীভূত হয়। তিনি তখনকার বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌কে লিখিয়া এই মালেজাতি হইতে একটী সেনাদল সংগঠনে প্রয়াস পান। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সেনাধ্যক্ষের পরামর্শ মতে তীরধারী মালে-সেনাদল গবমে´ণ্টের ব্যয়ে গঠিত হয়। ঐ সেনাদলের নাম 'দি ভাগলপুর হিল্ রেঞ্জার্স'। লেফ্‌টেনাণ্ট স (Lieut Shaw) তাহাদের নায়ক হইয়া কুচকাওয়াজ শিক্ষা দেন। উক্ত বর্ষে এই সেনাদল একটী পার্ব্বত্যবিদ্রোহ দমন করিয়া বিশেষ সুখ্যাতিভাজন হইয়াছিল: ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের পর এই সেনাদলকে বিদায় দেওয়া হয়।

এই সেনাদলের মধ্যে অপরাধী সৈনিকদিগের বিচার জন্য মিঃ ক্লিভলাণ্ড একটী শাসনসমিতি সংগঠন করেন। উহা প্রথমে সামরিক বিচারসভা ও পরে পার্ব্বত্যসমিতি নামে কথিত হয়। ক্লিভলাণ্ডের পরামর্শ-মতে উহা বৎসরে দুইবার আহূত হইত। উহার নিয়মাবলী ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ১ ধারারূপে গঠিত হয়। পরে উহা যথাক্রমে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ১ ধারা ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২৯ আইনে সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট্ সামান্য দোষের জন্য মালেদিগকে বিচারাধীন করিতে সমর্থ নহেন।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ক্লিভলাণ্ড মালেদিগকে বশে রাখিবার জন্য ভূমিদানের ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে তিনি প্রত্যেক মালেসর্দ্দারকে ১ শত হইতে ৩ শত বিঘা পতিত জমি নিষ্কর-রূপে এবং প্রত্যেক সাধারণ মালেকে প্রার্থনামত ভূমি ১০ বৎসরের জন্য বিনা খাজনায় দিয়া যান। তিনি আরও বলেন যে, সর্দ্দারগণ পার্ব্বত্য-গুহাবাস ছাড়িয়া দুই মাসের মধ্যে সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া বাস না করিলে তাহাদের গবর্মেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি বন্ধ হইয়া যাইবে। ক্লিভলাণ্ডের এই প্রলোভনেও মালেগণ সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া বাস করে নাই। এই সময়ে পশ্চিম হইতে সাঁওতালগণ এখানে আসিয়া পড়ায়, মালেগণ আর পার্ব্বত্য গহ্বর ছাড়িতে সাহস করে নাই।

মালেজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে—ভগবান্ সাত ভাইকে ধরায় বাস করিবার জন্য পাঠান। ধরাধামে আসিয়া তাহারা একটী মহাভোজের আয়োজন করিল। তাহারা এক এক জনে এক একটী খাদ্য দ্রব্য লইল, ঐ ভক্ষ্য বস্তু হইতে তাহাদের বংশধরগণের জাতি নির্দ্দিষ্ট হইল। তন্মধ্যে ছাগমাংসাশী হইতে হিন্দু, শূকর ব্যতীত সর্ব্ব-মাংসাশী হইতে মুসলমান, শূকরমাংসাশী হইতে কিরাত এবং কদর প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতির উদ্ভব হয়। উহাদিগের মধ্যে বড় ভাই পীড়িত থাকায় কিছুই ভক্ষণ করিতে পারে নাই, তাহার জন্য একটী স্বতন্ত্র পাত্রে সর্ব্বপ্রকার মাংস ও খাদ্য দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছিল। অপর সকলে তাহাকে সর্ব্বাশী

স্থানে পর্ব্বতে রাখিয়া স্ব স্ব অভিপ্রেত স্থানে চলিয়া গেল। বড় ভাই এইরূপে জাতিচ্যুত হইয়া পর্ব্বতে বাস করিতে থাকে। তাহারই বংশধরগণ 'মালে' নামে পরিচিত হয়। হো ও মুণ্ডাজাতির মধ্যেও এইরূপ একটী প্রবাদ আছে, এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, মালেগণ হিন্দুজাতির সংস্পর্শে আসিয়া সভ্যতাশিক্ষাকরণান্তর আপনাদিগকে হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি সুসভ্য জাতির সমকক্ষ ও একপিতার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইতেছে।

ইহারা ওরাওন্ জাতির ন্যায় নিষিদ্ধ পর্য্যায় বাদ দিয়া বিবাহ করে। গোত্র বা থাক নির্দ্দেশে বিবাহ করিবার নিয়ম নাই। বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুরুষে পরস্পরে স্বচ্ছন্দচিত্তে মনোমত পতিপত্নী পছন্দ করিয়া বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারে। কন্যাগণ সাধারণতঃ যৌবনে পদার্পণ করিয়া আপনাপন বর বাছিয়া লয়। বিবাহের পূর্ব্বে এইরূপ সম্ভাবস্থাপন দোষাবহ নহে। প্রণয়িযুগলের এই অসম্বন্ধ প্রণয়ে যদি বালিকার গর্ভ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাদের কৃত দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জীববলি দেওয়া হইয়া থাকে এবং অবিলম্বে ঐ কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়।

ঘটকে (সিথু) প্রথমে পাত্রপাত্রী নির্ণয় করিয়া বর ও কন্যাপক্ষে সম্বন্ধ স্থাপন করে। উভয় পক্ষের মতামত এবং কন্যাপণ স্থির হইলে, শুভদিনে বিবাহলগ্ন ধার্য্য হয়। ঐ দিন বর স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া কন্যাগৃহে যায়। সঙ্গে কন্যাপণ ও বিবাহভোজের জন্য ছাগ লইয়া যাইতে হয়। কখন কখন কন্যাপক্ষে আবশ্যক হইলে সিথুর হস্তে পূর্ব্বাহ্ণে কন্যাপণ পাঠান হইয়া থাকে।

বিবাহ-স্থলে উপনীত হইলে বর পূর্ব্বমুখে এবং কন্যাকে পশ্চিমমুখে বসাইয়া রাখে। ঐ সময়ে সখীগণ আসিয়া কন্যার কবরীবন্ধন ও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। তদনন্তর কন্যাকর্ত্তা আসিয়া স্বীয় কন্যার হস্তধারণপূর্ব্বক রূপগুণবর্ণনাসহকারে বরের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করে এবং কন্যাকেও স্বামীর প্রতি সদয় ও সরল ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকে। অতঃপর সিথু আসিয়া বরের দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি সিন্দুরে ডুবাইয়া কন্যার কপালে পাঁচটা ফোঁটা কাটিয়া দেয়। পরে কন্যার অঙ্গুলি লইয়া বরের কপালেও ঐরূপ পাঁচটী ফোঁটা দিয়া থাকে। শেষে তোপধ্বনি করিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করে। বর ও কন্যার সম্মিলন-পরিচায়ক এক পাত্রে ভোজনের পর, উপস্থিত কুটুম্ব-সাধারণকে উত্তমরূপে ভোজ দেওয়া হয়।

ইহাদের মধ্যেও বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। স্ত্রী বন্ধ্যা, দুশ্চরিত্রা ও গৃহকর্ম্মে অক্ষমা হইলে অথবা অপর যে কোন কারণেই হউক বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রীর কোন দোষ দেখে, তাহা হইলে স্বামী পূর্ব্বপ্রদত্ত কন্যাপণ ফিরিয়া পায়; কিন্তু স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীর দোষ প্রমাণ করিতে না পারে,তাহা হইলে পণের টাকা বাজেআপ্ত হয়। স্ত্রী যদি স্বইচ্ছায় স্বামীকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পিতা টাকা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য। বিবাহবন্ধনচ্ছেদনকালে রমণীকে একটী শালপত্র বা একখণ্ড সূতা দুই টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়। পরে ঐ রমণীর মাথায় এক ঘড়া জল ঢালিয়া দেয়। সম্বন্ধচ্ছেদ চুকিয়া গেলে ঐ রমণী আবার বিবাহ করিতে পারে।

ইহারা ঘোর পৌত্তলিক। অসভ্য জাতির প্রসিদ্ধ পশ্বাচার ব্রতাবলম্বন করিয়া ইহারা নানা দেবযোনির উপাসনা করে। প্রত্যেক গৃহস্থের বাসভবনের সম্মুখে একটী কাষ্ঠখণ্ড প্রোথিত থাকে। কৃষিকার্য্যের সময় এবং কোন বিপৎপাত হইলে ঐ কাষ্ঠখণ্ডে সিন্দুর, তৈল প্রভৃতি লেপন করিয়া ছাগ, মুরগী প্রভৃতি বলি দিয়া পূজা করা হয়। পূজার সময় গ্রামের লোক তথায় উপস্থিত হয় এবং সর্দ্দারগণ পৌরোহিত্য করে। ঐ কাষ্ঠপুত্তলি ধর্ম্মের গোঁসাই (সূর্য্যদেব)-রূপে পূজিত হন। মদ্য চোলাই-কালে, অথবা গ্রামে ব্যাঘ্র, কিংবা সংক্রামক রোগ প্রভৃতির উপদ্রব ঘটিলে একখণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর বৃক্ষতলে স্থাপন করিয়া ইহারা রক্ষী দেবতার পূজা করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ১০ খানি গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীরূপে চালনাদ-দেবতার পূজা হয়। উক্ত প্রতিমূর্ত্তিও কৃষ্ণপ্রস্তর-গঠিত। চালনাদের পূজার সময় ছাগ, শূকর ও গোরুবলি হইয়া থাকে। এইরূপে বাঁশ, পাথর ও কাষ্ঠখণ্ড লইয়া ইহারা পৌ গোঁসাই, দ্বারগোঁসাই (বার দ্বার), কুল গোঁসাই, গুমোগোঁসাই, চামদা গোঁসাই প্রভৃতির পূজা করে। সকল পূজার মধ্যে চামদা গোঁসাইর পূজায় বিশেষ ধুমধাম হয়। এই উৎসবের সময় ইহারা তিনটী সপতাক বংশদণ্ড বাসভবনের সম্মুখে প্রোথিত করিয়া চামদার প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করে। ১ম বংশদণ্ডে ৯০টী, ২য় টীতে ৬০ এবং ৩য় বংশে ২০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা সংলগ্ন থাকে। বংশত্রয়ের উপরিদেশ ময়ূরপুচ্ছে আবৃত। এই পূজায় ১২টী শূকর ও ১২টী ছাগবলি আবশ্যক।

গ্রামের মোড়ল ব্যতীত নাইয়া, দেমানো ও চেরিণদিগকে কোন কোন কর্ম্মে পৌরোহিত্য করিতে দেখা যায়। ঐ সকলের মধ্যে দেমানোরাই অধিকতর শক্তিসম্পন্ন এবং সাধারণের পূজার্হ। সাধারণের বিশ্বাস,—ইহারা ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান্। ভূত-তাড়ান, রোগ ঝাড়ান প্রভৃতি বিষয়ে ইহারা বিলক্ষণ পটু। কোন ব্যক্তির নূপীড়া হইলে, কো দেবতার

প্রকোপে সেই রোগ হইয়াছে এবং কিরূপ পশু উৎসর্গ করিলে তাঁহার ক্রোধের উপশম হইবে, দেমানোরা তাহা নির্ণয় করিয়া দেয়। ইহারা গলায় কড়ির মালা ধারণ করে এবং হরিদ্রা ভক্ষণ করে না।

মালেরা শবদেহের সমাধি দেয়। মৃত্তিকা মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া মৃত ব্যক্তিকে উত্তরশিয়রে ভেলার পাতার উপর শোয়াইয়া পুতিয়া ফেলে। সর্পাঘাত বা কোন বীভৎস ব্যাপারে মৃত্যু ঘটিলে এবং দেমানোগণকে মৃত্যুর পর জঙ্গলে নিক্ষেপ করা হয়। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ সকলকে গ্রাম মধ্যে পুতিয়া রাখিলে, তাহাদের প্রেতযোনি আসিয়া গ্রামে উপদ্রব করিতে পারে। মৃতাশৌচের পঞ্চম দিনে ইহারা আত্মীয়বর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়। ইহাদের মধ্যেও ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক শ্রাদ্ধের বিধি আছে। অবশ্যই তাহা হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত নহে। এই ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক পিণ্ডদান সময়ে দেমানোগণ মৃতব্যক্তির ন্যায় সাজিয়া, মৃতব্যক্তির আত্মীয়ের নিকট হইতে অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করে। ইহাদের বিশ্বাস, দেমানো প্রীত হইয়া যে সকল দ্রব্য প্রার্থনা করে, তাহাতেই সেই মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মার তৃপ্তিসাধন হইবে। অতঃপর সাধারণের সহিত দেমানোগণকেও খাওয়ান হইয়া থাকে।

পর্ব্বতের শিখরদেশে প্রায় সমতল স্থান দেখিয়া ইহারা বংশখণ্ডের দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। পার্ব্বতীয় বনভাগ পোড়াইয়া ইহারা 'ঝুম' প্রথায় কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা গো, শূকর প্রভৃতি কোনরূপ নিন্দিত মাংস ও পরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতে ঘৃণা বোধ করে না। মদ্যপানে ইহাদের বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়।

মালেগাঁও, বোম্বাই প্রদেশে নাসিকজেলার একটা মহকুমা, ক্ষেত্রফল ৭৭৫ বর্গমাইল। ইহাতে একটা প্রধান নগর ও ১৪৩টী গ্রাম আছে। প্রধান নগরের নাম মালেগাঁও। উত্তর প্রদেশ পর্ব্বতময় এবং দক্ষিণপ্রদেশ সমতল। এইস্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। মধ্যস্থলে গির্ণা নদী নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এখানে বৎসরে গড়ে ২২ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। পেন্ধারী যুদ্ধের সময়ে মালেগাঁও আরবসৈন্যদ্বারা অধিকৃত ছিল। ইংরাজ সেনানী কর্ণেল মাক্ ডাউএল ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে নগর ও দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু যুদ্ধে ২০০ ইংরাজ সৈন্য হত হয়। আরবেরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জলপথে পলায়ন করে। নরুশঙ্কর নামক জনৈক আরব-সর্দ্দার কর্ত্তৃক ১৭৪০ খৃঃ অব্দে এখানকার দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, দিল্লীশ্বরের প্রেরিত কোন স্থপতি দ্বারা উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

মালেয়া (স্ত্রী) মল-ঢক্ তত্তটাপ্। মুলৈলা। (মল্মা°) ইহার বিশেষ বিবরণ মুলৈলাশব্দে দ্রষ্টব্য।

মালেরকোটলা, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ একটী করদ রাজ্য। অক্ষা° ৩০°২৪´ হইতে ৫০°৪১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫°৪২´ হইতে ৭৫°-৫৯´-১৪´´ পূঃ। ক্ষেত্রফল ১৬৪ বর্গমাইল।

এই স্থানের নবাব আফগান-বংশীয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মোগল-সম্রাট্‌গণের অধীনে সরহিন্দের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। পরে ১৮শ শতাব্দীতে মোগল-সাম্রাজ্যের অবসানকালে তাঁহারা ক্রমে স্বাধীন হইয়াছিলেন। ১৭৩২ খৃঃ মালেরকোট্‌লার নবাব জমালখাঁ জালন্ধর দোয়াবে অবস্থিত বাদশাহ-(মোগল) সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া পাতিয়ালার শিখরাজ আলাসিংহের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, পরে ১৭৬১ খৃঃ অব্দে জমালখাঁ আহ্মদশাহ দুরাণীর পক্ষ হইয়া শিখদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, ইহাতে আহ্মদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া জমালখাঁকে সরহিন্দের শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন। ইহার ফলে জমাল খাঁর বংশধরগণকে নিকটবর্ত্তী শিখগণের অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। অবশেষে জমাল খাঁও শিখদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। তৎপরে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে ভিখনখাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আহ্মদ শাহ ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলে, পাতিয়ালা-রাজ অমরসিংহ ভিখন খাঁর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ভিখন অমরসিংহের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া সন্ধি করিলেন। সন্ধির পর হইতে ভিখন খাঁ অনেকবার শিখদিগের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহার প্রত্যুপকারচ্ছলে পাতিয়ালাপতি রাজা সাহেবসিংহ মালেরকোট্‌লার নবাবকে সাহায্য করিয়া বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পরে ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে নানকের বংশধর বেদি সাহেবসিংহ মালের-কোটলার নবাবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। পরিশেষে সন্ধি হইলে যুদ্ধ মিটিয়া যায়। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দ হইতে মরাঠাগণ এই প্রদেশে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। যখন ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেক ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে হোলকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন মালের-কোটলার নবাব ইংরাজগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রণজিৎসিংহ মালের-কোটলা অধিকার করিবার উদ্যোগ করিলে ইংরাজ-সৈন্য নবাবের সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজদূত মেটকাফ্ সাহেবের অনুনয়সত্ত্বেও রণজিৎ সিংহ ১৮০৮ খৃঃ অব্দে মালেরকোটলার নবাবের নিকট হইতে ১০০০০০ টাকা বলপূর্ব্বক আদায় করেন। পরে কর্ণেল অক্টরলোনী ১৮০৯

খৃঃ অব্দে রণজিতের সহিত সন্ধি করিয়া মালের-কোটলার নবাবের সাহায্য করেন।

তুলা, চিনি, অহিফেন, তিসি, তামাক, রশুন ও নানাবিধ শস্য এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য।

এখানকার বর্ত্তমান নবাব ইব্রাহিম আলি খাঁ ১৮৫৭ খৃঃ অঃ জন্ম গ্রহণ করেন। নবাবের রাজ্যে বাণিজ্য শুল্ক উঠাইয়া দেওয়ায় ইংরাজেরা নবাবকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ বার্ষিক ২৫০০ প্রদান করেন। নবাবের সৈন্যসংখ্যা ৭৫ অশ্বারোহী, ২০০ পদাতিক, ৮টী কামান এবং ১৬ জন গোলন্দাজ। নবাব ইংরাজদিগের নিকট সম্মান স্বরূপ ১১টী তোপ পাইয়া থাকেন।

মালো (মালো পাটনী), বাঙ্গালার নৌকাবাহী ও মৎস্যজীবি-জাতি বিশেষ। ইহারা কৈবর্ত্ত বা তীয়র (তীবর) জাতি হইতে স্বতন্ত্র। সম্ভবতঃ মার্গব (নৌকাবাহী মাঁঝি) শব্দ হইতে এই মালোজাতির নামকরণ হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিতত্ত্ববিদ্গণ ইহাদের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকার এবং বলিষ্ঠ গঠন দেখিয়া ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয়জাতির বংশধর এবং গাঙ্গেয় বদ্বীপের আদিম অধিবাসী বলিয়া অনুমান করেন। ইহাদের কোঁকড়ান চুল, স্বল্প গোঁফ ও দাঁড়ি, ওষ্ঠ পুরু ও বিস্তৃত। ক্ষুদ্র নাসা এবং বৃহৎ নাসারন্ধ্র প্রভৃতি উক্ত অনুমানের প্রতিযোগী প্রমাণ। এতদ্ভিন্ন ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ না থাকায়, ইহাদিগকে বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী বলিয়াই মনে হয়।

হিন্দু আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্মাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহারা অনেক পরিমাণে তজ্জাতির অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করিয়াছে। এমন কি, ইহাদের মধ্যে আলিমান (আলম্বায়ন), বাণঋষি, বঙ্গশঋষি, ভরণঋষি, খোঁড়াঋষি, কাত্তিকঋষি, কুলীনরাশি, মেঘরাশি, পদ্মরাশি, পুরিরাশি, সিংহরাশি, শিবরাশি ও উদধি প্রভৃতি যে সকল গোত্র প্রচলিত আছে, তাহাও ঐ অনুকরণের ফল বলা যায়।

অনেকে মৎস্যজীবী রাজবংশীয়দিগকে ইহাদের শাখা বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা কোচজাতীয়, মালোদিগের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। কাটার বা ব্যাপারী মালো নামে আর একটী শ্রেণী আছে। উহারা মাছ ধরে না। কিন্তু মাছ কাটিয়া ওজন করিয়া বিক্রয় করে। উহারা মালো জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী।

ইহাদের মধ্যে সগোত্রে বা মাতৃগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পিণ্ডপ্রতিবন্ধকতা বাদ করিয়া বিবাহ দিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। কন্যাপণ সাধারণতঃ এক শত টাকার অধিক হয় না। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর বিবাহপ্রণালীর অনুকরণে ইহাদেরও বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বহুবিবাহও প্রচলিত আছে, কিন্তু কনিষ্ঠা শ্যালিকা ভিন্ন অপর কাহাকেও দ্বিতীয় দাররূপে গ্রহণ করিবার কোনরূপ বিধিই দৃষ্টিগোচর হয় না। রমণী অসচ্চরিত্রা হইলে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা এবং জাতিচ্যুতা হইয়া থাকে।

ইহারা প্রধানতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। গোসাইরা ইহাদের দীক্ষাগুরু। পতিত ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। যে সকল নদীতে ইহারা নৌকা বাহিয়া বা মাছ ধরিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, সেই সকল নদীকে ইহারা বিশেষ ভক্তিসহকারে সময়ে সময়ে পূজা দিয়া থাকে। শ্রাবণমাসের মহোৎসবে মালকুমারীর পূজা দেওয়া হয়। ঐ সময়ে বুড়াবুড়িকে ষোড়শোপচারে পরিতুষ্ট করা হইয়া থাকে এবং খাজা খিজিরের উদ্দেশে নদীতে বা পুষ্করিণীতে প্রদীপ ভাসান হয়।

নদীতীরেই ইহারা প্রধানতঃ শবদাহ করে। শবের ভস্মরাশি ও নাভিদেশ নদীগর্ভেই নিক্ষিপ্ত হয়। ত্রিশ দিনে শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধান্তে জ্ঞাতিভোজনাদি হয়। তৎপরে এক বৎসর কাল, প্রতি মাসে এক একটী মাসিক এবং বর্ষে বর্ষে বার্ষিক শ্রাদ্ধ সমাহিত হইয়া থাকে। কখন কখন মাসিক শ্রাদ্ধগুলি একত্র বার্ষিক শ্রাদ্ধকালেই নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়। কোন ব্যক্তির অপঘাতে মৃত্যু হইলে চতুর্থ দিবসে একটী এবং ৩১শ দিনে শেষ শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।

হিন্দুসমাজে ইহারা বিশেষ হেয়। ব্রাহ্মণগণ ইহাদের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করেন না। ইহারা কৈবর্ত্ত ও তীওর জাতি অপেক্ষা নীচ।

মালোক, জনৈক প্রাচীন কবি।

মালোজি, রেণুকাস্তোত্রপ্রণেতা।

মালোপমা (স্ত্রী) অলঙ্কারভেদ। যথায় এক উপমেয়ের বহু উপমান দৃষ্ট হয়, তথায় মালোপমা অলঙ্কার হইয়া থাকে।

ইহার লক্ষণ—"মালোপমা যদেকস্যোপমানং বহু দৃশ্যতে।"

উদাহরণ—"বারিজেনেব সরসী শশিনেব নিশীথিনী।
যৌবনেনেব বনিতা নয়েন শ্রীর্মনোহরা॥" (সাহিত্যদ° ১০)

মাল্য (ক্লী) মালেবেতি মালা-চতুর্ব্বর্ণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। ১ পুষ্প। "যথা চান্নেন মাল্যেন বাসিতং তিলসর্ষপম্।"(মহাভা° মোক্ষধ° ১০৫অঃ) ২ পুষ্পস্রক্। ইহার গুণ—

"বৃষ্যং সৌগন্ধমায়ুষ্যং কাম্যং পুষ্টিবলপ্রদম্।
সৌমনস্যমলক্ষ্মীঘ্নং গন্ধমাল্যনিষেবণম্।" (চরক সূ° অঃ)

৩ মস্তকস্থ পুষ্পদাম। (অমর) [ইহার পর্য্যায়াদি মালা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দেবতাকে মাল্য গন্ধাদি দান করিলে অশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। মাল্যদাতা ভক্তিপূর্ব্বক দেবতাদিগকে মাল্যদানে তুষ্ট করিয়া অন্তিমে স্বর্গবাসের অধিকারী হন। পুরাণাদিতে মাল্যদানের বহু ফলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। নারসিংহপুরাণে লিখিত আছে,—বৈষ্ণবগণ সহস্র জাতিপুষ্পদ্বারা সুন্দর মাল্য রচনা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুকে দান করিলে কোটিকল্প পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারেন। জাতীপুষ্পের সহিত কর্পূরদানে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—ঈষদ্ বিকসিত মালতীমালা হরির মস্তকে দান করিলে বাজিমেধ-ফললাভ হয়। কার্ত্তিক মাসে মালতীমালা দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিলে বৈষ্ণব মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থকেন।

"মালত্যা কলিকামালামীষদ্বিকসিতাং হরেঃ।
"স্বর্ণলক্ষাধিকং পুষ্পং মালা কোটিগুণাধিকা॥" (হরিভক্তিবি০)
"দত্বা শিরসি বিপ্রেন্দ্র! বাজিমেধফলং লভেৎ॥" (স্কন্দপু০)
হরিভক্তিবিলাসে মালার কোটি গুণ আধিক্য বলা হইয়াছে।

সুন্দর সুগন্ধি কুসুমসমূহ দ্বারা মাল্য রচনা করিয়া দেবতাকে সমর্পণ ও স্বয়ং ধারণ করিলে ধর্ম্ম এবং স্বাস্থ্য উভয়েরই উন্নতি হয়। উত্তম মাল্যধারণে মানবের মানসিক ও শারীরিক অনেক প্রকার উপকারিতার কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। মাল্য ধারণ করিয়া স্বয়ং তাহা আপনার গলদেশ হইতে ফেলিয়া দেওয়া নিষিদ্ধ এবং কেশসমূহের বাহিরেও মাল্য ধারণ করা অবিধেয়।

"নাশ্নীয়াৎ সন্ধিবেলায়াং নগচ্ছেন্নাপি সংবিশেৎ।
ন চৈব প্রলিখেদ্ভূমিং নাত্মনোঽপাহরেৎ স্রজম্॥"
"ন হি গর্হ্যকথাং কুর্য্যাদ্বহির্ম্মাল্যং ন ধারয়েৎ।
গবাঞ্চ যানং পৃষ্ঠেন সর্ব্বথৈব বিগর্হিতম্॥" (মনু ৪ অং)

'ন চ মালাং ধৃতাং স্বয়মেবাপনয়েদর্থাদন্যেনাপানয়েদিত্যুক্তমিতি, কেশকলাপাদ্বহির্ম্মাল্যং ন ধারয়েদিতি চ' (কুল্লূক)
নিজে হাতে তুলিয়া মাল্য ধারণ করিতে নাই। তাহাতে কোন ফল হয় না; অধিকন্তু অচিরেই শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়।
"স্বয়ং মাল্যং স্বয়ং পুষ্পং স্বয়ং ঘৃষ্টঞ্চ চন্দনম্।
নাপিতস্য গৃহে ক্ষৌরং শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ম্॥" (কর্ম্মলোচন)

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া গন্ধমাল্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের প্রীতি উৎপাদন করিলে স্বয়ং ভগবান্ তাহাতে প্রীত হইয়া থাকেন।

"আমন্ত্রয়িত্বা যো বিপ্রান্ গন্ধমাল্যৈশ্চ মানবঃ।
তর্পয়েচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স মামর্চ্চয়তে সদা॥" (অগ্নিপু০)।
মাল্য ধারণপূর্ব্বক বহির্দ্দেশে গমন করিতে নাই।
"বহির্ম্মাল্যং বহির্গন্ধং ভার্য্যয়া সহ ভোজনম্।
বিগৃহ্যবাদং কৃত্বা বা প্রবেশঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥" (কূর্ম্মপু০)

মাল্যক (পুং) ১ দমন বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০) ২ মালা।

মাল্যচন্দন (ক্লী) সম্মানার্হ ব্যক্তির সম্মানরক্ষার্থ প্রদত্ত মাল্যচন্দনাদি বস্তু।

মাল্যগুণ (পুং) মালার গুণ।

মাল্যজীবক (পুং) মালাকার।

মাল্যপিণ্ডক (পুং) মাল্যগুচ্ছ।

মাল্যপুষ্প (পুং) মালাকারাণি পুষ্পাণ্যস্য। শণবৃক্ষ। (রাজনি০)

মাল্যপুষ্পিকা (স্ত্রী) মাল্যপুষ্প-কন্ টাপ্, অত ইত্বঞ্চ। শণপুষ্পী। (রাজনি০) [শণপুষ্পী দেখ।]

মাল্যবৎ (পুং) মাল্য-মতুপ্, মস্য বঃ। পর্ব্বতবিশেষ।
"সোঽয়ং শৈলঃ ককুভসুরভির্ম্মাল্যবান্নাম যস্মিন্।
নীলস্নিগ্ধঃ শ্রয়তি শিখরং নূতনস্তোয়বাহঃ।" (উত্তররামচরিত)
'মাল্যং মালাকারতা বিদ্যতেঽত্র মাল্যবান্ বতু।'
(অমরটীকা ভরত)

সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে এই পর্ব্বত কেতুমাল ও ইলাবৃতবর্ষের সীমাপর্ব্বতরূপে নির্দ্দিষ্ট। নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার। "উপতস্থুর্ম্মহাভাগা মাল্যবন্তং মহাগিরিম্॥" (মহাভা০ ১।১৫৮।৩৫)

২ রাক্ষসবিশেষ। এই রাক্ষস গন্ধর্ব্বকন্যা দেববতীর গর্ভে রাক্ষস সুকেশ হইতে জন্ম গ্রহণ করে। ইহার ভ্রাতার নাম সুমালী। এই সুমালীর কন্যা নিকষার গর্ভে বিশ্ববিখ্যাত রাবণের জন্ম হয়। (রামায়ণ উঃ ৬ সঃ) ৩ মালা-বিশিষ্ট।
"শিরোরুহেষু জগ্রাহ মাল্যবৎসু ধনঞ্জয়ঃ।" (মহাভা০ ১।১৭১।৩১)
স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নদীভেদ।
"সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাং॥"

মাল্যবান্ (মালবান), বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর রত্নগিরিজেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তরে দেবগড় উপবিভাগ, পূর্ব্বে সাবন্তবাড়ী-সামন্তরাজ্য, দক্ষিণে কালিখাড়ি এবং পশ্চিমে আরব্যোপসাগর। ভূপরিমাণ ২৩৮ বর্গমাইল।

রত্নগিরির অধিত্যকাময় উপকূলভাগ লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ইহার মধ্য দিয়া কোলম্ব ও কালাবলি খাড়িদ্বয় বিস্তৃত আছে। এই উপবিভাগের মধ্যদেশ বনরাজিবিমণ্ডিত নতোন্নত গিরিমালায় বিভূষিত হইলেও অত্যুর্ব্বর শ্যামল শস্যক্ষেত্রময় উপত্যকাভূমে পূর্ণ দেখা

যায়। কার্লি ও কালাবলি খাড়ির সন্নিকটে প্রচুর ধান্ত ও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। মালবান উপসাগরস্থ রাজকোট অন্তরীপে বাষ্পীয় পোতাদি রক্ষার নিমিত্ত একটী সুন্দর বন্দর আছে। কার্লি ও কালাবলি খাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্যবাহী নৌকা লইয়া প্রায় ২০ মাইল পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। মালবান্ উপকূলস্থ দেওগড়, আচড়া ও মাল্যবান্ বন্দরে প্রভৃতি বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৬°৩´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৩০´১০´´ পূঃ। মাল্যবান উপসাগরের সম্মুখভাগে পর্ব্বতসঙ্কুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমূহ বিরাজিত থাকায়, পোতাদির প্রবেশের সময় বিশেষ শঙ্কিত হইয়া নৌকা চালনা করিতে হয়। ঐ পর্ব্বতজ দ্বীপগুলির সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী একটী বৃহৎ দ্বীপে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সিন্ধুগড় এবং পদ্মগড় নামে অপর একটী দুর্গ বিদ্যমান। পদ্মগড় এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। উহার পশ্চাদ্বর্ত্তী আরও একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রাচীন মালবান নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন পলি পড়িয়া ঐ দ্বীপ ভারতগাত্রে মিশিয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমান মাল্যবান নগরও অনেকাংশে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাচীন নগরাংশ এক্ষণে তালবনে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। নূতন নগরের মধ্যস্থলে একটী উচ্চ ভূমির উপর রাজকোট দুর্গ অবস্থিত। উহার তিনদিকেই সমুদ্রোপকূল। মরাঠা-দস্যুগণ এই দৃঢ় দুর্গে থাকিয়া আপনাদের দস্যুবৃত্তি চরিতার্থ করিত। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে করবীরের সন্ধির পর, কোল্হাপুররাজ ইংরাজকরে এই দুর্গ সমর্পণ করেন। উক্ত বর্ষের শেষভাগে ইংরাজসেনানী লিওনেল স্মিথ্ এখানকার দস্যুদলকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন।

এই নগরের অতি নিকটেই লৌহের খনি পাওয়া গিয়াছে। এখানে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখন বেলগামের অধিকাংশ বাণিজ্য মাল্যবানের পরিবর্ত্তে বেনগুর্লা নগরেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মাল্যবৃত্তি (পুং) পুষ্প ও মাল্য বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী।

মাল্যা (স্ত্রী) তৃণভেদ। (বৈদ্যকনি°)

মাল্যাপণ (পুং) মাল্যবিক্রয়স্থান। ফুলের দোকান।

মাল্ল (পুং) মল্ল-চাতুর্বর্ণ্যত্বাৎ অঞ্। বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ, এই জাতি লেট হইতে ধীবরকন্যায় উৎপন্ন হয়। (ব্রহ্মবৈ°পু°)

মাল্লবাস্তব (ত্রি) মল্ল-বাস্ত-সম্বন্ধীয়।

মাল্লবী (স্ত্রী) মল্ল স্বার্থে অণ্। তস্ত বী গমনং যত্র। মল্লযাত্রা। মল্লদিগের ক্রীড়াপ্রদর্শনী। (ছায়াবলী)

মাল্লা (আরবী) ধীবর ও নৌকাবাহী জাতিবিশেষের শ্রেণীগত সংজ্ঞাভেদ। বাঙ্গালা ও বেহার প্রদেশে নৌকাবাহী মাত্রই মালা বা মাল্লা নামে পরিচিত হইলেও, উত্তর-ভারতের কএকটী নিকৃষ্টজাতি বর্ত্তমান কালে মাল্লা নামধেয় একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। ঐ বিভিন্ন জাতিসমূহ ক্রমে মূল মালা জাতির এক একটী পৃথক্ থাকরূপে গণ্য হইতেছে। জাতিতত্ত্বানুসন্ধিৎসু সেরিং সাহেব বাঙ্গালায় মালাদিগের মধ্যে মাল্লা, মুরিয়া বা মুরিয়ারী, পাণ্ডবী, অথবা বধরিয়া, চৈন বা চৈ, সুরায়া, গুরিয়া, তীওর, কুলবৎ, কেওট প্রভৃতি থাকনির্দ্দেশ করিয়াছেন। উত্তরপশ্চিমভারতেও মাল্লা, কেওট, টোমার, কর্ব্বাক, নিষাদ, কচ্ছবাহ, মাঁঝি, কুন্তলীক বা জালক নামক স্বতন্ত্র জাতীয় লোকেরা নৌকাবহন ও ধীবরের ব্যবসা গ্রহণ করিয়া মাল্লা বলিয়া পরিচিত হইতেছে। ইহারা দ্রাবিড়ীয় মাঁঝি জাতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মাল্লাগণ আপনাদিগকে বিন্ধ্যাচলবাসী নিষাদ জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। ঋক্‌সংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারতের নলোপাখ্যানে এই নিষাদ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। নলরাজের অধিকারকালে এই জাতি বিন্ধ্য ও ঋক্ষ পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে বিদর্ভ ও কোশল রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে বাস করিত। গঙ্গাতীরবর্ত্তী শৃঙ্গবের নগরে এই জাতির বাস ছিল। শ্রীরামচন্দ্র যখন শৃঙ্গবেরপুরে আগমন করেন, তখন নিষাদরাজ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিল। মনু নিষাদসুতদিগকে মার্গব নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

বাথ্‌মা বা শ্রীবাস্তব মাল্লাগণ বলে, যে তাহারা শ্রীবাস্তব কায়স্থ ছিল এবং শ্রীনগরে বাস করিত, তথাকার জনৈক নরপতি তাহাদের একটী সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইলে তাহারা কন্যাদানে অসম্মতি প্রকাশ করায় রাজাদেশে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হয়। তদবধি কোন নিবিড় পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া এই নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকার্জ্জন করায় মাল্লা নামে অভিহিত হইয়াছে।

গাঙ্গের উপত্যকায় পূর্ব্বদিক্‌বাসী মাল্লারা বলে যে, চিত্রকূট-পর্ব্বতে আসিবার সময়ে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ দশরথতনয় রামচন্দ্রকে নদীপার করিয়া দিয়াছিল। রামচন্দ্র নদী উত্তীর্ণ হইয়া যে পথে অবস্থান করেন, তাহা এক্ষণে রামচৌরা নামে খ্যাত। এখনও তথায় মাল্লাগণ পূর্ব্ববৎ নদী পার করিয়া থাকে। মীর্জাপুরবাসী মাল্লাগণ তোঁস (তমসা) নদীতীরবর্ত্তী সীর্ষা গ্রামে থাকিয়া নৌকাবাহীর কার্য্য করিতেছে। বারাণসীবাসী মাল্লারা বলে যে রামচন্দ্র তাহাদের দলপতির প্রতি প্রীত হইয়া একটী অশ্ব প্রদান করেন। নিষাদদলপতি অজ্ঞানতা-

বস্তুতঃ অশ্বের মুখে লাগাম না দিয়া পুচ্ছ দেশে লাগাইয়া দেয়। তদবধি তাহাদের মধ্যে নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে হাল ধরিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

উপরি উক্ত কিংবদন্তীসমূহের মূলে কোন সত্য নিহিত না থাকিলেও এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন কালে যে অনার্য্য নিষাদসম্ভূত মার্গবজাতি নৌকাবাহী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, তাহারাই মুসলমান অভ্যুদয়ে আরবীয় শব্দে অনুকরণে মাল্লা নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে যে স্বতন্ত্র শ্রেণী বিভাগ ছিল, তাহাও এক্ষণে এক একটী বিশিষ্ট থাকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণের এই ক্রমবিকাশ-কল্পনা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ, তাহা অনুমান করা যায়। নিষাদাদি নিকৃষ্ট জাতি ব্যতীত মুসলমান প্রভৃতি অপরাপর জাতির মধ্যে মাল্লা (নাবিক) সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে নিকৃষ্ট শূদ্রবর্ণের অনেক অনার্য্য জাতিই এই বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গালায় এক্ষণে গৌরী, চাইন, বিন্দ, কেওট, তীবর, মুরিয়ারি, সুরাইয়া, মালো ও কৈবর্ত্তগণ মাল্লা নামে অভিহিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান আদমসুমারী হইতে জানা গিয়াছে যে,হিন্দু মাল্লাদিগের মধ্যে ৬২৫টী এবং মুসলমান মাল্লাদিগের মধ্যে ২২টী বিভিন্ন শাখা আছে। উহাদিগের মধ্যে আলীগড়ের চৌধুরিয়া, মথুরার বালিয়া,আগ্রা ও জৈনপুরী জেলার জরিয়া, কানপুরের ভোক,আলাহাবাদের নাথু, বারাণসীর ভারমারে,গাজিপুরের তীওর, বালিয়ার কুলবন্ত, গোরথপুরের গোঁড়িয়া ও কুলবন্ত, বস্তির ধেলফোঁড়া মহোহর, সোণহার ও তুরৈহা, গড়বাল জেলার ভোঁটিয়া ও মছহার, লক্ষ্ণৌ ও বারাবাঁকি জেলার রাজঘাটিয়া, উনাও জেলার ধার, ফৈজাবাদের থরৌতিয়া এবং সুলতানপুরের থাস ও জলচ্ছত্রী শাখাই প্রধান। উপরি উক্ত থাক ও শাখা ভিন্ন আলাহাবাদে ঘোঘ, থড়েবিন্দ, বাথমি প্রভৃতি আরও কএকটী শাখাজাতির নাম পাওয়া যায়।

উক্ত শ্রেণীসমূহের সকলেই নিষাদজাতি-সমুদ্ভূত নহে। শ্রাবস্তী নগরে বাসহেতু বাথ্‌বা, শ্রীবাথব বা শ্রীবাস্তব নামে পরিচিত। চাইনগণ চর্ব্ব নামক জাতিচ্যুত বৈশ্য জাতির একটী শাখা হইতে উৎপন্ন। ধুরিয়া, কেওট, থড়েবিন্দ, নিষাদ প্রভৃতি নিষাদজাতি হইতে সমুদ্ভূত।

উপরি উক্ত থাক বা শ্রেণী সকলের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। এমন কি, কেহ একত্র আহার বা ধূমপান করে না। বয়োবৃদ্ধ লোক লইয়া একটী পঞ্চায়ৎ গঠিত হয়। উহারা সামাজিক দোষগুণবিচারে সমর্থ। পঞ্চায়ৎ কর্ত্তৃক জাতিচ্যুত হইলে, সেই ব্যক্তি স্বজাতি মধ্যে ভোজ দিয়া জাতিতে উঠিতে পারে। ইহাদের মধ্যে বাল্য ও যৌবনবিবাহ প্রচলিত আছে। যাহারা সামাজিক অবস্থায় অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে, তাহারাই বাল্যবিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী। বিবাহের পূর্ব্বে যদি কেহ পরপুরুষে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বসমাজে বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সমান জাতিতে আসক্ত হইলে বিশেষ দোষাবহ হয় না, কিন্তু যদি অন্য সমাজ বা জাতীয় ব্যক্তির প্রণয়াসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ও তাহার পিতাকে জাতিচ্যুত করা হইয়া থাকে। কিন্তু জাতিবর্গকে একটী ভোজ দিলে সব আপদ্ চুকিয়া যায়। যুবতী পুনরায় স্বসমাজ মধ্যে বিবাহ করিতে সমর্থ হয়।

তাহাদের মধ্যে বিবাহের কোন বিশিষ্ট নিয়ম নাই। এক বংশের মধ্যে বিবাহ করিতে কোন বাধা দেখা যায় না। যাহারা আপনাপন বংশানুক্রম জ্ঞাত থাকে, তাহারা কখনই এরূপ বিবাহ মনোমত বলিয়া স্বীকার করে না। কিন্তু যাহারা ৪ বা ৫ পুরুষের অতিরিক্ত বংশপর্য্যায় স্মরণ রাখিতে পারে না, তাহারাই ভিন্ন পরিবারজ্ঞানে স্বঘরে বিবাহ করিয়া থাকে।

তাহাদের বিবাহপদ্ধতি চর্হৌবা নামে খ্যাত। প্রথমে বর ও কন্যার দেখাদেখি, তৎপরে কোষ্ঠীমিলান (রাশ-বরণ) তৎপরে বর ও কন্যাকে বস্ত্রাদি উপহার দিয়া বিবাহ সম্বন্ধ দৃঢ় করা হয়। তদনন্তর গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা শুভদিন ধার্য্য করিয়া পাত্র ও পাত্রীর গাত্রে তৈলমর্দ্দন (তেল অবতোন) করান হইয়া থাকে। অতঃপর লগ্নপত্র হইলে উভয়পক্ষেই আত্মীয় কুটুম্বের নিমন্ত্রণে বাহির হয়।

বরাত বা বরযাত্র কন্যাগৃহে গমন করিলে গণেশজীর পূজা হয়। ঐ গৃহদেবতা ও পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে অন্নদান (দেবতা ও পিতর্‌কা নেওতা) প্রভৃতি শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। বর আসিয়া কন্যার গ্রামের কোন নির্দ্দিষ্ট মঞ্চ মধ্যে (জনবাসে) অবস্থান করে। এখানে নাপিতানী কন্যাকে লইয়া গাঁটবন্ধন করিয়া যায়। পাঁচবার প্রদক্ষিণের পর সীমন্তে সিন্দূর দান করিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে, বর ও কন্যা কোহাবরে (বাসরঘর) গমন করে। এখানে মযূর উন্মোচন করিয়া বরকে মিষ্টান্ন ও দধি খাইতে দেয়। এই সময়ে সমবেত কুটুম্বিনীগণ আলাপ পরিহাসাদিতে ব্যাপৃত থাকে। কন্যা স্বামিগৃহে আসিলে গঙ্গামাইর পূজা দেওয়া হয়। তৎপরে কঙ্কন উন্মোচিত হইলে, বিবাহের মাঙ্গলিক কলসাদি জল মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। সাগাই, ধরৌণা ও বৈঠ্‌কি ভেদে উহা ত্রিবিধ, স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে

পুনঃপতিকে বরণ করাই বিধি, কিন্তু যদি দেবর অতি অল্প বয়সের হয়, তাহা হইলে ঐ রমণী অপর স্বামী গ্রহণ করিতে পারে।

যদি কোন স্ত্রী বন্ধ্যা বা গৃহকর্ম্মে অশক্তা হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর সাহায্যার্থ স্বামী সাগাই-প্রথায় বিধবার পাণিগ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু প্রধানতঃ মৃতপত্নীক ব্যক্তিগণই দ্বিতীয়বিবাহ করিয়া থাকে। পুরুষগণ নৌকা লইয়া দেশ-দেশান্তরে কালাতিপাত করায়, রমণীদিগের চরিত্র ততদূর ভাল থাকে না। এই কারণে জাতীয় লোকের ব্যাপার ও স্ত্রীত্যাগ এবং সাগাই বিবাহ সচরাচর ঘটিয়া থাকে।

স্ত্রীলোক গর্ভিণী হইলে কোনরূপ ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় না। পুত্র জন্মিলে ছয় দিনে এবং কন্যা হইলে অষ্টম দিনে ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে। অষ্টম দিনে জাতকের অশৌচান্ত হইলে পণ্ডিত আসিয়া বালকের রাশি নাম নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। আট বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক এবং অবিবাহিত যুবকদিগকে সমাধি দেওয়াই নিয়ম। অপরের মৃত্যুতে দাহ করিবার বিধি আছে। পুরুষের দশ দিনে দশ পিণ্ড এবং রমণীগণের নবম দিনে নয় পিণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। মহাপাত্র বা মহাব্রাহ্মণগণ প্রেতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান-কালে যাজকতা করিয়া থাকেন। বার্ষিক শ্রাদ্ধে তাহারা দুইটীমাত্র পিণ্ড দেয়। পুত্রহীন ব্যক্তিদিগকেও একটা পিণ্ড দিবার বিধি আছে। কেহ কেহ গয়াধামে যাইয়া শ্রাদ্ধাদি করে। দূরদেশে মরিলে 'নারায়ণবলিরূপ' শ্রাদ্ধ করা হয়।

তাহারা মহাদেব, কালী, ভগবতী, মহাবীর, গঙ্গামাই, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, ঘাটোইবাবা, মশানদেবী, পাঁচপীর, পরিহার, গাজি মিঞা প্রভৃতির পূজা করে। দশহরা উৎসবে তাহারা মহাধুমধামে গঙ্গামাইর পূজা দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন রোগগ্রস্ত হইলে তাহারা বীরভিয়া বায়ের পূজা করে। শীতলা দেবার পূজায় তাহারা মিষ্টান্ন উপহার দেয়। দূরদেশে যাত্রা করিতে হইলে, তাহারা মাল্য দিয়া নৌকাপূজা ও হোম করে।

মাব্দ্য (স্ত্রী) মূর্খতা। বিবেকহীনতা। অধৈর্য্য।

মাল্সা (দেশজ) মৃৎপাত্র বিশেষ। অশৌচকালে এই পাত্রে হবিষ্য পাক করিতে হয়।

মাল্সাজালী (দেশজ) সন্নিধিতে লবণ জাল দেওয়া।

মাল্সাট্ (দেশজ) যুদ্ধার্থ আহ্বান।

মাবৎ (ত্রি, মৎসদৃশ, আমার তুল্য। "এবা হি ত্বে বিভূতয় উতয় ইন্দ্র মাবতে!" (ঋক্১৷৮৷৯) 'মাবতে মৎসদৃশায়।' (সায়ণ) অস্মৎ বতুপ্। (বতুপ্ প্রকরণে যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানম্। পা ৫।২।৩৯) ততো মাদেশঃ দকার-স্থাকারঃ সবর্ণদীর্ঘত্বঞ্চ।

মাবল, বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত সহ্যাদ্রির সন্নিহিত পুণাজেলার একটী মহকুমা। অক্ষা° ১৮°৩৬´ হইতে ১৯° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°২৬ হইতে ৭৩°৪১´ পূঃ। ক্ষেত্রফল ৩৮৫ বর্গমাইল। এই স্থানের অধিকাংশ জঙ্গলাকীর্ণ। মৃত্তিকা ধূসর ও রক্তবর্ণ, ইন্দ্রায়ণী এবং অন্ধ্রা নামক দুইটী প্রধান নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ধাঙড়, কুলী, মালী, মাঙ্গ, মাড়, কুণবী প্রভৃতি জাতি এই প্রদেশে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের অবস্থা তত ভাল নহে। সকলে মাটির ঘরে বাস করে এবং পাতা লতা দিয়া গৃহ আচ্ছাদন করে। গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্সুলার রেলপথ ইহার মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে। এখানকার পার্ব্বত্য প্রদেশে বিশাপুর এবং লোহগড় দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

শস্যের মধ্যে বাজরা, জোয়ারি, নাচ্নি এবং কয়েক প্রকার রবিশস্য উৎপন্ন হয়। কোন কোন স্থলে ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

মাবিলম্বম্ (অব্য°) বিলম্ব না করা।

মাবলীকর, মান্দ্রাজ-প্রদেশের ত্রিবাঙ্কোড় জেলার একটী তালুক ও তাহার প্রধান নগর। উক্ত তালুকে ১৪৫ খানি গ্রাম আছে। নগরে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে মনে হয়, এক সময়ে ইহা একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। উক্ত দুর্গের পরিধি দুই মাইল এবং উহাতে ২৪টী বুরুজ ও ২৪টী প্রবেশদ্বার আছে। দুর্গের অভ্যন্তর প্রদেশে রথ্যা সকল পরস্পর সমকোণ ভাবে বহির্গত হইয়াছে এবং ঐ পথপার্শ্বে নায়রদিগের বাসবাটী ও উদ্যান সকল বিরাজিত রহিয়াছে।

দুর্গের মধ্যস্থলে একটী প্রাচীন পাগোদা বিদ্যমান আছে। উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহবাটিকাগুলি রাজকর্ম্মালয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। দক্ষিণভাগের একটী 'কোটারম' মধ্যে রাজবংশধর-গণ বাস করে। দুর্গের উত্তরপূর্ব্বকোণে সিরীয় খৃষ্টানদিগের বাসভূমি দৃষ্ট হয়।

মাবলীসৈন্য, শিবাজীর সৈন্যদলের মধ্যে এক পরাক্রান্ত যুদ্ধবিশারদ সেনাদল। ইহাদের অদম্য প্রভাবে অরঙ্গজেবের সুশিক্ষিত মুসলমানসেনা অনেকবার রণে ভঙ্গ দিয়াছিল। ইহারা লক্ষ লক্ষ্য করিয়া তীরক্ষেপ করিতে পারিত। তরবারি-যুদ্ধেও ইহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ১৬৭০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে শিবাজীর আদেশ অনুসারে তানোজী মালশ্রী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যাজীর সহযোগিতায় ১০০০ সুশিক্ষিত মাবলী-সৈন্য

লইয়া সিংহগড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। সূর্য্যাজীর আজ্ঞাধীনে কতক সৈন্য রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট সৈন্য-সহ সন্ধ্যার অন্ধকারে দুর্গ-অভিমুখে অগ্রসর হন। দুর্গ পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে অবস্থিত ছিল। তানোজীর মাবলী সৈন্য রজ্জুনির্ম্মিত সোপান দ্বারা একে একে অলক্ষিত ভাবে পর্ব্বতোপরি উঠিতে লাগিল। কেবল ৩০০ মাত্র সৈন্য উপরে আরোহণ করিয়াছে, এমন সময়ে সিংহগড়ের প্রহরিবর্গ তাহাদিগকে দেখিতে পাইল এবং মশালের আলোক প্রজ্বলিত করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল। তানোজী উপায়ান্তর না দেখিয়া ৩০০ মাত্র সৈন্য লইয়া ভীমবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অবিলম্বে তানোজী হত হইলে মাবলীগণ ভগোৎসাহ হইয়া রজ্জু-সোপানের দিকে পলায়ন করিতেছে, এমন সময়ে সূর্য্যাজী অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া কহিলেন যে, পলায়নের পথ একেবারে বন্ধ হইয়াছে। তোমরা যে শিবাজীর পরাক্রান্ত মাবলী সৈন্য, এক্ষণে তাহার পরিচয় প্রদান কর। ইহাতে মাবলীগণ উত্তেজিত হইয়া "হর হর ব্যোম ব্যোম"শব্দে নৈশনিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া সিংহগড় দুর্গস্থ সৈন্যগণের অভিমুখে প্রবল বেগে ধাবিত হইল। সে ভয়ঙ্কর বেগে রাজপুতগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। যুদ্ধে ৩০০ মাবলী এবং ৪০০ রাজপুত হত হইল। সূর্য্যাজী সিংহগড় অধিকার করিয়া শিবাজীকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সেই যুদ্ধ হইতেই মাবলীসৈন্যের পরাক্রম মহারাষ্ট্রে প্রথিত হইয়াছিল।

মাবেল্ল (পুং) চেদিরাজ বসুর পুত্রভেদ।

মাবেল্লক (পুং) জাতিবিশেষ।

মাশব্দিক (ত্রি) মা ইত্যাহেতি (প্রাগ্বহতেষ্ঠক্। পা ৪।৪।১) ইত্যত্র তদাহেতি মাশব্দাদিভ্য উপসংখ্যানমিতি বার্ত্তিকোক্তত্বাৎ মাশব্দ-ঠক্। নিষেধকর্ত্তা। পর্য্যায়—প্রতিষেদ্ধা। (ত্রিকা০)

মাষ (পুং) মাষস্য ফলম্। মাষ-অণ্ (লুপ্ চ পা। ৪।৩।১৬৬) ইত্যস্য ফলপাকশুষামুপসংখ্যানমিতি কাশিকোক্তেরণোলুপ্। অথবা মস-ঘঞ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ব্রীহিভেদ। বাঙ্গালা—মাষকলাই, হিন্দী—উরিদ্, তেলগু—মিনুমলু, তৃণধান্যবিশেষম্, সংস্কৃত পর্য্যায়—কুরুবিন্দ, ধান্যবীর, বৃষাকর, মাংসল, বলাঢ্য, পিত্র্য, পিতৃভোজন। ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, বহুমলকর, শোষণ, শ্লেষ্মকর, অত্যুষ্ণবীর্য্য, সহসা রক্ত ও পিত্তপ্রকোপকর, বাতহর, গুরু, বলকর, রোচক, শ্রান্ত এবং শ্রম-সুখযুক্ত ব্যক্তিবর্গের নিত্য সেবনীয়। (রাজনি০) ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ,—গুরু, মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, বায়ুনাশক, স্রংসনগুণযুক্ত, তৃপ্তিকর, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, মলমূত্রনিঃসারক, স্তন্যবর্দ্ধক, মেদোজনক, পিত্তবর্দ্ধক, কফকর, এবং গুদকীল, অর্দ্দিত, শ্বাস ও পরিণাম শূলনাশক। মাষ বা মাষকলায় ডাইলের সহিত মূলকভক্ষণ নিষিদ্ধ।

"মূলকং মাষসূপেন মধুনা চ ন ভক্ষয়েৎ।", (রাজব০)

চতুর্দ্দশী এবং রবিবারে মাষ ভক্ষণ করিতে নাই। ইহাতে চিররোগী এবং সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত অপুত্রক হইতে হয়।

"চিররোগী চ মাষকে" ইতি "মাষমাম্বিষমাংসঞ্চ মসূরং নিম্বপত্রকং। ভক্ষয়েদ্যো রবের্বারে সপ্ত জন্মান্যপুত্রক ইতি চ।" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

প্রত্যহ মাষকলায়ের ডাইল ব্যবহার করিতে নাই। ইহাতে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, শ্লেষ্মা বাড়িলেই বুদ্ধি মোটা হইয়া কমিয়া যায়। এ সম্বন্ধে প্রবাদ,—

"অশেষদোষবুদ্ধীনাশমাষমশ্নামি কেবলম্॥" (উদ্ভট)

২ পরিমাণবিশেষ। চলিত মাষা। ইহার পর্য্যায়—মাষক, মাস, (অমর ও ভরত) হেম, ধানক। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে দেশভেদে মাষের পরিমাণপার্থক্য উক্ত হইয়াছে। সুশ্রুত-মতে, ইহার মাগধমান পাঁচ গুঞ্জা পরিমাণ। চরকমতে,—মাষমান ৬।৮ গুঞ্জা পরিমাণ। সুশ্রুত মতে ইহার কালিঙ্গ মান ৫, ৭, ৮, গুঞ্জা পরিমাণ। চরক ও বৈদ্যকান্তরে ইহার মান ১০ এবং ১২ গুঞ্জাত্মক। কোন কোন স্থলে ১২টী ধান্যমান এবং কোথাও বা ১৮টী মাষকলায়ের মানেও ইহার পরিমাণ উক্ত হইয়াছে। পঞ্চগুঞ্জাত্মক, ষড়্গুঞ্জাত্মক, সপ্তগুঞ্জাত্মক, অষ্টগুঞ্জাত্মক, দশগুঞ্জাত্মক, দ্বাদশগুঞ্জাত্মক এবং শেষোক্ত দ্বিবিধ পরিমাণ লইয়া সর্ব্বসমেত এই অষ্ট প্রকার মাষ-পরিমাণ কথিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পঞ্চগুঞ্জাত্মক এবং কাহারও কাহারও মতে ষড়্গুঞ্জাত্মকই কালিঙ্গমান বলিয়া উল্লিখিত। চরকমতে, দশ রক্তিকায় যে মাষমান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা গৌড়মাষক নামে কথিত এবং এই মাষই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত।*

৩ মূর্খ। ৪ তৃণদোষভেদ। (মেদিনী)

---

* "মাষস্তু পঞ্চষড় ভিস্তথা সপ্তভিরষ্টভিঃ।
দশভির্দ্বাদশভিশ্চ রক্তিভিঃ ষড়্বিধো মতঃ।
অত্র কালিঙ্গমাষশ্চ পঞ্চগুঞ্জঃ স সৌশ্রুতঃ।
দশগুঞ্জস্তু মাষঃ স্যাৎ মাষকঃ স চ চারকঃ।
সপ্তগুঞ্জস্তু কেচ্যাহুর্মানকং মানকোবিদাঃ।
দশরক্তিকমানস্তু গৌড়মাচক্ষতেহত্র তু।
দশরক্তিকমাষেণ ব্যবহারো ভিষগ্বিদাং।
মাষৈর্দশভির্ধাক্সৈর্মাষকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলায়াদিনিরুহেষু ত্রয়মানবিধাবপি।
ততোহষ্টাদশভির্মাষৈর্মাষকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" (বৈদ্যক)

মাষক (পুং) মাষপ্রকারঃ মাষ-কন্। (স্থূলাদিভ্যঃ প্রকারবচনে কন্। পা ৫।৪।৩) মাষা, পঞ্চরত্তিক পরিমাণ। "গুঞ্জাঃ পঞ্চাদ্যমাষকঃ।" (অমর) লীলাবতী গ্রন্থেও এইরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"দশার্দ্ধগুঞ্জং প্রবদন্তি মাষং, মাষাহ্বয়ৈঃ ষোড়শভিশ্চ কর্ষম্।"

ভাবপ্রকাশমতে ছয় রত্তিকায় এক মাষ।

"ষড়্ভিস্তু রত্তিকাভিঃ স্যান্মাষকো হেমধানকৌ।

মাষো গুঞ্জাভিরষ্টাভিঃ সপ্তভির্বা ভবেৎ ক্বচিৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

২ ব্রীহিবিশেষ। "দ্বাত্রিংশন্মাষকৈর্মাষঃ।" (বৈদ্যকনি°)

মাষকলায় (পুং) মাষসংজ্ঞঃ কলায়ঃ শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। স্বনামখ্যাত শস্য। (অমরটীকায় ভরত)

মাষতৈল (ক্লী) বাতব্যাধি-চিকিৎসায় তৈলবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, ক্বাথার্থ মাষকলায়, বেড়েলা, রাস্না, দশমূল, যব, কুল, কুলখ, ছাগ মাংস প্রত্যেকে ১৬ পল, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, কল্কার্থ রাস্না, আলকুশী মূল, সৈন্ধব, শুল্‌ফা, এরণ্ডমূল, মুতা, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা।

এই তৈল মর্দ্দন করিলে অববাহু, অর্দ্ধাঙ্গশোষ, আক্ষেপক, অপতানক, উরুস্তম্ভ, ভূজকম্প, শিরঃকম্প এবং অন্যান্য বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

মাষপত্রিকা (স্ত্রী) মাষপর্ণী। (রাজনি°)

মাষপর্ণী (স্ত্রী) মাষস্য পর্ণমিব পর্ণং যস্যাঃ, বহুব্রী, ততো ঙীষ্। বনমাষ। চলিত মাষাণী। ইহার পর্য্যায়,—হয়পুচ্ছী, কাম্বোজী, মহাসহা, (অমর) সিংহপুচ্ছী, ঋষিপ্রোক্তা, কৃষ্ণবৃন্তা, পাণ্ডু, লোমশপর্ণিনী, (রত্নমালা) আর্দ্রমাষা, মাংসমাষা, মঙ্গল্যা, হয়পুচ্ছিকা, হংসমাষা, অশ্বপুচ্ছা, পাণ্ডুরা, মাষপর্ণিকা, কল্যাণী, বজ্রমূলী, শালপর্ণী, বিসারিণী, আম্বোত্তবা, বহুফলা, স্বয়ম্ভূ, সুলভা, বনা, সিংহবিন্না, বিশাচিকা। ইহার গুণ—তিক্তরস, বৃষ্য, দাহজ্বরনাশক, শুক্রবৃদ্ধিকর, বলকর, শীতল, ও পুষ্টিবর্দ্ধক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—শীতবীর্য্য, তিক্তমধুর রস, রুক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, ধারক এবং শোথ, বায়ু, পিত্ত, জ্বর ও রক্তবিনাশক।

মাষভক্তবলি (পুং) মাষশ্চ ভক্তশ্চ তদ্‌যুক্তো বলিঃ। মাষ, তণ্ডুল ও দধিমিশ্রিত পূজোপহারবিশেষ। কেহ কেহ উক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে হরিদ্রা, ঘৃত ও মধু এই তিনটী দ্রব্যও মিশ্রিত করিয়া থাকেন। পূজাপদ্ধতিতে দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতাদিগের পূজায় মাষভক্তবলি প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। কালীকে মাষভক্তবলিদান করিবার মন্ত্র যথা—

"ওঁ জয়ত্বং কালি সর্ব্বেশে সর্ব্বভূতসমাবৃতে।

রক্ষ মাং নিজ ভূতেভ্যো বলিং গৃহ্ন শিবপ্রিয়ে॥

এষ মাসভক্তবলিঃ ওঁ কাল্যৈ নমঃ।" প্রার্থনা-মন্ত্র যথা—

"ওঁ মাতর্মাতবরে দুর্গে সর্ব্বকামার্থসাধিনি।

অনেন বলিদানেন সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছ মে॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

দেবতা ব্যতীত ভূতদিগকেও মাষভক্তবলি দান করিতে হয়।

মাষবটী (স্ত্রী) বটিকৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—তুষহীন মাষকলায়ের দাইল প্রথমতঃ পেষণ করিয়া পরে হিঙ্গু, লবণ ও আদার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। এইরূপ মিশ্রণের পর বড়ী প্রস্তুত করিয়া উহা একখানা বস্ত্রে রাখিয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লইবে। বড়ীগুলি শুষ্ক হইলে পরে উহা তপ্ত তৈলে ভাজিয়া লইবে অথবা জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। এই মাষবটী বটকতুল্য গুণযুক্ত এবং অত্যন্ত রুচিকর। (ভাবপ্রঃ পূর্ব্ব)

মাষবর্দ্ধক (পুং) মাষং বর্দ্ধয়তীতি বৃধ-ণিচ্-ণ্বুল্। স্বর্ণকার।

মাষযোনি (পুং) খাদ্যদ্রব্যভেদ। চলিত পাঁপড়। (বৈদ্যকনি°)

মাষরা (স্ত্রী) অন্নমণ্ড। (পর্য্যায়মুক্তাবলী)

মাষশরাবি (পুং) মাষশরাবিণের গোত্র।

মাষশরাবিন্ (পুং) ঋষিভেদ।

মাষশস্ (অব্যয়) মাষং মাষং দদাতীত্যর্থে মাস-শস্। (সিদ্ধান্তকৌ°) প্রতিমাষ, মাষ মাষ।

মাষসূপ (পুং) ভৃষ্টমাষপ্রস্তুত যূষ। চলিত ভৃষ্ট মাষযূষ) ইহার গুণ,—স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বায়ুনাশক, উষ্ণ, সন্তর্পণ, বলকর, সুস্বাদু, রুচিকারক। (দ্রব্যগু°)

মাষাদ (পুং) মাষমত্তীতি অদ্-অণ্। ১ কচ্ছপ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ মাষভক্ষক।

মাষাদিক্বাথ (পুং) পক্ষাঘাতরোগপ্রযুজ্য ক্বাথবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী,—মাষকলায়, আলকুশী, ভেরেণ্ডার মূল, বেড়েলা ও জটামাংসী এই সকলে মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপার্থ হিঙ্গু এক মাষা ও সৈন্ধব এক মাষা। এই ক্বাথ পান করিলে পক্ষাঘাত রোগ প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র°)

মাষাদিতৈল (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ মাষকলায়, আলকুশীর বীজ, আতইচ, ভেরেণ্ডার মূল, রাস্না, শতমূলী, এবং সৈন্ধব, এই সকল মিলিত ১ সের। ক্বাথার্থ মাষকলায় ১৬ সের, জল ১ মণ ২৪ সের, শেষ ১৬ সের। বেড়েলা ১৬ সের, জল ১ মণ ২৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া সেবন করিলে পক্ষাঘাত নিবৃত্তি হয়।

মাষান্ন (ক্লী) মাষকৃত অন্ন। ইহার গুণ—দুর্জ্জর, মাংসবৃদ্ধিকর, গুরু, বাতনাশক এবং বৃষ্য। (বৈদ্যকনি°)

মাষিক (পুং) ১ জীবশাক। (বৈদ্যকনি০) (ত্রি) মাষপরিমিত।

মাষিণ, মাষ্য (ক্লী) মাষাণাং ভবনং ক্ষেত্রম্। মাষ-(বিভাষা-তিলমাষোমাভঙ্গাণুভ্যঃ। পা ৫।২।৪) ইতি যৎ পক্ষে খঞ্। মাষক্ষেত্র।

'তিল্যতৈলীনবন্মাষোমাণুভঙ্গাদ্বিরূপতা।' (অমর)

'যথা তিলস্য ক্ষেত্রং তিল্যং তৈলীনঞ্চ ভবতি তথা মাষাদীনামপি দ্বিরূপতা দ্বৈরূপ্যং ভবতি।' (অমরটী০ ভরত)

মাষেণ্ডরি (স্ত্রী) মাষপিষ্টবিকৃতি। (চক্রপাণিস০)

মাষোণ (ন) (ত্রি) মাষেন উনঃ। এক মাষা পরিমাণের কম।

মাস্ (পুং) মাঙ্ মানে (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ইত্যসুন্। ১ চন্দ্র। "সূর্য্যো জ্যোতিরদধুর্মাস্যক্তূন্ পরিদ্যোতনিং" (ঋক্ ১০।১২।৭) 'মাসি চন্দ্রমসি' (সায়ণ) মীয়তেঽনেনেতি মা (চন্দ্রে মো-ডিৎ। উণ্ ৪।২২৭) ইত্যত্র বাহুলকাৎ কেবলাদপি মোঽসি ইত্যুজ্জ্বলদত্তোক্তেরসি। ২ মাস। (মেদিনী)

"চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে॥" (মনু ২।৩৮)

(ক্লী) ৩ মাংস।

"ত্রীণ্যচ্ছতা মহিষাণামঘো মাস্ত্রীসরাংসি মঘবাসোম্যাপাঃ" (ঋক্ ৫।১৯।৮) 'মাঃ মাসানি' (সায়ণ)

মাস (পুং) মস্ পরিমাণে ভাবে ঘঞ্। ১ মাস পরিমাণ, চলিত মাষা। মস্যতে পরিমীয়তে অসৌ অনেন বেতি মস্-ঘঞ্। ১ শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষদ্বয়াত্মক কাল, ইহা পৌষ ও মাঘাদি দ্বাদশাত্মক। মাস কালের অংশ বিশেষ। যুগ, বৎসর, ঋতু, মাস, দিন, দণ্ড প্রভৃতি সমস্তই অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের অংশ।

মলমাসতত্ত্বে মাসের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিখিত হইল। মাসকে প্রথমে চারি ভাগে বিভাগ করা যায়,—যথা ১ সৌর মাস, ২ চান্দ্রমাস, ৩ নাক্ষত্র মাস ও ৪ সাবন মাস।

১ সৌরমাস—সূর্য্য যতদিন এক রাশি ভোগ করেন, ততদিন এক 'সৌরমাস' মাস হয়, সূর্য্যের গতি এই মাসের নিয়ামক বলিয়া ইহার নাম সৌরমাস। সৌরমাস ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২ দিনেও হয়। এতদপেক্ষা ন্যূনাধিক হয় না। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ সৌরমাসের ব্যবহার আছে। সাল, শকাব্দা প্রভৃতি এই সৌরমাস লইয়া হইয়া থাকে।

২ চান্দ্রমাস—তিথিঘটিত মাসই চান্দ্রমাস। এই চান্দ্রমাস আবার দ্বিবিধ, মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত এই ত্রিশ তিথিতে যে চান্দ্রমাস হয়, তাহাই মুখ্যচান্দ্র। আর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ত্রিশ তিথিতে যে মাস হয়, তাহা গৌণচান্দ্র। এই চান্দ্রমাসানুসারে সংবৎসর হইয়া থাকে।

২ নাক্ষত্র-মাস—২৭টী নক্ষত্রে এক নাক্ষত্র-মাস। অশ্বিনী নক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ এবং ভরণী নক্ষত্রের পরিমাণ ৬৩ দণ্ড ইত্যাদি ক্রমে ২৭টী নক্ষত্রের পরিমাণ মিলাইয়া যে কাল পাওয়া যায়, তাহাই নাক্ষত্র মাস। অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রেবতী নক্ষত্র পর্য্যন্ত যে কাল, তাহাই এক নাক্ষত্র মাস।

৪ সাবনমাস—সাবনমাসও দ্বিবিধ,—সৌরসাবন ও চান্দ্রসাবন। যে কোন তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিশ অহোরাত্রে যে মাস হয়, তাহাই সৌরসাবন। যেমন ১৫ই বৈশাখ হইতে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ৩০ দিন এক সৌরসাবন মাস। যে কোন তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিশ তিথিতে এক চান্দ্রসাবন মাস, যেমন শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া হইতে পরবর্ত্তী শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে চান্দ্রসাবন কহে। ইহা ভিন্ন নাক্ষত্র-সাবন-মাসও হয়।*

শাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে মাস ও তিথি প্রভৃতির উল্লেখ করিতে হয়। মাসোল্লেখ স্থলে সৌর ও চান্দ্রমাসের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এইজন্য ইহাদের বিশেষ বিশেষ বিধান অভিহিত হইয়াছে। স্নান, দান, শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি কর্ম্মে ইচ্ছানুসারে মাসোল্লেখ করিলে চলিবে না, শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ঐ সকল কার্য্যে মাস উল্লেখ করিতে হইবে। কোন কর্ম্মে কোন মাস উল্লেখ করিতে হয়, তাহার বিধান শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

---

* "চন্দ্রমাঃ কৃষ্ণপক্ষান্তে সূর্য্যেণ সহ যুজ্যতে।
সন্নিকর্ষাদথারভ্য সন্নিকর্ষমথাপরম্॥
চন্দ্রার্কয়োর্ব্বৈর্দ্ধ্যমাসশ্চান্দ্র ইত্যভিধীয়তে।
সাবনে চ তথা মাসি ত্রিংশৎসূর্য্যোদয়াঃ স্মৃতাঃ॥
আদিত্যরাশিভোগেন সৌরমাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বর্ক্ষপরিবর্ত্তৈস্তু নাক্ষত্র ইতি চোচ্যতে॥

চন্দ্রার্কয়োঃ সন্নিকর্ষাৎ দর্শাৎ। অথানন্তরং প্রতিপদমারভ্য অন্যথা সন্নিকর্ষমারভ্যেতি ক্রমাৎ অপরং সন্নিকর্ষং যাবৎ তাবৎ কালশ্চান্দ্রঃ, এতেন সন্নিকর্ষাদিসন্নিকর্ষান্তো মাস ইতি নারায়ণোপাধ্যায়মতং নিরস্তং, ত্রিংশদহোরাত্রাত্মকঃ সাবনঃ, আদিত্যৈকরাশিভোগাবচ্ছিন্নঃ সৌরঃ, সপ্তবিংশতিনক্ষত্রভোগাবচ্ছিন্নো নাক্ষত্রঃ, ইতি চতুর্ব্বিধা মাসাঃ। তথা চ ব্রহ্মসিদ্ধান্তে—

চান্দ্রঃ শুক্লাদিদর্শান্তঃ সাবনস্ত্রিংশতাং দিনৈঃ।
একরাশৌ রবির্যাবৎ কালং মাসঃ সভাস্করঃ।
সর্ব্বর্ক্ষপরিবর্ত্তৈস্তু নাক্ষত্র ইতি চোচ্যতে॥" (মলমাসতত্ত্ব)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চান্দ্রমাস দ্বিবিধ। কর্ম্মবিশেষে কোন কোন স্থলে মুখ্য চান্দ্রমাসের ও কোন কোন স্থলে গৌণচান্দ্র মাসের উল্লেখ করিতে হয়। চূড়া, উপনয়ন, বিবাহ, যাবতীয় তান্ত্রিক কর্ম্ম, অগস্ত্য উদ্দেশে অর্ঘ্যদান, বৈশাখ মাসে স্নান, দান, হবিষ্যাদি এবং উত্তরায়ণ বিহিত গণ্ডযাগাদি, আর 'সূর্য্য অমুক রাশিতে গমন করিলে এই কর্ম্ম করিবে, অমুক ঋতুতে বা অমুক অয়নে এই কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এইরূপ বিধিবোধিত কর্ম্মে সৌরমাসের উল্লেখ করিতে হইবে। সৌরমাস উল্লেখের সময় সেই মাসের নাম, আর অমুক রাশিতে সূর্য্য বর্ত্তমান এই ভাববোধক শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়। যথা "বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে" ইত্যাদি। প্রত্যেক সৌর মাসোল্লেখস্থলে রাশি উল্লেখ করিতে হইবে।

সূর্য্যের মেষরাশি ভোগ করিবার কাল বৈশাখ মাস। বৃষরাশি ভোগ করিবার কাল জ্যৈষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন মিথুনে সূর্য্য থাকিলে আষাঢ়, কর্কটে শ্রাবণ, সিংহে ভাদ্র, কন্যায় আশ্বিন, তুলায় কার্ত্তিক, বৃশ্চিকে অগ্রহায়ণ, ধনুতে পৌষ, মকরে মাঘ, কুম্ভে ফাল্গুন এবং মীনে চৈত্র মাস হয়। এই দ্বাদশ মাসে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মে দ্বাদশ রাশির উল্লেখ হইবে।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সকল কর্ম্মে চান্দ্রমাসের উল্লেখ কর্ত্তব্য, চান্দ্রমাসোল্লেখস্থলেও কখন বা মুখ্যচান্দ্র এবং কখন গৌণ-চান্দ্রের উল্লেখ করিতে হইবে। ইহার নিয়ম এইরূপ, তিথি-বিশেষবিহিতকর্ম্মে অর্থাৎ পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা করিবে, 'অষ্টমীতে উপবাস করিবে, এইরূপ বিশেষ বিশেষ তিথির নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহাতে এবং ব্রহ্মপুরাণোক্ত কর্ম্ম মাত্রেই গৌণচান্দ্র মাসের উল্লেখ হইবে। জন্মতিথিপূজা, কৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, বারুণী, অপর পক্ষীয়শ্রাদ্ধ (আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নাম অপর পক্ষ) এবং অষ্টকা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্মেও গৌণচান্দ্র মাস উল্লেখ হইবে। পিতা মাতা প্রভৃতির মৃত তিথিতে শ্রাদ্ধ, স্নান, দান, গর্ভাধান, নামকরণ, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি কর্ম্মেই মুখ্যচান্দ্র মাসের উল্লেখ আবশ্যক।

কার্ত্তিক মাসে ও মাঘ মাসে এবং সৌরমাসে, গৌণচান্দ্র-মাসে কিংবা মুখ্যচান্দ্রমাসেও প্রাতঃস্নান, হবিষ্য, ও ব্রহ্মচর্য্যাদি করিবে। মাসোল্লেখও তদনুসারে হইবে। কেহ কেহ বলেন, নবান্ন শ্রাদ্ধে মুখ্যচান্দ্র মাসের উল্লেখ করিতে হয়।

সৌরমাসের বৈশাখ প্রভৃতি দ্বাদশটী নাম আছে, এই সকল মাস নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে জানা যায়। যে মাসের পূর্ণিমায় বিশাখা বা অনুরাধা নক্ষত্র যোগ হয়, তাহার নাম বৈশাখ, বিশাখানক্ষত্র সম্বন্ধঘটিত বলিয়াই এই মাসের নাম বৈশাখ। মুখ্যচান্দ্র বৈশাখের উক্ত পূর্ণিমায় প্রথম পক্ষ শেষ, আর উক্ত পূর্ণিমায় গৌণচান্দ্র বৈশাখের পরিসমাপ্তি। সকল মাস সম্বন্ধেই এই নিয়ম। জ্যেষ্ঠা অথবা মূলানক্ষত্র যোগ যে মাসের পূর্ণিমায় হয়, তাহাই জ্যৈষ্ঠ মাস। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় উক্ত মাসের নাম জ্যৈষ্ঠ। পূর্ব্বা-ষাঢ়া বা উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র সম্বন্ধ যে মাসের পূর্ণিমাতে হয়, তাহাই আষাঢ়। শ্রবণা বা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ যে মাসের পূর্ণিমায় হয়, তাহাই শ্রাবণ। শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, অথবা উত্তরভাদ্র পদ নক্ষত্র যে মাসের পূর্ণিমায় সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, তাহাই ভাদ্রমাস। রেবতী, অশ্বিনী অথবা ভরণী নক্ষত্রের যোগ যে মাসের পূর্ণিমাতে থাকে, তাহারই নাম আশ্বিন। কৃত্তিকা বা রোহিণীর যোগ যে মাসের পূর্ণিমায় হয়, তাহারই নাম কার্ত্তিক। পূর্ণিমায় মৃগশিরা বা আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগে মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ। পুনর্ব্বসু বা পুষ্যা যে পূর্ণিমাতে হয়, তাহার নাম পৌষ। অশ্লেষা বা মঘা নক্ষত্রযোগ যে মাসের পূর্ণিমাতে হয়, তাহার নাম মাঘ। পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী অথবা হস্তা নক্ষত্র যে মাসের পূর্ণিমায় মিলিত হয়, সেই মাসই ফাল্গুন। চিত্রা অথবা স্বাতী নক্ষত্র যে মাসের পূর্ণিমাতে সংযুক্ত হয়, সেই মাসই চৈত্র নামে অভিহিত।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য চান্দ্রমাসের এই যে নিয়ম করিয়াছেন, সময়ে সময়ে ইহার ব্যভিচারও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সাধারণতঃ প্রায়ই এই নিয়মে হইয়া থাকে, ইহা বলা যাইতে পারে।

মুখ্যচান্দ্র মাসের আর একটী সাধারণ লক্ষণ এইরূপ করা যাইতে পারে। শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদের অব্যবহিত পূর্ব্ব-ক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব্ব অমাবস্যার চরম ক্ষণ যে সৌরমাসের মধ্যে পড়িবে, সেই শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিংশৎ তিথি স্বরূপ মাসই সৌরমাসের নামে অভিহিত হইবে। যথা বৈশাখ মাসে একটী অমাবস্যার শেষ হইলে পরবর্ত্তী শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে মাস, তাহা মুখ্যচান্দ্র বৈশাখ। আর উক্ত শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদের পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদ্ হইতে গৌণচান্দ্র বৈশাখ আরম্ভ।

পঞ্জিকার সহিত এই নিয়ম মিলাইয়া দেখিলেই সহজে উহা বুঝা যাইতে পারিবে। নারায়ণোপাধ্যায়ের মতে অমা-বস্যা পর্য্যন্ত মুখ্যচান্দ্র মাস। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, এইরূপ নিয়ম করিলে বৎসরে ৬টী বৈ চান্দ্রমাস হইতে পারে না।

সৌর এবং চান্দ্র এই দ্বিবিধ মাসের প্রয়োজনীয়তা প্র-দর্শিত হইল। এক্ষণে নাক্ষত্রমাস ও সাবন-মাসের প্রয়ো-

জনীয়তা প্রদর্শিত হইতেছে। জন্মনক্ষত্র যদি শনি মঙ্গলবারে পড়ে, তাহা হইলে সেই মাস কন্মষ নামে অভিহিত এবং এই মাসে মনোদুঃখভোগ করিতে হয়।

"জন্মনৃক্ষে যদি স্যাতাং বারৌ ভৌমশনৈশ্চরৌ।

স মাসঃ কল্মষো নাম মনোদুঃখপ্রদায়কঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

এই বচনের মাস শব্দে নাক্ষত্র মাস বুঝিতে হইবে।

"নক্ষত্রসত্রাণ্যয়নানি চেন্দোর্ম্মানেন কুর্য্যাদ্ভগণাত্মকেন॥"

(মলমাসতত্ত্ব)

নক্ষত্রসত্রে যাজ্ঞিকগণের নিকটে প্রসিদ্ধ মাস সংবৎসর-সাধ্য যাগবিশেষে মাসগণনা নাক্ষত্রমাসের হিসাবে হইবে। সোমায়ন যাগেও এই নিয়ম। নাক্ষত্রমাসের নামভেদ নাই অর্থাৎ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি এইরূপ সংজ্ঞা নাই। সংকল্পবাক্যে নাক্ষত্রমাসের উল্লেখ হইবে না; সৌরমাস অথবা গৌণচান্দ্র মাসের উল্লেখ করিবার বিধি থাকিলে তাহাই করিবে, নচেৎ মুখ্যচান্দ্র মাসের উল্লেখ করিবে। নিম্নলিখিত সাবন মাসের পক্ষেও এই নিয়ম। গণনা হইবে সাবন মাস অনুসারে, আর কর্ম্মবিশেষে কোন স্থলে সৌর ও কোন স্থলে চান্দ্র মাসোল্লেখ হইবে।

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, নামকরণ, চূড়াকরণ এবং উপনয়ন প্রভৃতি এবং অশৌচাদিতে দিন, মাস ও বৎসর-গণনার জন্যই সাবন মাসের প্রয়োজনীয়তা।

একটু বিশেষ এই, যে কর্ম্মে কোন নাম উল্লেখ করিবার বিশেষ কোনরূপ নিয়ম নাই, তথায় মুখ্যচান্দ্র মাসের উল্লেখ হইবে। কেন না মাস বলিলে মুখ্যচান্দ্র মাসই বোধ হয়। 'মাস্ চন্দ্রঃ তস্যায়ং মাসঃ' চন্দ্রসম্বন্ধী এইটী, এই অর্থবোধক মাস শব্দ। চন্দ্র শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা (মস্) পরিমাণ করেন, এইজন্য ইহার নাম মাস। অতএব মাস শব্দ চান্দ্র-মাসেরই বোধক।*

বৈশাখাদি বিশেষ বিশেষ নাম করিলেই মুখ্যচান্দ্র বৈশাখাদি বুঝিতে হয়। সাধারণতঃ বৈশাখ মাস বলিলে লোকে সৌর বৈশাখ বুঝিয়া থাকে, কিন্তু তাহা শাস্ত্রানু-মোদিত নহে, বৈশাখ বলিলে চান্দ্রবৈশাখই বুঝিতে হইবে। জীমূতবাহন প্রভৃতি মাস বলিতে সাধারণতঃ সৌরমাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু রঘুনন্দন ইহা খণ্ডন করিয়া মাস শব্দ চান্দ্রমাসেরই বোধক ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্র এবং সাবন এই চারি প্রকার মাস, এই চারি প্রকার মাস দ্বারা চারি প্রকার বৎসর হয়, যথা দ্বাদশ সৌরমাসে এক সৌর বৎসর, দ্বাদশ চান্দ্রমাসে এক চান্দ্র বৎসর, দ্বাদশ নাক্ষত্র মাসে এক নাক্ষত্র বৎসর এবং দ্বাদশ সাবন মাসে এক সাবন বৎসর। বৈশাখ মাস প্রথম সৌরমাস। মেষরাশি রাশির প্রথম, মেষে সূর্য্য থাকিলে বৈশাখ মাস, তাই বৈশাখ মাস প্রথম সৌরমাস। সাল ও শকাব্দ সৌরবৎসর সংঘটিত, সেইজন্য ইহার আরম্ভ সৌর বৈশাখ মাস হইতেই হইয়া থাকে।

সংবৎ চান্দ্রমাসঘটিত, তাহার আরম্ভ প্রথম চান্দ্রমাস হইতে। চৈত্র মুখ্যচান্দ্রই প্রথম চান্দ্রমাস।

"চৈত্রে মাসি জগদ্‌ব্রহ্মা সসর্জ্জ প্রথমেঽহনি।

শুক্লপক্ষে সমগ্রন্তু তদা সূর্য্যোদয়ে সতি।

প্রবর্ত্তয়ামাস তদা কালস্য গণনামপি॥" (ব্রহ্মপুরাণ)

"চৈত্রসিতাদেরুদয়াদ্ভানোর্দ্দিনমাসবর্ষযুগকল্পাঃ।

সৃষ্ট্যাদৌ লঙ্কায়ামিহ প্রবৃত্তা দিনৈর্ব্বৎস॥"

(মলমাসতত্ত্বধৃত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত)

ব্রহ্মা চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে অর্থাৎ প্রতি-পৎ তিথিতে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং মাস, ঋতু, বৎসর যুগাদির গণনাও এই সময় হইতে প্রবর্ত্তিত করেন, এইজন্যই বৎসরের আরম্ভ ঐ দিনে। (মলমাসতত্ত্ব) [বৎসর শব্দ দেখ।]

দ্বাদশ মাসে বৎসর হয়, আবার কোন কোন সময়ে ত্রয়োদশ মাসে বৎসর হইয়া থাকে। যে বার ত্রয়োদশ হয়, সেই বৎসর ঐ ত্রয়োদশ মাসের মধ্যে একটী মাস মলমাস। ঐ মাস নিন্দিত বলিয়া উহার নাম মলমাস হইয়াছে।

[বিশেষ বিবরণ মলমাস শব্দে দেখ]

---

* অথ কর্ম্মবিশেষে মাসবিশেষাদিঃ—তত্র পিতামহ :—

"আব্দিকে পিতৃকৃত্যে চ মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।

বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ॥

প্রথমাদিপদং যাত্রাগ্রহচারপরং, যৎকর্ম্ম সূর্য্যভোগ্যরাশ্যন্নেখেন যচ্চ বিশিষ্যোদগয়নাদিবিহিতং তৎপরঞ্চ, অয়নস্য সৌরমাসঘটিতত্বাৎ। তচ্চ চূড়োপ-নয়নাদি, দ্বিতীয়াদিপদং সত্রপ্রভৃতিবৃদ্ধিপ্রায়শ্চিত্তায়ুর্দ্দায়াশৌচগর্ভাধানপুংসবন-সীমন্তোন্নয়ননামকরণান্নপ্রাশননিষ্ক্রমণচূড়াদিপরং। তথাচ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

অব্দায়নঞ্চ গ্রহচারকর্ম্ম সৌরেন মাসেন সদাধ্যবস্যেৎ।

সত্রাণুপাস্ত্যাস্তথ সাবনেন লৌক্যঞ্চ যৎস্যাদ্ব্যবহারকর্ম্ম॥

অব্দায়নং অব্দগমনং যাত্রেতি যাবৎ। অথ সৌরাদিমাসবিহিতকর্ম্মাণি—

বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু সৌরং মাসং প্রশস্যতে।

পার্ব্বণে স্বষ্টকাশ্রাদ্ধে চান্দ্রমিষ্টং তথাব্দিকে।

অত্র যজ্ঞপদমুদগয়নাদিবিহিতপশুযাগাভিপ্রায়ং পিতামহোক্তস্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্ত-রোক্তসত্রপরং। গর্গঃ—আয়ুর্দ্দায়বিভাগশ্চ প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া তথা।

সাবনেন তু কর্ত্তব্যা মন্ত্রাণামপ্যুপাসনা॥

সূর্য্যসিদ্ধান্তে—সূতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমাসাব্দপাস্তথা।

মধ্যমগ্রহভুক্তিশ্চ সাবনেন প্রকীর্ত্তিতা॥

মধ্যমগ্রহভুক্তির্জ্যোতির্গণনা প্রসিদ্ধা।" (মলমাসতত্ত্ব)

দুই দুই মাসে এক এক ঋতু হয়, ইহার মধ্যে মাঘ ফাল্গুন শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম। এই তিন ঋতু উত্তরায়ণ, ইহা দেবতাদিগের দিন। শ্রাবণ ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত, এই তিন ঋতু দক্ষিণায়ন, ইহা দেবতাদিগের রাত্রি।

"তথা চ শ্রুতিঃ—তপস্তপস্যৌ শৈশিরাবৃতুঃ, মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতুঃ শুক্রশ্চ শুচিশ্চ গ্রৈষ্মাবৃতুঃ, অথৈতদুদগয়নং দেবানাং দিনম্। নভশ্চ নভস্যশ্চ বার্ষিকাবৃতূ ইষশ্চ উর্জ্জশ্চ শারদাবৃতুঃ, সহাশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতুঃ, অথৈতদ্দক্ষিণায়নং দেবানাং রাত্রিরিতি।" (মলমাসতত্ত্ব) [ঋতু শব্দ দেখ]

কোন্ মাসে কি কি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিশেষ বিধান শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে মাসকৃত্যবিধান এইরূপ লিখিত আছে—আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথোৎসব, একাদশীর দিন স্বাপোৎসব (শয়নৈকাদশী), শ্রাবণে শ্রবণাবিধি, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনমাসে পার্শ্বপরিবর্ত্তন-একাদশী ও কার্ত্তিকে উত্থান-একাদশী করিতে হয়, যিনি ইহা না করেন, তিনি বিষ্ণুদ্রোহী হইয়া থাকেন। কার্ত্তিক মাসে দীপদান, অগ্রহায়ণের শুক্লাষষ্ঠীতে শুভ্র বস্ত্রদ্বারা ষষ্ঠীপূজা এবং কার্পাসবস্ত্র দ্বারা বিষ্ণুপূজা, পৌষমাসে পুষ্যাভিষেক, ও মাঘমাসের সংক্রান্তি তিথিতে সুগন্ধি তণ্ডুল বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

"জীবনং সর্ব্বভূতানাং জনকস্ত্বং জগদ্গুরো।
তন্মায়ালীনতা প্রাপ্তা ত্বয়ৈব জনিতা প্রভো॥"
(পদ্মপু° পাতালখ° ১২অ°)

পরে নানাবিধ সুমিষ্ট দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই দিন এক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল হয়। মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এবং ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতে দোলোৎসব করিবে। (পদ্মপু° পাতালখ° ১২অ°)

হরিভক্তিবিলাসেও মাসকৃত্যের বিশেষ বিবরণ লিখিত রহিয়াছে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কৃত্যতত্ত্বে মাসকৃত্যের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন,—

বৈশাখকৃত্য—বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান, সংক্রান্তির দিন ভোজ্য সহিত জলপূর্ণ ঘটদান এবং অক্ষয়া তৃতীয়ার দিন স্নান, দান ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান বিধেয়। এই মাসে মসুর ও নিম্বপত্র ভোজন করিতে হয়। নিম্বভোজনে সর্পভয় থাকে না। ইহা মাসের মধ্যে যে কোন দিন ভোজন করিলেই হয়।

"মসূরনিম্বপত্রাভ্যাং যোঽত্তি মেষগতে রবৌ।
অপি রোষান্বিতস্তস্য তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

এই মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে পিপীতকদ্বাদশীব্রত ও যবশ্রাদ্ধ করিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠকৃত্য—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে সাবিত্রীব্রত, শুক্লা ষষ্ঠীতে আরণ্য ষষ্ঠী (ইহাকে জামাই ষষ্ঠী কহে) এবং মহাজ্যৈষ্ঠীতে জগন্নাথদর্শন বা গঙ্গাস্নান বিধেয়। আষাঢ়কৃত্য—অম্বুবাচী কালে সর্পভয়নিবারণের জন্য দুগ্ধপান, নবোদকশ্রাদ্ধ, চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ এবং বিষ্ণুর শয়নৈকাদশী করিতে হয়। শ্রাবণকৃত্য—শ্রাবণমাসের শুক্ল পঞ্চমীতে ভবনাঙ্গনে স্নূহীবৃক্ষ (সিঁজ-গাছ) স্থাপন করিয়া মনসা দেবী ও অষ্টনাগ পূজা করিতে হয়। ইহাতে সর্পভয় নিবারিত হয়।

ভাদ্রকৃত্য—জন্মাষ্টমীব্রত, শুক্লা পঞ্চমীতে তক্ষকাদি সর্প লিখিয়া তাহাদের পূজা করিতে হয়। চলিত ইহাকে নাগপঞ্চমী কহে। পার্শ্বপরিবর্ত্তন-একাদশীব্রত ও অবশ্যকর্ত্তব্য। এই মাসের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্থীতে চন্দ্র দর্শন করিতে নাই। ভাদ্রশুক্লাচতুর্দ্দশীর নাম অঘোরা চতুর্দ্দশী। এই দিন শিবোদ্দেশে উপবাস ও অনন্তব্রত বিধেয়। এই মাসের শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে কুক্কুটীব্রত, দূর্ব্বাষ্টমীব্রত এবং তালনবমী ব্রতের বিধানও অভিহিত হইয়াছে। অগস্ত্যপূজা করিয়া তদুদ্দেশে অর্ঘ্যদানও বিধেয়।

আশ্বিনকৃত্য—অপর পক্ষে তর্পণ, মহালয়াশ্রাদ্ধ, দুর্গোৎসব এবং কোজাগর লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়। কার্ত্তিককৃত্য—এই মাসে প্রাতঃস্নান বিধেয়। মৎস্য ও মাংসভোজন নিষিদ্ধ। শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মৎস্য ও মাংস ভোজন বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভূতচতুর্দ্দশী, দীপান্বিতা অমাবস্যা, দ্যূতপ্রতিপদ্, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এবং বিষ্ণুর উত্থান-একাদশী এই সকলও অবশ্যকর্ত্তব্য।

অগ্রহায়ণকৃত্য—এই মাসে নবান্নশ্রাদ্ধ, শুক্লা চতুর্দ্দশীর দিন সৌভাগ্য কামনা করিয়া পিষ্টক দ্বারা দেবীপূজা এবং পূর্ণিমার দিন পার্ব্বণশ্রাদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য।

পৌষকৃত্য—এই মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে পূপোপকরণ দ্বারা পার্ব্বণবিধানে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই শ্রাদ্ধকে পূপাষ্টকা শ্রাদ্ধ বলে।

মাঘকৃত্য—এই মাসে অরুণোদয়কালে স্নান বিধেয়। মাঘে মূলকভক্ষণ নিষিদ্ধ। কৃষ্ণাষ্টমীতে ছাগমাংস, মাংসাভাবে পায়স এবং পায়সাভাবে কেবল অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ অবশ্য বিধেয়। এতদ্ভিন্ন রটন্তী চতুর্দ্দশী, শ্রীপঞ্চমী, মাঘসপ্তমী, বিধানসপ্তমী, আরোগ্যসপ্তমী ও ভীষ্মাষ্টমীবিহিত কার্য্যও অভিহিত হইয়াছে।

ফাল্গুনকৃত্য—এই মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কেবল অন্ন দ্বারা

পার্ব্বণশ্রাদ্ধ এবং শিবরাত্রি ব্রত বিহিত হইয়াছে। এই মাসের শুক্লা দ্বাদশী ও গোবিন্দদ্বাদশীর দিন গঙ্গাস্নান করিলে মহাপাতক সকল বিনষ্ট হয়।

চৈত্রকৃত্য—এই মাসের সংক্রান্তির দিন বসন্তাদি বিস্ফোটক-জ্বর-নাশের জন্য মূহীবৃক্ষে ঘণ্টাকর্ণ পূজা করিতে হয়। ইহার পর বারুণী, অশোকাষ্টমী, শ্রীরামনবমীব্রত, মদনত্রয়োদশী এবং মদনচতুর্দ্দশীব্রতও বিহিত হইয়াছে। [যে সকল ব্রতাদির নাম উল্লিখিত হইল, তাহাদের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।] (কৃত্যতত্ত্ব)

মাসক (পুং) ১ মাষক পরিমাণ। (অমর) অথবা মন্তুতে পরিমীয়তেঽনেন মাসি ঘঞ্‌ স্বার্থে কঃ। ২ মুখ্য মাস। মাস শব্দে দন্ত্য সকারান্তই সর্ব্বত্র পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু জিনেন্দ্র প্রভৃতিরা হিংসার্থক মষ ধাতুর উত্তর ঘঞ্‌ প্রত্যয় করিয়া এই শব্দ মূর্দ্ধন্যান্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। (অমরটী° ভরত)

মাসকালিক (ত্রি) ১ এক মাস কাল পরিমিত। ২ মাসিক।

মাস্‌কাবার (দেশজ) মাস শেষ, মাসান্ত।

মাস্‌কাবারী (দেশজ) মাসকাবারসম্বন্ধীয়, মাসান্তে দেয়।

মাসচারিক (ত্রি) মাসানুষ্ঠেয়।

মাসজাত (ত্রি) ১ একমাসের নূতন। ২ যাহা মাসমাত্র হইয়াছে।

মাসজ্ঞ (পুং) ১ দাত্যূহ পক্ষী। (শব্দরত্না°) মাসং জানাতীতি জ্ঞা-ক। (ত্রি) ২ মাসজ্ঞাতা। ৩ হরিণ বিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

মাস্‌ড়ুয়া (দেশজ) চক্ষুপক্ষের প্রান্তভাগজাত পূয়পূর্ণ গুটিকা ভেদ। ২ চক্ষের ছানী। ৩ আহত অঙ্গের স্ফীতমাংস।

মাসতম (ত্রি) ১ মাসিক। ২ পূর্ণ এক মাস।

মাসতালা (স্ত্রী) মাসেন তালো ধ্বনিঃ পরিচ্ছেদো যস্যাঃ। বাদ্যযন্ত্রভেদ, করতাল। একমাস অন্তর যাহার ধ্বনি পরিচ্ছেদ হয়। "মহতো হি কাংস্যাদিভাজনস্য সকৃদাহতস্য চিরকালানুবর্ত্তী ধ্বনিরিতি প্রসিদ্ধম্। পূর্ব্বে তু মাসশব্দেন দ্বাদশসংখ্যা তালশব্দেন মধ্যমাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণং চোক্তা দ্বাদশতালপ্রমাণাভিব্যাচক্ষতে" (নীলকণ্ঠ)

মাসতুত ভগিনী (দেশজ) মাতৃস্বসার কন্যা। চলিত মাসতুতো বোন।

মাসতুত ভাই (দেশজ) মাতৃস্বসার পুত্র।

মাসতুল্য (ত্রি) মাস সময় পরিমিত।

মাসত্রয় (ক্লী) তিনমাস।

মাসত্রয়াবধি (অব্য°) তিনমাস যাবৎ।

মাসদেয় (ত্রি) প্রতি মাসে পরিশোধনীয় (ঋণ)।

মাসদ্বয়োদ্ভব(বা) (পুং, স্ত্রী) ১ ষষ্টিক শালিধান্য। ২ গৌরষষ্টিক। (রাজনি°)

মাসধা (অব্য°) প্রতি মাসে।

মাসন (ক্লী) সোমরাজ।

মাসন্দার (দেশজ) পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। (Callicarpa incana)

মাসপর্ণী (স্ত্রী) [মাষপর্ণী দেখ।]

মাসপাক (ত্রি) একমাসে পরিপক্ক।

মাসপূর্ব্ব (ত্রি) পূর্ব্ব মাসে সংঘটিত। এক মাস পূর্ব্বে।

মাসপ্রমিত (ত্রি) মাসঘটিত। যাহা মাসে একবার ঘটে।

মাসপ্রবেশ (পুং) মাসাগম। মাসের প্রথম দিন।

মাসভুক্তি (স্ত্রী) মাসিকগতি (সূর্য্যের)।

মাসমান (পুং) মাসৈর্দ্বাদশভির্নির্মীয়তে। ১ বৎসর। (ত্রিকা°) মাসস্য মানং (ক্লী) ২ মাসপরিমাণ। ৩ মাষমান, এক মাষা।

মাসমাহিনা (দেশজ) মাসিক বেতন।

মাসর (পুং) মস-ণিচ্‌ বাহুলকাৎ অরন্। অন্নসমুদ্ভব মণ্ড। পর্য্যায়—আচাম, নিস্রাব। (অমর) ২ কাঞ্জিক। (বৈদ্যকনি°)

মাসবর্ত্তিকা (স্ত্রী) সর্ষপী নামক পক্ষিবিশেষ। (শব্দরত্না°)

মাসবৃদ্ধি (স্ত্রী) কোরণ্ড। গলগণ্ডাদি।

মাসল (ত্রি) মাস সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। মাংসল, মাংসযুক্ত, হৃষ্টপুষ্ট।

মাসশস্ (অব্যয়) প্রতি মাস। মাস মাস।

মাসসঞ্চয়িক (ত্রি) মাসপরিমিত কালের জন্য অন্নসঞ্চয়কৃৎ।

মাসস্তোম (পুং) একাহভেদ।

মাসাধিপ (পুং) মাসানামধিপঃ। মাসাধিপতি, মাসস্বামী। চন্দ্র হইতে ঊর্দ্ধ কক্ষাক্রমে যে সকল গ্রহ অবস্থিত, তাহারাই ত্রিংশদ্দিনাত্মক মাসের অধিপ বা স্বামী বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত ক্রম যথা—চন্দ্র, বুধ, শুক্র, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।

"ঊর্দ্ধক্রমেণ শশিনো মাসানামধিপাঃ স্মৃতাঃ।"

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২।৭৯)

মাসাধিপতি (পুং) মাসস্বামী, গ্রহ।

মাসানুমাসিক (ত্রি) মাস হইতে মাসান্তরে কার্য্যকারী।

মাসান্ত (পুং) মাসস্য অন্তঃ। অমাবস্যা। মাসান্তে যাত্রা করিয়া কোথাও যাইতে নাই। এরূপ যাত্রায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

"পক্ষান্তে নিষ্ফলা যাত্রা মাসান্তে মরণং ধ্রুবম্॥" (সময়প্র°)

২ সংক্রান্তি-দিন। এই দিনে বিবাহ হইলে কন্যার মৃত্যু হইয়া থাকে। সুতরাং বিবাহে এই দিন প্রশস্ত নহে। মাসান্তে এক দিন ত্যাগ করিয়া বিবাহদিন স্থির করিতে হয়।

"মাসান্তে ম্রিয়তে কন্যা তিথ্যন্তে স্যাদপুত্রিণী।
নক্ষত্রান্তে চ বৈধব্যং রিষ্ট্যাং মৃত্যুর্দ্ধয়োর্ভবেৎ॥
মাসান্তে দিনমেকন্তু তিথ্যন্তে ঘটিকাদ্বয়ম্।
ঘটিকা ত্রিতয়ং ভান্তে বিবাহে পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (রত্নমালা)

মাসাপবর্গ (ত্রি) এক মাস পরিমিত কাল পর্য্যন্ত।

মাসাবধিক (ত্রি) মাস পর্য্যন্ত।

মাসাল (দেশজ) মাংসযুক্ত।

মাসালর, ভিক্ষাজীবী জাতিবিশেষ। কর্ণাটপ্রদেশে প্রধানতঃ ইহাদের বাস। মান্দ্রাজের নানা স্থানে ইহাদিগকে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে পেনাগুণ্ডি এবং হিন্দুপুরে ইহাদের বাস ছিল। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় ইহারা ধারবার জেলায় আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহারা তেলগু এবং মিশ্রকাণাড়ী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। ইহারা কোন গ্রামে উপস্থিত হইলে, লাদীগার বা মাঙ্গজাতির গৃহে আশ্রয় লয়। ইহাদের বিশ্বাস, ইহারাও এই মাঙ্গবংশসম্ভূত। ইহারা গাধা রাখে। আবশ্যক মত আপনাপন কন্থাদি গাধার পৃষ্ঠে দিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়। ইহারা প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিতে পারে। মেষ, মুরগী, মৃত ষাঁড়, গোরু, মহিষ, শূকর প্রভৃতি জন্তুর মাংস ইহারা ভক্ষণ করে। মদ খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে। ইহারা রজ্জুর উপরে নৃত্য দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে। কিন্তু স্বর্ণকার, সূত্রধার বা কর্ম্মকার উপস্থিত থাকিলে দড়িবাজি করে না। জাতকর্ম্মে চারিআনা মাত্র খরচ এবং বিবাহে ৩০৲ টাকার অধিক খরচ হয় না। তন্মধ্যে কন্যার পিতাকে ১৬৲ দিতে হয়। তিরুপতির বেঙ্কটরমণ ইহাদের উপাস্য দেবতা। তিনি চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী। ওনাউঠার অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাম্মা দেবীরও ইহারা পূজা করে। পূজাকালে ব্রাহ্মণ থাকেন না। ইহাদের কোন দীক্ষাগুরু নাই।

ইহারা জাতবালকের পার্শ্বদেশ তপ্তলৌহশলাকা দ্বারা ঢেরা × চিহ্নিত করে। তদন্তে প্রসূতি ও বালককে স্নান করান হইয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস, ইহাতে বালকের ভবিষ্যতে কোন ব্যাধি হইতে পারে না। বিবাহের সময়ে দুর্গাদেবী ও বেঙ্কটরমণের পূজা হয়। কন্যা ও বরের সর্ব্বাঙ্গে হলুদ মাখান হয় এবং হস্তে বিবাহসূত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকদিগকে ঋতুকালে ৪ দিন গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। জনন বা মরণে কোন অশৌচ হয় না। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সে স্ত্রী স্বীয় উপপতিকে বিবাহ করিতে পারে। ইহারা মৃতদেহ গোর দেয়।

মাসাসী (দেশজ) মাস্ শাশুড়ী।

মাসাহার (ত্রি) এক মাস অন্তর ভোজনকারী।

মাসিক (ত্রি) মাসি ভব ইতি মাস-ঠক্। মাসসম্বন্ধীয়।

"পণো দেয়োঽবকৃষ্টস্য ষড়ুৎকৃষ্টস্য বেতনম্।
ষাণ্মাসিকস্তথাচ্ছাদো ধান্যদ্রোণস্তু মাসিকঃ॥" (মনু ৭।১২৬)

মাসে ভবমিতি মাস (কালাট্ঠঞ্ পা ৪।৩।১১) ইতি ঠঞ্। মৃতের সজাতীয় কর্ত্তৃক প্রেতের সংবৎসরাভ্যন্তরে প্রতিমাসীয় কৃষ্ণপক্ষ তিথিতে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, ইহা নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ। পর্য্যায়—অন্বাহার্য্য।

"পিতৄণাং মাসিকং শ্রাদ্ধমন্বাহার্য্যং বিদুর্ব্বুধাঃ।" (মনু ৩।১২৩)

প্রেতব্যক্তির প্রেতত্ববিমুক্তির জন্য আদ্য একোদ্দিষ্ট, দ্বাদশ মাসিক, প্রথম ও দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক এবং সপিণ্ডীকরণ এই ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। প্রতিমাসে নির্দ্দিষ্ট তিথি উপলক্ষে যথাশাস্ত্র মাসিক এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক করা কর্ত্তব্য। যদি কোন কারণবশতঃ মাসে মাসে ঐ সকল শ্রাদ্ধ না হইয়া উঠে, তাহা হইলে প্রকৃত তিথির পূর্ব্বাহ্নে প্রথম ও দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক করিয়া পর দিন দ্বাদশটী মাসিকই করা যাইতে পারে।

"ষাণ্মাসিকাব্দিকে শ্রাদ্ধে স্যাতাং পূর্ব্বেদ্যুরেব তে।
মাসিকানি স্বকীয়ে তু দিবসে দ্বাদশাপি চ॥" (পৈঠীনসি)

সপিণ্ডীকরণ করিবার পূর্ব্বে মলমাস উপস্থিত হইলে মাসিক সম্বন্ধে ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। মৃতাহ হইতে একাদশ মাসের মধ্যে যদি মলমাস পড়ে, তাহা হইলে একটী মাসিক অধিক করিতে হয়। অর্থাৎ দ্বাদশটীর স্থলে ত্রয়োদশটী মাসিক শ্রাদ্ধ করা ব্যবস্থা। ষষ্ঠমাসের মধ্যে মলমাস পড়িলে ষষ্ঠমাসিকের পূর্ব্ব তিথিতে প্রথম ষাণ্মাসিক এবং ত্রয়োদশ মাসিকের পূর্ব্ব তিথিতে দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক। ঐ সকল মাসিক শ্রাদ্ধের মধ্যে যদি কোন মাসিক পতিত হয়, তবে কৃষ্ণা একাদশী, অমাবস্যা অথবা মাসিকান্তর তিথিতে তাহা করিয়া, পরে প্রকৃত কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। অশৌচ উপস্থিত হইলে অশৌচান্তে মাসিক করাই ব্যবস্থা। একাদশাহাদি কএকটী শ্রাদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধাধিকারীর যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট শ্রাদ্ধ কএকটী অপর শ্রাদ্ধাধিকারীর করিতে হয়। [মাসিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় শ্রাদ্ধ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

মাসিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের প্রয়োগ এইরূপ,—শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্ব্বদিনে একবার মাত্র নিরামিষ আহার করিয়া পরদিন স্নানাদি নিত্যাহ্নিকান্তে যথাকালে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া কুশময় ব্রাহ্মণস্নান, বাস্তু-পুরুষাদির পূজা এবং ভূস্বামী পিতৃদিগকে শ্রাদ্ধাগ্রভাগদান করিবেন, অতঃপর দক্ষিণমুখ হইয়া এইরূপ অনুজ্ঞাবাক্য করিবেন যথা—"অদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রথমমাসিকৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেনাহং করিষ্যে।" পরে পুরোহিত "কুরুষ" এইরূপ উত্তর দিবেন। অনন্তর গায়ত্রী, "দেবতাভ্য" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ, পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ-

[illegible] প্রাক্ষণ ও রক্ষার্থ উদক [illegible] দান, অর্ঘ্যাদিদান, অন্নদান, [illegible] "মধুবাতা" ও "যজ্ঞেশ্বরো হব্যঃ সমস্ত" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ, পিণ্ডদান, পিণ্ডপূজা, পিণ্ডোপরি বারিধারা, দক্ষিণা, ব্রাহ্মণবিসর্জ্জন, অচ্ছিদ্রাবধারণ, দীপাচ্ছাদন ও বিষ্ণুস্মরণ প্রভৃতি কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধান্তে শ্রাদ্ধীয় পিণ্ড, গো, অজ ও ব্রাহ্মণ অগ্নি অথবা জলে নিক্ষেপ করিতে হয়। মাসিকশ্রাদ্ধপ্রয়োগ সম্বন্ধে স্থূল ও এই কএকটা বিষয়মাত্র সংক্ষেপে বলা হইল। ইহাতে যে সকল বাক্য, মন্ত্র ও অন্যান্য ক্রম প্রাকরণাদির উল্লেখ আছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত উক্ত হইল না।

[মাসিক শ্রাদ্ধের প্রয়োগবাহুল্য শ্রাদ্ধপ্রয়োগতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।]

এইরূপে দ্বিতীয় তৃতীয়াদি মাসিকও কর্ত্তব্য। [শ্রাদ্ধ দেখ]

মাসীন (ত্রি) মাসং ভূতঃ মাস-(মাসাদ্বয়সি যৎ খঞৌ। পা ৫।১।৮১) ইতি খঞ্। একমাস বয়স।

মাসুরকর্ণ (পুং) মসুরকর্ণ অপত্যার্থে অণ শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) মসুরকর্ণের গোত্রাপত্য।

মাসুরী (স্ত্রী) মসুর-অণ্ ঙীপ্। ১ শ্মশ্রু। (হেম) ২ মাতৃভগিনী। "পিতৃষ্বসা পিতৃভগ্নী মাতৃভগ্নী চ মাসুরা।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ ১১০।১৪৫)

৩ ভেদনযোগ্য বৃক্ষিপত্র নখশস্ত্রাদির অস্ত্রবিশেষ। (সুশ্রুত সূত্র ৮ অ০)

মাসোপবাস (পুং) একমাস কাল অনশন-ব্রতাচার।

মাসোপবাসিনী (স্ত্রী) একমাস উপবাসকারিণী রমণী। অনেক সময় বিদ্রূপ করিয়া অসচ্চরিত্রা কামিনীদিগকে এইরূপ শব্দে অভিহিত করা হয়।

মাস্য (ত্রি) মাসং ভূতঃ মাস-বয়োঽর্থে (মাসাদ্বয়সি যৎখঞৌ। পা ৫।১।৮) ইতি যৎ। একমাস বয়স।

মাস্ম (অব্য০) মা চ স্ম চ তয়োঃ সমাহারঃ। বারণ, নিষেধ। পর্য্যায়—মা, অলং। (অমর)

"মাস্ম তে ভবতঃ কালীং প্রেতকৃত্যাং গতাসুবঃ।"(বা০২।১২।১১)

ব্যাকরণের নিয়মানুসারে মা ও মাস্মযোগে অডাগম হয় না।

মাহ, মান। ভ্বাদি০ উভ০ সক০ সেট্। লট্ মাহতি-তে। লোট্ মাহতু-তাং। লিট্ মমাহ-হে। লুঙ্ অমাহীৎ, অমাহিষ্ট। ণিচ্ মাহয়তি। লুঙ্ অমমাহৎ।

মাহকস্থলক (ত্রি) মাহকস্থলীবাসী, তদ্দেশসম্বন্ধীয়।

মাহকস্থলী (স্ত্রী) প্রাচীন জনপদভেদ।

মাহকি (পুং) ১ মহকের গোত্রাপত্য। ২ আচার্য্যভেদ।

মাহত (ত্রি) মহতের ভাব বা ধর্ম্ম। মহত্ত্ব।

মাহনীয় (ত্রি) পূজনীয়, শ্রেষ্ঠ। "ক্রতুনা কর্ম্মণা শীঘ্রগমনাদিনগুণেন মাহনীয়া অশ্বাঃ" (ঋক্ ৫।৩৩।৯ সায়ণ)

মাহা (স্ত্রী) গাভী।

মাহা (পারসী) মাস।

মাহাকুল (ত্রি) মহাকুলস্থাপত্যাদি (মহাকুলাদঞ্খঞৌ। পা ৪।১।১৪১) ইতি অঞ্। মহাকুলোদ্ভব। (অমরটীকা রায়মুকুট)

মাহাকুলীন (ত্রি) মহাকুলস্যাপত্যাদি মহাকুল খঞ্। (পা ৪।১।১৪১) মহাকুলোদ্ভব, মহাকুলীন।

মাহাচমস্য (পুং) মহাচমস-যাঞ্। মহাচমসের গোত্রাপত্য।

মাহাচিত্তি (ত্রি) মহাচিত্ত-(সুতঙ্গমাদিভ্য ইঞ্। পা ৪।২।৮০) ইতি ইঞ্।

মাহাজনিক (ত্রি) মহাজনায় হিতং মহাজন ঠক্। মহাজনবিষয়ে হিতকর।

মাহাজনীন (ত্রি) মহাজনে সাধু মহাজন-প্রতিজনাদিভ্যঃ খঞ্। পা ৪।৪।৯৯) ইতি খঞ্। মহাজনবিষয়ে সাধু।

মাহাতাব (পারসী) চন্দ্রকিরণ।

মাহাত্মিক (ত্রি) মহাত্মসম্বন্ধীয়, সভাধিপত্যাসন, রাজপদাখ্য স্থান। রাজাসন, যে স্থানে বসিয়া রাজা বা রাজকর্ম্মচারী প্রজাপালন করেন।

"রাজ্ঞো মাহাত্মিকে স্থানে সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে।
প্রজানাং পরিরক্ষার্থমাসনঞ্চাত্র কারণম্॥" (মনু ৫।৯৪)

'মহাত্মন ইদং স্থানং মাহাত্মিকং রাজপদাখ্যং সভাধিপত্য লক্ষণং' (কুল্লুক)

মাহাত্ম্য (ক্লী) মহাত্মনো ভাবঃ ইতি মহাত্মন্-ষ্যঞ্। মহাত্মন্, মহাত্মার ভাব বা ধর্ম্ম, মহিমা।

"মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতম্।" (তিথিতত্ত্ব)

মাহানদ (ত্রি) মহানদ (উৎসাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।৮৬) ইতি অঞ্। মহানদসম্বন্ধীয়। তদ্জাত।

মাহানস (ত্রি) মহানস-অঞ্ (পা ৪।১।৮৬) মহানসসম্বন্ধীয়।

মাহানামন্ (ত্রি) মহানাম্নী-ঋগ্মন্ত্রসম্বন্ধীয়। (ঐত০ব্রা০ ৬।২৪)

মাহানামিক (পুং) মহানাম ব্রহ্মচর্য্যমস্য (তস্য ব্রহ্মচর্য্যং। পা ৫।১।৯৪) ইতি ঠঞ্। মাহানাম্নিক, মহানাম্নী নামক ঋগ্বেত্তা ব্রাহ্মণ।

মাহানাম্নিক (পুং) মহানামন্ (তদস্য ব্রহ্মচর্য্যং। পা ৫।১।৯৪) ইত্যত্র 'মহানাম্ন্যাদিভ্যঃ ষষ্ঠ্যন্তেভ্য উপসংখ্যানং' 'মহানাম্ন্যো নাম ঋচো মঘবন্' ইত্যাদ্যা ঋচঃ তাসাং ব্রহ্মচর্য্যমস্য ইতি ঠঞ্। মহানাম্নী আদি ঋগ্বেত্তা ব্রাহ্মণ।

মাহাপুত্রি (ত্রি) মহাপুত্র (সুতঙ্গমাদিভ্য ইঞ্। পা ৪।২।৮০) ইতি ইঞ্। মহাপুত্র সম্বন্ধীয়।

মাহাপ্রাণ (ত্রি) মহাপ্রাণ-(উৎসাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।৮৬) ইতি অঞ্। মহাপ্রাণ বা দীর্ঘশ্বাস সম্বন্ধীয়।

মাহাভাগ্য (ক্লী) মহাভাগ্য। সৌভাগ্য।

মাহারজন (ত্রি) মহারজনেন রক্তং মহারজন-(তেন রক্তং রাগাৎ। পা ৪।২।১) ইতি অণ্। মহারজন (জাফরাণ) দ্বারা রঞ্জিত। (শত° ব্রা° ১৪।৫।৩।১৩)

মাহারাজিক (ত্রি) মহারাজো দেবতা অস্য মহারাজ (মহারাজপ্রোষ্ঠপদাভ্যাং ঠঞ্। পা ৪।২।৩৫) ইতি ঠঞ্। যাহার দেবতা মহারাজ।

মাহারাজ্য (ক্লী) মহারাজের পদ বা মর্য্যাদা।

মাহারাষ্ট্র (ত্রি) মহারাষ্ট্র-অঞ্। মহারাষ্ট্রসম্বন্ধীয়।

মাহাবার্ত্তিক (ত্রি) কাত্যায়নকৃত পাণিনির বার্ত্তিকজ্ঞ।

মাহাব্রতী (স্ত্রী) ১ পাশুপতব্রতাবলম্বী। ২ পাশুপতশাস্ত্রসংহতি। ৩ যজ্ঞমীমাংসা।

মাহাব্রতীয় (ত্রি) মহাব্রতসম্বন্ধীয়।

মাহিক (পুং) জাতিবিশেষ। (মহাভা° ৬ পর্ব্ব)

মাহিকীপ্রস্থ (ত্রি) উত্তরভারতের নগরভেদ।

মাহিত (পুং) মহিত-অপত্যার্থে (কণ্বাদিভ্যো গোত্রে। পা ৪।২।১১১) ইতি অণ্। মহিতের গোত্রাপত্য।

মাহিত্থি (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতপথ° ব্রা° ৬।২।২।১০)

মাহিত্য (পুং) মহিতস্য গোত্রাপত্যং মহিত (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। মহিতের গোত্রাপত্য।

মাহিত্র (ক্লী) মহিত্র শব্দোঽস্মিন্নস্তি, মহিত্র (বিমুক্তাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।২।৬১) সূক্তভেদ। 'মহিত্রীণামবোঽস্ত' ইত্যাদি ঋগ্‌বেদোক্ত সূক্ত।

"কৌৎসং জপ্ত্বাপ ইত্যেতদ্বাসিষ্ঠঞ্চ প্রতীত্যৃচম্।
মাহিত্রং শুদ্ধবত্যশ্চ সুরাপোঽপি বিশুধ্যতি ॥" (মনু ১১।২৫০)

'মাহিত্রং মাহিত্রীণামবোঽস্ত্বিত্যেতৎ সূক্তং' (কুল্লুক)

'মাহিত্রং মহিত্রীণামৃচমেব মহিত্রশব্দোঽস্মিন্ সূক্তেঽস্তীতি বিমুক্তাদিপ্রক্ষেপাৎ' (মেধাতিথি)

মাহিন (ক্লী) মহ্যতে পূজ্যতেঽস্মিন্ ইতি মহ্ (মহেরিনণ্ চ। উণ্ ২।৫৬) ইতি ইনণ্। ১ রাজ্য। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ২ মংহনীয়, পূজনীয়। "ইন্দ্র! যত্তে মাহিনং দত্রমস্তি" (ঋক্‌ ৩।৩৬।৯) 'মাহিনং মংহনীয়ং' (সায়ণ) ৩ প্রবৃদ্ধ। "ইন্দ্র! মদনেষু মাহিনঃ" (ঋক্‌) 'মাহিনঃ প্রবৃদ্ধঃ' (সায়ণ)

মাহিনা, (হিন্দী) বেতন, মাহিয়ানা, মাসিক বেতন।

মাহিনাদার (পারসী) যিনি বেতন দেন, যিনি মাসে মাসে মাহিয়ানা দেন।

মাহিনাবৎ (ত্রি) মহিমোপেত, মহিমাযুক্ত। "ইন্দ্র এষাং দৃংহিতা মাহিনাবান্" (ঋক্‌ ৩।৩০।৪) 'মাহিনাবান্ মহিম্নোপেতঃ' (সায়ণ)

মাহিম, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর ঠানা-জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪১৯ বর্গ মাইল। এখানে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বনমালাবিমণ্ডিত একটী গিরিশ্রেণী বিরাজিত দেখা যায়। উহার আশরী ও তকমক্ শৃঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এখানকার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। পর্ব্বতের মধ্যস্থল এবং খাড়ির উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান বন্যার জলে জলাভূমির আকারে পরিণত হইয়াছে। এখানে বৈতরণী নদী প্রবাহিত। ঐ নদীতে স্থানীয় পণ্যবাহী নৌকাসমূহ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া গতায়াত করিয়া থাকে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও জেলার একটী বন্দর। অক্ষা° ১৯°১´৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫২´৫০″ পূঃ। এই স্থান হইতে ৫॥° মাইল পূর্ব্বে বোম্বাই, বড়োদা ও মধ্য-ভারতীয় রেলপথের পালগড় ষ্টেসন বিদ্যমান আছে। রেলপথ বিস্তৃত থাকায় স্থানীয় বাণিজ্য দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। এই স্থান তালবনের জন্য সমধিক বিখ্যাত। এরূপ সুদৃশ্য তালবন আর কোথাও দেখা যায় না। খাড়ির ঠিক অপর পারে কেল্বা নামক গণ্ডগ্রাম। উহা মাহিম-নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বলিয়া নগরাংশে পরিগণিত হইয়াছে। এই কেল্বা-গ্রামের অদূরে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ বিদ্যমান আছে। বন্দরভাগ শৈলসঙ্কুল, এমন কি কোথাও কোথাও উপকূল হইতে দুই মাইল পর্য্যন্ত জলগর্ভে বিস্তৃত দেখা যায়।

১৩১৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর পাঠান-নরপতিগণ এইস্থানের আধিপত্য গ্রহণ করেন। তৎপরে গুজরাতের মুসলমান-শাসনকর্ত্তৃগণের হস্তে উহার শাসনভার অর্পিত হয়। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ মুসলমানদিগের নিকট হইতে উহা অধিকার করিয়া লন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীর বাদসাহের বিরুদ্ধে মাহিমবাসী ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল।

মাহিম, (মেহিম বা মহিম), পঞ্জাবপ্রদেশের রোহতক জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখন ধ্বস্তপ্রায়। অক্ষা° ২৮°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°২০´ পূঃ। ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শনসমূহের আলোচনা করিলে ইহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নগর মুসলমান-আক্রমণের বহুপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাহাবউদ্দীন্ ঘোরী ভারতাক্রমণ-কালে উহা ভূমিসাৎ করিয়া দেন। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে পেশবা নামক জনৈক বেণিয়া উহার পুনঃসংস্কার করেন। মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহ এই নগর শাহবাজ খাঁ নামক জনৈক

আফগানকে জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। তাঁহার বংশধরগণের যত্নে এই নগর শ্রীবৃদ্ধিশালী হইয়াছিল।

সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে, দুর্গাদাস নামক জনৈক রাজপুতসর্দ্দার সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া এই নগর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। অতঃপর এখানে পুনরায় লোকসমাগম হইলেও, ইহার বাণিজ্যসমৃদ্ধির তদ্রূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই।

সম্রাট্ শাহজহানের রাজদণ্ডধারী সৈদুকলাল কর্ত্তৃক ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সোপানাবলিসমন্বিত সুবিস্তৃত ইন্দারা ইহার প্রাচীন কীর্ত্তির অন্যতম নিদর্শন। এতদ্ভিন্ন ধ্বংসাবশিষ্ট কতকগুলি সমাধিমন্দির ও প্রাচীন মস্জিদ এবং নগরবেষ্টিত প্রাচীর প্রভৃতি সেই অতীতগৌরবের স্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া দিতেছে।

মাহিয়ানা (পারসী) বেতন, মাসিক বেতন।

মাহির (পুং) মহ্যতে পূজ্যতেঽসৌ মহ-বাহুলকাৎ ইরন্। ইন্দ্র।

মাহিষ (পুং স্ত্রী) মহিষ-স্বার্থে অণ্। মহিষ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মাহিষী। ২ মহিষসম্বন্ধীয়।

মাহিষক (পুং) ১ মহিষচারী রাখাল। ২ জনপদ (বর্ত্তমান মহিসুর) ও তজ্জনপদবাসী জাতিবিশেষ। (মার্ক০ ৫৭।৪৬)

মাহিষঘৃত (ক্লী) মহিষীক্ষীরজাত ঘৃত, চলিত ভঁয়সা ঘি। এই ঘৃত তীক্ষ্ণ, গুল্মকাদি রোগে হিতকর, বাতশ্লেষ্মনাশক, বলকর, বর্ণকর, অর্শ ও গ্রহণীনাশক, দীপন এবং চক্ষুর হিতকর।

মাহিষদধি (ক্লী) মহিষীদুগ্ধকৃত দধি, মহিষের দই। এই দধি অতি সুস্বাদু। গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তঘ্ন, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বল ও শোণিতবর্দ্ধক, বৃষ্য, শ্রমঘ্ন, শোধন। (রাজনি০)

মাহিষনবনীত (ক্লী) মহিষীদুগ্ধজাত নবনীত। মহিষীদুগ্ধজাত মাখম। গুণ—কষায়, মধুর, শীত, বৃষ্য, বলকর, গ্রাহী, পিত্তনাশক ও পুষ্টিপ্রদ। (রাজনি০)

মাহিষমূত্র (ক্লী) মাহিষজল, মহিষের মূত, গুণ—কটু, উষ্ণ, আনাহ, শোষ, গুল্ম, কুষ্ঠ, কণ্ডূতি, শূল ও উদররোগনাশক।

মাহিষবল্লরী (স্ত্রী) কৃষ্ণবৃদ্ধদারক। (বৈদ্যকনি০)

মাহিষবল্লিকা (স্ত্রী) শ্বেতবৃদ্ধদারক। (বৈদ্যকনি০)

মাহিষবল্লী (স্ত্রী) মধু সোমলতা। (বৈদ্যকনি০)

মাহিষস্থলী (স্ত্রী) প্রাচীন জনপদভেদ।

মাহিষাক্ষ (পুং) মাহিষাক্ষ গুগ্গুলু। (বৈদ্যকনি০)

মাহিষিক (পুং) মহিষ্যা রোচতেঽসৌ মহিষী-ঠক্। মহিষীপতি, ব্যভিচারিণীর স্বামী, যে স্বামী ব্যভিচারিণী পত্নীর প্রতি অনুরক্ত। "মহিষীত্যুচ্যতে নারী যা চ স্যাদ্ব্যভিচারিণী। তাং দুষ্টাং কাময়তি যঃ স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ॥" (স্কান্দ কাশীখ০)

১ মহিষোপজীবী। মহিষী নারী পণমস্যেতি মহিষা (তদস্য পণ্যং। পা ৪।৪।৫১) ইতি ঠক্। ভগ দ্বারা উপার্জ্জিত স্ত্রীধনোপজীবী। স্ত্রীর বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত ধনে যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে মাহিষিক কহে।

"মহিষীত্যুচ্যতে নার্য্যা ভগেনোপার্জ্জিতং ধনম্।
উপজীবতি যস্তস্যাঃ স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ২।৬।১৫ শ্লোকের টীকায় স্বামী)।

মাহিষিকা (স্ত্রী) নদীভেদ। (রামা০ ৪।৪০।২১)

মাহিষেয়, জনৈক প্রাচীন বৈয়াকরণ। প্রাতিশাখ্যসূত্রে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ২ মহিষীর গর্ভজাত সূতজাতি। [মাহিষ্য দেখ।]

মাহিষ্মতী, পুরাণ-ভারতাদি-প্রসিদ্ধ ভারতের এক অতি প্রাচীন নগরী। ভাগবতাদিতে লিখিত আছে,—এখানে হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজত্ব করিতেন। স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডের মতে এই নগর নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত। এখানে রেবাজলে সহস্রার্জ্জুন বহু স্ত্রী লইয়া জলক্রীড়া করিতেন। রাবণ তাহার বলবীর্য্য না জানিয়া তাহার সঙ্গে এখানে যুদ্ধ করিতে আসিয়া সহস্রার্জ্জুনের হস্তে বন্দী হন। (ভাগ০ ৯।১৫।২২০) মহাভারতে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, রাজসূয়কালে সহদেব এখানে কর আদায়ের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে এখানে নীলরাজ (পুরাণোক্ত নীলধ্বজ) রাজত্ব করিতেন। স্বয়ং অগ্নিদেব তাঁহার জামাতা। অগ্নির সাহায্যে নীলরাজ সহদেবকে পরাজয় করেন। অবশেষে অগ্নির পরামর্শে নীলরাজ সহদেবের পূজা করিয়া তাঁহাকে কর দিয়া বিদায় করেন। গরুড়পুরাণে এই স্থান একটী মহাতীর্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (৮১।১৯)

বৌদ্ধপ্রাধান্যকালেও মাহিষ্মতী সমৃদ্ধিশালিনী ও বহু পণ্ডিতের বাসভূমি বলিয়া সমাদৃত ছিল। সিংহলের মহাবংশে লিখিত আছে, সম্রাট্ অশোক এই মহেশমণ্ডলে (মাহিষ্মতী মণ্ডলে) থেরো মহাদেবকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এখানে আগমন করেন। তিনি মো-হি-শি-ফ-লো পু-লো (মহেশ্বরপুর) নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে এই নগরের পরিমাণ ৩০ লি বা ৫ মাইল এবং সমস্ত রাজ্যের পরিমাণ ৩০০০ লি বা ৫০০ মাইল। তখনও এই জনপদ একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়াই গণ্য ছিল। চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, এখানকার অধিবাসিগণের রীতিনীতি এবং উৎপন্ন দ্রব্য উজ্জয়িনীর ন্যায়, এখানকার অধিকাংশ লোকই পাশুপত মতাবলম্বী, বুদ্ধমত বড় কেহ মানিত না। এখানকার রাজাও তখন ব্রাহ্মণ জাতীয়। পুরাবিৎ কনিংহামের মতে, এই

নগরের বর্ত্তমান নাম মণ্ডল। জব্বলপুরের ৬ মাইল দূরে অবস্থিত ত্রিপুরী নামক নগরীর অভ্যুদয়ে মাহিষ্মতীর সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়।* মহাভারতের সময়ে মাহিষ্মতী ও ত্রৈপুর দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়াই গণ্য ছিল। যথা—

"মাদ্রীসুতস্ততঃ প্রায়াদ্বিজয়ী দক্ষিণাং দিশম্।
ত্রৈপুরং স বশে কৃত্বা রাজানমিতৌজসম্।" (২।৩১।৬০)

অনন্তর সহদেব (মাহিষ্মতী জয় করিয়া) দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি অমিততেজা ত্রৈপুররাজকে বশে আনিয়াছিলেন।

মাহিষ্মতেয়ক (ত্রি) মাহিষ্মতী (কত্র্যাদিভ্যো ঢকঞ্। পা ৪।২।৯৫) ইতি ঠঞ্। মাহিষ্মতাদেশভব।

মাহিষ্য (পুং) মহিষ্যাং সাধুরিতি মহিষী-ষ্যঞ্। জাতিবিশেষ। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

স্মৃতি ও পুরাণ হইতে বহুবিধ মাহিষ্যজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। মনু মাহিষ্যজাতি সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,—

"বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।" (১।৯২)

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে মাহিষ্য এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উগ্রজাতি উৎপন্ন হইয়াছে।

সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে—

"বৈশ্যায়াং ক্ষত্রিয়াজ্জাতো মাহিষ্যস্ত্বনুলোমজঃ॥৪৪
অষ্টাধিকারনিরতশ্চতুঃষষ্ট্যঙ্গকোবিদঃ।
ব্রতবন্ধাদিকাস্তস্য ক্রিয়াঃ স্যুঃ সকলা বিশঃ॥৪৫
জ্যোতিষং শাকুনং শাস্ত্রং স্বরশাস্ত্রঞ্চ জীবিকা।
সুগন্ধং বনিতা বস্ত্রং গীতং তাম্বূলভোজনম্॥৪৬
শয্যা বিভূষা সুরতং ভোগাষ্টকমুদাহৃতম্।" (পূর্ব্বার্দ্ধ ২৬)

ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে অনুলোম মাহিষ্যজাতির উৎপত্তি, ইহারা অষ্টভোগনিরত, চতুঃষষ্টি অঙ্গবিৎ, ইহাদের উপনয়নাদি সমস্ত ক্রিয়া বৈশ্যের ন্যায়, জ্যোতিষ, শাকুন ও স্বরশাস্ত্র ইহাদের উপজীবিকা। সুগন্ধ, স্ত্রী, বস্ত্র, গীত, তাম্বূল, শয্যা, অলঙ্কার ও রতিক্রীড়া এই অষ্টভোগ।

আশ্বলায়ন বলিয়াছেন,—

"বৈশ্যায়াং ক্ষত্রিয়াজ্জাতো মাহিষ্যাম্বষ্ঠসংজ্ঞকঃ।
চৌর্য্যোণান্যমনেনৈব ভবেদ্ধীবরসংজ্ঞকঃ॥"(আশ্ব° স্মৃতি° ২১অঃ

ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে মাহিষ্য অম্বষ্ঠজাতি এবং গুপ্তভাবে (অবৈধরূপে) ক্ষত্রিয় হইতেই বৈশ্যার গর্ভে ধীবর নামক জাতি হইয়াছে।

* Cuningham's Ancient Geography, p. 488.

আশ্বলায়ন আরও বলেন,—

"অম্বষ্ঠায়াং সমুৎপন্নঃ সুবর্ণেন দ্বিজোত্তমাঃ।
অগ্নিনয়স্তকাখ্যো স ইতি প্রোক্তং মহর্ষিভিঃ॥
করণায়াস্তু বিপ্রেন্দ্রা মাহিষ্যাখ্যোঽভিজায়তে।
স তক্ষা রথকারশ্চ প্রোক্তঃ শিল্পী চ বার্দ্ধুষী।
লোহকারশ্চ কর্ম্মারঃ ইতি বেদবিদো বিদুঃ॥" (২১অঃ)

অর্থাৎ সুবর্ণজাতি কর্ত্তৃক অম্বষ্ঠাতে যে সমুৎপন্ন মহর্ষিগণ তাহাকেই 'অগ্নিনয়স্তক' (?) বলিয়া থাকেন, আবার সুবর্ণ হইতে করণকন্যার গর্ভে মাহিষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সেই মাহিষ্যই বেদবিৎ কর্ত্তৃক তক্ষা (সূত্রধার), রথকার, শিল্পী, বার্দ্ধুষী, লোহকার ও কর্ম্মার বা কামার নামে বিদিত।

আবার আশ্বলায়ন নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"মহিষী সোচ্যতে ভার্য্যা ভগেনোপার্জ্জিতং ধনম্।
তস্যাং যো জায়তে পুত্রো স মাহিষ্যঃ সুতঃ স্মৃতঃ॥"
"বার্ষলেয়শ্চ বৈ কুণ্ডগোলকঃ শূদ্রযোনিজঃ।
... ... নিন্দ্যাস্তু মাহিষেয়োপি বিপ্রজাঃ॥"
"এতেষাং যাজনং যস্তু ব্রাহ্মণঃ কুরুতে যদি।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
অদ্বিজানাং জলং চান্নং যাজনঞ্চ প্রতিগ্রহম্।
ব্রাহ্মণো নৈব গৃহ্ণীয়াদিতি প্রাহুর্ম্মুনীশ্বরাঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্ত্রীর বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা ধন উপার্জ্জন করে, সেই ভার্য্যাকে মহিষী বলে, তাহাতে যে পুত্র জন্মে, সেই মাহিষ্য সুত নামে প্রথিত। বৃষলীপুত্র, কুণ্ডগোলক, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভজাতপুত্র এবং মাহিষেয় সুত ইহারা নিন্দিত। যে ব্রাহ্মণ ইহাদের যাজন করেন, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থান কাল পর্য্যন্ত তাহার ঘোর নরকভোগ ঘটে। মুনীশ্বরগণ আদেশ করিয়াছেন যে, কোন ব্রাহ্মণ এই সকল অদ্বিজের জল, অন্ন, যাজন ও দান গ্রহণ করিবেন না। যাহাহউক, উক্ত প্রমাণ দ্বারা আমরা তিন প্রকার মাহিষ্য পাইতেছি, ১ম ক্ষত্রিয় বৈশ্যাজাত উচ্চশ্রেণীর মাহিষ্য, ২য় করণীর গর্ভজাত মধ্যম শ্রেণীর মাহিষ্য এবং ৩য় বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা উৎপন্ন অতি জঘন্য মাহিষ্য।

বর্ত্তমান কালে বঙ্গের হালিক-কৈবর্ত্তগণ আপনাদিগকে "মাহিষ্য" বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। এরূপ পরিচয় দিবার কারণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

"ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবরসংসর্গাদ্ ধীবরঃ পতিতো ভুবি॥"(ব্রহ্মখ° ১০।১১১)

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যাতে যে জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই কৈবর্ত্ত নামে খ্যাত, কলিকালে তীবরসংসর্গে এই ধীবর-কৈবর্ত্ত ধরাতলে পতিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে হালিক-কৈবর্ত্তগণ জালিক (ধীবর) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তজ্জন্ত তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা বিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য, পতিত বা ধীবর কৈবর্ত্ত নহেন। কিন্তু আশ্বলায়ন এ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বলিয়াছেন যে, 'চৌর্য্যেণ' অর্থাৎ গুপ্ত ভাবে অবৈধরূপে যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই ধীবর বা কৈবর্ত্ত। কিন্তু কোন শাস্ত্রে মাহিষ্য কৈবর্ত্ত বলিয়া বর্ণিত হয় নাই।

মাহিষ্য ও কৈবর্ত্ত ভিন্ন ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে আরও কএক জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। যথা—

"ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়ামৃতোঃ প্রথম বাসরে।
জাতঃ পুত্রো মহাদস্যুর্বলবাংশ্চ ধনুর্দ্ধরঃ॥
চকার বাগতীতঞ্চ ক্ষত্রিয়েণাপি বারিতঃ।
তেন জাত্যা স পুত্রশ্চ বাগতীতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

(ব্রহ্মখণ্ড ১০।১১৭-১১৮)

ঋতুর প্রথম দিনে বৈশ্যাতে ক্ষত্রিয়বীর্য্য নিষিক্ত হইয়া যে পুত্র জন্মে, সে মহাদস্যু, বলবান্ ও ধনুর্দ্ধর, ক্ষত্রিয় দ্বারা নিবারিত হইয়াও বাগতীত বা অনির্ব্বচনীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিল, তজ্জন্ত সেই পুত্র বাগতীত বা বাগ্‌দী নামে খ্যাত হয়।

আবার ঔশনসধর্ম্মশাস্ত্রনামধেয় এক অপ্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে—

"নৃপাজ্জাতোঽথ বৈশ্যায়াং গৃহ্যায়াং বিধিনা সুতঃ।
বৈশ্যবৃত্ত্যা তু জীবেত ক্ষত্রধর্ম্মং ন চাচরেৎ॥"

ক্ষত্রিয় হইতে বিধিপূর্ব্বক গৃহীত বৈশ্যাতে যে পুত্র জন্মে সে সুত, সে বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, ক্ষত্রধর্ম্ম আচরণ করিবে না।

যাহা হউক, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে জন্মিলেই যে সকলেই মাহিষ্য হইবে, তাহা নহে। মাহিষ্য ব্যতীত ধীবর বা কৈবর্ত্ত, সুত, ও বাগ্‌দী ইহারাও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যা হইতে উৎপন্ন।

কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন, যে "নৃত্যগীতনক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষা চ মাহিষ্যাণাং" অর্থাৎ নাচ গান, শুভাশুভ বলা ও শস্যরক্ষা এই গুলি মাহিষ্যগণের বৃত্তি। কিন্তু কোন প্রাচীন স্মৃতি-পুরাণে বা নিবন্ধে মাহিষ্যের শস্যরক্ষাবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

আশ্বলায়ন ও ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত সুত মনুক্ত সুত হইতে ভিন্ন। আশ্বলায়ন যাহাকে "ধীবর" বলিয়াছেন, তাহাকেই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার কৈবর্ত্ত নামে উল্লেখ করিয়াছেন। "কৈবর্ত্তো দাশধীবরৌ" এই কোষবচন এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তের "ক্ষত্রবীর্য্যেণ" ইত্যাদি সম্পূর্ণ বচনানুসারে ধীবর ও কৈবর্ত্ত একপর্য্যায়-শব্দ ও একজাতি বলিয়া গৃহীত হইতেছে। তবে ইহাও বলা আবশ্যক যে কৈবর্ত্তজাতি এক প্রকার নহে। এখন যেমন হালিক ও জালিক এই দুই প্রকার কৈবর্ত্ত দেখা যায়, পূর্ব্বেও নানাপ্রকার কৈবর্ত্ত ছিল। যথা—

ক। "নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥" (মনু ১০।৩৪)

নিষাদ মার্গব বা দাশজাতিকে জন্ম দিয়াছে, এই জাতি নৌকাজীবী, আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ ইহাদিগকে কৈবর্ত্ত বলিয়া থাকেন।

খ। "স্বর্ণকারাচ্চ কৈবর্ত্তঃ কুবেরিণ্যাং বভূব হ।"

(পরশুরামীয় জাতিমা০)

অর্থাৎ স্বর্ণকার হইতে কুবেরিণী বা কোএরিকন্যার গর্ভে কৈবর্ত্তের উৎপত্তি।

যাহা হউক, আমরা তিন প্রকার কৈবর্ত্ত পাইতেছি,—

১ম, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাতে জাত কৈবর্ত্ত, শস্যরক্ষা উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া সম্ভবতঃ ইহারাই এক্ষণে হালিক কৈবর্ত্ত নামে খ্যাত। এই জাতি ও মাহিষ্যের উৎপত্তি ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাতে হওয়ায়, এবং সময়ে সময়ে দক্ষিণবঙ্গের আনুপ প্রদেশে এই জাতি আধিপত্য বিস্তার করায় বিশুদ্ধ মাহিষ্যগণের সহিত সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। মেদিনীপুর জেলায় এই জাতি বহু পূর্ব্বকাল হইতে রাজত্ব করিতেছেন এবং এই রাজকীয় প্রভাবে তাঁহারা রাজপুতগণের সহিত সম্বন্ধস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন *।

২য়, মনুপ্রোক্ত মার্গব বা দাশ, ইহারা আর্য্যাবর্ত্তে কৈবর্ত্তনামে খ্যাত, কিন্তু এদেশে মার্গব বা মালো নামে পরিচিত। ইহারা এখনও এদেশে নৌকা বাহিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে।

৩য়, বেদোক্ত আদি কৈবর্ত্ত বা ধীবর, এখন জালিক কৈবর্ত্ত নামে খ্যাত। ইহাদের আদি উৎপত্তি স্থির করিতে না পারিয়া সম্ভবতঃ আধুনিক জাতিমালাকার পরশুরাম ইহাদিগকে কুবেরিণী বা কোএরি-রমণীর গর্ভজাত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারাই অন্ত্যজ বলিয়া নানা সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। [কৈবর্ত্ত দেখ।]

মাহিষ্যের সুত বা নিম্নশ্রেণীর মাহিষ্যগণের যাজন-প্রতিগ্রহাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা আশ্বলায়নের উক্তি হইতেই জানা গিয়াছে। এ দেশীয় হালিক কৈবর্ত্তদিগকে এইরূপ জঘন্য মাহিষ্য মনে করিয়া সম্ভবতঃ উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন নাই, সেই জন্যই হালিক কৈবর্ত্তগণ ধনসম্পদে ও পরাক্রমে বহুদিন হইতে দক্ষিণবঙ্গে ও মেদিনীপুর জেলায় প্রাধান্য লাভ করিলেও

* Risley's Tribes and Castes of Bengal.

কোন অজ্ঞাত কারণে জালিক কৈবর্ত্তের পুরোহিত-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। আশ্বলায়ন অবস্থ মাহিষ্যগণের পুরোহিতকে অদ্বিজ ও অনাচরণীয় বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ব্রাহ্মণই স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে 'শূদ্রপ্রায়' 'কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কৈবর্ত্ত পুরোহিতগণ 'পরাশর', 'ব্যাসোক্ত', 'দাক্ষিণাত্য' ও 'দ্রাবিড়'শ্রেণী বলিয়া পরিচিত। সহ্যাদ্রি-খণ্ডে ইঁহাদের উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে,—

"ভগবান্ পরশুরাম সহ্যাদ্রিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, গিরিতট বিধৌত করিয়া কল্লোলময় উত্তালতরঙ্গাকুল সমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে। পরশুরাম সমুদ্রকে অবিলম্বে সরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া পরশু নিক্ষেপ করিলেন। যেখানে পরশু গিয়া পড়িল, সেই স্থানে সমুদ্রের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। জল সরিয়া গেলে সহ্যাদ্রি হইতে নামিয়া দেশ দেখিতে পাইলেন। দক্ষিণে কন্যাকুমারী হইতে উত্তরে নাসিকাত্র্যম্বক পর্য্যন্ত তাহার সীমা। ভার্গব সেখানে কৈবর্ত্ত পাঠাইয়া তাহাদের বড়িশে জাল ছিঁড়িয়া যজ্ঞসূত্র করিয়া দিলেন। এইরূপে ভার্গব সেই কৈবর্ত্তদিগকে বিপ্র করিয়া লইলেন। তাহাদিগকে বর দিলেন এই যে, তোমাদের স্বদেশে কখন দুর্ভিক্ষ হইবে না, এই ভূমি শস্যশালিনী হইবে। তোমাদের যখনই কোন বিপদ্ ঘটিবে, আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিয়া তোমাদের বিপদ্ নিবারণ করিব। এই বলিয়া ভার্গব চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেই বিপ্ররূপধারী কৈবর্ত্তগণের মনে সন্দেহ হইল। তাহারা পরশুরামের বাক্য পরীক্ষা করিবার জন্য সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে পরশুরামকে ডাকিতে লাগিল। অবিলম্বে পরশুরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নষ্টামি জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া এই অভিসম্পাত করিলেন, 'তোরা আজ হইতে কদন্নভোজী, ছিন্নবস্ত্রধারী ও অপ্রসিদ্ধ স্থানে শ্লাঘনীয় হইয়া থাকিবি।' ভার্গব এইরূপে অভিসম্পাত করিয়া সে স্থান হইতে গমন করিলেন। শাপগ্রস্ত ও দুঃখার্ত্ত কৈবর্ত্ত-ব্রাহ্মণগণ শূদ্রপ্রায় হইয়া পড়িল।"*

এখনও ঐ সকল ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেছেন। ইঁহারা পরাশর নামে খ্যাত ও উচ্চ ব্রাহ্মণসমাজে নিন্দিত। কোথাও কোথাও কর্ম্মনিষ্ঠাগুণে ও ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে কতকটা উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজে হালিককৈবর্ত্ত অপেক্ষা তাঁহাদের পুরোহিতগণ হীন অবস্থাপন্ন। বাস্তবিক আশ্বলায়নস্মৃতি ও সহ্যাদ্রিখণ্ড হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

অনেকের বিশ্বাস, উৎকলে যে গজপতিবংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন গড়জাতে যে সকল ক্ষত্রিয় বা রাজপুত রাজন্যবর্গ রাজত্ব করিতেছেন, তাহারা সকলেই মাহিষ্য এবং মেদিনীপুরের বিভিন্ন গড়ের অধিপতি মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণের একজাতীয়। কিন্তু বলিতে কি, এই অমূলক বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় ও গজপতিবংশীয় রাজগণের বহুতর শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ময়ূরভঞ্জের রাজবংশও ঐরূপ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। এমন কি, উৎকলের কোন রাজা আপনাকে "মাহিষ্য" বলিয়া পরিচয় দেন না। উৎকল-রাজগণকে "মাহিষ্য" বলিয়া ঘোষণা আধুনিক বঙ্গীয় লেখকগণের কবিকল্পনা মাত্র। সুতরাং উৎকলের রাজবংশ ও মেদিনী-

---

* "কন্যাকুমারী চৈকত্র নাসিকাত্র্যম্বকঃ পরঃ।
সীমারূপেণ বিদ্যেতে দক্ষিণোত্তরতঃ শুভৌ ॥২৯
শতযোজনায়ামঞ্চ বিভেদে সপ্তধা তলম্।
আব্রহ্মণ্যা তদা দেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেষ্য ভার্গবঃ ॥৩০
ছিত্বা সবড়িশং কণ্ঠে যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ।
জালাদেব তদা বিপ্রান্ চকার ভৃগুনন্দনঃ ॥৩১
ক্ষৌণীতলে যদ্যেদস্তি পুনস্তত্র সসর্জ্জ তৎ।
বরং দদৌ স্বদেশেভ্যো দুর্ভিক্ষং মা ভবিষ্যতি ॥৩২

ইতি দত্বা বরং তেভ্যো জামদগ্ন্যঃ কৃপানিধিঃ ॥৩৬
গোকর্ণং প্রযযৌ রামো মহাবলদিদৃক্ষয়া।
তৎ সত্যমনৃতং বেত্তি পরীক্ষাং কুর্ম্মহে বয়ম্।
ইতি সর্ব্বে সমালোচ্য রামেত্যুচ্চৈঃ প্রচুক্রুশুঃ ॥৪১
আক্রন্দিতং তদা তেষাং শ্রুত্বা রামঃ কৃপানিধিঃ।
প্রাদুরাসীৎ পুরোভাগে দেবর্ষির্ভার্গবঃ স্বয়ম্ ॥৪২
ভার্গব উবাচ। কিমর্থং ক্রন্দিতং বিপ্রা ভবদ্ভির্মিলিতৈরিহ।
কিং দুঃখং ভবতামদ্য নাশয়াম্যচিরাদহম্ ॥৪৩
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুচুস্তে ভয়ান্বিতাঃ।
ন কিঞ্চিদপি সংপ্রাপ্তং দুঃখং ত্বৎকৃপয়া বিভো ॥৪৪
জল্পিতং ভবতা সত্যমনৃতং বেত্তি শঙ্কিতৈঃ।
কেবলং তু পরীক্ষার্থং ক্রন্দিতং মীলিতৈঃ প্রভো ॥৪৫
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
নির্দহন্নিব নেত্রাভ্যামালোকয়ত ভূসুরান্ ॥৪৬
শশাপ তান্ তদা বিপ্রান্ জমদগ্নিকুমারকঃ।
কদন্নভোজিনো যূয়ং চেলখণ্ডধরা ভুবি ॥৪৭
অপ্রসিদ্ধাবনীস্থানে শ্লাঘনীয়া ভবিষ্যথ।
শপ্ত্বৈবং ভার্গবো রামো মহেন্দ্রং তপসে যযৌ ॥৪৮
গতে তু ভার্গবে রামে তৎক্ষেত্রস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
শাপগ্রস্তাঃ সুদুঃখার্ত্তাঃ শূদ্রপ্রায়াস্তদাভবন্ ॥" ৪৯
(সহ্যাদ্রিখ০ উত্তরার্দ্ধ ৭ অধ্যায়)

পুরের মাহিষ্যকৈবর্ত্ত-রাজবংশকে একজাতীয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ মাহিষ্যজাতির এখন আর অস্তিত্ব নাই। সম্ভবতঃ এই জাতি অবস্থা অনুসারে রাজপুত-সমাজে অথবা অপর কোন সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন।

বালিদ্বীপে এখনও মাহিষ্যজাতির বাস আছে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিবাহিত বৈশ্যকন্যার গর্ভে তাঁহাদের উৎপত্তি। বালিদ্বীপে এখনও সেই সুপ্রাচীন হিন্দুসমাজের আদর্শ বিদ্যমান। এখানকার মাহিষ্যগণের আচারব্যবহার ক্ষত্রিয়বৎ। এখানে বহুস্থানে মাহিষ্যের রাজত্ব, তাঁহারা আপনাদিগকে 'মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচয় দেন।*

মাহীন (পুং) মহৎ, উৎকৃষ্ট। "মাহীনানামুপস্তুতং অগন্ম বিভ্রতো নমঃ" (ঋক্ ১০।৭০।১) 'মাহীনানাং মহতাং' (সায়ণ)

মাহুৎ (দেশজ) হস্তিচালক।

মাহুগুক ভট্ট, জনৈক প্রাচীন কবি।

মাহুতী (দেশজ) গজসৈন্য বা গজারোহী সৈন্য।

মাহুরদত্ত (ক্লী) নগরভেদ।

মাহুদা, হাজারিবাগ জেলার করণপুর পরগণার একটী গণ্ডশৈল। ইহা হাজারিবাগ হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এই পাহাড় ৮০০ ফিট্ হইতে ২৪৩৭ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ। দূর হইতে ইহার দৃশ্য অতীব মনোরম। শৃঙ্গাগ্রভাগ ঠিক অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়। ইহার নিম্নদেশে এখন চার চাস রহিয়াছে।

মাহুল (পুং) মহলের গোত্রাপত্য। (প্রবরাধ্যায়)

মাহুলী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। গ্রামের মধ্যভাগে হেমাড়পন্থীদিগের সুপ্রসিদ্ধ কদম্বদেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে। মন্দিরটী ৪০´×২০´ ফিট্। ইহার মণ্ডপাংশ ভাস্করশিল্পে পূর্ণ। উত্তরে পরশুরামকে ক্রোড়ে করিয়া মহিষাসুরীদেবী, পশ্চিমে নরসিংহ মূর্ত্তি এবং দক্ষিণে গজানন, ষড়ানন প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে। গর্ভগৃহের দেবীমূর্ত্তির পার্শ্বে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত।

মাহুলী (সঙ্গম-মাহুলী) বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। কৃষ্ণা ও বেথানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহা সঙ্গমমাহুলী নামে খ্যাত। অক্ষা° ১৭°৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৬´ পূঃ। এই নগর প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। কৃষ্ণানদীর পূর্ব্বতীরভাগ ক্ষেত্রমাহুলী এবং পশ্চিমকূল বস্তিমাহুলী নামে পরিচিত।

* Journal of the Royal Asiatic Society, N. S, Vol. IX. p. 116.

মহারাষ্ট্রীয় সুবিখ্যাত পন্তপ্রতিনিধিবংশের অধিকারে থাকিয়া এই নগর খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে সমৃদ্ধির উন্নত সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ সচিববংশের দেবকীর্ত্তিগুলি অদ্যাপিও মাহুলীনগরীর গৌরব রক্ষা করিতেছে। কৃষ্ণাতীরবর্ত্তী ১০টী দেবমন্দিরই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। ক্ষেত্রমাহুলীর গিরিঘাটস্থ রাধাশঙ্করমন্দির-চত্বর বাপুভট গোবিন্দভট কর্ত্তৃক ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে শ্রীপৎরাও পন্তপ্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বেশ্বরমন্দির, ১৭০০ খৃষ্টাব্দে পরশুরাম নারায়ণ অঙ্গল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত রামেশ্বরমন্দির, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে শ্রীপৎরাও পন্তপ্রতিনিধিস্থাপিত সঙ্গমস্থলের সঙ্গমেশ্বর মহাদেবমন্দির এবং ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীপৎরাও-স্থাপিত বিশ্বেশ্বর মহাদেবের মন্দির শিল্পনৈপুণ্যে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। বিশ্বেশ্বরমন্দিরে যে সুবৃহৎ ঘণ্টা ঝুলান আছে, তাহা ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে বসই অধিকারের পর মহারাষ্ট্রীয়গণ কোন পর্ত্তুগীজ গির্জ্জা হইতে তুলিয়া আনেন। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে রামচন্দ্রের মন্দির বিদ্যমান। তাহা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সেনানীপ্রবর ত্রিম্বক বিশ্বনাথ পেটে নির্ম্মাণ করেন। এই পাঁচটী ভিন্ন আরও পাঁচটী ক্ষুদ্রায়তন মন্দির আছে। ঐ সকলের কারুকার্য্য কোন অংশে হীন নহে। এই শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে চিৰ্চনেরবাসী জ্যোতিপন্ত ভাগবতের প্রতিষ্ঠিত বিঠোবার মন্দির, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণভট তালকর-স্থাপিত ভৈরবদেবের মন্দির, ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণাবাঈর মন্দির ও ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদীক্ষিত চিপলুনকর কর্ত্তৃক কৃষ্ণেশ্বর মহাদেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ভিন্ন সাতারা রাণীর কান্তিসমন্বিত আর একটী মন্দির সাতারার প্রশস্ত পথের ধারে নির্ম্মিত আছে।

উপরি উক্ত মন্দিরসমূহ ব্যতীত রাস্তার উভয় পার্শ্বেই সমাধিস্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সাতারা-রাজপরিবারবর্গের স্মৃতিচিহ্নই অধিক। রাজা শাহু (১৭০৮-১৭-৪৯ খৃঃঅঃ) আপন প্রিয় কুকুরের স্মৃতিরক্ষার জন্য এখানে একটী স্তম্ভ স্থাপন করেন। ঐ কুকুর তাঁহাকে ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তিনি কৃতজ্ঞতার স্বরূপ ঐ কুকুরকে বহু মূল্য বস্ত্রে আবৃত রাখিতেন এবং স্বয়ং যেখানে যাইতেন, ঐ কুকুরও স্বতন্ত্র পাল্কিতে চড়িয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত।

শুদ্ধ দেবকীর্ত্তির জন্য যে এই নগর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা নহে। চতুর্থ পেশবা মাধব রাওর গুরু ও রাজকার্য্যে পরামর্শদাতা দেবপ্রতিম রামশাস্ত্রী পরভোনে এইস্থলে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ পেশবা বাজীরাওর

সহিত ইংরাজরাজের যুদ্ধ বিঘোষিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সর্‌জন মাকম এখানে আসিয়া পেশবার সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুদ্ধের সময় নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া স্বয়ং পেশ-ষাই এখানে কএকবার আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন।

মাহেজি (চিকখেড়), বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২০°৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩০´ পূঃ। মিউনিসিপালিটীর তত্বাবধানে থাকায় এবং গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলার রেলপথের একটী ষ্টেসন থাকায় এখানকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে।

এখানে প্রতিবৎসর মাঘ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত মাহেজি নামক এক কৃষকরমণীর উদ্দেশে মেলা হইয়া থাকে। খান্দেশ জেলায় এরূপ মহোৎসব আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। মেলার সময় এখানে অশ্ব-গবাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হয় এবং কৃষি-প্রদর্শনী হইয়া থাকে।

স্থানীয় প্রবাদ, ঐ রমণী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া যোগ-সিদ্ধ হয়। প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি সাধারণ্যে স্বীয় অলৌ-কিক প্রভাব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। চিকখেড় গ্রামের মেলা-স্থানের সন্নিকটে মাহেজির জীবন্ত সমাধির স্থান আজিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মাহেন্দ্র (ত্রি) মহেন্দ্রো দেবতা অস্য মহেন্দ্র-(মহেন্দ্রাদ-ঘাণৌ চ। পা ৪।৮।২৯) ইতি অণ্। ১ মহেন্দ্রদৈবত্য, যাহার দেবতা ইন্দ্র।

"অবিভ্রজন্তুতঃ শস্ত্রমৈষীকং রাক্ষসো রণে।
তদপ্যধ্বসদাসাদ্য মাহেন্দ্রলক্ষণেরিতম্।" (ভট্টি ১৫।৯৩)

২ মহেন্দ্রসম্বন্ধী, ইন্দ্রসম্বন্ধী। (পুং) ৩ মহেন্দ্রস্যায়ং অণ্। শুভদণ্ডবিশেষ। কার্য্যের ব্যগ্রতাবশতঃ যে সময় শুভ দিন দেখিয়া যজ্ঞাদি করা হয় না, তখন শুভক্ষণ দেখিয়া যাত্রা আবশ্যক। রবি প্রভৃতি সকল বারে মাহেন্দ্র, বারুণ প্রভৃতি দণ্ড আছে, ঐ দণ্ডকে সাধারণতঃ মাহেন্দ্র-যোগ বা মাহেন্দ্রক্ষণ কহে। রবি প্রভৃতি সপ্তবারে বায়ু, বরুণ, যম ও মাহেন্দ্র এই চারিটী যোগ এক এক দণ্ড করিয়া হয়। ইহার মধ্যে বরুণ ও মাহেন্দ্রের দণ্ড শুভ বায়ু ও যমের দণ্ড অশুভ। মাহেন্দ্রের দণ্ডে নিত্য বিজয় এবং বারুণের দণ্ডে ধনাগম হয়।*

* "খ্যাতং বাঁ ব য মা সূর্য্যে মা বা ব য কলানিধৌ।
ব য মা বা কুজে জ্ঞেয়া মা বা ব জ সুধাংশুজে॥
গুরৌ বা ব'য মা চৈব মা বা ব য তথা ভৃগৌ।
সূর্য্যপুত্রে চ ব মা বা ঘটীযুগ্মং শুভাশুভম্॥
মাহেন্দ্রে বিজয়ো নিত্যং বারুণে চ ধনাগমঃ।
বায়ৌ চ ভ্রমতে নিত্যং যমেঽপি মরণং ধ্রুবম্॥" (সারসংগ্রহ)

খনার যাত্রাপ্রকরণ স্থলে লিখিত আছে—
"জ্যোতিষের মতে শুদ্ধ দিন নাহি হয়।
শিবজ্ঞান অতএব তার বিনিময়॥
মাহেন্দ্র অমৃত বক্র শূন্য চারি যোগ।
বৎসরেতে প্রতি দিবারাত্রি করে ভোগ॥
মাহেন্দ্রযোগেতে হয় সর্ব্বত্রেতে জয়।
অমৃতযোগেতে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়॥" (খনা)

এই যোগ সকল মাসে সমান নহে, ভিন্ন ভিন্ন মাসে ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং দিবা ও রাত্রিতে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।
"মাঘ ফাল্গুন চৈত্র আর বৈশাখ মাসেতে।
শ্রাবণ ভাদ্রেতে রহে এক প্রকারেতে॥
আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসেতে।
একই প্রকার আর পৌষ মাসেতে॥
জ্যৈষ্ঠ আর আষাঢ়েতে থাকে একভাবে।
উদাহরণেতে তাহা স্বরূপ জানিবে॥" (খনা)

সকল পঞ্জিকাতেই প্রায় ইহার তালিকা দেওয়া আছে, তাহা দেখিলেই কোন্ সময় মাহেন্দ্রযোগ, কোন্‌সময় অমৃতযোগ, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। বাহুল্যভয়ে তাহা আর এস্থলে লিখিত হইল না।

৪ উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট পুরুষবিশেষ, যে পুরুষের মাহাত্ম্য, শৌর্য্য, আজ্ঞা, সতত শাস্ত্রবুদ্ধি এবং ভৃত্যাদিতে প্রিয়বুদ্ধি বিদ্যমান আছে, তাহাকে মাহেন্দ্রপুরুষ কহে।
"মাহাত্ম্যং শৌর্য্যমাজ্ঞা চ সততং শাস্ত্রবুদ্ধিতা।
ভৃত্যানাং ভরণঞ্চাপি মাহেন্দ্রং লক্ষণেরিতম্॥"(সুশ্রুত সূত্র° ৪অ°)

মাহেন্দ্রজ (পুং) জৈনদিগের দেবতাভেদ।

মাহেন্দ্রবাণী (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

মাহেন্দ্রী (স্ত্রী) মহেন্দ্রস্যেয়ং মহেন্দ্র-অণ্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ ইন্দ্রাণী। (শব্দরত্না°) ২ গাভী। ৩ ইন্দ্রবারুণীলতা। ৪ সপ্ত মাতৃকাভেদ। ৫ স্কন্দানুচর-মাতৃভেদ। ৬ ঐন্দ্রীশক্তি।

মাহেয় (ত্রি) মহী-ঢক্। ১ মহীর অপত্য। (পুং) ২ জন-পদভেদ। (ভারত ৬।৯।৪৮) ৩ মঙ্গলগ্রহ।
"কফপিত্তসমুদ্ভূতাং শিরঃপীড়াং ভয়াবহাম্।
মাহেয়ঃ কুরুতে শোকং বুধস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ॥" (সময়ামৃত)
৪ জাতিবিশেষ।

মাহেয়ী (স্ত্রী) মহ্যাঃ সুরভ্যাঃ অপত্যমিতি মহী-(নদ্যাদি-ভ্যো ঢক্। পা ৪।২।৯৭) ইতি ঢক্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। গাভী।

মাহেল (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

মাহেশ (পুং) মহেশ-অণ্। ১ মহেশসম্বন্ধীয়। (স্ত্রী) মহেশেন কৃতমিত্যণ্। ২ ব্যাকরণবিশেষ, মাহেশব্যাকরণ।

"যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
কিং তানি পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥" (উদ্ভট)

মাহেশ, হুগলীজেলাস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী একখানি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে জগন্নাথদেবের স্নান ও রথযাত্রা উপলক্ষে একত্র মেলা হয়। [মহেশ দেখ।]

মাহেশী (স্ত্রী) মহেশস্যেয়ং মহেশ-অণ্, ঙীষ্। দুর্গা।
"মহাদেবাৎ সমুৎপন্না মহাস্থৈরীশ্যাতে যতঃ।
মাহেশ্বর্য্যা তদুর্গন্ধা মাহেশী তেন সা স্মৃতা॥" (দেবীপু° ৩৫অ°)

মাহেশ্বর (ত্রি) মহেশ্বর-অণ্। ১ মহেশ্বরসম্বন্ধীয়। (ক্লী) মহেশ্বরেণ কৃতং অণ্। ২ উপপুরাণবিশেষ। ৩ যজ্ঞভেদ।
"মাহেশ্বরং ভাগবতং বাসিষ্ঠঞ্চ সবিস্তরম্।
এতান্যুপপুরাণানি কথিতানি মহাত্মভিঃ।"(দেবীভাগ° ১৷৩৷১৬)
৪ শৈবসম্প্রদায় বিশেষ। ৫ সভানাটকপ্রণেতা।

মাহেশ্বরকবচ, মাহেশাক্ষর সংযুক্ত কবচভেদ। জ্বরাতিসার রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা ধারণে দেহে শিবের স্থায় বল হয়। ভূত, পিশাচ, বিনায়ক প্রভৃতি শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাতে ব্যাধিগ্রস্তেরও রোগমুক্তি হইয়া থাকে। এই কবচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও মন্ত্র নিম্নে লিখিত হইল,—

"ওঁ নমঃ পঞ্চবক্ত্রায় শশিসোমার্কনেত্রায় ভয়ার্ত্তানাম-ভয়ায় মম সর্ব্বগাত্ররক্ষার্থে বিনিয়োগঃ।

ওঁ হ্রৌঁ হ্রাঁ হ্রীঁ মন্ত্রেনানেন বৃষগোময়ভস্মানামামন্ত্র্য ললাটে তিলকমাদায় পঠেৎ॥

ত্রাহি মাং দেবতুপ্রেক্ষ্য শত্রূণাং ভয়বর্দ্ধন।
ওঁ স্বচ্ছন্দোভৈরব প্রাচ্যামাগ্নেয্যাং শিখিলোচনঃ॥
ভূতেশো দক্ষিণে ভাগে নৈঋর্ত্যাং ভীমদর্শনঃ।
বরুণে বৃষকেতুশ্চ বায়ৌ রক্ষতু শঙ্করঃ॥
দিগ্বাসাঃ সৌম্যতো নিত্যমৈশান্যাং মদনান্তকঃ।
বামদেব উর্দ্ধতো রক্ষেদধো রক্ষেৎ ত্রিলোচনঃ॥
পুরারিঃ পুরতঃ পাতু কপর্দ্দী পাতু পৃষ্ঠতঃ।
বিশ্বেশো দক্ষিণে ভাগে বামে কালীপতিঃ সদা॥
মহেশ্বরঃ শিরোভাগে ভবো ভালে সদৈব তু।
ভ্রুবোর্মধ্যে মহাতেজাস্ত্রিনেত্রো নেত্রয়োর্দ্বয়োঃ॥
পিনাকী নাসিকাদেশে কর্ণয়োর্গিরিজাপতিঃ।
উগ্রঃ কপালতো রক্ষেন্মুখদেশে মহাভুজঃ॥
জিহ্বায়ামঙ্গকধ্বংসী দন্তান্ রক্ষতু মৃত্যুজিৎ।
নীলকণ্ঠঃ সদা কণ্ঠে পৃষ্ঠে কামাঙ্গনাশনঃ॥
ত্রিপুরারিঃ স্কন্ধদেশে বাহ্বোশ্চ চন্দ্রশেখরঃ।
হস্তিচর্ম্মধরো হস্তে নখাঙ্গুলিষু শূলভৃৎ॥
ভবানীশঃ পাতু হৃদয়ং পাতূদরকটীর্মৃড়ঃ।
গুহ্যে লিঙ্গে চ মেঢ্রে চ সাক্তৌ চ প্রমথাধিপঃ॥
জঙ্ঘোরুচরণে ভীম সর্ব্বাঙ্গে কেশবপ্রিয়ঃ।
রোমকূপে বিরূপাক্ষঃ শব্দস্পর্শে চ যোগবিৎ॥
রক্তমজ্জবসামাংসশুক্রে বসুগণার্চ্চিতঃ।
প্রাণাপানসমানেষূদানব্যানেষু ধূর্জ্জটিঃ।
রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন যৎ॥
তৎ সর্ব্বং রক্ষ মে দেব ব্যাধিদুর্গজ্বরাদিতঃ॥
কাষ্যং কর্ম্ম দ্বিদং প্রাক্তৈর্দীপং প্রজ্বাল্য সর্পিষা।
নৈবেদ্যং শিখিনেত্রায় বারয়েচ্চোত্তরং মুখম্॥
জ্বরদাহপরিক্রান্তং তথান্যব্যাধিসংযুতম্।
কুশৈঃ সংমার্জ্য সংমার্জ্য ক্ষিপেৎ দাপশিখে জ্বরম্॥
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং বা তৃতীয়কচতুর্থকম্।
বাতপিত্তকফোদ্ভূতং সান্নিপাতোগ্রতেজসম্॥
অন্যং দুঃখং দুরাধর্ষং কপজক্কাভিচারিকম্।
ধাতুস্থং কফসংমিশ্রং বিষমং কামসম্ভবম্॥
ভূতাভিষঙ্গসংসগং ভূতচেষ্টাদিসংস্থিতম্।
শিবাজ্ঞাং ঘোরমন্ত্রেণ পূর্ব্ববৃত্তং স্বয়ং স্মর॥
জহি দেহং মনুষ্যস্য দীপং গচ্ছ মহাজ্বর।
কৃত্বা তু কবচং দিব্যং সর্ব্বব্যাধিভয়ার্দ্দনম্॥
ন বাধন্তে বাধয়ন্তং বালগ্রহতরাশ্চ যে।
লূতাবিস্ফোটকং ঘোরং শিরোর্ত্তিচ্ছর্দ্দিবিগ্রহম্॥
কামলাং ক্ষয়কাসঞ্চ গুল্মাশ্মরীভগন্দরান্।
শূলোন্মাদঞ্চ হৃদ্রোগং যকৃতং পাণ্ডুবিদ্রধিম্॥
অতীসারাদয়ো রোগা ডাকিনীগ্রহপীড়িতান্।
পামাবিচর্চিকাদদ্রুকুষ্ঠব্যাধিবিষার্দ্দনম্॥
স্মরণাম্নাশয়ত্যাশু কবচং শূলপাণিনঃ।
যস্তু স্মরতি নিত্যং বৈ যস্তু ধারয়তে নরঃ॥
স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো বসেৎ শিবপুরে চিরম্।
সংখ্যা ব্রতস্য দানস্য যজ্ঞস্যাস্তীহ শাস্ত্রতঃ।
ন সংখ্যা বিদ্যতে শম্ভোঃ কবচস্মরণাদ্ যতঃ।
তস্মাৎ সম্যগিদং সর্ব্বৈঃ সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
শ্রোতব্যং সততং ভক্ত্যা কবচং সর্ব্বকামিকম্॥
লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে সম্যগনুত্তমম্।
ন তত্র কলহোদ্বেগং নাকালমরণং ভবেৎ॥
নাম্ন প্রজাঃ স্ত্রিয়স্তত্র নাদৌর্ভাগ্যলদাশ্রিতাঃ।
তস্মান্মাহেশ্বরং নাম কবচং সুরগণার্চ্চিতম্॥"

মাহেশ্বরধূপ, জ্বরাধিকারোক্ত ধূপৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী— হিঙ্গুল, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গব্যঘৃত, গোরুর হাড়, গন্ধতৃণ,

শিবনির্ম্মাল্য, কটুকী, শ্বেতসর্ষপ, নিম্বপত্র, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, গোশৃঙ্গ, মদনফল, বৃহতী, কণ্টকারী পাকাঠি, ধান্যের তুঁষ, ছাগবিষ্ঠা, শৃগালের বিষ্ঠা ও হস্তিদন্ত, এই সকল দ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া উদূখলে কুটিয়া মৃৎপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক ধূপিত করিবে। ঐ ধূপ ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক ও চাতুর্থক প্রভৃতি সকল প্রকার বিষম জ্বরপ্রশমনকারী। যে গৃহে এই ধূপ প্রদান করা যায়, তথায় উহার গন্ধে সর্প পিশাচ প্রভৃতি কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারে না। 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উমাপতয়ে সম্পন্নায় নন্দিকেশ্বরায়।' মন্ত্রে ধূপের অভিমন্ত্রণ করিবে।

মাহেশ্বরী (স্ত্রী) মহেশ্বরস্যেয়ং অণ্ ঙীপ্। ১ ষবতিক্তা। ২ দুর্গা। "ভগদেবানুজাতায়াং সর্ব্বাসাং বামলোচনা। মাহেশ্বরী মহাদেবী প্রোচ্যতে পার্ব্বতী হি সা॥"(ভা০১২।৬৩।১৫) ২ মাতৃভেদ। ৩ পীঠস্থানভেদ। (দেবীভাগ০ ৭।৩০।৭২) ৪ নদীবিশেষ।

মাহোয়ারী (পারসী) মাসোয়ারী। মাস মাস।

মাহ্মূদ, (সুলতান-উল্-আজম যমীন্ উদ্দৌলা, নিজাম-উদ্দীন্, আবুল কাশিম, মাহ্মূদ গাজী)—সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান-সম্রাট্। ইঁহার পূর্ব্বে কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তা বোগদাদের খলিফাগণের দ্বারা সুলতান-বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার পিতার নাম আমীর-উল্-গাজী-নাসিরুদ্দীন্ উল্লা সবক্তগীন। তিনি পারস্যদেশের কোন উচ্চবংশোদ্ভব ব্যক্তি ছিলেন। মাহ্মূদ ৩৬১ হিজিরার ১০ই মহরম রাত্রিতে জন্ম গ্রহণ করেন। মাহ্মূদের জন্মের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার পিতা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে, প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরস্থ অগ্ন্যাধার হইতে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ অতি সত্বর বাড়িয়া উঠিল। পরিশেষে বৃক্ষটী গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া এত উচ্চে উত্থিত হইল যে, তাহার ছায়া সমস্ত পৃথিবীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সবক্তগীন তৎক্ষণাৎ জাগিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই সময় এক জন পরিচারক আসিয়া জ্ঞাপন করিল যে,—তাঁহার পত্নী এক পুত্র রত্ন প্রসব করিয়াছেন,—সবক্তগীন্ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পুত্রের মাহ্মূদ (প্রশংসাভাজন) নাম রাখিলেন। সেইদিন রাত্রিতে সিন্ধুতীরবর্ত্তী পশাবর বা পুরুষপুরের দেবমন্দির অকস্মাৎ ভূমিসাৎ হইয়া গেল। মহম্মদের জন্মসময়ের ন্যায় মাহ্মূদের জন্মকালে গ্রহগণ উচ্চসংস্থ ছিলেন। তাহাতে সকলে বুঝিয়াছিলেন, তিনি ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ লোক হইবেন। মাহ্মূদ অতিশয় হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ থাকিলেও তাঁহার বদনমণ্ডলে ও অন্যান্য স্থানে গভীর বসন্তের চিহ্ন ছিল, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কিছুই ছিল না। এমন কি, তিনি নিজে একদিন দর্পণে মুখ দেখিয়া বলিয়াছেন, রাজার আকৃতি দেখিলে দর্শকের চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে, কিন্তু ঈশ্বর আমার প্রতি এমনই নির্দ্দয় যে, আমার মুখশ্রী লোকের অতৃপ্তিজনক।

৯৯৭ খৃঃ অব্দে সবক্তিগীনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র ইস্মাইলকে স্বীয় রাজ্য প্রদান করিয়া যান। মাহ্মূদ ইস্মাইল অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তাহাতে আবার তিনি ঐ সময় খোরাসানের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত; কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও মাহ্মূদ জারজ সন্তান বলিয়া সবক্তিগীন ইস্মাইলকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান। কিন্তু মাহ্মূদ সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি ইস্মাইল্কে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন এবং সুলতান উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক গজনীর অধীশ্বর হইলেন।

সুলতান মাহ্মূদ ৩৩ বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া মণিমুক্তা ও অনেক মূল্যবান্ জিনিস লইয়া গিয়াছিলেন।

১ম আক্রমণ—১০০০ খৃঃ অব্দে তিনি পেশাবরের সন্নিহিত ভারতসীমান্তে কএকটী দুর্গ অধিকার করিয়া বহু ধন রত্ন লুণ্ঠন করিয়া গজনীতে আনয়ন করেন।

২য় আক্রমণ—১০০২ খৃঃ অব্দে সুলতান দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া পেশাবরে উপস্থিত হন, তথায় মহারাজ জয়পালের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে জয়পাল বিশেষ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া অবশেষে ১৫ জন সামন্ত সহ বন্দী হইয়াছিলেন। তুষারপাত না হইলে জয়পাল কখনই পরাজিত হইতেন না। তাহাতে জয়পালের ৫০০০ সৈন্য রণক্ষেত্রে হত হয়; মাহ্মূদ অনেক অর্থ ও মণিমুক্তাখচিত জয়পালের কণ্ঠহার লইয়া ও কহিণুর লুণ্ঠন করিয়া গজনীতে ফিরিয়া আসেন। তবকাত-ই-অকবরীতে জয়পালের বীরত্ব-কাহিনী উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত আছে।

৩য় আক্রমণ—হিন্দুরাজ স্বীকৃত কর না দেওয়ায় ১০০৪ খৃঃ অব্দে সুলতান ভারতবর্ষে পুনরায় আগমন করেন; এবং মুলতানের ভিতর দিয়া ভাটিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হন। এই নগরের চতুঃপার্শ্বে উচ্চ প্রাচীর এবং গভীর ও প্রশস্ত খাল থাকায় তথাকার রাজা বিজয়রাজ নিঃশঙ্কচিত্ত ছিলেন। তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত এরূপ সুকৌশলে নগর রক্ষা করিয়াছিলেন যে, মুসলমানসৈন্য এক প্রকার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মাহ্মূদ বিরত হইবার লোক নহেন। তিনি সৈন্যদিগকে 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' উৎসাহবাক্যে যুদ্ধে চালাইলেন এবং তুমুল সংগ্রামের পর জয়লাভ করিলেন।

বিজয়রাজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া যবনবন্দিত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। মাহ্মুদ ২৮০টী হস্তী, বহুসংখ্যক সেনাধ্যক্ষ এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া ফিরিলেন। ভাটিয়া রাজ্য গজনী-রাজ্যভুক্ত হইল।

৪র্থ আক্রমণ ১০০৬ খৃঃ অব্দ।—মূলতানের শাসনকর্ত্তা আবুল ফতে লোদী মাহ্মুদের অধীনতা অস্বীকার করিয়া জয়পালের পুত্র আনন্দপালের সহিত যোগদান করিলেন। আবুল ফতে লোদীকে দমন করাই ৪র্থবার আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। আনন্দপাল অদম্য উৎসাহের সহিত পেশাবরের সন্নিহিত স্থানে মাহ্মুদের সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিজয়ী সুলতান মূলতান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সেখানকার আবুল ফতে লোদীকে দমন করেন।

আবুল ফতে দায়ুদ লোদী গুজরাতসন্নিহিত সরণদ্বীপে পলায়ন করিলেন। মাহ্মুদ রাজভাণ্ডারে ২০০০০০০ সুবর্ণ দিরহাম (মুদ্রা) প্রাপ্ত হইলেন এবং তদ্ব্যতীত বহু মণিরত্নসম্ভার পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। দায়ুদ স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ২০০০০ সুবর্ণ দিরহাম বার্ষিক কর দিতে স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

ইহার পরে মাহ্মুদ মূলতানের পথে ২০০ দুর্গ অধিকার করেন। এই সময়ে মাহ্মুদ সংবাদ পাইলেন যে, তাতাররাজ ইলাক খাঁ তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিয়াছে। মাহ্মুদ শুকপাল নামক এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর উপর অধিকৃত স্থানসমূহের শাসনভার দিয়া গজনী গমন করিলেন। শুকপাল জয়পালের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পেশাবরের যুদ্ধে আবু আলি সঞ্জারীর নিকট বন্দী হইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

৫ম আক্রমণ—নবাস শাহের পরাজয়, ১০০৮ খৃঃ। মাহ্মুদ গজনী আক্রমণকারী ইলাক্ খাঁকে পরাজয় করিয়া সংবাদ পাইলেন যে, কর্ম্মচারী শুকপাল বা নবাস শাহ তাঁহার অধীনতা ও মুসলমান-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের সহায়তা করিতেছে। তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য মাহ্মুদ ৫ম বার ভারতবর্ষে আইসেন। তিনি পেশাবরে উপস্থিত হইলে, নবাসশাহ পলায়ন করিল। মাহ্মুদ নবাস শাহের সঞ্চিত ধনরাশি আত্মসাৎ করিয়া অন্য শাসনকর্ত্তার হস্তে অধিকৃত প্রদেশসমূহের শাসনভার দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। অনেকে বলেন, নবাস শাহই জয়পালের দৌহিত্র শুকপাল। ইহাকে মাহ্মুদ বলপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ আক্রমণ (১০০৮-৯ খৃঃ) হিন্দ বা সিন্ধু এবং নগরকোট বা কোটকাঙ্ড়া আক্রমণ।

মাহ্মুদের অনুপস্থিতিতে জয়পালের পুত্র আনন্দপাল সমস্ত হিন্দু নরপতিদিগকে স্বদেশবাৎসল্যের মন্ত্রে উত্তেজিত করিতেছিলেন। বিতাড়িত শুকপালও তাঁহাদের পক্ষে ছিলেন। আনন্দপালের স্বদেশপ্রেমের সাধু প্রেরণায় সমস্ত হিন্দুনরপতি বিধর্ম্মী যবনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন। উজ্জয়িনী, কালিঞ্জর, গোয়ালিয়র, কনোজ, দিল্লী, আজমীঢ় এবং অন্যান্য স্থানের রাজগণ দলবদ্ধ হইয়া ভারতের পৃষ্ঠ হইতে যবন-কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সকলেই অদম্য উৎসাহে নব বলে বলীয়ান্ হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। প্রতিদিন বহুসংখ্যক সৈন্য তাঁহাদের বল পুষ্টি করিতে লাগিল। ধনশালিগণ উন্মুক্তহস্তে ধন রত্ন প্রদান করিল। কৃষকগণ শস্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল, বৃদ্ধগণ উৎসাহবচন প্রয়োগ করিল, ভূষণপ্রিয়া হিন্দুললনা অকুণ্ঠিতচিত্তে গাত্র অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ও ধনুর্গুণের জন্য শিরঃশোভা কেশগুচ্ছ ছেদন করিয়া দ্বৈতবনমধ্যবর্ত্তিনী দ্রৌপদীর ন্যায় পতি ও পুত্রগণকে উদ্দীপনার মহামন্ত্রে উত্তেজিত করিল। হিন্দুস্থানে একতাবদ্ধ হিন্দুরাজগণের মুখে স্ফূর্ত্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল।

আনন্দপাল এই বিশাল অনীকিনীর অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া পঞ্চনদপ্লাবিত পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পেশাবরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাঁহারা মাহ্মুদের সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন।

মাহ্মুদ লক্ষ সৈন্যের অধিনায়ক হইলেও হিন্দুদিগের শৌর্য্যসম্পদ্ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন এবং বলে কার্য্য হইবে না বুঝিয়া কৌশলের আশ্রয় লইলেন। তিনি কিছু পিছাইয়া গড়খাই করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণও শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেড় মাস কাল উভয় সৈন্যই আক্রমণের কোন চিহ্ন প্রকাশ করিল না। হিন্দুদিগের বিশাল সৈন্যদল প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল এবং ৪০০০০ গথ্খর সৈন্য হিন্দুসৈন্যের সহিত যোগদান করিয়া মুসলমানদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। এই সৈন্যদলের ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য দেশদেশান্তর হইতে আহারীয় দ্রব্য ও অর্থের সমাগম হইতে লাগিল। দরিদ্র পল্লিবাসিনী চরকা কাটিয়া ও শ্রমজীবিগণ পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিল, সকলেই তাহা প্রফুল্লচিত্তে স্বদেশোদ্ধার-মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার জন্য আনিয়া দিয়াছিল।

আনন্দপালের পুত্র ব্রাহ্মণপাল বিপক্ষ-পক্ষ আক্রমণার্থ অগ্রসর হইলেন। হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল। মাহ্মুদ বেগতিক দেখিয়া সাবধানে সৈন্যগণকে সজ্জিত করিয়া আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ত্রিশ হাজার পদাতিক গখ্খরসৈন্য ভীষণ বেগে সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল এবং মাহ্মুদের অশ্বারোহী সৈন্যদলকে ছিন্ন ভিন্ন করিল। ২।৪ মিনিটের মধ্যে চারি হাজার মুসলমানসৈন্য ধরাশায়ী হইল। মাহ্মুদ পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, এমন সময় সেনাপতি আনন্দপালের হস্তী গোলাদর্শনে ভীত এবং তীরাহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। দূরস্থ হিন্দুসৈন্যগণ তদ্দর্শনে পলায়নের সঙ্কেত মনে করিয়া আনন্দপালের পশ্চাদ্ধাবমান হইল। তখন আরবীয় অশ্বারোহী সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া আট হাজার হিন্দুসৈন্যকে নিহত করিল। ৩০টী হস্তী এবং অপরিমিত ধনরত্ন মাহ্মুদের হস্তগত হইল।

মাহ্মুদ পলায়নপর হিন্দু-সৈন্যগণের অনুসরণে নগরকোটের মধ্যবর্ত্তী ভীমনগরের দুর্ভেদ্য দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গের চতুর্দ্দিকে গভীরসলিলা বাণগঙ্গা পরিখারূপে প্রবাহিত। ভীমনগর এই স্থান হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত (বর্ত্তমান নাম ভবান)। এই স্থানে ভীমদেব প্রতিষ্ঠিত শক্তিপ্রতিমা বিরাজিত।

ভীমনগরের অদূরে প্রসিদ্ধ জ্বালামুখী তীর্থ সর্ব্বদা লেলিহান অগ্নিজিহ্বা বিস্তার করিয়া দর্শকদিগের অন্তঃকরণে ভয়মিশ্রিত ভক্তির উদ্দীপন করিতেছে। বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই তীর্থস্থানে এত ধনরত্ন মণিমুক্তা ও সুবর্ণরাশি পুঞ্জীভূত হইয়াছিল যে, ইহা কুবেরের অলকা নামেই অভিহিত হইত। দুর্গস্থ সৈন্যগণ যক্ষের ন্যায় এই ধনভাণ্ডার সযত্নে রক্ষা করিত। মাহ্মুদ ইহার সন্ধান পাইয়া শোণিতলিপ্সু শার্দ্দূলের ন্যায় দুর্গপ্রাচীরের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

ভীমনগর আক্রমণ।

মাহ্মুদ পুনঃ পুনঃ সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। মাহ্মুদের সৈন্যগণ বাণগঙ্গার প্রবলপ্রবাহ অতিক্রম করিয়া ভীমনগর-দুর্গের সমীপবর্ত্তী হইল এবং অদম্য উৎসাহে দুরারোহ পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। দুর্গস্থ প্রহরিগণ অবিলম্বে দেখিতে পাইল যে, দুর্গের প্রাচীরস্বরূপ পর্ব্বতশ্রেণীর শিরোদেশ পঙ্গপালবৎ যবনসৈন্য আচ্ছন্ন করিয়াছে। মুসলমানগণ সেই উচ্চস্থান হইতে মুষলধারায় তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। তীর সকল উল্কার ন্যায় ভীমবেগে দুর্গমধ্যস্থ সৈন্যগণের মস্তকে পড়িতে লাগিল। তখন হিন্দুগণ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, দৈব প্রতিকূল হইয়াছেন,—নতুবা আকাশ হইতে অবিশ্রান্ত ধারায় তীরবৃষ্টি কেন হইবে? তাঁহারা নিরুপায় হইয়া দুর্গদ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া মুসলমানগণকে সমাদরে আহ্বান করিলেন। তখন মাহ্মুদ হৃষ্টচিত্তে সসৈন্যে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দুর্গের ধনভাণ্ডার কুবেরের অলকার ন্যায় অগণিত মণিমুক্তামণ্ডিত ও সুবর্ণপূর্ণ ছিল। শত সহস্র বৎসরের সঞ্চিত ধনরাশি খনিগর্ভস্থ উজ্জ্বল-মণিমালা—কত সমুদ্রগর্ভস্থ স্থূল মুক্তাপুঞ্জ—কত সাম্রাজ্যের লুণ্ঠিত বৈভব দুর্গমধ্যে স্তূপীকৃত ছিল। অতীত কালের নরপতিগণ শক্তিপ্রতিমার কণ্ঠে ও অন্যান্য অঙ্গে বহু কাল ধরিয়া যে সমস্ত হীরকখচিত মণিমুক্তাগ্রথিত অলঙ্কাররাশি দিয়াছিলেন, তাহা পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই সমস্ত ধনরত্ন দেখিয়া অতৃপ্তাকাঙ্ক্ষ মাহ্মুদও ধনলালসার অবধি প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। মাহ্মুদ দুই জন বিশ্বস্ত অনুচরকে সঙ্গে লইয়া ধনভাণ্ডারে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদিগকে স্বর্ণরৌপ্যগ্রহণের ভার দিয়া স্বয়ং মুক্তা ও হীরকাদির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। মাহ্মুদের শত সহস্র ভারবাহী উষ্ট্রও সেই যুগযুগান্তর-সঞ্চিত স্বর্ণরৌপ্যস্তূপ-বহনে সমর্থ হইল না। তখন সৈন্যগণকে বহনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সত্তর কোটি মুদ্রা (দিরহাম), সাতহাজার চারি মণ সুবর্ণখণ্ড এবং তদ্ব্যতীত শত শত বহুমূল্য বেনারসী শাটী মকমল প্রভৃতি অপূর্ব শিল্পবৈভব কত অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব কত গৃহসামগ্রী মুসলমানগণের ধনভাণ্ডার আলোকিত করিয়াছিল। দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে একখানি ৬০ হাত দীর্ঘ ও ৫০ হাত প্রস্থ রৌপ্যনির্ম্মিত অট্টালিকা ছিল। উহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত ছিল যে, উহা ইচ্ছামত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইত এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশ পৃথক্ করিয়া পুনরায় সংযুক্ত করা যাইত। একখানি ৪০ হাত দীর্ঘ সুবর্ণময় চন্দ্রাতপ সুবর্ণদণ্ডের উপর অবস্থিত ছিল। উহার উপরিভাগ রোমনগরের রেশমে নির্ম্মিত বহুশিল্প-নৈপুণ্যে ভূষিত। এতদ্ভিন্ন আর কত যে অগণ্য দ্রব্যজাত ছিল, তাহা অবর্ণনীয়।

মাহ্মুদ জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া গজনী যাত্রা করিলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া মাহ্মুদ বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আস্তরণমণ্ডিত করিয়া মণিমুক্তা হীরকরাজি ছড়াইয়া দিলেন। লক্ষ লক্ষ আমলকীর ন্যায় স্থূল মুক্তাফল, কত শত মরকত, পান্না, নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত, দাড়িম্বাকার সুবৃহৎ বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণিখণ্ড সৌরকিরণে অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করিল।

তৎপরে মাহ্মুদ বোগদাদ এবং তুর্কিস্থানের রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐন্দ্রজালিকের স্তায় এই সমস্ত মণিমাণিক্য প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। অতিবৃদ্ধ বহুদর্শী মুসলমান-মন্ত্রিগণ বলিতে লাগিলেন যে, প্রাচীনকালে পারস্ত এবং রোম-সাম্রাজ্যের নরপতিগণ ইহার সহস্রাংশের একাংশও ধনরত্ন সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। এমন কি, যে কারুণকে বিধাতা কল্পতরু প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারও এত মণিমুক্তা সংগ্রহ ছিল না।

৭ম আক্রমণ (১০১০ খৃঃঅঃ) নারায়ণ। ফেরিস্তা এই আক্রমণের কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম-নির্ণয় করিতে ঐতিহাসিকেরা বড় গোলে পড়িয়াছেন। কেহ বলেন, ইহা নার্দ্দীন, কেহ বলেন, অনহলবাড়। যাহাহউক এইস্থান আক্রমণ করিতে মাহ্মুদ বিপুল সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব ও স্বর্ণ-রৌপ্য পাইয়াছিলেন। এই আক্রমণে ভীত হইয়া জয়পাল মাহ্মুদের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। স্থিরীকৃত হয় যে, জয়পাল মাহ্মুদকে প্রতিবর্ষে বহুমূল্য উপঢৌকন সহ ৫০টী হস্তী ও দুই সহস্র পদাতিক সৈন্ত প্রদান করিবেন।

৮ম মুলতান-আক্রমণ (১০১১ খৃঃ অঃ)—নারায়ণ-জয়ের পর মাহ্মুদ গোররাজ্য জয় করিয়াছিলেন। গোর হইতে গজনী প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি মুলতান আক্রমণ করেন, তথাকার বিধর্ম্মী করমতীয়দিগকে বন্দী করেন, এবং সমস্ত রাজধানী লুণ্ঠনপূর্ব্বক দাযুদকে বন্দী করিয়া গজনী লইয়া যান।

৯ম আক্রমণ (১০১৩ খৃঃ) নার্দ্দীন বা নিন্দন।—মাহ্মুদ ৯ম বারে বিপুল সৈন্ত লইয়া ঝিলমের নিকটবর্ত্তী বালনাথ-পর্ব্বতে অবস্থিত নিন্দন দুর্গ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি শরৎকালের প্রারম্ভে গজনী হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি ভারতের সীমান্তে মার্গলর গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হইলে অত্যন্ত তুষারপাতে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, প্রান্তর, পথ, উপত্যকা, পর্ব্বত, হ্রদ, নদী সমস্তই একাকার তুষারাচ্ছাদনে আবৃত হইল। তাহার উষ্ট্র ও অশ্ব সকল অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং সৈন্তগণও শৈত্যাধিক্যে অসাড় হইয়া গেল। দিঙ্মণ্ডল ঘন কুজ্মাটিকাপূর্ণ হওয়ায়, কোন ক্রমেই দিঙ্‌নির্ণয় হইল না। মাহ্মুদ তথাপি ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া জঙ্গল ও পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অশ্বারোহী সৈন্তগণকে নানাদলে বিভক্ত করিয়া সেনাপতিদিগকে তাহার অধ্যক্ষতা প্রদান করিলেন। নিন্দনরাজ পুরু-জয়পাল নির্ভর (নির্ভীক) ভীমপাল নামক সুদক্ষ সেনানীর হস্তে দুর্গরক্ষার ভার দিয়া কাশ্মীর গমন করিয়াছিলেন। ভীমপাল একটী ক্ষুদ্র দুর্গম গিরিপথে সৈন্ত লইয়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী দ্বারা গিরিসঙ্কট বন্ধ করিয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। মাহ্মুদ ভীমের সম্মুখীন হইতে সাহস না করিয়া ভল্লাস্ত্রধারী আফগানদিগকে লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। আফগানগণ পার্ব্বত্য ছাগলের স্তায় অনায়াসে দুরারোহ পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল। তথা হইতে ভীমপালের হস্তী ও সৈন্তের উপর প্রবলবেগে তীর ও প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। তথাপি কয়েক দিন পর্য্যন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আফগানগণ ভীমপালের বিশেষ কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে ভীমপাল মাহ্মুদের কাপুরুষতায় বিরক্ত হইয়া সমতল ভূমিতে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। হস্তিশ্রেণী তাঁহার সৈন্তগণের পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিল। মাহ্মুদ পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া আফগানগণকে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে তাহারা উপর হইতে ভীমপালের হস্তী ও সৈন্তের উপর তীরবৃষ্টি করিতে লাগিল। মাহ্মুদের প্রধান যোদ্ধা আবু আবদুল্লা তই—বিশেষরূপে আহত হইলেন। তাঁহার জীবন সংশয় দেখিয়া মাহ্মুদ স্বীয় শরীররক্ষক সৈন্ত দ্বারা তাঁহার উদ্ধারসাধন করিলেন।

সমস্ত দিন তুমুল সংগ্রাম চলিল। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী মাহ্মুদের অঙ্কশায়িনী হইলেন। হিন্দুসৈন্তের মৃতদেহে পর্ব্বত-উপত্যকা, প্রান্তর ও যুদ্ধক্ষেত্র ঢাকিয়া গেল।

নিন্দনের বুদ্ধ-মন্দিরাভ্যন্তরস্থ একখানি শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ লিপি ছিল। তদ্দ্বারা মাহ্মুদ জানিলেন যে, ঐ মন্দির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান-ধর্ম্ম অনুসারে ৭০০০ বৎসরমাত্র পৃথিবীর সৃষ্টি। সুতরাং উহা সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। মন্দিরের মধ্যে বহু সহস্র বৎসরের সঞ্চিত ধনরত্ন স্তূপীকৃত ছিল। মাহ্মুদ মন্দিরটী মসজিদে পরিণত এবং মহামূল্য সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া গজনী প্রত্যাগমন করিলেন।

১০ম আক্রমণ (১০১৪-১৫ খৃঃঅঃ) থানেশ্বর।—মাহ্মুদ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, স্থাণ্বীশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির ভারতবর্ষের মধ্যে বিখ্যাত; থানেশ্বররাজের বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত সিংহল দেশীয় হস্তী আছে এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করা অসাধ্য। সুতরাং তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না; বিপুল সৈন্ত লইয়া থানেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং করদ রাজা আনন্দপালকে পূর্ব্ব হইতে সৈন্ত ও খাদ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্ত পত্র লিখিলেন। আনন্দপাল সৈন্তগণের

উপযুক্ত আহারীয়ের সংস্থান করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে দুই সহস্র সৈন্যসহ মাঙ্কুদের নিকট নিম্নলিখিত সংবাদ দিবার জন্য প্রেরণ করিলেন,—

'আমার ভ্রাতা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছে যে,থানেশ্বরের মন্দির এতদ্দেশস্থ উপাসকবৃন্দের উপাসনাস্থান। যদি সুলতান মাঙ্কুদ থানেশ্বর আক্রমণ না করেন, তাহা হইলে প্রতিবৎসর বহুমূল্য উপঢৌকন সহ ৫০টী হস্তী এবং বহু মণিমুক্তা সুলতানের নিকট প্রেরিত হইবে।'

মাঙ্কুদ ইহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, পৃথিবীতে মহম্মদের ধর্ম্ম স্থাপনপূর্ব্বক সমস্ত প্রতিমাভঙ্গ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ও ঈশ্বরের আদেশ। ইহার পুরস্কার তিনি স্বর্গে পাইবেন। সুতরাং তিনি থানেশ্বর-আক্রমণ-সঙ্কল্প কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না।

এই সংবাদ দিল্লীপতির নিকট প্রেরিত হইল। তিনি হিন্দুস্থানের সমস্ত রাজগণকে মাঙ্কুদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবার জন্য উত্তেজিত করিলেন। কিন্তু হিন্দুদিগের যুদ্ধের আয়োজন হইবার পূর্ব্বেই সুলতান মাঙ্কুদ থানেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিলেন। থানেশ্বরে যাইবার পথে তিনি যে সমস্ত মরুভূমি পার হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বে কেহই অতিক্রম করিতে পারে নাই।

থানেশ্বরের নিকটে একটী নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত ছিল। মাঙ্কুদ নদীর উৎপত্তি স্থানের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, হিন্দুসৈন্যগণ তথায় হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। মাঙ্কুদ কতকগুলি হিন্দুসৈন্য সম্মুখভাগে স্থাপনপূর্ব্বক অবশিষ্ট সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন দিক্ দিয়া নদী পার হইয়া হিন্দুসৈন্য আক্রমণের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণ ২।৩দিক্ হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়াও ভীমপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন পক্ষই জয়লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হইলেন। একটী ব্যতীত সমস্ত হস্তীই মাঙ্কুদের করতলস্থ হইল।

প্রায় বিশ হাজার হিন্দু ও মুসলমান রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। রক্তস্রোতে নদীর জল রঞ্জিত হইয়া অপেয় হইয়া উঠিল। থানেশ্বরের অতুল ধনভাণ্ডার মাঙ্কুদের হস্তগত হইল। স্থাণ্বীশ্বর-মন্দিরের 'জগসোম' প্রতিমূর্ত্তি গজনীতে আনীত হইল। তথায় রাজপথের মধ্যস্থলে স্থাপিত হইয়া লোকমাত্রেরই পদাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে থাকিল। পরিশেষে মুসলমানগণ সেই প্রতিমূর্ত্তির মাথা ভাঙ্গিয়া দেয়। মন্দিরাভ্যন্তরে অলঙ্কার সঞ্চিত রত্নরাজির ন্যায় মহামূল্য লক্ষ লক্ষ মণিমুক্তা ছিল। কান্দাহারবাসী হাজি মহম্মদ বলেন যে, তাহার একটী মণি ৪৫০ মিস্কাল পরিমিত ওজনের। ইহার তুল্য প্রকাণ্ড হীরক পৃথিবীতে আর কেহ কখনও দেখে নাই। মাঙ্কুদ সমস্ত ধনরাশি লইয়া থানেশ্বর ত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে তিনি দিল্লীজয়ের সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু সেনাপতিগণের পরামর্শে তাহা পরিত্যাগ করেন। থানেশ্বর হইতে প্রত্যাগমনকালে মাঙ্কুদ দুই লক্ষ পুরুষ ও স্ত্রীকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। ইহাদের আগমনে গজনী নগর ভারতীয় নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল।

১১শ আক্রমণ (১০১৭ খৃঃঅঃ) লোহকোট।—লোহকোট দুর্গ কাশ্মীরের পথে উচ্চ পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত। মাঙ্কুদ এইবারে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তুষারপাতে এবং জলপ্লাবনে তাঁহার বহুসৈন্য প্রাণত্যাগ করে। ইহার পূর্ব্বে মাঙ্কুদ কখনও এরূপ বিপদে পড়েন নাই এবং রিক্তহস্তে গৃহে ফিরেন নাই। যাহা হউক তিনি যাত্রাপরিবর্ত্তনের জন্য শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

১২শ বারে কনোজ ও মথুরা-আক্রমণ (১০১৮-১৯ খৃঃঅঃ)। লোহকোটে পরাজিত হইয়া মাঙ্কুদ আহারনিদ্রাপরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভারতাক্রমণের অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কান্যকুব্জ ও মথুরার ঐশ্বর্য্যের কথা তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিল। এবার তিনি বিশ হাজার নূতন সৈন্য বৃদ্ধি করিয়া অদম্য উৎসাহে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এবার মাঙ্কুদ এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ২০০০০ পদাতিক এবং অনেক সুশিক্ষিত সেনাপতি সঙ্গে লইয়াছিলেন। ৩ মাস কাল অবিশ্রান্ত চলিয়া তিনি সিন্ধুনদ পার হইলেন, তৎপরে ঝিলম্, চন্দ্রভাগা, রাবি, বিবা এবং শতদ্রু প্রভৃতি গভীরসলিলা নদী সকল উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে কাশ্মীরপ্রবেশের পথে সব্লী নামক একজন শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে দিবারাত্র অবিশ্রান্ত চলিয়া তাঁহারা ১০১৮ খৃঃ ২রা ডিসেম্বর যমুনা নদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং পথিমধ্যে যে সমস্ত শৈল-দুর্গ ছিল একে একে অধিকার করিয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি হরদত্ত রাজার রাজ্যে বরণদুর্গের (বর্ত্তমান বুলন্দসহর) সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরদত্তের মন্ত্রিগণ মুসলমানদিগের সৈন্য দেখিয়া রাজাকে কহিল,—স্বর্গীয় দূত পৃথিবীতে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য ফেনিল সমুদ্রের ন্যায় অগণ্য সৈন্য লইয়া

রাজ্য মধ্যে আসিতেছেন, আকাশে বিমানচারিণী দেববালাগণ বিদ্যুদ্বিনিন্দিত জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সৈন্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন, আর রক্ষা নাই। ইহা শুনিয়া নরপতি কম্পান্বিত-কলেবরে কহিলেন, তবে জীবন ও সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা করিব। তখন বিচক্ষণ সচিবগণ তাঁহাকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন।

হরদত্ত অবিলম্বে রাজ্যমধ্যস্থ প্রতিমাগুলি নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া ১০০০০ সহচর সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া মাক্ষ্মূদের সম্মুখে উপনীত হইয়া অবিলম্বে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই স্থান হইতে সুলতান কুলচাঁদের প্রসিদ্ধ দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে মাক্ষ্মূদ এক কোটি টাকা ও ৩০টী হস্তী লইয়া নিবৃত্ত হইলেন। কুলচাঁদ একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। সংগ্রামে অজেয় বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁহার রাজধানীর চতুর্দ্দিক্ দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকারে পরিবেষ্টিত ছিল। অতিকায় হস্তী সকল পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া শত্রুদিগের অন্তঃকরণে ভয় জন্মাইত। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। ধনভাণ্ডার মণিমুক্তা মরকতাদি রত্নরাশিতে নক্ষত্রখচিত নৈশ শারদাকাশের ন্যায় দিব্যকান্তি ধারণ করিত। গৃহসজ্জা সমস্তই সুবর্ণনির্ম্মিত। সহস্র সহস্র সুবর্ণপাত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিত।

কুলচাঁদ স্বদেশবাৎসল্যের সাধুমন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন এবং হস্ত্যশ্ব পদাতিক সৈন্য সহ একটী অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। একটী বেগবতী স্রোতস্বিনী পরিখার ন্যায় দুর্গ বেষ্টন করিয়াছিল। কেবল এক পার্শ্বে অরণ্য ছিল। কুলচাঁদ সেইদিকে সৈন্য লইয়া মুসলমানসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কুলচাঁদের সৈন্যগণ পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে মাক্ষ্মূদের এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য শৌর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া দুর্গের উপর আসিয়া পড়িল। কুলচাঁদের সৈন্যগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল না। সম্মুখে ফেনায়মান নদীতরঙ্গে লাফাইয়া পড়িল। বর্ষাকালীন প্রবল প্লাবনের ন্যায় মুসলমান-সৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। পঞ্চাশ হাজার হিন্দুসৈন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিল। দশ হাজারের অধিক জলমগ্ন হইল এবং কতকাংশ অগ্নিতে প্রবেশ করিল।

বিধাতা প্রতিকূল ভাবিয়া কুলচাঁদ দ্রুতবেগে দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তরবারি আঘাতে তাঁহার স্ত্রীকে নিহত করিয়া নিজকণ্ঠে সেই তরবারি বসাইয়া দিলেন।

সুলতান কুলচাঁদের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিলেন। ভাষায় সে রত্নরাশির বর্ণনা হয় না। ১৮৫টী বিশালকায় হস্তী ও অন্যান্য মহামূল্য সমস্ত সম্পত্তি মাক্ষ্মূদের হস্তগত হইল।

মথুরা আক্রমণ।

অনন্তর সুলতান বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া ভীমবেগে হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ মথুরার দিকে অগ্রসর হইলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বিস্ময়বিমূঢ়চিত্তে ওজস্বিনী ভাষায় মথুরার স্থাপত্য-শিল্পের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তদানীন্তনকালেও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ-রাজধানীর প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন দেদীপ্যমান ছিল। কলকলনাদিনী কালিন্দী বংশীবিনিন্দী সুমধুর তানে করুণকণ্ঠে কৃষ্ণকাহিনী কীর্ত্তন করিয়া যেন সেই সমস্ত অতীত-কীর্ত্তি স্মৃতিপথে জাগাইয়া দিতেন।

সুলতান মথুরায় প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন,তাহা তিনি স্বপ্নকল্পনায় ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে হইল, যেন অমরার অমরাবতী নন্দনকানন ও মন্দাকিনীর সহিত অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছে! মথুরার চতুর্দ্দিক্ দুর্ভেদ্য মর্ম্মর প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত। দুর্গের দুইটী দ্বার যমুনার সলিল হইতে প্রস্তরময় সোপানপরম্পরায় নির্ম্মিত। অন্যদিক্ দিয়া নগরে প্রবেশ করিবার সুবিধা নাই। দুর্গের সম্মুখে একটী অম্বরচুম্বি-মন্দির স্থাপত্যশিল্পের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সুলতান শুনিলেন যে, উহা স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং ইহা যে মনুষ্যনির্ম্মিত নয়, ইহা তাঁহারও প্রত্যয় হইল। স্থানীয় লোকে ইহাকে কৃষ্ণের প্রমোদপ্রকোষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিত। মন্দিরের বহির্দ্দেশে যে সমস্ত খোদিত মর্ম্মর প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহা দেখিয়া সুলতান চমৎকৃত হইলেন। দুর্গদ্বার কালিন্দীর অভ্যন্তরে এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত ছিল যে, ইচ্ছামত নদীর জল দুর্গ মধ্যে প্রবেশ ও নির্গম করান যাইত। রাজপথের দুই পার্শ্বে কালিন্দীতীরে সুন্দরশিল্পনৈপুণ্যে অলঙ্কৃত প্রস্তরনির্ম্মিত দুই সহস্র মন্দির দেখিয়া সুলতান বিস্ময়বিমূঢ় হইয়াছিলেন। প্রত্যেক মন্দিরের অভ্যন্তরে মণিমাণিক্যমণ্ডিত বহুমূল্য প্রতিমূর্ত্তি ছিল। তাহার অধিকাংশই স্বর্ণনির্ম্মিত এবং হীরকখচিত অলঙ্কারে ভূষিত। মন্দিরের অলিন্দ সকল বহু প্রসারিত ও লৌহশলাকা দ্বারা বেষ্টিত। মন্দিরের বহির্ভাগ ও শৃঙ্গ সকল অপ্রতিম শিল্প-নৈপুণ্যে অলঙ্কৃত ছিল।

নগরের মধ্যভাগে একটী বৃহদায়তন মন্দির ছিল, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও বহুমূল্য বিচিত্রবর্ণের মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, তাহা বর্ণ কিংবা চিত্রতুলিকায় বর্ণনা করা যায় না। তারিখ-ই-জামিনীতে

লিখিত আছে, সুলতান স্বয়ং মন্দির দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যদি কেহ ইহার তুল্য সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি সহস্র সহস্র সুবর্ণ দিরহাম ব্যয় করিলে এবং পৃথিবীর শিল্পনিপুণ স্থপতিদিগকে দুই শত বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করাইলেও এরূপ সৌধ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন কি না, সন্দেহের কথা। এই মন্দির-মধ্যস্থ প্রতিমূর্ত্তি সকলের বর্ণনা অসম্ভব। তন্মধ্যে ৫টী প্রতিমা বিশুদ্ধ রক্তবর্ণ সুবর্ণনির্ম্মিত এবং প্রত্যেকটা ১০ হাত দীর্ঘ এবং অবলম্বন ব্যতীত ঐন্দ্রজালিক কৌশলে শূন্যে লম্বিত। এই প্রতিমূর্ত্তিগুলির চক্ষুঃতারকা সকল এরূপ মহামূল্য হীরকে নির্ম্মিত যে, ৫০০০০ সুবর্ণ দিরহাম দিয়াও তাহার একটা ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। চক্ষুঃতারকার কয়েকটী নীলকান্ত মণি এরূপ উজ্জ্বল ছিল যে, নির্ম্মল জল কিংবা নির্ম্মল স্ফটিকও তাহার উপমাস্থল নহে। তাহাদের ওজন প্রত্যেকটা ৪৫০ মিস্কাল। আর একটী দুই ফিট্ লম্বা স্বর্ণনির্ম্মিত ও মণিমণ্ডিত প্রতিমার ওজন ৪ হাজার ৪ শত মিস্কাল। কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তির ওজন ৯৮৩০০ মিস্কাল। প্রতিমার অধিকাংশই স্বর্ণনির্ম্মিত। দুই শত রৌপ্যপ্রতিমাও ছিল। সুলতান ২০ দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে নগর লুণ্ঠন করিয়া শেষ করিতে পারিলেন না।

নগর লুণ্ঠন শেষ করিয়া সুলতান লগুড়াঘাতে প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি সকল চূর্ণ করিলেন এবং অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক সমস্ত মন্দিরগুলি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন। সহস্র সহস্র শিল্পনৈপুণ্যের অক্ষয় কীর্ত্তি ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। তৎপরে নগরবাসিগণ নৃশংসরূপে নিহত হইল। কুড়িদিনেও হত্যাকাণ্ড শেষ হইল না। সুনীলসলিলশালিনী কালিন্দীর তরঙ্গমালা শোণিতরঞ্জিত হইয়া জবামাল্যবিভূষিতা রণরঙ্গিণী শ্যামার ন্যায় ভীষণ দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল।

কান্যকুব্জ আক্রমণ।

মথুরা হইতে মান্মুদ কনোজের দিকে অগ্রসর হইলেন। কনোজরাজ জয়পাল (বা রাজ্যপাল) সুলতানের আগমনবার্ত্তা পাইয়া এবং মথুরার কাহিনী স্মরণ করিয়া গঙ্গার অপর তীরে পলায়ন করিলেন। পথি মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগের যে সমস্ত পার্ব্বত্য দুর্গ ছিল, সুলতান তাহা একে একে অধিকার করিতে লাগিলেন। অনেকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং অনেকে যুদ্ধও করিল। কিন্তু সুলতানের নিকটে সকলেই পরাজিত হইল। তিনি এই সমস্ত দুর্গ হইতে এত অধিক ধনরত্ন পাইলেন যে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

অনন্তর সুলতান দুর্ভেদ্য প্রাচীরবেষ্টিত সপ্ত-দুর্গশোভিত কান্যকুব্জনগরে উপস্থিত হইলেন। কনোজের সপ্তদুর্গ ভাগীরথীর গর্ভ হইতে দৃঢ় শিলাখণ্ডে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গঙ্গার ফেনায়মান তরঙ্গমালা দুর্গমধ্যে ক্রীড়াচ্ছলে কলকলস্বনে প্রবাহিত হইত। গঙ্গাতীরে বহু দূর ব্যাপিয়া দশসহস্র প্রস্তর-মন্দির বিরাজিত ছিল। এইসম্বন্ধে মন্দিরে লিখিত বর্ণনা দ্বারা মান্মুদ জানিয়াছিলেন যে, ঐ সকল ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। অধিকাংশ অধিবাসীই পলায়ন করিয়াছিল। যাহারা পলায়ন করে নাই, তাহারা ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাতরকণ্ঠে মান্মুদের নিকট মন্দিরগুলি রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাহারা সকলই নিহত হইল।

সুলতান সমস্ত মন্দির ভূমিসাৎ করিয়া ভিত্তিশিলা উত্তোলনপূর্ব্বক গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। যে সমস্ত স্তূপীকৃত মণিমুক্তা পাইলেন, তাহা বর্ণনাতীত। সমস্ত স্ত্রীলোকেরা বন্দী হইয়া সুলতানের সঙ্গে চলিল। শত সহস্র উষ্ট্র, অশ্ব, হস্তী, বন্দিগণ এবং সৈন্যসকল সুলতানের লুণ্ঠিত বৈভব অতি কষ্টে বহন করিয়া চলিল।

তৎপরে সুলতান ব্রাহ্মণাধ্যুষিত মুঞ্জদুর্গের অভিমুখে চলিলেন। কাণপুরের দক্ষিণ পাণ্ডুনদীতীরে ইহার ধ্বংসাবশেষ আছে। ব্রাহ্মণগণ বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। দুর্গ পর্ব্বতের উচ্চস্থানে অবস্থিত ছিল। রক্তপাতের ভয়ে অনেকে প্রাণরক্ষা করিবার জন্য দুর্গের গবাক্ষ দিয়া নিম্নে লম্ফপ্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলেন না। কেহ কেহ যুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে সুলতান দুর্গ অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিলেন।

এখান হইতে সুলতান অশী বা আসীর দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই নগর ফতেপুরের দশ মাইল উত্তরপূর্ব্বে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহার প্রকৃত নাম অশ্বিনী-দুর্গ। কথিত আছে, সূর্য্যপুত্র অশ্বিনীকুমার এই স্থানে একটা মহাযজ্ঞসম্পন্ন করিয়া স্বীয় নামানুসারে এই স্থানের নাম 'অশ্বিনী' রাখেন। এই স্থানের রাজা চন্দেল ভোজ অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন। কান্যকুব্জরাজ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। অশ্বিনীদুর্গের চতুর্দ্দিকে গভীর জলপূর্ণ পরিখা ছিল এবং পরিখার চতুর্দ্দিকে নিবিড় অরণ্য বৃহৎ বৃহৎ অজগর সর্পে পূর্ণ ছিল। অরণ্য এরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল যে, দিবাভাগে তথায় রাত্রিভ্রম হইত এবং অরণ্যের মধ্যে অসংখ্য সর্প সর্ব্বদা গর্জ্জন করিয়া বেড়াইত। চন্দেলরাজ সুলতানের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং ভাবিলেন, যেন যম তাঁহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তিনি অবিলম্বে পলায়ন করিলেন।

সুলতানের আদেশ ক্রমে ৫টী দুর্গের অভ্যন্তরস্থ ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইল এবং দুর্গস্থ সৈন্যগণের উপরে দুর্গ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। হতভাগ্যগণ জীবিত-অবস্থায় সমাধিলাভ করিল। স্ত্রীলোকগণের অধিকাংশ বন্দী হইল, অবশিষ্ট নিহত হইল।

তৎপরে সুলতান শরকীয়ার (সাহারণপুরের নিকট যমুনানদী তীরে) পরাক্রান্ত হিন্দুরাজা চাঁদরায়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। চাঁদরায়ের বীরত্ব-গৌরব হিন্দুস্থানে বিখ্যাত ছিল। পুরুজয়পালের সহিত অনেকবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরিশেষে চাঁদরায় তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছা করেন এবং তৎপুত্র ভীমপালের সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিতে চাহেন। তচ্ছ্রবণে জয়পাল স্বীয় পুত্র ভীমপালকে বিবাহ সাজে সজ্জিত করিয়া চাঁদরায়ের রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। চাঁদরায় সুযোগ পাইয়া ভীমপালকে কারারুদ্ধ করিয়া পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিলেন। অগত্যা জয়পাল চাঁদরায়ের প্রার্থিত অর্থাদি প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বসঞ্চিত মনোমালিন্যের প্রচ্ছন্ন বীজ ঘনীভূত হইতেছিল। অবশেষে ভীমপালের সহিত চাঁদরায়ের কন্যার বিবাহ হয়। পুরু-জয়পাল সুলতানের ভয়ে ভোজদেবের রাজ্যে পলায়ন করেন। চাঁদরায় সুলতানের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জামাতা ভীমপাল তাঁহাকে পত্র লিখিয়া পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। চাঁদরায় তদনুসারে ধনভাণ্ডার, হস্তী, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পত্তি লইয়া এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন।

সুলতান চাঁদরায়ের প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য দুর্গ আক্রমণ করিয়া অপরিমিত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও চাঁদরায়ের সন্ধান পাইলেন না। বহুসংখ্যক হস্তী সুলতানের হস্তগত হইল। চাঁদরায়ের একটী প্রকাণ্ড হস্তী ছিল। সেটী স্বয়ং যাইয়া সুলতানের শিবিরে উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের দান মনে করিয়া সুলতান তাহার নাম খুদাদাদ রাখেন।

চাঁদরায়ের রাজ্যে মাক্মূদ তিনকোটী সুবর্ণ দিরহাম পাইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন মণিমুক্তার ত কথাই নাই। এই স্থান হইতে তিনি গজনী যাত্রা করেন। তথায় যাইয়া গণনা করিয়া দেখিলেন যে, তিনি ২০ কোটী সুবর্ণমুদ্রা, স্তূপীকৃত মণিমুক্তা হীরক, ১৫০০ হস্তী এবং এক লক্ষ বন্দী ভারত হইতে লইয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক। বন্দীরা ৪।৫ দিরহামে গজনীতে বিক্রীত হইতে লাগিল। ইরাক এবং খোরাসানের বণিকেরা আসিয়া বন্দী ও বন্দিনীগণকে ক্রয় করিয়া লইয়া গেল। মুসলমানভূমি সহস্র সহস্র হিন্দু দাসদাসীতে পূর্ণ হইল।

১৩শ আক্রমণ (১০১২ খৃঃ)—রাহিবের যুদ্ধ। সুলতান শুনিয়াছিলেন যে, কনোজরাজ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করায় নন্দরাজ কনোজপতিকে হত্যা করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া নন্দরাজকে শাস্তি দিবার জন্য তিনি পুনর্ব্বার ভারতাক্রমণ করিলেন।

পুরুজয়পাল নন্দরাজের সাহায্যার্থ আগমন করিয়া যমুনার তীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সুলতান পথিমধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধন রত্ন সংগ্রহপূর্ব্বক নন্দরাজার রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পুরুজয়পাল যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার নাম 'রাহিব'। এই স্থানে নদীর জল অত্যন্ত গভীর ও তীরভূমি কর্দ্দমাক্ত। পুরুজয়পাল নন্দরাজের আসিবার পূর্ব্বেই এই স্থানে সুলতানের পথ অবরোধ করিতেছিলেন। সুলতান নদীতীরে উপস্থিত হইয়া সৈন্যদিগকে নদী উত্তরণের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সুলতানের ৮ জন সুদক্ষ সৈন্য সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইতে আরম্ভ করিল। পুরুজয়পাল তাহাদিগকে নিবারণ করিবার জন্য হস্তী ও সৈন্যদিগকে অগ্রসর করিলেন; কিন্তু মুসলমানগণের তীরক্ষেপ-কৌশলে হস্তী সকল পশ্চাৎ পিছাইয়া গেল এবং জয়পালের সৈন্যগণও পশ্চাতে হটিয়া গেল। পরে অন্যান্য বহুসংখ্যক সৈন্য নদী পার হইতে লাগিল এবং তীরভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুসৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। পুরুজয়পাল পূর্ব্ব হইতে পলায়নের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যুদ্ধে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। ২৭০টী অতিকায় হস্তী সুলতানের হস্তগত হইল।

এস্থান হইতে যাত্রা করিয়া সুলতান বারী নামক একটী নগর লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করিলেন এবং মন্দিরগুলি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন।

তৎপরে সুলতান নন্দরাজের রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। নন্দ বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার ৩৬০০০ অশ্বারোহী, ১০৫০০০ পদাতিক এবং ৬৪০টী শিক্ষিত হস্তী রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। সুলতান দূত দ্বারা নন্দকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে পত্র লিখিলেন, কিন্তু নন্দ অবজ্ঞা সহকারে তাহা অস্বীকার করিয়া যুদ্ধাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সুলতান নন্দের নির্ভীকতার কারণ জানিবার জন্য পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া নন্দরাজের সৈন্য দেখিতে লাগিলেন। নন্দের যুদ্ধ সজ্জা দেখিয়া তাঁহার হৃৎকম্প হইল। তখন তিনি সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পড়িয়া ঈশ্বরের নিকট বিজয়-প্রার্থনা করিলেন।

রাত্রিতে মেঘাড়ম্বরে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিল। নন্দ

সেই রাত্রিতে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া গোপনে পলায়ন করিলেন। মাহ্মুদ প্রাতঃকালেই সে সংবাদ পাইলেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরে গুপ্তচর দ্বারা ঠিক সংবাদ অবগত হইয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। ৫৮০টি হস্তী এবং অপরিমিত ধনরাশি তাঁহার হস্তগত হইল, সে রত্নরাশি ভারবাহী পশুতেও বহন করিতে অক্ষম হইল। জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া অপর্য্যাপ্ত ধনভাণ্ডার লইয়া সুলতান গজনীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

১৪শ বারে (১০১৩ খৃঃ) কিরাত, নূর, লোহকোট এবং লাহোর আক্রমণ।—গজনী যাইয়া সুলতান শুনিলেন যে, জলালাবাদ ও পেশাবরের উত্তর প্রান্তে হিমালয়ের পাদদেশে প্রতিমাপূজক অধিবাসিগণ বাস করে। অবিলম্বে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া কর্ম্মকার ও প্রস্তরকর্ত্তক কারুদিগকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতময়প্রদেশে যাত্রা করিলেন। কিরাতেরা সিংহ এবং সিংহবাহিনীর পূজা করিত। এই স্থানে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কিরাতগণ সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। নূরদেশের রাজাও কিরাতদিগের পন্থানুসরণ করিলেন।

এই স্থান হইতে সুলতান কাশ্মীরসীমান্তে অবস্থিত লোহকোট দুর্গ আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। মাহ্মুদ কাশ্মীরের অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধনসম্পদের কথা শুনিয়া কাশ্মীর যাত্রা করেন এবং লোহকোটের দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য দুর্গ সমীপে উপস্থিত হন। দুর্গ উচ্চ পর্ব্বতের উপর অবস্থিত ছিল। সুলতান এক মাস চেষ্টা করিয়াও দুর্গের নিকটে পৌছিতে পারিলেন না। পার্ব্বত্য ছাগলের ন্যায় দুরারোহ শৈলআরোহণে পটু, শিক্ষিত ও কষ্টসহিষ্ণু সৈন্য সকল কোন ক্রমেই লোহকোটের নিকটে যাইতে পারিল না। তখন সুলতান ক্ষুণ্ণমনে লাহোরে আসিয়া তত্রত্য ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া গজনীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

১৫শ বারে (১০২৩ খৃঃ) গোয়ালিয়র ও কালঞ্জর আক্রমণ। সুলতান নন্দরাজের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য ভারতে আইসেন। তিনি প্রথমতঃ গোয়ালিয়রে পৌছিয়াই দুর্গ ও নগর অবরোধ করেন। গোয়ালিয়রের রাজা ৩৫টী হস্তী এবং প্রচুর ধনরত্ন উপঢৌকন পাঠাইয়া সন্ধি করেন। এই স্থান হইতে সুলতান কালঞ্জরে যাত্রা করেন। কালঞ্জরের ন্যায় দুর্ভেদ্য ও অজেয় দুর্গ সমস্ত ভারতে ছিল না। কালঞ্জরের অধিপতি নন্দ ৩০০ হস্তী উপহার পাঠাইয়া সন্ধিপ্রার্থনা করিলেন এবং হিন্দি কবিতায় সুলতানের বিজয়গৌরব লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার সভাসদ্ পণ্ডিতেরা উক্ত কবিতার চমৎকারিতাদর্শনে অত্যন্ত প্রশংসা করিল। ইহাতে সুলতান অত্যন্ত প্রীত হইয়া নন্দের প্রতি সদয় হইলেন এবং কর গ্রহণ করিলেন। নন্দও কৃতার্থ হইয়া রাজকোষের উৎকৃষ্ট মণিমুক্তা সকল সুলতানের পদপ্রান্তে ঢালিয়া দিলেন। সুলতান পরমানন্দে গজনীতে ফিরিয়া আসিলেন।

সোমনাথ আক্রমণ।

১৬শ বারে (১০২৪ খৃঃ) সোমনাথ আক্রমণ।—যৎকালে মাহ্মুদ মথুরা ও কান্যকুব্জের সহস্র সহস্র প্রতিমা ভঙ্গ করেন; তৎকালে সোমনাথের ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিলেন যে, "বিধর্ম্মী এখানে আসিলে সমুচিত শাস্তি পাইবে।" এই কথা সুলতানের কর্ণগোচর হওয়ায় তাঁহার মনে সোমনাথ আক্রমণের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। তদনুসারে তিনি মুলতানের মধ্য দিয়া আজমীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং আজমীর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া অপরিমিত ধন প্রাপ্ত হইলেন। সোমনাথ যাইতে পথে বাইশ ক্রোশ বিস্তীর্ণ মরুভূমি ছিল। সুলতান পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ৩০ ত্রিশ হাজার উষ্ট্রের পৃষ্ঠে পানীয় ও খাদ্যাদি লইয়া সুলতান অনহলবাড়া অভিমুখে চলিলেন। তথাকার রাজা ভীম সুলতানের আগমনবার্ত্তা পাইয়া নগরপরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য এক দূরবর্ত্তী দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সুলতান অনহলবাড়ার দুর্গ আক্রমণ করিয়া ভূমিসাৎ করিলেন এবং শতসহস্র প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া অসংখ্য ধনরত্ন লইয়া সোমনাথের অভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে একজন হিন্দু রাজা ২০ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পায়াসেই তিনি পরাজিত হইলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সুলতানের হস্তগত হইল। এই স্থান হইতে তিনি দেবলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার রাজা বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি পরাজিত হইলেন। মাহ্মুদ অধিবাসীদিগকে সমূলে বিনাশ, স্ত্রীলোকগণকে বন্দী, ও ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া সোমনাথের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে যে, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সোমনামক কোনরাজা সমুদ্রকূলে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দির সমুদ্রতীরে প্রকাণ্ড শৈলস্তম্ভের ন্যায় প্রতীয়মান হইত এবং জলধির ফেনিল উত্তাল তরঙ্গমালা মন্দিরের পাদদেশ প্রক্ষালন করিয়া প্রবাহিত হইত। মন্দিরের অলিন্দ সকল সমুদ্রের উপর বিস্তৃত ছিল এবং সীসকমণ্ডিত ৫৬টী কাষ্ঠস্তম্ভ অলিন্দ বেষ্টন করিয়া মন্দিরের দৃঢ়তা সম্পাদন করিত। মধ্য প্রকোষ্ঠে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ বিরাজমান ছিলেন। প্রতিমা ১০ হাত দীর্ঘ এবং ৩ হাত প্রস্থ ও শূন্যগর্ভ লিঙ্গের উপরিমণ্ডিত ছিল। মন্দিরের মধ্যভাগে চূড়াদেশ হইতে দুই শত

মণ ওজনের একটী স্বর্ণশৃঙ্খল বিলম্বিত ছিল। শত সহস্র ঘণ্টা এই শৃঙ্খলমালায় সংলগ্ন থাকিত। যখন প্রদোষকালে আরত্রিকের সময় ২০০ শত ব্রাহ্মণ ঐ স্বর্ণশৃঙ্খল সঞ্চালন করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিত, সেই মধুরনিক্বণ গম্ভীরনাদী সমুদ্রের তরঙ্গগর্জ্জন অভিভূত করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ধ্বনিত হইত। মন্দিরের অভ্যন্তর নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলেও স্বর্ণময় দীপাধারে সুসজ্জিত ও লম্বিত, নীল, রক্ত ও পীতবর্ণের শত শত হীরকখণ্ডের সমুজ্জ্বলচ্ছটায় বিচিত্রবর্ণের আলোকমালার সৃষ্টি হওয়ায়—উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় প্রতীত হইত। দুই সহস্র ক্রোশ দূর হইতে গঙ্গার জল আনিয়া প্রত্যহ লিঙ্গের স্নান সম্পন্ন হইত। মন্দিরের দেবসেবার জন্য দশ সহস্র দেবোত্তর গ্রাম নির্দ্দিষ্ট ছিল। এক সহস্র ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন। ৩০০ নাপিত দৈনিক যাত্রীগণের মস্তক মুণ্ডন করিত। ৩৫০ জন বন্দী প্রতিদিন মন্দির দ্বারে দাঁড়াইয়া মধুরকণ্ঠে স্তুতিপাঠ করিত। ১০০ গায়ক গীতবাদ্যের দৈনিক উৎসবে সমাগত যাত্রিগণের শ্রবণ রঞ্জন করিত। ৫০০ লাবণ্যবতী নর্ত্তকী নৃত্যবিভ্রমে সকলের মনোরঞ্জন করিত। দাস দাসীর সংখ্যা ছিল না। সমস্ত লোকের দৈনিক বেতন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সহস্র সহস্র লোক মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রত্যহ প্রসাদ পাইত। চন্দন-কাষ্ঠনির্ম্মিত সিংহদ্বার শৈলশ্রেণীর ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ যাত্রী নানাদেশ হইতে তীর্থদর্শনে আসিত। তখন সমুদ্রকূলে বিশাল লোকারণ্য ভক্তির মোহনমন্ত্রে উদ্দীপিত হইয়া শিবসংকীর্ত্তন করিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিমার শিরোদেশে মণিমুক্তামণ্ডিত একখানি চন্দ্রাতপ নক্ষত্রখচিত নীলাম্বরের ন্যায় প্রতীয়মান হইত।

মাহ্মুদ বৃহস্পতিবার বারবেলায় সোমনাথের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের চতুঃসীমা বিস্তৃত শৈলময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সুলতান দূর হইতে দেখিলেন, মন্দিরবাসিগণ প্রাচীর শিখরে আনন্দে নৃত্য গীত করিতেছে। তাহারা মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পতাকা দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে মন্দিরদ্বার বন্ধ করিয়া ফেলিল। সুলতান সসৈন্যে মন্দিরের বহির্ভাগে নিশা যাপন করিয়া মন্দিরাক্রমণের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মন্দিরপ্রবেশের কোন পথ না পাইয়া কাষ্ঠের 'মই' প্রস্তুত করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন। সুলতান মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তির রক্তস্রোতে সমুদ্রের নীল সলিল রঞ্জিত হইল ও প্রদোষকালীন লোহিতগগনের কান্তি ধারণ করিল। অবশিষ্ট জীবিত ব্রাহ্মণেরা ভূপতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে সুলতানের কাছে প্রতিমূর্ত্তি ভিক্ষা করিতে লাগিল এবং তদ্বিনিময়ে ২ কোটী স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাহিল। কিন্তু সুলতান কিছুতেই বিরত হইলেন না।

রাত্রিতে হত্যাকাণ্ড বন্ধ থাকিল। পরদিন প্রাতঃকালে আবার ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। মন্দিরের দ্বারে যেরূপ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। দলে দলে মুসলমানসৈন্য মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল। এক সহস্র পূজক ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভূলুণ্ঠিত হইয়া দেবমূর্ত্তি ভিক্ষা চাহিলেন। কিন্তু সুলতান তাহাতে দৃক্‌পাত না করায় ব্রাহ্মণগণ অনন্যোপায় হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া একে একে সকলেই নিহত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা দেবমূর্ত্তির বিনিময়ে দুই কোটী সুবর্ণ মুদ্রা দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে সুলতানের সচিবগণ সম্মত হইলে সুলতান তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে,—'যখন পুনরুত্থানের দিন ঈশ্বর আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, বিধর্ম্মীদিগের সর্ব্বোচ্চ প্রতিমা-বিক্রয়কারী মাহ্মুদ কোথায়? আমি তখন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া যাইব। সুতরাং আমি প্রতিমাভঙ্গকারী নামেই পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি।' কিন্তু সুলতান কুঠারের এক দারুণ আঘাতে প্রতিমা ভঙ্গ করিয়া দেখিলেন যে, প্রতিমূর্ত্তির অভ্যন্তরে যুগযুগান্ত সঞ্চিত উজ্জ্বল অগণ্য মণিমুক্তা স্তূপীকৃত রহিয়াছে। তিনি দুই কোটীর শতগুণ রত্ন প্রাপ্ত হইলেন।

প্রতিমূর্ত্তি ভঙ্গ করিয়া তিনি ধনাগারের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, অযুত সহস্র সুবর্ণ ও রৌপ্যপ্রতিমায় বহু প্রকোষ্ঠ পূর্ণ রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত সুবর্ণ মুদ্রা ও মণিমুক্তা কত যে আছে, তাহা কেহ বহু বৎসরেও গণিয়া শেষ করিতে পারে না। সুলতান ধনাগারে ২০ কোটী সুবর্ণ মুদ্রা পাইয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন একত্র করিলেও সোমনাথের ধনভাণ্ডারের সমকক্ষ হয় না।

মন্দিরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে পঞ্চাশৎ সহস্র লোক নিহত এবং সুন্দরী নর্ত্তকীগণ দাসীরূপে গজনীতে প্রেরিত হইয়াছিল। হিন্দুস্থানের অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিত্তবৈভব দেখিয়া সুলতান আর স্বর্গে যাইতেও ইচ্ছা করেন নাই। সমুদ্রমেখলালঙ্কৃত শিল্পনৈপুণ্যভূষিত সোমনাথের সুন্দর মন্দিরে তিনি বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, গুজরাতের উর্ব্বর ক্ষেত্রে মণিমুক্তা ও স্বর্ণ শস্যের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ গুজরাত মণিপূর্ণ স্থান এই বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছিল। সুলতান মন্ত্রিগণের পরামর্শে সোমনাথ পরিত্যাগ করেন।

, সোমনাথ লুণ্ঠন করিয়া সুলতান শুনিলেন যে, অনহলবাড়ের রাজা ভীম সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন। ইহা শুনিয়া তিনি কন্দমার দুর্গাভিমুখে ভীমকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, একটী প্রকাণ্ড নদী পরিখারূপে দুর্গ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সৈন্যগণ নদীতে অবতরণ করিতে ইতস্ততঃ করায় তিনি অশ্বে আরোহণ করিয়া অবলীলাক্রমে নদী পার হইলেন। নদীর অপর পার হইতে ভীমের সৈন্যগণ এই দৃশ্য দেখিয়া মনে করিল যে, বিধাতা প্রতিকূল হইয়াছে—নতুবা জলে অশ্ব অনায়াসে চলিবে কেন? সুলতানের সৈন্যগণ নদী উত্তীর্ণ হইয়া ভীমের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। হিন্দুসৈন্যগণ সকলেই নিহত হইল এবং ভীমের সমস্ত সম্পত্তি সুলতানের হস্তগত হইল।

সুলতান সোমনাথের প্রতিমূর্ত্তি চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। [সোমনাথ দেখ।] একখণ্ড মক্কায়, একখণ্ড মদিনায় এবং দুইখণ্ড গজনীতে প্রেরিত হয়। তন্মধ্যে প্রতিমার মস্তক ও বক্ষঃস্থল গজনীর জামি-মস্‌জিদের সোপানের পাদপীঠরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। শত শত মুসলমান সেই প্রতিমার বক্ষঃস্থলে দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পদাঘাত করিত। দাবসিলীম নামক একজনকে করদ রাজা করিয়া মাহ্মুদ গজনী যাত্রা করেন। যাইবার সময়ে তিনি সোমনাথের চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত কপাট খুলিয়া লইয়া যান।

সোমনাথ হইতে গজনী-যাত্রাকালে সুলতান শুনিলেন যে, পরমদেব নামক একজন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজা তাঁহার আগমনপথ প্রতীক্ষা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সুলতান ইহা শুনিয়া এবং সঙ্গে অপরিমিত ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে মনে করিয়া সে দিকে না যাইয়া সিন্ধু ও মুলতানের মধ্য দিয়া গজনীতে প্রত্যাগমন করিলেন (১০২৭ খৃঃ)। মরুভূমির মধ্য দিয়া যাত্রাকালে পানীয় অভাবে সসৈন্যে তাঁহার প্রাণনাশের উপক্রম হইয়াছিল। একজন হিন্দু তাহার পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। কিন্তু কোন স্থানে জল না পাইয়া তিনি পথপ্রদর্শককে হত্যা করিয়া স্থির চিত্তে মৃত্যু নিকট মনে করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাত্রি আগত হইল। অকস্মাৎ উত্তরদিকে মেরুপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বলালোক বিকীর্ণ হইল। তদ্দর্শনে সুলতান সসৈন্যে সেইদিকে চলিলেন। স্বাদুসলিলা নদী দেখিতে পাইলেন এবং তথা হইতে প্রফুল্লচিত্তে অতুল বৈভব লইয়া গজনীতে উপস্থিত হইলেন।

১৭শ বারে জাটদেশ আক্রমণ (১০২৭ খৃঃ)।—এই সময়ে লাহোরের নিকটবর্ত্তী জাটগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং মানসুরের মুসলমান আমীরকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য করে। ইহাদিগের পরাক্রম ও সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। ইহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য সুলতান শেষবার ভারতবর্ষে আসিলেন। তিনি মুলতানে আসিয়া ১৪ শত নৌকা প্রস্তুত করেন এবং জলযুদ্ধে জাটদিগের ৮০০০ রণতরী ধ্বংস করিয়া ফেলেন। জাটগণ নিরুপায় হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়। সুলতান তাহাদিগের অধিকাংশকেই তরবারি দ্বারা নিহত করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য ও স্ত্রীলোকগণকে বন্দী ও প্রচুর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া চিরতরে গজনীতে প্রস্থান করিলেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, মাহ্মুদ হিন্দুস্থানে ২০ হাজার প্রতিমূর্ত্তি ভঙ্গ করিয়া ২০ হাজার দেবমন্দির মস্‌জিদে পরিণত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গজনী হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত, পশ্চিমে আজাম, খোরাসান, তাব্রিস্থান, ইরাক, তুর্কস্থান, ঘোর, নিমরোজের রাজ্য প্রভৃতি, বহুসংখ্যক দেশ করায়ত্ত করিয়া সর্ব্বত্রই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। হিন্দুর পবিত্র সোমনাথের দেবপ্রতিমা তাঁহার প্রাসাদের পাদপীঠে পরিণত হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণ তাঁহার উদ্দীপনার যাদুমন্ত্রে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ২৫০০ হস্তী তাঁহার দুর্গ রক্ষা করিত। চারি সহস্র তুর্কী শরীররক্ষক রাজসভার চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিত। দুই সহস্র পরিচারক সুবর্ণছত্র ও দণ্ড ধারণ করিয়া তাহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের গুণগরিমা সর্ব্বত্র জ্ঞাপন করিত। তাহার ন্যায় সাহসী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা কখনও গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।

ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মাহ্মুদ ইরাক প্রদেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তথা হইতে বোগ্‌দাদের খলিফাগণকে সম্মান প্রদর্শন করিতে যাইবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু দৈববাণী হওয়ায় গজনীতে প্রত্যাগমন করেন। তথায় আসিয়া (১০৩০খৃঃ) ৬১ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে মাহ্মুদ তাঁহার সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে মণি, মুক্তা ও সুবর্ণরাশি সজ্জিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে ভারতীয় কল্পতরুর মহামূল্য ফল সকল বিচিত্র মকমলের উপর স্তূপীকৃত হইল, নীল পীত ও রক্ত বর্ণের হীরাখণ্ড সকল অপূর্ব্ব দিব্যবিভায় প্রাঙ্গণ আলোকিত করিল। মাহ্মুদ সে সকল অনিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিলেন—হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন—কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি হইল না। তখন

তিনি বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কালের কঠোর হৃদয় তাঁহার করুণ ক্রন্দনে ভুলিল না। অচিরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার সাত পুত্র ছিল। ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন যে, মাহ্মূদ অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সভায় আন্সারী, আস্জাদি, ফরুখি প্রভৃতি কবিগণ ছিলেন। মাহ্মূদের অভিপ্রায় অনুসারে সুপ্রসিদ্ধ পারসিক কবি ফির্দৌসী তাঁহার সভায় আগমন করেন। [ফির্দৌসী দেখ]। ফর্দৌসীর কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া সুলতান তাঁহাকে পারস্যের রাজবংশ বর্ণনা করিয়া একখানি কাব্য লিখিতে বলেন এবং প্রতি-শ্লোকে এক একটী সুবর্ণ দিরহাম দিতে প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে ফির্দৌসী ৬০০০০শ্লোকযুক্ত শাহনামা রচনা করেন। কিন্তু কাব্য সম্পূর্ণ হইলেও তিনি প্রতিশ্রুত অর্থ কিছুই দিলেন না—ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত অপযশ হওয়ায় ৬০০০০রৌপ্যমুদ্রা কবিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু কবি তাহা মুদ্রাবাহকগণকে বিতরণ করিয়া কয়েকটী ব্যঙ্গভাবপূর্ণ কবিতা লিখিয়া সুল-তানের নিকট প্রেরণ করিয়া গজনী পরিত্যাগ করেন। পরে কবিতার কশাঘাতে মাহ্মূদের চৈতন্য হইয়াছিল। তখন তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া ৬০০০০ সুবর্ণমুদ্রা কবিকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই কবির মৃত্যু ঘটে।

মাহ্মূদ, বিকায় নামক মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রপ্রণেতা। ইনি বুর্হান উল্ সরিয়াৎ নামেও পরিচিত ছিলেন। [মহম্মদ দেখ।]

মাহ্মূদ, কান্দাহারের জনৈক আফগানসর্দ্দার। ইনি ঘিলজৈ-বংশীয় মীর বাইসের পুত্র। [মহম্মদ দেখ।]

মাহ্মূদ, সুলতান মহম্মদ সলজুকির পুত্র। ইনি সুলতান শাহ-রিয়ারের সহকারীরূপে কএক বৎসর ইরাক ও আজরবিজান প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ভ্রাতুপুত্রের সরল ব্যবহারে প্রীত হইয়া খুল্লতাত সুলতান শাহরিয়ার মাহ্মূদকে স্বীয় সিতী খাতূন্ ও মা-মালিক নামক কন্যাদ্বয় সমর্পণ করেন।

মাহ্মূদ, মআসির কুতবশাহী নামক মুসলমান-ইতিহাস-প্রণেতা। আবদুল্লা কান্হ্ ফিরোজীর পুত্র। তিনি তারিখ্ জামা উল-হিন্দ নামে আর এক খানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ২য় রাজা কুলী কুতবশাহের রাজত্ব কালে ইনি প্রায় ৩০ বৎ-সর কাল রাজধানে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। উক্ত রাজার মৃত্যু-কালে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন।

মাহ্মূদ, হক্-উলল্-যেকিন্ নামক পারসিকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা। [মহম্মদ মুস্তারী দেখ।]

মাহ্মূদ ইবন্ ফরাজ, জনৈক ভণ্ড মুসলমান। ইনি আপনাকে মুসা বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা পান। [মহম্মদ দেখ]

মাহ্মূদ ইবন্ মসায়ুদ্, জিনাৎউজ্জমান-প্রণেতা।

মাহ্মূদ খাঁ, সিন্ধুদেশের অন্তর্গত ভক্করের জনৈক শাসনকর্ত্তা। ১৫৮৫ খৃঃ অঃ মীর্জা ইসা তর্খান্ স্বীয় পুত্র মীর্জা মহম্মদ বাকির সহিত ভক্কর আক্রমণ করেন। তাঁহারা দুর্ব্বলা নগরের নিকটবর্ত্তী হইলে মাহ্মূদ খাঁ সসৈন্যে তথায় আগমন করেন। মহম্মদ বাকি মাহ্মূদের সৈন্যসংখ্যা ও পরাক্রম দেখিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন যে, ফিরিঙ্গিরা তাঁহার থট্ট আক্রমণ করিয়াছে। তদনুসারে তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মাহ্মূদ খাঁ খিলিজি, মালবের জনৈক শাসনকর্ত্তা। তিনি মাহ্মূদশাহ খিলিজি (১ম) নাম গ্রহণপূর্ব্বক মালব-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার পিতা খান্জহান খিলিজি (ইনি মালিক মোগী ও আজিম হুমায়ুন নামে পরিচিত) মালবরাজ সুল-তান হোসঙ্গ শাহের উজীর ছিলেন। সুলতান হোসঙ্গের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র মহম্মদ শাহ (অপর নাম গজনী খাঁ) মালবের রাজা হন। মাহ্মূদ স্বীয় পিতার সহিত ষড়্যন্ত্র করিয়া বিষ-প্রয়োগে গজনীখাঁর নিধনসাধনপূর্ব্বক নিজে ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে মালব সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হোসঙ্গের অন্যতম পুত্র মসুদ পিতার রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক গুজরাতে পলায়ন করেন। গুর্জ্জরপতি সুলতান আহ্মদশাহ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া সদলে মালবাভিমুখে যাত্রা করেন।

গুর্জ্জরীয় সেনাদল সারঙ্গপুরে (জ্ঞানপুর) পৌছিলে, আহ্মদশাহ জনৈক বিচক্ষণ সেনাপতির হস্তে সৈনাপত্য অর্পণ করিয়া খান্জহানের (মালিক মোগী) বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। চোহর, ভিল্সা (বিদিশা) ও চন্দেরী হইতে পরি-চালিত মালিক মোগীর সেনাদল মাণ্ডুর সৈন্যসঙ্ঘের সহিত মিলিত না হইয়া পথিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হইলে, জয়ের বিলক্ষণ আশা ছিল। কিন্তু তাহার এই কৌশল ব্যর্থ হইয়া গেল। খান্জহান তাঁহার এই রণচাতুর্য্য অবগত হইয়া পূর্ব্বাহ্লেই মাণ্ডু-দুর্গে আসিয়া উপনীত হইলেন। গুর্জ্জরাধিপতি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গসমীপে আসিয়া পৌছিলেন।

খণ্ডযুদ্ধে সুবিধা হইবে না ভাবিয়া, মাহ্মূদ খিলিজি দুর্গমধ্যে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। থাকিয়া থাকিয়া অতর্কিতভাবে শত্রুদিগের উপরে আক্রমণ করা সহজ ভাবিয়া তিনি সেই উপায় অবলম্বনে বাধ্য হইলেন। অবশেষে রাত্রিযোগেই আক্রমণের আয়োজন হইল। আহ্মদ শাহ গুপ্তচর দ্বারা সংবাদ লইলেন। সেই রজনীর তমসান্ধ-কারে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রজনী প্রভাতে মাহ্মূদ সদলে পুনরায় দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যখন মাহ্মূদ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তখন আহ্মদশাহের পুত্র মহম্মদ খাঁ ৫ হাজার অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া সারঙ্গপুর জেলা অধিকার করেন। সে সময়ে হোসঙ্গ খাঁর পলাতক পুত্র উমার খাঁ চান্দেরীতে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। এইরূপে নানা স্থানে শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক উত্যক্ত হইলেও মাহ্মূদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই। তিনি বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত স্বীয় অধীনস্থ সৈন্যগণের মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। যাহাতে দুর্গমধ্যস্থ ব্যক্তিবর্গের খাদ্যাভাব না ঘটে এবং গুর্জ্জরীয় সেনাদল রসদ না পায়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন।

অধিককাল এইরূপে দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ থাকা যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া, তিনি ৮৪২ হিজরা তারাপুর দ্বার দিয়া সদলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ধীরে ধীরে সারঙ্গপুর-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কৈতাল (চম্বল) অতিক্রমকালে গুর্জ্জর-সেনানী মালিক হাজির সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হাজি পলায়নপূর্ব্বক মাহ্মূদ শাহের আগমন-বার্ত্তা স্বীয় প্রভুর সকাশে জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে গুর্জ্জর-রাজ স্বীয় পুত্র মহম্মদ খাঁকে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আদেশ দেন। মহম্মদ উজ্জয়িনীর পথে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতৃসকাশে উপনীত হইলে, সারঙ্গপুরের শাসনকর্ত্তা মাহ্মূদের সহিত যোগদান করেন। তবকৎ-ই আকবরী পাঠে জানা যায় যে, মাহ্মূদ মহম্মদ খাঁর পশ্চাৎ পশ্চাদনুগমন করিয়া উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সুযোগে উমার খাঁ চান্দেরী হইতে সারঙ্গপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। মাহ্মূদ এই সংবাদ পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ক্ষুদ্র শত্রুনাশের উদ্যোগ করিলেন।

উমার খাঁ মাহ্মূদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বীয় বিশিষ্ট সেনাদলের সাহায্যে তাঁহাকে গুপ্তভাবে নিধনকরণ-মানসে পথিমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। সৌভাগ্যক্রমে মাহ্মূদ সেই পথেই সেনাদল চালনা করিয়া উমারের সম্মুখীন হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া কাজে কাজেই উমারকে সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই যুদ্ধে উমার খাঁ নিহত হন।

এই সময়ে গুজরাতী সেনাদলের মধ্যে মড়ক উপস্থিত হওয়ায় আহ্মদশাহ সদলে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। তাহার রোগগ্রস্ত সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। আহ্মদ শাহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র সুলতান মহম্মদ গুর্জ্জর-রাজ্যের অধীশ্বর হন। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে চম্পানের দুর্গ অধিকার মানসে তিনি রাজা ত্রিভুবনদাসের পুত্র গঙ্গাদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গঙ্গাদাস দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। কিছুকাল অবরুদ্ধ থাকায় দুর্গ মধ্যস্থ সেনাদলের অন্নাভাবহেতু দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইল। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া মাণ্ডু-নরপতি সুলতান মাহ্মূদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মাহ্মূদ এই আমন্ত্রণে স্ফীত হইয়া গুর্জ্জরপতির প্রতিহিংসা-প্রতিবিধানার্থ মালবসীমান্তস্থ দাহোড় নগরে উপনীত হইলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর বিপক্ষদল অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর মাহ্মূদ স্বরাজ্যে ফিরিলেন (৮৫৪ হিজরা।)

মহম্মদকে ভীরু এবং রাজকার্য্য-পরিচালনে অক্ষম দেখিয়া সুলতান মাহ্মূদ গুজরাত আক্রমণের সুবিধা দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে মুসলমান-সাধু শেখ কমলের উত্তেজনায় তিনি গুজরাত আক্রমণে অগ্রসর হন। মহম্মদ তাঁহার আগমনসংবাদ পাইয়াই পোতারোহণপূর্ব্বক দীউনগরে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি রাজ্যরক্ষায় পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতেছেন শুনিয়া, ওমরাহগণ তাঁহার পত্নীকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া তাঁহার দ্বারাই ভীরু মহম্মদের খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিলেন।

৮৫৫ হিঃ মহম্মদ লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান কুতবউদ্দীন্ গুজরাতের সিংহাসনে উপবেশন করেন। এই সময়ে সুলতান মাহ্মূদ খিলিজি সদলে আসিয়া ভরোচ দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গাধিপ মালিক সীজী মর্জ্জান খাঁ তাঁহাকে আত্মসমর্পণ না করিয়া দুর্গরক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর সুলতান তথা হইতে বড়োদা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বড়োদা-লুণ্ঠনের পর তিনি শুনিলেন যে, সুলতান কুতবউদ্দীন্ আহ্মদাবাদের কতিপয় বীরচেতা পুরুষসাহায্যে মাহেন্দ্রী-তীরবর্ত্তী খানপুর বাঁকানীরে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই সংবাদে দর্পিত সিংহের ন্যায় মাহ্মূদ অগ্রসর হইয়া রাত্রিযোগে কুতবের শিবির আক্রমণের উদ্যোগ করেন। দিবাভাগে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয়। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উদ্ধত মাহ্মূদ পলায়ন করিলেন, তাঁহার বিখ্যাত সেনানী মুজঃফর খাঁ বন্দী ও পরে নিহত হইলেন।

ইহাতেও ভগ্নোদ্যম না হইয়া সুলতান মাহ্মূদ খিলিজি পুনরায় নাগোর আক্রমণে বহির্গত হইলেন। কুতবউদ্দীন্ তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য সৈয়দআতাউল্লাকে প্রেরণ করেন। শম্বরপ্রদেশে উভয় দলে সাক্ষাৎ হয়। মাহ্মূদ প্রথমেই ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে নাগোররাজ ফিরোজ খাঁর মৃত্যু হইলে, মুজাহিদ খাঁ রাজ্যাধিকারপূর্ব্বক ফিরোজের পুত্র সামস খাঁকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। সামস্ খাঁ কমলমীরে

আসিয়া রাণাকুম্ভের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, রাণা তাহার দুঃখে কাতর হইয়া নাগোরস্থ মুসলমানদিগকে বিপর্য্যস্ত এবং তন্নগর লুণ্ঠন করেন।

মুসলমানের নির্য্যাতনে ক্রুদ্ধ হইয়া, সুলতান কুতবউদ্দীন্ ৪৬০ হিঃ রাণার রাজধানী কমলমীর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে রাণা পরাজিত হইয়া প্রাণভিক্ষা করিয়াছিলেন। পর বৎসর ৮৬১ হিঃ (১৪৫৭ খৃঃঅঃ) কুতবউদ্দীন্ ও মাহ্মুদ খিলিজি একযোগে চিতোর আক্রমণ করেন। অবশেষে সন্ধি স্থাপিত হইলে যুদ্ধ নিবৃত্তি হয় ও মাহ্মুদ মন্দশোর প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর ৮৬৬হিঃ (১৪৬২ খৃঃ অঃ) নিজাম উল্‌মুলকের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া মাহ্মুদ খিলিজি দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে অগ্রসর হন। তিনি হুমায়ুন শাহের পুত্র নিজাম শাহকে বিদরযুদ্ধে পরাজিত করিয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই সময়ে নিজামের প্রার্থনানুসারে গুর্জ্জরপতি মাহ্মুদ বিগাড়া মালবরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। মাহ্মুদ খিলিজি এই সংবাদে গোণ্ডবানার পথে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে গোঁড়জাতি তাঁহাকে আক্রমণ করায় তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া গোণ্ডবানাপতিকে নিহত করিয়াছিলেন।

১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ খিলিজি পুনরায় দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন। এবারের আক্রমণে তিনি বিশেষরূপ লাভবান্ হন নাই। কিছুকাল নিরুদ্দেশ থাকিয়া তিনি পুনরায় ৮৭০ হিঃ ইলিচপুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। এই যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপিত হইলে, নিজামশাহ তাঁহাকে কেরলা প্রদেশ দান করিয়া অব্যাহতি পান। যাহা হউক, গুর্জ্জরপতি মাহ্মুদের মধ্যস্থতায় এবং তাঁহার শাসনভয়ে মালবপতি দাক্ষিণাত্য আক্রমণে বিরত হইলেন।

১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে (৮৭৩ হিঃ) মাহ্মুদ খিলিজি লোকান্তর গমন করেন। তৎপুত্র সুলতান গিয়াস্‌উদ্দীন্ মালবসিংহাসনে বসিলেন। গিয়াসের পুত্র সুলতান ২য় মাহ্মুদের রাজ্যকালে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরাধিপতি বাহাদুরশাহ মালব জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন।

মাহ্মুদ খাঁ তোগলক, দিল্লীর তোগলক-(পাঠান) বংশীয় শেষ সম্রাট্। ফিরোজ শাহ তোগলকের পৌত্র এবং মহম্মদ শাহের পুত্র। মহম্মদ বিন্ ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র হুমায়ুন শাহ ১মাস ১৬দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া গতাসু হইলে, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাহ্মুদখাঁ ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দশম বর্ষে নাশির উদ্ দুনিয়ার উদ্দীন্ মাহ্মুদশাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীসিংহাসনে আরোহণ করেন।

বালকরাজার রাজত্বকালে শাসনবিশৃঙ্খলতা এবং ওমরাহগণের অন্তর্বিপ্লবহেতু রাজ্য মধ্যে সামন্ত-রাজগণের একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে অনেক সামন্তরাজ দিল্লীর অধীনতাপাশ উন্মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া এই সময়ে মোগলপতি আমীর তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। মোগল-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মাহ্মুদশাহ গুজরাতের পত্তনাভিমুখে পলায়ন করেন। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার মতে ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এবং সরফউদ্দীন্ য়েজ্‌দীরের মতে ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর এই যুদ্ধ ঘটে।

মাহ্মুদকে পলায়নপর দেখিয়া তৈমুর শাহ যুদ্ধজয়ের অব্যবহিত পর দিবসেই দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি অগণন প্রভূত ধনরত্ন লইয়া অচিরেই পারস্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সুলতান মাহ্মুদশাহ গুজরাতে জাফরখাঁর এবং পরে মালবে আলপ্ খাঁর সাহায্যলাভে ব্যর্থমনোরথ হইয়া কনোজ-রাজধানীতে আগমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৈমুরের প্রস্থানের পর, ফিরোজশাহের পৌত্র এবং ফতেখাঁর পুত্র নসরৎখাঁ নসরৎ শাহ নামধারণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হইতে দিল্লী-দরবারে একবাল খাঁর প্রভুত্ব বাড়িয়া উঠে। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী-সিংহাসন একবাল খাঁর হস্তগত হয়। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে আমীর তৈমুরের মৃত্যুর পর একবাল খাঁ সুলতান মাহ্মুদকে পরাজয়-মানসে কনোজ আক্রমণ করেন। কনোজদুর্গ অবরোধ ও সুলতানকে পরাজিত করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তিনি পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পর বৎসর ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ সুলতানের সাহায্যার্থ সদলে দিল্লী-অভিমুখে অগ্রসর হন। ইত্যবসরে তিনি শুনিলেন যে, খিজির খাঁর সহিত ভীষণ যুদ্ধে একবাল খাঁ নিহত হইয়াছেন। কাজেই তাঁহাকে আর কিছুই করিতে হয় নাই।

একবাল খাঁর মৃত্যুসংবাদে, আশান্বিত হইয়া সুলতান মাহ্মুদ শাহ দিল্লী-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং উক্ত বর্ষের ডিসেম্বর মাসে তিনি দ্বিতীয়বার দিল্লী-সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ আর তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদান করিয়া পরস্পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৪১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সুলতান মাহ্মুদের মৃত্যু হয়। তাঁহা হইতেই দিল্লীসাম্রাজ্য তুর্কজাতির হস্তচ্যুত হইয়াছিল এবং দৌলতখাঁ লোদী সিংহাসন অধিকার করেন।

মান্মূদ গবান, জনৈক রাজনৈতিক মুসলমান। সাধারণতঃ মালিক উৎ-তজ্জার খ্বাজা জহান নামে প্রসিদ্ধ। ইনি দাক্ষিণাত্যের, বাহ্মণীরাজা নিজাম শাহের উজীর ছিলেন। ২য় মহম্মদের রাজত্বকালে বকিল্‌উস্‌-সুলতানের কার্য্য ইহার উপর ন্যস্ত হয়। তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে রাজার অপ্রীতিভাজন করিবার নিমিত্ত সতত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পরিশেষে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে জালিয়াতের অভিযোগ আনিলেন। রাজা উপযুক্ত অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। মান্মূদ বিশেষ সুশিক্ষিত লোক ছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই নীতি-কৌশলে দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গ সশঙ্কিত হইয়াছিল। পদ্য ও গদ্য রচনায় তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি মহম্মদশাহের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া একটী পদ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি রৌজাৎ-উল্‌-হন্‌সা এবং অন্য কয়েকটী পদ্য লিখিয়া যান। ইনি মৌলানা আবদুল রহমন্‌ জামীর অনুরূপ লোক ছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে চিঠী পত্রাদি বিনিময় হইত। মহম্মদের কয়েক খানি চিঠী তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

মান্মূদ ঘোরী (গিয়াস্‌উদ্দান), ভারতবিজেতা গিয়াস্‌-উদ্দান্‌ মহম্মদ ঘোরীর পুত্র ও সহাবউদ্দীন্‌ মহম্মদ ঘোরীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি ১২০৬ খৃষ্টাব্দে ঘোর ও গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবশেষে তিনি তাজউদ্দীন্‌ এলদুজ্‌কে গজনীর সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু ঘটে।

মান্মূদ তাব্রিজী, তাব্রিজবাসী জনৈক মুসলমান-কবি। ইনি মিফ্‌তাহ্‌-উল্‌-য়াজাজ্‌ নামক স্বীয় গ্রন্থে সুফীমতের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

মান্মূদ তিস্তরী (শেখ), গুলশান্‌-এ-রাজ নামক কাব্য-প্রণেতা। জন্মভূমি তিস্তর নগরেই ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করিবার তিন বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মান্মূদ পর্শা (খ্বাজা) [মহম্মদ পার্শা দেখ।]

মান্মূদ মোল্লা, [মহম্মদ মোল্লা দেখ।]

মান্মূদ লোদী, বিহারের জনৈক পাঠান-শাসনকর্ত্তা (১৫২৯খৃঃ), সিকন্দর লোদীর পুত্র। শুরবংশীয় প্রসিদ্ধ পাঠান-সর্দ্দার ইহাঁর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বাবরশাহ মান্মূদকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

মান্মূদ বিগাড়া, গুজরাতের জনৈক বিখ্যাত সুলতান। সুলতান মহম্মদ শাহের পুত্র। ইনি বিবি মোগলীর গর্ভজাত, সুতরাং সুলতান কুতব্‌উদ্দীন্‌ শাহের বৈমাত্রেয়-ভ্রাতা। ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা আদর করিয়া পুত্রের ফতে খাঁ নাম রাখিয়া দেন।

সুলতান কুতব উদ্দীন্‌ বৈমাত্রেয়ের নিধনসাধনে ষড়যন্ত্র করেন। মাতা মোগলী পুত্রের মঙ্গল কামনায় তাঁহাকে লইয়া স্বীয় ভগিনীপতি শাহ আলমের (ইনি গুর্জ্জরস্থ প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু বুর্হাণ উদ্দীনের পুত্র) গৃহে লইয়া লুকাইয়া রাখেন। কুতবশাহ এই সংবাদে কুপিত হইয়া শাহ আলমের গৃহ ধ্বংস করণমানসে রসুলাবাদ নগর লুণ্ঠন করিতে আদেশ দেন। এই লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি স্বীয় অস্ত্র দ্বারা আহত হন। ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর দাউদশাহ নামক তাঁহার কোন আত্মীয় গুজরাতের মসনদে আরোহণ করেন। এই ব্যক্তি সপ্তাহ কাল মাত্র গুজরাতের রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাপীড়ন ও কৃপণতায় উত্ত্যক্ত হইয়া ওমরাহগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ফতে-খাঁকে রাজা মনোনীত করেন। তিনি সুলতান দীন্‌ পানা মান্মূদশাহ উপাধি ধারণ করিয়া গুর্জ্জর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৪৫৯খৃঃঅব্দ)। বীর্য্য, বুদ্ধি, ন্যায়পরতা, দয়াপ্রভৃতি সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত থাকায় তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সাধারণ্যে মান্মূদ বিগাড়া নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি জুনাগড় ও চম্পানের দুর্গ জয় করেন বলিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে বি(দ্বি)গাড়া নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ তাঁহার বুদ্ধির গভীরতা দেখিয়া অথবা তাঁহাকে দুর্দ্ধর্ষ জানিয়া 'বিগাড়' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

তাঁহার রাজ্যারোহণের কএক মাস পরেই, ওমরাহদিগের একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক মান্মূদ রাজ্যারোহণের প্রথমেই এই বিপজ্জনক বিপ্লব সংঘটন দেখিয়া বিচলিত হইলেন। অবশেষে তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই বিদ্রোহ-দমনে সমর্থ হন। এই সময়ে কএকজন প্রসিদ্ধ ওমরাহ নিহত হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক অসাধারণ-বুদ্ধিবলে বিপজ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় রাজ্যতন্ত্র-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হন। তদনুসারে তিনি আপন বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচর মালিক হাজি, মালিক তোঘান্‌, মালিক বহাউ-দ্দীন্‌, মালিক আইন, মালিক কালু ও মালিক সারঙ্গ প্রভৃতিকে রাজকার্য্যের প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি রাজশক্তি-বৃদ্ধির জন্য সেনাসংখ্যা পরি-বর্দ্ধিত করেন। তাঁহার অধিকার কালে গুজরাতরাজ্য

অতুলনীয় সমৃদ্ধিতে ভূষিত হইয়াছিল। পথে ঘাটে দস্যুভয় ছিল না। দরবেশ ও বণিক্‌গণ স্বচ্ছন্দ মনে যথা তথা ভ্রমণ করিতে পারিত। তাঁহার সুশাসনে গুজরাত-রাজ্য শান্তি-নিকেতন হইয়াছিল।

সেনাদলের বেতন ব্যতীত, যে সকল জায়গীর তাহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ জায়গীর তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ ভোগ দখল করিবে, এরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করা হইল। আমীরদিগের পক্ষেও ঐ নিয়ম ধার্য্য হইয়াছিল। কোন সেনাই অপর মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে পারিবে না। যে উত্তমর্ণ রাজসৈনিককে টাকা কর্জ্জ দিবেন, তিনি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। সৈনিকের কোন টাকার আবশ্যক হইলে, রাজদ্বারে আবেদন করিয়া খৎ লিখিয়া টাকা ধার করিতে হইবে। ইহাতে দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হয়। সৈনিকগণ রাজানুগ্রহে প্রীত থাকিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিত। ইচ্ছামত টাকা কর্জ্জ করিতেও তাহাদের স্পৃহা হইত না। যে হেতু উপরিতন কর্ম্মচারীদিগকে জানাইয়া বিরক্ত করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত রাজ্যের অনর্থকারী উত্তমর্ণগণের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি খোরাসানের সুপ্রসিদ্ধ রাজা সুলতান হুসেন মীর্জ্জা, তাঁহার প্রধান উজীর মীর আলী শের, মৌলানা হাজি, দিল্লীশ্বর সিকেন্দর বিন্‌-বহ্‌লোল্‌লোদী ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী মিঞা ভুবাস্ক লোহানী, মাণ্ডুরাজ মান্দ খিলিজির পুত্র গিয়াস্ উদ্দীন্ এবং দাক্ষিণাত্যের সুবিখ্যাত রাজা মান্দ শাহ বাহ্মণী ও তাঁহার রাজনীতিকুশল উজীর মালিক নিশান (মালিক গবান্) প্রভৃতির প্রবর্ত্তিত পন্থার অনুসরণ করিয়া শাসনসম্পর্কীয় এবং রাজকীয় যাবৎ কার্য্য করিতেন।

তাঁহার অধিকারকালে ধান্যাদি শস্য কখনও মহার্ঘ হয় নাই। যে সকল প্রজা বিভিন্ন দেশজাত বৃক্ষরোপণে যত্ন করিত, তিনি তাহাদিগকে অর্থদানে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার উৎসাহে ফির্দৌস ও সাবানের প্রসিদ্ধ উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে কূপাদি খনন এবং ভগ্ন অট্টালিকাদির জীর্ণসংস্কারকল্পে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

সুলতান মান্দ যদিও ব্যবহার-শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন না, তথাপি সাধুসঙ্গে থাকায় তাঁহার ন্যায়পর-বিচারে বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। শেখপুরানগর-প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ মুসলমান-সাধু শেখ সিরাজ উদ্দীন্ তাঁহার গুরু এবং প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। ইঁহার অনুমতি ব্যতীত তিনি কোন গুরুতর কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না।

১৪৬০-১৪৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সদলে কপ্পরবঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করেন। শেষোক্ত দুই বর্ষে মাণ্ডুরাজ মান্দ খিলিজিকে দমন ও নিজামশাহকে সহায়তাদান ব্যতীত তাঁহার পূর্ব্বোক্ত দুইটী অভিযানে আর কিছুই ঘটে নাই। ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তেলিঙ্গনায় সেনাদলের সাহায্যে বাভর-পর্ব্বতবাসী হিন্দুরাজকে পরাজিত করিয়া বাভরদুর্গ অধিকার করেন।

১৪৬৭খৃষ্টাব্দে গির্ণর ও জুনাগড়ের রাজা রাও মাণ্ডলিককে বিদ্রোহাচারী দেখিয়া তিনি সদলে গির্ণর অভিমুখে যাত্রা করেন। জুনাগড় পর্ব্বতমালার সানুদেশে আসিয়া উপরোক্ত দুর্গদ্বয়ের অধিকারমানসে তিনি শাহজাদা তোগলকর্খাকে মহাবল গিরিসঙ্কট দিয়া অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। অন্যান্য সেনাদল বিভিন্ন সেনানায়কের অধীনে রক্ষিত হইল। রাও মাণ্ডলিক স্বল্প মাত্র সেনা নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে যখন সুলতান স্বীয় বিশালবাহিনী লইয়া বিপক্ষদলের সম্মুখীন হইলেন, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি স্বীয় স্বল্পসংখ্যক সেনাদল সঙ্গে লইয়া সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। ক্ষণকালমাত্র যুদ্ধ করিয়া তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ ভাবিয়া বনভূমিতে আশ্রয় লইল। রণে জয়লাভ করিয়া সুলতান নগর অবরোধ করিলেন। তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া মাণ্ডলিক আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। সুলতান তাঁহার কাকুতি মিনতিতে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অবরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় রাও মাণ্ডলিককে পরাজিত করিয়া তাঁহার স্বর্ণছত্র ও রাজ-আভরণাদি লুণ্ঠন করিয়া আনেন।

১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় জুনাগড় আক্রমণ করেন। রাও মাণ্ডলিক উপায়ান্তর না দেখিয়া সুলতানের হস্তে জুনাগড়দুর্গ সমর্পণপূর্ব্বক গির্ণরদুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এখানে আসিবার পর, তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর বিশালের (এই ব্যক্তি মাণ্ডলিকের পক্ষে রসদাদি সংগ্রহকর্ত্তা এবং সকল বিষয়ে তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা) সহিত তাঁহার বিরোধ বাধে। বিশাল বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোপনে সুলতানকে আমন্ত্রণ করেন। সুলতান এই সংবাদে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া জুনাগড়ে উপস্থিত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর এই পার্ব্বত্য দুর্গও তাঁহার হস্তগত হইল। অবশেষে রাও মাণ্ডলিক ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া খান্ আমাস উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

সুরাট জয় করিয়া তিনি চম্পানেরের রাজদ্রোহী নরপতি গঙ্গাদাসের পুত্র জয়সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই সময়ে মাণ্ডুরাজের সহযোগে তিনি দাভোই ও বড়োদা প্রদেশে বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়াছিলেন। সুলতানের সেনাসংখ্যা-

দর্শনে ভীত হইয়া বিদ্রোহাচরণে বিরত হন। অতঃপর ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি সিন্ধুপ্রদেশবাসী সুমারা ও সোড়া রাজগণকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত গমন করেন। ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশের বিদ্রোহিগণ তাঁহার হস্তে বিশেষরূপ নির্জ্জিত এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্রগণ বন্দিভাবে জুনাগড়দুর্গে আনীত হয়। পর বৎসরে তিনি জগৎ (দ্বারকা) এবং শঙ্খোধাররাজকে পরাজিত করিয়া সমুচিত দণ্ড বিধান করেন।

১৪৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় চম্পানের-দুর্গ-জয়াভিলাষে অগ্রসর হন। প্রথমে মালবরাজ গিয়াস্ উদ্দীনের সাহায্যে তিনি (রাবল) সুলতান মাহ্মূদের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে গিয়াস্ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, রাবল-ভূপতি আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া দুর্গ সমর্পণ করিলেন। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে দুই বৎসর যুদ্ধের পর চম্পানের-দুর্গ মুসলমানরাজের হস্তগত হইয়াছিল।

চম্পানেরের রাবল রায় পতাই এবং তাঁহার মন্ত্রী ধঙ্গরসিংহ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ না করায় ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে সুলতানের আদেশে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিলেন। এখানকার জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ দেখিয়া মাহ্মূদ এই নগরের মহম্মদাবাদ নাম দিয়া তথায় রাজভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

১৪৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি দভোলের শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে জল ও স্থলপথে সেনা প্রেরণ করেন। সুলতান মাহ্মূদ বাহ্মণী এই যুদ্ধে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে মোরাসা-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা আলফ খাঁ বিদ্রোহী হইলে সুলতান তাহাকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত অগ্রসর হন। আলফ খাঁ মৌলাজাদা বশ্যতা স্বীকার করিলে, তিনি ৯০১ হিঃ তাহাকে স্বপদে অধিষ্ঠিত রাখিয়া ইদর ও বাগর-প্রদেশ জয় করিতে গমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি বহু ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন।

১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে আদিল খাঁ ফরুখী রাজকর দিতে অশক্ত হওয়ায়, তিনি আশীর দুর্গ আক্রমণ করেন। তাপ্তী নদীতীরে সুলতানের শুভাগমন হইলে, আদিল খাঁ ভীত হইয়া রাজকর প্রদানপূর্ব্বক ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে, মাহ্মূদ তাঁহাকে মার্জ্জনা করিয়া মন্দবাড়ে উপনীত হন। এখান হইতে তিনি থালনীর, ধম্মান প্রভৃতি দুর্গ পরিদর্শন করিয়া মহম্মদাবাদে ফিরিয়া যান।

১৫০৭ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয়গণ (পর্ত্তুগীজ) বসাই ও মহাইম্ (মাহিম) নগরে বিদ্রোহী হইলে তিনি সদলে তাহাদিগের অত্যাচার-নিবারণার্থ অগ্রসর হন। মুসলমান-সেনানী মালিক আজিজের নিকট পর্ত্তুগীজগণ বিশেষরূপে নির্জ্জিত হইয়াছিলেন। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি আশীর দুর্গ জয় করিয়া স্বীয় দৌহিত্র আলম্ খাঁ বিন্ হাসন খাঁকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে (৯১৬ হিঃ) তিনি পত্তন-অভিমুখে অগ্রসর হন। এখানে আসিয়া তিনি মৌলানা মুইনুদ্দীন্ কাজেরুণী ও মৌলনা তাজ উদ্দীন্ শিবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঈশ্বরতত্ত্বের বিশেষ আলোচনা করেন। চারি দিন এখানে থাকিয়া তিনি আহ্মদাবাদে গমন করিলেন। সরখেজ নগরে আসিয়া তিনি শেখ আহ্মদ খাটুর সমাধিমন্দির সন্দর্শন করেন।

আহ্মদাবাদে আসিয়াই তিনি পীড়িত হন। তিন মাস রোগভোগের পর তাঁহার জীবলীলা অবসানপ্রায় দেখিয়া তিনি স্বীয় প্রিয় পুত্র শাহজাদা খলীল খাঁকে রাজকার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশ দিবার জন্য বড়োদা হইতে ডাকাইয়া পাঠান, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় খলীল উপনীত হইবার পূর্ব্বেই ৯১৭ হিঃ রোমজানে ৫৪ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি ভবলীলা সম্বরণ করেন।

মাহ্মূদশাহ, (১ম) বাঙ্গালার জনৈক পাঠান-শাসনকর্ত্তা। ইনি ১৪৪২-৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাহ্মূদাবাদ নগরের টাঁকশালে নামাঙ্কিত যে সকল মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি বগুড়া নগরের ৭ মাইল উত্তরস্থ মহাস্থানগড়ে পাওয়া গিয়াছে। ইহার পুত্র বার্ব্বাক শাহের কীর্ত্তি দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপিও বিদ্যমান।

মাহ্মূদশাহ, (৩য়) বাঙ্গালার জনৈক পাঠান সুলতান। আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহের পুত্র, সুপ্রসিদ্ধ নসরৎশাহের ভ্রাতা। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে মতান্তরে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে শের খাঁর সেনানী খাবাস্ খান্ বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। মাহ্মূদ পলাইয়া চুণার-দুর্গে মোগলপতি হুমায়ুন শাহের আশ্রয় লন। হুমায়ুন সদলে আসিয়া গৌড় ও পাটনা অধিকার করেন। হুমায়ুন প্রত্যাবৃত্ত হইলে, শেরশাহ পুনরায় বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন।

মাহ্মূদশাহ ২য়, মালবরাজ সুলতান নাসিরউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র। ইতিহাসে তিনি সুলতান মাহ্মূদ বিন্ নাসিরউদ্দীন্ নামে প্রসিদ্ধ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ১৫১১ খৃষ্টাব্দে মালবসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরে মালবস্থ ওমরাহগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করণান্তর তদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা মহম্মদকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

অতঃপর মাহ্মূদ সেনাবল সংগ্রহ করিয়া মাণ্ডুদুর্গ অবরোধ-

পূর্ব্বক মহম্মদকে তাড়াইয়া দেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া মহম্মদ গুর্জ্জরপতি ২য় মুজঃফরের শরণাপন্ন হন। সুলতানের সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই মালবের আমীরদিগকে বিদ্রোহী দেখিয়া তিনি সুলতান মুজঃফরের অনভিমতে মালবে আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করেন। মুসলমান আমীরদিগকে এই বিদ্রোহব্যাপারে লিপ্ত দেখিয়া সুলতান মাহ্মূদ স্বীয় বিশ্বস্ত অনুচর মেদিনীরাওর প্রতি সৈন্যাপত্য প্রদান করিলেন। এমন কি, সেই সময়ে মেদিনীরাও সমগ্র মালবের একরূপ হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হিন্দুর এইরূপ উন্নতিপথ রোধ করিবার জন্য স্বয়ং সুলতান মুজঃফর মালব যাত্রা করিলেন। যুবরাজ সিকন্দর খাঁ গুর্জ্জরী সেনাদলের অধিনায়ক হইলেন, কিন্তু কিছুতেই মেদিনীরাওকে পরাভব করিতে সমর্থ হইলেন না।

মেদিনীরাওকে মালব রাজ্যে প্রকৃত রাজশক্তি পরিচালন করিতে দেখিয়া সুলতান মাহ্মূদ গুর্জ্জরপতির সাহায্য-প্রার্থনা করেন। অবশেষে তিনি জনৈক বিশ্বস্ত রাজপুত অনুচরের সাহায্যে স্বীয় মহিষীকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিকালে অশ্বারোহণে গুর্জ্জরাভিমুখে পলাইয়া আসিলেন। গুর্জ্জরাধিপ তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

চতুর মেদিনীরাওকে দণ্ড দিবার জন্য গুর্জ্জরাধিপতি সদলে বহির্গত হইলেন। মালবসীমান্তে দেবল নগরে মুজঃফরসৈন্য উপস্থিত হইলে মেদিনীরাও যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া স্বয়ং ধারা-নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সাদীখাঁ, রায় পিথোরা, ভীমকর্ণ, বদন খাকু ও উগ্রসেনের হস্তে মাণ্ডুদুর্গের রক্ষাভার সমর্পিত হইয়াছিল। শত্রুবল অধিক জানিয়া মেদিনীরাও উজ্জয়িনী অভিমুখে পলায়ন করিয়া রাণার শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে তাঁহার পরামর্শ মতে মাণ্ডুদুর্গে অবরুদ্ধ সেনামণ্ডলী সুলতান মুজঃফরের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। মুজঃফর তাঁহার ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া তদ্দণ্ডেই মাণ্ডুদুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। যুদ্ধে বহু সংখ্যক হিন্দু প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। মাহ্মূদ পুনরায় মালবের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

১০২৫ হিজিরায় সুলতান মাহ্মূদ খিলিজি সর্দ্দার ভীমকর্ণকে গাগ্রোণ সরকারে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ভীমকর্ণ বন্দী ও নিহত হন। এই সূত্রে রাণার সহিত তাঁহার বিবাদ বাধে। রাণা সঙ্গ তাঁহাকে বন্দী করিয়া চিতোরে লইয়া যান। চিতোরে রণক্ষত আরোগ্য হইলে রাণা তাঁহাকে সসম্মানে মাণ্ডুদুর্গে পাঠাইয়া দেন।

১৫২১ খৃষ্টাব্দে মন্দশোর অবরোধকালে তিনি রাণার বিরুদ্ধাচারী হইয়া গুর্জ্জরাধিপের পক্ষে সেনাচালনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি শঠতাপূর্ব্বক ছলে ভুলাইয়া রাণা-সঙ্গের নিকট হইতে স্বীয় বন্দী পুত্রের উদ্ধার সাধন করেন।

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় মিবার রাজ্যের কতকাংশ লুণ্ঠন করেন। তদনন্তর তিনি শিবাসের ও শিলহারীর শাসনকর্ত্তা এবং সিকন্দর খাঁর প্রাণসংহারে প্রয়াস পান। তাঁহার এই আচরণে বিরক্ত হইয়া সুলতান বাহাদুর শাহ তাঁহাকে বিশেষ তিরস্কার করেন। ইহাতেও তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না। তিনি গুর্জ্জরপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইয়াও আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন। সুলতান বাহাদুর শাহ তাঁহার এই অপমানজনক প্রত্যাখ্যানে মর্ম্মপীড়িত হইয়া মাণ্ডুনগর অবরোধ করিলেন। গুর্জ্জরী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব জানিয়া, তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি সপুত্র বন্দীভাবে গুজরাতে আনীত হন।

তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে বিভিন্ন ইতিহাসে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ আছে। মিরাত-ই-সিকন্দরী পাঠে জানা যায় যে, মাহ্মূদ খিলিজি গুর্জ্জরী সেনানায়কে পরিবৃত হইয়া গুজরাতে প্রেরিত হইতেছিলেন। তাঁহারা দাহোড়ে উপনীত হইলে ধঙ্গরপুরের রাজা উদয়সিংহ তাঁহাকে উদ্ধারমানসে স্বীয় কোলী সৈন্য সঙ্গে লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হন। রক্ষীদল আপনাদিগকে এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত বোধ করিয়া সুলতান মাহ্মূদকে নিহত করেন। তারিখ-ই-অকবরী ও তারিখ-ই-অসেফি পাঠে জানা যায় যে, রণে পরাজিত হইয়া তিনি বাহাদুর শাহকে অপমানজনক কটূক্তি করিলে, সুলতান ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করেন। কোন কোন ইতিহাসে লিখিত আছে, তাঁহাকে বন্দীভাবে চম্পানের-দুর্গে প্রেরণকালে পথিমধ্যে গুপ্তভাবে নিহত করা হয় অথবা তিনি স্বভাবতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর মালব-রাজ্য গুজরাতরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর গুজরাতের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা কাদের খাঁ, সুজা খাঁ ও বাজ বাহাদুর মালব রাজ্য শাসন করেন। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে বাজ-বাহাদুরের হস্তচ্যুত হইয়া মালবরাজ্য অকবর শাহের মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

মাহ্মূদশাহ্, তৈমুরশাহের পুত্র। [মহম্মদ শাহ দেখ।]

মাহ্মূদশাহ্ (১ম ও ২য়) দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণী-বংশের দুই জন মুসলমান সুলতান। [মহম্মদ শাহ ও বাহ্মণীবংশ দেখ।]

মাহ্মূদশাহ্ (১ম), গুজরাতের জনৈক সুলতান। [মাহ্মূদ বিগাড়া দেখ।]

মাহ্মুদ শাহ (২য়), গুর্জ্জরপতি মুজঃফরশাহের পুত্র। [২য় মহম্মদ শাহ দেখ।]

মাহ্মুদশাহ (৩য়), গুজরাতের জনৈক রাজা। লতিফ খাঁর পুত্র। [মহম্মদশাহ ৩য় দেখ।]

মাহ্মুদ শাহ (১ম), মালবের খিলিজিবংশীয় জনৈক নরপতি। [মাহ্মুদ খাঁ খিলিজি দেখ।]

মাহ্মুদ শাহ (২য়) মালবরাজ নাসিরউদ্দীনের পুত্র। [মহম্মদ শাহ ২য় দেখ।]

মাহ্মুদ শাহ পূরবী, [মহম্মদশাহ পুরবী দেখ।]

মাহ্মুদ শাহ শর্কী, জৌনপুরের জনৈক সুলতান। [মহম্মদ শাহ শর্কী দেখ।]

মাহ্মুদ শাহ তোগলক, (সুলতান), [মহম্মদ খাঁ তোগলক দেখ।]

মাহ্মুদ, সুলতান (১মও ২য়), কনস্তান্তিনোপলের দুই জন সম্রাট্। [মহম্মদ সুলতান ১ম ও ২য় দেখ।]

মাহ্মুদাবাদ, অযোধ্যা-প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ১৩০ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সীতাপুর হইতে বহরামঘাট যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৭°১১´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮১° ৯´ ৪৫´´ পূঃ। এথানে পিত্তল-নির্ম্মিত বাসনের বিস্তৃত কারবার আছে। ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে মাহ্মুদ খাঁ নামক এখানকার জনৈক তালুকদার এই নগর স্থাপন করেন।

মাহ্মুদাবাদ, গুজরাতের অন্তর্গত একটী নগর।

মাহ্মুদী, গুজরাতে প্রচলিত মুদ্রা বিশেষ। সুরাটে এই মুদ্রা প্রস্তুত হইত একটী মাহ্মুদ মুদ্রার মূল্য ১২ পেন্স বা ২৭ পয়সা।

মাহ্মুদ সমর্কন্দী, (মৌলানা) সমর্কন্দবাসী জনৈক মুসলমান সাধু। কাব্যশাস্ত্রে ইহাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। দাক্ষিণাত্য হইতে স্বদেশযাত্রাকালে শঙ্খোধারের হিন্দু নরপতি ভীম কর্ত্তৃক ইহাঁর পোতাদি লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সুলতান মাহ্মুদ বিগাড়া এই অত্যাচারের প্রতিবিধানার্থ ভীমকে পরাজিত ও নিহত করেন।

মি(ঞ) ক্ষেপ, স্বাদি০ উভয়০ সক অনিট্। মিনোতি, মিনুতে। লুঙ্ অমাসীৎ অমাস্ত। মি-ণিজাৎ ক্রিমপ্ চ—মিত্রিম। অনুমি—ব্যাপ্তি হেতুক পরামর্শাধীন জ্ঞান। উপ-মি—সাদৃশ্যহেতুক জ্ঞানভেদ। প্র-মি—যথার্থ জ্ঞানবিশেষ।

মিং, চীনদেশের একটী জাতি। এই জাতি ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত চীনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা চু-ইয়েন-চাং একজন শ্রমজীবীর পুত্র। যৌবনে তিনি কোন বৌদ্ধমঠে একজন ভৃত্য ছিলেন। পরে মোঙ্গলীয়গণ চীন আক্রমণ করিলে, তিনি দলপতি হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অবিলম্বে তিনি একটী বৃহৎ সেনাদলের অধিনায়ক হইলেন এবং তাহাদের সাহায্যে চীন-সাম্রাজ্যের ১৩টী প্রদেশ লইয়া নূতন রাজ্য গঠন করিলেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধবিশারদ নৃপতি কেহই ছিলেন না।

তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই, প্রাচীন কালের তাং এর ন্যায় এই মর্ম্মে অনুশাসনপত্র বাহির করেন যে, তিনি চীনে রাজ্যশাসন করিবার জন্য স্বর্গ হইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। (তাং ১৭৬৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এইরূপ অনুশাসনপত্র বাহির করিয়া হিয়াবংশের রাজাকে তাড়াইয়া দিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।)

তিনি প্রজাপুঞ্জের সহানুভূতি লাভ করিবার জন্য যে যেরূপ কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহাকে সেইরূপ কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছিলেন। জাতীয় ভাষায় শ্রীবৃদ্ধিসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি অতীতকীর্ত্তিকলাপ ও বিলুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত বিদ্যাচর্চ্চা জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে শিক্ষা, সভ্যতা, শিল্প ও বাণিজ্য চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। চীনের তদানীন্তন শিক্ষাসভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া দেশদেশান্তর হইতে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ তথায় আগমন করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজগণ মকাও প্রাপ্ত হইয়াছিল। রোম হইতে জেসুট-ধর্ম্মযাজকগণ এখানে আসিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ও কনফুচির মত প্রভৃতির আন্দোলনে চীনে উচ্চ দার্শনিক ভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল।

জেসুট-ধর্ম্মযাজক মাটিও রিসি চীনভাষার দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া তাহাতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষানৈপুণ্যে চীনবাসিগণ এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, সি-কুয়াং-টি নামক একজন চীনদেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত জেসুটধর্ম্ম সমর্থন করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে চীনভাষায় সুবৃহৎ অভিধান-গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। উহা ২২০০০ ভাগে বিভক্ত এবং সমস্ত গ্রন্থের পত্রসংখ্যা ১১ লক্ষ। চীনের সুপ্রসিদ্ধ রাজকীয় গ্রন্থালয়ে ও হার্বালে এই সময়ে ১০ লক্ষ পুস্তক ছিল। পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রজাবিদ্রোহে মিং-বংশ সিংহাসনচ্যুত হয়, এবং একজন মাঞ্চু-সর্দ্দার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মিকাডো, জাপানের সম্রাট্দিগের উপাধিবিশেষ।

মিকির (মীকির), আসামের অন্তর্গত নওগাঁ জেলাস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশ। এই স্থান নাগা পাহাড়ের উত্তরে অবস্থিত এবং

গারো পাহাড় হইতে পাটকাই পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বদিকে এই পাহাড়ের উপত্যকা দিয়া ধান্সেশ্বরী নদী, এবং দক্ষিণপশ্চিমদিক্ দিয়া দিবং, যমুনা ও কপিলানদী প্রবাহিত হইয়াছে।

২ পার্ব্বত্য-জাতিবিশেষ। ইহারা পূর্ব্বে জয়ন্তী শৈল হইতে আসামে যাইয়া বাস করিয়াছে। নওগাঁ হইতে কাছাড় পর্য্যন্ত স্থানে ইহারা বাস করে। কিন্তু নওগাঁয়েই ইহাদের প্রধান আড্ডা। ইহাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইবে। আসামের পার্ব্বত্য জাতিদিগের মধ্যে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা শান্তপ্রকৃতি ও পরিশ্রমী। অন্য কোন জাতির সহিত ইহাদের সংস্রব নাই। ইহারা ৪ সম্প্রদায়ে বিভক্ত,—হুমরালি, চিন্তুং, রংকং এবং আম্‌রি। ইহাদের প্রত্যেকটার আবার ৪টী করিয়া বিভাগ আছে। ইহারা সগরে বিবাহ করে না। পার্ব্বত্যক্ষেত্রে তুলা ও ধান্যের চাষ করিয়া থাকে। 'ঝুম' চাষও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

'কুদ্দাল' (কোদাল) ইহাদিগের কর্ষণাস্ত্র। ইহারা গবাদি পশুপালন এমন কি, অত্যন্ত অপবিত্র বোধে তাহার দুগ্ধ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। সভ্যতার ক্ষীণালোকে ইহাদের কুসংস্কারের অন্ধকার কিছু কিছু বিদূরিত হইতেছে। এক্ষণে ইহারা হলচালনা আরম্ভ করিয়াছে। সাধারণতঃই এক পরিবারের সমস্ত ব্যক্তিই এক গৃহে বাস করিয়া থাকে।

অরণেম্‌কোঠে ইহাদের সর্ব্বপ্রধান দেবতা। পশ্চিমে মিকিরের নিকট ইহার নাম হাজাই। ইহারা দেবতার উদ্দেশে বলি দিবার জন্য শূকর ও মুরগী পুষিয়া থাকে। প্রতিগ্রামেই পূজার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘমাসের প্রথম দিনে মহাসমারোহে পূজা হইয়া থাকে। পূজার পূর্ব্বদিনে পূজাস্থান পরিষ্কৃত এবং বন্য কদলীপত্রে সমস্ত ভূমি আচ্ছন্ন হয়। তাহার উপরে পূজার ফুল এবং চাউল সজ্জিত হইতে থাকে। তৎপরে বধ্যশূকরশিশু সেই স্থলে আনীত হয়। তৎপরে বেজ বা পুরোহিত বধ্য পশু ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—"আমরা সোপকরণ নৈবেদ্য ও পশুবলি দ্বারা আপনার পূজা করিতেছি—আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের জাতীয় কল্যাণ সাধন করুন।" তৎপরে দেবতাকে পক্কান্ন ও পশুরক্ত উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। শেষে সকলে প্রসাদ পায়। বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিন সমস্ত গ্রামবাসী একত্র হইয়া এই জাতীয় উৎসব সম্পন্ন করে।

এই জাতি অসংখ্য ভূত ও পিশাচ প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। ভূতগণের নানা বিভাগ আছে। পার্ব্বত্য, আরণ্য, জলাধিষ্ঠাতা প্রভৃতি। প্রধান গৃহভূতের নাম মুফ্‌রাং ও পেং। প্রত্যেক গৃহস্থকে মাসে দুইবার করিয়া গৃহভূতের পূজা করিতে হয়। বুদ্ধিমান্ লোকে আবার নানা প্রকার নূতন ভূতের আবিষ্কার করে। ইহাদের মতে সমস্ত পীড়াই ভূতগণের দ্বারা ঘটিয়া থাকে।

মৃত আত্মীয়গণই অনেক সময়ে ভূত হইয়া থাকে। ইহারা মৃতদেহ পোড়ায়। প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে পশু বলি দেওয়া হয় এবং কএক দিন পর্য্যন্ত মহাসমারোহে পান, ভোজন, নৃত্য, গীতাদি হইয়া থাকে। এইরূপ মহাআনন্দসহকারে ইহারা শোক প্রকাশ করে। ফলতঃ কেহ মরিলে ইহাদের আমোদের সীমা থাকে না। কেহ কেহ মৃতের স্মরণার্থ প্রস্তরস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া তদুপরে সময়ে সময়ে অন্নজল প্রদান করে।

ইহাদের মধ্যে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত। যাহার আহারের সংস্থান আছে, সে বহুবিবাহ করিতে পারে। দরিদ্রগণ বিবাহ করে না। পিতামাতা পুত্রকন্যার বিবাহ দেয় না। বরকন্যার পরস্পর প্রণয় হইলেই বিবাহ হয়। বর কন্যার মনোরঞ্জন করিতে পারিলে কন্যার পিতাকে কিছু ধেনো মদ উপহার দেয়। বিবাহের পরে বরকে দুই বৎসর কন্যার গৃহে থাকিতে হয়। পরে সে স্বগৃহে স্ত্রীকে আনিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা পুরুষের সমান। যোনিবিচার একেবারেই নাই। ইহারা সমতলস্থ হিন্দুদিগের সহিত নানা রকম বাণিজ্য করে। লুসাই অভিযানের সময়ে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইহারা কুলীর কার্য্য করিয়া গবর্মেণ্টের অনেক উপকার করিয়াছিল।

মিঙ্গল, পার্ব্বত্য অসভ্যজাতিবিশেষ। দস্যুবৃত্তিই ইহাদের জীবিকা। ইহারা ঝালবানের দক্ষিণস্থ পর্ব্বতে খোজদার হইতে বেলা পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ২টী বিভাগ আছে,—মাহিজাই ও কৈলবানজাই।

ইহাদের মধ্যে বিজঞ্জুনামে আর এক শ্রেণী আছে, তাহাদেরও আমালারা ও তাম্বাবারা নামক দুইটী থাক আছে। ইহারা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ও লুণ্ঠনপ্রিয়। গিগার-মিঙ্গল ও রক্ষণী লুস্কিতে ইহাদের বাস। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট গৃহ নাই। তাঁবুতে বাস করে।

মিচ্ছ, বাধ। তুদাদি, পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ মিচ্ছতি। লুঙ্ অমিচ্ছীৎ।

মিচিতা (স্ত্রী) ১ নদীভেদ। (দেশজ) ২ অধিক বয়সে গালে যে চিহ্ন হয়।

মিচ্ছুক (পুং) বৌদ্ধ স্থবিরভেদ।

মিচ্‌নী, পঞ্জাবপ্রদেশের পেশাবর জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ, কাবুল নদীর বামতীরে উহার উৎপত্তিস্থানের সন্নিকটে শৈলশৃঙ্গোপরি স্থাপিত। অক্ষা০ ৩৪°১১´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭১°৩০´ পূঃ। কাবুলনদী অতিক্রমপূর্ব্বক দুর্দ্ধর্ষ মামন্দ নামক

পার্ব্বত্য আফগানগণ ইংরাজ-সীমান্তে আসিয়া উপদ্রব করিত। সেই লুণ্ঠনপ্রিয় দস্যুদলের অত্যাচার-নিবারণের জন্য ইংরাজরাজ ১৮৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে এই গিরিদুর্গ নির্ম্মাণ করান। নির্ম্মাণকালে ইংরাজ-সেনানী লেফ্টনাণ্ট বোল-নোই মামন্দ দস্যুর হস্তে নিহত হন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এখানকার দুর্গাধ্যক্ষ নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে ভ্রমণকালে গুপ্ত-শত্রু দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন।

দুর্গের সন্নিকটে কোন গ্রাম বা নগর নাই। তরকজৈ মামন্দগণ ইহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া বসবাস করায়, এই স্থানের আদর বাড়িয়া উঠিয়াছে। নদীর দক্ষিণ ধারে যে সকল মামন্দ বাস করে,তাহারা ইংরাজের শাসনাধীন,অন্যান্য স্থানের মামন্দগণ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। ইংরাজাধিকৃত সীমান্ত অধিবাসী অনেক দোষী ব্যক্তি দণ্ডপালনভয়ে এখানে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে। পেশাবরস্থ দুর্গাধিপ "ব্রিগেডিয়ার জেনারলের" অধীন থাকিয়া এখানকার দুর্গের প্রয়োজন মত কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এখানে বেঙ্গল পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনাদল রক্ষিত আছে।

মিছরী (আরবীয়) [মিস্রী দেখ।]

মিছা (দেশজ) মিথ্যা।

মিছাভুর (দেশজ) বৃথা দম্ভ।

মিছামিছি (দেশজ) অমূলক, ভিত্তিহীন।

মিজাজ্ (আরবী) স্বভাব।

মিঞা, মুসলমানদিগের মধ্যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। সম্ভ্রমজ্ঞাপক সম্বোধন-শব্দ।

মিঞাআলী, পঞ্জাবের গুজরাণবালা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসাবস্থায় পতিত। ইহা খান্‌গর অসরুর বা অসরূর নামে পরিচিত। এখানে বহু প্রাচীন কালের ইষ্টকাদির স্তূপ পড়িয়া আছে। প্রত্নতত্ত্ব-বিৎ কানিংহাম্ ইহাকে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিংয়াং বর্ণিত ৎসেকিয়া (তকি) নগর বলিয়া অনুমান করেন। এক সময়ে এই তকি রাজ্য সুদূর বিস্তৃত ছিল। ইহার পশ্চিমে সিন্ধু নদ, উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্বে বিতস্তা এবং দক্ষিণে সিন্ধু-পঞ্চনদসঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

উপরি উক্ত সুবৃহৎ স্তূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার অন্তর্নিহিত ইষ্টকাদি নানাচিত্রনৈপুণ্যযুক্ত ও বহু প্রাচীন কালের নির্ম্মিত। এখনও বর্ষার বারিধারাপাতে বিধৌত স্তূপগাত্রে প্রতিবৎসর বর্ষা ঋতুর শেষে অসংখ্য হিন্দু শকজাতির মুদ্রা আবিষ্কৃত হইতেছে।

সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বকালে উগ্রশাহ নামক জনৈক দোগ্রাসর্দ্দার এই স্তূপ হইতে ইষ্টক লইয়া উপরিভাগে একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। হিউএন্-সিয়াং তকি-নগরের দুই মাইল উত্তরপূর্ব্বে সম্রাট্ অশোক-প্রতিষ্ঠিত যে বুদ্ধস্মৃতি-চিহ্নসম্বলিত স্তূপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই অসরূর নগরের ধ্বংসাবশেষের ঐ ব্যবধানেও একটী স্তূপ আছে।

মিঞাগঞ্জ, অযোধ্যা-প্রদেশের উণাও জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৬°৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৪´ পূঃ। নবাব আসফ্‌উদ্দৌলা এবং সয়াদৎ আলী খাঁর রাজস্বসচিব মিঞা অল্‌মস্ আলী ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ভালেন্সিয়া (Valentia) এই নগরসমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহার ২০ বৎসর পরে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক হেবার ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে উহার প্রাসাদাদির ধ্বংসপ্রায় অবস্থার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এখনও এখানে ২টী পান্থনিবাস, ১৩টী মস্‌জিদ ও ৪টী হিন্দু-মন্দিরের নিদর্শন আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সিপাহী-দল এখানে পরাজিত হইয়াছিল।

মিঞানী, পঞ্জাব প্রদেশের হুঁসিয়ারপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বিতস্তা নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১°৪২´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৬´১৫´´ পূঃ। মামন্দ জাতীয় পাঠানবংশ এই নগরের প্রকৃত স্বত্বাধিকারী, কিন্তু জাট ও আবাইন্‌গণ অধিকাংশ জমির সত্ত্ববান্ থাকিয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। এখানে গবাদি, চর্ম্ম, গম ও চিনির বিস্তৃত কারবার আছে।

মিঞানী, পঞ্জাবপ্রদেশের শাহপুর-জেলার অন্তর্গত একটী নগর এবং ভেরা জেলার লবণবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। ঝেলম-নদীর বামকূলে পিণ্ডদাদন খাঁর অপর পারে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২°৩১´৪৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৭´৩০´´ পূঃ। এই স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতে খনিজ লবণের বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এইস্থান পূর্ব্বে শাসনাবাদ নামে পরিচিত ছিল। নদীর প্রবল বন্যায় উহা নষ্ট হইয়া গেলে, সম্রাট্ শাহজহানের শ্বশুর আসফ্ খাঁ সেই স্থানে বর্ত্তমান নগর স্থাপন করেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে শাহের সেনানী নুর উদ্দীন্ এই নগর লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া যান। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ নগর সংস্কার করাইয়া লবণের বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা পান। এখানে উত্তর-পঞ্জাব-ষ্টেট-রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় লবণ বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে উৎকৃষ্ট ঘৃতের কার-বার আছে। নগরটী মিউনিসিপালিটীর তত্ত্বাবধানে থাকিলেও ইহার রাস্তা ঘাট বিশেষ পরিষ্কার নহে।

মিঞানা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়-বিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন বন্দর। বর্ত্তু নদীর মোহানায় অবস্থিত। নদীমুখে চোরাবালির চড়া পড়ায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। অনেকে এই স্থানকে প্রাচীন মীননগর বলিয়া অনুমান করেন।

মিঞানী (মিয়ানো, মিয়ানী), বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর হাইদরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। হাইদরাবাদ নগর হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইংরাজ সেনানী সরচার্লস্ নেপিয়ার ২৮০০ সৈন্য এবং ১২টী মাত্র কামান লইয়া ফুলেলী নদীর তীরে ২২ হাজার বলুচী সৈন্যকে পরাস্ত করেন। বিপক্ষসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় ৫ হাজার নিহত হইয়াছিল। যে সকল ইংরাজ সৈনিক এই যুদ্ধে নিহত হয়, তাহাদের নাম স্মরণার্থ একটী স্মৃতিস্তম্ভ গঠিত হইয়াছিল। ঐ স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে একটী সুরম্য উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছে। হাইদরাবাদ নগর হইতে প্রায় সাত মাইল বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত এই রণপ্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া এই উদ্যানে বিশ্রাম বড়ই সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। এখানে এক সময়ে সিন্ধুপ্রদেশীয় উষ্ট্রবাহী সেনাদলের ছাউনী ছিল। মৎস্য-ব্যবসার জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত।

মিঞামঞ্জু, সুলতান ইব্রাহিম নিজামশাহের প্রধান মন্ত্রী। ইনি স্বীয় বুদ্ধিবলে নিজামশাহী রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন।

মিঞামীর (মিয়ান্মীর),পঞ্জাব-প্রদেশের লাহোর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে একটী সেনাবাস প্রতিষ্ঠিত আছে। লাহোরের সৈনিকবিভাগের ইহাই সদর। অক্ষা° ৩১°৩১´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°২৫´১৫´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই সেনাবাস লাহোরনগরের মধ্যে আনারকল্লী নামক স্থানে ছিল। ঐ স্থানের স্বাস্থ্য সেরূপ সুবিধাজনক না হওয়ায়, উহার তিন মাইল পূর্ব্বে ১৮৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সেনাবাস আনীত হইয়াছে। লাহোরের দুর্গে এখান হইতে সেনাদল আনিয়া রাখা হয়।

এই স্থানের প্রাচীন নাম হস্‌লিমপুর ছিল। মুল্লনশাহ ওরফে মিঞামীর নামক জনৈক মুসলমান পীর এখানে বাস করিতেন। সম্রাট্ শাহজহানের পুত্র শাহজাদা দারাশিকো হস্‌লিমপুর গ্রাম ক্রয় করিয়া স্বীয় ধর্ম্মগুরুকে প্রদান করেন। তাঁহারই নামানুসারে পরে এই স্থান মিয়ান্মীর নামে খ্যাত হয়। এখানে উক্ত সাধুপুরুষের সমাধিমন্দির ও একটী মস্‌জিদ বিদ্যমান আছে। উক্ত সমাধিমন্দির শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তরবিনির্ম্মিত এবং সুগঠিত। এই সেনাবাসের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুইটী রেলষ্টেসন আছে। একটীতে লাহোর হইতে দিল্লী এবং অপরটীতে লাহোর হইতে মূলতানে যাওয়া যায়।

মিঞারাজু, মালিক অম্বরের সহকারী এক জন সেনাপতি। ইনি মোগলসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিজামশাহী রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

মিঞাবালী, পঞ্জাবপ্রদেশের বন্নু জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ১৪৭৯ বর্গ মাইল। এই তহসীলের দক্ষিণপশ্চিমস্থ 'থল' নামক বিভাগ বালুকাময় তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল সমতল ক্ষেত্রে পূর্ণ। উহার মধ্যে ১৪৫ বর্গ মাইল স্থানে ইংরাজ গবর্মেণ্টের রক্ষিত বনবিভাগ। সিন্ধু-সাগর দোয়াব খাল কাটা হইবার পর এই স্থানের কতকাংশ চাসবাসের উপযোগী হইয়াছে। এখানে অধিবাসীদিগের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক।

২ উক্ত বন্নু জেলার একটী নগর এবং তহসীলের বিচার সদর। অক্ষা° ৩২°৩৪´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৩২´৫০´´ পূঃ। সিন্ধুনদীর বামকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৫৫ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এখানকার সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দবংশ মিঞাবালী মিঞা নামে পরিচিত। ইহাঁরা স্থানীয় কোন মুসলমান সাধুর বংশধর। ইহাদিগের পবিত্র দয়ার্দ্রহৃদয়-গুণে সর্ব্বসাধারণের নিকট ইহাঁরা সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। উক্ত মিঞাবংশ যেখানে বাস করেন, তাহা বল্লোবখেল নামে খ্যাত। বর্ত্তমান মিঞাবালী নগর ঐ বল্লোবখেল নগরের অংশমাত্র। একজন তহসীলদার ও এসিষ্টাণ্ট কমিশনর এখানকার বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

মিশ্রু, কথন। চুরাদি, পর, সক° সেট্।

মিট্ (দেশজ) নিষ্পত্তি।

মিটা (দেশজ) নিষ্পত্তি হওয়া।

মিটান (দেশজ) নিষ্পত্তি করান।

মিটিতে (দেশজ) নিষ্পন্ন হইতে।

মিট্‌মাট (দেশজ) নিষ্পত্তি।

মিট্‌মিটিয়া (দেশজ) ১অপরিস্ফুট। ২গোপনীয়। ৩আসন্নকাল।

মিঠ (দেশজ) মিষ্ট।

মিঠা (দেশজ) মিষ্ট।

মিঠাই (দেশজ) মিষ্ট দ্রব্য।

মিঠা তিবানা (মিঠাত্বানা), পঞ্জাব-প্রদেশের শাহপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সিন্ধুসাগর দোয়াবের উর্ব্বর ভূমির উপর দেরা ইস্‌মাইল খান্ যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২°১৪´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৮´৫০´´ পূঃ। এখান-

কার মালিকবংশ সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা শিখশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন। মূলতানের বিদ্রোহ-দমনকালে ইহাঁরা ইংরাজপক্ষে বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময়ও ইহাঁরা বৃটীশ গবর্মেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সাহায্যের জন্ম ইংরাজরাজ পরম পরিতুষ্ট হইয়া মালিকবংশের একটী মাসহারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন এবং পারিতোষিক স্বরূপ মান্তসূচক খাঁ বাহাদুর উপাধি দান করেন। অশ্বসজ্জা ও বাণিজ্যের জন্ম এই স্থান প্রসিদ্ধ।

মিঠানকোট (মিথুনকোট), পঞ্জাব-প্রদেশের দেরা গাজীখান্ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। রাজনপুরের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে পঞ্চনদ-সঙ্গমের অদূরে সিন্ধুনদীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৮°৫৫´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫°২৫´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগরে আসিষ্টাণ্ট কমিসনর থাকিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহা বন্যায় সিন্ধুনদ উথলিয়া উঠিয়া এই নগর গর্ভশায়ী করে। তৎপরে নদীকূল হইতে ৫ মাইল দূরে নূতন নগর স্থাপন করা হয়, কিন্তু তাহাতে বাণিজ্যসমৃদ্ধি একবারে হ্রাস হইয়া পড়ে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের বন্যায় এই নগর-ধ্বংসের পুনঃসূচনা হইয়াছিল। মিউনিসিপালিটীর তত্ত্বাবধানে থাকায় নগরভাগ বেশ পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে।

মিঠ্যা (দেশজ) মিষ্ট ভাবাপন্ন।

মিড্‌ল্‌টন, (সার হেন্‌রী) ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী। ইনি ১৬১০ খৃঃ অঃ ষষ্ঠ যাত্রার অধ্যক্ষ হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া আসিবার কালে ইনি বণিক্‌দিগের বাণিজ্যতরী আক্রমণ করিয়া অনেক দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করেন। মলাকাদ্বীপে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

মিডিয়া [মিদিয়া দেখ।]

মিণ্টো, (লর্ড) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল (১৮০৭ হইতে ১৮১৪ খৃঃ অঃ।) সার্‌জর্জ্জ বার্লোর পরে তিনি ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন।

স্কটলণ্ড তাঁহার জন্মভূমি। পিতার নাম গিলবার্ট ইলিয়ট। তিনি একজন সুশিক্ষিত রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। মিণ্টো অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিয়া ১৭৭৪ খৃঃ পালিয়ামেণ্টের সভ্য হন। ফরাসী-বিপ্লবের সময়ে তিনি গবর্মেণ্টের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে তিনি অক্‌সফোর্ড হইতে ডি, সি, এল্ (D. C. L.) উপাধি পান এবং তৎপরে রাজকীয় পক্ষ-সমর্থনের জন্ম 'কমিশনর' হইয়া তাঁহাকে তুলোঁ নগরে যাইতে হয়। পরবৎসরে তিনি কর্সিকা-দ্বীপের শাসনকর্ত্তা হইয়া তথাকার আইন-সংস্কার করেন। পরে ফরাসীপক্ষ প্রবল হওয়ায় তাহাদিগকে উক্ত দ্বীপ ছাড়িয়া দিয়া ১৭৯৭ খৃঃ স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে হয়। এখানে 'ব্যারণ' উপাধি পাইলেন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে তিনি ভিয়েনার রাজদূত এবং ১৮০৬ খৃঃ বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি হইয়াছিলেন।

তিনি ওয়ারেণ্ হেষ্টিংসের একজন প্রধান অভিযোক্তা ও অত্যাচারমূলক ভারতশাসন সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদকারী। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার হৃদয় উদারমতি বার্কের ন্যায় ভারতহিতৈষণায় পূর্ণ ছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে সর্ব্বথা ভারতবাসিগণের ছন্দানুবর্ত্তন করিয়া শাসন করিবেন। কিন্তু ভারতে পদার্পণ করিয়াই ভারতীয় জলবায়ুর ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে তাঁহার চিরপোষিত কল্পনার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

১৮০৭ খৃঃ ৩রা জুলাই, তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তাঁহার শাসনকালে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়,— ১ বুন্দেলখণ্ডের গোলযোগ, ২ নিজামের সহিত বন্দোবস্ত, ৩ সিন্ধু, কাবুল ও পারস্যে দূতপ্রেরণ, ৪ মান্দ্রাজ-বিদ্রোহ, ৫ ত্রিবাঙ্কোড়ে গোলযোগ, ফরাসী ও ওলন্দাজগণের অধিকৃত ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ, ৬ অযোধ্যার শাসনবিশৃঙ্খলা, ৭ রাজস্ব ও বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার, ৮ বারাণসীতে গোলযোগ, ও ৯ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ আলোচনা।

লর্ড মিণ্টো এদেশে আসিয়াই অবিরোধমতের পোষকতায় বুন্দেলখণ্ডের গোলযোগে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল অরাজকতায় তখন বুন্দেলখণ্ডের অবস্থা অতি শোচনীয়। দস্যুতার উপদ্রবে সাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষা করা কঠিন হইয়াছিল। অজয়গড়ের অধিপতি লক্ষ্মণ দেব দস্যুদিগের মধ্যে অতি পরাক্রান্ত ও দুর্দ্দান্ত ছিলেন। অজয়গড়ের সুরক্ষিত পার্ব্বত্য দুর্গ কেহই আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না। লক্ষ্মণ দেব পূর্ব্বে এই স্থানে একাধিপত্য করিতেন। কএক বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট কর দিতে স্বীকার করিয়া অজয়গড়ে শাসন করিতে থাকেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ কর না দেওয়ায় কর্ণেল মার্টিণ্ডেল একদল সৈন্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন।

ইংরাজ সেনাপতি বহু পরিশ্রমে কামানের গোলায় দুর্গ প্রাচীরের কিয়দংশ ভগ্ন করায় লক্ষ্মণদেব সন্ধি করিতে বাধ্য হন। তিনি ইংরাজ সেনাপতির অনুমতিক্রমে সপরিবারে নওসহর নগরে গমন করেন এবং স্বীয় দুর্গ ফিরিয়া পাইবার জন্য ইংরাজ-প্রতিনিধি মিঃ রিচার্ডসনের নিকট দরখাস্ত করেন। রিচার্ডসন্ তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। ইহাতে অতিশয়

ব্যথিত চিত্তে লক্ষ্মণ দেব অকস্মাৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাহা জানিতে পারিয়া ইংরাজ-প্রতিনিধি রিচার্ডসন্ ভবিষ্যৎ গোলযোগের আশঙ্কা করিয়া লক্ষ্মণ দেবের পরিবারবর্গকে বাজীরাওর তত্ত্বাবধানে অজয়গড়দুর্গে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণ দেবের শ্বশুর বাজীরাও ইংরাজদিগের এই প্রস্তাবে হঠাৎ সম্মত হইতে না পারিয়া, কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রের কল্যাণ-কামনায় এবং কৌলিক গৌরবচ্যুতির আশঙ্কায় বহুদিন পর্য্যন্ত নওসহরের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-প্রতিনিধি বাজীরাওর বিলম্বে সন্দিহান হইয়া বাজীরাওর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একজন প্রহরী পাঠাইলেন। প্রহরী তথায় যাইয়া দেখিল, যে গৃহে লক্ষ্মণ দেবের জননী, স্ত্রী এবং শিশু পুত্রকন্যা সকল অবস্থান করিতেছিলেন, সেই গৃহের মধ্যে ভ্রূকুটী বিকৃতমুখে উন্মুক্ত তরবারিহস্তে বাজীরাও উন্মত্তের ন্যায় পাদচারণা করিতেছেন। তদ্দর্শনে ইংরাজপ্রহরী সেই দিকে অগ্রসর হইল। অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই বাজীরাও দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। যখন ইংরাজপ্রহরী দ্বার ভঙ্গপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি যে লোমহর্ষণ ভীষণ দৃশ্য দেখিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। বাজীরাও লক্ষ্মণদেবের জননী ও স্ত্রীর প্রার্থনা অনুসারে তরবারির আঘাতে তাঁহাদের ও শিশুপুত্রকন্যাগণের এবং গৃহস্থিত অন্য ৪ জন স্ত্রীলোকের শিরশ্ছেদন করিয়া সেই তরবারিতে স্বীয় কণ্ঠ ছেদন করিয়াছেন। গৃহাভ্যন্তর শোণিত-তরঙ্গে ভীষণ দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। এইরূপে লক্ষ্মণদেবের পরিবারবর্গ শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইল। বুন্দেলখণ্ডবাসিগণ বাজীরাওর এই আচরণে বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিল। ইংরাজগণ গোলযোগ থামাইতে গিয়া বরং আরও বাড়াইয়া দিলেন।

কিছুদিন পর্য্যন্ত লক্ষ্মণ দেবের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পরিশেষে তিনি অকস্মাৎ একদিন কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় রাজ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য মিণ্টোর নিকট দরখাস্ত করিলেন। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। তখন তিনি নিজে গবর্ণর জেনারলের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'হয় আমার রাজ্য ফিরাইয়া দিন, নতুবা কামানের মুখে রাখিয়া গোলা দ্বারা আমাকে উড়াইয়া দিন। আমি রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধনরত্ন, জননী স্ত্রীপুত্র সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এ দীন জীবন যাপন করিব না।' তথাপি কোন ফল হইল না। তখন তিনি বুন্দেলখণ্ডে পুনর্ব্বার যাইবার সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। তখন মিণ্টো, লক্ষ্মণ দেব স্বদেশে ফিরিয়া গেলে পাছে আবার কোন গোলযোগ ঘটে, এই ভাবিয়া পথিমধ্যে তাঁহাকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করেন। লক্ষ্মণদেব তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত ইংরাজ-কারাগারে বাস করিয়াছিলেন।

ইংরাজ-সৈন্য বুন্দেলখণ্ড হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় পরাক্রান্ত ছুন্দিয়া খাঁর অধিকৃত কমোনার দুর্গ অধিকার করেন। ইহার পরে নিজাম রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলতা ঘটে। লর্ড-ওয়েলেস্লীর সময় নিজাম ইংরাজগণের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তখন নিজাম সিকন্দর শাহ ক্রমে ক্রমে সন্ধিসূত্র ছিন্ন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। লর্ড মিণ্টো ইহা জানিতে পারিয়া নিজাম-রাজ্যে ইংরাজ-প্রতিনিধির নিকট সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মীর আলম্ নামক নিজামের এক মন্ত্রী নিজামকে ইংরাজপ্রতিনিধির আজ্ঞা পালন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রিগণ সিকন্দরকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল এবং মীর আলমকে গুপ্তহত্যার ভয় দেখাইল। তাহাতে তিনি ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। পরে নিজাম ইংরাজদিগের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার সন্ধি করিলেন এবং মীর আলম্ তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর, ইংরাজদিগের অনুগৃহীত চাঁদলাল নামক একজন হিন্দু নিজামের দেওয়ান নিযুক্ত হন।

ইংরাজদিগের সহিত বাজীরাওর বসাইএ যে সন্ধিপত্র হইয়াছিল, তাহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পুনর্ব্বার তিনি পেশবাপদ-প্রাপ্তির অবসর খুঁজিতে ছিলেন। তজ্জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরাঠা-সর্দারগণ প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছিলেন। লর্ড মিণ্টো ভয় দেখাইয়া বাজীরাওকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। তখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বাজীরাও আন্তরিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাহিরে বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

যশোবন্ত রাও হোলকর এই সময়ে প্রাধান্য লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবনের জন্য তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছিল। সেইজন্য তিনি তাঁহার এক সহোদর ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিহত করেন। সেই পাপের ফল স্বরূপ তিনি একেবারে উন্মাদ হইয়া পড়েন। এই উন্মত্ত অবস্থায় ১৮১১ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী তুলসীবাই নর্ম্মসচিব বলরাম শেঠের সহায়তায় কিছুদিন রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু বলরামের উচ্ছৃঙ্খলতায় রাজ্যে নানা উপদ্রব উপস্থিত হয় এবং যশোবন্তের ভ্রাতুষ্পুত্র মহীপৎ রাও প্রবল হইয়া হোলকর-রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পুণা হইতে কর্ণেল ওয়ালেস্ ও কর্ণেল ডডটন তুলসীবাইএর সাহায্যার্থ আগমন করায় মহীপৎ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।

এই সময়ে আমীর খাঁর উপদ্রব আরম্ভ হয়। তিনি পূর্ব্বে যশোবন্ত রাওর একজন সামান্য সেনাপতি ছিলেন, পরে বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে বুন্দেলখণ্ডের অনেকাংশ অধিকারপূর্ব্বক পাঠান, পেণ্ডারি ও মোগল প্রভৃতি সৈন্যসাহায্যে বেরার এবং রাজপুতগণের রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁহার অধীনে সহস্র অশ্বারোহী এবং সহস্র পদাতিক পেণ্ডারি সৈন্য ছিল। ১৮০৯ খৃঃ জানুয়ারী মাসে তিনি নর্ম্মদা পার হইয়া জব্বলপুর আক্রমণ করেন। বেরাররাজের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধিবন্ধন ছিল না। তথাপি আমীর খাঁ পাছে দাক্ষিণাত্যে নূতন রাজ্য সংস্থাপন করে, এই ভয়ে বেরাররাজের সাহায্য আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কর্ণেল মার্টিণ্ডেল সৈন্যসহ বেরাররাজের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইলেন। আমীর খাঁ কহিলেন, তিনি হোলকরের সেনাপতি, সুতরাং সন্ধির নিয়মানুসারে তিনিই বেরাররাজের বিরুদ্ধে ইংরাজদিগের সাহায্য পাইবার যোগ্য। ইহা ভাবিয়া লর্ড মিণ্টো উক্ত কথার সত্যতা জানিবার জন্য হোলকরকে পত্র লিখিলেন এবং তদুত্তরে জানিলেন যে, আমীর খাঁর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তখন আমীর খাঁ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে ২।৩ বার পরাজিত হইয়া ভোপালে পলায়ন করিলেন। অধিক দিন বেরারে সৈন্য রাখা অসঙ্গত মনে করিয়া লর্ড মিণ্টো ইংরাজ-সৈন্যগণকে ফিরিয়া আসিতে আদেশ দিলেন এবং প্রয়োজন মত বেরাররাজকে সৈন্য সাহায্য করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন।

এই সময়ে গোপালসিংহ নামে অন্য একজন পরাক্রান্ত সর্দ্দার কোন্তরারাজ ভক্তসিংহকে বিতাড়িত করিয়া বাহুবল বিস্তার করিতেছিলেন। তাহাতে ইংরাজ-সেনাপতি ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তখন লর্ড মিণ্টো গোপাল সিংহকে ১৮ খানি গ্রামের জমিদারী প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন।

বুন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতী কালঞ্জর-দুর্গের শাসনকর্ত্তা দরিয়াও সিংহ ইংরাজ-প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিয়া নির্ভীক ভাবে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। কালঞ্জরের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন শৈলদুর্গে তাঁহার বাসস্থান ছিল। ইহা ৯০০ ফিট্ উচ্চ এক পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত এবং দুর্ভেদ্য জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। দরিয়াও সিংহ দুর্ভেদ্য দুর্গের উপর নির্ভর করিয়া চতুর্দ্দিকে সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক রাজ্যবিস্তার করিতেছিলেন। ১৮১২ খৃঃ, কর্ণেল মার্টিণ্ডেল প্রবল সৈন্যদল লইয়া উক্ত দুর্গ আক্রমণের জন্য যাত্রা করিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি অতি কষ্টে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ-পথ প্রস্তুত করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং দূর হইতে দুর্গপ্রাকারে অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এক দল সৈন্য দুর্গ-প্রাকারের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রাচীর আরোহণের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু লম্বভাবে অবস্থিত উচ্চ পর্ব্বতে উঠিতে না পারিয়া বিপক্ষের প্রস্তরাঘাতে অনেকে বিনষ্ট হইল এবং অবশিষ্ট ফিরিয়া আসিল। মার্টিণ্ডেল দুর্গের কিছু করিতে না পারিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দরিয়াও ভীত হইয়া সন্ধি করিলেন। ইংরাজেরা কিছুকাল হইল উক্ত দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। কালঞ্জরের রাজা দরিয়াও সিংহের সহিত সন্ধি করিয়া এবং বেরাররাজের সহিত মিত্রতা করিয়া লর্ড মিণ্টো বুন্দেলখণ্ডে কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইহার পর লর্ড মিণ্টো দিল্লীর উত্তর-পশ্চিম সীমাস্থিত হরিয়ানা প্রদেশ ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত করেন। পাণিপথ ইহার রাজধানী। স্থানীয় জাট অধিবাসিগণ মোগলদিগের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন ভাবে রাজ্য করিতে থাকে। জর্জ্জ টমাস্ নামক এক জন আয়র্লণ্ডবাসী ইংরাজ-সেনানী ১৭৮১ খৃঃ, ইংরাজদিগের কার্য্য ত্যাগ করিয়া উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে যাত্রা করেন এবং জাটদিগের রাণী বেগম সমরুর অধীনে সেনানায়ক হইয়া কার্য্যদক্ষতা-গুণে ক্রমে তাঁহার অতি প্রিয় পাত্র হন। পরে বেগম সমরুর রাজ্য ধ্বংস হইলে তিনি অন্য এক জাট সর্দ্দারের অধীনে সেনানায়কতা করেন। অবশেষে উক্ত সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে টমাস্ ১৭৯৭ খৃঃ তদ্দেশের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। সাধারণে তাঁহাকে 'আইরিস' রাজা বলিত। হাঁসি নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতে থাকায় সিন্ধেরাজ্যের ইংরাজ-সেনাপতি পেরণ (Perron) তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। টমাস্ পরাজিত হইয়া রাজ্যসম্পদ্ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাইবার মানসে ১৮০২ খৃঃ কলিকাতায় যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বহরমপুরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার রাজ্য ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হয়।

এই ঘটনার পরে মিণ্টো রণজিৎসিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

মরাঠা-যুদ্ধান্তে রণজিৎ সিংহ ক্রমে ক্রমে বলসঞ্চয়পূর্ব্বক প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন এবং কৌশলে শতদ্রুর পশ্চিমতীরে রাজ্যবিস্তারের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে পাতিয়ালারাজের মৃত্যু হইল। নাভারাজ পাতিয়ালারাজ্যহরণে মানস করিলেন। পাতিয়ালার রাণী রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তদনুসারে রণজিৎ শতদ্রু

পার হইয়া অন্যান্য শিখ-রাজ্য আক্রমণ করেন। এই সমস্ত শিখ-সর্দার পূর্ব্বে বাহতঃ ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। তাহারা দিল্লীবাসী ইংরাজ রেসিডেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। ইংরাজ রেসিডেণ্ট লর্ড মিণ্টোকে উক্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মিণ্টো রণজিতের পরাক্রমের কথা অবগত ছিলেন, সুতরাং মিত্রভাবে মিঃ মেট্‌কাফকে রণজিতের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। মেট্‌কাফ রণজিতের নিকট উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। রণজিৎ সিংহ যমুনাতীর পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যের সীমা বলিয়া দাবী করিলেন। মেটকাফ্ তাহাতে সম্মত না হইয়া শতদ্রু নদী ইংরাজ-রাজ্যের সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তখন রণজিৎ ইংরাজ-রাজ্য আক্রমণের ভয় প্রদর্শন করিলেন। ইংরাজেরাও অক্টরলোনীর অধীনে একদল সৈন্য ও সেণ্ট লেজারের অধীন আর একদল সৈন্য লইয়া যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া লুধিয়ানা-রাজ্যে প্রবেশ করিবার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন।

পরে রণজিৎসিংহ ইংরাজদিগের নিকট হইতে এক খানি সুন্দর জুড়ীগাড়ী ও দুইটী বৃহৎ অশ্ব উপহার পাইয়া ১৮০৯ খৃঃ ২৫শে এপ্রিল ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন এবং শতদ্রু-তীর পর্য্যন্ত ইংরাজ-রাজ্যের সীমা বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাঁহার এক লাক্ষ সুশিক্ষিত রণবিশারদ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল।

১৮০৬ খৃঃ দিল্লীর সম্রাট্ শাহ আলমের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র অকবর (২য়) নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিলুপ্ত মোগল-বৈভবের পূর্ব্ব স্মৃতি উদিত হওয়ায়, তিনি ধীরে ধীরে ইংরাজদিগের প্রতি অসন্তোষের চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছিলেন। অকবরের তৃতীয় পুত্র মির্জা জাহাঙ্গীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন ভাবে সিংহাসন-লাভের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। অকবরও তৃতীয়া মহিষীর প্রতি অনুরাগাধিক্য হেতু তাহার অনুমোদন করিতেছিলেন। ইংরাজ রেসিডেণ্ট মিঃ মেটন ইহার জন্য অকবরকে তিরস্কার করায় অকবর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করেন। কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ায় সেনাপতি মেটন পলাইয়া গিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় ইংরাজ-সৈন্য যাইয়া মীর্জা জাহাঙ্গীর ও অকবরকে বন্দী করিয়া আলাহাবাদের দুর্গে প্রেরণ করে। তথায় তাঁহারা মাসিক ১৬৫০০ টাকা পাইয়া কালাতিপাত করেন।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসীবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট শৌর্য্য প্রভাবে সমস্ত য়ুরোপখণ্ড বিজয় করিয়া ইংরাজদিগের অন্তঃকরণে মহাভীতির সঞ্চার করিতেছিলেন।

লর্ড মিণ্টো বিশেষ বিচলিত হইয়া সিন্ধুদেশ, কাবুল ও পারস্যদেশে মিত্রতা স্থাপন করিবার জন্য ৩ জন দূত প্রেরণ করেন। মিঃ হ্যাঙ্কিস্মিথ সিন্ধুদেশের আমীরগণের নিকট বাণিজ্য বিষয়ক মিত্রতারাপনদেশে প্রেরিত হন। আমীরগণ ১৮০৯ খৃঃ অঃ ৯ই আগষ্ট ইংরাজদিগের সীমানা রক্ষা করিবেন এবং ফরাসীদিগকে সাহায্য করিবেন না বলিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু তিনি কচ্ছদেশ জয় করিবার জন্য ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজেরা তাহাতে অসম্মত হওয়ায় আমীরগণ ঘৃণা প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্ধির নিয়ম পালনে অসম্মত হন।

মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এলফিন্‌ষ্টোন অনেক বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া কাবুলরাজ সুজা-উল্-মূলকের নিকট উপস্থিত হন এবং ফরাসীদিগকে সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়া কাবুলরাজের সহিত সন্ধি করেন, এ সন্ধির বিশেষ কোন ফল হয় নাই। এলফিন্‌ষ্টোন অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া কোন প্রকারে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কাবুলবাসিগণ তাঁহার পায়ের মোজা হইতে ঘোড়ার সাজ পর্য্যন্ত খুলিয়া লইয়াছিল। পথি মধ্যে দস্যুদল তাঁহারা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল। এলফিন্‌ষ্টোন্ সুজা-উল-মূলকের হীরকখচিত পরিচ্ছদ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

ইংরাজদিগের নিন্দা করিয়া ফরাসী-দূত গার্দেনে (Gardanne) পারস্যরাজের সভায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ভীত হইয়া ইংরাজেরা প্রথমে সর্ জন্ ম্যালকম ও সর হারফোর্ড জোন্সকে নানাপ্রকার উপঢৌকনাদিসহ দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আইসেন।

পরে ১৮১০ খৃঃ জুন মাসে মালকম পুনরায় দৌত্যকার্য্যে পারস্য যাত্রা করেন এবং ইংলণ্ডরাজ ৩য় জর্জ এই সময়ে পারস্যরাজকে নানাপ্রকার উপঢৌকন প্রেরণ করেন। এইবার পারস্যরাজ সন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি মালকম্‌কে বহুমূল্য তরবারি উপহার ও খাঁ উপাধি দেন। মালকম্ পারস্যরাজকে গোলআলু উপহার দিয়াছিলেন। অদ্যাপি পারস্যে উহা 'মালকমের প্লাম' বলিয়া কথিত হয়।

এই সময়ে সৌভাগ্যলক্ষ্মী নেপোলিয়নকে পরিত্যাগ করেন। তখন মিণ্টো নিশ্চিন্ত হইয়া দৌত্যকার্য্য হইতে বিরত হয়েন।

এই সময়ে ত্রিবাঙ্কোড়ের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর মহিসুরের রাজার সহিত ইংরাজদিগের দুইটী সন্ধি হয়। কিন্তু ত্রিবাঙ্কোড়রাজ এতদিন সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজদিগকে অর্থাদি কিছুই প্রদান করেন নাই। যখন ইংরাজেরা রাজার নিকট নির্দ্দিষ্ট অর্থ চাহিলেন, তখন তিনি

নানারূপ আপত্তি করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া ইংরাজ রেসিডেণ্ট বৈলু তাম্বী নামক রাজার দেওয়ানকে পদচ্যুত করিলেন। দেওয়ান নায়রদিগকে উত্তেজিত করিয়া ও ফরাসীদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যে ৪০০০০ সৈন্য এবং ১৮টী কামান সংগৃহীত হইল। কুইলন নামক স্থানে বৈলু ইংরাজদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ৫ ঘণ্টা ঘোরতর যুদ্ধের পর তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। অল্পকাল মধ্যেই ইংরাজদিগের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বৈলু ত্রিবাঙ্কোড়রাজ্যে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু ২ বৎসর পর্য্যন্ত বহুবার যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। বৈলু বন্দী হইবার পূর্ব্বে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ইংরাজদিগের বিচারে ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে ত্রিবাঙ্কোড় ও কোচিনের রাজা যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় প্রদান করেন এবং তাঁহাদের রাজ্য ইংরাজদিগের ব্যবস্থানুসারে শাসিত হইতে থাকে।

এই ঘটনার পরে মান্দ্রাজ-সৈন্যগণের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। লর্ড মিণ্টো অনেক কষ্টে সে সকল দমন করিয়া শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে য়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় ফরাসীরা পর্তুগাল অধিকার করে। তদনুসারে লর্ড মিণ্টো জলপথে সৈন্য পাঠাইয়া গোয়া, মকাও, মরিশস্ ও মলাক্কা প্রভৃতি ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপ সকল অধিকার করেন। তৎপরে তিনি যব ও তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জের উপরেও প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

এই সময়ে কোম্পানীর সনন্দ পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ইংলণ্ডে আন্দোলন হয়।

লর্ড মিণ্টো ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। তিনি অতি দক্ষতা ও শৃঙ্খলার সহিত ভারতশাসন করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কেহই সেরূপ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহার পূর্ব্বে গবমেণ্ট যে সমস্ত ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন.তাহার জন্য শতকরা ১২ টাকা সুদ দিতে হইত, কিন্তু মিণ্টোর শাসনকালে ১৫০০০০০০ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়ায় কোম্পানির কাগজের সুদ একেবারে শতকরা ৬ টাকা হইয়া যায়। মিণ্টো অত্যন্ত বিজ্ঞতার সহিত ভারত-শাসন করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গবাসীর জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ওয়েলেস্লীর সময়ে ফোর্ট-উইলিয়াম্-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্ব্বক হিন্দুদর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় যাহাতে জাতীয় ভাব অভিভূত না হয়, তাহার জন্য নবদ্বীপ ও মিথিলায় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং অন্যান্য স্থানে মুসলমান-মাদ্রাসা সংস্থাপন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অভিযোগকালে তিনি বিলাতের মহাসভায় হিন্দুদিগের প্রতি যে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উদার হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই।

তিনি গবমেণ্টের অর্থব্যয়ে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন এবং শ্রীরামপুর হইতে বাঙ্গালা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ কার্য্যেও যথেষ্ট সহায়তা করেন।

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ মিণ্টোর চরিত্রে একটী অযথা কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী। তৎকালে শ্রীরামপুরের ধর্ম্মপ্রচারকগণ বাঙ্গালা ভাষায় খৃষ্ট-ধর্ম্মের গুণ-গরিমা ঘোষণা করিয়া এবং হিন্দু দেবদেবীর কুৎসা করিয়া প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সম্মান-রক্ষা করা রাজধর্ম্ম মনে করিয়া মিণ্টো মিসনরিগণকে উক্তরূপে ধর্ম্মপ্রচার করিতে এবং হিন্দুদিগের গ্লানিসূচক প্রস্তাবাদি মুদ্রিত করিতেও নিষেধ করেন। তাহাতে মিসনরীগণ কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হন। ইহাতে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, খৃষ্টধর্ম্মের :উজ্জ্বল আলোকের প্রসার বন্ধ করিয়া মিণ্টো মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছেন। যাহা হউক, লর্ড মিণ্টো শাসনকার্য্যে অকুতোভয়ে যে সমদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা এদেশীয় ইংরাজ-শাসনকর্ত্তাদিগের অনুকরণীয়। স্বীয় শাসন দক্ষতার জন্য তিনি ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট হইতে ধন্যবাদ এবং আর্ল্ উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি অধিক দিন ঐ সম্মান ভোগ করিতে পারেন নাই।

তিনি ১৮১৪ খৃঃ মে মাসে লণ্ডনে উপস্থিত হন। এখানে আসিয়াই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। তখন প্রিয় জন্মভূমি-দর্শনলালসা তাঁহার চিত্তে বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু স্বদেশদর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। পথিমধ্যে হার্টফোর্ড-সায়ারে ২১শে জুন তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎকালে তাঁহার ৬৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি এবং রহস্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার কথোপকথনে বন্ধুগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। অতি মার্জ্জিত এবং ওজস্বিনী ভাষায় তিনি মনোভাব প্রকাশ করিতেন। স্বদেশ ও স্বজাতি বাৎসল্যে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল।

মিম্মিণ (ত্রি) নাকি সুরে অস্পষ্ট কথা কওয়া।
মিত (ত্রি) মি বা মা-ক্ত। ১ পরিমিত।
"মিতঞ্চ সারঞ্চ বচোহি বাগ্মিতা।" (নৈষধ ৯৮)
২ লজ্জিত। ৩ ক্ষিপ্ত।
মিতঙ্গম (পুং স্ত্রী) মিতং পরিমিতং গচ্ছতীতি গম-খচ্ মুম্ চ। ১ গজ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। (সিদ্ধান্তকৌ০) (ত্রি) ২ পরিমিতগামী। স্ত্রিয়াং টাপ্।
মিতজ্ঞু (ত্রি) ১ সঙ্কুচিতজানু, যে জানুদেশ সঙ্কোচ করে। "শশ্বম্মিতজ্ঞুভিঃ পুরু কৃত্বা জিগায়ঃ।" (ঋক্ ৬।৩২।৩) 'মিতজ্ঞুভিঃ সঙ্কুচিতজানুভিঃ' (সায়ণ)
মিতদ্রু (পুং) মিতং দ্রবতীতি দ্রু-কু (হরিমিতয়োর্দ্রুবঃ। উণ্ ১।৩৫) ১ সমুদ্র। (হেম) (ত্রি) ২ পরিমিতগামী। "পরিস্মনা মিতদ্রু রেতি হোতা" (ঋক্ ৪।৬।৫) 'মিতদ্রুঃ পরিমিতগতিঃ সন্' (সায়ণ) ৩ মিতমার্গ। (ঋক্ ১০।৬৪।৩)
মিতধ্বজ (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ৯।১৩।১৯)
মিতভাষিতৃ (ত্রি) মিতভাষণ, বিবেচনাপূর্ব্বক বক্তা।
মিতভাষিন্ (ত্রি) স্বল্পভাষী "সত্যায় মিতভাষিণাং" (রঘু ১)
মিতভুক্ত (ত্রি) পরিমিত ভাবে কৃতাহার।
মিতভুজ্ (ত্রি) মিতাহারী।
মিতমতি (ত্রি) অল্পমতি, সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি।
মিতমেধ (ত্রি) অল্প যাগযুক্ত।
মিতম্পচ (ত্রি) ১ কৃপণ। মিতং পরিমিতং পচতীতি মিত-পচ-খশ্ (মিত নখে চ। পা ৩।২।৩৪) ততোমুম্ (অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্। পা ৬।৩।৬৭) ২ পরিমিত পাককারী।
মিতরাবিন্ (ত্রি) অল্প শব্দকারী, পরিমিত ধ্বনিকারী।
মিতরোচিস্ (ত্রি) পরিমিত দীপ্তিশালী।
মিতবাচ্ (ত্রি) স্বল্পবাক্য প্রয়োগকারী, পরিমিত কথাযুক্ত।
মিতব্যয়িন্ (ত্রি) পরিমিত ব্যয়কারী।
মিতশায়িন্ (ত্রি) অল্পনিদ্রাশীল।
মিতা (দেশজ) মিত্র, সখা, বন্ধু।
মিতাক্ষর (ত্রি) পরিমিতাক্ষরবিশিষ্ট।
মিতাক্ষরা (স্ত্রী) স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ। বিজ্ঞানেশ্বর-রচিত যাজ্ঞবল্ক্যের একখানি টীকা।
মিতাচার (পুং) পরিমিত-আচার।
মিতাচারিন্ (ত্রি) পরিমিতাচারবিশিষ্ট।
মিতালি (দেশজ) মিত্রতা, বন্ধুতা।
মিতার্থ (পুং) পরিমিতার্থ, প্রকৃত অর্থ। (ত্রি) পরিমিতার্থযুক্ত।
মিতার্থ (পুং) ত্রিবিধ দূতের অন্তর্গত দূতভেদ। অলঙ্কার শাস্ত্রে তিন প্রকার দূতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"নিসৃষ্টার্থো মিতার্থশ্চ তথা সন্দেশহারকঃ। কার্য্যপ্রেষ্যস্ত্রিধা দূতোদূত্যশ্চাপি তথাবিধাঃ॥" (সাহিত্যদ০ ৩) নিসৃষ্টার্থ, মিতার্থ ও সন্দেশহারক এই ত্রিবিধ দূত। ইহার মধ্যে যে দূত উভয় পক্ষের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া স্বয়ং উত্তর করে এবং সুশৃঙ্খলতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দেয়, তাহার নাম নিসৃষ্টার্থ, আর যে দূত বিবেচনার সহিত অল্প কথা কহিয়া কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহাকে মিতার্থ বা মিতার্থক নামে অভিহিত করা যায়। এতদ্ভিন্ন যে দূত মাত্র প্রভুকথিত সন্দেশ বহন করে, তাহার নাম সন্দেশহারক। (সাহিত্যদ০ ৩৮৬-৮৮)
মিতার্থক (পুং) ১মিতার্থযুক্ত। ২ সতর্কের সহিত বক্তা। ৩ সতর্ক দূত।
মিতাশন (ক্লী) ১ পরিমিত আহার। মিতমশ্নাতীতি কর্ত্তরি ল্যু। (ত্রি) ২ পরিমিত-ভোজী।
মিতাশিন্ (ত্রি) পরিমিত ভোজনশীল।
মিতাহার (পুং) ১ পরিমিত ভোজন। (ত্রি) ২ মিতভোজী।
মিতি (স্ত্রী) মহতে ইতি মা-ভাবে ক্তিন্। ১ মান। ২ বিজ্ঞান। ৩ অবচ্ছেদ। ৪ পরিচ্ছেদ। "মিতিঃ সম্যক্ পরিচ্ছিত্তিঃ" (কুসুমাঞ্জলি ৪।৬।৪)
মিতোক্তি (স্ত্রী) ১ অল্পবাক্যপ্রয়োগ। (ত্রি) ২ অল্পবাক্যবক্তা।
মিতৌলি, অযোধ্যাপ্রদেশের খেরী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। কাঠনা নদীকূল হইতে ১ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। নগরের চতুর্দ্দিকে সুবিশাল আম্রকানন ও শ্যামল শস্যক্ষেত্র-সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে রাজা লোণসিংহের প্রাসাদ ছিল। বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করায় ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া,মাহ্মুদাবাদের তালুকদার রাজা আমীর হোসেন খাঁকে সমর্পণ করিয়াছেন।
মিত্রি, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর থর ও পার্করজেলার ১টী তালুক। ২ উক্ত তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৪°৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৬৯°৫১´ পূঃ। এই নগরে স্থানীয় বিচারসদর প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী লইয়া এই স্থান তথাকার বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছে।
মিত্র (ক্লী) মিনোতি মানং করোতীতি মি-ক্ত্র (অমিচিমিদিশসিভ্যঃ ক্ত্রঃ। উণ্ ৪।২৬২) অথবা মেদ্যতি স্নিহ্যতীতি মিত্রামুস্, নিপাতনাৎ গুণাভাবঃ, দ্বিতকারং একতকারঞ্চেত্যেকে। (অমরটীকায় ভরত) ১ শত্রু ভিন্ন রাজাদিগের রাজ্যের পরবর্ত্তী রাজা ভিন্ন অপর রাজা। মধ্যস্থিত নরপতির রাজ্যহরণরূপ একই কার্য্যে যোগদান করেন বলিয়া উভয়েই উভয়েরই মিত্র।

"রাজা শত্ররিতি খ্যাত একার্থাভিনিবেশতঃ।
ভূম্যেকান্তরিতো রাজা স মিত্রং মিত্রকার্য্যতঃ॥"(শব্দরত্না০)
মহাভারতের রাজধর্ম্মকথনে উক্ত মিত্র চারি প্রকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যথা— সহার্থ, ভজমান, সহজ ও কৃত্রিম। ২ অতিবিষলতা (বৈদ্যকনি০) ৩ বন্ধু, চলিত মিতা, পর্য্যায়—সখা, সুহৃৎ। বিশ্বাসী সাধুচরিত্র লোকের সহিতই মিত্রতা স্থাপন করা কর্ত্তব্য, নতুবা যাহারা পরোক্ষে সর্ব্বনাশ-সাধনে সচেষ্ট,আর প্রত্যক্ষে দুই একটা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে উদ্যত, এ হেন পয়োমুখ বিষকুম্ভবৎ মানুষের সহিত কদাচ মিত্রতা করিতে নাই। প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তিই মিত্র হইবার যোগ্য। কুমিত্র, কুভার্য্যা, কুরাজা, কুপ্রণয়, কুবন্ধু, এবং কুদেশ এই সকলের সংস্রব সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ করিতে হয়। কুজনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলে সর্ব্বপ্রকার অনর্থই তাহা দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে। সুতরাং সাধুচরিত্র বিশ্বাসী জনের সহিতই মিত্রতা স্থাপন করিবে। সংসারে কেহই কাহারও শত্রু নয়, কেহ কাহার মিত্রও নয়, শুধু কর্ম্মবশতঃ কেহ শত্রু এবং কেহ কেহ বা মিত্র হইয়া থাকে। (পুং) ৪ সূর্য্য।

"স্বস্তি মিত্রঃ সহাদিত্যৈঃ স্বস্তি রুদ্রা দিশন্তু তে।"
(গৌড়ীয় রামা০ ২।২২)

৫ দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম।

"ধাতা মিত্রোহর্য্যমা শক্রো বরুণস্বংশ এব চ।"
(মহাভারত ১।৬৫।১০)

৬ মরুদ্‌গণের অন্যতম। (হরিবং ১২৬।৫২) ৭ বশিষ্ঠের ঊর্জ্জা গর্ভজাত পুত্রভেদ।

"চিত্রকেতুঃ সুরোচিশ্চ বিরজা মিত্র এব চ।
উল্বণো বসুভৃদ্যানো দ্যুমান্ শক্ত্যাদয়োহপরে॥"
(ভাগবত ৪।১।৩৭)

মিত্র, আর্য্যজাতির এক প্রাচীন দেবতা। ঋক্‌সংহিতায় (১০।৭২।৮-৯) আছে,—

"অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতাস্তন্বস্পরি।
দেবা উপ প্রৈৎসপ্তভিঃ পরা মার্ত্তাণ্ডমাস্যৎ॥৮
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরুপ প্রৈৎপূর্ব্ব্যং যুগং।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎপুনর্মার্ত্তাণ্ডমাভরৎ॥৯"

অদিতির তনু হইতে যে আট পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সাতটী পুত্র লইয়া তিনি দেবলোকে প্রস্থান করেন, কিন্তু মার্ত্তাণ্ড নামক পুত্রকে দূরে ফেলিয়া দিলেন। (এইরূপে) পূর্ব্বকালে অদিতি সাত পুত্র লইয়া যান। কেবল জন্ম ও মৃত্যুর জন্য মার্ত্তাণ্ডকে ভরণ করিয়াছিলেন।

সায়ণ উক্ত ঋকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'অষ্টৌ পুত্রাসঃ পুত্রা মিত্রাদয়োহদিতের্ভবন্তি। তান্ অনুক্রমিষ্যামো মিত্রশ্চ বরুণশ্চ ধাতা চ অর্য্যমা চ অংশশ্চ ভগশ্চ বিবস্বানাদিত্যশ্চেতি।' অর্থাৎ অদিতি হইতে যে আটটী পুত্র হইয়াছিল, তাহারা মিত্রাদি। তাঁহাদের যথাক্রমে নাম মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, ও আদিত্য এই কয় জন।

শতপথ-ব্রাহ্মণে (৩।১।৩।৩) আছে—

"অষ্টৌ হ বৈ পুত্রা অদিতেঃ। যাং স্তেদদেবা আদিত্যা ইত্যাচক্ষতে সপ্ত হ বৈ তে।" অর্থাৎ অদিতির আটটী পুত্র হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সপ্ত দেবই আদিত্য বলিয়া কথিত।

ঋক্‌সংহিতায় এই সপ্ত আদিত্য এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূঃ সনাদ্রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি।
শৃণোতু মিত্রো অর্য্যমা ভগো ন স্তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ॥"

আমি জুহু দ্বারা সর্ব্বদা শোভমান আদিত্যগণের উদ্দেশে ঘৃতস্রাবী স্তুতি দিতেছি। মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, তুবিজাত বা ধাতা, বরুণ, দক্ষ * ও অংশ আমার স্তব শুনুন্।

যাহা হউক সর্ব্বপ্রথমে এই ৭টী বা ৮টী আদিত্যই প্রসিদ্ধ ছিলেন। বেদের সংহিতাভাগে ১২শ আদিত্যের উল্লেখ না থাকিলেও শতপথব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যেরও প্রসঙ্গ আছে। যথা—

"কত মে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশমাসাঃ সংবৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ" (শতপথব্রাং ১১।৬।৩।৮) অর্থাৎ কয়জন আদিত্য, দ্বাদশমাস সংবৎসররূপ দ্বাদশ-আদিত্য। ভারত ও পুরাণে এই-রূপ দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাওয়া যায়—

"ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোহংশো ভগস্তথা।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষাচ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা॥
পর্জ্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।"
(ভারত আদি ১২১ অঃ)

ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, পর্জ্জন্য ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য।
(তথা বিষ্ণুপু০ ১।১৫।১৩০)

মহাভারত ও পুরাণে আদিত্যগণের মধ্যে মিত্রের স্থান অনেক পরে হইলেও বেদে মিত্রই আদিত্যগণের প্রথম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

---

* ভাষ্যকার দক্ষকে আদিত্য মধ্যে গণ্য করেন নাই, কিন্তু উক্ত ঋক্ হইতে ও যাস্কের নিরুক্তে এই দক্ষও এক জন আদিত্য বলিয়া গণ্য। এ ঋকে সূর্য্যের নাম না থাকিলেও ১০।৮৮।১১ ঋকে সূর্য্য আদিত্য বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। [সূর্য্য দেখ।]

যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন,—

"আদিত্যঃ কস্মাদাদত্তে রসান্। আদত্তে ভাসং জ্যোতিষাম্বা দীপ্তো ভাসা ইতি বা। অদিতেঃ পুত্র ইতি বা। অল্পপ্রয়োগন্তু অস্যৈতদার্চাভ্যাম্নায়ে সূক্তভাক্ সূর্য্যমাদিত্যেরমদিতেঃ পুত্রম্। এবমন্যাসামপি দেবতানামাদিত্যপ্রবাদাঃ স্তুতয়ে ভবন্তি। তদ্যথা এতদ্মিত্রস্য বরুণস্য অর্য্যম্নো দক্ষস্য ভগস্য অংশস্য ইতি।" (২।১৩)

আদিত্য নাম কেন ? রসসমূহ আদান বা গ্রহণ করেন বলিয়া। তিনি আলোক আদান করেন, আবার সেই আলোকেই দীপ্ত হন। অথবা তিনি অদিতির পুত্র। ঋগ্বেদে ইহার অল্পই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অদিতির পুত্র বলিয়া সূক্তে আদিত্যের সূর্য্য নাম দৃষ্ট হয়। এইরূপে অদিতিপুত্র অপরাপর দেবগণও স্তুতিকালে আদিত্য নামে অভিহিত। যথা— বরুণ, অর্য্যমা, দক্ষ, ভগ ও অংশের সম্বন্ধেও এইরূপ।

ঋগ্বেদের বহু সূক্তে মিত্র ও মিত্রাবরুণের স্তুতি কীর্ত্তিত। তাহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, মিত্র ও বরুণ বৈদিক ঋষিগণের এক প্রধান দেবতা। সায়ণ লিখিয়াছেন, 'মৈত্রং বৈ অহরিতি শ্রুতে…শ্রুয়তে চ বারুণরাত্রীতি' মিত্র হইতেই দিবা ও বরুণ হইতে রাত্রি, তাহা বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ মিত্রই আলোকদেব এবং বরুণ আবরণদেব।

বেদে মিত্রাবরুণের যেরূপ প্রভাব ও উজ্জ্বল চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, পরবর্ত্তী সংস্কৃতশাস্ত্রে মিত্রদেবের সে সম্মান যেন অনেকটা হ্রাস হইয়াছে।

ঋক্‌সংহিতায় (৩।৫৯ সূক্তে) বিশ্বামিত্র মিত্রদেবকে স্তব করিতেছেন,—

"মিত্রো জনান্ যাতয়তি ব্রুবাণো মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাং
মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভিচষ্টে মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত ॥১
প্র স মিত্র মর্ত্তো অস্তু প্রযস্বান্ যস্ত আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন।
ন হন্যতে ন জীয়তে ত্বোতো নৈনমংহো অশ্নোত্যন্তিতো ন দূরাৎ॥
অনমীবাস ইড়য়া মদং তো মিতজ্ঞবো রবিমন্না পৃথিব্যাঃ।
আদিত্যস্য ব্রতমুপক্ষিয়ন্তো বয়ং মিত্রস্য সুমতৌ স্যাম ॥৩
অয়ং মিত্রো নমস্যঃ সুশেবো রাজা সুক্ষত্রো অজনিষ্ট বেধাঃ।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥৪
মহাঁ আদিত্যো নমসোপসদ্যো যাতয়জ্জনো গৃণতে সুশেবঃ।
তস্মা এতৎ পণ্যতমায় জুষ্টমগ্নৌ মিত্রায় হবিরাজুহোত ॥৫
মিত্রস্য চর্ষণীধৃতোঽবো দেবস্য সানসি।
দ্যুম্নং চিত্রশ্রবস্তমং ॥৬
অভি যো মহিনা দিবং মিত্রো বভূব সপ্রথাঃ।
অভি শ্রবোভিঃ পৃথিবীং ॥৭
মিত্রায় পঞ্চ যেমিরে জনা অভিষ্টি শবসে।
স দেবান্ বিশ্বান্ বিভর্ত্তি ॥৮
মিত্রো দেবেম্বায়ুষু জনায় বৃক্তবর্হিষে।
ইষ ইষ্টব্রতা অকঃ ॥৯"

মিত্র জনসাধারণকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। মিত্র পৃথিবী ও আকাশ ধরিয়া আছেন। মিত্র অনিমেষলোচনে সকলের কার্য্য দেখিতেছেন। মিত্রকে ঘৃতযুক্ত হব্য নিবেদন কর।১। হে আদিত্য মিত্র! যে মনুষ্য ব্রতনিয়মে তোমাকে হব্য নিবেদন করে, সে অন্নবান্ হউক। তুমি যাহাকে রক্ষা কর, তাহাকে কেহ মারিতে বা পরাজয় করিতে পারে না। আমরা নীরোগ ও অন্নলাভে হৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর প্রশস্ত স্থানে জানু পাতিয়া স্বর্গগামী আদিত্যব্রতে রহিয়াছি। মিত্র যেন আমাদের প্রতি কৃপা করেন।৩ এই মিত্র অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনি নমস্য, সুন্দরমুখ, রাজা, অত্যন্ত বলযুক্ত, নিখিলের জনয়িতা এবং যজ্ঞার্হ। আমরা যেন ইহার অনুকম্পা ও কল্যাণপ্রদ বাৎসল্য লাভ করি।৪। (এই) আদিত্য মহান্, সর্ব্বলোকের প্রবর্ত্তক, নতশিরে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। তিনি স্তোতার প্রতি নিয়ত প্রসন্ন। (সেই) স্তুতিযোগ্য মিত্রের প্রীত্যর্থ এই হব্য অগ্নিতে প্রদান কর।৫। মানবপালক মিত্রদেবের অন্ন ও ভজনার্হ ধন বড়ই কীর্ত্তিময়।৬। যে মিত্র আপন মহিমায় দ্যুলোক অভিভূত করিয়াছেন, তিনিই কীর্ত্তিমান্ হইয়া পৃথিবীকে যথেষ্ট অন্নশালিনী করিয়াছেন।৭। পঞ্চজন শত্রুজয়ক্ষম (এই) বলবান্ মিত্রের উদ্দেশে হব্য দিতেছেন, তিনি সকল দেবতাকেই ধারণ করিতেছেন। দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে বর্হি অর্পণ করিয়াছেন, মিত্র তাহাকে কল্যাণকর অন্ন দিয়া থাকেন।

কিন্তু মনুসংহিতায় আবার কি বলিতেছেন শুনুন—

"মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরং।
বাচাগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিম্ ॥" (১২।১২১)

মনে চন্দ্র, কর্ণে দিক্ সকল, গমন কালে বিষ্ণু, বলে হর, কথায় অগ্নি, মলে মিত্র, এবং জন্মাইবার কালে প্রজাপতির নাম স্মরণ করিবে। এখানে মনুসংহিতাকারের হাতে মিত্রের অবস্থা শোচনীয়। তাঁহার এক সময়ে সর্ব্বোচ্চ আসন ছিল। তাঁহাকে অবশ্য কেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, শেষে কিন্তু উৎসর্গে তাঁহার আশ্রয় স্থান হইল। বেদে মিত্র ও সূর্য্য ভিন্ন দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত, কিন্তু পৌরাণিক যুগে মিত্র ও সূর্য্য অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন।

[সূর্য্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মিত্র কেবল বৈদিক ঋষিগণের উপাস্য ছিলেন, তাহা নহে,

তিনি এক সময় সমস্ত সভ্যজগতের আর্য্যগণের উপাস্য ছিলেন।

পারসিকদিগের পূর্ব্বতন অবস্তাশাস্ত্রে এই মিত্রদেব 'মিথ্র' নামে এবং তৎপরবর্ত্তী পহ্লবী শাস্ত্রে 'মিহির' নামে আখ্যাত। ঋগ্বেদে যেমন মিত্রের স্তুতি আছে, অবস্তাশাস্ত্রের অন্তর্গত মিহির-যষ্‌তেও মিথ্র দেবের সেইরূপ স্তুতি দেখা যায়। এই মিহির যষ্‌তের প্রারম্ভেই আছে—

"এখানে এস, আমাদিগকে সাহায্য কর। আমাদের সম্মুখে এস, সুখী কর। অগ্র, অজেয়, পূজ্য, প্রশস্ত ও অমিত্র-দ্রুক্ মিত্র—যিনি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রসমূহের শাসয়িতা।"

তৎপরে স্থানে স্থানে এইরূপ মন্ত্র আছে—

'সদা সত্যবাদী মিত্রের সহস্র কর্ণ, সহস্র চক্ষু, তিনি অনিদ্র ও অনিমিষ লোচনে জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছেন।'

'তিনিই দ্যুলোকের প্রথমে বৈদূর্য্য (হরো-বেরেজ-ইতি) শৈলের পূর্ব্ব দেশ অতিক্রম করেন, যথায় আশুগতি অশ্বগণসহ অমর্ত্ত্য সূর্য্য অবস্থান করিতেছেন। মিথ্র প্রথমেই স্বর্ণভূষিত হইয়া সেই শৈলের শৃঙ্গদেশ হইতে সমস্ত ইরাণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপায় রাজন্যগণ সমুচ্চ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; তাঁহারই প্রভাবে বহু ক্ষেত্রমণ্ডিত সমুচ্চ শৈলোপরি জীবগণের আহার উৎপন্ন হয়। তাঁহারই কারণে গভীর কূপ মধ্যে প্রচুর জল থাকে এবং তাহা হইতেই বিস্তীর্ণ নৌবাহ্য স্রোতস্বতীসমূহ ঐস্কত, পৌরুত, মরু, হরোয়ু, (সরযূ,) গৌমুগু, ও কাইরিজেম দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তিনি সপ্তলোকে আলোক বিতরণ করেন। যিনি যাগযজ্ঞ ও উপযুক্ত স্তোত্রসমূহ দ্বারা তাঁহার পূজা করেন, তাঁহার কর্ণে জয়ধ্বনি নিনাদিত হয়।"

মিহির-যষ্‌তে এই মিত্র বজ্রধর, অমিত্রদ্রুক্ ও অহুরমজ্‌দ হইতে শ্রেষ্ঠরূপে কীর্ত্তিত। আবার অবস্তার যস্নে অহুর-মজ্‌দই সর্ব্বপ্রধান সৃষ্টিকর্ত্তারূপে বিবৃত হইয়াছেন। যস্নে দেখা যায়,—

"অহুরমজ্‌দ স্পিতম জরথুস্ত্রকে বলিলেন, যখন আমি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি মিথ্রকে সৃষ্টি করি, আমি তাহাকে আমার ন্যায় যজ্ঞ ও পূজার উপযুক্ত করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলাম।"

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে বেদে যেরূপ মিত্রা-বরুণ, অবস্তায় সেইরূপ মিথ্‌ ও অহুরমজ্‌দ্। [বরুণ দেখ]

প্রাচীন ইরাণে সর্ব্বত্র এই মিথ্রের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। এই মিত্ররূপ সৌরজ্যোতির উপাসনা শাকদ্বীপেও প্রচলিত ছিল। জরথুস্ত্র অহুরমজ্‌দকে সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া প্রচার করিলে মিত্রপূজকগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। জরথুস্ত্রের মতাবলম্বিগণ অহুরমজ্‌দকে সর্ব্ব-প্রধান ও মিথ্রকে তাঁহার আদি ও পবিত্রতম বিকাশ বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু তিনি দিবা ও রাত্রির অধিদেবতা হইলেন। অপর পক্ষ অহুরমজ্‌দের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার না করিয়া পূর্ব্বাপর মিথ্রকেই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ ভারতবর্ষে আসিয়া শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন। [ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ।]

খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দের প্রারম্ভের সর্ব্বত্র মিত্রোপাসনা প্রচলিত ছিল। তিনি আদিপ্রকৃতি ও আদি সৃষ্টির কারণ বলিয়াও গণ্য হইতেন। এই মিত্রদেব 'পারসী' নামে আলোক ও অগ্নির অধিষ্ঠাতৃ-দেবস্বরূপ ইথিওপীয়, মিসর ও গ্রীসদেশে পূজিত হইতেন। ইথিওপীয়গণ এই অগ্নিদেবকে আদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রকার ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া পূজাও করিতেন। নীলনদকূল-বাসিগণের এক সময়ে বিশ্বাস ছিল যে, মিত্রঃ ও বা হেলিওপ-লিস্ (সূর্য্য নগর) স্থাপিত করেন এবং তাহার সর্ব্বপ্রথম নৃপতি মিত্রঃ (Metres) নামে পরিচিত ছিলেন। ভগবানের সিংহাসন হইতে যে দিব্যজ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, তাহার চিহ্ন দেখা-ইবার জন্য মিত্রনৃপতি অপূর্ব্ব সূর্য্যস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন।

রোমক-সম্রাট্‌গণের যত্নে মিত্রপূজা সমস্ত রোমসাম্রাজ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। পৌষ মাসে যে দিন এখানে বড়দিন হইয়া থাকে, সেই দিন রোমনগরে মিত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে মহা ধুমধাম হইত। তাহাতে সর্ব্বত্র নৃত্যগীত ও সমস্ত নগরী আলোকমালায় বিভূষিত হইত। রোমসাম্রাজ্য বিস্তারের সহিত মিত্রপূজা (Mitriaca) জর্ম্মণীতে প্রচলিত হইয়াছিল। ভূগর্ভ-হইতে আবিষ্কৃত চিত্রলিপির নানা ভগ্নাবশেষ হইতে তাহার নিদর্শন বাহির হইতেছে। ফোটীয়াস্ (Photias) লিখিয়াছেন যে, গ্রীক ও রোমকগণ মিত্রের উদ্দেশে নরবলি দিত। সুইদাস্ (Suidas) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই মিত্রপূজার রহস্যাধিকারী হইতে হইলে পূজককে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হইত।

ভারতবর্ষেও এক সময়ে সর্ব্বত্র মিত্রপূজা প্রচলিত হইয়া-ছিল। এখনও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যরূপে এই মিত্রের পূজা করিয়া থাকেন। পারসিকগণ "মিথ্রিওন" বা মিত্র মন্দিরে তাঁহার পূজা করিতেন। ভবিষ্য ও বরাহপুরাণে "মিত্রবন" নামে মিত্রের পূজাস্থানের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। মিত্রের ন্যায় তৎপত্নী মিত্রা (Mithra দেবীর পূজাও প্রাচীন পারসিক-দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তিনি অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া গণ্য ছিলেন। আসিরিয়ায় তিনি মাইলিতা (Mylitta)

নামে এবং প্রাচীন আরবে আলিতা নামে পূজিত হইতেন। তিনি জগজ্জননী ও প্রজাবিবর্দ্ধিনী বলিয়া গণ্য ছিলেন।

আদি পারসিকগণ মিত্র ও মিত্রাকে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মিত্রা প্রজাপতি অহুরমজ্দের সাহায্যে জাগতিক দেহ ধারণ করিয়া সৃষ্টিবীজরূপ বহ্নি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন।

মিত্রক (পুং) মিত্র স্বার্থে কন্। মিত্র।

মিত্রকরণ (ক্লী) বন্ধুতাস্থাপন।

মিত্রকর্ম্মন্ (ক্লী) বন্ধুর কার্য্য।

মিত্রকাম (ত্রি) বন্ধুসঙ্গলাভেচ্ছু।

মিত্রকার্য্য (ক্লী) বন্ধুত্ব। মিত্রতা-স্থাপন।

মিত্রকৃৎ (পুং) ১ দ্বাদশ মনুর পুত্রভেদ। ২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (৩৩।১০০)

মিত্রকৃতি (স্ত্রী) বন্ধুর কার্য্য।

মিত্রকৃত্য (ক্লী) মিত্রের কার্য্য।

মিত্রক্রু (পুং) মিত্রসম্বন্ধে ক্রূরকর্ম্মকারী।

"মিত্রক্রুবো যচ্ছসনেন গাবঃ" (ঋক্ ১০।৮৯।১৪)

'মিত্রক্রুবো মিত্রাণাং ক্রূরস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারঃ' (সায়ণ)

মিত্রগুপ্ত (ত্রি) মিত্র দ্বারা রক্ষিত। ২ নায়কভেদ। (দশকু০)

মিত্রঘ্ন (পুং) ১ মিত্রহননকারী। ২ বিশ্বাসঘাতক। ৩ রাক্ষসভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ নদীভেদ।

মিত্রজ্ঞ (পুং) যজ্ঞদ্রব্যাপহারী রাক্ষসভেদ।

মিত্রতা (স্ত্রী) মিত্রস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। মিত্রের ধর্ম্ম।

মিত্রতূর্য্য, (ক্লী) বন্ধুবর্গের জয়োল্লাস।

মিত্রত্ব (ক্লী) মিত্রস্য ভাবঃ ত্ব। সৌহার্দ্দ, বন্ধুত্ব।

মিত্রদাত, জনৈক সুপ্রাচীন পার্থিব-সম্রাট্। ইউক্রেটাইডিসের সাম্রাজ্য অন্তর্বিপ্লবে বিচ্ছিন্ন হইলে তিনি (Mithridates I) তদ্রাজ্যের অধিকাংশ জয় করিয়াছিলেন। ১৪০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তিনি ভারত-আক্রমণে আগমন করেন। পঞ্জাবপ্রদেশ জয় করিয়া তিনি "ক্ষত্রপ" (ছত্রপতি) শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। এখনও পঞ্জাবে সেই পার্থিব রাজন্যবর্গের শুভাগমনসূচক মুদ্রাচিহ্ন পাওয়া যাইতেছে। অদ্যাবধি যে সকল পার্থিব মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার সকল গুলিই ৯০ হইতে ৬০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল।

মিত্রদেব (পুং) ১ মহাভারত-বর্ণিত জনৈক রাজা। (মহাভা০৮৭) ২ দ্বাদশ মনুর পুত্রভেদ। ৩ আদিত্যভেদ।

মিত্রদ্রুহ্ (ত্রি) ১ বন্ধুর সহিত শত্রুতাচরণকারী। জন্দ ভাষায় ইহা 'মিথ্রুদ্রুহ্' শব্দে অভিহিত হইয়াছে।

মিত্রদ্রোহ (পুং) বন্ধুর প্রতি শত্রুতাচরণ।

মিত্রদ্রোহিন্ (ত্রি) মিত্রং দ্রুহ্যতীতি মিত্রদ্রুহ-ণিনি। বন্ধুর শত্রুতাচরণকারী।

মিত্রদ্বিষ্ (ত্রি) মিত্রের হিংসাকারী।

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।

তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥"(দ্বাত্রিংশপুত্তলিকা)

মিত্রধর্ম্মন্ (পুং) যজ্ঞবিঘ্নকারী অসুরভেদ।

মিত্রধিত (ক্লী) মিত্রনিহিত ধন। "যথা তথা মিত্রধিতানি সন্দধুঃ।" (ঋক্ ১০।১০০।৪) 'মিত্রধিতানি মিত্রনিহিতানি ধনানি' (সায়ণ)

মিত্রধিতি (স্ত্রী) মিত্রজনের ধারণ, বন্ধুজনের রক্ষণ। "দুহীয় মিত্রধিতয়ে যুবাকু" (ঋক্ ১।২৮।৯) 'মিত্রধিতয়ে মিত্রাণাং বন্ধুজনানাং ধারণার্থম্' (সায়ণ)

মিত্রধেয় (ত্রি) যজমানের যাগলক্ষণকার্য্য। "মিত্রেণাগ্নে মিত্রধেয়ে যতস্ব।" (শুক্ল যজুঃ ২৭।৫) 'ধাতুং ধারয়িতুং যোগ্যাং ধেয়ং মিত্রস্য যজমানস্য ধেয়ং কার্য্যং যাগলক্ষণম্।' (বেদদীপ)

মিত্রধ্রুহ্ (ত্রি) মিত্রদ্রোহকারী, মিত্রদ্বেষী।

মিত্রনাড়্, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা (সহ্যাদ্রি০ ২।৮।৩৫)

মিত্রপঞ্চক (ক্লী) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত পঞ্চ দ্রব্য। যথা— ঘৃত, মধু, গুঞ্জা, টঙ্কণ ও গুগ্গুলু।

মিত্রপতি (পুং) মিত্রপ্রতিপালক। (ঋক্ ১।১৭০।৫)

মিত্রপদ (ক্লী) প্রাচীন তীর্থভেদ। (মৎস্যপু০ ২২।১১)

মিত্রপ্রতীক্ষা (স্ত্রী) বন্ধুর প্রতি সম্মান। ২বন্ধুর জন্য অপেক্ষা।

মিত্রবাহু (পুং) দ্বাদশ মনুর পুত্রভেদ। ২ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র।

মিত্রভানু (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

মিত্রভাব (পুং) বন্ধুর ধর্ম্ম, বন্ধুতা।

মিত্রভৃৎ (ত্রি) মিত্রপোষণকারী।

মিত্রভেদ (পুং) মিত্রের সহিত বিবাদকারী।

মিত্রমহস্ (ত্রি) অনুকূল-দীপ্তিযুক্ত। হিতকারী তেজস।

"উক্ষন্নদ্যামিত্রমহ আবোহন্তুরাং দিব" (ঋক্ ১।৫০।১১)

'মিত্রমহঃ সর্ব্বেষাং অনুকূলঃ দীপ্তিযুক্তঃ' (সায়ণ)

মিত্রমিশ্র (পুং) বীরমিত্রোদয় নামে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকা-রচয়িতা। ইনি পরশুরামমিশ্রের পুত্র ও হংস পণ্ডিতের পৌত্র। রাজা প্রতাপরুদ্রের পৌত্র রাজা বীরসিংহের আদেশে তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ২ আনন্দচম্পু প্রণেতা।

মিত্রযজ্ঞ (পুং) জনৈক ব্যক্তি। (সংস্কারকৌস্তভ)

মিত্রযু (ত্রি) মিত্রং যাতীতি যা-উ (ক্যাচ্ছন্দসি। পা ৩।২।১৭০) মিত্রবৎসল। মৃগ-যা-কুঃ নিপাতিতশ্চ (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) (পুং) ২ লোকযাত্রিক। ৩ লোমহর্ষণ-শিষ্য জনৈক ঋষি। "সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রযুঃ শাংশপায়নঃ।"(বিষ্ণুপু০ ১৩।৬।১৮)

মিত্রযুজ্ (ত্রি) মৈত্রীযুক্ত। "বিশাদসো মিত্রযুজে ন দেবাঃ।" (ঋক্ ১।১৮৬।৮) (পুং) ২ উপাধিভেদ। (সংস্কারকৌ০)

মিত্রযুদ্ধ (ক্লী) মিত্রেণ সহ যুদ্ধম্। সুহৃৎ-সংগ্রাম। পর্য্যায়— মৈত্রেয়িকা।

মিত্ররাজ (পুং) সহ্যাদ্রিবর্ণিত দুই জন রাজা।

(সহ্যা০ ৩২।১৪,১৩৫)

মিত্রলব্ধি (স্ত্রী) মিত্রস্য লব্ধিঃ ৬তৎ। মিত্রপ্রাপ্তি।

মিত্রলাভ (পুং) মিত্রস্য লাভঃ। ১ মিত্র সহ সম্মিলন, সুহৃৎ-প্রাপ্তি। ২ হিতোপদেশের এক অংশ।

"মিত্রলাভঃ সুহৃদ্ভেদো বিগ্রহঃ সন্ধিরেব চ ॥" (হিতোপ০)

মিত্রবংশ, ভারতের স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজবংশ। ঔদুম্বর, পঞ্চাল প্রভৃতি স্থানে এই বংশ রাজত্ব করিতেন।

কেহ কেহ ইঁহাদিগকে শুঙ্গ সম্রাট্‌দিগের শাখা বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু ঔড়ুম্বর ও পঞ্চালের মিত্রদিগকে স্বতন্ত্র বংশ বলিয়াই মনে হয়। এই বংশীয় রাজগণ অধিকাংশই হিন্দু। কেহ ইঁহাদিগকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, আবার শক-ক্ষত্রিয় বলিয়া অনুমান করেন। খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দে এই বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ঔড়ুম্বর হইতে অজমিত্র, মহীমিত্র, বিশ্বামিত্র, ভানুমিত্র প্রভৃতির মুদ্রা বাহির হইয়াছে। পঞ্চাল হইতে ভানুমিত্র, ধ্রুবমিত্র, সূর্য্যমিত্র, ফল্গুনিমিত্র, ভূমিমিত্র, অগ্নিমিত্র, জয়মিত্র, ইন্দ্রমিত্র, বিষ্ণুমিত্র এবং অযোধ্যা হইতে সত্যমিত্র, সঙ্ঘমিত্র ও বিজয়মিত্রের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রার চিহ্ন হইতে কাহাকে শৈব, কাহাকে বৈষ্ণব, আবার কাহাকেও সৌর বলিয়া মনে হয়।

মিত্রবৎসল (ত্রি) মিত্রস্য মিত্রে বা বৎসলঃ। মিত্রপ্রিয়। পর্য্যায়—মিত্রয়ু। (হেম)

মিত্রবন (ক্লী) মিত্রের পূজাস্থান, বর্ত্তমান নাম মুলতান।

মিত্রবৎ (ত্রি) মিত্রমস্যাস্তীতি মিত্র-মতুপ্, মস্য ব। ১ সুহৃদ্-যুক্ত। (পুং) ২ অসুর বিশেষ। ৩ দ্বাদশ মনুর পুত্রভেদ। ৪ শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শ্রীকৃষ্ণের কন্যাভেদ।

মিত্রবর্চ্চস্ (পুং) ঋষিভেদ।

মিত্রবর্দ্ধন (পুং) ১ মহাভারতোক্ত রাজভেদ। ২ দস্যুভেদ। ৩ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। ৪ বন্ধুবৃদ্ধিকারী। (অমর ৪।৮।২)

মিত্রবর্ম্মন্ (পুং) জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজ।

মিত্রবাহ (পুং) দ্বাদশ মনুর পুত্রভেদ।

মিত্রবিদ্ (পুং) মিত্রং বেত্তীতি মিত্রবিদ-ক্বিপ্। গুপ্তচর।

মিত্রবিন্দ (ত্রি) ১ বন্ধুলাভ। ২ অগ্নি। ৩ দ্বাদশমনুর পুত্রভেদ। ৪ শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। ৫ আচার্য্যভেদ। ৫ স্ত্রিয়াং টাপ্। শ্রীকৃষ্ণের পত্নীভেদ।

মিত্রবৈর (ক্লী) বন্ধুদ্বেষী, মিত্রদ্রোহী।

মিত্রশর্ম্মন্ (পুং) কয়েকজন পণ্ডিত। (রাজতরঙ্গিণী)

মিত্রশস্ (ত্রি) মিত্রং শাস্তি ইতি শাস্-ক্বিপ্ (শাস-ইদঙ্-হলোঃ। পা ৬।৪।৩৮) ইত্যত্র কাশিকোক্তেঃ ক্বিপ্ ইত্বং ততো দীর্ঘশ্চ। সুহৃচ্ছাস্তা।

মিত্রসপ্তমী (স্ত্রী) মিত্রায় মিত্রজন্মনে মিত্রস্য বা সপ্তমী। ১ মার্গশীর্ষ শুক্লা সপ্তমী। এই দিন কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে মিত্র নামক দিবাকরের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া, উহা মিত্রসপ্তমী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই দিন উপবাস করিবে অথবা ফলাহার করিয়া থাকিবে।

"অদিতেঃ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মিত্রো নাম দিবাকরঃ।
মার্গশীর্ষস্য মাসস্য শুক্লে পক্ষে শুভে তিথৌ ॥
সপ্তম্যাং তেন সা খ্যাতা লোকেঽস্মিন্ মিত্রসপ্তমী।
তত্রোপবাসঃ কর্ত্তব্যো ভক্ষ্যাণ্যথ ফলানি বা ॥"

(সংবৎসরকৌমুদীধৃত ভবিষ্যপুরাণ)

মিত্রসম্প্রাপ্তি (স্ত্রী) মিত্রসমাগম। মিত্রলাভ।

মিত্রসহ (পুং) ১ কল্মাষপাদ রাজা। (মহাভারত আদিপর্ব্ব) ২ হরিবংশবর্ণিত জনৈক ব্রাহ্মণ (ত্রি) ৩ মিত্রের সহিত বাসকারী।

মিত্রসাহ (ত্রি) মিত্রসঙ্গ।

মিত্রসাহ্বয়া (স্ত্রী) স্বর্গস্থ দেবতাভেদ।

"গৌরী বিস্তাথ গান্ধারী কেশিনী মিত্রসাহ্বয়া।
সাবিত্র্যা সহ সর্ব্বাস্তাঃ পার্ব্বত্যা যান্তি পৃষ্ঠতঃ ॥"

(মহাভারত বনপর্ব্ব)

মিত্রসেন (পুং) ১ দ্বাদশ মনুর পুত্রভেদ। ২ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র-ভেদ। ৩ দ্রবিড়রাজভেদ। ৪ বৌদ্ধভেদ।

মিত্রহত্যা (স্ত্রী) বন্ধুবিনাশ।

মিত্রহিংসক (ত্রি) বন্ধুর হিংসাকারী।

মিত্রহন্ (ত্রি) মিত্রং হন্তীতি হন্-ক্বিপ্। মিত্রঘ্ন।

মিত্রহূ (ত্রি) বন্ধুর আহ্বানকারী।

মিত্রা (স্ত্রী) মিত্র স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ মিত্রদেবের স্ত্রী। ২ সুমিত্রা। শত্রুঘ্নের মাতা। (শব্দরত্না০) ২ অপ্সরোভেদ।

"অলম্বুষা ঘৃতাচী চ মিত্রা মিত্রাঙ্গদা রুচিঃ।"

(মহাভারত ১।৩।৭৪৪)

৩ পরাশরশিষ্য মৈত্রের জননী। (ভাগ০ ৩।৪।৩৫)

মিত্রাক্ষর (ক্লী) ছন্দোবদ্ধ পদ।

মিত্রাখ্য (ত্রি) মিত্র নামধেয়। "আগ্নেয়ং মিত্রাখ্যং পর্ব্ব" (বৃহৎসং)

মিত্রাণবালী, পঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট জেলার অন্তর্গত একটী নগর। স্থানীয় কার্পাসবস্ত্র এবং শস্যাদির বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত।

মিত্রাতিথি (পুং) জনৈক রাজা। (ঋক্ ১০।৩৩।৭)
মিত্রানুগ্রহণ (ক্লী) বন্ধুর প্রতি অনুগ্রহকরণ।
মিত্রাভিদ্রোহ (পুং) বন্ধুবিদ্বেষক।
মিত্রায়ু (ত্রি) মিত্রেচ্ছু। (২) পুং (ঋক্ ১।১৭৪।১০) দিবোদাসের পুত্রভেদ
মিত্রাবরুণ (পুং) মিত্রশ্চাসৌ বরুণশ্চেতি (দেবতাদ্বন্দ্বে চ। পা ৬।২।১৪১) মিত্র ও বরুণ। [মিত্র ও বরুণ শব্দ দেখ।] ২ উৎসবভেদ।
মিত্রাবরুণবৎ (ত্রি) মিত্রাবরুণযুক্ত। (ঋক্ ৮।৩৫।১৩)
মিত্রাবরুণীয় (ক্লী) ঋত্বিজ মিত্রাবরুণ সম্বন্ধীয়।
মিত্রাবসু (পুং) ১ বিশ্বাবসুর পুত্রভেদ। ২ সিদ্ধগণের রাজা।
মিত্রিন্ (ত্রি) বন্ধুযুক্ত। (ঋক্ ১।১৭৮।৪)
মিত্রিয় (ত্রি) বন্ধু সম্বন্ধীয়। (অথর্ব্ব ২।২৮।১)
মিত্রেয়ু (পুং) দিবোদাসের পুত্রভেদ। (ভাগ০ ৯।২২।১)
মিত্রেরু (ত্রি) যজমানগণের ঈরয়িতাবাধক। "জঘন্বা ইন্দ্র মিত্রেরূন্" (ঋক্ ১।১৭৪।৩) 'মিত্রেরূন্ মিত্রাণাং যজমানানামীরয়িতৃন্ বাধকান্' (সায়ণ)
মিত্রেশ্বর (পুং) মিত্রশর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত কাশ্মীরস্থ শিবলিঙ্গভেদ।
মিত্রোদয় (পুং) ১ সূর্য্যোদয়। ২ বন্ধুবর্গের সৌভাগ্যের উদয়।
মিত্র্য (ত্রি) ঞিমিদা-স্নেহনে ইতি মিদ-স্বার্থে যৎ। অনুরক্ত। (ঋক্ ৫।৮৫।৭)
মিথ, বধ। মেধা। ভ্বাদি০ সক০ উভয়০ সেট্। লট্ মেথতি, মেথতে। লুঙ্ অমেথীৎ, অমেথিষ্ট।

"মেথতি-তে শাস্ত্রার্থং শিষ্যঃ ধারয়তীত্যর্থঃ" (দুর্গদাস)

মিথস্ (অব্য০) মেথতি ইতি মথ্-সঙ্গমে অসুন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। ১ অন্যোন্য, পরস্পর। ২ রহঃ।

"ব্যবহারী মিথস্তেষাং বিবাহঃ সদৃশৈঃ সহ।" (মনু ১০।৫৩)

মিথস্তুর্ (ত্রি) পরস্পর বাধমান বা সংশ্লিষ্ট।

"মিথস্তুর উতয়ো যস্য" (ঋক্ ৭।২৬।৬)

"মিথঃ পরস্পরং তুরো বাধমানা সংশ্লিষ্টা বা।' (সায়ণ)

মিথাস্পৃধ্য (ত্রি) পরস্পর স্পর্দ্ধাবিষয়। (ঋক্ ১।১৬৬।৯)
মিথি (পুং) মেথতে হিনস্তি শত্রুকুলমিতি মিথ-ইন্। (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) নিমিরাজতনয়। বিষ্ণুপুরাণে ইনিই জনকরাজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। রাজা নিমি অপুত্রক ছিলেন। এই জন্য মুনিগণ অরাজকতাভয়ে তাহার শরীর অরণিতে মন্থন করেন। মন্থনবশতঃ তাহা হইতে একটী কুমার উৎপন্ন হয়। এই কুমারেরই নাম জনক। জনকের পিতা বিদেহ অর্থাৎ বিগত দেহ বলিয়া ইহার অপর নাম বৈদেহ। মথনবশতঃ ইনি 'মিথি' আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহার উদাবসু নামে এক পুত্র হইয়াছিল। (বিষ্ণুপু০ ৪।৫অ০)

রামায়ণে মিথিরাজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

"নিমিঃ পরমধর্ম্মাত্মা সর্ব্বসত্ত্ববতাং বরঃ।
তস্য পুত্রো মিথির্নাম জনকো মিথিপুত্রকঃ॥"
(রামায়ণ ১।৭১।৪)

মিথিত (পুং) রাজভেদ।
মিথিল (পুং) রাজর্ষি জনকের নামান্তর।
মিথিলা (স্ত্রী) মথ্যন্তে শত্রবো যস্যাং। মথ-ইলচ্ (মিথিলাদয়শ্চ। উণ্ ১।৫৮)। ততোঽকারস্যেত্বং নিপাতিতঞ্চ। সুপ্রাচীন জনপদভেদ। ইহার রাজধানী মিথিলানগরী ও ইহাই বিখ্যাতকীর্ত্তি রাজর্ষি জনকের পুরী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার অপর নাম বিদেহ। এই জন্য আমরা মিথিলা-রাজকন্যা সীতাদেবীকে মৈথিলী ও বৈদেহী শব্দে অভিহিত দেখিতে পাই।

রামায়ণ মহাকাব্যে এই মহাসমৃদ্ধ জনপদের সবিশেষ উল্লেখ আছে। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র তাড়কানিধনার্থ দশরথতনয় রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বনপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া ক্রমে এই মিথিলায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে মিথিলাধিপতি জনক এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

এই মিথিলা কোথায়? ইহার মীমাংসা করিতে নানা লোকে নানারূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রামায়ণ, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে ইহার অবস্থান সম্বন্ধে যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক, মহাকবি বাল্মীকি মিথিলার অবস্থাননির্ণয়ে কিরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

তপোধন বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যা হইতে অর্দ্ধ যোজনের অধিক পথ অতিক্রমপূর্ব্বক সরযূর দক্ষিণতীরে আসিয়া উপনীত হন। এইখানে তিনি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্রদ্বয় শিক্ষা দেন। এখানে রাত্রিযাপন করিয়া তাঁহারা পরদিন প্রভাতে গঙ্গা-সরযূসঙ্গম সন্দর্শন করেন। এখানে কামদেবের পুণ্যাশ্রমে তাঁহারা সেই রাত্রি অতিবাহন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর নৌকাযোগে গঙ্গাবক্ষে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া একটী শ্বাপদসঙ্কুল বিজন অরণ্য দেখিতে পান। জিজ্ঞাসা করিয়া রামচন্দ্র মুনি বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে জানিলেন যে, পূর্ব্বে এই স্থানে মলদ ও করূষ নামে দুইটী দেবনির্ম্মিত জনপদ ছিল। তাড়কা নাম্নী যক্ষী ও তাহার পুত্র মারীচ রাক্ষস এই দুই জনপদ ধ্বংস করিয়াছে। নদীতীর হইতে অর্দ্ধ যোজনদূরে তাড়কার বাস। তাঁহারা তথায় গমন করিয়া তাড়কা রাক্ষসীকে নিধন করেন, তৎপরে

তাঁহারা মহাত্মা বামনের সিদ্ধাশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। এই আশ্রমেই বিশ্বামিত্র অবস্থান করিতেন। তিনি আশ্রমে আসিয়াই যজ্ঞারম্ভ করেন। রাম ও লক্ষ্মণ ৬ রাত্রি জাগিয়া রাক্ষসের উপদ্রব হইতে যজ্ঞরক্ষা করিয়াছিলেন।

যজ্ঞসমাপনান্তে বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে জনকরাজার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মযাগ সন্দর্শনার্থ উত্তরদিকে মিথিলাপুরীতে গমন করেন। পথ অতিক্রম করিতে করিতে তাঁহারা প্রথমে মগধ-(গিরিব্রজ) রাজ্যের অন্তর্গত শোণনদী-তীরে আসিয়া সমুপস্থিত হন। এখানে রাত্রিযাপন করিয়া তাঁহারা পুনরায় পরদিন প্রাতে পথ হাঁটিতে আরম্ভ করেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহারা গঙ্গাতীরে আইসেন। আহারাদি সমাপন করিয়া তাঁহারা নাবিকসাহায্যে গঙ্গার উত্তর-তীরে অবতীর্ণ হইলেন। এইখানেই বিশালা নামক মহাপুরী। তাঁহারা বিশালাধিপতি সুমতির আতিথ্যে প্রীত হইয়া সেই রাত্রি তথায় অতিবাহিত করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা মিথিলায় গৌতমাশ্রমে পাষাণময়ী অহল্যাকে উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বোত্তর-কোণাভিমুখে জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

রামায়ণের বর্ণনায় স্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত না হইলেও বিশালার উত্তর-পূর্ব্বকোণে মিথিলার অবস্থিতি জানিতে পারা যায়। বিশালার উত্তরেই মিথিলারাজ্য। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াংএর সময়ে গঙ্গার উত্তরস্থ সমুদায় প্রদেশ বৃজ্জি নামে খ্যাত ছিল। এই বৃজ্জি তিনটী ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত ছিল;—১ বৈশালী বা বিশালা, ২ তীরভুক্তি এবং ৩ বৃজ্জি বা মিথার। পৌরাণিক তত্ত্বানুসারে নিমির পুত্র মিথি হইতেই মিথিলারাজ্য স্থাপিত হয়। সুতরাং মিথিলা যে বর্ত্তমান ত্রিহুতের (তীরভুক্তির) কোন অংশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুরাণ-প্রসঙ্গে জানা যায়, বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু সূর্য্যবংশীয় প্রথম রাজা। তাঁহার শত পুত্র মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড নামে তিন পুত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিকুক্ষি হইতেই রামচন্দ্রাদি সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন। নিমি মিথিলাধিপতি জনকবংশের আদিপুরুষ।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—

"নিমেঃ পুত্রস্তু তত্রৈব মিথির্নাম মহান্ স্মৃতঃ।
প্রথমং ভুজবলৈর্যেন তৈরহুতস্য পার্শ্বতঃ॥
নির্ম্মিতং স্বীয় নাম্না চ মিথিলাপুরমুত্তমম্।
পুরীজননসামর্থ্যাজ্জনকঃ স চ কীর্ত্তিতঃ॥"

নিমির পুত্র মিথি, এই মিথি তীরহুতের এক দেশে স্বনামে মিথিলাপুর-নগরী নির্ম্মাণ করেন। পুরীজননের সামর্থ্য-হেতু তিনি জনক নামে কথিত হন। মিথিল, বৈদেহ ও জনক এই তিনটীই তাঁহার নামান্তর। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, মৃতদেহ হইতে জন্ম হয় বলিয়া, তাঁহার নাম জনক। তাঁহার পিতা বিদেহ (দেহরহিত) হন বলিয়া তাঁহার নাম বৈদেহ এবং মন্থন দ্বারা তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তিনি মিথি নামে প্রসিদ্ধ হন। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে।*

বাল্মীকি-রামায়ণে নিমির পুত্র মিথি, মিথির পুত্র জনক এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"নিমিঃ পরমধর্ম্মাত্মা সর্ব্বসত্ত্ববতাং বরঃ।
তস্য পুত্রো মিথির্নাম জনকো মিথিপুত্রকঃ॥"

জনকের নামানুসারে তৎপরবর্ত্তী মিথিলাধিপতিগণ বংশ-পরম্পরায় জনক আখ্যা লাভ করিয়াছেন †। অযোধ্যাধিপতি দশরথ-তনয় রামচন্দ্র যে জনকদুহিতার পাণিগ্রহণ করেন, সেই জনকনন্দিনী সীতাদেবী রাজা হ্রস্বরোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজর্ষি সীরধ্বজের যজ্ঞভূমি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেই হেতু ঐ যজ্ঞচত্বর সীতামাড়ী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। রাজা হ্রস্বরোমার কনিষ্ঠ পুত্র সাঙ্কাশ্যনগরাধিপ কুশধ্বজের তনয়া মাণ্ডবীকে ভরত এবং শ্রুতকীর্ত্তিকে শত্রুঘ্ন পরিণয় করেন। সীরধ্বজের অন্যতমা দুহিতা উর্ম্মিলা লক্ষ্মণের সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন।

রামায়ণ হইতে চন্দ্রবংশান্তর্গত জনকবংশের এইরূপ একটী তালিকা পাওয়া যায়,—১ নিমি, ২ মিথি, ৩ জনক, ৪ উদাবসু, ৫ নন্দিবর্দ্ধন, ৬ সুকেতু, ৭ দেবরাত, ৮ বৃহদ্রথ, ৯ মহাবীর্য্য, ১০ সুধৃতি, ১১ ধৃষ্টকেতু, ১২ হর্য্যশ্ব, ১৩ মরু, ১৪ প্রতিন্ধক, ১৫ কীর্ত্তিরথ, ১৬ দেবমীঢ়, ১৭ বিবুধ, ১৮ অন্ধক, ১৯ কৃতিরাথ, ২০ কৃতিরোমা, ২১ স্বর্ণরোমা, ২২ হ্রস্বরোমা, ২৩ জনক ও কুশধ্বজ। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের ৫ অধ্যায়ে উক্ত বংশের একটী বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—১ নিমি (বিদেহ), ২ জনক (বৈদেহ, মিথি), ৩ উদাবসু, ৪ নন্দিবর্দ্ধন, ৫ সুকেতু (কেতু), ৬ দেবরাত, ৭ বৃহদ্রথ (বৃহদুক্‌থ), ৮ মহাবীর্য্য, ৯ সুধৃতি, ১০ ধৃষ্টকেতু, ১১ হর্য্যশ্ব, ১২ মরু, ১৩ প্রতিবন্ধক,

* শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে লিখিত আছে,—
"অরাজকভয়ং নৃণাং মন্যমানা মহর্ষয়ঃ।
দেহং মমন্থুঃ স্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত।
জন্মনা জনকঃ সোঽভূদ্বিদেহস্তু বিদেহজঃ।
মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিলা যেন নির্ম্মিতা।" (ভাগবত ৯।১৩।১৩-১৪)

† ঊর্দ্দু ভাষায় লিখিত, আইন-ঈ-আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রজাপালনে পিতৃসদৃশ ছিলেন বলিয়া এই রাজবংশ জনক নামে উক্ত হইয়াছে।

১৪ কৃতরথ (কৃতিরথ), ১৫ কৃতি (দেবামীঢ়), ১৬ বিবুধ, ১৭ মহাধৃতি, ১৮ কৃতিরাত, ১৯ মহারোমা, ২০ সুবর্ণরোমা, ২১ হ্রস্বরোমা (হ্রুস্বরোমা), ২২ সীরধ্বজ ও কুশধ্বজ, ২৩ সীরধ্বজপুত্র ভানুমান্ ও কন্যা সীতাদেবী, ২৪ শতদ্যুম্ন, ২৫ শুচি, ২৬ ঈর্জ্জবহ (উর্জ্জবাহ), ২৭ সত্যধ্বজ (ভারদ্বাজ), ২৮ কুণি, ২৯ অঞ্জন, ৩০ ঋতুজিৎ (ক্রতুজিৎ), ৩১ অরিষ্টনেমি, ৩২ শ্রুতায়ু (শতায়ু), ৩৩ শ্রুতায়ুধ, ৩৪ সুপার্শ্ব (সূর্য্যাশ্ব), ৩৫ সঞ্জয় (সংনয়), ৩৬ ক্ষেমারি, ৩৭ অনেনা, ৩৮ মীনরথ (মানরথ), ৩৯ সত্যরথ, সাত্যরথি, ৪১ উপগু, ৪২ শ্রুত (উপগুপ্ত), ৪৩ শাশ্বত, ৪৪ সুধন্বা ৪৫ সুভাস (ভাস বা সুভাষ), ৪৬ সুশ্রুত, ৪৭ জয়, ৪৮ বিজয়, ৪৯ ঋত, ৫০ সুনয়, ৫১ বীতহব্য, ৫২ সঞ্জয়, ৫৩ ক্ষেমাশ্ব, ৫৪ ধৃতি, ৫৫ বহুলাশ্ব এবং ৫৬ কৃতি। ইঁহারা সকলেই রাজর্ষি বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

ন্যায়দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি গৌতম এই জনকবংশের পুরোহিত ছিলেন। এই মিথিলায় তাঁহার বাস ছিল। তাঁহার সময় হইতেই মিথিলায় বিশেষভাবে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা চলিয়া আসিতেছে।*

মহর্ষি গৌতম মিথিলার যেস্থানে তপশ্চর্য্যা করিতেন, অদ্যাপিও সেই স্থান গৌতমাশ্রম নামে কথিত হইয়া থাকে। এই গৌতমাশ্রম বর্ত্তমান ভরোরা পরগণায় ব্রহ্মপুর মৌজায় অবস্থিত। গৌতমপত্নী অহল্যা যেখানে বায়ুমাত্র ভক্ষণে জীবিতা এবং ভস্মোপরি যোগনিমগ্না থাকিয়া রামচন্দ্রদর্শনে শাপমুক্তা হন, সেই স্থান আজিও অহল্যাস্থান নামে পরিচিত। ঐ স্থান জারৈল পরগণার মহীআরী মৌজায় প্রদর্শিত হইতেছে। শিবধনু ভঙ্গ করিয়া যে সময়ে রামচন্দ্র জানকীকে বিবাহ করেন, সেই সময়ে অহল্যাগর্ভজাত গৌতমপুত্র শতানন্দ জনক সীরধ্বজের পৌরোহিত্য করিতেছিলেন।

ভবিষ্যপুরাণের 'তৈরহুতস্ত পার্শ্বতো' বচনপ্রমাণে অনুমান করা যায় যে, এই রাজ্য তীরহুত নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে তীরভুক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তীরভুক্তি শব্দ দ্বারা নদীকূলান্তর্গত বা নদীতীর-পরিবেষ্টিত রাজ্যকেই বুঝায়। তীরহুত ও তীরভুক্তি যে একই প্রদেশ, তাহা আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে এই তীরভুক্তিরাজ্যের এইরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"গণ্ডকীতীরমারভ্য চম্পারণ্যান্তগং শিবে।
বিদেহভূঃ সমাখ্যাতা তৈরভুক্তাভিধঃ স তু॥"

অর্থাৎ বিদেহ বা তীরভুক্তি দেশ গণ্ডকীনদীতীর হইতে আরম্ভ করিয়া চম্পারণ্যের (চম্পারণ) শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে,—

"কৌশিকীন্ত সমারভ্য গণ্ডকীমধিগম্য বৈ।
যোজনানি চতুর্ব্বিংশদ্ব্যায়ামঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
গঙ্গাপ্রবাহমারভ্য যাবদ্ধৈমবতং বনম্।
বিস্তারঃ ষোড়শ প্রোক্তো দেশস্য কুলনন্দন।
মিথিলা নাম নগরী তত্রাস্তে লোকবিশ্রুতাঃ॥"

কৌশিকী হইতে গণ্ডকী পর্য্যন্ত মিথিলার পূর্ব্ব-পশ্চিমের দৈর্ঘ্য ২৪ যোজন এবং গঙ্গা হইতে হৈমবত-বন পর্য্যন্ত বিস্তার ১৬ যোজন। ইহাতে জানা যায় যে, মিথিলার পশ্চিমে গণ্ডকী, পূর্ব্বে কৌশিকী, দক্ষিণে গঙ্গা এবং উত্তরে হিমবৎবন বা হিমালয় পর্ব্বত। এতদ্দ্বারা তীরভুক্তি নামেরও সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে।

এরূপ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, রামায়ণবর্ণিত বিশালা পুরী কোথা গেল? অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মিথিলার প্রভাব বর্দ্ধিত হইলে বিশালা রাজ্য উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও তাই বিশালপুরকে (সরকার হাজিপুর) তীরহুতের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছে। অথবা বিশালা-রাজবংশ বিলুপ্ত হইলে উক্ত রাজ্য মিথিলেশ্বরের অধীন হইয়াছিল, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

মহাভারতেও এই সমৃদ্ধ জনপদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"ততঃ কোষং সমাদায় বাহনানি চ ভূরিশঃ।
পাণ্ডুনাং মিথিলাং গত্বা বিদেহাঃ সমরে জিতাঃ॥"

(ভারত ১।১১৩।১৮)

পাণ্ডবেরা মিথিলায় আসিয়া বিদেহরাজকে সমরে পরাভূত করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সময়ে মিথিলারাজ্যের সমৃদ্ধির আদৌ হ্রাস হয় নাই। ভারতীয় যুদ্ধে বিদেহরাজ কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ভীষ্মপর্ব্ব)

নিমি হইতে ৫৬ পুরুষ অধস্তন মহারাজ কৃতি হইতেই জনকবংশের অবসান হয়। আইন-ই-আকবরীর গ্রন্থকার বলেন যে, জনক শব্দের অপভ্রংশে জদ্ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, উহা জনকার্থ বোধক।

জনকবংশের অবসানের পর, আমরা ১১৪৬ সংবতে

* নবদ্বীপের মুখোজ্জ্বলকারী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। খ্যাতনামা রঘুনাথ শিরোমণি, ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বারবক্সের অন্তর্গত সর্পগ্রামবাসী পক্ষধরমিশ্রের ছাত্র ছিলেন।

(১০৮৯ খৃষ্টাব্দে) নান্যদেবনামা জনৈক ক্ষত্রিয়কে তীরহুতে রাজত্ব করিতে দেখিতে পাই। নেপাল তরাইএর দোস্তিয়া পরগণার শিমরাওন্ গড় নান্যদেবের কীর্ত্তি। উক্ত দুর্গের শিলাফলকে লিখিত আছে,—

"নন্দেন্দুবিন্দুবিধুসম্মিতশাকবর্ষে ১০১৯
তৎশ্রাবণে সিতদলে মুনিসিদ্ধিতিথ্যাম্।
স্বাতিশনৈশ্চরদিনে করিবৈরিলগ্নে
শ্রীনান্যদেবনৃপতিবিদধীত বাস্তম্ ॥"

নান্যদেব নৃপতি ১০১১ শকে অর্থাৎ ১০৮৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিহুতে আগমন করেন। তৎপরে ১০১৯ শকাব্দে শ্রাবণ মাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে স্বাতিনক্ষত্রাশ্রিত শনিবারে সিংহলগ্নে এই কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। এখনও তরাইর মধ্যে ৫।৭ ক্রোশ ব্যাপিয়া ঐ প্রাচীন গড়ের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই নেপাল তরাই-প্রদেশ পূর্ব্ববর্ণিত হিমবদ্বন। তরাই শব্দে বন ও পর্ব্বতপার্শ্ব বুঝায়।

রাজ্যারোহণের পূর্ব্বে নান্যদেব একটী সর্পের ফণায় নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখিতে পান বলিয়া প্রবাদ আছে।—

"রামো বেত্তি নলো বেত্তি বেত্তি রাজা পুরুরবাঃ।
অলকস্য ধনং প্রাপ্য নান্যো রাজা ভবিষ্যতি ॥"

যাহাই হউক, তিনি সীতামাড়ী মহকুমার মামপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই বংশের ছয় জন রাজার রাজত্বের পরই, নান্যদেবের বংশ বিলুপ্ত হয়। নিম্নে তাঁহাদের নাম ও রাজ্যকাল প্রদত্ত হইল।

নাম	খৃষ্টাব্দ
১ নান্যদেব (নানাদেব)—	১০৮৯—১১২৫
২ গঙ্গাদেব	১১২৫—১১৩৯
৩ নরসিংহদেব	১১৩৯—১১৯১
৪ রামসিংহদেব	১১৯১—১২৮৩
৫ শক্তিসিংহদেব	১২৮৩—১২৯৫
৬ হরিসিংহদেব	১২৯৫—১৩২৪

১০১১ শক হইতে এই রাজবংশ ১২৪৫ শক পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১০৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৩৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তৎপরে এখানে রাজা ভবসিংহ-বংশের অভ্যুত্থান হয়।

সুলতান শাম্স্ উদ্দীন্ আল্‌তিমিশের সাম্রাজ্যকালে বাঙ্গালার সুবাদার সুলতান গয়াস্‌উদ্দীন্ ত্রিহুতরাজ নরসিংহদেবকে পরাজিত করিয়া তাহার নিকট হইতে করগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন্ বর্ষে রাজা নরসিংহদেব মুসলমানের করদ হন, তাহার কিছুই জানা যায় না। তবে গয়াস্‌উদ্দীন্ যে ১২১২ হইতে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন, তাহা মুসলমান-ইতিহাস-পাঠক-মাত্রই অবগত আছেন। সুতরাং উহার কোন সময়ে তিনি সম্ভবতঃ তীরহুত জয় করিয়া থাকিবেন।

গয়াস্‌উদ্দীন্ তোগলক দিল্লী-সিংহাসনে আসীন হইয়া ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের বিদ্রোহী সুবাদার বাহাদুর খাঁকে দণ্ডবিধানার্থ সসৈন্যে সুবর্ণগ্রামাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি বাহাদুর খাঁকে শাসিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া প্রত্যাগত হইবার সময় তীরহুত রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাজ হরিসিংহদেব তীরহুত-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ফিরিস্তায় ইনি "রায় তীরহুত" নামে উক্ত হইয়াছেন।

হরিসিংহদেবের পরাজয়-সম্বন্ধে পঞ্জীগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"বাণাব্ধিযুগ্মশশিসম্মিতে শাকবর্ষে
পৌষস্য শুক্লনবমী রবিসূনুবারে।
ত্যক্ত্বা সুপট্টনপুরীং হরিসিংহদেবো
দুর্দ্দৈবদেশিতপথোঽগিরিং বিবেশ ॥"

অর্থাৎ ১২৪৫ শকে (১৩২৪ খৃষ্টাব্দে) হরিসিংহদেব সুপট্টনপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। অতএব উক্ত বৎসর হইতেই তীরহুতের মুসলমানাধিকার ধরিতে হইবে। গয়াস্‌উদ্দীন্ তীরহুতের জঙ্গল কাটিয়া রাজাকে ধৃত করেন। ঐ সময়ে ত্রিহুত একটী স্বতন্ত্র সুবায় বিভক্ত হয় এবং আহ্মদখাঁ তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পরিষ্কৃত বনান্তরালসমূহ লোকালয়ে পরিণত হইয়াছিল। আইন-তীরহুত বলেন যে, দরভাঙ্গা নগরও ঐরূপে বন্যবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পত্তন হইয়াছিল। ইহার পর ২৪ বৎসর কাল কোন রাজা বা শাসনকর্ত্তারা এখানে আধিপত্য করেন নাই।

সম্ভবতঃ মুসলমান-শাসনের বিশৃঙ্খলতা অথবা অরাজকতানিবন্ধনই পূর্ব্বোক্ত রাজা হরিসিংহদেবের সভাপণ্ডিত কামেশ্বর ঝা (ইনি মৈথিল-ব্রাহ্মণ ছিলেন) দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের নিকট হইতে ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে সরকার-তীরহুতের বন্দোবস্ত করিয়া লন এবং তাহা স্বীয় মধ্যম পুত্র ভবসিংহদেবকে সমর্পণ করেন। মহারাজ ভবসিংহ ১৩৪৫ হইতে ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৭ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়াধিপ মালিক-হাজি ইলায়স্ শামস্‌উদ্দীন্ বাঙ্গড় হাজিপুরে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন।

ভবসিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবসিংহ পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। দেবসিংহ ১৩৮৫ হইতে ১৪৪৮

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬১ বর্ষ রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। সাকুরি গ্রামে তাঁহার নির্ম্মিত একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা বিদ্যমান আছে।

শিবসিংহ ও পদ্মসিংহ নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ তনয় শিবসিংহই রাজপদ প্রাপ্ত হন। পরিহার-পুর জব্দী পরগণার লহরারাজ গ্রামে তাঁহার রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ জঙ্গল ও ইষ্টকস্তূপে পরিণত রহিয়াছে। ঐ রাজবাটীর সম্মুখে একটী ২ মাইল দীর্ঘ দীর্ঘিকাও তিনি খনন করান।

১৪৪৬ হইতে ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩ বর্ষ ৯ মাস কাল রাজ্য ভোগ করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ছয় পত্নীর মধ্যে মহারাণী লক্ষ্মী দেবী ও মহারাণী বিশ্বাস দেবী যথাক্রমে ১৪৪৯ হইতে ১৪৬০ পর্য্যন্ত ১১ বৎসর এবং ১৪৬০ হইতে ১৪৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২ বৎসর কাল রাজত্ব করেন।

বিশ্বাস মহাদেবীর মৃত্যুর পর, দেবসিংহের বৈমাত্রেয় হরিসিংহদেবের পুত্র দর্পনারায়ণ (নরসিংহ) ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হৃদয়নারায়ণ (ধীরনারায়ণ) ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসর রাজতক্তে উপবিষ্ট ছিলেন। হৃদয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তদীয় সোদর হরিনারায়ণ ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিরাপদে রাজ্যভোগ করিয়া গৌড়াধিপ নসরৎশাহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

নসরৎ শাহ কেন ত্রিহুত আক্রমণ করেন, তৎসম্বন্ধে ইতিহাসে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। ৯০৫হিঃ (১৪৯৯ খৃঃ) দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ সিকেন্দর শাহ বিহারপ্রদেশ জয়াভিলাষে অগ্রসর হন। ক্রমে তিনি বাঙ্গালা অধিকার-মানসে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, গৌড়াধিপ আলাউদ্দীন্ হুসেনশাহ সন্ধিপত্র দ্বারা সম্রাট্কে বিহার, ত্রিহুত ও সারণ প্রদেশ ছাড়িয়া দেন। বাবরশাহের ভারতাক্রমণকালে সুযোগ পাইয়া নসরৎশাহ গৌড়রাজ্যচ্যুত জেলাগুলি হস্তগত করিবার মানসে ত্রিহুত আক্রমণ করিলেন। তিনি যুদ্ধে হরিনারায়ণকে বধ করিয়া স্বীয় জামাতা আলাউদ্দীন্কে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

অতঃপর রূপনারায়ণ (১৫১২-১৫৪২ খৃঃ) এবং তৎপুত্র কংসনারায়ণ (১৫৪২-১৫৫৮ খৃঃ) পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষদিগের সিংহাসনে উপবেশন করিলেও প্রকৃতপক্ষে আলাউদ্দীন্ই তৎকালে তীরহুতের সুবাদার ছিলেন। তাঁহারা নামে মাত্র রাজা ছিলেন। বিদ্যাপতি ঠাকুর তাঁহার পদাবলীতে এই রাজবংশের কএকজন রাজার গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছেন।

নিম্নে ভবসিংহের বংশাবলী প্রদত্ত হইল।
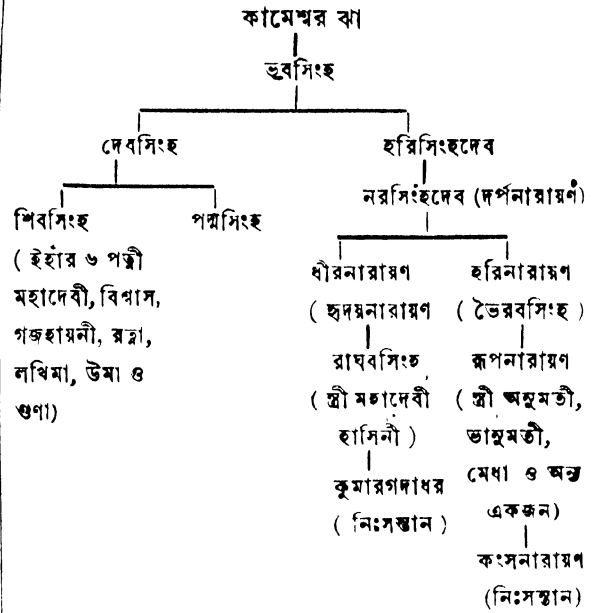
রামেশ্বর ঝার বংশের পর, কোন্ বংশ তীরহুতের রাজা হন, তদ্বিষয়ে পঞ্জীগ্রন্থে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন মতে রাজা কংসনারায়ণের কায়স্থ-কর্ম্মচারী (মজ্মুয়েদার) ৯৫৩ হইতে ৯৫৪ ফসলি পর্য্যন্ত রাজত্ব চালান এবং তৎপরে ৯৫৫ হইতে ৯৬৩ ফসলি পর্য্যন্ত ত্রিহুতে কোন রাজা ছিলেন না। অন্য পঞ্জীকার বলেন, ৯৫৬ ফসলি পর্য্যন্ত মহারাজ ভবসিংহের বংশেই এখানকার শাসনভার ন্যস্ত ছিল। অতঃপর মহেশ ঠাকুরের বংশে ত্রিহুতের রাজত্ব যায়। অপর একজন পঞ্জীকার লিখিয়াছেন, ৯৫৬ হইতে ৯৫৯ ফসলি পর্য্যন্ত ৩ বৎসর মজলিস্ খাঁর আদেশে এখানকার রাজকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। হান জাতিতে মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুলতানের দরবার হইতে খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। অন্য আর একখানি পঞ্জীতে দৃষ্ট হয় যে, ৯৫৬ হইতে ৯৬৫ ফসলী পর্য্যন্ত ৯ বৎসর ৮ মাস ৭ দিনকাল বিহৌর রাজপুতবংশ এখানে রাজত্ব করেন। ঐ পাঁচ জন বিহৌর রাজপুত রাজার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

নাম	রাজ্যকাল
১ বীরবল ওরফে রূপনারায়ণ	৭ মাস
২ উন্মাদসিংহ	১১ মাস
৩ খড়্গসিংহ	৩ বৎসর ২ মাস
৪ কোশেশ্বর সিংহ	৫ বৎসর
৫ মন্মথসিংহ	৭ দিন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কংসনারায়ণের মৃত্যুর পর মজলিস্ খাঁ ও বিহোর রাজপুতগণের শাসনকাল আরম্ভ হয়। সম্রাট্ অকবরশাহ এই ত্রিহুতের কতকাংশ মহেশ ঠাকুর-নামা জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণের ছাত্র রঘুনন্দন রায়কে তাঁহার বিদ্যার পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করেন। রঘুনন্দন আবার ঐ সম্পত্তি গুরুদক্ষিণার স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। কিরূপে মহেশ ঠাকুরের পুত্র গোপাল ঠাকুর ঐ তীরহুত সম্পত্তি হস্তগত করেন, তাহা দরভাঙ্গা শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

[দরভাঙ্গা দেখ।]

পূর্ব্বোক্ত মিথিলা জনপদ কালে তীরহুত ও দরভাঙ্গার রাজসরকারের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বিভিন্ন বংশীয় পাঠান ও মোগলশাসনকর্তৃগণেরও সময়ে বিভিন্ন স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়।

কিন্তু সেই সুপ্রাচীন মিথিলাপুরী কোথায় গেল? অনেকে বলেন, মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত সীতামাড়ির প্রায় ১৩।১৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত জনকপুর গ্রামই মিথিলারাজ জনকের নামানুসারে মিথিলাপুরের পরিবর্ত্তে ঘোষিত হইয়াছে। উহা এক্ষণে নেপালরাজ্যভুক্ত এবং নেপাল-তরায়ের মধ্যগত। উইলিয়ম্ বোল্টসকৃত ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার মানচিত্রে উক্ত জনকপুরগ্রাম মঘবান্, মোরাবান্, মোঙ্গল বা মোরঙ্গ রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট দৃষ্ট হয়। জনকপুরের দেবোত্তর সম্পত্তি সম্বন্ধে তথাকার রামচন্দ্রজী মন্দিরের মোহান্ত মহাশয়ের নিকট দুইখানি দানপত্র দৃষ্ট হয়। উহার প্রথমখানি মঘবানপুরের রাজা মাণিক কর্ত্তৃক ১৭৮৪ সংবতে (১৭২৮ খৃঃ অঃ) প্রদত্ত হয়। গোরখা-সৈন্য মঘবান্‌পুরের রাজাকে দূরীকৃত করিয়া তরাইরাজ্য আত্মসাৎ করিলে গোরখারাজ গীর্ব্বাণ বিক্রমশাহ রাজা মাণিকসেনের দান স্বীকার করিয়া ১৮১২ খৃষ্টাব্দে অপরখানি প্রদান করেন। গোরখারাজ পৃথ্বীনারায়ণ শাহের পৌত্র রণবাহাদুর শাহের ঔরসে গীর্ব্বাণবিক্রমের জন্ম হয়।

মিথু (অব্য॰) মিথ্যা, অসত্য। "গাত্রাণ্যসিনা মিথুকঃ।" (ঋক্ ১।১৬২।২০) 'মিথু মিথ্যা বার্থম্' (সায়ণ)

মিথুন (ক্লী) মেথতাতি মিথ্-(ক্ষুধিপিশিমিথঃ কিং। উণ্ ৩।৫৫) ইতি উনন্, কিত্তাবাদগুণাভাবশ্চ।। স্ত্রী ও পুরুষের যুগ্ম, স্ত্রী এবং পুরুষ।।

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

(রামায়ণ ১।২।১৫)

পর্য্যায়—দ্বন্দ্ব, যুগল। (অমর)

২ মেষাদি দ্বাদশরাশির অন্তর্গত তৃতীয়রাশি। পর্য্যায়—জিতুম। মৃগশিরা নক্ষত্রের শেষার্দ্ধ, এবং সমুদয় আর্দ্রানক্ষত্র এবং পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত এই মিথুনরাশি। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গদাধারী পুরুষ এবং বীণাধারিণী স্ত্রী।

এই রাশি শীর্ষোদয়, পশ্চিমদিক্ স্বামী, বায়ুপ্রকৃতি, হরিদ্বর্ণ, বনস্থিত, শূদ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, মধ্যস্ত্রীসঙ্গ, মধ্যমসন্তান।

এই রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে, জাতক স্ত্রৈণ, সুরতকুশল, তাম্রদৃষ্ট, শাস্ত্রার্থবেত্তা, দূতকর্ম্মকারী, কুঞ্চিতকেশবিশিষ্ট, হাস্য, ইঙ্গিত ও দ্যুতবেত্তা, মনোহর-শরীরসম্পন্ন, প্রিয়ভাষী, অতিশয় ভক্ষণরুচি, গীতপ্রিয়, নৃত্যবেত্তা এবং উন্নতনাসাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক)

কোষ্ঠীপ্রদীপমতে মিথুনরাশিতে জন্ম হইলে মৃদুগতি, স্থিরগাত্রসম্পন্ন, পরহিতকারী, মলিনপ্রকৃতি ও মলিন বেশধারী, বাতশ্লেষ্মযুক্ত, এবং গীতবাদ্যে অনুরক্ত হইয়া থাকে।

২ মেষাদি দ্বাদশ লগ্নের তৃতীয়। অয়নাংশশোধিত লগ্নমান ৫।২৮।২০, এইমান কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থলের জানিতে হইবে। এই লগ্নের হোরা ২।৪৪।২০, দ্রেক্কাণ ১।৪৯।২৬।৪০, নবাংশ ০।৩৬।২৮।৫৩।২০, দ্বাদশাংশ ০।২৬।২১।৪০, ত্রিংশাংশ ০।১৩।৪৬।৪০।

এই লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে প্রিয়বাক্যযুক্ত, বিশিষ্টকর্ম্মকারী, মিশ্রপ্রকৃতি, দ্বিমাতৃক, অল্পমতিমান্, গুরু ও সাধুগণের পূজা, অল্পসহোদর ও অল্পচেষ্টান্বিত, শত্রুমর্দ্দনকারী, গুণী, ধর্ম্মসাধক, অনেক কর্ম্মে নিযুক্ত এবং সর্ব্বদা রোগযুক্ত হইয়া থাকে, এই লগ্নে জাতব্যক্তি মনুষ্য, সর্প, বিষ, মৃগ, কিংবা সলিল হইতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।

রাশি ও লগ্নের মধ্যে যিনি বলবান্, তদনুসারে ফলগণনা হইয়া থাকে।

রবি প্রভৃতি গ্রহগণ মিথুনরাশিতে থাকিলে নিম্নোক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। মিথুনরাশিতে রবি থাকিলে মেধাবী, মধুরবাক্যসম্পন্ন, বাৎসল্যগুণযুক্ত, বেদাচারপরায়ণ, বিজ্ঞানশাস্ত্রকুশল, বহু ধনসম্পন্ন ও উদারচেষ্টাযুক্ত, নিপুণ, জ্যোতির্ব্বেত্তা, সৌভাগ্যসম্পন্ন এবং বিনীত হয়।

ঐ রবি যদি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে রিপু ও বান্ধব দ্বারা পীড়াপ্রাপ্ত, বিদেশগমনে পীড়িত এবং বহু বিলাপযুক্ত হয়। মঙ্গল দেখিলে সর্ব্বদা রিপুভয়, ও কলহ, দীনতাযুক্ত এবং সলজ্জ হয়। বুধ দেখিলে রাজার ন্যায় বিখ্যাত, নিরন্তর শত্রুসংত্যক্ত, বান্ধবযুক্ত ও জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া থাকে। বৃহস্পতি দেখিলে শাস্ত্রদর্শী, সুখী, রাজাদৃত, বিদেশগমনশীল,

যুক্ত ও সর্ব্বদা উৎসাহসম্পন্ন হয়। শুক্র দেখিলে ধন, দারা ও পুত্রযুক্ত, অল্প স্নেহবিশিষ্ট, রোগহীন, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও চপল হইয়া থাকে। শনি দেখিলে বহুভৃত্যযুক্ত, উদ্বিগ্নচিত্ত, সর্ব্বদা খিন্ন এবং ধূর্ত্ত হইয়া থাকে।

মিথুন রাশিতে চন্দ্র থাকিলে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, শৃঙ্গারবিধি ও কাব্যকলাবেত্তা, বিষয়সুখপরায়ণ, বুদ্বুদের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট, শিরাযুক্ত, সৌভাগ্যশালী, হাস্য ও প্রিয়বচনযুক্ত, স্ত্রীজিত, আয়তদেহ এবং দ্বিমাতৃক হইয়া থাকে। ঐ চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রাজ্ঞ, ধনহীন, রূপবান্, ধার্ম্মিক এবং দুঃখী হয়। মঙ্গল দেখিলে অতিশয় শূর, অতিপ্রাজ্ঞ, সুখবাহন ও বিভবসম্পন্ন হইয়া থাকে। বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অর্থোপার্জ্জনে কুশল, অপরাজিত, ও সুধীর হয়। বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বিদ্যা ও শাস্ত্রে গুরু, বিখ্যাত, সত্যবাদী, রূপবান্, মান্য ও বক্তা হয়। শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠ-যুবতী, মাল্য, বস্ত্র, উত্তম বাহন, এবং ভূষণাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া থাকে। শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বন্ধুহীন, দরিদ্র এবং লোকদ্বেষ্টা হয়।

মিথুনরাশিতে বুধ থাকিলে শুভবেশধারী, প্রিয়ভাষী, বিখ্যাত মতিমান্, শ্লাঘান্বিত, মান্য, বিখ্যাত, সুখী, অশ্বের ন্যায় ক্রীড়নশীল, স্ত্রী-পুত্রের সহিত বিবাদরত, কাব্যকুশল, কবি, বহুকর্ম্ম, বহুপুত্র এবং অনেক মিত্রযুক্ত হয়। বুধ মিথুনের স্বগৃহ, এইজন্য এই স্থলে শুভফলদায়ী হইয়া থাকে।

এই বুধ রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যথার্থকথনশীল, মধুরভাষী, রাজবল্লভ, প্রভু, সুন্দর চেষ্টাযুক্ত এবং লোকদয়িত হয়। চন্দ্র দেখিলে সুন্দর, মধুরভাষী, অতিশয় বাচাল, শত্রুবৎসল, সুদৃঢ়কায়সম্পন্ন এবং সর্ব্বকার্য্যে মঙ্গলপর হয়। মঙ্গল দেখিলে ক্ষতগাত্রযুক্ত, মলিনদেহ, প্রতিভাসম্পন্ন, নরেন্দ্রভৃত্য ও অত্যন্ত প্রিয়তর হয়। বৃহস্পতি দেখিলে রাজমন্ত্রী, শ্রেষ্ঠ আকৃতিযুক্ত, উদার-প্রকৃতি, বিভবশালী এবং শূর হয়। শুক্র দেখিলে পণ্ডিত, রাজভৃত্য বা নৃপতি এবং নীচাঙ্গনারত থাকে, শনি দেখিলে সতত বুদ্ধিযুক্ত, বিনীত, এবং যে কার্য্য আরম্ভ করে, তাহা সফল হইয়া থাকে।

মিথুনরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে অন্যায় উপায়ে ধনসঞ্চয়শীল, বিজ্ঞ, বাগ্মী, সুন্দর কর্ম্মকারী, গুরু ও বান্ধবের মান্য, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সৎকবি ও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে।

এই বৃহস্পতি যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ, গ্রামের মধ্যে প্রধান, কুটুম্বযুক্ত, পুত্র দারা ও ধনসম্পন্ন হয়। চন্দ্র দেখিলে ধনবান্, মাতৃবৎসল, সুকৃতিসম্পন্ন, সুখী এবং ব্যাধিহীন হয়। মঙ্গল দেখিলে যুদ্ধজেতা, বিক্ষতশরীরবিশিষ্ট, ধনান্বিত ও লোকপূজিত হয়। বুধ দেখিলে জ্যোতিষশাস্ত্রে কুশল, বহুপুত্র ও বিরূপবাক্যসম্পন্ন হয়। শুক্র দেখিলে দেবপ্রাসাদের কর্ম্মকারী, বেশ্যাসক্ত ও স্ত্রীলোকের প্রিয় হয়। শনি দেখিলে গ্রাম বা নগরাদির অধিপতি এবং প্রধান হয়।

মিথুনরাশিতে শুক্র থাকিলে—বিজ্ঞানকলা ও শাস্ত্রে প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন, অতিশয় বিখ্যাত, বাচাল, নৃত্যগীতাদিতে কুশল, বন্ধুযুক্ত, দেবদ্বিজানুরক্ত এবং উত্তমবাক্যসম্পন্ন হয়।

ঐ শুক্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজার ন্যায় পুত্রযুক্ত, পতিতধনে ধনবান্ এবং সুখী হয়। চন্দ্র দেখিলে কৃষ্ণলোচনবিশিষ্ট, সুকেশযুক্ত, কমনীয় মূর্ত্তি, অতিশয় মৃদুস্বভাব, এবং উত্তমভাগ্যসম্পন্ন হয়। মঙ্গল দেখিলে অতিশয় কামী, এবং স্ত্রীলোকের জন্য সকল অর্থ নষ্ট হয়। বুধ দেখিলে পণ্ডিত, মধুরভাষী, ধনবান্, উত্তম ভাগ্যবান্ ও প্রভু হইয়া থাকে। বৃহস্পতি দেখিলে অতিশয় দুঃখী, এবং প্রাজ্ঞ বা আচার্য্য হয়। শনি দেখিলে দুঃখী, চপল ও মূর্খ হইয়া থাকে। সমস্ত ধন দুষ্ট লোকে হরণ করে। মিথুনরাশিতে শনি থাকিলে ঋণগ্রস্ত, শ্রমাতুর, দাম্ভিক, শিল্পবেত্তা এবং বাক্যবীর হইয়া থাকে।

ঐ শনি যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সুখবিহীন, অতিশয় প্রধান, ধার্ম্মিক, ক্লেশসহিষ্ণু এবং ধীরপ্রকৃতি হয়। চন্দ্র দেখিলে ভূপতি তুল্য স্নিগ্ধ দেহযুক্ত এবং স্ত্রীধন দ্বারা ধনবান্ হয়। মঙ্গল দেখিলে বিখ্যাত, মূর্খ, ভারবহনশীল, এবং নির্ধন হয়। বৃহস্পতি দেখিলে রাজকুলের বিশ্বাসী, সর্ব্বগুণসংযুক্ত ও সাধুগণের বাঞ্ছনীয় হয়। শুক্র দেখিলে স্ত্রীদিগের প্রিয় এবং স্ত্রীলোক হইতে ধনাগম হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক)

এই যে সকল ফল লিখিত হইল, ইহা গ্রহদিগের নৈসর্গিক ফল, গ্রহগণ জাতকের যে ভাবে থাকেন, এবং অন্যান্য গ্রহগণের সংস্থাপন প্রভৃতি বিশেষ বিচার করিয়া ফল নিশ্চয় করা আবশ্যক। নামকরণ স্থলে খনার নিয়মানুসারে 'ক' 'ছ' এই দুইটী অক্ষর নামের আদ্যক্ষর হইবে। জ্যোতির্গ্রন্থে নামকরণ স্থলে শতপদচক্রানুসারেই নামকরণের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

মিথুনত্ব (ক্লী) মিথুনের ভাব।

মিথুনভাব (পুং) মিথুনাবস্থা।

মিথুনব্রতিন্ (ত্রি) মৈথুনব্রতচারী।

মিথুনাভাব (পুং) সঙ্গমাবস্থা।

মিথুনেচর (ত্রি) স্ত্রীপুরুষে বাসকারী।

মিথুয়া (অব্য॰) মিথ্যাভূত, মিথ্যাস্বরূপ। 'ন ক্ষত্রিয়ং মিথুয়া ধারয়ন্তম।" (ঋক্ ৭।১০৩।১৩) 'মিথুয়া মিথ্যাভূতং' (সায়ণ)

মিথুস্ (অব্য০) অন্যোন্য, পরস্পর।

মিথ্দৃশ্ (ত্রি) পরস্পর দেখা।

মিথো (অব্য০) মিথুস্, পরস্পর।

মিথোযোধ (পুং) পরস্পর যুদ্ধকারী।

মিথ্যা (অব্য০) মথ-বিলোড়নে মথতে অথবা মেথতে হিনস্তীতি মথ-ক্যপ্ নিপাতনাৎ সিদ্ধম্। অসত্য। চলিত মিছা, ইহার পর্য্যায়—মৃষা, বিতথ, অনৃত। (শব্দরত্না০) "যদসন্তাসনং তন্মিথ্যা, স্বপ্নগজাদিবৎ।" (সাংখ্যপ্র০ ভাষ্যধৃত)

পুরাণে মিথ্যাকে অধর্ম্মের পত্নীরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে লিখিত আছে—অধর্ম্মের পত্নী মিথ্যা সমগ্র ধূর্ত্তদিগের নিকট পূজিত হয়। সত্যযুগে ইহাকে কেহ দেখিতে পাইত না। ত্রেতাযুগে মিথ্যা অতি সূক্ষ্মাবয়বে ছিল। দ্বাপরেও মিথ্যার সম্পূর্ণ আকার প্রকট হয় নাই; তখনও ধর্ম্মভয়ে মাত্র অর্দ্ধাবয়ব প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু যেই কলির সমাগমে, মিথ্যা অমনি বিশ্বব্যাপিনী মূর্ত্তিরূপে সর্ব্বত্র সবলে অবস্থিত। কলির কল্যাণে ইহার প্রসার প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র অব্যাহত। মিথ্যার ভ্রাতার নাম কপট। মিথ্যা তাহার সেই গুণধর ভ্রাতার সহিত গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করে *।

কল্কিপুরাণে কথিত আছে,—অধর্ম্মের প্রিয়তমা পত্নী মিথ্যা। মিথ্যার নেত্র মার্জ্জারবৎ। অতিতেজস্বী দম্ভ মিথ্যার গর্ভজাত পুত্র। দম্ভ নিজ ভগিনী মায়ার গর্ভে লোভ নামক এক পুত্র এবং নিকৃতি নামে এক কন্যা উৎপাদন করে। এই লোভ হইতে ভগিনী নিকৃতির গর্ভে শ্রীমান্ ক্রোধের আবির্ভাব হয়। †

মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা ব্যবহার করা বড় দোষ। উন্নতচেতা, উদারচরিত্র সাধুলোকেরা প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা মুখে আনেন না, বা মিথ্যা ব্যবহার করেন না। যাহাদিগের অন্তঃকরণ অতি ক্ষুদ্র, সেই সকল দুর্ব্বলান্তঃকরণ নীচাশয় লোকেরাই নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা ক্ষণিক প্রতিপত্তি পাইবার আশায় পদে পদে মিথ্যা ব্যবহার করে। নিজের সামান্য স্বার্থে অথবা বিনা স্বার্থেও মিথ্যা কথা কহিয়া বা মিথ্যা ব্যবহার করিয়া পরের মনে পীড়া দিতে বা পরানিষ্ট করিতে ঐ সকল অসৎ লোকেরা কুণ্ঠিত হয় না।

আমাদিগের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই মিথ্যা ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। দৈবাৎ মিথ্যা বলিলে সেজন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। ফলে, কোন সম্প্রদায়েরই ধর্ম্ম বা নৈতিক শিক্ষায় মিথ্যার প্রসার নাই। মিথ্যা সাধু-সমাজের গর্হিত এবং ধর্ম্মপথের অন্তরায়।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—যদি ঘটনাক্রমে একবার মিথ্যা কথা বলা হয় এবং তজ্জন্য অনুতাপ হইতে থাকে, তবে কৃষ্ণনামস্মরণেই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।

"কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥" (বিষ্ণুপু০)

বিষ্ণুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, নিন্দিত প্রতিগ্রহ, বাণিজ্য, কুসীদবৃত্তি, অসত্যভাষণ ও শূদ্রসেবন প্রভৃতি পাপে তপ্তকৃচ্ছ্র করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হয়। "নিন্দিতেভ্যো ধনাদানং বাণিজ্যং কুসীদজীবনং। অসত্যভাষণং শূদ্রসেবনমিথ্যাপাত্রীকরণং কৃত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধ্যতি।" (বিষ্ণুস০)

মনুর মতে মিথ্যাব্যবহারে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

"সঙ্করাপাত্রকৃত্যাসু মাসং শোধনমৈন্দবম্॥" (মনু ১১।)

চারিবর্ণের প্রাণদণ্ডবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়া মিথ্যা বলিলে গুরু প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য সে সম্বন্ধে লঘুপ্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন—

"বর্ণিনাং হি বধো যত্র তত্র সাক্ষ্যোঽনৃতং বদেৎ।
তৎপাবনায় নির্ব্বাপ্যশ্চরুঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ॥ (যাজ্ঞবল্ক্যস০)

হারীতের মতে সোমবিক্রয়, কন্যাবিবাহ, ভয়, মৈথুন, বালকহত্যা এবং গোব্রাহ্মণের হিতসাধন এই কয়েকটী বিষয়ে মিথ্যা-ব্যবহার দোষাবহ হয় না। যমও বলিয়াছেন,—নর্ম্মকথা, মৈথুনবিষয়, স্ত্রীলোকের সহিত রহস্য, প্রাণবিনাশ এবং সর্ব্বস্ব অপহরণ এই পাঁচটী ব্যাপারে মিথ্যা ব্যবহারে কোন পাপ হয় না।

"ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্বৈরবাক্যং ন চ মৈথুনার্থে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি।"
(প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত যমব০)

মহাভারতে যযাতি ও শর্ম্মিষ্ঠার কথোপকথনপ্রসঙ্গে মিথ্যা-ব্যবহারের বিধি-নিষেধ বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

মিথ্যাকর্ম্মন্ (ক্লী) অসৎকার্য্য।

---

* "অধর্ম্মপত্নী মিথ্যা সা সর্ব্বধূর্ত্তৈশ্চ পূজিতা।
যয়া বিনা জগন্মুক্তমুচ্ছন্নং বিধিনির্ম্মিতম্॥
সত্যে চাদর্শনা যা চ ত্রেতায়াং সূক্ষ্মরূপিণী।
অর্দ্ধাবয়বরূপা চ দ্বাপরে সংবৃতা ভিয়া॥
কলৌ মহাপ্রমত্তা চ সর্ব্বত্র ব্যাপিকা বলাৎ।
কপটেন সমং ভ্রাত্রা ভ্রমত্যেব গৃহে গৃহে॥"
(ব্রহ্মবৈ০ প্রকৃতিখ০ ১ অ০)

† "অধর্ম্মস্য প্রিয়া রম্যা মিথ্যা মার্জ্জারলোচনা।
তস্যাঃ পুত্রোঽতিতেজস্বী দম্ভঃ পরমকোপনঃ॥
স মায়ায়াং ভগিন্যান্তু লোভং পুত্রঞ্চ কন্যকাম্।
নিকৃতিং [illegible] তয়োঃ ক্রোধঃ সুতোঽভবৎ॥" (কল্কিপু০ ১অ০)

মিথ্যাকোপ (পুং) বৃথা ক্রোধ।

মিথ্যাক্রয় (পুং) মিছামিছি কেনা।

মিথ্যাগ্রহ (পুং) বৃথা আগ্রহ, অনর্থক রোধ।

মিথ্যাচর্য্যা (স্ত্রী) মিথ্যা ব্যবহার, কপটাচরণ।

মিথ্যাচার (ত্রি) মিথ্যা আচারো যস্য। কপটাচার, দাম্ভিক। (শ্রীধরস্বামী) যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয় বিষয় সকল স্মরণ বা ভাবনা করিতে থাকে, ভগবদ্গীতায় তাদৃশ মূঢ় ব্যক্তিও মিথ্যাচার নামে উক্ত হইয়াছে।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"(গীতা ২ অঃ)

মিথ্যাজল্পিত (ক্লী) মিছা গুজব।

মিথ্যাজ্ঞান (ক্লী) অসত্যবোধ, ভ্রান্তি।

মিথ্যাত্ব (ক্লী) ১ মিথ্যার ভাব। ২ মায়া। ৩ জৈন মতে অষ্টাদশ দোষের মধ্যে একটী।

মিথ্যাত্বিন্ (ত্রি) মায়াচ্ছন্ন।

মিথ্যাদর্শন (ক্লী) ১ ভুল দেখা। ২ ভ্রান্তমত। ৩ যে দর্শনে মিথ্যা কথা লিখিত হইয়াছে।

মিথ্যাদৃষ্টি (স্ত্রী) মিথ্যা চ সা দৃষ্টিশ্চেতি কর্ম্মধা০। কর্ম্মফলাপবাদক জ্ঞান। পর্য্যায়—নাস্তিকতা, অসত্যদর্শন।

মিথ্যাধ্যবসিতি (স্ত্রী) মিথ্যা অসত্যা চ সা অধ্যবসিতিশ্চেতি। ১ মিথ্যা অধ্যবসায়। ২ অসত্যোৎসাহ।

মিথ্যানালিশ (সং মিথ্যা+আরবী নালিশ) মিথ্যা অভিযোগ।

মিথ্যানিরসন (ক্লী) মিথ্যা অসত্যং নিরস্যতেঽনেনেতি নির্-অস-করণে ল্যুট্। শপথ দ্বারা অস্বীকার।

মিথ্যাপণ্ডিত (ত্রি) পণ্ডিত বলিয়া ভাণকারী, মূর্খ।

মিথ্যাপুরুষ (পুং) ১ ছায়াপুরুষ। ২ যে পুরুষের প্রকৃত সত্তা নাই।

মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ (ত্রি) মিথ্যাশপথকারী, অবিশ্বাসী।

মিথ্যাপ্রবাদিন্ (ত্রি) মিথ্যাবাদী।

মিথ্যাপ্রবৃত্তি (স্ত্রী) অসদিচ্ছা, মিছা কাজে অনুরাগ।

মিথ্যাফল (ক্লী) কাল্পনিক ফল, মিথ্যা পুরস্কার।

মিথ্যাভিধান (ক্লী) মিছা বলা।

মিথ্যাভিযোগ (ক্লী) মিথ্যা অসত্যমভিযোগঃ। মিথ্যাপবাদ। অর্থাৎ অমুকে আমার এত টাকা ধারে, অমুক আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ইত্যাদি মিথ্যা উদ্ভাবন। ইহার পর্য্যায় অভ্যাখ্যান। (অমর ভরত)

মিথ্যাভিশংসন (ক্লী) মিথ্যা অসত্যস্য অভিশংসনং কথনম্। মিথ্যা কথাপ্রচার, দূষিত কথা বলা অর্থাৎ অমুকে সোণা চুরি করিয়াছে, অমুকে অমুক দুষ্কার্য্য করিয়াছে ইত্যাদি দোষের কথা খ্যাপন। ইহার পর্য্যায়—অভিশাপ।

মিথ্যাভিশস্তি (স্ত্রী) মিথ্যা অভিযোগ।

মিথ্যাভিশাপ (পুং) মিথ্যা অভিশাপঃ।০ "মিথ্যাপবাদ" ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্থীর রাত্রে চন্দ্রদর্শন করিতে নাই। এই দিন চন্দ্রদর্শনে অপবাদগ্রস্ত হইতে হয়।

"শুক্লপক্ষে চতুর্থ্যান্তু সিংহে চন্দ্রস্য দর্শনম্।
মিথ্যাভিশাপং কুরুতে ন পশ্যেত্তত্র তং ততঃ॥"
(তিথ্যাদিতত্ত্বধৃত ভোজরাজ)

মিথ্যামতি (স্ত্রী) মিথ্যা চাসৌ মতিশ্চেতি। ১ ভ্রান্তি। ২ অসত্য বুদ্ধি।

মিথ্যামান (পুং) বৃথা সম্মান, বৃথা দম্ভ।

মিথ্যাযোগ (পুং) রূপরসাদির বিরুদ্ধ যোগ। বিষম স্থানাভিঘাত অশুচি প্রাণিসংস্পর্শ প্রভৃতি রূপ বিরুদ্ধ যোগ। যথা—বেগধারণাদি শরীর মিথ্যাযোগ, পরুষবচনাদি বাঙ্মিথ্যাযোগ, দুর্গন্ধাদির তীব্র ঘ্রাণাদি ঘ্রাত মিথ্যাযোগ এবং স্তনিতাদি শব্দের অত্যধিক শ্রবণজন্য মিথ্যাযোগ ইত্যাদি। (চরক সূ ১৩অঃ)

মিথ্যাবাক্য (ক্লী) মিথ্যাবাদ, মিছা কথা।

মিথ্যাবাচ্ (ত্রি) মিথ্যাবাদী।

মিথ্যাবাদ (পুং) মিছা কথা।

মিথ্যাবাদিন্ (ত্রি) যে মিছা কথা কয়।

মিথ্যাবিহার (ক্লী) ১ বৃথা অটন। ২ কুব্যবহার।

মিথ্যাব্যবহার (পুং) ১ অসৎ কার্য্য। ২ অনধিকার চর্চ্চা।

মিথ্যাসাক্ষিন্ (ত্রি) মিথ্যাভাষী সাক্ষী, সাক্ষাদ্‌দ্রষ্টা চেতি কূটসাক্ষী। জালসাক্ষী।

"উৎকোচোহপ সাক্ষিভিঃ সাক্ষ্যে যদন্তে গুণবত্তমাঃ।
দ্বিগুণা বান্যথা ব্রূয়ুঃ কূটাঃ স্যুঃ পূর্ব্বসাক্ষিণঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

মিতাক্ষরায় লিখিত আছে,—পাতকী, মহাপাতকী, অগ্নিদায়ী এবং স্ত্রী ও বালকঘাতীদিগের যে লোকে গতি হয়, মিথ্যা বা কূটসাক্ষিদাতারা ঐ সকল লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা জন্মান্তরে যে সুকৃতরাশি অর্জ্জন করিয়াছিল, যাহার বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হয়, ঐ সুকৃত রাশি তাহারই হইয়া থাকে।

"যে পাতককৃতাং লোকা মহাপাতকিনাং তথা।
অগ্নিদানাঞ্চ যে লোকা যে চ স্ত্রীবালঘাতিনাং॥
এতান্ সর্ব্বানবাপ্নোতি যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ।
সুকৃতং যত্ত্বয়া কিঞ্চিৎ জন্মান্তরশতৈঃ কৃতম্।
তৎসর্ব্বং তস্য জানীহি যং পরাজয়সে মৃষা॥" (মিতাক্ষরা)

মিথ্যাহার, (পুং) অনুচিত আহার, প্রকৃতির বিপরীত আহার। (সুশ্রুত নি• ৫অ:)

মিথ্যোত্তর (ক্লী) মিথ্যা অসত্যমুত্তরম্। চারি প্রকার উত্তরের অন্তর্গত উত্তরবিশেষ। ইহার লক্ষণ—অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অভিযোগবিবরণ গোপন করে, তবে তাহা মিথ্যোত্তর বলিয়া জানিতে হইবে।

"অভিযুক্তোঽভিযোগস্থ যদি কুর্য্যাদপহ্নবম্।
মিথ্যা তত্ত্ব বিজানীয়াদুত্তরং ব্যবহা তঃ॥ (নারদ)

চতুর্ব্বিধ উত্তর যথা—প্রথমে ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দ্বিতীয় আমি ইহা জানি না। তৃতীয় আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম না। চতুর্থ তৎকালে আমার জন্ম হয় নাই।

"মিথ্যৈতন্নাভিজানামি মম তত্র ন সন্নিধিঃ।
অজাতশ্চাস্মি তৎকালে ইতি মিথ্যা চতুর্ব্বিধম্॥"(ব্যবহারতত্ত্ব)

মিথ্যোপচার (পুং) প্রবাতাদিসেবনরূপ অনুচিত আচার।

মিদ, বাধ, মেধা। ভ্বাদি উভয়পদী সক• সেট্। লট্ মেদতি তে। লুঙ্ অমেদীৎ।

মিদ, স্নেহ, ভ্বাদি আত্মনে॰ সক॰ সেট্। লুট্ মেদতে ইরিৎ লুঙ্ অমিদৎ।

মিদ, স্নেহ, চুরাদি ইদিৎ উভয়প॰ ভ্বাদি॰ অক॰ সেট্। লট্ মিন্দয়তি-তে, লুঙ্ আমিন্দৎ-ত। পক্ষে মিন্দতি অমিন্দীৎ।

মিদ, স্নেহ, দিবাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ মেদ্যতি-তি। ইরিৎ লুঙ্ অমিদৎ, অমেদীৎ।

মিদ, স্নেহ, চুরাদি॰ উভয়প॰ সক॰ সেট্। লট্ মদয়তি-তে। লুঙ্ অমীমিদৎ-ত।

মিদিয়া, এসিয়া খণ্ডের একটী প্রাচীন সাম্রাজ্য (Media)। বেদে এই স্থান উত্তর-মদ্র নামে অভিহিত। এই দেশ দুই-ভাগে বিভক্ত ছিল। বৃহৎ মেডিয়া ও মেডিয়া অত্রোপতীন্। প্রথমোক্ত ভূভাগ স্বাস্থ্য ও উর্ব্বরতার জন্য এসিয়াখণ্ডে বিখ্যাত ছিল। তাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস এই ভূভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং জাগ্রস্ ও পরচ্ছত্র পর্ব্বত মধ্যভাগে অবস্থিত। পর্য্যটকগণ অদ্যাপি মিদিয়ার মনোমোহন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকেন এবং চারি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার মিদিয়ার প্রাচীন গৌরব কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এই সাম্রাজ্যের পূর্ব্বে কাস্পিয়ান্ পর্ব্বত ও মধ্য এসিয়ার মরুভূমি, উত্তর ও পশ্চিমে কাহ্সাই পর্ব্বত, অত্রোপতীন্ এবং মাটিনি, দক্ষিণে জাগ্রস্ এবং পরচ্ছত্রপর্ব্বতমালা বিদ্যমান ছিল। সুতরাং বর্ত্তমান ইরাক-প্রদেশের কতকাংশ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইতেছে। উহা এক্ষণে বর্ত্তমান পারস্য-রাজ্যের সীমান্তর্গত।

একবতনা বা অগ্রবতনা মিদিয়ারাজ্যের রাজধানী ছিল। পরবর্ত্তিকালে উহা পারস্য-সম্রাট্গণের গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হয়। বাজিস্থানও ইহার একটী প্রধান নগর। মিদিয়াগণ খৃষ্টের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে বাবেরু (বাবিলন্) আক্রমণ ও অধিকার করে। বাবিলন জয় করিয়া প্রত্যাগমন-কালে মিদিয়ার সম্রাজ্ঞী সেমিরাণি একবতনা নগরে স্বর্গের নন্দন-কানন স্বরূপ একটী প্রমোদোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মর্দ্দ (মদ্র) জাতিই মিদিয়ার আদিম অধিবাসী। প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ভারতীয় পঞ্চনদ ও সিন্ধুদেশের প্রাচীন মদ্রজাতি মিদিয়াজাতির অবান্তর শাখামাত্র। কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠিরের মাতুল শল্য মদ্রদেশের রাজা ছিলেন। মদ্ররাজকন্যা মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর পরিণয় হইয়াছিল। কিন্তু এই মদ্রদেশ বিরাট ও পাণ্ড্যদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মদ্রবাসিগণ এসিয়াখণ্ডে যাইয়া মিদিয়া রাজ্য-স্থাপন করেন, কি মিদিয়গণ ভারতে আসিয়া মদ্ররাজ্য স্থাপন করেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে ইহার অনেক প্রমাণ আছে যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে মিদগণ প্রবল হইয়া এবং আসুর (আসিরীয়) ও বাবেরু (বাবিলন) রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ লইয়া সুবিস্তীর্ণ মিদিয়ারাজ্য সংস্থাপন করেন। মিদিয়গণের পরাক্রমে আসুর ও বাবেরু রাজ্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়।

২০০০ খৃঃ পূঃ, মিদিয়গণ বাবেরু জয় করিয়া ২২৪ বৎসর রাজত্ব করিবার পরে, আসুরীয়গণ নাইনাসের অধ্যক্ষতায় প্রবল হইয়া পুনর্ব্বার মিদিয়ারাজ্য আক্রমণ করে। নাইনাস উক্ত দেশ আক্রমণ করিয়া অমেশ রাজার পত্নী সম্রাজ্ঞী সেমি-রাণীকে বিবাহ করেন। নাইনাসের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা সেমিরাণী অনেক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ইউ-ফ্রেটিস্ নদীতীরে বাবেরু নগর স্থাপন করেন। তাঁহার স্থাপিত সেমিরাণগড় অদ্যাপি পারস্যদেশে পরিদৃষ্ট হয়।

তাঁহার বংশ ১২০০ বৎসর মিদিয়ারাজ্যে একাধিপত্য করিয়া-ছিলেন। তৎপরে খৃঃ পূঃ ৯ম শতাব্দীর শেষ ভাগে মিদিয় সহস্রাধিক বৎসর দাসত্বের পর পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া উঠে। ৮৭৬ খৃঃ পূঃ তাহারা বাবেরু অধিকারপূর্ব্বক মিদিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তত্রত্য রাজবংশকে কর দিতে বাধ্য করে। পরে পুনর্ব্বার ৬০৬ খৃঃ পূঃ মিদিয়গণ বাবিলন আক্রমণপূর্ব্বক রাজধানী নিনেভ নগর বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। এই সময় হইতে আসুরীয় সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

মিদিয়গণ ১০০ বৎসর রাজ্য করিলে পর পারস্যরাজ কাই-রাস ৫৬১খৃঃ পূঃ মিদিয়ারাজ্য অধিকার করেন।

প্রাচীন মিদ্‌গণ ৬টী জাতিতে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে মগগণ বর্ণগুরু বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ইঁহাদের অন্য নাম আর্য্য বা 'আরিয়' (Aria) গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতাসের মতে এই ৪ জন রাজা মিদিয়ার পরবর্ত্তিকালে রাজত্ব করিয়াছিলেন।—

১ দাইওসিস্ (৭১০-৬৫৭খৃঃ পূঃ) ইনি ৫৩ বৎসর রাজত্ব করেন।

২ ফ্রবর্ত্তিস্ (৬৫৭-৬৫৩ খৃঃ পূঃ) ইনি ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়ে মিদিয়ারাজ্য উন্নতির চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩ সিয়াক্‌জেরাস্ (৬৩৫-৫৯৫ খৃঃ পূঃ) ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি রাজ্যে যুদ্ধবিদ্যার বিশেষ উন্নতি করেন। ইনি নিনেভ নগরী আক্রমণ করিতে যাইয়া শকজাতি দ্বারা পরাভূত হন এবং সিংহাসনচ্যুত হইয়া ২৮ বৎসর কাল অজ্ঞাতবাস করেন। তৎপরে শকগণকে পুনরায় বিতাড়িত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

৪ অষ্টাইজেস (অস্ত্যাগ) (৫৯৫-৫৬০ খৃঃ পূঃ) ইনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। পরে ইঁহার দৌহিত্র পারস্যরাজ কাইরস্ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ৫৬১ খৃঃ পূঃ মিদিয়া রাজ্য পারস্যের অন্তর্ভূত করেন।

মিদ্‌গণ কাইবসের পুত্র দ্বিতীয় দরায়ুসের রাজত্বকালে ৪০৮ খৃঃ পূঃ বিদ্রোহী হইয়া পারস্যের অধীনতা অস্বীকার করে। পরে পুনরায় পরাজিত হইয়া অধীন হয়। এই সময় হইতেই স্বতন্ত্র মিদিয়ারাজ্য পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া অভ্যুদয়শীল পারস্যরাজের রাজ্য মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

একবতানা-নগরে দক্ষিণসীমান্তবর্ত্তী পর্ব্বতমালায় উৎকীর্ণ শিলালিপি আজিও দরায়ুসের বিজয়কাহিনীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ইতিহাসসংগ্রহকার কর্ণেল রবিন্‌সন উক্ত শিলালিপি সকল সানুবাদ বঙ্গাল এসিয়াটিক সোসাইটীর ১০ম ভাগের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

মিদিয়ার আর্কমিদবংশীয় নরপতিগণ একসময়ে আট্‌লাণ্টিক হইতে ভারত-মহাসাগরে ও উত্তরমেরু হইতে সাহারা মরুভূমি পর্য্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন মিশরদেশও তাঁহাদের করায়ত্ত হইয়াছিল। কিন্তু একণে শিলালিপি ও ইতিহাসের বিবরণ ভিন্ন সেই জাতির কোন চিহ্নই পৃথিবীতে বিদ্যমান নাই।

মিদ্ধ (স্ত্রী) ১ আলস্য। ২ নিদ্রালুতা। ৩ জড়তা।

মিধ্ = মিথ্।

মিনতি (আরবী) বিনতি, নম্রতা স্বীকার।

মিনা, কাচবৎ অনচ্ছ মসৃণ পদার্থ বিশেষ। ধাতুদ্রব্যের অলঙ্কার (জড়োয়া গহনা) ও বাসনাদিতে নানা বর্ণসংযোগে ইহা বসান হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ইহার ব্যবহার প্রচলিত। জড়োয়া গহনায় এইরূপ চিত্র-নৈপুণ্য প্রতিফলিত-করণকে মিনাকারি (Art of enamelling) বা মিনা-শিল্প বলে। উক্ত শিল্প একণে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল জয়পুররাজ্যে উক্ত শিল্পের আজিও সজীব অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার কারুনৈপুণ্যে সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতিগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

জয়পুর, আলবার, দিল্লী ও বারাণসীর স্বর্ণমিনা, মুলতান, বহবলপুর, কাশ্মীর, কাঙড়া, কুলু, লাহোর, হায়দরাবাদ, করাচী, আব্বটাবাদ, নূরপুর, লক্ষ্ণৌ, কচ্ছ এবং জয়পুরের রৌপ্যমিনা এবং কাশ্মীর ও জয়পুর প্রভৃতি স্থানের তাম্রমিনা আজিও পৃথিবীর মধ্যে মিনা-শিল্পে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে।

ডাক্তার হাণ্ডলী সাহেব ভারতীয় শিল্পপত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, জয়পুরের শিল্পিগণ এরূপ নৈপুণ্যসহকারে স্বর্ণমিনার বর্ণোৎকর্ষ সম্পন্ন করে যে, সপ্তবর্ণ বিচিত্র ইন্দ্রধনুও তাহার উজ্জ্বলতা এবং নির্ম্মলতার সমকক্ষ হইতে পারে না। মিনার উপরে মণিখচিত করিলেও মিনার বর্ণের অপকর্ষ হয় না।

যে সকল স্বর্ণকার প্রথমে সোণার পাতের উপর প্রাচীন আদর্শ-পুস্তক দেখিয়া চিত্র অঙ্কিত করে, তাহাদিগকে চিতেরা বা চিত্রকর কহে। উহা আমাদের দেশের নকাসিওয়ালার মত। পরে সেই চিত্রে যাহারা খোদাই করে, তাহাদের খোদাই কার্য্য সম্পন্ন হইলে ঐ সমস্ত খোদিত গর্ত্তের মধ্যে মিনা ঢালিয়া দিতে হয়। তাহাতে মিনা দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকে এবং বর্ণের উজ্জ্বলতা সম্পাদন করে।

পূর্ব্বের কারুকার্য্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি মিনাকর, তিনিই বর্ণবৈচিত্র্য সম্পন্ন করিয়া মিনা ঢালিয়া থাকেন। মিনা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে স্বর্ণের খোদাইগুলি সুন্দররূপে মসৃণ করিতে হয়। বর্ণগুলি ভুঁতের নানারূপ মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। জয়পুরের শিল্পিগণ বর্ণ প্রস্তুত করে না।

বর্ণ সকল প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে ভুঁতে মিশ্রণ আবশ্যক, তদ্ব্যতীত পাকা ও দীর্ঘকালস্থায়ী রঙ্গ জন্মিতে পারে না। পরে লৌহ ও কোবাল্ট ধাতুর 'অক্‌সিদ্' (Oxide) দ্বারা বর্ণ প্রস্তুত হয়। জয়পুরের অন্তর্গত ভগোর সামন্তরাজ্যে প্রচুর পরিমাণে কোবাল্ট পাওয়া যায়। এই ধাতু হইতে নীলবর্ণের উৎকৃষ্ট মিনা প্রস্তুত হয়। স্বর্ণের উপরে সমস্ত বর্ণের মিনা প্রযুক্ত হইতে পারে। রৌপ্যের উপরে হরিৎ, কৃষ্ণ, নীল, গাঢ়পীত, ও

লোহিতবর্ণের মিনা প্রযুক্ত হইতে পারে। তাম্রের উপর শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের সমাবেশ হয় না। কোন দেশের শিল্পিগণ লোহিতবর্ণের মিনা স্থায়িভাবে ধাতুর উপর প্রয়োগ করিতে পারেন না। কিন্তু গ্লাসগো-নগরের শিল্পপ্রদর্শনীতে জয়পুরের লোহিত-মিনার উজ্জ্বলতা দেখিয়া পাশ্চাত্য শিল্পিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন।

জয়পুরে নানাপ্রকার অলঙ্কার মিনারঞ্জিত হইয়া থাকে। পদক, বালা, বাজু ও হার প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে মিনা-মণ্ডিত হয়। হীরক ও মুক্তাদিখচিত অলঙ্কারের পার্শ্বদেশে অপরাংশে মিনা প্রদত্ত হয়। এক ছড়া কুম্ভীরমুখো মিনা-মণ্ডিত বালা (bracelet) ১০০৲ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। মণিখচিত হইলে উহার মূল্য ২০০৲ টাকা হইয়া থাকে। এক জোড়া মাকড়ী ১৮৲ টাক, মাছ-মাকড়ী ৬৲ টাকা, মাথার কাঁটা ১২৲ টাকা ইত্যাদি নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত হয়। আম্রাকৃতি ধুক্‌ধুকি অতি নৈপুণ্যের সহিত নির্ম্মিত হয়। হিন্দু ও মুসলমানগণ ইহা আদরের সহিত ব্যবহার করেন। মটরমালা ও কণ্ঠহার প্রভৃতির চমৎকারিতায় নয়ন ঝলসিত হয়। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে মিনাকারি দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পাটনায় কিছুদিন প্রচলিত থাকিয়া এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

মিঃ বাদেন পাউয়েল (Baden Powel) মিনাশিল্পে বারাণসীকে জয়পুরের নিম্নেই স্থান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে বারাণসীতে উহা বিরলপ্রচার। লক্ষ্ণৌ ও রামপুর অঞ্চলে এখনও বাসনে মিনা লাগান হইয়া থাকে।

দিল্লী, কাঙড়া, মুলতান, ঝঙ্গ্ ও হাজারা প্রদেশে মিনা-শিল্প নিপুণতার সহিত সম্পন্ন হয়। তন্মধ্যে দিল্লীর শিল্প কেবল কতকাংশে জয়পুরের সমকক্ষ।

বহবলপুরে বৃহদ্ বৃহদ্ দ্রব্য মিনামণ্ডিত হইয়া থাকে। কথিত আছে, ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে মুলু নামক এক ব্যক্তি মুলতানে মিনাশিল্প প্রবর্ত্তিত করে। তদবধি উহার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

এখানে ধাতুবিশেষে মিনা লাগাইতে ভরি প্রতি ১ টাকা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত মজুরী পড়ে। যোধপুরে 'তিমনিয়া' নামক এক প্রকার স্বর্ণময় কণ্ঠভূষণ প্রস্তুত হয়। উক্ত ভূষণ ভারতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার মূল্য ২০৲ হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মারবারের হিন্দুরমণীগণ ইহা আনন্দের সহিত ব্যবহার করেন। বিকানীরেও মিনা-শিল্পের প্রচলন আছে। মিনা করিতে ভরি প্রতি ১ টাকা বানী (মজুরি) লাগে।

আসামের অন্তর্গত জোড়হাট অঞ্চলে স্বর্ণমিনার প্রচলন আছে। কিন্তু বিক্রয়াধিক্য না থাকায় উহা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ইন্দোর প্রদেশেও সুন্দররূপে মিনা-কার্য্য হইয়া থাকে।

১৬শ শতাব্দীতে জয়পুরে মিনাশিল্পের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। মোগল-সম্রাট্ অকবরের সভায় মানসিংহের একখানি মিনাশিল্পের যষ্টি ছিল। উহা অকবরের সিংহাসন সমীপে বিদ্যমান থাকিত। মানসিংহ উক্ত যষ্টি ধারণ করিয়া অকবরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেন। ৪২ ইঞ্চি দীর্ঘ ৩৩টী স্বর্ণমণ্ডিত তাম্রচুঙ্গি উপর্য্যুপরি গ্রথিত হইয়া উক্ত যষ্টি প্রস্তুত হইয়াছিল। উহার মাঝে মাঝে বিবিধ বর্ণের সহিত হীরকখণ্ড মিনা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। ইহার মিনার কাজের নানারূপ শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। উহার কোন স্থানে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে পশুপাল চরিতেছে, কোন স্থানে পুষ্পস্তবকমণ্ডিত পুষ্পবৃক্ষ সকল পুষ্পপল্লবের নৈসর্গিক শোভা ধারণ করিয়াছে। যিনি চিত্র করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় শিল্পী বর্ত্তমান সভ্যজগতে বিরল। বর্ত্তমানকালে জয়পুরের শিল্পিগণ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ মহোদয়কে মিনালঙ্কৃত যে বৃহৎপাত্র উপহার দিয়াছিল, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহা নির্ম্মাণ করিতে ৪ বৎসর লাগিয়াছিল। উহা দর্শন করিয়া সার জর্জ্জ বার্ডউড্ বলিয়াছিলেন যে, ইহা ভারতীয় মিনাশিল্পের অদ্বিতীয় স্মৃতিস্তম্ভ। কথিত আছে, মানসিংহ লাহোর হইতে মিনাশিল্প জয়পুরে প্রবর্ত্তিত করেন। জয়পুরে যে সমস্ত ভুবনবিখ্যাত শিল্পিগণ জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েক জনের নাম প্রদত্ত হইল,—হরিসিংহ, অমরসিংহ, কৃষ্ণসিংহ প্রভৃতি; তন্মধ্যে হরিসিংহ ও কৃষ্ণসিংহ সমধিক প্রসিদ্ধ।

কাশ্মীরের মিনাশিল্প অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে কাশ্মীরের মিনাশিল্পের দ্রব্য বিক্রীত হয়। কাশ্মীরের মিনা প্রায় নীলবর্ণের হইয়া থাকে। এখানে নানাপ্রকার জলপাত্র, ডম্বরু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এবং নানা অলঙ্কার মিনামণ্ডিত হইয়া থাকে। মিনাশিল্পের মধ্যে কাশ্মীরী শালের সূক্ষ্ম সূচীকার্য্যের শিল্পনৈপুণ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। মিনা-বাসন ওজন-দরে বিক্রয় হয়। রূপার তোলা ১ টাকা ৪ আনা এবং তামার তোলা আড়াই আনা হইতে চারি আনা।

দিল্লীর মিনাশিল্পের মধ্যে তাম্বূলকরঙ্ক ও হুক্কা সুপ্রসিদ্ধ। ঝঙ্গ ও মুলতানের গেলাস্ প্রসিদ্ধ। জয়পুর-শিল্পপ্রদর্শনীর সময় বহবলপুর হইতে মিনাশিল্পের একটী বোতল, গেলাস ও

শিশি প্রেরিত হইয়াছিল। উহাদের শিল্পনৈপুণ্য বিশেষ মনোহারী। উহার প্রত্যেকটী যথাক্রমে ৮৫, ৮৭ ও ১৭ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল।

কলিকাতার আন্তর্জাতিক মহাপ্রদর্শনীতে লক্ষ্ণৌ হইতে একটী মিনার হুক্কা প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার উপরে যে-রূপ কারুকার্য্য খচিত ছিল, তাহা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। রাজপুতনার মধ্যে প্রতাপগড়ে একরূপ নীলবর্ণের নকল-মিনা প্রস্তুত হয়। ইহা এরূপ গোপনীয়ভাবে প্রস্তুত হয় যে, শিল্পিগণের পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন অন্য কেহ ইহার সন্ধান জানে না। ঐ সমস্ত শিল্পিগণ নকল-মিনায় হস্তী অশ্ব প্রভৃতি নানা জীবজন্তু পৌরাণিক চিত্রাবলী এবং নানাবিধ বিচিত্র দ্রব্য অঙ্কিত করিয়া শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে। অদ্যাপি কেহই ইহাদের শিল্পবৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে নাই।

ব্রহ্মদেশেও মিনাশিল্পের অল্পবিস্তর প্রচার আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, মিনাশিল্প প্রথমে তুরাণ দেশে প্রাদুর্ভূত হয়। তৎপরে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। উক্ত শিল্প আসিরিয়া হইতে মিশরে প্রচলিত হয় এবং তথা হইতে উহা ক্রমে য়ুরোপ-খণ্ডে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

মিনাকোপী, আন্দামান দ্বীপবাসী জাতিবিশেষ। সমগ্র সুসভ্যজাতির বিদিত ভূভাগ মধ্যে এরূপ বন্যজাতির নিদর্শন জগতের আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রকৃতপক্ষে বলিতে কি, ইহারা অদ্যাপিও প্রকৃতির শান্তিময় বক্ষে যেন চিরনিদ্রিত রহিয়াছে, সভ্যতার কোমল আলোক আজিও যেন ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মনুষ্যজাতির মধ্যে এরূপ নিকৃষ্ট ও হেয় অবস্থা আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। শববাদি পণধারা নীচজাতি ইহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

ইহাদের বাসস্থানের জন্য গৃহ নাই। বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ আচ্ছাদন নাই। লজ্জারক্ষার জন্য কোন বস্ত্র নাই। নরনারী উভয়েই বনান্তরালে লুক্কায়িত পশুর ন্যায় নগ্নবাস হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে। একে অপরকে দেখিয়া কোনরূপ লজ্জা করে না। এতদ্ভিন্ন ইহারা আপনাপন ব্যবহারোপযোগী কোনরূপ আবশ্যকীয় শিল্পের বিষয় অবগত নহে। এমন কি, লৌহ, পিত্তলাদি ধাতু হইতে কোনরূপ পাত্রাদির নির্ম্মাণপ্রণালীও ইহারা জানে না।

কোন্ প্রাচীন যুগে ইহারা এই সমুদ্রবক্ষস্থ নির্জ্জন দ্বীপের বনমধ্যে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহাদের ঘোর কৃষ্ণাকৃতি ও পরুষ-প্রকৃতি দেখিলে অনুমান হয় যে, ইহারা দ্বীপোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ কথার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে। এই নীলাম্বুরাশি-পরিবেষ্টিত বঙ্গোপসাগর মধ্যে এরূপ বন্যজাতির অবস্থান সম্ভবপর নহে। ভূতত্ত্বের আলোচনায় জানা যায় যে, এক সময়ে মলয়প্রায়োদ্বীপ হইতে ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ লইয়া একটী সুবিস্তৃত রাজ্য গঠিত ছিল। সেই সাগরাম্বরা সুবিশাল রাজধানী রাক্ষসরাজ রাবণের লঙ্কাপুরী বলিয়া বিখ্যাত। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণ নিহত হইলে, লঙ্কারাজ্যে একটী বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন সাময়িক পরিবর্ত্তনে ঐ বিস্তীর্ণ সামুদ্ররাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলীতে পরিণত হয়। সেই অসহায় অবস্থায় যে যেখানে পাইয়াছিল, সে সেই স্থানেই আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তদবধি আর তাহাদের মধ্যে সভ্যতাবীজ উপ্ত হয় নাই।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এই দ্বীপে পদার্পণ করেন। তাঁহারা এখানে আসিয়া এই জাতিকে প্রকৃতির অঙ্কশায়িত দেখিলেন। মনুষ্যজাতির এরূপ হীনাবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই তাঁহারা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সকলেই প্রায় উলঙ্গ, স্ত্রীলোকেরা সময় সময় কোমরে পত্রাচ্ছাদন দেয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তাহারা লজ্জাচ্ছাদন ব্যতিরেকে গমন করিয়া থাকে। বৈদেশিককে দেখিলেও তাহাদের কোন লজ্জার উদ্রেক হয় না। বস্ত্রাচ্ছাদন তাহাদের মনে একটা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পুরুষগণ স্বভাবতঃই চতুর, ক্রূর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। বিদেশীয় লোক দেখিলে তাহারা ভয়াবহ অত্যুচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া আপনাদের মনের বিরাগভাব প্রকাশ করে। সময়ে সময়ে সঙ্কেত দ্বারা তাহাদের নির্ভীকতা এবং অঙ্গবিকৃতি দ্বারা মানসিক ঘৃণাভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। কখন কখন তাহারা আবার উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দেয়। তখন তাহাদের বিনয় নম্রভাব দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

ইহারা স্বভাবতঃই খর্ব্বাকার। কদাচ ৫ ফিটের অধিক উচ্চ হয়। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ ৪ ফিট্ ৭ ইঞ্চি প্রমাণ লম্বা হইয়া থাকে। ইহাদের গাত্র নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণের সহিত একটু মসৃণতারও আভাস পাওয়া যায়। তাহারা চকমকি পাথর বা কাচখণ্ড দ্বারা গাত্রচর্ম্ম বিদীর্ণ করিয়া উল্কা পরে। মস্তকের ক্ষুদ্রতা ও গোলাকার ভাব, বাহিনিসারি-চক্ষুর্দ্বয়, চাপা রগ্, শ্বেত দন্তপাতি, কৃষ্ণবর্ণের কোঁকড়ান চুল, লম্বোদর, পুরু ওষ্ঠদ্বয় এবং সরু হস্তপদাদি দেখিলে ইহাদিগকে নিগ্রোজাতি বলিয়া অনুমান হয়।

ইহারা নৃত্যগীতপ্রিয়, দিবারাত্র আমোদ উল্লাসে ইহারা কালযাপন করে। অনেক সময়ে তীরধনু লইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। শীকারে ইহারা অব্যর্থলক্ষ্য। মাছ ধরিবার জন্য বৃক্ষের ছালের আঁইস্ হইতে ইহারা এক প্রকার সূতা প্রস্তুত করে এবং জলে ভ্রমণের সুবিধার্থ গাছের গুঁড়ি কাটিয়া ইহারা ক্ষুদ্র নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদের তীরের ফলা সমুদায় চকমকি পাথরে প্রস্তুত হয়।

মিন্ত্রা, মলয়-প্রায়োদ্বীপবাসী আদিম জাতিবিশেষ। ইহারা ভূতপ্রেতাদিতে বিশ্বাস করে। আমাদের দেশের ঝুমপ্রথার মত ইহারাও চৈত্রমাসে বন পোড়াইয়া আশ্বিনমাসে সেই ভস্মসারযুক্ত জমিতে চাস করে। তীরধনুক লইয়া ইহারা সর্ব্বদা ভ্রমণ করে। পশু পক্ষী দেখিলেই ইহারা তীর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া আনে এবং তাহাই ভোজন করিয়া থাকে। শতাধিক ফিট্ উচ্চে অবস্থিত জীবকে তীরবিদ্ধ করিতে ইহারা কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। তীরের অগ্রভাগস্থ ফলকে ইহারা ৎলিপো নামক এক প্রকার বন্যবিষ মাখাইয়া রাখে।

মিন্দ=মিদ্। [মিদ্ দেখ।]

মিন্দা (স্ত্রী) দৈহিক দোষ। লাটিন menda।

মিন্দানাও, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটী দ্বীপ। এখানে পালাবঙ্গ ও সুলুদ্বীপমালা অবস্থিত। ছুমগ, তগবলয়, মালনো, মনাবো, মিন্দানাও প্রভৃতি নিরীহ জাতি এই সন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জসমূহে বাস করে। ইহাদের পরস্পরের ভাষা বিভিন্ন হইলেও ইহাদিগকে পাপুয়ান্ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলা যায়।

মিন্দী (দেশজ) মেন্দীগাছ (Lawsonia inermis)

মিন্দোরা, বর্ণিও-দ্বীপের সন্নিকটে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। এতদুভয়ের মধ্যস্থলে যে ক্ষুদ্র প্রণালী আছে, তাহাতে ইংরাজনাবিকগণ তিমিমাছ শীকার করিয়া থাকে। ইহা স্থান বিশেষে ২৭ হইতে ৩৩ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার জল এরূপ পরিষ্কার যে, ২৫ ফাদম নিম্নে অবস্থিত প্রবাল-কীটগুলিও উপর হইতে সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

এখানকার বেন্‌গান্ নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে নিগ্রিটো জাতির বাস আছে। ইহারা পার্শ্ববর্ত্তী মানগুয়ানিস্ জাতির সহিত বিশেষ সদ্ভাবে কালযাপন করিতেছে। কখনও ইহাদের মধ্যে বাদবিসম্বাদ ঘটে নাই। নিরীহপ্রকৃতি বন্য মানাগুয়ানিসগণ বর্ত্তমানে অনেকাংশে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়াছে।

মিন (ত্রি) ক্লিন্ন।

মিন্নৎ (আরবী) মিনতি।

মিন্মিন (ত্রি) সানুনাসিক বাক্যবিশিষ্ট। চলিত খোঁনা। বায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া শব্দবাহিনী ধমনী সকল আচ্ছাদিত করিয়া রাখে; এইজন্য মানুষ অধিক বলিতে অসমর্থ, মূক, গদ্‌গদভাষী এবং মিন্মিন বা খোঁনা হইয়া থাকে।

"আবৃত্য বায়ুঃ সকফো ধমনী শব্দবাহিনী।
নরান্ করোত্যক্রিয়কান্ মূকমিন্মিনগদ্‌গদান্॥"

এই রোগের চিকিৎসা,— ঘৃত ৴৪ সের, কন্ধার্থ সজিনার ছাল, বচ, সৈন্ধব, ধাইফুল, লোধ, ও আকনাদি প্রত্যেকে অর্দ্ধ পোয়া, জল ১৬ সের এবং ছাগদুগ্ধ ৪ সের, এই সমস্ত দ্বারা যথানিয়মে ঘৃত পাক করিতে হয়, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে জড়তা, মূকতা ও গদ্‌গদ স্বর নষ্ট হয় এবং স্মরণশক্তি বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা ও বাক্যের স্পষ্টতা হইয়া থাকে। এই ঘৃতকে সারস্বতঘৃত কহে।

মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ, তবকৎ-ই-নাসিরি নামক প্রসিদ্ধ ইস্‌লাম রাজ্যের ইতিহাসপ্রণেতা। জর্জ্জিয়া তাঁহার জন্মস্থান। তিনি একজন সুকবি বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন। মুসলমান-সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৫৯ খৃষ্টাব্দ (হিঃ ৬৫৮) পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা তিনি স্বরচিত ইতিবৃত্ত মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া যান। তাঁহার প্রকৃত নাম আবু-উমার-মিন্‌হাজ উদ্দীন্-ওসমান্ বিন্ সিরাজ উদ্দীন্ অল্ জুর্জ্জানি (জর্জ্জিয়া)। তিনি ৬২৪ হিজিরায় (১২২৭ খৃঃ) ঘোর রাজ্য হইতে সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করেন। ক্রমে তথা হইতে উচ্চ ও মুলতান পরিভ্রমণ করিয়া দিল্লীশ্বর সুলতান শামস্-উদ্দীন্ আলাতমিশের অধীনে রাজকার্য্যে ব্রতী হন। তৎপরে তিনি যথাক্রমে সুলতানা রিজিয়া ও বহরমশাহের অধীনে থাকিয়াও রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ বাহাদুর-শাহের মৃত্যুর পর, ৬৩৯ হিজিরায় তিনি লক্ষ্মণাবতী-পরিদর্শনে আগমন করেন। এখানে ৩ বৎসর অবস্থানের পর ৬৪২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীরাজধানীতে ফিরিয়া যান। তৎপরে তিনি দিল্লীস্থ নাসিরীয়া-বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১২৫২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর সুলতান নাসির উদ্দীন্ মাহ্মুদের রাজত্বকালে তিনি উক্ত ইতিহাস গ্রন্থখানি সমাপন করিয়া সম্রাট্‌কেই উপহার দিয়া ছিলেন। দিল্লীতে তিনি সদর-ই-জহান প্রভৃতি বিবিধ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

মিমঙ্ক্ষা (স্ত্রী) মজ্জনেচ্ছা, মজ্জনার্থ চেষ্টা।

মিমঙ্ক্ষু (ত্রি) মস্জ-ইচ্ছার্থে সন্ তত উঃ। মজ্জনেচ্ছু।

"বর্দ্ধিষ্ণুনঃ কটকটাহতটান্মিমঙ্ক্ষো
র্মঙ্ক্ষুদপাদিপরিতঃ পটলৈরলীনাম্॥" (মাঘ ৫।৩৭)

মিমত (পুং) ঋষিভেদ।

মিমন্থিষা (স্ত্রী) মন্থনেচ্ছা।
মিমন্থিষু (ত্রি) মন্থনেচ্ছু, বিলোড়নাভিলাষী।
মিমর্দ্দয়িষু (ত্রি) মর্দ্দন করাইতে ইচ্ছুক।
মিমর্দ্দিষু (ত্রি) মর্দ্দনেচ্ছু, দলনাভিলাষী।
মিমিক্ষ (ত্রি) জলসিক্ত। (ঋক্ ৮৩৪।৪)
মিমিক্ষু (ত্রি) স্তোতৃগণের অভিমত ফলবর্ষণেচ্ছু।
"গোভির্মিমিক্ষুং দধিরে সু পারম্।" (ঋক্ ৩।৫০।৩)
'মিমক্ষুং স্তোতৃণামভিমতফলং বর্ষিতুমিচ্ছন্তম্' (সায়ণ)
মিয়ানা (পারসী) পাল্‌কী।
মিয়ানা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়বিভাগের অন্তর্গত এক লুণ্ঠনপ্রিয় দস্যুজাতি। মুচানদীর তীরে মুচাকাম্বা নামক স্থানে মল্লিয়া গ্রামে ইহাদের বাস দেখা যায়। ইহারা আপনাপন চৌহাট্টিয়া বা সর্দ্দারদিগকে দলপতি বলিয়া স্বীকার করিলেও স্থানীয় ঠাকুর উপাধিধারী সামন্তরাজকে মান্য করে। কিন্তু তাঁহার আদেশ মত কোন কার্য্যই করে না।
মিয়ানা, সিন্ধুপ্রদেশবাসী মৎস্যজীবী ও নৌকাবাহী জাতি-বিশেষ। মৈ, মোয়ানা বা মিয়ানী নামেও সাধারণে পরিচিত। স্থানীয় কৃষিজীবী জাট ও বলুচী হইতে ইহারা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র জাতি। ইহাদের সংখ্যাও সকলাপেক্ষা অধিক।

ইহারা কর্ম্মদক্ষ, ব্যায়ামক্রীড়াপটু এবং সরল ও উদার-হৃদয়। ইহারা নদীতীরবর্ত্তী গ্রামসমূহে নৌকা ও মাছধরা জাল লইয়া বাস করে। মৎস্যবিক্রয়ই ইহাদের প্রধান উপ-জীবিকা। অনেকানেক নদীতে এবং মঞ্চুর নামক হ্রদে ইহারা চীনবাসীর ন্যায় কেবলমাত্র নৌকার উপরে বাস করে। তথায় ইহাদের বাসযোগ্য গৃহাদি দেখা যায় না। স্ত্রীলোকেরাও নৌকা বাহিয়া পুরুষদিগের সহায়তা করিয়া থাকে। পুরুষেরা যখন জাল লইয়া সমুদ্রোপকূলের খাঁড়িসমূহে মৎস্য ধরিতে ব্যাপৃত থাকে, তখন রমণীগণ এক এক খানি ক্ষুদ্র নৌকার মাস্তুলে ক্ষুদ্র জাল মধ্যে আপনাপন শিশুসন্তানদিগকে ঝুলা-ইয়া নিজে নিজে নৌকা চালাইয়া যায়। সমুদ্র-প্রণালীর অজ্ঞাত অংশসমূহে ইহারাই অদ্বিতীয় পোতচালক।

সিন্ধুনদের প্রসিদ্ধ পুল্ল নামক মৎস্যাহরণপ্রথা ইহাদের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাহা জাল দিয়া মাছধরা হইতে স্বতন্ত্র। ঐ সময়ে ইহারা একটী মৃৎপাত্র লইয়া জলে নামিয়া পড়ে। প্রথমে আল্লার নাম স্মরণপূর্ব্বক ইহারা সেই মৃৎপাত্রের মুখে আপনাপন উদর সংস্থাপন করিয়া জলে সন্তরণ করিতে থাকে। ভাণ্ডমুখে উদর সংলগ্ন হওয়ায় অভ্যন্তরস্থ বায়ুর জন্য ইহাদের শরীর ভাসাইয়া রাখিবার কোন আটক থাকে না। তখন ইহারা স্বচ্ছন্দে হস্তপদাদির সঞ্চালন দ্বারা ইচ্ছামত স্থানে গমনাগমন করিতে পারে। ঐ সময়ে ইহারা ১৫ ফিট্ লম্বা চিম্‌টার আকারবিশিষ্ট একটী দণ্ডের মুখে জালবদ্ধ করিয়া জল মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখে। মৎস্যাদি ঐ জালে আসিয়া পড়িলে একটী দড়ির সহযোগে ঐ চিম্‌টার মুখ আবদ্ধ করিয়া দেয়। তখন মৎস্য আর পলাইতে পারে না। পরে তীরে আসিয়া স্বীয় কোমরস্থ ছুরিকা দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করে।

ইহাদের রমণীগণ কৃষ্ণবর্ণের হইলেও মুখশ্রী নিতান্ত মন্দ নহে। এক একজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। অনেকে দাসীবৃত্তি, বেশ্যাবৃত্তি ও নর্ত্তকীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা নদী-কূলজাত শর ও দীর্ঘাকার তৃণ দ্বারা সুন্দর সুন্দর মাদুর ও ঝুড়ি বুনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। নগর বা গ্রামাদির মধ্যে সাধারণ অধিবাসী হইতে দূরে স্বতন্ত্র স্থানে পল্লীবদ্ধ হইয়া বাস করে। পুরুষেরা মদ্য বিক্রয় করে এবং বাদ্য বাজাইয়া গান করিয়া থাকে। রমণীগণ পথের ধারে নৃত্যগীত করিয়া বেড়ায়। বেশ্যার ন্যায় ইহাদের হাবভাব দেখিয়া অনেক পথিক ইহাদের নয়নপথে আকৃষ্ট হয়।
মিয়ানা, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র-রাজ্যের গুণা সব-এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটী জায়গীর।
মিয়েধ (পুং) পশু। (ঋক্ ১।১৭৭।৪) ২ ক্রিয়মাণ যজ্ঞ।
"অগ্নিং হোতারং প্রবৃণে মিয়েধে" (ঋক্ ৩।১৯।১)
'মিয়েধেহস্মাভিঃ ক্রিয়মাণেঽস্মিন্ যজ্ঞে' (সায়ণ)
মিয়েধ্য (ত্রি) যজ্ঞের যোগ্য, যজ্ঞার্হ। (ঋক্ ১।২৬।১)
মিরন-জৈ, আফগান-সীমান্তবর্ত্তী কোহাট উপত্যকার একটী অংশ। কোহাট অতিক্রম করিয়া ২০ মাইল বিস্তীর্ণ হঙ্গুর উপত্যকায় উপনীত হওয়া যায়। হঙ্গুর অব্যবহিত পরেই মিরন্‌জৈর সমতল ক্ষেত্র। উহার ভূপরিমাণ ৯ বর্গমাইল। ইহার দক্ষিণপশ্চিমে কুরম নদী প্রবাহিত। এখানে দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত ৭টী গ্রাম আছে। অধিবাসিগণ আফগান-জাতীয়। তন্মধ্যে জিলোস্ত আফগানগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও বিশেষ বীর্য্যশালী ও যুদ্ধনিপুণ। ইহাদের মধ্যে অশ্বারোহী সেনাদলও আছে। পশ্চিম-মিরন্‌জৈ হইতে পবার কোথুল পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত ইহাদের বাস দেখা যায়।

কাবুল-অভিযানকালে ইংরাজসেনাপতি লর্ড রবার্টস্ এই স্থান দিয়া ভারতীয় সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।
মিরফ (ক্লী) বৌদ্ধমতে অত্যুর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।
মিরা (স্ত্রী) মূর্ব্বা। (রাজনি০)
মিরাজ (বড়), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদে-শের পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য।

ভূপরিমাণ ৩৪০ বর্গ মাইল। ইহা প্রধানতঃ ৩ খণ্ডে বিভক্ত— ১ কৃষ্ণানদীর উপত্যকাংশ, ২ ধারবাড় জেলার দক্ষিণবিভাগ এবং ৩ শোলাপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ।

এই রাজ্যাংশের কৃষ্ণানদীর অববাহিকা-প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর ও সমতল। অন্যান্য স্থান পার্ব্বত্য নতোন্নত স্থানে আচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে গণ্ডশৈলমালাও দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ-স্থানই তুলা উৎপাদনকারী কৃষ্ণমৃত্তিকাযুক্ত। এখানে জলাভাব নাই। খাল, বিল, কূপ ও তড়াগাদি এখানকার জলকষ্ট নিবারণ করিতেছে। দাক্ষিণাত্যের অপরাপর স্থানাপেক্ষা এই স্থান অপেক্ষাকৃত শুষ্ক। গ্রীষ্ম ঋতুতে এখানকার উত্তাপ অসহ্য বোধ হয়।

মহারাষ্ট্রের পেশবা তথাকার প্রসিদ্ধ পটবর্দ্ধনবংশকে এই স্থান জায়গীর স্বরূপ দান করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে গবমেণ্ট উক্ত পটবর্দ্ধনবংশের অধিকার স্বীকার করিয়া উহা চারি অংশে বিভাগ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই ইংরাজরাজকে অশ্বারোহী সেনাদল দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন।

১৮৪২ ও ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে পুত্র-সন্তানের অভাবে উহার দুইটী অংশ ইংরাজরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। অবশিষ্ট দুইটীর মধ্যে বড় মিরাজের সর্দ্দার গঙ্গাধর রাও গণপৎ জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইন্দোরস্থ রাজকুমার-কলেজে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্দ্দার বলিয়া গণ্য। হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ডবিধানার্থ তাঁহাকে পলিটিকাল এজেণ্টের অভিমত গ্রহণ করিতে হয় না। সর্দ্দারবংশের দত্তকগ্রহণের অধিকার আছে। ইংরাজ-রাজ জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই রাজাসনের অধিকারী সাব্যস্ত করিয়া একখানি সনন্দ দিয়াছেন।

এখানকার মিরাজ ও লক্ষ্মীশ্বর নগর বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

মিরাজ (ছোট), দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশের অপর একটী সামন্ত-রাজ্য। ধারবাড় জেলার বঙ্কাপুর উপবিভাগের, সাতারা জেলার তাসগাও উপবিভাগের এবং শোলাপুর জেলার পন্ঢর-পুর উপবিভাগের কতকগুলি গ্রামসমষ্টি লইয়া গঠিত। সমগ্র জায়গীরের ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গ মাইল। এখানে তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কার্পাস বস্ত্রেরও কারবার আছে।

এখানকার সর্দ্দারবংশও বড় মিরাজের সর্দ্দারের ন্যায় ইংরাজরাজের অনুগ্রহপালিত। সর্দ্দার লক্ষ্মণরাও হরিহর ব্রাহ্মণবংশীয়। নাবালক অবস্থায় পলিটিকাল এজেণ্ট শাসন-কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সর্দ্দারের হত্যাপরাধীকে দণ্ড দিবার ক্ষমতা আছে। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ২৭০ জন এবং প্রহরীসংখ্যা ২১৯ জন।

মিরাজ, বড় মিরাজ সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। কৃষ্ণানদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬°৪৯´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৪১´ ২০´´ পূঃ। মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরের অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতেছে।

মিরাজ-ই-মহম্মদ, ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উৎসবভেদ। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের স্বর্গারোহণ-স্মরণার্থ ২৭শে রজব এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা মুসলমান-সমাজে লড্ডু-ই মহম্মদ নামে পরিচিত। কোরাণের ১৭শ পরিচ্ছেদে ইহার সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কতিব-অল্ বকিদি বলেন যে, ১৭ই রমজানে এই ঘটনা ঘটে। তৎকালে ঈশ্বর-দূত জিব্রাইল ধরাধামে আসিয়া মহম্মদকে বুরক্ নামক অশ্বে আরোহণ করাইয়া স্বর্গধামে লইয়া গিয়াছিলেন।

মিরাজ শব্দ উর্জ্জ ধাতু হইতে সমুৎপন্ন। উহা সংস্কৃতের উর্জ্জ শব্দার্থবোধক। মিরাজ ই-মহম্মদ অর্থে মহম্মদের উর্জ্জ বা স্বর্গগমন বুঝায়।

মিরাট্ (মীরাট্), যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের ছোট লাট বাহাদুরের অধীন একটী বিভাগ। জনৈক কমিসনর দ্বারা পরিচালিত। অক্ষা° ২৭°০৮´ হইতে ৩০°৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৭´ হইতে ৭৮° ৪২´ পূঃ মধ্যে। দেহরাদুন্, শাহরাণপুর, মুজঃফর-নগর, মিরাট, বুলন্দসহর ও আলীগড় নামক ৬টী জেলা লইয়া এই বিভাগ গঠিত। [তত্তৎ জেলা শব্দে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।] ইহার উত্তরসীমায় শিবালিক-পর্ব্বতমালা, পূর্ব্বে গঙ্গা নদী, দক্ষিণে মথুরা ও এটা জেলা এবং পশ্চিমে যমুনা নদী। ভূপরিমাণ ১১৩২০ বর্গ মাইল।

এখানে সর্ব্বসমেত ৬৮টী নগর এবং ৮২০৬টী গ্রাম আছে। নগরের মধ্যে মিরাট্ নগর ও সেনাবাস, আলীগড় (কোইল), শাহরাণপুর, খুর্জ্জা, ও হাতরাস নগর প্রধান। ইহাদের সকল গুলিতেই ২২ হাজারের অধিক লোক আছে।

মিরাট্, (মেরঠ বা মীরাট্) যুক্ত প্রদেশের ছোট লাটের শাসনাধীন একটী জেলা। ইহার উত্তরে মুজঃফরনগর, পশ্চিমে যমুনা, দক্ষিণে বুলন্দসহর এবং পূর্ব্বে গঙ্গানদী। ভূপরিমাণ ২৩৭৯ বর্গ মাইল। মিরাট্ নগর ইহার বিচার-সদর।

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সৈকতভূমে অবস্থিত হওয়ায় এই সমতল বিভাগের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই স্থান বহুপ্রাচীন কাল হইতে অন্তর্ব্বেদী নামে এবং মুসলমানাধিকারে 'দোয়াব' নামে পরিচিত হইয়াছিল। বিস্তীর্ণ শ্যামল শস্যক্ষেত্র ব্যতীত ইহার মধ্যে মধ্যে বনমালাও দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে সুবিস্তৃত আম্রকাননসমূহ প্রকৃতির লীলা-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। গঙ্গা ও যমুনার বালুকাময়

বেলাভূমে বিশেষরূপ চাসবাস নাই। প্রবল বাত্যা বহিলে, বালুকা-স্তূপ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আনীত হইয়া থাকে।

গঙ্গা ও যমুনা ব্যতীত এখানে হিন্দন নামে আর একটী নদী আছে। বর্ষা ঋতুতে ঐ নদী দিয়া পণ্যবাহী নৌকা লইয়া গমনাগমন করা যায়। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি বালুকাময়-অববাহিকা আছে, তাহা বর্ষাকালে জল প্লাবিত হয় এবং অপর সময়ে শুষ্ক খাতমাত্র পড়িয়া থাকে। ঐ সকল নদী ও ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী এবং গঙ্গা ও যমুনার কাটাখাল সমূহের জলরাশি লইয়া এখানকার কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অনুপসহরের খাল চালু গাঙ্গেয়প্রদেশ জলসিক্ত করায় এ প্রদেশে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বুড়ীগঙ্গা বা গঙ্গার প্রাচীন খাত বর্ত্তমান নদীগর্ভ হইতে অনতিদূরে অবস্থিত, ইহারই তীরে ভারতোক্ত পাণ্ডব-রাজধানী হস্তিনাপুর-নগরী অবস্থিত। এখন আর সেই প্রাচীন কীর্ত্তির বিশেষ কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, এই ভারতীয় ট্রয়-নগরীর নিদর্শন মাত্র অবশিষ্ট নাই। যে স্থান হস্তিনাপুরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া সাধারণে কথিত হইয়া থাকে, তাহা খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্ব্বে গঙ্গাগর্ভের পরিবর্ত্তন-হেতু পরিত্যক্ত হইয়াছে।

হস্তিনাপুরের ন্যায় সুপ্রাচীন না হইলেও মিরাট্ নগরের প্রাচীনতা ও প্রাধান্য ইতিহাসে লক্ষিত হয়। জেলার প্রায় মধ্যস্থলেই এই নগর স্থাপিত। এখান হইতে দিল্লীর রাজধানী পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত আছে। এতদ্ভিন্ন উত্তরপশ্চিম ভারতের প্রায় সমস্ত সমৃদ্ধ নগরে গমনাগমনের সুবিধার্থ এখান হইতে রাস্তা আছে। ইংরাজাধিকারে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখানে য়ুরোপীয়দিগের শুভাগমন হইয়াছে। এই কারণে নগরভাগেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে।

এই মিরাট্ প্রদেশের ন্যায়, ভারতের আর কোথাও এরূপ সুপ্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগে আর্য্যগণ অন্তর্ব্বেদীতে বাস করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীনতম কাল হইতেই এখানে শ্রীবৃদ্ধির সূচনা হয়। রামায়ণপাঠে জানা যায় যে, অযোধ্যা, বৈশালী ও মিথিলা জনপদে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণের অধিষ্ঠান হইয়াছিল। ইহাতে স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্য্যগণ প্রথমে দোয়াবে অবস্থান করিয়া পরে শক্তিশালী হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। যে সময়ে মহাভারতীয় যুদ্ধের সংঘটন হয়, সেই সময় মিরাটও বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। যে হেতু দিল্লীনগরীর (ইন্দ্রপ্রস্থ) অদূরবর্ত্তী এই মিরাট্ নগরেই কুরুবংশীয়দিগের রাজধানী হস্তিনাপুর বিদ্যমান ছিল। হস্তিনাপুরীর সেই প্রাচীন স্মৃতির নিদর্শন না থাকিলেও তথাকার অধিবাসিবৃন্দ পুরাতন গঙ্গাখাত-পার্শ্ববর্ত্তী যে সুদীর্ঘ স্তূপকে হস্তিনার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা বাস্তবিকই হস্তিনার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় যুদ্ধের অবসানের পর এখানে রাজা পরীক্ষিতের বংশধর কএকজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।২১ অঃ) [হস্তিনাপুর দেখ।]

হস্তিনাপুরকে (মিরাট্) কেন্দ্র করিয়াই ভারতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এ পৌরাণিক যুদ্ধের ঘটনাপরম্পরা অতিক্রম করিয়া আমরা প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগে পদার্পণ করিলে দেখিতে পাই যে, খৃষ্টপূর্ব্বের ৩য় শতাব্দে এই নগরী বিদ্যমান ছিল। দিল্লীস্থ স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে, তৎকালে মিরাট্ নগর ধনজনপূর্ণ ছিল। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন গুলিও সেই অতীত কালের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের মুসলমান-আক্রমণের পর হইতেই এখানকার ধারাবাহিক প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের কোন ঘটনার ঐতিহাসিকতত্ত্ব প্রমাণ করিবার বিশেষ উপায় নাই। বিষ্ণুপুরাণের মতে অধিসীমকৃষ্ণের পুত্র নিচক্ষুর রাজ্যকালে হস্তিনাপুরী গঙ্গা কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে অর্থাৎ নগর ভাগ গঙ্গা গর্ভে লীন হইলে, রাজা কোশাম্বী-নগরে রাজপাট স্থাপন করেন। নিচক্ষুর ২১শ পুরুষ অধস্তন রাজা ক্ষেমক স্বীয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের রাজ্যকালে এখানে বৌদ্ধ কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার প্রশস্তিযুক্ত দুইটী প্রস্তরস্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। তদনুসারে এখানে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দের শেষ ভাগে মৌর্য্য বংশের আধিপত্য সূচিত হইতেছে। তৎপরে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৭ অব্দে হিন্দু রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের আধিপত্য কালে এই স্থান হিন্দু শাসনভুক্ত হয়। অতঃপর শক-রাজবংশের অভ্যুদয়ে দিল্লী নগরীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এখানে শাকাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার নিদর্শন স্বরূপ অসংখ্য শকমুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে স্থানীশ্বর-পরিদর্শনে আসিয়া সেই রাজ্যের যে সীমানির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, মুজঃফর নগরের বাগপাৎ, সমগ্র মিরাট জেলা এবং বুলন্দ সহরের উত্তরার্দ্ধ উক্ত রাজ্য সীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎকালে থানেশ্বর নগর কনৌজরাজ হর্ষবর্দ্ধনের অধীন ছিল।

অতঃপর দিল্লীর রাজেতিবৃত্ত অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তোমরবংশীয় রাজা অনঙ্গপাল আনুমানিক ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে এখানে রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার বংশধরগণ মুসলমান আক্রমণে উত্যক্ত হইয়া কনোজ পরিত্যাগপূর্ব্বক অযোধ্যার অন্তর্গত বড়ি-নগরে আসিয়া উপনীত হন। উক্ত বংশের শেষ রাজা ৩য় অনঙ্গপালের রাজ্যকালে চাহমানরাজ বিশলদেব রাজ্যলাভ করেন। চৌহানরাজবংশের পর, এখানে মুসলমান রাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে এই প্রদেশ লুণ্ঠনশীল জাট ও ডোর রাজবংশের করতলগত হইয়াছিল। বরণাধিপতি রাজা অহীবর্ণের বংশধর ডোর-সর্দ্দার হরদত্ত মিরাট নগরে একটী দুর্গ স্থাপন করেন। প্রবাদ, ১০১৬ খৃষ্টাব্দে গজনিপতি মাহ্মুদ তাঁহাকে পরাজিত ও ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন। ইহাই ইতিহাসে সিপাহ্-সালর মসাউদের আক্রমণ নামে প্রসিদ্ধ।

১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর বিখ্যাত-সেনানী কুতব-উদ্দীন্ মিরাট্ নগর অধিকারপূর্ব্বক তথাকার হিন্দুমন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। তৎপরবর্ত্তিকালে পাঠান রাজগণই এখানকার শাসনবিধি পরিদর্শন করিতেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে মোগলরাজ তৈমুরের আক্রমণ পর্য্যন্ত এখানকার ইতিহাস দিল্লীর ইতিহাসের সহিত সম্বদ্ধ ছিল। তৈমুর মিরাট্ আক্রমণ করিলে, এখানকার রাজপুতগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। লোনী দুর্গে আক্রমণকালে রাজপুতগণ হতাশ্বাস হইয়া আপনাপন গৃহাদি ভস্মীভূত করে। সেই সঙ্গে স্ত্রীপুত্র পরিবার একত্র দগ্ধীভূত হয়। দুর্গজয়ের পর, তৈমুরের আদেশানুসারে লক্ষাধিক হিন্দু বন্দী মোগলের তরবারিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। তৈমুর দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া পুনরায় মিরাটে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং তথাকার আফগান-সর্দ্দার ইলয়াস্কে পরাজিত করেন।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের মধ্যভাগে যখন দিল্লী সিংহাসনে মোগলপ্রভাব ছিল, তখন প্রকৃতই মিরাটে শান্তি রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। মোগল সম্রাট্গণ যমুনার এই উপত্যকাভূমিতে সর্ব্বদাই মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেন।

মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০২-১৭৭৫খৃঃ পর্য্যন্ত এখানে পুনরায় রাজ্যলোলুপ শিখ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের উন্মাদ-নর্ত্তন আরম্ভ হয়। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে উত্তর-দোয়াবে জাট ও রোহিলাদিগের উপদ্রবের বিরাম হয় নাই।

দিল্লীর মোগলপ্রতিষ্ঠা অবসানপ্রায় হইয়া আসিলে, উত্তরপশ্চিম ভারতে অরাজকতাস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। ঠিক ঐ সময়ে ওয়ালটার রীন্হার্ট (Walter Reinhardt) নামক জনৈক য়ুরোপীয় সৈনিক স্বীয় অদৃষ্টপরীক্ষার্থ উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই রঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হন। তিনি স্বীয় ভুজবলে মিরাটের অন্তর্গত সর্ধানা পরগণা অধিকারপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপত্নী বেগম সমরু উক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হন। এই রমণী আরবদেশীয়া ও নর্ত্তকীকন্যা ছিলেন। রীন্হার্ট তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহ কালে উক্ত রমণী রোমান্ কাথলিক খৃষ্ট-মত গ্রহণ করিয়াছিল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর অধঃপতন পর্য্যন্ত ইহার দক্ষিণাংশ মহারাষ্ট্রীয় দিগের উপদ্রবে অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত বর্ষে সিন্দেরাজ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ ইংরাজকরে সমর্পণ করেন। উক্ত বেগম সাহেব সিন্দেরাজকে যথাযোগ্য সহায়তা করিয়াছিলেন। ইংরাজাধিকারে আসার পর হইতে ৭৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত তিনি ইংরাজরাজকে সাহায্য দানে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মিরাট্ একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎপরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বুলন্দসহর ও মুজঃফরনগর পৃথক্ করিয়া ইহা বর্ত্তমান আকারে সংগঠিত হইয়াছিল। ঐ সময় হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত এখানে আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই।

ব্রজমোহন নামক জনৈক সিপাহী সৈনিকের প্ররোচনায় এখানকার দেশীয় সৈনিকগণ টোটাকাটার কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠে। ৯ই মে ৩য় বেঙ্গল অশ্বারোহীদল টোটা কাটিতে অস্বীকার করায় ১০ বর্ষের জন্য কারারুদ্ধ হয়। পর দিন রবিবার প্রাতঃকালে বিদ্রোহের কাণাঘুষা হইতে থাকে এবং ঐ দিন অপরাহ্নে ৫ ঘটিকা হইতে মিরাট্নগরস্থ য়ুরোপীয়গণের হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়। বিদ্রোহের পর এখানে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল। অতঃপর এখানে বুলন্দসহরের মালাগড়ের সর্দ্দার বালিদাদ্ খাঁর বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বিশেষ গুরুতর ভাব ধারণ করে নাই।

[সিপাহী বিদ্রোহ দেখ।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। কালী নদী, হিন্দন ও গঙ্গাখাল ইহার মধ্যে প্রবাহিত। দিল্লী, সিন্ধু ও পঞ্জাব রেলপথ ইহার মধ্যে বিস্তৃত থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখানে ইক্ষুর চাস ও চিনির কারবার আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর এবং বিচার সদর। এখানে সেনানিবাস থাকায় এই স্থানের বিশেষ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। গঙ্গা ও যমুনা নদীর ঠিক মধ্যস্থলে মিরাট্ নগরী অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৫৹´৪১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪৫´৩´´ পূঃ। কলিকাতা হইতে যে গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গিয়াছে, তাহাও এই নগরের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। সিন্ধু, দিল্লী ও পঞ্জাব-রেলপথের ষ্টেসন নগরে ও সেনানিবাসে আছে। এইজন্য স্থানীয় বাণিজ্য এবং সেনাপ্রেরণাদির বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে।

বর্ত্তমান সেনাবাসের দক্ষিণভাগে মিরাট্ নগর। বহুপূর্ব্বকাল হইতেই ইহার চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ঐ সীমাপ্রাচীরের নয়টী প্রবেশদ্বারের মধ্যে ৮টী বহু প্রাচীন কালের নির্ম্মিত। বৌদ্ধযুগে সম্রাট্ অশোকের রাজ্যকালে এই স্থানের সমৃদ্ধ অবস্থার পরিচয় পাইলেও প্রকৃত পক্ষে ইংরাজরাজের সেনাবাস গঠিত হইবার পর হইতেই এখানকার বর্ত্তমান সমৃদ্ধি হইয়াছে।

মিরাট শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে চারিটী বিভিন্ন আখ্যান কল্পিত হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকে বলেন, এই স্থানের পূর্ব্ব নাম মীরথ বা মীরঠ। ময় নামক স্থপতি ইন্দ্রপ্রস্থরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, রাজা প্রীত হইয়া তাহাকে মীরথ গ্রাম দান করেন। ময় স্বনামে এই নূতন জনপদের নাম ময়রাষ্ট্র রাখেন। তাহার নির্ম্মিত অন্দরকোট নামক দুর্গ অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে।

আবার জাটগণ বলে যে, তাহাদের মহীরাষ্ট্র গোত্রীয় কোন উপনিবেশিক এই মীরঠ নগর স্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইন্দ্রপ্রস্থরাজ মহীপালের নামানুসারে তাহার অধিকৃত এইস্থান মীরঠ নামে প্রসিদ্ধ হয়। অপরে বলেন, এইস্থান বহু প্রাচীনকাল হইতে মহিদস্ত-কা-খেরা নামে পরিচিত ছিল। তাহা হইতে পরে মীরঠ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মহিদস্ত-কা-খেরা বৌদ্ধযুগের প্রাধান্যসূচক। শামস্-ই-সিরাজ-পাঠে জানা যায় যে, অশোক-প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভলিপি দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ কর্ত্তৃক 'কুশাক-ই-শিকার' প্রাসাদে আনীত হইয়াছিল।

প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন স্বরূপ এখানে আরও অনেকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৭১৪ জবাহির মল্ল প্রতিষ্ঠিত সীতাকুণ্ড (মতান্তরে সূর্য্যকুণ্ড) ইহার চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য মন্দির, ধর্ম্মশালা ও সতীস্তম্ভ স্থাপিত আছে। ঐ মন্দিরসমূহের মধ্যে সম্রাট্ শাহজহানের রাজত্বকালে নির্ম্মিত মনোহর শাহের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বিশ্বেশ্বরনাথের মন্দির মুসলমান আক্রমনের বহুপূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। স্থানীয় লোকমুখে শুনা যায়, এখানকার মহেশ্বর মন্দির পাণ্ডববংশীয় কোন ভূপালের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে লালা দয়ালদাসের প্রতিষ্ঠিত তলাও মাতবল নামক দীর্ঘিকা, কুতবউদ্দীন্ প্রতিষ্ঠিত নৌবস্তী মহল্লার দরগা, ১৬২০ খৃষ্টাব্দে নূরজাহান-স্থাপিত শাহপীরের দরগা, ১০১৯খৃষ্টাব্দে গজনিপতি মামুদের উজীর হাসন্‌মহদী-নির্ম্মিত জামি মস্‌জিদ্, মখদুম শাহ বিলায়তের দরগা, ১১৯৩খৃঃ আবু মহম্মদ কম্বোর মকবাড়া, সালর মসাউদ গাজীর মকবাড়া (১১৯১), আবু য়ার মহম্মদ খাঁর মকবাড়া (১৬৫৮খৃঃ), কারবালা (১৬০০খৃঃ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মীরাটে যে খৃষ্টধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহার উচ্চ চূড়া হিমালয়ের বহিঃপ্রান্তস্থ শিখরভূমে দাঁড়াইয়া দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে।

মিরাস্, উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধসম্পত্তি। কখন কখন মিরাস্ শব্দে উত্তরাধিকারিতা এবং মিরাসদার শব্দে ভূসম্পত্তির পরম্পরাগত অধিকারীকে বুঝায়।

মিরাসি, বারাণসী প্রভৃতি উঃ পঃ প্রদেশবাসী এক শ্রেণীর মুসলমান। ডোম বা ডুম-মিরাসি নামে খ্যাত। পূর্ব্বে ইহারা ডোম ছিল, পরে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করায় মুসলমান-ডোম নামে পরিচিত হইয়াছে। গীতবিদ্যা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। কোথাও কোথাও ইহারা ধর্ম্মগীতি গাইয়া, কোথাও বা ভট্টকবিদিগের মত বংশানুচরিত কীর্ত্তন করিয়া বেড়ায়। আপনাপন কন্যাদিগকে অতি শৈশবাবস্থা হইতেই নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা দেয়। সাধারণে ইহারা পাখোয়াজী, কলাবত ও কব্বাল (গল্পকার) নামে প্রসিদ্ধ। ধাড়ী নামক মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের আদান প্রদান চলে। নৃত্য-গীতপটু মিরাসি রমণীগণ সম্ভ্রান্তবংশীয় ভদ্রমহিলাদিগের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ কৌতুক প্রদর্শন দ্বারা তাহাদের মনোরঞ্জন করে এবং তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে।

পুরুষগণ প্রধানতঃ ঢোলক, মঞ্জিরা (খরতাল) ও কিঙ্গরি (বংশী) লইয়া গান করে। জাট জাতির বিবাহে ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় ইহারা আসিয়া গীতবাদ্য করে।

কিংবদন্তী এইরূপে যে, সুলতান আলাউদ্দীন্ খিলিজির রাজত্ব কালে ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে আমীর খস্রু নামক জনৈক মুসলমান-কবি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ইহারা ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে এই বংশের রাহ্‌ৎউদ্দৌলা নামক জনৈক ব্যক্তি অযোধ্যারাজসরকারের কার্য্যবিধি পরিদর্শন করিয়া

থাকেন। তদ্ভিন্ন আলি বক্স নামক অপর এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। ইনি য়ুরোপীয় রমণীর পাণিপীড়ন করেন, ইহারই কন্যার সহিত নাসির উদ্দীন্ হায়দরের বিবাহ হয়।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহাদের নিন্দাবাদসূচক কএকটী প্রচলিত বাক্য আছে,—

"ডোম বনিয়া পোস্তি—তিওন বৈমান্"

"বাপ্ ডোম আউর ডোম হি দাদা, কহে মিঞা?

মইন্ সুর্ফা জাদা।" ইত্যাদি—

সিন্ধুপ্রদেশে মিরাসিগণ ভাটের কার্য্য করে। ইহারা সর্দ্দারদিগের সহিত রণক্ষেত্রে যায় এবং যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত 'শের' (রণগীতি) গাইয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের বীরত্বকাহিনী প্রচার করিয়া থাকে। ভারতের অন্যান্য স্থানে ইহারা বাদ্যকর, নাপিত ও গণকের কার্য্য করিতেছে।

মিরাসি, মুসলমান-রাজগণ-প্রবর্ত্তিত রাজকরবিশেষ। দাক্ষি-ণাত্যে ও বোম্বাই-প্রদেশে ভূম্যধিকারীদিগের উপর এরূপ রাজস্বসংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। তামিল ভাষায় ইহাকে কনিয়াক্ষি বলে। মিরাসিদারগণ কনিয়াক্ষিকরণ নামে খ্যাত। ইহা আমাদের দেশের মৌরাশী বন্দোবস্তের ন্যায়। যে সকল প্রজা পুরুষানুক্রমে রাজকর দিয়া ভূমি দখল করিতেছে, স্বয়ং গবর্মেণ্ট তাহাদিগকে উহার স্বত্ব হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন না।

মিরি, ঔষধার্থে প্রযোজ্য বীজভেদ।

মিরি, (মীরী বা মিড়ী) আসামের পার্ব্বত্য উপত্যকাবাসী জাতি বিশেষ। আসাম হইতে তিব্বত সীমান্ত পর্য্যন্ত এই অনার্য্য জাতির বাস আছে। বন্য আবর জাতি ইহার একটী শাখা মাত্র। অকা, আবর ও দফলা নামক পার্ব্বত্য অসভ্য জাতিত্রয় এই মিরি জাতি হইতে সমুদ্ভূত এবং বিভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত। লখিমপুর, শিবসাগর, দরঙ্গ প্রভৃতি জেলার উপত্যকা ভূমিতে এই জাতির বাস আছে। অকাগণ সমতল ক্ষেত্রে, দফলারা পার্ব্বত্য উপত্যকায় এবং মিরিগণ পর্ব্বতের বনান্তরাল নির্জ্জন বক্ষে বাস করে। আসামের পার্ব্বত্য অকাগণের পূর্ব্বাংশে আবরদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। [অকা, আবর ও দফলা দেখ।]

মিরিদিগের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী থাক দৃষ্ট হয়—১ বার-গাম ও ২ দহগাম। বারগামে দ্বাদশটী বিভিন্ন শ্রেণী, আর দহগামে দশটী শ্রেণী আছে। এই দুইটী থাক পরস্পর স্বতন্ত্র। কেহ কাহারও সহিত মিশে না।

আসামের সমতল ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক মিরির বাস দেখা যায়। আবরেরা বলে যে, উহারা দাস ছিল, পলাইয়া আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। কিন্তু ইহারা একথা স্বীকার করে না। ইহাদের মধ্যে এরূপ প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে পার্ব্বত্য মিরি ও আবরদিগের মধ্যে ঘোর কলহ ছিল। এই বিবাদ-সূত্রে উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধব্যপদেশে যে সকল মিরি পর্ব্বত ছাড়িয়া সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহারা আর পর্ব্বতে উঠিয়া যায় নাই। আবরদিগকে পরা-জিত করিয়া তাহারা সমতল-ভূমিই আশ্রয় করিয়াছে।

আসামের ডিহিঙ্গ নদীর সৈকতভূমে বহু পূর্ব্বকাল হইতে মিরিদিগের বাস আছে। ইহারা 'খালাস' নামে পরি-চিত, অর্থাৎ ইহারা জাতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ছুটিয়া মিরিগণ আপনাদিগকে দিহিঙ্গ নদীর অববাহিকা দেশ হইতে আগত বলিয়া পরিচিত করে।

মোঙ্গলীয় জাতির ন্যায় কাঁচা হলুদের রং, দীর্ঘাকৃতি, ও দৃঢ় গঠন দেখিলে অনুমান হয় যে, ইহারা উত্তরদেশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ আসামের পার্ব্বত্য উপত্যকা-ভূমি অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং স্বজাতীয় আবরদিগকে পর্ব্বতের নিভৃত নিকেতন হইতে তাড়াইয়া সমতল প্রান্তরে পাঠাইয়া দিয়াছে। দৃঢ়কায় হইলেও ইহাদের অনুদ্বেগ মুখাকৃতি দেখিলেই অলসপ্রকৃতিক বলিয়া অনুমান হয়।

বহুকাল হইতে আসাম গবর্মেণ্টের অধীনে বাস করিয়া ইহারা আসামবাসীর সহিত আবর-জাতির বাণিজ্যের পরি-চালক স্বরূপ হইয়াছে অর্থাৎ আবরদিগের পার্ব্বত্যক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্য সমুদায় আসামে আনিয়া হাটে বাজারে বিক্রয় করে এবং আবশ্যক মত ভারতীয় পণ্য দ্রব্য লইয়া আবর-দিগের নিকট যায়। ইহারা এইরূপে দুইটী বিভিন্ন জাতির সহিত বাণিজ্য কার্য্য পরিচালন করে বলিয়া মিরি নামে আখ্যাত হইয়াছে।

ইহারা প্রধানতঃ নদীতীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে ৪।৫ ফুট উচ্চ মাঁচার উপর ঘর বাঁধিয়া বাস করে। এই মাচার নিম্নে বেড়া ঘেরিয়া ইহারা আপনাপন পালিত মুরগী, ও শূক-রাদি রাখে। গ্রামে কোন ভোজাদির আয়োজন হইলে ইহারা ইচ্ছামত ঐ জীব সকল মারিয়া ভোজন করে। কোন কোন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে ইহাদিগকে মহিষপাল পুষিতে দেখা যায়। ইহারা দুগ্ধ দোহন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বন কাটিয়া ইহারা চাস বাস করিয়া থাকে। ধান্য, সরিষা, মক্কা ও তূলা ইহাদের প্রধান কৃষিজাত।

ইহারা বলশালী এবং স্বভাবতঃ হৃষ্টপুষ্ট। প্রকৃত পক্ষে ইহারা যাবতীয় জীবের মাংস ভক্ষণ করে। যে সকল

মিরি সমতল প্রদেশস্থ গ্রামাদিতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা হিন্দু জাতির সংস্পর্শ হেতু গোমাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বাল্যবিবাহ আদৌ প্রচলিত নাই, কিন্তু বাল্য কালেই পাত্র এবং পাত্রীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে। যখন তাহারা উভয়ে আপনাদের বাসবাটী নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়, তখনই সেই দম্পতির বিবাহ প্রকাশ্য স্থলে বিঘোষিত হইয়া থাকে। অনেক সময় বরকে কন্যার পিত্রালয়ে থাকিয়া ভৃত্যবৎ কার্য্য করিতে হয়। যতদিন না কন্যাপণের ঋণ পরিশোধ হয়, ততদিন তাহার এইরূপ ব্যবস্থা।

রমণীগণ আপনাদের পরিধেয়োপযোগী বস্ত্র বয়ন করে। কার্পাসবস্ত্রের এক প্রকার ছিট্ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ইহারা অঙ্গরাখা তৈয়ারী করিয়া থাকে। ইহাদের 'জীম্' নামক মোটা ঝাড়ন গার্হস্থ্য ব্যাপারে বিশেষ উপযোগী। পুরুষেরা বন কাটিয়া চাস করে বটে, কিন্তু রমণীগণও সেই শস্যক্ষেত্রে যাইয়া কায়িক পরিশ্রমে কাতর হয় না।

ইহারা শবদেহ পুঁতিয়া রাখে। গোর দিবার পর ইহাদিগকে বিশেষ কোন পারলৌকিক ক্রিয়া করিতে হয় না।

ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম অনেকাংশে অন্যান্য বন্য জাতীয়েরই অনুরূপ। ক্রিয়াগুলির কোন প্রকৃষ্ট অর্থ নাই। ইহাদের মধ্যে কোন একটী দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইলে, ইহারা প্রেতাত্মাদিগের পরিতৃপ্তির জন্য পূজা করে। ঐ প্রেতাত্মা নেকিরী বা নেকিরান্ নামে প্রসিদ্ধ। নেকিরী পুরুষদিগের ও নেকিরান্ রমণীদিগের প্রেতাত্মার আদর্শরূপে পূজিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইহারা সূর্য্য (দৈঞ্যা), স্বর্গ (তলঙ্গ) এবং পৃথ্বীকে (মোরাসিন্) বিশেষ ভক্তি করে।

উপরোক্ত দেবতা ও মনুষ্যের সহিত সম্বন্ধ রক্ষার জন্য মীবী বা মিম্বোয়া নামে এক শ্রেণীর পুরোহিত আছে। রোগীকে ঔষধ দান এবং ক্রিয়া কর্ম্মে জীববলি দেওয়া ইহাদের প্রধান কার্য্য। মিম্বোয়াগণ পুরুষানুক্রমে এই পদে অভিষিক্ত হইয়া থাকে। কখন কখন অপর লোকেও এই পদ পাইয়া থাকে। ইহারা সেই পদপ্রাপ্তিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া স্বীকার করে। কিরূপে ইহারা দেবতাদিগকে আবাহন করে, নিম্নে তাহার প্রণালী লিপিবদ্ধ হইল।

১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রেতাত্মা দ্বারা বনান্তরে পরিচালিত করিয়া ইহারা আপনাপন ইষ্টদেবকে তথায় লইয়া যায়। এখানে কেবল মাত্র বনফল খাইয়া সে কিছুকাল সেই স্থানে অবস্থিতি করে। তৎপরে যেন সে নূতন উপাদানে গঠিত হয়। তাহার অন্তরাত্মাও অনেক পরিমাণে পরিমার্জ্জিত হইয়া থাকে। সে দিব্য চক্ষে অদৃশ্য লোকের (স্বর্গপুরীর) যাবতীয় ঘটনা নিরীক্ষণ করিয়া আত্মজ্ঞান দ্বারা সকল যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া থাকে। ইহারা, মন্ত্রপাঠ দ্বারা চিত্তপরিশুদ্ধিপূর্ব্বক রোগীকে রোগ মুক্ত করিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী দৈববাণীরূপে বলিয়া দেয়।

বারগ্রামী মিরিগণ প্রাচীন প্রথামত নেকিরি ও নেকিরান্ পূজা পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে শঙ্কর ও পরমেশ্বরের পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এই পূজা (বোরখেবা বা বুড়খেপা) সাধারণে বিশেষ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন করে। গৃহস্থেরা কোন কোন সময়ে নেকিরি-নেকিয়ানের পূজাও দিয়া থাকে। মিম্বোয়াগণ এই উৎসবে পৌরোহিত্য করে বটে, কিন্তু পূর্ব্বের মত আর ঈশ্বরের কাল্পনিক আবাহন করিতে প্রয়াস পায় না। যে দেবতাই হউক না কেন, ইহাদের মূল পূজাপদ্ধতি প্রায় একই প্রকার। সকল পূজাতেই ছাগ, মুরগী, শূকর ও মহিষবলির ব্যবস্থা আছে। উৎসবে সকলেই চাউল হইতে প্রস্তুত মদ্য পান করে।

ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে ভকৃতিয়া ও অভকতিয়া নামে দুইটী শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ যাহারা গোঁসাইর শিষ্য তাহারা ভক্রিয়া এবং যাহারা গোঁসাইর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে না, তাহারাই অভক্রিয়া নামে প্রসিদ্ধ। আসামের শিবসাগর জেলায় গোঁসাইদিগের প্রধান আখড়া। তাঁহারা প্রধানতঃ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে বাস করেন। সময় সময় মাযুলীদ্বীপে এবং ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরবাসী মিরিদিগের নিকট আসিয়া তাঁহারা গুরুর প্রাপ্য দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া থাকে।

ইহারা কোন প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া উপাসনা করে না। কাহারও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাই। অনেকে মহিষ মাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা পাইতেছে। মাটিমারগণ স্বজাতীয় অপরাপর লোকের মত মাচা-বাধা গৃহে বাস করে না। তাহারা অন্যান্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর হিন্দুর মত মৃত্তিকার উপরে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং জাতীয় প্রাচীন রীতিনীতি ও ধর্ম্মাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দু ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করিতেছে।

যে সকল পার্ব্বত্য মিরি ইংরাজাধিকারের বাহির্ভাগে সুবর্ণশ্রী নদীর উত্তরে বাস করে, তাহাদের মধ্যেও কএকটী শ্রেণী বিভাগ আছে, তন্মধ্যে ঘৎ-ঘাস্থি, শরাক, পাণিবোটিয়া ও তরবোটিয়াগণই প্রধান। সীমান্ত প্রদেশরক্ষার জন্য ইহারা আসামের দেশীয় রাজার নিকট হইতে বার্ষিক কিছু দান পাইত। এখন ইংরাজ গবর্মেণ্ট শান্তিরক্ষার জন্য ইহাদিগকে

কিছু কিছু দিয়া থাকেন। পার্ব্বত্য মিরিগণ এক এক জন দলপতির অধীনে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। কোন কোন পল্লীতে এক একটী পরিবার সমগ্রপল্লীবাসীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। আবরদিগের মত ইহাদের শাসনশৃঙ্খলা নাই। ইহারা রাত্রি জাগিয়া গ্রামে চৌকী দেয় না। অথবা মোরঙ্গ নামক সাধারণ-সম্মিলনাগারে একত্র হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করে না।

পাণিবোটিয়াদিগের সর্দ্দার ডেমা নামে খ্যাত। ইহাঁর বাসভবন বাঁশে নির্ম্মিত এবং ৭০ ফিট্ লম্বা। ইহাদের রমণীগণ বেশভূষা ও অলঙ্কারপ্রিয়। সাধারণতঃ ইহারা পার্ব্বত্য নিকৃষ্ট মণিসমূহের মালা গাঁথিয়া গলায় পরে। পুরুষেরা বলিষ্ঠ, চূড়া করিয়া চুল বাঁধে। ইহাদের কর্ণে রূপার কুণ্ডল এবং মাথায় ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত বেতের টুপি থাকে। জামা ও বস্ত্রে ইহাদের বিশেষ পারিপাট্য নাই।

হস্তী প্রভৃতি বিভিন্ন বন্য জন্তু ধরিবার কৌশল ইহারা বেশ জানে। প্রায়ই ফাঁদ পাতিয়া তাহারা পশু ধরে। পুরুষগণ ব্যাঘ্র মাংস খায়। ইহাদের বিশ্বাস ব্যাঘ্র মাংস ভক্ষণ করিলে শরীরে বলসঞ্চার হয়। রমণীগণ ব্যাঘ্র মাংস খায় না।

ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। সর্দ্দারগণ অবস্থানুরূপ পণ দিয়া যত ইচ্ছা পত্নী ক্রয় করিতে পারে। পিতার মৃত্যু হইলে, গর্ভধারিণী মাতাকে বাদ দিয়া পুত্র অথবা অপর কোন উত্তরাধিকারী বিমাতাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। দরিদ্রদিগকে পত্নীলাভের প্রত্যাশায় ঘোর পরিশ্রম করিতে হয়। কন্যাপণ দিতে অশক্ত হওয়ায় প্রধানতঃ কন্যাদিগের বিবাহের গোলযোগ বটে। এই কারণে অনেক স্থলে রমণীগণ বহুস্বামিক হইয়া পড়ে।

মিরি-রমণীগণ স্বামীকে ভক্তি করে। এরূপ কষ্টে থাকিয়াও তাহারা স্বামীকে কখন রূঢ় কথা বলে না। তাহারা যখন যে স্বামীর নিকট থাকে, কিছুতেই অবিশ্বাসী বা অবাধ্য হয় না। মাঠে পতির সহিত ভূমিকর্ষণ করিতেও তাহারা কাতর নহে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রত্যেক কর্ম্মেই ইহারা জীববলি দেয়। ইহাদের বিশ্বাস আছে যে, জীব মাত্রেই নিহত বা মৃত হইলে তাহার প্রেতাত্মা স্বর্গে যায়। ঐ প্রেতাত্মাসমূহের উপর যমরাজ কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। প্রেতাত্মা দেবসন্নিধানে যায় বলিয়া ইহারা পূজাদিতে জীবহিংসা করিতে কাতর হয় না। এই যমরাজ যে হিন্দুদিগের যম তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

ইহারা বিশেষ সমারোহের সহিত শবদেহ প্রোথিত করে। যদি কেহ সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পরলোকগত হয়, তাহা হইলেও তাহার মৃতদেহ পর্ব্বতে আনিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের সমাধিস্থলে পুতিয়া ফেলে। কোন সংক্রামক রোগে মরিলে তাহাকে আর পর্ব্বতে আনা হয় না। পুতিবার সময় ইহারা গর্ত্ত মধ্যে অলঙ্কার, রন্ধনপাত্র ও ভোজ্যাদি দেয়। ইহাদের বিশ্বাস ঐ সকল ভোজ্য তাহাদের স্বর্গযাত্রাকালে কাজে লাগিবে। প্রেতাত্মাকে স্বর্গ-গমনকালে পাথেয় দিবার নিয়ম হিন্দুর মধ্যেও আছে। উহা বৈতরণী নামে খ্যাত। অলঙ্কারাদি দেখিয়া যমরাজ ঐ প্রেতাত্মার গুরুত্ব বুঝিয়া লইবেন।

ইহারা আপনাদের উৎপত্তি ও পর্ব্বতে বাস সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে, পরম পিতা কর্ত্তৃক তাহারা পর্ব্বতে বাসযোগ্য উপাদানে গঠিত হইয়াছে এবং তাঁহারই আদেশ মতে তাহারা এই বনান্তরালে আসিয়া বাস করিতেছে। পূর্ব্বে তাহারা হিমালয়ের তিব্বত বিভাগে বাস করিত। পক্ষীদিগকে আসামপ্রদেশে উড়িয়া আসিতে দেখিয়া তাহারাও এই প্রদেশে অবতরণ করিয়াছে। ইহারা পর্ব্বতের সমুচ্চ চূড়ে আরোহণ করিতে পটু। এমন কি যে সকল সঙ্কটে ছাগাদ জীব পিঠাপিঠি করিয়া গমনাগমন করে, সেই দুরূহ পথেও ইহারা অনায়াসে ভারবহন করিতে সমর্থ হয়।

মিরিকা (স্ত্রী) লতাভেদ।

মির্গি (দেশজ) মৃগীরোগ।

মির্দ্দাহ (পারসী) গ্রামের মোড়োল।

মির্ম্মির (ত্রি) মিট্‌মিটে আলোকযুক্ত।

মিল্, শ্লেষ। তুদা০ উভ০ অক০ সেট্। লট্ মিলতি-তে। লুঙ্ অমেলীৎ অমেলিষ্ট। এই ধাতু কেহ কেহ কুটাদি মধ্যে নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে লুঙ্ অমিলীৎ। ল্যুট্ মিলনম্।

মিল্, (জন্ ষ্টুয়ার্ট) সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-দার্শনিক। তিনি ১৮০৬ খৃঃ অব্দে ২০এ মে লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা জেমস্ মিল একজন দরিদ্র কৃষকের সন্তান ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন ধনশালিনী রমণীর অর্থানুকূল্যে এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যথোচিত শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন এবং নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাঁহার প্রণীত বহুসংখ্যক উপাদেয় গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি ভারতবাসীদিগের প্রতি আন্তরিক সহৃদয়তা ও সমবেদনার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার জন্য স্বমত পরিবর্ত্তন করিতেন না।

তাঁহার এই সমস্ত গুণাবলী ও প্রকৃতি, পুত্রে সমধিক পরিমাণে সংক্রান্ত হইয়াছিল। জনষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র। জন ষ্টুয়ার্টের জন্য তিনি যেরূপ শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন—তাহা সাধারণের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। স্নেহময় পরিজনবর্গের শান্তিশীতল কোমলাঙ্কে উপবেশন করিয়াই জন বিদ্যারূপ কল্পবৃক্ষের ফলাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৃহই তাঁহার বিদ্যালয় ছিল। উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্য তাঁহাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে হয় নাই।

ছাত্রজীবন।

জনষ্টুয়ার্টমিলের তিন বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ব্যাকরণের শব্দ ও ধাতুরূপ শিখাইতে আরম্ভ করেন। এক বর্ষ মধ্যে তিনি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই 'ঈশপ' প্রণীত কথামালা অধ্যয়ন করেন। এইরূপে বিদ্যাসৌধের প্রাথমিক সোপানমালায় দ্রুতপদে আরোহণ করিয়া মিল ৮ বৎসরের মধ্যে হিরোদোতাস্, জেনোফন্, সক্রেটিস্, ডাইওজিনিস্, আইসোক্রেটিস্ ও প্লেটো প্রভৃতি সুবিখ্যাত গ্রীক গ্রন্থকারগণের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন। জেমস্ পুত্রকে একমুহূর্তের জন্য নয়নের অন্তরাল করিতেন না। শয়ন, ভোজন, অধ্যয়ন ও ভ্রমণ সকল সময়েই পুত্রবৎসল পিতা মিলের নিকট থাকিতেন। মিল সমবয়স্ক বালকবৃন্দের সহিত ক্ষণমাত্রও বাক্যবিনিময় করিতে পারিতেন না। এজন্য পিতাকে অনেক সময়ে পুত্রের শৈশবস্বভাবসুলভ কৌতূহলের মীমাংসা করিতে হইত। পিতা পুত্রকে কেবল পাঠ অভ্যাস করাইয়া নিবৃত্ত থাকিতেন না, পুত্রের প্রচ্ছন্নপ্রতিভা উদ্দীপিত করিবার জন্য পুস্তকের দুরূহ অংশ সকল নিজে নিজে বুঝিতে বলিতেন।

প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে জেমস্ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতেন এবং গল্পচ্ছলে অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিতেন। জনষ্টুয়ার্ট সন্ধ্যাকালে পিতার নিকট গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ ছিল না। জেমস্ ভ্রমণকালেও পুত্রের নিকট অভ্যস্ত পাঠ জিজ্ঞাসা করিতেন। এইরূপে অল্পকালের মধ্যে তিনি প্রেমময় পিতার একান্ত যত্নে রবার্টসন্, হিউম, গিবন, প্লুটার্ক ও বর্ণেট্ প্রভৃতি গ্রন্থকারের ইতিহাস সকল অধ্যয়ন করিলেন। জেমস্ ভ্রমণকালে মিলকে মুখে মুখে ধর্মনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাসসম্পর্কীয় যে সমস্ত কৌতূহলোদ্দীপক উপদেশ প্রদান করিতেন, পরদিন ভ্রমণকালে সেই সমস্ত বিষয় তাঁহাকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করিতে বলিতেন এবং পুত্রের অধ্যয়নপ্রবৃত্তি ও জিজ্ঞাসা বলবতী করিবার নিমিত্ত মিলের নিকট নানা শাস্ত্রের সারগর্ভ প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেন। তদনুসারে মিল গৃহে প্রত্যাগত হইয়া উল্লিখিত গ্রন্থ সকল স্বয়ং আদ্যোপান্ত পাঠ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। জেমস্ পুত্রকে নাটক ও উপন্যাস পড়িতে দিতেন না। আমোদজনক পুস্তকের মধ্যে মিল কেবল রবিন্সনক্রুসো পাঠ করিতে পাইতেন।

অষ্টম বৎসর বয়সে মিল গ্রীক ব্যাকরণ, সাহিত্য ও ইতিহাসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হোমরের ইলিয়ড পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে তিনি লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহাকে প্রত্যহ নিয়মিত রূপে কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীগুলিকে লাটিন শিখাইতে হইত। ইহাতেও তাঁহার একটী বিশেষ উপকার হইত। অন্যকে বুঝাইতে যাইয়া অধীত বিষয়গুলি তাঁহার মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত। ইহার কিছুদিন পরে তিনি পিতার নিকটে ইউক্লিডের জ্যামিতি ও বীজগণিত শিখিতে আরম্ভ করেন। এই প্রকারে ১২ বৎসর বয়সের মধ্যে অলৌকিক প্রতিভাবলে মিল গ্রীক ও লাটিন ভাষার প্রায় সমস্ত গ্রন্থরাশি পাঠ করিয়া তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইলেন। যেন স্বাভাবিক সংস্কার বলে প্রাক্তন-বিদ্যা সকল তাঁহার আয়ত্ত হইল। মিল আত্মজীবনচরিতে নিজের শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—"পাণ্ডিত্যমণ্ডিত পুত্রবৎসল পিতার ঐকান্তিক যত্নে ও মনোযোগে তিনি এই সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

মিল পৃথিবীর পুরাতন ইতিহাস পড়িতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। গ্রীক্ ও রোমের ইতিহাস সম্বন্ধীয় সমস্ত গ্রন্থই তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মিট্‌ফোর্ডের গ্রীস্ ও ফার্গুসনের রোম তাঁহার অতি প্রিয়পাঠ্য ছিল।

মিল বাল্যকালেই রোমের ইতিহাস, পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত, ইংলণ্ডের ইতিহাস ও রোমের শাসন প্রণালী নামক চারিখানি ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করেন। এই সমস্ত গ্রন্থে তিনি সাধারণ-তন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

পিতার অনুমতিক্রমে মিল্ কৈশোরে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি কবি হইতে পারিলেন না। জেমস্ পুত্রকে কবি করিবার নিমিত্ত হোমর, হোরেস্, বর্জিল, সেক্স্‌পিয়র, মিল্টন, টমসন, পোপ, স্পেনসার, স্কট, ড্রাইডেন প্রভৃতি কবিগণের কাব্য পাঠ করিতে দিলেন। কিন্তু চিন্তামণিলাভে সমুৎসুক মিল্ গম্ভীর চিন্তাশীলতা পরিত্যাগ

করিয়া কাব্যভাবের তন্ময়তা লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রের পরীক্ষিত বিষয় সকল পাঠ করিতে ও তৎসমুদায়ের পরীক্ষা দেখিতে ভাল বাসিতেন।

দ্বাদশ বর্ষ বয়সের মধ্যে মিল্ বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চিন্তারাজ্যের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে তর্কশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অর্গানন্ (Organon)-প্রণীত তর্কশাস্ত্র তাঁহার এ বিষয়ে প্রথম পাঠ্য। তর্কবিস্তার যুক্তিপরম্পরা তাঁহার চিন্তাপ্রবণ-চিত্তে অত্যন্ত আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে তিনি স্বীয় জীবন বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে,—তর্কশাস্ত্রের ন্যায় কোন শাস্ত্রই বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিতে পারে না।

এই সময়ে তিনি বিখ্যাত গ্রীকবক্তা ডিমস্থিনিসের "ফিলিপিকস্" নামক বক্তৃতাগুলি পাঠ করেন এবং গ্রীস্ দেশের রীতি নীতি ও সমাজপদ্ধতি অবগত হন। তৎপরে তাসিতাস্, জুভিনাল্ ও কুইন্টিলিওন প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের পুস্তক সকল পাঠ করিয়া প্লেটোর "জর্জ্জিয়ান্" "প্রোটো গোরস্," এবং "রিপাবলিক্" বা সাধারণ-তন্ত্র নামক ভুবনবিখ্যাত গ্রন্থ সকল পড়িতে আরম্ভ করেন। মিল স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন যে, আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে প্লেটোর গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে কখনই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

এই সময়ে ১৮১৮খৃঃ অব্দে তাঁহার পিতা জেমস্ ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থ সমাপন করেন। উহা মিলের শিক্ষার প্রধান উপাদান স্বরূপ হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি হিন্দুদিগের প্রাচীন সভ্যতা ও সমাজপদ্ধতি প্রভৃতি জানিতে পারেন এবং ভারতবাসিগণের আন্তরিক হিতৈষী হইয়া উঠেন।

ইহার অল্পকাল পরে রিকার্ডো অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। জেমস্ পুত্রের চিন্তাশক্তি উত্তরোত্তর মার্জ্জিত করিবার জন্য মিল্‌কে মুখে মুখে ঐ পুস্তক-সম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল বিষয়ের উপদেশ দিতেন। পরে পুত্রকে-রিকার্ডোর পুস্তকের সহিত আডাম স্মিথ্-প্রণীত অর্থনীতি-শাস্ত্র মিলাইয়া উৎকর্ষাপকর্ষের সমালোচনা করিতে বলিতেন। জেমসের ন্যায় শিক্ষাগুরু পৃথিবীতে অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে এবং মিলের ন্যায় ছাত্রও সংসারে অতি বিরল। বিধাতার বিচিত্র বিধানে পিতাপুত্র গুরু-শিষ্যরূপে জ্ঞানরাজ্যের দুর্গম দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মিলের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইল। এক্ষণে তিনি আর পিতার ছাত্র নহেন; নিজেই শিক্ষক হইলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি গ্রীক, লাটিন ও ইংরাজী ভাষার ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করিয়া জ্ঞানবৃক্ষের উচ্চশাখায় আরোহণ করিলেন। তিনি কখনও বিদ্যালয়ে যান নাই এবং পিতা ভিন্ন অন্য শিক্ষকের নিকটেও পড়েন নাই।

শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া মিল্ দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পিতা পুত্রকে উপদেশ দিলেন—তুমি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া দেখিবে, তোমার সমবয়স্ক যুবকেরা তোমার অপেক্ষা শিক্ষায় সহস্রগুণে পশ্চাৎপদ—তাহা দেখিয়া তোমার উৎকর্ষের বিষয় চিন্তা করিয়া আত্মাভিমানী হইও না এবং বিদ্যালোচনায় বিরত হইও না, কারণ শাস্ত্র অনন্ত ও বেদিতব্য-বিষয়ের সীমা নাই।

ভ্রমণ ও বিদ্বজ্জনসম্মিলন।

মিল্ পূর্ব্ব হইতেই ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন। লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি মধ্যে মধ্যে পল্লীপ্রকৃতির শস্যশ্যামলা শোভা সমৃদ্ধি দেখিবার জন্য পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। এই সময়ে ১৮১৩ খৃঃ অব্দে পিতৃবন্ধু সুপ্রসিদ্ধ বেন্থামের সহিত মিল্ অক্স্ফোর্ড, বাথ্, ব্রিষ্টল, প্লাইমাউথ প্রভৃতি জনপদ ভ্রমণ করিয়া নানা উপদেশ লাভ করেন। নৈসর্গিক নিরুপম সৌন্দর্য্য তাহার চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই সময় হইতে মিল্ বেন্থামের সহিত প্রতিবৎসর ৬ মাস করিয়া একত্র অবস্থান করিতেন। ইংলণ্ডের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া মিল্ বেন্থামের সহিত ফ্রান্সে গমন করেন এবং পিরিনিস্ পর্ব্বতের উপত্যকাক্ষেত্রে বাস করিয়া জড়-প্রকৃতির মনোমোহন সৌন্দর্য্য অবলোকন করেন। এই স্থানে তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়া উক্ত ভাষার বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং ফ্রান্সের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সহিত পরিচিত হইয়া নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলেন। একবৎসরের অধিককাল ফ্রান্সে অবস্থান করিয়া প্রসিদ্ধ দার্শনিক সেণ্ট সাইমনের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা জন্মে। এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয় স্বাধীন চিন্তার উদ্দীপনামন্ত্রে দীক্ষিত হয়।

বেন্থাম, হিউম, রিকার্ডো প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ জেমস্ মিলের বন্ধু ছিলেন। মিল্ পিতৃবন্ধুগণের পুস্তক-পাঠে ও কথোপকথনে শৈশবজীবনেই তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে শিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বেন্থামের নীতিই তাঁহার চিন্তাকেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছিল। পরে গ্রোট্, চার্লস্ অষ্টিন্ প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত মিলের ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। মিল্ এতদিন গৃহাভ্যন্তরেই অধ্যয়ন করিতেন। এই সময় হইতে তিনি সমাজের বিদ্বদ্বর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া নূতন জীবনে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সকল অবস্থাতেই বিদ্যানুশীলন তাঁহার স্থিরলক্ষ্য থাকিল।

কার্য্যক্ষেত্র ও গ্রন্থাবলী।

প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া মিল্‌কে জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত কেরাণী-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। জগতে সর্ব্বত্রই শিক্ষাকার্য্যের এই বৈষম্য দৃষ্ট হয়। ১৮২৩ খৃঃ অঃ১৭ বৎসর বয়সে মিল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে লিখন বিভাগে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। পরে ১৮৩৭খৃঃঅঃ দেশীয় সামন্ত নৃপতিগণের সহিত পত্রাদি লিখিবার কার্য্য প্রাপ্ত হন। পরে ১৮৫৬ খৃঃ অঃ উক্ত কোম্পানীর পরীক্ষাবিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষপদ লাভ করেন। কিন্তু এ কার্য্য অধিক দিন করিতে না করিতে ১৮৫৮ খৃঃ অঃ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকাল-অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কর্ম্মও শেষ হয়। যখন সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারত শাসন গ্রহণ করেন, মিল তখন তীব্র ভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার মত এই যে, কোম্পানীর কোন শাসনকর্ত্তা (ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মত) ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার করিলে পালিয়ামেণ্ট তাঁহার প্রতিবিধান করিতে পারেন, কিন্তু রাজ্ঞীর প্রতিনিধি ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার করিলে, তাঁহাকে কেহই অভিযুক্ত করিতে সাহসী হইবে না। রাজ্ঞীর অধীনে তিনি কর্ম্ম পাইয়া পরিত্যাগ করেন। মিলের ভবিষ্যদ্বাণী যে অনেকাংশে সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা শিক্ষিত ভারতবাসী বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন।

মিল্ ১৮৬৫ খৃঃ অঃ শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইয়া পালিয়ামেণ্টের সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি পালিয়ামেণ্টে সাধারণের উপকারার্থ অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই Reform bill বা সংস্কার-আইন রাজবিধিতে পরিণত হয়। মিল্ পালিয়ামেণ্টে স্ত্রীলোক প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দাসব্যবসায় লইয়া যখন আমেরিকাবাসীদিগের সহিত গৃহবিচ্ছেদজনিত সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সে সময়ে ইংলণ্ডের যে মানব হিতৈষিগণ দাসত্ব-বিরোধি-দলের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, মিল তাহাদিগের অন্যতম। মিল্ ইউনাইটেড্-ষ্টেট্‌সের পক্ষে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়া সহৃদয়তা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

মিল্ লেখনী ধারণ করিয়া বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী লিখিয়া গিয়াছেন। স্বীয় পদোচিত কার্য্যের অবসরে তিনি ঐ সমস্ত বিষয় রচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ১৮২৩ খৃঃ অব্দে Traveller ও Chronicle নামক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন।

তিনি অপর বহু পত্রিকায় ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করেন। তর্কশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র ব্যতীত ১৮৫৭ হইতে ১৮৬১ এর মধ্যে স্বাধীনতা (Liberty), হিতবাদ (Utiliterianism) ও স্ত্রীজাতির অধীনতা (Subjection of women) নামক পুস্তকত্রয় তিনি সপত্নীক রচনা করেন।

১৮৫৯-৭০ খৃঃ প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী (Representative Government) ও হ্যামিল্টনপ্রণীত দর্শনের সমালোচনা, প্রকাশিত করেন।

ইহার পরে তিনি নেচার (Nature) এবং একজামিনার (Examiner) নামক পত্রিকায় কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

মিল্ শেষ জীবন পর্য্যন্ত গ্রন্থ রচনায় ও পূর্ব্বলিখিত প্রস্তাব সকলের সম্পাদনে ও সংশোধনে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে মালের পাক্ষিক সমালোচনী পত্রিকায় কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

পত্নীর মৃত্যুর পর হইতেই মিল্ বৎসরে দুইবার লণ্ডনে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহার লেখনী ও জিহ্বা পরহিত-সাধনে কখন পরাঙ্মুখ হয় নাই। বৎসরের অবশিষ্টাংশ পত্নীর সমাধিক্ষেত্রের সন্নিহিত নির্জ্জন কুটীরে অতিবাহিত করেন। উপরতা পত্নীর গুণাবলী পরিচিন্তন করিয়া তিনি পত্নীশোকের নিদারুণ শেলাঘাত কথঞ্চিৎ নিবারণ করিতেন। পরে ১৮৭৩ খৃঃ ৯ই মে সেই স্থানেই বিসর্প ব্যাধিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিদ্বজ্জগৎ তাঁহার বিয়োগে ব্যথিত হৃদয়ের সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং রমণীকুল মিলের জন্য অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। মিল ভারতবাসিগণের হিতকল্পে যে সমস্ত প্রস্তাবাদি রচনাপূর্ব্বক পালিয়ামেণ্টে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ভারতবাসিমাত্রেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ইংরাজজাতি দার্শনিকাগ্রগণ্য মিল্‌কে হারাইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মিলের দার্শনিক মত বা নীতিশাস্ত্র।

যে সমস্ত মনীষিগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয়কালে প্রতীচ্য-চিন্তারাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন—জন্ ষ্টুয়ার্টমিল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে মানবীয় স্বত্বস্বাধীনতার সিদ্ধসেবক ফরাসী দার্শনিক ভল্টেয়ার ও প্রজাতন্ত্রপ্রতিনিধি বাগ্মিপ্রবর মিরাবো প্রভৃতি মনস্বিগণের স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত উন্মাদনাময় উদ্দীপনা-মন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফল, ফ্রান্সের রাজসিংহাসন চূর্ণীকৃত ও রাজশক্তি উন্মূলিত করিয়া লোমহর্ষণ ফরাসী-বিপ্লবের সৃষ্টিপূর্ব্বক য়ুরোপে সাধারণী শক্তির সাম্যসূচক বিজয়ঘোষণা কীর্ত্তন করিতেছিল। এই সময়ে য়ুরোপ-

খণ্ডে স্বাধীনতার সঞ্জীবনী শক্তি ধীরে ধীরে চিন্তাশীল মানবগণের অন্তঃকরণকে চিন্তারাজ্যের উন্নতিসোপানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল।

এইরূপে যখন ম্যাক্‌কাল্ পেষ্টালোজি, উইলহেম, ভন্‌হাম্বোল্‌ট, গেটে, ভল্‌টেয়ার ও বেন্থাম প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়দিগের স্বাধীন চিন্তার উদ্দীপনামন্ত্রে চিরপ্রচলিত পুরাতন চিন্তার ক্ষুণ্ণদুর্গ প্রচ্ছন্নবহ্নির উষ্ণশ্বাসে প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার অচিরকাল মধ্যে অগাধসত্ত্ব মনীষী মিলের স্বাধীনতা ও হিতবাদের মহামন্ত্রে চিন্তারাজ্যের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সুদৃঢ় প্রাচীন দুর্গ প্রজ্বলিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। দেবতা ও অসুরগণ অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। ঈশ্বরের চিরপ্রতিষ্ঠিত ন্যায়ের সিংহাসন কবিকল্পিত বলিয়া প্রমাণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িল। সাধারণী শক্তির বিজয়দুন্দুভি সর্ব্বত্র নিনাদিত হইতে লাগিল। অবলাগণ যুক্তির শরসম্পাতে দাসত্বের দৃঢ় নিগড় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সাম্য স্বাধীনতাময়ী বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া সমাজশৃঙ্খলার বিপর্য্যয়সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মিলের নীতিশাস্ত্রই উন্নতিশীল উনবিংশ শতাব্দীর এই অভাবনীয় বিপ্লবের প্রবর্ত্তক।

মিলের দার্শনিক মত বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে ৩টী বিষয় সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই ত্রিধারার অপূর্ব্ব সম্মিলনে মিলের চিন্তাপ্রবাহ গঠিত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার বীজ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। মিল সর্ব্বতোভাবে পিতার মন্ত্রেই দীক্ষিত ছিলেন। সমাজের অন্যান্য শক্তি তাঁহার চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। জেম্‌সের হৃদয়ে ধর্ম্মচিন্তার স্বাধীনভাব সর্ব্বপ্রথম উদিত হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া প্রমাণসাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তবে তিনি চার্ব্বাক প্রভৃতি প্রাচ্য দার্শনিকদিগের ন্যায় নাস্তিক ছিলেন না। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের আদিকারণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তিনি পুত্রকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে ঈশ্বর সংসারে বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, রোগ শোক প্রভৃতি ত্রিতাপে মনুষ্যকে অহর্নিশি দগ্ধ করিতেছেন, তিনি কখনও সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে যুগপৎ ন্যায়বান্ ও দয়াময় হওয়া অসম্ভব। এইরূপে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার মত গ্রীক দার্শনিকদিগের অনুরূপ ছিল। ষ্টোয়িক (Stoic), এপিকিউরিয়ান্ (Epicurian) এবং সিনিক (Cynic) এই ৩টী দার্শনিক মতের সার হইতে তাঁহার মতের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানজনিত আনন্দ ও পরার্থপরতাকেই তিনি সুখের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছিলেন।

পিতার এই মত মিলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তদ্ব্যতীত মিল্ প্লেটোর পুস্তকে বর্ণিত সক্রেটিসের ধর্ম্মমতগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া নীতিমার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ন্যায়পরতা, পরিমিতাচার, সত্যপ্রিয়তা, উদ্যমশীলতা, দুঃখসহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয়কে সক্রেটিস্ ধর্ম্মপদের বাচ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মিল্‌ও এই সমস্ত চিত্তবৃত্তিগুলিকে ধর্ম্মের উচ্চসোপান বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ বেন্থামের নূতন মতই উনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয়কালে প্রাচীন সিদ্ধান্তের মূলে কুঠারঘাত করে। বেন্থাম্ মিলের পিতার পরম বন্ধু ছিলেন। কথাবার্ত্তা ও পুস্তকপাঠ প্রভৃতি নানা কারণে মিল্ বেন্থামের নূতন প্রবর্ত্তিত চিন্তামার্গে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। বেন্থামের 'ব্যবহারশাস্ত্র' নামক পুস্তক পাশ্চাত্য জগতে নবযুগের অবতারণা করিয়াছিল। মিল আশৈশব এই মন্ত্রেই দীক্ষিত ছিলেন। সুতরাং বেন্‌থামপ্রবর্ত্তিত হিতবাদের (utilitarianism) অঙ্কুর মিলের চিত্তে প্রকাণ্ড বিটপীতে পরিণত হইয়াছিল। বেন্‌থামের পূর্ব্বে ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্র 'প্রকৃতির নিয়ম' ও 'বিবেকবুদ্ধি' প্রভৃতির অভ্রান্ত যুক্তিতে পরিচালিত হইত। বেন্‌থাম অকুতোভয়ে প্রকাশ করিলেন—যাহা জগতের অত্যন্ত হিতকর ও বহুসংখ্যক লোকের সুখের কারণ অর্থাৎ যে কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বহুলোকের সুখ উৎপাদন করিতে পারে, তাহাই লোকের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য। ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম এবং অভ্রান্তযুক্তির অনুমোদিত। যুক্তি ও প্রমাণ ব্যতীত অন্ধ-বিশ্বাসপ্রসূত কাল্পনিক প্রকৃতি-নিয়ম মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। মিল্ বেন্‌থামের নিকট হিতবাদ (Principles of utility) এবং সুখবাদ (Doctrine of happiness) এই দুইটী মত শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই দুইটী মতই তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ চিন্তারাজ্যের পথপ্রদর্শক। হিতবাদ ও সুখবাদই তাঁহার নীতির নিয়ামক। এই ধারণাই তাঁহাকে তড়িচ্ছক্তির ন্যায় নববলে বলীয়ান্ করিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ—মিলের প্রতি হ্যারিয়েট টেলর নাম্নী স্বাধীনতা-প্রিয়া বিদুষী রমণীর আধিপত্য। মিল্ আত্মজীবন চরিতে ও তাঁহার জীবনীলেখকগণ স্ব স্ব পুস্তকে এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন স্ত্রীর প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

মিলের পরিণত বয়সের রচনাবলীর অধিকাংশ পুস্তক (স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের) লিখিত। মিসেস টেলরও এরূপ বিদুষী ছিলেন যে, মিলের রচনার অধিকাংশই তিনি সংশোধন করিয়া দিতেন। মিলের জীবনে কোমলতর চিত্তবৃত্তির যে বিকাশ দৃষ্ট হয়, তাহা পত্নীপ্রেম ব্যতীত অন্য কোন স্থানে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। টেলরপত্নী মিলের গৃহিণী হইয়া মিলের জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিলেন। এই রমণীর অযথা স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও সমাজদ্রোহিতার বাসনা মিলের চিত্তে সংক্রান্ত হইয়া যায় এবং তাহার ফল তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থাবলীতেও দৃষ্ট হয়।

এইরূপে মিলের চিন্তারাজ্যে উল্লিখিত ত্রিধারা-সংযোগে অভিনব বিপ্লবপরম্পরার সৃষ্টি করিয়াছিল। মিল্ যে সমস্ত পুস্তক লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে তর্কবিদ্যা (Logic), হিতবাদ (Utiliterianism), রাজনীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র (Principles of Political Economy) এবং স্বাধীনতা (Liberty) নামক পুস্তকগুলিই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ও মৌলিক ভাবাপন্ন। 'নারী জাতির অধীনতা' (Subjection of women) নামক পুস্তকে তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার অনুকূলে অনেক দার্শনিক তর্ক ও যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

মিল্ প্রচলিত সমাজপদ্ধতির প্রতি দোষারোপ করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়া যান। তাহার 'স্বাধীনতা' ও 'স্ত্রীজাতির অধীনতা' নামক পুস্তকে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে,—সর্ব্বপ্রকার সামাজিক বন্ধন মনুষ্যের আকস্মিক আকাঙ্ক্ষিত উন্নতির অন্তরায়। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপোষক হইলেও উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—পৃথিবীর প্রত্যেক মনুষ্যই কতকগুলি সাধারণ স্বত্বের উত্তরাধিকারী। তাহার মধ্যে স্বাধীনতা সর্ব্বপ্রধান। তাহা ব্যক্তিগত ও জাতীয়ভেদে দ্বিবিধ। কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীলোক অভিন্নরূপে উহার অধিকারী। পুরুষজাতি যে, বহুদিন হইতে অস্বাভাবিক ও ন্যায়বিগর্হিত নিয়মে স্ত্রীজাতিকে অধীন করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা সর্ব্বাঙ্গীণ সামাজিক উন্নতির অন্তরায়। যে দিন লীলাময়ী প্রকৃতি বসুন্ধরার বিশালবক্ষে নিয়মের নিগড় ছেদনপূর্ব্বক মুক্তপক্ষ-বিহঙ্গের ন্যায় অবাধ ও অসঙ্কুচিত ভাবে বিচরণ করিবেন, সেই দিন পৃথিবীতে মনুষ্যের চিরপ্রার্থিত স্বর্গরাজ্যের সমাগম হইবে। এই মত মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া মিল্ রমণীগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

বিশ্বপ্রেমিক ও মানবহিতৈষী মহাত্মারা মানবজাতির দুঃখনিবৃত্তির জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। যখন পাঠগৃহের সঙ্কীর্ণ সীমা এবং পাঠ্য-পুস্তকের কল্পনারঞ্জিত মনোমোহন দৃশ্যপরম্পরা অতিক্রম করিয়া মিল্ ঘটনারাজ্যের কঠোরসংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি দেখিলেন তখন সংসারের চতুর্দ্দিকেই বৈষম্যের বিচিত্র প্রভাব। মনুষ্যের এই বৈষম্য ও দৈন্য দর্শনে ব্যাকুলিত হইয়া মিল্ যৌবনের উদ্দাম কল্পনায় পৃথিবীতে আদর্শরাজ্য-প্রতিষ্ঠার আশা করিয়াছিলেন। এই সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সমাজসংস্কারের আশায় প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, দারিদ্র্যদুঃখ বিদূরিত করিয়া সাধারণকে শান্তিসুখের অধিকারী করিবেন। তদনুসারে তিনি তর্কবিদ্যা ও অর্থনীতি-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কিন্তু ১০ বৎসরের মধ্যে অভিলষিত উন্নতির পথে—কোন অধ্বশিলা অতিক্রান্ত হইল না দেখিয়া কল্পনা ও ঘটনার পার্থক্য কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিলেন। তথাপি উন্নতিপ্রবাহের বিলম্বিত ও রুদ্ধগতিদর্শনে আশাভঙ্গজনিত মানসিক কষ্টে পতিত না হইয়া তাঁহার উদ্যম দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তদনুসারে অবিচলিত ভাবে নির্ভীকহৃদয়ে তিনি স্বাধীনতার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

তিনি মানবের ভবিষ্যৎ আদর্শসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন—তাহা আপাততঃ আকাশ-কুসুম কিংবা গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অলীক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মানবপ্রেমিক প্লেটো, কোম্‌তে, বেন্থাম, টার্গট্ ও মিল্ প্রভৃতি প্রতীচ্য-মনীষিমণ্ডলী উল্লসিত ভাবে ও আশাপূর্ণ অন্তঃকরণে অঙ্গুলিসঙ্কেতে সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত আদর্শসমাজের পার্থিব স্বর্গ দেখাইয়া দিয়াছেন। কতকালে মনুষ্য সেই কল্পনাস্বর্গে প্রবেশ করিবে, সে বিষয়ে মিল্ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের পদানুসরণপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—যদি অনন্ত অন্তরীক্ষে নন্দনকাননালঙ্কৃত মন্দাকিনীপ্রবাহিত সুখময় অমরাবতীর সম্ভব হয়—তাহা হইলে অনন্তকালস্রোতে বহুসংখ্যক পুরুষপরম্পরার অক্লান্ত যত্নে পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর পৃষ্ঠে সুখশান্তিপূর্ণ স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। সে রাজ্যে রাজরাজেশ্বর কিংবা কাঙ্গালের কোন পার্থক্য থাকিবে না, পুরুষ ও স্ত্রীলোক সাম্যভাবের সমান ভাগ গ্রহণ করিবে। সামাজিক নিয়মের লৌহশৃঙ্খল মনুষ্যের বাসনাকে সংযত করিবে না। বৈষম্যের বাধাবিপত্তিপূর্ণ মেঘমালার অন্তর্ধান হইলে সমুজ্জ্বল সাম্য-সূর্য্য সমাজে কিরণ প্রদানপূর্ব্বক নর-নারীর অন্তঃকরণে নির্ম্মল জ্ঞানানন্দ প্রদান করিবে।

মিল্ তদীয় হিতবাদ-গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন—"মনুষ্যের যন্ত্রণার যে গুলি প্রধান কারণ, তাহার অধিকাংশই পুরুষকারের প্রবল যত্নে ভবিষ্যতে দূরীকরণীয়। কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। মানবসুখের অন্তরায়নিচয়ের সহিত সম্মুখসংগ্রামে অনেক পুরুষপরম্পরা নিহত হইবে, পরে জয়লাভ হইতে পারে। তথাপি যাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত এবং হৃদয় পরার্থপরতায় উদ্দীপিত,সেই সমস্ত চিন্তাশীল মানবহিতৈষী দার্শনিক যোদ্ধৃবর্গ সেই দুঃখসংঘর্ষেও বিমল সুখ অনুভব করিতে পারেন। উক্ত সুখের সহিত স্বার্থসিদ্ধিসম্ভূত কোন সুখেরই তুলনা হয় না। জ্ঞানের বিমলালোকে উদ্ভাসিত তথাপি অতৃপ্তচিত্ত সক্রেটিসের সংশয়াশ্রিত আনন্দ বিষ্ঠাভোজী শূকরের তৃপ্তি হইতেও সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা কপিলের ন্যায় মিল জগতে আনন্দের অনন্ততা ও আতিশয্য অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি যে পুরুষার্থ এবং অবিমিশ্র অনন্ত সুখের সম্ভাবনা হইলেও শান্তি ও চিত্তপ্রসাদ যে, মানবমাত্রেরই অধিগম্য; তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহার জন্য যে অনুষ্ঠেয় মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) জীবনে যাহা সম্ভবপর, তাহার অপেক্ষা অধিক আশা না করা, (২) বিদ্যানুশীলনে অনুরক্তি, (৩) সহৃদয়তা বা হৃদয়ে অকৃত্রিম প্রণয়, ভক্তি ও স্নেহের সংস্থান করা। (৪) মনুষ্য প্রেম বা সর্ব্বসাধারণের কল্যাণচিন্তায় আনন্দাতিশয্য অনুভব করা। ইহাই মিলের ধর্ম্মনীতির মূল সূত্র। কিন্তু পরিণত-বয়সে সামাজিক সংসর্গের পক্ষে তিনি অনুকূলমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মিল-প্রণীত পুস্তকের সমালোচনা ক্ষুদ্র-প্রসঙ্গে সম্ভবপর নহে। আমরা মিলের দার্শনিক মত ও উনবিংশ শতাব্দীতে তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া উপসংহার করিব। ১৮৫১খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে হামিল্টনের দর্শন প্রকাশিত হয়। মিল ৮ বৎসর পরে ১৮৫৯ খৃঃ অঃ ঐ দর্শনের সবিস্তার সমালোচনা করেন এবং হামিল্টনের ভ্রান্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক এক প্রকাণ্ড প্রস্তাব প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকে তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা ও দর্শনমত সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। য়ুরোপের দর্শনশাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত। ১ম শ্রৌত বা আপ্তবাদ (Intuitive), ২য় প্রমাণ ও প্রত্যক্ষবাদ (Empirical)। ১ম পক্ষ বিবেকের আলোকে কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করিতে বলেন এবং ২য় পক্ষ পরীক্ষা ও যুক্তির আলোকে গন্তব্যপথের অবধারণ করেন। জর্ম্মণ দার্শনিকগণের মত অনুসরণ করিয়া হামিল্টন ১ম পক্ষের (Intuitive) অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রমাণবাদী মিল্ তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার যুক্তিবলে হামিল্টনের শ্রৌতবাদ সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। হামিল্টনের শিষ্যেরা পুনর্ব্বার মিলের মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এইরূপ দার্শনিক দ্বন্দ্বে ইংরাজদর্শন পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। ইহার পর মিল্ অগষ্টাস কোম্তের দার্শনিক মত সমালোচনা করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মিল্ ও কোম্তে এই দুই জন মনস্বীই উনবিংশ শতাব্দীতে চিন্তারাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই চিন্তার স্রোতঃ য়ুরোপ অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থানের মানসরাজ্যে অনেকাংশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

মিল্ সম্বন্ধে এই বক্তব্য যে তাঁহার দার্শনিক মত অনেকাংশে তমোগুণান্বিত, আর কোম্তের মত রজোগুণান্বিত। দর্শন, বিজ্ঞান,ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি মানবীয় শাস্ত্রের কুসংস্কারের উচ্ছেদসাধনপূর্ব্বক পৃথিবীতে সুখময় আদর্শরাজ্য স্থাপন করাই মিলের উদ্দেশ্য এবং কল্পিত নূতন সমাজ সৃষ্টি করাই কোম্তের উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর সামাজিক শাসনের শৃঙ্খল অর্পণ করিলে, জগতের উন্নতির গতি অবরুদ্ধ হইবে, ইহাই মিলের মত। মিল্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন,—যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক জাগতিক দুঃখের সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যকে দিবানিশি দগ্ধ করিতেছেন, তিনি কখনই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর হইতে পারেন না। তাঁহার মত কপিলের 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই মতের পরিপোষক অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থাপন করা যায় না। অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্য তিনি স্থলবিশেষে সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মিলের গ্রন্থাবলী পাঠে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মানববাৎসল্যের সাধুপ্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

বিবাহ ও সাংসারিক জীবন।

মিল্ সংসারের সহিত বিশেষভাবে মিশিতে পারেন নাই। এইজন্য সমাজের শক্তি কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার উপর আধিপত্য করিতে পারে নাই। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল—কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকলের সেরূপ বিকাশ হয় নাই। তাঁহার হৃদয়ের ভাবরাশি অর্থাৎ স্নেহ, ভক্তি, প্রণয় প্রভৃতি প্রবৃত্তিনিচয় যথারীতি বিকশি[illegible] নাই। বাল্যজীবনে পিতার এবং যৌবন[illegible] প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁহার স্ত্রীর আধিপত্যই লক্ষিত হয়। কি[illegible] কোমলবৃত্তি

সকলের উচ্ছ্বাস তাঁহার জীবনে দৃষ্ট হয় না। ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের কবিতা কেবল তাঁহার হৃদয়কে উচ্ছ্বাসিত করিত এবং লীলাময়ী প্রকৃতির বিচিত্রদৃশ্যে তাহার চিত্ত বিস্ময়বশে মগ্ন হইত।

মিল্ যৌবনের প্রারম্ভে ১৮৩০ খৃঃ অঃ তাঁহার বাল্যবন্ধু মিঃ টেলরের বাটীতে গমনাগমন করিতেন। টেলর স্বীয় পত্নীর নিকটে মিলের পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহার পত্নী ও মিল পরস্পর প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়িবেন। মিল্ টেলর-পত্নীর বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রগল্‌ভতা দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকেই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী-দেবীরূপে ভাবিতে থাকেন। স্বাধীনতাপ্রিয়া টেলরপত্নীও স্ত্রীজাতির প্রতি মিলের স্বাভাবিক অনুরাগ ও সমবেদনা দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকেই হৃদয়-সিংহাসনে বসাইলেন। দিনমণি-কিরণে নবোদ্ভিন্না নলিনীর ন্যায় স্বাতন্ত্র্যাভিলাষিণী এই বিদুষী রমণীর উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিল। সমাজের বন্ধনে স্বাধীন-জীবনকে শৃঙ্খলবদ্ধ করা তাঁহার মতে পাতক বলিয়া বিবেচিত হইত। এইরূপ রমণীর সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে মিল্ স্বীয় মতের অনুকূল প্রেরণা-সকল প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বন্ধুত্বস্থাপনের বিংশতি বৎসর পরে টেলরপত্নী পতিহীন হইলেন এবং সৌভাগ্যের অপূর্ব্ব সুযোগে তাঁহার বহুদিনের আশালতা প্রসারিত হইয়া উঠিল। মিল্ এই রমণীর গুণে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে প্রণয়িজনসুলভ দুর্ব্বলতার অনুরোধে তাঁহাকে শেলী ও কারলাইল অপেক্ষা উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই টেলরপত্নীর রচিত, অবশিষ্টাংশ উভয়ের রচিত। তাঁহার 'স্বাধীনতা' পুস্তক স্ত্রীর নামে উৎসর্গ করিয়া উদ্বেলহৃদয়ে বলিয়াছেন—"তাঁহার সহিত যে সকল মহতী চিন্তা সমাহিত হইল, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ জগতে ব্যক্ত হইলে জগতের উন্নতি চরমসীমায় আরোহণ করিত।"

যাহাহউক, মিল্ তাঁহার প্রণয়িণীকে যেরূপ ভাল বাসিতেন, তাহা প্রণয়িজনের দৃষ্টান্তস্থানীয়। কিন্তু মিলের জীবনীলেখকেরা মিল্‌কে পত্নীপরায়ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ দক্ষিণ-ফ্রান্সে অবস্থানকালে মিলের পত্নী ১৮৫১ খৃঃ অঃ কালগ্রাসে পতিত হন। পত্নীবিয়োগের পর মিলের চিন্তাশীল সংযতচিত্তেও দারুণ শেলাঘাত লাগিয়াছিল। তিনি তদবধি সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আভিংটন নামক স্থানে পত্নীর সমাধি-সান্নিধ্যে কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবিরামবাহি-অশ্রুজলের প্রণয়-তর্পণে সমাধিমৃত্তিকা সিক্ত করিয়াছিলেন। প্রকৃতির সেই শান্তিময় কুটীরে তৎপত্নীর পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা ভিন্ন আর কেহ তাঁহার সঙ্গিনী ছিল না। তাঁহার বন্ধুবর্গ অনেক সময়ে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। মিলের পুত্র সন্তান হয় নাই।

মিলক (পুং) মেলনকারী।

মিলকা সিংহ, জনৈক শিখ সর্দ্দার। ইনি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে রাবলপিণ্ড অধিকারপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ইহার যত্নে স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

মিলন (ক্লী) সমাগম, সংশ্লেষ, যোগ, সঙ্গম, সম্মিলন।

"ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্।"(গীতগো°)

মিলনস্থান (ক্লী) যে স্থানে মিলন হয়।

মিলপত্র (পুং) অশ্মন্তক বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

মিলম্, যুক্ত প্রদেশের কুমায়ুন জেলার জুহার পরগণার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ নগর। অক্ষা° ৩০°২৫´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°১০´১৫´´ পূঃ। হিমালয় গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিয়া তিব্বতে যাইতে যে জুহার গিরিসঙ্কট আছে, তাহারই পার্শ্বে এই নগর অবস্থিত। এখানকার অধিবাসিগণ ভুটিয়া। ইহারা সর্ব্বতোভাবে হিন্দু রীতি নীতি ও ধর্ম্মাচার অবলম্বন করিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ১১২৭০ ফিট্ উচ্চ।

মিলমিলিয়া, আসাম প্রদেশের কামরূপ জেলার অন্তর্গত একটী বিস্তীর্ণ শালবন। তুলশী নদীর বামকূলে অবস্থিত। এই বন ইংরাজরাজের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত।

মিলান (দেশজ) মিলনকরণ।

মিলাপ্ (হিন্দী) ১ সভা। ২ সামাজিক প্রসঙ্গ।

মিলিক (মিলক্—আরবী) বাদশাহ বা মুসলমানরাজের প্রদত্ত জমিজমাব ছাড়।

মিলিত (ত্রি) মিল-কর্ত্তরি ক্ত। ১ শ্লিষ্ট। ২ সম্বন্ধবিশিষ্ট। ৩ যুক্ত।

"পুনর্ব্বিবাদঃ সঞ্জাতো মিলিতা দেবদানবাঃ।"(দেবীভা°১৪।৮°)

মিলিতযন্ত্র (দেশজ) সুরসম্মিলিত বাদ্যযন্ত্রসমূহ।

মিলিন্ (ত্রি) সম্মিলনশীল।

মিলিন্দ, ভারতের জনৈক যবনরাজ, (Menander)। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইনি মিলিন্দ নামে লিখিত হইয়াছেন। আলেক্‌জান্দারের এসিয়া জয়ের পর, যে সকল গ্রীকদেশীয় শাসনকর্ত্তা প্রাচ্যভূভাগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই উত্তরকালে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। গ্রীকরাজ মিলিন্দ (Menander) বক্ত্রিয়ায় রাজত্ব করিতেন। এই জন্য তিনি গ্রীকো-বাক্ত্রিয়রাজ (Græco-Baktrian) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুদূর বিস্তৃত জনপদ-

সমূহে তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়ায় ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, তিনি নিজ ভুজবলে বহুদেশ জয় করিয়া একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক লাসেনের মতে মিলিন্দ ১৪৪ খৃঃ পূর্ব্বে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো তাঁহার বিজয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্লুতার্কের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, তিনি বক্ত্রিয়ার রাজ্য করিতেন এবং ১১৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে তাঁহার পরলোক গমনের পর বিভিন্ন রাজধানীর অধিবাসিগণ তাহার ভস্ম লইয়া বিবাদ বাধাইয়াছিল।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যোক্ত সাকেত (অযোধ্যা) অবরোধবৃত্তান্ত এবং যবনকর্তৃক মাধ্যমিকদিগের পরাভব, যবনরাজ মিনান্দরের (মিলিন্দের) বিজয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছে। মিলিন্দ-পনহ নামক বৌদ্ধগ্রন্থোল্লিখিত মিলিন্দের আনুষঙ্গিক বর্ণনার সহিত মিনান্দারের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে।

মিলিন্দক (পুং) সর্পভেদ।

মিলিমিল (দেশজ) ১ চর্ম্মরোগভেদ। ২ মিন্‌মিনে। (Measles)

মিলীমিলিন্ (ত্রি) শিবের নাম।

মিলূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মদুরা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক ও নগর। [মেলুর দেখ।]

মিল্‌কি, অযোধ্যাপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলবাসী মুসলমান জাতির একটী শাখা। কৃষিকর্ম্ম করিয়া ইহাদের অধিকাংশই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অনেকে প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে। আজমগড়ের অধিবাসিগণের বিশ্বাস, মুসলমান-শাসনাধিকারে ইহারা রাজস্বের মিল্‌ক (মিলিক) পাইয়া ধনশালী হইয়াছে।

হিন্দুর মধ্যে কায়স্থগণ যেরূপ লেখনদক্ষ এবং রাজকার্য্যে প্রতিভাবান্, মুসলমান সমাজে এই মিল্‌কিরাও তদ্রূপ প্রতিপত্তিশালী। ইংরাজাধিকারেও ইহারা বিশেষ উদ্যমের সহিত রাজকার্য্য ও ওকালতী করিতেছে। ইহারা কূটনৈতিক বলিয়া স্থানীয় লোকে ইহাদের সরলতায় এবং উদারতায় বিশেষরূপে বিশ্বাসস্থাপন করে না। উত্তরপশ্চিমভারতে ইহাদের নামে এইরূপ একটা প্রবাদ আছে,—

"মিল্‌কি কা জানে পরাএ দিল কি ?
পৈঠে দুয়ার নিকলে খিড়কি"।

ইহারা প্রধানতঃ সিয়া ও সুন্নী-সম্প্রদায়ভুক্ত। সকলেই বিশুদ্ধ ভাবে ইস্‌লাম ধর্ম্মের অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকে।

মিল্টন (জন), ইংলণ্ডের জনৈক সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি। তিনি "স্বর্গচ্যুতি" (Paradise Lost) নামক ইংরাজী কাব্য রচনা করিয়া য়ুরোপীয় সমাজে এবং ইংরাজী অধ্যয়নপর সুসভ্য মাত্রেরই নিকট প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার পিতামাতার নাম জন ও সারা মিল্টন। লণ্ডন মহানগরীর ব্রেড্‌ষ্ট্রীট্‌স্থ পিতৃভবনে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা এক জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও শিক্ষিত লোক ছিলেন। পিতার শিক্ষার দৃষ্টান্তে পুত্রও অনুরূপ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিল। সংগীতশাস্ত্রে মিল্টনের পিতার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। বর্ণির সঙ্গীতেতিহাসে (History of Music) তাঁহার রচিত সংগীত গুলি উদ্ধৃত আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থকারগণ ইংরাজীতে তাঁহার নামে Milton বানান লেখেন, কিন্তু তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণের তালিকায় Mylton এই রূপ নাম লেখা আছে।

মিল্টন প্রথমে কাম্ব্রিজ নগরের যীশু কলেজে এবং তৎপরে সেন্টপল্ ও খ্রাইষ্ট কলেজে বিদ্যালাভার্থ গমন করেন। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে তাহার খ্রাইষ্ট বিদ্যালয়ে প্রবেশ কাল লিপিবদ্ধ আছে। বাল্যাবস্থায় অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ না থাকায় বোধ হয়, তিনি কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ে বেত্রাঘাত খাইয়াছিলেন। খ্রাইষ্ট কলেজে সাত বৎসর অধ্যয়নকালে তিনি লাটিন ভাষায় কবিতা লিখিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালের এই কবিত্বোন্মেষ ভবিষ্যতে তাঁহাকে সহযোগী কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছিল।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি তাঁহার পিতার বাকিংহামসায়ারস্থ হর্টন ভবনে আগমন করেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। গৃহে তিনি পাঁচ বৎসর কাল থাকিয়া গ্রীক ও লাটিন ভাষার প্রসিদ্ধ কাব্যসমূহ অধ্যয়ন করেন। এই কাব্যামোদে থাকিয়া তিনি কল্পনা প্রসূনে Comus, L' Allegro, Il Penseroso ও Lycidas কাব্যমালা গ্রন্থন করিয়াছিলেন।

১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতার পরলোকগমনের পর তিনি স্বদেশ ছাড়িয়া যথাক্রমে ফ্লোরেন্স, রোম, নেপলস্ ও ভিনিস পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গ্রোসিয়াস্, গালিলিও এবং টাসোর প্রতিপালক মন্‌সোর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। অতঃপর তিনি সিসিলি ও গ্রীক্ পরিভ্রমণে অভিলাষী হইয়াছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজনৈতিক বিপ্লব উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইতে দেখিয়া তিনি ভ্রমণবাসনা বিসর্জ্জন দিয়া ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজনৈতিক কার্য্যপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণে অভিনিবিষ্ট হইলেন।

রাজনৈতিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া এবং তাহার আলোচনাপর হইয়া তিনি ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে Of Reformation, Prelatical

Episcopacy, The Reason of Church Government urged against Prelacy, An Apology for Smectymnuus ও বিশপ হলের মত খণ্ডন করিয়া কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমবার বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী পিতৃগৃহ হইতে আসিতে অস্বীকার করায় ১৬৪৪ ও ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পত্নীকে তিরস্কার করিয়া ৪ খানি প্রবন্ধ লিখেন। ঐ সময়েই তাঁহার Tractate on Education ও Areopagitica বা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা প্রকাশিত হয়।

রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া অবধি তাঁহার সাংসারিক অবস্থা অসচ্ছল হইয়া পড়িয়াছিল। এই দারুণ কষ্টের সময় স্ত্রীর সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইয়াও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। ইংলণ্ডপতি চার্লসের হত্যাকাণ্ডের পর, তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাস ও রাজ্যের শান্তি-বিধানবিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র-পুস্তিকা রচনা করেন। অতঃপর তিনি মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক লাটিন-সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এই সময়ে রাজনৈতিক বিতণ্ডা ভঞ্জনার্থ তিনি Eikonoklastes ও Defensio Populi Anglicani নামক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

লাটিন-সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবার পর তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টারে আসিয়া বাস করেন।

তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর, তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। কিন্তু এই পত্নীও এক বৎসরের মধ্যে সূতিকাগারে মরিয়া যান।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথ মিনসুল নামা জনৈক রমণীকে তিনি ৩য় পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে পারাডাইস-লষ্ট নামক তাঁহার সুবিখ্যাত কাব্যরচনা সম্পূর্ণ হয়। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে উহার মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। সামুএল সাইমন্স্ নামক জনৈক প্রকাশক ৫ পাউণ্ড মূল্যে উহার সত্ত্ব ক্রয় করেন। ১৩ শত গ্রন্থ বিক্রয় হইলে তিনি গ্রন্থকারকে আরও ৫ পাউণ্ড দিতে স্বীকৃত ছিলেন। উক্ত গ্রন্থ প্রথম ১০ম এবং পরে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ২য় সংস্করণে ১২শ সর্গে মুদ্রিত হয়। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Paradise Regained ও Samson Agonistes রচিত হয়। অতঃপর ১৬৭৪ খৃঃ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি কএকখানি খণ্ডগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে ৮ই নবেম্বর রবিবারে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি ওলিভার-ক্রমওলের সহযোগী এবং স্বাধীনতাপ্রয়াসী দল (Independants) ভুক্ত ছিলেন।

মিল্টন বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া যখন গ্রীক ও লাটিন ভাষার কাব্য-কাননে প্রবেশ করিলেন, তখন কবিকীর্ত্তি-লাভের দুর্নিবার অভিলাষ তাঁহার চিত্তচাপল্য উপস্থিত করিল, তিনি তদনুসারে য়ুরোপের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া নিসর্গের নিরুপম দৃশ্য সন্দর্শন করিলেন এবং জাতীয় মহাকাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই মনুষ্যের অধঃপতন অবলম্বন করিয়া একখানি অবিনশ্বর কাব্য লিখিবেন, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যৌবন-সুলভ রচনাবলীর মধ্যে তিনি অকুতোভয়ে লিখিয়াছিলেন,—অধ্যবসায় ও পরিশ্রমসহকারে আমি এমন কাব্য রচনা করিব, যাহা উত্তরকালের বংশধরগণ কখনই বিস্মৃত হইবে না (which the Posterity will not let it die)। বঙ্গীয় কবি মাইকেলের ন্যায় কবিযশঃপ্রেপ্সু মিল্টন ভাবিয়াছিলেন, তদ্রচিত মধুচক্রে মনুষ্যগণ চিরসুধা পান করিবেন।

কোন্ ভাষায় কাব্য লিখিবেন, প্রথমে তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। শেষে লাটিন-ভাষা অবলম্বনেও লিখিবেন, ইহাও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পরে স্বজাতিবাৎসল্যে প্রণোদিত হইয়া মাতৃভাষার কণ্ঠে তাঁহার অলঙ্কারভূষিতা গাম্ভীর্য্যগুণ-ভূষিতা অপূর্ব্ব কাব্যমালা প্রদান করিতে সঙ্কল্প করেন। বোধ হয়, কুললক্ষ্মী স্বপ্নে তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন,—“ওরে বাছা! গৃহে তোর রতনের রাজি—‘যা, ফিরি অজ্ঞান তুই যা-রে ফিরি ঘরে’ বৎস! তোমার মাতৃভাষার ভাণ্ডারে রত্নের অভাব নাই, তুমি সেই রত্নে কান্তিময়ী কাব্যমেখলা মাতৃভাষার কটিদেশে অর্পণ কর।”

মিল্টনের সাম্প্রদায়িক মতের জন্য তাঁহার মহাকাব্য নানাস্থানে তীব্রভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। কাব্যে রাজদ্রোহিতার ভাব আছে বলিয়া রাজকীয় পুস্তকপরীক্ষক তাঁহার “স্বর্গচ্যুতি” (Paradise Lost) নামক কাব্যপ্রকাশের অনুমতি দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে উহা প্রকাশিত হয়। মিল্টনের নামের সহিত তাঁহার মহাকাব্য অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

মিল্টনের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যে তিনি বাল্যাবধি মহাকাব্যরচনার প্রয়াসে আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতেছিলেন। চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে তিনি আপনাকে মহাকাব্য লিখিবার অযোগ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

লক্ষ্মী-সরস্বতীর সপত্নীভাব দেশনির্ব্বিশেষে প্রসিদ্ধ। তাই কবিতা-দেবীর প্রসিদ্ধ সেবক মিল্টন দরিদ্র ছিলেন। কোন বঙ্গকবি তাঁহার দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মীকে তিরস্কারচ্ছলে বলিয়াছেন—“ইংলণ্ডের মহাকবি, কবীন্দ্র মিল্টন।

ধন্য তাঁর কল্পনা কবিত্ব সম্মোহন॥
কি আশ্চর্য্য মহাযশে ভুবন ভরিলা।
লোলে। তুমি তার প্রতি ফিরে না চাহিলা॥"

কিন্তু বিধাতার বিচিত্র নিয়মে পরস্পরবিরোধিনী লক্ষ্মী-সরস্বতীর সঙ্গতি চিরকালই একাশ্রয়দুর্লভা। বিদ্যাভিলাষী বিত্তশালী হন না। সুতরাং সেই সনাতন-নিয়মে মিল্টনের দারিদ্র্য বিস্ময়জনক নহে। তাঁহার 'পারাডাইস্ লষ্টের' প্রথম সংস্করণ কেবল ৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল।

মিল্টনের চিত্তের দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করে। দারুণ দারিদ্র্য ও নির্যাতনের কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিয়া দৃষ্টিহীনতারূপ দুর্দ্দৈবে বিড়ম্বিত হইয়াও কবিতারূপিণী উদ্দামলীলাময়ী কল্পনা স্বচ্ছন্দবিহারিণী বিদ্যাধরীর ন্যায় মন্দার-কুসুমালঙ্কৃত নন্দনকাননের বিচিত্র শোভা এবং নরকের ভীষণ ও বীভৎস দৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছিল। ইংরাজী ভাষা চিরদিনই মিল্টনের নামে গৌরবান্বিত হইবে।

তিনি স্যামসন্ আগোনিষ্টিস্ (Samson Agonistis) নামক ক্ষুদ্র নাটকে তাঁহার অন্ধ-জীবনের যে করুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। দাম্পত্য-জীবনে মিল্টন সুখলাভ করিতে পারেন নাই। সেই জন্য ডেলাইলার চরিত্রে তিনি দারুণ কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির প্রতি মিল্টনের শ্রদ্ধা বেশী ছিল না। স্যামসনের বিলাপকাহিনীতে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। ইহাই মিল্টনের যথার্থ চিত্র। মিল্টনের চিত্তের বীরত্বপূর্ণ ভাব বুঝিতে হইলে, (Satan) শয়তানের উক্তি স্মরণ করিতে হয়। স্বর্গের দাসত্ব অপেক্ষা নরকের রাজত্ব সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। মনুষ্যের মন শিক্ষা ও দীক্ষাপ্রভাবে দুগ্ধফেননিভ শয্যার কোমলাস্তরণে কিংবা কারা-গৃহের কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়া সমান ভাবে থাকিতে পারে—মিল্টন এইরূপ ভাবে তাঁহার কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্যারাডাইস্-লষ্ট বীররসে এবং দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় নানা ঘটনায় পূর্ণ। মিল্টন পিউরিটান্ (পবিত্রভাবসম্বন্ধীয়) সমিতির প্রতিনিধি ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রও মিল্টনের মতে সুরুচিকর ছিল না। তিনি পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। গ্রীক-দেবদেবীগণকে লইয়া তিনি নানা কুৎসিত চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীক-সাহিত্যের রসলুব্ধ অন্ধকবি মিল্টন হেলেনার অন্ধকবি হোমরের ন্যায় কাব্যারম্ভে বাগ্‌দেবীকে বন্দনা করিয়াছেন। কাব্য-নির্ম্মাণবিষয়ে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া পূর্ব্বকবি-গণের পদাঙ্কিত পথে পদার্পণ করিয়াছেন। মিল্টনের কাব্য মধ্যে যে স্থলে ভারতবর্ষের উল্লেখ আছে—সেই স্থলে মিল্টন ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। পারা-ডাইসলষ্ট গ্রন্থে ইডেন উদ্যান এবং আদম ও ইভের বর্ণনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী।

মিল্লা (স্ত্রী) বিজয়রাজের জননী।

"বিজয়স্যাথ জননী মিল্লাখ্যা স্বামিনোঽর্জ্জিতম্॥"

(রাজতর০ ৮।১০৭১)

মিব্ সেক, ভ্যাদি০ পরম্মৈ০ অক০ সেট্। লট্ মিবতি।

চতুর্দ্দশ ভাগ সমাপ্ত।